স্থায়ীয় সংস্করণ Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার	
প্রতিবারে	
প্রতি ইঞ্চি ১৲	
প্রতি লাইন ৩৲	
অর্দ্ধ লাইন ॥০	
মাসিকদর ২৲	
চুক্তি দর	
স্বতন্ত্র।	

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলা, পূর্ব্ববঙ্গের মুখপত্র

সাপ্তাহিকের মূল্য	
অগ্রিম দেয়	
বার্ষিক ৯৲	
ষাণ্মাসিক ৫৲	
ত্রৈমাসিক ২৸০	
মাসিক ১৲	
নগদ	

৫ খণ্ড] সম্পাদক—গ্রন্থবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই ফাল্গুন ... ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিঃ পিঃ প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৴০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। শ্রীমন্মহতত্ত্ব ৸০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ " " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৸০
৯। মুক্তাফলিকা ভগবৎসারঃ সানুবাদ (বাঁধা) ৫৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (সাবাঙ্গীয়) ৸০
১১। বৈষ্ণব ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-বিবরণ ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৩০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৸০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাবরণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও মহাচাৰ্য্যেরঃ মোট ৫০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ, ও ...) ৸০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ৸০
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৸০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—সনাতনধর্ম্ম

বক্তা—স্বামীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি... মহারাজ

সত্বরেই যোগাযোগ করুন।

[illegible] প্রদর্শনী

শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী

[illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী নামে একটী প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আগামী [illegible] পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। এই প্রদর্শনীতে শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পারমার্থিক সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি [illegible] সমাবেশ হইয়াছে। [illegible] [illegible] প্রদর্শিত [illegible] সুন্দরভাবে [illegible] প্রদর্শিত হইতেছে। [illegible] প্রদর্শনীর [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ

[illegible] সমাবেশ বিপুল

[illegible]

গত ২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে যে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, উহা এখন পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে। কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক দর্শক উপস্থিত হইতেছেন। প্রদর্শনীতে বৈজ্ঞানিক [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং চারিদিকে অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। দর্শনার্থীগণের জন্য [illegible] স্থান রহিয়াছে এবং উহার বন্দোবস্ত আছে। আহার, স্নান, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, রাত্রির সময় বিদ্যুতের আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতা সহকারে [illegible] সাহিত্য, [illegible], ভাগবত প্রবচন ও [illegible] করা হইতেছে।

—দৈনিক বসুমতী

শ্রীধাম মায়াপুরে যাত্রাভিনয়

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আগামী ৮ই, ৯ই, ১০ই এবং ১১ই মাঘ (২০শে, ২১শে, ২২শে এবং ২৩শে ফাল্গুন) তারিখে কলিকাতার শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের যাত্রাভিনয় হইবে।

সত্যাগ্রহ

[illegible] শান্তিপূর্ণ [illegible] [illegible] করিবার অনুমতি পান। [illegible] পুলিশের [illegible] সংকীর্ত্তন [illegible] অনুমতি দেওয়া হয়। [illegible] সত্যাগ্রহীরা [illegible] [illegible] সত্যাগ্রহ করিবে। সত্যাগ্রহীরা [illegible] [illegible] [illegible] সহিত পরামর্শ করিবেন। [illegible] সংকীর্ত্তন [illegible] করা হইবে স্থির হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] এবং [illegible] মনকষাকষির কথাই [illegible] আসিতেছি। প্রধান মন্ত্রিমণ্ডলের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিতাড়িত হইয়াছিলেন। [illegible] আর কিছু না করুন, [illegible] সহিত মনের সমতার অভাব হইয়াছে। [illegible] রাজনীতি এবং বাণিজ্যনীতির [illegible] করিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্থির হইয়াছে যে [illegible] কেহ কাহারও স্বার্থে [illegible] হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং কেহ কাহারও [illegible] করিবেন না। [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিশ্রুতি অনুসারে [illegible] করিতেছেন না। এই অজুহাতে [illegible] মন্ত্রিদলের পতন চেষ্টা করিতেছেন।

খুনের চেষ্টা

একজন এটর্নে সংবাদ এই যে, একজন চৌকীদারের পুত্র সহরে পুলিশের কুচকাওয়াজ দেখিতে আসিয়াছিল। [illegible] তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যায় এবং তাহার গলায় [illegible] কাটিয়া লইয়া তাহাকে নদীর মধ্যে কোথায় ফেলে ও তাহাকে মৃত মনে করিয়া চলিয়া যায়। ছেলেটী একটা নদীর চড়ায় আটকাইয়া যায়। সে [illegible] খবর দিলে পুলিশকে বলা হয়। তাহার নিকট [illegible] পাওয়া গিয়াছে।

জেল বিক্রয়

বিলাতে [illegible] সংখ্যা প্রতিদিন কমিয়া যাইতেছে। হোম সেক্রেটারী [illegible] সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল কারাগার অব্যবহৃত অবস্থায় আছে সে সমস্ত বিক্রয় করা হইবে।

গাছের উপর মোটর

[illegible] সহরে [illegible] উপর দিয়া একটী মোটর দ্রুতবেগে চলিতেছিল। হঠাৎ মোটরটী ঘুরিয়া এক বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া ঝুলিতে লাগিল।

রাজদ্রোহের মামলা

বিগত ৩ই [illegible] তারিখে [illegible] [illegible] বক্তৃতা [illegible] কলিকাতার চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

বি, কে, পালের ঔষধ

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে [illegible] ঔষধ প্রস্তুতকারক ও ঔষধ-বিক্রেতা বটকৃষ্ণ পালের ঔষধ একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। বিলাতী ঔষধের স্থান কিরূপে অধিকার করিতে পারে, বটকৃষ্ণ পালের শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর ঔষধ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পঞ্চী [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] এক-[illegible] [illegible] একজন পুরুষ [illegible] [illegible] [illegible]। দুই দিন পরে [illegible] [illegible] খবর দেওয়া হয়। আগামী [illegible] [illegible]। কিন্তু তাহার [illegible] [illegible]।

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রীয় পরিষদ [illegible] [illegible] প্রশংসা করিয়া এবং [illegible] [illegible] সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] উপনিবেশিক [illegible] [illegible] করিবার [illegible] পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া সংবাদপত্রে [illegible] তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতেছে।

বন্যা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেন যে গত বৎসরে [illegible] রোগে কলিকাতা ও হাওড়ায় ২৮৩৩জন মরিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] রোগ বৃদ্ধির কারণ। উক্ত প্রধান দেশে বন্যায় প্রাবল্য অপেক্ষাকৃত [illegible] [illegible] এই রোগের প্রতিষেধের বিশেষ চেষ্টা [illegible]। এখন দেখা যাইতেছে যে কলিকাতায় [illegible] অথবা [illegible] অপেক্ষা এই রোগের [illegible] প্রাদুর্ভাব।

গো-বৈঠকে টে

গো-বৈঠক এতদিন বেশ [illegible]। এখন [illegible] প্রতিনিধি বলিতেছেন যে [illegible] দেশের বড় [illegible] সংখ্যা কমান যাইতে পারে। এই কথায় মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] এখন বেশী [illegible] [illegible] অধিকার [illegible] করিতেছেন আবার [illegible] দেশে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেশে ফিরিয়াছেন [illegible] দেশে ফিরিবার যোগাড় করিতেছেন।

পুরস্কার

১৯২৮ স [illegible] [illegible] একজন কনষ্টেবল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] মামলার সম্পর্কে আলোচনা [illegible] বলেন যে [illegible] পুলিশ [illegible] [illegible] তাহাদিগকে কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দেওয়া আবশ্যক। [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] পুলিশের সমস্ত লোককে [illegible] কিছু কিছু টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই ফাল্গুন, বুধবার—১৩৩৮

অব্যাবিহরং গোদ্রুমপুরং শ্রী[illegible]ম্ ।
নারিকতাববিনাশং, ভজে শ্রীনদীয়া প্রকাশম্ ॥
যা নিত্যা পরমা পুরা ভগবতা প্রোচে কিল ত্বমবে
যাতা তাম্রবত্ পুনঃ সুবিপুলং শ্রীনামবং বাঙ্ময়ম্ ।
ব্যাসো যাং বিততাং চকার বহুভির্বিজ্ঞার্থশাস্ত্রৈরিহ
জীয়াৎ সা পরপত্রিকা ভুবি বরাহ্লাদৈর্জনা [illegible]স্তে ॥
সংবাদপত্রং নিখিলং তু ভাগং
বৈকুণ্ঠবার্ত্তারহিতং তথোক্তম্ ।
চিত্তং বিমুক্তং নটবৎ করোতি
ত্যক্তা সমাধি হি মনো বুধোঽহম্ ॥

বর্ষারম্ভে

নদীয়া-প্রকাশ পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলেন। আশ্রমচতুষ্টয়ে শিরোভাগ ভিক্ষ্বাশ্রম। নদীয়া-প্রকাশ সেই তুর্য্যাশ্রমিগণের উপাস্য দেবতা। তথাপি নদীয়া-প্রকাশের পূজা বা সেবা কেবলমাত্র চতুর্থাশ্রমীর কৃত্য নহে। পরন্তু সকল আশ্রমেরই সেব্য বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত—পারমহংসী সংহিতা। তাঁহার একাদশস্কন্ধে লিখিত আছে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু,—এই চতুরাশ্রমীর সেব্য-বস্তু নদীয়া-প্রকাশ; আবার বর্ণী ও বর্ণধর্ম্মহীন, সকলেরই সেব্য এক নদীয়া-প্রকাশ।

কিঞ্চিদূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া-প্রকাশ নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে নদীয়ায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই নদীয়াই আমাদের শ্রীধাম-মায়াপুর।

[illegible] বণিক্ সম্প্রদায় বণিক্-বুদ্ধি দ্বারা নদীয়া-প্রকাশের সেবার পরিবর্ত্তে নদীয়া-প্রকাশের দ্বারা আত্মসেবা করাইয়া লন; এজন্য শ্রীধাম-মায়াপুর অবৈধ বণিক্গণের নিকট চারিশত বৎসরকাল অপ্রকাশিত ছিল।

যিনি সুপ্রাচীন নবদ্বীপকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ নদীয়া-প্রকাশেরই প্রকাশ বিশেষ আর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নদীয়া প্রকাশ করায়, তিনিও নদীয়া-প্রকাশের উজ্জ্বল প্রকাশ।

নদীয়ার কোলদ্বীপনিবাসী স্বনামখ্যাত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বীয় গুরুদেব শ্রীচৈতন্যদাসের নিকট শ্রীগৌরভজনানন্দের সন্ধান পাইয়া স্বীয় গুরুদেবের নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাঁহার নদীয়া-প্রকাশ মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। আধুনিক নব্য-নবদ্বীপবাসী শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরোধি-সম্প্রদায় সেরূপ খবর না রাখায় নদীয়া-প্রকাশ-প্রকাশকারী মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে নদীয়া প্রকাশ-প্রকাশকারী বলিয়া মানেন না।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশকগণ অনবচ্ছিন্নসূত্রে নদীয়া-প্রকাশের প্রকাশ-কার্য্যে নিত্যকালই সেবা করেন এবং গৌড়দেশের নিরপেক্ষ বিদ্বজ্জন সকলেই নদীয়া-প্রকাশ-প্রকাশের সহায়। তাঁহাদের পরোপকারের জন্য বিশ্ব-প্রতিভা [illegible]-সম্প্রদায়ের কুহেলী-দমনে সর্ব্বদাই সমর্থ।

নদীয়া চিরকালই বিদ্যার দেশ। কিন্তু সেই গৌরব-রবি অস্তমিত হইলেও মায়া-মোহান্ধকার-ক্লিষ্ট নষ্ট ও মায়া-মুক্ত আত্ম-সকল প্রকার পাঠকগণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রভাত-অরুণের ন্যায় স্বীয় প্রোজ্জ্বল হরিকথা-কীর্ত্তনালোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া প্রাক্তনী প্রতিভার পুনঃ সংস্থাপনে রত।

নদীয়া-প্রকাশ অনিত্য বস্তু নহে বলিয়া উহার দৈনিক প্রকাশ ভক্তিপথের পথিকদিগকে সংপ্রদানে উদ্গ্রীব। নিত্য-সুখে নদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহই সর্ব্বতীর্থময় মধ্যধ্বনি বিস্তার করিয়া থাকেন। [illegible] নদীয়া-প্রকাশ প্রগল্ভতার পাষণ্ড-দমনাদের দ্বারা গৌড়মণ্ডলবাসীর নিত্য মঙ্গলোদ্দেশক।

নদীয়া-প্রকাশের শ্লোকপূর্ণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যের নিদর্শন লাভ করেন। নদীয়া-প্রকাশের উজ্জ্বলিত রশ্মিসমূহ দিগন্তব্যাপী হইয়া বিদ্বদ্বর্গের পারলৌকিক-বিজ্ঞানের সত্য উদ্দেশ বর্ণন করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পাঠকবর্গের বিভিন্ন রুচির উপযোগী সম্পাদন-সমূহ সংগ্রহ করিয়া [illegible] বিষয়ীকৃত ও আপাত নশ্বরের বিষয় তাঁহারা [illegible] প্রকাশ করিয়া ভগবদ্বৈমুখ্যের [illegible] সংস্থাপন করেন।

নদীয়া-প্রকাশ মানবজাতির মূল-প্রয়োজনের কথাই মুখ্যভাবে বর্ণন করিলেও গৌণ কথাগুলির তারতম্য নির্দেশ করেন।

আমরা বর্ষারম্ভে নদীয়া-প্রকাশের সর্ব্বপ্রকার পাঠক, শ্রোতা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী ভাগবত-সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইতেছি। নদীয়া-প্রকাশের প্রকাশ-সেবা-সূত্রে আমাদের অনুকূল ও প্রতিকূল সাধারণকেও অভিবাদন জানাইতেছি।

বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রাপঞ্চিক কালগণনায় পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলেও তিনি কোন খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃত সংবাদপত্র-বিশেষ না হওয়ায় তাঁহার প্রকট-বাসর আমাদের গণনাযোগ্য নয়। নদীয়া স্বরূপ শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশ-বিগ্রহ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব-প্রকটিত শ্রীধাম—ভগবদ্বিগ্রহ। শ্রীভগবানের একান্ত অনুগত সেবকসূত্রে সেই ভগবদ্ধামবিহরণ জীবাত্মার একমাত্র নিত্য বসতি-স্থল; মুক্তচিত্ত-প্রধান অধিষ্ঠান-ভূমিকা—বদ্ধ জীবের কুণ্ঠাবাস [illegible]; প্রত্যেক জীবকে তাহার নিত্য বসতিস্থল চিদ্ধামভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। প্রত্যেক জীব-হৃদয় সন্তানের ক্রীড়াভূমি না হইলে তাহা কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইবে, জীবগণ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণার ছাড়িয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণাকামী হইবেন অর্থাৎ প্রত্যেক জীবহৃদয় নদীয়া হইবে, আর সেই নদীয়ায় নদীয়াবিহারী গৌরহরি প্রকটিত হইয়া তাঁহার অদ্বয়জ্ঞান লীলাবিলাস প্রকটিত করুন—ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা বিষয়, তাই নদীয়া-প্রকাশ বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর চতুর্দ্দশ পুরুষার্থের প্রতি অশ্রদ্ধা [illegible] বশতঃ কৃষ্ণানুশীলনের পূর্ব্বক যে কৃষ্ণ-[illegible]-লীলা প্রকট করিয়া জগৎকে কৃষ্ণ-ভজন শিক্ষা দিয়াছিলেন, আজ কাল প্রভাবে জীবগণ নিজ নিজ [illegible] সেই শিক্ষাকুঞ্জের সকল অর্থ [illegible] করিতেছে—ভগবদ্বিমুখতাই [illegible] মনে ভগবানকে বসাইবার [illegible] সন্তানকে বসাইয়া কাম-ক্রোধাদি বিপু বর্গকে সেই সন্তানের পাদুকা করিয়াছে, জীবের সেই দুর্গতি দূর করিয়া তাঁহার সৌভাগ্য উদয় করাইবার জন্য আজ আবার সেই নদীয়াধামে নদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌরচন্দ্রের [illegible] নদীয়া প্রকাশের আবির্ভাব হইয়াছে।

মহাপ্রভুর [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যে অধুনা যে সকল অপসম্প্রদায় [illegible] সম্প্রদায় একটা মহা কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছে, সেই [illegible] সমস্ত কাপট্যনাট্য [illegible] করিয়া দিয়া যিনি আজ মহোৎসাহে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনে রত, সেই নদীয়া-প্রকাশের সেবা কোন্ সরল সত্যানুসন্ধিৎসুর না কাম্যনীয় বিষয় হইবে? যাঁহারা বাস্তব সত্য সনাতন ধর্ম্মের অনুসন্ধান করেন না, তাঁহারাই মহাপ্রভুর শিক্ষা আলোচনায় আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারেন না; তাঁহারা বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবৎ কৃপালাভে বঞ্চিত হন; সুতরাং নদীয়া-প্রকাশ আর তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন না। অধুনা এতাদৃশ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণাকামীতার প্রশ্রয় পাইয়া যাহারা মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্ম্ম বলিয়া [illegible] তাঁহারাও নদীয়া-প্রকাশকে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ জ্ঞান করেন। নদীয়া-প্রকাশ যাহাদের প্রশ্রয়-দাতৃগণের সমস্ত ভণ্ড ভক্তিসিদ্ধি জনসমক্ষে প্রচার করিয়া দেন বলিয়া বাঙ্গালার সম্প্রদায় তাঁহার নাম শুনিলে জ্বলিয়া উঠেন—নানাপ্রকারে তাঁহার প্রচারে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সত্যের গতি অপ্রতিহত, তিনি সমস্ত বিঘ্নরাশির মস্তক পদদলিত করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকেন। ভাগ্যবান্ জনগণ সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। তাই নদীয়া-প্রকাশ সত্যপ্রিয় জনগণের জীবাতু।

মহাপ্রভু [illegible] বিকৃত অবস্থা দর্শন করিয়াছেন সেই [illegible] হইয়া যে সকল [illegible] নাম-মন্ত্র-বিগ্রহ ব্যবসায়, ভাগবত-ব্যবসায়, ধাম-ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা নিজের [illegible] উদর ভরণ [illegible] করিতেছে, সেই সকল বৈরাগিকুল-কলঙ্ক তাহাদের ব্যবসায় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া নদীয়া প্রকাশের কথায় কখনও তুষ্ট হইতে না পারিলেও সজ্জনগণ আজ সত্যের সন্ধানে ত্রুটী প্রদর্শন করিতেছেন না। সত্যের [illegible] বাস্তবিক জগৎ হইতে [illegible] জগদ্গুরু-নিন্দুক নাস্তিকের [illegible] প্রত্যেক জীবহৃদয়ে নদীয়া প্রকাশিত হউন,—ইহাই সত্য সন্ধ সজ্জনগণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। জগতের সকল বিদ্যা, ধন, কুল, রূপ প্রভৃতি মহত্ত্ব ও সর্ব্ববিধ অভ্যুদয় যাহা আজ বাস্তব সত্য প্রাপ্তির নদীয়া প্রকাশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, নদীয়া-প্রকাশ তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনয়ন করেন না। তিনি বলেন, যে অদ্বৈতবাদী [illegible]

স্বার্থী সজ্জনগণ তাহা দূরের থেকেই তার অন্তরের ঘৃণা জানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

আজ ওরিদেশের অভাব চরিত্র-বিষয়ে প্রকৃতরূপ শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে [illegible] যে অপূর্ব সুযোগ দিয়াছেন, কেহ [illegible] ব্যক্তি সেই [illegible] সুযোগকে অবহেলা করিবেন? অথ [illegible] আমরা অনেক বাস্তব—অনেক [illegible] লাভ করি, [illegible] আমাদের [illegible] কাজে চাহেন—আমাদিগকে হরিভজন করিতে বলেন—[illegible] আমরা যাহাকে হরিভজন বলি, তাহা [illegible] না বুঝাইয়া দেন, এমন [illegible] আমাদের [illegible] নদীয়া-প্রকাশ আমাদের সেই পরম বান্ধব [illegible] আর আমাদের ন্যায় পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে [illegible] অবতীর্ণ হইয়া [illegible] মনোবেদনাকে একটা চমক দিয়েছেন; আমরা যেমন [illegible] এই প্রহরে [illegible] মানব জাতি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তেমন [illegible] কাটাইবার জন্য এক নদীয়া-[illegible] আছ, তাহা আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, এমন বান্ধবকে কোন্ অদৃষ্টবান্ ব্যক্তি না হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্যোগী হইবেন।

লোকের মনোরঞ্জক দুই চারিটা কথা বলিয়া লোককে সন্তুষ্ট করা এক কথা আর লোকের প্রকৃত মঙ্গলবিধান অন্য কথা। একটী শ্রেয়ঃ পন্থা আর একটী প্রেয়ঃ পন্থা। প্রেয়ঃকথা আপাত-প্রীতিকর হইয়া পরিণামে অনন্ত দুঃখের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রেয়ঃ কথা প্রথমে তীব্র বোধ হইলেও পরিণামে অনন্ত আনন্দ-সমুদ্রে উদ্বেল হইয়া থাকে। মূর্খ লোকসকল [illegible] প্রেয়ঃকথায় আপাত [illegible] সহ্য করিতে [illegible] পারিয়া থেকের জন্য ব্যস্ত হয়। পরন্তু [illegible] নদীয়া-প্রকাশ আমাদিগকে [illegible] শ্রেয়ঃ কথা যাহা বলনা করিতে চাহেন না বাকায়া, যে সুধী পাঠকবর্গ! নদীয়া-প্রকাশই আমাদের একমাত্র শ্রবণ কীর্ত্তনের বিষয় হউক। নদীয়া-প্রকাশের প্রচারে আমরা যতই শক্তি প্রদর্শন করিতে পারিব, ততই বাস্তব সত্য হইতে আমরা দূরে [illegible] হইব—[illegible] আর আমাদের উপলব্ধির ভাগ্য হইবে না।

জীবহৃদয়ে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বস্তুতত্ত্ব [illegible] নদীয়া প্রকাশিত না হইয়া [illegible] [illegible] বাস্তবিক বিচার-কেন্দ্র প্রকাশিত [illegible] তাহা নিজ নহে। যাঁহারা [illegible] শ্রীনাম-ভজন বারিচিতে [illegible] চাহেন, তাঁহারা কখনও অপ্রাকৃত [illegible] লাভের যোগ্য নহেন। অগ্র [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরের [illegible] প্রাকৃত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেবের শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ষষ্ট পঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব-বাসরে—

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি।

হে পতিতপাবন প্রভো!

অদ্য এই শুভ প্রকট-বাসরে কি ভাষায় আপনাকে অভিনন্দিত করিব, মায়াবদ্ধ জীব আমরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না; তথাপি অন্তর [illegible] প্রবোধ মানিতেছে না। হে চৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারকবর! আপনি আচার্য্য, ভারত ও সমগ্র ভূমণ্ডলে যে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন, স্বয়ং আচার পূর্ব্বক প্রচার দ্বারা জীবের পরম মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আপনার প্রতিষ্ঠিত ভারতের সমগ্র শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্র (প্রতিষ্ঠান সমূহ) [illegible] বালিয়াটীর সকলেই কৃপয়া অচিরে আপনার অহৈতুকী কৃপায় আপনার অপার মহিমা উপলব্ধি করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। “উপদেশামৃত শ্রীগৌরপার্ষদ প্রভুকে” আর্ত্তজীবা পাঠকগণ পুনঃ বুদ্ধি [illegible] পরিবর্ত্তে পদ্য যদি পরিণত করিয়াছে, মায়াবাদীকেও শ্রীনাম দিয়া প্রচার করিতেছে, তাহা আপনার অহৈতুকী কৃপার [illegible] [illegible] সম্ভব হইয়াছে। এই জীবন কীর্ত্তন ভূমিকের দিনে শুদ্ধ-ভক্তি সিদ্ধান্তবাণীর মন্দাকিনী ধারায় স্নাত হইয়া অনেকেই “স্ব-স্বরূপে” শ্রীনামকীর্ত্তন ও সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। অদ্য আমরা বালিয়াটীবাসী এবং শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের সেবকগণ আপনার শ্রীচরণে এই ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। ইহা অকিঞ্চিৎকর হইলেও আপনার অহৈতুকী কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

দীনাতিদীন—

শ্রীমোহিনী মোহন রায় চৌধুরী।
" কামিনী মোহন " "
" বাড়ৈ মোহন " "
" মনোমোহন " "
" সত্য মোহন " "

শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের সেবকবৃন্দ।

তারিখ ৬ ফাল্গুন ১৩৩৬ সন

বালিয়াটী, জিলা ঢাকা।

মায়াপুর কীর্তনের মাঠে শুদ্ধভক্তির নামে যে সকল অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহাকে যাঁহারা শুদ্ধ-ভক্তি বলিতে চাহেন, তাঁহারা [illegible] কত বড় একটী বঞ্চনা লাভ করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। “[illegible] ঢোকা মালা ধরি' ধূর্ত করে [illegible]”—ইহা বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত ধূর্ত্তের [illegible] হইতে আমাদের পরিত্রাণ পাইবার আর কোনই উপায় নাই। নদীয়া-প্রকাশ ধূর্ত্তের সেই সমস্ত চাতুরী ধরিয়া দিয়া আমাদের পরম বান্ধবের কার্য্য করেন, আমাদিগকে [illegible] সন্ধান প্রদান করেন, সুতরাং [illegible] [illegible] অবশ্যই নদীয়া-প্রকাশের প্রচারে উৎসাহ থাকা আবশ্যক।

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, প্রাকৃত সহজিয়া, সখিভেকী, [illegible] স্মার্ত্ত, বড় বেশধারী না হইয়াও [illegible] [illegible] বাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায় এবং তাঁহাদের অনুগত জনগণ নদীয়া-প্রকাশের সমাদরে কৃপণতা প্রকাশ করিয়া নরকগামী হইতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে নদীয়া-প্রকাশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। অন্যথাকে সত্য-রূপে নদীয়া-প্রকাশে [illegible] কখনও সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। নিরপেক্ষ হইয়া নদীয়া-প্রকাশের প্রচার বিষয় বিচার করিলেই [illegible] [illegible] বিষয় নয়, মনুষ্য নদীয়াপ্রকাশের নামে জানিলেই [illegible] [illegible] [illegible] পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে।

জগতে আমার প্রচারের জন্য জগৎ বাসীর যেরূপ প্রবল উদ্যম ও উৎসাহ দেখা যায়, পারমার্থিক বার্ত্তার প্রচারের প্রতি তাহার শতাংশের একাংশ পরিলক্ষিত

হয় না, উহা বড় পরিতাপের বিষয়। উত্তম-লোকে, তথা উত্তম-লোকেই জন্ম পাইয়া প্রাণে [illegible] আমাদের নিজ [illegible] [illegible] আছে, তাহা বিচার বিষয় হইলেই নদীয়া-প্রকাশের পরলোকতত্ত্বের আদর হয়। নদীয়া-প্রকাশ সংসার-দাবানল-দগ্ধ জীবগণকে শ্রীগৌরচন্দ্র-কণিকা [illegible] পাদ-পদ্মের সন্ধান দিয়া জগতে পরমার্থ বিস্তার করিতেছেন। নদীয়াপ্রকাশ [illegible] ও তাঁহার শ্রীপাদের বান্ধব প্রবাহ। জগদ্বাসী তাঁহার [illegible] সম্ভোগ অনুশীলন করুন, তবে সন্তোষ [illegible] দিবে।

নদীয়া শ্রীগৌরের মহামহাজনোদয়ের বলিয়া সমস্ত [illegible] সুধাধাম হওয়ায় নদীয়াপ্রকাশ [illegible] নদীয়া জেলার সুখপত্র মাত্র নহে, [illegible] সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মুখপত্র। অতএব সকলেই নদীয়া প্রকাশের সেবক হইয়া আদর গ্রহণ করুন—উহাই বিশ্ববাসীর চরণে [illegible] আজ একান্ত একমাত্র নিবেদন। মনুষ্যজীবনের অনেক দিন [illegible] অতিবাহিত হইল, আর যেন দুর্দ্দিন না যায়, অদ্য হইতেই [illegible] আমাদের হৃদয়ে শ্রীনদীয়া-প্রকাশিত হউন, নদীয়া-বিহারীর নর্ত্তন-কীর্ত্তনে [illegible] [illegible] [illegible] বর্তমান বর্ষে প্রথমাংশে প্রবল প্রাপ্ত হউক।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

নিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসব

গত ১১ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দিবস শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকট-বাসর উপলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমঠে শুভাগমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে [illegible] উহাদের নাম দিয়া উল্লেখযোগ্য ডেপুটি শ্রীযুক্ত [illegible] পট্টনায়ক, ডেপুটি শ্রীযুক্ত [illegible] বসু, সবডেপুটি শ্রীযুক্ত বাবা [illegible] নায়ক, উকিল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র উকিল শ্রীযুক্ত যোগিন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীরাখাল চন্দ্র বসু, প্রফেসার শ্রীযুক্ত [illegible] সান্ন্যাল, প্রফেসার শ্রীযুক্ত [illegible] বহুল, স্থানীয় [illegible] উকিল শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible], কটক [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] রায়, [illegible] একাউন্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী, [illegible] শরৎ চন্দ্র

মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশ নাথ ঘোষ [illegible] শ্রীযুক্ত যদু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল [illegible] প্রভৃতি।

শ্রীমঠ প্রাঙ্গণ নানাবিধ পতাকা ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। যথাবিহিত সন্ধ্যা আরাত্রিক ও সংকীর্তনের পর মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার স্বভাব-[illegible] ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য [illegible], নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণ না মানিয়া পৃথক বুদ্ধিতে গৌর বা কৃষ্ণপূজার অভিনয় করা যে কুসংস্কার পূজা না হইয়া কেবল নাম অপরাধেরই সঞ্চয় করা হয় তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা দ্বারা বিশদ ভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহাশয় স্বামিদিগের মত বদ্ধজীবের প্রতি ভগবানের দয়া পরমার্থ ভগবদ্ ভক্তের প্রয়োজনীয়তা যে কি, তাহা বিশদভাবে বর্ণন করেন। ভক্ত-মাহাত্ম্য বর্ণন কালে তাঁহার উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখিয়া অনেকে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সংকীর্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় সমাগত ভক্ত সজ্জনগণ অতি ভক্তিভরে মহাপ্রসাদাদি সম্মান করিয়া সকলে চিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করে।

শ্রৌতসিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

(১)

যেমন সকল [illegible] মধুর রসে মিলিত হইলেও অন্যান্য রস নিজ নিজ স্বভাব ত্যাগ করে না অর্থাৎ অম্লাদি রস মধুর রসে বিলুপ্ত হয় না, কেবল মধুর রস বলিয়া পরিচিত হয় মাত্র, যেমন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা মূল রস হইতে অপর রস পৃথক্ করা যায়, তদ্রূপ জীব মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে মিলিত হইলেও আপন সত্তা হারাইয়া তাঁহাতে আত্মলীন হয়েন। [illegible] জ্ঞান-সর্ব্বস্ব মায়াবাদী [illegible] বদ্ধাবস্থায় জীবের [illegible] অবস্থান্তরপ্রাপ্তি দর্শনে ঐ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ [illegible] বলিয়া বিবর্ত্ত কল্পিত করেন। [illegible] অধোক্ষজ [illegible] বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দর্শনে জীব- [illegible] দর্শন করে।

(২)

বেদান্ত, উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রভৃতি জীবেশ্বরের ভেদ এবং তাঁহাদের

পরস্পর সম্বন্ধের কথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এক দেহরূপ বৃক্ষে আত্মা ও পরমাত্মা রূপে দুইটি পক্ষী বাস করেন। তন্মধ্যে জীবরূপ পক্ষী স্বতন্ত্র এবং স্বতঃ মায়া-মোহে মুগ্ধ হইয়া তিনি যে পরমাত্মার আশ্রিত সেবক একথা বিস্মৃত হন। সেবোন্মুখ সেবা-বিমুখ জীব তখন প্রাকৃত জগতে আবিষ্ট হইয়া জড়াভিমান-বশে নিজের স্বভাব বিকৃত করেন এবং সেই স্বভাব-বিকৃতিবশে নিজেকে সেবকের পরিবর্তে সেব্য বলিয়া অভিমান করেন।

(৩)

সেব্য অভিমানকারী জীব, তখন মায়াগঠিত বস্তুসমূহকে আপনার ভোগ্য জ্ঞান অর্থাৎ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বস্তু উপকরণ মনে করেন।

অহঙ্কার-বিমূঢ় কর্তৃত্বাভিমানী কর্ম্ম-পাশ-পীড়িত জীব ভোগ্যবস্তুতে নিজ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আনিবার নিমিত্ত কায়-মনো বাক্যে চেষ্টান্বিত হন। কর্ম্মফল-বাধ্য কর্ম্ম-ভোগী জীব দৈব-ক্রমে কখন তাহাদের মিলন-জনিত সুখ, আবার কখন তাহাদের বিয়োগ জনিত দুঃখ ভোগ করেন।

সাধু-গুরু-কৃপায় সেই জীব যখন আপনা হইতে ভিন্ন নিত্যসেব্য ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন নিজেকে তাঁহার আশ্রিত সেবক এবং তাঁহাকে সেব্য ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপে শুদ্ধ-স্বরূপ জীব বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিত হইয়া প্রাকৃত সুখ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত বীতশোক হয়েন।

(৪)

সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের উদ্ভব হওয়ায় জগৎও সত্য, মিথ্যা নহে। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়া-শক্তির কার্য্য; ভগবান্ নিত্য বলিয়া তৎকার্য্যও নিত্য। এই মায়া ত্রিগুণময়ী, সুতরাং মায়া-সৃষ্ট বস্তু-সকলও ত্রিগুণগঠিত। জগতের বস্তু মাত্রই পরিবর্তনশীল, কেবল নির্গুণ বস্তুই নিত্য এক স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। সুখ জগতের জগতের আবির্ভাব, স্থিতি ও ভঙ্গ দর্শনে মোহিত হইয়া মায়াবাদিগণ [illegible] বস্তু দর্শন-বৎ সত্যের মিথ্যা কল্পনা করেন। শাস্ত্র বলেন—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥
অনেকজন্মকৃতং [illegible] জগদ্বিনাশিনম্।
আবির্ভাব তিরোভাব জন্ম নাশ বিকল্প-বৎ॥"

ব্রহ্ম নিজ শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ যথার্থ প্রকারে সৃজন করেন। 'যথার্থ সৃজন করেন' এই বাক্য হইতেই সৃষ্ট জগৎ-[illegible] সত্য বুঝা যায়। তবে যে শাস্ত্রে

কোথাও জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, [illegible] জীবের বৈরাগ্য উৎপাদন-জন্য বুঝিতে হইবে।

যথা :—

"অসক্তা মুহুর্ভুবি বিষয়বিচারে সম-[illegible]
[illegible]
[illegible] বৈরাগ্যাবলম্বনম্ ॥"

প্রেমপ্রদীপ

(পূর্ব প্রকাশিত ৩০০ সংখ্যার পর)

পঞ্চম প্রভা

আনন্দ বাবু [illegible] বসিয়া ছিলেন। তিনি কহিলেন,—নরেন বাবু! আমি একরূপ সন্দেহ আর করিতে চাই না। পরমেশ্বর আদ্যন্ত পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। সমস্তই তাঁহার অধীন। তাঁহার ইচ্ছা [illegible] উৎপন্ন করিতে পারে এমত কিছুই নাই। তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্জন করিতে যে কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি ধ্রুবনিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন। বিশেষতঃ সমস্ত নিরাকার তত্ত্বে ই নিদর্শন আছে। নিদর্শন যদিও লক্ষিত বস্তু হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্দ্বারা তদ্বস্তুর ভাব উপস্থিত হয়। ঘটিকাযন্ত্রদ্বারা নিরাকার কাল, প্রবন্ধ দ্বারা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং প্রতিকৃতির দ্বারা দয়া দয়াদি নিরাকার বিষয় সকল যখন পরিজ্ঞাত হইতেছে, তখন ভক্তি-সাধনে আলোচনাগত নিরূপ শ্রীবিগ্রহ দ্বারা যে উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমূর্ত্তিকে পৌত্তলিক ব্যবস্থা বলিয়া ঘৃণা করা উচিত বোধ হয় না। বরং নির্দ্দিষ্ট বিষয় বিবেচনায় বিশেষ আদর করা যাইতে পারে। বনিতা ও পুত্রগণকে যদি অর্থ করিয়া রাখা যায়, তবে ঈশ্বরভাবোদ্দীপক শ্রীবিগ্রহকে পূজা করিলে দোষ কি? ঈশ্বর জানেন যে তুমি তাঁহাকেই উদ্দেশ করিতেছ। তিনি তাহাতে অবশ্যই তুষ্ট হইবেন।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বাবাজী ও মল্লিক মহাশয় নিদ্রিত হইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা স্বাধীনরূপে ঐসকল বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। যোগী বাবাজী সমস্তই জাগ্রত, অতএব ঐ সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, 'এখন আর জাগিয়া থাকা কেন, নিদ্রা যাউন। আগামী কল্য ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিব।'

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু [illegible] অবাক্ হইয়াছেন। বাবাজীর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সম্ভ্রমে কহিলেন, "বাবাজী! আমরা শ্রীযুক্ত মল্লিক মহাশয়ের স্থান আপনাকে [illegible] করিলাম। আপনি [illegible] ক্ষমা করুন।"

বাবাজী কহিলেন "যথাসাধ্য কৃপা হইবে।"

কিছু কাল মধ্যে সকলেই নিদ্রিত হই লেন। বাবাজী তাঁহাদের নিদ্রা [illegible] কি কি যোগাঙ্গ সাধন করিলেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে [illegible]

প্রাতে উঠিয়া [illegible] পঞ্চবটী তলে প্রাতঃক্রিয়া সমাধা পূর্ব্বক সকলেই বসিলেন।

মল্লিক মহাশয় রাজযোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী বলিতে লাগিলেন :

'সমাধিই রাজযোগের মূল অঙ্গ। সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে [illegible] নিয়ম, পরে আসন, পরে প্রাণায়াম [illegible] প্রত্যাহার, পরে ধ্যান ও ধারণা, এই [illegible] [illegible] হয়। সাধক যম সম্বন্ধে, দাম্ভিক ও অভিমান হয়, 'তবে প্রথমেই আসন অভ্যাস করিবেন। যদি তাঁহার চরিত্রের দোষ থাকে অথবা [illegible] দেখা যায়, তবে যম ও নিয়মের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পাতঞ্জল দর্শন যোগ-শাস্ত্র। আমি পাতঞ্জলিকে অবলম্বন পূর্ব্বক রাজযোগের ব্যাখ্যা করিব। পতঞ্জলি কহিয়াছেন :—

যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী রাজযোগের অঙ্গ।

অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥৩০॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, এই পাঁচটী যম। যাঁহারা [illegible] তাঁহারা হিংসা পরিত্যাগ করিবেন। [illegible] জীবের [illegible] করিবার ইচ্ছার নাম হিংসা। যবনেরা এবং তামসিক ও রাজসিক আর্য্যগণেরও বোধ শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে অহিংসা অভ্যাস করিবেন। যাঁহারা বিদ্যাবাদী, তাঁহারা সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহিবার অভ্যাস করিবেন। [illegible] গ্রহণ করেন, তাঁহারা অস্তেয় অভ্যাস করিবেন। যাঁহারা মৈথুন-[illegible] তাহা হইতে নিরস্ত হইতে অভ্যাস করিবেন। যাঁহারা পরদ্রব্য আশা করেন, তাঁহারা সেই আশাকে দমন করিবেন।

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥৩২॥

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটী নিয়ম। [illegible] রাখিবেন। মনে সন্তোষ [illegible] করিবেন। সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে [illegible] করিবেন। যদি [illegible] পাঠ করিতে থাকেন, তাহা [illegible] করিবেন। [illegible] [illegible] করিবেন, ঈশ্বরে [illegible] [illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়'পত্রিকা হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রথম নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৬/০ সাধারণ পক্ষে ২০৬৯/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৬০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম গ্রাহকদের ... ।

... অধ্যায়প্রবাহ একাদশ সংখ্যা ... হে

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০,	স্থলে	৫,
গীতমালা	./১০	,,	/০
জৈবধর্ম	২,	,,	১॥০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২,	,,	১॥০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২,	,,	১॥০
ঐ ,, আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১॥০	,,	
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০	,,	৫০
নবদ্বীপ শতক	/০		
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (আবাঁধা)	৸০		
হরিনামচিন্তামণি	৸০		
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০		
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	১॥০		১,
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০	,,	১॥০
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড	৶০	,,	/০
... নবদ্বীপপরিক্রমা	৶০	,,	/০
শ্রী ... ব্যাকরণ	২,	,,	১,

... সত্বর হউন, পরে আর এ সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না তাঁহাদের শ্রীশ্রী প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ উপস্থিত—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত ...

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১ শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)
২ শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধনী, পুরী।
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমুরকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, ময়মনসিংহ।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ... রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭৯ লয় ... রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিভূষণ—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী বাজার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭৮২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্‌ ডি. মুখার্জ্জি—এম, এস, অ্যাকাস্ ... বক্স, কলি।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ রত্ন—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এ,ই এম, বাগবাজ

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible]

[illegible] বিলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible]

[illegible]

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি [illegible] সাধারণের [illegible] অনেকের সুযোগ না থাকায় [illegible] সমস্ত গ্রন্থের [illegible] হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

[illegible] ছাত্র [illegible] বিশেষ [illegible] এই হেতু শিক্ষাবিভাগের [illegible] ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়া[illegible]

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড—১৲ একটাকা

[illegible] মানবের নিত্য [illegible] সাধারণ [illegible] নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যথাযথ ও প্রমাণিত হইয়াছে। [illegible] বিষয় [illegible] আলোচিত হইয়াছে যে, [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া [illegible] যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য [illegible] লীলাভূমি [illegible] দ্বীপ [illegible] এই দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] প্রত্যেক দ্বীপের [illegible] মাহাত্ম্য—[illegible] কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] হইবে। [illegible] প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

[illegible] কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] কি প্রকার ভাবে উদ্দীপন হয়, তাহা [illegible] বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

[illegible]পথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible] এবং শ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] নিত্য [illegible] নিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর্বিভাব-প্রদর্শক অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা [illegible]—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র [illegible] শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন [illegible] প্রার্থনা [illegible] এবং শ্রীভগবানে [illegible] কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা [illegible] কল্যাণ [illegible] এবং যাহার [illegible] করি। তিনি যে নিত্য [illegible] কল্যাণ [illegible] এবং [illegible] আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ [illegible] কল্যাণের [illegible] নিত্যকল্যাণ [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

([illegible])

[illegible]—১। [illegible] ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের [illegible] ৩। [illegible] ও [illegible] বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তৃগণের [illegible] ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও [illegible] ব্যবহার [illegible]। [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীগৌড়ীয়ের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। [illegible] অধিক প্রয়োজনীয় আর। [illegible] ৮ [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য [illegible]

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকায় [illegible] ও [illegible] ধ্বজভঙ্গ [illegible] অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি সকল [illegible] আরোগ্য হয়। [illegible] বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বকামার্থি ঘৃত"

[illegible] অব্যর্থ [illegible] মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্য [illegible] ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] আয়ুর্ব্বেদ [illegible], [illegible]
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের খোকা সিপি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে [illegible], বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নচেৎ [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক—জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনন

[illegible] এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম [illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

[illegible] কেরাস-কুইনন [illegible] সকলপ্রকার [illegible] ম্যালেরিয়া [illegible] মূল্য ২৲ [illegible] [illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, স্মৃতিবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

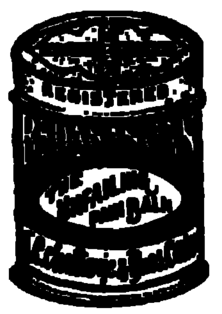

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য-সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, ঐ রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নানা ব্যাধি, যেমনঃ মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘা, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য [illegible]। এক শিশি ৮০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] নং ইলকাট লেন, [illegible] ঢাকা।

সকল প্রসিদ্ধ দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, বাতরোগ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, [illegible], সংক্রামক পীড়া, ঘা এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে মুমূর্ষু ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক রেজিউভিনেটর ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন। তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য [illegible] পান নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি এবং ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

টিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ্‌সিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বাঙ্গালা ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা [illegible] টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা শাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক ঔষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের [illegible] টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি খাঁটি উপাদানে শুধু খাঁটি ঘৃতে শাস্ত্রমতে প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর ঔষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

ইহা সেবনে বাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রভৃতি অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত ব্যাধিরোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা [illegible] মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, চীফ সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, ডাক্তার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না দেখিতে পারিয়াই পণ্ডিত [illegible] "কামশাস্ত্র" একখানি যিনি পাঠ করেন, তিনি [illegible] প্রাপ্ত হইবেন। [illegible] ১৫০০০ টাকায় লোক [illegible] হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসর পরীক্ষিত। [illegible] "অ.ভক-নিগ্রহ" প্রতি কৌটার মূল্য [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ [illegible], ২১৪ নং বহুবাজার [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার ও বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক [illegible] ছাপা হইতেছে। বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রী কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০ মাসিক ১৲ নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৬ ১লা মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০
	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০
৫।	ভজনরহস্য	৸০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	” ” ” আবাঁধা	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷০
	গীতায় কেবল বাঙ্গ-ভাষ্য	৷০
৯।	ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব তারতম্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত (বাঙ্গ)	২৲
১০।	বেদান্ত-সূত্রের সিদ্ধান্ত (রামানুজীয়)	৷০
	বৈষ্ণব	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৵০
১৫।	দীপ-বিনোদ	৵০
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৵০
১৭।	আচার ও আচার্য্য	
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীনবদ্বীপশতক, অর্চ্চনকণ ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট	৷৵০
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ	৸০
২৬।	সাধককণ্ঠমণি	।০
২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
৩১।	মণিমঞ্জরী সম্প্রদায়	।০
৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—শ্রীধাম-প্রদর্শনী

বক্তা—মহোপদেশক [illegible] মহারাজ

সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়

বৈদিক মনীষা প্রকাশ

বিদ্যাপীঠ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

নির্ভীক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলেজ পরিচালক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ১।০ দাম ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এখনে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, যা'র মহামিছি বাজে বোতল ২।৩ বোতল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷০ আনার পারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন অব্যর্থ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালের পূর্ব্বে আরোগ্য হইবেন, তজ্জন্য ভাবিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷/০ আনা, ডজন ৫।০ মাত্র।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্যক উপাদানে খাঁটি কাঁচা রুকফিল তৈলে মৃগনাভি, কর্পূর, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, অগুরু, বেল, প্রভৃতি মূল্যবান মহামূল্য দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া তাহার গুণ অতুলনীয় উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ সম্পূর্ণ দূর হইয়া থাকে।

অধিক সকল প্রকার পুরাতন পুরুষের ও নারীদের বাতুজ দুর্ব্বিষহ রোগ, কঠিন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, বাত, কুষ্ঠরোগ, বাধক, সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আবকপালী, শিরঃপীড়া এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নানা প্রকার ব্যাধির শান্তিদায়ক অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, এরূপ অধিক হিতকারী তৈল যে, জ্ঞাত হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেল উপর বড় বড় অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতারক দোকানদার জাল বা নকল তৈল দ্বারা আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে লোকের বিজ্ঞাপন ঠকাইতে পারিবেক না।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই ফাল্গুন শনিবার—১৩৩৬

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী

সম্বন্ধে দর্শকের বিনীত নিবেদন

শ্রদ্ধেয় 'নদীয়া প্রকাশ' শ্রীপত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়,

এই পত্রিখানি আপনার বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের এক প্রান্তে কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিলে ইহা পাঠ করিয়া মাদৃশ কোন ভাগ্যহীন ব্যক্তির কিছু মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা।

সুদূর পঞ্জাব হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনী দর্শনের জন্য কয়েক দিবস হইল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী এবং অন্যান্য প্রদর্শনীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকা সম্ভব—ইহা অবশ্য এখানে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আমার চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। আপনার শ্রীপত্রিকা পাঠ করিয়া ও শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী দর্শনের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দূর হইতে প্রদর্শনীর বাস্তবতা সম্যক্ উপলব্ধি না হওয়ায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার সৌভাগ্য একেবার আমার হইয়াছিল। শ্রীধামে আপনাদের আতিথ্যরূপ কৃপা লাভ করিয়া কিছুদিন বাস করিবার সুযোগও পাইয়াছিলাম। সুতরাং এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমি প্রদর্শনী সম্বন্ধে একটা ধারণা গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। সাধারণ প্রদর্শনী যেরূপ হইয়া থাকে, শ্রীধামের স্বরূপ একটী অনুষ্ঠান হইবে—এই বিশ্বাসই তখন আমার বলবৎ ছিল।

এখানে আসিয়া যাহা দর্শন করিলাম এবং প্রত্যহ দর্শন করিতেছি, তাহাতে পূর্ব্বের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক অভিনব উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে।

প্রথমে প্রদর্শনীর ব্যবহারিক বিভাগের কথা বলি। শ্রীচৈতন্যমঠের সম্মুখ প্রান্তদেশীয় প্রশস্ত মাঠের একাংশে ও তাহার উত্তরে উচ্চ স্তূপস্থ একটী বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। এই বিশাল বেষ্টনীর অভ্যন্তরে একটী অদ্ভুত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে, এই উপনিবেশের দ্বারা অধিবাসীর সংখ্যা অনুমান করা কঠিন, সংখ্যাধিক হইবার সম্ভাবনা।

প্রদর্শনী নগরের প্রবেশ-তোরণের সম্মুখে মফঃস্বলদেশের মোটর 'বাস', মোটর 'কার', গোযান ইত্যাদি যানের রক্ষণাগার হইয়াছে। গঙ্গার ঘাট (স্বরূপগঞ্জ ঘাট) হইতে প্রদর্শনীক্ষেত্র দূরত্ব দুই মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। সারা দিনরাত্রি এই সমুদয় যান অনবরত স্বরূপগঞ্জ ঘাট হইতে প্রদর্শনীক্ষেত্রে যাতায়াত করিতেছে।

আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী আবশ্যক দ্রব্যাদি এবং বিলাসের উপকরণের বহু সুসজ্জিত পণ্যবীথিকা সুশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত হইয়া ক্রেতা এবং বিক্রেতার সহজ বিনিময় সম্পাদন করিতেছে। এই আদর্শ সুরম্যপ্রদীপ্ত সমস্ত পণ্যার্থ সাধনোপযোগী নানা প্রকারের বহু চিত্তাকর্ষক প্রতিষ্ঠান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পারমার্থিক সত্যগুলি চিত্রে এবং বহু উৎকৃষ্ট মৃন্ময় পুত্তলীর দ্বারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রত্যক্ষ দর্শন ও বাস্তব বিচারের বিষয়রূপে সজ্জিত বিদ্যমান রহিয়াছে। পারমার্থিক সত্যের প্রদর্শনী-কুটীরগুলির শিল্প-সৌন্দর্য্য সমস্ত দর্শকের চিত্তহরণ এবং কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে।

প্রত্যেক পরমার্থ-প্রদর্শনী-কুটীরের শিল্পনীতি, বিষয় সম্যগ্‌রূপে বর্ণন করা এই ক্ষুদ্র পত্রে সম্ভবপর নহে। শুদ্ধভক্তির অনুকূল অবস্থা-চার্য্য ও ঘটনা পুতলী ও চিত্র দ্বারা সজ্জ-বোধ্য আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবল্লীলার প্রধান প্রধান ঘটনা এবং অপসম্প্রদায়গুলির প্রচলিত ভক্তিবিরোধী অনুষ্ঠানগুলি পাশাপাশি দেখান হইয়াছে।

প্রদর্শনী-নগরের প্রবেশ-তোরণের সম্মুখে বেষ্টনীর অভ্যন্তরে 'ভলান্টিয়ার'-দিগের শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। পশ্চাদ্দিকে রয়েল-টিনের পাক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। আগন্তুক দর্শকদিগের বাসের নিমিত্ত উক্ত স্থানের উপর অনেকগুলি তাম্বু খাটান হইয়াছে। পানীয় জলের নিমিত্ত প্রদর্শনীক্ষেত্রে ৩টি নলকূপ বসান হইয়াছে, নিকটেই ২টী বড় পুষ্করিণী ও ২টী পাতকূয়া আছে, দর্শকের পর্দা এবং সংরক্ষণ (স্বচ্ছ) প্রণালীতে রহিয়াছেন।

তিন শত বাতির দ্বারা উজ্জ্বল আলোর বন্দোবস্ত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত ত্রি লাইট, বহু গ্যাস লাইট এবং অন্য প্রকার বিবিধ আলোকমালার দ্বারা প্রদর্শনীক্ষেত্র সন্ধ্যা হইতে অদ্ভুতরূপে প্রভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া ভগবৎসেবার সৌন্দর্য্য বিধান করে।

দেশীয় যাত্রাগান, বায়স্কোপ, ম্যাজিক ইত্যাদি নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের যথেষ্ট বন্দোবস্ত হইয়াছে। বহু বিরাট এবং বহু প্রকার আলোকচিত্রের সৌন্দর্য্য সম্পদ বর্দ্ধিয়াছে। অদ্ভুত কৃত্রিম এবং সর্ব্ববিধ আঃকর্ষিণী ব্যবস্থায় সুসজ্জিত করিয়া উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমুদয় ব্যবহার সম্পত্তিকে 'কর্ম্মের পথ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

এই নগরের অদ্ভুতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সমস্ত পরমার্থ সম্পূর্ণরূপে সুন্দর বাস্তব ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। শাস্ত্রীয় গ্রন্থাগার, পারমার্থিক চিত্রশালা এবং উপকরণ-যুক্ত নগরের কেন্দ্রস্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রবিৎ ভক্তগণ সমস্তই লাইব্রেরী গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা জিজ্ঞাসুদিগের সংশয় অপনোদনের চেষ্টা করিতেছেন। লাইব্রেরী গৃহের সম্মুখেই পারমার্থিক বক্তৃতা প্রদানের জন্য বৃহৎ চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা এই চন্দ্রাতপের নিম্নে আলোকচিত্রের দ্বারা শাস্ত্রবিৎ বাগ্মী সদাচার-সম্পন্ন বিশিষ্ট ভক্তগণ পারমার্থিক বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রদর্শনীর এই অংশকে 'ভক্তিপথ' এবং শ্রীমন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠকে 'সেবার পথ' নাম দেওয়া হইয়াছে, শুদ্ধভক্তি একমাত্র শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে ভগবৎসেবার দ্বারা লভ্য হয় প্রয়োজন। সংসারের যাবতীয় বস্তু এবং যাবতীয় চেষ্টা কি উপায়ে চিন্ময় ভগবৎসেবার উপকরণরূপে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহাই অনর্থযুক্ত জীবের একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে শুদ্ধভক্তগণের সেবকত্বের পারমার্থিক সেবা-চেষ্টা মাদৃশ অনর্থযুক্ত জীবের সেব্যবোধক হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় বর্ণনার দ্বারা বুঝিতে কিম্বা বুঝাইতে পারা যায় না। এই পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত ভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ চিরবিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীতে ভাগ্যবান্ জীবের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই পারমার্থিক পথের কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি হইলেই সকল ভয় হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের উদার আজানুলম্বিত ভুজ বিগ্রহ ধারণ করিয়া এই প্রদর্শনীরূপে আমাদিগকে স্ব-স্বরূপ প্রদর্শন করাইতেছে। এই প্রদর্শনীর লক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীতে আসিয়া সকলেই বাস্তব পরোপকারত্বে দীক্ষিত হইয়া ভারতভূমির সেবায় লাভ করুন—ভগবদ্ভক্তের সেবায় সর্ব্বপ্রকার উপলব্ধি করুন—ভগবদ্ভক্তের সেবা-চেষ্টার উপকরণ হইয়া চিন্ময়ী অনুভূতিতে প্রবেশ লাভ করুন। আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য ব্যক্তি সাধ্য আস্বাদন করিবেন না। একবার মাত্র প্রত্যক্ষ করিলেই শ্রীশ্রীগুরু আত্মোদয়ের চরম প্রয়োজনীয়তা এবং অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শ্রীধাম বাসের চরম সৌভাগ্য উদিত হইবে। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীধামের সেবকগণের আনুগত্যে বিশেষ সকল সম্পাদিত শ্রীল সাধক ভগবানের অবির্ভাবের সম্ভাবনা হইবে। ইহা ব্যতীত জগতের ঘোর অনর্থ-নিবারক দ্বিতীয় পন্থা নাই, নাই, নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে সব পথ সত্য সত্য সাধারণ ও দর্শকগণের অন্তঃস্থ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে ভগবৎ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সফলতা লাভ করুক, নচেৎ কর্ম্মধারা অনর্থ উপশম হওয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। দ্বিতীয় পত্রে প্রদর্শনীর 'ভক্তি' ও 'সেবা'-পথের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

নিবেদন ইতি।

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে আগত

জনৈক পঞ্জাবনিবাসী

কোন্ পথে ?

(শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত, এ, বি, এল)

আমেরিকার সাইকিয়াট্রিক্‌, এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বলেন, "বর্ত্তমান জগতে সমস্ত সংসারে যেন লোক আছেন, যাঁহারা মানব জাতির চরম অবস্থা অবনত হইবার জন্য সমস্ত বায় করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন।" ম্যাকবেথ নামক নাটকের এক স্থানে দেখিতে পাই যে, জীবন একটা পাগলের কথিত অসম্বদ্ধ কাহিনী মাত্র শব্দ আছে, আবেগ আছে, কিন্তু অর্থ নাই।

আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস সম্বন্ধে বিরাট্‌ কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া দেন, অথবা জীবনের সমস্ত অশান্তি বাহ্য-সমুদ্র নির্ব্বাপিত সকল বলে নিমগ্ন করিবার জন্য কাব্য আনন্দের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ফরাসী দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক কেনিঙ বলেন যে আজ কলকারখানা যেমন বাড়িয়ে বাড়িয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, মানুষও সেই রকম কলের অধীন হইয়া আসিতেছে—তাহার নৈতিক উন্নতির বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি সম্পূর্ণভাবে কলকারখানার যুগকে দোষারোপ করিতে চাহেন না। উহার ধারণা এই যে, কলকারখানা মানব-জাতিকে কঠিনতা কারা সহজ করিয়া দিতে পারে। কালের কোন বিশেষত্ব থাকিবে না; যে ভাবে সৃষ্টি আছে তাহার সুব্যবস্থা করিতে পারেন।

মোট কথা এই যে, এখন যেন একটা যুগ আসিয়াছে যে, মানুষও বাঁচিয়া

হইবে, হইবে যে সে কখনও অধীন হইবে অথবা কখনও প্রকৃতির অধীন হইবে—সাধু, অন্য কিছুর অধীন হওয়ার কথা সে বুঝিয়াছে।

পুনঃ জড়জগতের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, যেমন জড়, তাহাদের মধ্যে আর নাই যে তাহাদিগকে ঠিকানে উঠিতে হইবে।

... এমন ব্যবস্থা আদৌ নাই যে এ ... ভজনের অথবা জড় প্রকৃতির অধীন হইবার নয়। যদি তাহাকে কেহ স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সে কৃষ্ণদাস, তাহা হইলে সে জানিতে পারে যে, তাহাকে যাইতে হইবে কোন্ পথে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমা

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর,

১৫ ফাল্গুন, ১৩৩৬

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপুরঃসরেষু—

আগামী ২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ বুধবার হইতে নয়দিনব্যাপী নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাদের ন্যূনাধিক সাধন-ফল লাভ ঘটে। দ্বাদশাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম, এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ), শ্রীচারণ বিদ্যারত্ন (এম, এ, বি, এল) এবং শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ বুধবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, গোপডাঙ্গা, মেধার চর, বেলপুকুর) ২২শে ফাল্গুন ৬ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, সুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ শুক্রবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ শনিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাজীর কোল ও চর, তেঘরির কুকোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ২৫শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ রবিবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট, বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ২৬শে ফাল্গুন ১০ই মার্চ্চ সোমবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ২৭শে ফাল্গুন ১১ই মার্চ্চ মঙ্গলবার

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা মাতাপুর) ২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ বুধবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রপুর, পঞ্চের ডাঙ্গা) ২৯শে ফাল্গুন ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

৩০শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

প্রেমপ্রদীপ

পঞ্চম প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিত ১ সংখ্যার পর)

ঋজু স্থিরসুখমাসনং ॥ ৪ ॥

যে সকল আসনের নাম আমি পূর্বে হঠযোগ বিবরণে বলিয়াছি, সেই সকল আসন রাজযোগেরও গ্রাহ্য। পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসন রাজযোগে প্রসিদ্ধ। পদ্মাসন যথা :—

ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াৎ হস্তাভ্যাং
ব্যুৎক্রমাত্তথা ॥

উভয় পদতল উভয় ঊরুর উপর উত্তানরূপে রাখিয়া, দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দুই হাতে ধারণ করিবে। পুনশ্চ স্বস্তিকাসন যথা :—

জানূর্ব্বোরন্তরে যোগী কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং
তৎপ্রচক্ষতে ॥

জানু ও ঊরুর মধ্যে উভয় পদতল রাখিয়া ঋজুকায় সমাসীন হওয়ার নাম স্বস্তিকাসন।

তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োঃ
গতি-বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৫ ॥

আসন জয় হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি-বিচ্ছেদ-লক্ষণ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। যে বায়ু নাসারন্ধ্র দ্বারা বাহিরে রেচিত হয়, তাহার নাম রেচক বা শ্বাস। যে বায়ু নাসারন্ধ্র দ্বারা অন্তঃপুরে গমন করে, তাহার নাম পূরক বা প্রশ্বাস। যে বায়ু অন্তঃপুরে স্থগিত হয়, তাহা কুম্ভক। রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়।

যম নিয়ম সিদ্ধ ব্যক্তি আসন জয় পূর্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

স তু বাহ্যাভ্যন্তর-স্তম্ভবৃত্তির্দেশ কাল
সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ ॥ ৬ ॥

বাহ্যাভ্যন্তর-স্তম্ভ বৃত্তিরূপ সেই প্রাণায়াম-কার্য্যে দেশ-ঘটিত, কাল-ঘটিত ও সংখ্যা-ঘটিত একটী বিধি আছে।

দেশ ঘটিত বিধি এই যে পবিত্র, সমান ও নির্বিরোধী স্থানে যেখানে সাধকের শরীর, মন ও বুদ্ধি নিশ্চল হইতে পারে, সাধক উত্তম চেলাজীন কুশোত্তর আসনে আসীন হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। স্থানটীর নিকট স্বচ্ছ জলাশয় থাকে, ভূমি পরিষ্কার হয় এবং সেই স্থানের বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। মধু-পাক আহারাদি দ্বারা সাধকের প্রাণ তাহা সে স্থানে অক্লেশে পাওয়া যায়। অধিক লোকযোগ না থাকে। মশক দংশ উৎপাতাদির ও অগ্ন্যাদির উৎপাত না থাকে। সকল ঋতুতে সুখ লাভ হয়। নিষ্কণ্টক না হয়। কাল-ঘটিত বিধি এই যে, শীতের প্রারম্ভে বা শীতের শেষে প্রাণায়াম করিবার প্রশস্ত কাল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, ও অধিক রাত্রে প্রাণায়াম অভ্যাস ফলপ্রদ হয়। অভুক্ত কালে বা ভোজনান্তে প্রাণায়াম করিবে না। নিয়ম লঘু-ভোজন আবশ্যক। মাদক দ্রব্য এবং মাংস মৎস্যাদি নিষিদ্ধ। অম্ল, রুক্ষ, লবণ, বিদাহী দ্রব্য নিষিদ্ধ। দুগ্ধ মিষ্ট দ্রব্য ও স্নিগ্ধ দ্রব্য বিশেষতঃ ক্ষীরাদি মধ্যে মধ্যে সেবনীয়। প্রাতঃস্নানাদি এবং অধিক রাত্রে ভোজনাদি অনিয়মিত কার্য্য নিষিদ্ধ।

সংখ্যা ঘটিত বিধি। আসনে আসীন হইয়া ষোড়শ সংখ্যক বীজ মনন পূর্বক ইড়া বা চন্দ্র নাড়িকা দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। সেই বায়ু চতুঃষষ্টি মাত্রা জপ সংখ্যা পর্য্যন্ত কুম্ভক করিবেক। পরে দ্বাত্রিংশৎ মাত্রা জপ সংখ্যা পর্য্যন্ত রেচন করিবে। দক্ষিণ সূর্য্য নাসিকা বা পিঙ্গলা দ্বারা ষোড়শ মাত্রা পূরণ করিয়া চৌষট্টি মাত্রায় কুম্ভক করে বত্রিশ মাত্রায় ইড়া দ্বারা রেচন করিবে। পুনর্বার ইড়া দ্বারা পূরণ করত কুম্ভকান্তে পিঙ্গলা দ্বারা পুনঃ মাত্রা ক্রমে রেচন করিবে। এই প্রকার তিনবার করিলে একটী মাত্রা প্রাণায়াম হয়। বাম নাসিকারন্ধ্রের নাম ইড়া বা চন্দ্র। দক্ষিণ নাসিকারন্ধ্রের নাম পিঙ্গলা বা সূর্য্য। কুম্ভক রন্ধ্রের নাম সুষুম্না। মতান্তরে প্রথমেই রেচক আরম্ভ হয়। ফল সকল একই প্রকার।

প্রথমে দ্বাদশ মাত্রা প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে অধম মাত্রা সাধিত হয়। ষোড়শ মাত্রা অভ্যাস করিতে পারিলে মধ্যম মাত্রা হয়। বিংশতি মাত্রা অভ্যস্ত হইলে উত্তম মাত্রা হয়। সকল মাত্রাই প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যার পর ও মধ্য রাত্রে এই পাঁচ বার করিতে হয়।

তিনমাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে নাড়ী শুদ্ধ হয়। নাড়ী শুদ্ধ হইলে কেবল কুম্ভক নামক প্রাণায়ামের চতুর্থাঙ্গ সাধিত হয়। যথা পতঞ্জলি :—

বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৭ ॥

কেবল নামক চতুর্থ কুম্ভকে রেচক পূরক শূন্য প্রাণায়াম হইয়া থাকে। কুম্ভক উত্তমরূপ সাধিত হইলে দুইটী ফল হয়। আদৌ মনের প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয়। দ্বিতীয়তঃ ধারণা-কার্য্যে মনের যোগ্যতার উদয় হয়।

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপা
নুকার ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৮ ॥

যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় তাহাতে সম্প্রয়োগ না করিয়া চিত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বরূপে ইন্দ্রিয়গণকে অবস্থিত করার নাম প্রত্যাহার। ক্রমশঃ যখন বুদ্ধিকে অবস্থিত রূপে চিত্তস্থ করিয়া ধ্যানে অভ্যাস করিবে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হয়। তৎপর সকল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার করিতে পারিলে ক্রমশঃ চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ ও বিষয়-লালসার অভাব হয়। এই প্রত্যাহারটী কেবল সাধকেরা অনুভব করিতে পারেন। ইহাকে অভ্যাস করিয়া আমার বিশেষ ফল-লাভ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

নানাকথা

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে নদীয়া জেলার জজ সাহেব

নদের জজসাহেব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন, নদীয়ার সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ এস, এম, ঘোষক, এম, এ (ক্যাল); বি, এ (ক্যান্টা); আই সি, এস্; বাহাদুর গত বৃহস্পতিবার ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা ৩টার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। তিনি সভাপ্রাঙ্গণে প্রাচ্য প্রণালীর নির্ম্মিত প্রদর্শনীবাটিকা দর্শন করেন। মিসেস ঘোষক গেট দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন।

পরে তাঁহারা প্রদর্শনীক্ষেত্রের সমস্ত ষ্টল এবং পারমার্থিক বিভাগ দর্শন করেন। নবীনভেকী, গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতির মূর্ত্তিসমূহ দেখিয়া জজ সাহেব বলেন, "বঙ্গের একদেশ বিরুদ্ধে গৌড়ীয় মঠ যুদ্ধ করিতেছেন।" শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণপ্রভু বলেন যে, প্রচারের সহিত আচার গৌড়ীয়মঠের কাজ। জজ সাহেব তাহাতে পূর্ণ সম্মতি দান করিয়া বলেন, "এই ত চাই।"

ঠাকুরবাড়ীর গেট আহার ও তৎসম্পর্কীয় অত্যাচারসম্বন্ধীয় মৃৎপুত্তলিকাসমূহ দর্শন করিয়া মিসেস্ ঘোষক বলেন যে, এটা নবদ্বীপে ভয়ানক আছে। ধর্ম্ম-প্রাণ তীর্থযাত্রিগণের উপর বদমায়েসী লোকদের অত্যাচার এই শিক্ষিতা মহিলার অন্তঃকরণে আঘাত করিয়াছে।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ষ্টল দেখিয়াই জজ সাহেব বলেন, "বঙ্গলক্ষ্মী তা' হ'লে পুনরায় জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে" ইহার তত্ত্বাবধায়ক মিঃ দৈব ষ্টল সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় জজ সাহেবকে ও মিসেস ঘোষককে সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন।

মিঃ মজুমদারের ম্যাজিক দেখিয়া জজ সাহেব, মিসেস ঘোষক এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'ন। পুরস্কারস্বরূপ তিনি মিঃ মজুমদারকে একটি সার্টিফিকেট প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর পক্ষ হইতে শ্রীমান্ রবীন্দ্রকুমার ঘোষ, বি, এ এবং উকীল শ্রীযুক্ত অমৃতপ্রসাদ দত্ত জজ সাহেবকে স্বরূপগঞ্জ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া নৌকা ও মোটর যোগে প্রদর্শনীক্ষেত্রে আনয়ন করেন।

জজ সাহেব শ্রীপুরুষোত্তমবিদ্যাবারিধির [illegible] প্রদর্শনীর সমস্ত স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করেন এবং সর্ব্বার্থ প্রভুপাদ তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়ায় তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। মিসেস ঘোষক বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। তাহার জন্য প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

সভার বয়স

কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েশন ভারতের সর্ব্ব-প্রাচীন সভা। ইহা একশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। কলিকাতা চেম্বার অব্ কমার্স ইহার চারি বৎসর পরে স্থাপিত হয়।

সমুদ্রের নীচে

ডাঃ কার্টার সমুদ্রের নীচে সিসিলি এবং টিউনিসিয়ার মধ্যে একটি নগর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নগরটির উপরে ৩০০ ফুট জল আছে। নগর ফটো লইবার চেষ্টা চলিতেছে। এখানে একটি পুরাতন নগর ছিল। এই স্থানে ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যে [illegible] বণিক আসিয়া ব্যবসায় বাজার কাটাকাটি হইয়াছিল।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের জল এই স্থানে প্রবেশ করিয়া ভূমধ্য সাগর সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে এখানে এটলাণ্টিস্ নগর ছিল। প্লেটো বলেন যে কার্থেজিনিয় [illegible] মধ্যে এই নগর ছিল।

ডাঃ কার্টার বলেন যে এইস্থানেই প্রথম সভ্যতার জন্ম হয়। এখানে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই স্থান মনোরম উদ্যান, এবং সরণীতে পূর্ণ ছিল।

রাজদ্রোহ মামলা

মাদারীপুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় যে, চটকল ধর্ম্মঘটের সময় তীব্র [illegible] হয়, সেই সময় আসামী রাজদ্রোহমূলক ও ইংরাজগণের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য সৃষ্টিকর বক্তৃতা দেন। তথায় অদ্যাপি শান্তি স্থাপিত হয় নাই। অতএব মিঃ সিংহকে জামীনে বাধা হউক। আসামী বলেন যে, ধর্ম্মঘট মিটমাট হইয়া গিয়াছে। শান্তি বিরাজ করিতেছে। কাজেই এই মামলা চলিতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে এক বৎসরের জন্য দুই হাজার টাকার মুচলেকা এবং এক হাজার টাকা হিসাবে দুইটি জামিন দিবার আদেশ দেন। জামিন ও মুচলেকা না দিলে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়। হাইকোর্টে আপীল চলিতেছে।

মিশরে মাদক নিবারণ

মিঃ টমাস ওয়েণ্টওয়ার্থ রাসেল মিশরে রাসেল পাশা বলিয়া পরিচিত। তিনি কাইরো সহরের পুলিশের কর্ত্তা এবং মাদক বিভাগের পরিচালক। যাহাতে মিশরে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিবারিত হয় রাসেল সাহেব তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; কারণ মহাযুদ্ধের পর হইতে নাকে টানিয়া অথবা ইন্‌জেকসন্ দিয়া মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রথা অত্যন্ত বাড়িয়াছে; কারণ মদ ব্যবহার করিতেই হইবে, অথচ মুখের দ্বারা পান করা মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী নিষিদ্ধ।

পুলিশের কাজে বাধা

পুলিশের এসিষ্টেণ্ট সাব ইন্সপেক্টার মিঃ আমেদ কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একজন কনষ্টেবল সহায়— ফেরেকওয়ালার গতিবিধি লক্ষ করিতেছিলেন। আবদুল তাহির ও অপর তিন ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যে বাধা দেয়। [illegible] গোয়েন্দাগিরির পুলিশ আদালতে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট একজনকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং অপর ফেরেকওয়ালার দশটাকা করিয়া জরিমানা করেন। অনাদায়ে ৭ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে পক্ষাদির মিউজিয়াম

[illegible] হইতে "ও নম্বর এণ্ড কোং" নামক কোম্পানী শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে বহু পক্ষি প্রদর্শনীর জন্য (যাহার মূল্য এক লক্ষ টাকা) পাঠাইয়াছেন। উহাতে [illegible] পক্ষ রহে। এরূপ পক্ষ এখন বেশী পাওয়া যায় না। [illegible] মূল্য অত্যন্ত বেশ। [illegible] ইহার পক্ষ অত্যন্ত ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন।

আরও অনেক প্রকার সমুদ্র, মৎস্য, কিম্বা [illegible] এই মিউজিয়ামে আছে। ইহা প্রদর্শনীর মধ্যে একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

মোহিনী মিল্স

পাঠকগণ জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে [illegible] লোক [illegible] কাপড়ের কারখানায় কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। সেই দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ মোহিনী মিল্সের ষ্টল শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে অনেকে দর্শন করিতেছেন। মিল্সের নমুনা সকলেই বিনা মূল্যে পাইতেছেন। ষ্টলটি [illegible] ভাবে সাজান হইয়াছে।

একখুনে সাতের ফাঁসি

কলিকট হইতে সংবাদ এই যে সাতজন মাঝি মিলিয়া অপর একজন মাঝির গলা টিপিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। বিচারে জজ সাত জনেরই ফাঁসির আজ্ঞা দিয়া দেন।

প্রতিমা ভঙ্গ

[illegible] বন্দরে একটী সারোয়ারী সরস্বতী পূজা হয়। কে বা কাহারা অন্ধকারে প্রতিমার মুণ্ড ছেদ করিয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া সেখানে আন্দোলন চলিতেছে।

অভিনব আবিষ্কার

ডেলি টেলিগ্রাফ, [illegible] কোম্পানী এবং [illegible] লিমিটেড মিলিত হইয়া বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। [illegible] ছবিতে খবর দেওয়া হইয়াছিল। [illegible] এই ব্যাপার প্রতিদিন চলিবে। [illegible] হইয়াছে।

অমিজ বৃক্ষ

[illegible] বৎসর বয়স্ক প্রাচীন বৃক্ষ। [illegible] মনে করেন। [illegible] কষ্ট বোধ হয়। এখন তাঁহার কোন কষ্ট হয়।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড প্রথম নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এক বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫৲
গীতমালা	৵১০	„	৵০
জৈবধর্ম্ম	২৲	„	১৷০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	„	১৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২৲	„	১৷০
ঐ „ আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১৷০	„	১৲
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০	„	৩১০
নবদ্বীপ শতক	৵০	„	৩১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (আবাঁধা)	৸০	„	৷০
হরিনামচিন্তামণি	৸০	„	৷০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	„	৷০
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	১৷০	„	১৲
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২৷০	„	১৷০
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড	৶০	„	৵১০
ভক্তিরত্নাকর বা নবদ্বীপপরিক্রমা	৶০	„	৵০
শ্রীচৈতন্যমতবোধ সংস্করণ	২৲	„	১৷০

গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর এ সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার জন্য সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত কম।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধনী, পুরী।
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়রকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান্ রোড্, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৫৭ নং রেলরোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিভূষণ—দেওয়ানগঞ্জ, ইন্দ্রবিহারী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামধন রায়—২৭।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস জি. মুখার্জ্জি—এম, এম. ইঞ্জিন দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বৌদ্ধ নন্দ—মহেশগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাধাবিনোদ দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মদনমোহন লেন, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীগোপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেলঘাটা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এল এম, বারাসাত

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিত
ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী কাপড়ে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত সূচী সহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৻ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

যাঁহারা বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর পান না, অথচ সব জানিবার ইচ্ছা রাখেন। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

অধ্যাপকের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৻ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যথার্থ ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান্স কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশাবলীতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আমিত্বাদি লইয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেদনই প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে অকপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০
অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা অজ্ঞতা দ্রুত অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে নিত্য বা প্রকৃত কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণকে লাভ করিব, এই সকল কথা এই গ্রন্থে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৻ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৻ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৸০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও অবতারের নাম, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণব-সম্বন্ধীয় শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের রচনা ও বিবরণ, ৫। বহু বিদেশের শব্দ ও শাস্ত্রীয় বাক্যমূলে ব্যাখ্যা তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৻ (যে খণ্ড চাই)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৻ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৻ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে উহাদের কোন পরিবর্তন হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৵০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও স্নায়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে বার্দ্ধক্য, স্বপ্নদোষ, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বড়ী ১৻ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব লক্ষাদি ঘৃত"

পুরাতন বি বেশ বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। মূল্য ২ তোলা ১৻ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সর্ব্বাঙ্গে স্ফূর্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত করে। মূল্য ১৬ বড়ী ১৻ এক টাকা।

বাবুরাম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, কেশবচন্দ্র
১৭০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকাই বাদাম তৈল

স্বাদ ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাজার তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা প্রতারিত হইবেন।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উৎকৃষ্ট লৌহ, আর্সেনিক, স্ট্রিকনিন, কুইনিন, আরো অনেক ঔষধ আছে।

এই ঔষধ ব্যবহারে সকল প্রকার জ্বর নিবারণ হয়। একটি ক্ষুদ্র শিশি সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর নষ্ট করে এবং শরীরে বল দেয়। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (পোঃ নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া শিক্ষার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনাচার্য্যপতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, সেই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্পমাত্র, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৬৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট লেন, কলিকাতা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, অম্বল, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাস সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রত্যহ আমরাই পাইতেছি। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।

জগৎপুর, গঙ্গোত্রিট পোষ্ট, কালনা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না ঘটিতে পারে তাহার জন্য ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বজনপ্রিয় "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যাঁহারা পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। ইহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, গুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "অব্যর্থ-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে। বিস্তৃত জানিতে হইলে বিধ ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর দীপ-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থায়ী সংস্করণ Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ: শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে ফাল্গুন সোমবার ১৩৩৬ ৩রা মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবত—শ্লোক সূচী, শব্দ-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০

১। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মূল-গ্রন্থ ॥০
৯। [illegible] (বাঙ্গ) ২৲
১০। [illegible] মাহাত্ম্য (মায়াপুরীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-নিবেদন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ [illegible]
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ।০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী [illegible] ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—সনাতনধর্ম্ম

বক্তা—বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ

সকলেই যোগদান করুন

নানা কথা

ভীষণ দস্যুভীতি

নাকাশীপাড়া ১৪।১০।৪৬

গত ১০ই মাঘ তারিখে রাত্রি আন্দাজ ১২।০ টার সময় নাকাশীপাড়ানিবাসী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র রায় মহাশয়ের বাটীতে এক ভয়াবহ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ঐ সময় সহসা উক্ত বাটী হইতে পূর্ণানন্দ বাবু ভীষণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন 'কে কোথা আছ শীঘ্র এস' আমাদের মারিয়া ফেলল। ঐ চীৎকারে স্থানীয় অধিবাসিগণ এবং কাছারি বাটীর বরকন্দাজগণ স্থানীয় শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মিত্রজায় মহাশয়ের নেতৃত্বে ঐ বাটীর দিকে ছুটিয়া যান এবং বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বাবু বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেন ও লোকজন বাড়ী বেষ্টন করিয়া ফেলেন। তখন বাটীর ভিতর হইতে পূর্ণানন্দ বাবু অতি সন্ত্রস্তভাবে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেন। ভোলানাথবাবু লোকজন সহ বাটীর ভিতর প্রবেশ করেন, তাঁহারা ভিতরে দোতালার উপরে দেখিতে পান যে একটী ঘরের দুয়ারে আগুন লাগাইয়া ঘরের ভিতরে পুড়াইয়া দিয়াছে, লোকজন তখন আগুন নিভাইয়া দেন কিন্তু ভিতরে কোন লোকজন দেখিতে পান নাই। পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে। ঠিক এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্বে স্থানীয় মুন্সীপাড়া গ্রামে একটী ভদ্রলোকের বাটীতে কয়েকজন প্রবেশপূর্বক প্রায় ৫০০ শত টাকা লইয়া গিয়াছে। এখনও লোক ধরা পড়ে নাই। গত বৎসরও ঠিক এই সময়ে স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাটীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়াছিল কিন্তু সুখের বিষয় সে সময় বন্দুকের [illegible] ফলেই সব পরিয়াছিল। এবং তাহাদের বাধাও দেওয়া গিয়াছে। উক্ত ডাকাতদের ধরিবার ব্যাপারেও উক্ত ভোলানাথ বাবু বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়া পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে উক্ত এক সমস্ত ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীরা বিশেষ সন্ত্রস্তভাবে কালযাপন করিতেছেন, সাধারণের অনুরোধে ভোলানাথ বাবু স্থানীয় ভদ্রলোকদের লইয়া একটি ডিফেন্স পার্টি গঠন করিবার মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার এই সৎসাহসিকতার জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা সকলেই তাঁহার প্রশংসা ও মঙ্গল কামনা করিতেছে।

ফ্রান্সে গোলযোগ

প্যারিস হইতে সংবাদ এই যে [illegible] এর ক্যাবিনেট গভর্ণমেণ্ট পদত্যাগ দিয়াছেন। এই গভর্ণমেণ্ট মাত্র চার মাস স্থায়ী হইয়াছিল। [illegible] এই অবস্থায় এ ঘটনা ঘটিল।

পাঁচ শত কোটী টাকা ক্ষতি

বোম্বাইয়ের কাপড়ব্যবসায়ীদের ভোজে বোম্বাইয়ের গভর্ণর স্যার [illegible] বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতের উৎপাদিকাশক্তির পুনর্গঠন না হওয়ায় গত ৩০ বৎসরে যাহা আয় হওয়া উচিত ছিল তাহা অপেক্ষা পাঁচশত কোটী টাকা আয় কম হইয়াছে।

তিনি বলেন যে দুইটি বিষয় বিবেচ্য আছে। তাহার মীমাংসা করিলে তবে ভারতের অর্থনীতি সমস্যার ব্যাপারের নিষ্পত্তি বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ, যদি কোন রক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিবার পূর্বে বিবেচ্য এই যে রক্ষণনীতি অবলম্বন না করিয়াও দেশ নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে কিনা। যদি দেশে রক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা হয় এই হয় যে বেশী দাম দিয়া জিনিষ কিনিতে হয়, অথচ অনুপযুক্ত শিল্পের আয় যোগাইতে হয় তাহা হইলে বেশী দাম দেওয়ার লাভ হইবে, বেশী লোকের অন্ন সংস্থান হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ ভারত কৃষি-প্রধান দেশ বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই। ভারতের উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয় না—ইহাই দুঃখের বিষয়।

মিথ্যা সাক্ষ্য

লিলুয়ার ধর্মঘট সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে হাওড়ার সেসন জজের আদালতে হাওড়ার ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সেবার ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক শান্তিরাম মণ্ডল অভিযুক্ত হন। জজ এবং জুরি সকলে একমত হইয়া শান্তিরাম মণ্ডলকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। সরকার হইতে হাইকোর্টে আপীল হয়। হাইকোর্টের জজ [illegible] এবং প্যাটারসন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দান করেন।

ট্যাক্সিতে গোলযোগ

কয়েকজন সাহেব একটী হোটেল হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশন যাইবার জন্য একটী ট্যাক্সি মোটর ভাড়া করে। গাড়ীচালক মোটরটি কোথায় পার হইয়া যাইতে চাহেন না। সাহেবেরা নামিয়া পড়ায় যে ঝগড়া আরম্ভ হয়। এই সময় অনেক ট্যাক্সি চালক আসিয়া সাহেবদিগকে ভয় দেখায়। সাহেবেরা ভীত হইয়া মিঃ বি, সি, রায়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে নিরাপদে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। একজন চালককে চালান দেওয়া হইয়াছে। অপর সকলে পুলিশ দেখিয়া পলায়ন করে।

গো-বৈঠক

"ইংরাজ বড় ভাল মানুষ। গো-বৈঠকে এ কথা বলিতেছে ইংরাজ কাহাকেও সমস্ত দিতেছেন। ইহাতে গভর্ণমেণ্ট দুগ্ধবতীর পারদর্শিতা দিয়েছেন। ইংরাজ এক-মাত্র জাতি যাঁহারা নিজ গো-ধন বাঁচাইয়াছেন; অন্যান্য ও নিজ গো-ধন বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন।" [illegible] বলিয়া গো-বৈঠকে গো-জাতির অভিবৃদ্ধির কথা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন এই গভর্ণমেণ্ট যাহা শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত বিবেচনা করে ত তাহা করিতেই হইবে। এই জন্য গো-ব্যাপারের বিশেষজ্ঞদিগের নিকট পরামর্শ লওয়া আবশ্যক।

১৫২০০০ চুরি

[illegible] মিত্র নামক ব্যাঙ্কের কর্মচারীর হাত হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ১৫২০০০ টাকার নোট চুরি করিয়া পলাইয়াছে। [illegible] একজন ব্যক্তি [illegible] নোট [illegible] পলায়ন করে। [illegible] পুলিশ তদন্ত করিতেছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় সরকারি কৃষি-বিভাগের উপযুক্ত ডেমনষ্ট্রেটর। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত বীজ, সার, সবজি, বাগান, যন্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় দর্শকবৃন্দের মন আকৃষ্ট করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে পাঠাইবার জন্য এইরূপ উপযুক্ত কর্মচারীর বিশেষ আবশ্যক এবং উক্ত বিভাগের উচ্চতম কর্মচারীবৃন্দের এই শ্রেণীর ডেমনষ্ট্রেটরদিগের প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন ইহাই সাধারণের মত।

ফাঁসি

হাফিজ নামক এক ব্যক্তি বি, এন, রেলওয়ের [illegible] এক্তার নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য অভিযুক্ত হয়। তাহার উপর ফাঁসির হুকুম হয়। হাইকোর্ট ফাঁসির হুকুম বহাল রাখিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও কেহ এই হত্যা স্বচক্ষে দেখে নাই, তথাপি অবস্থা-ঘটিত প্রমাণ এমন স্পষ্ট যে চাক্ষুষ প্রমাণ ইহা অপেক্ষা বিশ্বস্ত হইতে পারে না। আসামীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই।

মন্দির সমস্যা

দিগম্বরী জৈন ও শ্বেতাম্বরী জৈনদিগের মধ্যে পাওয়াপুরীর "মন্দির" লইয়া বিবাদ বাঁধিয়াছে। শ্বেতাম্বরী জৈনগণ বলেন যে, তাঁহারা মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছেন এবং মন্দির তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে থাকায় এই মন্দিরে অন্য কাহারও অধিকার নাই। দিগম্বরী জৈনদিগের পক্ষে [illegible] বলেন যে, তাঁহার সম্প্রদায়েরও এই মন্দিরে পূজা করিবার অধিকার আছে। পাটনার সবজজ আদালতে মোকদ্দমা চলিতেছে। জৈনদিগের শেষ অবতার এই মন্দিরে দেহ ত্যাগ করেন বলিয়া প্রকাশ।

শান্তি-বৈঠক

লীগ অব নেশন্স কমিটি লীগ কভেনেণ্টের ধারা সম্বন্ধে পরিবর্তন করিতে চাহেন। শর্তটি এই যে দুই জাতি পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সালিশীর চেষ্টা চলিবে। যদি সালিশ মনোমত না হয় তাহা হইলে সালিশের রায় বাহির হইবার তিন মাস পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারিবে। এই সর্তের স্থানে এইরূপ করিবার চেষ্টা চলিতেছে:— সালিশের রায় বাহির হইবার পর কোন মতেই যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারিবে না। এইরূপ হইলেই শান্তি প্যাক্টের সহিত সমতা মিলিয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে ফাল্গুন সোমবার—১৩৩৮

শ্রেয়ঃকথা

পরমার্থীসূত্রে হিংস্র হইয়াও যাঁহারা অদ্যাপি মহাপ্রভুর আচার-প্রচার-লীলা-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন নাই, তাঁহারা পরমার্থ বিষয়ে যে কিছুই জানিতে পারিতেছেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। মহাপ্রভুর শিক্ষা আলোচনা না করিয়া যাঁহারা মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী কতকগুলি বেষধারি-সম্প্রদায় দর্শনীয় ব্যভিচার-পরায়ণতা দর্শনে মহাপ্রভু-পরিত্যক্ত ধর্ম সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিতেছেন না তাহা দেখিলেন, কালবিশেষে ও পাত্রবিশেষের মধ্যে অনেক স্থানে তাহাকে শিক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের তাদৃশ বুদ্ধির কিছু মাত্র প্রশংসা করা যায় না, বরং তাঁহাদের দূরদর্শনের অত্যন্ত অভাব বলিতে পারা যায়।

ব্যভিচার-পরায়ণ বৈষ্ণবব্রুব-কলঙ্কগণকে দেখিয়া বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি কটাক্ষ-প্রকাশ অদূরদর্শী এক শ্রেণীর শিক্ষাভিমানীর একটা মহোৎ আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। তাঁহারা মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ কোন প্রকৃত সাধু মহাজনের নিকট মহাপ্রভুর কোন কথা শুনিবার অবসর পান নাই, অশিক্ষিত অথবা শিক্ষাভিমানী হইলেও গৌর-বিরোধ সদাচার-ভ্রষ্ট নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ ও ভাগবত-ব্যবসায়ী বৈষ্ণবব্রুবগণের নিকট সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দোষ-দুষ্ট বিচার শ্রবণ পূর্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্বন্ধে এক একটি বিপরীত ধারণা লইয়া আছেন। আমরা তাঁহাদিগকে তাদৃশ ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া নিরপেক্ষভাবে সত্যানুসন্ধিৎসু হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। হঠাৎ কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা নিজের খণ্ড বুদ্ধিতে যথাসর্বস্ব জ্ঞান করা কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। বঙ্গদেশবাসী হইয়াও বঙ্গের গৌরব, নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা আলোচনা না করা বাঙ্গালীর পক্ষে কতটা কৃতিত্বের পরিচয়, তাহা বিজ্ঞগণই অনুধাবন করুন।

অধিক দিনের কথা নহে, মাত্র ৪৪৬ বৎসর পূর্বে যে মহাপ্রভু অজ্ঞাত ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এই বঙ্গদেশের নবদ্বীপধামে বাঙ্গালীর বেশে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম-বন্যায় জগৎ প্লাবিত করিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি অপরাপর-বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সমস্ত জাতিই একদিন যাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত নাম গান শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া 'জয় গৌর নিত্যানন্দ' বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছে, মহাপ্রভুর যে লীলা দর্শন করিয়া কোন ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—'চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ', সার্থের প্রবল শাসন, বর্ণাচারিগণের মধ্যে পরস্পরের মত-ভেদ-জন্য ঘোর কলহ, রাষ্ট্রবিপ্লব, গৃহ-বিবাদ প্রভৃতি অশান্তির মধ্যেও যে মহাপ্রভুর প্রেমময়ী বাণী একদিন সমস্ত জগতে শান্তি আনয়ন করিয়াছিল, অতএব পাপাচারী পাষণ্ডী পর্যন্তও যে মহাপ্রভুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই, যে মহাপ্রভুর প্রেম-প্রদান-লীলার কথা তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গাহিয়াছেন—

"হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম—নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য-নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয়॥"

—সেই মহাবদান্য অবতারশিরোমণি শ্রীমহাপ্রভুর কথা শ্রবণে আজ জগতের লোক বিমুখ, মহাপ্রভুর কথাকে উপহাস করিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহার কথা ভুলিতে প্রাকৃত সহজিয়াগণের মত-স্বরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত? অহো! ইহা অপেক্ষা ভারতের দুর্দিন আর কি হইতে পারে! ভারত আজ অন্নাভাবে-বস্ত্রাভাবে জল-ঔষধ-পথ্যাদির জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে, কবিগণ তাহাদিগকে অভয় দিতেছে; কিন্তু হায়, সে অভয় কত ক্ষণের জন্য? এক অভাব দূর করিতে না করিতে শত শত অভাব অসুবিধা আসিয়া লোকসকলকে গ্রাস করিতেছে, যিনি যেই অভাব অসুবিধা দূর করিতে যাইতেছেন, তিনি নিজেই অভাব-গ্রস্ত হইয়া হাহাকার করিতেছেন। একেবারে কে কাহার অভাব দূর করিবে? এক অভাবগ্রস্ত কি অন্য অভাবগ্রস্তের অভাব-মোচনে সমর্থ হয়? ওঁ মূঢ় মানব! তোমরা আজ মহাপ্রভুর কথা না শুনিয়া যে কি মহা অনর্থ বরণ করিতে চাহিতেছ, তাহা কি একবারও ভাবিবে না? বৃক্ষের মূল দেশে জল সিঞ্চন না করিয়া শাখা-পল্লবে জলসিঞ্চনের পরিশ্রম কি ব্যর্থ হইবে না? ভগবদ্বহির্মুখতাই যে সকল অসুবিধার মূল, সেই অসুবিধা দূর না করিলে যে বাস্তব নিত্যশান্তি পাইবার উপায় নাই, অনর্থনিবৃত্তির জন্য শান্তির দূতরূপে গৌরসুন্দর কৃপা করিয়া পরমমুহূর্তেই অনর্থ অশান্তির মধ্যে নিমজ্জিত করে, মহাপ্রভু এই কথাই বলিবার জন্য তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 'জীব কৃষ্ণভজন কর, কৃষ্ণভজন কর, কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন তোমার একমাত্র ভজন, তাহাতেই তোমার সর্বানর্থনিবৃত্তি, অনর্থনিবৃত্তির অন্যান্য পন্থা বৃথা পরিশ্রম মাত্র'—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা, তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে মানব-জাতির মঙ্গল নাই—মানবের অভাব অভিযোগ ঘুচিবার নহে।

শ্রীঋষভদেব-কথা

যখন এই দেশের নাম অজনাভ ছিল তখন এই ভগবান্ শ্রীঋষভদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগৎস্রষ্টা যেকালে জগতে অবতরণ করেন, সেকালে জগতে এক সুসময় উপস্থিত হয়। নিজ প্রভুকে লাভ করিয়া ধরিত্রীদেবীর বিশেষতঃ বর্ষকে বিরাজিত বৈষ্ণবগণের আনন্দের ত অবধি থাকে না। জীবের যে ভগবদ্বিমুখতা সম্বন্ধে পরদুঃখদুঃখী সাধুগণ প্রভুর চরণে কতভাবে না জীবোদ্ধারের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, সেই বিপদ নিরস্ত করিবার জন্য আগত হইলেন আজ সুযোগ পাইয়া ভগবান্ স্বয়ং তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া পড়েন।

অজনাভের নাভি, মেরুদেবীর সহিত নিজের পুত্রকামী না হইয়া সন্তানহীন, সপত্নীক শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করিবার আশায় একাগ্রচিত্তে যজ্ঞ দ্বারা উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞে সন্তুষ্ট হন জানিয়া বিশুদ্ধচিত্ত ঋত্বিক্‌গণ শ্রদ্ধাপূর্বক বিবিধ উপচারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র ভগবান্ ক্রিয়াদিগম্য না হইলেও ভাগবতবৎসলতায় বাধ্য হইয়া নিজজনের আচরিত মনোরমাঙ্গ অবয়ব প্রকট করিলেন।

ভক্তের প্রার্থনায় ভক্তপ্রাণ ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আনিতে পারিল কে? লীলাময় ভগবানের জন্ম হইতে জন্ম-গ্রহণ-লীলায় বিমুগ্ধ হন এবং উভয়ের কারণ সমস্যা বর্তমান। সমগ্র ভগবান্ অন্তরঙ্গগণের নিকট লুকাইবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার সেই বিক্রমটী অন্তরঙ্গের নিকট পরাভূত হয়। তাই ভক্ত অনুগত জনগণ প্রাকৃত শিশুরূপে আগত প্রাকৃত-গৃহে প্রকৃতি করিলেও না দেখিয়া অপ্রাকৃত ভগবৎ-স্বরূপ-বিগ্রহই দেখিলেন।

সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী এবং সমগ্র জ্ঞান-বৈরাগ্যের আশ্রয় ভগবৎস্বরূপটিকে পুত্ররূপে পরিদর্শন করিয়া পিতা নাভি, সমলোক-পিতার ন্যায় অত্যন্ত হাসিয়াছিলেন।

অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্ কোন প্রাকৃতিক বিধির বাধ্য নন। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠের অন্যান্যে বিশ্বরূপে এই জগতে প্রকাশ করিতে পারেন অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং সেই ভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যে সমস্ত মায়িক সম্বন্ধহীন এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে পূর্ণ শুদ্ধ থাকে তাহা নিত্যসিদ্ধ-কৃপালব্ধ জীবের নিকট সন্দেহের কারণ না হইলেও ভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত মানব, শুধু মানব কেন চতুর্দশ ভুবনের সকলেরই নিকট সন্দেহজাল আনয়ন করে। এই নিত্যদেবসেবার প্রতিষ্ঠা হইল। তিনি ভগবান্ ঋষভদেবের শ্রেষ্ঠ বলে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িলেন। যাহার নামেই তিনি সর্ব কার্যে পটুতা লাভ করিয়াছেন, সেই পবিত্রাত্মা পুত্রের প্রতি স্বপ্রভাব দেখাইবার জন্য তাঁহার নামকরণ ঋষভ করিলেন। সম্পত্তির ঋষভদেব ভর্তিকে মিত্রভাবের সহিত কথা না করিয়া এই বর্ষের নাম অজনাভ রাখিয়া স্বয়ং পরিবর্তন করেন।

শ্রীঋষভদেবের আগমনে একদিকে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ঈর্ষা অভিমানের অবতার আনন্দ হইয়া হইলেন, অপর দিকে দেবদেবের জনক ভক্তশ্রেষ্ঠ নাভি পুরাণ-পুরুষকে স্বেচ্ছায় মানবাকারে লীলা করিতে দেখিয়া প্রেম-বিহ্বল হইয়া পরমবাৎসল্যভরে সন্তানকে পালন করিতে লাগিলেন। নিজের প্রিয় এবং আত্মীয় সকলের সকলেই প্রীত অবগত হইয়া সর্বদা ভগবান্‌কে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া জীবন্মুক্ত নাভি সস্ত্রীক বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রেমপ্রদীপ

পঞ্চম প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিত ২ সংখ্যার পর)

দেবপ্রতিষ্ঠিত ধারণা ॥ ৯ ॥

নাস্তি, নাস্তিক প্রভৃতি কোন কোন লোক বিগ্রহকে চিত্রের ন্যায় ধারণা। শালের সাহায্য ও সমাধিস্থ উচ্চতর ধারণার চরম হয়। কিন্তু ধারণা-কালে অনেকানেক বিঘ্ন উদয় হয়, তাহা এখানে বলার প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যে ভাবনা এই তাহা সংযোগ অবলম্বন করেন, তাঁহারা বিগ্রহ অন্বেষণ করেন না। ধারণাকালে অনেক বিঘ্ন উদিত হয় যে, তাহা বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ শুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহাতেই প্রাণ দেন। ধারণা করেন।

অত্র প্রত্যৈকতানতাধ্যানং ॥ ১০ ॥

যে দেশে ধারণা সাধিত হইয়াছে, সেই দেশে জ্ঞানের একতানতার নাম ধ্যান। যথা শ্রীকৃষ্ণ চরণে যে সময় ধারণা সাধিত হয়, সেই ধারণায় ভগবচ্চরণের যে একতান জ্ঞান বা প্রত্যয়, তাহাই ঐ চরণ-ধ্যান নাম প্রাপ্ত হয়। ধ্যান: স্থির না হইলে ধ্যানের দৈর্ঘ্য সম্ভব হয় না।

তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ১১ ॥

ধ্যান ও ধারণাগত অর্থ মাত্র প্রকাশ থাকে, কিন্তু স্বরূপ শূন্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, এমত অবস্থার নাম সমাধি। যাঁহারা নির্বিশেষবাদী তাঁহারা সমাধি লাভ করিলে আর বিশেষ সাধক বস্তুকে লক্ষ্য করেন না। ভক্তযোগের চরম স্বরূপ সমাধিই উচিত হয়। ভক্তিযোগে সমাধি অবস্থায় প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। সেই অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদন আছে। সেবিষয় বাক্যের দ্বারা বলা যায় না, যখন আপনি সে সমাধি লাভ করিবেন, তাহার অবস্থা তখন স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন। বাবা বাবা বলিলাম, "অতিরিক্ত বাক্যের দ্বারা উপদেশ করিতে পারি না।"

এই বাবাজী এত বড় বক্তৃতা করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। বাবুদ্বয় ধ্যানের বক্তৃতা-কালে একটু একটু সকল কথাতে সন্দেহ নিরাস করিয়াছিলেন। সমাধি পর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইলে, তিনি বাবাজীর চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন, প্রভো! এ দাসের প্রতি কৃপা করিয়া যোগাভ্যাসের শিক্ষা প্রদান করুন। আমি আপনার শ্রীচরণে আমার জীবন বিক্রয় করিলাম।

বাবাজী মস্তক ভূতলস্থ উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন দান পূর্ব্বক কহিলেন, একান্তে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে। অদ্য হইতে আপনি যোগাভ্যাস আরম্ভ করিতে পারিবেন।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু বাবাজীর পাদপদ্মে ও শ্রীমূর্ত্তি ক্রমশঃ প্রীত হইয়া প্রণামান্তে স্তব পাঠ করিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন।

আনন্দ বাবু কহিলেন, বাবাজী মহাশয়! আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্ধের ন্যায় অবস্থান করিতাম, এক্ষণে কুকুরের ন্যায় হইয়া পড়িলাম। আমরা মনে মনে করিতেছিলাম যে, হিন্দু-সমাজ পৌত্তলিক পূজা ও নিরর্থক ক্রিয়াতে ব্যস্ত হইয়া সামাজিক জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করিয়া সেই জীবন পুনরায় অর্পণ করিব। আমাদের মনে ছিল যে, বৈষ্ণবগণ অজ্ঞানে অন্ধকার নিমীল হইয়া কেবল পরবাক্যে নির্ভর সংসার বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। বৈরাগ্য গ্রহণ কেবল বৈষ্ণবী জাতের উপায়-স্বরূপ। আমরা ব্রাহ্মধর্মের আলোক প্রচার করিয়া বৈষ্ণবদিগের চিত্ত-তমঃ দূর করিব। আপনকার শ্রীচরণে কএক দিবস আসিয়াছি মাত্র। কিন্তু আপনার আচার ব্যবহার, পাণ্ডিত্য ও পারমার্থিক প্রেম দৃষ্টি করিয়া, আমাদের কুসংস্কার দূর হইয়াছে। বলিতে কি এখন আমরা স্থির করিয়াছি যে, আপনকার শ্রীচরণে থাকিয়া অনেক তত্ত্ব বিষয় শিক্ষা করিব।

নরেন বাবু বাবাজীর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, যদি আমাদের প্রতি কৃপা হইয়া থাকে, তবে কএকটী সংশয় নিরসন পূর্ব্বক আমাদিগকে মানস ক্লেশ হইতে উদ্ধার করুন। আমি একথা নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, বৈষ্ণব-ধর্ম অত্যন্ত দোষহীন। যে যে বিষয়ে দোষ বলিয়া অন্যান্যের তাত্ত্বিক অন্তঃকরণে কুতর্ক উঠিয়াছে, সেসকল বাস্তবিক দোষ নয় বা ভ্রম নয়, কিন্তু কোন প্রকার গুণ বিশেষ। তবে ক্রমে কোন দুর্ব্বোধ্য হয় লৌকিক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আপনার ন্যায় মহানুভব পণ্ডিতগণ যে ভ্রমের পূজা করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

বাবাজী সহাস্য বদনে কহিলেন, "বাবুজী! আপনি সত্যের নিকটস্থ হইয়াছেন। বৈষ্ণব-তত্ত্ব বাস্তবিক অপ্রাকৃত। যাহা হঠাৎ শুনা যায় বা দেখা যায় তাহা নয়। বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত বিষয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমস্ত তাৎপর্য্য, বর্ণনা ও বিবরণই প্রকৃতির অতীত জগৎ সম্বন্ধীয়। সেই জগৎকে সাধারণের নিকটে বৈকুণ্ঠ বলিয়া থাকি। সেই জগতে যে বিচিত্রতা ও বিশেষ আছে, তাহা কথায় বলা যায় না বা মনে ধ্যান করা যায় না, যেহেতু কথা ও মন সর্ব্বদাই লৌকিক চেষ্টায় আবদ্ধ আছে। লৌকিক জগতে অদ্ভুত বিষয়ের যে সকল সদৃশ তত্ত্ব আছে, তাহাদিগকে অবলম্বন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরম সমাধি যোগে বিবেচিত এবং পরীক্ষিত হইয়াছে। এই জন্য হইতে ব্রাহ্মধর্ম হইতে উৎপন্ন ধর্ম সকল অপেক্ষা নির্দোষ ও শুদ্ধ সত্য সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুক্তি দ্বারা যে সমস্ত ধর্ম নির্ণীত হয়, সে সকল ধর্ম তুচ্ছ ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সমাধি যোগে যে ধর্ম্মের উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম জানিবেন। প্রেমই বৈষ্ণব ধর্ম্মের জীবন। প্রেম কদাপি যুক্তিগত ধর্ম্মে সাধিত হইতে পারে না। পরম সৌভাগ্য ক্রমে আপনারা বৈষ্ণব প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছেন। অন্য প্রসাদ সেবার পর আপনাদের মনের সকল প্রশ্ন করিয়া যথাসাধ্য উত্তর দিতে যত্ন পাইব।

ঠাকুর ঘরে সেই সময় শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। বাবাজী কহিলেন পূজা সমাপ্ত হইয়াছে। চলুন আমরা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করি।

সকলেই উঠিয়া করযোড় পূর্ব্বক ভগবদ্দর্শন করিতে লাগিলেন। বাবাজীর চক্ষু হইতে দর দর প্রেমধারা বহিতে লাগিল। বাবাজী এই পদটী বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"জয় রাধে কৃষ্ণ জয় রাধে কৃষ্ণ
জয় বৃন্দাবন চন্দ্র॥"

বাবাজীর নৃত্য ও প্রেম দেখিয়া মল্লিক মহাশয়ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

নরেন বাবু আনন্দ বাবুকে কহিলেন, আমরাও নৃত্য করি এখানে কেহ এমত নাই, যিনি আমাদিগকে উপহাস করিবেন। যদি অহঙ্কার দূর হয়, তবে আর বাধা কৃষ্ণ বলিতে লজ্জা করিব না। এই বলিয়া তাঁহারা দুই হাত তালি দিয়া বাবাজীর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। পূজারি মহাশয় চরণামৃত আনিয়া দিলে সকলেই পান করিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে অন্ন ভোগ হইয়া গেল। বাবাজী ও বাবুগণ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত প্রসাদ পাইলেন।

পঞ্চম প্রভা সমাপ্ত

অবতার

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা অবতার শব্দে উহাই বুঝি, "অব" উপসর্গের অর্থ—নিম্নে, "তৃ" ধাতুর অর্থ তরণ বা গমন করা, "অ" প্রত্যয়যোগ করিয়া "অবতার" শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ দেবতার মনুষ্যাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে আগমন। শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম হইতে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবগণের জগতে আগমনকেই (অবতরণ) অবতার বলা হয়।

অংশাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার ও লীলাবতারগণ বৈকুণ্ঠগত। এই সকল অবতারের মূল অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। অবতার অবতারী অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রকাশ তত্ত্ব। অবতারী স্বয়ং তত্ত্ব। অবতারীকে নামিয়া আসার দরুণ অবতার বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকিলেও তিনি স্বয়ং ভগবান্ মূল অবতারী। তাঁহার সম অংশী বা সমান অথবা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। তিনি অসমোর্দ্ধ।

আজ কাল দেখিতেছি, অবতারের বড় ছড়াছড়ি। রাস্তার ঘাটে মাঠে সকলেই অবতারের প্রচলনী। ইহারা যে কোন্ প্রকারের অবতার তাহা বুঝিয়া লইবার কোনই উপায় নাই। বস্তুতঃ যাহা ইহারা শাস্ত্রের সীমানা লঙ্ঘন করিতে কিছু মাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। অতএব শাস্ত্রের বহির্ভূত অবতারগুলির স্থান নির্ণয়ের মত যোগ্য স্থান খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই দুর্ভাগ্য। তাই আজ শ্রীগুরুদেব নিজে সাক্ষ্য দিয়া উহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, নিম্নে গমন করাকেই যদি অবতার বলা হয় এবং যিনি অবতরণ করেন, তিনি যদি অবতার হন, তাহা হইলে ভূলোকের উর্দ্ধ লোক হইতে নামিয়া আসিবার জন্য যেমন অবতারগণ ঐ নামে অবতার বলিয়া পরিচিত, তেমন যাঁহারা ঐ নাম অর্থাৎ এই মনুষ্য জগৎ হইতে আচার-ভ্রষ্ট হইয়া মরকাদি নরলোকে যাওয়ার জন্য নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে সোপানে পদার্পণ দ্বারা অবতরণ করিয়াছেন, তাঁহারা নরের অধঃ অর্থাৎ অধম গতি লাভ করিবার নিমিত্ত "নরাধমাবতার"—ইহাতে আর সন্দেহ কি? অধুনা মানুষ কি প্রকারে অবতার হয়?

মানুষ মনুষ্য লোকে জন্মে, থাকে ও কিছুদিনপরে মরিয়া স্বকর্ম-ফলানুযায়ী—যথা স্থানে গমন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে কোন ভাগ্যবলে যদি সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তবে তাঁহার অবতরণ-স্পৃহা থাকে না, বরং তিনি উর্দ্ধে-উর্দ্ধে গমন করিবার জন্য তৃণাদপি সুনীচ হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবা-সুখে নিরত শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

আর যাঁহাদের অবতার হইবার লালসা প্রবল হয়, অর্থাৎ ভোগ বুদ্ধির ষোলআনা পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত থাকে, তাঁহাদেরই সদাচার-ভ্রষ্ট হওয়ার ও মনুষ্যজাতি হইতে মনুষ্যেতর ভাবে গতি লাভ করিয়া, অবতরণ করত নরাধমাবতার, পশ্বাবতার প্রভৃতি পদবী লাভ-যোগ্য হইয়া থাকে।

হে বিশ্ববাসী! আমার বন্ধুগণ! মন্ত্রবাতুলে অনুসরণ করিয়া শৃগাল কুকুরের ন্যায় কেহ কেহ হইয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম আবরণ করিয়া ভগবানের সিংহাসনটি কাড়িয়া লইবার জন্য নিজেকে অবতার বলিয়া ছলে বলে কৌশলে প্রচার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মর্ত্ত্য-সমাজের অসভ্যতা। তাঁহাদিগকে দর্শন তো দূরের কথা, ইহাদের নাম শ্রবণেও বহু জন্মের সুকৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়। সজ্জনমণ্ডলী এরূপ অবতারদিগকে নিত্যকাল আও অসৎ জানে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অধুনা তথাকথিত অবতার-বাহুল্যে সর্ব্ব সজ্জনমণ্ডলী বড় উৎপীড়িত হইতেছেন। অবতারেরা ক্রমশঃ প্রাকৃতদেরই কৃপায় মায়াদেবীর আবৃত বস্ত্রাদিতে হইতে লোকসমাজে ধরা দিতে বাধ্য হইতেছেন। বাস্তবিক অবতার অবতার অবতার ভাবিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি প্রত্যহ দয়াদৃষ্টি ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। ইহাই আমার সাদরভক্ত অনুরোধ।

নানাকথা

খেলনার ট্রেন

কাশী হইতে নানা প্রকার খেলনা শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীর ট্রেনে বিক্রয় হইতেছে। এই সমস্ত কাঠ নির্ম্মিত পুতুল ও বাঁশী অত্যন্ত সুন্দর এবং সুলভ হয়।

জোনার তিমি

খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে জোনাতিমি মৎস্যের কথার উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান যুগে ঐরূপ একটী মৎস্যের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। যাহাতে লোক উহার মুখের ভিতর দিয়া গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। উহার গলা একটী দরজার মত লম্বা চওড়া। উহা বাশিংটনে আছে।

ফকল্যাণ্ডের নিকট দুইটী নৌকা করিয়া লোকে তিমি মারিতেছিল। একটী তিমি মৎস্য লেজের ঝাপটা মারিয়া একটী নৌকা উল্টাইয়া দেয়। নৌকার আরোহিগণের মধ্যে এক জনকে পাওয়া গেল না। পরদিন তিমি মৎস্যটী মারিলে তাহার পেটের ভিতরে ঐ লোকটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

আর একটী তিমি মৎস্যের পেটে একটী দশফুট লম্বা হাঙ্গরের হাড় পাওয়া যায়।

পকেট মারা

লেপচুয়া নামক একব্যক্তি দম দমা ষ্টেশনে একজন রেলযাত্রীর পকেট মারার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে সে একজন পুরাতন পাপী সাব্যস্ত হইয়াছে।

রেল

গত বৎসর ভারতের রেল হইতে গবর্ণমেণ্ট দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের রেলগাড়ীগুলি বৎসরে ভ্রমণ করিয়াছে সেই সমস্ত রাস্তায় এক লাইন প্রস্তুত করিলে পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের ২২৭০ গুণ লম্বা হয়। রেল হইতে আয় ক্রমাগত বাড়িতেছে যেহেতু বুঝা যায় যে ভারতে আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে।

নূতন লাইন প্রভৃতি এবং পূর্ব্বে যে সমস্ত লাইন গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল তাহা মিলিয়া ৩০৯৫০ মাইল হয়। একটী নূতন লাইন খোলায় মাদ্রাজ হইতে দিল্লীর দূরত্ব দুইশত মাইলেরও বেশী কমিয়াছে।

এই বৎসর গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর সমস্ত রেল নিজ-হাতে লইয়াছেন। তাহাতে অর্দ্ধ কোটী টাকা আয় বাড়িবে।

সিংহলে ভারতবাসী

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সিংহলে ভারতবাসী কোনরূপ অধিকার যাহাতে না পায় তাহার চেষ্টা হইতেছে।

সিংহলগবর্ণর সাহেব ষ্টেট সেক্রেটারী বর কর্ণেলকে জানাইয়াছেন যে, ভারতবাসীকে সিংহলে কোনরূপ অধিকার দিলে, আফ্রিকায় কোনকোন অংশের সহিত ভারত-গবর্ণমেণ্টের যেরূপ গোলযোগ চলিতেছে সিংহল ও ভারত গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সেইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইবে। এই কারণে ইউরোপীয়দিগের মত ভারতবাসীকে প্রথমে পাঁচবৎসর সিংহলে বাস করিতে হইবে। কিন্তু ভারতবাসীকে অধিকন্তু এই করিতে হইবে। যেন তাঁহারা ভারতের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

এ সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি চলিলেও ভারতগবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না। কেবলমাত্র সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় জ্ঞাত করা হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট সিংহলপ্রবাসী ভারতীয়গণ আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

উপনিবেশ সেক্রেটারী এখনও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। সিংহলে এখনও ভারতবাসীর অধিকার বজায় থাকিবার উপায় আছে।

আফ্রিকায় ভারতবাসী

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান আদালতের একটী মীমাংসার জন্য সেখানে ভারতবাসীর অধিকার লইয়া গোলযোগ চলিতেছে। একটী কমিটি এইবিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন।

ফরাসী এবং জাপান ডুবোজাহাজ প্রভৃতি উঠাইয়া দেওয়ার বিরোধী তাহাদের মতে ডুবো জাহাজের ব্যবহার নিয়মিত করা উচিত, ইটালি বলেন যে, তাঁহার এ বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই। তবে অন্যান্য শক্তি যদি ডুবোজাহাজ প্রভৃতি উঠাইয়া দেন তাহা হইলে ইটালিরও কোন আপত্তি নাই।

বিলাতের পক্ষ হইতে মিঃ এ, ভি, এলেকজাণ্ডার বলেন যে, ডুবো জাহাজ কেবলমাত্র আক্রমণেই সাহায্য করে, দেশ রক্ষায় কোন সাহায্য করে না। এমত অবস্থায় অবিবেচক লোকের হাতে এরূপ অস্ত্রের অপব্যবহার হওয়াই বেশী সম্ভব। সভ্যজগৎ ঐরূপ আক্রমণ ভীতির সহিত দর্শন করেন।

আমেরিকার পক্ষ হইতে মিঃ রিমন বলেন যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে সবমেরিনসমূহ উপস্থিত কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কেবলমাত্র খবরই করিতে থাকিবে। সবমেরিনের আক্রমণের ভবিষ্যৎ ফল অত্যন্ত বিষময়। এই বৈঠক যদি সবমেরিনের ব্যবহারের লোপ না করেন তাহা হইলে এই বৈঠক নিষ্ফল হইয়া যাইবে। সবমেরিনের অপব্যবহারেই আমেরিকাকে জর্ম্মান মহাযুদ্ধে নামাইয়াছিল।

ফরাসী বলেন যে সবমেরিন এক প্রকার যুদ্ধ জাহাজ মাত্র। ইহা অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজকে ডুবাইয়া দেয় বলিয়াই কি ইহার ব্যবহার উঠান আবশ্যক ?

ভারতের আর্থিক অবস্থা

ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির এক সভায় প্রেসিডেণ্ট মিঃ বিড়লা বলেন যে, ভারতের শাসনবর্গের অবলম্বিত অর্থনীতিই ভারতের ঋণ এবং দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। ষ্টেটসম্যানও বলেন যে ভারতের তথা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই অর্থনীতি এবং শিল্পনীতির অবস্থা অসন্তোষ জনক। মানুষের সব উৎপন্ন শক্তি বাড়িবে ও সমস্তই অল্প সময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা আবিষ্কার করিতে পারা পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা চলিবে।

প্রদর্শনীতে তরজা

গত শুক্রবার রাত্রিতে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীক্ষেত্রে তরজা গান হইয়া গিয়াছে। এক শ্রেণীর লোক বেশ আনন্দ পাইয়াছেন।

দেশবিখ্যাত তরজা গায়ক ফটীক দাস ও বিপিন দাস কয়েক দিন গান করিবে। ইহারা দেশ বিদেশে গান করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে এবং অনেক মেডেল পাইয়াছে। ইহারা স্থানীয় লোক। নদীয়া জেলার চাপড়া থানার অন্তর্গত বালিডাঙ্গা গ্রামে ইহাদের নিবাস।

স্ত্রীপুরুষ সঙ্ঘর্ষ

বিলাতে স্ত্রী পুরুষে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। মিসেস চার্লস্ কহেন নামে এক মহিলা পুরুষ বয়কট করিয়া, কেবলমাত্র স্ত্রী-চরিত্র অবলম্বন করিয়া একটী নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকটীতে পুরুষের নাম পর্য্যন্তও নাই। এখানে একজন উপন্যাসলেখিকা বলেন যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিতে চাহেন। তাঁহারা পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহেন না।

তাহার উত্তরে একজন উপন্যাস লেখক বলিতেছেন যে স্ত্রীলোকেরা কোন্ সাহসে পুরুষের সমকক্ষ হইতে চাহেন? তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত ভাল গ্রন্থ লিখিতে পারেন নাই, একটিও প্রথম শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বিলাতে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা পুরুষ লোকদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী। এইবার বোধ হয় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের হাত হইতে শাসনতন্ত্র কাড়িয়া লন।

কৃষ্ণনগর কলেজ

কর্তৃপক্ষের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রগণ এক মাস যাবৎ কলেজে যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই অথবা বলিতে চাই না, কারণ ইহা বিশ্বব্যাপী ছাত্র-আন্দোলনের অংশ মাত্র। মিশর ও চীনে ছাত্রেরাই যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। দেশেরও ঐরূপ অবস্থা। কাহাকে দোষ দেওয়াই ভুল। যতদিন না দেশে সকল অবস্থা ফিরিয়া আসে, ততদিন এরূপ ব্যাপার চলিবে। ইহার কোন প্রতীকার নাই এবং এবিষয়ে কাহাকেও দোষ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এই বিক্ষোভ শুধু কৃষ্ণনগরে নহে—সর্ব্বত্র।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড এক্ষণে নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪৷৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই ইহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট্ চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫৲
গীতমালা	৴১০	,,	৴০
ভবনপুষ্টি	২৲	,,	১৷০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	,,	১৷০
শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২৲	,,	১৷০
ঐ ,, আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১৷০	,,	১৲
প্রেমবিবর্ত্ত [illegible]	৴০	,,	৶১০
নবদ্বীপ [illegible]	৴০	,,	৶১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (আবাঁধা)	৸০	,,	৷
হরিনামচিন্তামণি	৸০	,,	৷০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	,,	৷০
[illegible]	[illegible]	,,	১৲
[illegible]	১৷০	,,	১৷০
[illegible]	৶০	,,	৴১
[illegible]	৶০	,,	৴০
[illegible]	২৲	,,	১৲

গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর এ সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকানিয়া, বালিঘাইপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৩০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১১ [illegible] রোড্ নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিভূষণ—[illegible], জলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস ডি. [illegible]—এম, এম, ওয়ার্কস [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিস্তীর্থ—[illegible], নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন [illegible]—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ [illegible] বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এ.[illegible] এম, বাদবাহ

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

বর্ত্তমান সময়ে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আবশ্যক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, জাতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকৃষ্ট রোজ-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশামৃতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যতাবশ হইয়া—যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন্ ভাবের আবেশময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তাহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০
অষ্টপদক—৵০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা অজ্ঞতার বশবর্ত্তী ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি-ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ স্বাভাবিক কল্যাণের আকর, যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারসংগ্রহকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষ্ণু বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৮০, ২য় খণ্ড ৮০, ৩য় খণ্ড ৮০, ৪র্থ খণ্ড ৮০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বৃহদাকার অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ১৬০ ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার; কলিকাতা।

কেশরঞ্জন

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বহুমূত্র, বাত রোগ, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপুংসকাপত্যারি ঘৃত”

পুরুষত্বহীন যে যে ব্যক্তি প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া সন্তানলাভ করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণীবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের খোকা শিশি বাদাম তৈল
খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও এক প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক নকল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইপোফস্ফাইট্ কুইনিন্, আয়রণ এবং অন্যান্য উপাদান আছে।

এই কেরাস-কুইনিন্ ব্যবহার করিলে একটী বা দুইটী মাত্রাতেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং শরীর হইতে যাবতীয় রোগ জীবাণু ম্যালেরিয়ার সমস্ত বীজ নষ্ট করিয়া দেয় ও স্বাস্থ্যপূর্ণ করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ফ্রিসিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং। ২১২ রাধাবাজার লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যরত্ন, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভূষণবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে শত প্রশংসা প্রাপ্ত ও শত গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত বহুতই দোষিত হইয়া পড়িয়াছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, ধাতদৌর্ব্বল্য, মাথা-ধোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দোষ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারেই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত অল্প, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
৪৫নং ইনকাটি লেন, কলিকাতা।
সকল প্রসিদ্ধ দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয় ও চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)
(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা
উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট তাজা আমলকী, বলগোক্ষুর প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অকালজ দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ
প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাক-স্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পোর্টার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগীএক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
কড়েয়া, পার্কসার্কাস পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা উদ্ভাবন সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। ইহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "অ,তক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ছানীয়, সংস্করণ

Registered ...44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ।১০
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

অগ্রিম মূল্যের হার
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ: শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৬ ৪ঠা মার্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০	১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৶০
			১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
			১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২।	অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ)	৫৲	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৪।	গৌড়ীয়-গ্রন্থমালা	০	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
৫।	ভক্তিতত্ত্ব	।০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাব তরঙ্গ	।০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
	,, ,, ,, আবাঁধা	৸০	২৪।	মনঃশিক্ষা, দীনকথা, সাধনকথা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টকত্রয় ও দশমূল মোট	।৶০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷০			
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷০	২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ ৫ অক্ষরে)	৷০
	গীতার কেবল মূল-গ্রন্থ	।০	২৬।	সাধককণ্ঠমণি	।০
৯।	দুঃসঙ্গ (অন্যাভিলাষ ঃ সাধ্যসাধন) বাঁধা	২৲	২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
১০।	প্রেমবিবর্ত্ত (ভাষানুবাদ)	।০	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৯৲
১১।	চৈতন্যাষ্টক	২৲	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩১।	সর্ব্বসম্বাদিনী সানুবাদ	।০
১৪।	প্রেমামৃত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৶০	৩২।	গোবিন্দভাষ্যম্	৸০
১৫।	দীপ-বিনোদন		৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—সংকীর্ত্তন

বক্তা—পণ্ডিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি ... মহারাজ

প্রদর্শক—গোপালদাস ...

[illegible] বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] মূল্য [illegible] টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে

[illegible] খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।১০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵৹। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৭৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫৲
গীতমালা	।১০	„	।০
জৈবধর্ম্ম	২৲	„	১৷০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	„	১৷০
শ্রীনবদ্বীপ-[illegible] (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২৲	„	১৷০
ঐ „ আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১৷০	„	১৲
প্রেমবিবর্ত্ত[illegible]	।০	„	৩১০
নবদ্বীপ শতক	।০	„	৩১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (আবাঁধা)			৷০
হরিনামচিন্তামণি	৸০		৷০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০		৷০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	১৷০		১৲
শ্রী[illegible]	২৷০		১৷০
[illegible] প্রমাণখণ্ড	৶০		।১০
[illegible] পরিক্রমা			।০

[illegible] হউন, পরে [illegible] পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম।	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	।১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সোণাকুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকালনা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীমধ্বগৌড়ীয় মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মাদ্রাজ।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড্ নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী ভক্তিরত্ন—[illegible], [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ সি. মুখার্জি—এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া
[illegible]। শ্রী[illegible] [illegible] দ্বীপ।
শ্রী[illegible], নবাবপুর, ঢাকা।
[illegible] ২৪ পরগণা।
[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে ফাল্গুন মঙ্গলবার—১৩৩৬

বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম

শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজীমহারাজের অপ্রকট মহোৎসব

গত ১৭ই ফাল্গুন শনিবার গৌর-পঞ্চমী দিবসে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধ-মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-মহোৎসব কীর্ত্তন মুখে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট শ্রীল সিদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভায় শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে একটি বিশেষ অধিবেশনে [illegible] 'কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।' 'বৈষ্ণব-ঠাকুর দয়ার সাগর, এদাসে করুণা করি, দিয়া পদছায়া শোধ আমারে তোমার চরণ ধরি' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজ ম্যাজিক-লণ্ঠন-সংযোগে গুরু-পরম্পরা বর্ণন-মুখে সার্ব্বভৌম বাবাজী মহাশয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীল বাবাজী মহারাজের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর এই মহাপুরুষ বৃন্দাবন হইতে গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়া সর্ব্বপ্রথম লুপ্ততীর্থ শ্রীধাম মায়াপুরকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার শিষ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপকে বিশ্বজগতে বিঘোষিত করেন। ৪০০ গৌরাব্দে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হৃদয়ে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপের বার্ত্তা প্রকাশিত হইলে ঠাকুর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য পুনঃ প্রকট করেন। ৪০০ গৌরাব্দেই শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের অপ্রাকৃত লীলাদির কথা বিশেষভাবে জগতে প্রচারিত হয়। ইহার পূর্ব্বে মহাপ্রভুর জন্মস্থান-বিধি-পূজা সাধারণ্যে প্রচারিত ছিল না। ৪০০ গৌরাব্দেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরাঙ্গ ও শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা প্রকাশ করেন। এই ৪০০ গৌরাব্দ হইতেই শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রকাশের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। ৪০৫ গৌরাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, ৪০৮ গৌরাব্দে সিদ্ধ মহাত্মা জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ-প্রমুখ মহাজনগণের ইচ্ছায় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রকটিত হন। এবার ৪৪৪ গৌরাব্দে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী প্রকটিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীধাম নবদ্বীপকে প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের (মধ্য ২৩ ১৯০) "নবদ্বীপ আর, নবদ্বীপ গ্রাম, বেদে প্রকাশিব পাছে"—এই ব্যাস-বাক্যের গূঢ় অর্থ আজ প্রত্যক্ষে ব্যক্ত হইল। বেদ অর্থে ৪ অঙ্ক নির্দ্দেশ করে। ৪৪৪ গৌরাব্দে সেই ৪ অঙ্কের ত্রিগুণ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-মহিমার পূর্ণতা প্রকাশিত হইল। আমাদের অনেকেই এই ব্যাস-বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারা গেল। ১৩০০ সালে দোল পূর্ণিমা দিবসে সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় পশ্চিম নবদ্বীপের সমস্ত অভ্যাগত বৈষ্ণব লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে আসেন। বাবাজী মহাশয় শ্রীধামকে অপ্রাকৃত বলিতে বলিতে শ্রীধামের ধূলি মস্তকে গ্রহণ করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আবার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থান তাহার জন্য জঙ্গলাকীর্ণ বন উৎপাটন করা যায় তাঁহাদের ঝোপঝাড় কাটিয়া দেয়। তাহাতে বাবাজী মহাশয় প্রেম-লীলার ভাবে বিভোর হইয়া ঐ স্থানটী যে শ্রীধাম-অঙ্গন তাহা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং তথায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, তাহাও বলেন। বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছা-ক্রমে শ্রীধাম-অঙ্গন প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনা যে সকল লোক তাঁহার নিজ মহাজনগণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ নিজ মনগড়া কথা প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে যে কোথায় যাইতে হইতেছে, তাহা কি একবারও ভাবিবার অবসর হইবে না? বাবাজী মহারাজের নির্দ্দিষ্ট সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কি তাঁহাদের হৃদয় একটুও কম্পিত হয় না? এই ব্যাস-বাক্যের—বাস্তব সত্যের অপ্রাকৃত প্রকাশ কে রোধ করিবে? আজ মায়াপুর চন্দ্র ও তাঁহার নিজজনগণের সম্মান করিবার জন্য—বাস্তব সত্যের জয়গান বিশ্বে যে কথা প্রচারের জন্য ও জন সত্যের সেবকগণ অখিল বিশ্ববাসীর মঙ্গল সাধন করিতে যাইয়া অদ্য উৎসাহে বিরাট প্রদর্শনী-আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর প্রিয়তম সেবক ভক্তগণের মধ্যে মহাত্মা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার অতি প্রিয় শ্রীল গৌরকিশোরকে জানাইয়া দিয়াছেন, আবার তাঁহারাই কৃপা করিয়া পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদকে জানাইয়া দিয়াছেন। আজ বাবাজী মহাশয় জগতে অবতীর্ণ না হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঘোর দুর্দ্দশা কে অপসারিত করিয়া দিত, কে বা বাস্তব সত্যের সন্ধান জানাইয়া অসৎ-তর্ক সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিত? বাস্তবিক বাবাজী মহাশয় যখন বৈষ্ণব-জগতে অত্যন্ত ব্যভিচার-দোষ প্রবাহিত হইতেছিল, যখন শিক্ষিত সম্প্রদায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' নামধারী অবৈধ সম্প্রদায়ের যথেচ্ছ আচার-ব্যবহার-দুষ্ট মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল বিচার করিবার চেষ্টা হইতে দোষ করিয়া মহাপ্রভুর কথায় বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিল, মহাপ্রভুর কথাকে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোকের আলোচ্য জ্ঞান করিতে লাগিল, এমন সময় গৌড়ীয়ের এই অন্ধকার যুগে শ্রীল জগন্নাথ বৃন্দাবন হইতে গৌড়মণ্ডলে আসিয়া মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার আরম্ভ করেন এবং সেই প্রচার-কার্য্যের প্রধান সহায় স্বরূপে পাইলেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজকে এবং শ্রীল প্রভুপাদকে।

বাবাজী মহাশয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে অনেক সময় থাকিতেন। ভক্তিবিনোদের স্কন্ধের উপর তাঁহাকে বসাইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার একটী ফটো তুলাইয়াছিলেন। তিনি প্রায় দেড়শত বৎসর প্রকটে প্রকটিত ছিলেন। বৃন্দাবনের শ্রীল মাধব দাস বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে বেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার চোখের পাতা এত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল যে তাহা হাতে তুলিয়া ধরিয়া তবে দেখিতে হইত। ১৩০-১৩৫ বৎসর বয়সে বাবাজী মহাশয় কোমর খুব কুঞ্জ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু যখন কীর্ত্তন করিতেন, তখন এক একটী লম্ফ দিয়া [illegible] উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, এমন অনেক লোক এখনও বর্ত্তমান আছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবী ঠাকুরের নিকট দীক্ষামন্ত্র পাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহার স্বহস্ত-সেবিত গোবর্দ্ধন শিলার সেবাভার প্রাপ্ত হন। তিনি বাবাজী মহারাজের প্রদত্ত সেই গোবর্দ্ধন শিলা পূজা করিয়া থাকেন। অধুনা অনেকে বাবাজী মহারাজের আশ্রয় বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু বাবাজী মহাশয় কাহাকেও শিষ্য করেন নাই। তিনি সকল বৈষ্ণবগণকেই সমান কৃপা করিতেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের পর শ্রীল বিহারী দাস বাবাজী মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয় [illegible] বর্ষ [illegible] সংখ্যা [illegible] পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে; আমরা নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহা বারান্তরে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রাখিলাম।

অদ্য শ্রীল প্রভুপাদ যে বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ই সেই প্রদর্শনীর প্রথম দ্বার উদ্ঘাটন করেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর লুপ্ত শ্রীধাম-মায়াপুর পুনরুদ্ধার করিয়াছেন শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রকট-লীলা। যে বৎসর শ্রীগৌরবিগ্রহ শ্রীধাম মায়াপুরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসে বাবাজী মহারাজ প্রভুবর শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজকে বৃন্দাবন হইতে গৌড়মণ্ডলে আনয়ন করেন। ইঁহারাই কৃপায় আজ জগদ্গুরু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অভিধেয়-বিচার প্রাপ্ত করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

সার্ব্বভৌম বাবাজী মহাশয় বাল্যকাল হইতে আমাদের চক্ষে অতি প্রাচীন হইয়াও পরমহংস-শিরোমণি ছিলেন। তিনি প্রভুপাদকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট ক্রোড়ে করিয়া আদর করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, বলিয়াছেন—'ইনি [illegible], আমা গোরা বাণী প্রচার হইবে।' এই কথা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে দেখা যাইত।

কোলদ্বীপে তাঁহার সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় সমস্ত যাত্রী পাড়াতলায় বাবাজীর সমাধি দর্শন করিতে তথায় গিয়া থাকেন এবং সমাধিকের পূজা করেন।

শ্রীল বন মহারাজের উক্ত বক্তৃতার পর 'কিরূপে পাইব সেবা মুঁই দুরাচার, শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার' ইত্যাদি ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলী ও মহামন্ত্র নাম সংকীর্ত্তনসহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

অদ্য শ্রীধাম পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তন-মহোৎসব। আগামী কল্য পরিক্রমার প্রথম দিবস—শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর-পরিক্রমা। দেশ দেশান্তর হইতে বহু যাত্রী আসিয়াছেন ও এখনও আসিতেছেন। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠের নাট্য-মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতার ভিতর দিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য পরিক্রমা-যাত্রিগণকে বুঝাইয়া দিবেন। সকলেরই সেখানে যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার নিজজনগণ প্রত্যহ পরিক্রমা-যাত্রিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবতের বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। কঠিন কঠিন দার্শনিক-বিষয়গুলি সহজে বোধগম্য করিবার জন্য ছায়াচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরিক্রমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের এবং শ্রীধাম-পরিক্রমার যে সুযোগ সুবিধা আজ প্রভুপাদ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা কেহ কখনও কল্পনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। জগজ্জীবকে ভগবদুন্মুখ করিবার জন্য বসিয়া থাকিতে নিত্যধাম হইতে আসিয়া আজ যে জনার্দ্দন বর্ষণ করিতেছেন, তাহাদিগকে সেই অনর্থ হইতে উদ্ধারের জন্য—তাহাদিগকে যথার্থ শ্রীধাম দর্শন করাইবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আজ যে উপায় প্রদর্শনী উদ্ভব করিলেন, যে শ্রীধাম পরিক্রমার আয়োজন করিলেন, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি না প্রস্তুত হইবেন?

লোকে ধর্ম্মের-নামে মত্ত হইয়া পরমার্থ একেবারে ভুলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ভক্তবৎসল পতিতপাবনী প্রভুপাদের অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি আজ জীবগণকে শ্রীধামে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদিগের স্বরূপ-বুদ্ধি নিত্য কৃষ্ণদাসের কথা—নিত্য নবদ্বীপ গোলোক বৈকুণ্ঠের কথা শ্রবণ করাইয়া দিতেছেন। ভগবৎ-প্রেরণের এমন অহৈতুকী দয়ালিতা কৃপা আপনার পরম সুযোগ কি নিত্য এই স্বরূপের .... অদ্বৈতবৈশিষ্ট্য .... যাহারা কৃষ্ণভজনের কোন প্রয়োজন স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারা নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব .... বিশ্ব .... ইহাদের .... প্রতিমা পূজা .... পূর্ণিমা .... কেন .... আর্য্যগণের সিদ্ধ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমা

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর,

১৫ ফাল্গুন, ১৩৩৬

বিপুলবৈভবসমানপুরঃসরম্—

আগামী ২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ বুধবার হইতে মহাবিবরণাল নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপে শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই চাঁদার অর্থ যে কোন প্রকার সাহায্য করিলেও তাহার শুভফলের ভাগী হইতে পারিবেন। আমাদের পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইং অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরাধেগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম, এ), শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (বি, এ), শ্রীনরহরি বিদ্যাবৃত্ত (এম, এ, বি, এল) এবং শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণের সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈত অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীধামে ইত্যাদি) ২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ বুধবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, বেলপুখুরিয়া, মেঘার চর, ...পুকুর) ২২শে ফাল্গুন ৬ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (......, সুবর্ণবিহার, ..., হরিহরক্ষেত্র, দেবপল্লী) ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ শুক্রবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, ভালুকা, ..., ব্রাহ্মণপুষ্করিণী) ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ শনিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গানগর, ..., কোলের গঞ্জ, ...) ২৫শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ রবিবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট, বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ২৬শে ফাল্গুন ১০ই মার্চ্চ সোমবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ২৭শে ফাল্গুন ১১ই মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা মাতাপুর) ২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ বুধবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ...পুর, গঙ্গার ডাঙ্গা) ২৯শে ফাল্গুন ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

৩০শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

মৎস্য মাংস ভোজন

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় বর্ষ)

আজ কাল কতকগুলি লোকের একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, মৎস্য মাংস ভোজন না করিলে বহু দিন শরীর ও মস্তিষ্কের বল ও বুদ্ধি-শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্য মাংসাশীদিগের যুক্তি এবং প্রাচীন ইত্যাদি কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাস .... বিশেষতঃ অনেক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ .... ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্বাভাবিক দুর্ব্বলতার মধ্যে। মৎস্য মাংসের প্রবৃত্তি উত্তেজনা করে। তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে আর্য্যসন্তানগণ দৈহিক বল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করত ক্রমশঃ দৈন্য ও বিলাস-প্রিয় হইতেছেন। হিন্দু-প্রধান দেশের আহার সম্বন্ধে আমরা আপাততঃ কিছু বলিতেছি না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা সকলে ঐ দৈহিক ও দৈবিক বিচার দ্বারা সহজে প্রতিপন্ন করা যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহারই অনেক আলোচনা করিব। সম্প্রতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইব।

আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে সকল জাতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিন প্রকার ভোজনের ব্যবস্থা আছে। সাত্ত্বিক ভোজন, রাজসিক ভোজন ও তামসিক ভোজন। যাঁহারা সাত্ত্বিক ভোজন করেন, তাঁহারা একবার মাত্র এক পাকে আতপ তণ্ডুল, কোন প্রকার মূল বা প্রীতি, কোন প্রকার ফল মূল, দুগ্ধ, দধি ও অন্য মিষ্ট দ্রব্য প্রভৃতি সহজ একটি দণ্ডের মধ্যে এক সময়ে আহার করিতে পারেন। যাঁহারা রাজসিক ভোজন করেন, তাঁহারা আতপ বা সিদ্ধ তণ্ডুল এবং মৎস্য মাংস বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, দধি ও বহু দিন বিবিধ ভোজন করিতে পারেন। যাঁহারা তামসিক ভোজন করেন, তাঁহারা .... মৎস্যা ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত ভোজন করিতে পারেন। এই প্রকার ত্রিবিধ আহারের মধ্যে .... সাত্ত্বিক লোকগণ সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক লোকগণ রাজসিক এবং তামসিক লোকগণ তামসিক ভোজন করিয়া থাকেন। সমস্ত ইহার পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, সাত্ত্বিক লোকদিগের অতি অল্প পীড়া হয় এবং যে পীড়া হয় তাহাদের প্রকৃত সামর্থ্য আছে। রাজসিক লোকদিগের তামসিক লোক অপেক্ষা অল্প পীড়া হয়। রাজসিক লোকেরা আজ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকতা অবলম্বন পূর্ব্বক উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কলাপের উপযোগী হন। তামসিক লোকদিগের আচারাদি বিষয় কেবল .... প্রবৃত্তি অনুসারে .... ক্রমশঃ তাহাদের .... সাধন করিবার .... হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ......, পরমার্থ, ... যে সমস্ত .... নিষেধ করা হয়, তাহা কেবল তামসিক ব্যক্তিগণের পক্ষে; সাত্ত্বিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের পক্ষে সে সকল বিধানের প্রয়োজন নাই। সাত্ত্বিক ও রাজসিক ব্যক্তিদিগের অনেকেই এই যে সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ রাজসিক ও তামসিক খাদ্য দ্রব্য কোন কালেও স্বীকার করেন না। রাজসিক ব্যক্তিগণ নিষিদ্ধ বোধে তামসিক দ্রব্যাদি কখন কখন স্বীকার করেন।

কেহ এক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কেবল সাত্ত্বিক আহার করিলেই কি সকল .... দিবস সাত্ত্বিক আহার .... কেন .... যোগ-দেশ ......, আধ্যাত্মিক সামর্থ্য লাভ করি না?

তাঁহাদের উক্তির অর্থ এই যে মানব প্রকৃতি কেবল আহারের উপর নির্ভর করে না। আহার ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক চেষ্টা এই তিন প্রকার কার্য্যের দ্বারা মানব প্রকৃতির উন্নতি হয়। আহার্য্য সাত্ত্বিক আহার দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। সত্ত্ব শব্দে শরীর ও মনকে বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও যদি ব্যবহারগুলি সাত্ত্বিক না হয়, তবে শুদ্ধ সত্ত্বও ক্রমশঃ অশুদ্ধ হয়। ব্যবহার শব্দ দ্বারা আহার ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচারকে বুঝিতে হইবে। হিংসা পরিত্যাগ, সত্য, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতি যম ও নিয়মগুলি সমস্তই ব্যবহার শব্দের অন্তর্গত। আহার ও ব্যবহার সাত্ত্বিক হইলেও মানব যদি ঐ সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুশীলন না করে তাহা হইলে মানব প্রকৃতির সম্যক উন্নতি কিরূপে হয়? যদি কেহ সাত্ত্বিক উন্নতির ফল দেখিতে চান, তবে সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক অনুশীলন করিয়া দেখুন। অব্যর্থ ফল লাভ করিবেন। কোন অংশে ত্রুটি হইলে সম্পূর্ণ ফলের ব্যাঘাত হইবে। ব্যবহার ও অনুশীলন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সাত্ত্বিক আহারের প্রয়োজন।

সাত্ত্বিক আহার, ব্যবহার ও অনুশীলন দ্বারা যে মানবের উন্নতি সিদ্ধ হয় তাহার অনেক উদাহরণ আছে। 'মুসলমান বৈদেশিক বণিকগণ ভারতে প্রথম আসিয়া প্রশংসা করেন বলিয়া অনেকে তাঁহাদিগকে বিজ্ঞসিদ্ধি ও মুসলমানদিগের ভক্তি-দিগের চরিত্র দেখাইয়া দিয়েছে। মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে উন্নতির বিধি কিরূপ পাইয়াছে অবগত হইয়া অনেক স্থলে তাহা সিদ্ধি করিয়াছেন। সে স্থলে যথার্থ আর্য্য ও বৈদিক সাত্ত্বিকতা যে আরও অধিকতর কার্য্যকর ও ফলপ্রদ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

কর্মপথ

(শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ)

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর 'কর্মপথ' বিভাগে জীবন যাপনে আবশ্যক এবং বিলাস সাধনের যাবতীয় দ্রব্যাদির বিপণি স্থাপিত হইয়াছে। 'কর্মপথ' বিভাগে শ্রীচৈতন্য মঠের ভক্তগণ দ্বারা কতকগুলি পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানও প্রকাশিত হইয়াছে। 'শাস্ত্রীয় গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠান তাহার অন্তর্গত। এই 'কর্মপথ' বিভাগের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়েছে।

যাঁহারা পল্লী ও নগরের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে বিশেষ যাবতীয় গ্রাম ও নগরগুলিকে তাঁহাদের সংস্কার চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত না করিলে তাঁহাদের সকলের উদ্যম সফলতা মণ্ডিত হইতে পারিবে না। যাবতীয় গ্রাম ও নগরের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান দ্বারা সমুদয় গ্রাম ও নগর বাসীদিগের মধ্যে একতা এবং সহযোগিতা স্থাপিত না হইলে প্রকৃত সংস্কার সম্ভব হইতে পারিবে না।

শ্রীধাম মায়াপুরের 'কর্মপথ' বিভাগ যাবতীয় গ্রাম ও নগর সংস্কারের পথ প্রদর্শন করিতেছে। দেশের সংস্কারকগণ এদিকে স্থির মনোযোগী হইলে বিশ্ব-নগরের সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে একটি বাস্তব-সত্যের গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। উহা সার্বজনীন অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্বরূপ হইবে। কিন্তু কেবল গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। গ্রন্থের নিরপেক্ষ বিচারের যথার্থ সমাদর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। এই গ্রন্থাগার রক্ষকগণ নিষ্ঠাবান্‌কে যথাযথ রূপে পড়িয়া নিষ্ঠার নির্দেশ এবং তাঁহাদের সংশয় অপনোদনে সমর্থ হইবেন।

এই রক্ষক নিজে শাস্ত্রার্থে পারদর্শী হইবেন। গ্রন্থাগার রক্ষকই গ্রন্থাগারের প্রাণ। উপযুক্ত রক্ষকহীন গ্রন্থাগার আমাদের কোনো উপকারে আসিবে না। যে সে ব্যক্তি শাস্ত্র গ্রন্থাগার রক্ষক হইলে চলিবে না। যদি অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্ত্রগ্রন্থের রক্ষক পদে বরণ করা হয় তদ্দ্বারা সমাজের বিশেষ অমঙ্গল সাধিত হইবে। শাস্ত্র গ্রন্থাগার রক্ষক স্বয়ং শাস্ত্রে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইবেন। তাঁহার নিজের যাবতীয় আচরণ শাস্ত্রসম্মত হওয়া আবশ্যক। সাধারণ ব্রাহ্মণ অথচ ব্রাহ্মণের চিহ্নাদি রহিত ব্যক্তিকে কখনও শাস্ত্রগ্রন্থ সংরক্ষণের ভার দেওয়া উচিত নহে। যিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বাস্তবিকই জানেন না তিনি ব্রাহ্মণপদ-বাচ্য নহেন।

বর্তমান অবনতির মূল কারণ—বর্ণাশ্রম অবনতি। বাস্তবিক ব্রাহ্মণই বর্ণের একমাত্র রক্ষক। ব্রাহ্মণ যখন 'জাতি' হিসাবে পরিণত হইয়া শুদ্ধ আধ্যাত্মিক অপরাধে সমাজে বহুপরিচিত হইলেন তখন হইতেই বঙ্গে গ্লানি প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। সে সম্বন্ধে যুক্তি আলোচিত নহে। ভ্রম হেতু ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া তাঁহার কার্য্য শাস্ত্রীয় নিয়ম বিরুদ্ধ। শাস্ত্রগ্রন্থের রক্ষক এবং শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনার উপদেষ্টাদের জন্য যুক্তবাক্য আবশ্যক, ব্রাহ্মণবৃত্তি বর্জিত শৌক্র ব্রাহ্মণ হইতে বাস্তব সত্য প্রচার সম্ভব নহে।

শ্রীচৈতন্যমঠ যুক্তবাক্যগণ প্রচারের নিমিত্ত সর্ববিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। এই সর্ববিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ যুক্তব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনা করেন। এই সর্ববিদ্যাপীঠের অধ্যাপকগণ নিজেরা শাস্ত্রীয় সদাচার সর্বতোভাবে পালন করেন। প্রকৃত শাস্ত্রীয় সদাচার যাবতীয় আধ্যাত্মিক সঙ্কীর্ণতা বর্জিত। নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা ইহা সম্যক্ প্রতিপন্ন করিবার যোগ্য। শাস্ত্রীয় সদাচার স্বার্থপরতা বর্জিত, শাস্ত্রীয় সদাচার সর্বপ্রকার দৈহিক সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত। উহা কোনও সম্প্রদায় বিশেষের ব্যাপার মাত্র নহে। ইহা শ্রীচৈতন্যমঠের অধ্যাপকগণ এবং উহার ছাত্রগণ নিজেদের আচার এবং প্রচার দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন এবং করিতে থাকিবেন।

যুক্তব্রাহ্মণতা জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজ সংস্কারের প্রকৃত আরম্ভ হইবে। গ্রাম ও নগর গুলির পারমার্থিক সংস্কার অবিলম্বে সাধিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রধান শাখামঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠ বহুদিন হইতে কলিকাতা মহানগরীতে স্থাপিত হইয়াছেন। এই গৌড়ীয়মঠ কলিকাতা নগরীর প্রকৃত মঙ্গল সাধনের মূল উৎস হইবার যোগ্য। ইহাকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া প্রকৃত নিরপেক্ষ সংস্কার প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব এবং আবশ্যক।

শ্রীগৌরসুন্দর কোন সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্তক নহেন। জগতের সাম্প্রদায়িকতা দূরীভূত হইলে যে নির্মল ধর্ম্ম স্বয়ং নিত্য হয় সেই সনাতন, ভগবৎপ্রণীত, সার্বজনীন, সার্বকালিক ধর্ম্ম যাহা সাধু শাস্ত্রে পূর্ণ ভাবে নিত্যকাল বিরাজিত রহিয়াছে, শ্রীগৌরসুন্দর সেই সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য। শ্রীগৌরসুন্দরের আচার এবং প্রচার অবলম্বন করিয়া—সনাতন ধর্ম্মের লুপ্ত মহিমা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

ইহা ব্যক্তিবিশেষের, যুগবিশেষের, দেশবিশেষের কথা নহে। শাস্ত্রীয় বিচার নিরপেক্ষ। শাস্ত্রীয় বিচার সর্বলোকের হিতকর, কখনও ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতকে লক্ষ্য করে না। শাস্ত্রীয় বিচারের ভক্তিশাস্ত্র বাস্তব সত্য। শ্রীগৌরসুন্দর নিরপেক্ষ বাস্তব সত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। ইহা নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা উপলব্ধ হইবে।

সুতরাং যে বিশ্ববাসী কেবল জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কুল অভিমান আভিজাত্য লইয়া এই চরম আলোচনার বিষয় বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। যাঁহারা সঙ্কীর্ণতা দ্বারা নিজেকে বদ্ধ করেন না। যাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে উন্মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হন। যাঁহারা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হৃদয়ে—সত্যস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়া সত্য গ্রহণ ও প্রচার বিষয়ে তৎপর হন। বাস্তব সত্যকে যাবতীয় 'কর্তব্য' একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া 'কার্য্যতঃ' স্বীকার করে। অতএব নিজে নিজেকে প্রতারিত করিবে। অন্যের নামে, সত্যের নামে অসত্য এবং অসত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।" এই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অকল্যাণের একমাত্র এবং মূল কারণ। শ্রীচৈতন্যমঠ এই মূল ব্যাধির চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট পূর্ণ হইতেছে। জগতের বহু প্রকার নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও শাস্ত্রের পুনঃ-প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিবে। বাস্তব সত্য সকল যুগেই এই প্রকারে জগতে উদিত হইয়া বহুজীবের চরম মঙ্গল সাধন করিয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে সমাগত ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ প্রকৃত শাস্ত্র বিষয় অনুধাবন করুন, বিচার করুন এবং তদ্দ্বারা এই আবশ্যক সংস্কার প্রকৃত সমাধানে সচেষ্ট হউন। পারমার্থিক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দ দয়ার উপলব্ধি করিয়া নিজে ধন্য হউন এবং উহার প্রচার দ্বারা জগদ্বাসীকে ধন্য করুন। এমন সুযোগ লাভ করিয়া স্বীয় এবং অপরের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে উদাসীন হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

লোহার কড়ি
বরগা
করুগেট টিন, জানালা দরজার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ওয়ার্ক
বেড়ার কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

দৈনিক পঞ্জিকা প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালেন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার নরম হয়। কলেম পরিচায়কে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ পাওয়া উচিত নয় কি? এখনে সুখবার হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ১০ আনায় পারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর থাকিলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ভ ক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা, ডজন ৫।৹ আনা।

এজেন্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸৹ আনা, ডজন ৫৲
ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে সুগন্ধাদি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চম্পক, কদম, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অনুলেপনে গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও [illegible] নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্ত সর্ব্বপ্রকারের স্ত্রী ও পুরুষের অমলেপ্রিয় পাণ্ডুর মূর্চ্ছিত ভ্রম, কঠিন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিবাত, বাধক, স্বপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ শক্তিক্রিয়াকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাওয়া ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেন্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। সরল ব্যক্তিদের বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেন্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই অলঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য। এই জেলার শিক্ষাবিভাগের ইন্স্পেক্টর সাহেব ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

শিক্ষাষ্টক শ্লোকাবলী দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাধনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি টীকা সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যথার্থ ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? ধর্মের, ঈশ্বর, ভক্তি, প্রেম কি? ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমূহের ও এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোল ও কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৸০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশামৃতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তাঁহার বিষয়ক প্রার্থনাময়ী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে সকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা প্রকৃত কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাঙ্গালীর কল্যাণের কল্পতরু, ইহা সকলকে নিঃস্বার্থ দান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধাই ১৸০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রী বেদান্ত

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সামাজিক-কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আবশ্যকীয় বাস্তব তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০। চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ভক্তি প্রতিপক্ষের খণ্ডন প্রয়োজনীয় বলে। প্রতি খণ্ড ১৬০ পৃষ্ঠা ৮ ফর্ম্মায় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ)

গোবিন্দকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার শক্তি ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, বহুমূত্র, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, বুক ধড়্ ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব্ব সর্ব্বজ্বরারি ঘৃত”

পুরাতন জ্বর ও প্লীহা যকৃৎ রোগ আরোগ্য করিয়া শরীর সবল করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণীবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করিতে অব্যর্থ ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান নারায়ণজী, কেশবজী

১১৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ছোট শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক নকল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, বাইকার্ব্বোনেট কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস কুইনিন দ্বারা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা কালাজ্বর একটী বা দুইটী ইন্‌জেকসনেই সর্ব্বপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং তাহা হইতে রক্ষা করে। ... প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ... কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, [illegible], [illegible], সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible], (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে এক প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

● ● ●

আজকাল খাবার-জল বিষাক্ত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া পড়িতেছে। [illegible] শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দূষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, হাঁপানি, মাথা-ধোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোক; এবং [illegible], ফুলকাসি প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এ সকল ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তবে [illegible] না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য শক্তি উপলব্ধি করুন। [illegible] মূল্য [illegible], এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] লেন, [illegible]।

সকল [illegible] দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে সঞ্চিত শক্তি নষ্ট করিয়া আজ মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, [illegible], [illegible], [illegible] পীড়া, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] প্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত [illegible] সেবন করিয়া দেখিতে পারেন, [illegible] প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। [illegible] একবার এক [illegible] একমাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—[illegible] ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] পোঃ, কলিকাতা।

[illegible] লিখুন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে [illegible] পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত [illegible] উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার জন্য [illegible] সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিয়া বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "[illegible]-বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] কোম্পানী, ২১৪ নং [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বিশুদ্ধ [illegible] নির্ভুল

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

[illegible], ঢাকা।

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

. নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

[illegible]

[illegible] খণ্ড] সম্পাদক—[illegible] শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [[illegible] সংখ্যা]

[illegible]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১	[illegible]	[illegible]	১৬।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		১৭।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	১৮।	[illegible]	[illegible]
২।	[illegible]	[illegible]	১৯।	[illegible]	[illegible]
৩।	[illegible]	[illegible]	২০।	[illegible]	[illegible]
৪।	[illegible]	[illegible]	২১।	[illegible]	[illegible]
৫।	[illegible]	[illegible]	২২।	[illegible]	[illegible]
৬।	[illegible]	[illegible]	২৩।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	২৪।	[illegible]	
৭।	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
৮।	[illegible]	[illegible]	২৫।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	২৬।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	[illegible]	২৭।	[illegible]	[illegible]
১০।	[illegible]	[illegible]	২৮।	[illegible]	[illegible]
১১।	[illegible]	[illegible]	২৯।	[illegible]	[illegible]
১২।	[illegible]	[illegible]	৩০।	[illegible]	[illegible]
১৩।	[illegible]	[illegible]	৩১।	[illegible]	[illegible]
১৪।	[illegible]	[illegible]	৩২।	[illegible]	[illegible]
১৫।	[illegible]	[illegible]	৩৩।	[illegible]	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব [illegible] ! অপূর্ব্ব সুযোগ !

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

[illegible]

নানা কথা

খেয়া

নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে যে সমস্ত লোক অবতরণ করেন তাঁহাদিগকে যাত্রি নবদ্বীপ সহর ঘাটে নইয়া গিয়া পুনরায় নদী পার হইয়া হলোর ঘাটে আসে। ইহা অত্যাচার বিশেষ। যাঁহারা হুলের ঘাট হইতে নবদ্বীপ ঘাটে ট্রেন ধরিতে যান, তাঁহারা এই কারণে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েন। কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে ব্যবস্থা না করিলে পরিদর্শনের অসুবিধা দূর হইবে না। অনেক সময় অত নৌকা বেশী ভাড়া দিয়া নিযুক্ত করিতে হয়।

পরিত্যক্ত শিশু

নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনের নিকট মাজদিয়ার চড়ার জঙ্গলে একটী দেড় বৎসর বয়স্ক শিশু পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। নবদ্বীপের সুযোগ্য দারোগা শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার বসু মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে ঢাকা নিবাসী কোন ভদ্র পরিবারের এক স্ত্রীলোক সামাজিক নির্য্যাতনের ভয়ে তাহার কয়েকজন আত্মীয়ের সাহায্যে এই কার্য্য করিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

বিমান সংবাদ

পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর সময়ে প্রকাশ পায় যে ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিমান ডাক কতদিনে চলিতে আরম্ভ হইবে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

কমিউনিষ্ট সংবাদ

দল প্রজেন্স সংঘের মিছিলে দুই শত বেড্ কমিউনিষ্ট জড় হইয়া প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। পুলিশ ঘোড়া প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে নিবারিত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু সমর্থ হয় নাই।

এমেরিকার সংবাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে প্রেসিডেন্ট প্যাটেলের পুলিশ তথ্যান ব্যাপারে কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের মেম্বরগণও প্যানারি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পার্লামেন্টারিদের সেক্রেটারি একটী প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেছেন। যাহাতে কাউন্সিল অব ষ্টেটের মেম্বরদিগকে এমিবিদির প্যানরি হইতে বিতাড়িত না হইতে হয়।

আমানুল্লা

অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে আমানুল্লা আফগান সিংহাসন পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিবেন। এসম্বন্ধে তথা। তিনি রোমে বীর আনন্দে কাল কাটাইতেছেন।

সম্প্রতি তিনি মুস্তাফা কামাল পাশার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কেবল বন্ধু হিসাবে। ইহাতে রাজনীতি সংক্রান্ত কিছু ছিল না।

শ্রমিক বিল

প্রোসিডেন্টে মিঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী সপ্তাহে ৫৮ ঘণ্টা পরিশ্রমের জন্য একটী সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। ঐ প্রস্তাব এবং অন্যান্য সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। মূল বিলটী পাশ হয়।

বোমা কাঁটা

অমৃতসরের খালসা কলেজের প্রভাপ সিং বোমায় আঘাত পান—ইহা পাঠক অবগত আছেন। তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার একজন আত্মীয় মিঃ গাল্ডিকে পত্রে জানাইয়াছেন যে ইংরাজ ও ভারতীয়দিগের মধ্যে সম্পর্ক যেরূপই হউক না কেন বর্ত্তমান সময় ভারতের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া নষ্ট করিবার উপযুক্ত নহে।

খুন

বাহাল সিং নামক কানপুর জেলার চকবাহী গ্রামনিবাসী এক ব্যক্তি বারদ বর্ষ বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করে। বালিকার পিতা আপত্তি করিবার জন্য একজনকে জামাই বাছায় সিংএর আক্রোশ হয়। সে একদিন ঐ নবাগত প্রেমপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্মুখে বালিকাকে হত্যা করিল এবং উক্ত প্রেমপত্র তিনটী ঘরে লুকাইলে তাহাকে আক্রমণ করিল। সে ঘরে খিল লাগাইয়া চীৎকার করায় চৌকিদার আসিয়া বাহাল সিংকে গ্রেপ্তার করে।

বহির্ব্যবস্থাপক সভা

চিরন্তনী প্রথানুযায়ী বজেট-বক্তৃতা হইয়াছিল। মামুলি ধরণে ম্যালেরিয়া, মুষ্টি, বেঙ্গলের এগ্রার্ড, স্ত্রী-শিক্ষা, জাতি গঠনবিভাগ সমূহের অর্থাভাব, ভদ্রশ্রেণীর কর্ম্মাভাব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বক্তৃতাগুলি মোটেই চিত্তাকর্ষক হয় নাই। বেলা পাঁচটার মধ্যে প্রায় সমস্ত সভাগৃহ শূন্য হইয়া পড়ে।

দ্যূত

বিলাতে কমিশ উপর পরীক্ষিতের কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার হয় নাই। সুতরাং দ্যূত-ক্রীড়ায় জীবিকা উপার্জ্জন করায় কোন বাধা থাকিতে পারে না।

একজনের মাসিক বেতন চল্লিশ টাকা; তাহার সাপ্তাহিক খরচ চৌত্রিশ টাকা। বেতন বাদে বাকি খরচা সে বিল খেলিয়া পায়। প্রতি বাজিতে বিল খেলিয়া মোটা আয় করিয়া লয়। এই লোক যে বিশেষ ভাগ খেলোয়ার তাহা নহে। তাহার যোগ্যতা ভাগ্য এবং সাধারণ বুদ্ধি মাত্র মূল ধন।

এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের দ্যূত ক্রীড়া ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই।

স্ত্রীজাতি

পলোমবর্গ নামক বৈজ্ঞানিক বলেন স্ত্রীলোকেরা সংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা বেশী বটে, কিন্তু তাহারা চিরকালই ক্রীতদাসীর অবস্থায় থাকিবে। তাহাদের গত্যন্তর নাই। যে সকল স্ত্রীলোক কলা বিদ্যায় উন্নতি লাভ করে, তাহারাই আবার সন্তান মানুষ পাইবামাত্র মুক্তির সম্ভাবনা হইতে স্বেচ্ছায় বিরত হয়। গর্ভ-ধারণ ও সন্তান পালনেই তাহাদের কর্ম্মশক্তি ব্যয়িত হয়। তাহাদের অন্য কার্য্য করিবার অবসর অথবা ক্ষমতা থাকে না। যে সকল স্ত্রীলোক ভাল ভাল কার্য্য করে তাহারা পুরুষ প্রকৃতির বলিয়াই সেরূপ করিতে সমর্থ হয়।

পুরুষ স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশার জন্য দায়ী। আমাদের কুৎসিৎ ব্যবহারেই আজ স্ত্রীলোক দুর্দ্দশাপন্ন।

এমন দিন আসিতেও পারে যে দিন স্ত্রীলোক ঠিক স্ত্রীলোকই হইবে। সেই সময় পুরুষকে ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তাহাদের কার্য্যও বৃহৎ এবং মহৎ হইবে।

বর্ত্তমান সভ্যতার পরিণাম

স্পেঙ্গলার বলেন যে প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক সভ্যতার শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে; সুতরাং বর্ত্তমান সভ্যতাও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক এ ডোয়াইট বলেন যে সে ভয় নাই। পূর্ব্বে সভ্যতা বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকায় ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানে বহু লোক লেখা পড়া জানেন এবং প্রত্যেক দেশেই সারা জগতের সভ্যতার আদান প্রদান চলিতেছে। সুতরাং কোন সভ্যতাই অপর সভ্যতার অজ্ঞাতসারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোন না কোন স্থানে উহা পুনরায় অঙ্কুরিত হইবে।

সভ্যের মারা-মারি

কেপটাউনের সেনেট সভার সদস্য মিঃ বয়ডেন ওয়ার উইক নামক অপর একজন সভ্যকে ঘুসি মারিয়া অজ্ঞান করিয়াছেন। আদালতে বিচার চলিতেছে। নির্ব্বাচনের সময় ওয়ার উইক সাহেব বয়ডেনকে মারিয়াছিলেন তাহার প্রতি-শোধের জন্য বয়ডেন মারিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ওয়ারউইক বলেন যে বয়ডেন যখন শ্রমিক মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় তিনি তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। সেই আক্রোশে বয়ডেন এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন।

ভারতের দেশীয় রাজ্য

বাটলার কমিটির রিপোর্টে লিখিত আছে যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইংরাজ ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতের দেশীয় রাজাদের উপর ইঁহারা সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব করিতেছেন। নিউদিল্লীর চেম্বার অব্ প্রিন্সেস নামক দেশীয় রাজন্যবর্গের সভায় পাতিয়ালার মহারাজ উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বাটলার কমিটি এরূপ ঘটনার উপর সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যাহা বারংবার চুক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া রাজপ্রতিনিধিগণের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। বাটলার কমিটীর এরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজন্য বর্গের প্রতিবাদ করা উচিত।

পাতিয়ালার মহারাজা চেম্বার অব্ প্রিন্সেস সভার চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে ফাল্গুন বুধবার—১৩৩৬

পরিক্রমা প্রসঙ্গ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম-মায়াপুরের বার্তা আজ দিগ্দিগন্তে বিঘোষিত হইতেছে। উদ্যুক্ত অভিযুক্ত কি আর সূর্য্যোদয়কে নিরুদ্ধ করিতে পারে? মিথ্যার সহায়কদের শত শত চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না। বিশ্ববাসী সকলেই আজ তাঁহার স্বরূপ দেখিবার জন্য আকুলপ্রাণে ছুটিতেছেন। যে মায়াপুরে একদিন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডপতি বাস করিয়াছেন, যে মায়াপুর একদিন কোটি-কোটিকণ্ঠ-বিনির্গত হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিতে মুখরিত থাকিত, যে মায়াপুরে মহাপ্রভু বৈরাগ্য-পূর্ণ ভজন সকল নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীনাম-ভজন-কথা জীবমাত্রকে প্রচার করিয়াছেন, যে মায়াপুর সর্ব্বগুণযুক্ত নামসঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌরহরির বিলাসক্ষেত্র—যাহার কথা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"নবদ্বীপে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের প্রায়।
অদ্যাপি সে চিহ্ন আছে সর্ব্ব নদীয়ায়॥"
—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম)

—ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যের লীলাবিলাস-ক্ষেত্র সেই মায়াপুর হইতেই শুদ্ধ-বৃন্দাবন প্রেমধর্ম্মের উদয় হইয়া অখিল বিশ্বজগতকে প্লাবিত করিয়াছে, যে মায়াপুরের মাহাত্ম্য অদ্যাপি বেদসমূহ ও ঋষিগণ বর্ণনা করিয়া অন্ত পান না, যে মায়াপুর সর্ব্বধামসার, সেই মায়াপুর শ্রীধাম কি আর একটা দেশ, কাল ও পাত্র-বিশেষের সঙ্কীর্ণতা-দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়? আমাদের প্রাকৃত চক্ষুতে অপ্রাকৃত ধাম দর্শন করিতে পারি না, শ্রীধামে বাস ও ভ্রমণ করিয়া আমরা যদি মনে করি, তথায় আমাদেরই প্রভুত্ব চলিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কি শ্রীধাম আমাদেরই কল্পনা প্রসূত একটি স্থান মাত্র হইবেন? তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, তাই তাঁহার নিজ মাহাত্ম্য আজ নিজেই কীর্ত্তন করিতেছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীধাম-পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন। বিশেষতঃ এবার শ্রীধামপ্রদর্শনী দর্শনের নিমিত্ত, পরিক্রমার বহু পূর্ব্ব হইতেই পরিক্রমার্থী জনগণ আসিয়া শ্রীধামে বাস করিতেছেন। বৈরাগ্য-প্রধান আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি-নিঃসৃত শ্রীভগবন্নাম-ধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ, মহাপ্রসাদ-সেবন, শ্রীবিগ্রহ দর্শন, মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-তীর্থ-স্নান, ভক্তোচ্ছিষ্ট, মহাপ্রসাদ এবং অন্যান্য ভগবৎ সেবোপকরণসমূহ দর্শন ও শুদ্ধভক্তমুখে তাঁহাদের মাহাত্ম্য শ্রবণ—ইহা অপেক্ষা পরম সৌভাগ্যের বিষয় জীবের আর কি থাকিতে পারে? অহৈতুকী কৃপার মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদ জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য এই অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা যিনি নিষ্কপটে নিরপেক্ষভাবে একবারও চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছেন, তিনিই ধন্য হইয়াছেন। সমস্ত সহস্র লোককে প্রাণ-ধন ঢালিয়া সাধবাস-সৌভাগ্য প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণ-ভজনোপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বার্থ মহৎ জন্মের মঙ্গল-চেষ্টা যিনি করেন, তাঁহার ন্যায় মহা-বদান্য করুণার সিন্ধু—পরম বান্ধব—পরমাত্মীয় আমাদের আর কে থাকিতে পারেন? জগতে আমরা আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব অনেকই পাইয়া থাকি, কিন্তু সত্য সত্য আমাদের নিত্যমঙ্গলার্থী বান্ধব কে, তাহা উপলব্ধি করিতে মায়ার্ত্ত নিতান্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহার হইতে পারে? অথচ একমাত্র সারগ্রাহী—ভক্তিদেবীর স্বরূপ প্রকাশ একমাত্র পরমাশ্রয়, কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ-অভিন্ন সংকীর্ত্তন অথবা বৈষ্ণবের সাধারণ দৃশ্য দর্শনেও এত অমঙ্গল যে, তাহার চিত্ত সকল কাল সুখপূর্ণ পরাহত বলিয়াই মনে হয়। মহাপুরুষ সারগ্রাহিতার সম্পূর্ণ বিরোধী, নিজস্বার্থপর নিরপেক্ষতার সার গ্রহণে সক্ষম।

গত কল্য শ্রীধাম-পরিক্রমার অধিবাস-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীচৈতন্য মঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে নাটমন্দির-প্রাঙ্গণে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাধুসজ্জন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দনা ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন-সূচক পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজ শ্রীধাম-তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতান্তে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য' গ্রন্থ পাঠ করেন। পাঠান্তে পুনরায় কীর্ত্তন হয় এবং কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী ও তাঁহাদের ভক্তবৃন্দ শ্রীপাদের বিপুল জয়ধ্বনি-সহ সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রেমগম্ভীরভাবে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া পরিক্রমা-যাত্রিগণকে উপদেশ করেন যে—"কৃষ্ণ মঁহি ব্রজ তাঁহা কৃষ্ণ শ্রীধাম ও শ্রীনাম এক বস্তু নহে, অতএব ভক্তিপ্রতিকূল অসৎসঙ্গ বর্জ্জিত থাকিয়া একমাত্র শুদ্ধ গুরুবর্গ ব্যতীত আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের ভক্তিপ্রবণ জীবনযাপন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব কামক্রোধাদি ষড়্রিপুর তাড়নে অস্থির দেহী থাকায় সেখানে থাকিয়া ভজনপ্রয়াসী জীবের ভগবদ্ভজনে উন্নতিলাভ দুর্ঘট পরিলক্ষিত হয়। শ্রীধামের সর্ব্বত্র কৃষ্ণকথার উদ্দীপক অবস্থা থাকায় এবং শুদ্ধভক্তমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণের সুবিধা থাকায় ভক্তিপ্রবণ জীবন যাপনের পক্ষে ধামবাসই শ্রেয়ঃ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধাম বলিয়া যে সকল অপ্রাকৃত ভক্তগণকে না দিয়া শ্রীধামে, ভাগবত, নাম, মন্ত্র, প্রভৃতির সাক্ষাৎকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাদের সহিত বসবাসকে ধামবাস বলা হয় না। তাহারা ধামে বাস করিতেছি মনে করিলেও ধামের নিকটেও আসিতে পারে না। ধামবাসী শুদ্ধভক্তগণ কৃপা করিয়া ধামবাসের সৌভাগ্য প্রদান করিলেই ধামে বাস করা যায়, নতুবা পয়সা খরচ করিলেও ধামে আসা বা বাস করা যায় না। শ্রীধাম তত্ত্ব-বৈচিত্র, অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তু। সংক্ষেপের অভ্যন্ত বিরুদ্ধ অহংজ্ঞানী শ্রীধামের প্রকৃত স্বরূপে কৃষ্ণসেবা করেন। শ্রীধামেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ভক্তকৃপা ব্যতীত শ্রীধাম-মাহাত্ম্য উপলব্ধির কখনও সৌভাগ্য হইতে পারে না।

এইবারই আমরা শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতেছি, এবারও ধাম-পরিক্রমার জন্য আমরা বহু কষ্টে বহু দূর দেশ দেশান্তর হইতে শ্রীধামে আসিয়াছি। এই পরিক্রমার ফলে যদি আমাদের জড় বিষয়-পরিক্রমার স্পৃহাটী বলিয়া যাইতে থাকে, কৃষ্ণ কার্ষ্ণ তবেই ও শ্রীনাম গ্রহণের স্পৃহা বলবতী হইতে থাকে, তাহা হইলেই এই পরিক্রমায় যোগদানের সার্থকতা সম্পাদিত হইতেছে বুঝিতে হইবে, নতুবা অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে বুদ্ধী একদেশে থাকিয়া বাৎসরিক ধাম-পরিক্রমা-উৎসবটী সেই একদেশের ভাব দূর করিবে একটী আমোদ-প্রমোদ-বিশেষ মনে হইবে। তাহাতে বিশেষ কিছু লাভ হইবে না। তবে অজ্ঞাতসুকৃতি কিছু হইতে পারে; তদ্দ্বারা জন্মান্তরে সাধুসঙ্গে যাত্রার জীবনগতের সৌভাগ্য হইলেও হইতে পারে।

শ্রীধাম-যাত্রী সকলকেই দশবিধ নামাপরাধ হইতে সতর্ক সাবধান থাকিতে হইবে। নামাপরাধ দশটী যথা :—(১) নামপ্রচারক শ্রীভক্তে মহাপুরুষগণের নিন্দা বা অবজ্ঞা, (২) শ্রীনামের অধিকার রোধ, (৩) শ্রীধামবাসী ও বৃন্দাবনীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে থাকিয়া বিষয়-কার্য্যানুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাছলে অর্থোপার্জ্জন-নিমিত্তে যাত্রীর অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত ভক্তপ্রবরগণের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) ধামবাসকালে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্রনিন্দা এবং (১০) ধামমাহাত্ম্য অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান।

উক্ত দশবিধ ধামাপরাধ বর্জ্জনের জন্য বহুপরিশ্রম না করিয়া এক জন থাকিয়া ধামে বাস বা ধাম পরিক্রমার অভিনয় করিলেও তাহাতে ধাম-বাস বা পরিক্রমা হইবে না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

অতিমর্ত্ত্য-নিত্যানন্দ শ্রীগুরু-কৃপা-বলে জড় বিষয়াসক্তি দূর হইলেই শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন লাভ হয়। গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল অভেদ তত্ত্ব। ব্রজে মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য, গৌড়ে—ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য। স্বতঃপ্রবৃত্ত ঔদার্য্য আশ্রয় ব্যতীত মাধুর্য্যরসাস্বাদনের সৌভাগ্য কখনও হইতে পারে না। যাঁহারা শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে গৌরধাম-পরিক্রমা না করিয়াই কৃষ্ণধাম পরিক্রমা করিবার স্পৃহা করেন, তাঁহারা গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি-বশতঃ কখনই গৌর-কৃপা লাভ করিতে পারেন না। অতএব শ্রীগৌরসেবার অভিলাষ প্রাণে পোষণ পূর্ব্বক যাঁহারা বিষয়-ভোগের জন্য শ্রীধাম-পরিক্রমাকে ভ্রমণ আনন্দ বলিয়া মনে করেন না, তাঁহাদের মনোবৃত্তি সম্যক্ পরিষ্কার তাঁহারা যাহাকে জড়-ভ্রমণ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন, তাহাই যথা-সময় মনে তাঁহারা নির্ম্মল-হৃদয়ের অনাবিল পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবাকেই অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা যাই অপ্রাকৃত দেখান, আমরা শুদ্ধ-কীর্ত্তন-পূত-চিত্ত ব্যতীত বিষয়াসক্তদের অন্যোক্তি মাত্র সমস্ত মনের মধ্যে কাহারা থাকে। সাধুসঙ্গ অনবাদ্যগণের একমাত্র পন্থা; সাধুসঙ্গ ব্যতীত বহুলোকের একত্রে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-প্রধান কেবল একটা মেলা হয়। পরম করুণাবতার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীধাম-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া আধিবিবশকে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে শুদ্ধভক্তগণের এ অপূর্ব্ব সুযোগ দিয়েছেন, তাহাতে অনেক-মহৎ কর্ম্মী বুদ্ধিমানই পরিচয় নহে। ভক্তগণের কৃষ্ণকোলাহলকে যাঁহারা প্রায় কোলাহলের সহিত সমান ভাবে অনাবিলের মধ্যে

করেন, তাঁহাদের কখনই কৃষ্ণভক্তিলাভের আর উপায় নাই। শ্রীধাম-পরিক্রমা উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ সজ্জন সকলকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের যেরূপ অভাবনীয় সুযোগ প্রদান করেন, এরূপ সুযোগকে অবহেলা করা নিত্য-মঙ্গল-প্রার্থী কাহারও কর্তব্য নহে। শত সহস্র লোকের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে হইলে দেহের সর্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পক্ষে একটু আধটুকু ত্রুটী হইতে পারে, কিন্তু সেই ত্রুটীর জন্য কি দুর্লভ সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া দিতে হইবে? অতঃপর, পাঠকবর্গ অবিরাম, আমরা আগামী কল্য হইতে ভক্তবৃন্দের অনুগমনে নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করিব। প্রথম দিন— অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। আসুন, আমরা ভক্তগণের ধামবাসীর চরণে ধাম-কৃপা-লাভের জন্য প্রার্থনা করি।"

অদ্য পরিক্রমার প্রথম দিবস—অন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা। পূর্ব-পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এবারকার যাত্রিসংখ্যা দ্বিগুণ দ্বিগুণ হইবে। মধ্যাহ্নিকের পর উৎসাহিতচিত্তে শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার শিষ্যগণের আনুগত্যে পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার জন্য বহির্গত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে সর্বাগ্রে মায়াপুর-চন্দ্রের বিজয়-বিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া অনেক ভক্ত, তৎপশ্চাৎ শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে, তৎপশ্চাৎ কীর্তনকারিগণ কাঁসর ঘণ্টা খোল করতাল-বাদ্যসহ উচ্চ কীর্তন-ধ্বনিতে দিগ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন। প্রথমে পুরুষ ভক্ত, তৎপশ্চাতে মহিলা ভক্তগণ। স্বেচ্ছাসেবকগণ সকলের সুবিধা সংরক্ষণ করিতেছেন। যাঁহারা বৃদ্ধ বলে যাহা-যাহাদি না হই, তাঁহারা নিশান হস্তে করিয়াছেন, অপর কেহ শ্রীধামের ধূলি-কণা হস্তে লইয়া(?) সম্মান করিতে করিতে চলিয়াছেন। আহা, সহস্র সহস্র লোকের হরি- ও কৃষ্ণ-ধ্বনি সেই সুমধুর হরিনাম-ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে কাহার হৃদয় না আনন্দে নাচিয়া উঠে! শ্রীমায়াপুরের পল্লীবাসী মুসলমানগণও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই দৃশ্য দেখিবার জন্য ঘরের বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছে—সকলেই যেন হর্ষোৎফুল্ল। এ দৃশ্য যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদের নিকট ভাষা দ্বারা তাহা অবর্ণনীয়। আমরা আগামী কল্য অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমার বিবরণটী প্রকাশ করিব।

নবদ্বীপ বলিতে নয়টী দ্বীপ—ইহা বোধ হয় এখনও কাহারও অবিদিত নাই। নবদ্বীপের পরিধি ষোল ক্রোশ। গঙ্গার পূর্বতীরে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ বা সীমুলিয়া, গোদ্রুমদ্বীপ বা গাদিগাছা ও মধ্যদ্বীপ বা মাজিদা—এই চারিটী দ্বীপ এবং গঙ্গার পশ্চিম পারে—কোলদ্বীপ বা কুলিয়া সহর নবদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ বা চাঁপাহাটী, জহ্নুদ্বীপ বা জান্নগর, মোদদ্রুমদ্বীপ বা মামগাছি ও রুদ্রদ্বীপ বা রাতুপুর এই পাঁচটী দ্বীপ। এই নয়টী দ্বীপ শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ। তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর হইতেছে আত্মনিবেদনের দ্বীপ। এখানে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিলে তবে অন্যান্য দ্বীপ দর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়। কৃষ্ণ[illegible] সংস্কৃত [illegible] আরম্ভ করিলেন, তাহা না করিলে সমস্ত প্রকার ভজন সাধন করিলেও কোন ফল হইবে না। শ্রীধামবাসী গুরুবর্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যাঁহারা অভিমান-শূন্য হইয়া দণ্ডবৎ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধাম পরিক্রমার যথার্থ যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। শ্রীধামের স্বরূপ তাঁহাদেরই হৃদয়ে স্ফূর্তি পাইবে। অত এব সকলে ধামে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া যাত্রা-পর্বাদি সমাপন করিবেন না।

সকলকেই কায়মনোবাক্যে শুদ্ধভক্ত-বৈষ্ণব-সেবায় মন দিতে হইবে, সেবোন্মুখ হইলেই অপ্রাকৃত ধামের স্ফূর্তি লাভ হইবে। শ্রীধাম ও ধামবাসীর সেবা বাদ দিয়া যাঁহারা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতেছেন বা কিছু মাত্র সেবা না করিয়াই ধাম-কৃপা লাভের প্রত্যাশা করিতেছেন, তাঁহারা কিছু আসলে লাভবান্ হইতেছেন না। ধামবাসী সাধুগণের সেবা-সৌভাগ্য লাভের জন্য পরিক্রমা-যাত্রী সকলেরই তৎপর হউন, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাহার যাহা আছে তাহা দিয়া ধামসেবা করুন, তবেই ধাম-কৃপা লাভ হইবে, ধাম-পরিক্রমা সার্থক হইবে।

গত কয়েক দিবস যাবৎ অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল, কিন্তু ভগবানের এমনই ইচ্ছা যে কল্য রাত্রি হইতে বেশ শীত পড়িয়াছে। পরিক্রমা-যাত্রিগণ প্রখর রৌদ্র তাপে ক্লিষ্ট না হন, এজন্যই বোধ হয় মায়াপুর-চন্দ্র একটু শীতের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

রাঘবের ঝালি

ভক্তের অতীব গাঢ় ভগবৎ প্রীতির একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই রাঘবের ঝালি। শ্রীরাঘব পণ্ডিত এবং তাঁহার ভগিনী শ্রীদময়ন্তী মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিত আছে, ব্রজলীলায় যিনি ধনিষ্ঠা—কৃষ্ণকে ভক্ষ্য সামগ্রী দিতেন— তিনিই সম্প্রতি গৌরাঙ্গ-প্রিয় রাঘব পণ্ডিত। আর সেই ধনিষ্ঠার [illegible] গুণমালা [illegible] কলিতে দময়ন্তী দেবী। রাঘব আদেশ করিতেন আর দময়ন্তী মহাপ্রভুর জন্য নানা প্রকার ভোগ-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিতেন। বর্ষাকাল(?) উপলক্ষে রাঘব প্রভৃতি সেই সমস্ত দ্রব্য ঝালি সাজাইয়া পুরীতে যাইতেন। ঝালিতে নিম্নোক্ত দ্রব্য থাকিত। তিন জন [illegible] জল(?) করিয়া সেই ঝালি বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্ ভক্তের প্রেম-মাখা সেই সকল দ্রব্য পুনরায় [illegible] এক বৎসর ধরিয়া আস্বাদন করিতেন। ভক্তের ভক্তিপূর্ণ দ্রব্য মহাপ্রভু বড় আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। নদীয়ার লীলাভিনয়কারী শ্রীবাসের [illegible] মহাপ্রভু [illegible] করিয়া যাইতেন, শ্রীবাসের সহিত প্রেম-কোন্দল করিতেন, সিদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—সর্বেশ্বরেশ্বর মহাপ্রভু তাঁহার নিজজন শ্রীবাসের দুটী [illegible] জল খাইয়া বড় তুষ্ট হইতেন। ভক্ত-প্রেমাধীন ভগবানের এলীলা যাঁহাদের উপলব্ধির সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারাই রাঘবের ঝালির মর্ম বুঝিতে পারেন। যতদিন পর্যন্ত না জীবের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনা অপগত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বাসনার উদয় হয়, যতদিন না জীব [illegible] নিজাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক—নিজের যাবতীয় [illegible] অহঙ্কার ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ও কার্ষ্ণ পরিবারকে সুখী করিতে ব্যস্ত হইতেছেন, জগতের সমস্ত বিলাস-দ্রব্য কৃষ্ণভোগ্য জ্ঞানে কৃষ্ণের ভোগের জন্য আহরণ করিতেছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার রাঘবের ঝালির কথা জানিবার বা শুনিবার কৌতূহল হইবে না, অথবা হইলেও তাহাকে সামান্য জীবভোগ্য জ্ঞানে ভোগ স্পৃহারই উদয় হইবে। [illegible]-ভক্ত-চূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ও অন্ত্য ১০ম পরিচ্ছেদে এই রাঘবের ঝালির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। [illegible] বর্তমান শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রভু-প্রীতি-পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ সেই রাঘবের ঝালি সজ্জিত করাইয়া শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রকে উপহার দিয়াছেন। ভাগ্যবান্ গৌরভক্তগণ সেই ঝালি দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছেন। এই রাঘবের ঝালি ভক্ত-বৈষ্ণবগণের দর্শন-সৌভাগ্য হইলে জীবের হৃদয়ে [illegible] দূর হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-স্পৃহার উদয় হয়। শ্রীধাম-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত রাঘবের ঝালির একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১। [illegible]
২। পুরাণ তেঁতুল—([illegible] পাতায় মোড়া)
৩। [illegible] ([illegible]
৪। মধুপাক কাসুন্দ ([illegible])
৫। [illegible] কাসুন্দ ([illegible])
৬। মনোহর কাসুন্দ ([illegible])
৭। অমৃত কাসুন্দ ([illegible])
৮। নারিকেল কাসুন্দ
৯। নাড়ু গঙ্গাজল
১০। ঝুরি খণ্ড [illegible]
১১। সুগন্ধ [illegible] ([illegible])
১২। নারিকেল সন্দেশ
১৩। নারিকেল [illegible]
১৪। [illegible] পুষ্প
১৫। নারিকেল চিড়াভাজা
১৬। ,, মুগ
১৭। ,, [illegible]
১৮। ,, [illegible]
১৯। ,, চিড়ভাজ
২০। ,, ভাজিয়া
২১। ,, কড়া
২২। ,, [illegible]
২৩। ,, বড়াক।
২৪। পানতোয়া
২৫। অমৃতী
২৬। [illegible]
২৭। চন্দ্রপুলী
২৮। চিপিটক মোদক
২৯। নারিকেল কুচার বড়ি
৩০। [illegible]
৩১। [illegible]-প্রভৃতি
৩২। আমসী
৩৩। আম্র খণ্ড
৩৪। তৈলাম্র
৩৫। [illegible]
৩৬। [illegible]
৩৭। [illegible] ([illegible])
৩৮। [illegible] ([illegible] আচার)
৩৯। কুষ্মাণ্ড খণ্ড ([illegible])
৪০। [illegible] খণ্ড ([illegible])
৪১। [illegible] খণ্ড (আদার আচার)
৪২। আদা লেবু
৪৩। আনারস খণ্ড
৪৪। [illegible] খণ্ড—([illegible] আচার)
৪৫। [illegible] ([illegible] আচার)
৪৬। তৈল-[illegible] ([illegible] আচার)
৪৭। তৈল-লবণ
৪৮। তৈল-[illegible] ([illegible]),
৪৯। তৈল [illegible] ([illegible])
৫০। তৈলাম্র
৫১। খাজা।
৫২। [illegible]
৫৩। আমতা ([illegible])
৫৪। সন্দেশ
৫৫। [illegible]
৫৬। [illegible]

৫৭। ফুল বড়ি
৫৮। ডিমে বড়ি
৫৯। কুমড়া ও খণ্ড।
৬০। অম্বল

প্রদর্শনী প্রদর্শনে

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সংবাদ সংবাদ-পত্রে, বিজ্ঞাপনে, লোকমুখে শ্রবণ করিয়া অভিনব ব্যাপারটী দর্শনের জন্য হৃদয়ে পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। মানুষ মনে মনে অনেক সঙ্কল্প করিলেও শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত সঙ্কল্প সিদ্ধির কোনও আশা নাই। যাহা হউক শ্রীগুরু-চরণের কৃপাবলে গত ২৯শে মাঘ তারিখে বৈকালে শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হইলাম।

কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়ে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে পৌঁছাই। তথা হইতে গঙ্গা ও সরস্বতী-সঙ্গম পার হইয়া গঙ্গার পারে উঠিয়া মঠের পার্শ্বে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপস্থিত হই। আমরা যেই মাত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি, অমনি প্রবেশ দ্বারের স্বেচ্ছাসেবকগণ ও কনেষ্টবলগণ ঘোষণায় খুব উদ্গ্রীব হইয়া যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আসিতেছেন। সুযোগ বুঝিয়া আমরাও একটু অপেক্ষা করিলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই ম্যাজিষ্ট্রেটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর চেয়ারম্যান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড নদীয়া, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈতকুমার সাহা সব্‌ডিভিসনাল অফিসার এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ এস্ সার্কেল অফিসার মহোদয় কতিপয় ভদ্রলোকের সঙ্গে অগ্রগণ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুগমনে ভক্তি-প্রদর্শনীর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ ব্যাপার বিশেষ মনোযোগের সহিত দর্শন এবং শ্রবণ করিলেন।

শুনিলাম এতদ্দেশীয় আচার্য্যের এই অভিনব ব্যাপারটী সন্দর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আচার্য্যদেবকে বলিলেন যে, আপনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচারে কোন ভাগ্যবান্ জীব। ভক্তকৃপা-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।—বিখ্যাত সাধারণে যে ভাবে প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সাধারণের পক্ষে একটী নূতন কিছু দেখিবার জিনিষ হইলেও ভক্তি-পথের উচ্চ অধিকারিগণের পক্ষে একটী অভাবনীয় বিষয়ের প্রকাশ হইয়াছে।

আমরা প্রদর্শনীতে কোথাও বা যমালয় বন, কোথাও বা পুষ্প-বন, তথাই আবার উহার প্রত্যক্ষ গৌরলীলা সমূহের দৃশ্য আবার বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ী, ঋষি ভেকী এবং গৌর নাগরী, চন্দ্র বিন্দু প্রভৃতি বার ভূতগুলি দর্শন করিতে লাগিলাম, পরে অন্য-বিভাগ-চিত্রবিভাগ, শিল্পবিভাগ দর্শন করিয়া যাদুঘরে প্রবেশ করিলাম। যাদুঘরের ব্যাপারটী অপূর্ব্ব দেখিলাম। আমাদের ন্যায় ভগবদ্ আবির্ভাবক্ষেত্রসমূহে গমনে বিমুখ ব্যক্তিদিগের জন্য বিভিন্ন তীর্থ-জল, তীর্থরজঃ, মহাপ্রসাদ, গোবর্দ্ধন-শিলা, বিভিন্ন প্রকার বিগ্রহ, বিভিন্ন দেবদেবী-সজ্জাদি, অলঙ্কার, বস্ত্র প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। মনে হয়, এই যাদুঘরে মায়াধীশ ভগবানের সকল তীর্থ সমাগত। তাহা না হইবে বা কেন? সমস্ত তীর্থের গৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্র দেবপীঠ শ্রীধাম মায়াপুরে সকল লীলার উপকরণসমূহ এবং স্থানসমূহ সুরক্ষিত আছে। সিদ্ধ মহাপুরুষগণ ভাবনেত্রে শ্রীধাম-মায়াপুরে হরিপুর-সমূহ দর্শন করিয়া থাকেন। আর আজ বিশ্বজীবের হিতে সর্ব্বধামশ্রেষ্ঠ শ্রীধাম-মায়াপুরের অপ্রাকৃত মহিমা উপলব্ধি করাইবার জন্য বিশ্বগুরুশ্রেষ্ঠ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের এই এক অদ্ভুত-অদৃষ্ট-পূর্ব্ব লীলা-প্রকাশ।

আমরা সেই দিনই ফিরিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণের একান্ত অনুরোধে থাকিতে বাধ্য হইলাম। সন্ধ্যায় সন্ধ্যা আরতি কীর্ত্তন ও বক্তৃতা শ্রবণান্তে মহাপ্রসাদ পাইলাম। রাত্রি বিশ্রাম যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে প্রভুপাদের পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলাম। আসিবার কালে ভক্তগণ আগামী শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আমরা আসিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তাই বিশ্ববাসি, এবার বিশ্বে বিশ্বগুরু শ্রীগৌরহরির নিজজন আসিয়া যে লীলা প্রকাশ করিলেন, তাহা বিশ্বের কেহই কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই। এই প্রদর্শনী প্রদর্শন সকলেরই সৌভাগ্যের পরিচয়। অতএব আপনারা সকলে যে যেখানে থাকুন, কয়েক দিনের জন্য বাসাবাড়ী সমূহ ছাড়িয়া ধরায় শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করুন।

নিবেদক
শ্রীঅশ্বিনীকুমার গুহ
[illegible]

প্রেমপ্রদীপ

ষষ্ঠ প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩ সংখ্যার পর)

কতক দিবস বৃষ্টি না হওয়ায় রৌদ্রের উত্তাপ অধিক হইয়াছে। প্রসাদ পাইয়া যোগী বাবাজী তাঁহাদিগকে লইয়া পঞ্চবটীর মধ্যে বসিলেন। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে। অনেক প্রকার কথা হইতে লাগিল, এমত সময় ডাকহরকরা চিঠিখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। এক খানি পত্র নরেন বাবু গ্রহণ করিলেন। আর একখানি মল্লিক মহাশয় পড়িতে লাগিলেন।

নরেন বাবুর পত্রখানি তিনি বড় সন্তোষের সহিত পাঠ করিলেন। কলিকাতার এক চাচা লিখিয়াছেন:—

নরেন বাবু,

প্রায় ১০ দিবস হইল তোমার পত্র পাই নাই। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার নিকট হইতে অনেক আশা করেন। বৃন্দাবন প্রদেশের যুবকবৃন্দের মন পৌত্তলিক ধর্ম্মের পথ হইতে উদ্ধার করিবার বিশেষ যত্ন করিবে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেবল কীর্ত্তনের সুরটী ভাল, আর কিছু ভাল নাই। অল্পকালের মধ্যে যদি পার কোন নূতন সুর শিক্ষা করিয়া আসিবে, এখানে ত্রৈলোক্য বাবু সেই সুরে ব্রহ্মসঙ্গীত প্রস্তুত করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে তুমি যাহা করিতেছ, তাহার সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাইবে। তোমার যে আনুকূল্য গত মাস হইতে বাকী পড়িয়াছে, অবগত করিলাম।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী ——

নরেন বাবু পত্রখানি পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—কি হয় দেখা যাউক। বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের আনুকূল্য আমার নিকট আর আশা করিতে হইবে না।

নরেন বাবুর পত্র পাঠ হইলে মল্লিক মহাশয় প্রফুল্ল বদনে তাঁহার পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। আড়িয়াদহ হইতে নিত্যানন্দ দাস বাবাজী লিখিয়াছেন:—

সজ্জনগণাগ্রেষু—

আপনকার পারমার্থিক কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইবার জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত আছি। গত মাসে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে আপনি বৈষ্ণব বেশ ধারণ করত কীর্ত্তন সমাজে নৃত্য করিতেছেন। যদি তাহাই বাস্তবিক হয় তথাপি আমি তাহাকে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না, যেহেতু আপনি যোগী বাবাজীর সহিত সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অসঙ্গ হরিভক্তিলতিকার বীজ লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। যথা কৃষ্ণদাসবাক্যম্—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
সেই বীজ ইত্যাদি।

যাহা হউক আপনি যোগ অভ্যাস করিতে বিশেষ উৎসুক আছেন, তাহা আমি জানি, কিন্তু কেবল শুষ্ক যোগাভ্যাস করিবেন না। বাবাজী যোগী হইয়াও পরম রসিক। তাঁহার নিকট কিছু রসতত্ত্ব শিক্ষা করিবেন। যদি পারেন বাবাজীর অনুমতি লইয়া পরমারাধ্য পণ্ডিত বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু ভূদেব বিনা এই যে আপনকার মত ভাল নয়। এক বা খ্রীষ্টিয়ান্ বা মুসলমানেরা অসার যুক্তিবাদ ও তর্কের। তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিলে সরল চিত্তের রসভাণ্ডার শুষ্ক হইয়া যায়। এক মাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্বকর্ত্তা এবং তাঁহার উপাসনা সকলেরই কর্ত্তব্য ইহা আর্য্যদের মধ্যেই হয় না। উপাসনা দুই প্রকার অর্থাৎ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ উপাসনা যুক্তির অধীন। তাহাতে প্রার্থনা বন্দনাদি, কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি হইতে উদিত হয়। অন্তরঙ্গ-উপাসনায় সে সকল ভাব থাকে না, কিন্তু উপাসনা স্বাভাবিক কোন অনির্ব্বচনীয় গূঢ় আকর্ষণ হইতে স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।

ভরসা করি আপনি বৈষ্ণবের ভক্তি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। অত্র এই পর্য্যন্ত—

অকিঞ্চন
শ্রীনিত্যানন্দ দাস।

নরেন বাবু বিশেষ মনোযোগের সহিত ঐ পত্রখানি শুনিলেন। বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন, শুষ্ক যুক্তিবাদকে ধিক্। বাবাজী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সত্য। "আনন্দ বাবু, তাই আমরা এত দিবস নিত্যানন্দ দাস বাবাজীর সহিত কেনই বা আলাপ করি নাই? বাবাজী মল্লিক মহাশয়ের নিকট আসিতেছেন, আমরা কুশল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে দেখিতেই চলিয়া যাইতাম। পরমেশ্বর কৃপা যদি আমাদিগকে পুনরায় কলিকাতায় লইয়া যান, তবে আমাদের আলাপ সাধনা যাচ্ঞা করিব।"

(ক্রমশঃ)

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

শ্রী আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ স্থলে এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫৲
গীতমালা	/১০		/০
জৈবধর্ম	২৲	,,	
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	,,	১৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২৲	,,	১৷০
ঐ সাধারণ (সাধারণ কাগজ)	১৷০	,,	১৲
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০	,,	৴১০
নবদ্বীপ শতক	/০	,,	৴১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (সটীক)	৸০		৷০
হরিনামচিন্তামণি	৸০		৷০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০		৷০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	১৷০	,	১৲
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২৷০	,,	১৷০
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০	,,	/১০
ভক্তিরত্নাকর [illegible]	৶০	,,	/০
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ	২৲	,,	১৷০

গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর এ সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থ অপেক্ষা উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	/১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১৯ [illegible], নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—[illegible], হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি. মুখার্জি—এম, এস. ওয়াকস্ ডি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভৌমিক বণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিধুভূষণ দে—মনমোহন সেন, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীবিশ্বেশ্বরনাথ [illegible], ২৪ পরগণা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ. এ. এম্. [illegible]

[illegible] পুরুষোত্তম মায়া পাছে [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
কাব্য গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আবশ্যক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি টীকা সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-শ্রবণফল কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণসংহিতা

৸৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ দর্শনা—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্চ্চনকল্প—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা এজগতে প্রাণ মনের ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধনোপযোগী গ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বাঙ্গালায় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

স্বদেশীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়্ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দুরূহ রোগ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গবাত্যারি দ্বৃত"

পুরাতন বাত রোগে বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও এক প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গাত্রে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরেরা অন্যরূপ কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর চিকিৎসায় উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন, আর্সেনিক এবং স্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস্-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর নষ্ট করে এবং জ্বর হইতে আসিলে ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয় ও প্লীহাদি প্রায় যায়—মূল্য ২৲, ঠিকানা বাই ও-কেমিক্যাল এন্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী প্রস্তুত। ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিভিন্ন [illegible] শিক্ষা [illegible] ব্যবস্থা করা হইতেছে। অনেক [illegible] বর্তমান বর্ষে [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible]

[illegible]

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible] পরবিদ্যাপীঠ, ([illegible])

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু [illegible] কর্তৃক প্রশংসিত।

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, [illegible] এণ্ড [illegible]।

[illegible]

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible]

[illegible]—ডাঃ ডি, ডি, [illegible]।

[illegible]

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস,(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

([illegible])

[illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮ টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬ টাকা

[illegible]

[illegible]—সের ১৬ টাকা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। [illegible]

বিশুদ্ধ [illegible]! [illegible] নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (*Tube-well*) [illegible]

[illegible] কেন?

[illegible]

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] সকলপ্রকার ছাপার কার্য [illegible]

[illegible]

ম্যানেজার—[illegible]

[illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ

Registered No. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
মাসিক ৷৵
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৷০
বার্ষিক ৯
...

৫ম খণ্ড | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | ৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ ৬ই মার্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বক্তৃ-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷০
৪। গৌড়ীয় পত্রিকা
৫। ভক্তপ্রবর ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০
৯। ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য সানুবাদ (মাঘ) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (মায়াবাদীর) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমাম্ভোজ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-নির্ব্বাপণ ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপভাব-তরঙ্গ (প্রমাণসহ) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-বর্ণন
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও মহাপ্রভুর শিক্ষা মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ ও অর্চ্চন)
২৬। সাধককণ্ঠমণি
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। ষট্সন্দর্ভী সংস্করণ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ অপূর্ব্ব-সুযোগ।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—জগদ্গুরুধর্ম্ম

বক্তা—স্বামীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

সকলেই যোগদান করুন

নানা কথা

পরিক্রমায় ঔষধের ব্যবস্থা

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এস, কে বর্ম্মণের হোমিও পেটেন্ট ঔষধাদির দর্শ । এজেন্ট শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পরিক্রমার সময় যাত্রীদের সহিত ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করিতেছেন। এজন্ত প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ ও এধাম সংস্থা সমিতির উদ্ধৃত্যার বৈষ্ণব ভক্তগণ [illegible] হইতেছে।

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস্

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস্ লিমিটেডের ষ্টলটী বিশেষ শিক্ষিত কর্ম্মসমূহ দ্বারা পরিচালিত। প্রোফেসার সেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এস্ সি, এফ, সি, এস মহাশয় বহুদেশ এ ব্যাপারে কার্য্য শিক্ষা করিয়া তাহাদের নিয়োগপত্র এই কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন। এত বড় মূল্যে এত সুন্দর দ্রব্য স্বদেশে তৈয়ারী হইতে পারে, তা কল্পনার অতীত।

সিংহের সঙ্গীত-প্রীতি

ডেট্রিনায় এক গায়িকা সম্প্রতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি সঙ্গীতপ্রেমের এক অধীশ্বরী ছিলেন। [illegible] কিন্তু প্রথম সময়ে তিনি একটী প্রকাণ্ড খাঁচার ভিতরে গান করেন। ঐ খাঁচায় চৌদ্দটী সিংহ ছাড়া অবস্থায় ছিল। স্ফুর্তি স্বরূপে তিনি আড়াইশত পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চারিশত টাকা পান।

হেয়ারপিন্ বিভীষিকা

সম্প্রতি কালে চটকোম্পানীদিগের, বিশেষতঃ ইউরোপীয় মহিলাদের কাপড় তৈয়ারীর সময়। পূর্বে বিবিরা অনেক পিন ব্যবহার করিতেন। কারণ তাঁহারা লম্বা চুল রাখিতেন এবং ঐ চুল বাঁধার করিয়া সাজাইবার জন্য অনেক পিন ব্যবহারের আবশ্যক হইত। তাঁহারা সম্প্রতি চুল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং ভাহার পিন ব্যবহার করিতে হয় না। বর্ত্তমান মহাসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। লম্বা চুল রাখিয়া হেয়ারপিন ব্যবহার সব স্ত্রীলোকদিগের অভিমত নহে। আবার চুল ছোট রাখাও অনেকে পছন্দ করিতেছেন না; কেহ কেহ চুল অল্প বড় করিয়া রাখার ফ্যাসান আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু বড় হয় যে পাছে বড় চুলের ফ্যাসান হওয়া হেয়ারপিন্ ব্যবহার করিতে হয়।

টুপি

[illegible] সম্পূর্ণ করিবার [illegible] টুপি [illegible] মত বড় [illegible] নিজের পছন্দমত [illegible] ব্যবহার [illegible] ফ্যাসানের বাদ হইতেই হইবে।

ফ্যাশন

ভারতের সমাজসংস্কারকদের, যতিও বিলাতের লোকের তফাৎ এই যে, ভারতের লোক পার্লামেন্ট মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, বৈজ্ঞানিক কারণে, ঋষিগণের অর্দ্ধেক নির্দ্দেশ অনুসারে মুক্তমাথা করেন। বর্ত্তমানে সাহেবদিগের অনুকরণকারী কয়েকজন মধ্য, বিশেষ সভ্যতায় যাহা এই শ্রেণীর লোককে প্রাচীন মার্গ অপেক্ষা করিবার জন্য উপদেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সমাজসংস্কার শীঘ্র হোক চাহিয় যাক; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কাহারা যাক? সাহেব বিবিদিগকে কত ইঞ্চ লম্বা পোষাক পরিতে হইবে, কত ইঞ্চ পোষাক পরিলে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে ইহার মীমাংসা হইতেছে না। প্রতি বৎসর বসন্তকালে, প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে সমস্ত টাকা নূতন ফ্যাসানের পোষাক তৈয়ারির জন্য নষ্ট করিতে হয়। কারণ পর বৎসরে ঐ ফ্যাসন থাকে না। পোষাক হাঁটুর নীচে এক ইঞ্চ ঝুলিবে কি দেড় ইঞ্চ ঝুলিবে ইহাই বর্ত্তমান বৎসরের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। এই ফ্যাসন লইয়া ইউরোপে মহা দলাদলি চলিতেছে।

পূর্ব্ব পুরুষ

আমেরিকান এসোসিয়েশন্ ফর দি এডভান্সমেন্ট অব্ সায়েন্স্ নামক বৈজ্ঞানিক সভার অবসরপ্রাপ্ত সভাপতি ডাঃ হেনরি—ফেয়ারফিল্ড্ অস্ বর্ণ বলেন যে বনমানুষ মানবের পূর্ব্ব পুরুষ নহে। ল্যামার্ক ও ডারউইনের মত কাজ-চালান গোছের। বার লক্ষ বৎসর পূর্বে এক প্রকার মানব বাস করিত তাহারাই—আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। তাহার ফেচ্ আলেন্স বলেন যে এক উচ্চর দ্বারা ডারউইনের মত খণ্ডিত হয় না। কেবলমাত্র আর এক স্তরের জীব আবিষ্কৃত হয় মাত্র।

লণ্ডনের "টাইম" পত্রিকা বলেন যে মানবের বৈজ্ঞানিক মত এতবার পরিবর্তিত হইয়াছে যে, কোন নূতন মত প্রকাশিত হইলেই তাহাকে চরম ও সত্য মত বলিয়া গ্রহণ করা অনুচিত। সাবধানে ঐ সমস্ত মতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

আর একটি "ফ্রান্স" পত্রিকা বলেন যে, যে সকল মত ডারউইনের মতের মত চরম বলিয়া মানিয়া হইয়াছে, সে সকলও বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাথে পরিবর্তিত হইবে। সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা নাই। একটী ছুঁচের উপর কয়টী পরী নৃত্য করিতে পারে, এই বিষয় লইয়া মধ্যযুগে তর্ক হইত, আজকাল লোক এসম্বন্ধে যেরূপ ভাবে তাহা সকলেই জানেন। ভবিষ্যতে ডারউইন, ল্যামার্ক ও অসবর্ণের তর্কের পরিণামও ঐ রূপ হইবে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

অবিচার

জামবাজারের একটী গলিতে এক বৃদ্ধা বাস করে। তাহার ব্যবসায় স্ত্রীলোককে প্রলুব্ধ করিয়া দূষিত করিয়া প্রবৃত্ত করা অথবা বিক্রয় করা। ঐ গলিতে একটী সুন্দরী বালিকা বাস করিত। বৃদ্ধার দুষ্ট দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইলেও অনুরোধ ছলে বালিকা এবং আত্মসম্মানশালিনী লোকের সাথে বিবাহিত হইল। বৃদ্ধা তাহার পর ও বালিকাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করায় বালিকা তাহার স্বামীকে সমস্ত কথা বলিয়া দিল। এই ব্যাপার লইয়া পুলিশ বৃদ্ধাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান করিল এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাজতে সোপর্দ্দ করিলেন। আসামীর পক্ষে কোন উকিল না থাকায় হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী একজন নূতন ব্যারিষ্টারকে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যারিষ্টারের এই প্রথম মোকর্দ্দমা। তিনি জেরায় স্বীকার করাইলেন যে বালিকা সাধু শিষ্ট ছিল না, সে দুষ্টামি করিয়া বৃদ্ধাদিগকে বিরক্ত করিত, স্বামীর অনুগতা স্ত্রী বশ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সুন্দরী বালিকা বৃদ্ধাকে বিরক্ত করিবার জন্যই স্বীয় যৌবনের স্বামীকে বশীভূত করিয়া এই মোকর্দ্দমা করাইয়াছে। বৃদ্ধা মুক্তি পাইল। সে ব্যারিষ্টারকে ভুলে নাই। এখন ব্যারিষ্টার মহোদয়ের অবস্থা খুব উন্নত।

রাণীর চিন্তা

বিলাতের মহারাণী মাই-ও-ফোপে আফ্রিকার জঙ্গলের চিত্র দেখিয়া রাজপুত্র প্রিন্স অব ওয়েলসের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। নদীয়া-প্রকাশের পাঠক অবগত আছেন যে প্রিন্স অব ওয়েলস শিকার করিবার জন্য আফ্রিকার জঙ্গলে বেড়াইতে গিয়াছেন। রাণী বলিয়াছেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমি আরও বেশী বায়স্কোপ দেখি না। জীবন-জন্তু-সঙ্কুল অরণ্যানীতে রাজপুত্রের অবস্থানের জন্য আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছি।"

নাদিরের রাজনীতি

আফগানিস্থানের বর্ত্তমান রাজা নাদির খাঁ মহা সমস্যায় পতিত। একদিকে বৃটিশ সিংহ, অপর দিকে লাল রুষিয়া। তাঁহার ভ্রাতা শাওয়ালি খাঁ বিলাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আফগানিস্থান সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে। বর্ত্তমান রাজা আফগানিস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। আফগানিস্থানের রাজনীতি বিষয়ক পরিবর্তন কিরূপে করিতে হইবে সে সম্বন্ধে নাদির খাঁই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি আফগানিস্থানের সমস্ত পল্লীর লোকদিগকে জানেন এবং তাহাদিগের অভাব, অভিযোগ এবং দলাদলির বিষয় সমস্ত অবগত। তিনি বিপ্লববাদীদিগকে পূর্ণরূপে দলিত করিয়া, আমাহুল্লার দুষ্ট সোশ্যালিষ্ট এবং বলশেভিষ্ট মত যাহাতে কার্য্যকর হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাহুল্লা স্পষ্টই বলিতেছেন যে তিনি বিপ্লববাদী রাজা। নাদির রক্ষণ-শীলতার পক্ষপাতী।

খদ্দরের জুতা

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে খদ্দরের জুতার ষ্টলে অনেক প্রকার জুতা ও চটী জুতা বিক্রয় হইতেছে। সাধারণ মূল্যে খুব ভাল জুতা পাওয়া যায়। ভারতে তৈয়ারি দ্রব্যাদি ব্যবহার যাঁহারা বিশেষ আবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা এই ষ্টলে দ্রব্য ক্রয় করিলে এই শিল্পের উৎসাহ দেওয়া হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে ফাল্গুন বুধবার—১৩৩৬

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

অদ্য রাত্রে (২১শে ফাল্গুন বুধবার) অধুনীন শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিক্রমা সম্পন্ন হইয়াছে। অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অনুগমনে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাত্রা করিয়া, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীমহাপ্রভুর জন্মভিটা তথা মহাপ্রভুর নিজ ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, নগরিয়া ঘাট, কাজীর সমাধি ও মহাপ্রভুর কীর্তন-বিশ্রামস্থল, শ্রীধরাঙ্গনাদি পরিক্রমাকালে বহু বিপ্রবর ভোলা শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ প্রবন্ধে আমরা প্রত্যেক স্থান-মাহাত্ম্য পরিক্রমাকারিগণকে পাঠ, শ্রবণ ও কীর্তন মুখে শুনিতে দিয়াছি। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন দাস-প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে, শ্রীমহাপ্রভু আপনার ঐশ্বর্য ও বৈভব যে যে স্থানে প্রকাশ করেন, এই স্থিত তাঁহার ঘটা কাহি-উদ্যান মধ্যে সমাধি সঙ্কীর্তনে ব্যস্ত হন। চতুর্দিকে অনন্ত-সমর্পিত আম্রবীথিকা এ পথে ও এ পথ ধরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বিলাস করিতেন। সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া সেই সেই পথে ও সেই সেই স্থান দিয়া চতুঃশতাব্দী পরে ইহারা কৌতুক আমরা অনুসরণ করিয়াছি। সেই আদি-সঙ্কীর্তন, পথের চিহ্ন ও পথ আমাদের অবলম্বিত শব্দ দিয়ে উদ্ধৃত হইল।

১। গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে এই পথে নাচি যায় গৌররায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
নাচে বিশ্বম্ভর, জগৎ ঈশ্বর
ভাগীরথী তীরে তীরে।
যাঁর পদধূলি, হই কুতূহলী,
সবেই ধরিল শিরে॥

২। বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া
গঙ্গার নগরে দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥
অপূর্ব বিকার, নয়নে অপার,
বহয়ে আনন্দ ধার।
নাচিয়া নাচিয়া, ঠাকুর চলিলা,
বলে হরি হরি বাণী॥

৩। নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র তথা প্রবেশিয়া॥
যাঁহার কীর্তন, ভক্তজন,
সবে মিলি করয়ে বাখান।
যত বহিঃর্মুখ, চতুর্দিকে ভূমি,
আনন্দে দেখিয়াছে।

৪। কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥
মৃদঙ্গ-আদি করি বাজে বিস্তর।
যে হৈল বাজিয়া যত বাজিয়ে নগর॥
অনন্ত-অবুদ, লোক সঙ্গে,
যুদ্ধি এক সাথাব।
অনেক ধরি, যুঝে সে অমরি
বলি চলিলা যাঁহার॥
সেই বহু করি, প্রাণ সংহারি,
যুঝি সে যাবৎ যায়।
করিলা চলন, অনু অঙ্গনার
সঙ্গে চারিদিকে চায়॥

৫। আগে নৃত্য করি চলয়ে ভক্তগণ।
শেষে চলে নবদ্বীপ শ্রীশচীনন্দন॥
অনন্ত অর্বুদ লোক সঙ্গে বিস্তর।
প্রবেশ করিলা সদ্য-বণিক নগর॥
যবন কুন্দর, গৌর কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
ইত্যাদি ঠাকুর, যাঁর মনোহরে,
যেন দেখি শীতবাস॥
চন্দন-চর্চিত, শ্রীঅঙ্গ-শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
চলিয়া পড়য়, প্রেমে থির নয়,
অনন্ত নটের শালা॥

৬। এই মত সকল নগরে আজ্ঞা দিয়ে
আইলা ঠাকুর নদীয়ার নগরে॥
অপূর্ব কৌতুক, দেখি সর্বলোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চাহিয়া বদন,
বলে হরি হরি বোল॥

৭। সকলেরে প্রভু কৃপা দেন প্রভু তাঁরে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের ঘরে॥
জলপানে শ্রীধরের আদর করি।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।
যে ভক্তগণ সাথ, অখণ্ড প্রাপ্ত
বেদে প্রকাশিত আছে॥

৮। সব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাঝি দিয়া যায়॥
হরি বলে নাচে প্রভু সকল সময়।
সেবায় গোবিন্দ দাস শ্রীবৃন্দাবন॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ)

'নবদ্বীপের কীর্তনাদির পর নিষিক্ত' স্বামী 'শ্রীনাম' ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ নবদ্বীপের যে সকল স্থান-পরিক্রমা করা হইয়াছে, সেই সকল স্থান সম্বন্ধীয় বর্ণন করিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আয়ত্ত বিশেষ করিয়া পরিক্রমাকারিগণকে সম্পর্কে দৃঢ় করা হয়। শ্রীনাম প্রভুর পূর্বপরিচিত এ দেশ যে, এবংবিধ আনন্দের সহিত ....

পূর্বপ্রান্তর ধরিয়া যাহ পরিক্রমা করিলেও বাদের বরণ উপলব্ধি গৌড়ীয়া হইবে না। শ্রীগুরুদেবের যাত্রা-সম্বন্ধ, ও তাঁর কৃপা ব্যতীত ধাম দর্শন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। নবদ্বীপ ভাগীরথী-বক্ষে অবস্থান একটী অষ্টদল পদ্মবিশেষ। পদ্মের কর্ণিকার স্বরূপ অন্তর্দ্বীপ। অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদনাখ্য দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্যদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্তনাখ্যদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ—স্মরণাখ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ—পাদসেবনাখ্যদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ—অর্চনাখ্যদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ—বন্দনাখ্যদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্যাখ্যদ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাখ্যদ্বীপ। আত্মনিবেদন পূর্ণভাবে হইলেই অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ স্বতঃ হয়। ভক্তি জিনিষটী একটা কোন কিছুর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বিশেষ নহে, জীবাত্মার সহজ সরল স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি। ভক্ত-কৃপায় অনর্থাপগমে সেই নিত্যবৃত্তি স্ফূর্তি পাইয়া থাকে। ভক্ত-চক্ষের স্বরূপাবেশে দিক দৃষ্টি না রাখিয়া কতকগুলি 'বাহ্য প্রক্রিয়া' যাহাকে তাঁহারা ভক্তি বলেন, তাঁহাদের এযুগে সকলই বঞ্চিত। ধামে আসিয়া কেবল দুরাচারের অনুসন্ধান না করিয়া সাধুগণের কৃপাবারিদ্বারাই ধাম-বাসের সার্থকতা। অতএব বিষয়ানুসন্ধিৎসুগণ আমরা এই কথাটি কহিতে চাই, ধামে আসিয়াও আমরা প্রতারণা বুদ্ধি ছাড়িতে পারি না। ধামে কথা বলিবার, শুনিবার ও ধামে বাস করিবার অনন্ত সুযোগ মিলিয়া থাকে, কিন্তু সাক্ষাৎ হরি-কথা ভক্তি-সমীপে হরিকথাশ্রীগণের সুযোগ একবার পাইলে আর পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। উহাদিগের বক্তৃতার পর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতি গ্রন্থ হইতে আত্মনিবেদন-সূচক পদাবলী কীর্তন হইয়াছিল।

অদ্য পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস—শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ বা সীমুলিয়া পরিক্রমা। ভক্তগণ যথারীতি মঙ্গলারাত্রিক কীর্তনের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রীধাম সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। বাকিসকলের কথা আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।

'একবিংশ শুভ দিন হইতে, বাবাজীগণ কাজ, ব্যবসা সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদিগকে' সাবধান করিয়াছিলাম। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার ও প্রতারণাকারী, অভ্যাগত প্রথমেই কৃষ্ণকথা শ্রবণের সুযোগ হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের আবার একটী শাখা মঠ-আদি, কলিকাতা, ঢাকা, কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, দিল্লী, বৈদ্যনাথ, পুরী, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচার জন্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই প্রেমে প্রায়ে প্রায়ে গ্রামে পাঠ, বক্তৃতা-মুখে মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। কিন্তু বাবাজী বৈরাগী বৈষ্ণব, সামাজিক ও মানিক পারমার্থিক নাম দিতেছে, অতএব শ্রবণে আর বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন আছে। মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম যে একটী সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-বিশিষ্ট নহে, পরন্তু ইহাই যে সর্ব জীবের একমাত্র নিত্য সত্য, সনাতন ধর্ম—ভগবৎপ্রীতি যাহাই সে জীবের একমাত্র প্রাপ্য অভীষ্ট বস্তু, শিক্ষাশাস্ত্র যে তাহার সাধনোপায় এবং অন্যান্য ধর্ম তাহার অঙ্গমাত্র সমস্ত, ইহাই তাঁহাদের প্রচার্য বিষয়। সত্যের নিকট ভক্ত হইয়া টিকিয়াছে। অতএব এখন সত্যের বিরুদ্ধ পক্ষ করে সত্যের অনুসরণে থাকিতে থাকিতে আজ গৌড়ীয়গণে নৃত্য করিতেছেন। সর্বত্র আজ বহু পূর্ব বিচারকগণ ভগবদ্বাণীর শ্রীধাম মায়াপুর আহ্বান করিতেছেন। হে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ, আপনারা যে যেখানে আছেন, আসুন, সত্যের চরণাশ্রয় করুন। আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্ষণে ভীত হইবার কিছুই নাই—সংশয়ের অবকাশ নাই। নিষ্কপট আত্মগণের চরণাশ্রয় সকলেই বরণ করুন, আর সাম্প্রদায়িক কূটকে আবদ্ধ হইবেন না। আমরা সারগ্রাহী সজ্জনকে ভাগবত শরণ গ্রহণ করুন, পরন্তু পরদেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিবেন না, পরন্তু আপনাদের কাজকর্ম নষ্ট হবে।

হায়! কুশিক্ষিত যাঁহারা নিম্নশ্রেণী কুসংস্কার বিস্তার করিয়া বহুদিন হইতেই লোকদিগকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু না গৌড়ীয়মঠ বাধা দিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী-বাণীসমূহ পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু দুষ্ট দেশ-সকল লোকলোচনকে আবৃত করিবার সামর্থ্য তাঁহার কি আর আছে? অনেক কোটি সূর্যের আলোক সূর্যকে আবৃত করিবার আশা করিতে পারে? ভাগবতী দৃষ্টি লোকের চক্ষু অনাবৃত রাখিবেন এমন ভাগবতগণ লোকের হৃদয়ে, তাঁহারা সজ্জনের শ্রদ্ধা-ভক্তির নিরন্তর সুসংস্থান-উদ্দীপক থাকেন।

আর শ্রী কলা কীর্তনাদি মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা—পরিক্রমার তৃতীয় দিবস। অদ্য সপ্তাহ শ্রীধাম শ্রী শ্রীমায়াপুর ধর্মের ভক্তি প্রবাহ 'শ্রবণ' সম্প্রদায়কে প্রদান করিবেন।

শ্রীঅন্তর্দ্বীপে

আত্মনিবেদন গীতি

এই তো শ্রীধাম অন্তর্দ্বীপ নাম
আত্মনিবেদন ভূমি।
যথা সুধাকর শ্রীগৌরসুন্দর
প্রকট হইল জানি ॥ ১
মিশ্র পুরন্দর শ্রীশচীর ঘর
মহা যোগে এ পীঠে।
(যাতে) ব্রহ্মা আসি' ভক্ত সেই নবদ্বীপ
নিজ জন্ম নিলে ॥ ২
অবতার সার গৌর অবতার
নিজ ভক্তি বিলাইতে।
অর্পিত ধন কাহাকে অর্পণ
করিতে এ কলিতে ॥ ৩
যে ধন বিলাইতে এ'লে অবনীতে
জীবেরে দিয়েছে ধরা।
তার বিনিময় আর কিছু নয়
আত্মনিবেদন ছাড়া ॥ ৪
সর্ব্বস্ব দিয়া চরণে পড়িয়া
কিন্তু কাল যদি যায়।
অন্যাপ যে অন- গোণ কোন দিন
কিছুতেই নাহি হয় ॥ ৫
এ দেশ'দ্বার পূর্ণ অবতার
যদি না আসিত হেথা।
এ নিখিল ধরায় কি বা হ'ত আর
কি জানি করিত সেথা ॥ ৬
কিন্তু আর এক শ্রী পাবক
নিজ চিত্ত জাগিলে।
কলির প্রবাহে সে'ই দেখে-দেখে
গিয়াছিল উহা ভুলে ॥ ৭
এখন সময় করুণা-নিলয়
ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ।
বাসুদেব দত্ত দৈন্য প্রকটিত
গৌরপারিষদ সাথ ॥ ৮
সেই পারিষদ ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের আজ্ঞা মতে।
নবদ্বীপ ধাম ধাম সেবা কাম
আবিষ্কৃত প্রকাশিতে ॥ ৯
যদি দীনেরে নবধা ভক্তিতে
কৃষ্ণ-প্রেমা প্রকটিত।
কেহ না বলিত কেহ না জানিত
যদি (এ) লীলা না হইত ॥ ১০
কেন ভক্তিনাথ করিতে প্রচার
শ্রীগৌর প্রকট পুনঃ।
পরিক্রমা-লীলা পুনঃ প্রকটিল
ভক্তি বিনোদ মতে ॥ ১১
শ্রীনাম চিন্তামণি শ্রীগৌরাঙ্গজ্যোতি
প্রভুপাদ প্রভুবর।
অনেক প্রকারে যেথায় জীবেরে
সেবায় দান ॥ ১২
তাঁ'র কৃপা হ'লে অনায়াসে মিলে
সকল কার্যে।
মাধবের ধন শ্রীগৌরচরণ
যে মনে আপনি ধন ॥ ১৩

যেন প্রভু পায় যদি না বিকায়
আপনার কায়-মনে।
সংসার যাতনা কভু ঘুচিবে না
দিন যাবে তার দুঃখে ॥ ১৪
এ দাস চরণ দান অনুক্ষণ
যেন কৃপা-লেশ মাগে।
প্রভো! তোমার চরণে আত্মনিবেদন
(এ মন) অমূল্য প্রবৃত্তি জাগে ॥ ১৫

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায়
শ্রীমাধবচন্দ্র (গোস্বামী ভক্তিবন্ধু)

প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ ক্ষিতিনাথ বেদান্তভূষণ)

পাঠকগণ! শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর কথা আপনারা অবগত আছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের অপ্রাকৃত সেবা-বৈচিত্র্য প্রদর্শনের অন্তরালে ভারতের গৌরব প্রদর্শন। কেন না শ্রীধাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব এ বিষয়ে ভারতবর্ষেই তাঁহার প্রাকট্য প্রাকট্য।

বহুকাল হইতে আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—"যাহা ভারতে নাই, তাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই।" শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে—"যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।" শাস্ত্র ও ঐতিহ্য-প্রসিদ্ধ এই কথাটী অনাদিকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত থাকিলেও আধুনিক বিদেশীয়ভাবে শিক্ষা-দীক্ষায় উচ্ছিন্ন হইয়া ঐ বাক্যটীকে চিরকাল উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে। উহার মধ্যে কি সত্য নিহিত আছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত ভাবিবার অবসর হয় নাই। তাই বলি দেশহিতৈষী-ভারতবাসী জাগুন! আপনারা এই প্রদর্শনীক্ষেত্রে সকলে সমবেত হইয়া সজ্জনগণের উক্ত মহাজনবাক্যের সত্যতা আলোচনা করিয়া নিজ ও বিদেশবাসীর চিত্তসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

আজকাল নব্যশিক্ষিত আমাদের বহুগুণ ধারণা হইয়াছে, ভারতবাসী অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশবাসীর অধিক গৌরবান্বিত। বিদ্যা, ধন, বিজ্ঞান, শিল্প সকলবিষয়ে ইউরোপবাসীই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তবু আমরা কেমন সমগ্র জগৎ আজ তাঁহাদের অনুকরণে রত। অবশ্য স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাহাই মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিলে জানা যাইবে যে পাশ্চাত্য দেশবাসী উন্নত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও তাঁহারা ভারতবাসীর ঋণী তাহা, ভারতবাসীর নিকট তাঁহারা চিরঋণী। ভারতবাসীর নিকট হইতেই তাঁহাদের যাবতীয় শিক্ষা। অতএব, যে পাশ্চাত্যদেশবাসী ভারতবাসীদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পরিবর্তে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেটা তাঁহাদের অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। যে যত বড়, তাহা তাহাই থাকে, আত্মগত ঈর্ষামূলক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তাহার কিছু পরিবর্তন হয় না, পাশ্চাত্য দেশবাসী অবজ্ঞা করিলেই যে ভারতবাসী সত্য সত্যই অবজ্ঞার পাত্র হইবেন, এরূপ বিচার সমীচীন নহে।

—

আজকাল সভ্য জগতে বিজ্ঞানের আদর খুব বেশী। ভারতবর্ষ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের মূল আকর ভূমি। ভারতবর্ষ হইতে প্রাকৃত বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা পাশ্চাত্য দেশবাসীর অবাঞ্ছিত নহে।

—

বিজ্ঞান-শাস্ত্র গণিত-মূলক। যে বিজ্ঞান যে পরিমাণ গণিতের অধীন, সেই বিজ্ঞানও সেই পরিমাণে উন্নত। বিজ্ঞান শাস্ত্র যদি গণিত-মূলক ও সম্পূর্ণ গণিতের অধীন হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীগণ গণিত সম্বন্ধে জগতের কি মহান্ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাই আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। এখন দেখা যাউক, ভারত গণিত সম্বন্ধে কি করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে যে সংখ্যা-লিখন-প্রণালী চলিতেছে, ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদয় সংখ্যা-লিখন-প্রণালী সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীগণই প্রকাশ করেন। এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব নিরপেক্ষ ভারত-বর্ষের ইতিহাসে স্বীকার করিয়াছেন যে, আরবদিগের দশগুণোত্তর সংখ্যা-লিখন প্রণালী হিন্দুদিগের সৃষ্টি। পাশ্চাত্য দেশবাসী আরবীয়দের নিকট হইতে পাটীগণিত শিক্ষা করেন; কিন্তু আরবদেশবাসী এ বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলেন। আরব দেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবাসীকেই দশগুণোত্তর সংখ্যা-লিখন-প্রণালীর সৃষ্টিকর্তা বলেন।

—

ভারতবাসিগণ যে পাটীগণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যা-লিখন-প্রণালীর সৃষ্টিকর্তা তাহা নহে, বীজগণিতও তাঁহাদেরই সৃষ্টি। ইউরোপ বীজগণিত আরবদেশ-বাসীর নিকট হইতে পাইয়াছেন। বীজগণিতের 'আলজেব্রা' নামটী আরবী 'আলজিবর' শব্দ হইতে হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে হারুণ-অল-রসিদ নামক একব্যক্তি মুসলমানদিগের নিকট বীজগণিত শিক্ষা করিয়া সর্ব্বপ্রথম ইউরোপখণ্ডে প্রচার করেন। কিন্তু পণ্ডিত যু, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ দেশবাসী হিন্দু ও গ্রীকদিগের ছাত্র। কোলব্রুক সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, আরবদেশে আল-মামুনের রাজত্বকালে মহম্মদ বেন মুসা নামক এক ব্যক্তি রাজার সন্তোষবিধানার্থ ভারতীয় জ্যোতিষগ্রন্থের সার সংগ্রহ করেন। এই মহম্মদ বেন মুসাই আরবদেশের প্রথম গণিত প্রচারক। ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে আলমামুনের রাজত্বকাল, সুতরাং মহম্মদ বেন মুসার বহু পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত এবং গ্রীসদেশে দিওফাণ্টাস্ নামক পণ্ডিত জ্যোতির্বেত্তাদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল।

—

পাশ্চাত্য দেশবাসীর ধারণা, ভারতবাসিগণ গ্রীকদিগের নিকট হইতে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রম মূলক। এরূপ অনুমানের কারণ—ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরের মৃত্যু হয়, ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের আবির্ভাব। ইহাদের বহু পূর্ব্বে ৩৬০ খৃষ্টাব্দে রোমক-সম্রাট জুলিয়ানের সময় গ্রীস দেশে গণিত-বেত্তা দিওফাণ্টাস আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বপ্রথম বীজগণিত আবিষ্কার করিয়া প্রচার করেন। কিন্তু আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত বা বরাহমিহির গণিত-শাস্ত্রের আবিষ্কারক নহেন, তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে ভারতে জ্যোতির্বিদ্যাবিৎ পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, সুতরাং ভারতবাসিগণ যে গ্রীকদেশবাসীর ছাত্র নহেন, তাহাতে সন্দেহ কি?

গণিতের পরে এখন দেখা যাক্ বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান শাস্ত্র যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। রসায়নের মূল আকর ভূমি ভারতবর্ষ। বর্ত্তমান কালে ইংরাজী ভাষায় কেমিষ্ট্রী নামক যে শাস্ত্র প্রচলন আছে তাহা পাওয়া যায়, উহা ইউরোপবাসী আরব দেশীয় মুসলমানদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেমিষ্ট্রী শব্দটি আরবী 'আলকেমী' হইতে উদ্ভূত। আরবদেশ-বাসী রসায়নাচার্য্য গেবের ঐ শাস্ত্রের প্রণেতা। কথিত আছে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গেবর বা জাবির নামক এক ব্যক্তি রসায়নের মূলতত্ত্ব হিন্দু চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহারা মাক্ষিক অভ্র, বাহ্লীক প্রভৃতি ধাতু লৌহ, সীসক, তাম্র, পারদ প্রভৃতির গুণাবলী প্রস্তুত করিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই পদার্থ গুলির মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংযোজক বলা হয়। তাঁহারা বলেন—আমরা এই রাসায়নিক পদার্থ, কালোমেল, ক্লোরাইড প্রভৃতি পদার্থ প্রাপ্ত হইতেছি। এইরূপ প্রাচীন চরিতান্ত গ্রন্থাবলী দেখিলে ভারতের

জানিতে পারিব যে, ভারতবর্ষ আমাদের মূল গৌরব ভূমি।

ভারতবাসিগণ যে কেবল প্রাকৃত বিজ্ঞান লইয়াই মহা অভিব্যক্তি করিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহারা প্রাকৃত বিজ্ঞান অপেক্ষা অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের কথাই অধিক আলোচনা করিয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদে পরা ও অপরা নামে দুই প্রকার বিদ্যার কথা আলোচিত হইয়াছে। পরাবিদ্যার নামান্তর আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বা ভগবদ্ ভক্তি। এই বিদ্যার কথা, এই অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের কথা এখন পর্যন্ত ভারতবাসী ব্যতীত অন্য কোন বিদেশীয় জাতির উপলব্ধির বিষয় হয় নাই। এই বিদ্যার চমৎকারিতা এই যে, উহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অধিগম্য হইবার নহে, প্রাকৃত মনের বিচার্য নহে, উহা স্বতঃপ্রকাশ, সুতরাং সম্পূর্ণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপা-সাপেক্ষ? এই বিদ্যার আর চমৎকারিতা এই যে গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় এই বিদ্যা একবার আয়ত্ত হইলে কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা থাকে না, সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ হয়! পরবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, সর্ব্বশিল্পকার্য্যে সুনিপুণ, সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণ সম্পন্ন, তাঁহার পা[illegible] সর্ব্বোপরি। সুতরাং ভগবান গৌরসুন্দর এই বিদ্যার মূল আচার্য্য। গৌড়ীয়মঠ চৈতন্য-কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপক্ষেত্রে সেই সর্ব্ববিদ্যা-শিরোমণি পরবিদ্যার বর্ত্তিকা প্রদর্শন করিয়া জগজ্জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। অতএব হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলে অপরা বিদ্যার পরিণাম মৎসরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরবিদ্যা-প্রভাবে নিম্মৎসর হইয়া সকল মানুষ্যের স্থাপন করুন, শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞান-জনিত শোকমোহাদি দূর করিয়া পরমার্থ লাভে যত্নবান্ হউন, মানবজন্ম সফল করুন।

পরবিদ্যাপীঠ—কৃষ্ণনাম

নিগমকল্পতরুর গলিত ফল, অপ্রাকৃত চিন্ময় রসের মূর্ত্তি বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণনাম এই পরবিদ্যার সার। ভগবানের নাম অসংখ্য হইলেও কৃষ্ণনামই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্র বলেন—"নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ"। এই নামের চমৎকারিতা এই যে, নাম ও নামীর মধ্যে প্রভেদ নাই। নাম না থাকায় নামী ও নামীর নাম রূপ গুণ লীলাদি ও পরিকরবর্গে নিত্য নামের কোন পার্থক্য নাই। অতএব নামী ও নামীর রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর এক নহে, পরস্পরের যাহিক আবরণ যত শেষ থাকে।

কৃষ্ণনামই—অপ্রাকৃত বিজ্ঞান—সর্ব্বশাস্ত্রসার।

শব্দ হইতেই সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, সাহিত্য, কাব্য সকলই শব্দময়, শব্দজ্ঞান ব্যতীত কিছুই হইবার উপায় নাই, যাবতীয় শব্দের মূল কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণনাম হইতে যাবতীয় শব্দাদি উৎপন্ন হওয়ায় সমস্ত শব্দ কৃষ্ণবাচ্য। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু তাঁহার হরিনামামৃত ব্যাকরণে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণাদ্ ব্রহ্মাদি চতুর্ম্মুখাদিষু [illegible] ভগবতি ন [illegible] পরম মুখ্যবৃত্তিঃ। যথা ভূপাদি শব্দানাং [illegible] [illegible] মুখ্যবৃত্তিঃ পরম মুখ্যত্বঞ্চ, কেন কেনচিৎ কেষাঞ্চিৎ [illegible] বিরুদ্ধ [illegible] বৃত্তিঃ।

শব্দশক্তি অভিধা ও লক্ষণা ভেদে দ্বিবিধ, অভিধা শক্তি আবার যৌগিক ও রূঢ়ি ভেদে দুই প্রকার, যৌগিক বৃত্তি, অনুযোগ, যোগ, ও মহাযোগ এবং রূঢ়িবৃত্তি, অরূঢ়ি, অভিরূঢ়ি ও নিরূঢ়ি ভেদে তিন তিন প্রকার। [illegible] বৃক্ষ বায়ু প্রভৃতি শব্দের যোগবৃত্তি দ্বারা চতুর্ম্মুখ পঞ্চবদনাদি অর্থ প্রতীত হইলেও মহাযোগবৃত্তি দ্বারা ঐ সকল শব্দ কৃষ্ণবাচকই। পূর্ব্বোক্ত শব্দ যেরূপ মহাযোগ সার্ব্বভৌমাদি অর্থ প্রকাশ করে সেইরূপ ঐ সকল শব্দই বিরূঢ়ি যোগে একমাত্র ভগবৎ বাচকই। সুতরাং কৃষ্ণ-নামের যাবতীয় শব্দ কৃষ্ণ এবং সেবাপরতা রহিত হইলে যাবতীয় শব্দ অক্ষরের যোগ বা অরূঢ়ি বা অভিরূঢ়ির আনুগত্যে অর্থান্তরপর হইয়া পড়ে, এজন্য জীবের তাৎকালিক প্রতীতি অজ্ঞান-জনিত ভ্রম মূলক।

পৃথিবীতে যে সকল শাস্ত্র দর্শন-শাস্ত্র নামে চলিতেছে তাহার মূল ও আকর ভূমি ভারতবর্ষ। দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার ও চরমোৎকর্ষ ভারতে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যত্র সেরূপ দেখা যায় না। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে আমরা ঐ সকল কথা বিবৃত করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

মনুষ্যত্ব

মানব-জীবন দেবতার ও [illegible] হইতে উৎকৃষ্ট। ভগবান্ বহু জন্মের পর কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে মনুষ্য জন্ম প্রদান করিয়াছেন, এখন আমাদের পশু-পক্ষীর ন্যায় আহার নিদ্রা সুখ লাভ প্রভৃতি দ্বারা জীবন নষ্ট করা কখনই উচিত নয়, আমরা যখন ভগবৎ কৃপায় মনুষ্য জন্ম পাইয়াছি তখন মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

পূর্ব্ব মহাজনগণ বলেন—মানব দেহ লাভ করিয়াও যদি তাঁহার মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিচয় না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে মানুষ না বলিয়া দ্বিপদ পশু নামে সংজ্ঞিত করাই সমীচীন। সকল যুগে মহাজনগণের উক্ত বাক্য সমর্থন করিয়াছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, হনুমান, গজেন্দ্র প্রভৃতি মানবেতর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদিগকে কখনও পশু বলা যায় না, বলিলে নিশ্চয়ই অপরাধে পড়িতে হবে। তাঁহাদিগকে কৃপাভরে তাঁহাদের অনুসরণ করিলে অনেক দুর্ভাগ্য বিপদ হইতে অনেক মঙ্গল-লাভ হইতে পারে।

—

বাল্য কাল হইতেই আমাদের সকলের মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টা করা উচিত। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন গুরুকে জ্ঞান-বিকাশের প্রাক্কালে উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। বিনা বহু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক গুরুসেবা করিয়া তৎকৃপায় অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের অধিকারী হইতেন, ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের চরম। আজকাল আর সে দিন নাই, বিদ্যা জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার বাসনা আর মোটেই নাই, তাই আমরা আর্য্যদিগকে প্রকৃত মানুষ করিতে পারি এরূপ গুরুর সন্ধানও করি না, তবে যাহা বলেছেন তাহা—এই যে কত দূর্ভাগ্যে লৌকিক গুরুর নিকট শিক্ষা হইতে হয় তাই হইতেছে এই মাত্র। ফলে কতকগুলা একত্র হইয়া আমাদের আমাদিগকে উড়াইয়া দেন দুর্ভাগ্য অর্জন করিতেছে, সুতরাং মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ পশুভাবে পরিণত হইয়াছে। আবার কতকগুলি লোক মনুষ্যত্ব একেবারেই হারাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এসকল কথা বুঝাইয়া বলিতে গেলে বুঝার কথা দূরে থাকুক মারিয়া উঠেন, সুতরাং যাঁহাদের প্রথমায় কাজ হইয়াছে তাঁহারা রাখিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আজকাল নব্যশিক্ষিত সমাজের অভিমত—"যে জাতির মধ্যে একপ্রাণতা নাই, যে জাতির মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি নাই সে জাতির উন্নতি সুদুরপরাহত। এই সকল জাতিকে উন্নত করিতে হইলে সাহিত্য-সেবার একান্ত আবশ্যক। সত্য ও সৌন্দর্য্য লইয়াই সাহিত্য"

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। যে দিন আমরাই ভক্তে উদ্বিগ্নপাদ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পরম কৃপা-প্রাপ্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় ঐ সাহিত্য-সেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিল তাঁহাদের দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার করিবা মনুষ্যত্বের পরিচয় [illegible] হইয়াছেন এরূপ [illegible] আলোচনা বিষয়। বক্তৃতার বিষয় পুস্তকাকারে ছাপা হইল যে, [illegible] সংগ্রহ করিয়া [illegible] আলোচনা করিলে [illegible] সার্থ করিতে পারেন।

গৌড়ীয় সাহিত্য [illegible] গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় [illegible] সংগ্রহ করিয়া [illegible] সাহিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা [illegible] যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পূর্ণ [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] সাহিত্য, সাহিত্য শব্দের অর্থ [illegible] নামক সাহিত্য।

শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র সাহিত্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলে

[illegible] ভগবানের কোমল কমলচরণে ঘ [illegible] যেমন বিচিত্র অলঙ্কারপূর্ণ কাব্য-কৌশল-যুক্ত উক্তি গ্রন্থ কখনও গ্রহণ করেন না, সেইরূপ সর্ব্ববিষয়াত্মক হইলেও [illegible] বাক্য বা গ্রন্থ ভক্তদিগের আনন্দ হয় না।'

আমরা এই সাহিত্য [illegible], বিশ্ব-প্রেম আমাদের লক্ষ্য নয়। [illegible] আমরা যে দিশা লইয়া সুখের সহিত, সবোপর আত্মার সহিত, আত্মার সম্বন্ধ বিশেষ সহিত প্রতিবেশীর সহিত গ্রামবাসীর সহিত [illegible] বিবাদ বিসম্বাদে রত রহিয়াছি, বহু উপদেশ সত্ত্বেও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না, তাহার কারণ কি? তাহার হেতু একমাত্র অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় গুরুবৈষ্ণবচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধতো [illegible] [illegible] কীর্ত্তনঃ
[illegible] [illegible] [illegible] সুহৃৎ সতাম্ ॥

গুরুবৈষ্ণব মুখে হরিকথা শ্রবণ ও [illegible] নিয়মেই কীর্ত্তন করিলে অনর্থ দূরীভূত হয়। উহাই সাহিত্য-সেবার পরাকাষ্ঠা।

(ক্রমশঃ)

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়-নদীয়া-প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রথম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ ও অন্য পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

সম্পূর্ণ স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায় পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ টাকার না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যায়

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে, অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট্ চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫৲
শ্রীনামমালা	৵১০	„	৵০
অনুভাষ্য	২৲		১৷০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲		১৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২৲		১৷০
আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১৷০		১৲
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০		৴১০
নবদ্বীপ শতক	৵০		৴১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত(আবাঁধা)	৸০		৷০
[illegible]চিন্তামণি	৸০		৷০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০		৷০
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	১৷০		১৲
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২৷০		১৷০
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড	৶০		৵১০
ভক্তিরত্নাকর [illegible]	৶০		৵০
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ	২৲		১৷০

গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর এ সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত, বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৶০
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	[illegible]
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶০
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶০

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরণিদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটী, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রামবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] ১০।১ [illegible] রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] পুলিশ
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী ভক্তিরত্ন—বেতাগাছাক্ষ, [illegible] পুরুলিয়া।
৩। শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায়—৭৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্ ডি, [illegible]—এম, এস. [illegible], বোলপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—[illegible], নদীয়া
৬। শ্রীযুক্ত[illegible] রায় ভক্তিশাস্ত্রী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিপিনমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলজানাথ সরকার [illegible], ২৩ পরগণা।

শ্রীপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এ. [illegible] এম, বালুচর

অদর্শী না ভজে কৃষ্ণ, দুঃখ মন বৈরে। গুরুদ্রোহিত মায়া পাছে ধরি মারে

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

[illegible] বিরচিত ও [illegible] গ্রন্থাবলী।

[illegible] কাগজে [illegible] বাঁধাই [illegible]। চতুর্থ সংস্করণ। [illegible]

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible]

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

[illegible] ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] ভিক্ষা [illegible] আনা।

[illegible] শিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible]

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০ [illegible]—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। [illegible] বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা [illegible]

[illegible] সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (পোঃ নবদ্বীপ) নদীয়া

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible]

"[illegible] বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] কবিরাজ [illegible], কেশববক্ষী [illegible] হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

J. B. Datta & Co. [illegible]

[illegible]—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-সপ্ততীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত প্রায়ই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পাঁচ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারেই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার আশ্চর্য্য কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য আশাতীত, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—ই, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হুগলী ষ্টেট, শালিখা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

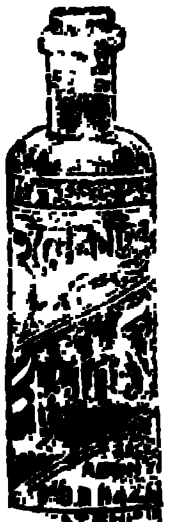

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, বাতুলোন্মাদ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হাঁপানি, পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

হুগলী, পাঁচমাথা পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনাঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুমূল্য ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যাশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে বাতুলোন্মাদ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও স্ত্রীলোকের দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল!   ভয় নাই!   বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত [illegible] বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible] বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, [illegible] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্যে [illegible] করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য [illegible] বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ [illegible] পারে তাহার পক্ষ উত্থাপিত সর্ব্বজনবিদিত "কামশাস্ত্র" [illegible] পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে [illegible]। [illegible] পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক [illegible]। [illegible] বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির [illegible] বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1541

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম মূল্য
বার্ষিক ৫
ষাণ্মাসিক ৩
ত্রৈমাসিক ১৷০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৫ম খণ্ড

সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

[৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৬, ৭ই মার্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, অন্বয়-টীকা প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড [illegible] গ্রাহক পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৴০
২। ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। [illegible] ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
„ „ „ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতায় কেবল মূল-পাঠ ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ (মাধ্ব) ৪৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম ৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীপ-[illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৫০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও [illegible]
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible]
২৬। সাধককণ্ঠমণি
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীমদ্ভাগবত (বিং টং দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—মহাপ্রভুর লীলা

বক্তা—বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] বনমহারাজ

সকলেই যোগদান করুন

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই ত্যাগীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার [illegible] অমন্দ-প্রসূ
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
[illegible]

নানা কথা

বেলপুকুর হাই স্কুলের সেক্রেটারী নির্বাচন

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীযুক্ত ভূপাল মোহন চট্টো-[illegible] মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে বেলপুকুর হাই স্কুলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। উহাঁর পূর্বেও তিনি সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় স্কুলের উন্নতি সাধন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করি।

রহস্যের কারণ কি

আমরা শুনিতে পাইলাম যে গত ২রা মার্চ রবিবার বেলপুকুর স্কুলের সেক্রেটারী নির্বাচনের নিমিত্ত একটী সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় বাকি বেলপুকুরের নায়েব শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র চক্রবর্তীকে সেক্রেটারী নির্বাচনের নিমিত্ত অনেক ব্যক্তি প্রস্তাব করেন কিন্তু একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহাকে সমর্থন করিবার জন্য একজন লোকও তথায় ছিলেন না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—স্বয়ং জগদীশ বাবু অন্য এক ব্যক্তিকে সেক্রেটারী করিবার প্রস্তাব করেন এবং এই প্রস্তাবও কেহই সমর্থন করেন নাই। জগদীশ বাবুর কম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হওয়ায় কি স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলি তৎ সংক্রান্ত প্রস্তাব সমর্থনে বিরত হইলেন? অথবা এই রহস্যের কারণ কি?

প্রদর্শনীতে আমোদ প্রমোদ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে দর্শকগণের আনন্দ বিধানের জন্য [illegible] বাজার বসাইয়াছেন। [illegible] এবং [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে। [illegible] এবং [illegible] খেলায় বন্ধুবান্ধবের যথোচিত আনন্দ হইতেছে।

বর্তমানে কলিকাতা হইতে সম গত [illegible] অপেরা পার্টি এখানে [illegible] করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন। [illegible] প্রথম দিনে তাঁহারা "[illegible]" অভিনয় করিয়াছেন। [illegible] মোটের উপর [illegible] হয় নাই। [illegible] ও সাজপোষাক আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

[illegible] আইন [illegible] শ্রীনাথ চন্দ্রের [illegible] স্বর্গীয় নাট্যকার ডি. এল, [illegible] অভিনয় সকল স্থলেই পরিতৃপ্ত [illegible]।

[illegible] উন্নত হইয়াছে।

কুসংস্কার

[illegible] যে মূর্ত্তি [illegible] করিয়েছেন, তাহা- [illegible] হইয়া, আর কেহ

ঐ মূর্ত্তিটী বন্দী থাকেন না। এমন কি কোন নীলামদারও উহা বিক্রয় করিবার জন্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন না। এই মূর্ত্তিটী অতি সুন্দর কারুকার্য্যের নিদর্শন, বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কেহ উহা চায় না, এমন কি স্পর্শ করিতেও ভয় পায়। এখন প্রশ্ন এই যে, কে এই সুন্দর দেবমূর্ত্তিটী গ্রহণ করিবে?

সভ্যজগতে এখনও এরূপ কুসংস্কারের স্থান আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

এই পাথর মূর্ত্তিটী বর্তমানে বেকার নামক এক ব্যক্তির একটী চালার আছে। মূর্ত্তিটীর ইতিহাস এই যে ঐ অঞ্চলে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করে এবং একটী থলির ভিতর ঐ মূর্ত্তিটী লইয়া নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে গমন করে। সমুদ্রের গর্ভে মূর্ত্তিটী ফেলিয়া দিয়া স্ত্রীলোকটী স্থান ত্যাগ করে। পরে ঐ নৌকার মাঝি কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া কয়েকজন মজুর সঙ্গে ঐ শিলা মূর্ত্তিটী সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করে। ঐ শিলামূর্ত্তি কাহার সম্পত্তি হইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে বাজী রাখা হয় এবং ঐ বাটীতে বেকারের জিত হয়। বেকার ঐ মূর্ত্তি বাটীতে আনিলে তাহার অনেক পারিবারিক অশান্তি ঘটায় সে উহা একটী চালা ঘরে রাখিয়া দেয়।

বিমান সংবাদ

আর ১০০ নামক বিমানপোত পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আকাশে উড়োজাহাজে বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে এবং এমন ব্যবস্থা করা যায় যাহাতে উড়োজাহাজের শব্দ অনেক দূর হইতে শুনা যাইলেও উড়োজাহাজের আরোহিবর্গ উহা শুনিতে পাইবে না।

এ জাহাজের ভিতরে উত্তাপের বন্দোবস্ত আছে; জল গরম করা সহজ; ঘণ্টায় সাড়ে একাশি মাইল বেগে যাইতে পারে।

যাহা হউক এই জাহাজ ব্যবসায় হিসাবে তেমন সুবিধাকর নয়, তথাপি ইহার সাফল্য ঘোষণা অনুমান করা যায় যে ২০ এইচ্ এম্ পি যুক্ত জাহাজ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া চালানো যাইতে পারে।

বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন যে শীঘ্র একশত আরোহিবাহী জাহাজ একেবারে সাত দিনে যাইতে আকাশের ভিতর দিয়া যাইবে।

দূরত্ব নিরসন

ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা দূর অষ্ট্রেলিয়া নিউজীলাণ্ড। উড়োজাহাজের উন্নতি যেরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই এক সপ্তাহের মধ্যে উড়োজাহাজে চড়িয়া বিলাত হইতে নিউজীলাণ্ড যাওয়া যাইতে পারিবে। এইরূপ হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশ পরস্পর আরও সংবদ্ধ হইয়া যাইবে।

বর্তমানে সমগ্র জগতের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা উড়োজাহাজের উন্নতি বিধান করা। আবার, আজকাল লোকে অনুসন্ধানকার্য্যের আবিষ্কার বিষয়ে এত অত্যন্ত

হইয়া গিয়াছে, যে উড়োজাহাজের উন্নতি উহাদের পক্ষে তত বোধ হয় না। তাহারা আরও অভিনব এবং নূতন নূতন উড়োকলের উন্নতি দেখিতে চায়।

কাবুল সংবাদ

দুই বৎসর পূর্বের কাবুলের সহিত বর্তমান কাবুলের সাদৃশ্য অত্যন্ত কম। সামাজিক বিপ্লব সর্বাপেক্ষা অধিক পরিদৃশ্যমান। দুই বৎসর পূর্বে পুলিশের উপর আদেশ ছিল যেন তাহারা নজর রাখে যে সমস্ত লোকই ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করে। পাজামা এবং পাগড়ী পরা নিষেধ ছিল। কেহ ময়লা কাপড় পরিলে তাহাকে কোতয়ালী সোপর্দ করা হইত। অধুনা অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। কাবুলিরা ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করা পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহারা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে নাই তাহারা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতেছে। উভয় অবস্থাই অদৃষ্টের পরিহাস মাত্র।

মৃত্যু ভয় ও মৃত্যু জয়

লণ্ডনের চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালের চার্জিং সার্জন [illegible] বলেন যে একজন রোগী ভীষণ ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিল। তাহার পুত্র অষ্ট্রেলিয়ায় থাকিত। রোগীর প্রবল ইচ্ছা ছিল যে সে তাহার পুত্রকে না দেখিয়া মরিবে না। সে এই প্রবল ইচ্ছার প্রভাবে আশাতীত দীর্ঘ কাল জীবিত ছিল।

আর একজন রোগীর তেমন ভীষণ পীড়া হয় নাই, কিন্তু সে ভয়ানক ভাবে ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে তাকাইয়া থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই মারা যায়।

গুপ্তচর হত্যা

ডেইলি মেল পত্রিকা বলিতেছেন যে হার্লিসন কোম্পানীর প্রকাশিত একটী পুস্তকে এক ভীষণ ব্যাপারের কথা আছে। যুদ্ধের সময় একজন গুপ্তচর জার্মাণদিগের একটী দরকারী দলিল ইংরাজ-কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রদান করেন। পাছে তিনি সেই কথা ভ্রম ক্রমে জার্মাণদিগকে অবগত করিয়া ফেলেন, সেই ভয়ে ইংলণ্ডের গুপ্তচর বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নিহত করেন। এই দলিলে সাংকেতিক বাক্যসমূহ ছিল। আমেরিকার জাহাজ ডুবের সহিত জার্মাণ কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রামে এই সংকেত ব্যবহার করিবেন।

এই দূত আমেরিকান ছিল। জার্মাণ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সন্দিগ্ধ ভাবে ত্যাগ করায় তিনি ইংরাজ পক্ষে যোগদান করেন এবং শেষে তাঁহাদের হাতেই পাশবিকভাবে হত হন। অনেকে অনুমান করেন যে জার্মাণরা তাঁহাকে গুপ্তভাবে সরাইয়াছেন।

রাজপ্রাসাদের ব্যবহার

বিলাতের বাকিংহাম প্যালেস বাড়ীতে লোকের ভিড় ভুলিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে চলিল। সারা সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া এ বৎসর একটী মেলা হইতেছে। ইহার জন্য বাকিংহাম প্যালেস প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শে ফাল্গুন শুক্রবার—১৩৩৮

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

[illegible] (২২শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার) শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে আশ্রিতদের শ্রীমুখ হইতে [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রবণ হইতেই কীর্ত্তনাধিকার। শ্রবণ এবং কীর্ত্তনই পরিক্রমা-বুদ্ধির একমাত্র সাধন এবং উপায়। একমাত্র নামাশ্রয়ী সদ্‌গুরুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। তাহার [illegible] অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ [illegible], কাম, ক্রোধাদি মলিনতা দূর হইলে, [illegible] লাভ হয়। [illegible] স্ফূর্তি হইলে [illegible] পরিক্রমা-[illegible] উদয় হয়। সদ্‌গুরুদের নিকট হরিকথা শ্রবণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ [illegible]; [illegible] সদ্‌গুরুদের মুখে প্রাচীন কথা হরিকথা [illegible] [illegible] আমাদের নিত্য [illegible] প্রকাশিত [illegible] না। [illegible] সকল কথা কীর্ত্তন করিতে [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে যাত্রা করিয়া [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] গমন করেন। [illegible] শ্রীপাদ [illegible] নিকট [illegible] শ্রীপাদ [illegible] স্থানে গৌরকথা [illegible] কথা [illegible] করেন।

বর্ত্তমান [illegible] এক স্থানের [illegible]। [illegible] একটী প্রাচীন মন্দিরে [illegible] বিরাজমান আছে। [illegible] পরিক্রমা [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible]।

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible]

[illegible] ভক্তরা [illegible] কাছে শুনলে শাস্ত্র-[illegible] [illegible]। [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] প্রথম প্রথম বিশুদ্ধ দিকে বড়ই বিস্ময় বোধ হয়, কিন্তু একটু [illegible] হ'লে সেই দুয়ার খুলে মুখের [illegible] খুলে যায়, দ্বিতীয়-বারে আবার খুলে [illegible] হয়, আরও খুলে যায়। হরিকথা শ্রবণ [illegible] বুঝতে হবে। প্রথম প্রথম বড়ই বিক্ষিপ্ত চিত্ত হবে, শেষে তা'[illegible] আর কিছু ভাবতে ভাল লাগবে না। আমরা [illegible] মানুষ [illegible] হরিকথা [illegible] অনেক [illegible] মনোযোগ [illegible] হরিকথা শ্রবণের [illegible] কিছুই বুঝতে পারি নে। শেষে—[illegible] [illegible] পর্য্যন্ত।

[illegible] মানুষ দেখে [illegible] নানা ভাবে, আমাদের মনকে [illegible] জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। তা'রা নিজেরা [illegible] [illegible] কোন [illegible] দিবে না, তাই [illegible] থাকে না। লোকের কাছে [illegible] পাওয়া বা কনক কামিনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible]

[illegible] কথা ব'লবো, তা' হ'লে চ'লবে না। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য - সব দিয়ে ভগবানের সেবা ক'রতে হ'বে, তবে তাঁ'র কৃপায় তাঁর কীর্ত্তন আমাদের কর্ণে প্রবেশ ক'রে আমাকে চেতন ক'রবে। আমরা [illegible] [illegible] না অথবা [illegible] [illegible] মাত্র ক'রে [illegible] পারি; গুরুদেবকে [illegible] জ্ঞান ক'রে তাঁর কথার [illegible] [illegible] ক'রতে পারি না, তাই তাঁর কথা আমরা এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মোট কথা, আত্মসমর্পণ না হ'লে হরিকথা শ্রবণ হয় না, শ্রবণ না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। যা' হয় তা [illegible] কীর্ত্তন নয়। [illegible] শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'লে আমরা আর [illegible] দিকে ছুটে বেড়াতাম না। আমরা কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু—এ কথা যদি [illegible] হ'লে কি আর [illegible] জগৎকে ভোগ করার প্রবৃত্তি থাকে? [illegible] [illegible] সেবা-বুদ্ধিতে সেবা না ক'রে, [illegible] [illegible] কি আর [illegible] [illegible]? [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] প্রথম [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পরিক্রমার দ্বিতীয় দিন—[illegible] [illegible] পরিক্রমা। [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] বড়ই [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার একদিন [illegible] [illegible] উঠিবে। [illegible] শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"[illegible] [illegible]" [illegible]

[illegible]

শ্রীসীমন্ত দ্বীপে শ্রবণ গীতি

এইতো এসেছি আমরা সকলে
শ্রবণাখ্য দ্বীপ মাঝে।
শম্ভুর সহিতে শ্রীপার্বতীদেবী
যেথায় নিত্য বিরাজে॥ ১
শিব-শিবানী শ্রীগৌরসুন্দর
'গৌর' বলিয়া কীর্তন রত।
(শিব) পঞ্চমুখে গান শ্রীগৌরকীর্তন
(যাহা) শুনি দেবী সুখী রত॥ ২
অদ্যাপিহ সেই গৌরনাম সুধা
পান, শোনে ভাগ্যবান।
সে সৌভাগ্য দিতে বৈষ্ণব ঠাকুর
শ্রবণে ডাকিছে নাম॥ ৩
সীমন্ত দ্বীপের অশেষ মহিমা
শ্রীগৌরভক্ত জানে।
এ স্থানেতে ভব- কীর্তন শুনিলে
রুচি হয় হরিনামে॥ ৪
ছাড়িয়া এখন শুদ্ধভক্তমুখে
শুনিলে নামমহিমা।
অপার নরকে ডুবয়ে সবাই
নাহিকো যার তুলনা॥ ৫
এ মায়াচক্র ধরিয়া বলিয়া
প্রাণধরিবার নাই।
অশেষ যাতনায় ডুবিয়া রহিনু
ত্রিতাপ ঘোচে না তাই॥ ৬

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে কীর্তন-গীতি

শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ-গান অপূর্ব কাহিনী।
যাহা শুনি যত দুঃখী জুড়ায় পরাণি॥ ১
স্বানন্দসুখদ কুঞ্জ যাহে প্রকটিত।
যেন হায় ত্রিভুবনে সদা পরিচিত॥ ২
ভক্তবৃত্তি নামের মধুর যেথায়।
তাহার মহিমা বেদ পুরাণেতে গায়॥ ৩
ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্তন প্রচার।
এই তো কলিযুগে হৈল বিস্তার॥ ৪
অতি অভিলাষে তাহে ভাগ্যবান জন।
এখানে আপনা ভুলি' করেন কীর্তন॥ ৫
তাঁর সম ভাগ্যবান ত্রিদিবেও নাই।
যাঁর পদধূলি ধন্য দেবগণ চাই॥ ৬
স্বানন্দসুখদ কুঞ্জে যে পুরন্দর।
বিলাইতে প্রকটিত শুদ্ধভক্তিধন॥ ৭
ও তার চরণযুগে নমি শতবার।
যাও প্রভু কৃপা করি কীর্তনাধিকার দ্যু
তোমার করুণা বিনা শুদ্ধ হরিনামে
লইতে পারে না কেহ এক মাত্রা নামে॥ ৯

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

"ভক্তি- ... সেবার পথ"

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ... এম-এ)

শ্রীধাম মায়াপুর ... প্রদর্শনীর
বৈশিষ্ট্য পূর্ণ পথে ...
হইয়াছে, প্রদর্শনীর ...

নাম ভক্তিপথ, এই বিভাগে ভক্তিধারার চতুর্দশ ভুবন, বিরজা, ব্রহ্মলোক ও চতুর্দশ ভুবন ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণের ক্রমিক পথ ক্রমকথা গোলোকের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। চতুর্দশ ভুবনের ঊর্দ্ধে বিরজা অবস্থিতা। বিরজার পরপারে সিদ্ধলোক ব্রহ্মলোক পার হইয়া চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠ। ব্রহ্মাণ্ড বদ্ধজীবের অবিদ্যা অথবা দুঃখময় বিচরণ-ভূমিকা। বদ্ধজীব স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কর্মের আবাহন করিয়া তাহার ফলে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করে। স্বীয় অনুষ্ঠিত কর্মের ফলস্বরূপ বদ্ধজীবের কর্মানুযায়ী নানা যোনি এবং বিভিন্ন লোক-প্রাপ্তি ঘটে। অকর্ম, কুকর্ম ও বিকর্ম ফলে অধোলোক-প্রাপ্তি হয়। পুণ্যকর্ম দ্বারা স্বর্গাদি উচ্চলোক-লাভ হয়। পুণ্যক্ষয় হইলে বদ্ধজীব পুনরায় স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্যলোকে অবতরিত হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্তান্তে নরক হইতে পুনরায় মর্ত্যলোকে উন্নীত হয়, পাপ এবং পুণ্য কর্ম দ্বারা এইরূপে কখনও স্বর্গাদি লোক, কখনও নরকাদি-লাভ ইত্যাদি উচ্চনীচ যোনি-ভ্রমণ হয়। এই উভয় অবস্থাই অস্থায়ী এবং অনর্থময়। বদ্ধজীব জড় জগতের ভোক্তৃ অভিমানপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখলাভ এবং দুঃখ পরিহারের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়। এইরূপ চেষ্টা কর্মপ্রবৃত্তির মূল। পাপ ও পুণ্য ভেদে কর্ম দ্বিবিধ। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা হইতে পাপ ও পুণ্যবিচার উপস্থিত হয়। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীব ভোগজাত সুখের অনিত্যতা এবং হেয়তা উপলব্ধি করে না। বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট যেমন বিষ্ঠাকে অমৃত জ্ঞান করিয়া বিষ্ঠার বিবর্ত রস চর্বণ-ব্যস্ত চেষ্টাবিশিষ্ট হয় তদ্রূপ বদ্ধজীব জড়-ইন্দ্রিয়-ভোগকে তাহার চরম প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কর্তৃত্ব-অভিমানে অবস্থিত হইলে তাহার কর্মভূমিকা দর্শন হয়। বদ্ধজীব কর্মপ্রবৃত্তি বশে কর্মার ভক্তি-তত্ত্বের স্বরূপ বিস্মৃত হয়। ভোগ দুঃখময় অবস্থানকালে জীবের সেবা-বৃত্তি সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভোগপ্রবৃত্তি দ্বারা সেবা-বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে আবৃতা হয়। কর্মের অনুশীলন দ্বারা সেবা সম্বন্ধে অজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়। পাপ এবং পুণ্য উভয়বিধ কর্ম ভগবৎসেবা-লাভের তুল্য অন্তরায়। সুতরাং বদ্ধ অবস্থা হইতে বদ্ধজীব নিজের কর্ম-চেষ্টা দ্বারা কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। বদ্ধাবস্থায় জীবের চেতন অঙ্গ উপাধি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা জড়ভোগমাত্র সম্ভব হয়। উপাধিতে অবস্থিত মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া দ্বারা জড় ভোগপ্রবৃত্তির প্রবলতা এবং প্রসারতা সাধিত হয়। কর্মপথে অবস্থিত বদ্ধজীব নানাবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তৎফলে স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ভোগ সংগ্রহ পূর্বক অধিকতর বন্ধনে পতিত হয়। বদ্ধজীব কখনও কখনও কর্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু বস্তুতঃ বদ্ধজীব কখনও সম্পূর্ণরূপে কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। বদ্ধজীবের কর্মত্যাগ ভোগেরই প্রকার ভেদ মাত্র। উপাধিবিশিষ্ট অবস্থায় কর্ম অপরিহার্য। ইন্দ্রিয়সুখের অভিলাষী অভিজ্ঞতা যখন বদ্ধজীবের সম্পূর্ণ উপলব্ধ হয় তখন কর্মের প্রতি অনাস্থা জন্মে। বদ্ধজীব কর্মকে দুঃখের কারণ বলিয়া কর্ম হইতে বিরত হইবার বৃথা চেষ্টা করে। এইরূপ ত্যাগের পথ জ্ঞানমার্গ ও মুক্তিমার্গ নামে অভিহিত হয়। উহার আর একটি নাম মায়াবাদ। মায়াবাদীর নিকট সকল ব্যাপারই অলীক বলিয়া প্রতীত হয়। মায়াবাদী, জগৎ মিথ্যা, এই কল্পনা করিয়া সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ সত্যানুসন্ধানের ফলে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা এই যে, দেহ ও মনের ক্রিয়া সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করিতে পারিলে যে অবস্থা লাভ হয় উহাই বাস্তব অথবা সত্য-পরিচয়। দেহ ও মনের ক্রিয়া বন্ধ হইলে জগৎ দর্শনে বিরতি হয়। সুতরাং সত্যকে মায়াবাদী অনুভূতি গাঢ়তারূপ অবস্থাবিশেষ মনে করেন। এইরূপ অবস্থা-লাভের জন্য তাঁহারা নানারূপ কৃত্রিম উপায়ে দেহ ও মনের ক্রিয়া-লোপের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু উপাধি মিথ্যা বা অলীক নহে, সুতরাং জীবদ্দশায় কখনই দেহ-মনের ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় না। স্থূল-দেহের মৃত্যু হইলেও সূক্ষ্ম দেহের নাশ হয় না। সূক্ষ্ম দেহ যথা কালে নূতন স্থূলদেহ লাভ করে। কর্মের ফল কর্তৃত্বকে অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং কর্মত্যাগও কর্মই, কর্ম-ত্যাগের ফলও কর্ম অনুষ্ঠানের সহিত অনুরূপ, উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও পার্থক্য নাই, উভয় অবস্থাতেই কর্তৃত্বাভিমান বর্তমান, কর্তৃত্বাভিমানের দ্বারাই জগতের ভোক্তৃত্ব কিংবা ত্যাজ্য-প্রতীতি। এই জড়ভোগ এবং জড়ত্যাগ উভয়ই আবদ্ধ। ভক্তি কিংবা সেবা-পথ অনুভূতিকার অনাবৃত নহে। বিশুদ্ধ চেতন যখন চেতনের একমাত্র বিষয় হয়, তখন স্বতঃই ভক্তি কিংবা সেবা বৃত্তির উদয় হয়। বিশুদ্ধ চেতন উপাধিগত ইন্দ্রিয় কিংবা মনের অগোচর বস্তু, সুতরাং ত্যাগ কিংবা ভোগ ভক্তিপথ-বাচ্য হইতে পারে না, উপাধিযুক্ত মনের দ্বারা চেতনের সেবা হয় না।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

প্রদর্শনী

(শ্রীপাদ মাধবচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা জগদ্বাসী বদ্ধজীব। আমার বিভাগের ব্যাপারই প্রত্যেক দর্শন করা যাত আছি। আমার বিভাগের মানসম্ভ্রম রোগাদের যথোচিত ভাবাদে সমবেত হই ও তাহার চেষ্টাই করিয়া থাকি। সেই নিমিত্ত সমবেত চেষ্টা দ্বারা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদিরই প্রদর্শনী হইয়া থাকে,—তাহাই আমরা জানি।

এবার শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশে দেখিতেছি, "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী"। শুধু 'নবদ্বীপ' শব্দ থাকিলে না হয় দর্শনের সাহায্যে নূতন একটি দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই প্রদর্শনী বলিয়া লইতাম। আবার দেখিতেছি নবদ্বীপ শব্দের পূর্বে 'মায়াপুর' শব্দটী থাকিয়া একটি গোলমাল বাধাইতেছে। যাহা হউক এবারও মাত্র মায়াপুর নামক একটি গ্রামে নূতন কোন একটি দ্বীপের সৃষ্টি তাহারই প্রদর্শনী বলিয়া ভাবিয়া ছুনিয়া ইত্যাদি বাহির করা গেল। কিন্তু 'মায়াপুর-নবদ্বীপ' শব্দের পূর্বে শ্রীধাম-শব্দটী থাকিয়া আমাদিগের বাস্তব সম্ভাবনা পণ্ড করিয়া দিয়াছে। উহা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। কারণ একটা বালকেও জানে যে, গ্রাম কখনও ধাম নহে, ধাম কখনও গ্রাম নহে। গ্রামে আমরা গ্রাম্য বিষয়ের ভোগলিপ্সায় বদ্ধজীবগণ বাস করি, আর ধামে ভজনশীল মুক্তপুরুষগণ বাস করেন। সুতরাং মায়াপুর নামের সঙ্গে শ্রীধাম, ভোগের স্থানবিশেষ গ্রাম নহে।

এবার শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর তাৎপর্য অবগত হওয়া আর নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না,—শ্রীধামবাসী মুক্তপুরুষগণের আনুগত্যে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত।

আমরা জীব বিদ্যা-বুদ্ধির সাহায্যে প্রদর্শনী বুঝিয়া নিয়া শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর কথা বুঝিতে চেষ্টা করিলে আমরা ভক্তিবৃন্দের 'ভার' অবলম্বন করিব, সন্দেহ নাই।

তার উপর আবার পারমার্থিক বিভাগে পারমার্থিক প্রদর্শনী। আর্থিক প্রদর্শনী হইলেও না হয় বরং প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কিছু বুঝিয়া লওয়া যাইত। উহা যে প্রত্যক্ষ দর্শন বা জ্ঞান অর্থাৎ তৃতীয় স্তর বা অধোক্ষজ অতীত, তুরীয় বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে আসে। যাহারা শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে যাও-

যার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত প্রদর্শনীর পারমার্থিক বিভাগ গোলোক হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন, বিরজা ও ভক্তিমতী প্রকৃতির চিত্রটী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ভিন্ন উহার একটী কথাও বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং এ সমস্ত বাস্তবিক বিষয়ে যে যত বড় বৈজ্ঞানিক হই, যে যত বড় পণ্ডিত হই, যে যত বড় পদার্থবিজ্ঞানবিৎ হই না কেন, তুরীয় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রদর্শনী-মণ্ডপের বৈচিত্র্যোপলব্ধিতে সমর্থ নহি।

আমরা যদি বাস্তব বৈজ্ঞানিক হইয়া পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হই, তাহা হইলে পারমার্থিকগণের নিকট আমাদের শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিতে হইবে।

মনুষ্যত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ সংখ্যার পর)

মনুষ্যত্ব চেতনের পরিচয়, দেহমনের ধর্ম্মে মানবেতর প্রাণীও বিচরণ করে, উহা কখনই মনুষ্যত্বের পরিচয় নহে। চেতনের ধর্ম্ম একমাত্র প্রীতি। জীব ক্ষুদ্র চেতন ও বহু, ভগবান্ বৃহৎ চেতন ও একমাত্র। এই দুইটির স্বাভাবিক আকর্ষণ বা টানই প্রীতি। চেতনের অচেতন বস্তুতে আসক্তি অবিদ্যা-জনিত ও পরস্পর কলহ বিবাদ মারামারি ও অশান্তির মূল কারণ। গাছের গোড়ায় জল না দিলে যেমন কোন ফলই হয় না, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি ছাড়িয়া অন্য চেষ্টা দ্বারা কখনই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয় না।

সত্য ও সৌন্দর্য্য লইয়াই যে সাহিত্য একথাটিও ঠিক। সত্য ও সৌন্দর্য্য একমাত্র ভক্তিতেই বর্ত্তমান। কথা আপাতঃ-মধুর হইলেও পরিণামে মঙ্গল-জনক নহে, আর যোগাযোগ সাধ্য ও সাধন উভয় অবস্থাতেই শ্রীভগবান্। কিন্তু ভক্তি সত্যস্বরূপেরই অনুগা, ভক্তি দেবীর সৌন্দর্য্যের কথা আর কি বলিব, উনি স্বয়ং ভগবানের চিত্তাকর্ষক সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর হইয়া স্বয়ং ভগবান্কে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ভক্তির কৃপায় জীব সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ প্রেমানন্দ লাভের অধিকারী হন। ভগবদ্ভক্তিই সাক্ষাৎ সাহিত্য-স্বরূপিণী। এই ভক্তিযোগ আর কিছুই নয়, কেবল অন্য ঐশ্বর্য্য পাণ্ডিত্যাদির অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গুরুর আনুগত্যে ভগবানের নামোচ্চারণ।

শাস্ত্র বলেন—

ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ সার।
ভক্তিযোগ কলিযুগে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
(চৈঃ ভাঃ)

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসো ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ
(ভাগবত)

আজকাল ভক্তিমার্গের কোটী কণ্টক। অনেকেই ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কর্ম্ম-জ্ঞানকেই ভক্তি মনে করিতেছেন, কৃষ্ণনামের স্বরূপ জানিতে না পারিয়া নামাপরাধকেই নাম বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা নিজেই উপকৃত হইতে পারিতেছেন না, অন্যের উপকার করিবেন কি করিয়া? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—সাধুসমাজ বৈষ্ণবদিগের অনুকরণে লব্ধ নামগ্রহণ সদাচার-সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও অনুষ্ঠান অনুভবের তুল্য পরিণাম করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু অন্যের স্বরূপ সংসার ক্লেশ প্রাপ্ত হন।

সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। সদ্গুরু বিনা কঠিন বলিয়া যার তার নিকট বা অযোগ্য লৌকিক গুরুর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিলে কখনই মঙ্গল লাভ হয় না। সত্য সত্য মঙ্গল পরিচয় দিতে হইলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

সদ্গুরু বলিলে কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী গুরুকে বুঝিতে হইবে না। শাস্ত্র বলেন—"চৈতন্য সর্ব্বাচার্য্যাবির্ভাবে ন অর্থন্তরং" বস্তুতঃ ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্র যখন আচার্য্য-লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তখন আর অন্য গুরুর আবশ্যক কি? সর্ব্বাধিপ চৈতন্য চন্দ্রের চরণাশ্রয় ব্যতীত কেহ বা মনুষ্যত্ব লাভের যোগ্য হইতে পারে। তাহাদের জীবগণ অন্তর মনোবলের পরবশ চৈতন্যের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে মনোবলে চালণ করিতে সমর্থ। চৈতন্য-ভক্তদিগের মূল মন্ত্র সর্ব্বোপকার। তাহার দ্বারা পাইল মনুষ্যত্ব লাভ। বুঝ সাধক তাহা কর সর্ব্বোপকার॥

প্রেমপ্রদীপ

ষষ্ঠ প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ সংখ্যার পর)

নরেন বাবুর কথা সমাপ্ত না হইতে হইতে, দুইটি বাউল বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের হাতে করঙ্গ ও গোপীযন্ত্র, মুখে গোঁফ দাড়ী, চুল চূড়া করিয়া বাঁধা, পরিধানে কৌপীন ও বহির্ব্বাস। বাবাজীদের একজন গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আছে। অকৈতব প্রেমে কৃষ্ণ তায় চিনলে না।
এই প্রকারের মত এমন তত্ত্ব আর হবে না।
যেন চাতক মাগে এক পক্ষ, তার কৃষ্ণ মাগে সব পক্ষ,
কেবল মাত্র উপলক্ষ, বলে কাতর হয়ে না।
তাই সব জল যদি দিলে, অন্য বারি পান করে না।
যেন সর্প আছে ভয় মাথা, আর সকল স্থানে থাকা,
পাঁজা ভাং ধুতুরা ফাঁকা, তাতে মনে ভয় মনা।
সে যে নিপুণাগী, প্রেম ভিখারী, কৃষ্ণ পদ ছাড়ে না।
তাতে অতি অপরূপ, বুঝিবার দায়
প্রেমীর শ্রেষ্ঠ,
মনোভাবেতে নিষ্ঠ, করে ঐ সাধনা।
তার মন যে চাকা, কাটুয়ার পাখা,
পলাতে পক্ষ থাকে না॥

গীত সমাপ্ত হইলে তাঁহারা একটু বিশ্রাম করতঃ সে শ্রী বাবাজীর আজ্ঞা লইয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলেন।

আনন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহারা কে?

বাবাজী কহিলেন, ইঁহারা বাউল সম্প্রদায়ের বাবাজী। ইঁহাদের মত ও আমাদের মত ভিন্ন। যদিও ইঁহারা শ্রীচৈতন্য প্রভুর নাম করিয়া বেড়ান, তথাপি ইঁহাদিগকে আমরা বৈষ্ণব বলিয়া বলিব না। যেহেতু ইঁহারা স্বকপোল-কল্পিত কতকগুলি কথা মত অবলম্বন করেন, ইঁহারা বস্তুতঃ অবৈষ্ণবাদী।

নরেন বাবু বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী মহাশয়! বৈষ্ণব ধর্ম্মের কয়টী প্রধান শাখা এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে সকল শাখার মত এক।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

কে বড়?

(শ্রীযুক্ত সত্য রঞ্জন সেন এম্-এ বি-এল্)

কে কাহাকে অধীন রাখিবে এবং কে কাহার অধীন থাকিবে—ইহা চিরন্তন সমস্যা। স্ত্রী পুরুষের অধীন, ছাত্র শিক্ষকের অধীন, প্রজা রাজার অধীন, পুত্র পিতার অধীন, দুর্ব্বল প্রবলের অধীন—ইহাই চলিত প্রথা বলিয়া অধিকাংশ লোক স্বীকার করেন।

বর্ত্তমানে এই সমস্ত প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, এই বিষয় অনেককে চিন্তিত করিয়াছে।

প্রথমতঃ, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক বিচার করিলে দেখা যায় যে, নানাকারণে পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। পুরুষের কর্তৃত্ব, এমন স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা অথবা স্ত্রীলোকের পূর্ণ স্বাধীনতা সম্বন্ধে কথা বলাকে প্রলাপ বলিয়া অনুমিত হয়। কোন কোন দেশে প্রতিনিধিত্বক হলে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সে কেবল মাত্র মৌখিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার মধ্য পুরুষের অর্থে বিলাসিতায় মগ্ন থাকিয়া স্বেচ্ছাচার করা।

ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক অতীব মধুর। শিক্ষার ব্যবসায়ের ফলে আজ শিক্ষক ছাত্রগণ যে শুধু এবং ছাত্র নীচ শিক্ষকের অবমাননায় সিদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন।

রাজা প্রজার সম্পর্ক একটা ব্যবসায় সম্পর্কের মত দাঁড়াইয়াছে। উহাতে স্নেহ, মমতা, মমতার স্থান নাই। যদি রাজা নিয়মিতরূপে কর পান, নিজ প্রাপ্য সম্মান পান, তাহা হইলেই মঙ্গল, নচেৎ রাজা কার্য্যে অত্যাচারের মাত্র।

পিতারা চিরকালই সত্য যুগের এবং পুত্রেরা চিরকালই কলিযুগের—কাহারও সহিত কাহারও মিল খায় না। স্বার্থে সংঘর্ষ হইলে আরও ভীষণ ব্যাপার। বঙ্গের কোন কোন কপট ভ্রূণ জননীরা আরও মজার মত। তাঁহাদের গর্ভধারিণী মা না পাইতে পাইয়া মারা যান, অনু না পাইয়া উপবাসিনী, অথচ তাঁহারা স্বয়ং পরিয়া সোনার চশমা চোখে দিয়া স্বদেশের সেবার নামে সভাসমিতিকারী।

এই সমস্ত বিভ্রান্তির কারণ এই যে আমরা সমস্তই ভোগের চক্ষে দর্শন করি। আমি সমস্ত উপভোগ করিব এবং বড়লোক যাহারা আমার ভোগের উপকরণ সরবরাহ করিয়াছে তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিব এবং যেন সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের সেবা করিব—ইহাই আমরা চরম সাধ্য করিয়া লইয়াছি। ঠিকভাবে দেখিলে আমরা জানিতে পারি যে, কেহই কাহারও ভোগ্য নহে, কেহই কাহারও অধীন নহে। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা ও কর্তা, আমরা সকলেই তাঁহারই অধীন ও ভোগ্য। এই ধারণার বিপরীত ধারণাই সমস্ত অশান্তির মূল কারণ। এই কুসংস্কার দূর করিয়া কৃষ্ণসেবা করাই জীবের একমাত্র কর্ম্ম।

যাত্রা

শ্রীধাম-মায়াপুর-সজ্জনতোষণের পক্ষ হইতে কলিকাতার 'নটবর' প্রেস্থ পার্টি "শ্রীনব-সাধন" যাত্রা প্রকটিত নাটক অভিনয় করিয়াছে। আশা এবং আগামী বারেও ঐ দলের অভিনয় হইবে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে;

সপ্তত্রিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

সপ্তম খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ [illegible] পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের [illegible] ১২৲, অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮৲।

৩২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় ৩য় সংস্করণ গ্রহণ করিতে না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট্ চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫৲
গীতমালা	।৵০	„	।০
[illegible]	২৲	„	১॥০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	„	১॥০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধান	২৲		
ঐ „ আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১॥০	„	
প্রবন্ধাবলী [illegible]	।০	„	
নবদ্বীপ শতক	।০	„	৫১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (আবাঁধা)	৸০	„	৷০
হরিনামচিন্তামণি	৸০	„	৷০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	„	৷০
[illegible] শিক্ষাষ্টক	১॥০	„	১৲
[illegible]	২॥০	„	১॥০
শ্রী[illegible] প্রমাণখণ্ড	৶০	„	।৵০
[illegible]	৶০	„	।০
শ্রী[illegible]	২৲	„	১॥০

[illegible] সত্বর হউন, পরে আর এ [illegible] পাইবেন না।

: উড়িয়া অক্ষরে

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পথে উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রধান সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি প্রথমখণ্ড	।১০
একত্রে কখণ্ড লইলে	১৲
অমৃতের পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	।৷০
কল্যাণ-কল্পতরু প্রথমখণ্ড	৵৫
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রথমখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রথমখণ্ড	।০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমাশ্রম মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোপাকুটী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, [illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯-নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, [illegible]।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় [illegible] [illegible]।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible]।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন ডি. [illegible]—এম, এম. [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া।
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible] প্রেস, [illegible], ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible]।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভাগবত-গ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ বুঝিবার অবসর অতি অল্প লোকেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

সম্প্রদায়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

বৃহৎপুস্তক শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, ব্রত, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় এমনভাবে সুশৃঙ্খলভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিলাস ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে অমৃতময় ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ক্রাউন-৪ সাইজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। টীকা ছাড়া শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপাদেয় টিকা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীশ্রী চৈতন্য মঠ,

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা যাবতীয় নাট্য—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যধন শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অধ্যশতক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷১০

আমরা এজগতে সুখের অভাব ও অশান্তির দুর্ভাবনায় সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইয়াও পুনঃপুনঃ যে মঙ্গলাপেক্ষে কল্যাণ বাঞ্ছিত হইয়া থাকি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও সর্ব্ব কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ প্রত্যেকেরই কল্যাণের জন্য, হরি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করুন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের ভাবার্থ, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক অভিধান)

সম্বন্ধ—১। উপক্রমণিকা সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ঠিকানা, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবলীলাস্থান ও শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোকাদি ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বিবৃতির তথ্য। বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত এই সন্দর্ভের সার্থক অনুবাদ দর্শন। প্রায় ৭০ ফর্ম্মা ক্রাউন ৮ পেজী ৩০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীসারস্বত-আশ্রম সম্পাদক

সদাচারস্মৃতি

যন্ত্রস্থ

মোহনপুর

মদন মঞ্জরী

বটিকায় দুর্ব্বলতা ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, ধাতুদোষ, মূত্র সম্বন্ধীয় অতিপীড়া প্রভৃতি সকল রোগ নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গশক্তি স্বত"

দুর্ব্বলতা দূর করে, মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে ও আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চয় করে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকের ঋতু সংক্রান্ত সকল পীড়া ও তুষ্ট করিতে অব্যর্থ। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ডাক্তারী প্রাণাম তৈল

আমি ও আমার এবং উপকারিতায় সকলে পরিচিত ও সুপ্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাজার তৈল শিশির লাগার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরেরা নকলের দ্বারা তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং টিংচার আছে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন [illegible] শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে [illegible] গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীক্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, সাংখ্য[illegible], বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শত্রুরভু

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

● ● ●

আজকাল বাজার-চলন [illegible] আহারাদি সেবনে শরীরের [illegible] উপদাহ, [illegible] মাথা-ধোরা, [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] মূল্য [illegible]

প্রোপ্রাইটার্স—ই, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] হাওড়া।

[illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

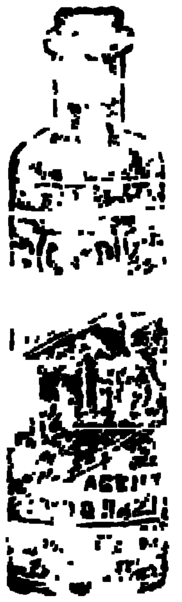

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি তাঁহারা নানা বহু [illegible] অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া [illegible] প্রকার মেহ, প্রমেহ, [illegible] বহুমূত্র, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা [illegible] শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক ভাইট্যাল [illegible] ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাঁহার [illegible] প্রমাণ প্রাপ্ত [illegible] পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইতে [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও [illegible] প্রস্তুত [illegible] মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] কাসি, [illegible] রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] শুক্রতারল্য, [illegible] অপরিসীম [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] প্রদর, [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্তমান-যুগের নব [illegible] বৈজ্ঞানিক-[illegible]-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) [illegible] সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible] পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

[illegible]জ্ঞাপন কেন?

[illegible] লেখা [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], ২১৪ নং [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কার্য্য [illegible] হয়
বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 154.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

১ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৮ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৬।৮ই মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্লোক সূচী, বর্ণসূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ভিক্ষা প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-বোধন ৶০
৪। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ।০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। [illegible] মায়া) ২৲
১০। বেদান্ত[illegible] (মায়াবাদীর) ৷০
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীন-[illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও মহাজনগীত একত্রে ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ ও অষ্টকাবলী) ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সম্প্রদায় ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ অপূর্ব্ব-সুযোগ

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি

বক্তা—বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ

সকলেই যোগদান করুন

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান - মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার সেবাই অমঙ্গল-প্রসূ।
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অতএব প্রাকৃতজ্ঞানে শুদ্ধ পথ নাই।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফ্লাইন

টনিক ও মালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলের পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ পাওয়া উচিত নয় কি? একদে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে ক্রন্দন করেন কেন? সুতরাং ম্যারফ্লাইন একটি, জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮
ডিঃ পিঃ ও [illegible] খরচা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible] উপাদানে খাঁটি কাঁচা [illegible] তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চন্দন, [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক [illegible] [illegible] মাথাধরা, মাথাঘোরা, অম্লকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কাঁচাপু নাশকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় ঠকাকারী দোকানদার জাল ও নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে ফাল্গুন শনিবার—১৩৩৬

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত কল্য (২৯শে ফাল্গুন শুক্রবার) [illegible]

[illegible]

একেবারে। [illegible] আপনারা ধীরকে কীর্ত্তন [illegible] করুন। [illegible] কার্য্য করিয়া [illegible] কীর্ত্তনানন্দ [illegible] করুন।

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] কীর্ত্তন [illegible] জীবন [illegible] বলিয়াছেন— [illegible] তাঁহারা [illegible] জগতের [illegible] আছে। [illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে

(শ্রীপাদ রাধাচরণ দাস বী ভক্তিরত্ন)

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রবিবার,সপরিবারে কলিকাতা বাগবাজার [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই,—

[illegible] শ্রীমন্দিরের [illegible] বলিয়া আমরা সকলে [illegible] এই [illegible] সেবা [illegible] বৈষ্ণবোচিত [illegible] প্রভুর [illegible] আপন [illegible] পাইলাম।

[illegible] বৈকুণ্ঠনাথ [illegible] উপায় [illegible]

[illegible]

প্রকাশিত হইল। [illegible] প্রকার [illegible] উদ্দিত হয়, উহা [illegible] প্রাপ্ত হইয়া যায়।

একেতো কলিকাতা সহর, [illegible] উপর [illegible] দেখা যায় [illegible] শ্রীমন্দিরের [illegible] আছে। [illegible] প্রভুর [illegible]

[illegible] তাঁহার প্রভুর [illegible] বুদ্ধি [illegible] “[illegible]” [illegible] শ্রীমূর্ত্তি [illegible]

আমি [illegible] শ্রীমন্দিরে [illegible] আছে। [illegible]

শ্রীমন্দিরে [illegible] শ্রীল [illegible]

[illegible]

বলিলেন যে “বাবু আপনাদের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়াছেন।” [illegible] বৈষ্ণবের বিচার কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম! শ্রীভগবান তাঁহার [illegible] বিচার [illegible] করেন।

[illegible] শ্রীমন্দিরের [illegible] আমরা সকলে [illegible] দর্শন করিয়া উপরে উঠিলাম।

উপরে উঠিয়া [illegible] প্রভু [illegible] শ্রীমন্দিরে [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীবৈকুণ্ঠ-বিলাস। “[illegible]”

ভক্তিপ্রধান প্রভুর [illegible] আমরা [illegible] কীর্ত্তন [illegible] আমার [illegible] হইলাম।

শ্রীমধ্য-দ্বীপে স্মরণ গীতি

কীর্ত্তন [illegible], [illegible] মধ্যে আছি,
কীর্ত্তনে স্মরণ [illegible]।
স্মরণের [illegible], [illegible] অধিকার,
[illegible] ॥ ১
[illegible]
আর দেখ দেখ [illegible]।
গোস্বামীর [illegible] ভাগবত,
[illegible] কীর্ত্তন স্মরণ ॥ ২
[illegible]
[illegible]।
[illegible] প্রাণ কীর্ত্তন [illegible],
[illegible] ॥ ৩
[illegible]
সকল [illegible] মিলি, উচ্চ কণ্ঠে গৌর বলি,
[illegible] লীলা।
[illegible] আশ্রয়,
[illegible] লীলা ॥ ৪
[illegible]
[illegible] আইল।
[illegible]
[illegible] ॥ ৫

সেবা কিংবা ভক্তিপথ

(প্রফেসার নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ)

[illegible] সদ্গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক [illegible] বৈষ্ণবসেবা [illegible] সম্ভব। সদ্গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইলে [illegible] বৈষ্ণবসেবা সম্পূর্ণতা লাভ করে।

[illegible] শ্রীমন্ মহাপ্রভু [illegible] শ্রীবৃন্দাবনে [illegible] আচার ও প্রচারের সম্পূর্ণ [illegible]।

এই [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible]

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible]

শ্রীগুরুদেবের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে শ্রীগুরুর কৃপায় [illegible] বৈষ্ণবসেবার [illegible] শ্রবণ এবং কীর্ত্তন [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]

সেবার [illegible] সদ্গুরুর সম্পূর্ণ [illegible] কীর্ত্তন এবং [illegible]

এই [illegible] করিয়া [illegible]

যে চিত্তে এই সমুদয় আখ্যা উদ্ভূত হইয়াছে সে 'হৃদে' অভিসন্ধির বীজ রোপণ করিলে তবেই সমাজের আখ্যা উৎপাটন আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যমতের প্রচারকগণ জগতের যাবতীয় অপসম্প্রদায়গুলিকে সমূলে উৎপাটন করত [illegible] করিয়া সমুদ্ভাবিত্রেয় [illegible] বীজ রোপণ করিয়া [illegible] করিয়াছেন।

আখ্যা দ্বারা আবদ্ধ চিত্ত সহজে পরিষ্কৃত হয় না। আখ্যা উৎপাটন না হলে অদ্বিতীয় স্থাপন করিতে পারা যায় না। কিন্তু আখ্যা উৎপাটন কালে চিত্তের আত্মিক [illegible] উপস্থিত হয়। ইহাতে যেরূপ সাম্প্রদায়িক আত্মীয় আলোচনা হয় না এরূপ অপসম্প্রদায়গত আচার ও ব্যবহারগুলি নষ্ট করত প্রবর্তন ও ক্রম-উৎপাটনরূপ মতের প্রচার দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। লৌকিক এবং পারমার্থিক পক্ষে অনুসন্ধান-পূর্ব্বক আলোচনা দেখা হইলে তাহা অপসম্প্রদায়গত দুঃখের কল্যাণ সাধনের একমাত্র অবলম্বন হয়।

শ্রীচৈতন্য মতের আচার এবং প্রচারে কপটতার সম্ভাবনা নাই। জগতের অন্যান্য অপসম্প্রদায়গুলির যাবতীয় আখ্যা [illegible] এবং ক্রম প্রবর্তন ও নিবর্তন শ্রীচৈতন্য মতের আচার ও প্রচারের সমাধান দেখিবে। অসদাচার প্রবর্তন ও ক্রমনিবর্তনরূপ সেবাকার্য্য যাহাতে উদাসীন সেরূপ আচরণ ব্যক্তিগণ কখনও [illegible] করিতে পারে না। সেরূপ আচরণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্ট সম্পাদিত হইতে পারে না।

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই পরম উদার বাণী মুক্তাফলরূপে [illegible] ঠাকুর [illegible] কৃপা বিতরণ [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছেন। এই যুগে শ্রীধাম মায়াপুর অবস্থিত শ্রী চৈতন্যমঠ প্রভুর মনোভীষ্ট সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এই প্রচারনীতে যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া সকলের নিকট আর সরল এবং সহজ বোধ্যভাবে অর্থ এবং বাহিরের ভাবে অতি নিপুণ ভক্তি-ভাবে [illegible] সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। এরূপ নিরীহ শ্রী মতের প্রচার প্রণালী বৈষ্ণবদিগের [illegible] বিশেষ অনুধাবনের বিষয় হইলে আচার্য্য [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রেমপ্রদীপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ সংখ্যার পর)

ষষ্ঠ প্রভা

বাবাজী বলিলেন যে বৈষ্ণব মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে চারিটী সম্প্রদায় আছে। প্রথমের নাম শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় এবং নিম্বার্ক সম্প্রদায়। শ্রীরামানুজ স্বামী, শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী ঐ চারিটী মতের আদি প্রচারক। ইঁহারা সকলেই দাক্ষিণাত্য প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত বিষয় গুলিতে সকল সম্প্রদায় বৈষ্ণবের একমত:—

১। পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সমস্ত বিশ্বের বিধাতা।

২। পরমেশ্বরের একটী পরম সুন্দর নিত্য মঙ্গলময় অপ্রাকৃতস্বরূপ আছে। সেই স্বরূপ ভৌতিক জগতের সমস্ত নিয়মের অতীত। তাহাতে সমস্ত বিপরীত ধর্ম্মসমূহ অপূর্ব্ব রূপে সামঞ্জস্য লাভ করিয়া আছে। নিরাকার হইয়াও তাহার সাকারতা আছে। সুতরাং তাহার ভৌতিক ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা নাই। এক দেশস্থ হইয়াও সর্ব্বদেশে একই সময়ে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি করে।

৩। জড় ও জীব তাঁহার শক্তিপ্রসূত। তিনি দেশ, কাল ও বিধি সমূহের কর্ত্তা, দাতা ও নিয়ন্তা।

৪। জীব স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত। কিন্তু ভগবৎ বহির্মুখ দোষে জড়ে আবদ্ধ হইয়া জড়ের দশাক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করে। ভগবৎকৃপা ক্রমে জড়-মুক্ত হইয়া থাকে।

৫। জ্ঞান বা কর্ম্মপথ অসম্পূর্ণ। ভক্তির অনুগত জ্ঞান ও কর্ম্ম দোষাবহ নহে। কিন্তু ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে একটী স্বাধীন তত্ত্ব।

৬। সাধুসঙ্গ ও ভক্তির আলোচনাই জীবের কর্ত্তব্য।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকল সম্প্রদায় বৈষ্ণবের এক মত। কেবল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। সকল বৈষ্ণবই জীবকে স্বরূপতঃ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন। সকলেই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্রহ্ম সম্প্রদায় মধ্যে আপনাকে গণনা করিয়াছেন। আমরা সুতরাং সকলেই ব্রহ্ম সম্প্রদায়ী। বাউল, নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, আউলচাঁদী প্রভৃতি যে সকল মত আছে সে সমুদায় দুষ্ট মত। উহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসৎ। অনেকেই উহাদের মতের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করেন। যথার্থ বৈষ্ণবগণ ঐ সকল অপসম্প্রদায়িগণের দোষের জন্য দায়ী হইতে পারেন না।

বঙ্গদেশে মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মই প্রবল। উৎকলে গোস্বামী বংশজাত মহাজনগণ যে মত প্রচার করেন, তাহাও প্রায় ভাক্তদিগের মত প্রায় নয়।

এই স্থলে নরেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কি তিনি কোন পুস্তক বিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন?

বাবাজী বলিলেন, না মহাপ্রভু কোন পুস্তক লেখেন নাই। তাঁহার পার্ষদগণে যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতটী বিস্তাররূপে লিখিত আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী—এই চারিজন বৈষ্ণব মহাজন যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা অতিশয় মান্য।

নরেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী! তাঁহারা কি কি পুস্তক লিখিয়াছেন? সেই সকল পুস্তক কোথায় পাওয়া যায়?

বাবাজী বলিলেন, তাঁহারা অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন, সে সকল পুস্তকের নাম বলিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে। দুই একখানি প্রধান নাম বলিতেছি। শ্রীজীব গোস্বামী ষট্সন্দর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সমুদায় ভক্তিতত্ত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ভক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইতে পারে, সে সমুদায় ঐ সেই গ্রন্থে আছে। জগতের সমস্ত বিষয়েরই একটী একটী বিজ্ঞান আছে। ভূতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, খগতত্ত্ব, এই সকল তত্ত্বের এই সমুদায় তত্ত্বের একটী একটী বিজ্ঞান আছে। ঐ বিজ্ঞান উত্তমরূপে আলোচিত না হইলে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। জগতে যত বিষয় আছে সকল বিষয় অপেক্ষা ভক্তিতত্ত্ব অধিক। এমত স্থলে যদি ইহার একটী বিজ্ঞান না হয়, তবে ভক্তিতত্ত্ব কিরূপে স্থাপিত হইবে? অধুনিক [illegible] ভক্তি বিজ্ঞান দেখা যায় না, [illegible] হইতে অন্যান্য লোকের [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল ভক্তি [illegible] সমুদায়। শ্রীজীব গোস্বামী [illegible] গোস্বামীর [illegible] ভক্তি বিজ্ঞান বিশেষরূপে [illegible] হইয়াছে। ঐ ছয় গ্রন্থ [illegible] ছাপা হয় নাই। আমার নিকট আছে [illegible], আপনারা ঐ গ্রন্থ পাঠ করেন।

নরেন বাবু [illegible] আমি [illegible] বুঝিতে পারিলাম [illegible] ভক্তি বিজ্ঞান [illegible] এ সকল [illegible] ভক্তি অতিশয় [illegible]।

বাবাজী বলিলেন, [illegible] সেরূপ বলি না। [illegible] করিয়াছেন। [illegible] না। [illegible] উহা [illegible] না। সকল [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] করিবেন [illegible] সকল [illegible] [illegible] অবলম্বন করিয়াছেন [illegible] সুতরাং পারেন।

নরেন বাবু বলিলেন, [illegible] আমার একটী দুঃখ [illegible] দূরীভূত [illegible] অধিকার [illegible] হয়। [illegible] করিতে পারে? [illegible] আমার [illegible] বুঝিয়া কিছু দিন বসিয়া [illegible] বাবাজী [illegible] করিবেন। [illegible] [illegible] উদ্ধার [illegible] কোন [illegible] করিলে কি [illegible] হইতে পারে? আমার বিবেচনায় [illegible] করিয়া বৈষ্ণবে [illegible] সকল [illegible] হয়, [illegible] সাধু [illegible] অনেক [illegible] থাকে।

(ক্রমশঃ)

করুগেট টিন, জানালা [illegible]
[illegible] ইত্যাদি

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

১, ১১ একাদশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রতি খণ্ড নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৵০।

[illegible] টাকা ১২, [illegible]

[illegible] একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ গ্রহণ করিতে না পারিয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকার গ্রন্থ বিরাট, গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০,	স্থলে	৫,
[illegible]	/১০	"	/০
[illegible]	২,	"	১৷০
[illegible]	২,	"	১৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্তী) বাঁধাই	২,	"	১৷০
ঐ " [illegible] (সাধারণ কাগজ)	১৷০	"	১,
[illegible]	/০	"	/১০
[illegible]	/০	"	/১০
[illegible]	৷৹	"	।০
[illegible]	৷৹	"	।০
[illegible]	৷৹	"	।০
[illegible]	৹১৷০	"	১,
[illegible]	১৷০	"	১৷০
[illegible]	৬০	"	/১০
[illegible]	৹০	"	/০
[illegible]	২,	"	১৷০

[illegible] পরে আর এ [illegible]।

[illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার জন্য সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	৷০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ, শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক, প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	৵০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	[illegible]
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	৴১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ৯০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, মালদহ।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible], কোচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। [illegible] কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible], নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible] মোহন দে—[illegible] লেন, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible]নাথ [illegible], ২৪ পরগণা।
[illegible]

শ্রীচৈতন্যদেবের গ্রন্থাবলী

[illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

[illegible] গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে [illegible] বাঁধাই [illegible] সংস্করণ। [illegible]

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে।

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, তন্ত্র, পুরাণ, [illegible] সকল গ্রন্থ [illegible] অধ্যয়ন [illegible] [illegible] থাকে। [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর [illegible] কারণ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। . . . .

[illegible] ছাত্র বা [illegible] পাঠ্য, এই জৈব [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

[illegible] সনাতন [illegible] ধর্ম্ম [illegible] প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া [illegible] যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডল। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ — প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা — প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য — [illegible] প্রভৃতি বিষয় [illegible] বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে ছাপা [illegible] কি প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] বিচার [illegible] হইয়াছে। টীকা [illegible] শিক্ষা ও উপদেশ [illegible] হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

[illegible] শ্রীভগবানের প্রতি [illegible] প্রার্থনা [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

গোদ্রুমকল্পতরু— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক- -৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

[illegible] কল্যাণ [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী [illegible] প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

([illegible])

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ৺০। [illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্জীব গোস্বামিপাদের [illegible] [illegible] গ্রন্থ [illegible] আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টগোস্বামী [illegible]

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর ; [illegible] নবদ্বীপ নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেঁহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible]

অফিস—১১নং [illegible] রোড, পোঃ [illegible], কলিকাতা।

গোবিন্দ

মদন মঞ্জরী

[illegible] এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] ১ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী। ১৭০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

জে. বি. দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

[illegible] J. B. Datta & Co. নাম [illegible] করিবেন। [illegible] প্রতারণা করিবে।

[illegible] কোং, [illegible]

ফেরাস্ কুইনাইন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান সহ ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-সন্ধর্ভতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত বহুই দোষিত হইয়া পড়িয়াছে। রক্ত মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দুশ্চিকিৎস্য দুঃখ, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘা, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক উপসর্গে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার আশ্চর্য্য শক্তি উপলব্ধি করুন। দ্রব্যের তুলনায় মূল্য অত্যল্প, এক শিশি ।৶০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটাৰ্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৩৩নং ইলকাট রোড, শালিখা, হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানা রকম অন্যায় উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, পারদসংক্রান্ত পীড়া, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, প্রদর, ঋতুবন্ধ, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ডিম্বাশয় প্রভৃতি রোগে দুর্ব্বিসহ জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাস সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, ইহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

মহেশপুর, কাঁচরাপাড়া পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রতিষ্ঠাতা)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে ঠিক ফর্ম্মুলামতে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুদর্শিত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট তাজা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, যক্ষ্মা, বক্ষ, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও মাসিক ঋতুদোষ রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত বহুপাতিযোগ উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিঃ-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ দূর হইতে পারে আশায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য সর্ব্বজনপ্রিয় "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্বল্পতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০-২ নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Regd. C. 1677

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে ফাল্গুন সোমবার ১৩৩৬ ১০ই মার্চ্চ ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার

প্রাপ্তিমাত্রে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩॥০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯

ষাণ্মাসিক ৫

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত; [illegible] ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪র্থ সংস্করণ ৫

৩। গৌড়ীয়-প্রোজন ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০

৫। ভজনরহস্য ॥০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ॥০

৯। মুক্তিফলিকা গুণসারভূত মাহাত্ম্য (মাঘ) ২৲

১০। বেদান্তপ্রমেয় মাহাত্ম্য (মায়াবাদীয়) ॥০

১১। জৈবধর্ম্ম

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০

১৫। দীন-বিমুখন
সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)

১৭। আচার ও আচার্য্য

১৮। নবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী
(শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা)
[illegible]

২০। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা বর্ণন ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু, নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনকথা ও মহাজনপদাবলী [illegible]

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible]

২৬। সারার্থবর্ষিণী

২৭। সংস্কার-দীপিকা

২৮। বৈষ্ণবধর্ম্মা-সদাচার (প্রথম চারিখণ্ড)

২৯। ব্রাহ্মণ ও [illegible]

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০

৩১। সাধনমালা মাহাত্ম্য ।০

৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি

বক্তা—বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

সকলেই যোগদান করুন

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
ভুক্তিফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানযোগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণের মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
কর্ম্ম বা জ্ঞানযোগে শুদ্ধভক্তি নাই

বার্তাকথা

শ্রীরাম মায়াপুর ... প্রদর্শনীতে [illegible] বিভাগ

[illegible]

শ্রীরাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে যাত্রা

[illegible]

মিঃ গান্ধির ঘোষণা

[illegible]

কাজের কথা

[illegible]

ঢাকা

[illegible]

রাজনৈতিক সম্মেলন

[illegible]

মিঃ গান্ধির চরম পত্র

[illegible]

বাগের হাটে হুলস্থুল

[illegible]

[illegible]

পিতা ও পুত্র

[illegible]

যুদ্ধ ঘোষণা

[illegible]

আফ্রিকায় ভারতবাসী

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে ফাল্গুন সোমবার—১৩৩৮.

শ্রীমায়াপুর

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যকার বলিয়াছেন, —

শ্রীবাস সদাশিবমুরারিবন্দী-
[illegible] সকলাদ্যমহাকাশিবাঃ।
[illegible] নয়নেরা মধ্যেঃ
শ্রীবাস আদ্য দ্বিজসেবকোক্তঃ॥
শক্তো মহাকলসমুচ্চয়ঃ শচী-
[illegible]
[illegible]
শ্রীবাস ভবনাং [illegible]

(৩য় সর্গ ১২।১৩ শ্লোক)

সেখানে উমাবন্দী, মুরারি, সদাশিব, শ্রীবাস পণ্ডিতের নিবাস, সেই স্থানেই মহাপ্রভুর জন্ম, শচীমাতার ভবন। [illegible] বলা যায়, শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনার সন্নিকটেই শ্রীমন্দিরের বর্তমান স্থিত। শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের নির্দেশানুসারে আরও জানা যায় যে, শ্রীবাস-অঙ্গনই শ্রীমায়াপুরের মধ্যবর্তী [illegible] ছিল। যখন মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসীদিগকে হরিনাম করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্যের সহিত সংকীর্তন আরম্ভ হইল, তখন নবদ্বীপের শাসনকর্তা যে কাজী [illegible] তাহাতে বাধা দিতে গিয়াছিলেন, সেই বার্তা অবগত হইয়া একদিন অপরাহ্নে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্তী অনেক কীর্তনকারী নগরবাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেখানে উক্তাদি নগরবাসীর খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই স্থান এখন পর্যন্ত 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রীমায়াপুরে বিরাজিত আছে। প্রাচীন অধিবাসী মেয়েরাও বহু কাগজ পত্রে [illegible] উক্ত 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে আছে। খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা এই খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা-সম্বন্ধে।

[illegible] সম্প্রদায় কাজীর [illegible] যুক্তি [illegible] বলেন,— শ্রীবাসাদি অধিকাংশ বাস করিতেন, সেই স্থানে মুসলমানগণ [illegible] তাহাদের নিকট বাস করিতে পারেন না। কিন্তু তাহাদের এই যুক্তি [illegible] [illegible] উপর [illegible] তাহা, [illegible] আধুনিক [illegible] দ্বারাই খণ্ডিত হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডের ২য় অধ্যায় এবং [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে যে বিবরণ [illegible] শ্রীবাস পণ্ডিতের যে স্থানে বাসস্থান ছিল, সেই স্থানেই [illegible] মায়াপুর ছিল। [illegible] পণ্ডিত [illegible] একরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। [illegible] শ্রীবাস [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] বৎসরের সময় [illegible]। যদি [illegible] শ্রীবাস পণ্ডিতের [illegible] ভক্তিভাবে [illegible] মায়াপুর থাকিতে পারে, আর কবি-কর্ণপুরের [illegible] শ্রীবাসপণ্ডিতের বাসস্থানের [illegible] নিকটেই [illegible] বাসস্থানের অবস্থিতি হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত [illegible] কি প্রকারে সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?

কি, মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীবাসের [illegible] [illegible] ছিল, [illegible] বলিয়া [illegible]—

[illegible]।
[illegible] শ্রীবাসপণ্ডিত সর্ব [illegible]॥
[illegible] তুমি আমার [illegible]॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭শ অঃ

শ্রীশ্রীবাসের বসতবাটীর [illegible] মায়াপুর [illegible] শচীমাতার [illegible] তাহা হইলে [illegible] সম্প্রদায়ের নিকট [illegible] নাম [illegible] পারে না,—এরূপ যুক্তি কোন মতেই সমীচীন হয় না।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, গোকুলে [illegible] শ্রীবাস [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যে [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] কোন যুক্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থলী নবদ্বীপান্তর্গত 'শ্রীমায়াপুর' বলিয়া প্রাচীন [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। [illegible] সম্প্রদায়, [illegible] এবং [illegible] প্রাচীন-বাক্যে এই শ্রীমায়াপুরের নাম উল্লিখিত আছে যথা,—

[illegible] নবদ্বীপে [illegible],
ভাগীরথীতটে পূর্বে মায়াপুরস্থ
গোকুলম্॥
[illegible]

নবদ্বীপের [illegible] মায়াপুরে [illegible]
[illegible] কলি-
[illegible]
—[illegible]

[illegible] মায়াপুরে [illegible]।
মায়াপুরে [illegible]
[illegible]
—[illegible]

"মায়াপুর [illegible]
[illegible]।
[illegible]
—[illegible]

"হে মায়াপুর-[illegible]
[illegible]"
—[illegible]

"মায়াপুরক [illegible]
[illegible]।
— ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ
প্রাচীন-বাক্য

[illegible] 'শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা', 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীধাম মায়াপুরের [illegible] উল্লেখ [illegible] যথা—

[illegible] মায়াপুর নাম [illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] নবদ্বীপে [illegible]॥
মায়াপুর [illegible]।
মায়াপুর-মহিমা [illegible]॥
[illegible]।
[illegible] মায়াপুরে [illegible]॥
[illegible]।
[illegible] মায়াপুরে [illegible]॥

২য় তরঙ্গ

নবদ্বীপ-মধ্যে মায়াপুর
[illegible]॥

— [illegible] শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ১৯২৯ খৃঃ [illegible] শ্রীধর মহারাজ [illegible] 'শ্রীমায়াপুর' [illegible] আছে।

[illegible] ১৯৯৯ সালে [illegible] [illegible] মায়াপুর [illegible]

[illegible] রাজা [illegible] শিক দ্বীপে রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী [illegible] এই নগর সর্বতীর্থময় সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া ছিল, এইজন্য ইহার এক নাম

'মায়াপুর', [illegible]
[illegible]

"নবদ্বীপ [illegible] রাজধানী ও এক নগর করিলেন। ইহার এক নাম মা[illegible] [illegible] করিয়াছেন"

অবতীর্ণ [illegible] নিজগণের সহ [illegible] দ্বীপে [illegible]

[illegible]

শ্রীবাস [illegible]
প্রকাণ্ড এক ঢিবি হয় [illegible] তাহার [illegible]।
বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার [illegible]।

[illegible]

প্রকাণ্ড এক ঢিবি হয় [illegible] তাহার।

[illegible] বল্লাল-[illegible]
[illegible]

[illegible] শ্রীমায়াপুরের [illegible]

[illegible]

দীপ বলিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ঐ ব্যক্তির নাম ছিল—চৌধুরী শিবপ্রসাদ। কথিত আছে, তিনি নবদ্বীপে কাজিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর হোসেন সাহের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। (নবদ্বীপ-কাহিনী ২০৮পৃঃ পাদটীকা)

নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী ১২৯৯ সালের ২১শে আশ্বিন তারিখে নবদ্বীপ মহিমা নামক একটী পুস্তক রচনা শেষ করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থ-ভূমিকায় লিখিয়াছেন, এই পুস্তক সঙ্কলনে নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় উপদেশ দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ বিদ্যারত্ন, বহুনাথ সার্ব্বভৌম এবং পূর্ব্বস্থলী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণও অনেক উপদেশ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল ও শিবনাথ শিরোমণি এই পুস্তকের অধিকাংশ দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

১২৯৯ সালে যে পুস্তক-লেখা সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই পুস্তকের উপকরণ নিশ্চয়ই আরও পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে নবদ্বীপের নিকটস্থ শ্রীমায়াপুরকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে, "আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল বল্লালদীঘির নিকট দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, (নবদ্বীপমহিমা ১১ পৃঃ)। **গঙ্গার পূর্ব্বপারে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর বা মেয়াপুর।** তৎকালে উহার অন্তর্গত। **এইখানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।"** (নবদ্বীপমহিমা ৩৭পৃঃ)।

নবদ্বীপ-সহর-নিবাসী যশস্বী শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত কলিকাতা আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃতের প্রথমভাগের প্রথম সংস্করণের ৬৬ পৃষ্ঠায় **গঙ্গার পূর্ব্ব-তটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান** বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পরলোকগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'গৌরসুন্দর' নামক গ্রন্থের ৫৫ ও ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,— "অধুনা যে স্থল 'নবদ্বীপ-নগর' বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নবদ্বীপ নগর তাহার প্রায় একক্রোশ উত্তরপূর্ব্বকোণে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে, প্রাচীন নবদ্বীপ-নগর ভাগীরথীর গর্ভগত হইলেও তাহার চিহ্নস্বরূপ কতক ভূমিতলে অদ্যাপি দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। সেন-রাজার প্রসিদ্ধ রাজধানীর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও দীর্ঘ 'বল্লালদীঘি' নামে খ্যাত দীর্ঘিকা ঐ স্থলে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেখানে জন্মগ্রহণ করেন এবং যেখানে তিনি বাল্যকাল অতিবাহিত করেন, সেই সকল স্থান এক্ষণে মুসলমান-পল্লীর অন্তর্গত হইয়াছে।"

শান্তিপুর-নিবাসী সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ সাহেব লিখিয়াছেন,—"যে স্থানে বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠস্থিত কুলিয়া গ্রাম হইতে অনেক দূর। উহা তখন 'কুলিয়া' নামে পরিচিত ছিল, মেয়াপুর (মায়াপুর) এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাচীন নবদ্বীপের শেষ চিহ্ন। এই ভূমিতেই রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল এবং সেই রাজপ্রাসাদ হইতেই লক্ষ্মণসেন বীর বখতিয়ার খিলিজীর আক্রমণে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং এই ভূমিতেই চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * * * মেয়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মভিটা ও বাসভূমি। যে ব্যক্তির পণ্ডিত তাঁহার সমাধি ঘটে, তাঁহারও কবর আজ পর্য্যন্ত মেয়াপুরের উত্তর পূর্ব্বদিকে মোল্লাসাহেবের বাড়ীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কবরের পার্শ্বে একটী বৃহৎ কাঠমল্লিকা ফুলের গাছ আছে। হিন্দুদিগের অনেকেই ঐ কবরে ফুল-শিরি দিয়া সেলাম করে। উহার নাম চাঁদকাজির। উহা অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান-ভূমির নিদর্শন আর কি হইতে পারে? অনুসন্ধান-সমিতির উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ যদি এই স্থানে গিয়া ভূমি-খননাদি করেন, তাহা হইলে প্রাচীন নবদ্বীপের আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।"

বিশ্বকোষ অভিধান-সম্পাদক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বিশ্বকোষের 'নবদ্বীপ'-শব্দের মধ্যে ভাগীরথীর নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা স্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন। বিশ্বকোষের 'নবদ্বীপ'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপ-নিবাসী পরলোকগত পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় এই মহাপ্রভুর নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরে বহুবার আগমন করিয়া সেই স্থানের পুণ্যময় ধূলি মস্তকে ধারণ করিতে করিতে বলিতেন,—"এই স্থানে জগন্নাথ মিশ্রের ভবন ছিল বলিয়া পণ্ডিত আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, এই স্থানে কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পদধূলি রহিয়াছে, সেই পবিত্র ধূলি আমি মাথায় মাখিয়া পবিত্র হইতেছি।"

'শ্রীমায়াপুর' সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিলাম। ভবিষ্যতে বিস্তৃত ভাবে শিলালিপি প্রমাণ ও প্রাচীনগণের উক্তি উদ্ধার করিয়া 'শ্রীমায়াপুর' সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ২০শে ফাল্গুন শনিবার সংবাদ নবদ্বীপ পরিক্রমা সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে যথারীতি প্রভাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাত্রা করিয়া নামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপ বা মালিনী গ্রামে গমন করেন। তথায় সর্ব্বাদির ভক্তমণ্ডলী, ... সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। উহার দক্ষিণে গোপালী মাটি একটী জলবিস্তার এবং তৎপার্শ্ববর্তী স্থানগুলিকে দৈর্ঘ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যথাসময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে গৌর-ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। শতানন্দ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এখানে গৌরকথা শ্রবণ করেন। অদ্যাপি এখানে ভাগবতের পাঠ হইয়া থাকে। মধ্যাহ্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক সাধুগণ গৌরকীর্ত্তন সমাপ্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন বলিয়া এখানের নাম নবদ্বীপ। ব্রাহ্মণপুষ্কর বা বাস্তব গোলোক বা বাম পূর্ব্ব এই দ্বীপের অন্তর্গত। সত্যযুগে দিবোদাস নামক ব্রাহ্মণ এই স্থানে ব্রহ্ম-কালে পুষ্কর তীর্থে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলে এ স্থানে পুষ্করতীর্থাদের দর্শন পান। উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা গ্রামকে সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র বলা হয়। এইরূপে দেবতাগণ হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র মিলিয়া গৌর-কথা আলোচনা করিতেন বলিয়া উহার নাম উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা হইয়াছে। পরিক্রমাকারি ভক্তগণ এই সকল স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিক্রমা করিয়া শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে আগমন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। পরে অপরাহ্নে তথা হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীগোদ্রুম ও মধ্যদ্বীপ পরিক্রমার জন্য 'বসন্ত' যথাযোগ্য আনন্দ-সুখদ কুঞ্জে সমবেত হইয়াছে। পরিক্রমা-কারী যাত্রিগণ ব্যতীত স্থানীয় এবং দেশ বিদেশ হইতে আগত বহু লোক প্রসাদ পাইয়াছেন।

শিক্ষা বিস্তার না লোপ

পুরাকালের ইতিহাস আলোচনা করা যায়, বহুকাল ধরিয়া ব্রহ্মবাদ-সম্পন্ন ঋষি বিদ্যার এক্যাত্র দেবে অধিকারী ছিলেন, ...

সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রদিগকে একেবারেই দেওয়া অধিকার দেন নাই। ক্ষত্রিয়ের দেশে শিক্ষা দীক্ষাদি উক্ত নিয়মের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। শূদ্র দিগের মধ্যে কোন প্রকার প্রাকৃত প্রবৃত্ত আদান প্রদানের বাধা ছিল না, শূদ্র উপযুক্ত দিগের অপরাধিদিগের পালন করিতেন এবং দিনা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রাণপণে গুরুসেবায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তৎকালে এখনকার মত লোক যথেচ্ছাচারের প্রাবল্য ছিল না। এখন যেমন বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য— অর্থোপার্জন এবং কুটুম্বপোষণ ও উদর পূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণ, পূর্বকালে সেইরূপ পরমার্থের উদ্দেশ্যেই পঠন পাঠনাদি হইত। তাঁহারা দৈব বর্ণাশ্রম অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা অর্জন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে অধিক ক্লেশ পাইতে হইত না, অনায়াসেই তাঁহাদের সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য যেন আপনা আপনি হইয়া যাইত। বর্ণ ও আশ্রম সকল যথাযথ ভাবে পালিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র দিগের মধ্যে যথেষ্ট একতা ও সৌহার্দ্দ ছিল। অভাব বলিয়া একটী জিনিষ ছিল না বলিলেও হয়। এই কালে তাঁহারা যে কেবল অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, প্রাকৃত বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রাকৃত বিজ্ঞানের কি উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা ভারত-গৌরব গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমানে যে প্রাকৃত বিজ্ঞানের চর্চা তাহা ঐ সকল ঋষিগণেরই উচ্ছিষ্ট, নব আবিষ্কার নহে।

এখন আর শিক্ষা দীক্ষাদি নিয়মে আবদ্ধ নাই, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল ম্লেচ্ছ সকলের সমান অধিকার, চণ্ডালও ব্রহ্ম সমান সম্মান পাইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া যথোচিত সম্মান করিবার পরিবর্তে তাঁহার প্রতি কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ম্লেচ্ছগণ অনন্ত বিদ্যার সাহায্যে বেদের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইউনিভার্সিটির বি,এ এম, এ ডিগ্রি লইয়া সকলেই নিজকে শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু এই প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত বিষয়ে আমাদের উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে বলিয়াছি একরূপ শিক্ষা বলা উচিত নহে কি? বিচার করিয়া আমরা পূর্বাপেক্ষা শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন্ বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছি, কিম্বা যদি অবনতি হয় তাহা হইলে, আমরা অর্থ উপার্জন করিয়া পরদের উপকার করিতে সমর্থ হইতেছি? যদি পরোপকারপ্রবৃত্তি জাগ্রত না হইল তবে তাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব কোথায়? আপনার অভাব ঘুচাইয়া ত পশু পক্ষীরাও থাকে।

আমরা বাল্য কালে কবিবর ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'শিক্ষা' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি, তিনি প্রবন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন, প্রত্যেক শিক্ষিতাভিমানীর এই প্রবন্ধটী আলোচনা করা উচিত। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার লিখিত শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটী কথা আলোচনা করিব এবং আপন আপন চরিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিব, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিবার যোগ্যতা কতটুকু অর্জন করিয়াছি।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"—কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অনাচারাদি দ্বারা শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে কি ঐহিক কি পারমার্থিক কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করা যায় না, মানব জীবন বৃথা হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক— এই তিন প্রকার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য পালন একপত্নী অবলম্বন প্রভৃতি যাবতীয় বিধি সেবা জীবের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক—ত্রিবিধ বিষয়ে উন্নতি সাধনের মূল।

আজকাল ব্রহ্মচর্য্য কথাটি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, শুধু নাম উঠিতেই বাকী। ফলে এখনকার লোকের শরীর স্বভাবতঃ দুর্বল, বাল্যকাল হইতে অসংযম অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়ায় স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়াছে, নানাবিধ রোগ আসিয়া সর্বদা আক্রমণ করিতেছে, জীবনী শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দৌর্বল্য নানা প্রকার অসৎ চিন্তা আসিয়া আত্মার উন্নতির পথ একেবারে রোধ করিয়া দিতেছে। আমরা এসকল দেখিয়াও দেখিতেছি না, কেবল পুস্তক পড়িতেছি ইহাই কি শিক্ষার পরিণাম?

মন শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ। সুতরাং মানসিক শিক্ষা শারীরিক শিক্ষাপেক্ষা আরও কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা বা জগতের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান লাভ আর মানসিক শিক্ষা দুইটী প্রায় এক জাতীয় হইলেও মানসিক শিক্ষার মধ্যে একটী অতিরিক্ত জিনিষ আছে, সেটী আত্মসংযম অভ্যাস। নিরবচ্ছিন্ন কোন এক বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বর্দ্ধিত সেই বিষয়ে পারদর্শিতা লাভে কিছু সহায় মনের সাধারণ শক্তির বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হয় এবং সেইরূপে পণ্ডিত মূর্খ বলিয়া এক শ্রেণীর বিচিত্র লোকের সৃষ্টি হয়। বর্তমান শিক্ষাভিমানিগণের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকই অধিক। প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শিবানন্দ তনয় কবিকর্ণপূর এই পণ্ডিত মূর্খদিগের চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—

অধ্যাপকাঃ ... বাদ্যাদিভ্রমবশে ... কূপমণ্ডূকাঃ ...

—অধ্যাপক শব্দ শাস্ত্রে নিপুণ এবং অভ্যাস বলে জাতি ... প্রভৃতি শব্দসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া যিনি যে পরিমাণে শব্দালঙ্কার করিতে পারেন তিনি সেই পণ্ডিত। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ইহারা পণ্ডিত মূর্খই হন। ইউনিভার্সিটির পাঠ্য পুস্তকগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ডিগ্রি লইলেও প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া যায় না। সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভের শক্তি বর্দ্ধন মানসিক শিক্ষার মূল লক্ষণ, উপযুক্ত গুরুগৃহে বাস না করিলে উহা কখন সম্ভবপর হয় না।

শারীরিক শিক্ষাই বলুন আর মানসিক শিক্ষাই বলুন কোন শিক্ষার ফলে জীবের বা জগতের কোন উপকারই হয় না যদি উহা ভগবৎপ্রেমবর্জিত হয়। বর্তমান শিক্ষার মধ্যে সকলই আছে, কিন্তু থাকিয়াও না থাকা, কেন না উহা ভগবৎপ্রেমবর্জিত। তাই আজ আমাদের দেশে শিক্ষার যত বিস্তার হইতেছে, যত বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে সেই পরিমাণে শারীরিক দৌর্বল্য মানসিক দৌর্বল্য সর্ববিধ নাশ বাড়িয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের বিবেচনায় বর্তমানে শিক্ষা বলিয়া যাহা চলিতেছে উহা প্রকৃত শিক্ষা নহে, কেবল প্রকার ভাষায় আমরা তাহা লাভ পাই। পূর্বকালের প্রণালীর আমরা প্রশংসা করিতে পারি, উহাই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা বিস্তার, কেন না তখন দেশের উন্নতি সাধন হইয়াছিল, শান্তি স্থাপন হইয়াছিল। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিষয়ের উন্নতি হইয়াছিল। বর্তমান শিক্ষাকে শিক্ষা বিস্তার না বলিয়া শিক্ষার অপব্যবহার বলা যায়। নাস্তিকতা পাপাচার ও নৈতিকচরিত্রহীনতা গুরুজনের অবমাননা এখন শিক্ষিত সমাজে অধিক দেখা যায়।

উপসংহারে আমরা একটী সার কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। শিক্ষাই বলুন আর যাহাই বলুন সকলের উদ্দেশ্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ। শিক্ষার পরিণাম একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সাধিতের সেবা, উহাই মনুষ্যদেহের চরম। ... অবিদ্যা মোচনরূপ ... পারিলেই সকলই বৃথা। ... কি ... করিয়াছেন ... কেন—

...

শ্রীঋতুদ্বীপে

অন্তর্জন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বাসুচরণ দাস বী, ভক্তিশাস্ত্রী)

ঋতুদ্বীপ নাম শুনে অনুপম
যাহে বসু অনু ঋতুলিখ।
ঋতুরাজ যেথা পরম্পর সাথে
গৌরকৃষ্ণে পূজিল ॥ ১
চম্পক-মল্লিকা, শ্রীরাধিকা-পদ
লভিয়া চম্পকমালা।
মনের আনন্দে শ্রীরাধা-গোবিন্দ
অর্চ্চন করে একেলা ॥ ২
শ্রীশ্রীগোবিন্দ সাজিয়া সাজিয়া
শ্রীচরণে ঠ পুঁজে।
কাহের প্রস্থ্যে শ্রীরাধা গোবিন্দে
অর্চ্চন কেবা প্রভু ॥ ৩
গৌরাঙ্গীয়ার ...
প্রীতি যৌবন হবে।
শিক্ষা দেন জীবে অর্চ্চন পদ্ধতি
আপনার করুণা করে ॥ ৪
তাই অর্চ্চ-প্রবীণে অর্চ্চন পদ্ধতি
সব জীবে শিখ হতে।
(প্রভুদেব) আহ্বান করে আনন্দেন মনে
অর্চ্চন-বাসাই দিতে ॥ ৫
কেউ বা জানেনা শ্রীরাধা গোবিন্দ
অর্চ্চন শিখেছে কে?
পুস্তক দেখিয়া মন্ত্র শিক্ষা করি
বিশুদ্ধ অর্চ্চন নয় ॥ ৬
এ কথার সাক্ষ্য এবিধ তাহারা
সবাই অর্চ্চন করে।
অনর্থ-নিবৃত্তি কভু নাহি হয়
(আবদ্ধ) সেবা-অপরাধে মরে ॥ ৭
কেহ বা প্রবল-উদর পুরিতে
অর্চ্চন ছলনা করি।
শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া
দিতেছে বদন ভরি ॥ ৮
এদের নাস্তিক্য দেখা অপরাধ
আপনি আসিয়া জুটে।
যম দূতা-বিধি কভু নাহি দিবে
জড়ভক্ত নিকটে ॥ ৯
এসব অজ্ঞান করিবারে দূর
গুরু ঋতুদ্বীপে ...
সাধারণ যারে অতুল বৈভবে
যুক্ত হইলা প্রভু।

[illegible] বিবৃতি প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

[illegible] ভাগবতম্

[illegible] চল্লিশ টাকা।

[illegible] ছাপা হইয়াছে,

[illegible] সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] প্রকাশ বা [illegible] গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ।৶০, [illegible] গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

[illegible] ১২৲, অগ্রিম [illegible]

[illegible] প্রকাশিত সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

[illegible] মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

[illegible] প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত [illegible] টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ [illegible] সংস্করণ [illegible] চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] সংখ্যা মাত্র [illegible] টাকা ভিক্ষায় দেওয়া [illegible] পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

[illegible] বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

[illegible] চৈতন্যভাগবত

[illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

[illegible] গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

[illegible] নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

[illegible]	[illegible]	"	৫৲
	/১০	"	/০
	[illegible]	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	"	[illegible]
[illegible] (সাধারণ কাগজ)	[illegible]	"	১৲
[illegible]	/০	"	৴১০
[illegible]	/০	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	"	৷০
[illegible]	[illegible]	"	৷০
[illegible]	[illegible]	"	৷০
[illegible]	[illegible]	"	১৲
[illegible]	[illegible]	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	"	/১০
[illegible]	[illegible]	"	/০
[illegible]	[illegible]	"	[illegible]

[illegible] হউন, পরে আর এ [illegible] না।

[illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

[illegible] উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের [illegible] সুযোগ [illegible] প্রকাশিত [illegible]

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি প্রভৃতি	৷০
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]
সাধন পথ (শ্রী[illegible]) [illegible]	৷০
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু প্রভৃতি	[illegible]
একত্রে [illegible] লইলে	৷০
গীতাবলী প্রভৃতি	[illegible]
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]
শরণাগতি প্রভৃতি	৴০
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:-

১। [illegible] নদীয়া।
২। [illegible] বর্দ্ধমান।
৩। [illegible] নদীয়া।
৪। [illegible] কলিকাতা।
৫। [illegible] পুরী।
৬। [illegible] কটক।
৭। [illegible] মেদিনীপুর।
৮। [illegible]
৯। [illegible] মথুরা [illegible]
১০। [illegible]
১১। [illegible]
১২। [illegible] ঢাকা।
১৩। [illegible]
১৪। [illegible] বর্দ্ধমান।
১৫। [illegible]
১৬। [illegible]
১৭। [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। [illegible]
২। [illegible]
[illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। [illegible] নবদ্বীপ।
৭। [illegible] ঢাকা।
৮। [illegible]

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]

[illegible] মহা যাতনা পাবে তুমি মনে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, [illegible] সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর [illegible] মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় [illegible] সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

[illegible] মানবের নিত্য কর্তব্য ও দৈনিক সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] সনাতন [illegible] প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার [illegible] সমাজ, [illegible] কি? [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটি দ্বীপ-[illegible]। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য [illegible] বিষয় [illegible] বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ২৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম ভ্রমণে ভাবুক ভ্রমণকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৸০ ? [illegible] সংস্করণ

শ্রীল গোস্বামী [illegible] শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করে যে সকল কথা [illegible], তাহা এই গ্রন্থে [illegible] ও প্রাঞ্জল [illegible] সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট [illegible] উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible] শ্রীভগবানের প্রতি [illegible] প্রার্থনা [illegible] এবং [illegible] প্রকারে [illegible] প্রার্থনা [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক —৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

[illegible] কল্যাণ [illegible] এবং [illegible] কল্যাণ [illegible] এই সকল [illegible] এই গীতির [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] শ্লোক-[illegible] প্রায় ৮২৪ পৃষ্ঠা [illegible] বাঁধাই ২৲ [illegible] কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০ [illegible] গ্রাহকপক্ষে ১৲

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible] চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের [illegible] শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় [illegible] পাইবেন। [illegible] শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত [illegible]। ইহার [illegible] প্রয়োজনীয় [illegible]। [illegible] মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

[illegible]

মদন [illegible]

[illegible]

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

[illegible] কোম্পানী [illegible]

[illegible] J. B. [illegible] & Co. [illegible]

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন-নবদ্বীপ) নদীয়া।

?র-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] এবং ব্যাকরণ শিক্ষা বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন [illegible] শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক— [illegible] শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible], সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক— পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের [illegible] দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] মাথাধরা, মাথা-ধরা, [illegible] প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে [illegible] একশিশি বেদনাঞ্জন [illegible] উপকার [illegible] মূল্য [illegible] মাত্র [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান— এ, সি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা [illegible]।

[illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

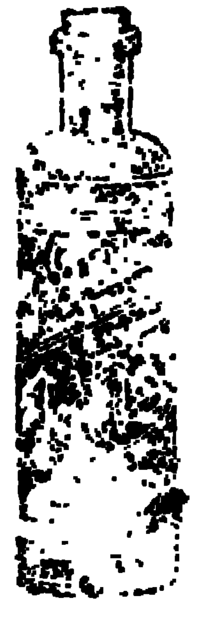

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] নাই সত্য, তথাপি যাহারা [illegible] উপায়ে [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া [illegible] এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, [illegible], বহুমূত্র, [illegible] প্রভৃতি রোগে [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, [illegible] সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক পিল্‌স্‌ ব্যবহার করিয়া [illegible] পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত [illegible] ব্যবহার [illegible] আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী [illegible] করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] মাত্র [illegible] টাকা মাত্র।

[illegible] এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] পোঃ কলিকাতা।

[illegible] করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্রঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] লিখিলে [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা [illegible] হয়। চিঠি পত্রাদি [illegible] গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪, টাকা

[illegible] শাস্ত্র [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

[illegible] মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩, টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী [illegible] প্রভৃতি [illegible] উপাদানে [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] মহৌষধ বা [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

ইহা [illegible] ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] [illegible] যায়। ইহা অপরিসীম [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) [illegible] প্রভৃতি [illegible] এই কোম্পানীর [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন [illegible] রাসায়নিক পরীক্ষায় [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

[illegible] "কামশাস্ত্র" [illegible] পাঠ করেন নাই, তিনি [illegible]। ইহা পাঠে উপকৃত হইয়া [illegible] প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, [illegible] "[illegible]" [illegible] কৌটার মূল্য ১, টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] ২১৬ নং [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

ইলেক্‌ট্রিক মেশিনে নিরবচ্ছিন্ন কাজ চলিতেছে

বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1344.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তস্থানে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [[illegible] সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে ফাল্গুন [illegible] ১১ই মার্চ ১৯৩৩

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড [illegible] পক্ষে ১৸০ গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪র্থ সংস্করণ, ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৬০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ৷০
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ ” ” ” আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-পাঠ ৷০
৯। [illegible] (মাঘ) ২৲
১০। [illegible] ৷০
১১। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীন-[illegible] ৶০
১৬ সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। [illegible] ৷
১৮। নবদ্বীপ [illegible] ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৬০
২১। [illegible] ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ [illegible]) ৵০
২৬ [illegible] ৷০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ৷০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি, প্রথম ভাগ ২৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী [illegible] ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (নিতাই, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি

বক্তা—বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

সকলেই যোগদান করুন

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণের মায়ার সেবকই অমঙ্গল-[illegible]।
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অন্যত্র প্রাকৃতত্বহেতু শুদ্ধভক্তি নাই

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত

ঠাকুর গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী মরকো বাঁধাই

চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২॥ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড, ভিক্ষা ১৲ একটাকা

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /০ আনা

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

সপ্তম সংস্করণ

ভিক্ষা /১০

শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা,

কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। বিলেতি বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১॥০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা

শ্রীমদ্ভাগবতের আবশ্যকতা

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা, ।০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

মদন মঞ্জরী

"শ্রীপুষ্প সরকারসিদ্ধ ঘৃত"

"প্রমথবিলাসিনী বটিকা"

মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

২২৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

জে, বি, দত্তের ডোবা সিদ্ধি আয়ুর্বেদীয় তৈল

J. B. Datta & Co.

শিল:—জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩১শে ফাল্গুন মঙ্গলবার—১৩৩৮

কোলদ্বীপ পরিক্রমা

গত ২৫শে ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে গৌরপীঠাভিমুখে অভিযান করেন। অন্যান্য বৎসর শ্রীগৌরজন্মবাসরের পূর্ব্ব দিবস হইতে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার শোভাযাত্রা কোলদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এ বৎসর শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী উদ্বোধন হওয়ায় পরিক্রমার যাত্রিগণ নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া [illegible] হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে ২৫শে ফাল্গুন রবিবার প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তৎপরদিবস প্রাতে কোলদ্বীপে অভিযান করেন।

পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন যে, এ বৎসরের যাত্রিসংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইয়াছে। নবদ্বীপপরিক্রমাকারী যাত্রী ব্যতীত শ্রীনবদ্বীপধামে বহু ব্যক্তি এবং কলিকাতা হইতে সমাগত বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক কোলদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদান করেন। বলা বাহুল্য, এই পরিক্রমায় ধ্বজ, নিশান, উড্ডীন, আশাসোঁটা, ভক্তিপথের প্রদর্শক, পতাকা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের বহু বহু বস্তু সজ্জিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য বারের পরিক্রমা হইতে এইবারকার পরিক্রমা নানাপ্রকার শোভায় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়াছে। বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র বর্ণের পট্টবস্ত্র দ্বারা বিমণ্ডিত এবং [illegible] স্বর্ণ ও রৌপ্য-খচিত ভক্ত পুষ্পের [illegible] বাহেবর শ্রীমন্মহাপ্রভু, মধ্যস্থলে ভক্তবৎসলোজ্জিয়াস [illegible] [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ ও অন্য [illegible] শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহ বিগ্রহ এবং শ্রীমন্মহী বিগ্রহ বিরাজিত ছিলেন। পুষ্পচন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, ধূপ প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে নিবিড় পরিপূর্ণ থাকিয়া শ্রীশ্রীভগবানের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। উভয় পার্শ্বে চামর ও ব্যজন দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের সেবকগণ শ্রীশ্রীভগবানের সেবা করিতেছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সেবকগণ [illegible] হইয়াছিলেন। [illegible] গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রীধাম মায়াপুর-[illegible] [illegible] ভক্তিপ্রচার; শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত

মুখোপাধ্যায়, আসামদেশীয় শ্রীযুক্ত [illegible] দেবশর্ম্মা প্রভৃতি মহদেবকগণ স্ব স্ব স্কন্ধে অনন্ত বহন করিয়া ক্রমাগত পরিক্রমা করিতেছিলেন। শ্রীভগবানের বিগ্রহের অগ্রভাগে রৌপ্যনির্ম্মিত দণ্ড, সোটা, শ্রীভগবানাঙ্কিত রৌপ্যের চক্র ও গদা, অগ্রভাগে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমায়াপুরের নামাঙ্কিত কারুকার্য্য-খচিত পতাকা, কারুকার্য্য-খচিত ছত্র, তাহার অগ্রে সমগ্র সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্রণী নিয়ামকরূপে [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] এবং [illegible] পথ পরিক্রমা [illegible] বিস্তীর্ণ পতাকা [illegible] [illegible] খচিত মখমল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত অশ্ব, বিভিন্নবর্ণের বেশ-পরিহিত বংশীবাদী বাদকগণ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। [illegible] রৌপ্য-নির্ম্মিত কারুকার্য্য-খচিত আবরণী বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিয়া শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন প্রদান করিতেছিল। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা প্রায় ৩ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত হইয়াছিল। পরিক্রমাকারিগণের মধ্যে [illegible] বৈষ্ণবী [illegible] শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের মহামহিমা [illegible] করিয়াছিল।

[illegible] একটি সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী রচনা করিয়া কোলদ্বীপাভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন। [illegible] সকল বাদ্যধ্বনি, [illegible] প্রভৃতি মিলাইয়া বায়ুমণ্ডল মুখরিত করিয়া বর্দ্ধন কীর্ত্তনানন্দে কোলদ্বীপাভিমুখে চলিতেছিলেন। ক্রমে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা [illegible] ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে বহু [illegible] পরিক্রমাকারি ব্রাহ্মণ নবদ্বীপের চড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাত্রীর সংখ্যা-[illegible] সঙ্কীর্ত্তন-পরিচালকগণের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নদী পার হইতে ৩ ঘণ্টা কাল উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে শান্তি-রক্ষার্থ বহু সশস্ত্র পুলিশ তাঁহাদের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী-সহিত উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকগণের বোধ হয় অবিদিত নাই যে, কেবল মাত্র এই কোলদ্বীপ-পরিক্রমা-কালেই শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবায় নিযুক্ত [illegible] একতা [illegible] অন্ধকারে সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অন্যান্য দ্বীপ-পরিক্রমার সময় সেরূপ কোন উৎপাত বা বিঘ্নের কারণ উপস্থিত হয় না। তাহার মাত্র জানা হইয়াছে যে, [illegible] শ্রীগৌর কোলদ্বীপের [illegible] অবস্থান করা [illegible] অপরাধ এবং অপরাধমুক্ত আত্মা গ্রহণ করিয়াছে।

তাহাদের বাড়াই কোলদ্বীপের অর্থ, যোগদানের একটি নিদর্শন মাত্র।

যাহা হউক সকলকিছু শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের কৃপায় অসংখ্য-পরিসর ভূমি বৈষ্ণবগণ বিপুল পরিক্রমা-বাহিনী লইয়া কোলদ্বীপ বিজয় করেন। পরিক্রমাকারিগণের পক্ষে সংবাদার্থ উচ্চ [illegible] অদ্ভুত রসবৈচিত্র্য হইলে পরিক্রমা [illegible] দীর্ঘ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। [illegible] [illegible] ঐকান্তিক বাদ্য এবং সংকীর্ত্তনের কলরবে মুখরিত নবদ্বীপ সহরের রাজপথের আকাশ বাতাস পরিপূরিত হইয়াছিল, কুলিয়া-নবদ্বীপ-বাসীর মধ্যে অনেকেই [illegible] বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহ এবং বৈষ্ণবগণের [illegible] সঙ্কীর্ত্তন মধুর [illegible] [illegible] [illegible] অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোন [illegible] বাংলা সকলে তাহারাই শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের বৈভব ও বিশ্ব-ভুবনের [illegible] দর্শন ও [illegible] হইয়া [illegible] আত্মগোপন করিতে সুকৌশলে [illegible] শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের [illegible] অবগত হইবার কণামাত্র পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

[illegible] শোভাযাত্রা নামক স্থান আসিয়া উপস্থিত হলে শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিপাদগণ কোলদ্বীপের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস পাঠ করেন।

[illegible] সংবাদপত্রে [illegible] তাহারা যে কত প্রকারের লোককে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিয়া বহু নিরপরাধের সর্ব্বনাশ সংঘটন করিবার চেষ্টা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন কোন অর্ব্বাচীন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি 'কোলদ্বীপ' শব্দের দ্বারা 'কোল' 'দ্বীপ' নামক অসভ্য জাতির বাসস্থান, কেহ বা 'কুলি' অর্থাৎ মুটে মজুরের বাসস্থান প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে লোককে জানাইয়া স্ব স্ব মূর্খতা ও ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই! কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব-মহাজন—যথা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, নবদ্বীপ শতক, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ [illegible] কোলদ্বীপ শব্দের উল্লেখ আছে। 'কোল' শব্দ [illegible] কোলদ্বীপাদি [illegible] সংস্কৃত [illegible] অভিধান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভিনব প্রদর্শন করিয়া 'কোল' শব্দ [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা [illegible] [illegible] কুলিয়া নবদ্বীপের পক্ষে একটি সম্ভব কথা, তাহা বিবেচ্য। অতএব 'কোল' এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ—বরাহ,—উহা নবদ্বীপ সহরের সম্মানিত

পরিক্রমণের সকলকে [illegible] দেখা উচিত। [illegible] পারিভ্রা-[illegible] [illegible] জানিবে। এই কোলদ্বীপের অভিজ্ঞতার প্রতি [illegible]

বলা যায়, কোলদ্বীপবাসী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যেন কেহ কেহ [illegible] একটি [illegible] সাধারণ সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] অসাচীনতার ফল, [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] পারে। [illegible] নাকি বলেন যে, শ্রীধাম নবদ্বীপ [illegible] যাত্রিগণ [illegible] [illegible] শ্রীধাম নবদ্বীপ [illegible] 'গোঁসাই' বা [illegible] শিক্ষা-সাধন-গুরুর নামে [illegible] উল্লেখ করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বীকার করেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

লোকের অজ্ঞতার সুযোগ [illegible] উত্তেজনা করিবার প্রয়াস এবং [illegible] [illegible] সংস্কারের উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] লক্ষিত হয় না।

যাহা হউক কোলদ্বীপবাসিগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ভাগ্যবান্ ও [illegible] তাঁহারা এই শ্রীধাম-পরিক্রমা দর্শন করিয়া এক বাক্যে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের জয় জয়কার ঘোষণা করিয়াছেন। অনেকেই বলিয়াছেন, বৎসরের মধ্যে এই একটা [illegible] [illegible] [illegible] কোলদ্বীপ পুনরায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুযোগ পাইয়াছেন। কোলদ্বীপ [illegible] [illegible] ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নিত্যকাল সঙ্গ অন্বেষণ করিয়া থাকে।

পাঁচকুমার ব [illegible] গোস্বামী [illegible] নবদ্বীপ ষ্টেশন রোড [illegible] নবদ্বীপ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আশ্রমে আসিয়া বিশ্রাম করেন। সেখানে শ্রীবিগ্রহের [illegible] [illegible] অন্তরঙ্গ সম্মান পূর্ব্বক [illegible] অভিমান করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিপ্রহরের সময় কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়াস কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক রেভারেণ্ড [illegible] জোহান্স সাহেবের সহিত দার্শনিক শিক্ষা বিষয়ে ইউরোপের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় মিউনিক ইউনিভারসিটী হইতে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকবর ডাক্তার থমাস্ ও [illegible] [illegible] বর্ত্তমান সুদার্শনিক [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত ভারতীয় দর্শন ও বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য অবগত হইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। ডাক্তার থমাস্ জেনিস্ [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক। তিনি [illegible] বিশেষতঃ ভারতের ধর্ম বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] ফিরিয়া যাইতে হইবে। তিনি স্বদেশে ফিরিবার সময় বর্ত্তমান দার্শনিক জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচনা প্রাপ্ত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন এবং অধ্যাপক রেভারেণ্ড জোহান্স মহোদয়ের নিকট হইতে প্রভুপাদের সংবাদ পান।

যখন ডাক্তার জোহান্স ও ডাক্তার [illegible] গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর-[illegible] [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible] কলিকাতায় দর্শন [illegible] [illegible] তাঁহারা অত্যন্ত [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] শ্রীধাম [illegible] [illegible] বিশেষ আশা ছিল, কিন্তু [illegible] ফিরিবে স্বদেশে পৌঁছিতে হইবে [illegible] তাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া প্রভুর [illegible] দর্শন করিতে পারেন নাই। ডাঃ থমাস্ [illegible] অনেকক্ষণ যাবৎ গৌড়ীয় মঠে ছিলেন এবং গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের সহিত গৌড়ীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলায় অভাব দৈন্য ও আগ্রহ-সহকারে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সহিত গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দকে তাঁহার স্বদেশে আমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানীতে তাঁহাদের যে সাম্প্রদায়িক প্রধান কেন্দ্র আছে, সেই স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য যদি তাঁহার সকল জন অনুগত সেবককে লইয়াও যান, তাহা হইলেও জার্ম্মানির সেই ধর্ম্মসম্প্রদায় সাদরে গৌড়ীয়মঠকে বাসস্থান এবং গৌড়ীয় ধর্ম্মের কথা প্রচারের জন্য যথাসাধ্য সুবিধা করিয়া দিবেন।

বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন ও ভক্তধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে গৌড়ীয় মঠের নানারূপ চেষ্টা ও প্রণালীর কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হন এবং এই বিষয়ে আলোচনা কালক্রমে করিতে তিনি ডাঃ কেনেডি প্রমুখ লেখকদিগের একদেশ-দর্শিতার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত অধ্যাপক ডাঃ ফ্রমের সাক্ষাৎ না হওয়ায় তিনি আন্তরিক দুঃখ জানান এবং প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে অভিবাদনাদি জ্ঞাপন করেন। মহাত্মা যীশুর বাক্যাবলী ও তাঁহার জীবনের সহিত সর্ব্বাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি গৌরসুন্দরের শিক্ষার মধ্যে আনুষঙ্গিক ভাবে মহাত্মা যীশুর সমস্ত শিক্ষাবাক্যই অনুস্যূত রহিয়াছে, জানিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং পাদুকা, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত দূর হইতে শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করেন। অধ্যাপক ডাঃ থমাস বলেন, এইবারই প্রথম তাঁহার ভারতে আগমন হইয়াছে। ভারত হইতে বিদায়ের শেষদিনে তিনি ভারতের একটী সজীব প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচার-প্রণালী যেরূপভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গেলেন, তাহাতে ভারতের প্রতি তাঁহার ধারণা মহামহীয়ান হইয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার যদি কখনও আবার এই পুণ্যভূমি ভারতে আগমন করিবার ভাগ্য ঘটে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই পুণ্য ভূমির মধ্যে পুণ্যতম প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠে আগমন করিবেন। তাঁহাকে দ্রুত স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে, নতুবা গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে তাঁহার অনেক দার্শনিকতত্ত্ব শ্রবণ করিবার পিপাসা ছিল। তিনি যাইবার সময় একটী মেমোরেণ্ডামে প্রভুপাদকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া যান—

টু দিস্ কোলিজেস্

বাই ইন্‌টিউইটি ইউ [illegible] টু সে এ ডিফিকাল্ট ইন্ ইউরোপ। ইট স্যাল বি ভেরিবাকড টু আওয়ার সোসাইটী।

ইওরস্ পি, থমাস্ জন্

ও, এস, বি,

২৭-২-৩০

শ্রীকোলদ্বীপে

পাদসেবন রীতি

গঙ্গার পূর্ব্ব ভাগে মায়াপুর নাম।
পশ্চিম তীরেতে শোভে কোলদ্বীপ নাম ॥১
যবে প্রভু অবতীর্ণ নাম মায়াপুরে।
স্মৃতির পণ্ডিত সব এথা বাস করে ॥২
চাপাল গোপাল নাম বিপ্র অপরাধী।
সার্ব্ব অভিমানে মাতি মানে নিজ-বিধি ॥৩
ভাগবত-অধ্যাপনা বেদান্ত করে
“শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি’ মরে” ॥৪
পরম করুণ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর
অপরাধ খণ্ডি’ সবে করেন কিঙ্কর ॥৫
অপরাধ ভঞ্জনের পাট এথা হয়।
সর্ব্বাপরাধ ত্যজিয়া চরণ সেবয় ॥৬
ভাগবত ব্যবসায় আর চেষ্ট-কথা।
মহা-অপরাধ বলি’ ঘোষয়ে সর্ব্বথা ॥৭
তাঁহাদের অপরাধ এথা এ’লে যায়।
আর যদি মাতি করে পাদ-সেবা পায় ॥৮
পাদ-সেবা-যোগ্য সবে এই শিক্ষা দিতে।
এসেছেন গুরুদেব এ কোলদ্বীপেতে ॥৯
শ্রীগৌরকিশোরবর এথায় থাকিয়া।
শিক্ষা দেন পাদ-সেবা জীবের লাগিয়া ॥১০
এইতো সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রকাশ।
যাঁহার সেবনে হয় অবিদ্যা বিনাশ ॥১১
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ প্রভু।
তাঁহার চরণ যেন না পাসরি কভু ॥১২
নিরপরাধে যে লবে শুদ্ধ কৃষ্ণনাম।
অনায়াসে পাদ সেবি’ লবে এই ধাম ॥১৩
অতএব এথায় বাস গৌরব লাগিয়া।
ভাগবত শাস্ত্র ইহা যান ফুকারিয়া ॥১৪

নামে-রুচি

নামে রুচি-বিশিষ্ট হওয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের সার। নামই সাধ্য ও সাধন, কলিকালে নামগ্রহণ ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম নাই। কলিকালে ভারতভূমিতে মনুষ্য জন্ম পাইয়াও যাঁহারা নামে-রুচি-বিশিষ্ট হইলেন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই শোচ্য, তবে শ্রীনাম বলিতে আজকাল বাজারে যাহা চলিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট, তত্ত্বদিগের একমাত্র উপাস্য বস্তু শ্রীনাম নহে। একপাটি আর পড়িয়া সংকীর্ত্তন কুল ও আচার্য্য লীলাভিনয়কারী জাতি-গোস্বামী এবং তদনুগত নিবার্দ্ধ বুদ্ধিগত উক্তি পণ্ডিতেরা কেন না। তাঁহারা শ্রীনামের স্বরূপতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া অর্থবাদের ভাব উদ্দিষ্ট ভাবে নামোচ্চারণ করিতে করিতে মুখে রুচি হইবে এরূপ ধারণা করিয়া থাকেন। শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণ যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের মোটেই জানা নাই, নামাপরাধকেই নাম মনে করেন, কিন্তু এই প্রকার নামগ্রহণ নিরন্তর হইলেও আমরা তাহাকে নামে-রুচি বলিব না কেন না এইরূপ নামগ্রহণের ফল—

কোটি জন্ম করে যদি নাম-সংকীর্ত্তন।
তবু ত’ না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥

শ্রীনাম বিশুদ্ধ-চিন্ময়-রস-বিগ্রহ, তাঁহা শব্দমাত্র নহেন, অতএব—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নাম, রূপ, গুণ, লীলা জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় নহে, সুকৃতি সম্পন্ন জীবের সদ্‌গুরু-কৃপায় সেবাপর বুদ্ধির উদয় হইলে শ্রীনাম স্বতঃ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের জিহ্বায় উচ্চারিত হন। বৈষ্ণবদিগের অনুকরণে নিরামিষ ভোজন, একাদশ্যাদি-ব্রত-পালন, শাস্ত্রে অভিজ্ঞান, হবিষ্যান্ন-গ্রহণ, ত্রিসন্ধ্যা স্নান প্রভৃতি সদাচার পালন বা সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন বাস হরিনামগ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করে না, বরং ঐ সকল অনেক সময় আমাদের হরিনামগ্রহণের বাধক হইয়া পড়ে। সেবোন্মুখ কথাটী নাম-ভজন-প্রয়াসীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা চাই। সেবা কথাটীর অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণনাম কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণ ও তৎসম্বন্ধি-বস্তু জড়েন্দ্রিয়ের অতীত, চতুর্দ্দশভুবনের বস্তু অধোক্ষজ তত্ত্ব। মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-সাহায্যে বাহ্য স্থূল জগতের জ্ঞান-সংগ্রহ করে এবং তাহা লইয়াই কল্পনা বিচারণা করে, এই স্থূল কখনই অধোক্ষজ বস্তুর ধারণা করিতে সমর্থ নহে, মন যাহা স্থির করে, যাহা জ্ঞান, ধারণা গ্রহণ করে, তাহা নিশ্চয়ই অধোক্ষজ নহে। অতএব মনোধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরু সন্নিধানে মন্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা। মনোধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে শ্রীনাম-সেবার অধিকার হয় না। মনোধর্ম্মীর নামোচ্চারণ নামাপরাধ, নাম নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শ্রীল ব্যাসদেব বলিয়াছেন, ‘সুহৃদি বং

স্বরূপ'—এই কথাটি যেন আমাদের মনে থাকে। নিজ বুদ্ধি-বলে জ্ঞান-বলে অধোক্ষজ-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমাদের কথা কি, ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতারাও ঘোর ভ্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৩, অধ্যায়ে ব্রহ্ম-বিমোহন প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে আদিগুরু ব্রহ্মাও কৃষ্ণতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া মোহিত হইয়া অবশেষে কৃষ্ণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন এবং কৃষ্ণ-কৃপায় বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করেন। গুরু-পরম্পরাক্রমে যেই বিশুদ্ধ-জ্ঞান সংসম্প্রদায়স্থিত শিষ্য-বর্গের লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত দীক্ষা-লাভ।

আদি গুরু ব্রহ্মার উপদেশ—জীব সমূহ কেহ কেহ ভোগময় কর্ম্মকাণ্ডে অধিক রুচি বিশিষ্ট হওয়ায় স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালন এবং কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ প্রভৃতি দ্বারা আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহাও জীবের স্বধর্ম্ম নহে, আবার কেহ কেহ ত্যাগ-মার্গাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারাও অধোক্ষজ আপনার উপাসনা হয় না, কেননা ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই জড় জগতের অন্তর্গত গুণের কার্য্য এবং জড় দেহ মনের সাহায্য মাত্র। আপনি নির্গুণ, আপনার উপাসনা ভোগ বা ত্যাগ-মার্গে হইবে কিরূপে? তবে উপায় কি?

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং
স্থানে-স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্মনোভিঃ
যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রি-
লোক্যাম্॥

জাগতিক জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, মানসিক জ্ঞান—সব দূরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগতি-সহকারে 'কায়মনোবাক্যে ভক্তমুখ-নিঃসৃত বাক্য' শ্রবণ করিতে করিতে যাঁহারা জীবন ধারণ করেন, হে অজিত! আপনি তাঁহাদের নিকট পরাজিত হইলেও তাঁহাদের 'কর্তৃত্ব' স্বীকৃত হন।

আদিগুরু ব্রহ্মার উপদেশে বুঝা যায় শ্রীনাম-সেবা করিবার পূর্ব্বে সদ্গুরু-সন্নিধানে অবস্থান পূর্ব্বক সেবার কথা শ্রবণ করিলে কেহই সেবা করিতে পারিবেন না। নাম-গ্রহণ আকাশ-কুসুমের স্থায় বুঝা হয়, যাঁহার যে পরিমাণে শ্রবণ শুদ্ধ হইয়াছে তাঁহার সেই পরিমাণে শ্রীনাম-সেবা অধিকার। সদ্গুরু-সন্নিধানে শ্রবণ করে নাই এরূপ ব্যক্তির নাম-গ্রহণ কখন বিশুদ্ধ নহে।

এই সিদ্ধান্ত বাক্যে—গুরু-সনাতন-বাক্যে সকলের বিবাদ নাই, উহারা পূর্ব্বপক্ষ করেন, আমাদের গৌরাঙ্গের আচার্য্য যাহা উদাহৃত হইলেই হইল, আমাদিগের ভাবার সাক্ষী। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রদর্শন করিয়াছেন।

যাঁহারা মনে করেন গুরু-কৃপা ব্যতীত নামসেবাধিকার লাভ করা যায়, তাঁহারা দশপ্রকার নামাপরাধের অন্তর্গত গুর্ব্বজ্ঞা অপরাধে অপরাধী। অজামিলের নামাভাস হইয়াছিল, তাহার ফলে তিনি বিষয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া গুরু-সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ গুরুকৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীনাম-সেবা বা প্রেম-লাভ করিতে পারে না। ভজন-প্রয়াসীর শ্রীনাম ও নামাভাস এবং নামাপরাধ বিচার একান্ত কর্ত্তব্য। সদ্গুরু-চরণাশ্রয়াভাবে 'সাধবঃ সদাচারা—সন্তঃ সাধবো বহবো নামগ্রাহকোঽপি সংসারমেব প্রাপ্নুবন্তি'—এই মহাজন-বাক্যানুসারে স্ব স্ব গণ বহুনামগ্রহণ ও সদাচার পালন করিয়াও নরকের দ্বার-স্বরূপ সংসার লাভ করেন। তাঁহাদের বহু নামগ্রহণ নামে রুচির পরিচয় নহে।

প্রেমপ্রদীপ

ষষ্ঠ প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ সংখ্যার পর)

বাবাজী কহিলেন, নরেন বাবু! যদি কৃষ্ণই পরিত্যক্ত হন, তবে বৈষ্ণব ধর্ম্মে আর কি গৌরব থাকিল। একেশ্বরবাদ ধর্ম্মে অনেক আছে। কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্ম রস নাই, যেহেতু তাহাতে পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ নাই। সাধন কার্য্যে তিনটী বিষয় অর্থাৎ সাধক, সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব। ভক্তি-সাধনকার্য্যে ভক্তির সাধক, সাধন ও সাধ্য তিনেরই যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। পরমার্থ-চেষ্টায় সাধন কার্য্যের তিনটী বিভাগ আছে। কর্ম্ম সাধন, জ্ঞান সাধন ও ভক্তি সাধন। কর্ম্ম সাধনে সাধক অত্যন্ত ফলকামী বা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। ইহাতে কর্ম্মই সাধন। নিষ্কাম বা সকাম হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। ইহাতে সাধ্য পরমেশ্বর বা সর্ব্বফলদাতা পুরুষ। জ্ঞান সাধনে সাধক চিন্তাশীল, সাধনা চিন্তা, ও সাধ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ কেবল চিন্মাত্র লক্ষ্য বস্তু। ভক্তি সাধনে সাধক শ্রীতিময় ও সাধ্যবস্তু ভগবান্। যে সাধকের যে পথে রুচি, সেই পথে তাহার অধিকার। আমরা ভক্তির সাধক অতএব পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সহিত আমাদের কোন কার্য্য নাই। ভগবানের সহিত আমাদের কার্য্য। ইহাতে এরূপ বুঝিবে না যে পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান্—ইহারা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব। সাধ্য বস্তু এক তত্ত্ব কেবল সাধনা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পান। ইহাতে এরূপও বলিবে না যে ভগবানের নানা অবস্থা আছে। ভগবত্তত্ত্ব একই পদার্থ ও স্বতঃ অখণ্ড। কিন্তু সাধকের অর্থাৎ সাধকের অধিকার-ভেদে ভিন্ন প্রকাশবিশিষ্ট। আপনি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিলেই এই কথাটী বুঝিতে পারিবেন।

নরেন বাবু কহিলেন, বাবাজী মহাশয় এই কথাটী আর একটু স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমি কিছু কিছু বুঝিতেছি বটে, কিন্তু শেষে গোলযোগ হইতেছে।

বাবাজী কহিলেন, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান্ ইঁহারা একই বস্তুর বিবিধ ভাব মাত্র। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকর্ত্তা, সমস্ত জীবের নিয়ন্তা, শক্তিরূপা পরাৎপর ভাবকে পরমাত্মা বলা যায়। পরমাত্মা ও পরমেশ্বর একই ভাব। জীবের জড় বুদ্ধি হইলেই পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। সমস্ত জগতের অতীত কোন অনির্ব্বচনীয় ভাবকে ব্রহ্ম বলা যায়। ব্রহ্ম বিশেষ হীন এবং অবস্থা-বিহীন। অথচ সমস্তই ব্রহ্মান্তর্গত। ইহাই জীবের দ্বিতীয় অধিকারের ভাব। জীব ও জড় হইতে পৃথক্ স্বরূপাবস্থিত সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্য কার্য্য সম্পাদক কোন ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা রূপ পুরুষকে ভগবান্ বলা যায়। তাঁহার শক্তি পরমাত্মা রূপে জগৎ সৃষ্টি ও ব্রহ্মরূপে সমস্ত জীব জগৎ এবং তিনি স্বয়ং বিজ্ঞান ও লীলাবিশিষ্ট।

নরেন বাবু বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমি আপনার সকল একণে উত্তমরূপে অনুভব করিয়াছি। বোধ হইতেছে যে, এটী একটী সত্য—কেবল তর্কের সন্তান নহে। আমি অদ্য পরমানন্দ লাভ করিলাম। বৈষ্ণবধর্ম্ম বড়ই উদার সকল সম্প্রদায়ের মস্তকে ক্রোড় করিয়া স্বয়ং অধিকতর জ্ঞানালোকে শোভা পাইতেছে।

আনন্দ বাবু কহিলেন, নরেন বাবু! বাবাজীর অমৃত নিঃসৃত হইতে থাকুক। আমি তাহা কর্ণ কুহরে যত পান করিতেছি, ততই যেন কি-একটী আনন্দ আসিয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছে।

নরেন বাবু কহিলেন, অদ্য হইতে পরমাত্মা ও ব্রহ্ম নিকট বিদায় লইলাম, ভগবানই আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব হইলেন। ভাল, ভগবান্ কবে সন্তুষ্ট হন।

বাবাজী কহিলেন, আর কথা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভগবান্ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়। অতএব ভগবৎ সাধকেরা দ্বিবিধ। কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যবান্ ভগবানকে ভজনা করেন, কেহ কেহ মাধুর্য্যময় ভগবানকে প্রীতি করেন। নরেন বাবু আপনি কি প্রকার সাধক হইতে ভাল বাসেন।

নরেন বাবু কহিলেন, আমার একণে চিত্ত [illegible]

চূড়া করিলে তাঁহার [illegible] পারিবে? কিন্তু [illegible] যেন আমার চিত্ত [illegible] আমি কিছু [illegible]

বাবাজী কহিলেন, [illegible] উভয় স্বভাবেই ভগবৎ [illegible] উৎকৃষ্ট হইলে সমস্ত [illegible]

নরেন বাবু [illegible] কহিলেন [illegible]

বাবাজী কহিলেন [illegible] বিশ্ব কৃষ্ণচন্দ্র। [illegible] বুদ্ধি [illegible] এসমুদায় [illegible] প্রভু বিচারিত হইয়াছে [illegible] রুদ্র-বিশিষ্ট মাধুর্য্য [illegible] সংশয়ে তিনি সমাক [illegible]

যোগী বাবাজীর বাক্য [illegible] পারেন না। নরেন বাবু [illegible] উভয় স্বর একটু [illegible] করিয়া বলিলেন, যথা হইতে আমরা কৃষ্ণদাস হইলাম। মুসলমানী [illegible] কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের হৃদয়ে [illegible] হইলেন।

বাবাজী কহিলেন যে, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর মাধুর্য্য ভজনের [illegible] ঈশ্বরভক্তগণ কি নির্জ্জনে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-সম্প্রদায় [illegible] ভগবান্ যদি কৃষ্ণ না হইতেন, [illegible] আমাদের সর্ব্বস্ব, [illegible] রমণ মধুর রূপ আমরা [illegible] করিতে পারিতাম

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু [illegible] চরণরেণু মস্তকে লইয়া কৃতকৃতার্থ [illegible] বলিলেন, অদ্য হইতে আপনি আমাদিগকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শিক্ষা দেন।

মল্লিক মহাশয় সকলের [illegible] বড়ই আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, [illegible] বুঝিবে ভক্তদের পক্ষে ইহা কি নয়

বাবাজী কহিলেন, [illegible] ইংরাজী বিদ্যা অনেক [illegible] বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাব নাই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ [illegible]

বাবাজীর অনুমতি-ক্রমে একজন [illegible] আনয়ন করিলেন। ঐ গ্রন্থ [illegible] বাবু ও নরেন বাবু একটী কুটীরে [illegible] পাঠ করিতে লাগিলেন [illegible] যে সন্দেহ হয় বাবাজীর নিকট [illegible] লন। আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু প্রায় [illegible] করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থ [illegible] হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ কুটীর বাহিরে যাইবেন না।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২[illegible] পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

[illegible] খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] [illegible] প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় [illegible] গ্রাহক পক্ষে [illegible]। [illegible] টাকা ১২, অগ্রিম [illegible] [illegible]

[illegible] একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

[illegible] মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

[illegible] প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible], [illegible], ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল। [illegible] কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ [illegible] পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, [illegible] এক্ষণে উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, [illegible] গ্রন্থের পর সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া [illegible] সত্বর গ্রহণ করুন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যবিৎ

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

[illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

[illegible] প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

[illegible] নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

[illegible] বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০,	স্থলে	৫
[illegible]	⁄১০	„	⁄০
[illegible]	২,	„	১৷০
[illegible]	২,	„	১৷০
[illegible] (চক্রবর্তী) বাঁধাই	২,	„	১৷০
[illegible] বাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১৷০	„	১,
[illegible]	⁄০	„	⁄১০
[illegible]	⁄০	„	৴১০
[illegible] (বাঁধা)	৸০	„	৷০
[illegible]	৸০	„	৷০
[illegible] শিক্ষা	৸০	„	৷০
[illegible]	১৷০	„	১,
[illegible]	২৷০	„	১৷০
[illegible] প্রমাণখণ্ড	৶০	„	⁄১০
[illegible] পরিক্রমা	৶০	„	⁄০
[illegible]	২,	„	১৷০

[illegible] সত্বর হউন, পরে আর এ [illegible] পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার জন্য সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অত্যল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১০
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶০

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রের মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি
শ্রীপরমহংস মঠ—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নং [illegible] রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীমধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড, নিউদিল্লি।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তির—[illegible], [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি. মুখার্জ্জি—এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible] প্রেস, [illegible], ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible], [illegible], ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ. এ.[illegible] এম, [illegible]

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

স্যারফ্যালেন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশিতেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২।৪টের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে ভয়ে— ভাবেন কেন? সুতরাং ॥০ শিশির স্যারফ্যালেন একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্স্ লেন, কলিকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক প্রণোক্ত বৈদ্যক উপাদানে খাঁটি কাঁচা তিলতৈলে মৃগনাভি, অম্বরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, কস্তুরী, বেল, প্রভৃতি মূল্যবান মহাকপাইভ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা ব্যবহারে উহার অনুতাপক গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সকলপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জরায়ুজনিত ধাতুর দৌর্ব্বল্য, অম্ল, অজীর্ণ ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, শিরঃশূল, বায়ুক, বহুমূত্র, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, অন্যান্য এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও আরোগ্যকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

সাবধান, এখন একরূপ নকলকারী ঠাকা তৈল বে, পাওয়া যায়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয় করিবেন, শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় ঠকবাজ দোকানদার কাঁচা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই পূর্ণ লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

... বিভিন্ন ... ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ... কার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে ... সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-... সাংখ্যরত্ন, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ...

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ... কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

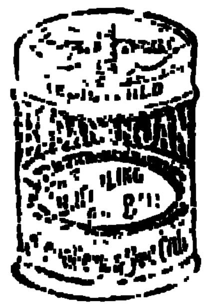

... বেদনাঞ্জন ...

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

... কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে ... প্রস্তুত হয়। ... রোগের বিবরণ জানাইলে ... গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(... স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

... প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

... আমলকী, ... প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে ... প্রস্তুত। ... মহৌষধ। ...

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

... সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম ... রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

... মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

... বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) বসান হয়। ... এই কোম্পানীর দ্বারা ... করিয়াছেন। ... বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

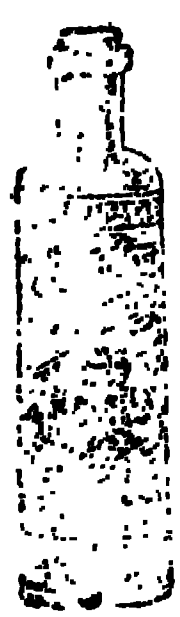

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি ... ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া ... এক মাসের ব্যবহারোপযোগী ... ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

..., কলিকাতা।

বিজ্ঞাপিত কেন?

...

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

... শ্রীকৃষ্ণকান্ত ... ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ২৮শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৬ ১২ই মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	।/০	১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৴০
২।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ)	৫৲	১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	।/০	১৮।	নবদ্বীপ [illegible]-গ্রন্থমালা	৸০
৪।	গৌড়ীয়-[illegible]		১৯।	[illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা	৵০
৫।	[illegible]	৷০	২০।	শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	।০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২১।	[illegible]-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	।০
	" " " আবাঁধা	৸০	২২।	শ্রীনবদ্বীপ[illegible]	।০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷০	২৩।	শ্রীগোদ্রুম[illegible] পরিক্রমা দর্পণ	।০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷০	২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, [illegible] নবদ্বীপশতক, [illegible] মোট	।৵০
	গীতার কেবল মূল-ভাষ্য	৷০	২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible]	৵০
৯।	[illegible] (মূল)	২৲	২৬।	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	[illegible] (মায়াবাদীর)	৷০	২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
১১।	বৈষ্ণব[illegible]	২৲	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি ([illegible])	১৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸/০	৩১।	[illegible]	।০
১৫।	[illegible]	৵০	৩২।	[illegible]	৸০
			৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদ

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয় - শুদ্ধভক্তি ও [illegible]ভক্তি

বক্তা - বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

সকলেই যোগদান করুন

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—মায়াধীন ত্যাগী।
[illegible] মুক্তিই ত্যাগীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান - মায়াধীন পন্থা।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
[illegible] মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রদ।
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অন্যত্র প্রাকৃতরাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
অমৃত গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই
অলঙ্কৃত। নূতন সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

ধর্মাচরণ, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও ব্যবস্থা সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপময়। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—পরিক্রমার বিধি ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে অলঙ্কৃত রূপে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

... উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপ ... কি প্রকার ভাবের উদ্ভাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে ... সংস্করণ। ভিক্ষা ... আনা।

শ্রীপ্রেমপ্রদীপ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল ... রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি ... এই গ্রন্থে ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ... উপদেশ ... হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
ষষ্ঠম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুগত্য লইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেদনই প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্চ্চনপদ্ধতি—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞতার নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি অজ্ঞেরকে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৬২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (শব্দকোষকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবপার্ষদ ও শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় বাক্যসমূহে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহার বঙ্গানুবাদ অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইন্ট ৸৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস - ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মেডিক্যাল

মদন মঞ্জরী

ধাতুর দর্ব্বলতা ও বাধুর্দোষ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, মাথাধরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহার দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"

স্তম্ভনশক্তি বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৪ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদী, কেশরঞ্জী, ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোলা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ অসমর্থ কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, হাইড্রোক্লোর কুইনাইন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই ফেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৮ হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ... মূল্য ২৲, ... ইণ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং ... ল্যাবরেটরী ... রোড, বাগবাজার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮শে ফাল্গুন বুধবার—১৩৩৮

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ১৫শে ফাল্গুন রবিবার কোলদ্বীপ-পরিক্রমার পর পরিক্রমাকারি-ভক্তগণ ঋতুদ্বীপান্তর্গত চম্পহট্টগ্রামের শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মঠে উপস্থিত হন। যেস্থানে একদিন গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথ তাঁহার অভীষ্ট দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিতেন, যেস্থানে জয়দেব কবি মধুর-কোমলকান্তপদাবলীর দ্বারা রাধাগোবিন্দের স্তব-সেবা এবং চম্পককুসুম কাঞ্চনবর্ণ গৌরহরির আরাধনা করিতেন, যেস্থানে আজিও দ্বিজ বাণীনাথের সেবিত গৌরগদাধর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিপ্রলম্ভলীলা পরিপুষ্টির দিব্য প্রচার করিয়া সম্ভোগ-মদ-মত্ত জগৎকে গৌর-গদাধর-সেবায় অনুপ্রাণিত রাখিয়াছে, সেই চম্পহট্ট নগরে পরিক্রমাকারিগণ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ ও ভগবৎকীর্ত্তনাদিতে যোগদান করিয়া রাত্রিযাপন করেন।

তৎপরদিবস সোমবার প্রাতঃকালে 'বিদ্যা-স্বামি' মৈথিলের বিদ্যাপতির নিবাস-ক্ষেত্র ঋতুদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগরে অভিগমন করেন। এই বিদ্যানগর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থান। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রথমে অপরা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতি গৌরহরি তাঁহার সঙ্গবিধ লীলায় বিদ্যাবধূজীবন অপ্রাকৃত শ্রীনামের মাহাত্ম্য স্থাপনপূর্ব্বক পরা বিদ্যাই জীবের কাম্য—জানাইবার জন্য বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে স্থাপন করেন। নীলাচল-লীলায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা পরা বিদ্যার মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। এই বিদ্যানগরে মহাবিদ্যাও পরা বিদ্যার পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এই স্থানে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি ও ভক্তির পরিচারকরূপে অবস্থান করে। এখানে পরা বিদ্যাই সম্রাজ্ঞী। অপরা বিদ্যা ও অপরা জ্ঞান-যোগাদি সেই পরা বিদ্যার অনুগত আজ্ঞাবাহক। এইরূপ বিদ্যানগরে নবদ্বীপ-পরিক্রমাকারি-ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকসম্প্রদায়ের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ এবং বিদ্যাপতি গৌরসুন্দরের লীলাবিলাস-ক্ষেত্রসমূহ দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

বিদ্যানগর হইতে পরিক্রমার সম্প্রদায় পুনরায় চম্পহট্টে আসিয়া বিশ্রামাদি করেন এবং অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীমুখে হরিকথা প্রভৃতি শ্রবণ করেন। শ্রীগৌর-গদাধরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মহাপ্রভুর লীলা-বিষয়ক দীপালোচনা করেন।

মঙ্গলবার (১৭শে ফাল্গুন) প্রাতঃকালে পরিক্রমা সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপে উপনীত হন। পথে [illegible] আদি কবি ঠাকুর বৃন্দাবনের পূর্ব্ব লীলাভূমি দর্শন, তথাকার মহাসমারোহে নাম এবং আদি কবির গুণ-মহিমা শ্রবণ, তথা গৌরপার্ষদ শ্রীমুরারি ও বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ ও স্থান দর্শন, বন্দনাদি করিয়া মোদদ্রুমচত্বরে বিশ্রাম করেন। হরিবাসর-দিবস হরিকথায় দিবাযামিনী যাপন করিয়া তৎপর প্রাতঃকালে মোদদ্রুম হইতে নবদ্বীপ-পরিক্রমার বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-বাহিনী নবদ্বীপে [illegible] জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা ও জহ্নুস্থানের মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পরিক্রমার প্রত্যাবর্ত্তনের দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য কলিকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব দিবস হইতেই শ্রীমায়াপুরে সমবেত হইয়াছেন। অদ্য শ্রীযোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে বিরাট জনতা পরিলক্ষিত হইতেছে। আগামী কল্য ও তৎপর দিবস ফাল্গুনীপূর্ণিমা গৌরজন্মোৎসব-দিবস এই জনতা বিপুল হইতে বিপুলতর হইয়া সমগ্র শ্রীধামে পরিব্যাপ্ত হইবে। এত [illegible] উপলক্ষে ভারত ও ভারত-বহির্ভূত অসংখ্য নরনারী শ্রীধামে সম্মিলিত হইবেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-ভূমিতে শ্রীচৈতন্যের জন্মযাত্রা দেখিবার জন্য এবং শ্রীচৈতন্যজনের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কথা শ্রবণের জন্য কাহার না হৃদয় নাচিয়া উঠে! আমরা বিশ্ববাসীকে এই পুণ্যতম তীর্থে—পুণ্যতম ক্ষেত্রে—পুণ্যতম বাসরে—পুণ্যতম মুহূর্ত্তে—পুণ্যতম ভক্তগণের সঙ্গে মহানন্দে দিন-যাপন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

জীবে দয়ার আদর্শ

'জীবে দয়া' শব্দ গৌড়ীয়, নদীয়া প্রকাশে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভু ও [illegible] আমাদিগকে [illegible] শিক্ষা দিয়াছেন এবং ভগবান্ [illegible] আশ্রয়-জাতীয় [illegible] আচরণ করিয়া সকল জীবকে জীবে দয়ার কথা, বৈষ্ণব সেবার শিক্ষা দিয়াছেন—ইহা সকলেই অবগত আছেন, তথাপি আমরা কথাটি স্মৃতি [illegible] জাগরূক রাখিবার জন্য পুনরায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। [illegible] শ্রীগুরুদেব প্রকটলীলায় জীবে দয়ার আদর্শ যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে [illegible] মহাজন-কৃপার নানাপ্রকার মধ্যে উপস্থিত হয় এবং ঐরূপ আচরণ [illegible] [illegible] এই কথাটি—এইরূপ কথা, বলিয়া রাখিলে লোকের মনে সংশয় উৎপন্ন করে। [illegible] অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের অর্থ বুঝিতে [illegible] কোন কোন [illegible] 'সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য'—এই উপদেশানুসারে পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদর্শ চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ জীবে দয়ার আদর্শ কিরূপ দেখাইয়াছেন, তাহা এক দৃষ্টান্ত মাত্র দিলে বেশ বুঝা যাইবে, আচার্য্য-চরিতে আর কোন সংশয় থাকিবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে [illegible] দেশে যজ্ঞমূর্ত্তি নামক একজন মায়াবাদী একদণ্ডী সন্ন্যাসী [illegible] সমস্ত দেশের পণ্ডিতকুলকে বিদ্যা বলে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় [illegible] ছিলেন। তিনি শ্রীপাদ রামানুজের অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বহু গ্রন্থ শকটে বোঝাই করিয়া [illegible] রামানুজের সমক্ষে [illegible] করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। [illegible] রামানুজ-সকাশে [illegible] উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক [illegible] আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীপাদের সহিত শাস্ত্র বিচারের আগ্রহ জানাইলেন। শ্রীপাদ যজ্ঞমূর্ত্তিকে বলিলেন—"আপনার সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া আমাদের উচ্চতর কি লাভ হইবে?" তথাপি যজ্ঞমূর্ত্তি বলিলেন—আমি যদি শাস্ত্র-যুদ্ধে জয়ী হই, তাহা হইলে আপনাকে আমাদের সম্প্রদায়ের [illegible]

দিতে হইবে [illegible] মায়াবাদ-খণ্ডন আলোচনা করিয়া যুক্তি সহিত বিচার [illegible] প্রাতে উঠিয়া [illegible] নিজ [illegible] সন্নিধানে [illegible] [illegible] এবার যজ্ঞমূর্ত্তি [illegible] সঙ্গে শ্রীপাদের সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলেন এবং [illegible] দণ্ডী ও উত্তরে কিরূপ [illegible]—প্রশ্ন করিলেন। শ্রীপাদ যজ্ঞমূর্ত্তির প্রশ্নে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ বলিলেন—

মায়াবাদিগণ বলেন—'ব্রহ্ম' নির্গুণ, তিনি নির্গুণ নিরাকার, কেবল সৎ, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু বেদে ব্রহ্মের অসংখ্য গুণের কথা আছে, তাহাতে মায়াবাদীর মতে যে 'নির্গুণ ব্রহ্ম অবিদ্যাগ্রস্ত বা মায়ার বিদ্যাগ্রস্ত হইয়া ভগবান্ স্বরূপে প্রতীত হন, কিন্তু জ্ঞানময় যাঁহার নিত্য স্বরূপ তিনি স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হন—এরূপ যুক্তি [illegible] [illegible]

[illegible] হইলে [illegible] বহু, [illegible]

—

[illegible] ভগবানের [illegible] বৈষ্ণব [illegible] করিলেন। [illegible]

—

[illegible] কি জীবে [illegible] কিছু দিন [illegible] জীবে [illegible] কৃষ্ণ-কথা [illegible] আচার্য্যের প্রতি সেবা- [illegible] কি! শ্রীপাদ জীব গোস্বামী [illegible] কি কঠোর [illegible] জীবের চরিত্রে [illegible] শ্রীপাদ [illegible] হইয়াছিলেন [illegible] গোস্বামী [illegible] আমার [illegible] প্রাকৃত [illegible] আমাদিগের [illegible] চরিত্রে [illegible] আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

—

[illegible] জানী বা সাধু নহেন, [illegible] বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত [illegible] নিয়োগ [illegible] প্রীতি [illegible] সেবা-চক্ষে [illegible]

—

ভজন-রাজ্যের দু'একটী কথা

[illegible] প্রবেশ করিতে পারে [illegible]

[illegible] দুইটি বস্তু মনে হয় না। প্রাকৃত [illegible] কিছু চায় না। [illegible] কিছু করা হয়, সবই প্রাকৃত চেষ্টা। ভক্তি আমার [illegible] [illegible] তাঁহারা যেন এ মনো- [illegible] পারিয়াছেন তাঁহারাই বস, ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশাধিকার একমাত্র তাঁহাদের ই আছে।

ভজন-প্রয়াসীর সকালে একান্ত ভাবে সদ্গুরু চরণাশ্রয়-পরে শ্রীগুরুদেব ও অনুরক্ত ভক্তের মুখ-নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদের আচার্য্য-লীলোচিত আচরণ লক্ষ্য করিয়া তদনুসরণে বড় এই দুইটী বিশেষ প্রয়োজন। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন— "দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু-শাস্ত্র-মত যত"। কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলে হইবে না, যাঁহারা নিরন্তর হরি-সেবার রত আছেন, হরি সেবা ছাড়া যাঁহাদের আর অন্য কোন কৃত্য নাই, তাঁহাদের সঙ্গ করা চাই, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের অনুগমন করা চাই, এই জন্য শাস্ত্র সাধু-সঙ্গকেই একমাত্র নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় বলিয়াছেন, সাধুসঙ্গ উপায় ভক্তি লাভ হয়েন, পরন্তু উপেয়, সিদ্ধি ও সাধন—উভয় অবস্থাতেই সাধুসঙ্গই প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধুসঙ্গ মানুষ [illegible] জীবের পক্ষে বড়ই দুর্ল্ভ। যুগধর্ম্ম সাধু [illegible] বেশে [illegible] লোক [illegible] সাধুসঙ্গ করিবার স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" ভগবান্ যেরূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ বস্তু, তদ্ভিন্ন তাঁহার পার্ষদবর্গ তাঁহার, সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে দর্শন করিবে না, কখন আমাদের অক্ষোভের দুঃখ বা বিচার বশ হয়েন, দণ্ডিবেস্তা হইয়া সাধু চিনিতে গেলে আমরা পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইব। গোস্বামিপাদগণের এই সকল সাবধান সূচক কথা সতত অন্তরে জাগরূক থাকিলেও অনাদি বহির্ম্মুখ জীব আমরা আমাদের নিজ স্বভাব ছাড়ি না, এমন কি যদি কেহ আমাদিগকে সদুপদেশ দিয়া কোন কার্য্য হইতে বিরত করিতে চান, তথাপি তাঁহার কথা আমরা শুনিতে চাই না। ভক্ত, ভগবান্, ভক্ত, ভক্তি ও ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তুর মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃত বিচার আনয়ন করেন তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া। আমাদের দেশে ভক্ত-নামধারী প্রাকৃত সহজিয়ার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বৈষ্ণব-সেবার [illegible] [illegible] বৈষ্ণবতা ও ভগবৎ- কৃপালাভের যে পথ। বৈষ্ণব-সেবা ভগবানের সেবাপেক্ষাও বড়, ঠাকুর বৃন্দাবন চৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন—"আমার পূজা হইতে ভক্ত-পূজা বড়।" সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলেন দড়।" যাঁহারা বৈষ্ণব-সেবা ছাড়িয়া ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপা-দৃষ্টি নাই। বৈষ্ণব কে? যাঁহার বৈরাগ্য খুব বেশী তিনিই কি বৈষ্ণব? না যিনি সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনাদি ধামে মাধুকরী দ্বারা জীবন ধারণ ও নির্জ্জনে বাস করিয়া অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ প্রভৃতি করেন, তিনি বৈষ্ণব? না যিনি শাস্ত্রজ্ঞ সদাচার সম্পন্ন বহুনামগ্রহণকারী, তিনি কিম্বা নামগ্রহণকালে যাঁহার অঙ্গে অশ্রু-পুলকাদি দৃষ্ট হয় তিনি বৈষ্ণব?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈষ্ণব অধোক্ষজ বস্তু, বহিঃপ্রজ্ঞা লইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলেই দুঃখ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন পূর্ব্বোক্ত বিচারের মধ্যে বৈষ্ণবতা নাই। নির্জ্জন বাস, বৈরাগ্য, সদাচার, কৃত্রিম ভাবে লীলাস্মরণ-চেষ্টা অথবা প্রাকৃত বুদ্ধিতে অক্ষোভিত মাহাত্ম্য নামোচ্চারণ, অশ্রু পুলকাদি বৈষ্ণবতার লক্ষণ নহে, কেন না ঐগুলি কৃত্রিমভাবে যে কোন লক্ষ শ্রেণীর লোক অনুকরণ করিতে পারে; ঠাকুর হরিদাসের প্রেম মূর্চ্ছা দেখিয়া কোন বিপ্র তাহার অনুকরণ করিয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ঠাকুর হরিদাসের তুল্য একজন ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হন নাই বা হইতে পারেন না। আজকাল আনুকরণিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী। বাহ্য বিচারে তাঁহারা ভক্ত বলিয়া মনে হইলে এবং তাঁহাদের সঙ্গ করিলে ইহ-পরকালে দুর্গতি লাভ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা ত্রিবিধ বৈষ্ণবের উল্লেখ দেখিতে পাই, প্রাকৃত ভক্ত, ভক্ত ভক্ত ও সিদ্ধ ভক্ত। প্রাকৃত ভক্তের অপ্রাকৃত জ্ঞানের বা তত্ত্বাতত্ত্ব-বিবেক-শক্তির অভাব বশতঃ তিনি কখন কখন আপনাকে বৈষ্ণব অভিমান করিয়া উত্তমাধিকারীর অনুকরণ করিতে যান এবং প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়েন। বৈষ্ণব-সেবায় ইহাদের প্রীতি না থাকায় এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হয়। সাধুসঙ্গ হইলে ইহারা ভক্ত ভক্ত হইতে পারেন। প্রাকৃত ভক্তের ধারণা ভগবানের অর্চা-মূর্ত্তি, শ্রীনাম, বৈষ্ণব, মহাপ্রসাদ তাঁহার অক্ষোভিতের গ্রাহ্য ও বিচার্য্য।

—

উত্তম ভক্ত সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

উদ্দেশে ভগবানে অধিক্ষেপে [illegible] যিনি প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ

—উক্তভক্তে ভগবানে প্রীতি, তাঁর দাসদের, ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা, নিরীহ অজ্ঞ জনে কৃপা এবং দ্বেষকারী [illegible] প্রতি উপেক্ষা—এই কয়েকটী লক্ষণ লক্ষিত হয়। সাধু আচার্য্যের যাহা জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবা এবং ভক্ত নাম গানে রুচি—এই অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ইঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ স্বয়ং অবস্থান করেন বলিয়া কপট বৈরাগ্য ছলনা ইঁহাদের মধ্যে দেখা যায় না। ইঁহারা সকলেই রূপ-সেবা পবিত্র চৈতন্য ও ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী সেবক ভক্ত সদা বিচার-পরায়ণ, সিদ্ধান্তবিৎ, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা। আমাদের সম্প্রদায় শ্রীগুরুদেব যে আচার্য্যলীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহাতে এই লক্ষণটী যেরূপ দেখা যায়, অন্য আনুকরণিক সম্প্রদায়ে যোটেই লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণের লীলায় প্রচুর দৃষ্ট হয়। এতৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসবাদিগের অবগতিজন্য দক্ষিণ-দেশীয় ত্রিদণ্ডি-প্রবর আলোচ্য।

চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ। শ্রীপাদ মায়াপুরে নবদ্বীপধাম প্রচারিণী মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীপাদ রামানুজের অর্চ্চা মূর্ত্তি নিত্য পূজিত হইতেছেন। শ্রীপাদ দ্রাবিড় দেশের প্রায় সকল পণ্ডিতবর্গকে পরাজয় করিয়া মঠ স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ দিগ্বিজয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে কেরল দেশে গমন পূর্ব্বক তথাকার পণ্ডিতবর্গকে পরাজয় করিয়া কেরল দেশের বহুস্থানে মঠ স্থাপন করিলেন। পরে তথা হইতে দ্বারাবতী, মথুরা, বৃন্দাবনাদিদেশে ও নৈমিষারণ্য-বদরিকা প্রভৃতি বহু পুণ্য-তীর্থ ভ্রমণ করত সেই সেই স্থানে মঠস্থাপন করিলেন। অনন্তর সারদা-পীঠে আগমন করিয়া তথায় বহুপণ্ডিতবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। ভক্তের হৃদয়ে শুদ্ধা সরস্বতী নিত্যা বিরাজমানা। আবার সারদাপীঠে সরস্বতীদেবীর অর্চ্চা মূর্ত্তিও নিত্য সেবিত হন, কিন্তু শুদ্ধা সরস্বতী ভক্ত ভগবানের সম্মুখে গমন করিতে পারেন না। সারদাপীঠে পণ্ডিতবর্গের সহিত আলোচনা মধ্য কপ্যাসং পুণ্ডরীকাক্ষম—এই মন্ত্র লইয়া বিচার উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে এস্থানে শঙ্করাচার্য্য পণ্ডিতবর্গের সহিত এই মন্ত্রের বিচার করিয়া যে অর্থ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতবর্গ তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ শ্রীপাদ রামানুজের মুখে উহার অর্থ শিবভাষ্যাৎ কপিলবর্ণাক্ষ অক্ষি। তেন পুণ্ডরীক[illegible]

অন্য কপালদৰ্শি নীচে। তদুপো গৌড়ীয়ে নিত্যোজিতাবোধক্রম প্রবেশ্য'হঃ। —এই ব্যাখ্যা শুনিয়া পাণ্ডবদের কথা দূরে থাকু, বরং নবদ্বীপেবীর বিস্মিত হইলেন এবং আনন্দিত হইয়া শ্রীপাদকে শ্রীভাষ্যকার উপাধি দ্বারা ভূষিত করিলেন। অহো! আজ শ্রীপাদ যদি কপট কৃপা-বশে ধনীর সাজিয়া নির্জনে ভজন করিতেন, বিবুধগণকে পরাজয় করিয়া সংসিদ্ধান্ত স্থাপনকে ভক্তির বিরোধী মনে করিতেন তাহা হইলে কি হইত? অসৎ-মতই বাহাল থাকিত। তাহা হইলে শ্রীপাদ পাণ্ডববর্গকে পরাজয় করিয়া দুর্গমে কৃপার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেন নাই কি? আজ সমগ্র জগৎ একবাক্যে তাঁহার চরণে ঋণী নয় কি? সিদ্ধান্ত বিহীন জনের ভজন হয় না আর সিদ্ধান্তবিদ্গণের সৎসিদ্ধান্ত প্রচারে অলসতা শোচনীয় নহে। সুতরাং স্রোতপথে সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে আচার প্রচার নিত্য স্থাপনাদি কার্যে নিষ্কপটে ব্যাপৃত থাকাই জগদ্ ভজন। সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন বড়ই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য, ইহাতে জীবন-মরণের আশঙ্কা আছে। পাণ্ডববর্গ শ্রীপাদকে হত্যা করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হন নাই। নৈয়ায়িক বা পরাজয় বাগ্‌বিতণ্ডা আর ভক্তের সিদ্ধান্ত এক নহে। একের দ্বারা জীবের ইহ পর কাল নষ্ট হয়, আর ভক্তের সিদ্ধান্ত জীবে দয়া বই আর কিছু নহে। ভক্তের বিচারে ভগবান্ অবস্থান করেন, তাই তিনি বাঁচাবেন।

শ্রীঅন্তর্দ্বীপে

প্রার্থনাগীতি

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিদত্ত)

জয় জয় জয় ত্রিভুবন নাম যার।
এই অন্তর্দ্বীপ নাম বলিয়া প্রচার ॥ ১
যাহার অন্তরেতে বসি ব্রহ্মা চতুরানন।
নিত্য বসিয়াছে সুখে শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ২
যাঁর লাগি চতুর্মুখ হংসী হইল।
যাঁর লাগি শ্রীগৌরসুন্দর দেখা দিল ॥ ৩
যেথায় সকল স্থান কৈল বিদ্যালয়।
প্রতিপন্ন করিয়াছে গৌরপদ লাভ ॥ ৪
বৃন্দাবন অবতার সার্বভৌমরূপে।
বর্ণনা করিছে সদা এই অন্তর্দ্বীপে ॥ ৫
ইহার মাহাত্ম্য সব পুরাণেতে পায়।
ভাগ্যবান্ জন এথা দর্শন পায় ॥ ৬
প্রণমী ভক্ত-সঙ্গে এথায় আইলে।
শ্রীগৌরসুন্দর-কৃপা অনায়াসে মিলে ॥ ৭
ভক্তজনপদ করিয়া স্মরণ।
রাধাচরণ দাস করয়ে বর্ণন ॥ ৮

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে

দাস্যগীতি

গৌড়ের মোদদ্রুম বলি খ্যাত এই ভূমি।
আমাইতে অঙ্গ-রূপে সেই পূর্ণ স্থিতি ॥ ১
(গৌর) লীলার আদিব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন।
যেথা আবির্ভূত হ'য়ে করিলা কীর্তন ॥ ২
সেই মোদদ্রুমদ্বীপ সবার প্রমোদ।
বিশেষ ভক্তের জন্য বহুল-আমোদ ॥ ৩
দাস্য-সেবা সেবাযোগ্য প্রকাশেতে জন।
শুদ্ধভক্তজন-কৃপা যদি কেহ পায় ॥ ৪
ভক্তিদের তত্ত্ব বেদ্য জানাবার তরে।
নিত্যানন্দ সেবক জনে বিশেষ প্রকারে ॥ ৫
ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা সব দূরে পরিহরি।
যে জন শরণ লয় একান্ত করি ॥ ৬
তাঁহার নির্মল চিত্তে সত্ত্ব প্রকাশ।
উদিত হইয়া করে অজ্ঞানতা নাশ ॥ ৭
সেই সে বুঝিতে পারে অধিকার সেবা।
অন্যথা এ গূঢ় তত্ত্ব জানে আর কেবা? ॥ ৮
দাস্য ভক্তি সেবা বুদ্ধি যার প্রাণে চায়।
সেইতো সুমেধা জন অনায়াসে পায় ॥ ৯
শুদ্ধভক্ত সব তার জীবনের সার।
যারা এই দাস্য ভক্তি নাহি দিলে আর ॥ ১০

শ্রীরুদ্রদ্বীপে

সখ্যগীতি

সবরত্ন সব তাবে,
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদ সেবে,
তেন স্থান কৈলাস-উত্তম।
রুদ্রদ্বীপ নাম যার,
রুদ্রগণ-নিবাস-স্থান,
নবদ্বীপে অতি মনোরম ॥ ১
শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু,
বিষ্ণুস্বামী জগদ্গুরু,
পেয়ে রুদ্রদেব-আজ্ঞা বাণী।
প্রচারিলা সবিশেষ,
মতবাদ করি নাশ,
শুদ্ধাদ্বৈত-শুদ্ধভক্তি-ধ্বনি ॥ ২
শুদ্ধাদ্বৈত মত ধরি,
ভাগবত ব্যাখ্যা করি,
স্বামিপাদ গোস্বামী শ্রীধর।
গৌরকৃপা লাভ করি
হৃদয়ে তাঁহার ধরি,
হয়েছেন মহাপণ্ডিতবর ॥ ৩
প্রকাশ্য আনন্দবাদী যারা,
শুনিয়া হাসিবে তারা,
একি অসম্ভব কথা শুনি।
স্বামিপাদ ছিল যবে,
গৌর ছিল কোথা তবে,
শ্রীধরেরে কৃপা করে যিনি ॥ ৪
প্রাকৃত বিচারে যদি,
মজে থাক নিরবধি,
হরিলীলা কভু না স্ফুরিবে।
কাটিয়া প্রাকৃত বাদ,
মায়িকতা দিলে বাদ,
তবে হরিজন কৃপা হবে ॥ ৫
চিত্তেতে স্ফুরিবেক,
গৌরচন্দ্র সাথে এক,
হরি, হরি নাম-রস লাই।
দিলে সাধু-কৃপা-বিন্দু,
শুদ্ধ-সিন্ধু এক বিন্দু,
পরশিতে যোগ্যতা না পাই ॥ ৬
তাই আজ কৃপা করি,
দিলা দাসে অঙ্গীকরি,
রুদ্রগণ অভিন্ন সর্বদাই।
শ্রীনিত্যানন্দ-অভিন্ন,
শুদ্ধদের মতে অন্ন,
উভে কিছু ভেদ কিছু নাই ॥ ৭
শুদ্ধদের বিনে অন্ন,
রুদ্রদেবে মতে ধন্য,
সাধু বাক্যে সবে অধিকারী।
ভুলিয়া আপন রূপ,
অহংকারে ভ'রে মত,
(যারা) আপনারে বলে গুরু করি ॥ ৮
সে সব কুতর্ককারী,
বেদ মনের অনুসারী,
সদা তত্ত্ব কভু নাহি জানে।
সদা স্বার্থ আপনারে,
মহা অপরাধে মরে,
নাস্তিকতা মতে পরিণামে ॥ ৯
উত্তম সেবন লাগি,
সাজে নানা মত যোগী,
তেন মত কভু না জানায়।
দূরে থাকি বঞ্চন,
থেকে তত্ত্ব নিজ মত,
(তেনমত) যেন দিধি কভু না দিলায় ॥ ১০
সে সব বঞ্চন-আশ,
এ রাধাচরণ দাস,
করে সদা নাহিক নিবৃত্তি।
শ্রীগুরু-করুণা-সিন্ধু,
যাচে নিত্য এক বিন্দু,
তব পদে থাকে যেন মতি ॥ ১১

প্রেমপ্রদীপ

ষষ্ঠ প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিত ১০ সংখ্যার পর)

আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু একটি কুটীরে বসিয়া পড়েন। দ্বিতীয় কুটীরে মল্লিক মহাশয় কুম্ভক অভ্যাস করেন। অনেক বেলা অবধি আনন্দ বাবু ও নরেন বাবুর নিকট বসিলেন। অনেকে মিলিয়া একস্থানে স্তব করিয়া চৈতন্য-চরিতামৃত পড়িলেন, তাহা অনেক অত্যন্ত মধুর বোধ হয়।

এইরূপে প্রায় দশ দিবস [illegible] হইলে তাঁহাদের ঐ গ্রন্থ শেষ হইল। কএক বার পাঠ করিবার সময় তাঁহাদের প্রেমাশ্রু পতিত হইয়াছিল, কোন কোন সময় পুলকিত অঙ্গে তাঁহারা পুস্তক রাখিয়া নিত্যানিত্য প্রার্থনাটী গান করিতে করিতে নৃত্য করিলেন।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
বিষয়-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
সংসার-বাসনা ছাড়ি শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি॥
রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

অনেক দিন বৈষ্ণব বাবাজী [illegible] বাবুর কুটীরটি পাঠ শ্রবণ করিলেন। [illegible] ও অন্যের [illegible] মাত্র মহাপ্রভুর কথোপকথনে [illegible] নিগূঢ় কথা আছে, [illegible] অনেক আলোচনা করেন [illegible] চরিতামৃত [illegible] রসামৃতসিন্ধুর [illegible] বাবাজী অনেক স্থলে উপদেশ দিয়া ধন্য হইলেন।

একদিন নরেন বাবু ও আনন্দবাবু বাবাজীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন, প্রভো! দয়া কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীহরিনাম অর্পণ করেন, [illegible] হই। বাবাজী বিলম্ব না করিয়া [illegible] নিয়ম [illegible] তাঁহাদিগকে হরিনাম মন্ত্র অর্পণ করিলেন। তাঁহারা নিয়মিত তুলসী মালায় নাম জপ করিতে লাগিলেন। এক দিবস তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আমরা কি তিলক মালা ধারণ করিব? তাহাতে বাবাজী কহিলেন, যেমন রুচি হয় তাহা কর, আমি বাহ্য বিষয়ে কোন বিধান করি না।

যদিও বাবাজী ভাবিয়ে উদাসীন প্রকাশ করিলেন, তথাপি বৈষ্ণবদাসের মর্ম্ম তাঁহাদের মনে বৈষ্ণবলক্ষণ ধারণের স্পৃহা জাগিল। পর দিন প্রাতে মল্লিক মহাশয় নরেন বাবু ও আনন্দ বাবুকে সমান সজ্জিত দেখিয়া মনে মনে বলিলেন— কৃষ্ণ কি না করিতে পারেন।

সেই দিবস অবধি আনন্দ বাবু ও নরেন বাবুর বাক্য গোপ দূর হইল। বিলাতি জুতা পরিত্যাগ হইল। তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিলেন।

সন্ধ্যাকালে নরেন বাবু ও আনন্দবাবু গান করিতেছিলেন শুনিয়া বাবাজী [illegible] পুলকিত হইলেন।

[illegible] বৈষ্ণবের দয়া আমা প্রতি হবে।
আমার বাঞ্ছিত বস্তু কৃষ্ণনাম লবে॥
শুদ্ধ শ্রীঅঙ্গ বাস হবে দেবে উভার।
এক জাতি কৃষ্ণে মতি হবে মহাশয়॥
সকলের সুখে সুখ কৃষ্ণ আমি [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কাগজ বন্ধ

আগামী কল্য ২৯শে [illegible] পর্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

[illegible] বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

[illegible] পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

[illegible] দ্বাবিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় [illegible] কাগজের গ্রাহক পক্ষে ।৵০। [illegible] তঙ্কা ১২৲, অগ্রিম আবাহকদের পক্ষে ৮৲।

[illegible] একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible], মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ [illegible] অপ্রাপ্য সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার [illegible] গ্রন্থের খণ্ড সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] ইহার পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

[illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

[illegible] ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

[illegible] মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

[illegible] চরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫৲
[illegible]	।৴০	"	।০
[illegible]	২৲	"	১৷০
গৌড়ীয় [illegible]	২৲	"	১৷০
[illegible] (চামড়া) বাঁধাই	২৲	"	১৷০
" [illegible] (সাধারণ কাগজ)	১৷০	"	১৲
[illegible]	।০	"	৴০
[illegible]	।০	"	১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (অনুবাদ)	৷৹	"	।০
হরিনাম চিন্তামণি	৷৹	"	।০
[illegible]	৷৹	"	।০
[illegible]			
	২৷০	"	১৷০
[illegible] প্রমাণপত্র	[illegible]	"	[illegible]
[illegible] পরিক্রমা	৵০	"	।০

[illegible] হইল, পরে আর এই [illegible] পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি - প্যাকেট	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্ব্বত [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাদহা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী [illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপাখানা, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাঙ্গামাটি পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড, [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—[illegible], [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—[illegible], নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible]—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] [illegible]।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]

[illegible] মায়াপুর, [illegible] [illegible] মূল্য [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলের পরিচয়ে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিলের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনায় সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৶০ ডজন ৪।০ আনা।

এজেন্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

মূল্যঃ ৩ আনা
বিশিষ্ট ৮০ আনা ডজন ৮/
ডিঃ পিঃ ও [illegible]।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে কুলদাভি, করবী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেল, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহৌষধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা বস্তুতেই সমভাবে উহার অনুলোপন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত গুণ, বাতিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটীরস, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আমরুপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেন্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেন্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিনা [illegible] ছাত্রদিগকে বিভিন্ন [illegible] শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে [illegible] গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-বড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভুবনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিশন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

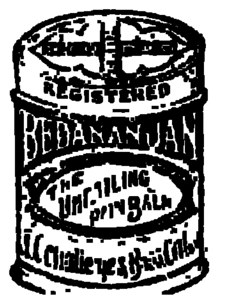

আজকাল [illegible] বিষাক্ত আবহাওয়া [illegible] শরীরের [illegible] মানবদেহের [illegible] উপাদান, [illegible] মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বৃশ্চিকাদির দংশন, ফোড়া, [illegible] চর্মরোগে [illegible] আক্রান্ত [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] উপলব্ধি করুন। [illegible] মূল্য [illegible] মাত্র [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
[illegible] কলিকাতা।
[illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] যদ্যপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] [illegible] প্রকাণ্ড [illegible] বাত, [illegible], [illegible], পক্ষাঘাত [illegible] এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারা বাধক, [illegible], [illegible], [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ইত্যাদি প্রকৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের [illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি এবং ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
[illegible], [illegible] পোঃ কালকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

[illegible]

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে [illegible]। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা প্রেরণ করা হয়। চিঠি [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

([illegible] স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রের গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
[illegible] সর্ব্বরোগনাশক, বলকারক।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, হৃদ্রোগ, স্বরভেদ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দবর্দ্ধক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত সমস্ত রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৪৮ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত [illegible] বৈজ্ঞানিক-নূতন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্মাণ করা হয়। [illegible] প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান, [illegible], জমিদার, তালুকদার, [illegible] ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্যে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

[illegible] মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইহাতে সন্নিবিষ্ট। "[illegible]" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া [illegible] টাকার [illegible] ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির ব্রহ্মাস্ত্র "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্বল্পকে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২৬৯

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম মূল্য
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৬, ১৪ই মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৹
৫। শুভসংবাদ ॥৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মধ্ব-ভাষ্য ॥৹
৯। যুক্তিমল্লিকা ভগবংসারঃ সানুবাদ (যন্ত্রস্থ) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (যন্ত্রস্থ) ॥৹
১১। বৈষ্ণব ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵৹
১৫। দীপ-নির্ব্বাপণ ৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপ-ধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৩৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধকশরণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চনকল্প ও মনঃশিক্ষা মোট ৸৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চনকল্প ৵৹
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।৹
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।৹
২৮। বৈষ্ণবস্মৃতি-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান - মায়াধীন পন্থা।

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা
বিষয়—শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি
বক্তা—ত্রিদণ্ডিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ
সকলেই যোগদান করুন

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর দাসের সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ।
গৌরনামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অন্যত্র প্রাকৃতরাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত [illegible]

[illegible] ভাল কাপড়ে বাঁধাই

[illegible] সংস্করণ। বিস্তারিত প্রবন্ধসহ

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] অনেকের সৌভাগ্য না থাকায় [illegible] করিতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর [illegible] এই অমূল্য গ্রন্থ [illegible] প্রণয়ন করিয়াছেন।

[illegible] বিশেষ [illegible], এই গ্রন্থ [illegible] সমস্ত বিষয়ের [illegible] করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

[illegible] মানবের নিত্য [illegible] সনাতন [illegible] বিষয় [illegible] পাঠ না করিয়া [illegible] রাখা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ও লীলাস্থান নবদ্বীপ [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম [illegible] বিষয় [illegible] গ্রন্থ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ভাবের উচ্ছ্বাস [illegible] ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীজৈবধর্ম্ম

৷৵০ [illegible] সংস্করণ

[illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুকে [illegible] শ্রীচৈতন্যপ্রভুর উপদিষ্ট [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদের [illegible] তাহার কোন [illegible] প্রার্থনা [illegible] এবং [illegible] প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, [illegible] বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অষ্টপদক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

[illegible] পুনঃপুনঃ যে কল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে কিরূপ বস্তু কল্যাণ [illegible] এবং কোন্‌ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ, এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণকে লাভ করিব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইহা [illegible] কল্যাণ [illegible]।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮৫০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

[illegible] গ্রন্থের বিবরণ, [illegible] বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের [illegible] বিবরণ, [illegible] বিশেষের লৌকিক ও [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] (৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক [illegible] গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় [illegible] পাইবেন। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] প্রয়োজনীয় [illegible] আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

গৌড়ীয়

[illegible]

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

[illegible] প্রভৃতি সকল প্রকার বিষয়ে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব্ব সর্ব্বকামাগ্নি ঘৃত”

[illegible] সেবন করিয়া [illegible] করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

“মন্মথবিলাসিনী বটিকা”

[illegible] পুরুষত্ব লাভ [illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, কেশবজী।
১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোকা [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সম্বন্ধে [illegible] প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কর্ত্তৃক কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারিত হইবেন।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য

[illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই কেরাস কুইনিন দ্বারা [illegible] একটী বা দুইটী [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

[illegible] মূল্য [illegible]

[illegible] কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে ফাল্গুন শুক্রবার—১৩৩৮

শ্রীচৈতন্যের জন্মযাত্রা

বাঙ্গালার আদি-কবি ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবত-মহাগ্রন্থে গাহিয়াছেন,—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুন-পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুন-পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব যাত্রা-মঙ্গল এই দুই পুণ্য তিথি।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥

বাঙ্গালার ব্যাস গৌড়ের নৈমিষ-কাননে বসিয়া যেদিন এই গীতির ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন, সে দিন বাঙ্গালার অচৈতন্য প্রাণে আবার চৈতন্য-প্রাণ-পুরুষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—অচৈতন্য বিশ্বে আবার চৈতন্য-বিজয়ী সঞ্চারিত হইয়াছিল—বাঙ্গালার অলস অচৈতন্য জীবনে আবার চৈতন্যের প্রেরণা আসিয়াছিল—ভূলোকে আবার গোলোকের লীলা-লাবণ্য-বৈভব প্রকটিত হইয়াছিল।

বসন্তলক্ষ্মী

কবিগণ বসন্ত-লক্ষ্মীকে কত সাজেই না সাজাইয়া থাকেন। মধুমাসের চূত-মঞ্জরী, নবপল্লব-শোভিত বল্লরী, কোকিলের কাকলী, অলিকুলের ঝঙ্কার কবিগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। যদি বিধাতার দান মধুমাস না থাকিত, তাহা হইলে আজ জগতে আমাদের কাছে কয়জন কবি সার্বজনীন হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পূর্ব-কবিগণ বসন্ত-লক্ষ্মীর বিবিধ অচৈতন্য-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—বসন্তশ্রীকে অনেক অচৈতন্য নায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করাইয়াছেন; কেহ বা বিবিধ জড়পদার্থের মধুশ্রীকে বসন্তশ্রীর বেশ-কলাপ, কুসুমনিচয়কে কর্ণভূষণ, মধুকরনিকরের গুঞ্জনকে সঙ্গীত-ধ্বনি, সহকার-তরু বা তরুবরকে বসন্ত-প্রকৃতির নায়ক প্রভৃতি কল্পনা করিয়া স্ব স্ব কাব্য-কলাকে কতই না কারুকার্য্য-খচিত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালার ব্যাস-ঠাকুরই বসন্তলক্ষ্মীকে চৈতন্য-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া—চৈতন্যের বসন, চৈতন্যের ভূষণ, চৈতন্যের প্রাণ, চৈতন্যের গান, চৈতন্যের বিলাস, চৈতন্যের উল্লাসে বিমণ্ডিত করিয়া আমাদের অচৈতন্য-প্রাণে চৈতন্যলীলা-মন্দাকিনীর প্লাবন আনিয়াছেন। মধুমাস বাঙ্গালাবাসীর মধুর বর্ণনায় মধুর, সুমধুর, মধুর হইতে মধুর, তাহা হইতে সুমধুর হইয়া সকলের উপর বৃন্দাবনের মধাধুর্য্যিমায় ভরপুর করিয়া দিয়াছে। অন্য কবিগণের কাব্যের বসন্ত জড়মদনের বিলাস-তাণ্ডব রচনা করিয়াছে, আর বাঙ্গালার ব্যাসঠাকুর অপ্রাকৃত মহাকবি বৃন্দাবনের নব বসন্ত অপ্রাকৃত মদন-মোহনের বিলাস-বিবর্ত্ত-বার্ত্তার সুধান-বার্ত্তা—'শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া দেই বিশ্ব ধৈন ধন্য'—সেই বাসন্তাবগ্রাহি মহোৎসবের জন্মযাত্রা আবিষ্কার করিয়াছে। তাই ঠাকুর বৃন্দাবন ফাল্গুনী-পূর্ণিমার প্রশস্তি গাহিয়াছেন,—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি' মিলিলা সকল॥

ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী

সেই তিথিরাজরাজী পুণ্যতমা ফাল্গুনপৌর্ণমাসীতে গৌড়দেশের পূর্ব্বশৈলে চৈতন্যেন্দুর প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া মহাকবি আবার গাহিতেছেন,—

রাহু-কবল-ইন্দু, প্রকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাজে বানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দশ
জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥
দেখিতে গৌরাঙ্গ চন্দ্র।
নদীয়ার লোক শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভু
বৃন্দাবন দাস গান॥

সেদিন গোকুল-বীরের যোগযাত্রা—চতুর্দ্দিকে লালে লাল ফাগুয়াণ-খেলা—ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে চলাচলি—অন্তরিক্ষে কত রঙ্গবেরঙ্গের ফোয়ারা ছুটিতেছে—সাধারণ বাহ্যি অচৈতন্যে মাতিয়া কেবল ব্যবহারিক রং-রসকেই কামাক্রমে বরণ করিতেছে—নিখিল আনন্দের খনি, নিচিত্র বিলাসের মূল প্রস্রবণের সন্ধান না পাইয়া জড়ের বিলাস-ব্যবহারের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দিশাহারা হইয়া চলিয়াছে—মধুমাসের মূল নায়ককে চিনিতে না পারিয়া,—অপ্রাকৃত কামদেবের পুষ্পবাণে লক্ষ্য সংবদ্ধ করিতে না পারিয়া চলিয়াছে তাহারা বসন্তের ঠিক বিপরীত পথে—লক্ষ্য-হারা শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক বিশ্বের পথ-পত্তালিকা। গৌড়াকাশের এমন এক অবস্থায়—যে সময়ে পূর্ণ বস্তু—সকল চেতনের পূর্ণবিকচেতন জগদাকাশে লোকলোচনের নিকট রাহুগ্রস্ত,আচ্ছাদিত—যে সময়ে প্রাকৃত লোক নিসর্গ-বশতঃই স্ব স্ব সম্ভোগ-সন্ধানে উদ্ভীত—সেই সময়েই নিখিল-চেতনের পূর্ণ কায়া বস্তুর বার্ত্তা জানাইবার জন্য—অপ্রাকৃত গোপরামাগণের রূপকাম জগতে বিকাইবার জন্য গৌড়াকাশে উদিত হইলেন মায়াপুর-পূর্ণেন্দু বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরসুন্দর। তখন ব্যবহারিক লোকসকলও পূর্ণ চন্দ্রের গ্রহণ লক্ষ্য করিয়া পূর্ণ পুরুষের নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে-দিন কি জানি কি এক অজানিত প্রেরণা সকলের হৃদয় চেতনতার অমিতায় ভরপুর করিয়া তুলল! জড়তার ভাব-কবাটের রুদ্ধ কপাটগুলি যেন দুন্দমার ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল! আকাশ-বাতাস, দিক্-বিদিক্ সকলই যেন চেতনতার কি এক মহামন্ত্র আপনাকে মাতিয়া মাতিয়া বিলাইয়া যাইতে লাগিল। তখন আমাদের বাঙ্গালার ব্যাস নৈমিষ-কাননকান্তারে বসিয়া আবার গাহিয়া উঠিলেন,—

(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ অবনীমণ্ডলে,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি' শুনি,
গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রকাশ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষঃ পরিসর,
দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদ জিনি মুখ, [illegible]
[illegible]
দেখিয়া চৈতন্য, [illegible]
উঠল জয় জয় নাদ।
কোটি নাচত, [illegible]
কলি চৈতন্য চরিত নিত [illegible]
চারিবেদ-শির [illegible]
পায়ল মুকুট নাহি যাহে।
শ্রীচৈতন্য-নিতাই, [illegible]
বৃন্দাবন দাস গাহে॥

বাঙ্গালার আর একজন মহাকবি [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

মহাপ্রভুর জন্ম-লীলা-আবির্ভাব-সময়ে স্বরগণ অত্যন্ত হইয়া সুখী হইলেন, সেই সময় পুষ্প বৃষ্টি [illegible] আসিয়া সমুপস্থিত হইল। [illegible] আর কেহ বা মনোরম [illegible] করিয়া বিশ্বের নিখিল মনোরম বস্তু বিশ্বম্ভরের [illegible] আপনাদিগকে যৌতুক প্রদান করিলেন।

বাঙ্গালার শুভদিন

শ্রীবিশ্বম্ভর বাঙ্গালার মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হইলে বাঙ্গালার কি শুভদিন উদিত হইয়াছিল, তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণনা আমরা পাঠকগণকে দাক্ষিণাত্যবাসী বৈষ্ণব মহাকবির ভাষায় উপহার দিতেছি—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
তুমি শ্রীচৈতন্যদেব [illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় [illegible] কবিকুলের মন মহাজন-প্রবাহে নিমগ্ন থাকিলেও প্রেম লাভ করিয়া দৈবী প্রাপ্ত হইতেছে এবং মহাপাষাণ হইতেও অতিশয় কঠিন মন ভক্তিরসে দ্রবতা প্রাপ্ত হইতেছে। মহা যোগাদি সাধনে চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ [illegible] যোগাদি-সাধন হইতে বিরত হইয়া উচ্চ [illegible] করিতেছে এবং [illegible] '[illegible]' [illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রীচৈতন্যদেব উদিত হইলে [illegible] আবিষ্কার করিলে [illegible] শ্রী-পুরাদির কথা পরিত্যাগ করিলেন, [illegible] বাহ্যবিষয় ত্যাগ করিলেন, [illegible] নিরোধাদি সাধন ক্লেশ সম্যগ্‌ভাবে [illegible] তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ [illegible] সন্ন্যাসিগণ নির্ব্বেদ-প্রাধান্য [illegible]

[illegible] বলিয়া [illegible] প্রকাশ [illegible] আপনি মুগ্ধ হন। [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব [illegible] যুগে যুগে কৃষ্ণ [illegible] পরিপুষ্ট পূর্ব্বক [illegible] উল্লেখ [illegible] মধুর [illegible] পদবীর প্রকাশিত হইল।

উদ্গীর্ণ [illegible] চিরা
[illegible] [illegible]ঃ।
[illegible]
পুনঃ সংশাতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ ॥

কোন কোন ব্যক্তি [illegible] পক্ষে [illegible] হইয়া সময় [illegible] সঙ্কেতে [illegible] অর্থাৎ আজ—সন্ন্যাস, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ নাই'—এইরূপ মনে করিতেছেন, কেহ কেহ বা নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, এই সকল [illegible] এবং [illegible] [illegible] কথা, [illegible], সাধনা [illegible] সম্যক্‌ভাবে অবগত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ ছই-তিনবার [illegible] সাধনা [illegible] করেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত [illegible] পূর্ব্বের অবস্থা এই প্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে 'প্রেম'ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ সাধারণ জনগণেরও প্রেম প্রাপ্ত হইল।

[illegible] শ্রীনপি
[illegible] ভক্তঃ।
[illegible] গোপালগোপ্যাদ্যঃ
পূর্ব্বে প্রেমসমেষতে [illegible] শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥

[illegible] গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে [illegible] (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি [illegible]), আগমন করিয়াছিলেন [illegible] ([illegible] ও শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতি), [illegible] ছিলেন [illegible] অতিশয় [illegible] প্রকাশস্বরূপ [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible], জগন্নাথ প্রভৃতি) [illegible] ছিলেন, আর অধিক কি বলিব, [illegible] প্রভৃতি [illegible], [illegible] এবং [illegible] পক্ষিগণ কৃষ্ণলীলার [illegible] সকলে গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]

[illegible] শ্রীগৌরাঙ্গদেব পৃথিবীতে স্বীয় অলৌকিক [illegible] কেবল কানাইল [illegible] প্রেমগীর্ষ,—ইহারা [illegible] অবতীর্ণ হইয়া [illegible]) [illegible] করিলেন।

[illegible]
[illegible]

কিং ব্রহ্মণো যদি সকল-শাস্ত্র-[illegible]
[illegible] শ্রীচৈতন্যে [illegible] ॥

অতি অলৌকিক পরম-মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কুল-দুর্গম তত্ত্বও পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] অতি উচ্চৈঃস্বরে [illegible] করিতেছে, [illegible] কুলিশ-পাষাণ-নির্ম্মিত কঠিন হৃদয় সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও (চৈতন্য-কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) সকল শাস্ত্র-সম্বন্ধেও বিচার করিতেছে (অর্থাৎ অপরাজিত [illegible] শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানীদিগের শাস্ত্রজ্ঞানে বিচার প্রদান করিতেছে) ॥

[illegible] সকলবিদাং [illegible]
[illegible] ।
[illegible] মধুর প্রেমভক্তি-প্রদেশঃ
[illegible] গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে ॥

চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে এই প্রণয়ে [illegible] তিরস্কারিগণের [illegible] চেতন-প্রায় আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াছিল। ইঁহারা সকল পুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন নাই, যেহেতু তাঁহাদের [illegible] অতি সামান্য ও সঙ্কেত-প্রবণ। কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপা পূর্ব্বক জগতে উদিত হওয়ায় [illegible] পরম চমৎকার বিচার-[illegible] সামগ্রীপূর্ণ উজ্জ্বল মধুর-রসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহারই বা প্রবেশ না হইয়াছে?

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
[illegible]-কেলি-[illegible]
তস্য প্রথনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ ॥

বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবও, কেবল শাস্ত্রানুশীলন-দ্বারা প্রাপ্য নহে বলিয়া রাসলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, [illegible]ভাবে বর্ণন করেন নাই। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং নিকুঞ্জ-[illegible] পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলা মাধুরী আস্বাদনের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র—এই দুই বস্তু বিস্তার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে গৌর-কলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥

সর্ব্বজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্ব্বে সেইসকল পক্ষপাতিনী যুক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি [illegible]-প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র [illegible] যে বেদ-[illegible] পরিপাটী, তাহা কাহারাই বা নিশ্চয় না করিয়াছে?

[illegible]ঃ কোঽপি পূর্ব্বৈঃ।
[illegible] প্রেমাখ্যো [illegible] ॥

বিশেষ [illegible] ও পরম [illegible] প্রাচীন, মহাপুরুষগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছেন, পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই।

[illegible] বলিয়া
কো বেত্তা [illegible]-বিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা [illegible] পরমমধুরচমৎকারবৈচিত্রী-
[illegible] ॥

'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণ-গোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দাবনের পরম-মহামাধুরী-মধ্যে প্রবেশ ছিল? কেহই বা পরম চমৎকার অভিরূপ-মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধিকাদেবীকে (উপাস্যস্বরূপে) জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরমোদার্য্য-লীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

পাঠক, এই সকল বর্ণনা কবির কল্পনা-কলা কলাপ নহে, কাব্যের বাক্য-বিন্যাস-বৈদগ্ধী নহে, উন্মাদিগের অমূলক অলস স্বপ্নও নহে, উহা বাস্তব সত্য। আমাদের কাহার না সেই অবস্থার—সেই স্মৃতিদের সঙ্গ-[illegible]-কিরণে উপনীত ও উদ্ভাসিত হইতে হৃদয়ে অভিলাষ হয়? যদি আমাদের হৃদয় সেই কামনায় উদ্গ্রীব না হয়, তবে জানিব আমরা পাষাণ, আমরা জড়, আমরা প্রাণহীন; চেতন নহি।

চেতনতার ধর্ম কি তাহাও বাজালাইতে [illegible] মহাকবি কবিকর্ণপূরের ভাষায় একটুকু আবৃত্তি করি,—

যত্র শ্রীমদ্‌বদনি [illegible] প্রকাশৈ-
স্ত্রৈলোক্যায় [illegible]ঃ।
স্বীয় প্রেমামৃত-[illegible]-পূরেণ পূর্ণো
[illegible] জীবলোক ॥

যাহার শ্রীমৎ নখমণির অমৃত-কিরণের মধুর প্রভাবাবলী ত্রিলোকের বিশ্ব-তাপ অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া পুনরায় স্বীয় প্রেমসমুদ্রের লহরী-মালায় ত্রিলোকের অন্তর বহির্দ্দেশ বিধান করিয়াছে, অহো! জীবলোক, সেই গৌরাঙ্গ-সুন্দরের সেবা কর; ইহাই চেতনের ধর্ম।

যে যে [illegible]ঃ পরম [illegible] ত এব ধন্যা-
স্তে তে ধন্যাঃ প্রভুচরণয়োঃ প্রেমমাত্রৈক [illegible]ঃ।
[illegible]
[illegible] ॥

যাঁহারা প্রভুর পাদপদ্মের প্রেমে অত্যন্ত বশীভূত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমার্থীর পরম সুহৃৎ এবং ধন্য। আর আমরা প্রভুর অদর্শনে বিরহোচ্ছিন্ন হইয়াও মৃত্যু লাভ করিতে পারিলাম না। অতএব বুঝিলাম, প্রাণের তুল্য আর কঠিন কিছু নাই।

যে তৎ শ্রীমৎপদকমলয়োঃ সৌরভ্যং মাধুরীং বা
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] চেতনাকিরি হীনাঃ ॥

যাঁহারা সেই প্রভুর শ্রীচরণারবিন্দের সৌরভ ও মাধুরী আস্বাদন করিয়া অপরাপর অন্য সকল আসক্তি ত্যাগ করিতেছেন না, হা কষ্ট, তাঁহাদিগকে পশু, ভুজঙ্গ, অচেতন পাষাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

[illegible]
[illegible] প্রেমমাত্রৈক [illegible]ঃ।
[illegible]
[illegible] ॥

যাঁহারা প্রভুপাদের পাদপদ্মযুগলের মধুপানে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া ধন-জন-গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেমমাত্রৈকলক্ষ্য নিষ্কিঞ্চন হইয়া কখনও কাননে, কখনও গিরিগহ্বরে, কখনও বা কাননে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারাই পরমকৃতি, পরম সাধু।

শ্রীমৎপাদাম্বুজযুগলং [illegible]
[illegible] প্রেমলীলা।
[illegible] জীবলোক-
[illegible] ॥

যাঁহারা প্রভুপাদের পাদপদ্মযুগলের মকরন্দ চতুর্দিকে পান, যাঁহারা তাঁহার সৌগন্ধ্য আঘ্রাণ, চূর্ণ, তাঁহারা উহার বাক্যামৃতের আস্বাদন এবং মনের দ্বারা তাঁহার প্রণয়মধুর প্রেমামৃত পান করেন, তাঁহাদিগকে কি আর কোন প্রকার বিচ্ছেদব্যথা ভোগ করিতে হয় ?

কৃপয়া দুর্গৌ তৌ পদকমলৌ তব চরণৌ
কথং হা মত্তোঽদ্বিজকৃত কঠিনোঽহং বত মনঃ।
কথং বা তৎপ্রেমঃ প্রভুবদনতো চিত্তমপি চ বা
কথং হৃদিবিচ্ছেদে শিব শিব বিলম্বৈর্যদিবিদম্ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের পরমকরুণ সেই চরণযুগল কি প্রকারে দেখিতে পাইব ? আমার হৃদয় যে পাষাণের ন্যায় কঠিন, কি প্রকারেই বা আমি প্রভুর প্রেমের পাত্র হইব ? আর এ সকলের অভাবে কি প্রকারেই বা আমি জীবিত থাকিব ?

চৈতন্যানুসন্ধান

এখনই করিয়া চৈতন্যানুসন্ধান—চৈতন্যানুসরণ—চৈতন্যানুশীলনের অমিয় মহামন্ত্র কে আমাদের কর্ণে ঢালিয়া দেন ? আমরা অচৈতন্য আবহাওয়ায়—অচৈতন্য পারিপার্শ্বিকতায়—অচৈতন্যের বিভাব-অনুভাবে—অচৈতন্যগণ-গণ্ডলিকার স্রোতে পতিত, গঠিত, লালিত-পালিত। আমাদের প্রকৃত স্বদেশের কথা—আমাদের নিজ্য স্বদেশের কথা—'ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার কথা' আমাদের অনিচ্ছা-বধির কর্ণে জোর করিয়া শুনাইয়া দিবার লোক জগতে যে একটীও নাই। যাঁহাদের প্রাণ, মন, অন্তরাত্মা—যাঁহাদের সকল আত্মা, সকল অধিষ্ঠান, সকল অবস্থান পূর্ণ চৈতন্যময়; তাঁহারাই ত' আমাদিগের হৃদয়ে নিত্য চৈতন্য-কথামৃতের উদ্দীপনা করিয়া দিতে পারেন।

একরূপ চৈতন্যানুসরণ—চৈতন্যানুশীলনের প্রণালী সংকোচ-মলময় জগৎ হইতে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। গৌড়দেশে গোদ্রুম-কাননে বসিয়া যে-দিন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরু গীতমালা রচনা করিলেন—যে দিন চৈতন্যশিক্ষামৃতের আটটী বুলি লইয়া চৈতন্যশিক্ষাষ্টকের করুণা-বাহিনী গৌড়দেশবাসীর হৃদয়ে রূপানুগ ভক্তিলতা-বীজ-বপনের পুনঃ প্রেরণা আনিয়া দিল, সেই দিন হইতে চৈতন্য-কথা-মালা প্রতি হৃদয়-চৈতন্যকে আবার মহামহোৎসবময় করিয়া তুলিল। গৌড়দেশবাসীর অনেকেই আমরা চৈতন্যজন্মযাত্রার বার্তা ভুলিয়া গিয়া অচৈতন্য-জন্মযাত্রার বিষয়ে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আবার গৌড়দেশে চৈতন্যজন্মযাত্রার বার্তা বিশেষ ভাবে জানাইয়া দিলেন। বাঙ্গালায় আবার চৈতন্যজন্মযাত্রা-মহোৎসবের আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চৈতন্য-জন্মস্থলী আবিষ্কার করিয়া বিশ্বের যাবতীয় জীবকে চৈতন্যজন্মযাত্রা মহোৎসবে উদ্বুদ্ধ করিলেন। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ চৈতন্য-জন্মস্থলীতে চৈতন্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিপুলভাবে চৈতন্য-জন্মযাত্রা-কীর্ত্তন, মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতি জীবহৃদয়কে চৈতন্য-প্রতিষ্ঠান, চৈতন্য-জন্মস্থলী ও চৈতন্যজন্মযাত্রা-কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের বায়ুমণ্ডলে পরিপূত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সেই আহ্বানে চৈতন্য-মাধুর্য্যের প্লাবন আসিবে—সেই স্বদেশের চৈতন্য স্বদেশপ্রেমিক মাত্রেই সাড়া দিবেন। যতদিন না আমরা চৈতন্যজন্মযাত্রায় প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিব—চৈতন্যজন্ম-মহামহোৎসবে অনুপ্রাণিত হইব, ততদিন আমাদের অচৈতন্য-জন্মযাত্রা-প্রবৃত্তি, জড় জন্মযাত্রার মায়িক উচ্ছ্বাসে ও উত্তেজনায় আত্মহত্যার পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্তি হইবে না। তাই, হে স্বদেশের সুজন, তোমরা শ্রীচৈতন্যজন্মযাত্রা দিনে চৈতন্যজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের আবির্ভাব-ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণ গ্রহণ কর—চৈতন্যজনের বাণী শ্রবণ কর। আমরা কবির বাণী অনুসরণ করিয়া বলি

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু ॥

গ্রন্থ-সমালোচনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল

শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে আমরা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থখানি দর্শন করিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই গ্রন্থখানি কেবল আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু ইহা দ্বারা 'নবীন জীবকুলের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহা আমরা দৃঢ় করিয়া বলিতে পারি। নিম্নে গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সমালোচনা প্রদত্ত হইতেছে।

নদীয়া-প্রকাশ-প্রেসের স্বত্বাধিকারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মূল্যবান্ ভূমিকা, খণ্ড-বিবরণ, শ্লোক-সূচী, পদ্য-সূচী, স্থান, পাত্র ও শব্দসূচী-সমন্বিত মহাকবি পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ লোচন দাস ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল' মহাগ্রন্থ সুন্দর কাগজে মোটা টাইপে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে অতীব পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডের কথাসার, উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর অন্বয় ও সরল অনুবাদ এবং শ্লোক-স্থাননির্দ্দেশ, পদ্যাবলীর শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশ প্রভৃতির দ্বারা গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের একরূপ সুন্দর সংস্করণ একাল আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থ বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় বৃদ্ধ ব্যক্তিগণও অনায়াসে পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলা অবগত হইতে পারিবেন। একদিন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ পঠিত, বিশেষতঃ বাদ্যাদি সংযোগে গীত হইত। বাঙ্গালার বাস্তবিক জীবন যেদিন মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি লইয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পারমার্থিক মঙ্গলের কীর্ত্তন ছাড়া তাহাতে আপাত মঙ্গলের ঘোর মদিরায় মত্ত ও মুগ্ধ হইয়া অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেইরূপ এক যুগে মহাকবি লোচন দাস শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলের গীত বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সরস সরল ছন্দে সুললিত কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিস্তার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বুদ্ধিমান্ মানুষ তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এতদিন অচৈতন্যমঙ্গলে মত্ত থাকিয়া অমঙ্গলের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতেছেন, চৈতন্যমঙ্গল সেই যূপকাষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিয়া চেতনতার মঙ্গল-রাজ্যে তাঁহাদিগকে লইয়া চলিয়াছেন।

"শুন শুন লোকে সব এই মত্ত ভাবে
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥"

—মহাকবি ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনী এই সাময়িক চিত্রে মহাকবি লোচনদাসের পরিকল্পনে রূপান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তাহে আবার পারমার্থিক মঙ্গলের কণ্ঠ জীবকুল প্রকৃত মঙ্গলকে চিনিতে পারিয়া এবং শ্রীচৈতন্য-কথা ও লীলা-রসোন্মাদনে মত্ত হইয়া বরণ করিতে শিখিয়াছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষম সাম্রাজ্যের কঠিন আবর্ত্ত কিছু-স্বকল্পিত বাদের আশ্রয়-প্রলোভনে এখন ত্রিকুণ্ডে মাথিতে লাগিল, যেমন অনুকরণের মাৎসর্য্য, নিন্দা, বাদানুবাদ, চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি করিয়া মহাজনের রচনা ও অনধিকারচর্চ্চায় বাঙ্গালার জনসাধারণ ধর্মসুহৃদ্‌গণের মঙ্গল-বাণী হইতে সরিয়া আসিতে লাগিল। সেই দিন বাঙ্গালার মহাকবি লোচন দাস ও ঠাকুর বৃন্দাবনের চৈতন্যমঙ্গলের শুদ্ধ সাহিত্য কল্পতরুর ফলভোগ করিতে পারিল না, সমস্ত অচৈতন্যমঙ্গলের মলমূত্রে তাহার মঙ্গলের বিলাস-বৈচিত্র্য বাঙ্গালার জীবকুলের কর্ণকুহরে রুদ্ধ-পীড়া সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে চৈতন্যোন্মুখ হইবার শক্তিতে নিপতিত করিয়াছিল, সেই সময়ে আবার চৈতন্যনিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গল জীবের পরম মঙ্গলের বিধান—ইহা ঘোষণা করিলেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত অন্য মঙ্গল নাই, কল্যাণ-কল্পতরুর সুশীতল ছায়া নাই,—ইহা আবার বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ গোস্বামী প্রভু কর্ত্তৃক ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল-গীত প্রচার করাইয়া দিলেন। এই চৈতন্যমঙ্গলের মধ্যে কোন কোন অপসম্প্রদায়ের বাজে লোক নাগরী প্রভৃতি অপসিদ্ধান্তমূলক শ্লোক প্রবেশ করাইবার দুরভিসন্ধি প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু নদীয়া প্রকাশ-কার্য্যালয় একটী পরম মূল্যবান্ ভূমিকা-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করিয়া ঐ সকল বিপদ হইতে পাঠকগণকে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মবার দিবসে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় জগতের আতুরদের শ্রীচৈতন্য-আশ্রয়ে আবার মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন, আমরা এ আশায় পোষণ করিতেছি। এই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের ভিক্ষা ১৷০। পুস্তকের আকার অনুপাতে ভিক্ষা যৎসামান্য। গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ নদীয়া অথবা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় পাওয়া যাইতে পারে। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালার প্রতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর ঘরে ঘরে শোভিত থাকা উচিত।

শ্রীধামে যাত্রিসমাগম

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী ও গৌরজন্মোৎসব দর্শনের জন্য দেশ দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর অভূতপূর্ব সমাগম হইতেছে। অদ্য প্রায় ২০ সহস্র যাত্রিসমাগম হইয়াছে। গত ২৮শে ফাল্গুন বুধবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতা হইতে পরম ভাগবত রায় শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বসু বাহাদুর মহোদয় সপরিবারে শ্রীযুক্ত ... সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক শ্রীধামে আগমন করিয়াছেন। প্রদর্শনী দর্শন করিয়া এবং পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তত্রিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৩৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৵০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট্ চতুর্থ সংস্করণ	১০,	স্থলে	৫,
গীতমালা	/১০	„	/০
জৈবধর্ম্ম	২,	„	১৷০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২,	„	১৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২,	„	১৷০
ঐ „ আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১৷০	„	১,
প্রেমবিবর্ত্তচন্দ্রিকা	/০	„	১১০
নবদ্বীপ শতক	/০	„	১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত [illegible]	৸০	„	৷০
হরিনামচিন্তামণি	৸০	„	৷০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	„	৷০
শ্রী[illegible] শিক্ষামৃত	১৷০	„	১
শ্রীচৈতন্য [illegible]	২৷০	„	১৷০
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] প্রমাণখণ্ড	৫০/	৩/ „	—
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ও [illegible] পরিক্রমা	৶০	„	/০
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ	২,	„	১৷০

গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴৫
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধন, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকনিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীমধ্বাশ্রম গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জঙ্গমবাড়ী [illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী ভক্তিসার—[illegible], [illegible] কুঠিবাড়ী।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—৭৮নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন কি, মুখার্জি—এম, এম, এয়ার্কস দি [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—[illegible], নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রী[illegible]—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। [illegible]
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, [illegible]

• [illegible] দুই মত করে। [illegible] পাবে, খুব মরে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালেন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেরা পরিচারক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ পাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের মত খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ১০ আনার ম্যারফালেন একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ১৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা তিল তৈলে বুননাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, মলয়জ, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহার্ঘবস্তু "ত্রিগুণ" সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় তৎ বস্তুতেই সমভাবে উহার অনুলেপন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত রোগ, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিবেদনা, বাধক, রক্তাধিক্য, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অর্দ্ধকপালী, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির শান্তিকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

... ইহা কেবল ... ত্রিগুণ তৈল ... জ্ঞান হয়। যে কোন স্থানে ... উপর বড় ২ অক্ষরে আসল, যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় অনেক দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে ... বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা শিক্ষা, বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন!

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলতি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের পোকা, ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৩৩নং ইলকাট লেন, মাণিকতলা, কলিকাতা।

সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃৎকম্প, পাকাশয়ের পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, মেহ ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি এবং ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ভবানীপুর, কালীঘাট পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা প্রেরিত হয়। চিঠিপত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও ষড়্‌গুণবলিজারিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, হাঁপ, যক্ষা, ক্ষয়রোগ, জররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতীব পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাংসারিক হিসাবে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অবশ্যই অবশ্য বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০৲ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন! প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ কাম্পানী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

...শ্রীকৃষ্ণবাড়ি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ   Registered No. C 1[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলমে ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম মূল্য
[illegible]
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৫ম খণ্ড]   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [১৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ১লা চৈত্র শনিবার ১৩৩৬ ১৫ই মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-[illegible]	৶০
৪।	গৌড়ীয়-[illegible]	।০
৫।	ভজনরহস্য	৷০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	" " " আবাঁধা	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ১৲ আবাঁধা	১৷০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷০
	গীতার কেবল মূল-ভাষ্য	৷০
৯।	[illegible]	২৲
১০।	[illegible] (মায়াবাদীর)	৷০
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
১৫।	[illegible]	৵০
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৵০
১৭।	আচার ও আচার্য্য	
১৮।	নবদ্বীপ [illegible]	
১৯।	[illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা	
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
২৩।	শ্রীগৌড়ীয় [illegible]	
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও [illegible] মোট	
২৫।	কল্যাণকল্পতরু [illegible] সংস্করণ ও [illegible]	
২৬।	[illegible]	
২৭।	সংস্কার-দীপিকা	
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
৩১।	[illegible]	
৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ!   অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি

বক্তা—বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

সকলেই যোগদান করুন

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানযোগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ।
গৌরধাম প্রচারে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অতএব প্রাকৃত ত্যাগে শুদ্ধভক্তি চাই

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

[illegible] গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

সর্বাঙ্গসুন্দর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible]

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য। এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible]

[illegible]

৷৵০

[illegible]

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] [illegible] প্রায় ৮২৫ পৃঃ। উৎকৃষ্ট [illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক [illegible]

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

মেডিকেল

মদন মঞ্জরী

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

"[illegible] বটিকা"

[illegible]

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

[illegible]

/ B. Datta & Co. [illegible]

[illegible]

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেয়ার্স কুইনিন

[illegible]

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-

১লা চৈত্র শনিবার—১৩৩৬

অধিবাস মহোৎসব

গত ২৯শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমার অধিবাস-মহোৎসব কীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সমস্বরে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা, তৎপর সহস্র সহস্র লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ, তৎপর অপরাহ্ন হইতে পুনরায় কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তন ও দীপালোচনা হয়। শঙ্খ ঘণ্টা খোল করতাল বাদ্যসহ কোটি কণ্ঠের সম্মিলিত হরিধ্বনি দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া জীব-হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব উল্লাসের সৃষ্টি করিয়াছিল—ভূলোকে গোলোক আনয়ন করিয়াছিল। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই চেতন-বাণী শ্রবণ করিয়া বহু বিমুখ লোকও উন্মুখ হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে লুটাইতেছে। প্রভুপাদ বলিতেছেন—জীব-হৃদয় হইতে অনাদিকাল, কপটতাদি নির্ম্মূল করিয়া দিয়া তথায় নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপায় গৌরপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ হয়। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া শুরুপাদপদ্মের একনিষ্ঠ সেবায় ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারাই আজ তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরপাদপদ্মাবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যের জন্মযাত্রা-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব-বাসর প্রাপঞ্চিক কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত একটী ব্যাপার-বিশেষ নহে। অচৈতন্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চৈতন্য-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শ্রীচৈতন্য-জন্মোৎসবে যোগদানের প্রকৃত সার্থকতা।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

গতকল্য (৩০শে ফাল্গুন শুক্রবার) শ্রীশ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এত অধিক লোক সমাবেশ আর কখনও দেখা যায় নাই। প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অনবরত কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা ও উচ্চকণ্ঠে বিরাম ছিল না। শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ভক্তগণ সকলেই নির্জ্জু উপবাসী ছিলেন। দেশ-বিদেশ হইতে আগত সমবেত ব্যক্তিগণকে প্রায় সমস্ত দিবারাত্রি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের এ বিরাট ব্যাপার ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীগৌরসুন্দর গৌরজন্মোৎসব সুসম্পন্ন করিলেন যাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, তিনিই অনুরাগ মহামহোৎসবের বিষয় ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অদ্য অপরাহ্নে শ্রীশ্রীসত্যপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন-দিবস।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষাপূর্ণ গ্রন্থ গৌড়ীয়-ভাষায় কেন, পৃথিবীর কোন ভাষায় রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে কি না, জানি না। নাস্তিক আস্তিক, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক, সাধক সিদ্ধ—সকলেই এই গ্রন্থে তাঁহাদের অধিকারোপযোগী অপূর্ব্ব শিক্ষাধারা প্রাপ্ত হইয়া মানব-জীবনের চরম আদর্শে উপনীত হইতে পারিবেন। এরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা জগতে এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থে প্রচারিত হয় নাই। যে কোন সম্প্রদায়ের লোক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সর্ব্বতোভাবে লাভবান্ হইতে পারিবেন এবং গ্রন্থের অপূর্ব্ব সার্ব্বভৌমিকতা ও মহাচিৎসমন্বয়-ভাব দর্শন করিয়া বাস্তব সত্যের চরম সোপানে উপনীত হইতে পারিবেন। শিক্ষামৃত আটটী বৃষ্টিতে জীবগণের হৃৎক্ষেত্রে বর্ষিত হইয়াছে। এই আটটী বৃষ্টি চৈতন্যশিক্ষাষ্টকের আটটী বিস্তৃত ধারা। যে সকল সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি কল্পবৃক্ষ ভক্তিলতার বীজ হৃদ্-ক্ষেত্রে আরোপণ করিতে চান, তাঁহাদের এই চৈতন্যশিক্ষামৃতের আটটী বৃষ্টিতে হৃদয়কে সর্ব্বাগ্রে সিক্ত করা একান্ত আবশ্যক। এই চৈতন্যশিক্ষামৃত এবং চৈতন্যশিক্ষামৃত ভিন্ন অন্য হইতে বঞ্চিত অনুভব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ কলিকাতা গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্পাদনে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিত একটী মূল্যবান্ ভূমিকা সংযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থখানি আরও আদরের হইয়াছে। গ্রন্থটী সুন্দর কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভিক্ষা কেবল উৎসবকালের জন্য—২, স্থলে ১৲। এই সুবিধা বেশীদিন থাকিবে না।

শ্রীনাম

শ্রীনাম-ভজন-প্রয়াসীর সম্বন্ধ-নির্ণয়ে শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার শ্রবণ একান্ত আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শুদ্ধভাবে শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তনে অধিকার হয় না। শ্রীনামভজনক্রম উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্।—প্রথমে শ্রীনাম শ্রবণেই বাহ্য অন্তঃকরণের অনর্থমল বিশুদ্ধির অপেক্ষা আছে। নববিধা ভক্তির প্রারম্ভে শ্রবণের ব্যবস্থা।

সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত নিরপরাধে উচ্চারিত নামাক্ষরই শ্রীনাম। ভাগবত মধ্যে শ্রীরূপগণ চারিটী সন্দর্ভে শ্রীজীব পাদ সম্বন্ধজ্ঞানের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা জানিতে পাই, ভগবান্ এক হইয়াও স্বাভাবিকী অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে স্বস্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব, জীব, প্রধান—এই চারি প্রকারে অবস্থান করেন। একে চারি, চারিটীতে এক, ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। যথা, সূর্য মণ্ডল, সূর্য-রশ্মি ও সূর্য-প্রতিচ্ছবি যেমন সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বিগ্রহ আর যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ বা সেবক, সুতরাং যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণের ভোগ্য বা কার্য্য জানে নিরন্তর কৃষ্ণ ও কার্য্য সেবায় নিযুক্ত থাকা বা কৃষ্ণ ও কার্য্যের অভিন্ন-চেষ্টা হওয়ার নাম অপরোক্ষ জ্ঞান বা সম্বন্ধ জ্ঞান। ইহাতে ঐহিক ভোগ বা ত্যাগের কোন ব্যবধান নাই, সম্বন্ধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে কৃষ্ণ-সেবার উপাদান জানিয়া সেই জ্ঞানে পরিভ্রমণ করিয়া বহু বৈরাগ্যের আবাহন করেন না বা নিজের ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য মনে করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রয়াস করেন না। বেদ বলেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

—পরিদৃশ্যমান জগৎ—যাহা আমরা ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য হইবে বা এই বলিয়া গ্রহণ বা ত্যাগ করি তাহা স্বরূপতঃ ঈশাবাস্য অর্থাৎ ভগবানের রূপ-বৈভব, সুতরাং আমাদের ভোগ্য বস্তু নহে পরন্তু স্বরূপে আমাদের দ্রষ্টা ভোক্তা এবং বিশুদ্ধ চেতন। যাবতীয় বস্তুর অন্তরে ভোক্তা বা দ্রষ্টা, স্বরূপে একমাত্র ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। অতএব ভগবৎ-সেবনোপযোগী শরীর সংরক্ষণের জন্য যে সকল বস্তু প্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহাতে ভগবৎ প্রসাদ মহাপ্রসাদ বুদ্ধি করিবে আর অধিক আশা করিবে না।

আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনিয়া থাকি—এই প্রাচীন দুর্দ্দশা দেখাইবে তখনই আমি তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিব। প্রথম প্রথম এই কথাটি অর্থ আদৌ বুঝিতে পারিতাম না। কথাটি তাৎপর্য্য—স্বরূপে সকলেই কৃষ্ণ-সেব্য বস্তু, বৈকুণ্ঠ বস্তু, অধোক্ষজ, যে কাল পর্য্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদিগকে বাহ্যজগতের দ্রষ্টা বা ভোক্তা মনে করিব, জড় জগতের বস্তুজাত আমার ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে মনে করিব, যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণের বৈভব সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন-বাসুদেব, বিশুদ্ধ চেতন আমার দ্রষ্টা, ভোক্তা বা পালনকর্ত্তা—এইরূপ বুদ্ধির অভাব বশতঃ নিজেকে কর্ত্তা, দ্রষ্টা বা ভোক্তা বলিয়া মনে করিব, সে কাল পর্য্যন্ত আমাদের অন্ধতোগ বা ত্যাগ-জনিত ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণনাম সেবা করিবার যোগ্যতা হইবে না, অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করে কভু নাম হয় না। যাবতীয় বস্তুতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দর্শন করিয়া সেই সেই বস্তুকে নিজ ভোগ্য বা ত্যাজ্য মনে করিবার পরিবর্ত্তে বিষয়-জাতীয় বা আশ্রয়-জাতীয় সেব্য জানিলে আমরা দুর্দর্শন বা অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া মুক্ত কুলের উপাস্য শ্রীনাম গ্রহণের অধিকারী হইতে পারি।

—

শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বৈকুণ্ঠ বস্তু, যাবতীয় শব্দ শ্রীকৃষ্ণ নাম হইতে অভিন্ন, তাঁহার প্রকাশ। সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয়ে বিষয় প্রতীতির উদয়ে সকল কৃষ্ণ সম্বন্ধ বুদ্ধির সহিত সকল শব্দে শ্রীকৃষ্ণ নামের অভিন্ন উপলব্ধি হয়। "সাধুগণ যাঁহার সম্বন্ধ সহিত বিষয় সমূহ সকলই মাধব"। কৃষ্ণসেবাপর যাবতীয় বিষয় কৃষ্ণ। কৃষ্ণসেবাপর কথার কীর্ত্তনই কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণ নামের আবরণে নিজ ভোগপর বুদ্ধির সহিত সংযোজিত কখনও কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন নহে। কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ও প্রাকৃত শব্দের উচ্চারণ মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা গোস্বামিপাদগণ সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ বাক্যে সুস্পষ্ট করিয়াছেন।

—

মায়া, মৈত্রী, দয়া, দুর্জ্জনে দম, পরোপ-কারিতা প্রভৃতি যাবতীয় সৎ গুণ কৃষ্ণ-সেবা-তাৎপর্য্য হইলেই উহাদের সার্থকতা, নতুবা উহাদের কোন মূল্য নাই, যেমন শূন্যের পূর্বে এক না থাকিলে কেবল শূন্য-নির্দ্দিষ্ট হইলে শূন্য পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে, পূর্বে মনীষিগণ বলিয়াছেন—এককের অভাবে শূন্য এবং অসৎ এ দুটী ভেদে বিবিধ। শূন্য শক্তি আবার লৌকিক এবং তাহার ভেদে দুই প্রকার। প্রাকৃত-

[illegible] যে অর্থ করা হয় [illegible] যৌগিক। উহা অন্ত [illegible] যোগ [illegible] প্রকার অজ্ঞ [illegible] বিশুদ্ধ-ভক্তিভেদে বিবিধ [illegible] যোগ [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] কৃষ্ণভক্ত-গণাগ্র। [illegible] উদয় না হইলে আবার [illegible] প্রভৃতি প্রবল হইবে [illegible] এই [illegible] নহে। [illegible] সমস্ত জগৎকে [illegible] করিতে পারেন। [illegible] সম্বন্ধে কৃষ্ণনামাদির জ্ঞানে যথাযথ সেবা করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণনাম সম্বন্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, সকল কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শনকারী, বিধর প্রভৃতি যুক্ত যুক্তকুলের উপাস্য বস্তু। ঋষিগণ আমাদের ন্যায় কর্মহীন বিক্ষিপ্ত-চিত্ত লোকগণের বা আমাদের বুদ্ধি-বিবর্ত্ত বস্তুবিবর জন্য পাক্ষরিক মার্গে নাম-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নাম-নামাভাস-ফলে মনোধর্ম হইতে মুক্ত হইয়া জীব ক্রমশঃ শ্রীনাম সেবার যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীনাম গ্রহণের কথা কি, বর্ত্তমানে আমাদের জিহ্বায় নামাভাসও উচ্চারিত হয় না। সম্বন্ধজ্ঞান-শূন্য নিরপরাধে উচ্চারিত নামাভাসই শ্রীনামাভাস।

নামাভাসের ফল—

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-
ভবধ্বান্ত-বিভবো।
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি
ভক্তি-প্রণয়িনীং
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি
ভগবন্নাম-তরণে
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ
মহিমানং প্রভবতি॥

—নামাভাসে বিষয়াভিনিবেশ দূরীভূত হইয়া শ্রীনাম-সেবায় অধিকার লাভ হয়। সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই যেমন অন্ধকার দূর হয়, চোর ও ডাকাতির ভয় চলিয়া যায়, সেইরূপ [illegible] শ্রীকৃষ্ণনাম উদয় হইবার পূর্ব্বে [illegible] তাদের নামাই [illegible] দূরীভূত হয়। শ্রীনামাভাস [illegible] [illegible] লাভ করিয়া [illegible] উদয় করাইয়া থাকেন

[illegible] হৃদয়।
সম্বন্ধ জানিয়া [illegible] করিতে
[illegible]
আমি ত বৈষ্ণব [illegible] হইলে
অমানী না হব [illegible]
প্রতিষ্ঠাশা আসি [illegible]
হইবে নিরয় গতি।

এই মহামন্ত্রীর্ত্তনীর অর্থ—যে সকল [illegible] নিত্যমাধিব যোগে, সকল কৃষ্ণ ও কার্য্য দর্শন করেন, তাঁহারা উত্তমাধিকারী। অধিকারের বিচার বিশেষ প্রয়োজন। নিজ অধিকার বিচার না করিয়া অনেকে আপনাকে বৈষ্ণব অভিমান পূর্ব্বক কাল্পনিকভাবে সকল কৃষ্ণ ও কার্য্য দর্শনের ছলনা করত অপরাধী হন। আমাদের ত্রিকালের উত্তম অধিকারী ভক্তগণের পূর্ব্ব আচার্য্য-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক যে জীব-শিক্ষার উপযোগী আচার্য্যলীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র অনুসরণীয়।

যে যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ
স [illegible] পরিকীর্ত্তিতঃ।

নিজ নিজ অধিকারে নিষ্ঠাই গুণ, অনিষ্ঠা-কারে ভক্তি মার্গে প্রবেশাধিকার, মধ্যমাধিকারে নামভজন প্রধানাঙ্গ এবং উত্তমাধিকারে অপ্রাকৃত নামরসাস্বাদন।

প্রাপ্ত পত্র

পোঃ কোলাঘাট
জেলা মেদিনীপুর।
১০।৩।৩০

মাননীয়—
শ্রীযুক্ত নদীয়াপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
মান্যবরেষু—

মহাশয়!

আমি সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি। আমি শ্রীধাম-মায়াপুর গিয়া যে প্রকার ধারণা লইয়া আসিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধভাবে লিখিত বিজ্ঞান [illegible] পত্রিকা দেখিয়া অবশেষে আমার কর্ত্তব্য বোধে বিশ্ববাণীর সম্পাদক মহাশয়কে এ একখানি পত্র লিখিলাম তাহার নকল আপনার নিকট পাঠাইলাম। বিশ্ববাণীতে যে ঐ পত্র প্রকাশ হইবে বা তাহার মতের পরিবর্ত্তন হইবে তাহা মনে হয় না। কারণ আমি পূর্ব্বে অনেক কথা লিখিলেও তাহা প্রকাশ হয় নাই। যে লোক আপনার পত্রিকার প্রকাশ করিলে হয়ত জন-সাধারণের কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে—সেজন্য আপনার নিকট নকল পাঠাইলাম, এবার শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রদর্শনী হইতেছে। দেখিবার অভিলাষ আশা আছে [illegible] নিবেদন ইতি

বশংবদ—
শ্রীশিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

পোঃ কোলাঘাট
জেলা মেদিনীপুর।
১০।৩।৩০

মাননীয়
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় মান্যবরেষু
বিনয় নমস্কার নিবেদনমিদং।

[illegible] আমি আপনার 'বিশ্ববাণী' পত্রিকার প্রাচীন গ্রাহক; সুতরাং আপনার উপর আমার অনেক দাবী, বিশেষতঃ আমি আপনার শুভার্থী। বিশ্ববাণী অভিপ্রায় প্রচার করিবে এ ধারণা বিশ্ববাণীর বিশ্বেষী সম্প্রদায়ের মত, কিন্তু বিশ্ববাণীতে [illegible] ক্রমশঃ প্রতিবাদ প্রচার হইতে দেখা যায়, ইহা হইলে সাধারণের মুখ কি করিয়া চাপা যায় এবং নিজেদের হৃদয় কি করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে?

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে আমি গত বৎসর গিয়াছিলাম, সেখানে প্রাচীন কীর্ত্তি, লোক-মুখের প্রবাদ, তাহা ছাড়া প্রাচীন প্রমাণাদি ও কাগজপত্র দর্শনে উহাই প্রকৃত স্থান আমার বিশ্বাস হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বৈষ্ণব [illegible] আমি দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে এবং তাঁহার পরিচিত অন্যান্য লোকজনের নিকট হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্য হইতে ও পরীক্ষা সাময়িক, পারিবারিক, নৈতিক-জীবন সম্বন্ধে অনেক বিষয় আমি জানিতে পারিয়াছি। সে সম্বন্ধে আমার বিশদ আলোচনা আমার উচিত নহে। আপনার পত্রিকায় আপনার একজন লেখক কেন্দ্রীয় সহকারী সম্পাদক কুড়ি বৎসর থাকিয়া এ প্রকারে চাকরী প্রকৃত বৈষ্ণব আচারে প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য মহাশয়ের বিরুদ্ধে লিখিতেছেন, তাহাতে আপনি যে বেশী দিন সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না।

গত ৯ই ফাল্গুন তারিখের পত্রিকায় বৃদ্ধের বচন বলিয়া যে ছড়াটী দিয়াছেন তাহাতে ২২ বৎসরের বৃদ্ধেরই বিশেষ মস্তিষ্কের পরিচয় পাইলাম। কলিকালে ২২ বৎসরেই বৃদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং ১২ বৎসরের বিচক্ষণ বুদ্ধ-কেশধারীর কোন কাজে লাগিতে পারেন না, তাহার প্রমাণ আর বেশী দূর যাইতে হয় না। আপনার পত্রিকাতেই ৬০ বৎসরের উপর বয়স হইলেও এক পণ্ডিতমূর্খকে অবসর প্রদান করেন। বুদ্ধে যে বুদ্ধের বচন সমাজে আদরণীয় হইয়া থাকে, সে বুদ্ধ শুধু বয়সে বৃদ্ধ নহে। শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানবৃদ্ধ।

[illegible] বাঙ্গলা সমালোচনা [illegible] মহেশতলা বুড়া শিব ও [illegible] মহাশয়কে আপনার পাঁচা বুড় মহাশয় যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অবাক হইয়াছি। অধিকন্তু বাঙ্গলা ভাষায় প্রাচীন বৃদ্ধ মহাশয়ের অবস্থা দূরে থাক তাঁহাকে লেখনী চালাইবার অধিকার না দিয়া পত্রিকার মোড়লীর ভারে নিযুক্ত রাখিলেই ভাল হয়।

আমি অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, আপনি আপনার কর্ম্মচারী-গণের খাতিরে বা তাঁহাদের বন্ধু বান্ধবগণের পক্ষের কথাই কাগজে প্রকাশ করেন। অপর পক্ষের কোন কথা প্রকাশ-জন্য পাঠাইলে তাহা চাপা পড়িয়া থাকে। তাহার প্রমাণ আমি নিজে লিখিয়া পাঠাইয়াছি।

শ্রীভগবানের কৃপায় আপনি প্রচার করিয়া আপনারা ধনী হইয়াছেন, তবে ধনে আমাদের বা ভক্তের স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পণ্ডিতের সাহায্য করিলে কি হয় না কি? আপনি স্বয়ং নিজে এ সংবাদ রাখিয়াও যাবেন না; কিন্তু আজ মায়াপুর লইয়া যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে নিজে উভয় স্থানে গিয়া উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া আপনার নিজের অভিমত প্রকাশ করা কি আপনার ন্যায় ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে?

আমি অনেক কথা লিখিলাম। বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে সুখী হইব। অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ আমি আপনার পত্রিকা পাঠ করা বন্ধ করিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত পত্রিকা আমার নিকট আর পাঠাইবেন না। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আপনার পত্রিকার গ্রাহক। তাঁহারাও উহা গ্রহণে অনিচ্ছা জানাইয়াছেন। এ সব সংবাদ আপনি পরে জানিতে পারিবেন।

এই পত্র আমি ৯ই ফাল্গুন তারিখের পরেই লিখিয়াছিলাম কিন্তু কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় এবং সর্ব্বদাই অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় লিখিতে বিলম্ব হইল।

বশংবদ—
শ্রীশিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রেমপ্রদীপ

সপ্তম প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর)

নরেন বাবু গত রাত্রে যে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রাতে ডাকঘরে পাঠাইলেন। ঐ পত্রখানি প্রধান আচার্য্যকে লিখেন, তাহাতে ভক্তির উৎকর্ষ ও যুক্তিবাদের বিচার লিখিতে হয়। বিশেষতঃ তাঁহার নীচ মনের অবস্থা অত্যন্ত বিস্তৃত রূপে লিখিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয়কে কএকটী প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন

পত্র প্রেরিত হইবার অব্যবহিত পরেই একজন বৈষ্ণব আসিয়া যোগমায়ের মঠোৎসবে, সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। আনন্দ বাবু, বাবাজী, মল্লিক মহাশয় ও

নরেন বাবু—সকলেই যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

বেলা দশ ঘটিকার সময় সকলে পূজা, আহ্নিক ও ভাগবত পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্রেমকুঞ্জে যাত্রা করিলেন। প্রেমকুঞ্জ অতিশয় পবিত্র স্থান। অনেকগুলি মাধবী লতার কুঞ্জ—চারিদিকে প্রাচীর। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সম্মুখেই শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। বহুতর বৈষ্ণবগণ তথায় কীর্ত্তন করিতেছেন।

অভ্যাগত বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ আসিতে লাগিলেন। সকলেই প্রাঙ্গণে বসিলেন। নানাবিধ বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন।

কুঞ্জের এক প্রকোষ্ঠে বৈষ্ণবীগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেখানে প্রেমভাবিনী নাম্নী জনৈক বৈষ্ণবী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছিলেন। যদিও বৈষ্ণবীদিগের প্রকোষ্ঠ ভিন্ন ছিল, তথাপি পুরুষ বৈষ্ণবগণের তথায় গমনাগমনের কোন নিষেধ ছিল না।

নরেন বাবু আনন্দ বাবুকে কহিলেন, দেখুন ব্রাহ্মগণের-আশ্রম ও বৈষ্ণবদিগের আশ্রমের ভেদ কিছু দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ গ্রন্থ পাঠ করেন, এবং স্ত্রী পুরুষ একত্র এখানকার বৈষ্ণবীগণেও করিতেছেন। বৈষ্ণবগণের এবম্প্রকার ব্যবস্থা নূতন নহে, অতএব ব্রাহ্মাচার্য্যগণ বৈষ্ণব-ব্যবস্থা দেখিয়াই ব্রাহ্মগণের ব্যবস্থা করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে স্ত্রী-প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন কৃষ্ণকিঙ্করীগণ সকলে ধূলার উপর বসিয়া। প্রেমভাবিনী একটী ছোট আসনে তাঁহাদের মধ্যে আসীন হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তাঁহার পরিধান এক খানি সাদা থান। ললাটে খাঁদ উর্দ্ধপুণ্ড্র। গলায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তুলসীর মালা। নাসাতে হরিনামের ছাপ, নিকটে একটী গঙ্গাজল। চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত ভক্তাঙ্গনা বসিয়াছেন, তাঁহাদেরও সেই প্রকার বেশ এবং অঙ্গে হরিনামের মালা। সকলেই চাতকের ন্যায় প্রেমভাবিনীর মুখপানে চাহিয়া আছেন, প্রেমভাবিনী মধুর স্বরে পড়িতেছেন, যথাঃ—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম ॥

রসভাবিনী নাম্নী একটী যোড়শী সভ্য-বালা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি, রতি কি বস্তু? তাহাতে পাঠকর্ত্রী বলিলেন, রতির প্রেমের অঙ্কুর। রসভাবিনী ইহাতে অতৃপ্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, রতি কোথায় থাকে এবং রতি কাহার প্রতি কর্ত্তব্য?

প্রেমভাবিনী পুরাতন বৈষ্ণবী। তিনি অনেকবার ঐ সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া সদ্গুরুর মুখে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রসভাবিনীর প্রশ্নে গলিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দে তাঁহার নয়নযুগ হইতে বারি অনবরত বহিতে লাগিল:—

সখি, তোমাদের সাংসারিক বুদ্ধিতে পারমার্থিক বিষয়ে স্থান দিও না। পণ্ডিতদিগের নিকট বিষয় ব্যবহারে যে রতির কথা শুনিয়াছ, তাহা এ রতি নয়। জড় দেহেতে যে রতি আছে, সে রতি চিদানন্দ বস্তু নয়। তোমার সহিত নিত্য সঙ্গে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ আছে তাহা অতি তুচ্ছ, কেন না দেহের সুখ দেহের সহিত শেষ হয়। জীব যিনি—তিনি আত্মা, তাঁহার একটি নিত্য দেহ আছে। সেই নিত্য দেহে সকল জীবই স্ত্রী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ। জড় দেহের চেষ্টা-সকলকে ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া নিত্যদেহের চেষ্টাকে বৃদ্ধি কর। যেমত জড়ীয় স্ত্রী-দেহের রতি উৎকট ভাবে পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ নিত্য স্ত্রীদেহের অপ্রাকৃত রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হয়। বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে লালসা, তাহাকেই রতি বলি। অপ্রাকৃত নিত্যদেহের যে স্বাভাবিক কৃষ্ণ-লালসা, তাহাই জীবের নিত্য রতি। সখি, সেই রতি যদি অস্বাভাবিক থাকিত, তাহা হইলে তুমি কেন সম্পদ, মান, সম্ভ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজবাস স্বীকার করিবে। রতি একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। তাহার হেতু নাই। বিষয় দেখিলেই উত্তেজিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রতি প্রেমের বীজ। শ্রবণ কীর্ত্তন জলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত কর।

(ক্রমশঃ)

সুদর্শন

পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহটী জীব নহে, এই স্থূল দেহাতিরিক্ত সূক্ষ্ম দেহ বা মনও জীব নহে। পাশ্চাত্য দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ মনকেই জীবাত্মা বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব আচার্য্য ঋষিবৃন্দ মনকে অচিৎ বিশেষ জড় বলিয়া এবং আত্মা প্রকৃতি জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া স্থির নির্ণয় করিয়াছেন। বস্তুতঃ একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে মনকে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতে হইবে। মনের স্বাধীন জ্ঞানাকারত্ব নাই, সে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য জগতের জ্ঞান সংগ্রহ করে এবং তাহা লইয়াই নানা প্রকার কল্পনা বিকল্পনা করে, কখনও অন্তর্মুখ-দশায় জড় বিপরীত চিন্তা করে এবং তাহাকেই জড়াতীত নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করিয়া বসে। প্রকৃত পক্ষে এরূপ প্রতিক্রিয়া জড় চিন্তারই প্রকার ভেদ মাত্র। দেহ ও মনের অতিরিক্ত জীবের একটী নিজ স্বরূপ আছে। বেদ বলেন—

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ"—সম্প্রসাদরূপ-শুদ্ধ জীব এই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ চিন্ময় নিজ স্বরূপগত নিত্য শরীর লাভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে আমাদের এই বিশুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপটি—

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥

ধূম যেরূপ অগ্নিকে আবৃত করে, ময়লা যেরূপ দর্পণের স্বচ্ছতা আবৃত করে, জরায়ু যেরূপ গর্ভকে আবৃত করে, সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বারা আমাদের নিজ স্বরূপটী আবৃত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ হইবার কারণ কি?

জীবতত্ত্ব বিচারে জানা যায়, জীবসমূহ ভগবানের বিভিন্নাংশ, স্বাংশ নহেন। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বাংশগণের কৃষ্ণেচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, কিন্তু বিভিন্নাংশ জীবের স্বতন্ত্রতা আছে, যখন তিনি স্বতন্ত্র ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করেন, তখন স্বাংশগণের আনুগত্যে কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত থাকেন, তখন তিনি বলেন "এক দুঃখ দিয়াছ শুধু জীবনে। সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বলে। তোমার ইচ্ছার যোগ মিলাইল"। কিন্তু যখন তিনি স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার করিয়া নিজ স্বতন্ত্র সুখ-বাসনা পোষণ করেন তখনই তাহার স্বরূপটী স্থূল সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হয়। তৎকালে তাহার নিজ স্বরূপগত অভিমান বিস্মৃত হওয়ায় তিনি— আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পিতা বা ভ্রাতা, আমি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, আমি বিদ্বান্ আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি এই সংসারের ভোক্তা কর্ত্তা বা মালিক, আমি দুঃখী, আমি সুখী ইত্যাদি অহংকারগত অভিমান লইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দুঃখ ভোগ এবং শত যন্ত্রণার অধীন হইয়া পড়েন। এই অভিমানের [illegible] কর্তৃত্ব [illegible] [illegible] —

আমিত করি সংসার আমার
নিজকর্মফল ভোগ [illegible]
আমার এমত [illegible]
আমার বলিয়া জানি [illegible]
আমি ত [illegible] কর্ত্তা [illegible]
সকল [illegible]
নিজ জ্ঞানে [illegible] ॥

—জাগতিক দেহ সমস্ত ভগবানকে [illegible] দর্শন করেন [illegible] সুদর্শন, কুদর্শন নহে।

জীব যখন [illegible] গুরু ও বৈষ্ণবগণের কৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ করেন, সাধুসঙ্গে তাঁহার নিজ [illegible] ক্রমশঃ দূর হইতে থাকে এবং স্বরূপগত নিজ অভিমান প্রাপ্ত হইতে থাকে। তৎকালে নিজকে স্বতন্ত্র কর্তা, দ্রষ্টা বা ভোক্তা বলিয়া মনে হয় না। ভগবানের দ্রষ্টা বলিয়া অভিমান করিবার পরিবর্তে— স্বরূপে সদাই [illegible] এই নিত্যদৃশ্য [illegible] দর্শন করেন। [illegible] আর থাকে না, তাহার [illegible] অধীন। [illegible] বুদ্ধি না থাকায় [illegible] বৈষ্ণবের দ্বারকেই [illegible] বলিয়া জানেন। তাঁহাদের দর্শনে আর কোন [illegible] দর্শনে [illegible] আছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

—জগৎ কৃষ্ণ সেবার উপাদান বোধে সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করিবার পরিবর্তে যাঁহারা বস্তু-মায়াজ্ঞানে ত্যাগ করেন তাঁহাদের বৈরাগ্য অতি তুচ্ছ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

—সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করিয়া [illegible] করিতে [illegible] [illegible] বিষয় [illegible] হয় না। ইঁহাদের দর্শন প্রকৃত [illegible], তাই তাহা সুদর্শন, আর ইতরগণের দর্শনই কুদর্শন।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৭৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶৩। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম দাতাদিগের পক্ষে ৮,।

৬৫ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০,	স্থলে	৫,
গীতমালা	৶১০	„	৴০
জৈবধর্ম	২,	„	১॥০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২,	„	১॥০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্তী) বাঁধাই	২,	„	১॥০
ঐ „ আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১॥০	„	১
প্রেমবিবর্ত	৴০	„	১০
নবদ্বীপ শতক	৴০	„	১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (আবাঁধা)	৸০	„	॥০
হরিনামচিন্তামণি	৸০	„	॥০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	„	॥০
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	১॥০	„	১
শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ	২॥০	„	১॥০
শ্রীনবদ্বীপধাম ও প্রমাণখণ্ড		৶	„ —০
ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ পরিক্রমা	৶০	„	৴০
শ্রীচৈতন্যামৃত ব্যাকরণ	২,	„	১॥০

গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর সুযোগ পাইবেন না

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত। কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে,	১,
আম্নায় সূত্র (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে.	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ. শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কালিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোড়াকুটী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৫নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ. সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুসুমকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ চক্রবেড়ে রোড নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭৫ নং ক্রে রোড, খুলনা,
২। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, কলিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—৭৬নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস ডি মন, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—বল্লভপাড়া, নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীনিত্যানন্দ পাল, কোটচাঁদপুর।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এ.হি ৫ ৮।০৩৬

সত্যবাদী তাহাকে বলা যায়, যে সর্বদা সত্য কথা বলে। পুণ্যসঞ্চয় যাহা পাপকে দূর করে

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালেন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার হ্রাস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ ঔষধের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং [illegible] আনাব [illegible] একটী জ্বর [illegible] পাক যথেষ্ট, যেন প্রত্যক্ষ উপকারী [illegible]। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ঠকিবার ভয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৵০ আনা, ডজন ৪৲০ [illegible]।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্সেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা [illegible] তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, [illegible], বেল, প্রভৃতি মূল্যবান মহৌষধি দ্রব্য সুনিয়মে প্রস্তুত বিধায় উহা অঙ্গুলেই সমভাবে চর্ম্মের অনুলেপন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের অঙ্গসন্ধির বাতুজ ব্যথিত [illegible], জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, [illegible], বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা, [illegible] এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] সহকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একটী [illegible] তৈল [illegible] কাজ হয়। যে কোন স্থানে তৈল [illegible] উপর এজেণ্ট বটকৃষ্ণ [illegible] যুগল মূর্ত্তি মার্কা [illegible] কোন দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিবে [illegible]।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিদ্যার্থিগণকে [illegible] [illegible] করা হইয়াছে। অনেক [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান [illegible] — [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-
[illegible] তীর্থ, [illegible],
[illegible]।
[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা [illegible] একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

● ● ●

আজকাল বাজারে [illegible] শরীরের [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা [illegible]

[illegible] পাওয়া যায়

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

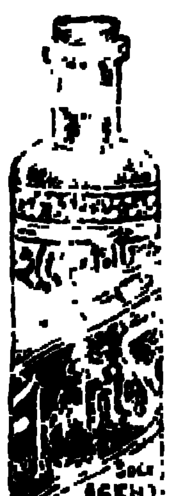

[illegible] মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible]

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) [illegible] রাসায়নিক পরীক্ষায় [illegible] বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, [illegible] "কামশাস্ত্র" [illegible] যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি [illegible] প্রাপ্ত হউন। [illegible] প্রতি কৌটার মূল্য [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-[illegible] সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী [illegible] প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

[illegible]

৫ম খণ্ড। সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [illegible]

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা চৈত্র সোমবার ১৩৩৬ ১৭ই মার্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵৹
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪র্থ সংস্করণ, ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
„ „ „ আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ, বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ৷৹
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵৹
১৫। [illegible] ৵৹
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। [illegible]
১৯। [illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা।
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। [illegible]
২২। [illegible]
২৩। [illegible]
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, [illegible] নবদ্বীপশতক, [illegible]
২৫। কল্যাণকল্পতরু [illegible]
২৬। [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড) ২৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। [illegible] ৷৹
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ অপূর্ব্ব-সুযোগ।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি

বক্তা—বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] বনমহারাজ

সকলেই যোগদান করুন

[illegible] কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
[illegible] মায়াধীন নহে।
[illegible] মায়ার [illegible] ভক্ত-প্রভু।
[illegible] কৃষ্ণভক্তি হয়।
[illegible] প্রাকৃতরাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

। কাব্য- গ্রন্থাবলী ।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে এবং মজবুত বাঁধাই

অর্থানুবাদ। ২য় সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীপত্র

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন শর্মা ... পুরাণ, তন্ত্র ... সময় মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূর করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ উপযোগী, অই জেলার শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টর বাহাদুর এই সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১ একটাকা

... মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ... নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রশ্নের ... সমাধান ... প্রমাণিত হইয়াছে ... সমাজ, নীতি, ... অনুসারে ... এরূপ সুন্দরভাবে ... আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভূমি নবদ্বীপ- ধামের ... প্রাচীন বিবরণ — প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা ... পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য ... বিস্তৃতভাবে ... প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকৃষ্ট ... কাগজে ছাপা — শ্রীনবদ্বীপধাম ... ভাবের উচ্ছ্বাস ... এই গ্রন্থে ... চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ,

শ্রীল গোস্বামী ... শ্রীগোপাল গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল ... তাহা এই গ্রন্থে ... ভক্তগণের অনুকূল ... সুন্দরভাবে ... হইয়াছে। ... শ্রীমহাপ্রভু ... বিস্তৃতভাবে ...

গোড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের অদ্বিতীয় রত্ন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা ... যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র ... শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ... প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বাত্মকরণে ... কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তাহাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা, ও আত্মনিবেদনমূলক গান। উক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৵০, নবদ্বীপশতক — ৵০

অর্থপঞ্চক — ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷০

মানব সংসারে ... সর্ব্বদা কল্যাণের কামনা করে ... কিসে কল্যাণ ... এবং তাহার বিষয় অবগত ... কল্যাণ ... এই গীতিগ্রন্থ ... কল্যাণের ... হরি ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি ... প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গোড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয়বৈষ্ণবাভিধান)

... বৈষ্ণবগণের জীবনী ... বিশুদ্ধ ... বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ... বিবরণ ... প্রকাশিত হইয়াছে ...

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ — ১ম খণ্ড ১, এক টাকা

২য় খণ্ড ১, এক টাকা — শ্রীভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... দুইখণ্ড পাইবেন। ... শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ... মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ...

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, ... স্বপ্নদোষ ... প্রভৃতি সকল ... রোগ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ... এক টাকা।

"অপূর্ব্ব ... ঘৃত"

... ব্যবহার ... মূল্য ... টাকা।

"... বিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ... এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — নারায়ণজী, কেশবজী, ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি আমলা তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাজার হইতে তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী / B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক জাল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত — জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, ... কুইনিন, আর্সেনিক এবং ... আছে।

এক ফেরাস-কুইনিন ... একটী বা দুইটী ইনজেকশনে ... ম্যালেরিয়া ... উপসর্গ দূর করিয়া ...

প্রাপ্তিস্থান — ... কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

[illegible]

৩রা চৈত্র সোমবার—১৩৩৮।

ভারবাহী ও সারগ্রাহী

যাঁহারা শাস্ত্রানুশীলন করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর, ভারবাহী ও সারগ্রাহী,—

[illegible] কুশলো [illegible]।
[illegible] পুষ্পেভ্য ইব
ষট্‌পদঃ ॥

—যাঁহারা কুশল ব্যক্তি তাঁহারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শাস্ত্র হইতে সার মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সারগ্রাহী, জগতে ইঁহাদের সংখ্যা খুব কম, ভারবাহীর সংখ্যাই বেশী, ভারবাহিগণ শাস্ত্রের যা জানে তার ব্যাখ্যা করে। [illegible] শাস্ত্র বহি মরে।

শাস্ত্র কাহাকে বলে—স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে—

[illegible] সামান্যর্ক [illegible]
[illegible] শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible] শাস্ত্রং
[illegible]॥

—[illegible] চারি বেদ, পঞ্চম বেদ, মহাভারত, বাল্মীকি-রামায়ণ—এই কয়েকটী মূল শাস্ত্র, ইহা-দের অনুকূল [illegible] শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত, [illegible] জীবকে সৎপথে চালিত করিবার হেতু বলিয়া, একথা সত্য; কিন্তু পঞ্চম বেদ মহা-ভারত, [illegible] গীতা, রামায়ণ এবং চারি-বেদ আলোচনা করিয়াও লোক মুক্তি বা [illegible] নিজ মঙ্গল লাভ করিতে পারিতেছেন না কেন? ভার-বাহিত্বই উহার কারণ।

শব্দের ব্যাকরণ বা কোষ-প্রসিদ্ধ অর্থই মুখ্য অর্থ, মুখ্য অর্থের দ্বারা শব্দার্থের যথার্থ সঙ্গতি না হইলে শব্দের গৌণী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু যাহারা শব্দের মুখ্য বৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা বা গৌণী বৃত্তির আশ্রয়ে [illegible] অর্থ করিয়া জীব [illegible] সম্পাদন করেন, সেই সকল [illegible] ব্যাখ্যাতাদিগকে কখনই সারগ্রাহী বলা যায় না, বৈদিক বৈষ্ণবগণ বেদ শাস্ত্র [illegible] যে ভারবাহীদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা [illegible] শাস্ত্রী [illegible]

প্রয়োগস্তীর্থ [illegible]—অর্থ [illegible] সাধ্যে [illegible] কৌশিক হইয়াছে—
[illegible]
যাতি প্রায়ঃ [illegible] শীলা [illegible]
বিনা ॥

—যে [illegible] মুখ্যা বৃত্তিই স্বীকৃত হইল না, তাহার লক্ষণা বা গৌণী বৃত্তি স্বীকৃত হইবে কিরূপে? প্রাণ মাত্র তাঁহার শীলা [illegible], [illegible] বিনা কি পুষ্প সম্ভব হয়?

[illegible] অভিধা বৃত্তি বা মুখ্যা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহারা নিজ বুদ্ধি বলে অথবা [illegible] বেদার্থ অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহারাও বেদের যথার্থ তাৎ-পর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন একথাও আমরা বলিতেছি না। জীব যখন [illegible] প্রতীতি বা অবিদ্যা প্রতীতি লইয়া বেদের অর্থ অন্বেষণ করেন তৎকালে তাঁহার প্রতীতি অনুসারেই অর্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা বেদের যথার্থ অর্থ নহে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় অজ্ঞ প্রতীতি বা অবিদ্যা প্রতীতি হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে বেদের অর্থ অবগত হওয়া যায় না, সারগ্রাহী হওয়া যায় না, ভারবাহীই থাকিতে হয়। ভারবাহিগণ কর্ম্মী বা [illegible] উপাসক, জ্ঞানী বা যোগী—এই তিন শ্রেণীর। আমরা ইঁহাদিগকে ভারবাহী বলিয়াছি, কারণ ইঁহারা বেদ পাঠ করিয়াও বেদের প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে না পারিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগকেই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় মনে করিয়াছেন। বস্তুতঃ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা দেবতার উপাসনা, বেদ প্রতিপাদ্য নহে।

ভগবান্ নিজ [illegible] শাস্ত্রসমূহ প্রচার করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসকে দিয়া, যদিও অন্যান্য যুগে আরও ২৭ জন ব্যাস ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তথাপি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই আমাদের আচার্য্য, কেননা তিনি মহাভারত প্রণেতা ও ভাগবত-শাস্ত্র [illegible] নিত্যানন্দময়। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসই বেদের অর্থ বিস্তার করিবার জন্য পঞ্চম বেদ মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি—[illegible] বলেন, কিন্তু বেদব্যাসকৃত বেদের যথার্থ অর্থ নির্ণায়ক পুরাণ মানিতে চান না, তাঁহারাই ভারবাহী, কেননা শাস্ত্র বলিতেছেন—যিনি [illegible] সাঙ্গোপাঙ্গ [illegible] বিদ্বান্ [illegible]। [illegible] পুরাণং সংবিদ্যাৎ [illegible] ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। [illegible] বেদো মামর্য়ং প্রতরিষ্যতি॥

—যদি কেহ উপনিষদাদি অনেক শাস্ত্র চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি শাস্ত্রবিদ্ বা সারগ্রাহী হইতে পারেন না, যদি ইতিহাস পুরাণ তাঁহার জানা না থাকে। পুরাণ সম্বন্ধে [illegible] হইবার কারণ—[illegible] হইয়াছিলেন সে [illegible] ব্যক্তি, আমাকে প্রতারিত করিবে, [illegible] পুরাণ মহাভারতাদির প্রকাশ।

শাস্ত্রার্থ-তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে আচার্য্যের অনুগমন চাই; [illegible] শাস্ত্র-তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া [illegible] আচার্য্যের সহিত অন্বয় [illegible] করিয়াছিলেন তাহাও আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা [illegible] আদি আচার্য্য [illegible] কথা আলোচনা করিব আশা [illegible] যে তিনি লোকের [illegible] বিবিধ [illegible] চাতুর্হোত্র কর্ম্মের বিস্তারানুসারে চারি-ভাগে বিভাগ করিয়া [illegible] অর্থ [illegible] করিবার জন্য পুরাণ রচনা করিলেন, পরে সমস্ত বেদ ও পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সমস্তার্থ-তাৎপর্য্য-সমন্বিত মহাভারত রচনা করি-লেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না। একদিন তিনি বিষণ্ণ মনে নিজ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ শ্রীব্যাসদেবকে বিষণ্ণ দেখিয়া বলি-লেন—হে মহাভাগ! হে প্রভো! আপনি জীবহিতার্থ বহু শাস্ত্র রচনা করি-লেন; স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন, তথাপি [illegible] অকৃতার্থ ব্যক্তির ন্যায় শোক করিতেছেন কেন? ব্যাসদেব নিজ অসন্তোষের কারণ বুঝিতে না পারিয়া গুরু নারদকে ঐ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবর্ষি নারদ বলিলেন হে বেদব্যাস—

[illegible] ভগবদ্‌যশোহমলং প্রায়-
[illegible] বাসুদেবমহিমা
[illegible] [illegible] ন মন্যতে
[illegible]॥
(ভাঃ ১।৫।৮)

—ভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্ত্তন ব্যতীত আত্মা প্রসন্ন হয় না। তুমি যে শাস্ত্র রচনা করিয়াছ, তাহাতে [illegible] একমাত্র [illegible] ব্যক্ত [illegible] নাই। তুমি বাসুদেব [illegible] মহাভারতে কীর্ত্তন করিয়াছ, [illegible] ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে [illegible] করিবার জন্য নানা প্রকার [illegible] কথা কীর্ত্তন করিয়াছ মাত্র, বস্তুতঃ শাস্ত্র-তাৎপর্য্য একমাত্র হরিকথন ব্যতীত আর কিছু নহে। তাহার উত্তর তুমি লোক-হিতার্থ যাহা করিয়াছ, তাহা বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছে, সুতরাং তাহা ধর্ম্ম বিচারে নিন্দ-নীয় হইয়াছে। লোকসকল স্বভাবতঃ বিষয়ে

অনুরক্ত, [illegible]
হইতে [illegible]
গ্রহণ করে, [illegible]
কথা না [illegible]
বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হইবে। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
এই কথাটি [illegible]
[illegible] পরিত্যাগ [illegible]
[illegible] হইতেছে না [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible] করিতেছে।
[illegible] শাস্ত্র [illegible]
[illegible]
[illegible] অর্থ
প্রতীতি [illegible], উহা
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] বাসুদেবঃ পরা গতিঃ॥

[illegible] পরিচালনা [illegible] দিয়া নানাপ্রকার [illegible], উহার [illegible] কিছু নহে। বেদে [illegible], [illegible] নাই, [illegible] করিয়া [illegible] কিন্তু তাহ [illegible], পরবিদ্যার কথা [illegible] বলিয়াছে, সেটির প্রতি তোমাদের দৃষ্টি [illegible] কেন, অপরা বিদ্যায় স্ফীত হইয়া, অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া আপনাকে বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছ কেন। [illegible] কিছু দিন অধ্যয়ন করা [illegible] পারবে [illegible] বেদে সর্ব্বত্রই স্বয়ং কৃষ্ণনাম [illegible] বিধান করিতেছেন। যাঁহারা [illegible] বৈষ্ণবগুরুর [illegible] অন্বেষণ করেন, তাঁহারাই ত সারগ্রাহী। [illegible] শাস্ত্র প্রণেতা আচার্য্য [illegible] আদেশ, তিনি [illegible] অবলম্বন করিয়া [illegible] উপাসনা করত তাঁহাদের কৃপা প্রাপ্ত [illegible] এবং তাঁহাদের [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত বিস্তার করিয়াছেন। আচার্য্য স্বয়ং শাস্ত্র-প্রণেতা, তাঁহার অনুসরণ করিতে [illegible] অনুসরণ করা হয়, [illegible] বা [illegible] আচার্য্য [illegible] বাদী আচার্য্যের [illegible] নিন্দ।

পঞ্চরাত্র

বহু পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণ [illegible], পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, [illegible], পঞ্চরাত্র, ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব [illegible] নাম, কর্ম্মহীন, সৎ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। বর্ত্তমানে বৈষ্ণবদিগের উক্ত প্রকার বিভাগ দৃষ্ট না হইলেও পঞ্চরাত্র বা [illegible] এবং ভাগবত বা ভক্তি-মার্গ—এই দুইটি মার্গের প্রাধান্য আছে। সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি ও সনক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য নিম্বার্ক ভাগবতমার্গের এবং শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও রুদ্রসম্প্রদায়ের আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী অর্চ্চনমার্গের বৈষ্ণবাচার্য্য ছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—ভাগবত-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি দুই প্রকার। এক প্রকার নারায়ণ হইতে ব্রহ্মাদি-প্রমুখ আদি আচার্য্যগণ [illegible] প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র প্রচার করেন, অন্য প্রকার অনন্তদেব হইতে সনৎকুমার-প্রমুখ আচার্য্যগণ [illegible] প্রচার করেন। প্রথম প্রকার প্রবৃত্তি হইতে ব্রহ্মসম্প্রদায় এবং দ্বিতীয় প্রকার প্রবৃত্তি হইতে সনক-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দুইটির মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। [illegible] নারায়ণ ব্রহ্মাকে [illegible] জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্য ও অঙ্গ—এই চারি প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন [illegible]। কলিযুগ-পাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরহরি এই সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

পঞ্চরাত্র বা অর্চ্চনমার্গে বিষ্ণুর উপাসনা প্রাচীন যুগের [illegible]। কলিকালে [illegible] একমাত্র হরিনাম ভিন্ন গতি নাই, একমাত্র হরির নামের দ্বারা ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন,—সব কার্য্য [illegible] হইয়া থাকে। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য [illegible] উহার করিয়া বলিয়াছেন—

[illegible]

গৌড়ীয়গণের আচার্য্য-[illegible] শ্রীগৌরহরি আচার্য্য-লীলায় এই সম্প্রদায় [illegible] করিয়া, সর্ব্বজীবকে উপদেশ [illegible]।

অর্চ্চনমার্গ বা [illegible] [illegible] অর্চ্চন, মন্ত্র, পুরশ্চরণ, [illegible] প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু [illegible] কোন [illegible]

নাই। ভাগবতমার্গীয় বৈষ্ণবগণ নিত্যই শ্রীমায়াপুর [illegible] করিতে করিতে তাঁহাদের শ্রীভগবানের [illegible] করিতে থাকেন। [illegible] বৈষ্ণব-গণের [illegible] ইঁহারা [illegible] নহেন। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মহাশয় পালন করে [illegible] বলেন—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান! তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তমস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥

—হে সন্ধ্যাবন্দন, তোমার মঙ্গল হউক, হে স্নান, তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ, হে পিতৃগণ! আমি তর্পণাদি কার্য্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করিবেন, যে কোন স্থানে থাকিয়া যাদবকুল-শিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সমস্ত পাপের বিনষ্ট করিব, তাঁহা ব্যতীত আর প্রয়োজন কি?

ভাগবত-মার্গে দীক্ষা [illegible] পাঞ্চরাত্রিক অপেক্ষা [illegible] কেবল [illegible] কাজের জন্য, কিন্তু মহাজনগণ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবত-মার্গের এবং গৌড়ীয় [illegible] এই [illegible] উপদেষ্টা [illegible] পাঞ্চরাত্রিক [illegible] দীক্ষা গ্রহণ ও [illegible] দীক্ষার ব্যবস্থা দিয়া, বিষ্ণু অর্চ্চন [illegible] প্রভৃতি অর্চ্চনাদির মর্য্যাদাসহকারে দীক্ষায় [illegible] কেন? শ্রীমদাচার্য্য-প্রভু আচার্য্যগণের [illegible] পাঞ্চরাত্রিক [illegible] পালন দেখা যায়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—প্রেম-ভক্তি-[illegible] ভজনানন্দের উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকার-ভেদ আছে। [illegible] [illegible]

[illegible]

পঞ্চরাত্র শব্দের অর্থ বিচারে আমরা [illegible] জ্ঞান।

[illegible]

পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ব্যতীত শাস্ত্রে বৈষ্ণবী ও পৌরাণিকী দীক্ষার কথা শুনা যায়, কিন্তু কলিকালে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার [illegible] পৌরাণিকী [illegible]। পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার পর মানবদেহে ব্রাহ্মণত্ব লাভ ও বিষ্ণুপূজায় অধিকার [illegible]।

[illegible]

৩। শ্রীধাম [illegible] প্রভৃতি [illegible] উভয় স্থানে আলোচনা করিয়া [illegible] প্রচারের যত্ন করিবে।

৪। পুরাতত্ত্বানুসন্ধান [illegible] প্রবন্ধ আলোচনা ও বিচার করিবে।

৫। [illegible] সাহায্য করিবে।

৬। শ্রীগৌর-গৃহে [illegible] সাহায্য করিবে।

এই সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথমটি সম্বন্ধে ভক্ত-গৃহে বলাই সার হেতু, কেন না, ভক্ত-কৃপায় ঐ কয়টী কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। শ্রীপাদ [illegible] স্বয়ং ভাবে অবস্থিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, প্রতিষ্ঠাশা-হীন হইয়া সমস্ত বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের [illegible] যে ভাবে [illegible] আদর্শ দেখাইয়াছেন, জগদ্গুরু বাবা তাঁহার যে কৃপাবলিতে আপন দেখাইয়াছেন, তাহা একবার বৈষ্ণবাভিমানী সকলের ভক্তগণের আলোচ্য বিষয় হইলে তাহাদেরও সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল কিছু মঙ্গল হইতে পারে। আচার-প্রচার-পরায়ণ আচার্যচরণে কৃপা আসিতে পারে।

শ্রৌতসিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

যে প্রকার সূর্যের কিরণ, অগ্নির উষ্ণতা, সেই প্রকার পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে।

যথা ও মহাবিষ্ণু শক্তির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের ঐ স্বাভাবিকী শক্তিও অচিন্ত্যজ্ঞান-গোচর। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধা; চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, ও মায়াশক্তি। [illegible] চিচ্ছক্তির [illegible] অন্তরঙ্গা-শক্তি ও মায়াশক্তি—এই ভাবে। চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ-শক্তি, জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তি এবং মায়া-শক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হইয়া থাকে।

জীবশক্তি চিদেক স্বরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বভাব হওয়ায় চিন্ময় ও অমায়িক প্রকাশ স্বভাব হওয়ায় উহাকে স্বপ্রকাশ স্বভাবা অন্তরঙ্গা-শক্তি ও অপ্রকাশ-স্বভাবা বহিরঙ্গা-শক্তির মধ্যবর্তিনী তটস্থা-শক্তি বলা হয়।

উক্ত ত্রিবিধ শক্তি শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলিয়া ভক্ত-পুরাণে, অতএব [illegible] নিত্যসিদ্ধ, [illegible] জীব, [illegible] স্বরূপশক্তি [illegible] তাঁহারই প্রকাশ-সামর্থ্য, অতএব জীব নিত্যই [illegible] শক্তির পরিচয়, [illegible] ও অনুভূতিজ্ঞানে, মায়াধীন ও নিত্যমায়ার [illegible] লক্ষণে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিত্য [illegible] শ্রীকৃষ্ণ রহিত জীবের [illegible] সময়ই পরিপূর্ণতম বাস্তবিক সিদ্ধান্ত।

(২)

সাংখ্যকার জড়প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু যে জড়শক্তির সাধন-ভাবনায় এই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি, ঐ সাধন ও জড়শক্তি একই কি না, জড়বিজ্ঞান তাহা নির্ণয়ে অসমর্থ। তাপ, আলোক, শব্দ, তড়িৎ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাশসকল জড়শক্তিরই রূপান্তর না অতীন্দ্রিয় কোন বস্তুর সামর্থ্য বিশেষের চেতনা-জনিত আগন্তুক ধর্ম, জড়বিজ্ঞান আজও সে সন্ধান দিতে পারেন নাই। পরন্তু, অধ্যাত্মবিজ্ঞান এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংবাদ দিয়াছেন—অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলেন, আপাত বিভিন্ন প্রকাশসমূহ একের বিবর্ত্ত মাত্র। পরমাণুতে ক্রিয়াশক্তি আহিত হয়, তাহা পরমাণুর বিবর্ত্ত নহে, পরমাণুবর্গের সমষ্টি অবস্থাপন্ন [illegible] থাকে। উহা [illegible] ভিন্ন ভিন্ন। জড়কে ক্রিয়াশীল করা [illegible] ঐ ভিন্ন ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ নাই। ক্রিয়া যে জড়ের ধর্ম নহে ইহা অনুভব-সিদ্ধ। ইহাই ক্রিয়ার হেতু, কিন্তু ইহাও স্বয়ং ক্রিয়া নহে, যেহেতু ইহার মূলে আত্ম অবস্থিত। এই আত্মক্রিয়া-জন্য মুক্ত পুরুষ যে ইহাই বিচার্য। তবে জীব অথবা ঈশ্বর? এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্বে প্রথমতঃ বিচার্য এই যে, যে দেহের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাদির উৎপাদনার্থ আত্মক্রিয়া-সম্বলিত যে দেহীজীব স্বীকৃত হইয়াছেন, সেই দেহী জীব দেহের সৃষ্ট্যাদি কার্যে সমর্থ কি না? তিনি সমর্থ হইলে অপর কাহারও অতিরিক্ত চিন্ময় অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তিনি যদি সমর্থ না হয়েন তাহা হইলে অতিরিক্ত চিন্ময় সত্তা স্বীকারের অবশ্যই প্রয়োজন হইতেছে। দেহাভিমানী জীবের [illegible] কর্তৃত্ব ব্যাপার [illegible] হইয়াছে। [illegible] জীবের যে সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব সম্ভব নহে, তাহা সর্ববাদি-সম্মত।

মায়াধীন জীবের সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব অসম্ভব, বিশেষ [illegible] বৈলক্ষণ্য। অতএব এক মায়াধীন কিছু [illegible] অনুভব [illegible] করিতে [illegible]। তিনিই [illegible] পুরুষোত্তম, [illegible] তাঁহারই পরিচয়। [illegible] জীবাদি সর্বাধি-সম্বন্ধে সেই পুরুষোত্তমই এই জীব অভ্যস্ত জগতের নিয়ন্তা ও উপাদান কারণ এবং তিনিই এই সৃষ্টিকার্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সেই পুরুষোত্তম, তিনিই সর্বকার্যের মূলাশ্রয়। তিনি শক্তিমান বিভু, শক্তি সকল তাঁহারই বিশেষণ। অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, জড়প্রকৃতি, জড় পরমাণু বা মায়াধীন অণুচিৎ জীবাদির কখনই সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব নাই। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্বকারণের কারণ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্॥

প্রেম-প্রদীপ

সপ্তম প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিত ১০ সংখ্যার পর)

বলিতে বলিতে প্রেমভাবিনীর ভাবের উদয় হইল। তিনি অস্থির হইয়া, কোথা প্রাণবল্লভ! বলিয়া পড়িয়া গেলেন! সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে হরিনাম শুনাইতে লাগিলেন।

নরেন বাবু, আনন্দবাবুকে বলিলেন, দেখ কি বিশুদ্ধ প্রেম। যে মূর্খগণ বৈষ্ণবগণকে স্ত্রী-লম্পট বলে, তাহারা কিরূপ দুর্ভাগা। বৈষ্ণব-প্রেম যে কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারে না।

এমন সময় একটি শিঙ্গা বাজিয়া উঠিলে সকল বৈষ্ণবগণ আনন্দে একত্রিত হইলেন। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] প্রসাদ-সেবার [illegible] বসিয়া [illegible] বৈষ্ণবসমূহ [illegible] অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] সকলের মধ্যে একটি উচ্চধ্বনি উঠিল 'প্রেম সুখে'—বলিয়া সকলে প্রসাদ-সেবা আরম্ভ করিলেন। আহার ভোজন-কালে একজন বৈষ্ণব [illegible] মুখে দিয়া ভোজন করিলেন, আহা! কৃষ্ণচন্দ্র ও মুখে এই শাক ভোজন করেন। আমার নিকট এ শাকের ন্যায় মধুর দ্রব্য আর কিছুই বোধ হয় না। সকলে [illegible] ভোজন-কালে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের গুণ-চিন্তা করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। সেবা সমাপ্ত হইলে প্রেম সুখে হরিধ্বনি করিয়া সকলে উঠিলেন।

মহোৎসব-কর্তা বৈষ্ণবদিগের পাত্রাবশিষ্ট কিছু কিছু একত্র করিয়া রাখিলেন। আনন্দ বাবু [illegible] বাবাজীকে তাহার [illegible] জিজ্ঞাসা করায়, বাবাজী কহিলেন, ঐ একত্রিত প্রসাদের নাম 'অবশেষ'। [illegible] করিয়া ঐ অবশেষ [illegible] দেখিলে [illegible] তিনি [illegible] লাভ করি। তাহাকে বৈষ্ণব মতে অপর কথা বলা যায় না। 'যে সকল লোক অভিমান করে, [illegible] তাহাদের পরীক্ষার স্থল। [illegible] বৈষ্ণবগণ [illegible] করিয়াছেন। তাঁহাদের অবশেষ বৈষ্ণব প্রেমের সহিত সেবন করিতে পারিলে জাতিমদ দূর হয়। জাতিমদ দূর হইলে ভক্তি হয়।

আনন্দ বাবু, মল্লিক মহাশয় ও নরেন বাবু অতিশয় ভক্তি-সহকারে অবশেষ সেবা করিলেন। নরেন বাবু কহিলেন, ব্রাহ্মণদিগের [illegible] বৈষ্ণবগণই এক মাত্র বিশুদ্ধ পথ দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ সমাজের আচার বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের উদারতা নাই। এমন বুঝিতেছি যে, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জীবের সমান জ্ঞান করা আছে। সামাজিক বিষয়ে আচার ও ব্যবহারে কিছু তারতম্য রাখা আর্যদিগের অভিপ্রায়। এখন দেখা যাইতেছে যে, জাতি কেবল সামাজিক তারতম্য, তখন জাতি-বিচারে যে কোন ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে, সে বৈষম্য দূর হয়। আনন্দ বাবু ও মল্লিক মহাশয় উক্ত সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিলেন।

সকলের প্রসাদ-সেবা হইয়া গেল। বৈষ্ণব সকল [illegible] নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। কুঞ্জের অধিকারী এক জন বৃদ্ধা বৈষ্ণবী। তিনি অনেক যত্ন প্রকাশ করিয়া আনন্দ বাবু, নরেন বাবু ও মল্লিক মহাশয়কে শ্রীপ্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহার সুন্দর স্বভাবে [illegible] সকলেই প্রীত হইলেন। বৃদ্ধা বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিবাস কোথা? বোধ হয় কলিকাতায়, কেন না তোমাদের কথা কলিকাতার মত।

মল্লিক মহাশয়, আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু আপন আপন পরিচয় দিলেন।

নরেন বাবুর পরিচয় শুনিয়া প্রেমভাবিনী অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কি চিনিতে পার?

নরেন বাবু কহিলেন,—না। প্রেমভাবিনী কহিলেন, বল দেখি তোমার পিসী কোথায়? (ক্রমশঃ)

বাড়ী বিক্রয়

হরিনাথকুমারের লেনে, দক্ষিণ খোলা, উচ্চ প্রাচীর ঘেরা পাকা কুয়া, পাইখানা, রান্নাঘর, মধ্যে কলম আম, কাঁটাল, নীচু প্রভৃতি বৃক্ষ, অদূরে কোর্ট কাছারি, কলেজ হাঁসপাতাল, সাড়ে আট কাঠা জমীর উপরে নীচু উপর পাঁচকামরা ঘর, সম্মুখে কলের জল ও লাইট পোষ্ট, চৌমাথা রাস্তার উপরে। [illegible] মূল্য প্রার্থনীয়।

বাবু [illegible] মোহন বিশ্বাস
বালিকা বিদ্যালয়
মেহেরপুর নদীয়া

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ৩৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴৩। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের মূল্য ১২৲, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায় পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

[illegible]ভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫৲
গীতমালা	৵১০	„	৴০
বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲	„	১।০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	„	১।০
শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২৲	„	১।০
ঐ „ অবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১।০	„	১৲
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০	„	১০
নবদ্বীপ শতক	৴০	„	১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (অবাঁধা)	৸০	„	।০
হরিনামচিন্তামণি	৸০	„	।০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	„	।৶
[illegible] শিক্ষামৃত	১।০	„	১৲
শ্রী[illegible]মঙ্গল	২।০	„	২।৶
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] প্রমাণখণ্ড	[illegible]	„	[illegible]
ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপপরিক্রমা	৶০	„	৴০
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ	২৲	„	১।০

— গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তিকথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি; বাঁধাই	৸০
একত্রে কাগজ মলাটে	১৸
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা) বাঁধাই	।৵০
একত্রে ও কাগজ মলাটে	।০
কল্যাণ কল্পতরু বাঁধাই	৶০
একত্রে কাগজ মলাটে	।০
গীতাবলী বাঁধাই	৵১০
একত্রে ও কাগজ মলাটে	৶১৫
শরণাগতি—বাঁধাই	৴৬
একত্রে কাগজ মলাটে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে গ্রাহক [illegible]

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—[illegible], শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমানন্দ মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস [illegible], নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধনকুটী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীনৈমিষারণ্য মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ, পি।
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible], পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible],—[illegible], [illegible] পোঃ, [illegible]।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible], বাঁকুড়া।
১৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible], মাদ্রাজ।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] ১০।১ [illegible] রোড, নিউদিল্লি।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—[illegible], [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ [illegible]—[illegible]
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া।
৬। শ্রী[illegible], [illegible], নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible]—[illegible], ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] [illegible]
[illegible] শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফাইন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে যায়।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ... [illegible]

এজেণ্ট—মেসারস্ এম্; ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা

ঋষি চরক প্রণোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা ... তৈলে পুষ্পবাতি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, কেওড়া, চন্দন, যশম, বেলা, ... মূল্যবান্ মহোষধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা ... উহার অনুরোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকে। ... সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ ... ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

... মাথা ঘোরা, ... ছাদি, ... বধিরতা, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, ... [illegible]

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যা

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিদ্যা [illegible] করা হইয়াছে। অনেক [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক — [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible], [illegible],

সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া।)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে-চলা মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের [illegible] পড়িয়াছে। [illegible] উপাদান, এই [illegible] মাথাব্যথা, মাথা-ঘোরা, [illegible], দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত [illegible], দাঁতে পোকা এবং [illegible] প্রভৃতি কষ্টদায়ক ব্যাধিযোগে আক্রান্ত হই-য়েছে। [illegible] একবার বেদনাঞ্জন [illegible] উপলব্ধি করুন। [illegible] মূল্য [illegible] আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটর—ই, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

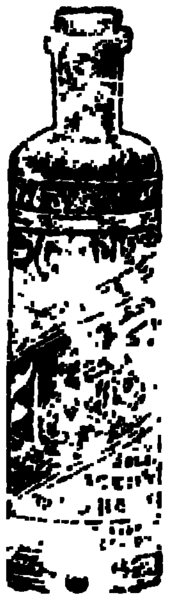

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, অম্বল, [illegible], [illegible] পীড়া, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা [illegible], [illegible], মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] রোগে [illegible] ভাবে [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগীতে [illegible] মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। [illegible] পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত [illegible] উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible], প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible], জমিদার, [illegible] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত [illegible] এই কোম্পানীর কাজ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, [illegible] "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি [illegible] প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, [illegible] ইত্যাদির ধ্বংস "[illegible] বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] কোম্পানী, ২১৪ নং [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীধাম [illegible] হইতে শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী [illegible] প্রকাশিত

ছাপার সংস্করণ

Registered No. C 154[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার
প্রারম্ভারে
প্রতি লাইন ।৹
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের [illegible] নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

[illegible]

৫ম খণ্ড । সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী ১৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩[illegible] [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিবৃতি [illegible] প্রভৃতি সহ [illegible]		১৬।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		১৭।	[illegible]	।
	।৶৹ [illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵৹	১৮।	[illegible]	[illegible]
২।	(অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২য় সংস্করণ)	৫৲	১৯।	[illegible] নবদ্বীপ [illegible]	[illegible]
৩।	গৌড়ীয়-[illegible]	[illegible]	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	[illegible]
৪।	গৌড়ীয়-[illegible]	।৹	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য [illegible]	[illegible]
৫।	[illegible]	।৹	২২।	শ্রী[illegible]	।৹
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২৩।	শ্রী[illegible]	।৹
	" " "	আবাঁধা [illegible]	২৪।	[illegible]	
৭।	গীতা (শ্রী[illegible] বাঁধা ২৲	আবাঁধা ১।৹		[illegible]	[illegible]
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲	আবাঁধা ১।৹	২৫।	[illegible]	[illegible]
	গীতার কেবল [illegible]	[illegible]	২৬	[illegible]	।৹
৯।	[illegible] (মাসিক)	২৲	২৭।	[illegible]	।৹
১০।	[illegible]	[illegible]	২৮।	[illegible]	[illegible]
১১।	[illegible]	২৲	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	[illegible]
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]	৩০।	শ্রী[illegible] শিক্ষা	[illegible]
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩১।	[illegible]	।৹
১৪।	প্রেমাবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	[illegible]	৩২	[illegible]	[illegible]
১৫।	[illegible]	[illegible]	৩৩।	শ্রী[illegible]	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়: শুদ্ধভক্তি ও [illegible]

বক্তা—বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্[illegible] মহারাজ

সকলেই যোগদান করুন

[illegible]জীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
[illegible]জীব—[illegible] ত্যাগী।
[illegible]ত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
[illegible] বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible]
[illegible] মায়ার [illegible] অমঙ্গল-প্রসূ।
[illegible]

প্রতিগ্রহ করিত না, লোক এমন, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি পবিত্র এবং শূদ্র প্রভৃতির অধিকারী; কারণ এরূপ লোক বিচারে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ. ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জন্ম ও কর্মের বিভাগ অনুসারে বর্ণ-বিভাগ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণত্রয়-সম্ভূত উচ্চ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি উপযুক্ত গুরু দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সূত্র ধারণ করিতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা নাই. শূদ্র প্রভৃতি নীচ কুলে জাত ব্যক্তির ইহাতে অধিকার নাই। শূদ্র বৃত্তি নীচ বর্ণের প্রয়োজন কর্মফলে নীচ কুলোদ্ভূত শূদ্র অস্পৃশ্য ও অশুচি; তাহারা এক জন্মের অপরাধ হইতে মুক্ত হয়।

আর্যসমাজ তাহাকে বলে? সমুদ্রসান্নিধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষ মধ্যে দীক্ষিত হইয়া বিদ্যাশূদ্র শব্দ বাচক জন্ম আর্য সম্প্রদায় যে কোন কুলে জাত ব্যক্তি সূত্র গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা নাই; কিন্তু আজকাল আর্যসমাজ যে শ্রীমদ্ দয়ানন্দ "শিক্ষা প্রভৃতি শুদ্ধিকরণ" আর্যধর্ম জাতীয় ভাব বলিয়া প্রচার, যেহেতু সাধ্য বর্ণাশ্রমধর্ম অর্থাৎ "বর্ণবিভাগ নয়" (আর্য ২ ও ১১) এর অনুসৃত কর্ম তাহারা করে নাই এমন কি মুসলমানকে পর্যন্ত শুদ্ধ দিয়া দিয়া দিতে পারিয়াছেন উহা শাস্ত্রের অপব্যবহার মাত্র, কেন না তাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কোন কথা নাই, তাঁহাদের উদ্দেশ্যও সহজ। তাঁহারা সমাজে সমন্বয় প্রচার করিয়া একতা স্থাপন করিতে ব্যস্ত। কৃত্রিম ভাবে জগতে একতা সম্পাদন সম্ভব নহে। যাঁহারা এক হইয়া গেলে সমাজের সহিত সকলের অধম প্রাচীন কালের, কুটুম্বিতা চলিলে যদি ঐক্য হইত, তাহা হইলে সকলের প্রাচীন সহিত প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমন কি পিতার সহিত পুত্রের বিবাদ জন্য থাকত না।

—

আর এক কথা পূর্বে বাঙ্গালাতে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম বা শূদ্র গ্রহণ উপনয়নের কারণ নহে। সূত্র গ্রহণ করিবার কারণ কি? ঐ ব্রাহ্মণগণ কেন সূত্র গ্রহণ করেন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা কেন সূত্র ধারণ করেন, আমরা কেন সূত্র গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের কি লাভ হবে?—এ সকল কথা বিচার করিয়া প্রত্যেকের কর্তব্য পুরাণের বিচার না করিয়া কাজে লাগিলেই পরিণাম ভাল হয় না। লোকের দেখিয়া হুজুকে মাতিলে কোন লাভ নাই।

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারি যে ... শুক্ল ...

নিয়মে বেদ শিক্ষা বিষয় নিমিত্ত উপনয়ন সংস্কার প্রধান বলেই।' উপনয়ন সংস্কারের পর বেদ অধ্যয়ন না করিলে সেই জন্মেই যে কোন বিদ্যার্থিনী কুলোদ্ভূত বালক শূদ্রত্ব লাভ করেন—ইহা সর্বশাস্ত্র-সম্মত। আমাদের সহজ জ্ঞান থাকিলে আমরা নিজেই বুঝিতে পারিব যে, আমরা শূদ্র গ্রহণের পূর্বেও যাহা ছিলাম, এখনও তাহাই আছি। তাহা হইলে শূদ্র গ্রহণের সার্থকতা কি হইল। ব্রহ্ম জানাতি—ইতি ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ বেদ পাঠ করিয়া যিনি তদনুযায়ী আচরণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।

—

বেদ পাঠ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার আছে, কেন না আজকাল আর্যসমাজে স্বয়ংসামাজিকদের চেষ্টায় পূর্বে নালন্দার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়াছে ও হইত, উহা বেদ পাঠ নহে আর কিছু, একথা শুনিয়া হয়ত অনেকেই আশ্চর্য হইয়া পড়িবেন। সে কি কথা, নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ দেশীয় পাঠকের মুখে বেদ ব্যাখ্যা শুনিয়া চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং বিস্মিত হইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, আর তাহার বেদ-পাঠ বেদ পাঠ নয়? সে কি?

—

বেদ শাস্ত্র বলেন—বিদ্যা পরা ও অপরা ভেদে দ্বিবিধা। বেদ পরা বিদ্যার অন্তর্গত। অপরা বিদ্যা ষড়ঙ্গের সাহায্যে অধিগত হয়। তাহাতে কেহ পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে, কেহ পাণ্ডিত্যাভিমানী তাহাতে যুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ণ মনীষিগণ কেহই অপরা বিদ্যার প্রশংসা করেন না। বেদের যথার্থ তাৎপর্য একমাত্র ভগবান্ জানেন, তদীয় কৃপায় তাঁহার শরণাগত ভক্তগণ উহার মর্ম অবগত আছেন। ভক্তের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে বেদের কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে না, হইতে পারে না। বেদের কোন কারণ নাই—তাহার নিত্য স্বরূপ সংযোগে ভগবান্। নিখিলাত্মদর্শনমতিপ্রাণীপ্রতিষ্ঠাপনেন যোগীন্দ্রঃ॥

—

হে স্বর্ণদি ব্রাহ্মণ! আপনারা নিজদিগকে যে বর্ণ আখ্যান করিয়া সূত্র ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই বর্ণ আশ্রমোচিত সদাচার পালন করিতেছেন কি? বলিতে বর্ণ ও আশ্রম বলা বিশুদ্ধ রূপে নাই, সব উলট পালট হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহা আসুরিক বর্ণাশ্রম ধর্ম—যাহার অনুষ্ঠানে নরকলাভ অবশ্যম্ভাবী।

শুক্লা সরস্বতী

সর্বাঙ্গিশোভা ও সিন্দূরবিন্দু শুক্লা যে ভগবতী সরস্বতী। সরস্বতীর মাহাত্ম্য অপরিমেয়। সত্ত্ব সমগ্র বিশ্বকে চালিত করিতেছে। সত্ত্ব দ্বারা জগতে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য ধর্ম কর্ম বাণিজ্য সর্বনীতি রাজনীতি সমাজনীতি মানবতা মায়া-মৈত্রী প্রচারিত হইতেছে। সত্ত্ব দ্বারা জড় ও চেতনের পার্থক্য জানা যায়। সত্ত্বই চেতনতার পরিচয় প্রদান করে। চেতনের সত্ত্ব যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়, তাহাও সেই পরিমাণে অস্পষ্ট, আবার চেতনের বুদ্ধি যে পরিমাণে বিকশিত সত্ত্বও সেই পরিমাণে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর। সত্ত্ব ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের দর্শন করাইতে পারে, সত্ত্ব অতীন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু ধ্যান করিয়া আনিতে পারে, দ্বেষের ধূমা দূর করিয়া দিতে পারে। সত্ত্ব সব অপেক্ষা তীব্রতর হইয়া মর্মে বিদ্ধ হয়, সত্ত্ব হিংস্র পশুকে মুগ্ধ করে, বধিরকে শান্ত করে। সত্ত্ব—বল, সত্ত্ব—শক্তি, সত্ত্বই—শান্তিমান্। আগম-প্রমুখ আচার্যগণ এই সত্ত্বব্রহ্মের উপাসক এবং প্রচারক। সত্ত্ব আত্মা, সত্ত্ব সাধন, সত্ত্ব সাধ্য, সত্ত্বই প্রমাণ, সত্ত্ব প্রমেয়।

—

সত্ত্ব বা বাণী দুই প্রকার—চিদ্বিলাসপর এবং অচিদ্বিলাসপর; কৃষ্ণসেবাপর এবং নিজ-ভোগপর। একটী সারবস্তু, অপরটী অপরা বিদ্যা। একটীর দ্বারা কৃষ্ণের উপলব্ধি হয়, অপরটীর দ্বারা পরিণামে দুঃখকর ক্ষণিক নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। চিদ্বিলাসপর বাণী বা শুক্লা সরস্বতী "বর্জিতা যয়া মধ্যে শ্রী যয়া চ সকলা। যয়া দে হৃদয়ে সদ্বিচার বুদ্ধিতেজস্ব করে"—এই বাক্যানুসারে বুদ্ধিতেজনে নিত্য-বিলাসময়ী, আর অচিদ্বিলাসপরবাণী বা জড়াসরস্বতী 'বিশ্বমোহিনী বহু বাক্যচাতুর্যশালী।' বিমোহিতা বিশ্বকে মায়াবদ্ধ করিয়া—এই ভাগবতীয় বচনানুসারে ভগবানের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে না; সত্ত্ব জীবসমূহকে বিমোহিত করে। জীব তাহাতে মুগ্ধ হইয়া দেহে 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি করিয়া মায়া যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। "অবিদ্যা বড় মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জন্মাইয়া, আশক্তা সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা।" জড়াসরস্বতী বা অপরবিদ্যার উপাসকগণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও আপনাদিগকে মুক্ত পণ্ডিতাভিমান করত অন্ধ কর্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় বিনষ্টিগামী হইয়া পড়েন।

অন্ধ পুষ্ট পাইতে থাকে। শাস্ত্রকার পূর্বে বলিয়াছেন কেবল জড় বিদ্যার উপাসক ছিলেন না, তাঁহারা বলেন—ব্যাঘ্রবৎ যেমন উচ্ছিষ্ট-পথে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে, সেইরূপ কৃষ্ণবহির্মুখ জগৎ অচিদ্বিলাসপর বাণীতেই ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। কিন্তু উচ্ছিষ্ট-গর্ত বিচিত্র আধিব্যাধি পূর্ণ হইলেও যেমন ব্যাঘ্রের কখনই তাহাতে ক্ষতি হয় না, সেইরূপ সদবিচারানুকূলপূর্ণ অচিদ্বিলাসপরবাণীতে ভ্রমণ করিতে ভক্তের কখনও ক্ষতি হয় না। চিদ্বিলাসপরবাণীই প্রকৃত বিদ্যা, কেননা উহা জীবের অবিদ্যা মোচন করিয়া পরম চিন্তামণ করে, তাই উহার নাম পরাবিদ্যা।

জড় বিদ্যা যেরূপ অতেজস্বের সেবা, পরাবিদ্যা বা শুক্লাসরস্বতী সেরূপ নহে, তিনি সত্ত্বপ্রধান, শ্রোত পথে বেদোদ্ভূত জীবহৃদয়ে সদা আবির্ভূতা হন। শ্রীরূপ যেন সাক্ষাৎ জীব যাত্রা করেন, সেই এই চিদ্বিলাস বাণীর বা কৃষ্ণকীর্তনময়ী ভক্তামৃতবারীর বা অচিদ্বিলাসবাণীর মুক্ত-বিগ্রহ। কালাকালোবাদ্যে 'সত্যভাষিত্ব' ই সমগ্রজন সেবার ভক্তামৃতবারীর সেবা। ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন—

> হইবেন যাঁহা মোর নিত্যানন্দ রায়।
> চৈতন্য-কীর্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
> তাহার চরিত্র যেবা জনে জনে গায়।
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায়॥
> মহাপ্রীত হন তাঁরে মহেশ পার্বতী।
> জিহ্বায় স্ফুরে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী॥

গোস্বামিপাদগণ বলিয়াছেন, "সরোজসুখে মে ভিন্ন যো হৃদয়ের স্ফুরাই।"

অতএব তাই বলি। যে বিদ্যার ফল যে উপাসনার ফলে আমাদের প্রেম সুখ আশ্রয় দুর্লভ না হইয়া সুলভ হয়, যে সুখ বিদ্যার সেবক-পরিকরে কৃপা পরিত্রাণ করিয়া থাকে কি? যে বিদ্যার দ্বারা আমাদের প্রকৃত পথ নিরূপণ লাভ হয়, যে বিদ্যা বলে আমরা অজ্ঞান-দুঃখ মুক্ত হইতে পারি, যে বিদ্যাবলে আমরা আনন্দিত অনুভব হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য আনন্দ লাভ করিতে পারি, সেই কৃষ্ণকীর্তনময়ী পরবিদ্যা বা শুদ্ধভক্তিসঙ্গ-সরস্বতীর সেবা করা আমাদের একমাত্র কর্তব্য নয় কি?

> সময়ে বেশ ভর বিদ্যার গৌরব।
> স্মৃতি-শাস্ত্র-ব্যাকরণ,
> নানাভাষা আলোচন
> বৃদ্ধি করে যশের গৌরব॥
> কিন্তু দেখ চিন্তা করে,
> যদি না ভজিলে হরি
> বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
> যে বিদ্যার আলোচনে,
> কৃষ্ণভক্তি স্ফুরে মনে
> তাহারি আদর জান সব।
> ভক্তিবাধা যাহা হ'তে
> সে বিদ্যার মস্তকেতে
> পদাঘাত কর অকৈতব॥

বেদের প্রয়োজন কি ?

(পূর্ব প্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

(শ্রীপাদ [illegible])

কিন্তু [illegible] জীবগণই [illegible] যথার্থ জ্ঞান না থাকায় পূর্ব্বোক্ত [illegible] মধ্যে কেহই যথার্থ প্রয়োজন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহেন। জীব কে এতদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান না থাকিলে তাহার প্রয়োজন-বিষয়ক মীমাংসা হইতে পারে না।

জীব শব্দে জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করে। [illegible] সেই জীবের [illegible] এবং জীব সেই সম্পত্তির অধিকারী। আমরা কথায় বলি, আমার দেহ, আমার মন ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, দেহ বা মন আমি নহি, আমি তদতিরিক্ত অন্য একটী বস্তু অর্থাৎ জীবাত্মা। এই জীব ও তাহার প্রয়োজন সম্বন্ধে [illegible] মীমাংসা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে :—

শ্রীভগবান্ অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন। শক্তিমান অর্থাৎ [illegible] ব্যক্তিগণ সেই শক্তিসমূহকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা :— স্বরূপশক্তি, তটস্থশক্তি ও মায়াশক্তি। স্বরূপশক্তি-দ্বারা অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি-লোক নিত্যকাল প্রকাশিত আছেন। বৈকুণ্ঠ-শব্দের অর্থ 'বিগতা কুণ্ঠা যস্মাৎ' অর্থাৎ যাহা হইতে কুণ্ঠা অর্থাৎ মায়া নিঃশেষরূপে দূর হইয়াছে। সুতরাং বৈকুণ্ঠধামসমূহে [illegible] এই জগতের [illegible] সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কোন প্রবেশ নাই। সে সকল ধাম [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] অর্থাৎ চিদানন্দময় [illegible] পরিপূর্ণ এবং [illegible] শ্রীভগবানের নিত্য [illegible]। [illegible] অনন্ত কোটী [illegible] ব্রহ্মাণ্ড ও [illegible] [illegible] নিত্য প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহের যাবতীয় পদার্থই [illegible] অর্থাৎ [illegible] অধীন। [illegible] তটস্থা শক্তি [illegible] ঐ তটস্থা শক্তি হইতে অসংখ্য জীব-সমূহের প্রকাশ। জীবগণ স্বরূপতঃ [illegible] এবং অত্যন্ত বিপুল [illegible] ও মায়াশক্তির [illegible]। [illegible] কিন্তু জীবগণ অণুচৈতন্য বলিয়া তাহাদের [illegible] ইচ্ছাশক্তি আছে। সেই ইচ্ছাশক্তির [illegible] দ্বারা তাহারা স্বরূপ-শক্তির অধীনে থাকিলে, স্বরূপে অবস্থান করত শ্রীভগবৎ সেবানন্দে মগ্ন থাকিতে পারেন এবং ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহারফলে [illegible] মায়ার বন্ধনে [illegible] জীবগণ [illegible] এই [illegible] করিতে পারেন। স্বরূপে অবস্থিত জীবগণ মুক্ত এবং মায়াবদ্ধ [illegible] জীবগণ বদ্ধ। শ্রীভগবান্ [illegible] জীব [illegible] নিকট পুত্র, [illegible] নিকট স্ত্রী, [illegible] নিকট [illegible] অর্থাৎ [illegible] নিকট [illegible] সে ধর্ম, শ্রীভগবানের নিকট জীবেরও সেই ধর্ম। [illegible] সেবা না করিলে [illegible] ধর্ম, সুতরাং শ্রীভগবৎসেবা না করিলে জীবের ধর্ম। সেই [illegible] হইলে প্রেম শব্দ বাচ্য হয়। এই প্রেমই পরম পুরুষার্থ। [illegible] নিত্য [illegible] ধর্ম [illegible], কিন্তু সেই [illegible] নৈমিত্তিক [illegible] ধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকে। সেইরূপ জীবগণের স্বরূপের [illegible] ধর্ম একমাত্র শ্রীভগবৎসেবা [illegible] [illegible] নিমিত্ত হইতে [illegible] নানা প্রকার নৈমিত্তিক ধর্মের [illegible] [illegible] থাকে। [illegible] নিমিত্ত [illegible] এবং [illegible] হইতে [illegible] চিন্তাস্রোত [illegible] করে। কিন্তু প্রকৃত জীবগণের [illegible] অবস্থায় ঐরূপ কোন চিন্তাস্রোতের অবসর নাই বা থাকিতে পারে না। সুতরাং মুক্ত জীবগণ স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া নিত্যকাল শ্রীভগবৎপ্রেমকে প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকেন এবং বদ্ধজীবগণের পক্ষেও সেই শ্রীভগবৎপ্রেমরূপ নিত্যানন্দ [illegible] ধর্মের প্রাকট্য বিধানই একমাত্র [illegible] প্রয়োজন। এই প্রয়োজন প্রাপ্তি বিষয়ে [illegible] ও [illegible] শ্রীচৈতন্য এবং [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] প্রয়োজন ও [illegible] উপায় সম্বন্ধে আমাদিগকে কি উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কিছু আলোচনা করিয়া আমি প্রবন্ধ শেষ করিব। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] বলেন :—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(ক্রমশঃ)

প্রেম-প্রদীপ

সপ্তম প্রভা

(পূর্ব প্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

[illegible] বাবু কহিলেন আমি [illegible] [illegible] ছিল, [illegible] নাই। তাহার [illegible] কিছু কিছু মনে পড়ে। তিনি আমাকে [illegible] বলিয়া [illegible]।

[illegible] কহিলেন, আমি [illegible] [illegible]। আমি তোমাকে [illegible] [illegible] [illegible] কিছুদিন ছিলাম, কিন্তু [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

নবম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮,।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০,	স্থলে	৫,
শ্রীমালা	৴১০	„	৴০
বৈষ্ণবধর্ম্ম	২,	„	১৷০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২,	„	১৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২,	„	১৷০
ঐ „ আবাঁধা (সাধারণ কাগজ) ১৷০		„	
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০	„	
নবদ্বীপ শতক	৴০	„	
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (সানুবাদ)	৸০	„	
হরিনামচিন্তামণি	৸০	„	
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	„	
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	১৷০	„	
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	১৷০	„	১৷০
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড	৸৶	৶৴০	
ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপপরিক্রমা	৶০	„	
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ			

গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি-গ্রন্থ

[illegible]

যে সব উড়িয়াবাসী ... বাঙ্গলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম ধর্ম্মের কথা জানিবার একমাত্র উপায়। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রন্থের মূল্য উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴৭
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ মঠ,—ঠাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—ছিলিমপুর, বালিঘাই, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় [illegible] রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিভূষণ—[illegible], জলপাইগুড়ি কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] দাস—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্ সি, মুখার্জ্জি—এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—[illegible], নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদমোহন [illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] [illegible]
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুই দণ্ড করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাইলে চুবি মরে।

সৈনিক আলীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

রফালিন

[illegible] পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে যায়। [illegible]

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয়

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible]

[illegible]

এজেণ্ট—নেপ রস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

[illegible] সম্বাত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

[illegible]

[illegible]

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

[illegible]র-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিভিন্ন [illegible] শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে [illegible] গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, [illegible], [illegible], সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible]বিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় [illegible] মতে [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে [illegible] প্রদান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

[illegible] (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] সর্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] আমলকী [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, [illegible], যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] যায়। ইহা অপরিসীম [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] বাধক প্রভৃতি [illegible] ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে [illegible] বহু [illegible] গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল [illegible] আমাদের দেশে [illegible] [illegible] উপাদান [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] এক [illegible] বাক্স [illegible]।

প্রোপ্রাইটার্স—এ, জি, চাটার্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা [illegible]।

সকল [illegible] দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও [illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, [illegible] [illegible] মরা হইয়া, [illegible] এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের [illegible] বাধক, [illegible], [illegible], [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে [illegible] জীবনে [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক ললিউসন** ব্যবহার করিয়া [illegible] পারেন, তাহার [illegible] প্রমাণ [illegible] [illegible] যাঁহারা [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক-[illegible] (Tube-well) [illegible] করা হয়। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এই কোম্পানীর দ্বারা [illegible] করাইয়াছেন। [illegible] পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ [illegible] মূল্য [illegible]। [illegible] বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

[illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি [illegible] প্রাপ্ত হউন। [illegible] ৭৫০০০ [illegible] এবং ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত [illegible] "[illegible]" [illegible] "[illegible] বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] কোম্পানী, ২১৪ নং [illegible], কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় [illegible] সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে [illegible] হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

[illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তগারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের [illegible] ... প্রচার—নদীয়া জেলায় একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড]

সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর · ৩ই চৈত্র [illegible] ১৩৩৬ [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক [illegible] প্রভৃতি সহ [illegible]
[illegible]
১৷৶০ গৌড়ীয় [illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০
২। [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷/০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। ভজনরহস্য ||০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ||০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১||০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১||০
গীতার কেবল মাত্র-[illegible] ||০
৯। মুক্তি[illegible] (শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মাধ্বভাষ্য) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সাধ্যসাধ (রামানুজীয়) ||০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ||০
১৩। গৌড়ীয়-[illegible] ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ||০
১৫। [illegible] ৷০

১৬। [illegible]
১৭। [illegible]
১৮। [illegible]
১৯। [illegible]
২০। [illegible]
২১। [illegible]
২২। [illegible]
২৩। শ্রীগৌর[illegible]
২৪। [illegible]
২৫। [illegible]
২৬। [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। [illegible]
২৯। [illegible]
৩০। শ্রী[illegible] শিক্ষা
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়—[illegible]

বক্তা—[illegible] শ্রীমদ্ [illegible]

সকলেই যোগদান [illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ এক টাকা

বাক্যপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও মানবের সাংসারিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার কর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ধারাক্রমে এমন সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলাকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৸০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৸০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ও সাধনভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৸০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল গোস্বামি-পাদ শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত [illegible] অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট [illegible] বিশুদ্ধভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা যখন ত্যাগ করিয়া—জীব যখন জীব স্বরূপে থাকে, তখন একমাত্র ভগবান শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ কল্যাণ ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ পারমার্থিক কল্যাণের আকর, যদি অজ্ঞলোকে নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহারিক তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। টীকাই বহুস্থলেই অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৭৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেবাচার্য্য সঙ্কলিতঃ

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৷০ মাত্র

[illegible]

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিদোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব্ব লঙ্কাদ্যারিষ্ট ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণীবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ কাল ও রমণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারাম জী, বেদশাস্ত্রী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, যাহারা তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ নকলের দ্বারা তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক—জে, বি, দত্ত

কেরাস' কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর উঠিতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোব্রোমো কুইনিন, আর্সেনিক এবং চিরিতা আছে।

এই কেরাস'-কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেক্শন করিয়া একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্শনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে বাহির করিয়া শরীরের মধ্যে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২৲, ৩৲ [illegible] ক্যালসিয়াম এবং ক্রিয়োজোট ম্যালেরিয়ার প্রস্তুত। [illegible] মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলিকাতা। [illegible]

—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

৫ই চৈত্র বুধবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

পণ্ডিতগণকে বাধা দিবার জন্য জন্মান্-পুরের চক্রান্তকারিগণ শ্রীধাম-মায়াপুরের সহিত বিরোধ-কল্পে যে চিত্ত-বিকারের পরিচয় দিয়াছে, তাহা কেহই প্রশংসা করিতে পারে না। মাৎসর্য্য একটী প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ। প্রাচীন কোলদ্বীপের পণ্ডিত মহোদয়গণ এই চক্রান্তকারিগণের ভীষণ কপটতার প্রতিবিধান দিতে কি সাহস করেন না? গৌড়দেশবাসী পণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য-কার্য্যে চক্রান্তকারিগণের কল্পিত মন্তব্য বাধক হয় না হওয়াই আবশ্যক।

কাশিমপুরের মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ মিউনিসিপ্যাল ফণ্ড হইতে সংস্কৃত বিদ্যোৎসাহিতা বন্ধ করিবার কথায় বিক্ষেপ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহা গৌড়দেশের বাহিরে আলোচিত হইলে তাঁহারা উহাদিগকে কি চক্ষে দর্শন করিবেন, তাহা বিবেচ্য। মাৎসর্য্য প্রবল হইলে জীবের অসাধ্য কোন কার্য্যই থাকে না। তাঁহারা কুকর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে সৎকর্ম্ম বলিয়া বহুমানন করেন। এরূপ মাৎসর্য্য পরোপকারকল্পে একটী নীতিশাস্ত্র-শিক্ষার্থীর কুমিল্লার মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়া আবশ্যক হইলে স্থানীয় মাৎসর্য্য বিদূরিত হইবার শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে।

বিচারকের সহিত সমান আসনে উপবিষ্ট হইবার দুইটা দৈনিক চক্ষের শোচনীয় মত। তাহার প্রতিবাদের জন্য যে কুচেষ্টা ও কুৎসাপ্রচারিকতা, তাহার আদর আমরা করিতে পারি না। অবৈধ ভাবের আছে। পরিবর্ত্ত বিষয় সম্পাদক সাড়ীর মন্তব্যকে কলুষিত করিবার কথা শুনিলেও আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়।

চীন-কুলিয়ায় ছারভেট

নবদ্বীপমিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে নবদ্বীপ—আমাদের জন্মভূমি কাশিমপুরই প্রাচীন-কুলিয়া। এখানে মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত-বৃন্দাবনে ভেটের ব্যবস্থা আছে। এই ভেট আদায় করিবার জন্য অনেক প্রাচীন পত্র কাগজ ও রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—ঐ বিগ্রহটি ৪০০ বৎসরের প্রাচীন ও ঠাকুর বংশীবদন-নির্ম্মিত। কেহ বা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible] প্রাচীনকালে স্থাপিত। কেহ বা বলিতেছেন—শ্রীনবদ্বীপ-বিদ্বেষী [illegible] এই বিগ্রহকে [illegible] ঘোষিত করা হইয়াছিল, পরে নির্ম্মিত মণিপুর রাজকুমারের ঐকান্তিকী ইচ্ছা-ক্রমে এই বিগ্রহটী মাটির নিম্ন হইতে উঠাইয়া চেষ্টাসহকারে করিবার জন্য কতকগুলি লোক তাঁহার সেবা-পূজা (?) করিতে থাকেন। আবার কোন কোন পক্ষ বলে—ঐরূপ সেবা-কারী ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া স্বল্প জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। কেহ বা বলেন—উহার অভ্যন্তর নিষিদ্ধ উপহারের যে বিক্রি-প্রথা করা হয়, তাহা শুদ্ধ নিত্য। আবার কেহ কেহ আছেন—যাহারা উহাতে আপত্তি করেন। শ্রীনন্দরামচন্দ্র বিদ্যাকান্ত সেবায়ত; কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন—পশ্চাৎ নিজ-স্বার্থ সাধনের লোভ ত্যাগিয়া কামবুদ্ধি করা লোকের বিষয় নহে। উহার পূজকের সহিত পূজ্যের সম্বন্ধ স্থাপিত। সেবার মূল-সূত্র তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে যাওয়া সাধারণের কর্ত্তব্য নহে। শ্রীগৌড়ীয়গণ বলেন—শ্রীগৌরের শ্রীমূর্ত্তির পূজা করাই কর্ত্তব্য, পূজার সম্মান-সংস্কারে যে ব্যক্তিগত সেবা নিহিত হয়, উহার অন্তর্দ্দর্শন হয় না। কিন্তু সেবা-কল্পনায় অপসম্প্রদায়গণ সম্বন্ধে উহাদিগের চেষ্টা মাত্র জ্ঞান করিলেও বিগ্রহের কখনই পদমর্য্যাদা হইতে পারে না। সেবকরূপগণ স্বীয় পাণ্ডাদের নিজ অপরের কাছে কাটাল খাঁসিয়া যে [illegible] সংগ্রহ করেন, উহা ভগবৎপ্রসাদ-সম্বন্ধীয় হইতে কখনও অব্যাহত, তাহাও বিবেচ্য। যে সেবার মূল-সত্ত্বে সেবকের [illegible] হয়, তাদৃশ্যকে অন্যের মুক্তি বলা হয়। উহা সম্প্রদায়ের মতে অবৈধ চেষ্টা মাত্র। 'আগম-প্রামাণ্য' পাঠে জানা যায় [illegible], গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতি দেবলগণ কখনও শ্রীমূর্ত্তি-সেবার অধিকারী হইতে পারেন না। তাহারা অনাদিকাল কখনও উচ্চপদস্থ-গণের কোন দৈবেষ্টক গ্রহণ করেন না। ভগবদ্বৈষ্ণব পারমার্থিক সজ্জনগণের ও নরকপাল-দেবীগণের মূর্ত্তিপথে আসিলে উহা জ্যোতিঃ-সম্প্রদায়ের দোষাভাসে অপরাধগ্রস্ত সম্বন্ধ হইতে পারে না।

কতকগুলি লোক স্বতন্ত্র ভাবে [illegible] শ্রীমূর্ত্তির আমন্ত্রণ করেন; [illegible] বা দর্শনাশায় বসা নিজস্ব ভেট আদায় করেন। উহা নাকি সাধারণ অধিকার। সাধারণকারিগণ বা সেবাকারিগণ দেবা-লয়ের নিকট যথাসাধ্য [illegible] অবলম্বন মাত্র করিবে, তথাপি [illegible] অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কতকগুলি পণ্ডিত নিজ নাম সাধারণের পূজার সাহায্যে প্রচার করিয়া [illegible] জনের অনুগ্রহের আবাহন হইয়া যাইবে। অপরে দেখিবার জন্য অর্থ দিবে আর মূর্ত্তির পূজক হইয়া তাহাদের পূজা করাইয়া দিন দিন [illegible] বিরুদ্ধ কথা। [illegible]

মহোৎসব সমাপ্তি

[illegible] বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমঠের সেবকগণ [illegible] প্রস্থান করিয়াছেন।

[illegible]

করিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। নিখিল চিন্ময়ের আধার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজ জনে সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া যে মানব-ধারণার অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, তাহা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকগণই আজ জগৎকে প্রত্যক্ষ করাইলেন। জগৎ এখনও যদ্যপি শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিবার পরেও না বুঝিলে বুঝিতে হইবে, জগতের ভাগ্য নিতান্ত মন্দ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের

অহৈতুক কৃপা-বিস্তার-লীলা

[সম্প্রতি প্রবন্ধের প্রবন্ধকারের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। তিনি রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও অবিরত করিয়াও শুদ্ধভক্তি-প্রচারে যেরূপ আন্তরিক উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা ত্রিবিধতাপ-প্রপীড়িত জগতের আদর্শ স্থানীয় হইবার যোগ্য। আমরা শ্রীযুক্ত বাবু ভক্ত উহাকে প্রণাম প্রদান করিতেছি।

সঃ প্রঃ সঃ]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের গত ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত—'শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিটনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিলাম যে, গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক রেভারেণ্ড ডক্টর জোহান সাহেবের সহিত দার্শনিক শিক্ষা বিষয়ে ইউরোপের প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয় বিটনিক ইউনিভার্সিটি হইতে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ ডক্টর প্রবাস এম.এ, এস,বি, ইউরোপের দার্শনিক জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-সম্রাট্ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত ভারতীয় দর্শন ও বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য অবগত হইবার জন্য গৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানীতে তাঁহাদের যে সাম্প্রদায়িক প্রধান কেন্দ্র আছে, সেখানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্য যদি তাঁহার সকাশে জন কয়েক সেবককে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি সেই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে গৌড়ীয় সম্বন্ধে এবং গৌড়ীয় দর্শনের কথা প্রচার জন্য যথাসাধ্য সুবিধা করিয়া দিবেন। তিনি যাইবার সময়ে একটী মেমো প্রভুপাদকে একখানি পত্র লিখিয়া আসিয়া বিদা-ছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করিবার জন্য কিরূপে তাঁহার প্রধান ভক্তকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা দেহৈকসর্ব্বস্ব, জড় বিদ্যা, জড় বিজ্ঞান ও জড় বিষয়ে একান্ত অভিনিবিষ্ট, অহমভিমানী, অবিদ্যাবৃতকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত—যাঁহারা প্রাকৃত ছাড়িয়া অপ্রাকৃত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে চাহেন না—তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট বা অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রচার বড় সহজ কথা নয়, অতএব যিনি এই বিষয় প্রচারের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যকেও যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না, এমন কি তাঁহার শ্রীচরণ-রেণু এ দেহ মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য কোন জন্মে হইবে কি না সন্দেহ। তাঁহার প্রধান ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের যে কিরূপ কৃপা-পাত্র, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় যাহা "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্ব্বত্র প্রচার হবে মোর নাম" এই কথা সার্থক হইবে ও বাণীপূর্ণ মুক্তচিত্ত হইয়া জীবসকলের উদ্ধার লাভ করিবে—ইহা ভাবিয়া আমার যে কিরূপ আনন্দ হইতেছে এবং প্রত্যেক ভক্তজনেরও হইবে তাহা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। ধন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ধন্য তাঁহার অহৈতুকী কৃপা। যাঁহারা হরিকে সম্প্রদায় তাহা দেখিয়া কি বলিবেন? তাঁহারা ত চিরকাল, গুরুকে ও গুরু-ভক্তকে বিদ্বেষ করিয়া আসিতেছেন ও করিবেন; কারণ উহাই তাঁহাদের স্বভাব—তাহা তাঁহারা কখনও ছাড়িতে পারিবেন না। সত্য বস্তুকে কখনও আচ্ছাদন করিতে পারা যায় না—সত্যকে মিথ্যা বলিলে সত্য মিথ্যা হইয়া যায় না, বরং যতই তাঁহারা সত্যের প্রতিকূলতা আচরণ করিবেন, ততই সত্য তাঁহার ভক্ত সেবকগণের দ্বারা প্রকটিত হইয়া আরও উজ্জ্বল-ভাবে জগতে প্রকাশিত হইবেন এবং কুটিল-স্বভাব লোক-লোচনে স্বর্ণীয়ভাবে প্রতিভাত হইতে থাকিবে—"সত্যমেব জয়তে"। এ অধম পাপাচারী হইয়াও কবে সে শুভ দিবস উপস্থিত হইবে, তাহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে এবং শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীশ্রীঅপ্রাকৃত চরণে তাঁহাদের এই অপ্রাকৃত কৃপা-বিস্তার-লীলা দেখিবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছে। কিম্বা, তাঁহারা এ অধম দাসানুদাসের এ আকুল প্রার্থনা উপেক্ষা করিবেন না। পরিশেষে সর্ব্বদিন শ্রীগুরুদেবের চরণে, যাঁহারা হইয়াছেন, হইবেন, তাঁহাদের শ্রীশ্রীচরণ-রেণু ও শ্রীশ্রী-গুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। জয় জয় সপার্ষদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের কি জয়। জয় জয় শ্রীশ্রীবৈষ্ণববৃন্দ কি জয়। ইতি—

১৫।৩।৩০

বৈষ্ণবদাসানুদাস

দীন

শ্রীবটকৃষ্ণ দাস

১৮নং গোয়াবাগান লেন

কলিকাতা

জীবের প্রয়োজন কি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫ সংখ্যার পর)

(শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী)

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টটি আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি। এতদ্‌ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা জীবভূতা তাহা হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া এই জগৎকে ভোক্তারূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই জীবের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, জীব পুনঃপুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না, তিনি জন্মরহিত, নিত্য, তাঁহার অপক্ষয় বা নাশ নাই, তিনি পুরাতন এবং শরীর বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হন না। তিনি অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে আর্দ্র হন না এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক হন না। তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল এবং সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান্। এতদ্দ্বারা স্থূললিঙ্গ-দেহাতিরিক্ত নিত্য নির্ণয় করিয়াছেন। পুনশ্চ স্বরূপধর্ম্ম প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতেছেন :—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম
মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে ॥

অর্থাৎ আমার যে ত্রিগুণাত্মিকা দুরন্ত অলৌকিকী মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া জীবগণ স্থূলসূক্ষ্মদেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ত্রিতাপভাগী হইয়া থাকে, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, আমাতে (শ্রীভগবানে) শরণাগতি ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি :—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্
প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ
তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎ
কৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তি-
যোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে
সাত্বতসংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে
পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ
শোকমোহভয়াপহা ॥

শ্রীমহাদেবের উপদেশানুসারী শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগদ্বারা সম্যক্ সমাহিত হইলে নির্ম্মল মনে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গতিভাবে অবস্থিত মায়াকে অবলোকন করিলেন। জীব বলিয়া আর একটি বস্তু দেখিলেন, সেই জীব মায়াদ্বারা সম্মোহিত হইলে অর্থাৎ তাহার স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে, সর্ব্বদা ত্রিগুণের অতীত হইয়াও জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণময় অভিমান করে। এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত অভিমানবশতঃ উহার সংসাররূপ অনর্থ ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্থাৎ অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে অনর্থ অর্থাৎ সংসারভোগ নিবৃত্ত হয়, ইহাও দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতনামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবের নিত্য এবং চরম প্রয়োজন যে শোকমোহভয়নাশিনী ভক্তি তাহার উদয় হয়।

সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ হইতে আমরা জ্ঞাত হই :—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্বিভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি
জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥

দুরূপার্থৈর্হীনম্ নিজবরণপ্রাপ্
কৃষ্ণবিমুখান্
ভবেষু বিভাজ্যান্ গুণ-
নিগড়জালৈঃ কদর্থি।
তথা স্থূলৈঃ লিঙ্গৈর্দ্বিবিধবরণৈঃ
ক্লেশনিকরৈঃ
মহাকর্মালানৈর্নবতি পতিতান্
দর্শনিবহৌ॥
যথা আবং স্বাবং ভ্রিমণগণং
বৈকৃতমনং
কদাচিৎ সৎসঙ্গান্ ভবহুপগমে
তাক্তচিন্তিত।
তথা কৃপাযুক্তা তাবতি
মনকৈর্বাধিকর্ষণাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং
স কুরুতে॥

অর্থাৎ গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। সেই আম্নায় বলেন যে শ্রীহরিই পরমতত্ত্ব, সর্বশক্তিমান্ এবং অখিল-রসামৃতসিন্ধু। প্রকৃতি-কবলিত অর্থাৎ বদ্ধ এবং তদ্বিমুক্ত অর্থাৎ মুক্ত জীবগণ তাঁহার বিভিন্নাংশ, চিৎ ও অচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্য অর্থাৎ প্রয়োজন। স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপ-বিস্মৃত নিজ-সুখপর কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধ জীবসকলকে মায়াদেবী শাসক স্বরূপে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণাদিগুণসমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গ দেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ সম্পূর্ণ কর্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপীড়িত করিয়া দণ্ডিতকে লইয়া থাকেন। এইরূপে সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভক্তিরস-পণ্ডিত বৈষ্ণব-গুরুদর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে। কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িকদশা দূর হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত চরম প্রয়োজন বিমল কৃষ্ণসেবারসভোগ করিতে যোগ্য হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে ডুবায়॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥"
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে
প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম॥

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী

গত ৬ষ্ঠ চৈত্র, ১৩৩৩ মঙ্গলবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণপ্রভু ও শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রজবাসীপ্রভু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় বানপ্রস্থাশ্রম হইতে যথাশাস্ত্র ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্ন্যাসের নাম হইয়াছে যথাক্রমে—পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস 'গভস্তিনেমি' মহারাজ ও পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক 'ভক্তিসার' মহারাজ। 'গভস্তিনেমি' ও 'ভক্তিসার' অষ্টোত্তরশত-নামী বৈদিক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস-নামের অন্তর্ভুক্ত।

প্রেমপ্রদীপ

সপ্তম প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিত ১৫শ সংখ্যার পর)

অভিনব কুটল, গুচ্ছ সমুজ্জ্বল, কুঞ্চিত কুন্তল ভার। প্রণয়ি জনে দত্ত, চন্দন সংযুত, চূর্ণিত বরঘনসার॥ ১

জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার। সৌরভ সঙ্কট, বৃন্দাবনতট, বিহিত বসন্ত বিহার॥ ২

অধরবিরাজিত, মন্দতরস্মিত, লোচিত নিজ পরিবার। চটুল দৃগঞ্চল, রচিত রসোচ্ছল, রাধা মদন বিকার॥ ৩

ভুবন বিমোহন, মঞ্জুল নর্তন, গতি বল্গিত মণিহার। নিজ বল্লভ জন, সুহৃৎ সনাতন, চিত্ত বিহরদবতার॥ ৪

আনন্দ বাবু একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালকবৃন্দ, তোমরা কি করিতেছ?

বালকদের মধ্যে একজন সম্মুখে আসিয়া বলিল আমরা গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের বনভোজনের সব সাজি।

আনন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কিছু পয়সা লইবে? বালকেরা উত্তর করিল শ্রীকৃষ্ণের বন বিহারে পয়সা লাগে না। বিষাণ, বেণু, মুকুট, বেত্র, গোধন ও প্রণয়ী জন হইলেই কৃষ্ণলীলার উপকরণ। মাধুর্যই একমাত্র কৃষ্ণলীলার ভাব। আমরা ঐশ্বর্য জানি না। আমি সুবল, উনি শ্রীদাম, উনি বলদেব, ও স্তোক, ঐ মধু, এই অর্জুন কানাই, আমরা সকলেই কৃষ্ণের প্রণয়ী সখা। আমাদের কি অভাব? আপনারা প্রস্থান করুন, আমাদের খেলার কাল যায়।

আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু সেস্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রে গিয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, এখন তাদের বিষয় কেন জিজ্ঞাসা কর, এখানে সকলেই ভাবুক এবং সকলেই রসিক। বালক প্রকৃতি ও চেতনবিশিষ্ট, দেখ বৃক্ষ সকলও নম্র ভাবে কৃষ্ণলীলার সুখ দেখাচ্ছে। পক্ষী সকল সময়ে সময়ে রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছে। আহা! ভাবিকগণের পক্ষে বৃন্দাবন একটী অদ্ভুত দর্শন।

বলিতে বলিতে বাবাজীর ভাবোদয় হইতে লাগিল। হা রাধে! হা বৃন্দাবনেশ্বরী! বলিয়া বাবাজী স্পন্দহীন হইয়া উঠিলেন।

বাবাজীকে অবস্থ দেখিয়া আনন্দ বাবু ও নরেন বাবুও একটু সন্তাপে হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবু বলিলেন কি আশ্চর্য!—ব্রাহ্মচারী মহাশয় এই সব এক বালককে পৌত্তলিক ধর্মের গর্ত হইতে উদ্ধার করিতে চান! আমি হইলে উঁহাকে বলিতাম, বৈরাগ্য, আপনার রোগ আপনি শান্ত করুন।

একটু পরে সকলেই প্রকৃতিস্থ হইয়া [illegible] করিতে করিতে গোপ বালকদিগের কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন।

প্রতি দিন ভক্ত সাধু পাঠ, [illegible] বিচার, হরিনাম কীর্তন, তীর্থ পর্যটন, মহাপ্রসাদ সেবন, [illegible] দ্বারা হইতে লাগিল। [illegible] বাবাজীর আর কিছু [illegible] তর্ক আর [illegible] আহারাদি [illegible] তর্ক করণ, আমরা [illegible] যেখানে বিবাদ [illegible] সুখে [illegible]

এইরূপে কএক সপ্তাহ [illegible] হইল

সপ্তম প্রভা সমাপ্ত।

অষ্টম প্রভা

[illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রতি খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫/০ সাধারণ পক্ষে ২০/০। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ... না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০,	স্থলে	৫,
গীতমালা	/১০	,,	/০
জৈবধর্ম্ম	২,	,,	।/
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২,	,,	১৷
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২,	,,	১৷০
ঐ ,, আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১,	,,	১
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	./০	,,	১৫
নবদ্বীপ শতক	/০	,,	১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (আবাঁধা)	৸০	,,	।০
হরিনামচিন্তামণি	৸০	,,	।০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	,,	।০
চৈতন্য শিক্ষামৃত	১৷০	,,	১
ঐ, ভগমণ্ডল	১৷০	,,	১৷০
শ্রীনবদ্বীপধাম প্রমাণখণ্ড	/০	,,	০
শ্রী ঐ নবদ্বীপপরিক্রমা	৵০	,,	/০
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ	২,	,,	১৷

গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী.

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	/০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ -

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— গোবর্দ্ধন(?), পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,— ...নং অগস্ত্যকুণ্ড(?), কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিপগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, —কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,— ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, —বালিয়াটি, ঢাকা।
শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ ষ্টেশন, বর্দ্ধমান।
শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়াডাঙ্গা, চিরকুন্দা(?) পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ বালুবাজার(?) রোড, 'মন্ডাদায়'(?)

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত সনাতন ঘোষ—৩নং দাস লেন রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
৩। ... জমিদারী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত ... শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন বি, মুখার্জি—এম, এস, অ্যান্ড বি দাস, ছাপড়া।
৫। শ্রীযুক্ত ... —অরুণ(?), মুর্শীদ্
। শ্রীরামবিহারী দাস, আড়তদার, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন ...—মনমোহন লেন, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী ... ।
শ্রী...

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা —

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালেন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার প্রশম হয়। "ফলেন পরিচীয়তে"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে বন্ধ হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? কেবল সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ পয়সা জল খেয়ে পয়সাও হইয়া পড়ে পরে আরাম হইবে কেন? ...

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ... কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা —

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা কুমড়া হইতে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাগুণযুক্ত দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বলিয়া ... তৈলের অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ... সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের কর্ণেন্দ্রিয় বাতুল ... ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, ... বাধক, ... মাথাধরা, ...

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আবাস ও অন্ন দান করিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উপাধি পরীক্ষার পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, তর্কশাস্ত্রচক্রবর্তী।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে এক প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চলিত বিভিন্ন ও বিখ্যাত আড়ম্বর দেখিলে শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায়। এই মলম-প্রভেদের শেষ উপাদান, এই বাম সোধিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দুর্দ্দমনীয় ব্যথা, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘাম, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক উপসর্গে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই নিরাময় হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া তাহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য আশ্চর্য্যজনক, এক শিশি ৵০ আনা মাত্র মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৩নং ক্লাইভ লেন, সালকিয়া হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, অম্বল, শিরঃ-পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মজিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েয়া, পার্কসার্কাস পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উচ্চ বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাদেশিক সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, বালকের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা উদ্ভাবিত সর্ব্বজন "কানশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিলে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক ধন্য হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ প্রভৃতির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় উচ্চতে সর্ব্বপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ | Registered No. C [illegible]

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [[illegible] সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৬ই চৈত্র [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ [illegible]
[illegible]
[illegible] গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক [illegible] ৵০
২। [illegible] ২৲
৩। গৌড়ীয়-গীতা [illegible]
৪। গৌড়ীয়-[illegible]
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ [illegible] ২৲
" " " [illegible] ১৷০
৭। [illegible]
৮। [illegible]
[illegible] ৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ৷০
১১। [illegible] ২
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ([illegible] সংস্করণ) [illegible]
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) [illegible]
১৫। দীপ-[illegible] [illegible]
১৬–৩৩ [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
কর্ম্মত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব [illegible]!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

বিষয়: [illegible]

বক্তা—[illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible]

সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থাবলী

[illegible]

শ্রীচৈতন্যধর্ম

বাঁধাই ১॥ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible]

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible]

[illegible]

গোড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী ঃ-

[illegible] পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক — ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible]

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। রিক্সে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গোড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা [illegible]

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

[illegible]

মেডিক্যাল

মদন মঞ্জরী

[illegible]

“অপুংসকাগ্নি ঘৃত”

[illegible]

“মদনবিলাসিনী বটিকা”

[illegible]

[illegible] নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

J. B. Datta & Co. [illegible]

বিনীত--জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই চৈত্র বুধবার — ১৩৩৮

আসল কথা

কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা কে সম্পূর্ণরূপে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করিতে না পারিলে, ঐ তিনটী বস্তুই আমাদের ভজনপথের পরম প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। মহাজনেরা ঐ তিনটী বস্তুকে ভোগবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে বলিয়াছেন। সেই ভোগবুদ্ধি পরিহার করিবার উপায়ও বলিয়াছেন — কনককে ভগবৎ-সেবায় ব্যয় করিতে হইবে, কামিনীর কামকে, ... ভগবৎসেবায়, ... লাগাইতে হইবে, আর প্রতিষ্ঠা ছাড়িয়া "তৃণাদপি সুনীচেন ... [illegible]" — এই ... হইবে। তাহা হইলেই ... [illegible] উপায় নাই।

... [illegible] লোকেরা ... [illegible] ... কথা। ... [illegible] ... না। তাহাকে ... [illegible] ... করিয়া ... [illegible] ... কথা। ... [illegible] ... তাহা ... [illegible]

... [illegible] ... লোকে ... [illegible] ... [illegible] ... করিতে চায়। ... [illegible] ... অর্পণ, ... [illegible] ... করিতে হইবে। ... [illegible]

নাই, কেবল নিজের ... [illegible] ... হইবে, ... [illegible] ... কখনও ... [illegible] ... অনুমোদন করিবেন, যাঁহারা আমার ... [illegible] হইবেন, যিনি আমার ... [illegible] পারিবেন না, তিনি আমার ... হইবেন কিরূপে? অতএব কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা ... [illegible] ... আমাদের ... [illegible] ... করিয়া দিতে পারেন, তিনিই আমার ... [illegible] ... সকলের ... । এ সুবিধা ছাড়িয়া আসল কে চায়? ... [illegible] ... না, অথচ ... [illegible] ... যায়। এত সুযোগ ছাড়িয়া কি আর ... [illegible] ... আশঙ্কিত হইতেছে। কোথায় সকলের ... আর কোথায় আসলের উপ- ... !

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ... [illegible] ... কিরূপে ... [illegible] ... করিতেছে। তাঁহারা ... [illegible] ... সেই ... [illegible] ... তাঁহাদের ... [illegible] ... করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, ... [illegible] ... ?

শ্রীশ্রীমায়াপুর ... [illegible] ... [illegible]

প্রাপ্ত পত্র

(১)

... [illegible] ... সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু —

মহাশয়,

... [illegible]

প্রাপ্ত পত্র

(২)

... [illegible]

বিষয়ে বিশদ হইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকা বৎ ঐ স্থানেই রহিলাম। জানিলাম পূর্ণ স্বরূপ বাবুর কলঙ্ক বহু কষ্টের সহিত রটিয়াছিল। যে সংবাদটী প্রকাশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়া বহু সংখ্যক লোককে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে, তাহা কাহারও চক্ষে কি না পড়িবে বিধাতা! এ কথাটি পুনরায় সেই বিরোধী পত্রিকায় কেন যে কথা সম্বন্ধে প্রকাশিত হইল না ইহা একটী বিস্ময়কর ব্যাপার। যাহা হউক আমি যখন বাবাজী মহাশয়ের নামটী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনিই ব্রজমোহন দাস, যাঁহার নামে ঐ প্রবঞ্চনীয় সংবাদটী—বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

অতঃপর 'বাবাজী' আমাদিগকে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার ঠাকুর বাড়ীতে লইয়া গেলেন ও "ধাতু-নির্ম্মিত গৌর নিতাই দেখুন" এই কথা বলিলেন। আমরা ঠাকুর দর্শন করিতে লাগিলাম, ইতাবসরে তিনি সবিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার একটী জীর্ণ বেতের বাঁধা ছোট পুঁটলি হইতে কতকগুলি কাগজ পত্র বাহির করিলেন এবং তাঁহার ঐ গৌরাঙ্গ যে শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মভূমী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বাঙ্গালা ইংরেজি ও সংস্কৃত নানা প্রকারে আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক নানা ধাপ তিনি দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার অনুকূলে যে সমস্ত পত্র রহিয়াছে, তাহা অন্য কোন স্থান হইতে সংগৃহীত কাগজের টুকরা আটা দিয়া লাগান মাত্র। আমরা উহা দেখিয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, "এগুলা কাগজগুলি এরূপ ভাবে আটকান কেন?" তিনি এ কথার কোন উত্তর না দিয়া অনেকগুলি অবান্তর কথার অবতারণা করিলেন এবং বলিলেন "গৌরাঙ্গজন্মভূমি মায়াপুর আবিষ্কারের মূল মহাপুরুষ আমার গুরুদেব শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর। ইহঃপূর্ব্বে জগতের কোন ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের কোন সন্ধান রাখেন নাই বা তাহার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই। সুতরাং তিনি আমার সমস্ত এবং সর্ব্বস্ব"। এই সব আলোচনা করিবার সময় একটী যুবক ৩০৷৩২ বয়সের হবে কাহারও সদ্ব্যবহার করিতে করিতে যখন পাশে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে, আর একটী অদ্ভুত জীব দেখিলাম। তিনি স্বাভাবিক পুরুষ, কিন্তু ব্রজবাসীদের অনুকরণে একখানি শাড়ী পরিধান করিয়াছেন। তিনি ঐ ঠাকুর ঘরে বসিয়াই চক্ষু মুদিয়া নাসিকা স্পন্দিতেছিলেন। সম্ভবতঃ আমাদের কথায় তাঁহার ভক্ত ভঙ্গ পথে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয়।

যাহা হউক অনন্তর বাবাজী দুই প্রকার কালীতে লিখিত তারতম্য গোস্বামীর স্বাক্ষর একখানা পত্র দেখাইলেন। পত্র পাঠ করিয়া মনে হইল তিনি প্রাচীন মতে ব্রতে বাবাজী সেবা করিতেছিলেন। বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়িয়া এ স্থান ত্যাগ করিয়া ছিলেন এবং সমস্তক্রমে চিঠিখানায় দুই একটি অসম্বদ্ধ কথা প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা মায়াপুরের কোন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। এই প্রসঙ্গে অজ্ঞাতনামা কোন গোস্বামী-লিখিত বৈষ্ণব দর্পণ নামে একখানা পুস্তিকাও আমাদিগকে দেখাইলেন। লেখকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সন্তোষজনক কোন উত্তর দেন নাই।

এই সব দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "গৌড়ীয় মঠ প্রচারের জন্য জগতে বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করিয়াছেন, এখানেও তাঁহাদের একটী মঠ স্থাপন করা উচিত। তাঁহারা যদি সেবার ভার লইতেন, তাহা হইলে আমি এস্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতাম। আমি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, প্রতিষ্ঠা লাভ বা অর্থ সংগ্রহ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি বিবাগী, সদা গোবিন্দ চিন্তে সন্নিকটী বলিয়ত হইলেই এই সেবা-কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। গৌড়ীয় মঠবাসিগণ আমার সহিত যোগদান করিলে আমসুদ্ধ বিবাদ নির্ব্বিবাদে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। এইরূপ গৃহ-বিবাদে বৈষ্ণব জগতে প্রভূত ক্ষতি হইতেছে।"

অতঃপর আশ্রমে তাঁহারা কে কে আছেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন "আমি সদা এসে সখীভাবে ভজন করি, তিনটি সখী লইয়া ছিলাম। একটি কিছু দিন পূর্ব্বে ইহ ধাম ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে সমাজ-বাড়ীর ললিতা সখীর সহচরী রাধাবিনোদিনী—(উক্ত স্ত্রীলোকটী পুরুষ) ও তারাপদ বাবুর কন্যা মদনমোহিনী সেবা করেন।" এতৎপ্রসঙ্গে তিনি অতঃপ্রণোদিত হইয়া বলিলেন "গৌড়ীয় মঠবাসিগণ এ সম্বন্ধে আমার বহু কুৎসা রটনা করিয়া থাকেন। আমি সংসার ছাড়িয়া দিয়াছি। নিজের জমিদারী এবং কলকারখানায় প্রচুর ধন উৎপন্ন হইত। উহা ত্যাগ করিয়া ফকির সাজিয়াছি, ধনাজেনী করিবার মতলব থাকিলে অনায়াসে বিনা বিবাদে করিতে পারিতাম ইত্যাদি অনেক অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথা তিনি আলোচনা করিতে করিতে আমাদিগকে তাঁহার কাল্পনিক গৌরাঙ্গ মন্দিরের আবিষ্কারের খনন-কার্য্য প্রদর্শনার্থ লইয়া গেলেন। তথায় দেখিলাম প্রায় দুই শতাধিক কূপ তিনি খনন করিয়া পুনরায় বন্ধ করিয়াছেন। আরও একটী নূতন কূপ খনিত হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার পৃষ্ঠপোষক কে কে আছেন? নবদ্বীপের গোস্বামিবর্গ আপনাকে মান্য করেন 'কি না'? তিনি বলিলেন "পূর্ব্বে তাঁহারা বিরোধী ছিলেন, বর্ত্তমানে তাঁহারাও আমার সহায়।"

তিনি আমাদিগকে আরও জানাইলেন, "গত রবিবার পরিক্রমার সময় আমি পোড়ামাতলায় যাইয়া পরিক্রমা-দর্শন করিলাম, কিন্তু সেখানে গোলযোগ ও মারামারির আশঙ্কা থাকায় পাছে আমারই বদনাম হয়, সেজন্য আমি যাই নাই। এমন কি প্রতি বৎসরই আমি এই নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগ দিতে পারিতাম, কিন্তু ধাম-তত্ত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে স্থানে স্থানে শাস্ত্রীয় বিরোধ উপস্থিত হইবে বলিয়া যাইতেছি না। এখানে থাকিয়াই মনে মনে ভজন বিধান করি।"

যে স্থানে খাটি খনন করা হইতেছে, সম্ভবতঃ কন্ট্রাক্টর একজন যুবক (অনুমান সমাজ-বাটীর ললিতা-সখীর অনুগত হইবেন) হঠাৎ কোপান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"গৌড়ীয়-পত্রিকার ললিতা-সখী সম্বন্ধে অনেক কুৎসা রটনা করা হয় বলিয়া আমি উহা ছাড়িয়া দিয়াছি।" আমি তখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রকাশ্য সংবাদ-পত্রে কুৎসা প্রকাশ করা আইন-বিরুদ্ধ। আপনি যদি উহা জানিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন, তবে আদালতের আশ্রয়-গ্রহণ করিলেন না কেন?" যুবকটী ও ব্রজমোহন বাবু বলিলেন—"আমরা মোকদ্দমা করিবার লোক নই। নচেৎ আমিও ত কায়স্থ-সন্তান, বিলক্ষণ বংশে জন্ম, উহার প্রতিশোধ লইতে পারিতাম।" অতঃপর ব্রজমোহন বাবুর নিকট হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে একটী সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলাম যে "বর্ত্তমান জগতে বাবাজীগণ যে প্রকারে স্বেচ্ছাচারী হইয়া দলের মধ্যে গ্লানি উপস্থিত করিতেছে এবং মহাপ্রভুর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে, সে সম্বন্ধে আপনার বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তাহারা যেন আর প্রশ্রয় পাইতে না পারে। এই কথার উত্তরে তিনি এমন একটী গোলা-মিলের কথা বলিলেন—"উহা যাহারা করিতেছেন তাঁহারাই করুন, আমি যাহা করিতে থাকিব।

ভক্ত-কৃপাপ্রার্থী
শ্রীগোপগোবিন্দ দাস বি, এ
মাগঁসিদ্ধি, বরিশাল।

প্রেমপ্রদীপ

অষ্টম প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর)

তুমি লিখিয়াছ যে ব্রাহ্মেরা অনেক সময় পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করেন, যদি তাঁহার স্বরূপ নাই তবে সৌন্দর্য্য কোথায় থাকে। নচেৎ, এইটা কি যুক্ত? ভ্রম করিয়া রূপমূর্ত্তি বিধান করিবার পথ করিয়াছে। আমরা যে সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করি সে কেবল ভাবগত সুন্দরতা মাত্র। ভাবরূপে যে সৌন্দর্য্য দেখা যায়, বাস্তবিক স্থূলা পুরুষের সৌন্দর্য্য কিরূপে সম্ভব হয়?

তুমি লিখিয়াছ যে ভাবকে বহুদূর পাওয়া যায় উন্নত করিতে হইলে যুক্তিকে বিদায় দিতে হয়। একথা কাজের কথা নয়; মানব যুক্তির বলে অন্যান্য জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিলে পুনরায় পশু জন্তুর সহিত ঐক্য হইয়া পড়ে। ভাব ভগবৎ বাড়ুক বহু দূর বাড়িলে যুক্তির সহিত বিরোধ না করে। যেখানে যুক্তির সহিত বিরোধ হয়, সে স্থলে ভাবকে পীড়া বলিয়া জানিবে। ভক্তি করিবার সময় সর্ব্বদা যুক্তির আশ্রয় লইবে। পরমেশ্বরকে ভালবাসা ভাই যে একমাত্র কার্য্য তাহা নয়। সংসারে সন্তানাদি উৎপন্ন করিয়া পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করায় সময় তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। বৈরাগী হইয়া ভাবাশ্রয় করিলে অবশ্য অধঃপতন হইবে। তুমি থিয়োডোর পার্কারের পুস্তকগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে পড়িয়া দেখিবে।

তুমি বলিয়াছ যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যুক্তিবাদ, তাহা নহে। তুমি জান যে বিলাতে একেশ্বর বাদ ধর্ম্ম দুই প্রকার, অর্থাৎ *Deist* (যুক্তিবাদী) ও *Theist* অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তিবাদী। যুক্তিবাদীকে *rationalist* বলে। তাহারা পরমেশ্বর স্বীকার করে, কিন্তু উপাসনা স্বীকার করে না। ভক্তিবাদীরা উপাসনা স্বীকার করেন ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে একেশ্বর বাদ বলা যায় না। খ্রীষ্টিয়ানেরা পরমেশ্বর, যিশু ও ধর্ম্মাত্মা তিনজনকে এক করিয়া মানেন। সে স্থলে তাঁহারা কিরূপে শুদ্ধ একেশ্বরবাদী হইতে পারেন? মুসলমানের যিশু বা ধর্ম্মাত্মা নাই বটে, কিন্তু তাহাদের যে সয়তান আছে, সেও পরমেশ্বরের সমকক্ষ। বিশেষতঃ মহম্মদকে কতকটা দেবতা রূপে তাহারা স্বীকার করে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা একেশ্বর বাদী নহে, একেশ্বরবাদীরা সম্প্রদায় করেন নাই। তাঁহারা প্রচ্ছন্ন-বেশধর। একেশ্বর-ব্রাহ্মেরাই কেবল একেশ্বরবাদীর সম্প্রদায় স্থির করিয়াছেন। এমত অপূর্ব্ব সম্প্রদায় হইতে তোমরা কি জন্য পৌত্তলিক গর্ত্তে প্রবেশ করিতেছ বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে যুক্তিবাদ বলিলে আর কে ভক্তি-বাদী হইবে? ব্রাহ্মধর্ম্মে ভাবের স্বীকার আছে, কিন্তু ভাবকে সীমা-বিশিষ্ট না করিলে ক্রমশঃ যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

কৃষ্ণনগর কলেজ

পাঠকগণ কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রগণের ধর্ম্মঘটের বিষয় অবগত আছেন। শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহাতে বাহিরের লোকের হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক অনধিকার-চর্চ্চা! এই কারণে আমরা এই ছাত্র-সঙ্ঘ-সম্বন্ধে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করি নাই অথবা করিতে ইচ্ছা করি না।

আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইলাম যে, নানা কারণে অনেক দিনের জন্য কলেজ বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে কলেজের কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদিগের মধ্যে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। শুনা যায় যে অধ্যক্ষ আদেশ দেন যে ছাত্রগণ কলেজে উপস্থিত হইবার সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেই কলেজ খুলিবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে। সম্প্রতি ছাত্রগণ সম্মত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তবে শেষ মীমাংসা কবে হইবে জানার [illegible] নাই।

বাংলার কাউন্সিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য অভিযোগ করিয়াছেন যে মাননীয় কুমার শিব-শেখরেশ্বর রায় প্রস্তাব আবগারি বিভাগ সম্বন্ধে ভোট গণনার সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের মধ্যে কয়েকজনকে অন্যায়ভাবে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করেন। প্রেসিডেন্ট মাননীয় সভাপতির নিকট অভিযোগ করিলে তিনি বলেন যে আরও পূর্ব্বে এই অভিযোগ করিলে ফল পাওয়া যাইত। তিনি আরও বলেন যে ভোট লইবার সময় যেন কোন সদস্য সভাগৃহে ইচ্ছা মত না বেড়ান।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে মিষ্টার [illegible] রাউত নামক একজন মেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রীকে এবং মাননীয় মিঃ এ, মারকে তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

ভাগীরথী

ভাগীরথী নদীর গভীরত্ব কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া অনেকেই শঙ্কিত হইয়াছেন। শ্রীনাথ-বারাপুরের নীচে এক সময় গঙ্গা অত্যন্ত গভীর ছিল; বর্ত্তমানে উহার গভীরতা এত কমিয়া গিয়াছে যে, ষ্টীমার চলাচল বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

মিঃ বেন্‌ফি বলিতেছেন যে গঙ্গার তীরের দিকে কতক প্রস্তরে বাঁধাইয়া মধ্যে আট শত ফুট চাঁদ রাখিলে জোয়ার ও ভাটার সময় সমান জল থাকিবে।

বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতার উপযুক্ত পুল গঙ্গার উপর থাকা আবশ্যক—ইহা অনেকেই বলেন। অনেক রকম পুলের কথাও উঠিয়াছে। এখন একজন বলিতেছেন যে ইস্‌-পাত, সাসপেনসন ব্রিজই কলিকাতার উপযুক্ত। ইহার দ্বারা আমেরিকার অনেক নগর সুন্দর দেখাইতেছে।

সাম্রাজ্যে সমবায়

সাম্রাজ্যে ১৯১২ সালে সমবায় সমিতি আইন গঠিত হয়। এখন সমবায়-সমিতির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় চলিত আইনটি পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত করা আবশ্যক। সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী নূতন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন।

রেলওয়ের আয়

১লা মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত রেলসমূহের আয় দুই কোটী নয় লক্ষ হইয়াছে। ১৯৩০ সালের ১লা মার্চ পর্য্যন্ত মোট আয় ৯০৫৪ কোটী টাকা।

ধর্ম্মঘট

কৃষ্ণনগর কলেজধর্ম্মঘটের বিষয় পাঠকগণ জানেন। এখনও ধর্ম্মঘট চলিতেছে। কেহ কলেজে যায় না। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রগণের মধ্যে এরূপ মনোমালিন্য বাস্তবিকই দুঃখজনক।

ভাগীরথী

রোটারী ক্লাবের বক্তৃতায় কমিশনার মিঃ [illegible] মিঃ এ, জন্ সিটি মিচি বলেন যে ভাগীরথী নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। বেল বেনগালা নামক জাহাজ ডায়মণ্ড হারবার হইতে কলিকাতা আসিতে পারে নাই। নদীতে বাঁধ দিয়া বাজারে জোয়ারের জল বাঁধিয়া রাখা যায় তাহার চেষ্টা চলিতেছে।

জাপান ও ভারত

জাপান হইতে ভারতে আমদানী কাপড়ের উপর ট্যাক্স বসান সম্বন্ধে জাপান গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করায় পার্লিয়ামেণ্টে প্রশ্ন হয়।

মিঃ বেণ্ডউডবেন উত্তরে বলেন যে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন না।

"জাল" কাগজ

বিলাতে পার্সিদিগের ভাবে "জাল" করিয়া সম্বন্ধে লিখিত কাগজ দেওয়া অপমান সূচক বিবেচিত হওয়ায় একজন দণ্ডিত হইয়াছে।

চা পানে মৃত্যু

পাঠকগণ অবগত আছেন যে আফ্রিকা নামক স্থানে দুই জন লোক চা পান করিয়া বুকে এবং পাকস্থলীতে বেদনা অনুভব করিতে থাকে। চা-বাগান [illegible] পরেও বিষের জন্য দিতে এক [illegible] পান করে। কিছুক্ষণ পরে তিন জনই মারা যায়।

চায়ের কেটলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে ভিতরে একটী খোক্‌রা সাপ মৃত অবস্থায় আছে। কলেজ সহরের একজন ডাক্তার বলেন যে মুখ দিয়া খোক্‌রা সাপের বিষ পান করিলে কোন ক্ষতি হয় না, বরং উপকার হয়, রক্তে একেবারে মিশিলে অনিষ্ট হয়। সুতরাং এই মৃত্যু বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয়। কেমন করিয়া কেটলির ভিতর সাপ প্রবেশ করিল জানা যায় নাই।

পার্লিয়ামেণ্ট সংবাদ

জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের নৌ-বল [illegible]। বর্ত্তমানে তাহার শতকরা ৩৬ ভাগ কমাইয়া [illegible] হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্টে নৌ বৈঠকের কোন কথা উঠে নাই কেবল দুই একজন সদস্য বলিয়াছেন যে নৌ বৈঠকের চেষ্টা সফল হইবে না।

মিঃ [illegible] বলেন যে যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ১৪৬০০০ নৌ সৈন্য ছিল। যুদ্ধের পর ২৫০০০০ নৌ সৈন্য ছিল। বর্ত্তমানে [illegible] ৯৪০০০ আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে [illegible] ৮০০০০ [illegible] ১২৪০০০।

বেতার সংবাদ

সেনেটার মার্কনি বেতার যন্ত্রের সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্কারের ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান। উক্ত কর্তৃপক্ষ মার্কনির মত দুই জন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা করাইতেছেন।

"আটলাণ্টিক মহাসাগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত [illegible] পারে" এই কথা, যখন মার্কনি প্রথম [illegible] বিশেষজ্ঞেরা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের সন্দেহ অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বিলাতে ভারত কথা

বাঙ্গালার [illegible] সম্বন্ধে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বেন বলেন, যে কোম্পানী যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ব্যবস্থা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট করিবেন।

যৌতুক

সম্প্রতি [illegible] খেলা [illegible]।

প্রেস আইন সংবাদ

মিঃ [illegible] ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন।

বিদায় সংবাদ

মিঃ আর, এস, [illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রতি খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণ পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায় পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যায়

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫
গীতমালা	৷১০	„	৷৴
জৈবধর্ম্ম	২৲	„	১৷০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	„	১৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২৲	„	১৷০
ঐ „ আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১৷০	„	১
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০	„	৵১০
নবদ্বীপ শতক	৵০	„	১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (আবাঁধা)	৸০	„	৷০
হরিনামচিন্তামণি	৸০	„	৷০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	„	৷০
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	১৷০	„	১
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২৷০	„	১৷০
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড	৶	„	—
ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপপরিক্রমা	৷৵০	„	৵০
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ	২৲	„	১৷০

গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর সুযোগ পাইবেন না

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী, বঙ্গ বাংলা অক্ষর পড়িতে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-গ্রন্থাবলীর মূল প্রবন্ধ উৎকলে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে মুদ্রিত প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, বাঁধাই	৷০
একত্রে ২ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) বাঁধাই	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	২০
কল্যাণ কল্পতরু বাঁধাই	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী বাঁধাই	৵১১
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১০
শরণাগতি—বাঁধাই	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵০

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ মঠ,—ডাকঘর, জি, বর্দ্ধমান।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া-বাজার, কটক।
৭। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—ছিরাকুশা, বালেশ্বর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—শ্রীগোপাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭নং লাল রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—শ্রেয়ানগর,
পোঃ কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত ... —১৭১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস্, ডি, মুখার্জ্জি—৫২, এ, ওয়াকিন্ ডি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেবী ... —শিয়ালদহ, নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিপিনবিহারী দে—নবযোবন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীরঘুনাথ গড়াই লোকাল ... ।

শ্রীনন্দন চট্টোপাধ্যায় ...

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা [illegible]

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে বন্ধ হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, [illegible] জল খেয়ে পথ্যাপথ্য হইয়া প'ড়ে পরে [illegible] করেন কেন? [illegible]

[illegible]

এজেণ্ট—মেসারস্ এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, [illegible], কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক প্রোক্ত বৈধমত উপাদানে খাঁটী কাঁচা [illegible] তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, [illegible], প্রভৃতি মূল্যবান মহাওষধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত [illegible] উহার অনুপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। [illegible] এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সকলপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের মনোহর ধাতুর দূষিত [illegible], [illegible] ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, [illegible], বাধক, [illegible], মূর্চ্ছা, মাথাধরা, [illegible]

[illegible]

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং. বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

সারস্বত বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

... বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন ... অধ্যাপনা করা হইয়াছে। অনেক ... ছাত্র অনেক কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। ... পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

... শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ... ব্যাকরণ সাংখ্য-... তর্কতীর্থ, ... স্মৃতিতীর্থ, ... বাচস্পতি।

... পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... ব্যাকরণতীর্থ ... সারস্বত পরীক্ষাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রশংসিত।

* * *

... বেদনাঞ্জন ...

প্রাপ্তিস্থান—এ. সি. চাটার্জ্জী এবং ব্রাদার্স।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, ... ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ... তাহার শতশত প্রমাণ প্রতি বৎসর পাওয়া যাইতেছে। ...

... —ডাঃ ভি, ভি, হাজরা।

... কলিকাতা।

... লিখিলে বিনামূল্যে পাইবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৯৲ টাকা

উৎকৃষ্ট ... আর্য্যশাস্ত্র পদ্ধতি দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট ... আমলকী, ... উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, ... ক্ষয়রোগ, ... প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। ... পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

... সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ...

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি ... রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

... নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। ... সেক্রেটারী, ... ম্যাজিষ্ট্রেট ... চেয়ারম্যান, ... কোম্পানীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

... "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" ... টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ কার্য্যালয়, ... কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালার ... সর্ব্বপ্রকার ছাপার কার্য্য নিখুঁত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কার্য্য চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

... শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের অন্যত্র [illegible] প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [illegible]

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৭ই চৈত্র [illegible] [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—[illegible]		[illegible]	[illegible]	
	[illegible] প্রকাশিত [illegible]		[illegible]	[illegible]	
	[illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	/০	[illegible]	[illegible]	
২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
৩।	গৌড়ীয়-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
৪।	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
৫।	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
৬।	শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও [illegible]	২৲	[illegible]	[illegible]	
	” ” ”	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
৭।	গীতা (শ্রী[illegible] বাঁধা ২৲	[illegible]		[illegible]	
৮।	গীতা ([illegible] বাঁধা ২৲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	গীতার [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
৯।	[illegible]	২৲	[illegible]	[illegible]	
১০।	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
১১।	[illegible]	২৲	[illegible]	[illegible]	
১২।	শ্রী[illegible] ([illegible] সংস্করণ)	[illegible]	[illegible]	শ্রী[illegible]	
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	[illegible]	[illegible]	
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
১৫।	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া [illegible]

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্‌, এ প্রাক্তন (লাহোর [illegible]) কর্ত্তৃক [illegible]।

[illegible] খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমাবিষ্ট।

[illegible]

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা [illegible] [illegible] ২, দুই টাকা মাত্র।

[illegible]

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে।

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

বৃহত্তর শাস্ত্রবাক্য যাহা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাধারণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি টীকা সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? মনেন, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-ধামের বিবরণ — প্রত্যেক দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ — প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা — প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য — সমালোচনা ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমাঞ্চকারী উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ — শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে আছে। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল তত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনতাবস্থ লইয়া — জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র অভয়পদ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেদনই প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০, নবদ্বীপশতক — ৴০

অর্থপঞ্চক — ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা: প্রায়ই পুনঃ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যাঁহারা আমাদেরকে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ)

সূচী — ১। ভাগবতের ব্যাখ্যা সম্প্রদায়ের অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধ, ৪। শ্রীমাধ্ব ও শ্রীরামানুজের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিভিন্ন দেশের লোক ও স্থানীয় আচরণের যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা — শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বেদব্যাস বা শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৩৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস — ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও ব্যবহার, উত্তেজকত্ব হ্রাস, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মূত্র-কৃচ্ছ্রাদি, অজীর্ণ প্রভৃতি সকল রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অকাল্যাদি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে অব্যর্থ। ইহা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীরোগে ব্যবহার্য। সন্তানোৎপত্তি ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাধাকৃষ্ণ নারায়ণজী কোম্পানী,

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঠোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ ক্রেতাদের ক্রমাগত তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত — জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, আর্সেনিক ও ষ্ট্রিক্‌নিন এবং টনিক আছে।

এই কেরার্স কুইনিন দ্বারা চিকিৎসা করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেক্‌শনেই সকলপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়, এবং জ্বর হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ৫০ ট্যাবলেট প্রতি বাক্স — মূল্য ২৲, ডাঃ খরচ স্বতন্ত্র। ঔষধ কোম্পানী ও ডিস্পেন্সারী সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য। ৫৩।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ চৈত্র শুক্রবার—১৩৩৬

মহাপ্রসাদ

(অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ)

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি
বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব
জায়তে ॥

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর বর্ণন-প্রসঙ্গে মহাপ্রসাদ-সেবার [illegible] অপ্রাসঙ্গিক নহে। প্রদর্শনীতে আগত সমুদয় ব্যক্তি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা [illegible] মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া [illegible] [illegible] করেন না। [illegible] নিযুক্ত আছেন। [illegible] মায়াপুর-প্রদর্শনীর [illegible] না।

মহাপ্রসাদ সম্মান করা [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভাড়াটিয়া

[illegible]

গৌরসুন্দরে আশ্রয়-জাতীয় লীলা প্রতিভাত হইয়াছে। বিষয় ও আশ্রয়ে কোন ভেদ নাই, আশ্রয় লইয়াই বিষয়, বিষয় লইয়াই আশ্রয়। আশ্রয়ের যা কিছু বিষয় ছাড়া নয়, বিষয়ের যাহা কিছু আশ্রয় ছাড়া নয়, একের অভাবে অন্যের অভিব্যক্তি, তাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥

জড়-জগতে বিষয় ও আশ্রয় অর্থাৎ সেব্য ও সেবকের মধ্যে ছোট বড় ভাব যেরূপ বর্তমান, বৈকুণ্ঠ জগতে সেরূপ নাই, সেখানে সেবক সেব্য হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন, তথায় সেব্য সম্পূর্ণভাবে সেবকের অধীন হওয়ায় সেবকের আসন আরও উচ্চ। কোন কোন আচার্য্য চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীকে জীব-কোটীর অন্তর্গত বলিয়াছেন, কিন্তু রূপাদি কৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠ জীব নিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবকে সামান্য বদ্ধ জীব-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে চাহেন না; কৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ, কৃষ্ণ বলিয়া জানেন—এই তত্ত্বটী অর্কজীবকে জানাইবার জন্যই আজ স্বয়ং ভগবান্ নিজ আশ্রয়লীলা প্রকটিত করিয়াছেন।

গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও কৃষ্ণাপেক্ষা অধিক করুণাময়, কেন না কৃষ্ণ সুকৃতিগণেরই একমাত্র উপাস্য বস্তু, অনর্থ-যুক্ত বদ্ধজীব কোন দিনই কৃষ্ণভজন করিতে পারে না, কিন্তু গৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবেরও উপাস্য বস্তু। অনর্থ থাকাকালে গৌরসুন্দরের শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে শরণাপন্ন হইলে আমাদের অনর্থ অতি শীঘ্র দূরীভূত হয় এবং গৌরসুন্দরই যে স্বয়ং কৃষ্ণ, তাহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, কৃষ্ণভজনের যোগ্যতা হয়, তৎকালে বিষয় ও আশ্রয়ের যুগপৎ অভিন্নরূপে সেবা হইতে থাকে। সুতরাং শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী আমাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমাদিগকে বারম্বার চৈতন্য-ভজনের উপদেশ করিয়াছেন—

অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ পাইবে আনন্দ॥

* বর্তমান এ.এ কলি, ভক্তিপথ ও কোটী ভক্তিতে অবরুদ্ধ। আজকাল এক নূতন দলের সৃষ্টি হইয়াছে, ইঁহারা গৌর-ভজন বলিয়া যে নূতন নূতন মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত দুঃখাই, [illegible] ও ভক্তিবিরোধী। [illegible] এমন বলিতেছেন যে, ইঁহারা কৃষ্ণ ছাড়িয়া গৌরকে পৃথকভাবে স্বতন্ত্র গৌর উপাসনার কথা বুঝিয়া থাকেন,—অতঃ পূর্ব্বাচার্য্যগণ যাঁহারা আমাদিগকে বারম্বার গৌরভজনের উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি তাহাই? কৃষ্ণ ছাড়িয়া গৌর ভজন বা গৌর ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন কি আচার্য্যগণের অভিপ্রেত? কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহা বলেন নাই, তিনি বলিয়াছেন—

চৈতন্যলীলামৃতপূর কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর
দুঁহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য।

বিষয় ছাড়িয়া আশ্রয়ের ভজন বা আশ্রয় ছাড়িয়া বিষয়ের ভজন অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ের মত। আশ্রয়-জাতীয় লীলায় সাধু-গুরু আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনই পূর্ব্বাচার্য্যগণের অভিমত।

চৈতন্যলীলার চমৎকারিতা এই যে,—এবার তিনি অবতীর্ণ হইয়া নিজকে ভগবান্ বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে "আমি তোমাদেরই ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কৃষ্ণদাসানুদাস" বলিয়াছেন। যদি তাঁহাকে কেহ ভগবান্ বলিতেন, অমনি তিনি কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া বলিতেন—ভগবান্ অতীন্দ্রিয়ের অতীত বদ্ধজীবকে ভগবান্ বলিলে অপরাধ হয় এবং বিষ্ণুর নিন্দা করা হয়। তাঁহার এই আশ্চর্য্য লীলা দ্বারা তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে বদ্ধ জীব ভগবানের সঙ্গ করিতে পারে না, তাঁহাকে দেখিতেও পায় না, অতএব তাহার পক্ষে ভজনই অধিক প্রয়োজনীয়। ভক্তসঙ্গে শ্রৌতপথে হরি কীর্ত্তন করিতে করিতে অনর্থ দূর হইবে। আমি অনর্থ-যুক্ত নিত্য ভক্ত, উত্তমাধিকারীর ভক্ত তৃণাদপি সুনীচ, সুতরাং অন্যকে ছোট জ্ঞানে নামোপদেশ বা মন্ত্রোপদেশ করিলে আমার তৃণাদপি থাকিবে না. পাঞ্চরাত্রিক মার্গে দীক্ষিত হইয়া শাস্ত্রানুসারে গুরু গ্রহণ করিলে আমার বৈষ্ণবাভিমান নষ্ট হইবে, আমি কৃত্রিম অমানী মানদ ধর্ম হইতে চ্যুত হইয়া পড়িব—এরূপ উৎকট বৈষ্ণবাভিমান ত্যাগ করিয়া গুরুসঙ্গে শ্রৌতপথে হরিনাম শ্রবণ ও হরিনাম প্রচারই শ্রীগৌরহরির একমাত্র উপাসনা। উহাই গৌরভজন,—

গোরার আমি গোরার আমি মুখে
বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে
ফল ফলে।

আজকাল কৃষ্ণভজন ও গৌরভজন আকার বিভিন্ন হইয়াছে। ইঁহারা নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর—

১। যাঁহারা নাম বা মন্ত্রোপদেশ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন।

২। যাঁহারা ভেট লইয়া শ্রীমূর্ত্তিদর্শন করাইয়া ও পয়সা অর্জ্জন করত নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন।

৩। যাঁহারা ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি পাঠ, বক্তৃতা ও কথকতা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন।

৪। শ্রীনামের আখড়া ভাড়া দিয়া যাঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করেন।

৫। যাঁহারা শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ও খোল বাজাইয়া গানের দল করিয়া পয়সা রোজগার করেন।

যে সকলের উপরে নাম উল্লেখ করা গেল ইহাদিগকে সহজেই ধরা যায়, কিন্তু আর এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া আছে তাহাদিগকে চেনা কঠিন, ইহারা বর্ণচোরা। অর্থোপার্জ্জন ইহাদের গুপ্ত লক্ষ্য বিষয় না হইলেও ইহারা জড় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত। জগতে নূতন মত প্রচার করিয়া নিজ মত জাহির করিয়া জগতে মহাজন বলিয়া একটী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইব, এরূপ মনোবৃত্তির সহিত কেহ গৌরনাগরী মত, কেহ হরিনাম কীর্ত্তন ছাড়িয়া ভক্ত কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে আবার অনেকে অন্য পূর্ব্বাচার্য্যের সাধিত বিচার খণ্ডন পূর্ব্বক লোকের নিকট উত্তম ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের যত্ন করিতেছেন, ইহারা সকলেই ভাড়াটিয়া; আবার আর এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া আছেন, যাঁহারা কঠোর বৈরাগ্য দেখাইয়া নির্জ্জন ভজনানন্দী বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য ব্যস্ত। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া আছেন—যাঁহারা আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, বংশ এবং প্রভৃতি দেখাইয়া নিজ বৈষ্ণবত্ব জাহির করিতে চান, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে আর্ত্তগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধি বিচার প্রবেশ করায় ইঁহারাও প্রতিষ্ঠা-কামী ভাড়াটিয়া।

জগদ্‌গুরু ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার নিজস্বরূপ ভক্তি-স্বরূপ শিক্ষাগুরু শ্রীরূপ-পাদকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে যে ভজনের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের ১৯শ অধ্যায়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা ছাড়িয়া যাঁহারা অন্য পথে ভজন করিতে যাইবেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভাড়াটিয়া বই আর নহে।

বিল স্বর্গ।

(ভাগবত হইতে সংগৃহীত)

(শ্রীপাদ [illegible] ভাগবিভূষণ)

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

যে সকল ব্যক্তি নিজ পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হইয়া জীব আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। ঐ কর্ম্মকর্ত্তাগণ স্ব স্ব স্বভাব অনুসারে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, পরলোকে তদনুযায়ী ফলভোগ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ ভজন বিহীন জনের যে ভিন্ন ভিন্ন নীচ গতি হয়, তাহার ফলে অধম লোক-সকল প্রাপ্তি হয়।

পৃথিবীর অধোভাগে প্রত্যেক দশলক্ষ যোজন অন্তরে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত ভূ-বিবর অবস্থিত। ভূমণ্ডলের যে পরিমাণ, উহারাও সেই পরিমাণে বিস্তৃত। এই সপ্ত বিবরকে বিল স্বর্গ বলা হইয়াছে।

উহাতে যে সকল ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, বিহার ভূমি আছে, সে সকল স্বর্গের ভবনাদি অপেক্ষাও অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। ঐ সকল স্থানে দৈত্য দানব ও নাগগণ গৃহস্বামী হইয়া বাস করিতেছে। তাহারা অত্যন্ত মায়ার বশীভূত হইয়া আমোদ প্রমোদে রত থাকে। উহাদের পুত্র পত্নী, বন্ধু ও অনুচরবর্গ সকলে বশীভূত ও আনন্দে রত। এই সকল দৈত্য দানবাদির ভোগ্য বিষয় বিবাদি কণ্টক-রহিত।

ঐ সকল স্থানে মায়াবী ময় দানব নির্ম্মিত উত্তম উত্তম মণি সমূহে বিভূষিত বহু রাজপুরী, সভাগৃহ, দেবালয়, চত্বর, অধিপতিগণের বিশ্রাম-গৃহাদি সমস্ত সমলঙ্কৃত ও অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়া আছে। সেখানে যে সকল উদ্যান আছে তাহারা যেন স্বর্গের শ্রীকেও অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেছে।

ঐ সকল ভূবিবরে সূর্য্যের-আলোক না থাকায় দিবারাত্রাদি কাল-বিভাগ নাই, তথায় যে সকল মহাসর্প বাস করে, তাহাদের মস্তকস্থিত মণি-প্রভায় চতুর্দ্দিকের অন্ধকার নিরস্ত হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের অধিবাসিগণ দিব্য ঔষধি রসাপান ভোজন এবং ঐ স্থান [illegible] হেতু অধিক উহাদের কোন [illegible]

আমাদিগ শীত, গ্রীষ্ম, দেহ-বৈবর্ণ্য, দৌর্গন্ধ্য, ঘর্ম, শ্রম, অবসাদ বা ক্লমের নিমিত্ত জরাদি বিবিধ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা নাই।

মৃত্যু তাহাদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কেবলমাত্র তাহাদের সম্বন্ধে সুদর্শন-চক্র নামক ভগবানের অস্ত্র প্রবিষ্ট হইলে তবে অসুর রমণীদিগের প্রায়ই গর্ভস্রাব ও পাত হইয়া থাকে এবং সকলে ভয়ে অস্থির হয়।

অতল—এই ভূবিবরে ময়দানবের পুত্র বল নামক মায়াবী অসুর বাস করে। তাহার দ্বারা ৯৬ প্রকার মায়া সৃষ্ট হয়। ঐ দানব জৃম্ভন করিলে উহার মুখ-বিবর হইতে স্বৈরিণী (সবর্ণে রতা), কামিনী (অসবর্ণে রতা), ও পুংশ্চলী (অতি-চঞ্চলা) এই তিন শ্রেণীর নারীর সৃষ্টি হয়। কোন পুরুষ ঐ অতলে প্রবেশ করিলে ঐ সকল নারী তাহাকে হাটক রস পান করাইয়া তাহার রতি-সামর্থ্য উৎপাদন করে। ঐ রস সেবন করে পুরুষ অযুত হস্তিতুল্য বল ধারণ করে এবং মদান্ধের ন্যায় 'আমি সিদ্ধ' 'আমি ঈশ্বর' এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে।

বিতল—অতলের অধোভাগে বিতল। তথায় হাটকেশ্বর মহাদেব প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য স্বীয় অনুচর ভূতগণের সহিত মিলিত হইয়া ভবানী সহ মিথুনীভূত হইয়া বাস করিতেছেন। উভয়ের বীর্য্য হইতে হাটকী নামক নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে হাটক নামক স্বর্ণের উৎপত্তি হয়। অসুরগণ ঐ স্বর্ণ-নির্মিত ভূষণ পরিধান করে।

সুতল—এই স্থানে বিরোচন-নন্দন মহাযশাঃ পুণ্যশ্লোক বলী মহারাজ অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভগবান্ বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাহার ফল-স্বরূপ ঐ সুতলের ঐশ্বর্য্য-উপভোগ নহে। সর্বকারী সর্বাত্মা শ্রীহরির আত্ম-নিবেদনের সাক্ষাৎ ফল স্বরূপই ভগবান্ ভক্তের প্রেমবদ্ধ হইয়া আছেন। ইহার আর কথা কি? ক্ষুধায় কাতর হইয়া পতিত ও স্খলনাদি সময়ে বিবশ অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার মাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে তিনি দুর্বার কর্মবন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হন।

কেহ বলে নাম হইতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
অভিমান করে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।
অনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।

সেই মুক্তি না লয় ভক্ত শুন কুতূহল॥

যোগ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া ভগবান্ বলিকে যে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহা নহে, যেহেতু যোগৈশ্বর্য্য মায়াময়, উহা পরমেশ্বরকে আদৌ স্মৃতি-পথে আনিতে দেয় না। সেই অজ-অখিল-জগদ্‌গুরু শ্রীভগবান্ স্বীয় ভক্তের প্রতি সদয়-হৃদয় ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং গদাহস্তে বলির দ্বারে অবস্থান করিতেছেন।

তলাতল—এই স্থানে মায়াবীদিগের গুরু ময়-দানব ত্রিপুরারি মহাদেব কর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতেছেন।

মহাতল—এই স্থানে বহু ফণাশালী কোপন-স্বভাব কদ্রু-তনয় সর্পসকল বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালীয় প্রভৃতি দীর্ঘকায় সর্পসকল গরুড়ের ভয়ে নিরন্তর উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হইয়া কুটুম্বগণের সহিত বাস করিতেছে।

রসাতল—মহাতলের অধোভাগে রসাতল। তথায় 'পণি' নামক প্রসিদ্ধ দৈত্য দানবগণ ও নিবাত কবচ, কালকেয়, হিরণ্য পুরবাসী এই ত্রিবিধ দেব-শত্রু বাস করিতেছে। ইহারা জন্মাবধিই মহা বলশালী ও মহা সাহসী। সেই ভগবান্ বিষ্ণুর তেজে তাহাদের মদ দর্প চূর্ণীকৃত হইয়া থাকে।

পাতাল—এই স্থানে নাগলোকপতি বাসুকী, শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর দেবদত্তাদি মহাফণাশালী ও অত্যন্ত কোপন-স্বভাব মহা সর্পসকল বাস করিতেছে। কাহারও পঞ্চ, কাহারও শত, কাহারও সহস্র ফণা, ঐ সকল ফণার উপর মহা-প্রভাব-শীল উৎকৃষ্ট মণিসকল পাতাল-বিবরের অন্ধকার বিদূরিত করিতেছে।

এই পাতালের মূলদেশে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ভগবান্ অনন্তদেব বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্ব বস্তুকে সম্যক্ ভাবে আকর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ। সহস্র-শীর্ষ অনন্ত-মূর্ত্তি ভগবান্ সঙ্কর্ষণের ফণার এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে তাঁহার ভ্রূমধ্য হইতে সংহারকারী রুদ্রের উৎপত্তি হয়।

সঙ্কর্ষণের বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্ত্তি অতিশয় সুন্দর, তাঁহার পরিধানে নীল বসন, কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে মুকুট ও অঙ্গদ, পৃষ্ঠদেশে হল বিদ্যমান, তাঁহার লীলা অতি উদার, তাঁহার গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা শোভা পাইতেছে।

কি ব্রহ্মা কি শিব কি সনকাদি কুমার
ব্যাস শুক সনকাদি ভক্ত নাম যাঁর॥
সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত মহাশয়।
সহস্র বদন প্রভু ভক্তিরসময়॥

সহস্র বদনে কৃষ্ণগান।
যে নিরবধি গায় শ্রীকৃষ্ণগুণনাম॥
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥

প্রেমপ্রদীপ

অষ্টম প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিত ১৭ সংখ্যার পর)

নরেন তুমি আনুকদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে; এখানে কলেজে অফিসে একটী কর্ম্ম খালি আছে। আমি সাহেবের নিকট অনুরোধ করায় তিনি তোমাকে ঐ কর্ম্ম দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে চলিয়া না আসিলে কর্ম্ম পাইবে না।

তোমার শুভ কাঙ্ক্ষী

শ্রী——

ব্রহ্মচারীর পত্রখানি তথায় ৩।৪ বার পঠিত হইল। আনন্দ বাবু ও নরেন বিশেষ রূপে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া অনেক আলোচনা করিলেন। শেষে স্থির হইল যে ব্রহ্মচারীর সম্মুখে কথাই অকর্ত্তব্য। বাবাজীর নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, জীবের আর তত্ত্ব এবং যুক্তি হইতে ভিন্ন নহে। আত্মার সহিত যোগ। সেই যোগ পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে ভক্তি বলা যায়, জড়ীয় বিষয়ে অর্পিত হইলে বিষয়াসক্তি হয়। তুমি তুচ্ছ নয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহাই বুঝিবে। যদি কোন সংশয় থাকে, তবে একবার পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ নিবৃত্তি কর।

ব্রহ্মচারী আর এক বৎসর সময় দিয়াছেন সে সকল পাইবে সম্প্রদায় পত্রখানি যাও, ইহা নরেন বাবু নিজের সিদ্ধান্ত করিলেন।

এই বিষয় মীমাংসার পূর্বেই নরেন বাবু, আনন্দ বাবু, মল্লিক মহাশয় ও বাবাজী সকলে একত্রে পণ্ডিত বাবাজীর নিকট গমন করিলেন।

পণ্ডিত বাবাজীর কুটীরে প্রেমদাস বাবাজী সাধু বৈষ্ণব বসিয়া ছিলেন। তখন রামদাস ও প্রেমদাস পণ্ডিত বাবাজীর নিকটেই ছিলেন। মল্লিক বাবাজী ও অন্যান্যগণকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ-ধ্বনি করিয়া আসিতে আজ্ঞা হউক বলিলেন। তাঁহারা সকলে বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ করত তথায় বসিলেন।

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী! আপনার সঙ্গী আনন্দ বেশ বদল হইয়াছে দেখিতেছি। বাবাজী তাহা স্বীকার করিলেন।

হাঁ কৃষ্ণ উহা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছেন। আপনাদিগের [illegible] যেন উহাদের কৃষ্ণপ্রেম [illegible]

সকল বৈষ্ণব একবাক্যে বলিলেন [illegible] হইবে। আপনাদের কৃপা [illegible] না হয়।

সকলে সমাসীন হইলে বাবাজী [illegible] পণ্ডিত বাবাজীকে বিনয় পূর্বক বলিলেন বাবাজী! ইঁহারা [illegible] এবং [illegible] বিষয় [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(ক্রমশঃ)

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টিন, জানালার গরাদে
প্রায় সকল রকমের ফলদার রেলিং ও থাম
বেড়া ঘেরা কাঁটা তার
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

চত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রতি খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

[illegible] অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ [illegible] টাকায় না পাইয়া [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এক বিরাট গ্রন্থের [illegible] মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

[ন]দীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫
গীতমালা	৴১০	,,	৴০
চৈতন্যদর্শ	২৲	,,	১॥০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	,,	১॥০
শ্রীমদ্ভাগবত (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২৲	,,	১॥০
ঐ ,, আবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১।০	,,	১
প্রেমবিবর্ত্তচন্দ্রিকা	৴	,,	৴১০
নবদ্বীপ শতক	৴০	,,	১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত(আবাঁধা)	৸০	,,	।০
হরিনামচিন্তামণি	৸০	,,	।০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	,,	।০
চৈতন্য শিক্ষামৃত	১।০	,,	১
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	১।০	,,	১।০
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড	[illegible]	,,	[illegible]
ভক্তিরত্নাকর বা নবদ্বীপপরিক্রমা	৶০	,,	৴০
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ	২৲	,,	১।০

গ্রাহকগণ তৎপর হউন, পরে আর সুযোগ পাইবেন না।

[illegible] হতে কৃষ্ণ, মহাপ্রভু কহে।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় তত্ত্ব-কথা জানিবার শ্রবণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৯৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাকৃত	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাকৃত	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রাকৃত	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপালজীউ মঠ,— [illegible], [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটক পর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], [illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ই, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ই, পি।
শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ই, পি।
১১। শ্রীবাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—[illegible], [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন, ডি, [illegible]—এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোরী [illegible]—[illegible], নদীয়া
[illegible]। শ্রী[illegible] দাস [illegible], নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible] দে—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] [illegible]।

[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ :

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং আপনার সারফালিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। [illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হইবে না। মূল্য [illegible] [illegible] আনা, ডজন [illegible] [illegible]।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

প্রাপ্তি স্থান — [illegible]

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা তিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, [illegible], বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা ঋতুতেই সমভাবে ইহার অনুরোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত জন্য, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, [illegible], বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, [illegible], [illegible] এবং সর্ব্বপ্রকার নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখিয়া লইবেন। [illegible] [illegible] তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] [illegible] বিক্রয় কারণ ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

৭র বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] শিক্ষণীয় [illegible] অনেক [illegible] সকল [illegible] পরীক্ষার [illegible] প্রধান [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সাংখ্য- বেদান্ত [illegible], সাহিত্য [illegible]।

অধ্যক্ষ :—[illegible] শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা [illegible] একজিবিসন হইতে সর্বপ্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু [illegible] কর্তৃক প্রশংসিত।

[illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]।

প্রোপ্রাইটার—এ, ডি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা [illegible]।

[illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার [illegible] বাত, [illegible] বাধক, [illegible] বিখ্যাত [illegible] ইলেক্ট্রিক মেডিসিন [illegible] বাঁচিতে পারেন, [illegible] পাওয়া যাইতেছে। [illegible] আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার [illegible] ব্যবহার করিয়া দেখুন। [illegible]

[illegible]—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], কলিকাতা।

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রোপ্রাইটার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ শাস্ত্রমতে, নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) প্রতি তোলা ৪ টাকা

[illegible] দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] সর্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩ টাকা

[illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি [illegible] উপাদানে [illegible] যথাশাস্ত্র [illegible]। কাস, কাসি, [illegible] ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

[illegible] ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] যায়। [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, [illegible] প্রভৃতি [illegible] স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে [illegible] *Tube-well* [illegible]। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible] চেয়ারম্যান, [illegible] জমিদার, [illegible] এই কোম্পানীর কাজ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] পরীক্ষায় [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

[illegible] "কামশাস্ত্র" [illegible] প্রাপ্ত [illegible] প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, [illegible] "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১, টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

...সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী ১৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই চৈত্র শনিবার ১৩৩৬ ২১শে

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবত—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ ... প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ... গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	✓০	১৬।	[illegible] (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
			১৭।	আচার ও আচার্য্য	
			১৮।	নবদ্বীপ [illegible]	[illegible]
২।	অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩য় সংস্করণ,	৫৲	১৯।	[illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা,	[illegible]
৩।	গৌড়ীয়-গোরব,	✓০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	[illegible]
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	[illegible]	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড)	[illegible]
৫।	ভজনরহস্য	।০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম ([illegible])	১৲	২৩।	শ্রীগোদ্রুম [illegible]	[illegible]
	„ „ „ আবাঁধা	৸০	২৪।	[illegible], গীতাবলী, [illegible]	
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্য) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১।০		[illegible]	[illegible]
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১।০	২৫।	[illegible]	[illegible]
	গীতার কেবল মূল—শ্লোক	।০	২৬।	[illegible]	
৯।	ব্রহ্মসংহিতা ([illegible])	২৲	২৭।	[illegible]	
১০।	বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়)	।০	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম সম্পুট)	১৲
১১।	দৈববর্ণ	২৲	২৯।	[illegible]	[illegible]
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩১।	[illegible]	[illegible]
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸/০	৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	[illegible]
১৫।	দীপ-[illegible]	✓০	৩৩।	[illegible]	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাক্ত (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৫ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বহুদীন—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে স্বর্গ, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বহুজীব—অধ্যাত্মীয় ত্যাগী।
জ্ঞানজাগে মুক্তিই আশীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান [illegible] পথহারা।

তত্ত্বমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

সংস্কৃত গ্রন্থাবলী।

... ২ কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

১৳ বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

বহুতর বর্ণনায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অবস্থা সাংসারিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি উক্ত সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডল। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উত্তম দ্রোক-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীসজ্জনতোষণী

৸০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করে যে সকল কথা বলেছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাকৃত বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

যেহ এ জগতে চেষ্টা আনিয়াছেন লইয়া ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন ভাবের আবেশময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা এখনও পূর্ণ অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্‌ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যথার্থ তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, সমগ্র একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গাক্ষরে আবক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭৩ ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৭৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইপোফস্ফাইট কুইনাইন, আয়রন এবং টনিক আছে।

এই কেরার্স কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সর্বপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বাড়ী ফিরে। কেবলমাত্র ম্যালেরিয়ার সকল উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয় ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৩৲ টাকা।

থাই-কেমিক্যাল এণ্ড মিনিরাল ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত। ২৯।১ অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা

মদনমঞ্জরী

মদন মঞ্জরী

ধাতুর দৌর্ব্বল্য ও বায়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে অরুচি, অম্বল, মাথাঘোরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

পুরাতন ব্যাধি দেহে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত মনোবৃত্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য শ্যামাপ্রসন্নজী, কেশবজী

১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই চৈত্র শনিবার—১৩৭৮

কৃষ্ণনাম

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনামের অসমোর্দ্ধ মহিমা প্রচারিত হইয়াছেন। প্রদর্শনীর সার্বভৌম চেষ্টা কৃষ্ণনামগ্রহণকে চরম প্রয়োজন রূপে লক্ষ্য করিয়াছে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিতে বদ্ধজীবের বিপন্ন অবস্থা প্রবল হওয়ায় কলি-হত জীবের উদ্ধারের জন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃথিবীতে আগমন প্রয়োজন হইয়াছে। নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ কলি যুগের প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।

কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ একই বস্তু। "অভিন্নত্বাৎ নাম-নামিনোঃ"। কৃষ্ণনাম একবার মাত্র কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তিস্
তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

এত সহজ-লভ্য হওয়া সত্ত্বেও জীবের পক্ষে কৃষ্ণনাম [illegible] কেন? [illegible] কারণ এই যে [illegible] কৃষ্ণনামের [illegible] করে না, কৃষ্ণনামের [illegible] করে না।

এই অপরাধমূলক ব্যাধির চিকিৎসা [illegible] নাই। শ্রীচৈতন্য [illegible] কলি জীবকে নিরপরাধে [illegible] পথ [illegible] শিক্ষা দিয়াছেন। [illegible] জীবকে [illegible] দিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণনাম [illegible] প্রাপ্য হইয়াছে।

গৌরসুন্দরের শিক্ষা [illegible] সমান প্রয়োজ্য। নিরপরাধে কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন কর, তাহা হইলেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ সর্বসিদ্ধি লাভ হইবে।

কৃষ্ণকে অন্যবস্তুর সহিত সমান জ্ঞান করিও না। কৃষ্ণ একমাত্র [illegible] আশ্রয়। কৃষ্ণকে সর্বোপরি আশ্রয় কর। নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই কৃষ্ণকে আশ্রয় করা হয়। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার জন্য কৃষ্ণনাম কর। যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার জন্য কৃষ্ণনাম করেন, তাঁহাদিগকে দেখ করিও না। কৃষ্ণপ্রেম ভিন্ন জীবের আর প্রয়োজনীয় কিছুই নাই।

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন স্বীকার করিয়া [illegible] কৃষ্ণনাম [illegible] হন। [illegible] সার্বভৌম [illegible] তাহাদের নিকট [illegible] হয়।

কৃষ্ণনামগ্রহীর নিকট [illegible] নিষ্কপটভাবে [illegible] কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাই [illegible] এবং অতি সহজ সাধ্য উপায়। ইহাই শ্রীগুরুদেবের গৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব শিক্ষা।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে নামাপরাধ সর্বতোভাবে বর্জন করিবার উপদেশ [illegible] প্রদত্ত হইয়াছে। বদ্ধজীব নামাপরাধ বর্জন অসম্ভব বলিয়া মনে করে। [illegible] নামাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করা।

নামাপরাধ নিষ্কপট ব্যাধি। কৃষ্ণনামকে কেন অন্য কোন বস্তুর সহিত সমান মনে করিব? কৃষ্ণনাম যখন [illegible] কৃষ্ণপ্রেম লাভ [illegible] মানবের চেষ্টা কেন করিব? [illegible] কেন বিবেচনা করিব? [illegible] জীব [illegible] কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারেন।

এই বিষয়ে কেন হয় না? [illegible] কৃষ্ণনাম না করিলে কৃষ্ণ [illegible] উদয় হয় না।

[illegible] বৈষ্ণব [illegible]
[illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] সাধুসঙ্গে শিক্ষা স্বীকার করে, [illegible] বৈষ্ণবগণের সঙ্গ [illegible] কর।

শ্রীগুরু [illegible] চিন্তে [illegible] সাধুসঙ্গ স্বীকার করিয়া [illegible] হইতে [illegible] শ্রীভাগবতের সাক্ষাৎকার হইলী।

[illegible]

ভৌম স্বর্গ।

[illegible]

ভৌমস্বর্গ [illegible]

[illegible]

দেবী সংবৎসর ধরিয়া দিবা ও রাত্রির অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের সহিত নিম্নোক্ত মন্ত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন :

"হে প্রভো আপনি সুতরাং ইন্দ্রিয় সমূহের পতি, সংসারে এ সকল স্ত্রী ব্রত ধারণ দ্বারা আপনাকে আরাধনা করিয়া অন্য পতি প্রার্থনা করে, তাহাদের সেই পতিগণ, তাহাদের বিত্ত, পুত্র, ধন ও আয়ু রক্ষা করিতে পারে না। কেন না, তাহারা পরতন্ত্র অর্থাৎ কাল, কর্ম স্বভাবাদির অধীন। কিন্তু আপনি, [illegible] কিছুতেই ভীত হন না। এবং ভয়াতুর ব্যক্তিকেও সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। অতএব একমাত্র আপনিই সকলের পতি, আপনি ব্যতীত অন্য কেহই পতি হইতে পারে না। হে ভগবন্ যে স্ত্রী ঐকান্তিকভাবে একমাত্র আপনার পাদপদ্মের পরিচর্যা মাত্র কামনা করিয়া আপনার সেবা করেন, সেই নারীই সত্য সত্য অভীষ্ট রূপে লাভ করিয়া থাকেন।

রম্যকবর্ষে—বৈবস্বত মনু ঐরূপ ভক্তি সহকারে সেই মৎস্যাবতার ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন এবং এই বলিয়া স্তব করেন যে—হে প্রভো এই [illegible] প্রলয় কালে যখন এই পৃথিবী সাগরে নিমগ্ন হইয়া ছিল তখন মৎস্য রূপ আপনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জগতের প্রাণিগণের নিয়ন্তা রূপে আপনাকে নমস্কার।

হিরণ্ময় বর্ষে—ভগবান শ্রীকূর্ম মূর্তি প্রকাশ করিয়া বাস করিতেছেন। পিতৃগণের অধিপতি অর্যমা ঐ বর্ষের পুরুষগণের সহিত ঐ শ্রীমূর্তির উপাসনা করেন।

উত্তর কুরুবর্ষে— ভগবান যজ্ঞ পুরুষ বরাহ রূপ প্রকটিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এই পৃথিবীদেবী কুরুবাসী জনগণের সহিত [illegible] তাঁহার আরাধনা করেন।

কিংপুরুষ বর্ষে—হনুমানজী [illegible] সহিত [illegible] ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করিতেছেন।

দেব অসুর মনুষ্য অথবা বানর পশু যে কেহই হউক সকলেরই শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করা কর্তব্য। [illegible] তিনি অযোধ্যাবাসী সকল প্রাণীকে [illegible] লইয়া গিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে—ভগবান [illegible] সর্ব-প্রকার পতি [illegible] হইয়া থাকেন [illegible]

আত্মবোধক ধর্ম বিষয়ে সমর্পিত হইলে জন্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ ঘটে।

মনুষ্য-জন্মই সকল পুরুষার্থ সাধক-বলিয়া দেবতাগণও এইরূপ কীর্তন করিয়া থাকেন, অহো এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহাপুণ্য-জনক ভগবান না করিয়াছিলেন অথবা স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই উহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

দিব্যলোক কাল আয়ুষ্মান হইয়া ব্রহ্মলোক অপেক্ষা অল্প আয়ু হইয়া ভারতভূমিতে জন্ম লাভ শ্রেষ্ঠ, কেননা সেই ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাগমন সম্ভব হয়। মনুষ্যাদিগণের আয়ু ক্ষণভঙ্গুর এবং পরম আয়ু অল্প হইলেও মনস্বি মানবগণ সেই অল্প কাল মধ্যেই তাঁহাদের কৃত কর্মসমূহ ভগবান হরিতে সমর্পণ করিয়া শ্রীহরির অভয় পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সেই স্থান হইতে আর তাঁহাদের পুনরাবর্তন হয় না।

ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যাহারা ভগবৎ সেবায় বিমুখ তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। এই অতিবিশেষ কলিযুগে মহাপ্রভু চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণনাম প্রচারণ দ্বারা ভগবৎ প্রেম লাভ ও পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আত্ম সুলভ হইয়াছে

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেম অমৃত বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এই বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটী কল্পে তার কভু নাহিক নিস্তার॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ প্রেম লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণ নাম লঞা নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদাদি আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥
লক্ষ্মী আদি করি কৃষ্ণ প্রেমে লুব্ধ হইয়া।
নাম প্রেম আস্বাদিল মনুষ্য জন্মিয়া॥

* * *

আমার যে প্রেম কথা শেষ শুনা হৈল।
পা প্রভু অমূল্য নিধি শোধ দীন দেহে॥
প্রেম সেই পাইয়া ক্ষণে নাচে হৈল যাঁর
কত কাল দিয়া আর ভজন কর্ম ॥

প্রেমপ্রদীপ

অষ্টম প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিতের ১৮ সংখ্যার পর)

হে পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ! রসই পরমার্থ। অথচ বিষয়ী লোক যাহাকে রস বলেন, আমরা তাহাকে রস বলি না। যেমন, অলঙ্কারের পণ্ডিতেরা যেরূপ রস-সমূহকে রস বলেন না, যেহেতু তাঁহারা সামান্য রস-সমূহকে কোন নিকৃষ্ট মানসিক বৃত্তির ব্যাখ্যা করেন, আমরাও ঐরূপ জড় দেহ বা জড়ীয় মন সম্বন্ধীয় ভাবকে রস বলিব না, কিন্তু আত্মাতে যে রস স্বভাব-দ্বারা অন্তর্নিহিত আছে, তাহাকেই আমরা রস বলি। তুলনা-স্থলে আমরা কখন কখন বা জড় রস ও অন্যান্য জড়, মর্ত্য, মিশ্রিত প্রভৃতির উল্লেখ করি, কখনও বা প্রাকৃত নায়ক নায়িকা-ঘটিত রসসমূহের বর্ণন করি, কিন্তু আমরা আত্মা সম্বন্ধে সমস্ত স্বরূপ সম্বন্ধে যে শ্রীকৃষ্ণ, তদগত রসকে একমাত্র বিষয় জানিয়া উল্লেখ করি।

বিশুদ্ধ অবস্থায় মানবগণ শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ। সে অবস্থায় মন নাই। জড়ীয় শরীর নাই। যিনি মুক্তি অন্বেষণ করেন, তিনি ঐ অবস্থাকে অন্বেষণ করেন। উহাতে সন্দেহ নাই। জীবসকল অবদ্ধ হইয়া পরব্রহ্মের সহিত যে প্রকৃতির অতীত ধামে সহবাস করেন, সেই ধামের নাম বৈকুণ্ঠ। যে স্বরূপে জীবগণ ভগবৎ হন, সেই স্বরূপ প্রাকৃত দ্রব্যের অতীত বিশুদ্ধচিন্ময়। সেই অবস্থায় জীবের যে ব্রহ্মসহবাস রূপ অমিশ্র শুদ্ধ ভাব তাহাই রস।

জড়বদ্ধ হইয়া জীব নিজ বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন নাই, বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ বদ্ধাবস্থায় মনুষ্য-জন্মে জড় দেহের গ্লানি সংযুক্ত হওয়া মনোরূপে পরিণত হইয়াছে। তথাপি আত্মতত্ত্বের বিচ্ছেদ হয় নাই। এখন জড়ীয় ভাবে আত্মার প্রভা, আশা ও গুণ। স্বরূপের এরূপ অবস্থা হইলে, যে স্বরূপ যে রস, তাহার গুণ ও রস নিজ সংযোগাদি রূপে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিকার কাহাকে বলে? শুদ্ধ বস্তুর অপকৃষ্টির নাম বিকার। বিকারের স্বভাব শুদ্ধ বস্তু অদ্ভুত হয়। নিজ সংযোগাদি কার্যে যে রসের অভ্যুদয় হয়, তাহার অস্তিত্ব সেই অপকর্ষ। আত্মাতে যে রস ছিল তাহা অল্প পরিমাণে আত্মগত দ্বারা অনুভূত হয়। বাহ্য বিকৃত হওয়ায় তাহা হইতে সমস্ত বৃত্তির অনুমানে কিছু জানা যায়, অন্যান্য আলোচনা সমস্তেই নিজ করিয়া বুঝিবার জন্য আত্মগত রসকে জড়-রস বলা হইয়াছে। জড় বৃত্তি ও বিষয়-প্রেম-বৃত্তি পরস্পর স্বাধীন হইলেও। বিচারটী প্রথমটির প্রতিফলিত ভাব মাত্র। যাঁহারা কিছু পারমার্থে আত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করত দুর্লভ জ্ঞান এবং জড় বিষয়-প্রেম বৃত্তিকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বিষয়ীর আত্মরসের পাণ্ডিত্য পাইয়াছেন এবং উভয় রসের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা আর সেরূপ বিশ্বাস করেন না।

পারমার্থ রস অখণ্ড হইলেও অভিনয় শক্তি-ক্রমে বিভিন্ন। ভাব ও রসের নির্দ্বন্দ্ব এই এ অনেকগুলি ভাব সমবেত হইলে রসোদয় হয়। ভাবুক ও রসিক লোকের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জানিবেন তার এক একটি ছবিও চাই। রস এক যদি নিজেকে স্বরূপ, যাহাতে অনেকগুলি ভাব থাকে। যে কয়েকটী ভাব সমবেত হইয়া রসকে উদিত করে, সেই সকল ভাবগুলির বিবরণ না করিলে রস শব্দের ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

ভাব-সমষ্টি মিলিত হইয়া রসতা লাভ করে। সেই ভাব সকলের মধ্যে যে ভাব প্রধান রূপে কার্য করিয়া থাকে, তাহার নাম স্থায়ী ভাব। অপর তিনটী ভাবের মধ্যে একটীর নাম বিভাব, একটীর নাম অনুভাব এবং একটীর নাম সঞ্চারী ভাব। স্থায়ী ভাব অন্য ভাব-ত্রয়ের সাহায্যে আস্বাদ লাভ করিয়া রস হইয়া পড়ে।

রসতত্ত্ব সমুদ্র বিশেষ। তাহার এক বিন্দুর বিন্দুও আমি আস্বাদন করিতে পারি নাই। আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি, আপনাদিগকে রস বিষয়ে শিক্ষা দেই, এমত আমার ক্ষমতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গদেব যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ভোতা পক্ষীর ন্যায় আমি বলিতেছি।

আর এক প্রকার ব্যাখ্যার দ্বারা আমি রস-তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। রস তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ রস, স্বর্গীয় রস এবং পার্থিব রস। পার্থিব রস নিকৃষ্ট বর্ণিত। সেই রস পার্থিব বস্তু-অবলম্বনে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রস মানসিক ভাবনিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাতে জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক নায়িকা স্থাপিত হইয়া রসোদ্দীপিত হয়। বৈকুণ্ঠ রস কেবল আত্মাতেই প্রকাশ হয়। বৈকুণ্ঠ রস উদিত হইলেও আত্মা স্বর্গীয় ও পার্থিব ভাবের নিকট নয়। আত্মাতে রসের প্রচুরতা হইলে মন শরীরে তাহার ছটা লাগে। ছটা মনকে আক্রমণ করত সাধক শরীরে ব্যাপ্ত হয়। পার্থিব সম্পদও প্রকাশ পাইয়া। বৈকুণ্ঠ রসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র নায়ক। এক বৈকুণ্ঠ রসই স্বভাবত স্বর্গীয় মানস রসরূপে পরিণত। পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব রস হইয়াছে। তত্ত্ব বিবিধ প্রেমের বিলাস, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠ রসই বৈষ্ণবের জীবন। এই দুই প্রকার রস বৈকুণ্ঠ-রসালোচন না হইলে নিতান্ত তুচ্ছ ও অশ্রদ্ধেয়। জীব-প্রবৃত্তি-পরায়ণ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব রসকে পরিত্যাগ পূর্বক বৈকুণ্ঠ রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

রাস্তা

কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ী বঙ্গের অতি সুবিখ্যাত স্থান। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি, আদালত, রাজা, জমীদার প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই; অভাব কেবল তত্ত্বাবধানের। কৃষ্ণনগর রোড এবং কৃষ্ণনগর সিটি রেলওয়ে ষ্টেশন যাইবার রাস্তার মত ধূলি পূর্ণ মিউনিসিপ্যাল রাস্তা পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে আমরা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কৃষ্ণনগরের বড় বড় রাস্তার ধারে পায় খানা ও ড্রেণ এরূপ অবস্থায় থাকে যে তাহা বিশেষ আপত্তিজনক বলিলে ও যথেষ্ট বলা হয় না। অবশ্য এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে সময়, অর্থ এবং, সর্বাপেক্ষা বেশী, স্থানীয় লোকের স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা আবশ্যক। স্থানীয় লোক সাহায্য না করিলে মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষ কিছুই করিতে পারেন না। জনসাধারণ এবং মিউনিসিপাল কমিশনরগণ এক যোগে এই দুরবস্থা দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হইলে সকলেরই সুখের বিষয় হয়। রাস্তার ধারে অনেক স্থলে জীর্ণ কূপ ও দেওয়াল বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। ঐ সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলা নিতান্ত আবশ্যক।

কূপ খনন

কৃষ্ণনগর লোকাল বোর্ডের গত অধিবেশনে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটী এই যে লোকাল বোর্ডের অধীন সমস্ত থানায় আটটী কূপ খনন করা হইবে। এক একটী খনন করিতে এবং ইট দিয়া বাঁধাইতে প্রায় ছয় শত টাকা খরচ পড়িবে।

পুড়িয়া মরা

কৃষ্ণনগরে এক যুবতী আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছেন। তাহার এ পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ করা উচিত নয় বলিয়া এই সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিলাম না। [illegible] সম্বন্ধে খবর ও তথ্য করিয়া উপযুক্ত [illegible] হলে প্রকাশ করিব।

রাস্তা

কৃষ্ণনগর লোকাল বোর্ডের অধীন রাস্তা সমূহ মেরামত করিবার জন্য এক হাজার টাকা খরচ মঞ্জুর হইয়াছে।

যাত্রীর অসুবিধা

নবদ্বীপ ঘাট হইতে শান্তিপুর পর্যন্ত যে লোকাল রেলওয়ে দিয়াছে তাহাতে রাত্রিতে আলোক জ্বালাইবার বন্দোবস্ত না থাকায় যাত্রিগণের অসুবিধার অন্ত থাকে না। যাহাতে প্রত্যেক গাড়ীতে রাত্রিতে আলোকের ব্যবস্থা হয় তাহার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নবদ্বীপ ঘাট হইতে শান্তিপুর মোট ১৭ মাইল রেলে চড়িয়া যাইতে হয়। প্রত্যেক ট্রেন যদি এই সমস্ত রাস্তা যায় তাহা হইলে সুবিধা হয়। কৃষ্ণনগরে গাড়ি বদলের প্রয়োজন হয় না। কর্তৃপক্ষ যদি টাইম টেবলটি দেখেন তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে এই ১৭ মাইলের মধ্যে গাড়ী বদলের কোন কারণ নাই কেবল যাত্রিগণের অসুবিধা হয়।

মিঃ গান্ধির যাত্রা

মিঃ গান্ধি লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য লবণ সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণ ৫ মাইল রাস্তা এক রোজে [illegible] অতিক্রম করিয়াছেন। মিঃ গান্ধিকে একটী ঘোড়া দেওয়া হইয়াছিল। সকলে ঐ পথ অতিক্রম করিলে মিঃ জওহরলাল তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করেন।

ব্যাঙ্কের সুদ

বিলাতে ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হইতে ৩½ টাকায় নামিয়াছে।

ইন্দ্রপাত

পৃথিবীর মধ্যে চারিজন প্রধান ব্যক্তি উপর্যুপরি ইহধাম ত্যাগ করিলেন। ইঁহারা স্বাধীনতাকামী দেশের নেতা ছিলেন। ফরাসীদেশের ক্লেমেন্সো, এবং [illegible], স্পেনের প্রাইমো ডি রিভেরা এবং [illegible] আর রাজনীতিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দেশসেবার সুবিধা পাইবেন না। দেশ তাঁহাদের অভাব অনুভব করিবে। [illegible] মহামান্য [illegible] প্রধান [illegible] ছিলেন। [illegible] তাঁহার চির জীবনের বন্ধু ছিলেন।

আদালতে গোলমাল

রেঙ্গুনের আদালতে মিঃ জে, এম, সেন গুপ্তর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলায় শুনানীর সময় তিন চারিশত লোক আদালতের প্রাঙ্গণে সমবেত হয় এবং গোলমাল করিতে থাকে। পুলিশ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। পুলিশের ও [illegible] মারামারির ফলে অনেকে আহত হয়। আহতদিগকে রেঙ্গুন হাসপাতাল এবং রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পাঠান হয়।

বিদেশের কথা

স্যাক্স

[illegible]

দক্ষিণ আফ্রিকা

[illegible]

থানা আক্রমণ

[illegible] পুলিশ একজন যুবককে [illegible] লোক থানা আক্রমণ করে। [illegible]

ক্যান্সারের গতি

[illegible]

বিলাতের স্ত্রীলোকেরা [illegible]

[illegible]

স্পেন

[illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সম্পূর্ণ গ্রন্থের [illegible] ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

[illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আবেদনকারীর পক্ষে ৮৲।

[illegible] অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০৲	স্থলে	৫
গীতমালা	৴১০	,,	৴০
জৈবধর্ম্ম	২৲	,,	১৷০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲		১৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২৲		
ঐ ,, অবাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১৷০	,,	১
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০	,,	১০
নবদ্বীপ শতক	৴০	,,	১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত (অবাঁধা)	৸০	,,	।০
হরিনামচিন্তামণি	৸০	,,	।০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	,,	।০
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	১৷০		
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২৷০		১৷০
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড	৫৴	৹৴	,, —
ভক্তিরত্নাকর বা নবদ্বীপপরিক্রমা	৶০		৴০
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ	[illegible]৲	,,	১৷০

গ্রাহকগণ অন্যত্র এ [illegible] সুযোগ পাইবেন না

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উদার [illegible] কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি —প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,— ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পোঃ চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চকদিঘী, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, [illegible] জগন্নাথপুর, কাশী, [illegible]।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, [illegible]।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, [illegible]।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, [illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—[illegible], কালিঘাটী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ রায়— ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ বি. মুখার্জি—এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—[illegible], নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। [illegible] ৩ প. পা।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এ,[illegible] এ [illegible]

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

কোন প্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

উদরিক ও পালজ্বা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার কমে হয়। 'কলের পরিচারকে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না।

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এখনে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিবের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ১০ আনার পারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডবল ॥৹ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

দাম ও প্রাপ্তি স্থান — শিশি ৸০ আনা, ডবল ৲, ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ পৃথক।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই।

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

ঋষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা তিল তৈলে [illegible] প্রভৃতি [illegible] বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয় বলিয়াই সদ্যভাবে ইহার অনুলেপনে ফল ও গুণ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই [illegible] ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক [illegible] দূর হইয়া থাকে।

[illegible] মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই ভর্তি হইয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, তুর্কজিলাচলপতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

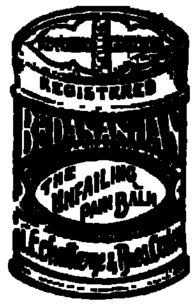

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আতাধা সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, হৃদিপাকের দাহ, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং সর্দি, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি ঐ কষ্টকর ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অবথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার কার্যকারিতা উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, জি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, শালিকা হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ; প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, হৃদরোগ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, গঙ্গোত্রীচ পোঃ, বাঁকিপুর।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ও অধ্যক্ষ

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয় এবং রোগীর বিবরণ পাঠাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকল প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুঘটিত ও যোনিগত, দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের সর্ব্বাধুনিক ফুলপ্রিয়ারী উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। অনেক লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটরী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন। বিনামূল্যে প্রেরিত হইবে। উক্ত পুস্তকে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। ইহা ৫০-বৎসরের পরীক্ষিত, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার কাজ বিদ্যুতে বৈদ্যুতিক মেশিনে নিয়মিতভাবে চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার

প্রারম্ভভাগে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

[illegible]

৫ম খণ্ড]

সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১০ই চৈত্র সোমবার ১৩৩৬ ২৪শে মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রী[illegible]—[illegible] ভাগবত প্রকাশিত। [illegible] ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ✓০
২। [illegible] ৫
৩। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। [illegible] ১০
৬। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ১৲
" " " [illegible] ৸০
৭। গীতা ([illegible]) ২৲ [illegible] ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) [illegible] ২৲ [illegible] ৷০
শ্রীগীতা কেবল মাধব-গাথা ১০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ১০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৬। [illegible]
১৭। [illegible]
১৮। [illegible]
১৯। [illegible]
২০। [illegible]
২১। [illegible]
২২। শ্রী[illegible]
২৩। [illegible]
২৪। [illegible]
২৫। [illegible]
২৬। [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। [illegible]
২৯। [illegible]
৩০। শ্রী[illegible]
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। শ্রী[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া.

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্. এ প্রণীত ([illegible]
[illegible]
২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।
[illegible]
উৎকৃষ্ট (ইঃ) [illegible] ১৷০ ছিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র
[illegible] প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

[illegible] কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
[illegible] ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
[illegible]—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
[illegible] মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
[illegible] মায়াধীন পথহারা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রী[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা ১ একটাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] ভিক্ষা [illegible]

[illegible]

গোড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ০/০ আনা

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ০/০ এক আনা

গোদ্রুমচন্দ্রিকা— ০/০, নবদ্বীপশতক— ০/০

অর্থপঞ্চক ‑০/০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ০/১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা

[illegible] ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গোড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি [illegible]

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক [illegible] ছাড়িবেন।

[illegible]

শ্রীমদ্গোপালভট্ট [illegible]

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ০/০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible]

বিজ্ঞাপন

সাবধান। সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি দত্তের [illegible]

[illegible] J. B. Datta & Co. [illegible]

বিনীত- জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই চৈত্র সোমবার—১৩৩৬

শ্রীরূপ শিক্ষামৃত

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে, ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

—শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত-স্বরূপ, পরম শ্রেষ্ঠ-স্বরূপ, সেবা-নিরত স্বরূপ, স্ব-স্বরূপ-গত সেবায় তৎপর পরম মনোহর স্বরূপ, আচার্য্য স্বরূপ, নিজাভিন্ন-রূপ, নিজ অপ্রকট লীলার উপকরণ স্বরূপ একমাত্র শ্রীরূপ। ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার দ্বারাই ভক্তিসম্পদ্ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু রূপ-সনাতনকে সেনাপতি করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন পাঠাইয়াছিলেন, উদ্দেশ্য—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষীদিগের অপস্বত্ব নিরসন করিয়া শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রতিষ্ঠা করা। শ্রীরূপ সনাতন শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করেন এবং তদনুসারে নিজ জীবন গঠন করত মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন। এই নিজ [illegible] সকলেই শ্রীরূপ সেনাপতির সেনা। এই সকল সৈন্যগণ মধ্যে শ্রীজীব রঘুনাথ প্রধান। শ্রীজীব, রঘুনাথ গোস্বামিদ্বয়ের বর্ত্তমান থাকা সময়ে যে রূপ-শিক্ষামৃত বিতরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা সদ্গুরু-পারম্পর্য্যক্রমে লাভ করিতে পারি।

শ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ভক্তগণ সকলেই আপনাদিগকে রূপানুগ অভিমান করেন। শ্রীমহাপ্রভুর বহু ভক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরূপ সনাতন মহাপ্রভুর কৃপাগৌরব পাত্র। ভগবান্ গৌরহরি নিজ শিক্ষা-সমূহ শ্রীরূপেই বিস্তার করিয়াছেন। যাঁহারা সদ্গুরুকৃপায় রূপ-শিক্ষামৃত লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপপাদের সেবা-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হওয়ায় জগতে তাহা প্রচার করিবার জন্য যদি কেহ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিতেন, তাহা হইলে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদবর্গের দ্বারা অগ্রে শ্রীরূপ সনাতনের সংবাদ লইতেন—

কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥
কহ তাহা কৈছে রহে রূপ সনাতন।
কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোঁয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন—উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নামসংকীর্ত্তন প্রেম সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে করে চৈতন্য-চিন্তন॥

চৈঃচঃমঃ১৯প

আচার্য্যগণ সকলেই স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধিতে বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত চেষ্টা বুঝিতে না পারায় অনুকরণ-পন্থী বহু দল বিশেষের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার ফলে বাবাজী সাজা এবং [illegible]-প্রবর্ত্তিত ভক্তিপথে অনুগমন করা পৃথক্ কথা। আমরা যে কেহ আত্মপরিচয় হইয়া শ্রীরূপপাদের ন্যায় একেবারে বৃক্ষতলে বাস, চানাচর্ব্বণ বা মাধুকরী দ্বারা জীবন ধারণ এবং সদাচার-সম্পন্ন হইয়া অষ্টকালীয় লীলা স্মরণের অনুকরণ করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে আমাদের দশা চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র হইবে। [illegible] তাহা হইলে স্বরূপ কোন লাভ হয় না, কেবল মাত্র সার হয়, সেরূপ অনুকরণ পথে জীবের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীরূপ প্রভুর শিক্ষা তাঁহার অনুগমনকারী ভক্তবৃন্দের জন্য সম্পূর্ণ আছে, তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণাগত না হইলে কোন প্রকারেই উহা আমাদের বোধগম্য হইবে না। শ্রীরূপশিক্ষামৃত রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, তাঁহা হইতে নরোত্তম, ক্রমশঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লাভ করিয়া নিজ নিজ ভাবের জন্য যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে শ্রীরূপের অনুগমন করা হইবে না।

শ্রীরূপ-শিক্ষাই শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা। শ্রীরূপকে ছাড়িয়া শ্রীমহাপ্রভুর ভজন বা শ্রীমহাপ্রভুর ভজন-কথন যাঁহারা করেন, তাঁহারা অপরাধী। আমরা জগতে অনেক আধুনিক ভক্ত দেখিতে পাই, তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা আচরণ করেন; কিন্তু তাঁহার পার্ষদবর্গের শিক্ষা আচরণ আদৌ মানিতে চান না, ইহারা কলিকালোচিত দুষ্ট। রূপানুগগণ বলেন—শ্রীরূপপাদ শিক্ষার প্রারম্ভে আমাদিগকে [illegible] দুইটী কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

অনাদিবহির্ম্মুখ জীব মায়াবদ্ধ হইয়া নিজ স্বরূপের [illegible] এবং দুঃখের উপকরণগুলিকেই সম্মান করেন। তাঁহারা বলেন—"এই সংসারে স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রভৃতি ভগবান্ আমাদের ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে করিতে জগৎকে ভোগ করিতে থাকি।" ইহারা ভোগী। ভোগিগণ দুই শ্রেণীর অর্থাভিলাষী ও কর্ম্মী। আর এক শ্রেণীর লোক [illegible] আছেন তাঁহারা [illegible] কোন বস্তুর [illegible] যার কখন কখন পরিণামে দুঃখের [illegible] বলে—এরূপ বুদ্ধিতে নির্ব্বিশেষ [illegible] অপ্রাকৃতকে অসম্মান করেন। ইহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন। [illegible] কথা আছে, কিন্তু তাহা সাধুর তাৎপর্য্য নহে। সমস্ত জগৎ কৃষ্ণের উপকরণ, সমস্ত [illegible] কোন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং সেই সকল বস্তুতে নিজ ভোগ্য বা ত্যাজ্য বুদ্ধি না করিয়া ভগবানের সেবার উপকরণ করিতে হইবে। সমস্ত কৃষ্ণসম্বন্ধ বস্তুকে [illegible] জ্ঞানে যে [illegible] করেন, তাহা নিরতিশয় যুক্ত। [illegible] যুক্ত বৈরাগ্য [illegible] গ্রহণ করেন, [illegible] ত্যাগ করেন না।

শ্রীরূপানুগগণ শ্রীরূপপাদের এই শিক্ষার মর্ম্ম ভক্তস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া আমাদের জন্য স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক [illegible] বাণী জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহাই আমাদের আদর্শ [illegible]। শ্রীজীবপাদ [illegible] বলিয়াছেন—বহির্ম্মুখ অনর্থযুক্ত বিকৃতচিত্ত এবং ভোগবুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহার পক্ষে কখনও [illegible] দর্শন সম্ভব হয় না। শ্রীরূপানুগগণ [illegible] চিন্ময়বিগ্রহের সহিত [illegible] করেন, অনর্থযুক্ত জীবের কৃত্রিমতার অনু-[illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীশ্রীমায়াপুরে [illegible] পূর্ণিমা।

[illegible]

বাঁধা করতাল সহ সংকীর্ত্তন
জগৎ তাহার জয়।
বাংলার কবি বিশ্বের গৌরব
আসিল গোলোকধাম॥
সেই নবদ্বীপে জন্মভূমি বটে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম।
সাধন ভজনেতে প্রদর্শনী তুমি
অতীব অপূর্ব্ব বটে॥
হেরনি যবেনা কত লোক
বার বার বলি তাই
কি দেখিনু আহা বর্ণিতে না পারি
ভাষার শকতি নাই।
মনে পড়ে মোর মহাভাবের
রাসকুঞ্জ রসকথা।
বক্ষেতে ভরনে কৃষ্ণ দর্শন
প্রেমেতে নয়নে ধারা॥
আসিল এখানে সেই আয়োজন
নবদ্বীপ-প্রদর্শনী।
প্রদর্শনী ছলে গৌরকৃষ্ণ প্রভু
দর্শন করান আনি॥
গৌরপ্রেমধন গৌর-নিজশক্তি
মহাপ্রভুর শিরোমণি।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু
জীবের দুর্গতি জানি॥
ভূলোক গোলোকে দেখাইলা আনি
প্রদর্শনী ছল করি।
কলি-হত জীবে আনিলা টানিয়া
দেখাইলা গৌরহরি॥
সাধনের খনি সর্ব্ব তীর্থ-জল
শ্রীমহাপ্রসাদ সব।
আমাদের মত অজ্ঞান জীবেরে
দেখাইলা কি বৈভব॥
দেখেছি নয়নে কোটি কণ্ঠ বিনা
বর্ণিতে নারিবে তাহা।
শ্রীমহাপ্রসাদ লক্ষ জীবেরে
বিতরিলা কিবা আহা॥
অদ্ভুত শক্তি কেন হবে কি হয়েছে
ত্রিভুবন মাঝে আর।
মায়াধিক যদি জগতে সবারে
চরিলাম কথা সার॥
শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ রাধাগিরিধারী
অপূর্ব্ব মূরতি প্রভু।
মন্দির-অলিন্দে কিবা বিরাজিত
কেন দেখি নাই কভু॥
হৃদয়ের সাধ পুরিল জীবের
দয়াল নিতাই মম।
আলোকেতে আনি দেখাইলা হরি
প্রভু সরস্বতী মম॥
দাস-দাসী কৃপা নাহিক যদি
[illegible] মাঝে।
হরি হরি, ভুলিয়া বিলাস
নবদ্বীপ [illegible]॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা কিবা মধুরিমা
মহাপ্রভু জন্ম দিনে।
মাতিয় ভকতে [illegible] প্রাঙ্গনে
হেরি মহা-সংকীর্ত্তনে॥

ভক্তগণ সব উন্মত্ত নৃত্যেতে
গৌর-গুণ-গান গাহি।
বাসবাসীগণে ভক্তিসাধুস্তে
ডুবিয়াছে সর্ব্বদাই॥
আর কেন জীব ভোলরে মন
কলিদিন আর মিছিছ রবে।
দয়াল নিতাই ডাকিতেছে সবে
যাও তার পদে শরণ লবে॥

প্রেমপ্রদীপ

অষ্টম প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিত ১৯ সংখ্যার পর)

রস বলিলেই তাহাতে স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব রূপ চারিচতুষ্টয় থাকিত হবে। পার্থিব রসের উদাহরণ দেখুন। মিষ্ট রসের আবির্ভাব-কালে কয়টী ভাবের স্থিতি আছে। আদৌ মিষ্ট রসের প্রতি রুচিই তাহাতে স্থায়ীভাব। সেই রুচির পাত্রই তাহার বিভাব। পাত্র দ্বিবিধ অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়। জিহ্বায় প্রীতি রুচি থাকাতে আছে, তাহাই অর্থাৎ রসন-রসনাই সেই রুচির আশ্রয়। সেই রুচি যাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে, তাহাই অর্থাৎ গুড়ই তাহার বিষয়। বিষয়ে যে সকল প্রয়োজন-গুণ আছে, সেই সকলই ঐ রুচির উদ্দীপন। বিষয়ের প্রতি যখন রুচির উদয় হয়, তখন তাহার যে কিছু লক্ষণ প্রকাশ হয়, সেই সমুদায়ই ঐ রুচির অনুভাব। সেই রুচি পুষ্টি করিবার জন্য আর যে হর্ষ ইত্যাদি ভাব হয়, তাহাই সঞ্চারী ভাব। এই সমস্ত ভাবের সাহায্যে মিষ্ট রুচি যখন স্বাদ্য লাভ করে, তখনই মিষ্ট রস হয়।

স্বর্গীয় রসেরও উদাহরণ দেখুন। পার্থিব রস অপেক্ষা স্বর্গীয় রস অধিকতর বিস্তীর্ণ ও উদার, যেহেতু তাহাতে অন্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। নায়ক নায়িকার রতির দেখুন বা পিতা পুত্রের রতির দেখুন বা প্রভু দাসের রতির দেখুন অথবা সখাদিগের রতির দেখুন, সকল রতিতেই রতি স্থায়ী-ভাব থাকিয়া অন্যান্য ভাবগণের সাহায্যে রস হইয়া উঠে।

যেমন পার্থিব রস হইতে স্বর্গীয় রস বিস্তীর্ণ ও উদার, তদ্রূপ স্বর্গীয় রস অপেক্ষা বৈকুণ্ঠ রস অনন্ত গুণে বিস্তীর্ণ ও উদার। পার্থিব রসে কেবল একটী মাত্র সম্বন্ধ অর্থাৎ ভোক্তা ভোক্তব্য সম্বন্ধ। স্বর্গীয় রসে চারিটী সম্বন্ধ অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কিন্তু স্বর্গীয় রসে, চরম-অভাব গতি এবং অনুপযুক্ত বিষয়। অতএবই স্বর্গীয় রস নিত্য থাকিতে পারে না। বৈকুণ্ঠ রসে সম্বন্ধ পাঁচটী অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। উভয় রসই আত্ম-সম্বন্ধী, পার্থিব সম্বন্ধী।- এজন্য সম্বন্ধ ভাব উভয় রসেই এক প্রকার। কেবল উভয় রসের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে, বৈকুণ্ঠ রসের সমস্ত উপকরণই নিত্য ও অনন্ত প্রকাশ-ভাবিত। অতএব ঐ রসের নিত্য স্থিতি লক্ষিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রসের সমস্ত উপকরণ অনিত্য অতএব ঐ রস নিত্য নয়। সুতরাং অল্পকালস্থায়ী, লঘ্বাকর এবং তুচ্ছ কল্পক।

সাধারণতঃ ত্রিবিধ রসের সম্বন্ধ দেখাইলাম। এখন কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠ রস সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারি, তাহাই বলিব।

আমরা সময়ে সময়ে যুক্তিবাদীদিগের নিকট শুনিতে পাই যে বৈকুণ্ঠরস বাস্তবিক নহে, কিন্তু কাল্পনিক। ইহাতে যুক্তি নাই; যেহেতু যুক্তি বৈকুণ্ঠতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে না। যিনি বৈকুণ্ঠ রসের আস্বাদন না করিয়াছেন, তাঁহাকে সে তত্ত্ব কখনই বুঝাইতে পারিবেন না। অতএব যাঁহাদের সৌভাগ্য উদিত হইয়াছে, তাঁহারা যুক্তিবাদকে এবিষয়ে স্থান দিবেন না। সাধুসঙ্গে আস্বাদন করিয়া রসতত্ত্ব অনুভব করুন।

অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে কল্য পুনরায় এ বিষয়ে যথাসাধ্য বলা যাইবে। আপনারা বৈষ্ণব, অতএব এ সব বিষয়ে সকলই জানেন। আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া আমি বলিয়াছি।

বাবাজী নিস্তব্ধ হইলে সভা ভঙ্গ হইল। নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু অবাক্ হইয়া রসতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন।

অষ্টম প্রভা সমাপ্ত।

নবম প্রভা

যাহা পণ্ডিত বাবাজীর মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় বিশেষ রূপ চিন্তা করিতে করিতে নরেন বাবু ও আনন্দ বাবুর নিদ্রা হইল না। মল্লিক মহাশয় অতি প্রত্যুষে কুটীরে আগমন করিয়াছিলেন, বাবাজী কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে উপদেশামৃত প্রদান করিতেছিলেন। আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

নরেন বাবু বলিলেন, আনন্দ বাবু! বাবাজী মহাশয় বলিয়াছেন যে, বাস্তবিক বিষয়-প্রেমবৃত্তি হইতে একটী পৃথক্ বৃত্তি, তাহা আমি আর কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। পণ্ডিত বাবাজী যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণরূপে মনে লাগে। যত হউক মানবের যে একটী চিত্তবৃত্তি রহিয়াছে, এজন্য প্রেম হয় না। আত্মার যে সাক্ষাৎ ধর্ম (যাহা যুক্ত অবস্থায় কার্য্য করে) তাহাই অচ্ছাবস্থায় মানস ধর্ম রূপে কার্য্য করিতেছে। সুতরাং আত্মগত অনুরাগই উপরোক্ত প্রবৃত্তি লাভ করিয়া বিষয়ানুরাগ রূপে কার্য্য করিতেছে। সাংসারিক ব্যবহারে যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রস দেখিতেছি, সেই সমস্তই বৈকুণ্ঠরসের বিকার রূপ নিশ্চয় হইতেছে। যাঁহারা স্বর্গীয় ভাবে সংসারে পুণ্যবান্ রূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের চরিত্রের সকলেই প্রশংসা করেন। যিনি দাস হইয়া অকৃত্রিম প্রভুভক্তি প্রকাশ করেন, প্রভুর সকলেই তাঁহার মঙ্গল কামনা করেন, যিনি সখা হইয়া সখার সুখে সুখী ও সখার দুঃখে দুঃখী হন, যিনি পুত্র হইয়া পিতৃ-সেবায় জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হন এবং যিনি সতী হইয়া পতির সুখবৃদ্ধির জন্য মরণ পর্য্যন্ত স্বীকার করেন—সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে সকলেই স্বর্গীয় আত্মা বলিয়া সম্মান করেন। অতএব সাংসারিক সম্বন্ধ-রহিত হইলে পণ্ডিত বাবাজী যে স্বর্গীয় রস বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি-সঙ্গত। আমরা অনেক সময় নভেল গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, যে কোন স্ত্রী নিতান্ত পতিভক্ত হইয়া মৃতপতির জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিতে গেলে তাঁহার প্রতি কতদূর ভক্তির উদয় হয়। স্ত্রী ও পুরুষের দৈহিক যোজক। দেহ নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথা থাকিবে? এক আত্মা স্ত্রী ও অপর আত্মা পুরুষ এরূপ নিত্য ভাবে আছে এরূপ বোধ হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত দেখা যায়, আত্মগত নয়। সে স্থলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের ভাব অনুসারে বা ধর্মবাদ স্বীকার করা যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ অকালম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয় এরূপ বিশ্বাস করা যায়, তথাপি সম্পূর্ণ যোগাবস্থায় স্ত্রী পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না। অতএব পণ্ডিত বাবাজী যে ঐ প্রেমকে অনিত্য বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি।

ক্রমশঃ

নীলাম ইস্তাহার।

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর জজকোর্ট আদালত।

নীলামের দিন ৮ই এপ্রিল সন ১৯২০ সাল।

(১)

১২৯ নং খালাজারি ১৯২৯ দাবী ১১৭৫৸৹

ডিঃ মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু দিং সাং সালুখিয়া থানা বারাসাত জেলা হুগলি

দেঃ মহেন্দ্র নাথ বৈদ্য দিং সাং মুরাদিপুর থানা মুরাদিপুর জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা করিমপুর সামিল ৭নং শালিখাডাঙ্গা ৩নং চন্দ্রবাটপুর ৩২নং দক্ষিণ গোপালপুর ৪১নং মহিষ-বাথান ৪৪নং গড়রাজপুর ৫২নং চাঁদপুর ৫৫নং চর কাটিগাছা ৫৫নং কাঠালিয়া ৪৫নং গড়রাজপুর ৮৯নং রসিকপুর ৩নং দক্ষিণ কৃষ্ণপুর ৫১নং থানপুর ৫৩নং নন্দনপুর ও থানা তেহট্টের সামিল ৭০নং পাথর ৭৯নং বেতাবাড়িয়া ৮০নং ও গড়রাজপুর ৮১নং মুরারিপুর ৮২নং কুতুবপুর মৌজার প্রতিবাদিগণের পূর্ব্ব বাবার নামে এক প্রতিবাদিগণের নামের ও কায়েমের অবলাবিনী দাসী দিং মেহেরার ১৭৸৴১ টাকার যে সম্মান জমা আছে তাহাতে প্রতিবাদিগণের ৸৴৮অংশের যাবতীয় স্বত্ব মূল্য আং ৫০০৲

(২)

মেং ১৩৪নং জারি ১৯২৯ দাবী ১৩৭৫০৵

ডিঃ চন্দ্রমতী দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ কেদার নাথ দিং মোং কাচারী নফিলোড়া থানা মেহেরপুর থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা দামুড়হুদা অন্তর্গত ১৫২নং তৌজি করিম দিং নফিলোড়া মোং থানা গড়নিমগ্ন মেঃ জিরাটি নং ৮০৯ মালেক অধিকার বৃন্দাবন চন্দ্র পাল দিং বার্ষিক জমা ১৩২১৲ টাকা মূল্য আং ৫০০০৲

(৩)

নং মোকদ্দমা ১৯২০ দাবী ৩০৮৸৴৯

ডিঃ তারাপ্রসন্ন বাগচি সাং ও থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

দেঃ দানবলী মোহন সাং ও থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ অন্তর্গত ৩১৯ নং তৌজিভুক্ত নং মৌজা নবদ্বীপ গ্রামে সেটেলমেন্টের ৩২৮১ খতিয়ান ৯৭৩,২৬৭৪ দাগভুক্ত নিষ্কর ভূমির বসতবাড়ি, পাং ১২ ঐ ভূমিস্থিত কোঠা ঘর, টিনের ঘর, দোকান ঘর, উঠান প্রভৃতি সমস্ত আসবাব যাবতীয় স্বত্ব ও প্রতিবাদীগণের ১০ আনা অংশ সহ সহ দখলি বাড়ীর কুপ পায়খানা প্রভৃতি সমেত আং ৪ আনা অংশ মধ্যে আং ৷৵ ৩২ শতক মূল্য আং ১৫০০৲

(৪)

নং মোকদ্দমা ১৯২০ দাবী ১৩৭২৸৴৯

ডিঃ শ্রীমতী চারুশীলা দাসী মোং গোপাল থানা

দেঃ শ্রীবিনোদ মাঝি দিং সাং নাজমুলিয়া থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী সামিল ৩১২৪ তৌজি দিং কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত ৭২নং মৌজা নাজমুলিয়া গ্রামে ১১১নং খতিয়ানের ১৬৩-৪২ একর ভূমি ইহার বার্ষিক খাজনা ১৯৲ টাকা নদীয়ার মহারাজাকে এবং ২৭৷৵ মহেশচন্দ্র সিংহ দিগরকে দিতে হয়। দেনদারের অবস্থিত স্বত্ব মূল্য আং ৫০০৲

(৫)

১২৪ নং খাং জারি। ১৯২৯ দাবী ২৬৯৯।৮

ডিঃ—বামামোহিনী দাসী সাং ভবানীপুর থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

দেঃ—মুনিদ্র নাথ প্রামাণিক নবগোপাল কুণ্ডু দাসী সাং শ্যামপুর থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা তেহট্টের সামিল ৮২নং মৌজে কুতুবপুরের ৯০৫নং এবং অধীন ৯০৭ ও ৯১৩ হইতে ৯১৭ ও ৯১৯ হইতে ৯২৪ দাগের মধ্যে ৩৪৮০ ভূমি মধ্য সত্ব চিরস্থায়ী খাজনা ভুক্ত যোগ্য বার্ষিক জমা ৪৭৸৴০ মধ্যে বামামোহিনী দাসীর মেরেজার ৩৭৲ এবং অপরাপর পালকে ১০৲ দিতে হয় এক সমস্ত দখলিকার ভূমি যাবতীয় বাকের উপরিস্থিত বাড়ী সমেত মূল্য প্রতীত ৩০০৲

(৬)

১৩১ খাং জারি ১৯২৯ দাবী ২৬৯৭৸৶৹

ডিঃ—কুমার চন্দ্র বিশ্বাস সাং কোলা

দেঃ—প্রতাপ কুমার বৈদ্য দিং সাং কলিকা জেং গাংনী থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা তেহট্টের মহিম রাজাপুর, সোনাখালি, রাজাপুর, চর রাজাপুর, কৃষ্ণপুর ও থানা করিমপুরের সামিল মৌজে পলাশী রাজাপুর, দক্ষিণ গোপালপুর, মহিষবাথান চর গোপীনাথপুর গড়রাজপুর, চরগড়রাজপুর, হাঁসপুর দক্ষিণ কৃষ্ণপুর, থানপুর, চাঁদপুর, চর কাটিগাছা কাঠালিয়া,নন্দনপুর প্রভৃতি মৌজাদের মালেক ডিক্রীদার ও মেহের মুন্সি দিং মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু দিং ও কালিদাস পাল দিং ও ভবতারিণী দাসী ও পদ্মাবতী দাসী ও ভুবনমোহন বিশ্বাসের মেরেজার মোট ২৭৭৭৸৴৮ টাকার মধ্যে জমা ও সকলের ও ভবতারিণী দাসী সরস্বতী দাসী যোগমায়া দাসী, মঙ্গলবালা দাসী দিং মেহের মুন্সি দিং ও মেহেরুন্নিসা দাসীর মেরেজার বার্ষিক মোট ৪৯৪৷৵ টাকার যাবতীয় জমা তাহাতে দেনাদারের যোল আনা স্বত্ব স্বত্বের যাবতীয় স্বত্ব মূল্য আং ১০০০

(৭)

৮৮নং খাংজারী ১৯২৯ দাবী ১৯৬১২৸৴

ডিঃ উমাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী আগরওয়ালা সাং ১৯১নং হ্যারিসনরোড কলিকাতা

দেঃ মথুরা প্রসাদ রামেশ্বর দাস আগরওয়ালা মোং কানপুর কুষ্টিয়া প্রভৃতি

১। জেলা নদীয়া থানা কুষ্টিয়ার এলেকাধীন মৌজা বাহাদুরখালি গ্রামে রাখাল চন্দ্র প্রামাণিক [illegible] বার্ষিক ৫১৲ টাকার জমা যাহা ২২০ খতিয়ানের একত্র আছে পরিমাণ ২১ ঐ জমার পাল্লাদার আগরওয়ালার অংশ ৷৹ মূল্য আং ৫০০৲

২। ঐ ঐ এলেকাধীন মৌজা বাহাদুরখালি গ্রামে ঐ মালেকের অধীন বার্ষিক ২৯৲ খাজনার জমা যাহা ৮২৪নং খতিয়ানে রেকর্ড আছে পরিমাণ মোট ৩৪ একর পাল্লাদার আগরওয়ালার অংশ ৷৹ আনা মূল্য আং ২০০৲

৩। ঐ ঐ এলেকাধীন ঐ মৌজায় ঐ মালেকের অধীন বার্ষিক ৪৯০ টাকার জমা যাহা ৩৬০ খতিয়ানে রেকর্ড আছে পরিমাণ ৩০৩ একরে পাল্লাদার আগরওয়ালার অংশ ৷৹ আনা মূল্য আং ৩০০৲

৪। উক্ত এলেকাধীন ঐ মৌজায় ঐ মালেকের অধীন ৩৯৲ টাকার জমা যাহা ৩৯১ নং খতিয়ানে রেকর্ড আছে পরিমাণ ২০ একরে পাল্লাদার আগরওয়ালার অংশ ৷৹ মূল্য আং ২০০৲

৫। উক্ত এলেকাধীন ঐ মৌজায় ঐ মালেকের অধীন [illegible] খতিয়ানভুক্ত [illegible] টাকার জমা পরিমাণ [illegible] পাল্লাদার আগরওয়ালার অংশ ৷৹ মূল্য আং ৩০০

(৮)

১১৯ মর্টগেজ ডিক্রী ১৯২৮ দাবী ২,১০৪৸৹

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং কৃষ্ণ[illegible] থানা [illegible]

দেঃ [illegible] দিং সাং ঐ থানা ঐ জেলা নদীয়া [illegible]

১। [illegible] মূল্য আং [illegible]

২। [illegible] হইতে [illegible] মূল্য আং [illegible]

৩। [illegible] হইতে [illegible] মূল্য আং [illegible]

৪। [illegible] হইতে [illegible] মূল্য আং [illegible]

৫। [illegible] হইতে [illegible] মূল্য আং [illegible]

[illegible] হইতে [illegible] মূল্য আং [illegible]

ঐ [illegible] জারি [illegible] হইতে [illegible] মূল্য আং [illegible]

৮। [illegible] হইতে [illegible] মূল্য আং [illegible]

৯। [illegible] হইতে [illegible] মূল্য আং [illegible]

৯১১, ৯১৪, ৯১৭ [illegible] মূল্য আং [illegible]

১০। [illegible]

১২। [illegible]

১৩। [illegible]

[illegible] মূল্য আং [illegible]

১৪। [illegible]

[illegible] মূল্য আং [illegible]

১৮। [illegible] মূল্য আং [illegible]

১৯। ১৯০৮ ও ১৯০৯ নং মধ্যে .৩৯ ইহার অংশ /১৫।১৪ মূল্য আঃ ২৲

২০। ১৯৪০ ও অধীন ১৯৫১ দাগ ১৯৭৯ পরিমাণ মধ্যে ১৫-৮৭ ইহার অংশ /১৷৵.০ মূল্য আঃ ১৫৲

২১। ১৯৬৫ ও অধীন ১২০৯—১৯৬৮ পরিমাণ মধ্যে ৫-৬৬ ইহার অংশ /১৷৪ মূল্য আঃ ৩৲

২২। ১৭.১৫। অধীন ১৭১১ ও ১৭১৪ পরিমাণ মধ্যে .০৮ ইহার অংশ ৷৯ মূল্য আঃ ৩৲

২৩। ১৯৫৩ ও অধীন ১৯৫৪ দাগ ১৯৫৮ পরিমাণ মধ্যে ১ ৪৪ ইহার অংশ /৷৪।১৩ তিন মূল্য আঃ ৪৲

২৪। ১০১৩ নং মধ্যে ৪৭ পঞ্চ অংশ ৷৯৷= মূল্য আঃ ১৲

২৫। ১০৬. ও ১০৭২ পরিমাণ মধ্যে ৬-০৫ অংশ ইহার ৷৪৸= মূল্য আঃ ২৲

২৬। ১০৮৩ ও অধীন, ১০৯৪।১০৬৬ নং মধ্যে .৪৬ অংশ ইহার ৷৫৸৴ = মূল্য আঃ ১৲

২৭। ১০৬৭ ও অধীন ১০৬৮ দাগ ১০৭০ নং মধ্যে ৫-৯৮ ইহার অংশ ৷৫৸ = ২ মূল্য আঃ ৩৲

২৮। ১০৭৪ পরিমাণ মধ্যে ১ ৪৩ ইহার অংশ ।১৮৸৫ মূল্য আঃ ৮৲

২৯। ১০৭৫ ও অধীন ১০৭৯ দাগ ১০৯১ নং মধ্যে ২৩-৮৩, ইহার অংশ ৷১।=৪ মূল্য আঃ ১০৲

৩০। ১১১২ ও ১১২৩ এর অধীন মধ্যে ১-০৭ ইহার অংশ /৸= মূল্য আঃ ৩৲

৭-৭৬ ইহার অংশ ৷৭.=১মূল্য আঃ ৪.

৩২। ১০৯১ ও অধীন ১০৯৬ দাগ ১১১৭ পরিমাণ মধ্যে ৩১-৩৯ ইহার অংশ ৷১১৸=৪ মূল্য আঃ ১৫৲

৩৩। ১১৫৬ ও অধীন ১১৫৭ দাগ ১১৬১ পরিমাণ মধ্যে ৩-৭৮ ইহার অংশ ৷৫৸=২ মূল্য আঃ ২৲

৩৪। ২০৫৩ ও অধীন ২০৫৪ দাগ ২০৫৭ এবং ২০৬০ দাগ ২০৮০ পরিমাণ মধ্যে ৭০-৯৮ ইহার অংশ ।১৭৸১ মূল্য আঃ ৫০৲

৩৫। ২০৯৭ অধীন ২০৯৯ পরিমাণ মধ্যে ১-৯৯ ইহার অংশ ৷৫৸=৩ মূল্য আঃ ২৲

৩৬। ২১৪৮ ও অধীন ২১৫০ দাগ ২১৬০ পরিমাণ মধ্যে ১৮-৮৮ ইহার অংশ ৷১৭৸১৯ মূল্য আঃ ৮৲

৩৭। ২১৮১ ও অধীন ২১৯৭৭।২ ২১৭২ পরিমাণ মধ্যে ৯-৭১ ইহার অংশ ৷৯৷= মূল্য আঃ ৫৲

উপরোক্ত সমস্ত লাটের সম্পত্তিতে দেনাদারগণের নিজস্ব জিরাতী স্বত্ব রহিয়াছে।

(৯)

৭৫ নং প্রসিদ্ধি ১৯২৯ দাবী ১৭২২৸৶৩

ডিঃ—ব্রজেন্দ্র কান্ত দৈব বীর নাং [illegible] জেলা রাজসাহী থানা [illegible]

দেঃ—অখিলচন্দ্র চৌধুরী দং নাং মথুরাপুর থানা করিমপুর জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা করিমপুর অন্তর্গত ৮৫নং মথুরাপুর মৌজা মধ্যে তৌজি নং ৫২৩ খঃ নং মৌজা ২৭৩২ নং খতিয়ান ভুক্ত ৬৬৯ দাগে .৪৯ শতাংশ ৩৪৸৶০ ৯৫ ৯ ঐ উপর দেনাদারের স্বত্বাধিকার বাটিতে ৭শত ৭৫ এঃ ইহার জাবেদা জমাইতাদি ভুক্ত আন্দাজ ৫ ৫৭ কাঠা বাৎসরিক জমা ১৯০ টাকা রৈতিস্বত্ব মূল্য আঃ ১০০৲

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ৮ই এপ্রিল ১৯৩০

(১)

১৯৬৬ নং খাজনারি ১৯২৯ দাবী ৩৭৷৶৩

ডিঃ বিশ্বেশ্বরনাথ সিংহ রায় সাং ও থানা মাকারীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ করমান সেখ দিং সাং পচা চাঁদপুর থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদিয়া থানা কালিগঞ্জ অন্তর্গত পচা চাঁদপুর মৌজা মধ্যে দেঃ ৬৩ খতিয়ান ১-৫৯ জমি বার্ষিক জমা ১৸৶৫ মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

১৮০১ নং খাজনারি ২৯ দাবী ১৫৪৮৸৶৮০

ডিঃ রাধারমণ পাল সাং মুরগপুর থানা মাকারীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ তারিণীনাথ বিশ্বাস সাং ও থানা ও জেলা পাবনা

জেলা নদিয়া থানা তেহট্ট অন্তর্গত বেতাই জিতপুর মৌজা মধ্যে দেঃ ৫৫৮ খতিয়ান ও বেতাই মৌজার ২৫০ খতিয়ান ও তোমাগাছ মৌজা মধ্যে ৩ নং ঝাউপাড়া মৌজার ২২৪ নং ও নানা মেহেরপুর অন্তর্গত উজানখালি মৌজার ৮৪ খতিয়ান ভুমি বার্ষিক ১০৫১৲ টাকা বরগরুর জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩)

১৮১৭ খাজনারি ২৯ দাবী ৬৬৸৶০

ডিঃ শরৎ কুমারি দাসী সাং পোড়াগাছা থানা চাপড়া

দেঃ পাঁচু ঘোষ সাং পাড়ঘাটা থানা চাপড়া জেঃ নদিয়া

জেলা নদিয়া থানা কৃষ্ণনগর অন্তর্গত উত্তর মাধবপুর মৌজা মধ্যে দেঃ ৬৬৪ খতিয়ান ১৯-৭৫ জমি বার্ষিক জমা ৩৫৷৶৫ মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

১৮৬৬ খাজনারি ২৯ দাবী ২১৸৯

ডিঃ গণপতি পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ জেলা নদিয়া

দেঃ শশীভূষণ নন্দী সাং ও থানা নবদ্বীপ

জেলা নদিয়া থানা কোতয়ালী অন্তর্গত কৃষ্ণনগর মৌজা মধ্যে দেঃ ২৮৩৭ খতিয়ান .১১ জমি বার্ষিক জমা ২৸৶ মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

১৮৯৬ খাজনারি ২৯ দাবী ১৩৷৶০

ডিঃ বিশ্বনাথ পাল চৌধুরী সাং চকপাণ্ডিতপালা থানা মাকারীপাড়া জেলা নদিয়া

দেঃ মনমোহিনী দাসী সাং ভিড়া থানা কালিগঞ্জ জেলা নদিয়া

জেলা নদিয়া থানা কালিগঞ্জ অন্তর্গত ভিড়া মৌজা মধ্যে দেঃ ১০২ খতিয়ান ১-৫৯ জমি বার্ষিক জমা ৸৶১৯।= মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

১৯০৫ নং খাজনারি ২৯ দাবী ১২৸৶৯

ডিঃ—মনোজ কুমার পাল চৌধুরী সাং চকপাণ্ডিতপালা থানা মাকারীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ—গৌর চন্দ্র বিশ্বাস সাং বিনপুর থানা মাকারীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ অন্তর্গত মোক্তা মৌজা মধ্যে দেঃ ৫৫৩ খতিয়ান .২৩ শতক ভূমি বার্ষিক জমা ১ টাকা মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

১৯০৮ খাজনারি ২৯ দাবী ১১ টাকা

ডিঃ মনোরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকপাণ্ডিতপালা থানা মাকারীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মেহেরন বিবি সাং ডাকাতপোতা থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জ অধীন ডাকাতপোতা মৌজা মধ্যে দেঃ ১২২ খতিয়ান .২৯ জমি বার্ষিক জমা ১৸ মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

১৯৫৭নং খাজনারী ২৯ দাবী ২১৸৶৯

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং গোয়ালপাড়া থানা দামুরহুদা জেলা নদীয়া

দেঃ আজাদি বিবি দিং সাং সাহেবনগর থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী সামিল সাহেবনগর মৌজার দেঃ ২৫ খতিয়ান ১-১৯ জমি উঠবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

১৯৬৩ খাজনারী ২৯ দাবী ২২৸৯

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং গোয়ালপাড়া থানা দামুরহুদা জেলা নদীয়া

দেঃ আজাদি বিবি দিং সাং সাহেবনগর থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী সামিল সাহেবনগর গ্রাম মৌজা মধ্যে দেঃ ৩৭ খতিয়ান ১-৫৭ জমি। উঠবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

১৯৭০ খাজনারী ২৯ দাবী ৭০৷০

ডিঃ দুর্গারাণী দেবী সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ পঞ্চানন সেখ সাং গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগর অন্তর্গত কৃষ্ণনগর মৌজার দেঃ ৬২৫ খতিয়ান .১৭ জমি বার্ষিক জমা ১০৲ মূল্য আঃ ২৫৲

(১১)

২০৪১ খাজনারী ২৯ দাবী ৫০৴০

ডিঃ শ্রীকৃষ্ণ পালচৌধুরী সাং চকপাণ্ডিতপালা থানা মাকারীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মদন মণ্ডল বাগদেবে সাং কালিনগর থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী অন্তর্গত কালিনগর মৌজার দেঃ ৫৬ খতিয়ান ৩-৬২ জমি। বার্ষিক জমা ১১৸৶ মূল্য আঃ ১০৲

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফাইন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কম করে।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না.

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে ঔষধ ও বোতল বোতল জল খেয়ে পর্য্যাগত হইয়া পড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ...

উপকারী ঔষধ ... আরোগ্য ...

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ২০ নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক ...

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এণ্ড বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই.

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা তিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, বকুল, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা স্বতঃই সুবাস। ইহার ব্যবহারে প্রাণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের অনবোধ্য বায়ু দূষিত রক্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অর্শঃ, বাধক, গর্ভবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, ... নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ...

... ভাল হয়। ... কোন ... উহার ... ইহার ... আমরা ...

... করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। ... ঠকাইতে পারিবেন ...

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বাসস্থান [illegible] বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন [illegible] বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্র [illegible] সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]বাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন এর [illegible] কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আলাদা সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা [illegible] চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে [illegible] না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। ইহা কাটা, পোড়া ও [illegible] যাবতীয় [illegible] কার্য্য করে। গুণের তুলনায় মূল্য [illegible], এক শিশি ৮০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা।

সকল ঔষধালয় দোকানে ও বড় বড় বাজারে পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ইত্যাদি প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পোর্টার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৮০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

[illegible] পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্র যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগে মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অভিনব পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণ সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল ! ভয় নাই ! বিশুদ্ধ জল !!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন ?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার জন্য চিত্রাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। ইহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর [illegible] হইতে— শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত [illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ

Registered No. C 1574

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিক ডাক
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক ১৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৬ ২৫শে মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবত।—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব [illegible] বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা, শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ। বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ৷০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। [illegible] ৶০
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-[illegible] ৷০
১৯। [illegible] ৸০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷০
২১। নবদ্বীপ[illegible] ।০
২২। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ০
২৩। শ্রীগৌড়[illegible] ।০
২৪। [illegible] ।০
২৫। [illegible] ।০
২৬। [illegible] ০
২৭। [illegible] ০
২৮। বৈষ্ণব[illegible] ১৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১০
৩১। [illegible] ০
৩২। [illegible] ৵০
৩৩। [illegible] ৵৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ প্রাক্ত ([illegible])
[illegible]
২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।
[illegible]
উৎকৃষ্ট ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র!
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানফলে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড নদীয়া প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

[illegible] অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮৲।

[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা [illegible] সংস্করণ [illegible] টাকায় না পাইয়া [illegible] সংস্করণ [illegible] হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] টাকার এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] ৫০ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮০৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০৲ স্থলে		৫
শ্রীমন্ত্র	৵১০	,,	৵০
চৈতন্যলীলা	২৲	,,	১॥০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	,,	১॥০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঙ্গালা	২৲	,,	১॥০
ঐ ,, অর্বাংশ (সাধারণ কাগজ)	১॥০	,,	১
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০	,,	১০
নবদ্বীপ শতক	৵০	,,	১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত(বাঙ্গালা)	৸০	,,	।০
হরিনামচিন্তামণি	৸০	,,	।০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	,,	।০
[illegible] শিক্ষামৃত	১॥০	,,	১
[illegible]	২॥০	,,	১॥০
শ্রী[illegible] প্রমাণপঞ্জ	৫৲	৲	,, [illegible]
ভক্তিরত্নাকর [illegible] নবদ্বীপপরিক্রমা	৵০	,,	৵০
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ	২৲	,,	১॥০

গ্রাহকগণের [illegible] হইলে, পরে [illegible] সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী বঙ্গ ভাষা বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী প্রভুর শ্রীচরিত পাঠ উপদেশ ভক্তি-কথা [illegible] অবগত হইবার সুযোগ উপস্থিত। কটক [illegible] মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] উড়িয়া [illegible] ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রা[illegible]	৷০
[illegible]	১৷
সাধন পথ (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভু [illegible]) [illegible]	।০
[illegible]	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রা[illegible]	৵০
[illegible]	।০
গীতাবলী প্রা[illegible]	৵১০
[illegible]	৵১৫
শরণাগতি — প্রা[illegible]	৵০
[illegible]	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য :-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ মঠ,—[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, [illegible] পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— [illegible] বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible] পোঃ, [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, [illegible] রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,- [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible],—[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্য [illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible]।
১৬। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্যালয় [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible]
২। শ্রী[illegible] গোস্বামী [illegible] উদ্ধারণপুর, [illegible]।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ [illegible]—[illegible]।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া।
৬। শ্রী[illegible] দাস [illegible], নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible]—[illegible] লেন, [illegible], ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible]
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এ [illegible]

[illegible] করে। [illegible] পায়ে [illegible]

(৩১)

২৫০০ পাবধারী ২৯ দাবী ২৮৬/৯

ডিঃ মধুসূদন পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মহবান সেখ সাং শশাঘাম থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ অন্তর্গত শশাঘাম মৌজার সেঃ ৯৬ খতেন ৮৭ ... জমি। উক্ত জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৩২)

১৬ ফেব্রুয়ারী ৩০ দাবী ৩৬/০

ডিঃ নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশিমডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মফেজুদ্দিন মণ্ডল সাং পাতকা-পুর থানা কে কোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সাবিন রূপদহ মৌজার সেঃ ২৪৮ খতেন ১০৩২ জমি বার্ষিক জমা ৪৮/১৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৩)

২০ ফেব্রুয়ারী ৩০ দাবী ৩১০/৯

ডিঃ সর্বানন্দনারায়ণ রায় সাং শিবপুর ত্রিবেণী জেলা হুগলী

দেঃ নিত্যানন্দ ... সাং কালি-পুর থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জ সাবিন চরবালি... মৌজার সেঃ ২,১৭ খতে-... বার্ষিক জমা ৫৩৲ টাকা মূল্য আঃ ২০০০৲

(৩৪)

০৫ ফেব্রুয়ারী ৩০ দাবী ২৩৭৬/৩

ডিঃ মহেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী সাং ইছাপুর জেলা ...

দেঃ ... সেখ সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ অন্তর্গত ... মৌজার ২২৪ এবং ২৫৭ খতেন ... বার্ষিক জমা ৩২৬/১০ মূল্য আঃ ...০৲

(৩৫)

১১৯ ফেব্রুয়ারী ৩০ দাবী ১০৭৬/৩

ডিঃ ... সাং কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ ... সাং ... থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ অন্তর্গত ... মৌজার ২৪৪, ৫৮৬, ৫৮৯ ... ১৩০০৯ জমি বার্ষিক জমা ৬০/১০ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৬)

১২১ ফেব্রুয়ারী ৩০ দাবী ২১৪/০

ডিঃ কৈলাসনাথ চাটার্জি সাং মৌজা-... থানা কেতুগ্রাম জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ ... ঘোষ সাং ফুলবাগান থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জ সাবিন ফুলবাগান মৌজার সেঃ ১১৯ এবং ৯০ খ তেক ৬-৮৯ জমি। বার্ষিক জমা ৩৬/ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৭)

১৬০ নং খাং জারি ৩০ দাবী ১৪২০৬/৯

ডিঃ মদিনীপুর জমিদারী কোং

সাং কাঁথী থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

দেঃ বিপিনবিহারী মণ্ডল সাং পীরপুর কুল্যা থানা হাঁসখালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালী সাবিন পীরপুর কুল্যা মৌজার সেঃ ৪৭৯ খং ভুক ৯১-৬৩ জমি বার্ষিক জমা ১৯৯৬ মূল্য আঃ

(৩৮)

১৭১ নং খাং জারি ৩০ দাবী ৬০৭৬

ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশিমডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ আব্দুল সেখ সাং পাতকাবাড়ী থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সাবিন নপাড়া মৌজার সেঃ ৮৮ খং ভুক ১২/৩,/০ জমি। বার্ষিক জমা ১১,১০ মূল্য আঃ

(৩৯)

১৭৩ নং খাং জারি ৩০ দাবী ৮৭৬/৬

ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশিমডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ ইয়াসিন সেখ সাং ...

থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সাবিন ... মৌজার সেঃ ১৩২ খতেন ৮-৩৪ জমি। বার্ষিক জমা ১৩/১৫ মূল্য আঃ ২০৲

(৪০)

১৭৪ খাং জারি ৩০ দাবী ২২/৬

ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশিমডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ ... সেখ সাং নপাড়া থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সাবিন নপাড়া মৌজার সেঃ ৫১০ খং ভুক ৮৯ জমি। বার্ষিক জমা ২/১৫ মূল্য আঃ ৫৲

(৪১)

১৭৫ নং খাং জারি ৩০ দাবী ২৭৬/

ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশিমডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ ... সেখ সাং নপাড়া কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সাবিন নপাড়া মৌজার সেঃ ৩৮১ খং ভুক ১৪-১৯ জমি। বার্ষিক জমা ৪৪/০ মূল্য আঃ ৫০৲

(৪২)

১৭৬ নং খাং জারি ৩০ দাবী ৯২০/০

ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশিমডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ ... মণ্ডল সাং ...

থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সাবিন ... মৌজার সেঃ ২৬৮ খং ভুক ৭-০১ জমি এবং ... মৌজার সেঃ ৩০৯ খং ভুক ৩-৮৩ ভুমি মোট ১০-১০ ভুমি। বার্ষিক জমা ১৩৬/১৫ মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৩)

১৭৭ খাং জারি ৩০ দাবী ১০১৬/৯

ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশিমডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ ... মণ্ডল সাং পাতকাবাড়ী থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সাবিন পাতকাবাড়ী মৌজার সেঃ ৩৮ খং ভুক ৪-৪৫ জমি। বার্ষিক জমা ১৩৬/১৫ মূল্য আঃ ...৲

(৪৪)

...৫ মঃ জারি ৩০ দাবী ৫১০/০

ডিঃ ... সাং ... থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ ... সাং ... থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সাবিন ... মৌজার সেঃ ৮৮০ ... জমি এবং ৮০/০ খং ভুক ...২৪ এবং ৪০৫ খং ভুক ... বার্ষিক জমা মূল্য আঃ ২২৲

(৪৫)

২৪১ ফেব্রুয়ারী ৩০ দাবী ১২৭৬/১

ডিঃ কুমারশ্যাম বাগচি ... লিমিটেড

দেঃ ... সাং ... মেহেরপুর জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা ... মৌজা ... ২৪১ ... বার্ষিক ২২৫৪০ এবং ১৮৬/০ ... এবং ... মূল্য আঃ ৮০০৲

(৪৬)

২৪২ ফেব্রুয়ারী ৩০ দাবী ১১৫০৮৮

ডিঃ কুমারশ্যাম বাগচি এণ্ড কোং লিমিটেড

দেঃ ... সাং ... থানা শান্তিপুর জেলা নদীয়া

১০২ লাট জেলা নদীয়া থানা ... মৌজা ... এবং শান্তিপুর ... সেঃ ১২৩ খতেন ৮১৪ এবং ১৭৯ খতেন ৮১৪ ভুমির মোট এই ৮২৮ খতেন ভুমির অদ্যাবধি। বার্ষিক জমা ১।০ এবং ১৮০/০ এই ভুমি ... মূল্য আঃ ৬০০৲

২০১ লাট ঐ জেলা ঐ থানার অন্তর্গত ... বার্ষিক ৬৫৲ টাকা জমার মৌজা ... সেঃ ৮৭ ... মূল্য আঃ ২০০৲

(৪৭)

৯২৬ ফেব্রুয়ারী ৩০ দাবী ১৫৩৪৬৯১৫

ডিঃ শ্রীমতী ... দেবী সাং ... থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ ... সাং ... থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার ... মৌজা ... সেঃ ১৪, ৫৭২ এবং ৩৩৯ খতেন ১৮০৪৫ একর জমি ... বার্ষিক জমা ৩৭৬/০ মূল্য আঃ ৬০০৲

(৪৮)

২১ ফেব্রুয়ারী ৩০ দাবী ১৩৬৯৭৪

ডিঃ ... সাং ... থানা কোতয়ালি

দেঃ ... সাং ... থানা কোতয়ালি

১। জেলা নদীয়া ... থানা ... সাবিন ... মৌজার সেঃ ৯২ ... জমি ... মূল্য আঃ ১০৲

২। ... মৌজার সেঃ ... বার্ষিক জমা ... মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ... মৌজার সেঃ ... ভুমি মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৯)

২৭৫৪ ২৯ ফেব্রুয়ারী ৩০ দাবী ১৪১৩০

ডিঃ ... সাং ... জেলা নদীয়া

দেঃ ... সাং ... থানা ... জেলা নদীয়া

১। ... থানা কালিগঞ্জ ... মৌজার সেঃ ... খতেন ... বার্ষিক জমা ... মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ ... মৌজার ২৫১নং খতেন ৩০ একর জমি ... বার্ষিক জমা ১০৬/০ টাকা মূল্য ২০৲

(৪০)

৩১১৮ মুনিশ্বারি ৩০ দাবি ৮৪।৶৯

জিঃ কুমারপাল বাহাদুর কর্পোরে-শান লিমিটেড সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মন্মথ নাথ সেন সাং কৃষ্ণনগর [illegible] পাড়া থানা কোতয়ালি জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি [illegible] সামিল কৃষ্ণনগর [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] বাড়ী [illegible] থানা [illegible] মূল্য আং ২০০্ [illegible] টাকা [illegible] ২০০্ টাকার [illegible] আছে।

(৪১)

[illegible] দাবী ১২৫।৶৯

জিঃ [illegible] সরকার সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

দেঃ [illegible] সাং [illegible] থানা কোতয়ালি জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি সামিল [illegible] মৌজার [illegible] সাবেক [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] টাকা [illegible] মূল্য আং ৫০্

২। ঐ জেলাদির সামিল [illegible] মৌজা [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] টাকা মূল্য আং ৫০্

(৪২)

৪৫ মানদারী ১৯২০ দাবী [illegible]

জিঃ [illegible] দৈবকী সাং নবদ্বীপ [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

দেঃ [illegible] সাং নবদ্বীপ [illegible] থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ [illegible] মধ্যে [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ৫০্

(৪৩)

[illegible] দাবী [illegible]

জিঃ [illegible] দাস [illegible] থানা ঐ

দেঃ [illegible] সাং [illegible] থানা ঐ [illegible]

১। জেলা নদীয়া থানা [illegible] অধীন [illegible] মৌজার [illegible] বার্ষিক [illegible] টাকার [illegible] মূল্য আং ১০০্

(৪৪)

১২৩ মনিশারী ৩০ দাবী ১৯৪৬০

জিঃ মাধুরঞ্জন পাল সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালি

দেঃ কালীপদ ঘর সাং ঐ থানা ঐ

১। জেলা নদীয়া সদর সবডিঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালি সামিল মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে [illegible] বাস্তু [illegible] সহ [illegible] বার্ষিক [illegible] মূল্য আং ৮০০্

(৪৫)

১৯৪০২ মানদারী ৩০ দাবী ২৫৶০

জিঃ [illegible] সাং [illegible]

দেঃ [illegible] মন্ডল সাং [illegible] থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ সামিল [illegible] মৌজার [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] টাকা [illegible] মূল্য আং

(৪৬)

২৩২১ মানদারি ২৯ দাবী ৭০৫

জিঃ [illegible] সাং [illegible] থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ [illegible] সাং [illegible] থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ সামিল [illegible] মৌজার [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ৪০্

(৪৭)

৮৭ মানদারি ৩০ দাবী ১১০২।৶৯

জিঃ গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ সাং রাণাঘাট থানা চাপড়া

দেঃ সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস সাং রাণাঘাট থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া সামিল [illegible] মৌজার [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ৪০্

(৪৮)

২৪৮৭ মানদারি ২৯ দাবী ৩০।৶৯

[illegible] সাং [illegible] থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

দেঃ [illegible] সাং [illegible] থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ সামিল [illegible] মৌজা মধ্যে [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ১০্

২। ঐ জেলাদির সামিল [illegible] মধ্যে [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ১৫্ [illegible]

(৪৯)

২৪৮৬ মনিশারি ২৯ দাবী ১১৫৫

জিঃ [illegible] সাং [illegible] থানা কোতয়ালি

দেঃ [illegible] সাং [illegible] থানা নবদ্বীপ

১। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের [illegible] মৌজার [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ১৫্

২। ঐ জেলাদির সামিল ঐ গ্রামে [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ২০্

৩। ঐ জেলাদির সামিল ঐ গ্রামে [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ১০্

৪। ঐ জেলাদির সামিল ঐ গ্রামে [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ৫০

(৫০)

২০৪২ মনিশারি ৩০ দাবী [illegible]

জিঃ [illegible] সাং [illegible]

দেঃ [illegible] কুমার সরকার সাং [illegible] থানা কোতয়ালি জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগর [illegible] মূল্য আং ২০্

২। ঐ জেলাদির সামিল ঐ মৌজা [illegible] মূল্য [illegible]

৩। ঐ জেলাদির সামিল ঐ [illegible] মূল্য আং ১২্

৪। ঐ জেলাদির সামিল ঐ [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ৩০্

৫। জেলা নদীয়া থানা [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আং ৫্

(৫১)

৮৬ মনি জারি ৩০ দাবি ৩১১।৶০

জিঃ [illegible] মুখোপাধ্যায় সাং [illegible] থানা কোতয়ালি

দেঃ [illegible] থানা কোতয়ালি

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি সামিল মৌজে [illegible] গ্রামে [illegible] বার্ষিক জমা [illegible] টাকা [illegible] মূল্য আং ৭০্

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

[illegible] দাবী [illegible]

জিঃ [illegible] সাং [illegible] থানা [illegible]

দেঃ [illegible] সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া [illegible] অধীন [illegible] মৌজে [illegible] মধ্যে [illegible] অর্থাৎ [illegible] মূল্য আং ৭০্ টাকা

(২)

[illegible] দাবী [illegible]

জিঃ [illegible] থানা কোতয়ালি

দেঃ [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা [illegible] সামিল [illegible] মূল্য ২০০্

(৩)

[illegible] দাবী [illegible]

জিঃ [illegible] থানা কোতয়ালি

দেঃ [illegible] থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া [illegible] থানা [illegible] মূল্য ১০্

(৪)

[illegible] দাবী [illegible]

জিঃ [illegible] থানা কোতয়ালি

দেঃ [illegible] থানা [illegible] জেলা ২৪ পরগণা

জেলা নদীয়া [illegible] থানা [illegible] সামিল মৌজে [illegible] বার্ষিক [illegible] টাকার জমা। উক্ত দাবী [illegible] মূল্য আং ২০০্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই চৈত্র মঙ্গলবার—১৩৩৮

ভাগ্যবান্ জীব

পূর্ণ জ্যোতিরূপ ভগবানকে নিরাকার, বস্তুশূন্য ব্রহ্ম—এক নিম্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। নিরাকার জীবগণ নির্জ্ঞান অচিৎ মধ্যে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের চরিত্র আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে, বস্তুগণ সম্পূর্ণভাবে নিরাশ্রয়গণের জ্ঞান লাভ করায় তাঁহাদের চরিত্রও আমাদের বক্তব্যের বিচার্য্য নহে। বক্তব্যের চরিত্র আমাদের বিচার্য্য বিষয়। জীব অজ্ঞ বদ্ধ এবং বিমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আবার বিমুক্তের বা নিজ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিবেন, ইহার আমাদের আলোচ্য, বিচার্য্য এবং চিন্তনীয় বিষয়। বদ্ধজীব বিষয়-ভোগ-বাসনা লইয়া ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—আচ্ছাদিত চেতন—বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম লতা প্রভৃতি, সঙ্কুচিত চেতন—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি; মুকুলিত চেতন অজ্ঞানী কর্মী, জ্ঞানী মানব; বিকচিত চেতন—সাধন-ভক্তিতে অবস্থিত মানব; পূর্ণবিকচিত চেতন—সাধন-সিদ্ধ ভক্ত। জীব চৈতন্যের এই পঞ্চপ্রকার অবস্থা বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সকল জীব সমানভাবে মায়িক নিগড়ে আবদ্ধ নহে; যাহার চেতনের বৃত্তি যে পরিমাণে আচ্ছাদিত বা সঙ্কুচিত, সেই জীব সেই পরিমাণে মায়াগ্রস্ত। এই সকল মায়াগ্রস্ত জীব নিজ কর্মের নিমিত্ত চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহুপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে। একমাত্র ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত তাহাদের আর উপায় নাই। মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি ভগবানের কৃপাও অসীম।

—

অন্ধকারাবৃত অগ্নির নিকটস্থ হইলে যেরূপ কিয়ৎ-পরিমাণেও আলোক পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ জীব-চৈতন্য সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিয়ৎ-পরিমাণেও তাহার চেতনতার পরিচয় পাওয়া যাইবে যাইবে। ভগবান্ বলেন, তিনি কৃপা করিলেই আমাদের মঙ্গল হয়, অজ্ঞানতার ক্লেশের অবসান হয়—এ অবস্থা নিষ্কাম অনাদিকাল হইতে জীব-হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে। যথা সময়ে এই জ্ঞানের পরিচয় বহুজীবের মধ্যেও পাওয়া যায়। তবে যে নাস্তিকবাদ বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকবাদ প্রবলভাবে জগতে প্রচারিত হইয়া লোকের মতি বিপর্য্যয় করে, তাহাও অসুর বিমোহন জন্য ভগবদিচ্ছাক্রমে সময় বিশেষে প্রকাশিত হয় মাত্র। নাস্তিকবাদ যেরূপ অসুরগণকে বিমোহিত করে অন্য দিকে সেইরূপ আবার আস্তিক্য-বুদ্ধির অনাদিত্ব প্রতিপন্ন করে। অনাদিকাল হইতে আস্তিক্যজ্ঞান বর্ত্তমান আছে বলিয়াই পরবর্ত্তিকালে নাস্তিক্যবাদের উৎপত্তি।

অজ্ঞান জীব যখন আপনাকে সুখ, সবল এবং কর্ত্তা মনে করে, তখন তাহার স্বতন্ত্রজ্ঞান [illegible] অধিক হইয়া আবির্ভূত হয়। তখন সে মনে করে, আমি ইচ্ছামত কর্ম, সংসার প্রতিপালনে সমর্থবান্ পুরুষ। আমি বিদ্যা বুদ্ধি-বলে এই সকল সম্পত্তি অর্জন করিয়াছি, যতদিন আমি বাঁচিব ততদিন এই অর্থ ও সম্পত্তি অর্জন করিব, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া চিত্ত-তর্পণ করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট কালযাপন করিব। অর্থবলে বুদ্ধিবলে শত্রুগণকে দমন করিয়া বন্ধুবান্ধবদের সহিত পান, বাজনা, তাস, পাশাখেলা, খেলা করিয়া সময় অতিবাহিত করিব। কিন্তু যখনই সে একটু অসুস্থ হইয়া পড়ে, শরীর একটু অপটু হয়, তখনই তাহার সকল আশার ধ্বংস পড়ে, তখন সে ডাকে মধুসূদন! ও ভগবান্, কৃপা কর' না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমরা প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, কোন নগরে [illegible] নামক এক ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্র পরিবার [illegible] বহুকাল পর্য্যন্ত পরম সুখে অতিবাহিত করিতেছিল। একদিন শেষ কালে সে অত্যন্ত পীড়িত ও পিপাসাতুর হইয়া [illegible] এক বৃহৎ সরোবরের [illegible] করিতে হইল কারণ? অনন্ত সংসারের পুত্রবর্গকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক পশ্চাতে পরানন্দে আত্মা আবদ্ধ করিলে দৈবযোগে হইয়া এক জন আসিয়া সাধুদের পথ অবলম্বন করেন। এখন সব যথাসাধ্য অজ্ঞানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলা। যমদূতের অত্যাচার যখন তাহার সহিত যোগদান করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন সংকটে না দেখিয়া অবশেষে ভগবানের শরণাপন্ন হইল এবং আর্ত্তির সহিত মধুসূদন বলিয়া ডাকিতে লাগিল। অবশেষে ভগবান্ সেই মুক্তি-সম্পন্ন আত্মজীবের সাক্ষাৎকার হইয়া তাঁহার যাবতীয় ক্লেশ চিরকালের জন্য দূরীভূত করিলেন। এক্ষেত্রে বুঝিলেন যাহাকে আমরা বিপদ্ ক্লেশ বলিয়া ভ্রম করিতেছিলাম, সেগুলি বাস্তবিক ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপা রূপে প্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ক্লেশ বা বিপদই আমাদের ভক্তিমুখী প্রবৃত্তি উদয় করাইতে সমর্থ। ব্রহ্মার জন্ম কালেও কঠোর জীব এইরূপে তপঃ অর্জন করিয়া সদ্গুরু এবং কৃষ্ণকৃপা লাভ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভে সমর্থ হয়। নানাপ্রকার উৎকট রোগ, বান্ধব-বিয়োগ জনিত ক্লেশ, সংসারে অভাব অনটন প্রভৃতি সাক্ষাৎ ভগবানের কৃপা, আমাদের মঙ্গল-মুক্তির একমাত্র কারণ। সদ্গুরু-চরণ এবং ভক্ত ভগবানের চরণে শরণাগত করিতে একমাত্র সমর্থ সাংসারিক ক্লেশরাশি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

এখানে বলিয়াছেন—সুকৃতি সম্পন্ন জীবগণই আমাকে ভজনা করে, অসুকৃতি অজ্ঞজনকারী [illegible]। সাংসারিক ক্লেশ বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তি [illegible] নাই দেখিয়া আমাকে কাতরভাবে ডাকিতে থাকে, তাহারা আর্ত্ত, আর যাহারা সাংসারিক অভাব অভিযোগে পীড়িত [illegible] কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া আমার শরণাপন্ন হন, তাহারা অর্থার্থী। আর যে দুই প্রকার সুকৃতিমান্ ভজনকারী আছেন, তাহারা সজ্জন। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা ভগবৎ বিষয়ক এবং নিজাত্ম জিজ্ঞাসু হইয়া [illegible] পথে বৈষ্ণবদের শরণাগত হন, তাঁহারা জিজ্ঞাসু, এবং যাঁহারা বিবেকবান হইয়া ভগবৎতত্ত্বকে যথাযথরূপে জানিয়া [illegible] জ্ঞানী। অথচ এই চারি প্রকার সুকৃতিমান ব্যক্তি অতীব বিরল।

—

যাহা হউক বহুজীব জগতে জন্ম গ্রহণ করিতে করিতে অনায়াসে ভগবানের কৃপা সুকৃতি অর্জন করিতে পারে, ভক্ত্যাচার প্রভৃতি অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে। তবে যাহারা একটু ক্লেশ পাইয়াও এবং বিপদগ্রস্ত হইয়াও ভগবচ্চরণে শরণাগত না হন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের দুষ্কৃত অতীব প্রবল অথবা তাঁহারা অনাদি কাল হইতে কিছু কেবল বিদ্বেষ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া ভগবানের কৃপা তাঁহাদের লাভ নাই, তাহা তাঁহাদের দুঃখ কষ্ট, ভগবানকে ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে মতি। তাঁহাদের অদৃষ্টে এখনও বহু দুঃখ আছে সন্দেহ নাই।

প্রেমপ্রদীপ

নবম প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিত ১০ সংখ্যার পর)

বৈকুণ্ঠ প্রেম যে কিরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রেম কর্মের সমস্ত বন্ধ অপেক্ষা, উপাদের বলিয়া নিখিল [illegible] শাস্ত্রে স্বীকার করেন। কর্মী প্রভৃতি ও [illegible] প্রেমকে সম্মানযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য প্রেম অপেক্ষা যে মধুর প্রেম অধিক উচ্চ, তাহা ঐ প্রেমের স্বভাব [illegible]। [illegible] বৈকুণ্ঠ প্রেম [illegible]

[illegible]

(ক্রমশঃ)

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ৬ই পৌষ সন ১৩৩০

২০৯৮ খারেজারী ২৯ দাবী ৭৫৮/৪

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

দেঃ আকবর সেখ সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী অন্তর্গত হাঁসাডাঙ্গা মৌজার দেঃ ২০২ খতিয়ান ১-০২ জমি। উর্দ্ধসংখ্যা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

২০৯৯ খারেজারি ২৯ দাবী ৫৸/৯

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা হাঁসখালি জেলা নদিয়া

দেঃ পাঁচু মণ্ডল সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতয়ালি জেলা নদিয়া

জেলা নদিয়া থানা কোতয়ালী সামীল হাঁসাডাঙ্গা মৌজার দেঃ ১৯৮ খতিয়ান ৪-২৪ জমি। উর্দ্ধসংখ্যা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৪)

২০৭০ খারেজারি ২৯ দাবী ২৸

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা হাঁসখালি জেলা নদিয়া

দেঃ পাঁচু মণ্ডল সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতয়ালী জেঃ নদিয়া

জেলা নদিয়া থানা কোতয়ালী সামিল নদিয়া বনগ্রাম মৌজার দেঃ ১১২ এবং ১১৩ খতিয়ান মোট ৫-৩১ জমি। উর্দ্ধসংখ্যা মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

২১১৩ খারেজারি ২৯ দাবী ২১৸/৯

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা হাঁসখালি জেলা নদিয়া

দেঃ বিনোদ ঘোষ সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতয়ালীর জেলা নদিয়া

জেলা নদিয়া থানা কোতয়ালী সামীল নদিয়া বনগ্রাম মৌজার দেঃ ১৬১ খতিয়ান ২-৪৪ জমি। উর্দ্ধসংখ্যা মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

২১৯২ খারেজারি ২৯ দাবী ২১৸/৯

ডিঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চন্দ্রনগর থানা কোতয়ালী জেলা নদিয়া

দেঃ নবদ্বীপ মণ্ডল সাং গোয়ালপাড়া থানা কোতয়ালি জেলা নদিয়া

জেলা নদিয়া থানা কোতয়ালি সামীল গোয়ালপাড়া মৌজার দেঃ ৪০ খতিয়ান ১-৮৭ জমি। বার্ষিক জমা ৭৸/০ মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

২২২ খারেজারি ২৯ দাবী ৬০/৯

ডিঃ পাঁচুগোপাল দাসী সাং সোনাতলা থানা কালিগঞ্জ জেলা নদিয়া

দেঃ আবদুল মজিদ মণ্ডল সাং জানকীনগর থানা কালীগঞ্জ জেলা নদিয়া

জেলা নদিয়া থানা কালিগঞ্জ সামীল পলাশীপাড়া মৌজার দেঃ ৫৭৫ খতিয়ান ৪-১৯ জমি। উর্দ্ধসংখ্যা মূল্য আঃ ৬০৲

(১৮)

২২২৩ খারেজারী ২৯ দাবী ১৪৮৸/০

ডিঃ পাঁচুমতি দাসী সাং পলাশী থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ আবদুল মজিদ মণ্ডল দিং সাং জানকীনগর থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ সামিল পলাশীপাড়া মৌজার দেঃ ৪৮৮ খতিয়ান ১৩-৪২ জমি। উর্দ্ধসংখ্যা মূল্য আঃ ১৩০৲

(১৯)

২২৫০ খারেজারী ২৯ দাবী ৩১/৯

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

দেঃ পাঁচু সেখ সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী সামিল নদিয়া বনগ্রাম মৌজা মধ্যে দেঃ ১৭৮ খতিয়ান ১-৮১ জমি। উর্দ্ধসংখ্যা মূল্য আঃ ১০

(২০)

২২৫১ খারেজারী ২৯ দাবী ২৪৸/০

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

দেঃ নীল ঘোষ সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী সামিল হাঁসাডাঙ্গা মৌজার দেঃ ১২৭ খতিয়ান ৮২ জমি। উর্দ্ধসংখ্যা মূল্য ১০৲

(২১)

২২৫৬ খারেজারী ২৯ দাবী ১১।/৯

ডিঃ নবতারিণী দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ আবেদ সেখ সাং চণ্ডীপুর থানা কেতুগ্রাম জেলা বৰ্দ্ধমান

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ সামিল চর পাতুলিয়া মৌজার দেঃ ১২ খতিয়ান ৪৩ জমি। উর্দ্ধসংখ্যা মূল্য আঃ ৫৲

(২২)

২২৭৫ খারেজারী ২৯ দাবী ৮৯৸/০

ডিঃ পাঁচুবালা দাসী সাং পলাশী থানা কালীগঞ্জ জেলা নদিয়া

দেঃ আফসর সেখ সাং গোকর্ণনাথপুর থানা বেলডাঙ্গা জেলা মুর্শিদাবাদ

জেলা নদিয়া থানা কালিগঞ্জ সামীল পলাশী মৌজা মধ্যে দেঃ ১৫৩ খতিয়ান ৪.২৩ জমি। উর্দ্ধসংখ্যা মূল্য আঃ ৮৮৲

(২৩)

২২৭৪ খারেজারি ২৯ দাবী ১৮৸/০

ডিঃ বাসন্তী ঠাকুরাণী সাং ঐ থানা নবদ্বীপ জেলা নদিয়া

দেঃ মাধব চন্দ্র দত্ত সাং ঐ থানা নবদ্বীপ জেলা নদিয়া

জেলা নদিয়া থানা নবদ্বীপ সামীল নবদ্বীপ মৌজার দেঃ ১৮৩৯ খতিয়ান ০০৩ জমি সহ তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ী তৃণ গাছপালা আদি বরবস্তু বহুত আবাদ অংশের মূল্য আঃ ২০৲

(২৪)

২৩০৩ খারেজারি ২৯ দাবী ১৩৪৸/৬

ডিঃ আনন্দ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ জেলা নদিয়া

দেঃ চপলা দাসী সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী জেলা নদিয়া

জেলা নদিয়া থানা কোতয়ালি সামীল আনন্দবাগ মৌজার দেঃ ১৫০ খতিয়ান ১০-০৮ জমি। বার্ষিক জমা ২৪৷১০ মূল্য আঃ ৩০৲

(২৫)

২৪২১ খারেজারি ২৯ দাবী ১০০৸/০

ডিঃ রামাবতারী মণ্ডল সাং ভাটপাড়া থানা কালিগঞ্জ জেলা নদিয়া

দেঃ দুর্গাদাসী দেবী সাং ভাটপাড়া থানা কালিগঞ্জ জেলা নদিয়া

জেলা নদিয়া থানা কালিগঞ্জ সামীল ভাটপাড়া মৌজার দেঃ ৮৭ খতিয়ান ২৪-৬৬ জমি। বার্ষিক জমা ৪৪৸৯ মূল্য আঃ ৫০৲

(২৬)

২৪৫৫ খারেজারি ২৯ দাবী ১৪৪৶৬

ডিঃ রাজকুমারি প্রফুল্ল নলিনী দাসী মোং বাহাদির বেলপুকুর

দেঃ ভোলা নাথ বাগ্‌চি মোং বেলপুকুর

জেলা নদিয়া থানা কৃষ্ণনগর সামীল চর বেতালা মৌজার দেঃ ৯৫ খতিয়ান ১৫-১২ জমি বার্ষিক জমা ৫১।৶০ মূল্য আঃ ১২৫৲

(২৭)

২৫৩৮ খারেজারী ২৯ দাবী ৩৸/৬

ডিঃ রাধা কৃষ্ণ বসাক মোং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ সামিল মহেশগঞ্জ মৌজার দেঃ ৪৩ খতিয়ান ৪-১১ জমি বার্ষিক জমা ১৪।০ মূল্য ১০৲

(২৮)

২৫০০ খারেজারী ২৯ দাবী ২৬৸/

ডিঃ রাধুবন মুন্সী সাং মুড়াগাছা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ কালীপ্রসন্ন সেন সাং মুড়াগাছা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী সামিল মায়নপাড়া মৌজা মধ্যে দেঃ ৫৫০ খতিয়ান ৪.৯৭ জমি বার্ষিক জমা ৯৸৶১৪ মূল্য আঃ ২০৲

(২৯)

২৫১৩ খারেজারী ২৯ দাবী ১৩৭।/৯

ডিঃ গোপালচন্দ্র মাঝাল সাং কুলগাছি থানা কাটোয়া জেলা বর্দ্ধমান।

দেঃ গুই মল্লিক সাং কুলবাড়িয়া থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ সামিল কুলবাড়িয়া মৌজার দেঃ ৪৮১, ৪৮২ এবং ৪৮৩ খতিয়ান ১১.৪৭০ জমি। বার্ষিক জমা ২৪।৫ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩০)

২৫১৪ খারেজারী ২৯ দাবী ২১।/৬

ডিঃ গোপালচন্দ্র মাঝাল সাং কুলগাছি থানা কাটোয়া জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ কুলদা রাজবংশী সাং কুলবাড়িয়া থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জ সামীল কুলবাড়িয়া মৌজার দেঃ ৩৭৪ খতিয়ান ৮৭ জমি। বার্ষিক জমা ৪৸/০ মূল্য ৫

তন্মঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর আর অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর তাহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও মানবের সার্বিক কর্ত্তব্য [illegible] প্রচারিত এবং উক্ত সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। বেদের, মনের ও আত্মার [illegible] বিষয় এরূপ সুন্দরভাবে যুক্তিসঙ্গতরূপে আলোচিত হইয়াছে যে, একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া থাকা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] লীলাস্থান নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বর্ণন [illegible]। শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য- [illegible] মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ [illegible] মূল্য।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উত্তম বোর্ড-বাঁধাই উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা— শ্রীল [illegible] ধামে [illegible] কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই পুস্তকে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক (?)

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অতি সুন্দরভাবে [illegible]। তাহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ। সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible] ভক্তিবিনোদের [illegible] যখন এক মাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের চরণে [illegible] এবং [illegible] শরণাগতি [illegible] প্রার্থনা [illegible] মর্ম্মস্পর্শী গান, ভক্তগণ [illegible]।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অমৃতপ্রবাহ (?) ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৶১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] টীকাকারের অনুবাদ, [illegible] [illegible] প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাগজে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। [illegible] বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৲

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] [illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible]

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

[illegible]

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারমিত আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক বেদনা, জরায়ুদোষ ও যোনিগত উপরোগ রোগের মহৌষধ

মূল্য- ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিদ্যার্থিগণকে [illegible] শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible]-তীর্থ, [illegible],

সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পর বিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা [illegible] এবং [illegible] কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—এ, জি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible] মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মানুষ বাঁচাইবার [illegible] ইলেক্ট্রিক [illegible] [illegible]।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

[illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible]

বিজ্ঞাপিত কেন?

[illegible] মূল্য ২৲ টাকা। [illegible]

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] কর্তৃক [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল

স্থায়ীর সংস্করণ — Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী ২১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই চৈত্র বুধবার ১৩৩৬ ২৬শে মার্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক টীকা, বিবৃতি [illegible] সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড [illegible] ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৷০	১৬।	[illegible] ([illegible] সংস্করণ)	[illegible]
			১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
			১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	[illegible]
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪র্থ সংস্করণ	৫৲	১৯।	[illegible] নবদ্বীপ [illegible])	[illegible]
৩।	গৌড়ীয়-[illegible]	[illegible]	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	[illegible]
৪।	গৌড়ীয়-সাফল্য	।০	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ([illegible])	[illegible]
৫।	ভজনরহস্য	৸০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ [illegible]	১৲	২৩।	শ্রী[illegible]	[illegible]
	” ” ” [illegible]	৸০	২৪।	[illegible], [illegible] নবদ্বীপ [illegible]	[illegible]
৭।	গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ) [illegible] ২৲ [illegible]	১৷০	২৫।	[illegible]	[illegible]
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) [illegible] ২৲ [illegible]	১৷০	২৬	[illegible]	[illegible]
	গীতার কেবল মূল-[illegible]	৸০			
৯।	[illegible]	২৲	২৭।	[illegible]	[illegible]
১০।	বেদান্ত-[illegible]	৸০	২৮।	[illegible]	[illegible]
১১।	জৈবধর্ম	২৲	২৯।	[illegible]	[illegible]
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	[illegible] শিক্ষা	[illegible]
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	১৲	৩১।	[illegible]	[illegible]
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০	৩২।	[illegible]	[illegible]
১৫।	দীপ-[illegible]	[illegible]	৩৩।	[illegible]	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্লভ

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
[illegible] কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
[illegible]
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ (কপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible]

'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। 'কলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়. ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর [illegible] ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ [illegible] উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং [illegible] রাখুন, [illegible] বোতল [illegible] জল [illegible] পড়ে পরে [illegible] করেন কেন? [illegible] আমাদের পারফালিনই একটি জ্বর রোগের পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী [illegible] আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, [illegible] ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা. ডজন [illegible] আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও তাজা
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
[illegible] ও মোহরের খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible] উপাদানে খাঁটি কাঁচা [illegible] তৈলে মৃগনাভি, [illegible], চন্দন, [illegible], বেল, প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] সমভাবে [illegible] করিয়া থাকে। ফলতঃ এই [illegible] সাধারণতঃ দৈহিক [illegible] দূর করিয়া থাকে

[illegible] প্রকার স্ত্রী বা পুরুষের [illegible], জটিল [illegible], [illegible], বাধক, [illegible], মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, [illegible], নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ [illegible] তৈল যে, [illegible] হয়। যে কোন স্থানে তৈল [illegible] শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় বড় অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় [illegible] দোকানদার [illegible] নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

নানা কথা

মাতৃ মন্দির

নবদ্বীপের পুলিস আসামীর দায়রা বিচারে অনেক নবদ্বীপ-রহস্য বাহির হইতেছে।

মনিন্দ্র দাস নামক ডাক্তার এজাহারে বলেন যে তাঁহার এক মাতৃ মন্দির আছে। জজ সাহেব তাঁহার কথা বুঝিতে না পারায় উকিল বাবুরা বুঝ ইয়া দেন যে নবদ্বীপের অনেকেরই এইরূপ মাতৃ-মন্দির আছে। সেখানে নানাপ্রকারে পতিতা স্ত্রীলোক আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

নবদ্বীপের এই ব্যাপার লইয়া আদালতে অনেক হাসাহাসি চলে।

নবদ্বীপের আর একটি রহস্য প্রকাশ পায় যে, তীর্থ যাত্রীদিগকে লইয়া কাড়াকাড়ির ফলে নবদ্বীপের অনেক লোকেদের মধ্যে বিদ্বেষভাব আছে। এই প্রকারের অনেক লোক আপনাদিগকে ভিক্ষুক বলিয়া পরিচয় দেয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নবদ্বীপের শতকরা ২৫ জন এইরূপ ভিক্ষুক। এইরূপ একজন ভিক্ষুক মাসিক ষোল টাকা বাড়ী ভাড়া দেয় এবং সেখানে সপরিবারে বাস করে।

অপহৃতা

নবদ্বীপের পুলিশ কুলদান গ্রামে তকিমা নাম্নী এক অপহৃতা বালিকাকে অমলা নাম্নী এক স্ত্রীলোকের নবদ্বীপস্থ বাটী হইতে উদ্ধার করে। কুলদানকে বিবাহ বাড়িতে কয়েকজন লোক হরণ করিয়া এক জনের বাটীতে রাখে। এই ব্যাপার মৈমনসিংহে হয়। সেখান হইতে দুই জন লোক তাহাকে নবদ্বীপে আনিয়া কুলদা নামক এক ব্যক্তির নিকট রাখে। পুলিস নামক অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে অপহৃতা বালিকার উপর বল প্রয়োগ করে এবং তাহাকে অন্যের বাটীতে রাখিয়া দেয় এবং তাহাকে অপর লোকের সহিত বাস করিতে বাধ্য করে। পুলিস কুলদার বাসা হইতে বালিকাকে সরাইয়া অন্যের বাটীতে রাখিয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের দায়রা জজ মিঃ এস, এন মোদক বিচার করিতেছেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ

কৃষ্ণনগর কলেজের ধর্মঘট প্রায় দুই মাস কাল যাবৎ চলিতেছে। গভর্ণিং বডি অর্থাৎ কলেজ কর্তৃপক্ষ মিটমাটের জন্য বিশেষ চেষ্টিত। ছাত্রগণও পড়া শুনার ক্ষতি করিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে বাস্তবিকই অনিচ্ছুক—ইহা আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া কলেজ-কর্তৃপক্ষের উপরই মিটমাটের ভার দিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

সংবাদ এই যে, কলেজের প্রিন্সিপাল কৃষ্ণনগর হইতে স্থানান্তরিত হইতেছেন।

স্থানীয় প্রতিনিধি মিঃ নরেন্দ্র কুমার বসু কাউন্সিলে এই ধর্মঘট সম্বন্ধে কথা উঠাইয়াছিলেন। শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার প্রতিশ্রুতি দান করায় নরেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

ছাত্রদিগের সহিত এবং স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপে তাঁহাদের মত বুঝা যায় যে কৃষ্ণনগর কলেজ ভাল পড়া হয় বলিয়া এত ছাত্র পড়ে। তাহা নহে। [illegible] অন্যত্র প্রকৃষ্ট অভাব থাকায় পড়া শুনা করিতে অসমর্থ, তাই তাহারা কলেজে পুনরায় যোগদান করিবার প্রস্তাব দিয়াছেন। অনেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে ১লা এপ্রিল তারিখে কলেজ খুলিবে। গত ২৩শে মার্চ তারিখে ছাত্রদিগের এক সভা হয়। সত্বরে সভার বিবরণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

ভারতের রাজস্ব

১৯২৮—২৯ সালের রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপার যেমন সুবিধাজনক থাকে নাই। কিন্তু এ বৎসর এক রকম ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল। বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। রপ্তানির বাজার খুব ভাল গিয়াছে। বহুল পরিমাণে তুলা, পাট এবং বীজ বিদেশে চালান গিয়াছে। টাকার মূল্য সম্বন্ধে অনেক গোলমাল গিয়াছে; তাহা সত্ত্বেও বৎসরের সমুদায় ভালই গিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের—বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ব্যাপারের জন্যই টাকার মূল্য কম বেশী হইয়াছিল।

ফ্রান্সের ব্যাঙ্ক

ফরাসী দেশের শতকরা কুড়ি জন লোক সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। এক বৎসরের মধ্যে ছয় লক্ষের উপর হিসাব খোলা হইয়াছে। প্রায় সাত শত কোটি ফ্রাঙ্ক জমা আছে। প্রায় এক কোটি হিসাবপত্র বাহির হইয়াছে।

মিঃ গান্ধির যাত্রা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে মিঃ গান্ধি সদল বলে সবরমতী আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি সুরাট গিয়াছেন। কয়রা ও ব্রোচ জেলার মধ্যে মাহী নদীর তীরে লোকে যাহাতে বিনা লাইসেন্সে লবণ প্রস্তুত করে তাহার বন্দোবস্ত চলিতেছে।

বাংলার কথা

বঙ্গীয় রাষ্ট্রসমিতি স্থির করিয়াছেন যে দেশের লোক প্রস্তুত হউক। মিঃ গান্ধির আদেশ পাইবামাত্র নিরুপদ্রব আইন অমান্য চলিবে এবং লবণ প্রস্তুত আরম্ভ হইবে। তাঁহার আদেশ পাইবার পূর্বে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার প্রয়োজন নাই। দেশে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ হউক এবং লোকের নিকট লবণ আইনের বিরুদ্ধে প্রচার চলুক। ইহাই বঙ্গের কংগ্রেস নেতৃগণের মত।

মিঃ মতিলাল নেহেরু মিঃ গান্ধির সহিত মিলিত হইয়াছেন। অন্য দেশ হইতে কংগ্রেসকর্মিগণ মিঃ গান্ধির সহিত পরামর্শ করিবার জন্য সবরমতে সমবেত হইয়াছেন।

থানায় বোমা

বরিশাল থানার ছাদের উপর দুইটী পটকা বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। স্থানীয় কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু মাখন লাল [illegible] বাটীর টিনের ছাদের উপর একটী পটকা [illegible] পড়িয়াছিল।

খুন

[illegible] এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। [illegible] নামক এক দশবর্ষীয় বালক খেলার সাথীদের সহিত অপরাহ্ন বাটীর বাহির হয়। সন্ধ্যার সময় বালকে বাটী ফিরিতে না দেখিয়া বাটীর লোক অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। [illegible] নামক এক কুটুম্বের বাটীর নিকট হইতে রক্তের দাগ পাইয়া সেই দিকে অনুসন্ধান করিতে হয়। বালকটীর মৃতদেহ নাক কান কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। শব পরীক্ষার পর ডাক্তার মত প্রকাশ করেন যে খুন করিবার পূর্বে বালকটির নাক কান কাটিয়া লওয়া হয়। [illegible] হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শিল্প

মিঃ গান্ধির লবণ আইন ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ের শিল্প প্রচারের জন্য একটী [illegible] কোম্পানী বোম্বাই সেশন হাইকোর্ট হইতে অনুমতি পান। যখন শিল্প তোলা হয় এবং সাধারণকে দেখাইবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত হয় তখন বোম্বাই সরকার হইতে আদেশ দেন যে, এ শিল্প সাধারণে প্রদর্শিত হইতে পারিবে না।

যুক্ত প্রদেশের সরকার [illegible] আদেশ জারি করিয়াছেন যে যুক্ত প্রদেশে মিঃ গান্ধির শিল্প কোন বায়োস্কোপ কোম্পানী দেখাইতে পারিবেন না।

চারিদিক হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ মিঃ গান্ধির লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মিঃ গান্ধির সহিত চলেন বাহারা [illegible] আছেন। মিঃ গান্ধির আদেশ [illegible] টাকাকড়ি রাখিতে পারিবেন না। সকলে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

বিলাতে মোটর

গত বৎসরে ছয় মাসে যে টন মোটরের বাবদ বিলাতে [illegible] পাউণ্ড অর্থাৎ তিন কোটি টাকার উপর আয় হইয়াছিল।

১০,২৭,০০০ মোটর গাড়ীর লাইসেন্স দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে ৯,৯৮,০০০ মোটরকার, ৭৭০,০০০ মোটর সাইকেল, [illegible] মালবাহক মোটর গাড়ী, এবং ৮৮,০০০ [illegible]।

তিন মাসের [illegible] নূতন মোটর

মৃত্যু

[illegible] হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ জাস্টিস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

নবম খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲

অদ্যাবধি দশমের একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানপাড়া, জগদিবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন সি. মুখার্জ্জি—এম, এস, পায়োনিয়ার মিল, কানপুর।

৫। শ্রী... জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

৬। শ্রী... দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিশ্বম্ভর...—মদনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ... পো. ২৪ পরগণা।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, পানবাদ।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাকৃত	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাকৃত	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রাকৃত	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ -

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোদ্রুমগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চাকুঠী, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চক্রকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ... রোড, নিউদিল্লি

অজ্ঞতা না ভজে কৃষ্ণ, দুইময় করে। পুনঃকেইবা নানা পাপে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই চৈত্র বুধবার—১৩৩৮

যেখানে সত্য সেইখানে সৌন্দর্য্য

জগতে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর লোক দেখা যায়।—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, এবং ভক্ত। ইঁহাদের প্রত্যেকের বস্তু নিরূপণ ধারণা পৃথক। কর্ম্মীর বিচারে তাঁহার স্থূল সূক্ষ্ম দেহটাই পরম সত্য। দেহ মনের সুখকেই তিনি একমাত্র সার বলিয়া মনে করেন, দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ধনধান্য স্ত্রী-পুত্রাদি তাঁহার ইন্দ্রিয় তর্পণের সামগ্রী বলিয়া পরম আদরের বস্তু। তাঁহার সত্য ধারণা একমাত্র পার্থিব স্থূল সূক্ষ্ম জগতে আবদ্ধ। উপাসনাকালে ইন্দ্রিয় তর্পণই কর্ম্মীর প্রয়োজন, কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের দ্বারা নানা দেবদেবীর উপাসনাই উহাদের অভিধেয়, দেহধর্ম্মই উহাদের সম্বন্ধ। এই কর্ম্মিগণ দুই শ্রেণীর, দৃষ্ট সুখকামী এবং অদৃষ্ট সুখকামী। দৃষ্ট সুখকামীরা ইহজগৎকেই একমাত্র সত্য জানিয়া জাগতিক সুখ লাভের প্রয়াসী। উহারা কখন পুত্রকামী হইয়া এক দেবতার পূজা করে, ফললাভ না হইলে এক দেবতাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে, এইরূপে দেবতা হইতে দেবতান্তরের পূজায় রত থাকে। অদৃষ্টকামী স্বর্গের ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও সুখ ভোগ কামনায় নানা প্রকার পুণ্য কর্ম্ম করিবার সংকল্প করেন, যথা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা; ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি। স্বদেশ-হিতৈষণ, জগতে সাম্যমৈত্রী স্থাপন, দুর্ভিক্ষ দমন, দেশের অভাব মোচন প্রভৃতি কার্য্যে অনেকেই নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদেরও সত্যের ধারণা ন্যূনাধিক স্থূল সূক্ষ্ম জড় বস্তুতেই আবদ্ধ। অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মীর মধ্যে পার্থক্য এই যে—অন্যাভিলাষী নিজ সুখের নিমিত্ত নানাপ্রকার জগদহিতকর পাপ কার্য্য করিতেও ত্রুটী করে না। অন্যাভিলাষী স্বভাবতঃ অকর্ম্ম বিকর্ম্ম পরায়ণ, কর্ম্মী স্বভাবতঃ পুণ্যময় কর্ম্ম ব্যাপারে নিযুক্ত।

জ্ঞানিগণ কর্ম্মীর ন্যায় ক্ষণিক পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর দেহসুখ মনোসুখে আবদ্ধ না থাকিয়া আত্যন্তিক সুখ বা মোক্ষের প্রার্থী। তাঁহাদের ধারণা জীব ও জগৎ বলিয়া কিছু নাই, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য বস্তু, সেই ব্রহ্ম জড়াতীত। অতএব পার্থিবজ্ঞান মাত্র সম্বল করিয়া জড়াতীত বস্তুর অনুসন্ধান করিতে গিয়া জ্ঞানিগণ বাস্তব সত্য হইতে চ্যুত হইয়াছেন। তাঁহাদের সত্য সম্বন্ধ ধারণা—জড়জগতে সত্ত্ব আছে, অতএব জড়াতীত সত্য বস্তু তদ্বিপরীত একমাত্র জগতে নশ্বর রূপ আছে, অতএব জড়াতীত সত্য বস্তু নিশ্চয়ই তদ্বিপরীত নিরাকার, জগতে গুণ আছে অতএব জড়াতীত সত্য বস্তু নির্গুণ, জড় জগতে বস্তু মধ্যে ভেদ আছে, সুতরাং জড়াতীত সত্য বস্তু নির্ব্বিশেষ। এইরূপ কল্পনা-প্রসূত জ্ঞানকে জড়াতীত জ্ঞান না বলিয়া জড় বিপরীত জ্ঞান বলা যাইতে পারে, জড় বিপরীত জ্ঞান জড় জ্ঞানেরই প্রকার ভেদমাত্র। জড় বিপরীত জ্ঞানকে কখনই সত্য বলা যায় না, কেননা উহা জীবের স্বতঃসিদ্ধ নহে, জীব জড়ে বদ্ধ হওয়ার পর যে জ্ঞান প্রসূত হইয়াছে তৎপূর্ব্বে যাহা ছিল না পরেও যাহা থাকিবে না, যাহা নিত্যমুক্ত জীবাত্মার স্বরূপভূত নহে সেই জ্ঞানকে কখনই বাস্তব সত্য বলা যাইবে না।

অনাদি বহির্ম্মুখ জীব নিজ স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিয়া জড় জগতের অনিত্য কালের বশ্য অধীন হইয়াছেন। আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি নিজ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বর জ্ঞানকে স্মরণ করিতে বাধা হইয়া আত্যন্তিক ক্লেশ নির্ব্বেদে সকল উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটী প্রধান। ভোগ হইতে কর্ম্মকাণ্ডের এবং ত্যাগ হইতে জ্ঞান কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান নিত্যমুক্ত জীবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম না হওয়ায় তাৎকালিক মাত্র।

কর্ম্মী জ্ঞানী কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনাবলম্বনে যে ফল লাভ করেন, তাহাও সত্য নহে; কেন না উহা পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। অন্যাভিলাষী ও দৃষ্টসুখকামী কর্ম্মীর দেহসুখ ও মনোসুখ যে সত্য নহে তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। অদৃষ্ট-সুখকামী কর্ম্মীর স্বর্গসুখও তাহাই, গীতায় বলেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

ভক্তগণই একমাত্র বাস্তব সত্যের উপাসক। শ্রীমদ্ভাগবতে—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ ভাঃ ১।১।১

—আচার্য্য শ্রীব্যাসদেব প্রথমে মঙ্গলাচরণেই বলিয়াছেন, আমি ও আমার সম্প্রদায়ের কেহই মিথ্যার উপাসক নহি বা নহেন, আমরা সকলেই পরম সত্যকে ধ্যান করি বা চিন্তা করি। পরম সত্য বস্তু কি? আমরা পরিদৃশ্যমান জগতে জড় ও চেতন এই দুই প্রকার বস্তু লক্ষ্য করিয়া থাকি। ইচ্ছা-শক্তি, বিচার-শক্তি অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন বস্তু চেতন এবং তদ্বিপরীত মৃৎ, জল, তেজোময়াদি জড় বস্তু। এই দুইটীর মধ্যে কোন বস্তুটী সত্য? চেতনই প্রকৃত সত্য বস্তু যদি বল কেন—তাহাতে বলিতেছেন, তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা—অর্থাৎ জলের বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলিয়া যেমন মরীচিকায় বা কুয়াশা কাচাদিতে বারি-প্রতীতি হয় সেইরূপ চেতনের বস্তু আশ্রয় আছে বলিয়া এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ বাস্তব অস্তিত্ব শূন্য হইয়াও বাস্তব সত্য মত প্রতিভাত হয়, চেতনের সত্তা না থাকিলে জড়ের সত্তা কে অনুভব করিত, উহা সত্য হইয়াও মিথ্যার ন্যায় থাকিত উহাই তাৎপর্য্য। সুতরাং বিশেষ বিচার করিলে চেতনকেই একমাত্র বাস্তব-সত্য বস্তু বলিতে হয়। এই চেতন দুই প্রকার, ক্ষুদ্র চেতন এবং বৃহৎচেতন। ক্ষুদ্র-চেতন জীব আর বৃহৎচেতন ভগবান। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং"—এই বাক্যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৃহৎচেতন ভগবান্ স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে মায়াকে সর্ব্বদা দূরে রাখিতে সমর্থ, আর ক্ষুদ্র চেতন জীব মায়াবশযোগ্য, একটী নিয়ম্য-সূচক চেতন, অপরটী নিয়ন্তৃ-যোগ্য চেতন। নিয়ন্তৃ বৃহৎ চেতন ভগবান্ স্বরূপেই এই জগতে সৃষ্টিস্থিতি-লয় কর্ত্তা থাকিয়া, বিশ্ব জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ হইলেও কার্য্য ও কারণ সমাবস্থায় নিজে একমাত্র স্বতন্ত্র, আবার অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে কারণরূপে কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র অবস্থিত। তিন সমস্ত; জীব, প্রকৃতি কাল, কর্ম্মের অধীন নহেন, পরন্তু স্বতন্ত্র বস্তু। তিন আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন, যাঁহাকে [illegible] জ্ঞানে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পরম সত্য বস্তু ভগবান্ কে? যাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার তাঁর সম্বন্ধে ভাবে বর্ত্তমান, কোন [illegible] অভাব নাই, সেই বস্তুই ভগবান্। তিনিই একমাত্র সত্য ভগবান্, কেন না তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার ভাবের পূর্ণতা। জ্ঞানী যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন—তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার চমৎকারিতা নাই, কেন না ব্রহ্ম বলিলে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্বস্তুকে বুঝায়। অতি বৃহৎ বস্তুতে যেরূপ একপ্রকার চমৎকারিতা আছে, অতি ক্ষুদ্র বস্তুতেও সেরূপ চমৎকারিতা আছে, কিন্তু ব্রহ্মে সে চমৎকারিতা নাই; [illegible] চমৎকারিতার অভাব। কিন্তু [illegible] বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র, সর্ব্বব্যাপক ও [illegible] সৌন্দর্য্যের আকর। [illegible] সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান সৌন্দর্য্য নাই, [illegible] নাই। [illegible]

[illegible]

দুই পিঠ

[illegible]

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন।

"আচার-ই দেখাও তুমি প্রামাণিক আর্য্য"। তিনি যবনাদের বহু নিন্দা করিলেন। যথা ভনিতা—

সনাতন পাছে যদি, প্রভুরে কহিল "জগদানন্দের চৌকাঠা আদি সে জানিল। জগদানন্দ পিতা ও আ মাতারা সুধাল। মোরে শিক্ষা দেয় মোর সখা হরিষ কিছিল্যা ধর্ম।

আজিও কহিল সে ও মৌরকে জ্ঞান। মোর অজ্ঞ গা তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্।"

১৬৪

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় বাৎসরিক অধিবেশনে বৈষ্ণবদিগের যেরূপ স্ফূর্তি লাভ হয়, বহির্মুখ লোকের পক্ষে তাহার মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন।

মিসট্রিক্স অব নরক-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, নিম্ন চরিত্র পুরোহিত দেবীদত্ত ফ্রৌমর একমাত্র দোষ ছিল যে, কেহ তাহার প্রশংসা করিলে সে গলিয়া যাইত। তাহার ঐ দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক তাহাকে পাপের পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় এবং তাহাকে এক ভণ্ড নরপশুতে পরিণত করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

বহির্মুখ লোকেরা বৈষ্ণব-প্রশংসা এইরূপ একটা কাজ বলিয়া ধরিয়া লয়। তাহারা জানেন না যে বৈষ্ণব অপ্রাকৃত জগতের জীব। বৈষ্ণবের প্রশংসায় তাঁহার কিছু লাভ বা ক্ষতি নাই; তবে যিনি বৈষ্ণবের স্তুতি গান করেন, তিনিই ধন্য হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তৃণাদপি শ্লোকের আদর্শ স্বীকার করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ও তাঁহার প্রচার কেন্দ্র ... শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তর্গত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ... ভক্তিবিলাস ... মহারাজ ও ... স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ... স্থানে ... পূর্বক করেক দিবস অবস্থান ... উপস্থিত ভক্ত সজ্জনের নিকট ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ... সম্বন্ধে বহু ও বিশদ ভাষায় ... করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষে ... পুর নিবাসী ... জ্ঞানগম্ভীর ডাক্তার ... দত্ত খানপুর নিবাসী অধিবাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাগচী ও সদরঘাট নিবাসী শ্রীশশিভূষণ সরকার মহোদয়দিগের আবাসস্থানে কীর্তনমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইঁহাদের অলৌকিকী শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রচার ও সেবা প্রচেষ্টায় বহরমপুরবাসী জনগণ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিপ্রচারক-সঙ্ঘপতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল প্রভুপাদের চরণে পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধা অর্পণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক সকাতরে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার চরণাশ্রিত এইরূপ ত্রিদণ্ডিস্বামিগণকে প্রেরণ করত আমাদিগকে ভগবদ্ভক্তিকথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃত-কৃতার্থ করিবেন। ইতি

বিনীত নিবেদক

শ্রীবৈকুণ্ঠচরণ রায় চৌধুরী, এম, এ
প্রিন্সিপাল কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর

প্রেমপ্রদীপ

নবম প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১ সংখ্যার পর)

আনন্দ বাবু, মুক্তবাদীরা যেই ঘৃণা করুক না কেন আমি বৈকুণ্ঠরস গত মুক্তির সম্বন্ধে মাধুর্য্যরস ভগবানের উপাসনা করিতে স্পৃহা করি। আপনারা কি ভাব?

আনন্দ বাবু বলিলেন, নরেন, তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহা কবিত্বের তুল্য মূল্যবান ও আদরণীয়; আমিও মুক্তির দোষের বিষয়ে পীড়িত হইতেছি।

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি প্রভাত হওয়া গেল। নিয়মিতরূপ কার্য্যকলাপে দিবসও প্রায় যাপিত হইল।

দিবা অবসান সময়ে পুনঃ দিবসের ন্যায় সকলেই পণ্ডিত বাবাজীর মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। তাহারা বাবাজী বিনীতভাবে পুনঃ বাকীর কথা শীঘ্র বাবাজীকে স্মরণ করাইয়া দিলে পণ্ডিত বাবাজী কহিতে লাগিলেন,—

প্রভু গৌরাঙ্গদেবের পার্ষদ শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়া বৈকুণ্ঠ-রসকে সম্পূর্ণরূপে জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে বিস্তীর্ণরূপে রসতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থ সুদীর্ঘ হইলে মন্দপ্রজ্ঞ পুরুষদিগের পক্ষে গ্রন্থ-তাৎপর্য্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়, গ্রন্থের বাহুল্য-প্রযুক্ত অনেকেই সংক্ষেপে ঐ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন। ঐ তত্ত্বে সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে আমি সাহস করি না। অতি সংক্ষেপরূপে ঐ তত্ত্বের মূল বিষয়গুলি বলিতেছি। অপার রসসাগর বর্ণন করিতে আমার যে যত্ন উচিত হয়, তাহা অবশ্য ভাবীবংশী বৈষ্ণবগণ অবশ্য ক্ষমা করিবেন। আমি বৈষ্ণবদাস, বৈষ্ণবগণের প্রসন্নতা প্রতিপাদনই আমার জীবনের প্রধান কার্য্য।

বৈকুণ্ঠরস নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। উপনিষদ্গণ পরব্রহ্মকে স্থলে স্থলে নির্বিশেষ বলিয়াছেন। সে সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে জড় জগতে জগদীয় পরমাণু, মানসীয়পরমাণু, চৈতন্য পরমাণু ইহারা যে জড়ীয় বিশেষ দ্বারা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, সেরূপ জড়ীয় বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ নাই এরূপ কোন বৈদিক শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। অস্তিত্ব ও বিশেষ ইহারা যুগপৎ সমভাবে অবস্থান করে। যাহা কিছু আছে, তাহার একটী বিশেষ ধর্ম আছে, যদ্দ্বারা সে বস্তু অন্য বস্তু হইতে স্বতঃ ভিন্ন হইতে পারে। বিশেষ নাই, তবে বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিতেও হয়। পরব্রহ্ম নির্বিশেষ হইলে সৃষ্ট বস্তু হইতে বা প্রপঞ্চ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারিবেন? যদি সৃষ্ট বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিতে না পারি, তবে সৃষ্টিকর্তা ও জগৎ এক হইয়া যায়। অংশ, অবতার, জীব, তত্ত্ব ও সর্বপ্রকার জ্ঞান নাস্তিক্যে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

জগৎ হইতে বৈকুণ্ঠকে ভিন্ন করিতে একটী বিশেষের প্রয়োজন। বৈকুণ্ঠ জগত তত্ত্ব হইতেও পারমেশ্বরী বিশেষ দ্বারা নিত্য। বৈকুণ্ঠ চিন্ময়—প্রকাশক অচিন্ত্য। নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিলে বৈকুণ্ঠ আবরণ করাকে বুঝায়, কেন না যেখানে জড়ীয় বিশেষ সমাপ্ত হয় সেখানে বৈকুণ্ঠবিশেষের আরম্ভের পূর্ব্বে একটী বিশেষাভাব রূপ নিরাকার ধাম লক্ষিত হয়।

বৈকুণ্ঠে পরব্রহ্ম ও জীবনিচয় অধিষ্ঠিত করেন। সেস্থলে বিশেষ দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ নিত্য প্রতিষ্ঠিত ও জীবগণের চিন্ময় লিঙ্গ এবং নিত্য ব্যবস্থিত। বিশেষই তথায় এক জীবকে অন্য জীবের সহিত এক হইতে দেয় না এবং জীবসমূহকে ভগবানে মিলিত করিয়া এক হইতে অবসর দেয় না। বিশেষ দ্বারা পরস্পরের ভিন্নতা, অবস্থান ও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বিশেষকে ভগবদাতিরিক্ত পদার্থ বলা যায় না। বিশেষই ভগবৎ কোনরূপ শক্তি-প্রদর্শন চক্র। উহার ভগবচ্ছক্তির প্রধান বিক্রম।

ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি, বিশেষরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া, ভগবদ্ধাম, জীবগণের ও তদ্ভক্তের অবস্থান ভাবরূপ চিন্ময় বেশ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন। শক্তির বিশেষ রূপ বিক্রম ত্রিবিধ। সন্ধিনী বিক্রম, সম্বিদ্বিক্রম ও হ্লাদিনী বিক্রম। সন্ধিনী বিক্রম হইতে সমস্ত সত্তা। শরীর সত্তা,দেশ সত্তা,কালসত্তা, সঙ্গসত্তা,উপকরণ সত্তা প্রভৃতি সমুদায় সত্তাই সন্ধিনী নির্ম্মিত। সম্বিদ্বিক্রম হইতে সমস্ত সম্বন্ধ ও ভাব। হ্লাদিনী বিক্রম হইতে সমস্ত রস। সত্তা ও সম্বন্ধ ভাব সকলের শেষ প্রয়োজন রস।' যাঁহারা বিশেষ মানেন না অর্থাৎ নির্বিশেষবাদী তাঁহারা অরসিক। বিশেষই রসের জীবন।

একটী কথা এই সঙ্গে সঙ্গে শেষ হউক। বৈকুণ্ঠ চিন্ময়, জীব চিন্ময়, ভগবান্ চিন্ময়, সম্বন্ধ চিন্ময়, অতএব কর্ম্ম চিন্ময়, এবং ফল সমূহ চিন্ময়। কি বুঝা গেল? জড়ময় জগৎ যেমত জড় দ্বারা গঠিত; চিন্ময় ধামও তদ্রূপ চিদ্বস্তু দ্বারা গঠিত। চিৎ কি?—জড় বিশেষ, জড়স্বরূপ, কি জড় বিপর্য্যয়? তন্মধ্যে কিছুই নয়। চিৎ জড়াতীত। চিৎ যেমত পবিত্র জড় তদ্রূপ অপবিত্র। হঠাৎ বলিতে গেলে চিৎকে জ্ঞানের সহিত তুলনা করা হয়। সেই বা কিরূপে হইতে পারে? আমাদের জ্ঞান জড়মূলক, চিৎ কি সেরূপ?—না। যদি পবিত্র জ্ঞান আত্মা হইতে সমাধি দ্বারা উপলব্ধ হয়, তবে চিন্ময় জ্ঞানের আবাহন হইতে পারে। চিৎ বলিতে কেবলই আত্মা বুঝায় এরূপ নয়। শুদ্ধ অদ্বয় স্বরূপ অর্থাৎ কলেবর চিন্ময়ই। চিন্ময় একটী গঠন-সামগ্রী অচিন্ত্যশক্তি কর্ত্তৃক নিত্য প্রকাশিত আছে। সেই দ্রব্যে ধাম, শরীর, ও অন্যান্য উপকরণ বৈকুণ্ঠে নিত্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। আত্মা বৈকুণ্ঠের তত্ত্ব। এইজন্য তাহার সহিত চিদ্বস্তুর্ণ জগতে আসিয়াছে। আমরা শুদ্ধ নামক দ্রব্যকে প্রকাশিত করিয়াছি। অতএব নির্জীব জড়, জড়স্বরূপ, জড়তমাত্র ও জড়বিপর্য্যয় যে নির্বিশেষ এ সমুদায় অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও উপাদেয়। চিৎ ও চৈতন্য একই বস্তু। চৈতন্য শব্দ সম্বন্ধে একটু জানিতে হইবে। চৈতন্য দ্বিবিধ। প্রত্যক্ চৈতন্য ও পরাক্ চৈতন্য। যখন বৈষ্ণবের প্রেমাবেশ হয়, সে সময় যাহা উদয় হয়,তাহাই প্রত্যক্ চৈতন্য অর্থাৎ অন্তর জ্ঞান। যে সময় পুনরায় প্রেমাবেশ ভঙ্গ হয়, তখন জড় জগতে দৃষ্টি পড়ে, এবং পরাক্ চৈতন্যের উদয় হয়। পরাক্ চৈতন্যকে চিৎ বলি না, কিন্তু চিদাভাস বলি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী মরক্কো বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরযুক্ত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই অভাব দূর করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই গ্রন্থ শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্ত সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি ? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি ? ইত্যাদি বিষয় ... এমন সুন্দরভাবে ... করিয়াছেন যে, প্রথম ... হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—সাধনপ্রণালী কি ? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্জ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাবুকগণের অনুকূল ও প্রাঞ্জল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

যেহ ও মনের চেষ্টা শান্তভাবে ... যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিঃসহায় শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন ... আশ্রয় ... শ্রীভগবানে সম্যক্ভাবে ... প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ...

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অমৃতশতক ৵০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

...

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... টীকা, ... প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট ... বাঁধাই ২৲ দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট ; সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি ...

...

শ্রীভাগবতসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের ... শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ... বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব ... শ্রীমদ্ভাগবতের ... প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

...

বৈষ্ণবিক

মঙ্গল মঞ্জরী

...

বিজ্ঞাপন

...

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] ছাত্রের এবং [illegible] বিদ্যার্থিগণকে [illegible] শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট [illegible] পরীক্ষায় [illegible]

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণ সাংখ্য-[illegible] তীর্থ, [illegible]

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পর বিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা কংগ্রেস [illegible] বহু গণ্যমান্য [illegible] গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন [illegible] শরীরের [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] কর্ণ [illegible] হয়।

প্রোপ্রাইটার—এ, জি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

সকল [illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই [illegible] প্রকার [illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible] প্রমাণ [illegible] ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন [illegible]

[illegible] এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও [illegible] গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশ, [illegible], ক্ষয়রোগ, [illegible] প্রভৃতি রোগের [illegible]। [illegible] মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] ও [illegible] দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] (Tube-well) [illegible]। [illegible] প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, [illegible] প্রভৃতি [illegible] এই কোম্পানীর [illegible]। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। [illegible] বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের [illegible] পারে তাহার পক্ষ [illegible] "কামশাস্ত্র" [illegible] করেন নাই, তিনি আবেদন করিবামাত্র বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। ইহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "[illegible] বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] কোম্পানী, ২১৪ নং [illegible], কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাকযোগে সংস্করণ Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তিকারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

[illegible] মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাপ্তাহিক হার [illegible]

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [illegible] সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা চৈত্র [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

	শ্রীনবদ্বীপধাম- [illegible]	[illegible]	১৭।	[illegible]	
	[illegible] প্রকাশিত [illegible]	[illegible]	১৭।	[illegible]	
	[illegible] নদীয়া-প্রকাশ [illegible]	/০	১৮।	[illegible]	
	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]	[illegible]	১৯	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	২০	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	২১।	[illegible]	
	[illegible]	১০	২২।	[illegible]	
	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য [illegible]	[illegible]	২৩।	[illegible]	
	” ” ”	[illegible] ৸০	২৪	[illegible]	
৭।	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
৮।	[illegible]	[illegible]	২৫।	[illegible]	
	[illegible]	১০	২৬	[illegible]	
৯।	[illegible]	২৲	২৭।	[illegible]	
১০।	[illegible]	৪০	২৮।	[illegible]	
১১।	[illegible]	১৲			
১২।	[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	[illegible]			
১৩।	[illegible]	২৲		[illegible]	
১৪।	(প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৴০			
১৫	[illegible]	[illegible]		[illegible]	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ!

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম. এ প্রণীত ([illegible])

এই খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।
[illegible]
উৎকৃষ্ট ([illegible]) [illegible] ২৲ দুই টাকা মাত্র।
এই প্রকাশ [illegible]

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তি জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পন্থায়।

[illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] মূল্য [illegible] টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] ছাপা হইয়াছে,

সম্প্রতি [illegible] সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] গৌড়ীয় বা নদীয়া প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

[illegible] সংখ্যা [illegible] ভিঃপিঃতে [illegible] ৮৲।

[illegible] ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ [illegible] টাকায় [illegible] সংস্করণ [illegible] করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] ১০৲ [illegible] ৫ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। [illegible] রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible] কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। [illegible] কানপুর।

৫। [illegible] নদীয়া

৬। [illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রী[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী[illegible] পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, [illegible]।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর [illegible] উপায়। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে [illegible]।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	।০
[illegible]	১৲
সাধন পথ (শ্রী[illegible] সম্পাদক) [illegible]	।০
[illegible]	।০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
[illegible]	।০
শ্রীগীতাবলী [illegible]	⁄১০
[illegible]	৵১৫
শরণাগতি [illegible]	⁄০
[illegible]	৵৫

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

[illegible]

২। শ্রী[illegible] বর্দ্ধমান।

৩। শ্রী[illegible] আসন,—[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ই, বি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ই, বি।

১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ঢাকা।

১৪। শ্রী[illegible]—[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, মালদহ।

১৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ [illegible] রোড, [illegible]

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, [illegible] করে। [illegible] পাপে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই চৈত্র বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

মর্কটবৈরাগীর আত্মগ্লানি

সত্যের অনুকরণ বা নকল করিবার চেষ্টা না করিয়া অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অনেক মঙ্গল হইত। অনুসরণ করিতে গেলে সময় অধিক লাগে, তাহা ছাড়া নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-কার্য্যে অনেক বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, অথচ অনুকরণ বা নকল কার্য্যটী বেশ তাড়াতাড়ি বিনায়াসে সম্পাদিত হয়, ইন্দ্রিয় তর্পণও অটুট থাকে—এজন্যই আমরা অনুকরণেরই সমধিক পক্ষপাতী হই। মহাপ্রভু কথিত যত বৈরাগ্যে অধিকার লাভ পূর্ব্বক বৈরাগী হওয়া আমার মত অজ্ঞ বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটের পক্ষে যে কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধন ভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে যে পুরুষের বিরক্তি আসে, তাঁহারই শুদ্ধ বৈরাগ্যে অধিকার। সেই অবস্থা লাভ হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা বৈরাগী হইতে চাহেন, তাঁহারাই কপট বা মর্কট বৈরাগী। মহাপ্রভু শুদ্ধ বৈরাগী ও মর্কট বৈরাগীর লক্ষণ বা আচার সম্বন্ধে কহিলেন—

"বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য-সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"
—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

* * *

প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য়)

মহাপ্রভু-কথিত ঐ রূপ শুদ্ধ বৈরাগ্য আচরণ পূর্ব্বক বৈরাগী হওয়া কি আর আমার ন্যায় একটী ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রের সাধ্য কার্য্য? অথচ বৈরাগীর মান মর্য্যাদাটীর উপরও লোভ হয়। সুতরাং বৈরাগীর বৈরাগ্যের বাহ্য আচার বিচার ও বেশের অনুকরণ কার্য্যটী তাড়াতাড়ি সারিয়া কৌপীনধারী বৈরাগী হওয়ার পর মিষ্টবাক্য "[illegible]" ছায়াবলম্বনেই সমীচীন-ভাবে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লই।

আমি সিদ্ধ মহাপুরুষের চেলা বলিয়া লোকের নিকট আমার কদরটী বাড়িয়া গিয়াছে। বোকা লোকও জুটে অনেক আমার ভাবকতা করিতে। আমি যা' করি তা' বলি, তা'তেই সার ফেরবার লোকসংখ্যাধিক্য দেখিয়া সময় সময় আমারই হাস্য পায়। কিন্তু তখন নকল বাবাজী গিরিতে সবার হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া হাসি চাপিয়া যাই, নকলটাকেই আসল বলিয়া খাড়া করিবার জন্য আমার প্রকাশ্য অনাচারগুলিকে একটু অন্তঃপুরস্থ করিয়া ফেলি। জগতের লোক যেমন বোকা আমার অন্তরে কুৎসিত বিষয়-লিপ্সা এবং কামাবেশের জন্য ব্যাকুলতা বা বৈরাগ্য কতটুকু উদিত হইয়াছে না হইয়াছে তাহার কিছু মাত্র খোঁজ না রাখিয়া আমার বাহ্য বেশ ও চাঁচাছোলা লম্বা চওড়া শাস্ত্রের ভণিতাই আমাকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা দিয়া থাকে। অবশ্য আমার একটী বিষয়ে একটু জ্ঞান হইয়াছে জানি যে, লোকের মন বুঝিয়া দু'চারটা গোসাঞিদের কথা বলিতে পারিলেই কিছু লোকসংগ্রহ করা যাইবে। তাই আবার ভাবক জুটাইতে মোটেই কষ্ট হয় না।

জগতে ভাল লোক যে নাই তা নহে। আমি আর তাহা বলিতেছি না, তবে আমার মত মর্কটবুদ্ধি লোকের সংখ্যাই অধিক বলিয়া মনে হয়। এবং তাঁহার [illegible] আমার [illegible] দেখিয়া অথচ [illegible] আপনার মঙ্গল-সাধন [illegible] সকলেই বর্ত্তমান [illegible] এ সব [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible] [illegible] বৈরাগী [illegible] [illegible] কপট বৈরাগীর সকল কাপট্য ধরিয়া ফেলিবে।

বাস্তব মহাপুরুষের [illegible] লোকেরও অভাব দেখি না। আমি এত দিন মনে করিতেছিলাম, আমার ভিতরের কথা বুঝি কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার অন্তর বাহিরের সকল কথা জানেন, এমন লোক অনেক আছেন। তাঁহারা আমার কপটতা লোক-সমক্ষে প্রচার করিয়া লোককে সাবধান করিয়া দিতেছেন। আর আমার টিকিয়া থাকা দায়। তাই এখন আমি এক পন্থা অবলম্বন করিয়াছি যে, তাঁহাদের পরমার্থ [illegible] অমিত্র [illegible] বলিতেছি, যাহাতে তাঁহারা আর আমাকে নিন্দা না করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে কি আর সম্ভব হয়? আমি কপটতা ত্যাগ না করিলে তাঁহারা আমার ঐরূপ মৌখিক ভক্তিভাবকে আদৌ গ্রাহ্য করিবেন কেন? তাঁহারা বলেন—

'গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক দেখান' গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
[illegible]
কুটিনাটী ছাড়ি ভজ গোরার চরণ॥"

অনেক কথা [illegible]। [illegible] পরিত্যাগ করা বড় একটা কঠিন কথা নয়, কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা বাঁচাতে যাই, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সময়ে সময়ে তাঁহাদের [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈরাগী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] "আপন কল্যাণের [illegible]"

পন্থা এক, দুই নহে।

(শ্রীপাদ [illegible])

কাল কলি অর্থাৎ বিবাদমান হয়, অতএব আমরাও সময়োপযোগী নীতি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব মহাজন [illegible] সারিয়া তাঁহার বাক্যে সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে দোষ কি? দোষ আর কিছু নহে, কেবল যে [illegible] শরীর পাইয়া থাকিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইয়াছে তাহা ভালরূপেই চলিতে থাকে, তাহা [illegible]। যদি বা কখন কোন সাধু আসিয়া আমাদের [illegible] দেখিয়া একটু [illegible] চেষ্টা করিতে যান, তখন আমরা [illegible] [illegible] তাঁহারই [illegible] আমাদের উপর [illegible] প্রকাশ পায়।

তখন যদি আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কিন্তু একটা কথা—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা, আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি। কিন্তু কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই শব্দত্রয়ের অর্থ আমরা পাই, কর্ম মানে কাজ করা, জ্ঞান মানে জেনে লওয়া, ভক্তি মানে সেবা করা। শাস্ত্রে লিখিত আছে কর্মযোগের উদ্দিষ্ট বিষয় ভুক্তি বা স্বর্গ কি ভোগ, জ্ঞানযোগের উদ্দিষ্ট বস্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান, ভক্তিযোগের উদ্দিষ্ট বিষয় শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ। অতএব কর্ম ও জ্ঞানযোগে ভগবান্ প্রাপ্তির কোন বার্তা নাই।

যে অবস্থায় আমরা ভগবানকে মানি না, বা একটা আলো একটা মন্দ—বিচার করি বা নিজের খেয়াল মত আলাপ দিয়া থাকি, সে অবস্থায় নাম উচ্চ অবস্থা। অতএব সে অবস্থার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আজকাল নানা শিক্ষিত সকলে শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, কাজে কাজেই শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাসহীন। শতকরা ৯৯-৯ জন কৃতবিদ্য পণ্ডিত, কোন একটা শাস্ত্রবাক্য বলিলে কেহই শুনিতে প্রস্তুত নহে, বরং উহা এক কথায় হাস্য-কৌতুকচ্ছলে বলিয়া উড়াইয়া দেন। এখন কর্ম ও জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া আমরা কেন ভগবানের সন্ধান পাইব না, এই বিষয়ের আলোচনা বিষয় এবং এই বাক্যটী শাস্ত্রবাক্য যুক্তি-যুক্ত কিরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারা যায় তাহাই দেখা উচিত। কারণ আজকাল আমরা সব কথায়ই যুক্তি চাই এবং না বুঝিয়া কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি।

ভগবান্ যে কি বস্তু এবং তাঁহার সেবা যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই, অতএব সেবা বা ভক্তি কেবল-মাত্র কর্ম ও জ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রকৃত কোন বিষয় পাইতে পারি কিনা? এ বিষয়ে আমরা যদি আমাদের চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখা যায় যতটা সময়ে অনুভব হইবে, কারণ সেটী ও আমরা খুব অভ্যস্ত। যখন চাকুরি করিতে যাই তখন ত আর অনেক দেখা শুনা দিয়া যাই। কাজ করিবার শক্তিও যথেষ্ট থাকে। তাহাতে অফিসে উপস্থিত হইলে মালিকের আজ্ঞা কার্য্য করিতে পারি না কেন? কেন অফিসের মালিকের কথা প্রতীক্ষা করি? কেন তিনি না আসিলে কাজ দিতে পারি না? কেন তাঁহার আজ্ঞা না পাইলে কাজ করিবার মত কোনও বুদ্ধি থাকে না। এই বিষয় কোন সময়ে আমরা একবার ভাবি না, সেখানে আমরা পর্য্যন্ত দেখিতে পাই তাহাকে বলিয়া দিতে হয় এবং দেখাইয়া দিতে হয় ও উপস্থিত হইয়া দিতে হয়। দেখিয়া শুনিয়া কয়, এ, অর্থাৎ করিয়া পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর মত না বুঝিয়া যোগ দিতে আপত্তি করি না। তবে যদি আমরা কেহ কেহ বলেন, যে লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত যাই, তাহাতে কিছু কাজে লাগে? তখন কর্ম ও জ্ঞান যোগে যোগ কি? কর্ম ও জ্ঞানের দ্বারা ইহাদের সাধন ও মানসিক ও দৈহিক ক্লেশ নিবারণ করিয়া ভগবদ্ রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে চাহিলে শীঘ্র পারিতে হওয়া যাইবে যেমন যিনি যে পরিমাণ শিক্ষিত তিনি সেই পরিমাণ অফিসের কর্ম্মেতে শীঘ্র প্রবিষ্ট হইতে পারেন; তদ্রূপ যিনি সে পরিমাণ কার্য্যে শীঘ্র প্রবিষ্ট হইতে পারেন না, যদি তিনি অনুগত না হইয়া থাকেন সে পাবে না হন। অফিসে চুকিতে হলে যেমন একজন হেডক্লার্কের দরকার তদ্রূপ ভগবদ্ রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলে আচার্য্য অর্থাৎ গুরুর প্রয়োজনীয়,—যিনি যে পরিমাণ সরল ও অনুগত তিনি সে পরিমাণ সত্বর প্রবিষ্ট হইতে পারেন। কর্ম ও জ্ঞানযোগের কোনই প্রয়োজন নাই। আর কর্ম যখন জ্ঞানকে উল্লেখ করে এবং জ্ঞান যখন ভক্তিকে উপেক্ষা করে তখন সে কর্ম ও জ্ঞানের সাহায্য ও বা সেবা বা ভক্তি উপাধি ধারণ করে।

আর মনে করিতে যাইলে যেমন মন্দিরের দ্বার ভাল অপিত কোন পুণ্য বস্তু কিম্বা কর্মচারীর অনুগত হওয়া কার্য্য অধিকার লাভ করিতে হয়, নিজ নিজ কিছু বুঝিয়া যান সুতরাং সেখানে কাহারও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। তদ্রূপ শ্রীভগবানের সম্বন্ধে অবগত হইতে হইলে শুদ্ধ সেবার প্রারম্ভে যে শুদ্ধভক্ত তাঁহার অনুগত হইয়া অর্থাৎ নিজ স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিলে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব একমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শুদ্ধভক্তি লাভ। অন্য পথ নাই।

প্রেমপ্রদীপ

নবম প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২ সংখ্যার পর)

মুক্তাবস্থায় আমরা চিৎস্বরূপ। বদ্ধাবস্থায় আমরা চিৎচিদ্বিলাস স্বরূপ। মুক্তাবস্থায় আমাদের বৈকুণ্ঠরস সেবা। বদ্ধাবস্থায় তাহাই আমাদের অনুসন্ধেয়। সেবা রসত দ্বিধা ভাবে (কিন্তু বিচার সঙ্কোচে) আলোচনীয় হইয়াছে।

সমস্ত চিদ্রসই শান্ত রসময়। সমস্ত রসের মূল পঞ্চবিধ। শান্ত রসই প্রথম রস। উহাতে ভগবৎস্বরূপে নিষ্ঠা, বাহ্যিক বাসনার উপশান্তি, ভগবান্ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না—এই দুইটী ভাব আছে। ব্রহ্মার রূপ শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ বোধ সমাপ্ত হইলেই ঐ রসের উদয় হয়। সনক, সনাতন সনন্দ, সনৎকুমার প্রথমে নির্ব্বিশেষবাদী ছিলেন, পরে ভগবানের প্রতি প্রীতি করিয়া শান্ত রসে মগ্ন হন। শান্ত রসেও অপস্ফুট রূপে স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব লক্ষিত হইবে। শান্ত রসে স্থায়ী ভাবটী চিরকালই রতি স্বরূপে অবস্থিতি করে। পুষ্ট হইয়া প্রেম-স্বরূপ হয় না।

সৌভাগ্য-ক্রমে রস বৃদ্ধি হইলে রসের দ্বিতীয় অবস্থা যে দাস্য রস, তাহার উদয় হয়। উহাতে মমতারূপ একটী সম্বন্ধ শুদ্ধ ভাব মিশ্রিত সম্বন্ধভাবকে পুষ্ট করে। স্থায়ী ভাব যে রতি, তিনি ঐ রসে প্রেম রূপে পুষ্ট হন। তখন ভগবান্ জীবের একমাত্র প্রভু এবং জীব ভগবানের একমাত্র দাস হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

সখ্যই তৃতীয় রস। উহাতে স্থায়ীভাব যে রতি, তিনি প্রেম অবস্থা হইতে উচ্চ হইয়া প্রণয়ত্ব লাভ করত রস হইয়া পড়েন। এই রসে প্রভু দাসগত সম্ভ্রম দূর হয় ও বিশ্বাস বলবান্ হইয়া উঠে।

চতুর্থ রস বাৎসল্য। উহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় অতিক্রম করিয়া স্নেহতা প্রাপ্ত হয়। উহাতে বিশ্বাস সমৃদ্ধ হইয়া বল ধরিয়া পড়ে।

মধুর রসই পঞ্চম রস। উহাতে স্থায়ী ভাব যে রতি, তিনি প্রেম, প্রণয়, স্নেহ অবস্থা অতিক্রম করিয়া মান, ভাব, রাগ, মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হন। উহাতে বল এরূপ বৃদ্ধি হয়, যে পরস্পর এক-চিত্ত এক-প্রাণ হইয়া পড়ে।

এই পঞ্চবিধ রসই বৈকুণ্ঠে আছে। বৈকুণ্ঠের বহিঃপ্রকোষ্ঠ ঐশ্বর্য্যময়। অন্তঃপুর মাধুর্য্যময়। ঐশ্বর্য্যময় অংশে ভগবান্ নারায়ণ চন্দ্র। মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠ দ্বিভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ গোলোক ও বৃন্দাবন।

শান্ত, দাস্য, এই দুইটী রস ঐশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠে সর্ব্বদা মূর্তিমান্। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠে নিত্য বিরাজমান।

যে জীবের যে রসে প্রবৃত্তি, তাহার তাহাতেই বিশ্রাম ও আনন্দ।

নবম প্রভা সমাপ্ত

দশম প্রভা

স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব—এই ভাব চতুষ্টয়ের যোজনা না হইলে রসের উদয় হয় না।

আমরা স্থায়ী ভাবের বিচার করিব। রসোদ্দীপন কার্য্যে যে ভাব মুখ্য রূপে কার্য্য করে, তাহাকে স্থায়ী ভাব বলি। রতিই স্থায়ী ভাব, যেহেতু রতিই আস্বাদ লাভ করিলে রস হয়। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব, উহারা সাহায্য করিয়া রতিকে রস করিয়া তুলে। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব—উহারা কখনই স্বয়ং রস হয় না। রসোদ্দীপনের কারণই বিভাব। রসোদ্দীপনের কার্য্যই অনুভাব। রসোদ্দীপনের সহকারী সঞ্চারী ভাব। অতএব রতিই রসমূল, বিভাব রস হেতু, অনুভাব রস কার্য্য এবং সঞ্চারী ভাব রসের সহকারী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসের সকল প্রকার রসেই এই কয়েকটি অবস্থার ঐক্য আছে।

রতি কি? উত্তর,—স্থায়ী ভাব। কিছুই বুঝা গেল না। শিক্ষা ও উল্লাসময়ী আনুকূল্যাত্মিকা আশ্রয় নাম রতি। আত্মার প্রথম ক্রিয়াই রতি। আত্মা জ্ঞানময়, অতএব জ্ঞানতত্ত্ব তাহার কায়া। আত্মা দ্বিবিধ, চিন্ময়ী রতি ও জড়ময়ী রাগ। চিন্ময়ী রতি পুষ্ট হইলে জ্ঞানাদের সমুদায় ব্যাপার উদ্ভূত হয়। জড়ময়ী আত্মার ব্যক্তি হওয়া রতি হয়। রতির লক্ষণ এই যে উহা আনুকূল্যাত্মিকা, অর্থাৎ ইষ্টসাধনী ভাবময়ী,—উল্লাসময়ী অর্থাৎ ইষ্ট সম্বন্ধে আগ্রহময়ী,—স্পৃহাময়ী অর্থাৎ ইষ্ট বাসনাময়ী। রসের প্রাক্ অবস্থার চেষ্টার প্রথম অঙ্কুরকে রতি বলা যায়। কেহ কেহ রতিকে জ্ঞানচেষ্টার অঙ্কুর বলেন, তাহাতে যাথার্থ্য চরিতার্থতা হয় না, কেন না আত্মার জ্ঞানচেষ্টা ও রসচেষ্টা একত্রিত চেষ্টার অঙ্কুরকে রতি বলা যায়। শুদ্ধ রসচেষ্টার অঙ্কুরের নাম রতি। শুদ্ধ জ্ঞানচেষ্টার অঙ্কুরের নাম সেবা। অন্যান্য ভাবগুলি রতিকে আশ্রয় করিয়া রস দীপন কার্য্যে অবস্থিতি করিতে পারে বলিয়া রতির নাম স্থায়ীভাব। বৈকুণ্ঠ রসে শুদ্ধরতিই স্থায়ীভাব। পার্থিব রসে চিত্তরঞ্জক স্থায়ীভাব। সাধারণ আলঙ্কারিকেরা রতিকে মনোরঞ্জক চিত্তোল্লাসময়ী বলিয়াছেন। পার্থিব রসে ইন্দ্রিয়োল্লাসময়ী রতিকে স্থায়ী ভাব বলিতে পারা যায়।

শান্ত দাস্যাদি, পঞ্চ রসের কোন রসস্ত ভাবনার হইয়া মাত্র শুদ্ধ রতির ব্যক্তি হয় ক্রমশঃ দীপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, মান, রতি, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব হইয়া উঠে। রতির পুষ্টির সহিত উচিত রসের পুষ্টি হয়।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

কার্পাস শুল্ক

ভারতীয় কার্পাস শুল্ক বিষয়ে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার উত্তর প্রদান উপলক্ষে মিঃ বেনের্ উড বেন বলেন, গ্রেট বৃটেন হইতে যে সকল পণ্য প্রেরিত হয়, তাহার শুল্ক সম্বন্ধে সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি কখনও কোন প্রস্তাব করেন নাই। ঐ প্রস্তাবের উৎপত্তি ভারতবর্ষেই হইয়াছিল।

ভারতীয় ব্যোম পল্টন

ভারতীয় ব্যোম সৈন্য সম্বন্ধে মেজর ডি গ্রেহাম পোল যে প্রশ্ন করেন, তদুত্তরে মিঃ ওয়েজউড বেন বলেন, গত অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে ছয় জন ভারতীয় যুবা উল্লিখিত সৈন্যদলে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। একটি স্বতন্ত্র ভারতীয় ব্যোম পল্টন সংগঠনের জন্য ভারত সরকারের প্রস্তাব অচিরে পাইবার প্রত্যাশায় আছেন।

গুণ্ডা গ্রেপ্তার
পিস্তল ও টোটা প্রাপ্তি

গত বুধবার অপরাহ্ণে ইন্স্পেক্টার রামচন্দ্র চৌধুরী, পোর্ট পুলিশের ইন্স্পেক্টার এস. কে. রায়ের সাহায্যে খিদিরপুরের সেখ বসিরাৎ জমান নামক এক ব্যক্তিকে ৭ ঘরা একটি অটোম্যাটিক পিস্তল ও ২৪টি টোটা সহ ট্রেঞ্চ সিমন রো ও লোয়ার সারকুলার রোডের মোড়ে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। পুলিশ বহুদিন যাবৎ তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিল। সে স্থানীয় অধিবাসীদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আসিতেছিল। সে রাজ পথে রাহাজানি করিবার উদ্দেশ্যে পিস্তলসহ বাহির হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। আসামীকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

সংবাদপত্র অফিসে খানাতল্লাস

লাহোর, ২৬শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ গত কয় সপ্তাহের মধ্যে 'বীরভারত' আফিসে আজ ৬১ বার খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। পুলিশ উক্ত পত্রের কোনি সংখ্যা লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত সংখ্যার কাগজে রাজদ্রোহ জনক প্রবন্ধ, পদ্য ও ব্যঙ্গচিত্র আছে, পূর্বে যে পলাতক ব্যক্তি হইয়াছিল, সে অদ্য উক্ত তৃতীয় সম্পাদক সাহেব থানা পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তিনি ছুটিতে থাকায় তাহা এতদিন জারী করা যায় নাই।

আইন-অমান্য সম্মেলন

গুজরানওয়ালায় আইন অমান্য সম্মেলনের আয়োজন চলিতেছে। লাহোর হইতে ২৫ জন অমৃতসর হইতে ৫১ জন, ওকারা হইতে ১৫ জন ও শিয়ালকোট হইতে ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক এই সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আসিয়াছেন।

কলিকাতা সত্যাগ্রহীর মুক্তি

শ্রীযুত বিপিনবিহারী নায়েক, হরিনারায়ণ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ তালুকদার ও আর একজন সত্যাগ্রহী কারাবাসী বহরমপুর কারাগারে প্রায়োপবেশন করিয়াছিল। গত বুধবার তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

কেলগ চুক্তি

পাঠকগণ প্রায়ই কেলগ প্যাক্ট, বা চুক্তি সম্বন্ধে রচনা পাঠ করেন। বর্তমান সভ্য জগতে এই চুক্তির কথা সকল শিক্ষিত লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকেরই এ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারণা নাই। সেই জন্য এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

ফ্রাঙ্ক কেলগ আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্। পরে ইনি আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে দূতরূপে প্রেরিত হন। ইনি একজন আমেরিকান ব্যারিষ্টার।

ইনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বজনীন শান্তির প্রস্তাব করিয়া যে চুক্তি করেন তাহাই তাঁহাকে জগতে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সেই মাসে প্যারিসে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তিপত্রে তিনটী কথা আছে।

১। চুক্তি পত্রে স্বাক্ষরকারিগণ তাঁহাদের জাতির নামে স্বীকার করিতেছেন যে তাঁহারা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক বিবাদের প্রশমনোপায় বলিয়া স্বীকার করেন না এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্ক রক্ষণের উপযোগী মনে করেন না।

২। যে কোন প্রকারেরই বিবাদ বিসম্বাদের উদ্ভব হউক না কেন, চুক্তি স্বাক্ষরকারিগণ শান্তি পূর্ণ উপায় ভিন্ন অন্য উপায়ে তাহার মিট মাটের চেষ্টা করিবেন না।

৩। চুক্তি কারিগণ স্ব স্ব রাজ্যের নিয়ম সকল মানিয়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবেন। এবং সমস্ত বিষয় ঠিক হইয়া গেলে একটী নির্দিষ্ট স্থানে চুক্তি পত্র খানি স্থাপিত হইবে। এবং তাহার পর হইতেই এই চুক্তি অনুসারে কার্য্য হইবে।

অন্যান্য শক্তি বর্গ এই চুক্তিতে সহি করিবেন এই আশায় এই চুক্তি পত্র সহির জন্য প্রস্তুত থাকিবে। সমস্ত শক্তিগণই জানিয়া সহির পর ইহা বন্ধ রাখা হইবে।

দেশীয় রাজ্য প্রজা কনফারেন্স
অধিবেশন বন্ধের আদেশ

লাহোর, ২৫শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ—আগামী ২৮শে মার্চ মালেরকোটলা রাজ্যের কোথাও দেশীয় রাজ্য প্রজা কনফারেন্সের অধিবেশন হইবার দিন অবধারিত আছে। উক্ত রাজ্যের আপত্তি উক্ত অধিবেশন যাহাতে না হয় তাহার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত রাজ্যে রাজনৈতিক সভার অধিবেশন নিষেধ করিয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দে যে আদেশ জারি হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বলবৎ আছে। উক্ত কনফারেন্সের সম্পাদক কনফারেন্সের অধিবেশন করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্কল্প উক্ত রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন এবং ঐ বিষয়ে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যের ফল সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন।

এ, বি, আর, দুর্ঘটনার জের
চালক অভিযুক্ত

গত ৫ই অক্টোবর প্রাতে মোহাম্মদী হইতে কমলাপুর স্টেশন গামী ১২৩ নম্বর আপ ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় ১ জন যাত্রী নিহত ও কয়েকজন আহত হওয়ায় উক্ত রেলগাড়ীর চালক আসিয়াছিল. কুমিল্লার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পি. ভট্টাচার্য্যের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ক ধারা (অনবধানতা সহকারে কাজ দ্বারা মানবের প্রাণহানি করা) অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। মামলা চলিতেছে।

বিমান পথ

আজ পৃথিবীতে প্রায় এক লক্ষ মাইল বিমান পথ আছে। দশ বৎসর পূর্বে ইউরোপে মোট তিন হাজার মাইল বিমান পথ ছিল। বর্তমানে ইউরোপে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল বিমান পথ আছে। প্রায় চারি শত সহর বিমান পথের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে। বিমান পথ বলিতে আকাশের যে অংশে নিয়মমত সচরাচর বিমান পোত চলে তাহাই বুঝায়। অন্য পথ বুঝায় না।

ইংলণ্ডের বিমান পোত কোম্পানীকে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ বলে। এই কোম্পানী ১৯২৯ সালের মার্চ মাস হইতে এবং ভারতের মধ্যে পাঁচ হাজার মাইল বিমান পথে নিয়মিত ভাবে বিমান পোত চালান আরম্ভ করিয়াছেন।

আমেরিকার নিউইয়র্ক এবং সানফ্রান্সিস্কোর মধ্যে বিমান পথ অতিক্রম করিতে ২৯ ঘণ্টা লাগে। এখানকার বিমান ট্রেনের টাইম টেবল ও আছে। রেলওয়ে ট্রেনে এই পথ অতিক্রম করিতে চারিদিন লাগে।

আফ্রিকার কায়রো হইতে কেপটাউন পর্য্যন্ত বিমানে মেল যাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। বিলাত হইতে এই পথে ডাক যাইতে নয় দিন মাত্র সময় লাগিবে।

বিলাতে স্বদেশী

এফ, কিংস্লি গ্রিফিথ বলেন, 'বিদেশী দ্রব্যের উপর কর বসাইয়া স্বদেশী দ্রব্যের কাটতি করাই এক-প্রধান মূলনীতি। ইহার প্রথম ফলই স্বদেশী ও বিদেশী, উভয় প্রকার দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি। আমরা এ সমস্ত দ্রব্য খুব কম দরে পাইতেছি তাহার মূল্য এইরূপ উপায়ে বৃদ্ধি করায় ক্রেতাদের বিশেষ অসুবিধা হয়।

" অনেকে বলেন যে বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে উৎপন্নকারীরা অধিক পরিমাণে দ্রব্য প্রস্তুত করিবে এবং তাহার ফলে দর কমিয়া যাইবে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনটী কথা বলিবার আছে :—

১। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে কখনও দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হয় না।

২। স্বদেশী প্রথা অবলম্বন করিবার পূর্বে দেখা উচিত যে বিদেশী দ্রব্যের মূল্য এত কম যে স্বদেশী দ্রব্য কখনও সে দরে বিক্রীত হইতে পারে না।

৩। যদি দেখা যায় যে কোন দ্রব্য বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করিলে বিদেশী দ্রব্যের দরে বিক্রীত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক। রক্ষণনীতি করের কোন প্রয়োজন নাই।"

(ক্রমশঃ)

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্ধের মূল্য ১২্, অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮্।

[illegible] একাদশ সংখ্যা ছাপ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের [illegible] সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] রোড, [illegible]।

২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible],

[illegible] কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। [illegible]—এম, এম, [illegible], কানপুর।

৫। [illegible]—[illegible], নদীয়া

৬। [illegible] আবকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রী[illegible]—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী[illegible] চাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, [illegible]।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় তত্ত্ব-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) [illegible]	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী [illegible]	✓১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	✓১৫
শরণাগতি [illegible]	✓০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রী[illegible] আসন,—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—[illegible] বাজার, কটক।

৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, [illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯-নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।

১৪। শ্রী[illegible],—[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, মালদহ।

১৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১৩ [illegible] রোড, দিল্লী

অতএব না ভজে কৃষ্ণ, দুঃখের কারণ। পুনঃ সেই মায়া পাশে ভুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

আত্ম-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচী সহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর তথা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১, একটাকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতি টীকা সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। বেদের, মতের ও শাস্ত্রের মর্ম্ম কি? ধরেন, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসঙ্গতরূপে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে অনাড়ম্বরভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ২৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্ডবদ্ধ কালীতে ছাপা কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যতত্ত্ব জানিয়া—জীব যখন তাঁর বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যতত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তাহাও সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রকৃত সুখে থাকার ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার দিকে কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজ বা অপর কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাঙ্গালীর কল্যাণের সম্বল; ইহা প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ প্রদায়ক।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২, দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক অভিধান) প্রথম খণ্ড—১, তাঁহাতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় সাধনমূলে মীমাংসা তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩, (৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা ২য় খণ্ড ১, এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় সুলভে পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্সন্দর্ভের আবশ্যক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭০০ ডবল ক্রাউন ১৬পেজী ৩৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

[illegible]

মোহিনীযুক্ত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, প্রস্রাবে শুক্র, মনের ক্ষূর্ত্তি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিকার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১, এক টাকা।

"অপূর্ব্বসঞ্জীবনী বটিকা"

পুরাতন নিবৃত্তির উপর ও অন্ত্রবৃদ্ধি হয় আরোগ্য করিয়া প্রস্রাব পরিষ্কার করে। মূল্য ১ কৌটা ১, টাকা।

"প্রমেহবিনাশিনী বটিকা"

শীঘ্রপতন ও স্বপ্নদোষে এই বটিকা অব্যর্থ ও দ্রুত কাজ করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

২০৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের কোকোনাট আমলা তৈল

আমাদের অরবিন্দ তৈল উৎকৃষ্টতায় সর্ব্বত্র পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাজারে তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে বড়খানি *J. B. Dutta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জালকারকের কবলে ঠকিতে হইবে বিশেষ অনুরোধ করিলাম।

স্বত্বাধিকারী জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

সকল উপসর্গ সহিত জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, কুইনিন, রক্তাল্পতা ইত্যাদির আরোগ্য হয়। ইহা সেবনে প্রতিদিন জ্বর বন্ধ হইয়া রোগী শীঘ্র স্বাস্থ্য লাভ করে এবং এই ঔষধ ব্যবহারে দুর্ব্বলতা দূর হয় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। শিশি ১, বড় ২, টাকা। ডাক্তারখানা এবং কেমিক্যাল কোম্পানী প্রস্তুত। ৫৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঠিকানা— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার [illegible] দিয়া বিদ্যার্থিগণকে [illegible] শিক্ষাদানের [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই [illegible] সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন ও [illegible] কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

● ● ●

আজকাল [illegible] বিশুদ্ধ ও বিলাতী আহার্য্য সেবনে শরীরের [illegible] হইয়া পড়িতেছে। [illegible] এই সকল [illegible] [illegible] বেদনাঞ্জন এক কৌটা [illegible] কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। [illegible] ও [illegible] দিতেও [illegible] কাজ করে। [illegible] এক শিশি ।০ আনা মাত্র [illegible]।

প্রোপ্রাইটার- এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] ইনষ্টিটিউট, [illegible] কলিকাতা।

সকল [illegible] দোকানে ও বড় বড় [illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, [illegible], [illegible] পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], মেহ ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া [illegible] রোগে [illegible] জীবন্মৃত হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক মেডিসিন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার [illegible] প্রমাণ [illegible] পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ঔষধ ডাকমাশুল [illegible] ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, [illegible], যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও [illegible] দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রশাস্ত্রবিদ্‌রা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible], প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ [illegible] হইতে পারে তাহার জন্য ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭২০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ [illegible] মহৌষধ "আ.তঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ [illegible] হইতে—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত [illegible]

বার্ষিক সংস্করণ   Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড } সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী {২৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৬ ২৮শে মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-বক্তৃতা ।০
৫। [illegible] ৷৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্য) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷৷০
৯। [illegible] (মূল) ২৲
১০। বেদান্ত-[illegible] (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীন-দর্পণ ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৷০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড) ৷৷০
২২। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগোদ্রুম-[illegible] ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণকল্পতরু, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও [illegible] একত্রে ৷৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু [illegible] সংস্করণ [illegible] ৷০
২৬। [illegible] ।০
২৭। সংস্কৃত [illegible] ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

বহুজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বহুজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ। পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

[illegible] জ্ঞানের অধীন নহেন,
[illegible] মায়াধীন নহে।
[illegible] অমঙ্গল-প্রা[illegible]
[illegible] শুদ্ধভক্তি হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা -

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালীন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার হ্রাস হয়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

এক দাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] আপনার [illegible] সাবধান [illegible] বাবুন, [illegible] কেন? মূল্য [illegible] আনা [illegible] মারফালীন একটি জ্বর রোগের পক্ষে যথেষ্ট, এমন উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর থাকিলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, উহাতে [illegible] হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডাকমাশুল [illegible] আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্‌স্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক [illegible] উপাদানে খাঁটি [illegible] তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, [illegible], বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] অনুপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই [illegible] পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক [illegible] দূর হইয়া থাকে।

[illegible] স্ত্রী বা পুরুষের [illegible] ভ্রম, অনিদ্রা, [illegible], মেহ, প্রমেহ, প্রদর, [illegible], বাধক, বাতব্যাধি, [illegible], মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একপ [illegible] তৈল যে, [illegible] হয়। যে কোন স্থানে তৈল [illegible] উপর বড় বড় অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, [illegible] নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই চৈত্র শুক্রবার—১৩৩৬

ভজনে আলস্য

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীরূপ রঘুনাথ-প্রমুখ গোস্বামিবৃন্দের চরিত্র বাস্তবিকই অতীব অমানুষিক ও আশ্চর্য্য-জনক। তাঁহারা প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস করিতেন, দিনান্তে চানা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করত নিরন্তর হরিভজনে ব্যাপৃত থাকিতেন, বিন্দুমাত্র কালও বৃথা অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহাদের কঠোর বৈরাগ্য, অনুক্ষণ হরিসেবা প্রভৃতি আলোচনা করিয়া কাহার না বিস্ময় জাগে! বস্তুতঃ ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই, কেন না আমরাও ত নিত্য-সুখের নিমিত্ত, আমাদের শ্রীগুরুবর্গের মুখে নিত্য ভগবানের কথা শুনিয়া পরিশ্রম করিয়া [illegible] করি না বরং বিষয় উপভোগের সময় পুনঃ পুনঃ সেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হই, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম হিসাবে আমরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম করি, তাহা নহে, তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা যখন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আদেশে কোন হরিসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখনই আলস্য আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। তৎকালে আমাদের মনে হয়, কতক্ষণে যেমন তেমন করিয়া কাজটা সমাধা করিয়া ফেলি। হরিসেবা কার্য্যটী যে কোন প্রকারে সমাধা করিয়া নিষ্কৃতিরূপে চিত্ত শান্তির করিতে পারিলেই যেন আমরা একটু শান্তি পাই। আমি সদ্গুরুর আদেশে মধ্যাহ্ন নিয়ম করিয়া হরিনাম করিতে বসি, মনে হয় কতক্ষণে সংখ্যা মালা পূর্ণ হয়। বন্ধু বান্ধবের সহিত আলাপে, তাস পাশা খেলায়, বিবাহ বাসরে নাচ তামাসায় সমস্ত রাত্রি বিনা ক্লেশে কাটিয়া দিয়াছি, কিন্তু এই হরিনামের মালা হাতে লইয়াছি, সেই অবধি অবসাদ আসিয়া জুটিয়াছে, ঘুমের চোটে আর চক্ষু মিলিতে পারি না; কিন্তু সংখ্যা মালা পূর্ণ না করিলে নয়, শ্রীগুরুদেবের [illegible] ভঙ্গ হইবে আর মন সর্ব্বদা [illegible] থাকে, কতক্ষণে শেষ হয়।

এই আলস্যই হরিভজনের প্রধান অন্তরায়, আলস্য চিত্তের বিক্ষেপ ও উদাসীন্য আনয়ন করে। যোগিগণ বলেন—অষ্টাঙ্গ যম নিয়মাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে না পারিলে কোন কালেও সফল হওয়া যায় না, তজ্জন্যই শাস্ত্র যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যোগিগণের এরূপ ধারণা ভ্রম-মূলক। যোগের দ্বারা চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ হয় না বরং যোগ সাধন করিতে গিয়া অনেক সময় সাধককে কঠোর রোগাক্রান্ত হইতে হয়। শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যোগ অনেক সময় নানাপ্রকারে সাধককে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলে। কৃত্রিমভাবে কখনও মনশ্চাঞ্চল্য দূর হইতে পারে না। আমাদের এরূপ চিত্ত-বিক্ষেপের মূল কারণ কি অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে যে মন হইতে পরম্পরায় ও স্বভাবতঃ ভিন্ন আত্মার নিত্য ধর্ম্ম একমাত্র প্রীতি। জড়দেহের এই প্রীতি একমাত্র বিষয় ভোগেই রহিয়া গেছে, যতদিন এইভাবে বিকৃত হইয়া নানাপ্রকার কল্পনা ভিন্ন ভিন্নভাবে লক্ষিত হয়। ঐ প্রীতি যখন অর্থে হয়, তখন উহাকে লোভ বলা যায়, স্ত্রীতে নিয়োগ হইলে আসক্তি বা কামিনী পুত্রে প্রীতি হইলে স্নেহ, উচ্চতর পুরুষে প্রীতি হইলে কৃতজ্ঞতা, অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতি হইলে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ একমাত্র এক প্রীতির বিকৃতাবস্থা মাত্র। শুদ্ধ স্বরূপ জীবের ধর্ম্ম নিত্য থাকে। তখন ঐ ধর্ম্মের একমাত্র বিষয় কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তু। আমাদের প্রীতি সদ্গুরু ও কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুতে লক্ষিত হওয়ায় হরিসেবা-কার্য্যে আমাদের আলস্য, উদাসীন্য ও চিত্ত-বিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা অনেক সময় জগতে বড় পণ্ডিত, লেখক, বক্তা, সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য জগতের সুখ বিলাস বাক্যাঞ্জলি অপচারিত প্রবন্ধ বা বক্তৃতা দ্বারা জগতে প্রচার করি, কখনও উচ্চ সেবাপদ লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করি; কিন্তু আমার প্রীতি নামক নিত্যবস্তুটী তাঁর গুরুবৈষ্ণব ব্যতীত ইতর বস্তুতে প্রযুক্ত হওয়ায় উহা আত্ম-বিক্ষেপ, আলস্য ব্যতীত আর কিছু নহে। শ্রীগুরু পাদপদ্মে প্রীতি থাকায় আমরা তাঁহাদের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও যেরূপ নিজকে ক্লান্ত বোধ করি না, সেইরূপ হরিগুরু-বৈষ্ণবে যাঁহাদের টান বা প্রীতি আছে, তাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত—তাঁহারাও আত্ম সুখে ভুলিতে পারিয়াছেন, হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রসঙ্গে তাঁহারা নিজ সুখ বাসনা ভুলিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা প্রীতির সহিত নিরন্তর সেবা করিয়াও আপনাদিগকে ক্লান্ত মনে করেন না। প্রীতিই ইহার একমাত্র কারণ।

জীবের ভগবৎপ্রীতি স্বাভাবিকী, দুগ্ধে নবনীত নিহিত আছে, কিন্তু মন্থনাদি দ্বারা যেরূপ তাহা লাভ করিতে হয়, তদ্রূপ সাধন-ভক্তির দ্বারা সেইরূপ ঐ প্রীতিকে উদয় করাইতে হয়। নিষ্কপটে সদ্গুরু চরণে প্রপন্ন থাকায় পূর্ব্বক শ্রৌতপথে হরিকীর্ত্তন করিতে থাকিলে অতি অল্প সময়েই আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কৃষ্ণপ্রীতির উদয় হইবে, আলস্য ও অন্যান্য চিত্তবিক্ষেপাদি আপনা হইতে দূরে পলায়ন করিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট সাধন ও স্থাপন যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও হরিসেবায় অলস বা বিক্ষিপ্ত-চিত্ত। আবার কেহ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহারা ভোগময় বা ত্যাগময় রূপে দর্শন করেন এবং মঠ পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের নিমিত্ত ভজনানন্দী উদাসীন বা গোষ্ঠ্যানন্দী নাম আচরণ অনুকরণ করিয়া এখন কি অপ্রকাশ্যপূর্ব্বক প্রদর্শন পূর্ব্বক লোক ঠকান, তাঁহারা কপট [illegible] অন্তর্দ্বন্দ্বী, শুদ্ধ নহেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

মির্জ্জাপুরে মহাপ্রভুর বাণী

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রধান শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব মহা-মহোৎসবান্তে পরমারাধ্য প্রভুপাদের আদেশে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রমোদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, বিদ্যার্ণব-প্রমুখ কতিপয় শ্রীচৈতন্য-মঠের ভক্ত পশ্চিম প্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থে গমন করিয়াছেন।

বিন্ধ্যাচল-পাদস্থিত মির্জ্জাপুর বা প্রাচীন মির্জ্জাপুর শহরে যুক্তপ্রদেশের [illegible] শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুরম্য অট্টালিকায় তাঁহারা অবস্থান করিয়া প্রচারকগণ [illegible] বাণী প্রচার করিতেছেন। বিশুদ্ধ পাঠ কীর্ত্তনে [illegible] কারিণী প্রভুপাদের শুদ্ধ [illegible] পূর্ব্বক যে প্রভু [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন আজ [illegible] ভগবানের বাণী শ্রবণে অতি সন্তুষ্ট হইয়া, সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর আনন্দের সীমা নাই। বহু ভাবুক অর্থ-পিপাসু [illegible] আজ প্রভুর সেবা-প্রচার-প্রসঙ্গে [illegible] সকলের সম্মুখে শ্রীচৈতন্য মঠের কথা প্রচারিত।

প্রভুর সেবা প্রচারের জন্য প্রভুপাদের আশ্রয়। যেখানে কতক প্রভু-পাদের প্রভুপাদ নির্দ্দেশেই পরিভ্রমণে পাইয়া ধর্ম্ম হইতে সদ্গুণ-সেবা-সমৃদ্ধি আছে বহু স্থান প্রায়। সর্ব্বত্র প্রচার করিবে মোর নাম।"—শ্রীগৌর ভগবানের বাণী সর্ব্বত্র প্রচার করিতেই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আবির্ভাব।

রাজগঞ্জের পত্র

রাজগঞ্জ, পোঃ [illegible]
জেলা [illegible] ১৯শে চৈত্র ১৩৩৬।

মহাশয়,

স পূজনীয় শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু,—

আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

গত [illegible] চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় যখন আমি [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছি, এমন সময় [illegible] সংবাদ আসিল যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে কয়েকজন আসিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক [illegible] [illegible] বৈষ্ণবগণ প্রচারার্থ [illegible] আসিয়াছেন। [illegible] তাঁহারা এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

[illegible] রাজগঞ্জ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রচার-উদ্দেশে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী সভা আহ্বান করিয়াছেন। সভা বাবু [illegible] স্বামীজী মহারাজকে [illegible] ও প্রার্থনার অনু-রোধ করেন। [illegible] বহু [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হন। স্বামীজী মহারাজ রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। তিনি "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বক্তৃতার শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে [illegible] পরিতৃপ্ত করেন। [illegible] বহু বহু প্রকার [illegible] কথা বলিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible] কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক জীবের

আত্মিক মঙ্গলের উপযুক্ত আর কোন [illegible] নাই।

পর দিবস শনিবার ৮টা [illegible] চারু বাবুর বাড়ীতে [illegible] একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। [illegible] ঘটিকা পর্য্যন্ত [illegible] আবেদনে স্বামীজি মহারাজ "[illegible] কেন করিব? [illegible] সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি, [illegible] অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া কি লাভ?" এই বিষয় সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বহু [illegible] স্বামীজীর যুক্তিপূর্ণ [illegible] মীমাংসা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হয়েন এবং [illegible] উদ্দেশ্য পূর্ণ [illegible] মনে করেন।

স্বামীজী মহারাজ "[illegible] জীবনি, [illegible]" [illegible] লোকের [illegible] ভাবনা [illegible] মনুষ্য [illegible] সুখ-দুঃখে [illegible] মধ্যে [illegible] ধর্ম্মনিষ্ঠ [illegible] লোকের [illegible] জীবনের মূল কর্তব্য সম্বন্ধে [illegible] শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন। [illegible] জীবনের [illegible] পূর্ণ [illegible] দিয়া [illegible] ছিলেন।

তাহা [illegible] দিবস [illegible] শ্রীপাদ [illegible] হুগলী [illegible] পুরের [illegible] স্বামী [illegible] শ্রীযুক্ত চারু বাবুর [illegible] বাবু [illegible] মহাশয়ের [illegible] আমরা [illegible] অপর দিবস [illegible] দিন [illegible] সভায় বক্তৃতা [illegible] আহ্বান করেন, [illegible] পরম [illegible] উপস্থিত হন। [illegible] এই [illegible] বাবুর [illegible]।

[illegible] বর্ষের পূর্ব্বে [illegible] লোকের [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible] সংবাদ পাইয়া উক্ত রবিবার সন্ধ্যাকাল হইতেই বহু বহু লোক-সমাগম হইতে থাকে এবং স্বামীজী মহারাজের আগমন প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইতে থাকে। স্বামীজী মহারাজ ঐ সভায় [illegible] হইতে ঐ সভা [illegible] পরিপূর্ণ [illegible] অনেককেই [illegible] হইয়াছিল।

ঐ দিন স্বামীজী মহারাজ [illegible] ঘণ্টা কাল ব্যাপী একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। [illegible] বক্তৃতার [illegible] "[illegible] সাক্ষাৎ [illegible] জীবন [illegible]"। পরে [illegible] উক্ত [illegible] মহাশয় [illegible] সময় উপস্থিত [illegible] নিকট [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] ছিলেন।

[illegible] স্বামীজী মহারাজ [illegible] কৃপা করিয়া [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা [illegible] কিছু [illegible] আমার [illegible] দুঃখ [illegible] মনে [illegible] উক্ত [illegible] শ্রীমান [illegible] প্রচার [illegible] কাব্য [illegible] তাঁহার [illegible] স্বামীজী [illegible] আশীর্বাদ [illegible] এইরূপ [illegible] "[illegible] আর সব মিথ্যা" "[illegible] মধ্যে [illegible] মৃত্যুঞ্জয়" [illegible] ঐ [illegible]।

সভাতে উপস্থিত থাকিয়া বড়ই বুঝিতে পারিলাম, যেন এই কথাতে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একটা মহান্ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ সব কথা পূর্ব্বে তাঁহারা কখন শ্রবণ করেন নাই। [illegible] পাঠকের মুখে বহুকাল যাবৎ তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ কথা কেহ তাঁহাদের কখন বলে নাই। স্বামীজী মহারাজ যখন "[illegible] দৈবী হ্যেষা গুণময়ী"—এই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী উদ্ধার করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বলিলেন যে, মনুষ্য আধিভৌতিক [illegible] পূজার দ্বারা [illegible] প্রাপ্ত ও [illegible] হইতে পারে বটে, কিন্তু এই দৈবী মায়ার হাত হইতে যদি [illegible] লাভ করিতে কেহ চায়, তবে হইলে এক শ্রীকৃষ্ণ [illegible] না [illegible] কোন উপায় নাই। এই কথা [illegible] "মামেব" এই "এব" শব্দের দ্বারা [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]।

এরূপ [illegible] অপূর্ব্ব [illegible] ব্যাখ্যা শুনিয়া [illegible] আনন্দিত হয়েন [illegible] ব্যাখ্যা [illegible] নাই এবং [illegible] যে, [illegible] যদি [illegible] "শ্রীকৃষ্ণ" [illegible] ধর্ম [illegible] [illegible] বাবু, [illegible] বাবু [illegible] প্রশংসনীয়। [illegible]—

[illegible]
শ্রী[illegible]

প্রেমপ্রদীপ

[illegible]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩ সংখ্যার পর)

বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে—আশ্রয় ও বিষয়। যাহাতে রতি আছে, তাহাকে আশ্রয় বলি। যাহার প্রতি রতির চেষ্টা, তাহাকে বিষয় বলি। মূল তত্ত্ব এক হইলেও উপাসনা স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। [illegible] উদাহরণ। [illegible] শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য হন। আমরা [illegible] পূর্ব্বক উদাহরণ দিব। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্ত উহাঁরা আলম্বন। ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের যে রতি, তাহার আশ্রয়—কৃষ্ণ ও বিষয়—ভক্ত। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের যে রতি, তাহার বিষয়—কৃষ্ণ ও আশ্রয়—ভক্ত।

[illegible] বিষয়ের যে সমস্ত গুণগণ আছে, তাহাই উদ্দীপন। বিষয়ের যে রূপে [illegible] আকৃষ্ট হয়, তাহাই উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যগর্ভ গুণগণ অনন্ত ও অপার। জীবাত্মা সেই গুণগণে মোহিত হইয়া থাকে। জীবনিষ্ঠ উদ্দীপন সেই সমস্ত গুণকে বলিতে হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র ও কৃষ্ণভক্তের আকৃতি প্রকৃতি গুণগণে আকৃষ্ট হন। সেই সমস্ত গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠ উদ্দীপন। [illegible] সম্বন্ধে বিচারের অবসর।

[illegible] পুরুষ,—[illegible] স্ত্রী। [illegible] এবং [illegible] [illegible] একটী গূঢ় তত্ত্ব আছে [illegible] গূঢ়ভাবে [illegible] শিক্ষা [illegible] সন্নিধান [illegible] অধিকারীর পক্ষে [illegible] অনর্থ [illegible] [illegible] প্রাপ্ত [illegible] [illegible] যদি [illegible] তিনি [illegible] অনধিকারীর [illegible] অতএব আমি সে বিষয় আর অধিক বলিব না। [illegible] উদাহরণে আমি প্রবেশ করিব না। [illegible] বিভাব [illegible] এবং উদ্দীপন [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] ভাবে [illegible]। শ্রীশ্রীচৈতন্য-লীলায় [illegible] বিশেষ রূপে [illegible] হইবেন।

অতএব আলো দুই প্রকার [illegible] আশ্রিত ও [illegible]। কেহ কেহ [illegible] [illegible] বলিয়া বর্ণন করেন। [illegible] একই প্রকার।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

কৃষ্ণনগর দায়রা

পাঠকগণ কৃষ্ণনগর দায়রা জজ মিঃ এস. এন, মোদক, এম, এ, (ক্যান্‌), বি, এ (ক্যান্টাব), আই, সি, এস, বার আটিন মহোদয়ের আদালতে নবদ্বীপের পুলিস মামলা আসামীর বিচারের কথা অবগত আছেন।

সরকার পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য, এম, এ, বি, এল মহাশয় উকিল ছিলেন।

আসামীর পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু মাধব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল. শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল এবং শ্রীযুক্ত বাবু শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল মহাশয় উকিল ছিলেন।

সরকার পক্ষের উক্তি এই যে কুলদা নাম্নী এক বালিকাকে বিবাহের পূর্ব্বে জগৎ পাণ্ডি কয়েকজন দুর্বৃত্ত হরণ করে। এই ব্যাপার মহকুমার সংস্রবে ঘটে। পুলিশ বালিকাকে উদ্ধার করিবার সময় জগৎ গ্রেপ্তারি হয়। জগতের বিরুদ্ধে উক্তাবর জারি এবং তাহার মাল ক্রোক হয়। এই মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী অপহৃতা বালিকাটীকে জগতের কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধব পুনরায় অপহরণ করিয়া নবদ্বীপে চালান দেয়। তাহাদের আশা ছিল যে এইরূপে পুলিস মোকদ্দমা নষ্ট করিবে।

নবদ্বীপে কুলদা নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে বালিকাকে রাখিয়া তাহারা সরিয়া পড়ে। এই সময় কুলদা এবং পুলিস তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। পরে পুলিস তাহাকে এক পণ্ডিতের গৃহে রাখিয়া দেয় এবং অন্যান্য লোকের সহিত বালিকাটীর অবৈধ সংসর্গের যোগাড় করিয়া দেয়।

নবদ্বীপের ভূতপূর্ব্ব দারোগা শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষ কুমার গুপ্ত বি, এ মহাশয় গুপ্ত সংবাদ পাইয়া বালিকাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন এবং আসামীকে চালান দেন।

আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৩৬৬ ক, ৩৬৮ এবং ৩৭৬ ধারার চার্জ্জ আছে। বালিকার বয়স আন্দাজ চৌদ্দ বৎসর।

কৃষ্ণনগর জেল

কৃষ্ণনগর জেলে যে সকল রাজনৈতিক বন্দী আছেন, তাঁহারা ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহাদিগকে জেলে রাখা হইয়াছে। প্রকাশ যে, তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ারও বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। মিঃ আকন্দার উকিল আমাদের কষ্ট পাইতেছেন। আশা করা যায় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

কৃষ্ণনগরে ডাকাতী

কৃষ্ণনগর চাঁদসড়কে শ্রীযুক্ত কুমার নাথ বাড়ীতে গত ২৩শে মার্চ্চ রাত্রে ১০।১২ জন ডাকাত আসিয়া প্রায় ২৫০০ শত টাকার অর্থাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান চলিতেছে।

মিঃ গান্ধির যাত্রা

লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য মিঃ গান্ধির সদলবলে যাত্রার বিষয় পাঠক অবগত আছেন। তাঁহার ডাকে সঙ্গে সঙ্গে লোক সাড়া দিয়াছে। এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি লোক গ্রামের প্রধান কর্ম্মচারীর পদত্যাগ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকগণও উৎসাহ দেখাইতেছেন কিন্তু মিঃ গান্ধি বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইতে সম্মত নহেন।

কয়েকের সভায় অস্পৃশ্য জাতির জন্য পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করায় মিঃ গান্ধি আপত্তি করেন। অবশেষে সকলেই অস্পৃশ্য জাতীয় লোকের সহিত একত্র স্থান গ্রহণ করেন।

মাদ্রাজের একজন লোক মিঃ গান্ধিকে এক হাজার টাকার একটী তোড়া উপহার দেন। মিঃ গান্ধি ৫ই এপ্রিল জালালপুর পৌঁছিবেন। তাহার পর আইন ভঙ্গ চলিবে।

বাংলায় আইন ভঙ্গ

ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমায় নয় জন পুরুষ এবং ছইজন স্ত্রীলোক বিনা লাইসেন্সে লবণ প্রস্তুত করার জন্য দণ্ডিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে এ আইন ভঙ্গের সহিত বর্ত্তমান আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নাই। এখনও অনেক লোক বিনা লাইসেন্সে লবণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে।

লবণ আইন ভঙ্গ

বাঁকুড়া হইতে এক দল লোক বিনা লাইসেন্সে লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য কাঁথির দিকে যাত্রা করিয়াছেন। আর এক দল লোক খুলনা হইতে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। খুলনার দল কোন্ স্থানে কার্য্য আরম্ভ করিবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ৬ই এপ্রিল তারিখ হইতে লবণ আইন ভঙ্গ পূর্ণমাত্রায় চলিবে। মেদিনীপুরের পাঁচ হাজার লোক এই আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত আছে। উহারা সম্ভবতঃ বাঁকুড়ার দলের সহিত এক যোগে কার্য্য করিবেন।

কলেরা ও বসন্ত

কলিকাতায় এক সপ্তাহে কলেরায় ৭৮ জন এবং বসন্তে ১৩ জন মারা গিয়াছে। বাঁকুড়া এবং নদীয়া জেলায় কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নদীয়া জেলায় কলেরা বা বসন্তের প্রকোপের কথা সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামপুরের নিকট জেলায় শ্রীভগবৎ কৃপায় কলেরা বা অন্য কোন মারাত্মক রোগ দেখা যায় নাই।

বিপ্লব পুস্তিকা

বিহারের কয়েক সভায় দর্শকদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি পুস্তিকা বিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উক্তি ছিল। ভারত সরকার বাহাদুরের নীতির সহিত বিরোধ করিয়া এই পুস্তক রচিত হয়।

খুন

মেদিনীপুরের রাইমনি নাম্নী এক জন স্ত্রীলোককে খুন করার অভিযোগে তাহার স্বামী শ্রীকুমার ঘোষ মাহাত অভিযুক্ত হইয়াছে। একজন স্ত্রীলোক কুমার বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় তাহার বাড়ীর ভিতর গোলমাল শুনিয়া দেখিতে যায়। সে দেখে যে কুমার একটা ভীষণ অস্ত্র লইয়া রাই মনির মাথায় আঘাত করিয়া সেই রক্তাক্ত অস্ত্র হাতে করিয়া বাহির হইতেছে। পরে পাড়ার লোকজন আসিয়া পড়ে। রাই মনিকে হাসপাতালে পাঠান হয়। সে দুই দিন পরে মারা যায়। কুমারকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

বিমানে ডাক

বিলাত হইতে ভারতে যে বিমান ডাক আসিবে তাহা বিলাত হইতে উড়োজাহাজে মধ্য ইউরোপের উপর পর্য্যন্ত আসিবে। সে স্থান হইতে স্যালোনিকায় আনীত হইয়া পুনরায় বায়ুযানে আসিবে এবং সেখান হইতে পারস্য উপসাগর দিয়া ভারতে আসিবে।

বর্ত্তমানে এই ডাক দক্ষিণ ইউরোপ দিয়া আসিতেছে।

দণ্ড

ইংলিশম্যানের বিরুদ্ধে উর্মিলা কম্পানী মেসার্স মানহানির দাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী করিয়া নালিশ করিয়াছেন। হাইকোর্ট হইতে সাড়ে সাত হাজার টাকা ডিক্রী হইয়াছে। ইংলিশম্যানের রিপোর্টার নিকসন সাহেবের নামেও মোকদ্দমা হয়। তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় নাই।

হরতাল

উড়ংগে বড় গন্ডে একটা বড় হাট বসে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হয়। তুচ্ছ রাজনীতির প্রতিবাদ-কল্পে এখানে হরতাল হয়। কোন লোক হাটে আসে নাই।

ডাক্তার-বিভ্রাট

জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিল স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী-প্রাপ্ত ডাক্তারদিগকে আর. এম, সি অনুমোদন করিবে না, তাহার প্রতিবাদের দাবী লইয়া আলোচনা চলিতেছে এবং কিরূপে এই কলের প্রতিকার হইতে পারে তাহার চিন্তা চলিতেছে।

দক্ষিণ মেরু

কয়েকজন ইংরাজ দক্ষিণ মেরু অধিকার করিবার জন্য গিয়াছেন। বরফ বেশী হওয়ায় এবারেও তাঁহারা বহু উৎপীড়িত হইয়া তাঁহারা ফিরিয়াছেন।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫/০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৹/০। প্রত্যেক সাধারণ পক্ষে ৸০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

সম্পূর্ণ সেটের মূল্য ১২, গ্রাহক ও মিশনের পক্ষে ৮,।

৩২ খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ণ সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৭, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রীগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীচাঁপা আশ্রম,—জাগরত গ্রাম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—সেবাকুঞ্জ, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ৩০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, মাথরুণ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১১ হ্যারিসন রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী-ঠাকুর—দেওয়ানগঞ্জ, জলপাইগুড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায়—৭৬।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভৌমিক বণিক—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিহারীমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মণ্ডল বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীনকানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, বানপাস।

'তথাহি অন্তে কৃষ্ণ' জুটায় করো। পুষ্পবেষ্টিত বারা লাগে ভাঁই বাটে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভাক্ত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী মরক্কো বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২॥ দুই টাকা

পকাশিত হইয়াছে

সনাতন সপর্যার বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর [illegible] মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় লোক সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা— ১॥ একটাকা

বাক্‌পুষ্প [illegible] প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] সনাতন [illegible] সম্বন্ধ ও প্রয়োজন [illegible] হইয়াছে। বেদের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? [illegible] বিষয় [illegible] সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম [illegible] আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া [illegible] যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ　প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] ও লীলাভূমি নবদ্বীপ [illegible]। এক নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—[illegible] বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্‌গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

৸০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

[illegible] শরণাগতি [illegible] প্রকারে শরণাগতি [illegible] প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ইহাতে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

গোদ্রুমচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

[illegible] কল্যাণ [illegible] কল্যাণ পাইবে [illegible] এবং কোন [illegible] কল্যাণ [illegible] হইবে, এই সকল কথা [illegible]। এই [illegible] কল্যাণের [illegible]

শ্রীল চক্রবর্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের [illegible] পাঠ, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ [illegible] প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা। উত্তম বাঁধাই ২॥ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই. সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible] বৈষ্ণব [illegible] পরিচয়, [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] (সম্পূর্ণ গ্রন্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১॥ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১॥ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ [illegible] পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামী [illegible] [illegible] প্রতিপাদক গ্রন্থ। [illegible] হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৶০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

[illegible]

গোরক্ষিত

মদন মঞ্জরি

[illegible] চর্ম্মরোগ [illegible] অব্যর্থ [illegible]। মূল্য ৫০ বটী ১॥ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

[illegible] মূল্য [illegible] ১॥ টাকা।

"রসমবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১॥ এক টাকা।

[illegible] নারায়ণজী, কেশবজী
[illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

[illegible] ইহার [illegible] J. B. Datta & Co. নাম [illegible] [illegible]।

[illegible] জে, বি, দত্ত

কেরাম কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible] ম্যালেরিয়ার [illegible] এই [illegible] টাকা [illegible] কলিকাতা।

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] এবং [illegible] বিদ্যার্থিগণকে [illegible] শিক্ষা [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] সকল ছাত্রই [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র [illegible]

[illegible]

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

[illegible]

[illegible]

বেদনাঞ্জন [illegible]

[illegible]

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চট্টোপাধ্যায় এণ্ড ব্রাদার্স

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

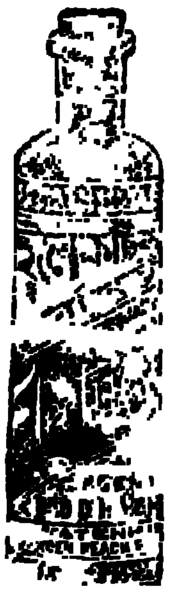

[illegible]

[illegible] ইলেক্ট্রিক [illegible]

[illegible]

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

[illegible] সর্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible]

বিজ্ঞাপন কেন?

[illegible]

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।০

৫ম খণ্ড | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | ১৫[illegible] সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই চৈত্র শনিবার ১৩৩৬ ২৯শে মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্।— শ্লোক সূচী, 'বিবৃতি'-[illegible] সহ [illegible] প্রকাশিত। [illegible] সাধারণ পক্ষে ১৷৷০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। [illegible] (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয় গান ৷৵০
৪। [illegible] ০
৫। [illegible] ৭০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ২৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রী[illegible]-সহ, বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রী[illegible] টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ৷০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীন-[illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷
১৮। নবদ্বীপধাম-[illegible] ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। [illegible] ৫০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রথম খণ্ড) ৷৵০
২২। [illegible] ৷০
২৩। [illegible] ৷০
২৪। [illegible] ৷৵০
২৫। [illegible] ৵০
২৬। [illegible] ৷০
২৭। সংস্কার দীপিকা ৷০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট!!

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ডিপিজে ২৲ দুই টাকা মাত্র
প্রথম প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানফলে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পন্থা।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রদ।
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অন্য প্রাকৃতক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তি নাই

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলিন

চাঁদিক ও প্লীহায়। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলের পরিচালককে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

[illegible]

এজেন্ট—মেসার্স এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্‌স্‌ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও খাঁটি
শিশির দাম ৷৷০ আনা, ডবল ৮০
ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং পৃথক লাগিবে।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটি কাচা কর্পূরাদি তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, নাগেশ্বর, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাগুণযুক্ত দ্রব্য সম্মিলনে প্রস্তুত হওয়ায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে মৃত্যুর অনুরোধক গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

অচিরাৎ সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় দাতুক্ষয় দূষিত রক্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, হস্তপদ জ্বালা, বাধক, অর্দ্ধাঙ্গবায়ু, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আমকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, উহা এরূপ অদ্ভুত ক্রিয়াকারী চমৎকার তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় বড় অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেন্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় স্বার্থপর দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন যাহারা জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই সুখ লাভ হয়।

এজেন্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ ই চৈত্র শনিবার—১৩৩৮

শ্রেয়ঃ কথা

আমরা যথাজ্ঞানাঙ্গগত্যো উপনিষদুক্ত 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ'—এই দুইটী বিষয়ের বিচার না করিয়াই আমাদের মঙ্গলবিকল্পাত্মক মনঃকল্পিত বিচারাবলম্বনে যাহাকে তাহাকে শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ঃ জ্ঞানে যাহা কিছু করিতে যাই, তাহাতেই নানা অনর্থের আবাহন করিয়া বসি। শ্রেয়ঃ অর্থে যাহা আমাদিগকে নিত্য মঙ্গল দান করে, আর 'প্রেয়ঃ' অর্থে যাহা আপাততঃ মঙ্গলদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইলেও পরিণামে অমঙ্গলদায়ক। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও 'আপাতঃ সুখকর' কিন্তু পরিণাম-দুঃখকর প্রেয়ঃ বস্তুটীর বিনিময়ে নিত্যসুখদায়ক শ্রেয়ঃ বস্তুটী হারাইতে চাহেন না। কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি ঐ দুইটীর সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া একটী মুক্তির কারণ,অপরটী বন্ধনের কারণ এইরূপ বিচার করেন। তাহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন। আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধবস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধবস্তুর সংরক্ষণ—এতদুভয়দায়ক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলি-হত জীবের দুঃখহীনতা লক্ষ্য করিয়া জীবশিক্ষার্থে তাঁহার নিত্যযুক্ত প্রিয় পার্ষদ অর্জ্জুনকে প্রেয়োজিজ্ঞাসু করিয়া স্বয়ংই 'শ্রেয়ঃ' উপদেশ করিয়াছেন। অর্জ্জুন কহিতেছেন—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

—হে কৃষ্ণ, এক্ষণে আমি ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত এবং স্বাভাবিক শৌর্য্যত্যাগরূপ কার্পণ্যদোষে অভিভূত; আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই আপনি নিশ্চয় করিয়া উপদেশ দান করুন। আমি আপনার শিষ্য,আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

এস্থলে শ্রেয়োজিজ্ঞাসুর যোগ্যতা সম্বন্ধে গীতার শিক্ষা—"সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শিষ্যত্ব স্বীকার। মনোধর্ম্মী জীবের স্বজ্ঞান দ্বারা শ্রেয়োবিচার-প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। জীবের আত্মসুখসাধন-চেষ্টা ছাড়িয়া কৃষ্ণসুখ-সাধনই একমাত্র কর্ত্তব্য—এই সত্য জানে বলিয়াই কার্পণ্যদোষ।" কৃষ্ণসখ অর্জ্জুন এইরূপে জীবকে শ্রেয়ো জিজ্ঞাসা শিক্ষা দিলে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে এই শ্রেয়ঃসার উপদেশ করিলেন যে—শুদ্ধাভক্তিযোগাবলম্বনে কৃষ্ণভজনই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃসম্বন্ধে জীবের হৃদয়ে পাছে বিন্দুমাত্র সংশয়ের উদয় না হইতে পারে, তজ্জন্য 'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥' এই কথা বলিয়া তাঁহার গীতোক্ত উপদেশ সমূহের সর্ব্বগুহ্যতম সার সিদ্ধান্ত বলিলেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" অর্থাৎ শুদ্ধকৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের আর দ্বিতীয় শ্রেয়ঃ কিছুই নাই। যাঁহারা গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য-স্বরূপ শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্তিযোগাবলম্বনের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠনির্দ্দেশ অনুধাবন না করিয়া জ্ঞান,কর্ম্মাদি যোগসমূহকে 'শ্রেয়ঃ' জ্ঞান করেন,তাঁহারা কৃষ্ণানুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া জানে বা অজানে শ্রেয়ো নিত্যশ্রেয়ঃ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

অপরে কৃষ্ণ তাঁহার ভক্তকে জিজ্ঞাসু করিয়া নিজে উপদেষ্টা হইয়াছেন। এবার কৃষ্ণ নিজেই ভক্তভাবাঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রেয়োজিজ্ঞাসু হইয়া ভক্তমুখ দিয়া শ্রেয়ঃকথা উপদেশ করিতেছেন। আনন্দব্রজনন্দন শ্রীভগবান গৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয় পার্ষদ রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিতেছেন,

রায়!

"শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?"

রায় উত্তর করিতেছেন—

"কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥"

গীতায় কৃষ্ণ 'মামেকং শরণং ব্রজ' বলিয়া,এখানে রামানন্দমুখে সেই কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতির উপায় স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের কোন উপায়ই নাই। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন (আদিপুরাণ বচন—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

—হে পার্থ, যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত বলিয়া বলেন তাঁহারা আমার ভক্ত নহে, কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহাদিগকেই আমি উত্তম ভক্ত বলিয়া মানি। অতএব শ্রীমহাদেবেও ভক্তলক্ষণ বর্ণনে বলিয়াছেন,—মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা—'আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা অধিক বড়।' ভক্তসেবার যে বহু মাহাত্ম্য, তাহা শ্রীভাগবত (৩।৭।২০) বলিয়াছেন—

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥

—যেসেবার প্রভাবে তাঁহারা নিত্য দান করেন, সেই বৈকুণ্ঠপদ যাঁ কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা অনুক্ষণ লাভ করিতে পারেন সর্ব্বদা।

শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গে থাকিয়া যে জীবের ক্লেশের নিবৃত্তি কিছুতেই দূর হইবার নহে, তাহাতে শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

—যাহা কিছু সৎ বা নিত্য নহে, তাহার সঙ্গ অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবের মনের আসক্তি এক একটী করিয়া সমূলে ছেদন করিয়া দেন। সাধুগণ ব্যতীত এরূপ উপকার আর কেহ করিতে পারেন না। কেহ বা মনে করেন ক্ষণিক দুঃখ নিবারণরূপ উপকার অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু আত্মার নিত্য মঙ্গল সাধন রূপ পরম উপকার সাধু ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না। আমরা 'জীবমাত্রেরই আত্মদর্শন করা কর্ত্তব্য' এইরূপ শাস্ত্রীয় উক্তি অনেকের কিছু কিছু শুনি, এবং পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের সময় আবৃত্তিও করিয়া থাকি। কিন্তু কয়জন লোকে নিজে বিষয় নিবেদন করে প্রতিপালন করিতে অনেকেই অভ্যস্ত হইয়া থাকি। একমাত্র সাধুগণই আমাদের একমাত্র পথ-প্রদর্শক। তাঁহারা কৃপা পূর্ব্বক আমাদের মোহরূপা নিদ্রাভঙ্গ করিয়া জাগরণ করেন।

যাঁহারা সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তাকে বহুমানন না করিয়া একটী কৃষ্ণপূজার প্রয়াস করেন, [illegible] [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] করিয়া শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

[illegible]

এ। [illegible]

—[illegible], [illegible] না, [illegible] [illegible], আমার [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিতে পারে না।

[illegible] [illegible] [illegible] সাধু-সঙ্গ। [illegible] জ্ঞানী বা [illegible] [illegible] [illegible] হয়। সাধুসঙ্গ [illegible] [illegible] কল্যাণ [illegible]।

[illegible] এব চ।

[illegible] [illegible]

[illegible])

—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুতরাং [illegible] [illegible] সম্যক [illegible]

শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা

কাল সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, কাল পরিবর্ত্তনের [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] বুদ্ধি, [illegible] প্রভাব এবং [illegible] লক্ষিত হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছে। কিন্তু [illegible] জীবকুলকে [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] নিশ্চয় সমস্যা সাঁচেই।

ভাগবতের শেষে কলির প্রারম্ভে সর্ব-প্রাণীর নষ্ট বুদ্ধির উপক্রম হইলে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণ লোকহিতার্থ সর্বশাস্ত্রসারের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করায় [illegible] ভগবান শ্রীল ব্যাসদেবের প্রকটিত করেন। [illegible] বেদ অবতীর্ণ হওয়া মহাবেদব্যাস-মুনি এবং বেদান্তের সূত্র পরিপূর্ণ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। [illegible] শ্রীব্যাসদেব মহাভারত [illegible] আসার শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদের সার এবং বেদ চতুষ্টয়ের শেষ; [illegible] কথিত হইয়াছে—

বেদাদপি পরং চক্রে পঞ্চমং বেদমুত্তমং।
ভারতং পঞ্চমাঞ্চ পুরাণানাং তথা
পুরাণং ভাগবতং [illegible]
[illegible]॥

যে পর্যালোচনায়, বেদের [illegible] সংকীর্ণ, সুতরাং অপরাধি-নিপুণ সূক্ষ্মজ্ঞান সম্পন্ন কোন [illegible] ব্যক্তিই তাহাদের [illegible] হইবে না জানিয়া কৃপালু শ্রীব্যাসদেব বেদের প্রকৃত অর্থ [illegible] পুরাণাদি সহ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন, কিন্তু আজকাল [illegible] পণ্ডিতম্মন্য [illegible] পুরাণাদি মানিতে চান না। [illegible] সকল [illegible] করিতে পারি না। শাস্ত্র বলেন—

যদি বিদ্যাচ্চতুর্বেদান্ সাঙ্গোপনিষদান্ দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স
[illegible]॥
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।

[illegible]

[illegible]

সর্বশাস্ত্রের মধ্যে [illegible] শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] গীতার স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের এই দুইটী গ্রন্থ অবশ্য আলোচ্য।

এই সর্বশাস্ত্র সারসংগ্রহরূপা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদর সর্বত্র দেখা যায়। আজকাল পাশ্চাত্য-দেশবাসীও আদরের সহিত গীতা অনুশীলন করিতেছেন দেখা যাইতেছে। গীতা—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী সকলের নিকট সমভাবে আদৃত। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ ব্যতীত কেহ গীতার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। অন্যান্য সম্প্রদায় গীতার আদর করিলে [illegible] নিজ নিজ মতবাদের পোষণ করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে গীতার চরণে অপরাধ করিয়া বসিয়াছেন।

[illegible] প্রমাণ স্বরূপ। কিন্তু তাঁহারা শব্দের মুখ্যবৃত্তি ছাড়িয়া গৌণবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ [illegible] করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা [illegible] বেদের অবমাননাকারী। সর্বশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] বলিয়াছেন—

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি হয়ে॥

একারণ শ্রীগৌরাঙ্গ শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব [illegible] গীতাভাষ্য [illegible] নামক একখানি গ্রন্থ রচনা পূর্বক [illegible] প্রকৃত অর্থ প্রচার করিয়া সর্বত্র [illegible] প্রকৃত [illegible] করিয়াছেন। [illegible] টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে শব্দের মুখ্য বা অভিধা বৃত্তির [illegible] গৌণ বা লক্ষণা বৃত্তির [illegible] হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] প্রসিদ্ধ অর্থ [illegible] লক্ষণা বৃত্তির আশ্রয় [illegible], কিন্তু [illegible] লক্ষণা [illegible] স্বীকৃত হইবে? [illegible] নাই, তখন তাহার সীমা কোথায়? [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] প্রকট গৌড়দেশে আবির্ভাব হইল, শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ মায়াবাদিগণ শব্দের লক্ষণা বৃত্তির সাহায্যে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মহাপ্রভু বিমোহিত হইলেও ভক্তগণ বিচলিত হন নাই।

আমরা গীতার বহু সংস্করণ দেখিয়াছি ও পাঠ করিয়াছি; কিন্তু অভিধা-বৃত্তি-যোগে অর্থ কোথাও দেখিতে পাই নাই, একমাত্র গৌড়ীয় মঠ হইতে গীতার বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা-সহ গৌড়ীয় ভাষ্যে মুখ্যার্থের প্রকাশ দেখা যায়, অন্যান্য সকলেই লক্ষণা বৃত্তি-যোগে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতবাদ স্থাপনে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার ব্যাখ্যা কতদূর সমীচীন, তাহা নিরপেক্ষ সুধী-সমাজের বিচার্য্য। অনেক অল্প-শিক্ষিত ব্যক্তি তাহাতে মুগ্ধ হইলেও যৌগী বৃত্তি সংযোগে অর্থ কখনই প্রকৃত অর্থ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

শ্রীভাগবত সর্বশাস্ত্রসার, সর্বজন-সমাদৃত ভগবন্মুখনিঃসৃত বাক্য, সুতরাং ইহার বহুল প্রচার ও অনুক্ষণ আলোচনার উদ্দেশ্যে মুখ্য বৃত্তি-সাহায্যে অর্থের সহিত সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন বিভাগের শ্লোক-গুলি একত্র প্রকাশ করিবার বাসনা করিয়াছি।

প্রেমপ্রদীপ

দশম প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিত ২৪ সংখ্যার পর)

আঙ্গিক অনুভাব ত্রিবিধ।

১। অলঙ্কার। ২। উদ্ভাস্বর ৩। বাচিক।

অলঙ্কার ত্রিবিধ অর্থাৎ ১। অঙ্গজ, ২। অযত্নজ, ৩। স্বভাবজ।

অঙ্গজ অনুভাব তিন প্রকার, :—

ভাব। ২। হাব। ৩। হেলা।

অযত্নজ অনুভাব সপ্ত প্রকার, :—

১। শোভা। ২। কান্তি। ৩। দীপ্তি ৪। মাধুর্য্য। ৫। প্রগল্‌ভতা। ৬। ঔদার্য্য। ৭। ধৈর্য্য।

স্বভাবজ অনুভাব দশ প্রকার, :—

১। লীলা। ২। বিলাস। ৩। বিচ্ছিত্তি। ৪। বিভ্রম। ৫। কিলকিঞ্চিত। ৬। মোট্টায়িত। ৭। কুট্টমিত। ৮। বিব্বোক। ৯। ললিত। ১০। বিকৃত।

এই বড় প্রকার আলঙ্কারিক অনুভাব বর্ণিত হইল। উদ্ভাস্বর পঞ্চপ্রকার; :—

১। বেশ ভূষার শৈথিল্য। ২। গাত্র মোটন। ৩। জৃম্ভা। ৪। ঘ্রাণের ফুল্লত্ব। ৫। নিশ্বাস প্রশ্বাস।

বাচিক অনুভাব দ্বাদশ প্রকার, :—

১। আলাপ। ২। বিলাপ। ৩। সংলাপ। ৪। প্রলাপ। ৫। অনুলাপ। ৬। উপলাপ। ৭। সন্দেশ। ৮। অতিদেশ। ৯। অপদেশ। ১০। উপদেশ। ১১। নির্দ্দেশ। ১২। ব্যপদেশ।

এই সমস্ত আঙ্গিক অনুভাব কথিত হইল। সাত্ত্বিক অনুভাব অষ্টবিধ—

১। স্তম্ভ। ২। স্বেদ। ৩। রোমাঞ্চ। ৪। স্বরভঙ্গ। ৫। বেপথু। ৬। বৈবর্ণ্য। ৭। অশ্রু। ৮। প্রলয়।

অঙ্গ ও সঙ্গ ও যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা বিচার করিয়া না বুঝিলে পূর্ব্বোক্ত বিভাগগুলিকে কখনই স্পষ্ট বোধ হইবে না। সমস্ত অঙ্গের অনিচ্ছাকৃত চিহ্ন। চিত্তের বিক্রিয়াকে সত্ত্ব বলি। তাহাতে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা অঙ্গে সাত্ত্বিক হইলেও তত্ত্বজ্ঞান বিচার পূর্ব্বক ঐ সকল ভাবকে সাত্ত্বিক বিকার বলা যায়। পরন্তু আঙ্গিক ভাব সকল পাত্র অঙ্গে উদিত হইয়া দীপ্ত হয়। সাত্ত্বিক বিকার সকল সত্বে উদিত হয়। আঙ্গিক বিকার সকল অপর অঙ্গে উদিত হয়। বিভাগটী অত্যন্ত সূক্ষ্ম, বুঝিতে কাল বিলম্ব হয়।

এই সম্বন্ধে ব্যভিচারী ও বিভাব বেরূপ হইটী প্রধান পর্ব, তদ্রূপ অনুভাবেরও একটী প্রধান পর্ব্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে, অনুভাব একটী পরম ও রূপ সঞ্চারী ভাবঘটিত একটি পর্ব্ব। তাহারা তেত্রিশটী :—

১। নির্ব্বেদ। ২। বিষাদ। ৩। দৈন্য। ৪। গ্লানি। ৫। শ্রম। ৬। মদ। ৭। গর্ব্ব। ৮। শঙ্কা। ৯। আবেগ। ১০। উন্মাদ। ১১। অপস্মার। ১২। ব্যাধি। ১৩। মোহ। ১৪। মৃতি। ১৫। আলস্য। ১৬। জাড্য। ১৭। ব্রীড়া। ১৮। অবহিত্থা। ১৯। স্মৃতি। [illegible] বিতর্ক। ২১। চিন্তা। ২২। মতি ২৩। ধৃতি। ২৪। হর্ষ। ২৫ ঔৎসুক্য। ২৬। উগ্রতা ২৭। অমর্ষ। ২৮। অসূয়া। ২৯। চাপল্য। ৩০। নিদ্রা। ৩১। সুপ্তি। ৩২। প্রবোধ ৩৩। দশা।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

—•••—

কৃষ্ণনগর দায়রা

কৃষ্ণনগরের অতিরিক্ত দায়রাজজের আদালতে একটী ডাকাতি মোকদ্দমার বিচার চলিতেছে। ৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতেছে। একজন ডাকাত সরকার-পক্ষে সাক্ষী হইয়াছে।

গোয়েন্দা বিভাগের ইন্স্পেক্টার মহাশয়ের নিকট খবর পাইয়া কৃষ্ণনগর হইতে পুলিশ কতক নাকাশীপাড়া থানা দিয়া এবং কতক রেলে করিয়া হরনগরে যায়। হরনগরের কালিপদ নামক ব্যক্তিকে বলে যে, তাহার গৃহে ডাকাতি হইবে। কালিপদ তাহার স্ত্রী এবং কন্যাকে অন্যত্র রাখিয়া রাত্রিতে একজন কনষ্টেবল সঙ্গে করিয়া শয়ন করে। পুলিশের লোক অন্যত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাত্রি প্রায় একটার সময় ডাকাতেরা কালিপদর বাড়ী হানা করে। পুলিশের সহিত ডাকাতদিগের ভয়ানক লড়াই বাধিয়া যায়। একজন ডাকাত মারা পড়ে। তাহারা সকলেই আহত হয়। পুলিশদলের মধ্যেও অনেকে আহত হয়। পরে ডাকাতদিগকে ধরিয়া প্রথমে নাকাশিপাড়া থানায় এবং পরে কৃষ্ণনগরে আনা হয়। ইহাই সরকার পক্ষের উক্তি।

কৃষ্ণনগর দায়রা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, ময়মনসিং হইতে এক অপহৃতা বালিকাকে আটক রাখা, তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করা এবং বালিকাকে অপর পুরুষের সহিত অবৈধ সম্পর্ক করাইবার অভিযোগে নবদ্বীপের শ্রীপুলিন দাস মোহান্ত নামক এক ব্যক্তি দায়রা সোপর্দ্দ হয়।

জিলা সেসন্স জজ মিঃ এস, এন, মোদক, এম, এ, (ক্যান্‌); বি, এ (ক্যান্টাব), আই, সি, এস্; বার য়্যাট ল বাহাদুর অধিকাংশ জুরির সহিত একমত হইয়া আসামীকে একটী অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

এই মোকদ্দমা সম্পর্কে নবদ্বীপ সহরের অনেক কু-অনুষ্ঠানের বিষয় সাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে।

এখানে মঠমন্দির এবং তীর্থ-নিবাসের ছড়াছড়ি। এই সমস্ত মঠমন্দির এবং তীর্থ-নিবাসে নানা কারণে গর্ভবতী স্ত্রীলোকসমূহ আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। গণ্যমান্য অনেকের এই সমস্ত মন্দির ও নিবাসের সহিত সম্পর্ক আছে এবং থাকিবার অত্যন্ত নিগূঢ় কারণও আছে।

কৃষ্ণনগর ফৌজদারী

কৃষ্ণনগরের ছয়জন ছাত্র এবং অপর একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তাহারা একটী সভায় সরকারি রিপোর্টারের কার্য্যে বাধা দিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের ফৌজদারি আদালতে বিচার চলিতেছে।

কৃষ্ণনগর কলেজ

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্থানান্তরিত হইলেন। ঢাকা ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসার মিঃ এ, কে, চন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রগণ গত ২৯শে মার্চ্চ তারিখে একটী সভা করেন, তাহাতে তাঁহারা কলেজ ধর্ম্মঘটের অবসান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াশুনা করিতে বাস্তবিকই ইচ্ছুক; তাঁহারা কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহাদের মনোনীত কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে উক্তপদে রাখা হউক এবং যে সকল ছাত্রকে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হউক। কর্তৃপক্ষ ছাত্র-সমিতিকে এই সমস্ত বিষয়-সম্বন্ধে মত জ্ঞাপন করিলে আগামী ৩রা এপ্রিল তারিখে ছাত্রগণ পুনরায় সভা আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

রাস্তায় আলোক

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার আলোকের ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। অনেক রাস্তায় মোটে আলোকের ব্যবস্থা নাই। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগ দিলে সুখের বিষয় হয়।

গোয়াড়ী বিপন্ন

খড়িয়া নদী গোয়াড়ী সহরের উত্তর দিয়া প্রবাহিত। লাট ব্রিজের নিকট নদী যেরূপ ভাবে দক্ষিণ পাড় ভাঙ্গিয়া গোয়াড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে সহরের ক্ষতি হইতে পারে। এখন হইতে সহর রক্ষা করার ব্যবস্থার দিকে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালয়

গত শনিবার অপরাহ্নে গোয়াড়ী মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ মিঃ এস, এন, মোদক, এম, এ (ক্যান); বি, এ (ক্যান্টাব), আই, সি, এস, বার-য়্যাট্-ল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মিসেস্ মোদকও উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মহীতোষ বিশ্বাস বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল না হওয়ায় সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য আবশ্যক। শিক্ষয়িত্রীগণ অল্প বেতন পান, তথাপি তাঁহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া বালিকাদিগের উন্নতি বিধান করিতেছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় স্থানাভাব হইতেছে; এই কারণে আরও গৃহ নির্ম্মাণ আবশ্যক; সেই জন্য দেড় হাজার টাকার প্রয়োজন। আশা করা যায় স্থানীয় জনসাধারণ এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

গাড়োয়ান-ধর্ম্মঘট

কলিকাতার গাড়োয়ানেরা ধর্ম্মঘট করিয়া পুর্ত্ত কর্ম্মবিভাগের অধিপুর, শিয়ালদহ, হাওড়া ও কোম্পানীবাগান কোর্টে তাহাদের উপর যে জরিমানার আদেশ হয়, তাহা দেন নাই।

ধর্ম্মঘটের কারণ তাহাদের মতে এই যে কলিকাতার পশুক্লেশ-নিবারণী সভার কর্ম্মচারিগণ সামান্য কারণেই তাহাদের উপর অত্যাচার করেন এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে তাহারা মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

সভা

কলিকাতার ওয়েলিংটন পার্কে এবং দেশবন্ধু পার্কে লবণ আইন ভঙ্গ সম্পর্কীয় সভা হয়। প্রথম লবণ-আইন-ভঙ্গ-কার্য্যে যোগদানেচ্ছুগণ কলিকাতার নানা স্থান ঘুরিয়া শোভাযাত্রা করিয়া সভার সময় ওয়েলিংটন পার্কে সমবেত হন। সভায় খুব উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। অনেকে স্বেচ্ছাসেবক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। একজন মুসলমান তাঁহার ১৪ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে নব-নির্ব্বাচিত সৈন্যদলের প্রাইভেট স্বরূপে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন।

লাটে লাটে

বোম্বাইয়ের লাট বাহাদুর হঠাৎ বড় লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী গিয়াছেন। কারণ এখনও জানা যায় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, মিঃ গান্ধির লবণ আইন ভঙ্গের সহিত লাট সাহেবের এই যাত্রার বিশেষ সম্পর্ক আছে।

টেক্স বন্ধ

চম্পারণের অধিবাসিবৃন্দ চৌকিদারী টেক্স প্রদান বন্ধ করিয়াছে। এই ব্যাপার সম্পর্কে আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে মিঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ চম্পারণে আসিবেন।

স্ত্রী পুলিশ

মাদ্রাজ কাউন্সিলে স্ত্রী পুলিশ রাখিবার প্রস্তাব হয়। পুলিশের কার্য্য অত্যন্ত কঠিন এবং তাহাদের এই কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য [illegible] হইবে এই আপত্তি হয়।

মিঃ গান্ধির যাত্রা

মিঃ গান্ধি [illegible] রওনা হইয়া [illegible] গমন করেন। [illegible] করিয়াছেন। সরকারই [illegible] সরকারের [illegible] ও অত্যাচার। [illegible] করা উচিত। [illegible] নাইডু [illegible] মিঃ গান্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। [illegible] করিয়া সেখানে [illegible] এবং সেখান হইতে [illegible] গমন করেন।

[illegible] কোথাও বা পৌর নাম [illegible] বা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা [illegible] তাঁকে যীশুর সহিত তুলনা করিতেছেন।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড ... নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ... সাধারণ পক্ষে ... । ... সাধারণ পক্ষে ... গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ... ।

... সাধারণ ... পক্ষে ৮৲।

... [illegible] ...

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

... প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ... চতুর্থ সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া ... সংস্করণ ... করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ... প্রকাশিত হইয়াছেন। ... ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের ... সংখ্যা মাত্র ... টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ ... পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী... প্রভুর ... কথা জানিবার ... সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ... বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	॥০
একত্রে ... লইলে	১৲
সাধন পথ (... শিক্ষাষ্টক) প্রাকৃত	।০
... লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	৵০
... লইলে	।০
গীতাবলী প্রাকৃত	⁄১০
একত্রে ... লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রাকৃত	⁄০
একত্রে ... লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

শ্রী... শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমানন্দ মঠ,—চাঁপাহাটী, ... পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী... মঠ,—... , ... মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—... নং ... পুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—... , বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—... , ... পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—... , ... পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত ... —... রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত ... গোস্বামী ...—... , কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত ...—১৭।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। ...—... , কানপুর।
৫। ...—... , নদীয়া
৬। শ্রী... দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী...—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী...নাথ ... বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রী... চট্টোপাধ্যায় এ. এম্, এম্, ... ।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ নাহি করে পুনঃ পুনঃ মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, প্রভৃতি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জেলা শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যাবতীয় শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য জীবন ও অবস্থা সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এরূপ সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ - প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুবে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া—জীব, যখন তাঁর বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উত্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০
অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া বরণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা এই গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিস্তৃত সূচি সহ প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সংক্ষিপ্ত অভিধান) বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুদেবালয়সমূহ ও শ্রীমূর্ত্তির ও শ্রীঅবতারের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বর্ণানুসারে তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারি খণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ২৭৫ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ১৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রসিদ্ধ

দন্তমঞ্জরী

দন্তের রোগ ও দাঁত ও মাড়ি ক্ষত, রক্তস্রাব, মুখে দুর্গন্ধ, দন্তক্ষয়, দাঁত নড়া, পুঁজ পড়া প্রভৃতি দন্তরোগ সকল নিঃশেষ আরোগ্য হয়। বল, দাঁত, দেখা পুষ্টি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীনতা ও ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ৩ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীরোগের অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১১৭০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের সুগন্ধি বাদাম তৈল

আসল ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল কিনিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutt & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা প্রতারিত হইবেন।

জে, বি, দত্ত।

কেরাসিন কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন, আয়রণ এবং হর্টিকিল আছে।

এই কেরাসিন কুইনিন দ্বারা চিকিৎসা করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং দশ পনরটী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয় সম্পূর্ণ আরোগ্য করে—মূল্য ২৲, ৪৲ ডাক্তার বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ, লিমিটেড। ২৯৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

... শিক্ষণীয় ... ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ...

সকল ... পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক — ...

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর ... নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা ... এণ্ড ... প্রস্তুত।

... বেদনাঞ্জন ...

... সি, ... এণ্ড কোম্পানী ...

... পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

... ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই ... আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক ... বাঁচিতে ... আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। ... মূল্য ... টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

... কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ... প্রস্তুত হয়। ...

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

...

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

...

অবলাবান্ধব যোগ

...

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

... (Tube-well) ... বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

... পরীক্ষিত ... আয়ুর্বেদ নিকেতন ...

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

Registered No. C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের একমাত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড]　সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী　[২৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই চৈত্র সোমবার ১৩৩৬ ৩১শে মার্চ্চ ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ বলী

১। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্লোক সূচী 'বিবৃতি' সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড গ্রাহক পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-মাধুরী ০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-পাঠ ৷০
৯। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সারার্থ (মায়াবাদীর) ৷০
১১। বৈষ্ণব ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীপ-প্রদর্শন ৵০
১৬। ... (২য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। ... ।
১৮। নবদ্বীপ-... ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। ... ৶০
২১। নবদ্বীপ-... ৶০
২২। শ্রী... ।০
২৩। শ্রী... ।০
২৪। ... নবদ্বীপশতক, ... ।৵০
২৫। ... (পঞ্চম সংস্করণ) ... ৸০
২৬। ... ।০
২৭। ... দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
২৯। ... ৷০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। ... ।০
৩২। গোবর্দ্ধন... ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (... সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
(ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার সেবকই অমঙ্গল-প্রার্থী।
গৌরনামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অন্তরে প্রাকৃতরাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই

দৈনিক শনীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

শারফ্যালেন

টনিক ও সালসা। পথ্যের ... নাই। এক শপেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। "কলেন পরিচায়তে"

... জ্বর পালায়

একমাত্রে জ্বর পালায় ... এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ... আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, ... সাবধান হউন এবং ... আপিসিলিনের একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ ফলকারী এ সব ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর থাকলে বৈকালে সম্পূর্ণ ... না করেন, ত ক্রমে ভাবিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৵০ আনা ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

ডাক্তার ও আর্য্য
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ডিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ পৃথক লাগিবে।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা

শাস্ত্রোক্ত বৈদ্যক উপাদানে খাটি কাঁচা তিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, কেয়া, চন্দন, খসখস, বেল, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাগন্ধ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে উহার অনুপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুঘটিত রোগ, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিবাত, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, উহা এরূপ শক্তিশালী গুণকারী উৎকৃষ্ট তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় বড় অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই চৈত্র সোমবার—১৩৩৭

নিরপেক্ষতা

বর্ত্তমান কলিকালের নিরপেক্ষতা হইতেছে এক নূতন রকমের। কলিকালের নিরপেক্ষগণ বলেন—"আপনারা ধর্ম্ম বা নীতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিতে চান বলুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, তবে যদি কৃষ্ণ রাম গৌর প্রভৃতি নামগুলি বলিবেন না, কেননা ঐ নাম দেশ কাল পাত্রে যখন আবদ্ধ, তখন উহাতে সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা না থাকিয়া পারে না। আমরা ওরূপ সংকীর্ণ ভাব লইয়া পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহ ভালবাসি না।"

নিরপেক্ষাভিমানি ভ্রাতৃগণ! তোমরা আজ হঠাৎ এ কি নূতন কথা বলিয়া ফেলিলে? প্রাচীন কালে কি তোমাদের মত নিরপেক্ষ একজনও মহাজন জন্মগ্রহণ করেন নাই? করিলে ত তাঁহাদের নাম পুরাণ ইতিহাসে দেখিতে পাইতাম! নিরপেক্ষ শব্দের অর্থ তোমরা কি বুঝিয়াছ? নিরপেক্ষ শব্দের প্রকৃত অর্থ—অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া বা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া বাস্তব সত্য কথা বলা। কিন্তু তোমাদের মধ্যে তাহার উল্টা। অবাস্তব সত্যকে তোমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছ, ইহা তোমাদের নিরপেক্ষতার পরিচয় নহে। তোমরা যাহাকে অসংকীর্ণ বলিতেছ, তাহাই সংকীর্ণ। তোমরা একবার ভাল করিয়া বিচার কর দেখি।

আনন্দ বলিয়া একটী বস্তু আছে, তাহা কর্ত্তৃক যাবৎ জগৎ আকৃষ্ট হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। আমরা সাপেক্ষ হই, নিরপেক্ষ হই আমাদের যাবতীয় চেষ্টা এক আনন্দ লাভের নিমিত্ত। আনন্দ বলিয়া যদি কিছু না থাকিত, তাহা হইলে জগৎ অচেতনবৎ নিশ্চেষ্ট থাকিত। সেই আনন্দের ঘন মূর্ত্তি ভগবান্ আনন্দময় স্বরূপ যাহা সর্ব্বচিত্তাকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। ব্রহ্ম সেই ঘনানন্দের অস্ফুট বিকাশ মাত্র সুতরাং তাহা অতি সামান্য। পরমাত্মায় ঐ আনন্দের আংশিক ভাবের প্রকাশ মাত্র। এতদ্ব্যতীত জড় জগতে সেই ঘনানন্দের বিকৃত প্রতিফলন বর্ত্তমান, উহা দুঃখ মিশ্র। অবিমিশ্র আনন্দ জড় জগতে নাই। জড় জগতের নাম যেরূপ দেশ কাল পাত্রে আবদ্ধ, ভগবানের নাম তাদৃশ নহে। তাঁহার নামে রূপে, নামে গুণে, নামে কার্য্যে কোন ভেদ নাই, সংকীর্ণতা নাই। ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা শিব কালী দুর্গা নামগুলি মায়িক গুণ-জাত বলিয়া উহাতে সাম্প্রদায়িকতা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু নাম বলিয়া কৃষ্ণ বলিলে সেই সংকীর্ণতা আসিবে এরূপ তোমাদিগকে কে বলিল? বেদ মহাজনগণ বৈদিক যুগের পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণকে ভজন করিয়া নিরপেক্ষের সুখ লাভ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ পূর্ব্ব মহাজনগণের অনুসরণ করিয়া অবিমিশ্র আনন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত যত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া নিরপেক্ষতার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসরণ করা বাস্তব নিরপেক্ষতা নহে কি? আমরা আমাদের সংকীর্ণ মন দ্বারা যাহা বিচার করি, তাহা সংকীর্ণ বই আর কি হইবে? মহাজনগণের অনুসরণ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ ব্যতীত সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষতা রক্ষা করা যায় না।

ভগবান চিদ্ঘনানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি ক্রমে স্বরূপ, রূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান রূপে অবস্থান করেন। কৃষ্ণরূপই স্বয়ং রূপ। বৃন্দাবন দ্বারকা মথুরা বৈকুণ্ঠ তাঁহারই রূপ-বিস্তার মাত্র। বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে দুই প্রকার জীব এবং জড় জগৎ—সবই কৃষ্ণ। সুতরাং জগতে যাহা কিছু আছে বা পরে হইবে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—সব কৃষ্ণ। আবার কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের সেবক। অতএব অদ্বয়-জ্ঞান-বিচারে কৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় কৃষ্ণনামে সংকীর্ণতা আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত কি অসম্ভব নহে? ব্রহ্ম, পরমাত্মা এমন কি নারায়ণ নামে সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতা আছে, তাহার প্রমাণ আমরা দিয়াছি; কিন্তু কেন সংকীর্ণতা আছে তাহা বলিতেছি। ব্রহ্ম শব্দটী বস্তুর বৃহদ্‌গুণ-বাচক, যাহা হইতে বৃহত্তম আর নাই সেই বস্তু ব্রহ্ম, এক্ষণে এই বস্তুকে ব্রহ্মের মধ্যে আবদ্ধ, দূরভাব মধ্যে [illegible], তবে উহা সংকীর্ণ নহে ত কি? আবার পরমাত্মা অতীব সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আবদ্ধ। নারায়ণ নামটী ঐশ্বর্য্য-দ্যোতক, কেবল ঐশ্বর্য্যে সকল ভাবের সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু কৃষ্ণে কোন ভাবেরই অভাব নাই। সর্ব্বপ্রকার ভাব সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। কৃষ্ণই একমাত্র রস-পঞ্চকের উপাস্য ধন। সুতরাং কৃষ্ণনামে বা ভজনে সংকীর্ণতা আছে, এরূপ বিচার নিজ সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সাপেক্ষতার পরিচয় মাত্র।

কথায় কিছু চিড়ে ভিজে না!

কেবল গল্প করিলে, শাস্ত্র বাক্যের পাণ্ডিত্য দেখাইলে, সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিলে কি ফল হবে? আমরা গৌড়ীয় মঠের ভজন-বিজ্ঞক কার্য্য কিছু দেখিতে পাই না, তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় কেবল পাণ্ডিত্য, তাহা দ্বারা জগতের কি কিছু মঙ্গল হইতে পারে? শুধু কথায় কি চিড়ে ভিজে? কাজে করা চাই।

ভাই কপটীর! প্রথমে যে সব কথা-গুলি বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, সেগুলির কথাগুলির কোন মূল্য নাই, তাহা আমি অল্প কথায় তোমাকে বুঝাইব; কিন্তু তুমি যদি বল আমি বুঝিয়াও বুঝিব না, তবে আর কাহার সাধ্য যে তোমাকে বুঝায়। ভাই কপটীর! মনে কর নদীতে কোন এক ব্যক্তি দৈবক্রমে পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে, এমন সময় তুমি সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে উদ্ধার করিবার পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার কর্ম্মের উপদেশ করিতে লাগিলে, আচ্ছা বল দেখি তোমার ঐ প্রকার উপদেশ নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় ও [illegible] নহে কি? ভবসমুদ্র-নিমগ্ন জগজ্জীবের প্রতি কর্ম্মের উপদেশও সেইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় নহে কি? আমরা সকলেই ভব সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, এখন আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, কাতর-ভাবে একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা ভগবান্‌কে ডাকা, বৈষ্ণবগণ কাতরভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে বলেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং
বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং মাং
বিচিন্তয়॥

"হে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য-দাস, তোমাকে ভুলিয়া এই ভবসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, এ সময় আমার আর কি সাধ্য আছে যে করিব, এখন তুমি অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর। তুমি ব্যতীত এই বিষম ভব-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার শক্তি আর কোন দেবদেবীর নাই। আমরা রাজা মুচুকুন্দের জীবনে দেখিতে পাই যে, তিনি বহুকাল ধরিয়া শিবের উপাসনা করিলে শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলেন এবং অবশেষে রাজাকে সাবধান করিয়া বলিলেন—মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ। অর্থাৎ ভোগপ্রদো বরং মুক্তি-প্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।) তুমি ভিন্ন উদ্ধার-কর্ত্তা আর কেহ নাই।

ভাই কপটীর! তোমার সাম্য, মৈত্রী, দয়া, স্বাধীনতা, স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি কথাগুলি আর কিছু নূতন সৃষ্টি হয় নাই। অনেক অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান। জীবমাত্রেই নিজ নিজ কর্ম্ম-চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু কখনও কি নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন? বরং কখনও, একবার জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখি, দেখিতে পাইবে—

দুঃখ যত কর্ম্মের ফলে তোমার!
না হৈল সুখ [illegible] না।
[illegible]
[illegible]

[illegible] নিজে কর্ম্ম করে কিন্তু তাহাতে সুখ পায় না অথচ উক্ত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তও হয় না, পুনঃ পুনঃ দুঃখ পায়, তবুও তাহার নিবৃত্তি বুঝিতে পারে না। অতএব উহাদের সুখ-প্রাপ্তি কিছু অদ্ভুত নহে। [illegible] ভগবানের [illegible] দোষ [illegible] নিরপেক্ষ [illegible] কথা দ্বারা বল, উপদিষ্ট ভাগবতীয় কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য কি না।

ভাই কপটীর! তোমাকে আর একটী কথা বলি—তুমি যাহাকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া মান্য করিয়াছ, তাহা কর্ম্মই নহে। তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তোমার কর্ম্ম হলে সুশাহিত [illegible] যায়। তোমার ধারণা যদি নির্ব্বাধে [illegible] মানব করা, জগতে [illegible] সম্পদ করা প্রকৃত [illegible]। কিন্তু হায়! [illegible] সুখী হওয়া এবং অপরকে সুখী করা? আচ্ছা যদি তোমার সুখে প্রচুর ধন থাকে, তাহা হইলেই কি তুমি সুখী হইতে পারিবে মনে কর, যদি ভগবান্ অনুকূল না হন? জগতের প্রতি প্রণিধান করিয়া আমরা দেখিয়াছি, কোন ব্যক্তির অতুল সম্পত্তি রহিয়াছে, কিন্তু ভগবান্ তাহাকে এমন এক উৎকট রোগ দিয়াছেন যে, সে দম্প ও উপভোগ করিবার তাহার সামর্থ্য নাই। পৃথিবীর সম্রাট হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ করা যায় না। পৃথিবীর সম্রাট্‌কেও প্রবল রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যা-গত থাকিতে এবং সারাক্ষণ অসহ্যনীয় যন্ত্রণা পাইয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। কেন এরূপ হয়? উঁহার কিসের অভাব? উঁহার সুখে কি দুঃখ নাই কাঁদাইয়া জগতের বান্ধব? তাহা নহে। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের, [illegible] তাঁহাকে 'আমার' বলিয়া আত্মসাৎ করা যায়। ভগবান্ যেদিন যাহাকে দয়া করেন, তাহার

তাহার প্রাণ। [illegible] সকলের [illegible] এই [illegible] নিয়ম। তুমি যে [illegible] নিজকে [illegible] করিয়া [illegible] করিবে, [illegible]

[illegible]

প্রেমপ্রদীপ

দশম প্রভা

(পূর্বপ্রকাশিত [illegible] পর)

এই [illegible] সময়ে [illegible] করে, [illegible] সকলের [illegible] থাকে।

[illegible]

স্বরূপ। যদি একা থাকিলে [illegible] সময় [illegible] হইলেই শেষ। যদি [illegible] হইবার সময় যে প্রকার [illegible] দেখা যায়। [illegible]

আমি আর অধিক বলিতে পারি না। বৈষ্ণব চরণে অশেষ প্রণতিপূর্বক আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বৈষ্ণবগণ পণ্ডিতবাবাজীর অমৃতময় বাক্যে প্রীত হইয়া, সাধু সাধু ধ্বনি করত নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

আনন্দ বাবু ও মহেন্দ্র বাবু বাবাজী মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করত নিতান্ত [illegible] শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য [illegible] বাবাজীর চরণাশ্রয় করিলেন। তাঁহার [illegible] হইতে যাহা লাভ করিলেন, তাহা অত্যন্ত গুপ্ত বলিয়া আর প্রকাশিত হইবে না। মল্লিক মহাশয়ের প্রেমজল [illegible] বিশেষ কষ্ট পাইল। কিন্তু এ-তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

দশম প্রভা সমাপ্ত।

প্রেমপ্রদীপ সম্পূর্ণ।

ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত

গত [illegible] অপরাহ্ণ হইতে 'কালবৈশাখী' আরম্ভ হইয়াছে। ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ, তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে চপলার চাপল্য এবং ঘনঘন [illegible] [illegible]

[illegible]

সেখানকার হইয়া পড়ে। [illegible] শব্দ ও [illegible] অর্গলবিহীন [illegible] ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত [illegible]

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুরে মায়াধিকবাসী [illegible]

নানা কথা

কৃষ্ণনগর কলেজ

প্রকাশ যে, কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রগণের প্রতিনিধি নূতন প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব কুমার চন্দ্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অবগত হন যে অপূর্ব বাবু কাহারও দ্বারা পরিচালিত হইয়া কু-কাজ করিবার পক্ষপাতী নহেন; তিনি গভর্ণমেণ্ট অথবা অন্য কাহারও পরামর্শ শুনিতে বাধ্য নহেন। তিনি বলেন যে, তিনি আসিয়া কলেজ বন্ধ দেখিতেছেন; তাঁহার একমাত্র কর্তব্য কলেজ খুলিয়া দেওয়া। তাঁহার পূর্ববর্তী প্রিন্সিপাল যাহা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে তদন্ত করিতেও তিনি বাধ্য নহেন, তবে তাঁহার নিজের সময়ের কোন কার্য্যের জন্য যাহাতে গোলযোগ না ঘটে তাহা তিনি দেখিবেন এবং যথাসাধ্য শান্তি স্থাপন করিবেন।

তাঁহার মতে যে সকল কারণে ধর্মঘট হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য। গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপার বড় করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়াই [illegible] এই ছাত্র-শিক্ষক সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে।

বাস্তবিকই কলেজ আর বন্ধ রাখা সঙ্গত নহে। ছাত্রদিগের পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আশা করা যায় যে ব্যাপার সংক্ষেপে মিটিবে।

ছাত্র ও শিক্ষক

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল বদলি হইয়াছেন এই সংবাদ পাঠক অবগত আছেন। তিনি বদলি হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক অভিভাবককে পত্রদ্বারা অবগত করেন যে ছাত্রগণ অতীব দুর্বিনীত, অসভ্য ইত্যাদি ইত্যাদি [illegible]।

তাহার মতে ছাত্রগণের পড়াশুনা করিবার ইচ্ছা মোটেই নাই, এই কারণে ধর্মঘট করিয়াছে। তিনি অভিভাবকগণকে অনেক পরামর্শ দিয়া পত্র শেষ করিয়াছেন।

বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে মনোমালিন্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে টেম্পলটন সাহেব শিক্ষা বিভাগে পোলিটিক্স প্রচলন করিয়া ছাত্র এবং শিক্ষকগণের মধ্যে সম্পর্ক কলুষিত করিয়াছেন।

[illegible] অধ্যাপক কামাখ্যা মিত্র [illegible] দোকানে লুকাইয়া ছাত্রগণের কথাবার্তা শুনিয়া সেই কথা প্রিন্সিপাল টেম্পলটনের নিকট বলেন। মিঃ টেম্পলটন ছাত্রদিগকে এইরূপ হীন কার্য্যে উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যখন ছাত্রগণ ধর্মঘট করে, তখন মিঃ টেম্পলটন ছাত্রদিগকে পুলিশের অত্যাচারের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, স্বয়ং ভয়ে প্রথমে লুকাইয়া থাকেন এবং পরে ছাত্রদিগের প্রিয় অধ্যাপকদিগের রক্ষণাবেক্ষণে কোনও রূপে কলেজ হইতে পলায়ন করেন।

এই টেম্পলটন সাহেবই পুলিশের হাতে প্রহৃত বালকের বাড়ীতে যাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন এবং সেই বালকের [illegible] গোলমালের জন্য হিন্দু হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিযুক্ত করেন। হিন্দু হোষ্টেলে বাহিরের লোককে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করেন এবং সেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দ্বারা এমন সব কাজ করাইয়া লন যে ছাত্রদের মনে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মিঃ [illegible] এখনকার প্রিন্সিপাল। তিনি কোনরূপ [illegible] ছাত্রদিগকে [illegible] করেন এবং বাহিরের লোক সরাইয়া প্রফেসর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া ছাত্রদিগের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন প্রস্তাব চলিতেছে। অনেকে আপত্তি করেন যে বর্ত্তমানে অর্থাভাব, এই কারণে এখন পুনর্গঠন কার্য্য স্থগিত রাখা হউক। তাহার উত্তরে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যাহা ভাল তাহা করিতেই হইবে। টাকার অভাব হইলে জন সাধারণ এবং সরকার বাহাদুর কখনও নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। সুতরাং টাকার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিয়া রাখা সমীচীন নহে। পুনর্গঠন কার্য্য হইবে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের বেতন পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত হয়। অধুনা সেই বেতন ছয় শত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে এইরূপ একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্যদের একটী অধিবেশনে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন [illegible] এবং অর্থনীতিবিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপকের সংখ্যা কমাইতে হইবে। অনেকে আপত্তি করেন কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

লাহোর সংবাদ

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিষয় পাঠক অবগত আছেন। যখন আসামী ভগৎসিং প্রভৃতির মুক্ত থাকার [illegible] একটী [illegible] হইয়াছে। আদালতে এক ব্যাপার ঘটে। বাহিরের লোক যাহার আসে। [illegible] আসামী পক্ষ [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে, [illegible] ব্যবস্থা আছে। [illegible] আসামীদের [illegible] বিচার [illegible] আসামীদের [illegible] কাজ।

স্মৃতি বার্ষিকী

কৃষ্ণনগরের বিজ্ঞান কলেজের [illegible] স্মৃতি-বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] সভাপতি ছিলেন। মিঃ পি, সি, রায় প্রমুখ [illegible] বক্তৃতা করেন।

পুরীর আবহাওয়া

পুরী ২৮।৩।৩০

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[illegible] পুরীর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। [illegible] মেঘখণ্ডে আচ্ছন্ন [illegible]। [illegible] কোণার্ক [illegible] সঙ্কোচন [illegible] সচ্চিদানন্দ [illegible] তাঁহাদের [illegible] চরণের [illegible] নিবিষ্ট [illegible] করিতে থাকেন।

আমাদের সঙ্গে [illegible] চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত [illegible] লুকোচুরি খেলা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাদের মধ্যে লুকায়িত থাকিতেন আবার পরক্ষণেই [illegible] নীল [illegible] কৃপায় [illegible] কাজ করিতে থাকিতেন আর [illegible] বলিতেন "দেখ [illegible] আমি [illegible] তোমাদিগকে দেখাইয়া দিলে তোমরা আমাকে [illegible] আমাকে দেখিতে পাও না, [illegible] তাঁহাদের [illegible] কে জানিতে পারে না। [illegible] তাঁহার অনুগৃহীত কোনও লোকের [illegible] উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। [illegible] চেষ্টা [illegible]

[illegible] কৃপায় [illegible] শান্তিপূর্ণ ভগবদ্ভাবে থাকিয়া [illegible] সেবায় নিযুক্ত হন এবং [illegible]।

[illegible] এই কথায় বিশ্বাস না করিয়া [illegible] চেষ্টায় অতি কষ্টে [illegible] পতিত হন।

[illegible] চতুর্দ্দিক [illegible] কোমল [illegible] এবং তাহাদিগকে [illegible] জীবন — একদা [illegible] তোমরা [illegible] তোমার [illegible] ঘুমাইয়া নহে। [illegible] পুরুষোত্তম [illegible] আছি [illegible] বাও, [illegible] আমার [illegible] তোমাদের [illegible] তোমাদের [illegible] চাহিয়া [illegible] এই পুরুষোত্তম [illegible] বিচরণ করিতেছেন। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভু [illegible] তোমাদের নিকট [illegible] যাও। [illegible] তাহা হইতে [illegible] পারিবে। [illegible] সকলই [illegible] বলিয়া।

[illegible] আকাশ [illegible]। উহা [illegible] পরিষ্কার [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]। [illegible] পক্ষে ৮৲। [illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৯৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ [illegible] উপদেশ [illegible]-কথা জানিবার [illegible] সুযোগ উপস্থিত। কটক [illegible] উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] উড়িয়া [illegible] ভিক্ষায় [illegible]।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	॥०
[illegible]	১৲
সাধন পথ ([illegible]) [illegible]	৷৷০
[illegible]	॥०
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
[illegible]	।
শ্রীগীতাবলী [illegible]	৵১০
[illegible]	৵১৫
শরণাগতি [illegible]	/০
[illegible]	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible] (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ [illegible] রোড্, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও
নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ- [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible]—[illegible], [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible]নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ [illegible]—এম, এম, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া
৬। শ্রীরাম[illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible]—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible], ২৪ পরগণা।
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এম, [illegible]।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ [illegible] পুরুষোত্তম [illegible] পাপে [illegible]

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভজন-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বয়নে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

ভজনরহস্য

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, জাতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপসমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-আস্বাদন কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রঙ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। উহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া— কিন্তু যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের শ্রীচরণে তাঁহার কোন ভাবের আবেশময়ী প্রার্থনা হয় ... শ্রীভগবানে সম্যক্‌রূপে রক্ষকত্বে ... প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে বিষয়ক প্রার্থনা প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান ... সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

... প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

... — ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক —৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা প্রকৃত কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সে কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের আকর, যদি ... কল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভাগবতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের রচনা ও বিবরণ, ৫। বৈষ্ণব বিশেষের লৌকিক ও পারমার্থিক আচরণে ব্যবহার্য্য কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারি খণ্ড একত্রে ৩৲ (ডাক খরচ স্বতন্ত্র)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। উহাই বাঙ্গলার অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

রোজেরীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকার ধর্ম্ম ও প্রাকৃতিক ..., ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ... দেহ দুর্ব্বল হয়, ..., স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ... ইত্যাদি বহু বিধ রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। ... দিন ব্যবহারে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব্ব সর্ব্বজ্বরারি মুষ্টি”

পুরাতন ... বেগে ... আরোগ্য করিয়া ... করে। মূল্য ... বোতল ১৲ টাকা।

“রমণীবিলাসিনী বটিকা”

... অতুলনীয়। মূল্য ১০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ, কেশবজী

... রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ... বাদাম তৈল।

আমি ... এবং উপকারিতার ... এক নম্বর।

... যথা ... ভাল ... কাজ ... ইংরাজী ... পাইবেন ...

জো, বি, দত্ত

কুইনিন্‌.

... ম্যালেরিয়ার ... ম্যালেরিয়ার ... আইডিন, বাইকার্ব্বোনেট ... এবং ... আছে।

... ইঞ্জেকসন করিয়া, ... একটী ... ইঞ্জেকসনেই ... সকলপ্রকার ... বন্ধ করে এবং ... আমাদের ... আরোগ্য করিয়া থাকে ... মূল্য ... টাকা

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ... কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] ... করা হইয়াছে। অনেক ... [illegible] ... করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে ... উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শিক্ষণীয় [illegible] ... ছাত্র [illegible] ... সকল ছাত্র [illegible] ... প্রধান অধ্যাপক—

[illegible] শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible]-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা [illegible] এক [illegible] ... গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

[illegible] ... বেদনাঞ্জন [illegible] ... [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

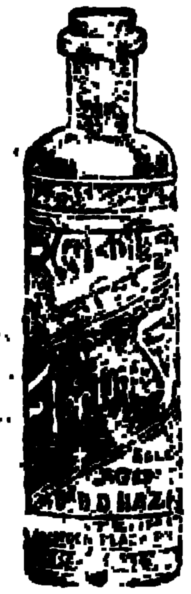

[illegible] ... অদ্ভুত [illegible] ... [illegible] ... ইলেক্ট্রিক [illegible] ... [illegible]।

লোকাল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস.(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় [illegible] শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] ... প্রস্তুত ... [illegible] মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] আমলকী [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় [illegible] প্রস্তুত। [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] ... [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, [illegible] প্রভৃতি [illegible] ও [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) [illegible] ... [illegible]।

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্তার আবিষ্কৃত 'আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, [illegible]নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

দ্বাবীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ১৮ই চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৬ ১লা এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্ — শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী [illegible]	[illegible]	১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৵০
	[illegible]	[illegible]	১৭।	আচার ও আচার্য্য	৷
	৷৵০ [illegible]	৵০	১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]	৫৲	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩।	[illegible]	৷৵০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৷৵০
৪।	[illegible]	০	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৷৵০
৫।	[illegible]	১০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৬।	শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনবদ্বীপ [illegible]	৲	২৩।	শ্রীগৌড়ীয় [illegible] দর্পণ	৷০
	" "	৸০	২৪	[illegible], গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা,	
৭।	গীতা ([illegible])	৷৷০		[illegible] ও মহাজনগীতি [illegible]	৷৵০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ [illegible])	৷৷০	২৫।	[illegible] ([illegible] সংস্করণ) ও অর্চনকণ	৵০
	গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য	৸০	২৬	[illegible]	৷০
৯।	[illegible]		২৭।	[illegible] দীপিকা	৷০
১০।	[illegible]		২৮।	[illegible] (প্রথম খণ্ড)	৩৲
১১।	জৈবধর্ম	২৲	২৯।	[illegible]	৸০
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩১।	[illegible] সম্বাদ	৷০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৵০	৩২।	[illegible]	৸০
১৫।	দীপ-[illegible]	৷৵০	৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
[illegible] কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিষয়ে [illegible]
উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
প্রথম প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান - মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible] অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
[illegible] অমঙ্গল-প্রসূ।
গৌরকথা [illegible] ভক্তি হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি-নাই

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা।—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত জ্বরে

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফ্যালেন

[illegible] পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই [illegible]। [illegible] চৌরঙ্গে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্ব[illegible]

[illegible] তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী [illegible] আর নাই। [illegible]

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] দাম [illegible] শিশি ৮০

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্স্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত [illegible]

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

দাম ও আদি [illegible]

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা

মহর্ষি চরক [illegible] খাটী কাঁচা [illegible] তৈলে মুগনাভি, কস্তুরী, [illegible], চামেলী, বেল, চন্দন, [illegible], বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] সমভাবে [illegible] থাকে। অধিকন্তু এই [illegible] ব্যবহারে মাথাধরা ও দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর করা থাকে।

[illegible] সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের [illegible], জটিল ব্যাধি, [illegible], প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, গর্ভবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, [illegible] তৈল যে, [illegible] লাভ হয়। যে কোন [illegible] তৈল [illegible] উপর [illegible] আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট [illegible] পাল [illegible] নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] ঠকাইতে পারিবে [illegible]।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই চৈত্র মঙ্গলবার—১৩৩৮

আনন্দ-সংবাদ

ইহা একটী বড়ই আনন্দের সংবাদ যে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানতিথিবাসরে আজ জগতের প্রায় সকলেই সমাবৃত হইয়াছে। [illegible] মহাপ্রভুর কথা যেরূপ আগ্রহ সহকারে শুনিতেছেন, তাহাতে মনে হয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই ভবিষ্যবাণী অচিরেই জীবমাত্রের উপলব্ধির বিষয় হইবে। মহাপ্রভুর এই বাণী যে আমাদের প্রায় হতভাগ্য কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট বদ্ধজীবের উপর কত বড় একটা আশীর্ব্বাদ—তাহা যে আমাদের নিকট কত বড় একটা আশার কথা, তাহা একটু ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবার সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, [illegible] সংবাদ দেওয়ার ভাষা আমাদের নাই। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-প্রিয় অসদ্বাদীরা কতকগুলি অসম্প্রদায় স্ব স্ব স্বার্থসাধনোদ্দেশে একদিন গৌরসুন্দরের সৌভাগ্যোদয়ের পথে যে সকল কণ্টক আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, সজ্জনতোষণী, গৌড়ীয় এবং নদীয়াপ্রকাশ আজ সেই সকল কণ্টক দূরে নিক্ষেপ করিয়া জীবের সৌভাগ্য-বর্ত্মের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। নিত্যসিদ্ধ-ভাগবতোত্তমে কৃপারূপ-সূর্য্যকিরণ আপনিই প্রকাশ করিতেছে এবং তৎসঙ্গে অন্ধকারে যে সকল সহজিয়া, অবধূত, কর্ত্তাভজা, নেড়া বাউল, চূড়াধারী, স্মার্ত্ত প্রভৃতি লোক আরোপ করিয়াছিল, তাহারাও একে একে সকলেই পলায়ন-পর হইয়াছে। [illegible] আর অস্তিত্বের প্রশ্রয় দিতেছেন না, সকলের নিকট-বৈষ্ণবী উজ্জীন হইয়াছে।

সজ্জনতোষণী বা দি হারমোনিষ্ট-পত্রিকা ইংরাজীতে প্রকাশিত হওয়ায় জগতের সমস্ত শিক্ষিত লোকেই আজ মহাপ্রভুর কথা জানিবার অবসর পাইতেছেন। গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ বঙ্গ, হিন্দী এবং উড়িয়ার মধ্যে বহুলভাবে প্রচারিত হইতেছে। পাঠকগণ জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বহু উৎকল এবং বিহারবাসী কেবলমাত্র মহাপ্রভুর কথা জানিবার জন্য বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতেছেন। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, সুরাট এবং গুজরাট প্রদেশের বহুলোক হারমোনিষ্টের গ্রাহক হইয়াও তাঁহারা বঙ্গভাষায় মহাপ্রভুর কথামৃত আস্বাদনের জন্য বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতেছেন। উত্তর পশ্চিম ভারতের অনেক লোক হিন্দী ও বাংলা ভাষায় মহাপ্রভুর কথা জানিতেছেন। হিন্দী ভাষীগণ যাহাতে মহাপ্রভুর কথা জানিতে পারেন তাহার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। অধুনা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রতিষ্ঠিত প্রচারকবর্গ হিন্দী, উর্দ্দু, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতামুখে মহাপ্রভুর কথা বহুল ভাবে প্রচার করিতেছেন।

পূর্ব্বে 'গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের ভাষা বুঝিতে পারি না' বলিয়া অনেকেই উহার পাঠক হইবার আপত্তি জানাইতেন; কিন্তু আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বর্ত্তমানে সেরূপ আপত্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে, গ্রাহক-সংখ্যাও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশকে নিত্যপাঠ্য করিয়াছেন, এমন সহস্র সহস্র লোক আছেন।

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের ভাষা বুঝিতে না পারিবার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, লোকে এখন পরমার্থালোচনা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। গীতা ভাগবতাদি গ্রন্থ সদ্গুরুমুখে শ্রবণ [illegible] একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং লোকেরা তাঁহাদের বাইবেল আমাদের দেশের স্কুলকলেজসমূহে নিত্যপাঠ্য করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের কোন সদ্গ্রন্থের সেরূপ পঠন পাঠন একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ছেলেবেলা হইতে আমাদের মনে যে সব সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়া যায়, সেটা বড় প্রাপ্তির পরে সেন আর কিছুতেই যাইতে চাহে না। বিদ্যাকে কেবল অর্থকরী করিয়া লইলে তাহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হয়। কেহ একেবারে নাস্তিক, কেহ বা ধর্ম্ম করিয়া ঈশ্বর বিশ্বাস করিলেও ঈশ্বরারাধনার অনুকূল সদ্গুরুপাদাশ্রয়, গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুমুখে শাস্ত্র-শ্রবণ, গুরুসেবা প্রভৃতি একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের ভাষা একটা অদ্ভুত ভাষা বলিয়া মনে না হইবে কেন!

আমাদের বেশ মনে পড়ে, আমরা প্রথমে যখন গৌড়ীয় মঠে আসিয়া অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ, অতীন্দ্রিয় প্রভৃতি শব্দ শুনিতে লাগিলাম, তখন একেবারে অবাক্ হইয়া যাইতে লাগিলাম; কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন—মহাজনগণ যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকল শব্দ ইতর লোকের শব্দ নহে, তাহা পরলোকের শব্দ, তাহাতে ভগবানের শক্তি নিহিত। সেই সকল শব্দের যত অধিক ব্যবহার হইবে, ততই আমাদের অমঙ্গল দূর হইবে, হৃদয় পবিত্র হইবে। সুতরাং কঠিন শব্দ বলিয়া—আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়া সেই সকল শব্দের অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাকৃত সাহিত্যে আদর যত বাড়িতে থাকিবে, ততই অপ্রাকৃত-সাহিত্যের পথ পরিষ্কৃত হইবে। অপ্রাকৃত সাহিত্য সাধুসঙ্গে থাকিয়া ভক্তিভাবে সহিত আলোচনা করিলে তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইবে।"

সাধুদের এই কথা শুনিয়া তখন হইতে গৌড়ীয় সাহিত্য আলোচনা করিতে লাগিলাম। গৌড়ীয় যে সকল শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা গীতা, ভাগবত, উপনিষদাদির শব্দ জানিয়া গৌড়ীয়ের প্রতি বড়ই আসক্ত হইয়া পড়িলাম। সুতরাং আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা ভাষার কাঠিন্যের জন্য গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ পাঠে অবহেলা করিবেন না। জগতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে একমাত্র গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশই সমর্থ। ইহা সকলেরই উপলব্ধির বিষয় হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রশ্ন

[নিম্নলিখিত তিনটী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের হস্তে আসিয়াছে। তাহার সদুত্তর ক্রমশঃ পর পর দেওয়া যাইতেছে। —সঃ প্রঃ নঃ]

১। নিত্যকালসেবক বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে "নিতম্বকেশ" এ শব্দটীর অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে শ্রীল চক্রবর্ত্তীর নিম্নোক্ত শ্লোকটী প্রাক মনে হয়।

"মদাঙ্গাদিগণের হৃদিরক্ষা,
এবং বসনবসনাদি কৃষ্ণম্।
জো মাটি জেন বা সদাস্তুর সকলে
কুবে বালো অনিতব্য দেব কৃষ্ণ॥
কবলাতন্ত্র রাসলীলা বস্তুর,
যে দুরে পরেও লোক দেবঃ।
স্থলে ক্রীড়াঃ কোপনঃ সংহতম্,
কেতো চোঙ্ রমী বর্ণঃ ভুজড়জঃ।"

অর্থাৎ ইহা দ্বারা বুঝা যায়, দেবতারা যা পৃথিবীর প্রাণের জন্য যেরূপ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে তিনি নিজ মস্তক হইতে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপাটন করিয়া অর্পণ করিলেন। সেই কেশদ্বয় যদু বংশে রোহিণী ও দেবকী-গর্ভে প্রবেশ করিয়া এবং যথাকালে শুক্লকেশ বলদেবরূপে ও কৃষ্ণকেশ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন।

আবার বিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায়,—

"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ
মহাবলঃ।"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিজ মস্তক হইতে শুক্ল ও কৃষ্ণকেশ উৎপাটন করিলেন। উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে কেশাবতার বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম স্কন্ধে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" উক্তির সহিত সামঞ্জস্য থাকে না।

২। মৎস্য ও বিষ্ণু বৈষ্ণবের মহাপ্রসাদ, ইহা উভয়েই সমানভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি [illegible] ব্রাহ্মণের অপব্যয় প্রার্থনা হইল কেন?

বৈষ্ণব শিরোমণি, শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে নিজমুখে বলিয়াছেন, "বৈষ্ণব নির্বাণী সর্ব্ব সম্মত"। তবে শ্রীল চৈতন্যচরিতামৃতকার সব ও বিপ্রের আবার অন্তঃ-জন্ম গ্রহণ করিতে হইল কেন?

৩। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় অধিকাংশ স্থলেই অদ্বৈতবাদকে সমর্থন করা হইয়াছে। অথচ শ্রীচৈতন্য- [illegible]—

"[illegible] মানিলে তারে [illegible]
[illegible]"

[illegible] সম্ভব হইতে পারে?

বৈষ্ণব দাসানুদাস [illegible]
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
[illegible]
[illegible]

উত্তর

১। মহাপ্রভুর শ্রীমহাভারতের, নির্ণয়কর্ত্তার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের এবং বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্র মাত্র [illegible] উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাসাদি [illegible] বিচার করিলে দেখা যায় যে, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণতম পরমেশ্বর [illegible] নিত্যসিদ্ধ হইয়াছেন। [illegible] শ্রীবেদব্যাসের [illegible] কিছুতেই বা অন্যরূপ হইতে পারে না। তবে মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের কেশাবতারের সম্বন্ধে যে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়, সেই সকল শ্লোক পরম-কারুণিক [illegible] শ্রীবেদব্যাস [illegible] ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার [illegible] শ্রীবলদেবের [illegible] ও সর্ব্বাঙ্গের [illegible] অনুসারে [illegible]

হৃতশক্তিশালী [illegible] জনগণকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত [illegible] করিয়াছেন।

(ক) প্রথমতঃ মহাভারতের শান্তিপর্বে ৩৪১ অধ্যায় ৪৮ শ্লোকে 'কেশ' শব্দ 'অংশু' বা 'জ্যোতিঃ'—এই অর্থে কথিত। যথা,—

'অংশবো যৎ প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ'

(খ) শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] অধ্যায় [illegible]

এই যে, ভগবানের 'সিতকৃষ্ণ কেশ' [illegible] ভগবানের শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ [illegible] বা প্রকাশই সূচিত হইয়াছে; চিকুর কুন্তল বা চুল নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ভগবান বাস্তবিক রূপ বয়ঃপরিণামের দ্বারা আকার হইতেন; কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কেননা ভগবান্ বিগ্রহ নিত্য অপরিণামী বা অবিকারী—তথাপি কালক্ষোভ্য নহেন। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণোক্ত [illegible] [illegible] নহে, [illegible] যে ভাবে পৃথ্বী প্রপীড়িতা হইয়াছিলেন, তাহার অপনোদন-রূপ কার্য্যই 'কেশ'-রূপের [illegible]। অসুর-[illegible] পৃথ্বীর ভারাপনোদন কার্য্য স্বয়ং ভগবান নহে, তাঁহার অংশ প্রকাশ দ্বারাই তাহা করিতে সমর্থ।

(গ) শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু লঘুভাগবতামৃতে পুরাণের [illegible] [illegible] [illegible] যে, স্বয়ংরূপ ভগবান [illegible] কৃষ্ণ [illegible] পুনরায় তাঁহার নিত্য [illegible] অংশ) [illegible] ভগবানের অবতার হইতে পারেন না। [illegible] [illegible] 'কলা' শব্দে 'শিরে [illegible] বিলাসের [illegible]' এবং [illegible] 'কেশ' শব্দে [illegible]। [illegible], তাহাকে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

(ঘ) শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু [illegible] [illegible] ২২ অধ্যায়ের [illegible] ব্যাখ্যা [illegible] [illegible]—"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible],—যে কেশদ্বয়, [illegible] [illegible] [illegible] নিত্যসিদ্ধ শুক্ল [illegible] যে [illegible] ও কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহারা উভয়ে [illegible] অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করিবেন, কিন্তু উহা তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible]।

যাঁহারা 'সিতকৃষ্ণকেশ' শব্দে 'শুক্ল কৃষ্ণকেশ'—এরূপ অর্থ করেন, তাঁহাদের বিচার শুদ্ধ নহে। কেন না, কেশরাশ [illegible] [illegible] অর্থাৎ জরাহীন। তাহাকে আবার [illegible] ভগবান্ নিজ নিত্যকালই কালক্ষোভ্য বিকার ও পরিণাম রহিত। তাঁহার অপ্রাকৃত কেশের শুক্লতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষতঃ তাঁহার কেশ যে শ্বেত-কৃষ্ণ, এরূপ কোন শাস্ত্র-প্রমাণও নাই।

(ঙ) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও নিজকৃত টীকায় উপরিউক্ত গুরুবর্গের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

"[illegible] কেশ, কৃষ্ণ-শব্দে [illegible] [illegible] [illegible]—সিত-কৃষ্ণ-কেশ, তাঁহাদের [illegible] [illegible]) যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ।"

[illegible] [illegible] সর্ব্ব-শক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশের অংশ [illegible] বন্ধুর কেশাবতার রূপ [illegible] [illegible] নাই বা হইতে পারেন না; পরন্তু যে স্থানে 'সিতকৃষ্ণকেশ' শব্দের প্রয়োগ [illegible], সে স্থানেই শুক্লকৃষ্ণ জ্যোতিঃ [illegible] [illegible] অবতার [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণ-জ্যোতিঃ প্রধানতঃ [illegible] [illegible] অবতারের [illegible] করিয়াছেন।

তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০ পঃ ১১১-১১৯ সংখ্যায় বলিয়াছেন—

"[illegible] আর কৃষ্ণ-অবতার।
[illegible] আর বিরুদ্ধ [illegible]॥
[illegible] আদি, সব মায়াময়।
[illegible] [illegible] তৈছে [illegible] হয়॥"

—এই পদে আমরা জানিতে পারি যে, উক্ত চারিটী ঘটনাকে "মায়াময়" অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দিয়াছেন।

[আগামী বারে ২নং প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হইবে।]

মায়াপুরে মহোৎসব

দেড় মাস ব্যাপী প্রদর্শনী

(নবদ্বীপ, ১৯শে চৈত্র, ১৩৩৮ হইতে উদ্ধৃত)

[illegible] [illegible] প্রায় বহু সম্রান্ত [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্য দেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ মায়াপুরে উপস্থিত হওয়া শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন [illegible] [illegible] দেড়মাসকাল সমগ্র [illegible] [illegible] লক্ষ নরনারী এই অপূর্ব্ব প্রদর্শনী দর্শনার্থী হইয়া মায়াপুরে গমন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ হইতে বিশেষ শিক্ষিত এবং সম্রান্ত পুরুষ এবং মহিলাগণও এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর পারমার্থিক বিভাগের অন্তর্গত পারমার্থিক জগতের অদ্ভুত তত্ত্ব-সম্ভার, প্রাচীন চরিত্র পত্র, শিলালিপি, মূর্ত্তি, [illegible] নির্দ্দিষ্ট অদ্ভুত চিত্রপট এবং বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি-সম্বলিত গ্রন্থাগার, নানা প্রকার শিক্ষাপ্রদ আদর্শ অভিনব এবং অপূর্ব্ব হইয়াছিল। [illegible] [illegible] কৃষি-বিভাগ, পশু-চিকিৎসা-বিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগ এবং নদীয়ার কটমিল, ঢাকাই মসলিন, ঢাকাই সোনা, রূপা এবং জহরতের কারুকার্য্য, বিভিন্ন প্রকার শঙ্খ, মুর্শিদাবাদী [illegible], [illegible], প্রভৃতি, [illegible] [illegible] এবং নানাপ্রকার সমস্ত বস্তু, আধুনিক দ্রব্য-সম্ভার, নানাপ্রকার [illegible] ও কারুকার্য্য প্রভৃতিও এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে সঙ্গীত [illegible] [illegible] ও অভিনয় [illegible] [illegible] প্রদর্শনীক্ষেত্রে একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল। মহা সমারোহের সহিত প্রভাত [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুরে গৌরাঙ্গদেবের জন্ম-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ সকলকে [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ [illegible] এবং কীর্ত্তনমুখে সকলকে মহাপ্রভুর শিক্ষা উপদেশ দিয়াছেন। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে বিপুল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী যাত্রীগণকে সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিয়াছিলেন।

কর্ম্মের দৌড়

(শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী)

কর্ম্মী দাদা, আপনি যে জ্ঞান ও ভক্তিকে বিশেষ বাদ দিয়া কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছেন, তাহাতে আমার চিত্ত কিছু ব্যথিত হইতেছে। আমার মনে হয়, আপনার বিচারটি শুদ্ধ নহে। আমি গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতে প্রয়াস পাইব। আপনি কৃপা পূর্ব্বক ধীর চিত্তে একটু অনুধাবন করিয়া যাইবেন।

বদ্ধজীব তাহার স্থূলদেহে অহংবুদ্ধি করিয়া, সেই দেহের সুখের নিমিত্ত, যাহা যাহা কিছু করে, তাহাই কর্ম্ম শব্দ বাচ্য। সেই সকল কর্ম্ম জীব নিজ নিমিত্তে করে বলিয়া, নিজেই তাহাদের ফলভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন :—"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" অর্থাৎ স্থূলদেহে অহংকার-সম্পন্ন ব্যক্তিই কর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া কর্ত্তা সাজিয়া থাকেন এবং নিজ-কৃত কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিতে বাধ্য হন। অহংকার-বিমুক্ত না হইলে জীবে কখনই কর্ম্ম-প্রবাহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্থূলদেহ হইতে আত্মবুদ্ধি বিগত হইলে জীবের আর কর্ম্মবুদ্ধি থাকিতে পারে না।

ভক্তি কর্ম্মাধীন নহে। শাস্ত্র বলেন :—"ভক্তিবৃত্তির বা ক্রিয়া সৈব ভক্তিঃ" অর্থাৎ হরির উদ্দেশ করিয়া যাহা করা যায়, তাহা কর্ম্ম নহে, ভক্তি শব্দ বাচ্য। ভক্তিকে কর্ম্মাধীন মনে করিলে মহা-অপরাধ উপস্থিত হয়। শাস্ত্রপাঠ গঠিত "যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম" এবংবিধ জ্ঞান শাস্ত্রচর্চ্চা কালে ঠিক থাকিতে পারে না।

কর্ম্মের দ্বারা শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না। কর্ম্ম ত্রিবর্গ প্রাপক অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গকে পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ফল কর্ম্মের দ্বারা লভ্য নহে।

এই ত্রিবর্গ অনিত্য। ধর্ম্ম বা পুণ্যার্জ্জিত হইলে পরলোকে স্বর্গসুখ লাভ হয়। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হয়। সুতরাং ধর্ম্ম বা পুণ্য অনিত্য ও হেয়।

অর্থ ও কাম ইহজগতে জীবনকাল পর্য্যন্ত [illegible] [illegible]। জীবন বিগত হইলে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং ইহাদের অনিত্যতা ও হেয়তা উপলব্ধি সকলেই করিতে পারে।

যে কর্ম্মের গতি এইরূপ, তাহা লইয়া আর বড়াই না করাই ভাল। নিজ মনগড়া কর্ম্মের সুখ পরিত্যাগ করত শাস্ত্রে কর্ম্মের যে স্থান কথিত হইয়াছে এবং তাহার ফলাফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিবার যত্ন করুন। তর্ক-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া "কর্ম্মের দৌড়" অবগত হউন। ইতি।

লোহার বরগা কাড়ি
করগেট টিন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাটাতার, হত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

নানা কথা

—•••—

ঝড় ও বজ্রাঘাত

নদীয়া জেলার গত শনি ও রবিবার অপরাহ্ণে ভীষণ ঝড় ও বজ্রপাত হইয়া গিয়াছে। অনেক গাছপালা ও বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। শনিবার কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বজ্রপাত হয়। কেহ আহত হয় নাই।

———

এই দুইদিন বৃষ্টিতে কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ী রাস্তার স্থানে স্থানে জল জমিয়াছিল এবং কাদা হইয়াছিল। এমন কি মিউনিসিপাল আফিসের সামনেও কাদা জল হইয়াছিল। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

গত রবিবার সন্ধ্যায় নবদ্বীপঘাট হইতে গাড়ী ছাড়িয়া সমস্ত রাস্তা থামিতে থামিতে আসিয়া কৃষ্ণনগর রোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া নাকি আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। লাইনের উপর একটী বড় গাছ পড়িয়া গিয়াছিল। যাত্রিগণ রোড ষ্টেশনে নামিয়া হাঁটিয়া পার হন।

———

শ্রীধাম মায়াপুর, শ্মশানঘাটী, বামনপুকুর, বেলপুকুর প্রভৃতি গ্রামে বহু ঘর ও গাছপালা পড়িয়া গিয়াছে।

———

সভা

গত সোমবার অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগরে লবণ আইন অমান্যকারিগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত অতুল সেন-প্রমুখ বক্তৃগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণনগরেও লবণ আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যুবক-সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে।

———

চুরি ডাকাতি

কৃষ্ণনগরে চুরি হয় না বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। অনেকের ধারণা এই যে সেখানে বড় বড় বাড়ী থাকায় চোরেরা চুরি করিবার কিছু পায় না বলিয়াই চুরির সংখ্যা কম।

গোয়াড়ীতে চুরির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। সেখানে লোকের ঘন বসতি এবং বিদেশী লোকের বেশী আমদানি।

স্থানীয় পুলিশ গোয়াড়ীর চুরি বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই সুখের বিষয়।

———

স্থানীয় চাপড়ার ডাকাতির তদন্তে এখনও পুলিশ বিশেষ ব্যস্ত আছেন। আশা করা যায় শীঘ্রই ডাকাতির কিনারা হইবে। সহরে এরূপ ডাকাতি বাস্তবিকই খুব কম হয়।

উৎসব

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব শেষ হইয়াছে।

———

শান্তিপুর সমাচার

শান্তিপুর ১৮ই চৈত্র ১৩৩৬।

নূতন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের স্থানে মাননীয় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভবেশ চন্দ্র রায় মহোদয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা তাঁহাকে স্বাগত অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

———

রাস্তা

রাস্তার এত ধূলা যে, রাস্তায় যাতায়াত অসম্ভব হইল। তাহার উপর গাড়ী ও মটর যাতায়াতে রাস্তা নিরন্তর ধূলায় অন্ধকার। ধূলায় সমস্ত রোগের বীজ নিহিত। অতএব দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে ২।১ মাসের জন্য বিশেষ বিশেষ রাস্তায় জল দেওয়ার বন্দোবস্ত নিতান্ত প্রয়োজন।

———

বক্তৃতা

গত ৯ই চৈত্র রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুল হলে কৃষ্ণনগরের রায় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সান্যাল বাহাদুর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রাতঃকাল বলিয়া তেমন লোক-সমাগম হয় নাই।

উৎসব

আগামী ৩০শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ শান্তিপুর পল্লী প্রেম নিকেতনের উৎসব হইবে। শান্তি নিকেতনের বিশ্ব-ভারতীর অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহোদয় উৎসব উপলক্ষে শান্তিপুরে শুভাগমন করিবেন।

———

ব্যবসায় রক্ষা

বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া স্বদেশী পণ্যদ্রব্য বিদেশী দ্রব্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে দিবার সুবিধা দিবার প্রথা অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের কাপড় যাহাতে কম দামে বিক্রয় হয় এবং ভারতে কাপড়ের ব্যবসায়ের যাহাতে উন্নতি হয় ও বিদেশী কাপড় যাহাতে লোকে অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটী আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ হয়।

তাহার পর প্রস্তাব হয় যে বিলাতী মালের উপর এরূপ ট্যাক্স বসান হইবে না, কেবলমাত্র জাপানী মালের উপর ট্যাক্স বসান হইবে।

এখন এই প্রস্তাব লইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ গোলযোগ চলিতেছে।

মিশরের প্রধান মন্ত্রী

নাহাস পাশা বিলাত গিয়াছেন। তাঁহার সহিত বিলাতের বৈদেশিক মন্ত্রীর কথাবার্তা চলিতেছে।

অস্পৃশ্যতা নিবারণ

কলিকাতার লাট প্রাসাদে লেডি জ্যাকসনের সভাপতিত্বে একটী সভায় অস্পৃশ্যতা নিবারণী সমিতির গঠন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর মহাশয় উহার সর্ব্বপ্রধান উদ্যোক্তা।

সমাজে অস্পৃশ্য জাতির উপর উৎপীড়ন অত্যন্ত বেশী এবং সে সব অত্যাচারের জন্য এই সমস্ত জাতির লোকের সংখ্যাও অধিক। এই অবস্থার উন্নতি করে এই সমিতি গঠিত হইল।

———

বঙ্গে অনৈক্য

বঙ্গদেশে কংগ্রেস পক্ষ হইতে লবণ আইন ভঙ্গের বিপুল চেষ্টা চলিতেছে। তাহা সত্ত্বেও কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মী এবং অন্যান্য লোক মিলিয়া কংগ্রেসের বাহিরে একটী স্বাধীন লবণ আইন ভঙ্গ সভা গঠিত করিয়াছেন। মিঃ গাঙ্গুলি বলেন যে সাধারণ অবস্থায় ইহা আপত্তিকর নহে; তবে কংগ্রেসের অনেক নেতাও এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকায় কংগ্রেসের বাহিরে এইরূপ একটি দলের অস্তিত্ব বাস্তবিকই বিশেষ আশাপ্রদ নহে।

———

মিঃ গান্ধির যাত্রা

মিঃ গান্ধি ক্রমাগতই অগ্রসর হইতেছেন। তিনি যাহাতে কোন গোলযোগ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য জালালপুরে তিনশত সৈনিক পাঠান হইয়াছে।

———

এদিকে বঙ্গদেশেও দলে দলে লবণ আইন ভঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদল সংগৃহীত হইতেছে। কংগ্রেস হইতে লোক এবং অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা চলিতেছে।

———

আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে আইন অমান্য কার্য্য আরম্ভ হইবে। ভারতের নানাস্থানে এই ব্যাপারে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে।

খুন

খুলনা জেলার চিতুলিয়া গ্রামের পাচু নামক এক ব্যক্তি তাহার ভাগিনেয়ের সহিত বাড়ী ফিরিতেছিল। সে যখন নফরের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় সে চীৎকার করিয়া উঠে যে, নফর তাহাকে খুন করিল। পাচুর ভাগিনেয় এবং অন্যান্য লোক আসিয়া দেখে যে পাচুর পেটে সড়কি দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে এবং পাচু সেই স্থানে রক্ত বন্ধ করিবার জন্য হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। কিছু পরে সে মারা যায়।

———

ছবির মামলা

ই, আই, রেলওয়ের গাইড পুস্তকে শ্রীমতী জুলিয়া নাম্নী এক মহিলার ফটো দেওয়ায় তিনি রেলওয়ে এজেন্টের বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকা দাবি দিয়া নালিশ করেন। তাঁহার উক্তি এই যে তিনি পর্দানশীন স্ত্রীলোক। রেলে তাঁহার ছবি দেওয়ায় তাঁহার মানহানি করা হইয়াছে। বিচারে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইয়াছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

[illegible] টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] ছাপা হইয়াছে,

সপ্তদশ স্কন্ধ পর্যন্ত সূচী ছাপা হইয়াছে

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিখ্যাত চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] টাকা [illegible] সংস্করণ [illegible] টাকায় [illegible] করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] টাকায় এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] আর এ সুযোগ পাইবেন না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

ডড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী [illegible] উপস্থিত। কটক [illegible] উড়িয়া-অক্ষরে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে [illegible]।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	।০
[illegible]	১৲
সাধন পথ, ([illegible]) [illegible]	।০
[illegible]	।০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
[illegible]	।০
শ্রীচাবলী [illegible]	৶১০
[illegible]	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	/০
[illegible]	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। [illegible]
২। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] বর্দ্ধমান।
৩। শ্রী[illegible] নদীয়া।
৪। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible] পুরী।
৬। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], বগুড়া।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible]।
১৬। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড, [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible], খুলনা
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]

[illegible] কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ [illegible], কানপুর।
৫। [illegible] নদীয়া
৬। [illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible] নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] পরগণা।
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]।

কৃষ্ণ যথা না ভজে কৃষ্ণ [illegible] নাম করে — পুরুষোত্তম নাম পাপে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার সাহেব উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা - ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। বেদের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

[illegible]

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভজনপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা, অনিত্যবস্তু পর্য্যন্ত—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন প্রকার আবেশময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি ...প্রার্থনাপূর্ণ প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞাত পূর্ব্ব অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার বিরুদ্ধ কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হই, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যাহা সকলকে নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, গ্রন্থ-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট বস্ত্রে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। রেক্সিনে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সংক্ষিপ্ত-বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুস্থানসমূহ ও শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগণ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বৈষ্ণব বিশেষের লোক ও পাত্রের আকারাদিতে বর্ণনা ইত্যাদি। চারি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸/০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (ডাক খরচ স্বতন্ত্র)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় প্রতিখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ ভক্তসাধকদের অবশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। গ্রন্থ অতি সুন্দর কাগজে পুস্তক আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার বয় ও বাজীকরণ, উত্তেজিত শক্তি হ্রাস, এবং যে শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, মেহদোষ, মূত্র সহ শুক্রক্ষরণ প্রভৃতি সকল রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে অবশ্য আরোগ্য করিয়া শক্তি সঞ্চার করে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

... পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ...

প্রধান অধ্যাপক— ...

অধ্যাপক—পণ্ডিত ...

শ্রীধাম মায়াপুর ... (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

বেদনাঞ্জন ...

প্রাপ্তিস্থান— ...

... উপায়

... ইলেক্ট্রিক ...

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা ;

... কলিকাতা।

... পত্র লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট ... আমলকী, ... প্রভৃতি ... উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, ... হৃদরোগ, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও ... রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

... প্রণালীতে ... (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। ... সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ... প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য ... বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান : আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্বল্পতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

... শ্রীহরকান্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ...

ছাবীর সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৮ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৯শে চৈত্র বুধবার ১৩৩৬, ২রা এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	[illegible]	[illegible]	১৬	[illegible]	।৶০
	[illegible]		১৭।	[illegible]	।
	[illegible]	৵০	১৮।	[illegible]	৸০
২।	[illegible]	৫৲	১৯	[illegible]	৶০
৩।	[illegible]	৫০	২০	[illegible]	৶০
৪।	[illegible]	০	২১।	[illegible]	৶০
৫।	[illegible]	১০	২২।	[illegible]	০
৬।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য [illegible]	১৲	২৩।	[illegible]	।০
	” ” ” [illegible]	৸০	২৪।	[illegible]	
৭।	গীতা ([illegible])	১০		[illegible]	।৶০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা [illegible])	১।০	২৫।	[illegible]	৶০
	গীতার কেবল মূল-শ্লোক	৷০	২৬	[illegible]	।০
৯।	[illegible]	২৲	২৭।	[illegible]-দীপিকা	।০
১০।	[illegible] ([illegible])	৷০	২৮।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
১১।	[illegible]	১৲	২৯।	[illegible]	৷০
১২।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	[illegible] শিক্ষা	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩১।	[illegible]	।০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৵০	৩২।	[illegible]	৷০
১৫।	দীপ-[illegible]	৶০	৩৩।	[illegible]	১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রণীত ([illegible])

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

উৎকৃষ্ট (ইং) [illegible] ২৲ দুই টাকা মাত্র।

[illegible]

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible] নহেন।
[illegible]
[illegible] অনন্ত-প্রভু।
[illegible] ভক্তি হয়।
[illegible]

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পরিফলন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধা [illegible] নাই। এক দাগেই প্লীহা [illegible] ধ্বংস হয়। "ফলেন পরিচীয়তে"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্ব[illegible] [illegible]

[illegible] বড় দাগেই প্লীহা পাকে নাই, এমন প্রত্যক্ষ [illegible] নাই। সকালে জ্বর থাকলে বৈকালে সম্পূর্ণ [illegible] থাকে না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০

এজেণ্ট—মেসার্স এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত [illegible] নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲ ভিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক প্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে বকুল, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত [illegible] সমভাবে [illegible] অত্যুৎকৃষ্ট গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকে। ফলতঃ এই [illegible] পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে মাথাধরা ও দৈহিক [illegible] ক্লান্তি দূর হইয়া থাকে।

[illegible] প্রকার স্ত্রী বা পুরুষের কর্ণেন্দ্রিয় [illegible] বধির প্রভৃতি, ব্যাধি, [illegible], [illegible], বায়ু, বাধক, রক্তবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার [illegible] ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible]।

বলা বাহুল্য, [illegible] এরূপ [illegible] তৈল যে, [illegible] [illegible] হয়। যে কোন স্থানে [illegible] উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা ও বটকৃষ্ণ পাল [illegible] তৈল বিক্রয় [illegible] আপনাকে [illegible]। [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible] পাইলেই ধরা [illegible] হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শে চৈত্র বুধবার—১৩৩৬

উত্তর

জয়-বিজয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭ সংখ্যার পর)

২। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় পরম-ভাগবত, তাঁহারা সনকাদি মুনিগণকে ভগবদ্ভবনে বাধা প্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ উৎপাদন করেন এবং তাঁহাদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসুরযোনি প্রাপ্ত হন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।২৯ তম দ্রষ্টব্য)। ক্রমে তিন জন্মে তাঁহারাই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, কুম্ভকর্ণ-রাবণ এবং দন্তবক্র-শিশুপাল রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এস্থলে সংশয় এই যে, ভগবৎপার্ষদ জয় বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কি প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হইল? এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ পূর্ব্ব ও পর মহাজনগণ যেরূপ সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

(ক) আচার্য্য শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৬।২৯ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় বলিয়াছেন—

"এক স্থানে জয় বিজয় সম্বন্ধে তত্ত্ব বিচারিত হইতেছে। যদিও আত্মারাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণ এবং ভগবানেরও ভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠস্থ ভক্তগণের পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের স্বকীয়েচ্ছায় তাঁর কখনও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল। কিন্তু তুল্য বলশালী ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অন্য মর্ত্ত্য জীবের বল অল্প, আবার পার্ষদগণের বল তুল্য হইলেও তাঁহাদের ভগবানের প্রতি প্রাতিকূল্য ভাব হইতে পারে না। এই কারণবশতঃ তিনি আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে পার্ষদ জয় বিজয়কে প্রাতিকূল্য ভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধ-কৌতুক সম্পন্ন করিতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধ-কৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয় বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদ ব্যতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্যই ভগবান্ জয়-বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন। অসুর-ভাবাপন্ন না হইলে শ্রীভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে তাঁহাদিগকে অসুরদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া আবির্ভূত করাইলেন।

(খ) শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৪৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—

ভগবান্ নিজানুগত দ্বারপালদ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তোমরা ভীত হইও না। তোমাদের মঙ্গল লাভ হউক। উহাদের শাপ প্রতিকারের অবস্থান-কালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অথথ যার প্রয়াস যেরূপ নিষ্ফল করিয়াছিলাম, সেইরূপ জয়-বিজয়েরও ব্রহ্মশাপরূপ ব্রহ্মশাপ খণ্ডনে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না।" ভগবানের এই উক্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রান্তরের অনুসারে জানা যায় যে, উহারা নিজ-ভক্তাভক্ত-বিনোদনের জন্য এবং যুদ্ধ-ক্রীড়ার নিমিত্ত তাঁহার স্ফূর্ত্তি-বর্দ্ধনকারী হইয়া জয়-বিজয়ের স্বভাব-সিদ্ধ আনন্দ ঐশ্বর্য্য-যুক্ত পরম জ্যোতির্ম্ময় দেহ পরিত্যাগ না করিয়া সময় মধ্যে ফিরিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

(গ) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৬।২৬ শ্লোকের) টীকায় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(ভগবান্ কহিলেন,—) 'হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার পরমভক্ত জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমারই কৃত। আমি এক পরম ভক্তদ্বয়ের আসুর ভাব সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠে আনিয়া উহাদের দ্বারা দ্বারপালদ্বয়কে পরমভক্ত আপনাদের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া এবং আত্মারাম হইয়াও আপনাদের ক্রোধোদ্রেক করিয়া আপনাদের দ্বারা শাপ প্রদান করাইয়াছি। এস্থলে আমার পার্ষদদ্বয়ের অথবা আপনাদের কোনও অপরাধ নাই। (সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে ভগবন্,) আপনি ভক্তবৎসল, সুতরাং এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এতাদৃশ দুঃখ প্রদানে প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল? (তদুত্তরে ভগবান্ কহিলেন,—) হে বিপ্রগণ, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সকলই জানেন, আমার বলা বাহুল্য মাত্র। জয়-বিজয়ের প্রেম-বিজৃম্ভিত কোনপ্রকার উচ্ছ্বাসবশেই ইহার কারণ। (তাঁহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—) হে প্রভুবর, আপনি দেবতাগণেরও আদরের বৈকুণ্ঠনাথ, মর্ত্ত্যলোকের সামর্থ্য অতি অল্প, আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার যুদ্ধ-সুখ হইবে না, অতএব আমাদিগকে কোন প্রকারে প্রতিকূল-ভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধসুখ অনুভব করুন। আপনার স্বয়ংপাদপূর্ব্বকত্বহেতু আমরা আপনার অনুরূপ সুখ-তাহা সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি স্বীয় ভক্ত-বাৎসল্যগুণ খর্ব্ব করিয়াও অস্মদ্রূপ কিঙ্করদ্বয়ের প্রার্থনা-বৃন্দ পূর্ণ করুন। ভগবদ্ভক্তগণের চিত্তবিনোদনার্থ ভগবানেরও তৎকালে ঐ প্রকার বাসনা উদিত হইয়াছিল। মহতের চরণে অপরাধ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে পরম সিদ্ধগণেরও অধঃপতন হয়, অতএব মর্ত্ত্যলোক হইতে যে বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু সাধকগণের জীবের পতন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধকগণকে মহদপরাধ হইতে সাবধান করিবার নিমিত্ত ভগবানের এক প্রকার লীলা।

[পরবর্ত্তি সংখ্যায় অন্য প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে।]

লালগোলায় মহাপ্রভুর কথা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ [illegible] মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ [illegible] চারী সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা বহরমপুরে প্রচার-কার্য্য করিয়া গত ২৯শে মাঘ লালগোলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। লালগোলার সর্ব্বপ্রধান মাননীয় মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয় তাঁহাদিগকে যথা-যোগ্য রূপে সাদর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহার প্রাসাদে স্থান দিয়াছেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় মহেশ নারায়ণ একাডেমীতে একটী মহতী সভার আয়োজন করা হয়। স্বয়ং মহারাজ এবং বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীদ্বয় সেই সভায় প্রায় ৩ ঘণ্টা যাবৎ মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে গভীর গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। মহারাজা এবং অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার প্রাসাদে শ্রীপাদ সজ্জনোম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া রাজ-পরিবারের শুশ্রূষা সম্পাদন করিয়াছেন।

রাজকোষাধ্যক্ষ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহারাজের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম উপযুক্ত আচার্য্যগণের প্রচারক-গণের দ্বারা জগতের জীবগণের দ্বারে দ্বারে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে স্বীয় আন্তরিক বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরাও সত্যানুরাগী সর্ব্বজন-প্রিয় মহারাজ-পরিবারের সত্য-প্রচারে উৎসাহ দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক গোস্বামী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসার প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ [illegible] মহারাজ মেদিনীপুরে কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা প্রচার করিতেছেন। গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বহুলোক ভক্তি-অর্জ্জন সফল করিতেছেন।

মেদিনীপুর সহরের সর্ব্বপ্রধান শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ [illegible] মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে অনুরাগ দর্শনে গোস্বামীপ্রভু অতীব প্রীতিলাভ করিয়াছেন। আমরাও শ্রীপতি বাবুর সৌভাগ্য-দর্শনে বহুত প্রীতি লাভ করিয়াছি। ভাগবত অনেকেই শ্রবণ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাণপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিসহকারে প্রকৃত শুদ্ধ বৈষ্ণবের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণেই যথার্থ মঙ্গলাদিরের সম্ভাবনা। ঐকান্তিক রসিক ভক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত অর্থ আস্বাদন করাইতে সমর্থ। শ্রীপতি বাবুর শুদ্ধভক্তের প্রতি ঐকান্তিক রুচি প্রবৃদ্ধ হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

আমরা শুনিয়া আরও সুখী হইলাম যে, শ্রীপতি বাবুর ভক্তিমতী পত্নীও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ স্বামীর যথাযোগ্য সহায়তা করিয়া যথার্থ সহধর্ম্মিণী নামের পরিচয় দিতেছেন। সাত্ত্বিক ধর্ম আচরণ করিতে হইবে, আর সেই ধর্ম্ম যে একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্ম, একথার আলোচনা বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। শ্রীপতি বাবুর পত্নীর সাধুসেবা-চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়া। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যমঙ্গল বিধান করুন।

স্পর্শদোষ বিচার

লৌকবাণিজ্যবান বাঙ্গালীর প্রবল,তাহা-দের মধ্যেই এক সকল কথার আন্দোলন প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। প্রাচীন প্রথানুযায়ী যত হইতেছে—চিরকাল যেমন চলিয়া আসিতেছে,তেমনই চলিয়া আসুক।

জন্মগতঃ যে নীচ, সে চিরকালই নীচ থাকুক, যাহারা চিরকাল অস্পৃশ্য বলিয়া সমাজে চলিয়া আসিতেছে, আজ হঠাৎ তাহাদিগকে পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাত-ফেরতের দল প্রভৃতি যে মত বলিতেছে অন্য প্রকার, তাঁহারা বলেন—এখন আর সেকালের সে অবস্থা নাই, দেশ ক্রমশঃ শিক্ষিত ও উন্নত হইয়া পড়িয়াছে, এখন আর সে কালের প্রাচীনদের বিধি মানিয়া চলিতে গেলে কোন ফল হইবে না। এখন চাই আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, বল বৃদ্ধি করা। আমরা যদি জাতি বিচারে আবদ্ধ থাকিয়া অন্য জাতিকে ছোট হীন অস্পৃশ্য বলিয়া তাড়াইয়া দি, তাহা হইলে আমাদের সমাজে লোক-সংখ্যা ত' হ্রাস হইবেই; পরন্তু পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাবেরও সৃষ্টি হইবে। বর্তমানে যে একতা নষ্ট তাহার কারণ মূলে এরূপ অস্পৃশ্যতা-প্রথাই লক্ষিত হয়। যে দেশে জাতিভেদ প্রথা নাই সেই দেশই উন্নত। জাতিভেদ প্রথা দূর করিয়া সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন কর, বিশ্বপ্রেমিক হও।

নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মতের লোকের সংখ্যাই বেশী। বাস্তবিক জাতিভেদ প্রথা যে হিন্দুদিগের পতনের মূল—এরূপ ধারণা আজকাল নব্যশিক্ষিতগণের মধ্যে দেখা যাইতেছে তাহা নহে। বহু পূর্ব্বে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি ভারতের উচ্চ জাতি দ্বারা নীচ জাতির প্রতি ব্যবহার দেখিয়া জাতিভেদের বহু অনর্থ মূল বলিয়া [illegible] ... বহু কালিমা [illegible] ... তাহা দেখা যাইত ... [illegible]

বস্তুতঃ জগতের যত লোক, সকলেই ত' হরিদাস, কেহই ত' আর ছোট নহে। আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেহ বড় না হউক, নীচ হউক যে মানুষ, সে নিশ্চিত হইলে মানুষ, তাহা বুঝিবার মত—বিবেক যাহা পাইয়াছে সে সর্ব্বকাল সর্ব্বভাবে অবস্থান করে, সে সত্যের সেবক।

বর্তমানে লোকেরা যে জাতিভেদ চালাইতেছে, তাহা নিতান্ত আধুনিক বাস্তব নহে। কেননা সত্য বৈদিক যুগে এরূপ লোক বিচার ছিল না, লোক বিচারকে তুচ্ছ করিয়া কিছু জাতিভেদ প্রথাও ছিল না। শাস্ত্র বলেন—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

—ভরদ্বাজ বলিলেন—যাহার দ্বারা জগৎ-গণের অসংখ্য জাতি। সেই সকল বিবিধ জাতির বর্ণ নির্ণয় হয় কিরূপে? ভৃগু বলিলেন বর্ণসমূহের মধ্যে কোন ভেদ নাই। এই জগৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণময় ছিল, এই জগতের প্রাণিগণ পরবর্তিকালে কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। বর্তমানে যে লৌকিক-বিচারে বর্ণ-নিরূপণ, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বিচার চলিতেছে, তাহা যে সমাজ অমঙ্গলের মূল তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত।

পবিত্র অপবিত্র, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বিচারে শাস্ত্র বলেন—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

—অহো! কি আশ্চর্য্য! যাঁহার জিহ্বাগ্রে ভগবানের নাম কীর্ত্তিত হন, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও হীন নহেন, পরন্তু শ্রেষ্ঠ বলিয়াও অধিক। যিনি ভগবানের নাম গ্রহণ করেন তিনি যাবতীয় তপ যজ্ঞ স্নান বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মসমূহ পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে কখন অস্পৃশ্য মনে করিতে হইবে না।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে বিচারও এই একই প্রকার। যেখানে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ একত্র হরিকীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকেন, সেই স্থানই পরম পবিত্র তীর্থ। যে কালে বৈষ্ণব সঙ্গে হরিভজন হয়, সেই কালই ধন্য এবং যে দ্রব্য হরি ও বৈষ্ণব সেবার উপকরণ তাহাই পরম পবিত্র অপ্রাকৃত।

উপায় কি?

(শ্রীমতী—[illegible] দাসাধিকারী)

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন:—

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥

অর্থাৎ যে সকল জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহারা এই পরধর্ম্ম লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, আমা হইতে নিবৃত্ত হইয়া মৃত্যুযুক্ত সংসার পথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

শ্রীভগবান্ ত' একথা বলিলেন। আমার শ্রদ্ধাও ত আসে নাই—এখন উপায়? ভগবানকে না পাইলেও ত এই মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে উদ্ধার পাইব না—কোথায় তিনি বলিলেন। এ কথাও বেশ জানি, শ্রদ্ধা ব্যতীত পরমার্থ অর্থাৎ পরম প্রয়োজন দূরে থাক, এই পার্থিব কোন অর্থেও (প্রয়োজনেও) সিদ্ধি লাভ করা যায় না! তবে বাস্তবিক কোন বস্তু লাভার্থে শ্রদ্ধা এক মুহূর্ত্তে না এক ক্ষণে উদয় করান যায়, কারণ লাভ লোকসানের জ্ঞানটা সহজে উপলব্ধি হয়। কিন্তু, ভগবদ্ বিষয়ে কি করিয়া শ্রদ্ধার উদয় করাই? অনেক চিন্তা, অনেক গবেষণা করিলাম, অন্তরের অন্তঃস্থলেও ত একটু শ্রদ্ধা খুঁজিয়া পাইলাম না। যাঁহাদের একটু শ্রদ্ধা এ বিষয়ে আছে জানিতাম, সন্ধান পাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট ছুটিলাম। যাহা দেখি উল্টা ব্যাপার। তাঁহারাও আমারই ন্যায় ভ্রান্ত। তবে যে একটু আধটু শ্রদ্ধা এখানে, তাহাও বুঝিলাম শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইবার জন্য অর্থাৎ ভগবানের দ্বারা নিজ নিজ দেহ মনের তৃপ্তি-সাধন-উদ্দেশ্যে এই মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার কোন সন্ধানই কেহ রাখেন না। এই রূপে কি করি কোথা যাই, কোথা গেলে এবিষয়ে একটু সন্ধান পাই, মনে ভাবিয়া বিমর্ষ-পূর্ণ হৃদয়ে বিছানায় শুইয়া শুইয়া যখন চিন্তা করিতেছি, তখন অনেক প্রতিবেশীর বাটী হইতে একটী মধুর কীর্ত্তন-রোল উঠিল। সেটী এইরূপ—

ওহে!
বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি,
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি, শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥

গীতটী কেমন যেন আনমনা হইয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়াই শুনিলাম, মনে হইল এই বুঝি সন্ধান। যাই, দেখি, ব্যাপারটা কি? ঘর হইতে বহির্গত হইয়া পুলিশের সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওদের বাড়ী ব্যাপারটা কি? তিনি একটু বক্রিম করে নিজ [illegible] বলিলেন, "জান না, ওগো, ঐ যে গৌড়ীয় মঠের শিষ্য হয়েছে, তাই রোজ ওরা ভাগবত-পাঠ দিচ্ছে। রামা বলতে এরেছিল, 'ও আমি জান দিবার।' একেবারে কিছুই না ওদের অবস্থা। এই কয়দিনের মধ্যেই খান খাওয়া তাস পাশা একেবারে বাদ দিয়েছে। রাম রাম বাড়ী আসতে দেয় না। সকলে কেমন যেন কি একটা বস্তুর সন্ধানে মেতেছে। আগে কেমন গেলে ঘর সংসারের কথা হৈত, এখন আর তা' কয় না। কোন কথা হৈতে গেলে তার মধ্যে ভগবানের কথা এনে ফেলে। যাই বল, আর যাই বল বাপু আমরা—অনেক দেখেছি, কিন্তু এমনটী দেখি নি। ঐ ত—বাবু—গয়রহম দেবের শিষ্য,—বাবু—গোঁসাই এর শিষ্য,—বাবু—বাবাজীর শিষ্য, কৈ তাদের ত এমন দেখি না? যাহারা পয়সা আছে, ভগবানের নামও সময় মত করে থাকে। কিন্তু এদের অবাক্ হয়ে যাই!"

দেখিলাম দৃষ্টির দেবগণ যথারীতি আরম্ভ করিয়াছেন, শীঘ্রই শেষ করিবেন না, অতএব একা নিঃশব্দে ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তখন পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। প্রবেশ করিলাম, পাঠক গৌড়ীয় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী, নাম তীর্থ মহারাজ। পাঠকের দিব্য জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্ত্তি-দর্শনে তখন যেন তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে বাসনা হইল, কিন্তু এটা সাময়িক উত্তেজনা জানে নিবৃত্ত হইয়া পাঠ শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিলাম যে, একমাত্র শ্রীভগবানে শরণাপন্ন ব্যতীত জীবের অন্য কোন গতি নাই।

শরণাগতি ব্যতীত গতি নাই,—তাহা ত' বুঝিলাম, কিন্তু সেই শরণাগতি আসে কি করে? সেইটীই ত আমার প্রয়োজন। যাহা হউক সন্ন্যাসী মহারাজকে আমি দেখিলেই এক প্রশ্নটী করিব। যদিও এত রাত্রে তাঁহাকে বিরক্ত করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ, তথাচ আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলাম, মহারাজ, আমার একটী প্রশ্ন আছে, যদি অনুগ্রহ করিয়া সমাধান করিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া ইহার কোনই সমাধান করিতে পারিলাম না। তিনি মাদরে আগ্রহ প্রকাশ করায় বলিলাম, মহারাজ, ভাগবত পাঠে বুঝিলাম যে, একমাত্র ভগবানে শরণাগতি ব্যতীত জীবের অন্য কোন গতি নাই, কিন্তু সেই শরণাগতির মূল শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধার উদয় কিরূপে হয়, এই সন্ধানটী যদি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দেন। আমি বহু দিন হইতে বিশেষ ব্যাকুল অন্তঃকরণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তিনি বলিলেন, উত্তম প্রশ্ন—আপনি বড় ভাগ্যবান্, তাই আপনার এরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, যদিও এ অতি কঠিন সমাধান হইতে অনেক কষ্ট করিতে হবে, সেই জন্য শ্রদ্ধা বিশদ করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তরটী দিব। আশা করি আপনি বুঝিয়া লইবেন।

শাস্ত্র বলেন, কৃষ্ণভক্তির মূল সাধুসঙ্গ। এই কথা বলিয়া তিনি শ্লোক বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, সাধুসঙ্গ করিতে হবে, অন্য উপায় নাই। সাধুসঙ্গ করিলে আমাদের মনের কুপ্রবৃত্তি সকল দূর হবে না, তবে 'শোধ নাম উদিত হয় মুখে নাম', এই রূপ জোর করিয়া করিতে হবে, তবেই, ক্রমে শ্রদ্ধার উদয় হবে, নচেৎ অন্য উপায় নাই। তবে সাবধান যে, সাধু বলিয়া বঞ্চকদের মায়ার কাছে পৌঁছিবেন না এবং সাধুর কাছে পৌঁছিয়াও উদাসীন থাকিবেন না। সাধুর উপদিষ্ট বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হবে। এখন বুঝলেন উপায় কি? আমি বলিলাম, আজ্ঞা হাঁ, বুঝেছি, কাল সকালে আপনার নিকট আসিব।

নানা কথা

—০০০—

কৃষ্ণনগর সংবাদ

কৃষ্ণনগর, ১লা এপ্রিল।

পূজা

গত সপ্তাহে কৃষ্ণনগর আমিনবাজার বারোয়ারি হরিহর পূজা সমাপ্ত হইয়া বিরাট মিছিলের সহিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সহ প্রতিমা বিসর্জ্জন হয়। মিছিল আমিনবাজার হইতে বাহির হইয়া হাইষ্ট্রীট দিয়া গোয়াড়ী পার হইয়া খড়িয়া নদী পর্য্যন্ত গিয়াছিল।

সভা

গোয়াড়ী রামগোপাল টাউন হলে গত কল্য সন্ধ্যা ৬০ টার সময় এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নদীয়া জেলার অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার সরকার মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় প্রায় এক সহস্র লোকের সমাগম হয়।

ঢাকা হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র সেন মহাশয় প্রধান বক্তা ছিলেন।

যে সমস্ত বীরপুরুষ ভারতবর্ষের জন্য, দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং লবণ আইন অমান্য করিবার আয়োজন জন্য এই সভা আহূত হয়। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণনগর ডায়েরী

পাঠকগণ অবগত আছেন যে কৃষ্ণনগরের অতিরিক্ত সেসন জজ বাহাদুরের আদালতে কৃষ্ণনগরের কালিপদ ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতির বিচার চলিতেছে। সরকার পক্ষের উক্তি এই যে উক্ত ডাকাতির সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর, কৃষ্ণনগর এবং নাকাশিপাড়া হইতে পুলিশ দল এবং অধিবাসী কানাইবাবু ও পূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ অনন্তবাবুকে সঙ্গে লইয়া কালিপদর বাটী ও লুকাইয়া অপেক্ষা করেন এবং রাত্রি দেড়টার সময় ডাকাতগণ বাড়ী আক্রমণ করিলে দুইজনকে ধরেন। তাহাদের মধ্যে একজন সরকারের পক্ষে সাক্ষী হয় এবং সাধু ঘোষেদ, গুরু পাগল ও ভূষণকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

আসামীর পক্ষে উক্তি এই যে রামপদ এবং ভুলু নামক দুই ব্যক্তি তাহাদিগকে ধান কেটে সাহায্য করিবার নাম করিয়া কৃষ্ণনগর লইয়া যায়। ভূষণ নামক একব্যক্তি পেয়াদা আছে। তাহারা কৃষ্ণনগরে যাইলে পুলিশ তাহাদিগকে ডাকাত বলিয়া চালান দেয়।

কৃষ্ণনগরে ছাত্র পুলিশ সঙ্ঘর্ষ

কৃষ্ণনগরের যুবকদিগের সহিত পুলিশের মামলা মোকদ্দমা খুব জোরের সহিত চলিতেছে। গত কল্য পুলিশের পক্ষের ৩২ নম্বর সাক্ষীকে জেরার জন্য সব-ডিভিসনাল অফিসার খান সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ রায় মহাশয়ের আদালতে হাজির করা হয়। আসামী ছাত্রগণের পক্ষ হইতে আপত্তি হয় যে, সময় না দিলে এই সাক্ষীকে জেরা করা অসম্ভব। আদালতের নিকট আসামী পক্ষ হইতে সময় প্রার্থনা করা হয়। আদালত সেই দরখাস্ত না মঞ্জুর করায় আসামীর পক্ষ হইতে সময় প্রার্থনা করা হয়, কারণ তাঁহাদের মতে এই আদালতে সুবিচার আশা করা যায় না, সুতরাং হাইকোর্ট হইতে এই মোকদ্দমা অপর বিচারকের নিকট স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা করা হইবে। আগামী ১২ই এপ্রিল দিন ধার্য্য হইয়াছে।

বিচারাধীন ঘটনা এই যে পুলিশ কৃষ্ণনগরের কংগ্রেস আপিস ও গাড়ী খানাতল্লাসী করিতে যায়। সে স্থানে কয়েকজন যুবক তাহাদিগকে মারধর করে এবং কাজে বাধা দেয়। তাহারা যখন খানাতল্লাসী করিয়া ফিরিতেছিল সেই সময় যুবকগণ তাহাদিগকে বিশেষ অপমানিত করে এবং মারধর করে। পুলিশের লোক বিশেষ বাধা পাইয়া পুলিশ ক্লাবে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে থানায় খবর দেয়। থানা হইতে পুলিশ আসিলেও গোলমাল থামে নাই।

ঘটনা বিচারাধীন। বিচারে প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ পাইলে সমস্ত জানা যাইবে।

লবণ আইন আন্দোলন

মিঃ গান্ধির লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনের সাফল্য কামনা করিয়া—বালুরঘাট, রাজশাহী, পাবনা, মৌলভীবাজার, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, যশোহর, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে সভার অধিবেশন হইয়াছে। অনেক স্থানে স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইয়াছে।

নদীয়া জেলাতেও এই আন্দোলনের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এখানেও সভা-সমিতির অধিবেশন হইতেছে এবং যুবকগণের উৎসাহও বেশ দেখা যায়।

বাঁকুড়ার দল।
মিঃ গান্ধির যাত্রা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে বাঁকুড়া হইতে একদল লোক ডাক্তার ব্যানার্জ্জির অধীনে সমুদ্রোপকূলাভিমুখে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য লবণ আইন ভঙ্গ করা। এই দল সোনামুখী পার হইয়া তমলুকের দিকে যাইতেছেন।

মিঃ গান্ধি সুরাট জেলায় পৌঁছিয়াছেন। অনেক সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন।

ছাত্র ধর্ম্মঘট

ভারতের ছাত্র ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অনেকে মত প্রকাশ করেন যে শিক্ষা বিভাগে গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত বালককে ক্ষমতা দান করিয়াছেন, তাহাদের অক্ষমতা এবং কর্ত্তাদের অপব্যবহারের জন্যই এই সমস্ত গোলযোগ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যান্সেলার) বলেন যে কেবল গবর্ণমেন্ট কলেজে নহে, বে-সরকারি কলেজেও ধর্ম্মঘট চলিতেছে। বাহিরের লোক ছাত্রদিগকে কুপথে চালিত করিবার ফলে অনেকগুলি ধর্ম্মঘট হইয়াছে।

মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পনর বৎসর পূর্ব্বের এক ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সেই সময় হইতেই ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইয়াছে।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর

২য় মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ৮ই এপ্রিল ১৯৩০

(১)

১৩০৪ সাং জারি ২৯ দাবি ৩০,৩

ডিঃ—শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা

দেঃ—শ্রীকরিম সেখ মোল্লা দীঃ সাং কাস্তিপালা থানা চাপড়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে হাতিশালা গ্রামে ১০০নং খতিয়ানে ৩০/১২ একর উচ্চনীচ জোত ও তদুপরিস্থিত আম কাঁঠাল প্রভৃতি মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

১৩৬৮ সাং জারি ২৯ দাবি ৩৮৵০

ডিঃ—শ্রীমতি অন্নপূর্ণা দাসী সাং নারায়ণবাড়ী থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ—শ্রীমধুসূদন মণ্ডল দিং সাং গোবিন্দপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে গোবিন্দপুর মধ্যে ১১৫ নং খতিয়ানে ৩০২৯ একর জমির মালিকানা ৮৵/১৮৵ টাকার অংশ ও তদুপরিস্থিত আকর কাঁঠাল মূল্য আঃ ১৫৲

[এই দুই নম্বর গতকল্য পাওয়ায় প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল।]

হাজারিবাগ কলেজ

হাজারীবাগ কলেজে একপ্রকার পদক ধারণ করা লইয়া কর্তৃপক্ষের সহিত ছাত্রগণের বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। কোন কোন বালক ঐ পদক ধারণ করায় অধ্যক্ষ মহাশয় কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ঐ পদকের সহিত কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। একখানি পত্রে ঐ সম্বন্ধে একটী উক্তি ছাপা হইয়াছে।

অভিনব ব্যবস্থা

পাশ্চাত্যদেশে ট্রাফিক পুলিশের মাথায়, বাহুতে এবং পৃষ্ঠে লাল, সাদা, সবুজ ও অন্যান্য রঙের আলোক রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহার অঙ্গে নানাবিধ সাইন আছে, তবে বড় বড় অক্ষরে "সাবধান", "ডানদিকে যাও" প্রভৃতি লেখা আছে। ঐ সমস্ত দেখিয়া চলিলে আর লোকের ঠোকাঠুকির সম্ভাবনা থাকিবে না এবং মোটর দৈবদুর্ঘটনা না ঘটে, প্রকৃত সহজভাবে যাওয়া যাইবে।

নাহাস পাশা

মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা বিলাতে গিয়াছেন—তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ আয়োজন হয়। অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু নাহাস পাশা পৌঁছিবা মাত্র মিশর দেশীয় ছাত্রগণ সকলকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন।

ইংরাজ সরকার মিশরের সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য কতদূর আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত তাহার লিখিত বিবরণ নাহাস পাশাকে দেওয়া হইয়াছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন দ্বারা [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড প্রথম নদীয়া-প্রকাশ [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। [illegible] গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible] [illegible] পক্ষে ৮৲।

৬২ [illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়া খ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible]—[illegible] কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন্ ডি. মুখার্জি এম, এস, [illegible], কানপুর।

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—[illegible], নদীয়া

৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রী[illegible] দে—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী[illegible] বেড়াচাপা, ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, [illegible]।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] ভক্তি-কথা জানিবার জন্য সুযোগ [illegible]। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible]।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	৷০
[illegible]	১৲
[illegible]) [illegible]	৷০
[illegible]	৷০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৶০
[illegible]	৷০
গীতাবলী [illegible]	৵১০
[illegible]	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	৴০
[illegible]	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রী[illegible],—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible]নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible]নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, [illegible]।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড, নিউদিল্লি

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

২১ ... বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ... ও আনন্দ সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি অঙ্গ সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ... এমন সুন্দরভাবে ও ... আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম ... আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-... এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—... ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে ... বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

... কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

প্রেমপ্রদীপ

৷৴০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে ... যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ... অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ... হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা ... লইয়া ... যখন ... বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র ... শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন আত্মীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি ... প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ... সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০
অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা ... কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের ..., ইনি ... নিত্যকল্যাণ ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট ... বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। ... বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (...)

বিষয়:—১। ... ২। চারি সম্প্রদায়ের ..., ৩। ... ৪। ... ৫। ... ৬। ... লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ... প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷০, ২য় খণ্ড ৷৶০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা— ... গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় ... বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের ... ইহাই ... প্রয়োজনীয় হইবে। ... পৃষ্ঠা থাকিবে ...

শ্রী... সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাত ও ... ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে ..., অজীর্ণ, ..., বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার ... আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"... ঘৃত"
... প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া ... করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"... বটিকা"
... করিতে ... মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

... !!!
... বাদাম তৈল
...

...

কুইনিন
...
... প্রস্তুত। ২৯১ ... লেন, কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিশিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, [illegible], বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]বাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

● ● ●

আজকাল বাজারে-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আতাদা সেবনে শরীরের [illegible] ক্ষতি হইতেছে। [illegible]

বেদনাঞ্জন [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] ঢাকা।

সকল [illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] নাই সত্য, তথাপি [illegible] প্রকার [illegible], শূল, [illegible] রক্তপ্রদর, [illegible]

[illegible] নাম হইয়াছেন, [illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible] প্রমাণ [illegible] পাওয়া যাইতেছে, [illegible] একবার [illegible] দেখুন। [illegible]

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], কালীঘাট পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুমূল্য ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক [illegible]

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] কাশি, [illegible], যক্ষ্মা, হৃদরোগ, [illegible] প্রভৃতি রোগের [illegible]। সকলপ্রকার [illegible] পুষ্টিকর [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক [illegible] ঋতুদোষ [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (*Tube well*) [illegible] প্রভৃতি [illegible]

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় ভুলক্ষে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী [illegible]

. স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

অগ্রিম মূল্য দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড]   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [২৯ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ ৩রা এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। [illegible] ... ।৶০ [illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতা ৶০
৪। [illegible] ০
৫। [illegible] ।০
৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ১৲ ... [illegible] ৸০
৭। [illegible] ২৲ [illegible] ১৷০
৮। [illegible] ২৲ [illegible] ৷০ [illegible] ।০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] (রামানুজীয়) ।০
১১। [illegible] ২৲
১২। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। [illegible] ৶০
১৬। [illegible] (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-[illegible] ৸০
১৯। [illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা। ৩০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপ-[illegible] (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপ-[illegible] ।০
২৩। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] ।০
২৪। [illegible] ৶০
২৫। [illegible] (সংস্করণ) ও [illegible] ৷০
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] ০
২৮। বৈষ্ণব-[illegible] (প্রথম [illegible]) ২৲
২৯। [illegible] ।০
৩০। শ্রী[illegible] ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। [illegible] ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]

চিত্রে নবদ্বীপ

[illegible]

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফাইন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই জ্বর বিচ্ছেদ হয়। [illegible]

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না।

এক দাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। [illegible]

[illegible] একটি [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত [illegible]

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও জাল
[illegible]

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

যদিও চরক [illegible] উপাদানে খাঁটী কাঁচা [illegible] তৈলে [illegible], কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, [illegible], চন্দন, [illegible], বেলা, প্রভৃতি [illegible] সমাবেশ [illegible] উপলব্ধি [illegible] থাকে। ফলতঃ এই [illegible] দূর হইয়া থাকে।

[illegible] স্ত্রী বা পুরুষের [illegible], বাত, [illegible], প্রদর, [illegible], বাধক, [illegible], মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, [illegible] ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] পাগল ভাল হয়। যে কোন [illegible] যুগল মূর্ত্তি [illegible] বটকৃষ্ণ পাল [illegible] তৈল বিক্রয় করিয়া [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible]

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বীপ জম্বুদ্বীপের মধ্যে আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ষ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া তাহাদের মহামূল্য সম্পত্তিরাশি উপেক্ষা করিয়া—তাহার বিন্দুমাত্র সন্ধান না রাখিয়া নিতান্ত দুঃখদৈন্যভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, 'আমাদের কিছু নাই' বলিয়া অন্যের দ্বারের কুক্কুর হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি—ইহা অপেক্ষা আমাদের দুঃখের—মর্ম্মান্তিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। 'আমরা ভারতবাসী' বলিয়া গর্ব্ব করিবার ত' কিছুই রাখিতেছি না! যে ভারতে স্বয়ং ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক জীবের শোক-মোহ-ভয়াপহ নিত্য সত্য পরম ধর্ম্মের সংস্থাপন করিয়াছেন, যে ভারতের প্রতি রেণুকণা ভগবৎ-ভাগবতের পাদপদ্ম-পরাগ-বিভূষিত হওয়ায় জগদ্বাসীগণের পরম বন্দনীয় শিরোভূষণ রূপে সমাদৃত, যে ভারতের স্থাবর জঙ্গমের ভগবদ্বিশ্বাসপরায়ণতা নিতান্ত স্বাভাবিকী, যে ভারত ভগবান্ নিজ নিকেতন বলিয়া দেবতাগণেরও বন্দনীয়, যে ভারতের শিক্ষা দীক্ষা সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভাবময়ী হওয়া জীবের নিত্য-কল্যাণ-বিধায়িনী, যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবদারাধনার নিয়ম দেবতাগণও লালায়িত, যে ভারতে জন্মগ্রহণ না করিলে পরিপূর্ণভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই নাই, যে ভারতের স্থাবর জঙ্গমের উপাসনা—শাস্ত্রনিষ্ঠ অবস্থা—সমস্তই ভগবদ্ভজনের অনুকূল, সেই ভারতে—ভগবদ্বিলাস-ক্ষেত্র পুণ্যভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিবার মত আজ আমাদের কিছুই নাই!

আমরা অমৃতের পুত্র অমৃতের অধিকারী হইয়া অমৃতের প্রত্যাশা ছাড়িয়া নিতান্ত দীনহীন বুভুক্ষা-প্রপীড়িত সারমেয়ের মত অন্নান্বেষণায় পরমুখ-প্রত্যাশী হইয়া কালযাপন করিতেছি! আমাদের ঘরে এমন কি বস্তুর অভাব আছে, যাহা আমাদিগকে আজ ভারতবাসী হওয়ার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবে? হে বুদ্ধিমান্ ভারতবাসি! ইহা আমাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। নিজেদের স্বসৌভাগ্যের অভাব অপূর্ণতা থাকিলে না হয় অন্যের সুসৌভাগ্যের অংশ পাইবার জন্য একটা লালসায় উদয় হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নিজেদের তাহা পূর্ণ থাকিতে কেন যে আজ সেসকল সর্ব্বত্র হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? অত্যন্ত ভাগ্যবান্ হইয়াও কেন যে আমরা আজ নিতান্ত ভাগ্যহীনের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া মরিতেছি, তাহা কে বলিয়া দিবে?

ইতরযোনিজাত প্রাকৃতজনকোন্ত বস্তুকেই একে অন্যের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে, ইহার ভোগাভিলাষিগণই একের ভোগসুখে অন্যে বাধা প্রদান করিয়া পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হইতে পারে, দেশের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া মহৎের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি করিয়া দিতে পারে! কিন্তু পরব্যোম-ভাক্ত অপ্রাকৃত বস্তুপ্রাপ্তিগণের মধ্যে তাদৃশ কোন কলি-প্রভাব প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে সাম্য, মৈত্রী, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি সকলপ্রকার সদ্গুণ নিত্য বিরাজিত থাকিয়া নিত্য শান্তির নিবাস-স্থল হয়। পরব্যোমের বস্তু এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাই সেখানে দ্বন্দ্ব নাই, সকলেই একাদ্বয়পন্থী হইয়া কেবল কৃষ্ণসুখ-তৎপরতাভিলাষী হওয়ায় নিরাপদেই লেশমাত্রও তথায় প্রবেশাধিকার পায় না। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা প্রবল, সেখানেই হিংসা দ্বেষ মৎসরতা কলহ—নানাপ্রকার অশান্তি বিরাজমান। সেইরূপ অশান্তি-ভোগ পরমপূজ্যকেও ভারতের অধিবাসীর পক্ষে বিন্দুমাত্র গর্ব্বের পরিচয় নহে। ভগবদারাধনাই ভারতবাসীর নিজস্ব ধন, ভগবৎপ্রেমধনই ভারতবাসীর একমাত্র সম্পৎ, ভগবৎ বৈভবই তাঁহার একমাত্র গৌরবের বিষয়, ভগবৎ সেবা-সুখই ভারতবাসীর একমাত্র সুখ, ভগবৎ সম্বন্ধে ভারতবাসীর বিশ্বাসীর সহিত মিত্রতা, কৃষ্ণেচ্ছাই ভারতবাসীর ইচ্ছা, ভারতবাসীর স্বতন্ত্র কামনাহীন, ভারতবাসীর সর্ব্বস্ব কৃষ্ণশ্রী। ভারতবাসী আজ এই ভগবৎপ্রীতি হইতে বঞ্চিত হইয়াই পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ভগবদিচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেরাই ভগবদিচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে যাইতেছে, ধর্ম্মগ্লানি দূর করিবার ভার ভগবানেরই,—ইহা ভুলিয়া আজ নিজেরাই ভগবান্ সাজিয়া বসিয়াছে, ভগবৎকৃপার অপেক্ষা রাখিতেছে না, তাই ভারতবাসীর আজ এত বিষম দুর্দ্দিন! ভগবৎপ্রসাদ উপেক্ষা করিয়া ভারত আজ নানারূপ অভাবে পোকে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া হাহাকার করিতেছে। এজন্য ভগবানের নহে, ইহা আমাদেরই নিজকৃত।

ভারতবাসী ভগবানের কথা একেবারে ভুলিয়া গেল, ধর্ম্মের গোপ্লানি প্রবল হইল, নানা মত ভিন্ন সৃষ্টি করিয়া ভুলিল—ইহা দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন আবার ভক্তভাবাঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। এবার ভগবান্ স্বয়ং ভক্ত হইয়া জীবকে ভগবদারাধনা শিক্ষা দিলেন। নানাধর্ম্ম-প্রপীড়িত কলিজীবের পক্ষে অন্য জন্মে ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চনাদির দ্বারাও যাহা দুর্লভ, অধুনা একমাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তন-দ্বারাই তাহা লভ্য জানাইয়া কলিজীবের প্রতি মহা করুণা প্রদর্শন করিলেন। করুণাময় ভগবান্ নিজের প্রিয় নাম দান করিয়া নামরূপে পূর্ণভাবে সকলকে পূর্ণকৃপা বিতরণ করিতে থাকিলেও আজ আমরা যে তাঁহার সেই কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়া অভক্তিবিদ্রোহে প্রমত্ত হইয়াছি, নিজেদের সৌভাগ্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াও যে ভাগ্যহীনতার পরিচয় দিতেছি, ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈবের পরিচয় আমাদের আর কি থাকিতে পারে?

আমরা ভারতবাসী বলিয়া গর্ব্ব করিতে চাই, কিন্তু আমরা ভারতের—সমগ্র বিশ্বের গৌরব যাহা, তাহারই অনাদর করিতে প্রস্তুত! ভারতের মাটী জল বায়ু বন ধান প্রভৃতি যদি নিজেদের ভোগের উপকরণ না দেখিয়া ভগবানের ভোগ্যরূপে দর্শন করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমাদের ভারত দর্শনের সার্থকতা হইত। ভারতপতি ভগবানের কথা ভুলিয়া গিয়া আমাদের যে জননী জন্মভূমির প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন, তাহা আদৌ প্রীতি নহে, অধর্ম্ম মাত্র। ভারত-সন্তান হইতে হইলে—ভারতবাসী বলিয়া গর্ব্ব করিতে হইলে ভারতের শিক্ষা দীক্ষায় শিক্ষিত দীক্ষিত হইতে হইবে। ভারতের শিক্ষা—

"কৃষ্ণময় হইতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"
"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম॥"

ভারতভূমির মধ্যে আবার যে বঙ্গভূমিতে স্বয়ং ভগবান্ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত জগৎকে নামপ্রেমবন্যায় প্লাবিত করিলেন, সেই বঙ্গভূমির অধিবাসী বাঙ্গালী বলিয়া গর্ব্ব করিয়াও আমাদের যে একমাত্র গৌরবের বস্তু শচীনন্দন গৌরহরি, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষার কোন সংবাদই আমরা রাখি না। এ সকল কথা একবারও আলোচনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কিন্তু এমনই স্বভাবদোষদুষ্ট আমরা যে তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াও আমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না। বৈষ্ণবগণ নিন্দাকে আমরা ঘৃণা করিতে চাই না, কিন্তু নিজেদের ঘরের নিন্দাকে এমন করিয়া অবহেলা করা বুদ্ধিমান্ বঙ্গবাসীর কতদূর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইতেছে, তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য। মহাপ্রভু আমাদিগকে যে নামপ্রেমসম্পৎ—যে মহাসৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন, সে সম্পৎ—সে সৌভাগ্যের তুলনা এ জগতে আমাদের এমন কি আছে যাহার জন্য আমরা আমাদের সকল সুখ-শান্তি হারাইতে বসিব। ইহাই কি ভারতবাসিদের বঙ্গবাসিদের পরিচয়?

মহাপ্রভুর উপদেশ—হরিনাম করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে, এ কলিকালের নিকট জগতের কোন অমঙ্গল স্ফুরিত হইতে পারে না। আজ বঙ্গভূমির অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহাদের বৈষ্ণব ভগবদারাধনা ছাড়িয়া কে আর বাঁচিবে, আমাদের জীবনে আর কিছুই থাকে না! ভগবান্ আমাদিগকে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রদান করিয়াছেন, বিচার করিলে তাহাই আমাদের একমাত্র সর্ব্বস্ব ধন, তাহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ গৌরব, তাহাই আমাদের চরম লাভ। সেই নাম গ্রহণ করিয়া এই জীবন যেন উহাতেই পর্য্যবসিত করিতে পারি, ইহা বিস্মৃত না হইতে পারিলে কিছু থাকিবে না—স্বভাব দূরীভূত না হইয়া নিত্যকাল বহির্ম্মুখ থাকিতে হইবে। "অন্তর্নিহিত....."

"......... কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
....
....
....
....
......................"

উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮ সংখ্যার পর)

শ্রীপ্রজ্ঞাস্বামী

৩। শ্রী.....কোথাও নিজকৃত টীকার মধ্যে কোন বৈষ্ণবের শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই বা করিতে পারেন না। তিনি কখনও মায়াবাদী অর্থাৎ জীব ও ভক্তের নিত্যত্ব নিত্যমুক্ত সাধন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিদ্বেষী বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তিনি শুদ্ধাদ্বৈত বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী এবং তিনি শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন। শ্রীমৎ....রচিত শ্রীল .....তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। ....শ্রী গোস্বামি প্রভু-প্রমুখ আচার্য্যগণ তাঁহাকে বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে সম্মান প্রদান করিয়াছেন। .....পরিচ্ছেদে ....

যে, শ্রীমহাপ্রভু শ্রীধরস্বামিপাদের বিরোধী শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাণ্ডিত্য-মদ চূর্ণ করিবার জন্য বলিয়াছেন—

শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধরস্বামী নাহি মান এত গর্ব্ব কর।
শ্রীধরস্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
অর্থব্যস্ত লিখন সে লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥

শ্রীধরস্বামিপাদ যদি কেবলাদ্বৈত-বিচারপর মায়াবাদী হইতেন, তাহা হইলে শ্রীমহাপ্রভু কখনও তাঁহাকে এত সম্মান দিতেন না,—ইহা যে-কোন সুধী অতি সহজেই বুঝিতে পারেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুও শ্রীমদ্ভাগবতের সন্দর্ভ ও টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামীকে 'বৈষ্ণবোত্তম' অর্থাৎ বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ একমাত্র রক্ষক বলিয়া মহা সম্মান প্রদান করিয়াছেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের 'অথাতঃ' শ্লোকের টীকায় এরূপ লিখিয়াছেন—"অত্র ... শ্রীধরস্বামিপাদ... ..." অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের মতে সর্ব্ব পক্ষে যে '... ব্রহ্ম' তাহা ... শ্রীধরস্বামিপাদের অভিমত।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও তত্ত্ব ... গীতাভাষ্যে শ্রীধর স্বামীর ... লিখিয়াছেন—

"শ্রীধরস্বামিনো বৈষ্ণব ... ...
... ..."

অতঃপর শ্রীল স্বামিপাদের স্বকৃত টীকার মধ্যে ভক্তি-সিদ্ধান্তপর বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে—

(ক) (ভাঃ ১।১।২ শ্লোকের টীকায়) ... ...

(খ) (ভাঃ ... শ্লোকের টীকায় ... শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের বাক্য—)
"... ... ...
... ...
... ...
... ..."

... ...

(গ) (ভাঃ ১।২২।২৯ শ্লোকের টীকায়) "অনেন পার্ষদমূর্ত্তাৎ অকর্ম্মারব্ধং নিত্যং শুদ্ধসত্ত্ব সূচিতং ভবতি।" অর্থাৎ এই শ্লোকের দ্বারা ভগবৎপার্ষদ-বিগ্রহগণের জন্ম মৃত্যুর মূল কারণ প্রারব্ধ কর্ম্ম নাই। তাঁহাদের বিগ্রহ শুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রাকৃত।

(ঘ) (ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকের টীকায় 'সুরঞ্জ' আখ্যাকার শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের বাক্য—) "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় অর্থাৎ ইচ্ছাক্রমে (অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগ-বাধ্য নহে) বিগ্রহ প্রকট করিয়া ভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীধরস্বামিপাদের উপরিউক্ত বাক্যসমূহ কেবলাদ্বৈত-বিচারপর নির্বিশেষ মায়াবাদীর মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ—ইহা সকলেই বুঝা যায়। অধিক বাক্য উদ্ধার করা বাহুল্য মাত্র। অতএব শ্রীধরস্বামী যে বৈষ্ণবাচার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রৌতপন্থা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি)

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"

"পূর্ব্বতম মহাজনগণাচরিত পরাত্মনিষ্ঠা গ্রহণ করিয়া আমি অজ্ঞানময় দুস্পার ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার এক মাত্র উপায়-স্বরূপ মুকুন্দ-সেবন-ব্রতাবলম্বন করিলাম।" অবন্তী নগরের এই ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাপ্ত হয়। শ্রীবিষ্ণু-স্বামী, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্কাদি মহাপুরুষ আচার্য্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুব্রত স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রাক্ পুরাকালীন সুপ্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে একদণ্ড গ্রহণের কোন প্রথা শাস্ত্রে প্রাপ্ত হয় নাই। পরন্তু অবন্তী নগরের ভিক্ষু-গীতায় "এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ" এই "পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ" শব্দ দ্বারা শাস্ত্র সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগীয় মহাজনগণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগীয় মহাজন ঋষিগণ-মধ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণের প্রথা বা ব্যবহার ভিন্ন একদণ্ড গ্রহণ-ব্যবহার কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। সুপ্রাচীন কাল হইতে এ যাবৎ যুগ্মত্রয়ে ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-প্রথাই শিষ্টাচার-সম্মত ও ঋষিগণ—মহাজনগণ-সেবিত পন্থা।

কলিযুগেও দৃষ্ট হয় যে, সর্ব্ববাদিসম্মত প্রামাণিক টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী-সেবিত সম্প্রদায়াচার্য্যপ্রবর শ্রীল বিষ্ণুস্বামী, খ্রীষ্টের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে উদিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পূর্ব্বতম মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক এই শাস্ত্র-সম্মত ও মহাজনগণাচরিত ত্রিদণ্ডই গ্রহণ করিয়া উপনিষদুক্ত অষ্টোত্তর শতনামী সন্ন্যাস প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতম অর্থাৎ শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক সম্প্রদায়ের সকল মহাজনই ত্রিদণ্ডী ছিলেন। দশনামী সন্ন্যাসী নাম এই উপনিষদ অষ্টোত্তর শত নামেরই অন্তর্ভুক্ত দশটি নাম মাত্র। উপনিষদুক্ত অষ্টোত্তর শত নামী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বত-সাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ॥
শতভিন্নোদিমাগতঃ কথিত্ব পরমার্থিনো।
দুর্গ্যাশ্রমী নির্দ্দেশ্য ত্রিদণ্ডী বিষ্ণু দৈবতাঃ॥
ভিক্ষু ... ... যুনিঃ।
বিষ্ণুরুদ্রো মহানীয়ো মহত্তমো যথাগতঃ॥
নৈকসত্পরমাদ্বৈতী শুদ্ধাদ্বৈতী বিশেষিতঃ।
তপস্বী যাচকো নম্র স্বাধ্যায়ী জপলোলুপঃ॥
সন্ন্যাসী যতী ক্লান্তো নির্ব্বাণ... ...নিষ্ক্রম্।
উদ্ভূলোদি-মহাযোগী ব্রতাচারো ভবপারগঃ॥
... ... যথার্থে ... ...।
সুদর্শনপ্রসো ভক্তিসারোক্তো জনার্দ্দনঃ॥
উর্দ্ধমন্দি-... ... ...।
নিরহোঙ্কারী ... ... শিবো॥
যোগানন্দো জিতক্রোধো গোবিন্দো মধুসূদনঃ।
বৈখানসো যথাদো দৈ বামনো পরমহংসকঃ॥
নারায়ণ হৃষীকেশো পদ্মনাভঃকমলো।
মাধবো দামোদরশ্চৈব ... ... বৈষ্ণবঃ॥
বিষ্ণুদামোদরো স্বামী গোস্বামী পরমেশ্বরঃ।
ভাগবতোত্তমজ্ঞঃ সত্যো নিষ্কিঞ্চনো যতিঃ॥
... ... মুক্তিরঞ্জনো।
নির্ব্বিবাদী ... ... সাধু বুদ্ধব্রতী॥
... ...
... ... মঠোৎসবে।
অষ্টোত্তরশতানি তু বৈদিকানি তানি হি॥"
(মুক্তিকোপনিষৎ ও শাণ্ডিল্যসংহিতা)

উপনিষদুক্ত অষ্টোত্তরশত নামের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য তীর্থ আশ্রমাদি প্রথম দশটির অধিক আর সন্ন্যাসী করিতে পারেন নাই—পারিলে শঙ্কর সম্প্রদায়ে অবশিষ্ট "শতভিন্নোদি মাগতঃ কথিত্ব পরমার্থী" প্রভৃতি সন্ন্যাস নামও প্রাপ্ত হইত। আর যদি বলা যায় যে, শঙ্কর-সম্প্রদায়ে দশাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সন্ন্যাসী কৃত হইয়াছিল, তাহা হইলে উপনিষদুক্ত অবশিষ্ট নাম গুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দশ নাম মাত্র গ্রহণ করত পূর্ব্বতম ও পূর্ব্বতর মহাজন-স্থাপিত মত ব্যতীত ঊর্দ্ধ-গমনের প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্যের পক্ষে ঐরূপ অবস্থাদূষ্টান্ত সম্ভাবনা না থাকায় ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি দশটির অধিক সন্ন্যাসী করিয়া দিতে পারেন নাই। তজ্জন্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ে, অষ্টোত্তরশত নামের প্রথম দশটি মাত্র পরিদৃষ্ট ও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসাশ্রম এবং ভক্তভাব অধিকারী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দশনামী ভারতী সম্প্রদায়ে একদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তর্ক উত্থাপন করিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ড গ্রহণের অযৌক্তিকতা স্থাপন করেন। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে একদণ্ড গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-চিহ্ন হউক?

এই সকল তার্কিকগণ চক্ষুর্দ্ধয় পূর্ব্বক ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারগত বিধিমার্গস্বরূপ পরাত্মনিষ্ঠা ত্রিদণ্ড বা একদণ্ড এতদুভয়ের একতরও গ্রহণ না করিয়া একেবারে নিষ্ক্রিয় পরমহংস বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক বিধি মার্গের শাসন ভঙ্গ হইতে অধিকারী হইয়া যাঁ ... পরায়ণ হওয়ার যৌক্তিকতা স্থাপন করেন।

মহাভাগবতবরাগ্রগণ্য শ্রীমচ্চৈতন্য যখন লীলাক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন উৎকল প্রদেশে ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-প্রথা অথবা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী প্রায় একেবারে ছিল না। কেবলমাত্র ... ... "... ... ..." এই অভ্যুদয় ও পরম ... ... মর্য্যাদা রক্ষা শিক্ষা দিবার জন্য সন্ন্যাসেকা অতি নিকৃষ্ট ... ... নামে ... ... মাত্র গ্রহণ করত ভাগবতের ভিক্ষুগীতার ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর কথিত "এতাং স আস্থায় ... ... পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ" ত্রিদণ্ডী গ্রহণ-নিয়ম জগতে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

—•••—

নদীয়া কংগ্রেস

নদীয়া কংগ্রেস হইতে ১০জন কর্মী কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে যাইয়া সেখান হইতে দুই দলে বিভক্ত হইয়া নিরুপদ্রব আইন অমান্যের জন্য লোক এবং অর্থ সংগ্রহ এবং প্রচার-কার্য্য চালাইবেন। তাঁহারা এই এপ্রিল তারিখের অপরাহ্নে বীরনগর এবং সভায় পর্য্যন্ত যাইবেন। সেখান হইতে তাঁহারা ৩জন স্বেচ্ছা-সেবককে কলিকাতা পাঠাইবেন। তাঁহারা কলিকাতা পৌঁছিলে সেখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

এইরূপে কংগ্রেস কর্ম্মিগণ নদীয়া হইতে মাজদিয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে যাইয়া কার্য্য করিবেন।

কৃষ্ণনগর দায়রা

কৃষ্ণনগরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ আর, সি, ঘোষের আদালতে হরনগর ডাকাতির মোকর্দ্দমার বিচারে আসামী ভুট্টু সেখ, পাগল মুচি, ভুট্টু সেখ, সাহু সেখ এবং নজর আলির উপর জজ সাহেব সকল জুরির সহিত একমত হইয়া তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

ঘটনা এই যে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভূপপতি সিংহ মহাশয় সন্ধান পান যে, গত জুন মাসের ৩রা তারিখে নাকাশীপাড়া থানার অধীন হরনগর গ্রামে কালিপদ নামক একজন মোদকের বাটীতে ডাকাইতি হইবে। তখন কৃষ্ণনগর হইতে এবং নাকাশীপাড়া থানা হইতে অনেক পুলিসের লোক পুলিস সোর্ড এসিষ্টেন্ট ও শ্রীযুক্ত বাবু অভয় পদ চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় জমীদার কানাই বাবু এবং অন্যান্য লোককে সঙ্গে করিয়া কালিপদর বাড়ীতে এবং অন্যান্য স্থানে লুকাইয়া রহেন। রাত্রি ৩টার সময় ডাকাতদের মধ্যে একজন প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া কালিপদর বাড়ীর ভিতর আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়, পরে সমস্ত ডাকাইত ঘরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন প্রবৃত্ত হইলে ভূপপতি বাবু নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ডাকাইতদের সহিত ধস্তাধস্তি করেন এবং সঙ্গের পুলিসের লোকদিগের সহিত ডাকাইতদের রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া যায়। অনেক কষ্টে তাঁহারা ৬জন ডাকাইতকে ধরেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন সরকারী সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত হয়।

সরকার পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু সতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় উকিল থাকেন। আসামীদের পক্ষে মৌলবী রফিউদ্দিন আমেদ এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিমলেন্দু সান্যাল উকিল থাকেন।

জুরির সহিত জজ একমত হইলে বিচারক বাবু বলেন যে, ডাকাইতদের এই প্রথম অপরাধ, সুতরাং লঘুদণ্ড দেওয়া হউক।

নবদ্বীপে মেয়ে চালান

শিয়ালদহের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, দত্তের এজলাসে আরাপদ নন্দী নামক এক ব্যক্তির নামে অভিযোগ এই যে, সে পিয়ারীমোহন শীল নামক একজন লোকের ষোড়শবর্ষ বয়স্কা কন্যাকে হরণ করে এবং কিছু দিন পরে উক্ত কন্যার গর্ভ সঞ্চার হইলে ঐ গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য কন্যাটীকে নবদ্বীপে চালান দিবার চেষ্টা করে। এমন সময় বাধা পাওয়ায় ঐ দুষ্কার্য্য করিতে পারে নাই।

কৃষ্ণনগরে স্বেচ্ছাসেবক

পাঠকগণ অবগত আছেন যে যাঁহারা দেশের সেবার জন্য মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি উপলক্ষে এবং আইন অমান্য করিবার নিরুপদ্রব আন্দোলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গত সোমবার অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর ঘাষপোপাল টাউন হলে এক সভার অধিবেশন হয়। এ পর্য্যন্ত ৭৭জন স্বেচ্ছা-সেবক সংগৃহীত হইয়াছে। আরও অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

—— ——

নদীয়ায় বসন্ত

নদীয়া জেলায় গত সপ্তাহে ষোলজন বসন্ত রোগে মারা গিয়াছে। কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা পাওয়া যায় নাই। বঙ্গদেশে এগারটী জেলায় কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সেন গুপ্ত মুক্ত

পাঠক অবগত আছেন যে, রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে রেঙ্গুন আদালতে বিচার হইয়া মিঃ জে, এম, সেন গুপ্তের দশদিন বিনাশ্রমে কারাবাসের আদেশ হয়।

তাঁহার গত সোমবারে মুক্ত হইবার কথা, ইহাই সাধারণে অবগত ছিলেন। হঠাৎ তাঁহাকে একদিন পূর্ব্বে রবিবারে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

তিনি সেখানে এক সভায় অভিনন্দিত হইয়া বক্তৃতায় বলেন যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করায় তত তিনি তত খুসী নহেন, যত খুসী এই দেখিয়া যে তিনি যে মন্ত্রের সাধন জন্য যুদ্ধ করিতেছেন ব্রহ্মবাসী এবং সাধারণে সেই মন্ত্রকে অভিনন্দিত করিতেছেন।

মিঃ গান্ধীর যাত্রা

১লা এপ্রিল দিনে চক্রবকাড়া, রাত্রিতে সুরাট।

২রা এপ্রিল দিনে ডিণ্ডোলি, রাত্রিতে ভাপু।

৩রা এপ্রিল দিনে ইয়াবান, রাত্রিতে নাভাসারি

৪ঠা এপ্রিল কালাপুর ষ্টেসনের কল এবং কারেড়ি মাহোবাড়ি।

৫ই এপ্রিল দণ্ডী পৌঁছিবেন।

আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে জাতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে তিনি লবণ আইন ভঙ্গ আরম্ভ করিবেন।

——

এদিকে বগুড়া, ঢাকা এবং অন্যান্য স্থান হইতে স্বেচ্ছাসেবক দল সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

উড়িষ্যায় এক ব্যক্তি নিজের ব্যবহারের জন্য লবণ তৈয়ারী করিয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া একটা হৈ চৈ আরম্ভ হইয়াছে।

মিঃ গান্ধির বাণী

কোনও সরকারী কর্ম্মচারী কোনও গ্রামে কোন সরকারি কার্য্যোপলক্ষে যাইলে তাহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা উচিত হইবে না। সরকারি কর্ম্মচারীর প্রতি বিশেষ যত্নঃ এরূপ করিতে হইবে, তাহা নহে। উহা একপ্রকার সামাজিক ভাবে বয়কট করা। সরকারি কর্ম্মচারীকে তাহার কার্য্যে সাহায্য করাও অনুচিত হইবে।

পুলিশের আপত্তি

ফরিদপুর মহিলা সভার কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কয়েক-জন পুলিসের লোক একটী বেঞ্চি লইয়া সভানেত্রীর আসনের নিকট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। মণ্ডপের ভিতর এরূপ ভাবে যে কোন পুরুষ প্রবেশ করায় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ হইতে আপত্তি করা হয়। তাহার পর পুলিসের লোক চলিয়া যায়।

এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া ফরিদপুর বার এসো-সিয়েশন একটী সভা আহ্বান করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ডি, পি, আই

বাংলার স্থায়ী ডিরেক্টার অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌-সান (শিক্ষাবিভাগের প্রধান পরিচালক) মিঃ ওটেন বিলাতে আছেন। তিনি হঠাৎ কাজে ইস্তফা দিয়াছেন।

অস্থায়ী ডিরেক্টার মিঃ জেনকিন্‌স ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন। এখন তিনি ছুটী নামঞ্জুরের দরখাস্ত করিয়াছেন।

——

বারহাট্টে আপত্তি

হাইকোর্টে একটী মোকদ্দমা হস্তান্তরিত করিবার দরখাস্ত হইয়াছে। দুইজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট একটী ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতেছিলেন। আসামী পক্ষের মোক্তার বারহাট্টে একখানি কাগজ দেওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ অসন্তুষ্ট হলেন: ও তাতে বাদানুবাদ হয়। এই কারণে এবং একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত ফিসের বিশেষ ভালবাসা আছে এই কারণে এখানে সুবিচার হইতে পারে না বলিয়া মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করিবার দরখাস্ত হয়। হাইকোর্ট রুল জারি করিয়াছেন।

——

জল নিকাশ

কলিকাতার জল নিকাশ সম্বন্ধে কর্পোরেশনের সহিত সরকারের বাদানুবাদের আলোচনা চলিতেছে। আইনের বলে যে কর্পোরেশন সম্পূর্ণ জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত করিতে পারে না। এই আইনের সুবিধা পাইয়া সরকার নিশ্চিন্ত আছেন। এদিকে বিদ্যাধরী নদী মজিয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় জল ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়া

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়' পত্রিঃ সম্পাদক কর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ৷৷৷৹ সাধারণ পক্ষে ১০৷৷৹। প্রত্যেক সাধারণ পক্ষে ৷৷৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵৹।

ভাগবত অর্কমরীচিমালা ..., সাধারণ ... পক্ষে ৮৲।

... একাদশ স্কন্ধ ...।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। ... পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরিকথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ... উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
জৈবধর্ম্ম (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

... প্রকাশিত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷৹ টাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—...পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— ...পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঁড়াকিদা, বালুরঘাট, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,— ৪নং ... কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—... বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, —বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, ... পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—... পোঃ, ময়মনসিংহ।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১ ... রোড্ দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত ... ... রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত ... গোস্বামী ভক্তিরত্ন —দেওয়ানগঞ্জ, কালিকাপুর কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত ... —১৬,২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি —এ, এম, ... কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিঃ ... —কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬। ... দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রী... —মদনমোহন ... নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী... ... চব্বিশ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ...

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ ... 'পুনঃ সেইক্ষণে মায়া পাশে ছুবি মরে'

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর তথা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? দর্শন, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এরূপ সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ। প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনরহস্য

৸০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অতি উপাদেয় গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
তৃতীয় সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যের সঙ্গে—… যখন জীব… হইতে পারে, তখন একমাত্র … শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন … … পাইবা … শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন … … হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাঞ্জল … … সঙ্গীতমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবধাভক্তি — ৴০

অর্থপঞ্চক ‑৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা সত্য কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি করিলে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যিনি যত্নের সহিত … পাঠ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করিবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি এত প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট বস্ত্রে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব-অভিধান)

বিষয়:—১। … ভগবান … ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। … শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। … প্রাচীন গ্রন্থের তালিকা ও বিবরণ, ৫। … বাঙ্গালার … ব্যবহার্য্য। … প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲। (৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক, ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। …বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের … গ্রন্থ। … সাধকের অবশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। … ডবল ক্রাউন ৮ পেজি … পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত … প্রকাশিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

বেঙ্গল

মদন মঞ্জরী

রতিশক্তির হ্রাস ও ধাতু দৌর্ব্বল্য ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ধ্বজভঙ্গ, শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“নপুংসকারি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে এই ঘৃত মর্দ্দনে ব্যবহার করিলে … ১ টাকা।

“প্রমদাবিলাসিনী বটিকা”

… মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

… নারায়ণজী, কেশবজী

… হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

… … …!!!

… তৈল

… বাজার … মঞ্জরী … দাস্তু

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

… জ্বর, … … এবং … … সত্বর আরোগ্য হয়। …

… ম্যালেরিয়া … …

… ভট্টাচার্য্য কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২৯।১ হরলাল মিত্র লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

[illegible] এর [illegible] প্রশংসিত।

[illegible] শরীরের [illegible] উপাদান, [illegible] ব্যাধিযুক্ত হয়ে [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] উপকার করেন। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—ই, কি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible] পাওয়া যায়।

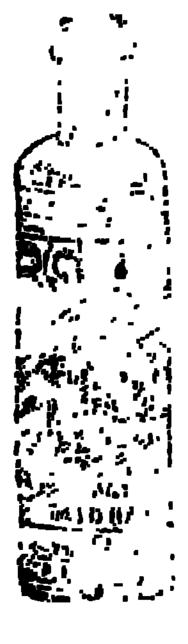

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible] লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] ব্যবস্থার [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, শ্বাস, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, [illegible] রোগের মহৌষধ। [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক [illegible] ও [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক-[illegible] (Tube-well) [illegible] করা হয়। [illegible] প্রাইভেট সেক্রেটারী, [illegible] রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে [illegible] [illegible] পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পথ। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় [illegible] ছাপার জন্য বিখ্যাত [illegible] চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] প্রেসে [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত [illegible]

আসামীর সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যাপ্রকাশ বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৭০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ২১শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৬ ৪ঠা এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৶০
৪। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ ” ” ” আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (সংস্কৃত মাধুর্য্য মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সারার্থ (রামানুজীয়) ৷০
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমপ্রদীপ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীপ-প্রদর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। শ্রীনবদ্বীপধাম (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৫০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (পদ্যানুবাদ) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তি-কল্প-বর্ষা ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, সৌন্দর্য্যশিক্ষা, কল্যাণকল্পতরু, অমৃতপ্রবাহ ও মহাপ্রভুর শিক্ষা মোট ৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অমৃতসমুদ্র ৵০
২৬। সাধকমঞ্জরী ।০
২৭। শ্রীকৃষ্ণ-প্রদীপিকা ।০
২৮। দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম (শ্রীমদ ভাগবত) ১৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৷০
৩১। শরণাগতি-গীতাবলী
৩২। [illegible] ৷০
৩৩। [illegible] ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র নারায়ণ রায় এম্, এ প্রণীত

নবদ্বীপ—কর্ম্মকাণ্ডাধীন ভোগা।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
নবদ্বীপ—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানমার্গে মুক্তি ও জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পন্থায়।

বহুশত অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।

উৎকৃষ্ট (ইং) [illegible] ২৲ মাত্র।

[illegible] অমঙ্গল-প্রসূ।
[illegible] ভক্তি হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি-নাই

দৈনিক বাংলা প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ

টনিক ও পাচক। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক মাত্রাতেই প্লীহা, লিভার হ্রাস হয়। "ফলেন পরিচীয়তে"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর নাহি হয়।

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ... আপনার জ্বর একেবারে ... আরোগ্য ... একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ ... সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ... মূল্য প্রতি শিশি ৸৶০ আনা, ডাক মাশুল ।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম্. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্স্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত শান্তি নাশক

... তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও খাঁটি

শিশি ... আনা, ডাক ...

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্যমত উপাদানে খাঁটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেল, প্রভৃতি মূল্যবান্ সুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে ... সমভাবে উহার অনুরূপ গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকে। ... পরম পবিত্র ... তৈল নিত্য ব্যবহারে ... দৈহিক ... অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

... সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের ... দুর্ব্বলতা, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, স্মৃতিবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আমকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির ... মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, উহা এরূপ ... তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় বড় অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, ... জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। ... বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিবেন না।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে চৈত্র শুক্রবার—১৩৩৬

মহাজনের উপদেশ

জাগতিক অভিজ্ঞান লাভের জন্ত যেমন প্রত্যেক পদে পদেই আমাদের কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির [illegible] হয়, ভূমিষ্ঠ হ'বার পর হ'তে এজগৎ থেকে চির বিদায় গ্রহণের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত যেমন অন্যের সাহায্য বা পরামর্শ ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্রও স্বাধীনভাবে চ'লতে পারি না, এটা যেমন প্রত্যক্ষবাদী আমাদের বুঝ্‌বার পক্ষে আদৌ কষ্ট হয় না, তেমনি পারমার্থিক অভিজ্ঞান আমরা নিজে নিজেই লাভ ক'রে নিতে পারি, কারও সাহায্যের দরকার নেই—এরকম বিচারটা আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না। গুরুকরণের আবশ্যকতা স্বীকার না ক'রলে বেশ স্বাধ-খেয়ালি ভাবে দুনিয়ায় মজা লোটা যাবে, মনের সুখ শান্তির জন্ত নিজেদের মনগড়া মত ভগবদুপাসনা করা যাবে—এরকম বিচারটা ভোগী আমরা, আমাদের হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যদি একটুও ভেবে দেখি, তা' হ'লে বুঝ্‌তে পারি, আমাদের বিচারটা কত ভ্রমপূর্ণ। ত্রিকালদর্শী মহাজনেরা আমাদের মঙ্গলের জন্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যে সব ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছেন, তা' না শুনে নিজেদের খেয়ালমত চলায় যে পদে পদে কত বিপদ্‌গ্রস্ত হ'তে হয়, মনটা কত অশান্তিপূর্ণ হ'য়ে থাকে, তা' আমরা নিরপেক্ষ ভাবে একটু চিন্তা ক'রলেই বুঝ্‌তে পারি।

যাঁরা মনে করেন— "পারমার্থিক জগতের কোন কথার দরকার নেই, ভগবান্ দিয়ে আমাদের কি হ'বে, ছিটেফোঁটা কতকগুলো বাঁধা বাঁধি নিয়মের ভেতর প্রবেশ ক'রে মনের সুখ শান্তি নষ্ট ক'রবো কেন? আমরা খাব দাব, থাক্‌বো, বেড়াবো, ইন্দ্রিয়তর্পণ ক'রবো, আবার অশান্তি আসে অশান্তি ভোগ ক'রবো, মরে যাবার সময় হ'লে ম'রে যা'ব, ম'রে গেলে পরে কি হ'বে না হ'বে—এসব চিন্তা দিয়ে আমাদের কি হ'বে, জগতে এসেছি, যতক্ষণ ভোগের সামর্থ্য আছে, ভোগ ক'রে নিই, শেষে যা' হ'বার হ'বে।"—তাঁরা তাঁদের যা' ইচ্ছা হয় করুন, তাঁদের সঙ্গে বাদানুবাদ ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করায় কোন লাভ নেই, কিন্তু জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি-ফলে যাঁদের ভগবদ্ভজনে একটু বিশ্বাস হ'য়েছে, যাঁ[দের] ভজন কর্‌বার একটা স্পৃহার উদয় হ'য়েছে, তাঁদের জান্‌বার জন্তেই বলা হ'চ্ছে যে, যে যেমন অবস্থায় থাকুন না কেন, স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা—সকলেই সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম অন্বেষণ করুন, ভগবানের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা জানান, দয়াময় ভগবান্ গুরুরূপে নিত্যকালই আমাদের উদ্ধার কর্‌বার জন্ত জগতে বিচরণ ক'রছেন, আমাদের নিষ্কপট আর্ত্তি দেখ্‌লেই তিনি কৃপা ক'রে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের স্থান দেবেন।

তবে সাবধান, গুরুর সজ্জায় অনেক ভণ্ডগুরু ভণ্ড বিচরণ ক'রছে, তা'দের কবলে যেন না পড়া হয়। তারা আমাদের মন-রাখা দু'চারটা কথা বলে আমাদের কাছ থেকে কিছু টাকা কড়ি আদায় করার জন্ত নানা কৌশল-জাল বিস্তার করে। নিজেদের ভোগসুখ বজায় রাখ্‌বার জন্তে সেই সব ভণ্ডদের গুরু ব'লে বেড়েছে সর্ব্বনাশ। ইহকালও যাবে, পরকালও যাবে। তারা শুদ্ধভক্তের প্রতিষ্ঠা সহ্য ক'রতে পারে না, কেননা তাঁরা তাদের দুষ্টামি লোকের কাছে প্রকাশ ক'রে দেন, তা'তে তাদের বড় ক্ষতি হয়, শিষ্য ছুটে যায়, প্রণামী কম পড়ে ইত্যাদি। স্বার্থের খাতিরে তা'রা বিষ্ণু-বিগ্রহন বৈষ্ণবকে নিন্দা ক'রতে একটুও পশ্চাৎপদ হয় না। শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন ত্রুটী না পেলেও ঈর্ষাবশে তাঁদের কাল্পনিক নানা-প্রকার কল্পনা ক'রে দুর্ভাগা লোকগুলোকে তাঁদের চরণাশ্রয় হ'তে বঞ্চিত করে। অবশ্য ভাগ্যবান্ লোকেরা তাদের ধোঁকায় পড়েন না। তাঁরা তাদের কপটতা চালচুলো, পয়সা রোজগার ফিকির ফন্দী সব বুঝে লোককে সাবধান ক'রে দেন। দাম্ভিক ব্যাভিচারী অসদ্‌-গুরুগণের কবল হ'তে সাবধান হ'বার উপায় ভগবৎপাদপদ্মে নিষ্কপট আর্ত্তি। আমরা যদি সরলভাবে সত্য জান্‌বার জন্ত ভগবানকে সরলপ্রাণে ডাক্‌তে থাকি, তা'হলে তিনিই কৃপা ক'রে আমাদের সত্য জান্‌বার উপায়-স্বরূপ সদ্‌গুরু মিলিয়ে দেবেন—এটা লোকের মনরাখা কথা নয়—একেবারে খাঁটি সত্য কথা।

অনেকে 'সদ্‌গুরু পাওয়া যায় না' ব'লে ওজর দেখান, তাতে বুঝা যায় তাঁদের সত্যজান্‌বার পিপাসাই হয় নি। ভগবান্ নিত্য, ভগবানের ভক্ত নিত্য, ভক্ত অদর্শন হ'লেও, তিনি সরলপ্রাণ সত্যপিপাসু লোকদের কাছে প্রকট হ'য়ে থাকেন। যারা কেবল ভোগোন্মত্ত হ'য়ে থাক্‌তে চায়, ভগবদ্ভজন কর্‌বার কোন প্রয়োজনই স্বীকার করে না, তারাই ঐসব ওজর দিয়ে নিজেদের নাস্তিক না হ'য়ে আস্তিক্যের মাঝে একটু জমকা দেখায়। একরকম তর্কের কোন মূল্য নেই, একেবারে নাস্তিক হ'য়েও কোন লাভ নেই। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত ভগবানের ভজন আরম্ভই হয় না। গুরু যে সে গুরু হ'লে চল্‌বে না, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরু হওয়া চাই, নচেৎ ঠিক বিপরীত ফল দাঁড়াবে। "সাধু শাস্ত্রের কথা শুন্‌তে গেলে অনেক ঝামেলা, ভোগসুখ ত্যাগ ক'রে ভগবদ্ভজন ক'রতে হয়, অত ঝামেলায় দরকার কি,'—এরকম বুদ্ধি কোন কালেই মঙ্গল প্রসব করে না।

সৎকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য আর রূপ—এই চারটীর অহঙ্কার মানুষকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যায়। এই অহঙ্কারই সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ের প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। গুরুদেব যে কোন কুলে উদ্ভূত হয়ে জীবে দয়া ক'রতে পারেন, কৃষ্ণবৈভব তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ; কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব হ'য়ে তাঁর জাতি-বিচার করার জন্ত ব্যস্ত হই, আমা থেকে নিম্ন কুলে জন্ম হ'লে তাঁকে আমার অনুগ্রহপ্রার্থী ক'রতে চাই অর্থাৎ সদ্‌গুরুকে গুরুর সম্মান না ক'রতে চাই, এটাই আমার বুদ্ধি! ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব জন্মে দিলে যায়—অধঃপতন শুরু। ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে মনে করি-টাকা দিলেই গুরুগৌরাঙ্গ কিনে নেবো না টাকা দিলেই তাঁদের বশ ক'রবো। [illegible] ঠিক সেইরকম অধঃপতন শুরু। পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে স্ফীত হয়ে মনে করি- আমি অনেক বুঝি, পাণ্ডিত্য দিয়েই গুরু ভগবানকে বুঝে নেওয়া যাবে—যত বড় তত্ত্ব হোক তর্কাদি করা যাবে। আমার রূপ দেখে গুরুও [illegible] ভক্ত, তাকে নামে মাত্র গুরু ক'রে [illegible] ক'রে বসি। ক্রমবর্দ্ধমান রূপের গর্ব্ব [illegible] সেই [illegible] শুরু। এইরকমে আমার দুর্বুদ্ধির জন্তে আমি দেহ ও মনের 'আমিত্ব' ও অভিমানটাকেই গুরু ক'রে ভগবদ্ভজনের নামে আর একটা কিছু ক'রে বসি। দেবদুর্ল্লভ মানবজন্ম পেয়ে, মঙ্গলের পরিবর্ত্তে ঠিক তার বিপরীত পথে চ'লে আত্মঘাতী হয়ে নরকে ডুব্‌বার যোগাড় করি। কলিযুগপাবনাবতারী মহাপ্রভু আমাদের মত এই সব হতভাগা মূর্খ লোককেই উদ্দেশ্য ক'রে বলেছিলেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥"

"দিন নেই তুলোপানা চক্ক"—আমাদের হয়েছে এই দশা। 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি গোস্বামী', 'আমি বৈরাগী' ব'লে খুব বড়াই ক'রবো, বোকা লোককে ঠকিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠা আদায় ক'রবো, কিন্তু কাকে বলে 'ব্রাহ্মণ' কাকে বলে 'গোস্বামী', কাকে বলে 'বৈরাগী'—তার কোন খবরই রাখ্‌বো না! [illegible] কোন মহাজন আমাদের উপর কটাক্ষ করেন, অমনি আমরা ক্ষেপে উঠে তাঁকে [illegible] গালি গালাজ ক'রি, [illegible] আমাদের [illegible] সকল [illegible] আমাদের [illegible] আছে, [illegible] ক'রে [illegible] যায়, [illegible] ক'রবার [illegible] অধিকার [illegible] আর [illegible] করেছে! [illegible] আমাদের বুক একটুও কাঁপে না—একেবারে [illegible] । আমরা মনে করি, পরকালে কি হবে না হবে তা'র পরের কথা, সুতরাং এখন থেকে তার জন্তে মাথা ঘামিয়ে কাজ কি? অনুতাপ হ'লে ভগবান্ ক্ষমা করবেন? তাও ত জানে না। নিজেদের দোষ দেখিয়ে দিতে চাইলে ভগবান্ বা ভক্ত আর কি ক'রবেন? শরণাগত জনেরই ভগবান্ দয়া করেন, সুতরাং সদ্‌গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হ'তে হবে।

নিত্য উপাসনা

(শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী)

মনুষ্য দু' প্রকার, যথা—ঐহিক ও পারত্রিক। ঐহিক মানবগণ কেবল ঐহিক সুখ, ঐহিক নাম ও ঐহিক উন্নতি অনুসন্ধান করে। পারমার্থিক মানবগণ

ত্রিবিধ, যথা—ঈশানুগত, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সিদ্ধিকামী।

সিদ্ধিকামী জনগণ কর্ম্মকাণ্ডের ফলভোগে নিরত। তাহারা কর্ম্মের দ্বারা অলৌকিক ফল উৎপন্ন করিতে চায়। যজ্ঞ, যোগ, যাগাদি তাহাদের অলৌকিক ফলোদয়ের উপায়। তাহাদের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহযুক্ত এবং ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনি কর্ম্মবশ। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ ঐ শ্রেণী-যুক্ত।

জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জ্ঞানালোচনার দ্বারা আপনাদের ব্রহ্মতা উদয় করিতে যত্ন করেন। ঈশ্বর বাস্তব কেহ থাকুন বা না থাকুন, উপাসনাকালে একটী ঈশ্বর কল্পনা করত তাঁহাতে ভক্তি করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞান-ফল পাইয়া থাকেন। জ্ঞানফল পাইলে আর সাধনকালীয় ঈশ্বরের আবশ্যকতা থাকে না। ঈশভক্তি কালক্রমে জ্ঞানাকারে পরিণত। এই মতে ঈশভক্তির নিত্যতা নাই।

ঈশানুগত পুরুষেরা বস্তুতঃ পরমার্থ অনুসন্ধান করেন। ইঁহারাই প্রকৃত পারমার্থিক। ইঁহাদের মতে একটী অনাদি অনন্ত ঈশ্বর আছেন। তিনি স্বীয় শক্তিক্রমে জীব ও জড় সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবসকল সেই ঈশ্বরের নিত্যদাস। ঈশ্বরের প্রতি নিত্য আনুগত্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। জীব নিজবলে কিছুই করিতে পারে না। কর্ম্মদ্বারা জীবের কোন নিত্যফল হয় না। জ্ঞানদ্বারা জীবের নিত্য ফল সিদ্ধ হয় না। অনুগত হইয়া ঈশ্বরকে সেবা করিলে ঈশ্বরের কৃপাতে জীবের মঙ্গল উদিত হয়।

সিদ্ধিকামী ও জ্ঞাননিষ্ঠ আপনাদিগকে পারমার্থিক বলিয়া অভিমান করে মাত্র, বস্তুতঃ তাহারা ঐরূপ নয়। সিদ্ধিকামী জগতের যাবতীয় উন্নতি মানিলেও তৎপর এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ঐহিক সুখাদি হইতে মুক্তিলাভে যত্নবান্। সুতরাং ইঁহাদের উপাসনা নৈমিত্তিক।

জ্ঞাননিষ্ঠগণের মধ্যে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব-এই পঞ্চপ্রকার শ্রেণী দৃষ্ট হয়। ইঁহারা যে প্রথমে শিবাদি ভজন করেন, সে কেবল অভেদ ব্রহ্মসম্পাদক বা কল্পনার আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সর্ব্ব শিবাদি মূর্ত্তি সাধনের আশায় কল্পিত বলিয়া নৈমিত্তিক।

ঈশানুগতগণের প্রথম কীর্ত্তনাদিতে মুক্তি বুদ্ধি থাকে নাই। তাঁহাদের উপাস্য ভগবান্ নিত্য, চিন্ময় ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। উপাস্য তত্ত্বকে বাধ করত বলা না যায়, তবে অনিত্যোপাসনা হয়। জ্ঞাননিষ্ঠগণের উপাস্য-বিগ্রহ নিত্য নহে, সাধনকালে আবশ্যক হয় মাত্র, সিদ্ধিকালে প্রবৃত্তির সঙ্গে লোপ পায়। ঈশানুগতগণ নিত্যকাল ঈশানুগত থাকেন, সিদ্ধিকালেও তাঁহাদের ঈশানুগত্য লোপ পায় না। তাঁহারা কৃষ্ণবিগ্রহাদিকে নিত্যবোধে উপাসনা করিয়া থাকেন। এই জন্য তাঁহাদের উপাসনা নিত্য।

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল

গৌরাব্দ ৪৪৪

বিগত ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিবসে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে যে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত ২৬জন পরীক্ষার্থী সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম ও ফল যোগ্যতানুসারে উত্তম, মধ্যম ও সাধারণ এই তিনটী বিভাগক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উত্তম বিভাগ

১। অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবরদাস অধিকারী এম্-এ, বি-এল, মৈমনসিংহ

মধ্যম বিভাগ

১। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস অধিকারী বি, এস্‌সি, বি, টি, ধুবড়ি
২। „ নবীনকৃষ্ণ দাস অধিকারী বিদ্যালঙ্কার
৩। „ বঙ্কিমচন্দ্র দাস অধিকারী, মেদিনীপুর
৪। „ কমলাক্ষ দাস অধিকারী বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, মেদিনীপুর
৫। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ
৬। শ্রীপাদ রাজেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্ণব বি-এ
৭। „ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী
৮। „ প্রভাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, কুচবিহার
৯। সুদর্শনসনাতন দাস অধিকারী, কটক
১০। অধ্যাপক নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর এম্-এ, কটক
১১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী, মৈমনসিংহ
২। শ্রীযুক্তা প্রেমলতা বসু, মায়াপুর বালিকা-বিদ্যালয়
৩। শ্রীপাদ মদনাভিরাম দাস অধিকারী, মৈমনসিংহ
৪। „ গৌরধাম ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ
৫। যশোদানন্দন দাস অধিকারী, কলিকাতা
৬। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী
৭। বিলাসবিগ্রহ দাস অধিকারী, কটক
৮। বৈকুণ্ঠানন্দ ব্রজবাসী
৯। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী
১০। শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী, ভাগলপুর
১১। শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী
১২। „ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী
১৩। „ চরণাশ্রিত দাস অধিকারী, ত্রিপুরা
১৪। „ অনঙ্গমোহন দাস অধিকারী, বর্দ্ধমান

[পরবর্ত্তি সংখ্যায় আগামী বর্ষের পাঠ্য তালিকা প্রকাশিত হইবে।]

বাগ্‌যুদ্ধ

হরিকীর্ত্তন নহে

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিসার)

বর্ত্তমান কাল কলিতে নাটক নভেল উপন্যাসের প্রসারে, আধুনিক শিক্ষিত মহলে একটা কথা পড়িয়া গিয়াছে যে, সভায়, সামাজিকে নানা গল্প শুনিবে প্রত্যেকে একটা গল্পের কথা পাড়িয়া বসেন। এই গল্পের কথা অনেকেরই জানা নাই বলিয়া একটা বাজারী গল্পের মত প্রয়োগ—সকলেই অবহিত থাকিবেন।

গল্প শুনিবে সকল কথারই আলোকে মীমাংসা হয়, কিন্তু গল্পের কথাবার্ত্তা উঠিলেই অনেক সময় লাঠি ঠেঙ্গার প্রয়োজন দেখা যায়। তাহার প্রকৃত তথ্য আমরা অনেকেই অবগত নহি।

অসম্পূর্ণ দর্শন ও খণ্ড বিচারই বিবাদের মূলীভূত কারণ। আমরা যে বিষয়টির আলোচনা করিতে চাই, সেই বিষয়েরই বাস্তব সংজ্ঞা আমাদিগের জানা নাই। লোকের নিকট বাহবা লইবার নিমিত্ত ২।১ খানা শাস্ত্র গ্রন্থের ২,৪ খানা পাতা উল্টাইয়াই লোকসমাজে আমরা অন্যায় করিয়া, পুনরায় নাটক নভেলের প্রতি আকৃষ্ট হই। তাহাতেই দর্শন—শ্রবণ-পিপাসা মিটাইয়া থাকি। শাস্ত্র গ্রন্থের যে যাহা পাতা পাঠ করি তাহাও অনির্দিষ্টভাবে। তাহাতে গ্রন্থ পাঠে দুর্বলবুদ্ধি না খুলিয়া বরং মুখস্থ ভাবে আওড়াইয়া যায়; যাহা অনাদি কালের কুসংস্কারজ ভাব, তাহা আবহমানকাল বিদ্যমান থাকে।

কোন এক সময় কতকগুলি অন্ধ, হস্তী দর্শনের অভিপ্রায়ে, কোন এক বড় লোকের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অন্ধগণ বড় ব্যক্তিকে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে অপরাপর চক্ষুষ্মান্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অন্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা যে অন্ধ, হস্তী দর্শন কি প্রকারে করিবে"? অন্ধগণ বলিলেন,—"কেন! আমরা স্ব-স্ব করচালী প্রক্রিয়া দ্বারা হস্তী দর্শন করিয়া লইব"।

অতঃপর অন্ধগণের নির্দ্দেশানুসারে হস্তীটিকে স্মরণ করান হইল। অন্ধগণ সকলেই হাতীর বিভিন্ন অঙ্গে হাত বুলাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। দেখা শেষ হইল। একণে অন্ধগণ পরস্পর হাতীর আকার বর্ণন করিতে যাইয়া মহাবিবাদ উপস্থিত করিলেন। কাহারও কথার সাথে কাহারও কথার মিল হইতেছে না।

কেহ বলেন—হাতী, কুলার মত, কেহ বলেন—হাতী, খামকাঠের খুঁটির মত; কেহ বলেন—হাতী, মানকচুর পাতার মত; কেহ বলেন—হাতী, ময়রাদের একটী লাঠির মত; কেহ বলেন—হাতী, একটা বস্তাবের ছিপের মত; ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন দেখা যাইতেছে কাহারও কথা মিথ্যা নহে, কিন্তু সমগ্র হস্তীর আকৃতি উহা নহে। যিনি হস্তীর যে অংশ স্পর্শ করিয়াছিলেন, সেই অংশটিকেই একটা প্রকৃত হাতীর পূর্ণাবয়ব মনে করিতেই ইহারা বাদবিসম্বাদ আরম্ভ করিয়াছেন।

আরোহ পন্থায় স্ব-স্ব দেহমনের যোগ্যতানুসারে যাঁহারা এই প্রকারে ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রচেষ্ট হন, তাঁহারা সকলেই এখনকার অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় অবলম্বনে বহু প্রকার বাক্-বিতণ্ডার আবাহন করিয়া অশান্তিতে উপস্থিত করেন মাত্র। তাঁহারা যতই মনে করুন না কেন যে, আমরা হরিকথা কীর্ত্তন করি, বাস্তবপক্ষে ঐ সমস্তই তর্কপন্থায় বাক্-বিতণ্ডায় বাক্-যুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। উহা কখনও হরিকীর্ত্তন নহে।

একমাত্র শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবিদ্‌গণই তর্ক-মুক্ত। তাঁহারা শাস্ত্র-সিদ্ধান্তরূপ সুদর্শন দ্বারা যাবতীয় দুর্দ্দর্শন তর্ক-বিতর্ক খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিয়া থাকেন।

নানা কথা

কৃষ্ণনগর মামলা

কৃষ্ণনগরের কয়েকজন ভদ্র যুবকের বিরুদ্ধে রাজ-সরকারি কর্মচারীর কার্য্যে বাধা প্রদান এবং রাজদ্রোহের মামলা চলায় কৃষ্ণনগরের ভদ্র-সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহাদের বিরুদ্ধে তিনটী মোকর্দ্দমা চলিতেছে। তাহার মধ্যে আমরা দুইটীর বর্ণনা প্রদান করিয়াছি। তৃতীয়টীর বিচারাধীন ঘটনা এই যে নদীয়া কংগ্রেস আফিস হইতে যুবকদিগের একটী মিছিল বাহির হয়। তাহাতে একটী গান গাওয়া হয়। এ গানের প্রথম চরণটী এই—"শুধু বল যে সত্য হয়েছে, দস্যুর হাতে যে রাজার দণ্ড।" গানের নীচে নদীয়া জেলার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছিল। এইজন্য তাঁহাকে এবং শ্রীমান্ গোবিন্দ দত্ত, শ্রীমান্ মহাদেব সরকার এবং শ্রীমান্ জ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ প্রচারের মোকর্দ্দমা চলিতেছে।

একটী মোকর্দ্দমার রায় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বিচার শেষে সমস্ত ঘটনার যথাযথ বিবরণ প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

এখানে লবণ আইন অমান্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ খুব জোরে চলিতেছে।

কলিকাতায় পুলিশের গুলি চালান

কলিকাতার গাড়োয়ানদিগকে সামান্য সামান্য কারণে ফৌজদারি সোপর্দ করা হয়—এই কারণে গরুর ও মহিষের গাড়ীর গাড়োয়ানগণ ধর্ম্মঘট করিয়া জরিমানার টাকা না দিয়া কারাবরণ করিয়াছে। প্রায় একশত গাড়োয়ান এই কয়দিনে জেলে গিয়াছে।

গত ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে আইন প্রচলিত হইয়াছে যে কলিকাতায় রাস্তায় বেলা বারটা হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত মহিষের গাড়ী চালান নিষেধ।

এই আইন অমান্য করিবার জন্য হ্যারিসন রোড এবং স্ট্র্যাণ্ড রোডের সঙ্গম স্থলে প্রায় একশত গাড়ী জমা হইল। পরন্তু মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারিগণ তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিল না। তাহারা গাড়ী হইতে মহিষদিগকে খুলিয়া দিল। সুতরাং গাড়ী সমস্ত রাস্তায় পড়িয়া রহিল। রাস্তায় লোক ও গাড়ী চলা-চল বন্ধ হইল এবং ভীষণ জনতার আবির্ভাব হইল। পুলিশের লোক নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিল। সেইখানেই অনেক লোক হত হইল এবং অনেকে আঘাত পাইল। অনেক নিরীহ পথিক এবং দোকানদার গুলির আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিল।

রাস্তার মাঝে জনতা থাকায় তিনঘণ্টা ট্রাম রাস্তার উপর থাকায় ট্রামগাড়ী যাতায়াত বন্ধ ছিল।

মনোহর দাস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট এবং বউবাজার স্ট্রীটের মোড়টির নিকট গুলি চালনার ফলে লোক মারা যায় এবং অনেকে আহত হয়।

বড়বাজার একটা ছোটখাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় অনেকে দোকানপাট বন্ধ করিয়া ফেলিল।

৫০।৬০ জন লোক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। তাহাদের অনেকেই পুলিশের গুলিতে আহত। বড়বাজার ও বেলগাছিয়া হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ট্রাম চলাচল বন্ধ ছিল।

প্রকাশ যে কোন কোন স্থানে পুলিশের উপর ইষ্টক-বর্ষণ হয়।

গৌরীশৃঙ্গ অপেক্ষা উচ্চ

মাউণ্ট এভারেষ্ট বা গৌরীশৃঙ্গ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান বলিয়া জানা আছে।

সম্প্রতি আমেরিকার জাতীয় ভৌগোলিক সভার পরিচালক ডাক্তার জোসেফ রক সাহেব পশ্চিম চীন এবং তিব্বত ভ্রমণ করিয়া আমেরিকায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে তিনি হিমালয় পর্ব্বত-মালার ভিতরে গৌরীশৃঙ্গ অপেক্ষা উচ্চ একটী শৃঙ্গ আবিষ্কার করিয়াছেন।

তদন্ত

প্যালেষ্টাইনে আরব এবং ইহুদী জাতির মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া অনেকে মৃত্যু-মুখে পতিত হন—ইহা পাঠক অবগত আছেন। এই ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটী কমিশন বসে। তাহাতে মীমাংসা হয় যে প্যালেষ্টাইন সরকার অপরাধীদের [illegible] ঠিক কাজ করিয়াছে। আরব এবং ইহুদী জাতীয় নেতৃবর্গ পরস্পর বিদ্বেষভাব পোষণ করে এবং কিছুতেই মিলনের দিকে আসিতে চাহে না। এ অবস্থায় শান্তিপ্রিয় ইংরাজ জাতি কি করিতে পারেন?

নৌ বৈঠক

নৌ-বৈঠকে আবার ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে মতভেদ হইয়াছে

সর্দ্দা-আইন

বিবাহ আইনের প্রতিবাদকারীদের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট ৫৪৩টী টেলিগ্রাম এবং ৪৯৪টী দরখাস্ত পাইয়াছেন, তাহাতে ৩৮৮৮৬ জনের স্বাক্ষর আছে।

সাম্বৎসরিক রিপোর্ট

বোম্বাইয়ের ডিরেক্টার অব্ ইনফরমেশন "বোম্বাই—১৯২৮-২৯" নামক নূতন পুস্তকে লিখিয়াছেন যে ঐ বৎসরে বর্দ্দোলি সত্যাগ্রহ-সমিতি বর্দ্দোলির জমির খাজনা নির্দ্ধারণ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। নেহরু রিপোর্টে ঔপনিবেশিক শাসন প্রণালী বরণ করায় একদল বোম্বাইএ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ অব্ ইণ্ডিয়া নাম দিয়া স্বাধীনতা লক্ষ্য করিয়া এক সভার সৃষ্টি করেন। এই বৎসরে ধর্ম্মঘট আর পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়।

ময়মনসিংহে বিলাতী থিয়েটার

ময়মনসিংহ ২।৪।৩০

আজ ৮।১০ দিন গত হইল কলিকাতা হইতে সদল-বলে বিলাতী থিয়েটার দল ময়মনসিংহ সহরে নাট্যাভিনয় দেখাইবার জন্য এখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা এখানে আনীত হইয়াছিল। ১০ দিন খেলা করিবার কথা ছিল এবং তাহাতে ৭৲ হাজার টাকার চুক্তি ছিল। প্রথম অভিনয়ের দিনেই কংগ্রেস কমিটি হইতে জোরে পিকেটিং আরম্ভ করিয়া ২ দিন যাবৎ অভিনয় বন্ধ থাকে। পরে শেষের ২ দিন কংগ্রেস হইতে মেয়েরা পিকেটিং করিবার ফলে উহাতে থিয়েটার ভাল চলে নাই। কাজেই সাধারণের মনোভাব অন্যরূপ দেখিয়া ইহাদের সত্বর ছাড়িয়া কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে।

"বিবাহ-আইনের ভয়"

ময়মনসিংহ ১।৪।৩০

১লা এপ্রিল হইতে বিবাহ আইন আমলে আসিবে বিধায় সাধারণ মুসলমানদের বিবাহ দৈনন্দিন স্বাভাবিক পরিমাণে হইয়াছে। অতি অল্পবয়স্ক মেয়েদেরও বিবাহ হইয়াছে। গত ৩১শে মার্চ হাকিমের রেজেষ্টারী আফিসে ২০০ শত কাবিন রেজেষ্টারী হইয়াছে স্থানীয় মেয়েদের রেজেষ্টারী আফিসে ৫০০ শত কাবিন রেজেষ্টারী হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম বয়সের মেয়ের বৎসর ২মাস মাত্র এবং ছেলের বয়স এক বৎসর মাত্র ছিল। অন্য একটী মেয়ের বয়স ২১ দিন মাত্র। ছেলের বয়স ৬মাস মাত্র ছিল। ইহাদের বিবাহ সর্দ্দা আইনের ভয়ে হইয়া গিয়াছে।

তুলা-শুল্ক

তুলা শুল্ক বিল আইনে পরিণত হইল। ইহাতে মিঃ মালব্য প্রভৃতি প্রতিবাদ জানাইবার জন্য সদলবলে সভা-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আপনাদের স্বার্থরক্ষণে এবং দেশের স্বার্থের দিকে না দেখিয়া এই আইন পাশ করায় সাহায্য করিয়াছেন—ইহা জগতের নিকট ঘোষণা করিবার জন্য মিঃ মালব্যের দল ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-পদ ত্যাগ করিবেন এইরূপ শুনা যাইতেছে।

সভায় সেনগুপ্ত

এসেম্বলিতে মিঃ সেনগুপ্তের বিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন হয় যে, এই বিচার বিষয়ে বাঙ্গালার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন কিনা। সরকার পক্ষ এই বিচার সম্বন্ধে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের যে সব বার্ত্তা লেখালেখি হয়, তাহা প্রকাশ করিতে অসম্মত হন কারণ তাহা গোপনীয়।

সত্যাগ্রহ ক্যাম্প

সোদপুরে সত্যাগ্রহ শিবির স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস গান্ধী হইতে সত্যাগ্রহীর জীবনের গঠন প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়া যুবকদিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন। জীবনলাল নামক একজন স্কুলপুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর এই ক্যাম্পে যোগদান করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষে সত্যাগ্রহ

বালিয়া ১৩ নামক স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া সরকার স্বীকার না করায় স্থানীয় লোক সত্যাগ্রহের আয়োজন করিতেছে।

নূতন মন্ত্রিমণ্ডল

স্পেন এবং পোর্টুগালে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্‌

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৮৲।

৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত একাদশ স্কন্ধ ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের খণ্ড সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ- [illegible] রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন -পোঃ [illegible],
ভোলাবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায়—১৬১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন্‌ ডি. মুখার্জ্জি -এম্‌, এস্‌, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।

৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিষ মহা- বড়গাছি, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিহারীমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ. এস. এম্‌, ধানবাদ।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে এবং অন্যান্য গ্রন্থও উড়িয়া অক্ষরে [illegible] হইতেছে।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে	
সাধন পথ, (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	৶০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	৴১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:--

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্‌, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৩০নং নবাবপুর রোড্‌, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

অন্যথা না হবে [illegible] সত্য করে   [illegible] যারা পাপে ছুঁবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য অনেক মানবের ইচ্ছা থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাংসারিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ ষষ্ঠ সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য জানিয়া—জীব যখন তাহা বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে অকপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০ অর্পণক —/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ দুঃখ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতের সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বিদ্বদ্রঞ্জন ভাষ্য। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধন-ভজনকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভাগবতের বাক্য ও সম্বন্ধের অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চারিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবগণের ও শ্রীমায়াপুর ও শ্রীধামের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বড়সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ২ খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৩৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার ধর্ম ও বাজুবিকার, উত্তেজকতার হ্রাস, প্রস্রাবের দোষ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সকাম্বারি ঘৃত"

পূর্ব্ববৎ যে দেবে বস্তুপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া পরিসমাপ্ত করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সৌন্দর্য্য স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

[illegible] বাজার [illegible] ইহারাই J. B. Dutta & Co. [illegible] কবিবেন। [illegible] তৈল কিনিয়া প্রতারিত হইবেন না।

[illegible] কোং, [illegible] সওদা।

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর [illegible] সাইট্রেট, হাইপোফস্ফাইট [illegible] কুইনিন [illegible] আছে।

[illegible] একটা [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ক্রমশঃ ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া দেয়। [illegible] প্রাপ্তি স্থান—মূল্য ২৲, ছোট ৩৲ টাকা। বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী প্রস্তুত। ২৯।১ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া শিক্ষার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]বাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে [illegible] কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

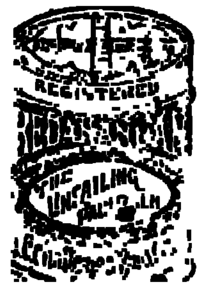

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া পড়িতেছে। [illegible] উপাদান, এই রক্ত ও [illegible] বহুমূত্র [illegible] ছড়াইতেছে। [illegible] **বেদনাঞ্জন** [illegible] ব্যবহার করুন। [illegible]

প্রোপ্রাইটার্স—এ, জি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

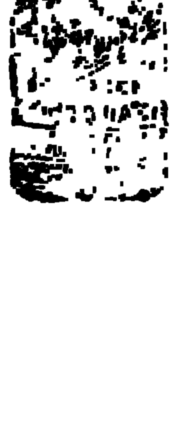

[illegible] **ইলেক্ট্রিক সাদিয়ম** [illegible]

[illegible]—ডাঃ [illegible]

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক [illegible]
নিত্য প্রয়োজনীয় [illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের [illegible]

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, [illegible] মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] ও যৌনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) [illegible] প্রভৃতি [illegible] পরীক্ষার [illegible] লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় [illegible] ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে। বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

[illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের অকৈতব মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সডাকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড সম্পাদক—প্রভুবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬১ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে চৈত্র শনিবার ১৩৩৬ ৫ই এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—[illegible]		১৬	[illegible]	।৶০
	[illegible]		১৭	[illegible]	।
	।৶০ [illegible]	৵০	১৮।	[illegible]	৸০
২।	[illegible]	৫৲	১৯	[illegible]	৶০
৩।	গৌড়ীয় [illegible]	৶০	২০।	[illegible]	৬০
৪।	গৌড়ীয় [illegible]	০	২১	[illegible]	৫।০
৫।	[illegible]	০	২২।	[illegible]	।০
৬।	শ্রীচৈতন্য [illegible]	৲	২৩।	[illegible]	।০
	" " " [illegible]	৸০	২৪।	[illegible]	
৭।	গীতা ([illegible]	৷০		[illegible]	।৫০
৮।	গীতা ([illegible] টীকা-সহ [illegible]	৷০	২৫	[illegible]	৬০
	[illegible]	৮০	২৬	[illegible]	।০
৯।	[illegible]	৲	২৭।	[illegible]	।০
১০।	[illegible]	৷০	২৮।	[illegible]	৩৲
১১।	বৈ[illegible]	৲	২৯	[illegible]	৷০
১২।	[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ)	৸	৩০	[illegible]	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-[illegible]	২৲	৩১	[illegible]	
১৪।	প্রেম[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)	৶০	৩২।	[illegible]	
১৫।	[illegible]	৬০	৩৩।	[illegible]	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

। এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ। পরে পাওয়া দুর্ঘট।।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট . ইঃ) বোর্ডে বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
কর্মত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পন্থা।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণের মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ।
গোবর্দ্ধনা দ্বারে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অতএব প্রারম্ভ হইতে শুদ্ধভক্তি-[illegible]

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া.

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার বসে হয়। 'কলের পরিচায়ক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একবার পরীক্ষা করুন এবং [illegible] [illegible] জ্বর সেরে পথ্যাপথ্য হইয়া পড়ে [illegible] করেন কেন? [illegible]

আমার সারফলীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৪৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্স্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত [illegible] নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

[illegible] তৈল

দাম ৩ আনা
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ডিঃ পিঃ ও প্যাকিং পার্শেল খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

[illegible] বৃদ্ধি, [illegible], [illegible], [illegible], চন্দন, বাদাম, তেল, [illegible] মূল্যবান [illegible] দ্রব্য [illegible] আছে। ফলতঃ এই [illegible] তৈল [illegible] ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

[illegible] সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের [illegible] [illegible], [illegible], শিরঃপীড়া, মাথাধরা, [illegible], বায়ু, [illegible], মূর্চ্ছা, মাথাঘোরা, [illegible] এবং সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ, ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ [illegible] তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল [illegible] শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় অসাধু দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] নিয়ম ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে চৈত্র শনিবার—১৩৩৮

আচার্য্যাভিমান

শ্রীরামানুজীয় আচার্য্য লোকাচার্য্য অর্থপঞ্চক নামক গ্রন্থে উপায় বা সাধন-ভক্তিকে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান—এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে আচার্য্যাভিমান নামক সাধন ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই সাধন-ভক্তির সহিত কলিযুগের গৌরসুন্দরের "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥ কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ॥"

—এই উপদেশের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। আচার্য্য কাহাকে বলে?

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে
স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

যিনি সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত গুরু-পরম্পরায় অবগত হইয়া স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক অন্যকে আচারে স্থাপন করিতে বিশেষ চেষ্টাযুক্ত, তিনি আচার্য্য-পদবাচ্য। যাঁহারা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অবগত নহেন, আচার-নিষ্ঠও নহেন, কিন্তু বংশ-পরম্পরাক্রমে দীক্ষাদির ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কখনই আচার্য্য পদবাচ্য হইতে পারেন না। আচার্য্য শব্দের যৌগিক অর্থ অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয় যোগে অর্থ এই প্রকার—আ+চর+ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া আচার্য্য শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। আ—সম্যক্‌রূপে, চর্‌ধাতুর অর্থ গমন করা, অর্থাৎ যিনি সম্যক্‌রূপে শ্রীগুরুদেবের অনুগমন করেন, তাঁহার আদর্শ আচরণ এবং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রণালীর অনুসরণীয়, তিনি আচার্য্য। "পরীক্ষ্য বহু-বিজ্ঞানং বামকণ্ঠপ্রদানতঃ। অতএব বাহরেৎ যত্নাৎ শিষ্যো দেশিকঃ স্মৃতঃ॥" শ্রীগুরু-পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হওয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার, তাহা যিনি নিজে আচরণ পূর্ব্বক জীবকুলকে শিক্ষাপ্রদান করেন, তিনিই আচার্য্য।

ভগবদ্ভক্তির আচার্য্য কখনও নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, শিষ্য দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার জন্য সেবক-সংখ্যা বৃদ্ধি করেন না। তিনি এরূপ বলেন যে, শিষ্যকে ডাকি, বসি, কভু বলিবেন, "তুমি বংশ-পরম্পরাক্রমে শিষ্য, আমি বংশ-পরম্পরা-ক্রমে গুরু, অতএব তোমার দীক্ষিত শিষ্যকে আশ্রয় করিয়া লইয়া প্রত্যেককে আচার্য্যের সেবা পদবী প্রদান করিতে হয়। 'দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ। গুরুদেব তৎকালে তারে করে আত্মসম।' সদ্গুরু শিষ্যকে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক শ্রৌত দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া দৈক্ষ্য সাবিত্র্য ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেন এবং মন্ত্রার্থ ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইয়া তাঁহাকে আদেশ করেন—তুমি স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার রূপ গুরুর কার্য্য কর। যদি বল, তাহাতে আমার অভিমান আসিতে পারে, তজ্জন্য বলিয়াছেন—কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ, অর্থাৎ আমি উপদেষ্টা, শিষ্য করিলে গুরুরূপ-অন্য মত হইবে—এরূপ উৎকৃষ্টত্বাভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈষ্ণবের সহিত নিষ্কপটে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ আচার এবং প্রচার-কার্য্য করিলেও বিষয়াভিমানরূপ অনর্থ প্রবল হইতে পারিবে না; কিন্তু সাবধান নিষ্কপট হওয়া চাই। শ্রীগুরুদেব আমাকে যে নিত্যবাণী দীক্ষাকালে বা অন্য সময় শ্রবণ করাইয়াছেন, সেই শ্রৌতবাণীর পুনঃ আলোচনা, স্বাচরণে পালন এবং তদনুযায়ী নিজ জীবন গঠন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য; প্রচার কার্য্যরূপ গুরুর কার্য্য তাহা যেরূপ সহজ-সাধ্য হয়, অন্য উপায়ে সেরূপ হয় না। নিষ্কপট আচার্য্যাভিমান দ্বারা বিষয়াভিনিবেশরূপ অনর্থও শীঘ্র দূর হওয়া যায়, কেন না আমরা যদি নিষ্কপট হইয়া প্রচার করি বা অন্যকে বিষয়াভিনিবেশ হইতে বিরত হইয়া হরিভজনের উপদেশ করি এবং স্বয়ং বিষয়-ভোগে মত্ত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের মনে একদিন না একদিন হইবে—অহো! আমি পরোপদেশে খুব পণ্ডিত, কিন্তু নিজে কি করিতেছি! আমার মত কপট আর কে আছে, আমি যাহা কীর্ত্তন করি, প্রবন্ধাদিতে যাহা লিখি, সে সকল কথা আমি গুরুদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি মাত্র কিন্তু তদনুযায়ী জীবন ত' গঠন করিতে একবারও চেষ্টা করি নাই। শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ রূপ আচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমার আচার্য্যত্ব কিরূপে সম্ভব হইবে? লোকেও আমার কপটতা অল্পদিনেই ধরিয়া ফেলিবে! মনোমধ্যে এই সকল গভীর সূচক ভাব আসিয়া আমাদিগকে ক্রমশঃ আচারবান্ করিয়া তুলে, অন্য প্রকার কৃত্রিম উপায়ে আচারবান্ হওয়া যায় না। নিষ্কপট প্রচার দ্বারা আচার হইতে এবং হইতে হয়, অনর্থ মুক্ত প্রাপ্ত হয়।

প্রবন্ধ লেখা বক্তৃতা করা অপরকে হরিকথা উপদেশ করা—এসকলই আচার্য্যের কার্য্য। প্রবন্ধের লিখিত বিষয় যদি আমাতে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা বৃথা হইয়া যায়। বক্তৃতার বিষয় যাহা, আমি যদি তাহা হইতে অনেক দূরে থাকি, তাহা হইলে উহা বৃথা প্রলাপোক্তি, কাপট্যের কারণ বৃথা মাত্র। আজকাল অনেক কপট প্রচারকের দল সৃষ্ট হইয়াছে, ইহারা ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, কথকতা করেন, কিন্তু ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে অনেক দূরে। ইহাদের হৃদয়ে আচার্য্যাভিমান অপেক্ষা প্রতিষ্ঠাভিমান খুব প্রবল। আমরা যদি কপট আচার্য্যাভিমানী হই, তাহা হইলে নরক-পাত অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, শ্রীগুরু-সেবা-আচার ত্যাগ হইলে আমাদের আচার্য্যত্ব কখনও থাকিতে পারে না। স্বয়ং আচরতে এই কথাটী মনে রাখা চাই। আচার্য্যের গুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত আর কোন কৃত্য নাই, কিন্তু আমাদের হৃদয় কনক কামিনী প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ থাকায় আমাদের আচার্য্যাভিমান কপটতায় পর্য্যবসিত হইয়া আমাদিগকে নরকের পথে লইয়া যাইতেছে। নিষ্কপটতাই গুরুবৈষ্ণব-কৃপালাভের মূল।

এক্ষণে প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণের আচার কি প্রকার, তাহাও আমাদের আলোচ্য বিষয়। বৈষ্ণবগণের বাহ্য অন্তর ভেদে আচার দুই প্রকার। আভ্যন্তরিক আচার-বিচারে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু পাদ্মবচন উদ্ধার পূর্ব্বক বলেন—

অহঙ্কৃত্যর্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিত্বাৎ
প্রতিষিধ্যতে॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ
তস্মাৎ স্বসামর্থ্য বিধিং ত্যজেৎ
সর্ব্বমশেষতঃ॥
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যান্নালভ্যং তস্য
বিদ্যতে।
তস্মিন্ ন্যস্তভরঃ শেতে তৎ কর্ম্মৈব
সমাচরেৎ॥

—শিষ্য আচারবান্ গুরুদিগের নমঃ শব্দাদি যুক্ত মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রের উচিত বিধি পালন করিবেন। নমঃ শব্দের ম-কারের অর্থ মম রূপ অহঙ্কার, ন কার তাহার নিষেধক। অতএব নমঃ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা জীবের স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগের কথা বিশেষ-ভাবে লক্ষিত হইতেছে। ভগবদ্ভক্তের জীবন সম্পূর্ণভাবে হরিগুরু বৈষ্ণবের অধীন, সেইজন্য বৈষ্ণব নিজ শক্তি প্রয়োগ ও বিধি অশেষ ভাবে সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন, সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবেন এবং সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত মনে হরি-গুরু বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার অলভ্য কিছুই নাই।

আমি কর্ত্তা আমি দাতা আমি পালয়িতা
আমার এ দেহ গেহ সন্তান বনিতা॥
আমি বিজ্ঞ আমি সুখ আমি শিষ্ট পতি।
আমি রাজা আমি প্রজা সমাজের পতি॥
এসব বুদ্ধি ছাড়ি ভক্ত করে রতি।
কৃষ্ণ কর্ত্তা কৃষ্ণ ইচ্ছা মাত্র বলবতী॥
কৃষ্ণের যে ইচ্ছা তাহাই করিব।
নিজ ইচ্ছা অনুসারে কিছু না চাহিব॥
সুখেতে কি দুঃখে থাকি আমি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ ইচ্ছার বশ জীবে ধরিব প্রকাশ॥
মম যোগ কৃষ্ণ যোগ কৃষ্ণ ইচ্ছা মত।
আমার বৈরাগ্য কৃষ্ণ ইচ্ছানুগত॥

এই ত গেল বৈষ্ণবগণের আভ্যন্তরিক আচরণ। আচার্য্যাভিমানী প্রচারক সাধক ভক্ত সাধকের ইহাই অনুসরণীয়। বাহ্য আচরণ উহার অনুগত হইলে শক্তি, সম্পূর্ণ কর্ম্ম জ্ঞান ত্যাগে পর্য্যবসিত হয়।

বাহ্য আচরণ বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

—অবৈষ্ণব সঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার। অবৈষ্ণব বলিলে স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্ত-রহিত—এই দুই শ্রেণীকে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গী বলিলে বৈষ্ণবগণের স্ত্রীসঙ্গ, যাহাকে পুনঃপুনঃ বলাইয়া নম্র আসক্তি, অবৈষ্ণবাচার বা অসদাচার, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধিপালন তাহা বুঝায়। আর অর্থ কাম নামক বিষয় প্রীতি রূপ অবৈষ্ণবাচারে আসক্ত। যোগ নামক বর্ণ ধর্ম্ম-নিষ্ঠতা বিবর্জ্জিত, সুতরাং কৃষ্ণকামী এবং মুক্তিকামী হওয়া উচিত অবৈষ্ণব। অতএব সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বৈষ্ণব-সদাচার।

শ্রৌতপন্থা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি-ক্রমে)

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গুরু-আচার্য্য শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামীর গুরু গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজ ও মহান্তের বৈষ্ণব বৈষ্ণবাশ্রী ভক্তগণের নিকট স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ ভাগবতের পরম গতি প্রাপ্তকর শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, অদ্বৈতবাদ বিদ্বেষী সন্ন্যাসীর নামের অগ্রগণ্য 'শ্রীধর' স্বামীর (শ্রীধর স্বামীর) সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥
'শ্রীধর স্বামীর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥'

চারি সিদ্ধান্তগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুরাগের পরিচয় দিতেছে। শ্রীল বিষ্ণু-স্বামী সম্প্রদায়-গুরু শুদ্ধাদ্বৈত সংসিদ্ধান্তবিৎ সর্ব্বাচার্য্যগুরু টীকাকার

ত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ শ্রীজীবস্বামীর মধুর সিদ্ধান্ত-উদ্বোধন ও বহুমানকারী গৌরাঙ্গ-সুন্দর সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণান্তে আমাদের ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর [illegible] নাম [illegible] বলিয়া-ছিলেন :—

"প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষু-বচন।
মুকুন্দ-সেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥"

উপরি উক্ত মহাপ্রভু-বাক্যসমূহের মধ্যে "সাধু এই ভিক্ষু-বচন" এবং "সেই বেষ কৈল" এই কথাগুলি বিশেষ বিচার্য্য। "এই ভিক্ষু" শব্দের অর্থ অবন্তী নগরের ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী। "সেই বেষ কৈল" অর্থাৎ অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর বেষ গ্রহণ করিলাম।

কিন্তু বাস্তবঃ মহাপ্রভুর এরূপ গুঢ়-লীলা [illegible] হইয়া থাকে। তাহা কেবল [illegible] বহুকালে [illegible] না থাকায় বিবাদোৎপত্তির মধ্যে প্রবেশ [illegible] হয়—[illegible] কুত্রাপি বিরল [illegible] মাত্র [illegible] হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরের পরম পূজ্য শ্রুতি-বেদ আচার্য্য [illegible] প্রভু—জীব-[illegible] শ্রী [illegible] সেই [illegible], [illegible] ভাগীরথ [illegible] জীবের পক্ষে [illegible] বিষয় [illegible] বিধান প্রদান করিয়াছেন।

তবে দেখা যায় যে, [illegible] পরমহংস-প্রবর [illegible] [illegible] বর্ণ অঙ্গীকার না করিয়া, [illegible] অপেক্ষা না করিয়া [illegible] জীব [illegible] করিয়াছেন, [illegible] গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে [illegible] সমাজের [illegible] বেষ [illegible] করেন, [illegible] না। [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] এবং সমগ্র [illegible] তাঁহার [illegible] আবির্ভাব [illegible] [illegible] অবশ্য [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] অবিবিবেচনা-[illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়, [illegible] [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible]

সংহিতা এবং ভাগবতোক্ত ত্রিদণ্ডী গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ত্রিদণ্ড-গ্রহণই [illegible] বেষ বিষয়ে একমাত্র প্রোজ্জ্বল।

(ক্রমশঃ)

ধাক্কা মার'

(শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ, বি, এল)

[illegible] "ধাক্কা মার, ধরমা খোলা পাবে।" এই বাক্যটীর অর্থ অনেকে এরূপ করিতে পারেন— [illegible] চেষ্টা করে [illegible] সে নিজের [illegible] প্রয়োজন লাভ করিবে, প্রয়োজন লাভ মানুষের নিজের [illegible], অপর কাহারও [illegible] আবশ্যকতা নাই।

এই অর্থ সম্পূর্ণ সত্য নিশ্চয় নাই। এই বাক্যটী অপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। অপ্রাকৃত জগতে নিজের চেষ্টার [illegible] করা [illegible] চেষ্টা মাত্র। মানুষ [illegible] করিবে; কিন্তু খুলিবে কে?

[illegible] চেষ্টার [illegible] [illegible] বুঝিবার [illegible] উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে তিনি দ্বার খুলিয়া তাহাকে [illegible] করেন, তাহাতে সেবার অধিকার দান করেন। তাহাকে আমাদের কাহার [illegible] নাই। মানুষ যেমন [illegible] বিষয় মালিক, তেমন [illegible] মালিক। [illegible] যে [illegible] সেবা [illegible] প্রদান করে।

যখন [illegible] আমরা জগতের [illegible] তাকাইয়া দেখি যে [illegible] [illegible] পারি না, [illegible] [illegible] প্রবেশ করিয়া সেখানে [illegible]?

[illegible] পর্য্যন্ত [illegible] নিকট প্রার্থনা, পরিশ্রম ও সেবার দ্বারা লাভ করিতে হয়; সেবা [illegible] অবস্থা পরাধীনতার [illegible]। [illegible] আমাদের [illegible] কেমন করিয়া [illegible]? [illegible] মানুষের [illegible] মুক্ত হয়, তবেই আমরা [illegible] হইতে পারি— [illegible] আমরা [illegible] জগতের [illegible] মানুষ উপলব্ধি করিতে পারি।

একমাত্র তাঁহার কৃপা ভিন্ন জীবের অন্য [illegible] নাই। আমরা তাঁহার [illegible] তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার অধিকারী হই; তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবা-সম্বন্ধে জ্ঞান করিয়া, তাঁহার চরণামৃত পান করিয়া ধন্য হইতে পারি।

শাস্ত্রমতে আমরা নিজের চেষ্টায়, নিজের বুদ্ধিতে তাঁহাকে লাভ করিতে পারি না, যাঁহাকে তিনি নিজে অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিয়া ধন্য হন। সাধনের নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁহার জানা আছে, এমন গুরুর শরণাগত হইলে তিনিই অনুগ্রহ লাভের পন্থা দেখাইয়া দিবেন। ধাক্কামারার অর্থ তত্ত্ব তিনিই ব্যক্ত করিতে পারেন।

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

তীর্থরাজ প্রয়াগ, তীর্থভ্রমণার্থীর নিকট মহাতীর্থ, জ্ঞানীর নিকট মুক্তি সাধনার ক্ষেত্রস্থান, কর্ম্মীর নিকট মুক্তি কর্মভূমি এবং অভাজিদগণের নিকট অভ্যোগায়তন [illegible] স্থান হইলেও অনর্পিত-চরপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরপ্রিয়গণ-সেবীর নিকট যে কত আদরের, কত পূজ্য, তাহা তাঁহাদিগের কৃপা ব্যতীত জড় মনে বিচার করিয়া ভাষাতে তাহার বর্ণনা করা যায় না।

[illegible] শ্রীগৌরহরি, যিনি মহা-[illegible] শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর [illegible] গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-প্রেম-প্রচারিত [illegible] [illegible] বিতরণ করিয়া-ছিলেন এবং যে [illegible] সেই সেবা-[illegible] শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিতগণ [illegible] যে [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] যে [illegible] করিয়াছিলেন, সেই প্রেমের ক্ষেত্র [illegible] আরম্ভ হইয়াছিল [illegible] এই শ্রীপ্রয়াগে।

[illegible] গঙ্গা, যেমন [illegible] একত্র [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] ভাগবতীর কথা [illegible] আনিয়াছিলেন, [illegible] শ্রেয়স্বরূপ, [illegible] প্রেমস্বরূপ, [illegible] মনোহরূপ, [illegible] এবং [illegible] শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুতে এই প্রয়াগেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের যে [illegible] [illegible] শ্রীরূপগোস্বামীকে শক্তি-সঞ্চার পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছিলেন, আজ আবার সেই প্রচারিতকথা মূর্ত্ত হইবার শ্রীচৈতন্যবাণীর "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—বাণীর সম্পাদনের জন্য শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট মূর্ত্ত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী ভূবনে অবতীর্ণ হইয়া প্রয়াগে শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ প্রকট করিয়াছেন।

প্রয়াগে যে স্থানে অভিধেয়-শ্রেষ্ঠ সেবাভক্তির কথা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারই সন্নিকটে যাহাদের প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্য সেবা বিগ্রহ প্রকট করিয়া ভগবৎসেবা পরম প্রয়োজন-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের আবির্ভাব, ভগবানের জীবগণের শ্রেয়ঃ প্রদানের জন্য। ভাগ্যহীন জনগণ তাহা না বুঝিয়া অন্যভাবে বুঝিতে যাইয়া ভাগ্যদোষে প্রযোগ [illegible] চিত্তভ্রমে অসুবিধায় পড়িয়া যায়।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীরূপানুগ মূল আচার্য্য শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখাস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সেবক-বৃন্দ [illegible] শ্রীল [illegible] আদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত [illegible] শিক্ষা [illegible] কথা প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী, শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] বি, এ, বিদ্যার্ণব-প্রমুখ সেবক-বৃন্দ [illegible] মঠে [illegible] [illegible] স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন [illegible] এবং কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্মহা-প্রভুর কথা প্রচুর পরিমাণে বর্ণন করিয়া-ছেন। [illegible] লোকগণ বিনা [illegible] [illegible] কীর্ত্তন [illegible] বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া [illegible] একটী [illegible] [illegible] অনুষ্ঠান [illegible]। ডাঃ [illegible], [illegible]; [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible], [illegible]; [illegible]; [illegible] [illegible] প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়-গণের সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসনীয়।

[illegible] তাঁহারা [illegible] শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন করেন। [illegible] ব্যক্তিগণ আগমন করিয়া খুব মনোযোগ সহকারে ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছেন।

নানা কথা

নোয়াখালি

নোয়াখালি সহর ভাঙ্গিয়া জলসাৎ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, ইহা পাঠক অবগত আছেন। এম পটেঙ্গা সাহেব একটী বাঁধ তৈয়ারি করায় সহরের লোকে অনেকটা নিরাপদ হইয়াছে।

সহর রক্ষা করিবার জন্য সভা সমিতি হইতেছে এবং ওবেঙ্গা সাহেবের বাঁধের অনুরূপ বাঁধ প্রস্তুত প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে।

আদালতে গোলমাল

বোম্বাইয়ে স্বদেশী সংক্রান্ত এক মোকদ্দমার শুনানির সময় আদালতে গোলমাল হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদালত লোকশূন্য করিবার আদেশ করিলে পুলিশের সহিত কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের হাতাহাতি হয়। আসামীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশী গান আরম্ভ করে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদালত অপমান কারিগণের দুই টাকা হিসাবে জরিমানা এবং অনাদায়ে আদালত উঠিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত আটকের আদেশ দেন।

প্রতিশোধ

শাহাজানপুরের মুড়িয়া নামক স্থানে টুনা নামক এক ব্যক্তি দুলাসি নামক অপর এক ব্যক্তির স্ত্রী সুখাবত্তীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। দুলাসি তাহার স্ত্রীকে ফেরত চাহিলে টুনা তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়। টুনা একদিন রাত্রিতে বাগেরা সাহেব এক ঘরে শুইয়াছিল, এমন সময় দুলাসি হঠাৎ প্রবেশ করিয়া ছোরার আঘাতে উহাদের পেট চিরিয়া দেয়।

টুনা দুলাসি, বরকত এবং আফজে—এই তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়। তাহার প্রথম বর্ণনা এবং মৃত্যু-শয্যার বর্ণনায় মিল ছিল না।

দায়রার বিচারে দুলাসির উপর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। আপীলেও ঐ দণ্ড বাহাল আছে। তবে অবস্থা বুঝিয়া শাসন-বিভাগ হইতে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে।

দান

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু 'আনন্দভবন' নামক তাঁহার গৃহ দেশবাসীকে দিয়াছেন। এই গৃহ ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধান কার্য্যালয় হইবে। আগামী ৬ই এপ্রেল জাতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে এই দান-কার্য্য শেষ হইবে এবং এই বাড়ীর নাম স্বরাজভবন হইবে।

বড়লাটের উক্তি

দিল্লীর মুসলমানগণ ভারতের বড় লাট বাহাদুরকে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহাতে উক্ত থাকে যে, বর্ত্তমানে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু করা আবশ্যক, বড় লাটের নির্দ্দেশ অনুসারে দিল্লীর মুসলমানগণ তাহাই করিতে প্রস্তুত।

লাট সাহেব তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন:—যাহারা দেশে অশান্তির প্রবর্ত্তন করিতেছে, তাহারা জানে না যে তাহারা কি গুরুতর অন্যায় করিতেছে। তিনি দিল্লীর মুসলমানদিগের রাজভক্তি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বন্দবিলা

যশোহর জিলার বন্দবিলার ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন সমানে চলিতেছে।

ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি হওয়া প্রকাশ্য সভা পুনরায় অধিবেশন বন্ধ করার আদেশ সত্ত্বেও সম্প্রতি পূজার সময় একটী প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হয়। এই সম্পর্কে যে সকল লোককে আসামী করা হয়, তাহাদের মধ্যে ৯ জনের বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইয়াছে।

জমীদার ও প্রজা

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অধিবেশনের সভাপতি নদিয়ার রাজা বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে সরকার যাহাচ্ছন যাহা করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই সঙ্গত; কিন্তু তাহার জন্য অতিরিক্ত করভার চাপাইবার প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। বঙ্গদেশের জমীদারগণের উপর যে অধিক ভার চাপান আছে, তাহাই তাহাদের পক্ষে অতিরিক্ত। তাহারা কিরূপে আর করভার গ্রহণ করিবে। প্রজাগণও অতিরিক্ত কর প্রদানে অসমর্থ। এই বিষয়ে জমীদারদিগের উচিত যে তাঁহারা প্রজার পক্ষে দাঁড়ান। জমীদারগণই প্রজার প্রকৃত বন্ধু। যাঁহারা মনে করেন যে জমীদার ও প্রজার মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, তাঁহারা ভুল বুঝেন।

ইজিপ্টের সংবাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা লণ্ডনে গিয়াছেন। বিলাতের বৈদেশিক সেক্রেটারী মিঃ হেণ্ডারসন বলেন, "আমরা দুইটী মহৎ কার্য্যের জন্য একত্র সমাগত। প্রথমটী এই যে সারা বিশ্বে চিরশান্তি স্থাপনের পন্থা আবিষ্কার করিবার যে বিরাট চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে আমরা সাধারণ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিব। দ্বিতীয়টী এই যে ইংলণ্ড এবং মিশরের স্বার্থ অনেক বিষয়েই এক। এ জাতির মধ্যে সখ্য স্থাপন এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা।"

নাহাস পাশা উত্তরে বলেন যে, স্বাধীনতার মাতা ইংলণ্ড, সভ্যতার মাতা মিশর জাতিসঙ্ঘে প্রবেশকে অভিনন্দন করিবে ইহাই স্বাভাবিক।

গোস্বামী
শ্রীরঘুনাথ দাস

গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ সঙ্কলিত

গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিত-কাহিনী ও শিক্ষা এবং পরিশিষ্টে শ্রীল দাস গোস্বামী-প্রভুর কতিপয় সানুবাদ-স্তব সম্বলিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা সহিত

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট;

বাঁধাই ৷৹ আনা; আবাঁধাই ৷৵৹ আনা

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা

(দৈনিক বসুমতী কলিকাতা-সংস্করণ ২১শে চৈত্র, ১৩৩৬ শুক্রবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের সময় মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে উক্ত সভার ৩৬শ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, রাজপুতনা, পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধি ও পাশ্চাত্য এক সজ্জন যোগদান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আচার প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া যাঁহারা বাঙ্গালার সমশ্রেষ্ঠ গৌরব মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সেবা করিয়াছেন এই সভায় তাঁহাদিগকে সম্মান পদক ও উপাধি বিতরণ করা হইয়াছিল। বিগত বৎসরের সভার কার্য্যাবলীর বিবরণ আলোচনা এবং বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীমায়াপুর পণ্ডিতদিগকে 'ভক্তিশাস্ত্রী' ও 'সার্ব্বভৌম' উপাধি পরীক্ষার অধিবেশন হইয়াছিল। স্মৃতি শাস্ত্রের কথিত প্রাচীন গৌড়পুর ও প্রাচীন নবদ্বীপের লুপ্ত বিদ্যাগৌরব এবং চৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচার করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

অদ্ভুত আবিষ্কার

বেতার বার্ত্তাবহের সাহায্যে অপরের প্রতিমূর্ত্তিও দেখা যাইতেছে। নেয়ার্ক ইষ্টার্নেশানেল টেলিফোনের প্রধান কর্ম্মচারী যখন বেতারে বক্তৃতা প্রেরণ করিলেন, তখন অতি দূরবর্ত্তী শ্রোতারা তাঁহার মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, এমন কি, বক্তার নিকট তাঁহার ওষ্ঠ কম্পন পর্য্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

নূতন প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা -২৲ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵৹ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷৹ টাকা।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রতি খণ্ড [illegible] গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।০ সাধারণ পক্ষে ২০৮৵০। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম [illegible] ১২, অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮,।

[illegible] ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, [illegible] এই বিরাট্ গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট 'গৌড়ীয়' সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], পুনা।

২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible],

[illegible] কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন্ সি. মুখার্জি— এম, এস, [illegible], কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—[illegible], নদীয়া

৬। [illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ [illegible] নবমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীবি[illegible] এড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীপবানন চট্টোপাধ্যায় [illegible] এম, নবদ্বীপ।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আচরিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উহাদের মূল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, সাধারণ	।০
একত্রে ২ খণ্ড লইলে	[illegible]
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) ব্যাখ্যা	।০
একত্রে ২ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু সাধারণ	৵০
একত্রে ২ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী সাধারণ	৴১০
একত্রে ২ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—সাধারণ	৴০
একত্রে ২ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীমায়াপুর, [illegible] নদীয়া।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, —চটকপর্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্যালয় ১০।১ [illegible] রোড্, শিলিগুড়ি

অন্যথা না হলে কৃষ্ণ [illegible] পুনঃ সেই [illegible] মায়া পাশে ডুবে মরে

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভজন-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

[illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প [illegible] ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ে [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

[illegible] যুক্তি ও মীমাংসা [illegible] প্রমাণিত হইয়াছে। [illegible] পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ [illegible] খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীধাম [illegible] পরিচয়, [illegible] প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার [illegible] হইয়াছে। [illegible] উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ∕০ আনা

[illegible] শ্রীভগবানের [illegible] প্রার্থনা [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ∕০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ∕০, নবদ্বীপশতক— ∕০
অর্থপঞ্চক— ∕০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ∕১০

আমরা [illegible] কল্যাণ [illegible] এই গীতিগ্রন্থ [illegible]

শ্রীল চক্রবর্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা

শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] ছুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমধ্বাচার্যের [illegible] ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট [illegible] বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা [illegible] সংস্করণ ২৲ টাকা, [illegible] সংস্করণ ১৷০, [illegible] গ্রাহকগণের ১৷০

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক [illegible] পাইবেন। [illegible]

শ্রীমধ্বাচার্য্য [illegible]

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ∕০ মাত্র।

[illegible]

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] ১৲ এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] ১. টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] ১৲ এক টাকা।

[illegible] কলিকাতা।

কেরাস কুইনিন্

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible]

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা [illegible]

[illegible]

বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, কি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

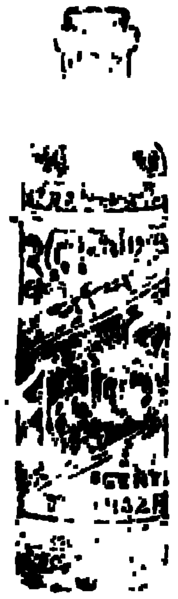

[illegible] ইলেক্ট্রিক [illegible]

[illegible] মাত্র।

[illegible]—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় [illegible] নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] মাত্রা ১৲ টাকা। [illegible] মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ [illegible]! [illegible]! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০[illegible] ঢাকা

[illegible]

[illegible] "কামদাস্ত্র"। [illegible] প্রাপ্তিস্থান: [illegible]

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকান্তি [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত [illegible]

[illegible] সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপারমার্থিক বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সডাক বার্ষিক মূল্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতে সর্ব্বত্র স্বজন-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৩০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৫শে চৈত্র সোমবার ১৩৩৬ ৭ই এপ্রিল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১	শ্রীমদ্ভাগবত—[illegible]	১৫।০	১৬	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
	[illegible]		১৭।	[illegible]	।
	[illegible]	৵০	১৮।	নবদ্বীপ-ধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২।	[illegible]	৫	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
৩।	গৌড়ীয় গান	৶০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৪।	গৌড়ীয়-[illegible]	০	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
৫।	তত্ত্বসূত্র	৸০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা বর্ণন	।০
	" " " অবাঁধা	৸০	২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চনক ও মহাজনগীতের যোগ	।৶০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ অবাঁধা	১।০			
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ অবাঁধা	১।০	২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনক	৵০
	গীতার কেবল মূল-শ্লোক	।০	২৬।	সাধনকণ্ঠমণি	।০
৯।	[illegible]	২৲	২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
১০।	[illegible] (বাঙ্গালা)	।০	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩১।	[illegible]	।০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৶০	৩২।	[illegible]	৸০
১৫।	দীন-[illegible]	৵০	৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ; পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
এবার প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানযোগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণের মায়ার সেবক অমঙ্গল-প্রসূ
গৌরধামে প্রাপ্ত কৃষ্ণভক্তি হয়।
অতএব প্রাকৃত [illegible] শুদ্ধভক্তি-[illegible]

নৈমিত্তিক পত্রিকা প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালেন

এক দাগেই জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, ... দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ... পারফালেন একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত শান্ত নাশক

গুণ তৈল

গজ-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে চৈত্র সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা সহরে 'বাংলার বাণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক [illegible] আছে। তাহাতে সন্তোষ [illegible] নামে একখানি চিঠি বাহির হইয়াছে। এই [illegible] বাবুটী কে, আমাদের জানা নাই। তবে মনে হয় যে একজন [illegible], তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি যাত্রা, থিয়েটার আর বর্ত্তমান কালের [illegible] জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বসিয়া আছেন; পরমার্থ কি জিনিষ, তাহা শুনিবার অবকাশ ইঁহার কোনদিন হয় নাই। ইনি বোধ হয় জানেন, ফুলকোঁচা কোঁচাইয়া চাদর গায়ে দিয়া বেড়াইলেই বাবু হওয়া যায়। অর্থ ও পরমার্থ কাহাকে বলে, তাহার অভিধান [illegible] অজ্ঞাত আছে। আজকাল এই সকল অশিক্ষিত লোক সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে।

শ্রীমান্ সন্তোষ [illegible] বলিয়াছেন যে, পারমার্থিকগণের [illegible] কথাই একটা নয়। [illegible] বাংলার [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জ্ঞান।

শ্রীমান্ সন্তোষ মনে করেন, শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠবাসী পারমার্থিকগণের [illegible] যুক্তি,—[illegible] তাহার [illegible] অযোগ্য লোকগণের মত। [illegible] সংবাদ [illegible] সন্তোষ বাবু তাহা বলিয়া প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু উহা যে পারমার্থিকের কথা, একথা তাঁহাকে কে বলিয়াছে? 'বাংলার বাণী' [illegible] মুসলিম সন্তোষ বাবুর [illegible] না [illegible] উহা অনুমোদন করিতে গেলেন। ইহাতে তাঁহাদের [illegible] বোধ হইতে অবসর পাওয়া যায় নাই, জানা গেল। এই সকল অশিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষা দিবার জন্য পারমার্থিকের তত্ত্বজ্ঞান-নির্দ্দেশক একটি পাঠশালা খোলা আবশ্যক। নতুবা এরূপ বাচালতা ও চাপল্যে তাঁহাদের মনুষ্যজীবনের সার্থকতার অভাব থাকিয়া যাইবে।

আজ কয়েকবৎসর হইল, ঢাকায় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছে। ঐ মঠের সেবকগণ যদি সাধারণ নীতি ও ধর্ম্মের মধ্যে কি তারতম্য আছে, তাহা সন্তোষ বাবু ও বাংলার বাণী-সম্পাদকের প্রায় যে কেহ নিকট বুঝ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে উঁহারা ঐরূপ বে-হুঁস কথা বাংলা [illegible] ছাপিয়া প্রকাশ করিতে হইত না।

সন্তোষবাবু ও বাংলারবাণী সম্পাদক যদি জানিতেন যে, কৌপীন [illegible], [illegible] বোধ হইতে নিরস্ত পরমার্থিগণ ঐরূপ ক্ষুদ্র তুচ্ছ কাহারও নিকটে পরমার্থ মনে করেন না, তাঁহাদের অমলের ভূমিকা [illegible] অধিকার নহে, তাহা হইলে [illegible] সহিত [illegible] এক সময়ে জ্ঞান কাহারও [illegible] তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত করিত না।

বাংলাদেশের [illegible] নামধারিগণের [illegible] [illegible] প্রাচীন চিন্তাস্রোত [illegible] করিবার শক্তি [illegible] অভাব ও দৈন্য দেখিয়া আমরা [illegible] [illegible] বাঙ্গালা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

আমরা [illegible], এই শ্রেণীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুক্ত হইবেন? তবে তাঁহাদের [illegible] [illegible] অনুষ্ঠিত হইবে। এবং তাঁহাদের [illegible] পরমার্থের [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] কোমলপন্থা হইতে নিবৃত্ত করিবে? তবে নিবৃত্ত-বুদ্ধ জনগণ পরমার্থিগণের পথিক হইবেন? যদি না হন, তবে জীবদ্দশাতেই মুক্তবৎ হওয়া তাঁহাদের কতদিন অবস্থান করিতে হইবে বুঝা যায় না।

সংবাদপত্রসমূহ 'দেশের আধুনিক' সংস্কার করিতে গিয়া যে সকল সংবাদ [illegible] ছাপিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের যে বাহাদুরী, তাহা কোন্ সমাজে বসিয়া বাহাদুরীর বিষয়, সে বিষয়ে তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? কর্ত্তার কাল-কবলিত যুগ শ্রীধাম গৌড়ীয় মঠে নাই—একথা সত্য। কারণ তাঁহারা জানেন,—"কলকলুষ আদিকাও সকল বিষয় ভাঙ্গ, অস্ফুট বলিয়া যে না যায়। নানা যোনি ভ্রমে, কখনও [illegible] [illegible] [illegible]।"

শ্রীধাম গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ আমাদিগকে [illegible]। আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা গ্রহণ করেন না। তাঁহাদিগের [illegible] অনাদর করেন না। এক সময় মহাদেব [illegible] রাজা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

গুরু ও অগুরু

(পণ্ডিত [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] বি, এ)

শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] বর্ণনা কালে বলিয়াছেন—'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। [illegible] [illegible] কোটি জীবের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] প্রবল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তথাপি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখা যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদন করিয়া থাকে। [illegible] [illegible] নিষিদ্ধ হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপাস্য যে [illegible] [illegible] হয়।

অতএব অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীভগবান্ বৈবাৎ এক একবার সম্বন্ধ-জ্ঞান বিবেকহীন মনুষ্য-জীবনে পবিত্র করিয়া স্বভাব সংশোধিত করিতে সুযোগ দান করিয়া থাকেন। তখন ঐ সুযোগ হারাইলে জীবের আর নিস্তার থাকে না। আবার কত পুরা পুনঃ বিস্তৃতিভ্রম [illegible] করিতে থাকেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধ (৯।২৯ শ্লোক) শ্রীউদ্ধব সংবাদে [illegible] [illegible] উক্ত, যথা, 'এই মানবজন্ম বহু সম্ভবের পর একবার মাত্র উদিত হয়। তাই অতীব দুর্লভ, যেহেতু [illegible] [illegible] পরমার্থ দানে সমর্থ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপভোগ [illegible] যায়। সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ [illegible]। কিন্তু পরম পুরুষার্থ [illegible] মানবজীবনের [illegible] হইতে পারে। বিশেষতঃ এই মানব জীবন অনিত্য, [illegible] [illegible] [illegible] মৃত্যু আসিয়া [illegible] [illegible] [illegible], তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বেই [illegible] হইতে হয়।

ভগবান্ [illegible] [illegible] বলিয়াছেন—'যে [illegible] উপাসনা করিবে। [illegible] [illegible] [illegible] থাকে—যিনি [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] হইতে বাসনা-বিমুক্ত, যিনি কায়মনো-বাক্যে বিনীত-স্বভাব [illegible] [illegible], নিষ্কপট, [illegible]

[illegible]

ভক্তের জাতি ও ভগবানের জাতি এক

[illegible]

আচার দ্বারা শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য্য শিক্ষা দেন তিনিই আচার্য্য। তিনিই বাস্তব আচার্য, যিনি শাস্ত্রের যে জানেন ও মানেন এবং স্বয়ং আচরণ দ্বারা প্রমাণ করেন—ভক্তের জাতি ও ভগবানের জাতি এক।

মেদিনীপুরে মহাপ্রভুর কথা

[illegible]

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে মহামহোৎসব

আগামী ৫ই বৈশাখ (১৩৩৭), ১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) শুক্রবার হইতে দিবসচতুষ্টয় শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে গোলোকধামপ্রাপ্ত শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর ৫ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে পাঠ, ব্যাখ্যা, ইষ্টগোষ্ঠী, ভাগবতপাঠ, পূজা ও প্রাচীন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইবে। প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য-মঠের অধ্যক্ষ প্রভুপাদ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও নিত্যানন্দ-বংশীয় শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এই মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক ভাগবতের শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবলী প্রদর্শন করিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-জন্মোৎসব

(দৈনিক বসুমতী কলিকাতা-সংস্করণ ১৮ই ও ১৮ই মার্চ্চ হইতে উদ্ধৃত)

অদ্য বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ রাজ ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত গোস্বামী প্রভু মায়াপুরে উপস্থিত হয়েন, শ্রীধাম-ম ও পুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবার পর সেক্রেটারী এক প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল। সমস্ত ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি প্রদেশ হইতে ও আগত পুরুষ এবং মহিলাগণ এই প্রদর্শনীতে উপনীত হইয়াছিলেন, প্রদর্শনীর পারমার্থিকতাসম্পর্কে বহু প্রাচীন ভাস্কর-নিদর্শন মূর্ত্তি, শিলালিপি, তাম্র পত্র, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সামগ্রী, গ্রন্থ এবং একটী প্রদর্শন চিত্রশালা, প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য হস্ত-লিখিত পুঁথি সমন্বিত বিরাট গ্রন্থাগার এবং নানা-প্রকার দর্শনের সাহায্যে পারমার্থিক শিক্ষা অতীব অপূর্ব্ব ও আকর্ষণ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপ-মণ্ডলের নয়টী দ্বীপে নয় দিবস বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার সহিত সহস্র সহস্র লোক নবদ্বীপ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের তিন দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরে অত্যধিক জনতা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ সমাগত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সকলকে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা মুখে মহাপ্রভুর শিক্ষা উপদেশ দিয়াছিলেন। বিপুল লোকারণ্যের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল সরকারের পক্ষ হইতে প্রদর্শনীক্ষেত্রে একটি থানা ও স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। লোকাল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিয়ন্ত্রণে বিপুল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী যাত্রিগণের সমাদরভাবে সেবা করিয়াছিলেন। এরূপ বিরাট জনতার মধ্যে কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি বা দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

নানা কথা

কৃষ্ণনগর-সংবাদ

—•••—

উৎসব

গত ৩রা এপ্রিল শুক্রবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর চার্চ্চমিশন সোসাইটি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

রাজকার্য্যে বাধা

কৃষ্ণনগরের চাষীদিগের বিরুদ্ধে সরকার বাহাদুরের কর্ম্মচারিদিগের পক্ষ হইতে তিনটী ফৌজদারী মোকর্দ্দমা চলায় এই অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে—হয় ত পাঠকগণ অবগত আছেন।

যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক যুবক সদেশের জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন করায় তাঁহার স্মৃতি-সভা-সোপানকে সোৎসাহে বাজনার গান চাইয়াছেন এক সভার আবেদন হয়, উক্ত সভার সরকার পক্ষের নিষেধ হেতু সভার বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার কার্য্যে বাধা দেওয়া, তাঁহার নিকট হইতে উক্ত ছন্দ কাড়িয়া লওয়া এবং কাজ ছাড়া চড়্ করা প্রভৃতি অভিযোগে তিনজন যুবককে অভিযুক্ত করা হয়।

কৃষ্ণনগরের উকীলগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, এবং শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ আসামী-পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। সরকারী সওয়াল জবাব শেষ হইয়াছে। আগামী ১২ই এপ্রিল তারিখে কৃষ্ণনগরের সব-ডিভিশনাল অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়ের আদালতে রায় প্রকাশিত হইবে। ঐ দিবসই চাষীদিগের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগের শুনানি হওয়ার কথা।

কংগ্রেস

নদীয়া কংগ্রেস কমিটি লবণ আইন ভঙ্গের জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়াছেন। আরও সংগ্রহ কার্য্য চলিতেছে। স্থানীয় যুবকগণের মধ্যে একটা সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

ডাকাত বাবাজী

কৃষ্ণনগরের দায়রা জজ মিঃ এস, এন মোদক, এম, এ, (ক্যাল); বি, এ (ক্যান্টা) আই, সি, এস, বার-য়্যাট্-ল মহোদয়ের এজলাসে কুলিয়ার ভজনানন্দী নবীন দাস বাবাজী, রংপুর জেলায় কুড়িগ্রাম নিবাসিনী শ্রীমতী কুমুদিনী দাসী, শিবচন্দ্র সরকার, শশধর সরকার ও ব্রজেন্দ্র মণ্ডল এই কয়জন আসামী শ্রীমতী কুমুদিনীর সতীত্ব নষ্ট করিবার অভিযোগে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

ফরিয়াদি পক্ষের উক্তি এই যে যখন আসামীগণ গঙ্গা-তীরে বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময় কয়েকজন লোক মধ্যে পড়িয়া ফিরিবার সময় আসামীদিগকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া সন্দেহ করে এবং থানায় লইয়া যায়।

আসামী পক্ষের উক্তি এই যে বাহারা থানায় ধরিয়া আনে তাহাদের মধ্যে একজন বাবাজীর নিকট পঞ্চাশ টাকা চায়; কিন্তু বাবাজী অসম্মত হওয়ায় তাহারা তাহাদিগকে থানায় ধরাইয়া দেয়।

ফরিয়াদি পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য উকিল আছেন। আসামীর পক্ষে উকিল শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সিংহ, এবং উকিল শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

গাড়োয়ান সত্যাগ্রহ

কলিকাতার এত ধুমধাম, মারামারি হইল, কিন্তু গাড়োয়ানদিগের সত্যাগ্রহ শেষ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। গাড়োয়ানদিগের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিনিধিবর্গ পুলিশ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। প্রায় দুই হাজার গরু ডাক্তার দেখিতে বাধ্য হয়। একটী দাবীর গাড়ীতে অত ভার চাপান যাইতে পারিবে, সে সম্বন্ধে নিয়ম করিবার জন্য চার্জ্জ সাহেব সময় দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু যেমন হইল, ইহাতে দেখা গেল শহরে কলিকাতার রাস্তায় গাড়ী চলিতে পারিবে না এবং এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য সময় দিতে হইবে না—এ সব কথা তিনি সংবাদ পত্রে পরিবেশন করিলেন না। শুধু গাড়োয়ানদিগের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন জানাইলেন।

পুলিশ সাহেব এখন একযোগে দেওয়া একটা হইতে দেখা যায় কলিকাতার রাস্তায় গাড়ী চালাইতে কষ্টসাধ্য হইয়াছে।

গাড়োয়ানদের পক্ষ হইতে সাধারণকে অনুরোধ করা হইয়াছে যেন তাঁহারা গরুর গাড়ী না চড়েন এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন।

অনেকে মনে করেন যে, বিলাতী মোটরলরির আমদানী চলিত হওয়ায় এই নূতন আইনের দ্বারা বাঙ্গালীর গাড়ী চালানের উপর কঠোর হইতেছে।

মালব্যের জবাব

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নেশনালিষ্ট দলের নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রায় পাঁচ বৎসরকাল ব্যবস্থাপক সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এবার তাঁহাকে সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ধারণা করিয়াছিলেন যে ভারতের শাসন-আইন নানা প্রকারে দুষ্ট, এবং ব্যবস্থাপক সভাসমূহের গঠনপ্রণালী অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হইলে দেশের মঙ্গল হয়, সেজন্য গঠিত হয়; তথাপি তাঁহার আশা ছিল যে, যদি ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভাকে সুপরিচালিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে। বর্ত্তমানে তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, ভারত-গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নয় যে এই সভা সুপরিচালিত হউক। কাপড়ের উপর শুল্ক আইনের প্রবর্ত্তনে ভারত গবর্ণমেণ্ট উহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এ অবস্থায় মালব্য মহাশয় দেশ হিতৈষী বন্ধুদের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন।

পূর্ব্বেই তাঁহার দলের অনেক লোক তাঁহার মত সমর্থন দিয়াছিলেন এবং আহাকে বলিয়াছিলেন যে যদি তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সমস্ত সভা পদ একযোগে প্রেসিডেণ্টের কাছে পাঠাইয়া দিতে পারেন।

সম্প্রতি ভারতে আবার নির্ব্বাচনের ধুম পড়িয়া যাইবে। এখন পুনঃ প্রবেশের চেষ্টা করিতে হবে ও প্রকাশ পাইবে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড প্রতি নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ১০৮৵৩। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

সম্পূর্ণ সংস্করণ ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাপ্তাহিকের পক্ষে ৮,।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ স্কন্ধ ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৫, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রথমখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রথমখণ্ড	।৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রথমখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রথমখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রথমখণ্ড	/০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জন জন ঘোষ - ৪৯ লাল ক্লে রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—৭৯নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জি —এম, এম, ওয়ার্কস বি ঘাট, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—বড়বাজার, [illegible]

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিমলমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীপ্রাণনাথ মণ্ডল, বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপ্রকাশন চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, বালেশ্বর।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পাচাকুঠী, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৫নং অগস্ত্যকুণ্ডা, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৩০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রামধান পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়ারকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ লুইস্ রোড, নিউদিল্লি

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণরূপ নাম ক [illegible] পুরুষোত্তম যাঁহা পাবে তুমি মনে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত বিষয়সূচীসহ

তত্ত্ববিবেক

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আমরা বাঙ্গালায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য সমস্ত মানবের স্পৃহা থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাবের দূরীকরণ করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

"বঙ্গদেশের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

চৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

বহুদিন সাধারণ নামে পরিচিত ... মানবের নিত্য কর্তব্য ও ...

শ্রীনবদ্বীপ ...

শ্রী...

শ্রী...

যোগাড়-সৈন্যর-জন্যে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

যেন ও মনের চেষ্টা ... জীব যখন ... বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র ভগবান শ্রীভগবানের প্রতি, তাহার কোন ... প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে শরণাগত ... প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অমৃতশতক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা ... কল্যাণ ... কল্যাণকল্পতরু ... কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। ... ১০০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, ... বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

... উৎকৃষ্ট। ... বাঁধাই, সোনার ...
রাজসংস্করণ ১৲ টাকা,
... ১৷০, সোনার গ্রাহকপক্ষে ১৷০

... সদাচারস্মৃতি ...

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ...
... গ্রাহকগণ ... পাইবেন।
...

শ্রীশ্রীমদ্গোপালভট্টগোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

...শ্রীপ্রাপ্তুপথ্য

১৷০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি ... এই গ্রন্থে ... বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

বেদোক্ত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বয় ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শিথিল ..., স্বপ্নদোষ, ... বহুমূত্র, বাতুদোষ, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ ঘৃত"

পুরুষত্ব ... আরোগ্য করিয়া ... করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য শ্রীনারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

... !!!

...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিদ্যার্থিগণকে [illegible] শিক্ষণীয় [illegible] করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

[illegible] অধ্যাপক—[illegible] শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible], সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভুবনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—[illegible] শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, [illegible]

বেদনাশক

কলিকাতা [illegible] একজিবিসন
[illegible] কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

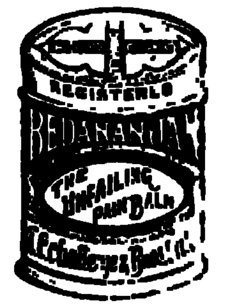

[illegible] বেদনাশক [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ., সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

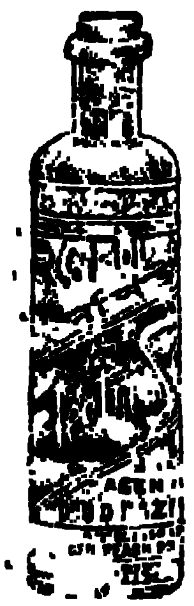

[illegible] ইলেক্ট্রিক সল্টিসন [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

ঠিকানা [illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) [illegible]

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর করিবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত [illegible] মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

ছাত্রীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [illegible] সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৫শে চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৬ ৮ই এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ [illegible] ১৶০

২। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয় [illegible] ৶০

৪। গৌড়ীয় [illegible] ৷০

৫। [illegible] ১০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা ১৲ „ „ „ আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ১৲ আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০

৯। [illegible] ২৲

১০। [illegible] ([illegible]) ৷০

১১। [illegible] ২৲

১২। শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০

১৫। [illegible]

১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৶০

১৭। আচার ও আচার্য্য ৷

১৮। নবদ্বীপ-ধাম-[illegible] ৸০

১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনাম [illegible] ৶০

২১। নবদ্বীপ-[illegible] (প্রমাণ [illegible]) ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ৷০

২৩। শ্রী[illegible] ৷০

২৪। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], নবদ্বীপ[illegible], [illegible] ও [illegible] একত্রে ৶০

২৫। [illegible] সংস্করণ ও [illegible] ৶০

২৬। [illegible] ৷০

২৭। [illegible] ৷০

২৮। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম [illegible]) ৲

২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷

৩০। শ্রী[illegible] শিক্ষা ৸

৩১। [illegible] ৷

৩২। [illegible] ৸

শ্রীচৈতন্য[illegible] [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) [illegible] কর্তৃক [illegible]।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।

[illegible]

উৎকৃষ্ট (ইং) বোর্ডে বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

[illegible] প্রকাশ [illegible] প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে মন্ম, অপ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন [illegible]।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
[illegible] মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ।
[illegible] কৃষ্ণভক্তি হয়।
[illegible] প্রাকৃত [illegible] শুদ্ধভক্তি নাই

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালৈন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার হ্রাস হয়। 'কলের পরিচায়ক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ [illegible] [illegible] [illegible] জ্বর [illegible] [illegible]? [illegible]

[illegible] একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন [illegible] কোন ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৪॥০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং ধনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও মাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে [illegible]।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

ঋষি চরক [illegible] [illegible] খাঁটি কাঁচা তিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেল, চন্দন, [illegible], বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] দ্রব্য সংযোগে প্রস্তুত [illegible] ইহার [illegible] গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকে। ফলতঃ এই [illegible] ত্রিগুণ তৈল [illegible] ব্যবহারে [illegible] দৈহিক ও মানসিক [illegible] থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], মাথাঘোরা, [illegible], অনিদ্রা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] শান্তিকারী [illegible]।

বলা বাহুল্য, [illegible] উপকারী ত্রিগুণ তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বট ও অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেন্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবে। অন্যথায় [illegible] নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] [illegible] পাওয়া যায়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কালকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে চৈত্র মঙ্গলবার—১৩৩৮

গুরু ও অগুরু

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দনন্দন বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

(২)

পূর্ব্বোক্ত গুরুর মুখ্য-লক্ষণাবলী বিবৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" অর্থাৎ যিনি ভগবানের স্বরূপ-বাৎসল্যাদি মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন এবং নিরন্তর যাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লাগিয়া রহিয়াছে, অতএব যিনি অতীব প্রশান্ত ভাব,এবংবিধ গুরুর উপাসনাদ্বারা ভগবত্তত্ত্ব লাভ হইবে। ইহাই গুরুর স্বরূপলক্ষণ। এই লক্ষণগুলি সহজে লোকে অনুভব করিতে পারেন না। তজ্জন্য অপর কতকগুলি বাহ্যলক্ষণ বা তটস্থলক্ষণ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার পরিচয় পক্ষে সুবিধা ঘটে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বরূপলক্ষণই মূল। তাহা যে মহাজনকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তটস্থ লক্ষণগুলি তাঁহাতে অনায়াসে উদিত হইয়া থাকে।

মন্ত্রমুক্তাবলীতে এইরূপ লক্ষণগুলি এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি পাণ্ডিত্যাদি দোষ-রহিত বংশে জাত, স্বয়ং পাতকাদি দোষ-হীন, যাঁর নিখিল আচারে প্রতিষ্ঠিত, আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত, ক্রোধশূন্য, বেদ ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধাবান্, অসূয়াহীন, প্রিয়বাক্, মনোরঞ্জনকারী, নিরন্তর পবিত্রাচার, সুবেশধারী, তরুণবয়স্ক, সর্ব্বপ্রাণির হিতকারী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, বিরাগী, ধার্ম্মিক সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইতে উদাসীন, তত্ত্ববিচারপরায়ণ, বাৎসল্যাদি গুণবান্,ভগবৎ-সেবার কুশলী, কৃতজ্ঞ, শিষ্যের প্রতি স্নেহশীল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোম-মন্ত্রে স্থানপূর্ণ, ঊহ বিতর্কের প্রকারাদিৎ, শুদ্ধচিত্ত ও কৃপার আলয়, ইত্যাদি লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত গৌরবের বস্তু।

পদ্মপুরাণে এতদ্বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নিখিল বৈষ্ণবগণের গুরু ও শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারাদি জ্ঞানবান্ অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দ্বারা যিনি স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, তিনিই সকল মানবের গুরু, শ্রীহরির ন্যায় সকলের পূজ্য। মহাকুলজাত, সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রবেদশাখার পারঙ্গত হইলেও অবৈষ্ণব কদাপি গুরু হইবার যোগ্যতা পাইতে পারেন না। অধুনাতন কালে অজ্ঞ লোকগণ নানাভাবে মায়ার কবলে পতিত হইয়া প্রতারিত হইতেছেন যে কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের মঙ্গল অমঙ্গল অস্বীকার করিতেছেন। তথাপি একটু বৈদ্য মারণ পূর্ব্বক দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুদেবের কোন পরিচয়ই জানিতে উৎসাহিত নহেন। যেহেতু যাঁহাতে নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা মনোধর্ম্ম-চরিতার্থতার কথঞ্চিৎ বাধার উপস্থিত হইবে, অতএব এ পাষণ্ডের সাহায্যে বৃদ্ধ হইয়া প্রজ্জ্বলিত অনলে পতঙ্গবৎ আত্ম-বিনাশই বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

শ্রীগৌরপার্ষদবর শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ স্বকীয় উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকেই শ্রীগুরুর লক্ষণ অল্প কথায় সন্নিবেশিত করিয়া জগতের কি প্রকার উপকার সাধন করিয়াছেন, সুধী প্রধান ভাবে বিচার্য্য। তিনি বলিয়াছেন—বাক্যের,মনের,ক্রোধের, জিহ্বার, উদরের ও উপস্থের, বেগ সহনশীল মহাজনই পৃথিবীর শাসন-ক্ষম, অর্থাৎ নিখিল জগতের গুরু হইবার যোগ্য। বাক্যবেগ বলিতে নির্ব্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনা, কর্ম্মকাণ্ডীর কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্তি এবং অন্যাভিলাষীর যথেচ্ছাভোগপর বাগ্-বিলাসকে নির্দ্দেশ করে, অতএব তাহাদিগের ঐ বেগ হইতে মুক্ত হইতে হইলে কেবল মূক বা অন্ধবৎ বাক্যের কারণেও তাহার মূল চেষ্টা অন্তর মধ্যে লুক্কায়িত থাকায় অবসর পাইলেই বহুশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া বাহির হইয়া মধুর বৌদ্ধন কাটিয়া দিবে। সুতরাং কৃষ্ণসেবনোপযোগী বাক্যাবলী নিরন্তর ব্যবহার কেবল বাক্যবেগ জয় করিবার একমাত্র উপায়। মানস বেগ প্রবল হইলে শরীর-চেষ্টা বিরত হইয়া কেহ থাকিতে পারে না। কোন কৃত্রিম প্রণালী সেই মনোবেগ নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। এই মনোবেগ নির্ব্বিশেষবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর চেষ্টায় নিরপেক্ষ থাকিলে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং সর্ব্বক্ষণের আত্ম-গতো কৃষ্ণলীলাচিন্তাদ্বারাই মনোবেগ দমন হইবে। আবার কামনা অতৃপ্তিদ্বারা মানবহৃদয়ে ক্রোধবেগের উদয় হয়। তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ করিয়া মানবকে হিংস্র পশুতে পরিণত করে, সুতরাং অনুকূল ভাবে কৃষ্ণপ্রীতিচেষ্টায় নিযুক্ত হইলেই ক্রোধবেগ দমিত হইবে।

শাস্ত্রীয় বর্ণই তিন প্রকারে উল্লিখিত হইয়া জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ রূপে পরিণত হইয়াছে। রসনালালসার উত্তেজিত রসনাকে ভগবৎপ্রসাদ-সেবনে জয় করিতে হইবে। তাহাও যথাযোগ্য হওয়া আবশ্যক। যেহেতু "জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" একথাও জিহ্বারই উদর ও উপস্থবেগের ভূমিকা। সুতরাং জিহ্বা-বেগ দমিত হইলে অন্যান্য বেগের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। কেবল অজ্ঞান-সাধন-শরীররক্ষোপযোগী বিলাস-বৃত্তি ও যথা-প্রাপ্ত ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ মহাজনগণের অনুসরণে গ্রহণ করিতে করিতে ঐ ইন্দ্রিয়বেগের উপশান্তি স্বতঃই আসিয়া পড়ে। আমরা বৈষ্ণবাচার্য্যের উপদেশ অবগত আছি এবং উদরবেগ ও বিলাসীগণের উপস্থবেগের দাস হইয়া পাশবিক ব্যবহারে বাহুল্যপ্রদর্শন করিয়া থাকি। অতএব এই ষড়্বেগ জয় করিতে পারিলেই পৃথিবীকে শাসন করিবার ক্ষমতা উপস্থিত হয়। এই প্রকার গোস্বামী বাতীত কেহই গুরু পদের দাবী করিতে পারেন না।

কায়মনোবাক্যে সকলই সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর আরাধনা-তৎপরতাই গুরুর প্রকৃত লক্ষণ। একমাত্র তিনিই গুরু। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, নির্ব্বিশেষবাদী প্রাকৃত বৈষ্ণবের কিসম্বন্ধে সমাজ অতএব পরিত্যাজ্য। বিশেষতঃ ঐ সকল মনোবৃত্তির সহিত অবস্থিত জন সর্ব্বদা পরস্পরে বিবাদপরায়ণ, সাধারণের চক্ষুতে লাঘব-ভাজন। ক্রঃ

লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিক ও আশ্রয়স্থল

(শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ, বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা নগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র (পুরীস্থ) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, উড়িষ্যার রাজধানী কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগর ঢাকাস্থ শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, শ্রীকাশীক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ড শ্রীবিশ্বগৌড়ীয় মঠ, শ্রীসনাতন শিক্ষাস্থলী বারাণসীস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ, শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ, মাদ্রাজপ্রবাসীদিগের প্রধান তীর্থক্ষেত্র কোভুরস্থ শ্রীপরমহংসমঠ, পঞ্চনদপ্রদেশের অন্তর্গত কুরুক্ষেত্রের সুপ্রসিদ্ধ নগর কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ এবং ভগবানের আবির্ভাবস্থান বিশাখাপত্তনস্থ মঠ—এই মঠসমূহের প্রত্যেকটীই শ্রীচৈতন্যবাণী-বিনোদ-কুঞ্জ।

এই বাণী-বিনোদ-কুঞ্জ—জীবনকুঞ্জ। এই সকল মঠে অপ্রাকৃত শ্রীরূপের কীর্ত্তন হয়। আশ্রমপ্রান্তে—পদ-পল্লব শোভিত বাণী-মালঞ্চের আশ্রয়স্থল—এই বাণীবিনোদ কুঞ্জসমূহ। অতীন্দ্রিয় কীর্ত্তন—তাঁহাদের বিশ্ব-আশ্রয়স্থল। এই মঠের বাণী মাধুর্য সহ সকল লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিককে কুঞ্জের দ্বারে টানিয়া আনিয়াছে। পাপ যখন রূপ-ভাবা কাহারও মধ্যপথে প্রাপ্ত হওয়ায় হইয়া পড়ে, তখন বাণীকুঞ্জের মঙ্গল আরতির ধ্বনি তাহার অন্তরে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়। সৌভাগ্যবান্ পথিক তখন ঐ মঙ্গল-আরতির ধ্বনি অনুসরণ পূর্ব্বক বাণীকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া বাস্তব সত্যের অনুশীলন দ্বারা জীবন ধন্য করিয়া থাকেন।

চৈতন্যবাণীর উদয়

নির্ব্বিশেষ যখন অদ্বৈতবাদী-পূজার প্রধান হইল তখন, অবৈদ্য জ্ঞান অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, যখন নিরীশ্বরবাদীর অনিত্যাদর্শ বা বৌদ্ধ মতবাদ বরণ করিতে বাধ্য হয়, চৈতন্যবাণী-বিলাসের আরতি পরিত্যাগ করিয়া যখন অদ্বৈতবাদের বিলাসে আরতি বা নিষ্ঠা প্রদর্শন করে, তখন অদ্বৈত-সম্প্রদায়াদি-বিচারের অপর্যাপ্ত করিয়া চৈতন্যের আগমনী ধ্বনি শুনিবার জন্য জগতে চৈতন্যবাণীর উদয় হয়।

সংসারীর দুঃখদুর্দ্দশা দীন-সংবাদপরের কিছু কাল পরে যখন ভারতীয় সমাজকে অবস্থাকারিগণের মনোধর্ম্ম-কুস্মৃতিকার আবৃত হইয়াছিল, যখন জাত্যাভিমানীগণ পরধর্ম্মের অনুশীলন পরিত্যাগপূর্ব্বক অনিত্যবিষয়ানুশীলনে প্রমত্ত হইয়াছিল, যখন চৈতন্যবাণীর অনুশীলন না করিয়া অদ্বৈতের বর্ণনাশ্রমে নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক জগদ্গুরু ভক্ত-নিপুণের অধিকার হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় এই সকল অপরিণামদর্শী মনুষ্যগণের নিস্তারকল্পে নিত্যসিদ্ধ চৈতন্যপার্ষদ, মুক্ত চৈতন্যবাণীর শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং শ্যামানন্দ প্রভুর মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সংপুরুষগণ গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, এবং ব্রজমণ্ডল হরিনামামৃত-বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পরমহংসকুলের এই মহাপুরুষগণ অমায়িক কৃপায় আশ্রিতজন-শ্রীচৈতন্যদেবের নিযুক্ত অন্যান্য প্রচারকগণ সাধনপথ হইতে বিচ্যুত না হইয়া, ধর্ম্মের জন্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অনন্যভাবে কামনাদের সেবার আত্মনিয়োগপূর্ব্বক অদ্বৈতের কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইয়াছেন।

অতঃপর তাঁহাদের অপ্রকট-লীলাভিনয়ের পর পুনঃ মধ্যে কুমার্গের অচৈতন্যবশম্বী দুষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ভগবৎ-পদ-পদ্মের আশ্রয় নিযুক্ত কোন সাধকদের দুষ্টির বহিরঙ্গ কোথাও রূপপ্রধান-পদ্মাবিষ্কৃত যুগ এ বও অজস্র থাকিলেও ইহার আবশ্যক হয়নাই

আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাঁই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি এরোদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের অসৎ মত বা পথ কুযুক্তির সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে—এই অপসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের মতানৈক্য, কেহবা কতকগুলিকে পরস্পরমতে মান, যুক্তি-বিরোধী সমন্বয়কারী একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইহারা আপনাদিগকে উদার এবং ধার্ম্মিক মনে করেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। তাহাদের কপট-মতোবাদ হইতে এই সকল আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া সত্য সূর্য্যের কিরণ-কণা বিকীরণ-দ্বারা নিখিল জীবকুলকে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই সময় সাক্ষাৎ চৈতন্য-বাণী-বিগ্রহ সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস, সিদ্ধ শ্রীগৌরকিশোর দাস, শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা শুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ বাণী প্রচার করিতে থাকেন। আর শুধু তাহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-লোপ সম্বরণের পর তৎ-লীলাস্থলী সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িলে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়-অনুসারে তাঁহার পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুবর যে প্রকার লুপ্ততীর্থ শ্রীবৃন্দাবন আবিষ্কার করিয়া সাধারণের দৃষ্টির গোচরীভূত করেন, সেই প্রকার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার কিছু কাল পরে সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে এই মহাপুরুষগণ তাহা আবিষ্কার করিয়া বৈষ্ণব জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর অচিন্ত্যবিশেষ বিকাশ—সমকাল যখন বিবাদের অতি প্রাবল্য তখন শ্রীচৈতন্য-বাণী বহুত অসংখ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

—

উপরি উক্ত মহাজনগণের প্রকটাবস্থায় স্থান বিচারে যেখানে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণানু-সন্ধান-লীলাময়ী বাণীর প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা, সেই শ্রীনবদ্বীপক্ষেত্রে বা শ্রীক্ষেত্রে আর এক চৈতন্য-বাণী-বিগ্রহের আবির্ভাব হয়। সুতরাং এই বাণী-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃষ্ণানুসন্ধানময় চিদ্বিলাসবাণী-বিগ্রহ বা কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার বিগ্রহ। অতএব কৃষ্ণানুসন্ধানে শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভক্তিসরস্বতী-রূপে তাঁহার শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণানুসন্ধান-অবাধবিচার-কীর্ত্তন। সুতরাং তাঁহাকে আমরা শ্রীচৈতন্যবাণী-বিগ্রহরূপে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনে প্রমত্ত দেখিতে পাই। এই শ্রীচৈতন্যবাণী-বিগ্রহই—শ্রীল গৌর-কিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের আচারময়-প্রচার-বিগ্রহ এবং এই বাণী-বিগ্রহই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের প্রচারময়-আচার-বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্য-চরণ-চারণ শ্রীকর্ণপূর "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই আপ্তবাণী পাতিয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীও এই যে—

"পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

আমরা শ্রীচৈতন্য-বাণী-বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আচার-প্রচারময়ী লীলার অনুসরণ করিলে দেখিতে পাই—তিনি বর্ত্তমানযুগে জগদ্গুরু রূপে অবতীর্ণ হইয়া উপরি উক্ত বাণীদ্বয়ের সত্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জগদ্বাসিগণের সমক্ষে প্রদর্শন পূর্ব্বক অচৈতন্য-বাণী মায়াবাদ-কর্ম্মিজ্ঞানিযোগাদি বিনাশ করিয়া সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ ভাগবত বাণী প্রচার করিয়াছেন।

মুদীয়ানী হরিসভা

(প্রাপ্তপত্র)

পূজনীয় নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক

শ্রীচরণেষু,

শতকোটী প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—মহাশয় কলিকাতার সন্নিকট বেহালা গ্রামে আমার নিবাস এবং আমি আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অনুগ্রহ করিয়া আমার এই পত্রখানি আপনার পত্রিকায় স্থান দিলে বাধিত হইব।

কলিকাতার কাছে মেটিয়াবুরুজ সহর, তাহার মধ্যে মুদিয়ানী নামক একটী বর্দ্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধশালী গ্রাম আছে। সেখানে ৭০।৮০ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত একটী হরিসভা আছে এবং একজন ভাগবত পাঠক ভাগবত পাঠের জন্য বহুকাল হইতে নিযুক্ত আছেন, প্রত্যেক রবিবার সভায় পাঠ হয়। আমাদের বেহালাতেও একটী হরিসভা আছে, সেখানেও বৎসর বৎসর উৎসব ও ভাগবতীয় কথার দ্বারা হরিকথা প্রচার আমরা করিয়া থাকি। ঐ মুদীয়ানী গ্রামে আমার শ্বশুর বাড়ী। গত ১৫ চৈত্র রবিবার বৈকালে আমার শ্বশুরবাড়ী যাইবার সৌভাগ্য (?) হইয়াছিল এবং সৌভাগ্য আরও সৌভাগ্য হইয়াছিল উক্ত হরিসভায় আপনাদের শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক-প্রবর শ্রীল ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজের এবং আপনাদের মঠস্থিত রাজপথ-নিবাসী আমার আত্মীয় শ্রীযুত কিশোরী মোহন পাল বি, এল, মহোদয়ের বক্তৃতা শুনিবার। ঐ সভাতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সম্বলিত কতকগুলি ছাপান কাগজ বিতরিত হইয়াছিল, তাহাতে আপনাদের মঠের ও সমস্ত শাখামঠের নাম, আচার্য্যের নাম, সভার উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিবৃত আছে দেখিলাম এবং নদীয়া-প্রকাশ-পত্রিকারও তাহাতে নাম দেখিয়া এই পত্রখানি পাঠাইবার কৌতূহল হইয়াছে।

আচার্য্য বলিতে আমরা গ্রামের আচার্য্যকেই বুঝিতাম অর্থাৎ গ্রামের দানগ্রহণকারী ব্যক্তি। আমি মূর্খ লোক, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন, আমাদের সমাজে এইরূপ ধারণাই প্রবল। কিশোরী দাদার মুখে শুনিলাম যে, যিনি 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।'—এইরূপ উক্তি যিনি আচার ও প্রচার করেন তিনিই আচার্য্যপদের যোগ্য। কিশোরী দাদা বরিশাল-নিবাসী স্বামী ভোলানন্দ গিরির শিষ্য ছিলেন, তাঁর দেখাদেখি আমরাও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ কয়েকবৎসর হইল কিশোরী দাদা উক্ত গিরি মহারাজের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন অবগত হইলাম। তিনি যখন পূর্ব্ব সন্ন্যাসী গুরু পরিত্যাগ করেন, তখন আমাদের মনে একটা বড় খট্‌কা লাগিয়াছিল এবং মনে হইয়াছিল যে, তিনি গুরুত্যাগ-জনিত মহাপাতকে পতিত হইলেন। যাহা হউক সে বিচার আমার আবশ্যক নাই। আমরা উক্ত গিরি মহারাজের নিকট চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি যে স্বরূপে আমরা সকলেই সেই বিভু-ব্রহ্ম, কেবল মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া এই জীবদশায় পরিণত হইয়াছি। জ্ঞানের অনুশীলনে আমাদের মায়া ছুটিয়া গেলে আমরা আবার ব্রহ্মে পরিণত হইব। তাঁর মুখে এই শ্লোক বহুবার শুনিয়াছি—"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥" কিন্তু এখন কিশোরী দাদার বক্তৃতায় যে সব কথা শুনিলাম, তাহাতে তিনি যে ঐ প্রকার "জীব ব্রহ্মৈব নাপর" এইরূপ ধারণার হাত থেকে ছুটি পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইল।

জীব যে স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং জীব চিরকালই মায়াধীন এবং ভগবান্ চিরকালই মায়াধীশ, অতএব ঈশ্বরে ও জীবে নিত্যকালই ভেদ বর্ত্তমান—এই কথাটী তাঁহার মুখে নূতন শুনিলাম। আমরা কিন্তু সোঽহংবাদী হইয়া অভিমানে জড়পুত্তলী হইয়া বসিয়া আছি। আমার বে-আদবী মাপ করিবেন। কিশোরী দাদার বক্তৃতা-কালে তাঁহার মাথে একটা বৈষ্ণবী-গাদা ঝোলকাটা দেখে একটু হাসিও পেয়েছিল, কারণ আমাদের সমাজে ঐরূপ কাহারও নাই। অতএব বর্ণ-সভায় কিশোরী দাদা বক্তৃতা করিতে উঠিলে আমার মনে হইয়াছিল, দাদা তোমার এ পাগলামি কেন? কিন্তু বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি যে সব কথা বলেন, তা' শুনে মনেও বেশ আনন্দ অনুভব হ'ল, সেই জন্যই এই পত্রখানার অবতারণা। তাঁর ২।১টী কথা যাহা আমার মনে আছে তাহাই বর্ণন করিয়া এই পত্র সমাপ্ত করিব।

তিনি বলেন শ্রীচৈতন্যমঠের ও তদাশ্রিত শাখামঠসমূহের কার্য্যই হচ্ছে এই অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার দ্বারা অচৈতন্য জীবকে চৈতন্য-দান করা। জীব হরিবৈমুখ্য-নিবন্ধন অনাদিকাল হইতে জন্ম-জন্মান্তর এই ভবসংসারে ত্রিতাপ ভোগ করিয়া কিভাবে ক্লিষ্ট হইতেছে। ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় কলিযুগপাবনাবতার সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই মহামন্ত্র সাধুসঙ্গে ও নিরপরাধে কীর্ত্তন ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিলেন যে, অন্যান্য যুগে ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ, পরিচর্য্যা প্রভৃতি অন্যান্য উপায় থাকিলেও এই কলিযুগে একমাত্র হরিকীর্ত্তন ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ফল যে কৃষ্ণ-প্রেম, অন্য প্রকার কোন অভিলাষ নহে এবং এ প্রেম-বস্তু যে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাপেক্ষা অনেক আদরের ও বাঞ্ছনীয় বস্তু—এই কথা আমরা কখনও শুনি নাই। আমরা সর্ব্বদাই ভাগবত পাঠকের নিকট শুনিয়া থাকি যে ধর্ম্ম-কর্ম্মের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কামনা চরিতার্থ কর, তাহাতে মোক্ষ লাভ তোমার করতলগত নিশ্চয় থাকিবে। কিন্তু দাদার মুখে শুনিলাম যে, প্রেমবস্তু লাভই জীবের মুখ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ভক্তের নিকট অতি তুচ্ছ বস্তু এবং মুক্তি ত' ভক্তের দাসী-দাসীর হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রতীক্ষা ক'রে বসে থাকে।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

স্থানীয় স্বাস্থ্য

এখন স্থানীয় স্বাস্থ্য ভাল বলিয়াই অনুমিত হয়। কৃষ্ণনগর সরকারি চিকিৎসালয়ে অল্প চিকিৎসার্থীর সংখ্যা কম নয়, তবে অন্যান্য রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

গত শনিবার ৫ই এপ্রিল রাত্রিতে খুব ঘন মেঘের সঞ্চার হয় এবং বিদ্যুৎপাতও পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ন্যায় বর্ষণ ছিল না। ৬ই এপ্রিল দিনের বেলায়ও অল্প মেঘ ছিল।

কৃষ্ণনগর কলেজ

শুনা যাইতেছে যে কলেজের নূতন প্রিন্সিপ্যাল মিঃ এ, কে, চন্দ সাহেব আসিবার পর হইতেই কৃষ্ণনগর কলেজে শান্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। ৯ই কিম্বা ১০ই এপ্রিল তারিখে কলেজ খুলিবার কথা। এখনও যে ছাত্রগণ কলেজে যাইতে সম্মত হইয়াছেন। বাস্তবিকই আর কলেজ বন্ধ রাখা উচিত নহে। আশা করা যায় ছাত্রগণের হিতার্থে গ্রীষ্মের ছুটি কিছু কম করিয়া ছাত্রদিগকে কলেজে হাজির করাইয়া পড়াইবার বন্দোবস্ত হইবে, নচেৎ অনেক ছাত্রের বিশেষ ক্ষতি হইবে।

পুলিশ ও ছাত্র

কৃষ্ণনগরের ছাত্র পুলিশ ব্যাপার পাঠক অবগত আছেন। যুবকগণের পক্ষ হইতে পুলিশ সাহেব, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং অন্যান্য সরকারি কর্মচারীকে আসামীশ্রেণীভুক্ত করিয়া এস, ডি, ও বাহাদুরের এজলাসে একটী ফৌজদারি মোকর্দ্দমা আনয়ন করা হয়। এস, ডি, ও, বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু অদ্বৈত চরণ নায়ক মহাশয় ঐ মোকর্দ্দমা গ্রহণ না করায় জেলা জজের নিকট আপীল করা হয়। জেলাজজের আদেশে মোকর্দ্দমা পুনরায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে ফিরিয়া যায়। তিনি পুনরায় ঐ মোকর্দ্দমা অগ্রাহ্য করায় গত ৫ই এপ্রিল তারিখে যুবকগণের পক্ষ হইতে উকিল শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জজ সাহেবের আদালতে আপীল দায়ের করেন। আগামী ২১শে এপ্রিল তারিখে মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য আছে।

ভেজাল

কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, মহাশয় গত ৫ই এপ্রিল তারিখে জেলা জজ মিঃ এস, এন, মোদকের আদালতে সদর এস, ডি, ও, রায় সাহেব অদ্বৈতচরণ নায়ক মহাশয়ের রায়ের বিরুদ্ধে এক আপীল দায়ের করেন।

বিবরণ এই যে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে শ্রীহরিভূষণ গড়াইকে এক টিন ভেজাল ঘৃত রাখার অভিযোগে ফৌজদারি সোপর্দ্দ করা হয়। সদর মহকুমা হাকিম বাহাদুর বিচারে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার দেড়শত টাকা অর্থদণ্ড করেন, দণ্ডের টাকা না দিতে পারিলে ৬ সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাবাসের এবং খরচা আড়াই টাকা দিবার আদেশ হয়।

জাতীয় সপ্তাহ

কৃষ্ণনগরে জাতীয় সপ্তাহ উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন করিবার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ৫ই এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যা ৭ টায় সেই বালক-গণ দিগন্ত কম্পিত করিয়া উল্লাস ধ্বনি করিতেছিল। জাতীয় সপ্তাহের কার্য্য তালিকা পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। সেই জন্য তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

"আইন অমান্যের বিরাট আয়োজন"

নাম দিয়া খদ্দর চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠান হইতে এক নিমন্ত্রণ পত্র বাহির হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ৬।৭।৮ এপ্রিল তারিখে ব্যায়াম প্রদর্শন, সত্যাগ্রহের কর্ম্মিবৃন্দের কর্ত্তব্য আলোচনা প্রভৃতির আয়োজন আছে।

সিটি কংগ্রেস

কৃষ্ণনগর সিটিকংগ্রেসের সাম্বৎসরিক উৎসব শেষ হইয়া গেল। সভার সেক্রেটারি মহাশয় আয় ব্যয় সমস্ত দেখাইয়া দিলেন এবং তিনিই এই বৎসর পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন। কার্য্যকরী সমিতিও পুনর্গঠিত হইল।

প্রচার

আইন অমান্য ব্যাপারের জন্য প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন গোয়াড়ীর মদিন পার্ক হইতে বালকবৃন্দ রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করিয়া যাইতেছে।

এখানে এ পর্য্যন্ত প্রায় একশত স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইয়াছে।

তমোলুকের সংবাদ

তমলুক ৩।৪।৩০

তমোলুকের জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন—বর্ত্তমানে এখানে লবণ-আইন ভঙ্গ লইয়া বেশ গোলযোগ চলিতেছে। লবণ প্রস্তুতের জন্য দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক নানাস্থান হইতে আসিতেছে। শুনা গেল, নরঘাট প্রভৃতি স্থানেও লবণ প্রস্তুত করা’ হইবে। ২।৩টী স্কুলের ছাত্রও এইরূপ আন্দোলনে যোগদান করিতেছে। আজ তিন দিন হইল প্রায় ২০০ ছেলে গান্ধী টুপি মাথায় দিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতেছে। তবে ছেলেদের ইহা একটা হুজুগ মাত্র। এখনও কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ হয় নাই।

এখানকার সব্‌ডিভিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত সুধাংশু-কুমার হালদার মহাশয় বদলী হইয়া রামপুরহাট মহকুমায় যাইতেছেন। কৃষ্ণনগর হইতে মিঃ এস, কে, চ্যাটার্জ্জী আই, সি, এস, মহোদয় আসিতেছেন। শুনা গেল, ৮ই তারিখে তিনি যোগদান করিবেন।

শিশু হত্যা

রংপুরের আয়জান বিবির স্বামী কোন কার্য্যোপলক্ষে বাটীর বাহিরে গিয়াছিল। হঠাৎ শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখে যে তাহার এক বৎসর বয়স্ক শিশুর গলা কাটা এবং আয়জান বিবির গলায় আঘাত ও হাতে একটী রক্তমাখা দা। আয়জান ও শিশু পাশা পাশি শুইয়াছিল। আয়জান বিবি অনেক-কাল হাসপাতালে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিলে তাহাকে দায়রা-সোপর্দ্দ করা হয়। দায়রার বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সে দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ পায়।

সে পাগল অবস্থায় এই কার্য্য করিয়াছে এই কারণ দেখাইয়া আপীল করা হয়। আসামী দায়রার সময় নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার মত স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল কিনা, তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল কিনা, এ বিষয়ে দায়রা জজ বিচার না করায় মোকর্দ্দমা পুনর্বিচারের আদেশ হইয়াছে।

লবণ সঙ্কট

লবণের উপর শুল্ক বসাইবার আইন বে-আইনি ঘোষণা করিয়া মিঃ গান্ধি, কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ও দেশের সব জেলার অনেকে যেমন আইন ভঙ্গ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতেও সেইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে লবণ আইন ভঙ্গের দণ্ড স্বরূপ পাঁচশত টাকা জরিমানা এবং কারাবাস পর্য্যন্ত দণ্ড হইবে। সরকার-পক্ষ আরও ঘোষণা করিয়াছেন যে সিন্ধুদেশের কয়েকস্থানের লবণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

জালালপুর প্রভৃতি স্থানে সৈন্যাদি প্রেরণের সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। এদিকে [illegible] কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মিঃ জহরলাল নেহরু বলিয়া বেড়াইতেছেন যে আইনের পর আইন ভঙ্গ করিতে হইবে। কেবল একটী আইন ভঙ্গ করিলে চলিবে না। যে প্রকারেই হউক না কেন, স্বরাজ লাভ করা চাই।

সুদূর পল্লী গ্রামে ও আইন অমান্য করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। দলে দলে কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রাম-বাসীদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য যাইতেছেন। তবে তাঁহারা সকলকেই নিরুপদ্রবে আইন অমান্য করিবার পরামর্শ দিতেছেন।

বিগত ৬ই এপ্রিল তারিখ হইতে প্রকাশ্যে আইন অমান্য ব্যাপার চলিতেছে। সুদূর মফস্বলে যে কি ব্যাপার ঘটিতেছে তাহা জানিবার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব।

ভারতীয় মহিলাগণও এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। পাঠক অবগত আছেন যে কৃষ্ণ-নগরের আইন অমান্য-সভায় অনেক ভদ্রমহিলা বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

বিষ প্রয়োগ

ভাতখালির মনিরুদ্দিন শেখ ভাত খাইবার কিছু পরেই হঠাৎ মারা যায়। লাস পরীক্ষা করায় প্রকাশ পায় যে ভাতের সহিত সেঁকো বিষ ছিল।

[illegible] আমীর নামক একব্যক্তি মনিরুদ্দিনের স্ত্রীকে ঐ সেঁকো দিয়াছিল। [illegible] স্ত্রী সেই সেঁকোর সাহায্যে স্বামিহত্যা করে। আমীর এখন পলাতক।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় দশমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ [illegible] গৌড়ীয় [illegible] সাধারণ পক্ষে ১০৸৶০। [illegible] সাধারণ পক্ষে ১২৲, গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

[illegible] সংখ্যা ১২৲, [illegible] ৮৲

[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা [illegible] তৃতীয় সংস্করণ [illegible] টাকায় না পাইয়া, [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে [illegible] হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের অল্পসংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ শীঘ্র [illegible] পরে আর এ সুযোগ পাইবেন না।

১৫.

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট 'গৌড়ীয়' সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible], পাবনা

২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible],

[illegible]

৩। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] লেন, কলিকাতা

৪। [illegible] বিদ্যাভূষণ, কাশী

৫। শ্রীযুক্ত [illegible]

৬। শ্রী[illegible] আমবাটী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রী[illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী[illegible] ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] উপদেশ [illegible] জানিবার [illegible] উপস্থিত। কটক [illegible] উড়িয়া-অক্ষরে [illegible] প্রকাশিত [illegible] গ্রন্থ [illegible] ভিক্ষায় [illegible]

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	॥০
[illegible]	৷৲
সাধন পথ [illegible]	।০
[illegible]	।০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৶০
[illegible]	।০
শ্রী[illegible]	৵১০
[illegible]	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	৴০
[illegible]	৶৫

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য

১। [illegible] মঠ, [illegible] নদীয়া)।

২। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible], নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ—[illegible] রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, [illegible], পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক।

৭। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible], মেদিনীপুর।

৮। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], চট্ট, [illegible]

৯। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ময়মনসিংহ, [illegible]

১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, [illegible], চট্ট [illegible]।

১১। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], পাঞ্জাব।

১২। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।

১৪। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible]।

১৬। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] রোড, [illegible]

[illegible] পুরুষোত্তম [illegible] পাদে [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

[illegible]-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই [illegible]। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

[illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য। এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

[illegible]

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা—১৲ একটাকা

[illegible] সাধনা [illegible] মানবের নিত্য [illegible] ও [illegible] [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি [illegible] সনাতন [illegible] যথার্থ ও প্রমাণিত হইয়াছে। বেদের, মনের ও [illegible] পুরাণ, [illegible] [illegible] উপাদি বিষয় [illegible] অনুসারে এমন সুন্দরভাবে [illegible] আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম [illegible] আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] ও লীলাভূমি নবটি দ্বীপ-[illegible]। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ [illegible] [illegible] বিষয় বিশেষভাবে [illegible] ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড-[illegible] কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীসজ্জনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশ [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুবাদ ও প্রাঞ্জল [illegible] অতি সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ [illegible] ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

[illegible] পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible] সুললিত ছন্দে [illegible] যাহা পদাবলী [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] কোন [illegible] আবেশময়ী [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

কল্যাণকল্পতরু [illegible] সাইজ [illegible] ভিক্ষা ৵৽

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] অনুবাদ। টীকাকারের [illegible], শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী [illegible] প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট [illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। [illegible] বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি ([illegible])

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] [illegible] গ্রাহকগণ [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকার দ্বারা [illegible] শক্তিহীনতা, [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি রোগ নিশ্চয় [illegible] আরোগ্য হয়। [illegible] [illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য [illegible] ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] নারায়ণজী, কেশবজী

[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] উপকারিতায় [illegible]

[illegible]

[illegible] উপরে ইংরাজী J. B. Dutt & Co. [illegible]

[illegible]

[illegible] জে. বি. দত্ত।

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিভিন্ন শিক্ষণীয় [illegible] করা হইয়াছে। অনেক [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] সকল [illegible] গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible], [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পর-বিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা [illegible] একজিবিসন [illegible] প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন [illegible] মলম [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মানুষ বাঁচাইবার [illegible] ইলেক্ট্রিক [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমত [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] পাঠান হয়। [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] প্রস্তুত। [illegible] সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

[illegible] কাস, [illegible] মহৌষধ। [illegible] বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সারিয়া যায়। [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ ছল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible]

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন [illegible], উহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানার নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত 'আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা', ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্বল্পে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

[illegible] হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | ৩৪ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ ১০ই এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—[illegible] ২॥০
[illegible]
[illegible] ৵০
২। অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-[illegible] ৶০
৪। [illegible] ।০
৫। উপদেশামৃত [illegible]
৬। [illegible] ২৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। [illegible] বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। [illegible] বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
[illegible] ৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ৷০
১১। [illegible] ২৲
১২। [illegible] ৸০
১৩। [illegible] ২৲
১৪। [illegible] ৸৶০
১৫। [illegible] ৶০
১৬। [illegible] (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। [illegible]
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। [illegible]
২১। [illegible] (প্রামাণ্য)
২২। [illegible]
২৩। [illegible]
২৪। [illegible] নবদ্বীপশতক, [illegible]
২৫। [illegible]
২৬। [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (প্রথম [illegible]) ৩৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। শ্রী[illegible] ৸০
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্. এ প্রণীত (লাহোর
[illegible]
৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
[illegible]
উৎকৃষ্ট (ইং) [illegible] বাঁধা ১৷৶০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র
[illegible] প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় [illegible] হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে বন্ধ, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা।—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফ্যালেন

টনিক ও লালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

[illegible]

এজেণ্ট—মেসার্স এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত ও নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
বটের পাতা মার্কা

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও প্যাকেজ মাশুল খরচ।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা।—

[illegible]

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে চৈত্র বৃহস্পতিবার—১৩৭৬

গুরু ও অগুরু

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

(৩)

শ্রীগোপালগুরু প্রভু বলিয়াছেন—'যাঁহার শ্রীভগবানে প্রেমা (অন্যাভিলাষ, জ্ঞান ও কর্মাদি দ্বারা অনাবৃতা, আনুকূল্যময়ী) ভক্তি বর্তমানা, আবার তদ্বৎ শ্রীগুরুদেবের ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটে এই সকল শাস্ত্রের যথার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন।' এই আত্মস্বরূপ প্রকাশকারী, বাক্য, বুদ্ধি ও ক্রিয়াদির অগম্য এবং সেবোন্মুখ শ্রবণের প্রতি কৃপা পূর্বক আত্মস্বরূপ বিকাশ [illegible] ঘোষণা করিতেছেন। মানবকুল অনাদিকর্মবাসনাবলে মায়াশক্তি দৈবী মায়া দ্বারা অভিভূতের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়।

'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥
(এইরূপ) সংসার ভ্রমিতে কোন
ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

শ্রীগুরুই একমাত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তদীয় কৃপা-বলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। আবার তাঁহাদের শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরু অবজ্ঞায় প্রাণ-প্রেমের অচিরে মূলে লোপ হয়। সুতরাং নিষ্কপটই [illegible] শাস্ত্রে ও মহাজনানুভূতিতে চলিয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তির সামর্থ্য কাহারও নাই, অতএব শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—নিজ কর্তব্য-বিচারে পুরুষ আপনার উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য [illegible] শাস্ত্রে সুনিপুণ, [illegible] অনুভূতি সম্পন্ন ও [illegible] সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে আকাঙ্ক্ষিত লাভ করিবেন।

সদাচারসম্পন্ন, মন্ত্রবিৎ সুনিপুণ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও গুরুবিমুখ না হইলে গুরু হইতে পারেন না, কিন্তু চণ্ডালকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব জগদ্গুরু হইবার যোগ্য। শূদ্রাদি অবরকুলে সমুদ্ভূত ভগবৎপার্ষদগণ সমবর্ণী প্রবীর শ্রীগুরুদেব।

কিবা বর্ণী, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য-প্রবীণ॥
আসল কথা ছাড়ি ভাই বর্ণে যে
করে আদর।
অসদ্গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্বাপর॥

অনেক স্থলে বাক্য-বাগীশ গুরু দৃষ্ট হন। তাঁহারা বলেন—আমরা যাহা আদেশ করি, তোমরা তাহা পালন কর; আমাদের আচার তোমরা দর্শন করিও না। এইরূপ গুরুগণ ধর্মকেই অসম্মান করিয়া শিষ্যগণের অমঙ্গল সম্পাদন করেন। সেই ব্যক্তির আচরণই উত্তর ব্যক্তির অনুসরণীয়। অতএব তাঁহাদের আচারগুলি অশিক্ষিতদের শিষ্যগণ কর্তৃক নিশ্চয় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু শাস্ত্রীয় শুদ্ধ উপদেশাবলী তাঁহার আচরণ মধ্যে পরিদৃষ্ট না হওয়ায় কেবল পুঁথিগত বিদ্যার ন্যায় থাকিয়া যায়। আচার ব্যতীত [illegible] প্রয়োজনীয়তা কিছুই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সদাচারমার্গ উল্লঙ্ঘিত হইয়া ঐ গুরু ও শিষ্যগণের বিচারে পৃথিবী উপদ্রুত হইয়া উঠে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ মুখে বলিয়াছেন—'আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে।' 'আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥' অতএব স্বয়ং ভগবান হইয়াও [illegible] আপামর প্রতি লোক শিক্ষার্থ নিজাচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। আর গুরুনামধারী কপটগুরুগণ জীবন-যুদ্ধে জগতে যে দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার [illegible] 'বক্তি [illegible]' [illegible] নিন্দা করিয়াছেন। [illegible] মহাজনগণ [illegible] প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও [illegible] লীলায় যে সব [illegible] আদেশ দিলেন—

আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্য॥

আচার রক্ষা করে যাহার উদ্ভব, সুতরাং অগ্রে আচার, পরে প্রচারই স্বাভাবিক রীতি। আচারবান্ ব্যক্তিই প্রচারের যোগ্যতা পান। আবার কেবল আচার করিয়া প্রচার না করিলে জীবের আচারে বহু দোষ প্রবেশ করে এবং তাহা বিশুদ্ধ ফল-প্রসূ হয় না। এই কারণ মহাভাগবত-গণ মধ্যমাধিকারীর ন্যায় আপনাদিগকে নিম্নস্তরে স্থাপন করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়া আচার প্রচার উভয় কার্য যুগপৎ সাধন করিয়া থাকেন। এই সনাতন মার্গ উল্লঙ্ঘন করিলে উৎসন্নগামী হইয়া অপরাধ ক্রমে অনন্তনিরয়গমন-মার্গকে নিষ্কণ্টক করিতে হয়।

শ্রেয়োলাভ

(শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাস অধিকারী)

[illegible] ভোগকামী অনেক জন [illegible] পূর্ব পরিবর্তনশীল দেহকেই সুখভোগের যন্ত্র মনে করিয়া তাহার রক্ষা বিধানে সর্বদা সচেষ্ট। কতকগুলি ব্যক্তি [illegible] আসক্ত হন সর্বদা শঙ্কিত থাকে যে আমার এই দেহের পতন হইলে আমার স্ত্রীপুত্রের কি অবস্থা হইবে এবং আমার এত কষ্টসঞ্চিত অর্থাদি কাহার ভোগে লাগিবে। এই ভোগ-প্রবৃত্ত লোক চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে নানা বিধ ব্যাধির আক্রমণ এবং [illegible] দেহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অহো! ব্যক্তির যদি এইরূপ দশা হয় তাহা হইলে তাঁহার শাস্ত্র পাঠের কি ফল হইল?

যে ব্যক্তি প্রত্যহ শাস্ত্র পাঠ করেন, অমল শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য পাঠ করেন, সাধু গুরুর নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, সেই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি দেহ গেহ কলত্রাদিতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া সর্বদা তদনুভোগ্য বিষয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন, আত্মার স্বরূপ, কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া যদি পরমার্থ পথে উদাসীন থাকেন, আর দেহকে আত্ম বুদ্ধি করিয়া [illegible] তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাস কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়াছে বলিতে হবে।

যিনি সদ্গুরুর পাদপদ্ম সেবা [illegible] হইয়া অভিগমন করেন নাই, যিনি [illegible] নিজ মঙ্গল-পথ জগৎ [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমস্ত প্রকারে আত্ম-সমর্পণ করেন নাই সেই সংসার-দাবানলে [illegible] জীব এই [illegible] আমি আমার বুদ্ধি স্থাপন করত [illegible] মাত্র। সংসার সুখে মগ্ন থাকিয়া বিদ্যা, কুল ধন অর্জন করিলে কি হইবে, [illegible] চেষ্টা ও [illegible] সমান। আত্মঘাতী হইয়া কি লাভ? ভগবানের [illegible] মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিবার অন্য কোন উপায় নাই, একমাত্র উপায়, বিশ্ব জীবের একমাত্র আশ্রয় কোটি চন্দ্র সুশীতল কল্যাণকল্পতরু চরণ-যুগল করুণাময় শ্রীগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয়ে [illegible] ক্রমে, সেই সদ্গুরু [illegible] অগোচর পরমাত্মা ভগবান [illegible] অহৈতুকী ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্বক [illegible] পুরুষার্থ ক্রমে সাধ্য নির্ণয় [illegible]

কৃষ্ণের সেবা পাইয়া একমাত্র [illegible]।
প্রেমের মধ্যে কোন সেবা জীবের হয়
[illegible]।
[illegible] বিনা [illegible]॥
সাধুসঙ্গে নাম কীর্তন এই মাত্র চাই
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

মুদীয়ালী হরিসভা

(প্রাপ্ত)

(পূর্বপ্রকাশিত ৩ সংখ্যার পর)

[illegible] (ভোলানাথ [illegible]) [illegible] অর্থাৎ [illegible] ভগবানের নাম [illegible] সেই নামে লোকের রুচি হয়; [illegible] নাম গ্রহণ [illegible]। [illegible] প্রতীকরূপ বলে মনে হয়। কিন্তু [illegible] যা [illegible] কর্ম, জ্ঞান, যোগ [illegible] সব [illegible] মধ্যে পরিগণিত, [illegible] উদ্দেশ হয় না। [illegible] এই কথা [illegible] নাম [illegible] যে [illegible] এইমাত্র [illegible] কথা। [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] সর্বশ্রেষ্ঠ [illegible] বলেছেন, [illegible] কথা [illegible] নাই। [illegible] যেমন [illegible] চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও তেমনি [illegible] মূল [illegible] অনাদিকালের [illegible] ব্যবস্থা করেছেন। [illegible] নাম [illegible] না [illegible] যে নামের [illegible] কথা আমাদের কানে [illegible], আমাদের [illegible] প্রভৃতি [illegible] জীবন [illegible] বিষয় থেকে [illegible]; কিন্তু [illegible] একান্তিক আগ্রহ এবং [illegible] শ্রীনামের [illegible] আর [illegible] এবং [illegible] নাম [illegible]

তিথাবিশ্বের পায়ে [illegible] বটে, "এই [illegible] নাম শ্রেষ্ঠ [illegible] নিন্দা করি। নামের সহিত আছেন আপনি ঠাকুর" কিন্তু সে শোনা, আর এক [illegible] মুখে শোনা অনেক [illegible]। [illegible] ভাবে অনেক কথাই বলিয়াছেন, সব কথা [illegible]। আপনাদের [illegible] যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে [illegible] আমি নয়, আমার [illegible] ঐ সভাতে উপস্থিত [illegible] তাঁহারা সকলেই [illegible] এবং আমার মনে হয় [illegible] একটী নায়িকা [illegible] আমাদের মধ্যে প্রবল ছিল, [illegible] কিছু [illegible] হইয়াছে। [illegible] একটা [illegible] হইয়াছে। [illegible] যদি এখনও শিক্ষিত লোক [illegible] আপনাদের [illegible] পরিচয় [illegible] একটা [illegible] হবে। [illegible]

[illegible] কলিকাতায় [illegible] এবং [illegible] শুনিয়াছি [illegible] চলা, ফেরা, [illegible] নানাবিধ [illegible] হয়। [illegible] ভ্রমণ [illegible] একটী [illegible] বিশেষ। [illegible] আরও কিছু [illegible]

যাহার নিকট শুনিতে পাই নাই। মা' যদি না থাকবে তা' হলে কিশোরী বাবার মত মানুষ বৈরাগী হয় কি করে? এটা একটা ভাববার কথা বটে।

আমাদের বেলানাতের একটী বহু পুরাতন [illegible] আছে। [illegible] বক্তৃতাদি [illegible] শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু আপনাদের কথার মত এরূপ নিরপেক্ষ কথা কখনও শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই। [illegible] মনে হয় [illegible] আপনাদের [illegible] কথা [illegible] বটে কিন্তু [illegible] আপনাদের [illegible] আকর্ষণ করিয়া লইবে।

[illegible] ঐ একদিন মাত্র বক্তৃতা [illegible] কথা ছিল, কিন্তু পশ্চাৎ [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] চলিয়া [illegible] স্থানীয় ভদ্রলোকগণ [illegible] শুনিয়া [illegible] তাতে লোকের কষ্ট [illegible] কেন? আর আজ আপনাদের বক্তৃতার এত আকর্ষণ কেন? তাই মনে হয় আপনাদের কথায় প্রাণ আছে, বক্তৃতা একটী ঘটে কেন?

লেখক
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাল
তাং ২০।১২।৩৬

শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনের ফল

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামি ঠাকুর)

অধুনা আমরা অনেকেই শাস্ত্রবিধি মানি না। শাস্ত্র মানি না আর তাহার [illegible] জানি না! [illegible] নানাবিধ শাস্ত্রমর্য্যাদাদি আবৃত্তি করিয়া থাকি, তাহাও মুখে মুখে মাত্র। সুতরাং কথিত শাস্ত্র বা তাহাদের পারিভাষা প্রকাশ করা এক কথা; আর শাস্ত্র-বিধি মানিয়া নীর আচরণে প্রতিফলিত করা আর এক কথা। প্রথমোক্ত কথাটী মিথ্যাচার, দ্বিতীয়োক্তকথাটীই শাস্ত্রাচার বা সত্য সদাচার নামে কথিত।

শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্ত্তমান হন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ অথবা পরা গতি লাভ করেন না অর্থাৎ শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘনকারী ইহ পর কালে কোনও প্রকারে সৌভাগ্য সুযোগ পাইতে পারেন না।

মূল তত্ত্ব এই যে মানব সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে "নরাধম",—আর ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও নীতি সম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল; ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যে বিশুদ্ধ জ্ঞান-সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, সেও পরা গতি লাভ করে না।

কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। যাহারা বিবেকশূন্য [illegible] কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে অসমর্থ থাকিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবল প্রবাহে [illegible] ছাড়িয়া [illegible] তাঁহারা রৌরব অমঙ্গলার্ণবে নিমজ্জিত।

শাস্ত্র বিবেকের জনক। শাস্ত্রজ্ঞ বিবেকবান শিক্ষকের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা দ্বারাই বিবেক লাভ হয়। [illegible] উদ্ভূত ইন্দ্রিয় তরুণে [illegible] বিবেক বালক একমাত্র শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন প্রয়াসী; কামাচারী উচ্ছৃঙ্খল সমাজই বর্ত্তমান করিয়াছেন; যেহেতু শাস্ত্রজ্ঞ বিবেকবান অধ্যাপকের নিকট বাস্তব বিবেক লাভ করিয়া [illegible] সুযোগ বা সৌভাগ্য তাহারা পান নাই।

বাস্তব বিবেকই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ। সুতরাং অবিবেকগণ উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত থাকিয়া যেই শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, অমনি তাঁহারা রৌরব অশান্তির মধ্যে [illegible] প্রপীড়িত হওয়া সংসারধর্ম্মেই বহির্মুখ হইতেছেন।

আমরা যদি আজ সংক্ষেপে শিক্ষিত হইয়া, অর্থাৎ [illegible] অনুপ্রাণিত থাকিয়া স্ব স্ব অধিকার বিচার শাস্ত্র-বিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্নবান হই, ক্রমশঃ শাস্ত্রানুশীলনে উদাসীন না হই, তাহা হইলে আর এরূপ বাদ বিসম্বাদ, তর্ক বিতর্ক জালে আবদ্ধ থাকিয়া অধঃপতনে পতিত হইব না। বিবিধ প্রকার অনিত্য [illegible] সমিতি গঠন করিয়া [illegible] বাদে [illegible] উচ্চ উচ্চ করিয়া পিত্ত বৃদ্ধি করিব না। আমরা যতই শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিব, ততই ভাব-বিস্মৃতি অবস্থায় সংসারার্ণবে আরও নিমজ্জিত হইব; উহাই জীবের পরম দুঃখ। সুতরাং এক শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘনে জীবের যাবতীয় অধোগতি বা অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

অখিল চেষ্টা

যে চেষ্টা ভগবৎ সাধন ভক্তি দ্বারা জন্ম মরণ রহিত মোক্ষানুসন্ধান-পর, সেই চেষ্টাকেই অখিল চেষ্টা বলা হয়। জড় শরীরেই জন্ম মরণ ঘটিয়া থাকে। জীবের নিত্য চিদ্দেহে জন্ম মরণ নাই। সেই চিদ্দেহ লাভ পূর্ব্বক ভগবানের নিত্য দাস্যরূপ নিত্যানন্দ লাভকেই মোক্ষ বলা যায়। সেই মোক্ষানুসন্ধান-পর চেষ্টাই শুদ্ধ। সেই শুদ্ধ চেষ্টা বা অখিল চেষ্টা দ্বারাই পুরুষগণ ব্রহ্মত্ব, অধ্যাত্মত্ব ও অখিলকর্ম্মত্ব জানিতে পারেন।

আমরা বদ্ধদশায় আবদ্ধ থাকিয়া আজীবন বহু বহু প্রকারে চেষ্টাশীল থাকিলেও এবং সেই সকল চেষ্টা দ্বারা আপাতত [illegible] সাধিত হইলেও তাহা কখনও শুদ্ধ নহে।

জীবের বদ্ধাবস্থায় যাবতীয় চেষ্টাই বদ্ধ যাবৎ-বস্তুও জন্ম-মরণশীল জগতের অনিত্য চেষ্টা। অনিত্য চেষ্টা কখনও শুদ্ধ বা প্রশস্ত হইতে পারে না।

যদি কেহ মনে করি,—অনিত্য চেষ্টাও শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাদের তদ্রূপ পয়সাকে টাকা করার ন্যায় অপ্রামাণিক কথা। যাহা অশুদ্ধ ও অনিত্য—তাহা কি প্রকারে শুদ্ধ হইবে!

কৃষ্ণার্থে যাবতীয় চেষ্টাকেই অখিল চেষ্টা বলা হয়। জীব স্বরূপ-জ্ঞানের সম্বন্ধ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণার্থে যাবতীয় ভোগ স্পৃহা ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণার্থেই—সেবারূপ চেষ্টা নিয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্য কোন কাম্যই থাকে না, কেবল তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-পরায়ণ।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

চয়ন

(১)

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব সম্বন্ধে 'অমৃত'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন—

"নবদ্বীপ-মায়াপুর"

('অমৃত' শনিবার ২২এ চৈত্র, ১৩৫৬ ; ৪১ বর্ষ। ৩৯ সংখ্যা)

"এখানে প্রায় দেড় মাস কালের জন্য মেলা, উৎসব ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দোলের দিন এখানে অসংখ্য ভক্ত-সমাবেশ হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে দেখিবার, শুনিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় ছিল। যাঁহার উপর বন্দোবস্তের ভার ছিল, তিনি অতি সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ভক্তগণ মহা আনন্দে ঐ দিনগুলি এখানে অতিবাহিত করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষগণ সকলের প্রীতি সম্পাদনে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। লোকালয় ও মাঝখানে গঙ্গানদীর পাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখিতে দেখিতে স্থানটি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি একবার গিয়াছেন, ইঁহাদের আদর আপ্যায়নে তাঁহার আবার যাইবার ইচ্ছা করিবে। ভারত-বিখ্যাত দেশকর্মী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের জনক-জননীকে এখানে দেখিলাম।"

(২)

শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থান প্রাচীন নবদ্বীপ-শ্রীধাম মায়াপুর ও প্রদর্শনী সম্বন্ধে ২০এ চৈত্র, ১৩৩৬ বৃহস্পতিবারের (৩১শ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা) "সঞ্জীবনী"তে ফরিদপুর, পাংশার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'নবদ্বীপে মাঘীপূর্ণিমা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"গঙ্গাপুলিনের জোৎস্না ও ঐ বৃক্ষরাজির অন্তরালে জন্ম নিলেন ত্রিলোকপাবন উজ্জ্বলীয় প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের মন্দির-শালা নির্মাণ করিয়াছেন। সুধীবৃন্দ আলোচনা করিতেছিলেন, ঐ গঙ্গাপারে "মায়াপুর", ঐ খানেই "প্রেমের" জন্ম হইয়াছিল। ঐ "বৌদ্ধবিহার-স্তূপ", ঐ "বল্লালদীঘি" এবং "কুলিয়া" "অশোক" স্মৃতি ও প্রাচীন বৃহত্তর রাজধানীর ধ্বংসরাশি, অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বের সোনাপটী পুণ্যভূম-মূলে বঙ্গপ্রাণ মহাপ্রভুর ...কাজী মহোদয়ের সমাধি, আজও যেখানে সহস্র সহস্র নরনারী ভক্তি-প্রণত হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়া আপনাকে ধন্য বোধ করিয়া থাকেন। যাহা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, তাহার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা আমার নাই।

ডাঃ পি, সি, রায় এ বৎসর নবদ্বীপে একটি মেলার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতির একত্রে সমাবেশ হওয়ায় প্রত্যেকে আনন্দিত হইয়াছেন। প্রেমজ্ঞানী মহাপুরুষগণ "প্রকৃত প্রেম" বিষয়ে অকাতরে সাধারণকে সরলভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন, অনেকে অকাতরে অন্ন বিতরণ করিতেছেন।"

কুলিয়া সহর নবদ্বীপের 'ভেট'-প্রথা সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বোপরি মন্দিরের গোস্বামী মহাশয়গণের অর্থ উপার্জ্জনের জন্য উৎপীড়নমূলক তথাকথিত 'ভেট' নামক "দর্শনী" দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা-পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত নহে, অবশ্য মন্দিরের ব্যয় আছে। সেজন্য দর্শকগণ যাহা দান করেন, তদ্দ্বারাই ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, উহার প্রতিকার করা দরকার।"

নানা কথা

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ

কৃষ্ণনগর সদর মহকুমার ডেপুটী কালেক্টর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ সরকার মহাশয় মৈমনসিংহ সদরে বদলী হইয়াছেন। তাঁহার স্থানে বাঁকুড়া সদর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অনাদি রঞ্জন বসু বি, এ মহোদয় আসিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন বিচারে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়কে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিতে দিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। অচিরেই তাঁহাকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দেখিতে পাইলে আমরা যারপর নাই সুখী হইব।

রায়সাহেব মহোদয় তাঁহার সত্যানুরাগিতা, সরলতা, অমায়িকতা ও কর্তব্যপরায়ণতাদি সদ্গুণে নদীয়া জেলার জনপ্রাণী নিরপেক্ষ জন সাধারণ সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়-বিচারের বিরুদ্ধে বাদী প্রতিবাদী কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। অন্যায়কে তিনি কোন ক্রমেই প্রশ্রয় না দেওয়ায় অন্যায়ের পক্ষাবলম্বী লোক সাময়িক অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গুণগ্রাহী হইতে না পারিলেও ন্যায়-পক্ষাবলম্বী সজ্জন সকলেই তাঁহার সুক্ষ্ম বিচারের প্রশংসা করিয়াছেন। সরকার বাহাদুর তাঁহার উপর যে দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার প্রদান করিয়াছেন, আমরা জানি সরকার মহোদয় সেই গুরু ভার বহনের অতীব উপযুক্ত পাত্র। প্রজা-সাধারণের সুখ-শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাজ উদ্দেশ্য সাধনই রাজ-কর্মচারিগণের কার্য্য। আমরা এ বিষয়ে সরকার মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সততা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভারত-সম্রাটের প্রিয় কার্য্য সাধনে যিনি সর্ব্বদা তৎপর, তিনি এ রাজসরকারের সমস্ত আরও গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের জন্য উচ্চতর পদবী লাভ করিবেন, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে আশা করিতে পারি। নদীয়াবাসী একদিন তাঁহাকে নদীয়ার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন।

কৃষ্ণনগরের অবনতি

গত ১৯২১ সালে যে লোক-সংখ্যা গণনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণনগরের লোক-সংখ্যা ২২৩০৯ হয়। ৪০ বৎসরে এখানকার লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারেরও অধিক কমিয়াছে।

মিউনিসিপালিটির বর্ত্তমান চেয়ারম্যান ডাক্তার শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং হেল্থ অফিসার মিঃ পি, কে মুখার্জ্জি সহরের জন্য যাহা করিতেছেন তাহাতে জানা যায় যে ম্যালেরিয়া উৎপাদক মশা মারিবার জন্য চাহিতেছেন ... সহর নিমূর্ল হইয়াছিল এবং সহরের লোকদিগকেও ... [illegible]

উৎপাদক মশা সকল মারিয়া ফেলিবার জন্য এই সকল লোকের সাহায্য গ্রহণ করেন। কিন্তু অর্থাভাবে এই কার্য্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। বাড়ি বাড়ি কুইনাইন বিতরণ করিবার ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না। গোয়াড়ীতে শত শত ছোট ডোবা আছে। সহরের অন্তর্গত ৪৬টী বড় পুষ্করিণী এবং ২২৯টী ডোবা আছে। এই সমস্ত স্থান এবং জঙ্গল মশকের আশ্রয়। তবে অনেক জঙ্গল নষ্ট করা হইয়াছে।

ব্যাঘ্র শীকার

গত ৯ই এপ্রিলের প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত নাকাশিপাড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ সিংহ রায় নাকাশিপাড়া থানার নিকটবর্ত্তী একটি জঙ্গলে ৯ ফুট লম্বা একটী চিতাবাঘ শীকার করিয়াছেন। শুনা যায়, ঐ ব্যাঘ্রটী গত ২ মাস ধরিয়া ৪০টী গরু হত্যা করিয়াছে।

মাসহরা বন্ধ

মিঃ জে, এন, রায় মহোদয়ের পত্নী, পরলোকগত জমীদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা লীলাবতী রায় ৫০০্ মাসহরা দাবী করিয়া তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রনজিৎ নাথ পালচৌধুরী মিঃ বিরুদ্ধে আলিপুর দেওয়ানী আদালতে একটী মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। শুনা যায়—তাঁহার পিতার উইলানুসারে তাঁহার ভ্রাতারা উক্ত ৫০০্ মাসহরা কিছুদিন যাবত তাঁহাকে দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অবশেষে ঐ মাসহরা বন্ধ হওয়ায় তিনি পুনরায় নালিশ রুজু করিয়াছেন। মোকদ্দমা চলিতেছে।

বোম্বাইয়ে লড়াই

বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেসনের নিকট জি, আই, পি রেলের ধর্ম্মঘটকারী কুলিরা এক সভা করে। সভা ভঙ্গের পর তাহাদের মধ্যে দুই সহস্র লোক ট্রেন থামিবার জন্য ষ্টেসনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। ষ্টেসনের লোক ভয় পাইয়া পুলিশ ডাকে, পুলিশ আসিয়া জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। ফলে এক লোক আহত হয় ও বাকি সকলকে হাসপাতালে পাঠাইতে হয়। একজন সার্জেণ্ট এবং একজন ইউরোপীয় আহত হয়। কেহ কেহ বলেন যে পুলিশের উপর ইষ্টক বর্ষণ করায় পুলিশ গুলি চালায়। আবার কেহ কেহ বলেন যে ফাঁকা আওয়াজে লোক না পালানয় গুলি চালান হয়।"

মহাত্মার দল

মহাত্মার দল জালালপুর ত্যাগ করিয়াছেন। গ্রামের লোক তাঁহাদের ১৫০০ টাকা দিয়াছেন। সেখানে জল দুষ্প্রাপ্য হইলেও স্থানীয় লোকের সাহায্যে তাঁহাদের কোন কষ্ট নাই। সেখানকার কার্য্য পরিদর্শনে তাঁহাকে ক্লান্ত বোধ হয় না।

মিঃ অব্বাস তায়েবজী মাইজু তে সেখানে আসিয়াছেন। অনেক পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

[illegible] সহ

[illegible] প্রকাশিত

[illegible]

[illegible] টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমখণ্ড ছাপা হইয়াছে,

[illegible] সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] । [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible] । [illegible] পক্ষে ৮৲।

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট ৩য় সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ১০৲ টাকা ভিক্ষার [illegible] সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া [illegible] সংস্করণ [illegible] অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] রোড, খুলনা।

২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible], কাছাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] গোপাল [illegible] লেন, কলিকাতা।

৪। মিঃ এন্ ডি. [illegible] এ. এম. [illegible], কানপুর।

৫। শ্রীযুক্ত [illegible]বিহারী [illegible]—[illegible], নদীয়া

৬। [illegible] দাস অধিকারী, [illegible]।

৭। শ্রী[illegible]—মনমোহন [illegible], [illegible], ঢাকা।

৮। [illegible] ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]।

[illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ [illegible] উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	।০
[illegible]	১৲
সাধন পথ ([illegible]) [illegible]	
[illegible]	
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
[illegible]	
গীতাবলী [illegible]	৴১০
[illegible]	৵১৫
শরণাগতি—[illegible]	৴০
[illegible]	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], (নদীয়া)।

২। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রী[illegible],—[illegible], নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নং উল্টাডাঙ্গা [illegible] রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, [illegible], পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], [illegible], মেদিনীপুর।

৮। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], [illegible], ই, বি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], [illegible], [illegible], ই, বি।

১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, [illegible], ই বি।

১১। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible], [illegible], পাঞ্জাব।

১২। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নং [illegible] রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।

১৪। শ্রী[illegible],—[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,— [illegible], [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] রোড, [illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্র[ন্থ]

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

[illegible] বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর [illegible] সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১, একটাকা

[illegible] সনাতন ধর্ম [illegible] প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও আনন্দ সামাজিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের [illegible] সনাতন [illegible] যথার্থত ও প্রমাণিত হইয়াছে। [illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] লীলাভূমি নবদ্বীপ [illegible] [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ [illegible] বিশেষভাবে মনোহর ভাবে বর্ণিত। [illegible] প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৷৴০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি [illegible] যে সকল কথা [illegible], তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাঞ্জল [illegible] অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথাই [illegible] ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

[illegible] শ্রীভগবানের [illegible] কোন [illegible] প্রকারে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা [illegible] কল্যাণ [illegible] কল্যাণ [illegible] [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক [illegible] প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা

২য় খণ্ড ১, এক টাকা - শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] গৌড়ীয় গ্রাহকগণ [illegible] [illegible]

[illegible]

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান--শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

[illegible]

বেদোক্ত
মদন মঞ্জরী

বটিকার ধাতু ও বায়ুবিকার, [illegible] রোগ, [illegible] অজীর্ণ, বহুমূত্র, [illegible] প্রভৃতি সকল রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১, এক টাকা।

"[illegible]"
[illegible] বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১, টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"
[illegible] অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
[illegible] তৈল

[illegible]

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার ঔষধ

[illegible]

[illegible] ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত। [illegible] কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

বেদনাঞ্জন

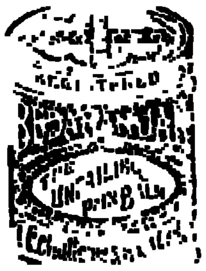

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

I.S.

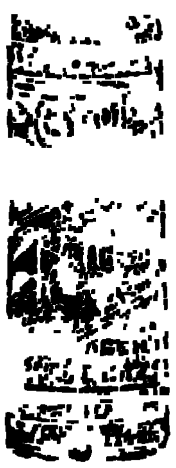

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ডি, ডাক্তার।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৯৲ টাকা

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

অবলাবান্ধব যোগ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

(Tube well

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর করিবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্তার আবিষ্কৃত 'আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | [৩৫ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৬ ১১ই এপ্রিল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, [illegible] ১৩০ খণ্ডে প্রকাশিত। [illegible] ও সাধারণ পক্ষে ।৵০ [illegible] গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০
২। [illegible] (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-[illegible] ৸০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। ভজন-রহস্য ।
৬। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবিশ্বনাথ-[illegible]) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
৮। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] (রামানুজীয়) ।০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীন-[illegible] ৸০
১৬। [illegible] (২য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। [illegible] ।
১৮। [illegible] ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। [illegible]
২৪। [illegible]
২৫। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible]
২৬। [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible]
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুষ্কর

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রণীত (লাহোর)
[illegible]
২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।
[illegible]
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ [illegible] ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান - মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible] অধীন নহেন।
[illegible] মায়াধীন নহে।
[illegible] অমঙ্গল-প্রদ,
[illegible] ভক্তি হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি [illegible]

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা, লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম—

সারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার হ্রাস হয়। "ফলেন পরিচীয়তে"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

এজেণ্ট—মেসার্স এস, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১১ নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে চৈত্র শুক্রবার—১৩৩৬

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণ

(৪৪৪ গৌরাব্দ)

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসবের তৃতীয় দিবস ১লা বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৪; ১লা চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬; ১৫ই মার্চ্চ খৃষ্টাব্দ ১৯৩০ শনিবার অপরাহ্ণ ৪। ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত [illegible]শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীধাম-মায়াপুর মহা-যোগপীঠস্থ শ্রীনাট্য-মন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার ষট্‌ত্রিংশদ্বার্ষিক অধিবেশন হয়।

বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়রত্নবিৎ ও ভক্তিতত্ত্ব-কার্য্যে অগ্রণী পরমভাগবত [illegible] হেমচন্দ্র [illegible] মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, পরমভক্তিভাজন পরম-হংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্যকার সভার সভাপতির যে গৌরবময় পদ অলঙ্কৃত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। সভার পক্ষ হইতে নদীয়ার কৃষ্ণনগরবাসী [illegible] [illegible] নন্দচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় [illegible] এই সাধু প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে [illegible] প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন,—"আমি এই কার্য্য নির্ব্বাহে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও [illegible]। আমার উপর এই প্রকার গুরু-[illegible] অর্পণ কতদূর সমীচীন হইয়াছে [জানি] না, তবে আমি আপনাদের আজ্ঞা [illegible] বলিয়া স্বীকার করিতেছি।"

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর সভাপতি [illegible] নির্দ্দেশানুসারে একটী উদ্বোধন [illegible] কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে [illegible] প্রভুপাদ বলেন, "কোন বিশেষ [illegible] কারণে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible]নারায়ণ রায় এম, এ, অদ্য সভায় [illegible] হইতে পারেন নাই [illegible] [illegible]পূর্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] [illegible] অধিবেশন-বিবরণী পাঠ করুন।"

[illegible] এই আজ্ঞানুসারে শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ প্রভু বার্ষিক বিবরণ [illegible]ন। অতঃপর শ্রীমদ্ অনুকূলচন্দ্র [illegible] [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামী প্রভু [illegible] [illegible] গৌড়ীয়মঠবাসিগণকে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-[illegible] [illegible] পারিতোষিক-প্রদান সম্বন্ধে [illegible] করিবার জন্য প্রস্তাব [illegible]

(১) ব্রহ্মবাড়িয়া-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (২) কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) কটক-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, (৪) কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, (৫) উলুবেড়ে নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পালিত, বি, এল; (৬) বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহোদয় শ্রীমদ্ গোস্বামী প্রভুর এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত-গৌরধাম-সেবাব্রতী মহোদয়গণকে তাঁহাদের বিশিষ্ট সেবার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি প্রভুপাদের আদেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, (১) শ্রীযুক্ত নন্দচন্দ্র পাল ভাগবতভূষণ মহাশয়ের শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সম্পাদকীয় সেবায় আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আজ এই পরম প্রকাশময় মহোৎসবকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। শ্রীধামপ্রচারিণী প্রভৃতি সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সকল মহাপুরুষ, মহাজন, মনীষী ও মহাত্মা এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোদয়গণ পাঠ করিয়াছেন অন্তরে বর্তমানপর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের শ্রীমন্ মহাপ্রভুর [illegible] আমাদের শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তি-বিনোদের নাম যেমন সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য, তেমনি এই মহাপুরুষ ও সজ্জন-গণের অতীত ও বর্ত্তমান-কালে যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই সকল মনীষী ও মহাত্মার মধ্যে বর্ষীয়ান্ শ্রীযুক্ত ভাগবতভূষণ মহাশয়ের নামও সর্ব্ব-প্রথমে উল্লেখের বিষয়। এই মহাত্মা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান প্রচারে তৎকালে যেরূপ চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আজিও তাঁহার সেই সদুচেষ্টা কোন প্রকারে শিথিল হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হরিনাম-স্বরূপ আমরা তাঁহার এই বৃদ্ধাবস্থায়ও তাঁহাকে নবীনের উৎসাহ লইয়া আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর উৎসবে এবং শ্রীমায়াপুরের সর্ব্বাঙ্গীণ সেবা-সাফল্যের জন্য অর্থ এবং বাক্যদ্বারা যথেষ্ট সেবা ও সহায়তা করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে এখনও শ্রীধামের বহুবিধ সেবা এবং শ্রীধামের উজ্জ্বল-সম্পাদন বিষয়ে নানাবিধ প্রচেষ্টার আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে সেবায় অধিকতর ভাবে উৎসাহিত ও উদ্বোধিত করিবার আশায় ও দাবী পোষণ করি।

অতঃপর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু (২) আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রসঙ্গ বর্ণনে সভাপতি প্রভুপাদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বলেন যে, আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠের গৌড়ীয়-মঠাদির শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পরিপূরণের সর্ব্বপ্রধান সহায়ক এবং আমা-দের সকলের কর্ণধার, গুরুসেবা-শিক্ষকের অগ্রণী এবং আমাদের সকলের মূল, প্রাণ ও জীবনস্বরূপ। তাঁহার অশেষ গুণ-বর্ণনা এই সভায় সম্ভব নহে কেন, কোটী কোটী জন্ম আমার পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষে প্রভুপাদের পাদপদ্ম দিগ্-দর্শনী প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা এই মহাত্মার অদ্ভুত পরিশ্রম ও [illegible] কিছু কিছু দিগ্‌দর্শন পাইতে পারিবেন। জাগতিক বুদ্ধিবিচারে 'অসম্ভব' বলিয়া পরিগণিত ব্যাপারসমূহ—যাহা সভা-সমূহ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সম্ভবপর প্রতীত হয়, সেই সকল ব্যাপারকে বাস্তবতার অবধৌ প্রতিষ্ঠিত করিতে ইহাঁরই চেষ্টাই মূল। কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ যখন ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারার্থ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের নিকটে এই পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবার কথা শুনা যায়। অবগত করিলেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসি-বার প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। তখন প্রভুপাদের বহু'র মধ্যে মনোভীষ্ট পারমার্থিক-প্রদর্শনীর কথা শুনিয়া আমাদের হৃদয় নাচিয়া উঠিল; এত বড় বৃহৎ ব্যাপার এত অল্প সময়ে কিরূপে পূর্ণ হইবে, ইহাদের সম্মুখে বাধা বিঘ্ন কি হইবে—এই চিন্তা করিয়া পুনরায় উত্তিত এক প্রকার সংশয় মনে করিয়াছিলাম। যখন প্রদর্শনীর কার্য্য এবং বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখনও আমরা অনেকে এতদূর বিরাট, সুপরিশ্রম-সাধ্য ও বিপুল অর্থ-সাধ্য ব্যাপার বাস্তবতায় পরিণত হইবে পারিবে না মনে করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমাদের সেরূপ নিরুৎসাহ এবং সংশয়ের জন্যবান্ ও প্রদর্শনীর বাস্তব-রূপে সফল লক্ষ্য করিয়া আচার্য্যত্রিক প্রভু তাঁহার উৎসাহ-ময় আদর্শ দ্বারা আমাদিগের জড়ভাব বিদূরিত করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ-ভাবে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এরূপ বিপুল কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গুরুসেবানিষ্ঠা, গুরুপাদপদ্মে অপার বিশ্বাস, উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্যগুণের নিদর্শন ঘোষণা করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীতে সফলতা-মণ্ডিত করিয়াছে। আমাদের নিকট যাহা স্বপ্নের কথা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল—যাহা অসম্ভব, অনাগম্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবতার আদর্শে প্রকাশিত দেখিতে পাইয়া সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পালনকারীদের প্রধান সহায়ক আচার্য্যত্রিক প্রভুর অসাধারণ ও শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করিতেছেন। সকল সমস্যাকে সমাধান ও সমস্ত কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শে আনয়ন করা—বিভিন্ন-মুখী প্রতিভাকে সমন্বয় করিতে চাইলে পারা— শ্রীল, ভালবাসা, স্নেহ ও মৈত্রীর দ্বারা সকলকে আপন করিয়া লওয়া—সকলের সকল প্রকার অভিযোগ সহানুভূতির সহিত শ্রবণ করিয়া তাহার সমাধান করা আচার্য্যত্রিক প্রভুর সেবা-প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর 'এর্ন্দস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ পাঁচ-ছয় প্রণাম অনন্ত-বাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ প্রভুর নাম উল্লেখ করিয়া বলেন,—শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু আমার নিত্য শিক্ষাগুরু। আচার্য্যত্রিক প্রভু যেরূপ অসমসাহসিকতার বিগ্রহস্বরূপ, শ্রীপাদ পর-বিদ্যাভূষণ প্রভুও সেরূপ বিনয়ের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। স্ববাসিকতাকে 'দৈন্য' ও 'বিনয়' ছলে পুনঃ নহে, উভয়ই আদর্শ এবং উভয়ের মধ্যে সুসঙ্গত। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর বৈরাগ্যের আদর্শ অতুলনীয়; তাঁহার বৈরাগ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা নাই। তাঁহার বৈরাগ্য শুদ্ধ, গৌর ও গোস্বামিগণের অতিক্রম অসমোর্দ্ধ প্রচারকগণের আদর্শ পালন করি-তেছে। তাঁহার বৈরাগ্যের আদর্শ ও স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অনুসরণ করিতে পারিলে জগতের প্রকৃত মঙ্গল নিশ্চিত হইবে। ভজন-নিপুণতা ও ভজন-নিপুণতার আদর্শ তাঁহার চরিত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা অর্থ-লোভী হইয়া সভা সভা নিষ্কপটভাবে অনুকরণ করিতে চান, তাঁহারা শ্রীল বাসুদেব প্রভুর শুদ্ধ-সেবাপ্রণালীর আদর্শ ও দৈন্য, বিনয়-নিপুণতা, অমানিত্ব, সহিষ্ণুতা এবং সেবাবৃত্তির অনন্যভজনস্বরূপ বাস্তবতা 'লোক না দেখান' স্বরূপ অনুরাগ ও সেবাচেষ্টার আদর্শ অনুকরণের প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও অন্যান্য প্রভুর বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীধামপুর-এ প্রদর্শনীতে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে একাগ্রতার সহিত সেবা করিয়াছেন, তাঁহার অন্যান্য গুণ পরিচয় ও পরিচয়দান শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে বিশেষ প্রদানের আনন্দনীয় সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

গুরু ও অগুরু

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

(৪)

শাস্ত্র,মহাজনবাক্য ও বিদ্বদগোষ্ঠীতে সদ্গুরুকে শ্রীভগবানের [illegible] বলিয়াছেন। শ্রীল [illegible] গোস্বামী শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সমালোচনা [illegible]— "শ্রীভগবান্ [illegible] [illegible] অবতার, প্রকাশ। [illegible] [illegible] করেন বিলাস।" আবার [illegible] প্রভৃতি [illegible] প্রদর্শন করেন। "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী [illegible] এই দুই রূপ॥ জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্তরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥" [illegible] শ্রীল [illegible] এবং [illegible] পরিবারে [illegible]। এই [illegible] গুরু [illegible] শ্রীল ঠাকুর [illegible] স্বীয় প্রেমভক্তি [illegible] মধ্যে [illegible] কবিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক [illegible] পুনঃ পুনঃ অনুশীলনীয়। শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুও স্বীয় মনঃশিক্ষা শ্লোকে শ্রীগুরুকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠরূপে স্মরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গুর্ব্বষ্টকে [illegible] বলেন—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ- রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" [illegible] শাস্ত্রেই [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন এবং সাধুগণও গুরুকে [illegible] অবলোকন করেন। [illegible] আচার্য্যদেব-প্রকাশ-স্বরূপে [illegible] [illegible]; এই গুরুদেবের চরণ-কমল [illegible] বন্দনীয়।

[illegible] উপদেশ দ্বারা যিনি [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] কদাপি [illegible] বলা যাইতে পারে না। অতএব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'গুরু' শব্দের উদ্দিষ্ট হইয়া [illegible]। অধুনাতন কালে সমাজের [illegible] কুলগুরু বা গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হইলেও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাহা [illegible] [illegible] [illegible] দুর্দ্দশা! [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিতে পারি,! আমার বহু বাক্যের [illegible] কারণ কথায় তাহা পরীক্ষা করিয়া নিশ্চয় না হইলে গ্রহণ করি না, কিন্তু যিনি আমার অনন্ত কোটী জীবনের কর্ম্ম-বাসনা সমূলে উৎপাটন করিয়া নিরন্তর ভাবে একান্তভাবে রক্ষা করিয়া শ্রীহরির অশোক, অভয়, অমৃতময় পাদপদ্মের সেবা প্রদান করিতে উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহাকে আমার আর দেখিবার আবশ্যক মনে করি না। আমরা সর্ব্বদাই জগতের [illegible] কাজের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কিন্তু এই বিষয়ে স্থলের দমন করিতেছি কি? আমি মনোমত হইতে নিবৃত্তি না পাইয়া পূর্ব্বের গৌরবাভিমান বজায় রাখিয়া চির দীন [illegible] [illegible] সেবার ছলে যে আমার [illegible] অধিক অকল্যাণ বরণ করিয়া লইয়েছি, তাহা কি আমার বিচার-শক্তি পরিচালনা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখি না? আমরা এতদূর দৃষ্টি-শক্তিহীন হইয়াছি যে, যিনি আমাদের ঐ সমুদয় [illegible] [illegible] সমস্ত মহাপ্রভু করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে আমরা শত্রুরূপে বরণ করিতে প্রস্তুত হইতেছি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হইলে [illegible] [illegible] [illegible] থাকে কি? পাছে [illegible] সদ্গুরুর আশ্রয়ে আমাদের মায়িক বাসনা [illegible] হইয়া যায়, তজ্জন্যই কি [illegible] হইয়া নিরন্তর ভগবৎ-পাদপদ্মের আবির্ভাব হইয়া আমাদের ইহ জগতের কার্য্য [illegible] [illegible] [illegible], সেই আশঙ্কায় কি আমরা এই বিষয়ে একটু [illegible] দেখিবার অবসর করিতে পারি না? অথবা তাহা কলিযুগেরই মাহাত্ম্য ও ভগবৎ-সেবা বিমুখ [illegible] বিদ্বেষী ভাবের প্রতি বর্দ্ধনশীল চেষ্টা। আমরা এতদূর [illegible] স্বীয় কুলে প্রাপ্ত হইয়া [illegible] [illegible] সুখ সাধনের সঙ্কোচে অগ্রসর করিয়া [illegible]; কোন [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] করিবার চেষ্টা করিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা [illegible] পুনরায় [illegible] [illegible]। বর্ত্তমানে সুশাসনের [illegible] [illegible] সুযোগ [illegible] অনেকেই [illegible] [illegible] [illegible] যায়; কিন্তু তাঁহাদের [illegible] [illegible] করিবার অবসর নাই। কিন্তু আমাদের এই [illegible] [illegible]! [illegible] আমাদের এই মনোবৃত্তিকে!!

[illegible] বলেন—"যদি শিষ্যের নিকট হইতে পৌত্তলিকা অর্থাৎ স্বীয় পোষণার্থ ক্রয়, অর্থ প্রভৃতি কামনা করেন বা বলের অন্যায় প্রভাব আত্মপ্রাধান্য [illegible] গ্রহণ করেন,তিনি কদাপি গুরুর পদে সমাসীন হইতে পারেন না। শিষ্যের বিত্তচৌর [illegible] চিরকালই সমাজে এরূপ পরিচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার বিত্তাপহারক গুরু কোথায়? আবার যেমতরূপ যা [illegible] হাতিত হইয়া যিনি [illegible] বিত্ত-জ্ঞান প্রদানের ছলনা করেন এবং যে শিষ্য ঐ প্রকারে তাহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন। যিনি আচার্য্যদেবে শাস্ত্র-সাধু-বিরোধী কথা প্রচার করেন এবং যিনি শিষ্য হইয়া তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন।

হে আভিজাত্য মহাত্মাগণ, শাস্ত্রের এই বাক্যগুলির মর্ম্ম কি আপনারা কদাপি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন না? এই জন্য পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর শ্রীল [illegible] গোস্বামী বলিয়াছেন—"[illegible]"। অর্থাৎ আভিজাত্য হইয়া শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য কার্য্যে প্রয়োগ না করিলে সৌম্য [illegible] অপেক্ষা অধিকতর পাষণ্ডতা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আজকাল শিক্ষাভিমানী বহু লোকের পারমার্থিক পথে গুরুগ্রহণের আবশ্যকতা নির্বিচারে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু গুরুর গুরুত্ব বা পারমার্থিকতা এবং [illegible] পরমার্থ না বিচার করিয়া তাঁহাদের [illegible] অনুকূল বোধে কামনা পরিতৃপ্তির উপায়-স্বরূপে যে কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করিবার আজ-[illegible] [illegible]। শাস্ত্রে [illegible] ও [illegible] [illegible] শিষ্যের অকল্যাণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও আমরা [illegible] গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিতেছি। [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]), [illegible], [illegible] [illegible] ([illegible]), [illegible] এবং [illegible] [illegible];—এই ছয় প্রকার ব্যক্তিকে [illegible] বলা হইয়াছে। ইঁহারা বেদাদির মুখ্যার্থ অস্বীকার করিয়া [illegible] প্রভৃতি নাস্তিক মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ [illegible] বিচারমূলক বাগাড়ম্বর হইয়া থাকেন, তাঁহারা এক্ষণেও [illegible] [illegible] [illegible] সম্মুখ পারমার্থিক উত্থাপন করিতেছেন।

আজকাল বিচারমূলে আমাদের এই বিষয়গুলিকে বিশেষ প্রতিপাদনের আবশ্যকতা কোন বুদ্ধিমান্ অস্বীকার করিতে পারেন কি? অত সর্ব্বাবস্থায় আমরা বুদ্ধির পরিচয় দিতে উৎসুক, কিন্তু যাহাতে পরমকল্যাণ সাধিত হইবে, তদ্বিষয়েই অমনোযোগী হইয়া মূর্খতার প্রচার করিতে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের এত আগ্রহ কেন? অথবা এতদ্দ্বারা গুরুর সাধন-মার্গে আত্মসমর্পণ আছে কি না, তাহাও সমপরিমাণে

(ক্রমশঃ)

নির্য্যাণ

গত ৩১শে চৈত্র, ১৩৩৬, ১৪ই এপ্রিল ১৯৩০ সোমবার রামনবমী তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ দাস অধিকারী মহোদয় ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সমস্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক একনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহারে কেহই মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। বৃদ্ধবয়সেও নিরলস ভাবে তাঁহার ভজন চেষ্টা দেখিয়া মানুষ [illegible] সেবা-বিমুখ জীবের জাড্য দূর করিবার চেষ্টা আসিত। শ্রীহরি-নামের-সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার বহু সময়েই নিযুক্ত থাকিত।

চাঁপাহাটিতে মহোৎসব

গত ২৬শে চৈত্র, ১৩৩৬ সোমবার রামনবমী দিবসে শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা-মঠ চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীশ্রীরামনবমী [illegible] [illegible]-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। চাঁপাহাটীর শ্রীগৌর-গদাধর শ্রীবিগ্রহ মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল দ্বিজবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত। এ স্থানের শ্রীশ্রীগোবিন্দ-চৌধুরী কবিরাজ শ্রীমদ্-[illegible] ঠাকুর পদাবলী মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] দ্বারা [illegible] শ্রীরাধা-গোবিন্দের জয়-লীলা করেন। প্রত্যহ শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে এইস্থানে [illegible] করা হয় এবং এখানে দুই দিন মহামহোৎসব হইয়া থাকে। সমস্ত সজ্জন লোক মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া তৃপ্ত হন। বর্ত্তমানে পাঠক-[illegible] [illegible] মঠবাসী প্রভু [illegible] [illegible] মহারাজ অত্রার [illegible] [illegible] [illegible] সেবা করিতেছেন এবং সমাগত ব্যক্তি সাধারণের নিকট শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের [illegible] প্রভৃতি বিধান করিতেছেন।

নানা কথা

কৃষ্ণনগর দায়রা

নদীয়া জেলার দায়রা জজ মিঃ এস, এন, মোদক, এম, এ (ক্যাল); বি, এ (ক্যান্ট); আই. সি. এস; এর ম্যাটিনী মহোদয়ের এজলাসে চাকদিয়া নিবাসী খোরসেদ খাঁ নামক একব্যক্তি ওয়াজেদ খাঁ নামক অপর একজনকে গত ১লা শ্রাবণ তারিখে খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

সরকার পক্ষের উক্তি এই যে ঘটনার তারিখে আসামী ওয়াজেদকে দৈহিক কোপ মারে তাহার ফলে সে কিছুকাল পরে মারা যায়।

——

কৃষ্ণনগরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ আর, সি, মজুমদারের এজলাসে পুলিশের এসিষ্টেণ্ট সাব ইন্সপেক্টর মোলাবুদ্দিন সাহেব মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুতের অভিযোগে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

সরকার পক্ষে উক্তি এই যে নদীয়ার ভূতপূর্ব দায়রা জজ মিঃ এ, এন, সেন মহোদয় মেহেরুল্লা নামক একজন আসামীর বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমার বিচার করিতেছিলেন। মোলাবুদ্দিন সাহেব ঐ মোকদ্দমার তদারককারী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহার লিখিত মোটা [illegible] এবং কার্বণ কপির মধ্যে ঘটনার বিবরণের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জেরাকালে মোলাবুদ্দিন সাহেব [illegible] করেন যে, কার্বণ কপি ঠিক এবং তাহার উপর [illegible] কর্মচারীর আলোচনার [illegible]। মিঃ এ, এন, সেন সাহেব বর্ত্তমান যে কথার প্রকাশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে তিনি [illegible] পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট হইতে [illegible] কারণ কপি আনাইয়াছিলেন। তাহার অনুযোগ মত এসিষ্টেণ্ট সাব ইন্সপেক্টর সাহেবকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

এই [illegible] মোকদ্দমা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

[illegible] আকবর বাহাদুরের [illegible] বলিয়াছেন যে গত [illegible] বাহাদুর [illegible] সোপর্দ্দ করার [illegible] এবং আরও অনেক [illegible] সরকারী [illegible] হইতে চুরি করিয়াছে। একথা তিনি [illegible] ভারপ্রাপ্ত মিঃ টি, আমেদকে জ্ঞাপন করেন।

সরকার পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য এবং আসামীর পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিল আছেন।

——

ভূলিয়ার পর্দ্দা [illegible] করার অভিযোগে কয়েকজন দায়রা সোপর্দ্দ হয়, ইহা পাঠক অবগত আছেন। তাহারা সকলেই খালাস পাইয়াছে।

——

গত ৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার স্যার পি, সি, মিত্র কে,টি, সি, আই ই ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

——

সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের মহারাজা তাঁহার ৬ বৎসর বয়স্ক পুত্রের সহিত [illegible] মিঃ [illegible] ৪ বৎসর বয়স্কা পৌত্রীর বিবাহ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা [illegible] সূচিত হইতেছে।

——

চারিদিকেই মহিলাদের প্রতিবাদ লক্ষিত হইতেছে। এই বৃদ্ধ [illegible] বিবাহ [illegible] যাইতেছে। মহিলাদের ভয়ে চৈত্র মাসও আর অকাল নাই।

——

মিঃ গান্ধি লবণ আইন ভঙ্গের জন্য আর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বস্ত্র শুল্ক প্রতিবাদ করে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। পণ্ডিতজী ভারতবাসী যাহাতে বিদেশীয় বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় না করিতে পারে তজ্জন্য বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রকাশ, গত ৬ই এপ্রিল বোম্বেতে তিনি এক সভা করিয়া বস্ত্রশুল্ক [illegible] করিয়াছেন। বোম্বের বস্ত্র ব্যবসায়ী দল ৩ মাস কাল বৈদেশিক বস্ত্র ব্যবহার করিবেন না বলিয়াছেন।

——

খনি ধর্ম্মঘট

উরগ্রাম এবং নন্দীগ্রাম অঞ্চলের তিনটী ব্যতীত সমস্ত খনিতেই ধর্ম্মঘট আরও গোলমাল চলিতেছে। একটী কাগজে নাকি অনেক শ্রমিকের টিপ সহি লওয়া হয়। শ্রমিকগণ সেই কাগজ খানি ফেরত চাহিতেছে। তাহা না দিলে শ্রমিকগণ [illegible] পারিতেছে না।

ব্যাপার গুরুতর। সেখানে সশস্ত্র পুলিশ প্রেরিত হইয়াছে।

——

মেওলান চমনলাল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে জবাব দিয়াছেন।

——

বাঙ্গা শোরে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। পনরজন হিন্দুকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। তাহারা আপীল করিয়াছেন এবং জামিনে মুক্ত আছেন।

——

মেঃ টিকের কংগ্রেস সেক্রেটারির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। তিনি বলেন যে রাজদ্রোহ বর্ত্তমানে আমার ধর্ম।

——

দেশবন্ধু বাড়ী, হরিপুর [illegible] যাইবার সময় বিশেষ উৎসাহ লক্ষিত হয়। [illegible] তাঁহার [illegible] সাধারণ সৈন্য হিসাবে এই দলে যোগদান করিয়াছেন।

——

পালোয়ান গামা

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান ভারতের গামা এবং আরও পাঁচজন বড় কুস্তিগীর চট্টগ্রামের যুব-সাধনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন।

আবার গুলি চালান

কলিকাতার গাড়োয়ান ধর্ম্মঘট সম্পর্কে এবং বোম্বাইয়ে কুলিধর্ম্মঘট সম্পর্কে উপর্য্যুপরি দুইবার পুলিশকে দাঙ্গাকারী জনতার উপর গুলি বর্ষণ করিতে হয় ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন।

——

বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনের ৮ মাইল দূরে কুরলা নামক স্থানেও শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে আবার গুলি বর্ষণ আবশ্যক হয় তাহাতে সাতজন আহত হয়। দুইজনের অবস্থা সঙ্কট জনক।

সত্যাগ্রহ

মহিষবাথান নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত ২৯ জন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া গিয়াছেন। সেখান হইতে দেড়মাইল দূরে লবণহ্রদে লবণ প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা তিনটাকার লবণ বিক্রয় করিয়াছেন।

——

ভিরমগাঁও ষ্টেশনে মিঃ মনিলাল কোঠারি এবং তাঁহার অধীন ৫৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট পাঁচ প্যাকেট করিয়া লবণ ছিল। মনিলালের উপর ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে ছয়মাস বিনা শ্রমে কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

——

শিববাগে মিঃ গান্ধির পুত্র এবং আরও চারিজন ধৃত হইয়াছেন।

——

সুরাটে ৩২২ জন সত্যাগ্রহীকে ৫৫ মণ লবণ সহ ধৃত করিয়া চালান দেওয়া হইয়াছে।

——

লবণ আইন ভঙ্গ

বিগত ৬ই এপ্রিল তারিখে বেলা ৮॥০ টার সময় মিঃ গান্ধি এবং তাঁহার অধীন ৯৪ জন স্বেচ্ছাসেবক লবণ আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে একটী স্থান হইতে স্বাভাবিক ভাবে জমা লবণ গ্রহণ করেন। কোন পুলিশ কর্ম্মচারী অথবা লবণ ও আবগারি বিভাগের কর্ম্মচারী বাধা দেন নাই।

ভারতের [illegible] স্থানে এই ব্যাপার প্রথম অনুষ্ঠিত হইল।

——

এখানে একশত পুলিশ মোতায়েন হইয়াছে। জালালপুরে চারিশত পুলিশ আছে।

——

প্রকাশ যে মিঃ গান্ধিকে গ্রেপ্তার করিলে মিঃ আব্বাস তায়াবজী নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

——

ঢাকা

আবদুল আলি নামক এক ব্যক্তির কবর দেওয়া উপলক্ষে সিয়া ও সুন্নি নামক দুই দল মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৮।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের মূল্য ১২৲, গৌড়ীয় গ্রাহকগণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায় পর্যন্ত একাদশ স্কন্ধ ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ১০৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকায় এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

ভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—৪র্থ লেন, এ রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর - দেওয়ানগঞ্জ,

ভান্ডারবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৮২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জি—এম, এ, ওয়াকিন্স ঘর দল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রীবিরাজমোহন দে, নন্দমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, বেলঘাটা, ২৪ পরগণা।

৯। শ্রী... চট্টোপাধ্যায় এ, সে, ... ।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার পরম সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, পদ্যগ্রন্থ	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) গদ্যগ্রন্থ	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু পদ্যগ্রন্থ	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
গীতাবলী পদ্যগ্রন্থ	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—পদ্যগ্রন্থ	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৪

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য: -

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—ঈশোদ্যান, পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত পোঃ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকুলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, —৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ই, আই, পি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চৌপপাড়া, বৃন্দাবন, মথুরা, ই, আই, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ই আই পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,- ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমারকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ... রোড, ...

... পুরুষোত্তম ... ।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

[illegible]-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে সিল্কের বরণে বাঁধাই

স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible]

শ্রীভক্ত্যালোকামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

[illegible]

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু [illegible] ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শ্রীশরণাগতি

পকেট সাইজ দ্বাদশ সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

আর্ত্তস্তব—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা [illegible]

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

[illegible]

গোরক্ষিত

মদন মঞ্জরী

[illegible] মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

[illegible] ১৲ টাকা।

"প্রমথবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

[illegible]

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারিজ [illegible] কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

বেদনাঞ্জন

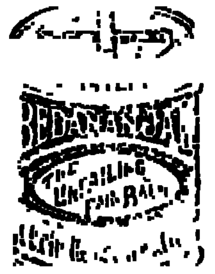

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, কে, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

রা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible]

[illegible]—ডাঃ ডি, ডি, ডাক্তরা।

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube well) [illegible]

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত 'আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিন রাত্রি কাজ চলিতেছে বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible]

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রচার — নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ০৫

সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৩৬ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৯শে চৈত্র শনিবার ১৩৩৬ ১২ই এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ — [illegible] ৷/০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] '০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ ,, ,, ,, আবাঁধা ৷০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। [illegible] (বাঁধা) ২৲
১০। [illegible] ৷০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷/০
১৫। [illegible]
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷/০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷/০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৷/০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। [illegible] ।০
২৪। শরণাগতি, [illegible], নবদ্বীপশতক, [illegible] একত্রে ৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৷০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] শিক্ষা [illegible]
৩১। [illegible] ৷০
৩২। [illegible] ৷০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ([illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাক্ত (নাটোর মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) বোর্ড বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible] অধীন নহেন।
[illegible] নহে।
[illegible] অমলপ্রাপ্য।
গৌরধামে [illegible] ভক্তি হয়।
[illegible]

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা।—

সর্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালীন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমিয়া যায়।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

সর্বত্র পাওয়া যায়

আসল ও নকল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible]

বাত, মেহ, প্রমেহ, অর্শ, মাথাঘোরা, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, ... [illegible]

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে চৈত্র শ.ব.—১৩৩৮

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার
অধিবেশন বিবরণী
(৪৪৬ গৌরাব্দ)

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২ সংখ্যার পর)

অতঃপর [illegible] স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] ভারতী মহারাজ [illegible] গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ [illegible] বিনোদ প্রভুর গৌর-নবদ্বীপ-বিনোদ-সেবার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—

সেবা ও [illegible] অখিল কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রী[illegible] পদ্ম। শ্রীচৈতন্য-গৌর [illegible] বাণী [illegible] কীর্ত্তন করিয়া আর [illegible] জগজ্জীবের যে মঙ্গলপথ সাধন করিতেছেন, জগজ্জীব তাঁহার সে উপকারের ঋণ শত শত জন্ম চেষ্টা করিয়াও পরিশোধ করিতে পারিবেন না, [illegible] অপরিশোধ্য। সাক্ষাৎ চৈতন্য-[illegible] বৈষ্ণব-বিগ্রহরূপে তিনি জগতে অবতীর্ণ। তাঁহারই কৃপায় [illegible] নিখিল বেদান্ত [illegible] সুধা [illegible] পান করিয়া ধন্য হইয়েছেন। [illegible] শ্রীল [illegible] বক্তার বিগ্রহগুলি [illegible] আর [illegible] নিত্যানিত্য প্রচার [illegible] সম্পাদন করিতেছেন। জগদ্বাসী যদি [illegible] সৌভাগ্য লাভ করিয়া নবন [illegible]

নবদ্বীপকে [illegible] গৌরাঙ্গের সেবা বাণী জগতে প্রচার করিতে থেন, তাহা [illegible] করেন, তাহা হইলে [illegible] প্রভুকে দেখুন। [illegible] নিত্যানন্দীকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহাদের [illegible] অনেকে যখন তাঁহাদের [illegible] মনোনয়নের কথা, প্রচারবার্তা জগতে [illegible] আনয়ন করিল, নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোককে নিরয়-পথের যাত্রী করিতে লাগিল, তখন জগতের সেই মহা দুর্দিনে জগদুদ্ধার করিবার নিমিত্ত [illegible] গৌরহরি পাঠাইলেন তাঁহার নিত্যপার্ষদ নিজজন—শ্রীল জগন্নাথ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর এবং তাঁহাদেরই অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার মনোভীষ্ট প্রচার করিতে। আবার তাঁহাদেরই কথা

জগজ্জীবকে আবার বিশুদ্ধরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছেন—গুরুদেবার মূর্তবিগ্রহরূপ '[illegible]', সর্বাত্ত [illegible] নিত্য [illegible] [illegible]—'[illegible] প্রভু' আর সেবা-[illegible] কীর্ত্তন-সেবা [illegible]

[illegible] কীর্ত্তনের [illegible] তিনি আর [illegible] কৃপায় শ্রী[illegible] সেবা [illegible] করিয়া [illegible]।

আর [illegible] গাহিয়া [illegible] মাত্রেই [illegible] তিনি [illegible] করিয়াছেন, [illegible] আমাদের [illegible] বিষয় হইবে? [illegible] গৌড়ীয় [illegible] নবদ্বীপ [illegible] করিয়াছিলেন। পূর্বাচার্যের [illegible] শুদ্ধ [illegible] নিত্যানন্দ প্রভু [illegible] মধ্যে [illegible] বহু [illegible] লোক [illegible] আমাদের দুর্ভাগ্য [illegible] লোকদের চেষ্টা করেন, তাহা [illegible] কাহার না উপলব্ধি বিষয় হবে? [illegible] চৈতন্যের আচার ও প্রচার, [illegible] নিত্যানন্দ প্রভুকে সম্পূর্ণ [illegible] শ্রীল [illegible] বলেন—তাঁহার কৃপায় কোটি কোটি লোক চরিতার্থ-চৈতন্য-সেবায় উন্মুখ হবেন। [illegible] জগন্নাথ-[illegible] বিনোদ-গৌর, নিত্যানন্দপ্রভুর গৌড়ীয়-গৌর, [illegible] গৌর—[illegible] গৌর—[illegible] বিশ্বেশ্বর [illegible] হয়। তিনিই গৌড়ীয়ের মূল কার্য—মূল সাধনা।

তাঁহারই চৈতন্য-সেবা-শিক্ষা-কীর্ত্তন-[illegible] জগতের মধুর মূর্ত্তি, এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলে মুখরিত হবে—মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-কথিত "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" বাণী সার্থক হইবে।

অতঃপর [illegible] গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ (৫) শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন,—শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠ-সম্পাদক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চৈতন্য-প্রতিষ্ঠানের

মুখপত্র-চতুষ্টয়ের অন্যতম [illegible]। তাঁহার [illegible] সেবার চেষ্টা আমরা [illegible]। আমরা [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয় সেবার [illegible] লাভ করিতে পারেন। [illegible] [illegible] সদা [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীল [illegible] চৈতন্য-[illegible] শ্রীল প্রভু [illegible] বিশেষ [illegible] করিয়া [illegible] পরিক্রমা-পরিচালনা [illegible] [illegible]।

অতঃপর শ্রীপাদ [illegible] চক্রবর্ত্তী [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজের [illegible] গৌড়-সেবা-[illegible] বলেন,—পূর্বাপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বৈভব মাধব মহারাজ [illegible] সকলের নিকট "[illegible]" [illegible] [illegible] আমাদিগকে [illegible]

"[illegible]"

—এই উক্তি আর যেন [illegible] মাধব মহারাজের চরিত্রে [illegible]। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার [illegible] [illegible] যে অনেক [illegible] তাঁহার [illegible] গৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তন করিবার সময় তিনি ভগবৎকথায় এরূপ [illegible] হইয়া পড়েন যে, তাঁহার আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের আবশ্যকতা বোধ থাকে না। স্থান, কাল, পাত্র কোন-প্রকার বাধা-বিঘ্ন তাঁহার সেই হরিকথা-কীর্ত্তনের উদ্দাম প্রবাহের গতিরোধ করিতে

পারে না। তিনি [illegible] [illegible] শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible]।

[illegible]

অতঃপর [illegible] বিনোদ প্রভু (৬) [illegible] গৌড়ীয় [illegible] [illegible] পবিত্র [illegible]। আবার আর্য্য [illegible] আচার্য্য প্রভু [illegible] প্রভু—এই [illegible] অবিরাম [illegible] সর্ব্বকালে [illegible] দেখিবার [illegible]। [illegible] প্রভুর [illegible] বৈষ্ণব-সেবা [illegible] কি [illegible] বৈষ্ণব [illegible]—বৈষ্ণব কিরূপ অকৃত্রিম সরল হইয়া থাকেন—বৈষ্ণব কিরূপ শুদ্ধ, [illegible], [illegible] ভক্তি সর্ব্বস্ব ও বৈষ্ণব-সেবায় অর্পণ করেন, তাহার [illegible] আমরা [illegible] অনোদয় প্রভুর চরিত্রে দর্শন পাই। অনেকে মনে করেন এবং [illegible] জীবন [illegible] বলিয়া থাকেন

যে, তাঁহার সহাবস্থিতি গ্রহণ করিবার অধিকার [illegible] না করিলে যখন শুদ্ধসেবা ও ভজনসেবা হয় না, তখন সেই ভাবে শুদ্ধসেবা হইতে বিরত থাকিয়া স্বতন্ত্র জীবন যাপন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমরা ভক্তি-কোবিদ্ প্রভুর আচরণে দেখিতে পাই যে, তিনি সেইরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও এবং বাহ্যদৃষ্টিতে জগদ্গুরু হইতে দূরে থাকিয়াও তাঁহার নিষ্কপট সেবা-প্রবণতার ফলে সর্বতোভাবে মহাপ্রভুর শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার সেবায় আকৃষ্ট করিতে পারেন। বলিতে কি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মঠাদি সংস্থাপন এবং উক্তপ্রদেশে শুদ্ধভক্তির প্রচারে এই ব্যাপারে সেবাচেষ্টাফলেই অনেকটা সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রয়াগে শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ স্থাপন এবং বিশেষ দুঃসময়ে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে শ্রীপাদ [illegible] প্রভুর সেবা-চেষ্টাফলেই অনেকটা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

, [illegible] প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় (১০) শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেবতীর্থ বি, এ [illegible] মহাশয়ের ভক্তগৌরাঙ্গ [illegible] করিয়া বলেন—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ প্রভু আমাদিগকে ভক্তগৌরাঙ্গের কথা প্রচারে যেরূপ বিপুল উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার উপর বিশেষভাবে শ্রীগুরুদেবের কৃপা ও আশীর্বাদ বর্ষিত হইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় আমার দেশের এক প্রতিভাশালী ব্যক্তি বর্ত্তমানযুগের ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুশীলন আচার্য্যের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্মে দীক্ষিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ (১১) শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের [illegible] বলেন,—এই [illegible] আর্য্য [illegible] পূর্ণ [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] করিয়াছেন, [illegible] সম্পাদকের যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অত্যাশ্চর্য্য [illegible] বৈষ্ণবের বিশেষ শ্রী[illegible] আকর্ষণ করিয়া সকলেরই [illegible]। শ্রীপাদ [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] ও [illegible] করিয়াছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ (১২) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু [illegible] সাহিত্য [illegible] বি, এ, মহাশয়ের ভক্তগৌরাঙ্গদেবানিষ্ঠার প্রশংসামুখে বলেন যে,—শ্রীপাদ [illegible] প্রভু আমাদের নিকট 'দাদা' বলিয়া পরিচিত। শ্রীধাম-মায়াপুর সংশ্লিষ্ট বাগানের সেবা কার্য্যে তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠকে সাহায্য করিয়া ভক্তগৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণবের প্রীতি-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। [illegible] শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তসম্প্রদায়ের বাসা [illegible] প্রচারের সহায় [illegible]। [illegible] শ্রীধাম-সম্বন্ধীয় এই সকল [illegible] ভক্তের সেবায় স্থাপন করিয়াছেন।

[illegible] শ্রীপাদ [illegible] সেবক (১৩) [illegible] রায়বাহাদুর [illegible] মহাশয়ের [illegible] বলেন,—শ্রীগৌড়ীয় প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার বৈষ্ণবতা, [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি গুণ অনন্যসুলভ। তিনি বহু বিষয়ে শ্রীগৌড়ীয় [illegible] সেবায় সহায়তা করিয়া ভক্তবৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীধামবাসিগণ সকলে তাঁহাকে স্মরণে স্থাপন করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্ন

সম্পাদক মহাশয়—

সবিনয় নিবেদন, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনার শ্রীপত্রিকায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলে আমরা সাধারণ লোক বিশেষ উপকৃত হইতে পারি।

আমিত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হব নিরয়গামী॥

এখানে 'প্রতিষ্ঠা' কিরূপ? ইহার মানে কি?

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
—এই 'প্রতিষ্ঠা' শব্দের অর্থ কি?

'আমি বৈষ্ণব'—এ কথা হৃদয়ে আনা উচিত নহে, তবে নিষ্ঠা রাখার মানে কি?

শ্রীউপেন্দ্র দাস
[illegible]
[illegible]

উত্তর

বদ্ধজীব দেহ ও মন আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহাকেই 'আমি' ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে 'আমার' জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ 'আমির' নিত্যস্বরূপে দাসাভিমান, অতএব কৃষ্ণভক্তিহীন 'আমি'র যে বৈষ্ণবাভিমান, তাহা অতত্ত্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠাই সংগ্রহ হইয়া যায়।

'আমি যেন মনের বিচার-সম্ভূত বর্ণ এবং আশ্রমের অন্তর্গত কেহ নহি, পরন্তু নিত্য স্বপ্রকাশমান নিত্যপরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের দাসানুদাস'—এইরূপ অভিমান [illegible] স্বরূপনিষ্ঠ। [illegible] যিনি [illegible] কৃষ্ণ [illegible] তিনি [illegible] অভিমান [illegible] নিত্য [illegible] করেন।

[illegible] বলিয়া [illegible], কিন্তু [illegible] অভিমান [illegible] তিনি [illegible] বৈষ্ণব [illegible] করেন, ইহারা [illegible] এবং [illegible] বিষ্ণু [illegible] নিত্য [illegible] বৈষ্ণব [illegible] অভিমান [illegible] তাঁহার নিত্য-সাধিকা [illegible] কোন সম্ভাবনা [illegible] থাকিলেও [illegible] বৈষ্ণব [illegible] বলিয়া [illegible] বৈষ্ণবের সকল কার্য্য দর্শন প্রবণ থাকায় তিনি কৃষ্ণেতর [illegible] আসল [illegible] 'আমি কৃষ্ণের প্রভু বা আমি কৃষ্ণের' এরূপ অভিমান তাঁহার থাকিতে পারে না। তাই [illegible] তাঁহার স্বাভাবিক হয়। তিনি [illegible] অভিমানে [illegible] 'কৃষ্ণ' [illegible] কৃষ্ণ-পাদপদ্মে [illegible] করেন। বদ্ধজীব তাঁহার অনুকরণে কপট [illegible] পূর্ব্বক আপনাকে যে বৈষ্ণবাভিমান করেন, তদ্বারা তাঁহার [illegible] প্রকাশ পায় এবং অতীব [illegible] লোলুপতা বৃদ্ধি পাইয়া নিরয়গমনের পথ প্রশস্ত হয়।

সুতরাং প্রথম পদ্যের 'প্রতিষ্ঠা' অনুসন্ধিৎসু হওয়ায় তাহা অতীব [illegible], কিন্তু দ্বিতীয় পদ্যের 'বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা' ভক্তগণের কৃষ্ণসেবা সাধিমান হওয়ায় তাহা পরমধর্ম্ম বলিয়া; তাহাতে নিষ্ঠা না করিলেই রৌরব [illegible],—এই অর্থে [illegible] গাহিয়াছেন—

অন্যের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥
বৈষ্ণবের পাছে প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব।
সে হরি সম্বন্ধ শূন্য মায়াগন্ধ
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব॥

কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব পদবীটী বড় মায়াময় নহে [illegible], বৈষ্ণবের [illegible] আছে [illegible] বাকার [illegible] বৈষ্ণব [illegible] বাড়বে। 'আমি [illegible] বৈষ্ণব' [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] করিতে পারেন? [illegible] কৃষ্ণের [illegible] বলিয়া [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] বৈষ্ণব' [illegible] আমি [illegible] বৈষ্ণব [illegible] তাহাকে [illegible] করেন না। [illegible] হইতে পারে।

যদি [illegible] থাকে, তাহা হইলে [illegible] একমাত্র উপায়। গৌড়ীয়গণের শ্রীল জগন্নাথ প্রভু গাহিয়াছেন—

যোগের আমি তোমার আমি সুখ বলিলে
নাহি চলে।
[illegible] আমার তোমার বিচার হইলে
ফল ফলে॥
লোক-দেখান' গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি'
[illegible] অত্যাচার গোরা ধরা চুরি॥
[illegible] গোরাচাঁদ [illegible]।
[illegible] ছাড়ি' [illegible] গোরার চরণ॥

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুও গাহিয়াছেন—
"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি
নটেৎ
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু
মনঃ।"

অর্থাৎ যে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশা রূপ ধৃষ্টা চণ্ডালরমণী নৃত্য করিতেছে, সে হৃদয়ে কখনই সাধুপ্রেমার স্থান থাকিতে পারে না। [illegible] স্বতঃ [illegible] কামে আত্মসুখ-বাঞ্ছা প্রবল, প্রেমে কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছার প্রাবল্য। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা-নিষ্ঠা আর আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা মূলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের বাহ্য আবরণে অতীব প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা। দুইটী বাহ্য দৃষ্টিতে এক হইলেও উভয়ের সম্পূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই এই পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করেন।

নানা কথা

বারদোল

কৃষ্ণনগরের বারদোল একটী প্রধান উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর মেলা বসে। এবৎসরও মেলা বসিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, এ বৎসরের মেলায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বেশী দোকান বসিয়াছে এবং অধিকতর লোক-সমাগম হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে বার জায়গা হইতে বারটী বিগ্রহ আনিয়া মেলার নিকট সাজাইয়া রাখা হয় এবং আরতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

গত মঙ্গলবারে দেখা গেল যে পাল্কি করিয়া একটী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি শোভাযাত্রা করিয়া লওয়া হইতেছে। পাল্কির চতুর্দিকে কয়জন লোক পোষাক পরিয়া খাপসুদ্ধ তরবারি হাতে করিয়া যাইতেছে এবং তাহার পশ্চাতে অপর একজন লোক বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছে। জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে বিগ্রহ বারদোলের মেলায় লইয়া যাওয়া হইতেছে।

মেলায় জলের কলের ব্যবস্থা আছে। অনেকের ধারণা এই যে জলের আরও সুবন্দোবস্ত করা উচিত ছিল।

মেলায় ম্যাজিক, সার্কাস, বায়োস্কোপ, নাগরদোলা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসীরও অভাব নাই।

উকিলসভা

দেশের এইরূপ গোলযোগপূর্ণ অবস্থায় উকিলগণ কি করিবেন এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এখানে উকিলগণ রাজসাহীতে এক সভা করিয়াছেন। তাহাতে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন।

যতদূর শুনা যায়, মিঃ গান্ধির আহ্বানে এপর্য্যন্ত মাত্র একজন উকিল ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলার কালনায় ওকালতি করিতেন এবং লোকাল বোর্ডের সভ্য ছিলেন। তিনি ঐ সভ্য পদেও ইস্তফা দিয়াছেন।

হাওড়ার ভাইস্ চেয়ারম্যান

চারুবাবুর অভিনন্দন

আমরা শুনিয়া পরমানন্দিত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল মহাশয় হাওড়ার লোকালবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হওয়ায়, গত রবিবার, ৩০এ মার্চ্চ, হাওড়ার স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে তথায় 'পাবলিক লাইব্রেরীতে' জনসাধারণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছেন।

অভিনন্দন সভার সভাপতি হইয়াছিলেন,—শিবপুর হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস এম-এ মহাশয়। সভায় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য, যথা—

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীমোহন দাস এম এ, শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন বি-এল, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সিংহ বি-এল, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর ভট্টাচার্য্য বি-এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম বি, শ্রীযুক্ত সুধাকর পাল বি এল, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ সরকার এম-এ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ পাল এল-এম এস, শ্রীযুক্ত মণিমোহন মুখোপাধ্যায় এম বি, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন পাল বি-এল।

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর, বালকগণ 'সংগ্রামসঙ্গীত' কর্তৃক ঐকতান বাদন এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্গীত গীত হলে, কুমারী শ্রীমতী রেণু মুখোপাধ্যায় চারুবাবুর গলে পুষ্পমালা প্রদান করেন। অতঃপর, শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবু, শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু, শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীযুক্ত চারুবাবু সুললিত বক্তৃতায় অভিনন্দনে কৃতজ্ঞতা জানাইলে, তাঁহার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা ও শ্রীযুক্ত নটবরবাবু কর্তৃক ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে, প্রেসিডেন্সি এম এল, যে ম্যাজিক প্রদর্শন করেন। সমবেত সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ জলযোগে আপ্যায়িত হন।

গ্রেপ্তার

জামালপুরে কুড়িজন আইন অমান্যকারী ধৃত হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে লবণ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

বাঁকুড়ার খবর

পাঠকগণ অবগত আছেন যে বাঁকুড়া হইতে একদল লবণ সত্যাগ্রহী ডাক্তার বাসাঁরাম অধীনে তমলুক যাইতেছেন। তাঁহারা বিষ্ণুপুর, বেলা, ঘাটাল, খড়ার, বালিঘাই, ভবানীচক, প্রভৃতি স্থানে সভায় বক্তৃতা করেন। বিষ্ণুপুরে মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। ফরিদপুরেও ঐরূপ মহিলা সভা হয়।

ডাকাতি

ব্যারাকপুর বালির উদাসীন মঠের অধ্যক্ষ ভক্ত স্বামী অনেক টাকার তেজারতি করেন। তিনি তাঁহার শয়ন ঘরের বারান্দায় শয়ন করিয়া ছিলেন। রাত্রিতে চারজন ডাকাইত তাঁহার নিকট হইতে চাবির গোছা কাড়িয়া লইয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করে। সে সময় তাঁহাকে ক্লোরোফরম দিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখে এবং ডাকাইতরা চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার কাপড়ে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং তাঁহাকে ঘরের ভিতর বন্ধ রাখিয়া চলিয়া যায়। ভক্ত স্বামী চীৎকার করায় মঠের অন্যান্য লোক আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে। তাঁহার শরীরের আটটি স্থান পুড়িয়া যায়। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে। মঠে অনেক অতিথি, সাধু, সন্ন্যাসী প্রভৃতি ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে ডাকাইতরা নদী পার হইয়া আসিয়া এই কার্য্য করিয়াছে।

ধুবড়ীতে মহিলা সমিতি

(সংবাদদাতার পত্র)

আসাম প্রদেশের ধুবড়ী সহরে গত ২৯শে ও ৩০শে মার্চ্চ একটি মহিলা-সমিতির অধিবেশন হয়। কলিকাতার শ্রীমতী মোহিনী দেবী এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতায় প্রধান করিয়াছিলেন।

প্রথম দিনে সভামণ্ডপের গেটে বাহিরে সশস্ত্র পুলিশ দিয়া তাঁহার আসন স্থাপিত করেন। অধিবেশনের পূর্ব্বে মেয়ে ও পুলিশ ঐ সমস্ত টেবিল চেয়ার সভাস্থলে হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। পুলিশ কর্ম্মচারী নিজ সম্মুখে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তারপর অধিবেশন হয়। সেখানে আর কোন গণ্ডগোল আর হয় নাই।

দ্বিতীয় দিন দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী পূর্ব্বেই টেবিল চেয়ার লইয়া সভার পূর্ব্ব কক্ষে বিদ্যমান ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় মহিলাগণ সভাস্থলে সমাগত হইয়া পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে সভা হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলেন। কিন্তু তাঁহারা উহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় মেয়েরা তখন তাঁহাদের টেবিল ধরিয়া টানাটানি করে। পুলিশ কর্ম্মচারীরা ও মেয়েদের মধ্যে কতক্ষণ এইরূপ টানাটানির পর পুলিশকর্ম্মচারীদের পক্ষের বড় দারোগা কনেষ্টবলকে ধরিতে হুকুম করেন। উহারা আসিলে মেয়েরা একদিকে মহিলা-নীরবে এবং পুলিশ কনেষ্টবলগণ টেবিল চেয়ার ও পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে ঘিরিয়া থাকে।

তারপর মহিলাগণ উহাদিগকে নিজেদের প্রধান করিয়া একযোগে সঙ্গীত দিয়া এক ভদ্রলোকের উঠানে এই অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত করেন। পুলিশ ঐখানেই থাকিয়া যায়।

মহিলাগণ চলিয়া যাওয়ার পরেই সভাস্থলে ভদ্রলোকগণের সমাবেশ হয়। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত রমণীমোহন নন্দ মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত স্থানে একটী বিরাট সভা আহূত হয়। ঐ সভায় সরকারের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বহু ভদ্রলোক বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বক্তৃতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

এই সভা-ভঙ্গের পর দারোগা, জেলা মেজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সম্বর্দ্ধিত হয়।

মহিলাগণ [illegible] প্রতিজ্ঞা করেন। [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় [illegible] হইতে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible]

২৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ড সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] শ্রী [illegible] নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

[illegible] পক্ষে ৮৲।

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট নূতন সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে

[illegible] সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] ৪৲ টাকায় [illegible] হইয়াছিলেন। তাঁহাদের [illegible] হইয়াছেন। [illegible] হইতেছে। [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ [illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। [illegible]

২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible] — [illegible],

[illegible] মুর্শিদাবাদ।

৩। [illegible] — [illegible] লেন, কলিকাতা

৪। [illegible], কানপুর

৫। [illegible] — [illegible], নদীয়া

৬। [illegible], নবদ্বীপ।

৭। শ্রী [illegible] — [illegible], নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী [illegible], চব্বিশপরগণা।

শ্রী [illegible]।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

[illegible] শ্রীগীতা [illegible] উপায়। [illegible] অমূল্য।

গ্রন্থের নাম	মূল্য
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	।০
[illegible]	৸৹
[illegible]	।০
[illegible]	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	[illegible]
[illegible]	।০
শ্রীভাগবত [illegible]	৵০
[illegible]	[illegible]
শরণাগতি [illegible]	৴০
[illegible]	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান: শ্রী [illegible] মঠ, কটক; শ্রী [illegible] মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

১। [illegible]

২। [illegible], বর্দ্ধমান।

৩। [illegible]

৪। [illegible], কলিকাতা।

৫। [illegible], পুরী।

৬। [illegible], কটক।

৭। শ্রী [illegible] মঃ — [illegible], মেদিনীপুর।

৮। শ্রী [illegible] মঃ — [illegible]

৯। শ্রী [illegible] মঃ — [illegible], মথুরা, [illegible]।

১০। শ্রী [illegible] মঃ — [illegible]

১১। শ্রী [illegible] মঃ — [illegible], পাঞ্জাব।

১২। শ্রী [illegible] — [illegible], ঢাকা।

১৩। শ্রী [illegible] মঃ — [illegible], ঢাকা।

১৪। শ্রী [illegible] — [illegible], বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রী [illegible] মঃ — [illegible]

১৬। শ্রী [illegible] মঃ — [illegible], পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রী [illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ঠাকুর-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সকলেরই সর্ব্বশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, [illegible] পাঠ করিবার অবসর আর [illegible]। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় [illegible] পারেন না। শ্রীল ঠাকুর [illegible] দুরূহ [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু [illegible] সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

ভজনরহস্যামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ এক টাকা

[illegible] প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য [illegible] নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] বেদের, মনের ও আত্মার [illegible] প্রথম [illegible] করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া [illegible] না।

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] লীলাভূমি নবদ্বীপ-ধামের [illegible] প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য [illegible] বিশেষভাবে [illegible]। [illegible] প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে [illegible] কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

স্বানিয়মদ্বাদশক

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে [illegible] যে সকল [illegible] বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] বিচার অতি সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ [illegible] বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ⁄০ আনা

[illegible] ভক্তিগ্রন্থ [illegible] একমাত্র [illegible] শরণাগতির [illegible] আবেগময়ী [illegible] এবং [illegible] প্রার্থনা [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄০, নবদ্বীপশতক— ⁄০

অর্থপঞ্চক— ⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ⁄১০

[illegible] কল্যাণ [illegible] এই কল্যাণকল্পতরু [illegible]।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের [illegible] প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট [illegible] ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীভাগবতমণ্ডল

শ্রীভাগবতমণ্ডল—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা [illegible]

[illegible]

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

বেঙ্গলী

মদন মঞ্জরী

[illegible] ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible] আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

[illegible] মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

J. B. Pattie & Co. [illegible]

[illegible]

কেরামত কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার [illegible]

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় [illegible] শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] সকল [illegible] সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]তীর্থ, [illegible], সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস [illegible] ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পর [illegible] (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা [illegible] বহু [illegible] কর্তৃক প্রশংসিত।

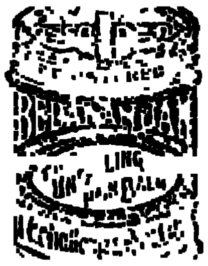

আজকাল [illegible] বিবিধ [illegible] শরীরের [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ. সি. চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

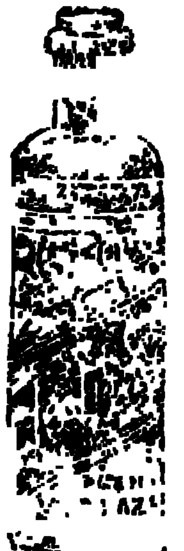

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] ইলেক্ট্রিক সঞ্জিবনী [illegible]

সোল এজেন্ট—মেসার্স ডি. ডি. হাজরা।

[illegible], কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা প্রেরিত হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible]

[illegible] সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] কাশি, [illegible] মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] (Tube-well) [illegible] সেক্রেটারী, [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible] [illegible] পরীক্ষায় [illegible] বিশুদ্ধ [illegible]

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত 'আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ছাপার সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী [illegible]

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড　　সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী　　[৩৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১লা বৈশাখ [illegible] ১৩৩৭ ১৪ই এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৴০
২। অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-[illegible] ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ০
৫। [illegible] ৸০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
 " " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
 গীতার কেবল [illegible] ৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ৷০
১১। [illegible] ৪৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৬/০
১৫। [illegible] ৵০
১৬। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপ-[illegible] ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৪। [illegible], গীতাবলী, [illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও [illegible] মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৵০
২৬। [illegible] ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ([illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible]

উৎকৃষ্ট (ইং) বোর্ডে বাঁধা ১৷০ ভিঃপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
[illegible] মায়াধীন নহে।
[illegible] মায়ার সেবন অমঙ্গল-প্রসূ।
[illegible] কৃষ্ণভক্তি হয়।
[illegible] প্রাকৃত রাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফ্লাইন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার হ্রাস হয়। কলেন পরিচালিত

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

আমার পারফ্লাইন একটি জ্বর রোগের পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর থাকিলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবে, ৮ দিন চালাতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০ আনা, ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

বলা বাহুল্য, ... যে কোন স্থানে ... আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল ...

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা বৈশাখ মঙ্গলবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন বিবরণী

(৪৪৪ গৌরাব্দ)

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৮ সংখ্যার পর)

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ (১৩) কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের সর্বপ্রধান অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-শাস্ত্রের প্রধান পরীক্ষক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহাশয়ের শুদ্ধগৌরাঙ্গ-সেবা-চেষ্টার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন,—এই মহাত্মা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎপ্রভুপাদের সম্পাদিত 'হারমনিষ্ট' মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ রচনা এবং পত্রিকা পরিচালন ব্যাপারে সর্বতোভাবে আনুকূল্য করিয়া একনিষ্ঠভাবে গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। হরিকথা কীর্তনে তাঁহার উৎসাহ ও আগ্রহ অতুলনীয়। তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা, নিরভিমান ও গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই মহাত্মাকে সম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ (১৪) শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী মহাশয়ের গুরুগৌরাঙ্গ সেবাচেষ্টা ও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা-পরিচালনে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত গুণ উল্লেখ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ইঁহাকে সম্মান জ্ঞাপন করেন। কলিকাতার (১৬-১৭) শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠের উৎসবাদিতে এবং শ্রীমায়াপুর-প্রদর্শনীতে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে শ্রীগৌরসুন্দরের পিতৃমাতৃ ধাম দর্শন পূর্বক সমগ্র পরিক্রমা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সমস্ত যাত্রীকে যথাযথ প্রসাদ-পরিবেশনাদি সেবা করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা এইজন্য তাঁহাদিগকে সম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন। (১৮) শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয় মহাপ্রভুর সর্বোচ্চ শাস্ত্রগুলে ভূষিত, কৌলীন্য-গৌরবে গৌরবান্বিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত। তিনি মহাপ্রভুর একান্ত মহাপ্রভুর নিজ-জনগণের সেবা যেরূপ নিষ্ঠতা, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, অক্লান্ত অমায়িকতা, শৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদন করিয়া গৌড়ীয়-মঠবাসীকে সাহায্য করিতেছেন, তাহা আদর্শস্থানীয়; এজন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে সম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন। (১৯) শ্রীযুক্ত মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবা বিশেষ নিষ্ঠতার সহিত সম্পাদন করায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ ও শ্রীতিভাজন হইয়াছেন। অতঃপর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু কলিকাতা নিবাসী পরমভাগবত (২০-২১) শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র মহাশয়দ্বয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীধাম-প্রচারিণীগণের পরলোকগত বিশিষ্ট সভ্য ভক্তিস্বরূপ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রের পিতার নিষ্ঠ ভক্তিকার্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে গৌরকুণ্ডের তীরে 'ভক্তিস্বরূপ-তোরণ' নির্মাণ করিয়া অপূর্ব বদান্যতা-গুণ পরিচয় দিয়াছেন এবং শ্রীধামের বহু যাত্রীর অবস্থানের সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা সেই মহাত্ম-দ্বয়কে সম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতানিবাসী পরমভাগবত (২২) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিনিধি মহোদয়ের নাম গৌড়ীয়-সমাজে সুপরিচিত। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বিপ্রলম্ভ (৪র্থ সংস্করণ), এবং নিয়মিতভাবে গৌড়ীয়সেবায় আনুকূল্যকারী। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী-ভূমির উত্তরভাগে যে 'ভক্তিবিনোদভবন' নির্মিত হইতেছে, তাহা এই ভক্তিনিধি মহোদয়ের আনুকূল্য। এতদ্ভিন্ন তিনি শ্রী [illegible] বিষয় [illegible] আদর্শ [illegible] তিনি [illegible] [illegible] গোপালচন্দ্র [illegible]। ইঁহার বিনয়, নিষ্ঠা [illegible] ও বৈষ্ণবে দৃঢ় আস্থা রহিয়াছে। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা ইঁহাকে সম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন।"

[illegible] ভক্তিপ্রবর শ্রীযুক্ত অধরবন্ধু অধিকারী মহাশয়ের নাম আজ কে না জানেন? তাঁহার সেবাচেষ্টার বিষয় প্রবাদের মত কাহার না কর্ণগোচর হইয়াছে? পারমার্থিক জগতে, বৈষ্ণব-ইতিহাসে তাঁহার সেবাচেষ্টার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে ও অনন্তকাল লিখিত থাকিবে। আজ যে শ্রীধাম-প্রচারের বিজয়কেতন বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—আজ যে গৌড়ীয়-গৌরবের কথা জগতের চতুর্দিকে বিঘোষিত হইয়াছে—আজ যে কীর্তন-যজ্ঞের দীপ্তিময়ী শিখা দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা-বৈষ্ণব-বিস্তারের ফলেই সাধিত হইতেছে। এই নাম প্রচার-ব্যাপারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ নির্মাণে মুক্তহস্তে আনুকূল্যকারী বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রৌতধর্ম ভক্তিপ্রবর শ্রীঅধরবন্ধু অধিকারী মহাশয় উল্লিখিত হইয়াছেন। যদিও এই সকল প্রচারের মূলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা ও অপেক্ষা নিহিত রহিয়াছে সন্দেহ নাই—শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষকের প্রাণপণ পরিশ্রম ও বহু অনুষ্ঠান রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মহাশয়ের শ্রৌতধর্ম ভক্তিপ্রবর মহাশয় যে উদার মুক্তহস্ত প্রসারিত করিয়াছেন—যে বিপুল অর্থ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা অনির্বচনীয়, অশ্রুতপূর্ব ও অদৃষ্টপূর্ব। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভা এইজন্য এই মহাত্মাকে সম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনন্তর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর মহাশয় (২৪) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] দাস অধিকারী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন,—এই মহাত্মা বাঙ্গলা সাহিত্যে সাহিত্যের একজন অসাধারণ পণ্ডিত; শুধু পণ্ডিত নহেন, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায়ও সুপণ্ডিত। কিন্তু তাঁহার একটি বড় গুণ এই যে, তিনি নিরভিমানী। আমরা অভিমানে স্ফীত হইয়া যে সকল কার্যকে অযোগ্য নীচকার্য মনে করি, সেই সকল কার্যও তিনি বৈষ্ণবসেবার জন্য অম্লানবদনে অনুষ্ঠান করিতে বিন্দুমাত্র কোন প্রকার অভিমান প্রকাশ করেন না। তিনি একজন অধ্যাপক, [illegible] এম, এ, বি, এল, [illegible]; কিন্তু শ্রীধাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবসেবার [illegible] [illegible] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ইঁহাকে বহু দিনের সম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী প্রভু (২৫) [illegible] মহাপ্রভুর সম্পর্কিত [illegible] [illegible] চালক কার্যে যুবক [illegible] ও কোমল দেহের সভ্য শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অক্লান্ত কীর্তন করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ইঁহাকে সম্মান প্রদান করেন। (২৬) শ্রীনবদ্বীপধামের পরমহংস-মঠের সেবার সৌষ্ঠববিধান এবং তৎপ্রদেশে শুদ্ধগৌরাঙ্গের কথা প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম-প্রদর্শন করায় পরমভক্ত, গুরুবৈষ্ণব সেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজীকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে সম্মান জ্ঞাপন করেন।

(ক্রমশঃ)

শিষ্য ও শিষ্যত্রুব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বি, এ)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন,—'গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য মিলে এক।' বর্তমান কালে সর্বপ্রকার ক্রমাগতি ও আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণে বর্ণে সত্য উপলব্ধি করিতেছি। [illegible] [illegible] উপদেষ্টা গুরু ও [illegible] [illegible] [illegible] পারিলে [illegible] [illegible] সকল [illegible] আমরা সেই [illegible] প্রকাশ করিতেছি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্মুখে [illegible] [illegible] [illegible] থাকিলেও আমরা নিজ মনোবৃত্তির তীব্রে সামান্য উপলব্ধ সম্মত করিতেছি মাত্র। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই পারমার্থিক বিষয়ে সাফল্য হইতেই আপনাদিগকে এইরূপ গৌরবান্বিত মনে করি যে, প্রকৃত

সদ্গুরুর নিকট হইতে ঐ বিষয়ে কিছু জানিবার আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উপলব্ধি করিতে পারিবে না, [illegible] মূর্খজনে [illegible] [illegible] ত্রাণ [illegible] [illegible]

[illegible]

ভক্তি প্রয়োগ করিতে সতত চেষ্টাবান্, তাহারা পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের মমতায় আবদ্ধ থাকেন এবং তাহারা ভগবদ্‌সেবক হইয়া পূজা করেন, কিন্তু যদি তাঁহারা মোহবশতঃ [illegible] ভাগবত সম্বন্ধে [illegible] [illegible] দর্শন করেন, তখনও [illegible] [illegible] উদ্ধব, কত তাঁহারা [illegible] [illegible] ধারণা করেন না, এই প্রকার বাক্য [illegible] হয়।

এক্ষণে আমাদের বিশেষ [illegible] চিন্তা করা আবশ্যক যে, আমরা এই সকল [illegible] [illegible]

[illegible]

(ক্রমশঃ)

শ্রদ্ধা

(শ্রীমৎ [illegible] নামাধিকারী)

[illegible] শ্রীভগবানের প্রতি যে বিশ্বাস এবং তদর্থে যে সমস্ত চেষ্টা, তাহার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা দুই প্রকার, যথা :— স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও তাত্ত্বিক শ্রদ্ধা।

কেবলমাত্র লৌকিক চেষ্টা দেখিয়া অন্তর হৃদয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বিশ্বাস উদিত হয় এবং সাধুসঙ্গের প্রভাবে [illegible] [illegible] চেষ্টা হয়, তাহার নাম স্বাভাবিক শ্রদ্ধা। কিন্তু তাত্ত্বিক শ্রদ্ধা বিশুদ্ধ। মহাজনগণ ভক্তি প্রসঙ্গেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলিয়া উক্তি করেন। এই তাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই ভক্তি অধিকারের কারণ।

"শ্রদ্ধা ত্বন্যোপায় বর্জং ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ"

যখন চিত্তের এরূপ ভাব হয় যে কর্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই, কেবল অনন্যভাবে শ্রীহরিচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই, তখনই তাত্ত্বিক শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শ্রদ্ধার ও শ্রদ্ধা এক নয়। শ্রদ্ধার কর্মাধিকারের হেতু এবং শ্রদ্ধাই ভক্তি অধিকারের হেতু।

শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] বলেন :—

ন কিং [illegible] [illegible]।
[illegible]

[illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেন :—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় :—

[illegible] [illegible] নির্বিণ্ণঃ [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রদ্ধা যাবৎ [illegible]।

অর্থাৎ [illegible] শ্রীভগবৎ-কথায় রুচি [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] থাকেন। শ্রীভগবৎকথা শ্রবণাদিতে যে কাল পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত [illegible] কর্ম্মেই জীবগণ প্রবৃত্ত থাকিবে।

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হইতেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন :—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুম্ভিঃ সুকৃতৈঃ
পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

পূর্ব্বসঞ্চিত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হইতে সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং সৎসঙ্গ হইতে তাত্ত্বিক শ্রদ্ধা এবং পরে ভক্তি অধিকার হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা ও শরণাগতি লক্ষণ।

শরণাপত্তি শ্রদ্ধার বাহ্য লক্ষণ। শরণাপত্তির লক্ষণ দ্বারে শ্রদ্ধোৎপত্তি বুঝা যায়। শরণাপত্তির লক্ষণ যথা :—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

ভক্তির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জনে সঙ্কল্প, শ্রীভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন—এরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে পালন কর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈন্য এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ।

নির্য্যাণ

গত ২৭শে চৈত্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেবক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী মহাশয় নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য সেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী মহোদয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদর্শ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। [illegible] বৈরাগ্যও অনুকরণীয় ছিল। [illegible] [illegible] ফলে তিনি অল্প দিনমধ্যে নিত্যসেবার অধিকারী হইলেন [illegible] আমরা এক্ষণে তাঁহার ন্যায় আদর্শ গুরু-সেবকের প্রতীক্ষা না পাইয়া বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছি।

নানা কথা

বজ্রবৃষ্টি

নদীয়া জেলায় প্রতিদিন ঝড় বৃষ্টি হইতেছে। উহাতে কৃষকগণের বীজধানের জন্য কিছু অসুবিধা ঘটিয়াছে।

আনন্দ ভবন

পাঠক অবগত আছেন যে, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁহার বিরাট আনন্দ ভবন কংগ্রেসের প্রধান কার্য্যালয় করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে দিয়াছেন। গত ৬ই এপ্রিল ঐ বাড়ী অর্পণের কথা থাকে। পরে ৭ই এপ্রিল দিন থাকে। কংগ্রেসের সকল নেতা উপস্থিত হইতে না পারায় ১১ই এপ্রিল দিন স্থির হইয়াছে।

স্বেচ্ছা সেবিকা

টাঙ্গাইল সহরে লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য অনেক স্বেচ্ছা সেবিকা সংগৃহীত হইয়াছে।

ছাত্র সমাজ

বাঙ্গালার ইউথস্ এসোসিয়েশন নিখিল কংগ্রেস কমিটীর নিকট জানিতে চাহেন যে কিরূপে তাঁহারা লবণ আইন ভঙ্গ ব্যাপারে কংগ্রেসকে সাহায্য করিতে পারেন। কংগ্রেস জানান যে যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছা সেবক সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা নিজ কার্য্য প্রণালী নিজে ঠিক করিয়া লউন।

ছাত্র সমাজ ঠিক করিয়াছেন যে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন এবং খদ্দর প্রচার ও ছোট ছোট সভায় বক্তৃতা দান করিয়া তাঁহারা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

জলের নীচে বিবাহ

আমেরিকা [illegible] নামক স্থানে [illegible] একটী [illegible] আছে। তাহার নীচে বর, কনে এবং পুরোহিত ডুবুরির পোষাক পরিয়া উপস্থিত থাকে। পরে সেই স্থানটী জলপূর্ণ করা হয়। সকলে ডুবিয়া গেলে মন্ত্রাদি পঠিত হয়। অতঃপর তীরে উঠিয়া পোষাক খুলিয়া তাহার উপর সুন্দর নানা পোষাক পরান হয়।

লবণ আইন ভঙ্গ

কাঁথিতে আবগারীর কর্ম্মচারীগণ কোথাও কোথাও লবণের মধ্যে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। স্থানীয় লোকে সরকারী কর্ম্মচারী-দিগকে বাসস্থান এবং মোটর বাস ভাড়া দিতেছে না। পূর্ব্বে স্থানীয় লোক কেবল মাত্র দর্শক শ্রেণীভুক্ত ছিল। বর্ত্তমানে তাহারা সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়াছেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই লবণ প্রস্তুত করিতে লাগিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ওমর খৈয়াম

ওমর খৈয়ামের ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি অতি প্রাচীন [illegible] পাওয়া গিয়াছে। উহা [illegible] ৪৬ বৎসর পরে নকল করা। ইংরেজী [illegible] নকল পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহা [illegible] প্রথম [illegible] নহে।

বিমানে অগ্নি

একটী ডাকবাহী জাপানী উড়োজাহাজ জাপান হইতে আমেরিকার দিকে ডাক লইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ আগুন লাগিয়া জাহাজটী পুড়িয়া যায়। ঐ পোড়া উড়োজাহাজের অনেক অংশ সমুদ্র পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের মাঝে অঞ্চলে এই ব্যাপার ঘটে। দুইজন চালকই মারা যায়। তাহাদের মধ্যে একজন পুড়িয়া মারা যায় এবং অপর জন লাফাইয়া পড়ার ফলে মারা যায়।

রেলে বিপত্তি

জাপানের অটাকা কাইগানে একটী রেলওয়ে ট্রেন ডিনামাইটে ধ্বংস হওয়ায় সত্তর জন আরোহী মারা পড়িয়াছে।

লবণ সত্যাগ্রহ

কাঁথি, দিনাজপুর, বরিশাল, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে সত্যাগ্রহ পুরা দমে চলিতেছে। নোয়াখালীতে ৭০ বৎসর বয়স্ক [illegible] যোগদান করিয়াছে।

পুলিশ সাহেবের কার্য্য

মেদিনীপুর [illegible] যে একজন উচ্চ পদস্থ গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী [illegible] সরকার বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় পুলিশ সাহেবের মোটরের সহিত [illegible] লাগে। পুলিশ সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] জন্য বলেন। সেই সময় স্থানীয় এস, ডি, ও'র পুত্র এবং অপর কয়েকজন [illegible] এবং পুলিশ [illegible] স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] করেন।

[illegible] স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] হয়।

২৫০০ লক্ষ ষ্ট্যাম্প

লণ্ডন হইতে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, চীন গভর্ণমেণ্ট ২৫০০ লক্ষ ষ্ট্যাম্প [illegible] ডি, লা, রু'র নিকট এক অর্ডার দিয়াছেন। আর কোন নির্দ্দিষ্ট গভর্ণমেণ্ট এত অধিক ষ্ট্যাম্প [illegible] আর কেহ কোথাও শোনে নাই।

তাজমহলে শিল্পী

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "আল্-হেলাল" নামক এক কাগজে [illegible] "তাজমহলের" শিল্পীদের যে [illegible] ছিল, তাহা হইতে জানা যায় যে [illegible] নির্ম্মাণ করিতে মজুরি খরচ বাবদ [illegible] হইয়াছিল প্রায় এক কোটি চৌরাশী লক্ষ [illegible] টাকা [illegible] এবং [illegible] হইতে [illegible] ৮৬,০২৬, ৭৬০ টাকা। নির্ম্মাণ কার্য্যের প্রস্তরগুলি জয়পুর, [illegible], পাঞ্জাব, আরব, বুন্দেলখণ্ড, চীন, তিব্বত, বাগদাদ, [illegible], পারস্য, [illegible], গোয়ালিয়র, যমুনার ও ফতেপুর সিক্রী হইতে আনা হয়।

তাজনির্ম্মাণে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ক'জনের নাম উল্লেখ যোগ্য— [illegible] নক্সা প্রস্তুত করিয়া [illegible] প্রধান [illegible] ছিলেন "[illegible]"। ইহাদের মাসিক বেতন ছিল [illegible] টাকা হিসাবে। [illegible] হইতে [illegible] খাঁ নামক এক ব্যক্তি [illegible] মাসিক [illegible] টাকা বেতনে আনা হয়। [illegible] হইতে [illegible] নামক এক [illegible] মাসিক [illegible] টাকা বেতনে আনয়ন করা হইয়াছিল। [illegible] খাঁ নামক এক মিস্ত্রীকে নিযুক্ত করা হয়, তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৬৮৫ টাকা। [illegible] এক [illegible] বেতন ছিল ৭৮০, [illegible] মাসিক বেতন ২০০ টাকা ছিল। [illegible] ২০০, [illegible] ২০০, [illegible] ২০০ [illegible] ৮০, [illegible] ১০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়। [illegible] ২০০, [illegible] ৮০০, টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিল। [illegible] কাজই করা হয় নাই।

[illegible] হইতে [illegible] ১৪,২০ [illegible] অধিক [illegible]।

[illegible] ঢাকায়

[illegible] নামক একজন [illegible] অনেক [illegible] করিয়া [illegible] তিনি [illegible] স্থানীয় [illegible] বলেন [illegible] কথা [illegible] অবশ্য [illegible] একজন [illegible] পারেন, তবে [illegible] তাহাদিগকে কখনই [illegible] পারেন না।

বিজ্ঞাপন

নববর্ষের জন্য ১লা বৈশাখ সোমবার কাগজ বন্ধ ছিল।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রথম খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

[illegible] পক্ষে ৮৲।

[illegible] একাদশ খণ্ড ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible]

শ্রী[illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য [illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভক্তমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য

[illegible]

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] —[illegible] কলিকাতা

৪। [illegible] এম, এম, [illegible], কানপুর

৫। [illegible] —কৃষ্ণনগর, নদীয়া

৬। [illegible] অধিকারী, [illegible]

৭। শ্রী[illegible] —মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী[illegible] ২৩ [illegible]

শ্রী[illegible] এম, এস্, [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় [illegible]-কথা জানিবার এখন সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] উড়িয়া [illegible] অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	‌ৗ০
[illegible]	১৲
সাধন পথ, ([illegible]) [illegible]	।০
[illegible]	
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	
[illegible]	।০
গীতাবলী [illegible]	/১০
[illegible]	৵১৫
শরণাগতি [illegible]	/০
[illegible]	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

[illegible]

[illegible]

৮। [illegible]

৯। [illegible]

১০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]

১১। [illegible] গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, [illegible], পাঞ্জাব।

১২। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible] রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible], ঢাকা।

১৪। শ্রী[illegible],—[illegible], বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible]

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড, [illegible]

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণচৈতন্য ক[illegible] [illegible] তাহা পাবে তুমি মর্ম্মে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত

[illegible] গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] বাঁধাই [illegible]। চতুর্থ সংস্করণ। [illegible] সূচীসহ

[illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible]

[illegible]

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা - ১৲ একটাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] ভিক্ষা চারি আনা।

[illegible] ৷৴০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপাদেয় [illegible] উপদেশ বিস্তৃতভাবে [illegible] হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :--

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০, নবদ্বীপশতক — ৴০

অর্থপঞ্চক ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। [illegible] বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

[illegible] সংহিতা

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা - শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible]

শ্রীমদ্‌[illegible] সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

[illegible]

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] মূল্য [illegible] এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

[illegible] মূল্য [illegible] ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য [illegible] ১৲ এক টাকা।

[illegible], কেশরঞ্জী,

[illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের [illegible] তৈল

[illegible]

[illegible] J. B. Dutt & Co. [illegible]

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

• নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] সকলে [illegible] সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, [illegible], সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible], (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা [illegible] [illegible] কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল [illegible] [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

[illegible] এ, জি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible]

[illegible] গজাইবার উপায়

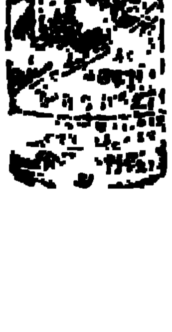

[illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক [illegible] ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার [illegible] [illegible] একবার [illegible] একটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। [illegible]

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ভি, হাভরা।

[illegible], কালকাতা।

ঠিকানা [illegible] করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্‌এ, এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। [illegible] রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible] সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

[illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য- ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ [illegible]! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube well) [illegible]

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই [illegible], ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "[illegible]"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", [illegible] স্বপ্নদোষ নিবারণে [illegible] স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১১নং [illegible] স্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় [illegible] সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত [illegible]

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের একমাত্র বাঙ্গলা-প্রাত্যহিক- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১,
প্রতি কলম ৬,
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২,
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৶০

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৩৮ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৩রা বৈশাখ বুধবার ১৩৩৭ ১৬ই এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, [illegible] ... [illegible] প্রকাশিত। [illegible]
১৬০ [illegible] ৶০
২। [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ... [illegible] ৫,
৩। গৌড়ীয়-[illegible] ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ৷০
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও [illegible] ২,
" " " [illegible] ৷০
৭। [illegible] ২, [illegible] ১৷০
৮। [illegible] ২, [illegible] ৷০
[illegible] ৷০
৯। [illegible] ২,
১০। [illegible] ৷০
১১। [illegible] ২,
১২। শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-[illegible] ২,
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। [illegible] ৶০
১৬। [illegible] ([illegible]) ৷৶০
১৭। [illegible] ।
১৮। [illegible] ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। [illegible] ৶০
২১। [illegible] ([illegible]) ৶০
২২। [illegible] ৷০
২৩। [illegible] ৷০
২৪। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ৶০
২৫। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ও [illegible] ৷০
২৬ [illegible] ৷০
২৭। [illegible] ৷০
২৮। [illegible] ([illegible]) ২,
২৯। [illegible] ১০
৩০। [illegible] ১৷০
৩১। [illegible] ৷০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ ৫,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রণীত (লাহোর)

[illegible]

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible]

উৎকৃষ্ট (ইঃ) অ্যান্টিক কাগজে [illegible] ২, দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান - মায়াধীন পন্থা।

মুক্ত কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
[illegible] মায়াধীন নহে।
[illegible] মায়ার [illegible] অমঙ্গল-প্রদ।
[illegible] শুদ্ধভক্তি হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি-[illegible]

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলীন

[illegible] ও [illegible] । [illegible] বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার [illegible] হয়। [illegible]

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পলায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন ফলকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] ঔষধ [illegible] যদি আপনার জ্বর একেবারে [illegible] [illegible] ? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ? [illegible] আমাদের সারফলীন একটী জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন [illegible] উপকারী ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ও আর [illegible] হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৫০ আনা, ডাক ব্যয় [illegible] আনা।

এজেন্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত [illegible]

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible] তৈল [illegible] কাঁচা [illegible] তৈলে [illegible], [illegible], গোলাপ, [illegible], [illegible], [illegible], বেলা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সবত্নে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা থাকে। বস্তুতঃ এই [illegible] পরম পবিত্র [illegible] তৈল [illegible] সাধারণতঃ দৈহিক [illegible] [illegible] দূর করিয়া থাকে।

[illegible] সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, [illegible]. [illegible] এবং সর্ব্বপ্রকার [illegible] ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] [illegible] [illegible]।

বলা বাহুল্য, [illegible] একপ [illegible] [illegible] তেল যে, [illegible] লাভ হয়। যে কোন স্থানে তৈল কোম্পানীর [illegible] [illegible] উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেন্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] [illegible] [illegible] বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই [illegible] হয়।

এজেন্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা বৈশাখ বুধবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার
অধিবেশন বিবরণী

(৪৪৪ গৌরাব্দ)

(পূর্বপ্রকাশিত ৩১ সংখ্যার পর)

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক (২৭) শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু ঢাকা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য বহুবিধ দ্রব্য সংগ্রহার্থ অক্লান্ত সেবা এবং প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর পারমার্থিক দ্রব্য-বিভাগের সর্ব্ববিধ তত্ত্বাবধান করায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সংরক্ষণেও তাঁহার সেবা-চেষ্টা অতুলনীয়। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ (২৮) বরিশালনিবাসী পরমভাগবত বাবু [illegible] শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়ের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, বাবু [illegible] গুপ্ত মহাশয় বর্ণচোরা আমের ন্যায় গুপ্ত। গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রতি তাঁহার অলৌকিকভাবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। তিনি অলৌকিকী ভগবৎ-সেবনায় প্রকৃত গৌরজন্মভূমি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, বৈষ্ণবে প্রীতি, সত্যে নিষ্ঠা, সৌজন্য, সরলতা, শ্রীহরিতে প্রীতি ও আকর্ষণ প্রভৃতি গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নানাভাবে শ্রীধামপ্রচারের সহায়তা করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় ভাগবতীয়, কথনীয় দেশমাতৃকার সুযোগ্য সন্তান বিশ্ববিদ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য (২৯) ডাঃ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কেটি, সি,আই,ই,এম, এ, পি, এইচ, ডি; ডি, এস, সি মহোদয়কে শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন এবং শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু নিম্নলিখিত গৌরবিহিতকার্য্যে অনুষ্ঠাতৃগণের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সেবা-কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীধাম প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের মহাপ্রভুর বাগানের সেবা-সৌষ্ঠব-বিধান ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ভক্ত-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ (৩০) শ্রীযুক্ত কুঞ্জ দাস অধিকারী মহাশয়কে, শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীকালে মহাপ্রভুর ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য (৩১) অক্ষয়কুমার দাস মহাশয়কে; প্রদর্শনীর বিবিধ সেবা-কার্য্যে বিশেষ নিপুণতা প্রদর্শনে (৩২) শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারীকে; বিজ্ঞাপন-সংরক্ষণাদি সেবার জন্য (৩৩) শ্রীযুক্ত গৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়কে; বাঘের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও নারীশিল্প কার্য্যাদি প্রদর্শনের জন্য (৩৪-৩৫) ঢাকার শ্রীযুক্তা সুষমাবালা দেবী ও শ্রীযুক্তা অপর্ণাবালা দেবীকে; প্রদর্শনীতে বহুবিধ সূচী-শিল্পকার্য্য প্রদর্শন ও ভগবৎসেবোপকরণ নির্ম্মাণের জন্য (৩৬) শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবীকে; উৎকল প্রচারে নানাভাবে সাহায্যার্থ (৩৭) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয়কে; শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনার্থ দেশমান্য বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার পি, সি, রায় মহোদয়কে শ্রীধামে আনয়নের সাহায্যসাধনে অকৃপণতা প্রদর্শন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করায় (৩৮) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, মহাশয়কে; বিহার প্রদেশে ভগবৎকথা প্রচারে আনুকূল্য করিবার জন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর (৩৯) শ্রীযুক্ত কামেশ্বর প্রসাদ সিংহ বাহাদুর কে, সি, এস্, আই মহোদয়কে; যুক্তপ্রদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সংবাদ এবং শ্রীচৈতন্য-[illegible] পাঠকগণের আবেদনাদি মুদ্রণের জন্য লক্ষ্ণৌর সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র (৪০) 'ডেইলি টেলিগ্রাফের' স্বত্বাধিকারীকে, প্রদর্শনীর প্রাচীনপত্র অঙ্কন ও মুদ্রণ এবং প্রদর্শনীর অন্যান্য কার্য্য বিশেষভাবে নানা সহায়তা করার দরুণ (৪১) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য মহাশয়কে; 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'শ্রীচৈতন্য সিদ্ধান্তবাণী', 'সারস্বতবাণী' এবং প্রদর্শনী, শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য বিনা মূল্যে পুস্তিকা মুদ্রণ এবং নানাবিধভাবে ভগবৎকথা প্রচারে আনুকূল্য করায় ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী (৪২) শ্রীযুক্ত বিনোদ মোহন দে মহাশয়কে, বালিগঞ্জে মহাপ্রভুর কথা প্রচারের সাহায্যার্থ এবং প্রদর্শনীতে শ্রীগৌরধামের মঠের আদর্শ প্রদর্শনের জন্য (৪৩) শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরীকে, মহাপ্রভুর [illegible] প্রচার এবং অন্যান্য সেবানুকূল্য প্রদর্শনের জন্য ভাগলপুরের উকিল পরমভাগবত বাবু (৪৪) শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার নিয়োগী এম, এ, বি, এল মহাশয়কে; ভাগলপুরে প্রচারানুকূল্য করায় ভাগলপুরের গভর্ণমেন্ট প্লিডার (৪৫) শ্রীযুক্ত রণজিৎ সেন মহাশয়কে, শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী ও শ্রীধাম-প্রচারে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করায় (৪৬) [illegible] পারলৌকিক-প্রতিষ্ঠানের রায় বাহাদুর অশেষনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে; চক্রদিয়া বাসুদেবপুরের [illegible] মঠের সেবানুকূল্য করায় (৪৭) শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট সংস্কারার্থ আনুকূল্য করায় কলিকাতা নিবাসী (৪৮) শ্রীযুক্তা চরিত্রী দাসীকে, গৌরপাদপীঠ নির্ম্মাণের নব ভবন এবং অন্যান্য মঠ-সেবাকার্য্যে আনুকূল্য করিবার জন্য (৪৯) শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল ঘোষ (এম, বি, বেঃ) মহাশয়কে, শ্রীধাম ও ভগবৎকথা প্রচারে বিশেষ সৌজন্য ও সাহায্য প্রদর্শন জন্য বঙ্গ ও আসামের এ, পি, এম, জি (৫০) শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে; ভগবৎকথা প্রচারে বিভিন্নভাবে আনুকূল্য প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় ডাকবিভাগের (৫১) এসিষ্ট্যান্ট ডি, জি, মিঃ বি, কে, সেন মহোদয়কে; শ্রীমায়াপুর পোষ্টাফিসের উন্নতিবিধানে সাহায্যার্থ (৫২) নদীয়ার পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ এচ মিত্র কে; শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী ও অন্যান্য নদীয়া-পরিক্রমার সুবিধা বিধানের জন্য (৫৩) নদীয়ার এস, পি, মিঃ [illegible] সাহেব মহোদয়কে, (৫৪) নদীয়ার ডি, এম, মিঃ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে, (৫৫) নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ টি, সি, রায় মহোদয়কে, (৫৬) নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন জজ মিঃ এস, কে, ঘোষ এম, এ (ক্যান্টাব), বি এ (ক্যান্টাব), আই, সি, এস, বার এট-ল মহোদয়কে, (৫৭ এস, ডি, ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ মালি মহাশয়কে (৫৮) শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রকারে নানাবিধভাবে সৌজন্য-প্রদর্শন ও মায়াপুরের [illegible] রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে, ৫৯ নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়কে; মঠপ্রদেশের কৃষ্ণ-[illegible] গৌরপাদপীঠ নির্ম্মাণের [illegible] (৬০) [illegible] মহোদয়কে; [illegible] নিবাসী [illegible] সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়কে, শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর প্রাচীন [illegible] পত্রের পুঁথি প্রদান এবং শ্রীমায়াপুর [illegible] মঠের [illegible] নির্ম্মাণের আনুকূল্য বিধানার্থ পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের মহান্ত মহারাজ (৬২) মদনীয় [illegible] পরমভাগবত [illegible] দাস মহোদয়কে, আসাম-প্রদেশের জন্য প্রাচীনগ্রন্থের সাহায্যার্থ (৬৩) পুরীর [illegible] মহারাজ মহাশয়কে, কুরুক্ষেত্রে মঠের নির্ম্মাণে আনুকূল্য করার জন্য (৬৪) [illegible] বি, এ, এম, এল, [illegible] মহোদয়কে; [illegible] কুরুক্ষেত্রে [illegible] আনুকূল্য করার জন্য এলাহাবাদের (৬৫) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, (৬৬) শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কানপুরের [illegible] কোম্পানীর ম্যানেজার (৬৭) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুকূল্য করিবার জন্য মেদিনীপুর [illegible] (৬৮) শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়কে, শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর [illegible] প্রাচীনশিল্প ও [illegible] দ্বারা প্রদর্শনীর সেবা করায় (৬৯) পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] রায় বিদ্যাসাগর কাব্য-তীর্থ [illegible] মহাশয়কে; শ্রীগৌরধামের স্থাপন ও বিভিন্ন প্রকারে শ্রীগৌড়ীয় সেবার আনুকূল্য করিবার জন্য [illegible] (৭০) শ্রীপাদ [illegible] ভক্তি-[illegible]; [illegible] ভূমি দানের জন্য [illegible] উকীল (৭১) শ্রীযুক্ত [illegible] বি, এল মহাশয়কে; শ্রীধাম [illegible] [illegible] (৭২) শ্রীযুক্ত [illegible] সাহায্যার্থ [illegible] (৭৪) শ্রীযুক্ত জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত মহাশয়কে; শ্রীধামে [illegible] নির্ম্মাণের [illegible] (৭৫) শ্রীযুক্ত [illegible] দাস মহাশয়কে; উৎকলে মহাপ্রভুর কথা প্রচারের [illegible] জন্য (৭৬) [illegible] রায় বাহাদুরকে; উত্তরপশ্চিম প্রদেশে [illegible] জন্য (৭৭) [illegible] মিঃ [illegible], বানার্জ্জি মহোদয়কে, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। (ক্রমশঃ)

তাম্রলিপ্তে শ্রীগৌড়ীয়
মঠের প্রচারকবর্গ

([illegible])

[illegible]

[illegible] শ্রীরূপ [illegible] এবং [illegible] কাটাইয়াছিলেন এবং [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible] দিকে সজ্জনবর্গের বাসের একটি অনুপ-যোগী স্থানে পরিণত হইয়াছে। [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] এই স্থানে অধিবাসিগণের এই প্রকার [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

[illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] পরিচালিত [illegible] করেন। [illegible]

[illegible]

বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে চাতুর্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে সমাগত ভক্তবৃন্দ [illegible], শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছয় দিনব্যাপী উপস্থিত [illegible] এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের [illegible] কত প্রকার লীলাসমূহের [illegible] নানা স্থানে [illegible] সমক্ষে কীর্তনমুখে [illegible] গোস্বামী মহারাজকে [illegible] প্রদান করেন এবং এই প্রাঙ্গণে আগমন পূর্বক এই [illegible] পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়ে অতঃপর করেন। অনন্তর [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়দের বিশেষ চেষ্টার ফলে ইহাঁরা [illegible] অধিবাসিবর্গকে [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

ঐ স্থান হইতে পুনরায় [illegible] প্রত্যাগমন করিয়া [illegible] একটি সভার অধিবেশন করান হয়। তাহাতে [illegible], শিক্ষক, [illegible] প্রায় [illegible] লোকের সম্মুখে [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] সম্পন্ন হয়। [illegible] প্রায় [illegible] পরে ঐ [illegible] গৌড়ীয় মঠের [illegible] লক্ষ্য করিয়া এই [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন।

[illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের [illegible] হইতে [illegible] প্রায় [illegible] গ্রামের [illegible] একটি সভার অধিবেশন করা হয়, তথায় [illegible] সভায় [illegible] প্রায় ১০০০ [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible] আবশ্যকতা, [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যদেবের [illegible] অনুষ্ঠানমুখে [illegible] প্রচেষ্টা [illegible] শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ [illegible] গোস্বামী [illegible] আলোক [illegible] বিশেষভাবে [illegible] করেন। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের [illegible]

[illegible] গোস্বামী [illegible] প্রভুকে [illegible] করিয়া [illegible] বাসস্থান [illegible] এবং [illegible] শ্রীমায়াপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রত্যেক [illegible] নিকট [illegible] বৈশিষ্ট্য কীর্তন করিয়াছেন। আমরা [illegible] প্রার্থনা করিতেছি। [illegible] একটি [illegible] পূর্ব্বেই [illegible] প্রবল [illegible] ভীষণ [illegible] করিয়াছিল, [illegible] মনে করিয়াছিল, যে শ্রীগৌরাঙ্গের [illegible] তাঁহাদের উপর [illegible] কীর্তনে [illegible] উৎপাদন করিবেন। কিন্তু [illegible] পৃথিবী [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের [illegible] অক্ষুণ্ণ ও মার্জিত হইল।

(৯ ৪। ১০, [illegible] শ্রীপাদ [illegible] প্রভু [illegible] সংবাদ [illegible] করিলেন।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, [illegible] ১৩ এবং ১০৪ [illegible] হইয়াছে। [illegible] আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ [illegible] বিরাজিত।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible], কুম্ভের [illegible] মধ্যে [illegible] পরিচালিত।

[illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] কীর্তন প্রচার করিতেছেন। [illegible] প্রসিদ্ধ [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। [illegible] শ্রবণ করিয়া [illegible] মহারাজ [illegible] লীলা।

নানা কথা

কলেজ

আগামী মাস ছাত্রদিগের ধর্মঘটের পর ১৫ আগষ্ট পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজ খুলিয়াছে।

বিগত ২৬শে জুলাই তারিখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ব্যাপার লইয়া ছাত্র-শিক্ষক-সভায় আরম্ভ হয়। ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহাশয় কর্ত্তৃক ছাত্রদিগকে যে দণ্ড প্রদান করা হয় তাহা ছাত্রগণ আত্ম সম্মানের পক্ষে হানিকর মনে করিয়া ধর্মঘট করেন।

পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ বদলি হইয়া নূতন প্রিন্সিপাল আসিয়াছেন। তিনি সমস্ত ব্যাপারের এরূপ মীমাংসা করিয়া শান্তি আনয়ন করায় ছাত্রগণ কলেজে যোগদান করিয়াছেন।

বারদোল

কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ বারদোলের মেলা এখনও চলিতেছে। শত শত লোক এ মেলায় বসিয়াছে, বাহিরে বিভিন্ন স্থানের লোক আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। এখানে তাহাদিগকে যথাস্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কৌতুক দেখা হইয়াছে। দিবারাত্র গাড়ী যাতায়াত চলিয়াছে। চারিদিক হইতে দলে দলে স্ত্রীলোক মেলা দেখিবার জন্য যাতায়াত করিতেছে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে অনেকে ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছে।

নদীয়া

প্রকাশ যে নদীয়ার কৃষ্ণ বাগচী নামক একজন কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

আরও প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস এবং ছোটখাটো বাইশজন ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর দায়রা

নদীয়ার জেলা ও সেসন জজ মিঃ এস, এন মোদক মহোদয় জুরীগণের সহিত একমত হইয়া চাকদিয়া নিবাসী যোগেশ্বর উপর ভাদের নামক এক ব্যক্তিকে জীবন আঘাত করার অপরাধে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড দান করিয়াছেন।

সরকার পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি এল মহাশয় উকিল ছিলেন। আসামীর পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল এবং শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু সাহা বি এল মহাশয় উকিল ছিলেন।

ঘটনা এই যে বিগত ১৭ই জুলাই তারিখে যোগেশ মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখে যে তাহার স্ত্রী ঘরে আবদ্ধ আছে কোন কারণ নাই। তাহার স্ত্রী তাহাকে বলে যে ভাদেরের ছাগল তাহাদের ধান নষ্ট করায় সে ছাগলকে এক লাঠি মারে। তাহাতে ভাদেরের স্ত্রী প্রভৃতি আসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে সে আবদ্ধ আছে, কিছু বাধা দিতে পারে নাই। যোগেশ তখন লইয়া পুনরায় মাঠে যাইবার সময় ভাদেরের পুত্র তাহাকে দেখিয়া তাহার পিতাকে ডাকিয়া দেয়। ভাদের লাঠি লইয়া যোগেশকে মারিতে থাকে। যোগেশ নিজেকে বাঁচাইবার জন্য ভাদেরকে দাঁয়ের আঘাত করে। আহত ভাদের হাসপাতালে নীত হয়। যোগেশ পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। ভাদের চিকিৎসার জন্য সাকুল্য হাসপাতালে প্রেরিত হয় পরে সে ১৪ই আগষ্ট তারিখে মারা যায়। জুরীগণ যোগেশের অনিচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধ সাব্যস্ত করেন। আসামী পক্ষের উকিল অশ্বিনী বাবু জজ সাহেবকে অবস্থা বুঝিয়া লঘু শাস্তি দিতে বলায় জজ সাহেব তাহাকে সমর্থন করেন। উপস্থিত সকলেই জজ সাহেবের বিচারে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বোর্ড-বর্জ্জন

গোবরডাঙ্গা ইউনিয়নবোর্ড বর্জ্জনচেষ্টা চলিতেছে। একজন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন।

তমলুকের ব্যাপার

তমলুকে বিরাট কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। এক সভায় স্ত্রীলোকগণ অলঙ্কার দিয়াছেন, এমন কি বালকগণ খেলনার সামগ্রী দিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত দিয়া দেশের সেবা করা। ঐ সমস্ত অলঙ্কার এবং খেলনা বিক্রয় হইয়া সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

এখানে স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা এবং অশীতিপর বৃদ্ধ ও লবণযুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন।

এক তোলা লবণ পাঁচশত টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।

সভা

শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, খুলনা, রাজসাহী, ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ সম্বন্ধীয় সভা হইতেছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ কলিকাতায় আসিয়াছেন।

লবণের মূল্য

মিঃ সাহা যে লবণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ছয় তোলা পাঁচ শত পাঁচিশ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। তমলুকে এক তোলা লবণ পাঁচশত টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

পুলিশ লবণ প্রস্তুত কারী স্বেচ্ছা সেবকদিগের নিকট লবণ কাড়িয়া লইতেছে, স্বেচ্ছাসেবকেরা স্বেচ্ছায় লবণ দিতেছেন না। সুতরাং ধস্তাধস্তি চলিতেছে। যাহা হউক, পুলিশের লবণ কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইতেছে। এই ব্যাপারে আট নামক স্থানের ছাউনিতে হইতেছে। এক স্থান খুলনা জেলায়।

খুলনা জেলার কাঁথি ও তীয়র নামক স্থানের লোক আইন অমান্য করিয়া লবণ প্রস্তুত হইতেছে।

মেদিনীপুরের মধ্যে মহিষাদল কোঠাগিরি এবং সেই অঞ্চল লবণ আইন অমান্য সম্পর্কে খুব হইয়াছে।

পাবনায় সভাবন্ধ

পাবনায় সরকারি কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিয়াছেন যে সেখানে সভাসমিতির অধিবেশন হইলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা। এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আদেশ দিয়াছেন যে পুলিশ হইতে অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কেহ কোন প্রকার সভাসমিতি অথবা শোভা যাত্রা করিতে পারিবেন না।

সাপের পা

২৪ পরগণা বনগ্রাম হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে রংপুর জেলার অন্তর্গত গুরুদেব হাটে সংপ্রতি একটী প্রকাণ্ড ঢোঁড়া সাপ গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। ঐ সাপটার স্পষ্ট ভাবে এক ইঞ্চি লম্বা দুইটী পা দেখা গিয়াছে এবং প্রত্যেক পায়ে ৫টী করিয়া আঙ্গুল আছে। এই অদ্ভুত সাপটাকে রংপুরের সদরে আনিয়া দেখান হইয়াছে। সম্ভব ইহা কলিকাতার 'জুওলজিক্যাল মিউজিয়াম' বা 'যাদুঘরে' প্রেরণ আনীত হইবে।

রাজসাহীতে সূর্য্যের মূর্ত্তি

রাজসাহী হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার বরেন্দ্র ভূমে একটী সূর্য্যের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ মূর্ত্তিটীর একাধিক মস্তক এবং মূর্ত্তি শিল্প সংক্রান্ত অনেক বিশেষত্ব ইহাতে আছে। শুনা যায় ঐ স্থানে আরো বহু মূর্ত্তি আছে এবং সম্ভবতঃ ঐ স্থানটী প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আকর্ষণীয় হইতে পারে।

রেঙ্গুনে চিফ্ জষ্টিশ শ্রীযুক্ত ঘোষ

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত ঘোষ সাহেব গত ১৫ই আগষ্ট রেঙ্গুন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। রেঙ্গুণ বারের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু... এই নূতন প্রধান বিচারপতিকে অভিনন্দিত করেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত ঘোষ সাহেব যথাযোগ্য বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি পরলোকগত স্যার গাই রটলেজ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সারদা আইনে সরকারের অভিপ্রায়

যুক্তপ্রদেশের মুখপাত্র "হিন্দু" পত্রিকা অবগত হইয়াছেন যে, যুক্তপ্রদেশ সরকার ঐ প্রদেশের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে সারদা আইন সংক্রান্ত মামলা সম্বন্ধে খুব কোমলতা অবলম্বন করিবেন এবং সম্প্রতি কাহাকেও দণ্ডদান করিবেন না।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় দশমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

সমগ্র গ্রন্থের [illegible], অগ্রিম [illegible] ৮৲।

[illegible] একাদশ খণ্ড ছাপা হইতেছে

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য বাণীর প্রাচীন আকর

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible], [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible]—১৭২নং [illegible] লেন, কলিকাতা
৪ [illegible]—এম, এম, [illegible], কানপুর
৫ [illegible]—[illegible], নদীয়া [illegible], নবদ্বীপ
৭ [illegible]—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। [illegible] পরগণা [illegible] এম, এল, [illegible]।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত পরম উপাদেয় হরি-কথা শুনিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, কাগজে	।০
কাপড়ে বাঁধাই হইলে	[illegible]
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) কাগজে	।০
কাপড়ে বাঁধাই হইলে	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু কাগজে	৶০
কাপড়ে বাঁধাই হইলে	।০
গীতাবলী কাগজে	৴১০
কাপড়ে বাঁধাই হইলে	৶১৫
শরণাগতি কাগজে	৴০
কাপড়ে বাঁধাই হইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], [illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible]।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রী[illegible] [illegible] রোড, নিউদিল্লি

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভাগবত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। [illegible]

বাঁধাই ২ৎ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ [illegible], পুরাণ, [illegible] সকল গ্রন্থ [illegible] অভাব নিবারণ [illegible] না থাকায় [illegible] সমস্ত গ্রন্থের [illegible] পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১ৎ একটাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] লীলাভূমি [illegible] প্রাচীন [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] পরিচয়, [illegible] মাহাত্ম্য [illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে ছাপা [illegible] ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রী[illegible] ৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী [illegible] শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী [illegible] উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুকূল ও প্রাতিকূল [illegible] দ্বারা [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে নূতন গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের [illegible] গ্রন্থাবলী :—

শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] পকেট সাইজ, পঞ্চম সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা।

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্চনপদ্ধতি ৵০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ, পঞ্চম সংস্করণ, ভিক্ষা ৷০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] দুই টাকা, [illegible]

[illegible] টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট [illegible] টাকা [illegible]

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি [illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ৎ এক টাকা

২য় খণ্ড ১ৎ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible]

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] এক টাকা।

[illegible]

[illegible]

ফেরাম কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম।

[illegible]

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন ... শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

শ্রীধাম মায়াপুর ...

বেদনাঞ্জন

বেদনাঞ্জন ...

নারী স্বাস্থ্য ... উপায়

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ... টাকা

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

অবলাবান্ধব যোগ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ ... বিশুদ্ধ জল !!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

... জিলা ... পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

... "কামশাস্ত্র"। ... "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা" ... স্বীকার করিতেছেন। প্রাপ্তিস্থান : আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ... কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ... সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

... শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৻৫

৫ম খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [৩৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৭ ১৭ই এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ ... গ্রাহকের পক্ষে [illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
... শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
গৌড়ীয়-সা [illegible] ০
[illegible] ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ২৲ আবাঁধা ৸০
১। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্য) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
২। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
গীতার কেবল মূল-পাঠ ।০
৯। [illegible] ২৲
[illegible] ([illegible]) ০
[illegible] ২৲
শ্রীহরিনামচিন্তামণি (৩য় সংস্করণ) ৸০
১৩। [illegible] ২৲
১৪ [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
[illegible] ৶০
১৬। [illegible] (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। [illegible]
২১। নবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপ-[illegible]
২৩। [illegible] ভক্ত্যালোক [illegible]
২৪ [illegible] ৷৶০
২৫। [illegible] ৸০
২৬ [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (প্রথম [illegible])
২৯। [illegible]
৩০ শ্রী[illegible] শিক্ষা
৩১। [illegible]
৩২। [illegible] ৸০।
৩৩। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ — পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৯৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইং) বরোকো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তগণ মায়াধীন নহে।
গুণোত্তর মায়ার সমস্ত অমঙ্গল-প্রসূ।
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি-[illegible]

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেজ পরিচালক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, ১০দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে [illegible], সে প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? [illegible] [illegible] এবং [illegible] রাখুন, আর মিছামিছি [illegible] বোতল ২ বিষের জল খেয়ে [illegible] পড়ে পরে [illegible] করেন কেন? [illegible] ॥০ আনার [illegible] একটি [illegible] পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸৵০ আনা, ডবল ৷৷০ আনা।

এজেন্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডবল ৲
ভিঃ পিঃ ও [illegible] খরচ স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর না

গবর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible] বৈদ্যশাস্ত্র [illegible] খাঁটী কাঁচা [illegible] তৈলে মৃগনাভি, কর্পূর, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, [illegible], বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] দ্রব্য সম্মিলনে প্রস্তুত [illegible] সমভাবে [illegible] উপলব্ধি হইয়া থাকে। [illegible] পবিত্র [illegible] নিত্য ব্যবহারে [illegible] দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

[illegible] সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের [illegible] বাতি, [illegible], প্রমেহ, কণ্ঠরোগ, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, [illegible], নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, [illegible] তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল [illegible] উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেন্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, [illegible] দোকানদার ভাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] বিক্রয় [illegible] ঠকাইতে পারিলেই [illegible] হয়।

এজেন্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা বৈশাখ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

ভক্তিশাস্ত্র পরীক্ষার উপযোগিতা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বরিশালে তীর্থ মহারাজ

[illegible]

[illegible]

[illegible] বাংলা করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিবস [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible]

[illegible]

[illegible] করেন।

[illegible]

[illegible] করেন।

নদীয়া শ্রীধাম মায়াপুরের প্রচারক সম্প্রদায়

'কাশীপুর নিবাসী' ২৮শে চৈত্র, ১৩৩৬ [illegible])

১৩৩৬ সালের ১৮ই চৈত্র [illegible] বিদণ্ডিস্বামী [illegible] বাংলা-মধ্যবর্তিনী সভায় [illegible] বক্তৃতা দিয়াছিলেন। [illegible]

[illegible]

এই কয়েক বৎসর যাবৎ গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসীগণের কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে অনুরাগ করিয়াছি ও আবার গর্ববোধন [illegible] যে কি আনন্দ অনুভব করি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। যে [illegible] অবস্থান করেন [illegible] কীর্তন, [illegible] উচ্চ তাহার [illegible] কি মধুর! কি মধুর! [illegible] বলিয়া মনে হয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible] না।

পরিক্রমার সময় প্রতিদিন তাহার [illegible] লোক জানিয়া পাইতেছে! কি আশ্চর্য—এমন মধুর আর মধুর [illegible] আর কখনও শুনি নাই। [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব [illegible] বাস্তবিক [illegible] ৫০০০০ [illegible] প্রদর্শনী [illegible] প্রদর্শনী [illegible] সম্পন্ন হয় নাই।

শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ [illegible] আনিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয় যেন [illegible] শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া [illegible] মূর্তি স্থাপিত আছেন, তাহা দেখিলে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।

আমাদের এই জেলার [illegible] মহারাজ [illegible] মন্দির [illegible] তাহাতে এ যাবৎ প্রায় [illegible] টাকা দিয়াছেন এবং আগামী [illegible] মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় [illegible] টাকা দান করিবেন। আমি [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীরাধাকৃষ্ণের [illegible] এক বিবাহ [illegible] দেখিয়াছি। আমি এক [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের একটী [illegible] প্রস্তাব করায়, তিনি বলিলেন [illegible] আমাদের দেশের লোকের এই দিকে [illegible] না। [illegible] বাস্তবিক [illegible]

[illegible] দেখিয়াছি [illegible] কি [illegible] টাকা [illegible] আশা করা [illegible] যায় [illegible]

এই মঠে যে সকল সাধু সন্ন্যাসী আছেন, [illegible]

[illegible]। তাঁহারা সকলেই আমার আগে [illegible] কি এক ভাবে মগ্ন আছেন। [illegible] তাঁহাদের মুখে অন্য আলাপ শুনা যায় না। তাঁহাদের সঙ্গে [illegible] হইতে হয়।

অদ্য যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ [illegible] উপস্থিত হইয়াছেন, যাঁহার পবিত্র আগমনে [illegible] পাইয়াছেন, [illegible] উচ্চ [illegible] ছিলেন, [illegible] করিয়া এক [illegible] নাম প্রচার করিতেছেন।

[illegible] ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতি মধুর। [illegible] করিয়াছেন।

অদ্য সকালে আমার বাসায় [illegible] সন্ন্যাসী [illegible] কীর্তন [illegible] শুনাইলেন। [illegible] কীর্তনে [illegible] কীর্তনের [illegible] ২৫০০০ [illegible]

শ্রীপাদ [illegible] কীর্তন করিলেন এবং [illegible] কীর্তনাদি করিলেন। [illegible] টাকা [illegible] কীর্তনাদি শুনিলেন [illegible] [illegible] আমরা [illegible] দেখিয়া [illegible] হইয়াছে।

[illegible] বৎসর [illegible] হয়। কিন্তু এই টাকা [illegible] আসিয়াছে, [illegible] আসিতেছে [illegible] টাকা দিয়াছেন, [illegible] আসিতেছে। [illegible]

করিয়া আমার এই চাউল ডাউল সেবা কার্য্যে ব্যয় করিলে কৃতার্থ হইব। বিদ্যুতের সেবার কার্য্য বিদ্যুৎই চালাইয়া থাকেন। মনুষ্য-শক্তিতে সম্ভাবপর নহে।

• গতবৎসর এই পরিমাণ সত্ত্ব হইতেও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রায় ৩০০।৪০০১ শত টাকা পাঠাইয়া বহু সাহায্য দিয়াছিলেন এবং কয়েকজন মহাত্মা চাউল ও ডাউল দিয়া সেবা-কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। এবৎসর মহাত্মাগণ প্রদর্শনীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এখানে আসিতে পারেন নাই। আশা করি, আপনারা এই মহান্ সেবা-কার্য্যের সাহায্য করিয়া এই মেলার সম্মান রক্ষা করিবেন।

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু [illegible] মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, লোকে সুদের আশায় টাকা জমি করে, আর আমার সম্পত্তি অর্থাৎ সেবার এই ভাবে জমি করিব। আমি আমার অবিবাহ [illegible] জন্য বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইব না। শুনিয়া বড় শিক্ষা পাইয়াছি। আর আশা করি, সকলের এইরূপ পারত্রিক থাতায় কিছু কিছু জমি করিয়া যাইতে ভুলিবেন না।

আমাদের প্রদেশে কেশব মোহন বাবুর [illegible] দিন আসিয়াছে। তাঁহাকে সে, সি, দত্ত মহাশয়কে অবলম্বন করিয়া তিনি বাংলাদেশে যে একটী গৌরীয় মঠের স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমরা বিদিত আছি। কেশব বাবু যে বিষয় মনোযোগ দিবেন, তাহার সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার কার্য্যক্ষমতা ও কার্য্য-দক্ষতা প্রস্ফুটিত হইতেছে। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

গ্রন্থ-সমালোচনা

কলিকাতা [illegible] নবপ্রতিষ্ঠিত [illegible] ডাক্তার শ্রীযুক্ত দে, এম্ ঘোষ এম-এ, এম্‌বি, এম্-বি, এম্, এম্‌বি, এস্ (মে [illegible] নহ) মহাশয়-প্রণীত হোমিও-প্যাথিক মতে সচিত্র [illegible] চিকিৎসা ও [illegible] বাইওকেমিক মতে সচিত্র চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থখানি [illegible]। ডাক্তার ঘোষ [illegible] সুপ্রসিদ্ধ [illegible] হোমিও [illegible] হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা [illegible] মহাশয় এবং [illegible] চিকিৎসা বিষয়ক [illegible] তাঁর [illegible] অভিজ্ঞ চিকিৎসক। গ্রন্থখানি কাগজে বাঁধা মূল্য—এক টাকা ও কাপড়ে বাঁধা মূল্য—এক টাকা চারি আনা। [illegible] গৌরীশঙ্কর [illegible] শ্রী [illegible] এই গ্রন্থের প্রকাশক।

অতি প্রাঞ্জল ভাষায় [illegible] চিকিৎসার অত্যন্ত [illegible] বিশেষ [illegible] এই পুস্তকখানি [illegible] করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে সাধারণ-শিক্ষিত [illegible] চিকিৎসা-প্রণালীতে [illegible] চিকিৎসকদের ও [illegible] যথেষ্ট [illegible] পুস্তক হতে [illegible] লাভ করিবেন।

[illegible] উপকারিতা [illegible] অতীব [illegible] কিন্তু হোমিওপ্যাথি [illegible]
[illegible]

চিকিৎসক সম্প্রদায় এবং সাধারণ শিক্ষিত গৃহস্থগণ সকলেই আকাঙ্ক্ষা বিবেচনা [illegible] উপকারের এই গ্রন্থ এক একখানি গৃহপঞ্জীর ন্যায় সংরক্ষণ করিবেন।

নানা কথা।

কৃষ্ণনগর হাসপাতাল

গত শনিবারে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কৃষ্ণনগর সরকারী হাসপাতালে ছই শত রোগী চিকিৎসিত হয়, তাহার মধ্যে ৩৯ জন ম্যালেরিয়া রোগী, ৭ জন কালাজ্বর রোগী। ২০ জনের উপর অস্ত্রোপচার করা হয় এবং ১৩১ জন [illegible] রোগী।

নদীয়ায় ম্যালেরিয়া

[illegible] অবগত আছেন যে, ৮ মাস বৎসরে কৃষ্ণনগরে পাঁচ হাজারেরও লোক কমিয়াছে। ১৯২১ সালের আদম সুমারিতে লোকসংখ্যা ২২৩০৯ হয়, ১৮৮১ সালে লোকসংখ্যা ২৭৪৭২ ছিল।

ম্যালেরিয়ায় অনেক লোক মরিয়াছে এবং ম্যালেরিয়ার ভয়ে অনেকে দেশত্যাগী হইয়াছেন। গত শান্তি বৎসরে ১২৫ অপেক্ষা বেশী লোক কমিয়াছে।

সম্প্রতি কালাজ্বর ম্যালেরিয়া নীলকণ্ঠ মহকুমার প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সংস্কার-চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষ [illegible] হইয়া সে চেষ্টা [illegible] করিয়াছেন।

এক সময়ে [illegible] আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত [illegible] এবং সেপ্টেম্বর হইতে [illegible] অক্টোবর করে। অপর এক সময়ে [illegible] হইতে বৃদ্ধি পায় এবং আশ্বিন মাসে কমে।

আষাঢ় মাস হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আরম্ভ হয়; নবেম্বরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়, ফেব্রুয়ারি হইতে কমে।

কৃষ্ণনগরে চাঞ্চল্য

১৩৩১ সালের ৩০ [illegible] বৈশাখ রবিবারের সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণনগরে [illegible] সংবাদ আসিল যে, [illegible] বাহিরের [illegible] কোথায় [illegible] হইয়াছেন। কে কোথায় কখন কি কারণে [illegible] করিয়া [illegible] কৃষ্ণনগরের [illegible] করিলেন। [illegible] অবশ্য কিন্তু এ সময়ে [illegible] ছিল না।

[illegible] দোকানদার [illegible] দোকান বন্ধ করিয়া ২রা বৈশাখ [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]। [illegible] এক বিরাট সভার আয়োজন হয়, [illegible] এবং [illegible]।

পূর্ণ হরতাল

২রা বৈশাখ তারিখে সকাল বেলায় সমস্ত দোকান বন্ধ ছিল। কাহারও উপর বল প্রকাশ করিয়া দোকান বন্ধ করা হইয়াছে, এরূপ কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতায় ভীষণ ব্যাপার
বিরাট হরতাল

সমস্ত কলিকাতা ব্যাপিয়া এরূপ বিরাট হরতাল আর কখনও হইয়াছে, কিনা জানা যায় না। স্কুল কলেজ সমস্তই বন্ধ। ৮ এপ্রিল দলে দলে 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছেন। পুলিশ অনেক আসিয়া থামাইতে পারেন নাই, ফলে অনেক দলে মারামারি হইয়াছে। অনেক নিরীহ লোকও পুলিশের লাঠির ঘা খাইয়া হাসপাতালে [illegible]। প্রতি রাস্তায় মোড়ে মোড়ে ১০।২০ জন পুলিশ ও ফৌজ পাহারা দিতেছে। [illegible] বলিয়া শুনা যায়। [illegible] বাহির হইতে পারিবে না। [illegible] কি সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হবে।

শ্রীযুক্ত মোবার্লির পদত্যাগ

শ্রীযুক্ত এ, এন্, মোবার্লি, আই. ই. আই, সি, এস্ মহাশয় বাংলা সরকারের একজিকিউটিভ্ কাউন্সিল (অর্থাৎ শাসন পরিষদের) প্রধান সদস্য ছিলেন। আমরা অবগত হইলাম যে তিনি ব্যক্তিগত কোন গোপনীয় কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন এবং স্বদেশে বিলাত যাত্রা করিবেন।

বাংলার গভর্ণর স্যর হিউ ষ্টিফেন্সন মহোদয়ের অবকাশ উপলক্ষে অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত মোবার্লি তাঁহার আসন গ্রহণ করিবেন আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন কারণে তাঁহার মনে তাহা [illegible] তাঁহার [illegible] হইবেন।

শ্রীযুক্ত মোবার্লি ১৮৯৫ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় পাশ করিয়া পর বৎসর বাংলা দেশে কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে বাংলার অনেক জেলায় ঘুরিয়াছেন। [illegible] ছিলেন, তাঁহার শাসন-কার্য্যের দক্ষতা, বিচারের স্বাধীনতা এবং উদার ও অমায়িক ব্যবহারের গুণে বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ।

[illegible] বিভাগের কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনার এবং বাংলা গভর্ণমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটারীরূপে তাঁহার [illegible] ১৯২৮ সাল, হইতে বাংলা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শাসন-পরিষদের সদস্যরূপে গ্রহণ করেন। এই সময়ে পূর্ণ [illegible] থাকিয়া তিনি [illegible] দেন, এজন্য তাঁহাকে শাসন পরিষদের প্রধান সদস্য করা হয় এবং তিনি বাংলা [illegible] প্রধান [illegible]। তাঁহার [illegible] উপর [illegible]।

[illegible] পাঠকেরিয়ের [illegible] তখন তিনি [illegible] সরকার করা [illegible] কিন্তু পরে কোন [illegible] আমরা [illegible] হইয়া তিনি [illegible] কোন [illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ড সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ১০৸৵০। [illegible] সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

[illegible] ১২্, [illegible] পক্ষে ৮্।

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা [illegible] পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ [illegible] এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের [illegible] শুদ্ধ ভক্তি-কথা [illegible] শুনিবার সুযোগ উপস্থিত। [illegible] উৎকল-অক্ষরে [illegible] প্রকাশিত [illegible] উড়িয়া [illegible] ভিক্ষায় [illegible]।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	।০
[illegible]	[illegible]
সাধন পথ ([illegible]) [illegible]	।০
[illegible]	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৶০
[illegible]	।০
গীতাবলী [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
শরণাগতি—[illegible]	৵০
[illegible]	৶০

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য :-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমানন্দ মঠ,—[illegible] পোঃ, ([illegible])।
৩। [illegible] আসন,—[illegible], নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,- ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ই, আই, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ই, আই, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ সীতাপুর, [illegible]।
১১। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, —[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible],—[illegible] পোঃ, [illegible]।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ —[illegible] পোঃ, [illegible]।
১৬। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, পুরী, [illegible]
১৭। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] কার্যালয় ১০৬ [illegible] রোড, [illegible]

তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]
২। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], [illegible]।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি. মুখার্জি —এম, এস. [illegible], কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রী[illegible]—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] [illegible] ২৪ পরগণা।
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, [illegible]।

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

চৈতন্যশিক্ষামৃত

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব তদা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

প্রেমপ্রদীপ

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেট-প্রাইমার কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। টীকা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তৎসমস্ত শিক্ষা ও উপদেশ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা যাবতীয় লইয়া— যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্য শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা, হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা এবং আমাদের যাবতীয় কার্য্য পুনঃপুনঃ যে কল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতাকে লাভ করিব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাঙ্কেতিক-কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। শিক্ষাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ভক্ত বৈষ্ণবদের অধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রায় ৬০ ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

[illegible]

স্পেশাল

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবের জ্বালা, বহুমূত্র, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব্ব সকামারি ঘৃত”

পুরুষত্বহীন রোগে ব্যবহারে অত্যাশ্চর্য্য কাজ পরিলক্ষিত হয়। মূল্য ১ কৌটা ১ টাকা।

“রমণীবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করত স্তম্ভনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible]

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার ঔষধ

[illegible] আর্সেনিক, হাইপোফস্ফোরাস [illegible] উপাদান আছে।

[illegible] দ্বারা উৎকৃষ্ট [illegible] একটী [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর নষ্ট করে এবং [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত [illegible] পূর্ণ [illegible] বাই-কেমিক্যাল এণ্ড [illegible] ল্যাবরেটরী প্রস্তুত। ২৯২ [illegible]

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

দ্বাবিংশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত

বেদনাঞ্জন

বেদনাঞ্জন

শ্রীগুরুদাস ... ডি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড এ্যাসন্স

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

বাঁচাইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে প্রধান প্রয়োজন ... পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অকালে ... তাঁহারা একবার ... ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি ... টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮ টাকা

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩ টাকা

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

অবলাবান্ধব যোগ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা সুখে দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ... কর্ত্তৃক ... প্রকাশিত

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র [illegible] প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি টকি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সংবাদের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৫ম খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [illegible] সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর-[illegible]। [illegible] ১৩৩১ ১৮ই এপ্রেল [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

	[illegible]	[illegible]	১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৸৵০
	[illegible]		১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
	[illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০	১৮।	নবদ্বীপ [illegible]	৸০
	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ)	৫৲	১৯।	[illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
	গৌড়ীয় [illegible]	৶০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৪।	গৌড়ীয়-[illegible]	।০	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
৫।	[illegible]	১০	২২।	শ্রীনবদ্বীপ[illegible]	।০
৬।	শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা)	১৲	২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডল[illegible] দর্পণ	।০
	" " " আবাঁধা	৸০	২৪।	[illegible], গীতাবলী, [illegible], [illegible], নবদ্বীপ[illegible], [illegible] ও [illegible] মোট	।৶০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেব[illegible]) বাঁধা ২৲	আবাঁধা ১৸০			
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲	আবাঁধা ১৸০	২৫।	[illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible]	৵০
	[illegible]	৷০	২৬।	[illegible]	।০
৯।	[illegible] ([illegible])	২৲	২৭।	[illegible]-দীপিকা	।০
১০।	[illegible] ([illegible])	।০	২৮।	বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড)	৯৲
১১।	[illegible]	৲	২৯।	[illegible]	৷০
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১৩।	[illegible]	২৲	৩১।	[illegible]	।০
১৪।	প্রেম[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৵০	৩২।	[illegible]	৸০
	[illegible]		৩৩।	[illegible] ([illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! — পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রণীত (লাহোর)

[illegible]

এবং খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible]

উৎকৃষ্ট ([illegible]) [illegible] বাঁধা ১৸০ [illegible] ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় [illegible] হইয়াছে।

কর্ম্মী—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
জ্ঞানী—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম বা জ্ঞান-মায়াধীন পন্থদ্বয়।

[illegible] কর্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
[illegible] মায়াধীন নহে।
[illegible]
[illegible] কৃষ্ণভক্তি হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি [illegible]

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফ্যালীন

[illegible]

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] সকালে জ্বর [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য [illegible]

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্স্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

[illegible]

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible]

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ই বৈশাখ শুক্রবার—১৩৩৭

শিষ্য ও শিষ্যব্রুব

(২)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বি,এ)

অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় প্রকার বিচারে মীমাংসিত সত্যই সাধুগণের প্রণীত। নতুবা একপক্ষ বিচারে সর্বতোভাবে সুষ্ঠুতা সাধিত হয় না এবং অনেক অনর্থ ও দোষ থাকিয়া যায়। অধুনা গুরুব্রুবগণ কেবল ধনলোলুপ হইয়া শিষ্যের যোগ্যতা পরীক্ষা না করিয়াই দীক্ষাদির অভিনয় করেন, তাহাতে উভয়েরই বিশেষ অমঙ্গল আপনারাই আহ্বান করিয়া লয়েন। উহা কেবল নাস্তিকতারই একটী পর্যায়। আস্তিকগণ শাস্ত্রার্থ সম্যক্ পর্যালোচনা ব্যতীত কোন কার্যে অগ্রসর হইতে সাহস করেন না। অতএব শিষ্ট মহাজনগণের মার্গ অনুসরণ করিতে যত্নবান্ থাকেন। বিষ্ণুযামল-বচনে কথিত আছে—

যেতাবৎ লোভতো বাপি যো গৃহ্নীয়াদদীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ॥

যে গুরু লোভবশে বা লোভ-হেতু দীক্ষাবিধানের মত না জানিয়াই শিষ্য গ্রহণ করেন, সেই গুরুতে ও তদীয় শিষ্যে দেবগণের অভিশাপ পতিত হয়। অতএব শিষ্যের গুণ-দোষ পরীক্ষা অবশ্য-কর্তব্য। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—এক বৎসর গুরুসমীপে সেবাবুদ্ধির সহিত বাস না করিলে তাহাকে মন্ত্র প্রদান করিতে নাই। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—সদ্গুরু নিজাশ্রিত শিষ্যকে একবর্ষ যাবৎ পরীক্ষা করিবেন। যেহেতু শিষ্যের পাপসমূহ গুরু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন। এই বিধান সাধারণতঃ অন্যান্য মন্ত্রাদি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগোপাল-মন্ত্রদীক্ষায় বর্ষত্রয় পর্যন্ত পরীক্ষার বিধান শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ক্রমদীপিকা-বচন—

সদ্গুরুঃ সমুপাসীত কৃতার্থ্যঃ
দৈবৈর্দৈবৈঃ ষণ্মাসাদ্যৈঃ পরীক্ষয়া।
অযম্নাৎ কমলনয়নভিন্নাদিনী-
ন্তাই বিষ্ণুদ্ভুত ভাবযে মহীপকৈ॥

অর্থাৎ কুটিলতাবর্জিত ও নিষ্কপট-স্বরূপ হইয়া ত্রিবর্ষ যাবৎ আপন বিত্ত, দেহ ও অনুকূল বাক্য দ্বারা ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুর সন্তোষ বিধান করিবে। তদনন্তর গুরুদেব শ্রীহরিচরণে তৎসমীপে মন্ত্রদীক্ষার্থ প্রার্থনা করিবে। অতএব ব্রাহ্মণস্বভাব সজ্জনগণকে তিন বর্ষের পরীক্ষা বিধান আছে। প্রত্যুতঃ ক্ষত্রিয় স্বভাব ব্যক্তির পক্ষে চার বৎসর। বৈশ্য-স্বভাব জনের নয় বর্ষ ও শূদ্রস্বভাবের পক্ষে বাদশ বর্ষ পরীক্ষা বিধি উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রকার বিধানই চতুঃসম্প্রদায়ী সাধু মহাজনগণ অদ্যাবধি পালন করিয়া আসিতেছেন, তবে প্রাকৃতাভিমানী বা ধনকামী গুরুব্রুবগণ সর্বত্রই এই চিরন্তন বিধানের ব্যতিক্রম করিতে পরাঙ্মুখ হন না।

শিষ্যযোগ্যবিষয়ে অগস্ত্যসংহিতায় উল্লিখিত আছে, যাহারা অলসপ্রকৃতি, দেহাদির পরিচ্ছন্নতা বিষয়েও কর্ত্তাহীন, দুঃখক্লেশকারী, অসত্য, বাহ্যদৃষ্টি, খলিত, নিন্দাসক্ত, ভোগলোলুপ, অহঙ্কারপরায়ণ, পরস্ত্রীকামী, খল, কর্কশভাষী, অন্যায় উৎকোচাদি দ্বারা ধনার্জনকারী, পরদাররত, বিদ্বান্ ব্যক্তির শত্রু, মূর্খ, পণ্ডিতাভিমানী, যাহারা ব্রত ভঙ্গ করিয়া থাকে, অতিক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করে, পরের দোষ প্রকাশ করিতে উন্মুখ-স্বভাব, অন্যের দুঃখ-প্রদাতা, বহুভোজী, ক্রূরকর্মা, দুষ্ট, নিন্দিত ও যাহাদিগকে কুকর্ম হইতে নিবারণ করা যায় না এবং যে সকল ব্যক্তি গুরুপদেশ সহ্য করিতে অক্ষম, এইরূপ জনগণকে কদাচ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না। যাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তিকে লোভাদির বশীভূত হইয়া দীক্ষিত করেন, তাঁহারা ইহলোকে দেবতার কোপে পতিত হন, দারিদ্র্য ও অন্যতারা প্রভৃতি দুর্দশায় গ্রস্ত হন এবং পরলোকে বহুকাল নিরয়যাতনা ভোগ করিয়া পুনরায় তির্য্যগ্যোনিতে জন্মলাভ করেন। সুতরাং আস্তিকব্রুব গুরুপদাভিলাষী দাম্ভিকমানী আচার্য্যবর্গ, আপনারা শাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একবার বিচার করুন, মহাজনবর্গের অনুসরণ করিতে গিয়া আপনারা জগতে কি প্রকার অজ্ঞতার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণে যে কলঙ্ককালিমা প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্মল মতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আজ সামাজ্য প্রাকৃতবিচারপরায়ণ, মনোধর্মী, সাধারণ চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণও যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত শাস্ত্র সার্বভৌম এবং প্রেমধর্মকে নানাবিধ কুতর্ক দ্বারা অভিভূত করিয়া জগতের সমক্ষে হীনরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন, তজ্জন্য আপনারা কি সম্পূর্ণ দায়ী নহেন? আপনারা যদি পূর্বমহাজনগণের অনুসরণ দ্বারা স্ব স্ব আচার্য্যপদে সমাসীন হইবার যোগ্যতা লাভ করিবার পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিয়াছেন কি? আবার উক্ত সুলক্ষণান্বিত ও দোষবর্জিত শিষ্য-বিধান-মতে পরীক্ষার পর তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন কি? জগৎ দেখিতেছে—নির্বিচারে আনুকরণিক মার্গে চলিবার এই বিষময় পরিণাম। কলির লোকের আপনাদিগের মধ্যেই অভিনিবিষ্ট হইবার সুযোগ লাভ করিয়া বর্তমান জগতে এতাদৃশী দুরবস্থা উৎপাদন করিয়াছে। অহো আমাদের দুর্ভাগ্য যে, প্রত্যহ এই প্রকার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে। (ক্রমশঃ)

বলবতী বিষ্ণুমায়া

(শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জক্ ব্যাসাধিকারী বি,এ)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া
দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি
তে॥ গীঃ ৭।১৪

শ্রীভগবানের নিজ মুখ-নিঃসৃত বাণী—“সত্ত্বাদি-গুণ-বিকার-যুক্তা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে। তাহা দুর্বল পশু-জীবের পক্ষে দুরতিক্রমা। যাঁহারা কেবল আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই এই দুস্তরা-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।”

এই দুস্তরা মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণেচ্ছু জীব কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবান্ অনন্তদেবের চরণে শরণাপন্ন হইয়া অনন্তচিত্তে তাঁহার ভজন করেন। কৃষ্ণভক্তিরস-সুধা পান করিয়া এরূপ জীবগণ স্থূল ও লিঙ্গ দেহ ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তু বিস্মৃত হন। কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে তাঁহাদের “আমি ও আমার” অভিমান থাকে না। সুতরাং প্রত্যেক জীবই শ্রীকৃষ্ণের দাস; নিত্য দাস্যই সেবকের বৃত্তি। ভোগপরা বুদ্ধি-চালিত হইয়া যখনই জীব নিত্য দাস্য ভুলিয়া বিষয়মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তখনই ত্রিগুণময়ী মায়া অতুল ঐশ্বর্য-মদে মত্ত হইয়া বিপথগামী জীবকে শাসন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন ও শ্রীভগবানের রাতুল চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া ফেলে। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি-বলে দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া মৃগতৃষ্ণিকার মত অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবমান হওয়া বাতুলতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আমার নিত্য সেবা অভিমানের ক্রিয়া প্রত্যেক জীবেরই থাকিবে। বহুজীব মায়ার এই চাকচিক্য প্রকৃতি-পথে ধাবিত হইয়া যায়। তাই বলিয়া আমরা কি সকলেই মায়ার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া থাকিব? তাহা হইলে মানব-জন্ম লাভের সার্থকতা কোথায়? ভক্তিভজনযোগ্য দেহ লাভ করিয়া সেবাপর মায়ার সেবায়ে নিযুক্ত থাকিবে?

চতুঃপুর এ বহুবিধ বুদ্ধিবৃত্তি ছাত্র ভিন্ন কতী পাঠকবর্গের সম্মুখে পাশাপাশি সন্নিবেশিত করিয়া মায়ার অলৌকিক শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব। কোন সময়ে তাহার পতি বিপুল সৈন্য সহ স্বর্গপুরী অবরোধ করেন। তাঁহাতে দেবগণ ভীত হইয়া—স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। দেবমাতা অদিতি পুত্রগণের দুর্দশা দর্শনে দুঃখিত হইয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন। পরে অসুরগণের বিনাশ-সাধন-মানসে স্বামী মহর্ষি কশ্যপের নিকট অনুনয় কাতরতার সহিত উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি বরুণ পত্নীর এবম্প্রকার কাতরে কিছুক্ষণ বিস্মিত হইলেন ও পরে আত্মবুদ্ধি করিয়া তিনি যে মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দিলেন এবং আদেশ করিলেন যদি নিত্য মন অর্পণ কর, তবে শীঘ্রই জগন্মঙ্গল বামনদেবের উৎপাদন হইবে।

কশ্যপ-পত্নী ধীর সমূহ উপদেশ অনুসারে ব্রত পালন করিলেন। তাঁহার আদেশ এবং শিক্ষানুসারে যখন তিনি কার্য “পয়োব্রত-নামক” শাস্ত্রে ব্রত করিলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ শ্রীমূর্ত্তি হইয়া অদিতির সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিবেন বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

যথা কালে অদিতির গর্ভে ভগবান্ বামনরূপী ব্রাহ্মণ কুমার রূপে আবির্ভূত হইলেন। কশ্যপ-পত্নী বৃত্তির সহিত উপনয়ন সম্পন্ন হইল। এই সময়ে মহারাজ বলি নর্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ দ্বারা এক মহাযজ্ঞ করাইতেছিলেন। সেই যজ্ঞে মহারাজ বলি প্রার্থক জন মাত্রকেই তাঁহার প্রার্থিত ধন দান করিতেছিলেন। তখন তিনি ক্ষুদ্র পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া সেই যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ও মহারাজ বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ বামনরূপী ব্রাহ্মণ বালকের এই অকিঞ্চিৎ প্রার্থনায় বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রলোভন ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রার্থনার অসারতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিলেন। ব্রাহ্মণ বামন-কুমার উত্তর করিলেন “অজিত পাদপূরণের জন্য দান গ্রহণ করাই সঙ্গত, লোভের বশে চালিত হইলে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। লোভ ও

বাসনার শেষ নাই। কৃষ্ণ তিন পাদ ছুঁয়িয়েই আমার অভাব পূর্ণ হইবে, বামনি তন্দ্বারাই আমার প্রার্থনা পূর্ণ হউক।”

মহারাজ বলি গুরু শুক্রাচার্য্যের এবম্প্রকার বাক্যে তাঁহার সংকল্প হইতে বিরত হইতে না পারিয়া বিনয় নম্র ভাবে কহিলেন আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য, গৃহস্থ ধর্ম্মের কথা কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। তিনি যদি হরিই হন, তিনি আমার দান গ্রহণ করিয়া দেবতাগণের কার্য্য সাধন করিবেন। তোমার ঐশ্বর্য্য, ধন, স্ত্রী, পাতি [illegible] সকল কাড়িয়া লইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে দান করিবেন। গুরু, তুমি সকল কিছুই দান করিলে, তবে তোমার কি হবে? আর আমাদের উপায়ই বা কি হইবে? এই বামনাকার বিষ্ণু [illegible] কিছু না করিয়া সমস্ত দিক আক্রমণ ও গ্রাস করিবেন। আমি তোমার কুল গুরু ও পুরোহিত। তোমার হিত মঙ্গলের নিমিত্ত আমি কহিব। তোমার সম্পদ নষ্ট হইলে আমাদের জীবিকা নিবাহ বন্ধ, সুতরাং যে বিষয়ে তোমার মঙ্গল থাকে করিবে। যেহেতু তুমি শিষ্য, আমি গুরু। সুতরাং আমার উপদেশ গ্রহণ কর।”

দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য দৈত্য বলিকে দান করিতে নিষেধ করিয়া [illegible] করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু যে ভগবৎ-কামনার মূলে নিজ স্বার্থ অকিঞ্চন পূর্ণ রূপে বর্তমান। এ বিষয়ে [illegible] হৃদয়-চিন্তা, কিন্তু তাহার নিকটে স্বার্থ-পূরণ-কামনা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। স্বার্থ সাধনে বাধা পাইলেই এই সাংসারিক গুরুকুলগণ নিষেধ দিয়া থাকেন ও কামনার পারমার্থিক অতি কামনা করেন।

যিনি এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তাঁহাকে তাঁহার বস্তু দিলেই জীবের স্বাভাবিক মঙ্গল হয়। ভগবানের ভোগের বস্তুকে জীব নিজ ভোগ্য বস্তু জ্ঞানে [illegible] নানা প্রকার অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছে। বদ্ধ প্রকৃতি ও লোভী মনুষ্য জীব ভগবানের সেবার উপকরণ নিয়োগ করে। তাঁহারই বস্তু তাঁহারই সেবায় অর্পণ—এই প্রকার জ্ঞান যাহার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে সংসারের অভাবে পূর্ণ সাংসারিক ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া কাল যাপন করে। অনর্থমুক্ত ভোগ-প্রবৃত্তির বিনাশ-মূলে সাংসারিক বিমুক্তি হয় ও ভগবানের অবলম্বন হইতে নিষ্ঠা লাভ হয়। এই ভাবের উদয়ে জীব বৈরাগ্য অবলম্বনে অনর্থ মুক্ত হইয়া নিত্যকাল শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকে। এইরূপে জীবের বাক্যই ভগবানের দ্বারা গৃহীত হইলে সর্বতোভাবে মঙ্গল লাভ হয়। তাঁহাতে ভগবান যাহা প্রদান করেন, তাহা নিজ ভোগে না লাগাইয়া ভগবানের সেবায় অর্পণ করাই কর্তব্য। অতএব সর্বপ্রকার বস্তু ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিতে হয় এবং এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারাই প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয়। সেবকের সাধনে তাহার ভজন সমাধান হয়। এই তিন পাদ ভূমি দানের কথা কি ভগবানের আশ্রিত দাসগণের নিকট স্পষ্ট নহে?

“শ্রীকৃষ্ণ বল সঙ্গে চল এইমাত্র ভিক্ষা চাই”

ইহাতেই তোমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে।

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ গৌড়ীয় মঠের প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত মাসে দৈব সেবাধর [illegible] শ্রীপ্রয়াগধামে শ্রীরূপ শিক্ষা [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছেন। শ্রীপ্রয়াগধাম—তীর্থরাজ। তীর্থরাজ শ্রীযুক্ত [illegible] দূর নহে। নিত্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর সেবারূপে ও বিবাদ ও মুক্তি কামনায় নিমগ্ন জীবগণের মুক্তি ও মঙ্গলের নিমিত্ত [illegible] মানবের বিনাশ ও মুক্তির নিমিত্ত [illegible] প্রয়াগে ভাগবত ধর্ম্মের প্রচার [illegible]। এতদ্ব্যতীত শ্রীরূপ শিক্ষা স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাগবত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। অনেক প্রধান ব্যক্তি ও উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

[এই প্রবন্ধ নিমন্ত্রণ ১৩ই এপ্রিল, ৩০ চৈত্র তারিখের পত্রিকায় সম্পাদক “দেবশ্রী” যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রকাশ হইল।]

দেবর্ষি শ্রীমৎ নবদ্বীপ দাস বাবাজী মহাশয় যে “চিত্রে নবদ্বীপ” গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রাচীন গ্রন্থ ও নবদ্বীপের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ভাগবত বিদ্যাবিনোদ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার প্রণীত। পুস্তকখানি ১৫০ পৃষ্ঠা-সম্বলিত। ধর্মপ্রাণ নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত পদচিহ্নপূর্ণ শ্রীধাম-নবদ্বীপের বহু একটি অতি উৎকৃষ্ট নির্দশন এই। গ্রন্থকার একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি স্থানীয় ঐতিহাসিক বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া অবশেষে মতে তাহা বেশ প্রামাণ্য বিচার-বিতর্কে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার গৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুরের সহিত নবদ্বীপের গ্রাম-নির্দেশ অতি সুন্দর হইয়াছে এবং উহা ভবিষ্যপুরাণের বর্ণনার সহিত বেশ মিলিয়াছে। নবদ্বীপের নবটি দ্বীপের পরিচয়ের সহিত ঐ সকল স্থানের সেন রাজগণের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তিনি তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। এই সেন রাজবংশ সম্বন্ধে পাচারিত্যাবর্ষী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের এই প্রবন্ধে তাঁহার বঙ্গ ভূগোলের ‘পরিচয়’ মধ্যে আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

(পূর্ব পর)

মালদহ, রামপুর বঙ্কিপাড়া
২৭শে চৈত্র, ৩৬

[illegible] সেবায় অনুগমন করিবার কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ [illegible] সেক্রেটারী শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভক্তিপ্রদীপ সম্প্রদায় ও উদাসীন ১ জন এম, এ, বি, যাহা পূর্ণ সম্বলে অবস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত রাম কুমার চৌধুরী মহোদয়ের গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত রাধা নাথ কুণ্ডু মহোদয়ের বাটিতে তিনটি সভা অনুষ্ঠান হয়। ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ঐ সকল স্থানে যে সকল শ্রী মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিমার্গ প্রচার করিয়া শ্রোতাগণকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বিশিষ্ট ভাবে প্রদর্শন করিয়া ও সমুদয় শ্রোতা সমাজের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার অদ্ভুত শক্তি। অনন্তর শ্রীমদ্ উদ্দেশ্য অনুসারে সকলের হৃদয়ে নিযুক্ত করাইয়া দেন। শ্রীচৈতন্যের মঙ্গলময় গৌড়ীয় মঠ প্রচারিত নবধা ভক্তি দ্বারা সাধারণ বাসিন্দাগণের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বাণী, আলোচনা শ্রবণ করিতে উহা কেন নিষ্কাম শিক্ষা ও নামপ্রচার জন্য শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস মহারাজ একান্ত মনপ্রাণে ভাবে ব্রতচর্যা ঐ নবধা ভক্তি ও শ্রবণ কীর্ত্তনের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষেত্রে কয়েক দিন পরে ঐ বৃক্ষ পাদদেশে “নবরাত্র” হইবার স্থির হইল ও তদনুরূপ আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা সকলে ঐ নামপ্রচার-যজ্ঞের আয়োজন ও তোড়াপত্রের আয়োজন ব্যাপার হইতে বিরত হইয়াছেন।

পরে স্বামিজি মহারাজ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন যে প্রকার নাম ও ভগবৎ-স্বরূপ, নাম ও রূপ-গুণ-লীলা ও ভগবানের পার্ষদ ও শ্রীধাম-স্বরূপ ভক্তি-ক্রমে গণোপকরণ প্রভৃতি অপ্রাকৃত। সেবা-যোগীর গানের সাধন হইতে পারে না। উহা শব্দ সম্প্রদায় ও মহাজনগণ প্রচারিত না হওয়ায়, প্রাকৃত বিশিষ্টতা আস্বাদনে অভিরুচি না হওয়া উৎপাত মধ্যে গণ্য। যে সম্প্রদায় ঐরূপ উৎপাত সমূহের প্রশ্রয়, তাহার সজ্জনের নিকট গৌর-সেবা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে কালাজ্বর

কৃষ্ণনগরের সরকারি হাসপাতালে ১লা হইতে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ৮ জন কালাজ্বর রোগী নূতন ভর্তি হইয়াছে। ১১জন ম্যালেরিয়া রোগী নূতন ভর্তি হইয়াছে।

এখনই যদি এই সকল রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশী হয়, তাহা হইলে বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকালে কি ব্যাপার দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

সাধারণতঃ এই সকল রোগ শরৎ হইতে আরম্ভ হয় পৌষ পর্যন্ত বেশী হয় এবং চৈত্র হইতে একেবারে কমিয়া যায়।

নদীয়ায় ছাত্রপুলিশ সংঘর্ষ

পাঠক অবগত আছেন যে নদীয়ার কতগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ছাত্র এবং পুলিশের মধ্যে কয়েকটি মোকদ্দমা চলিতেছে। একটী মোকদ্দমার ২৬ এপ্রিল দিন ছিল। আবার অন্য আসামীর মোকদ্দমাটী স্থানান্তর করিবার চেষ্টা করা হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মণ্যের-পাড়ার মিছিলের মোকদ্দমার বিচার হাইকোর্টে হওয়ার কথা ছিল। উক্ত মোকদ্দমায় আগামী ৩০শে এপ্রিল তারিখে দিন ধার্য্য আছে।

জলকষ্ট

ঘোষপাড়ার উত্তর পশ্চিম নদী হইতে প্রায় এক মাইল দূরে মায়াকোল গ্রাম অবস্থিত। এগ্রামে যে সমস্ত পুষ্করিণী আছে, তাহার জল অত্যন্ত দূষিত অপরিষ্কার পানীয়ের হিসাবে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একটু দয়া করিলে সুবিধা হয়, নচেৎ অনেক আরও কষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

নদীয়া ডাকাতি

নদীয়ার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ আর, সি, ঘোষ মহোদয়ের এজলাসে একটী নরহত্যা অভিযোগের দায়রা বিচার চলিতেছে।

সরকার পক্ষের উক্তি এই যে ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ সন্ধ্যাকালে কুমারখালি থানার এলাকা-নিবাসী মন্তাজ নামক এক ব্যক্তিকে চৈতন ঘোষ [illegible] পাঁচ কাটা দা দিয়া আঘাত করে। মন্তাজের পেট কাটিয়া নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া যায়। তাহার পিঠে এবং অন্যান্য স্থানেও আঘাত দেখা যায়। মন্তাজ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, পরে তাহার মাথায় জল দিলে তাহার জ্ঞান হয়, তখন সে "চৈতন আমাকে কাটিয়াছে" এইরূপ এক উক্তি করে। পরে মন্তাজ মারা যায়। কোন কোন সাক্ষী চৈতনকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছে বলিয়া এজাহার দিয়াছে।

সরকার পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় এবং আসামীর পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু অমীয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল আছেন।

নদীয়া জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ আর, সি, ঘোষ সাহেবের আদালতে কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন কুমারখালি থানার এসিষ্ট্যান্ট সব্‌ইনেস্পেক্টর গোলাবুদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত, ডায়েরি জাল প্রভৃতি অভিযোগের বিচারের বিবরণ পাঠক অবগত আছেন।

সরকার পক্ষের উক্তি এই যে নদীয়ার ভূতপূর্ব জজ মিঃ এ, এন সেনের আদালতে দেয়াজুদ্দিন নামক আসামী [illegible] নিবাসী এক ব্যক্তি খুন করিবার অভিযোগে দায়রা সোপর্দ হয়। গোলাবুদ্দিন সাহেব ঐ মোকদ্দমার প্রথম তদারক করেন এবং সরকার পক্ষে সাক্ষী থাকেন। তাঁহার সাক্ষ্যদানকালে প্রকাশ পায় যে তিনি ডায়েরিতে [illegible] পরিবর্তন করেন। ফলে সরকার পক্ষের উকিল মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার প্রার্থনা করেন এবং অবস্থাদৃষ্টে ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করায় দেয়াজুদ্দিন বিচার শেষ হইবার পূর্বেই মুক্তি পায়। বর্তমান মোকদ্দমায় মিঃ সেন সাক্ষ্যপ্রদানকালে প্রকাশ করেন যে তিনি বিচারকালে গোলাবুদ্দিনের নিকট স্বীকারোক্তি পান যে গোলাবুদ্দিন তাঁহার উচ্চতন কর্মচারীর আজ্ঞায় ঐ কার্য করিয়াছিলেন। জজ সাহেব এই সমস্ত কারণে গোলাবুদ্দিনকে ফৌজদারী সোপর্দ করিবার জন্য নালিশ করেন। তাঁহার নালিশ অনুসারেই বর্তমান দায়রা মোকদ্দমা চলিতেছে।

যখন এই মোকদ্দমা নিম্ন আদালত হইতে দায়রা আদালতে দেওয়া সাব্যস্ত হয়, তাহার পরেই এই মোকদ্দমার সমস্ত নথিকে কাহারা সরকারি জাল চাবি লাগাইয়া আদালত গৃহ হইতে চুরি করে। অবশ্য এই নথির নকল আরও অনেক নথি চুরি যায়। এই ব্যাপারে মোকদ্দমা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সরকার পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] এবং শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ঘোষ উকিল আছেন। আসামীর পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু সতীজীবন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] লাল এবং শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় উকিল আছেন।

এই মোকদ্দমার জজ এবং জুরি একমত হইয়া আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া জজ সাহেব বাহাদুর আসামীকে মুক্তি দান করিয়াছেন।

কলিকাতায়
জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস

এই দিবস কলিকাতা সহর এক ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং স্কুল কলেজের ছাত্রবৃন্দ দলে দলে সম্পূর্ণ ভাবে হরতাল পালন করাইবার জন্য অহিংসা নীতি অবলম্বনে সহরের সর্বত্র পিকেটিং করিয়া বেড়াইয়াছেন। দোকান পাট স্কুল কলেজ গাড়ী-ঘোড়া সমস্তই বন্ধ হইয়া নিত্য কর্মকোলাহলপূর্ণ সহরটী যেন এক ভীষণ শ্মশানের ভাব ধারণ করিয়াছিল। নানা স্থান হইতে নানা প্রকার গোলযোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ভবানীপুর অঞ্চলে কাহারা [illegible] ট্রামগাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছে। গত ১৪ই এপ্রিল প্রাতঃ ৭টার সময় [illegible] তিনি ট্রেনে উঠিতে যাইবেন এমন সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার গ্রেপ্তার-সংবাদে সহর ভিতরে এক মহা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী বৈঠকেই গবর্ণমেণ্ট "বঙ্গদেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন" নামক একটী আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিবেন।

বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় গত ১৯১৯ সালে এইরূপ একটী বিল পাশ করেন কিন্তু তাহা অর্থাভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তৎপরে শ্রীযুক্ত বিল্‌ সাহেব গবর্ণমেণ্ট এবং সাধারণকে সমান ভাবে খরচের ভাগী করিয়া ঐরূপ আর একটী বিল তৈয়ারী করেন। কিন্তু তাহাতেও অর্থ সঙ্কুলান হয় নাই। গত ব্যবস্থা-পরিষদের একটী বিল পেশ হয় পরে একটী কমিটী গঠন করিয়া তাহাদের উপর সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার ভার দেওয়া হয়। পুনরায় এবারের পরিষদে ঐ কমিটীর মতানুযায়ী একটী বিল পেশ হয় এবং একটী কমিটীর উপর তাহার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ বিল কার্য্যে পরিণত করিতে না পারায় এই বর্তমান বিলটী পেশ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।

এই আইন অনুযায়ী শিক্ষা পরিচালনের জন্য সমস্ত ভার একটী বোর্ড বা কমিটীর হস্তে অর্পিত থাকিবে। ঐ কমিটী গবর্ণমেণ্টকে সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দিবেন আর প্রত্যেক জেলায় আর একটী করিয়া [illegible] বোর্ড থাকিবে উহারা প্রত্যেক জেলার শিক্ষা বিষয়ক কার্য্য চালাইবেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ বোর্ডের একজন সদস্য থাকিবেন।

শিক্ষা পরিদর্শন করা এবং শিক্ষকদের ট্রেনিং এবং অন্যান্য ব্যয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন, [illegible] শিক্ষক নিযুক্ত প্রত্যেক [illegible] তৈয়ারী হইয়া গেলে এবং অন্যান্য [illegible] বৎসর পরে প্রজাদিগকে পাঁচ পয়সা দিয়া [illegible] শিক্ষা-সেস্ নামক একটী ট্যাক্স দিতে হইবে। উহার মধ্যে [illegible] পয়সা প্রজাদের এবং তিন পয়সা জমিদারদের দিতে হইবে। ব্যবসায়ী লোকদিগের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আয় বুঝিয়া ঐরূপ ট্যাক্স ধার্য্য করিবেন।

এই শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতা মূলক হইবে। স্কুলে ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে।

শ্রীযুক্ত জে এম সেনগুপ্ত ধৃত

গত ১২.৪.৩০ অপরাহ্ণ বেলা ৩ ঘটিকার সময় কলিকাতা কেলোয়ে (কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার) একটী প্রকাশ্য সভাতে শ্রীযুক্ত জে এম সেনগুপ্ত মহোদয় শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] লিখিত "দেশের ডাক" নামক একখানি নিষিদ্ধ এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত পুস্তক হইতে কতকাংশ পাঠ করার অপরাধে তিনি পুলিশ-কর্তৃক ধৃত হন। তৎপর ছাত্রসভ্যের ৩টী [illegible] পর পর সেই নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করিয়া পুলিশ-কর্তৃক ধৃত হন। কলিকাতা পুলিসের ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত গর্ডন সাহেব সশস্ত্র পুলিস বাহিনী [illegible] উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেবোর ঐ সভাটী অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে আদেশ দেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয় উপস্থিত সকলকে শান্ত ভাবে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করায় সকলে চলিয়া যান। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত জামিন লন নাই।

বৈদ্যনাথের মন্দির

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত এম্ এন মুখার্জী এবং এস্ কে ঘোষ মহোদয়ের এজলাসে বৈদ্যনাথ মন্দিরের পরিচালন সম্বন্ধে হাইকোর্টের ১৯০৬ সালের ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য গিধৌড়ের মহারাজা চন্দ্র মৌলেশ্বর প্রসাদ সিংহ বাহাদুর এবং অন্য ছয় জন মন্দির কমিটীর সভ্য এক মামলা উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন যে মন্দিরের ভূতপূর্ব সেবাইত উমেশানন্দ ঝা এবং বর্তমান সেবাইত ভবপ্রীতানন্দ ওঝা মন্দির কমিটীর বাধা [illegible] চলিতেছেন না এবং কোন হিসাব পত্র গত দশ বৎসর দেখান নাই। উহা সেবাইতেরা মন্দিরের অর্থাদি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

অতএব ব্যবস্থা পত্রের পরিবর্তন করিয়া সেবাইতের জন্য মাসিক ৩০০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া মন্দির কমিটীর অধীন অন্য একজন মানেজার দ্বারাই মন্দিরের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের [illegible] নিযুক্ত করা হউক এই প্রার্থনা জানান হইয়াছে। কারণ সেবাইতের সর্বদা পূজাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হওয়ায় বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের সময়াভাব।

অন্যদিকে সেবাইতের পক্ষ হইতে বলা হয় যে সেবাইত উক্ত মন্দিরের সেবা পূজা এবং বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান [illegible] আইন অনুসারে সবই করিতে পারেন এবং হিসাবাদি পরিদর্শনের জন্য দিতে পারেন কিন্তু ভূতপূর্ব মহারাজ [illegible] কমিটীর অন্য সদস্যা সেবাইতের সঙ্গে বিবাদ করিতেন [illegible] হিসাবাদি দেখান হয় নাই। কারণ তিনি অনেক সময়ে বাড়াবাড়ি অধিকার প্রদর্শন করিয়া [illegible] তাঁহার আদেশ [illegible] পাইয়াছিলেন। [illegible] সভ্যা অবশ্য [illegible] বলা হয় নাই। পরন্তু উভয় পক্ষ একত্রে কার্য্য [illegible] স্থায়ী কার্য্য চলিতে পারে।

বিচারের দিন স্থির আছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০্ ত্রিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রতি খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের মূল্য ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

ঐ অধ্যায়সমূহ একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকার না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার গ্রন্থ বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত ম. .জন ঘোষ—বড় বাজ এ রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, চলতিবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায়—১৮২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন্‌ ডি. মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়াকস মিল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষার্ণব—মহেশগঞ্জ, নদীয়া

৬। শ্রীবংশীধারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিরজামোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেলঘাটা, ২৪ পরগণা।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম্‌, বর্দ্ধমান।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	৵১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঙ্গালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং রামজীবনপুরা, কাশী, ই, আই, পি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিরঘাটি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৮০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোনা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হরমান রোড্, নিউদিল্লি

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণেরে সেই ... পুনঃ সেইমত বারা পাশে ডুব মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভাক্ত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিষয়নির্ঘণ্ট সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম বাঁধাই ২্ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আমাদের বঙ্গভাষার বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সহ। ... অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অনেকে বুঝিতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এত অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

[illegible]

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১্ একটাকা

ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য অবস্থা ও আনন্দ শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি ... শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। বেদের, মতের ও শাস্ত্রের মর্ম্ম কি? ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডলের। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে অমৃতের ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ্-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিগণের অনুকূল ও প্রাঞ্জল পয়ারে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄০ আনা!

যেও ও মর্ম্মের চেষ্টা ... [illegible] বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র ... শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন ... প্রার্থনা ... শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ... হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রার্থনা ... সমর্পণমূলক ... । উহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ⁄০, নবদ্বীপশতক — ⁄০

অর্থপঞ্চক —⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সহ প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্ক বাঁধাই ২্ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১্ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাতচারিকোষগ্রন্থ)

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১্ এক টাকা

২য় খণ্ড ১্ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible]

শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

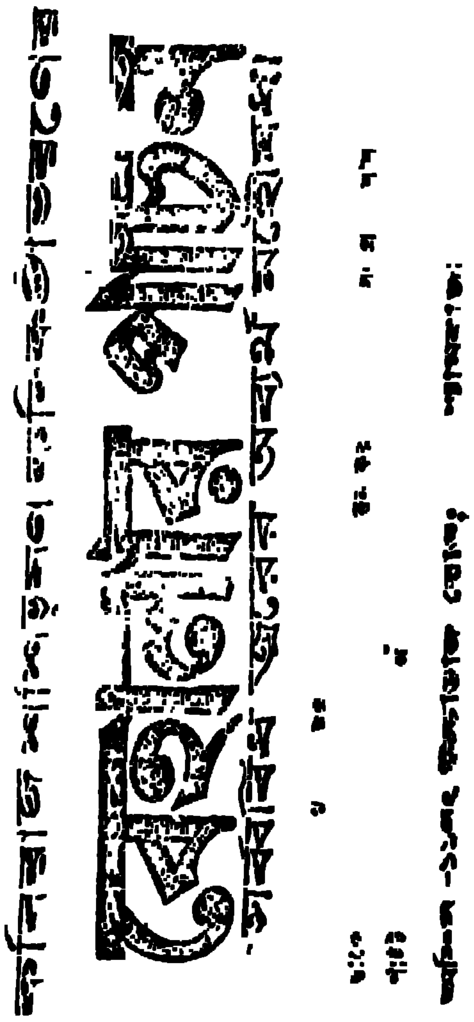

কোম্পানীর

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও বায়ুবিকার, উদ্রিক্তশক্তির হ্রাস, ... বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, মুক্ত শুক্র, ... অজীর্ণ ... নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১্ এক টাকা।

“অপুংসকত্বারি মৃত”

... মূল্য ১ তোলা ১্ টাকা।

“রমণীবিলাসিনী বটিকা”

... মূল্য ১০ বটী ১্ এক টাকা।

ডাক্তার দাশগুপ্তা, কেশবজী
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ... বাদাম তৈল

... এবং ... পাইবেন।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম দেখিয়া লইবেন। ...

... জে, বি, দত্ত

ফেরাম কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়া: ... [illegible]

[illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে ... ম্যালেরিয়ার সমস্ত ... এবং ... মূল্য ... টাকা ... কোম্পানীর ...

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন [illegible] প্রাচৈতন্যমঠ)

[illegible]

অধ্যাপক—পণ্ডিত [illegible]

বেদনাঞ্জন

[illegible]

● ● ●

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান— এ, কে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড ব্রাদার্স

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] ইলেক্ট্রিক [illegible]

[illegible]—ডাঃ ডি, ডি, ডাবরা।

[illegible]

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস.

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

([illegible] ও স্বর্ণঘটিত) তোলা [illegible] টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) [illegible]

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] মনোমোহন প্রেস [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সংবাদের অগ্রিম মূল্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [৪১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৬ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩৭ ১৯শে এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৷/০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷/০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
৯। [illegible] (বাঁধা) ২৲
১০। বেদান্তদর্শনের মর্ম্মানুবাদ (গোবিন্দভাষ্য) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (৩য় সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমপ্রদীপ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। [illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও [illegible] মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ৷০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ৷০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] সম্প্রদায় ৷০
৩২। [illegible] ৷০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

বদ্ধজীব—কন্দর্পলালসায় ভোগী।
কন্দর্পের দর্প, জব ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানত্যাগে মুক্তি জীবের প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রণীত ([illegible]
[illegible]
৯০ খানি অপূর্ব্ব-চিত্রে সমন্বিত।
[illegible]
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৪০ পৃষ্ঠা ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

[illegible] করুন।
[illegible] প্রাপ্য।
[illegible] হয়।
[illegible]

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের স ° ° ধম

পারফ্লোইন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক [illegible] প্লীহা লিভার আরোগ্য হয়। "কলেজ পরিচালিত"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয়

একদাগে জ্বর পালায়, [illegible] দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] [illegible] সংবাদ [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] তবে [illegible] আমার সংস্কারমতে একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর থাকিলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸৵০ আনা, উজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত [illegible]

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

[illegible] প্রতি শিশি [illegible] আনা [illegible]

এমন মহোপকারী আর

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক [illegible] [illegible] উপাদানে [illegible] কাঁচা [illegible] তৈলে মুস্তক, [illegible], গোলাপ, চামেলী, [illegible], চন্দন, [illegible], বেল, প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] দ্রব্য সংমিশ্রণে [illegible] [illegible] উপলব্ধি হইয়া থাকে। [illegible] [illegible] ব্যবহারে [illegible] [illegible] [illegible] সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের [illegible] মাথাঘোরা, [illegible]। শিরঃপীড়া [illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible] নানা প্রকার [illegible] মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, [illegible] তৈল যে, [illegible] ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল [illegible] উপর [illegible] আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় [illegible] দোকানদার [illegible] তৈল বিক্রয় করিয়া [illegible]। [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible] [illegible] হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই বৈশাখ শনিবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার
অধিবেশন বিবরণী

(৪৪৪ গৌরাব্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮ সংখ্যার পর)

অতঃপর নিম্নলিখিত গৌড়ীয়-সেবাব্রতীগণকে ধর্ম্ম ও ভক্তিসূচক উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। (১) ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অধিপতি বিপ্রবৈষ্ণব-সজ্জনকাব্রতী-কেশরী, উৎকলেশ্বর, বিষ্ণুপ্রিয়, পুণ্যশ্লোক, মহারাজ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেব মহারাজ বাহাদুরকে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবায় আনুকূল্য বিধানের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা 'ধর্ম্মসিন্ধু' উপাধিতে বিভূষিত করেন; (২) কৃষ্ণ-ঐশ্বর্য্য-ব্রত-শ্রীবিষ্ণুপাদ, ভগবৎ-সেবাপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ দিনাজপুরের মহারাজের পরমভাগবত কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু-নারায়ণ রায় এম, এ, প্রভু মহাশয়কে 'রাজর্ষি' উপাধি প্রদান করা হয়; (৩) শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাপাত্র ও বিশ্বাসভাজন শ্রীযুক্ত কশ্যপকুমার ব্রহ্মচারী মহাশয়কে 'ভক্তিরত্ন' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়, (৪) যুক্তপ্রদেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল সহায়ক শ্রীযুক্ত [illegible] অধ্যক্ষ মহাশয়কে 'ভক্তিকোবিদ' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়, (৫) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলাবতংস ভাগবতবর, শ্রীগুরুসেবারত, ধীমান্ পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধেশ্যাম ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহাশয়কে 'বিদ্যার্ণব' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; (৬) শ্রীশ্রীগুরুর [illegible], সদ্গুণের অধিকারী, ভাগবতোত্তম পণ্ডিত শ্রীনবীনকৃষ্ণ বাগচী মহাশয়কে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; (৭) রাজসাহীবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বাগচী বি, এল মহাশয়কে শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরের শ্রীমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যয়ভারবহন ও বিবিধভাবে ভগবৎসেবায় আনুকূল্য করায় 'ভক্তিবান্ধব' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; (৮) প্রয়াগধামে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠায় আনুকূল্য বিধান এবং বিবিধভাবে ভগবৎসেবায় চেষ্টা প্রদর্শনের জন্য বাংলোবিজয়কুমারের নিমন্ত্রিত শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে শ্রীধামপ্রচারিণী সভা 'ভক্তি-ভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত করেন; (৯) শ্রীযোগপীঠে মন্দিরে ভক্তিনারায়ণ-[illegible] নির্ম্মাণে অর্থানুকূল্য-বিধান, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকাশের ব্যয়ভারগ্রহণ এবং ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারে বিবিধভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য মাধ্ভুম জেলার নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়কে 'ভক্তিভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; (১০) শুদ্ধভক্তসেবায় নিবেদিতাত্মা, নিষ্কপট, বিদ্বান্ শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী মহাশয়কে 'ভক্তিকুসুম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়; (১১) রাঢ়ীয় বিপ্রবংশগৌরব শুদ্ধবেদান্তসিদ্ধান্তবিৎ, সৎ-সম্প্রদায়নিপুণ, শ্রীমান্ শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে "বেদান্ত-বাচস্পতি" উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। নিম্নে শ্রীল সভাপতির স্বাক্ষর-সমন্বিত 'গৌরাশীর্ব্বাদপত্র'-সমূহ মুদ্রিত হইল—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ময়ূরভঞ্জরাজ্যাধীশ্বরায় মহাত্মনে।
বিপ্রবৈষ্ণবসজ্জনকেশ্রীচৈতন্যচেতসে॥
দক্ষিণাপথাভিষিক্তায় মহারাজায় ধীমতে।
পুণ্যশ্লোকায় ধর্ম্মায় মহারাজায় তে॥
শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যশ্রীমঠানুকূল্যকারিণে।
শ্রীমৎপ্রতাপচন্দ্রায় ভঞ্জদেবোপনামিনে॥
ধাম প্রচারিণীসংসদ্‌ভক্তৈরীয়তে মুদা।
ধর্ম্মসিন্ধুরিতি খ্যাতমুপাধিভূষণং পরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে॥
চন্দ্রেষু বহ্নিবাণেন্দুশাকেহস্মিন্ শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাবপর্ব্বণে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিপ্রবৈষ্ণবভক্তায় সদা দাসাভিমানিনে।
কায়বাঙ্মনসৈঃ গৌরভক্তসেবাভিলাষিণে॥
বিবিধসজ্জনিকাভক্তেভ্যো ধনদায়িনে।
শ্রীনারায়ণভিক্ষয়া শ্রীমতে সচ্চিদাত্মনে॥
শারদানন্দকুমার-শরদিন্দুনারায়ণোপনামায়॥
রাজর্ষিরিত্যুপাধিনীয়তে প্রাসাদতঃ সাদরৈঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে॥
চন্দ্রেষু বহ্নিবাণেন্দুশাকেহস্মিন্ শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাবপর্ব্বণে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদস্য ঠাকুরস্য কৃপাপুষঃ।
প্রিয়বিশ্বাসপাত্রায় কশ্যপকুমারাখ্যয়ে॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্‌ভক্তৈরীয়তে মুদা।
গৌরকারুণ্যনাম্নস্তু ভক্তিরত্নমিতি
প্রভো॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে॥
চন্দ্রেষু বহ্নিবাণেন্দুশাকেহস্মিন্ শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাবপর্ব্বণে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলসহায়কায় বৈ।
যুক্তপ্রদেশস্থায় শুদ্ধ-ভক্তিপ্রকাশিনে॥
অধ্যক্ষাখ্যায় সদ্ভক্তায় শ্রীকান্তিনাম্নে।
ভক্তিকোবিদ ইত্যেষ উপাধিরীয়তে
মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে।
চন্দ্রেষু বহ্নিবাণেন্দুশাকেহস্মিন্
শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাবপর্ব্বণে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণবংশাবতংসরূপিণে।
ভাগবতবরায় শ্রীগুরুসেবারতাত্মনে॥
ভট্টাচার্য্যায় রাধেশ্যামপদাশ্রয়ায় ধীমতে।
বিদ্যাবতে প্রদীয়তে পাণ্ডিত্যোদ্ভাসিতায় বৈ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্‌ভক্তৈরীয়তে মুদা।
উপনামাস্য সজ্ঞাকং বিদ্যার্ণবেতি
যন্ম॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে॥

চন্দ্রেষু বহ্নিবাণেন্দুশাকেহস্মিন্ শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাবপর্ব্বণে॥
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

গৌর বিরোধ

(শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ বি,এল)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইয়াও গৌরলীলা এবং কৃষ্ণলীলার মধ্যে বিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্যময় হইলেও গৌরলীলা— ঔদার্য্যময় বিপ্রলম্ভলীলা। কৃষ্ণ একমাত্র গোপীদিগের, মধুর রসের সম্ভোগ করেন, আবার স্বয়ং কৃষ্ণই জীবের প্রতি অপার করুণা করিয়া রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরসুন্দররূপে এই বিশ্বমঙ্গল বিপ্রলম্ভ লীলা করেন এবং স্বয়ং শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে নিমজ্জিত হইয়া জীবগণকে কৃষ্ণপ্রেম অনর্পিতচর বস্তু প্রদান করেন। সেই হেতু গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা হইতে পরম উদার লীলা।

[illegible] বৈষ্ণবধর্ম্মের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, সেই সকল ব্যক্তিকে পূজা করিতে যাহারা আদেশ দেয়, মহাপুরুষ ও ভক্ত, সাধুতা ও ঔদার্য্যের বিচার না করিতে চায়, তাহারা সকলেই অপরাধে অপরাধী। মহাজন ও শাস্ত্রবাক্যে তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান ও বিশ্বাস নাই। মহাজন ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিয়া নিজ নিজ মনগড়া রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে নিজ নিজ মত প্রচার করিয়া যাহারা প্রবল হইয়া উঠে সেই সমস্ত লোক নিজ মতের মত করিয়া গ্রহণ করিতে গেলেই এইরূপ অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়। তখন আর প্রকৃত মহাজন ও গুরুর আবশ্যকতা থাকে না। নিজেই নিজের গুরু সাজিয়া বসে। নিজের স্বাধীনতা নষ্ট হইবার ভয়ে সাধু গুরু ও শাস্ত্রের বাণীতে সর্ব্বদা দোষ দর্শন করে এবং উহার উপর নির্ভর করিতে পারে না। ইহা এক অদ্ভুত রহস্য।

কেহ কেহ আবার [illegible] মনে করিয়া স্বরূপদামোদর প্রভুর বাণীর উল্লেখ করিয়া তাহাকে প্রমাণ বলিয়া ধরে। কিন্তু কথা সমানই। স্বয়ং ভগবান বা নিজের ভজনের সহায়ক লোককে গুরু করা চাই। উভয় ক্ষেত্রেই নিজ নিজ রুচি ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই

আকাঙ্ক্ষা মাত্র। বরং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিছু অধিক সুবিধা আছে। এখন শুধু ফোঁটাই দিয়া গৌর-নাগরী আড়ম্বরে নিজের স্বেচ্ছাচারের পুষ্টি সমর্থন করা যায়। তখন দেখা যাইবে যাহা হয় — "আমার গৌরসুন্দরের আদেশ [illegible] হয়। [illegible] ব্রজবুদ্ধি [illegible] নাই, [illegible] করিতে নাই, [illegible] নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।" কথা শুনিলে বেশ চমৎকার উপায়! সহজে 'নাগরী', ক'দেরই অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকের মন একেবারে হয়।

এদিকে কিন্তু গোড়ায় গলদ। নিজের মনের খেয়ালকে, নিজের জ্ঞান সমর্থনকারীকে, নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়কারীকে গুরু সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তি স্বেচ্ছাচার ও ভোগবাসনাকেই গুরু করা হইয়াছে। অতএব এরূপক্ষেত্রে গুরু স্বীকারও নাই, ভগবান্ স্বীকারও নাই। শুধু আছে ভগবানের উপরে ভগবানগিরি এবং নিজ নিজ গুরুগিরি। এইরূপ মনোধর্মী লোকের নিকট ভগবান্ তাহাদের মনের মত নিজের হাতে গড়া পুতুল মাত্র! ভগবান্ তাহাদের ভোগবিলাসে সৃষ্ট বস্তু মাত্র, তাহারাই ভগবানের স্রষ্টা,—ভগবান্ তাহাদের স্রষ্টা নহেন। তাহারাই ভগবানের প্রভু, ভগবান্ তাহাদের প্রভু নহেন। এই সকল লোক প্রকৃত পক্ষে ভগবান্‌কেই তাহাদের দাস করে, নিজেরা ভগবানের দাস হয় না এবং হইতেও চাহে না। ইহাদের ভগবদ্ভক্তি যেমন কোন কোন স্ত্রীলোকের স্বামি ভক্তির মত মুখে স্বামী জীবন-সর্ব্বস্ব, দেবতার দেবতা, একমাত্র গতি, অথচ কার্য্যে— স্বামীর ঘাড়ে চেপে, নাকে দড়ি দিয়ে, অঙ্গুলিহেলনে তাহাকে উঠান বসান!! ইহা সম্ভবঃ হয় ও ভক্তি নহে, ইহা প্রকৃত প্রভুত্ব ও ভোগ মাত্র।

মায়াবদ্ধ, ইন্দ্রিয়দাস, ভোগাসক্ত জীবের মনোধর্মে কল্পিত ও গঠিত বস্তু কখনও ভগবান্ নহে, উহা মায়ার পুতুল মাত্র। ভগবান্ স্বতন্ত্র সর্ব্বময় প্রভু, সচ্চিদানন্দ বস্তু। ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবের রুচি বা খামখেয়ালের উপর ভগবানের ভগবত্তা ও লীলাবৈচিত্র্য কখনও নির্ভর করে না। যাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবদ্বিরোধী, ভগবানে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, তাহারাই ভগবানের লীলায় নিজ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভগবল্লীলাকে এবং ভগবানের শ্রীঅঙ্গ মনের ভোগবাসনার অনুকূলভাবে গঠন করিয়া থাকে। এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, প্রচ্ছন্ন-ভোগিগণ—বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ গৌরসুন্দরের লীলার নিত্য বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও ভাব-ধারা বুঝিতে না পারিয়া গৌরসুন্দরের স্বরূপের পরিবর্ত্তে গৌরসুন্দরকে নাগর সাজাইয়া ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ভগবান্‌কে দিয়া নিজের সেবা করান সাধারণ নয়। আস্তিক্যের আবরণে নাস্তিকতা, সেবার আবরণে ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহাকে কত প্রকারে যে সজ্জিত করা আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গৌরসুন্দরকে নাগর সাজান সেই সকলের মধ্যে একটী প্রকার মাত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে গৌরনাগরীর একটি বড় চিত্র দেখিয়াছিলাম। গৌরসুন্দর নাগরবেশে, আর স্ত্রী-পুরুষ সকলে গৌরনাগরের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে! গৌরসুন্দরকে যাহারা 'নাগর' কল্পনা করে ও সাজায়, তাহারা কি সকলে—কি স্ত্রী, কি পুরুষ— নিজদিগকে 'নাগরী' কল্পনা করিয়া থাকে? কিন্তু এখন প্রশ্ন 'গৌরনাগরী' স্বয়ং ত বলিয়াছিলেন—'গৌরসুন্দর স্বয়ং রাধা-ভাব-কান্তি সুবলিত হইয়াছেন, তাহাই আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ।' গৌরসুন্দর স্বয়ং নাগরীগণের সাক্ষাৎ প্রেমাস্বাদন করিয়া দিয়াছেন বলিয়া যে বলা হয় আদর্শে, গৌরনাগরীগণ কি তবে সেই কাল্পনিক আদর্শের অনুসরণে বা অনুকরণে পরস্পর প্রেমে ঢলাঢলি গলাগলি করিয়া থাকেন?

আর এক গৌরনাগরীর কথা জানি—তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি খুব মাৎসর্য্যের উচ্ছ্বাস দেখাইয়া থাকেন অথচ স্বয়ং গৌরনাগরী! ইহা কি প্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়? [illegible] ও রসিকতা খুব উপভোগ্যই বটে!!

অতএব উক্ত প্রকারের যে ভক্তি, তাহাকে ভক্তির উৎপাত ব্যতীত আর কি বলিব? এই শ্রেণীর ভক্তকে অর্থাৎ ভক্তের আবরণে ভোগপরায়ণতাকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং
বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব
কল্পতে॥'

শাস্ত্র ও সাধুগণের উপদেশে যে ভক্তি, তাহা অন্যের অজ্ঞাত যায়!

ভক্তিপথ সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ আনুগত্যের পথ। এই পথে সর্ব্বময় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষে, সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য বা সেবাই চরম লক্ষ্য এবং কৃষ্ণপ্রেমাই সিদ্ধি। এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য সাধনকালেও আনুগত্য ভিন্ন আর উপায় নাই। স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা কখনও সেবা বা আনুগত্যে পৌঁছান সম্ভবপর নহে। শাস্ত্র ও ইহার সমর্থন করেন না। সাধুর সৎ-যুক্তিও উহার সমর্থন করিতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে আনুগত্য বা সেবা কখনও আসিতে পারে না; কামের উপভোগে কখনও কামের নিবৃত্তি হয় না, বরং ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নির ন্যায় তাহা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। ভগবৎসেবা-লাভ যাহাদের নিকট প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্র ও গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য একান্ত অপরিহার্য্য। অর্থাৎ সদ্গুরুর আশ্রয়ে শাস্ত্রবিধির অনুসরণ তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব বিধিমার্গই সকলের পক্ষে প্রশস্ত। যাহারা জগতে সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দই ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগপরায়ণ বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। তাদৃশ লোকের রাগমার্গে বিচরণ-চেষ্টা অযথা সময়নাশক। ইন্দ্রিয়াসক্ত, মনোধর্ম্মী ভোগী লোকের পক্ষে রাগমার্গের সাধন কেবল লম্পটতার অনুশীলন মাত্র। প্রকৃত লম্পটগণই বিধিমার্গকে ভয় ও অনাদর করে, কারণ শাস্ত্র ও সাধুগণের শাসন দূর হইলে স্বেচ্ছাচার ও লাম্পট্যের পথে জীবন কণ্টক। এবং এইরূপ লোকেরাই মনে করে, রাগমার্গ স্বাধীন পথ, সেই পথে কোন বিধির বাঁধন নাই। কিন্তু রাগমার্গ স্বাধীনতার পথ হইলেও তাহা যে বিধিকে কোনকালেই উল্লঙ্ঘন করে না এবং তাহাতে যে প্রচুর ভোগ, লাম্পট্য, স্বেচ্ছাচারের অবকাশ মাত্র নাই, সেই পথের অনুসরণ ও বিধি যে আরও কত কঠিন ও উচ্চ, এই সকল লোকেরা তাহা জানে না এবং জানিতে বুঝিতেও চাহে না। রাগমার্গ কি বস্তু, তাহার স্বরূপ কি, মনোধর্ম্মী উৎপাতগ্রস্ত লোকের তাহা বোধগম্য নহে। সাধুগণ শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে শ্রেয়ঃ এবং বিধি। যাহারা শ্রেয়ঃকামী এবং অহঙ্কার প্রসার ইচ্ছা করে, তাহা হয় বড় ভক্তিপথ নহে। তাহাদের জন্য ভক্তিপ্রতিকূল যোগপথ, জ্ঞানপথ চির উন্মুক্ত রহিয়াছে।

নিন্দা

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী ভক্তি[illegible])

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৭ম ১১৫)

সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব বস্তু বিষ্ণু। বিষ্ণুর প্রকৃতি প্রাকৃত জড় জগতের মূল। নিখিলের মধ্যে প্রকৃতি বা মায়া শক্তির বিবর্ত বাদ বিচারে [illegible] পাওয়া যায় না। বিষ্ণু—মায়া-গ্রাহক দেব-বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চ দেবতার এক দেবতা মাত্র।" পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় বিষ্ণুকে দেব মায়ার [illegible] দিয়ে [illegible] বিষ্ণু নামক [illegible] উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রাকৃত দেব-পর্য্যায়ে বিষ্ণু কখনই গণিত হইতে পারেন না। যাঁহারা বিষ্ণুকে প্রাকৃত দেব-পর্য্যায়ে ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারাই বিষ্ণুকে প্রাকৃত দেবতা বলিয়া জানেন। তাঁহাদের অবলম্বন মোচনের জন্য শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া
দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

অর্থাৎ একমাত্র আমাতে প্রপন্ন ব্যক্তিই আমার গুণময়ী দুরত্যয়া মায়ার কবল হইতে মুক্তি পাইতে পারে, অন্যে নহে।

একমাত্র একনিষ্ঠ বিষ্ণু-সেবকগণই মায়া মুক্ত হওয়ার যোগ্য, কারণ তাঁহারা অন্যান্য প্রাকৃত দেব দেবীগণকে নিত্য বন্দনায় কাল ক্ষয় করেন না।

যাঁহারা কাম, ক্রোধের দাস হইয়া মায়ার পাদতাড়িত হইয়া মায়া রাজ্যের বৈভব বন্ধনে নিরন্তর মজেই তাঁহারা সাত্ত্বিক কোন বিধান অনুসারে শ্রীবিষ্ণুকে প্রাকৃত দেবতা সাজাইয়া আনিয়া চতুর্থ দেবোপাসনার পরিপূরক স্বরূপ পঞ্চ দেবোপাসনায় মনোনিবেশ করেন না।

শ্রীবিষ্ণু বৈকুণ্ঠ বস্তু, তাঁহাকে প্রকৃতিজাত দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিলে পঞ্চ-নির্দ্দেশ সহ কলেবর উপস্থিত করা হয়, ইহাই বিষ্ণু নিন্দা।

শ্রীবিষ্ণু অতীন্দ্রিয় বা অধোক্ষজ বস্তু। তিনি প্রাকৃত বস্তু নিচয়ের, ভোক্তা সম্প্রদায়ের ভোগ্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। তাঁহার দেহ দেহীর মধ্যে ভেদ জ্ঞান অবান্তর। প্রাকৃত বস্তুতে দেহ দেহী ভেদ আছে। প্রাকৃত বস্তুগণ ভোগের সামগ্রী, কিন্তু বিষ্ণু নিত্য কাল ভোক্তা। তিনি সর্ব্বেশ্বর। ভোক্তাকে ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলে অপরাধ হয় এবং জীবের নিত্য সেব্য বস্তুকে জীবসাম্যে সেবক জ্ঞানে পরিচয় দিলে তাঁহার নিন্দাই করা হয়।

আমরা অনেকেই অনেক সময় স্বার্থ-কামী হইয়া অভীষ্টের জন্য বা সকল সুখবৎ সময় তুলসী দলে শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা পূর্ব্বক পাপরাশির অর্চ্চন করিয়া থাকি। যজ্ঞ করি অন্য দেবতার পূজায় যে প্রকার সংস্কারের দৃঢ়তা রাখিয়া থাকি, এক বিষ্ণু পূজা করিয়া অভীপ্সিত ফল পাওয়া না গেলেও [illegible] হওয়া সম্ভব। এরূপ কিছু হইলে যে বিষ্ণুকে ভোগপ্রদ করা হইতেছে তাহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিবেন না। এবম্বিধ অপরাধমূলক বুদ্ধি বিষ্ণু-নিন্দা-বাচক।

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

অচৈতন্য বিশ্বে বিশ্বগুরু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচারের প্রচেষ্টা শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিতগণের বৃত্তিতেই সুপ্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনয় করিয়াও প্রকৃত পথানুসরণে অসমর্থ হইয়া অনেকে অবিকৃত অচৈতন্যদেবের বাক্য কহিতেছেন। অতএব, বিশ্ববাসীকে সুপথে এবং অন্ত সাধনপ্রকৃতিবিশিষ্ট জনসমূহকে চৈতন্যের দেশে লইবার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মঠ প্রকট করিয়া তাঁহাদের সর্বাগ্রে অন্যতম মঠ প্রকট করিয়াছেন— সেই চৈতন্য-মঠ-আত্মা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী।

প্রয়াগে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা মঠসমূহের অন্যতম। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রকট-ভূমি, প্রয়াগধামে বাস করিয়াও শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধামে বসবাসকারী মনুষ্যের পদ্ম-মধু আস্বাদের ন্যায় ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ-সুযোগ হয় না। বিমুখজীবকুলের দুর্ভাগ্যবশে অপরাধ আর অপরাধের কথা প্রচারে ব্যস্ত।

গত ২২শে ও ২৩শে চৈত্র পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ স্থানীয় প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ আইন-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায়-মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সহরের বহু শিক্ষিত সজ্জনগণ উপস্থিত হইয়া খুব আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত অশ্রুতপূর্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছেন। এলাহাবাদে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-যুক্ত ভাগবত-কথা এই প্রথম শুনিয়েছেন বলিয়াছেন। সকলেই পুনঃ পুনঃ শ্রীরূপাদের সিদ্ধান্ত কথা শ্রবণের আগ্রহ জানাইয়াছেন।

নানা কথা

আদালত বয়কট

দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গাঁয়ের উকিলগণ আদালত বয়কট করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং আগামীতে যে উকিল সভা হবে তাহাতে ঐ প্রস্তাব যাহাতে গৃহীত হয় সে চেষ্টা করিবেন। গত ৯ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত যতনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে যশোহরের উকিলদের একটি সভায় ঐরূপ প্রস্তাব গ্রহণের কথা হইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

কলেজ বয়কট

স্বেচ্ছা-সেবকদলে ভর্ত্তি হইবার জন্য তাঁহার সম্প্রদায়ের আহ্বানে কলিকাতা সিটিকলেজের ছাত্রগণ ধর্মঘট করিয়াছে তজ্জন্য কর্তৃপক্ষগণ কলেজ গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ করিয়াছেন। শুনা যায় বিদ্যাসাগর কলেজ এবং সেন্টপল কলেজেরও অনেক ছাত্র কলেজে যোগদান করে নাই। হরিশ পার্কে ছাত্রদের একটি সভায় বিলাতী দ্রব্য বিশেষতঃ বিলাতী সিগারেট বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নাসিকে রথযাত্রা

সনাতনীগণ গত ৯ই এপ্রিলের রথযাত্রায় অস্পৃশ্যদিগকে কোনমতে যোগদান করিতে দিবে না এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার ফলে ঐ দিবস বৈকালে সহরে কয়েকটী দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। মন্দির হইতে সনাতনীদের মিছিল বাহির হইবার সময়ে অস্পৃশ্যগণ রাস্তার উপরে পড়িয়া থাকে। ইহাতে সনাতনীগণ তাহাদিগকে ভয়ঙ্কর প্রহার করে। ইহাতে উভয় পক্ষে ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হয় এবং অস্পৃশ্যগণই অধিকতর মারখায়। শীঘ্রই আরো কয়েক শ' অস্পৃশ্যদলের লোক অকুস্থানে আসিয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ পুলিশের লোকদের সুবন্দোবস্ত না হইলে ভীষণ ব্যাপার হইত।

উকিলের পোষাক

দিল্লীর উকিল সমিতি নাকি গত ১২ এপ্রিল এক সভাতে স্থির করিয়াছেন যে তাহাদের সমিতির সকল সভ্যকে খদ্দরের পোষাক পরিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ব্রজ বিহারী লাল এম্ এল্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রায় বাহাদুর লাল কি শোর উকিলের পোষাক বিষয়ক হাইকোর্টের নির্দ্দেশ এবং গবর্ণমেন্টের ব্যবহারজীব আইন প্রভৃতির নজির দেখাইয়া ঐ প্রস্তাবে অনেক আপত্তি করেন। কিন্তু অবশেষে উকিলের সংখ্যাধিক্যে বিশেষতঃ নবীনদের চেষ্টায় খদ্দর পোষাকের প্রস্তাবটী পাশ হইয়া গিয়াছে।

ময়মনসিংহ-সংবাদ

ময়মনসিংহ

১৩।৪।৩০

গত ১২ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের দিন বিদ্যায় স্থানীয় জিলা স্কুল, সিটি স্কুল, এডওয়ার্ড স্কুল, মৃত্যুঞ্জয় স্কুল এবং কলেজ হইতে সমস্ত ছেলেরা স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এবং সহরের নানা স্থানে "স্বাধীনতাকী জয়, বিপ্লব কি জয় ইত্যাদি" ধ্বনি করিতে করিতে দলে দলে ছেলেরা ঘুরিয়াছে। কলেজের প্রিন্সিপাল ছেলেদের কিছুতেই থামাতে পারেন নাই।

লবণ বিক্রি

গত ১২ই এপ্রিল কাঁথাতে বিনা লবণ বিক্রি হইয়াছে। কংগ্রেস [illegible] প্রেসিডেন্ট পূর্ণচন্দ্র বাবু [illegible] লবণ বিক্রি করিয়াছে। [illegible] লোকেরা এই সকল লবণ আনন্দের সহিত ক্রয় করিয়াছে।

গোলদীঘিতে বে-আইনি জনতা

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে গত ১১ই এপ্রিল কলিকাতা গোলদিঘীতে জাতীয় সেনা দলের কর্তৃত্বে একটী বেআইনী সভা হয় এবং এই সভাতে কতকগুলি নিষিদ্ধ ইস্তাহার জারি করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া ঐ সভাকে বেআইনীজনতা বলিয়া সকলকে সভাভঙ্গ করিতে বলে। কিন্তু সভা ভঙ্গ করিতে অস্বীকার করায় পুলিশ প্রায় ৩০ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় চালান দেয়। কিছুক্ষণ মধ্যে গোলদিঘীর (কলেজ স্কোয়ার) বাহিরে প্রায় ৫ হাজার লোক জমা হয়, তাহাতে গাড়ী প্রভৃতি যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় ১৫ জন লোকের কিছু কিছু আঘাত লাগে। দুইজন কনেষ্টবল ইটের আঘাতে আহত হয়। লাল বাজার হইতে অতিরিক্ত পুলিশ আসিয়া ভিড় সরাইয়া দেয়।

স্বরাজ ভবন

এলাহাবাদ হইতে গত ১১।৪।৩০ এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিয়াছেন যে স্বরাজ্য দলের নেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু তাঁহার এলাহাবাদস্থ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা "আনন্দ-ভবন" নামক স্বীয় বাস-ভবনটি কংগ্রেসকে দান করিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু (পণ্ডিত মতিলালের পুত্র) ঐ দান গ্রহণ করিয়া গতকল্য ঐ ভবনটী দখল করিয়াছেন। ঐ বাড়ীটির মূল্য অনুমান আড়াই লক্ষ টাকা হইবে। "স্বরাজ-ভবন" নামে উহাকে নামান্তরিত করা হইয়াছে।

বাক্সের মধ্যে মৃতদেহ

হাজারিবাগ হইতে এক লোমহর্ষণ ব্যাপার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটী ষ্টীলট্রাঙ্কে দুইটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ (সম্ভবতঃ একটী ৩০ বৎসর বয়স্কা অন্যটী ৮ বৎসরের মৃতদেহ প্রথমটির কন্যা) কাঠের বাক্সে প্যাক করিয়া গত ৯ই তারিখে সন্ধ্যাবেলা হাওড়া হইতে পার্শ্বেলে পাঠান হইয়াছিল। হাজারিবাগে পার্শ্বেল রেল না লওয়ায় ষ্টেসন মাষ্টার সন্দেহক্রমে বাক্স খুলিয়া উক্ত মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। মৃতদেহ দুইটী সম্ভবতঃ বাঙ্গালীর। হত্যাকারীদের জন্য পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছেন।

উকিলের জরিমানা

গত ১০ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার আলিপুরের এডিসনাল সেসন জজ শ্রীযুক্ত মন্মথ দত্তের এজলাসে এডভোকেট শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যখন একটী সাক্ষীকে জেরা করিতেছিলেন তখন আদালত কতকগুলি প্রশ্ন করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে উকিল বাবু বলেন যে এইরূপভাবে বাধা দিলে (অন্যায় ভাবে) জেরায় হস্তক্ষেপ করা হয়, তিনি ও পুলিশের নিকট জেরা করিতেছেন না পরন্তু আদালতের সম্মুখে জেরা করিতেছেন। ইহাতে জজ সাহেব উকিল বাবুকে আদালত অমান্যের অপরাধে ২০৲ টাকা জরিমানা করেন।

কলেজ বয়কট

গত ১১ই এপ্রিল তারিখের সংবাদে যে তিনটী কলেজের ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে তাহারা রিপণ কলেজের ছাত্রদের ধর্ণা দিয়া কলেজ যাইতে দেয় না, তাহাতে ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষগণ আগামী শনিবার পর্য্যন্ত কলেজ বন্ধ রাখিয়াছেন। স্কটিশ চার্চ কলেজেও ঐরূপ ধর্ণা দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতে ছেলেরা কলেজ যাওয়া বন্ধ করে নাই। তবে অনেক ছাত্রই কলেজে উপস্থিত হয় নাই। অন্য দিনের সময়ে অনেকগুলি স্কুল কলেজের ছাত্রদের রাস্তা দিয়া মিছিল করিয়া যাইতে দেখা গেল তাহাতে অনুমান হয় সমস্ত স্কুল কলেজই শীঘ্র বন্ধ হইয়া যাইবে।

প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ যন্ত্র

আমেরিকার ডাহয়ো নামক স্থানে একটী অতি প্রকাণ্ড আকারের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের 'মডেল' (নমুনা) তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার বিস্তৃতি ২০০ শত ইঞ্চি পরিমাণ। এই যন্ত্রটী যদি ঠিক হয় তাহা হইলে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ যন্ত্র হইবে এবং এ পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণে যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি দিয়াছে তাহার অন্ততঃ চতুর্গুণ দূরবর্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করা যাইবে। ইহার জন্য যে দর্পণটী প্রয়োজন হইবে তাহাও এ পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা বড় দর্পণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার চতুর্গুণ আকার হইবে। এজন্য আনুমানিক ৭০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকা ব্যয় পড়িবে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

অখণ্ড গ্রন্থের মূল্য ৪০৲, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩/০ সাধারণ পক্ষে ১০৸০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৷০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৵০।

, সম্পূর্ণ গ্রন্থের ভিক্ষা ৪০৲, অগ্রিম গ্রাহকগণের পক্ষে ৮৲।

৬ষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

' গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত "

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৮৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। মোট ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের ৩ সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গোড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী মহাপ্রভু প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার জন্য সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অত্যল্পই।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	৷৹
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ ; শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	৵০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	।০
শ্রীতাবলী প্রাপ্তব্য	৵১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	৵০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible] পোঃ, বৰ্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঙ্গলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] বঙ্গালীটোলা, কাশী, ই, আই, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিপাড়া, বৃন্দাবন, মথুরা, ই, আই, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ই আই পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, ময়মনসিংহ।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হ্যারিসন রোড, দিল্লী

তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—৪৯ নং কে রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—মে [illegible], কলাবাগান কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬৩নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এস ডি, মুখার্জি—মে, এম, ওয়ার্কস বিল্ডিং, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—বহরমপুর, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিপিনমোহন দে—মদনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীনগেন্দ্রনাথ পড়ুয়া বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীপতিত পাবন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এস, বানপুর।

জগতের যা কিছু সুন্দর বস্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত ও অনুবাদিত গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা সুন্দর বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অল্প লোকের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এক অমূল্য গ্রন্থ [illegible] এই এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর বঙ্গ সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কাকে বলে, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-বু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৸০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লিখিত গ্রন্থাবলী :—

কৃষ্ণসংহিতা [illegible] পকেট সাইজ

[illegible] ভিক্ষা /০ আনা

[illegible] ইহা সকল [illegible] হইতে পারে। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] তাহার কোন অংশের আলোচনা প্রার্থনা হয় এবং [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] প্রকারে [illegible] হইতে যে, উক্ত [illegible] প্রার্থনা [illegible] সদাচারমূলক [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমপ্রদীপ—/০, নবদ্বীপশতক—/০

অর্চ্চনপদ্ধতি —/০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন [illegible] যে কল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং সেই কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু [illegible] নিত্য কল্যাণ লাভে অসমর্থ এবং কোন পথ অবলম্বন করিলে নিত্য কল্যাণলাভ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ সার্ব্বজনীন কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধনে চতুঃখণ্ড)

বিষয় :—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবগণের ও শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারের বাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের [illegible]। ইহাই সদ্গ্রন্থের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টগোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শ্যামসুন্দর [illegible]

মেহ [illegible]

[illegible]

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও বাতুলিতার, ইন্দ্রিয়শিথিল হ্রাস, প্রমেহ শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, শারীরিক দুর্বলতা, বহুমূত্র প্রভৃতি সকল প্রকার বিকার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বকামাগ্নি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি যে যে কারণে ঘটুক তাহা আরোগ্য করিয়া পুরুষত্ব প্রদান করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] ধাতু ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি আসাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতায় সর্ব্বত্র পরিচিত ও প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা প্রতারকগণ কর্ত্তৃক [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible] জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর হইতে উপশম পাওয়া যায়, ইহাতে কুইনিন, আয়রণ এবং [illegible] আছে।

[illegible] কুইনিন দ্বারা [illegible] একটী দুইটী ইঞ্জেকসনেই [illegible] জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]।

[illegible] মূল্য ২৲, [illegible]

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী [illegible] ২৯।১ হেষ্টিংস রোড, কলিকাতা।

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন ...দীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বেদনাঞ্জন

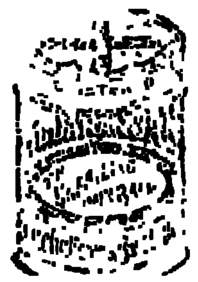

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible]

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible]

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রকৃত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ... কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।। প্রাপ্তিস্থান: ... কোম্পানী, ২১১নং ... ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

... সকলপ্রকার ছাপার কার্য ...

... কাজ চলিতেছে ...

... পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৪২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই বৈশাখ সোমবার ১৩৩৭ ২১শে এপ্রিল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিঃপিঃ প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ৬ খণ্ড-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাধক ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ সানুবাদ (বাঁধা) ৪৲
১০। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (গোবিন্দভাষ্য) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-বিবরণ ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৸৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও মহাজনগীতিঃ মোট ১৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপথ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সম্বাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানযোগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিঃপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মুক্ত কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তপথ মায়াধীন নহে।
ভক্তের মায়ার সেবাই অমঙ্গল-প্রদ।
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লভ্য।
অতএব প্রাকৃত ভাবো শুদ্ধভক্তি-বাট

দৈনিক ব্যবহার্য্য প্রকাশ

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফ্যালেন

টনিক ও দাবক। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই ফল। [illegible] ফলের পরিচায়ক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

[illegible]

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, [illegible] বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক

ত্রিগুণা তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা ও বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তেল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible]

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই বৈশাখ সোমবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(৪৪৪ গৌরাব্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১ সংখ্যার পর)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রী[illegible]মহাশয় সদ্ধর্ম্মা[illegible]কারিণে।
[illegible]কুমার শ্রী[illegible]কৃষ্ণনাম্নে॥
ধামপ্রচারিণীসভাসদস্যৈর্দীয়তে মুদা।
উপনামবরং 'বিদ্যালঙ্কার' ইতি
বিশ্রুতম্॥
গঙ্গাপুরুষতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরনামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে॥
চন্দ্রেষু বসুভূবাংশুশাকাব্দেষ্বস্মিন্
শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরস্য জন্মবাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পুণ্যে শ্রীযোগপীঠেঽস্মিন্
শ্রীমায়াপুরধামনি।
শ্রীগৌরমূর্ত্তিকাপায়াং যেন প্রকাশিতং
পরম্॥
কিশোরীমোহনাখ্যায় [illegible]বিকাশিনে
মতে।
শ্রীমতে সদ্ভক্তাচার[illegible]নিবাসিনে॥
ধামপ্রচারিণীসভাসদস্যৈর্দীয়তে মুদা।
উপনামবরং 'ভক্তিবান্ধব' ইতি
বিশ্রুতম্॥
গঙ্গাপুরুষতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে॥
চন্দ্রেষু বসুভূবাংশুশাকাব্দেষ্বস্মিন্
শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরস্য জন্মবাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীব্রজপত্তনে রূপগোস্বামীতীরে শ্রীমঠোত্তমে।
শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা[illegible]কৃপাবিধায়িনে॥
বারেন্দ্রবিপ্রবংশায় [illegible] মহাত্মনে।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রাখ্যভট্টাচার্য্যায় ধীমতে॥
ধামপ্রচারিণীসভাসদস্যৈর্দীয়তে মুদা।
'ভক্তিভূষণ' ইত্যেতদুপাধিভূষণং পরম্॥
গঙ্গাপুরুষতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে॥
চন্দ্রেষু বসুভূবাংশুশাকাব্দেষ্বস্মিন্
শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরস্য জন্মবাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পুণ্যে শ্রীযোগপীঠেঽস্মিন্
[illegible]লিখিতো।
[illegible]বৃন্দাবনেন কৃতং যেন মহাত্মনা॥
[illegible]নিবাসিনে।
[illegible]শ্রীমতে মতে॥
ধামপ্রচারিণীসভাসদস্যৈর্দীয়তে মুদা।
'ভক্তিভূষণ' ইত্যেতদুপাধিভূষণং পরম্॥
গঙ্গাপুরুষতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে॥
চন্দ্রেষু বসুভূবাংশুশাকাব্দেষ্বস্মিন্
শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরস্য জন্মবাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শুদ্ধবৈষ্ণবসেবায়াং সমাহিতনিবেদিতাত্মনে।
[illegible]ভক্তায় [illegible]পুণ্যচেতসে॥
[illegible]পুরায় সজ্জনামোদদায়িনে।
কৃষ্ণকান্তীতিপুরায় শ্রীমতে ব্রহ্মচারিণে॥
ধামপ্রচারিণীসভাসদস্যৈর্দীয়তে মুদা।
উপনাম মুদা 'ভক্তিকুসুম' ইতি
বিশ্রুতম্॥
গঙ্গাপুরুষতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে॥
চন্দ্রেষু বসুভূবাংশুশাকাব্দেষ্বস্মিন্
শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

রাঢ়ীয়বিপ্রবংশোদ্ভবায় ধীমতে।
গুরুসেবানিষ্ঠায় [illegible]চেতসে॥
শ্রীমদ্[illegible]নামধারিণে।
সৎসঙ্গতিবিধৌ [illegible]পুণ্যকীর্ত্তয়ে।
ধামপ্রচারিণীসভাসদস্যৈর্দীয়তে মুদা।
উপনামাথ 'বেদান্তবাচস্পতি' ইতি
শ্রুতম্॥
গঙ্গাপুরুষতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠালয়ে॥
চন্দ্রেষু বসুভূবাংশুশাকাব্দেষ্বস্মিন্
শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশনে সভাপতি শ্রীপাদ পরমহংস[illegible], পরমপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ[illegible] কুমার বাহাদুর রাজা[illegible] শ্রীল [illegible]নারায়ণ রায় এম, এ (এডুকেশন), প্রাক্ (মাদ্রাজ) মহোদয়কে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা হইতে শ্রী[illegible] পদাম্বুজ নিবন্ধ সহিত শ্রী[illegible] নামসহ 'বেদান্ত' উপাধিতে বিভূষিত করিলে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামী প্রভু রাজাবাহাদুর মহোদয়ের অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়া বলেন,—এক মহাত্মা বৈষ্ণব, [illegible] শ্রীবিগ্রহ সেবা [illegible] পরমভাগবত ও গুণগ্রাহী [illegible] আছেন। রাজার প্রাক্ [illegible] প্রচারিণী সভার সাধারণ সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীবাসের শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপস্থ এবং তাঁহার নিজ-ভবনে আছে তাঁহার অর্চ্চন শ্রীশ্রী[illegible], [illegible] নিরুপম আদর্শ। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণে তাঁহার যে আগ্রহ ও একাগ্রতা, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার ন্যায় পদের পক্ষে আদর্শস্থানীয়। প্রাক্ মহোদয়ের ভক্তিপূর্ণ সুবিমল [illegible], আচার-নিষ্ঠা, মহাপ্রভুতে প্রীতি [illegible]

শেষে ঐ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। [illegible] দিবস [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] [illegible] সভায় [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] শ্রীধামপ্রচারিণী সভার [illegible] শ্রীনবদ্বীপ সম্বন্ধে "[illegible]" নামক একটি বিশেষ [illegible] করিয়া [illegible] একটি অমূল্য সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, [illegible] শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ [illegible] একটি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] প্রাক্ [illegible] গৌর-[illegible] সভা [illegible] তাঁহার প্রদান করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শিষ্য ও শিষ্যত্রুব

([illegible] শ্রী [illegible])

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] বিষয়। [illegible] ক্রিয়া-[illegible] তাঁহার [illegible] বিষয় কুসংস্কার [illegible] অর্পণ করেন। [illegible] শিক্ষায় নিযুক্ত থাকায় কদাপি কোন [illegible]। সুতরাং নিজের [illegible] কি প্রকারে [illegible]? প্রাকৃত জনের নিকট [illegible] কিরূপ [illegible] আছেন। [illegible] দূরীকরণ কি প্রকারে [illegible] করেন, এরূপে তাঁহার [illegible]। [illegible] শিষ্য [illegible] তাঁহার [illegible] এবং তাহাতে শ্রীগুরুদেব [illegible] তাঁহার [illegible]। প্রাকৃত [illegible], শিষ্য যদি [illegible] নিযুক্ত [illegible] শিষ্য [illegible] [illegible] আছেন [illegible]

[illegible]

শ্রৌতপন্থা

(পূর্বপ্রকাশিত ৩১ সংখ্যার পর)

([illegible])

[illegible] শ্রীল [illegible] গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ বিষয়ে বলিয়াছেন—

"[illegible]
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া।
[illegible]
উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে॥

সে করিল শিখা সূত্র ত্যাগরূপ।
সেই না দিল নাম হৈল স্বরূপ॥"

উপরিউক্ত চরিতামৃত পদ্য হইতে অবগতি হয় যে শ্রীল দামোদর স্বরূপ কাশীধামে (শ্রীচৈতন্যানন্দ তীর্থের নিকট) কৌপীন ধারণ বাস গ্রহণ ও শিখা সূত্রত্যাগরূপ একদণ্ড সন্ন্যাস-লিঙ্গ মাত্রমাত্র স্বীকার করিয়াও একদণ্ড সন্ন্যাসের প্রধান লিঙ্গ একদণ্ড বা যোগপট্টাদি ধারণ করেন নাই। এতদ্বারা তিনি কেবল যতি অবস্থায় নহে, [illegible] পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

ইহাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় যোগপট্টাদি দ্বারা তাঁহার সংস্কার করিবার চেষ্টা করেন নাই। অথবা তাঁহার নাম পরিবর্তন পূর্বক অন্য নাম প্রদানেও প্রয়াস করেন নাই। শ্রীল দামোদর স্বরূপ, যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুখ্য গুরু এবং মহাজন-প্রবর, স্বয়ং তাঁহার নামধারী ছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার নামাদি বৈধ বিচক্ষণ চিহ্ন ধারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে মহাজনাচারিত পন্থা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত। অতএব বৈধ বিবাদ [illegible] কাহারও নামাদি গ্রহণ পুরুষের মহাজনাচরিত ও ভগবদনুমোদিত হওয়ায় তাহা শ্রৌত-পন্থা।

যাঁহারা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে [illegible] কাহারও মধ্যে বিবাদের আশঙ্কা কল্পনা করেন, তাঁহারা সম্প্রদায়-বৈভব হইতে বিচ্যুত একেবারে অজ্ঞ, না হয় তাঁহারা অজ্ঞ-জনাকর-সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধ আচার-ভ্রষ্ট অকুশল-পরবশ হইয়া বর্তমান মহাপুরুষ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সংরক্ষক প্রচারক আচার্য-প্রবরের বিরুদ্ধ বিবাদে দোষ দর্শন করেন। ইঁহাদের মধ্যে পুরুষোত্তম মুকুন্দরাজ বা শ্রীগৌড়-পূর্ণ-ক বা উদ্ধবপ্রভু তত্ত্বতঃ ভক্তগণ বলেন:—

"ভাগবত আশ্রয় করা সুবুদ্ধি
বলো তোমার কর্তৃ অগ্রে।
অনিয়ম অনিল মধ্যে পণ্ডিত নিত্যানিত্য
[illegible]॥"

স্বভাবের স্বভাব এই যে তাহারা গুণ দেখিতে পায় না। অভিমান ক্রমিক অসৎকার যুক্ত কারো মধ্যে, দোষ দুঃখ [illegible] করে। তাঁর প্রতিজ্ঞা হইতেও মহাত্মা-গৌরব, নানা মান সম্প্রদায়-নাশক স্বমত মধ্যে লিপ্সালক, বিদ্রাদি ধাম করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

সিন্ধু স্ত্রী সম্মেলন

পেশোয়ার হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিয়েছে যে এক দিনের চেষ্টার ফলে পেশোয়ারে একটী উভয় পক্ষের মিলিত "সিন্ধু" সম্মেলনে সিন্ধু স্ত্রী দিগের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মুসলমান নিন্দনীয়দের নাম ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং আত্মীয়গণও মুসলিমদের নাম ফিরাইয়া দিয়াছে। আশা করা যায় যেন উভয় পক্ষই নির্ধারিত সর্ত্ত গুলি মানিয়া চলিবে।

ময়মনসিংহ সংবাদ

কলেজ বন্ধ

ময়মনসিংহ
১২।৪।৩০

অদ্য বেলা ১টার পর ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্রগণ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে কলেজ গৃহ ও প্রাঙ্গণ মুখরিত করিলে অধ্যক্ষগণ কর্তৃপক্ষ সত্যাগ্রহ প্রবর্তনার্থ বাহির হইয়া গিয়াছে, কোন শ্রেণীর একটী মাত্র ছাত্রও ছিল না। অধ্যাপকগণ কিছু নাম ডাকিয়া শেষ পর্যন্ত কলেজে বাহিরে ছিলেন।

গত ১০ই এপ্রেল ১৯৩০ তারিখে এই শহরে টাউন হল প্রাঙ্গণে সাধারণের এক সভা হয় এবং তাহাতে স্থির হয় যে মহাত্মা গান্ধীর এই আন্দোলনে বঙ্গী সকলকেই আত্মনিয়োগ করিতে হইবে নতুবা স্বরাজ সম্ভব হইবে না। কারণ গতকল্য ২২ জন স্বাধীনতা-কামী কর্মী পদব্রজে এই শহর হইতে দৈনিক পুর অভিমুখে যাত্রা করে। তাহাদের পুষ্পমালা চন্দনাদি দ্বারা অভিনন্দন করিয়া এই সভা হইতে বিদায় দেওয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ ক্রমশঃ নদনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে শহর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে তাঁহাদের অনুসরণ করিবার জন্য আরো ১০০ শত যাত্রী তৈয়ার আছে। যখন অবস্থান পাইবে তখনই তাহারা চলিয়া যাবে।

বেতার টেলিফোন

জেনেভা হইতে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে সম্প্রতি বৃটিশ (পো) বিভাগের আকস্মাৎ (সেনাপতি) এবং বেতার কার্য্যাধ্যক্ষগণ মার্কিন সাহেবের নিমন্ত্রণে মার্কিন ইংলণ্ড হইতে বেতার টেলিফোনের সাহায্যে ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া স্থিত তাহাদের আত্মীয়গণের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিয়াছেন। এতদূরে বেতারে কথা বার্ত্তা এই প্রথম হইল। বোম্বাই ও কেন্টারবেরীর মধ্যে বেতার টেলিফোনের আয়োজন হইয়াছে।

লবণ বিক্রয়ে দশ হাজার টাকা

বোম্বাই হইতে এসোসিয়েটেড্ প্রেস সংবাদ দিতেছেন যে বোম্বাই শহরে গত ১৪ই এপ্রিল ৫০০ লোক সেবক নিষিদ্ধ লবণ বিক্রি করিয়াছে। শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় অপরাহ্নে মাড়োয়ারী বাজারে নিষিদ্ধ লবণের প্যাকেট নিলাম করিয়া ১০০০০ দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। সর্ব্বশেষ অধিক ডাক যেটী হয় তাহাতে ৫ তোলা লবণের প্যাকেটের মূল্য ৭০০ টাকা হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার

বিলাতের 'ডেলিমেল' নামক সংবাদ পত্র গত ১৩ই এপ্রিল সংবাদ দিয়াছেন যে বোম্বাই গভর্ণমেন্টের শাসন পরিষদের প্রধান সদস্য শ্রীযুত হটসন্ সাহেব বোম্বাইয়ের ম[illegible] এবং ৭৮ নাটি সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন যে গান্ধীজীকে এই সময়ে গ্রেপ্তার করা দরকার, সেজন্য ৭৮ জনের অনুমতি অপেক্ষা করিয়া তিনি প্রস্তুত অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে পাছে নূতন দলের সত্যাগ্রহ নষ্ট হয় সেজন্য এ কার্য বিবেচনাধীন আছে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

গত ১৪ই এপ্রিল এলাহাবাদ হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু রায়পুর যাইবার জন্য এলাহাবাদ স্টেশনে ট্রেনে চড়িবার সময় তাঁহাকে লবণ আইন অমান্য করা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহার ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। তৎপূর্বে গত ১১ই তারিখে জহরলালজী জানাইয়াছেন—গত ২১ মার্চ আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তদনুসারে আমার অবর্ত্তমানে সভাপতির কার্য করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে আমার স্থলে সভাপতি মনোনীত করিতেছি। আর যদি গান্ধীজী আগে গ্রেপ্তার হন অথবা অন্য কোন কারণে উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে আমার স্থলে মনোনীত করিতেছি।

নূতন গ্রহের আবিষ্কার

বিগত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জার্মাণ দেশের রাজধানী বার্লিন নগরের মানমন্দিরে "নেপচুন" নামক গ্রহের আবিষ্কারের পর আকাশ-তত্ত্ববিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে বিলাতে আরিজনা প্রদেশস্থ লাওয়েল মানমন্দিরে ডাঃ ভি. এম. স্লিফার উক্ত নেপচুন গ্রহের পূর্ব্বাদি প্রদেশে সৌরজগৎ ও একটী নূতন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রায় ১০০ বৎসরকাল ঐরূপ একটী গ্রহের অবস্থান [illegible] করিতেছে। ফরাসী পণ্ডিত [illegible] অপর দিকের মধ্যে উহার সন্ধান দিয়াছিলেন। তিনি [illegible] পারিলেন যে ১৮৬২ সালে [illegible] এবং [illegible] প্রবেশ দিয়া [illegible] করিতেছে। অতএব উহার [illegible] পূর্ব্বেই পূর্ণ দিয়া অপর একটী গ্রহ আছে যে ৭৫০ বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে—এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন।

হার্শেল বা উরেনাস গ্রহের কম্পন দৃষ্টে অন্য গ্রহের আকর্ষণ অনুমান করিয়া লেভেরিয়ার এবং এডাম্স্ বর্ত্তমান নেপচুন গ্রহটী আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারের পর [illegible] তাহার দুই [illegible] দূর অতিক্রম করিয়াছে, [illegible] নেপচুনের গতি বা বাহিরের সম্বন্ধে কিছু বলা অসম্ভব। কিন্তু হার্শেল বা উরেনাস্ গ্রহের গতিতেই একটী অন্যের কম্পন আবিষ্কার করে অধ্যাপক উইলিয়াম পিকারিং পর্যবেক্ষণ করেন। তাহাতে তিনি আর একটী গ্রহের অবস্থান অনুমান করেন। অতএব বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে কিন্তু কেহ কোন সঠিক সংবাদ দিতে সমর্থ হন নাই। [illegible] ফরাসী পণ্ডিত [illegible] অনুমান করিয়া বলিয়া ঘোষণা করেন এবং এই গ্রহটী [illegible] বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু উহার অবস্থানের [illegible] পারেন নাই। [illegible] সাহেব এই গ্রহটীর ক্রমশঃ [illegible] অনুমান করেন।

[illegible] বা সৌরীয় [illegible] অজ্ঞাত গ্রহের [illegible] এই নূতন গ্রহটীর [illegible] অনুমান হয়।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র ভাগবত [illegible] চৌত্রিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রথম খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ১০৸৵০। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

সম্পূর্ণ [illegible] টাকা ১২৲, [illegible] গ্রাহকের পক্ষে ৮৲

৬২ অধ্যায় [illegible] খণ্ড ছাপ হইয়াছে

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই ইহার এই সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই [illegible] গ্রন্থের [illegible] মাত্র [illegible] টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ [illegible] হইবার পর আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] উপায় [illegible] উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত [illegible] [illegible] গ্রন্থ [illegible]।

গ্রন্থ	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	৷৹
	১৲
সাধন পথ (শ্রীমদ্ভাগবত [illegible]) [illegible]	৷৹
[illegible]	
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	
[illegible]	
শ্রীতাবলী [illegible]	৵১০
[illegible]	৶১৫
শরণাগতি—[illegible]	৴০
[illegible]	৹/৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ মঠ,—[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
৩। শ্রী[illegible] আশ্রম,—[illegible], নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গী জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ [illegible] রোড, [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible], হুগলী।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible], কলিকাতা বুকবিক্রেতা।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এস ডি. [illegible], এম. [illegible] দি মল, কানপুর
৫। [illegible] কুঞ্জবিহারী [illegible]—[illegible], নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible]—[illegible] লেন, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] গোস্বামী [illegible] চৌধুরী। ২৪ পরগণা।
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, [illegible]।

[illegible] কৃষ্ণভক্ত [illegible] পুরুষোত্তম মায়া পাছে ছুটে মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্ত-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর [illegible] বাঙ্গালীর [illegible] থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য [illegible] বাঙ্গালার সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

[illegible] মনুষ্যের [illegible] ও [illegible] সাংসারিক কর্তব্য [illegible] হইয়াছে। [illegible] সমস্ত [illegible] প্রমাণিত হইয়াছে। [illegible] ধর্ম, সমাজ, নীতি, [illegible] প্রভৃতি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] সম্বন্ধে [illegible]। এই নব [illegible] প্রাচীন বিবরণ—[illegible] শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—[illegible] পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—[illegible] বিষয় [illegible] বর্ণিত। [illegible] প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকৃষ্ট [illegible] কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] কি প্রকার ভাবের উদ্দীপন [illegible], তাহা এই গ্রন্থে ব্যক্ত। [illegible] ভিক্ষা চারি আনা।

নবদ্বীপ

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী [illegible] তাহা এই গ্রন্থে [illegible] ও [illegible] ভাবে [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] ও [illegible] হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible] একমাত্র [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে [illegible] প্রকার [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] প্রকাশিত হইল।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, [illegible]— ৵০
[illegible]—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। [illegible] প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible]

শ্রীমদ্[illegible] সঙ্কলিত।

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা [illegible]

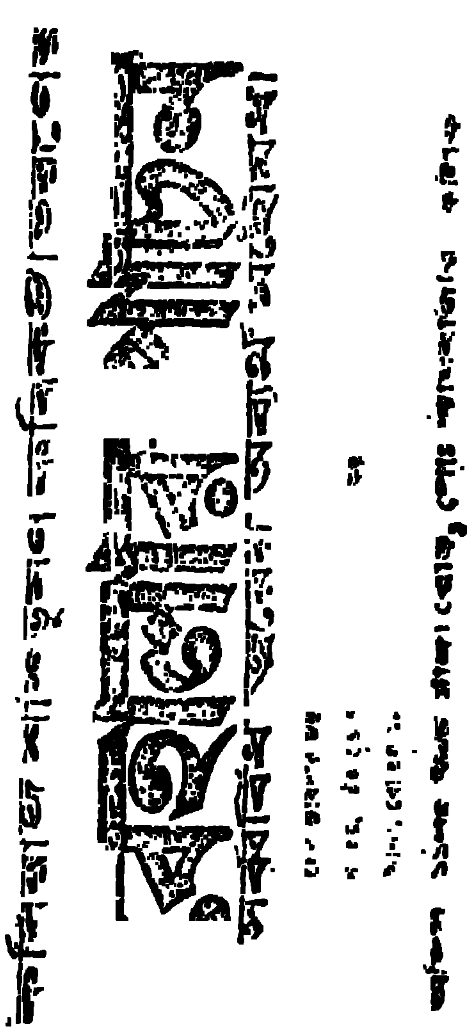

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible]

“[illegible]”

[illegible]

“[illegible]”

[illegible]

[illegible] কেশবজী
[illegible] কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! [illegible]!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের [illegible] তৈল

[illegible]

[illegible] J. B. Dutt [illegible]

[illegible]

[illegible] —জে, বি, দত্ত

কেরামৎ কুইনিন

[illegible]

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] দিয়া শিক্ষার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্র [illegible] সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভক্তিবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] প্রয়োজনীয় সমস্ত রোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, শ্বাস, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, রক্তরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক আর এমন পুষ্টিকর মহৌষধ আর নাই বলিলেও চলে।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অকালবার্দ্ধক্য সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বেদনাঞ্জন

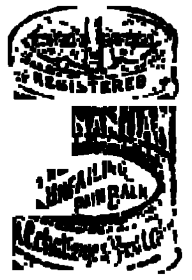

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিশনে বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আরক সেবনে শরীরের [illegible] রোগের [illegible] পাইতেছে। [illegible] উপাদান, [illegible] আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] ক্রিয়া উৎপাদক হইবে। [illegible] বহু অধিকসংখ্যক [illegible] প্রতি শিশি ৮৵০ আনা মাত্র [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, জি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা।

সকল প্রসিদ্ধ দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] উপায়ে [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া [illegible] মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, [illegible] স্বপ্নদোষ, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, ঋতুদোষ, [illegible] শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া [illegible] নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক [illegible] ব্যবহার করিয়া [illegible] পারেন, তাহার [illegible] প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] পোষ্ট, [illegible]।

বিস্তারিত [illegible]

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত [illegible] টিউব-ওয়েল (Tube-well) নির্মাণ করা হয়। [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, [illegible] চেয়ারম্যান, [illegible] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৪৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৯ই বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৭ ২২শে এপ্রিল ১৯৩

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। ব্রহ্মসূত্রম্ আনন্দতীর্থ মধ্বভাষ্য (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার ভাষ্য (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চনকণ ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোকো বাঁধা ১৸০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—বাধাধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ বাধাধীন নহে।
কৃষ্ণেতর বাধায় সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি নাই

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালৈন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। 'কলের পরিচায়ক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয়

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে বন্ধ হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং ভাবিয়া দেখুন, আর হাতুড়ি ডাক্তারের বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া পড়ে পরে অনুতাপ করেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফিলেনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর ছাড়লে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

মূল্য ৬ আনা
ডজন ৴৲ আনা, ডিঃ পিঃ
ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা কুকাভল তৈলে সুগন্ধি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, বকুল, বেল, প্রভৃতি মূল্যবান এসেন্সাদি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় উহা অত্যন্ত সমভাবে উহার অত্যুত্তম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন এই পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় দুর্বিষহ রোগ, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অজীর্ণ, বাধক, বাতবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির আশু বিনাশকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, যত এরূপ নকল প্রস্তুতকারী হইতঃ তৈল যে, সাবধান থাকা হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতারক লোক নানা রূপ জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। সরল প্রাণে খরিদ করিলে বহুগুণ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই বৈশাখ মঙ্গলবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার
অধিবেশন বিবরণী

([illegible] গৌরাব্দ)

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২ সংখ্যার পর)

শ্রীধামপ্রচারিণী সভা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি রাজর্ষি [illegible] কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, মহোদয়ের সংকলিত "চিত্রে নবদ্বীপ" নামক পুস্তকের গবেষণাপূর্ণ বিস্তীর্ণ একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ঐতিহ্য ও বৈজ্ঞানিক দিক হইতে বর্ত্তমান শ্রীধাম-মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার এই নিরপেক্ষ সত্য বিচার নিরপেক্ষ সত্যানিষ্ঠ মনীষিবৃন্দের নিকটই পরম আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। এত প্রবীণ বয়সে নানা প্রকার শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থের "পরিচয়ে" বলিয়াছেন—"বিশেষ যে (প্রাচীন-নবদ্বীপ-সম্বন্ধে) আমার মতামত লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কেন যে এতকাল তাহা করিতে পারি নাই, সে কথা পূর্বে জানাইয়াছি। কিন্তু আমার সেই কার্য "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থ-সঙ্কলন-কর্তা শ্রদ্ধাস্পদ কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় মহোদয় সম্পন্ন করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ... বলিতে কি, নবদ্বীপ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর ও সুললিত চিত্র আর কেহ দিতে পারেন নাই।" সিদ্ধান্তবারিধি, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের অবস্থিতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ আলোচনার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করায় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি প্রদান ও নানাভাবে আনুকূল্যকারী বৈষ্ণব ও সজ্জনগণের নাম ও কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

(১) পুরী জগন্নাথ মঠের [illegible] মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত নারায়ণ রামানুজ দাস মহোদয় 'রঘুনন্দন লাইব্রেরীর' বহু হস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন এবং শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার উদারতা, বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম আচার্য্যের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, বৈষ্ণবধর্ম্মে নিষ্ঠা ও অনুরাগ, অমায়িকতা প্রভৃতি গুণ সত্যই মহারাজকে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছে। তিনি [illegible] মঠের সেবকগণের প্রতি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] (২) শ্রীপাট [illegible] মহারাজ শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুর প্রদর্শনীতে [illegible] সামগ্রী এবং [illegible] প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শন করিয়া [illegible] বৈষ্ণব জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মহানুভবতা ও [illegible] বৈষ্ণব-জগতে আদর্শ-স্থানীয় হইয়া চিরদিন থাকিবে। (৩) শ্রীপাট [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুর [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে বহুবিধ প্রাচীন হস্তলিখিত ভক্তিগ্রন্থ, তালপত্রে লিখিত [illegible] এবং শ্রীপাটের বহুবিধ প্রাচীন শ্রীধামে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যেরূপ সৌজন্য, অমায়িকতা, শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবজগতের অনুসরণীয়। এই মহাত্মদ্বয়ের এইরূপ সৌজন্য ও শুদ্ধভক্তি-প্রচারে আগ্রহ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই আচার্য্য-সন্তানদ্বয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (৪) এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ডাঃ জ্ঞান-[illegible] এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রদান করিয়া বৈষ্ণবজগতে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (৫) এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ প্রভাত বাবু, এম, এস, এবং বি, ডি, বসু অনেকগুলি দুর্লভ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা পুস্তকাগারে প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (৬) অন্তর্দেশ বর্দ্ধমান নিবাসী প্রবীণ পণ্ডিত, পরহিতব্রত, ধর্ম্মাত্মা শ্রীযুক্ত [illegible] শাস্ত্রী ভক্তিরত্ন [illegible] মহোদয় তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ ও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (৭) মহামহোপাধ্যায় ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহোদয় কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্রীয়গ্রন্থ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অতীব পুরাতন প্রতিলিপি প্রদর্শনীতে দর্শনের জন্য প্রদান করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (৮) রায়বাহাদুর ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বি, লিট্ [illegible] মহাশয় অনেক প্রাচীন [illegible] এবং শ্রীচৈতন্য-[illegible] গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের পুস্তক [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রদান করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (৯) কলিকাতা [illegible] এম, এ, [illegible] একটী প্রাচীন মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রদান করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। (১০) [illegible] মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মিত্র মহাশয় অনেক প্রাচীন [illegible] প্রতিলিপি প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (১১) কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় গৌরকাব্য-কবিতা বৈষ্ণব মহোদয় অনেকগুলি চিত্রিত আলেখ্য প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। (১২) কলিকাতা-ঠাকুরদাস পালিত লেন-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ দাস অধিকারী মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে অনেকগুলি বৃন্দাবন চিত্র প্রদর্শনীর জন্য প্রদান করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। (১৩) কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] মহাশয় তাঁহার কতকগুলি চিত্র শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। (১৪) কলিকাতা ভবানীপুরের চৈতন্য-[illegible] স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত [illegible] দাস মহাশয় নিজ অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্র এবং মহাপুরুষগণের আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (১৫) [illegible] চক্রবর্ত্তিনী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী অনেকগুলি চিত্রিত আলেখ্য প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন। (১৬) মেসার্স এস, কে, পুরকায়স্থ আসাম, [illegible] 'আদিরাজবংশ' নামক পুস্তক ও চিত্রাদি প্রেরণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (১৭) [illegible] কে, এন, পুরকায়স্থ এম, এ, কতকগুলি মুদ্রা প্রদর্শনীর জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। (১৮) ডাঃ এস, কে, দে, ডি লিট্ মহোদয় তাঁহার [illegible] পুস্তক প্রেরণ করিয়াছিলেন। (১৯) [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কতকগুলি [illegible] প্রাচীন পুঁথি শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থাগারে প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ [illegible] হইয়াছেন।

শ্রেয়োবাণী

(শ্রীল [illegible])

ভক্ত ভগবান্ ও ভক্তীয় গ্রন্থ

[illegible] সেবকেরই ভগবানের সাক্ষাৎ [illegible]। শুধু [illegible] তিনি কথার সন্ধান করেন, তাহা নহে—তিনি [illegible] প্রদান করিয়া তাঁহার [illegible] ভগবানের [illegible] দ্বারা তাঁহাদিগকে ঐ অচিন্ত্য [illegible] হইতে ত্রাণ করিয়া পরমার্থ প্রদানের নিমিত্ত তাঁহার সেই সেবকগণের মুখ এবং লেখনীতে [illegible] সম্মিলনপূর্ব্বক তাঁর সব কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন সুতরাং ভগবানের ভক্তগণের শ্রীমুখে যাহা বর্ণিত হয় তাহা সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী এবং তাঁহাদের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থও সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ। অতএব আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেরই শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী ও শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থমালা সর্ব্বদা অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌড়ীয় ও আত্মধর্ম্ম

[illegible] শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-বার্ত্তাবহ। ইহাতে বৈষ্ণবগণের [illegible] কোন ভেদ বাক্য স্থান পায় না। বৈষ্ণবগণের বাস্তবসুখ অচৈতন্য-বার্ত্তা যাহাতে প্রকট থাকিলে নষ্টজীবগণ অচৈতন্য বিশেষ সর্ব্বদা ব্যবহার করিবে সুতরাং তাহাদের প্রকৃত চৈতন্যোদয় হইবে না। অচৈতন্য-বার্ত্তার অচৈতন্য-ভূমিকার আহ্বান [illegible] বৈষ্ণব-[illegible] শ্রীগৌড়ীয়ের প্রচার [illegible] আমরা সম্পূর্ণ; [illegible] বৈষ্ণবভূষণগণ আমাদের [illegible] [illegible] 'বৈষ্ণব পুস্তক' [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] প্রেরণ করিতেছেন। [illegible] প্রতিবাদ, পরিহার ও [illegible]

এই বৈকুণ্ঠ-নাটকের অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন, যাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে কৃপা করিবেন এবং তাঁহার কৃপায় আমরা মুকুন্দের [illegible] শ্রীপাদপদ্ম [illegible] পারিব, তখন [illegible] আমাদিগকে তাঁহার [illegible] সেবায় [illegible] নিযুক্ত করিবেন [illegible] গ্রহণ করিতে [illegible]। [illegible] না করিয়া [illegible] বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া [illegible] অপোগণ্ড বালকের কঠিন পুস্তক দূরে নিক্ষেপের ন্যায় উহা দূরে নিক্ষেপ করি, হায়, তবে আমি নিজের আমার পায়ে কুঠারাঘাত করিলাম। সুতরাং আমার ন্যায় মূর্খ পাষণ্ড আর কে?

শরীর ও শরীরী

শরীর ও শরীরী এক বস্তু নহে। শরীর ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম নামক পাঁচটী প্রাকৃত বস্তু দ্বারা গঠিত এবং উহা [illegible]। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] বৈকুণ্ঠলোক [illegible] একটী শরীর গ্রহণ করেন, সেই শরীর জীবাত্মার শরীরী। যে শরীর না [illegible] শরীরী [illegible] শ্রীকৃষ্ণ কোন কার্য করেন অথবা [illegible] হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নিজে বৈকুণ্ঠের নিকট [illegible] তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন, [illegible] পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ পূর্বক এই প্রকার শরীর [illegible] থাকিতে বাধ্য হইবেন, এই অবস্থায় তিনি কখনও [illegible] আরোহণ করিবেন, [illegible] অধোলোকে গমন করিবেন, [illegible] চতুর্দশ ভুবনে [illegible] হইবে। কিন্তু কোন প্রকারে এই চতুর্দশ লোকের যে কোন লোকে যদি তিনি প্রকৃত সাধুর কৃপা প্রাপ্ত হন, [illegible] তাঁহাকে আর [illegible] ধারণ করিতে হইবে না। তখন তিনি বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থানপূর্বক বৈকুণ্ঠনাথের [illegible] করিবেন, তখন এই জড় শরীরের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।

অক্ষজ ও অধোক্ষজ জ্ঞান

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় প্রাকৃতিক। তাহাদের সাহায্যে [illegible] সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা প্রাকৃত বা অক্ষজ জ্ঞান। এই অক্ষজ জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং ভ্রমাত্মক। অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যায় একজন দার্শনিক পণ্ডিত যাহা সত্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন, অপর দার্শনিক বা তাঁহার শিষ্য [illegible] তাহা মিথ্যা বলিয়া [illegible] করিলেন। [illegible] অক্ষজ জ্ঞানের [illegible] সহিত কোন সম্বন্ধ [illegible] উপর [illegible] যাহা কোন কোন সময় [illegible] আনয়ন করে। [illegible] মহাযুদ্ধের সময় আমরা [illegible] দেখিতে পাইয়াছি। [illegible] বিজ্ঞানের উপরই [illegible] জগতের [illegible] সংহার [illegible]। [illegible] ত্রিকালদর্শী [illegible] কোন লোক [illegible] করিতে পারেন এরূপ অবকাশ নাই।

অক্ষজজ্ঞানীর পরিণাম

অক্ষজ-জ্ঞানী ও [illegible]— [illegible] এই জগতের [illegible] কখন [illegible] করিয়া [illegible] দার্শনিক [illegible] এই [illegible] জ্যোতিষ [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] দেখিলে [illegible] অধোক্ষজ জ্ঞানীর [illegible] গুরু [illegible] বলিয়া [illegible] চেষ্টা [illegible] হয়। [illegible] বিজ্ঞানবিদ্যা [illegible] প্রভৃতি অক্ষজজ্ঞানের [illegible] নূতন নূতন [illegible] সৃষ্টি হইতেছে এবং চারিদিকে [illegible] মরীচিকা আছে, এই মরীচিকাতে [illegible] পিপাসার্ত ব্যক্তির [illegible] তাহার পিপাসার শান্তি হয় না, বরং ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সংসার-মরুভূমিতে [illegible] মরীচিকার বহির্মুখ অক্ষজ-জ্ঞানিগণকে ঐ প্রকারে বঞ্চিত করিয়া থাকে।

অধোক্ষজ-জ্ঞান

পূর্বোক্ত একাদশ অক্ষজ বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহার সম্বন্ধে কিছুই অবগত হওয়া যায় না সেই স্বয়ং পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় [illegible] অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত বস্তু; তাঁহাদের সম্বন্ধীয় জ্ঞানই অধোক্ষজ [illegible] জ্ঞান। এই অধোক্ষজ-জ্ঞান অসীম এবং পূর্ণতম। [illegible] স্পর্শ করিতে পারে না। [illegible] শক্তিতে [illegible] ধারণা [illegible] উহা [illegible] জ্ঞানকে অনেক দূরে [illegible] প্রমাণিত করিতে পারেন, কিন্তু অধোক্ষজ-জ্ঞানীগণের [illegible] শ্রীগুরুদেবের [illegible] উপর [illegible] বৈকুণ্ঠ লোকে [illegible] অধোক্ষজ-জ্ঞানী [illegible] প্রদান করিয়াছেন, [illegible] শ্রীকৃষ্ণচরণে [illegible] হয়। [illegible] কোন কার্য করিয়া [illegible] এই বিষয়ে [illegible] সহিত তুলনা হইতে পারে না।

[illegible] তাঁহাদের মুখে অক্ষজ-জ্ঞানের [illegible] অধোক্ষজ-জ্ঞান-সূর্য [illegible] পূর্ণ [illegible] চিন্তা [illegible], পুনরাদি [illegible] নক্ষত্র-সমূহ যেমনি উহা [illegible] কল্পনা করিয়া [illegible] বৈষ্ণবগণের অধোক্ষজ-জ্ঞান তাহাদিগের [illegible] বলিয়া [illegible] মনীষিগণ উহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং যাবতীয় শাস্ত্রশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ তারস্বরে কীর্তন করিতেছেন যে একমাত্র এই জ্ঞানালোকেই জগতের সমস্ত দুঃখ অন্ধকার বিদূরিত হইতে পারে, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নহে।

অধোক্ষজ-জ্ঞানলাভের উপায়

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে জগতে অবস্থানকালে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের একমাত্র সম্বল, উহাদের দ্বারাই আমরা পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি, এই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যাহা লোকগম্য নহে তাহা আমরা কি প্রকারে আয়ত্ত করিব?

উত্তর—শ্রীভগবান্ পরম-করুণাময়। আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেও তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আমাদের [illegible] তিনি সর্বদাই [illegible]। তাই যাহাতে আমরা অজ্ঞানান্ধকার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি, তিনি তাহার অতীব সহজ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সূর্যদেব আকাশে উদয় না হইলে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি অস্তাচলে গমন করিলে লোকে শত শত আলোর সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিলেও তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা বিফল হয় কিন্তু [illegible] সমুদিত হইলে আমরা তাঁহার রশ্মির সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই। পক্ষান্তরে আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন থাকিলে তিনি আকাশে [illegible] আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। যখন বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া মেঘমালা দূরে গমন করে, তখন তিনি [illegible] যেন দৃষ্টিগোচর হন।

অধোক্ষজ জ্ঞানাকর শ্রীভগবান্ প্রত্যেক জীবের [illegible] করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যেক জীব স্বরূপতঃ অধোক্ষজ-জ্ঞান-[illegible], কিন্তু [illegible] সমাচ্ছন্ন বলিয়া আমরা ঐ জ্ঞান-সূর্যের আলোক লাভ করিতে পারিতেছি না। এই [illegible] অপসারিত করিতে পারিলে [illegible] আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবেন। [illegible] অপসারিত করিতে শরণাগতিই একমাত্র উপায়।

শরণাগতি কি?

বৈষ্ণব তন্ত্র বলেন—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে
বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

(১) কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাবতীয় কার্যের স্বীকার (২) কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাবতীয় কার্য পরিত্যাগ, (৩) শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আমাকে রক্ষা করেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস, (৪) শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র পালক, (৫) শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন এবং (৬) সম্প্রতি আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করিলাম না বলিয়া নিজকেই দুঃখিত

অন্তকালে সৈবা—এই তরটী সর্বাপেক্ষিয় লক্ষণ। শ্রীভগবৎকৃপা এগ অনুকূল বায়ু সেবাগণের হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে অবিদ্যা-ঘোর আপনি অপসারিত হইবে। অশোকের অন্তরালে মহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, যাহার মহন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখাইয়াছিলেন, বলিতেছেন—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

সুতরাং আমরা যদি অন্ততঃ একবারও নিষ্কপট চিত্তে আপনাকে কৃষ্ণকিঙ্কর বলিয়া সত্য সত্যই পরিচয় দিতে পারি, অপর কথায় আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে মায়ার হস্ত হইতে ত্রাণ করিবেন, তৎক্ষণাৎ অবিদ্যা আমাদিগের অন্তরাকাশ হইতে দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে এবং জ্ঞান অশোকের বা চিদ্ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে। অতএব আমার সকল ব্রজবাসীর নিকট নিবেদন, আপনারা যাবতীয় জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক স্বীয় অমূল্য জীবন সার্থক করুন এবং ভগবান বাসুদেব পতিতকে কৃপা করুন, যেন কৃষ্ণ-ভক্তগণের আপনাদের শ্রীচরণ সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারি।

নানা কথা

নদীয়া ধরতাল

১৮।৪।৩০

পাঠক কৃষ্ণনগরের হরতালের বিষয় জ্ঞাত আছেন। তাহার পর শান্তিপুর নবদ্বীপ প্রভৃতি সহরেও পূর্ণ হরতাল হইয়াছে।

মদের ও বিলাতীদ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য এবং লবনের পর আইন ভঙ্গ করিবার জন্য এবং জনসাধারণকে অহিংসভাবে আইন অমান্য দ্বারা সরকার বাহাদুরের শাসন পদ্ধতির প্রতিবাদ করিতে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণনগরে কয়েকজন লোক আসিয়াছেন। তাঁহারা শান্তিপাল পরিয়া সর্ব্বত্র বেড়াইতেছেন। লোক কিছুকাল বিরূপ থাকিলে বাস করিলেই তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

সন্ধ্যাকালে গোয়াড়ীর নবীন পার্ক হইতে বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে করিতে প্রচারকার্য্য করিতেছে। সত্যাগ্রহীদিগের জন্য ভিক্ষা কার্য্যও চলিতেছে।

সত্যাগ্রহিণী

পাঠক অবগত আছেন যে অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ কালিকাপুরে সত্যাগ্রহ করিতে গিয়া দণ্ড ভোগিয়াছেন। তাঁহার বিদুষী স্ত্রী সত্যাগ্রহ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

গোয়াড়ীর ঘাট

গোয়াড়ীতে খড়েশ্বরী পার হইবার জন্য যে খেয়াঘাট আছে, তাহাতে লোকের নামা উঠা অসাধ্য হইবে। কোন প্রকার সিঁড়ির বন্দোবস্ত নাই। নদীর উভয় দিকে যাত্রিগণের বড় বৃষ্টি ও রৌদ্রে বিশেষ কষ্ট হয়, গোয়াড়ীর দিকের অবস্থাও তেমন ভাল নয়। অবিলম্বে খেয়া ঘাটের দুইদিকে সিঁড়ি এবং যাত্রিগণের বিশ্রামের ঘরের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

কৃষ্ণনগরে জলের কল

মিউনিসিপ্যালিটি জলের কলের বন্দোবস্ত করিয়া ভাল করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, তবে রাস্তার ধারে আর ও কয়েকটী কল বসান বিশেষ আবশ্যক। গোয়াড়ীর রাস্তার ধারে জলের কলের নিকটে সারবন্দী লোক জল লইবার জন্য বসিয়া থাকে এবং জল আগে লইবার জন্য ঝগড়াও হয়। সত্বর ইহার প্রতীকার আবশ্যক। অল্প খরচেই সুব্যবস্থা হইতে পারে।

কৃষ্ণনগরে ডাকাতি

কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় মিঃ আর, সি, ঘোষ বাহাদুরের এজলাসে কুষ্টিয়া মহকুমার কুমারখালি থানার [illegible] নিবাসী চৈতন্য ঘোষ নামক এক ব্যক্তি মধুসূদন নামক অপর এক ব্যক্তিকে [illegible] অভিযুক্ত হওয়ায় আসামী আদালতে হাজির হইয়াছে।

বিবরণ এই যে গত [illegible] ১৩৩৬ সালে তারিখে মধুসূদনকে [illegible] পাওয়া যাইতেছিল না [illegible] পাওয়া গেল। সেই সময় গ্রামের একজন ব্যক্তি চৈতন্যকে দেখিতে পায়। মধুসূদনের [illegible] আরও অনেক অনুসন্ধান আসামীকে কিছু দিন পূর্ব্বে মধুসূদন প্রকাশ করে যে চৈতন্য সন্দেহ করে যে তাহার স্ত্রীর সহিত মধুসূদনের অবৈধ প্রণয় ছিল। সেই সন্দেহের বশে চৈতন্য তাহাকে আঘাত করে। আঘাত পাইয়াই মধুসূদন অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহার পরে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। কয়েক দিবস পরেই সে মারা যায়।

ফরিয়াদি পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিজেন্দ্রকুমার [illegible] উকিল থাকেন। আসামীর পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু সুধীরানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উকিল থাকেন।

কৃষ্ণনগরে সত্যাগ্রহীদের লবণ

প্রকাশ যে কৃষ্ণনগরে লবণ আইন ভঙ্গকারী সত্যাগ্রহীদিগের প্রস্তুত লবণ বিক্রয় হইতেছে।

কৃষ্ণনগরে সভা

গত ২রা বৈশাখ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউন হলে শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ হয়।

কলিকাতার হরতাল

শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু এবং শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত মহাশয়ের কারাদণ্ডের আদেশ শ্রবণ করিয়া গত ১৫ই এপ্রিল সমগ্র কলিকাতা সহরে হরতাল হইয়াছিল। [illegible] [illegible] প্রভৃতি সব এক প্রকার বন্ধ ছিল। রাস্তায় গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম [illegible] প্রভৃতি চলাচলও একপ্রকার বন্ধ ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

মধ্য, বড়বাজার এবং [illegible] প্রভৃতি স্থানে [illegible] সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া [illegible] এবং বাজারে [illegible] [illegible] করিতেছিল, তাহাদের প্রতি [illegible] বর্ষণ বা মারপিট করে প্রায় ১৫ জন আহত হয়। একটী দোকান পর্য্যন্ত এবং ধর্মতলার দোকান [illegible] [illegible] হয়। পরে সমস্ত সহরময় পুলিশ ও সৈন্যদের কড়া পাহারা থাকে [illegible] আবশ্যক হয়। [illegible] [illegible] গোলযোগ হয় নাই। [illegible] রাস্তার কোন লোকের কিছু ক্ষতিহেই পুলিশ তাহাদের তাড়া করিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে মারামারিও করিয়াছে। পুলিশের উপরেও ঢিল বর্ষণ প্রভৃতি কিছু কিছু অত্যাচার হইয়াছে। ফলে আর কেহ রাস্তায় চলাচল করিতে সাহসী হয় নাই। সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত গোলযোগ একেবারে থামিয়া যায় এবং গাড়ী ঘোড়া লোকজন পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে। ভবানীপুর কালিঘাট অঞ্চলে বিশেষভাবে গোলযোগ হইয়াছে। উপদ্রবকারী কতকগুলি লোক ধরা পড়িয়াছে শুনা গেল। সমস্ত বিষয়ের ঠিক সংবাদ ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে এখন পর্য্যন্ত কোন গোলযোগ বা অশান্তি নাই।

কলিকাতা গেজেট
(শিক্ষা বিভাগ)

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] কুমারচন্দ্র [illegible] হইতে শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল [illegible] মহাশয়ের অবসর কালের জন্য কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেছেন। অন্যরূপ আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই বন্দোবস্ত বহাল থাকিবে।

বর্দ্ধমান বিভাগের অস্থায়ী স্কুল ইন্সপেক্টার রায় বাহাদুর মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় [illegible] [illegible] অবসর [illegible] হইতে (অথবা যে তারিখে তিনি [illegible] করিতে পারেন) তত্র শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেবের অবসর কালের জন্য প্রেসিডেন্সি স্কুল ইন্সপেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বড়লাটের সিমলা অভিযান

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভ্রমণ শেষ করিয়া আরউইন বড়লাট পত্নী লর্ড এবং লেডী আরউইন ও তাঁহাদের পরিজন [illegible] গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য সিমলা শৈলে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] ও [illegible] ইতিপূর্ব্বেই সিমলায় [illegible] রহিয়াছে।

সাইমন রিপোর্ট

লণ্ডন হইতে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে [illegible] ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা পার্লিয়ামেন্টে শ্রীযুক্ত বেন সাহেবের জবাব [illegible] [illegible] যে সাইমন [illegible] প্রথম খণ্ড [illegible] হইয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড [illegible] আগামী [illegible] মাসের [illegible] [illegible] হইতে পারে অথবা জুন মাসের মাঝামাঝির পূর্ব্বে আর এই রিপোর্ট প্রকাশের সম্ভাবনা নাই।

পাঠকগণ অবগত আছেন ভারতের শাসন সংস্কার পরিবর্তন বিষয়ে রিপোর্ট [illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

.২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তদশাধিকশত খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রতি খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible] গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴০।

[illegible] স্কন্ধের [illegible] ১২, [illegible] পক্ষে ৮৲।

[illegible] অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা [illegible]।

গৌড়ীয়মঠের সুবিখ্যাত চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হওয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরিকথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] গ্রন্থের মূল্যের [illegible] অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	৷০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ ([illegible]) প্রাকৃত	৷০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	৶০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী [illegible]	৵০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	[illegible]
শরণাগতি—[illegible]	⁄০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস [illegible]

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট [illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২। শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ মঠ,— [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।

৩। শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible],—[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, [illegible] পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] কাশী, ইউ, পি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible] বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], মালদহ।

১৬। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ, - [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] বাগবাজার [illegible] রোড, [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible],

[illegible] কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ [illegible]—[illegible], কানপুর

৫। [illegible] জ্যোতিষ [illegible]—[illegible], নদীয়া

৬। শ্রী[illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রী[illegible] মোহন [illegible], নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]।

[illegible] মুদ্রাকর [illegible] পুরুষোত্তম দাস [illegible] মুদ্রিত হইল

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাবদূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা ১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোজ্ঞ ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য ... —যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তত্তাবৎ বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। তাহা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵৹, নবদ্বীপশতক— ৵৹
অর্থপঞ্চক—৵৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১৹

আমরা অভাবে নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারকোষকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের অবস্থা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৷৹, ২য় খণ্ড ৷৷৹, ৩য় খণ্ড ৷৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত ষট্ সন্দর্ভের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়-ক্ত

সদাচারস্মৃতিঃ

৷৵৹ মাত্র

মাধুর্য্য

৷৵৹
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুবে উপদেশছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাবুকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। তথা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও শুক্রবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রভৃতি ... সমস্ত রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

... নারায়ণজী, কেশবজী
১১১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ... তৈল

... যাহারা ... তৈল ... ইংরাজী J. B. Dutta & C ... লেখা ... দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা ... তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে

... জে. বি. দত্ত

কেরাণী ...

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
... আছে।
... একটি ... প্রাপ্তিস্থান ... ঔষধ ... বাক্স—মূল্য ... টাকা
বাই কেমিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী
... ২৯১ ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিশুদ্ধ শিক্ষা [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] সকল ছাত্রই [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক— [illegible] শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, [illegible], বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক— পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

কলিকাতা [illegible] একজিবিসন [illegible] কর্তৃক প্রশংসিত।

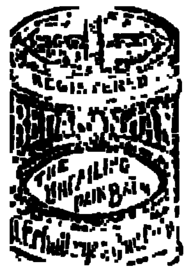

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত [illegible] সেবনে শরীরের [illegible] দোষিত হইয়া পড়িতেছে। [illegible] উপাদান, [illegible] যদি আপনি [illegible] চান, তাহা হইলে [illegible] পয়সার অপব্যয় না করিয়া [illegible]

বেদনাঞ্জন [illegible] কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। ইহা কাটা, পোড়া ও [illegible] মধ্যে [illegible] গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র [illegible] হয়।

প্রাপ্তিস্থান— এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল [illegible] দোকানে ও বড় বড় [illegible] পাওয়া যায়।

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রবন্ধের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible] ও আমলাদের [illegible] দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] আমলকী, [illegible] উপাদানে [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] কাশি, [illegible], হাঁপানি, ক্ষয়রোগ, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] আনন্দদায়ক [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক-[illegible]-প্রণালীতে [illegible] (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible] প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি [illegible] এই কোম্পানীর কাজ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

মূল্যাদির হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৪৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই বৈশাখ বুধবার ১৩৩৭ ২৩শে এপ্রিল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিঃপিঃ, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-মাত্র ৷০
৯। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ([illegible]) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীপ-নির্দ্দেশন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চনকল্প ও মহাজনগীতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও গীতিকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রণীত (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১৷০ ভিঃপিঃতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান-মায়াধীন পথদ্বয়।

শুদ্ধ কর্ম্ম বা জ্ঞানের [illegible] নহেন।
[illegible] মায়াধীন [illegible]
[illegible] অমন্দ-প্রভু
[illegible] ভক্তিই [illegible]।
[illegible] শুদ্ধভক্তি [illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় [illegible] প্রকাশিত

শ্রীমদ্ ভাগবতম্

[illegible] টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] ছাপা হইয়াছে,

[illegible] সূচী ছাপা হইতেছে

[illegible]

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

সভাষ্য [illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] খণ্ডে [illegible] ভিক্ষা [illegible]

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভক্তমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তব্য।

[illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল [illegible] উপস্থিত। [illegible] প্রকাশিত [illegible]

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	
[illegible]	
সাধন পথ ([illegible]) [illegible]	
[illegible]	
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	
[illegible]	
গীতাবলী [illegible]	/৯০
[illegible]	৵১৫
শরণাগতি [illegible]	/০
[illegible]	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—[illegible], কটক।
৭। [illegible]
৮। [illegible]
৯। [illegible]
১০। [illegible]
১১। [illegible]
১২। [illegible]
১৩। [illegible]
১৪। [illegible]
১৫। [illegible]
১৬। [illegible]

[illegible] পুনর্মেইকাড় [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই বৈশাখ, বুধবার—১৩২৭

বিজ্ঞাপন

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

বঙ্গদেশ ও আসামের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর নদীয়া-প্রকাশ দৈনিক পারমার্থিকপত্রের প্রেরিত টেলিগ্রাম-সমূহ সংবাদপত্রের জন্য সুলভ হারে ১৯০০ সালের ৫ই মে হইতে রেজিষ্টারি করিয়াছেন। ৫ই মে হইতে "শ্রীধাম" নামে লিখিত নবদ্বীপ তারঘর ঠিকানায় যে সমস্ত তারের খবর প্রেরিত হইবে তাহা শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়ে অবিলম্বে বিলি হইবে। নদীয়াপ্রকাশের রিপোর্টারগণ ঐ তারিখ হইতে সুলভ হারে দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য যে কোন তারঘরের দ্বারা সংবাদ পাঠাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন বিবরণী

(৪৩৪ গৌরাব্দ)

(পূর্বপ্রকাশিত ৪৩ সংখ্যার পর)

(২০) [illegible] এণ্ড কোম্পানী [illegible] এবং বহু প্রকারের [illegible] ও [illegible] দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২১) [illegible] "[illegible]" কোম্পানী প্রদর্শনীতে অনেকগুলি রেশমী বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২২) সরকারী [illegible] ও [illegible] তাঁহাদের বিভিন্ন প্রদর্শন-যোগ্য সামগ্রী শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২৩) সরকারী [illegible] বিভাগ [illegible] ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২৪) সরকারী [illegible] ও [illegible] বিভাগ তাহাদের প্রদর্শন-যোগ্য সামগ্রী প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২৫) সরকারী [illegible] বিভাগ তাহাদের বিভিন্ন প্রদর্শন-যোগ্য সামগ্রী শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, [illegible] এই জন্য [illegible] স্থাপন করিয়াছেন। (২৬) [illegible] বিভিন্ন [illegible] ও [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (২৭) [illegible] কোম্পানী তাঁহাদের প্রদর্শন-যোগ্য সামগ্রী প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২৮) কলিকাতার [illegible] রেশম, [illegible] ও [illegible] নানাবিধ বস্ত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (২৯) কলিকাতার [illegible] প্রদর্শনীতে নানা প্রকার রেশমী-বস্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। (৩০) কলিকাতার [illegible] বাদ্য-বিষয়ক [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৩১) কলিকাতার [illegible] নানা প্রকার তৈল ও ঔষধাদি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৩২) [illegible] নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩৩) [illegible] দ্বারা পরিচালিত [illegible] নানাপ্রকার বাসনপত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৩৪) কলিকাতার [illegible] কোম্পানী এণ্ড [illegible] নানাবিধ [illegible] শ্রীধাম প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩৫) কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ [illegible] এণ্ড কোম্পানী নানাপ্রকার [illegible] ও দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩৬) [illegible] নানাপ্রকার [illegible] ও [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৩৭) [illegible] নানাবিধ [illegible] প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩৮) [illegible] কোম্পানী নানাপ্রকার [illegible] এবং প্রদর্শন-যোগ্য বিভিন্ন সামগ্রী শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩৯) কলিকাতার [illegible] প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৪০) [illegible] এণ্ড কোম্পানী [illegible] দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৪১) [illegible] এবং সোনা-রূপার নানাপ্রকার দ্রব্যাদি শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৪২) ঢাকা [illegible] সুপ্রসিদ্ধ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়াছিলেন। (৪৩) ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ [illegible] ও [illegible] নানাবিধ বস্ত্র ও বহুমূল্য [illegible] জন্য একটি [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন। (৪৪) [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় একটী [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] ও কয়েকটী আলোকচিত্র শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়াছিলেন। (৪৫) [illegible] শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছেন। [illegible] (৪৬) [illegible] সুবর্ণ [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে [illegible] করিয়াছেন। (৪৭) [illegible] শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু [illegible] মায়াপুর প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৪৮) ঢাকার শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে [illegible] প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল [illegible] ও [illegible] উপস্থিত জনগণ [illegible] করিয়াছেন। (৪৯) কলিকাতার [illegible] কোম্পানী প্রদর্শনীতে [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন। (৫০) [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] করিয়াছিলেন। (৫১) [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] দেখাইয়াছিলেন। (৫২) [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] দেখাইয়াছিলেন। (৫৩) [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] গান করিয়াছিলেন। (৫৪) [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] বিতরণ করিয়াছিলেন। (৫৫) [illegible] প্রদর্শনীতে একটী [illegible] প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৫৬) [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বহু প্রকার [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৫৭) কলিকাতার [illegible] প্রদর্শনীতে বৈদ্যুতিক আলোক-সংযোজনা করিয়াছিলেন। (৫৮) কলিকাতার [illegible] কোম্পানী প্রদর্শনীতে কতকগুলি [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন। (৫৯) [illegible], বৈষ্ণব-[illegible] শ্রীমৎ [illegible] মহাশয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৬০) [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৬১) [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। (৬২) [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৬৩) ঢাকা [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। (৬৪) ঢাকার [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়াছেন। (৬৫) ঢাকা [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। (৬৬) কলিকাতা [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। (৬৭) কলিকাতা [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] তাঁহাদের [illegible] প্রদর্শন করিয়াছিলেন। [illegible] ও [illegible] তাঁহাদের [illegible] সামগ্রী প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। [illegible] সকলের নাম না জানায় তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা আপন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা ও [illegible] যে সকল [illegible] বিশেষ সহকারে [illegible] পরিশ্রম করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর [illegible] করিয়াছেন, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা [illegible] করিতেছেন। [illegible] যে সকল [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী ও [illegible] মহোদয়গণের [illegible] করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

অতঃপর শ্রীধামপ্রচারিণী সভা নিম্নলিখিত [illegible]

[illegible] বিশেষভাবে [illegible] করেন,—(১) [illegible] শ্রীগুরুনিত্যানন্দের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] (২) [illegible] (৩) [illegible] প্রয়াণে।

বর্ষপ্রবেশে আদর্শ সেবা

([illegible])

আগামী [illegible] নববর্ষের [illegible] [illegible] পূর্ণ নহে।

[illegible] ঘটনা

[illegible] বলিয়া উঠিলেন—শ্রীকৃষ্ণ। [illegible]

"জীব আপ" ধ্বনি

[illegible] "জীব আপ, জীব আপ [illegible]" [illegible] হইয়াছিল।"

সেই ধ্বনি অপরের নহে, তাহা আমাদের [illegible] আহো! [illegible] সকলেই অপ্রাকৃত আনন্দে মত্ত হইয়া [illegible] চল, চল, আর [illegible] করিও না।

পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি ও অভিযান

[illegible] শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের [illegible] পুনঃ পুনঃ জয়গান ও [illegible] গাহিলেন

রামচন্দ্রপুরে প্রচার

[illegible]

হরিকথার মর্ম

[illegible]

[illegible] কিংবা কার্ষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। [illegible]

পঁচেটগড়ে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ

[illegible] পঁচেটগড় [illegible] ব্রজাঙ্গনা [illegible] বুঝাইয়া দেন।

[illegible] রাজবাড়ীতে হরিকথা

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার হয়, [illegible] সকলের চিত্তাকর্ষণ করিলেন।

বক্তৃতার চুম্বক

[illegible] বর্ণন করেন।

শ্রৌতপন্থা

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫ সংখ্যার পর)

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible]

মহারাজ)

"[illegible] বৈরাগ্য [illegible]

যে কোন পার্থক্য নাই। বৈরাগ্য-বিজ্ঞান নিজভক্তিযোগ শিক্ষার্থ স্বয়ং নবদ্বীপ পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু, আচার্য্য-তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল দামোদর স্বরূপ বৈরাগ্যবিদ্যাদি অলৌকিক ত্যাগ ও নিষ্কিঞ্চন যে ভাবে বাস কৌপীনাদি ধারণ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত মহাজন-পদাবলিতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতোদ্ধৃত অবধূত ব্রাহ্মণের উক্তি নিম্ন গীত-শ্লোকে।

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"
(ভাঃ ১১।২৩।৫৭ শ্লোক)।

সন্ন্যাস গ্রহণ পর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই বলেছেন —

"এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ় দেশে॥
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥"

অতএব যেহেতু এই বেষ শ্রীভাগবত ও চরিতামৃতোক্ত এবং মহাজন-পদাবলিত ও সমর্থিত এবং সন্ন্যাসাদি বিধি অতএব নিত্য ভাগবতধর্ম্মের অঙ্গ সম্পূর্ণ শ্রৌত পন্থা।

পরন্তু নরান্তর উদয় হইলে, ফল্গুত্যাগ-ভাবপ্রধানগণ তথা পাষণ্ডী প্রভৃতি উদয় হইলে যুক্তই অনুকরণকারিগণ নিজের বিবেকানন্দের সহিত [illegible] পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের অনুগত পন্থার বিচরণ, অনুগত অথবা এমন কোন পন্থার আচার-নিষ্ঠা স্বাভাবিকী হইয়া পড়ে। উহাই বেষ ধারণের সার্থকতা। সন্ন্যাসের বিধানই প্রশস্ত।

ফল্গু ও যুক্ত ভেদে বৈরাগ্য দুইপ্রকার কথিত হইয়াছে। আদৌ ফল্গু বৈরাগ্যের অশ্রৌতত্ব আলোচিত হইতেছে:—

মুমুক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া হরিসম্বন্ধী বস্তু সমূহকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া যে ত্যাগ বিহিত হয়, তাহা 'ফল্গু বৈরাগ্য' নামে আখ্যাত। নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধিৎসু মায়াবাদী চতুর্ব্বর্গোপাসকগণ এবং কর্ম্মযোগে জ্ঞান-মার্গ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি-বাদী ফলভোগ মুমুক্ষুগণ যে ত্যাগাভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা ফল্গু বৈরাগ্যের বিষয়ীভূত কৈতব মাত্র। মানবীয় আচার্য্য দধীচি, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি বর্ণ ও আশ্রমীগণের ত্যাগ, ইহ জগতে ভূরভূর প্রতিষ্ঠা-শিখরে স্থান লাভ করিয়াছে। যাহা কর্ণ নিজ পুত্রকন্যা-দ্বারা অতিথি সৎকার পূর্ব্বক [illegible] করিয়াছিলেন। বেশধারণের যে রীতি স্মৃতি, জ্যোতিষুদের পর্ব্বতোপরে সাধারণ ভাবে গিয়া বস্তু-বিজ্ঞান-বলে অনুভূতি প্রদান করত কার্য্যে ব্রতী হইবে [illegible]। মহারাজ চন্দ্রচূড় পারমার্থিক পরিশোধনার্থ রাজ্যান্তরে -এমন কি, আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়া জগতে বিশ্ব-কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। রাজপুত-বীর-রমণী রাণী পান্না নিজ পুত্রকে উদয়-কুমারের রক্ষার্থ সংবাদদাতার নিকট উদয় বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক হত্যা করাইয়া নিজ-বংশ-বিনিময়ে রাজ্য রাজবংশ রক্ষা করিয়াছেন এবং ঐ সকল কষ্ট ত্যাগের পরমানন্দ জগতে কীর্ত্তি লাভে ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল ত্যাগের কারণ-মূলে মহান্ [illegible] পারমার্থিক ঐ সকল আপাত-প্রতীয়মান বিরাগ অতঃপতিতা ফল্গু নামীয় জাত বিপুল পার্থিব সমন্বিত। অতএব ঐরূপ ত্যাগ বা বিরাগ 'ফল্গু বৈরাগ্য' নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রুতিসার শ্রীমদ্ভাগবত ঐরূপ ফল্গু ত্যাগের গর্হণ করায় ঐ প্রকার ত্যাগ বা ভক্তির গৌড়ীয়দিগের গ্রহণীয় নহে।

যে সকল উৎকট তপস্বী মুমুক্ষা অথবা বুভুক্ষা-হেতু ত্যাগ বা নিত্য-বিরাগ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের ঐরূপ ত্যাগ বা বিরাগ, কোন উদ্দেশ্য-মূলক হওয়ায়—কোন হেতুমূলক হওয়ায় তাহা হৈতুক ত্যাগ। কারণ ঐরূপ হেতু অপসৃত হইলেই তাদৃশ বিরাগ তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইবে। এই কারণেই বিরাগ মূলে প্রকৃতির উত্থানের নিম্নাকাঙ্ক্ষা ভোগাদি জন্য, বৈতরণী নদী-বোর্ডের ন্যায় অনিশ্চিত থাকায় ঐরূপ তথাকথিত ত্যাগ, 'ত্যাগ' শব্দ বাচ্য হইতে পারে না, পরন্তু উহা ত্যাগাভাসে কৈতব মাত্র। এজন্য শ্রুতিসার শ্রীমদ্ভাগবত ঐ ত্যাগকে আদৌ ত্যাগ বা বিরাগ বলিয়া স্বীকার করেন না; পরন্তু কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথা:—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"
(ভাঃ ১।২।৬, ৭।৮ শ্লোক)।

(ক্রমশঃ)

সতর্ক হও

সেদিন গঙ্গার তীরে ভ্রমণকালে দেখিলাম যে, কতকগুলি লোক কাহারও দেহ সৎকারের জন্য উপস্থিত। ঐ সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই মুখে শোক-চিহ্ন প্রকাশিত, তন্মধ্যে আবার দুই একজন শোক-সন্তপ্ত অবস্থায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আবার অল্প সংখ্যক অর্থাৎ কয়েকটী যুবকের মুখে শুধু হাস্যের প্রকাশ পাওয়া যাইতেছিল।

একস্থানে বহুলোক সমাগত হইলেও চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা-হেতু কাহারও ক্রন্দন, আবার কাহারও বা হাস্য। দুঃখের মুহূর্ত্তে সুখ, শোকাদির স্থলে আবার প্রাণের স্ফূর্ত্তি—ইহার প্রাপ্তি সম্ভাবনার কারণ।

অত মনে চলিতে থাকিলেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'পক্ষীর ব্যাপার দর্শনে' দুঃখে বসিয়া সকলের ভাবধারা দর্শনে চিন্তায় মগ্ন হইলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী আখ্যায়িকার কথা মনে পড়িল।

কোন বনে এক পক্ষি-দম্পতি মনের সুখে বাস করিত। আবার জনৈক চঞ্চল মন প্রাণের নিয়মানুসারে পক্ষীদের অনুকরণে এক শাখায় তথায় বাস করিত। পক্ষীশাবকের বিশেষ লালনপালনের জন্য দিবা রাত্র পালিয়া পক্ষী মরিল। একদিন ঘটনাক্রমে ঐ পক্ষিগণের মধ্যে শাবকী ব্যাধের জালে আবদ্ধা হইয়া পতিত হইল। তাহাদের বন্ধনদশা দর্শনে পক্ষী কাতর চিত্তে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া প্রথমে বিধাতাপুরুষকে অথবা আক্ষেপ করিল এবং পরিশেষে শোকার্ত্ত হইয়া তাহাদের মরণবাসে চলিবার সঙ্কল্প করিল। বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পক্ষীকে নিষ্ঠুর ব্যাধ পাইয়া শরে বিদ্ধ করিতে যোগ্য লোভী সত্বর অবলোকিয়ে তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা বিদ্ধ করিল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই পক্ষিমৃত্যুদর্শনে শব্দ যথার্থ মৃতব্যক্তির শোকে আকুল আত্মীয়বর্গকে বলিয়াছিলেন যে,—হে অজ্ঞজন! তোমরাও ঐরূপ নির্ব্বোধ, পক্ষিগণের ন্যায় তোমরা নিজের মৃত্যু দেখিতে পাইতেছ না। তাহা ছাড়া শত বর্ষ ধরিয়া এভাবে শোক করিলেও ঐ মৃতব্যক্তিকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।"

আজও আবার সেই ব্যাপার! কেহ কাহার জন্য শোক করিতেছে এবং কেহ কাহার মরণে সাময়িক ভোজনের জন্য আনন্দ করিতেছে। এ বিশ্বে পথিক আমরা, পথভ্রান্ত, স্বদেশভ্রান্ত এবং এমন কি আত্মভ্রান্ত আমরা, উদ্দামভাবে কোন্ অজানা দেশের দিকে ছুটিতেছি! বিপদ্পতিত বিশ্বে হে মন! তোমার জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধির গণ্ডীতা ছাড়াইয়া প্রকৃতির করিবার জন্য তোমার চারিদিকেই বিধি নিষেধের জাল সাজাইয়া রাখিয়াছেন। হে মন! তুমি যুগে যুগে খুব বড় বড় কথা বল এবং সময় সময় খুব গভীর বিষয়ে চিন্তামগ্ন থাকিবার অভিনয় দেখাও; কিন্তু তোমাকে আর বেশী কিছু বলা সঙ্গত মনে করি না। তুমি একবার শান্ত ভাবিয়া দেখ, তোমাকে এই মায়ের সংসার ছাড়িতে হইবে। মুখে মুখে বুঝিও না, বুদ্ধির আশ্রয় করিয়াও বুঝিতে বাকী রাখিও না—জ্ঞান করিয়া বুঝ এবং বুঝিয়া সতর্ক হও।

ভজনায় জয় জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে॥

প্রচার প্রসঙ্গ

আসামে

গত ১০ই শ্রাবণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ আসামের ধুবড়ী সহরে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর একটু অসুস্থ হইলেও আমার পরদিন হইতেই সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রতিদিন নগরকীর্ত্তনও হইয়াছিল।

এখানকার লোকাল বোর্ডের হেড্ক্লার্ক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র কলকার মহাশয় একজন শুদ্ধ ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তাঁহার আগ্রহে একদিন তাঁহারই বাড়ীতে পাঠ কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় স্থানীয় হরিসভাগৃহ নামে একটি সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় স্বামিপাদ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় স্বামিপাদ যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় সভাতে লোক-সমাগম তেমন ছিল না। উহার কারণ দুইটি—প্রথম, লোকের চিত্ত বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া বিশেষ বিক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়, ঠিক সেই সময়ে [illegible] জহরলাল ও এ.এম. সিনহাদের প্রোগ্রামের প্রতিবাদ-কল্পে একটি সভা হইয়াছিল।

তৎপরদিন সেই স্থানে স্বামিপাদ "বৈষ্ণবের দান" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই অত্যন্ত [illegible] স্বামীজীর শ্রীমুখে উক্ত বিষয়ে তত্ত্ব-গবেষণাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎপর দিন অনেকের মুখে স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা শুনা গিয়াছিল। এবং তৎস্থলে স্থানীয় [illegible] ভদ্রলোক স্বামীজীর 'মঠ' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন [illegible]। [illegible] উক্ত বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্বামীজী ২১ দিনের ভিতরেই গোয়ালপাড়ায় শুভ পদার্পণ করিবেন।

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলীন

চনিক ও পালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেম পরিচায়ক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, এক দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে বন্ধ হয়, তবে প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এখন সাবধান হউন এবং মানিয়া রাখুন, ... বাজে বোতল ... জল খেয়ে পশ্চাৎ ... পরে ... করেন কেন? মূল্য ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্স্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

ঋষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্যক উপাদানে খাঁটি কাচা ... তৈলে সুগন্ধি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, কেওড়া, চন্দন, ... , বেল, প্রভৃতি মূল্যবান্ ... সংমিশ্রণে প্রস্তুত ... সম্ভাবে উহার অনুলেপন ... গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ... পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

... সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের ... কণ্ঠ, ... ব্যাধি, ... , বাধক, ... , মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, ... শিরঃপীড়া এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির ... অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ ... তৈল যে, ... হয়। যে কোন স্থানে তেল ... উপর বড় বড় অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় ... দোকানদার ... নকল তেল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। ... বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্ত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম — বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১।০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা পরলোক মানবের নিত্য কর্তব্য ও সাধ্য সাধনাদি কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রাসঙ্গিক সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ব্যাখ্যাত ও প্রমাণিত হইয়াছে। বেদের, মতের ও আত্মার নিত্যত্ব, সমাজ, নীতি, ধর্ম ও সত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৸০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ ধাম। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ভিক্ষা [illegible] কাগজে ছাপা—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিরূপ ভাবে ভজন করিতেন, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুভব ও প্রকৃত বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের দ্বারা শরণাগত হইয়া জীব কিরূপে সাধন করিতে পারে, তাহা একত্রে বর্ণিত। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা যাহার কোন কালের আদেশময়ী প্রার্থনা এবং শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কি প্রকারে সম্পাদন করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্চ্চনপদ্ধতি—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজে বা অপরের কল্যাণ করিতে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেকের পাঠ্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত। প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট বাঁধাই ২৲ দুই টাকা; কাগজের বাঁধা ১৲

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

প্রেমপ্রদীপ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় [illegible] পাইবেন। [illegible]

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

মোহিনীমোহন

মদন মঞ্জরী

[illegible] ভিক্ষা ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব সঞ্জীবনী ঘৃত”

[illegible] মূল্য [illegible] টাকা।

“স্বর্ণ-সঞ্জীবনী বটিকা”

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] J. B. Dutta & Co. [illegible]

বৈষ্ণব [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

([illegible] শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] দিয়া বিদ্যার্থিগণকে [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক — [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible] কাব্যতীর্থ, [illegible]

[illegible]

অধ্যাপক — পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] ইলেক্ট্রিক [illegible] [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট — ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

[illegible]

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৴০ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, অনুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, লক্ষসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] অক্ষরে উত্তম [illegible], [illegible] আকারে [illegible] কাগজে ছাপা

ভিক্ষা — ২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] পারদ ও [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ — সের ৩৲ টাকা

[illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি [illegible] উপাদানে [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, [illegible], যক্ষ্মা, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন — সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, [illegible] প্রভৃতি [illegible] ও [illegible] দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য — ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত [illegible] উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible], ডিষ্ট্রিক্ট [illegible] চেয়ারম্যান, [illegible] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত [illegible] এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান :— আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৪নং [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার — মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত [illegible]

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

অগ্রিম মূল্যের হার
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [৪৫ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৭, ২৪শে এপ্রেল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। [illegible] সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয় [illegible] ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ৷০
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্য-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-পাঠ
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] (বাঁধা)
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। দীপ-[illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷
১৮। নবদ্বীপধাম-[illegible] ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রী[illegible]
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, [illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনপদ্ধতি ও [illegible] মোট
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও বাউলসঙ্গীত ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৶০
২৭। সংস্কার দীপিকা ৷০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৯৲
২৯ ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ৷০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ। পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পন্থা।

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।
৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) রয়েল বাঁধা ১৷০ জিলিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

[illegible] কর্ম্ম না জ্ঞানের অধীন নহেন।
[illegible] মায়াধীন নহে।
[illegible]
গৌরধামা[illegible] শক্তি [illegible]।
অতএব [illegible] শুদ্ধভক্তি-লাভ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালেন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেজ পরিচালিত'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

এক দাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একবারে আরাম হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একবার পরীক্ষা করুন এবং জানিয়া রাখুন, যে ২।৩ শিশি ঔষধ খাইয়া ২ বিঘের জল খেয়ে পথ্যাপথ্য করা পড়ে থাকা উচিত কেন? সুতরাং ১০ আনার সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্‌স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক সংহিতোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা তিলের তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, কমল, বেল, প্রভৃতি মূল্যবান সুগন্ধি এবং সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত হওয়ায় স্বভাবতই সমভাবে উহার অঙ্গলেপন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় বায়ুর দূষিত অম্ল, অজীর্ণ, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অর্শ, বাধক, মস্তিষ্ক বিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আমবাত, অনিদ্রা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, উহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী মাথার তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ে লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় অসৎ দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই বৈশাখ বুধবার ১৩৭৭ [illegible]

নামপ্রচারিণী-সভার ষট্‌ত্রিংশৎ-বার্ষিক অধিবেশনে

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

রাত্রি অধিক হ'য়েছে, অনেকেই বহুক্ষণ ধ'রে একভাবে ব'সে থেকে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছেন; সুতরাং আর আর অধিক সময় নষ্ট করতে চাই না। ছ'ত্রিশ বছর পূর্ব্বে শ্রীল কী নামপ্রচারিণীসভার প্রথম অধিবেশন হ'য়েছিল - কৃষ্ণনগরে; তাহার কিছু পূর্ব্বে কে. ডি, [illegible] সাহেব নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তার পূর্ব্বে কতক বছর ধ'রে শ্রীধামের স্থান কোথায় আলোচনা চলছিল। সেই আলোচনার ফলে ও সজ্জন ব্যক্তিগণের উদ্যোগে শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এবং সাধারণের অভিপ্রায় মতে গৌরজন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হন। তখনকার সময়ে উদ্যোগী ব্যক্তি শ্রীযুক্ত [illegible] পাল চৌধুরী [illegible] মহাশয়কে আজ আমরা আবার ছত্রিশ বছর পরে আমাদের মধ্যে পেয়ে প্রচুর পরিমাণে আনন্দ লাভ ক'রেছি। তাঁর এই প্রাচীন বয়সে এখনও শ্রীনামপ্রচারে আমরা নবীনের ন্যায় উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে আমাদের সামান্য যত্নের ফল উদিত হ'য়েছে, তাই দেখে তিনি আনন্দিত হ'য়ে আমাদের অধিক উৎসাহ প্রদান ক'রেছেন। তিনি নামপ্রচারিণী-সভার কার্য্যনির্বাহক-বিভাগের সম্পাদকের কার্য্য ক'রেছেন; আজ আবার তাঁকে পেয়ে আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হ'য়েছি। সে আনন্দের কথা জ্ঞাপন করবার ভাষা [illegible] মধ্যে আমাদের একটি সভাপতি ও সভাপ্রধান [illegible]। ইনি বর্ত্তমানকালে আমাদের পৃষ্ঠপোষকরূপে হৃদয়ের সহিত সমুৎসাহিত ক'রেছেন। প্রাচীন ব্যক্তিগণের উৎসাহ-বাক্যে আমরা প্রচুর পরিমাণে উৎসাহিত হই। আমার ভাষার নিতান্ত দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা; তাই আমি উপযুক্ত ভাষায় আনন্দ জ্ঞাপন করতে পারছি না, কেবল অসম্পূর্ণভাবে হৃদয়ের সহিত কথাগুলি জানাচ্ছি।

আমরাও খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম, সভাপতিমহাশয়ের মনোজ্ঞ কথা শুনে [illegible] ক'রেছি; তবে আমাদের বড় আশার কথা—যে-সকল লোক শ্রীধামের সেবা করবার ভার গ্রহণ ক'রেছেন—তাঁদের অমূল্য সময় অর্পণ ক'রেছেন, তাঁদের আশা করা হয়, শ্রীধামের সেবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'বে। যে সকল মহাত্মা উত্তরপুরুষে নাম-প্রচারিণী-সভার নানাবিধ সেবা ক'রে আমাদিগকে উৎসাহিত ক'রেছেন, তা'তে আমরা কৃতার্থ হ'য়েছি—তাঁদের কথা পুনরায় বলা বাহুল্য।

ভগবানের নাম সেবা, ধাম সেবা ও কাম-সেবা—এ তিন সেবার যাঁ'রা যোগদান করেন, তাঁ'রাই জগতের বন্ধু। নাম-সেবা না হ'লে জীবমাত্রেরই পাপাচরণ-নিবৃত্তি হ'বে উহার লাভের উপায় নাই। নাম-সেবার ফলে মানবজগৎ সকল কুসংস্কারের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে কৃষ্ণকাম-সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। নাম-সেবা হ'তে মায়াবাদ অর্থাৎ "আমি প্রভু, ঈশ্বর, ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদি নাই"—এই ভীষণ অসৎ মতবাদের কবল হ'তে উদ্ধার লাভ করা যায়, আর কৃষ্ণ-কাম-সেবা হ'তে নিজের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষরূপ ভীষণ বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—নশ্বর কাম হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা—কামগায়ত্রীর সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

স্থূল শরীর ধারণ ক'রতে গিয়ে চব্বিশতত্ত্বময় এ সকল বস্তু বাসনার উদয় হ'য়েছে—সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে গিয়ে ভগবৎসেবা-চেষ্টার উদাসীন হ'য়ে যে সকল মনোধর্ম্ম-চালিত বিপরীত পথে ধাবিত হচ্ছি, সেই সূক্ষ্ম উল্টো যায় যদি আমাদের কৃষ্ণকাম-সেবায় প্রতি উদিত হয়; সেই কৃষ্ণ-কামসেবা আমাদের লাভ হয়, যদি আমরা ধাম সেবা করি।

'ধাম' অর্থ—গৃহ প্রভাব, তেজঃ, সূত্র, স্থান, শরীর, জন্ম প্রভৃতি। বিষ্ণুশক্তি-মূর্ত্তিতে যেখানে কৃষ্ণ প্রকাশিত হন, সেখানে মায়া থাকে না; [illegible] ভক্তির নিত্য অধিষ্ঠান, তাহাতে শ্রীধাম, সেই শ্রীধামে শ্রীচৈতন্যদেব উদিত হ'য়ে জগৎকে চৈতন্য-বিশিষ্ট ক'রেছেন।

আমরা এই ধামের প্রভাব বুঝতে না পেরে অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম - ধাম-সেবার প্রতি রুচি ছিল না—ধামের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না—অন্যান্য বিষয়ে ব্যস্ত ছিলাম—স্ত্রী-পুত্র, পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা দ্বারা, নিজের-লোভের দ্বারা জগতের লোককে পরাভূত করব, এরূপ বুদ্ধি রাখিতে ছিলাম, কিন্তু কোন মহাত্মা "ধাম-সেবাতেই তোমার মঙ্গল লাভ হ'বে"—এই ব'লে শ্রীধাম সেবায় নিযুক্ত করলেন। তিনি এই ধামসেবায়, নাম সেবায়, কৃষ্ণকাম-সেবায় নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁর আন্তরিক চেষ্টা হ'তেই এই শ্রীধাম প্রচারকার্য্য সম্ভব হ'য়েছে। তাঁ'রই শিক্ষা সকলকে ধামসেবায় নিযুক্ত করল। ধামসেবা হ'লে শ্রীনামসেবা হ'বে, শ্রীনাম-সেবা হ'লে কৃষ্ণকাম-সেবা লাভ হ'বে। [illegible] স্বরূপ স্থাপন ক'রেছেন, তাঁর প্রাণ ছিল—শ্রীধাম-সেবায় অধিষ্ঠিত হওয়া। তা'তে সকল স্থাপন হ'লে শ্রীনাম-সেবারূপ অধিকের অনুষ্ঠান-মাত্রই কৃষ্ণকামরূপ প্রয়োজন লাভ করায়—ইহাই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন।

সকল জিনিষই কালে পরিণামশীল, এ'সকলে আস্থা স্থাপন ক'রে অনেক দিন থাকতে পারবো না। যে জিনিষ অনিত্য, তা'তে এত আকর্ষণ কেন?—কামের চেষ্টা কেন? কৃষ্ণে আকর্ষণ—কৃষ্ণ-সেবায় কাম হয় না কেন? জৈব-বিষয়-কাম আমাদের এত প্রবল কেন? আমরা একেবারে সম্পূর্ণ উদাসীন—আমরা চেতনের শিক্ষা পাই নি—এ'কালে নানা নীরস অচেতন বিষয়ের প্রভাবই আমাদিগকে গ্রাস ক'রেছে। অচেতনের কথা বা বিষয়-কথা আলোচনা দ্বারা মনোধর্ম্মী হ'য়ে আমাদের কোন মঙ্গল হ'বে না। মানবজাতি [illegible] হ'বে কি আমরা উদ্ধার লাভ করতে পারি না? নিশ্চয় পারি। চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করলে অচেতনের ক্লেশ—সেবা হ'তে নিস্কৃতি উদ্ধার লাভ করতে পারি।

একমাত্র বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ ক'রে জগতে আগমন ক'রেছেন। এই নাম ধাম উপর আশ্রিত, তাহা—শ্রীধাম। এ শ্রীধামের সেবা দ্বারা আমাদের নাম-সেবা ও কৃষ্ণকাম-সেবা লাভ হয়। শ্রীধামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লে নাম-সেবার ফলও পরম কৃষ্ণকাম-সেবারূপ প্রয়োজন লাভ হ'বে না।

সংকীর্ত্তনাদির [illegible] নিত্য সকল লাভ হ'তে পারে না। কেবল [illegible] কি, তা' যদি একবার বিচার করি তবে চৈতন্য-দেবের কৃপায় আমরা দেখ বুঝি যে অমন করে, তা'হলে অন্যান্য [illegible] সর্ব হ'তে আমরা উদ্ধার হ'তে পা'ব। অধিকন্তু ব'লে যেন কা'রও প্রাকৃত সাহিত্য লেখা, তথাপি এ সব এমন আপত্তিজনক যে, সেরূপ কথা আলোচনার অবসরই অসম্ভব। তা'দের যেন আর কিছু কাজ নাই ও শ্রীরূপ উক্তপ্রকার কেবল অস্তরাগ ও নিরবচ্ছিন্ন নাম-গ্রহণে পরামুখ করছেন।

শ্রীনামপ্রচারিণী সভার একটা প্রধান কার্য্য ছিল—শ্রীনামের সঙ্গে বিচার আলোচনার প্রচারের ফল বৃদ্ধি করা। যে [illegible] নিবাসোদ্দেশ্য বিচার হ'ল, আমা[illegible] দেশের নিবাসোদ্দেশে [illegible] আদি [illegible] বিবাদ [illegible] জানা যায় সেই সময় [illegible] শ্রী[illegible] নবদ্বীপ [illegible] নাগরী [illegible] [illegible] বৈষ্ণব-পরিষদ [illegible] নবদ্বীপে অবস্থান করেন, তখন শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপে [illegible] অধিবাস গণিত প্রচার করলেন, তখন পণ্ডিত[illegible] [illegible] সেখানে [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]। পুরুষ [illegible] হ'বে যখন [illegible] মানবের [illegible] শুক, গুরু, [illegible] জাতিবাদিক, [illegible] জানালেন—[illegible] [illegible] অক্ষর [illegible] এর চেষ্টা [illegible] কেবল [illegible] উক্ত বিশেষ অক্ষর [illegible] জানতে দিলো, এখন অপর বিভাগ [illegible] নির্দ্দিষ্ট হ'লেও [illegible] সহায়-সহিতরূপ [illegible] শ্রীনবদ্বীপে উপনীত হ'তে পারে না। সেই বিষয়ে [illegible] শ্রীধাম [illegible] [illegible] হ'তে পারে [illegible] শ্রীধামসেবা না হ'লে কৃষ্ণকাম-সেবাও হয় না।

[illegible] শ্রীল [illegible] মহাশয় [illegible] যাঁরা [illegible] নামপ্রচারিণীসভার [illegible] ছিলেন, [illegible] আমাদের হৃদয়ের [illegible] ও কৃতজ্ঞতা [illegible] কোন উৎস[illegible] নাই। [illegible] আমাদিগকে শ্রীনামপ্রচারিণী সভার সেবায় নিযুক্ত করুন, এই প্রার্থনা।

ক্রমশঃ)

আচার্য্যের কৃপা

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন অধিকারী বি,এল)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে [illegible] ১৩৩৬ তারিখে "সুপ্রসিদ্ধ-[illegible]" [illegible] শীর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] পাল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার উপর [illegible] করিয়াছেন, সেই [illegible] প্রচার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদয় হইতে পারে,

[illegible]

(ক্রমশঃ)

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

১০।১ হনুমানরোড্ নিউ দিল্লী

[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible]

[illegible]

মেদিনীপুর

প্রচার প্রসঙ্গ

[illegible]

শ্রীগৌরাবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible]

[illegible]

পোনাইসম্বন্ধে ও শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলাবলী ছায়াচিত্র-যোগে প্রদর্শিত হয়। অদ্য ও পরশ্ব দুই দিন বিপুল জনতা [illegible] সঙ্কীর্তন ও কৃষ্ণপ্রাঙ্গণের সত্যাগ্রহ-সমূহ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক গ্রামে গিয়া প্রচারার্থ নিবেদন করে। কিন্তু উক্ত পূর্বে পরামর্শের জন্য ভাইবোনী বাজার নির্দিষ্ট হওয়ায় তাঁহারা সকলেই আগ্রহ পরিপূরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন; অদ্য ১লা বৈশাখ সোমবার তাঁহারা [illegible] গমন করিলেন। উক্ত বাজারের সম্পাদক বণিকগণ শ্রীচৈতন্যের চরণ সাধক ও তাঁহার দ্বারা শ্রীকার্তিকচন্দ্র নামক প্রভুর ব্যবসায়ীগণের সেবাচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

বিধায়ী সভা প্রচার করিতেছেন যে অতিরিক্ত ধূলি এবং দুর্গন্ধাপূর্ণ বাতাসে সহরের এক দেশী আবির্ভাবের কারণ। অনেকের মতে কেবল ধূলি বরং প্রকৃত রোগের কারণ।

কলেরা

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন কুমারখালি থানার এলাকার অন্তর্গত গ্রাম সমূহে কলেরার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

লোকাল বোর্ড আটটী ইন্দারা খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট দূর করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, আটটী ইন্দারা জলাভাবের পক্ষে নিতান্ত কম। ঐ আটটীর কার্য্য আরম্ভ যে কতদিনে হইবে তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

অনেক স্থান হইতেই জলাভাবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বৃষ্টি নাই, জেলার অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নহে।

লবণ সত্যাগ্রহ

এক বাংলা দেশেই প্রায় হাজার লবণ সত্যাগ্রহী সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সত্যাগ্রহীর সংখ্যা এতবেশী হইয়াছে যে লোকে ইচ্ছা থাকিলেও সত্যাগ্রহীর শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেছে না।

স্ত্রীলোকেরাও সত্যাগ্রহ করিতেছেন। এমন কি, অশীতিপর বৃদ্ধ এবং অষ্টমবর্ষীয় বালকও সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়াছেন। পিতামাতা পুত্রকে সত্যাগ্রহ করিতে পাঠাইতেছেন।

নদীয়া জেলার সব স্থানে একেবারে জলপ্রাপ্তি হয় নাই। দুই চারিদিন অন্তর এক এক স্থানে হইয়াছে। তবে প্রায় সমস্ত বড় বাজারে হইতেই জলাভাবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় হুলস্থুল

কলিকাতায় এপ্রিল মাসের প্রথম হইতে হুলস্থুল চলিতেছে। নদীয় কংগ্রেস অফিস দুই একদিন প্রায় অফিস খানাতল্লাস হইয়াছে। কংগ্রেসের নদীয় প্রাদেশিক কমিটির বক্তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুও বন্দী হইয়াছেন।

ভয়োত্মক সংবাদ

তাং ১৭।৪।৩০

লবণ আইন অমান্য বিষয়ে নানাস্থান হইতে স্বেচ্ছাসেবক ও জননায়ক সকল সমাগম-পূর্বক জনগণকে উত্তেজিত করিতেছেন। মধ্যেই নানাস্থানে প্রচুর কিছু পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করা হয়। পুলিশে চুরী ও হাঁড়ি প্রভৃতি সকল ভাঙ্গিয়া দেয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ পথে পথে প্রস্তুত লবণ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং সাধারণের নিকট বিক্রয় করে। অল্পকাল ঐ লবণ প্রায় তোলা ৵০ দুই আনায় বিক্রীত হইয়াছে। প্রকাশ গতপরশ্ব দিনে পুলিশ হাঁড়ি ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়া একটী জনতার সম্মুখ করে, কিন্তু ঐ প্রহারে নৈরাস একটী স্বেচ্ছাসেবকের উপরে দণ্ডাঘাতে মাথায় সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। পরে তাহাকে মোটরযোগে হাসপাতালে আনিয়া বহুলোকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

মফিজ-দলের একটী এম.এ. ছাত্র চাকরী পরিত্যাগ করিয়া লবণ আইনে যোগদান করিয়াছিল। সে পুলিশ কর্তৃক দুই শত মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহার পুত্রের সহিত তেজস্বী শ্রীমান্ অমরকুমার মুখোপাধ্যায় গুরুতর বন্দীরূপে ও স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে সপ্তম মাসের জন্য কারাবাস ও ১০০৲ টাকা দণ্ডিত হওয়া মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে নীত হইয়াছে। আদালত হইতে জনসাধারণ তাঁহাকে মাল্যাদিভূষিত করিতে ইচ্ছা করিয়া অতীব আগ্রহের সহিত সময় দিবস অপেক্ষা করিলেও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের চাতুর্য্যে কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

জে. এম্ সেনগুপ্ত ও অন্যান্যের কারাদণ্ডাদেশ [illegible] প্রচারিত হওয়ায় সকলে একযোগে ১৮ই এপ্রিল হরতাল ঘোষণা করে। স্থানীয় আদালত, অফিস, স্কুল, বাজার প্রভৃতি সমস্তই হরতাল পালন করিয়াছিল। শিক্ষকগণ ছাত্র না পাইয়া সেকেণ্ডারী স্কুলগুলি বন্ধ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার ঐ দিনে শ্রীমান্ অমরকে বন্দী করায় ১৯শে এপ্রিল ঐ [illegible] বিদ্যালয়-সমূহের বর্ষ [illegible] পরামর্শ করিয়া [illegible]

তন্মধ্যে ও বিহার সরকারের সহিত পুনরায় দিবের যোগ করিয়া চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। আদালত অফিসে পুনরায় ধর্মঘট পালিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিদেশ আজও পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতি মুহূর্তেই প্রজার আশঙ্কা হয়, [illegible] এবং কারাদণ্ড আশঙ্কা করিতেছে। লবণ প্রস্তুত পক্ষে কাহারও দৈবদণ্ড পরিলক্ষিত হয় নাই।

ঢাকায় রাজদ্রোহ ব্যাপার

ঢাকা গোয়েন্দা পুলিশ মাত্র জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাহাদিগকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

প্রাদেশিক কন্ফারেন্স

বাজিৎপুরে নদীয় প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছে। অধ্যাপক নিযুক্ত [illegible] সভাপতি পদে বৃত হন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

একজিবিসন

বাঙ্গালাটীতে কন্ফারেন্সের সঙ্গে প্রদর্শনী হয়। আচার্য্য সার পি, সি রায় অসুস্থ থাকায় শ্রীযুক্ত যে সেনগুপ্ত চক্রবর্তী মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

সভা

গোয়ালন্দের পণ্ডিত বাবু [illegible] পত্নী শ্রীযুক্তা [illegible] সভা-নেত্রীর এক সভার অধিবেশন হয়। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে এক জাতব্যাপী লবণ আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করেন।

বিলাতের টেলিফোন

শ্রীযুত জে, এ, [illegible] পোষ্টমাষ্টার জেনারেল যেদিন নগর হইতে [illegible] আগামী [illegible] বিলাতের অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের সহিত বিনা তারে টেলিফোন সার্ভিস খোলা হইবে। [illegible] ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সহিত টেলিফোনে কথা বলিবেন। [illegible] ঘণ্টায় [illegible] ইউরোপের যে কোন [illegible] টাকা হইবে। [illegible]

নানা কথা

নদীয়ায় সত্যাগ্রহী

পাঠক অবগত আছেন যে লবণ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কিছুজন লোক নদীয়ায় আগমন করিয়া প্রচারাদি করিয়াছেন। প্রত্যাবর্তন সন্ধ্যাকালে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের মাঠপাড়া হইতে মিছিল বাহির হইয়া গান করিতে করিতে সহরের পাড়ায় পাড়ায় যায়। সমস্ত সহরের সত্যাগ্রহীদিগের সাহায্যার্থে ভিক্ষা সংগ্রহ হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরের বারদোলের মেলা এখনও চলিতেছে, তবে অধিকাংশ দোকান উঠিয়া গিয়াছে। এখনও সন্ধ্যাকালে বেশ লোক-সমাগম হয়। মাঝে মাঝে আমোদ প্রমোদ এখনও হয়।

বারদোলে ঘুড়োড়ি

নবদ্বীপ সহরের মত কাহারও কাহারও ঘুড়ি উপলক্ষে অনেকেই অর্থ ব্যয় করে। নবদ্বীপের অধিকাংশ বিভিন্ন চিত্রিত [illegible] রূপ ঘুড়ি তোলা যে সকল না নির্মাণ করিয়া ঘুড়ি শিল্পের নিদর্শন বহুল পরিমাণে নষ্ট হইত। যেহেতু তাহার প্রস্তুত-প্রকার বুদ্ধি আর কারিগরের প্রশংসনীয় কার্য্য অনেক প্রকার; কিন্তু নদীয়া জেলার প্রতি সহরের বিশেষতঃ কৃষ্ণনগরে বড় বড় বাজার উপর প্রতিদিন অপরাহ্নে বিশেষ ঘুড়ি উড়াইয়া চারিদিক অলঙ্কারযুক্ত করে, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে এখনও ঘুড়োড়ির বেশ। কলিকাতায় সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে।

---

৩৬০ নং আপ্ রাণাঘাট লোক্যাল কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত চলিবে

কৃষ্ণনগর যাত্রী রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক্ এম.এল.সি মহোদয়ের অনুরোধের ফলে ২২শে এপ্রিল হইতে মাত্র কিছুদিনের জন্য পরীক্ষা হিসাবে ৩৬০নং আপ রাণাঘাট লোক্যাল যাহা কলিকাতা হইতে বৈকাল ৪টা ৪০ মিঃ সময় ছাড়ে, তাহা কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত যাইবে। উপযুক্তরূপ যাত্রী হইলে ট্রেনখানি স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা আছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠার নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রথম খণ্ড হইতে নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৵০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের মূল্য ১২্, অগ্রিম গ্রাহকদের পক্ষে ৮্।

৯৮ অধ্যায়াত্মক একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ঐ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই ত্বরায় ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের খণ্ড সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাধারী

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ ... রোড, খুলনা।

২। শ্রীযুক্ত নারায়ণ গোস্বামী ঠাকুর—মেখলিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭৪নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন্ ডি. ... এম, এস, গবর্ণমেন্ট মিল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ... দত্ত—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

৬। ... অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রী... মদনমোহন লেন, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী... ছাপা, ২৪ পরগণা।

শ্রী... চট্টোপাধ্যায় এ. এম. এস্. ...।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	৸০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) ব্যাখ্যাত	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাকৃত	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রাকৃত	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, ... পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড্, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধন, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৩০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রণবীর পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমারকোলা, চিকুলা পোঃ, ময়মনসিংহ।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ... রোড্, নিউদিল্লি

অজ্ঞাতসারে হউক ... ... দ্বারা পাপে ভুগি সবে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর লিখিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

বর্ণ্যালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম — বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible]

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২, দুইটাকা

আধবাঁধা - ১।০ দেড়টাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৬০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা — ৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি — পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — /০, নবদ্বীপশতক — /০

অর্থপঞ্চক /০

কল্যাণকল্পতরু — পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। [illegible] বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীভাগবতার্ক — ১ম খণ্ড ১, এক টাকা

২য় খণ্ড ১, এক টাকা [illegible]

[illegible]

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

দন্তমঞ্জন

[illegible]

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

[illegible]

J. R. [illegible] & Co. [illegible]

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষার [illegible] করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্র গবর্ণমেণ্ট [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible]-তীর্থ, [illegible], বেদান্তরত্ন, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, [illegible] মরা [illegible] বাতরোগ, [illegible] পীড়া, [illegible] হিষ্টিরিয়া [illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মালিশ [illegible] প্রাণ বাঁচাইতে পারেন, [illegible] একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি. ডি. হাজরা।
[illegible] কালকাট্টা।
[illegible]

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের [illegible] তুলসী মালিকার [illegible] কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, নামসূচী, পাঠসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, [illegible] আকারে হোয়াইট-পত্রের কাগজে ছাপা
ভিক্ষা- ২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. এফ. সি. এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় [illegible] শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, [illegible] ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সারিয়া যায়। [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল!   ভয় নাই   বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) [illegible]

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিলেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ঢাকাতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবা-রাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা - "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রস্তাবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৪৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ১২ই বৈশাখ শুক্রবার ১৩৩৭ ২৫শে এপ্রিল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবত,—শ্লোক সূচী, বক্তা-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০	১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	
			১৭।	আচার ও আচার্য্য	
			১৮।	নবদ্বীপ-ধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	।০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	
৪।	গৌড়ীয়-[illegible]	[illegible]	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	
৫।	ভজনরহস্য	৷০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	
	,, ,, ,, আবাঁধা	৸০	২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও [illegible] মোট	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷০			
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷০	২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible]	৸০
	গীতার কেবল মূল-শ্লোক	৷০	২৬।	সাধককণ্ঠমালা	৷৶০
৯।	[illegible] (মাঘ)	২৲	২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
১০।	বেদান্ত-[illegible] (রামানুজীয়)	৷০	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
১১।	[illegible]	২৲	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩১।	[illegible]	
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৶০	৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	
১৫।	[illegible]	৵০	৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট!!

চিত্রে নবদ্বীপ

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানফলে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ৩৷০ ডিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

[illegible] কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
[illegible] মায়াধীন নহে।
[illegible] অমন্দপ্রদ
[illegible] হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি-নাট

দৈনিক পল্লীশ্রী-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালীন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেন পরিচায়কে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয়

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ... দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং মনে রাখুন, যার বারোমাস বাড়ে বোতল ২ নেবের জল খেয়ে পথ্যাপথ্য করিয়া পড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ... আমার পারফালীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৮০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

যদি চরক সংহিতার ঔষধ উপাদানে খাঁটি কাঁচা তিলের তৈলে দ্রব্যাদি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, কেওড়া, প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং মস্তিষ্কের প্রধান ধাতুর সমভাবে ... উপকার হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ... নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

... সকলপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত ... বাত রোগ, প্রমেহ, প্রদর, কর্ণশূল, বাধক, বধিরতা, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সকলপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কাটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক উপকারী তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল কিনিবার সময় শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় স্বার্থপর দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন ... বিক্রয় ... ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই বৈশাখ শুক্রবার—১৩৩৭

শ্রীনবদ্বীপচারিণী-সভার ষট্‌ত্রিংশদ্‌-বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪ সংখ্যার পর)

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের পরে ব্রজবাসী "করে চ'লে যাব সেদিন আমার" এই বর্ণনাপূর্বক কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার ষট্‌ত্রিংশদ্‌বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সভ্য মণ্ডলী ও ব্যক্তিগণের মধ্যে কতিপয় বৈষ্ণব সভ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

(১) সভাপতিপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ।

(২-১১) পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী-মহারাজ-প্রমুখ দশ ত্রিদণ্ডিপাদগণ।

(১২) নদীয়ার ভূম্যধিকারী রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, (১৩) শ্রীযুক্ত রামকমল পাল দত্ত, (১৪) আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (১৫) শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, (১৬) পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ, (১৭) [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিভূষণ, (১৮) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, (১৯) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম,এ, বি-এল ; (২০) শান্তিপুরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ ; (২১) বরিশাল নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, (২২) উৎকল-বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, (২৩) গঙ্গাবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] পাণ্ডে, (২৪) কটক র‍্যাভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, (২৫) কটকনিবাসী উড়িষ্যা-বিভাগের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাস ; (২৬) কলিকাতানিবাসী [illegible] শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু ; (২৭) বহরমপুর [illegible] কলেজের [illegible] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল ; (২৮) ময়মনসিংহ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য ভক্তিভূষণ, (২৯) [illegible] গোয়ালপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি, এস্‌সি, বি, টি ; (৩০) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ, (৩১) বারাণসীপ্রবাসী শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রভাকর, (৩২) কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তচঞ্চু ; (৩৩) নবদ্বীপের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ তর্কতীর্থ, (৩৪) [illegible] শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সাংখ্যতীর্থ স্মৃতি-ব্যাকরণ-সাংখ্যাচার্য, (৩৫) কলিকাতার ডাঃ এ, চক্রবর্তী বি, এস্ সি, এম্, বি ; (৩৬) ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, এম বি ; (৩৭) আসামগোয়ালপাড়ার প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার বি, এল ; (৩৮) বালিয়াটির জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী ও (৩৯) শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ; (৪০) কলিকাতানিবাসী [illegible] দামোদর রায় দাসাধিকারী, ভক্তিরত্ন ; (৪১) বহরমপুর পাল-এস্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, (৪২) বৃন্দাবননিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন ; (৪৩) গোবিন্দপুরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত অতুলকুমার সরকার ভক্তিকোবিদ কে ভি, এম, ই, এস্ ; (৪৪) কলিকাতার [illegible] মিঃ এন, সি, দে, এ ; (৪৫) শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র বি, এল ; (৪৬) শ্রীযুক্ত সনাতন সেন, এম, এ, বি,এল, (৪৭) বৃন্দাবননিবাসী [illegible] শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, (৪৮) [illegible] এস্টেটের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বসু, (৪৯) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালিত বি, এল প্লীডার ; (৫০) শ্রীযুক্ত অমৃত প্রসাদ দত্ত উকীল কৃষ্ণনগর, (৫১) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাস অধিকারী বি, এ ; (৫২) ডাঃ নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ভক্তিকাব্যপুরাণ, (৫৩) ঢাকানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত, (৫৪) কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫৫) কলিকাতার হাইকোর্টের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিনোদ, (৫৬) বারাণসীপ্রবাসী ডাঃ নিশিকান্ত [illegible] এম, (৫৭) [illegible] এ, এম, এম শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, (৫৮) [illegible] অধিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায়, (৫৯) শ্রীযুক্ত মতিলাল পাল, (৬০) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর মজুমদার, (৬১) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সরকার, (৬২) কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, (৬৩) ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী, (৬৪) মালদহবাসী মিঃ গণেশ আচার, (৬৫) প্রয়াগ হইতে সমাগত শ্রীপাদ ভূমিকান্ত ব্রজবাসী, (৬৬) পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, (৬৭) ময়মনসিংহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল ভক্তিবান্ধব বি, এল, (৬৮) কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস বি, এ, (৬৯) পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধারমণ গোস্বামী ভট্টাচার্য বিদ্যার্ণব বি, এ ; (৭০) শ্রীহট্টের [illegible] শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী ; (৭১) গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, (৭২) কলিকাতার চৈতন্য-চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায় ; (৭৩) খুলনানিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, (৭৪) পাটনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী, (৭৫) নদীয়ার এস, ডি, ও মহোদয়ের শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচন্দ্র সাহা ; (৭৬) মেদিনীপুর শ্রীযুক্ত কল্যাণকল্পতরু ব্রহ্মচারী ভক্তিশ্রী, (৭৭) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ উপদেশক, (৭৮) শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন গোস্বামী, (৭৯) পুরীর শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভক্তিসিন্ধু, (৮০) কটক পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের অ্যাকাউন্টেন্ট শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, (৮১) চুঁচুড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ অধিকারী, (৮২) চুঁচুড়া-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, (৮৩) শ্রীযুক্ত বনোয়ারিলাল কাব্যভূষণ, (৮৪) শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন অধিকারী সাহিত্যভূষণ, পুরাণরত্ন, (৮৫) কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত মনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, (৮৬) ময়মনসিংহ [illegible] শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী, (৮৭) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, (৮৮) শ্রীযুক্ত নয়নদাস অধিকারী, (৮৯) [illegible] শ্রীযুক্ত গোপীনাথ চৌধুরী, (৯০) শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী, (৯১) শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী, (৯২) ঢাকার শ্রীযুক্ত মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] বহু ব্যক্তি।

আচার্যের কৃপা

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫ সংখ্যার পর)

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন অধিকারী বি,এল)

তার পর 'আচার্য' সম্বন্ধে তোমার যে ভ্রান্ত ধারণার কথা বলিয়াছ, সে সম্বন্ধে দুটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আচার্য কথাটা ছোট কথা নয়। যিনি স্বয়ং পরম ভাগবত হইয়া ঐ সেই ভাগবত-ধর্মের আচরণ পূর্বক জীবের দ্বারে দ্বারে তাহা প্রচার করিয়া থাকেন, তিনিই আচার্য নামের যোগ্য। আচার্য যিনি, তিনি আমার গুরু হবেন, আর তোমার গুরু হবেন না—এরূপ নয় ; তিনি হচ্ছেন জগদ্‌গুরু। বর্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নাম তুমি শুনিয়াছ, তিনি হচ্ছেন জগদ্‌গুরু। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্ট প্রচার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছাতেই তাঁর অভিন্ন বিগ্রহরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" তাঁর এই মনোভীষ্ট প্রচার উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক মঠ-মন্দির স্থাপন পূর্বক জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিত ভাবে প্রেম-সুধা শ্রীহরিনামামৃত সেই চৈতন্যবাণী প্রচারের দ্বারা কাম, ক্রোধ, কপটতা প্রভৃতি অনর্থ-জর্জরিত জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গঙ্গার কূলে বাস ক'রে যেমন গঙ্গার মহিমা আমরা বুঝতে পারি না, তেমনি দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ আমরা এই জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব সত্ত্বেও তাঁকে চিনতে পারছি না। কিন্তু যে কালকে অনধিক্রিয়া-নিপুণ, বিস্তারাধিপতি মায়া এটা আমাদের বুঝতে দিচ্ছে না। অনেকে মনে করেন যে তিনি গুরু হন, আর আমার গুরু আর একজন। কিন্তু [illegible], আমরা [illegible] মত বুদ্ধি করে এই [illegible] পড়িয়া রয়েছি এবং 'আমার গুরু' 'আমার গুরু' এইরূপ কথা নিয়ে পরস্পর বিবাদ করে থাকি। গুরুস্বরূপ আমার যা দেবেন আমাদের এইরূপ চতুর্দিকে দেখে পড়ে। আমরা গুরু প্রণালী নিয়ে টানাটানি করে উহাকে সর্বাবৃত্তি কথা [illegible] করে বেড়াচ্ছি। শ্রীচৈতন্যদেবের মর্ত্যবৃত্তি কথাটা যে সকলের [illegible] তাহা একবারেই ভুলে যাই। 'শ্রীভগবানই আচার্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে গুরুর কার্য করেন এবং আচার্যদের ভিতর শ্রীভগবানেরই আশ্রয় বিগ্রহ। তাই বলেছেন, "আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥" এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইভাবে বলেছেন,—"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" তা' হলে বুঝুন, 'আচার্য' বা 'জগদ্‌গুরু' বলতে আর কোন ভেদবুদ্ধি আসতে পারে না। আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ তাই আচার্য বা জগদ্‌গুরু রূপে যে ধরাধামে অবতীর্ণ, তাঁর সম্বন্ধে ও আচার্য্য-ভক্তির পরিচয় শুধু তাহাতেই দেখ, বৃথা কেন [illegible] প্রভৃতি তোমার মনীষিগণ আর তাঁকে আছেই দেখেছেন। তাঁরা এই সাধ,

পরিক্রমা ও সেবা-পূজা নিয়ে শ্রীল শ্রীচরণের শ্রীঅঙ্গ ছাড়াও আপন গৃহের সেবাকার্য লাভ করেছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত এবং তাঁহাদেরই নিকট [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে আমি নবদ্বীপে বাস করিয়াও [illegible] এবং [illegible] পাইয়াও সেবা বৃত্তির অভাবে এই শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার মত পাষণ্ডের প্রতি উহা প্রভুপাদের একটী অযাচিত কৃপার কথা বলে রাখি। এ কথাটী এতদিন প্রকাশ করি নাই, কিন্তু বড়ই আনন্দের সংবাদ, তাই সকলকে জানাইয়া আরও আনন্দ অনুভব করিবার ইচ্ছা হয়েছে। কেউ আমাকে যাহা না বলা সত্ত্বেও প্রভুপাদকে নিজ বাটীতে আনিতে পারেন না আমার ক্ষমতাও নাই—তিনি অযাচিত ভাবে নিজে উপস্থিত হন, তবে আমার কি? আপনারা জানেন যে পাপীদের দ্বারে এই জাতি আসিতে পারে। নিজ কার্য্য [illegible] দূর হয় [illegible]। আজ আমার মত পামর উদ্ধার-লীলা প্রকাশ করবার জন্য পুষ্করিণী আচার্য এক আজুক ও সঙ্গে তখন সর্বদিকে যে সাধু শাঁখের নিকট কোণে আমার এক একটী নির্জ্জন কীর্তন কুটিরে অযাচিত ভাবে উপস্থিত হয়েছেন। তখন আমি গৃহে বসে গৌড়ীয় মঠের সংবাদ শুনিয়াছি। উহার কি? না আমাদের বাটীর সম্মুখে একটী নারিকেল আছে, সেই নারিকেল পারদর্শন করিয়া শ্রীপাদ মায়াপুরে অনুরূপ একটী নারিকেল স্থাপিত হবে। তিনি এবার বৎসর মায়া আরও একটী পরিক্রমা করেন, তিনি কলিকাতার আর মহানন্দে বলিয়া ধামবাসীর জন্য বিষয়ের চতুর্দিকে ক্ষেত্র-কাল দেখিয়েছেন, তিনি আর আমার এরূপ দর্শনের অধিকার অযাচিত ভাবে দর্শন আমার [illegible], আর আমার উচ্চারিতার মনোবাঞ্ছা প্রভু! প্রভুপাদের এই লীলাটী কি বুঝেছেন? তাই এখনও যে এসে উপস্থিত হলেন যে আমাকে একটুকু অভ্যর্থনা করবার পর্যন্ত সময় দিলেন না। সম্মুখে একটী উঁচু স্থান পাইয়াছিল, তাহাতেই প্রভুপাদ উপবেশন করিয়া একটু পরেই চলিয়া গেলেন। আর, এটী কি দয়া-উদারতা-লীলা নয়? এ দাস আজও বাড়ীতে আমাকে শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া আমাকে কাছে রাখে যে সকল সম্পর্কিত এক লীলা-প্রকাশ, এটা আমার মত দুর্ভাগ্য জীবের পক্ষে যাহা হয় না। প্রভুপাদ যে আমাকে তত অপরাধ জন্য লীলা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমার মত মূর্খ ব্যক্তির কিছু মাত্র বুঝিবার সাধ্য নাই, তাহে '[illegible]' [illegible] বিন্দু-কুমার আবার না বুঝে না পারে ও, এ, পারে বুঝি-মুক্তি-বিধায়ী মহতই আমার এ শাঁখের মুক্তি মুক্তি-বিধায়ী, তাঁরা কৃষ্ণকৃপা করেন, তাঁরা অসাধারণ জীবন যাপন করেন। কৃষ্ণ তাঁদের ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধি না দিয়ে কিছু দিয়া সেবা দিয়া থাকেন। ভক্তিগণ তাঁদের চেন না। "এক বাক্য দুটো এতে ভুক্তি মুক্তি দিবা। ভক্তিধন নাহি দেন রাখেন লুকাইয়া।"

(ক্রমশঃ)

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

এলাহাবাদ ৩।৪।৩০

আজ নববর্ষের প্রথম দিবস। আজকার দিনে সকলেই শুভকার্য্যে ব্রতী হয়। কেননা বৎসরের প্রথম দিনটি ভাল ভাবে অতিবাহিত হইলে সম্পূর্ণ বৎসরটি ভাল ভাবে কাটিবে, সকলেরই ধারণা।

সকল শুভকার্য্য অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দ কীর্তনই শ্রেষ্ঠ। কেননা শুভকার্য্য পুণ্যার্জনের জন্য কিন্তু বর্ণাদি উত্তমলোক গমন হয় আর সর্বলোকপতি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম কীর্তনে নিত্য চরণে লাভ হয়।

শ্রীরূপগোস্বামী মঠের সেবকগণ আজ প্রাতে ও প্রাতঃকালে শ্রীগুরুদেবের নগর-কীর্ত্তন শ্রীমঠে হইতে শহরে শোভাযাত্রা [illegible] নিবাসের বাবু [illegible] চন্দ্র মহাশয়ের ভবনে ভাগবত-কথা কীর্তন করিয়াছেন।

গৌড়ীয় মঠ হইতে।

সহ এডিটর শ্রীমান [illegible] ভাই সেন, সে, আচার্য্য এম, এ, বি, এল, ডি, [illegible] মহোদয় তাঁহার অতীব বন্ধু শ্রীযুক্ত [illegible] সেন, এডিশন, [illegible] রায়বাহাদুর মহোদয়ের সঙ্গে শ্রীভাগবতী মঠে "শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা"র ... পাঠ সমাপন করেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীরাধাকৃষ্ণ ... বাল্য ... শ্রী [illegible] বি, এ, মহোদয়ের সহিত কিছুক্ষণ কথোপকথন হয়। তাহা আজিও [illegible]

মহোদয় প্রাচীন প্রথা বিধি উদ্যাপন করিতে করিতে বিবাহাদি সংস্কার করিয়াছেন। তিনি বর্তমান আচার্য্য-শিরোমণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে পুন হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি ও শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। আমরা তাঁহার ভক্তি-রাজ্যে উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

প্রচার প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর, ৩০শে চৈত্র।

১৭।৪।৩০

পরিব্রাজক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী মহারাজ ১৬ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিল [illegible] বাজারে অবস্থিত [illegible] স্থানে হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন, তাহাতে গৌরাঙ্গ লীলা বর্ণনা করেন; প্রায় আট শতের অধিক লোকে অতীব শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়াছে। আমাদের সহযোগী [illegible] [illegible] [illegible] আদৌ প্রচারিত হয় নাই। উকীলদিগের শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের সেবাচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। [illegible] মহাশয় [illegible] ঠিক [illegible] [illegible] না [illegible] অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। গতকল্য মহারাজ [illegible] এখানে আসিয়া [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রদায় বৈধ সংস্কারে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত হরিকথা বলিয়াছেন; আজও এখানে মহারাজের বক্তৃতা ও সাধিক [illegible] হইবে। অনেকজন [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ সহায়তা করিতেছেন॥

নানা কথা

শ্রীল প্রভুপাদের যাত্রা

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আর কিছুদিন শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া গত ২১শে এপ্রিল সোমবার তারিখে সপার্ষদে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি শীঘ্র তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইবেন।

আবার গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর ২১শে এপ্রিল

অদ্য বেলা ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে কৃষ্ণনগরে বিরাট "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির মধ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু তারক দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং কর্মী শ্রীযুক্ত বাবু সুশীল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমস্ত পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর দাতব্য চিকিৎসালয়

কৃষ্ণনগর সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে, গত শনিবারে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ম্যালেরিয়া রোগী ৩১ জন, কালাজ্বর রোগী ৯ জন এবং অন্যান্য রোগী ১৫২ জন চিকিৎসিত হইয়াছে। ১৩ জনের উপর অস্ত্রোপচার হইয়াছে মোট ২০২ জন চিকিৎসিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব সপ্তাহে ম্যালেরিয়া রোগী ৩৯ জন, কালাজ্বর রোগী ৭ জন, অন্যান্য রোগী ১৭১ জন চিকিৎসিত হয় এবং ২৩ জনের উপর অস্ত্রোপচার হয়। ম্যালেরিয়া রোগী ৯ জন এবং কালাজ্বর রোগী কেহুন মারা গিয়াছে।

কৃষ্ণনগরে ধরপাকড়

গত ২০শে এপ্রিল অপরাহ্ণে নদীয়া জেলার ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মচারী বন্দুকধারী ও লাঠিধারী বহু কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া সহর টহল দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু তারক দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত এবং স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ চন্দ্র সরকার মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অনেকে অনুমান করেন যে, পুলিশ প্রচারিত অর্ডিনান্স অনুসারে এই সমস্ত ধর পাকড় চলিতেছে এবং জন-সাধারণের ধারণা এই যে কিছু কাল এইরূপ ধরপাকড় চলিবে।

আরও প্রকাশ যে কৃষ্ণনগরে যাঁহাদের বন্দুকের লাইসেন্স ছিল, পুলিশ তাঁহাদের নিকট হইতে বন্দুক লইয়া গিয়াছেন। তবে দুই একজনকে সেই দিনই বন্দুক ফেরত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

নদীয়াবাসীর অনাহারীদিগের দুঃখ কাহারও পূর্বের মত চলিতেছে, তবে বিচিত্র করিয়া বাহির হওয়া বড় দেখা যাইতেছে না। সংবাদ সত্যাগ্রহীদের মত কোন সংবাদের বাহির করা আর শান্ত করিয়া দেখা যায় না।

সভা

গত সোমবার সন্ধ্যাকালে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভায় গবর্ণমেন্টের দমন প্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ এবং আন্দোলনকারী বালকবৃন্দ এবং যুবকগণকে আইন অমান্য, পিকেটিং, লবণ প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে উৎসাহ দান করা হয়। যে সকল দেশ-প্রেমিক দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহারা দেশের জন্য কারাবরণ করিয়াছেন এবং প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়।

মহিলা সভা

[illegible] মাসের শেষ কৃষ্ণনগরে প্রকাশ্য মহিলা সভার অধিবেশন হয় নাই; তবে প্রকাশ যে কোন কোন পুলিশ ঘরে মহিলাগণ ছোট ছোট সভা করিয়া কিরূপ ভাবে ভারতব্যাপী আন্দোলনে তাঁহারা যোগ দান করিবেন সে সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। আরও প্রকাশ যে আগামী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে নিখিল নদীয়া জেলা মহিলা সমিতির অধিবেশন হইবে। এখনও স্থান নির্দ্দেশ হয় নাই। তবে আয়োজন চলিতেছে।

স্থানীয় কংগ্রেসের শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ চন্দ্র সরকার মহাশয় গোয়াড়ীর বালক এবং যুবকদিগের এক প্রকার নেতৃ স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার [illegible] নদীর উপর গোল মাঠে ছেলেরা নানারূপ খেলার চর্চ্চা করিত। এখানে [illegible] বার, [illegible] বার, ট্রপিজ, [illegible] প্রভৃতি ব্যায়ামের আয়োজন ছিল। প্রতিদিন প্রাতে সন্ধ্যাকালে বালকগণের কলরবে নদীতীর মুখরিত হইত। কিন্তু নারায়ণ বাবুর গ্রেপ্তারের পর হইতে বালকদের আর সেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না।

লবণ শুল্ক বিলোপ

বোম্বাই হইতে ফ্রি প্রেসের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জনৈক দৈনিক পত্র "[illegible]" লিখিয়াছে যে লবণ শুল্ক গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার বিষয় হইবে। মিঃ গান্ধী অথবা পণ্ডিত [illegible] [illegible] হইবে না। বর্ত্তমান [illegible] [illegible] হইয়াছে।

খুব সম্ভব বড়লাট বাহাদুর লবণের শুল্ক বিলোপ বিষয়ে অনুসন্ধান নিমিত্ত একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিতে পারেন।

পিকেটিং

নদীয়া জেলার সর্ব্বত্র মদের দোকান এবং গাঁজা ও চরসের দোকানে প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপী পিকেটিং চলিতেছে। কৃষ্ণনগরের বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিতেছেন যে এক আধদিন মদ না খাইলেও চলিতে পারে, কিন্তু সিগারেট বা গাঁজা না খাইলে এক বেলাও চলিবে না। সুতরাং সিগারেট এবং গাঁজার দোকানে পিকেটিং করা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক!

এক পক্ষ বলিতেছেন যে, কৃষ্ণনগরে যে ভাবে পিকেটিং চলিতেছে তাহাতে প্রকাশ্যে আইন ভঙ্গ হইতেছে। গাঁজা, মদ এবং সিগারেট ক্রেতাকে রাস্তায় একেবারে [illegible] ফিরাইয়া আনা [illegible] ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে নিষেধ করায় আপত্তি নাই। কিন্তু দোকানের ভিতরে ও বাহিরে রাস্তায় [illegible] করিয়া রাস্তা আটক করা বে-আইনী হইতেছে।

সোমবার সন্ধ্যাকালে যেরূপ বুঝা গেল, তাহাতে অনুমিত হয় যে পিকেটারগণ রাস্তা আটক করা এবং বে আইনী জনতা করার জন্য [illegible] ধরিবে এবং পুলিশও শান্তি রক্ষার জন্য লাঠি চালাইবে।

পাঠক অবগত আছেন যে কৃষ্ণনগর হইতে [illegible] অনেককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহাতে এ স্থানের যুবক ও বালকদের উৎসাহ কমিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এখনও যখন তখন রাস্তায় "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

কৃষ্ণনগরে মদ, আফিম, গাঁজা, চরস, সিগারেট প্রভৃতির দোকানে স্বেচ্ছাসেবকগণ পিকেট করায় সরকার ঐ সকল মাদক দ্রব্য [illegible] করিয়াছেন। প্রকাশ যে কুষ্টিয়া হইতে অনেক স্বেচ্ছাসেবক এই সমস্ত কার্য্যের জন্য কৃষ্ণনগরে আসিয়াছেন।

ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিনা লাইসেন্সে লবণ প্রস্তুত করা হইলে, [illegible] করা আইন সঙ্গত নহে, তবে এক মনের অধিক লবণ প্রস্তুত হইলে তাহার উপর ট্যাক্স লাগিবে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে লবণ প্রস্তুতের জন্য বহু পাকড়াওর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যদিও বাংলায় প্রায় এক সপ্তাহ হইতে লোক প্রকাশ্যে লবণ প্রস্তুত করিতেছে। পুলিশের দ্বারা [illegible] কোন ফল হইতেছে না। [illegible] লবণ প্রস্তুত করিতেছেন সেখানে এখনও পুলিশ [illegible] আরম্ভ করেন নাই।

বিলাতী ঔষধ বয়কট

গত ১৫ই এপ্রিল [illegible] সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতা "মেডিক্যাল ক্লাবের" ডাক্তারদের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাশ হইয়াছে।

যেহেতু বিলাতের মেডিকেল কাউন্সিল আমার ভারতের পাশ করা ডাক্তারগণকে আর ডাক্তার বলিয়া স্বীকার করিবেন না সেজন্য কলিকাতার ডাক্তারগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে (১) এ বিষয়ে বিলাতের মেডিকেল কাউন্সিলে আর কোন অনুরোধ করা হইবে না (২) ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্ণমেণ্ট একটি নিখিল ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করুন, তাহাতে বেসরকারী প্রতিনিধি অধিকাংশ এবং বেসরকারী সভাপতি থাকিবেন এবং (৩) বিলাতের [illegible] প্রতিযোগিতা [illegible] ভারতীয় ঔষধের উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে [illegible] ডাক্তারগণ আর যেন একটিও বিলাতী ঔষধের ব্যবস্থা (প্রেসক্রিপশন) না করেন আর যদি কোন ঔষধ এদেশে উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে সে প্রকার ঔষধ বিলাতের (ইংলণ্ড) ভিন্ন অন্য কোন দেশ হইতে যেন আমদানী করা হয়।

ভারতীয় মেডিকেল এসোসিয়েশনের [illegible] ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় সমস্ত ডাক্তার এবং ঔষধব্যবসায়ীদের বিলাতী ঔষধ বর্জন করিতে [illegible]। [illegible] কলিকাতার [illegible] ঔষধ ব্যবসায়ী [illegible] যে [illegible] বিলাতী ঔষধ [illegible] না করেন [illegible] এই মর্ম্মে এক প্রতিজ্ঞাপত্র দিয়াছেন।

কলিকাতায় মালব্য

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য মহাশয় বোম্বাইয়ের বিলাতী কাপড় ব্যবসায়ীদিগকে পরামর্শ দিয়া এক মাসের জন্য বিলাতী কাপড় আমদানী বন্ধ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে কলিকাতায় আসিয়াছেন। এখানেও বিলাতী কাপড়ওয়ালাদিগকে মাল আমদানি বন্ধ করিতে নির্দেশ করিতেছেন।

মিছিল

গত সোমবার সন্ধ্যাকালে গোয়াড়ীর [illegible] দিয়া এক বিরাট মিছিল বাহির হয়। তাহাতে অনেক [illegible] ও বহু মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। জাতীয় পতাকা [illegible] গান করিতে করিতে মিছিল [illegible] প্রদক্ষিণ করিয়া [illegible] টাউনহলের দিকে যায়।

কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ী বাজারে বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন চলিতেছে। স্থানে স্থানে [illegible] লোক জড় হইয়া নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছে। [illegible] আন্দোলনই [illegible] যে একটি নূতন কোন ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস চলিতেছে।

রাস্তায় সর্ব্বত্র শুনা যাইতেছে যে [illegible] অন্ততঃ [illegible] লোককে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হইবে। যদি এরূপ সত্য হয়, তাহা হইলে এখনও গ্রেপ্তারের পালা শেষ হয় নাই। সোমবার পর্য্যন্ত কোন পিকেটারকে ধরা হয় নাই। [illegible] স্বেচ্ছাসেবকগণ [illegible] এবং পিকেটিং, প্রভাত [illegible] এবং "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতেছেন। গাঁজা, মদ ও মাদকদ্রব্য কম বিক্রয় হইতেছে।

কুষ্টিয়ার স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা [illegible] যে, নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক কৃষ্ণনগর হইতে প্রেরিত শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible] স্বেচ্ছাসেবক [illegible] রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া প্রচার কার্য্য করিতেছেন; কারণ কুষ্টিয়ার [illegible] লবণ [illegible] নহে।

বেহালায় পাটন কোম্পানীর সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার

[illegible] আমরা ১৩৩৭ সালের বেহালার [illegible] সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার পাইয়াছি। [illegible] দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। [illegible] বিনা মূল্যে [illegible] ডাক টিকিট পাঠাইলে [illegible] কলিকাতা।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০।√০ সাধারণ পক্ষে ১০।√০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।√০।

দশম সংস্করণ [illegible] ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৮৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] রোড, খুলনা;

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible]—[illegible]

[illegible]

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন্ ডি. মুখার্জি—এম, এস. [illegible], কানপুর।

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—[illegible], নদীয়া

৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রীবিরজামোহন দে—[illegible] লেন, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ. এম. এম., [illegible]।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ. এম. এম., [illegible]।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রবিধ	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	৶০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রবিধ	৵১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৶১০
শরণাগতি—প্রাকৃত	৵০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	৶০

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, —পোঃ চটক [illegible], পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, [illegible]।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড, দিল্লী

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

বাঙ্গলা-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, বোর্ডে বাঁধাই

স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর ও বহু মানবের ঘটিয়া উঠে না। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

"বাঙ্গালার ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

আবাঁধা - ১।০ দেড় টাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবম দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—[illegible] বিষয় বিশেষভাবে [illegible] বর্ণিত। [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল [illegible] কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। [illegible] ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] সুন্দর ও [illegible] ভাবে [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা;

[illegible] শ্রীভগবানের [illegible] কোন [illegible] প্রার্থনা [illegible] এবং [illegible] প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, [illegible] প্রার্থনা ও আত্ম-নিবেদনমূলক গান। [illegible] সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০. নবদ্বীপশতক— ৵০

অবশতক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

[illegible] কল্যাণ [illegible] এবং কোন [illegible] কল্যাণ [illegible] এই সকল কথা [illegible] [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের [illegible], শ্লোক-সূচী, [illegible] প্রভৃতি [illegible] প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট [illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান)

[illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] বৈষ্ণবগণের [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] (৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় [illegible] পাইবেন। [illegible] শ্রীজীব গোস্বামিপাদের [illegible] [illegible] প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

[illegible] এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] ১৲ টাকা।

"[illegible]"

[illegible] মূল্য [illegible] ১৲ এক টাকা।

[illegible] কেশবতী

[illegible], কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

[illegible] বাদাম তৈল;

[illegible] বাধ্য [illegible] তৈল [illegible] B. L. [illegible] & Co. [illegible]

[illegible]

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

[illegible] প্রস্তুত। [illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রধান [illegible]—[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible]

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর পর-বিদ্যাপীঠ, [illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই [illegible] আমেরিকার [illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible] ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

স্থায় [illegible] অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; [illegible] অন্বয়, [illegible],

প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের [illegible], শব্দসূচী,

ছন্দসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা,

পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত

[illegible] অক্ষরে [illegible] ক্রাউন,

আটপেজী আকারে টিটা-

গড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—১॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় [illegible] মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

[illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] Tube-wells [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। [illegible] পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান:-আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ঢাকাতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] কর্ত্তৃক [illegible]

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক [illegible]

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩৭, ২৬শে এপ্রিল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,— শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। (১২শ), প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয় গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) [illegible] „ „ „ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (বিনোদ-ভাষ্য-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। বেদান্ত [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-নির্ব্বাপণ ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (পদ্য [illegible])
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ
২৪। মনঃশিক্ষা, শ্রীনামাষ্টক, [illegible], নবদ্বীপশতক, [illegible] ও মহাপ্রভুর [illegible] মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible] ৶০
২৬। সাধকচরিতমালা ।৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। মণিমঞ্জরী সম্প্রদায়
৩২। গোলকমাহাত্ম্য ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

প্রকাশিত অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।।

চিত্রে নবদ্বীপ

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পথদ্বয়।

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রণীত (লাহোর)
[illegible] কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।
[illegible]-স্থানসমূহের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ সিল্কে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
এই প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

[illegible] কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
[illegible]
[illegible] অমলা-প্রবৃত্তি,
[illegible] হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি-লাভ

গোবিন্দ বাবাদের প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

একমাত্র প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফ্ল্যুইন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি কিছুই নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার আরাম হয়। 'কলেরা পরিচারক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন [illegible] [illegible] এক শিশি ঔষধ সেবনে যদি আপনার [illegible] [illegible] তবে কেন? [illegible] আনায় সাংকেতিক একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন [illegible] উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর থাকলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸৵০, [illegible] [illegible] আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত শান্ত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible]

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই বৈশাখ শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গালার অনেক স্থানে গত বৎসর, একদিন কালনা হইতে পরলোকগত বাবু শশী-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোলদীপ নূতন চড়ার পরমহংস বাবাজী মহারাজের বার্ষিক তিরোভাবোৎসবকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শশীবাবু অনেক ভূতক পাঠকের ও ভূতক বক্তার শিষ্যাভিমানী ছিলেন। সুতরাং মহাভাগবত বৈষ্ণবের অপ্রকটধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেও মনে মনে সুখ পাইলেন না। তাঁহাকে শ্রীধাম-মায়াপুরের চিন্ময়ী মূর্ত্তিকা হৃদয়ে লেপন করিবার জন্য সভাপতি করান হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার মনের অনেক শান্তি লাভ ঘটে।

ভূতক পাঠকের শিষ্যসূত্রে এবং তিনি ভাগবতাদি পাঠ করিয়া আর হইতে জীবিকা-নির্ব্বাহ করা আবশ্যক নহে। ভূতক পাঠকের ধর্ম—পাঠ লইয়া ব্যবসায় করা, কিন্তু উহাতে পারমার্থিকের চেষ্টা কিছুই নাই। এই সকল কথা ভূতকগণ বুঝিতে পারেন না। তাই ইঁহাদের অনুচরগণও পাঠ পড়িয়া ভক্তবৎসলাদি হইতে পরিয়া পড়েন। কখনও বা ইঁহাদিগকে জীবিকা-নির্ব্বাহ জন্য ভাগবত পাঠ করিতে দিয়া নাস্তিক্যের ব্যাখ্যা করেন। কখনও বা "অনাদি নিধনো ধাতা বেদ নায়ং পিতামহঃ" প্রভৃতি শ্লোকাবলম্বনে ভূতক-ব্যবসায় শ্রীয় ধর্ম্মার্থ জ্ঞান করেন।

ভূতক পণ্ডিতের নিকট হইতে পাঠ পড়িলে ঐ প্রকার পতিত ব্যবসায়ের অপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় না। কিছু-দিন পূর্ব্বে 'হরিসভা' নামে যে বারোয়ারী-ধর্ম্মালোচনার সভা হইত, সেগুলি গ্রাম্য-কথালোচনার আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। ভুলিয়া-নবদ্বীপে 'হরিসভা' নাম দিয়া যে একটী আনুষ্ঠানিক নিকেতন ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতায় পরিণত হওয়ায় জীবিকানির্ব্বাহের স্থান হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিয়া গ্রামে গ্রামে যে সকল হরিসভা আছে, সকলগুলিই যে অবর্ণনীয় পুতুল-সমাবেশ, সেরূপ বলা যায় না।

বেহালায় হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভাটী অনেক দিনের। বোয়ালিয়া হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভাও কিছুদিন হইল সাড়া দিয়াছিলেন। যোড়া-সাঁকো হরিসভা, বাগবাট হরিসভা প্রভৃতির অনুকরণে গ্রামে গ্রামে অনেক-গুলি হরিসভা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি হরিবিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজে পরিণত হয়, আর কতকগুলি ভূতক-ব্যবসায়ীর বিপণিমধ্যে পর্য্যবসিত হইয়া-ছিল।

নদীয়া জেলায় গৌরাঙ্গপুর গ্রামে একটী হরিসভা অনেক দিন হইতে আছে। উহাও ভূতক পাঠকগণের করতলগত। ভূতকপাঠকসূত্রে ও ভূতক-বক্তৃসূত্রে কিছুদিন হইতে একজন ভূতক ঐ সভায় আধিপত্য স্থাপন করেন। তদবধি তাঁহার শিষ্যসূত্রে কালনার শশীবাবু ঐ সভাকে সভাপতিত্ব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উত্তরাধি-কারী সূত্রে অনেক সাংখ্যতীর্থ অনুগমনে ঐ সভার সংস্রব সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তি, মায়া, ভক্তি, তত্ত্ব প্রভৃতির স্বরূপজ্ঞানের অভাব।

আজকাল শিক্ষার অভাবে বাজুড়ে ডাক্তারের ন্যায় সকলেই ধর্ম্মোপদেশক। সংস্কৃত পড়িয়া আজকাল কথক বা বক্তা হওয়াই পন্থাবিদের একমাত্র অবলম্বন মনে করা হয়। কিন্তু কথক ও পাঠকসূত্রে জীবিকানির্ব্বাহ যে গর্হিত ব্যাপার—একথা তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না।

পারমার্থিক বিষয় ও জড়ভোগের আধিক বিষয়কে এক করা বুদ্ধি অনেক উকীল, মোক্তার, এড্ভোকেট, ব্যারিষ্টার লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পারমার্থিকগণ তাহাকে পণ্যদ্রব্য জ্ঞান করিয়া বিপণ সাজান ভাল মনে করেন না।

হরিকথায় গ্রাম্যকথালোচনা নিষিদ্ধ,—একথাও তাঁহাদের বুঝিবার শক্তি নাই। হরিকথা ও গ্রাম্যকথা যে পরস্পর এক-জাতীয় নহে, তাহা না জানায় আজকাল দুইটিই এক হইয়া পড়িয়াছে। কেহ বলেন,—ভক্তিসূচক নাম-গ্রহণ জড়োপাসনার সহিত সমান। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ভক্তিসূচক নাম জড়ভোগবিনাশক, আর জড়োপাধি জড়প্রতিষ্ঠাদ। বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবন ধন্য হয়, আর জড়প্রতিষ্ঠার অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে বাবাজী বা সাধ্যা-চার্য্যাদি হইয়া জড়ভোগে প্রমত্ত হইতে হয়। সাধুগণ নির্দ্দিষ্টবাদের দোষ

ধরিয়ে দিয়া ভক্তিবিবেক করিয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে লোকের পবিবর্ত্তে বাক্যের আদর হয়।

পারমার্থিকগণ এই জড়োপাধির আদরাধিক্যার লোকগণকে অধিক পুরস্কার দেন না। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ভাগবত-এর পরিবর্ত্তে 'ডাক্তার' হইয়া পড়েন, কখনও সেবার পরিবর্তে ভোক্তা হইয়া পড়েন বা গোঁফ রাখিয়া বিধান দিয়া বসেন। যাহাতে লোকের সুবিধা হয়, সেই সকল পাঠিকে লোকেরাই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট ক্রীড়াপুত্তলী ও ভোগের বন্দনাদি। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি এবং শেষ-ভাগের বিকল-মনোরম করা উদ্দেশ্য হইয়া পড়েন। ভক্তিসন্দর্ভের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গুরু-পদের আদর করিতে পারেন না। সুতরাং ভগবদ্ধীরাদের পরিচালিত প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া সমন্বয়কে গৌণরূপ না জানিয়া উহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম জ্ঞান করেন। ধর্ম্ম যে পণ্যদ্রব্য নহে ও পন্থার নামে ব্যবসা করা যে অপরাধজনক, ইহা বুঝিবার বুদ্ধি-রহিত হন। পরমার্থের অনুকূল বুদ্ধি ও পরমার্থবিরোধী বুদ্ধি উভয়কেই সমান জ্ঞান করেন। সুতরাং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি গুরুবুদ্ধি না রাখিয়া অবৈষ্ণব স্বেচ্ছাচারিগণকে সম্মানের পাত্র মনে করেন।

এই সকল অবুঝ পণ্ডিতম্মন্য জনগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অনভিজ্ঞতাকেই বহু-মানন করিয়া হরিসভাসমূহ কলঙ্কিত করেন।

আচার্য্যের কৃপা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬ সংখ্যার পর)

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন অধিকারী বি,এল

যাঁরা 'মায়াবাদী তাঁরা কৃষ্ণ অপ-রাধী'—একটী বুঝিতে হইলে তোমাকে কিছুদিন মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করতে হ'বে তবে অজ্ঞান-গত "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ভাবটী হৃদয় থেকে দূর হ'বে। একটী লইয়া আমাকেও অনেক দিন মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল। তোমার মনে একটী সন্দেহ হয়েছে যে আমি পূর্ব্ব সন্ন্যাসী-গুরু ত্যাগ-জনিত মহাপরাধে পতিত হ'য়েছি। এ সন্দেহটী দূর করা আবশ্যক, কারণ তোমার মত অনেকেরই এইরূপ সংশয় আছে এবং আমারও পূর্ব্বে ছিল। এইরূপ সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমিও অনেক দিন শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত হতে পারি নাই, কিন্তু যাই, যখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শুনিলাম যে, যাহারা মায়াবাদী মোক্ষকামী হইয়া ভগবানের সহিত মিশে গিয়ে ঐক্য-বস্তু হ'তে চায়, তাহারা কৃষ্ণ অপরাধী, কারণ তারা অদ্বৈতবাদী; যখন শুনিলাম 'অদ্বৈতবাদ-মূলক অভেদাবস্থারূপ চরিতার্থতা। শ্রবণে নৈব কর্ত্তব্যং মর্ত্ত্যো ভিক্ষা যথা শ্বঃ'' অর্থাৎ উহা পূর্ব্ব উপাদেয় বস্তু হইলেও মায়া সম্পৃক্ত হইলে যেমন পরিত্যাজ্য সেইরূপ হরিকথা অমৃত স্বরূপ হলেও যাহা অদ্বৈতবাদের মুখ হইতে নির্গত তাহা ঐ রূপ দূর হইতে পরিত্যাজ্য; যখন শুনিলাম যে জীবের নিত্য ধর্ম্ম হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস্য এবং তাঁহার যাহারা, তারা 'সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥' এইরূপ চারি প্রকারের কোন প্রকার মুক্তিই গ্রহণ করেন না; যখন শুনিলাম যে এই কলিকালে যাগ, ধারণা, প্রাণায়াম, যোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার কৃষ্ণ-সাধনের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; যখন শুনিলাম যে এই কলিকালে নামসংকীর্ত্তন বিনা আর গতি নাই; শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' এই মহামন্ত্র সাধুসঙ্গে নিরপরাধে কীর্ত্তন ব্যতীত আর অন্য গতি নাই; যখন শুনি-লাম যে 'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামে এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥'; যখন শুনিলাম যাগ, ধারণা, যোগ, সমাধি প্রভৃতি কৃষ্ণ-সাধনের দ্বারা আত্মা-কল্মষ পরম স্থান ভক্তিরূপ গোলোক-বৃন্দাবনের, সেই অমৃতের পাদ-পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথের অনুসন্ধানী; যখন শুনিলাম একমাত্র ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥", অতএব কালি, শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি দেবতা সকলকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে পূজা করিতে যাওয়া ভক্তির সম্পূর্ণ বাধক এবং তাহা গীতার উক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবিধিপূর্ব্বক পূজা এবং যেহেতু স্বামী ● ● মহারাজের আশ্রয় থাকিয়া ঐরূপ পঞ্চোপাসনার প্রশ্রয় আছে; যখন শুনিলাম 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ' এইরূপ মুক্তি মহাপুরুষ ও অদ্বৈতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়, যখন শুনিলাম 'অদ্বৈতবাদ-বাদী নাম অপরাধী নিশ্চয় প্রভৃতি। পুনশ্চ বিশেষ সমস্ত সাধকের বৈষ্ণবাচার্য্য বলেন" অর্থাৎ অদ্বৈতবাদের উপলব্ধি মায়ার দ্বারা জীবের পতন সম্ভব হয়, অতএব পূর্ব্বাচার্য্য শিক্ষা পূজক বৈষ্ণবগুরু গ্রহণ করিলে পূর্ব্বগুরু পরিত্যাগের জন্য কোন অপরাধে অপরাধী হইতে হয় না, তখনই আমি পূর্ব্বগুরু পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলাম। এই সকল বিষয় যদি তুমি সদ্গুরু সান্নিধ্যে শ্রবণ ও

পরিশ্রম ও সেবা বৃত্তি লইয়া স্রবণ করিতে থাক, তাহা হইলে তোমার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

(ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ৭ই বৈশাখ (১৩৩৭), ২০শে এপ্রিল, ১৯৩০ রবিবার শ্রীমায়াপুর-শ্রীচৈতন্য-মঠের অষ্টম প্রচার বাহিনী প্রবর ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীপাদ কীর্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপাদ বাসুদেব অধিকারী, শ্রীপাদ হৃষীকেশানন্দ ভাগবতভূষণ, শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল প্রভৃতির সমভিব্যাহারে নদীয়া জেলার গৌরাঙ্গপুর [illegible] স্থানের [illegible] সম্পাদক মহোদয়ের অনুরোধে ও আহ্বানে উক্ত স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন। তথায় দুইদিবস কাল অবস্থান পূর্বক চারিটা ও বক্তৃতার মাধ্যমে শুদ্ধ সনাতন ধর্মের কথা কীর্তন করিয়াছিলেন। সভায় সহস্র সহস্র শিক্ষিত ও ভদ্র সাধারণ লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—[illegible] শ্রীযুক্ত সতীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শ্রী[illegible] গোস্বামী [illegible] রাজবাড়ীর [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী ও শ্রীযুক্ত সঞ্জীবন চট্টোপাধ্যায় সরকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য বি, এল [illegible], শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আদ্যানাথ ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [illegible], সেণ্ট্রাল কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক পণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল রায় [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী সরকারী সম্পাদক, শ্রী[illegible] পাল, শ্রী[illegible] কুমার, শ্রীযুক্ত উমাপতি মুখোপাধ্যায়, সব্ইনস্পেক্টর অব স্কুলস, শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ মুখোপাধ্যায় শিক্ষক, শ্রীযুক্ত হরিপদ অধিকারী [illegible], ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং লোক্যাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর ও মেম্বরগণ প্রভৃতি।

সভার [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible]

বিবাদিনী নহে, পরন্তু তাহা কৃষ্ণপ্রীতি-বিরোধিনী চেষ্টা মাত্র, অন্যাভিলাষাদি কৈতবপূর্ণ অভক্তিই যে একমাত্র কৃষ্ণ-প্রেমরূপ-মূলা, শুদ্ধ ভক্তি যে পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমলাভ-রূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়—এই ভক্তিসিদ্ধান্তের নিগূঢ় রহস্যটী সীমা-লোচনামুখে উত্তমরূপে আলোচিত হয়। হরিকথার উদ্দেশ্য হরির শ্রীচরণসেবা লক্ষ্য না করিয়া স্ব-স্ব অভ্যুদয়ের ভুক্তি-সাধন কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যবাণীর নিকট সেবাই হরিকথার একমাত্র ফল; সদ্গুরুর বা ভক্তের মুখে হরিকথার স্থান নাই, যে মুখ এবং যে বুক অহর্নিশ বিষয়-কথায় ও বিষয়-চিন্তায় বিভোর, যাহা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ষড়্রিপুর আবাসস্থল, তাহাতে কখনও শ্রীহরির আবির্ভাব হইতে পারে না; শুদ্ধভক্ত বা মহাভাগবতই শ্রীভগবানের চিরবিলাসভূমিকা। হরি-সভার সভাপতি বা পরিচালক কলি-যুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-হরি এবং তাঁহার একান্ত সেবক শ্রীগুরুদেব। হরিকথার শ্রোতাগণের এই সকল কথা একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইলে যথার্থ হরিকথার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নতুবা উহা হরিকথার নামে কেবল একটী অভক্তের আরাম-বিরাম হইয়া পড়ে মাত্র। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারধারাই উহা নিঃস্বার্থ হওয়া আবশ্যক। ভগবানের আচার ব্রত [illegible] কোন প্রকার সংস্রব হইতে পারে কইয়া নহে। হরিভজনই সর্ব আমাদের একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয় হয় তাহা হইলে মহাজন পন্থা বা শ্রৌতপন্থা অনুসরণ করাই সাধুদের কর্তব্য। শ্রীপাদ স্বামী মহারাজ সীমালোচনা-মুখে ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে এই সকল বাস্তব সত্যের কীর্তন করিয়া সভায় শ্রোতৃবৃন্দের প্রবৃত্তি-বিধান করেন।

নানা কথা

পিকেটিং

গোয়াড়ী ২৩।৪।৩০

শহরময় পিকেটিং চলিয়াছিল। স্থানীয় বিলেতফেরত অন্তর্নাহিত হইতেছেন যে কিরূপে গাঁজা বিক্রয় বন্ধ করিবার দিন চলিতেছে। একজন [illegible] একতারা হাতে লইয়া অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির নিকট [illegible] করিয়া বসিয়াছিলেন, আর যেরূপ বহর কোম্পানীর দুকানে আমরা নির্বিঘ্নে 'পিকিং' করিয়া ফাটাইতেছি আর সেটা খারাপ হল! সেখানে চাকরানে গেল, এক হিসিব [illegible] বেলের বোর্ড ইত্যাদি।

কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ের নৈশ গোলমাল

কৃষ্ণনগর সিটি হইতে যে ট্রেনটী রাত্রি ৮।১১ মিনিটে ছাড়িয়া নবদ্বীপ ঘাট অভি-মুখে যাইবার কথা, সেটী কোন কোন দিন আবশ্যকীয় দেরীতেও ছাড়ে। এ বিষয়ে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক, নতুবা যাত্রিগণকে অযথা ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। গাড়ীতে আলোকের ব্যবস্থা একরূপ নাই বলিলেই হয়। তাহাতে যাত্রিগণের অসুবিধার সীমা থাকে না। এবিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া কর্তৃপক্ষ যাহাতে সত্বর সুব্যবস্থা করেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

গোয়াড়ী এবং কৃষ্ণনগরের সর্বত্র গান্ধি টুপি পরিয়া ভলান্টিয়ারগণ "বন্দে মাতরম্" "স্বাধীন ভারতকী জয়" প্রভৃতি ধ্বনি করিয়া দলে দলে বেড়াইতেছেন। এত বৎসর পারেও তাঁহাদের উৎসাহ কমে নাই। নদীয়া জেলার প্রায় সকলেই খদ্দর পোষাক এবং গান্ধি ক্যাপ পরিহিত খদ্দর ধারী স্বেচ্ছাসেবক যুবকবৃন্দ প্রচারকার্যে ভ্রমণ করিতেছেন।

রাজধানীতে সিগারেট বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়াছে। একটি দোকানে মোট এক বাক্স সিগারেট ছিল। নদীয় কংগ্রেস কনফারেন্সের অনেক প্রতিনিধি সেই সিগারেটের বাক্সটী ক্রয় করিতে যাইলে দিগ রেটওয়ালা বলে, মহাশয়, আপনি কংগ্রেসের লোক, আপনাকে সিগারেট বিক্রয় করিতে আমার নিজেরই লজ্জা বোধ হইতেছে।

কৃষ্ণনগরেও সিগারেট বিক্রয় প্রায় বন্ধ, তবে দুই একজন লোক লুকাইয়া সিগারেট ব্যবহার করিতেছে। প্রকাশ্যে সিগরেট টানা বড়ই বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে।

সিগারেট বয়কট

কলিকাতায় কাহারও সিগারেট খাওয়া বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেরা সিগারেট খাটিদিগকে অত্যন্ত বিরক্ত করে। ট্রামে সিগারেট খাইলে তাহার ট্রাম হইতে না নামিয়া উপায় নাই।

জানা যাইতেছে যে নদীয়া জেলার মধ্যে কুষ্টিয়া মহকুমায় সর্বাপেক্ষা বেশী চাকলা দৃষ্ট হইতেছে। সেখানেও কৃষ্ণনগর এবং কলিকাতার ন্যায় সিগারেট বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়াছে। বিলাতী কাপড়ের বাজারের অবস্থাও সেইরূপ। মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের দোকানেও পিকেটিং চলিতেছে।

মুন্সীগঞ্জ সত্যাগ্রহ

মুন্সীগঞ্জে কালীবাড়ীতে তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় লোকদিগকে প্রবেশ নিষেধ এবং সেই ব্যাপার লইয়া স্থানীয় নমঃশূদ্রদিগের সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে পাঠক বিশেষ অবগত আছেন। সম্প্রতি নমঃশূদ্র মহিলাগণ কালীবাড়ী প্রবেশ করিয়া পূজা দিবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকেন। পূজারিগণ তাঁহাদের পূজার দ্রব্য গ্রহণ না করায় তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। এইরূপ ঘটনা প্রায় প্রত্যহই ঘটিতেছে। সত্যাগ্রহীদিগের দলপতিরা মফঃস্বল হইতে স্ত্রী ও পুরুষ সত্যাগ্রহী সংগ্রহ করিতেছেন।

ভারত ও জাপান

ভারতবাসীর প্রতি জাপানবাসীর সুধার ভাব থাকিলেও ভারতের বাজারের প্রতি জাপানের খর দৃষ্টি আছে। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে স্থির হইয়াছে যে জাপানী কাপড়ের উপর বেশী আমদানী কর ধার্য্য করা হইবে। কারণ জাপানী কাপড়ের আমদানীর জন্যই ভারতে মিলের কাপড় বিক্রয় ভাল চলিতেছে না।

সম্প্রতি কলিকাতায় গুজব রটিয়াছে যে, জাপান গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ ক্রমে সমস্ত জাপানী কাপড় ব্যবসায়ীরা জাপানে ফিরিয়া যাইতেছেন।

রেলওয়ে ধর্মঘট

এলাহাবাদের 'পাইওনীয়ার' বলিতেছেন যে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের ধর্মঘটকারিগণ পুনরায় কাজে যোগ না দেওয়ায় দুর্দশায় পতিত হইয়াছে। কারণ বম্বেতে অনেক নূতন লোক নিযুক্ত করায় সমস্ত ধর্মঘটকারি-দিগকে কাজ দেওয়া অসম্ভব। পাইওনীয়ার ধর্মঘটীদিগের নেতা মহাশয়কে দোষ দিতেছেন যে, তিনি সত্যাগ্রহের নামে মতিভ্রমনীতি চালাইয়া আসিতেছেন। বম্বেতে অলইণ্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশন নামক একটি সভায় মধ্যস্থতায় এই ব্যাপার মীমাংসার চেষ্টা চলিতেছে।

নোটিশ

জেলা নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত

ইন্সলভেন্সী মোঃ নং ১০।২৯

দরখাস্তকারী শ্রীননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় পিতা ৺রসলাল চট্টোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা চাকুরি সাং হব কুমার, থানা চাকদহ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়ার জজ সাহেবের ২৯।৩।৩০ তারিখের আদেশানুযায়ী দরখাস্তকারী দেউলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

অতএব এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে দরখাস্তকারীর নিকট কাহারও কিছু পাওনা থাকিলে আগামী ২৯।৪।৩০ তারিখের মধ্যে অত্র আদালতে আবেদন করিতে পারেন।

স্বাক্ষর,
এস, এন, ঘোষ
ডিষ্ট্রিক্ট জজ
২৯।৩।৩০

নীলাম-ইস্তাহার

নিলামের দিন ৮ই মে ১৯৩০

এডিসনাল সবজজ আদালত

কৃষ্ণনগর

২নং মনিজারি ১৯৩০ দাবী ২২০১৵

ডিঃ অতুল কুমারী দাসী সাং বাগআঁচড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ রাম চরণ বিশ্বাস গিং সাং দারিয়াপুর থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী সবঃ কৃষ্ণনগর অধিন গোয়াড়ি পৌরসভার সরঃ ৪নং মৌজে অন্তর্গত ৪৯৮ নং ২৭৭ দাগে ৩২ শতক জমি। জমিদার নদীয়ার মহারাজা, বার্ষিক খাজনা ৯৫ দরে ঐ জমার জমি মায় তদুপরিস্থিত দোতালা পাকা এমারত বাটী সমেত দরজা জানালা, প্রাচির পায়খানা, কড়ি বর্গা, আড়া, কুয়াদি সমেত আকর আওলাত ইত্যাদি সমস্ত হক হকুক মূল্য আঃ ১৫০০৲ টাকা উক্ত জমি কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত। দাবি প্রচার বদলে হইয়াছে।

প্রথম মুনসেফি আদালত

(১)

৩২ মেনিজারি ৩০ দাবি ২২০৬/০

ডিঃ শ্রীআলি মহম্মদ বিশ্বাস সাং বাদিরপুর থানা আলমডাঙ্গা জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রী বাহার আলি মালিক দীং সাং বাদিরপুর থানা আলমডাঙ্গা জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা আলমডাঙ্গার সামিল বাদিরপুর গ্রামে মেহেরপুর অধিকার জোং নিমিটেডের অধীন ২নং খেসারী বাহার আলি দীং নামে মোঃ ২৪৫ নং খং মধ্যে দুর ৮-৬৬একর জমির বার্ষিক জমা ২৭৶ দেং মৌরসি জমা লেখা যায় উক্ত জমার দিগর অংশ ৬৵৫ টাকা বাদে বাকী ১৬৸৶০ টাকার মধ্যে এই দেনাদারের একতৃতীয়াংশ ৫৸৶১৪ টাকার জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সমস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

৩১।১।৩০ মেনিজারি দাবি ১৫২৬৸৶৯

ডিঃ আশুতোষ কর সাং নবদ্বীপ থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীবনদিনী সাং নবদ্বীপ থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন নবদ্বীপ গ্রামে কুমার গোবিন্দ চন্দ্র রায় বাহাদুরের অধীন মোঃ ১৮৪৭ নং খতিয়ান ২-১৬ একর জমির বার্ষিক জমা ১০৫ বারা মতে ১৸৶৩ পত্তনী ও প্রজার নিকট খাজনা প্রাপক স্বত্বাদি সহ; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

(৩)

৩০।১।৩০ মেনিজারি দাবি ৭১০৲

ডিঃ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং হাটগাছা থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীচন্দ্রকুমার মণ্ডল সাং দেওয়ান থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল ৩নং মৌজা দেওয়ানডাঙ্গা দীঘা ক্যাটেলীর ৪৭৭ নং রোড়সেসভুক্ত নিজ পুকুর বাবু মণ্ডলের জমীর উত্তরে ১১০ নং খতিয়ান ১-৩৪ একর বাঃ ৭৶ বিঘা জমী মধ্যে জংশে ২৷০ বিঘা জমির মূল্য আন্দাজ ৫০৲

(৪)

৫১৫ মেনিজারী ৩০ দাবি ১৩৬৸০

ডিঃ শ্রীকালী পদ বিশ্বাস সাং কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীজহুর সেখ বগয়রহ সাং কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল ৩০।৫ মৌজা দেবগ্রাম অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায় ও শিবনাথ সরকারের অধিন মোঃ ১১৫৮ নং খতিয়ান ৩-৮৫ একর জমির বার্ষিক জমা ৯৸৶১০ টাকার যে বর্গা-স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তি জমা; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

১৫৩ মেনিজারি ৩০ দাবি ২৫৭৸০

ডিঃ শ্রীমনমোহনা দাসী সাং দেবগ্রাম থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীজানকী পাল সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবঃ সদর থানা কোতোয়ালির সামিল মৌজা গোয়াড়ী ষষ্ঠী তলা কুমার পাড়া মধ্যে বিমল নাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাটীর ও তাঁহাদের বাগানের দক্ষিণ রাস্তার উত্তর ঐ দক্ষিণ রাস্তার পশ্চিম বেণীমাধব পাল পালাধনের বাগান নিস্তারিণী দাসীর পতিত বাগানের পূর্ব এই চৌহদ্দি মধ্যে জমা বাঃ ১০ কাঠা ৩ ছটাক জমীন ৭৷০ বার্ষিক খাজনা নদীয়া রাজ-সরকারে দিতে হয়। ঐ জমী ও তদুপরিস্থিত দক্ষিণ দ্বারী ৩ চালা ঘর ১খানা বাটীর বাটীর দিকে হটের প্রাচীর আন্দাজ ৫০ হাত মধ্যে চন্দ্রী মণ্ডপ ঘর দক্ষিণে গোয়াল ঘর ১ খানি উক্ত সম্পত্তি-একের চতুর্থ অংশ বিবাদীর স্বত্ব মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

২৬৭ মেনিজারী ৩০ দাবি ২৯৸৶০

ডিঃ শ্রীআবদুল মণ্ডল দীং সাং চৌবেড়িয়া থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীকুদন মণ্ডল সাং চৌবেড়িয়া থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া।

জেলা নদীয়া সবঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালির সামিল মৌজা পালীপাড়া ৺মহনমোহন মাহেতারি এরফান মণ্ডলের অধীন দেশোয়ারের নিজ জমী ও মালগুজারী ২০৲ টাকা জমায় ৪০৶ জমী আছে উক্ত জমার মধ্যে নিম্নে লিখিত ২০৶ জমী সমস্ত হকুক মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

চৌহদ্দি

পালীপাড়া দীং চৌবেড়িয়ার মাঠে জমি মুসার জমীর দক্ষিণ সরবান মণ্ডলের জমীর পশ্চিম একবর মণ্ডলের জমীর উত্তর এরফান মণ্ডলের কাঁঠাল বাগানের পূর্ব ১ বন্দে ২৷০

২। এরফান মণ্ডলের আম্রবাগিচার দক্ষিণ নহরদ্দি মুসার জমীর পশ্চিম, এলাম সেখের জমীর উত্তর মণ্ডল সেখের জমীর পূর্ব ১ বন্দ ২৷০

৩। সরবান ও রহম মণ্ডলের জমীর পূর্ব ও রেশ মণ্ডলের জমীর উত্তর গোলাম মণ্ডলের জমীর পূর্ব মেহের সেখের জমীর দক্ষিণ ১ বন্দ ১৷০

৪। সরবান মণ্ডলের জমীর পশ্চিম মহম মণ্ডলের জমীর উত্তর চাঁদের মণ্ডলের জমীর পূর্ব কুবাদ সেখের ও জহু মণ্ডলের জমীর দক্ষিণ ১ বন্দ ১৷০

৫। মাঠ কুলতলা নহরদ্দি মুসার জমীর পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব ইনছান মণ্ডলের জমীর উত্তর ১ বন্দ ১৷০

৬। মাঠ চরণ তলা মহাবিবির জমীর দক্ষিণ ও পূর্ব কুবাদ সেখের ও মহাবিবির জমীর উত্তর এরফান মণ্ডলের জমীর পশ্চিম ২৷০

৭। মহদ্দি সেখের জমীর উত্তর সরবান মণ্ডলের জমীর পূর্ব জাহু সেখের জমির দক্ষিণ বাসারত মণ্ডলের জমীর পশ্চিম

৮। মাঠ বাগমেরে জুমিরদ্দি মণ্ডলের জমীর উত্তর নহরদ্দি মুসার জমীর পশ্চিম ও রেশ মণ্ডলের জমীর দক্ষিণ মণ্ডল সেখের জমীর পূর্ব ২৶০

৯। মাঠ হাটুরে পথ ও রেশ মণ্ডলের জমীর দক্ষিণ এরফান মণ্ডলের জমীর উত্তর মহাবিবির জমীর পূর্ব জেনার সেখের জমীর উত্তর ১৷০

১০। কোলের মাঠ এরফান মণ্ডল ও নিবাদিনীর পূর্ব পাঁচিবিবি ও বাসারত মণ্ডলের জমীর উত্তর সরবান মণ্ডলের জমীর পশ্চিম ও দক্ষিণ ১৷০

১১। কাশেমদ্দি মণ্ডলের জমীর দক্ষিণ সরবান মণ্ডলের মহাম সেখের জমীর উত্তর এনাম সাহেবের জমীর পূর্ব ১ বন্দ ১৷২

(৭)

৫৩২ মেং জারি দাবি ১৫২১৸৶৯

ডিঃ শ্রীরাধিকা প্রসাদ সেন সাং খামারশিমুলিয়া থানা জীবন নগর জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীহেমনাথ সেন সাং খামারশিমুলিয়া থানা জীবন নগর জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবঃ থানা জীবননগরের সামিল মৌজা খয়ের হুদা গ্রামে জমিদার গোপালনন্দী বেলা দীঘলের দেওয়ান চাঁদচন্দ্র সেনের মধ্যে ২৯.১৪ বিঘা জমীর কাত ১৩৸৶১৫০ যে কায়েমী জমা পত্তনি আছে উহার প্রাপ্য সমস্ত খাজনা বকেয়া ইত্যাদির অংশ। উহা মায় প্রজা ও বাকী খাজনা বাগ বাগিচা আকর আওলাদ সমস্ত হকুক মূল্য আঃ

চৌহদ্দি

১। মাঠ বিল পার খাজা মিয়া মণ্ডল বিশ্বাসের জমির পূর্ব একব সরদারের জমীর উত্তর মুন্সীগের জমীর পশ্চিম ও দক্ষিণ এই চৌহদ্দি মধ্যে ২৷০ আম কাঁঠাল বাগান।

২। মাঠ বাবুপুরের চারা কদমতলা মণ্ডলের জমীর উত্তর ও পূর্ব নিয়ার মিয়াদের জমীর দক্ষিণ বোখেয়া বাগ মিয়ের জমীর পশ্চিম এই চৌহদ্দি মধ্যে ২৷০ মাঠান এর দেশুয়ালীমান ১৶০

৩। মাঠ মধুর পুর ডোঙ্গা বাগ মিয়েদের জমীর পশ্চিম নাথ মিয়েদের জমীর পূর্ব ও দক্ষিণ সরদার মণ্ডলের

৪। মুন্সী মণ্ডলের জমীর পশ্চিম কাসেম মিয়েদের জমীর উত্তর খাদিম মণ্ডলের জমীর পূর্ব ও দক্ষিণ ১৷০

৫। মাঠ নিমের চারা গাড়িগা গ্রামের সেনের জমীর উত্তর পূর্ব একব সরদারের

নং ৪ জমীর দক্ষিণ বৈকুণ্ঠ নাথ এর জমী পূর্ব নয় ভবির পশ্চিম ১০

৬। বাবলা খোলার নং ৪ দক্ষিণ ... জমীর ১ মুজরদি মণ্ডলের জমী ১ ৪৮১

৭। মাঠ লোলার ঐ আমার যেবের ৬০ দক্ষিণ কেদার মণ্ডলের জমীর পশ্চিম শেখের মণ্ডলের জমীর পূর্ব ২১০

৮। বাবলা ... জমীর উত্তর বাধান বাগ বিশ্বাস পূর্ব দশ্বরী- ... জমির দক্ষিণ ৭১

৯। মাঠ ... পশিবোষ জমীর উত্তর কেদারনাথ চৌধুরীর জমীর পশ্চিম বাধিকা প্রসাদ সেনের জমীর ... পিতার বিশ্বাসের জমীর দক্ষিণ ৮৬০

১০। মাঠ ... রাধিকা প্রসাদ সেনের জমির ... প্রসাদ মুন্সী জীবের জমীর পশ্চিম আলি মোমিন বিশ্বাসের জমীর দক্ষিণ ... জমীর পূর্ব ৭/০

১১। মাঠ বিহার চাপা রাধিকা প্রসাদ সেনের জমীর পশ্চিম নবীন ঘোষের জমীর উত্তর বাধান দাস বিশ্বাসের জমীর পূর্ব ও দক্ষিণ ২১০

১২। মাঠ ছোট পাকাদীন উত্তর রাধিকা সেনের জমীর উত্তর বাধান বিশ্বাসের জমীর পশ্চিম মিজ ও বাহির মণ্ডলের জমীর দক্ষিণ আলমহিম বিশ্বাসের জমীর পূর্ব এই চৌহদ্দি মধ্যে ২৮০ বিঘার মধ্যে রাধিকা প্রসাদ সেনের ১১০ বাদে ১।০

১৩। মাঠ ... রাধিকা সেনের জমীর উত্তর বাধান বিশ্বাসের জমীর ... পশ্চিম মণ্ডলের জমীর পূর্ব ১।০

১৪। মাঠ ... রাধিকা সেনের জমীর পশ্চিম ... জমীর দক্ষিণ উত্তর পিতার বিশ্বাসের জমীর পূর্ব

১৫। মাঠ ... সেনের চারা— রাধিকা সেনের জমীর পূর্ব যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের জমীর উত্তর ... মণ্ডলের জমীর পশ্চিম ... মুন্সী ... জমীর দক্ষিণ এই চৌহদ্দি মধ্যে ৯৬০ মধ্যে রাধিকা সেনের ৩৮।০ বাদে ৩৮।০

... ও বিশ্বাস মিয়ের জমীর উত্তর ... মধ্যে রাধিকা সেনের ১৬৩ বাদে ১৬৩

১৭। মাঠ ... মধ্যে রাস্তার উত্তর ... বাটীর পূর্ব ... বসত বাটীর পশ্চিম কেদার নাথ বিশ্বাসের জমীর দক্ষিণ ১।০ বিঘা

১৮। ঐ ... পূর্ব রাস্তার উত্তর ... পশ্চিম সরকারি ... দক্ষিণ ১/০

১৯। রাস্তার পূর্ব শ্রী... ঘোষ ... বসত বাটীর উত্তর ... জমীর পশ্চিম ৯০ গজ গোলাবাড়ী

২০। ... বিশ্বাসের জমীর দক্ষিণ রাধিকা সেনের ... বাটীর পশ্চিম কেদার নাথ বিশ্বাসের বাটীর উত্তর ... বাগানের পূর্ব ১/০ ... গোলাবাড়ী

২১। রাস্তার পশ্চিম রাধিকা সেনের জমির ... বাগানের উত্তর ... পূর্ব /২ বাগান

২২। রাস্তার পূর্ব ... বিশ্বাসের জমীর পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ ১/ মধ্যে রাধিকা সেনের ৯০/ বাদ ৯০/

২৩। রাস্তার দক্ষিণ ... নবীন মিস্ত্রির বসত বাটীর উত্তর ... মুখোপাধ্যায় গোলাবাড়ীর পশ্চিম ১১০ বিঘা বসত বাটী

২৪। বাগানাদি রাস্তার পশ্চিম রাধিকা সেনের সাবেক বসত বাটীর মধ্যে /১ কাঠা কাঠাল গাছ মধ্যে রাধিকা সেনের কাঠা বাদে /।০

(৮)

১৫৭ বাংলাদি ২৯ দাবি ৭১৶৯

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকতাঁতিপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রী...নাথ ঘোষ দিং সাং যোগাদিয়া থানা তেহট্ট মেহেরপুর জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জের সামিল সেতুয়া গ্রামে সেঃ ১২ নং খতিয়ান ১-১৯ একর জমি মায় চতুঃপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আন্দাজ ১০৲

(৯)

১২৬৭ বাংলাদি ২৯ দাবি ১৫৯/৯

ডিঃ শ্রীবনবিহারী পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীনবীন বক্স শেখ সাং কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী পাড়া জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি

১। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালির সামিল ১২নং মৌজা কৃষ্ণনগর গ্রামে সেঃ ... জমা ৬৶২ টাকা; মায় চতুঃপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১৭৭৪ বাংলাদি ২৯ দাবি ৭৬৶৬

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকতাঁতিপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রী...নাথ ঘোষ দিং সাং যোগাদিয়া থানা তেহট্ট মেহেরপুর জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর সেতুয়া থানা কালিগঞ্জের সামিল মৌজা গ্রামে সেঃ ৫১২ নং খতিয়ান বিভিন্ন ৩-৩৭ একর জমির বার্ষিক জমা ১১৸৵৩ টাকা; মায় চতুঃপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

১৮৯১ বাংলাদি ২৯ দাবি ৪৪।০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকতাঁতিপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীগৌর চন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং শিবপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জের সামিল মৌজা সেতুয়া গ্রামে সেঃ ৯৬ নং খতিয়ান ৪-৫১ একর জমির বার্ষিক জমা ১০।/৬ টাকা; মায় চতুঃপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

১৮৯৪ বাংলাদি ২৯ দাবি ১১।৶৬

ডিঃ শ্রীবিশ্বপদ প্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চকতাঁতিপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীনিরা বিবি সাং মিরা থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল ৮নং মৌজা মিরা গ্রামে সেঃ ১৫৬০ নং খতিয়ান ... ০ ২১ একর জমি মায় চতুঃপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

১৮৯৫ বাংলাদি ২৯ দাবি ১৮৲

ডিঃ শ্রীবিশ্বপদ প্রসাদ পালচৌধুরী দিং সাং চকতাঁতিপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীএবাদক সেখ সাং মিরা থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল ৮নং মৌজা মিরা গ্রামে সেঃ ৭০নং খতিয়ান ২-৯৯ একর জমির বার্ষিক জমা ডিক্রীদার পক্ষের অধীন ৷৴১৷৴ একর ১৸৵৬ টাকা ও অপর ... জমি হইয়েছে মায় চতুঃপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

১৮৯৭ বাংলাদি ২৯ দাবি ১৩৶০

ডিঃ শ্রীবিশ্বপদ প্রসাদ পালচৌধুরী দিং সাং চকতাঁতিপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ ... সেখ দিং সাং মিরা থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল ৮নং মিরা মৌজার অন্তর্গত সেঃ ১০৫৮ নং খতিয়ান ১-২৮ একর জমির কাত ডিক্রীদার পক্ষের ও অন্যান্য মালিকগণের অধীন ৷৴১।— অংশ ৸৶০ জমা ও ৸৴১৮।— অংশে নামজারি ভুক্ত হইয়েছে; মায় চতুঃপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

১৯৯৯ বাংলাদি ২৯ দাবি ১১১০৸০

ডিঃ ভূপতি চন্দ্র বিশ্বাস সাং বোলা থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

দেঃ তারাপদ বিশ্বাস সাং বোলা থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ ৪৯১নং তৌজিভুক্ত থানা গাংনীর সামিল ১০১২ মৌজা তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে সেঃ ১৮নং খতিয়ান মালেক ভূপতি নাথ বিশ্বাস, ভবতারিণী দাসী, চন্দ্রকামিনী বর্মণী, হেমচন্দ্র মুন্সী ও মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু দিং ডিক্রীদার পক্ষের সেরেস্তায় লিখিত ৮৫৭৸৶৫ টাকা গড়নী ও ২০ নং লিখিত ২১১৸৶০ আদায় যত গড়নী জমা ও তদ্বেষ্টিত যোগে আদায়ী দিং সেরেস্তায় ২৬ নং লিখিত ২২২।০ গড়নী জমা লেখা যায় উক্ত মহালের বেঙ্গারের এক তৃতীয় অংশ মায় চতুঃপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৬)

২০১৫ বাংলাদি ২৯ দাবি ১১।৶০

ডিঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রী...মহম্মদ সেখ দিং সাং ঐ থানা ঐ জেলা ঐ

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক গ্রামে সেঃ ২২২নং খতিয়ান -১২ একর জমির বার্ষিক জমা ১৶২। টাকা, মায় চতুঃপরিস্থিত আকর আন্দাজ বৃক্ষাদি সমস্তসহ মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

২০৪০ বাংলাদি ২৯ দাবি ৩৮১৷৴৩ পাই

ডিঃ নৃসিংহ প্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চকতাঁতিপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ ফতেজান বিবি সাং কালীনগর থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল কালিনগর গ্রামে সেঃ ১৭০নং খতিয়ান ১১-৫৯ একর বাহির বিভিন্ন জমির বার্ষিক জমা ৫ থানা মধ্যে ৩৯৸৵৯ পাই টাকা; মায় চতুঃপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫০৲

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ঠাকুর-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

... । চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] ... উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ... [illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

মলাট বাঁধাই ২, দুই টাকা

আবাঁধা - ১॥০ দেড়টাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

[illegible] ... প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] ... ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রী... দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible]

শ্রী... শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ... [illegible]

গোস্বামীর বৈষ্ণব জগতে অভিনব দান !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible]

ভিক্ষা ... ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা - ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্চ্চনাকণ- ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] ... ২, দুই টাকা, কাগজের মলাট ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] ... ২, টাকা, ... সাধারণ সংস্করণ ১॥০, ... ১॥০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীচৈতন্যভাগবত—১ম খণ্ড ১, এক টাকা

২য় খণ্ড ১, এক টাকা ... [illegible]

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

মদন মঞ্জরী

[illegible]

"... সার্ব্ব ঘৃত"

[illegible]

"... বিলাসিনী বটিকা"

[illegible]

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

... মদনানন্দ তৈল

[illegible]

কেশরঞ্জন

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] শিক্ষার্থীদিগকে [illegible] শিক্ষা দেওয়া [illegible] হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সকল ছাত্র [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] কাব্য-ব্যাকরণ-[illegible]
[illegible] শাস্ত্রাচার্য্য, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি [illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি [illegible] অনিয়মিত উপায়ে [illegible] মরা হওয়া [illegible] বাতব্যাধি, [illegible], [illegible], [illegible], পক্ষাঘাত [illegible] বধিরতা, বন্ধ্যা, মূত্রকৃচ্ছ্র, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইলেক্ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] ঔষধ [illegible] [illegible] মাত্র।

[illegible]—ডাঃ ভি. ডি. হাজরা।
[illegible], কলিকাতা।
[illegible] করিয়া [illegible]।

সাধক কণ্ঠমালা

[illegible] সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার
[illegible] কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

[illegible]
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ,
প্রতি অধ্যায় ও খণ্ডের কথাসার, খণ্ডসূচী,
[illegible]সূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা,
পদ্যসূচী প্রভৃতি ও বিশুদ্ধ সূচী সম্বলিত
[illegible] অক্ষরে [illegible] [illegible],
[illegible] আকারে টীকা-
[illegible] কাগজে ছাপা।
ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ—
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি বাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, [illegible], যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, শ্বাসরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], [illegible], স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারমীয় [illegible] [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] ও [illegible] রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) [illegible] করা হয়। [illegible], প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, [illegible], জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সকলে [illegible] এই কোম্পানীর কাজ [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। [illegible] পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী [illegible] প্রকাশিত [illegible]

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সংবাদের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [৪৮ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই বৈশাখ সোমবার ১৩৩৭ ২৮শে এপ্রিল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ৷০
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৲ " " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-পাঠ ৷০
৯। মুণ্ডকোপনিষদের মাধ্বভাষ্য (যন্ত্রস্থ)
১০। বেদান্তসূত্রের মাধ্বভাষ্য (যন্ত্রস্থ)
১১। জৈবধর্ম্ম ১৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶
১৫। দীন-[illegible] ৶
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ১৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ১
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রী[illegible] দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও মহাজনগীতি মোট ১৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ১৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ৷০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৭৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ৷০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ — পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) বোর্ডে বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

সংসারী—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
জ্ঞানী—আত্মাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানফলে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পন্থা।

ভক্ত কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণের মায়ার সেবনই অমঙ্গল প্রাপ্য
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অতএব প্রাকৃতরাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তদশ স্কন্ধে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রতি খণ্ড নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৵০ সাধারণ পক্ষে ১৩৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

সম্পূর্ণ ১২ স্কন্ধ ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

দ্বাদশ স্কন্ধ ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ণ সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই ইহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী বঙ্গ ভাষা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উদারের কারুণ্যকথা আলোচনা করিবার সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থাদির ভিক্ষা ও পত্রাদির মূল্য

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৯৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রভৃতি	৷৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রভৃতি	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১২
শরণাগতি—প্রাকৃত	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৩

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোবিন্দ মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্র গড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোপালকুটী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৩০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রণডিহা পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা, চিরকুন্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ স্কোয়ার রোড, নিউদিল্লি

তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জন মন ঘোষ—৭ম লয় ক্রস রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—শ্রেষ্ঠানগর, কাশিমবাজার মুর্শিদাবাদ।
৩। শ্রীযুক্ত রাধানন্দ দাস—১৮২নং শ্রীরূপ নারায়ণ লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি—এম, এস, ডাকঘর দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ রত্ন—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাধাতারা দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশশিভূষণ দাস, রেঙ্গচাপা, ২৪ পরগণা
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ৫ নং এস, জামসার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই বৈশাখ সোমবার—১৩৩৭

নীলাম ইস্তাহার

নিলামের দিন ৮ই মে ১৯৩০

কৃষ্ণনগর

প্রথম মুনসেফি আদালত

(পূর্বপ্রকাশিত ৪৭ সংখ্যার পর)

(১৮)

২০৬৬ খাজনাদি ২৯ দাবি ৩৩৶৯

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা হাঁসখালী জেলা নদীয়া

দেঃ নবের চাঁদ ঘোষ সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল হাঁসাডাঙ্গার মালিক বাবু রাখাল দাস মিত্র দিং অধীন গ্রামে সেঃ ১৩১ নং খতিয়ান ১-০৭ একর জমির উঠবন্দী সূত্র রেকর্ড হইয়াছে ; যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

২২৪৮ খাজনাদি ২৯ দাবি ৭১৷৶০

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা হাঁসখালী জেলা নদীয়া

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজা হাঁসাডাঙ্গার মালিক বাবু রাখাল দাস মিত্র দিং অধীন সেঃ ১০৭ নং খতিয়ান উঠবন্দী সূত্রে রেকর্ড হইয়াছে ১৮ ০১ একর যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

২২৬৮ খাজনাদি ২৯ দাবী ৫৫৲

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চক-হাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মকর মণ্ডল দিং সাং কালীনগর থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজা সোনা-ডাঙ্গা কালীনগর গ্রামে সেঃ ৯৯৷১৯৭ নং খতিয়ান ৩-৭৭ একর জমির বার্ষিক নির্দ্ধা-রিত জমা ১০৸৫ টাকা, যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ আঃ ১০৲

(২১)

২২৬৯ খাজনাদি ২৯ দাবী ৭৯৷০

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ হুলেমান মণ্ডল দিং সাং কালীনগর থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজা সোনাডাঙ্গা কালীনগর গ্রামে সেঃ ১৯৫৭।১৯৮১ নং খতিয়ান ৪ ৩৮ একর জমির বার্ষিক নির্দ্ধারিত জমা ১৯৶১১ পাই টাকা, তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০৲

(২২)

২০২২ খাজনাদি ২৯ দাবি ১৩৷৶৩ পাই

ডিঃ রামগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং কুটুরিয়া থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের সামিল ৪১ নং মৌজা কুটুরিয়া ও ৪০ নং কালীনগপুর মৌজায় ডিক্রীদারগণের অধীন দেনাদারগণের ৯ ৪৬ শতক জমীন কাত ১৩২ খতিয়ান যে জমা দেনাদার তাহার আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

২০৫৯ খাজনাদি ২৯ দাবি ১০৭৸৬

ডিঃ বসন্ত কুমার এনকম দিং সাং বামনপুকুর থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

দেঃ আকবর সেখ দিং সাং বাবলাবুনপুর থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের সামিল ১৩ নং মৌজা বেলপুকুর রেভেনিউ সার্ভেটেড ১৩৮ নং খতিয়ান ডিক্রীদারের জোতজমার ১০৷৶৩ পাই টাকা ও দেনাদার মধ্যে অধিবাস নন্দলাল পালচৌধুরীর জোতজমার ১০৷৶৩ পাই টাকা একুনে ২০৸৶৯ পাই টাকার যে জমা যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ সাকল্যের মূল্য আঃ ২৫৲

(২৪)

২০৭২ খাজনাদি ২৯ দাবি ৭৫.০

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারী থানা হাঁসখালী জেলা নদীয়া

দেঃ অমূল্য ঘোষ সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজা মাধিয়া বনগ্রামের মধ্যে ডিক্রীদার ও মনোরঞ্জন মিত্র দিং অধীন গ্রামে সেঃ ১৫০।১৫১ নং খতিয়ান ৩ ৫৮ একর জমির যাহা উঠবন্দী সূত্রে রেকর্ড হইয়াছে যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০৲

(২৫)

২০৭৪ খাজনাদি ২৯ দাবি ৪১৵০

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারী থানা হাঁসখালী জেলা নদীয়া

দেঃ গোকুল ঘোষ সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজা মাধিয়া বনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার ও মনোরঞ্জন মিত্র দিং অধীন গ্রামে সেঃ ৫১৩।১২৯ নং খতিয়ান ২-৬৩ একর জমির যাহা উঠবন্দী সূত্রে রেকর্ড হইয়াছে তাহা যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৬)

২৩৬৪ খাজনাদি ২৯ দাবি ৫৩৸৬

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারী থানা হাঁসখালী জেলা নদীয়া

দেঃ বঙ্কিম বিশ্বাস সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজা হাঁসাডাঙ্গা মধ্যে বাবু রাখাল দাস মিত্র দিং অধীন গ্রামে সেঃ ১৬৩।১৬৪ নং খতিয়ান ১২-১২ একর জমির যাহা উঠবন্দী সূত্রে রেকর্ড হইয়াছে, যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৩০৲

(২৭)

২৪২২ খাজনাদি ২৯ দাবি ১২৸৶৩

ডিঃ তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ও থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

দেঃ তারিণী প্রসাদ রায় সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ সামিল ১৩ নং মৌজা মাটিয়ারী পুর ডিক্রীদারগণের জোতজমার দেনাদারের ২৸৶৮ টাকার ০১৪ একর জমির বার্ষিক জমা টাকার এক তৃতীয় অংশ দেনাদার অংশ গ্রামে সেঃ ২৭,৩৯ নং খতিয়ান যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৮৲

(২৮)

২৪২৩ খাজনাদি ২৯ দাবি ২১ ৶৯

ডিঃ তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং ও থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

দেঃ তারিণী প্রসাদ রায় সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল ১৩ নং মৌজা মাটিয়ারী গ্রামে সেঃ ১২৪ নং খতিয়ান ডিক্রীদারগণের জোতজমার ৩-৭০ একর বাবদ বার্ষিক জমা ১৶৩ পাই টাকা ; যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০

(২৯)

২৪৩৭ খাজনাদি ২৯ দাবি ৯৭৲

ডিঃ জগন্নাথ রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ মকবুল সেখ সাং মহিশুরা থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল ২৮নং মৌজা মহিশুরা গ্রামে সেঃ ৩৭ নং খতিয়ান ১-৭০ একর বাবদ নির্দ্ধারিত জমীর জমা ৯৷৶০ টাকা ; যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৩০৲

২নং পাই। ঐ গ্রামে ৮৯নং খতিয়ান ডিক্রীদারের সরকারে দেনাদারের ২-৪৪ জমীর কাত বার্ষিক ৯০ টাকার যে নির্দ্ধারিত জমা যার হবেহু তফসিল মূল্য আঃ ৩০৲

(৩০)

২৪৩৯ খাজনাদি ২৯ দাবি ৯৬৸০

ডিঃ জগন্নাথ রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ এনায়েত সেখ দিং সাং মহিশুরা থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল ২৮নং মৌজা মহিশুরা গ্রামে সেঃ ৯৯৷ নং খতিয়ান ৩-৯০ একর বাবদ নির্দ্ধারিত জমির বার্ষিক জমা ১৪৸০ টাকা ; যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫০৲

২৪৫২ খাজনাদি ২৯ দাবি ২২৲৬

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা হাঁসখালী জেলা নদীয়া

দেঃ পঞ্চানন ঘোষ সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজা হাঁসাডাঙ্গা, মধ্যে বাবু রাখাল দাস মিত্র দিং অধীন গ্রামে সেঃ ১৪০ নং খতিয়ান ৪-৪৯ একর জমির যাহা দেনাদারগণের নামে উঠবন্দী সূত্রে রেকর্ড হইয়াছে যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ১৫৲

(৩১)

২৪৫৩ খাজনাদি ২৯ দাবি ৫৭৸৶০

ডিঃ মহেন্দ্র কুমার সরকার দিং সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

দেঃ মহেন্দ্র কুমার ঘোষ সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল ১৭নং মৌজা মাধিয়াডাঙ্গা গ্রামে সেঃ ৬৬৪ নং খতিয়ান ৩৫২ দাগের ০ ২১ একর জমির যাহা দেনাদারগণ উঠবন্দী সূত্রে দিয়া ২৲ টাকা নিরিখে ডিক্রীদারগণের জোতজমার খাজনা দিয়া দখল করিতেছে, যার তফসিলোক্ত আকর আন্দাজ মূল্য

২৪৫৭ খাজনাদি ২৯ দাবি ১৮৸৶৩

ডিঃ শিবপ্রসাদ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া থানা ঐ জেলা নদীয়া

দেঃ রাম দাস সেন দিং সাং বনগ্রাম থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১ নং তৌজি থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজা বড় পলাশি গ্রামে সেঃ ৬১ নং খতিয়ান ৩-০১ একর জমির বার্ষিক জমা প্রায় বিঘা ১৲

টাকা ; যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৮৲

(৩৪)

২৪০৫ বাংলারি ২৯ দাবি ২০১/০

ডিঃ মহেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

১। দেঃ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী সাং উলা থানা রানাঘাট

২। উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী সাং ইছাপুর থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া।

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালি এলাকাধীন মৌজা দেবগ্রাম গ্রামে দেঃ ১১ খতিয়ান ৩-৫৭ একর জমির বার্ষিক জমা ১৩৲ টাকা ; তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আন্দাজ ৫০৲

(৩৫)

২৪০৬ বাংলারি ২৯ দাবি ১৬৮/৮

ডিঃ নন্দী নারায়ণ চৌধুরী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

দেঃ দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরী সাং উলা থানা রানাঘাট ও উপেন্দ্র নাথ চৌধুরী সাং ইছাপুর থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালির সামিল মৌজা দেবগ্রাম গ্রামে দেঃ ১৭ নং খতিয়ান ০-০২ একর জমির বার্ষিক জমা ৮/৩ টাকা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩৲

(৩৬)

২৪০৮ বাংলারী ২৯ দাবি ২৯/৯

ডিঃ রাম মদন মন্ডল বিং সাং অগ্রদ্বীপ থানা কাটোয়া জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ রহমান মণ্ডল সাং দেপাড়া থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জের সামিল মৌজা গোকুলনগর গ্রামে দেঃ ৪৪৭ নং খতিয়ান উর্দ্ধবিং জমির ৪৪৪ বিঘা জমির বার্ষিক জমা ৫৲ টাকা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

২৪০২ বাংলারি ৩০ দাবি ১১/৮

ডিঃ নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ আফাজন নসুরা সাং মধ্যপাড়া থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজা পারমেদিয়া গ্রামে দেঃ ১৭ নং খতিয়ান উর্দ্ধবিং ০-২৯ একর জমির যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲

(৩৮)

২৪০৪ বাংলারি ৩১ দাবি ১৩০৮

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ আমরা নসুরা সাং পারমেদিন থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজা পারমেদিয়ার গ্রামে দেঃ ১৭ নং খতিয়ান ৩৮ শতক আমরা উভয়ই দুজে দেখাই ডিক্রীদারের সেরেস্তায় তোমাদের দ্বারা নং জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪

(৩৯)

৮৪ বাংলারি ৩০ দাবি ৭৮৮/

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রী প্রমথ চক্রবর্তী বিং সাং দিগনগর কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর সামিল মৌজা গোবরাপোতা গ্রামে দেঃ ৮৮৯ নং খতিয়ান জমির বার্ষিক জমা ৯৲ টাকা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭৲

(৪০)

২৪ খ বাংলারি ৩০ দাবি ৫৮।/৮

ডিঃ বিজয়া প্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকদাহিমালা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মোহাম্মদ সেখ সাং চাঁদরা-পাড়া থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল এবং মৌজা উত্তর চাঁদরাপোতা নৃসিংহ পাল চৌধুরী সেরেস্তার গ্রামে দেঃ ২৪৩ নং খতিয়ান ১৩-৫৬ একর জমির বার্ষিক জমা ৩১/৫/০ টাকা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৪১)

১০৪ বাংলারী ৩০ দাবি ১০৩/৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ি সাং ও থানা শ্রীরামপুর জেলা হুগলি

দেঃ পাঁচু মণ্ডল সাং বাবলারী চর থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজা মহিশুরা মহিষপোতা গ্রামে দেঃ ২৫১,২৫২ নং খতিয়ান ২৬ নং বন্দর যোগাযোগ মধ্যে ২/২৬/ জমির বার্ষিক জমা ২১.১০ টাকা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৪২)

১৫১ বাংলারী ৩০ দাবি ৩১৮/০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র নন্দী পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ম্যানেজার মোং কাশিমবাজার থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বিং সাং মহেশ-ডাঙ্গা থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজা মহেশডাঙ্গা গ্রামে দেঃ ৩৫৯ নং খতিয়ান ০-৫৩ একর জমির ৩৮ পাই টাকার বাকি মোকদ্দমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৩)

১৬৩ বাংলারি ৩০ দাবী ৬৫।৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র নন্দী পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ম্যানেজার সাং কাশিমবাজার থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বিং সাং মহেশ-ডাঙ্গা থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজা মহেশ-ডাঙ্গা গ্রামে দেঃ ৩৬৭ নং খতিয়ান ৩-৫২ একর জমির বার্ষিক ৬৪/৯ টাকার বাকি মোট জমা ; যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৪)

১৬৯ বাংলারী ৩০ দাবি ১১৫৩

ডিঃ শ্রীমনোরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং চকদাহিমালা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীপতি দাস সাং দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজা দেবগ্রাম গ্রামে দেঃ ৫৪৯ নং খতিয়ান ৮৪ একর জমির বার্ষিক জমা ২০/৮ টাকা ; যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৪৫)

১৭০ বাংলারী ৩০ দাবি ১৪।৮

ডিঃ মনোরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকদাহিমালা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ বিশু বিবি সাং চাঁদরাপোতা থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল এবং মৌজা উত্তর চাঁদরাপোতা গ্রামে দেঃ ১২৩ নং খতিয়ান ডিক্রীদারগণের সেরেস্তায় ৫৯ একর জমির বার্ষিক জমা ৩৮/৯ টাকা ; যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৪৬)

১৭৯ বাংলারি ৩০ দাবি ১০।৯

ডিঃ মনোরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং চকদাহিমালা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ নন্দী দাস সাং দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল এবং মৌজা দেবগ্রাম গ্রামে দেঃ ৭১৪ নং খতিয়ান ডিক্রী-

দার ও মহিলামণ্ডলের সেরেস্তায় ৩২ ৪৩৪ জমির বার্ষিক জমা ১৪/০ টাকা ; যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

১৮৬ বাংলারি ৩০ দাবী ৮০/৩

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ মধুসূদন ঘোষ সাং আনন্দবাস থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর সামিল ৯৮ নং মৌজা আনন্দবাস গ্রামে দেঃ ৮৪০৫ খতিয়ান ৬০২ কৌলিক ডিক্রীদার সেরেস্তায় রেকর্ডের মধ্যে ৬-৬০ একর জমির বার্ষিক জমা ১৪/৬ টাকার যে বাকিখাজানার জমা যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৪৮)

২০৪ বাংলারি ৩০ দাবী ২৩৬/৯

ডিঃ শ্রীমতী কুমারী দাসী সাং গোয়াড়ী-পাড়া থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ ১। কালিপদ রায়বংশী সাং নন্দপুর থানা চাপড়া ২। পাঁচিকন্যা দাসী সাং নন্দপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া হাল মোং ভান্ডিশালা

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর সামিল ৯৯নং মৌজা নন্দপুর গ্রামে দেঃ ৫৩৮ নং খতিয়ান ২৩-৮০ একর জমির বার্ষিক জমা ৩৭/৮ টাকা ; যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০৲

(৪৯)

২৮৫ বাংলারি ৩০ দাবী ৪৮।০

ডিঃ মনোরঞ্জন পাল চৌধুরী বিং সাং চকদাহিমালা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ ১। চাঁদু মণ্ডল সাং দেবগ্রাম থানা কালিগঞ্জ ২। আরাধন মণ্ডল সাং দেবগ্রাম থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জের সামিল এবং মৌজা দেবগ্রাম গ্রামে দেঃ ৩৪৬ নং খতিয়ান ৬-৩১ একর জমির বার্ষিক জমা ১৪৲৩ টাকা, যার তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৫০)

২৯২ বাংলারি ৩০ দাবি ২৩৪৲০

ডিঃ কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ মধুসূদন পালিত সাং দেবগ্রাম থানা দেবগ্রাম জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জের সামিল ৭০ নং মৌজা দেবগ্রাম গ্রামে দেঃ ৮৩৮ নং খতিয়ান ০-৮০ একর জমির

বার্ষিক জমা প্রতি বিঘা ১৲ টাকা; যায় তদুপরিস্থিত আওর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৫১)

২৯৩ বাংবাকি ৩০ দাবি ১৫৮৩৩

ডিঃ যোগেশ সান্যাল সাং কুসুমাদি থানা কাটোয়া জেলা বর্দ্ধমান পোঃ কালিকাপুর

দেঃ যোগিনী মোহন মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম থানা কালিগঞ্জ পোঃ দেবগ্রাম

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জের সামিল ১৮নং মৌজা কালিগঞ্জ গ্রামে সেঃ ৭।৭৩১ নং খতুক ১৪৫-৭১ একর ব যা বার্ষিক জমা ২৫০৸০ টাকা; যায় তদুপরিস্থিত আওর আওলাত মূল্য আঃ ১০০০৲

(৫২)

৩৫০ বাংবাকি ৩০ দাবি ২২৸৵০

ডিঃ ত্রৈলোক্য তারিণী দাস্যা মোং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ অতুল্য ঘোষ বিং সাং বাহাদুরকোল থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালির সামিল ৪৮০২ মৌজা বাহাদুরকোলের অন্তর্গত পায়ের বলা গ্রামে সেঃ ১০০ নং খতুক জমা ৩৫।০ টাকার যে জমা প্রচলিত আছে তাহার যায় তদুপরিস্থিত আওর আওলাত মূল্য আন্দাজ ১০৲

(৫৩)

৪০৯ বাংবাকি ৩০ দাবি ৩০।৵০

ডিঃ নবীন চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ নৃসিংহ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিং সাং ঘূর্ণিয়া থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর সামিল ১১ নং মৌজা দিগনগর গ্রামে সেঃ ২৬৭।২৬৮।২৬৯নং খতুক ১০-১৬ একর জমির বার্ষিক জমা ১৪৸৵৩ টাকার যে জমা তিনকড়িবাবুর ও মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র নদীয়ার সেরেস্তায় দেখা যায়, উক্ত জমা যায় তদুপরিস্থিত আওর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৪)

৫১৩ বাংবাকি ৩০ দাবি ১০৸৵০

ডিঃ দৈলজা কান্ত ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুরিয়া থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ শঙ্করী বালা দাসী সাং বেলপুকুরিয়া থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর সামিল নদীয়া কালেক্টরীর ২৩নং তৌজি ভুক্ত বাগোয়ানের অধীন সেঃ ১৩নং মৌজা গোলকা গ্রামে তিনকড়িবাবুগণ ও মোং প্রাণবন্দ্যোর অধীন সেঃ ২৪১-২ ও তদধিন ২৪২-২৪৭নং খতুক ১১-৯০ শতক জমীর বাড় ২০৲ পাই টাকার বাৎসরিক মোকররি জমার যায় আওর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৫)

৫১৩ বাংবাকি ৩০ দাবি ২৪।৵৬

ডিঃ দৈলজা কান্ত ভট্টাচার্য্য সাং পোঃ বেলপুকুরিয়া থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ রাখাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং বিঠকীপোতা থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর সামিল ৬নং মৌজা সুবলপুর নদীয়া কালেক্টরীর ২৩নং তৌজী ভুক্ত দঃ বাগোয়ানের তিনকড়িবাবুগণ ও মোং প্রতিবাদীর অধীন গ্রামে সেঃ ৫৫৩ নং খতুক ০-৭৫ একর জমির বার্ষিক জমা ৩৸৵০ টাকার বার্ষিক মোকররী জমা যায় তদুপরিস্থিত আওর আওলাত মূল্য আন্দাজ ১৫৲

(৫৬)

৪৭৪ মনিবাকি ৩০ দাবী ১১১৫।০

ডিঃ বিশ্বেশ্বরনাথ সিংহ রায় বিং সাং ঐ থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ কানাইলাল সিংহ রায় সাং সোণাডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৬৬নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজা সোণাডাঙ্গা মধ্যে মহাজন গঙ্গারাম রায়ের নামীয় নিষ্কর ব্রহ্মত্র জমীতে দেনদার দং কার আছে। সেঃ ১৫৯ নং খতুক ৩০-৮৮ একর জমির দেনদারের ৷০ আনা অংশ যায় তদুপরিস্থিত আওর আওলাত মূল্য আঃ ৮০০৲

(৫৭)

২৬৬ মনিবাকী ৩০ দাবী ১৫৩৸৵০

ডিঃ গোলাপসুন্দরী দেব্যা সাং পলাশি থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীধরায় সেন সাং পলাশি থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়ার সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজা পলাশি মধ্যে দেনাদের শ্রীপান্নমতি দাসী বিং অধীন গ্রামে সেঃ ৪২৭।১৭৬ নং খতুক ১-৫৮ একর বসতি সহ বিশিষ্ট উটবন্দী জমির বার্ষিক জমা বিঘা প্রতি ৸০ আনা যায় তদুপরিস্থিত আওর আওলাত মূল্য আঃ ৭১৲

(৫৮)

২৩৬৪ মনিবাকি ২৯ দাবি ২১৮৸৵৬

ডিঃ মাতঙ্গিনী দেব্যা সাং হাটগাছা থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ মদিন মোহন দে সাং হাটগাছা থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজা হাটগাছা মোকররি খাঁ বিং অধিন গ্রামে সেঃ ১৬০ নং খতুক ১৪-৭৭ একর আমন বার্ষিক জমা বিঘা প্রতি ৸৵৫ উক্ত অধীনস্থকে দিতে হয় যায় তদুপরিস্থিত আওর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

২০২ লাট। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় মোকররি খাঁর অধীন ১৬১ খতুক ৬-৫২নং জমি ১১৸৵৮ পাই টাকার যে রাইয়তিস্থিতিবান জমা আছে তাহার ষোল আনা দখলযুক্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

৩নং লাট। ঐ জেলা ঐ থানার বড়ইটনা মৌজায় মোকররি খাঁর অধীন ১২৬ খতুক ২৪ শতক জমী ১৸৵০ যে রাইয়তিস্থিতিবান জমা আছে, তাহাতে দেনদারের ৷০ আনা অংশে দখলস্থ হকুক মূল্য আঃ ৫

৪ নং লাট। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় মোকররি খাঁর অধীন ১৭০ খতু ৭-৬২ শতক জমী তাহাতে দেনদারের আনা অংশে দখলস্থ হকুক মূল্য ১০৲

(৫৯)

৫৬৭ মনিবাকি ৩০ দাবি ১৮০১৸৵৩

ডিঃ মুকুন্দলাল সোনার বিং সাং ঐ থানা কুষ্টিয়া জেলা নদীয়া

দেঃ ওজাহেদ আলি শাহ ওরফে তাল সাং চুয়াডাঙ্গা থানা ঐ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কুষ্টিয়া সামিল মৌজা বাহাদুরখালি থানা প্রমথভূষণ দেব রায় সেরেস্তায় সেঃ ৬০৯ নং খতুক ০২৮ একর মোকররি বাস্তু আমন বার্ষিক জমা ২৪৷৵০ যে জমার দেনদারের ৵১০ অংশ তাহার ৪৫৯ দাগের জমি দেনদারের ষোল আনা ৪৫৬ নং দেন জমির ।৵১০ অংশ দেনদারের ৪৫৬ দাগ কুষ্টিয়াহিস্টিমিউনিসিপ্যালিটীর ৫নং ৬৪৫৯ দাগ ৯নং হোল্ডিং উক্ত জমী তদুপরিস্থিত দালান, ঘর সাজসরঞ্জাম, আওর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ৬০০৲

২নং লাট। থানা ও সবরে কুষ্টিয়া মৌজে বাহাদুরখালী গ্রামে রাজা প্রমথ দেব রায় অধীন ৯৮১ খতুক ৫০৬ দাগে ও ১৫ কোর্ফা নিম্ন ০০৩ শতক জমির কাত বার্ষিক ১১৲ টাকার মোকররী বাস্তু জমীর ও তদুপরিস্থিত টিনের ঘর ১খানা দেনদারগণের ৵১১=১২ তিন অংশ যায় সাজসরঞ্জাম মূল্য ৫০৲

(৬০)

১৮২ মনিবাকি ৩০ দাবী ৫১৸৵১

ডিঃ নিবারণচন্দ্র বিশ্ব সাং বেলপুকুর থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বিং সাং ৫৭।১৯ ল থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজা হানাইকান্দি বসন্ত বিং বিং অধীন গ্রামে ৪৫ নং খতুক ৮-৮২ একর বসতি সহ বিশিষ্ট জমা প্রতি বিঘা ১৸০ টাকা; যায় তদুপরিস্থিত আওর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

২নং লাট। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় সহ দুর্গা দাসী বিং সরকারের ৮৮ খতুক ০-২২ শতক জমি ৪৸০ টাকার যে রাইয়তিস্থিতিবান জমা যায় আওর আওলাত মূল্য ৫৲

(৬১)

৭৮১ মনিবাকি ৩০ দাবি ৫৫৸৵৬

ডিঃ দুর্গাদাস মণ্ডল সাং দোগাছি থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ ওয়াহেদ সেখ সাং রুকনপুর থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজা রুকনপুর গ্রামে সেঃ ৫৯ নং খতুক নৃসিংহ পাল চৌধুরী বিং সেরেস্তায় ০-১৪ একর আমন বার্ষিক জমা সালিয়ানা ১৲ টাকার দেনদারের ।৵০ আনা অংশে যায় তদুপরিস্থিত আওর আওলাত খড়ের ঘর ২ খানা মূল্য আন্দাজ ৫৲

(৬২)

২৭৫ বাংবাকি ৩০ দাবি ৩০৭।৵৯

ডিঃ হেমন্ত চন্দ্র নাথ সাং মুড়াগাছা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মুরারি মোহন দাস বৈরাগী বিং সাং বামনপুকুর থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজা বামনপুকুর আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমথনাথ রায় বিং সেরেস্তায় ৭১৬ নং খতুক ৯ শতক জমির বার্ষিক জমা ।৵০ আনা মধ্য সহ চিহ্নিত মোকররি জমা যায় তদুপরিস্থিত দক্ষিণ দ্বারি ও পশ্চিম দ্বারি খড়ো কোঠাঘর ১খানা ও খড়ো ঘর ১খানা যায় দুয়ার জানালা আড়া বর্গা প্রভৃতি কিছু আছে ষোল আনা মূল্য আঃ ৩০০৲

২। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় উক্ত জমিদার বিগের আমলে ৭১৪ খতুক ১৬ শতক জমি ।৵০ আনা যে রাইয়তি স্থিতিবান জমা দেখা যায়, তৎ জমী যায় আওর আওলাত দখলস্থ হকুক মূল্য

৯০৮ মনিবাকি ৩০ দাবি ৩৯৮৲০

ডিঃ মাতঙ্গিনী দেবী সাং গোয়াড়ী মালোপাড়া থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

মোঃ মবুদার [illegible] সাং [illegible] থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া [illegible] থানা কৃষ্ণনগরের সামিল [illegible] গ্রামে [illegible] দাগের [illegible] খতিয়ানে [illegible] জমা [illegible] ৫৲ টাকা; মায় [illegible] আকর আওলাত মূল্য আঃ [illegible]

[illegible] মহিলাপুর [illegible] ডিঃ [illegible] সাং গোয়াড়ি [illegible] জেলা নদীয়া

মোঃ [illegible] সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সদরে কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী সামিল মৌজা কৃষ্ণনগর [illegible] দাগ। [illegible] মোঃ ২০৭ নং খতিয়ান ১৯ খতক জমির [illegible] জমা ১৶৫ [illegible] [illegible] [illegible] ৫০৲

১৮০ [illegible] ডিঃ [illegible] মণ্ডল [illegible] সাং [illegible] থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

মোঃ [illegible] সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সদরে কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল ২৬ নং মৌজা [illegible] [illegible] খতিয়ান [illegible] টাকা [illegible] মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৬৬)

১২৮ মহিলাপুর ৩০ বাকী ৮৮৬।/২ ডিঃ [illegible] সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা

মোঃ [illegible] বিশ্বাস [illegible] সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর [illegible] তৌজি [illegible] থানা [illegible] সামিল [illegible] মৌজা [illegible] [illegible] মৌজা [illegible] [illegible] মৌজা [illegible] [illegible] মৌজা [illegible] [illegible] মৌজা [illegible] [illegible] মৌজা [illegible] [illegible] আনা [illegible] মৌজা [illegible] তৌজিভুক্ত [illegible] আনা অর্থাৎ মৌজার [illegible] বিক্রয় হব,

[illegible] জেলা [illegible] আংশে ৭৩।৶২ পাই [illegible] [illegible] মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত [illegible] মূল্য আঃ ৩০০৲

(৬৭)

১৬৭ মহিলাপুর ৩০ বাকী ১২০/৯

ডিঃ [illegible] চৌধুরী সাং নওপাড়া থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

[illegible] সাং নওপাড়া থানা [illegible] জেলা নদীয়া

২। [illegible] জেলা নদীয়া [illegible]

১। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি [illegible] সামিল মৌজে [illegible] [illegible] আছে তাহার [illegible] ১০ টাকা হিসাবে মোঃ [illegible] ১—১২ একর জমি তাহার মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ জেলাদির সামিল [illegible] মৌজা [illegible] মোঃ খতিয়ান [illegible] জমা [illegible] ১০ টাকা হিসাবে ২০৬১ একর জমি তাহার মূল্য আঃ ১০৲

(৬৮)

২১৪ মহিলাপুর ৩০ বাকি ১২৭৬৬

ডিঃ [illegible] সাং [illegible] থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

মোঃ [illegible] সেখ সর্দার সাং [illegible] থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সদরে কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জ অধীন মৌজে [illegible] গ্রামে ৮৭০৫ খতিয়ান ১০—৩৫ একর জমির জমা ১১৬৶০ টাকা অনুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ৩০৲

(৬৯)

১৮৪ মহিলাপুর ৩০ বাকী ৮৭।০

ডিঃ [illegible] সাং [illegible] থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

মোঃ [illegible] বৈরাগী সাং [illegible] থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সদরে কৃষ্ণনগর [illegible] সামিল থানা কালিগঞ্জ অধীন [illegible] মৌজা [illegible] গ্রামে ৮৭০৫ খতিয়ান ০—১৮ একর জমির জমা ৩০ টাকা মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ ঐ এলাকাধীন ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৮৭নং খতিয়ান ০—৭৮ একর জমির জমা ।৶৫ টাকা মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪৲

৩। ঐ ঐ এলাকাধীন ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৮৪নং খতিয়ান ০-৪ একর জমির জমা ।৶৫ টাকা মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪৲।

৪। ঐ ঐ এলাকাধীন ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৮৫নং খতিয়ান ০—৪ একর জমির জমা ।৶৫ মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪৲

৫। ঐ ঐ এলাকাধীন ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৮৬নং খতিয়ান ০—৯ একর জমির জমা ।৶০ টাকা মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ ঐ এলাকাধীন ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৮৭নং খতিয়ান ০-১৬ একর জমির জমা ২।৶১০ টাকা মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ ঐ এলাকাধীন ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৮৮নং খতিয়ান ০—২৪ একর জমির জমা ১৻১০ টাকা মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

৮। ঐ ঐ এলাকাধীন ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৮৯নং খতিয়ান ০—৮ একর জমির জমা ৷৶১০ টাকা মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

৯। ঐ ঐ এলাকাধীন ঐ মৌজা ঐ [illegible] নং খতিয়ান ১১ একর জমির জমা ১৷৶০ টাকা মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

১০। ঐ ঐ এলাকাধীন ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৮১নং খতিয়ান ০—৮৯ একর উটবন্দী জমির খয়া মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য ৩৲

(৭০)

৭২ মহিলাপুর ৩০ বাকি ১৭০১।০

ডিঃ [illegible] সাং [illegible] থানা চাপড়া

মোঃ [illegible] মণ্ডল সাং শিকড়া থানা চাপড়া

১। জেলা নদীয়া সদর সদরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা ২৩নং শিকড়া গ্রামে ৩৩২নং খতিয়ান ১৭ ২৪ একর জমির জমা ৩১৷১৫ টাকা মায় আকর আওলাত মূল্য ২০০৲

২। জেলা নদীয়া সদর সদরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা ২৩নং শিকড়াগ্রামে ৩৩৩নং খতিয়ান ১—৫৬ একর জমির জমা ৪।৶০ টাকা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

৩। জেলা নদীয়া সদরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল ২৩নং শিকড়াগ্রামে ৩৩৪নং খতিয়ান ৩ ১২ একর জমির জমা ১৭।১৭ টাকা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

৪। জেলা নদীয়া সদরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল ২৩নং মৌজা ৩৩৫নং খতিয়ান ৮-১১ একর জমির জমা ২৯৶.১৭ টাকা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০৲

২য় মুলেফী আদালত

(১)

১৪ ফাল্গুন ৩০ বাকি ১৭৭৶৯

ডিঃ [illegible] চৌধুরী সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

মোঃ বাবু মণ্ডল দিং সাং গোয়ালা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সদরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে গোয়ালা গ্রামে মোঃ ২০৬ নং খতিয়ান ১১-৪২ একর জমির [illegible] জমা ৩৩৶১৫ টাকা; মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲ [illegible]

(২)

১৬ ফাল্গুন ৩০ বাকি ১১৭৷৶৯

ডিঃ [illegible] চৌধুরী সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

মোঃ [illegible] সাং গোয়ালা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল মৌজে গোয়ালা গ্রামে ডিক্রীদারের সেরেস্তার ২০ নং খতিয়ান ৩-৯১ [illegible] মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ জেলা থানা চাপড়ার সামিল মৌজে গোয়ালা গ্রামে ডিক্রীদারের সেরেস্তার মোঃ ১৫৭ খতিয়ান ৫-৭৯ শতক ১৪৶ টাকার জমা [illegible] ৷৶৬৷= [illegible] [illegible] মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

১৯ ফাল্গুন ৩০ বাকি ৭১৬৮

ডিঃ [illegible] চৌধুরী সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

মোঃ [illegible] মণ্ডল সাং [illegible] থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সদরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল ৪২ নং মৌজা [illegible] গ্রামে মোঃ [illegible] নং খতিয়ান ১২-৫৮ একর জমির বার্ষিক জমা ৪২৷৶১০ টাকা; [illegible] ৷৶৬৷=মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

৫৮ ফাল্গুন ৩০ বাকি ১৭৷৶৩

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী দাস সাং [illegible] থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

মোঃ [illegible] সাং [illegible] থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া নদীয়া কালেক্টরীর ৩৩৪নং তৌজির অন্তর্গত [illegible] মৌজার [illegible] [illegible] দাস মোঃ ৩০ নং খতিয়ান ৮৭ শতক জমির বার্ষিক জমা ৫৶০ টাকা; মায় অনুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৫৬ বাকী খাজনা ৪০১ দাবি ১৮৮/০

ডিঃ প্রভাবালা দাসী দীং সাং মাধব-পুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ যতিকান্ত বকসী দীং সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল নদীয়া কালেক্টারির ৪৩৪নং তৌজির অন্তর্গত ৬৮নং মৌজা কাঠগড়ার জমীদার গগন চন্দ্র বিশ্বাস যতিকান্ত বকসী গং জিম্মাদারগণের অধীন দেঃ ৩২নং খতিয়ান ২৮৭ সমস্ত ও দেঃ ৬৭নং খতিয়ান মৌজার ৬৮নং খতিয়ান ৩-৫৮ শতক জমির বার্ষিক জমা ৫৬৮ টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আন্দাজ ১০৲

(৬)

৫৮ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ১৩৮/০

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী দীং সাং মাধব-পুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ যতিকান্ত বকসী দীং সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া নদীয়া কালেক্টারির তৌজি ৪৩৪ যুক্ত ৬৮ নং কাঠগড়া মৌজার থানা চাপড়ার সামিল জমীদার গগন চন্দ্র বিশ্বাস যতিকান্ত বিশ্বাস ও জিম্মাদারগণের অধীন দেঃ ২৩০২ খতিয়ান ২.৩২ একর জমির বার্ষিক জমা ৬৮৮/০ টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

৫৯ বাকী খাজনা ৩০ দাবী ২৮৮/০

ডিঃ দুর্গামণি দাসী বিং সাং মাধবপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ সর্বসুন্দরী দাসী বিং সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টারির ৪৩৪ নং তৌজির অন্তর্গত থানা চাপড়ার সামিল ৬৮ নং মৌজা কাঠগড়ার গগনচন্দ্র বিশ্বাস দীং অধীন গ্রামে দেঃ ১৩৩ নং খতিয়ান ১১—১৩ একর জমির বার্ষিক জমা ১৪৮/০ টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

৬৫ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ২৯৭৮/০

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দীং সাং রুকনপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ কেদারনাথ রায় দীং সাং বড়-ডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া মহকুমা কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজা বড়ডাঙ্গা গ্রামে দেঃ ৩৬৫।৫২৬ নং খতিয়ান ১১-৭১ একর জমির বার্ষিক জমা ৩৬।/৫ টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৫৲

(৯)

৬৬ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ৩২/০

ডিঃ নৃসিংহ পাল চৌধুরী দিং সাং রুকনপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ আবেদালি সেখ সাং ঠেকা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া মহকুমা কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজা ঠেকা গ্রামে দেঃ ৯০ ও ৯৩ নং খতিয়ান জিম্মাদার গণ ও অপর শরিকানগণের সেরেস্তার ১-২২ একর জমি উঠবন্দী জোত যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

৭৬ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ৯৪৪৮/৯

ডিঃ শ্রীপ্রিয়নাথ পাল ঘোষ গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ গোলাপ সেখ দীং সাং ভাটিয়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া মহকুমা কৃষ্ণনগর নদীয়া কালেক্টারির ৩৬৯নং তৌজির থানা চাপড়ার সামিল এবং মৌজা ভাটিয়া গ্রামে পদ্মমণি দাসী দীং অধীন দেঃ ১১৩৩৯নং খতিয়ান ১-২৭ একর জমির বার্ষিক জমা ৫৮/১৫ টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

৮০ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ৭০।/০

ডিঃ শ্রীনকর চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ মফিজ মণ্ডল সাং পদ্মমালা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া মহকুমা কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা পদ্মমালা গ্রামে দেঃ ১২১.১২২নং খতিয়ান ১-৬২ একর জমির বার্ষিক জমা ২৭/৯ টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আন্দাজ ৫০৲

(১২)

১১৬ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ২৮৮/০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দীং সাং নাকাশীপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ জিতু সেখ সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টারি ৩৭১নং তৌজী থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজা বিক্রমপুর জিম্মাদারের অধীন গ্রামে দেঃ ২৮৬ নং খতিয়ান উঠবন্দী ২-৫২ একর জমি যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ২০৲

(১৩)

১১৯ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ৮০৪/৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দীং সাং নাকাশীপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ লক্ষণ সেখ বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টারির ৩৭১নং তৌজী যুক্ত থানা নাকাশীপাড়া সামিল মৌজা বিক্রমপুর জিম্মাদারের সেরেস্তার দেঃ ৫৫০নং খতিয়ান উঠবন্দী ৮-০৩ একর জমি; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

১২০ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ২৸০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দীং সাং নাকাশীপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ জোনাব আলি সাং বিক্রম-পুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টারির ৩৭১নং তৌজিযুক্ত থানা নাকাশীপাড়া সামিল মৌজা বিক্রমপুর জিম্মাদারের অধীন গ্রামে দেঃ ২৫৯নং খতিয়ান রায়তি প্রজার কসবার মন মূলে বার্ষিক ৭৸/৩ পাই জমার ২-৭৫ একর জমি যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ১৫৲

(১৫)

১২২ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ১৯২৮/০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দীং সাং নাকাশীপাড়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মুরাদ মণ্ডল সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টারির ৩৭১নং তৌজীযুক্ত থানা নাকাশীপাড়া সামিল মৌজা বিক্রমপুর জিম্মাদারের অধীন গ্রামে দেঃ ২.১০৫ খতিয়ান ১১-২৯ একর কসবার মধ্যে বার্ষিক ২৩৪০ খাজনার রায়তি জমা যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ৮০৲

(১৬)

১২৭ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ৫৪৸/০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং ঐ থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ পঞ্চানন মণ্ডল বিং সাং বিক্রম-পুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টারির ৩৭১ নং তৌজীযুক্ত থানা নাকাশীপাড়া সামিল বিক্রমপুর গ্রামে দেঃ ৫৯৮ নং খতিয়ান ৭-০৪ একর আমন রায়তি প্রজা জমা কসবার মধ্যে ১৩৸/৮ টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ৪০৲

(১৭)

১৩০ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ৩২।০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় বিং সাং ঐ থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ আমির সেখ সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টারির ৩৭১ নং তৌজীযুক্ত থানা নাকাশীপাড়া সামিল মৌজা বিক্রমপুর জিম্মাদারগণের অধীন গ্রামে দেঃ ৫০৮ ও ৫০৯১ নং খতিয়ান ৫-৭৭ একর জমি রায়তি প্রজা জমা কসবার মধ্যে ১১৫/৩ পাই টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ

(১৮)

১৩২ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ৩২৸/০

ডিঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং বীরনগর থানা রাণাঘাট জেলা নদীয়া

দেঃ মহেশ্বর মণ্ডল দীং সাং কুলগাছি থানা কোতয়ালি পোঃ আনন্দনগর জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া মহকুমা কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালির সামিল ২ নং মৌজা কুলগাছিয়া গ্রামে দেঃ ৭ নং খতিয়ান ৩-৭১ একর জমির বার্ষিক ৩।৩ টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৯)

১৫১ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ২৮৯

ডিঃ শ্রীনকরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ হোসেন সেখ বক্সীপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া মহকুমা কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া সামিল মৌজা বক্সীপুর গ্রামে দেঃ ১৭৯ ২০৯ নং খতিয়ান জিম্মাদার শিবেন্দ্র সিংহ রায় অধীন ৯/৮৸ বিঘা জমি যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

২০৭ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ২২১৫৩

ডিঃ নকরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ বিলায়েত মণ্ডল দীং সাং সাধুঘাটা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া মহকুমা কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা সাধুঘাটা গ্রামে দেঃ ১১৪ নং খতিয়ান ২১ ৮০ একর জমির বার্ষিক জমা ৫৯৮/৯ টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ১৫০৲

২১

২০৪ বাকী খাজনা ৩০ দাবি ১০০/৯

ডিঃ নকরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ মহম্মদ বিং দীং সাং সাধুঘাটা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া মহকুমা কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা সাধুঘাটা গ্রামে দেঃ ১২১ নং খতিয়ান ১৫-৭৫ একর আমন বার্ষিক জমা ৫৯৮/১০ টাকা; যার উপরিস্থিত আবাদ আন্দাজ মূল্য আঃ ১৫০৲

৯০৯ বাংলা [illegible] বাকি ১৯০
... মাং

নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ কমলা চন্দ্র মণ্ডল দীং সাং দামু-
ড়হুদা থানা ঐ জেলা নদীয়া।

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা মাগুরা গ্রামে সেঃ ১৬৮ নং খতিয়ান ১২ ৯ একর জমির বার্ষিক জমা ৫৯৮/৯ টাকা; মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ১৫০৲

২২৮ বাংলা বাকি ১২৮৯

ডিঃ ... পালচৌধুরী সাং নাটু-
দহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ আবতর সেখ সাং ... থানা
আলমডাঙ্গা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা আলমডাঙ্গা সামিল মৌজা ...পুর ডিক্রীদারের নিজ ডাং সিং সেরেস্তার সেঃ ৩২৪ নং খতিয়ান ৬১ শতক জমির উটবন্দী যোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ

(২৪)

... বাকি ১১০

ডিঃ ... রায় দীং সাং মদনপুর থানা ... জেলা নদীয়া

দেঃ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় দীং সাং জামসা চাকুলিয়া থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া ... সবরেঃ কৃষ্ণনগর পঃ হাঁসপুরের অধীন ১২.১৮২১ ... ১৮৩নং খতিয়ান ১৪-২৫ একর জমা ৮৪০ ... ১৮নং খতিয়ান ২-৪৪ একর ... হাঁসপুরের ১৫৯ খতিয়ান ০২৪ শতক ... ১৭ ৪১ একর জমির বার্ষিক খাজনা ১৩৲ টাকা উহার ... মূল্য আঃ ৫০৲

(২৫)

... বাকী ৩৮৮০

ডিঃ দর্পনারায়ণ চৌধুরী সাং ... থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ আলিমদ্দিন ... দীং সাং ... পুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণনগর সামিল মৌজা ... গ্রামে সেঃ উটবন্দী ১১৬ নং খতিয়ান ০-১৯ একর জমির মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৬)

... বাকি ১১৯/০

ডিঃ ... পাল চৌধুরী দীং সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ মধু সেখ সাং ... থানা চাপড়া জেলা নদীয়া।

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা পদ্মমালা গ্রামে সেঃ ১২৮ নং খতিয়ান ডিক্রীদারের সেরেস্তার ২৯ শতক জমি উটবন্দী মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ...

(২৭)

১১৭৭ বাংলা ২৯ বাকি ১৭৮/৯

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ মোক্তার সেখ দীং সাং বড়-আন্দুলিয়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা বড় আন্দুলিয়া গ্রামে সেঃ ৯৫৮নং খতিয়ান ২৪ শতক জমির বার্ষিক জমা ১৫/৯ টাকা; ৭০ মায় আনা বকেয়া মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

১২১২ বাংলা ২৯ বাকি ৪৩৬/০

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ মকবুল হোসেন বিশ্বাস দীং সাং রাজিবপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা রাজিবপুর গ্রামে সেঃ ৭২ নং খতিয়ান ২.১০ একর জমির বার্ষিক জমা ৯/৯ টাকা; ... মোং মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ১৫৲

(২৯)

১২৩৪ বাংলা ২৯ বাকি ৯৭৮/০

ডিঃ যতীন্দ্রনাথ পাঁ দীং সাং বীরনগর থানা রাণাঘাট জেলা নদীয়া

দেঃ বীরেশ্বরনাথ রায় দীং সাং দিগম্বর-পুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ১৬৪ নং তৌজিভুক্ত থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল মৌজা দিগম্বরপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন জোতজমার জমির বার্ষিক জমা ৩৯৲ টাকা; পত্তনি জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩০)

১২৭০ বাংলা ২৯ বাকী ২০৯৬/০

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীপতি মণ্ডল সাং ... থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা ... ডিক্রীদারের সেরেস্তার সেঃ ৩৭৭ নং খতিয়ান ০১৩ শতক জমির বার্ষিক জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

(৩১)

১৩০২ বাংলা ২৯ বাকি ৩৩৬/০

ডিঃ দ্বিজবর ... দীং সাং কোতোয়ালী থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

দেঃ গিরিন্দ্রনাথ রায় দীং সাং দিগম্বরপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ১৬৪নং তৌজির অন্তর্গত থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল ২নং মৌজা দিগম্বরপুর মৌজার জোতদারগণ মালিককে ৩৭১৬/১ টাকা বার্ষিক আদায় দিয়ে থাকে। উক্ত মালিকান স্বত্বের জোতের বাগবাগিচা পুকুর ও পাড় জোতের ষোল আনা রকম স্বত্ব ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲, ৭২ নং ৪৯ ... ১০২৫ শতক জমি

(৩২)

১৩৪০ বাংলা ২৯ বাকি ৪০৬/৯

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারী থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ মৃত কদু মণ্ডলের ওয়ারেশ গোলাম মণ্ডল দীং সাং পিতাম্বরপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা পিতাম্বরপুর মধ্যে ... অধীন ১৪৪ নং খতিয়ান ১-৩৬ একর জমির বার্ষিক জমা ৯/৪ পাই ... স্বত্বাধিকারী ... বন্দোবস্ত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০৲

(৩৩)

১৪০২ বাংলা ২৯ বাকি ২৪৫/০

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ ... বিবি দীং সাং পিতাম্বরপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা পিতাম্বরপুর গ্রামে ... অধীন ১৭৮ নং খতিয়ান ২-৬৮ একর উটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০৲

(৩৪)

১৪৪১ বাংলা ২৯ বাকি ৩২৬/০

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ কটিক সেখ পেয়াদা সাং ... থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া সামিল মৌজা ... গ্রামে সেঃ ৪২০ ও ৫০ নং খতিয়ান ১০৯ একর উটবন্দী যোত জমির বার্ষিক জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ ... মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

১৪৪২ বাংলা ২৯ বাকি ১৬৬/০

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ কটিক সেখ পেয়াদা সাং ... থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

১নং লাট। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া সামিল মৌজা ... গ্রামে ২৬৩০২ তৌজীর অন্তর্গত গ্রামে সেঃ ৩৩৭ নং খতিয়ান ২-৫৫ একর জমির বার্ষিক জমা ... জোতের বর্গাদার আছে। মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৫৲

২। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া সামিল মৌজা ... গ্রামে ৩৭৩০ নং তৌজীর অন্তর্গত সেঃ ১৩৬৬ নং খতিয়ান ৮১ শতক এবং জমির বার্ষিক জমা জোতের বর্গাদার। মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৩০৲

(৩৬)

১৪৪৪ বাংলা ২৯ বাকি ৭৫।৶০

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ ... সেখ দীং সাং বড় আন্দুলিয়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

১নং লাট। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা বড় আন্দুলিয়া গ্রামে সেঃ ১৩৮ নং খতিয়ান উটবন্দী যোত জমির বার্ষিক জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৫৲

২নং লাট। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা বড় আন্দুলিয়া গ্রামে সেঃ ৮৮ নং খতিয়ান ১-২৭ একর জমির উটবন্দী বার্ষিক জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

১৪৮৫ বাংলা ২৯ বাকি ৩৪।০

ডিঃ আব্দুল ... বিশ্বাস দিং সাং ভাজনঘাট থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ ... মণ্ডল সাং ভাজনঘাট থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৭৯৯ নং তৌজি ভুক্ত থানা কৃষ্ণগঞ্জ সামিল ৬৩ নং মৌজা ভাজনঘাট গ্রামে সেঃ ১২৪ নং খতিয়ান জমির বার্ষিক জমা ৩ ... বিশিষ্ট জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৮)

১৫৫৩ বাংলা ২৯ বাকি ১০১৬/০

ডিঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা সিং, আট, ... থানা ...

জেলা নদীয়া

দেঃ ... চাঁদ মণ্ডল দিং সাং ... চন্দ্রপুর থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালি সামিল মৌজা ... গ্রামে সেঃ ৮২ নং খতিয়ান ১০-২৩ একর ৩০৬৪। ... ২০৲ টাকার মূল্য,

মার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত বর জমি আম কাঁঠালের বাগান ইত্যাদি-মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৯)

১৩৩৪ সাং মাঘাঁ ২৯ দাবি ১২৪৲

ডিঃ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী সাং বোয়ালমারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ তমেজ সেখ আলুট দিঃ সাং বাবনদিঁ থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা বাবনদাঁড় গ্রামের সেঃ ১৬১ নং খতিয়ান ৮—৩১ একর জমি উটবন্দি জমা যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৪০)

১৩৩৪ সাং মাঘ ২৯ দাবী ১২৫৸/৬

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং মাটিয়ারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ হবের সেখ গং সাং শিকড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা শিকড়া গ্রামে সেঃ ৮২নং খতিয়ান উটবন্দী জোত ৫-২০ শতক জমী যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২২৲

(৪১)

১৩০৬ সাং মাঘ ২৯ দাবি ১২০৸৬

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং মাটিয়ারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ তৈয়বালি নিয়াজী সাং শিকড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা শিকড়া গ্রামের ৪৪ শতক উটবন্দী জোত প্রচলিত ছিল। উক্ত জমার সেটেলমেন্ট আদালতে ১১৷১০ টাকা জমা নির্দ্ধিষ্ট হওয়ায় নদীয়া জজ আদালতে সেটেলমেন্ট আপীল পেণ্ডিং। খং নং ১৩০ তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪২)

১৩০৭ সাং মাঘ ২৯ দাবি ৮৫৲৬

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং মাটিয়ারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ তৈয়বালি নিয়াজি সাং শিকড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা শিকড়া গ্রামে সেঃ ৩৮ নং খতিয়ান উটবন্দি জোত ৯—৪৩ একর জমির বার্ষিক জমা ৭৸৵১০ টাকা; যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৩)

১৩০৮ সাং মাঘ ২৯ দাবি ১০২৷৶৩

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং মাটিয়ারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ মুন্সর সেখ সাং শিকড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা শিকড়া গ্রামে সেঃ ১৮৮ নং খতিয়ান ৩-৪৪ শতক যে উটবন্দী জোত প্রচলিত ছিল, সেটেলমেন্ট আদালতে তাঁহার বার্ষিক জমা ৭৷০ ধার্য্য হওয়ায় জজ আদালতে ১৯২৬।৪০৫ নং সেটেলমেন্ট আপীল চলিতেছে তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৪)

১৩০৯ সাং মাঘ ২৯ দাবি ১৬০।০

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং মাটিয়ারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ মির মানিক্তা সাং শিকড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা শিকড়া গ্রামে সেঃ ১১৯ নং খতিয়ান ৬—৬৫ শতক উটবন্দী জোত ছিল। সেটেলমেন্ট আদালতে জমির বার্ষিক জমা ১০৸৶৯ টাকা ধার্য্য হওয়ায় নদীয়া জজ আদালতে ১৯২৬।৪০৫।২ সেটেলমেন্ট আপীল পেণ্ডিং। যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৫)

১৩১০ সাং মাঘ ২৯ দাবি ১০৫৶০

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং মাটিয়ারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ কবি বিবি জৌঃ সাং শিকড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা শিকড়া গ্রামে সেঃ ২২৯ নং খতিয়ান ৪ ৫৭ শতক জমী উটবন্দী প্রচলিত ছিল। সেটেলমেন্ট আদালত হইতে বার্ষিক জমা ৯৷০৯ ধার্য্য হওয়ায় জজ আদালতে সেটেলমেন্ট আপীল ১৯২৬।৪০৫ চলিতেছে। যার আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৬)

১৩৬৬ সাং মাঘ ২৯ দাবি ৫১।৶০

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং মাটিয়ারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ সৈয়দ সেখ সাং গোবরা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া সামিল মৌজা গোবরা গ্রামে সেঃ ৩৯৬ নং খতিয়ান উটবন্দি জোত ১-৮৭ একর জমির বার্ষিক জমা যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৭)

১৩৬৬ সাং মাঘ ২৯ দাবি ৩০১৸৶৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ কেজরিয়াল সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালি জেলা নদীয়া

দেঃ হাবমার মণ্ডল দিং সাং শিবচন্দ্রপুর থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালি সামিল মৌজা মৌজাহাটি শিবচন্দ্রপুর গ্রামে সেঃ ৪৪ হইতে ৫১ পর্য্যন্ত খতিয়ান ২৩-৫৭ একর উটবন্দী জোত যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪৫৲

(৪৮)

১৩১২ সাং মাঘ ২৯ দাবি ৩০৸৶০

ডিঃ আশুতোষ চাকদার দিং সাং কলিঙ্গা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া পোঃ মহৎপুর

দেঃ মজু সেখ সাং ফোট মাসিক জা থানা চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল ৩৯নং মৌজা কলিঙ্গা গ্রামে সেঃ ২৩৩নং খতিয়ান ২-২৮ একর জমির বার্ষিক জমা ৯৷১৮ টাকা; যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আন্দাজ ২৫৲

(৪৯)

১৩০০ সাং মাঘ ২৯ দাবি ৪১৸৶০

ডিঃ শ্রীমতী আহ্লাদী দাসী সাং বারাসাত থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ চাঁদের মণ্ডল দিং সাং সোনাপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা সোনাপুর গ্রামে সেঃ ৭৮।৭৯ নং খতিয়ান ৬—৩০ একর জমির বার্ষিক জমা ১৫৸৶৫ টাকা; যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲

(৫০)

১৩০৭ সাং মাঘ ২৯ দাবি ৮৮৲৬

ডিঃ লেঃ হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই গং সাং কাছারী গোয়াড়ী থানা কোতো-য়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ কলিমদ্দী বস্তু দিং সাং আনন্দ থানা হাঁসখালি পোঃ বকসপোতা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালির সামিল মৌজা বকসপোতা গ্রামে ডিক্রীদার ।০ আনার মালিক ও ।০ আনা বদরী নারায়ণ চৌধুরী। অনুমান প্রায় কাঁঠাল কবি .৭টী প্রভৃতি মোট ১২—৪০ একর জমির বার্ষিক ১৫৲৫৯ টাকার জমা যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲

৫১

১৩১৭ সাং মাঘ ২৯ দাবী ১৮৮৸৶০

ডিঃ বীনাপাণি দাসী দিং সাং পাটুলি থানা পূর্ব্বস্থলী জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ অরবিন্দ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় গং সাং তালিমপাড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজা বীরপুর গ্রামে সেঃ ১০ নং খতিয়ান ৫ কেদগোড়া গ্রামের ৩৪৯ খতিয়ান ১১৸৶৬ টাকায় যে মধ্যস্বত্ব মৌরসী মোকররি জমা তালুক যাহা এবং যে জমার মধ্যে ডিক্রীদারগণের পূর্ব্বাধিকারীর বরাত মতে মালেকের সেরেস্তায় ১১৷৫৪ টাকার বরাত বাদে মুনাফা বাবদ ৫৷০ টাকা বাকী থাকে যার উক্ত জমার কোন আমল দখল যার আকর আওলাত বসত বাটী মূল্য আঃ ৫৲

(৫২)

১৩২৪ সাং মাঘ ২৯ দাবি ১৭৫৶০

ডিঃ অরবিন্দ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় সাং তালিমপাড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ কৈলাশ মুন্সী সাং বীরপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

থানা নাকাশীপাড়া সামিল মৌজা বীরপুর গ্রামে সেঃ ২৪ নং ১৩৩ নং খতিয়ান জমির বার্ষিক জমা ৩৪৸৶০ যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৪ ৫ বৎসর ২৫৲ ১৩৩৩৫ বৎসর ১০৲

(৫৩)

১৩২৬ সাং মাঘ ২৯ দাবি ২৬৸৶০

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং মাটিয়ারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ রাজো বিবি দিং সাং ধর্ম্মদহ আমঝুপিয়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা বড় আমঝুপিয়া গ্রামে সেঃ ৯ নং খতিয়ান ৯৪ শতক জমি যাহা উটবন্দী জোত প্রচলিত আছে উক্ত জোত যার তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১

৫৪

১৩৮২ সাং মাঘ ২৯ দাবি ৪৬৸৶৬

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারী থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ তলেমান মণ্ডল জীং সাং বাঙ্গালঝী থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা বাঙ্গালঝী মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীন সেঃ ১১১ নং খতিয়ান ৭-৬৪ একর জমির বার্ষিক জমা ১৭৸৶০ টাকার অন্যান্য শরিকগণের সহিত তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৫)

১৩৮৪ সাং মাঘ ২৯ দাবি ৩০৸৯

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ কুমারি বিবি সাং বাঙ্গালঝী থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা বাঙ্গালঝী মধ্যে রাখাল দাস সিংহ জীং এর অধীন উটবন্দী জমা সেঃ ২৭ নং খতিয়ান ৮ ২২ শতক

নাম উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০৲

(৫৬)

১৭৯০ খারেজি ২৯ দাবি ৩০৮৮০

ডিঃ কচুর্ম্মা দাসী সাং বেতারপাড়ি থানা বাদুরেয়া জেলা নদীয়া

দেঃ খাজের মণ্ডল সাং বাবলারি থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা বাবলারী মধ্যে খাখাল খাস দিঃ মৌঃ র অধীন সেঃ ১৪৮ নং খতিয়ান ৮-৫৫ একর জমি ৫টীনদি জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০৲

(৫৭)

১৮০২ খারেজি ২৯ দাবি ৮৭৭৯

ডিঃ এছমাইল মণ্ডল দীং সাং বহালডাঙ্গা থানা ইসলামী জেলা নদীয়া

দেঃ বিবিবিবি দীং সাং উলসী থানা হাসখালি পোঃ বগুলা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ থানা কৃষ্ণনগর হাসখালী সামিল ৭৮নং মৌজা নীলবেড়িয়া বাকা বাবেক ফি বিবি দী খাণী ডিক্রীদার ফিদের সেলামি ১৫৸৵০ টাকার জমার খাতি ডিস্কান মধ্যে ২৫৯ নং খতিয়ান অন্তর্গত ৫০ শতক জমি ও ১৯নং উলসী মৌজার ২৬৮নং খতিয়ানের অন্তর্গত খাতি বিভিন্ন দাগে ২-৭৮ শতক জমি মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৮)

১৮১০ খারেজি ২৯ দাবি ৮২০৸৵৮

ডিঃ কেশব চন্দ্র দত্ত দীং সাং মাজদিয়া রেল বাজার বাহাদুরী থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ গগন চন্দ্র বিশ্বাস দীং সাং খাটুরা থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ৫৮ নং মৌজা খাটুরা গ্রামে ৩৭০নং খতিয়ানের খাস এবং তাহার অধীন খং ৩৬১ নং ও ৩৬২নং হইতে ৪০৯নং খতিয়ান জমি ও ৮১নং মেদেরা মৌজার ১৩নং খতিয়ান জমি মোট ১০৭-৪৮ শতক জমীর কাত বার্ষিক ১১৭৸৵০ টাকার মধ্যে খং নির্দিষ্ট জমা অনুমান মূল্য ১০০৲

(৫৯)

১৮৩৪ মণিরাজি ২৯ দাবি ২৭৬৸৵০

ডিঃ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ধর্ম্মদহ থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ কেনারাম রায় সাং গোদাগাছি থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া সামিল গোদাগাছি গ্রামে সেঃ ৪৮১ নং খতিয়ান ১-৮৯ একর জমি দখলীয় স্বত্ব মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ জেলাদির সামীল ঐ গ্রামে সেঃ ৯০০ নং খতিয়ান ০-২৬ একর জমি, যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ জেলাদির সামিল ঐ গ্রামে সেঃ ৯৬৩ নং খতিয়ান ০-৩৯ একর জমি দখলীয় স্বত্ব মূল্য আঃ ৫৲

(৬০)

১৪৪ মণিরাজি ২৯ দাবি ১৮৩৵০

ডিঃ আবদুল আজিজ মুন্সি দিং সাং বগুলা থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

দেঃ এছলাম সর্দ্দার দিং সাং বগুলা থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালির সামিল ৬৯ নং মৌজা বগুলা গ্রামে সেঃ ৮৮ নং খতিয়ান খারিজ দখলী ১১-৮৮ একরজমির বার্ষিক জমা ১৮৵১ টাকা; যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ১০০৲

(৬১)

১৮৫৩ মণিরাজি ২৯ দাবি ১৭৮৵১

ডিঃ অরুণ বালা দেবী সাং হাতিশালা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মদন সেখ সাং হাতিশালা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল ১০৫ মৌজা হাতিশালা গ্রামে সেঃ ৬৪০নং খতিয়ান ১-৭৩ একর জমির বার্ষিক জমা প্রতিবিঘা ১৷৵ টাকা হিসাবে উটবন্দী জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ জেলাদির সামিল ঐ গ্রামে সেঃ ৭৪১ নং খতিয়ান ৩-০৬ একর জমির বার্ষিক, জমা প্রতিবিঘা ১৷০ হিসাবে উটবন্দী জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ৪৫৲

ঐ জেলাদির সামিল ঐ গ্রামে সেঃ ৪৩১ নং খতিয়ান ০ ৯০ একর জমির বার্ষিক জমা প্রতিবিঘা ১৷৩ হিসাবে উটবন্দী জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ জেলাদির সামিল ঐ গ্রামে সেঃ ৬৭৮ নং খতিয়ান ১—৭৬ একর জমির বার্ষিক জমা ১৩৷০ টাকা; যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ১৫৲

(৬২)

১৮৫৫ মণিরাজি ২৯ দাবি ১৫০৷৵০

ডিঃ কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় সাং কালোয়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ ।।নন্দ সেখ মণ্ডল দিং সাং বৈকুণ্ঠবাড়িয়া থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজা গোপালপুর গ্রামে সেঃ ৪২ নং খতিয়ান খারিজ বিভিন্ন ৫-৮১ একর জমির বার্ষিক জমা ১৫৲ টাকা, যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৩)

৩৬ মণিরাজি ৩০ দাবি ৯৯৵০

ডিঃ মনমথ ঘোষ সাং গোয়ালা কোমলপুর থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

দেঃ গোপীনাথ ঘোষ সাং গোয়ালা কোমলপুর থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া ধাঃ সাং পাখলা

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালি সামিল মৌজা গোয়ালা কোমলপুর গ্রামে সেঃ ৫০৪ নং খতিয়ান ৫-৬৪ শতক মধ্যে ২-৮১৷০ একর জমির বার্ষিক জমা ১৸০ টাকার ৷০ আট আনা বকম স্বত্ব খারিজ জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০৲

৬৪

১৩৮ মণিরাজি ৩০ দাবি ৬৬৩৵৯

ডিঃ যদু মণ্ডল সাং চৌগাছা থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ রায়েদালি বিশ্বাস দিং সাং গোয়াড়ী ও আবদেল বিশ্বাস সাং চৌগাছা থানা কৃষ্ণগঞ্জ ও নসীবিবি সাং বাক্তভাঙ্গা থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ সামিল ২৩নং মৌজা চৌগাছা গ্রামে সেঃ ৪৩নং খতিয়ান ২২ ৯৯ একর জমির বার্ষিক জমা ২৪৸৵০ টাকা; যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ জেলাদির সামিল ঐ গ্রামে ০—১০ একর আবাদ বার্ষিক জমা ৵০ আনা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ জেলাদির সামিল ঐ গ্রামে সেঃ ৯০২ নং খতিয়ান ৫-৩২ একর জমির বার্ষিক ১০৲ টাকার যে মধ্য খন্ডিয়া তাহার ৵৫=১২ তিন অংশ যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৫৲

(৬৫)

২৪০ মণিরাজি ৩০ দাবি ৪৩৭৸৵৯

ডিঃ মহম্মদ তাজিমদ্দি মণ্ডল সাং রাণাবন্ধ থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ উদ্দার বিবি সাং ঐ থানা ঐ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা রানাবন্ধ গ্রামে সেঃ ২৪ নং খতিয়ান ৪—৯৭ একর জমি যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ১০০৲

(৬৬)

২৬৬ মণিরাজি ৩০ দাবি ৫৫।৵

ডিঃ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং সাং উ দেবগ্রাম থানা দেবগ্রাম জেলা নদীয়া

দেঃ পরাণ চন্দ্র বিশ্বাস সাং শিবপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া সামিল ৮৫ নং মৌজা শিবপুর গ্রামে সেঃ ৫৬১ নং খতিয়ান ২—৭৮০ একর জমির বার্ষিক জমা ৯৵০ টাকার খারিজ বিভিন্ন দখল ৷০ আনাংশ যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০৲

(৬৭)

২৬৭ মণিরাজি ৩০ দাবি ১৫০৸৵০

ডিঃ দুলালি বালা দাসী সাং আসাননগর থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

দেঃ অভিমন্যু দুলে সাং ঐ থানা ঐ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালি সামিল ১ নং মৌজা আসাননগর গ্রামে সেঃ ১৫ নং খতিয়ান স্থিতবান চিরস্থায়ী মোকরর ২-৩৭ একর জমি উহার ।০ আনা অংশ যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে সেঃ ১৫৩ নং খতিয়ান স্থিতবান চিরস্থায়ী মোকরর ০—৬৮ একর জমি উহার ।০ আনা অংশ যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৲

৩। ঐ গ্রামে ৯৭ নং খতিয়ান ০—৮ একর জমির ।৵৯— আনা অংশ যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৲

৪। ঐ গ্রামে সেঃ ৫৬৩ নং খতিয়ান ০—১৯ একর জমির বার্ষিক জমা ২৸০ ও সেস ৫১৮ গণ্ডার ।৵৯— অংশ যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৲

৫। ঐ গ্রামে সেঃ ৩১০ নং খতিয়ান ০—৪১ একর জমির বার্ষিক জমা ১৷৮ টাকা; কোর্ফা জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৲

৬। ঐ গ্রামে সেঃ ৬২২নং খতিয়ান ০-১১ একর জমির বার্ষিক জমা ৸৵৪ টাকা, কোর্ফা জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৲

৭। ঐ গ্রামে সেঃ ১২৯৯নং খতিয়ান ০-৫০ একর জমির বার্ষিক জমা ১৷৯ টাকা কোর্ফা জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৲

৮। ঐ গ্রামে সেঃ ৪৭১ নং খতিয়ান ১—২২ একর জমির বার্ষিক জমা ৪৸৫ টাকা; কোর্ফা জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৲

৯। ঐ গ্রামে সেঃ ৫১৫ নং খতিয়ান ০—২০ একর জমির বার্ষিক জমা ১৷৮ টাকা কোর্ফা জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৲

১০। ঐ গ্রামে সেঃ ৫১৯ নং খতিয়ান ০-৫৭ একর জমির বার্ষিক জমা ২৷০ টাকা; কোর্ফা জমা যার উপরিলিখিত আবর আন্দাজ মূল্য আঃ ২৲

১১। ঐ গ্রামে সেঃ ৮০০নং খতিয়ান ০.১৯ একর জমির বার্ষিক জমা ৩৶৭ টাকা ; রায়তি মোকররী জমা যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

১২। ঐ গ্রামে সেঃ ৫৬২নং খতিয়ান ৩.৩২ একর জমির বার্ষিক জমা লাল ১।০ টাকা পতিন ৮৵০ টাকা আমন /০ রায়তি স্থিতিবান জমা যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

১৩। ঐ গ্রামে সেঃ ৫৬৩নং খতিয়ান ০.০২ একর জমির বার্ষিক জমা ১৮ টাকা ; যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲

১৪। ঐ গ্রামে সেঃ ৫৬৪ নং খতিয়ান ০—০৭ একর জমির বার্ষিক জমা লাল ১।৹ টাকা পতিন ৮৵০ টাকা আমন /০ যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

১৫। জেলা নদীয়া হাঁসখালির সামিল ৭০৫ মৌজা তকরপোতা গ্রামে সেঃ ৮১০ নং খতিয়ান ০—৯০ একর জমির বার্ষিক জমা ৩৲ টাকা ; কোর্ফা জমা যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

১৬। জেলা নদীয়া থানা ঐ সামিল ১ নং মৌজা আশানন্দপুর গ্রামে সেঃ ১৬৭ নং খতিয়ান -৪০ একর জমির বার্ষিক জমা লাল ১।০ টাকা যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲

১৭। ঐ গ্রামে সেঃ ৫৬১ নং খতিয়ান ২—২৮ একর জমির বার্ষিক জমা ১৩৶৩ রায়তি মোকররী জমার ।০ আনাংশ টাকা যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৬৮)

২৭৩ মণিজারি ৩০ দাবি ১১৬৬৯

ডিঃ অধর চন্দ্র বিশ্বাস সাং রাণাবন্দ থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ হাজারী বিবি দিং সাং রাণাবন্দ থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল মৌজা রাণাবন্দ গ্রামে সেঃ ১১৯।৩১১ নং খতিয়ান ৩.৯৩ একর জমির বার্ষিক জমা ১০।১৯৷ টাকা যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৯)

২৭৫ মণিজারি ৩০ দাবি ৯৬।৯

ডিঃ এবাদালি বিশ্বাস সাং ঘুগরা-গাছি থানা হাসখালি জেলা নদীয়া

দেঃ হায়েরা খাতুন বিবি সাং গাড়া-পোতা থানা হাসখালি জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাসখালি সামিল মৌজা গাড়াপোতা গ্রামে সেঃ ১০৮নং খতিয়ান ২৯.৩৮ একর জমির বার্ষিক জমা ৩০৶৮ রায়তি স্থিতি-বান জমা যাহা তহুপরিস্থিত আকর আও-লাত তন্মধ্যে দেনদার বুদ্ধ পাঁচু মণ্ডলের ৶৫১ তিন অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে সেঃ ১২১ নং খতিয়ান ২-৩২ একর জমির বার্ষিক জমা ৮৵০ টাকা ; তন্মধ্যে বুদ্ধ পাঁচু মণ্ডলের ৶৪ আনাংশ যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫

৩। ঐ গ্রামে সেঃ ১২৮ খতিয়ান ৩—৬১ একর জমির বার্ষিক জমা ৭৸৶৯ টাকা ; যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত তন্মধ্যে বুদ্ধ পাঁচু মণ্ডলের ।৫।— কাক অংশ মূল্য আঃ ২০৲

৪। ঐ গ্রামে সেঃ ১১৫ নং খতিয়ান ৩—৬১ একর জমির বার্ষিক জমা ২৫৷৶১৫৸ টাকা ; যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত তন্মধ্যে দেনদারের ৵৮ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৭০)

২৭৬ মণিজারি ৩০ দাবি ৪৪৪৮৯

ডিঃ মুনসী আব্বাস আলি বিশ্বাস সাং কলিকাতা

দেঃ গুইয়াদিন সরদার সাং হাটখোলা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া সামিল ২১ নং মৌজা হাটখোলা নফরচন্দ্র পালচৌধুরী জোতজমার ৫৯ নং খতিয়ান ১০৯৲ টাকার যে রায়তী স্থিতিবান জমা প্রচলিত আছে উক্ত জমার দেনদারগণের ৶০ আনা রকম অংশে ১৫ একর ১৯ শতক জমীর কাং বার্ষিক ১৩৸৶ হারে বাকি জমা যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত ও অধীনস্থ প্রজার ৫০।৫১ খতিয়ান ১২১-৫০ একর জমি যাহা স্বত্ব সমেত হরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ২৫০৲

(৭১)

৩৮৪ মণিজারি ৩০ দাবি ১৪।৶০

ডিঃ মোহর মণ্ডল দীং সাং গোপুরা-পোতা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ এনায়েত খাঁ সাং গোপুরাপোতা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

১ নং লাট। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল ৩০ নং মৌজা গোপুরাপোতা গ্রামে জমীদার ফকির চাঁদ খাঁর অধীন সেঃ ১৭২ নং খতিয়ান ৩৯ শতক জমির বার্ষিক জমা ৩৲ ইহাতে দেনদারগণের এক তৃতীয় অংশ যাহা তহুপরিস্থিত ও বাড় বাঁশ সব-বস্তু হকুকের মূল্য ২০৲

২। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল ৩০ নং মৌজা গোপুরা-পোতা জমীদার গোলাবাম সিংহ রায় দীং অধীনে ২৮৭ নং খতিয়ান ০৩৯ শতক জমির বার্ষিক জমা ৩/৬ ইহাতে দেনদারের একতৃতীয়াংশ যাহা তহুপরিস্থিত যাবদি হরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ১০৲

৩নং লাট। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণ-নগর থানা চাপড়ার সামিল ৩০নং মৌজা গোপুরাপোতা গ্রামে জমীদার কানাই-লাল সিংহ দীগর অধীন সেঃ ৩৭ নং খতিয়ান ১—২৫ একর জমির বার্ষিক জমা বিঘা-প্রতি ১।০ উক্ত জমীর দেনদারের ষোল আনা রকম হিস্যা হকুক যাহা তহুপরি-স্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

৪নং লাট। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল ৩০নং মৌজা গোপুরাপোতা গ্রামে বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী দীগর অধীন ৫৫৬ নং খতিয়ান ৫২ শতক জমির বার্ষিক জমা প্রতি বিঘা ১।০ উক্ত জমীতে দেনদারের ষোল আনা রকম অংশ হরবস্তু হকুক যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৭২)

৪০০ মণিজারি ৩০ দাবি ৫৫০।

ডিঃ এনাৎ বসাদার সাং বৈরবচন্দ্রপুর থানা হাসখালি জেলা নদীয়া

দেঃ কোরবানী মণ্ডল নাং আয়েনা খাতুন ও কায়েনা খাতুন নাং পক্ষে গণেশ বাবু ও চন্দ্র বিশ্বাস উকীল হাং সাং গোপালপুর থানা কোতয়ালী

১। জেলা নদীয়া থানা হাসখালির সামিল ২৮৫১ নং তৌজিভুক্ত ৩৯নং ও বিষ্ণুপুর মৌজার ৩৮৪ খতিয়ান শিব-কুমারী দেবীর সেঃ ২৫৶৯ টাকার যে জমা তাহাতে দেনদারগণের ৶৪ সাংশ অংশ -৮৭ একর ও ঐ জমার অন্তর্গত ৮৪৬ তৌজিভুক্ত ৩৮৪ খতিয়ান ২১ একর জমি মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার অধীন ৩৩নং মৌজা গ্রামে ৮৪৬ তৌজিভুক্ত ৪৫১ খং অখিল মন্মথ চৌধুরী সেঃ ৩৩৸/৩ পাই যে বিশালাক্ষী নামে জমা তাহার ।০ অংশ জমি ২-৩৭ ও ১৪৪৪ খতিয়ান ১-৭৭ একর জমি যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৬০৲

৩। ঐ জেলা ঐ থানা ৯২নং কালী পাড়া মৌজার মং মন্মথ পালের অখিল ১০৸/৩ পাই টাকার যে জমা বেনাকালী নামে তাহার ।০ অংশ জমি ৪২৭ খতিয়ান -২০ একর গোবিন্দপুর গ্রামে ৯২ খতিয়ান -৩৫ একর ঐ মৌজায় ৭০ খতিয়ান -২৫ একর মূল্য আঃ ৮০৲

(৭৩)

৩৭ মণিজারি ৩০ দাবি [illegible]

ডিঃ অন্নদা চরণ রায় মোং হাসখালি থানা হাসখালি জেলা নদীয়া

দেঃ নাচন মণ্ডল সাং পার্বতীপাটী থানা হাসখালি মোং মদনা

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাসখালি সামিল মৌজা পার্বতী-পাটী গ্রামে সেঃ ৩৮৮ নং খতিয়ান [illegible] ১২ একর জমির বার্ষিক জমা ৵৭ টাকা ; যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ পার্বতীপাটী গ্রামে সেঃ ১৮৭।৩৮৫ নং খতিয়ান ১.৪০ জমির বার্ষিক জমা ১০।০ টাকা ; যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭০৲

(৭৪)

১২৩ মণিজারি ৩০ দাবি ১৩১./৬

ডিঃ নরপতি বিশ্বাস সাং কাটাপোলা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ রহমালি বিশ্বাস সাং রাজিব-পুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা রাজিবপুর গ্রামে সেঃ ১৭৫ নং খতিয়ান অধীন যাহা অন্নপূর্ণা দাসী দীগর অধীন দেনদারের নামে পত্তনি আছে তন্মধ্যে ৮১৮.৮৭৮।২৫৪ দাগে ২-৭৩ একর জমির বার্ষিক জমা ২০৸৶১৫০ টাকা ; যাহা তহুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৭৫)

১৫১ রেগুলার ২৯ দাবি ৭৭./৯

ডিঃ কালিপদ বিশ্বাস সাং বহুলার থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দীং সাং চণ্ডীপুর থানা নাকাশীপাড়া পোঃ বেথুয়া-ডহরী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজা চণ্ডীপুর গ্রামে বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী দীং অধীন গ্রামে সেঃ ১০ ও ৩১০ নং খতিয়ান ৮—৬১ একর জমির বার্ষিক জমা বিঘাপ্রতি ১৲ হিসাবে ২৪৲ টাকা উক্ত জমীর ষোল আনা হরবস্তু হকুক মূল্য আঃ ২০০৲

(৭৬)

১৬৭৬ মণিজারি ২৯ দাবি ৪৩১৮৬

ডিঃ নিবারণ দত্ত দিং সাং বহিরগাছি থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ তারকচন্দ্র দে সাং বহিরগাছি থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার সামিল [illegible] ঐ গ্রামের বাজার মধ্যে সদর রাস্তার দক্ষিণ [illegible] দোকানের কোঠা [illegible] [illegible] পূর্ব নিবারণ মণ্ডলের হরণ [illegible] উত্তর এই চৌহদ্দির মধ্যে [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাহা [illegible] মূল্য আঃ ২৫৲

২। [illegible] উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] দোকানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পশ্চিম ।৭ খাট বাহা আং জমা ।৶
অন্তর্বিত্ত ৪ ম বহ ৬ ...। আইনপাড়
১টা ছত্রাদি আকর আওলাত ২৫ মূল্য
আঃ ২৫৲

(১৭)

১৪।০ বাং আঃ ... দাবি ১০৶

ডিঃ নবকান্ত পালচৌধুরী সাং পাটুলী থানা হাঁসখালী জেলা নদীয়া

দেঃ ... থানা ...

জেলা নদীয়া থানা ... কৃষ্ণনগর চাপড়া সাবেক ... গ্রামে ৪০২ খতিয়ান ... একর জমির মধ্যে পরিমিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

৩৫৪ খাজানা দাবি ২৪৪৫৩

ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাং বৈচি থানা পাণ্ডুয়া জেলা হুগলি

দেঃ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সাং ছোট কালোয়া থানা নাকাশিপাড়া জেঃ নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া পরগণে পলাশির অন্তর্গত ৪৩১ নং মৌজার সামিল মৌজে পঠী কালোয়া গ্রামে যায় জলকর আদিমত বার্ষিক ৫২৲ টাকার দর পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

১ম মুন্সেফি আদালত
পরিশিষ্ট

(১১)

১৮২ খাজানা ৩০ দাবি ৫৭।৶৩

ডিঃ নিশানচন্দ্র মিত্র সাং বেলপুকুর থানা কোতোয়ালী

দেঃ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মিং সাং হালালডাঙ্গা থানা কোতয়ালি

১। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি মৌজা হালাডাঙ্গা চৌগাছা গ্রামে সাং... ... মিং ... অধীনে ৪৫ খতিয়ান ৪০৮২ একর জমি রাযতি দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট জমা ৮।৶০ ইহার উক্ত জমী যায় অন্তর্ভুক্ত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় অন্নপূর্ণা দাসী মিং ৫৬ খতিয়ান ১০২৭ একর জমি রায়তি স্থিতিবান জমা ৬৸/১০ যায় অন্তর্ভুক্ত আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় উক্ত জমীদার সরকারে ৪৬১ খতিয়ান ২ শঃ জমী দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট জমা ৫৲ নিরিখ দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২৲

৪। ঐ জেলা থানা কোতয়ালী ৪১ বনগ্রাম গ্রামে অন্নপূর্ণা দাসীর অধীনে ১৫ খতিয়ান ১০৪৭ একর জমি ৮।৬ পাই টাকার যে রায়তি স্থিতিবান জমা যায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজার ঐ জমীদার সরকারে ১৬ খতিয়ান ১০৭০ শঃ জমী নাল ১।৬ ও আনা ৴০ বিঘে ৶ নিরিখে দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট যে জমা আছে তাহার আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

৬৮১ খাজানা ৩০ দাবি ৫৯।৶০

ডিঃ দুর্গাদাস সরকার সাং রাধানগাছি থানা কোতয়ালী

দেঃ এসমাইল সেখ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী

১। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর গ্রামে ৫৬ খতিয়ান ১৪ শঃ জমী নৃসিংহ পালচৌধুরী অধীনের ১৲ জমার রায়তি স্থিতিবান তাহাতে দেনদারের ।৶০ আনা অংশে যায় আকর আওলাত সমেত খড়চাপর ২খানা মূল্য আঃ ৫৲

সবজজ আদালত

(১)

২৫ খাজানা ৩০ দাবি ২৮০৭।৶০

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানি মোং মুখি আর মুখি থানা মেহেরপুর নদীয়া

দেঃ গায়ত্রী সুন্দরী দাসী সাং ভবানীপুর থানা মেহেরপুর নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা মেহেরপুরের সামিল শিবপুর ও ভবানীপুরের মৌজার জিজ্ঞাসাগণের অধীনে দেনদারগণের যে ১০৫০৲ টাকার দরপত্তনী জমি আছে তাহার দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০০৲

(২)

১১ খেলাফি ২৯ দাবি ৬৫৭১৲

ডিঃ সতী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মিং সাং মধুকাটী থানা ঝিনাইদহ জেলা যশোহর

দেঃ গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাং ঐ থানা ঐ জেলা ঐ

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৩৮ তৌজিভুক্ত থানা আলমডাঙ্গার অধীন মৌজে মৌলভীপাড়ি, গোল বাড়ি, চর খড়ি পাইক পাড়া, বাড়াদি, মুকুন্দপুর গ্রাম বাদের ।৶০ আনা বার্ষিক ১২৮৯৲ টাকার পত্তনী জমা গোয়াড়ীর মথুর মুখোপাধ্যায় মিং ইটালী মেহেরপুর নিবাসী শৌ বাতাস মুখোপাধ্যায় মিং মোং দেনা ও জমা মৌল আনা বকমের ।৶১০ আনা যায় আকর আওলাত প্রজা পুষ্করিণী মূল্য আঃ ২০০৲

২। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৪১ নং থানা জীবননগর অধীন তরফপুরা রাইপুরের ও মৌজে গোবিন্দ পাড়া, চাকলা পাড়া, পাতা বালিয়াডেঙ্গা দফর ।১৭। অংশের /১৫ অংশের মালিক জমর কালী প্রেমি অধীন ১৮৭।০ জমা ও ৶৭। অংশে প্রসন্ন দাসী দেবীর অধীন ৩৩৫৲ জমা তাহার দফর মোল আনার ।৶৩ যায় আকর আওলাত প্রজা পুষ্করিণী চাউ, বাজার দরবস্ত হুকুক দেনদারের অংশে মূল্য আঃ ২০০৲

(৩)

৭ খেলাফি ৩০ দাবি ১১৫৭৩৸/০

ডিঃ কুষ্টিয়া লোন অফিস লিঃ মোং চেঃ কুষ্টিয়া জেঃ নদীয়া

দেঃ ১। যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মিং সাং তোলাডাঙ্গা ষ্টেঃ পাংশী নদীয়া ২। শশিমুখী দাসী সাং দাড়িয়াপুর মোং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

১। জেলা নদীয়া থানা পাংশীর অধীন ৭২ মৌজে তোলাডাঙ্গা গ্রামে নৃসিংহ সেনের সরকারি ১৮৩।১৮২।১৮৪।১৮৫—২০৯ ও ২১১—২১৫ ও ২১৭—২২৭ ও ২২৮নং খং ৮০০০ শঃ ও ঐ থানার ৬১নং মৌজা কৃষ্ণবাটীডাঙ্গা গ্রামে ১২৮-১০৫ খতিয়ান ১১-৩৪ শঃ জমির খাজনা জমা ২১২৶৬ পাই টাকার জমায় দেনদারগণের ৷৶০ পাই অংশ উহার যায় আকর আওলাত ও প্রজাই স্বত্ব দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫০০৲

চৌহদ্দি—বিস্তর ইমারত ১টী, ১ তালাওয়ার ৩টী, খঃ ঘর ৩খান, টিঃ ঘর ১খান গোলাঘর ৩টী যায় সাজসরঞ্জাম, পুকুর, পাকা প্রাচীর ঐ বাটীর মধ্যে আম লিচুর বাগান যায় চৌবাচ্চা পাটের কল।

২। ঐ জেলা ঐ থানা অধীন ৬৩নং মৌজা মোল টাকা গ্রামে শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরকারে ৫৩০।১৩নং খং ও ৬৪নং মৌজা মহারাবাড়িয়া গ্রামে ৪২৫নং ৬০০৫ মৌজা কুটিক যেপাগ্রামে ৩০৯ খং ৩০৲ টাকার যে মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা, উক্ত জমায় প্রজাইস্বত্ব যায় আকর আওলাত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ২০০৲

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে রেক্সিন মলাটে বাঁধাই

অলংকৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাধারণ বাঙ্গালার বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সকল গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু ...বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক (?)

চতুর্থ সংস্করণ

কাপড়ে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

আবাঁধা ১৷০ দেড় টাকা

... ... সংস্কৃত ... ও বাংলা ... ... হইয়াছে। ... ... প্রকাশিত হইয়াছে। ... ... ইত্যাদি বিষয় ...সারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তি ও ...তে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত ... না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-ধামের। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ - প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—... কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে ... ... ডবল ক্রাউন ... প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ... ... —শ্রীনব-দ্বীপধাম ... ... কি প্রকার ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা ...তি আনা।

আম্নায়সূত্র

৷৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি ...গণের সেই সকল তথ্য বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ...বলের অনুকূল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সুন্দরভাবে ...ত হইয়াছে। ... তাহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট, ... ও উপদেশ বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵৹ আনা

যেই ও মনের চেষ্টা আনন্দের নৃত্য— তাহা যখন উদ্ বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র ... শ্রীভগবানের ... ইহার কোন ... প্রার্থনা ... এবং শ্রীভগবানে ... ... প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি ... প্রার্থনা ও ... সম্বলিত গান। ... সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵৹ এক আনা

শোকশাতন—৵৹, নবদ্বীপশতক—৵৹

অর্থপঞ্চক—৵৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১৹

আমরা ... ... পুনঃপুনঃ যে ... কল্যাণ ... এবং ... কল্যাণ ... কাম, তিনি যে ... কল্যাণ প্রদানে ... এবং কোন্ ... কল্যাণ ... এবং ... আমরা সেই ... ... এই সকল ... ... এই ... বাস্তবিক কল্যাণের ... ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... টীকাকারের জীবনী, শ্লোক ... বিষয়সূচি ... ও প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট ... বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। ... বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (...)

... ... বৈষ্ণবগণের ... ... শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ... বৈষ্ণব ... ... প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৸৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ... ... প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ... ... পুস্তক আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামি সঙ্কলিত

সৎক্রিয়াসারদীপিকা (?)

ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

জেবীকৃত

মদন মঞ্জরী

... ... সকল ... বিশেষ উপকার হয়। বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ... বড়ি ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব ... ..."

... ... করিয়া ... করে। মূল্য ... ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

... ... করিতে ... ... মূল্য ... বড়ি ১৲ এক টাকা।

... ... কোম্পানী

... ... রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ... ... আমলা তৈল

... ...

... ...

... ... ক্রয় করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম লেখা ... ... করিবেন। ... ...

—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

... ...

... ...

... ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিশুদ্ধ শিক্ষার [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, [illegible], বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি তাঁহারা [illegible] উপায়ে [illegible] নষ্ট করিয়া আগে মরা মরা হইয়াছেন [illegible] নানা প্রকার [illegible], প্রমেহ, বাতুলোন্মাদ, [illegible] দুর্বলতা, [illegible], পাণ্ডু, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, [illegible], সূতিকা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার [illegible] ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, [illegible] প্রমাণ [illegible] পাওয়া যাইতেছে। [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া [illegible] হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ডাকমাশুল [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার
ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, [illegible]সূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] অক্ষরে [illegible], [illegible] আকারে [illegible] কাগজে ছাপা
ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)
(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা
উৎকৃষ্ট [illegible] ও আয়ুর্বেদশাস্ত্র [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা
উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা
ইহা সেবনে [illegible], শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অসাধারণ [illegible]।

অবলাবান্ধব যোগ
প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও [illegible] রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] নব-আবিষ্কৃত [illegible] নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible], [illegible] সেক্রেটারী, [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, [illegible] প্রভৃতি [illegible] এই কোম্পানীর কার্য্য [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় [illegible] সকলপ্রকার ছাপার কাজ বিশ্বস্ত [illegible] সহিত [illegible] চলিতেছে
[illegible] জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] [illegible] হইতে [illegible] এম. এ. [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা /৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৪৬।৪১ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৭, ২৯শে এপ্রিল ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৬
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য
৫। ভজনরহস্য
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষ্য ১০
৯। মুক্তাফলটীকা বোপদেবঃ সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (আবাঁধা) ।০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸১
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-নির্ব্বাপন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা খণ্ড
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্গলাষ্টক ও মনঃশিক্ষা স্তোত্র ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও কল্পতরু ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৵০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জুষা সংবাদ ।০
৩২। গোদ্রুমকল্পতরু ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (নিতাই বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাক্তন (লাহোর কলেজের অধ্যাপক) কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) বরোকো বাঁধা ১।০ ভিঃপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

ভক্তজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
জ্ঞানীজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
জ্ঞানফলে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible] নহেন।
[illegible] মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার সেবনই অমঙ্গল প্রসূ।
গৌরের সাধনায় কৃষ্ণভক্তি হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি নাই।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

১০ম খণ্ড হইতে নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৸০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷০।

[illegible] ১২৲, অগ্রিম [illegible] দিলে ৮৲।

[illegible] একাদশ খণ্ড ছাপা হইতেছে।

'গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, [illegible]।

২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী ঠাকুর—[illegible]নগর, [illegible]।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—১৯নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।

৪। [illegible] এন জি, মুখার্জ্জি—এম, এম, [illegible], কানপুর।

৫। [illegible] কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—[illegible], নদীয়া।

৬। [illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রীবিনোদ[illegible] দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ [illegible], ২৪ পরগণা।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, বারবার।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভাগবত-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অত্যলমাত্র।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, সাধারণ	৷৹
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) সাধারণ	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু সাধারণ	৵০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	।০
শ্রীভাবলী পরিচয়	১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—সাধারণ	৴০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রা[প্তব্য]।

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—[illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।

৪। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকিলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিপাড়া, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, —১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড, নিউদিল্লি

অন্যথা না হবে [illegible] পুরুষোত্তম [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪।১৫ই বৈশাখ সোম মঙ্গলবার—১৩৩৭

সুখের চেষ্টাই দুঃখ

কর্মময় বিশ্বে সকলেই কর্মরত। কর্ম-কর্তার কর্মাচরণের দোষগুণে কৃতকর্মসমূহ সুখ ও দুঃখরূপ ফল প্রদান করে। কিন্তু কর্মিসকল সে বিষয়ে উদাসীন হইয়া দুঃখ দূর করিয়া কেবলমাত্র সুখের জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সুখাপ্তির চেষ্টা শুধু মানবে নহে,—মানব-শ্রেষ্ঠ দেবতাদের এবং মানবেতর প্রাণি-সমূহেও সমভাবে দৃষ্ট হয়। সারা বিশ্বে এই সুখ-সাধনের প্রচেষ্টা-প্রবাহ পরিলক্ষিত হইলেও সুখের পরিবর্তে একমাত্র দুঃখ-প্রাপ্তিই ফলস্বরূপে লাভ হইয়া থাকে।

সুখ কি? বিচার করিলে দেখা যায় যে, উহা "আকাশ-কুসুম" শব্দের ন্যায় সত্তাবিহীন শব্দমাত্রে পর্যবসিত। কেন না জীব যখন কোন কর্মে সুখের কল্পনা করিতে থাকে, ততক্ষণই সুখলেশায় সুখের স্বপ্ন দেখিতে থাকে, কিন্তু যেই মাত্র সুখ-প্রাপ্তির জন্য সুখোদ্দেশক কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার ভাগ্যে দুঃখ সংযোগ হইতে আরম্ভ করে।

যে দেহের জন্য জীব ভোগকামনা করে, সেই দেহই ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য এবং শৃগাল কুক্কুরাদির ভোজ্য।

দেহের যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন সেই দেহ হইতে ভিন্ন পুত্রাদি, ধন, জন, রাজ্য, অমাত্য, সুহৃৎ ও আত্মীয় প্রভৃতি আসক্তির বিষয়সকল যে অনিত্য, তাহাতে আর বক্তব্য কি?

অতএব যে দেহকে কেন্দ্র করিয়া যে দেহ ও দৈহিক জনগণের জন্য সুখের সন্ধানে আমরা ব্যস্ত হই, সেই দেহ ও জন-গণের যখন স্থিরতা নাই, তখন তাদের সুখের কথা আর কি বলিব?

তাই শাস্ত্র বলেন—সুখের চেষ্টাই দুঃখ।

সুদর্শন-সনাতন-কথা

জগতে আদর্শ-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যভিচারের সূত্রপাত হয়—ইতিহাসের এই চিরন্তন সাক্ষ্য। একদিকে সত্যের প্রকাশ আর অন্যদিকে অসত্যের পরিবেশ। আসলের কাটতির সঙ্গেই বাজারে নকলের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

জড় দর্শন, জড় কাব্য জীবকে বন্ধনে আবদ্ধ রেখে পশুত্বের উপযোগী ক'রে তোলে। শ্রেয়ঃ যে, সকল ক্ষেত্রে প্রেয়ঃ নয় এ কথা স্মরণ রাখা উচিত। প্রেয়ঃ—আপাত সুখকর আর শ্রেয়ঃ—নিত্য সুখকর।

শ্রীভগবানের চন্দ্রায় বহিরঙ্গা প্রধান প্রকৃতি-জাত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হ'তে স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনের উদ্ভব হয়, সুতরাং দেহ ও মন জড়েরই বিকাশ মাত্র। চেতনময় আত্মা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু।

দেহের ক্ষুধা আর মনের ক্ষুধা ভোগের মাধ্যমেই প্রকাশ করে। আত্মার ক্ষুধা শ্রীভগবানের সেবা-পরায়ণতা—সেখানে ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ-প্রচেষ্টা থাকে না।

বাস্তব সত্য আর মানুষের সৃষ্ট সত্য সম-শ্রেণীর বস্তু নয়। একটী বস্তু, আর অপরটী কল্পনা—একটী কায়া, অপরটী ছায়া। জগতের সকল প্রচারকই আপনাকে সত্যের একমাত্র অবতার ব'লে পরিচয় দেন, কিন্তু সকল দৃষ্টিই কি ঠিক সমান দেখে? সদ্গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা ব্যক্তিই নিরপেক্ষভাবে বাস্তব সত্যের প্রচারক।

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

বিষয়িগণ বিষয়ভোগেই লিপ্ত, আর নির্বিষয় মহাভাগবতগণ এবং তদনুগত ভক্তগণ বিষয়মুক্তের,—শুধু বিষয় কেন, সকল বস্তুর প্রকৃতরূপ শ্রীভগবানের সেবা-নিরত। বিষয়ী, বিষয়ভোগস্পৃহা ত্যাগ না করিয়া ভক্ত-ভগবানের আবির্ভাব অথবা লীলাস্থলীতে গমনের অভিনয় করিলেও বিষয়ভোগে বিরত নহে, আর নির্বিষয় ভাগবত বিষ্ণুজনগণ যেখানে থাকুন না কেন, বিষ্ণুক্ষেত্রে বাস করিয়া বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ।

প্রয়াগ তীর্থে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রকাশ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপানুগগোস্বামীর আনুগত্য মঠ বা মন্দির প্রকাশের জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুদেব কি ভাবে শ্রীভগবানের নিত্য সেবার নিয়ম উহা কুসংস্কার-নিমগ্নজনগণের নিকট সুপ্রচার করিয়া বিষয়-জঞ্জাল পানের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য কর্ম করে শ্রীচৈতন্যশিক্ষাসুধা পাঠ হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী মধ্যপ্রদেশ নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীরায় রামানন্দের কথা আলোচনা করিয়াছেন। বহু সজ্জন নিমন্ত্রিতভাবে সমাগত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তিভাবাপন্ন শ্রবণে পরম চমৎকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন। সকলেই শ্রীচৈতন্যচরিত বিশেষতঃ চৈতন্যপার্ষদগণের চরিত্র শ্রবণ করিয়া প্রভুপাদের প্রতি অলৌকিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়াছেন। বক্তৃতার সারাংশ পরে প্রকাশিত করিবার আশা রহিল।

আচার্য্যের কৃপা

(পূর্ব প্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর)

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল)

তুমি ভুক্ত-পাঠকের কথায় কোন সারবত্তা নাই বলিয়াছ। দেখ, শ্রীভগবানের কথা এ জগতের অতীত বস্তুর মত নয়, ভগবৎ কথা হচ্ছে বৈকুণ্ঠের কথা, সেখানে মায়ার কোন ব্যবধান নাই। ভক্তের মুখেই শ্রীভগবানের কথা কীর্তিত হয়। যেখানে বিষয়বুদ্ধি আছে, সেখানে কীর্তন কোন সম্পর্ক নাই। ভক্ত কাহারও নিকট কিছু আশা করেন না, ভজন করে তিনি ডাক করেন কিন্তু 'স্বয়ং আশীষ অন্যপেক্ষ্য ন সন্তু ন দৈ নিষ্কিঞ্চন' এই ভাগবতীয় বচন-অনুসারে যিনি ভগবৎ বিষয়ে কিছু আশা করেন, তিনি ভক্ত নন, তিনি বণিক্মাত্র। তুমি আরও শুনিয়াছ ভগবান্ কি বলেছেন—'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।' আমার ভক্ত যেখানে আমার গুণগান করেন, আমি সেখানে আছি—এইটী শ্রীভগবানের উক্তি। সেইজন্য ভুক্ত-পাঠকের বক্তৃতায় কোনরূপ লাভ দেখিতে পাও না। ভগবানের কথা কীর্তন করবার তিনিই অধিকারী, যিনি স্বয়ং পরমভাগবত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলিয়াছেন, 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে। চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥' আমরা মনে করি সর্বের পরি ভাগবত-জ্ঞান লাভ করিব, তা'র চিন্তা না ক'রে ভক্তবৃত্তি প্রচার করিব। তুমি একস্থানে বলিয়াছ যে তোমরা ও তোমাদের দেবতা কলিকাতে ডাক্তারিয়া মঠের দ্বারা ভক্তি প্রচার করিয়া থাক। সে-জন্য তাই এত কথা লিখিতে হইল। সেই জন্য সাধারণের ধারণা আছে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথাগুলি সবই উল্টা এবং বহু বিপ্রলব্ধ।

তুমি কাণ্ডারী পাঠকের "সর্বধর্ম-কাম-মোক্ষ" এর চতুর্বর্গ প্রার্থনা শুনিয়াছ অথবা এর কাছের ধার ক! উপার্জন এবং সেই পাপে বাস বসিবার করিলে মোক্ষ লাভ হয় না,—এই সকল কথাগুলি বিপ্রলিপ্সা বা আত্মবঞ্চনামাত্র। ভাই, কেউ কোন দিন নিজেদের পরিতৃপ্ত লাভ করতে পেরেছে কি? তা'হলে শাস্ত্র ত মিথ্যা হ'য়ে যায়। কামক্রোধাদি উপভোগের শান্তি। রবিবা কৃষ্ণবৈমুখ্য দূর করিবার ইচ্ছা অর্জিতে মুমুক্ষার আর অর্থ নিরাপদের চেষ্টায় রত কাল কেবলই ধারণা করিবার দুর্লভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব ভাই, ঐরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যার বাজার লইয়া স্বার্থবাদীদের অনুগামী হওয়া অনুচিত উচিত নয়। আরও অনেক কথা তোমাকে বলিবার ছিল, কিন্তু তোমার বৈরাচুরি জন্যে এখন বলোনা তাই হলনা। আশা করি, তুমি শ্রীগৌরীয় কথা কিছু কিছু শ্রবণ ক'রো এবং আত্মমঙ্গলের জন্য চেষ্টান্বিত হবে।

চয়ন

গত ২৮শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৩৬ সালের 'জ্যোতিরঙ্গ' শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হল,—

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা

পরলোকগত স্বর্গীয় 'এডুকেশন গেজেট'এর সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তৎপরে তাঁহার পুত্র বাবু মুকুন্দদেব মহাশয় সাধারণের দেশসম্মানিত মাণিক্য বাহাদুর এবং স্বর্গীয় ও রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ সভার সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত বিশ্বম্ভর মিত্র বাহাদুর ডি কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাহাদুর সি আর এই সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন—স্বর্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধানতম বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, বি, এল শ্রীযুক্ত কাঞ্চনগৃহ। এই সভার সভাপতিত্ব ছিলেন—মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়। বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপের গোস্বামী ও পণ্ডিতমণ্ডলী এবং বঙ্গের বহু সজ্জন এই সভার সভাপদে বৃত ছিলেন। ... সভার বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা,

সৈনিক পত্রীয়-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেজ পরিচালক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এখন সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন এরূপ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

দাম ও প্রাপ্তি
শিশি ১০ আনা, ডজন ৵
ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, কমল, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাপুষ্পাদি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা প্রকৃষ্টরূপে ... উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে শারীরিক দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

অধিকন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত রক্ত, কঠিন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অর্শ, বাধক, স্নায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অবসাদ, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ স্নিগ্ধ শান্তিকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, ... যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় ঠকিবেন। দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। অসৎ ব্যবসায়ীদের বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ও ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

কাগজে বাঁধা ১৷৹ দেড়টাকা

মানবের প্রত্যেক ... কর্ত্তব্য ... নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ... সনাতন ... দেহ, মন ও আত্মার ... কি? ... ইত্যাদি বিষয় ... এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, ধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন ... উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৸৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি ... যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ... স্বরূপ ও ... বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
সপ্তম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵৹ আনা।

যে ... ভক্তিভাবে ... বুঝিতে পারে, ... তাঁহার কোন ... প্রার্থনা ... কি প্রকারে ... হইতে হয়, ... সংকীর্ত্তনমূলক গান। ৮ম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵৹ এক আনা

প্রেমবিবর্ত্তচন্দ্রিকা — ৵৹, নবদ্বীপশতক— ৵৹

অষ্টপঞ্চক ৵৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১৹

... কল্যাণ ... যে ... নিত্য কল্যাণ ... এই গ্রন্থে ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... । ... প্রায় ৮২৪ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট ... বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ... সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। ... বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

বিষয়— ১। ... ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ... ৩। ... ৪। ... ৫। ... প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়াচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

... মঞ্জরী

... কেশ ... এক টাকা।

"... সুগন্ধি ঘৃত"

... ১৲ টাকা।

"... বিলাসিনী বটিকা"

... এক টাকা।

কবিরাজ ... কেশরঞ্জী

... রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! ... !! সাবধান!!!

... তৈল

... J. D. ... & Co. ...

কুইনিন

... ম্যালেরিয়ার ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উচ্চাঙ্গের আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্‌দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, স্মৃতিবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কম্বেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত

লোভন্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে ঠিক প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ ও খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা দুঃখ দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অদ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সংবাদপত্রের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৫ম খণ্ড]　সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী　[[illegible] সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম-মায়াপুর—১৭ই বৈশাখ বুধবার ১৩৩[illegible] [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible] গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
[illegible] (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
গৌড়ীয়-[illegible] ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] [illegible]
৫। [illegible] ||০
৬। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) [illegible]
" " " আবাঁধা [illegible]
৭। গীতা ([illegible]) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
[illegible] গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
[illegible] কেবল [illegible] ||০
৯। [illegible] সাম্প্রদায় ([illegible]) ২৲
[illegible] ([illegible]) ||০
[illegible] ২৲
১২। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) [illegible]
১৩। গৌড়ীয়-[illegible] ২৲
১৪। প্রেম[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) [illegible]
[illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ ([illegible] সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-[illegible]
১৯। [illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য [illegible]
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল[illegible]
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, [illegible], [illegible], নবদ্বীপশতক, [illegible] [illegible]
২৫। কল্যাণকল্পতরু ([illegible] সংস্করণ) [illegible] [illegible]
২৬। সাধকণ্ঠহার [illegible]
২৭। সংস্কার দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি [illegible] প্রথম [illegible]
২৯। [illegible]
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। [illegible] সম্প্রদায়
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ([illegible]) [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ!　পরে পাওয়া দুর্ল্ভ

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরসিংহনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ ([illegible]) মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।
৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) বোর্ডে বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

[illegible]জীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
[illegible]জীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
[illegible] মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান মায়াধীন পন্থা।

[illegible] [illegible] নহেন।
[illegible] অন্বয়জ্ঞান [illegible]
[illegible] কৃষ্ণভক্তি হয়।
[illegible] শুদ্ধভক্তি-লাভ

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য [illegible] টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় দশমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] দশম স্কন্ধ সাধারণ পক্ষে [illegible] গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৮০।

[illegible] সংখ্যা ১২, অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮৲।

[illegible] একাদশ খণ্ড ছাপা [illegible]।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ [illegible] হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই ইহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] রোড, [illegible]

২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible],

[illegible] কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible]—১৬,১নং [illegible] লেন, কলিকাতা

৪। [illegible], কানপুর

৫। [illegible] কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ [illegible]—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

৬। [illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রী[illegible] রোড, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী[illegible], ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া সংস্করণের ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	৷০
একত্রে ও খণ্ড [illegible]	৲
সাধন পথ ([illegible]) প্রভৃতি	৷০
একত্রে ও খণ্ড [illegible]	৷০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
একত্রে ও খণ্ড [illegible]	৷০
গীতাবলী প্রভৃতি	৶০
একত্রে ও খণ্ড [illegible]	৶১৫
শরণাগতি—[illegible]	৴০
একত্রে ও খণ্ড [illegible]	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—[illegible] পোঃ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পোঃ চটকপর্ব্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বালেশ্বরপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], আমলাজোড়া পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] রোড, [illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই বৈশাখ বুধবার—১৩৩৭

অতীন্দ্রিয়বাণী

আজ্ঞানুবর্ত্তিতা

অজ্ঞানান্ধকারে বদ্ধজীবসমূহ নানাপ্রকার অসৎ তৃষ্ণার দ্বারা চালিত হইয়া ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। বিষকুম্ভ-পয়োমুখ সদৃশ অজ্ঞানোত্থ অসৎ-তৃষ্ণার কবল হইতে উদ্ধার লাভ পূর্ব্বক পরমানন্দে নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতে হইলে আচার্য্যগণ শ্রীভগবানের নিত্য ভাবমূলক আজ্ঞার সর্ব্বতোভাবে অনুবর্ত্তন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সুতরাং আচার্য্যবর্গ শ্রীভগবানের আজ্ঞানুবর্ত্তিতাগুণ সৎস্বভাবের অর্জ্জনই শিষ্যের প্রথম ও প্রধান গুণ। যাহারা এবম্বিধ সৎস্বভাবের অর্জ্জন করিতে প্রযত্নশীল নহে, তাহারা কপটী ও শিষ্যব্রুব। কপটশিষ্যব্রুবগণ সংসার লম্পট হইয়া মুহুর্মুহুঃ ত্রিতাপকে আবাহন করে। তাহারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। তাহারা যেমন কপট, তাহাদিগের ভাগ্যে সেইরূপ কপট গুরুও জুটিয়া যায়। কপট গুরুগণ তাহাদিগের অসৎ-তৃষ্ণার পোষণ করিতে থাকে বলিয়া তাহারা ত্রিতাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না।

বড়খোল

বঙ্গ ভাষায় যাহা সাধারণতঃ 'খোল' নামে প্রসিদ্ধ তাহা বস্তুতঃ ছোট খোল। এই ছোট খোল হইতে পৃথক্ আর এক প্রকার খোল আছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে 'বড় খোল' আখ্যায় বিভূষিত হইবার যোগ্য। সেই বড় খোল সাধারণতঃ ছাপাখানা বা মুদ্রা যন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। ছোট খোলের ধ্বনি সামান্য দূর মাত্র পৌঁছায় এবং অতিশয় তাহাকে ছোট 'ছোট খোল' সংজ্ঞায় বিভূষিত করিলে অযুক্তি হয় না। ছাপাখানারূপী বড় খোলের ধ্বনি অল্পকাল মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পৌঁছিতে পারে। সুতরাং পৃথিবীতে যতগুলি বড় খোল বর্ত্তমান আছে, তাহারা যদি ছোট খোলের সুরে সুর মিলাইয়া বাস্তব সত্যের কথা প্রভৃতি এ ধরণের কাগজাদির ভিতর দিয়া এক প্রকারে প্রচারে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে অসদ্বার্ত্তার প্রচার লুপ্ত হইবে এবং সদ্বার্ত্তার প্রচার প্রবল বেগে চলিতে থাকিবে এবং বহুজাম অসদ্বৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তিরোধানের পর পৃথিবীতে দৈবীয় ভগবদ্ভক্তগণের মহত্ত্বের অধিষ্ঠিত হইবে। তখন সংসার বা বাধার রাজ্য ঘুচিয়া গিয়া পৃথিবী বৈকুণ্ঠে পরিণত হইবে।

আসামে সহজিয়া

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এ জি, বি, টি, মহোদয়-লিখিত)

গত চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে দুই দিন ছুটী পাইয়া কাছাড় ভক্তের আহ্বানে শ্রীযুত আসামের চিক নামক একটী গ্রামে গমন করি। ঐ গ্রামের হাটখোলায় কয়েকজন ভক্ত আমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিতে আদেশ করেন। উক্ত সভার সভ্যগণের একজন কৌপীন-ধারী মহাজনের অবস্থান লক্ষ্য করি। তিনি এখানে 'বৃন্দাবনীয়া গোসাঁই' নামে পরিচিত। এখানে তাঁহার অনেক শিষ্য-সেবক রহিয়াছে। সঙ্গে 'সেবাদাসী' রহিয়াছে দেখিলাম।

পূর্ব্বে শুনা ছিল যে ইনি তাঁহার পাঠের মধ্যে মধ্যেও তামাক পান ব্যবহার করেন। সভায় অবস্থানকালীন মুখে তাম্বুলের দাগ রহিয়াছে দেখিলাম। শুদ্ধভক্তি যাজন-পর কতিপয় স্থানীয় ব্যক্তি উহাঁর মুখে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাদের উপর তাঁহার কিছু আক্রোশ ছিল এবং ইহা তিনি নিজমুখে আমার নিকট প্রকাশও করিয়াছেন।

ইহার এদেশে আসা বেশী দিন হয় নাই। পূর্ব্বে এ স্থানে আরও একজন বৈষ্ণব সহজিয়া ছিলেন। তিনিও 'বৃন্দাবনীয়া গোসাঁই' নামে এই স্থানে পরিচিত ছিলেন। তিনি কোনও কারণে গ্রামবাসী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন এবং তাঁহার স্থানেই ইনি প্রতিষ্ঠিত হন।

শিষ্যগণ সরল ও নিরক্ষর। সহজিয়া ও শুদ্ধবৈষ্ণবের ভিতর যাহা পার্থক্য রহিয়াছে বুঝিয়া উঠিতে পারেন,—এরূপ শক্তি তাঁহাদের কাহারও নাই। কাজেই তাঁহারা ব্যভিচার উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

তিনি এখানে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের নমুনা দেখিয়া আমি নিরাশ্রয় হইয়া চলিয়াছিলাম। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানিও ভাল করিয়া পাঠ করেন নাই দেখিলাম।

সভাতে কিছুক্ষণ চরিতকথা কীর্ত্তন করিবার পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা চলিতে থাকে। সভার প্রান্তে বাবাজী আমাকে 'আলাপন' করিতে আদেশ করেন। তিনি অত্যন্ত প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় মধুরসের শিক্ষা দিতে চাহেন। আমি উক্ত আলোচনার বিষয়ে অযোগ্যতাই জ্ঞাপন করিলাম। বলিলাম যে, অনর্থাবস্থায় রসালাপে মহতগণের লাভ হয়। কিন্তু তথাপি বৈরাগিবেশধারী বাবাজী মহাশয় অত্যন্ত বাবাজি বাক্য কিছু প্রমাণাদি প্রদর্শন করাইতে পারেন নাই। তিনি পুনঃ পুনঃ আমাকে আলাপন দেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন।

নিরপেক্ষভাবে কিছুক্ষণ আলাপের পর বাবাজি মহাশয় বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণের ব্যবস্থা কি প্রকারে দিচ্ছ, তাহার একটী প্রশ্ন তুলেন। তিনি বলেন, ষড় গোস্বামিগণের মধ্যে কেহ উহা গ্রহণ করেন নাই। উত্তরে আমি বলি যে ভবিষ্যতে বৈরাগিক দাসের আবশ্যকতা না থাকিলেও, বৈধমার্গে অপ্রাকৃত সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। বরং উহা আগের প্রামাণ্য আছে। নিত্যসিদ্ধ গোস্বামিবর্গ সংরক্ষণে ইহার উক্ত চিহ্নাদি ধারণ ব্যবস্থা না করিয়া থাকিলেও বিধিমার্গে স্থিত আমাদের উক্ত মহাজনগণের অনুকরণে উহা ত্যাগ করা সাজে না। যথা উপযুক্ত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, মহন্ত ও গোস্বামী প্রভৃতি প্রাচ্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। নরোত্তম, শ্যামানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাগমার্গে অবস্থিত সাধকের পক্ষে বৈধমার্গের আবশ্যকতা না শুনিয়া তিনি নিজকে রাগমার্গের সাধক জানে গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন।

সভাভঙ্গের পর রাত্রে তিনি কতিপয় শিষ্য-সমভিব্যাহারে আমার বাসায় উপস্থিত হন। গুরু অসৎ প্রমাদ করিলে তাঁহাকে ত্যাগ করা যাইতে পারে কিনা এই প্রশ্ন তিনি উত্থাপিত করেন। উত্তরে আমি বলি যে, অসৎ গুরু ত্যাগ না করিলে সর্ব্বনাশ। ইহাতে দলশৈথিল্য বিনষ্ট হয়।

ইহার পর তাঁহার অটৈক শিষ্য প্রশ্ন করেন যে বৈষ্ণবী প্রকৃতি সম্ভাষণ করিতে পারে কিনা। তাহাতে আমি বলি—না। ঠিক অপরাধেই ছোট হরিদাস মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এর অর্থ শুনিয়া স্ত্রী সঙ্গী বাবাজি তিরস্কারে চটিয়া উঠিতেছিলেন। তিনি আর অধিক কাল নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে অসমর্থ হইয়া নিজস্বরূপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর যে আলোচনা চলিল, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাবাজি। স্বরূপ দামোদরের কোন গ্রন্থ আছে কিনা?

আমি। একখানি কড়চা আছে আর কিছু আছে কিনা জানি না।

বাঃ। উহাতে স্ত্রীসংযোগে বা পরকীয় রস আস্বাদনের কোন কথা আছে কি না?

আঃ। যদি তিনি এইরূপ কোন কথা লেখিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা নিশ্চয় প্রক্ষিপ্ত।

বাঃ। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ স্ত্রীসংযোগে পারকীয় রস আস্বাদন করিয়াছিলেন কিনা?

আঃ। না। ইহা ঘোর অপরাধের কথা।

"প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দ সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ-ধারণ।
মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ॥"

চৈতন্যভাগবত

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥"

চৈতন্যচরিতামৃত

প্রভৃতি অসংখ্য বাক্যে এইরূপ কথার অলীকতা সপ্রমাণ করিতেছে।

বাঃ। রায়রামানন্দ স্ত্রী সম্ভাষণ করিতেন কিনা?

আঃ। না।

বাঃ। তিনি সেবাদাসী লইয়া ভজন করিতেন কিনা?

আঃ। হাঁ। কিন্তু তিনি সেবাদাসীর সহিত পারকীয় রস আস্বাদন করিতেন না।

বাঃ। আপনি একবার বলেন,—হাঁ আর একবার বলেন—না। আপনি একজন মত হইয়া এরূপ প্রবঞ্চনা করেন কেন?

আঃ। আপনি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করেন কেন আমি 'না' ও 'হাঁ' বলি।

বাঃ। আমি আপনার কোন কথা বুঝিলাম না, আপনি আমি প্রমাণ করি।

আঃ। আমার সেবাদাসী উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে আমার কথা আপনি শ্রবণ করিবেন। মহাপ্রভুর বড় ছোট হরিদাস ভিক্ষা, রায়রামানন্দ সেই প্রকারের সম্ভাষণ করেন নাই, বরং তিনি বরিত হইবেন। মহাপ্রভুর নিরপেক্ষ বিচারে আপনার কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। উড়িষ্যাদেশে দেবদাসীর যাহা অধর্ম্মের কথা তিনি তাহাদের পক্ষে কথাগুলি সাধন করিতেন। আবার তিনি নির্বিকারচিত্ত বলিয়াই এরূপ আচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভজন সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন॥
একলা রামানন্দের এ অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহের তাঁহার॥

চৈতন্যচরিতামৃত

বাঃ। আমার সেবাদাসী আছে। কিন্তু আমি তাহার সহিত নির্বিকারচিত্তে কাল যাপন করি।

আঃ। আপনি ও পারকীয় রসাস্বাদনের জন্য বৈরাগিণী গ্রহণ করিয়াছেন, যা আপনার সম্প্রদায়ের অন্যায় করে। আমরা সকলেই বলি শক্তি না হলে ভক্তি হয় না। আর এই প্রকার বৈরাগ্য আপনার সেবা-নীতির [illegible] কি প্রয়োজন?

বাঃ। আপনার, আপনার কি আপনার মুখে কোন কথার উত্তর না। এ কথা আমি [illegible] কোন ভুল হইতে পারে। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] পারে। আপনি একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতেও অনেক দুঃখ দিতে পারে।

আঃ। আমার কথা না হয় ছেড়ে দিন। সিদ্ধান্তমত হওয়ায় তাহাতে কিছুমাত্র ভুল থাকিতে পারে না। উহাতে মুদ্রাকর ভুল হইতে পারে কিন্তু সিদ্ধান্তে কোন ভুল নাই।

বাঃ। আপনি যেরূপ বলেন, বাস্তব ও তত্ত্ব [illegible] বলিতে পারেন নাই যে, তাহাদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল। তাহাদের তুলনায় আপনি কোথায়! আপনার মুখে আর আমি একথা শুনব না। এই বলিয়া তিনি নিমাইকে উঠিতে আদেশ করিলেন।

আঃ। আপনি কি আমার খবর রাখিতেছেন আমি গ্রন্থ লিখিয়াছি না। বাস্তব ও তত্ত্বের সিদ্ধান্তে কোন ভুল নাই।

"ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণ পাটব।
আর্য বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব।"
(চৈঃ চঃ আদি)

ভক্তবর্গের কথা যেমন জানিয়াছি, তাহাই আমি কীর্তন করিতেছি ও তাহাই আমার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। গ্রন্থে বা কথায় ভুল আছে বলিলে ত গুরুর ভুল আছে স্বীকার করিতে হয়। হায়! সহজিয়া, তোমার পাণ্ডিত্যকে ধিক্! তুমি এইটুকু জ্ঞান লইয়া গুরুগিরি করিতে বসিয়াছ? তোমার শিক্ষায় যে তোমার শিষ্যবর্গ [illegible] নরকে গমন করিবে!

উঁহারা সকলে প্রস্থান করিলেন।

অদ্যকার মত সভা ভঙ্গ হয়। এই ব্যক্তি উহার [illegible] উপস্থিত হইয়া [illegible] এবং আমি অত্যন্ত [illegible] করিয়া বেড়াইতেছিলেন। [illegible] লোক অনেক উপস্থিত ছিলেন এবং উহারা সকলে [illegible] বিচার-প্রণালীকে [illegible] করেন। এক সময় [illegible] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি [illegible] বৈরাগিণীর [illegible] বৈরাগ্য [illegible]। [illegible] তাহাই ব্যবস্থা করিতে হবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

[বর্তমান যুগের মাঝে যে কি ভীষণ ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যভিচারী সম্প্রদায় দল পুষ্ট সমাজে যে কত নিরীহ লোকসমাজের সর্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে নরকের পথের যাত্রী করিতেছে, তাহার এক একটী সামান্য চিত্র পরমহংস পত্রিকায় [illegible] নিমানন্দ [illegible] আমাদিগকে প্রদর্শন করিলেন। কেবল অর্থশালী [illegible] প্রভাব [illegible] কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভের [illegible] ভজন-সাধন-হীন [illegible] দলের মধ্যেই আদর করিয়া থাকেন। তাহারাই উহাদিগের বিলাস-লীলার সহায় করিয়া সম্প্রদায় বলিয়াই উহারা ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু [illegible] মহাজন সম্প্রদায়ের নায়ক—পরিচালক [illegible] শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শুদ্ধভক্তিপ্রচারক-সম্প্রদায় [illegible] প্রমাণ [illegible] 'অতি নীচ [illegible] পাপ-পাপী পলায়!' [illegible] লোকের [illegible] হইতেছে, তাহারা প্রকৃত ভক্তের ও [illegible] মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি করিতেছেন।

[illegible] আমার [illegible] ডুবাইয়া তাহাদের [illegible] আমাদের এই দুর্দশা-দর্শনে [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন ঠাকুর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] এবং তাঁহার অনুগত [illegible] আমাদের [illegible] শুদ্ধভক্তি [illegible] করায় বর্তমানে [illegible] বৈষ্ণবদিগের [illegible] হইয়াছে।

বৈরাগ্যের নাম লইয়া কলিহত-পাষণ্ডের সেবা করা—"বৃন্দাবনীয়া গোসাঞি" হইয়া বৃন্দাবন-চন্দ্রের সেবা করিবার পরিবর্তে নিজেই বৃন্দাবন-চন্দ্র সাজিয়া [illegible], "বৈরাগী" [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] গোস্বামী হইয়া [illegible] পরিবর্তে—সহজিয়া-বাদী [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ করার পরিবর্তে কৃষ্ণভোগ্য কনককামিনীকে নিজ-ভোগ্য-বস্তুতে পরিণত করা, এই রূপ [illegible] হইয়া অপ্রাকৃত মধুর রসাস্বাদনের স্পর্ধা করিতে যাওয়া, বৈধ নিজ স্বীকার না করিয়াই অপরাধীর ন্যায় আপনাকে মহাভাগবত বৈষ্ণবাভিমান করা, প্রাকৃত কামাসক্তি-হেতু পরস্ত্রী-সঙ্গকে বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত পারকীয় রস-সাধ্য জ্ঞান করা, মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ রায় রামানন্দের [illegible] সহায়ীর আত্মানুভবে এক মনে করা, [illegible] বৈষ্ণবকেও [illegible] মনে করা ইত্যাদি যে সিদ্ধান্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কার্য—নরকপথের সুপ্রশস্ত পথ, তাহা ব্যভিচার-রত উৎপথগামী প্রাকৃত সহজিয়াদিগের বুঝিবার উপায় নাই। [illegible] তাহাদিগের দুর্দশা দর্শনে ব্যাকুল হইয়া তাহাদিগকে [illegible] সৌভাগ্য দান করিতে আসিলেও তাহারা তাঁহাকে তাহাদের সমান [illegible] তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। ভক্তজীবনের [illegible] বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়া পরমোপাদেয় বস্তুকে [illegible] হেয় বিষয়কে আদর করে। [illegible] কৃষ্ণকথা কীর্তন করেন, তাহাকে [illegible] বলে যে [illegible] বৈষ্ণবের পরিচয় নহে, এবং তাহাকে নিন্দা করিয়া অপরাধ করিবে [illegible] যথার্থ বৈষ্ণব তাহা বুঝিবার সৌভাগ্য [illegible] সহজিয়া-সম্প্রদায়ের একেবারেই নাই।

মহাপ্রভু [illegible] "[illegible] কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।"—এই শ্রীমুখ-বাক্য শিরে ধারণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞায় কৃষ্ণ-উপদেশ বা কৃষ্ণকীর্তন রূপ গুরুর কার্য্য করাই যথার্থ ভক্তজীবনের। 'অহং'—[illegible] এবং 'মম' [illegible]—এই বুদ্ধি না হইলে তাহার [illegible] হইতে পারে না। কৃষ্ণকীর্তন করিলে [illegible] আসিয়া যাইতে পারে বলিয়া কৃষ্ণকীর্তন বন্ধ করিবার [illegible] 'দৈন্য' নহে। [illegible] সম্যক্ কীর্তনই বাস্তব [illegible]। 'আমার গুরুদেবে বা গুরুবাক্যে ভুল থাকিতে পারে'—এরূপ [illegible] বৈষ্ণবের আছে, তাহার 'বৃন্দাবনীয়া গোসাঞি' হওয়ার পরিবর্তে 'শ্মশানীয়া গোসাঞি' হওয়ার যোগ্যতাই অধিক হয়। [illegible] তাহার একেবারেই [illegible] নাই বুঝিতে হইবে। আমরা [illegible] জীবের [illegible] বিচারকে কখনই বহুমানন করিতে পারি না।

ঐরূপ বিচারের কবল হইতে যাহাতে আমাদের নিরীহ সরল-প্রাণ বঙ্গবাসী আসামবাসী বন্ধুগণ নিস্তার পাইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা পরম মঙ্গলময়ী শ্রীচৈতন্যবাণী—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্তন-সেবা করিয়া দুর্লভ মনুষ্য-জীবনকে ধন্য কৃতার্থ করিতে পারেন, তজ্জন্য আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-চরণে একান্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। [illegible] জীব আমরা, আমাদিগের [illegible] বহির্মুখ বিষয়-বুভুক্ষু ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিবার—আমাদিগের নিত্য [illegible] কৃষ্ণপাদপদ্ম [illegible] আমাদিগকে নরকের পথে [illegible] করিবার—আমাদিগের একেবারে সর্বনাশ সাধন করিবার বন্ধু উপস্থিত [illegible], তাহারা মিষ্টকথা বলিয়া আমাদের [illegible] ব্যবহার করিয়া আমাদের ভালবাসিবার ভাণ করে, কিন্তু তাহাদের সে ভালবাসায় যে পরদুঃখকাতরতা বা [illegible] আদৌ নাই, ইহা আমরা না বুঝিতে পারিয়া যে কত বিপদের আবাহন করিয়া থাকি, তাহার ইয়ত্তা নাই। জগজ্জীব! ঐ সকল বিষকুম্ভপয়োমুখ-সদৃশ [illegible] বন্ধুবর্গের কাপট্য [illegible] আর মুগ্ধ না হইয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে নিষ্কপট বাস্তব সত্যের কৃপা লাভ করুন। সেবাতীর্থ মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে আমার প্রদেশে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের জন্য যে বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। 'আমার গুরুর বাক্যে ভুল নাই, আমার বাক্য গুরুর বাক্য, সুতরাং তাহাও নির্ভুল'—[illegible] এই অভিমানে অভিমানী হইয়া পণ্ডিতবর যে নিষ্কপট দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার ন্যায় [illegible] একান্ত অনুসরণীয়। তিনি [illegible] কৃপা করিলেন যে, আমরা সেইরূপ আচরণে প্রমত্ত হইয়া গুরুবাক্য কীর্তনে সর্বস্ব সমর্পণ করিতে পারিব। সঃ প্রঃ সঃ]

শ্রী ভাগবতজনানন্দ প্রভুর বিরহ মহোৎসব

আর প্রায় [illegible] কাল ব্যাপী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত [illegible] বিভিন্ন স্থান সমূহে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্‌ভাগবতজনানন্দ প্রভুর বার্ষিক-বিরহ-মহোৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত কতিপয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ জগদাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে

তাঁহি সকলের দ্বারে দ্বারে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অযাচকে অপ্রত্যাশিতভাবে গমন করিয়া পতিত জীবকুলের উদ্ধারের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিরহ মহোৎসবে যোগদানের নিমিত্ত বিনা বিচারে কি ধনী কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র আপামর সাধারণকে আবাহন লিপি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীভাগবতানন্দ মঠে আগমনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাই আজ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও সাধু-সজ্জন ব্যক্তিসমূহ উক্ত মঠে আগমন পূর্ব্বক কয়েক দিবস ব্যাপী শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ করতে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের সঙ্গ লাভে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহে শ্রীমুখে শুনিতে পাইলেন যে, চিরদিনের উক্ত ব্রাহ্মণ অভিজাতকুলে আবির্ভূত ভাগবত সদানন্দ প্রভু এক মহাপুরুষ, আমাদের জড় দর্শনে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিতে না পারিয়া নানা প্রকারে তাঁহাকে আমাদের একজন আত্মীয় কি পরিচিত ব্যক্তি মনে করিলেও তাঁহাকে আমরা চিনিতে পারি নাই বা আমাদের একজন নিত্য আত্মীয় বান্ধব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেহ তাঁহাকে কনিষ্ঠ বুঝ করিয়া নিজকে শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থাপন করিতাম, কেহ তাঁহাকে ভূম্যধিকারী বলিয়া জানিতাম কেহ বা সহপাঠী আর্দিত বন্ধুর পরিচয়ে বন্ধু বলিয়া জানিতাম; কিন্তু তিনি যে একজন মুক্তপুরুষ ছিলেন, শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের একটি সেবক, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তাঁহার জগতে আগমনের কারণ ছিল মাদৃশ পতিত জীবকুলকে নিত্য মঙ্গলের বার্ত্তা জানিয়ে দেওয়া। তিনি জানিয়ে দিলেন শ্রেয়ঃ পথে চলিতে নিত্য মঙ্গল নাই। শ্রেয়ঃপথই বাস্তব মঙ্গলের পথ। শ্রেয়ঃপথ আপাত সুখদায়ক হইলেও পর মুহূর্তেই আবার পরম দুঃখ বা নিরানন্দ প্রদান করে, কিন্তু শ্রেয়ঃপথ আশ্রয় করিলে নিত্য নবনবায়মান ভাবে আনন্দ হয়, ঐ আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় জীব-হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া জীবকে নিত্য শান্তি বা পরাশান্তি প্রদান করে। সেই শ্রেয়ঃ-পথের কথা, বাস্তব মঙ্গলের সন্ধান আছে একমাত্র শ্রীচৈতন্য-বাণীতে। শ্রীচৈতন্য-বাণী ছাড়া অন্য কথাতে আমাদের নিত্য মঙ্গল নাই, জানিয়েছিলেন—আমাদের নিত্য বান্ধব শ্রীমদ্ভাগবতানন্দ প্রভু। আর জানিয়েছিলেন যে এই কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের দিনে শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তন করিবেন কে? শ্রীচৈতন্যসরস্বতী ব্যতীত এরূপ জীবন চৈতন্য-কথা-দুর্ভিক্ষের দিনে আধুনিক যুগের অচৈতন্যবাদী-বিলাসকে স্তব্ধ করে ভাগবতীর চৈতন্যকথামৃত বিতরণ পূর্ব্বক জগৎজীবকে নিত্য শান্তি বা পরাশান্তি প্রদান করিতে সমর্থ আছেন কে? তাই তিনি সন্ধান দিয়েছিলেন অচৈতন্য বিশ্ববাসীকে—নিত্যমঙ্গল-পথ-প্রদর্শক, বৈকুণ্ঠ দূত, শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কথা। শ্রীভাগবতানন্দ শ্রীভাগবত জন, অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয়, বৈষ্ণবগণের আনন্দবর্দ্ধনই ছিল তাঁহার একমাত্র জীবনের ব্রত। তিনি যে বৈষ্ণবগণের একজন অতি প্রিয় ছিলেন, তিনি যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একজন অতি প্রিয় সেবক ছিলেন, তাহার বাস্তব নিদর্শন এই শ্রীভাগবতানন্দ মঠের প্রতিষ্ঠা।

আজ আমাদের বড়ই সৌভাগ্যের দিন যে আমরা আজ এই মহাপুরুষের বিরহ মহোৎসব দিনে উপস্থিত হয়ে তাঁহার অপূর্ব্ব কথাদি শ্রবণ করে ধন্য হইলাম। আজ সত্য সত্যই উপলব্ধি করিলাম যে বৈষ্ণবগণকে চেনা এ চোখ দ্বারা যায় না, আমাদের কাছে সর্ব্বক্ষণ থাকিলেও সেই অন্তর্দর্শী মহাপুরুষকে চিনিতে পারি না, আজ তাঁহার বিরহ-মহোৎসবের দিনে কি দিয়ে তাঁহার আরাধনা করিব জানি না। তবে শাস্ত্র বলেন বিষ্ণু-আরাধনা অপেক্ষা বৈষ্ণব-আরাধনা শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের আরাধনা না করিলে বিষ্ণুর আরাধনা হবে না। আমরা অতি দীন হীন কাঙ্গাল, আমাদের এমন কিছু উপাদান নাই, এমন কিছু অর্ঘ্য নাই যাহা দিয়ে তাঁহার শ্রীচরণ আরাধনা করিতে পারি। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনোৎসব দিনে আমাদের কৃষ্ণকীর্ত্তনেরও যোগ্যতা নাই। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যেন আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যোগ্যতা হয় এবং সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন করিতে পারি, ইহাই আমাদের শ্রীভাগবত সদানন্দ প্রভুর চরণে প্রার্থনা। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আজ তিন দিন অহরহঃ শ্রীহরিকীর্ত্তন ও সমাগত জনসমূহকে যেরূপ নানা প্রকার বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্তি উৎপাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞ। ইতি—

বিনীত নিবেদন
শ্রীকৃষ্ণ পড়িয়া, চিত্তবিধা

নানা কথা

হুলোর ঘাট

যাঁহারা সহর নবদ্বীপ হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিতে যান, তাঁহাদিগকে হুলোর ঘাটে নামিতে হয়। এখানে খেয়া ঘাটের নিকট যাত্রিগণের থাকিবার কোন প্রকার বন্দোবস্ত না থাকায় অত্যন্ত অসুবিধার কারণ হইয়াছে। দারুণ রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে যাত্রীদের বড়ই কষ্ট হয়। হুলোর ঘাটের যাত্রিগণের জন্য একটী বিশ্রাম গৃহ নির্ম্মাণের একান্ত আবশ্যক। এবিষয়ে আমরা পারঘাটের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শান্তিপুর সমাচার

(প্রাপ্ত)

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র দালাল তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামানুসারে প্রেমনিকেতন নামে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ৩০শে চৈত্র এই সুনির্ম্মিত প্রতিষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সমবেতভাবে ধর্ম্মালোচনা এবং সাহিত্য-চর্চ্চা করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই প্রেমনিকেতন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব হইয়াছিল। বসন্ত ঋতুতে ও চৈত্রের জন্য এই উৎসবকে বসন্তোৎসব বলা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম, এ মহাশয় শান্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন। ৩১শে চৈত্র সন্ধ্যাকালে রামনগর বালিকা বিদ্যালয়-গৃহে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় উৎসবের উদ্বোধনসূচক সন্ত কবীরের সুধা-বাণী পাঠ করেন। ১লা বৈশাখ পল্লীপথে উষা-কীর্ত্তন করিয়া প্রাতে প্রেমনিকেতনে পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতার পিতৃদেবের আলেখ্য সংস্থাপন এবং মাধ্যাহ্নে ভক্তবাণী পাঠ ও নামকীর্ত্তন হয়। ১লা বৈশাখ সায়াহ্নে উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা উৎসব সমাপ্ত হয়। কলিকাতা অন্তাদশ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ এবং মনে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ গোস্বামী ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল ভাষাতত্ত্বরত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত নিবেদন দাস বি, এ, শ্রীযুক্ত কল্যাণ দাস বি, এ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ প্রামাণিক প্রভৃতি প্রমুখ স্থানীয় বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং প্রতিবাসী অনেক শিক্ষিত ও প্রবীণ পুরুষ এবং স্ত্রীলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

[এক্ষণে জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম ও চৈতন্য সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলির সহানুভূতি সম্বন্ধে সমালোচনা সাহায্যে ভক্তিসিদ্ধান্ত আলোচনার সমাবেশের একমাত্র চৈতন্য মঠের আবশ্যক। শুধু একমাত্র শান্তিপুর নিবাসী একজন প্রেমনিকেতনে স্ত্রী-পুরুষ সকলের পরিবর্ত্তে চৈতন্যসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতে দেখিলেই আমরা প্রচুর আনন্দ লাভ করিব। ধর্ম্ম ও সাহিত্য-চর্চ্চা কুসংস্কারিত উদ্দেশ্য হইলেই তাহার সার্থকতা সম্ভব। নিত্যই নদীয়া বাসীর ঘরে ঘরে নদীয়ার দৈনিক শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের শিক্ষা—সাক্ষাৎ নিত্য সত্য সনাতন প্রেমধর্ম্ম, মহাপ্রভুর একান্ত আশ্রিত অনন্যভক্তগণদ্বারা আলোচিত হইতে থাকিলেই নদীয়ার প্রকৃত গৌরব রক্ষা হয়—প্রেমনিকেতনের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদিত হয়। মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রেমধর্ম্ম-সাধনা। তাঁহার কৃপা-প্রভাবেই জীব-সমাজের নিত্য-সিদ্ধ প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা, অন্যথা নহে।

ক্ষেপা কুকুর

ক্ষেপা কুকুরের বড়ই উপদ্রব হইয়াছে। অনেক লোককে ক্ষেপা কুকুরে কামড়াইয়াছে। শীঘ্র ইহার প্রতিকার প্রয়োজন।

খেয়াঘাট

ভাগীরথী খেয়াঘাটের যাত্রীর সংখ্যা নিত্য বাড়িতেছে। পার ঘাটে নিয়মের অভাব একরূপ আচ্ছাদন এই দারুণ রৌদ্রে বড়ই দরকার তাহা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কলিকাতায় জীবে নাম দুর্ঘটনা

গত ২৮শে বৈশাখ সোমবার বেলা আন্দাজ ১১॰ সময় কলিকাতার [illegible] কর্পোরেশন [illegible] বাজারের মোড়ে একটী [illegible] মোটর বাস দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঐ মোটরের সম্মুখে একটী পানের দোকানে একটী হিন্দুস্থানী ছোকরা পান বিক্রি করিতেছিল। হঠাৎ মোটরখানা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দোকানের উপর উঠে উক্ত পানের দোকানের উপর [illegible] [illegible]। তাহাতে পান বিক্রেতা বালক [illegible] জীবনলীলা [illegible] [illegible] [illegible] এক বৃদ্ধলোক [illegible] [illegible] [illegible] বাধেই অত্যন্ত আহত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতে গিয়া আলোচনা [illegible] রাস্তার লোককে [illegible] করে।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলের পরিচারকে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই শিশি ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, যার তিতামিঠি বাজে বোতল ২ শিশির ঔষধ খেয়ে শয্যাগত হইয়া পড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ॥০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর ছাড়লে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

ঋষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা তিলতৈল হইতে বৃহদ্মাত্তি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, কপূর, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান গন্ধদ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা স্বভাবতঃই স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট অতুলনীয় গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় বায়ুর দূষিত গুণ, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, অম্বল, অজীর্ণতা, বাধক, বাতবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কাটাব্ ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় ঠকবাজ দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

ঐ বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সমস্ত শাস্ত্রের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুই টাকা
আবাঁধা ১।০ দেড়টাকা

বৃহৎপুণ্য শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও আবশ্যক সাধারণ কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থে প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিলাস ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৸০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশকালে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে নামাপরাধের স্বরূপ ও প্রত্যক্ষ বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা, আত্মারও কর্ম—ইহা যখন জানিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবানের প্রীতি লাভার্থে কোন আত্মার স্বাভাবিক প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণে সকলে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্দ্ধপাঠক -/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা এতদিন কুবের সদৃশ ধনের ও কামনার বশবর্তী, ইহা পুনঃপুনঃ যে সকলাদিকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করি, তাঁর যে শিক্ষা না থাকায় কল্যাণ স্থানে অমঙ্গল এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি হইবে আমরা সেই কল্যাণের সন্ধান হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাঙ্গালীর কল্যাণের জন্য, যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ লাভে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাভিধান)

বিষয়:—১। অভিধানের বর্ণক্রমে শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিশ্বপ্রসিদ্ধ তীর্থ ও শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় আলোচনার বর্ণিত হইয়াছে। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বেদান্তাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ছয়টি সন্দর্ভের অন্যতম প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৩০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ১০ মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ

মদন মঞ্জরী

স্মৃতিশক্তির হ্রাস ও বহুমূত্র, উদরাময়, ইন্দ্রিয়শিথিলতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রোগে বিশেষ উপকার হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকারিষ্ট মৃত"

পুরুষত্ব হীন দেহে রক্তসঞ্চার করা আশ্চর্য্য করিয়া পরিচালন করে। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।

"প্রমদাবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীরোগের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ ও পুষ্টি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—কবিরাজ নারায়ণচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরাজ, কেশবরঞ্জন
১৯৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের ... ... বাদাম তৈল

কোরাণ কুইনন্
মুদ্রণ এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
... ... আছে।

শ্রীপ্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

র বিদ্যাপীঠ

(প্র[illegible] [illegible]পুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] সুন্দর [illegible] বিশিষ্ট
শিক্ষা [illegible] করা হইয়াছে। অনেক
ছাত্র [illegible] করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে
সকল [illegible] শিক্ষার অধীন করিয়াছেন।
[illegible] সংস্কৃত [illegible] কাব্য ব্যাকরণ[illegible]
[illegible] উপনিষদ্‌, [illegible] বেদান্তসূত্র,
[illegible], [illegible]
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীধাম মায়াপুর [illegible], (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

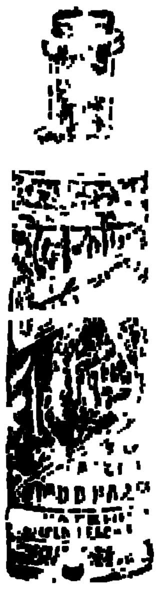

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] হয় নাই বটে, কিন্তু যাহারা নানাবিধ [illegible] করিয়া আছেন [illegible] প্রকার রোগ, প্রমেহ [illegible], ছাপর, [illegible] পীড়া, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে বাধক, [illegible], সূতিকা, [illegible] ও [illegible], [illegible] রোগে [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার [illegible] ডাক্তার পেটান সাহেবের [illegible] ইলেক্ট্রিক মলিউমস ব্যবহার করিয়া [illegible] প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন [illegible] বাঁহারা অল্প [illegible] কোন [illegible] আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ডাকমাশুল [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
[illegible], [illegible] রোড, কালকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধক কণ্ঠমালা

[illegible] সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার [illegible] নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা।/০ মাত্র

[illegible]
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভক্তি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, গ্রন্থসূচী, [illegible]সূচী, পাঠসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] অক্ষরে ডবল ক্রাউন, [illegible] আকারে [illegible] [illegible] কাগজে ছাপা
ভিক্ষা—২।০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] লিখিলে [illegible] পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)
(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা
[illegible] [illegible] দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত [illegible] মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩৲ টাকা
[illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় [illegible] প্রস্তুত। [illegible], কাস, [illegible], ক্ষয়রোগ, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] পুষ্টিকর [illegible] বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা
ইহা সেবনে [illegible], প্রমেহ ও [illegible] [illegible] পাওয়া যায়। [illegible]

অম্লপিত্তান্তক যোগ
[illegible] ও [illegible] রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং
২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে [illegible], (Tube-well) [illegible], প্রাইভেট সেক্রেটারী, [illegible], ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, [illegible], জমিদার, [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] বিশুদ্ধ [illegible] বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

৭৫০০০ লোক উপকৃত
গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা সুখে দূর হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "[illegible]"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান:- আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, [illegible] বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিনরাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— মঠ নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৫১ সংখ্যা

চৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর · ১৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৭ সাল, ১ মে ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাংখ্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
৯। ব্রহ্মসংহিতা ভগবৎসন্দর্ভঃ সানুবাদ (মাঘ) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীন-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌরমন্ত্রপরিক্রমা দর্পণ ..
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চনকথা ও মহাজনগীতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও আত্মনিবেদন ৵০
২৬। সাধনকণ্ঠমালা ।৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৯৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গোবিন্দভাষ্যম্ ৸০
শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান: চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিঃপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান · মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
তাঁহার পথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অতএব প্রাকৃত ভোগে ও ত্যাগে রুচি নাই

...মেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

... প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

...রের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক ডোজেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেরা পরিচায়ক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ না খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২।৩টের জল খেয়ে পয়সাও নষ্ট করা পড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? অতএব ১০ আনার ম্যারফালীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হলেও বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৪৷০ আনা।

এজেন্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা — সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

মূল্য ও প্রাপ্তি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও ডেসপেচ খরচ স্বতন্ত্র

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

ঋষি চরক সম্মত ভেষজ উপাদানে খাঁটী কাঁচা কৃষ্ণ... তৈলে কুষ্ণনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেল, চন্দন, বকুল, বেলা, ... মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগে প্রস্তুত হয় এবং সমভাবে উহার অনুরূপ গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ... পরম পবিত্র 'ত্রিগুণ তৈল' নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

অধিক সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের ... বায়ু ঘটিত রোগ, অর্দ্ধাঙ্গ, ... , হাঁপানি, মেহ, অম্ল, প্রমেহ, কটিবাত, বাধক, সন্ধিবাত, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কাটাফুট ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, উহা একরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির উপর লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় সুবিধাবাদী দোকানদার ভাল [illegible] [illegible] করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে [illegible] ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেন্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার—১৩৫৭

অতীন্দ্রিয়বাণী

সেবক-কৃষ্ণ

বদ্ধজীবসমূহকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে প্রকট আছেন। যেহেতু এই আচার্য্যরূপ-লীলাও নিত্য, অতএব তিনি সর্ব্বদা বদ্ধজীবসমূহকে শ্রীকৃষ্ণাদেশরূপে লোকশিক্ষা [illegible] আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন [illegible] যে কেহ শ্রীকৃষ্ণ-সুখের পূজা করিতে চাহেন, তাহা তিনি কখনও অনুমোদন করেন না। অনুমোদন না করিবার দুইটী কারণ দর্শিত হয়। সেই দুইটী কারণের মধ্যে একটী হইতেছে, আচার্য্যলীলার [illegible] বদ্ধজীবে [illegible] [illegible] ভক্তিবিষয় [illegible] [illegible] [illegible] উচ্চ সম্মানের [illegible]। [illegible] বদ্ধজীবকে [illegible] পারেন। যদি তিনি [illegible] না [illegible] শ্রীকৃষ্ণরূপে [illegible] করিতেন, [illegible] একেবারে [illegible] হয়; [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] মত করিবার প্রবৃত্তি পাইত। [illegible]

নেড়ীর দেবালয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

এক নেড়া বাবুর্চ্চি তাহার উপকারিতাটি লইয়া এক প্রভুর নিকট গিয়াছিলেন। প্রভু [illegible] উপরন্তু নাই [illegible] বালক বোধ করিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়াছিলেন, আর নেড়া লোকটিকে পত্রপাঠ অর্দ্ধচন্দ্রদানে বিদায় দেন।

নেড়া বাবুর্চ্চি [illegible] 'বাবুর্চ্চি'খানার দলে ঢুকিয়া পড়িলেন; কিন্তু বাবুর্চ্চি ও বাবুর্চ্চি একত্র থাকিতে পারেন না,—শাস্ত্রানুসারে উহা নিষিদ্ধ।

নেড়া বাবুর্চ্চি [illegible] করিতে পাইলেন যে, তাঁহার মত একটী নেড়ীকে লইয়া একত্র করিতে দিয়া

কিছুকাল পূর্ব্বে এক ব্যক্তি যোগমূর্ত্তিতে একটী ভাগবতীতার সম্পাদন করিয়াছিলেন, আর [illegible] শ্রীকি উপাসনের জন্য [illegible] সেই প্রাকৃত সহজিয়াটি [illegible] একটী দেবালয় [illegible] প্রয়াস করিয়াছিলেন, তখন যে কথা শুনিয়া নগর বাজাইতে বাজাইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুসরণ করিবার জন্য [illegible] পরের [illegible] ভাবুকতা [illegible] [illegible] অতি [illegible] লোকপ্রতারণা-দিবায় সিদ্ধ হওয়া উচিত।

[illegible]

সম্পাদক মহাশয়, এক নিগূঢ় প্রশ্ন [illegible] করিয়া [illegible] উপাস্য [illegible] কিছু [illegible] করিতে পারেন না?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতেছে। [illegible] কোন কার্য্য [illegible]।

নিবেদক
শ্রীমনোমোহন মিত্র

———

প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকে, [illegible] বলিয়া মনে হয়।

[illegible] আলোচনা করিবার [illegible] প্রভাব [illegible] [illegible] অবহেলিত হয়।

[illegible] সম্মানের [illegible] ভক্তের জীবন [illegible] [illegible] আচার্য্যত্ব গ্রহণ [illegible] আচার্য্য-প্রচারকগণেরও [illegible] [illegible]।

বদ্ধজীবের [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible]

আবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ণ বলিয়া [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপলব্ধি [illegible]।

[illegible] [illegible] অধিকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিরপেক্ষ জীবন, বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বাণপ্রস্থ না ভাগবত পাঠ?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

চাষের জমি নেই, চাল গম, সবই [illegible] কাঁথাগুলো [illegible] ! [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible] উদর পূর্ণ, [illegible] [illegible]" [illegible] লোকটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চলাই দিয়া [illegible] "বিরাট" [illegible] বাধ্য হইয়াছে।

আমরা [illegible], বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] বঙ্কিম [illegible] মর্য্যাদা রক্ষা করিলে [illegible] বিশ্ববাসী আলোচনার [illegible] বিষয়। উহাতে তাঁহারা অসৎ [illegible] যুক্ত থাকিলেন, অসৎ [illegible] অপরাধ করতে [illegible] পারেন এবং সেই [illegible] লোকটীকে যদি মানুষের [illegible] তাহা হইলে [illegible] [illegible] পরি-ত্যাগ করিবেন। [illegible] মর্য্যাদা থাকিলে কত প্রকারে মঙ্গল উপস্থিত থাকে।

অগ্নিতে মৃত্যু

মৃত্যু, মর্ত্য জীবের পরম [illegible]। জীব, মৃত্যুকে ভুলিয়া [illegible] বিশ্ববাসী [illegible] ভুলিতে পারে না।

মৃত্যুকে কেহই আদর করে না, কেননা তোমাদের [illegible] [illegible] মৃত্যু [illegible] কেন [illegible]

বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে [illegible] বুঝিতে পারেন যে, মৃত্যুই অমর জীবের [illegible] যাইবার [illegible]। কেননা [illegible] [illegible] বুঝিতে পারেন যে, [illegible] [illegible] কি?

[illegible] সকলেই জানেন যে, মহারাজ পরীক্ষিত যখন মৃত্যুর [illegible] পূর্ণ হইতেছে [illegible]

পারিলেন, তখন [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] পারেন না। [illegible] মৃত্যুকে [illegible] করেন জন্য সচেষ্ট হইলেন।

বিষ্ণুরাত পরীক্ষিত শুধু নিজের মৃত্যু [illegible] করেন নাই। জীবাত্মা যে অমর, [illegible] যে [illegible] স্বরূপ-[illegible] 'আমি' 'আমার' [illegible], তাহা [illegible] [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] যদি তিনি মৃত্যুতে জীবের [illegible] করিতেন, যদি [illegible] শ্রীশুক-দেব মহারাজের সভায় উপস্থিত হই[illegible] বিশ্ববাসীর [illegible] এবং [illegible] [illegible] না দিতেন, তাহা হইলে [illegible] হইতে [illegible] জীবকুলের [illegible] সম্ভাবনা থাকিত কি?

তাই,—মৃত্যুই আমাদিগকে [illegible] করে, সতর্ক করে এবং অমর প্রভুর সন্ধানে সমুদ্যোগী করে।

গত [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের [illegible] শ্রীমতী [illegible] সম্মুখে [illegible] নিকটে গমন করিতেই তাহার [illegible] হইল। [illegible] পিতা [illegible] নিবাইতে [illegible] নিজেও দগ্ধ হইলেন। [illegible] যথারীতি চিকিৎসা সত্ত্বেও বালক পরদিন নিজের [illegible] স্থানে চলিয়া গেল।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে [illegible] আত্মীয় স্বজন সান্ত্বনা করিতে অক্ষম বুঝিয়া [illegible] শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের সঙ্গে [illegible] [illegible] আলোচনায় [illegible] অবলম্বন করিয়া [illegible] আত্মীয় স্বজনের [illegible] গৃহে ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক [illegible] মহারাজ [illegible] দিন [illegible] গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। স্বামিজীর মুখে ভাগবতের [illegible] ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] সকলের [illegible] শোক [illegible] [illegible] করিবার [illegible] [illegible] বুঝিয়াছেন

প্রচার-প্রসঙ্গ

[illegible] শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ গত [illegible] এপ্রিল সোমবার [illegible] মেদিনীপুর জেলার [illegible] গ্রামে [illegible] [illegible] মহাশয়ের [illegible] [illegible]

'[illegible]' সম্বন্ধে একটী [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] শ্রীরূপপুরী গোস্বামী মহারাজ [illegible] [illegible] হইয়াছিলেন।

[illegible] [illegible] প্রধান [illegible]। [illegible] [illegible] নূতন, [illegible] পুরাতন; [illegible] নূতন ও পুরাতনে [illegible] নাই। [illegible] [illegible] নূতন—[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] মানবকে [illegible] [illegible] [illegible] কালের [illegible] নাই। তাহা [illegible] [illegible] [illegible] করেন না, তাঁহাকে চিরনূতন করিয়া রাখে [illegible] [illegible] [illegible] তাহাকে [illegible] আনন্দ দান করিতে পারে না, কিন্তু [illegible] প্রতিমুহূর্তেই আনন্দানুভূতি বর্দ্ধিত করিতে থাকে। যে নববর্ষ প্রাকৃত [illegible] [illegible] পুরাতন হইয়া যায় তাহা [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] গৃহে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] হইয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একমাত্র [illegible] হউক। স্বামিজীর শ্রীমুখে এই সকল কথা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ পরমপ্রীত হইয়াছিলেন।

নানা কথা

কলেরা টিকা

[illegible] পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে [illegible] নদীয়ায় কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবে। এখন কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয় [illegible] করিতেছেন। কলেরার টিকা লইবার জন্য [illegible] দিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে।

জলাভাব

চাপড়া থানার অন্তর্গত [illegible], [illegible], [illegible] বাজার, [illegible] চাপড়া, মহাদেবপুর, [illegible], [illegible], [illegible], এবং সদর থানার অন্তর্গত [illegible] [illegible] [illegible] (জেলের মাঠ), [illegible] বাগান, [illegible] বা [illegible] পাড়া, [illegible],

[illegible], [illegible] প্রভৃতি স্থানে [illegible] জলাভাব। বিশেষতঃ [illegible] [illegible] লোক [illegible] কোন স্থানেই [illegible] পায় না এবং পাইবার উপায়ও নাই। এই সমস্ত স্থানে [illegible], [illegible] [illegible] আবশ্যক। [illegible] [illegible] আটটী [illegible] [illegible] কথা [illegible]। [illegible] কি হল?

গোয়াড়ীতে বিরাট্ সভা

গত রবিবার সন্ধ্যা [illegible] ঘটিকার সময় [illegible] টাউন হলের সম্মুখে [illegible] এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। আলিপুর [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশিষ্ট কর্মী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হয়।

এই সভায় [illegible] বিশেষ কোন কথা শুনা যায় নাই, তবে দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দশা এবং তাহার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা হয়।

পিকেটিং সম্পর্কে আলোচনায় প্রকাশ পায় যে [illegible] নূতন বাজারে একজন [illegible] পিকেটারের [illegible] [illegible] [illegible] নিরপরাধ ছিল এবং [illegible] [illegible] কোন চেষ্টা করে নাই।

পিকেটিংএর কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের হাতে [illegible] [illegible] পুরুষ [illegible] [illegible] [illegible] পারিবে কিনা সে সম্বন্ধে কথা হয়। বর্ত্তমানে নদীয়ার [illegible] স্ত্রীলোক [illegible] না পাওয়ায় পুরুষদিগকে পিকেটিং করিতে হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করেন।

ঝড় বৃষ্টি

রবিবার অপরাহ্ণে নদীয়া জেলায় ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে এরূপ বালি এবং ধূলি উড়িয়াছিল যে [illegible] [illegible] দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কোন কোন স্থানে [illegible] বৃষ্টি হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে এখনও কড়া পাহারা রহিয়াছে। যখন তখন [illegible] করিয়া পুলিশ রাস্তায় পাহারা দিতেছে অথবা দলে দলে যাতায়াত করিতেছে।

বিদায় সভা

ভূইঞা পাড়া সমাগত ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবক—যাঁহারা কুচ পাড়া মঠ, খাঁ বা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের দোকানের নিকট পিকেটিং করিতেছিলেন, তাঁহারা লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এতদুপলক্ষে সোমবার বেলা ৭ টার সময় কুঞ্জনগর রামগোপাল চাউলের সম্মুখস্থ মাঠে এক বিরাট বিদায়-সভার অধিবেশন হয়। সভায় অনেক মহিলা উপস্থিত থাকিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে উৎসাহদান করিয়াছিলেন।

সভাস্থলে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় এবং সমবেত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দকে পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হয়।

এই দলও নদীয়া জেলা হইতে প্রেরিত প্রথম লবণ সত্যাগ্রহীর দল। সভাস্থলে স্বেচ্ছাসেবকগণের অভ্যর্থনা হয় এবং বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করা হয়।

— —

নূতন বড়লাট

গত ২২শে তারিখে সোমবার লণ্ডন হইতে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (চিফ্ জষ্টিস্) স্যার আইজাক্ আইজাক্‌স্ বড়লাটের পদ প্রাপ্তির জন্য মনোনীত হইয়াছেন। ইনিই প্রথম অষ্ট্রেলিয়া-বাসী অষ্ট্রেলিয়ায় বড়লাট হইবেন।

কাগজের আইন

খবরের কাগজের স্বাধীনতা লোপ করিবার জন্য ১৯১০ সালে যে আইন হয়, ১৯২২ সালে তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার ফলে খবরের কাগজে বিদ্রোহসূচক এত প্রবন্ধাদি বাহির হয় যে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট পুনরায় ঐ আইন কার্য্যকরী করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

———

চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদল

গত ২৩শে তারিখে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে চট্টগ্রামের নিকট পাহাড়ের মধ্যে একদল বিদ্রোহীর সন্ধান পাইয়া গত ২২শে সন্ধ্যাকালে "সুর্মা ভেলী লাইট হর্স" নামক একদল অশ্বারোহী এবং "ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেল" নামক একদল পদাতিক এই দুইদল সৈন্য একসঙ্গে আক্রমণ করে। ফলে বিদ্রোহীদের ১২জন হত হইয়াছে। সৈন্যদের মধ্যে কেহ হতাহত হয় নাই।

গত ২৩শে সকালে সন্দেহ-ক্রমে ফেনীতে চারজন যুবককে পুলিশে গ্রেপ্তার করে কিন্তু তাহারা রিভলবার সাহায্যে পুলিশদের গুলি করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

শ্রীর সংবাদ

আবহাওয়া

২৬।৪।৩০

মধ্যে মধ্যে সূর্য্যদেব অপরাহ্ণ ৩। ৪ বা ৫ ঘটিকার পূর্ব্বেই মেঘের আড়ালে লুকাইয়া সেই দিনের মত লোকলোচনের অন্তরালে গমন করিলেও প্রায়ই প্রাতঃকাল হইতেই আকাশ সুনির্ম্মল থাকে। সময় সময় নীলাচল-সুনীল-গগন-মধ্যে শুভ্র প্রখর তেজের গতিতে দীপ্তিমান হইয়া তৃষিত বালুকণা-সমূহ অগ্নিকুলিঙ্গে পরিণত করিলেও সাগর-শিকর-সিক্ত অনিল পুরী-বাসী-প্রবাসিগণের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। প্রচণ্ডবেগে প্রবহমান বায়ুর বিপরীত গতিতে পরিভ্রমণ কালে দিবসের কোন সময় বিশেষ শ্রম প্রাপ্ত হন না। নিশাকালে অধিকাংশ সময়েই সুনির্ম্মল সুনীলাকাশ-চন্দ্রাতপে তারকারাজি ঝিকি মিকি করিয়া থাকে। সন্ধ্যার পরে সুনীল-বীচিমালা মধ্যে সুনীলাকাশের তারকারাজি প্রতিফলিত হওয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক সাগরতীরে পরিভ্রমণকারী অসংখ্য পথিকগণকে বিস্ময়াপ্লুত করিতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রাতের ও সন্ধ্যার সমীরণে অতিরিক্ত শৈত্য অনুভূত হয়। অমাবস্যা অতি নিকটবর্ত্তী হেতু সাগর-তরঙ্গ-সমূহ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে।

স্বাস্থ্য

এদেশে শীতকালে ম্যালেরিয়া এবং বসন্তের শেষ হইতেই অতিরিক্ত গরমের সংবাদ ও গ্রীষ্ম জনিত উদরাময়, আমাশয়, বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি রোগসমূহের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু শীত, বসন্ত ও বর্ষা এই ঋতুত্রয়ে পুরীর স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভালই থাকে। শীতকালে বঙ্গদেশের ন্যায় অতিরিক্ত শীত এবং গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম মোটেই অনুভূত হয় না, তাই পৌষমাসের প্রথমভাগ হইতে বৈশাখের শেষভাগ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থান হইতে জনগণ স্বাস্থ্য লাভের জন্য পুরীতে আগমন করিয়া থাকেন। বৈশাখের প্রথমভাগেই স্কুল, কলেজ, অফিস প্রভৃতি বন্ধ হওয়ার স্বাস্থ্যের জন্য আগত লোকসংখ্যা এতবেশী হয় যে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে স্থান পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অতীব কষ্ট-সাধ্য হয়। এজন্য পুরীতে লোকে লোকারণ্য। ইহার অধিকাংশ লোকই বঙ্গদেশবাসী।

সন্ধ্যার প্রথম অবস্থায় এবং হাঁপানী রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে পুরীর বায়ু উপরোক্ত ঋতুত্রয়ে বড়ই উপকারী। কিন্তু যক্ষ্মা রোগে যাঁহারা আক্রান্ত হইয়াছেন, দূরদেশ হইতে তাঁহাদের পক্ষে পুরীতে আসা মোটেই উচিত নহে। কারণ প্রথমতঃ গ্রীষ্মে আসার সময় রোগ অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তদ্ব্যতীত জলীয় বাষ্পসংযুক্ত বায়ু ঐ অবস্থায় যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য

পুরীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। ইহার দক্ষিণদেশ প্রায়ভাগ সাগর-বেষ্টিত, বামভাগে তালবন শ্যামল শোভিত। রাজপথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ-শির বৃক্ষসমূহ পথিকগণকে ছায়া প্রদান করিতেছে। পুরীতে শত শত ঠাকুরবাড়ীর বিদ্যমান থাকিয়া উহার সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। ঐ সকল মন্দিরে আরাত্রিকের সময় শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির বাদ্য ভক্তদের হৃদয়ে প্রচুর আনন্দ-ধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে স্বাভাবিক পুষ্প-বৃক্ষ বিরাজিত। অশ্বত্থ বকুল প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরীর সহরের মধ্যে কতকগুলি ডোবা বা বদ্ধ পুষ্করিণী থাকিয়া মশকের আশ্রয় ও তাহাদের বংশবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক। কারণ ঐ মশকই বর্ষাকালে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আনয়ন করিয়া থাকে।

লবণ আইন অমান্য

এখানেও লবণ আইন-অমান্যের সাড়া দেখা যাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে কংগ্রেস সভা সমিতির অধিবেশন হইতেছে।

——

পেটেলের পদত্যাগ

শ্রীযুক্ত পেটেল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতির পদত্যাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে এই পদ তাঁহার নিকট কণ্টকের শয্যা বলিয়া বোধ হইতেছিল। স্বরাজের জন্য দেশবাসী যে সময়ে জীবন মরণ পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন তখন দেশবাসীর সঙ্গে যোগদান করাই তাঁহার উচিত কার্য্য। দেশবাসীগণ যখন পরিষদ বর্জ্জন করিলেন তখন তাঁহার সভাপতির পদে অবস্থান করা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর।

অতঃপর তিনি সত্যাগ্রহে যোগদান করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

আলিপুর জেলের ঘটনা

আলিপুরের জেলে শ্রীযুক্ত জে, এম সেন গুপ্ত, সুভাষ চন্দ্র বসু প্রভৃতিকে সেদিকে যাওয়ার নিষেধ তাঁহাদের আত্মীয়গণকে অনুমতি না দেওয়ায় লাটসাহেবের নিকট আবেদন করা হয়। তাহার জবাবে লাটসাহেব তাঁহাদের অনুমতি দিয়াছেন। ... ... "সম্মান" করা হইল। ... ... না দেওয়া অসঙ্গত ব্যাপার। ... হইতে যাহা হুকুম অনুযায়ী কার্য্য না হইলে আমাদের যাইতে হইবে।"

২০।৪।৩০ রবিবার ... ... বিপিন চন্দ্র রায় ... ... হইয়াছে।

———

গান্ধিজির কথা

... ... তবে শুধু লবণ ... ... স্বরাজ আসিবে না, আরো অনেক আইন অমান্য করিতে হইবে এবং আরো অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

তিনি আরো বলিয়াছেন যে শীঘ্রই তিনি গবর্ণমেণ্টের লবণের গোলা আক্রমণ করিবেন।

— ——

মাদ্রাজে দাঙ্গা

গত ২৭শে এপ্রিল রবিবার মাদ্রাজে তিলকঘাটে এক সভা হয়। যে সমস্ত সাহেবেরা ... গাড়ীতে ঐ পথে যাইতেছিলেন, উহাদের ঐ সভার লোকেরা বিদ্রূপ করে এবং তাঁহাদের উপর ও পুলিশের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে, পুলিশ জনতা হইতে তাহাদের সঙ্গে মারামারি আরম্ভ হয়। পুলিশে গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। উহার ফলে একজন নিহত এবং বহুলোক আহত হইয়াছে।

———

হাজারিবাগে পাহাড়ের মধ্যে মৃতদেহ

... ... দুইটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ ... ... পুলিশ মৃতদেহের ... ... যে একজনের ... বয়স প্রায় ৫০, অপরটির বয়স প্রায় ২ বৎসর, প্রথমটির কন্যা।

পুলিশের ... ... হইয়াছে। তাহারা ... ... অনুসন্ধান

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] ছাপা হইয়াছে,

সপ্তম [illegible] সূচী ছাপা হইতেছে

[illegible] গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible]
[illegible] পক্ষে [illegible] প্রাপ্তব্য [illegible] পক্ষে [illegible], গৌড়ীয়
বা নদীয়া প্রকাশ [illegible] পক্ষে ।/০।
[illegible] টাকা ১২, [illegible]
পক্ষে [illegible]
[illegible] ছাপা হইয়াছে

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট ১ম সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হওয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা প্রত্যেক খণ্ডের পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া [illegible] সংস্করণ [illegible] অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ [illegible] আর এ সুযোগ পাইবেন না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত [illegible]মহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]
[illegible]
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায় —১৬২নং [illegible] লেন, কলিকাতা
৪। [illegible] —এম, এম, [illegible] কানপুর
৫। শ্রী [illegible] —[illegible], নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] ছাপা, ২৪ পরগণা।
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর [illegible] কথা জানিবার [illegible] সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে [illegible]

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	৷০
[illegible]	[illegible]
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) [illegible]	৷০
[illegible]	৷০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	।/০
[illegible]	৷০
গীতাবলী [illegible]	।/১০
[illegible]	।/১৫
শরণাগতি— [illegible]	/০
[illegible]	।/৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

[illegible] মঠ, [illegible], নদীয়া।
২। [illegible] মঠ,— [illegible] (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible]—[illegible], নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible], পাঞ্জাব।
১২। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible],—[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,— [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible] তবে কুরুক্ষেত্র [illegible] পুরুষোত্তম [illegible] ছুটি [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, ... বাঁধাই। ... বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

... বেদ, বেদান্ত, ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ... সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার ... অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ... সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

... ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এজন্য ... শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ... সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুই টাকা
আবাঁধা ১৸০ দেড়টাকা

... শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ... মানবের নিত্য ... সাধারণ ... নির্ধারিত হইয়াছে। এদের শ্রীচৈতন্যের সনাতন শাস্ত্রবাক্য ... প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? ... তাহাদি বিষয় ... যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটি দ্বীপ-... এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ – প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ... কি? তাহাদি বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। ... প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকৃষ্ট ... উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদের ... যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ... অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ... হইয়াছে। ... শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ... উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
তৃতীয় সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

... জীব যখন ... বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র ... শ্রীভগবানের শ্রীচরণ ... কোন ... প্রার্থনা হয় এবং ... শরণাগত ... হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে ... প্রার্থনা ও আত্ম-নিবেদনমূলক গান। ... সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা – ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০
অর্থপঞ্চক – ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

... কল্যাণ ... যথার্থ কল্যাণ ... এবং ... কল্যাণের ... শ্রীমদ্ভাগবত ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, ... প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট ... বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৸০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব-অভিধান)

বিষয়:—... চারি সম্প্রদায়ের ... শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীবৈষ্ণব ... প্রকাশিত হইয়াছে ...

শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা – ১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা – শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় ... পাইবেন। ... প্রয়োজনীয় ... খণ্ড ... আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্রঘুনন্দনাচার্য্য ...

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

বেদোক্ত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ... শুক্রতারল্য, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, ... অতিরিক্ত ... সকল দোষ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্কাব্যাধি ঘৃত"

... মূল্য ... ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

... আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ, কেশবজী
... হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের ... বাদাম তৈল

... বাজারে ... J. B. Dutta & Co. নাম ... দেখিয়া খরিদ করিবেন। ... ক্রয় করিবেন।

... জে, বি, দত্ত

ফেরার্ন কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, সর্দি, যক্ষা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও মধুমেহ সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] বিদ্যার্থিগণকে বর্দ্ধিত শিক্ষণীয় [illegible] শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্র [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত [illegible] তীর্থ, [illegible], বেদান্তরত্ন, [illegible], [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ডায়বেটিস, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।**

মসজিদবাড়ী, [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রাদিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে কলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, রাজন্যবর্গ, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা।৶০ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীকা। গজের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

৭৫০০০ লোক উপকৃত

গ্রন্থখানি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বলিবেন, ইহা সুখী হইবার প্রশস্ত পন্থা। পুস্তকখানির নাম "কামশাস্ত্র"। বিনামূল্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্তার আবিষ্কৃত "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা", ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষ নিবারণে অব্যর্থ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত ইলেক্ট্রিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সংবাদের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৫২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে বৈশাখ শুক্রবার ১৩৩৭ ২রা মে ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৷৹	১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৶৹
			১৭।	আচার ও আচার্য্য	
			১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩র্থ সংস্করণ)	৫৲	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৹	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৹	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৷৹
৫।	অর্চ্চন-পদ্ধতি	।৹	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা বর্ণন	।৹
	" " " আবাঁধা	৸৹	২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনকম ও সদাচারস্মৃতি মোট	১৶৹
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹				
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹		২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও আঙ্গিরণ	৷৹
	গীতার কেবল মূল-পাঠ	।৹	২৬।	সাধকণ্ঠমালা	১৶৹
৯।	শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা সাহুবাদ (বাঁধা)	২৲	২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।৹
১০।	বেদান্তসূত্রম্ সাহুবাদ (বাঁধা)	।৹	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ)	৩৲
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	।৹
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸৹
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩১।	মণিমঞ্জরী সাহুবাদ	।৹
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)		৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
১৫।	দীপ-নিদর্শন			শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সংকলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) বোর্ডে বাঁধা ১৷৹ জিল্‌দে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—আত্মাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
তাঁহার পথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ
গৌরধামাশ্রয়ে শুদ্ধভক্তি হয়।
অতএব শ্রীগৌড়ীয়ের শুদ্ধভক্তি-লাভ

দৈনিক পত্রিকা-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একবার সবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে পর্য্যাপত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ॥০ আনায় পারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না! মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ১০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল খরচ স্বতন্ত্র

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন

এমন ... রী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা তিল তৈলে যুগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেল, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা ... সমভাবে ইহার অনুলেপন ... ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ... পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে মাথাগাছ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

এবং সকলপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের ... ধাতুর দূষিত ... জীর্ণ জ্বর, মেহ, প্রমেহ, অম্বল, অজীর্ণ, বাধক, রক্তামাশয়, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, ... নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু নাশকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ ... ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় ... দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। ... বাজে ... বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ বৈশাখ শুক্রবার—১৩৩৭

অতীন্দ্রিয়বাণী

(অবৈজিত)

অষ্টমপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬৮ অধ্যায়ের ৪৭ সংখ্যক শ্লোকে কথিত আছে, যথা—"কোপস্তেঽখিলশিক্ষার্থং ন দ্বেষান্ন চ মৎসরাৎ। বিভ্রতো ভগবন্ সত্ত্বং স্থিতি-পালন-তৎপরঃ॥" অর্থাৎ হে ভগবন্, আপনি সত্ত্বগুণ ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব নিখিল জীবের শিক্ষা এবং প্রকৃতপক্ষে জগতের স্থিতি ও পালনের জন্যই আপনার ক্রোধ উৎপন্ন হইতে পারে, বিদ্বেষ বা মাৎসর্য্য-নিবন্ধন আপনার ক্রোধ সম্ভাবপর নহে। ভগবৎসেবা-সুখেই বিমল পরমানন্দ নিত্যকাল আস্বাদন-যোগ্য। ভগবদ্বস্তুর নশ্বর পদার্থের সেবা দ্বারে নিত্যানন্দ লাভ করা যায় না। এইজন্য জীবমাত্রেরই একমাত্র সুহৃদ্রূপী শ্রীভগবান্, ভগবদ্বস্তুর সেবাচ্যুত অজ্ঞ-জীবসমূহকে নিত্যানন্দে মগ্ন করাইবার জন্য, কোন মুখে দণ্ড দিয়া তাহাদিগের বুদ্ধির মার্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। "লম্ভনাৎ দণ্ডো যথা" ন্যায়-অনুসারে অজ্ঞ-জীবদিগকে দণ্ড দ্বারে সংশোধন করাই সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের পালনী শক্তির ক্রিয়া। যত দিন না আমরা দণ্ডের ভিতর দিয়া পালনী শক্তিকে লক্ষ্য করিতে পারিব, ততকাল আমরা ভগবৎকার্য্যের চমৎকারিত্ব দর্শনে বঞ্চিত থাকিব। কোন ভক্তের ফলে যে দিন বিপদে ও সম্পদে অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় শ্রীভগবানের করুণা-ধারা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইবে, সেই সময় হইতে আমরা তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার যশোগান ব্যতীত আমাদিগের আর কিছুই ভাল লাগিবে না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ

গত ২৪শে এপ্রিল, ১১ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার কলিকাতার পুলিশ ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত মোহিত লাল ঘোষ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আগমন করেন। প্রভুপাদ তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া জীবের নিত্যমঙ্গল সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

প্রথমেই চেতন জীবের জড়ের প্রতি অভিনিবেশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—জীবগণ অনাদি বহির্ম্মুখতাবশতঃ বহির্জগতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বারা রূপরসাদি বিষয়-ভোগে মত্ত হয়। চক্ষু রূপদর্শনে, কর্ণ সুমধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণে, নাসিকা সুগন্ধি গ্রহণে, জিহ্বা রসাস্বাদনে এবং ত্বক্ স্পর্শসুখে নিরত হয়। তাহারা জানে না যে, এইরূপ ভাবে বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলে কুক্কুরাদি পশুপ্রাণীর ন্যায় বিনষ্ট হইতে হইবে।

প্রভুপাদ শ্রীনরোত্তম প্রভুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—জীবগণ গৌরসুন্দরের উপদেশ গ্রহণ না করায়—অথবা তাঁহার দয়ার কথা আলোচনা না করায় চৈতন্য লাভ করিতে পারিতেছে না।

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ॥

লোকে শ্রীচৈতন্যদেবকে 'স্বয়ং ভগবান' বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা তাঁহাকে একজন প্রচারক মাত্র মনে করে; তাহারা বলে "চৈতন্যদেবের অন্যান্য প্রচারকের ন্যায় একজন প্রচারক মাত্র। সুতরাং তাঁহার কথা ব্যতীত অন্যান্য প্রচারকের কথাই বা শুনিব না কেন?" কিন্তু তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের পরম দয়ার কথা জানে না। তাই প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এরূপ মূঢ় জনগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, নিখিল শাস্ত্রবিদগণও যদি চৈতন্যদেবকে 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়া না জানেন, তবে তাঁহারা অবিদ্যাতেই পড়িয়া থাকিতে থাকেন। তাঁহাদের সংসার-বন্ধন কোন দিনই মুক্ত হয় না।

জগতের অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন,—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যখন জগতে আবির্ভূত হইয়া পরাভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলেন, তখন প্রাকৃত বিষয়ি-গণ স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ সম্বন্ধী গ্রাম্যকথা পরিত্যাগ করিয়াছিল, পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগীন্দ্রগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ সাধন ক্লেশ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়াছিলেন—তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহারা সকলেই চৈতন্যদেবের কৃপায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন 'রস' আর নাই, অথবা তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন রস জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

তখন জগতের অবস্থা এরূপ হইয়া ছিল,—

অদ্ভুত গেহে গেহে তুঙ্গসংকীর্ত্তন রবো
বতো দেহে দেহে বিপুল-পুলক-অশ্রু-ধারা ।
অপি গেহে গেহে পরমমধুরো যোগপদ্ধতী
ধন্যোজ্জ্বলাধ্বপি জগতি গৌরেহবতরতি॥

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল সংকীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছিল, দেহে দেহে পবিত্র পুলকাশ্রুধারা শোভা পাইয়াছিল এবং প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া পরমা মধুরা শ্রী পদবী প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল জীবমাত্রের নিত্য মঙ্গলের কথা বলিয়াছেন, তিনি লোকসকলকে আহার-নিদ্রাদি ইন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকা মঙ্গল নহে। তিনি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের এই প্রকার সকলকে আলোচনা করিবার কথা বলিয়াছেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

অনেক জন্মের পর এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে অন্য বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়সলাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়া ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ডী জীব ভোগাভিলাষী হইয়া স্বর্গাদি লোক লাভ করেন, ইহাতে শাশ্বত শান্তি পূর্ণ হয় না, উহাদের বুদ্ধি-নাশ হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

কর্ম্মকাণ্ডী বিমূঢ় হইয়া জীব অনিত্য কর্ম্মফলভোগ-বাসনা-ক্রমে নিজেকে কর্ত্তা অভিমান করে, তাহার ফলে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে গমন পূর্ব্বক স্বর্গসুখ উপভোগ করে, আবার পুণ্য ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যে আগমন করিতে হয়, কখনও বা কর্ম্মফল-বশতঃ নরকে গমন পূর্ব্বক বিবিধ ক্লেশ ভোগ করে।

যাঁহারা জ্ঞানমার্গাবলম্বনে পরম পদ লাভের বাসনা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন,—হে পদ্ম-লোচন, আপনার ভক্ত ব্যতীত যাহারা আপনাদিগকে 'বিমুক্ত' বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তিভাব না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা অত্যন্ত কষ্ট সাধনের ফলে পরম পদ আরোহণ করিলেও আপনার শ্রীপাদ-পদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয়। এই জ্ঞানমার্গটি সাধনের অতীব সিদ্ধি প্রাপ্ত করিবার চেষ্টা মাত্র। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পতনাশঙ্কা নাই, অথবা কোন প্রকার বিঘ্নই তাঁহাদের মার্গ রোধ করিতে পারে না। যথা—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

(সর্ব্বেশ্বরের দেবগণের ভগবৎস্তুতিতে উক্ত—) হে মাধব, আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ। তাঁহারা কখনই সাধন-ভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানিগণের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

অতএব শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করাই জীবমাত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য।

চিত্রে নবদ্বীপ

[গত ১০ই বৈশাখ, ১৩৩৭ তারিখের 'দৈনিক বিশ্বামিত্র' পত্রিকা শ্রীসত্যেন্দ্র শরদিন্দু নারায়ণ রায় সম্পাদিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' পুস্তক সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—]

গ্রন্থ সমালোচনা

নবদ্বীপের পরিচয় পুস্তক

চিত্রেনবদ্বীপ—শ্রীযুক্ত শরদিন্দু-নারায়ণ রায় এম, এ, বি, এল প্রণীত। নবদ্বীপ হইতে সরেশ চন্দ্র মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পুণ্যস্মৃতি দ্বারা ইহা একখানি নবদ্বীপ তীর্থের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকার একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। তিনি নবদ্বীপের ইতি-

তাদের প্রধান প্রধান ঘটনাপুঞ্জ এত মূল্যবান্ স্থানীয় কিম্বদন্তী হইতে [illegible] সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থকার মায়াপুর এবং [illegible] চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলিকে [illegible] নবদ্বীপ [illegible] ভবিষ্যদ্বাণীর [illegible] নির্ভর করিয়া [illegible] হইয়াছেন। [illegible] সমস্ত বর্ণিত [illegible] নবদ্বীপ [illegible] মধ্যে [illegible] নবদ্বীপের বর্ণনায় [illegible] এক [illegible] কিছি [illegible] নগেন্দ্রনাথ বসু [illegible]) মহাশয় উঁহ [illegible] অভিজ্ঞ [illegible]

কোন্ সময়ে [illegible] নাম 'নবদ্বীপ' হইয়াছে [illegible] পাওয়া যায় নাই। কিন্তু [illegible] উদ্দিন—[illegible] সম্বন্ধে বিদ্যমান ছিলেন তিনি এই স্থানটির নাম নবদ্বীপ অর্থাৎ নূতনদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং সম্ভব সেনবংশের রাজত্বকালে এই নদী স্থানটি হইয়াছিল। নদী তীরের মধ্যই বলিয়া যে স্থানটির 'নবদ্বীপ' নামকরণ হইয়াছে, উহা তখন কোথায় [illegible] যেমন কি, মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে পরিচিত নবদ্বীপ যে কয়টী দ্বীপের সমষ্টি, উহা অজ্ঞাত ছিল, কারণ কোন সমসাময়িক বৈষ্ণব-গ্রন্থে এরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ শ্রীমায়াপুরেই আবির্ভূত [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব মায়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের অন্ততঃ এক শত বৎসর পরে মায়াপুরের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন স্থানের (সম্ভবতঃ নয়টী স্থানের) নাম 'নবদ্বীপ' হইয়াছিল। এই স্থানগুলি ভগবান্ ও ভাগবতগণের পাদস্পর্শে পূত হওয়া সমষ্টিগতভাবে 'নবদ্বীপ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাপ্রভুর পরম ভক্ত কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ রায় মহাশয় শ্রীচৈতন্য এবং সহচরগণের স্মৃতিবিজড়িত চিত্রাবলী ঐতিহাসিক ভূমিকার উপর অঙ্কন করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন উহাতে [illegible] অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই পবিত্র তীর্থের এরূপ প্রামাণিক [illegible] বিবরণ এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছে এবং জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে উহা [illegible]। আমরা গ্রন্থকারকে তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য আনন্দের সহিত আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি প্রত্যেক পুণ্য স্থানের পৌরাণিক কথা, প্রাচীন প্রাচীন কাহিনী এবং কিম্বদন্তী একত্রে সংগ্রহ করিয়া ভ্রমণকারী এবং শ্রদ্ধাবান্ তীর্থযাত্রীর উক্ত স্থানগুলি দেখিবার ও তৎসম্বন্ধে জানিবার সমস্ত সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক পথপ্রদর্শকের অভাব পরিপূরণ করিয়াছেন।

উহাতে একখানি মানচিত্র সংযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থখানির উপকারিতা বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কণ ও বাঁধাই পরম রমণীয় এবং উহা বহু চিত্রশোভিত হওয়ায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

কলিকাতায় প্রচার

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত রবিবার ১৩ই বৈশাখ স্বামিজী বাগবাজার-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গোলোকগত[illegible]-বৈষ্ণব মহোদয়ের বাড়ীতে ছায়াচিত্রযোগে বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণের বিকৃতাবস্থার বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত রবিবার ১৪ই বৈশাখ (১৩৩৭) স্বামিজী [illegible] বৈঠকখানা বাজারে শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক সমিতির ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উৎকর্ষ, মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অধিকারী কে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফল প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ স্বামিজীর শ্রীমুখ হইতে অনর্গল হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই, পরন্তু আরও শ্রবণের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুঃ"—বাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গত সোমবার ১৫ই বৈশাখ স্বামিজী মহারাজ ৪নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে পরলোকগত বৈদ্যনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের গৃহে "[illegible]"র বিষয় কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে ছায়াচিত্র যোগে বর্ত্তমানে বৈষ্ণবগণের বিকৃতাবস্থা, বিপথ, [illegible], আউল, উপমা ও [illegible] প্রভৃতি যে ধর্ম নহে, উহা শাস্ত্রযুক্তি সহ বুঝাইয়া দিয়া ধর্মের ও লোকগুরুর বিশেষ [illegible] আগ্রহ জন্মাইয়াছেন।

গত মঙ্গলবার মুরারিপুকুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে ছায়াচিত্রের সাহায্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও চরিত্র, তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পুরীতে প্রচার

(সংবাদদাতার পত্র)

পুরী ২৮।৪।৩০

পাঠকগণ অবগত আছেন, বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আদেশানুসারে তদীয় কৃপাপাত্র, প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল [illegible] মহারাজ গত ২১শে এপ্রিল পুরীর [illegible] শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শুভ বিজয় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শুদ্ধভক্ত প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছেন যে আভিজাত্য, কৌলীন্য ও প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জন—এই তিনটী মহাবাক্য ভগবদ্ভক্তের সর্বদাই অনুশীলনীয়। অন্যের কথা কি, পিতা পর্য্যন্ত শত্রু হইলেও তাঁহার নিকটও নির্ভয়ে ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠতার কথা কীর্ত্তন করিতে হইবে, এই সত্যবাণী প্রচারের জন্য যত প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা ভক্তেরা অবাধে হাসিমুখে সহ্য করেন, প্রাণ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইলেও ভগবদ্ভক্ত নির্ভীকচিত্তে বলেন—

"খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড় হরিনাম॥"

ভগবদ্ভক্তগণ শ্রৌতপথাবলম্বী। লোকবিচারে স্বজনগণ ভক্তি সাধনে পরাঙ্মুখ হইলে অথবা বাধা প্রদান করিলে তাঁহারা কর্ত্তৃক স্বজনাখ্য দস্যু উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তিরস্কৃত হন, পক্ষান্তরে যাঁহার সহিত কোনও লৌকিক সম্বন্ধ নাই, এই প্রকার লোকও ভগবদ্ভক্ত হইলে পরমাত্মীয় বলিয়া গৃহীত হ'ন।

অতঃপর স্বামিজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলাভিনয়ের পর শান্তিপুর হইতে নীলাচলাভিমুখে শুভ বিজয় কাহিনী বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে বর্ণিত সাক্ষিগোপালের শুভ চরিত্র বর্ণন করেন। গত কল্য এই অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। অদ্য হইতে তিনি শ্রীগৌর লীলার ব্যাস শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মহাপ্রভুর ভুবনেশ্বরে শুভ পদার্পণ ও ভুবনেশ্বর শিবের উপাখ্যান পাঠ করিবেন। স্বামিজী মহারাজ প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে কতিপয় ব্রহ্মচারি সমভিব্যাহারে পুরী নগরে পরিভ্রমণপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। পুরুষোত্তম মঠের বর্ত্তমান মঠরক্ষক শ্রীপাদ রাধাবিনোদ 'ভক্তিভূষণ' প্রভু, শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভু শ্রীমঠে সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট সর্বদাই হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পাঠ ও সংকীর্ত্তন হয়। সর্ব্বসাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

দিল্লীতে প্রচার

[দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র 'দি হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রিকার গত ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩০ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

দিল্লীতে বক্তৃতা

দিল্লী ১১ এপ্রিল।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক সংস্কৃতাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মীর্জাপুর ও এলাহাবাদ অঞ্চলে ভগবৎ কথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে দিল্লীতে শুভাগমন করিয়াছেন।

গত ৬ই এপ্রিল রবিবার স্বামীজী মহারাজ নিউদিল্লীর বাঙ্গালী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় গৃহে, এক বিরাট জনসভায় (ভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়ে) বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ডাঃ কে, কে, সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরদিন ৭ই এপ্রিল সোমবার তিমারপুরে ও মঙ্গলবারে সেক-কোয়ার্টারে বক্তৃতা দেন।

ভুবনেশ্বর

বেঙ্গল-নাগপুর-রেল-লাইনে ভুবনেশ্বর ষ্টেশন অবস্থিত। উহা হাওড়া হইতে ২৭২ মাইল দূরে। ভাড়া (পেসেঞ্জার ট্রেণ) ৫/০। এই ষ্টেশন হইতে ভুবনেশ্বর সহর এক ক্রোশ ব্যবধান। পথমধ্যে যাইবার ভাল রাস্তা আছে; তদ্ব্যতীত গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী এবং মোটর যানেও যাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। উহার কোথাও নির্জ্জন, দুর্গম, স্বাভাবিক বনের শোভা, কোথাও শ্যামল বৃক্ষাবৃত পাহাড়শ্রেণী, কোথাও বা হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র বিরাজিত। উহা একটী উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থান।

ভুবনেশ্বর উপরি উক্ত প্রাকৃতিক অদ্ভুত বিভিন্ন সমূহে বিরাজিত থাকিলেও উহা শ্রীশ্রীঅনন্ত বাসুদেব ও ভুবনেশ্বর শিবের

অবস্থিতির জন্য প্রসিদ্ধ; প্রতি বৎসর অসংখ্য যাত্রী ঐ সকল শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে যাইয়া থাকেন। উপরি উক্ত মধ্যোপরি বহুসমৃদ্ধ এই ধামের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। উহার সন্নিকটে খণ্ডগিরি, উদয়গিরি পর্বতে অনেক জৈনাচার্য্য মহাপুরুষের ভজন-গুহা সমূহ বিদ্যমান থাকিয়া ভক্তগণের হৃদয় ভক্তিস্রোতে অভিষিক্ত করে। ভুবনেশ্বরের দর্শনীয় বিষয় সমূহ আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

নানা কথা

[illegible]

কৃষ্ণ... [illegible] সময়ে বড় নহে: [illegible] থাক; কিন্তু বর্ত্তমান [illegible] প্রমাণ পাওয়া যায় না [illegible] সন্ধ্যাকালে গোয়াড়ীতে [illegible] জনৈক লোক হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেল। একজন সাঁতার দিয়ে সাহস করিলে সকলে তাহাকে নিষেধ করায় সে পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

ব্যাপারটী সামান্য; কিন্তু বড় গুরুতর একটা ব্যাপারের সূচনা মাত্র। এই নদী মরিয়া গেলে সে বাড়ীর অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সকলেরই অনুমেয়। জলঙ্গী মজিয়া যাওয়ায় কৃষ্ণনগর প্রদেশে শুষ্ক হইয়াছে—ইহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে প্রকাশ যে জলঙ্গী উদ্ধারের চেষ্টা হয়, তবে অর্থাভাবে এ কাজ ত্যাগ করিতে হয়।

উইলকক্স সাহেব এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সকলেরই চোখ ফোটা উচিত।

কৃষ্ণনগর দাতব্য চিকিৎসালয়

গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কৃষ্ণনগর সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ১৮৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে ৩৭ জন ম্যালেরিয়া রোগী, ৬ জন কালাজ্বর রোগী ১৩৬ জন অন্যান্য রোগী এবং দশ জনের উপর অস্ত্রোপচার করা হয়। তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ৩১ জন ম্যালেরিয়া রোগী, ৬ জন কালাজ্বর রোগী, ১৫২ জন অন্যান্য রোগী এবং ১৩ জনের উপর অস্ত্রোপচার হয়। এ সপ্তাহে ম্যালেরিয়া রোগী ছয় জন বাড়িয়াছে এবং কালাজ্বর রোগীর সংখ্যা সমান আছে।

নদীয়ায় কলেরা

নদীয়া জেলায় কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। লোকে বিধাতের বশবর্ত্তী হইয়া রোগ তাড়াইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে।

পিকেটিং

গোয়াড়ী এবং কৃষ্ণনগরে পুনরায় জোর পিকেটিং চলিতেছে। কুষ্টিয়া হইতে সমাগত স্বেচ্ছাসেবকগণ নবম সপ্তাহে চলিয়া যাইবার পর পিকেটিং কিছু নরম পড়িয়াছিল। গত মঙ্গলবারে পুলিশ সাহেব পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। কোন গোলমাল [illegible] সকলে নিরুপদ্রবে পিকেটিং [illegible]। এবং আফিস ও মদের দোকানের সম্মুখে প্রায় ছই দিন [illegible] বসিয়া ছিল। সকলেই শান্তভাবে ছিলেন। অতএব বিষয় এই যে কৃষ্ণনগরে সিগারেট বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পিতা ও পুত্র

পিতা [illegible] আমার বাধ মদ খেতে না দিস, তাহলে তোকে ত্যাজ্য পুত্র করব।

পুত্র—(পিকেটিং করিতে করিতে)। কাকে? আপনি ত' সবই মদ খেয়ে উড়িয়েছেন।

পিতা মদ কিনিতে আসিলে, পিকেটারগণ পুত্রকে তাঁহার নিকট পিকেটিং করিতে পাঠাইয়া দেয়।

লণ্ডনের টেলিফোন

গত ১৮৮৬ সালে যখন টেলিফোনে প্রথম কথাবার্ত্তা শুরু হয়, তখন হইতে এদেশের খুব উন্নতি হইয়াছে। লণ্ডনে টেলিফোনের ব্যবস্থা এত সুন্দর যে কেহ ইহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনে না। সম্প্রতি এক সপ্তাহের মধ্যে লণ্ডনে ১ কোটী ৭৫ লক্ষ বার টেলিফোনে কথাবার্ত্তা হইয়াছে। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে লণ্ডনের টেলিফোনের ব্যবস্থা "খুব ফ্রি" হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদল

বিদ্রোহীদলের এখনও সন্ধান মেলে নাই। সৈন্যগণ পাহাড়ের [illegible] ঘুরে কাপ্তাই নদীর দিকে বিদ্রোহীর সন্ধানে গিয়াছে। সহরে ও চট্টগ্রাম জেলায় বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে কয়েকজন পুলিশের লোক কেহই বিদ্রোহীদল ভুক্ত নহে।

আবার প্রেস আইন

১৯১০ সালে যে ভারতীয় প্রেস অ্যাক্ট প্রচলিত হইয়াছিল উহাও ১৯২২ সালে উঠাইয়া দেওয়া হয়। ভারতীয় বড়লাট বাহাদুর সম্প্রতি এক ইস্তাহারে প্রকাশ করিয়াছেন যে কলিকাতা, করাচী, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানে আইন অমান্য ব্যাপারে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে। সংবাদপত্রে নানা ভাবে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ উৎপন্ন এবং বিদ্রোহ আনয়নের চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তজ্জন্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া উক্ত ভারতীয় প্রেস আইন পুনরায় প্রবর্ত্তন করা গেল।

কলিকাতা গেজেট

শ্রীযুক্ত মোবার্লি সাহেবের অবসর কালে তাঁহার স্থানে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ ডব্লু, ডি, আর প্রেণ্টিস্ সি,আই,ই,আই সি এস বঙ্গীয় শাসন পরিষদের অস্থায়ী সদস্য মনোনীত হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে মিঃ ডব্লু, এস হপকিন্স্ সি,আই,ই, ও বি,ই, আই সি এস (যিনি সম্প্রতি ক্যাবিনেট ডিপার্টমেণ্টের কমিশনার ছিলেন) গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন।

সর্ব্বদল সম্মিলন

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং স্যার এ, পি, পাত্র এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে সর্ব্বদল সম্মিলনের যে সভা হইবার কথা ছিল নানা কারণে তাহা পিছাইয়া যায়। এক্ষণে মৌলানা মহম্মদ আলি এবং আরো কয়েকজন সভ্যের ইচ্ছা যে শীঘ্র ঐ সভার অধিবেশন হওয়া প্রয়োজন। এজন্য সকলকেই জানান হইতেছে যে আগামী ১৪ই মে তারিখে বিপ্রহরে বোম্বাইয়ে ঐ সভার অধিবেশন হইবে।

দুইলক্ষ টাকা চুরি

রেঙ্গুন হইতে গত ২৩শে তারিখের এসোসিয়েটেড্ প্রেস সংবাদে প্রকাশ যে গোয়েন্দা পুলিশ দুইলক্ষ টাকার অধিক মূল্যের রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যালিটির [illegible] দলিল চুরির সন্ধান করিয়াছেন [illegible] মিউনিসিপ্যালিটির একজন ইন্স্পেক্টর গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং আরো কয়েকজন কর্ম্মচারি এবং কণ্ট্রাক্টর গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনা আছে। কাগজপত্র পুলিশের দখলের জন্য অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালার মৃত্যুসংখ্যা

কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যবিভাগে যে রিটার্ণ আসিয়াছে তদ্দ্বারা জানা যায় এতৎপূর্ব্ব সপ্তাহে মৃত্যুসংখ্যা:—

কলেরা

	তৎপূর্ব্বসপ্তাহ	গত সপ্তাহ
কলিকাতা	৮৫	৯৭
২৪ পরগণা	১৬	১৬
দিনাজপুর	৬	৫১
ফরিদপুর	৮৮	১১৬
বাখরগঞ্জ	১৩	১৭
বর্দ্ধমান	৬	৪৪
বাঁকুড়া	১৩	২
হুগলী	২৫	১৮
হাবড়া	৪৮	৩৮
নদীয়া	১০০	৯৩
খুলনা	২২	১৪
রংপুর	১১	৩
যশোহর	১৪	৫
ঢাকা	১০৬	৪৮
চট্টগ্রাম	১৫	৬
ত্রিপুরা	৪২	৩৭
নোয়াখালি	২৫	২১

বসন্ত

	গত সপ্তাহ
কলিকাতা	৯৭
ঢাকা	১৯
২৪ পরগণা	১৩
বর্দ্ধমান	১২
হুগলি	১১
হাওড়া	৬
রংপুর ও পাবনা	৬
বীরভূম, নদীয়া, দিনাজপুর	৫
বাখরগঞ্জ	৪
বাঁকুড়া মৈমনসিংহ	২
আসানসোল, মেদিনীপুর, রাজসাহী	১
কলিকাতার ইনফ্লুয়েঞ্জায়	১১

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

গত সোমবার বেলা সাড়ে দশটার সময়ে হাওড়া শালিখায় একটী বাড়ীতে আগুন লাগিয়া বহু পরিমাণের পাট পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ১৫০০০, টাকা। দমকলের [illegible] পরিশ্রমের পর আগুন নিবাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

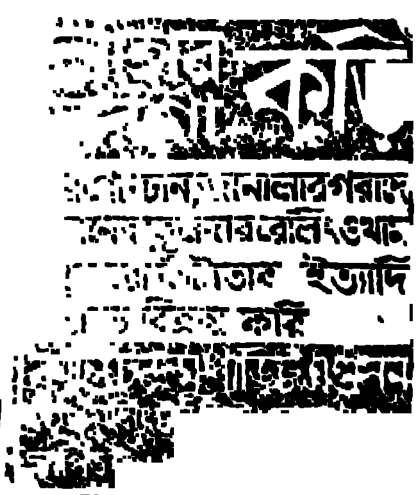

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় দশমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রথম খণ্ড নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৷৷/০ সাধারণ পক্ষে ২০৷৷/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৷০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ১২, অগ্রিম গ্রাহকের পক্ষে ৮,।

শ্রীমন্নারায়ণ একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—[illegible], কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, [illegible], কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া

৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ [illegible], [illegible], ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এম, এ, [illegible]।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৵০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵২

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, গোবর্দ্ধন[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিন্দিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা, [illegible] পোঃ, বাঁকুড়া।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ [illegible] রোড, [illegible]

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অন্যথা না হবে কৃষ্ণ এই সত্য করে পুনর্নেইত গাঢ় [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ও
[illegible]-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
[illegible]। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ
বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর ও [illegible] মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের [illegible] বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আধবাঁধা -১॥০ দেড়টাকা

মনুষ্য শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও মানব সামাজিক কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থে [illegible] সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা [illegible] প্রমাণিত হইয়াছে। বেদের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-[illegible]। এই গ্রন্থে দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে [illegible] বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে উত্তম অক্ষরে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিগণের অনুকূল ও প্রাঞ্জল বিচার অতি সুন্দরভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুকূল্য লইয়া— জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র অন্তর্যামী শ্রীভগবানের প্রতি [illegible] কোন আশ্রয় আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০
[illegible]—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা [illegible] ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও সর্বার্থ কল্যাণ দানে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ [illegible] কল্যাণের [illegible], [illegible] নিত্যকল্যাণ [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সংস্কৃত-কোষগ্রন্থ)

[illegible]—১। ভক্তিশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবস্থানাদির ও শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের জীবনী ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে ব্যাখ্যা [illegible]। [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ॥০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বহুবৈষ্ণবের অতীব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা মাত্র

মেডিক্যাল

মদন মঞ্জরী

বটিকার ধর্ম ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অগ্র যে অক্ষমতা, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকারি মৃত"
[illegible] আরোগ্য করিয়া পুনর্যৌবন প্রদান করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"
[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ শাস্ত্রী, কেশবজী
১৭৭ হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল
[illegible]

[illegible] সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় [illegible] ইংরাজী *J. B. Dutt & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কর্তৃক [illegible] তেল দিয়া প্রতারিত হইবেন।

[illegible] জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
[illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন [illegible] পুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] বিভাগিদিগকে [illegible] শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা [illegible] করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই [illegible] করিয়াছেন। এবৎসর সকল ছাত্রই [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible] সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, [illegible] ব্যাকরণাচার্য্য।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে [illegible] মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, বাতুলোন্মত্ততা, [illegible] অর্শ, অম্বল, পাকস্থলীর পীড়া, অগ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মূর্চ্ছা, [illegible] শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে [illegible] নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও [illegible] গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতীব পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে বাতুলোন্মত্ততা, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! দুগ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত [illegible] উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible] লাট বাহাদুর, এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, [illegible] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত [illegible] কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এ্, এম্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   ১৫৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩৭   ৩রা মে ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। [illegible] বাঁধা ২৲
১০। বেদান্তসূত্র সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টক ও মহাজনগীতি: মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও বাউলসঙ্গীত ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৶০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ!   পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।
৯৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্রে সমলঙ্কৃত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ক্লথে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ।
গৌরনামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অতএব [illegible] শুদ্ধভক্তি-নাই

দৈনিক বার্ত্তা-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং আরোগ্য রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনায় সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যেক উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না! মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত শীত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

যদি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা তিলের তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, কমল, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান বহুসংখ্যক দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা বহুক্ষেত্রে সমভাবে উহার অত্যুৎকৃষ্ট গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

অপিচ সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত [illegible], কঠিন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, [illegible], বাধক, মস্তিষ্কবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, [illegible], নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী মাথা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতারক দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ বৈশাখ শনিবার—১৩৩৭

পিতা কাহাকে বলে ?

ভারতীয় অধিবাসিগণের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের পরিচয়ে পিতার নাম ও জাতি নির্দ্দেশ করিতে হয়। একই নামে যেখানে বহুলোক আছে, সেখানে পিতার নামের নির্দ্দেশ থাকিলে পরস্পর বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপিত হইতে পারে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এক নামের ব্যক্তি থাকিলে জাতির বৈষম্য পরিচয়ে এক নামীয় মানবের পার্থক্য জ্ঞাপিত হয়।

জন্ম বিষয়ে পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা শৌক্র শরীর মাত্র। আচার্য্যের শৌক্রজন্ম-কালে সাবিত্রী মাতার উপনয়নে [illegible] যে সংস্কৃত জন্ম হয়, তাহাকে দ্বিতীয় জন্ম বলে। ভারতীয় দ্বিজগণ একজন্ম-পরিচিত, অসংস্কৃত শূদ্র হইতে পৃথক জন্ম লাভ করেন। দ্বিজ যখন গুরুপাদপদ্ম মন্ত্রশিষ্য [illegible] হইয়া যাজ্ঞিক জন্ম লাভ করেন, তখন তাঁহার তৃতীয় জন্ম হয়। শৌক্রাচারপর স্মৃতিনীতি যেখানে প্রবল, সেখানে অনভিজ্ঞতাক্রমে বিজন্ম ও ত্রি-জন্ম কথা অজ্ঞাত। অনভিজ্ঞ মূর্খ সমাজ সাধারণতঃ শৌক্রজন্মকে জাতির পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন জানেন। তদপেক্ষা বিজ্ঞগণ সংস্কৃত দ্বিজাতির সহিত অসংস্কৃত জাতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের দ্বারা দ্বিতীয় জন্মের পরিচয় দ্বারা জাতির পরিচয় হয়। আর পরমার্থবক্ষের যাজ্ঞিকগণ মঠের পরিচয়ে তৃতীয় দৈক্ষজন্ম লাভ করেন।

দ্বিজাতি যেরূপ আপনাকে শূদ্র অভিমান করেন না, তদ্রূপ ভাগবত তদ্রূপ আপনাকে ব্রাহ্মণব্রুব বলিয়া অভিমান করেন না। কিন্তু অনভিজ্ঞগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে পারেন না। মঠের পরিচয়ে আচার্য্য ও শৌক্র জনকের পরিচয় নিরস্ত হয়—একথা বুঝিতে না পারায় অনধীনতায় ব্যক্তিগণ শাস্ত্র-শাসনের ও সজ্জনের প্রতি আক্রমণ করিয়া বসেন। যেরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ-উপাধিধারী তৎপূর্ব্বেই বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাহা পরিজ্ঞাত বিষয়, তদ্রূপ। মঠে গুরুপাদপদ্মাশ্রিত জনগণ শৌক্রজন্মের অথবা সাবিত্র-জন্ম-কালীন পিতৃদ্বয়ের পরিচয় না জানা [illegible] শ্রীগুরুপিতার পরিচয়েই পরিচিত হন।

মূর্খলোক এই সকল শাস্ত্রকথা বুঝিতে না পারায় কাঁকড়া-মেঠোয়ালের কালিদপুর ও ভদ্রাসনপুরকে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবীনতায় অধিষ্ঠিত না করিয়া উহাকেই পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীনতা দিয়া গো-গর্দ্দভ-মূর্খতা প্রকাশ করেন।

কোন ভাবিক যেরূপ চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে কোন ঘটনা নিষ্পন্ন করিতে গিয়া চণ্ডীমণ্ডপকেই সাক্ষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন তদ্রূপ মূর্খগণ বৃদ্ধ স্ত্রী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণকে পূর্ব্ব পরিচয় বা উঁহাদের দ্বারা বর্ত্তমানকালের ঘটনা নির্দ্দেশ করে।

এই সকল [illegible] জনগণ নিতান্ত বোকা। ইহাদিগকে পাঠশালায় দশনামী ও সামাজিক ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। রাজা বনবিহারী কপুর মহাশয়ের [illegible] মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে যেমন কিছু কাগজপত্রে [illegible] কপুর মহাশয়ের পরিচয় দিতে হয় না, তদ্রূপ মঠাশ্রিত গুরুসেবা-পরের নিরাপদের এক প্রকার পূর্ব্ব শৌক্র পিতৃকুলের পরিচয় দিতে হয় না। অবশ্য যাহাদের ঐতিহ্য সংগ্রহে স্পৃহা আছে, সেই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক ঐ সকল লিপি রাখিতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষকে পূর্ব্বজন্ম ও আশ্রমের দ্বারা পরিচিত হইবার জন্য বাধ্য করিতে গেলে সজ্জনের প্রতি আক্রমণ ও সত্যের বিনাশ করা হয়।

মহাশয়া, পালকপুত্র ও পোষ্যপুত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব শৌক্রপিতার পরিচয় প্রদান বিষয়ে অনেকস্থলে আপত্তি-জনক মনে করেন। নারিকেলের শস্য ও জল বাদ দিয়া বাহিরের ছোবড়াকেই যাঁহারা নারিকেল বলিয়া জ্ঞান করেন, অথবা বাহিরের খামখানিকেই ভিতরের চিঠি বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার।

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভক্তোক্তি

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৬৮।৪৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যথা

[illegible] ভবেকো [illegible] মবঃ।

লোকান্ [illegible]

[illegible]

এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানই একমাত্র নিত্য-সত্য। যেহেতু শ্রীভগবান ভিন্ন কোন সত্যবস্তু নাই, তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহ [illegible] নাশ করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং তাঁহাকে স্বরাট্ বলিয়া অবগত হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত।

ভগবদ্বস্তু ব্যতীত যাহা কিছু দৃষ্ট হয় তৎসমুদয় পদার্থই শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে। [illegible] গণ শ্রীভগবানকে তাঁহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ পদার্থ বলিয়া থাকেন। অতএব আমরা অধীন তত্ত্ব।

অধীন-তত্ত্ব কখনও স্বরাট্ পদার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জয় লাভ করিতে পারে না। স্বরাট্ পদার্থের যাহা ইচ্ছা, তাহাই অবশেষে সিদ্ধ হয়। তিনি ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় আমাদিগের সহিত স্বেচ্ছা ব্যবহার করিতে পূর্ণমাত্রায় সমর্থ। যিনি শ্রীভগবানের এতাদৃশ মহিমা অবগত হন, তিনি আর স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। তিনি তখন শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তনে রত হইয়া বিমল সেবানন্দ-রস আস্বাদনের জন্য চিরতরে নিযুক্ত হন। এমত অবস্থায় বিপদ তাঁহার [illegible] হইতে পারে না এবং তাহা দেখিয়া তিনি সে সময় বলিতে থাকেন,

বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র ভাবনে।
সব দুঃখ দূর গেল ও পদ বন্দনে॥

অস্মদীয় আচার্য্যদেব

আবির্ভাবের কারণ

সমসাময়িক জগতে যাঁহারা আপনাদিগকে বাস্তবতার উপাসক বলিয়া দাবী বা অভিমান করেন, তাঁহারা অনেকে মনে করিতে পারেন,—চৈতন্যকথা প্রচার, দুপাতকারের একখানা ইটের উপর আর একখানা ইটক গ্রথিত করিবার ন্যায় বা কৃষকের ক্ষেতে ধান্য ফলাইবার ন্যায় বাস্তব প্রয়োজনীয় নহে। "শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না"—ইহাই বর্ত্তমান বাস্তববাদ উপাসকগণের প্রচলিত নীতি। কিন্তু যদি সত্য-সত্যই নিষ্কপটভাবে আমরা বাস্তবতার অনুসন্ধিৎসু হই, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে বাস্তবতার বিচার করি, তবে কি দেখিতে পাই? যাহা নিশ্চিত আশ্রয় বা ধান্য-শস্য—যাহাকে আমরা অত্যন্ত বাস্তব মনে করিতেছি, তাই আমাদিগকে মাত্র কয়েক দিনের জন্য রৌদ্র, বৃষ্টি ও ক্ষুধা হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে,—যদি [illegible] আমাদিগকে [illegible] না করে, [illegible] আমাদের গৃহ [illegible] না [illegible], [illegible] আমাদিগকে [illegible] করে, [illegible] উপর যদি [illegible] বিসূচিকা-ব্যাধি যদি [illegible] না করে, দুর্ভিক্ষের [illegible] ভাবে সহসা বন্ধ না হইয়া যায়। [illegible] অসংখ্য পথ দ্বারা চিরবেষ্টিত হইয়া কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকিবার বা [illegible] বাস করিবার উপকরণ সংগ্রহ টুকুই কি বাস্তব? ঐ ইটকখানা ও আমাদের অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিতে পারে, [illegible] অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে? এই [illegible] বাস্তবতার [illegible] কি বলিবেন, [illegible] প্রমাণিত করিবে যে, [illegible] অনিত্য কাহারও কাম্য [illegible] হইতে পারে না। এই আপাত-উজ্জ্বল পূর্ণ বাস্তবতার [illegible] হইতে সমসাময়িক [illegible] জগতকে চৈতন্য-কথার অর্থ ও বাস্তবতার মধ্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী চৈতন্য-কথার প্রচারক আচার্য্যের আবির্ভাব।

বিচারের জন্য আহ্বান

[illegible] সমসাময়িক জগতের [illegible] —নিরপেক্ষ চৈতন্য-কথার বিচার করা? [illegible] 'বাস্তবতা' মনে করেন, [illegible] আপাত-[illegible] বিষয় [illegible] উপরই অধিক পরিমাণে [illegible]। নিরপেক্ষ বিচারের কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া [illegible] সমসাময়িক জগতের [illegible] কিন্তু [illegible] হয়। এই জন্য আচার্য্যদেবের সকল কথা শুনিলেই [illegible] বিচার [illegible] কিছু [illegible]। বিচারবোধ [illegible] দ্বারা [illegible] আবৃত হয়।

সমসাময়িক জগৎ বিচার-প্রিয়। আচার্য্য আহ্বান করিতেছেন—বিচার কর, চরম বিচার কর। [illegible] বিচার করিও [illegible] —[illegible] বিচার কর, দেখিতে পাইবে, [illegible] চৈতন্য-[illegible] কথা, আর [illegible] সকল সমস্যার অধিক [illegible] সমাধান আছে কি না! [illegible] সমসাময়িক জগতে আচার্য্যের [illegible] একটী সমাধান।

[illegible]

[illegible] কথা সাধারণের [illegible] পারমার্থিক [illegible] হইতে [illegible] কেহ আপনাদিগকে [illegible] থাকিতে পারেন না। [illegible] সর্বজ্ঞ [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] অপরিণামদর্শিতা [illegible] পদ-অমর্যাদা [illegible] প্রবেশ করিয়াছে, সেই [illegible] গুরুনিষ্ঠা [illegible] উদ্ধার করিয়া [illegible] শ্রী-[illegible] লইয়াছেন, [illegible] আমরা [illegible] করিতে পারি। [illegible] আমরা শাস্ত্রিক উদ্দেশ্য [illegible] হইতে পারিলে বুঝিতে পারিবেন, [illegible] এ যুগ [illegible] উহার ও [illegible] অসম্ভব।

— —

বৃথা

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী [illegible] জ্ঞানশাস্ত্রী)

যে প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] আকৃষ্ট নহে, সেই প্রাণ বৃথা। [illegible] শ্রেষ্ঠগণের [illegible] শুদ্ধ-সেবা নিয়োজিত না হইয়া কোন অন্যত্র [illegible] করে, সেই অর্থ বৃথা। যে বুদ্ধি, শ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবানন্দ [illegible] না হইয়া শুদ্ধ অসদ্বস্তু বুদ্ধি করিতে সমর্থ, সেই বুদ্ধি বৃথা। যে বাক্য, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তগণের গুণানুবাদে [illegible] করিয়া সজ্জন-[illegible], সেই বাক্য বৃথা।

[illegible] উত্তম কুলে জন্ম লাভ করিয়া কুল মর্যাদার [illegible] উচ্চাঙ্গ ভক্ত-বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত হইলে, সেই জন্ম বৃথা। যাবতীয় ঐশ্বর্য [illegible] সেবাতে না থাকি [illegible] নিয়োজিত হয়, তবে সেই ঐশ্বর্য বৃথা। যে পাণ্ডিত্য, শ্রীবৈষ্ণবের [illegible] গুরু-[illegible] নিযুক্ত নহে, সেই পাণ্ডিত্য বৃথা। যে সৌন্দর্য, [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপদ-নখ-জ্যোৎস্না দ্বারা আলোকিত নহে সেই সৌন্দর্য বৃথা।

যে ইন্দ্রিয়বর্গ সর্বদা গোবিন্দ-সেবনে উন্মুখ নহে, সেই ইন্দ্রিয়বর্গ বৃথা। তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায়, কৃষ্ণ-সেবা বিহীন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় বৃথা [illegible]।

(১) [illegible] চক্ষুর বার্তা—

বংশী-গীতামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ,
পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
চৈঃ চঃ মঃ ২।২৯

বংশীগীতের অমৃতধাম-স্বরূপ, লাবণ্য রূপ অমৃতের জন্মস্থান-স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন।

(২) [illegible] কর্ণের বার্তা—

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা কড়ি ছিদ্র সম জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণ॥
চৈঃ চঃ মঃ ২।৩১

[illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] বাণীর রূপের মধুর বাণী, তাহা অমৃত বাহিনীর [illegible]। [illegible] অভিপ্রায়ের দ্বারা [illegible] সেই কর্ণকে কাণা কড়ি [illegible], অর্থাৎ [illegible] মূল্য-বিহীন।

(৩) [illegible] রসনার বার্তা

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত,
সুধাসার স্বাদ বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে,
জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম
চৈঃ চঃ মঃ ২।৩৩

[illegible] অধরামৃত অর্থাৎ কৃষ্ণ-ফেলামৃত [illegible] এবং কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলাদি যে রসনা গ্রহণ করিতে [illegible] কৃষ্ণ-ফেলামৃত দ্বারা সেই [illegible] জিহ্বা কাহার থাকে এবং [illegible] কৃষ্ণগুণ-নাম-চরিতাস্বাদনে রসনা [illegible] সেই রসযুক্ত [illegible] যে রসনা করে না, সেই রসনা [illegible] মধুনী। [illegible] প্রাপ্ত [illegible] ভুলিয়া [illegible] প্রকাশার্থ [illegible] করিয়া তাহার [illegible] কামারকারী অভিরুচিকে [illegible] করে, সেই প্রকার কৃষ্ণ-সেবা যুক্ত ও কৃষ্ণ-নাম-গুণ-চরিত্র সুধাস্বাদ-বিরহিত রসনা মহাপ্রসাদ [illegible] বস্তু যে গ্রহণ করিয়াও [illegible] থাকিয়া বৃথা কাল [illegible] দাঁড়িওয়ালা হইয়াছে।

(৪) [illegible] নাসিকার বার্তা—

মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্তার সমান॥
চৈঃ চঃ মঃ ২।৩০

(৫) [illegible] ত্বকের বার্তা—

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শ মণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছার খার,
সেই বপু লোহা সম জানি
চৈঃ চঃ মঃ ২।৩৪

[illegible] শ্রী[illegible] বৈষ্ণব [illegible] নহে, সেই [illegible] বৃথা। যে [illegible] শ্রীভগবৎ[illegible] নহে, সেই [illegible] বৃথা। যে [illegible] কৃষ্ণ-[illegible] গমন, সাধু-সঙ্গ [illegible] গমন, সাধুর অনুগমন করে না, সেই [illegible] বৃথা। এতদ্রূপে যাবতীয় [illegible] বৈষ্ণব সেবার্থে [illegible] প্রয়োজন যে দেহ যদি [illegible] না করে, তাহা হইলে সমস্ত বৃথা।

যে লেখনী, কৃষ্ণ [illegible] বর্ণনে নিরত নিরত নহে, সেই লেখনী বৃথা। যে গৃহ, বৈষ্ণবগণের পদধূলি দ্বারা [illegible] নহে, সেই গৃহ শ্মশান সদৃশ বৃথা। যে গ্রাম, যে দেশ, যে মহাদেশ, যে ব্রহ্মাণ্ড শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-প্রচারকের আচার্য-পাদের শ্রীপাদপদ্ম-রেণু [illegible] হয় না, তাহার সমস্তই বৃথা।

যে মস্তকে, যে অঙ্গে শ্রীবৈষ্ণব-পদ-রেণু দ্বারা ভূষণ রচিত হয় নাই, সেই মস্তক ও অঙ্গ বৃথা। অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণের সেবা-বিহীন, [illegible] বিহীন [illegible] যদি কিছু থাকে, তবে তাহা সবই বৃথা। [illegible] যে কালে বৃথা [illegible] অতিবাহিত করিতেছে, তাহাও এ [illegible] বৃথা।

— —

শ্রীঋষভদেবের কথা

(পূর্ব প্রকাশিত ৩য় সংখ্যার পর)

শ্রীভগবান্ স্বীয় সন্তানবর্গকে লক্ষ্য করিয়া জীবমাত্রকেই বলিলেন যে,—বিষয়-ভোগে আনন্দের পরিবর্তে পদে পদে নিরানন্দ লাভ হয়, অথচ ভগবৎ-সেবার উপায় [illegible] নির্মল [illegible] লাভ হয়। ব্রহ্মানন্দ দ্বিবিধ—সবিশেষ ও নির্বিশেষ।

তাঁহাদের এক বিষয়াবস্থা ত্যাগ করিয়া [illegible] করিয়াছে, তাঁহারা উচ্চলোকে [illegible] লাভ করিয়াছেন। [illegible] নিত্যবোধ। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ করত যাহে অনাসক্তমনা হইয়া স্থিরবুদ্ধি হন। ভক্তজনের প্রিয়বস্তু লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয়লাভে উদ্বেগ স্বীকার করেন না। তিনি চিন্ময় সুখ লাভ করেন এবং ব্রহ্ম-যোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন।

ভক্তের নিকটস্থ [illegible] দাস [illegible] ব্রহ্ম-প্রাপক ভক্তিকে [illegible]। অজ্ঞানাদি নিরস্ত হইলে জীব শুদ্ধস্থিত স্বরূপে ব্রহ্ম লাভ করেন। এই অবস্থা জ্ঞানিগণের [illegible] বিবিধ-বিলাসময় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপের সেবানন্দ [illegible] বৃথা [illegible]। [illegible] স্বরূপের [illegible] উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম। জীব-স্বরূপ আবার সেই ভগবানের অংশ। অতএব [illegible] জীবের নিত্যানন্দী জীবের [illegible] বৈষ্ণব।

শ্রীঋষভদেব জীবের প্রয়োজন বিচার করিয়া [illegible] মুক্তাবস্থা লাভের উপায় বলিয়াছেন যে,—[illegible] জীবাত্মার উত্থান ও পতনের সহায়ক। [illegible] উপায় নহে, কেবলই পতনের [illegible]।

সর্বপ্রিয় মানব [illegible] থাকিতে পারে না, সুতরাং যেরূপ লোকের সঙ্গ তাহার হইবে, সেই প্রকার চিত্তবৃত্তি লাভ করিয়া [illegible] সম্পত্তি হইবে।

ভোগাসক্ত জীবকে ভোগাতীত [illegible] ভোগ-[illegible] করিয়াছে। সুতরাং এখানে [illegible] আমাদিগকে [illegible] কাহারা দুষ্ট [illegible] বলিতে [illegible]

[illegible] সাধুগণের [illegible] ভোগাসক্ত [illegible] সুতরাং তাহাদের [illegible] হইলে, অদৃষ্টের পরিত্রাণ কাহারা সঙ্গ করা কর্তব্য। মহতের সঙ্গ [illegible] বিমুক্ত হয়, আর [illegible] যে বিষয়ীর সঙ্গ [illegible] নরকের দ্বার।

মহদেব শ্রীঋষভদেব নিজেই নিজ [illegible] বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীভগবানকে কেহ নিজ [illegible] জানিতে পারে না। তাঁহার কৃপায়, [illegible] সাধুকৃপায় তাঁহাকে জানা যায়, আবার সাধুদিগকেও [illegible] জানিতে পারা যায় না। যদি সাধু [illegible] সাধুসেবা ভগবান্ কোন জীবকে [illegible], তবে সেই ভাগ্যবানই সাধু ও ভগবানকে জানিতে পারেন।

সাধুগণ সমচিত্ত। জীবকুল যে জগতে বাস করে, তাহা বৈকুণ্ঠের [illegible]। সুতরাং [illegible], [illegible] দর্শনে সমদর্শন কথাটী [illegible]। সাধুগণ ভেদ দর্শনের অতীত—অভেদ অথচ অনিত্য ভেদ-রহিত নিত্যানন্দ ও চিচ্ছক্তি-পরি-পূর্ণ সত্য, অভেদ বা অদ্বয়-জ্ঞানের দর্শক। বিষয়-ভোগীই বিষয়ী, সুতরাং সকল বিষয়ভোগে প্রমত্ত চঞ্চলচিত্ত বিষয়ী সর্বদা

বিষয়বর্গের শ্রেষ্ঠত্ব হইয়াছে। কাম ক্রোধাদি-কলুষিত জীবগণ বিপথগামী হওয়ায় হইবে, আর ঈশ্বরপ্রেম-পরিপুষ্ট বামনধামবাসী সকলে স্বরূপে অবস্থিত সাধুগণ আত্মদর্শন করেন বলিয়াই সমর্থিত।

সাধুবর্গ প্রণম্য। সাধারণ জীবগণ আপ্রাপ্ত। কেননা আহারে চঞ্চল বহু বস্তুর প্রাপ্তি। এ জগতে সাধারণ, অপ্রাকৃত, মানাপমান, ভোগ বা বিপরীত বস্তুর প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তিতে জীবকে সর্বদাই ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সাধুগণ একমাত্র নিত্য সত্য বস্তুকে একান্ত শ্রেষ্ঠ প্রণাম।

সমস্তকুল অকোপী। কোন বস্তুর ক্রোধ-পিপাসাকে কম বলে। সেই কাম বা ক্রোধের অঙ্কুর না থাকা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। সাধুগণের মধ্যে উক্ত প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং ক্রোধাদির প্রাদুর্ভাব তাঁহাদের নিকট স্থান পায় নাই।

সাধুগণ সর্বজীবোপকারক। জীবকুল উপকার বলিতে যাহা ধারণা করে, তাহা মুক্তাবস্থায় অপকারই বিবেচিত হয়। যে উপকারের দ্বারা স্বরূপ মাত্র জীবকুলের প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করায়, তাহা আর সাধারণ উপকার এমন কি শ্রেষ্ঠ উপকার রূপে কথিত হইলেও সর্বথা অপকারই। সেই জন্য বহু-জন্ম হইতে মুক্ত বা বাঞ্ছিত পদার্থের জন্য জীবগণকে মুকুন্দের কথা প্রবণ-কীর্তনাদিতে নিযুক্ত করিয়াই সাধুগণ সর্বশ্রেষ্ঠ সুহৃৎ।

মহাজনগণ সদাচারী। ব্রহ্মজ্ঞানী, কর্মী, যোগী, জ্ঞানী এবং অন্যান্যের অভক্তগণ অসদাচারী। সুতরাং ইহাদিগের সঙ্গ করেন না বলিয়াই তাঁহারা সাধু।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

—·

নদীয়ায় বৃষ্টি

নদীয়া জেলায় বহু দিনের পর গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

পিকেটিং

নদীয়ায় এখনও পিকেটিং সমানভাবে চলিতেছে। পুলিশের কোন অত্যাচার নাই, তবে খুব কড়া পাহারার বন্দোবস্ত আছে।

কৃষ্ণনগর র‍্যাডিক্যাল ডিঃ এন্ড্

গত ১৯২৮।১৩ই ডিসেম্বর তারিখে সাবাদীপাড়া থানার অন্তর্গত আমাপাড়া গ্রামে রাত্রি চাড্টার সময় ১০।১২ জন লোক সতীশ ঘোষের বাড়ী ডাকাতি করে। তাহাতে গহনা ও নগদে পাঁচ শত টাকার গহনা ও নগদ টাকা লুঠ হয় এবং উক্ত লোকের স্ত্রী এবং দুইটি পুত্র মারাত্মক আহত পাইয়াছেন, যাঁহারা লোক তাহাদিগকে চিনিতে পারে নাই। উক্ত ডাকাতির মাল সহ অনেককে কাটোয়ে বৃন্দাবনের জেলার পাগড়া সহরে নদীয়া-জেলার কালিগঞ্জ থানার জানকী নগরের মাধক সেন, সোনার চিক আদি বিক্রয় করিতে যাওয়া ধরা পড়ে। উক্ত মোকদ্দমা নয় দিন পর্যন্ত শুনানির পর গত ১।৪।৩০ তারিখে ৪১২ ধারার দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়, উক্ত মোকদ্দমা শ্রীযুক্ত সুধাংশু সিদ্ধান্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের কোর্টে হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই থানার মোকদ্দমার আসামীদের কোর্টমালিন ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
১৫ চৈত্র, ১৩৩৬

বিভিন্নদেশবাসী সজ্জনগণ সমীপে নিবেদন—

আগামী ১৮ই বৈশাখ ১৩৩৭ সাল, ১লা মে (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) অক্ষয় তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের (শ্রীশ্রীল ... ও শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-চন্দ্রের) শ্রীচন্দন যাত্রা হইতে ২১শে ... পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা পর্ব ও শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষোড়শ বার্ষিক বিরহমহোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে উক্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, ... ও বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্তন ও মহোৎসব হইবে। সাত্বত-শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্বসাত্বতধর্ম-সমন্বয়-কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবে। অবসরকালে প্রত্যহ আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গবিরহে ... অনুষ্ঠান-মুখে মহামহোৎসব হইবে। মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্বক যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
বিদ্যারত্ন শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ,
" শ্রীভক্তিহৃদয় বন,
শ্রীঅতুলচন্দ্র সেনশর্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
(সম্পাদক)

... করিয়াছেন। অনেকে ঐ দীর্ঘ সময় মধ্যে না হওয়া একটি নূতন দলের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় লইয়া কংগ্রেস অফিসে সম্প্রতি বাদ বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে এবং কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীর বিভিন্ন লোক থাকিতে অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পণ করুক প্রভৃতি বলা প্রকাশ। কংগ্রেস কমিটির একটি সভা আহূত হইয়াছিল। কোন গোলযোগ-শূন্য অবস্থায় সভার অধিবেশন হইতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে তার করায়, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি উত্তরে বলিয়াছেন যে বর্তমান অবস্থার সভার অধিবেশন স্থগিত থাকুক।

নূতন দল

শ্রীহট্ট কংগ্রেস কমিটি ভাঙ্গিয়া অপর একটি স্বতন্ত্র দল হইয়াছে। ইহা কংগ্রেসের নিয়ম অনুসারে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। নির্বাচন ব্যাপারে একবার গোলযোগ হওয়ায় তদানীন্তন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বিবাদের মীমাংসা ...

বিলাতে ভারতীয় লাইব্রেরী

ভারত সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ পাওয়া যায় যে কিছু কাল হইতে বিলাতের আন্তর্জাতিক অফিস (ইণ্ডিয়া হাউস) এমন একটি লাইব্রেরী (পুস্তকাগার) স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে যে ভারত-সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ ... পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ভারতীয় হাইকমিশনার চেষ্টা করিতেছেন। তজ্জন্য অনেক জায়গা এবং একটি পাঠাগারের ব্যবস্থা হইতেছে।

ভারতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহারা কৌতুহল বিশিষ্ট তাঁহাদের সকলেরই পক্ষে সুগমা একটি লাইব্রেরী করিবার জন্য একটি নূতন বাড়ী নির্মাণের ব্যবস্থা ... প্রধান উদ্দেশ্য; ... উপরস্থ পুস্তকাদি ... দিয়াছে।

... সম্বন্ধে ... ও সমালোচিত ... পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া এবং ... হইতে যে-... প্রকাশিত ... দিয়াছে ... পুস্তকাদির মধ্যে ... পুস্তক সংগ্রহের কার্য ... আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত পুস্তকাদি উক্ত ... কর্তৃপক্ষগণের ... পুস্তকের গ্রন্থকার, প্রকাশক বা লেখকগণের নিকট হইতে ঐ প্রকার পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইলে তিনি সাদরে আনন্দিত হইবেন।

পুস্তকাদি পাঠাইবার ঠিকানা—

সেক্রেটারী টু দি হাইকমিশনার,
ইণ্ডিয়া হাউস, অলড্‌উইচ, লণ্ডন
ডব্লিউ. সি, ২।

লাটসাহেবের ছুটী বন্ধ

গত কল্যে এক্সিলেন্সি হাউস হইতে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদ যে, তাহাদের প্রতিনিধি সংবাদ পাইয়াছেন যে বাঙ্গালার লাট বাহাদুর তাঁহার ছুটী লওয়া স্থগিত রাখিতে স্থির করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন আগামী ১০ই মে তারিখে বিলাত যাত্রা করিবেন পূর্বে স্থির ছিল, কিন্তু তিনি ঐ তারিখে বিলাত যাত্রা করিবেন না।

ভীষণ শিলাবৃষ্টি

পানিকুন্ডা ... হইতে ... সংবাদ দিয়াছেন যে গত ১৩ই বৈশাখ ... ঐ স্থানে ও ... গ্রামে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। বহু লোকের ... হইয়াছে ... এবং ... একটি মেয়ে ও একটি পুরুষ ... হইতে আঘাতে ... প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ... কিছু বলা যায় নাই।

পণ্ডিত জাওহর

... প্রেম বিপ্লব ... পণ্ডিত জওহরলাল ... প্রেসিডেন্ট ... তাহা ভিত্তিহীন।

E.a. [illegible]

লর্ড আরউইনের শাসনকাল বৃদ্ধি

লণ্ডন ২৯শে এপ্রিল।

কর্পোরেশনের মহারাজ [illegible] এক [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, [illegible] লর্ড আরউইনের [illegible] [illegible] প্রতিবাদ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আরউইনের [illegible]। যদি কোন প্রকারে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহারা [illegible] আনন্দিত হইবেন।

কলিকাতায় কাগজ বন্ধ

[illegible] ১০০০ টাকার করিয়া জামিন [illegible] [illegible] কাগজের কর্তৃপক্ষ উক্ত কাগজের প্রকাশ বন্ধ করিয়াছেন।

পুরীতে হরতাল

পুরী ২৯।৪।৩০

কটকের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু চৌধুরী এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন নেতা দণ্ডিত হওয়ায় গত কল্য ২৮শে এপ্রিল পুরী সহরে হরতাল হইয়াছিল।

মুদ্রাযন্ত্রের জামিন
সংবাদপত্র বন্ধ

গত ২২শে এপ্রিল তারিখে দিল্লীর সমস্ত মুদ্রাযন্ত্রের নিকট ২ হাজার হইতে ৫ হাজার টাকা জামিন তলব করিয়া দিল্লীর চীফ কমিশনার নোটিশ দিয়াছেন। উহার প্রতিবাদ করে দিল্লীর সমস্ত সংবাদপত্র 'হিন্দুস্থান টাইমস্', 'তেজ', 'অর্জ্জুন' প্রভৃতি ও প্রকাশ বন্ধ করিয়াছে। উহাদের একটী সভা হইয়াছে, তাহার বিবরণ [illegible] দেওয়া হইবে। পাঠকগণ জানেন যে বড় লাট কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় অর্ডিনান্স আইন পাশের ফলে উক্ত জামিন তলব হইয়াছে।

কলিকাতার মেয়র

গত ২৯শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ সভার সভাসমূহে [illegible] [illegible] কলিকাতার [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। এইবার তিনি [illegible] অভিষিক্ত হইলেন। [illegible] [illegible] কুমার [illegible] [illegible] ডেপুটী [illegible] নির্বাচিত হইয়াছেন।

সাহায্য সমবায়

[illegible] তারিখে ওয়াশিংটন [illegible] সংবাদে জানা গেল [illegible] আমেরিকার [illegible] [illegible] [illegible] আমেরিকার একটী সাধারণের সাহায্য-সমবায় [illegible] হইয়াছে। আমেরিকার [illegible] উহা মঞ্জুর করিয়াছেন। [illegible] সমিতির মূলধন থাকিবে [illegible] ডলার অর্থাৎ সর [illegible] টাকার উপর। ঐ টাকা সাধারণের সাহায্যের জন্য দুর্ভিক্ষ এবং বেকার অবস্থায় [illegible]।

চীনে ভীষণ নরহত্যা

গত ২৮শে তারিখে সাংহাই হইতে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, অনেকগুলি ডাকাত 'মোসিন্যান্' বন্দুক লইয়া ডাকাত [illegible] চীন দেশে সাংহাই সহর হইতে ৫০ মাইল দূরে 'কিয়ুচেন' নামক স্থান আক্রমণ করিয়া সমস্ত সরকারী কর্মচারী এবং এক সহস্র লোক হত্যা করিয়াছে এবং প্রত্যেক গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছে। তাহারা দুইজন পাদরীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে।

আর একদলে প্রায় ৬০ হাজার ডাকাত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া 'কিন্সিন' সহর আক্রমণের উদ্যোগ চলিতেছে। সমস্ত পাদরীরা সেস্থান ত্যাগ করিতেছেন।

পেশোয়ারে দাঙ্গা

গত ২৩শে তারিখে পেশওয়ার হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে জানা গেল যে পেশোয়ারে কংগ্রেস নেতা কয়েকজনকে পুলিশে গ্রেপ্তার করায় বহু লোকের জনতা হয় এবং পুলিশের উপর ইট পাটকেল ছোড়া হয়। এজন্য সৈন্যদলকে আনান হয়। তাহারা লোকের উপর গুলি আরম্ভ করে। জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া গোলন্দাজদিগের দুইখানি সাঁজোয়া গাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছে। গুলির ফলে ২০।২২ জন লোক মারা গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছে তাহার অধিক হইবে। ঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। দুইজন ইংরাজ সৈনিকও মারা গিয়াছে শুনা যাইতেছে। পেশোয়ার সহরে এক্ষণে কেহ প্রবেশ বা বাহির হইতে পারিতেছেন না।

সাহেবের অপমৃত্যু

[illegible] নামক স্থানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] [illegible]।

ময়মনসিংহ সংবাদ

ঝড় ও বজ্রপাত

২৬।৪।৩০

এখানে খুব গরম পড়িয়াছিল। বৃষ্টি [illegible] [illegible] পড়িয়াছে। ২২শে এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় এখানে প্রবল বৃষ্টি হয়। তাহাতে এক ভীষণ [illegible] হইয়াছিল। এই সহরের উত্তরাংশে ব্রহ্মপুত্র নদের পারে কয়েকঘর [illegible] হিন্দুস্থানী কৃষক লোক বাস করে। ঐ [illegible] একটী কৃষকের ঘর পুড়িয়া যায়। কৃষক, তাহার স্ত্রী ও মাতা এবং গোয়ালঘরে ৮টী গরু ঐ [illegible] [illegible] হয়। একটী ছেলের সমস্ত অঙ্গ দগ্ধ হইয়া কাল হইয়া গিয়াছে। এখনও মরে নাই। গরু কয়টী প্রাণশূন্য হইয়াও দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিল। গতকল্য (২২শে) পুনরায় প্রবল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পুনঃ ঝড়ের বাতাসে গ্রামের মধ্যে অনেক ঘর পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

পিকেটিং

এখানে সহরে খুব জোর পিকেটিং চলিয়াছে। সহর হইতে বিলাতীমাল কোথাও পাচার হইয়া যাইতে পারে না। সত্যাগ্রহীরা ঐ মালগুলি খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোন বিলাতী মাল থাকিলে তাহা পুড়াইয়া ফেলে। অদ্য ষ্টেশন হইতে এক গাঁইট কাপড় সত্যাগ্রহীরা বিলাতীমাল সন্দেহে আনিবার সময় পুলিশ একজন সত্যাগ্রহীকে বাঁধিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে। এবং তাহার উপর কড়া পাহারা দিয়েছে। অন্যান্য সত্যাগ্রহিরা মালসহ দোকানে পৌঁছিয়া মাল খুলিয়াছে। বিলাতি জিনিষের মোট কোন গাড়োয়ান বা কুলী ষ্টেশন হইতে আনে না।

মেয়েদের পিকেটিং

অদ্য কাছারীতে মেয়েরা উকিল ও মোক্তার-লাইব্রেরীতে উকিল মোক্তারগণকে কোর্টে না যাবার জন্য পিকেটিং করিতেছে। [illegible] [illegible] উকীল ও মোক্তার কোর্টে পুনরায় [illegible] যাবার জন্য প্রতিজ্ঞা [illegible] করিয়াছেন। তাহাদের নাম পরে জানান যাইবে।

দিল্লীতে মিঃ প্যাটেল

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। তিনি দিল্লীতে আগমন করিলে [illegible] হাজার লোক সভা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন।

জাহাজ ডুবি

গত ২৭।৪।৩০ রবিবার সন্ধ্যায় পাবনা জেলার যমুনা নদীর তীর প্রদেশে ভয়ানক ঝটিকার্ত্ত হইয়াছিল। উহার ফলে আর, এস, এন্ কোম্পানীর 'কণ্ডর' নামক যে যাত্রীবাহী ষ্টিমার [illegible] হইতে গোয়ালন্দে যাইতেছিল, ঐ ষ্টিমারখানি পাবনা জেলার [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] পথে ডুবিয়া যায়। [illegible] বেলা ৮ টার সময় ষ্টিমার [illegible] ছাড়িয়া [illegible] [illegible] দেখা যায়। তাহার পর আকাশে কাল মেঘ দেখা [illegible] বিপদের [illegible]। জাহাজের সারেঙ্গ জাহাজ [illegible] উপায় অবলম্বন করিবেন [illegible] ঠিক করিতে না করিতে ভীষণ ঝড় আসিয়া একেবারে জাহাজ উল্টাইয়া দেয়। ষ্টিমারের উপর দিকের অংশ নীচের দিকে [illegible] [illegible] প্রোথিত হয় এবং জাহাজের তলার দিক উপর দিকে উঠে। [illegible] [illegible] [illegible] ভাব দিয়া নীচে উঠে। ঐ ষ্টিমারে ৩০০ জন যাত্রী এবং ডাক ও [illegible] কর্ম্মচারী ছিল। এখন [illegible] মাত্র ২০ জন যাত্রীর জীবন রক্ষা পাইয়াছে। আর অবশিষ্ট কাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। [illegible] একজন অফিসার অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছেন।

বিলাতে ভারতের আলোচনা

আগামী ২৯শে এপ্রিল পার্লিয়ামেন্টের বৈঠক বসিলে ভারত-সচিব শ্রীযুত বেন সাহেব ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বিষয়ে গবর্ণমেন্টের মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। সম্ভবতঃ গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান কার্য্য-পদ্ধতি সমর্থিত হইবে এবং সম্প্রতি কোন পরিবর্ত্তনাদির দ্বারা ভারতীয়দের সান্ত্বনার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

পুস্তক বাজেয়াপ্ত

গত ২৯শে এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে যে "[illegible]" নামক একখানি [illegible] [illegible] এবং "ভারতের কাপড়ের [illegible]" নামক একখানি বাঙ্গলা পুস্তিকা যাহা কলিকাতা ১১৬নং বৌবাজার ষ্ট্রীট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অফিস হইতে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং কলিকাতা [illegible] [illegible] ষ্ট্রীট [illegible] প্রেস হইতে [illegible] মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে, উহাদের সমস্ত সংখ্যা ভারত গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

অমৃত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বরেদে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈব ধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর বঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুই টাকা
আবাঁধা ১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও মানবের সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার স্বাস্থ্য, সমাজ, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

দ্বীপধাম-মাহাত্ম্য। ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ প্রভৃতি বিষয় বিশেষ মনোহর ভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্জ্জ্ব কালিতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তথা ভাষায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দাবহ নহে—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেদনযুক্ত প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তৎপ্রতি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴৹, নবদ্বীপশতক—৴৹

অর্থপঞ্চক—৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১৹

আমরা অজ্ঞান মূঢ় অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যাঁহ আলোকে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সংস্করণ ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীমধ্বদেবের বিস্তৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট বোর্ড বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃত (গৌড়ীয়বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

মহাপ্রভুর ভক্তগণের সম্বন্ধে প্রাচীন বৈষ্ণবগণের চরিত্র, বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের আলোচনা ও বিবরণ, বৈষ্ণব বিশেষের লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বহুতর তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৹, ২য় খণ্ড ৷৹, ৩য় খণ্ড ৷৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ষট্‌সন্দর্ভের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৩০০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গৌড়ীয়াচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

গৌড়ীয়

বেদোক্ত

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও মাধুরিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অল্প দে গুরুত্ব, স্নায়ুদৌর্বল্য, মাথা ঘোরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব্ব সঙ্কোচকারি ঘৃত”

পুরুষাঙ্গের শৈথিল্য ও বক্রতা আরোগ্য করিয়া পুনর্বল প্রদান করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

“প্রমদাবিলাসিনী বটিকা”

শীঘ্র স্খলন বন্ধ করিতে ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি দত্তের ... কামিনী তৈল

J. B. Datta & Co.

জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার বর্ম ... বারবারই বড় বড় ডাক্তারগণ ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] গৌরব অর্জন করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-উপাধ্যায় তীর্থ, ন্যায়ভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, তর্কবাচস্পতি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরদাস ব্রহ্মচারী [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর পর-বিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] পর্যন্ত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ [illegible] নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ [illegible] উপায়ে [illegible] মরা মানুষ বাঁচাইয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্বল্য, [illegible] অজীর্ণ, উদরী, [illegible] পীড়া, [illegible] এবং [illegible] মধ্যে যাহারা বাধক, [illegible] ও রক্তপ্রদর, [illegible] ভুগিয়া [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারা আর একবার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রত্যহ বহুলোকে পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন, এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ঔষধ [illegible] ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা।৵০ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিবিধ [illegible] সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ছিটা-পত্রের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুযত্নে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আঁবলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক ও দেহের পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিহার্য্য আশ্চর্য্যজনক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে [illegible] (Tube-well) নির্মাণ করা হয়। [illegible] লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, জমিদার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি মহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২-বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্বতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অভ্যন্ত আবিষ্কৃত

ঔষধ সম্বন্ধে জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সংবাদপত্রের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৫৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২২শে বৈশাখ সোমবার ১৩৩৭ ৫ই মে ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। [illegible] (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ত[illegible] (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম ৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
দীপ-দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, মনঃশিক্ষা ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সংগ্রহ
৩২। [illegible]
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোকো বাঁধা ১৸০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—বাধাধীন পথদ্বয়।

শুদ্ধ ভক্ত কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কর্ম্মজ্ঞানীর মায়ার সেবক অমঙ্গল-প্রসূ
গৌরধামাশ্রয়ে [illegible] হয়।
অতএব প্রাগুক্ত [illegible] শুদ্ধভক্তি-লাভ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর খিচামিচি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে অনুতাপ করেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফালীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন সত্বর উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸৹ আনা, ডজন ৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে মাশুল স্বতন্ত্র

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা

মহর্ষি চরক প্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা ক্ষীরতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, কমদম, বেল, গন্ধাদি মূল্যবান্ দ্রব্যাদি এবং শাস্ত্রমতে প্রস্তুত হওয়ায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ব্যবহার্য্য অত্যুৎকৃষ্ট গুণ ও গন্ধ অপরাজিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের অনবোধের বায়ুজ ঘূর্ণিত স্বপ্ন, কঠিন ব্যাধি, বাত, প্রমেহ, প্রদর, অর্শরোগ, বাধক, বাহ্যবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কাচাচু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল কিনিবার সময় শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতারক দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। অনেক দোকানদার বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ বৈশাখ সোমবার—১৩৪৭

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভক্তোজ্জিত

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে বর্ণিত আছে, যথা,—

স্বয়ম্ মূর্ত্তিমন্তঃ সর্ব্বা
ভূমণ্ডলং [illegible] সনন্দনম্।
অতো [illegible] বং পাণ্ডিত্যং বঃ
[illegible] পাদোদকাঃ

এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ অনন্তদেব নিজ মস্তকোপরি ভূমণ্ডল কে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন। এখন যে মস্তকোপরি ধারণার অবস্থা এই যে, মস্তকের উপরে [illegible] বর্ত্তমান রহিয়াছে [illegible] ভগবানের [illegible] পৃথিবী [illegible] করিতে [illegible] না। [illegible] নির্ম্মিত হইয়াছে, [illegible] নামের মধ্যে [illegible] বর্ত্তমান আছে, [illegible] কোনরূপ আঘাত বা অন্যায় উক্তি করিয়া মুক্তি হইতে পারে না।

২। [illegible] ধারণ করিয়া [illegible] আছে, তিনি শ্রীঅনন্তদেব। [illegible] শ্রীভগবান্ [illegible] সূচিত হইয়াছে। [illegible] করিতে সমর্থ হন না, [illegible] পারিতেছি। [illegible] মন, বাক্য বা বুদ্ধির অতীত [illegible] যোগ্য। যাহারা মন, বাক্য বা বুদ্ধির প্রভাব, তাহারা মনোধিকৃত পাত্র [illegible] মাত্র। শ্রীভগবান্ [illegible] আমার। [illegible] হইতে [illegible] এবং [illegible] রূপ ধারণ করে। [illegible] শক্তির পরিধির [illegible] পরিচ্ছন্ন বস্তুতে। পরিমিত হইতে পারে না এবং অতি অনুবিপরীত ভাবনার [illegible] বস্তু বলিয়া [illegible] করিবার যোগ্য।

৩। অপরিচ্ছন্ন শ্রীভগবান্ বা অনন্তদেব ভবে কি প্রকারে অনুভূতির বিষয় হইতে পারে এবং তাহার আশ্রয় উত্তর-চরণে উপলব্ধিক লোকের [illegible] চরণ কারণ রহিয়াছে, যাহা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, যখন কোন জীব অপ্রাকৃতাধিকারে অনন্যগুরু হইবার [illegible] লাভ করেন, তখনকে তাঁহার নিকট

অপরের ধারণা অনুষ্ঠ হয় এবং সেই সময় সেই ভাগ্যবান্ জীব শ্রীভগবানকে একমাত্র সেব্য ও [illegible] বলিয়া বুঝেন। এককালীন [illegible] শ্রীভগবানের কৃপায় উক্ত জীবের [illegible] হয় এবং তিনি সকল প্রকার কৃষ্ণেতর বাহ্য অন্য কোন মায়িক পদার্থকে ভোগ্য বা ত্যাজ্য রূপে দেখিতে পান না। এই [illegible] সময় [illegible] এবং শ্রীভগবানের কৃপায় প্রকাশ এবং তাহার মঙ্গলের পরিচায়ক হন।

মামুজির চতুরালী

([illegible] দাস্কুরকুমারী দেবী, ভাগলপুর)

বাঙ্গালী আমার [illegible] [illegible] প্রাপ্ত কঠোর [illegible] বর্ত্তমান [illegible] [illegible] অসমর্থ। [illegible] মায়াবাদী [illegible] [illegible] অতীন্দ্রিয় [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] হিতকর [illegible] [illegible] প্রভু [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] প্রভুপাদ [illegible] শ্রীল [illegible] গৌড়ীয়-মঠের [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] বাণী,—"আমা হইতে আমার [illegible] [illegible]" [illegible] শ্রীচৈতন্যের [illegible] [illegible] অধিকার নাই—এই মহদ্ শিক্ষার কথাটি শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, কিন্তু সত্যই

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মায়াবাদী [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] স্বীকার করেন না, [illegible] [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] [illegible] প্রচার করিলে [illegible] গৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয় মঠের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

জীবহিংসা ও গোস্বামিত্ব এক নহে

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible] ভাগবতী)

আমরা [illegible] মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থ [illegible] পশু বধ [illegible] বাদ না, [illegible] কৃষ্ণ-ভক্ত সম্প্রদায়ের [illegible] থাকিয়া যায়।

বহুদিন পর্য্যন্ত জীব মানুষ রূপে জাত না হইয়াও পুনঃ পুনঃ জন্ম অনন্তকাল বিভিন্ন জন্মান্তর ক্রমে বিভোর হইয়া দেহাত্মবোধ হইতে ছুটি পাইবার অবস্থায় পৌঁছিতে সমর্থ না হয়, তদ্দিন পর্য্যন্ত যে কোনও কুলে জন্মিলেও পুনঃ পুনঃ জন্মগত সংস্কারগুলি মনের সাথী হইয়া থাকিবেই থাকিবে।

আমরা প্রায়ই কর্ম্মানুপাতে উচ্চাবচ হিসাবে উচ্চ কুলে, অধম কুলে, এমন কি অধম কুলে, মনুষ্যেতর কুলে জন্মিয়া থাকি। কিন্তু তৎপূর্ব্বজন্মের স্বভাব বা অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই না। অবশ্য ভাল হইবার জন্য চেষ্টাটা মনুষ্য-জাতির স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু সে চেষ্টাদ্বারাও তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ হয় না।

তাবহাটের গোস্বামী মহাশয়গণ নিজেকে নিত্যানন্দ-বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের অনুগ্রহে দিয়া [illegible] বিস্তর। আর বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই শিকার প্রিয়।

সম্প্রতি তথাকার একটী যুবক গোঁসাই উহার বন্ধু বৈষ্ণবদাদা সমাজে দিয়া ফিরার আমরা বন্দুক-শিকার শীতাক্রিনতে বহুপক্ষী জাতির জীবন নাশ করত আনন্দ বোধ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের বিষয় শুনা যায় সেই সকল দিয়া বাড়ীতে বসিবার স্থান টুকু পর্য্যন্ত পান নাই, শুনিয়া চক্ষে বুক ফাটিয়া যায়। [illegible] সূত্রে ভক্তপক্ষীর অত্যাচার [illegible] আর কি আছে জানি না।

এদের কাজ? [illegible] নরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নিজেদের আত্মপরিচয় [illegible] অর্পণ বন্ধ করিলেন এবং [illegible] গৌরকৃষ্ণদাস [illegible] দিয়া [illegible] থাকিতে পারেন না [illegible] করিয়া সমাজের পবিত্র করিলেন। এই পদ্মানুসরণে পক্ষীর [illegible] পারিবেন এবং যথেষ্টাচারী [illegible] আচারী সম্প্রদায়ও [illegible] করেন।

হায় গৌরকৃষ্ণদাস! নিত্যানন্দ বংশের পরিণাম কি এই বাহুবল আচার? হায় ব্রাহ্মণ! তুমি কি করিলে যে, দেশ-শাসন-কার্য্যে যথাশক্তি লাভ করিবার জন্য তোমাকে বন্দুকের অবলম্বন করিতে হইয়াছে? তুমি যে ব্রহ্মকে অবগত হইয়া ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠ কুল ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এইভাবে বন্দুক শিকার করিয়া পাখী মারিলে কি নিত্যানন্দ বংশ-রক্ষা হইবে? নিত্যানন্দের সঙ্গে—নিত্যানন্দ-দাসের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কোথায়?

সর্ব্বত্র গৌরনাম

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচারার্থ শুভবিজয় করিতেছেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিতেছেন। অবশ্য মহাপ্রভুর চেতনবাণী শুনিবার কর্ণ সকল লোকের প্রস্তুত না হইলেও অধিকাংশ লোকের যে শুনিবার জন্য বেশ একটা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। মহাপ্রভু কে, কেন সকল কথা বাদ দিয়া তাঁহার কথাই শুনিতে হইবে, অন্যান্য কথা হইতে তাঁহার কথার—শিক্ষা-দীক্ষার বৈশিষ্ট্য কি, এ সকল কথা নিজে বুঝিয়া লোককে বুঝাইবার মত উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবেই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাপ্রভুর কথার অধিক আদর ছিল না। কতকগুলি বোকাসম্প্রদায় লোক "সন্ন্যাসীনং বিবাহিতায়ং দোষতাহ হী বস্তু [illegible] অসাধুঃ", "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।", "প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতিসম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।" ইত্যাদি মহাপ্রভুর আচার-বিচার না জানিয়া বা জানিয়াও তাহা কীর্ত্তনাদিযোগে চাপা দিয়া স্ত্রীলোক লইয়া যে ভজন-পদ্ধতি এবং যে বিগ্রহ, ভাগবত ও নাম-মন্ত্র-ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করিয়াছিল তাহা দেখিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা বিপরীত ধারণা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা উক্ত অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর অনাচারদেরই উপজীব্য ও আলোচ্য ধর্ম্ম বলিয়া উহার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিতেন। মহাপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত নিত্য সত্য সুনির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের এরূপ অনাদর দর্শনে ব্যথিত হইয়া মহাপ্রভুর নিজজন বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর এবং তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রভু, সাময়িক পত্র, উপযুক্ত আচারবান্ প্রচারক দ্বারা পাঠ-কীর্ত্তনাদি সহযোগে জগতের সমস্ত জীবমাত্রেরই নিত্যকৃত্য সনাতন জৈবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। মায়াবাদীর অশুদ্ধ ক্রতকগুলি মাংসাশী দল ও ব্যবসাদার ধর্ম্মধ্বজীগণ আচার-বিরোধী হইলেও আজ বহু শিক্ষিত সদ্বংশ-সম্ভূত সজ্জন মহাপ্রভুর শিক্ষা দীক্ষায় শিক্ষিত-দীক্ষিত হইয়াছেন। সুদূর ইংলণ্ড জার্ম্মেণী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসী বহু সজ্জন ব্যক্তিও আজ মহাপ্রভুর কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

বুলন্দসহরে গিরি মহারাজ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ দিল্লীর নানাস্থানে মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া সম্প্রতি বুলন্দসহরে শুভবিজয় করিয়াছেন। স্বামীজী গত ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল স্থানীয় রাধাবল্লভের মন্দিরে হিন্দী-ভাষায় শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজীর-মুখে নিত্য-কৃষ্ণ বাস্তবসত্যের মহিমাদি শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আগ্রহ জানাইয়াছেন। বাস্তবসত্যের আদর করিবার সৎপ্রবৃত্তি সকল দেশের সকল লোকেরই আছে। স্বামীজী বুলন্দসহর হইতে মীরাট নগরে শুভবিজয় করিবেন।

ভুবনেশ্বর

দর্শনীয় মন্দিরাদি

পাঠকগণ অবগত আছেন, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা স্নানযাত্রা রথযাত্রা পুনর্যাত্রা ঝুলনযাত্রা রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসব দর্শনের নিমিত্ত আগমনের বা প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও মহাভাগবত ভগবদ্ভক্ত দর্শন মানসে পবিত্র তীর্থ ভুবনেশ্বরে গমন করিয়া থাকেন। এই পুত স্থানের নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহ প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

১। অনন্তবাসুদেবের মন্দির

২। ভুবনেশ্বর শিব মন্দির, এই মন্দিরের ভিতর লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর, পার্ব্বতী ভুবনেশ্বরী বা গোপালিনীর মন্দির বিদ্যমান।

৩। কপিলেশ্বর, ৪। মুক্তেশ্বর, ৫। সিদ্ধেশ্বর, ৬। কোটিতীর্থেশ্বর, ৭। বরেশ্বর, ৮। রামেশ্বর, ৯। [illegible]শ্বর, ১০। ব্রহ্মেশ্বর, ১১। ভাস্করেশ্বর, ১২। যমেশ্বর প্রভৃতি শত শত মন্দির।

ভুবনেশ্বরে এই সকল মন্দির বিদ্যমান থাকিয়া ভক্তের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের তরঙ্গ আপ্লুত করিয়া থাকে এবং বৈষ্ণবযুগের শোভা-সৌষ্ঠবের পরিচয় প্রদান করে।

প্রসিদ্ধ সরোবর ও কুণ্ড

১। বিন্দুসরোবর—এই বিশালকায় সরোবরটী অনন্ত বাসুদেব ও ভুবনেশ্বর শিব-মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে শ্রীশ্রীঅনন্ত বাসুদেব ও মদনমোহনের চন্দনযাত্রা, নৌকা বিহারাদি হইয়া থাকে। যাত্রিগণ এই সরোবরে স্নান ও তর্পণাদি করেন।

২। কেদার কুণ্ড, ৩। গৌরী কুণ্ড, ৪। কোটিতীর্থকুণ্ড, ৫। মরিচকুণ্ড—কথিত আছে এই কুণ্ডে চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীতে স্নান করিলে বন্ধ্যারমণীরও সন্তান হয়।

লিঙ্গেশ্বর

আমরা প্রায় স্থানের শম্ভু শিবলিঙ্গ পূজিত হইতে দেখিতে পাই। বস্তুতঃ মদনমোহনের পূজা না করিয়া শম্ভুর পূজা করিলে তাঁহার (শিবের) প্রীতি উৎপন্ন হয় না, কারণ তিনি বৈষ্ণবপ্রবর, বিষ্ণুর উপাসনাতেই তাঁহার আনন্দ, যে স্থানে তাঁহার প্রভু বিষ্ণুর উপাসনা না হইয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে শম্ভুর উপাসনা হয়, তথায় তাঁহার প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয় বলিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হন।

শ্রীভুবনেশ্বর শিব ভুবনেশ্বরে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীঅনন্ত বাসুদেবের পূজা ও ভোগ সমাপ্ত হইলে নিজ পূজা ও ভোগাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে কখনও রথাদিতে আরোহণ না করিয়া এবং চন্দনযাত্রায়, নৌকা বিহারে বহির্গত না হইয়া তাঁহার নিত্য প্রভু শ্রীশ্রীঅনন্ত বাসুদেব ও মদনমোহনকে ঐ সকল যানে আরোহণ করাইয়া তাঁহাদের প্রীতি বর্দ্ধন পূর্ব্বক নিজ আচরণ দ্বারা জগদ্বাসী জীবগণকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা প্রদান করেন।

নানা কথা

চোরের উৎপাত

গত শুক্রবার রাত্রিতে বাবুরপুকুর গ্রামের পূর্ণ বৈষ্ণবীর বাড়ীতে তাহার চালা ঘরের পাড় দিয়া লোক ঢুকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে সময় ঐ ঘরে তাহার কামাতার কাছ শুইয়াছিল, সে চীৎকার করায় লোকটি তাড়াতাড়ি [illegible] ১টা কাঁসার বাটি ও টিন চড়ি এই সব জিনিষ ফেলিয়া পালাইয়াছে। পূর্ণ বৈষ্ণবী ঐ দিন পাশের [illegible] বাড়ীতে ছিল।

প্রতিবাদ

নবদ্বীপের রামচন্দ্রপুর ওয়ার্ডের নাম পরিবর্তন করায় নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি র চেয়ারম্যান মহাশয় রামচন্দ্রপুরের রামসীতাদেবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া পি,রার নামক কোন এক ব্যক্তি সে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় এক পত্র বাহির করিয়াছেন। পত্রে আরও লেখা আছে যে, ঐ নাম পরিবর্তন করায় হিস্টোরিক সেট্‌লমেন্ট রেকর্ড প্রভৃতির প্রমাণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

জল

নদীয়া জেলায় জল না হওয়ায় আর প্রভৃতি ফল এক প্রকার নষ্ট হইয়াছে। যাহা কিছু আছে, তাহাও কয়েকবারের ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়াছে। অন্ন এত মহার্ঘ্য হইয়াছে যে সাধারণের পক্ষে জীবন অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এখানে বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ও শুক্রবার রাত্রে যে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে চাষ বাসের কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

গ্রহণ

গত ২৯শে এপ্রিল তারিখে সানফ্রান্সিস্কো অঞ্চলে বেলা ৯-৩০ এর সময় এক সেকেণ্ড এবং এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের তিন ভাগ ব্যাপিয়া সূর্য্য গ্রহণে পূর্ণ গ্রাস হইয়াছিল। একজন জ্যোতিষবিদ্ এই সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী করায় নানা দেশ হইতে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঐ স্থানে সমাগত হইয়া সূর্য্যগ্রহণ দর্শন করিয়াছিলেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এবং শ্রীযুক্ত গান্ধীর নির্দেশ অনুযায়ী বাঙ্গালার আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য নির্বাহক সমিতি শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র দাসকে অধিনায়ক নির্বাচন করিয়াছেন। তিনি অর্থ এবং সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

বেতার সংবাদ

ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে বেতার টেলিফোন বসিল। মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড এবং মিঃ স্কালিন প্রথম কথাবার্ত্তা কহিলেন। প্রতিমিনিট কথা কহিবার জন্য দুই গিনি খরচ লাগিবে।

চাপড়া সংবাদ

চাপড়ার নেতা শ্রীযুক্ত বাবু সতপতি নাথ মিত্র মহাশয়কে বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে ধরিয়া আনিয়া বিচারালয়ে হাজির করিলে তিনি বলেন "এক কথায় আবশ্যকতা কি ? আমি দোষী"। তাঁহার উপর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

সঙ্গীত সভা

রাজসাহীতে নিখিল বঙ্গ-সঙ্গীত-সভার প্রথম অধিবেশন শেষ হইল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রধান গায়কগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

মিঃ প্যাটেলের দল

পাঠক অবগত আছেন যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ প্যাটেল ভারতব্যাপী আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী সভাপতি মিঃ মতিলাল নেহরু তাঁহাকে পেশওয়ারের ঘটনা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ প্যাটেল শীঘ্রই সমিতির অধিবেশনের দিন স্থির করিবেন। আপাততঃ তিনি পাটনায় গিয়া সেখান হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন।

ইটালীর নৌবলবৃদ্ধি

লণ্ডনের নৌবৈঠকে ক্ষাসপুরের নৌবল হ্রাসের প্রস্তাব ও সন্ধি স্বাক্ষর হইয়াছে। এদিকে ইটালি পাঁচখানি যুদ্ধ জাহাজ চারখানি ক্রুজার এবং একখানি সাবমেরিণ প্রস্তুত আরম্ভ করিতেছেন।

প্লাকার্ড লাগাইতে বিপদ

কালকাটা ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে টেলিগ্রাফের থামের গায়ে তাঁহার থিয়েটার সংক্রান্ত প্লাকার্ড বিজ্ঞাপন লাগান অপরাধে ৫০৲ টাকা জরিমানা হয়। পরে হাইকোর্টের বিচারে ম্যানেজারকে প্ল্যাকার্ড লাগানর সঙ্গে আইন অনুসারে জড়িত করিবার প্রমাণাভাবে খালাস দেওয়াছেন

সাহারায় অপমৃত্যু

সাহারার বিমান সকল্পনে, বিলেন এবং কোরাটেন নামক স্থান হইতে মধ্যে ফরাসী দেশীয় বিমানপোত চালক কাপ্তেন ভলেট মারা গিয়াছেন। স্থানীয় সৈন্যেরা তাঁহার ভগ্ন পোতের নিকট তাঁহার মৃত শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম সংবাদ

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণকারিগণ এখনও পলাতক রহিয়াছে। তাহাদিগকে এখনও ধরিতে পারা যায় নাই। তাহারা পাহাড়ে ও জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

চট্টগ্রামে এখনও কার্ফিউ অর্ডার প্রচলিত আছে এবং বহু পাহারা ও খানাতল্লাসী চলিতেছে।

চাষের যন্ত্র উদ্ভাবন

দক্ষিণ কলিকাতার চক্রবেড়িয়ার নিবাসী দাতা হাজরা মিঃ এ. সি. দত্ত একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা দ্বারা বাগান তৈরী ও ছোট বড় চাষ করা যাইবে। তিনি বলেন যে "হ্যাণ্ড কাল্টিভেটর" ও "সিডার" এই দুই যন্ত্র দ্বারা অন্য কোন সাহায্য না লইয়া ১৫ বিঘা জমি চাষ করা চলিবে। ইহার দাম বেশী নহে।

ইন্‌সলভেন্সীর নোটীশ

জেলা নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত

ইন্‌সলভেন্সীর মোঃ নং ৯।৩০

দরখাস্তি শ্রীতারাপদ লাল মালাকর পিতামৃত শীতলচন্দ্র মালাকর সাং শান্তিপুর মদনমোহনপাড়া থানা শান্তিপুর জেলা নদীয়া

যেহেতু উক্ত দরখাস্তি দেউলিয়া হইবার জন্য জেলা জজ সাহেব বাহাদুরের আদালতে প্রার্থনা করিয়াছে এবং তাহা শ্রবণের জন্য ১৭ই মে দিন ধার্য্য হইয়াছে।

অতএব এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত দিবসে এই কোর্টে দর্শাইতে পারেন।

নিলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই মে

২০৮ মনিজারি ৩০ দাবি ৩৪।৵০

ডিঃ দাক্ষায়ণী দেবী সাং গোয়াড়ী মালোপাড়া থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ মবুজান বিবি সাং দো- - থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ ক ... কৃষ্ণনগরের সামিল মৌজা গোয়াড়ী গ্রামে ব্লক ও বং প্রাইটন এর ১৪৯ নং খতিয়ান দৈনন্দ বেকেরো কোসেন দিং সেরেস্তার -০৬ একর জমার বার্ষিক জমা ৫৲ ।০. মায় তদুপরিস্থিত আবদ আওলাদ মূল্য আঃ ১৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

(১)

২৭০ দাখোরী ৩০ দাবি ২৪।০

ডিঃ শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ দেঃ দামুরহুদা জেলা নদীয়া

দেঃ নবীর বিবি সাং হরাপাড়া থানা দামুরহুদা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজা গোয়াড়ী গ্রামে ডঃ ...সেরেস্তার সাং ১৫৬ খতিয়ান জমি ... লেখা যায়, উক্ত জমি মায় আবদ আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(২)

১৫২০ খাজানা ২৯ দাবি ২৮।৵

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং ও থানা চকাহিমালা

দেঃ কাসেম সেখ ও রাবিবিবি পক্ষে গার্জ্জেন সতীশচন্দ্র রায় উকীল। সাং ডিঙ্গরা থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে জগদানন্দপুর মধ্যে দেঃ ৩৩৯ খতিয়ান ২—০৯ একর জমীর কাত ডিঃ ও দাবিকারের অংশজোত ৫৲ টাকার যে জমা লেখা যায় তাহাতে দেনাদারগণ ৷৵.৩৷৴০ অংশ মায় আবদ আওলাত মূল্য আঃ ২৲

(৩)

১২৩৬ খাজানা ২৯ দাবী ১২০।৴৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর কাটালপোতা থানা কোতোয়ালী

দেঃ মুকার সেখ আমুই সাং বাদলাঙ্গী, থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল মৌজে বাদলাঙ্গী গ্রামে ডিঃ ও তদবন্তীদাসীর অধীনে দেঃ ৩৪৯ খতিয়ান ১৯—১৭ নং দাগের দখলিস্বত্ব-বিশিষ্ট জমীর মায় আবদ আওলাত দখলস্বত্ব মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

১৪০৭ খাজানা ২৯ দাবি ৩০৷৴০

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং দোং কৃষ্ণনগর কাটালপোতা থানা কোতয়ালী

দেঃ কাদের মণ্ডল সাং সোনপুকুরিয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল মৌজে সোনপুকুরিয়া গ্রামে ডিঃ ও তদবন্তীদাসীর সেরেস্তার দেঃ ১৮নং খতিয়ান ৪-৫২ নং উঠবন্দী দখলস্বত্ব-বিশিষ্ট ও পূর্ব্ব জমির জোত স্বত্ব মায় তদুপরিস্থিত আবদ আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(৫)

১৭০৭ খাজানা ২৯ দাবি ২২৲

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী দিং সাং চকাহিমালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ আবের সেখ সাং কৃষ্ণনিবাস থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে চেকাগ্রামে নৃসিংহদাস ও পালচৌধুরীর সেরেস্তার ৮৫০ নং খতিয়ান ৯-৮৩নং উঠবন্দী জমি খাজনা ২৲ উক্ত জমী মায় তদুপরিস্থিত আবদ আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় [illegible] হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] ঐ খণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

[illegible] অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

[illegible] একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ [illegible] গ্রন্থের [illegible] মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]

২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible],

[illegible]।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] শ্রীগোপাল [illegible] লেন, কলিকাতা

৪। [illegible]—এম, এস, [illegible]

৫। [illegible]—[illegible], নদীয়া

। শ্রী[illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রী[illegible]—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রী[illegible]।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ [illegible] প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প:

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	[illegible]
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) [illegible]	[illegible]
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	[illegible]
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]
গীতাবলী [illegible]	[illegible]
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]
শরণাগতি—[illegible]	[illegible]
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, —[illegible], পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], [illegible], মেদিনীপুর।

৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,— [illegible], কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible], পাঞ্জাব।

১২। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, —[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রী[illegible] মঠ, —[illegible], ঢাকা।

১৪। শ্রী[illegible]—[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,— [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] রোড, [illegible]

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ গুরু নষ্ট করে [illegible]

॥/–

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

গ্রন্থ-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা ১।০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্নপ্রভুর শিক্ষাষ্টক

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুবর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাষ্যগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ✓০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা যখন অবস্থা লইয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্যক্‌রূপে অকপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ✓০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ✓০, নবদ্বীপশতক— ✓০

অর্থপঞ্চক— ✓০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ✓১০

আমরা অজ্ঞতা প্রযুক্ত অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিময় বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব অভিধান)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীমঠের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ✓০ মাত্র

[illegible]

গৌড়ীয়

[illegible]

বেঙ্গলের

দন্তমঞ্জরী

[illegible]

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল

আর ও গুণাবলী এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

জে, বি, দত্ত

কেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible] বাইকার্বোনেট [illegible] আছে।

[illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ৪৲, [illegible] টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২২১ [illegible] লেন, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্র [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক— [illegible] শচীশচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible]তীর্থ, সাংখ্য[illegible], [illegible]রত্ন, [illegible], [illegible]

[illegible] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই [illegible] বিজ্ঞান ইলেক্ট্রিক [illegible] বাঁচাইতে পারেন, [illegible] প্রমাণ প্রাপ্ত [illegible] পাওয়া যাইতেছে। [illegible] ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন [illegible] একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
[illegible] কালকাতা।
[illegible] করিয়া লিখিবেন।

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার
ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা।৵০ মাত্র

— —

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত
বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন,
আটপেজী আকারে ছাপা,
গড়ের কাগজে ছাপা
ভিক্ষা—২।০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী [illegible] উপাদানে [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষা, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible] স্নায়বিক দুর্বলতা [illegible] ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের [illegible] (*Tube-wells*) [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible] চেয়ারম্যান, [illegible] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধ অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের [illegible] তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই [illegible] ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটী উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের জ্বালা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২-বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সঞ্চার করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অজ্ঞাত আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—
প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রী [illegible] মায়াপুর [illegible] —ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী [illegible] প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৫৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৭ ৬ই মে ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুক্তিমঞ্জিকা গুণসোমন্তঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶
১৫। বীপ-দিগ্দর্শন ৵
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৶০
২৭। [illegible]-দীপিকা ।০
২৮। [illegible]-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ডিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
জগতে প্রাকৃতরাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তত্রিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶৹। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮্।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬্ টাকায় না পাইয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০্ স্থলে এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

ভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বয়ে লজ ক্রে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, জলাদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রাধারঞ্জন দাস—৭৯নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জি—এম, এম, [illegible]
৫। [illegible] কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—[illegible]
৬। [illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীমনোমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ [illegible] বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস্, এম্, বালেশ্বর।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থ গুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৶১
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোণা, চিত্রকুন্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান্ রোড, নিউদিল্লি

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস, ১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অজ্ঞশ্চ না জানে কৃষ্ণ এই দম্ভ করে পুনর্জন্মাদিতে যায় পাপে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে বৈশাখ মঙ্গলবার—১৩৩৭

"ঈর্ষার পরিণাম"

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীধাম-বিরোধিদল নানাপ্রকারে শ্রীধামের সহিত বিরোধ করিয়া প্রতি পদে পদে তাঁহাদের অসাধারণ কবর খুঁড়িতে পারিতেছেন। ঈর্ষামূলে শ্রীধাম-মায়াপুরের ডাকঘরের নাম পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়াস করিয়া তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ঈর্ষামূলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ও সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা শ্রীমায়াপুর গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছেন। স্থানীয় জমিদারগণের সাহায্য লইয়া তাঁহাদের আর্থিক উন্নতি সাধন করিবেন বলিয়া ধোঁকা দিয়াও শ্রীধাম-বিরোধ-কার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়াছেন। মুসলমানগণকে অবৈধভাবে শ্রীধাম-মায়াপুরের অধিবাসী হিন্দুগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ইহাতে কি প্রমাণিত হয়! ফলতঃ অসত্য কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। 'কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে' বলিয়া কাকের পিছনে শ্রীধাম-বিরোধিদল নিজেরা দৌড়াইতে পারে সত্য, কিন্তু ভারতবাসী সুধী সমাজ এই সকল মোটামুটী সত্যটুকু অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারেন যে, কাকের কাণ লইয়া উড়িয়া পালাইবার শক্তি বা সম্ভাবনা নাই। অতএব ঈর্ষামূলে দুরভিসন্ধি পোষণের যে অবৈধ-চেষ্টা, তাহা কখনও পবিত্র সমাজ অনুমোদন করিবেন না। তথা জানা সত্বেও শ্রীধাম-বিরোধিদল অজ্ঞ জানসাধুর লোকের চক্ষে ধূলা দিবার কসুর না প্রয়াস করিয়াছেন—সাময়িক পত্রের অপেক্ষা-যুক্ত সম্পাদকদিগের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া কতক না অসত্য প্রচারে ব্যস্ত ও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু সত্য-বিগ্রহ ভগবান্ তাঁহাদের অসত্য প্রচার সর্ব্বথা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—এই মহাসত্য-বাণী বিনাশ করিবার জন্য এই অপস্বার্থ-পরায়ণদল নানা উপায়ে বেশ কোমর বাঁধিয়া চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নিজেদের অতীব ঘৃণিত কুচেষ্টাকে তাঁহারা ঢাকিয়া রাখিতে একদিনও এবং একবারও সমর্থ হন নাই।

উট ও ইঁদুরের বুদ্ধিই বলতা; মানুষ হইয়া সেই বুদ্ধির আশ্রয়গ্রহণ করা যে কখনই কর্ত্তব্য নয়, ইহা কি তাঁহাদের মূল মস্তিষ্কে একবারও ঢুকে নাই বা ঢুকিবে না? এইরূপ বলতা ও ষড়যন্ত্রের বশে যাহারা শ্রীধাম-বিরোধ করিতে বসিয়াছে, তাহাদের কথায় চঞ্চলচিত্ত কাহারও কাহারও ভ্রান্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু জগতের সৌভাগ্য ও সজ্জনগণের আনন্দের বিষয় এই যে, এখন সে ভ্রান্তি ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতেছে। যেমন সূর্য্যোদয়ে ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ প্রভৃতি অপদেবতাগুলি অন্ধকারের সঙ্গে-সঙ্গেই অন্তর্দ্ধান করে, তদ্রূপ দুরভিসন্ধি, সজ্জনসমাজবিরোধী, সত্যবিরোধী, শ্রীধাম-বিরোধিদল সত্য-সূর্য্যের উদয়-প্রচারফলে ক্রমশঃ কালের করালকবলে নিপতিত হইয়া মানবের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। শ্রীধামবিরোধি-সম্প্রদায় যথেষ্ট ও বাহাড়ম্বর করিয়া সত্যগোপন-পূর্ব্বক মিথ্যা কথা-প্রচারের জন্য কসুর না করিয়া বহু কাণ্ড করিয়াছেন! কিন্তু হায়, সর্ব্বতোভাবে সকল বিষয়েই তাঁহাদের কপটতা জগতের সুধীসমাজের চক্ষে ধরা পড়িয়া গিয়াছে! তথাপি তাঁহারা পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না! "কপীন্দ্র-দেহের যখন পুনঃ জন্ম নাই, তখন যথেচ্ছাচার করিয়া সাধুকে নিন্দা কর, সত্যের বিরোধ কর, লোকের অর্থ লুট কর, জন্মান্তরে উহা পরিশোধ করিতে হইবে না, সুতরাং মিথ্যা কথা-প্রচারে কোনরূপ শাস্তি নাই,—উহা অবাধে চালাও" এবম্বিধ চিন্তা-স্রোতের আশ্রয়ে তাঁহারা তাঁহাদের অবৈধ ধাম-বিরোধের তাণ্ডবসমূহ সত্যসূর্য্যের তীব্র আলোকে অদৃশ্য হইল দেখিয়া এক পাটোয়ারী উকিল, এক পল্লবগ্রাহী সাহিত্যিক ও এক স্বার্থান্বেষী বণিক্—এই ত্রয়ের যোগাযোগে যে একজন নিরীহ মনীষ অর্থবান্ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অর্থসাহায্যে শ্রীধামের-বিরুদ্ধে অবৈধচেষ্টা করিতে গিয়া নিজেদের দলভুক্ত কতিপয় বিদ্বান্ ও লেখনী-জীবী ব্যবসায়ীদের উন্নতি-কামনায় প্রকাশ্যভাবে প্রকৃত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয় গোপন করিয়া ছায়া-চিত্রযোগে জনসাধারণকে বিপথগামী করিবার বহু করিয়াছিলেন, তাহাতে অকুতকার্য্যতাই স্পষ্টরূপে জগৎ সমক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে এবং তথা-কথিত তত্ত্ব সব। কথাটা বিশুদ্ধ বিদ্যালয়ে পারণত হইয়াছে। তাঁহারা অসত্য ও মিথ্যাকথা-প্রচার করিবার জন্য তাঁহাদের স্বদেশবাসী অনেক বক্তা ও ডাক্তারের দ্বারা যে অনুমোদন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও একণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে।

পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, এই ধামবিরোধি সম্প্রদায় কিছুদিন পূর্ব্বে অবৈধভাবে সরকার বাহাদুরের প্রত্নতত্ত্ববিভাগে একখানি আবেদন দাখিল কপটতাপূর্ব্বক দাখিল করিয়াছিলেন। শ্রীধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সজ্জনগণের আনন্দের বিষয় এই যে, উঁহাদের সেই কপটতা এক্ষণে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। নবকান্তিসমুদ্রের একটি সংবাদবাহ ব্যক্তি, কতকটি গ্রাম্যবার্ত্তাবহ ও ভক্তিবিরোধি-সম্প্রদায়ের অনেক ব্যবসায়জীবী সম্পাদক, পাণিজ্যাধার বিষয়ক অনেক কু-সাহিত্যিক ও অনেক বাণিজ্য বিক্রেতা বণিক্পুঙ্গবের কু-প্ররোচনাক্রমে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের যে পরিদর্শক উঁহাদের কুচেষ্টামূলক আবেদনের সত্যতা অনুসন্ধান করিবার জন্য গিয়াছিলেন, তিনি ক্রমশঃ জানিতে পারিয়াছেন যে, ঐ বণিক্পুঙ্গবাদি যে সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী নিজেরাই কৌশলীর চেলা সাজিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার কোন প্রমাণ বা যাথার্থ্য নাই। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অর্থের দ্বারা তাঁহাদের অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে অবৈধ নিষ্ফল আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সেই পরিদর্শক পরে জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অনুসন্ধানের ফলে সরকারবাহাদুরকে এই প্রকার অযথা অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া সত্যের বিরোধ-কার্য্যে আদৌ প্রবৃত্ত না হইবার জন্যই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। দুষ্টমন অপস্বার্থপর-সম্প্রদায় ঈর্ষা-দ্বেষ-বৈষম্য-প্রণোদিত হইয়া সত্যানুসন্ধানের পথে যে দৌরাত্ম্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে অতীব ঘৃণিত ও জঘন্য, ইহা সুধী বঙ্গবাসী সকলেই ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছেন। বঙ্গদেশের সুধী সমাজকে এত সহজে অমূলক কল্পিত অসত্য কথায় চালিত করিতে ও বিশ্বাস করাইতে পারা যায় না,—একথা স্বদেশ-বিরোধী, সমাজ-বিরোধী, সত্য-বিরোধী ভক্তিবিরোধী ও শ্রীধাম-বিরোধী অপস্বার্থ-পরদল নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"।

চন্দনযাত্রা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহামহোৎসব আরম্ভ

পুরী ১।৫।৩০

আজ পরম পুণ্যা পরমার্থদা অক্ষয়-তৃতীয়া মহাতিথি। এই ভাগবতী তিথির সৌভাগ্য বর্ণন আমার ন্যায় বহির্ম্মুখের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাঁহারা শ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত, সেই সকল সৌভাগ্যবান্ সেবকবৃন্দের নিকট এই মহাতিথির সৌভাগ্য আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

এই পরম-পুণ্য তিথিতে বিজয় বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনমোহন ও শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্র গৌরসুন্দরের চন্দনযাত্রা আরম্ভ হয়। তাঁহারা চন্দনে লিপ্ত হইয়া এই তিথিতে চন্দনপুষ্করিণীতে নৌকা বিহার করেন। আবার এই ভাগ্যবতী তিথিতেই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুরীস্থ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহামহোৎসব আরম্ভ। তাই আজ চতুর্দ্দিকেই আনন্দ-কোলাহল, চতুর্দ্দিকে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। উষঃকাল হইতে সকলেই—এমন কি পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত যেন শ্রীভগবানের এই সেবাযাত্রা দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে—শ্রীভগবানের চন্দনযাত্রার অপূর্ব্ব দর্শনের চিন্তা প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিতেছে।

এদিকে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবকবৃন্দ প্রাতঃ কৃত্য সন্ধ্যাহ্নিকের পর পাঠ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীমহামহোৎসবের অধিবাস-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আজ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতেই মহামহোৎসবের যাবতীয় সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ঐ শুভ মুহূর্ত্তে মঠ-সেবকগণ শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতাল-যোগে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গল আরতি আরম্ভ করিলেন। আরাত্রিকের মঙ্গলময়ী ধ্বনি সাগর-নিক্কণ-শঙ্খ-মহোদধির নিনাদের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বকে মঙ্গলময় করিয়া মঙ্গল-ময়-দেব-মহামহোৎসবের আহ্বান করিল।

মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক এবং লৌকিক নগরসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীবেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী মহারাজ প্রত্যুষ-সন্ধ্যা সময়ে হরিকথা-কীর্ত্তনে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ, ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ সন্মানের পর ইষ্টগোষ্ঠী এবং অপরাহ্ণে সংকীর্ত্তন, চৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীশ্রীঠাকুর বৃন্দাবনকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইবে।

এই মহোৎসব ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমঠে (পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী) শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা, শ্রীহরিকীর্ত্তন ও হরি-সেবা হইবে। মঠের সেবকবৃন্দ বিশ্ববাসী সকলকেই এই মহোৎসবে যোগদানপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবায় আত্মনিয়োগ-দ্বারা জীবন ধন্য করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

গৌরাঙ্গ বল সঙ্গে চল
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।
গৌরাঙ্গ বল বল বলরে সবাই॥

গুরু শুশ্রূষা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বি, এ)

মানবধর্মশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে :—
যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো
বার্য্যধিগচ্ছতি ।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং
শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি ।

অর্থাৎ যেমন কোন মনুষ্য বারি প্রাপ্তির জন্য খনিত্র দ্বারা (কুদ্দালাদি) দ্বারা ভূমি খনন করিলে ক্রমে তাহা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেবাপরায়ণ শিষ্য ক্রমে গুরু-গুণ-হেতু গুরুগতা বিদ্যা অবগত হয়েন। লৌকিক ব্যবহারে সাধারণতঃ আমরা প্রত্যেকই তত্তদ্বিষয় গুরুগণ-প্রাপ্ত শিক্ষা করিয়া থাকি। পারমার্থিক বিষয়ে গুরুই ভগবৎশ্রেষ্ঠ বিষয়, তিনিই একমাত্র ভগবত্তত্ত্ব দান-কার্য্যে নিযুক্ত ; যেহেতু কৃষ্ণ তদীয় তদ্বিগ্রহ। সুতরাং তাঁহার সেবা দ্বারা তুষ্টি ব্যতীত তদীয় ভগবদ্দেবতার স্বরূপ-সেবাধিকার-প্রাপ্তি-সম্ভাবনা কোথায় ?

গুরু একান্তভাবে কৃষ্ণে শরণাগত হওয়ায় নিতান্ত নিরপেক্ষ। কদাপি শিষ্য হইতে সেবার আকাঙ্ক্ষা করেন না। বরং জগতের প্রতি করুণাবশেই কাহারও বর্ত্তমান থাকায় সকলকেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন ; কিন্তু আত্মকল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি তদীয় শুদ্ধচেতনধর্মের জাগ্রৎ-অবস্থায় অনির্ব্বচনীয় স্বতঃ জ্ঞানের সহিত শুশ্রূষা না করিয়া নিস্তার কিপ্রকারে সম্ভব ? তাঁহার সহিত সম্বন্ধজ্ঞান জন্মিলেই কেহ কদাপি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। আত্মকল্যাণেচ্ছু জনমাত্রই সেই সাম্বন্ধিক জনের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং কেবল শাস্ত্রাদেশে কেন, সাধারণ জ্ঞানেই গুরুসেবার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। ক্রমদীপিকা-বচনেও প্রাপ্ত হওয়া যায়—কুটিলতাশূন্য হইয়া নিষ্কপটে অর্থাৎ কোন দুষ্টভাব গোপন না করিয়া নিতান্ত সরলচিত্তে এবং গুরুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা অনবরত তাঁহার সন্তোষ বিধান করিবে। শ্রীগুরুদেব প্রীত হইলেই বিষ্ণুস্বরূপ দিব্যজ্ঞান তৎকৃপাবলে শিষ্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবে। সুতরাং শ্রীগুরুদেব কাহারও কোন প্রকার সেবা আকাঙ্ক্ষা না করিলেও সাধনে অবস্থিত ব্যক্তি তৎপ্রীতি সম্পাদন দ্বারা নিজমঙ্গল বরণ করিয়া লইবেন।

শাস্ত্রে ইহার বিধি আছে—প্রতিদিন গুরুর উদকুম্ভ, কুশ, সমিধ্ আহরণ করিবে ; তদীয় অঙ্গের ও বস্ত্রের মার্জ্জন ও লেপনাদি করিবে অর্থাৎ গুরুমন্দিরের মার্জ্জন, দেহের চন্দনাদির লেপন এবং বসনসমূহ প্রক্ষালন করিবে। শ্রীগুরুর নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, আসন, ছায়া ও আসন্দী অর্থাৎ ভোজন-পাত্র রক্ষার্থ ত্রিপদী কদাপি লঙ্ঘন করিবে না। তদীয় দন্তকাষ্ঠাদি নিত্যকার্য্যের উপাদানাদি আহরণ করিয়া দিবে এবং বস্তুতত্ত্ব-সমূহ তৎসমীপে নিবেদন করিবে।

গুরুর অনুমতি ব্যতিরেকে কুত্রাপি গমন করিবে না, সতত তদীয় প্রিয় ও হিতের অনুষ্ঠানে রত থাকিবে। কদাপি সম্মুখে পাদ প্রসার করিবে না এবং জৃম্ভণ, হাস্য, উচ্চ বাক্য প্রয়োগ, উত্তরীয় দ্বারা কণ্ঠাবরণ, অঙ্গুলির স্ফোটন পরিত্যাগ করিবে। গুরুর সমক্ষে পৃথক্ পূজা, তাঁহার সহিত বক্রোক্তি, দীক্ষাদান, ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে। পরোক্ষেও কেবল গুরুর নাম উচ্চারণ করিতে নাই। তদীয় গমন, কথাবার্ত্তা ও চেষ্টাসমূহের অনুকরণ বর্জ্জন করিবে। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে কথিত আছে,সংযতচিত্ত ব্যক্তি যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে অভক্তিসহকারে গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবে না। স্তবাদি ও স্তুতিগুলি হইতে প্রণব, বিষ্ণুপাদ ও শ্রীপদ অগ্রে সংযুক্ত করিয়া নামের সহিত গোস্বামী শব্দের উল্লেখ করিতে হয়। মোহ উপস্থিত হইলেও কদাপি তাঁহাকে কোন বিষয়ে আদেশ করিবে না অথবা তদীয় আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নাই অথচ গুরুর কোন বস্তু ভোজন করিবে না। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তদীয় অগ্রে গমন করিবে এবং গমন কালে পশ্চাদ্গামী হইবে। গুরুকর্ত্তৃক তাড়িত পীড়িত হইয়াও কখনও তাঁহার অনিষ্টানুষ্ঠান করিবে না, অথবা তদীয় বাক্য অবহেলা করিবে না। এই প্রকারে প্রাণ, মন, কায়, ধন ও বাক্য দ্বারা আচার্য্যের প্রিয় সাধনে নিযুক্ত ব্যক্তি শ্রীগুরুর সন্তোষ সাধন দ্বারা তদীয় অভীষ্টদেবের প্রেমলাভে সমর্থ হয়।

সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটী সদাচার বিষয়ে উল্লেখ করা হইল,কিন্তু শিষ্য গুরুদেবকে স্বস্থানে ভগবদ্বৈভবস্থ জানিয়া অনুভব করিতে পারিবেন, তৎকালে তদীয় নিজ কর্ত্তব্যগুলি স্বতঃই আসিয়া পড়িবে। মনুস্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে এবিষয়ের আরও কিছু বিধি বর্ণন করা হইয়াছে। যথা শরীর, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়া শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীগুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন, অনুমতি পাইলে অনুচ্চ আসনে পদদ্বয় আবরণ পূর্ব্বক উপবেশন করিবেন। শিষ্য গুরু অপেক্ষা অপকৃষ্ট ভোজন, বসনাদি ব্যবহার করিবেন। রাত্রিশেষে গুরুর জাগরণের পূর্ব্বেই শিষ্য উত্থিত হইয়া আবশ্যক দ্রব্যের সংগ্রহ করিবেন এবং গুরুর শয়নের পরে শিষ্য স্বয়ং শয়ন করিবেন। শয়ন বা উপবেশন করিয়া বা ভোজন করিতে করিতে অথবা পরাঙ্মুখ হইয়া কদাপি গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিবে না। উপবিষ্ট গুরুর আদেশে উত্থিত হইয়া, দণ্ডায়মান হইয়া, আদেশ কালে সম্মুখে সমাগত হইয়া, গমনকালে অনুমতি করিলে অতিদ্রুত হইয়া, বেগে গমন করিতে আজ্ঞা করিলে পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিবেন। যেখানে গুরুর পরীবাদ অথবা নিন্দা হয়, শিষ্য সেখানে থাকিবেন না। কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক পলায়ন করিবেন এবং সাধ্য হইলে নিন্দকের জিহ্বাচ্ছেদন দ্বারা শাস্তি দান করিবেন। গুরুদেবের কদাপি কোন দোষ থাকিতে পারে না। লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতে তাহা সম্ভব হইলেও পারমার্থিক জগতে কদাপি সম্ভব নহে। কারণ ভক্তিমানকে সমস্ত গুণগণ তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত আশ্রয় করিয়া থাকে। তথাপি শিষ্য তাহার জড় দৃষ্টির দোষে কোন ব্যবহার অপ্রীতিকর দর্শন করিলে কদাপি তাহা কুত্রাপি প্রকাশ করিবে না। ব্যবহারিক গুরুরও পরীবাদ দ্বারা শিষ্যের গর্দ্দভযোনি, নিন্দা দ্বারা কুক্কুরযোনি, অযোগ্যতার সহিত গুরুবিত্ত ভোগী কৃমিযোনি এবং গুরুর প্রশংসা অসহিষ্ণু কীটযোনি প্রাপ্ত হয়। গুরুর সহিত প্রতিবাতে বা অনুবাতে উপবেশন করিবে না। গুরুদেব শুনিতে না পান এই প্রকারে অবস্থিত হইয়া কোন কথা বলিবে না। গোযান, অশ্বযান, উষ্ট্রযান, প্রাসাদ, প্রস্তর, তৃণনির্ম্মিত শয্যা, শিলাফলক, কাষ্ঠাসন বা নৌকায় শিষ্য গুরুর সহিত উপবেশন করিতে পারেন। উত্তাকার শিষ্টসম্প্রদায়গত অজ্ঞাত ভাবেও গুরু-পরিচর্য্যা আর্য্যশাস্ত্রসমূহে কথিত হইয়াছে।

যাঁহার কৃপায় ভগবৎ প্রসাদ লব্ধ হয়, যাঁহার অপ্রসন্নতায় কোন স্থানে কোন প্রকার গতি নাই, সেই শ্রীগুরুর যশঃ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে অর্থাৎ নিত্যকাল ধ্যান করিতে করিতে তদীয় প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে হইবে এবং তদীয় উপদিষ্ট বাক্যাবলী স্মরণপথে রাখিয়া নিরন্তর অনুশীলন করিতে হইবে। তাহা হইলেই শিষ্য ক্রমে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া জীবের দ্বারা কার্য্যে সম্ভব নহে তাহাতে সামর্থ্য লাভ করিবেন। ভারত-ভূমিতে মানবগণের পক্ষে এই প্রয়োজনও সুলভ হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত জীবেরই এই মার্গে গুরুপরিচর্য্যা দ্বারা পরমপ্রেমোদয় অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির যোগ্যতা ঘটে। ইহাই একমাত্র শ্রৌতমার্গ বা অবরোহপথ।

শ্রীঋষভদেবের কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩ সংখ্যার পর)

শ্রীভগবান্ কেবল ভক্তহৃদয়জ্ঞাতা নহেন, সকলভূত-মনোজ্ঞ। কিন্তু সাধারণ জীব সেই ত্রিকালদর্শী ভগবানকে জানিতে না পারিলেও ভক্তগণ সর্ব্বজ্ঞেরও সর্ব্বজ্ঞাতা।

ভক্ত-সমীপে পর্য্যাপ্ত শ্রীভগবান্ শ্রীভক্তগণের গৌণ বা সাধারণ লক্ষণ বলিয়া পুনরায় অসাধারণ লক্ষণের কথা বলিলেন,—জীব-সাধারণ, দেহসম্পর্কিত বস্তু ও ব্যক্তিতে প্রীতি স্থাপন করিয়া নিজ দেহ মনের সুখকে পুরুষার্থ বিচারে জগতে বাস করে। পরস্পরের ইন্দ্রিয়-প্রীতি ব্যতীত অন্য কোন ধারণা তাহাদের ভোগ-প্রমত্ত চিত্তে স্থান পায় না। কিন্তু সাধারণ্যে আসিও অসাধারণ ভক্তগণ সকলের সঙ্গে বাস করিলেও একজাতীয় নহেন। তাঁহাদের মূলমন্ত্র—শ্রীভগবৎ প্রীতি। ভগবান্ই তাঁহাদিগের সুহৃদ্ এবং ভগবান্ই তাঁহাদিগের একমাত্র প্রয়োজন। বিষয়িগণ ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র গৃহাদিতে প্রীতিবিশিষ্ট আর নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণ ভক্তি বা ভগবৎ সেবানুকূল ধন-জনাদিতে সেবোপকরণ বুদ্ধিতে প্রীতিযুক্ত। আবার এই প্রীতির ভিতর বিশেষত্ব এই যে, হরি-প্রতিকূল হইলে ঐ ধনজনাদিতে প্রীতি ভগবানের প্রীতির বিঘাতক-হেতু প্রীতিহীন। বিষয়ী যেমন মূল সেব্যের সেবা ছাড়িয়া সেবা সাধনে স্বার্থান্ধ, সেইরূপ ভক্তগণ আবার সেব্যের সেবায় সতত নিরত থাকিয়া স্বার্থপর এবং নিঃস্বার্থপর।

বিষয়িগণ ভোজন পানাদিতে অত্যাসক্ত বলিয়া ঐ সকল অসদ্বার্ত্তায় সতত নিযুক্ত আর ভক্তগণ সুবিবর বলিয়া একমাত্র সৎ বস্তু শ্রীভগবান্ এবং তদীয় জনগণের বৈকুণ্ঠ কথায় বিভোর।

বিষয়িগণ,বিষয়বুদ্ধিপর,বিষয়গতপ্রাণ, পরস্পর বিষয়ালোচনাপ্রমত্ত এবং সর্ব্বদা বিষয়েই মনঃসংযোগে আর ভক্তভক্তগণ স্ব-স্বরূপের অবিজ্ঞ জীবের ন্যায় আত্মারাম প্রয়োজনে অসমর্থ, পরস্পর ভক্ত ভগবানের ভাবনিমগ্ন এবং আমার কথায় নিযুক্ত।

বিষয়ী গৃহে অথবা বনে যেখানে বাস করুন না কেন, সকলই তাঁহার যাহে বিষয় সেবা করে,আর ভক্তগণ গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী যে ভাবেই অবস্থান করুন না কেন, বিষয়ানন্দ ত্যাগ বিষয়ে অস্থায়ী। অন্য কোন পথের সহায় এই পঞ্চম পুরুষার্থ লাভের সহায় হইতে পারে না;

ভোগবুদ্ধিতে প্রমত্ত না হইয়া শ্রীভগবানের সেবাসুখে বিষয় গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহারা যাবদর্থ-প্রতিগ্রাহী।

আসক্তিই বন্ধন ও মুক্তির হেতু। আসক্তি আবার স্বরূপেই অবস্থিত। অতএব আসক্তি ত্যাগ অসম্ভব। তবে অসতে আসক্তি বন্ধন এবং সতে বা ভগবানে আসক্তি বিমুক্তির হেতু।

(ক্রমশঃ)

জীবাত্মা কি বিভু-বস্তু?

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি)

মায়াবাদী জীবকে বিভুবস্তু বলেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের মত এই যে জীব স্বরূপতঃ বিভু-স্বভাব, পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু সাত্বত সম্প্রদায়ের ভাষ্যকারগণ সকলেই আচার্যের এবম্বিধ মতকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, জীব স্বরূপতঃ বিভু-স্বভাব নহেন, কিন্তু 'অণু'-স্বভাব ও পরমাত্মার অংশ মাত্র।

আচার্য শ্রীরামানুজ স্বীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে দ্বিবিধ উপদেশ দৃষ্ট হয়; যথা—ব্রহ্মের অদ্বৈত ও জীবের স্বরূপ; ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব ও জীবের নিয়ম্যত্ব ইত্যাদি উপদেশ যাহা শ্রুতি ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ-প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার 'তত্ত্বমসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের অভেদের উপদেশ করিয়াছেন, এই উভয় প্রকার উপদেশের যুগপৎ সিদ্ধির জন্য জীব ব্রহ্মের অংশ ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

আচার্য শঙ্করকেও সূত্র-ব্যাখ্যায় ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে, যথা:—চৈতন্যঞ্চা-বিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাগ্নিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যাং অংশত্বাবগমঃ।" অর্থাৎ "ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে শ্রুতি যখন ভেদ ও অভেদ এই উভয় উপদেশ করিয়াছেন এবং যখন এই উভয়বিধ সম্বন্ধ কেবল অংশ ও অংশীর মধ্যেই থাকে, অন্যত্র সম্ভব নহে, তখন ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে জীব ব্রহ্মের অংশ।"

ব্রহ্মসূত্রের ২য় অঃ, ৩য় পাদ ৪২ সূত্রে বলা হইয়াছে—"মন্ত্রবর্ণাৎ"।

অর্থাৎ এই অনন্ত-সত্তপুরুষের এক-পাদ অংশ মাত্র এই বিশ্ব। এই শ্রুতি মন্ত্রের দ্বারা জীব যে পরমাত্মার অংশ তাহা সমর্থিত প্রতিপন্ন হয়। শ্রীশঙ্কর এবং আচার্য রামানুজের এই সূত্রের ব্যাখ্যা ঠিক একই রূপ।

৪৩ সূত্রে বলা হইয়াছে—'অপি চ স্মর্য্যতে।" অর্থাৎ স্মৃতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে, যথা "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" ৪৪ সূত্রে বলা হইয়াছে "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ।" অর্থাৎ জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও, পরমাত্মা জীবকৃত কর্মফলের ভোক্তা নহেন, যেমন অংশ-স্থানীয় সূর্যকিরণ মূত্রাদি অশুদ্ধ বস্তুর সংস্পর্শে আসিলেও তাহা সূর্যে সংক্রামিত হয় না, তদ্রূপ জীব-কর্তৃক কৃতকর্মের ফলও ব্রহ্মে সংক্রামিত হইতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই সকল সূত্রদ্বারা ভগবান্ ব্যাসদেব জীবকে স্পষ্টতঃ ব্রহ্মের নিত্য অংশ মাত্র বলিয়া প্রতিপাদন স্থাপন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম স্বীয় তটস্থা-শক্তি-পরিণতি জীব-রূপ অংশে কর্মফলের ভোক্তা হইলেও তদতীত স্বীয় স্বরূপে তিনি নির্গুণ ও নির্লিপ্ত।

২য় অধ্যায় ১ম পাদ ২২ সূত্রে বিষয়টী অধিকতর স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যথা:—"অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ।" চিৎ-জাতীয়ত্বে এক বলিয়া শ্রুতি যেমন জীবের ব্রহ্ম হইতে অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ আবার সুখদুঃখাদির ভোক্তা জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদও উপদেশ করিয়াছেন—"আত্মানমন্তরো যময়তি।" এই ভেদ প্রদর্শন করিয়া ইহাদিগের অত্যন্ত অভেদ নিবারণ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম জীব হইতে 'অধিক' অর্থাৎ মহত্তর, শ্রেষ্ঠ। আচার্য শঙ্করও স্বভাষ্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা:—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ……… এবং ভেদাভেদৌ মন্তব্যৌ তাবন্। নৈব দোষঃ।" অর্থাৎ 'অরে আত্মা জীবের দ্রষ্টব্য……' এই শ্রুতি জীব হইতে ব্রহ্মের আধিক্য প্রদর্শন করিয়াছেন আবার "তত্ত্বমসি" শ্রুতি জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, পরন্তু ভেদ ও অভেদ কিরূপে একত্র সম্ভব? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সূত্রের ভাষ্য এইরূপ করিয়াও আচার্য যখনই নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তখনই তিনি সূত্রের অর্থ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন যে জীবের মোক্ষ-দশায় ব্রহ্মের সহিত কোনই ভেদ থাকে না এইরূপ স্থান সমস্তই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১ম অঃ ৩য় পাঃ ১৭ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য বলিয়াছেন,—

"নাত্মা জীব উৎপদ্যতে। কস্মাৎ অশ্রুতেঃ।……নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।

"নিত্যত্বাদবিকারিত্বাচ্চ। নিত্যঃ স্তু শ্রুতিভ্যোহ বগম্যতে, তথাজত্বমবিকারিত্বমবিকৃতস্যৈব ব্রহ্মণো জীবাত্মনাবস্থানং ব্রহ্মাত্মতা চেতি। অর্থাৎ "জীব উৎপন্ন হয় না; কারণ তদ্রূপ কোন শ্রুতি নাই… শ্রুতি জীবাত্মার নিত্যত্ব কীর্তন করিয়াছেন……শ্রুতি দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব (জীবাত্মার) অবগত হওয়া যায় এবং অজত্ব ও অবিকারিত্বও জাত হওয়া যায়, এবং আরও অবগত হওয়া যায় যে ব্রহ্ম-স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়রূপে বর্তমান আছেন……।" ইত্যাদি স্বীয় ভাষ্যে এই কথা স্বীকার করিয়া আবার অন্য সূত্রভাষ্যে নিজের কথা নিজেই কিরূপে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা:—"ভেদ ব্যপদেশ।" এই সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন, "……তঃ নিত্য চৈতন্যোহয়মাত্মা ……ব্রহ্মাত্মকত্বপ্রাণিনামাত্মত্বং প্রদর্শ-মানাচ্চ……।" ইত্যাদি এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রীশঙ্কর পূর্ব সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে "ব্রহ্ম-স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই জীব ও ব্রহ্ম এই উভয় রূপে অবস্থান করেন আবার এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে উপাধি সম্পর্ক বশতঃই ব্রহ্মের জীবভাব সিদ্ধ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আচার্য শঙ্করের মতবাদ শ্রুতি-বিরুদ্ধ, কেবল কল্পনা মাত্র। ২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪২ সূত্রে ভগবান্ ব্যাসদেব জীব যে ব্রহ্মের অংশ মাত্র তাহা স্পষ্ট-রূপেই নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। অতএব জীব অংশ, ব্রহ্ম অংশী হওয়াতে ব্রহ্ম যে জীব হইতে 'অধিক' তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অংশ হইতে অংশী ব্যাপক না হইলে 'অংশ' শব্দের কোন সার্থকতা হয় না। সুতরাং ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে জীব ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব-ব্যাপক বা বিভু-স্বভাব নহেন। জীব স্বরূপতঃ বিভু হইলে, তিনি ব্রহ্মের অংশ মাত্র একথা বলা কখনও সঙ্গত হয় না। অধিকন্তু জীব স্বরূপতঃ বিভু হইলে, তাঁহার বন্ধ, মোক্ষ, পাপ-পুণ্য ভোগ প্রভৃতি অবস্থা পরিবর্তনের কোন কথাই আসিতে পারে না। অতএব জীব বিভু নহেন।

---

২৪ পরগণায়—সাগর মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-দৈতন্য সাগর মহারাজ ২৪পরগণা জিলার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া বহু জীবের সুকৃতি উৎপাদন করিতেছেন। বিগত ২০।৪।৩০ তারিখে শুকদেবপুর (পোঃ মন্দিরবাজার) নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু গণ্য মান্য শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"মনুষ্য-জন্মের কর্তব্য কি?" হরিভজনই যে একমাত্র মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্তব্য, তাহাতে যে মনুষ্যের বিদ্যা কুল ধন মানের যাবতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, ভজনহীন মনুষ্য লোকে তম যোনাদি-প্রাপ্ত বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত হইলেও ব্রাহ্মণাপসদ, অন্তাজ কথিবার যাহা হরিভজনের অনুকূল হবে তাহা গ্রহণীয়, প্রতিকূল বর্জনীয়, মহাজনানুগত শ্রৌতপন্থার পরিবর্তে অন্য পথ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্যকে ভগবানের সেবার্পণে নিযুক্ত করাই যথার্থ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইত্যাদি বিষয় বিবিধ শাস্ত্র-যুক্তি-মুখে, কীর্তন করেন। স্বামিজী মহারাজের জীব-দুঃখ-বিগলিত হৃদয়ের অন্তরঙ্গ ভাবপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

পরদিন প্রাতে শিকন্দরপুরবাসী ভক্ত-গণ মহারাজকে নগর কীর্তন-মুখে অভিবাদন করিয়া নিজগ্রামে লইয়া যান। মহারাজ শিকন্দরপুর [illegible] পদার্পণ করিবামাত্র চতুর্দিক হইতে [illegible] শঙ্খ করতাল মৃদঙ্গ প্রভৃতির [illegible] মহাধ্বনি সহ মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠে, মহিলাগণ মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন, বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই মহোল্লাস-ভরে মহারাজকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। এমন অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া কি মনে হয় না তাহাদের ধর্মপ্রাণতা ক্রমেই সেবামুখ হইতেছে, তাহাদের দুর্দিন অপগত হইয়া আবার সুদিন আসিতেছে, তাহারা অচৈতন্যের সেবা ছাড়িয়া চৈতন্যের সেবায় উন্মুখ হইয়াছেন, তাহারা ভক্তের মর্যাদা বুঝিয়াছেন।

'যে স্থানে বৈষ্ণবগণ, সেই স্থানে বৃন্দাবন
সেইস্থানে আনন্দ অশেষ।'
'তুমি তথা বৃন্দাবন যদি তথা গোবর্দ্ধন
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী।'

বাস্তবিক সেই স্থান তখন ভাগ্যবানের চক্ষে বৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে স্থানীয় লোকের চেষ্টায় একটী মহতী সভার আয়োজন হয়, সেই সভায় প্রায় তিন হাজার দূর হইতে সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সজ্জনবৃন্দ প্রায় দুইশত জন উপস্থিত হন, স্বামীজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন শিক্ষা পাঠ করেন। প্রায় ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত পাঠ হইয়া কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

পরে ভাগবত শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ নায়াধিকারী, [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ নায়াধি-কারী, শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু, [illegible] বাবু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

নানা কথা

নদীয়ার আবহাওয়া

নদীয়ায় মেঘ দেখা যাইতেছে বটে এবং বৃষ্টিও কিছু কিছু মধ্যে মধ্যে হয়, কিন্তু বৃষ্টিপাত না হওয়ায় অস্বস্তি দূর হয় না। যে কিছু সামান্য বৃষ্টি হয়, তাহাতে চাষের কোন সুবিধা হবে বলিয়া বোধ হয় না।

পিকেটিং

এই জেলায় পিকেটিং এখনও চলিতেছে। মাদক দ্রব্যের দোকানের সম্মুখে এখনও স্বেচ্ছাসেবকগণ দাঁড়াইয়া লোককে ঐ সকল দ্রব্য পান করিতে নিষেধ করিতেছেন।

লাহোরে পিকেটিং এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। শুনা যায় সমস্ত ব্যবসায়ীরা বিলাতী কাপড় আমদানি বন্ধ করিবেন বলিয়া লিখিত প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

লাহোরের সংবাদ কাগজওয়ালাদিগের নিকট হইতে জামিন দাবী করায় ছয়টী দৈনিক স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজ বন্ধ হইয়াছে। প্রকাশ যে ঐ দাবীর প্রতিবাদ করিবার জন্য সংবাদ পত্রের প্রকাশকেরা ঐরূপ করিয়াছেন

এডভান্স পত্রিকার কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন যে তাহারা জামীনের টাকা দিবেন না, সেইজন্য কার্য্যালয় বন্ধ করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলেন যে টাকা না দিয়া ছাপাখানা বন্ধ করিলে কোন অপরাধ হইবে না, কিন্তু জামীনের টাকা একবার ধার্য্য হইবার পর কাগজ প্রকাশ করিলে আইন অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

বারদোলের মেলা

বারদোলের মেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। এখনও কয়েকটী দোকান এবং নাগরদোলা একটী আছে। নদীয়া জেলার মধ্যে এই মেলাই সমধিক। এখনও অনেক লোক নাগরদোলা দেখিবার জন্য সমাগত হয়। সার্কাস, থিয়েটার প্রভৃতি চলিয়া গিয়াছে। প্রায় একমাস ব্যাপিয়া এই মেলা চলিয়াছে।

অব্যবস্থা

গোয়াড়ী এবং কৃষ্ণনগরের মধ্যে চাষাপাড়ার এই জেলার মধ্যে অনেক প্রধান ব্যক্তি বাস করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পাড়ার ময়লা জল নিকাশের কোন বন্দোবস্ত নাই। ড্রেনগুলি ময়লাজলে এবং দুর্গন্ধ কাদায় পরিপূর্ণ থাকায় অপরিচ্ছন্নতা এবং অস্বাস্থ্যকরতার বিশেষ কারণ হইয়াছে। এই স্থানে ড্রেনের ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করেন যে, এক বৎসরের অতিরিক্ত ট্যাক্স দিলে ড্রেনের ব্যবস্থা হইবে। সে প্রস্তাবের কি হইল? যতদিন ঐ ব্যবস্থা না হয়, ততকাল সপ্তাহে দুইদিন করিয়া জল তুলিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

চিতা হইতে মৃতদেহ উদ্ধার

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত গ্রামের যুধিষ্ঠির পালের ১৮ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়ার ফলে নাকি আফিং খাইয়া হঠাৎ প্রাণত্যাগ করে। তখন নাকি তার স্বামী কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ঐ শবদেহ শ্মশানে লইয়া চিতায় তুলিয়া দেয়। তখন কয়েকজন গ্রামবাসী ঐ সন্ধান পাইয়া অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহ চিতা হইতে তুলিয়া আগুন নিবাইয়া পুলিশের দ্বারা "পোষ্ট-মর্টেম" পরীক্ষা করিতে পাঠান, কিন্তু পরীক্ষার ফলে মৃত্যুর কারণ বোঝা যায় নাই। ভালভাবে পরীক্ষার জন্য ঐ শব কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে

নারায়ণগঞ্জে ঝড়ের দৌরাত্ম্য

গত ২১ এপ্রিল তারিখে ধলেশ্বরী নদীতে নারায়ণগঞ্জের নিকটে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। 'বিমলা' নামক সুন্দরবন ডেসপ্যাচ ষ্টিমার নারায়ণগঞ্জ ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে আসিবার সময়ে ধলেশ্বরী নদীতে আসিতেই এত প্রবল ঝড় আরম্ভ হয় যে ষ্টিমার আর ঠিক রাখিতে পারে না। নোঙ্গর ফেলিতে চেষ্টা করিয়াও বিফল হইল। তখন সারেঙ্গ নিজে উপরে উঠিয়া হালের চাকা ধরিল; কিন্তু অতি বিলম্বে তাহাকে উড়াইয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। পরদিন ঝড় থামিলে অনুসন্ধানের পর তাহার মৃতদেহ বিক্রমপুরে মিরকাদিম গ্রামের নিকট পাওয়া যায়। ঐ সারেঙ্গের নিবাস ছিল নোয়াখালির অন্তর্গত সন্দীপে।

হাইকোর্টে নূতন জজ

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মিঃ জাষ্টিস পিয়ার্সনের অবসর কালে ৩ মাসের জন্য শ্রীযুত মন্মথ চন্দ্র ঘোষ আই, সি, এস তাঁহার স্থানে জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রেস আইনে সংবাদ পত্র বন্ধ

এই নূতন প্রেস আইন অনুসারে ৫০০০৲ টাকা হিসাবে 'বসুমতী' ও 'বিজলী' কাগজের জন্য জামিন আমানত করিতে নোটিশ জারি করার ফলে প্রতিবাদ স্বরূপে ঐ উভয় কাগজই বন্ধ করা হইয়াছে। এতৎপূর্ব্বে "এডভান্স" বন্ধ হইয়াছে। গতকল্য "আনন্দবাজার" ও নাকি ঐরূপ জামিন তলব করায় বন্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালার অন্য স্থানেও ঐরূপ ভাবে কাগজ বন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লাহোরেও নাকি ৩ খানি কাগজের প্রকাশ বন্ধ হইয়াছে।

গ্রেপ্তার

বরিশালের নেতা শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু সাহা ১১৭ ধারা এবং লবণ আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী অপরাধে লিপ্ত থাকায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাকে বিচারালয়ে আনিলে দেখা যায় যে পুলিসের সাব ইনস্পেক্টার এই ধারার অপরাধে দায়ী হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রতিবাদ সভা

ঢাকার বার লাইব্রেরির মেম্বরেরা এক সভায় স্থির করেন যে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দেশের নায়কদিগকে মারাধরা করা গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। এসম্বন্ধে একটী নিরপেক্ষ অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত করা হউক।

ব্যবসায়ি সঙ্ঘ

অমৃতসরে ট্রেডার্স আদি ট্রেডস বোর্ড নামক ব্যবসায়ী সঙ্ঘ একটী সাধারণ সভায় বিলাতী কাপড় বর্জন আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বড় লাট, ছোট লাট এবং বিলাতের ভারতের সচিবকে টেলিগ্রাম করিয়া সাবধান করিয়াছেন যে যদি রাজনীতির পরিবর্ত্তন শীঘ্র না করা হয় এবং ভারতকে কিছু স্বাধীনতা না দেওয়া হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ের অবস্থা ভীষণ দাঁড়াইবে।

অভিনব ব্যাপার

প্রেস আইনের ফলে ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে কোন খবরের কাগজ পাওয়া যাইতেছে না, সহরে নানা প্রকার মিথ্যা গুজব রটিতেছে। সংবাদপত্রহীন লোকদিগের প্রাণে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। লাহোরের দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ বন্ধ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ সংবাদ

গভর্ণমেণ্টের রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর মিঃ সাদি ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি রাজকর্ম্মচারী বলিয়া কোন মুটিয়া তাঁহার মোট বহন করে নাই। অনেক কষ্টে তিনি জিনিষ পত্র ষ্টেসনের বাহিরে আনিলে কোন ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানই তাঁহাকে লইয়া যাইতে সম্মত হয় নাই। মিঃ সাদি নিজে একখানি গাড়ী চালাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু অসমর্থ হন। অবশেষে তিনি জিনিষ পত্র ফেলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় যান। সেখান হইতে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নিজের খাস আর্দালী লইয়া মোটরে করিয়া ষ্টেসনে আসেন এবং সাদি সাহেবের জিনিষপত্র নিজেরাই ধরাধরি করিয়া মোটরে তুলিয়া লইয়া আসেন।

আজ ৪।৫ দিন হইল পুলিশ সাহেবের কতকগুলি মদের পার্শেল কলিকাতা হইতে আসে। পুলিশগণ ঐ মাল ডেলিভারী লইবার জন্য ষ্টেসনে আসিয়া কুলী অভাবে মাল লইতে পারে নাই। শেষে পুলিশ সাহেব নিজে মোটর ও কয়েকজন পুলিশসহ ষ্টেসনে মাল লইতে আসেন। পুলিসরা যখন মাল ধরে তখন সত্যাগ্রহীর দল পার্শেলের চারিধারে হাততালি দিয়া বসিয়া থাকে। নিরুপায় দেখিয়া পুলিশ সাহেব মটর হইতে নামিয়া নিজে ছেলেদের তাড়াইয়া কনেষ্টবল সহ নিজেই মাল গুলি মটরে তুলিয়া লইয়া যান। কোন কুলী তাঁহাদের কাজ করে নাই। ষ্টেসনে বিস্তর মদের পিপা পড়িয়া রহিয়াছে, কোন গাড়োয়ান মদের পিপা বহন করে না।

বস্ত্র-আন্দোলন

মাড়োয়ারি চেম্বার অব কমার্স, ইণ্ডিয়ান টেক্স্ টাইল এসোসিয়েশন, ও ক্লথ মার্চেণ্টস্ কমিটি এই তিনটী প্রধান ব্যবসায়ি সঙ্ঘ গত বুধবারে কলিকাতায় একটী যুক্ত সভা করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন মোহন মালব্যের প্ররোচনায় স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন বিলাতী কাপড় আমদানির চেষ্টা করিবেন না এবং আগামী ১৯৩১ ইংরাজী সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত পণ্ডিতজীর স্পষ্ট আদেশ ব্যতীত কোন বিলাতী কাপড় আমদানি করিবেন না।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৷৹ দেড় টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোম-ক্ষ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

৷৶৹
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা যাবতীয় লইয়া—জীব যখন জীর্ণ হইতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তাঁহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।
ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — /৹, নবদ্বীপশতক — /৹
অপরাধ — /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে কিরূপ বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল তত্ত্ব সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৬২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীমঠাদের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৹, ৩য় খণ্ড ৷৹, ৪র্থ খণ্ড ৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৮৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

সুবিখ্যাত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও বাৰ্দ্ধক্যের, ধ্বজভঙ্গ রোগের, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব্ব সর্ব্বকামারি ঘৃত”
পুরুষহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগে ইহা আশ্চর্য্য উপকার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণীবিলাসিনী বটিকা”
স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাদোষ ও জরায়ুর দোষ নাশ করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের গোলাপী বাদাম তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া লইয়া খরিদ করিবেন। নতুবা প্রতারকেরা নকল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীজে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ).

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক পলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েপুর, পাতেমোরচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত গোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটা-গড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যৌনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২·বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়েছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৵০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৫৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে বৈশাখ বুধবার ১৩৩৭ ৭ই মে ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
৯। সুক্তিমুক্তিকা ভগবদ্ভক্তিসার সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১০। বেদান্তরত্নসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। দীপ-বিসর্জ্জন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৭ অর্দ্ধাংশ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৵০
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। মণিমঞ্জরী ও প্রবাহ
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইং) রয়েল বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণের মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রদ
লোকমাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অতএব প্রাকৃতরাজ্যে শুদ্ধভক্তি-নাই

নানা কথা

কচুরি পানা

চাপড়া থানার অন্তর্গত [illegible] কচুরি পানায় [illegible] [illegible] বিলের জলই [illegible] লোকের একমাত্র ভরসা। [illegible] অবস্থা হওয়ায় লোকের [illegible] কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] বিশেষ আবশ্যক। এ স্থানে বহু ভদ্রলোকের বাস। এরূপ দর্শ গ্রামে কোন রকম জলের সুবন্দোবস্ত না থাকা বাস্তবিকই লজ্জার কথা। কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষতঃ স্থানীয় লোকেরা এবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিলে সুখের বিষয় হয়।

ডাক বিভাগ

ডাক বিভাগের কর্মচারীদিগের প্রতিনিধিগণ শ্রমিক বিভাগের সচিব স্যার বি, এন মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। অনেক বিষয়ের আলোচনা হয়। গুজরাট সত্যাগ্রহ সময় অনেক কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া পড়ায় তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট টাকা ধার দিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ সচিবকে অনুরোধ করেন যে, ঐ টাকা যেন গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত কর্মচারিগণের নিকট হইতে আদায় না করেন—এইরূপ বন্দোবস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বলা হয়।

মিত্র সাহেব বলেন যে এরূপ করা অসম্ভব।

যে সকল কর্মচারী অস্বাস্থ্যকর স্থানে কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে এক বৎসর মধ্যেই স্থানান্তরিত করা হইবে। এইরূপ নিয়ম হওয়ায় পীড়িত ডাককর্মচারীগণের স্থানে পীড়া হওয়া মাত্র কোন [illegible] বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যকতা নাই, ইহাই মিত্র সাহেবের অভিমত।

স্কুল ধর্ম্মঘট

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পরীক্ষা হইতেছিল। স্কুলের বালকেরা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে যে প্রভাষ বাবু এবং [illegible] প্রতি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে [illegible] অন্তরীণ হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ জন্য আপাততঃ পরীক্ষা স্থগিত রাখা হউক। কর্তৃপক্ষ সে কথায় কর্ণপাত না করায় ছাত্রেরা ধর্মঘট করিয়াছে।

চট্টগ্রাম ব্যাপার

চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান মিঃ জে, এম সেন গুপ্ত মহাশয় জন সাধারণের এক বিরাট সভা আহ্বান করেন। সভায় এই প্রস্তাবসকল গৃহীত হয়, জন সাধারণ যেন এক গোলমালের সময়ে সরকার পক্ষকে সাহায্য করেন। কমিটি টাকা বাকি দশটা হইতে সাড়ে চারিটা পর্যন্ত কাদের ঐ অঞ্চলে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হউক। চেয়ারম্যান মহাশয় শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেবকে ঐ প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করায় তিনি প্রস্তাব করেন যে জন সাধারণ মিঃ গান্ধির আন্দোলনে সাহায্য করুক।

ইস্তফা

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ নটবরলাল মজুমদার ভারত গভর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ কল্পে কাউন্সিলের সভাপদ ত্যাগ করিলেন।

মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ

নাসিকে সনাতনীরা তথা কথিত অস্পৃশ্যজাতীয় লোকদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আরও অনেকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সাজা

যশোহরের জেলা ও সেসন্স জজ মিঃ পি, সি, জে, আই, সি, এস মহোদয়ের এজলাসে বিজয় মজুমদার প্রমুখ বন্দিনী সত্যাগ্রহী নেতৃবৃন্দের বিচার হইতেছে। পাঠক অবগত আছেন যে ইউনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স জন সাধারণে না দেওয়ায় বন্যাবলায় অশান্তি দেখা যায়। সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে সভা সমিতির অধিবেশন ইত্যাদিও হয়।

নিখিল ভারত রেলওয়ে এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ গিরি মহীশূর রাজ্যে যাইবার জন্য বাঙ্গালোর হইতে যাত্রা করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার উপর ফৌজদারি কার্য্য বিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নোটীশ দিয়া দুই মাসের জন্য মহীশূর প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ যে মিঃ গিরি মহীশূর রাজ্যের রেলের এজেণ্টের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন।

ময়মন সিংহ সংবাদে সদর রাস্তার উপর পরেশ নাথ দে নামক দশম বর্ষ বয়স্ক বালক এক গরুর গাড়ীর সামনে শুইয়া পড়ে। সে কি রকমে জানিতে পারে যে ঐ গাড়ীতে বিলাতী কাপড়ের গাঁইট ছিল। সেই সময় ময়মন সিংহ জেলার পুলিশ সাহেব সেই স্থানে উপস্থিত হন। তিনি বালককে রাস্তা হইতে উঠিতে বলেন; বালক তাঁহার কথায় না উঠায় তাহাকে ধরিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয়। সদর সাবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুর তাহার ২৫৲ টাকা জরিমানা করেন জরিমানা না দিলে এক সপ্তাহ বিনা শ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ধর পাকড়

২রা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, অমৃতসরে ১১ জন স্বেচ্ছাসেবক লবণ আইন ভঙ্গকারীকে ধরিয়া ২৯শে এপ্রিল রাত্রিকালে আটক রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

জব্বলপুরে ১২জন সত্যাগ্রহীকে ধরা হইয়াছে।

লাহোরে মৌলানা জাফর আলি ধৃত হইয়াছেন।

কানপুরে চার জন এবং এলাহাবাদে তিন জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বরিশালের আইন অমান্য কমিটির সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এবং আরও ২৯জন আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নেতা রাজ গোপাল আচারিয়ার ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শিক্ষক সমিতি

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির দশম অধিবেশন [illegible]। বরিশালে অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বরিশালের অনেক সভা হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়।

কৃষি সভা

লোর্ড অব্ এগ্রিকালচারের বেসরকারি সভ্যদিগের কার্য্যকাল অতীত হওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট নূতন বোর্ড তৈয়ারি করিয়াছেন। এই বোর্ডের কার্য্য এই যে ভারত গবর্ণমেণ্ট বোর্ডকে যে সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন বোর্ড সেই সকল বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন। ইহা পরামর্শদাতা সভা বিশেষ।

কাচের কারখানা

বিকানীরের কোটিপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস দাগো একটী কাচের কারখানা খুলিয়াছে। বিকানীর রাজ্যে এরূপ প্রচেষ্টা এই প্রথম। বিকানীর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী এই কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন যে যখন তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন তখন, রাজা তাঁহাকে বলেন যে তিনি যেন দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিই তাঁহার প্রধান কর্তব্য মনে করেন। এই রাজ্যে সালাসা কলিয়ারি এবং রেলের এলাকায় তুলার চাষের কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

পিয়াম জন অফিসে খানাতল্লাস

লাহোরের "পিয়াম-জন" নামক খবরের কাগজের অফিস খানাতল্লাসী করা হয়। দুই কাপির পিয়াম জন ছাপা হইতেছিল। তাহা বাজেয়াপ্ত করা হয়। "লাল খবর" প্রভৃতি শীর্ষক কয়েকটী প্রবন্ধও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সাহারাণপুরে বোমার কারখানা

বড়লাট বাহাদুরের বিশেষ আদেশে আর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রাথমিক বিচার হইবে না। লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির উপর আদেশ হইয়াছে যে তিনি যেন তিন জন জজ লইয়া একটী বিশেষ বিচারালয় গঠিত করিয়া এই মামলার বিচার যাহাতে শীঘ্র শেষ হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। আসামীদের মধ্যে এখনও কয়েকজন পলাতক। এই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ —এসিষ্টেণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সণ্ডার সাহেবকে বধ, সেণ্ট্রাল এসেম্বলিতে বম বম, লাহোর এবং সাহারানপুরে বোমার কারখানা খোলা ইত্যাদি।

ম্যাজিষ্ট্রেটের ইস্তাহার

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কলেজিয়েট স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। তিনি ছাত্রদিগের অভিভাবকদিগকে একটী ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে ছাত্রেরা যেন স্কুল কামাই না করে এবং কোনও রূপ আন্দোলনে যোগদান না করে।

সিগারেট বর্জ্জন

চুয়াডাঙ্গার অধিবাসীরা সিগারেট ও বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছে।

নদীয়ার আবহাওয়া

এখানে ক্রমাগতই আকাশে মেঘ মেঘ দুর্যোগের হইতেছে কিন্তু সেরূপ বৃষ্টি নাই। সামান্য যে বৃষ্টি দুই একদিন হইয়াছে, তাহাতে রাস্তার ধূলির অপসারিত করিতে পারে নাই;

নদীয়ার বালিকা-সঙ্ঘ

বর্ত্তমানে বয়স্কাউট নামক বালকসঙ্ঘ যেমন সর্ব্বজন-পরিচিত সেইরূপ গার্ল-গাইড্ নামক বালিকাসঙ্ঘও প্রসিদ্ধ। অমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এ বিষয়ে অনেক সংবাদ পাঠকবর্গকে দান করিয়াছি। এই সমস্ত বালিকারা নেভি ব্লু রংয়ের জামা পোষাক পরিধান করে। লাইফ সেভিং গার্ল নামক আর একটী বালিকা সঙ্ঘ আছে। স্যালভেশন আর্ম্মি কর্ত্তৃক উহা স্থাপিত।

জাপানীজ সাহেব যুব উইলিয়ম কর্ত্তৃক স্থাপিত গার্লস লাইফ ব্রিগেড, এবং চর্চ্চ গার্লস ব্রিগেড্ যাহাকে পূর্ব্বে চর্চ্চ এম্বুলেন্স ব্রিগেড্ বলিত উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত সঙ্ঘ-দর্শনে, উহাদের অনুকরণে নদীয়ায় একটী নারী-সঙ্ঘ স্থাপিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সম্ভবতঃ আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানকার নারী-সমাজ স্বীয় কর্ম্মশক্তি প্রদর্শন করিবেন।

নরহত্যার হিসাব

বিলাতে যে সমস্ত নরহত্যা হইয়াছে তাহার হিসাব বাহির হইল। ইহা বিলাতের হোম্ আফিস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সকলেই বলিতেছেন যে পূর্ব্বে বহু নরহত্যার কিনারা হইত না, এখন আর সেরূপ হয় না। হত্যার সংখ্যাও ক্রমশঃ কমিতেছে বলিয়া বোধ হয়। প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, একথা সত্য যে ধরা পড়িয়া প্রাণ হারাইবার ভয়েই লোকে হত্যা করিতে পশ্চাৎপদ হয়।

১৯২১ সালে বিলাতের পুলিশ ১৪০টী নরহত্যার সংবাদ প্রাপ্ত হন। উহাদের মধ্যে ৪১টী ১ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশু এবং বাকী সকলে ১ বৎসরের বেশী বয়সের লোক। তাহাদের মধ্যে ৩৬ জন পুরুষ এবং ৬৩ জন স্ত্রীলোক। ৪১টী শিশু হত্যার মধ্যে ২৮টীর আসামী ধরা পড়ে নাই। বাকী ১৩টী আসামীর মধ্যে ২জন আত্মহত্যা করে এবং ১১জন ধরা পড়ে। ইহারা সকলেই পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোক অথবা অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকা। ১১জন নিহত পুরুষের মধ্যে ৪১জনের হত্যাকারী আত্মহত্যা করে। এক জনকে সন্দেহ করিয়া ধরা হয়; সে পাগলাগারদে মারা যায়। বাকী ৫১ জন আসামীর মধ্যে ২৩জন দোষী সাব্যস্ত হয়; কিন্তু তাহারা পাগল বলিয়া প্রমাণিত হয়।

ধ্বংস-লীলা

বিলাতের হেমি মেল্ বলেন, "গোম হয় গত বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা লোমহর্ষণ ব্যাপার—যাহা ভাবিতে সঙ্কুচিত হয়—তাহা ক্যাণ্টোনের শহরমালার নাইয়েকের নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সিন্ধুনদীর বিরাট প্লাবনে তীরস্থ বহুদূর পর্য্যন্ত দেশ ধ্বংস। এই জল প্লাবনের সহিত ক্রমাগত আরও বৃষ্টির জল যোগদান করায় ব্যাপার আরও গুরুতর হয়। কত লোক, গরু, ছাগল মারা যায় এবং কত গৃহ ধ্বংস হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

রিপোর্ট

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বৈঠকে অসন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছে। সাইমন কমিশনে ভারতীয় নেতারা যোগদান না করায় এবং কমিশনকে সাহায্য না করায় বিলাতের কাগজে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশিত হইতেছে।

বিলাতে লবণ আইন আন্দোলন এবং অন্যান্য আইন ভঙ্গ সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতেছে। ভারত সচিব তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে তিনি কাহাকেও কোন আশা দিতেছেন না। পার্লিয়ামেণ্টের একজন সদস্য বলিয়াছেন যে ভারতসচিব এবং তাহাদের বড়লাট সাহেব যেরূপ ধীর ভিত্তাবে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে বুঝা যায় যে ভারতের সৌভাগ্য-ক্রমেই এরূপ বড়লাট ও ভারতসচিব পাওয়া গিয়াছে।

দাঙ্গা

গত ৩রা মে তারিখে কৃষ্ণনগরে একটী শাঁখার দোকানে কয়েকজন অন্যান্য সম্প্রদায়ের বালক পিকেটিং করিতেছিল। কয়েকজন লোক তাহাদিগকে ধরিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া মাদক দ্রব্য ক্রয় করে। পরে তাহারা লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া দোকানে আক্রমণে আসে। অনেকে অনুমান করেন যে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল পিকেটার স্বেচ্ছাসেবকদিগকে মারধর করা। কিন্তু তখন বেলা ৫.৫টা। বাজারে বহুলোক সমাগত থাকায় আক্রমণ করিয়া বিশেষ কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই, সেখানে স্থানীয় বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বাজারের লোকে দাঙ্গাকারীদিগকে হটাইয়া দেয়।

ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত

গত ২৭শে শুক্রবারের কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ কমিটি নিক্তীন কলিকাতা কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ওয়ারকার্স অফ্ ক্যালকাটা" (কলিকাতার কর্ম্মী বৃন্দ, দৈনিক ইস্তাহারের সমস্ত সংখ্যাগুলিই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কারণ উহাতে প্রজাবৃন্দের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি করিবে।

রাহাজানি

হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক এক দোকানদার গত ৩রা মে তারিখে গোয়াড়ীতে তাহার দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। কাঠুরিয়াপাড়ার নিকট উপস্থিত হইলে কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা তাহাকে আক্রমণ করে। তখন রাত্রি ১০টা। দোকানদারীকে খুব মারধর করিয়া তাহার নিকট যে টাকা-কড়ি ছিল তাহা কাড়িয়া লইয়া তাহারা প্রস্থান করে। সে নাকি কয়েকজনকে চিনিতে পারিয়া সনাক্ত করিয়াছে।

পুলিশ তদন্ত চলিতেছে

আধিদৈবিক তাপ

বোম্বাইয়ে এক স্থানে মাটি বসিয়া যাওয়ায় একজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং চারিজন আহত হইয়াছে।

গোল টেবিল প্রতিনিধি

নিখিল ভারত ক্ষুদ্র-সম্প্রদায় সভার বোম্বাইয়ের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হউক যেন গোল টেবিল বৈঠকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। এই গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের সর্ব্ব দলের লোক সম্মিলিত হইয়া ভারতের শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

কৃষিক্ষেত্র

কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্র কৃষ্ণনগর রোড্ ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে অবস্থিত নদীয়া জেলার এগ্রিকালচার অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ক্ষেত্রের কার্য্য অতি সুন্দরভাবে চলিতেছে।

গত ৪ঠা মে তারিখে "নদীয়াপ্রকাশের" চারিজন প্রতিনিধি এই কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে যান। অতুল বাবু তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আধুনিক উন্নত প্রণালীর চাষ-কার্য্য, নূতন রকমের লাঙ্গল, সার প্রস্তুত করণ, সিঞ্চন-প্রণালী প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত দেখাইয়া দেন। এজন্য নদীয়া-প্রকাশের প্রতিনিধিগণ অতুল বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ।

ইক্ষু-গোলা-কার্য্য কয়েক গত বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষে হইয়াছে এবং তাহার ফল এখন দেখিতেছি। [illegible] ইক্ষুচাষের চেষ্টা চলিতেছে। এ অঞ্চলে ইক্ষু চাষ বিশেষ অনুকূল হয় না। [illegible] প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক নদীয়া জেলায় ইক্ষু চাষের প্রবর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে চাষীদের অনেক উপকার হয়। যতদূর জানিতে পারা গেল, [illegible] বোধ হয় এখানে ইক্ষু [illegible] চাষ খুব আশাপ্রদ ফলদান করিয়াছে।

কৃষ্ণনগর [illegible] কৃষিক্ষেত্র প্রায় দেড় শতাধিক বিঘা জমি। এখানে পূর্ব্বে সরকারী ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। সেই সমস্ত জমি [illegible] কৃষি উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

মাত্র ছয় বৎসর হইল এই কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ অনেক অগ্রসর হইয়াছে। তবে স্থানীয় চাষীরা সকলে মিলিয়া এখানে আসিয়া উন্নত প্রণালীর চাষ শিক্ষা করে না—ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

এখানে কর্ম্মচারিদিগের বাসস্থান এবং কার্য্যালয়ের ঘর অতি সুন্দর হইয়াছে। টিউব ওয়েল আছে।

নেপিয়ার গ্রাস্ নামক গরুর খাবার ঘাসের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এই ঘাস সকল পরিমাণে উৎপন্ন হইলে গোজাতির উন্নতি সাধন সম্ভব হইতে পারে। অতি অল্পস্থানে রোপণ করিলেও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

যে সমস্ত আগাছা নষ্ট হইতেছে, তাহা নষ্ট না করিয়া, তাহার সহিত গোবর এবং পাতের ছাই মিশ্রিত করিয়া উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইতেছে।

সম্রাটের জন্মদিন

সিমলা হইতে গত কল্য এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি জানাইতেছেন, আগামী ৩রা জুন সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে সাধারণের ছুটির দিন থাকিবে।

মেথরের প্রতিজ্ঞা

রংপুরের মেথর ও ডোমেরা নাকি কোন মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিবে না এবং বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

হরতাল নোটিশ বাজেয়াপ্ত

মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত "হরতাল" নামক কাগজ সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে বৈশাখ বুধবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

আজকাল ... সংসার একত্র মিলিত হইয়া ... কার্য্য করেন। পাঁচমিশালি ... গাঁ-ছড়া সভা তাহা কোন একটী। ... বুঝা যায় না। নানাপ্রকার সভার মধ্যে "গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্যসভা," নামে ২৩২।১ নং অপারচিৎপুর রোড, বাড়ীতে একটী সভার ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে।

———

ঐ সভার উদ্যোগে ভাগবত-ধর্ম্ম-মণ্ডলের কার্য্যালয় ১৬১ ক্যানিং রোডের বাড়ীতে এক সাধারণ সভা আহূত হইবে। সভায় একজন গোস্বামী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন, বিজ্ঞাপনে লেখা আছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন ঘোষ মহাশয় এই সভার সম্পাদক হইয়াছেন। ঐ সভায় কতিপয় পণ্ডিত গবেষণামূলক বক্তৃতা করিবেন; তন্মধ্যে দুই জন গোস্বামিবংশের, একজন শাস্ত্রী, একজন রায় বাহাদুর ও আর একজন মুক্তিগৌরাঙ্গদলের মুখবন্ধনকারী উকীল।

সাহিত্যসভায় সাহিত্যের সম্ভাবনা নাই জানিতে হইবে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্যসভায় অবৈষ্ণবসভা দুর্লভ। সুতরাং বৈষ্ণব কে ও তাঁহার লক্ষণ কি, তাহাই আলোচ্য। যে সকল সভ্য লইয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যসভা গঠিত হইবে, তথায় বৈষ্ণব-সাহিত্য-সভায় সভ্যগণ কেহই থাকিবেন না—ইহা অবশ্যই বুঝিতে হয়। ভাগবতী সদ্‌গুণবিশিষ্ট অপ্রাকৃত মহাভাগবান্ সজ্জন বৈষ্ণব, সুতরাং সমস্ত সভ্যগণকেও বৈষ্ণব জানিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা একমাত্র বিষ্ণুরই শরণাপন্ন কি না?

———

অগাধিচুড়ি-সম্প্রদায়ের নিষ্ঠাবাপন্ন পক্ষোপাসক সভ্যগণ স্বভাবক্রমে স্বভাবতঃ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণব নামে আখ্যাত করেন। সেইরূপ মহজ্জাতি অপকৃষ্ট জড়ত্ব ভোজনে আঁধার-কুকুর-শৃগালসমূহ নিযুক্ত—প্রভৃতি পলাণ্ডু-লশুন প্রভৃতির সহিত পলম এবং তাম্বূলাদি লোপ-জনক দ্রব্যের সহিত অবৈধ-তাম্বূল-বীটিকাদি বিদ্যাপান্যক্রমের বুদ্ধির সহায়তা করে, অথচ শুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্রোক্তাদেশ সম্বন্ধে দাও কার রাজ্‌ষী .দিগের দ্বারা আত্মপরিতৃপ্তি-প্রয়াসে যে

বৈষ্ণবতা জ্ঞাপন-প্রয়াস, তাহাতেই পঞ্চোপাসনা-সম্প্রদায়ের সাহিত্য পূর্ণ এবং বৈষ্ণবতা-সাহিত্যাই তথায় প্রবল।

অসৎসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যাঁহারা পঞ্চোপাসনা ও 'নির্ব্বিশেষমায়াবাদী'কে বহুমানন করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ বৈষ্ণববিদ্বেষক্রমে বৈষ্ণবতা হইতে বিচ্যুত হইয়া স্মার্ত্তাদি আরোহণ প্রকার সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে ভগবান্ বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে মূলোদ্ধৃত *henotheism* (সর্ব্ব-দেবৈক্য-বাদ) অবলম্বন করেন।

সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রজীবিগণের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণকারী কখনই মন্ত্রের ফল লাভ করিতে পারেন না,—এই কথা ভক্তিশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীবৈষ্ণব, মধ্বৈষ্ণব, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব,—ইঁহারা সকলেই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব, কখনই বিদ্ধ অবৈষ্ণব নহেন।

ভাগবতধর্ম্মমহামণ্ডলের সকলকেই কি আরোহণ প্রকার অপসম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত দীক্ষিত বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহারে—"জ্ঞানী এক অসাধু, কৃষ্ণভক্ত আর"—এই বিচারের কি ব্যতিক্রম দেখা যায় না? আর সেই যোষিৎসঙ্গ-বিচার অবলম্বন করিয়া অরণাপন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মুক্তি-গৌরাঙ্গ-সেবকাভিমানীগুলি যদি বৈষ্ণব বলিয়া গৃহীত হন, তাহা হইলে প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের সাহিত্যই বৈষ্ণবসাহিত্য বলিয়া বিদ্ধ বিদ্ধ হইয়া পারমার্থিক সাহিত্যের মূল উৎপাটন করিবে মাত্র।

ভক্তির স্বরূপজ্ঞান যাঁহাদের নাই, তাঁহারা নানাবিধ অথবা যৌক্তিকপূর্ণ বিচারের মাধ্যমে ভক্তিবিরোধ করিবার জন্যই উদগ্র; সুতরাং তাঁহাদের বিদ্বদ্ধর্ম্মমণ্ডলে কোন শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবই যোগদান করিবেন না।

———

বিশুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ যোষিৎসঙ্গাদি বর্জ্জন করিবার জন্য যত্ন করেন না বা কর্ম্মী ও মায়াবাদী বৈষ্ণবাবেশনশীল পরিহার করিবার জন্য চেষ্টা করেন না। সুতরাং লোক-নরককে ঈশ্বরমত যোগ করিয়া আত্মধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য মনোযোগী হন। তাঁহারা গৌড়ীয়বৈষ্ণব-বর্গের বা সাহিত্যের কোন দাবীই যে রাখেন না, তাহা নিঃসন্দেহ।

———

সেজন্যই পরবিদ্যার অনুশীলনোদ্দেশে পবিত্র-চরিত্র জনগণ জ্যোতির্দ প্রবাহ বিশুদ্ধসম্প্রদায়ের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন। যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীআচার্য্যদেবের নিকটে নিজেদের পবিত্র চরিত্রের পরীক্ষা দেন এবং নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য মৎস্য, মাংস, পক্ষীডিম্ব, কচ্ছপ এবং তাম্বূলাদি বিদ্যোপার্জ্জন-বর্দ্ধক দ্রব্যসমূহ কখনও সেবন করেন না, তাঁহারাই নিষ্কপটভাবে বিষ্ণুসেবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হইলে ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষার্থী হইতে পারেন; আর পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিগণই 'ভক্তিশাস্ত্রী' হইতে পারেন। দুঃখের বিষয় উক্ত বৈষ্ণব সাহিত্যসভার মধ্যে একজনও ভক্তিশাস্ত্রে অধীত-বিদ্য হইয়া 'ভক্তিশাস্ত্রী' আখ্যা লাভ করেন নাই।

সাধারণ লৌকিকশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র এক নহে। সাধারণ লৌকিক শাস্ত্রজ্ঞানে জ্ঞানী হইলে পরীক্ষোত্তীর্ণকে 'শাস্ত্রী' নামে অভিহিত করা হয়, আর ভক্তিশাস্ত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে 'ভক্তিশাস্ত্রী' বলিয়া সম্মান করা হয়। উক্ত সভার একটী ভক্তিশাস্ত্রীকেও আমরা দেখিতে না পাইলেও বর্দ্ধমান জিলান্তর্গত কেতুনিয়া গ্রামের চৈতন্যবাণী-প্রচার-সমিতির উদ্যোগকারিগণের মধ্যে একজনকে 'ভক্তিশাস্ত্রী' দেখিতে পাই। সুতরাং বিদ্বন্মণ্ডলসভার সাহিত্য ভক্তগণ আদৌ আদর করেন না জানিয়া আমরাও শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে অনুগমনে উক্ত সভায় যোগদান করিতে অসমর্থ হই; কেননা, ভাবজনিতদুষ্ট সেবোন্মুখ জনগণের আদৌ প্রয়োজনীয় নহে।

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভবেশ্রিত

একদা রাজা দুর্য্যোধন ধনমদে মত্ত হইয়া যাদবগণকে লক্ষ্য করত বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা পাণ্ডবাজ্ঞানীর অথচ মস্তকোপরি অধিষ্ঠিত হইবার দুষ্কামনা পোষণ করিতেছেন। এতাদৃশ প্রকার গর্ব্বিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া জগন্নাথ শ্রীশ্রীমদ্ বলদেবজীউ লাঙ্গলে কুরুবংশীয়গণ-সহ হস্তিনাপুরকে উত্তোলনপূর্ব্বক গঙ্গাজলে নিমজ্জমান করিতেছিলেন। পরিজনবর্গসহ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইতেছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন তখন নিম্নলিখিত বচন দ্বারা শ্রীশ্রীমদ্ বলদেবজীউর সকাশে ক্ষমা-প্রার্থনা করত সকলের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন;—

"রাম রামাখিলাধার প্রভাবং ন বিদাম তে। মূঢ়ানাং নঃ কুবুদ্ধীনাং ক্ষন্তুমর্হস্যতিক্রমম্॥"

২। উপরিউক্ত ঘটনাটী ভাগবতপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত আছে। এই ঘটনামুখে শ্রীমদ্ভাগবতকার আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, বিষ্ণুতত্ত্ব বা তদীয় অভিন্ন প্রকাশস্বরূপ বৈষ্ণব-ভক্তের নিকট অপরাধগ্রস্ত হইলে নানাপ্রকার দুর্গতি ঘটিতে পারে এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা ব্যতীত দুর্গতি-নাশের উপায়ান্তর নাই। আমরা জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে মায়া-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বিষ্ণু বৈষ্ণবে মনুষ্যবুদ্ধি করিতে বাধ্য হই। অতএব হে সুধী পাঠকবর্গ, আসুন আমরা দুর্য্যোধনের ন্যায় মহৎ-লঙ্ঘনজনিত অপরাধের ক্ষালনার্থ উপরিউক্তভাবে শ্রীশ্রীমদ্ বলদেবজীউ এবং তদীয় অভিন্ন-প্রকাশস্বরূপ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক উপরিউক্তভাবে ক্ষমা-প্রার্থনা করি এবং নিত্যকল্যাণের পথে পরিমার্জ্জিত করত মানব-জীবন সফল করি।

বিপ্লব, বিদ্রোহ ও আচার্য্য বাণী

রাষ্ট্রতন্ত্রে "বিপ্লব" ও "বিদ্রোহ" এই কথা দুইটী দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা কোন প্রচলিত তন্ত্র বা মতকে উলট্‌ পালট্‌ করিয়া দেয়, তাহাই 'বিপ্লব' আর যাহা প্রচলিত তন্ত্র বা মতের বিরুদ্ধে ক্রোধ, প্রতিহিংসা, প্রতিযোগিতা, দ্বেষ, শোণিত-পিপাসা প্রভৃতি প্রবৃত্তির মূলে অবৈধভাবে অভিযান আনয়ন করে, তাহাই বিদ্রোহ। সত্যের বিরুদ্ধে যে দ্রোহ, তাহাই বিদ্রোহ; আর অসত্যের প্রতিবাদ ও সত্যের পুনঃ সংস্থাপনে যে আপাত-বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়, তাহা সাধারণের নিকট বিপ্লব বলিয়া প্রতিভাত হয়। বিপ্লবে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহার উত্তর-ফল অনেক সময় মঙ্গলজনকও হইতে পারে; কিন্তু বিদ্রোহে যে পরিবর্ত্তন, তাহার ফল অমঙ্গল, হিংসা-দ্বেষ ও মাৎসর্য্য। যখন ভগবদিচ্ছায় কোন যুগ-প্রবর্ত্তক আচার্য্য জীব-কল্যাণ-কামনায় ভগবৎপ্রতিনিধি-স্বরূপে বিশ্বজগতের প্রচলিত ও অন্যান্য বিকৃত ধারণার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া স্বরাট্‌ পুরুষোত্তমের শাস্ত্রের আনুগত্য শিক্ষা প্রচারের জন্য জগতে আগমন করেন, তখন সাধারণ গতানুগতিক সমাজে আচার্য্যের এই কার্য্য দুর্ভাগ্যবশতঃ বিপ্লবময় বলিয়া মনে হয়। ইহা সর্ব্ব যুগব্যাপী কালের একটী সত্য প্রতিজ্ঞা। যাঁহারা গতানুগতিক স্রোতেই কেবল রাশি রাশি ঠাকুর

যোগাইয়া যান, তাঁহারা গণসমষ্টির নিকট গণনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সভা-সমিতিতে বহু হাততালি কুড়াইয়া লইবার সুযোগ পান বটে, কিন্তু প্রকৃতি স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা জীবের অন্তরতম প্রদেশের চির আকাঙ্ক্ষণীয়া সেই স্বাধীনতার কণা-টুকু তাঁহারা মানবগণকে দিতে পারেন তাহা বিচার্য। রাজরাজেশ্বর বিশ্বগুরুর প্রতিনিধি গুরু আচার্য্য কিন্তু প্রচলিত মতের ইন্ধন দান করেন না বা প্রচলিত মতের পৃষ্ঠপোষক হ'ন না। তিনি বিশ্ব-সুশাসন-তন্ত্রের পুনঃ সৃষ্টি ও পুনঃ সংস্থাপন করিতে আসেন, যাহারা সম্রাট্ বিশ্বগুরুর শাসন-তন্ত্র হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া মায়ার অধীনতা-শৃঙ্খল হাতে পায়ে পরিয়া লইয়াছে, তাহাদিগকে স্বাধীনতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে আসেন। বহুকাল ধরিয়া পদসেবনী মহা-মায়ার অধীনতা ও গোলামীতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে যে একটা দ্বিতীয় প্রকৃতি বিরাট্ সমাজ-দেহের উপর স্তরে স্তরে জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে যে একটা নৈসর্গিক মোহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উন্মোচন করিয়া কেহ স্বাধীনতা লাভের বাস্তব উপায়গুলি আমাদের নিকট স্বীয় আচরণের দ্বারা উপস্থিত করিলে সেই পুরুষের কথা ও ক্রিয়া আমাদের নিকট বড়ই বিস্ময়কর অর্থাৎ সাধারণ প্রচলিত ও অভ্যস্ত ভাব, ভাষা ও কার্য্যকলাপ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া মনে হয়। অনভিজ্ঞ আমরা তাঁহাকে বিশ্ব-বিপ্লবী বলিতে কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু আমরা যাঁহাকে বিশ্ববিপ্লবী বলি, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্ব সম্রাট এই বিশ্বগুরুর দূত; আমাদিগকে বিশ্বগুরুর শাসন-তন্ত্রে পুনঃ সংস্থাপন করিয়া জড়ভোগবাদ হইতে প্রকৃত স্বাধীনতা—বাস্তব স্বাধীনতা প্রদানে সচেষ্ট হইয়া বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ আমাদের আচার্য্যদেব।

পরদুঃখদুঃখী আমাদের আচার্য্যের দয়ার্দ্র হৃদয় আমাদিগকে একমুহূর্ত্তও অধীনতা-শৃঙ্খলে রাখিয়া আমাদের দুঃখ দেখিতে প্রস্তুত নহেন। আমাদের অধীনতার এক একটি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রাণ দুঃখে কাঁদিয়া যাইতেছে। তিনি প্রস্তাবিত অবাস্তব অনিত্য স্বাধীনতা নহে, পরন্তু এই মুহূর্ত্তে হাতে করিয়া বাস্তব স্বাধীনতা প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; আমরা তাহা ধরিয়া লইলেই হয়।

আমরা অধীনতায় অভ্যস্ত হইতে হইতে উহার মোহে এতদূর আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, মায়া ধন অবাধে পায়ে ঠেলিতেও কুণ্ঠিত হই না। আচার্য্য তখন হস্ত বাড়াইয়া তাঁহার আমাদের কাছে আসিয়া বলেন, তোমরা আর অনাদিকাল ধরিয়া তোমাদের জন্মগত অধিকার স্বরাজের প্রতি বিমুখ হইয়া রহিয়াছ। এখন সুযোগ উপস্থিত, এবার আর তোমাদিগকে এক মুহূর্ত্তও মায়ার—জড়ের অধীনতার শৃঙ্খলে থাকিতে দিব না। এস, এই বাস্তব স্বাধীনতা ধরিয়া লও। এ স্বাধীনতা একবার পাইলে কোনও প্রবল জড়শক্তি তোমাদিগকে আর অধীন করিতে পারিবে না। তোমরা লালসা-মূল্যটুকু দিয়া এই বৃহৎ জিনিষ কিনিয়া লও। আচার্য্যের এই সকল বাস্তববাণী প্রতিবিম্বিত জগৎ হইতে বিপরীত মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাই বহু বিষয়ে তাঁহার বিচার আমাদের নেশামগ্ন ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করে।

গোয়ালপাড়া (আসাম) প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভাক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ আসাম প্রদেশে শ্রীনাম প্রচারার্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গোয়ালপাড়া সহরে ২১শে এপ্রিল তারিখে শুভাগমন পূর্ব্বক স্থানীয় হরিসভায় ২১, ২২ ও ২৩শে এপ্রিল দিবসত্রয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর গবেষণা-পূর্ণ সুযৌক্তিক বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় শিক্ষিত ব্যবহারজীবীগণ স্বামীজির সুগম্ভীর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রথম দিবস শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ অধিকতর শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করায় উক্ত হরিসভায় আরও ছয়দিন বক্তৃতা প্রদান করেন।

নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব হয় না। উপাস্যতত্ত্ব নিত্যমূর্ত্ত, সচ্চিদা-নন্দময় ভোক্তা স্রষ্টা। সাকার উপাসনার পরে নিরাকারত্বে পর্য্যবসিত হইলেই চরম ফল লাভ হইল, এরূপ কুসিদ্ধান্তের হেয়ত্ব ও কাল্পনিকতা স্বামীজি এরূপ সরল যুক্তি ও শাস্ত্র-সঙ্গতি দ্বারা হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্ম-স্পর্শী করিয়া বর্ণন করেন যে, সমাগত শিক্ষিত সভ্যগণ সকলেই পরম সন্তোষ ও প্রীতি লাভ করেন। নিরাকার ব্রহ্ম অঙ্গ উপাঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি অভাবে সেবা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা অভাব সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। অপসম্প্রদায় বিশেষের এরূপ অপসিদ্ধান্ত যে, ভক্তগণ-শোভন হইতে পারে না, তাহার যৌক্তিকতা শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে মর্ম্মস্পর্শী করিবার কৃতিত্ব কৌশল, স্বামীজির বক্তৃতায় অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দর্শনে সকলে মোহিত হইয়াছেন।

গোহপাড়া ইষ্টেট:—স্থানীয় ব্যবহারজীবী উকিল মহোদয়গণের আন্তরিক চেষ্টায় স্বামিজি মহারাজ গোয়ালপাড়া হইতে ত্রিশ মাইল পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর (মেছপাড়া) নিবাসী ভূম্যধিকারিগণের নিকট গৌর বিহিত কীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী এম, এ মহোদয় স্বামীজি ও ব্রহ্মচারিবর্গের সম্পূর্ণ সম্বর্দ্ধন পূর্ব্বক স্বকীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে "শ্রীচৈতন্যের দান ও অব-দান" সম্বন্ধে ২৩শে এপ্রিল সমাগত বহুজনমণ্ডলীর সমক্ষে একটি সুদীর্ঘ হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

ভূম্যধিকারী মহোদয় ও উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী সকলেই আর একদিন শ্রবণা-কাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করায় পরদিন ২৭শে এপ্রিল তারিখে "কৃষ্ণৈবেদ্যগোর" বিষয় ব্যাখ্যা করেন। বিষয় মাত্রই ভগবানে নিবে-দিত ও নিবেদিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিষয় সমূহ ভগবানের সম্বন্ধে নিবেদিত না হইলে আমাদের বন্ধন হইয়া থাকে। এ বিষয়ের যুক্তি ও বহু শাস্ত্র-প্রমাণ শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত যতীন্দ্র বাবু প্রমুখ সভাবৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করেন এবং ভূম্যধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সম্ভব বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং বার্ষিক শত মুদ্রা সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

ইষ্টেট্ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু তীর্থ লোচন দাস বি, এল, মহোদয়ের সহানু-ভূতি এবং চেষ্টা ও বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ২৮শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত স্বামীজি মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সহ প্রচারার্থ গৌহাটী গমন করেন। তথায় পরম সজ্জন স্থানীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু কালী চরণ সেন বি এল মহোদয় প্রচারক বর্গকে পরমাদরে আতিথ্য সৎকার ও প্রচার গৌরবার্থ সাহায্য করিতেছেন। গত ৩০শে এপ্রিল স্বামিজী বুধবার দিবস স্থানীয় সনাতন ধর্ম্মসভার 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের বিষয় এতদ্দেশের অধিবাসিগণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ বিষয়ে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করিতে-ছেন।

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর

পুরকে

প্রাচীন

হাজেন,

জন-

প্রভুর শিক্ষাস্থলী প্রয়াগধামকে যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরের প্রবেশ-দ্বার জানাইয়াছেন।

শ্রীরূপানুগবরের শ্রীরূপানুগ শ্রীগৌর-চন্দ্রের সেবানুগ হয়। শ্রীপ্রয়াগধামানু-গতেই শ্রীধাম-মায়াপুরে গতি সম্ভব। অতএব তীর্থরাজ প্রয়াগ, শ্রীধাম মায়াপুরের আনুগত্যাভিলাষিগণের পরম-দর্শনীয়।

শ্রীধাম মায়াপুরের এবং মায়াপুরচন্দ্রের মহিমা ভাগ্যবান জনগণের নিকট সুপ্রচার করিবার জন্য প্রভুপ্রেষ্ঠ প্রভুপাদ প্রয়াগধামে-ঘাটের সন্নিকটে প্রচারকেন্দ্র প্রকট করিয়াছেন মঠবাসী সেবকগণ মঠে বাস করিয়া এবং সদ্গৃহস্থগণ গৃহে থাকিয়া যাহাতে সকলেই শ্রীনাম নিরপরাধে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গপাদপদ্মিকা-পরিবারের সেবাসুযোগ লাভ করেন, তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

সাধন-ভক্তির অঙ্গ মধ্যে প্রকার হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত নবধাভক্তিতে সর্ব্ব-সাধনাঙ্গ প্রকটিত। আবার ভক্তিশাস্ত্রা-চার্য্য শ্রীল-রূপপ্রভু নির্দিষ্ট পঞ্চাঙ্গই সাধনসার:—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

এই পাঁচের অল্পসঙ্গেই সাধকের সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়। পরম-দয়ালাবতার প্রভুপাদ প্রভুসেবাবিমুখ জীবকুলকে এই সর্ব্বসাধন-শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ যাজনের সুযোগ দান করিয়া মহামহাবদান্য-তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ প্রত্যহ তিনবার আরাত্রিকের দ্বারা আরাধ্যদেবের সেবা-সম্পাদ ঘোষণা করিতেছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিদ্বদ্রাজ 'ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ' সমীর্ঘ্য প্রভুগণ-সহ সাদরে আহূত হইয়া উপস্থিত হইতে-ছেন এবং গৌরার্চ্চা ও কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগ-বত পাঠ ও ব্যাখ্যা দ্বারা সর্ব্বজীবারাধ্য প্রভু-সেবা করিতেছেন।

গত ১২ই এবং ১৩ই বৈশাখ কর্ণেলগঞ্জ নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত বিহার-গভর্ণমেণ্টের সাধারণ সেক্রেটারী রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের গৃহে পাঠ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এক ছয় দিনে স্বামিজী মহারাজ বিশিষ্ট সজ্জনগণের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ... আয়োজন করিয়াছেন ... ও শ্রোতৃ-মণ্ডলী স্বামীজির ... ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী ... হইয়া অত্যন্ত শ্রবণের ইচ্ছা জানাইয়াছেন।

প্রভুপাদপদ্ম প্রভুপাদের বিশেষ স্নেহে সাধুকথা-শ্রবণে প্রবৃত্তি প্রদর্শনে সকলেই পরমানন্দিত।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রথম খণ্ড হইতে নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৴০ সাধারণ পক্ষে ১৩৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উদার ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধনী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—দুর্গাপুরকোলা, চিরকুন্ডা পোঃ, মালদহ।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৪নং লর্ড কে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৯।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস ডি. মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীজ্ঞানরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, বালগায়।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্বল্পতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ দুই হাত করে পুনর্বেইকত দায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ নির্ঘণ্টসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন বঙ্গভাষায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

"বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন!

শ্রীশ্রী দশমূলামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আধবাঁধা—১।০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য তত্ত্ব ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্জ-স্ব কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

৸৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপক্ষের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্তার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা একান্ত নূতন একাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের আকর; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীমন্দিরের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

(প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

বেঙ্গেষ্টিকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার যন্ত্র ও বাতুলিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহে জ্বলন, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারাতি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া পরিপুষ্ট করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

ধীরোদাত্ত করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

কে, বি, দত্তের খাঁটি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন প্রশংসিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা আছে কিনা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা প্রবঞ্চকগণ কর্ত্তৃক কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারিত হইবেন।

সোল এজেন্ট—কে, বি, দত্ত

কেরাম কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উৎকৃষ্ট আর্সেনিক, বাইসাল্ফেট অব কুইনিন, আয়রন এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেরাম-কুইনিন দ্বারা ইন্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং দুই হইতে বারটী ইন্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডজন ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২৯১ হরীতকী লেন, কলিকাতা

বৈদিক পত্রিকা-প্রকাশ

পর-বিদ্যাপীঠ

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশুশক্তি পুষ্টিকর মহৌষধ এ খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, অজীর্ণ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হাড়কা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।**

কড়েয়া, পার্কসার্কাস পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, নামসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত

বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে এন্টিক কাগজে ছাপা

[illegible] ২৷৷০ টাকা

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২·বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ-সমূহের জন্য তালিকার জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান : আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৫৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৭ ৮ই মে ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাধক ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। মুণ্ডকোপনিষৎ সানুবাদ (মাধ্ব)
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶
১৫। দীপ-প্রদর্শন ৶
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর। নবদ্বীপ পরিক্রমা। ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়ীয় গুরুপরম্পরা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টক ও মহাজনগীতি একত্রে মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চন ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৶০
২৭। সংস্কৃত-দীপিকা ০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ পরে পাওয়া দুর্ঘট।

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৫৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) বরোকো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।
কৃষ্ণেতর মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অন্যত্র প্রাকৃতরাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
কাব্য-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

বেদান্ত দর্শন, বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর আজ অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১।৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-

মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্ভাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টক (?) / শ্রীমনঃশিক্ষা

৸৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন আর্ত্তির আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴৹, নবদ্বীপশতক— ৴৹
অর্থপঞ্চক—৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১৹

আমরা অজ্ঞান দুঃখ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যদি অনেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৯২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।৹

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹. চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, ধাৎ দোষ, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকাশিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সম্বন্ধে পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ অন্যরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এক ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা ২টী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ট্রং ৩৲ টাকা

ষ্টাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২৯১ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮্।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, [illegible] কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত [illegible] জ্যোতিভূষণ—[illegible], নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ [illegible] বেড়াচাপা. ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, [illegible]।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থের ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রথম খণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাষ্টক; প্রথম খণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রথম খণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
গীতাবলী প্রথম খণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
শরণাগতি —প্রথম খণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—[illegible], (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, গোবর্দ্ধনপুরী, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং [illegible], কাশী, ই, আই, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ই, আই, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ও, আর, পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ৩০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্যালয় ১০-১ [illegible] রোড, [illegible]

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কার্য চলিতেছে বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

জন্তুরা না ভজে কৃষ্ণ দুই অঙ্গ করে [illegible] নারা পাপে ডুবি মরে

নাই। তবে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, কিরূপে প্রাকৃতদেহ-রহিত জীবাত্মার অপ্রাকৃত দেহ লাভ হইল? জীবস্বরূপে স্বাধীনতা নামক একটী অণুগুণ বিরাজিত। অনন্ত পরিপূর্ণ ভগবানের স্বরূপগত বিভু স্বাধীনতা, সমষ্টিরূপে শ্রীভগবানের অধীন অণু স্বাধীনতা [illegible] কিছুই নহে, —অনন্ত পুণ্যের [illegible] [illegible] করিয়া যেখানে স্বাধীনতার অপব্যবহার— ভোগপ্রবৃত্তি জাগিয়া জীবকে আক্রমণ করে, সেখানে অনাদি কাল হইতে সেই বাসনাই তাহাকে এক ভোগবাসী করে। স্বরূপে 'অহংকার' অসম্ভব বাসনা অষ্টপ্রকৃতি দ্বারা, তাহার স্বরূপের উপর লিঙ্গদেহাবরণ প্রদান করে। বাসনাময় লিঙ্গদেহের বাসনানুসারে কর্মানুষ্ঠানের উপযোগী স্থূলদেহ প্রাপ্তি হয়।

ইন্দ্রিয়রূপে বাসনাযুক্ত জীব তখন ভোগাশয়ে পুণ্যাদি কার্য্যের বিচার ছাড়িয়া পাপাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ভোগের নেশা যখন বিশেষভাবে জমিয়া যায় তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। পাপকার্য্য হইতেই কষ্টপ্রদ ক্লেশের উৎপত্তি। সুতরাং সেই সকল ক্লেশের উৎপত্তির কারণ বিনাশাদির চেষ্টা ভাল নয়।

যদি বিচার করা যায় যে, পাপকার্য্য হইতে যখন ক্লেশোৎপত্তি, তখন পুণ্যকার্য্য করাই ভাল। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তাহাও সংসারক্লেশের কারণ। কেন না পাপ ও পুণ্য উভয় প্রকার কর্ম্মই জীবকে ভোগপ্রদান করে। পাপে না হয় দুঃখ প্রদান করে আর পুণ্যে সুখপ্রদান করে। সেই ভোগলাভের জন্য জীবকে বার বার দেহধারণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। সুতরাং পাপপুণ্যাদি কর্ম্মে রুচি থাকা কালেও ভগবদ্ভজনে যত্নও কর্ম্মাধীন স্বভাব লাভ করে। উভয়ই দেহবন্ধনের হেতু। যেকাল পর্য্যন্ত জীব আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য অভিলাষী না হয়, সে কাল পর্য্যন্তই তাহার অবিদ্যাজনিত ক্লেশ।

প্রবলরূপে জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মে পরিণত করিয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে দগ্ধ করে। জ্ঞানাগ্নি অর্থে সম্বন্ধজ্ঞানবৃদ্ধি। পাপপুণ্যময় অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ অর্থাৎ সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ পরিচয়ে দ্বিবিধ কর্ম্ম। জ্ঞানাগ্নি অপ্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট এবং প্রারব্ধকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

জীবের স্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যেখানে অবিদ্যা কর্তৃক সেই বিবেক আচ্ছাদিত হয়, সেখানে [illegible], পুরুষকে কর্ম্মনিষ্ঠ করে। [illegible] কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। [illegible] ভগবানের সেবা প্রবৃত্তি জীবের অধঃপতন, সেই বাসুদেব ভগবানের সেবায় প্রীতি উদ্দীপ্ত হইলেই জীবের দেহ-বন্ধন বিদূরিত হয়। পৃথিবী পুত্র নরকনামক পুরুষ যেমন [illegible] শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাতিত হয় এবং পুনরায় ধরিত্রীদেবীকে অবলম্বন করিয়াই পুনরুত্থিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানে অনর্পিত জীব, ভগবানকে ভুলিয়া পতিত হয় আবার তাঁহারই স্মৃতিলাভে অপর [illegible] স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধ শ্রাদ্ধ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তর্ভুক্ত শাখামঠ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের অনুগত নামাশ্রিত গুরু পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ রায় মহাশয় গত দোলযাত্রার দিন পরলোক গমন করেন। তাঁহার সুযোগ্য সন্তান শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ রায় মহাশয় গত ২৭শে এপ্রিল তাঁহার স্বধামপ্রাপ্ত পিতার আত্মকল্যাণে বিষ্ণু বৈষ্ণব দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে অহোরাত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল এবং সমাগত ভোক্তৃমণ্ডলী চতুর্বিধ প্রসাদ সেবন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন।

রায় মহাশয়ের চরিত্রমাধুর্য্যের আনুগত্যে ভজনীয় প্রসঙ্গে বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ সুষ্ঠুভাবে নাম ভজন করিবার সঙ্কল্পে সপরিবারে সর্ব্বদা গুরুবৈষ্ণবের সেবারত থাকিতেন, [illegible] শ্রীনাম প্রভু যে তাঁহাকে কৃপা [illegible] তাঁহার নিত্য সেবাধিকার প্রদান করেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

টেলিগ্রাম—শ্রীধাম

পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বঙ্গদেশ ও আসামের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর নদীয়া প্রকাশ দৈনিক সাময়িক পত্রের প্রেসেজ টেলিগ্রামসমূহ সংবাদপত্রের অর্দ্ধ মূল্যে করিবে ১৯৩০ সালের ৫ই মে হইতে রেজিষ্টারি করিয়াছেন। উক্ত ৫ই মে হইতে "শ্রীধাম" নামে লিখিত যে সমস্ত তার নবদ্বীপ তারঘরের ঠিকানায় প্রেরিত হইতেছে, তাহা আমরা যত শীঘ্র সম্ভব পাঠকগণের গোচরীভূত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। নদীয়া-প্রকাশের রিপোর্টারগণ যে কোন তারঘরের দ্বারা "শ্রীধাম" নামে নবদ্বীপ তারঘরের ঠিকানায় সুলভভাবে সংবাদ পাঠাইতে পারেন।

গত ৫ই ও ৬ই মে কলিকাতা, আসাম, পুরী ও ঢাকা হইতে যে তার আসিয়াছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

কলিকাতা

গৌড়ীয়মঠ, ৫.৫।৩০

ক্লাক স্পেন্স্ এণ্ড কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার সুযোগ্য সাহেব মিঃ ই, এইচ নেপিয়ার এম, পি, এস্ গত কল্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদের নিকট ২ঘণ্টা যাবৎ শ্রীভগবদ্গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু মঠে ফেরত আসিয়াছেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ গোয়ালিয়ার শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন মন্দিরে আলোক চিত্র সাহায্যে বক্তৃতা দিয়াছেন।

আসাম

গৌহাটী, ৫।৫।৩০

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারক অক্লান্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ তাঁহার পারিষদগণ গৌহাটী পৌঁছিয়া তথায় সনাতনধর্ম্ম-সভাগৃহে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দান এবং পরমহংসাচার্য্য শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বহু শিক্ষিত শ্রোতা স্বামীজীর বক্তৃতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্বামীজী অদ্য গৌহাটী হইতে ধুবড়ি হইয়া বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

শ্রী [illegible]নাথ নাগ
গৌহাটী

পুরী

পুরুষোত্তম মঠ, ৫।৫।৩০

গত ১লা মে হইতে পুরীর পুরুষোত্তম মঠের মহোৎসব সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতেছে। দিবারাত্র অশ্রান্ত নাম সঙ্কীর্ত্তন ও হরিকথা হইতেছে। ১লা হইতে চন্দনযাত্রা উৎসব আরম্ভ হইয়াছে এবং ২২শে তারিখ পর্য্যন্ত উহা চলিবে। বহুমূল্য সাজ সজ্জা দ্বারা সজ্জিত একখানি নৌকায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং আর একখানিতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সত্যভামা ঠাকুরাণী অপরাহ্নে বহু লোক এবং ভক্ত ও অধিবাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা করিয়া নরেন্দ্র সরোবরস্থ মন্দিরে জল বিহার করেন এবং তথায় সান্ধ্যভোগ আরাত্রিকের পর কীর্ত্তন সহ বাদ্য বিগ্রহের নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নরেন্দ্র সরোবরের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে।

শ্রীকুঞ্জ[illegible] ব্রহ্মচারী।

ঢাকা

মাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ৮-৫-৩০

অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে শ্রীকমলাপুর মঠের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ এবং অন্যান্য ভক্তগণ এই ভিত্তি স্থাপন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। নির্ম্মাণকার্য্য ক্রমশঃই চলিতেছে। মঠ এবং সেবকগণের কার্য্য চলিতেছে।

নানা কথা

মিথ্যা গুজব

পাঠকগণ অবগত আছেন যে আজকাল কোন খবরের কাগজই প্রায় বাহির হইতেছে না। বিশেষতঃ কলিকাতার বাহিরে খবরের কাগজ লইয়া যাওয়াও বিপজ্জনক। জানিতে পারা যাইতেছে যে কলিকাতার দুই একখানি খবরের কাগজ যে ছাপা হয় নাই, তাহা নহে; তবে নিরাপদে ষ্টেশনে হকারদিগের হস্ত হইতে কাগজ কাড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইতেছে। একজন কাগজ-বিক্রেতা নৈহাটী পর্য্যন্ত কোনপ্রকারে আসিয়াছিল। তাহার নিকট সত্তর কুড়িখান কাগজ ছিল। লোকে তাহার হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। এই সমস্ত কারণে মফঃস্বলে কোন লোকই খবরের কাগজ পান না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং খবরের কাগজের পরিবর্ত্তে মিথ্যা গুজবই সংবাদ পত্রের [illegible] পাঠকগণের একমাত্র উপভোগ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কৃষ্ণনগরেও কোন খবরের কাগজ পাওয়া যাইতেছে না। তবে এখানে হস্তলিখিত ছোট ছোট কাগজে কতকগুলি খবর দেওয়া হইতেছে। তাহাতে যে সমস্ত খবর থাকে তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা যায় না। যথা:—পেশোয়ার দুর্গ অবরোধ হইয়াছে; পাটনায় আটজন ইউরোপীয় খুন হইয়াছে, সৈন্যগণ আসিয়া কলিকাতার সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন মালব্যের পুত্র বিশেষভাবে আহত, মিঃ প্যাটেলের হস্তে আঘাত লাগিয়াছে, ইত্যাদি। আরও গুজব রটিয়াছে যে মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তের অবস্থা ভাল নয়।

আমরা আশা করি গভর্ণমেণ্ট কোন মিথ্যা গুজব যাহাতে প্রচার লাভ করিতে না পায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

শ্রীধামাপরাধীর দুর্ভাগ্য

অপসার্থপর স্বার্থমতাবলম্বী ভক্তিভক্তি-বিরোধী পেটপূজকের দল নিজ নিজ অপকর্ম চিন্তা করিয়া শ্রীধাম-বাসিগণের প্রতি আক্রমণ করিবার উদ্দেশে শ্রীধামবিরোধী হন। তাঁহারা নিজ নিজ স্বভাবানুসারে "সর্ব্বজীবগণের একই প্রকার ভজন" —এই নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিবিরোধিকারী উৎসাহী হইয়া 'চাঁদ্‌কে' কলকে 'চন্দ্র' বলিবার পরিবর্ত্তে উহাকে 'মধুর' নামে অভিহিত করিয়া দল বাঁধেন। দল বাঁধিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি এত বড় আড়ম্বরে শ্রীধামবিরোধ কার্য্যটি বাধ হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রাকৃত-সহজিয়াগিরি চালাইবার জন্য স্বার্থবুদ্ধিকের কোটরে তাঁহাদের স্থান হইবে। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা কোন ব্যক্তি এই অপস্বার্থপরতাকে দুর্নীতিপূর্ণ যুক্তির উপদেশ বলিয়া মনে করেন না। অপ-সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থসাধনের জন্য যে সকল অবৈধ প্রামাণ্য প্রকৃত কর্ম্মফলের বিরোধীরূপে প্রামাণ্যবাদের প্রচারিত হয়, তাহাকে 'তত্ত্ববাদ' বলিয়া প্রচার করিয়া কতকগুলি অপস্বার্থপরায়ণ লোকের মনস্তুষ্টি সাধন করিবার বিনাশ প্রণালী কোনকালেই সঙ্গত মনে করেন না। অপস্বার্থপর সমাজ বুদ্ধির দোহাই দিয়া পারমার্থিকের মাতৃ যে বিরোধ ও অনভিজ্ঞ জনস্রোতকে সেই দিকে প্রধাবিত করেন, তাহাতে পারমার্থিকের কোন প্রকার ক্ষতির কথা না থাকিলেও মূর্খতার মাত্রা নিরোধ জনগণেরই লক্ষ্য হয়।

ভাগবতাদি বলেন,—ভগবত্তা জ্ঞান কখনও নাস্তিকতা নহে, আর ভগবত্তা কিছু জীব অচেতন পদার্থ নহে বা শক্তিহীন শক্তিমানের নির্ব্বিশেষ নহে; অতএব নিত্যানন্দ বিচিত্রতা ক্রমে পক্ষ নিত্যভাবে অবাধ্য ভগবদ্রূপগণ নাস্তিকতা, জীবত্ব বা নিঃশক্তিক বাসুদেবের সর্ব্বব্যাপকতায় নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আবদ্ধ করেন না। আবার নৌদ্ধবাদের অনুগামী প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায় ভক্তিকেই বুঝিতে না পারিয়া নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণকেই ভগবৎ-সেবা মনে করেন, তাহা কখনই ভক্ত-সদাচার হইতে পারে না। যাঁহারা কপটতা বশে একথা বুঝিতে পারেন না বা বুঝিয়াও কপটতা করেন, তাঁহারা বলেন,—নিত্যানন্দের পার্ষদ তার দোষিক ও মুক্তিষ্ট বা অবশেষ ও দেশ্ তিব্বতের স্বাদ-বিষয়ি-পূর্ণ অবতারাদি প্রাকৃতের প্রাণের সহিত সমান, সুতরাং যাহা জড় আধিক বিকার যেরূপ জড়চমৎকারিতা উৎপাদন করে, জগদ্বন্ধুদেরও এইরূপ বিকার প্রেমের প্রকাশক। তাহা হইলেও দুইটি বস্তু পরস্পর পৃথক্। প্রাকৃত সহজিয়াগণ চাঞ্চল্য-পরিচালনা-ক্রমে বাস্তব বস্তুকে যেরূপভাবে অনুভব করে, সে বস্তুও তাহাদের স্বরূপ-জ্ঞানকে সেইরূপভাবেই আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া বঞ্চিত করে মাত্র।

কোলদ্বীপবাসী কতিপয় বিরোধিদল শ্রীধামবাসিগণের সভাপ্রচার তাঁহাদের নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত-কারক মনে করিয়া দিল। কথায় অনুমোদন ও প্রচার করেন; কতিপয় ব্যভিচারী সম্প্রদায় সাহজিক গান গাহিয়া হরিসংকীর্ত্তন-জনগণের হাহাকোলাহলের ভজনের সহিত সমস্ত দাবী করেন; তেমভাবে তাঁহারা বিবাদবাদী করিবার জন্য শ্রীধামে উপনীত হইয়াছি মনে করিয়া শ্রীধামবাসিগণের সহিত বিবাদযুদ্ধে রত হন; সুতরাং তাঁহারা আর্চ্চাবিগ্রহে শিলা-বুদ্ধি, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের চরণোদকে সাধারণ জল-বুদ্ধি, নাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সামান্যবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ভোজ্যবুদ্ধি এবং শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীধামকে নিজেদের ব্যভিচারময় দর্শনে ভেদে মাপিয়া জড়বৎ বুদ্ধি করিয়া ভগবদ্‌দাস্যবিচারে কখনই না বুঝেন প্রচার দেন। তাঁহারা হিন্দুবিধিকে 'অক্ষর', কল্পকে 'তাত্ত্ব', কলকোলাহলকে 'প্রেম' প্রভৃতি দ্বারা এক বুদ্ধিতে আর এক বুঝিয়া বলেন। মূর্খতাকে 'পাণ্ডিত্য', অনীতি আচারকে 'আলোকসম্পদ', পাষণ্ড নিন্দিত জনের সাহায্য মণ্ডি মিলাইয়া মন্দা জনকে 'মহাজন,' পিতলকে 'সোনা' চুণ-গোলাকে 'দুধ' প্রভৃতি জ্ঞানে বিবর্ত্ত আশ্রয় করিয়া অধর্মে জনজানে সজ্জনের প্রতি প্রতিযোগিতা ও বাধা দিয়া থাকেন। সুতরাং প্রাকৃত দুর্ব্বিনীতদের তাঁহাদের মঙ্গলের উদয় হয় না এবং এই শ্রীধামাপরাধ-সম্প্রদায় নানারূপ কষ্ট ভোগ করিতে থাকেন। মহাভাগবতগণ তাঁহাদের দর্শনে উদাসীনকে সংশোধ আবদ্ধ না করিয়া উপযুক্ত দণ্ডবিধান করেন এবং আপনাদিগকে দণ্ডদাতা না জানিয়া তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া দূরে থাকেন। এইরূপে শ্রীধামবাসিগণ তাঁহাদের দুঃশাসনের দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলকামনা করেন।

শিক্ষা ও সভ্যতা

জগতে অপরবিদ্যার আলোচনা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পরমার্থ-জীবন ক্রমক্ষীণ হইয়া লোকের মন হইতে ক্রমই ধর্ম্মভাব তিরোহিত হইতেছে। লোক ক্রমেই ভগবদ্‌বিশ্বাস শূন্য হইয়া পড়িতেছে। ভগবদারাধনাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, অন্যান্য সকল কর্ত্তব্যই অবান্তর মাত্র, এই শিক্ষার বাল্যকাল হইতেই অভাব হওয়ায় অত্যন্ত বাল্যকাল হইতেই লোক নানা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। বাল্যকালে যে সংস্কার আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে লাভ হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা এমন করিয়া বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন তাহা দূর করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয় না, কিন্তু তাহার পরিণামে যে কি ভয়াবহ হইয়া থাকে, তাহা চিন্তাশীল মনীষিগণ উত্তমরূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে দেখিয়া থাকি, তাঁহারা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই তাহাকে বৈদেশিক সভ্যতায় অভ্যস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হন। ফলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই বালক অত্যন্ত বিলাসী হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্ব মহাজনগণাচরিত পন্থার অবমাননা করিয়া উৎপন্ন করিয়া ভগবদ্‌বিশ্বাস-হীনতা বা ভগবদারাধনাদিকে অনাদর করিতেই যেন কত বড় একটা প্রশংসনীয় বিষয় বলিয়া মনে করে; ভগবদারাধনাদি তাহাদের অন্তর্নিহিত সভ্যতার শিক্ষায় [illegible] দিয়া পড়ে বলিয়াই তাহারা [illegible] হইতে চায় না। বৈদেশিক [illegible] যাহা কিছু সারগর্ভ বিষয় আছে, তাহা গ্রহণ করিতে আপত্তি না থাকিলেও আমাদের মহাজনগণ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা দীক্ষাটিকে নষ্ট করা কিরূপ সভ্যতা তাহা আমরা বুঝি না। পূর্ব্ব মহাজনগণ আমাদের শিক্ষার দীক্ষার সভ্যতার এমন কোন অভাব বা অপূর্ণতা রাখিয়া যান নাই, যাহাতে আমাদের অন্য দেশের সভ্যতার দ্বারস্থ হইয়া উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেদের চিরন্তন গৌরবটি হারাইতে বসিতে হইবে। বরং আমাদের সভ্যতাটীর যাহাতে খুব বেশী করিয়া আলোচনা হয়, তাহার জন্য বিশেষ প্রকারে চেষ্টা করা দরকার। অবশ্য উন্নতির পথে বাৎসল্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক এক জাতির আর এক জাতিকে ঘৃণা করা অত্যন্ত নীচতার পরিচয়।

যে দেশ কেবল পারমার্থিক আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ, যে দেশে ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসজ্জনের বা অমার্জিত দূর করিয়া সজ্জন বা আস্তিকের স্থাপন করিয়াছেন, যে দেশে যাঁহা ভক্তাদির জন্য স্বয়ং ভগবান্ ভগবৎপ্রবর্ত্তিত সেই সত্যাদির দেহ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, সেই দেশের সভ্যতাকে আগে উত্তমরূপে আলোচনা না করিয়া অন্যপ্রকার সভ্যতায় অনুকরণ প্রয়াস নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে হয়।

ভারতের সভ্যতা জগদ্বরেণ্য—জগদ্বরণীয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া যিনি স্বতঃ-ক্রমে গৌরস্থান ভগবদারাধনার প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন, তিনি ততটুকু পারদর্শী নহেন। তাঁহা কেবল অবাস্তব কল্পনা মাত্র নহে, পরন্তু নিত্য সত্য বাস্তব বিজ্ঞানের কথা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

> যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
> সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
> হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
> মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার অহৈতুক নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি সঞ্চারিত, তাঁহাতে দেবতাদির সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ ও তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করেন। হরিভক্তিহীন ব্যক্তি অসৎ বিষয়াভিলাষ-রূপ মনোরথে বাহ্যবিষয়ে ধাবমান, সুতরাং তাঁহাতে তাহার কোনো গুণ নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা যে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

সুতরাং হরিভক্ত ব্যক্তি জগতের চক্ষে যতই না সভ্য হউন, শিক্ষিত হউন, তাঁহার তাঁহাকে কখনও সভ্য শিক্ষিত বলেন না। বাহিরের বেশভূষা, উচ্চমর্য্যাদা, জাতিবর্ণাদির বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের যোগ্যতা নাই, বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞতা, জাগতিক কার্য্য-দক্ষতা [illegible] নানারূপে অর্থী [illegible] হইলে তিনি [illegible] চূড়ান্ত। তাঁহার ঐ সকল গুণ দূরে থাকুক অলঙ্কার স্থাপনের স্থান নাই। ভক্তি দেহের ভূষণ। [illegible] যথার্থ শিক্ষা দীক্ষা [illegible] তাঁহার জীবন। তাঁহার [illegible] [illegible]

'শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত [illegible] স্থাপন করিয়া [illegible]

জন্য—যথার্থ সভ্যতা-অর্জনের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। পারমার্থিক [illegible] এই সভ্যতার চরম সীমা [illegible]। সুতরাং সভ্যগণ [illegible] হইয়া পরবিদ্যা অর্জন [illegible] জ্ঞানসম্পন্ন হউন। [illegible] অপরা বিদ্যার আলোচনা করিলেও [illegible] জাতি সভ্য শিক্ষিত হইতে পারিবে না—[illegible]। [illegible] সর্বসম্মত [illegible]।

প্রত্যেক [illegible] নিজেরা সদ্গুরুপদে [illegible] অর্জন করিয়া তাঁহাদের বালকগণকেও আবাল্য বাল্যকাল হইতেই পরবিদ্যাপীঠের অন্বেষী করুন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা পরিণামে প্রাকৃত অর্থ উপার্জন করাইয়া নিজেদিগের তর্পণ করাইবার জন্য এ বুদ্ধি নহে, পরন্তু তাহাদের দ্বারা জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচার হইবে, ইহাই সদ্বুদ্ধি। যতদিন পর্যন্ত এইরূপ [illegible] বুদ্ধি [illegible] থাকিবে, ততই দেশের অশান্তি ঘুচিবে, অভাব অভিযোগ চলিয়া যাইবে, লোককে আর মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতে হইবে না। কৃষ্ণ-কীর্তন-ফলেই জীবের সর্ব অমঙ্গল দূর হইবে।

শ্রীভুবনেশ্বর-শিব

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তগণ পরম করুণাময়। তাঁহারা জগতের বদ্ধ জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন। জীব যদি [illegible], জীব ও চিজ্জগতের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে ভব সাগর হইতে ত্রাণ পাইতে সমর্থ হন। এই সমস্ত জ্ঞান একমাত্র প্রকৃত সাধুর কৃপায় লভ্য; তদ্ব্যতীত এই অমূল্য ধন লাভের অন্য কোনও উপায় নাই।

আমরা অজ্ঞ [illegible] পতিত হইয়া যাবতীয় বিষয়কে ভগবৎগত করিতে উদ্যত হই এবং প্রকৃত মঙ্গল প্রাপ্তির আশায় সাধুর শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্বক মানসিক বিকারকে প্রকৃত সত্য ও শান্তির উপায় বলিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হই। এই প্রকার বিকৃত-মস্তিষ্ক-জনিত যথেচ্ছাচারিতা দ্বারা চালিত হইয়া আমরা [illegible] দেবতাবৃন্দকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সমান অর্থাৎ বস্তু উভয় জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি; কিন্তু—আমি যদি [illegible] মনে করি, [illegible] তিনি তাহা হইবেন না কেন? [illegible] ভগবান্ আমাদের মনোধর্মের অধীন নহেন, তিনি যে কোনও রূপকে [illegible] করিয়া লেন, তিনিও [illegible] পারেন না—ইহা আমরা পরম বৈষ্ণব শ্রীভুবনেশ্বর শিবের আখ্যায়িকা হইতে অবগত হইতে পারিব। এতদ্ব্যতীত এই আখ্যায়িকা আমাদিগকে আরও শিক্ষা দিবেন যে, জীবগণ [illegible] বিষ্ণুর [illegible] করিবে, [illegible] তাহাদিগকে অশেষ প্রকারে সাহায্য প্রদান করিবেন কারণ তিনি বিষ্ণুর [illegible] সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অনন্য [illegible] শরণ গ্রহণ করিলে, তখন তাঁহার পরম মিত্র হইয়া সর্ব প্রকারে তাহাদের সহায়তা করিবেন।

স্কন্দপুরাণোক্ত আখ্যায়িকা

শিব অনেক কাল গৌরীর সহিত [illegible] কাশীতে [illegible] করিয়াছিলেন, তৎপর শিব [illegible] কৈলাস পর্বতে গমন করেন। [illegible] ইহা নর রাজগণের [illegible] ভূমিতে পরিণত হয়।

কালক্রমে কাশীরাজ নামক এক রাজা কাশীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কৃষ্ণকে শিবের অধীন মনে করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার নিমিত্ত শম্ভুর তীব্র আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। ত্রিপুরারি তাঁহার তপে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কাশীরাজ কৃষ্ণকে পরাজয় করিবার শক্তি প্রার্থনা করিলেন।

বৈষ্ণবগণ কাকে কি প্রকারে কৃপা করিয়া থাকেন, তাহা মানব বুদ্ধির অতীত। কাশীরাজের প্রার্থনা শুনিয়া শম্ভু বলিলেন তাহাই হইবে, তুমি যুদ্ধে গমন কর, আমি আমার অনুগত সকল লোক এবং পাশুপত অস্ত্রধারী তোমার সহায়তা করিব, সুতরাং তোমাকে পরাজিত করিবে এই প্রকার শক্তিমান কে আছে?

যুদ্ধক্ষেত্র

শিবের বরে অতিশয় বলীয়ান ও আনন্দিত হইয়া কাশীরাজ কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ বীর অনুচর ও পাশুপত অস্ত্রসহ ত্রিলোচনও গমন করিলেন। সর্বান্তর্যামী দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কথা অবগত হইয়া পাপিষ্ঠ কাশীরাজকে সংহার করিতে সুদর্শন চক্রকে পাঠাইলেন। সুদর্শনের স্থানে বিষ্ণু-বিদ্বেষী কাশীরাজের রক্ষা নাই। তিনি [illegible] সর্বপ্রথম কাশীরাজের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন; শেষে তাঁহার রাজ্য বারাণসী নগরী দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। মহেশ্বর তাঁহার প্রিয় কাশীর [illegible] অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সুদর্শনের দিকে পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহা-সুদর্শনের [illegible] পাশুপত ভয়ে পলায়ন করিল।

শঙ্করের সঙ্কট

পাশুপত পলায়ন করিলে কৃষ্ণ-বিরোধী কাশীরাজের সহায়তা করায় সুদর্শন, সকল ভুবন কম্পিত করিয়া শঙ্করের দিকে প্রধাবিত হইলেন। তখন শঙ্কর অধীশ্বরের চরণে অপরাধী হওয়ায় ভয়-শঙ্কিত ও মহা সঙ্কটে পতিত হইয়া অগতির গতি সেই গোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দে শরণ-গ্রহণপূর্বক নিম্নলিখিতভাবে স্তব করিতে লাগিলেন।

ভীত ও শরণাগত শম্ভুর কৃষ্ণ-স্তুতি

জয় জয় যদুবংশ দেবকী-নন্দন।
জয় সর্বব্যাপী সর্বজীবের শরণ ॥
জয় জয় দুর্বুদ্ধি কুবুদ্ধি [illegible]।
জয় জয় ব্রহ্মা কর্তা সবার রক্ষিতা ॥
জয় জয় অদোষ-দর্শী কৃপা-সিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্তজনের এক বন্ধু।
জয় জয় অপরাধভঞ্জন শরণ।
দোষ ক্ষম প্রভো তোর লইনু শরণ

শরণাগতপালক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

ত্রিলোচনের স্তব শ্রবণ করিয়া [illegible] বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের তেজঃ প্রশমন পূর্বক মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে শিব, তুমিও আমার ভক্ত, তুমি আমার বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও তোমার এই প্রকার দুর্মতি হইল কেন? কাশীরাজ এই বিশ্বে একটা কীটানুকীট ব্যতীত নহে, তার জন্য তুমি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে। তুমি কি আমার সুদর্শনের তেজঃ ও ক্ষমতার বিষয় অবগত নহ? এখানে পাশুপত অস্ত্র যাবতীয় অন্যান্য অস্ত্রেরও সুদর্শনের নিকট নিস্তার নাই। এমন কি তোমাকেও সে গ্রাহ্য করে না। তোমার ন্যায় বৈষ্ণব আমার অনাদর করিবে এ কি প্রকার ব্যাপার?

শিবের আত্মনিবেদন

জীবগণ ভগবানের শ্রীচরণে অসংখ্য অপরাধ করিয়াও যদি তাঁহাতে আত্ম-নিবেদন করে, তাহা হইলে অদোষ-দর্শী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাহাদিগকে মায়া-কারাগার হইতে ত্রাণ করিয়া পরম-শান্তি-প্রদায়িনী তাঁহার শ্রীচরণ-সেবার অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। শম্ভু শ্রীভগবানের বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভয়-শ্রীচরণ-কমল ধারণ করিয়া আত্মনিবেদন পূর্বক অতি বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন—

তোমার অধীন প্রভো সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥
পবনে চালায় যেন শুষ্ক তৃণ-দল।
এই মত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন ॥
যে করাও প্রভো তুমি সেই জীব করে।
কেহ কেবা আছে যে তোমার মায়া তরে ॥
বিশেষ দিয়াছে প্রভো মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি বোধ আর ॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্দান্ত।
কি করিব প্রভো বুঝি অ-স্বতন্ত্র মতি ॥
তোর পাদপদ্মে মোর একান্ত জীবন।
অন্যে থাকব চিত্ত, তোমার চরণ ॥
তথাপিও মোরে সে না ছাড়ে অহঙ্কার।
বুঝি কি কারণ যে ইচ্ছা তোমার ॥
তথাপি হে প্রভো বুঝি কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥
এমত কুবুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ মোরে হইয়া সদয়ে ॥
যেন অপরাধ দৈন্য করি' অহঙ্কার।
[illegible] শাস্তি দেহ নাহি আর ॥
এবে আজ্ঞা কর প্রভো থাকিব কোথায়।
তোমা বই আর বা বলিব কার পায় ?

শিবের স্থান-নির্দেশ

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শিবের আত্মনিবেদন ও প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় পুরী পুরুষোত্তমক্ষেত্রের উত্তরাংশে বারাণসীর ন্যায় সুরম্য 'একাম্রক' স্থান তাঁহার (শিবের) জন্য নির্দেশ করিয়া বলিলেন—

হে শিব, তুমি সর্ব-দেবীর সহিত এই একাম্রক স্থানে গমন করিয়া কোটি-লিঙ্গেশ্বর-রূপে বাস করিতে থাক। এই স্থান ভক্তি ও মুক্তি-প্রদ। এই স্থানে তুমি শ্রীভুবনেশ্বর নামে খ্যাত হইবে। শিব শ্রীকৃষ্ণের এই কৃপাবাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) চরণ-সেবা করিবার জন্য [illegible] হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শিবকে [illegible] প্রদান করিলেন।

শ্রীঋষভদেব কথা

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৫ সংখ্যার পর)

শ্রীভগবান্ ঋষভদেব জীবোদ্ধারকল্পে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং কৃপাপাত্র প্রভু সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য ও সাধুচরিত্র বর্ণনা করিয়া অসাধু বা যোষিৎসঙ্গী এবং তৎসঙ্গিসঙ্গীর সঙ্গে জীবের পরিণাম বর্ণনা করিয়াছেন,—

জীব চিৎকণ। চিৎসূর্য শ্রীভগবানের অংশ। সুতরাং জীবের প্রাকৃত দেহ

নির্য্যাণ

যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন উকিল শ্রীযুত সুরেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার নিত্য মঙ্গল কামনা করিতেছি।

শ্রীযুত সুরেন্দ্র বাবু অতি সম্মানী কায়স্থ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ প্রদেশের তিনি সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রণী ও নেতা ছিলেন। তিনি মাগুরার সর্ব্বাপেক্ষা বড় উকিল এবং বার লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি হিন্দুসভা এবং স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটীর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার পিতার নামে শ্রীপুরে মহেশচন্দ্র ইনষ্টিটিউশান নামক একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন এবং বহু প্রকার জনহিতকর কার্য্য করিয়াও চরম মঙ্গল লাভের এবং প্রকৃত শান্তিলাভের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শরণাপন্ন হইয়া কৃপালাভ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করেন। তিনি প্রতিবৎসর পরিক্রমায় যোগদান করিতেন এবং শুদ্ধভক্তি প্রচারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সর্ব্ববিধ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জাগতিক ব্যক্তিদের আদর্শ। সকলে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিলে বাস্তবিক কল্যাণ লাভ হইবে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আত্মার কল্যাণ করিবেন।

ভারত সচিবের নিকট আবেদন

লণ্ডন হইতে ১লা মে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, "উইমেন্স ইণ্টার ন্যাশনাল লিগ অফ পিস্ এণ্ড ফ্রিডম্" মহিলাগণের আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বাধীনতা সংঘের পক্ষ হইতে কয়েকজন ভারত সচিবের নিকট দরবার করিতে যাইতেছেন যে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের প্রথম সোপান স্বরূপ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীগণকে মুক্তি দেওয়া হউক।

গোবিন্দস্বামী হত

মাদ্রাজে সম্প্রতি যে গুলি চালান ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহাতে এড্‌ভোকেট গোবিন্দস্বামী মুদালিয়ার হত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য স্থানীয় এড্‌ভোকেটগণ গোখেল হলে এক সভা আহ্বান করেন। পুলিশ কমিশনার সেই সভা বন্ধ করিয়া দেন, কারণ পূর্ব্ব হইতেই ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইন অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক এরূপ সভার অধিবেশন নিষিদ্ধ হয়।

বসুমতীর বহ্ন্যুৎসব

গভর্ণমেণ্টের অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতার অধিকাংশ সংবাদ পত্র প্রকাশ বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু "বসুমতী" পত্রিকা প্রকাশ হওয়ায় গত শুক্রবারে সকালে একদল লোক 'বসুমতী' পত্রিকা বিলি বন্ধ করিবার জন্য বসুমতী আফিসের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং অনেকগুলি বসুমতী কাগজে বৌবাজার রাস্তার উপরে আগুন লাগাইয়া দেয়। বসুমতীর কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশে সংবাদ দেন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসিয়া ৩ জন আসামীকে গেপ্তার করে এবং বিচারে তাহাদের ৮ দিন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

সংবাদপত্র বন্ধ

গভর্ণমেণ্ট প্রেস্-ব্যাপ্তি নামক অর্ডিন্যান্স বলবৎ করিয়া কতকগুলি সংবাদপত্রের নিকট জামিন তলব করায় গত ১লা তারিখে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার সমস্ত সংবাদ-পত্রসেবী সমিতির সভ্যগণ আনন্দবাজার অফিসে একটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্টের এই দমননীতির প্রতিবাদ স্বরূপ কলিকাতার সমস্ত দেশীয় সংবাদ পত্র অন্ততঃ ১৫ দিনের জন্য বন্ধ থাকবে। এই ১৫ দিনের মধ্যে এলাহাবাদে নিখিল ভারত-সংবাদ-পত্রসেবিগণের যে সভা হইবে তাহাতে যে প্রস্তাব হয়, অতঃপর তদনুরূপ কার্য্য হইবে। এই প্রস্তাবানুযায়ী অমৃতবাজার, লিবার্টি, এড্‌ভান্স, বসুমতী, বঙ্গবাণী, আনন্দবাজার প্রভৃতি সমস্ত কাগজ ৩রা তারিখ হইতে আর প্রকাশ হইতেছে না। মাত্র বেঙ্গলী, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ইংলিশম্যান সম্ভবতঃ চলিবে। এই সকল কাগজ বয়কটের চেষ্টা চলিতেছে।

বিলাতে আয় কর

লণ্ডনের রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে বিলাতের পার্লামেণ্টের সভায় ইনকামট্যাক্স অর্থাৎ আয় কর ৪ শিলিং হইতে বাড়িয়া ৫ শিলিং অধিকাংশ সভ্যের ভোটে পাশ হইয়াছে; কন্‌জারভেটিভগণ বিরুদ্ধ ছিলেন।

ভারতীয় বিমান পোতারোহী

ইটালির নেপল্‌স্ হইতে রয়টার সংবাদ দিতেছেন যে ভারতীয় বিমান পোতারোহী শ্রীযুত মনোমোহন 'সিংহ' মার্সে' লিস হইতে গত ১লা তারিখে একাকী বিমান পোত চালাইয়া নেপলসে পৌঁছিয়াছেন। বিলাত হইতে তিনি ভারতবর্ষে এই ভাবে যাইতেছেন। গত ২রা তিনি কাইরো যাত্রা করিয়াছেন।

মহিলাদিগের আইন অমান্যের ইস্তাহার

বোম্বাইয়ের অনেক মহিলা মিলিত হইয়া বড়লাট সাহেবকে এক পত্র দিয়া জানাইয়াছেন যে তাঁহারা ভারত ব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিলেন।

বালিকা বধূকে মারপিট

আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট বসির এবং তাহার মাতা নাদিরন্নেছা যথাক্রমে চারি মাস এবং দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসামীদ্বয় বসিরের ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্কা বালিকা বধূকে অত্যন্ত মারধর করায় বালিকার মাতা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জানায়।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি

পরম্পরা শুনা যাইতেছে বিহারের শ্রীযুত গয়াপ্রসাদ সিং এম্, এল, এ শ্রীযুত পেটেলের স্থানে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি পদের জন্য প্রার্থী আছেন।

দিল্লীতে বিশেষ বিশ্বস্ত-সূত্রে জানা যাইতেছে যে মাদ্রাজের স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার, যিনি সম্প্রতি ঐ ব্যবস্থা পরিষদে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তিনি ও উক্ত ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতির পদগ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

স্যার আশুতোষের প্রতিমূর্ত্তি

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল কমিটীর সভাপতি মি অনারেবেল্ রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ) কলিকাতার সেন্ট্রাল এভিনিউ রাস্তার পার্শ্বে দর্ভাঙ্গা মহারাজের নিকট যে দুই খণ্ড জমি আছে উহার একস্থানে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটী ব্রঞ্জ নির্ম্মিত ৯ ফুট উচ্চ প্রতিমূর্ত্তি মর্ম্মর সিংহাসনের উপর বসাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কলিকাতার ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নিকট যে আবেদন করেন তাহা মঞ্জুর হইয়াছে।

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

আজ সোমবতী অমাবস্যা। দলে দলে লোক আজ মৌনাবলম্বন করিয়া কেহ বা পদব্রজে, কেহ বা যানে, আবার কেহ গঙ্গা-যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমের দিকে ছুটিতেছে। দৃশ্যটি অতীব মনোরম।

"বাগেন বহুনাং কলহো ভবেত্তত্র দ্বয়োরপি" তাদের আজ সবার আচরণে কারণ কি? আজ যে মৌনী অমাবস্যা। আজ মনন্দশীল মৌনী মুনিগণ তীর্থ স্নান করিয়া মৌনাবলম্বনের একটী আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের আজ পুনরাবৃত্তি।

মনন-কর্ত্তা মন। তবে সেই মনের, মনন ব্যতীত দ্বিতীয় কার্য্য না থাকায় সে একমনে মনন করে। তবে মনের মনন, বাহিরে প্রচার মানসে মন, বাক্-যন্ত্র সাহায্যে গ্রহণ করে মাত্র। সুতরাং বাক্‌রোধের দ্বারা মনোভাব বাহিরে অভিব্যক্ত না হইলেও মন মনন-কার্য্য ছাড়িয়া থাকিতে পারে কি? ইহার উত্তর শাস্ত্রীয় মীমাংসায় বিস্তার প্রয়োজন বোধ না করায় পাঠক মহোদয়গণ মনে মনে মীমাংসা করিয়া লইবেন।

চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইলে তাহার কার্য্যক্ষম দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন প্রকারেই চেষ্টা সিদ্ধ হইবে না। তবে সে যে বিষয় লইয়া মনন করে সেই বিষয় গুলি পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীভগবানের এবং তদ্ভক্তগণের নাম-রূপ-গুণাদির মননে নিযুক্ত করিতে পারিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

যাঁহারা অসৎ বা অনিত্য বস্তুর মনন করেন তাঁহারা অসাধু আর ভগবদ্ভক্ত বস্তুর মননশীল ব্যক্তিগণ সাধু। শাস্ত্রে তীর্থ স্নান বা তীর্থবাস না পাইয়া সাধুসঙ্গ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। সুতরাং সাধুসঙ্গ অভাবে অথবা সাধুদেরই অনুগমনে তীর্থবাসী বা স্নানার্থীগণ বিষয় চিন্তা হইতে অবসর লাভ করিবার সুযোগ না পাইয়া প্রবলবেগে বিষয় চিন্তায় নিযুক্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই মনের বিষয় মনন দূর করিবার একমাত্র উপায় এবং উপদেশ। সুতরাং যিনি যে পরিমাণে কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন তিনি সেই পরিমাণে মৌনী।—এই শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে আজ শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ তীর্থরাজ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরে সমাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন।

বহু সজ্জন সমাগমে শ্রীমঠে আগমন করিয়া মদনমোহনসুন্দর শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদকিশোরজীউর শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। [illegible] শ্রীভক্তিকেবল [illegible] [illegible] [illegible]

আজ [illegible] কীর্ত্তনীয়া [illegible] শ্রীগুরুরাজ এই অপূর্ব্ব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের [illegible] দর্শনে [illegible]।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উচ্চশ্রেণীর শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকলে ১০ টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যরত্ন, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী ও

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মানসিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, অনিদ্রা, শির-সংক্রান্ত পীড়া, অগ্নিমান্দ্য এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মলিকিউলস ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রত্যহ আমরা পাইতেছি। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।

[illegible] খুলুন, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, পদ্যানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, শ্বাসরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশুফল পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়, ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও স্নায়ুগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বহু লাট সাহেব, লাটের সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২-বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১ম সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা - "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী ১৫৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ২৬শে বৈশাখ শুক্রবার ১৩৩৭ ৯ই মে ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার

প্রত্যেকবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলি

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৸০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। তত্ত্বসূত্র ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্য) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
৯। [illegible] (বাঁধা) ২৲
১০। [illegible] ।০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। দীন-[illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৸০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৫০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, [illegible], নবদ্বীপশতক, [illegible] ৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible]
২৬। সাধকরত্নমালা
২৭। সংস্কার দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ। পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্‌, এ প্রণীত (লাহোর)
মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।
৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিঃপিঃতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।
ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কর্ম্ম বা জ্ঞান—মায়াধীন পথদ্বয়।

[illegible]

নানা কথা

পিকেটিং

কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী এবং অন্যান্য স্থানে মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং চলিতেছে। [illegible] এই কার্য্য করিতেছে। [illegible] লোকেরাও [illegible] করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

গত [illegible] বাবু [illegible] মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] পিকেটিং স্থানে [illegible] করিতে দেখা গেল।

কয়েক দিবস স্বেচ্ছাসেবকদিগের কুচ-কাওয়াজ বন্ধ ছিল। গোলচাঁদে সমাগত স্বেচ্ছাসেবকদিগের কুচ কাওয়াজ পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

নদীয়া প্রভৃতি স্থানেও আইন অমান্য ব্যাপার সম্পর্কীয় নানা সংবাদ এখন পাওয়া যাইতেছে।

কেবল কৃষ্ণনগর এবং গোয়াড়ী বাজারেই যে সিগারেট বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে, তাহা নহে। শুনা যাইতেছে এবং বগুলা ষ্টেশনের নিকটস্থ দোকানেও সিগারেট পাওয়া যাইতেছে না।

অনেক স্থানে দেশীয় দেশের অন্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের [illegible] যে পরিমাণ [illegible] স্বেচ্ছাসেবক [illegible] হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট না হওয়ায়, তাঁহারা [illegible] একটী [illegible] করিয়া [illegible] জন্য অনুরোধ করিয়াছেন

তমলুকে সত্যাগ্রহ

তমলুকে [illegible] চলিতেছে। স্ত্রীলোকেরাও সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়াছেন। পুলিশ [illegible] করিতেছে। সেখানে অনেক [illegible] স্বেচ্ছাসেবক দুই-জনের [illegible]।

এই যে [illegible] কোনও লোক [illegible] খবরের কাগজ [illegible]। লোকে তাহার নিকট হইতে [illegible] ছিঁড়িয়া দিয়াছে। [illegible] হইতেই [illegible] বিষয় মাথায় [illegible]।

[illegible] ষ্টেশনের নিকট সিগারেটের [illegible] সিগারেট বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। কোথাও সিগারেট পাওয়া যায় না।

নদীয়া জেলার পুলিশ-ম্যাজিক হইতে কৃষ্ণনগর রোড্ ষ্টেশনে যাইবার রাস্তায় [illegible] সমস্ত পুলিশের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বদাই বন্দুক ঘাড়ে পুলিশ দেখিতে পাওয়া যায়।

গোয়াড়ীর বাজারের ভিতর এবং নিকটস্থ রাস্তাসমূহের ড্রেন ও ময়লা [illegible] অবস্থা ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে [illegible] মিউনিসিপ্যালিটির [illegible] এবং [illegible] ঐ সম্বন্ধে [illegible] মিউনিসিপ্যালিটির [illegible] তাহার [illegible] বিহিত [illegible]

হরতাল

[illegible] সোমবার সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণনগরে গুজব উঠল যে বড়লাট [illegible] হইয়াছেন। বাজারে [illegible] ছড়াইয়া পড়িল [illegible] হরতালের [illegible] আরম্ভ করিলেন। রাত্রি প্রায় একটা [illegible] ঐ কার্য্য চলিতে লাগিল।

মঙ্গলবার প্রাতঃকাল হইতে দলে দলে যুবক ও বালকেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া হরতালের বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত দোকান বন্ধ রহিল, রাস্তায় গাড়ী চলা বন্ধ হইল। কিছু ক্ষণ পরে গোয়াড়ী এবং কৃষ্ণনগরের সমস্ত বাজার এক ভীষণ গাম্ভীর্য্যময় মুক্তিভাব ধারণ করিল।

রায় বাহাদুরের গল্প

আজকাল খবরের কাগজ না পাওয়ায় পুলিশ সমাজের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্য বসিয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়িয়া বিষয়সমূহের সমালোচনা করা। দুঃখের বিষয় পুরাতন কাগজ এবং পুরাতন পত্রিকা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত কেহই পাঠ করেন না এবং প্রকাশিত হইবার দ্বিতীয় দিবসে খবরের কাগজের দ্বারা ঠোঙ্গা তৈয়ার হয় মুদিখানার দোকানে, কারণ, পুরাতন খবরের কাগজের দ্বারা [illegible] প্রভৃতি করিবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক হয় নাই

খবরের কাগজের দ্বারা [illegible] মোড়ার ব্যবস্থা হওয়াও যুক্তিযুক্ত অথবা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত বলিয়া বোধ হয় না। তাহার কারণ [illegible] সর প্রভৃতির জন্য হয়। মানুষ গরুকে চালিত করে; কিন্তু খবরের কাগজই মানুষকে চালিত করে। সুতরাং খবরের কাগজই মানুষকে [illegible] পাঠাইবার উপযুক্ত পাত্র।

যাহা হউক, পুরাতন খবরের কাগজে যে সমস্ত ব্যাপার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সমালোচনা আচার [illegible]। এই কারণে কৃষ্ণনগরের প্রাচীন [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। [illegible] তিনি বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] এবং [illegible] আরম্ভ করিলেন। [illegible] অনেকেই [illegible] করিবেন।

বর্ত্তমানে বেতার [illegible] চলিতেছে। বেতার [illegible] বিজ্ঞান এখন মোটেই উন্নত নহে। পঞ্চাশ বৎসর পরে উহার যে উন্নতি হইবে তাহার সম্বন্ধে এখন যদি কেহ সত্য ভবিষ্যদ্বাণীও করে তাহা হইলেও লোকে তাহাকে বাতুল বলিবে

[illegible] যখন প্রথম [illegible] আবিষ্কার করেন, তখন লোকে [illegible] দেখিয়া [illegible] কি [illegible] সত্য বটে যে এখন [illegible] একখানা গাড়ী [illegible] আবিষ্কার-সময়ে [illegible] একখানি গাড়ী [illegible]। কিন্তু তবুও লোকে [illegible] প্রাণ পাইয়াছে [illegible] আশ্চর্য্য-জনক আর কি হইতে পারে?

সে সময়ে কি কেহ অনুমান করিতে পারিত যে আজ ইঞ্জিন ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে চলিবে? সেইরূপ [illegible] স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না পঞ্চাশ বৎসর পরে বেতারবার্ত্তা কিরূপ উন্নতি করিবে।

জগতে যখন নূতন কিছু হয়, এইরূপই হয়। [illegible] বৎসর [illegible] গ্যালিলিও যখন আবিষ্কার করিলেন যে "স্থিরা বসুন্ধরা" একথা সত্য নহে; সূর্য্য নক্ষত্রাদি—[illegible] স্থির এবং পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তখন এমন একটা বিরাট [illegible] পড়িয়া গেল যে জগৎ [illegible]। কিন্তু আজ [illegible] জানে যে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। গ্যালিলিওর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কতলোক বিজ্ঞান-জগতে কত নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

উট্‌কামণ্ডে মাদ্রাজমেতা

মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকা অবগত হইয়াছেন যে মাদ্রাজের লাট সাহেবের অনুমতি লইয়া স্যার এ, পাত্র, মিঃ এ, [illegible] এবং মিঃ এ, [illegible] প্রমুখ মাদ্রাজের নেতৃবর্গ উট্‌কামণ্ডে লাট সাহেবের নিকট যাত্রা করিয়াছেন।

বৃষ্টি

নবদ্বীপে গত সোমবার অপরাহ্ণ হইতে আকাশে মেঘ দৃষ্টিগোচর হয়। সন্ধ্যা [illegible] কিছু কিছু বাতাস বহিতে থাকে। রাত্রি [illegible] এক পশলা বৃষ্টি হয়। এ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম [illegible] বৃষ্টি হইল। গভীর রাত্রিতে [illegible] ঝড় আরম্ভ হয়। মঙ্গলবার সকাল বেলায় রৌদ্র উঠে, কিন্তু আকাশে [illegible] দেখা যায়। এখন ঝড় বৃষ্টি হওয়া [illegible]।

বিবিধ আবিষ্কারক

কতিপয় নামের তালিকা

১। [illegible]—[illegible] আবিষ্কারক।

২। [illegible]—[illegible]।

৩। [illegible]—আধুনিক [illegible] আবিষ্কর্ত্তা।

৪। [illegible]—স্বনামখ্যাত [illegible]।

৫। [illegible]—ট্রেণ থামানে [illegible] উদ্ভাবক।

৬। চার্লস্ [illegible]—স্বনামখ্যাত [illegible] আবিষ্কারক।

৭। [illegible]—স্বনামখ্যাত ফটো-গ্রাফির উদ্ভাবক।

৮। [illegible]—বিখ্যাত [illegible] নির্ম্মাতা।

৯। [illegible]—টাইপরাইটার নির্ম্মাতা।

১০। ডাঃ [illegible]—অক্সি-[illegible] নির্ম্মাতা।

১১। জে, এস্, [illegible]—রাসায়নিক শিল্পী।

১২। [illegible]—ব্রেক—[illegible] নির্ম্মাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]শে বৈশাখ শুক্রবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

[illegible] হইয়া অনেকে আসেন, তাঁহাদিগকে "গোস্বামী" বলা হয় না। শ্রীযুক্ত শরৎ তাঁহাদিগকে "[illegible]"রূপে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা যদি "[illegible]" বা "গোস্বামী" হইয়া নিজেদের "গোস্বামী" উপাধিতে অলঙ্কৃত হইবার অনুকরণ করি, তাহা হইলে আমাদের কপটতা বুদ্ধিমান সুধী জনসমাজ অতি সহজে ধরিয়া ফেলিবেন।

বংশগত উপাধি "ঠাকুর" থাকিলেই যে তাঁহার বর্তমান বংশধরগণ ঠাকুরালী করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে, এরূপ নহে, বংশগত উপাধি "[illegible]" থাকিলেই যে তিনি [illegible] হইতে পারিবেন, এরূপ নহে। কেবল নিজে কিছু "[illegible]" বলে জগতে অভিহিত হয় না। পাশ্চাত্যদেশেও দেখা যায় যে, পিট্ (Pitt) বংশের সকল সন্তানই বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় লাভ করেন না।

যাঁহারা পারিবারিক ও মানসিক সংযম বিশিষ্ট, তাঁহারা যে বংশ-প্রভাবে কখনও "গোস্বামী" পদবাচ্য হইতে পারেন না। বংশপরম্পরায় "গোস্বামী" উপাধি সংযুক্ত থাকিলেই যে তিনি পারমার্থিকগণের উপদেষ্টা হইবেন বা হইতে পারিবেন, এরূপ কোন কথা শাস্ত্রে নাই। প্রকৃতপক্ষে যিনি 'গোস্বামী', তাঁহাকেই নিত্য অনুগ্রহকারক "প্রভু" বলা হয়। গোস্বামীর অনুসরণে যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনিই 'প্রভুপাদ' শব্দবাচ্য, অন্যথা অপসিদ্ধান্ত-বিচারক্রমে 'গোস্বামী' নামধারীর অবস্তুর মণ্ডলকেও 'প্রভুপাদ' বলিয়া অভিহিত করিলে লোকসমাজেও বিচার আসিয়া আক্রমণ করে।

সাহিত্যিক সম্প্রদায় বংশপরম্পরায় 'গোস্বামী' উপাধি দেখিয়াই যদি তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া বসেন, তবে তাঁহাদের বিচার-প্রণালী প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা আত্মবিজ্ঞানের অসীম সেবাপ্রার্থীগণকে 'অধিকার' বলিবার যৌক্তিক প্রকাশ করেন, তাঁহারা অবশ্যই প্রকৃত দাতার সহিত সেবাধিকারীদের যে সম্বন্ধ, তাহা অবগত আছেন এবং যাহারা স্বল্পবলে "আপনি গোস্বামী হ'য়ে আমাকে দিয়ে যান" প্রভৃতি সদ্বিচারানুসারে নিত্যভগবৎসেবাপর জিতেন্দ্রিয় পুরুষকেই "প্রভু" বা "গোস্বামী" প্রভৃতি শব্দে সম্মান প্রদান করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

অবৈষ্ণব কখনও বৈষ্ণবের গুরুর কার্য্য করিতে পারে না। একমাত্র বৈষ্ণবই অবৈষ্ণবগণের গুরুর কার্য্য করিয়া তাঁহাদের প্রভু অর্থাৎ নিত্যভগবৎসেবাপ্রবর্তকরূপে শাসন ও পোষণ করিতে পারেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা একটী শিক্ষিত ভক্তবেশধারী যুবক [illegible] লোকবিশেষের নাম দেখিয়া [illegible] পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"আমি তাঁহাদের শিষ্য সেবা।" আজকাল অবিবেকগণের মধ্যে একপ্রকারে অপাত্রে কুপাত্রে 'গোস্বামী', 'প্রভুপাদ' প্রভৃতি শব্দ বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহৃত হইতেছে।

এম, এ, বি, এল হইলেই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যিক হইবে— এরূপ কোন প্রমাণ নাই। রাইকানুর গান শুনিলেই যে কৃষ্ণকীর্তনকারী হইবেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকিলেই যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব পণ্ডিত বা সাহিত্যিক হইবেন, এমন কোন কথা শাস্ত্রে নাই বা আমরা তাহা বিশ্বাসও করি না। বৈয়াকরণিক বা [illegible] লিখিয়া, ছাত্র বা অধ্যাপক হইলেই অথবা বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিতে শিখিলে বা শ্রীমদ্ভাগবতের কুব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়া বিদগ্ধ করিতে পারিলেই বৈষ্ণব বা ভাগবতশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়া যায়,—একথা আমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। অধিক গলাবাজি করিয়া বক্তৃতা করিতে পারিলেই যে ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বাগ্মী ও প্রাজ্ঞ লাভ করা যায়,—আমাদের তাহা মনে হয় না। শিক্ষা-উপদেশ-উপদেশে [illegible] বলিতে পারিলেই যে বৈষ্ণবশাস্ত্রে নিপুণ উপদেষ্টা হওয়া যায়,—এমন কথাও কোন শাস্ত্রে আমরা পাই নাই। সুবর্ণবণিক-সমাজের যে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্র ও তাঁহার সাক্ষাৎ পার্ষদ সকল বৈষ্ণবের পরম বন্দ্য হইবেন, অথবা অধিক অর্থ ও পাটোয়ারী বুদ্ধি থাকিলেই যে তিনি পরম ভাগবত মহাবৈষ্ণব হইবেন,—এমন কোন কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের আদৌ প্রবৃত্তি হয় না।

ফলতঃ ভক্তিশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের অভাব হইলেই সাধারণ অনভিজ্ঞ সমাজ [illegible] প্রকার অপসম্প্রদায়ের ব্যভিচার-পূর্ণ অনুষ্ঠানগুলিকে সম্প্রদায়-বৈষ্ণবগণের সুবিহিত বলিয়া মনে করেন। এই প্রকার চিন্তাস্রোত দূরীকরণার্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের যথার্থ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা সকল প্রচার করিবার জন্য এবং [illegible] আবশ্যক। তাহা হইলেই জনসাধারণের ভ্রান্তবিশ্বাস অপসারিত হইবে। [illegible]

বৈষ্ণব-সাহিত্যিকতার সভ্য হইবার পূর্ব্বে বৈষ্ণব-সাহিত্যাচার্য্যের নিকট ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা আবশ্যক; তাহা হইলেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের স্বরূপ বোধ হইবে, নতুবা বৈষ্ণব-সাহিত্যিকতার সভাধিবেশন বাতুলের [illegible] ন্যায় শব্দমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে।

সদালোচনায় স্বভাবতঃ অসংস্কৃত ব্যক্তিগণ বর্ণন ও অন্যান্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। তাঁহারা [illegible] আচারকে [illegible] পূর্ব্ববর্তী সমাজ-বেশ ও স্বীকৃত আচারের সহিত সমবুদ্ধি করিয়া [illegible] পশ্চাদ্বর্তী অবস্থানের মাধ্যমে তাৎকালিক স্বার্থই আবাহন করেন। তাঁহারা কৃষ্ণসেবীকে বিভীষিকাময় [illegible] নাম মাত্র সমান জ্ঞান করেন। তাঁহারা নিজেদের মূর্খতাক্রমে [illegible] ভিতর দিয়া [illegible] মানব পুরুষ "আত্মবঞ্চনা" নীতির অনুসরণ করেন। উহা তাঁহাদের অধিক সাহিত্যজ্ঞানের পরিচায়ক নহে।

বিপ্র-বৈষ্ণব ও চণ্ডাল বৈষ্ণব, ধনী-বৈষ্ণব ও নির্ধন-বৈষ্ণব, পণ্ডিত বৈষ্ণব ও মূর্খ-বৈষ্ণব, সুন্দর বৈষ্ণব ও কুৎসিত বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবদমান সংজ্ঞা-সমূহের ব্যবহার-কারী প্রাকৃত সাহজিক সাহিত্যিকগণকে অনেকস্থলে বিবদমানে বিপন্ন হইতে হয়। [illegible] আসমত, কাজের সিংহ প্রভৃতি [illegible] আকার সমূহ অন্তরে-বাহিরে এক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের বিচারের বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়াগণ বৈষ্ণব-বিধানের বশবর্তী হইয়া বৈষ্ণবের অবৈষ্ণবতা ও অবৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা আরোপ করেন।

ভাগবতধর্মবলে এই সকল অসম্ভব বিচার ও অসম্ভক্তি-কথার মাঝে মাঝেই বর্ণ-সমাজোচিত গুরুবর্গের কথার [illegible] সম্বন্ধ [illegible] হইয়াছে? তাহা বুঝা যায় না। [illegible] পণ্ডিত-সমাজ [illegible] অভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্য-[illegible] আলোচনা করেন, তদ্রূপ দুর্দ্দিনে এ সকল অপসম্প্রদায়গুলির কোন [illegible] হইত,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অতীন্দ্রিয়বাণী

স্বার্থ

স্ব অর্থ—স্বার্থ। সুতরাং যাহা নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় তাহাই স্বার্থ-পদবাচ্য। দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাণিমাত্রই সুখ চায় এবং এই সুখের নিমিত্ত সমস্ত বস্তুই তাহাদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সকলের স্বার্থই সুখের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তন্নিমিত্ত সুখই মুখ্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং অপরাপর পদার্থগুলিকে সুখের সহায়ক বা গৌণ প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

সুখ যেরূপ মানবের [illegible] অর্থাৎ স্বার্থ-সাধক বলিয়া যে সকল বিষয়কে অবলম্বন করেন, তাহারা তাঁহার স্বার্থরূপে বিবেচিত হয়। স্বার্থ দ্বিবিধ, যথা নিত্য ও অনিত্য। অন্যান্য পদার্থ ন্যায় সুখ-বিষয়গুলির অনিত্য ও নিত্যত্ব হেতু সুখ বেদনগুলি [illegible] নিত্যানিত্য ভাব ধারণ করে। অনিত্য-স্বার্থের গতি দ্বিবিধ, যথা মুখ্য ও গৌণ। যে সকল মনুষ্য কেবলমাত্র নিজেদের দেহ ও মনের সুখান্বেষী, তাঁহারা অনিত্য-স্বার্থের মুখ্যগতির পক্ষপাতী। যাঁহারা অপরাপর নশ্বর দেহ ও মনের সুখে নিজ-নিজকে সুখী বোধ করেন, সেই মনুষ্য বাস্তব অনিত্য-স্বার্থের গৌণগতির প্রতি আস্থাবান্। দেশপ্রেম ও সমাজ-প্রেম-মানবগণ অনিত্য-স্বার্থের এই শেষোক্ত প্রকার গতির বহমানকারী।

জল বরফ-আকারে পরিণত হইলে যেরূপ আবদ্ধ ও নশ্বর কঠিন স্বভাব ধারণ করে, মানবগণও সেইপ্রকার একটী নশ্বর অনিত্য স্বার্থকে বরণ করিতে সমর্থ হয়। বরফাকার যেই গলে, জলের যেমন নিজ স্বভাব ফুটিয়া উঠে, মানবগণের সংকীর্ণ অনিত্য-স্বার্থের ক্ষয় হইলে তাঁহাদের নিত্য কৃষ্ণ-দাস্য স্বভাব সেই প্রকার বিকশিত হইয়া পড়ে। অনিত্য-স্বার্থের দ্বারা [illegible] মানবগণ নীতিচিন্তার প্রতি আবদ্ধ [illegible] বাধক হয় ও সুখের পরিবর্তে অবশ্য দুঃখে পতিত হইয়া

থাকে। পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতি-ফলে যে সমুদয় ধীর ব্যক্তিগণ নিত্য-স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবৎ-সেবানুখে স্বধর্মের জন্য ব্রত করেন, মাত্র তাঁহারাই মুক্ত-পরিপুষ্ট বিমল সেবানন্দ আস্বাদনে সমর্থ হন।

অনেকে মনে করেন যে, [illegible] নিঃস্বার্থভাবের কল্পনা। [illegible] যে আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। কিন্তু থাকিলেই তাহার একটী কর্ত্তা বা [illegible] থাকিবে। কারণ ব্যাপার ব্যতীত কার্য্য নাই, তাহার অস্তিত্বও নাই। কর্ত্তা থাকিলে কর্ত্তাও আছে। কার্য্য হইলে কার্য্যের ফলও আছে; সুতরাং ফলানুসন্ধানরহিত কার্য্য বন্ধ্যার পুত্রবৎ অসম্ভব ব্যাপার; শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিষ্ণুকামই অকাম-শব্দের মুখ্যার্থ। শ্রীভগবানের প্রীতিমূলক-কার্য্যে যিনি নিযুক্ত, তিনিই প্রকৃত নিষ্কাম বা নিঃস্বার্থ এবং নিত্যস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীভগবানের সুখে সুখ বোধ করাই প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধি বা নিঃস্বার্থপরতা। এবম্প্রকার স্বার্থসিদ্ধিতেই নিত্যতা আছে। ইহাই মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্যস্থল।

ভগবদ্‌বিস্মরণই—মায়া

(শ্রীপাদ [illegible] বেদান্তভূষণ)

সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

—আমরা শাস্ত্রে সন্ধ্যা বন্দন, সন্ধ্যা বন্দনা, পূজা হোম তর্পণ প্রভৃতি অনেক বিধির ব্যবস্থা দেখিতে পাই, আবার সেইরূপ নিষিদ্ধ [illegible] নিষেধ-পর বাক্যও লক্ষিত হয়। যাঁহারা এই সকল বিধি-নিষেধ-গুলি যথাযথ পালন করেন, তাঁহারাই সমাজে সদাচারী বলিয়া শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন, কিন্তু [illegible] বিধি নিষেধের [illegible] শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। শাস্ত্র বলিতেছেন—বিষ্ণুবিস্মৃতিই মায়া, তাহাই সংসারীর দুঃখের মূল কারণ, সুতরাং বিষ্ণু বিস্মরণের নিষেধ, অনুক্ষণ বিষ্ণু-স্মৃতির বিধি। শাস্ত্রে যাবতীয় বিধি নিষেধ এতদুভয় বিধি নিষেধের কিঙ্করস্বরূপ।

অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মরণ যদি বিধি হয়, তাহা হইলে আমাদের মত [illegible] জীবের পক্ষে ঐ বিধি পালন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যে সুখে দুঃখে, আহার-বিহার, [illegible] জীবন [illegible] ভাব-পক্ষের অস্তিত্ব যেখানেই লক্ষিত হয় নাই সেই সুখে অনায়াসে শ্যামাদি সম্পন্ন হইল, বর্ত্তমান কালে তাহা হইবার নহে, তবে উপায় কি? 'অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতি' কথাটী শুনিলেই আমাদের চক্ষে ভয় হয় বটে, অসম্ভব বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অসম্ভব বলিয়া ভয় করিবার কিছু কারণ নাই, কেননা উহাই আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম।

মুক্তাবস্থায় অনুক্ষণ ভগবৎস্মৃতি জীবের স্বভাবসিদ্ধ থাকে, বদ্ধাবস্থায় উহা বিকৃত হইয়া [illegible] বিষয়স্মৃতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের বাল্য প্রকৃত পক্ষে অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতি হয় না বা হইতে পারে না, [illegible] কোন অভ্যাস [illegible] সিদ্ধ হয় না। অনুক্ষণ স্মৃতির মূল কি? যাহার যে বস্তুতে প্রীতি থাকে, তাহার হৃদয়-পটে সেই বস্তু অনুক্ষণ দুঃখমান হইয়া স্বতঃ বিরাজ করে, তাহাকে সেই বস্তু ধ্যান করিবার জন্য কোন আয়াসই করিতে হয় না। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে, যেমন—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥
(চৈঃ চঃ ম ১।২১১)

—পরপুরুষাসক্ত রমণী সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও এরূপ অনুক্ষণ নূতন নূতন পুরুষ-সঙ্গ-জনিত রস আস্বাদন করেন। ভক্তগণও সেইরূপ সকল কার্য্য করিতে করিতে অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মরণ-জনিত আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতির আদর্শ গোপীগণ। প্রসঙ্গক্রমে আমরা তাঁহাদের কথা কিছু আলোচনা করিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীগণ কৃষ্ণের বিরহে একেবারে ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে সূর্য্য-গ্রহণের সময় তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে গিয়া কৃষ্ণকে দর্শন পান। তৎকালে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ধ্যানের কথা বলিলে গোপীগণ বলিলেন—"আমরা যোগী নহি, যোগিগণ বহু কষ্টে অভ্যাস দ্বারা চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করত তোমার [illegible] কিছুক্ষণ মাত্র ধ্যান করিয়া সন্তোষ লাভ করে, কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলিয়া [illegible] চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইতেছি না, সুতরাং আমাদিগকে ধ্যান শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক মাত্র"। গোপীদের এই উক্তিতে অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতির মূল যে বস্তুতে অত্যাসক্তি তাহাই বুঝা যায়।

গোপীগণের বা তদনুগত সিদ্ধভক্তগণের অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতি সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মত কলিহত জীব যেই বস্তুগত নিত্য-সিদ্ধ প্রীতি ধর্ম উদয় করিবার জন্য কি চেষ্টা করিবেন—তাহাই এখন আলোচ্য বিষয়।

—

ভাগবত মার্গ এবং পাঞ্চরাত্রিক মার্গ এই দুই প্রকার ভক্তিমার্গ মধ্যে যেরূপ-বুদ্ধি যুক্ত কলি-হত জীবের পক্ষে অর্চ্চন-মার্গ অধিক প্রয়োজনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবত-মার্গের উপদেষ্টা হইলেও কনিষ্ঠাধিকারী অনর্থযুক্ত জীবের জন্য অর্চ্চন-মার্গ স্বীকার করিয়াছেন। অর্চ্চন মার্গে লোকা[illegible] শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনভাবে ধ্যান, পূজা ও নৈবেদ্য সংগ্রহ, তিলক ধারণ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। গীতায় অর্চ্চন মার্গে ক্রমপন্থায় বিষ্ণুর ধ্যান-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস-যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম-পরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥
গীঃ ১২।৯-১১

—হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে পারিবে না, অতএব অভ্যাস-যোগ অবলম্বনে আমাকে ধ্যান করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতেও যদি অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার অর্চ্চন, গুরুনিষ্ঠার স্থাপন, নৈবেদ্য প্রস্তুতকরণ, পূজার বাড়ীর পার্শ্বে পরিষ্করণ, দুগ্ধ-দোহন প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবে, তাহা হইলেই ধ্যানের কার্য্য হইবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে যাহা কিছু করিবে, সমস্ত আমার উদ্দেশ্যে করিবে। ক্রমশঃ আবরণ-মুক্ত হইলে অনায়াসে সমাধিস্থ হইতে পারে।

আমাদের আচার্য্য-শিরোমণি শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন—

তাং কৃষ্ণনামরূপচরিতাদি
সুচারুস্মৃত্যোর্নিরুক্ত্যোস্তত্র [illegible]
লোকিকাঃ [illegible]
নিত্যং নবনবীনতরং [illegible]
খাদী ক্রমাদেব [illegible]

—[illegible] কিছু [illegible] রোচক হয় না, যা [illegible] বিষয়ের [illegible] অবিদ্যা [illegible] পারে না। কিন্তু [illegible] আদরের সহিত যদি সর্ব্বদা [illegible] তাহা হইলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ [illegible] বিনষ্ট হয় এবং [illegible] বলিয়া মনে হয় [illegible] রুচি না থাকিলেও যদি কেহ আদর পূর্ব্বক শ্রোতপথে প্রতিদিন শ্রীনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার অবিদ্যা দূর হয় এবং শ্রীকৃষ্ণনামে প্রীতি জন্মে। এই প্রকৃত জীবের স্বরূপগত প্রীতির উদয় হইয়া থাকে। কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে অর্চ্চন-মার্গ স্বীকৃত হইলেও কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না। কলিতে একমাত্র কৃষ্ণনামই সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভাবে বিষ্ণু-বিস্মৃতিরূপা মায়া দূরে পলায়ন করিল, অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি অনায়াস-সিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে নামাপরাধ হইতে সাবধান।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে চরম উপদেশ-স্থলে বলিতেছেন,—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

—যাঁহারা আমাতে চিত্তসন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, সেই সকল মদ্গতপ্রাণ-জীবন, ভক্তগণ পরস্পর ভগবদ্-বিষয়ক আলোচনা করিয়া এবং অন্যকে ভগবানের তত্ত্বোপদেশ বিষয় বুঝাইয়া দিয়া আনন্দপ্রাপ্ত হন। আমি সেই সকল সতত ভজন-ব্যাপারে নিযুক্ত ভক্তদিগকে এরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যেন তাঁহারা অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হন। সকল যুগ ও সকল দিকের জন্য ভগবান্ গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা [illegible]
গীতায়াং ৯।১৪

—নিত্যযুক্ত দৃঢ়ব্রত-ভক্তগণ আমার কথা সতত কীর্ত্তন করিতে করিতে এবং ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতে করিতে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন।

শ্রীল রূপপাদ জীবের নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-প্রীতি উদয় করিবার জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন,—

কোনভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ-
প্রীত্যঙ্কুর॥

এই ক্রম পদ্ধতিতে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে সাধুদের যদি অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতিরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

নানা কথা

জেলা বোর্ড

নদীয়ার জেলা বোর্ডের শেষ অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে হবগন্ধ এম্‌. সি, দাস দাতব্য চিকিৎসালয়ে অতঃপর বার্ষিক দুইশত চল্লিশ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে না।

জেলা বোর্ডের রিজার্ভফাণ্ড হইতে অঞ্জলি এডিয়াসোসিয়াল সোসাইটিকে তিন শত টাকা দেওয়া হইবে।

ডিরেক্টার অব্‌ পাবলিক হেল্‌থ নদীয়া জেলায় তিনটী স্বাস্থ্য-কেন্দ্র খুলিবার জন্য নদীয়া জেলা বোর্ডকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে নদীয়ার জেলাবোর্ড নিম্নলিখিত তিনটী স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছেন।

(১) নবদ্বীপ-কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ দেব ইহার স্বাস্থ্য-কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

(২) তেহাট্টা কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় ইহার স্বাস্থ্য পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন।

(৩) বেথুয়াডহরী (নাকাশীপাড়া) কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত বাবু শশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার স্বাস্থ্য-পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন।

মুড়াগাছায় একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপিত হইবে। জেলা বোর্ড ইহার পরিচালনের জন্য বার্ষিক চারিশত টাকা করিয়া দিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহোদয় শীঘ্রই একজন কবিরাজ নিযুক্ত করিবেন।

কৃষ্ণনগরে স্থাপিত শিশুমঙ্গল-সমিতির সাহায্যকল্পে জেলাবোর্ড বর্ত্তমান বৎসরের জন্য একশত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সমিতি মিঃ ও মিসেস্ .... কর্ত্তৃক স্থাপিত।

ছাত্রবৃত্তি

নদীয়া জেলাবোর্ড স্থির করিয়াছেন যে মুড়াগাছানিবাসী শ্রীমান্‌ নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে কলিকাতা বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠে পাঠ সমাপ্ত পর্য্যন্ত মাসিক পনর টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে।

লাট সাহেবের সম্বর্দ্ধনার্থ

বঙ্গের লাট বাহাদুর পলাশীর-প্রাঙ্গণ দর্শনার্থ আসেন। তাঁহার পরিদর্শনের সম্মানার্থ নদীয়া জেলাবোর্ড তেহাট্টা এবং কালীগঞ্জ থানার এলাকাধীন গ্রামসমূহের জলকষ্ট দূর করিবার জন্য দেড় হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি বাহাদুর নদীয়া জেলা বোর্ডকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

জল সরবরাহের বন্দোবস্তের জন্য কয়েকটী সর্ত্তে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট নদীয়া জেলাবোর্ডকে চারিলক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু জেলাবোর্ড সে সকল সর্ত্তে টাকা লইতে অস্বীকার করেন। পূর্ব্বে যে সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ চলিত সেই সর্ত্তে বোর্ড টাকা লইতে সম্মত আছেন। বর্ত্তমানে সরকার বাহাদুর যে সর্ত্তে টাকা ধার দিতে চাহেন, তাহাতে পরিশোধের সময় বোর্ড বেশী টাকা দিতে বাধ্য থাকিবেন। এই টাকা আট বৎসরে শোধ দিবার কথা হয়।

দশ হাজার টাকা কূপ খননের জন্য ব্যয় হইবার প্রস্তাব হয়, জেলাবোর্ড ঐ খরচ মঞ্জুর করেন। লোকাল বোর্ড এবং সাবডিভিসনাল অফিসারগণ যে সমস্ত স্থানে কূপখনন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন সেই স্থানেই কূপ খনন হইবে।

মিশনে সাহায্য

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট মজুমদার দয়া বাড়ী মেডিকেল মিশনে এক্স্‌-রে প্লাণ্ট স্থাপন করিবার জন্য জেলা বোর্ড হইতে মিশনকে আড়াই শত টাকা সাহায্য করা হইয়াছে।

জলকষ্ট

শ্রীমায়াপুর এবং .... প্রভৃতি গ্রামে কোথাও পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্য মঠের ১টী নলকূপ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর জন্মস্থানে ১টী নলকূপ এবং শ্রীবাস অঙ্গনে (খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা) ডিঃ বোর্ডের একটী পাত কূয়া আছে। বর্ত্তমানে এই কূয়াটী বহুদিন সংস্কারাভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আপাততঃ এই কূয়াটীর সংস্কার-ব্যবস্থা একান্ত দরকার। এতদ্ভিন্ন আরও কূপ ও নলকূপ আবশ্যক। গ্রীষ্মের সময় কূয়াগুলি শুষ্ক হইয়া .... বড়ই ...... কষ্ট পাইয়া থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে বড়ই ভাল হয়।

অশ্বত্থ গাছের খবর

গোয়াড়ীর .... নিকট ......টের উপর একটী অশ্বত্থ গাছ আছে তাহাতে দেশের নানা খবর দেওয়া আছে।

পাঠক অবগত আছেন যে এখান হইতে প্রকাশিত সমস্ত খবরের কাগজই বন্ধ হইয়াছে এবং কৃষ্ণনগরে কোন খবরের কাগজই পাওয়া যায় না। সুতরাং অশ্বত্থ গাছে বিলম্বিত কাগজ কিঞ্চিত খবরের লোকের একমাত্র অবলম্বন।

তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, মিঃ ...... টেলিফোনে খবর পাইয়াছেন যে শ্রীযুক্ত গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুনায় লইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গান্ধি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ী সভাপতি মিঃ মতিলাল নেহরুকে অনুরোধ করিয়াছেন যে নিখিল কংগ্রেস কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশন যেন জালালপুরে হয়।

বঙ্গবিখ্যাত সত্যাগ্রহ-সম্পর্কীয় শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র রায় এবং আরও চারজন আসামী বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের এবং জুরিগণের বিচারে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

কোর্ট সংবাদ

নদীয়ার জেলা আদালতের বার লাইব্রেরি মহাজনের জন্য সে দিন কিছুক্ষণ খালিশে বন্ধ ছিল। মাত্র কয়েকজন উকিল মহাশয়েরা আদালতে ধুতি চাদর পরিয়া আসিয়াছিলেন।

ফৌজদারি কোর্টের মাত্র কয়েকজন মোক্তার ধুতি চাদর পরিধান করিয়া কাছারী গিয়াছিলেন। কিছুদিন জানা গেল যে উঁহারা বাদীদিগের নিকট টাকা লইয়া মোকর্দ্দমা রুজু করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে টাকা ফেরত দিয়া অন্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য আসিয়াছেন। কারণ তাঁহারা মক্কেলের স্বার্থ-বিরুদ্ধ কার্য্য যথাসাধ্য করিবেন না।

উকিলদিগের এইরূপ বেশ এই প্রথম। বার্ণার পাগড়ী নাই আদালতের এরূপ অবস্থা এ পর্য্যন্ত কেহ দেখে নাই।

শুনা গেল যে একজন সরকারি উকিল খালি গায়ে একজন হাকিমের সম্মুখে গিয়াছিলেন; কিন্তু বিচারক বলেন যে তিনি উকিলের পোষাক পরিধান না করিয়া আসিলে বিচারক তাঁহার কথা শুনিতে পারেন না।

ষ্টেসনে মারামারি

রাণাঘাট ষ্টেসনে একব্যক্তি ষ্টেসন-মাষ্টারের কাগজ পাড়িতেছিল। অপর একব্যক্তি তাহার কাগজ ছিঁড়িয়া দেয়। একজন কনেষ্টবল দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। যখন তাহাকে রেল পুলিশের দারোগার নিকট লইয়া যায় তখন এই ব্যাপার লইয়া ধৃত ব্যক্তির সহিত দারোগা বাবুর কথান্তর হয়। এমন সময় একব্যক্তি দারোগা বাবুর মাথায় এমন প্রহার করে যে দারোগা বাবু অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

তারের সংবাদ

তাং ৪০

গতকল্য বিপ্রহরে কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত .... রায় প্রমুখ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। শ্রীপাদ .... ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী প্রভু মেদিনীপুরে প্রচারার্থ গিয়াছেন। শ্রীপাদ .... প্রভু ঢাকাতে প্রচার করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। .... দুঃসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে কুলিয়ায় আছেন।

মেদিনীপুর সংবাদ

মেদিনীপুর হইতে সমাগত লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে সেখানে লবণ সত্যাগ্রহ খুব জোর চলিতেছে। এখন সে অঞ্চলে লবণ আইন অমান্য সম্বন্ধে কথা ভিন্ন অন্য কোনও রকম কথা শুনা যাইতেছে না।

স্ত্রীলোকেরা দলে দলে ঐ আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন।

তেহট্টামেরক থানার স্থানীয় গ্রামের লোকেরা লবণ প্রস্তুত আরম্ভ করিয়াছেন। এখন লোকের মনকে .... যাহারা আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ কোন খোঁজ রাখেন না বা আবশ্যক মনে করেন না, কেবলমাত্র পয়সা বাঁচাইবার জন্য লবণ প্রস্তুত করিতেছেন।

পিকেটিং

মেদিনীপুরের মহকুমায় পিকেটিং চলিতেছে। নদীয়া জেলায় পিকেটারগণ খুব শান্তভাবে পিকেট করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোনও রূপ মারামারির অথবা অন্য প্রকার গণ্ডগোলের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। .... ও কৃষ্ণনগরে বিশিষ্ট .... ভলেণ্টিয়ারগণ পিকেটারদের .... করার কোনও .... আশঙ্কা নাই। .... কথা শুনা যায়।

লোহার কারখানা
ফেরগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফ্লাশ .... ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি
ফোন ৪৪৯
.... কলিকাতা

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

নবম খণ্ড প্রতি নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৬০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,

৬ঃ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাকৃতি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বৃন্দ লক্ষ্মী রোড, খুলনা।

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,

জমিদারবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম. ওয়ার্কস দি মল, কানপুর

৫। শ্রী × কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিভূষণ—বড়গাছি, নদীয়া

৬। শ্রীগঙ্গাবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিমলামোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীশুকদেব চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, বালুঘাট।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তিকথা জানিবার এখন সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাঃ সং	।০
এককালে ৫ খণ্ড লইলে	৯
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাঃ সং	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাঃ সং	৵০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাঃ সং	৵১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রাঃ সং	৴০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	৵৪

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরিদাসা, বালেশ্বর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগন্নাথপুর, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—জয়সিংঘেরা, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মালদহ।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ কেনান্ রোড্, নিউদিল্লি

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

জন্মিয়া না ভজে কৃষ্ণ দুই জন্ম করে পুন সেই মত যায় পাপে দুখ দিয়ে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
বর্দ্ধিতকলেবর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অনেক আশা অনেক মানবের থাকিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

ভাগবত শাস্ত্রবর্ণিত যাহা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও পালনীয় ধর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। বেদের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, মোক্ষ কি? ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডল। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোজ্ঞ ভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৯০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উত্তম গ্লেজ কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ভজনকারীর কি প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা ভগবানের জন্য হইয়া উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র ভগবান্ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আশ্রয় আবশ্যকীয় হয়েন। ও এবং শ্রীভগবানে সম্যকরূপে নিজকে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান। সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵৹, নবদ্বীপ ... ৵৹
অরুণোদয় ... ৵৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১৹

আমরা সততই দুঃখ অনুভব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা হইতে কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু যে নিত্য ও প্রকৃত কল্যাণ লাভের উপায় এবং কোন পথ অবলম্বনে নিত্য কল্যাণলাভ এবং কিভাবে আমরা সেই কল্যাণকে সমর্থ হইব, এই সকল কথা এই গ্রন্থে বর্ণিত। এই গ্রন্থে বাস্তবিক কল্যাণের কথা, যাহা লোককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত মর্ম্মানুবাদ, অন্বয়, প্রকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধনকোষগ্রন্থ)

বিষয়: —১। ... ... ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুতত্ত্ব ... ৪। ... শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। ... ৬। ... ৭। ... ইহার প্রকাশিত খণ্ড ৫৲ ... ১ম খণ্ড ৷৹, ২য় খণ্ড ... ৩য় খণ্ড ৷৶৹, ... (যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা- শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় সুলভে পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত ... ইহাই বঙ্গাক্ষরে অতি প্রামাণিক মুদ্রণ। ... খণ্ড ... পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵৹ মাত্র

মদন মঞ্জরু

রেজেষ্টার্ড

বটিকাসেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি রোগ সত্বর নিরাময় হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে ... করিয়া থাকেন। মূল্য ... ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

... ... করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ... ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের চোকা বাঁশ বাদাম তৈল
... ...

... ... J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া ... করিবেন। নতুবা ... প্রতারণা করিবে।

... জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

... ...

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে সংস্কৃত এবং পরাবিদ্যা দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিশুদ্ধ শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র কলেজাদিতে অধ্যয়ন পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, কৃষ্ণনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হাওকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক অক্সিজেন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা।৵০ মাত্র

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের জ্বালা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২-বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্বতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৫৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩৭ ১০ই মে ১৯৩০

তারের সংবাদ

রেঙ্গুন—এখানে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই ভূমিকম্পের ফলে ৫০ জন লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে।

পেগু—এখানে অত্যন্ত প্রবল ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছে। অনেক গির্জ্জা ভূমিসাৎ হইয়া ৫০০ পাঁচশত লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে।

সিংহল—এর প্রদেশ জল প্লাবিত হইয়াছে।

ত্রিঙ্কোম্যালি—ত্রিঙ্কোম্যালিতে ১০॥০ ইঞ্চি জল বৃদ্ধি হইয়াছে। মাতালি প্রদেশে ২৫ ফিট জল বৃদ্ধি হইয়াছে।

কলিকাতা—কলিকাতার বাজার বড়ই মন্দা হইয়াছে। বাজারে খুব গোলমাল চলিতেছে।

ডাঃ কিচলু গ্রেপ্তার

অমৃতসর হইতে গত ৩রা মে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৩ই এপ্রিল হইতে ডাঃ কিচলু জালিয়ানওয়ালাবাগে ছিলেন। ঐদিন প্রত্যুষে বহুসংখ্যক পুলিশ সিপাহী পল্টন জালিয়ানওয়ালাবাগের গেট বন্ধ থাকায় দেওয়াল টপ্‌কাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং ডাঃ কিচলুকে ঘুম হইতে উঠাইয়া ১২৪ এ ধারা অনুযায়ী পরওয়ানা দেখাইয়া গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ দিন সমস্ত সহরে হরতাল হইয়াছিল।

গত ১লা মে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে কয়েকটি মদের দোকান পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কীর্ত্তন

গত মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত গান্ধীর গ্রেপ্তার উপলক্ষে গোয়াড়ীতে বিরাট মিছিল বাহির হয়। বালকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটী মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। সহরের ভদ্রলোকেরা একটী মিছিল বাহির করেন এবং ছাত্রগণ অপর একটী মিছিল বাহির করেন। তাঁহারা রাস্তায় রাস্তায় খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে গান্ধী মহারাজের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

হরতাল

নদীয়া জেলার নানাস্থান হইতে হরতালের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হরতালের [illegible] হইতেছে, একপ কোন সং[illegible] পাই নাই। তবে স্থানে স্থানে [illegible] পরিমাণের খবর পাইয়া [illegible] হরতাল সংবাদ নহে [illegible]

নদীয়া জেলার সদর মহকুমার অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু অদ্বৈত চরণ রায় মহোদয় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করায় এ অঞ্চলে কোন প্রকার শান্তি ভঙ্গ হয় নাই—এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। তিনি স্থানান্তরিত হইবেন শুনিয়া লোকে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। এখানে বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ উপযুক্ত অফিসার থাকাই আবশ্যক।

বন্দবিলা সত্যাগ্রহ

বন্দবিলা সত্যাগ্রহের নেতা বিজয়চন্দ্র রায় প্রমুখ যে ৭জন ব্যক্তি বন্দবিলার আবাদকারী পত্তনীদারকে খুন করিবার চেষ্টা করার অপরাধে অভিযুক্ত হন, তাঁহারা যশোহরের সেসন জজ শ্রীযুক্ত সি সি দে মহাশয়ের এজলাসে বিচারাধীন ছিলেন। জুরিগণ সকলে একমত হইয়া আসামীগণকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করে। এবং জজ সাহেবও তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া আসামীগণকে খালাস দিয়াছেন। সরকারী পক্ষে রায় বাহাদুর কেশব রায় চৌধুরী এবং আসামী পক্ষে রায় বাহাদুর যতনাথ মজুমদার সি, আই, ই, উকিল ছিলেন।

গান্ধীর গ্রেপ্তারে হরতাল

গত ৫ই মে অপরাহ্ণে কলিকাতার সর্ব্বত্র শ্রীযুক্ত গান্ধী বোম্বাই বাজারে পথে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে নীত হইয়াছেন—এ সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে দোকান পাট, বাজার প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায়। বৃহস্পতিবার বহু সংখ্যক পুলিশ সার্জেণ্ট ও পল্টন কলিকাতা সহরে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়া পাহারা দিতে আরম্ভ করে। ছাত্র ও বিভিন্ন মহলের সর্ব্বত্র হরতাল এবং নোকান-পাট গাড়ী ঘোড়া ট্রাম প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ হবে শুধু ট্রাম গাড়ী চলাচল করিতেছে কিন্তু তাহাতে কদাচিৎ কোন যাত্রী দেখা যাইতেছে। সহরের সর্ব্বত্র পুলিশ ও পল্টনের পাহারা এবং রাস্তায় কাহাকেও ঘুরিতে বা কিছু করিতে দিতেছে না। এখন কোন গোলমাল এখনও পর্য্যন্ত কোথাও দেখা যাইতেছে না।

গত ১লা মে মাঝদিয়া নিবাসীদের অনেক পিকেটিং ও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—আশাধীন ত্যাগী।

ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।

কৃষ্ণেতর মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ
গোস্বামীগণের কৃষ্ণভক্তি হয়।
অতএব প্রাকৃতরাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৭শ খণ্ড সহ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।√০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।√০

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮্।

৬২ অধ্যায় পর্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন সেন—এস নন্দ রে রোড, খুলনা;

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—যে স্থানগর, কলাইবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৮।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।

৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জি—এম, এস. ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিধুভূষণ দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এ, বর্দ্ধমান।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষরে পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পথ, উপাদের তত্ত্ব-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।√০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা

। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্তকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ইমলিতলা, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ   নখকরে পুন সেই অঙ্গ আয়া পাপে ডুব দিয়ে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে বৈশাখ শনিবার—১৩৩৭

নরেন্দ্রসরোবরকূলে জগন্নাথগোষ্ঠী ও চৈতন্যগোষ্ঠী

(শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে সোৎকণ্ঠা আনন্দের লহরী ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহারা সুদীর্ঘ আট মাস শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নখ-চন্দ্রিমা দর্শন হইতে বঞ্চিত। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ—রথযাত্রার সময় নীলাচল যাইবে, তাই রথযাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হওয়ায় মায়াপুরচন্দ্রের অদর্শন-জনিত বিরহকাতর চৈতন্যগোষ্ঠী সেনানীগণ মহাপ্রভুর প্রসাদযুক্ত সঙ্গে লইয়া সেনানায়ক শ্রীঅদ্বৈত সিংহের আনুগত্যে তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া চৈতন্য-গুণ গান করিতে করিতে আনন্দাব্ধি-নিমজ্জনেরে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রাভিমুখে আজ জগদ্দিকে চালাতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের পদরজে পদাঙ্কিত পৃথিবীপৃষ্ঠ পবিত্র হইতেছে। তাঁহাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন ধ্বনি যাবতীয় প্রাণিবৃন্দের—মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পাদপ সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিতেছেন। এই প্রকারে কীর্ত্তনানন্দ-রসে মত্ত হইয়া এবং জগৎকে নিমজ্জিত করিয়া চৈতন্যগোষ্ঠী ক্ষেত্রমণ্ডলে সমুপস্থিত হইলেন।

ভক্তো ভগবানের জন্য প্রাণের উৎকণ্ঠায় ভক্ত স্বামী ভগবানের হৃদয় বিচলিত না হইয়া পারে না। আনন্দ-বর্দ্ধনাগণ শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বজ্ঞস্বামী, গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচল আগমনে তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে বিচলিত হইল—তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শ্রীঅদ্বৈত-সিংহের জন্য হাতে মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন, শুধু তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া ভক্তগণকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সঙ্গে নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপুরী গোস্বামী, সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, কাশী মিশ্র, দামোদর স্বরূপ, শঙ্কর পণ্ডিত, কাশীশ্বর পণ্ডিত, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরমানন্দ, রায় রামানন্দ, গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, রঘুনাথ, সেন শিবানন্দ, দামোদর, শ্রীমচ্চিদানন্দ, বাণীনাথ, শিখিমাহাতি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ চলিলেন।

দুই চৈতন্য-গোষ্ঠীর সম্মিলন

আঠারনালাতে অদ্বৈত সিংহের সহিত গৌড়দেশ হইতে সমাগত চৈতন্যগোষ্ঠী এবং পুরী হইতে মহাপ্রভুর সঙ্গে আগত চৈতন্যগোষ্ঠীর পরস্পর দর্শন হইল, তখন—

দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী আকাশ হৈল সব।
দণ্ডবৎ হই সব পড়িলা বৈষ্ণব॥
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিল দণ্ডবৎ॥
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবৎ বই কিছু নাহি দেখি আর॥
দুই প্রভু দণ্ডবৎ কেবা কারে করে।
সবেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে॥
কিবা ছোট কিবা বড় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবৎ করি সবে করে হরিধ্বনি॥
ঈশ্বর করেন ভক্তগণে দণ্ডবৎ।
অদ্বৈতাদি প্রভুর করেন সেই মত॥
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভাল মতে॥

মিলনানন্দ

সৌভাগ্যবান্ পাঠক, আপনারা শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের এবং ভক্তের সহিত ভক্তের সুমধুর মিলন সন্দর্শন করিলেন। এখন তাঁহাদের পরস্পর মিলনানন্দ অনুভব করুন। এই আনন্দ পার্থিব নয়, স্বর্গীয়ও নহে, ইহা পরমহংসের পরানন্দ, ইহা ব্রহ্মানন্দধিক্কারী অপ্রাকৃত প্রেমানন্দ। এই আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ খদ্যোতসম। কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সাগরে ভাসমান ভক্তবৃন্দের চরণপদ্ম ব্যতীত অন্য কাহারও এই আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা নাই, সুতরাং মাদৃশ ক্ষুদ্রমতি এই আনন্দ অনুভবে সম্পূর্ণ অসমর্থ। যাহা অননুভব্য তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তাই যিনি এই সুমধুর হইতেও সুমধুর আনন্দ আস্বাদনে সমর্থ, সেই মহাভাগবত চৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস গোস্বামি-প্রভুবরের ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতেছি। মিলনের সঙ্গে সঙ্গে—

অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে॥
শ্লোক পড়ি' অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ অবতার॥
যত সব আছিলা প্রভু পূর্ব্বাপরে।
সব প্রভা পাসরিলা কিছু নাহি স্ফুরে।
আনন্দে অদ্বৈত সিংহ করেন হুঙ্কার।
আ'নিলুঁ আনিলুঁ বলি ডাকে বার বার॥
যেন সে হইল অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
লোকালোক পূর্ণ হৈল হেন অনুমানি॥
বৈষ্ণবের কি দায় অজ্ঞান যত জন।
তাহারাও 'হরি বলি' করয়ে ক্রন্দন॥
সর্ব্ব ভক্ত-গোষ্ঠী অন্যোন্যে গলা ধরি।
আনন্দে রোদন করে বলে হরি হরি॥
অদ্বৈতেরে সব করিলেন নমস্কার।
যাহার নিমিত্ত চৈতন্য অবতার॥
মহা উচ্চ স্বরে মহা করি সংকীর্ত্তন।
দুই গোষ্ঠী করয়ে লাগিলা ততক্ষণ॥
কোথা কেবা নাচে কেবা কোন দিকে গায়।
কেবা কোন 'দিকে পড়ি' গড়াগড়ি যায়॥
প্রভু দেখি' সবে হৈল আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুর নাচেন মাঝে পরম-মঙ্গল॥
নিত্যানন্দে অদ্বৈতে করিয়া কোলাকুলি।
নাচে দুই মত্ত সিংহ হই কুতূহলী॥
সর্ব্ববৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি' জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম-প্রীত-মনে॥
ভক্তনাথ ভক্তগণ ভক্তের জীবন।
ভক্ত গলা ধরি' প্রভু করেন রোদন॥

যখন এই প্রকার প্রেমালিঙ্গন ও প্রেম-কোলাহল চলিতেছিল, সেই সময় এই আনন্দময় গোলোকধামে জগদীশের আজ্ঞায় চন্দন ও সহস্র সহস্র মালা আনিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল মালা পাইয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর স্বহস্তে প্রথম শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গলদেশে পরাইলেন, তৎপর তিনি স্বহস্তে সর্ব্ববৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দন ও মালায় পরিপূর্ণ করিলেন। তখন—

দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্ব-ভক্তগণ।
বাহু তুলি' উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন

ভক্তগণের বর প্রার্থনা

সবে এই বলেন বর শ্রীচরণ ধরি'।
জন্ম জন্ম যেন প্রভো তোমা না পাসরি॥
কি মনুষ্য পশু পক্ষী হই যথা তথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা॥
এই বর দেহ প্রভো করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দাও' এ দেহ সব অনুচর॥

অন্ধহস্তিন্যায়

(শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, বি, এ)

একদা কতিপয় জন্মান্ধ ব্যক্তি একটী হস্তী দর্শনের সুযোগ পাইয়াছিল। তাহারা একে একে হস্তীর পৃথক পৃথক অঙ্গ স্পর্শেন্দ্রিয়যোগে অনুভব করিয়া হস্তীর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিতে লাগিল। অন্ধগণের স্পর্শ-লব্ধ জ্ঞান ধারণা এবং তদ্দ্বারা সে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা কারণ কার্য্য সমাধান করে। অনন্তর পুনঃপরীক্ষাকালে তাহাদের প্রত্যেকের ধারণা অতি দৃঢ় হইয়া উঠিল। একদা তাহারা একত্র হইয়া স্ব স্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তুমুল বিবাদের সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। কেহ বলিল—হস্তী নিশ্চয় কুলাকার। কেহ বলিল না না, তাহা নহে, উহা সর্প সদৃশ, তবে কথঞ্চিৎ স্থূল বটে। অপরে বলিল—তোমাদের উভয়েরই ভুল হইয়াছে। হস্তী একটী স্তম্ভাকার। ইত্যাদি রূপে প্রত্যেকে স্বপক্ষ বিস্তার করিতে করিতে কেহ কাহারও সিদ্ধান্তে প্রীতি দেখিতে না পাইয়া অবশেষে পরস্পর বচসা হইতে হাতাহাতি আরম্ভ করিয়া দিল, ইতোমধ্যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া অনেক বাক্য প্রয়োগের পর বিবদমানদের তাহাদিগকে শান্ত করিয়া বিবাদের কারণ শ্রবণ করিলেন। অনন্তর তিনি তাহাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব এবং সমষ্টিরূপে অখণ্ড-হস্তীর প্রকৃত মূর্ত্তির ধারণা কাহারও হয় নাই, এই প্রকার বুঝাইয়া দিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া তাহার প্রত্যেক অঙ্গ পুনঃ পুনঃরূপে স্পর্শ করাইলেন। তখন তাহারা স্ব স্ব ভুল বুঝিয়া বিবাদ হইতে নিবৃত্ত হইল এবং সেই চক্ষুষ্মান ব্যক্তির উপদেশের মূল্য বিশেষভাবে বুঝিয়া তাঁহাকে অতীব প্রশংসাপর হইয়া উঠিল।

যে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান লইয়া আমরা এত অধিক গর্ব্বিত, তাহাতেও অন্ধের এই প্রকার ভ্রান্তপথে পড়িয়া সর্ব্বদা পরস্পর বিবদমান, যেহেতু ইন্দ্রিয়নিচয়েই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব নামক দোষচতুষ্টয়ের আশ্রয়। অতএব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা অতীব সঙ্কীর্ণ এবং প্রাকৃত জীবের পক্ষে একটী মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান-লাভ কোটি জীবনেও সম্ভব হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা লক্ষ্যই আমরা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি, তাহারই বলে আমরা পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতে থাকি। কিন্তু সাধুদিগের আনুগত্য ও বিরোধাভিপ্রায় পরিহার। অতএব থাকিয়া বিবাদের পূর্ব্বে আমাদের ধারণার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। আমার যাহা না জানি তাহাকে কখনও কাহারও নিকট আমাদের ধারণার যথার্থতা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করি, তাহা অধিকাংশ সময়ে 'অন্ধহস্তিন্যায়ে'র অন্য আর একটী অন্ধের নিকট হইতেই সাধিত হয়। অতএব অদ্য আমরা সর্ব্বদা এই অন্ধ-হস্তিন্যায়ে বিচরণ করিতেছি, যে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

অনেকে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, মহা 'দার্শনিক' বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণ আজ

যে জগতী প্রকৃত বাণী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন, আবার কিছুদিন পরে অন্য কোন মনীষী তাহার অসারতা প্রমাণ করিয়া নিজমত স্থাপন করিতে আদৌ সঙ্কোচ বা দ্বিধাবোধ করেন না। অদ্ভুত প্রকারের বৈজ্ঞানিক যে যে আবিষ্কার তাহারও পূর্বের বা পরবর্তী সময়ে পরিত্যক্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া লোকের বিশেষ কষ্ট জানেন। সর্বজ্ঞাভিমানী অজ্ঞতাপূর্ণ কোন ব্যক্তি অপেক্ষা জ্ঞান-চর্চাকারীগণের পক্ষে মহাজন-পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ঐ সকলে মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদেরও জ্ঞান যে সংশোধনযোগ্য, তাহা নানাভাবে বহু পথে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান বিষয়েও আমরা অন্ধ-ভক্তি ভাবে প্রতিষ্ঠিত নাই কি? প্রকৃত বৈকুণ্ঠাগত জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্ধৃত পূর্ণ-সম্পন্ন মহাপুরুষ বা তাঁহার কেহ কদাপি এই বিষয়ের উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন। অন্ধ মূল অন্ধগণের হস্তে পড়িয়া সর্বজীব দর্শন করাইতে তিনিই একমাত্র পারগত, যেহেতু তিনি সর্বদা জ্ঞান-ভূমিকার সর্বোচ্চ শিখরে উপবিষ্ট থাকিয়া প্রত্যেক পদার্থ যথাযথভাবে দর্শন করিতেছেন।

অক্ষজ-জ্ঞান বিষয়েই যখন আমাদের এই প্রকার মার্গ অপরিহার্য হয়, নতুবা নিয়তই অন্ধগণের চক্ষু-দর্শনের ন্যায় আপেক্ষিক-জ্ঞানের গর্তে লুপ্ত হইয়া বঞ্চিত হইতে হয় এবং চক্ষুষ্মান সর্বাঙ্গ-দ্রষ্টা মহাজনের আনুগত্যে বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে, তখন অধোক্ষজ অর্থাৎ যাহাতে অক্ষজ-জ্ঞান একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তাদৃশ জ্ঞানগম্য বিষয়ে আমাদের অণুটুকু ইন্দ্রিয়-সাহায্যে ধারণা করিতে যাওয়া কতদূর বাতুলতা তাহা কি আমরা কদাপি অনুধাবন করিবার অবসর পাইব না? বিচারকুল জীব হইয়াও যদি আমাদের নিরন্তর সাধারণ ভ্রান্তি-বিলাসে মজ্জন-যোগ্যতা থাকে, তাহা হইলে এতাদৃশ জীবনেই বিচার রাখা উচিত মনে কি?

ব্যক্তিবাদ্যো অক্ষজেন্দ্রিয়যোগে বিচরণশীল জীবমাত্রেই অবিদ্যাযোগে যে সমস্ত প্রতীতি লাভ করে, তাহা অনিত্যপ্রতীতি ও ভ্রম মাত্র। কারণ প্রথমতঃ মহামায়া আবরণী-শক্তি দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারের সম্মুখে প্রকাশে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ আমাদের কুষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গুলির অক্ষুণ্ণ পদে পদে খণ্ডজ্ঞান বা ভ্রম আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। তাহাদের অবস্থা হইতে নিস্তার পাইবার পর প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান। যেহেতু, আবার অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ... বৈকুণ্ঠাগত মহাজনবাণী ব্যতীত আমাদের নিস্তার কোথায়? কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম,

কণাদ ও জৈমিনি প্রভৃতি ঋষি নামে জগতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের যাবতীয় যুক্তি একত্রিত করিয়া অনাদিকাল বিচার করিলেও কদাপি অধোক্ষজজ্ঞানের অনুমান লাভে সমর্থ নহেন, তখন অন্যাদৃশ কি অলৌকিক ক্ষুদ্রবুদ্ধি পাশ্চাত্য মানবের কথা কুপ-পতিত। সুতরাং নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে প্রকৃত বিদ্বান সাধু মহাজনের অনুগত হইয়া চলিতে হইবে। একমাত্র অক্ষজ পুরুষে হৃদয়ে বিবর্ত ... লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ বৈকুণ্ঠজন ব্যতীত কেহ না অধোক্ষজজ্ঞানের আলোক-সম্পত্তি লাভ করিবেন। মানব, যখ জ্ঞানের সর্বোচ্চ অঙ্গ ক্ষণ বিষয়ের নিত্যপ্রতীতি লাভ করিতে চাও, কালবিলম্ব না করিয়া তাদৃশ বিদ্বান অনুসন্ধান পূর্বক শরণাগত হও। না অনন্তকাল মায়ার অন্ধকূপমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ত্রিতাপদোষে অনিবার্য হইয়া পড়িবে। বিষম-সঙ্কুল জ্ঞান-সাগরে কেবল অন্ধকূপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় এবং তাহা নিত্য মহাজনের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিদ্বৎপ্রতীতি দ্বারা সুলভ হইয়া থাকে। অপর কোন উপায় নাই। অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ ও সত্বর নির্ধারিত মার্গ আশ্রয় একান্ত আবশ্যক।

কাল বৈশাখী

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভাক্তার ভাক্তশাস্ত্রী)

আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। মেঘের ঘন ঘন গর্জন, বিদ্যুতের রেখা ও অশনি পতন। শিলাবৃষ্টি সহ সন্ সন্ শব্দে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত। এমন সঙ্কট সময়ে আমরা সকলেই ত্রাহি ত্রাহি স্বরে প্রাণটা হাতে লইয়া কোন প্রকার কায়-ক্লেশে এ কাল-বৈশাখীটা শান্ত হওয়ার প্রতীক্ষায় আছি।

অবশ্য বৈশাখের বাহিরে, প্রকৃতি দেবীও শান্ত ভাব অবলম্বন করিবেন, আমরাও আবার সকলেই কিছুটা নিশ্চিন্ত ভাব ধারণ করিব, এ সকল বিষয়ে বেশী কোন অভাব অনুযোগ ঘটিবে না।

আমরা মানব, দেব জগতে সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রাণী; প্রকৃত দেবীর সর্বোত্তম সন্তান। ভবসিন্ধুর পর পারে বিচরণ করিবার যোগ্যতাও আমাদিগের আছে। কিন্তু আমাদিগের হৃদয় বন্দরে সেই মায়ার প্রবেশ-পথ ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত-বাত আনীত নানাবিধ আবর্জনায় পরিপূর্ণ। এমন কি বাণিজ্য যাবতীয় ধন প্রাণ ও

কর্ণধারগণ সাগরে ঘাওয়ার প্রস্তুতি অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাই আমরা ইহ জগতের প্রত্যক্ষবাদ অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যতীত আরও কিছু আছে বলিয়া দেখিতে পাই না, বিশ্বাস করিতে পারি না। অনন্ত মুক্তজীবের পথ নিরাশ্রয়।

এই কলিকালে ধর্মাকাশ চির কাল ই ঘনঘটাচ্ছন্ন থাকিয়া সত্য সূর্য দর্শনে আমাদিগের দৃষ্টি পথিকে বাধা প্রদান করিতেছে। আমরা প্রত্যক্ষবাদিগণ এই কারণেই সত্যের অস্তিত্ব থাকার কথা না ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষণে যত্নশীল হই না।

সম্প্রতি আমাদিগের পরম সৌভাগ্য, এমন দুর্যোগে, এমন জীবন-সঙ্কটাবস্থার যুগাচার্য্যের শ্রীল প্রভুপাদ অকূল বাত্যাপ্রবাহে ধর্মাকাশ মেঘনির্মুক্ত করিয়া শ্রীনাম-কীর্তন-বর্ষা-ধারায় প্রবল প্রেম-বন্যা-স্রোতে যাবতীয় জগজ্জনকে ভাসাইয়া দিয়া সত্য জগতের রাস্তাটি উন্মুক্ত করিয়াছেন।

এখন আর অপধর্ম, উপধর্ম, ছলধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপাদি বোকাবাহারণ কৈতবসমূহ ধর্মরাজ্যে প্রবল রূপে আর কালও তিষ্ঠিতে পারে না। এখন আর সরল প্রাণ লোকদিগকে কপটি বঞ্চকগণ কোটি কোটিবাজী বা বুজরুকি দ্বারা প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এখন আর ধর্মের নামে ব্যভিচার বা অধর্ম জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এখন আর জগৎ অন্ধ বিশ্বাস বা প্রত্যক্ষবাদের উপর নির্ভর করিয়া কুধর্মানিকের আনুগত্যে নিজের জীবনকে বলি দেন না। এখন বাস্তবিক সুধর্মনিষ্ঠগণের প্রদর্শিত মার্গে, সকলেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার সহজ ও সুগম উপায় পাইয়া প্রাণে একটা সাড়া পাইতেছেন।

যে ধর্মহীন জীবন যাপন দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ দুর্বিপাক কাল-বৈশাখী হইতেও

হইতেছিলাম, সেই ভীষণতম অবস্থার মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী হস্তে বাহু প্রসারণ করিয়া আশ্বাস দিলেন—যুগাচার্য্য ও তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণীর দূত ত্রিদণ্ড শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। তাঁহার কৃপা ভিন্ন ধর্মাকাশের কাল-বৈশাখী হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কোথায়?

জগদীশক্ষেত্র

বিজয়ধাম হইতে সাগরতীর পর্যন্ত স্থান শ্রীশ্রীজগদীশ ক্ষেত্র বা জগন্নাথ ক্ষেত্র বলিয়া সর্বত্র পরিচিত। এই ক্ষেত্রে নিত্যকাল অপ্রাকৃত লোকের নিবাসিত বলিয়া ইহা 'শ্রীক্ষেত্র' বলিয়াও খ্যাত। পুরু-

যোত্তম শ্রীভগবান্ এই স্থানে অবস্থান করেন বলিয়া ইহা পুরুষোত্তমক্ষেত্র নামেও অভিহিত। শ্রীশ্রীজগদীশ এই স্থানেই পর্যায়ক্রমে দশবিধ অবতার হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে লীলা করিয়াছিলেন বলিয়া এই ক্ষেত্র 'দশাবতারক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। জগন্নাথের পুরী বলিয়া 'জগন্নাথপুরী' বা (সর্বসাধারণের নিকট) শুধু 'পুরী' বলিয়া খ্যাত। এই শেষ নামেই জগদ্বাসী সকলে এই স্থানকে অভিহিত করিয়া থাকেন। ভৌগোলিক বিচারে 'পুরী' জগন্নাথ পুরীর অন্তর্গত একটী সহর মাত্র।

জগদীশ ক্ষেত্রের আকৃতি শঙ্খবৎ। ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম।

নীলাচল হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত পঁচক্রোশ শঙ্খমণ্ডল, মহানদী তীরস্থ ভুবনেশ্বর 'চক্রমণ্ডল', বৈতরণী তীরস্থ যাজপুর "গদা মণ্ডল" এবং চন্দ্রভাগাতীরস্থ অর্কক্ষেত্র "পদ্ম মণ্ডল" নামে খ্যাত।

শ্রীবিগ্রহ

শঙ্খক্ষেত্রে পাবন পীঠস্থানের বহুজীবগণের চিত্তবিমোচনার্থ (১) শিলাময়ী, (২) দারুময়ী, (৩) লৌহ সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) মৃন্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী ও (৮) মণিময়ী—এই অষ্ট প্রকার অর্চামূর্তিতে প্রভুকে বিরাজিত থাকেন। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং চিন্ময়। জগন্নাথদেব নীলাচলে বলরাম ও সুভদ্রার সহিত দারুময় শ্রীবিগ্রহরূপে অবস্থিত।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভাক্তশাস্ত্রী প্রভু চকদিঘা (পোঃ বাসুদেবপুর, জেলা মেদিনীপুর) শ্রীভাগবতজনানন্দমঠের বার্ষিক উৎসব সমাধা করিয়া কয়েকজন ভক্তসমভিব্যাহারে অমরসী, বালপাড় (সবং পোঃ), বাজিতপুর, নারায়ণপুর, শ্রীরামপুর বা পুরুষ অমরসী, মুকুন্দপুর প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। অমরসী নিবাসী শ্রীযুক্ত গোলোক কর ও মুরারিমোহন কর, নারায়ণপুর বাজিতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন নারায়ণ দাস, বালপাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সামন্ত, শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মুরলীধর পাল মহাশয়গণ প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ ভক্তগণে মহাপ্রভুর কথা প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ব্রহ্মচারী ত্রৈলোক্যনাথ প্রভু মধুর কীর্তন দ্বারা সকলেই প্রীতিলাভ করিতেছেন।

নানা কথা

তারের সংবাদ

৭.৪।৩০

পুরী—ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ, মাননীয় শাসনকর্তা মিঃ এচ্. কলিন্‌স্ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া গত কল্য তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন শিক্ষা, সভ্য, সনাতন প্রেমধর্ম্ম এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর 'সকল প্রচার হইবে মোর নাম'—এই মনোভীষ্ট সম্পাদন হেতু [illegible] এবং ভারতের বাহিরে [illegible] প্রচার-বিষয় অতি সরলভাবে [illegible] করেন।

অত্র মঠ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম মহোদয় মিঃ কলিন্‌স্ সাহেবকে ভগবদ্ ভক্তগণ যে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় অতি প্রফুল্লান্তঃকরণে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের চরিত্র উল্লেখ দ্বারা বিশেষরূপে বর্ণন করেন। ধর্ম্মপ্রাণ মিঃ কলিন্স মহোদয় এই সমস্ত কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছেন।

সভা

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় স্থানীয় মিশনারি-দিগের মধ্যে ফাদার [illegible] সাহেব বক্তৃতা করেন। সহরের প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভায় শ্রীযুক্ত গান্ধি মহাশয়ের গুণ-কীর্ত্তন হয় এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

কলিকাতার হরতাল

কলিকাতায় পূর্ণ হরতাল হইয়াছে। চারিদিকে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

নবদ্বীপে চারিদিন ব্যাপী হরতাল চলিতেছে। কোন দোকান খোলা নাই। গাড়ী চলে না।

নবদ্বীপের যোগীবিগণ পর্য্যন্ত পিকেটিং করিতেছেন। অনেক মদের দোকান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। মদ বিক্রয় প্রায় বন্ধ।

রাণাঘাটে পূর্ণ হরতাল হইয়াছে।

নদীয়ার কোথাও শান্তি ভঙ্গের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

নদীয়া জেলার বাবুলপুকুর গ্রামে ৭ই মে হইতে ৩ দিন বিরাট্ উৎসব হইয়াছে। বিদেশী বস্ত্রাদি বর্জ্জন সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছে।

লণ্ডনে যত অধিবাসী, ট্রাম এবং মাটির নীচে রেল আছে তত আর কোথাও নাই গড়ে প্রতি বৎসরে দেড় শত কোটি লোক বাসে চড়ে, সহরতলীর রেলে পঞ্চাশ কোটি, মাটির নীচের রেলে একত্রিশ কোটি এবং ট্রামে একশত কোটি লোক চড়ে। গ্রেট বৃটেনে প্রায় সাত শত রেল ষ্টেশন আছে।

লণ্ডন কাউন্টিতে ২২১৭ মাইল রাস্তা আছে। ৩৫৩ মাইল ট্রাম রাস্তা আছে।

গত বৎসরে যে সমস্ত বিষয়ে সব চেয়ে বেশী কথাবার্ত্তা হয়, তাহার মধ্যে এই কয়টী প্রধান বলিয়া গণ্য হয়—গান্ধী-জোসেফ সহিত কলে কথা, বুদ্ধ সন্ন্যাসীর উপবাস, বিলাতের ক্রয়ডন হইতে করাচী পর্য্যন্ত বিমান পথে যাত্রা; অথচ ঐ সমস্ত বিষয় আর কাহারও বোধ হয় মনেই নাই। আগস্তিক কথায় ইহাই বিশেষত্ব। ইহার আয়ু মাত্র দুই দিনের।

কলিকাতা সংবাদ

কলিকাতায় পূর্ণ হরতাল হইয়া গিয়াছে। মিঃ গান্ধির গ্রেপ্তারের সংবাদ পৌছিবামাত্র কাতারে কাতারে সৈন্যদল, পুলিশের দল, মেশিন গান্ প্রভৃতি রাস্তায় রাস্তায় সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সমস্ত দোকান পাট বন্ধ হয় এবং গাড়ী চলাচল স্থগিত থাকে। নানা বিভীষিকা পূর্ণ সংবাদ বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে কাগজে লেখা এবং ছাপা দেখা যাইতে লাগিল। যেখানে যাওয়া যায় সেখানেই গোলমাল এবং চাঞ্চল্য অনুভূত হয়।

মেদিনীপুর সংবাদ

মেদিনীপুর জেলায় নদীয়া অপেক্ষা উত্তাপ কম। সেখানেও বৃষ্টি নাই, তবে ঝড় খুব বেশী। রাত্রিতে শীত অনুভূত হয়।

মেদিনীপুর জেলায় বৃষ্টির অভাবে চাষ আরম্ভ হইতেছে না। নদীয়া জেলায় ঐ কারণে আউস ধান্য প্রভৃতি ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

খাল খনন

রাজনা গাড়ী খাল খনন করিয়া গভীর করিয়া বিল সকল এবং চৈতন্যনদীর জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হইবে না কারণ স্থানীয় লোকেরা এসম্বন্ধে কোন রূপ অর্থ সাহায্য করিবেন। এসম্বন্ধে নদীয়ার কালেক্টার বাহাদুর জেলা বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে লিখিয়াছেন। কিন্তু জেলাবোর্ড জনসাধারণের সাহায্য না পাইলে কিছু করিতে পারিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

রাস্তা

হরিনারায়ণপুর হইতে বংশীতলা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করা আবশ্যক। এজন্য কুষ্টিয়া লোকাল বোর্ডের চেয়ার ম্যান বাহাদুর জেলাবোর্ডকে লিখিয়াছেন স্থির হইয়াছে যে, হরিনারায়ণপুর ইউনিয়ন ৫০০ টাকা জমা দিলে রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য জমী ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইবে।

নাম পরিবর্ত্তন

কুষ্টিয়া সাবডিভিসনের অন্তর্গত খোক-পুর খেয়াঘাটের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া দৌলতপুর কামারডাঙ্গা নাম হইল। এবং পদ্মা নদীর চারকুমারিয়া খেয়াঘাটের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া ভাঙ্গোর চরিপুর খেয়াঘাট নাম হইল।

রাণাঘাটে গ্রেপ্তার

রাণাঘাটে নানারূপ অশান্তি চলিতেছে। এক দলের সহিত পুলিশের সঙ্ঘর্ষ হয়। পুলিশ বাইশ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া সহরে আনিয়াছে।

জলাভাব

কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশন বাহাদুরপুরে এবং তারকটিয় মায়াকোল গ্রামে অত্যন্ত জলাভাব, এই দুইস্থানে অন্ততঃ একটী করিয়া টিউবওয়েল বসান বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে মায়াকোল গ্রামের জলাভাবের কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা করেন নাই। সম্প্রতি নদীয়া প্রকাশের প্রতিনিধি স্বরূপে শ্রীযুক্ত বাবু নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় স্থানীয় লোকের বিশেষ অনুরোধে ঐ সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, স্থানীয় জলাশয়সমূহ একেবারে শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। টিউবওয়েলের ব্যবস্থা না হইলে শীঘ্র কলেরা প্রভৃতি আরম্ভ হইবে।

পরের সংবাদ

প্রকাশ রাণাঘাটে পুলিশ দুইজন লোককে ধরিয়া থানায় আনে। অনেক লোক যাইয়া থানায় আক্রমণকারীকে অভিযোগ করেন সেই দুই জন বালককে যেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পুলিশ সে কথায় কর্ণপাত না করায় লোকে জোর করিয়া আসামী ছিনাইয়া লয়। একজন লোক একজন দারোগাকে মাথায় এক ঘুঁষ মারে এবং অপর একজন লোক দারোগা বাবুর মাথায় ইটের টুকরা মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দেয়; ফলে দারোগা বাবুকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হয়। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে নদীয়া জেলায় সামান্য বৃষ্টি এবং ঝড় হইয়াছিল। বুধবার প্রাতঃকালেও মেঘ করিয়াছিল তবে ঝড় ছিল না। সন্ধ্যা হইতে প্রায় দশটা যাবৎ খুব ঝড় হয় জল খুব সামান্য হয় চাষ আবাদ কিছু কিছু চলিতেছে বটে, কিন্তু আরও কিছু বৃষ্টি হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

ইন্‌সলভেন্সীর নোটীশ

জেলা নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত

(১)

ইন্‌সলভেন্সী মোঃ নং ৯।৩০

দরখাস্তকারী—পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় পিতা শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ও পোঃ দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া জাতি ব্রাহ্মণ পেশা মুক্তিয়ারী

যেহেতু উপরোক্ত দরখাস্তকারী দেউলিয়া হইবার জন্য এই কোর্টে আবেদন করিয়াছে এবং তাহা শ্রবণের জন্য ২৪শে মে দিন ধার্য্য আছে, অতএব এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত ধার্য্য দিবসে এই কোর্টে দর্শাইবে।

(২)

ইন্‌সলভেন্সী মোঃ নং ১০।৩০

দরখাস্তকারী শ্রীনজরালি মণ্ডল পিতা মৃত চাঁদ মণ্ডল সাং ভুলুয়িয়া থানা জীবনগর জেলা নদীয়া জাতি মুসলমান পেশা মজুর গিরি।

যেহেতু উপরোক্ত দরখাস্তকারী দেউলিয়া হইবার জন্য এই কোর্টে দরখাস্ত করিয়াছে এবং তাহা শ্রবণের জন্য ৭ই জুন দিন ধার্য্য আছে।

অতএব এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই কোর্টে উক্ত ধার্য্য দিবসে দর্শাইবে।

দৈশিক সাময়িক-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

গ্রন্থ-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিষয়বিবৃত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সমস্ত সংস্কৃত বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা – ১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? দেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-বর্ণিত। এক নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রেশম-বাঁধাই উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। তথা চাহ: শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

গীতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ⁄০ আনা

যে সকল গীত আনন্দপ্রদ হইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন অন্তরের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ছাড়য়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄০, নবদ্বীপশতক— ⁄০

অর্থপঞ্চক— ⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ⁄১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পক; যদি অলোকেরে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাময়িকোষ কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷০

৫। ভজনরহস্য ৸০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲

" " আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০

৯। মুক্তাফলটীকা ভগবৎসন্দর্ভঃ সানুবাদ (মাসিক) ২৲

১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (গ্রামাপুরীর) ৷০

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০

১৫। দীপ-বিনোদন ৶০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০

১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৶০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। শ্রী'কল্যাণ (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চন-কণ ৶০

২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৶০

২৭। সংস্কার দীপিকা ৷০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০

৩১। মাধ্যমশরী সানুবাদ ৷০

৩২। গোবর্দ্ধনোদিতঃ ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

বিবিধ সংবাদ

স্যার জর্জ রেনি

ইণ্ডিয়া গেজেটের বহ্নাগারে প্রকাশ যে, স্যার জর্জ রেনি বড়লাট বাহাদুরের (এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের) শাসন-পরিষদের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

রায় বাহাদুর ডঃ মাধবনারায়ণ পুনরায় দুই বৎসরের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

রাজপরিণয়

বিকানীরের রাজকুমারীর সহিত কোটারেটের ভাবী মহারাজের পরিণয় গত ১০ই মে তারিখে খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

চট্টগ্রামে খুন

গত ৩০শে মে চট্টগ্রাম হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে, ঐ দিন শেষ রাত্রে চট্টগ্রাম হইতে ৬ মাইল দূরে পাহাড়তলী নামক রেলওয়ে সহরে কারখানার নিকট আসাম বেঙ্গল রেলের মিঃ ক, এ, প্রাউন নামক এক জন ইঞ্জিনিয়ারকে দেখিয়া সেখানকার জনৈক পাহারাওয়ালা দূর হইতে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু মিঃ প্রাউন কোন জবাব না দিয়া একটী টেলফর ঠিক লাইট জর্জর দিকে ধরে। তখন জনৈক তাহাকে একগাদিতে হত্যা করে।

সাইমন রিপোর্ট

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে বিলাতে সাইমন কমিশন এই মর্ম্মে একটী বক্তাতার দাবী করিয়াছেন যে রিপোর্টের অধিকাংশই প্রেসে দেওয়া হইয়াছে এবং শেষ সংশোধনও করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট লিখিতে অনেক জটিল এবং গুরুতর সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে এবং সেন্ট্রাল বাদে ভারতীয় কমিটীর সহিত একযোগে বৈঠক করিয়া তবে রিপোর্ট লিখিতে হইয়াছে। রিপোর্ট দাখিল হইবার পর উপযুক্ত সংখ্যক পুস্তক ছাপাইতে এত দেরী হইতে পারে, তাহা ভারত-সচিব পার্লামেন্টে প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতার বাজার দর

গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ— বাৎসরিক ৩৷৷০ টাকা শতকরা সুদের কাগজ—৬৯৲

গত সপ্তাহের ঐ কাগজের দর ছিল ৬৪৷৷৵০ (এ সপ্তাহের মত কম দর অনেক দিনের মধ্যে দেখা যায় নি। বোম্বাই অঞ্চলে সোনার ব্যাপারীদের প্ররোচনায় অনেকে কাগজ বিক্রয় করিয়া সোনা কিনিতেছেন। সম্ভবতঃ সেজন্য দর কমিতে পারে)

		গতসপ্তাহ	বর্তমানসপ্তাহ
১৯৪৪ ৫৫ রেলওয়ে কাগজ		১০১৲	১০০৷৷০
১৯৬০-৭০	„	৭৭৵০	৭৬৷৷৵০
১৯২৯-৩৭	„	৯৫৷৷০	৯৫৵০
১৯৩৩-৩৪	„	৯৬৷৷০	৯৬৲

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লশূল, বহুমূত্র, মাথাধরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিকারে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাধারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"ব্রহ্মণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের খারাপ তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন, আর্সেনিক এবং স্ট্রীকনিন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেক্‌শনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেক্‌শনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ খঃ ৷৵০ ডাক বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২৯১ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা

কলিকাতা করপোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন, পোর্টট্রাষ্ট এবং পাটকলের মত শেয়ারের "ডিবেঞ্চার" খরিদ দরে বিশেষ পরিবর্তন নাই এবং বিক্রয়ও নাই। বেশ বড় বড় ব্যাঙ্কের শেয়ারেরও ঐ অবস্থা। কয়লার শেয়ার বেশ বিক্রয় হইতেছে, তবে দরের কোন পরিবর্তন বিশেষ নাই। কাগজ কলের শেয়ার কিছু কিছু বিক্রয় হইতেছে। চায়ের শেয়ার একদম বিক্রী নাই।

বিলাতী হুণ্ডী

লণ্ডনে খরিদ ৩ মাস টাকার ১ শিলিং ৫৵ পেনি		
„ বিক্রয়	১	৫৵১০ „
আমেরিকায় ১০০ ডলার - ২৭৭৷৷০ টাকা		
জাপানে ১০০ ইয়েন - ১৩৭ টাকা		
ফ্রান্সে ১০০ টাকায় ৯১০ ফ্রাঙ্ক		

সোনারূপা

ইংলিশ প্রতি ভরি	২২/০
কলিকাতা মিন্টের	২৩৵৫
সোনার পাত	২১৷৷৵০
রৌপ্য ১০০ ভরি	৫৬৷৵০
চুক্তি „	৫৬৷৵০

পাট

নৈহাটী নগদ পাকা গাঁট ৪০০ হইতে ৫০			
আগামী বিক্রী	..	..	৫৯৲

টীন করোগেট

কলিকাতার তৈয়ারী ২২ গেজী ১২ ৩ হন্দর		
...	২৪	১১৷৷৵০
...	২৬	১২৵০

দেশী কাপড়

শ্রীরামপুর মিল—(শ্রীরামপুর)

২০৬০নং ধুতি ৪৪ × ১০ প্রমাণ প্রতি জোড়া

৬৪২০নং শাড়ী

মোহিনী মিল, আমেদাবাদ।

২২৮১নং ধুতি

৫১০০০নং শাড়ী

বঙ্গলক্ষ্মী মিল (শ্রীরামপুর)

২০২৫নং ধুতি	২৷৷০
৯২২নং শাড়ী	৩/০

মোহিনী মিল (কুষ্টিয়া)

৭৫নং ধুতি	২৷৵

৪২০নং শাড়ী

ঢাকেশ্বরী মিল (নারায়ণগঞ্জ)

২৮৯নং ধুতি

[illegible]

[illegible] মিল (আমেদাবাদ)

[illegible] ধুতি [illegible]

৫১০০ শাড়ী ঐ ঐ ঐ ২৫

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শন-বাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কৃতকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ [illegible] (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র [illegible]।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরি[illegible]

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ভিঃপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে এন্টিক-পেপারের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্‌, এ, এফ্‌, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত সুপ্রসিদ্ধ উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাদেশিক সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, রাজা-মহারাজ, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, বি, এস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য ৪৪৪ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে বৈশাখ সোমবার ১৩৩৭ ১২ই মে ১৯৩০

তারের সংবাদ

এলাহাবাদ—স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন। এডভোকেট ভরিমোহন দাস ও ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ গত রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে আসিয়াছিলেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ এবং মহিলাগণ সকলেই শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের প্রচারে অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

অনারেবল স্যার ফাজিল হোসেন দিল্লী ইউনিভারসিটির প্রো-চ্যানসেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

দেশবন্ধু সেনগুপ্ত মহাশয় এখন অত্যন্ত রাজবন্দী রূপে আছেন।

"রেলওয়ে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের চেষ্টায় নদীয়া জেলার রাণাঘাট ষ্টেশনের হাজতের নিযুক্তি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গান্ধী এক্ষণে ইয়েরাভাদা জেলে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

তায়েবজি শ্রীযুক্ত গান্ধীর সত্বর কার্য্যে পরিণত করিব বলিয়া শাসাইয়াছেন।

দিল্লীর উচ্ছৃঙ্খল জনসংঘের উপর পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল। ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৫০ জনের উপর জখম হইয়াছে। সহরে হরতাল চলিতেছে

কৃষ্ণনগরে ২২জন গ্রেপ্তার

ভোট যুদ্ধের সৈন্য তালিকা

টাউনহলে বিরাট সভা

ভদ্র মহিলাগণের যোগদান

ব্রহ্মে ভীষণ ভূমিকম্প

হাওড়া পুলিশের গুলিবর্ষণ

গান্ধিস্থানে তায়বজী নেতা

বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক নহে

অতীন্দ্রিয় বাণী

শ্রীপুরুষোত্তমে ভক্ত সম্মিলন

জগদীশ ক্ষেত্র

ভক্তি ধর্ম্মের প্রচার

চট্টগ্রামের অপর পার্শ্বে বিদ্রোহী দলের সহিত পুলিশের সংঘর্ষের ফলে ৪ জন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে।

বোম্বে—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বাধীনে গত ৭ই মে তারিখে শোভাযাত্রা করিয়া মিঃ প্যাটেলের অভ্যর্থনা করা হইয়াছে।

বিরাট—শ্রীমদ্ ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ মীরাটে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

ঢাকা—"ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বঙ্গের এই অঞ্চলে মহা উৎসাহের সহিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। চতুর্দ্দিকের সমস্ত লোকেই তাঁহাদের প্রচারিত বিষয় বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিতেছেন।

স্থানীয় জনসাধারণ কমলাপুরে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

প্যাটেল-সংবাদ

গত মঙ্গলবারে মিঃ প্যাটেল কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নাগপুর অভিমুখে গমন করিয়াছেন অদ্য দিল্লী শুনা যাইতেছে এ মিঃ প্যাটেল এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ... [illegible] ... সংবাদ সত্য নহে।

... [illegible] ... মিঃ [illegible] সৈন্যকে সেখানে আনা হইয়াছে।

বদ্ধজীব—কর্ম্মফলাধীন ভোগী।
কর্ম্মফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামই প্রাপ্য।
বদ্ধজীব—জ্ঞানাধীন ত্যাগী।

ফলত্যাগে মুক্তিই জ্ঞানীর প্রাপ্য।
কৃষ্ণ কর্ম্ম বা জ্ঞানের অধীন নহেন।
ভক্তিপথ মায়াধীন নহে।

ভুক্তি মুক্তি মায়ার সেবনই অমঙ্গল-প্রসূ
গৌরধামাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি হয়।
অন্যত্র প্রাকৃত-রাজ্যে শুদ্ধভক্তি নাই

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী... প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

... মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় দ্বাদশস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

সমস্ত খণ্ড ... নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ৩৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ৩০৸৵। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ... ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৬৫ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের স্বল্প সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়া যিনি ...

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত ... ঘোষ—... রোড, খুলনা।

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ...—দেওয়ানগঞ্জ, ...বাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায়—১৮।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।

৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস ... কানপুর।

৫ ... কুঞ্জবিহারী ... —স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

৬। ...বিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ ... দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। ... রোড, চাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রী... এম, এস, ...।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸৹
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড, কলিকাতা

। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—... বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

৪। শ্রীগদাধরমঠ,—আমলাজোড়া, ...পোঃ, বর্দ্ধমান।

৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—...কোণা, ... পোঃ, মালদহ।

৬। শ্রী...গৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ...পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ ... রোড, ...

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাজারের সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অজ্ঞতা না ভজে কৃষ্ণ দুষ্ট ... বদ করে ... সেই ... পাপে ডুব ...

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

অতীন্দ্রিয়বাণী

তত্ত্বেক্ষিত

যাঁরা শ্রীভগবানের বিরুদ্ধ ও স্বতন্ত্র [illegible] সময় কোন জীব ভগবৎ-সেবা বর্জিত করিয়া দেয়, ভগবদ্দাসী মায়া তাহাকে সংশোধিত [illegible] বারা আচ্ছন্ন করেন ও তাহাকে স্বতন্ত্র আপাত মনোহর নশ্বর বস্তুর প্রতি সুখের আশায় উন্মত্ত [illegible] করাইতে থাকেন। সুখের আশাটী হৃদয়ে পোষণকরতঃ সেই জীব যতই ভোগ্য বস্তু সংগ্রহের জন্য যত্ন করিতে থাকে, সে ততই ত্রিতাপে দগ্ধ হয়। এইরূপভাবে ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে থাকায় যে সময় নিজের আসিয়া তাহার হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তৎকালে উক্ত ভগবদ্দাসীরূপ মায়া যোগমায়া স্বরূপে তাহাকে কৃপা করে ও সাধু-সঙ্গদ্বারে তাহাকে জানাইয়া দেন-যে পৃথিবীতে [illegible] জীবন্ত, [illegible], সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের বিরাজমান আছেন তদ্বস্তু পদার্থের দর্শনে ত্রিতাপ-গ্রস্ত ভোগবুদ্ধির পরিবর্ত্তে [illegible] সেবা বা পূজাবুদ্ধি ফুটিয়া উঠে এবং যখ দুর্বি [illegible] [illegible]

আমি [illegible] তুমি এখন [illegible] [illegible] অবলোকন করিতে [illegible]

[illegible] ভোগ্য ও পূজ্যরূপে প্রতীয়মান উভয়বিধ পদার্থই আছে [illegible] সহজে যায় না। তাই ভক্তপ্রবর শ্রীকুলশেখর বামজী বলিয়াছেন—"সকল পদার্থ এ জগমাঝি। [illegible] পাওত নাহি। সংসারের মায়া-প্রতিবন্ধ যারা ভোগবুদ্ধি যখন কিছু খর্ব হয় ও হৃদয় কিছু পরিমাণে নির্মল হইয়া পড়ে, তখন সাধুসঙ্গ হইবার এবং পূজ্যভাবে প্রকাশিত বস্তুগুলির প্রতি দৃষ্টিপাতের সুযোগ উপস্থিত হয়। পরম কারুণিক ও জীবৈকবন্ধু শ্রীভগবান্ সেবা-বিমুখ অজ্ঞ জীবদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বীয় শক্তিদ্বারা তাহাদিগের নয়নগোচর হইবার জন্য এই পৃথিবীতে উপরি উক্ত পূজ্যভাবোদ্দীপক [illegible] সেই সমুদয় পবিত্র পদার্থের প্রতি অজ্ঞ জীবের দৃষ্টি আকর্ষণের বন্দোবস্ত না করিলে [illegible] হৃদয়েই ঘুচিতে পারিত না। এরূপ সুব্যবস্থা-সত্ত্বেও যাহারা এখনও ভোগবুদ্ধিকে অপসারিত করিতে পারিতেছে না, তাহারা যে অত্যন্ত অপরাধী তাহা কে না স্বীকার করিবে? ভগবদ্-নিয়মকে তাহারাও অতিক্রম করিতে পারিবে না। কোন না কোন সময়ে তাহাদেরও পূজাবুদ্ধি [illegible] হইতে হইবে এবং অবশেষে যখন বুঝিবে যে ভোগ-পথে শান্তি সুখ নাই, তখনই বিমল সুধা[illegible] [illegible] এবং ভগবৎ[illegible] সেবা না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্যক্‌ভাবে [illegible]

বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক নহে

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible])

বস্তুর নিজ স্বভাবকে ধর্ম্ম বলে। [illegible] প্রধান করে, অতএব তাহারা ও [illegible] নিত্যধর্ম্ম না হয়। কিন্তু [illegible] না অতিরিক্ত [illegible] বা [illegible] এবং বাহ্য ও কঠিন আকার প্রাপ্ত হয়। [illegible]

[illegible]—নিত্যধর্ম্ম অবস্থিত হওয়ায়, [illegible] [illegible] এক সময়ের মধ্যেই। কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু [illegible] বিচারদোষে নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে [illegible] জ্ঞান করিয়া যখন আত্মঘাত দোষের ভাব, [illegible] ঘটে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে নানাবিধ হওয়ায় আমা[illegible] কোন কোন উৎপাদন করিয়া বস্তু নানাকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল। [illegible] মূল করি। [illegible] এই [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] বাধ্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত নহে।

যিনি বিশ্বে ব্যাপকভাবে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু। এই বিষ্ণুই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ স্বীয় শক্তি বিভাগক্রমে সৃজন করিয়া তাহাদের অন্তর্যামী আছেন; বিষ্ণুর পর-ও অপরা নামক দুইটী শক্তির কথা শ্রীমুখে উল্লিখিত হইয়াছে যথা—ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

শ্রীভগবান অর্জ্জুনের উপদেশচ্ছলে জগতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দিতেছেন—আমার নিম্ন অপর-প্রকৃতি অষ্টধা বিভক্ত আছে (১) পৃথিবী, মায়া, [illegible] বা বিকৃত শক্তি। এই শক্তি সকল অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি। তাহাতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার নামক এই অষ্টপ্রকার আছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাত্মক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার বহিরঙ্গ [illegible] (২) এতদ্ব্যতীত আমার একটী চৈতন্যরূপ জীবভূতা শক্তি [illegible] আছে। সেই জীবশক্তি [illegible] লোকসমূহের [illegible] জীবভূত [illegible] [illegible] আমার [illegible] অপরা [illegible] গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ [illegible] জীবের [illegible] তাহাদের [illegible] এই প্রকার [illegible] [illegible] [illegible]

এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অত্যন্ত আত্মার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মাকেই [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইতেছে [illegible] [illegible] বিভাজনের [illegible] হইতে পারে। কি ভগবান জীবের [illegible] [illegible] আত্মার সহিত যুক্ত করিয়াছেন

শ্রীপুরুষোত্তমে ভক্ত-সম্মেলন

[illegible] চৈতন্যভক্তগণ [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগমন করিয়া [illegible] আচার্য্য ভাবায় উপস্থিত হয়েন। [illegible] দিন শ্রীশ্রীভগবানের [illegible]। [illegible] সময় শ্রীমহাপ্রভু [illegible] গোবিন্দ [illegible] উপস্থিত হয়েন, সেই [illegible] হইতে যান, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। চৈতন্য [illegible] এই [illegible] বিলম্ব এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, এই অপূর্ব্ব সম্মিলনে—[illegible] [illegible]। [illegible] চৈতন্য [illegible]। [illegible] কি হইল আনন্দ। [illegible] সুবিমল। [illegible] আনন্দ অন্ত নাই। [illegible] [illegible]।

শ্রীজগন্নাথদেবের নৌ-বিহার

[illegible] ও শ্রীগোবিন্দ নৌবিহারে [illegible] করিলেন। [illegible] চাবর ব্যজন সেবা করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশীয় [illegible] (চতুর্থ পৃষ্ঠায় [illegible] দ্রষ্টব্য)

[illegible] জীবগণের কর্ম্ম [illegible] সৃষ্টি করে। অতএব এই কথা [illegible] শুদ্ধভাবে [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীব[illegible], যেহেতু নিত্য বৈধ [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] বৈষ্ণবদের আলোচনা [illegible] পাই—এই [illegible] সর্ব্বত্র [illegible] [illegible] [illegible] (১) বৃক্ষ, তৃণ ও গুল্মাদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈধ পরিচয় [illegible] (২) পশু, পক্ষী, [illegible], কীট, পতঙ্গাদি [illegible] জীবের আহার [illegible]

(চতুর্থ পৃষ্ঠার [illegible])

জগদীশক্ষেত্র-

মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণ পাঠে আমরা অবগত হই যে, জগদীশ-ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রমণ্ডলে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ—যে কোন প্রকার প্রাণীর মৃত্যু হইলে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে, জীবের ভববন্ধন-বিমোচনের নিমিত্ত পুরুষোত্তম অপেক্ষা প্রশস্ততর স্থান আর কোথাও নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার [illegible] নিকটে বলিয়াছেন—

সিন্ধু-তীরে বটমূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকালে সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু, কীট, কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।
ভুবনমঙ্গল করি কহে যে সে স্থান॥
নিদ্রায় যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥

(৩য় পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর)

পশুপক্ষি, কোষাদি দ্বারা চৈতন্যের পরিচয় তাহারা স্বয়ং উপলব্ধ করিতে পারে। কিন্তু তাহারা বিচারশক্তিদ্বারা তাহাদের অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধানে অসমর্থ। (৩) মানবজাতির বিচারবুদ্ধি প্রখর হইলেও তাহাদের চৈতন্যের বিকাশ তারতম্য অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্যজাতিগণ অনেকস্থলে নীতিশূন্যভাবে বিচরণ করে; আবার কুত্রাপি কতকগুলি নিয়মাদি প্রচলন দ্বারা পরস্পরকে অতিহিংসাবৃত্তি হইতে মুক্ত রাখে। ইহারা ক্রমে অনৈতিক ও নিরীশ্বর নৈতিকনামে মুকুলিতচেতন অবস্থায় থাকে। (৪) নীতির সাহত ঈশ্বরের অস্তিত্ব যখন স্বীকার করে তখন আবার কেহ কেহ বৈধমার্গে ভজন প্রণালী আবিষ্কার করিতে যত্নবান্ হয়। ইহাই সেশ্বর নৈতিক ও সাধন ভক্তগণের বিকচিত চেতন অবস্থা। (৫) যাহারা ঈশ্বর স্বরূপ ও আপনাদিগের স্বরূপ বিশেষরূপে অনুভব করিয়া পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, সেই ভক্তগণেরই পূর্ণবিকচিত চেতন অবস্থায় মনুষ্যত্ব পরিণত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

নিজ নামে স্থান মোর হেন বিলক্ষণ।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যম-দণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার॥

—চৈতন্যভাগবত

নিম্নলিখিতভাবে জগদীশের নিত্য-পূজা সম্পাদিত হয়।

১। তূর্য্যধ্বনি ও আরতি দ্বারা জাগরণ।

২। দন্তধাবন-জন্য কাষ্ঠ প্রদান।

৩। বস্ত্র-পরিধান।

৪। বাল্যভোগ—এই ভোগে ক্ষীর, নবনীত, দধি ও নারিকেল প্রদত্ত হয়।

৫। পূর্ব্বাহ্ন ভোগ—বেলা ১০টার বেহারা ও পাইক দ্বারা সম্পাদিত হয়।

৬। মধ্যাহ্ন ভোগ—ইহাতে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হয়। এই ভোগের পর আরাম; তৎপর বিশ্রামার্থ বেলা ৩টা পর্য্যন্ত দ্বার বন্ধ থাকে।

৭। ৪ টার পর নিদ্রাভঙ্গ ও জলপানি ভোগ।

৮। বৈকাল ভোগ—ইহাতে খাজা, গজা, মতিচুর, দধি প্রভৃতি প্রদত্ত হয়।

৯। বড় শৃঙ্গার বা নৈশ ভোগ—নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য সম্পাদিত হয়।

জগদীশের শৃঙ্গার বা বেশ

জগদীশ প্রত্যহ উষঃকালে মঙ্গলারতিক বেশ, অপরাহ্নে প্রহর বেশ, বিশেষ বাধা না থাকিলে আরাম বেশ, সন্ধ্যার পর বড়শৃঙ্গার বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বেহারাম, ঘরাট, জগন্নাথদেব ইচ্ছানুসারে বুদ্ধ, দামোদর, পার্ব্বতী, বামন, গণেশ প্রভৃতি বেশ ও পরিগ্রহ করেন।

জগদীশের উৎসব

জগন্নাথদেবের শ্রীঅর্থে তদীয় সেবকগণ প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত মহোৎসব সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

চন্দনযাত্রা

এই মহামহোৎসবটী অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ হইয়া ২২ দিন থাকে। এই সময় প্রত্যহ জগদীশের শ্রীঅঙ্গে দুই বেলা চন্দনলিপ্ত ও দুইবার অভিষিক্ত মার্জন করা হয়। এই সময় বিজয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বলরাম, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত শ্রীশ্রীমদনমোহন শ্রীমন্দির হইতে সুরম্য পাল্কীতে আসাসোটা চামর ও সেবকবৃন্দ সুসজ্জিত ছত্রী, অশ্ব, প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত এবং শঙ্খ, ভেরী, কাহাল, ঢাক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মধুর তালে মুখরিত দিগ্‌দিগন্ত কম্পমানকারী বিপুল হরিধ্বনির সহিত নরেন্দ্র সরোবরকূলে চন্দনযাত্রার নির্দিষ্ট গমন করিয়া থাকেন। লোকনাথ, মার্কণ্ডেশ্বর, কপোতেশ্বর, যমেশ্বর বটেশ্বর এই পঞ্চ শিব বিগ্রহ ও ৫টী দোলায় মদনমোহনের অনুগমন করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ ও মদনমোহনের গমনের সময় পথিমধ্যে অনেকবার তাঁহাদের ভোগরাগ সম্পন্ন হয়। নরেন্দ্রসরোবরে পৌঁছিয়া রামকৃষ্ণ ও মদনমোহন দুইটী সুসজ্জিত নৌকায় আরোহণ করেন; কিয়ৎকাল নৌকাবিহারের পর চন্দনসরোবরের (নরেন্দ্রসরোবরে) মধ্যস্থ শ্রীমন্দিরে গমন করেন। তথায় তাঁহাদের স্নান, সন্ধ্যারাত্রিক এবং ভোগরাগাদি সুসম্পন্ন হয়। তৎপর তাঁহারা শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। চন্দনযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীগৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ৩৯ সংখ্যার ৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৩য় পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর)

ভক্তভাবাঙ্গীকারকারী পরমদয়ালু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীজগদীশের সেই বিহারদর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, অতঃপর তিনি ও ভক্তগণসহ নরেন্দ্রজলে ঝম্প প্রদান করিলেন।

সভক্ত মহাপ্রভুর জলকেলি

ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার ব্রজের সপার্ষদ পরিকরসহ অভিন্নরূপ শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে সেই পরিকর সহ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর নরেন্দ্র সরোবরের জলে অবগাহনের নিমিত্ত অবতরণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে যমুনার জলে যে প্রকার ভাবে সখাগণসহ মণ্ডলী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জলক্রীড়া করিতেন, এক্ষণে স্বীয় ভক্ত বৈষ্ণববৃন্দের সহিত সেই প্রকারভাবে পরস্পর জল বর্ষণপূর্ব্বক জলকেলি আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ গৌড়দেশের কয়া নামক জলক্রীড়া হইল। সবেই বালকের প্রায় 'কয়া' 'কয়' বলিয়া জল হাততালি প্রদানপূর্ব্বক জলে বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন—

গোকুল শিশুভাব হৈল সবার।
প্রভুও হইলেন গোকুলেন্দ্র অবতার॥
বাহ্য নাহি কারো, সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে উঠয়েছে সবে যেন জল॥
অদ্বৈত চৈতন্য দুহে জল ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিল দুহে মহা কুতূহলী॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত মারেন জল যেন পরস্পর॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপুরী-গোসাঞী।
তিন জনে জলযুদ্ধ কারো হার নাই॥
বক্রে ভঙ্গে জলযুদ্ধ লাগে বার বার।
পরানন্দে দুই জনে করেন হুঙ্কার॥
দুই সখা বিদ্যানিধি স্বরূপ দামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর॥
শ্রীবাস, শ্রীরাম, হরিদাস বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস, গোপীনাথ, শ্রীচন্দ্রশেখর॥
এই মত অন্যোন্যে দেন সবে জল।
চৈতন্য-উল্লাসে সবে হইলা বিহ্বল॥

রুক্মিণী হরণ একাদশী

বৈশাখী শুক্লা একাদশী তিথিতে শরণাগতরক্ষক, ভক্ত বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীশ্রীমদনমোহন গুণ্ডিচাবাড়ীতে উদ্যান হইতে রুক্মিণীকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে হরণ করিয়া অক্ষয়বটমূলে বিবাহ করেন।

স্নানযাত্রা

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে স্নানবেদীর উপর শ্রীজগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে রোহিণীকুণ্ডের জলদ্বারা স্নান করান হয়। লক্ষ্মীদেবী এই স্নানের সময় চাউনিমণ্ডপ হইতে দর্শন করিয়া থাকেন। স্নানযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীগৌড়ীয় সপ্তমবর্ষ ৭২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই পুণ্যময়ী পূর্ণিমা তিথিতেই বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা

রথযাত্রা আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া এবং পুনর্যাত্রা একাদশীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ই জগন্নাথদেব রথারূঢ় হইয়া সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে দর্শন দিয়া ধন্য করেন তাই রথযাত্রার সময় যাত্রিসমাগম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে প্রবন্ধান্তরে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শয়ন একাদশী

এই উৎসবটী আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে অর্থাৎ পুনর্যাত্রা দিবসে অনুষ্ঠিত হয়।

ঝুলন যাত্রা

ইহা শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই পাঁচ দিন অনুষ্ঠিত হয়।

জন্মাষ্টমী—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত হয়।

পার্শ্বৈকাদশী—ভাদ্রশুক্লা একাদশীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় জগদীশের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হয়; এই দিনই "বামন জনম" নামক উৎসবটী ও সম্পাদিত হয়।

(৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

ভক্তিধর্ম্মের-প্রচার

(খুলনায়)

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ খুলনার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া খুলনাবাসীর অনাদিকাল ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ আবরণ খুলিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ দান করিতেছেন।

গত ৯ই বৈশাখ (১৩৩৭) মঙ্গলবার বাসিন্দা শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন দাসাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে পাঠ-ব্যাখ্যান করিয়া গৃহব্রত ও প্রকৃত গৃহস্থের

পার্থক্য জানাইয়াছেন। শুধু রৌদ্র বর্ষা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য গৃহ বাঁধিয়া বাস করিলে কিম্বা পৃথিবীরূপ গৃহ গ্রহণ করিয়া ভোগে আবদ্ধ থাকিলে গৃহস্থ হওয়া যায় না। যিনি সদ্গুরুর কৃপালাভ করিয়া ভক্তহৃদয়ে যেরূপ গৃহে "আমি সেবা কৃষ্ণদাস, আমার উপাস্য বস্তু কৃষ্ণ" এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নামসংকীর্তনে জীবন অতিবাহিত করেন তিনি সত্য সত্য গৃহস্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজখানকে লক্ষ করিয়া সমস্ত বিশ্ববাসীকে এই চরম উপদেশ করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী প্রায় একঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া, মহারাজের মুখে এইরূপ বহুসারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। সভাতে স্থানীয় বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্মী, জ্ঞানী, নর-নারী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ই বৈশাখ বুধবার পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ সাতবাড়িয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের ভবনে বহুক্ষণ পর্যন্ত মনুষ্য-জীবনের কর্তব্যসম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্তন করেন। বহু নর-নারী স্বামিজীর অমৃতপূর্ণ বাণী একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ যে মানব জীবনের একমাত্র কর্তব্য তাহা সম্যগ্রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন।

(৪র্থ পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের পর)

উত্থান একাদশী—কার্তিকী শুক্লা পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত; এই দিবস শ্রীহরি শয়ন হইতে উত্থিত হন।

রাসযাত্রা, কুমার পূর্ণিমা বা কোজাগর পূর্ণিমা—কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়।

নব-ন্যাস—অগ্রহায়ণ মাসে অরণ্য-ষষ্ঠী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়।

অভিষেক—পৌষ পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত। এই দিবস উত্তর পূজায় বেশ হয়।

মকর সংক্রান্তি—নূতন দ্রব্যের ভোগ দ্বারা এই উৎসবটী সম্পাদিত হয়।

দোলযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে এই তিথিতে যে প্রকার অসংখ্য লোকের সমাগম হয় সেই প্রকার শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথের দোলযাত্রা দর্শনের জন্য সহস্র সহস্র যাত্রীরা আগমন করিয়া থাকেন।

শ্রীরামনবমী—এই তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ রামবেশ ধারণপূর্বক পূজিত হন।

দমন ভঞ্জিকা—চৈত্র শুক্লা এই মহা-মহোৎসবটী জগন্নাথধামে অনুষ্ঠিত হয়।

নানা খবর

কৃষ্ণনগরে ২২ জন গ্রেপ্তার

গত ৮ই মে বৃহস্পতিবারের রাত্রিবেলায় গোয়াড়ী এবং কৃষ্ণনগরের ভীষণ অবস্থা হইয়াছিল। চারিদিকে লোক ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল এবং ঘন ঘন "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দিগন্ত মুখরিত করিল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, স্থানীয় বাইশ জন ভদ্রসন্তানকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইতেছে।

যে সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইতেছিল, রাস্তার লোক তাঁহাদিগের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

বেলা পাঁচটার পর হাইস্ট্রীট দিয়া এক বিরাট মিছিল বাহির হইল। বালক এবং যুবকবৃন্দ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে গান করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ভোটারের তালিকা

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচন-যুদ্ধের আবির্ভাবের সূচনা হইয়াছে। নির্বাচকগণের অর্থাৎ রেট-পেয়ারগণের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে যে, যাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত হয় নাই অথবা তালিকা সম্বন্ধে কোনও প্রকার আপত্তি আছে তাঁহারা যেন পনর দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান্ বাহাদুরকে ঐ বিষয় অবগত করান। গত ৮ই মে তারিখে বাদ্য-সহযোগে এই বিষয় প্রচারিত হয়।

টাউনহলে বিরাট্ সভা

গত ৮ই মে বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাবেলায় দলে দলে অসূর্যম্পশ্যা মহিলা গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর হইতে স্থানীয় রামগোপাল টাউন হলের সম্মুখস্থ ময়দানে সমবেত হইতে আরম্ভ করিলেন। একদল মহিলা বৃহৎ মিছিল করিয়া এক বিরাট্ সঙ্কীর্তনদলের সহিত ময়দানে সমবেত হইলেন। তাহার পরে অত্যন্ত সংকীর্তনদল উপস্থিত হইল। মহিলাগণের রাজদ্রোহ কাহাকে বলে তাহার সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে কিনা সন্দেহ; তবে তাঁহাদের কথাবার্তায় যতদূর জানা গেল তাহাতে এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, হঠাৎ তাঁহাদের ছেলেদিগকে অনির্দিষ্ট কারণে, অনির্দিষ্ট স্থানে ধরিয়া লইয়া যাওয়ায় তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া, অসূর্যম্পশ্যা হইয়াও সেদিন রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে যদি কেহ তাঁহাদের কোলের ছেলেকে কোলে ফিরাইয়া দিতে পারে, তবে তাহাদের শরণাগত হওয়া।

এত বড় বিরাট্ সভা কৃষ্ণনগরে কখনও হইয়াছিল কিনা সন্দেহ; তবে এপর্যন্ত কোনও সভায় এত অধিক সংখ্যক মহিলা সমবেত হয়েন নাই, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার কারণ এই যে সমস্ত মহিলাই স্ব স্ব সন্তানগণের নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কি কারণে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহা জানিলেও তাঁহারা কিছু অন্তত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, কিন্তু অজ্ঞাত বিষয়ের কি প্রতিকার হইতে পারে?

এই সভায় রাজদ্রোহ সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা হয় নাই, তবে দেশের আর্থিক সমস্যা এবং ছেলে ধরার সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা হয়।

সভায় প্রকাশিত হয় যে, শ্রীমান্ শশি ভূষণ ঘোষ, শ্রীমান্ সন্তোষকুমার পাল, শ্রীমান্ আশুতোষ পাল, শ্রীমান্ অনন্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান্ জগন্নাথ মজুমদার, শ্রীমান্ অমিয় কুমার রায়, শ্রীমান্ রাসবিহারী চক্রবর্তী এবং শ্রীমান্ প্রভাসকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অপরাহ্নে বালক এবং যুবকেরা দলবদ্ধ হইয়া মার্চ করিতে করিতে জাতীয় পতাকা ধারণ করিয়া থানা পর্যন্ত যায় এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সভাস্থলে গমন করে।

সভাস্থলে জাতীয়-পতাকা উত্তোলিত হয়।

সদর সাবডিভিসনাল অফিসার, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, সার্কেল-ইন্সপেক্টর এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়প্রমুখ উকিলগণ ও আরও শত শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

নদীয়া কংগ্রেস কমিটির এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর গ্রেপ্তার হওয়ায় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত বাবু অতীন্দ্র হালদার মহাশয়দ্বয় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। কৃষ্ণনগরের উকিলেরা একযোগে বর্তমান আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগ দিয়াছেন জানা গেল।

ব্রহ্মে ভীষণ ভূমিকম্প

এই স্থানে গত ৫ই মে প্রবল ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। সোমবার রাত্রি ৮-২০ সময় প্রথমবার কম্প আরম্ভ হইয়া অর্দ্ধ-মিনিটকাল সমস্ত সহরটীকে প্রবলবেগে কম্পিত করিয়াছিল। সহস্র সহস্র গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া শতাধিক লোককে মৃত্তিকা স্তূপে প্রোথিত করিয়াছে। তড়িৎ প্রবাহের তার ছিন্ন হইয়া কয়স্থানে অগ্নি সংযোগ হইয়াছিল। সমস্ত নগর গভীর আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এংলিকান ও ক্যাথোলিকদিগের গির্জা-বাটী, জাতীয় ব্যাঙ্কগৃহ এবং কয়েকটী সরকারি অট্টালিকার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। শোয়েডাগণ প্যাগোড়ার স্বর্ণ নির্মিত গম্বুজের উপরিস্থ রত্নখচিত ছত্রটীও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বহুলোক আতঙ্কে বাড়ীঘর হইতে দূরে বাগানে এবং খোলা ময়দানে রাত্রি যাপন করিয়াছিল।

পেগু

পেগুতে ভূমিকম্পের বেগ আরও প্রবল। সমস্ত নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রায় ৪০০ লোক গৃহাদি চাপা পড়িয়া মৃত হইয়াছে। প্রার্থনার সময়ে বিখ্যাত মিস্‌জা গুম্বটী ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ৮০ জন দর্শকের মধ্যে ৫০জন দর্শক ধ্বংসস্তূপে সমাধি লাভ করে। স্থানে স্থানে জল-প্লাবন ও অগ্নিকাণ্ডে লোকের আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। বাজার, কর্পোরেশন আপীসসমূহ এবং প্রধান প্যাগোডা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ম্যান্দালয়, ম্যাণ্ডেলে, শক্ত প্রভৃতি স্থানেও ভূমিকম্পের দ্বারা অল্পবিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

পুলিশের গুলি বর্ষণ

হাওড়া জেলার একটী লাইট রেল-ওয়ের গাড়ীকে আটক করিবার চেষ্টায় বাধা দিতে গিয়া পুলিশ উক্ত্যক্ত জনতার উপর গুলি চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

নূতন নেতা

আমেদাবাদ হইতে সংবাদ যে মিঃ গান্ধি গ্রেপ্তার হওয়ায় মিঃ তায়াবজী আইন-ভঙ্গ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আমেদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

বসুমতী কাগজ পোড়ান সম্বন্ধে একটী সংবাদে প্রকাশিত হয় যে,একজন আসামী ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। সে সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বসুমতীর কর্তৃপক্ষ যে কয়জনকে পুলিশে ধরাইয়া দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই।

নদীয়ার আবহাওয়া

গত ৮ই মে তারিখে আকাশে মেঘ ছিল। ৯ই মে তারিখে প্রাতঃকাল হইতেই সামান্য সামান্য বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

নবদ্বীপে হরতাল সম্পর্কে দুই চারিজনকে ধরা হইয়াছিল। তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে

নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত বাবু জনরঞ্জন রায় মহাশয় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। প্রকাশ যে তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গত ৫ই মে কুমিল্লাতে একটী হোটেলে বজ্রাঘাতে দুইটী ছাত্র প্রাণ হারাইয়াছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফ্যালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেজ পরিচালকের'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একবারে নাশ হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একবার পরীক্ষা করুন এবং আনন্দ রাখুন, আর [illegible] বোতল ২ বিষের জল খেয়ে [illegible] হইয়া পঁচে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং [illegible] পানার সাবকাপনকে একটি জ্বর [illegible] বলেই, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৮/০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও সস্তা
শিশি দাম ১
ভিঃ পিঃ ও মাশুল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর না

গবর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

যদিও চরক [illegible] উপাদানে খাটি কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, [illegible], বেল, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত [illegible] সমভাবে [illegible] অনুরূপ গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

[illegible] সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের মনোমোহন [illegible], জটিল ব্যাধি, [illegible], প্রমেহ, প্রদর, [illegible], বাধক, মস্তিষ্কবিকার, মূর্চ্ছা, মাথা ধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ [illegible] উপকারী তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল [illegible] শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতারক দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন যাহে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই [illegible] হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

বিবিধ সংবাদ

সরকারি চিকিৎসালয়

গত [illegible] তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কৃষ্ণনগর সরকারি চিকিৎসালয়ে ২৭ জন ম্যালেরিয়া রোগী ৫ জন কালাজ্বর রোগী এবং ১৭৫ জন অন্যান্য রোগী চিকিৎসিত হয় এবং [illegible] উপর অস্ত্রোপচার করা হয়। মোট ১৮৭ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। তাহার পূর্ব সপ্তাহে [illegible] জন ম্যালেরিয়া রোগী ৬ জন কালাজ্বর রোগী এবং ১৩৬ জন অন্যান্য রোগী চিকিৎসিত হয় এবং ১০ জনের অস্ত্র চিকিৎসা করা হয়।

ম্যালেরিয়া রোগী ১০জন কমিয়াছে, কালাজ্বর রোগী একজন কম। [illegible] একটী ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং টাইফয়েড রোগী দেখা দেখা যাইতেছে। শীঘ্র কারণানুসন্ধান করিয়া প্রতিকার করা প্রয়োজনীয়।

কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ীতে হরতাল শেষ হইয়া সাধারণ শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। একথা সত্য যে হরতালের সময়ও কোন প্রকার অশান্তি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখন সাধারণ অবস্থা মধ্যে এইমাত্র উল্লেখ্য যে খুব জোর পিকেটিং চলিতেছে, মদ ও [illegible] দোকানের সম্মুখে বহু লোক খাড়া দেখিতেছে, স্বেচ্ছাসেবকেরা [illegible] বা নীতি প্রদর্শন করিতেছে, স্বেচ্ছাসেবকেরা ব্যায়াম, ড্রিল ইত্যাদি শিক্ষা করিতেছে এবং বৃদ্ধেরা নানারূপ গুজবের সমালোচনা করিতেছেন।

বরিশাল সংবাদ

বরিশালে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] সেন শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন সেন, শান্তিসুধা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতাদের তিনমাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের [illegible] কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ময়মনসিংহ সংবাদ

ময়মনসিংহ হইতে সংবাদ এই যে, সেখানে যত ডিস্টিলারির কারখানার সমস্ত লোক একযোগে কর্মত্যাগ করিয়াছে।

গত রবিবারের ঝড়ে ময়মনসিংহ জেলার কালিহাতী থানায় ৬ জন লোক মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কালিহাতীর এণ্ট্রান্স স্কুল, পোষ্টাফিস এবং ডিস্পেন্সারী ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ে সভা

বোম্বাইয়ে গত ৯ই মে তারিখে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। প্রায় দুই লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। সভায় মঞ্চ হইতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, মিঃ [illegible], মৌলানা মহম্মদ আলি প্রমুখ বিভিন্ন দলের নেতারা মিঃ গান্ধির গুণগান করেন এবং তাঁহার গ্রেপ্তার সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গত ৯ই মে তারিখে কৃষ্ণনগরের [illegible] বাজারের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পাঠক অন্যত্র স্থানীয় সভার সংবাদ জানিবেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] নিশ্চিত আরোগ্য [illegible] কিছুদিন নিশ্চিত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাইট ৮০ আনা, বোতল ১৮০ আনা।

[illegible]—১১নং [illegible] [illegible]

সুপরীক্ষিত

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, ধ্বজভঙ্গ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বড়ী ১৲ এক টাকা।

"সপুংসকাশ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহুপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বড়ী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের ঢাকা [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন [illegible] প্রশংসিত।

সাধারণকে [illegible], বাদাম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া ক্রয় করিবেন। [illegible] অন্যের [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible]—জে. বি. দত্ত

কেরাসর্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible]।

এই কেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] ৩৲ টাকা

[illegible]-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২৯১ [illegible] লেন, কলিকাতা

হাওড়ায় পুলিশের গুলি

হাওড়া ময়দানে ৪ঠা মে [illegible] বহুলোক সমবেত হইয়া [illegible] রেলগাড়ী চড়িতে নিষেধ করে। পুলিশ অশ্বারোহী [illegible] জনতাকে স্থান ত্যাগ করিতে বলে।

কিন্তু জনতা সরিয়া না যাওয়ায় পুলিশ জনতার উপর গুলি চালনা করিতে থাকে। [illegible] লোক আহত হইয়াছে [illegible]। [illegible] নাই। [illegible] দিন এই ব্যাপার সম্বন্ধে [illegible] হয়।

আগামী [illegible] তারিখে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতা হইতে ঢাকা গিয়াছেন। [illegible] শনিবার তারিখে তাঁহার কলিকাতা ফিরিবার কথা।

[illegible] এক [illegible] সভার [illegible] পুত্র শ্রীমান [illegible] বলেন যে, শুধু চরকা কাটিয়া কিছু হইবে না। [illegible] কার্য্য করা চাই। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি আর পরাধীন ভারতে [illegible] না।

রাজদ্রোহের মামলা

কৃষ্ণনগরের শ্রীমান গোবিন্দপদ দত্ত, শ্রীমান [illegible] চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা চলিতেছে। আসামী পক্ষের [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] তারিখে সরকার পক্ষ [illegible] হইয়া গিয়াছে। হুকুম পরে জানা যাইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর আদালতে [illegible] মোকদ্দমাও চলিতেছে। [illegible] শুনানির দিন ছিল।

মিঃ পেটেল কলিকাতায়

গত [illegible] মে শনিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত পেটেল হাওড়ার স্টেশনে পৌঁছেন। [illegible] কলিকাতা কর্পোরেশনের [illegible] এবং [illegible] তাঁহাকে স্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুক্ত পেটেল মিঃ [illegible] বাড়ীতে [illegible] কলেজ স্ট্রীট হইতে [illegible] বহুলোক জমিয়াছিল। পুলিশ কমিশনারের [illegible] জনতা বা [illegible] কিছু [illegible] বলিয়া জানা [illegible]

[illegible] দিন [illegible] পুলিশ [illegible] বহু [illegible] লোক জমা হয় [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible]

...র-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উপাধি-পরীক্ষা পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্র ... সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত ...তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ...।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ ... হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ ... অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া অকালে ... হইয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ... স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, উদরাময়, পাক-স্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, ... শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক অলিভসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রশংসাপত্র পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগীএক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
...পুর, পাঁচকড়ি পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাক্ত (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, পদ্যানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড, ... ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটা-গড়ের কাগজে ছাপা
ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক আশু পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও শোণিতদুষ্ট দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত সর্বোপরি উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্মাণ করা হয়। বঙ্গের ... বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বজন-বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা-পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পকতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রী ... মায়াপুর ...-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়েছে

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৩০শে বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৭ ১৩ই মে ১৯৩০

সংবাদ

সিংহলে জল-প্লাবন

দশ সহস্র লোক আশ্রয়হীন

গত ১০ই মে তারিখে ...ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদদাতা কলম্বো হইতে জানাইতেছেন যে, গত ৯ই তারিখের জল-প্লাবনে সিংহল দ্বীপের কলম্বো সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের ১০,০০০ দশ হাজার লোক গৃহশূন্য হইয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব জল-প্লাবনের জন্য কলম্বো সহর অন্যান্য স্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ভীষণ প্লাবন এখানে আর কখনও দেখা যায় নাই।

সহরের মিউনিসিপ্যালিটী এবং অন্যান্য সমবায়সমূহ বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য করিতেছে। মিউনিসিপ্যালিটীর মেয়র ৫০,০০০৲ টাকা ... করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

প্রথমে প্রবল ..., বৃষ্টিপাত হয় এবং তৎপরে দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বন্যায় প্লাবিত হইয়া যায়। কোন কোন স্থানে ১৫ ফুট গভীর জল হইয়াছে। বন্যার বেগ প্রায় ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে আসে। সহরের সমস্ত স্থান সমস্তগুলি লোকের ঘরবাড়ী ফসল, শস্য প্রভৃতি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

গান্ধির শারীরিক অবস্থা

শ্রীযুক্ত গান্ধীর স্বাস্থ্য ভাল আছে। লেফটেনেণ্ট কর্ণেল এ. আর. টমাস, লেফটেনেণ্ট কর্ণেল সীগ ও মেজর মার্টিন সাহেব তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

গোমস্তার ও মাস কারাদণ্ড

কৃষ্ণনগরের কোনও গ্রামের জনৈক গোমস্তা জমিদারীর খাজনা আত্মসাৎ করার অপরাধে ... মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ যে গোমস্তা মহাশয় প্রজাকে রসিদ দিয়াছিলেন। ... যে টাকা আদায় আছে, লিখিত ... অপেক্ষা কম টাকা আদায় প্রমাণ হইয়াছে।

ডাঃ কিচলুর বিরুদ্ধে মামলা

ডাঃ কিচলুর বিরুদ্ধে অমৃতসরের ... জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। ডাঃ কিচলু কোন কথারই জবাব ... অস্বীকার করিয়াছেন। মামলা মুলতুবী আছে।

ইন্দোরের রাজ্যাভিষেক

গত ৯ই তারিখে ইন্দোরের নূতন মহারাজ যশোবন্ত রাও হোলকার বাহাদুরের অভিষেক উপলক্ষে ইন্দোর সহরে খুব ধুমধাম হইয়াছিল। সহরের মধ্য দিয়া বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া মহারাজকে লইয়া ... অভিনন্দন ... করেন। কর্ণেল ... মহারাজকে অভিনন্দন প্রদান করেন।

বালিকার বিমান যাত্রা

মিস্ এমি জনসন্ নামক একটী ইংরেজ বালিকা লণ্ডন হইতে একাকী অষ্ট্রেলিয়া বিমানপথে যাত্রা করিয়াছিলেন। ... ১৬০০ মাইল ... করাচীতে পৌঁছিয়াছেন। ... ... ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে তিনি ২০০০ মাইল পথ ... করিয়াছেন। বাগদাদের নিকট ... তাঁহাকে বাতিব্যস্ত করিয়া তুলে এবং ২০০০ ফুট নীচে তাঁহাকে নামিতে বাধ্য হয়।

নবদ্বীপ থানা আক্রমণ

রাণাঘাট থানা আক্রমণ ও ৩০ জন গ্রেপ্তার

সিংহলে জল প্লাবন

খেতাব ও চাকুরী বর্জ্জন

নির্ব্বিবাদে বকরিদ

সংবাদপত্র বন্ধ হওয়ায় বোম্বাইয়ে বিরাট্ সভা

গান্ধীর শারীরিক অবস্থা

বারমায় ভূমিকম্পের জের

কাগজ বন্ধে হোমবিভাগ

রেলের ইঞ্জিন আবদ্ধ

লবণের গোলা আক্রমণ

ছয় জন পুলিশ আহত

বিলাতে কাপড়ের কল বন্ধ

অতীন্দ্রিয়বাণী, জগন্নাথের মন্দির, ভক্তির প্রচার

শুভ লক্ষণ ও জনমত

দিল্লীর হরতালে ৬ জন পুলিশ আহত

গত ১৭ মে [illegible] চাঁদনী চকে [illegible] অনুষ্ঠিত হওয়ার [illegible] জখম হয়। [illegible] পুলিশ [illegible] পুলিশ লাঠি চালাইলে [illegible] হইয়াছেন। [illegible] কংগ্রেসের [illegible] [illegible] দিল্লীর পুলিশ [illegible] পুলিশ [illegible] উদ্ধার করে। [illegible] পুলিশ আহত হইয়াছে। [illegible]

বিদেশী বস্ত্র আমদানি স্থগিত

[illegible] বিদেশী [illegible] আমদানি [illegible] চুক্তি [illegible] বাধ্য হইবেন।

ব্যাঙ্কশাল থানা আক্রমণ

[illegible] থানা [illegible] পুলিশ [illegible] দেখা যায়। [illegible] পুলিশ [illegible] আক্রমণ করিয়া [illegible] উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। [illegible] পুলিশ [illegible] উপস্থিত হইয়া [illegible] [illegible]।

সমুদ্রে প্রাণত্যাগ

[illegible] বৎসর [illegible] চেষ্টা করে। [illegible] চেষ্টা [illegible] পুলিশ [illegible]।

শ্রীরামপুরে রেলের ইঞ্জিন আটক

[illegible] পুলিশ [illegible] কর্মচারি [illegible] গাড়ী চালাইতে পৌঁছিলে [illegible] নিক্ষেপ করিতে থাকে। [illegible] তাঁর কাটা

থাকায় একটু পিছাইয়া গাড়ী থামিয়া যায়। [illegible] গাড়ীতে উঠে এবং [illegible] গাড়ীটী [illegible] বিচ্যুত [illegible]। পুলিশ আসিয়া অবস্থা আয়ত্তাধীন করে। [illegible] দেখা যায় যে [illegible] বিচ্যুত [illegible] ট্রেন [illegible] গাড়ী [illegible] পরে [illegible] অবস্থা [illegible] সমর্থ হয়।

নেতা তাহেরজীর নবগের গোলা আক্রমণ

[illegible] তিনি [illegible] হইতে [illegible] গোলা আক্রমণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

বিলাতে কাপড়ের কল বন্ধ

[illegible] বিলাতী কাপড় [illegible] লোকদিগের [illegible] বিলাতের [illegible] ঠিক করিতে পারিতেছে না। [illegible] পাইয়াছে তাহা নাকচ করিয়া [illegible] বাতিবাস্ত হইয়াছে।

ভারতের লোক আজ বিলাতী [illegible] বর্জ্জন করিতেছে বলিয়া কেবলমাত্র যে ইংরাজের ক্ষতি হইতেছে, তাহা নহে; ফরাসী, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি [illegible] লোক [illegible] টাকার দিকে লোলুপ দৃষ্টি রাখে, [illegible] জাগরণ হইয়াছে [illegible]

এই সকল দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী [illegible]।

নবদ্বীপে সন্তোষ জ্ঞাপন

নবদ্বীপ [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] গুপ্ত, বি, এ মহাশয় পুনরায় নবদ্বীপে আসিয়াছেন [illegible] আশা করিতেছে যে এইবারে নবদ্বীপে [illegible] স্থাপিত হইবে। তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত লোক নবদ্বীপ থানায় থাকা বিশেষ আবশ্যক।

গোলটেবিল বৈঠক

[illegible] গোলটেবিল [illegible] নাম এখনই [illegible] হইয়া [illegible] ফিরিয়াছেন [illegible] সাক্ষাৎ করিয়াছেন। [illegible] জানা যায় নাই।

সাইমন কমিশনের সময়ে যাহারা জাতীয় কমিটিতে সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন সম্ভবতঃ তাহারা [illegible] গোলটেবিল বৈঠকে উক্ত কমিশনের রিপোর্ট [illegible] আর সভ্য হইবেন না।

[illegible]

কোম্পানীর

মদন মঞ্জরী

[illegible]

[illegible]

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল [illegible] ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম [illegible] করিবেন। [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible] জে, বি, দত্ত

কেরাসিন কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible] উপযুক্ত মাত্রায় [illegible] কুইনিন, [illegible] আছে।

এই কেরাসিন-কুইনিন [illegible] ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়

[illegible] মূল্য [illegible] টাকা

[illegible] ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত! [illegible] কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে বৈশাখ মঙ্গলবার—১৩৩৭

অতীন্দ্রিয়বাণী

তত্ত্বজিত

ভেদ দ্বিবিধ যথা নিত্য ও অনিত্য। যে সকল মনুষ্য অনিত্যভেদ দর্শন করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ভেদদর্শী নামে খ্যাত। নিত্য ভেদদর্শনশীল মানবগণ স্বয়ং ভেদদর্শী হইলেও অনিত্য-ভেদ-দর্শনকারী ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহাদিগের পার্থক্য স্থাপনের জন্য তাঁহাদিগকে ভেদদর্শীর পরিবর্ত্তে সমদর্শী বলা হয়।

এই বস্তুটী হেয় ও অপর বস্তুটী উপাদেয়; অমুক ব্যক্তি আত্মীয় ও অমুক অনাত্মীয়, কেহ শত্রু, কেহ মিত্র, অদ্য যে সম্পত্তি আমার আয়ত্তাধীনে ছিল দেখিতেছি যে তাহা অপর ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে; এইজীবনে আমি মনুষ্য ও অপর জীবনে হয় ত আমি পশু, স্ত্রীরূপে যিনি আজ আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হয় ও তিনি আমার প্রাণধারিণী; আমার যাহা উপাদেয় অপরের তাহা পরিত্যাজ্য; অমুক ধনী ও অমুক নির্ধন; কেহ বিদ্বান্ ও কেহ বা মূর্খ এবং কাহারও জীবন দশ বৎসরস্থায়ী ও অপর কাহারও জীবন শতবর্ষব্যাপী। এবম্বিধ যে ভেদ তাহা নশ্বরাধীন। যে সমুদয় ব্যক্তি কথিত প্রকার নশ্বর-ভাবাত্মক-ভেদদর্শনে অভ্যস্ত, তাঁহারাই সাধারণতঃ ভেদদর্শী নামে প্রসিদ্ধ।

সাধু অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ নশ্বরভাবাত্মক ভেদদর্শী নহেন। তাঁহারা নিত্য-ভাবাত্মক-ভেদদর্শী বা সমদর্শী। তাঁহাদিগের দর্শনে অনিত্য বা নশ্বরভাবাত্মক-ভেদ না থাকিলেও নিত্যভাবাত্মক-ভেদ ও বিচিত্রতা পূর্ণরূপে অবস্থান করে। যাহা কিছু তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তৎসমুদয় পদার্থকে তাঁহারা শ্রীভগবানের ভেদাভেদপ্রকাশরূপ নিত্য সেবক বা সেবার উপকরণ বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অদ্বয়ভাবের দর্শকও বলা যাইতে পারে।

ভেদদর্শিগণ স্বার্থপর এবং তজ্জন্য তাহারা স্বার্থের হানিকালে দুঃখ অনুভব করে। সমদর্শী সাধুগণ পরার্থপর। পরমার্থ শ্রেষ্ঠ অর্থ। শ্রীভগবানই যখন শ্রেষ্ঠ বা অসমোর্দ্ধতত্ত্ব, তখন সমদর্শিগণকে ভগবৎস্বার্থপর বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের সুখে যাঁহারা সুখবোধ করেন, তাঁহাদিগকে নিজ স্বার্থ-হানিজাত দুঃখ উপভোগ করিতে হয় না। ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক যে আচরণই করুন না কেন, তাহাতেই শ্রীভগবান্ তাহাতেই সুখী হন। সুতরাং ভগবৎসুখে সুখী সমদর্শিগণের হৃদয়ে নিত্যকাল সুখ ব্যতীত দুঃখের আবির্ভাব সম্ভবপর নহে।

শ্রীভগবানের ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তি নিত্য, তাঁহার লীলাস্থলী অর্থাৎ ধাম নিত্য, তাঁহার সেবকমণ্ডলী নিত্য, তদীয় সেবার উপকরণগুলি নিত্য, বিচিত্র প্রকার সেবা করিবার জন্য তাঁহার সেবকগণের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়াও নিত্যবিচিত্রতাপূর্ণ। তাঁহার সেবক ও সেবার উপকরণ ব্যতীত এই বৈচিত্র্যময় চরাচর-বস্তু-পরিপূর্ণ জগতে যখন অন্য কোন প্রকার পদার্থ নাই, তখন ভেদদর্শিগণ অথবা জগৎসম্বন্ধীয় পদার্থে ভোগ্যত্বপূর্ব্বক "অহং মম" ভাব স্থাপন করে ও তন্মধ্যে অনিত্য ভাবাত্মক-ভেদ-দর্শনের আবাহন করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্‌গণের কর্ত্তব্য যত শীঘ্র সম্ভব এই দুঃখ আনয়নকারী অনিত্য ভাবাত্মক-ভেদ-দর্শনের হাত হইতে পরিত্রাণ-লাভ করা ও নিত্য ভাবাত্মক নিত্যানন্দপ্রদ ভেদ-দর্শনের অনুশীলনে যত্নশীল হওয়া।

শুভলক্ষণ

নশ্বর জগতে নিত্যকাল অবস্থিতির জন্য নিজ প্রভুসেবা-বঞ্চিত জীবকুলের বাসনা। যদিও প্রত্যহ একের সম্মুখে অন্যের মৃত্যু ঘটিতেছে এবং অনবরত ক্রন্দন রোল উঠিতেছে তবুও নিত্যবিরোধিনী মায়াদেবীগণের ও মনোমুগ্ধকারিণী মায়াদেবীর ছলনায় লোকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না।

বিমুখজীবের মায়াগারে বিশ্বে, বিশ্ববাসীর নিকট বিশ্বে বসবাসের অনুকূল বস্তু-প্রাপ্তিকে ভাগ্যোদয় বলিয়া বিশ্বমানব বিবেচনা করেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাপ্তিগুলিই অপ্রাপ্তি বা বিরহ আনয়ন করে তাহা কি শুভ?

স্বাস্থ্যলাভ, অর্থলাভ, পুত্রাদি-লাভ এবং ভূমি বা অট্টালিকা-লাভ লোভাভিভূত জীবের জন্য মায়াবাঁধা হইতে মুক্ত হইয়া যাইবার সুযোগ না দিয়া ত্রিতাপপূর্ণ সংসারে বার বার গতাগতির সাহায্য করে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যে দিন জীবের ভাগ্যে প্রকৃত সাধু দর্শন হয়, সেই দিনে জীবের পরম শুভলক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা সাধুই মরজগতে মরণ-ভয়-ভীত অমরজীবাত্মার প্রকৃত পরিচয় প্রদানে পরপারে লইবার একমাত্র আশ্রয় বা অবলম্বন।

কর্ম্মফল-ভোগময় জগতে কর্ম্মবদ্ধজীব ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্মসমূহ সাধারণতঃ পাপ ও পুণ্যপ্রদ। কিন্তু ভাগ্যক্রমে কোটীর মধ্যে ভাগ্যফলে ভক্তি-প্রকার কোন সুকৃতি বিশেষ হইয়াছে। ভগবান্ বা ভক্তের উদ্দেশ্যে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে যে সেবাকার্য্য হয় তাহাই সুকৃতি। এই সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে সাধুসঙ্গ লাভ হয়।

সুকৃতিবলে সাধুসঙ্গপ্রাপ্তি এবং সাধুসঙ্গপ্রাপ্তিতে জীবের সংসার-ভোগস্পৃহা-ত্যাগে শ্রীভগবান্ ও ভক্তসেবা নিজের একমাত্র কৃত্য জ্ঞান হয়। শুধু তাহাই নহে, শ্রদ্ধাবানের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া সেই শ্রদ্ধাবান্ সাধুপ্রবর ভজনে প্রবৃত্তি লাভ করিয়া অনর্থাদি পরিমুক্ত হন এবং পরে নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি লাভ করিয়া অবশেষে মহামূল্য অমূল্য নিধি পরম পুরুষার্থ প্রেমধন লাভ করিতে পারেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাধুসঙ্গলাভই জীবের ত্রিকালের শুভলক্ষণ পরিচায়ক। অতীতকালের সুকৃতির সন্ধান, বর্ত্তমানকালের সংসারসাগরের পরপারে যাইবার তরণী সদৃশ, ভগবৎস্বরূপের দর্শনরূপ পরমলাভ স্বরূপ, ভবিষ্যতে কর্ম্মানল হইতে রক্ষা হইয়া জন্ম-জরাদি-ভোগাবসানে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা-লাভের সম্ভাবনা জ্ঞাপক।

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

জগন্নাথের মন্দির

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম)

দ্বার-চতুষ্টয়

নীলাচলস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুবৃহৎ, বিশ্ববিশ্রুত শ্রীমন্দির সমুদ্র হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—এই চারিদিকে উহার চারিটী প্রধান দ্বার বিদ্যমান; পূর্ব্বে প্রধান বা সিংহদ্বার, উত্তরে হস্তিদ্বার, পশ্চিমে খাঞ্জাদ্বার এবং দক্ষিণে অশ্বদ্বার।

মেঘনাদ

শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর মেঘনাদ নামে অভিহিত। এই মেঘনাদ ২০ ফুট উচ্চ, ২২ ফুট প্রস্থ। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ৬৬৬ ফুট ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬৬৭ ফুট।

বিভিন্নাংশ

শ্রীমন্দির চারিভাগে বিভক্ত যথা—মূলমন্দির, নাটমন্দির, ভোগমন্দির ও জগমোহন। ইহাছাড়া প্রাঙ্গণ - অন্তঃপ্রাঙ্গণ ও বহিঃ-প্রাঙ্গণ।

অন্তঃপ্রাঙ্গণ

শ্রীমন্দিরের অন্তঃপ্রাঙ্গণে দ্রষ্টব্য—

(১) পূর্ব্বদিকে—শ্রীচৈতন্যদেব, রাধাশ্যাম, রাধাকৃষ্ণ, বদরী-নারায়ণ, ভাণ্ডার ও পুরাতন রন্ধনশালা, (২) উত্তরদিকে—কৃষ্ণ, নটেশ্বর, জগন্নাথ, সূর্য্যনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, (৩) পশ্চিমদিকে—লক্ষ্মী, সরস্বতী, মাখনচোরা, গোপীনাথ, বড়গণেশ, [illegible], রাধাকৃষ্ণ, (৪) দক্ষিণদিকে—রোহিণীকুণ্ড, বিমলা, ভুবনেশ্বরী, গণেশ, চন্দ্রসূর্য্য, নৃসিংহ, মুক্তিমণ্ডপ, ক্ষেত্রপাল, সূর্য্য, বটেশ্বর, ষড়্‌ভুজ, মঙ্গলা, বটকৃষ্ণ।

বহিঃপ্রাঙ্গণ

বহিঃপ্রাঙ্গণে দ্রষ্টব্য—

(১) পূর্ব্বে—শিব, (২) উত্তরে—মহাদেব, ঈশানপুর, লোকনাথ, শীতলা, উত্তরায়ণ, মহাবীর, রাধাকৃষ্ণ, মহাদেব, বৈকুণ্ঠপুরী, কূপ, (৩) পশ্চিমে—নূতন রন্ধনশালা, ছাতাপুর, একাদশীপুর,

(৪র্থ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

জনমত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বেদান্তভূষণ)

জগৎ সাধারণ বহুল, অসাধারণ বহুল নহে, কাজেই সাধারণের প্রভাবই জগতে বিস্তারিত। সংখ্যার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রভাব। সংখ্যার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া মানুষ অমানুষিক কার্য্য করিতে সাহসী হয়। জগতে গণ-সংখ্যার প্রভাব অপরিমিত বলিয়া জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠান এই গণসংখ্যার প্রভাবের উপর নির্ভর করে। সাধারণ লোক যাহা সাব্যস্ত করিয়া থাকেন তাহাই অবিসংবাদিত সত্য, তাঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহার উপর আর কোন প্রকার বিচার বা তর্ক চলিতে পারে না। এইরূপ বিচারের সহিত জগতে অবস্থান করিতেছেন।

তাই সাধারণ বহুল জগৎ! তোমরা একবার স্থির চিত্ত করিয়া বিচার কর, দেখিতে পাইবে মুক্ত জীবের ধারণা এবং বদ্ধ জীবের ধারণা কখনও এক নহে বা হইতে পারে না, তাহা যদি হইত তাহা হইলে বদ্ধ মুক্ত কোন ভেদ থাকিত না। বহুজীব জড়জগতে আসিয়া প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার [illegible] মত জগতে প্রকাশ করিলেও তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ বই আর কিছুই নহে। [illegible] উচ্চতর সদাচার পালন [illegible] সমস্তই নিজ স্বার্থের জন্য। [illegible] তোমাকে পরিত্র যে ভগবান্ কিছু

(৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

তাহা তাহারা জানে না। তাহারা সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে সর্ববিধি কর্তা জানিয়াও কর্মাধীন জ্ঞান করেন।

বহুজীব মুখে ভগবানকে বিশ্বাস করেন বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত ভগবদ্বিশ্বাস তাহাদের নাই। প্রকৃত ভগবদ্বিশ্বাসীর মধ্যে অনন্যাশ্রয়ী ...
...
... একমাত্র ... বলিয়া বিশ্বাস করে এই তত্ত্বটি ... সকলের মধ্যে আমার ভগবানকে একমাত্র কর্তা বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে স্বরূপ লক্ষণ। কর্মীদিগের সাধারণ মত হইতেছে ভগবান্ আমার ও আমার স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষক হইলেও আমিই হেতু। আমাকে হেতু করিয়া তিনি যে সব কার্য করেন স্বয়ং করেন না। আমার বিচার অবলম্বন করিলে ঐ মতের মত দিতে হয়। কিন্তু ভগবান সর্বকারণ-কারণ, তিনি স্বয়ং হেতু ও যাঁহা তিনি আমারও হেতু তাঁহার হেতু কেহই নাই। তিনি কি প্রকারে কি কার্য, সম্পন্ন করিতেছেন তাহা ব্রহ্মাদিরও অজ্ঞাত। যাহারা মুখে ভগবদ্বিশ্বাসী আর ভগবানকে সর্বাতীত পুরুষ বলিয়া জানিবার পরিবর্তে কখন তাঁহাকে কর্মাধীন কখন তাঁহাকে কেতুর মুখাপেক্ষী প্রভৃতি সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের ভগবদ্বিশ্বাস নাস্তিকতায় প্রকার ভেদ মাত্র। অথচ জগতের লোকের প্রায় সকলের মত এই প্রকার এই দলের লোকসংখ্যা অধিক সুতরাং এই মতই সত্য এরূপ বিচার সমীচীন নহে। মুক্ত জীবের সংখ্যা অল্প বলিয়া বদ্ধজীবের মতই প্রবল এরূপ বিচারপরায়ণ হইলে বদ্ধ জীবের আয় অনন্তকাল আমাদিগকে নানাযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

মুক্তজীব বদ্ধজীবের ন্যায় স্থূল শরীর বা সূক্ষ্ম শরীরের সুখের জন্য নানাপ্রকার কর্ম অথবা বিকল্পের আবাহন করেন না। মুক্ত জীবের শ্রী ও বিশুদ্ধ চেতনময় বস্তুর প্রাপ্ত।

তিনি বলেন—

নাহং বন্দে ন বর্ণশ্চরে দৈব ...
... পুনঃপুনঃ
বদ্ বদ্ ভবাং ভবতু ভগবন পূর্ব-
কর্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম-

জন্মে ... নিশ্চলা
ভক্তিরস্তু।

আমার ... হয়, যদের জন্ম অর্থে আমার ... মনঃপ্রাণে ও আমার শ্রী ... পদকম-

জন্মান্তরে যাহা হয় হউক কিন্তু হে ভগবন্! জন্ম জন্মান্তরে তোমার পাদপদ্মযুগলে যেন নিশ্চলা ভক্তি থাকে, ইহাই আমার প্রার্থনীয় ও বহুমানের বিষয়।

বিষয়িগণ কখন কখন বৈষ্ণবদের দাম্ভিকতা হইতে প্রমাণ করিয়া বলেন—কেন আমরা সংসারে বর্তমান রহিয়াছি, গৌড়ীয় মঠে দীক্ষিত হই নাই বলিয়াই কি অভক্ত? আমরা কি ভগবানকে ডাকি না? তবে গৌড়ীয়মঠের ভক্ত আপনারা আমাদের অপেক্ষা অধিক সময় ডাকেন এই মাত্র।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ডাকে এবং শুদ্ধভক্তের ডাকে বাহ্য পার্থক্য না থাকিলেও আকাশ পাতাল ভেদ আছে। বিষয়ীর ডাকার ফলে তিনি নরকের দ্বারস্বরূপ সংসার প্রদান করেন, আর ভক্তের ডাকে ভগবান স্বয়ং বিচলিত হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার অন্তর-বৃন্দাবনে উদিত হন। একটী দেখিতে নামের মত কিন্তু নাম নহে নামাপরাধ, আর একটী বিশুদ্ধ নাম। ভগবান্ এবং ভগবানের নাম ভিন্ন নহে সুতরাং কৃত্রিমভাবে ভগবানকে ডাকা হয় না।

শুদ্ধভক্তের সংসার ও বিষয়ী বা কর্মিকুলের সংসারে কোন বাহ্য ভেদ নাই কিন্তু তাই বলিয়া উভয়ের সংসার এক নহে। বিষয়াসক্ত গৃহস্থদের সংসার স্থান, মৎস্য-মাংসাদি-পান স্ত্রী-সম্ভাষণাদি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূলরূপ আলোচনা—কলির এই পঞ্চ স্থান, ভক্তের সংসারে ইহাদের প্রবেশাধিকার নাই। গৃহস্থ কর্মীর মধ্যে লৌকিক বিচার অত্যন্ত প্রবল বলিয়া তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করিয়া থাকেন সুতরাং তাহারা বৈষ্ণবাপরাধী বলিয়া কখনই ভগবানকে ডাকিতে পারে না বা এই সকল অপরাধীর ডাক ভগবানের নিকট পৌঁছে না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সংসারে লৌকিকাচারের প্রাধান্য নাই। কর্মীদিগের সংসারে নানা দেবদেবীর উপাসনা বিষ্ণু মাত্র অন্য দেবদেবীর সমাসমান প্রভৃতি প্রবল অপরাধমূলক কার্যসকল বর্তমান থাকায় তাহারা ভক্তের পুরোপচারে নামাভাস উচ্চারণকারী অজামিলের ন্যায় পাপমুক্ত হইতেও সমর্থ হয় না, আর কতদূর! একবার বিচার করিয়া দেখ দেখি, তোমার ভগবানকে ডাকা কেমন ডাকা? তোমার ডাকাটী কৃত্রিম, নকল আর ভক্তের ডাক আসল। ভক্ত সংসারে থাকিতে পারেন সংসার পরিত্যাগ করিতেও পারেন তদ্দ্বারা কিছু ভক্তির তারতম্য বিচার হয় না। সংসারে থাকিলেই যে তিনি বিষয়ী কর্মীর সমানই—এইরূপ বিচার নিজ অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র।

(৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের পর)

গঙ্গা-যমুনা কুণ্ডদ্বয়, মহাদেব কন, ভেস্কমণ্ডপ, কুন্ড, (৪) বাহিরে—আনন্দবাজার, স্নানবেদী, চাঁদনি-মণ্ডপ।

বিশেষ বিবরণ

পুরাণ-পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি যে, ব্রহ্মার অনুজ্ঞায় পঞ্চমপুরুষ সূর্য্যবংশীয় পরম-ভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন-কর্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির নির্মিত হয় এবং পিতামহ ব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র প্রতিষ্ঠিত হন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মালবদেশের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার রাজধানী ছিল পুণ্যতমা অবন্তী নগরীতে। মহারাজের নির্মিত মন্দিরটীর উচ্চতা সহস্র হস্ত এবং আয়তনও সহস্র হস্ত; সহস্র সহস্র শিল্পিগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে জগন্নাথের ইচ্ছায় উহা নির্মিত হন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের ঐতিহ্য প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। শ্রীমন্দিরটী নীল-পর্বতের শিখরে অক্ষয়বটের বায়ুকোণে এবং সিংহদ্বারের শত হস্ত দূরে উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীমন্দিরে সর্বসমেত ১২০টী মন্দির আছে। শ্রীশ্রীজগদীশের সর্বপ্রধান মন্দিরের উচ্চতা ১৯২ ফুট উচ্চ। ইহা বিষ্ণুচক্র ও সুবর্ণকলস দ্বারা সুশোভিত। উৎকলরাজ গঙ্গবংশীয় অনঙ্গভীমদেব কর্তৃক ১১১৯ শকাব্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রধান দেউল নির্মিত হয়। প্রকাশ এই দেউল নির্মাণ কার্যে ৩০।৪০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। শ্রীমন্দির-সৌধশী উৎকলবাসীদের স্থাপত্য-বিদ্যা-পারদর্শিতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনঙ্গভীমদেব শ্রীক্ষেত্রে বহু সংখ্যক মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

পুণ্যতীর্থ বাবতীয় বস্তু যাহা অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই তাহাদের সার্থকতা বাধার হয়; তাহাতে প্রত্যেকের চরম-মঙ্গল সাধিত হয় কিন্তু তাহা না হইয়া উহা যদি প্রাণিসকল ভোগেন্দ্রিয়ে পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে তাহারা (প্রাণিগণ) বহির্মুখ ভোগ-পাত্রা ঘরের পশু প্রাপ্ত হন। কৃত্রিম কলা-বিদ্যার চমৎকারিতা সর্বেশ্বরে অর্পিত হয়, যদি তাহা মদনমোহনের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হয়, তাই শ্রীনীলাচলের শ্রীভুবন দলের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে ১২০ জন দেবদাসী। দেবদাসী ভোগ এবং অন্য বিশেষ বিশেষ সময়ে জগন্নাথদেবের সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকেন। মানুষ ভোগলোলুপ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া মহাজন গাহিয়াছেন,—

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।

ভোগ ও রত্নবেদী

এই বেদী মূল মন্দিরে স্থিত: উহা দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট, প্রস্থে ১৩ ফুট, উচ্চতায় চারি ফুট এবং কৃষ্ণ-প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। উহাতে লক্ষ শালগ্রাম আছেন। উহার উপর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র বিরাজিত।

অরুণ-স্তম্ভ

এই স্তম্ভটী কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্মিত, ষোড়শ হস্ত উচ্চ এবং শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখ ভুবিখ্যাত অঙ্গনে অবস্থিত। ইহা একটি প্রস্তর কাটিয়া তোলা হইয়াছে।

গরুড় স্তম্ভ

এই স্তম্ভটী ভোগমন্দিরে অবস্থিত। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথম ইহাকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে হয়।

সমুদ্র-মাহাত্ম্য

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, নীলাচলই ক্ষেত্রমণ্ডলের শঙ্খমণ্ডল। এই শঙ্খমণ্ডলের উদর-ভাগ সমুদ্র-জলে নিমগ্ন। ইহার সংস্পর্শে সমুদ্র শ্রেষ্ঠ তীর্থরাজ হইয়াছেন। যাত্রিগণ মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে স্নানপূর্বক এই তীর্থরাজে অবগাহন করিয়া থাকেন।

ভক্তিধর্মের-প্রচার

(খুলনায়)

গত ১১ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার কালিয়া নওপাড়া নিবাসী খাওনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীরালাল ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ... ভবনে ... কীর্তন-মুখে ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা করেন। ১ম দিবস 'অজামিল উপাখ্যান' পাঠ করিয়া নামাভাসে অজামিলের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি আলোচনা-মুখে শুদ্ধ-নাম চতুর্বিধ নামাভাস ও (নামাপরাধ) নামাপরাধের পার্থক্য-প্রদর্শন-পূর্বক অপূর্ব ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীনামের মাহাত্ম্য এবং নামভজনই যে শ্রেষ্ঠ ভজন বিশেষতঃ কলিযুগে মানুষকে নাম কীর্তন ব্যতীত সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরদিবস সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত স্বামিজীমহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদচরিত্র পাঠ করেন। ... শ্রীমদ্ ভাগবত বৈষ্ণবচূড়ামণি ... মহারাজের চারিত্রশ্রবণে শ্রোতৃবর্গ বর্তমান জগতে বৈষ্ণবনামধারী আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ ও জাতিগোস্বামী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের দ্বারা যে জগদ্ব্যাপী উৎপাত হইতেছে তাহা বিশেষভাবে অবগত হইয়াছেন। ... প্রভুপাদ আচার্য-প্রবর শ্রীল নারদগোস্বামীর কৃপায় ভগবানে আত্ম-নিবেদন করিয়া শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ ভক্তি-সাধনই যুগ-যুগে মানবের সার বুঝিয়াছিলেন। ... শ্রীল ভক-

অভিযানকারী যত্রাবার্ক ভৌতপাবলী আচার্য্যের নিকট পাদ্যাদি অর্পন না করায় তাহারা বিদ্ধ-মোহিনী বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়াছিল। সত্যযুগ হইতেই গুরুজনগণ ভগবানের লীলা পুষ্টির জন্য এইরূপ প্রতিকূলাচরণ করিয়া আসিতেছে। হিরণ্যকশিপু—অর্থে কনককামিনীর প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তি। 'ঈশাবাস্যমিদং' ন্যায়ানুসারে জগতে যাবতীয় চিৎচিৎ বস্তু জগৎপতি শ্রীহরির ইচ্ছায় তাঁহার সেবোপকরণরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, যাহারা সেই সব বস্তুর দ্বারা তাঁহার সেবা না করিয়া নিজে ভোক্তাভিমানে ভোগ করে, তাঁহারা সকলেই হিরণ্যকশিপুর ন্যায় আসুরিক-ধর্ম বিশিষ্ট। কিন্তু প্রহ্লাদ প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদ বা আত্মপ্রসাদ বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবাতে যাঁহার, এইরূপ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি সত্যযুগ হইতেই হিরণ্যকশিপু বা তজ্জাতীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই বিদ্বেষমূলে অত্যাচার ও উৎপীড়নকারী কিন্তু সত্যপ্রকাশ সর্ব্বদাই সুদর্শন সংরক্ষিত সত্যের জয় সর্ব্বত্র।

নানা খবর

নবদ্বীপ থানা আক্রমণ

৯ই মে তারিখে সন্ধ্যাকালে খবর পাওয়া গেল যে, নবদ্বীপে ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ১৬জনকে কৃষ্ণনগরে আনা হইয়াছে। পুলিশের লোকে নবদ্বীপে খাবার জিনিষ কিছুই ক্রয় করিতে পারিতেছে না। তাহাদের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কৃষ্ণনগর হইতে প্রেরিত হইতেছে। কংগ্রেস বুলেটিনের প্রকাশ যে নবদ্বীপের থানা আক্রমণ করার অভিযোগে ৩৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালকও আছে। নবদ্বীপের পুলিশ নানা চেষ্টা করিয়াও কোন দ্রব্য নবদ্বীপে ক্রয় করিতে পারিতেছে না।

রাণাঘাটে গ্রেপ্তার

শুনা যাইতেছে যে রাণাঘাট হইতে আরও ৩০ জন লোককে ধরিয়া কৃষ্ণনগর পাঠান হইয়াছে। তাহারা কি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

খেতাব ও চাকুরী বর্জ্জন

পাঠক অবগত আছেন যে নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত বাবু জলধর রায় মহাশয় অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে জানা যাইতেছে যে মেহেরপুরের রায় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মল্লিক বাহাদুর মহাশয় ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ এবং রায় বাহাদুর উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আবগারী

কৃষ্ণনগর আনন্দময়ী তলার এবং গোয়াড়ীর বাজারে মাদকদ্রব্যের দোকান সমূহে শনিবার দিনও খুব জোরে পিকেটিং চলিয়াছিল।

নির্ব্বিবাদে বকরিদ

অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে বকরিদের দিনে সাম্প্রদায়িক বিবাদ আরম্ভ হইবে, কিন্তু কোথাও অনবিবাদের সংবাদ পাওয়া যায় নাই অনেক মুসলমান বকরিদের দিনে পিকেট করিতে আসিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর কোর্ট

পাঠকগণ অবগত আছেন যে কৃষ্ণনগর কোর্টে কোনও উকিল গাউন পরিধান করিয়া আসেন নাই। সকলের আশঙ্কা হইয়াছিল যে সেখানে একটা বীভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু জেলার জজ মিঃ এস. এন, মোদক মহোদয়, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, সি, রায়, সাবডিভিসনাল অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু অদ্বৈতচরণ সাধন প্রমুখ বিচারকগণ এরূপ বিচক্ষণতার সহিত ঔচিত্যের ঘটনার সম্মুখীন হন এবং এইরূপ অবস্থায় এমন সুন্দর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন যে কোনও রূপ অসামঞ্জস্যজনক ব্যাপার উদ্ভব হয় নাই। এইজন্য সকলেই নদীয়ার বর্ত্তমান বিচারপতিদের সাহস ও বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন।

নূতন সমিতি

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর রেট-দাতৃগণের একটী সমিতি গঠিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। এই সমিতির একটী রেজিষ্টার্ড অফিস থাকিবে, রেটপেয়ার ও ভোটারগণ স্থির করিবেন কোথায় এই অফিস স্থাপন করা হইবে। এই সমিতির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে লেখা পড়ার কার্য্য এবং অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্য একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী থাকিবে। প্রত্যেক রেটপেয়ার ও ভোটারের নিকট হইতে মাসিক আধ পয়সা চাঁদা গ্রহণ করিলেই কার্য্য চলিয়া যাইবে স্ত্রীলোক ভোটারগণ সভ্য হইলে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। একজন সেক্রেটারি এবং প্রত্যেক পাড়া হইতে একজন সহকারী সেক্রেটারি থাকিবেন। রেটপেয়ার ও ভোটারেরা সেক্রেটারিকে পাড়ার অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে জানাইলে সমিতি সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া মীমাংসিত বিষয় যাহাতে কার্য্যে পরিণত করা হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। ব্যক্তিগত স্বার্থসম্বন্ধ জানাইতে হইলে সেই পাড়ার সহকারী সেক্রেটারিকে দিয়া জানাইতে হইবে। একটী কার্য্যকারী সমিতি গঠিত হইবে, এই সমস্ত এবং আরও অন্যান্য প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে এবং ঐ নিয়মাবলী পাস্তিকা আকারে বিতরিত হইতেছে। যাহাতে সকলে নিজের পাড়ে ও স্বার্থে শিক্ষা করেন সেই উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশের বেতন বৃদ্ধি

বুলেটিনে আরও প্রকাশ যে, পুলিশ কনষ্টেবলদিগের বেতন মাসিক ১৮৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অনেকের মত এই যে পুলিশ কনষ্টেবলদিগের বেতন বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে অনেক ভদ্র সন্তান এবং শিক্ষিত ব্যক্তি কনষ্টেবলের পদ গ্রহণ করিবেন এবং পুলিশ বিভাগেরও উন্নতি হইবে।

সংবাদ পত্র বন্ধ হওয়ায় বিরাট্ সভা

৯ই মে তারিখের কংগ্রেস বুলেটিনই সাধারণের সংবাদ পাইবার একমাত্র উপায়; কারণ সংবাদপত্র এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংবাদ পত্র সেবকরা বোম্বাইয়ে এক বৈঠক করেন। তাহাতে তাঁহার কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ১৮ই মে তারিখে বোম্বাইয়ে এক সভা করিবেন। সংবাদ পত্রসমূহ পুনঃ প্রকাশের কি ব্যবস্থা করা হইবে তাহা ঐ বৈঠকে নিরূপিত হইবে।

বারমায় ভূমিকম্পের জের

কাইন নগরে একটী মসজিদ, আদালতগৃহ ও বাজার ভূমিসাৎ হইয়া প্রায় ৫০ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সমস্ত সংবাদ বিশেষভাবে পাওয়া যায় না। অন্য অন্য নগরেও ঐ ঘটনা ঘটিয়াছে তবে কোনও লোক মৃত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় না।

স্থানে স্থানে রেলপথে ফাঁটো হওয়ায় আর অগ্রগমনকারী ট্রেন বন্ধ আছে।

রেঙ্গুনের সোয়েডাগন প্যাগোডা বাহার স্বর্ণচূড়া পতিত হওয়া নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য আঃ ৮০০০০ হাজার পাউণ্ড। পেগুর প্যাগোডার চূড়া যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার মূল্য ২০০০০ বিশ হাজার পাউণ্ড।

প্রকাশ যে মানদেলোনিজ জেলার আকিয়াব দ্বীপ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে কিন্তু এসম্বন্ধে এতক সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শোলাপুর

এখানে উত্তেজিত জনসঙ্ঘের উপর পুলিশ কর্ত্তৃক গুলিবর্ষণের ফলে ১৫।১৬ জন লোক নিহত এবং অনেক লোক আহত হইয়াছে।

সিলেট

মহাত্মা গান্ধীর গেপ্তার উপলক্ষে সিলেটে যে সাধারণ জনসভা হইয়াছিল, তাহারা পুলিশের আদেশ মত সভা না ছাড়ার ফলে পুলিশের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ জনতার উপর গুলি বর্ষণ করায় ১৬ জন লোক আহত হইয়াছে।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাব নেতা আলম, সত্যপাল, এবং ডাক্তার কিচলু যথাক্রমে ১৮ মাস, ১ বৎসর ও ২ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

সংবাদপত্র বন্ধ সম্বন্ধে হোম বিভাগ

বঙ্গের ইণ্ডিয়ান সাংবাদিকদের হোম ডিপার্টমেন্টের সম্পাদক জানাইয়াছেন যে "প্রেস অর্ডিন্যান্স দ্বারা সংবাদ প্রচার করা বন্ধ করা হয় নাই। যে সমস্ত উক্তি রাজদ্রোহসূচক বা উক্ত ধরণের পরিপন্থি সেই সমস্ত উক্তি প্রচার বন্ধ করাই সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা। যদি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের কাগজ বন্ধ করেন তাহার জন্য সরকার বাহাদুর দায়ী নহেন।

ভেঙ্গারীর কারাদণ্ড

কলিকাতা বঙ্গ বাজার কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ভেঙ্গারির ছই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

মোটর সংঘর্ষ

গত বুধবার অপরাহ্ন কলিকাতার ডাঃ সুরেশচন্দ্র মল্লিক আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে মোটর গাড়ীতে কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর যাইতেছিলেন। পথে পুরে এ কৃষ্ণ রোড হইতে যেখানে ঠাকুরবাড়ী রোড বাহির হইয়াছে সেই স্থানে একখানি গরুর গাড়ীর সহিত সংঘর্ষ বাঁচাইতে গিয়া মোটর খানি দাঁড়কাকের ইলেকট্রিক পোষ্টের সহিত ধাক্কা লাগিয়া গাড়ীর চালক গুরুতররূপে আহত হয় এবং তাঁহার সঙ্গেরও অন্য একজন খুব আহত হইয়াছে। ডাক্তার বাবু গাড়ী হইতে ছিটকাইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিলেন, কিছু আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার গাড়ী ও সাজসরঞ্জাম একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে।

গৌড়ীয় সাধনা-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই -২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৸০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডলে। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্লোক-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ঐকান্তিক শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

যে অবস্থায় জীব—মায়িক অভিমান ত্যাগ করিয়া—জীব যখন বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিঃসহায় শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।
ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ দুঃখ অভাব ও অমঙ্গল অনুভব করিতেছি; পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের আকর; যাঁহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তগণের ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষে শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত
সদাচারস্মৃতিঃ
ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, মূল টীকা প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-গাথা ৷০
৫। উপদেশামৃত ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
৯। বৃহদ্ভাগবতামৃত মূল (মুদ্রিত) ৩৲
১০। শেষ-গ্রন্থবলী সাহায্য (যন্ত্রস্থ) ৷০
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶
১৫। দীপ-প্রদর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৶০
২৬। সাধককণ্ঠহার ৷৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ৷০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সাহায্য ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩৲

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

সকল খণ্ড একত্র নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখিকারি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।।০ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বড় লক্ষ রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, জলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং গোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্ ডি. মুখার্জ্জী—এম, এম. ওয়ার্কস দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত ঘোষ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম্, বাগবাজার।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৩৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা।৵০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাইদহ, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্তকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—গোপেশ্বর, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমুরকোণা, চিলকুড়া পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১৩ ওয়ুমান রোড, নিউদিল্লি

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অতএব না ভজে কৃষ্ণ ... নষ্ট করে পুনঃ মেই যত মায়া পাপে ডুব মরে

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] করিয়াছেন। এখান হতে [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান [illegible] শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible]তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, [illegible], [illegible], [illegible]।

পত্র—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস [illegible] ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পর-বিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে [illegible] নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া [illegible] এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, [illegible], পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, [illegible], [illegible], মেহ ও রক্তপ্রদর, চিররোগে [illegible] ভোগে [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার [illegible] ডাক্তার পেটাস সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সালভেসন ব্যবহার করায় বাঁচিতে পারেন, [illegible] প্রমাণ [illegible] পাওয়া যাইতেছে। যাহারা [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

[illegible]—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], কলিকাতা।

[illegible]

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত [illegible]নারায়ণ রায় এম্. এ প্রাক্ত (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৯৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সম্বলিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের [illegible]

উৎকৃষ্ট [illegible]) মরোক্কো বাঁধা ১৸০ স্থলে ২, দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও [illegible]পাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত

বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ছাপা, পুরু কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ [illegible] ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, [illegible] ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য- ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরীক্ষায় [illegible] জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি নিবৃত্তি করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মলিকৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌-চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্বতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

[illegible] ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:- আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, [illegible]নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এ [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপনের হার ও ঠিকানা— শ্রীপ্রকাশ অধ্যক্ষ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির দর স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য, বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে বৈশাখ বুধবার ১৩৩৭ ১-ই মে ১৯৩০

উকীলদের কৈফিয়ৎ তলব

আব্বাস তায়েবজীর উক্তি

ধরসনার গুদাম আক্রমণ

তুলার গদিতে আগুন

বারদৌলিতে রাজস্ব বন্ধ

পাতিয়ালা মহারাজের আবেদন

সোলাপুরে ভীষণ যুদ্ধ

রগণের পলায়ন

১৪৪ ধারা আইন অমান্য

দিল্লীতে হাসপাতাল বোঝাই

গান্ধী স্থানান্তরিত

ময়মনসিংহের জজ সাহেব ও মহিমবাবু উকীল

সাইমন রিপোর্ট

বিলাতী মদের হিসাব ও শ্রমিক দলের চাঞ্চল্য

অতীন্দ্রবাণী

অজহস্তী ন্যায়, ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব

সংবাদ

উকিলদের কৈফিয়ৎ তলব

রাজসাহী জেলার জজসাহেব বাহাদুর হাইকোর্টে সর্বশ্রী ... ও ... উকিলকে কেন তাহাদের আচরণ হাইকোর্টে দেখা হইবে না এই বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন। তাঁহাদের দোষ যে, তাঁহারা হরতালের দিন আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় জজকোর্টে তাঁহাদের যে মোকদ্দমা ছিল তাহা ডিস্মিস্ হইয়া যায়।

আব্বাস তায়েবজী উক্তি

শ্রীযুত গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর মিঃ আব্বাস তায়েবজি বরদা ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি বলেন যে,—কার্য্য প্রণালীর কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। পিকেটিং, তালগাছকাটা, অবৈধ লবণ-প্রস্তুত ও বিক্রয়, ... ও বয়কট ইত্যাদি সমস্তই পূর্ব্বের মত চলিবে। মিঃ গান্ধীর স্থানে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলে মিঃ তায়েবজি গান্ধীর ... নেতৃত্ব পুনর্গঠন করিবেন। তায়েবজির অনুপস্থিতিকালে মিঃ ... নেতৃত্ব করিবেন।

পুনায় ২৫০০ লোকের সভা

গত ৭ই মে পুনা সহরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সভা হইয়াছিল। প্রায় ২৫০০০ লোক একত্রে সমবেত হইয়াছিল। সভাভঙ্গের পর সকলে সারাক্ষণে "গান্ধীজী কি জয়" এই কথা বলিতে বলিতে প্রস্থান করে।

ধরসনায় মহিলাদের লবণ গুদাম আক্রমণ

ধরসনায় লবণের গুদাম আক্রমণ করা স্থির হইয়া গিয়াছে। তবে আক্রমণের প্রণালী প্রকাশ করা হয় নাই। সম্প্রতি ... ও মিঃ মণিলাল গান্ধী সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিবার জন্য ধরসনা রওনা হইয়াছেন। সরকার বাহাদুর সতর্কতা অবলম্বন জন্য গুদামের চারিদিকে তারের বেড়া দিয়াছেন। নিকটেই একদল পুলিশ ফৌজ স্থাপিত করা হইয়াছে।

বারদৌলিতে রাজস্ব বন্ধ

গুজরাটে সভা হইয়া স্থির হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ... সরকার বাহাদুরকে কোনও রাজস্ব দেওয়া হইবে না, এই সংবাদে আরও স্থির হয় যে, যে সমস্ত লোক সরকার বাহাদুরের অধীন কার্য্য করে তাহাদিগকে কার্য্য ত্যাগ করিতে হইবে।

তুলার গদিতে আগুন

বোম্বাই প্রেস ... নামক স্থানে একটী তুলার গদিতে আগুন লাগিয়া ৩০০০ ... তুলা পুড়িয়া গিয়া প্রায় ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। মিঃ ... ঐ তুলার গুদামের মালিক ছিলেন। ... তুলার গাঁইটগুলি ... বাহিরে সরাইবার পূর্ব্বে পুড়িয়া ভস্ম হয়। ... শক্তি বাতাসের যোগ হওয়ায় আগুন প্রবল আকার ধারণ করে এবং ... নির্ব্বাপণকারী দলের ... ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত ... নির্ব্বাপিত হয়।

সাইমন রিপোর্ট

অদ্য সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে ... পার্লিয়ামেণ্টে দাখিল হইবার প্রস্তাব হয়। ... কোনও ... লর্ড পীল রাজী নহেন।

বিবিধ সংবাদ

পাতিয়ালা মহারাজের আবেদন

কিছুদিন পূর্ব্বে পাতিয়ালার [illegible] নামক এক ইস্তাহারে বর্ত্তমান মহারাজার বিরুদ্ধে ২২ দফা অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং অনেক গুলি সংবাদ পত্রাদিতে অনেক প্রকার [illegible] চলে। এক্ষণ নিজের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং অভিযোগকারীদের সর্ব্বপ্রকার নিষেধমূলক অভিযোগ দিবার জন্য [illegible] বাবার মহারাজা [illegible] একটি উক্ত অনুসন্ধানের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবার জন্য আবেদন করেন। তদনুসারে বড়লাট বাহাদুর পাঞ্জাব প্রদেশের [illegible] মিঃ [illegible] পেটি [illegible] মহারাজকে [illegible] করিয়াছেন। আমরা আশা করি অনুসন্ধান ফলে মহারাজাবাহাদুরের সম্মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের অসৎকার্য্য প্রকাশ পাইবেন এবং অচিরে তাঁহার সকল অশান্তির কারণ দূর হইবে।

সোলাপুরে পুলিশের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ
ইউরোপীয়গণের পলায়ন

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সোলাপুরে যখন ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফ পুলিশ মিঃ প্লেফেয়ার কালেক্টার ও ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সহ পুলিশের সাহায্যে কতক গুলি স্বেচ্ছাসেবককে [illegible] বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন সেই সময় একটা সুগঠিত বিপুল জনতা তাঁহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে। তাঁহারা পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করে এবং তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হইলেও তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জনতা তাহাদিগকে বার বার সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্বেও যখন তাহা বিফল হইল তখন তিনি পুলিশকে গুলি চালাইতে আদেশ দেন। প্রথমবার গুলি চালানর ফলে উত্তেজিত জনতা পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু অল্প ক্ষণ পরেই দেখা গেল যে, উক্ত জনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহারা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা পুনরায় প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্বেও যখন তাহারা গ্রাহ্য করিল না তখন আবার পুলিশ গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে। পুলিশ এই বিশাল জনতা সামলাইতে না পারিয়া তাহাদের আড্ডায় ফিরিয়া যায়। মিঃ প্লেফেয়ার আহত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশ তাহাদের আড্ডায় ফিরিয়া গেলে এই জনতা উক্ত অঞ্চলে যথায় তথায় অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহারা কয়েকখানা দোকান লুট করে এবং কয়েকটী তাড়ির দোকান ধ্বংস করে। একখানা পুলিশ চৌকী লুণ্ঠন করিয়া তাহা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারা আদালত-গৃহটী পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। মধ্যাহ্নে অল্প ক্ষণের জন্য গোলমাল একটু থামে কিন্তু বৈকাল বেলায় হাঙ্গামা আবার বৃদ্ধি পায়।

সমস্ত চৌকির কনেষ্টবল প্রধান আড্ডায় সমবেত হইলে উক্ত জনতা তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে [illegible] বাধা দিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে পুলিশকে আসিতে [illegible] পড়িয়া অগ্নি লাগাইয়া দিয়া সমবেত হইতে-[illegible] সংখ্যা সঠিক জানা যায় নাই। [illegible] কনেষ্টবল হত এবং [illegible]। ঐ জনতা পুলিশের পাত্তা পাইতেছে না [illegible] কনেষ্টবলের মৃত দেহ রাস্তার উপরে [illegible] পক্ষে ২৫

ভুবন বিজয়ী রণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] অবস্থায় চৌচল্লো হলেই [illegible] এবং ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকিং ।৵০ আনা, ডোজন ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং [illegible] রোড, পোঃ [illegible], কলিকাতা

সেবনীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বীর্য্যবৃদ্ধি, উত্তেজনার হ্রাস, এবং যে স্বপ্নদোষ, মেহ, প্রমেহ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, প্রভৃতি দূর করিয়া শরীর নীরোগ হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মধুর [illegible] ঘৃত"

[illegible] ব্যবহারে আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] স্ত্রী ও পুরুষ করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাইভেট আর্য্যাবর্ত্ত কোম্পানী

১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, আমার তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোচ্চোরগণ কর্তৃক কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারিত হইবেন।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উৎকৃষ্ট মাত্রায় আর্সেনিক, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এক কোর্স ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৮টা হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

১ এম্পুলপূর্ণ বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible]

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রাপ্তব্য। "[illegible]" [illegible]

পুলিশ এক্ষণে শহরের ১০০ জন [illegible] লইয়াছে। পুলিশ জনতার সহিত সমকক্ষ হইতে না পারিয়া আরও পুলিশ ও সৈন্যের জন্য পুনা ও আহমেদনগরে তার করিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া সেই দিন রাত্রে পুনা হইতে সশস্ত্র [illegible] আসিয়াছে।

ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুরা এখানে থাকা নিরাপদ নহে বিবেচনা করায় কালেক্টর সাহেবের বন্দোবস্ত মত স্ত্রীলোক ও শিশু রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় স্পেশাল ট্রেণে পুনা রওনা হইয়াছে। পরদিন প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকার সময় স্পেশাল ট্রেণে আরও অনেক ইউরোপীয় সোলাপুর ত্যাগ করিয়াছেন। রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকার সময় ডিউক অফ ওয়েলিংটন সৈন্যদলের এক দল সৈন্য সোলাপুর পৌঁছিয়াছে। কতকগুলি অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যও আমদানি করা হইয়াছে। উহার পর আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই। পুলিশ বন্দুকাদি লইয়া সহরে চৌকী দিতেছে এবং স্থানে স্থানে মেসিনগান ঠিক স্থাপন করা হইয়াছে। কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের মতে আর হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিলাতী বস্ত্রের হিসাব

মিঃ ধর্ম্ম, বি, উইলসন্ বিলাতের বস্ত্র ব্যবসায় সম্বন্ধীয় যে হিসাবের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, গত বৎসর ১৯২৯ সালে বিলাতে তৎপূর্ব্ববৎসর অর্থাৎ ১৯২৮ সাল অপেক্ষা ১০০০০০০ (দশ লক্ষ) পাউণ্ডের অর্থাৎ প্রায় দেড়কোটী টাকার অধিক বস্ত্র খরিদ হইয়াছে। তবে বিহার প্রায় ৭ লক্ষ পাউণ্ডের কম খরিদ হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রের হিসাব :—

	পাউণ্ড ১৯২৮ সাল	পাউণ্ড ১৯২৯ সাল
সিটিং	৮০,৫৪১,০০০	৮০,৫৬৭,০০০
বিবাহ	১৮৫,৭৭০,০০০	১৮৫,০২৫,০০০
ক্যালিকো	১১,৯০৫ ০০০	২১,৪১১,০০০
সিভার, পেটি প্রভৃতি	২,০০০,০০৫	২,৫০০,০০০

অতএব দেখা যাইতেছে গত বৎসর মোট ২৮৮,৮০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র অর্থাৎ তৎপূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৬ লক্ষ পাউণ্ড অধিক মূল্যের বস্ত্র বিলাতে খরিদ হইয়াছে। আমাদের দেশীয় টাকার হিসাবে গত বৎসর বিলাতের বস্ত্রে খরচ ৪০৪৩২০০০০০৲ (চারিশত চারি কোটী বত্রিশ লক্ষ টাকা)। বিলাতের লোক সংখ্যার অনুপাতে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে মাথা পিছু ৮ পাউণ্ড সাড়ে চার শিলিং অর্থাৎ প্রায় ১২৫৲ টাকা গত বৎসর শুধু বস্ত্রেই খরচ।

বিলাতে শ্রমিক দলের চাঞ্চল্য

মিঃ প্রেম বিহু সাহিত্য বিলাত হইতে ৫ই তারিখের সংবাদে জানাইয়াছেন যে, লাভা শহরের ব্যবসা বন্ধ হইয়া ৫০০০ লোক বেকার হইয়াছে।

এইটার ৯ই তারিখের সংবাদে জানাইতেছেন যে মিঃ এইচ, এন, ব্রেলস্ফোর্ড নিউ লীডার কাগজে লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বিলাতের শ্রমিকপাটির গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে ভারতে প্রাদেশিক স্বাধীনতা এবং দশ বৎসরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা দিবার অঙ্গীকার করুন। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই এবং নরেন্দ্র দেবকে তাঁহারা বলুন যে, তাহারা উহা স্বীকার না করিলে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কার্য্যে ইস্তফা দিবেন। ঐ পত্রিকার সম্পাদক বলিয়াছেন যে এখনই ভারতকে বলা উচিত যে, গোলটেবিল বৈঠকে ভারতবাসীর পছন্দমত শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩১শে বৈশাখ বুধবার—১৩৩৭

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভক্তোক্তি

কোন মহাজন গাহিয়াছেন যথা—
"দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥"

এই উক্তি হইতে আমরা অবগত হইতেছি, যে নিজের বা স্ত্রীপুত্রাদির দেহ ও মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, বিত্ত-সম্পত্তির এবং গৃহ-সমাজ ও দেশের চিন্তা অনেকদিনের মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে। জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস এবং জীবের শুদ্ধ আত্মস্বরূপে কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কর্ত্তব্যের বালাই আদৌ নাই। তবে ভগবৎ-সেবাপর চিন্তার পরিবর্ত্তে কি প্রকারে জীব হৃদয়ে জগদ্বিষয়ক স্ত্রীপুত্রাদি, বিত্ত-বৈভব এবং দেশ-সমাজ ও গৃহাদির চিন্তা স্থান পায় বা? এবম্প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য উক্ত মহাজন-বাক্যে কথিত হইয়াছে যে, জীবের শুদ্ধ-স্বরূপগত ভগবৎ-সেবাপর চিন্তা-স্রোতকে বাধা দিয়া [illegible]। আবরণধর্ম্মের দ্বারা প্রথমে আবৃত বা অপসারিত করেন এবং তৎপরে জীব যখন নিজ স্বীয় শুদ্ধ স্বভাবের পরিচালনাতে বঞ্চিত হন, তখন তাহার বুদ্ধিতে "দেহই আমি" ইত্যাকার ভ্রান্তি উৎপন্ন করে, যাহার ফলে সেই জীবের হৃদয়ে জগদ্বিষয়ক নশ্বর পদার্থ জন-গৃহ ও মনের স্বাচ্ছন্দ্যতার চিন্তা অবিশ্রান্তভাবে দৈবমায়াবশে উদয় হইতে থাকে। সদ্গুরু-কৃপাবলে নিজ স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে মনের এবম্বিধ অর্থাৎ আলোচনার গতি পরিবর্ত্তিত হইবার নহে।

অনিত্য বস্তুর চিন্তা হইতে বিরাম উচিত বা সুতরাং নিত্যবস্তুর নির্দ্দেশ করিতে হইলে সাধু গুরু হইতে নিজ শুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। সাধুগণ বলেন যে, জীব শক্তি-তটস্থ পদার্থ অর্থাৎ সেবক-বস্তু। সেবকের কার্য্য শাস্ত্রমতানুযায়ী শ্রীভগবানের অহৈতুকীভাবে সেবা করা। অতএব ভগবানই একমাত্র সেব্য বা ভোক্তা। জীব যখন সেবকস্থানীয় তখন তাহাতে ভোক্তৃত্বের আরোপ অজ্ঞান বিজৃম্ভিত। এই অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করিতে হইলে তাহাকে গুরু মুখপদ্মবাক্যে বিচার দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবে যে, ভোগ করিবার কোন প্রকার অধিকার তাহার আদৌ নাই। ভগবানের ভোগ করিবার জন্য, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান-সংগ্রহ করিবার জন্য, ধন জন-ঐশ্বর্য্যাদি আপন বাসে আনিবার জন্য, বুদ্ধি বিচার করিবার জন্য এবং অন্য সকল প্রকার, অর্থাৎ ইত্যাকার অভিমান পোষণ করিবার জন্য বিশেষ। দুর্ভাগ্য জীবগণ যেরূপ ভক্তের চালচলন কার্য্য করেন এবং বৈষ্ণবগণ সাক্ষাৎভাবে যুক্ত [illegible] হন, অর্থাৎ সেইরূপ কার্য্যের স্থানীয় ভক্তগণের ন্যায় এবং পূর্ব্বোক্ত [illegible] বৈষ্ণবাদির [illegible]। এখনে আমরা বুঝিলাম যে, আমরা কেহ পদার্থ সকলই হয় বা সেবকস্থানীয়। অতএব ভোক্তা বলিয়া কোন পদার্থকে জীবের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। [illegible] ইহাও জানা যে, শ্রীভগবানের একমাত্র সেব্য বা ভোক্তা, যাহা আমরা বুঝি যে আমরা ভোক্তা নহি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় [illegible] ভোগ্যের সম্বন্ধের বশ নাই বলা যায় না। আর হইতে পদ পদার্থ সমূহের পদার্থগুলি যখন বস্তু-স্বরূপ অর্থাৎ শাক্তস্থানীয় বস্তু, তখন তাহা কিছু করিবে তাহার দ্বারা [illegible] শ্রীভগবানের ঐ প্রীতি একমাত্র সিদ্ধ হইবার [illegible] নহে। যাহা দেখা [illegible] হয়, জীবের শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ সেই পদার্থ ভগবানেরই প্রেম সুখ বোধ হয়। এই প্রকার স্বরূপ-চিত্ত সম্বন্ধযুক্ত এবং [illegible] [illegible]।

আমরা নিজদিগকে শাক্তস্থানীয় বলিয়া বুঝিলে [illegible] [illegible] ভগবানের [illegible] শক্তি জাতীয় বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারিব। অপর পক্ষে শক্তি জাতীয় বস্তু বলিয়া বুঝিলে আমরা তাহাদিগকে জগৎসংসারের এক বান্ধব অনুভব করিতে পারি এবং তাহাদিগের ন্যায় আমরা [illegible] এক স্থানে স্থান পাইব। ভগবৎ সেবার বস্তু [illegible] যাহা করিব তাহাদিগকে শক্তি না বলিয়া বুঝিলে আপনাদিগকে হীন বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইব। যে পরিমাণে আমরা আপনাদিগকে হীন বলিয়া বুঝিতে পারিব সেই পরিমাণে [illegible] [illegible] কামনাদুষ্ট বাসনা পুঞ্জানিতে লক্ষ করিব ও স্ত্রীপুত্রাদি চিন্তাকে মনোমধ্যে করিয়া দিব্যজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে সক্ষম হইব [illegible] [illegible]। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণিপ্রেম নিঃসীম উদয়ের সাথে সাথে মায়িক [illegible] নাশ পায় বুঝ সেই প্রকার। [illegible] অবশ্যম্ভাবী যাহার সেবা না এইরূপ [illegible]

অন্ধহস্তি ন্যায়

(শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যারত্ন [illegible] কাব্যতীর্থ বি, এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর সংখ্যার পর)

[illegible] অসম্পূর্ণ [illegible] পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর বিশ্বাসে সামঞ্জস্য নাই। [illegible] সর্ব্বত্র হইতে আমি বলিব সর্ব্বদাই নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের যে কোন আকারে ঈশ্বরকে পাইতে পারা যায় পুনরায় পর্য্যালোচনা ও অধ্যয়ন-সোপানে থাকিলে অনেক অসম্পূর্ণতা হয় বৈষ্ণবগণের একই অনুভূত হইলে [illegible] সম্প্রদায় একমাত্র নিষ্ঠা বশে [illegible] প্রতি অনুরাগ [illegible] ও নিজ বিশ্বাস ও আচরণ করা [illegible] পারা যায়। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য [illegible] উপস্থিত হইয়া সম্প্রদায়, সমুদয় [illegible] সাধন [illegible], বর্ণ, [illegible] কার্য্য বহু বৈচিত্র্য উৎপাদন করে। এইরূপ সাথে মানব অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে ক্রমে মহা, বৈজ্ঞানিক, দৈহিক ও [illegible] [illegible] হইতে পারে। এইরূপ [illegible] সমূহ পরিলক্ষিত হইলেও যখন মুখ্য স্বভাবে জীবের একত্ব বর্ত্তমান, তখন [illegible] হইতে পারে না কেন [illegible] কি ক্ষতি হইতে পারে? জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের বৈসাদৃশ্য [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মফল [illegible] [illegible] ভ্রান্ত [illegible] [illegible] হইয়াছে। এই সমস্ত [illegible] [illegible] বিভিন্ন প্রকার সম্প্রদায়ের [illegible] উপস্থিত হয়। [illegible] কার্য্য স্থূল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুধাবন পূর্ব্বক ঐ [illegible] সম্বন্ধে, অবশ্য [illegible] প্রকৃত স্বভাবের [illegible] [illegible] [illegible] অবধারণ [illegible]

(ক্রমশঃ)

উদয় হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষ [illegible]

—

ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব

(শ্রীপাদ [illegible] [illegible])

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] অনুকূল [illegible] ঈশ্বর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] বলিলেন [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] "[illegible]" (যুগ অধ্যায়) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

এই প্রকার [illegible] ভগবদ্বস্তু [illegible] উক্ত প্রকার সম্বন্ধ [illegible] হয় না কারণ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] উক্ত কথিত হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতেও [illegible] [illegible] বলিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল। উপনিষদ [illegible] [illegible] শব্দের অর্থ [illegible] [illegible] উক্ত হইয়াছে—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রশ্ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার [illegible] [illegible] দ্রষ্টব্য)

ভক্তিধর্ম্মের-প্রচার

(খুলনায়)

তৃতীয় দিবস [illegible] মহারাজ সন্ধ্যা [illegible] ঘটিকার [illegible] ও ঘটিকায় শ্রী[illegible] বৈষ্ণব-প্রবর মহাশয় [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন [illegible] অদ্বিতীয় সমুদ্রীপপাড় [illegible] হইয়াও তাঁহার [illegible] প্রকারে

(তৃতীয় পাতার তৃতীয় কলমের পর)

এবং ওরুন্দিনের চিহ্নিয়সমূহ চিহ্ন-গুলের ক্রিয়াকলাপ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে। তদনুসারে আমরা শুদ্ধ বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্তের অনুগত বলে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি।

জগতে প্রচলিত যাবতীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারকগণ যতই তাঁহাদের ধর্ম্মের মাহাত্ম্যনীয়তা উদ্ঘোষিত করুন না কেন, একটু প্রণিধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, তাহারা দেহ ও মনের প্রতি আসক্তির ভাবাবেশে অবস্থিত হইয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। আচারাত্মক, মনোধর্ম্মাত্মক, প্রণালীত্মক, ভাবাদিতেই ও উপাসের স্বরূপের অনুসারে নানাবিধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রচলনে বিশ্বমধ্যে পরস্পর দ্বেষের আবাহন করিয়াছে। বৈদিক গঠন, স্থান, কাল ও মনোবুদ্ধির তারতম্য এই সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পার্থক্যের ও বিসংবাদের কারণ।

[illegible] প্রভু [illegible] মহাজনের আনুগত্যে স্ব-স্বরূপ ও উপ-স্বরূপ অনুভব করিয়া সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিলেই প্রকৃত বৈষ্ণব পারমহংস-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। সুতরাং তৎকালে অপর সম্প্রদায়ের প্রকৃত দোষগুলি ও তদ্গত দোষাদি অবগত হইতে [illegible] হইতে পারিবেন। অতএব কেবল মানবের কেন, সকলেরই [illegible] সাধারণ ধর্ম্ম বা স্বভাব তাহাই [illegible] বা অনুভূতির নিমিত্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible] হইতে অসাম্প্রদায়িক, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার অবসর কি প্রকারে থাকিতে পারে? এমন কি অন্যায় দুষ্টমতের উপদ্রব [illegible] প্রণালীতে এ অন্য দিক অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা [illegible] তাহাতে উত্তরার্দ্ধ, মনোধর্ম্ম [illegible] সাম্প্রদায়িকতার [illegible] আশা করি [illegible] করিয়া মাধুর্য্যের [illegible]।

ঈশ্বরাধিপতি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সাধুগুরু বৈষ্ণব-সেবার ফলে বাসুদেব-কৃপায় মঙ্গলাধিকারী হইয়াও [illegible] প্রকারে নিষ্কিঞ্চন পরমহংস-পদ লাভ করা যায়, তাহা অতি প্রাঞ্জল-ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু নর-নারী স্বামিজীর মুখ অমৃতপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

গত ১৪ই বৈশাখ রবিবার স্বামিজী মহারাজ [illegible] পরলোকগত প্রসন্নকুমার দেব মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা হইতে "সনাতন-শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের [illegible] সম্বন্ধে যে সমস্ত বিরুদ্ধ-ধারণা ছিল, তাহা নিরসন করিয়া জীবের স্বরূপ যে নিত্য-কৃষ্ণদাস সনাতন-বস্তু এবং শ্রীগৌরসুন্দরই যে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভজনই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম, সনাতন-ধর্ম্ম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, স্বামিজী বহুক্ষণ ধরিয়া শ্রোতৃগণের নিকট শাস্ত্রযুক্তিমূলে এই সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করেন। সভায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী মানী প্রভৃতি নর-নারী উপস্থিত ছিলেন। সকলেই অবহিত-চিত্তে মহারাজের শ্রীমুখ চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

(৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের পর)

মুণ্ডক উপনিষদেও ব্রহ্মের জ্যোতীরূপত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যথা—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম
নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্
যদাত্মবিদো বিদুঃ" ॥

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হিরণ্ময়কোষে নিষ্কল বিরজ ব্রহ্ম অবস্থিত। তিনি জ্যোতিঃ-সমূহেরও জ্যোতিঃ, আত্মবিদ্গণ তাঁহাকে জানেন।

[illegible] উক্ত হইয়াছে যথা —

"[illegible]
[illegible]
বিদ্ধি মামকম্"

অধিকারীগণ যে তেজঃ নির্বিশেষরূপে প্রকাশ করেন, তন্মে শ্রীভগবানের তেজঃ বিদ্যমান অস্তিত্বে যাঁহার তেজঃ বর্ত্তমান সেই তেজঃ আমার তেজ বলিয়া জানিও। এই সমস্ত প্রসঙ্গের আলোচনার দ্বারা ব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বরূপত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে— তাঁহার রূপত্বও অবশ্যই সাধিত হয়, সুতরাং সিদ্ধ হইল ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও দেখা যায়—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

অর্থাৎ তমের পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে আমি জানি। এইরূপে অধিষ্ঠিত অপ্রাকৃতরূপের তেজঃ অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত তেজোবিশিষ্ট পুরুষ জ্যোতির্ময় অভিধেয়।

মৈত্রায়ণ্যুপনিষদে উক্ত হইয়াছে যথা—"সুবর্ণ-বিনিন্দ্য জ্যোতিঃ।" মৈত্রেয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মের পাঁচ রূপ শুক্ল, রক্ত, নীল ও কৃষ্ণ।" মুণ্ডক উপনিষদে তাঁহাদিগকে স্পষ্টতঃ রুক্মবর্ণ বলিয়াছেন যথা—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ॥"

ঐতরেয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "স ঈক্ষত" [১।১।১] এখানে এই ঈক্ষণক্রিয়ার কর্ত্তা যখন ব্রহ্ম তখন তিনি যে ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট এবং ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট হওয়াতে তিনি যে রূপ-বিশিষ্ট তাহা প্রমাণিত হইতেছে। তবে ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদি বা রূপ কখনও প্রাকৃত নহে।

মহানারায়ণ উপনিষদেও তাঁহার রূপের কথা বলা হইয়াছে যথা :—

"সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি"
"ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্"

অর্থাৎ বিদ্যুদ্বর্ণ পুরুষ হইতে নিমেষ সকল উৎপন্ন হইয়াছে—প্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত চিন্ময় বিদ্যুদ্বর্ণ রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাঠক এবং মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যথা :—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"

কঠঃ ১।২।২৩ মুণ্ডক ৩।২।৩

অর্থাৎ এই আত্মা [illegible] বহু [illegible] করেন না বা অধ্যয়ন করিলে লভ্য হয়েন না, বহু বহু শাস্ত্র শ্রবণেও উপলব্ধ হয়েন না কিন্তু নিজ স্বরূপ যাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন এবং যিনি তাঁহাকে আপনার বলিয়া বুঝিতে পারেন, আত্মা তাঁহাকে স্বীয় অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইয়া থাকেন।

বেদান্তদর্শনের [illegible] সূত্রে ব্রহ্মের জ্যোতীরূপত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যথা—

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ [১।১।২৫]
জ্যোতির্দর্শনাৎ [১।৩।৪০]
জ্যোতিরুপক্রমাৎ [১।৪।৯]

পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ বেদান্তদর্শনের ২।২।৪১ সূত্রের ব্যাখ্যায় [illegible] কর্ত্তৃক নিরসনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন [illegible]কে পাপী বলিলে পাপভাগী হয়েন আর অপাপী বলিলেও তাহার সম্ভাবনা হয় না অতএব [illegible] জগৎকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ নহে কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে হয়। পুরুষ পাপ হইতে পারে না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে প্রধান-কারণ রূপ বলিয়াছেন—"যদা-

প্রাপ্ত-পত্র

শ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক নিবেদন—

প্রভো! বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ম[illegible]নিবাসী [illegible] শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরকুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র রায় মহাশয় যেরূপ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিতেছেন, তদনুরূপ একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এই কার্য্য তিনি আগামী বৎসর শ্রীধাম মায়াপুরের উৎসবকালীন স্বয়ং উপস্থিত থেকে আরম্ভ করিবেন। আমাদিগের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই তিনি এইরূপ একটি ধর্ম্মহিতকর কার্য্য করিবার অভিপ্রায় হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন এবং আমরা অত্র উক্ত বিষয় প্রস্তাব করিবামাত্রই তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিলেন ও আগামী বৎসর শ্রীধাম মায়াপুরে উৎসবকালীন ঐ কার্য্য স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আরম্ভ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ইনি পূর্ব্বে [illegible] শ্রীবিগ্রহের জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি কানাই নাটশালা গ্রামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপনের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। গৌড়ীয়মঠের শ্রীআচার্য্যদেব এবং তাঁহার অনুগত সেবকগণের প্রতি ইনি নিরতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত এবং বলেন যে, গৌড়ীয়মঠই বর্ত্তমানকালে একমাত্র শুদ্ধ ভক্তি প্রচার করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, গৌড়ীয়মঠের শ্রীআচার্য্যদেবের কৃপা তাঁহার উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইতেছে এবং যদি সেই মহাপুরুষের [illegible] হতে আরও দূরে তিনি [illegible] করেন, তথাপি তাঁহার কৃপা [illegible] তিনি নিজেকে তাঁহার [illegible] বঞ্চিত না থাকেন বলিয়া অনুভব করেন। এই রায় সাহেবের কথা [illegible] চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছি শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, রায় সাহেব দীর্ঘ জীবন লাভ করুন এবং শান্তি, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধিদ্বারা

(৭ম পাতার প্রথম কলমে)

[illegible] বাহিঃ"— [illegible] অন্যায়তঃ পরঃ, ঔষধ মুখঃ [illegible] নীতি। সেই পরমপুরুষ, [illegible] এবং তাঁহার মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দেখা যাইতেছে সুতরাং তিনি মনোবান্, বুদ্ধিমান ও অহঙ্কারবিশিষ্ট।

(ক্রমশঃ)

নানা খবর

প্যাটেলের বক্তৃতায় খাদিপ্রতিষ্ঠার

বোম্বাইয়ের এসপ্ল্যানেড ময়দানের প্রকাণ্ড সভাতে মিঃ ভি জে প্যাটেল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বিলাতী ও বিদেশী জিনিষবর্জ্জনই বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক কিন্তু যদি দেশে যথেষ্ট খাদি প্রস্তুত না হয় তাহা হইলে সমস্তই বিফল। তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকে প্রচুর পরিমাণে খাদি প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে চরকা কাটিবার জন্য পৃথগ্‌ভাবে একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ব্যবসায়িগণ যদি বিদেশী জিনিষ আমদানি না করেন তাহা হইলে তাঁহারাই ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপন করিতে পারেন।

বোম্বাইয়ের মজুরগণ

বোম্বাইয়ের কলকারখানা বিভাগের গোলমাল প্রায় শান্ত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি মজুর যাহারা কার্য্যে যোগদান করে নাই তাহারা অপর মজুরগণকে কার্য্য করিতে নিষেধ করিতে গিয়া বাক্যের দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে না পারিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। পুলিশ আসিয়া লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিলে তাহারা সরিয়া পড়ে। কয়েকজন লোক সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভীষণ ঝড়াবর্ত্ত

সিলোনে ভীষণ ঝড়াবর্ত্ত হইয়া রেল চলাচল বন্ধ হইয়াছিল এবং টেলিগ্রাম বা ডাকে সংবাদাদি প্রেরণ বন্ধিত হইয়াছিল। সমুদ্রে "লিব" নামক জাহাজখানি নোঙ্গরচ্যুত হইয়া ঝড়ের বেগে ভাসিয়া যায় এবং বহু চেষ্টায় উক্ত জাহাজটী পুনরায় নোঙ্গরাবদ্ধ করা হয়। জাহাজটীর প্রায় ৪০০০০৲ টাকা পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে। এই জাহাজখানি মাল লইয়া বোম্বাই হইতে রেঙ্গুন অভিমুখে যাইতেছিল। বন্দরের ৩টী আলোকস্তম্ভ ঝড়ের বেগে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা সহরে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইয়া রাস্তা সমস্ত জলে ডুবিয়া গিয়াছিল।

(চতুর্থ পাতার ৪র্থ কলমের পর)

অন্ততঃ কি প্রচারের সাহায্য পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতরবেগে করিতে থাকুন্। কৃপাপূর্ব্বক এই পত্র খানি আপনার দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে জীবনিকার্য্যে স্থান দিবেন।

শ্রীঅতীন্দ্রিয় ভক্তি ভাস্কর দাস
শ্রীইন্দ্র নারায়ণ বসু ভক্তিভূষণ
শ্রীরমানাথ (রায়) দেবশর্ম্ম

ব্যবসায়ীদের অনুরোধ

বোম্বাই সহরে ১৩টী খ্যাতনামা ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ প্রকাশ্য সভায় শ্রীযুত গান্ধীর গ্রেপ্তার ও অবরোধ সম্বন্ধে প্রবলভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্ট চেম্বার্সের প্রতিনিধিগণকে ব্যবস্থাপক সভা হইতে সরিয়া পড়িবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

১৪৪ ধারা আইন অমান্য

মাদ্রাজে—মাদ্রাজের জজ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিঃ ভি শাস্ত্রী পুলিশ কমিশনার সাহেব বাহাদুরকে লিখিয়াছেন যে ১৪৪ ধারার হুকুম জারি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা সাইদাপুর বীচে সভা করিবেন। তাঁহারা সভাগ্রহ আফিস হইতে শোভাযাত্রা করিয়া সভাস্থানে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

দিল্লিতে—নিউ দিল্লীর স্থানীয় কংগ্রেস সভা ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিবেন প্রকাশ করিয়া প্রতি দলে ৬জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়াছিলেন। ৬জন স্বেচ্ছাসেবক ইণ্ডিয়ান ঘোষিত কংগ্রেস আফিস হইতে যাত্রা করিয়া সদাবর্ত্তী থানার নিকট উপস্থিত হইলে পুলিশ ৬ জনকেই গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আবদ্ধ রাখিয়াছেন। অতঃপরে স্বেচ্ছাসেবকগণের আর কোনও দল সেই দিন বাহির করা হয় নাই।

দিল্লিতে হাঁসপাতাল বোঝাই

দিল্লির বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। ট্রামগাড়ী ও টাঙ্গা যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। দোকানও অনেকগুলি খুলিয়াছে। আহতদিগের মধ্যে ২জন হাঁসপাতালে মৃত হওয়ায় তাহাদের মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য লইয়া যাইবার সময় সামান্য গোলযোগ হইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু কোনও অশান্তি না হওয়াই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যা সঠিক পাওয়া যায় নাই। সাধারণ হাঁসপাতালে ৬৪ জন হাঁসপাতালে এবং ৪৬ জন বাহির হইতে চিকিৎসিত হইতেছে। পুলিশ হাঁসপাতালে ১৭ পুলিশ হাঁসপাতাল গৃহে এবং ৫জন পুলিশ বাহির হইতে চিকিৎসিত হইতেছে। অদ্য পর্য্যন্ত ৪জন লোকের মৃত্যু হইবার সংবাদ পাওয়া যায়। সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

ময়মনসিংহের জজ সাহেব ও মহিমবাবু

গত ৯।৫।৩০ তারিখ সন্ধ্যা হইবার পর সন্ধ্যার সময় এক বিরাট সভা টাউন হল প্রাঙ্গণে হইয়াছিল। তথায় প্রায় ৪০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। এরূপ বিরাট সভা ময়মনসিংহ সহরে কখনও হয় নাই। ঐ সভায় মহাত্মাকে জেলে

শ্রীযুত গান্ধী স্থানান্তরিত

গত সোমবার রাত্রে যে অনুরূপে কোন পুলিশাদি সঙ্গে না লইয়া শ্রীযুত গান্ধীজীকে করাডী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার বেদে সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হইয়াছে।

১৮১৮ সালের ৩ আইনের ১৮২৭ সালের বম্বে রেগুলেশন ২৫ অং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের যতদিন ইচ্ছা তাঁহাকে জেলে আটক করিয়া রাখা হইবে। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন বিশেষ অভিযোগ আনা হয় নাই যদিও গুরুতর অভিযোগের অনেক প্রমাণ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ধরসেনার লবণের গোলা আক্রমণের উদ্যোগের জন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঐ রাত্রে পুনাতে লইয়া যাইবার জন্য মোটর ও রেল গাড়ী পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। জেলে তাঁহার জন্য যে প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে নাকি তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার খরচাদির জন্য মাসিক ১০০৲ হিসাবে মঞ্জুরি দিবেন।

পরে পুনরায় গত ৭ই মে শ্রীযুত গান্ধীকে উষার বেলা জেল হইতে পুনার ২৫ মাইল দূরে পুরন্দর পাহাড়ে যেখানে শিবাজীর বিখ্যাত দুর্গ ছিল তথায় গোপনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পুরন্দর বর্ত্তমানে ভারতীয় সৈনিক বিভাগের সৈনাবাস

--- --- --- ---

দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ দিন কাছারী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল। কেবল ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব এবং তাঁহার ২জন অর্দ্দালী এবং একজন পেস্কার কাছারীতে গিয়া ছিল। ব্যবহারজীবীদের মধ্যে সরকারী উকিল বাবু অক্ষয় কুমার মজুমদার কেবল গিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারী কোর্টে যাইতে পারে নাই। ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব অবস্থার গতি হইতে ঘোরতর কর্ম্মচারী দিগকে আফিসে আনিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পুলিশ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং বন্দুক চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিল জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অনুরোধ রক্ষা অত্যধিক প্রবল দেখিয়া এবং তাঁহার পুলিশের সংখ্যা অতিশয় কম দেখিয়া তিনি তাহাতা হইতে বিরত ছিলেন। কাজেই উভয় পক্ষে কোন গোলমাল হইতে পারে নাই। উক্ত তারিখে জিঃ জজ ১২টী মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া ফেলিয়াছেন।

পরদিন ৭।৫।৩০ তারিখে বারের বড় উকীল ও স্থানীয় জমিদার বাবু মহিমচন্দ্র রায় আফিসে গেলে তাহাকে জজ সাহেব বলিলেন, মহিম বাবু, আপনারা যে কার্য্য

সত্যকথা বলিয়াছেন ভাল, তবে আজ কেন আফিসে পুনরায় আসিলেন? [illegible] বাড়ী ফিরিয়া [illegible] আপনি একলা [illegible] মোকদ্দমার [illegible] কেন আসিলেন তাহার [illegible] দিতে হইবে, যদি তাহার [illegible] পারেন তবে [illegible] কেন এই [illegible]? এই কথার পর উকীল বাবু [illegible] চাহিয়া [illegible] সাহেবকে বলিয়াছিলেন [illegible] জিজ্ঞাসা করে [illegible], কারণ আপনি বড় লোক এবং আপনার [illegible] নিকট [illegible] আছে। [illegible] উকীল বাবু [illegible] জজ সাহেব [illegible] সাহেব [illegible] উকীল বাবু [illegible] হইতে বাহির হইয়া লাইব্রেরীতে আসিয়া এক সভা করে এবং তাহার ফলে উকীল ও মোক্তারগণ [illegible] ভাবে [illegible] পুলিশ রাখিবার প্রস্তাব করে।

বারমায় ভূমিকম্পের জের

পেগুতে ১১০০ লোকের মৃত্যু গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে [illegible] সঙ্গে দিয়া [illegible] ভূমিকম্পে [illegible] মৃত্যু হইয়াছে [illegible] হয়— পেগু ১১০০; [illegible] ৭০, [illegible] ৫০; [illegible] প্রায় ১০০ মোট ১৫২০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট [illegible] সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] গাড়ী [illegible] হইতে [illegible] পুনরায় [illegible] শুরু করিয়াছে।

[illegible] বিভাগ করা হইতেছে। [illegible] পুলিশ [illegible] পারে নাই। [illegible] এবং [illegible] কার্য্য [illegible]

[illegible] কোনও [illegible] ভূমিকম্পে [illegible] হানি হইয়াছে। [illegible] ৫০০০ টাকা দান করিয়াছে।

গৌড়ীয় মঠ প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য মঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল [illegible]

[illegible] বাঁধাই

[illegible] গ্রন্থচামড়া

[illegible] বাঁধাই ২, দুই টাকা

[illegible] হইয়াছে

[illegible]

শ্রী[illegible]

চতুর্থ সংস্করণ

সমস্ত বাঁধাই ২ দুইটাকা

কাবাঁধা ১৷০ দেড়টাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

[illegible] প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

[illegible] ভিক্ষা [illegible]

[illegible] ।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুর [illegible]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

[illegible] শ্রীল [illegible] গীতি গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অষ্টপদক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর [illegible] অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-[illegible] প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত [illegible] পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব অভিধান)

[illegible] খণ্ড ৷৵০ [illegible] ৫, (৪খণ্ড একত্রে)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা

২য় খণ্ড ১, এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। [illegible] প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। [illegible]

শ্রী[illegible] সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, [illegible] সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫,
৩। গৌড়ীয়-গ্রাহক ৶০
৪। [illegible] ।০
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১,
  " " কাবাঁধা ৸০
৭। [illegible] (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ) বাঁধা ২,
৮। [illegible] (শ্রীচক্রবর্তী টীকা-সহ) বাঁধা ২, কাবাঁধা ১৷০
  [illegible] ৷০
৯। [illegible] (বাঁধা) ২,
১০। [illegible] ৷০
১১। [illegible] ২,
১২। শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। [illegible] ৶০
১৬। [illegible] (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। [illegible] ।৵০
১৮। [illegible] ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। [illegible] ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও [illegible] মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶০
২৬। [illegible] ।৵০
২৭। [illegible] ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫,
২৯। [illegible] ৷০
৩০। শ্রী[illegible] শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫,

প্রাপ্তিস্থান: শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

গ্রন্থসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪৫৲ পঁয়তাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

তিন খণ্ড এর্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের মূল্য ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে।

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আখ্যিকা

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বহু দন ক্রে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—সেওড়াফুলি, [illegible]
কলিকাতা হাটখোলা।
৩। শ্রীযুক্ত বামাচরণ রায়—১৭০২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্ ডি. মুখার্জি—এম, এম, ওয়ার্কস ডি ম্যু, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ বণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিজয়মোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ৩৪ পরগণা।
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, ধানবাদ।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যাঁহারা উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত-শুদ্ধ উপায়ে ভক্তি-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১৫
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত যন্ত্রালয়,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন্ রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], মানভূম।
১৬। শ্রীব্রজগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ [illegible] রোড, দিল্লী।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] করে পুন সেই বহ[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আবাসিক বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ... করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্র ... পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক— ... শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য- ... তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভুবনবৃন্দাবনসম্পাদিত।

অধ্যাপক— পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

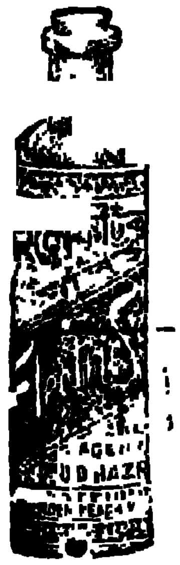

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, মানসিক দুর্বলতা, অজীর্ণ, অম্বল, পাকস্থলীর পীড়া, স্ত্রী এবং বালকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, ... মেহ ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটন সাহেবের আবিষ্কৃত "ইলেক্ট্রিক মলিকিউল" ঔষধ দ্বারা বাঁচিতে পারেন, তাহার শতশত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।**

... পুর, ... পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাক্ত (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

... সম্পাদকের পারডস সহ

উৎকৃষ্ট ই:) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ডিলিতে ২্ দুই টাকা মাত্র।

... প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রী ল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ,
প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী,
স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা,
পদ্যসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী সম্বলিত
মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন,
অষ্টপেজী আকারে টীকা-
... কাগজে ছাপা
ভিক্ষা—১৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮্ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩্ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, দমা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক ও দেহের পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬্ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিমেয় আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২্ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫্ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান যুগের নব-আবিষ্কৃত সুপ্রণালী ... প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। ... ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, ... প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এই কোম্পানীর কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ... পরীক্ষায় ... না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব অল্প। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি নিবৃত্তি করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১্ একটাকা।

২। "শান্তিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন তবে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান: —আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৫
ষাণ্মাসিক ৩
ত্রৈমাসিক ১৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ১৫ই মে ১৯৩০

নারায়ণগঞ্জে কামান

নেতা বেঙ্কটের সাড়েসাত বৎসর কারাদণ্ড

বিলাতী বিক্রয়ে জরিমানা

ষ্টেটস্‌ম্যানে নবদ্বীপের পুলিশ পাহারা

গোয়াড়ী উকীলদের হরতাল

বিলাতী দ্রব্যের হিসাব

নবদ্বীপে ১৪৪ ধারা জারি

২৪শে জুন সাইমন রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে

নেতা তায়েবজী গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম ব্যাপারে ধরপাকড়

বকরিদে ভীষণ দাঙ্গা

পেশোয়া তদন্তে বাধা ও সীমান্তে প্রবেশ নিষেধ

সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্ব

ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার নির্ব্বাচন

চৈতন্যের দান

অতীন্দ্রিয়বাণী প্রতিবাদ ও ভক্তিধর্ম্মের প্রচার

সংবাদ

নারায়ণগঞ্জে কামান

নারায়ণগঞ্জ একটী প্রসিদ্ধ বানিজ্য স্থল। সুতরাং অনেক ইউরোপীয়, এংলো ইণ্ডিয়ান এবং আর্ম্মেনিয়ান ব্যবসায় করিবার জন্য সেখানে বাস করে। তাহাদের অনেকেই অগ্‌ জিলিয়ারিফোর্স নামক সৈন্য দলে আছে। বর্ত্তমান আন্দোলনে তাহারা বিচলিত হইয়া সমস্ত দিন ধরিয়া রাস্তায় রাস্তায় মোটরে করিয়া কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করিতেছে এবং তাহাদের [illegible] চটী সেদিন গান অর্থ ২ কলের কামান রাস্তায় বাহির করা হইয়াছে।

বিলাতী কাপড় আমদানিতে ৫১৲ জরিমানা

এখানে যে সমস্ত ভারতবাসী বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায় করেন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কেহ বিলাতী কাপড় আমদানি করিতে পারিবে না। যদি কেহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বিলাতি কাপড় আমদানি করে তাহা হইলে তাঁহাকে ৫১৲ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

লাহোরে সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট, ট্রিবিউন এবং ওয়ান্টার [illegible] এক দিন কোম্পানীর দোকানে যে সমস্ত বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র আছে সে সমস্ত পুলিশ নিজের হেফাজতে রাখিয়াছে এবং ঐ সমস্ত মাল দোকান হইতে সরাইয়া আনিয়াছে।

সাড়ে সাত বৎসর কারাদণ্ড

মাদ্রাজের সত্যমূর্ত্তী নেতা মিঃ বেঙ্কট রেডিয়ার সাড়ে সাত বৎসরের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গোয়াড়ীর উকিলদের হরতাল

গত কল্য ১৩ই মে বেলা আড়াইটার সময় কৃষ্ণনগরে খবর আসিল যে ভারত-নেতা আব্বাস তায়েবজী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনগরের উকিলেরা আদালত ত্যাগ করিলেন এবং সমস্ত দোকান বন্ধ হইল, গাড়ী চলাচল বন্ধ হইল। কোন শান্তি ভঙ্গ হয় নাই

বিলাতী দ্রব্যের হিসাব

১৯২৮ সালে ভারতে আমদানি হয় বিলাত হইতে:—

কাপড় [illegible] টাকার লোহা ও ইস্পাত [illegible] টাকার সিগারেট প্রভৃতি [illegible] টাকার বিলাসের দ্রব্য [illegible] টাকার তাস প্রভৃতি [illegible] টাকার মদ [illegible] টাকার। বর্ত্তমান আন্দোলনের উদ্দেশ্য এই টাকা ভারতে রাখা।

ষ্টেটস্‌ম্যানে পুলিশ পাহারা

কংগ্রেস বুলেটিনে প্রকাশ যে নবদ্বীপে পুলিশ পাহারা, মোটরে চড়িয়া সশস্ত্র [illegible] ও মশাল [illegible] প্রভৃতির সাহায্যে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের প্রচার চলিতেছে।

পঙ্কজ বাবুর বিদায়

কৃষ্ণনগরের কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু পঙ্কজ কুমার বন্দোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়—[illegible] কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার [illegible] হইলেন। তিনি একজন [illegible] কৃষ্ণনগরে [illegible] [illegible] করিয়া গিয়াছেন, [illegible] উপযুক্ত পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া [illegible]। তিনি [illegible] যে পুলিশের লোক হইয়াও [illegible] করিয়া ও [illegible] [illegible]ছেন।

বিবিধ সংবাদ

চট্টগ্রাম [illegible]

[illegible] এক মাস [illegible] ১৯ [illegible] করার সম্পর্কে [illegible] বিষয় [illegible] হইয়াছে।

[illegible] পুস্তক পাঠ

[illegible] প্রকাশ্য সভা- [illegible] বাংলায় পুস্তক [illegible] পুনরাবৃত্তি করান [illegible]।

[illegible]

[illegible] চুরি হইয়াছে। [illegible]

[illegible] বাড়ী প্রস্তুত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বন্যায় রেলপথ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নবদ্বীপে ১৪৪ ধারা জারি

১০ই [illegible] নদীয়া জেলা অন্ত- র্গত নবদ্বীপে ১৪৪ ধারার আদেশ জারি হইয়া কোনও প্রকাশ্য স্থানে [illegible] কোনও সভা বা [illegible] সভা করা, [illegible] দোকানের সম্মুখে বা নিকটে [illegible] নবদ্বীপে [illegible] উপলক্ষে কোনও [illegible] কোনও [illegible] অস্ত্র লইয়া ঐ সমস্ত [illegible] লোকের [illegible] নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সর্বদল সম্মেলন

[illegible] মধ্যে [illegible] পৌঁছিয়াছেন। [illegible] কোন টেবিল [illegible] প্রকাশ করেন। তাহাদের মত এই যে, [illegible]

[illegible] কংগ্রেস [illegible] করা [illegible] দিবে।

২৬শে জুন সাইমন রিপোর্ট

ভারতবর্ষের বর্তমান [illegible] সাইমন কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ [illegible] সরকার [illegible] করিতেছিলেন। [illegible] রিপোর্ট [illegible] প্রকাশ [illegible] সাইমন [illegible] রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে এবং [illegible] সাইমন [illegible] করিয়া- ছেন।

শ্রীমতী সরোজিনীর নেতৃত্ব

[illegible] আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন।

লবণ গোলা আক্রমণ ডায়েনশি গ্রেপ্তার

[illegible] লবণ গোলা আক্রমণ [illegible] পূর্বেই সংবাদ দিয়াছি। [illegible] লবণ গোলা আক্রমণ [illegible] করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible] বিশেষভাবে [illegible] হইয়াছে।

রেড ক্রস সোসাইটি ৫০০০ টাকা দান

[illegible] প্রকাশ, [illegible] রেডক্রস সোসাইটির [illegible] টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন [illegible] একটী [illegible] —এ, পি।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible]

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

আমরা [illegible] বাদাম তৈল [illegible] J. B. Dutta & Co. [illegible] করিবেন। [illegible]

[illegible] —জে. বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible] আছে।

[illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible] ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। [illegible] কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভগবৎমিত

১। ঘুঘু নামক পক্ষীর "ঘুঘু—ঘু" রবকে অনভিজ্ঞ বহির্ম্মুখ মানবগণ একটী অর্থহীন ধ্বনি বলিয়া মনে করে। অভিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তগণ কিন্তু ঐ রবকে "রাধে—শ্যাম" রূপ ভগবানের বাচক বলিয়া অবগত হন।

২। শব্দের দুই প্রকার বৃত্তি আছে, যথা—বিদ্বদ্রূঢ়ি ও অজ্ঞ-রূঢ়ি বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হয় এবং অজ্ঞ তাহারা "ঘুঘু—ঘু" রবকে অর্থহীন বা অন্য প্রকার কদর্থজনক শব্দ বলিয়া অবগত হয়। বিজ্ঞ-ভগবদ্ভক্তগণ শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হন বলিয়া তাঁহারা ঘুঘুপক্ষীর রবকে নিরর্থক বা কদর্থের বাচক বুঝিবার পরিবর্ত্তে উহাকে শ্রীভগবানের "রাধে—শ্যাম" রূপ যুগল নামের বাচক বলিয়া অবগত হন।

৩। কীর্ত্তনকালে মৃদঙ্গ 'ধিক্ তান্, ধিক্ তান্, ধিগেতান্' ইত্যাদি রূপে অব্যক্ত ধ্বনি করেন। সাধারণশ্রেণীর অজ্ঞ বহির্ম্মুখ মানবগণ মৃদঙ্গের এই প্রকার ধ্বনিকে উপরোক্ত ঘুঘু পক্ষীর রবের ন্যায় হয় অর্থহীন ধ্বনি, না হয় কোন প্রকার কদর্থের বাচক বলিয়া বুঝিতে চাহে। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি চালিত ভগবদ্ভক্তগণ মৃদঙ্গের ঐ ধ্বনিকে যেরূপ বুঝেন নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছেন। যথা—

> যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদাসুতপদকমলে
> নাস্তি ভক্তির্নরাণাং
> যেষামাভীরকন্যাপ্রিয়গুণকথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
> যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলাললিতরসকথাসাদরৌ
> নৈব কর্ণৌ
> ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি
> নিয়তং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥

চৈতন্যের দান

(আসাম দুবড়ি চতিনগরে শ্রীপাদ গভস্তিনেমি মহারাজের বক্তৃতার চুম্বক)

[পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ বি,বি, টি]

চৈতন্যমহাপ্রভুর দান-বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজনীয়।

মৎস্য, কূর্ম্ম, মীন, বরাহ, রাম, নৃসিংহাদি ভগবদবতারের কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের অবতারত্ব সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। শ্রৌত প্রমাণের দ্বারাই তাঁহাদের অবতারত্ব সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, রাম নৃসিংহাদি অবতার। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করি, অন্য কোন কারণে করি না। যে শাস্ত্রসমূহ রাম-নৃসিংহাদির অবতারত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্ত শাস্ত্রেই চৈতন্যাবতারেরও ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব শাস্ত্র-প্রমাণমূলক বলিয়া রামনৃসিংহাদির অবতার স্বীকার করিতে হইলে শাস্ত্রমূলক বলিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবতারত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগর্গাচার্য্য বলেন—

> আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং
> তনূঃ।
> শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং
> গতঃ॥

এই পীতবর্ণ তাঁহার কলিযুগা-বতারের বর্ণ বলিয়া গর্গাচার্য্য ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন কলিযুগে পীতবর্ণ কোন অবতার নাই। "ছন্নঃ কলৌ," ইত্যাদি ভাগবত শ্লোকে তাঁহার কলিযুগের প্রচ্ছন্ন অবতারের কথা স্থাপিত হইয়াছে। এই পীতবর্ণ প্রসঙ্গে শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। যথা "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং" বেদ এই গৌরাবতারেরই রুক্মবর্ণ অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণত্ব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ গৌরহরি আপনাকে পীতবর্ণসম্পন্নরূপে "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী," হইয়া ত্রেতাদি [illegible] মায়াপুরে শ্রীশচীগর্ভে জগন্নাথ-সুতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বহু পুরাণ ও উপপুরাণ প্রত্যক্ষভাবে হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার সম্বন্ধে ভূয়ঃ ভূয়ঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত অন্যান্য রামনৃসিংহাদির অবতারত্বের ন্যায় অবশ্য স্বীকার্য্য।

দাতা কর্ণের দান, রন্তিদেবের আতিথ্য, দেবতাদিগের দৈত্যবধার্থ দধীচির আত্মাহুতি প্রভৃতি ত্যাগের আদর্শরূপ যে সকল দানের কথা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় তাহাদের সহিত শ্রীচৈতন্যের দানের তুলনা হইতে পারে না। কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর যে দান উহা জীবকে নিরয় হইতে নিত্যকালের জন্য বিনির্ম্মুক্ত করিয়া নিত্য মঙ্গল প্রদান করে। ইহার অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য লক্ষ্য নহে। কিন্তু অন্য যে সমস্ত দানের কথা বলা হইল উহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেয়ের নিমিত্ত মাত্র। তাঁহাদের দানের নিত্যত্ব নাই

ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি)

আবার 'তপোপরমাসত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে জানা যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা স্পষ্টতঃ ভগবদ্বিগ্রহের পোষক যথা—"পরমেশ্বরং নারায়ণঞ্চ চতুরি রূপাণি শুক্লং। রক্তং পৌতং কৃষ্ণমিতি"।

"প্রকাশবচ্চ বৈয়র্থ্যাৎ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইল যে এই ব্রহ্মের রূপাভাবে শ্রুতি বিরোধ এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যাদির অভাব প্রতীতিরূপ এই অপরাধ বলা যায় ব্রহ্মের রূপ না থাকিলেও সাকারবৎ শ্রুতির বৈয়র্থ্য ও সৌন্দর্য্যাদির অভাব প্রতীত হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মের রূপ আছে। ইহাতে অরূপপ্রকৃতি শ্রুতিবিরোধও হইতেছে না, কারণ ব্রহ্মের রূপ সাধারণ ভৌতিকরূপের ন্যায় নহে, সুতরাং ব্রহ্মের রূপের কখনও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ হইতে পারে না তিনি অপ্রাকৃত।

অধিকন্তু শ্রুতি-কথিত 'পঞ্চত্ব' 'বিভুত্ব' 'অণুত্ব' প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ কথিত নিষ্প্রকারের বিরোধ-হেতু পূর্ব্বোক্ত 'অপাণিপাদঃ' শ্রুতির ঐরূপ অর্থের সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না এবং উক্ত শ্রুতির

(৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

এবং উক্ত মঙ্গল-মূর্ত্তির কারণ নহে। পরন্তু পৌনঃপুনিক বন্ধনেরই কারণ।

আর্য্যদানের সহিতও মহাপ্রভুর তুলনা হয় না। মনু, অত্রি, হারীত, বিষ্ণু, পরাশর, বৃহস্পতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিলক্ষণ স্মৃতিমূলক যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান জগৎকে দান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দানের সহিত তুলনায় তাহাও নগণ্য কেননা তাহা মানব সমাজের সুখ-স্বচ্ছন্দবিধায়কমাত্র। ব্যবহারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা দান করাই সর্ব্ব স্মৃতির লক্ষ্য। সমাজের ব্যবহার মনুষ্যের জীবন কাল পর্য্যন্ত মাত্র স্থায়ী। এবং জীবনের সমাজসুখবিধায়ক এই সকল আর্য দান জীবকে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মপাশে আবদ্ধ করিয়া পোষণ করে। কিন্তু চৈতন্যদেবের দান জীবকে বদ্ধ করিয়া ভবসংসারে পতিত করে না। পরন্তু নিত্যানন্দময় অনন্ত তাহাকে নির্ম্মুক্ত করিয়া নিত্যধাম কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রদান করে। অতএব মনুর দান চৈতন্যের দানের নিকট অতি তুচ্ছ ও নগণ্য।

অন্যান্য ভগবদবতারগণের দানের সহিতও শ্রীচৈতন্যাবতারের দানের তুলনা হয় না। রাম, নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতি অবতারে ভগবান্ রাক্ষস ও অসুরগণকে অস্ত্রাদি প্রয়োগের দ্বারা নিধন করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যাবতারে তিনি কোনও দুষ্কৃতি-নাশক অসুর সংহার [illegible] অস্ত্রাদি প্রয়োগের দ্বারা নিধন করেন নাই। পরন্তু কৃপাপূর্ব্বক তাহাদের অসুরত্বরূপ কদর্য্য-প্রবৃত্তি নাশ করিয়া তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন,—তাহাদিগকে [illegible] কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন।

এই যুক্তি [illegible], [illegible] কাঠোর [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] নাম [illegible] তাহা হইলে [illegible] চৈতন্যদেব নিজ আচরণ দ্বারা এবং [illegible] দ্বারা [illegible] প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। [illegible] সমস্ত [illegible] স্থান [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] সাধন [illegible] মনোনিগ্রহরূপ [illegible] করিয়াছেন কিন্তু [illegible] কোন [illegible] নাই। [illegible] পরিপূর্ণ [illegible] সংগ্রহ-[illegible] নাম [illegible] একটি [illegible] সং-[illegible] পারে। একরূপ একটা [illegible] পারে। কিন্তু [illegible] আমাদের প্রাণ [illegible] অসংখ্য [illegible] [illegible] মুক্তাবস্থা-[illegible] [illegible] করে। [illegible] হয়।

[illegible] ব্যক্তির আশ্রয়, [illegible] মুক্তি [illegible] নাই। [illegible] প্রদান করি-[illegible] পদাপদ, [illegible] উদ্ধার [illegible] করিয়া-ছিলেন। [illegible] করিয়াছেন [illegible] [illegible] শ্রীজীব [illegible] শ্রীগৌর [illegible] প্রদর্শন [illegible] [illegible] সুতরাং [illegible] কারণ যে [illegible] না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

(৪র্থ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

প্রতিবাদ

মাননীয় শ্রীযুক্ত ... পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েষু—

মহাশয়! এই পত্রের সঙ্গে প্রতিবাদটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত ... ।

আমরা গত ... "বাঙ্গালার বাণী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার গত ১৩ই চৈত্র (১৩৩৬) তারিখের সংখ্যায় শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তির একখানি পত্র দেখিলাম। পত্রখানির আদ্যোপান্ত লেখকের অজ্ঞতা, বৈষ্ণব ভাবের বেশ পরিচায়করূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এতদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ পরিচয় পাওয়া গেল না। লেখক ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের নিকটস্থ একটী পল্লীর বৈষ্ণবদিগের মুখে সংবাদ লইয়া লোকের নিকট নিজের ... পর ... ।

(৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমের পর)

বাণী প্রচারে অন্তরায় প্রতিপাদিত হয় না।

আরও লেখা হয় যে, যুক্ত প্রতিরূপ "যথা পশুঃ পশুকে" বলিয়া স্বর্ণ ... বলা হইয়াছে যে সেই কুলাঙ্গার পুরুষের দর্শনমাত্রই অশেষবিধ পাপরাশিপূর্ণক নিশ্চিতপ্রাপ্তি ঘটে। অন্যত্র কুলাঙ্গারের সংস্পর্শ বর্জিত হইলে পুনরায় "তিষ্ঠতে কুলাঙ্গার——দর্শন দূরে পরাবশে" এই প্রকার দোষবশতঃ দুষ্ট বাক্যের প্রয়োগ দুষ্ট হয়। অপর কুলাঙ্গারের আবিষ্টপুরুষের দর্শনপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—যে, সেই অভক্তপুরুষের দর্শনে সকল প্রকার পাপমোচন হয়। সুতরাং যে প্রভুর দর্শনে জীবের সংসারবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় এবং পরমার্থপ্রাপ্তি হয় সেই মহাজন প্রভুর যে কোন বাহ্যিক দোষ থাকিতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য, এইরূপে বৈষ্ণব-প্রভুর সেই কুলাঙ্গার বা আবিষ্টজন পুরুষের দর্শনে অভিনিবেশপূর্বক নিরাশপূর্বক বিচারিত ও প্রচারিত হইয়াছে। অতএব প্রকৃত রূপ জানিয়া কল্পিত মায়াবাদীর মনোনয়নে সিদ্ধ এই অনৃত ... অপ্রতিবিধেয় ... সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

বাচোবেগং ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগং।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

নিন্দন ও সমাজের নিন্দা করিতে আরম্ভ ক'রা দেখে তাঁহার পত্রের সমস্ত বাণী ... করিয়াছেন, আপনাদের "বাঙ্গালার বাণী"তে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উপর। লেখক প্রকাশ্যভাবেই বলিয়াছেন—"আমার সব-চেয়ে ঘৃণা হয় কৌপীন আঁটা মাধ্ব-গৌড়ীয়দের উপর।" লেখকের এরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পরিপূর্ণ অযুক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিবার কি অধিকার আছে এবং তাহার মূলে হিংসা না কি তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপর এইরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিবার একটী স্পর্দ্ধা একজন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন অর্বাচীন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

যে সকল মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরবসংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, যে নিন্দা করে, যে দ্বেষ করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম (বা পূজা) না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে ও বৈষ্ণবদর্শনে আনন্দিত না হয়, এই ছয় জনই অধঃপতিত হয়।

সমস্ত শাস্ত্রেই বৈষ্ণবনিন্দার ভীষণ কুফল বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে,—

(ভাঃ ৩।৩২।১৩) যাহারা এই জড় দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, অনাত্মজন পুরুষ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে; ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ ঐ নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাহাদের পদরেণুসমূহ নিন্দুকের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দুকের তেজোনাশ করিয়া থাকে। অতএব অসতের মহদ্বিদ্বেষ শোভনীয়, কারণ তাহার দ্বারা উহাদের প্রতি তদ্রূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অর্থাৎ তাৎপর্য্য এই যে—প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়গণ বিষয়ের জন্য আকারে আসক্ত থাকায় মহদুপাসনায় হতে থাকে। উহাদিগকেই "বিষয়-বাদী" বলে। তাহারা প্রকৃতিকে "আত্মা" স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়কে "জীব" ও ইন্দ্রিয় সুখকে "প্রয়োজন" প্রভৃতি জ্ঞান করিয়া অধোক্ষজ-সেবায় বঞ্চিত হয়। অধোক্ষজ-সেবক ভক্তকে তাহারা নিন্দা করে। ভগবদ্ভক্ত প্রাকৃত-সহজিয়ার বাক্যে আদৌ দুঃখিত হন না, কিন্তু অকিঞ্চন সেবকগণ ঐ দুর্বোধগণের বাক্য সহ্য করেন না। তাঁহারা ভক্তনিন্দার অসহিষ্ণু হইয়া তদর্থ ... বিনাশ করেন; তাহাতে ... অপরাধের সহ্য মঙ্গল লাভ হয়। অতএব আদ্যপ্রকৃতি মহদতিক্রম করিয়া তাহাদের সর্ব ... ভগবদ্-কৃপালাভের যোগ্য হইয়াছিল। পাপের মাত্রা পূর্ণ হইলে মহতের দয়া লাভ করিয়া জীবের মঙ্গল ও পাপ পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জীব পাপ-বাসনা বিচরণকালে সাধুসঙ্গ নিন্দা করিয়া থাকে। সাধুর প্রতি অত্যাচার করিবার পরে তাহাদের সাধুকৃপা ফলে সমস্ত মুক্তি নিশ্চিত হয়। (গৌড়ীয়-৩ খ)।

(ভাঃ ১১।৫।৩—৭, ৯) শৌক্র সাবিত্র দৈক্ষ এবং দেবাসুরাদি দ্বারা হরিপদ্ম-ভজনের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদের অর্থবাদে মুগ্ধ হইয়া থাকে। (পাঠক ৫ হইতে ৭ম শ্লোক দেখুন)। অর্থাৎ কর্মানুগামী কর্মী হইয়া পড়ে। কর্মে জড়াভক্ত (বর্ণাশ্রমের ভক্ত ও মর্য্যাদাজ্ঞানহীন), অভিজ্ঞ সজ্জনের জিজ্ঞাসা করিবার ... রহস্য, যেহেতু অজ্ঞ মূর্খ অথচ পণ্ডিতাভিমানী সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ যে মিষ্টবাক্যে মুগ্ধ হয়, তজ্জন্যই আমাদের মধুর বাক্যালাপী সজ্জন ... থাকে। রজোগুণ প্রধান যে ... তীব্র ... কামুক ক্রোধী দাম্ভিক, অহঙ্কারী ঐ পাপকে অচ্যুত সাধুদিগকে উপহাস করে। ধনগণ—সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, বিদ্যা, দান, রূপ, বল ও কর্ম্ম ইত্যাদি মূর্খ মদে মত্তবুদ্ধি হইয়া অচ্যুতপ্রিয় সাধুদিগকে এবং অচ্যুত ভগবানকে নিন্দা করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

(৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের পর)

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিজ আচরণ দ্বারা এবং তাঁহার নিজ পার্ষদগণের আচরণ দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা কলির জীবের প্রাণ হইতে পারে, ইহা চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্বোপরি নাম, ভক্ত ও ভগবানের বাস্তব এমন কি কথনও গোস্বামীর নিকট প্রাপ্ত মধুর সম্প্রদায়ের সাধারণে প্রচার ... এবং পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অথচ ঐ অনুশাসন লাভের জন্য সাধনে কোনপ্রকার কৃচ্ছ্রতা নাই। কেবলমাত্র হরিনামের—হরিনাম কীর্ত্তনমাত্রই তাহার সাধন।

কৃষ্ণাবতারে তিনি শ্রীগীতায় "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" ইত্যাদি শ্লোকে উপদেশ মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু সেই উপদেশ কার্য্যে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হইবে তাহাতে কোন আদর্শ জগতে প্রকাশ ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ কীর্ত্তন এবং নাম ও কীর্ত্তিই মুক্তিপ্রদ ..." ইত্যাদি বাক্যে ... উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে উপদেশ পাওয়া যায়। এই সর্বপ্রকার ভক্তির মধ্যে "মহৎকৃপাই" অর্থাৎ সাধুসঙ্গ লাভ করিলে শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে ভক্তি লাভ হয়। অথচ সাধুসঙ্গ ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না। সাধুসঙ্গ কিরূপে লাভ হয়? সাধুকৃপা ব্যতীত সাধুসঙ্গ হয় না। কাহারও মধ্যে সাধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়া ভক্তি লাভ হয়। তাঁহারই নিকট হইতে শ্রবণ কীর্ত্তন শ্রীনাম গ্রহণ করিলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। নামাপরাধ প্রভৃতির নাশ হইলেই মুক্তি জীবের করতলগত হয়। কিন্তু তত্ত্বাবধি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া নিজেকে যাহারা অসৎসঙ্গে রাখে তাহাদের ... সাধুসঙ্গ-নিরপেক্ষ ভজনের প্রবণ করিলে কিরূপে তাহা লাভ হয়, তো তিনি নিজ-চরিত্রে এবং তৎ পার্ষদগণের চরিত্রে জগতে প্রচার ও প্রদর্শন করাইয়া জীবের পক্ষে ভক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। "আনন্দ মূর্ত্তিমান্ ... পুণ্যাত্মা" যেমন সাধনপথের বিপদ অতিক্রম উত্তীর্ণ হইয়া ... সাধনের দ্বারা ও তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত হয় না। কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নামপ্রচারের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন নিজ্জনপ্রচারের পঞ্চপ্রকার নিষ্কপটে তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এরূপ নাম আর কোন অবতারে প্রকট হয় নাই। মহাপ্রভুর দানের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

ভক্তিধর্ম্মের প্রচার

খুলনায়

গত ১৫ই বৈশাখ সোমবার ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডী স্বামী ... নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ... হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে পূজ্যপাদ বেলা ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ... প্রথম অধ্যায় হইতে ... পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী শ্রীযুক্ত-বিগলিত আকারে আমার শ্রবণে অনেকেই অশ্রু-বর্ষণ করিতে পারেন নাই। অনেকেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আলোচনায় মহারাজের ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। সন্ধ্যায় স্বামীজী

বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিল।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় উক্তগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নবযোগেন্দ্র নিমিরাজ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে পরমহংসকুলাগ্রণী ভরতের চরিত্র আলোচনা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামিজীর চেতন-বাণী শ্রবণে সাধু-সঙ্গের অদ্ভুত মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সর্ব্বোচ্চিষ্ট-ভোক্তার ন্যায় অবৈষ্ণব স্মৃতক-পাঠকের বাক্য অমল-পুরাণ ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণে জগৎবাসী কি ভাবে বঞ্চিত হইতেছেন তাহাও বুঝিতে পারিয়াছেন।

প্রায় সপ্তাহকাল সর্ব্বক্ষণ নবনবায়মানভাবে স্বামিজীর শ্রীমুখ বিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া নওয়াপাড়াবাসীগণ এক নূতন রাজ্যের নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া নব জীবন লাভ করিয়াছেন।

কটক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার তাঁহার ভানতাগের (?) প্রাক্কালে 'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে একাধিক সুদীর্ঘ জ্বলন্ত বক্তৃতা দিয়াছেন। বহু ভদ্র এবং শিক্ষিত লোক বক্তৃতা শুনিবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। স্বামিজী বক্তৃতার প্রারম্ভেই সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, মনুষ্যের প্রাকৃত জ্ঞান ভগবদ্ধামে পৌঁছিতে পারে না, যুক্তি সেখানে নিষ্ফল ও অকর্ম্মণ্য। মনুষ্যের ধর্ম্মভাবমিশ্রিত চিন্তা এই বিষয় বুঝিতে অক্ষম। চিন্ময় হইতে অবতীর্ণ নিষ্ঠাবান্ ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত আত্মার মধ্য দিয়া নিঃসৃত প্রত্যাদেশ যাহা বৈদিক সত্যরূপে প্রকাশিত কেবল তাহা হইতেই মনুষ্য ভগবানের বিষয় জানিতে পারেন। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভগবান্ এক। তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। জীব-সকল শ্রীভগবান্ হইতে নিঃসৃত, তাঁহারই ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। কোনও কোনও জীব মায়ামুক্ত এবং কোনও কোনও জীব মায়াবদ্ধ। ভক্তিই স্বরূপ উপলব্ধির প্রধান সহায়। স্বামিজী পুনরায় আসিয়া "ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন বলিলেন।

কলিকাতা—বাদামতলার (?) স্বামী শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়াছিলেন। তথায় কিছুক্ষণ থাকিয়া হরিকথা শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রয়াগ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ঢাকা—নবাবপুর শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও নামসংকীর্ত্তন হইতেছে। বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা প্রতিদিন মঠে আসিয়া শ্রীশ্রীবিনোদবাঞ্ছাজীউ দর্শন করিতেছেন। মঠের সেবকগণ লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

পুরী—গত কল্য শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহামহোৎসব হইয়াছে। অদ্য মহাসমারোহে ঝুলদোল উৎসব সম্পন্ন হইল। বর্দ্ধমানের খ্যাতনামা উকিল শ্রীচারিণীরঞ্জন সেন ঝুলদোল উৎসবের খরচ নির্ব্বাহ করেন। সকলকেই অকিঞ্চনভাবে পুষ্পান্নক মহাপ্রসাদ সম্মান করান হইয়াছিল। শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব মহোৎসবে শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ প্রথম নব অধ্যায় হইতে শ্রীপ্রহ্লাদের হিরণ্যকশিপুর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন, হিরণ্যকশিপু দ্বারা প্রহ্লাদের নির্য্যাতন, শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব ও হিরণ্যকশিপুকে বধ, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ-কর্ত্তৃক শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব, প্রহ্লাদের স্তবে শ্রীনৃসিংহদেবের আনন্দ ও শান্তভাব ধারণ ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।

নানা খবর

পেশোয়ার তদন্তে বাধা প্রদান
সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ নিষেধ

পাঠক অবগত আছেন যে পেশওয়ারে নীরব নৃশংস হাঙ্গামা, পুলিশের গুলিতে অনেক হতাহত, সৈন্যগণকর্ত্তৃক সহর দখল, গাড়োয়াল সৈন্যদল সন্তোষজনকভাবে কাজ করিতে না পারায় ঐ সৈন্যদলকে অন্যত্র পাঠান ইত্যাদি অনেক লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য নিখিল ভারতকংগ্রেসকমিটীর প্রেসিডেণ্ট (অস্থায়ী) মিঃ মতিলাল নেহেরু একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। মিঃ নেহেরু বড়লাট সাহেবকে লিখিয়াছেন যে, যাহাতে উক্ত কমিটী নির্বিঘ্নে তদন্ত করিতে পারে তাহার যেন ব্যবস্থা করা হয়।

ঐ পত্রের উত্তর কি তাহা আমরা না জানিলেও একথা জানিতে পারিয়াছি যে, উক্ত কমিটীকে উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেই প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

পণ্ডিতজী উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনার বাহাদুরের নিকট হইতে একটী তারের সংবাদ পাইয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে কংগ্রেস কমিটী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে এবং প্রবেশলাভ করিলেও যাহাতে সেখানে থাকিতে না পারে, তাহার জন্য রীতিমত ব্যবস্থা করা হইবে।

অদ্ভুত হাত কাটা

দক্ষিণ ভারতের কলিকটকিছুদূরে (?) যাইয়া,নায়ক এক ব্যক্তি রেলের পুলের উপর দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় দুই দিক হইতে গাড়ী আসিয়া পড়ায় সে আত্মরক্ষা করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া একহাতে রেল লাইন ধরিয়া এবং অন্য হাতে একটী কাঠের কড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। তাহার হাতের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যাওয়ায় তাহার [illegible] হাত কাটিয়া যায়। সে অপর হাতে ঝুলিতে থাকে এবং গাড়ীগুলি চলিয়া গেলে সে একহাতেই উঠিয়া পড়ে। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার নির্ব্বাচন

নদীয়া জেলা-ইঞ্জিনিয়ারের পদে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন ও বাহাল জন্য ১৯৩০ সালের ২৪শে মে শনিবার বেলা ১১-৩০ ঘটিকার সময় [illegible] [illegible] বিশেষ অধিবেশন হইবে। জেলা বোর্ডের ২৯-৪-৩০ তারিখের [illegible] ৬ জন পদপ্রার্থী নির্ব্বাচিত করিবার যে সুবিধা প্রদত্ত হইয়াছিল উক্ত [illegible] ১৪ জন প্রার্থীকেই ১৯৩০ সালের ১১ই মে রবিবার বেলা ১১-৩০ হইতে ২টার মধ্যে এই সমিতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যথারীতি সংবাদ দিয়াছিলেন। ১৪ জন পদপ্রার্থীর মধ্যে বাবু [illegible] উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। বাবু [illegible] রায় এবং [illegible] পালাধি উপস্থিত হন নাই। উপস্থিত অন্য পদপ্রার্থী [illegible] [illegible] বাকী ৯জন এবং এই সমিতি এক বাক্যে [illegible] ৪ জন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যে কোনও এক জনকে জেলা বোর্ড ২৮।৫।৩০ তারিখে মনোনীত করিবেন। যোগ্যতার তারতম্য হিসাবে নির্ব্বাচিত পদপ্রার্থীদের নাম উল্লেখ করা গেল।

১। মিঃ [illegible] সরকার
২। মিঃ [illegible] সরকার
৩। মিঃ বি, এন দাস
৪। মিঃ এইচ, এল, রায় চৌধুরী

সেরা দাঙ্গা

পাইওনিয়ার পত্রে প্রকাশ যে [illegible] দাঙ্গা হইয়াছে তাহার মধ্যে বোধ হয় পেশওয়ারের গোলাপুরের দাঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। এই দাঙ্গায় ২৮ জন খুন হইয়াছে এবং এক শত জনের উপর আহত হইয়াছে। একটী পুলিশ চৌকী পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, অন্য কোর্ট আক্রমণ করা হইয়াছে [illegible] পুলিশের লোককে খুন করিয়া [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

কোতয়ালী দারোগা

[illegible] দেখা যাইল [illegible] [illegible] নাই, [illegible] [illegible] [illegible] দারোগা [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible]।

[illegible] ৩৬ ঘণ্টা বৃষ্টি

[illegible] ঘণ্টা কাল [illegible] বৃষ্টি [illegible] [illegible] [illegible] দুর্ভিক্ষ [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible] সংবাদ [illegible] [illegible] দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

গান্ধির শারীরিক অবস্থা

শ্রীযুত গান্ধী শারীরিক কুশলে আছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মাসে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহার কোনও চিহ্ন নাই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

গান্ধীর দর্শনার্থী প্রত্যাখ্যাত

শ্রীযুত গান্ধীর [illegible] [illegible] তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যার [illegible] জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট আবেদন করেন। জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁহাকে অবগত করেন যে [illegible] [illegible] উপর [illegible] নিকট হইতে কোন আদেশ আসে নাই। [illegible] [illegible] তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পান নাই।

আইন অমান্য প্রবার দণ্ড (?)

[illegible] [illegible] বাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আইন অমান্য [illegible] [illegible] ফৌজদারীর [illegible] [illegible] মাস [illegible] [illegible] কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও বার
ঘেড়াবেড়া কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা ১॥০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সরলভাবে সুশৃঙ্খলাকারে আলোচিত হইয়াছে যে, গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া থাকা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০
ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে সুললিত ছন্দে বর্ণিত। প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্লেজ-যুক্ত কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তত্সাধি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অষ্টপদক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রতিদিন স্বভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া বরণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজে বা অপরের কল্যাণ সাধনে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাঙ্গালীর কল্যাণের কল্পতরু, যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (শেষ খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গভাষায় অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০
গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। তত্ত্বসূত্র ৸০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৸০
৯। শ্রীরূপ ও ভাগবতোক্ত সাধুবাদ (মাঘ) ২৲
১০। বেদান্তের সাধুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১৪ প্রেমপ্রদীপ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীন-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চনপদ্ধতি ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৵০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৸০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সাধুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ)।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে.

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রেস নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬১ অধ্যায় পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।৹ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭২ নং লঞ্জ রোড, খুলনা।

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—হেমন্তনগর, কলাবিশাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।

৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জি—এম, এস, ওয়াকস দি মল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—বকপাড়া, নদীয়া।

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাপা: ২৪ পরগণা।

শ্রীনন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, বাগবাজার।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষরে পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের উহারা প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় কৃষ্ণ-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থের ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা।৵০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটী, [illegible] বৰ্দ্ধমান।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাইদা, বালুরঘাট, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, —বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], বৰ্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], মালদহ।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, —[illegible], পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১৩ [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কার্য্য চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অন্তবা না ভজে কৃষ্ণ দুষ্ট জন করে পুন সেই মত মায়া পাছে পুন দিয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাংখ্যশাস্ত্রী, মুখ্যলব্ধচন্দ্রাদি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

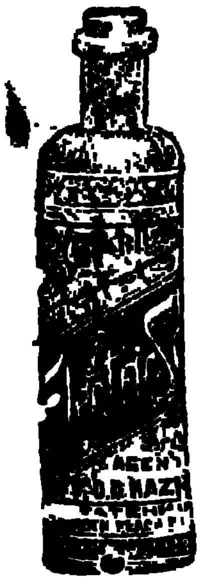

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগীর শিশি ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ভবেশপুর, গাড়েনরিচ পোষ্ট, কালকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম. এ প্রাক্ত (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ স্থিপিতে ২, দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২।০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪, টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩, টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত স্বল্পমূল্যে বিশুদ্ধ জল-সরবরাহের একমাত্র (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাদেশিক সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিগণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ... পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের জ্বালা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১, একটাকা।

২। "কবিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—আতঙ্ক আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীনিবাসের ... — শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ শুক্রবার ১৬ই মে ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৸৹
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

স্বরাজ ফণ্ডে ৫ লক্ষ টাকা

নূতন জেল তৈয়ার

চীনে ১৫০০০ নরহত্যা

কলিকাতা কংগ্রেসে ৮০জন গ্রেপ্তার

লবণগোলা আক্রমণ

মুসলমানগণের কলিকাতা করপোরেসান ত্যাগ

নবদ্বীপে ১৪৪ ধারা অমান্য

বড়লাটের গোল বৈঠক ঘোষণা

বেলুনে সীমান্ত আক্রমণ

সাইমন কমিশনের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ

আসামে দাঙ্গার জের

রবীন্দ্রনাথ, লাহোরের নেতা গ্রেপ্তার

গোপনে কংগ্রেসের সভা

পাটনায় টিকিট বন্ধ, আদালতে গোলমাল

গান্ধীজীর গান

বৈষ্ণবসদাচার, প্রতিবাদ ও প্রয়াগ প্রসঙ্গ

সংবাদ

বোম্বাইয়ে উকিলের দান

[illegible]

বৈদিক "বয়েস্" বাংক কাগজে প্রকাশ বোম্বাইয়ের বিখ্যাত উকিল ভুলাভাই দেশাই ৫০ লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা স্বরাজ ফণ্ডে এবং অবশিষ্ট দেশের [illegible] জাতীয়দিগের উন্নতিকল্পে অনেক টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

পুলিসের অত্যাচারের প্রতিকার লাটসাহেবের হুকুম

পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শেখ বশির [illegible] সাহেব পঞ্জাবের লাট সাহেবের নিকট একখানি পত্রে [illegible] সম্বন্ধে স্বেচ্ছাসেবকদিগের উপর পুলিশের প্রহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লাট সাহেবকে ঘটনা অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং আর কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, তাহার হুকুম দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাহার কথা অগ্রাহ্য হইলে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন বলিয়াও ভয় দেখাইয়াছেন। প্রত্যুত্তরে লাট সাহেব অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং অন্যায় বল প্রয়োগ না হয় সে বিষয়ে হুকুম দিবার জন্য স্বীকৃত হইয়াছেন।

নূতন জেল তৈয়ারী

[illegible] নিকট দমদমাতে একটা [illegible] বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকার ঐ বাড়ীটিকে জেল রূপে পরিণত করিতেছেন। উহাতে যে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন বা মেরামতাদি প্রয়োজন হইবে তাহার জন্য প্রায় [illegible] টাকা খরচ পড়িবে। ঐ বাড়ীতে প্রায় ৩০০-৩৫০ কয়েদীর স্থান হইবে। এক সপ্তাহেই কার্য্য শেষ হইবে। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক বা সত্যাগ্রহী বন্দীদিগের আবদ্ধ রাখিবার জন্য ঐ বাড়ীর প্রয়োজন হইয়াছে।

নবদ্বীপে ১৪৪ধারা অমান্য

গত ১৪।৫।৩০ তারিখে নবদ্বীপের স্বেচ্ছাসেবকগণ সরকার বাহাদুরের ১৪৪ ধারা আইন সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবকগণের [illegible] সত্ত্বেও উহা অমান্য করিয়া পিকেটিং ইত্যাদি কার্য্য চালাইতেছে। [illegible] অনেক অতিরিক্ত লোক জড় হইয়া বর্ত্তমান আন্দোলন চালাইতেছিল। নবদ্বীপ থানার দারোগা উহাদের মধ্যে ৩ জনকে বেলা [illegible] সময় গ্রেপ্তার করিয়া [illegible] গাড়ীতে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করেন।

বর্ত্তমান আন্দোলনে শান্তিপুর

গত কল্য শান্তিপুরে হরতাল হইয়াছে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ আবগারী দোকানগুলিতে পিকেটিং করায় [illegible] একটা মাতাল দেখিতে পাওয়া গেল। [illegible] [illegible] সভা সংগ্রহ করিয়া দান করিয়াছে। [illegible] এই স্থানে [illegible]।

রাণাঘাটের বন্দীদের জামিনে খালাস

[illegible] পাইকপাড়া [illegible] [illegible] [illegible] আদালতে [illegible] [illegible] ১৪।৫।৩০ তারিখে তাহাদের মধ্যে ১২জনকে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

মৌলভিবাজার প্রাণদণ্ড

[illegible] একজন লোক [illegible] অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। [illegible] হইবেন সন্দেহ নাই।

[illegible]

কলিকাতায় [illegible] নম্বর [illegible] সম্মুখে [illegible] বসু [illegible] সমস্ত মুসলমান [illegible] ফাঁসি দিয়াছিলেন।

চীনে ১৫০০০ নরহত্যা

"হংকং কাউ" হইতে গত ১২ তারিখ রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] সীমান্ত প্রদেশে [illegible] একদল দস্যু ১৫০০০ লোককে হত্যা করিয়াছে এবং ৫০০ [illegible] লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। [illegible] এবং [illegible] চিহ্নমাত্র নাই। উহারাই চরম [illegible] ও জীবন নরহত্যা।

শিরোমণি নবপগোলা আক্রমণ

[illegible] মধ্যে [illegible] শিরোমণি [illegible] একজন লোককে [illegible] করিয়াছে। এ, পি, আই।

সারসানা [illegible]

শ্রীযুক্ত গান্ধীর পুত্র শ্রীযুক্ত [illegible] গান্ধী ৫০০ শত স্বেচ্ছাসেবকসহ [illegible] করিয়াছেন।

তাহারা [illegible] প্রভাতে সকালে তথায় পৌঁছেন। [illegible] (এ, পি, আই) ।

কলিকাতা কংগ্রেসের ৮জন গ্রেপ্তার

[illegible] কংগ্রেসের [illegible] ([illegible]) [illegible] করিয়া [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছেন। [illegible] বিচার হইবে।

[illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

পেশোয়ারের অবস্থা

[illegible] লোকদিগকে পুলিশরা [illegible] বন্ধ করিতেছে। [illegible] সীমান্ত প্রদেশের ও [illegible] প্রকাশ। গত [illegible] তারিখে তাহাদের [illegible] বলিয়া জানা যায়।

(এ, পি, আই)

অর্থ অনর্থ

[illegible] বণিক, মিঃ [illegible] বাবদায়ে ১৫০,০০০ [illegible] প্রায় ২১ লক্ষ টাকার ক্ষতি হওয়ায় আত্মহত্যা করেন।

বড়লাটের গোল বৈঠক ঘোষণা

সিমলা হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বড়লাট বাহাদুর গত [illegible] তারিখে এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, ভারতের [illegible] শাসন পদ্ধতি প্রবর্তনকল্পে সাইমন-রিপোর্ট সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য বিলাতে যে গোল-টেবিল বৈঠক বসিবার কথা ছিল। ঐ বৈঠক আগামী ২০শে অক্টোবর [illegible] বসিবে। [illegible] ঐ সম্বন্ধে বিশদ চিন্তা করে।

[illegible] যে [illegible] পুনরাবৃত্তি করিয়া [illegible] যে [illegible] এবং [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে। বড়লাট তাঁহার সামান্য নীতি [illegible] করিবার জন্য [illegible] অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন, [illegible] নূতন পদ্ধতিতে থাকা প্রয়োজন। [illegible] বাধা হইলে কঠোরনীতি আমাদের অনুসরণ করিতে [illegible] কিন্তু [illegible] প্রবল আইন অমান্য-নীতি অনুসরণ করিলে তাঁহাদের [illegible] বিনষ্ট হইবে। [illegible] শান্তি চান [illegible] বাধা দেওয়া [illegible]।

বিমানপোতদ্বারা সীমান্ত আক্রমণ

গত রবিবার সীমান্ত প্রদেশে [illegible] ভোরাক্‌জাইদের [illegible] উপর বিমানপোত সাহায্যে আক্রমণ করা হইয়াছিল। [illegible] কত জানা যায় নাই। এই [illegible] গোয়েন্দাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

শোলাপুরের সামরিক জের

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শোলাপুর জেলায় ইতিপূর্বে যে সামরিক আইন জারী হইয়াছিল [illegible] আছে। আশা করা যায় পুলিশ শীঘ্রই ঐ স্থানে পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপন করিতে পারিবে।

সাইমন কমিশন ১ম খণ্ড বাহির হইল

সাইমন কমিশনের রিপোর্টের প্রথম খণ্ড [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী [illegible] ২৪শে জুন মধ্যে সমগ্র রিপোর্টই [illegible] নিকট পেশ হইবে।

সম্পাদকদের বৈঠক

[illegible] সম্পাদকদের [illegible] মধ্যে যে অসন্তোষ প্রকাশ পাইতেছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার [illegible] একটি বৈঠক [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] আহ্বান করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবক [illegible]

আজ কয়েকদিন হইল [illegible] সম্মুখে [illegible] পিকেটিং [illegible] পুলিশ ১৪ জনকে ধরিয়া [illegible] চালান দেয় [illegible] ছাড়িয়া দিয়াছেন।

পারস্য দেশে ভীষণ ভূমিকম্প

উত্তর পারস্যে [illegible] ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া প্রায় [illegible] হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বিস্তারিত সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও [illegible], [illegible] অর্জীর্ণ, [illegible], বলক্ষয়, বাতরোগ, বুক ধড়ফড়ানি, [illegible] প্রভৃতি দূষণ দূর [illegible] আরোগ্য হয়। বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ১, এক টাকা।

"[illegible]"

পুরাতন [illegible] রোগে [illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১, টাকা।

"[illegible] মাজিকা"

[illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১, এক টাকা।

[illegible], [illegible]

১১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোলা শিশি [illegible] তৈল

[illegible]

আমরা [illegible] বাজার [illegible] তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে [illegible]।

[illegible]—জে, বি, দত্ত,

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার ঔষধ

[illegible] উপযুক্ত মাত্রায় [illegible] কুইনিন, [illegible] এবং [illegible] আছে।

এই কেরাস-কুইনিন [illegible], কঠিন একটী বা দুইটী [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible] ৩ আউন্সপূর্ণ [illegible] মূল্য ২, [illegible] [illegible] ম্যালেরিয়ার [illegible] [illegible] রোড, [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৭

বৈষ্ণব-সদাচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বি, এ)

গোস্বামি-প্রবর বলিয়াছেন,—দীক্ষিত মন্ত্রমাত্রেরই অভীষ্টদেবের পূজা ব্যতীত মন্ত্র ফলপ্রদ হয়েন না। সুতরাং প্রত্যেক বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিতজনের সদাচার পালন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজন অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু আগমমতে, যিনি মন্ত্রাভাবে অভীষ্টদেবের অর্চ্চনা না করেন, তাঁহার সমস্ত মন্ত্র বিফল হয় এবং মন্ত্রদেবতা তাঁহার অনিষ্ট-সাধন করেন। কিন্তু অতঃপর সদাচার ব্যতীত কাহারও কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, অতএব অগ্রে সদাচার জানিয়া তৎপালনে বদ্ধপরিকর হওয়া চাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও লিখিত আছে—সুধী ব্যক্তি সর্ব্বদা আচার পালন করিবে। আচারহীন জনের ইহলোক বা পরলোকে সুখ নাই। ভবিষ্যোত্তরে বলেন—অনাচারী ব্যক্তি ষড়ঙ্গ-সহিত বেদ অধ্যয়ন করিলেও তাঁহারা তাঁহাকে কদাপি পবিত্র করিতে সমর্থ হয়েন না। আত্মপক্ষ-বিহঙ্গগণের নীড়ত্যাগের ন্যায় ঋষিগণ মৃত্যুকালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান। নরক-পালে রক্ষিত পানীয় এবং কুকুরচর্ম্মপাত্রস্থ দুগ্ধ যেরূপ দূষিত হয়, সেরূপ সদাচারহীন জনের তীর্থভ্রমণাদি পুণ্যকর্ম পাপ প্রসব করে। অতএব শ্রেয়ঃকামীর পক্ষে আদৌ সদাচার অবশ্য পাল্য।

লক্ষণ

সৎ শব্দে সাধুগণ লক্ষিত হন। দোষহীন জনগণই সাধু-শব্দবাচ্য। অতএব প্রাকৃত দোষশূন্য মহাজনগণের যাবতীয় সদাচার-শব্দের লক্ষিতব্য বিষয়। অন্যাভিলাষী ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী জনেঃ-ঋষিগণের যাবতীয় আচরণ অসদাচার মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্যতা রাখে। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ একমাত্র সাধু-শব্দবাচ্য বলিয়া পরম মঙ্গলিপ্সু তাঁহাদের অনুবর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে বিচার্য্য ও পালনীয়। যেহেতু শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।

ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধেও বর্ণিত আছে—কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ অতএব প্রশান্তাত্মা পুরুষ অতীব দুর্লভ। তাদৃশ কৃষ্ণজন মহাভাগবত বা পরমহংস হইলেও বদ্ধজীবের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনার্থ এবং লোক-শিক্ষার্থ তাঁহাদের প্রকৃত মঙ্গল-সম্পাদনহেতু যখন আচরণ ও প্রচার দ্বারা আচার্য্যলীলায় যাহা শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাই সদাচার বলিয়া নির্বিরোধে গ্রহণীয়।

মাহাত্ম্য

বিষ্ণু-পুরাণে গৃহিধর্ম প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—সদাচারপর পুরুষ ইহ ও পরলোককে জয় করে। ভবিষ্যোত্তরে সদাচার প্রসঙ্গে উক্ত আছে,—ধর্ম্ম আচার হইতে উৎপন্ন, সাধুরা সদাচারশীল; সুতরাং সাধুদিগের আচারসমূহই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি নিজ-শুভ কামনা করেন, তিনি নিশ্চিতই সদাচার পালন করিবেন। শ্রদ্ধাবান্, অসূয়াহীন, সদাচারশীল ব্যক্তি সর্ব্বলক্ষণহীন হইলেও অখিল বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয়েন। আরও লিখিত আছে—আচারই ধর্ম্মের ও বংশের মূল। আচারহীন ব্যক্তি কদাপি ধার্ম্মিক ও কুলীন বলিয়া অভিহিত হয়েন না। আচার হইতেই ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয় এবং দারিদ্র্য বা অপমৃত্যু প্রভৃতি অমঙ্গলের বিনাশ-সাধন করে। আচার সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মানবের ত্রিবর্গলাভ হয় এবং ক্রমে তাহা হইতে চতুর্ব্বর্গ লাভ ও সুলভ হইয়া উঠে। অতএব ধীমান্ ব্যক্তি বা যাঁহারা প্রকৃত নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই অবহিত হইয়া অনুদিন শাস্ত্র-কথিত আচার পালন করিবেন।

পরন্তু একথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, 'সর্ব্বদা বিষ্ণুস্মরণ'ই আমাদের আচার প্রতিপালন করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্য ভুলিলে চলিবে না।

দেহ যৎকৃত সর্ব্বার্থ

ন বিরাগায় কল্পতে।

ন তীর্থপাদসেবায়ৈ

জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

এই পৃথিবীতে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মাবলী যদি ধর্ম্মকে উৎপন্ন না করে এবং ঐ ধর্ম্ম যদি পার্থিব বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন করিতে না পারে, আবার ঐ বৈরাগ্য যদি তীর্থপাদ শ্রীকৃষ্ণের ভজনে নিযুক্ত না করিতে পারে, তবে জীবনের সমস্ত কর্ম্ম ব্যর্থ ও সেই ব্যক্তি জীবন্মৃত, অর্থাৎ তাহার জীবিত থাকা একটা অভিশাপ মাত্র। সুতরাং কোন প্রকার আচারে ডুবিয়া গেলে মুখ্যোদ্দেশ্য দূরে পড়িয়া যাইবে। অত্যধিক বৃথাচারনিষ্ঠ শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। উপায়কেই উদ্দেশ্য ভাবিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইলে বৃথাশ্রম মাত্র হয়। তবে একান্ত শরণাগত ভক্তগণের যাবতীয় আচার ভক্তিমধ্যে পর্য্যবসিত হওয়ায় তাহাতে ক্রমে ধার্ম্মিকত্ব প্রসব করে। তাহাদের নিয়মাগ্রহ বা বৃথা আচার-নিষ্ঠা একটী বিঘ্নস্বরূপ হইয়া অমঙ্গলাদি উৎপাদনে বিলম্ব ঘটাইয়া থাকে।

গান্ধীজির গান

"পরদুঃখে দুঃখী যেই, বৈষ্ণব জানিব সেই"—এই সঙ্গীতটী গান্ধীসম্প্রদায়ের প্রিয়গান। পরদুঃখবিচারে সাধারণ মানবদুঃখ অর্থ করিলে "দরিদ্রনারায়ণম্" বিচার আসিয়া পড়ে। দুঃস্থজীবকে বহুমানন করিতে যেয়ে পার্থিববিবেকে পরদুঃখ ভঙ্গ হয়। কিন্তু বৈষ্ণবগণ এইরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশদ্বারা পরিচালিত হন না।

নির্ব্বিশেষব্রহ্মবাদিগণ সবিশেষবাদকে পরিহার করিতে গিয়া নির্ব্বিশেষবিচার গ্রহণ করেন না। সবিশেষ বিচারপর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সবিশেষব্রহ্মের অঙ্গকান্তির পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত। বৈকুণ্ঠে দুঃখ বলিয়া কোন বস্তু নাই। বৈষ্ণবের নিজের কোন দুঃখ নাই, যেহেতু তাঁহার স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের দুঃখ বিচার করিতে গিয়া তাৎকালিক আত্মাবিশেষের দুঃখে তাৎকালিক অনুপাদেয়তা-সৃষ্টিকারী দুঃখদ্বারা পরিচালিত করিতে প্রয়াস করেন না। এজন্যই মহাত্মা কুলশেখর গান করেন যে—

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ

কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।

রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাপি রন্তুং

ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে

যদ্ যদ্ ভাব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।

এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি

ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"

অর্থাৎ "হে পুরুষোত্তম ভগবন্, তুমি আমার প্রতি যাহা বিধান কর, তাহাই আমার পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মাভিমানের ফল মাত্র। আমি চতুর্ব্বর্গমুক্তিমার্গের প্রার্থী নহি; আমার জন্মান্তর হয় হউক, তাহাতে আমি যেন তোমার সেবা ভুলিয়া না যাই।"

"আমি যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইয়াছি, তাহা আমার অনাদিনিবৃত্তির জন্য নহে বা জীবিতোত্তরকালে মহানারক নরকের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য নহে, স্বর্গে নন্দনকাননে ইন্দ্রিয়সুখভোগোদ্দেশ্যেও নহে। তুমিই আমার সর্ব্বতোভাবে অনু-

(৫ম পৃষ্ঠায় ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬৩ সংখ্যার পর)

"পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ড ৪৮ অধ্যায়ে, নামনামাপরাধবর্ণনপ্রসঙ্গে প্রথম অপরাধ "সাধুনিন্দা" সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, "সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের মহা অপরাধ বিস্তার করে, যে সকল মহাপুরুষের নাম হইতে জগতে খ্যাতি লাভ করেন অর্থাৎ যাঁহারা জগতে নামমাহাত্ম্য প্রচার করেন, শ্রীনাম প্রভু সেই সকল সাধুনিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন?"

[illegible] এইরূপ [illegible] দূর হইয়া থাকে, শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২১।২৪)—"সজ্জনে নীচ, শৌচ, নিয়মাদি আচরণ, অযৌবন, অপত্য, [illegible] —এই কয়টী [illegible]" [illegible], আর [illegible] নাই, তাহারা [illegible] কি করিয়া সদ্বংশের [illegible]? সমাজ আছে, [illegible] এবং [illegible] যে বর্ণ এবং আশ্রমে [illegible], তাহার সেই কর্ম করাই যে [illegible] কদাপি উচিত নহে। যাঁহারা বর্ণধর্ম্ম-[illegible] অকিঞ্চন ভক্ত একান্তভাবে [illegible] হইয়াছেন,

বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যে [illegible] তাঁহাদের উপর [illegible] হইতে পারে না। [illegible] করিতে চান, [illegible] সাধুনিন্দা [illegible] অপরাধ [illegible]।

[illegible] শ্রীমন্ নিত্যানন্দ [illegible] কোন [illegible] হইতেছে [illegible] অনুকরণে [illegible] উজ্জ্বল [illegible] কর্ত্তৃক মা [illegible] আছে। কিন্তু [illegible] সকলই সাধিত হইতে পারে [illegible] যাহাতে কোন [illegible] না পারে [illegible] পথ [illegible] করিয়াছেন [illegible] হয় [illegible], [illegible], শাস্ত্রীয় জ্ঞান, [illegible] বিজ্ঞান ও শাস্ত্রার্থে [illegible] আছিলা এই [illegible] কর্ম্ম। গৌড়ীয় [illegible]

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য।)

(৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমের পর)

শ্রীমতীর বন্ধু হও—এই নিমিত্তই আমি তোমার সেবাকাঙ্ক্ষী।"

সকলচক্ষুশ্রেণ্য শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

"আমি ধনজন নাহি মাগিয়া চাই না, আমি জন্মজন্ম দুঃখ ক্লেশ লাভ করিতেও মুক্তি চাই না। তোমার সেবাব্যতীত আমার অন্য কোন ভাবনা নাই। সেই সেবায় তোমাতেই প্রেম উদয় হউক।"

ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসকসম্প্রদায়ই পারমহংসী। যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন দুঃখ নাই। তাঁহারা অপর বিষ্ণুভক্তি-রহিত মনোধর্মজীবগণের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া সেই দুঃখ অপনোদন করিবার যত্ন করিয়া থাকেন। তজ্জন্যই সাধু বৈষ্ণবের লক্ষণে প্রাকৃত ক্ষোভের কারণ হইলে যিনি ক্ষুব্ধ হন না, তিনিই বৈষ্ণব নামে অভিহিত। দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ হইলে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বিমুক্ত জীবই 'মুনি' বলিয়া কথিত হন। ইহাই বৈষ্ণবের লক্ষণ। কিন্তু যিনি সম্যক্‌ভাবে নিরপেক্ষ হইলেও জীবের দুঃখের প্রতীকার লৌকিকবিষয়ে সম্ভবপর নহে। কপিল মুনি বলেন,—সাংখ্য-শাস্ত্রালোচনাফলেই জীবের ত্রিবিধ দুঃখ বিদূরিত হইবে। পতঞ্জলি ঋষি বলেন,—চিত্ত হইতে বিমুক্ত হইলে ত্রিবিধ দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটিবে। গৌতমাদি-ঋষি বলেন,—"ন্যায়িক আত্মজ্ঞানের মূল-নিদান বুঝিতে পারিলেই মঙ্গল হইবে।" জৈমিনি ঋষি বলেন, সৎকর্মপ্রভাবেই জীবের মঙ্গল হয়। সুতরাং এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি মনোধর্মজীবিকে স্বাধ-পথে অগ্রসর হইতে বলে। কিন্তু পরে কার্যিক বিরক্তির দিয়া মাধব ও [illegible] কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেন,—ভগবদ্ভক্তিব্যতীত ত্রিতাপ দুঃখ অপসারিত করা যায় না। সেই জন্য শাস্ত্রস্থলে [illegible] বলেন,—সকলপ্রকার নিত্য [illegible] মধুরের ভগবৎসেবার [illegible] দ্বারাই জীবের উদয় [illegible] সাধিত হয়, আর সেই [illegible] সেবাপরায়ণ হইতে হইলে যাহারা [illegible] সেবাপর, তাঁহাদের অনুসরণদ্বারাই জীবের [illegible] দুঃখ দূর হয়। দুঃখ দূর করিতে [illegible] [illegible] বোধের [illegible] করেন এবং যাহা জ্ঞান-যোগের "[illegible]" পড়িয়া নিজনাম লাভ করিয়া '[illegible]' নামে অভিহিত হয়, তাহারা কোন বাস্তব [illegible] আধ্যাত্মিক-দুঃখ [illegible] হয়।

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মনোভীষ্টপ্রচারই শ্রীচৈতন্যশিষ্য শ্রীরূপদেবের কার্য। অচৈতন্যের দিকে প্রধাবিত অধুচৈতন্য জীবকুলকে চৈতন্যের দিকে আকর্ষণ করা শ্রীচৈতন্য এবং পরমারাধ্য প্রভুপাদের প্রকৃত পরিচয়।

তীর্থরাজ প্রয়াগে যখন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অলৌকিক-মূর্তি এবং ভাবাবেশাদি দর্শন করিতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সাধারণ লোকের বুদ্ধি তাঁহা না হইলেও অসাধারণ কিছু দর্শন করিলে সাধারণভাবে ধরিয়া লইতে পারে। কিন্তু যদিও অপ্রাকৃতবস্তু প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিচার করিয়া লইতে পারা যায় না তবুও সেই অপ্রাকৃত বস্তু যখন নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হন তখন সকল নিয়ম নিষেধের স্বতন্ত্র সম্পত্তি না দেখাইয়া ভক্তপ্রেমের অধীন হইয়া যান।

গুরুকৃপায় ভগবানের কৃপা লাভ হয়। আবার স্বতন্ত্রাধীন ভগবানও ভক্তের ভিতর দিয়া ভক্তানুগত জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। তাই আজ প্রভু দয়া পড়িলেন শ্রীরূপপ্রভুর নিকট। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু অনুজ শ্রীঅনুপমের সহিত প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভুও আপনজনের দর্শনে আনন্দিত হইয়া আলিঙ্গনান্তে উভয়ের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করিলেন। তখন জগতের নিকট জগন্নাথের পরিচয়

সুতরাং ভক্তিযোগপ্রভাবে কামাদি ষড়্-রিপুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ মুকুন্দসেবার ফলে দুঃখালয়ের প্রাপঞ্চিক জীবকুল বৈকুণ্ঠে গমন করেন। মানসিক কুণ্ঠাবশ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। সততেশ ও সর্বৈশ্বর্য আত্মচেষ্টাকে সঙ্কুচিত করিতে অসমর্থ হয়। এই জন্য কবিকুলচূড়ামণি কৃষ্ণদাস বলেন,—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" এই জন্য নিখিলবেদপ্রতিপাদ্যবেদ্যাচার্য শ্রীপ্রবোধানন্দ বলেন,—"অত্যো-দয়া-দয়ার ধারায় জীবের দুঃখ বিদূরিত হয় এবং উহার শ্রীদাসগোস্বামীর মতন। তিনি তাহা এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"যো মাং দুস্তরগেহ-নির্জন—
মহাকূপাদপারক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ
স্বৈরীকৃপাঃ ক্ষিপিঃ।
উদ্ধৃত্যাত্ম-সরোজনিন্দি-চরণপ্রান্তে
প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং
চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥"

(৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের পর)

স্বভাবজ কর্ম এবং কৃষি, গোরক্ষাদি বৈশ্য-স্বভাবজ কর্ম। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের পরিচর্যাত্মক কর্মই শূদ্র-স্বভাবজ কর্ম। (গীতা ১৮-৪২-৪৪ শ্লোক) এক্ষণে শূদ্র যদি তাঁহার স্বভাবজ কর্মে ব্রাহ্মণকে প্রবৃত্ত হইতে না দেখিয়া ক্রোধে অধীনস্থ হন এবং ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিতে থাকেন, অথবা ব্রাহ্মণও স্ব স্ব ব্রাহ্মণোচিত স্বভাব ছাড়িয়া শূদ্রোচিত কার্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সমাজে অতঃপর বিশৃঙ্খলা থাকিয়া যায় না কি? শূদ্র ব্রাহ্মণকে তাঁহার কর্ম করাইতে বাধ্য করিলে পরস্পর কলি বা বিবাদ তর্কের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর দেখা যায় না। এই কলিতে সিয়াই আজ সমাজ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে।

শৌক্র-বিচার অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় ব্রাহ্মণ প্রাকৃতশুক্র-শোণিতের দাস হইয়া পড়িয়া নিজস্বভাব বিস্মৃত হইয়াছেন, শূদ্রও তথাকথিত ব্রাহ্মণকে তাঁহার সমধর্মী দেখিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের আদর্শতা কলে ক্রমোন্নতিলাভপূর্বক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব লাভের প্রয়াস ছাড়িয়া কপটতাবলম্বে যাজ্ঞোপবীতে জোর করিয়া ব্রাহ্মণ সাজিতে চাহিতেছে। এরূপক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ তাহার প্রতিষ্ঠাশাকাঙ্ক্ষায় ভীত হইয়া কোন প্রকারে ব্রাহ্মণ নামটি বজায় রাখিবার জন্য শূদ্রের তোষামোদ করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখিতেছেন না। এবং শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করা উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের পক্ষে কতটা মহত্ত্বের পরিচয় তাহা জানাইয়া নিজের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রেরও উন্নতির পথটি চির-কণ্টকিত করিয়া সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না। আমরা ব্রাহ্মণেতর বৃত্তিকে ঘৃণা করিবার কথা বলি না, কিন্তু উহাদের কর্তব্য অনুষ্ঠানকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে টানিয়া তোলা। তাহা হইলে সত্য সত্যই গুণ-কর্মের আদর বাড়িয়া প্রকৃত দৈব-বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। নিম্ন-শ্রেণীর লোক যদি দেখে যে, তাহাদের গুণানুসারে উচ্চশ্রেণীতে আরোহণের অধিকার দেওয়া হইতেছে, তখন তাহারা সেই উচ্চশ্রেণীতে আরোহণের যোগ্য-গুণাবলী সংগ্রহ করিতে উদ্যমশীল হয়, কিন্তু যখন দেখে যে, তাহাদিগকে চির-কালই নিম্নশ্রেণীতে রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে, তখন তাহাদের উচ্চশ্রেণীর গুণ সংগ্রহের স্পৃহা দূর হইয়া যায়, তাহারা কপটাশ্রয়ে বলপ্রকাশপূর্বক উচ্চাসন গ্রহণ করিতে চায়। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির ক্রমোন্নতি-প্রথার দিকে লক্ষ্য রাখিবার যোগ্যতা অর্জন না করিয়া ব্রাহ্মণব্রুবগণ যে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন

দিয়া প্রভুপাদ শ্রীরূপ প্রণাম করিলেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

মহাপ্রভুর আগমন সংবাদ অবগত হইয়া বিলম্বে চাহিয়েছে ডাকাইয়া পাঠান। সেকালে ত্রিবেণীর নিকট যমুনার অপর পারে আড়েলী বা আড়াইল গ্রামে ভক্ত বল্লভভট্ট বাস করিতেন। তিনি সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কৃষ্ণ-বিরহকথা-শ্রবণে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। অতঃপর অপ্রেমে সম্বরণ হইলেও প্রভু বল্লভের নিকট অতিকষ্টে ভাব সম্বরণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। বল্লভ ভাবাবেশে মহা-চমৎকৃত হইলেন। প্রভুকে স্বভবনে লইবার জন্য সানুনয়ে নিমন্ত্রণ করিলেন।

ভট্টের মনে বর্ণাভিমান প্রবল ছিল। সর্বজ্ঞমনোহারী প্রভু সেই দোষ নিরাময়ের জন্য বল্লভের সহিত বৈরাগ্যাবতার সাধুপ শ্রীরূপপ্রভুর মিলন করাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাবে 'কৃষ্ণ শিক্ষা দিতে সর্বলোক-শিক্ষক প্রভুপাদের দূর হইতেই ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ভট্ট মহাশয় উভয়কে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলে উভয়ে দূরে সরিয়া বলিলেন—

"অস্পৃশ্য পামর মুঞি, না ছুঁইহ মোরে।"

ভট্ট অবাক্ হইয়া গেলেন। এরূপ বিনয়-ব্যবহার তিনি এই প্রথম দর্শন করিলেন। তিনি ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইলেন।

মহাপ্রভুর হৃদয়ে খুবই আনন্দ। কেননা প্রভুর অন্তরাত্মা শ্রীরূপপ্রভু আজ প্রভুর মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধি পূর্ণমাত্রায় করিবার জন্য স্বয়ং বলিলেন—

ইঁহো না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতিহীন।
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥

কৃপাবারিধি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু আজ ভট্টকে অযাচিত কৃপা করিতে প্রস্তুত। সুতরাং ভট্টের ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন,—প্রভো! ইহারা কি প্রকারে অধম হইলেন? যাঁহার মুখে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-নাম নৃত্য করেন, তিনি ত' অধম নহেন, সর্বোত্তম। শাস্ত্রজ্ঞ ভট্ট সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীয় প্রমাণও উদ্ধৃত করিলেন।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।

করিতেছেন, তাহাতে আমরা ব্রাহ্মণোচিত সরলতার লেশমাত্রও দেখিতে পাই না।

ভেগুণগণে জুহুয়ুঃ মধুস্রাবা
ব্রহ্মপুর্নিশ পূর্ণতি যে যে॥

কর্মানুসারে জীবগণ বাহিক জগতে উচ্চনীচযোনিতে জন্ম করেন। সুতরাং কোন জীবের পক্ষে কোন বিশেষকুল বার বার জন্মগ্রহণের জন্ম নির্দিষ্ট নাই। সৎকর্মফলে উচ্চকুলে এবং অসৎ বা নিকৃষ্টকর্মপ্রভাবে নীচকুলে জন্ম-লাভ হয়। কিন্তু জীব যে কুলেই না জন্মগ্রহণ করুক, সকল অবস্থাতেই তাহার বদ্ধদশা। যেমন কারাগৃহে অপরাধহিসাবে ভাল মন্দস্থানে বসতি নির্দেশ হইলেও এবং শাস্তির পরিমাণে আহার-বিহারাদির বিচারের তারতম্য থাকিলেও কারাবাসী সকলেই বন্দী।

বদ্ধদশা আর মুক্তদশা বিপরীত অবস্থাদ্বয়। দেহ ও মনের সুখানুসন্ধান-মূলে যত কিছু কার্য্য করা যায় সকলই বন্ধন-দশার সহায়ক। আর পরমাত্মা বা ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে যৎকিছু অনুষ্ঠান করা যায় তাহা সুখ দুঃখ-প্রদ কর্ম না হইয়া সুখ-দুঃখাতীত ভগবৎ-সেবানুভূতিপ্রদ। বেদাধ্যয়ন, তীর্থস্নান, যজ্ঞ এবং তপস্যাদি সকলই সেই পরতত্ত্ব-সেবোদ্দেশক অনুষ্ঠান। জীব এই সকল অনুষ্ঠানে অপ্রাকৃত-রাজ্যে প্রবেশের প্রথম এবং সর্ব্বাবস্থার অবলম্বন 'শ্রদ্ধা' নামক রত্নকে লাভ করেন, এবং শ্রদ্ধাফলে শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সাধন-সার শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তনে নৈষ্ঠিকী রতি লাভ করেন। এই রতিই শুদ্ধ-জীবাত্মার বদ্ধদশা-বিধ্বংসিনী-বিভ্রমহারিণী।

বদ্ধাবস্থা জীবের অপরাধময়ী অবস্থা। আবৃত-স্বরূপে জীবের উচ্চ-নীচাভিমান ভ্রান্তিময়ী ধারণা। অজ্ঞদেহে বা বিরূপে আদি-বুদ্ধিই ইহার কারণ। সুতরাং সংসারে বিধি বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি না পাইয়া উত্তরোত্তর বিষম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, তাহার সম্মান বেশী? না যিনি বন্ধমুক্ত হইয়া স্বভাব-রাজ্যের বাসী তিনি বেশী সম্মানার্হ?

কর্ম্মফলে বন্ধনের শাস্তি লাভ, আর সেবাফলে অপরাধ-বিমোচনে স্বরূপানুভূতি। তাই শাস্ত্র এবং সাধু বিচার করিয়া বদ্ধজীবগণকে বুঝাইয়াছেন যে,—যাঁহাদের মুখে শ্রীভগবানের নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা যে কুলেই না জন্মগ্রহণ করুন—শ্রেষ্ঠ। তাঁহারাই প্রকৃত তাপস, প্রকৃত যাজ্ঞিক, প্রকৃত বৈদিক এবং যথার্থ বেদজ্ঞ। তাঁহারাই সর্ব্বোত্তম। আর ভগবদ্বিমুখ যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন—সর্ব্বাধম।

(ক্রমশঃ)

নানা খবর

রবীন্দ্রনাথ

রবিবাবু আজ কাল কবিতা লেখা ত্যাগ করিয়া চিত্রাঙ্কণে মনোযোগ দিয়াছেন। তিনি ফরাসীদেশে ঐ কার্য্য করিতেছেন। তিনি আর রাজনীতি পছন্দ করেন না। ফরাসীদেশের কোন চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁহার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

পুলিশের গুলি

শোলাপুরে পুলিশ বাধ্য হইয়া গুলি চালাইয়াছে। সেখান হইতে সমস্ত ইউরোপীয় এবং ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোক এবং বালকদিগকে স্পেশাল ট্রেণ করিয়া পুনায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সে স্থানের জনতা উত্তেজিত হইয়া সিভিল লাইন আক্রমণ করে। সেখানে সামরিক বিভাগে কার্য্য করেন না এমন অনেক অবস্থাপন্ন লোক বিশেষতঃ ইউরোপীয় এবং এংলো ইণ্ডিয়ান বাস করেন। সিভিল লাইনের দোকান পাট লুট করিয়া তাহারা তালগাছ কাটিবার জন্য অগ্রসর হয়। তালগাছে তাড়ি হয় বলিয়া তাহা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য। জনতা আদালতের দিকে হানা দিয়া জজ সাহেবের আদালতগৃহ পুড়াইয়া দিয়াছে।

লাহোরের নেতা গ্রেপ্তার

গত ৯ই মে তারিখে রাত্রি দুইটার সময় লাহোরের নেতা মিঃ গোপীচাঁদকে ১২৪ ক ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাটনায় টিকেট বন্ধ

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বলেন যে, পাটনায় কলেরা হওয়ায় পাটনা যাত্রী কোন লোককেই কোন ষ্টেশন হইতে টিকিট দেওয়া হইতেছে না, সুতরাং রেলে চড়িয়া পাটনা যাওয়া অসম্ভব।

বঙ্গবাসী তাহার টীকা করিতেছেন "পাটনায় কলেরা হইতেছে, তাই টিকিট বন্ধ, অথচ পাটনায় কত লোক মরিতেছে তাহার কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না। কলেরার জন্য যদি রেল টিকিট বন্ধ হয় তাহা হইলে অন্ততঃ কলেরার খবরটা প্রচার দেওয়া উচিত।

গোপনে ভারতীয় কংগ্রেসের সভা

গত ১২ই তারিখ পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকা হইতে এলাহাবাদ স্বরাজভবনে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মিঃ জি, কে, দেওধর, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মিঃ নরিম্যান, ডাঃ মামুদ, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ প্রভৃতি নেতৃগণ মিলিত হইয়া কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সভা করিতেছেন। সভার কার্য্যকলাপ গোপনে হইতেছে; সংবাদদাতৃগণের প্রবেশ নিষেধ।

আদালতে গোলমাল

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন আসামীগণ আদালত গৃহের মধ্যে বিচারের সময়ে বিদ্রোহাত্মক গান গাওয়ার জন্য বিচারক ট্রিবুনালের সভাপতি আসামীদিগকে হাতকড়ি দিতে হুকুম দেন। কয়েকখানি চেয়ারও নাকি ভাঙ্গিয়াছে। তারপর আদালতের আদেশে তাহাদিগকে জেলে লইয়া যাওয়া যায়। মামলা মুলতুবী আছে।

আইন অমান্য সমিতি বে-আইনী

গত ১২ই সোমবারে কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় লাটসাহেব এক ইস্তাহারে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ১৬ ধারা মতে মেদিনীপুরের, তমলুকের, ঘাটালের ও কণ্টাইয়ের আইন অমান্য সমিতিগুলিকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে। কারণ উক্ত সমিতিগুলি আইন, শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে ব্যাঘাত জনক।

সংবাদপত্র-সেবিগণের সভায় গোলযোগ

গত ১১ই রবিবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় সংবাদপত্র-সেবিগণের এক সভা হইয়াছিল। উহাতে শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা) এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বসুমতী) সংবাদপত্র চালাইবার পক্ষে, এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু (লিবার্টি) নিখিলভারত সংবাদপত্র-সেবিগণের মন্তব্য স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত সংবাদপত্র প্রকাশ করা এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করেন। অতঃপর তীব্র তর্ক-বিতর্ক হইতে উপস্থিত সভাবৃন্দের মধ্যে ভয়ানক গোলমাল হয়। ইহাতে সভাপতি শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভা ভঙ্গ করিয়া সভাগৃহ ত্যাগ করেন।

বিলাতে গোয়েন্দাপুলিশের বেতার বন্দোবস্ত

বিলাতে গোয়েন্দা পুলিশদিগকে একটী সভায় প্রস্তাব হইয়াছে যে, সমগ্র ইংলণ্ডের মধ্যে ৩৬টী বেতার ষ্টেশন করিলে লণ্ডনের সহিত ঐ সমস্ত স্থানে বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা হইলে চোর এবং অন্যান্য অপরাধীদিগকে ধরিবার খুব সুবিধা হইবে। এই সব বেতার বন্দোবস্তে সাধারণের কোন সংস্রব থাকিবে না, শুধু গোয়েন্দাগণের ব্যবহারের জন্যই হইবে। এ বিষয়ে কথোপকথন চলিতেছে।

মোটরের উপর অপরাধ সম্বন্ধের ও যানের যত বন্দোবস্ত হইতেছে চৌর্য্য ও অপরাধিগণেরও কৌশল তত বাড়িতেছে।

উত্তরপক্ষে রীতিমত এ [illegible] চলিতেছে।

নিখিল-উৎকল বৈদ্য অধিবেশন পুরীতে দ্বিতীয় অধিবেশন

গত কল্য পুরীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ-বল্লভ-ভবনে নিখিল-উৎকল-বৈদ্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। পুরীর তারকবিদ্যালয় ইন্‌ষ্টিটিউটের বর্ত্তমান সম্পাদক মহন্ত সমস্তনারায়ণ শ্রীগদাধর রামানুজ দাস মহাশয় এই অধিবেশনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উৎকল-বাসীর সাহায্যে বৈদ্যশাস্ত্র শিক্ষা প্রদান হয়, তাঁহাদের বিশেষ যত্ন গ্রহণের নিমিত্ত সভায় একটী মূল্যবান প্রস্তাব গৃহীত হয়। গ্রাম্যদেশিক ভাষায় শিক্ষিত বৈদ্যগণ যাহাতে গ্রামে গ্রামে দুঃস্থগ্রামবাসিগণের সুচিকিৎসাদ্বারা উপকার করিতে পারে তদ্বিষয় উপরি উক্ত প্রস্তাবটী উত্থাপিত হইয়াছিল। উৎকলের নিকট স্থানের প্রায় শতাধিক বিচক্ষণ উৎকল বৈদ্য এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মিলন গত বৎসর গঠিত হয়। ইহার প্রথম অধিবেশন কটকে হইয়াছে। আগামী অধিবেশন সম্বলপুরে হইবে বলিয়া সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আসামে দাঙ্গার জের

সমগ্র ভারতের সর্ব্বত্র নিরাপদে 'বকরিদ' উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু গত ৯ই তারিখে আসাম প্রদেশের দক্ষিণপূর্ব জেলার অধীন 'দিগ বৈ' নামক স্থানে হিন্দু মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়াছে বলিয়া তত্রত্য ডেপুটী কমিশনার তার করিয়াছেন। ঐ দাঙ্গায় ৩ জন মারা গিয়াছে এবং ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রায় ১০০ লোক আহত হইয়াছিল সংবাদ প্রাপ্তি মতে পুলিশ অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া দাঙ্গাকারীগণকে শান্তি সংস্থাপন করিতে সমর্থ হয়। ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আর কোন সংবাদ পাওয়া নাই।

কোরবাণ উপলক্ষে একটী গাভী লইয়া নাকি বিবাদ বাধে।

বে-সরকারী রাজনৈতিক বন্দি-তদন্ত বোর্ড

মহারাজ ঠাকুরের প্রস্তাবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন [illegible] গভর্ণমেণ্টকে একটী [illegible] রাজনৈতিক বন্দি তদন্ত [illegible] নিয়োগ জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বোর্ডের সভ্যগণ বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত জেলে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিযোগ [illegible] শুনিবেন এবং উহা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ও অর্থাৎই অপরাধের কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত করিবেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী কাপড়ে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাধারণ লোকের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাবটি দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অন্যান্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থে প্রাকৃতিক সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যথার্থত প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণাশ্রম, সমাজ, ন্যায়, সত্য কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-মণ্ডল। এক এক দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে অনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ডবল-ক্রাউন ৩২ পেজি কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

।৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাকৃত ভাবে অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে [illegible] হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উক্ত সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹
অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা এতদ্ দুর্ব্বল মনের ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে কিরূপ যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণকর এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক অভিধান)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীবাণীর ও প্রাতঃস্মরণীয় বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (যে খণ্ড যায়)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতিসহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৹
৫। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১
" " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷৹
৯। ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তি সাধনা (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের শাস্ত্রভাষ্য (গ্রামাচার্য্য) ৷৹
১১। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১২। শ্রীগৌরপার্ষদচরিতাবলি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমাবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵৹
১৫। দীপ-দর্শন ৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵৹
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। চৈতন্যচন্দ্রিকা (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্থপঞ্চক ৵৹
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৵৹
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। প্রবন্ধাবলী ৷৹
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। মণিমঞ্জরী সাধুবাদ ।৹
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

১ম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দ্বাদশ স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যা

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন ঘোষ—৭৫ নং কে রোড, খুলনা;

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, কলাবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ-বসু—১৭।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস ইং মল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রীবিরজামোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গুহ—কোটাগো, ৯০ পুরুলিয়া।

শ্রীপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এ, এম, বস্, বাবনার।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাঙ্গলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের অনুবাদ-উড়িয়া গ্রন্থের ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রথমখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক), প্রথমখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রথমখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রথমখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রথমখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান,—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধন, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীমধ্বগৌড় মঠ,—চিৎপুর, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪০নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিপাড়া, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ, পি।

১১। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটী, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রণগ্রাম পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,—টুঙ্গাবাগান, বেঙ্কটগিরি পোঃ, মাদ্রাজ।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১।১৫ রমনা রোড, দিল্লী

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কার্য্য চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অজ্ঞান-অন্ধের জন্য কৃষ্ণ দুই নাম করে পুন সেই মত বায়া পাপে ডুব দিবে

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি একত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ বাতুলোদ্যম, বায়ুবেক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, হৃৎকম্প, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটোন সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক বাড়িউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

জয়পুর, গাড়েশ্বর পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাক্ত (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৸০ ভিঃপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

এক প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীকা-খণ্ডের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৸০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৫৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষা, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এই কোম্পানীর কাজ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের জ্বালা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন, গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কার

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

... ১৮০ নং ... ষ্ট্রীট ... প্রেস হইতে—শ্রী... ব্রহ্মচারী এম, এস, এম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

[illegible]

বৰ্ত্তমান-বাৰ্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ শনিবার ১৭ই মে ১৯৩০

সংবাদ

মিঃ তায়েবজীর কারাদণ্ড

ভারতের দ্বিতীয় নেতা, মহাত্মা গান্ধীর নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী মিঃ তায়েবজীর ৬ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে মোটর দুর্ঘটনা

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির বন্দোবস্ত অনুসারে মোটরে করিয়া সরকারি বড় বড় রাস্তার উপর জল সেচন করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটির এই জলের গাড়ী যখন গোয়াড়ীর হাইষ্ট্রীট দিয়া উত্তর দিকে আসিবার সময় শ্রীবৃন্দাবন মঠের দক্ষিণ দিকের গলির মুখে উপস্থিত হয়, সেই সময় একজন দশম বর্ষ বয়স্ক বালক গলির ভিতর হইতে সাইকেলে করিয়া হাইষ্ট্রীটে আসিবার সময় একেবারে মোটরের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, মোটরের ড্রাইভার এবং এই বালকের মধ্যে কেহই সময়ে গাড়ী থামাইতে পারে নাই। সাইকেলের উপর দিয়া মোটরের দুই চাকা চলিয়া যায় এবং বালক মোটরের নীচে পড়িয়া যায়; তবে বালকটী চাকার নীচে না পড়িয়া দুই চাকার মধ্যে পড়ে। সে বলে যে তাহার বুকে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। মোটর ড্রাইভার ধীরেই চালাইতেছিল। সে বলে যে মোটর ও সাইকেল বেশী বেগে যায় নাই। একখানি মোটর গাড়ীতে করিয়া একজন ভদ্রলোক আসিতেছিলেন তিনি বালককে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়াছেন। গত বুধবার বেলা ৮টার সময় এই দুর্ঘটনা হ।

রেল দুর্ঘটনা

সহর নবদ্বীপের একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার কলিকাতা হইতে মাল খরিদ করিয়া সন্ধ্যার ট্রেণে হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে

তায়েবজীর কারাদণ্ড

কৃষ্ণনগরে মোটর দুর্ঘটনা

নবদ্বীপে কনষ্টেবল গ্রেপ্তার

রেল দুর্ঘটনা, ঢাকায় গ্রেপ্তার

ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস দগ্ধ

ভারত আক্রমণের উদ্যোগ—সীমান্তে গোলযোগ

বিলাতে ভারত কথা

ভারতে কমিউনিষ্ট কাঁথিতে একশত গ্রেপ্তার

এজেণ্ট চাই

নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, চাকদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, কুমারখালি ও বীরনগরে স্থানীয় সংবাদ-সংগ্রহের জন্য এজেণ্ট চাই। এজেণ্টগণের নিয়মাবলী জানিতে হইলে, "নদীয়া প্রকাশ" কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করুন।

এজেণ্টদিগের অতি প্রয়োজনীয়-সংবাদ প্রকাশ করিবার তারযোগে সংবাদ পাঠাইতে হইবে।

[illegible]

নবদ্বীপে কনষ্টেবল গ্রেপ্তার

[illegible]

বিবিধ সংবাদ

জনতায় অনবেধ

শিয়ালদহ স্টেশন [illegible], নাগেরবাজার, বেলেঘাটা, মৌলালি, [illegible] ইত্যাদি স্থানে অত্যধিক কোন জল জমিয়া [illegible] জনসাধারণের [illegible] কয়েকজন [illegible] ক্ষতি করে। [illegible] মরিয়া যায়। [illegible] নাই। ডেপুটী [illegible] চাহিয়া যাইতে এবার আরও অনেকে [illegible] লোক সেখানে [illegible] না যাওয়ায় ডেপুটী [illegible] সাহেবের আদেশ অনুসারে জলস্রোতের উপর [illegible] জীবনরক্ষা [illegible] না হয়। [illegible] পাওয়ার জন্য মরিয়া যায়। [illegible] তাহার জন্য কলিকাতায় প্রায় ৫০। [illegible] আছে।

খুনের দায়ে ফাঁসী

[illegible] খুন [illegible] হাইকোর্ট [illegible] দুইজন লোককে খুন করিয়া খুন করেন এবং অপর [illegible] করেন, অতঃপর [illegible] প্রকাশ করেন যে [illegible] খুন করিয়া [illegible] কাটিয়া দিয়াছে। [illegible] ফাঁসী [illegible] আসামীকে [illegible] কথা বলিয়াছেন। [illegible] কোন অধিকার ছিল না। সেশন [illegible] কথা কাটিয়া দিয়াছেন। বিচার চলিতেছে।

ভাড়িখানায় খণ্ড যুদ্ধ

দুইজন হত

[illegible] ভাড়িখানায় [illegible] বিবাদ হয়। [illegible] লোক [illegible] আক্রমণ করে। ভাড়িখানার লোকগণ [illegible] চেষ্টা করে। [illegible] দুইজন লোক [illegible] আঘাত [illegible] হাসপাতালে [illegible] মরে। এখন [illegible] ভাড়িখানার লোক আটক হয়।

মিথ্যা গুজব

[illegible] আদালতে [illegible] একটী [illegible] হয়। [illegible] কলিকাতায় [illegible] লাগিলেন— [illegible] আরম্ভ [illegible]।

ই, বি, রেলওয়ে

[illegible] উপর খুব আছে। [illegible] দাঁড়াইয়া ছোট [illegible] পড়িয়া [illegible] হইতে [illegible] দিকে না [illegible] সম্ভাবনা [illegible] চলিয়াছে।

কৃষ্ণনগর ১৪৪ধারা

গত ১৪৪ মে [illegible] হইতে কৃষ্ণনগর ১৪৪ ধারার মেয়াদ আরও ৬ মাস [illegible]। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশ্য।

আবহাওয়া

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে নদীয়া জেলার কোন কোন স্থানে [illegible] বৃষ্টি [illegible] পাওয়া গিয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটির পানীয় জলের

[illegible] মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যগণ ও কর্মচারিগণ সকলে সমবেত [illegible] পানীয় জলসরবরাহ ও ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] যাঁহারা উপস্থিত তাঁহারা [illegible] আপত্তি [illegible] করেন। [illegible] হিন্দু মুসলমানের সমর্থ উপস্থিত হয়।

নির্ব্বাচনে মারামারি

[illegible] বলেন :—

[illegible] সভানির্ব্বাচনের সময় [illegible] দল যখন দেখিলেন যে, [illegible] আর প্রধান [illegible] নষ্ট করিবার জন্য দুই তিন শত [illegible] লোক সঙ্গে লইয়া [illegible] আক্রমণ করেন। [illegible] ছিলেন। তিনি [illegible] লোকের সহিত [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করেন। দাঙ্গাকারী [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] বাহির [illegible] তাঁহারা [illegible] করিলেন, কারণ তাঁহারা স্বদেশী এবং বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করেন।

নিরপেক্ষ বিচারে জজের জরিমানা

লক্ষ্ণৌর ছোট আদালতের জজ [illegible] মোটর চালানোর অভিযোগে আসামীরূপে মিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] এজলাসে উপস্থিত হন।

তাঁহার বিরুদ্ধে [illegible] ছিল যে, তাঁহার [illegible] মোটর চালাইবার ফলে দুইজন লোক [illegible] পড়িয়া যায়।

আসামী বলেন যে, [illegible] কোম্পানী এবং একজন পথিককে [illegible] দেখা [illegible] আকস্মিক বিপদ হয়। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ [illegible]।

ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] আদেশ দেন যে আসামীর লাইসেন্স [illegible] বাতিল থাকিবে এবং আসামী ২৫ টাকা জরিমানা দিবেন।

দৌড় রেকর্ড

[illegible] হইতে [illegible] সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়াইয়াছেন। পৃথিবীর [illegible] রেকর্ড হইল।

সিগারেটের মহার্ঘ্যতা

[illegible] ১০১২ [illegible] নবদ্বীপ [illegible] বাজারে [illegible] সিগারেট পাইয়া [illegible] আর একজনের দোকানে [illegible] দেখিতে পাইয়াছিল উহাও অগ্নিতে অর্পণ করে।

সিগারেটের একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নবদ্বীপ সহরে [illegible] প্রায়। কেবল কিছু কিছু আছেন [illegible] হইতেছে। [illegible] টাকার [illegible] টাকা [illegible] হইতেছে। [illegible] বিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

ডাক্তার শশিভূষণ [illegible] আবিষ্কৃত
বেহালার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক [illegible] ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৪০ আনা, পাইণ্ট ৮/০ আনা বোতল ৮/০ আনা।
বড়িষা-১১নং গড়া রোড, পোঃ বেহালা, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদীয়
মদন মঞ্জরী
ধাতুর দোষ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।
"নপুংসকারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।
"রমণবিলাসিনী বটিকা"
বীর্যধারণ করে ও রমণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।
রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন
সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের ছোট শিশি বাদাম তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সম্যক পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।
আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নচেৎ জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।
ম্যানেজার—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আসেনিক এবং ইউরিথেন আছে।
এই কেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর ছাড়িতে বাকী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২টী ৩৲ টাকা
বাই ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২৯১ [illegible] লেন, কলিকাতা

দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ পারমার্থিক পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৭

অ তী ন্দ্রি য় বা ণী
শ্রৌ ত প ন্থা
ত প ন তা প
প্রয়াগ প্রসঙ্গ

অতীন্দ্রিয়বাণী

তত্ত্বোদিত

১। ভগবদ্বিমুখ কলিকাল-গ্রস্ত জড়-জীবের উদ্ধারার্থে শ্রীভগবান শ্রীগৌরসুন্দর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং আচরণ করতঃ শ্রীনাম-কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কলিহত ও অল্পায়ু-বিশিষ্ট জীবের শ্রীনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত উদ্ধার লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" উক্তাকার শ্রীতারকব্রহ্ম নামই তাঁহার মতে সদা কীর্ত্তনীয়।

২। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ", "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ" ইত্যাদি প্রকার শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা যায় যে, ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরমেশ্বর তত্ত্ব। তিনিই সকলের সেব্য ও লীলাবিহারী। জীব উদ্ধারকল্পে এই লীলাবিহারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তদীয় অভিন্নমূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দর নিত্যানন্দ জগদ্গুরুরূপে যুগপৎ প্রকট আছেন। জগদ্-গুরুরূপী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দর ধরাধামে জীব উদ্ধারার্থে যখন প্রকট থাকেন, সে সময় তিনি শ্রীনামরূপে জীবকে আহ্বান করিবার জন্য ব্যক্ত করেন যে, শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণ কোন ভেদ নাই এবং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনাম অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শিক্ষা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীনামমন্ত্রের অনুষ্ঠানকারী ভক্তগণের হৃদয় হইতে স্বয়ং নির্গত হইয়া তাঁহাদিগের জিহ্বাপ্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীহরে-কৃষ্ণাদি অনেক ব্রজনাম শব্দরূপে অনুক্ষণ নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীনামের এরূপ সামর্থ্য যে, তাঁহার নৃত্য যে সমুদয় ভক্তের হৃদয়-প্রাঙ্গণে সিদ্ধ হয়, তাঁহারা যদি স্থিরচিত্তে উহা অনুভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের হৃদয় নিশ্চয়ই আনন্দে আপ্লুত হওয়া যায় এবং আনন্দভরে তাঁহাদিগের দেহকালও শ্রীনামের নৃত্যের সহিত তালে তালে নৃত্য না করিয়া স্থির থাকিতে সক্ষম হয় না। ভক্তের কা কথা, শ্রীনামমন্ত্রের শিক্ষা দিবার জন্য ধরাধামে আগত শ্রীকৃষ্ণাভিন্নমূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরও নিজ শ্রীকৃষ্ণাদিরূপ নামোচ্চারণকালে আনন্দে অধীর হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে বাধ্য হইতেন। তাই ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন যে, শ্রীনাম আপনি নাচেন, ভক্তকে নাচান ও শ্রীভগবানকেও নাচাইয়া থাকেন।

৩। শ্রীনামের কৃপা না হইলে কেহ শ্রীনাম-কীর্ত্তনে ও শ্রীনামরস আস্বাদনে সমর্থ হয় না। অতএব শ্রীনাম-প্রভু কৃপাপূর্ব্বক আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া তথা হইতে আগমন করতঃ আমার জিহ্বা-প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেছেন এবং আমাকে সম্মুখে রাখিয়া তদীয় নর্ত্তনরূপ হৃদ্রোগ-বিধ্বংসি লীলা দর্শনের সাহায্য করিতেছেন বলিয়া যে সকল সাধক অনুভব করেন, তাঁহারা সত্য সত্যই শ্রীনামরস আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। যাহারা অভিমান বশতঃ যে সমুদয় ভাগ্যহীন ব্যক্তি মনে করেন যে, তাঁহারা স্বীয় চেষ্টায় শ্রীনাম-গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা শ্রীনামকে সামান্য শব্দমাত্র মনে করেন এবং তদ্ধেতু তাঁহারা শ্রীনাম-রস আস্বাদনে বঞ্চিত হন। এক শ্রেণীর লোককে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কোটী জন্ম করে যদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।" "তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥" শ্রীনাম সেব্য বস্তু। তাঁহার সেবা না করিয়া তাঁহাকে যথেচ্ছা নাচাইতে চাহিলে সেব্যবস্তুর উপর আধিপত্য করা হয় এবং শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিবার মত ব্যাপার হইয়া পড়ে।

৪। শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দররূপে যে শব্দব্রহ্মের ধ্বনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা তদীয় শ্রীকৃষ্ণরূপের সহিত অভিন্ন-পদার্থ। ঐ ধ্বনি পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। আম্নায় পারম্পর্য্যক্রমে ঐ নামব্রহ্মের ধ্বনি যদি কাহারও কর্ণকুহর দিয়া তাহার হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে চেতনাময় হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া তাহার জিহ্বা-প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে পারেন। যাহার জিহ্বা-প্রাঙ্গণে এই শব্দব্রহ্মরূপী শ্রীনাম প্রভু নৃত্য করেন, সে ব্যক্তি অন্যমনস্ক না থাকিলে শ্রীনামের নর্ত্তনলীলা দর্শন করিতে ও লীলাদর্শন-জনিত বিমল সেবানন্দ আস্বাদন করিতে সুযোগ পাইতে পারেন। অবৈষ্ণব মুখে উদ্গীর্ণ কৃষ্ণনামের ধ্বনি কেবল বাহ্য আকাশোত্থ শব্দ ও নশ্বর জড়পদার্থ মাত্র। সেই প্রকার ধ্বনিশ্রবণে হৃদ্রোগ ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যাহার ফলে ভগবদিতর পদার্থে উত্তরোত্তর রুচি ঘনীভূত হইতে থাকে। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষার অভিনয় করিয়া যে সকল ব্যক্তি শ্রীনামে শব্দ সামান্যবুদ্ধি করিতে থাকেন, তাঁহারা যদি শ্রীগুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করে শ্রীনাম-ভজনের প্রণালী জানিয়া না লন ও অবহেলাপূর্ব্বক শ্রীনামের চরণে অপরাধ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারাও পদস্খলিত হইয়া বিষয়াভিমুখ-গতিকে বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন।

শ্রৌতপন্থা

(ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ)

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলে, উপনিষদ্ স্বাভাবিক অহৈতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পথ উদ্ঘাটিত করিয়া থাকে। অন্যথা যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি কৃষ্ণকথায় রতি তদ্দ্বারা উৎপাদিত না হয়, তাহা হইলে উহা ধর্ম্মাচরণ কেবলমাত্র শ্রমেই পর্য্যবসিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-
কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম
এব হি কেবলম্॥"
(ভাঃ ১।২।৮)

উপরি উক্ত শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলেন—"নহু মোক্ষার্থত্বমপি ধর্ম্মস্য শ্রূয়তে ... তার মত আহ কেবলম্ বিষ্বক্সেনম্ ইত্যর্থঃ। পর্য্যন্ত তথাপি স্বর্গাদিফলবিনাশিত্বাৎ এবকারেণ নিরাকরোতি অভিপ্রায়ঃ ইহ সম্ভবিতার্থঃ।"

অতএব ভক্তিহীন দধীচি ও কর্ণাদি দানবীরগণের দধ্যর্থ যে ত্যাগ বা বিরাগ তাহা, যেহেতু হরিকথায় রতি উৎপাদন না করিয়া অন্য ফল উৎপাদন করিতেছে তখন উহা বিরাগ নাম বাচ্য না হইয়া কেবলমাত্র শ্রমবাচ্য হইবে, কারণ শুদ্ধভক্তের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম, ভগবৎকথায় রতি উৎপাদন করিবে; যদি তাহা না করে, তাহা হইলে সে ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল বৃথা পরিশ্রম।

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ
প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ
যদহৈতুকম্॥"
(ভাঃ ১।২।৭)

ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই যে জ্ঞান, বৈরাগ্য উদিত হইবে, এমন নহে, সদ্গুরু চরণাশ্রয় প্রভৃতি ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনুভব উদিত হয় না। অন্ধকার তিরোহিত হইলেই সূর্য্যের উদয় হইবে এমন নহে, পরন্তু সূর্য্যের উদয় হইলে অন্ধকার স্বতঃই তিরোহিত হইবে। ইহাই সৎ সিদ্ধান্ত, শ্রৌতসিদ্ধান্ত।

তপন তাপ

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাস অধিকারী পণ্ডিতভূষণ পুরাণরত্ন)

মধ্যাহ্ন তপনের খরকরতাপে সন্তপ্ত-বাসী জীবকুল সন্তপ্ত-জর্জ্জরিত। ঘরে বাহিরে—জলে স্থলে আকাশে বাতাসে—বৃক্ষ লতা-গিরিগহ্বরে—কুটীরে—প্রাসাদে কোথাও শান্তির শীতল ছায়ার লেশমাত্র নাই। মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম, এমন কি আচ্ছাদিত-চেতন পদার্থ-সমূহও তপন-তাপে ঘোরতর ক্লিষ্ট। চারিদিকে জল—জল—জলরবে কাতর আর্ত্তনাদ। কূপে পুষ্করিণীতে জল নাই—মেঘে বৃষ্টি নাই—আকাশে মেঘের লেশ নাই। গগন-মার্গে কদাচিৎ মেঘসঞ্চার লক্ষিত হইলেও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল বাতাস আসিয়া নীল আকাশে বিলীন করিয়া দেয়। এক লোটা—এক অঞ্জলি—একবিন্দু শীতল জল আজ সর্ব্বসাধারণে দুর্লভ। পানীয়—পানীয় বিশুদ্ধ জল দুষ্প্রাপ্য। বাংলার লোক কাদামাটি খাইয়া বাঁচিয়া কোনরূপে জীবন-ধারণ করিতেছে—অন্যান্য দেশে তাহাও সহজপ্রাপ্য নহে। বাংলা-পল্লীর প্রতি স্বার্থ প্রকাশের দিকটা, অনুরাগ সহানুভূতিরও অধিক সদ্ব্যবহার করে নাই।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

অতএব অনুক্ষণ লভ্য জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি অর্জ্জন প্রচেষ্টা দূরে পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবের ভক্তিযোগ প্রয়োজন হেতুই একমাত্র শ্রৌতপন্থা। ভক্তি প্রয়োজন হইলে, যাঁহার ভক্তি আছে এরূপ সদ্গুরু চরণাশ্রয় সুতরাং কর্ত্তব্য। যেমন দীপ্ত শিখা ব্যতীত অপর প্রদীপ জ্বালাইবার উপায় নাই। যাঁহার নিজের ভক্তি নাই, এরূপ 'ব্যবহারী' গুরুর পাদে দুর্ধিগমন বিপথ-গমন মাত্র, শ্রৌত-পথে সুগমন নহে।

কলিযুগ পাবনাবতার অখিল রসামৃত-মুরতি শ্রীশচীনন্দন সেই শ্রৌতপন্থার তোরণ দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্

(ভাগবত)

অর্থাৎ জ্ঞানাদির প্রয়াস দূরে পরিত্যাগ করিয়া সাধুমুখ হইতে স্বতঃ প্রকটিত ভগবন্নামাদি শ্রবণ করাই শ্রৌতপন্থা, উহা আমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভু "ইহা শ্রৌতপন্থা হয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ভবদীয়বার্ত্তাং শ্রুতিগতাং" অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা 'ব্যবহারী' পাত্র হইতে শ্রবণ করিতে হইবে না, তজ্জন্য শ্লোকে 'ভবদীয়বার্ত্তাং' শব্দকে 'সন্মুখরিতাং' শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন; ভবদীয়বার্ত্তাং বিশেষণ সন্মুখরিতাং অর্থাৎ যত্র তত্র যাহা 'ব্যবহারী' লোকের মুখ হইতে ভগবদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিতে হইবে না, পরন্তু সাধুমুখ হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। ইহাই 'সন্মুখরিতাং' এর বিশেষ ব্যাখ্যা যাহা দ্বারা ইহা বিশিষ্ট করা হইয়াছে যে, ব্যবহারী তথাকথিত গুরুমুখ হইতে ভগবদ্বার্ত্তা—বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ না করিয়া কেবলমাত্র সাধুমুখ হইতেই শ্রবণ করিতে হইবে, ইহাই শ্রবণপন্থা বা শ্রৌতপন্থা। যাঁহারা এই শ্রৌতপন্থা উদ্দিষ্টবৈশিষ্ট্য অবহেলা পূর্ব্বক কেবলমাত্র যদৃচ্ছ স্থান হইতে ব্যবহারী লোক প্রমুখাৎ বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছি বলিয়া মনে করিতেছেন—কল্পনা করিতেছেন, তাঁহারা বস্তুতে আত্মসুখ প্রাপ্ত হইতেছেন; তজ্জন্য সেই সব ভণ্ড ব্যবহারী লোক প্রমুখাৎ শ্রুত নামাদি ফল প্রদান করিতেছে না। যেমন অগ্নি নহে বলিয়া খদ্যোত তুলারাশি দগ্ধ করিতে পারে না।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত বিশিষ্ট স্থান হইতে একান্ত মায়াশ্রিত আচার্য্য মুখ হইতে শ্রীনাম মন্ত্র শ্রবণ না করিলে যে, তাহা সুফল প্রদান করে এবং সমুদ্র-শ্রিত অর্থাৎ একান্ত মায়াশ্রিত আচার্য্য মুখ নিঃসৃত নাম মন্ত্র শ্রবণ কর্ণ অনুসন্ধানে স্বাভাবিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্ত অর্থাৎ আনন্দ নিবৃত্তি বিহিত হয়, তাহা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

(৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের পর)

আর বাবু বলিলে আয়ুবৃদ্ধি হয়—না বলিলে দণ্ড বাড়ে, মানকষ্ট উপস্থিত হয়।

কেন এমন হয়?—বৃদ্ধেরা বলেন, রৌদ্রের এমন প্রখর তেজ তাঁহারা অনেক দিন দেখেন নাই। অদ্ভুত মাধব মাস। মাধব হরির পরম-প্রিয় মাস। প্রখর রৌদ্র-তপ্ত এই বৈশাখ পুণ্যময়ত্বে দুর্ল্লভ। পদ্ম-পুরাণে পাতালখণ্ডে নারদাম্বরীষ সংবাদে লিখিত আছে,—

"ন মাধবসমো মাসো ন মাধবসমো বিভুঃ।
পোতোঽহবিহার্ভবাম্ভোধৌ মজ্জমানজনস্য যঃ॥"

যেরূপ ভগবান্ শ্রীহরির সমান ঈশ্বর নাই, তদ্রূপ পাপ-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বৈশাখের সদৃশ তরণীও আর দৃষ্ট হয় না। পুণ্যপ্রদ মাসসমূহের মধ্যে কার্ত্তিক মাস শ্রেষ্ঠ, মাঘমাস তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফলপ্রদ, বৈশাখ মাস তাহা অপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফলপ্রদান করেন। উক্ত পুরাণে আরও কথিত আছে,—

দুর্ল্লভং ভারতে বর্ষে জন্ম তত্র মনুষ্যতা।
মানুষ্যে দুর্ল্লভং লোকে স্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তনম্।
ততোঽপি ভক্তির্দুর্ল্লভা বাসুদেবেঽতি-
দুর্ল্লভা।
তত্রাপি দুর্ল্লভো মাসো মাধবো
মাধবপ্রিয়ঃ॥

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবলাত্ত পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ যেন কি সুকৃতাঙ্কুররূপে জন্মলাভও দুর্ল্লভ, মনুষ্যজন্মলাভ সুদুর্ল্লভ, মনুষ্যজন্ম পাইলেও স্বধর্ম্মাচারী হওয়া আরও দুর্ল্লভ, আবার বাসুদেবে ভক্তিযোগ একান্তই সুদুর্ল্লভ, তাহাতেও হরিপ্রিয় মাধব মাস অর্থাৎ বৈশাখ-নামক মাসটি অতীব দুর্ল্লভ।

এতেন দিবসে তাপত্রয়-নিবর্ত্তক-মাধব কথা কাহারও আলোচ্যবিষয় হইয়াছেন কি? ভগবান্ মাধবনাম কাহারও স্মৃতিপথে উদিত হইতেছেন কি? তপন-তাপে তপ্ত জীবকুলের বদনে 'ত্রাহি' রব শ্রুত হইলেও 'ত্রাহি মাং মধুসূদন কৃষ্ণ-কেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব ত্রাহি মাং' বলিয়া কেহ কি নিরপরাধে প্রার্থনা করিতেছেন?

—না। তৎপরিবর্ত্তে মায়াধন-সেবিকার বাহিক কৃপাপাত্র কেহ কেহ বহুবিধ কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবন করিয়া তপন-তাপ-প্রতিরোধে সচেষ্ট হইয়াছেন—কেহ বা তপন-শাসন-শিথিল শিলং শিমলা দার্জ্জি-লিঙ্ আদি শীত-পাসিক্ত স্থানে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন, কেহ কেহ সাধিকের অধিকার সংরক্ষণ মানসে ভূ-বরুণোদক বাক্যবাণে অভাব অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকার প্রত্যাশা করিতেছেন, আবার কতক ব্যক্তি 'স্ব-স্থানে আর নাহি প্রতিকার' সাব্যস্ত করিয়া বাক্যব্যয় প্রচারেই অধিকার মনোনিবেশ করিয়াছেন, অপর সকলে অনন্যোপায় হইয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি জগৎকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীপতি মাধবের অকরুণ পক্ষপাতদোষ আবিষ্কার করিয়া গাত্রদাহ নিবারণে প্রয়াসী হইয়াছেন। আবার এই সকল জনসঙ্ঘের মধ্যে সংখ্যায় অল্প এমন কতক-গুলি মানব আছেন যাঁহারা এই সময়টিকে পরম পুণ্যপ্রদ জানিয়া বহুপুণ্যজনক শুভকর্ম্ম সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছেন বস্তুতঃ সকলেই স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তি-তাৎপর্য্যবিধানেই বদ্ধপরিকর। কিন্তু এবম্বিধ তাপের কারণ কি এবং কিরূপেই বা ইহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কাহাকেও ব্যস্ত দেখা যায় না।

আত্মতত্ত্ববিস্মৃত আত্মকল্যাণবিধানে উদাসীন ও অসমর্থ অজ্ঞ-জীবকুলের এবম্বিধ শোচ্যাবস্থা দর্শনে বিগলিত হৃদয় পরদুঃখ-দুঃখী নিষ্কিঞ্চন ত্রিকালজ্ঞ বিদ্বদ্গণ জগজ্জীবকে লক্ষ্য করিয়া অভয়গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন,—

ভাই সব! তুচ্ছ তপন-তাপে তাপিত হইয়া আজ আমরা যেরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি তাহাতে মনে হয়, আমরা যেন চিরদিনই সুখের সমুদ্রে সাঁতার দিতেছিলাম, আজ দৈবক্রমে সহসা-আগত দুঃখোর্ম্মির সামান্য একটি আঘাত তাই আমাদের নিকট অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ত' তাহা নয়। আমাদের জীবন যাত্রার ইতিহাসটি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি এইভাবে যখন যে দুঃখটি আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা সেই সময়টির মত তাহাতেই অভিভূত হইয়া পড়ি এবং মনে করি—এই দুঃখটির হাত হইতে কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পাইলেই বা ত আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তখন পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইয়া শান্তিভঙ্গের সূচনা করিলে 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—প্রভৃতি বাক্য আবৃত্তি করিয়া অতীতের ক্ষতগুলিতে প্রলেপ দিবার প্রয়াস করি এবং ভবিষ্যৎ সুখের কাল্পনিক পথে আলোক জ্বালিয়া দিয়া আমাদের বেশ একটু বেড়াইয়া লই। কিন্তু কল্পনা-রাজ্যের প্রবঞ্চক এই অবস্থাটি আমাদের ভাগ্যদোষে অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না। দেখিতে দেখিতে নূতন নূতন দুঃখতরঙ্গমালা আসিয়া আমাদিগকে অধিকতর নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতে থাকে। ক্রমে অভিজ্ঞ আমরা এক সময় বুঝিতে পারি—

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ॥

সুতরাং এই তাপ এই দুঃখ আমাদের ভাগ্যে নূতন নয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি

(৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

নীলাচল প্রসঙ্গ

শ্বেত-মাধব

ইনি শ্বেতগঙ্গা সন্নিধানে বিরাজিত। কথিত আছে, ত্রেতাযুগে শ্বেতরাজ শত বৎসর অনশনে থাকিয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আরাধনা করেন। শ্রীশ্রীজগদীশ তাঁহার (শ্বেতরাজের) পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্বেতরাজ সারূপ্য-মুক্তি প্রার্থনা করেন। নীলাচলচন্দ্র তাহা প্রদান করিলে তিনি শ্রীভগবানের আদি অবতার মৎস্য-মূর্ত্তির সহিত শ্বেতমাধবরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার দর্শনে মহাপুণ্য হয়।

শ্বেত গঙ্গা

অক্ষয়বট ও সমুদ্রতীর মধ্যে যে সরোবর আছে তাহাকে শ্বেত গঙ্গা বলে। শ্বেতমাধবের নামানুসারে ইনি খ্যাত। শ্বেত গঙ্গায় স্নান করিয়া ভগবানের মৎস্য-রূপ ও শ্বেতমাধব মূর্ত্তিদর্শনে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে।

লোকনাথ মহাদেব

কথিত আছে যে ইনি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হ'ন। প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে এখানে মেলা হয়।

জগন্নাথ বল্লভ

নরেন্দ্র সরোবরের নিকট শ্রীশ্রীজগদীশের একটী প্রাচীরবেষ্টিত মনোরম উদ্যান আছে—ইহাই জগন্নাথ বল্লভ নামে খ্যাত।

পুরীর এক রাজা ভ্রমক্রমে বামহস্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সত্বরচিত্তে উহা কর্ত্তন করিয়া ফেলেন। জগন্নাথদেবের কৃপায় ঐ কর্ত্তিত হস্ত [illegible]র আকৃতি ধারণ করিয়া এই উদ্যানে বৃক্ষরূপে বিরাজিত।

অপ্রাকৃত-রস-রসিক শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে জগন্নাথ-বল্লভে অবস্থান করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণকথালাপনে কৃষ্ণ-প্রেম-রস আস্বাদন করিতেন।

চক্রতীর্থ

ইহা পুরী ষ্টেশন হইতে অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীচক্রনারায়ণ ঠাকুর বিরাজিত। এখানে যাত্রিগণ আহারের

বালুকাপিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। চক্রতীর্থে একটী [illegible] নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর

ইহা গুণ্ডিচাবাটীর সন্নিকটে অবস্থিত। রথযাত্রার পূর্ব্বদিবস বাজিগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে গুণ্ডিচাগৃহ মার্জ্জনান্তে এই পূত সরোবরে স্নান করিয়া থাকেন। উহার দৈর্ঘ্য ৩৮৬ ফুট এবং প্রস্থ ৩৯৬ ফুট।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সহস্রবর্ষব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় ব্রাহ্মণগণকে কোটি কোটি গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সকল গাভী যে স্থানে রাখা হইয়াছিল সেই স্থান হইতে তাহাদের ক্ষুরের দ্বারা মৃত্তিকা খনন হইতে ঐ সরোবরটী প্রস্তুত হয়। গাভী সকল উৎসর্গীকৃত হইলে তৎকালে সংকল্প জল দ্বারা উহা পূর্ণ হয়, সুতরাং ইহা একটী পবিত্র সরোবর।

আবহাওয়া

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত কল্য বেলা ১টার সময় পুরীতে বেশ একটী নৈসর্গিক দুর্য্যোগ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বৃক্ষাদি ধূলিধূসরিত হইয়াছিল। অদ্য প্রাতঃ ৭টা হইতেই অনবরত বৃষ্টিপাত হইতেছে। বাতাস প্রায় বন্ধ কিন্তু গুমোট বিষয় তথাপি গরম অনুভূত হইতেছে না বৃক্ষাদি এই বারিপাতে বেশ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ ধারণ করিতেছে। আশা করা যায় এই বৃষ্টিতে কৃষকগণের বিশেষ উপকার হইবে।

(৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমের পর)

জন্ম আমরা নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া এতদপেক্ষা সহস্র সহস্রগুণ অধিক দুঃখ পাইয়াছি—পাইতেছি এবং পাইতে থাকিব। পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহের নাম 'ভব'। আমরা স্বেচ্ছায় এই ভবসংসারে জন্ম-কর্ম্ম-জরা-মৃত্যু-শোকমালাসূত্রে চিরতরে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। যেদিন কৃষ্ণ-পাদারবিন্দযুগল বিস্মৃত হইয়া চিরলীলাবিধুরের সেবানন্দ ত্যাগ করিয়া জগবহির্ম্মুখ [illegible] ভোগ করিবার দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়াছি সেই দিন হইতে আমাদের এই দুর্দ্দশার সূচনা। তারপর কত লক্ষ কত কোটি জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে, কত রৌদ্র, কত বৃষ্টি, কত শিলা কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্র আমাদিগের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—কত শোক, কত দুঃখ, কত জরা কত মৃত্যু, কত মহামারী আমাদিগকে কাঁদাইয়া কাঁদাইয়া অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তবুও আমি সেই ভিখিরি সেই

নানা খবর

নদে ভেসে যায়

নদীয়ার সর্ব্বত্রই একটা বিরাট ঝড় বহিয়া যাইতেছে। বোধ হয় বিগত চারি শত বৎসরের মধ্যে এরূপ ঝঞ্ঝাবাত আর কখনও হয় নাই। চারিদিকে এত হরতাল এবং আইন অমান্য করিয়া সভা ও ধরপাকড় চলিতেছে যে, তাহার সংখ্যা বা বর্ণনা করা অসম্ভব। এক মাসের মধ্যে তিনটী বড় বড় হরতাল হইল। প্রথম হরতাল মিঃ সেন, এম সেন গুপ্তের গ্রেপ্তারে। দ্বিতীয় হরতাল গান্ধির গ্রেপ্তারে এবং বর্ত্তমান হরতাল গান্ধির উত্তরাধিকারী মিঃ আব্বাস তায়াবজীর গ্রেপ্তারে। কৃষ্ণনগরে মহলবাবে, নবদ্বীপে বুড়াশিববাবে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য স্থানে অসংখ্য হরতাল হইতেছে।

ভিখিরি! এতকেও আমার পূর্বরূপের স্তব লেশমাত্র পরিবর্তন সাধিত হয় নাই আশ্চর্য্য! এখনও কি সকলতাপহর কল্যাণময় চৈতন্যবাণী আমাদের কর্ণকুহর বিদ্ধ মর্ম্মগুহায় ধ্বনিত হইবে না? অহো! এখনও কি আমরা আমাদের যাবতীয় দুঃখের মূল ও স্বরূপ দুষ্ট ভোগপ্রবৃত্তিগুলি বিসর্জন দিয়া প্রকৃত সুখ—প্রকৃত শান্তি—নিত্য আনন্দ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিব না?

ঐ শোন—বীচিমালাবিক্ষুব্ধ অনন্ত ভাবময় [illegible] মহাসাগরতটে জগন্মঙ্গলকর হৃৎকর্ণরসায়ন সুমধুর চৈতন্যবাণী। আতপক্লিষ্ট—ভবদাবাগ্নি-দগ্ধ—ত্রিতাপজর্জ্জরিত ব্যাকুলিত [illegible] মানব। যদি প্রকৃত [illegible] আনন্দের সন্ধান পাইতে [illegible] আর কালবিলম্ব না করিয়া ছুটিয়া [illegible] ঐ মহামহিম সাগরতটে। নীলাচলোত্তর নীলাচলনাথ তোমার দুর্দ্দশাদর্শনে কৃপা-পরবশ হইয়া করুণাপ্রবাহ অনিমিষনয়নে চাহিয়া আছেন তোমার পানে। ঐ দেখ—প্রেমময় [illegible] ৮'টি বাহু পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য অনুক্ষণ প্রসারিত। আরও পরিজ্ঞাত হও—সেই করুণাময় জগন্নাথের আত্মপ্রকাশবিগ্রহ জগদ্গুরু আচার্য্যদেব জীবের ত্রিতাপনাশক নিত্য ও বাস্তব বস্তুজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীচৈতন্য-[illegible] যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ত্রিতাপিত মানবের নিত্য শান্তি—নিত্য-কল্যাণবিধানের জন্য সর্ব্ববিধ সদুপাদের আয়োজন প্রচুর পরিমাণে তথায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখনও কি আমরা হেলায় এ সুবর্ণ-সুযোগ উপেক্ষা করিব।

বিলাতে ভারত কথা

বিলাতের লোক ভারত সম্বন্ধে বেশী খবর রাখা "প্রয়োজনীয় মনে করে না। কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, অনেককে ভারত সম্বন্ধে ভাবিতে হইতেছে। [illegible] বলিতেছেন,—"বর্ত্তমানে ভারতের [illegible] অবস্থা তাহাতে উত্তেজনার দ্বারা কোন ফল হইবে না। তাহাতে [illegible] প্রচারিত কথা লোকে বিশ্বাস করে না।"

[illegible] বলেন [illegible] শ্রমিক মন্ত্রিদল ভারতের সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিতেছেন তাহা সমীচীন। এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই।

ভারতে কম্যুনিষ্ট

শ্রীযুক্ত বেন সাহেব পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন যে, ভারতে সম্প্রতি যে সমস্ত গোলমাল হইয়াছে উহা কম্যুনিষ্ট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

স্যার উইলিয়াম বার্ডউড্ নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় সৈন্যেরা সম্পূর্ণ রাজভক্ত।

বৃটিশগবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী ভারতের কোন কোন্ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রস্বরূপ কোন্ কোন প্রতিনিধিকে বিলাতের গোল বৈঠকে পাঠান প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ভারতের বড়লাট সাহেবকে লিখিয়াছেন।

একশত গ্রেপ্তার

কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহ ব্যাপার ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। সত্যাগ্রহীদের স্থানীয় কার্য্যালয় পুলিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এক শত স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস দগ্ধ

শোলাপুরের অবস্থা বাস্তবিকই অবর্ণনীয়। দাঙ্গা হাঙ্গামার শেষ নাই। পুরঃ [illegible] সাহেবের আদালত এবং ছয়টী পুলিশ চৌকি পুড়াইয়া দেওয়ার কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে শোলাপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত ও পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদঞ্চলে কাহারও এখনও ভয় নাই। কাহারও জীবন নিরাপদ নহে। সহরের কোন কোন অংশ ধ্বংস প্রায়

গত বুধবার সন্ধ্যার সময় হইতে শোলাপুরে সামরিক আইন জারি হইয়াছে। কত কাল সামরিক আইন বলবৎ থাকিবে তাহা এখনও জানা যায় নাই

এখানে নরহত্যা, ঘর বাড়ী ধ্বংস, লুটপাট এত বেশী হইতেছিল এবং দুষ্ট লোকের অত্যাচার, মারামারি প্রভৃতি এত ভয়ানক হইতেছিল যে, পুলিশ শান্তি রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় সরকার পক্ষ হইতে সৈন্যদল আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন সহর সৈন্যদলের দখলে।

কলিকাতার অবস্থা এখন অত্যন্ত ভীষণ। হতাহতের সংখ্যা ঠিক [illegible] হিসাব রাখা অসম্ভব। গত বুধবার সন্ধ্যার পর সহর [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারত আক্রমণের উদ্যোগ
সীমান্তে গোলযোগ

[illegible] উত্তর পশ্চিম সীমান্তে তুরঙ্গ জাইদের হাজি [illegible] সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি [illegible] উদ্দেশ্য করিতেছেন মনে করিয়া ভারত সরকার তাঁহাকে চরম পত্র দান করিয়াছেন।

এই চরম পত্র অনুসারে যদি হাজি সাহেব সমস্ত লোকজন সরাইয়া লইয়া যাইতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে ভারত সরকার বিহিত বিধান করিবেন। বৈদেশিক সেক্রেটারি মিঃ হাউয়েল গত ১১ই মে তারিখে বিমানপোতযোগে সিমলা যাত্রা করিয়াছেন।

চরম পত্রানুসারে হাজি সাহেব কাজ না করায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সীমান্তে কতকগুলি [illegible]। ফলে হাজির লোক পুরের যাবতীয় সৈন্যদল পর্ব্বতের গুহায় লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে।

কাটোয়াই গ্রামের লোকদিগকে বৃটিশ সৈন্যদল অবরোধ করে এবং তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লয়। সীমান্তের অশান্তি [illegible] জন্য ডেপুটি কমিশনার সাহেব [illegible] জেলা হইতে পেশোয়ারে [illegible] গিয়াছেন

ঢাকায় গ্রেপ্তার

ঢাকা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান সতীশ [illegible] শ্রীমান শচীন্দ্র এবং [illegible] শ্রীমান [illegible] সহ মতিলাল অভিযানে যোগদানে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

লোহার [illegible]
করগেট টীন, [illegible]
[illegible] ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

শ্রীচৈতন্য মঠের

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
[illegible] গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

শ্রীজৈবধর্ম্ম
বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

[illegible] শিক্ষকগণের [illegible] পাইয়া, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর তৎ সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৸০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, [illegible], ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাস্থান নবটী দ্বীপ-[illegible]। [illegible] প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—[illegible] ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে [illegible] প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি
।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি [illegible] যে সকল কথা [illegible], তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে [illegible] হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি
পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

[illegible] চেষ্টা অনিত্যাবস্থ হইয়া—উহা যখন জীব [illegible] পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি [illegible] আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপটে [illegible] প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, [illegible] প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—/০, নবদ্বীপশতক—/০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু
পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা [illegible] কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ [illegible] কল্যাণের আকর; ইনি [illegible] নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, [illegible] বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃঃ। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৸০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (শাস্ত্রভোমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। [illegible] ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বহুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের [illegible] ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় [illegible] ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০. চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি
ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, বিবৃতি [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রত্যেক খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। অনু-সং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৩৲
৩। গৌড়ীয়গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
৯। [illegible] সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১০। [illegible] সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দ্বীপ-বিবরণ ৶০
১৬। [illegible] (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীল [illegible] ৶০
২১। [illegible]-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। [illegible] ভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রী[illegible] দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, [illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৵০
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গোবর্দ্ধনোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।./০ সাধারণ পক্ষে ২০৸./০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বহু দক্ষ রোড, খুলনা।

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,

জনাইবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—৭৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।

৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস ডি মল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী বল—কৃষ্ণনগর, নদীয়া

। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এস, বামনগাছি

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৪

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা

। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটকপর্ব্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাইদহ, বালিঘাই, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ডিপ্লোমা, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীবাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঝুমরকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ কুতব রোড্, দিল্লী

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অন্যথা না হলে কৃষ্ণ তুষ্ট নহ করে পুন সেই মত করা পাপে দুব হৈতে

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, স্মৃতিবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলীজাত পীড়া, ঋণ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েপুর, পাতিপুকুর পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৸০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত

মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন,

আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

৯ নং বাগাচর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সোমবার ১৯শে মে ১৯৩০

সংবাদ

পল্লীগ্রামে হরতাল

কৃষ্ণনগর থানার অধীন, সহর হইতে বহুদূরে, বর্ত্তমান সভ্য জগতের দৃষ্টির বাহিরে, নিরক্ষর মুসলমান-প্রধান পোলডাঙ্গা গ্রামেও মিঃ আব্বাস তায়াবজীর গ্রেপ্তারের জন্য পূর্ণ হরতাল হইয়া গিয়াছে। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কেহ লাঙ্গল পর্য্যন্তও ধরে নাই, যদিও ষোল আনা লোকেরই উপজীবিকা চাষ।

বাদকুল্লুর গ্রামেও পূর্ণ হরতাল হয়। সেখানে হাট বাজার সমস্ত বন্ধ থাকে এবং জাতীয় পতাকা উড্ডীন হয়: এখনও জাতীয়-পতাকা লাইব্রেরীতে উড়িতেছে।

এ অঞ্চলে বহু সম্রান্ত উচ্চবংশ-সম্ভূত মুসলমান আছেন। তাঁহারাও বিশেষ উৎসাহের সহিত হরতালের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদেশে ৭৭ লক্ষ লোক বেকার

লণ্ডনের রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, ১৯৩০ সালের প্রথম কোয়ার্টারেই বৃটিশ-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য শতকরা ৩ ভাগের উপর কমিয়া গিয়াছে এবং বিলাতে প্রায় ১৭ লক্ষ বেকার লোক আছে। এজন্য অনেকেই বাণিজ্য-শুল্ক একেবারে তুলিয়া দিয়া অবাধ-বাণিজ্য-প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

ডেলি-নিউজ প্রকাশ করিয়াছেন যে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশেও শুল্ক ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে এরূপ ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে যে, তথায় বর্ত্তমানে ৬০ লক্ষ বেকার লোক বসিয়া আছে।

ভারতে বিদেশী-দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হওয়ায় ৭৭ লক্ষ লোকের বেকার অবস্থা।

পল্লীগ্রামে হরতাল

সর্ব্বদল সম্মেলন, বিদেশে ৭৭ লক্ষ লোক বেকার

মৃত্যুতে ট্যাক্স আদায়

পুলিশের কার্য্য ত্যাগ, সংবাদপত্র সেবিগণের সভা

শোলাপুরে শোচনীয় অবস্থা

লবণ আইন ভঙ্গে কারাদণ্ড, বরদৌলিতে কর বন্ধ

কুষ্টিয়ায় ১৪৪ ধারা অমান্য

বারবার উকীলের দণ্ড,কাঁকিনাড়ায় বিদ্যুত-বাতি

ময়মনসিংহে ভীষণ ব্যাপার

আসামে ১৪৪ ধারা অমান্যে মারপিট

নাইডু গ্রেপ্তার

আইন অমান্যে মহিলাগণের কারাদণ্ড

কৃষ্ণনগরে হুলুস্থুলু কাণ্ড

রাস্তা মানে কি। গুড়গুড়িয়া খাল সংস্কার

প্রেস অর্ডিনেন্স, নদীয়ার আবহাওয়া

কৃষ্ণনগরে ১০৭ ধারা, মুচলেকা পর্ব্ব

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটি

পুলিশের কার্য্যত্যাগ

শ্রীযুক্ত গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে নদিয়া পুলিশের দারোগা শ্রীযুক্ত তারাকুমার মুখোপাধ্যায় এবং জমাদার সারদাপ্রসাদ উভয়েই সরকারি-কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন।

আইন অমান্যে মহিলার কারাদণ্ড

মাদ্রাজের এসোসিয়েটের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীমতী রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি (ডাঃ লক্ষ্মীপতির স্ত্রী) গত ১৬ই মে লবণ-সত্যাগ্রহ সম্পর্কে পুলিশ-কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া এক বৎসরের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছেন। মাদ্রাজে মহিলার কারাবরণ এই প্রথম।

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটি

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল অফিসের লোহার সিন্দুক হইতে যে ১০২০৲ টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে এ পর্য্যন্ত তো চুরির কোন কিনারা না, [illegible] করিয়া [illegible] উঠিতে পারেন নাই। [illegible] এই বিষয় চুপ [illegible] করিতেছে।

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে [illegible] দিন হইতে [illegible] নাই। [illegible] নূতন [illegible] [illegible] ছিলেন। [illegible] [illegible] পদ শূন্য আছে।

অধিকাংশ [illegible] দিন [illegible] [illegible] হয়। [illegible] দুর্গন্ধ [illegible] যায়। [illegible] এই দুর্গন্ধ [illegible] ভোগ করেন। অথচ [illegible] কোন প্রতিকার নাই।

বিবিধ সংবাদ

শোলাপুরের শোচনীয় অবস্থা

শোলাপুরে [illegible] সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই। সহর সৈন্যগণ দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। সামরিক আইন জারি হইয়াছে। [illegible] সামরিক আইনের [illegible] প্রতিপালন করিতে বাধ্য [illegible]। প্রায় ১০০ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। [illegible] খানাতল্লাস হইতেছে। [illegible] অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাইতেছে বলি[illegible]। পুলিশ কনেষ্টবলকে হত্যা করার অপরাধে [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্র [illegible] কমিটির সভাপতি শোলাপুরের অবস্থা আলোচনার জন্য এক জরুরি সভা করিয়া মহারাজের গভর্ণর বাহাদুরকে সামরিক আইন রদ করিবার ও সৈন্যদল তুলিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং নিরস্ত্র নিরাশ্রয় সহরবাসীকে সাহায্য করিবার জন্য এককক টাকা টাকা [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে [illegible] এক সপ্তাহকাল শোলাপুর নগর সৈন্যবিভাগের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে এবং এই সময় মধ্যে যাহাকে সন্দেহ হইবে তাহাকেই গ্রেপ্তার করা হইবে এবং [illegible] সামরিক আইন মতে বা [illegible] আদালতে বিচার হইবে। যে সমস্ত [illegible] শোলাপুর ত্যাগ করিয়া পুনাতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন তাহারা এখনও শোলাপুরে ফিরিয়া আসেন নাই।

লবণ আইনভঙ্গে কারাদণ্ড

বোম্বাই কংগ্রেসের সভা নেতাগণ [illegible], [illegible] দাস, বি, এন, [illegible], [illegible] এবং [illegible] ১৪৫ [illegible] ধারার সহিত সংযুক্ত লবণ আইনের [illegible] ধারা অনুসারে [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। [illegible] মিঃ [illegible] টাকা জরিমানা অনাদায়ে [illegible] বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। [illegible] আরও [illegible] সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

বারদৌলিতে করবন্ধ

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণকে আমরা পূর্ব্বে জানাইয়াছি যে, বারদৌলিতে [illegible] গান্ধীজী [illegible] অধিবাসিগণ সরকার বাহাদুরকে কর দিবে না। কিন্তু [illegible] আন্দোলন [illegible] কার্যকরী সভা করিয়া স্থির করিয়াছে যে, [illegible] আর কোনও খাজনা দেওয়া হইবে না এবং [illegible] কর্মচারীগণের [illegible] সরকারী বাহাদুরের [illegible] সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিবেন। এই সভায় আরও স্থির হইয়াছে যে, [illegible] নিষেধ [illegible] দ্বারা [illegible] করিয়া [illegible] হইবে এবং কেহই আইন [illegible] মানিবেন না।

সিদ্ধুর লবণগোলা আক্রমণে ১৫৮ জন গ্রেপ্তার

প্রায় ৫০০ শত স্বেচ্ছাসেবক [illegible] লবণগোলা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছে। পুলিশ [illegible] উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠনে বাধাদান করিবার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টার পর পুলিশ ১৫৮ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিশের সহিত সংঘর্ষে ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় ১৪৪ ধারা অমান্যে মহিলাগণ

কুষ্টিয়ায় ১৪৪ ধারা আইন অমান্য করিয়া একটী মিছিল [illegible] এই ঘোষণা করিয়া বাহির হয়, তাহাতে স্থানীয় ভদ্রমহিলাগণ [illegible] যোগদান করেন, [illegible] তাহাদের উপর বহু বাধা ও অত্যাচার সত্ত্বেও শোভাযাত্রা নির্দ্দিষ্ট পথে অপ্রতিহতভাবে চলিয়া গিয়াছে, তবে কয়েক জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

অদ্য কৃষ্ণনগর হইতে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট [illegible] পুলিশসহ তথায় গিয়াছেন।

ধরসনায় ২৮ ঘণ্টা পর নাইডু গ্রেপ্তার

ধরসনার লবণগোলা আক্রমণে স্বেচ্ছাসেবকগণ খুব দৃঢ়তার সহিত পুলিশকে এড়াইয়া ধরসনাতে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ২৮ ঘণ্টা অপেক্ষার পর পুলিশ বলপূর্ব্বক মিসেস নাইডুকে ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক সহ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ময়মনসিংহে লোমহর্ষণ কাণ্ড

ময়মনসিংহের এ, ডি, এম, ৪০ জন পুলিশ সঙ্গে [illegible] গরুর গাড়ীতে আনিতেছিলেন। সত্যাগ্রহীরা রাস্তায় শুইয়া পড়ে, [illegible] উঠিতে স্বীকার না করায় পুলিশ সাহেব মিঃ [illegible] ১৫ জন পুলিশ সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে গুলি ছুঁড়িয়া আক্রমণ করেন। ৭ জন মারা গিয়াছে, ৩০ জন ভীষণ আহত এবং আরও ১৫০ জন আহত হইয়াছে।

মুচলেকা পর্ব্ব

নদীয়া [illegible] দোকানে পিকেটিং করার জন্য এই কয়জন [illegible] বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন। শ্রীমান্ [illegible] সরকার, শ্রীমান্ [illegible] চৌধুরী, শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান্ নিত্যানন্দ দত্ত, শ্রীমান্ কুমুদরঞ্জন সেন গুপ্ত, শ্রীমান জ্যোতিষ পাল, শ্রীমান্ [illegible] সরকার, শ্রীমান্ [illegible] ঘোষ।

বারবার উকিলের সম্পত্তি

[illegible] নির্ব্বাচন-[illegible] নিয়মাবলী বিরুদ্ধ কথার জন্য [illegible] উকিল [illegible] বৎসর কাল [illegible] রাখিবার জন্য হাইকোর্ট-[illegible] জারি করিয়াছেন।

কাঁকিনাড়ায় বৈদ্যুতিক আলো

কাঁকিনাড়াতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হইতেছে। সম্প্রতি মিউনিসিপ্যালিটীতে ৬০০ শত বৈদ্যুতিক আলো মঞ্জুর হইয়াছে। [illegible] পাওয়ার-হাউস হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইবে। এই জন্য মিউনিসিপ্যালিটী ২১৬০০৲ টাকা দিতেছেন।

প্রেস-অর্ডিন্যান্স

প্রেস-অর্ডিন্যান্সের ফলে এলাহাবাদের "[illegible] সমাচার" নামক দৈনিক হিন্দী-কাগজ প্রকাশ হওয়া বন্ধ হইয়াছে। কানপুরের 'প্রতাপ' নামক পত্রিকা ও বেনারসের "আজ" নামক পত্রিকার প্রকাশ ইতঃপূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছে।

নদীয়ার আবহাওয়া

গত শনিবার সন্ধ্যা ৭টার সময় নদীয়া-বিভাগে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। দুই ঝড়ের আনুপাতে অতি অল্প হইয়াছিল। ঝড়ের মাত্রা এবার এত বেশী যে, দরিদ্র চাষীরা একবার ঘর নূতন করিয়া তুলিতে না তুলিতে পুনরায় ঝড় আসিয়া ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এবার এ অঞ্চলে সর্ব্ব-নিম্নেই ঝড় বহিয়া যাইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

জ্বরাঙ্কুশ পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হওয়ার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং [illegible] রোড, পোঃ [illegible], কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

[illegible]

"[illegible]"

[illegible] মূল্য ১৲ টাকা।

"[illegible] নাটিকা"

[illegible] এক টাকা।

[illegible], [illegible]

[illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible]—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রণ, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্সান করিলে একটী বা দুইটী ইনজেক্সনেই সকলপ্রকার জ্বর ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্‌জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ব্যঃ [illegible] বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ্ প্রস্তুত। ২৯। [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ৩রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার - ১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

সুদর্শন সনাতনের অনুসরণ

শ্রৌত পন্থা

অতীন্দ্রিয়বাণী—তত্ত্বেঙ্গিত

প্রতিবাদ

প্রচার প্রসঙ্গ

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৪'বিদ্বিক্রম ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭ই মে শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বিরহমহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যে মহাত্মা উৎকলদেশ ধন্য করিয়াছেন, গৌড়দেশ ধন্য করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ধন্য করিয়াছেন, পৃথিবী ধন্য করিয়াছেন, তাঁহারই অপ্রকট দিন। যাঁহার নাটক-গীতি পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রমবিলাস স্ফূর্ত্তি লাভ করিত, সেই শ্রীল রামানন্দের অপ্রকট তিথি।

এই দিনাদের দিনে প্রচণ্ড রবিকর ভারতের নানাস্থানে জীবকুলের প্রাণান্তকর তাপ দিতেছে। বিলাসীদের নিমুলাগিরি সুখ সেইরূপ রবিকর-তপ্ত জনগণের জুড়াইবার স্থান। আচার্যদের প্রতিনিধি-প্রমুখ মহোদয়গণ তথায় অবস্থান করিয়া রাজ্যের হিত চিন্তা করেন। তাঁহার সঙ্গাধিগণও তথায় অনেকেই আছেন। অর্থাভুক্তির কথায় অনেক সময়ে বাস্তবিক রাজ্যে অবসর নাই। সেই অভাব দূরীকরণের জন্য শ্রীল গিরি মহারাজ সিমলা শৈলে গিয়াছিলেন এবং তথায় কতকদিনের জন্য হরিকথা প্রচারের কেন্দ্র রচনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ধূমপানের দ্বারা শরীরের কল্যাণ-লাভ হয় না। কেহ কেহ বলেন,—মানসিক পরিশ্রম লাঘবের জন্য ধূমপান অনেকস্থলে উপযোগী হয়। এরূপ মতদ্বৈধের অভাব নাই। স্বদেশ প্রেমিকগণ বলেন,—বৈদেশিক দ্রব্যের আদর করিয়া স্বদেশের অমঙ্গল করা উচিত নহে। এমন সিগারেটের বদলে দেশীয় তামাকের ধূমপান অধিক হিতকর। নবদ্বীপ সহরে এমন বৈদেশিক সিগারেট আর পাওয়া যাইতেছে না। আর প্রায় দোকানগুলিও নবদ্বীপবাসী স্বদেশপ্রেমিকদের দ্বারা প্রশ্রয় লাভ করিতেছে না। মাদক দ্রব্য সেবনে যতই বর্জিত হয়, ততই পরমার্থপথে অগ্রসর হইবার অধিক সুযোগ উপস্থিত হয়।

প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে অনেকে না বুঝিয়া বৈষ্ণবের কৃত্য বলিয়া মনে করেন। সাধারণতঃ এই ভ্রান্তি ব্যাপক হইয়া অনুসন্ধানরহিত জনগণের মধ্যে আদর লাভ করে। তাহার ফলে ধর্ম্মপ্রচ্ছন্নবিক্রয়, অন্নের ব্যবসায়, তীর্থযাত্রা, হরিসভা, সভাসমিতি প্রভৃতি নানাপ্রকার অর্থকরী আপাতসুখ হিতসাধনের পরিবর্ত্তে অকল্যাণ প্রসব করিতেছে। সেইজন্য পারমার্থিক সমাজের

সুদর্শন সনাতনের অনুসরণ

(শ্রীপাদ মহাবীর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ,বি,এল)

সত্য প্রকাশের পাশাপাশি অসত্যের পরিহাসের প্রয়োজন আছে—সত্যের স্বরূপ ও মহিমা সম্যক্ পরিস্ফুট করিবার জন্য। যেমন ধর্ম্ম ও ছায়া, আলোক ও অন্ধকার, দিন ও রাত্রি।

এইরূপ পরস্পর দুই বিপরীত বস্তু বিদ্যমান থাকার আরও প্রয়োজন আছে—চেতন ও বিবেকবান্ জীবের তারতম্য বিচার-ক্ষমতার পরীক্ষার জন্য এবং স্বাধীনতার উচিত ব্যবহারের জন্য। সেই কারণে জগৎ জীবের পরীক্ষাস্থল।

যে বোকা, সে সত্যের নকলটা নেবার জন্য ছুটবে। নকল নিয়ে ঠকবে এবং ঠেকে শিখবে। বুদ্ধিমান্ ঠকে শিখবে না, দূরে থেকে দেখেই শিখবে এবং সাবধানে চলবে।

জগ আবাহনের পিপাসা সকলেরই স্বভাবতঃ আছে। কিন্তু কোন্‌টি কুজন কোন্‌টী—তাহা বিচার করবার দৈব্য হিতাকাঙ্ক্ষিগণ এই সকল কথা বিশ্লেষণপূর্ব্বক দেখাইয়া দিতেছেন। অসতের অর্থ ও সদর্থের আবাহন কেহই আদর করেন না।

ও প্রয়োজন জ্ঞান নাই। সুজন কুজন বিচার করার যোগ্য বিচারবুদ্ধিও খুব কম লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় জগতের তথাকথিত অতি উচ্চশিক্ষিত বিচক্ষণ লোকেরাও প্রসঙ্গক্রমে কুজনই আবাহন করে এবং তাহাতে মজিয়া থাকে।

অদূরদর্শন, অন্ধকারাসমুহ মনোধর্ম্মী জীবের মনেরকল্পনা অল্পনা যায়। সুজনের অর্থাৎ অপ্রাকৃতজনের জ্ঞান না থাকার দরুণ কুজনের অর্থাৎ প্রাকৃতজনের আবাহনের সহায় সমর্থনের উদ্দেশ্যে অদূরদর্শন এবং অন্ধকারের সৃষ্টি।

মানুষ জ্ঞানী ও সদসদ্ বিচার পরায়ণ বলিয়া খুব অহঙ্কার করে, এবং জগতের অন্যান্য সকল জীব বা পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করে। কিন্তু একটু নিরপেক্ষভাবে সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখা যায় যে মানুষের যে টুকু বুদ্ধি বিচার আছে, তৎসমস্তই সে তাহার পশুত্বের পরিপোষণে ও সমর্থনে নিয়োগ করিয়া থাকে। জ্ঞানবত্তার অভিমান দ্বারা সে তাহার পশুত্বটাকে কোন প্রকারে আবরণ করিয়া রাখে মাত্র। তাই বলিয়া সে সুদর্শনের চোখে ধূলি দিতে পারে না। যে জ্ঞানবুদ্ধি পশুত্বের পরিপোষক, তাহা শুদ্ধ জ্ঞান বা বুদ্ধি নহে। তাহা মনোধর্ম্ম মাত্র—পশুত্বেরই প্রকারান্তর।

(৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রৌত পন্থা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬৫ সংখ্যার পর)

(ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ)

রামদাস, কানুদাস প্রভৃতি মায়ার দাসগণের কথদাস চরণদাস প্রভৃতি তাহার দাসগণের মুখ-নিঃসৃত—মুখ হইতে শ্রুত হরিনাম নাম মন্ত্রের চতুঃপাদক জীব অনুসন্ধানের সে, তদুদ্দেশ্যে চরার অন্ধ শোষ লাগাইয়া প্রাকৃত বিকার সত্ত্বেও প্রচুর কামিনীরাজ দৃষ্ট হয় এবং এমন কি অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গাদি ব্যভিচার কোনপ্রকারে অল্পও পরিত্যাগ করিতে পারে না, ইহা যিনি দেখিতে চাহেন, প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন; আর তাহারই অপর পারে গৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুরস্থ চৈতন্যমঠ-সংস্থাপক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের মুখাব্জ-বিগলিত শ্রীনামামৃত শ্রবণকারিগণের মধ্যে এমন বহুসংখ্যক অকৈতব-প্রেমে-শ্রীরূপ গোর বিপ্রলম্ভরসানুগগণের নিষ্কপটতা দিবাকালের মত দীপ্তমান হইতেছে। ইহাও অনায়াসে চক্ষুষ্মানগণ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন এবং সাধু ও অসাধু এতদুভয়ের মুখনিঃসৃত শ্রীনাম-মন্ত্র শ্রবণের ফলাফল স্বয়ং বিচার করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন।

এতদ্দেশে 'বাধা চাপা দেওয়া' পন্থা শ্রৌতপন্থা বলিয়া চলিতেছে। তিনি সাধু হউন বা না হউন, ভক্তিরাজ্যের কোন সংবাদ রাখুন বা না রাখুন, কেবলমাত্র পুরাতন মন্ত্রশিষ্য-কুলে উদ্ভব হইয়াছেন—এইমাত্র কারণে বহুস্থলে কুলগোরবগণে কুলকর্ম্মাচরণ পদ্ধতি চলিয়াছে যে তাঁহার নিকট হতে নাম-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে; ইহা সজ্জনসম্মত 'সদাচার বা শ্রৌত-পন্থা' নহে। ইহারই নামান্তর 'বাধা-চাপা দেওয়া' পন্থা।

'বাধা চাপা দেওয়া' শব্দ ব্যুৎপত্তি এই যে, কোন এক গৃহস্থের একটী সন্দেশ রাখা ছিল, গৃহস্থের কন্যার বিবাহোৎসবকালে দেশাচারোচিত আদির দধি দুগ্ধ-ক্ষীরাদি তোলা সংগৃহীত হইয়াছিল। দুগ্ধ-ক্ষীরাদি মার্জ্জার পাছে তথাকথিত ও অন্য বৈষ্ণবাদির তোলা সেই সকল দ্রব্য উচ্ছিষ্ট করে, তজ্জন্য গৃহস্থ পালিত মার্জ্জারটীকে ধাবরাইয়া একটী ঝাঁকা চাপা দিয়া রাখিলেন। পরে বিবাহ সমাধা হইলে এবং সমাগত অতিথিগণ তোলাদ্রব্য গ্রহণে গৃহস্থ মার্জ্জারটীকে বাধা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। গৃহস্থের নবাগতা বালিকা-পুত্রবধূ বিবাহের পূর্ব্বে 'বাধা-চাপা দেওয়া' ব্যাপারটী লক্ষ্য করিল।

(চতুর্থ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভক্তোক্তি

ভালবাসিবার প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রেই বর্ত্তমান। কি পশু, কি মানব, কি শিশু, কি বৃদ্ধ সকলের ভিতরেই ভালবাসিবার প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

যখন কেহ কোন বস্তুর গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তখন তিনি তাহাকে ভালবাসিবার জন্য প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভালবাসিবার প্রবৃত্তিটী সুপ্ত থাকে এবং পদার্থান্তরের গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হইলে পর ঐ সুপ্ত ভালবাসিবার প্রবৃত্তিটী জাগ্রত হইয়া ক্রিয়াশীল হইতে থাকে।

যাহার যেরূপ স্বভাব, তিনি তাহার অনুকূল পদার্থকে ভালবাসেন, কারণ সেই অনুকূল পদার্থের গুণ তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ। প্রতিকূল বিষয়ের গুণ তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে না পারায় তিনি সেই প্রতিকূল বিষয়কে ভালবাসিতে পারেন না।

জন্ম-সংস্কার তারতম্য অনুসারে স্বভাবের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। যাহারা স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবগণ ভোগ বা ত্যাগ প্রবণ স্বভাব-সম্পন্ন। ভোগ-প্রবণ স্বভাব-সম্পন্ন জীবগণ নিজ নিজ রুচির অনুকূল ভোগ্য বিষয়ের গুণে আকৃষ্ট হয় ও তাহাকে ভালবাসিবার জন্য প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি ত্যাগ-প্রবণ স্বভাব-বিশিষ্ট, তাঁহারা ভোগ্য বস্তুর ত্যাগ-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নিরাকার ও নিঃশক্তিক ব্রহ্ম পদার্থের কল্পনা করেন ও সেই কল্পিত আকাশকুসুম সদৃশ ব্রহ্ম-পদার্থকে নিজ সুখ-স্বরূপ মনে করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হন। এই দুই শ্রেণীর মনুষ্যই ভগবানের মায়ার বশ হইয়া আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপে মুহুর্মুহুঃ দগ্ধ হইতে থাকে। জীব প্রকৃতপক্ষে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় হইতে ভিন্ন চিৎকণ-স্বরূপ আত্মবস্তু। বিভুচিৎ বস্তু ও সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ই জীবের একমাত্র সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পদার্থ এবং কেবলমাত্র তাঁহারই মধুর শ্রীনাম-রূপ-গুণ ও লীলার দ্বারা জীবের ভালবাসিবার প্রবৃত্তি নিত্যকাল পূর্ণরূপে উদ্দীপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

ভগবান ব্যতীত জীব ভগবদ্বস্তুর গুণের পরিচয় পাইতে সমর্থ হয় না। যাবৎ না কেহ ভগবদ্ভক্তের গুণের সম্যক্ পরিচয় পাইতে সমর্থ হন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি শ্রীভগবান্কে একমাত্র ভালবাসিবার পাত্র বলিয়া বুঝ [illegible] করিয়া [illegible] লাভ করিতে পারেন না। শ্রীভগবান্ নিরাকার, বস্ত্র-অলঙ্কারাদির ন্যায় তিনি ভোগ্য পদার্থ নহেন। যে সকল মনীষিগণ তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাকে একমাত্র ভালবাসিবার পাত্র বলিয়া বুঝিতে এবং তাঁহাকে কায়-মন ও বাক্য-দ্বারা সর্ব্বকাল তৈল-ধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে ভালবাসিতে ও তাঁহার সেবার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহার প্রীতি-কামনা করিতে করিতে জীবনের শেষ কয়েকটী দিন কাটাইবার ভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাই ধন্য ও নিত্যকাল অনুক্ষণ বর্দ্ধনশীল পরম উপাদেয় সুখ সচ্চিদানন্দময় ভালবাসা-জনিত আনন্দ অনুভব করিবার পাত্র।

ভোগ বা ত্যাগ-প্রবণ স্বভাব-সম্পন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি সকল কল্পনা-সুখে যে সুখ-স্বপ্ন দেখেন, কার্য্যকালে তাঁহারা দেখিতে পান যে, তাঁহাদিগের ভালবাসার বস্তুগণ তাঁহাদিগকে সুখের পরিবর্ত্তে অজস্র দুঃখেই নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এবম্প্রকার অজ্ঞ ভোগত্যাগবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে দুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বেদ বলিতেছেন, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। "রসো বৈ সঃ"। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"। অতএব হে ভোগ ও ত্যাগ-প্রবণ স্বভাব-সম্পন্ন বন্ধুগণ! আপনারা বেদ-মাতার ঐ উক্তি মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন এবং উপযুক্ত ভাগবত-পাত্রগণকে ভালবাসিয়া জীবনকে সার্থক করুন। ইহা ব্যতীত পরম প্রেম লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

(৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমের পর)

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারিটীই পশুর ধর্ম্ম বা বৃত্তি। পশুজীবনে এই চারিটী উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় না। বিংশ-শতাব্দীর সভ্য জগতে স্ফীত মানবসমাজে এই তিনটী পশুবৃত্তির চরিতার্থতা ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য দেখা যায় কি? বর্ত্তমান সভ্যজগতে শিক্ষা-দীক্ষা-বিজ্ঞানের যাবতীয় চেষ্টা উক্ত তিনটী পশুবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশে, এবং চরিতার্থ করিবার নূতন নূতন বিচিত্র উপায় উদ্ভাবনে, এবং উপায় সকলের গৌরব ও পরিপূর্ণতা সম্পাদনেই নিয়োজিত, বিচার-বিশ্লেষণ করিলে পশুত্বে অর্থাৎ ভোগধর্ম্মে নিপুণতা ও পরিপূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যই বর্ত্তমান সভ্য জগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্যজগতের সভ্যতার মাপকাঠি হইতেছে—পশুত্বের বা ভোগধর্ম্মের বিকাশ ও বিস্তার এবং গৌরব সাধন। পশুত্বের বিকাশেই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতালাভ—ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র। কি ব্যক্তিগত ভাবে, কি সমাজগতভাবে যে যত বড়, যত উচ্চ, যত শিক্ষিত হউক না কেন, সকলেরই লক্ষ্য এক, ভোগ বা পশুত্ব। তফাতের মধ্যে এই—কাহারও বা লক্ষ্য, দেহের ভোগ, কাহারও বা লক্ষ্য মনের ভোগ; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই—অন্ততঃ শিক্ষিতদের অনেকেরই লক্ষ্য—দেহ-সুখ ভোগ অর্থাৎ আত্মমিশ্র পশুত্ব; আর যত কিছু সমস্তই উহার পোষক, আবরণ, চাকচিক্য বিধান। এক কথায় পশুত্বের কদর্য্যতার বিচিত্র আচ্ছাদন মাত্র যাহা নগ্ন সমক্ষে অনাবৃত ও মুগ্ধ করে, লোকের দৃষ্টিকে প্রতারিত করে, সহজে পশুত্বের স্বরূপকে বুঝিতে দেয় না। কিন্তু ইহার নাম যদি সভ্যতা হয় তবে বর্ব্বরতা কোন্টী? ইহার নাম যদি মনুষ্যত্ব হয়, তবে পশুত্ব কোন্টী?

(ক্রমশঃ)

(৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের পর)

কয়েক বৎসর পরে গৃহিণী ও তাঁহার পালিত মার্জ্জারটী ইহলোক পরিত্যাগ করিলে বধূমাতা তখন সংসারে গৃহিণী হইলেন। বধূমাতার একটী কন্যার বিবাহ-বাসরে কন্যা-সম্প্রদানের কাল উপস্থিত হইলে, বধূমাতা নিকটাত্মীয়দের সহিত কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন, কারণ এই যে, কৌলিক ক্রিয়া সমাপ্ত না হইয়া বিবাহ হইলে কন্যা-জামাতার অকল্যাণ হইবে; আমাদের বংশে কন্যা বিবাহকালে একটী বিড়াল লইয়া ঝাঁপা চাপা দিতে হয়, ইহা আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর আচরিত দেখিয়াছি। সদের মার্জ্জারটী মরিয়া গেলে বধূমাতার সখ না থাকায় মার্জ্জার পালন করেন নাই; সুতরাং তাঁহার গৃহে পালিত মার্জ্জার ছিল না। আসন্নকালে মার্জ্জারাভাবে নবগৃহিণী বধূমাতা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কোন প্রতিবেশিনী তাঁহার সখী পরামর্শ দিলেন, ঐ পার্শ্বের বড়দের বাড়ী হইতে একটী বিড়াল আজকের মত ধার করিয়া আনিয়া চাপা দেওয়া যাউক। তখন বধূমাতা সখীর উপদেশে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এক দৌড়ে প্রতিবাসী বসু-বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের বিড়ালটী আজের মত চাহিয়া আনিয়া ঝাঁপা চাপা দিয়া তবে কন্যা সম্প্রদানে বসিলেন। আর হাঁপ ছাড়িয়া বলিলেন, বাপরে! আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী যা করিয়াছেন, আমি কি তাহা না করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি? অবোধ বধূমাতা ইহা বুঝিতে পারেন না যে "আছে বস্তু মনে বিচার"। তাঁহার শাশুড়ীর সময়ে গৃহে একটী পালিত বিড়াল ছিল দুগ্ধ-লোলুপা লোভী মার্জ্জার-জাতি-বালা [illegible] উচিত হইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই বুদ্ধিমতী প্রাচীনা গৃহিণী বিড়ালটিকে একটী ঝাঁপা চাপা দিয়া বিবাহ-কার্য্য সমাধা করাইয়াছিলেন। নব গৃহিণী বধূ মাতার আমলে বিড়াল নাই, সুতরাং ভোজ্য উচ্ছিষ্ট করিবার ভয় না থাকায় চাপা দিবারও প্রয়োজন নাই। এই অবোধ বধূমাতার আদর্শে অধুনা অবোধ হিন্দুসমাজ অজ্ঞতাবশতঃ বাঙ্গালী কুলক্রমাগত লোকাচারের সম্মানিত করিতেছে।

ভারতে এককালে এমন সুদিন ছিল যে, ভৃগুকুলে বেদ না পড়িয়া আবির্ভূত হইতেন। অতএব তখন কুল-পরম্পরায় গুরুপ্রসঙ্গের প্রথা ছিল। এখন সেই গুরুকুলে সেরূপ যোগ্যপুরুষের প্রায়শঃ আবির্ভাব হয় না, সুতরাং গুরুপরম্পরার সেই প্রাচীন কৌলিকপ্রথা এখন শোভন ফলপ্রদ নহে। প্রাচীন গৃহিণীর কালে বিড়াল ছিল, তাই চাপা দিবারও প্রয়োজন ছিল, বধূর আমলে বিড়াল নাই, তাই চাপা দিবারও প্রয়োজন নাই।

(ক্রমশঃ)

প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ৬৪ সংখ্যার পর)

অনাদ্য-তত্ত্বে স্বয়ং ভোগাদি-পরিপীড়িত মূষকে শাস্ত্রে নির্দেশ সেবার বিধান দিয়াছেন, কিন্তু কুলের মুরুব্বী আর্য্যধর্ম্ম মুখোপাধ্যায়কে মূষকের সেবা করিয়া নিজের কুলোজ্জ্বল করিতে বলেন নাই বা নিজের মূর্খতার থাকিলেও গলদেশে উপবীত ঝুলাইয়া ব্রাহ্মণ হইবার স্পর্দ্ধা করিতে বলেন নাই। স্মৃতি-বিচার উল্লঙ্ঘনকারিদিগের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা অজ্ঞতামূলক আদরণীয়া হইলেও শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয়কারী শ্রীশ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণ তাহাকে কখনই আদর করেন না। "বাগ্‌যৌদ্ধী" কাহাকে বলে, তাঁহাদের বিচারপ্রণালী কি, তাহা না জানিয়া হঠাৎ একটি সম্প্রদায়কে গর্হণ করিতে যাওয়া কতদূর যোগ্যতার পরিচয়, তাহা মনীষিগণের বিচার্য্য বিষয় হউক। জগতে অনেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা প্রাকৃত দেহ ও মনের বিচারে আবদ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আত্ম বহুবহু 'পরোপকার' শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা গীতা (৭।৪।৫) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন,—ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মক স্থূল দেহ ও মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ শ্রীভগবানের অপরা প্রকৃতি, এই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের অতিরিক্ত শ্রীভগবানের চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা একটি পরাপ্রকৃতি আছে, যাহা হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগতকে চৈতন্য-বিশিষ্ট

করিয়াছে। সেই চিন্ময় বস্তু জীব-বস্তুগণের একটী কৃত্য আছে, তাহা জড়ের অনুশীলন নহে; পরন্তু চেতনের অনুশীলন। নিত্য সনাতন বিভুচিৎ ভগবানের অংশ অণুচিৎ জীবাত্মা (গীতা ১৫।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ভগবদনুশীলন ব্যতীত অন্য কার্য্য আছে যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা আর প্রমত্ততা বা প্রাকৃততার বড়াই করিতে পারেন না। স্বয়ং চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া অপরকেও তাহাতে প্রবৃত্ত করাই বস্তুতঃ 'পরোপকার' শব্দ-বাচ্য, এবং তাদৃশ পরোপকারই শুদ্ধ ব্রহ্মবত্তার। বর্ত্তমানে 'জীবে দয়া' বা 'পরোপকার' শব্দে যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা সদনুশীলন-সম্বন্ধী না হওয়ায় পারমার্থিকগণ তাহার আদৌ আদর করেন না। যেহেতু তাহাতে নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাওয়া ব্যতীত জীবের ভগবদনুশীলনের কোন অনুকূল ভাব নাই। "আমি জীবের দুঃখ-দৈন্য দূর করিব, আমি জীবের অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইব, আমি জীবকে পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিব।' ইত্যাকার আমিত্বাভিমানই জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে—ভগবানে আত্মনির্ভরতা বা শরণাগতির আকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনাশ করিয়া দেয়; জীব কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাস হইয়া 'মনুষ্য' নামের অযোগ্য হয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সঙ্গজ পাপপঙ্কে প্রমত্ত হইয়া কৃষ্ণানুশীলন-ফলেই জীবের যাবতীয় অভাব অসুবিধার উপলব্ধি বা দূরত্ব অন্তর্হিত হয়, ইহাই পারমার্থিকগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের জগৎকর্ত্তৃত্বটী নিজেরা লইয়া তাঁহার ইচ্ছামত জগৎ চলিতে না দিয়া আমার ইচ্ছামত জগৎকে পরিচালিত করার বুদ্ধি কখনই আস্তিকতা-জ্ঞাপক নহে। দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ জীব ভয়, শোক, মোহাদির বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখ কষ্ট পাইয়া থাকে। একান্তভিনিবিষ্ট বা একায়নপন্থী না হওয়া ব্যতীত তাহার তাদৃশ দুঃখকষ্টের ভোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভের বিন্দুমাত্র উপায় নাই। দুঃখকষ্টের সাময়িক নিবৃত্তিকে সুখভ্রমে মোহপ্রাপ্ত হইয়া, সেই সুখ যে তাহার অনন্ত দুঃখের সম্মেলনাত্মক মাত্র, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না। তাই দেহাত্মবুদ্ধিচালিত হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমানবশে 'পরোপকার', 'জীবে দয়া', 'সৎকর্ম্মাদি'র নামে তাহার এক এক সময় এক একটী নাস্তিক্যভাবের উদয় হয়। তখন তাহার একটি প্রধান কৃত্য হইয়া পড়ে, পারমার্থিককে পরমার্থানুশীলনে নানাপ্রকারে বাধা প্রদান করা। নাস্তিক নিজে শান্তচিত্ত হইতে পারে না বলিয়া আস্তিকের শান্তিভঙ্গ করা তাহার একটী প্রধান কৃত্য হইয়া দাঁড়ায়।

মহাজনগণ বলিয়াছেন—"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম॥" "শ্রীভগবান্ আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁর নিত্যদাস, তাঁহার নিত্য সেবাই আমার নিত্য কৃত্য" এরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাবেই জীবের দ্বৈতাবস্থা, তদবস্থ জীবের নিজ মঙ্গলামঙ্গল-নির্ণয় প্রভৃতি সকলই মনস্বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্ম। তাদৃশ মনোধর্ম্মী জীব অজ্ঞতাবশে যে তারতম্য বিচার করেন, তাহা নানাপ্রকার ভ্রম উৎপাদন করে। এইরূপ ভ্রান্ত জীব মাধ্বগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শুদ্ধভক্তিমতের বিচারক হইতে গেলে যে পাশ্চাত্য 'সাধুনিন্দা' রূপ পরমপাতক বরণ করিয়া বসিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে?

মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ধর্ম্মের নাম নিয়া" কথাটী ব্যবহার করায় মনে হয় তিনিই যেন ধর্ম্ম সব বুঝিয়া লইয়াছেন অথবা ধর্ম্মের একজন দণ্ড-মুণ্ড-বিধাতা হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মের কোন কথা না বুঝিয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত তিনি যে 'ঘৃণা' প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে সুধীসমাজে তিনি নিতান্ত কৃপাস্পদ হইলেন, সন্দেহ নাই। নিজের প্রতিষ্ঠা জাহির করিবার জন্য মহাজন-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতকে 'ঘৃণা' করিবার মত কতটা মার্জিকতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে চাই। এরূপ অনধিকারচর্চ্চা বা বাচালতা করিবার স্পর্দ্ধা তিনি কেন রাখেন, আমরা তাহা জানিতে চাই। তাঁহার অকল্যাণ-বাণী অনায়াসে নির্ব্বাকে "বাংলার বাণী" সম্পাদক মহাশয় বা কোন্ সাধু উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রশ্রয় দিলেন, আমরা তাহারও সদুত্তর প্রার্থনা করি।

শুদ্ধভক্তি-মার্গাবলম্বিগণ কোন ফলভোগবাদী কর্ম্মী বা নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীর 'মত'কে আদর করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবার কোন আবশ্যকতা মনে করেন না। তাঁহারা জানেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

—অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্মফল-ভোগে বিরক্তি না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই তাহার কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রবলা থাকে। ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মীদিগের কোন প্রয়োজন নাই। কর্ম্মী তাঁহার অধিকারে থাকিয়া কর্ম্ম করুন, তাহাতে ভক্তগণ তাঁহাকে সদুপদেশ দান রূপ কৃপা করা ব্যতীত 'ঘৃণা' করিতে চান না। কিন্তু কর্ম্মী ভক্তকেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে 'সর্ব্ব সেরা ঘৃণা'র চক্ষে দেখিবেন, ইহা কিরূপ সরল হৃদয়ের পরিচয়, তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য। আমরা সন্তোষ বাবুর

ভক্তিধর্ম্মের প্রচার

খুলনায়

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অপরিহার্য্যান্দোলন-কারিণী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী [illegible] নওয়াপাড়াতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য উক্ত গ্রামবাসী ভক্তিমান্ শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহাশয় সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে প্রচারের সহায়তা করায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল তীর্থমহারাজ-প্রমুখ প্রচারকগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার নিষ্কপট বৈষ্ণব-সেবায় অকৈতব-প্রীতি সজ্জনমাত্রেরই আদর্শস্থানীয়। শ্রীভক্তবৈষ্ণবে তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক শ্রীগৌরসুন্দরের-চরণে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

গত ১৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার নওয়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বসু মহাশয়ের বাটীতে শ্রীল তীর্থমহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে অঘোষ-উদ্ধার ও সর্ব্বাত্ম সার্ব্বভৌম-প্রীতি উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে চেতনরাজ্যের সন্ধান দিয়াছেন। আমরা বহু নরনারী সভাতে উপস্থিত থাকিয়া শাস্ত্রীয় পাঠ ও কীর্ত্তন

চিত্তবৃত্তি দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। কাহারও বিচার শ্রবণ না করিয়া তাহার সম্বন্ধে দুষ্ট আক্রমণ প্রকাশ করা কিরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, তাহা আমরা বুঝি

সন্তোষ বাবুর জানা উচিত ছিল যে, মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের বা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত সেবক-সম্প্রদায়ের জীবে-দয়ার আদর্শ মেথরবৃন্দ হওয়ামাত্র নহে। তাঁহারা জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধন করেন এবং ভগবৎসেবাকামী ও সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকেই সর্ব্ববিধভাবে সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ [illegible] প্রায় অনেক দিবস যাবৎ তাহাকে ভগবৎ-[illegible] দানে তাহার আত্মিক কল্যাণবিধানের যত্ন করিয়াছিলেন। [illegible] যাঁহারা সেবা মনে করেন এবং সেইরূপ সেবোন্মুখের [illegible] অধিকার, তাহাদের উপর [illegible] সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে বা সন্তোষবাবু হরিবিমুখ-[illegible] বা অপরাধিগণকে যাঁহারা 'সেবা' বলিতে প্রস্তুত নহেন, উহাদের উপর সাবেক রাগ ঝাড়িতে বসিলেন কোন্ অভিসন্ধিতে? আশা করি, সন্তোষবাবু, একটু সহিষ্ণু হইয়া ভোগধর্ম্ম, ত্যাগধর্ম্ম ও সেবাধর্ম্মের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বুদ্ধি লইয়া আলোচনা করিবেন।

সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত শুনিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। আরও শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গত ২১শে বৈশাখ হইতে ২৩শে বৈশাখ পর্য্যন্ত ত্রিদিবস কাল স্বামিজী মহারাজ আলাইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে স্থানীয় হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা করেন। স্বামিজী ১ম দিবস শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ কি, প্রতিপাদ্য বিষয় কি, পাঠের অধিকারী কে এবং শ্রোতার যোগ্যতা কিরূপ হওয়া উচিত প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রযুক্তি-মূলে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বিশদভাবে কীর্ত্তন করেন।

২য় দিবস—পুরাণ রাজ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভিন্ন বিগ্রহ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন, সেই গ্রন্থরাজকে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতকে কলির [illegible] পাঠকগণ তাঁহাদের ধনলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য অপরের কিরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছেন এবং তাহাদের ভোগ[illegible] শ্রোতা [illegible] বহু মনে করিয়া হাটে বাজারে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিক্রী করিয়া কিরূপ গুরুতর অপরাধ সঞ্চয় করিতেছে, স্বামিজীর সু-স্পষ্ট উক্তির [illegible] তাহারা সকল ব্যক্তি [illegible] তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছেন। স্বামিজী বলেন যে, এইরূপ ভাবে অনধিকারী ভক্ত পাঠকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া জীব ভাগবত না হইয়া আউল, বাউল, প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি কৃষ্ণকার্ষ্ণবিরোধ পাষণ্ড মত-সমূহের পথে গমন করিতেছে।

৩য় দিবস—স্বামিজী মহারাজ আলোচনা-মুখে 'বৈষ্ণব কে'? 'অবৈষ্ণব কে'? 'গুরু কে'? পূজ্য বস্তু কি? পূজ্য বস্তুর সহিত পূজকের সম্বন্ধ কি, অনুকরণকারীর স্বরূপ, অনুসরণকারীর স্বরূপ, [illegible] শাস্ত্রযুক্তি-মূলে বহু গভীর গবেষণাপূর্ণ উপদেশ দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের [illegible] আলোচনা করিয়াছেন। [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

—— ০০০ ——

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার আরাম হয়। 'কলেজ পরিচালকে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না।

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং আপনারা রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ॥০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, কামদ, বেল, প্রভৃতি বহুমূল্য মহাগুণযুক্ত দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ভয় হয়ুতেই সমভাবে বেশ অতুলোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত গুণ, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিবাত, বাধক, স্নায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আমবাত, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ শক্তি বর্দ্ধনকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাকস্থলী ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর খড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

বাংলা খবর

আসামে ১৪৪ ধারা অমান্যে বাকুড়ির

১৫-৫-৩০

গত কল্য ১০ই মে তারিখে আসামের গিরি মেলার সংবাদ এইখানে পৌঁছে। পূর্বাহ্নে ডিপুটী কমিশনার বাহাদুর মে.স. সহর-বাড়ী বুবড়ী-সহরে ১৪৪ ধারা জারী করেন। কংগ্রেস্ পক্ষও ঢোল সহরৎ দ্বারা উক্ত আইন ভঙ্গের কথা জ্ঞাপন করেন। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় কিছু পূর্ব হইতে এক বিরাট জনতা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে গৌরীপুর ময়দানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তথায় পূর্ব হইতে দুইদল সশস্ত্র পুলিশ সভা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। একদলের হাতে লাঠি ছিল আর এক দলের হাতে বন্দুক ছিল। সঙ্গে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ ও ডিপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত [illegible] উপস্থিত ছিলেন, জনতা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র ছিল।

জনতার কিছু অংশ ময়দানে প্রবেশ করিয়া সভাপতির নির্বাচনে প্রস্তাব করিবামাত্র ডিপুটী কমিশনার বাহাদুর জনতাকে সরাইয়া দিতে পুলিশকে আদেশ প্রদান করেন। পুলীশ আদেশ পাইবা মাত্র জনতার উপরে লাঠি চালনা করেন। ইহাতে বহুলোক আহত প্রায় হয় এবং ২৯ জন গুরুতর ভাবে আহত হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। প্রায় সকলেই ময়দানে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কংগ্রেস পক্ষের লোকেরা আহতদিগকে হাসপাতাল ও অন্যত্র স্থানে লইয়া যান।

জনতা এখনও আছে সরিয়া যায় নাই। সভা হইতে পারে নাই।

আহতদের মধ্যে কয়েকজন হাসপাতালে ছাত্র। জনতার কেহ প্রতি-আক্রমণ করে নাই।

মৃত্যুতে চৈত্র আদায়

নদীয়া জেলার কয়েকটী স্থানে মহিষ প্রভৃতির মড়ক হইয়াছিল। ঐ সমস্ত পশুর দেহ ভালভাবে পোতা আবশ্যক। সেই কার্য কিরূপে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য জেলাবোর্ড হইতে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যানসমূহকে অনুরোধ করা হয়। সম্প্রতি তদন্ত শেষ হইয়াছে এবং লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। জেলাবোর্ডের ২৪শে মে তারিখের অধিবেশনে ঐ সমস্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। মৃত গোরু-বাছুর জন্য কর করিয়া কি সুবিধা করা হইবে এবং দাহ করিবার সম্বন্ধে কতকগুলি আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে ঐ সভায় চরম মীমাংসা হইবে।

কি আশ্চর্য ব্যাপার এখন হইতে মরিতে হইলেও কি দিয়া মরিতে হইবে! কি আমাদের কি আর স্থান নাই? বোর্ডের ব্যবস্থা ভাল।

সরকার ও পশু

বঙ্গের সরকার বাস্তব দেশের গো-মেষ-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর উন্নতি সাধন না করিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন না বলিয়াই বোধ হয়। গো, মহিষ, মেষ, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর রোগ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। জেলাবোর্ডসমূহকে দিয়া ঐ পুস্তক ক্রয় করাইয়া পশুচিকিৎসকদিগকে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নদীয়ার জেলাবোর্ডও মেহেরপুরের সরকারী পশুচিকিৎসককে একখানি দিবেন বলিয়া প্রস্তাব হইয়াছে। দেখা যাউক ঐ পুস্তক ক্রয় করিবার পর হইতে পশু-চিকিৎসা কত উন্নত হয়।

সাহায্য প্রার্থনা

রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত নগাছা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী আমেরিকার উষ্টর পালিটেকনিক ইন্সটিটিউট নামক বিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করিবার জন্য নদীয়া জেলাবোর্ডের নিকট মাসিক একশত টাকার ছাত্রবৃত্তির জন্য আবেদন করিয়াছেন। আগামী ২৪ তারিখের বৈঠকে উহার সম্বন্ধে মীমাংসা হইবে।

বিবাহে সজন খুন

মিজুয়েশন [illegible] জেলার কাকিনা গ্রামে দুইজন লোক মুসলমানের মধ্যে বিষম দাঙ্গা বাধিয়া যায়। দুইদলের বহু লোকেরা পরস্পরকে কাটিতে আরম্ভ করে। ফলে দুইজন হত এবং ১২জন গুরুতরভাবে আহত হয়। কেবলমাত্র এক দলের অনধিকার প্রবেশ এবং এক বালিকার বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া এই দাঙ্গা বাধে।

কৃষ্ণনগরে হুলুস্থুল কাণ্ড

গত [illegible] কৃষ্ণনগরের দক্ষিণের [illegible] বাজেন। গত ১০ই মে সত্যাগ্রহ কৃষ্ণনগর জেলা-কংগ্রেস কমিটির এবং সহস্র সহস্র নরনারীর "বন্দেমাতরম্" "আল্লা হো আকবর" ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন। রাস্তায় রাস্তায় দলে দলে লোকসকল শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিল। শোভাযাত্রার সম্মুখে ত্রিবর্ণে রঞ্জিত চরকা-চিহ্নিত জাতীয়-পতাকা উত্তোলমান হইয়া শোভা পাইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক জাতীয়-সঙ্গীত গান করিতে করিতে থানার সম্মুখ দিয়া টাউনহল অভিমুখে যাইবার সময় শোভাযাত্রা এক অপূর্ব দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিল। শহরের অধিকাংশ গণ্যমান্য ব্যক্তি পূর্বেই টাউনহলে পৌঁছিয়া উৎসুকচিত্তে, উৎকণ্ঠাসহকারে শোভাযাত্রার উচ্চনিনাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উভয় দলের "বন্দেমাতরম্" এবং "আল্লা হো আকবর" ধ্বনির মধ্যে শোভাযাত্রা টাউনহলের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সমবেত হয় এবং সেই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ সত্যাগ্রহী-স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ভারত-নেতা মিঃ গান্ধীর গ্রেপ্তারিতে মিঃ আব্বাস তায়েবজীর গ্রেপ্তারের উপলক্ষে এই শোভাযাত্রা এবং সভার আয়োজন হয়।

সভাস্থলে প্রথমেই তিনটী উচ্চশিক্ষিতা বালিকা মধুর-কণ্ঠে "বন্দে আমার" গানে সভায় সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর সভার সকলের সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এক শিক্ষক, সভাপতি এবং অন্যান্য বক্তৃগণ বহু উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ করেন।

অতঃপর "বন্দে মাতরম্" এবং "আল্লা হো আকবর" ধ্বনির সঙ্গে সভা ভঙ্গ হয়।

কৃষ্ণনগরে রাণাঘাট হইতে আরও তিনজন সত্যাগ্রহীকে ধরিয়া আনা হইয়াছে।

নদীয়া জেলার [illegible] নামক গ্রামে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে স্থানীয় লোকসমূহ এবং ব্যবসায়িগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে অতঃপর তাঁহারা বিলাতী বস্ত্র ক্রয় বা বিক্রয় করিবেন না। ব্যবসায়ীরা আর বিলাতী বস্ত্র আমদানি করিবেন না।

রাস্তা মানে কি?

বঙ্গের জেলাবোর্ডসমূহের পরিচালনার জন্য কতকগুলি বিশেষ আইন আছে এবং তাহাতে রাস্তা, পথ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমানে সরকার বাহাদুরের উচ্চ কর্মচারীরা রাস্তার অর্থ নির্ণয় করিতে যাইয়া মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন। তাঁহারা এ সম্বন্ধে জেলাবোর্ডের মত চাহেন। নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মহাশয় ঐ আইন পাঠ করিয়া "রাস্তা" শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে কি না জেলাবোর্ডের সভাদিগের আগামী অধিবেশনে সে সম্বন্ধে বিচার হইবে।

ভাগীরথী খাল সংস্কার

ভাগীরথী খাল সংস্কারের কথা-বার্তা শেষ হইল। এই খালের উন্নতি এবং পুনঃ খনন উচিত ছিল, কিন্তু এযাবৎ ইহার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই এবং নদীয়ার জেলাবোর্ডও উদাসীন ছিলেন। যাহা হউক আগামী ২৪শে মে তারিখে জেলাবোর্ডের যে সভার অধিবেশন হইবে, তাহাতে উক্ত খালের উন্নতি-সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। এই খালের উন্নতি সাধন হইলে নদীয়া জেলার বহুগ্রামের স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি সাধিত হইবে। বাস্তবিকই এই খাল মজিয়া যাওয়ায় কেবল যে লোকের পানীয় জলের অভাব হইয়াছে, তাহা নহে। চাষবাসেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং গবাদি পশুর দুর্দশার সীমা নাই।

গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি

[illegible] টাইম্স্ পত্রিকা গোল টেবিল বৈঠকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিমন্ত্রণ-কার্য সম্বন্ধে [illegible] পত্রিকা [illegible] অথবা সম্প্রদায় [illegible] এক একটী সভা গঠন করেন তাহাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া বড়লাট সাহেবের নিকট ঐ প্রতিনিধি-নির্বাচন [illegible] অনুমোদনার্থ পাঠান হয়।

কৃষ্ণনগরে ১০৭ ধারা

[illegible] কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু, [illegible] বাবু, [illegible] বাবু ও কয়েকজন [illegible] লোকের নামে ১০৭ ধারা [illegible] জামিন মুচলেকা হইবে না [illegible] তাঁহাদের নামে [illegible]।

সর্বদল সম্মেলন

গত ১১ই তারিখে [illegible] সর্বদল সম্মেলনের সভা হয়, তাহাতে মাত্র [illegible] জন উপস্থিত ছিলেন এবং অন্য ১১ জনকে সভাসদ নিযুক্ত করিয়া লওয়া হয়। স্যার এ, পি, পাত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। [illegible] ঘণ্টা সভা স্থায়ী হয়। [illegible] হিন্দু-মুসলমান [illegible] কথার কথা ছিল।

সংবাদপত্র সেবকদের সভা

গত [illegible] তারিখে [illegible] সংবাদপত্র সেবকদের যে সভা হয়, তাহার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] আইন অনুসারে [illegible] কোন সংবাদপত্রের [illegible] [illegible] কার্য বন্ধ [illegible] [illegible] পড়িয়া ঐ কাগজের [illegible] হইয়াছে। [illegible] করিলে [illegible] [illegible] দাবী [illegible] [illegible] করা দরকার [illegible] একবাক্যে উঠিয়া [illegible]।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভূষণবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, হৃদরোগ, পাকস্থলীর পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কস্তেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২।০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

এজেণ্ট চাই

নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, চাকদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, কুমারখালি ও বীরনগরে স্থানীয় সংবাদ-সংগ্রহের জন্য এজেণ্ট চাই। এজেণ্টগণের নিয়মাবলী জানিতে হইলে, "নদীয়া প্রকাশ" কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করুন।

এজেণ্টদিগের অতি প্রয়োজনীয়-সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য তারযোগে সংবাদ পাঠাইতে হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে- ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এম্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ৩৷০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা /০

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বুধবার ২১শে মে ১৯৩০

সংবাদ

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

গত রবিবারে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তারের কথা পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছি। সে দিন আরও একজন—মোট তিন জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কেহই পুলিশকে নিরাশ করেন নাই।

বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর থানার এলাকার মধ্যে চুরি, ডাকাইতি ও রাহাজানি প্রভৃতি পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধ থামিয়া গিয়াছে। [illegible] অস্তিত্ব রহে না।

গোয়াড়ী এবং কৃষ্ণনগর সহরটি—এমন কি সকল বালকেরও "বন্দেমাতরম্" "মহাত্মা গান্ধীজি কি জয়" "স্বাধীন ভারতকী জয়" প্রভৃতি উচ্চ ধ্বনিতে মুখরিত।

গ্রেপ্তার হইবে বা জেলে যাইবে কোন স্বেচ্ছাসেবকেরই কাতর দেখা যায় না। সাধারণের সহানুভূতি তাহাদিগের ই আছে। গোয়াড়ী হইতেই আন্দোলন হইতেছে এবং লোকে খুব স্বেচ্ছাসেবককে অভিনন্দিত করিতেছে।

কৃষ্ণনগরের উকিলেরা সমবেত হইয়া দুইজনের সহিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা সভা করিয়া আপনাদের কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতেছেন। ক্রমশঃ সমস্ত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

গত রবিবার বেলা ৩টার সময় কৃষ্ণনগরে অগ্নিকোণে কালমেঘ দৃষ্টিগোচর হয়। গর্জ্জন হইয়াছিল বটে, তবে বর্ষণ হয় নাই। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়।

কৃষ্ণনগরে ১৮৮ ধারায় ৬জন দণ্ডিত

গত রবিবার ১৮ই মে তারিখে কৃষ্ণনগরে ৫জন এবং গোয়াড়ীতে ১ জন স্বেচ্ছাসেবক ১৪৪ধারার আদেশ অমান্য করিয়া রাস্তায় প্রকাশ্যভাবে পিকেটিং করার জন্য গ্রেপ্তার হয়। তাঁহাদিগকে সোমবারে সদর সবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের এজলাসে হাজির করা হয়। তাঁহাদিগকে

নদীয়ায় গ্রেপ্তারের ধুম

নবদ্বীপে ১২জন গ্রেপ্তার

কুষ্ঠিয়ায় সত্যাগ্রহী

ময়মনসিংহে বিরাট শোভাযাত্রা

মালব্যের পেশোয়ার যাত্রা

স্ত্রীলোকের কারাদণ্ড ও ১৫০৲ টাকা জরিমানা

দারোগার বাড়ী বোমা

ভারতীয় পুলিশবিভাগে লোক চাই

গান্ধীর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব

চলতি রেলে টেলিফোন্

মৌলানা মহম্মদ আলী

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পলায়ন

স্পেশাল কনেষ্টবল

বিভূতিবাবুর প্রতিবাদ

জেলে বিবাহ

তামসায় ক্রোধ প্রকাশ ফলে—মৃত্যু

দণ্ডবিধির [illegible] ১৮৮ ধারার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা জামিনে খালাস আছেন।

নবদ্বীপে ১২ জন গ্রেপ্তার

নবদ্বীপে ১২জন স্বেচ্ছাসেবককে ১৬ই মে তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। [illegible] গত সোমবার ১৯শে মে তারিখে তাঁহাদিগকে সদর [illegible] হাজির করা হয়। [illegible] কোন [illegible]

কুষ্ঠিয়ায় গ্রেপ্তার

[illegible]

কুষ্ঠিয়ার সত্যাগ্রহী

[illegible]

প্রতিবাদ

[illegible]

বিবিধ সংবাদ

মৌলানা মহম্মদ আলী

মৌলানা মহম্মদ আলী [illegible] এক বিরাট সভায় বলিয়াছেন যে, তিনি [illegible] তাঁহাকে [illegible] করিবার জন্য চেষ্টা করিবার [illegible] ও [illegible] নিকট [illegible]। এই বিষয়ে তিনি [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] কখনও [illegible] করেন নাই [illegible] মুসলমানগণকে [illegible] মনে না করেন। [illegible] গভর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] রক্ষা করিয়াছেন।

(এ, পি, আই, [illegible])

ভারতীয় পুলিশ বিভাগে লোক চাই

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের [illegible] প্রকাশ, [illegible] ভারতীয় পুলিশবিভাগে কর্ম্মচারী [illegible] প্রতিযোগিতার [illegible] গৃহীত হইবে না। [illegible] উপযুক্ত [illegible] করিয়া [illegible] একজন মাত্র [illegible] ভারতীয় পুলিশ [illegible] করা হইবে। [illegible] মনোনীত [illegible] হইবে।

গাঁজার সহিত মদের প্রস্তাব

[illegible] ([illegible]) মধ্যে [illegible] গভর্ণমেণ্ট [illegible] সহিত [illegible] প্রস্তাব করিবেন বলিয়া মনে হয়। (এ, পি আই)

রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান সমস্যা-সমাধান

[illegible] আলোচনা [illegible] যে প্রতিকার [illegible]। [illegible] যে গান্ধী, [illegible] কারণ [illegible] অনুসারে [illegible] করে। [illegible] গভর্ণমেণ্টের [illegible] করিয়া তাঁহাদিগকে [illegible] প্রকাশ করিতে [illegible] করেন।

[illegible] মৃত্যু

[illegible]

রেলে টেলিফোন

[illegible] আমেরিকার [illegible] সহিত [illegible] হইতে [illegible] কথা বার্ত্তা বলিতেছেন।

ময়মনসিংহে বিরাট শোভাযাত্রা

১৪ই মে [illegible] মধ্যে যে মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ [illegible], তাহা ভুল। তাঁহার আঘাত [illegible] হইয়া গতদিবস হাসপাতালে একজন মুসলমান প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

[illegible] হাসপাতালে [illegible] এক হাসপাতাল [illegible]। শহরের চিকিৎসকগণ চিকিৎসার ও [illegible] ভার নিয়াছেন।

১৫ই তারিখে এক জনরব উঠে যে, ঐ দিবসও পুলিশ [illegible] করিবে। এই [illegible] দুপুর বেলা হইতে [illegible] লোক [illegible] করে। ঐ দিবস [illegible] না হওয়া [illegible] অপেক্ষা অধিক লোক সমবেত হয় এবং পুলিশের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সন্ধ্যা [illegible] যায় যে, হাসপাতালে [illegible] মধ্যে একজন প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। [illegible] পুলিশ [illegible] আসিবে না। [illegible] হাসপাতাল অভিমুখে ছুটিয়া চলে ও হাসপাতালের [illegible]। মৃত [illegible] হাসপাতাল হইতে নিয়া [illegible] করিবার [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] না [illegible] এ [illegible] মধ্যে সংবাদ আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। [illegible] অপেক্ষা করিয়া [illegible] করিয়া নিয়া যাওয়া [illegible] বাহির করে [illegible]। [illegible] প্রায় ১৫০০০ [illegible] লোক বাহির হয়। [illegible] অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

রেলে বিবাহ

[illegible] ট্রেনের মধ্যে একজন [illegible] তাহার [illegible] স্ত্রীলোকটীকে বিবাহ করিয়াছেন। রেলের কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] অবস্থা জানিতে পারিয়া এরূপ বিবাহের দাবি অস্বীকার করিয়াছেন।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়া মেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

[illegible]
[illegible] পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
[illegible] শিশিতে [illegible]
ডাকে পাঠান [illegible] মূল্য প্রতি শিশি [illegible]
[illegible]

মদন মঞ্জরী
[illegible] মূল্য [illegible] এক টাকা।
"[illegible]"
[illegible] টাকা।
"[illegible]"
[illegible] মূল্য [illegible] এক টাকা।
[illegible]
[illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন
সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের [illegible] তৈল
[illegible]
আমরা সর্ব্বসাধারণকে [illegible], বাজার তৈল খরিদ করিবার সময় [illegible] ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম [illegible] দেখিয়া খরিদ করিবেন। নচেৎ [illegible] কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।
[illegible]—জে, বি, দত্ত

ফেরাম্ কুইনিন্
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় [illegible], [illegible] কুইনাইন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।
এই ফেরাম্-কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়
[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] টাকা
[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারিতে প্রস্তুত। [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভক্তের স্বার্থ কি? প্রাপ্তপত্র,

অতীন্দ্রিয় বাণী

সনাতনধর্ম্ম, আসাম প্রসঙ্গ

সাময়িক প্রসঙ্গ

অদ্য ত্রিবিক্রম মাসের নবম দিবস। আগামী শনিবার ২৪শে মে ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পার্শ্ব একাদশীর উপবাস হইবে। প্রামাণিক পঞ্জিকা-সমূহ শাস্ত্রের সহিত বিরোধ আচরণ করিবার জন্যই মাসের নাম যে ত্রিবিক্রম—ইহার প্রচার বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা বৈষ্ণব-পরমার্থিগণের সহিত বিরোধ করিবার জন্যই এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর্যাভিজ্ঞতা—এক জিনিষ, আর ভক্তি-প্রোক্তিতা—অপর জিনিষ। বহির্ম্মুখ পঞ্জিকাকারগণ অদ্য "কৃষ্ণ"মাসের কথা জগৎকে না জানাইয়া লৌকিক 'বৈশাখ'মাসের কথাই জগতে প্রচার করেন। সুতরাং পরমার্থ-সমাজে "কৃষ্ণ"মাসের কথা লুপ্ত হওয়ায় শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা আজ কয়েক বৎসর হইতে 'কৃষ্ণ'মাসের কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু বহির্ম্মুখ জনগণের সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে বহির্ম্মুখতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীনবদ্বীপধামে প্রযোজনীয়তা যে সকল শ্রী ধুক মহাপুরুষের আবাস্য বিষয় হইয়াছে, তাঁহারা ব্রজ-ভাষার সংস্কৃতভাষার পদসিদ্ধির জন্য শ্রীনামের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত অন্য প্রকার ইতর সংজ্ঞাবাদী শব্দসিদ্ধির প্রশ্রয় দেন না; শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সেবকগণ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের পঠন-পাঠন আদর করেন, শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার আদর করেন এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাসের আদর করেন।

রাজর্ষি বাঙ্গলাদেশে সুধার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় মহোদয় নদীয়া-প্রকাশের কতই যে আদর করেন, তাহা তাঁহার পত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সকল বর্ণাশ্রমাদি ভূম্যধিকারি-সম্প্রদায় সাম্রাজিকগণের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য যদি রাজর্ষি মহাশয়ের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে গৌড়দেশে বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মের আর কোন ব্যাঘাত হয় না। তিনি জগতের বিচারে পরমবিদ্যোৎসাহী, পরম পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মী ভাষাসমূহে সুনিপুণ। তাঁহার অনুপম সাধনা ও বৈষ্ণবে সমাদর আদর্শ স্থানীয়। সাম্রাজ্য লৌকিক জীবন-চরিত্র'লোচনাকারিগণ যেমন ব্যক্তিবিশেষের লৌকিক জন্মাবৃত্তি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ জনগণও ইঁহার আদর্শ চরিত্রদর্শনে তদ্রূপ আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুভক্তের স্বার্থ কি?

নিজের দেহ-মন ও তৎসম্পর্কিত বস্তুর সুখ বাঞ্ছা লইয়াই অভক্তগণের স্বার্থ। সেই স্বার্থ-সাধনের সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়াই জগতের লোক জগতের ভালমন্দ বিচারে প্রবৃত্ত হন। যে দেশ, যে কাল বা যে পাত্র তাঁহাদের স্বার্থ-সাধনের অনুকূল, তাহাই তাঁহাদের নিকট ভাল বলিয়া প্রশংসিত হয়, নতুবা তাহা অতীব মন্দ বলিয়া বিগর্হিত হইয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন-বিচার একমাত্র ভগবৎপ্রীতিকে উদ্দেশ করে না, সেখানে স্বার্থগতি বিভিন্নমুখিনী হইয়া বিভিন্ন প্রকারে লোককে ভাল মন্দ বিচারে প্রবৃত্ত করায়। যাহা অত্যন্ত ভাল, অন্যস্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাকে অতীব মন্দ বলিয়া গর্হণ করিবেন আবার মন্দটিকেই হয় ত খুব ভাল বলিয়া প্রশংসা করিবেন। এক ব্যক্তি যাহাকে ভাল বলিতেছেন, অন্য ব্যক্তি হয় ত' ঠিক তাহার বিপরীতটী বলিয়া বলিতেছেন। স্বার্থগতি একায়নপন্থী না হইলেই এইরূপ বিচার-বিভ্রাট ঘটিবেই ঘটিবে। অন্যস্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণের একজনকে সন্তুষ্ট করিতে গেলেই অপর জন ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িবেন—ইহা আমাদের মধ্যে একটী নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা; অথচ 'ভগবান্' 'ভগবান্' আমরা অনেকেই করিয়া থাকি! স্বার্থগতি একমাত্র ভগবদভিমুখিনী হইলে কি আর আমাদের মধ্যে ঐরূপ বিবদমানের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে?

বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় জন, বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব বাহ্যর্থগতের লোকের বহিঃপ্রজ্ঞা দ্বারা চালিত হন না। তাঁহাদের স্বার্থগতি একমাত্র বিষ্ণুপাদপদ্ম হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের সেই স্বার্থ-সাধনের আনুকূল্য কাহারও নিকট অত্যল্পপরিমাণে পাইলেও তাহাকেই বহুমানন করিয়া লইয়া থাকেন। কোন ব্যক্তিবিশেষ, দেশবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষকে অতি-স্তুতি বা অতিনিন্দা করিয়া কাহারও অপেক্ষা খুব বড় তথা সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-বিচার নহে। বৈষ্ণব নিরপেক্ষ। যে কেহ তাঁহার প্রভুর সেবার সহায়তা করিবেন, বৈষ্ণব তাঁহাকেই আদর করিবেন, নতুবা জগতের কাহাকেও আদর বা অনাদর করিবার পক্ষপাতী তিনি নহেন। বৈষ্ণবের নিরপেক্ষ বিচার-বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া যাঁহারা তাঁহাকে কাহারও পক্ষপাতী বা 'খোসামুদে' বলিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে নরকাভিমানে, বহু-দুর্ব্বিপাকে পড়েন, দুঃখিত হইবেন। বৈষ্ণবের ভাগবত স্বার্থসাধন উদ্দেশ্য না থাকায়, তাঁহারা জগতে বৈষ্ণবদর্শন-লাভে বঞ্চিত। এমতাবস্থায় সাময়িক পত্রাদির বিচারসমূহ যেন তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করতঃ অপরাধের সৃষ্টি করিতে, তজ্জন্য আমরা সুধী পাঠকবর্গকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করি।

বাঁকুড়া-জেলার অন্তর্গত কুচিয়া-কোল-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর একজন অনুসরণকারী। লৌকিকবিচারে তিনি নানাপ্রকারে সকলের মাননীয় হইলেও পারমার্থিকগণের পরমবন্ধু, যেহেতু তিনি বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ জনগণের সর্ব্বতোভাবে প্রত্যাশিত হইয়া নীর নিষ্ঠ চরিত্রের আদর্শ-প্রদর্শনকারী।

প্রাপ্তপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ত্রিবেণী, হুগলী
শনিবার

শ্রীচরণকমলেষু।

অসংখ্য প্রণামান্তে সসম্মান সবিনয় নিবেদন।

শ্রীশ্রীল গোস্বামী পাদের কুশল সংবাদে পরিতুষ্ট করিবেন। তাঁহাকে অদ্যই দেখিয়া আসিয়াছি। শীঘ্র কদাচ উপেক্ষা করিবেন না। তিনি সুস্থ থাকিলেই সাধুদের ও ভক্তের মঙ্গল।

আমি দৈনিক নদীয়া প্রকাশ পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। মাদৃশ অল্প অধিকারীদের পক্ষে এই পত্র ও গৌড়ীয় বড়ই উপাদেয় বস্তু।

এক্ষণে আপনার শ্রীচরণ-সমীপে আমার বিনীত নিবেদন, আমার জন্য দৈনিক নদীয়া প্রকাশ যতদিনের এক সেট করিয়া বাঁধাইয়া পাঠাইয়া দিবেন এবং বিগত সংখ্যা গুলি পাওয়া যায়; সব কয়টি একত্রে বাঁধাইয়া পাঠাইয়া দিন। এই দৈনিক পত্র নিজে পাঠ করি ও অপর লোকদের পাঠ করাইতে দি'।

নদীয়া প্রকাশ পুনঃ পুনঃ পাঠ ও মনন করিলে যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারি। ইতি পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কিছুই জানিতাম না। যাহা জানিতাম, তাহা নিজ বৈষ্ণবতা। সবই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দয়ায় ও অনুকম্পায়।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
বৈষ্ণব-সেবক
শ্রীনরহরি

নদীয়া-প্রকাশ সাময়িক প্রত্যাবর্ত্তী বহু স্থানের অন্যতম একখানি নগণ্য সংবাদ-পত্র মাত্র নহেন। প্রত্যাবর্ত্তীগণকে যাহারা যে উদ্দেশ্যে নিন্দা বা স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হন, নদীয়া-প্রকাশ পারমার্থিক পত্র আদৌ সেরূপ সাময়িক উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট না হওয়ায় তাঁহার বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক দেশ, কাল বা পাত্র [illegible] পক্ষাবলম্বন করিয়া অন্য [illegible] নিন্দা করা'-রূপ একদেশদর্শিতা নদীয়া-প্রকাশ কখনই [illegible] না। নদীয়া-প্রকাশের এইরূপ নিরপেক্ষ বিচার ধারণা করিতে না পারিয়া নদীয়া-প্রকাশের প্রতি দোষারোপ করা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের পরিচয়। অপরাধীজনকে দোষ পরিহার করিয়া শুদ্ধ

গ্রহণ করিতে দেখিলে যদি কাহারও মাৎসর্য্যের উদয় হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সত্তা স্বীকার করিতে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়ি। বস্তুতঃ নানা-দোষের আকর হইয়াও তিনি ভগবদ্-ভক্তের ভৃত্য বা ভজনকারীর সহায়তা করিবার জন্য যে যৎকিঞ্চিৎ সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ তাহাই বহুমানন করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের এই মহানুভাবতা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের প্রতি মৎসরতা পোষণ করা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

নদীয়াপ্রকাশ সত্যের প্রচারক বলিয়া তিনি যে সমস্ত জগতের সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সম্পূর্ণ আদরের পাত্র হইবেন, ইহা আমরা সত্য বলিয়া উড়াইতে না পারিলেও মহাপ্রভুর "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" এই শ্রীমুখবাণীটী আমাদের পক্ষে বড় একটী আশার কথা। সেই আশায় আশান্বিত হইয়া আমরা জগদ্বাসী সকলকেই নদীয়াপ্রকাশে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। মহাপ্রভুর কথায় কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা না থাকায় তাহা অবশ্যই সর্ব্বজন-সমাদৃত হইবে।

নদীয়াপ্রকাশের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার-কার্য্যে যিনি যতই সহায়তা করিবেন, তিনি ততই নদীয়াপ্রকাশের প্রশংসা-পাত্র হইবেন, নদীয়া-প্রকাশে পক্ষাপক্ষ-বিচার নাই। নিরপেক্ষ সাধুগণই ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া আনন্দ পাইবেন।

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভক্তোক্তি

ভগবান্ স্বরাট্। যিনি স্বরাট্ তিনি কাহারও অধীন নহেন; বরং অখিলের যাবতীয় পদার্থই তাঁহার অধীন। কাল সেই স্বরাট্ বস্তুর শক্তি। স্বরাট্ বস্তুর শক্তিরূপ কালের দ্বিবিধ বিক্রম বা প্রভাব,—যথা নিত্য ও অনিত্য। কাল-নামী শক্তির নিত্য প্রভাব দ্বারা নিত্য-জগৎ, ভগবানের নিত্যরূপ এবং নিত্য জগতের ভগবান্ ও অন্যান্য পদার্থসমূহের নিত্য নাম,রূপ, গুণ ও লীলা সাধিত হয়। নিত্য প্রভাবের ন্যায় কালশক্তির অনিত্য প্রভাব দ্বারা অনিত্য জগৎ এবং তদন্তর্গত যাবতীয় বিভিন্নপ্রকার চরাচর পদার্থের নাম,রূপ,গুণ ও লীলাদি কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। নিত্যানিত্য যাবতীয় পদার্থের মূল যখন কালনামী শক্তি, তখন তাঁহাকে কারণ রূপ ধরিলে ভুলই বুদ্ধি-যুক্ত। মূল কারণরূপা শক্তিও স্বাধীনা নহে। তিনি স্বরাট্ পুরুষ, ভগবানেরই ইচ্ছাধীন। সুতরাং সেই স্বরাট্ পুরুষকেই উক্ত কারণরূপা শক্তিরও কারণ বলা যুক্তিসঙ্গত।

স্বরাট্ ভগবান্ যখন কারণের কারণ, তখন তিনি মূল কারণ। যেহেতু তিনি মূল কারণ, তখন তাঁহার আর কেহ কারণরূপে কল্পিত হইতে পারে না; যখন সেই স্বরাট্ ভগবানের কারণ বলিয়া অন্য কোন পদার্থ কল্পিত হইতে পারে না, তখন কি জন্য তিনি নিত্যানিত্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রশ্নও উঠিতে পারে না। যদি উঠে, তবে স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ ভগবানের যখন যে ইচ্ছা স্বতঃই উদিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে—এরূপ বলা ব্যতীত ঐ প্রকার অমূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি বেদশাস্ত্রগণ অবশেষে এই প্রকার উত্তর প্রচারে বাধ্য হইয়াছেন।

যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন যে, তাঁহারাই কর্ত্তা, স্বরাট্ ভগবান্ স্বীয় কালশক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের ঐ প্রকার গর্ব্ব পদে পদে চূর্ণ করিয়া থাকেন। নিজ নিজ শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য তাঁহারা যতই না যত্ন করেন, কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা কি শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা বুঝিবার জন্য যত্ন করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা কর্ত্তা নহেন, স্বরাট্ ভগবানের ইচ্ছারূপী কালশক্তিই তাহার মূলীভূত কারণ এবং ফলে তাঁহারা নাস্তিক্য বাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ ভগবদ্ বিশ্বাস পরায়ণ আস্তিক হইতে পারেন।

তথাকথিত আস্তিকম্মন্যগণ মনে করেন যে, তাঁহাদিগের কর্ম্মানুসারে ভগবান্ ফল দিয়া থাকেন। ভগবান্ বস্তুতঃ যদি কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া ফল দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বরাট্ ও কারণের কারণ বা স্বেচ্ছাময় পুরুষ বলিবার তাৎপর্য্য কি? শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর, হরিদাস ও জগাই মাধাইয়ের কি কর্ম্ম ছিল যে তাঁহারা বৈকুণ্ঠ পদবী অনায়াসে লাভ করিলেন, ইহা হইতে কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না যে স্বরাট্ পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছায় যাহা স্বতঃ উদিত হয়, অনতিবিলম্বে তদীয় কালরূপী শক্তি তাহাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দুর্ব্বাসা মুনি কত তপস্যা করিয়াও কেন অম্বরীষ রাজার নিকট ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? এই সব ঘটনা আলোচনা করিলে ধোঁকা কাটিয়া যায় এবং স্বরাট্ ভগবানের নিকট যুক্ত হস্ত

সনাতনধর্ম্ম

[গত ২৩শে বৈশাখ বাদশাহ্ গ্রামে শ্রীচৈতন্য প্রচারিত সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় যে বক্তৃতা করেন তাহার সারাংশ।]

সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে বলেন যে, জগতে প্রচলিত ধর্ম্ম-

কথা যাচ্ঞা করিবার জন্য হৃদয় আপনা হইতেই নাচিয়া উঠে।

আর এক শ্রেণীর কপট ভগবদ্ বিশ্বাসী আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ভগবান্ কোন ব্যক্তিকে নিমিত্তরূপে গ্রহণ না করিয়া কোন কার্য্য সমাধা করিতে পারেন না। এই জন্য তাঁহারা বলেন যে তাঁহাদিগকে নিমিত্ত কারণরূপে গ্রহণ করত ভগবান্ তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদিকে প্রতিপালন করেন এবং তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের আশ্রিত স্ত্রী-পুত্রাদিকে প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভগবৎ চরণে অপরাধী হইবেন। ইঁহারাও স্বরাট্ ভগবানের তত্ত্ব অবগত নহেন। তাঁহাদিগের বিয়োগকালে স্বরাট্ ভগবান্ তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদিকে নিজ নির্ভরতার পরিচয় কিরূপে দেন, তাহা যদি তাঁহারা চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অজ্ঞানের মোহ ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধ স্বরাট্ ও কারণের কারণরূপী ভগবৎজ্ঞান জাগিয়া উঠিতে পারে।

একণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, নাস্তিক ও তথাকথিত আস্তিকম্মন্যগণ শুদ্ধ স্বরাট্ ভগবানের জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত। কে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন ও কেন বঞ্চনাযুক্ত অনিত্য জগতে আপাত অশেষ দুঃখভোগ করিতে বাধ্য হইতেছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহারা একটু চিন্তা করিবেন কি? যদি চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে স্বরাট্ ভগবানের অনিত্যকাল-প্রভাবই তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া ঐ প্রকার দুষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট করিয়াছেন এবং দুষ্টবুদ্ধি-হেতু তীব্র যাতনা মুহুর্মুহুঃ ভোগ করিতে করিতে যে দিন তাঁহারা স্বরাট্ ভগবানের মহিমা অবগত হইয়া তাঁহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবেন, সেই দিন হইতে নিত্যানন্দের বিমলস্রোতে পড়িয়া তাঁহারা দিব্যামৃতরস আস্বাদনের ভাগ্য লাভ করিবেন। শ্রীশ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ পরিত্রাতা সাধকের সম্বন্ধ রক্ষা। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" রূপ উক্তি তখন তাঁহাদিগের চিত্তে উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে কোমল নিত্যানন্দে পুষ্ট করিতে থাকিবেন।

সমূহের কোন একটীর সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহাতে একটী সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা আছে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ প্রকার ধর্ম্মটিকে নিত্যকাল আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন না যথা হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতির কোন একটীকেই মানব নিত্যকাল আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন না। আজ যিনি হিন্দু, কাল তিনি মুসলমান হইয়া যাইতে পারেন, আজ যিনি মুসলমান পরিচয়ে পরিচিত, মৃত্যুর পরে তিনি হিন্দুকুলে আসিয়া হিন্দুর ধর্ম্মকেই নিজের ধর্ম্ম মনে করিতে পারেন, শুধু মৃত্যুর পরে বলি কেন একটী জীবনের ভিতরেও মানসিক পরিবর্ত্তনতার সঙ্গে, ঐ প্রকারে ধর্ম্মগুলি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আর উহার কোন একটী ধর্ম্মকে যখন আমার নিজধর্ম্ম মনে করি, তখন আমাদের একটী সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা স্বভাবতঃ আসিয়া পড়ে। যেমন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের অনৈক্য আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু যদি বৈষ্ণবধর্ম্মকে আমরা আশ্রয় করি, তাহা হইলে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি ভারতবাসী, কি ইংলণ্ডবাসী, কি মনুষ্য, কি পশু যাহারা যখন সকলেই জীব, তখন ঐ প্রকার বৈষ্ণবধর্ম্মে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা না থাকিয়া সার্ব্বজনীনতাই পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ জীব বস্তুটী নিত্য হওয়ায় তাঁহার ধর্ম্মটীও নিত্যত্ব বা সনাতনত্বের ব্যাঘাত হয় না। জীবাত্মা যে কোন অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কি হিন্দু দেহে, কি মুসলমান দেহে, কি পশুপক্ষী দেহে, সর্ব্ব অবস্থাতেই তিনি জীব পরিচয়ে পরিচিত, সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্মটী দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কোন সময়েই পরিবর্ত্তিত হয় না। বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র সার্ব্বজনীন সার্ব্বদেশিক বা সার্ব্বকালিক সনাতন ধর্ম্ম। এই অদ্বিতীয় ধর্ম্মের তত্ত্বটী অতিশয় সুগভীর বলিয়া সাধারণ লোক আশ্রয় করিতে পারে না।

বৈষ্ণবধর্ম্মটী যে অদ্বিতীয় এবং সনাতন এই কথার প্রমাণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানবগণ স্বভাবতঃই চাহিতে পারেন। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে কোন বিষয়ে যথার্থ প্রমা বা জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রমাণের আবশ্যক হয় বলিয়া দার্শনিকগণ দশবিধ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। তার মধ্যে শব্দ প্রমাণ ব্যতীত অপর নববিধ প্রমাণ সমাশ্রিত না হইলে চারিটী দোষ প্রমাদাদি দোষদুষ্ট থাকায় উহা যথার্থ বস্তু নির্দ্ধারণে সকল সময়ে সমর্থ হয় না। এইজন্য মহাজনগণ শব্দ প্রমাণকেই মূল প্রমাণ স্বীকার করেন। শব্দ প্রমাণ ঐ দোষ চতুষ্টয় নির্ম্মুক্ত; এই

শব্দ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বা আপ্তবাক্য। বেদকে এইজন্য শব্দ নিনাদ বলে। জাগতিক বিচারে প্রত্যক্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ বলিয়া মনে হইলেও প্রত্যক্ষের মূলে শব্দ না থাকিলে শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হওয়া অসম্ভব। যে শব্দ আমাদের কর্ণে কোনদিন প্রবিষ্ট হয় নাই, সেই শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুটিকে জানিবার জন্য প্রয়াসও আমাদের কোনদিন হয় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান লইয়াই জগতে বিজ্ঞানের আলোচনা। প্রত্যক্ষের মূলে যখন শব্দ, তখন সর্ব্ববিজ্ঞানের আকরই শব্দ-বিজ্ঞান। প্রাকৃত জগতে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ থাকিলেও যখন শব্দের এইপ্রকার মাহাত্ম্য তখন অপ্রাকৃত রাজ্যে যেখানে শব্দ ও শব্দী অভিন্ন, সেখানকার অপ্রাকৃত শব্দনিচয়-মাহাত্ম্য সাধারণ লোকের বোধগম্য না হইলেও সেটী শব্দপ্রমাণশিরোমণি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের আকর। চিৎশব্দ শুদ্ধভাবে স্বীকার করিলে শব্দাভিন্ন শব্দী তাহাতেই প্রত্যক্ষীভূত হন। এইজন্য মহাজনগণ শব্দকেই সাধন এবং শব্দকেই সাধ্য বলিয়াছেন। তাই শব্দই উপাস্য এবং উপাসনা। মন্ত্র শব্দময়, দীক্ষা শব্দময়ী। চিৎশব্দের আনুগত্য ব্যতীত চিন্ময় ভূমিকায় কোন বস্তুর অনুভূতি বা দর্শন লাভ হয় না। সেইরূপ শব্দ প্রমাণের আনুগত্যে যখন ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা এই শ্লোকটী দেখিতে পাই—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

অর্থাৎ বেদ বিভিন্ন প্রকার উপদেশ করেন, স্মৃতিশাস্ত্রও বিভিন্ন উপদেশের কথাই বলেন। মুনি ঋষিগণের মতও বিভিন্ন। এহেন অবস্থায় ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উপনিষদাদির ভিতরে নিহিত আছে। ধর্ম্মতত্ত্ব কথাটির দ্বারা অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-তত্ত্বকে বুঝায়, তাই এখানে তত্ত্ব শব্দটী একবচনান্ত হইয়াছে। জগতে বহুধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও সনাতন ধর্ম্মের বা বৈধ ধর্ম্মের তত্ত্বটী অদ্বিতীয়। এই অদ্বিতীয় ধর্ম্মতত্ত্বটী অতিশয় দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নিহিতং গুহায়াং শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কোন অনির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতের গুহায় নিহিত কোন বস্তুটিকে যেমন সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবলমাত্র যে ব্যক্তি বস্তুটির সন্ধান জানেন, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিলেই বস্তুটী লভ্য হয়। এই আনুগত্য পথটী পরিত্যাগ করিয়া নিজের চেষ্টায় ভ্রান্ত হইয়া জগতে যে প্রকার অসমর্থ হয় সেইপ্রকার ভগবানকে লাভ করিতে উদ্যত হইয়া বিভিন্নপথে কল্পনা করিয়া কাল্পনিক বা নবসৃষ্ট পথসমূহে গমন করিয়াও বাস্তব বস্তুর দর্শন লাভ হয় না, কিন্তু বাস্তব বস্তু হইতে যে পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই পথে গমন করিলে অতি সহজে বাস্তব বস্তুর দর্শন লাভ ঘটে। শ্রুতিবিৎ ঋষি তাই বলিয়াছেন—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। এই স পন্থাঃ কথাটিতে একবচন থাকায় আরোহপথ বিভিন্ন থাকিলেও শ্রৌতপথই যে একমাত্র পথ তাহা নির্দ্দেশ করেন। সেই শ্রৌত পথের পথ প্রদর্শকই মহাজন। এই মহাজন শব্দটীর একবচন বিচারে একমাত্র ভগবানই বাস্তব সত্যের পথ-প্রদর্শক মূল মহাজন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শাস্ত্রেও দেখিতে পাই ধর্ম্মং তু সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীতম্। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য—শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে যুগে যুগে হি ভগবান্ অর্থাৎ ধর্ম্ম-মূল যে ভগবান্ তিনি স্বয়ং আসিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন। কলিকালেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সনাতন-ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল তখন করুণায় ধর্ম্ম-বর্ত্তী হইয়া জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য নিজে আচরণ পূর্ব্বক বাস্তব সনাতন ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া দেন যে তাঁহার প্রদর্শিত পথই শ্রৌতপথ বা একমাত্র পথ। তিনি যাবতীয় বেদ-শিরোমণি বা সর্ব্বশাস্ত্র-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ স্বীকার পূর্ব্বক বেদোক্ত বা বেদের প্রতিপাদ্য যাবতীয় সনাতনধর্ম্মই যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম, তাহা জগতে প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যের অনুগত জনগণের কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বা তাঁহা কর্ত্তৃক আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া জানা যায়। প্রত্যেক যুগে সকল মহাজনগণই সেই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মটী সর্ব্বযুগের সর্ব্বকালের সর্ব্বজীবের সনাতন ধর্ম্ম।

আসাম প্রসঙ্গ

যুগধর্ম্ম ও রাজনীতি

আজ কাল অনেকে বলিতেছেন যে, "স্বরাজ সম্বন্ধীয় আন্দোলন এখনকার যুগধর্ম্ম। এখন ভগবন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কোন ধর্ম্মালোচনার সময় নহে, উচিতও নহে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন রূপ যুগধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজন নাই।"

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গৌরসুন্দর-বিহিত শ্রীনামধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে, গত ৭ই যে গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত গৌরীপুর নামক স্থানে প্রচারার্থ আগমন পূর্ব্বক গৌরীপুর রাজের আতিথ্য স্বীকার করেন। স্বামীজির অত্র নির্দ্দিষ্ট বাসায় ভবনে সমাগত কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে ঢাকা-নিবাসী জনৈক গৌরীপুর-রাজপরিচালক (ডিসাবণীক) স্বামীজিকে বলেন—ধর্ম্ম প্রচারের এখন সময় নহে—স্বরাজ প্রাপ্তির আন্দোলনই এখনকার যুগধর্ম্ম। রাজনীতিই এখন আলোচ্য, শ্রোতব্য ও কীর্ত্তিতব্য।

স্বামীজি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, "ধর্ম্ম-শূন্য কোন নীতি হইতে পারে না। ধর্ম্ম-শূন্য নীতি পশুর নীতি, তাহা আদৌ নীতি নামেরই আখ্যাত নহে। কি সমাজ-নীতি, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি নীতিসমূহ ধর্ম্মমূলে স্থাপিত বলিয়াই উহারা নীতি নামে নামিত হইয়াছে। ধর্ম্ম মূলের পরিত্যাগ করিলে নীতির নীতিত্ব থাকে না, তাহা স্বেচ্ছাচার বা পশুর পাশব-বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হয়। 'ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।' শাস্ত্র বলেন ধর্ম্মহীন মানব পশুর সমান।"

"পরন্তু রাজনীতির আন্দোলনই যে যুগধর্ম্ম, তাহা কে বলিল? যুগধর্ম্ম নির্দ্দেশক মানব নহে, যুগধর্ম্মের নির্দ্দেশক স্বয়ং ভগবান্। শ্রীভগবান্ নামকেই এই যুগের যুগধর্ম্ম রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবন্নির্দ্দিষ্ট শ্রীনামকীর্ত্তন রূপ যুগধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহার আদেশ ও নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করত স্বেচ্ছাচার কি প্রকারে করিতে পারা যায়, ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারকারী জীব, সর্ব্বদা তাহাই কল্পনা করিতেছে, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কলিযুগধর্ম্ম শ্রীনামকীর্ত্তনের দিকে নিবদ্ধ হইতে চাহিতেছে না। ভগবন্নির্দ্দিষ্ট ও নিন্দিষ্ট ধর্ম্মনীতি-সমাশ্রয় শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন রূপ যুগধর্ম্ম পরিত্যাগ করত কেবলমাত্র বাহ্যমুখ মনোবৃত্তিচালিত হইয়া নৈতিকবাদিগণ যে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, তাহা বিকারগ্রস্ত রোগীর অসম্বদ্ধ প্রলাপের ন্যায় আত্ম-অনর্থসূচক। নিষ্কপট সাধু বৈষ্ণবগণ কৃপাপরবশ হইয়া নিষ্কপট জনগণ-দ্বারা ঐ সকল অনর্থ নিবৃত্তির একমাত্র উপায় শ্রীনামকীর্ত্তন প্রেরণ করিলেও 'মরণ সময়ে রোগী ঔষধ না খায়'। পরন্তু ঔষধ পাত্র ফেলিয়াই বড় কদর্য্য করিতে থাকে এবং ঔষধ সেবন করাইতে আগামী চিকিৎসকগণের প্রতি অযথা কথন করে।"

"পরমার্থ হইতে অপগত স্বার্থপরো ভুক্তি-মুক্তি-কামী জীব আত্মপ্রভু ঈশ্বরের পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য হইলেও যাহা ধর্ম্মে লোভিত হইতে থাকে। ঐশ্বর্য্যাশ্রয় করিয়া থাকিলে লোভিত হইতে [illegible]। মানের (প্রতিষ্ঠার) স্বাধীন [illegible] একটী জীবন দৃষ্ট হয়। সেই জীবনের [illegible] প্রাপ্ত [illegible] লোভিত হয় না। কেবল জীবন হইতে অপর—দূরে পতিত জীবসমষ্টি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়ে। তখন রাজনীতির আত্মস্বরূপ—জীবন ধন। পরমার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বৈরাচার [illegible] করিতে হইল। [illegible] শ্রীমান [illegible] আসাম-১৪-বর্ষ হইতে অর্থ [illegible] সম্পাদক [illegible] বহু অধীনস্থ [illegible]।

পরবর্ত্তী [illegible] সমবেত ভদ্রমণ্ডলী [illegible] আকৃষ্ট হন। স্বামীজী তাঁহার কথা শুনিয়া [illegible] "[illegible] উপর" সম্বন্ধে ১৪ ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা প্রদান করেন। সমাগত সজ্জন স্বামীজির অপূর্ব্ব সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া স্বাধীনতার নামে যে [illegible] শ্রীনামকীর্ত্তন বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া আসিয়া সকলেই পাঠে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। এবং সেখানকার রাজ্যাধ্যক্ষ-চারিণী ও অন্যান্য পুরবাসিগণ তথা [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রবণ-কীর্ত্তনের [illegible] সভায় আসিয়া যোগদান করিয়াছেন।

ভক্তিধর্ম্মের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] মহারাজ এবং পণ্ডিত শ্রীমান [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম ([illegible]) গ্রাম ও পরিপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে [illegible] প্রচার করিতেছেন। গত [illegible] তারিখে [illegible] গ্রামের নিকটবর্ত্তী শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্য চরিত মুখ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] লীলা ও [illegible] আলোচনা করেন। [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible] প্রচারিত [illegible] উৎসুক [illegible] নিকট [illegible] আপন [illegible] করেন।

৫।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ঠাকুর-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

শাস্ত্র সকল বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইত্যাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অভাব দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এবং [illegible] শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

৪।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা ১৷৹ দেড়টাকা

ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনুষঙ্গিক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার কর্ত্তব্য কি? [illegible] ইত্যাদি বিষয় এরূপভাবে এবং সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—[illegible] ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে [illegible]। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্ড কভারে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ভক্তের হৃদয়ে যে সকল ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য বস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১৹

আমরা এতাদৃশ [illegible] অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া এবং কাহারও নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা বস্তুত কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৷৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বহুলকল্পে সাধক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৩৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট [illegible] সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৵৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷৹
৯। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ভগবদ্গীতা শাস্ত্রীয় (মূল) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের মাহাত্ম্য (মায়াবাদীর) ৷৹
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵৹
১৫। দীপ-প্রদর্শন ৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৵৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও আর্ত্তিনাশ ৵৹
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৸৵৹
২৭। সংস্কার-দীপিকা ৷৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। মণিমঞ্জরী সাহিত্য ৷৹
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

সর্ব্বদল সভার অধিবেশন

জাতীয় সমস্যার মীমাংসা করা প্রয়োজন
মুসলমান প্রতিনিধিগণের যোগদান
জাতীয় দাবী পেশ হইবে

লক্ষ্ণৌতে সর্ব্বদল-সভার পুনরায় অধিবেশন হইয়াছিল। মুসলমান-পক্ষের প্রতিনিধিগণ অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইয়া বলেন যে, এই বিষয়ের একটী চূড়ান্ত মীমাংসা সর্ব্বসম্মত হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহারা আবশ্যক হইলে অনুপস্থিত মুসলমান সভ্যগণের মতের পরামর্শ করিয়া আনাইতে পারিবেন। হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিগণ এই পক্ষ হইতে পণ্ডিত [illegible] বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় জাতীয় সমস্যার বিষয় আলোচনা করা উচিত নহে [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] মুসলিম [illegible] কোম্পানীর [illegible] তিনি এবং তাঁহার এই [illegible] [illegible] নেহরু [illegible] তিনি [illegible] তিনি বর্ত্তমান সময় [illegible] আলোচনা বন্ধ রাখিবার [illegible] বলিয়াছেন। [illegible] তিনি বলেন যে, [illegible] এবং [illegible] উচিত বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন যে, [illegible] বিষয় [illegible] আলোচনা করা। [illegible] এবং কেহ কেহ সাইমন কমিশনের [illegible] প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল আলোচনা বন্ধ রাখিবার [illegible] ছিলেন, কিন্তু সাইমন কমিশনের রিপোর্টের সহিত এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সম্বন্ধ নাই এবং এই সভাতেই ঐ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

সমস্ত বিষয় আলোচনার পর সভার সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, সাইমন রিপোর্ট সমস্যা প্রভৃতি সমস্ত মীমাংসার জন্য একটী সাব-কমিটী গঠিত হইল। স্যার এ, পি পেট্রো, পণ্ডিত এম, এম, মালব্য, স্যার টি, বি সাপ্রু, মৌলানা মহম্মদ আলী, মিঃ এম, এ, জিন্না, সর্দ্দার উজ্জল সিং, কর্ণেল গিডনি এবং ডাঃ [illegible] সাব-কমিটীর সভ্য নিযুক্ত হয়েছেন। হিন্দুগণ, মুসলমানগণ ও অল্প-সংখ্যক-বিশিষ্ট জাতিগণ সকলেই [illegible] নিজ নিজ দাবী এই সাব কমিটির নিকট উপস্থিত করিবেন এবং [illegible] এই সাব-কমিটি তাহার রিপোর্ট [illegible] পেশ করিবেন। পরবর্ত্তী [illegible] মাসের [illegible] সাব কমিটির অধিবেশন হইবে।

স্বামী কুমারানন্দের কারাদণ্ড

[illegible] কংগ্রেস কমিটির [illegible] স্বামী কুমারানন্দ [illegible] সেই [illegible] ফৌজদারী ১১৭ ধারা [illegible] আইনের ৪৭ ধারা অনুসারে ৯ নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

স্ত্রীলোকের কারাদণ্ড ও ১৫০৲ টাকা জরিমানা

গত ১২ই মে [illegible] আইনের ৪৭ ধারা ও ফৌজদারী আইনের ১১৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ১৬ই মে [illegible] তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, পি, বাঙ্কশাল আদালতে তাহার বিচার হয়। সরকার পক্ষে মিঃ [illegible] তাহার অপরাধ সম্বন্ধে [illegible] পর একজন [illegible] কেবল মিঃ [illegible] তাঁহাকে [illegible] করেন। আসামীকে [illegible] তিনি বলেন, "আমি [illegible] চাহি না।" ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] ফৌজদারী আইনের ১১৭ ধারার [illegible] কারাদণ্ড ও ১৫০৲ টাকা জরিমানা এবং [illegible] অপরাধে ২০৲ টাকা জরিমানা [illegible] দিয়াছেন।

মালব্যের পেশোয়ার যাত্রা

[illegible] পরিবার [illegible] সাহায্য করিবার জন্য পণ্ডিত মালব্য ১০,০০০৲ টাকা সহ শীঘ্রই পেশোয়ার যাত্রা করিবেন। "তিনি পেশোয়ারে গেলে কোনও ক্ষতি হইবে না।" এই মর্ম্মে তিনি সরকার বাহাদুরকে [illegible] দিয়াছেন।

মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পলায়ন

[illegible] নামক স্থানে বহু লোক একত্রিত হওয়া সত্যাগ্রহীদের [illegible] দেখিতেছিল। এই সময় [illegible] মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এম, [illegible] কোনও পুলিশ না লইয়াই তথায় উপস্থিত হইয়া লবণ প্রস্তুতের কড়াটী উল্টাইয়া দেন। উপস্থিত জনতার ভাবগতিক দেখিয়া তথায় উপস্থিত কয়েকজন লোকের [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মটরে করিয়া সেখান হইতে চলিয়া যান।

কংগ্রেস-সভ্য [illegible] বিরুদ্ধে অভিযোগ

[illegible] সংবাদে প্রকাশ যে, কংগ্রেসের সভ্য শ্রীযুক্ত [illegible] বিচার আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী [illegible] ১২৪ক ধারায় অভিযোগ। আসামী কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে বা বিচার-কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

নিষিদ্ধ ঔষধ প্রয়োগে ডাক্তারের জরিমানা

[illegible] পাড়া নামক ঔষধ [illegible] বিক্রয় করা অপরাধে [illegible] আইনের ২৭৪ ধারা [illegible] অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ১৫ই মে তাহার ৫০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। প্রকাশ যে [illegible] কোম্পানী [illegible] ঔষধ [illegible] বলিয়াছিলেন কিন্তু [illegible] রিপোর্টে [illegible] নিষিদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

খালাস হইবামাত্রই গ্রেপ্তার

শ্রীমান্ [illegible] বিশ্বাস নামক [illegible] একজন [illegible] বিচারে মুক্ত হওয়ায় পুলিশ তাঁহাকে [illegible] ফৌজদারী [illegible] ১০৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

আদালতে [illegible]

[illegible] আদালতে [illegible] জামিনে মুক্ত আছেন। তিনি [illegible] সমর্থন করিবেন।

দারোগার বাড়ী বোমা

কলিকাতা হইতে সংবাদ [illegible] গত ১৬ই মে প্রাতঃকালে [illegible] থানার দারোগার বাড়ীর একটী [illegible] একটী বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বোমাটী [illegible] পাওয়া গিয়াছে। [illegible] তাহারও [illegible] কোন [illegible] ছিল। [illegible] ছটা ও [illegible] পাওয়া গিয়াছিল।

লাহোরে মুসলমান সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার

গত ১৬ই মে বৈকালবেলায় লাহোরে সত্যাগ্রহ-সমিতির সভা [illegible] এবং পণ্ডিত [illegible] কমিটির [illegible] লাহোরে [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছেন। [illegible] প্রকাশ যে [illegible] কমিটির [illegible] আন্দোলনের [illegible] কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] প্রচার করিয়াছেন যে, কোনও বিদেশী [illegible] আমদানি করা হইবে না এবং কোনও বিদেশী মাল [illegible] আনিলেও [illegible] বিক্রয়ের কোনও [illegible] নাই। [illegible] বলেন, [illegible] রাজনৈতিক আন্দোলনের [illegible] আনিবার [illegible] কোনও বিদেশীয় [illegible] করিবেন [illegible] এই বস্ত্র। [illegible] ম্যাঞ্চেষ্টার, [illegible] হইতে [illegible] আনাইয়াছেন।

স্পেশাল কনষ্টেবল

[illegible] কয়েকজন [illegible] লোককে [illegible] স্পেশাল কনষ্টেবল [illegible] জারি করেন। কিন্তু [illegible] স্পেশাল কনষ্টেবলের [illegible] দিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে আন্দোলন

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-সভাপদন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভুবনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণতা সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শুক্র নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ডিস্‌পেপসিয়া, পাকস্থলীর পীড়া, স্বপ্ন এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জ্যান্তে জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

জঙ্গীপুর, গাইবান্ধা পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত স্বাস্থ্যবিধায়ক উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, উকীল-বার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সমাজের উচ্চপদস্থগণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রনারায়ণ রায় এম্, এ প্রোফ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

নিখিলকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৫০ পৃষ্ঠা ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

এজেণ্ট চাই

নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, চাকদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, কুমারখালি ও বীরনগরে স্থানীয় সংবাদ-সংগ্রহের জন্য এজেণ্ট চাই। এজেণ্টগণের নিয়মাবলী জানিতে হইলে, "নদীয়া প্রকাশ" কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করুন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ, বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টাইপ-পত্রের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

এজেণ্টদিগের অতি প্রয়োজনীয়-সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য অবিলম্বে সংবাদ পাঠাইতে হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ... ও প্রকাশিত হইয়াছে

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীপাট" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাধারণের জন্য অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ৩৷৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৹

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য অব্দ [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বুধবার ২১শে মে ১৯৩০

সংবাদ

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

গত রবিবারে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তারের কথা পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছি। সে দিন আরও একজন—মোট তিন জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কেহই পুলিশকে জিজ্ঞাসায় বলেন নাই।

বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর থানার এলাকায় বহু চুরি, ডাকাতি রাহাজানি প্রভৃতি পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধ থামিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গোয়াড়ী এবং কৃষ্ণনগর সর্ব্বত্রই—এমন কি পল্লীর রাস্তায়ও "বন্দেমাতরম্" অথবা গান্ধীজি কি জয়" "স্বাধীন ভারতকী জয়" প্রভৃতি উচ্চ ধ্বনিতে মুখরিত।

গ্রেপ্তার হইতে না পেরে অদ্যও কোন স্বেচ্ছাসেবককেই আক্ষেপ দেখা যায় না। সাধারণের সহানুভূতি তাহাদিগের উপর আছে। গ্রেপ্তার হইয়াও অবস্থান হইতেছে এবং লোকে যুব স্বেচ্ছাসেবককে পুষ্পবিমালায় ভূষিত করিতেছে।

কৃষ্ণনগরের উকিলেরা সভ্যবদ্ধ হইয়া যুবগণের সহিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন। তাঁহারা সভা করিয়া আপনাদের কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতেছেন। ক্রমশঃ সমস্ত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

গত রবিবার বেলা ৩টার সময় কৃষ্ণনগরে অগ্নিকোণে ঘনমেঘ দৃষ্টিগোচর হয়। গর্জ্জন শ্রুত হইয়াছিল বটে, তবে বর্ষণ হয় নাই। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়।

কৃষ্ণনগরে ১৮৮ ধারায় ৮জন দণ্ডিত

গত রবিবার ১৮ই মে তারিখে কৃষ্ণনগরে ৭জন এবং গোয়াড়ীতে ১ জন স্বেচ্ছাসেবক ১৪৪ধারার আদেশ অমান্য করিয়া মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করায় গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদিগকে গোয়াড়ীর সদর মহকুমা হাকিমের বাসায় আদালতে হাজির করা হয়। তাঁহাদিগকে

নদীয়ায় গ্রেপ্তারের ধুম

নবদ্বীপে ১২জন গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় সত্যাগ্রহী

ময়মনসিংহে বিরাট শোভাযাত্রা

মালব্যের পেশোয়ার যাত্রা

স্ত্রীলোকের কারাদণ্ড ও ১৫০৲ টাকা জরিমানা

দারোগার বাড়ী বোমা

ভারতীয় পুলিশবিভাগে লোক চাই

গান্ধীর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব

চলতি রেলে টেলিফোন্

মৌলানা মহম্মদ আলী

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পলায়ন

স্পেশাল কনেষ্টবল

বিভূতিবাবুর প্রতিবাদ

জেলে বিবাহ

তামসায় ক্রোধ প্রকাশ ফলে—মৃত্যু

[illegible] ১৪৪ ধারা [illegible] প্রতিশ্রুত [illegible] হয়। তাঁহারা [illegible]।

নবদ্বীপে ১২ জন গ্রেপ্তার

নবদ্বীপের ১২জন স্বেচ্ছাসেবক গত ১৯ মে তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। [illegible] আইন অমান্য করার অপরাধে [illegible] গত সোমবার ১৯শে মে তারিখে তাঁহাদিগকে সদর [illegible] বাহাদুরের এজলাসে হাজির করা হয়। তাঁহাদের নিকট হইতে মুচলেকা চাওয়া হয় [illegible] জামীন দিতে [illegible]। তাঁহাদিগের [illegible] হইবে [illegible] থাকিতে হইবে। [illegible] সম্বন্ধে কোন [illegible] যায় নাই।

কুষ্টিয়ায় গ্রেপ্তার

[illegible] কুষ্টিয়ার [illegible] দোকানের সম্মুখে পিকেটিং [illegible] জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কুষ্টিয়ায় সত্যাগ্রহী

[illegible] সত্যাগ্রহী এবং কুষ্টিয়ার [illegible] অসাধারণ [illegible] এবং [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]।

প্রতিবাদ

[illegible] যে নদীয়া প্রকাশের [illegible] নবদ্বীপের [illegible] একটী সংবাদ [illegible] বর্ত্তমানে এই ঘটনা সম্বন্ধে কৃষ্ণনগর [illegible] সুতরাং আমরা [illegible] প্রকাশে [illegible] নবদ্বীপ [illegible]।

বিবিধ সংবাদ

মৌলানা [illegible]

মৌলানা [illegible] এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, [illegible] ভারতে [illegible] কাশ্মীর জন্য চেষ্টা করিবার [illegible] প্রধান মন্ত্রীর নিকট [illegible] করিয়াছেন। এই বিষয়ে [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] মৌলানার [illegible] মাত্র [illegible] [illegible] প্রধান মন্ত্রী [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

ভারতীয় পুলিশ বিভাগে লোক চাই

বাঙলা [illegible] প্রকাশ, বর্তমান [illegible] হইবে না। [illegible] [illegible] পুলিশ বিভাগে [illegible] হইবে। [illegible] কাজে হইবে।

[illegible] সহিত সন্ধির প্রস্তাব

[illegible] সহিত সন্ধির [illegible] প্রস্তাব করিবেন [illegible] ([illegible])

[illegible] সমস্যা-সমাধান

[illegible] আলোচনা [illegible] করিয়াছেন। [illegible] কারণ তাঁহা [illegible] স্বীকার করে। [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছে [illegible]।

[illegible] মৃত্যু

[illegible] কলিকাতার "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে।

[illegible] টেলিফোন

[illegible] আমেরিকার [illegible] [illegible] সহিত [illegible] হইতে [illegible] টেলিফোনে কথাবার্তা বলিয়াছেন।

ময়মনসিংহে বিরাট শোভাযাত্রা

১০ই মে [illegible] সংবাদের মধ্যে যে [illegible] মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভুল। [illegible] আহতদের মধ্যে [illegible] হাসপাতালে একজন মুসলমান প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

[illegible] হাসপাতালে [illegible] [illegible] জন্য এক হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। সহরের চিকিৎসকগণ চিকিৎসার [illegible] ভার নিয়াছেন।

[illegible] এক গুজব উঠে যে, ঐ দিবসও পুলিশ [illegible] বলপূর্বক [illegible] বাহির করিবে। এই [illegible] দুপুর বেলা হইতে [illegible] সম্মুখে লোক [illegible] আরম্ভ করে। ঐ দিবসও [illegible] লোক সমবেত হয় এবং পুলিশের [illegible] করিতে থাকে। [illegible] পাওয়া যায় যে, হাসপাতালে আহতদের মধ্যে একজন প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে [illegible] পুলিশ আর মৃত দিতে আসিবে না। [illegible] হাসপাতাল অভিমুখে ছুটিয়া চলে ও হাসপাতালের সম্মুখ [illegible] হয়। মৃত [illegible] হাসপাতাল [illegible] হাসপাতালের [illegible] কর্তৃপক্ষ পুলিশের [illegible] দিতে পারে না বলিয়া জানান এবং [illegible] মধ্যে সংবাদ আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। [illegible] সময় অপেক্ষা করিয়া জনতা বলপূর্বক মৃত [illegible] হাসপাতাল হইতে বাহির করিয়া নিয়া যাবে [illegible] বিরাট মিছিল বাহির করে [illegible] প্রদক্ষিণ করে। [illegible] সময় এই মিছিল বাহির হয়। [illegible] সময় ঐ শব [illegible] দেওয়া হয়। মিছিলে প্রায় ১৫০০০ [illegible] লোক বাহির হয়। গোরস্থানে এক [illegible] অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

[illegible] বিবাহ

[illegible] মধ্যে একজন [illegible] তাহার [illegible] স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করিয়াছেন। [illegible] কর্তৃপক্ষগণ [illegible] স্ত্রীলোকটিকে [illegible] পারিলে এরূপ বিবাহের দাবি অগ্রাহ্য [illegible] দিয়াছেন।

লোহার বরগা কড়ি

করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়া দেওয়া কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

কান্তিচন্দ্র মুখার্জি এণ্ড সন্স
[illegible] ফোন [illegible]
[illegible] কলিকাতা।

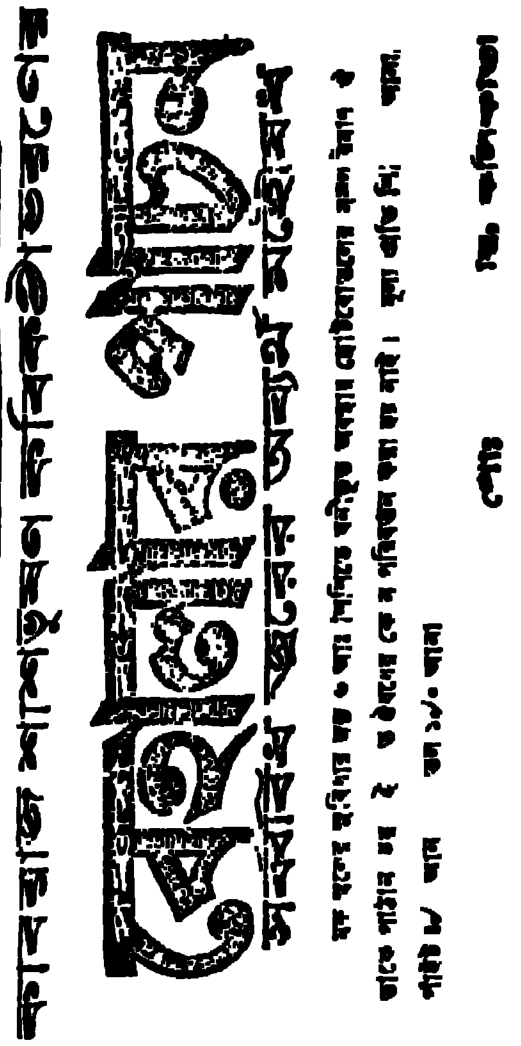

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] নানাবিধ [illegible] বিশেষ উপকারী। [illegible] বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] করিয়া [illegible] করে। মূল্য [illegible] ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] কেশবজী

১৭৭[illegible] [illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতার [illegible] পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম [illegible] দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা [illegible] কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় [illegible], [illegible] [illegible], আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইন্‌জেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌শনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] টাকা

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড [illegible] ল্যাবরেটরীতে [illegible]। ২[illegible] [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিষ্ণুভক্তের স্বার্থ কি? প্রাপ্তপত্র,

অতীন্দ্রিয় বাণী

সনাতনধর্ম্ম, আসাম প্রসঙ্গ

সাময়িক প্রসঙ্গ

অদ্য ত্রিবিক্রম মাসের প্রথম দিবস। আগামী শনিবার ২৪শে মে ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্মার্ত্ত ও পরমার্থিগণের একাদশীর উপবাস হইবে। প্রাপ্যবার্ত্তাবাহী পত্রিকা-সমূহ শাস্ত্রের সহিত বিরোধ আচরণ করিবার জন্যই মাসের নাম যে ত্রিবিক্রম—ইহার প্রচার বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা যেন পরমার্থিগণের সহিত বিরোধ করিবার জন্যই এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনভিজ্ঞতা—এক জিনিষ, আর ভক্তি-দ্রোহিতা—অপর জিনিষ। বহির্ম্মুখ পত্রিকাসকল শুদ্ধ "কৃষ্ণ"বারের কথা জগৎকে না জানাইয়া লৌকিক 'বুধ'বারের কথাই জগতে প্রচার করেন। সুতরাং পরমার্থ-সমাজে "কৃষ্ণ"বারের কথা লুপ্ত হওয়ায় শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা আজ অনেক বৎসর হইতে 'কৃষ্ণ'বারের কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু বহির্ম্মুখ জনগণের শব্দশাস্ত্রে বহির্ম্মুখতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীনামভজনে অযোগ্যতা যে সকল শ্রী গুরু মহাপুরুষের আরাধ্য বিষয় হইয়াছে, তাঁহারা প্রাকৃত ভাষার সংস্কৃতভাষার শব্দসিদ্ধির জন্য শ্রীনামের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত অন্য প্রকার ইতর সংজ্ঞাদ্বারা শব্দসিদ্ধির প্রয়াস দেন না; শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সেবারূপ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের পঠন-পাঠন আদর করেন, শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার আদর করেন এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাসের আদর করেন।

রাজর্ষি বাঙ্গালার কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় মহোদয় নদীয়া-প্রকাশের কতই যে আদর করেন, তাহা তাঁহার পত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সকল ধর্ম্মপরায়ণ ভূম্যধিকারি-সম্প্রদায় সামাজিকগণের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য যদি রাজর্ষি মহাশয়ের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে গৌড়দেশে বৈকুণ্ঠ-দর্শনের আর কোন ব্যাঘাত হয় না। তিনি জগতের বিচারে পরমবিদ্যোৎসাহী, পরম পণ্ডিত এবং বাগ্মী ভাষাসমূহে সুনিপুণ। তাঁহার অনুপম সাধনা ও বৈষ্ণবে সমাদর আদর্শ স্থানীয়। সাধারণ লৌকিক জীবন-চরিত্রালোচনা-কারিগণ যেমন ব্যক্তিবিশেষের নৈতিক অভ্যুন্নতি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ জনগণও ইঁহার আদর্শ-চরিত্রদর্শনে তদ্রূপ আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুভক্তের স্বার্থ কি?

নিজের দেহ-মন ও তৎসম্পর্কিত বস্তুর সুখ বাঞ্ছা করাই জড়জগতের স্বার্থ। সেই স্বার্থ সাধনের সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়াই জগতের লোক জগতের ভালমন্দ বিচারে প্রবৃত্ত হন। যে দেশ, যে কাল বা যে পাত্র তাঁহাদের স্বার্থ-সাধনের অনুকূল, তাহাই তাঁহাদের নিকট ভাল বলিয়া প্রশংসিত হয়, নতুবা তাহা অতীব মন্দ বলিয়া বিগর্হিত হইয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন-বিচার একমাত্র ভগবৎপ্রীতিকে উদ্দেশ করে না, সেখানে স্বার্থগতি বিভিন্নমুখী হইয়া বিভিন্ন প্রকারে লোককে ভাল মন্দ বিচারে প্রবৃত্ত করায়। যাহা অত্যন্ত ভাল, অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ তাহাকে অতীব মন্দ বলিয়া গর্হণ করিবেন আবার মন্দটীকেই হয় ত খুব ভাল বলিয়া প্রশংসা করিবেন। এক ব্যক্তি যাহাকে ভাল বলিতেছেন, অন্য ব্যক্তি হয় ত' ঠিক তাহার বিপরীতটী বলিয়া বলিতেছেন। স্বার্থগতি একায়নপন্থী না হওয়াতেই এইরূপ বিচার-বিভ্রাট্ ঘটিতেছে ঘটিবে। জড়স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের একজনকে সন্তুষ্ট করিতে গেলেই অপর জন ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িবেন—ইহা আমাদের মধ্যে একটী নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা; অথচ 'ভগবান্' 'ভগবান্' আমরা অনেকেই করিয়া থাকি! স্বার্থগতি একমাত্র ভগবদভিমুখিনী হইলে কি আর আমাদের মধ্যে ঐরূপ বিবাদতর্কের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে?

বাঁকুড়া-জেলার অন্তর্গত কুচিয়া-কোল-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী শ্রীনরোত্তম গোস্বামিপ্রভুর একজন অনুসরণকারী। লৌকিকবিচারে তিনি নানাপ্রকারে সকলের মাননীয় হইলেও পারমার্থিকগণের পরমবন্ধু, যেহেতু তিনি বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ জনগণের সমস্তোভাবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া নিজ চরিত্রের আদর্শ-প্রদর্শনকারী।

বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় জন, বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব বাহ্যজগতের লোকের বহিঃপ্রজ্ঞা দ্বারা চালিত হন না। তাঁহাদের স্বার্থগতি একমাত্র বিষ্ণুপাদপদ্ম হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের সেই স্বার্থ-সাধনের আনুকূল্য কাহারও নিকট অত্যল্প পরিমাণে পাইলেও তাহাকেই বহুমানন করিয়া লইয়া থাকেন। কোন ব্যক্তিবিশেষ, দেশবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে অতি-স্তুতি বা অতিনিন্দা করিয়া কাহারও অপেক্ষা যুক্ত হওয়া সাম্প্রদায়িক-বৈষ্ণব-বিচার নহে। বৈষ্ণব নিরপেক্ষ। যে কেহ তাঁহার প্রভুর সেবার সহায়তা করিবেন, বৈষ্ণব তাঁহাকেই আদর করিবেন, নতুবা জগতের কাহাকেও আদর বা অনাদর করিবার পক্ষপাতী তিনি নহেন। বৈষ্ণবের নিরপেক্ষ বিচার-বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া যাঁহারা তাঁহাকে কাহারও পক্ষপাতী বা 'ধামাধরা' বলিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে নরকাভিযানে বদ্ধ-পরিকর হইয়া পড়েন, বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবের জাগতিক স্বার্থসাধন উদ্দেশ্য না থাকায়, তাঁহারা জগতে ভেদদর্শন-পরিবর্জ্জিত। এমতাবস্থায় জাগতিক পক্ষান্বিত বিচারসমূহ কেন তাঁহাদের উপর প্রযুক্ত হওয়া সম্পাদের বৃদ্ধি করিবে, ইহা আমরা সুধীপাঠকবর্গকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করি।

নদীয়া-প্রকাশ জাগতিক প্রাপ্যবার্ত্তাবহ অন্যান্য অসংখ্য একখানি সংবাদ-পত্র মাত্র নহেন। প্রাপ্যবার্ত্তাবহগুলি যাহাকে যে উদ্দেশ্যে নিন্দা বা স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হন, নদীয়া-প্রকাশ পারমার্থিক পত্র বলিয়া সেরূপ কার্য্যক উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট না হওয়ায় তাঁহার বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক দেশ, কাল বা পাত্রবিশেষের পক্ষাবলম্বন করিয়া অন্য পক্ষকে নিন্দা করা রূপ একদেশদর্শিতাকে নদীয়া-প্রকাশ কখনই প্রশ্রয় দেন না। নদীয়া-প্রকাশের এইরূপ নিরপেক্ষ বিচার ধারণা করিতে না পারিয়া নদীয়া-প্রকাশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া নিতান্তই দুর্ভাগ্যের পরিচয়। ভগ্নাগ্নিমনকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ক্রম-

প্রাপ্তপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ত্রিবেণী, হুগলী
শনিবার

শ্রীচরণকমলেষু।

অসংখ্য প্রণামান্তে সমাচার সবিনয় নিবেদন।

শ্রীশ্রীল গোস্বামী পাদের কুশল সংবাদে পরিতুষ্ট করিবেন। তাঁহাকে অদ্যই দেখিয়া আসিয়াছি। পীড়া কদাচ উপেক্ষা করিবেন না। তিনি সুস্থ থাকিলেই আমাদের ও সকলের মঙ্গল।

আমি দৈনিক নদীয়া প্রকাশ পাঠ করিয়া সত্যই উপকৃত হইতেছি। বাস্তব অল্প অধিকারীদের পক্ষে এই পত্র ও গৌড়ীয় বড়ই উপাদেয় বস্তু।

এইজন্য আপনার শ্রীচরণ-সমীপে আমার বিনীত নিবেদন, আমার জন্য দৈনিক নদীয়া প্রকাশ অনুগ্রহে এক সেট করিয়া বাঁধাইয়া পাঠাইয়া দিবেন এবং বিগত সংখ্যা যতগুলি পাওয়া যায় সব অনুগ্রহ একত্রে বাঁধাইয়া পাঠাইয়া দিবেন। এই দৈনিক পত্র নিজে পাঠ করি ও অপর লোকদের পাঠ করিতে দিই।

নদীয়া প্রকাশ পুনঃ পুনঃ পাঠ ও মনন করিলে যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারি। ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কিছুই জানিতাম না। যাহা জানিতাম, তাহা মিছা বৈষ্ণবধর্ম্ম। সবই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দয়ায় ও অনুকম্পায়।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
বৈষ্ণব-সেবক
শ্রীশরদিন্দু

গ্রহণ করিতে দেখিলে যদি তাহারও সাম্প্রদায়িক উদয় হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহার মতটা স্বীকার করিতে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়ি। বহুজীব নানা-দোষের আকর হইয়াও তিনি ভগবদ্-ভজনের জন্য বা ভজনকারীর সহায়তা করিবার জন্য যে যৎকিঞ্চিৎ সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ তাহাই বহুমানন করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের এই মহান্ উদারতা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের প্রতি মৎসরতা পোষণ করা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

নদীয়া প্রকাশ সত্যের প্রচারক বলিয়া তিনি যে সকল জগতের সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সম্পূর্ণ আদরের পাত্র হইবেন, ইহা আমরা সহসা বলিয়া উঠিতে না পারিলেও মহাপ্রভুর "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" এই শ্রীমুখবাণীটী আমাদের পক্ষে বড় একটী আশার কথা। সেই আশায় আশান্বিত হইয়া আমরা জগদ্বাসী সকলকেই নদীয়াপ্রকাশে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। মহাপ্রভুর কথায় কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা না থাকায় তাহা অবশ্যই সর্ব্বজন-সমাদৃত হইবে।

নদীয়াপ্রকাশের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার-কার্য্যে যিনি যতই সহায়তা করিবেন, তিনি ততই নদীয়াপ্রকাশের কৃপাভাজন হইবেন, নদীয়া-প্রকাশের পক্ষাপক্ষ-বিচার নাই। নির্ম্মৎসর সাধুগণই ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া আনন্দ পাইবেন।

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভক্তেজিত

ভগবান্ স্বরাট্। যিনি স্বরাট্ তিনি কাহারও অধীন নহেন; বরং ত্রিজগতের যাবতীয় পদার্থই তাঁহার অধীন। কাল সেই স্বরাট বস্তুর শক্তি। স্বরাট্ বস্তুর শক্তিরূপ কালের দ্বিবিধ বিক্রম বা প্রভাব, যথা নিত্য ও অনিত্য। কাল-নাম্নী শক্তির নিত্য প্রভাব দ্বারা নিত্য-জগৎ, ভগবানের নিত্যরূপ এবং নিত্য জগতস্থ ভগবান্ ও তদীয় পার্ষদবর্গের নিত্য নাম,রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশিত। নিত্য প্রভাবের ন্যায় কালশক্তির অনিত্য প্রভাব দ্বারা অনিত্য জগৎ এবং তদন্তর্গত যাবতীয় বিভিন্নপ্রকার জড়ের পদার্থের নাম,রূপ,গুণ ও ক্রীয়াদি কালাদিষ্ট হইয়া থাকে। নিত্যানিত্য যাবতীয় পদার্থের মূল যখন কালনাম্নী শক্তি, তখন তাঁহাকে কারণ রূপ শক্তি বলিয়া বুঝাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপ কারণরূপা শক্তিও স্বাধীনা নহে। তিনি স্বরাট্ পুরুষ, ভগবানেরই ইচ্ছাধীন। সুতরাং সেই স্বরাট্ পুরুষকে উক্ত কারণরূপা শক্তিরও কারণ বলা ন্যায়-সঙ্গত।

স্বরাট্ ভগবান্ যখন কারণের কারণ, তখন তিনি মূল কারণ। যেহেতু তিনি মূল কারণ, তখন তাঁহার আর কেহ কারণরূপে কল্পিত হইতে পারে না; যখন সেই স্বরাট্ ভগবানের কারণ বলিয়া অন্য কোন পদার্থ কল্পিত হইতে পারে না, তখন কি জন্য তিনি নিত্যানিত্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। যদি উঠে, তবে স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ ভগবানের যখন যে ইচ্ছা স্বতঃই উদিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে—এরূপ বলা ব্যতীত ঐ প্রকার অমূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মাদি বেদবাদিগণও অবশেষে এই প্রকার উত্তর প্রদানে বাধ্য হইয়াছেন।

যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন যে, তাঁহারাই কর্ত্তা, স্বরাট্ ভগবান্ স্বীয় কালশক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের এই প্রকার গর্ব্ব পদে পদে চূর্ণ করিয়া থাকেন। নিজ নিজ শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য তাঁহারা যত্ন না যত্ন করেন, কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা কি শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা বুঝিবার জন্য যত্ন করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা কর্ত্তা নহেন, স্বরাট্ ভগবানের ইচ্ছারূপী কালশক্তি তাহার মূলীভূত কারণ এবং ফলে তাঁহারা নাস্তিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ ভগবদ্ বিশ্বাস-পরায়ণ আস্তিক হইতে পারেন।

তথাকথিত আস্তিকগণ মনে করেন যে, তাঁহাদিগের কর্ম্মানুসারে ভগবান্ ফল দিয়া থাকেন। ভগবান্ বস্তুতঃ যদি কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া ফল দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বরাট্, ও কারণের কারণ বা স্বেচ্ছাময় পুরুষ বলিবার তাৎপর্য্য কি? শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর, [illegible] ও জগাই মাধাইয়ের কি কর্ম্ম ছিল যে তাঁহারা সেবোন্মুখ পদবী অনায়াসে লাভ করিলেন, ইহা হইতে কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না যে স্বরাট্ পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছা যাহা স্বতঃ উদিত হয়, অনতিবিলম্বে তদীয় কালশক্তি তাহাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দুর্ব্বাসা মুনি কত তপস্যা করিয়াও কেন অম্বরীষ রাজার নিকট ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? এই সব ঘটনা আলোচনা করিলে ধোঁকা কাটিয়া যায় এবং স্বরাট্ ভগবানের নিকট যুক্ত হস্তে

সনাতনধর্ম্ম

[গত ২৪শে বৈশাখ [illegible] যে শ্রীচৈতন্য প্রচারিত সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় যে বক্তৃতা করেন তাহার সারাংশ।]

সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে বলেন যে, জগতের প্রচলিত ধর্ম্ম-কথা ব্যাখ্যা করিবার জন্য সবাই আপনা হইতেই নাচিয়া উঠে।

আর এক শ্রেণীর কপট ভগবদ্ বিশ্বাসী আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ভগবান্ কোন ব্যক্তিকে নিমিত্তরূপে গ্রহণ না করিয়া কোন কার্য্য সমাধা করিতে পারেন না। এই জন্য তাঁহারা বলেন যে তাঁহাদিগকে নিমিত্ত কারণরূপে গ্রহণ করত ভগবান্ তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদিকে প্রতিপালন করেন এবং তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের আশ্রিত স্ত্রী-পুত্রাদিকে প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভগবৎ চরণে অপরাধী হইবেন। ইঁহারাও স্বরাট্ ভগবানের তত্ত্ব অবগত নহেন। তাঁহাদিগের বিয়োগকালে স্বরাট্ ভগবান্ তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদিকে নিজ বিশ্বম্ভরত্বের পরিচয় কিরূপে দেন, তাহা যদি তাঁহারা চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অজ্ঞানের ঘোর ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধ স্বরাট্ ও কারণের কারণরূপী ভগবদ্জ্ঞান জাগিয়া উঠিতে পারে।

এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, নাস্তিক ও তথাকথিত আস্তিকগণ শুদ্ধ স্বরাট ভগবানের জ্ঞান লাভে বঞ্চিত। কে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন ও কেন বঞ্চনাযোগে অনিত্য সুখের আশায় অশেষ দুঃখভোগ করিতে বাধ্য হইতেছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহারা একটু চিন্তা করিবেন কি? যদি চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে স্বরাট্ ভগবানের অনিত্যকাল-প্রভাবই তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া ঐ প্রকার দুষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট করিয়াছেন এবং [illegible]-হেতু তীব্র যাতনা মুহুর্মুহুঃ ভোগ করিতে করিতে যে দিন তাঁহারা স্বরাট্ ভগবানের মহিমা অবগত হইয়া তাঁহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবেন, সেই দিন হইতে নিত্যানন্দের বিমলপ্রভাবে পড়িয়া তাঁহারা নিত্যানন্দময় আস্বাদনের ভাগ্য লাভ করিবেন। শ্রীগীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" রূপ উক্তি তখন তাঁহাদিগের চিত্তে উদিত হইয়া তাঁহাদিগের কোমল চিত্তভূমিকে পুষ্ট করিতে থাকিবেন।

সমূহের কোন একটীর সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহাতে একটি সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা আছে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ প্রকার ধর্ম্মটিকে নিত্যকাল আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন না; যথা হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রভৃতির কোন একটীকেই মানব নিত্যকাল আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন না। আজ যিনি হিন্দু, কাল তিনি মুসলমান হইয়া যাইতে পারেন, আজ যিনি মুসলমান পরিচয়ে পরিচিত, মৃত্যুর পরে তিনি হিন্দুকুলে আসিয়া হিন্দুর ধর্ম্মকেই নিজের ধর্ম্ম মনে করিতে পারেন, শুধু মৃত্যুর পরে বলি কেন একটী জীবনের ভিতরেও মানসিক পরিবর্ত্তনতার সঙ্গে ঐ প্রকারে ধর্ম্মগুলি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আর উহার কোন একটী ধর্ম্মকে যখন আমার নিজস্ব মনে করি, তখন আমাতে একটী সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা স্বভাবতঃ আসিয়া পড়ে। যেমন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের অনৈক্য আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু যদি দৈব-ধর্ম্মকে আমরা আশ্রয় করি, তাহা হইলে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি ভারতবাসী, কি ইংলণ্ডবাসী, কি মনুষ্য, কি পশু ইহারা যখন সকলেই জীব, তখন ঐ প্রকার দৈবধর্ম্মে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা না থাকায় সার্ব্বজনীনতাই পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ জীব একটী নিত্য বস্তু, তাহার ধর্ম্মটিও নিত্য বা সনাতনত্বের ব্যাঘাত হয় না। জীবাত্মা যে কোন অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কি হিন্দু দেহে, কি মুসলমান দেহে, কি পশুপক্ষী দেহে, সর্ব্ব অবস্থাতেই তিনি জীব পরিচয়ে পরিচিত, সুতরাং দৈবধর্ম্মটী দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কোন সময়েই পরিবর্ত্তিত হয় না। দৈবধর্ম্মই একমাত্র সার্ব্বজনীন সার্ব্বত্রিক বা সার্ব্বকালিক সনাতন ধর্ম্ম। এই অদ্বিতীয় ধর্ম্মের তত্ত্বটী অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া সাধারণ লোক আশ্রয় করিতে পারে না।

দৈবধর্ম্মটী যে অদ্বিতীয় এবং সনাতন এই কথার প্রমাণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানবগণ স্বভাবতঃই চাহিতে পারেন। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে কোন বিষয়ে যথার্থ প্রমা বা জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রমাণের আবশ্যক হয় বলিয়া দার্শনিকগণ দশবিধ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। তার মধ্যে শব্দ প্রমাণ ব্যতীত অপর নববিধ প্রমাণ শব্দাশ্রিত না হইলে চারিটি ভ্রম প্রমাদাদি দোষদুষ্ট থাকায় উহা বাস্তব সত্য নির্দ্ধারণে সকল সময়ে সমর্থ হয় না। এইজন্য মহাজনগণ শব্দ প্রমাণকেই মূল প্রমাণ স্বীকার করেন। শব্দ প্রমাণ ঐ দোষ চতুষ্টয় নির্ম্মুক্ত; এই

শব্দ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বা আপ্তবাক্য। বেদকে এইজন্য [illegible] বলে। লৌকিক বিচারে প্রত্যক্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ বলিয়া মনে হইলেও প্রত্যক্ষের মূলে শব্দ না থাকিলে শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হওয়া অসম্ভব। যে শব্দ আমাদের কর্ণে কোনদিন প্রবিষ্ট হয় নাই, সেই শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুটীকে জানিবার জন্য প্রয়াসও আমাদের কোনদিন হয় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান লইয়াই জগতে বিজ্ঞানের আলোচনা। প্রত্যক্ষের মূলে যখন শব্দ, তখন সর্ব্ব-বিজ্ঞানের আকরই শব্দ-বিজ্ঞান। প্রাকৃত জগতে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ থাকিলেও যখন শব্দের এইপ্রকার মাহাত্ম্য তখন অপ্রাকৃত রাজ্যে যেখানে শব্দ ও শব্দী অভিন্ন, সেখানকার অপ্রাকৃত শব্দশক্তি-মাহাত্ম্য সাধারণ লোকের বোধগম্য না হইলেও সেটী সর্ব্বপ্রমাণশিরোমণি এবং সচ্চিদ্বিজ্ঞানের আধার। চিদ্‌শব্দের আনুগত্য স্বীকার করিলে শব্দাভিন্ন শব্দী তাহাতেই প্রত্যক্ষীভূত হন। এইজন্য মহাজনগণ শব্দকেই সাধন এবং শব্দকেই সাধ্য বলিয়াছেন। তাই শব্দই উপাস্য এবং উপাসনা। মন্ত্র শব্দময়, দীক্ষা শব্দময়ী। চিদ্‌শব্দের আনুগত্য ব্যতীত চিন্ময় ভূমিকায় কোন বস্তুর অনুভূতি বা দর্শন লাভ হয় না। যেরূপ শব্দ প্রমাণের আনুগত্যে যখন ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা এই শ্লোকটী দেখিতে পাই—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

অর্থাৎ বেদ বিভিন্ন প্রকার উপদেশ করেন, স্মৃতিশাস্ত্রও বিভিন্ন উপদেশের কথাই বলেন। মুনি ঋষিগণের মতও বিভিন্ন। এহেন অবস্থায় ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব [illegible] ভিতরে নিহিত আছে। ধর্ম্ম তত্ত্বং কথাটীর দ্বারা অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-তত্ত্বকে বুঝায়, তাই এখানে তত্ত্বং শব্দটী একবচনান্ত হইয়াছে। জগতে বহুধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও সনাতন ধর্ম্মের বা জৈব ধর্ম্মের তত্ত্বটী অদ্বিতীয়। এই অদ্বিতীয় ধর্ম্মতত্ত্বটী অতিশয় দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নিহিতং গুহায়াং শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কোন অনির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতের গুহায় নিহিত কোন বস্তুটিকে যেমন সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবলমাত্র যে ব্যক্তি বস্তুটীর সন্ধান জানেন, তাঁহার শরণাগত হইলেই বস্তুটী লভ্য হয়। এই দুর্গম্য পথটী পরিত্যাগ করিয়া নিজের চেষ্টায় ক্লান্ত হইয়া মানুষ যে প্রকার অসমর্থ হয় সেইপ্রকার ভগবান্‌কে লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিভিন্নপথের কল্পনা করিয়া কাল্পনিক বা নবসৃষ্ট পথসমূহে গমন করিয়াও বাস্তব বস্তুর দর্শন লাভ হয় না; কিন্তু বাস্তব বস্তু হইতে যে পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই পথে গমন করিলে অতি সহজে বাস্তব বস্তুর দর্শন লাভ ঘটে। [illegible] শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। এই স পন্থাঃ কথাটিতে একবচন থাকায় আলোচ্য বিভিন্ন থাকিলেও শ্রৌতপথই যে একমাত্র পথ তাহা নির্দ্দেশ করেন। সেই শ্রৌত পথের পথপ্রদর্শকই মহাজন। এই মহাজন শব্দটীর একবচন বিচারে একমাত্র ভগবান্‌ই বাস্তব সত্যের পথ-প্রদর্শক মূল মহাজন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শাস্ত্রেও দেখিতে পাই ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রণীতম্। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য—শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ অর্থাৎ ধর্ম্ম-মূল যে ভগবান্ তিনি স্বয়ং আসিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন। কলিকালেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বাস্তব সনাতন-ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে করুণার বশবর্ত্তী হইয়া জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য নিজে আচরণ পূর্ব্বক বাস্তব সনাতন ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথই শ্রৌতপথ বা একমাত্র পথ। তিনি যাবতীয় বেদ-শিরোমণি বা সকলশাস্ত্র-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ স্বীকার পূর্ব্বক বেদোক্ত বা বেদের প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় সনাতনধর্ম্মই যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম, তাহা জগতে প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যের অনুগত জনগণের কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বা তাঁহা কর্ত্তৃক আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া জানা যায়। প্রত্যেক যুগে সকল মহাজনগণই সেই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মটী সর্ব্বযুগের সর্ব্বকালের সর্ব্বজীবের সনাতন ধর্ম্ম।

আসাম প্রসঙ্গ

যুগধর্ম্ম ও রাজনীতি

আজ কাল অনেকে বলিতেছেন যে, "স্বরাজ সম্বন্ধীয় আন্দোলন এখনকার ধর্ম্ম কর্ম্ম। এখন ভগবানের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কোন ধর্ম্মালোচনার সময় নহে, উচিতও নহে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন রূপ যুগধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজন নাই।"

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গৌরবিহিত শ্রীনামধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে, গত ৭ই যে গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত গৌরীপুর নামক স্থানে প্রচারার্থ আগমন পূর্ব্বক গৌরীপুর রাজের আতিথ্য স্বীকার করেন। স্বামীজির জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাস ভবনে সমাগত কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে চাকুরিজীবী একজন গৌরীপুর-রাজসচিবালয়ের [illegible] স্বামীজিকে বলেন—ধর্ম্মপ্রচারের এখন সময় নহে—স্বরাজ প্রাপ্তির আন্দোলনই এখনকার যুগধর্ম্ম। রাজনীতিক এখন আলোচ্য, শ্রোতব্য ও কীর্ত্তনীয়।

স্বামীজি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, "ধর্ম্ম-শূন্য কোন নীতি হইতে পারে না। ধর্ম্ম-শূন্য নীতি [illegible] নীতি, তাহা আদৌ নীতি নামেরই যোগ্য নহে। কি সমাজ-নীতি, কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি প্রভৃতি নীতিসমূহ ধর্ম্মমূলে স্থাপিত বলিয়াই উহারা নীতি নামে নামিত হইয়াছে। ধর্ম্মমূল [illegible] পরিত্যাগ করিলে নীতির নীতিত্ব থাকে না, তাহা স্বেচ্ছাচার বা বহুদূর পাশব-বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হয়। 'ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।' শাস্ত্র বলেন ধর্ম্মহীন ব্যক্তি পশুর সমান।"

"স্বরাজ রাজনীতির আন্দোলনই যে যুগধর্ম্ম, তাহা কে বলিল? [illegible] নির্দ্দেশক মানব নহে; যুগধর্ম্মের নিয়ামক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীভগবান্, কলিযুগের এক যুগের যুগধর্ম্ম রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবন্নির্দ্দিষ্ট শ্রীনামকীর্ত্তন রূপ যুগধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া [illegible] ও নির্দ্দেশ [illegible] কি প্রকারে করিতে [illegible], [illegible] অপরাধকারী জীব, [illegible] তাহাই বলিয়া থাকে, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কলিযুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন নিরস্ত হইতে চাহিতেছে না। ভগবদ্বাণীর ও নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনীতি-সমাধান শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন রূপ [illegible] পরিত্যাগ করত কেবলমাত্র বহির্মুখ মনোবৃত্তির [illegible] হইয়া নৈতিকপন্থায় যে আন্দোলন করিতেছে, তাহা বিবাদ ও রোগের [illegible] আত্ম-অমঙ্গল-সূচক। [illegible] শ্রীনামকীর্ত্তন একমাত্র উপায় শ্রীনামাশ্রয় গ্রহণ করিলেও 'বস্তু মনে ক্রোধ উদয় না হয়'। [illegible] এবং উদয় [illegible] করাইতে প্রাণী [illegible] হিংসা [illegible] করে।

"পরমার্থ হইতে [illegible] স্বার্থসেবী [illegible] জীব [illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] হইলেই [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] ব্যবস্থা ([illegible]) [illegible] একটী [illegible] হয়। সেই [illegible] [illegible] কেবল [illegible] পূর্ণ করিয়া থাকে। এরূপ রাজনীতির [illegible]—কীর্ত্তন [illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেরূপ [illegible] করিতে [illegible] [illegible] আশ্রয় [illegible] [illegible] [illegible] অনীতিজ্ঞা [illegible]."

[illegible] সমস্ত [illegible] [illegible] [illegible] স্বামীজী [illegible] [illegible] স্বামীজীর শ্রীমুখে [illegible] আসিয়া [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] গৌড়ীয় [illegible] একটী বক্তৃতা [illegible] সভার মধ্যে দান করিয়াছেন।

ভক্তিধর্ম্মের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক [illegible] শ্রীমৎ [illegible] পুরী মহারাজ [illegible] মহারাজ এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রচারক [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] প্রচার করিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

অমৃত গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি [illegible] পাঠ করিবার অবসর [illegible] অল্প মানবের [illegible] যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের [illegible] হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] সুবিধা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন [illegible] ছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১।০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের [illegible] সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার [illegible] নীতি, ধর্ম [illegible] ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে [illegible] আলোচিত হইয়াছে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৮০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ।০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-[illegible]। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-[illegible] ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে [illegible] বর্ণিত। [illegible] প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে ছাপা—শ্রীনব-দ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা [illegible] আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

।৵০ [illegible] সংস্করণ

শ্রী[illegible] গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের স্বরূপ ও [illegible] বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া [illegible] উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে [illegible]।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি [illegible] কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১০

আমরা [illegible] ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা কিসে কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতাকে লাভ করিব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৮৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেবাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) [illegible]
৩। গৌড়ীয়-গৌরব [illegible]
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য [illegible]
৫। ভজনরহস্য [illegible]
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
৯। বৃহদ্ভাগবতামৃত [illegible] (মূল) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক [illegible] (রামানুজীয়) ৷০
১১। বৈষ্ণব [illegible] ৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৵০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌড়কৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

সর্বদল সভার অধিবেশন

জাতীয় সমস্যার মীমাংসা করা প্রয়োজন
মুসলমান প্রতিনিধিগণের যোগদান
জাতীয় দাবী পেশ হইবে

লক্ষ্ণৌ সর্বদল-সভার পুনরায় অধিবেশন হইয়াছিল। মুসলমান-পক্ষের প্রতিনিধি-গণ অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইয়া বলেন যে, এই বিষয়ের একটি চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া সম্ভব হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহারা আবশ্যক হইলে অন্যান্য মুসলমান-সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে পাঠা-বেন। হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় জাতীয় সমস্যার বিষয় আলোচনা করা উচিত নহে উল্লেখ করিয়া তাহা স্থগিত রাখিবার জন্য বলিয়াছিলেন। ডাঃ মুঞ্জিও বোম্বাই-মিল কোম্পানীগুলির স্বার্থের দিক হইতে বলিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার এই সমিতি বিলাতী বস্ত্র বর্জন-সম্বন্ধীয় অভিমতের সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি নিজে বরং খদ্দর ব্যবহার করিয়াছেন এবং একণে তিনি মত বদলাইয়া সমর্থন দিতে পারেন না। তিনি এখন সমস্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের সময় নহে বলিয়া এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ রাখিবার জন্য বলিয়াছেন। শিখ-সমিতির উজ্জ্বল সিং বলেন যে, শিখ-সম্প্রদায় সভায় উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না কিন্তু তিনি সভায় জাতীয়-সমস্যার বিষয় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট দলের অধিকারাদির বিষয় আলোচনা হওয়া উচিত মনে করেন না। তিনি বলেন যে, গান্ধিজী জেলে থাকায় দিল্লী চুক্তি রহিত হইয়া যাবার পর এই সমস্ত প্রশ্ন আলোচিত হওয়া উচিত এবং যেন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এই আলোচনা বন্ধ রাখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সাইমন কমিশনের রিপোর্টের সহিত এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সম্বন্ধ নাই এবং এই সময়েই ঐ সমস্ত বিষয় মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

সমস্ত বিষয় আলোচনার পর সভার কার্য্য চলাই স্থির হইল এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, সাইমন রিপোর্ট সমস্যা ইত্যাদি সমস্ত মীমাংসার জন্য একটী সাব-কমিটী গঠিত হইল। স্যার এ, পি পেট্রো পণ্ডিত এম, এম, মালব্য, স্যার টি, বি সাপ্রু, মৌলানা মহম্মদ আলী, মিঃ এম, এ, জিন্না, সর্দার উজ্জ্বল সিং, কর্ণেল গিডনি এবং ডাঃ আনসারীকে এই সাব-কমিটীর সভ্য নিযুক্ত করা হয়। হিন্দুগণ, মুসলমানগণ ও অন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি-গণ সকলেই স্ব স্ব দলের সমস্যাবলির সহিত নিজ নিজ দাবী এই সাব কমিটির নিকট উপস্থিত করিবেন এবং জুন মাসের মধ্যেই এই সাব-কমিটি তাহার রিপোর্ট সভাতে পেশ করিবেন। পরবর্ত্তী মাসের প্রারম্ভেই সিমলাতে এই সাব কমিটির অধিবেশন হইবে।

স্বামী কুমারানন্দের কারাদণ্ড

বেঙ্গল এ দক্ষিণ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীকে স্বামী কুমারা-নন্দ গত ১৬ই মে গ্রেপ্তার হইয়া সেই দিনই দণ্ডবিধি ১২৪ ধারা সংযুক্ত দণ্ড আইনের ৪১ ধারা অনুসারে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

স্ত্রীলোকের কারাদণ্ড ও ১৫০, টাকা জরিমানা

গত ১২ই মে মিসেস কমলাদেবী নাটু নামে একজন মহিলা ৫৭ ধারা ও দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ১৬ই মে আয় টেক্সের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ. পি, থাকারেলার আদালতে তাঁহার বিচার হয়। সরকার পক্ষে মিঃ এইচ, পি, পেলম তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার পর একজন আবগারী দারোগা কেবল মিঃ পেলমের উক্ত অভিযোগকে সমর্থন করেন। আসামীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "আমি কিছু বলিতে চাহি না।" ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে আবগারী দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ ধারায় ৬ মাস কারাবাসের টাকা জরিমানা এবং লবণ আইনের ৫৭ ধারার অপরাধে ২০, টাকা জরিমানা অনাদায়ে দণ্ড দিয়াছেন।

মালব্যের পেশোয়ার যাত্রা

ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য পণ্ডিত মালব্য ১০,০০০৲ টাকা সহ শীঘ্রই পেশোয়ার যাত্রা করিবেন। "তিনি পেশোয়ারে গেলে কোনও ক্ষতি হইবে না।" এই মর্মে তিনি সরকার বাহাদুরকে তার করিয়াছেন।

মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পলায়ন

কালিকট এলেকার দক্ষিণ প্রান্তে নামক স্থানে বহু লোক একত্রিত হইয়া সত্যাগ্রহীদের লবণ প্রস্তুত-প্রণালী দেখিতে-ছিল। এই সময় কালিকটের সদর মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এন, মাধবন কোনও পুলিশ না লইয়াই তথায় উপস্থিত হইয়া লবণ প্রস্তুতের কড়াটী উল্টাইয়া দেন। উপস্থিত জনতায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ দেখিয়া কংগ্রেসের কয়েকজন লোকের সাহায্যে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মটরে করিয়া সত্বর স্থান হইতে চলিয়া যান।

কংগ্রেস-সভ্য সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

জব্বলপুরের সংবাদে প্রকাশ যে, কংগ্রেসের সভ্য মিঃ ...কে, যার সম্পাদক ভারতের সেন্ট্রাল জেলে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ক ধারার অভিযোগ। আসামী কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে বা বিচার-কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে ডাক্তারের জরিমানা

... ডাক্তার ... কংগ্রেসের সম্পাদক পাঞ্জাবের মেটেরে সিভিল সার্জ্জন নামক ঔষধে অসুবিধা ঘটিত মিশ্রণ করা অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের ২৭৪ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ১৫ই মে তাঁহার ১০০, টাকা জরিমানা হইয়াছে। প্রকাশ ... কোম্পানী ... ধার্য্য হইবে বলিয়াছিলেন কিন্তু পরে কেমিক্যাল এক্জামিনারের রিপোর্টে ইহা মারাত্মক বিষ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

খালাস হইবামাত্রই গ্রেপ্তার

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র বিশ্বাস নামক নবদ্বীপের একজন স্বেচ্ছাসেবক জেল হইতে মুক্ত হইবামাত্র পুলিশ তাঁহাকে আদালতের সম্মুখেই ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

আদালতে নিজপক্ষসমর্থন

নবদ্বীপের একজন স্বেচ্ছাসেবক পরশু জামিনে মুক্ত আছেন। তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিবেন।

দারোগার বাড়ী বোমা

চন্দননগর হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, গত ১৬ই মে রাত্রিকালে শিবপুরের থানার দারোগার বাড়ীর একটী জানালাতে একটী বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বোমাটী জানালার গরাদে লাগিয়া ফাটিয়া যাওয়ায় অধিক কোন ক্ষতি হয় নাই কেবল জানালাটী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে লোহার পেরেক, সীসা, টিন ও পাথর ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল।

লাহোরে মুসলমান সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার

গত ১৬ই মে বৈকালবেলায় লাহোরে সত্যাগ্রহ-সমিতির সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং পিকেটিং সম্পর্কে এক কংগ্রেস কর্মী সম্পাদক শেখ মহম্মদ ... বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আরও প্রকাশ যে জালালাবাদে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনের পর লাহোরের বেশ কয়েকজন সভ্য পাঞ্জাবে মৌলানা ... গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত

দিল্লীর বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কোনও বিদেশী মাল আমদানি করা হইবে না এবং কোনও বিদেশী মাল আমদানি চালান আসিলেও তাহা বেচা হইবে না এবং তাহার বিক্রয়ের কোনও ব্যবস্থা নাই। সমিতি বলেন, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনসময়ে বিদেশী মাল আনিবার অর্ডার দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই কারণ কোনও বিদেশীয় এখন কাটতি হইবে না। তাঁহাদের এই প্রস্তাব ... ম্যানচেষ্টার, ... জানাইয়াছেন।

স্পেশাল কনষ্টেবল

মেদিনীপুরের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোককে উপর সরকার বাহাদুর স্পেশাল কনষ্টেবল হইবার জন্য নোটিশ জারি করেন। কিন্তু বেলা মধ্য ঐ বিষয়ে হাত দিয়া তাঁহাদের নাম স্পেশাল কনষ্টেবলের তালিকা হইতে বাদ দিয়াছেন।

বর্দ্ধমান আন্দোলন

বর্দ্ধমান বড় শহর নহে বটে, কিন্তু নদীয়া জেলার মত এখানে কংগ্রেসের প্রতি-পত্তি খুব বেশী। এ স্থানের কংগ্রেস-কমিটি সভা করে না বটে কিন্তু কাজের সহিত আন্দোলন চালাইতেছেন। ... ... বলা যায় না। এখানে মাদক দ্রব্য এবং বিলাতী বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে ... হইয়াছে।

?র-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইহোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান-অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভুবনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি পর্য্যন্ত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অমিতাচার হেতু অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, অম্বল, পাকস্থলীর পীড়া, শুক্র এবং মূত্রাশয়ের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবন্মৃত হইয়া আছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটন সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক পিলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ (দাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৫০ ছবিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রথম প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ছিটা-পত্রের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. এফ. সি. এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুদর্শিত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠী পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আইনের পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারকীয় আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ, (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি বহু ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

এজেণ্ট চাই

নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, চাকদহ, মেহেরপুর, কুষ্ঠিয়া, চুয়াডাঙ্গা, কুমারখালি ও বীরনগরে স্থানীয় সংবাদ-সংগ্রহের জন্য এজেণ্ট চাই। এজেণ্টগণের নিয়মাবলী জানিতে হইলে, "নদীয়া প্রকাশ" কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করুন।

এজেণ্টদিগের অতি প্রয়োজনীয়-সংবাদ প্রকাশ করিবার তারযোগে সংবাদ পাঠাইতে হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৬৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ২২শে মে ১৯৩০

মজুত অর্থ বাজেয়াপ্ত

নবদ্বীপে মিথ্যা গুজব

ময়মনসিংহে দাঙ্গার জের

নবদ্বীপের স্বরাজিদের মামলা

মিথ্যা সংবাদে ম্যাজিষ্ট্রেট

বর্ত্তমান আন্দোলনে আকালী

ছিয়ায় ৩৬ জন কারাদণ্ড

ধরসনার লবণগোলা আক্রমণ ২২৪ জন গ্রেপ্তার

স্বরাজ নেতাদের মত

বিলাতে ব্যবসায়ীদের মত

মজুত অর্থ বাজেয়াপ্ত

ডেইলি গেজেটের অভিমত

নেতাদের গ্রেপ্তার করা

এলাহাবাদে কংগ্রেসের কার্য্য দেখিয়া "ডেলি গেজেট" নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত কংগ্রেস সভাকে বেআইনি জনতা বলিয়া প্রচার করা এবং তাহাদের সমস্ত নেতাগণকে গ্রেপ্তার করা ও তাহাদের মজুত তহবিল সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা সরকার বাহাদুরের উচিৎ। ভারতবর্ষকে ঘোরতর রাজনৈতিক বিপ্লব ও অশান্তি হইতে রক্ষা করিতে হইলে উপরি উক্ত পন্থা অবশ্যই গ্রহণীয়।

প্রেস-অর্ডিনেন্স সম্বন্ধে সম্পাদকগণের সভার সিদ্ধান্ত

বোম্বাইয়ে গত ১৫ই মে ভারতীয় সম্পাদকগণের যে বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। যে সমস্ত সম্পাদক তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিতে গিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া তাঁহাদের সহিত সমুচিত ব্যবহার না করায় জন্য সরকার বাহাদুরের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। এই সভা প্রেস অর্ডিনেন্স জারির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়াছেন এবং এই অর্ডিনেন্সের বলে যে সমস্ত কার্য্য এ যাবৎ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অন্যায় ও বেশ মূলক বলিয়া এই সভা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই অর্ডিনেন্স দ্বারা যে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে তাহা দেখাইয়াছেন। এই সভা এই প্রেস অর্ডিনেন্সের সর্ব্ববাদী প্রতিবাদ দর্শাইবার জন্য ২০শে ও ২১শে মে সমস্ত সংবাদ পত্র মাসিক পত্রিকা ছাপাখানা ইত্যাদি আনুসঙ্গিক সমস্ত কারখানা ও ব্যবসা বন্ধ রাখা আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং এই বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এবং প্রেস অর্ডিনেন্সের বিরুদ্ধে সরকার বাহাদুরের সহিত প্রতিবাদ করিবার জন্য একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন।

তারকাঁটার বেড়ায় তড়িৎপ্রবাহ

বোম্বাই এলেকার ওয়াডালা লবণগোলা আক্রমণ নিবারণ জন্য প্রচুর পুলিশ ও আবগারি সিপাই সেই স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে বাহিরে আর একদল পুলিশ স্থাপিত হইয়াছে এবং সেখান হইতে কিছু দূরে কেবল সার্কেলে আর একদল পুলিশ স্থাপিত হইয়াছে। পুলিশ আক্রমণকারিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া ওয়াডালা চাউলে লইয়া যাইবে। সেইস্থান তারকাঁটার বেড়ার দ্বারা ঘেরা হইয়াছে এবং উক্ত তার মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত করা হইয়াছে।

লাটসন্দর্শনে হেমবাবু প্রভৃতি

গত ১৭ তারিখে মিঃ এ কে ফজলল হক্ এম্ এল, সি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলর এবং শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ দার্জ্জিলিংএ লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ শ্রীযুত হেমেন্দ্র বাবু গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে সংবাদপত্র ব্যাপারে স্পেশাল অফিসারের পদ গ্রহণ করিতে পারেন।

ময়মনসিংহ দাঙ্গার জের

আহত মুসলমানের মৃত্যু

গত বুধবার ময়মনসিংহে যে দাঙ্গা হয় তাহাতে আহত সোবান শেখের মৃত্যু হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই একদিন চাঁদা তোলাতুলি করিয়া তাহার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আহত নিখিলচন্দ্র রায় ও আরও কয়েকজন স্বেচ্ছা সেবকের অবস্থা খুব গুরুতর। কংগ্রেস কমিটি একটী অস্থায়ী হাসপাতাল খুলিয়াছেন এবং সেখানে ও অনেক আহত ব্যক্তির চিকিৎসা হইতেছে। কমিশনার সাহেব ও পুলিশের ডিপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল সাহেব ঐ স্থানে পৌঁছিয়াছেন কিন্তু সেখানে কোনও পাদ্রী বা কুলি উপস্থিত ছিল না। স্বেচ্ছাসেবকগণের দলপতিগণকে ও আরও অজ্ঞাত নামা অনেক লোককে গ্রেপ্তার জন্য ওয়ারেন্ট বাহির করা হইয়াছে।

নবদ্বীপে মিথ্যা গুজব?

আমরা পরে অবগত হইলাম যে ২০শে মে তারিখের নদীয়া-প্রকাশ-প্রকাশিত নবদ্বীপ ডাকাতি শীর্ষক সংবাদটী নাকি মিথ্যা গুজব। এই সম্বন্ধে আমরা একটী প্রতিবাদ পাইয়াছি। নদীয়া-প্রকাশ হইতে এই সমস্ত সংবাদের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক প্রেরণ করা হইবে। এবং পাঠক মহোদয়গণকে আমরা পরে ফলাফল জানাইব।

নবদ্বীপের স্বরাজিদের মামলা

গত ১৯শে মে অপরাহ্ণে নবদ্বীপে শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ সান্যাল নামক দুইজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়া কৃষ্ণনগর কোর্টে আনীত হন। পুলিসের সবইন্সপেক্টর মীরের নামে একজন হেড্ কনষ্টেবলের সাক্ষ্য লইবার পর মোকদ্দমা ২৯শে মে তারিখ পর্য্যন্ত মুলতুবি হয়। তাহারা এক্ষণে জামীনে খালাস আছে।

কৃষ্ণনগর ফৌজদারী আদালত

স্বেচ্ছাসেবকগণের বিচার

যে কয়েকজন [illegible] বাণী গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ হইতে [illegible] করিতেছিল, তাহাদিগকে ২০শে [illegible] তারিখে কৃষ্ণনগরের সাবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের আদালতে হাজির করা হয়। সে পুলিশের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ করে। তাহাকে বিলাতী কাপড় পরান এবং তাহাকে পরিধান করাইয়া আদালতে আনার জন্য আপত্তি প্রকাশ করে। তাহার বিরুদ্ধে ঐদিন কোন প্রমাণ উপস্থিত না থাকায় তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমার দিন ২১শে তারিখে ধার্য্য হয়। সে হাঁটিয়া জেলে যাইতে অস্বীকার করে।

২০শে মে তারিখে একজন কৃষ্ণনগরের স্বেচ্ছাসেবককে আইন অমান্য অপরাধের অভিযোগে সদর সাবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের আদালতে হাজির করা হয়। তাহাকে নিজের জামীনে মোকদ্দমার ধার্য্য দিন পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

তারের সংবাদ—শ্রীধাম, নবদ্বীপ

আন্দোলনের জন্য সভা হয় বাবাচক্র [illegible] ব্যক্তি, রাজেন্দ্র নির্মল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুন্দ বৈষ্ণব মুখার্জ্জী প্রভৃতি বহু [illegible] কংগ্রেস [illegible] শুভাগমন করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনের পর সকলকে প্রসাদ [illegible] বিতরণ মহাপ্রসাদ সম্মান করান হইয়াছে। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহাদির পাদপীঠ স্থাপনের সাহায্যকল্পে ১০০৲ টাকা দিয়াছেন। রায় বাহাদুরের ন্যায় ব্যক্তি [illegible] সভা সত্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য এবং সমস্ত লোকের ধন্যবাদের পাত্র। আগামী কল্য মিঃ সেনের ৭ টায় প্রচারকগণের আহ্বান আছে।

হিমালয়ের নূতন চূড়া

কিছু দিন পূর্ব্বে হিমালয়পর্ব্বতের অন্তর্গত আমনেরিয়াচেন নামক শৈলমালার মধ্যে এভারেষ্ট অপেক্ষা উচ্চতর একটী চূড়া আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু আবিষ্কারক [illegible] বলেন যে, ঐ চূড়া ২৮,০০০ ফুটের বেশী হইবে না। অথচ এভারেষ্ট ২৯,০০২ ফুট উচ্চ। কিন্তু সম্প্রতি [illegible] হইয়াছে যে এভারেষ্ট ২৯,১২৩ ফুটের অধিক উচ্চ। এবার

স্বরাজ নেতাদের মত

সহজে ধরা দেওয়া চলিবে না

কংগ্রেস নেতৃগণ ঠিক করিয়াছেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া পুলিশে ধরা দিবেন না। কারণ তাঁহাদিগকে বহু গঠন কার্য্যের নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন। এই মতের অনুযায়ী তাঁহারা সকলে গা-ঢাকা দিয়াছেন এবং সত্যাগ্রহের আগমন হবে নাই—এরূপ সাধারণ লোকদিগকে [illegible] প্রবোধিত করিতেছেন।

লাহোরের ব্যবসায়িগণের পত্র

যাঁহারা বিদেশ হইতে ভারতে মাল চালান দেন এবং যাঁহারা বিদেশে সামগ্রি প্রস্তুত করেন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের স্থানীয় প্রতিনিধিগণকে লাহোরের ব্যবসায়িগণ যে পত্র দিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথা ঃ—

"ভারতবর্ষে বিদেশী প্রধানতঃ বিলাতী মাল বর্জ্জন লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং এই আন্দোলন সাফল্যলাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী আন্দোলন পূর্ব্বে কখনও হয় নাই এবং হবে কোনও দিন হইবে বলিয়া মনে হয় নাই। বিদেশী মাল বিক্রয় একরকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সরকার বাহাদুর যদি তাঁহার দমননীতি সমানভাবে পরিচালনা করেন, তাহা হইলে অবস্থা ক্রমশঃই গুরুতর হবে সুতরাং তাঁহারা [illegible] চিন্তা করিয়া আমাদের মাল আমদানির চুক্তি রদ্দ করা আবশ্যক বা পুনরায় মাল চালান দিতে নিষেধ করিতেছি। আপনাদের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মাল চালান দিলে এবং তাহা লইতে অস্বীকার করিলে আরও বেশী ক্ষতি হইবে এইজন্য পূর্ব হইতে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত করা হইল। বর্ত্তমান [illegible] সাধারণের মানসিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমরা [illegible] [illegible] বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

লবণগোলা আক্রমণ

ধরসনায় লবণ গোলা আক্রমণ চলিতেছে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বোম্বাই গিয়াছেন তিনি বলেন যে প্রত্যেক সত্যাগ্রহী দলের সঙ্গে তাঁহার লবণগোলা আক্রমণ করিতে যাইবার প্রয়োজন নাই; তবে যখনই আবশ্যক বিবেচিত হইবে তখনই তিনি সত্যাগ্রহীদিগের নেত্রী হইয়া লবণগোলা আক্রমণ করিবেন। আক্রমণকারী সত্যাগ্রহীদিগকে পুলিশ ঘিরিয়া আছে।

জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ারগণ হিমালয়ের নূতন চূড়া আবিষ্কার মানসে দুর্দ্ধর্ষ [illegible] করিতেছেন। দেখা যাউক কতদূর কি হয়।

লবণগোলা আক্রমণ

ধরসনায় ২২৩জন গ্রেপ্তার

মিসেস নাইডু ও কয়েকজন ভলেণ্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়া কিছু দূর লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়াছে। মিসেস নাইডুর গ্রেপ্তারের পরেই আরও ৩ দল স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার করা হয় এবং লবণের কারখানা হইতে ৪০ গজ তফাতে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই তিন দল স্বেচ্ছাসেবক কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া পুনরায় ভিন্ন ভিন্ন পথে লবণগোলা অভিমুখে অগ্রসর হয়। পুলিশ এদলকে আটক করে কিন্তু দুই দল ১০ জন করিয়া শ্রেণী ভাগ করিয়া লবণের স্তূপের চারি ধারে যে তারের বেড়া আছে সেখানে উপস্থিত হয়। পুলিশ আসিয়া আটক করে। সেই সময় নানাদিক হইতে ছোট ছোট স্বেচ্ছাসেবকের দল সেই স্থানে জমায়েৎ হয়। [illegible] হইতে আগত একদল স্বেচ্ছাসেবক একটী লবণের স্তূপের নিকট যাইয়া সেখান হইতে কিছু লবণ লইয়া যখন চলিয়া যাইতেছিল সেই সময় পুলিশ লাঠি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। অনেক স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২জন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর তাহাদিগকে পুলিশ ডাক্তারের আড্ডায় লইয়া যায়। পরে সেখান হইতে তাহাদিগকে সত্যাগ্রহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বৈকালে দ্বিতীয় দফা পুনরায় ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক লবণ গোলা আক্রমণ করিতে যায় কিন্তু পুলিশ তাহাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়াছে। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ২২৩ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং রাত্রিতে তাহাদিগকে পুলিশের আড্ডায় আটক রাখা হইয়াছিল। শনিবার সকালে আমেদাবাদ হইতে ৫০ জন এবং বোম্বাই হইতে ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবক পৌঁছিয়াছে। মিসেস নাইডু তাহাদিগকে বলেন যে পূর্ব্বের দল যেরূপ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছে সকলকেই ঐরূপ করিতে হইবে। বোম্বাইয়ের স্বেচ্ছাসেবকগণকে তিনি জানাইয়াছেন যে উপস্থিত ২০ দিন তাহাদিগকে আবশ্যক হইবে না। নগর ও গ্রামবাসিগণকে সত্যাগ্রহের নীতি যে কিরূপ তাহার আদর্শ দেখাইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণকে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। একজন স্থানীয় বেনিয়াদের মাথাপিছু ৵০ আনা হিসাবে লইয়া স্বর্ণকগণকে খাদ্য সরবরাহ করিতেছেন।

বোমা নিক্ষেপে একজন গ্রেপ্তার

শিবপুরের দারোগার বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ ব্যাপারে একজন কংগ্রেসের কার্য্যকারক গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং তাহাদের বাড়ী খানাতল্লাস হইয়া বহু কাগজপত্র লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

বিলাতে ব্যবসায়ীদের মত

ভয় দেখাইয়া চুক্তি প্রত্যাহার

ম্যানচেষ্টার চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেণ্ট মিঃ চেম্বার-লেইন প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীদের চুক্তি রদ করা হইবে না। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে অনেক ভারতবাসী ব্যবসায়ী বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন নীতির পোষকতা করেন না। কেবল কংগ্রেসের ব্যবসায়ীকে জোর করিয়া চুক্তি রদ করিবার জন্য লিখিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীগণকে ভয় দেখাইয়া সরকার বাহাদুরকে ভারতবর্ষের দাবী পূরণ করিবার জন্য বলিতে বাধ্য করিবার চেষ্টাকে তিনি উপহাস করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীগণকে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত আবশ্যক উপায় অবলম্বন করা হইবে।

অধ্যাপকের উপর আদেশ

এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের উপর আদেশ হইয়াছে যে তাঁহারা যেন বর্ত্তমান ভারতব্যাপী আন্দোলন হইতে দূরে থাকেন, রাজার বিরুদ্ধে কোন কথা প্রচার না করেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ কিছুই প্রচার না করেন।

ধরসনায় ধরপাকড়

গত শনিবার পর্য্যন্ত ধরসনায় ২২৩ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত রবিবারে আরও দুই শত স্বেচ্ছাসেবক অগ্রসর হইয়াছেন। সেখানে কোন নেতা উপস্থিত না থাকিলেও কোন গোলযোগ নাই।

বর্ত্তমান আন্দোলনে আফ্রিদী

পেশোয়ারে পথে ১০০ গ্রেপ্তার

একদল আফ্রিদী বর্ত্তমান আইন অমান্য নীতির আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য অনেক দূর হইতে পেশোয়ারে আসিতেছিল। গ্রেনার মাইল দিকে পূর্ব্ব হইতে যে পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছিল তাহারা ঐ আফ্রিদীগণকে বাধা দেয় এবং তাহাদের দলকে ফেরাইয়া আনার জন্য তাহাদিগকে হুকুম দেয়। চলিয়া যাইতে বলে কিন্তু আফ্রিদীগণ তাহাতে স্বীকার না হওয়ায় পুলিশ সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং আটক রাখিয়াছে। আফ্রিদীগণের দ্বিতীয় দল অন্য স্থান হইতে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। প্রকাশ যে আফ্রিদীগণ সভা করিয়া প্রতি বাজারে ১০০ জন করিয়া আফ্রিদী পেশোয়ারের আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য [illegible] যাত্রা করিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

অদ্য ত্রিবিক্রম মাসের নবম দিবস। শাস্ত্রসংহিতা বলেন,—যে তিথি ও মাসকে "বৃহস্পতিবার" বলেন, উহাই "আদিবার"। 'আদি'-শব্দে যাঁহারা ব্রহ্মসংহিতা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, উহা সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। শ্রীভক্তিবিনোদের আলোচনা যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই বৃহস্পতিবারের পরিবর্ত্তে "আদিবার" ব্যবহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামের উদ্দীপনে দীপ্ত থাকুন।

বঙ্গ ও আসামের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর নদীয়া-প্রকাশের সংক্ষিপ্ত-নামের তালিকায় "শ্রীধাম"-শব্দ যোগটি করিয়াছেন, নবদ্বীপ পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসের পোষ্টমাষ্টার তাঁহার ঐ আদেশ অমান্য করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কতকগুলি টেলিগ্রাম বিলি করিতেছেন না; যাহাতে তাহার সংবাদগুলি অতি শীঘ্র যথাকালে দৈনিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহাতে নবদ্বীপের পোষ্টমাষ্টার বাধা দিতেছেন। আমরা আশা করি—উহার প্রতীকারের ব্যবস্থা পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর অচিরেই করিবেন। ইহা কি বিরুদ্ধদলের প্ররোচনায় সাধিত হইতেছে?

যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, মানবজাতির সম্পূর্ণ জ্ঞানই বেদের বাণী, তাঁহারাই নিজের বিচারকে ও অন্য জনমত-সংগ্রহ করেন, আর স্বেচ্ছা-তন্ত্রের বিচারে সাধারণ জনমতে যে যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা গ্রহণীয় নহে—প্রচার করেন। কিন্তু এই উভয় মতই মনোধর্ম্মজীবীর দুইপ্রকার চেষ্টার অন্তর্গত। পাশ্চাত্যের বিচারকগণ জনমত বা স্বেচ্ছাতন্ত্রের মত, উভয় মতকেই লোকহিত বলিয়া জানেন। ত্রিগুণ বর্জ্জিত যাঁহারা বাস করিয়া সর্ব্বসদ্গুণ ও বাস্তব-সত্যকে কাল্পনিক বাসনা মনে করা রোগ-বিশেষ।

পাশ্চাত্য বস্তুবাদের মূল অধিকারী-সূত্রে বাস্তব-সত্যের আশ্রিত। অনেক ইতর-জগতে যে পরস্পরের অর্থবিনিময়ে ক্রয়াধিকার, তাহা বাস্তব-সত্যের অধীন হয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহা সাময়িক নৈতিক বিধির অন্তর্গত মাত্র। যাঁহারা এ স্বতন্ত্রতাপ্রবাসী অমান্য করেন, তাঁহারাই মনোধর্ম্মী হইয়া দর্শন-দৈন্যচেষ্টা অবলম্বনপূর্ব্বক মতভেদ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যবহারের প্রাচীন ব্যবহার অনুসরণ করিয়া বিচার যাঁহাদের প্রবল তাঁহারা বাস্তব সত্য অনুসন্ধান করেন না।

সাময়িক প্রসঙ্গ

চয়ন—শ্রীধাম মায়াপুর

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

নীলাচল ঋষভদেব কথা, ভক্তিধর্ম্মের প্রচার

চয়ন

(তাম্বুলি পত্রিকা ১৫শ বর্ষ ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত "প্রচারের পথে" শীর্ষক প্রবন্ধের অংশ—শ্রীধাম মায়াপুর-প্রসঙ্গ)

শ্রীধাম মায়াপুর

এই সেই স্থান, আর এই সেই সময় এই স্থানে এমনই দোলপূর্ণিমার রাত্রে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হইয়াছিল। সেদিনও এমন সাধক জন—মহাপুরুষের উদ্দেশে সমস্ত জনতা স্তব্ধ হইয়া পড়িল। ঐ সেই নিম্ববৃক্ষ—আজ সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে—উহার তলে মহাপ্রভুর জন্ম হইয়াছিল। মায়াপুর আজ লোকে লোকারণ্য, মাঠে ঘাটে রাস্তায় কোথায়ও তিল ধারণের স্থান নাই—ধর্ম্মোৎসবের উপলক্ষে বহু লোক এত দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে। মন সেই বহু পূর্ব্বেকার দিকে ছুটিয়া গেল। মহাপ্রভুর নীলাচল সে গঙ্গা কোথায়? কাল তাহা অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। গঙ্গার চড়া পড়িয়া মায়াপুর হইতে গঙ্গা এখন এক মাইল দূরে হটিয়াছে। চড়ায় এখন চাষ আবাদ চলিতেছে। কিন্তু মায়াপুর পল্লী এখনও মহাপ্রভুর স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই। সে ভিটা, শ্রীবাস অঙ্গন, যোগপীঠের ও শ্রী-অদ্বৈত প্রভুর টোল, ব্রজপত্তন এখনও পুণ্যজনের স্মৃতি বহন করিতেছে। চাঁদকাজীর বাড়ী, তাঁহার সমাধি, বল্লালদীঘি, বল্লালের প্রাসাদের ভগ্ন শেষ এখনও মায়াপুরের অঙ্গে শোভিত রহিয়াছে। পুরাতনের স্মৃতি মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এইখানে আমাদের মন্দিরের কথা একটু বলা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাবসময়ে এই মায়াপুরে কাজির বাড়ীর নিকট তাম্বুলিদের বাস ছিল—চৈতন্যভাগবতে শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক তাহার উল্লেখ আছে, যথা—

মালাকার প্রতি প্রভু শুভদৃষ্টি করি।
উঠিলা তাম্বুলি-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

শ্রীচৈতন্যদেব পাড়াপ্রতিবেশীদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি মধ্যাহ্ন আহারাদির পর প্রতিবেশীদের বাড়ীতে যাইতেন, এইরূপ তাম্বুলিদের বাড়ীতেও যাইতেন। জানিতে উৎসুক হইলাম, মায়াপুরে তাম্বুলিদের আর কেহ আছেন কি না, কিন্তু এখন আর কেহই তথায় নাই। কালের আবর্ত্তনে মায়াপুরের অনেক ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। এমন কি মহাপ্রভুর বাড়ীর নিকটেও বহু মুসলমানের বাস হইয়া গিয়াছে।

তারপর মায়াপুরে বর্ত্তমানের কার্য্যকলাপ দেখিলাম, তাহাও অতুলনীয়। গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসিগণ এখানে এক রাজসূয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন। মহাপ্রভুর বাড়ীর নিকটে অনেক নূতন নূতন ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। বহু যাত্রী তথায় আশ্রয় লইয়াছেন। মায়াপুরের যে স্থানকে বল্লালপোতা বা ব্রজপত্তন বলে, সেখানে এক বৃহৎ মেলা বা প্রদর্শনী বসিয়াছে। এখানে কৃষি, শিল্প, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিতে এক বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। সভাপতি মহাশয় এইগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪ সংখ্যার পর)

মহাপ্রভুর আদেশে ভট্ট মহাশয় পাদ্য সেবা করিয়া শীঘ্র প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। এমন সময় ত্রিহুত বা মিথিলা দেশবাসী বৈষ্ণব পণ্ডিত রঘুনাথ উপাধ্যায় প্রভুকে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। "কৃষ্ণে মতি রহু" বলিয়া প্রভু আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মহাপ্রভুর নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ পাইয়া উপাধ্যায় বড়ই প্রীত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনার জন্য আদেশ করিলে ভক্ত উপাধ্যায় স্বকৃত কৃষ্ণলীলার শ্লোক পড়িলেন।

শ্রী ঐশ্বর্য্যে [illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]।

মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ উপস্থিত। সর্ব্বজীবভাবময়ী এ প্রকারে পড়িল। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া লোকগণ মুগ্ধ হয় নাই। [illegible] দেখিয়া বুঝিতে পারায় সুসাধ্য ব্যাপার নহে। [illegible]

এখানে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। দেশের নামে এখানে যাত্রীদের উপর কোন পীড়ন নাই, যাত্রা বা ইচ্ছা [illegible] থাকে। অধিকন্তু ঠাকুরের প্রসাদ, ভক্ত বা নিজ্ঞ সকলেই পাইয়া থাকেন। মঠের সন্ন্যাসিগণ বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন—কাহারও খাওয়া হইল কি না সে দিকে অনুসন্ধান করেন। শুনলাম প্রত্যহ ২৫,৩০ মণ চাউল সিদ্ধ করা হয় [illegible] একযোগে চলিতেছে। [illegible] সন্ন্যাসীদের [illegible] প্রীত [illegible] করিলাম। মনে হইল, প্রভুর [illegible] না হইলে এত বড় বৃহৎ কার্য্য সম্ভব হইত না।

[illegible] এবং চৈতন্যদেবের সমাধি, বল্লালদীঘি প্রভৃতি দেখিয়া বিদায় লইলাম। মায়াপুরের মাঠের হাওয়া [illegible] "[illegible]"। মায়াপুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[[illegible] প্রকাশিত সভাপতি হইবে [illegible] চৌধুরী [illegible] কার্য্যকরী [illegible] [illegible]] —[illegible]

ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের কোনও কথা গোপন থাকিতে পারে না। তাই আজ উপাধ্যায় মহাশয় প্রভুকৃপায় নির্দ্ধারণ করিলেন যে, ইনি মনুষ্য নহেন, কৃষ্ণ। কৃষ্ণকথা আলোচিত হইতে লাগিল। ভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইতে উত্তরতর রসের আলোচনা করিয়া যখন প্রভু, ভক্তের নিকট হইতে মনোনীত তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন তখন গদগদ স্বরে পড়িতে লাগিলেন ;—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব
পরো রসঃ ॥

গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দর উপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরসের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুস্পর্শে প্রেমোন্মত্ত রঘুনাথ নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।

অদ্বৈত হৃদয়ে বিস্ময়ের আগমন হইল। তিনি অবসর বুঝিয়া পুত্রদ্বয়কে প্রভুর চরণে আনিয়া দিলেন। অনতিবিলম্বেই গ্রামে প্রভু-আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইল। প্রভুকে দেখিবার জন্য সকলেই ভক্ত-গৃহে উপস্থিত হইল। প্রভু-দর্শনে সকল লোকেই গৌরকৃষ্ণের ভক্ত হইয়া গেল।

সে আজ ৪১৮ কিম্বা ৪১৯ বৎসরের কথা যখন মহাপ্রভু এখানে ভক্তের গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কালাতীত বাক্যের স্বরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে এই জগতে গুরুজনের বস্তু, যাঁহা কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন, তাহার পরিবর্ত্তন না হইলে নিগুণ ইচ্ছাময় শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় সেই সকল বস্তু ভক্তজনের অন্তরালে থাকিয়াই লীলা প্রকাশ করেন। তবে তাহাদের জীবগণ সে লীলা দর্শনে বঞ্চিত হন না।

শ্রীমৎ শ্রীধরশ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে গত ১৭ই বৈশাখ সকালে শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন বিরচিতাঙ্গী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ, বিদ্যানন্দ অধিকারী এবং ব্রহ্মচারী কুঞ্জেশ্বর দাস সহ এ পত্রিকার সঙ্ঘ "শ্রীভক্তগোষ্ঠীর মঠ" প্রভৃতির আড়াইল গ্রামে যাত্রা করেন।

এক্সাইল গমনের পর সকলে যমুনার কূলে উপনীত হইলেন। যথা সময়ে নৌকায় আরোহণ করিলেন। পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণবের বন্দনার পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মহাপ্রভুর আড়াইল-আগমন পাঠ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণ সকলে মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যমুনাকে বুঝিয়া বিশেষ প্রকাশে প্রকাশ করিলেন যমুনাবক্ষে ভ্রমণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বক্ষে লইয়া তরণী দুলাই লাগিতে লাগিলেন।

নৌকা ঘাটে লাগিলে সকলে "জয় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকী 'জয়।'" বলিয়া পরপারে নামিলেন। অদূরে আদি বেণীমাধবের মন্দির। প্রয়াগ দশাশ্বমেধ ঘাটের অনতিদূরেও শ্রীবেণীমাধবের শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। কিন্তু সকলেই আড়াইলের বেণীমাধবকে আদি বেণীমাধব বলেন।

শ্রীবেণীমাধবকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ শ্রীবল্লভভট্টের গদীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। এক্সাইল উত্তরে 'দেওরক' গ্রামে উক্ত গদী অবস্থিত। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আগমন ঐ স্থানেই হইয়াছিল, সুতরাং গদী পূর্ব্ব স্থানেই আছে। তবে গ্রামের নাম আড়াইল নহে, আড়াইল পরগণার অন্তর্গত। এবিষয়ে অনুসন্ধানে আর অধিক কিছু সংবাদ পাওয়া গেল না।

প্রাচীন বটবৃক্ষের তলে শ্রীবল্লভভট্ট, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের গদী গদী নিত্য পূজিত হইতেছেন। তবে সেবাবেষ্টন পৃথক। সুতরাং গদী বসত বাটীর ভিতরে পড়িয়াছে। সাধারণের সব সময় সাক্ষাৎকার সুবিধা নাই।

শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ যে সময় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে সময় এলাহাবাদ সহর হইতে এক ধনী সপরিবারে পুত্রের মানসিক পালনোদ্দেশ্যে জন্য আসিয়াছিলেন। পুত্রের মস্তক মুণ্ডন, হোমাদি ও শ্রীগন্ধী চাদি গানে ব্যস্ত থাকায় প্রথমে ভিতরে যাওয়ার সুবিধা হয় নাই। আগন্তুকদিগের নির্দিষ্ট সময় নাই। প্রথমে শুনা যায়, বৈকাল ৫টায় দরজা খুলে, পরে শুনা গেল ৭টা এবং অবশেষে জানা গেল, রাত্রি ৯টা র খুলিবে। বর্ত্তমান সেবক মাধব দাসের পুত্র বসন্ত দাস ক্ষেত্রী।

শুনা গেল ইহাদিগকে সেবায়েৎ না বলিয়া সেবক বলিতে হয়। আর গদীর সেবা অগ্রাদি বাদ না দিয়া কদাপি বাহাই হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ে নক্ষী ধারণ করিলেই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন বটে কিন্তু দীক্ষিতের আভিজাত্য প্রবল। কেহ কাহারও সংস্পর্শে খাওয়া দাওয়া করেন না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি উদ্ধার করে শ্রীচৈতন্যমঠের আবির্ভাব। সুতরাং অচিরেই সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যস্মৃতি জাগরূক হইবে চৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন।

নীলাচল-প্রসঙ্গ

অক্ষয়বট

পাঠকগণ অবগত আছেন, ক্ষেত্রমণ্ডলের অন্তর্গত 'নীলাচল'এর আকৃতি শঙ্খের ন্যায় বলিয়া এই নীলাচলক্ষেত্র শঙ্খক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। অক্ষয়বট এই শঙ্খের নাভিদেশে বিরাজিত, ইনি শ্রীভগবানের বপুস্বরূপ। পুরাণে কথিত আছে যে, মহাপ্রলয়ের সময় চরাচর বিনাশপ্রাপ্ত হইলে বালিকা মহাবিষ্ণু মুখস্বরূপী শ্রীঅনন্তদেব শাখায় হইতে উৎপত্ত হইয়া এই অক্ষয়বটরূপে অবস্থিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির-প্রদক্ষিণ সময়ে অক্ষয়বট স্পর্শ করিতে হয়। যিনি যে কামনায় এই বটবৃক্ষের পূজা করেন, বটরাজ তাঁহার সেই কামনা পূর্ণ করেন। কামী ব্যক্তিগণ বর-স্বরূপে বটবৃক্ষের ফলপ্রাপ্ত হইলে তাহা ভক্ষণ এবং মাদুলী করিয়া গলদেশে ধারণ করেন।

অক্ষয়বট দর্শনান্তে ব্যক্তিগণ তৎসন্নিহিত গণেশ, সত্যনারায়ণ, সত্যভামা, লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম করেন।

কপাল-মোচন শিব—ইঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়।

অর্দ্ধাশনী শক্তি—ইনি কপালমোচন শিব ও অক্ষয়বটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতা। শ্রুতির আদিতে মহাপ্রলয়কালীন প্রলয়ের অর্দ্ধাংশ জল পান করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম অর্দ্ধাশনী। ইঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে শাশ্বত সুখ লাভ হয়।

নৃসিংহদেব—বিমলাদেবীর মন্দির ও অক্ষয়বটের মধ্যস্থলে অবস্থিত। নৃসিংহদেব বীর নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার পূজা করিলে অনন্ত প্রকার পাপ বিনষ্ট হয়।

অন্তর্ব্বেদী—সমুদ্রতীর হইতে অক্ষয়বট মূল পর্য্যন্ত স্থানকে অন্তর্ব্বেদী কহে। অন্তর্ব্বেদীর অন্তর্গত যে-কোন স্থানে মৃত্যু হইলে প্রাণিগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

বটেশ্বর বিশেশ্বর—ইঁহারা চতুর্ব্বর্গ-রূপ বাসনা সম্বন্ধবাধ্য বটের মধ্যে বাহু করিয়া 'বটজয় নিবারক'-রূপে সমুদ্রতীরে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে কোটি শিবলিঙ্গের পূজা-ফল পাওয়া যায়।

বটকৃষ্ণ—যখন মার্কণ্ডেয় অক্ষয়বটোপরি ইঁহাকে বালগোপাল-মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছিলেন, ঐ সময় তিনি মার্কণ্ডেয়কে বিস্মিত করিয়া বটবৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পুনঃ বহির্গত হইয়াছিলেন। বটকৃষ্ণ পাষাণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অক্ষয়বটের নিম্নে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার দর্শনে কালভয় চিরতরে দূর হয়।

মুক্তিমণ্ডপ—ইহা নৃসিংহদেবের নিকটে অবস্থিত। এই স্থানে অনুষ্ঠিত পুণ্যকার্য্যে কোটিগুণ ফল পাওয়া যায় এবং এই স্থানে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি লাভ হয়।

মার্কণ্ডেশ্বর সরোবর—ভগবান্ শ্রীহরি-কর্তৃক দীর্ঘ-নিশ্বাসে আবদ্ধ হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় অক্ষয়বটের বায়ুকোণে সুদর্শন চক্রদ্বারা এই পূত সরোবরটি নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা 'শ্রীচক্র-তীর্থ'-নামেও অভিহিত। প্রতি বৎসর তথায় বারুণী-উপলক্ষে স্নান হইয়া থাকে।

মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব—ইঁনি মার্কণ্ডেশ্বর সরোবরতীরে বিরাজিত। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক ইঁহার পাষাণময় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইঁহার দর্শনাদিতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

রৌহিণকুণ্ড—এই পবিত্র কুণ্ড শঙ্খমণ্ডলের নাভি দেশে অবস্থিত এবং পূততম কারণ-বারিতে পরিপূর্ণ। প্রলয়কালে সাগরের জল অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে রৌহিণ-কুণ্ডের কারণবারিও বর্দ্ধিত হইয়া শেষে কুণ্ডেই বিলীন হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন ইহার নাম রৌহিণকুণ্ড। বর্ত্তমান সময়ে এই পূত কুণ্ডবরের জলে স্নান করিবার উপায় নাই। ইঁহার জল স্পর্শ, পান এবং মস্তকে ধারণ করিতে হয়। ইঁহার জল পান করিয়া একটি বৃদ্ধ কাকপক্ষী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কপোতেশ্বর—ইনি বিমলামণ্ডপ ও নীলাচলের মধ্যস্থিত কুশস্থলীতে অবস্থিত। এই কুশস্থলী এক সময় বলাশয় বৃক্ষলতাদি-যুক্ত ভীষণ দুর্গম স্থান ছিল। শঙ্কর জগন্নাথের তপস্যার নিমিত্ত তথায় অবস্থানের মানসে ঐ স্থানে অনেক বৎসর যাবৎ ও নানাপ্রকার বৃক্ষের সুরম্য উদ্যান প্রস্তুত করেন। কঠোর তপঃক্লেশে তিনি কপোতাকার ধারণ করেন, ও বিস্মিত জগদীশের প্রসাদে কপোতেশ্বর নামে পূজিত হ'ন।

গম্ভীরা—এই পূততম প্রকোষ্ঠটি রাধাকান্তমঠে অবস্থিত। এই স্থানে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা প্রকাশের সময় অবস্থান করিতেন। রাধাকান্তমঠ শ্রীজগদীশের মন্দির হইতে দক্ষিণে সামান্য দূরে অবস্থিত।

সিদ্ধবকুল—এই স্থানে নামাচার্য্য শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। এই বৃক্ষটির রাধাকান্তমঠ হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে। ইহার নামানুসারে প্রসিদ্ধ সিদ্ধবকুলমঠ অবস্থিত।

স্বর্গদ্বার—ইহা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে দুনাধিক এক মাইল দূরে

শ্রীঋষভদেব কথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬া সংখ্যার পর)

শ্রীগুরুসেবাই বদ্ধজীবের মুক্তির এবং মুক্তজীবের নিত্য স্বভাবসংরক্ষণের কারণ। শ্রীগুরুসেবার উদাসীন-সম্প্রদায় নাস্তিক। আবার বাহারা তাৎকালিক শ্রীগুরুসেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া পরিণামে সেবাত্যাগী বা বিরোধী তাহারাও অপরাধী।

স্ত্রিয়া বস্তু এবং প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুসেবা করিবেন। কেননা গুরুরূপাই তাঁহার প্রার্থনীয় বস্তু। যাঁহার প্রসাদে শ্রীভগবানের প্রসাদ এবং যাঁহার অপ্রসাদে আর কোনও গতি নাই—সেই শ্রীগুরুদেবই আমার দ্বিতীয় স্বরূপ।

(২) বিষয়-ভোগাদিতে বিতৃষ্ণা শ্রীগুরুসেবারই ফল। বিতৃষ্ণা শব্দে অনেকে ঘৃণা বুঝিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাহা নহে—কেননা, বিষয়ে রাগ বা আসক্তি এবং ত্যাগ বা বিরক্তি উভয়েই জীবের বন্ধন। অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়কালেই জীবের বিষয়ভোগ অনিবার্য। তবে সে-পরিমাণে সেবাপ্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে প্রবলা হয়, ভোগ-প্রবৃত্তি সেই পরিমাণেই কমিয়া যায়। আর বিষয়গণ জীবভোগ্য হইলে দুষ্ট না হইয়া শ্রীভগবানের সেবোপকরণ-রূপে প্রতীত হয়।

বাহিরে কর্মেন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা প্রদান অথবা তাহাদিগকে সংযম করিয়া মনে মনে বিষয়ভোগকে কপটাচার বলে। ভোগে বা ত্যাগে বিষয়, জীবকে কিছুতেই ছাড়িবে না। একমাত্র সেবাই বিষয় বিতৃষ্ণা আনয়ন-কারিণী।

(৩) শীতোষ্ণাদি দ্বন্দসহিষ্ণুতা স্বধর্ম প্রতি নিষ্ঠিতার সহায়ক। সহিষ্ণুতা জীবহৃদয়ের সদ্গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। ইহার অপর নাম তিতিক্ষা।

সংসারে আগত সকল জীবই কর্ম-ফলাধীন সুতরাং কর্মের ফল—সুখ ও দুঃখ সকলেই পাইবেন। কিন্তু সুখ-লাভে জীবের যত উল্লাস, দুঃখ লাভ ও দুঃখের কথা, মাত্র শুনিলেই তদপেক্ষা অধিক ত্রাস। কিন্তু বুদ্ধিমান জনগণ বিহিত দুঃখকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সহ্য করেন। দুঃখ না চাহিলেও প্রাপ্য বিচারে জীবের ভাগ্যে অবশ্যই সমাগত হইবে। অতএব বিবেচক, দুঃখ ভোগকে দুষ্কর্মের ফলকারক জানিয়া এবং আমার সংশোধনের জন্য দৈববিহিত দান বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই সংসার কর্মময়। সুতরাং কর্মবদ্ধ জীবের আবাস-স্থলীতে বাস করিয়া কর্মব্যতীত কাহারও অবস্থিতি সম্ভবপর নহে। সুতরাং কর্ম-নিষ্ঠিত লোক সত্য। কেহ কেহ বলেন যে, ইহজগতে অবিচ্ছন্ন সুখলাভ না হইলেও সৎকর্মাদি অনুষ্ঠানে পরলোকে গমন এবং তথায় সুখাদির চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু বাস্তবিক, ঘটনা তাহা নহে। কারণ স্বর্গাদি লোকও কর্মনির্মিত। ভোগের দ্বারা যেমন পাপ ক্ষয় হয়, পুণ্যের বিচারও তাই। সুতরাং পুণ্যের পরিমাণ হিসাবে পুণ্যবানের স্বর্গে স্থিতি হয়, আবার পুণ্যক্ষয়ে অনিচ্ছা-সত্ত্বে তাঁহাকে সেই লোক হইতে অন্য লোকে পতিত হইতে বাধ্য হইতে হয়।

ইহলোকে যেমন শ্রেষ্ঠ মধ্যম, সম দে হীন এবং নিকৃষ্ট অবস্থা বিদ্যমান, পরলোক বা স্বর্গাদিরাজ্যে সেইরূপ প্রতি-দ্বন্দ্বিতাদি বিদ্যমান। অতএব বুদ্ধিমান জন্মমরণমালা পরিবারের সহায়ক পাপ পুণ্যাদি কর্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখাদির অবস্থিতি কর্মনির্মিত নশ্বর ইহলোক ও পরলোকের স্বরূপ বিচারে লোক-কামনা পরিত্যাগ করিবেন।

(৫) জিজ্ঞাসাই জীবকে অজ্ঞতার হাত হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করে। তবে জিজ্ঞাস্য বিষয় বিচারে সৎ ও অসৎ ভেদে দুইটী পন্থা আছে। নিত্য বস্তুই সৎ এবং

অবস্থিত। এখানে বর্তমানযুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী শ্রীভক্তিকুটী বিরাজমানা। মুক্তভিক্ষুগণ জনগণ এই নিত্যশুদ্ধভক্তিপ্রদা ভক্তিকুটীরে পুতধূলা অঙ্গে সংলগ্ন দিয়া ধন্য হ'ন। ভক্তি-কুটী এবং নামাচার্য শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থল একই স্থানে অবস্থিত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাস দ্বারা জগতে নাম-মহিমা প্রচার করিয়াছেন; কালক্রমে দুর্ভাগ্য জগদ্বাসী জীবগণ সেই নামমূল্যের অমল কিরণ দর্শনে বঞ্চিত হইলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণাক্রমে ঠাকুর শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ তাহা 'শ্রীশ্রীহরিনাম-চিন্তামণি,' 'জৈবধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং নানাবিধভাবে প্রচার করেন।

এতদ্ব্যতীত স্বর্গদ্বারে (১) নিমাই-চৈতন্যমঠ, (২) বিদ্যুতাশ্রম মঠ ও মুকুন্দ দাস বাবাজীর মঠ, (৩) স্বর্গদ্বার সাক্ষী, (৪) কাণপাতা হনুমান (৫) সুদামাপুরী, (৬) নানকপন্থী মঠ, (৭) কবীরপন্থীমঠ, (৮) সাতলহরীমঠ বিদ্যমান।

টোটা-গোপীনাথ—ইঁহার

শ্রীমন্দির ভক্তিকুটী হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। অন্তর্ধানের সময় শ্রীমহাপ্রভু নীর অর্জাবিগ্রহ শ্রীগোপীনাথে প্রবেশ করিয়া তিনিই যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহা আমাদের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিকেও জানাইয়া গিয়াছেন।

ভক্তিধর্ম্মের প্রচার

গত ১৮ই বৈশাখ শ্রীল তীর্থ মহারাজ দ-পাড়িরদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের আমন্ত্রণে তদীয় ভবনে শুভাগমন করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পাঠকা-প্রদর্শনমূলক পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি করেন। স্বামিজী সংসারস্থ গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্তব্য-সম্বন্ধে বহু গবেষণা-পূর্ণ উপদেশ-দানে শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারক শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্যে অকৈতবৈকান্তিক-বিপ্র ত্রিদণ্ডিপাদগণ দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে গিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্তন করিতেছেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহা-রাজের কৃপায় আজ বিশ্বে বিশ্বম্ভরের বাণী সর্বত্রই বিঘোষিত হইতেছে। 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' শ্রীমহাপ্রভুর এই ভবিষ্যৎ বাণীর যথার্থতা আজ সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু হায় বাঙ্গালা এই পরম সুযোগ পাইয়াও দুর্দৈব বশতঃ শ্রোতপন্থার এই কল্যাণকল্পতরুর শরণ গ্রহণ করিল না, তাহাদের ভাগ্য ও বুদ্ধিকে আমরা গঙ্গাতীরে বাস করিয়া তৃষ্ণার্ত্তের জল পানের ন্যায় প্রশংসা করিতে পারি না।

এ বস্তার যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥

—চৈঃ চঃ

গত ১৮ই মে কটকের বক্সীবাজারের দুর্গামণ্ডপে একটী বিরাট সভাতে কলি-কাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজ ও শ্রীরাধেন্দু সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে এবং তাঁহার প্রচারিত সম্প্রদায়কে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছেন। বহু শিক্ষিত লোক এই বক্তৃতা শুনিয়া যথেষ্ট আনন্দানুভব করিয়াছেন

অনিত্য বস্তুই অসৎ। অনিত্যের জিজ্ঞাসু অনিত্যের সন্ধানে অভিজ্ঞতা-লাভের পরিবর্তে ক্রমশঃ অন্ধকারা সমুদ্রের অতলতলে পতনের সুবিধা অর্জ্জন করে। অতএব সম্যক্ বিচারে, তত্ত্বান্বেষ বিচারে অন্যাভিলাষ ছাড়িয়া—

"তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নামসংকীর্ত্তন সব্ব আনন্দস্বরূপ॥"—ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন।

(ক্রমশঃ)

এবং এই সভার উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ নন্দী এবং শ্রীযুক্ত ... স্বামিজিকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ২৫শে বৈশাখ চাকদহ কোলার অন্তর্গত উদুরেঘিয়া মহকুমার অধীন ... পুর গ্রামে শুভবিজয় করেন, তথায় স্থানীয় লোকের আগ্রহে ঐ দিনই একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডলীমণ্ডিত সভা সভার ব্যবস্থা হয়। স্বামিজী মহারাজ ঐ সভায় নামাচার্য ঠাকুর হরিদাসের আবির্ভাব ও প্রচারিত নাম মহিমার বিষয় বক্তৃতা করেন। নামাপরাধ ও নামাভাস সম্বন্ধে আলোচিত হয়। শ্রোতৃবৃন্দ ঐ সম্বন্ধে সকল সূক্ষ্ম কথা জানিতে পারিয়া বিশেষ উপকৃত এবং শুদ্ধ নামাদির সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। অতঃপর স্বামিজী ১৯শে বৈশাখ তারিখে ...পুর গ্রামের নিকট শ্রী মাধাইবাস গ্রামে শ্রীযুক্ত ... দাস অধিকারীর গৃহে হরি-কথা কীর্ত্তন করেন। গ্রামবাসী বহু লোক গুরুগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

কুচবিহারে বোম্বে মহারাজ

কলিকাতার শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের পরমহংস আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাপাত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ তাঁহার দলবল ও আসাম হইতে রওনা হইয়া কুচবিহারে পৌঁছিয়াছেন। তথায় বাবু শরৎ কুমার ঘোষ প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ মহা সমাদরে স্বামীজির অভ্যর্থনা করিয়া-ছেন। স্বামীজী আজিমগঞ্জ-ভবনে স্থানীয় বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়ের এবং অন্যান্য বহু লোকের সাক্ষাতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া সকলকে পবিত্র ও ধন্য করিতেছেন। স্বামীজী ১৩ই মে ল্যান্সডাউন হলে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। চতুর্দিক হইতে বহু সহস্র ব্যক্তি তথায় সমাগত হইয়া-ছিলেন। মিঃ নন্দী সর্বতোভাবে এবং সকল সময়ে সভানুষ্ঠানে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। ... ... বহু প্রাণ উদারচেতা লোক ... ... তিনি বাস্তবিকই ধন্যবাদের পাত্র।

বন মহারাজের পুরী যাত্রা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজ সদলে কটক পৌঁছিয়াছেন। তথায় কিছু-কাল ... ... প্রচার করিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ পুরী যাত্রা করিবেন এবং তথায় শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভাব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

বধালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাধারণ বঙ্গবাসীর বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর আর অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের নিশ্চয় পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা - ১৷৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আবশ্যক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণের, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডল। এক নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ – প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উত্তম রেশমী কাপড়ে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিয়া দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের স্বরূপ ও প্রকৃত বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। তথা চারি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্যন্তর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তাহারা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা এতাদৃশ পুরুষ বস্তুর ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ, এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের আকর; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:- ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রীমঠের ও প্রাচীনগ্রন্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বাংলায় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গদেশের অধিক প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সংহিতা ।০
৫। ভজনরহস্য ৷৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
„ „ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷৷০
৯। মুক্তাফলটীকা ভগবৎসারজ্ঞঃ সানুবাদ (যন্ত্র) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
১১। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১২। শ্রীজগন্নাথচন্দ্রাবলি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমাম্ভোজ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড, ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৵০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। প্রেমবিবর্ত্ত ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

মিথ্যা সংবাদে ম্যাজিষ্ট্রেটের ইস্তাহার

ব্যাঙ্ক ও পোষ্টাফিসসমূহের টাকা লুণ্ঠিত হওয়া মিথ্যা

'দেশীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যের মধ্যে লড়াই হওয়া সংবাদ মিথ্যা

"স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গ করিয়া পুলিসের বেত্রাঘাত" মিথ্যা

গবর্ণমেণ্ট রাজদ্রোহ-প্রতিক্রিয়া দমনের পক্ষপাতী নহেন

হরতাল করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে নিম্নলিখিত সংবাদসমূহ যাহা সাধারণে প্রচারিত হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

১। ব্যাঙ্ক ও পোষ্টাফিসসমূহ লুণ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং ব্যাঙ্ক ও পোষ্টাফিসে টাকা রাখা নিরাপদ নহে—এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোনও ব্যাঙ্ক, ট্রেজারি বা পোষ্টাফিস লুণ্ঠিত হয় নাই এবং এই সকল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইতেছে সুতরাং এই সমুদয় স্থানে টাকা রাখা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

২। ভারতীয় সৈন্যগণ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েছে এবং ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত লড়াই করিতেছে; ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোনও স্থলে বা জাহাজে ভারতীয় সৈন্যগণ কার্য্যে ইস্তফা দেয় নাই, কিম্বা ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত লড়াইও হয় নাই।

৩। নরসিংদী, মীরা এবং কাশিতে স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গ করিয়া পুলিশ বেত্রাঘাত করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ ঘটনা কোথায়ও হয় নাই। পুলিশ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সর্ব্বদাই সদয় ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

৪। গবর্ণমেণ্টের আদেশে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রচার বন্ধ হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, তাহা একেবারেই মিথ্যা। প্রকৃত ঘটনা এই, সমুদয় সংবাদপত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোমাকর মিথ্যা সংবাদ প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে আইন ভঙ্গে উত্তেজিত করিয়াছিল, সেই সমুদয় সংবাদপত্রকে সদ্ভাবে পত্রিকা পরিচালন জন্য গবর্ণমেণ্ট জামিন চাহিয়াছেন, তাহাতেই কয়েকটী সংবাদপত্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উহার প্রচার বন্ধ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কখনও পত্রিকা দমনের পক্ষপাতী নহেন, কিন্তু যাহারা মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপণ করে তাহাদিগকে সংযত করাই কেবল গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। কাহারও উপর জুলুম করা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নহে, প্রজাবর্গের ধনজন ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকগণের প্রতি গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই সদয় থাকিয়া তাহাদিগকে আপদবিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, কিন্তু যাহারা গোলযোগ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কিংবা তাহা করিতে অপরকে উত্তেজিত করে তাহাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার কঠোর উপায় অবলম্বন করিবেন এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ঢাকায় পুলিশের যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে। সাধারণ প্রজাগণ সাধ্যমতে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করুন।

হরতাল, স্কুলে ধর্ম্মঘট প্রভৃতি বহুরূপ কার্য্য সাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর। জনসাধারণ উহাতে যোগদান না করিয়া নির্ভয়ে তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকুন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবেন।

ই, ডাব্লিউ হল্যাণ্ড,
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঢাকা।

অর্ডিনেন্সের অসুবিধার তদন্ত

সংবাদপত্রসেবীর লাট সাহেবের সহিত পরামর্শ

বাঙ্গালার লাট সাহেব সংবাদপত্র-সেবিগণের সহিত যে পরামর্শ করিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে একজন সংবাদপত্রসেবী দার্জ্জিলিঙে আহূত হইয়াছিলেন। লাটসাহেবের সহিত পরামর্শে স্থির হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট একজন অফিসার নিযুক্ত করিবেন, তিনি সংবাদপত্রসেবিগণের বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্স আইনে কিরূপ অসুবিধা হইতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

কৃষ্ণনগর-সংবাদ

কৃষ্ণনগরের ১৯শে এবং ২০শে আগষ্টে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত কোন দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চুঁচুড়ার ৩৬ জনের কারাদণ্ড

চুঁচুড়ার ১৮ই আগষ্ট তারিখে ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে ৩৬ জন গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। গত ১৯শে যে তারিখে তাঁহাদিগের উপর একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বীরনগরে রায়বাহাদুরের পল্লী

মহিলাগণের জোর পিকেটিং

বীরনগরে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যায়ের পল্লীর সন্নিকটেই এক মহিলা সভার অধিবেশনে খদ্দর প্রচার, পিকেটিং প্রভৃতির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; খুব জোর পিকেটিং চলিতেছে। দুইজন মহিলা মদ পিকেটিং করিতেছেন।

ওয়াদালার লবণ গোলা লুঠ

দর্শকগণেরও চুরির সুযোগ

ওয়াদালাতে বিভিন্নদলে বিভক্ত হইয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ (প্রায় ১৫০ জন) চারিদিক হইতে একই সময় লবণের গোলাগুলি আক্রমণ করিয়া গত ১৮ই তারিখে খুব লবণ লুঠ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত দর্শকবৃন্দ দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারাও অনেক লবণ চুরি করিয়া পলাইয়াছে।

গত ১১শে তারিখ হইতে পুলিশের আর একটু কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হওয়ায় পূর্ব্ব দিনের মত লবণ চুরি হয় নাই।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফস্বলের সুবিধার জন্য ৩ নং শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় বোতলে সকলবিধাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং ঠনঠনিয়া রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বেঙ্গলীত

মদন মঞ্জরী

ধাতুর দৌর্ব্বল্য ও ধাতুদিগের, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, স্বপ্নদোষে শুক্রক্ষয়, মেহ, বহুমূত্র, রক্তের দোষ, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহার দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাসর্গ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, হাইড্রোক্লোরেট কুইনাইন, আর্সেনিক এবং কঁণ্ডিশেন আছে।

এই কেরাস-কুইনিন দ্বারা ইন্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য করে এবং রক্ত হইতে বাহাটী ইন্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ম্যাঃ টাকা

হাইড্রো-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ৯১ হরিতকী লেন, কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র-কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানারূপ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলীর পীড়া, স্ত্রী এবং বালকবালিকাদের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ফিটব্যারাম প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক ম্যাজিক্স ব্যবহার করায় বাঁচিতে পারেন, তাঁহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ। পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাক্ত (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোকো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত

বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুদর্শিত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও ষড়্গুণবলিজারিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ ও খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered

১৫৪

বিজ্ঞাপনের হার
প্রান্তভাগে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সহর ও মফঃস্বল ... অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী ৭০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ শুক্রবার ২৩শে মে ১৯৩০

৫০০ মণ লবণ লুঠ

ঝিলামে স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর গুলি

নাইডু ধরসনায় গ্রেপ্তার

বন্দীগণের উপযুক্ত আহার ব্যতীত অনশন ব্রত

মহেন্দ্র মাইতীর কারাবাস

ইউরোপীয়দের মদের গাড়ী দগ্ধ

প্রথম খণ্ড সাইমন রিপোর্ট

দিল্লীর দুর্ঘটনায় উকীলদের তদন্ত রিপোর্ট

পার্লামেণ্টে গান্ধী সঙ্গে সন্ধি

সাইমন ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মাদ্রাজে গুলি

আকাশযানে বোমা নিক্ষেপ

জার্ম্মানীতে বৃটিশ দূতের প্রতি আক্রমণ

স্মরণ চিহ্ন উৎপাটন

কুষ্টিয়া হইতে তিন গাড়ী চালান, রবীন্দ্রনাথ

১৫ বয়স্ক ছেলেদের বেত্রাঘাত

চাটগাঁয়ের লুণ্ঠনে কলিকাতা খানাতল্লাস

৫০০ মণ লবণ লুঠ

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত ওয়াদালাতে লবণ গোলা লুঠের জন্য প্রায় ১০।১২০ হাজার লোক সমবেত হয় এবং প্রায় ৫০০ মণ লবণ লুট হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবক ব্যতীত অনেক বাহিরের লোকে ঐ লুণ্ঠনে যোগদান করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট টেক্স বাবে [illegible] সত্যাগ্রহীগণকে [illegible] হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরের অবস্থা

গত মঙ্গলবারে ও বুধবারে কৃষ্ণনগরে কোন স্বেচ্ছাসেবককে আইন অমান্য করিবার জন্য গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আন্দোলনের কার্য্য ধীরে-ভাবে চলিতেছে। সহরে কোন গোলযোগ নাই, কেবলমাত্র পুলিশ [illegible] কৃষ্ণনগর [illegible] যেমন [illegible] বাজার [illegible] লাল পাগড়ীর সারি মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়।

কুষ্টিয়া হইতে তিন গাড়ী চালান

গত [illegible] তারিখে কুষ্টিয়া হইতে তিন গাড়ী [illegible] করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে [illegible] লওয়া হইয়াছে। সকলেই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত আসিয়াছিলেন। কাহারও মুখে বিষাদের চিহ্ন মাত্র ছিল না।

পুলিশের উপর ইটপাটকেল

গত ১৮ই তারিখে ঢাকার নবাবপুর রোডে একজন সাইকেল আরোহীকে একটি পুলিশে আটকায়। ঐ ব্যাপার লইয়া অনেক লোক জমিয়া যায় এবং পুলিশও অনেকগুলি জমায়েত হয়। লোকেরা পুলিশের উপর ইটপাটকেল ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। পুলিশ লাঠির দ্বারা জনতা হটাইয়া দেয়। কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী এবং কয়েকটি লোক আহত হইয়াছে।

সীমান্ত যুদ্ধ

আকাশযানে বোমা নিক্ষেপ

[illegible] সীমান্ত [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] অবস্থা [illegible]

বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কারাদণ্ড

[illegible] কারাদণ্ড [illegible] তাহার [illegible] হয়।

ওয়াদালা ও ধরসনার লবণ গোলা আক্রমণ

ওয়াদালায় ৪০০ স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

পুলিশ সেপাইদের উপর লবণ বৃষ্টি

লবণের গাদার উপর স্বেচ্ছাসেবক

গত ১৯শে মে ... ওয়াদালা ... স্বেচ্ছাসেবকগণ ... [illegible]

... পর্যন্ত ... [illegible] ... লবণ আনিবার ... বিচার হইবে ... ছাড়িয়া দেওয়া ...

লবণ গাদার উপর স্বেচ্ছাসেবক নাইডুর পরামর্শ

... [illegible] ... পুলিশ ... দেহ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেহ কেহ তাহাদের বেষ্টনের মধ্যে ... ছিল। ১৯শে মে সকালে ২০০ শত স্বেচ্ছাসেবক ... ২০০ স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া বাধা দিয়া ... লবণের গাদার উপর গিয়া ... তাহারা সেখানে পাহারা থাকিবে বলিয়া প্রচার করিয়াছে। ... বর্তমান। শ্রীমতী নাইডু ... কিছু দূরে একটা ... তাঁহার পরামর্শ ... তিনি ... আগামী কল্য প্রায় ১০০০ স্বেচ্ছাসেবক এই কার্যে যোগদান করিবে। ... স্বেচ্ছাসেবক আহার্য ও পানীয় অভাবে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ... অবস্থ আছেন। পর পর ... প্রকাশ করিব।

নোয়াখালির স্বেচ্ছাসেবক

১৩ই মে ... সংবাদদাতা ১৯শে তারিখে ... হইতে সংবাদ দিয়াছেন ... স্থানীয় ... নদীর তীরে ... করেকটী ... দিয়াছেন।

পার্লামেণ্টে বৃটিশের মন্ত্রী

গান্ধির সহিত মিটমাটের প্রস্তাব

বিলাতে গত সোমবারে পার্লামেণ্টের সভায় বৃটিশসাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন যে, আমেরিকার ১০২ জন পাদ্রী বা ধর্ম্মযাজকেরা শ্রীযুত গান্ধীর সহিত মিটমাট করিতে অনুরোধ করিয়া যে পত্র দিয়াছেন, এখনও তাহার কোন জবাব দেওয়া হয় নাই।

সর্বদল সম্মিলনার সভ্যপদ ত্যাগ

... [illegible] ... দেশের বর্তমান যে অবস্থা ... সম্মিলনের ... সভাপতির ... হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

মাদ্রাজে গুলি

মাদ্রাজ হইতে ২০শে ... এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ মাদ্রাজে ... ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া ... একটা সভা হয়। পুলিশ অন্য কোন উপায়ে জনতা হটাইতে না পারিয়া গুলি চালাইয়াছে। ফলে কতকগুলি লোক আহত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হ'তে সরে পড়

গত ১৯শে তারিখের কলম্বো হইতে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, প্রায় ২৫০০ জন ... বৃটিশ দূতাবাসের প্রতি ... নিক্ষেপ করিয়া ... এবং ... চত্বরের উপর লিখিয়া রাখিয়াছে "ভারতবর্ষ হইতে সরিয়া পড়"। পুলিশ আসিবার পূর্বেই সকলে ... পলায়ন করিয়াছেন।

চাটগাঁয়ের লুণ্ঠনে কলিকাতা খানাতল্লাস

চাটগাঁয়ের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ব্যাপারে কলিকাতায় খানাতল্লাসী হইতেছে। কয়েকটী বাড়ী খানাতল্লাস হইয়া এবং একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অস্ত্র আইনের বিধানানুযায়ী ... মামলা দায়ের করা হইতেছে।

রাজা হরনাথ সিং

বর্দ্ধমানের পরলোকগত মহারাজা ... বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র ... সিং গত ২০শে মে সিমলাতে ... দিয়াছেন। তিনি বহুদিন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তিনি যৌবনকালে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একটী খৃষ্টানের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কে, সি, আই, ই, এবং রাজা উপাধি দিয়াছিলেন।

সাইমন রিপোর্ট

প্রথমখণ্ড ১০ই জুন

সাইমন্ কমিশনের রিপোর্টের প্রথম খণ্ড ১০ই জুন একসঙ্গে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইবে। রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ড ও ছাপাইবার উপযুক্ত হইয়াছে এবং তাহা ২৪ জুন প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সাইমন কমিশনের প্রস্তাবিত বাকী সকল লিপিবদ্ধ আছে।

সাইমন ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

ভারত আয়ারলণ্ডের মতই অধিকার

... সাইমন গত ১৯শে তারিখে ... পার্লামেণ্টে ... শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে একটী ভোজ দিয়াছেন। অনেক পার্লামেণ্টের মেম্বর উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, ... আয়ারলণ্ডের মতই অধিকার চাহে। তাহাকে ... করা কর্তব্য।

মাদ্রাজের বিরাট সভা পুলিশের উপর বোমা

পুলিশ ... আপিস হইতে হাইকোর্টের নিকট সভা হওয়ার পুলিশ ... আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করেন এবং ... একজন ... সার্জেণ্টের নেতৃত্বে ৫০ জন পুলিশ লাঠি লইয়া জনতাকে আক্রমণ করে। তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবার সময় হঠাৎ একটী বোমা ফাটিয়া সার্জেণ্ট সাহেবের ঘোড়ার মাথায় ... করিয়াছে। সেই সময় একজন ... দিক দিয়া ... সময় ... আঘাত প্রাপ্ত হয়। পুলিশ আরও ৭ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

লণ্ডন হইতে ২০শে তারিখের রয়টারের সংবাদে প্রকাশ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "মানবের ধর্ম্ম" সম্বন্ধীয় তিনটি লেকচারের প্রথম লেকচার দিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি মানবের ... এবং মিলনের স্বর্গীয় নীতির বিকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন। মানবের প্রকৃত উন্নতি কিসে এবং বাস্তবিক মিলনের নীতি কি, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে জীবনের শেষ ক'দিন একটু আলোচনা করিতে দেখিলে আমরা বড়ই আনন্দিত হইতাম।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ পরিবর্ত্তিত পাক্ষিক পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকা[শ]

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাজনবাক্য, মঙ্গলাচরণ

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগামী কল্য একাদশীর উপবাস হইবে। সাধারণে যাহাকে 'গুরুবার' বলেন, পারমার্থিকগণ সাধুসঙ্গের বিচার অবলম্বন করিয়া উহাকে "নির্জ্জল" নামে সংজ্ঞা প্রদান করেন। নবদ্বীপস্থিত "মধুসূদন" তিথি-পত্রে মায়াবিদ্ধ মতগণ আদর করেন। সাধারণ পাঠকগণ এই সকল কথায় উদাসীন বলিয়া শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকায় উহার উল্লেখ থাকিবে না—এরূপ বিচার করা উচিত নহে।

—

নোয়াখালীর অন্তর্গত তাহার বংসর হইতে একটি প্রচারকেন্দ্র হইয়াছে। গত বৎসর সেই স্থানে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব দিনে একটি মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। অর্থের অভাব-নিবন্ধন সেই কার্য্য কতদিন হইতে স্থগিত আছে। তদঞ্চলবাসী ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামবিহারী দাস অধিকারী মহাশয় তথায় একটি সম্পূর্ণ বিগ্রহ জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অচিরেই তথায় সম্পূর্ণ হইলে কেবল যে শ্রীবিগ্রহের কার্য্য সম্পন্ন হইবে এরূপ নহে, পরন্তু তথাকার অধিবাসিগণও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদ লাভ করিয়া পারমার্থিক-পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। অতএব শ্রীযুক্ত রামবিহারী বাবুর এই সৌভাগ্যের জন্য অধিবাসিগণ সোৎসাহে ধন্যবাদ দিতেছেন।

বঙ্গদেশ ও আসামের গৌড়ীয়গণের দেশসমূহের বিভিন্ন স্থানসমূহে নদীয়া প্রকাশের সংক্ষিপ্ত নাম "শ্রীধাম" ও তাহার "নবদ্বীপ"—এই কথা জানিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এখনো বোধ হয়, নবদ্বীপের সাধু গৌড়ীয়গণ প্রভৃতি সাধু স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন না। [illegible] তাঁহাদের সংবাদ নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি নদীয়া-জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ও. টি. জেনকিন্স মহোদয় প্রচার করিয়া প্রকৃত উপদেশ প্রদান করিবেন।

প্রসিদ্ধ বাগ্মিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহার দাক্ষিণাত্য মাদ্রাজ প্রদেশে কটক নগরে অবস্থান করিতেছেন। তথায় নানাস্থানে হরিকথার আয়োজন করিয়া তাঁহার উদাত্ত ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ অতি মধুর কণ্ঠে শ্রুতিমধুর সংবাদ প্রতি শুনাইতেছেন। সুতরাং বাহিরের

মহাজন-বাক্য

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্র যে নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন, সেই নামসংকীর্ত্তন হইতেই জগতের সর্ববিধ মঙ্গল সুনিশ্চিত। নামসংকীর্ত্তনই আমাদের যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করিয়া আমাদিগকে নিত্যমঙ্গল প্রদান করেন—ইহা নিঃসংশয়ে নিষ্কপটে বিশ্বাস করিতে লোক যতই বিলম্ব করিবেন, ততই তাঁহাদের অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

—

বাহিক জগতের শব্দগুলি আমাদের কর্ণে যত অধিক প্রবেশ করিবে, আমরা তত অধিক অশান্ত হইয়া ভবলোকযোগাদি বাহিক পথ দ্বারা আকৃষ্ট হইতে থাকিব—ইহা ধ্রুব। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধু-মুখ-নিঃসৃত পরলোকের শব্দ শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হন। সাধু মুখ হইতে পরলোকের কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সম্বন্ধীয় শব্দ শ্রবণ আমাদের যত অধিক হইতে থাকিবে, ততই বাহিক জগতের মোহ কাটিয়া গিয়া আমাদের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকিবে। বৈরাগ্যই নিখিল সুখের আধার। এই বৈরাগ্য জিনিষটী হইতেছে—কৃষ্ণবিরহ-বিধুরতা।

বিচার করিয়া পারমার্থিকগণের যাহারা করিতে অসমর্থ হন, তাঁহাদের প্রতি [illegible] সম্মানিত করাই পারমার্থিগণের একমাত্র কৃত্য। শ্রী ১১ ভক্তিরক্ষক বন্ধুমহারাজ কেন্দ্রাপাড়া মহকুমার পুরুষোত্তম পুর গ্রামে হরিকথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে পুরী পুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আমরা দুঃখের লোক হইয়া আজ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি, কেন ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইয়া মরিতেছি, সকল জ্বালা জুড়াইবার এমন একই উপায়—সকল শান্তির আকরক্ষেত্র কোটিচন্দ্রশীতল কৃষ্ণপাদপদ্ম থাকিতে কেন আমরা এত অশান্তি ভোগ করিতেছি, যিনিস্বয়ং পতি কৃষ্ণ যাহার হন প্রভু, গুরু, পতি—যথাসর্ব্বস্ব, তাঁহাদের আবার কিসের অভাব, শোকতাপাদির বা কিসের ভয়? যাহার কালচক্র যাঁহার সুদর্শনচক্রের ভয়ে সর্ব্বদা কম্পমান, সেই অনন্তবিক্রম কৃষ্ণের নিজজন আমরা, আমাদিগকে প্রপীড়ন করিবার শক্তি কাহার থাকিতে পারে?—ইত্যাদি চিন্তায় যতই আমরা ব্যাকুল হইতে পারিব, ততই আমরা কৃষ্ণের চিন্তন দ্বারা পুনঃ যাবতীয় নিত্যাদির সম্মুখ সমর্পণ করিয়া সাধুগণের শান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব। কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা-কর্ত্তা, কৃষ্ণ আমাদের পালনকর্ত্তা—এই বিশ্বাস যত আমাদের হৃদয়ে সুদৃঢ় হইতে থাকিবে, ততই আমাদের হৃদয়ের শান্তি প্রকাশ হইতে থাকিবে।

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কলিযুগ-জনগণের সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁহার অগ্রেই প্রকটিত হইয়া আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া দেখিলেন—সমস্ত সংসারই কৃষ্ণ অনুমুখ হইয়া পড়িয়াছে, কেহ পাপ-কর্ম, কেহ বা পুণ্যকর্মাদি কর্ম্মবন্ধনে পড়েই জীবনের আত্ম-কর্ত্তব্যজ্ঞান করিয়া লইয়াছে অর্থাৎ সুখদুঃখ ইন্দ্রিয়ভোগে লইয়া রহিয়া কেহ পরদ্রব্যহরণ, পরদারহরণ, গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি পাপ-কর্ম্ম

করিয়া নরকাদিতে প্রচুর ভোগ্য আছে আবার কেহ বা পিতৃ-মাতৃ-গোবিন্দাদি যাগ-যজ্ঞাদি লোক-কামনা করিতেছে; কিন্তু পাপ বা পুণ্য ক্ষয় হইলে আবার পুনঃ পুনঃ মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইতেছে। কারণ অপরাধ-জ্ঞান কৃষ্ণবিমুখ মায়াবদ্ধ জীবগণকে বাহিক জগতে এরূপ গতাগতি লাভ করিতে দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী-করুণাময় প্রভু অদ্বৈত ভাবিলেন—"কৃষ্ণভক্তি-ব্যতীত জীবের গতি নাই। যদি এই সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া অবতীর্ণ হইয়া নিজে ভক্তি আচরণ করিয়া প্রচার করেন, যদি কৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া তাঁহার নামের আচার এবং প্রচার করেন, তবেই এই বহির্ম্মুখ জগতের নিস্তার সম্ভব, নতুবা আর নিস্তার নাই।"

কিন্তু এই কলিকালে কৃষ্ণাবতার কিরূপে সম্ভব হইবে? বিবাদ-তর্ক-পরায়ণ কৃষ্ণাবির্ভাব হইতে পারে না, তাই জীবনিস্তার সর্ব্বদা সীতাপতি ভাবিলেন—"অনুভবে নহিলে কৃষ্ণ-অবতারে তুলসী বিনা কৃষ্ণের আরাধনা করিলেই তুলসীদল কৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিবেন না। কেননা কৃষ্ণকে যিনি নিষ্কপটে ভক্তিসহকারে জল তুলসী দেন, কৃষ্ণ তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া আপনার স্বরূপকে পর্য্যন্ত দিয়া সেই ঋণ শোধ করেন"। শ্রীঅদ্বৈত এইরূপ চিন্তা করিয়া গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী সহিত কৃষ্ণপাদপদ্ম অর্পণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত কৃষ্ণ বাঞ্ছা করিলেই কৃষ্ণ আমাদের ভক্ত নাম অর্পণ করিয়া আমাদের অভীষ্ট সম্পাদন করেন ইহাই শ্রীআচার্য্যের শুদ্ধ সিদ্ধান্ত; কেন ইহার ভগবান্ 'নব সত্ত্ব প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তাই সর্ব্বশক্তি শ্রীঅদ্বৈতের আহ্বানে কৃষ্ণ গৌরাবতারে পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইয়া জগতে কলি-যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রচার করিলেন। একমাত্র এই নামসংকীর্ত্তন-প্রভাবেই জগজ্জীব কলিপ্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারেন।

তবে যেহেতু মানুষ এই সংসার নানারূপ আশা সঙ্গে ভোগ করিতেছি, সেহেতু তুচ্ছ ছাড়িলে আমরা সেই সকল না ছাড়িতে পারি, অতএব কেবল এইরূপ নিষ্কপট ভাবে [illegible] মনে। তদ্ভক্ত আমাদের চৈতন্য স্বরূপকে জাগরিত করিয়া প্রকৃতভাবে কৃষ্ণসুখ-তৎপরতার অধিকারে সুখ-দিতে, অনাদি ভোগের বাসনা

থাকায় আমাদের সুখচেষ্টা স্বভাবতই আবাহক হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবেই মুক্ত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তদেবের সুখ নিজ সুখের সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য হলেই বাস্তব সুখ-সন্ধান লাভ হয়। ভক্তদেব কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী বলিয়া তাঁহার আনুগত্য-ফলেই জীবের দুঃখ সুখাদির অন্তর্ধান সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণের সুখেই জীবের সুখ, জীবের স্বতন্ত্র সুখচেষ্টা হইলেই তাঁহাকে অতীব অহঙ্কার-বিমূঢ় হইতে হয় এবং ভজনের পুনরায় গমন ও দুঃখ বরণ করিতে হয়। শ্রীচৈতন্য জীবের সুখ-চেষ্টাকে কৃষ্ণসুখ করতে স্বতন্ত্র যোগ্যতা কৃষ্ণারাধনা অর্থাৎ কৃষ্ণের সম্যক্ প্রকারে আনন্দ-বিধান-ফলেই যে জীবের আত্যন্তিক চরম-সিদ্ধি হয়, বাস্তব সুখসমৃদ্ধি—ইহা প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণকে সেবা করিয়া কৃষ্ণসুখেই জীবের সুখ—এই আচার্য্যের প্রচার। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা অর্থাৎ কৃষ্ণবিমুখতাই জীবের যাবতীয় দুঃখ-মূল, আবার কৃষ্ণ-সেবা করিয়াও কৃষ্ণ-সুখোৎপাদন-বিষয়ে উদাসীন থাকাও ভক্তলক্ষণ নহে। ভক্তদেব কৃষ্ণসুখার্থে, কৃষ্ণ কিসে সুখী হন, তজ্জন্য ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং ভক্তের সহিত ভক্তদেবের অনৈক্যমূলে যে কৃষ্ণানন্দ তাহাই পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভের সহযোগায়।

মহাভাগবত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনা করিয়াছেন—"এ অধম বড় দুঃখী, নিবারে মোরে কর সুখী, রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ।" ঠাকুর মহাশয়ের এ প্রার্থনা দ্বারা বিতাপ-জ্বালা জুড়াইবার জন্যই যে তাঁহার নিজাই-পাদাশ্রয়াভিলাষ, ইহা বুঝিতে হইবে না। উৎকট কৃষ্ণবিরহের বিলাপই ঠাকুর মহাশয়ের এবং তাঁহার অনুগত যাবতীয় ভক্তজনের প্রার্থনা। ত্রিতাপ-পাপ ও পাপ-পুণ্যবিচারের অতীত হওয়ায় তাঁহারা পাপকর্ম্মে ভীত বা পুণ্যপ্রয়াসী নহেন। আমাদের মোহদুষ্ট নয়নে আমরা দেখি যে, তাঁহারা আমাদের ন্যায় জাগতিক দুঃখ কষ্টে প্রপীড়িত হইয়াই ভগবৎ কৃপাপ্রার্থী। কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক কোন দুঃখ কষ্টে তাঁহারা অভিভূত নহেন। আমাদের ন্যায় যাবতীয় দুঃখ কষ্ট না থাকিলে তাঁহারা কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করার কোন অন্তরায় বোধ করেন না। কৃষ্ণকেই তাঁহারা যাবতীয় সুখ। কৃষ্ণ আমরা যাহাদের দুঃখ দূর করুন—প্রার্থনার তাৎপর্য্য নহে; তবে যে তাঁহাদের দুঃখ-জ্ঞাপন, তাহা কৃষ্ণকে জানাইবার অনুশীলন মাত্র। তদ্দ্বারা দুঃখ দূর হইলে কৃষ্ণ-তোষণ অবশ্য হইবে না এরূপ কোন

দেহের অভাব জন্য দুঃখ জ্ঞাপন করেন, দুষ্ট নর্মে রঙ্গ-ধর্ম শ্রবণ করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া কোটি কর্ণের অভাব অনুভব করেন, একমুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া শান্তি না পাইয়া কোটি মুখের অভাব-জন্য বিলাপ করেন। ইহা তাঁহাদের প্রগাঢ় কৃষ্ণ-প্রীতিরই পরিচয় মাত্র। সুতরাং ঠাকুর মহাশয়ের দুঃখ বিজ্ঞাপন ও সুখের ইচ্ছার অভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহের সেবা যাহা বর্ত্তমান থাকিবার পরিবর্ত্তে নিত্যকাল নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে অবস্থান করিয়া নিত্যানন্দ-সুখ চেষ্টাই প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

— · —

জাগতিক দুঃখকষ্টকে নিরস্ত করিবার, উহা হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-ভজনে যোগ দিতে যাহারা আবার শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের অবস্থা অনুরূপ—এটি শ্রীভাগবত বলিতেছেন। প্রত্যেক বিষয়ে ভগবৎ করুণা নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে ত্রিতাপ শোক ক্রোধাদিতে আমাদিগকে আর পীড়িত থাকিতে হয় না। তাহা না করিয়া ভগবৎকে অন্যদের আনন্দের বর্দ্ধনকারী রূপে বিচার করিতে গেলে আমরা ভগবৎপ্রীতি হারাইয়া পার্থিব সুখাবেষী হইবার ফলে অমঙ্গলজনক হইব মাত্র। পাদপ্রান্ত বিনা বাধায় তাঁহার চরণে থাকিতে জীব কি কখনও শান্তি লাভ করিতে পারে? কৃষ্ণের বাঞ্ছা ইচ্ছা, তাহাই হউক, আমি কৃষ্ণ-নিত্যদাস, কৃষ্ণসেবাই আমার নিত্য বৃত্তি, জাগতিক দুঃখকষ্টে প্রপীড়িত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য যাহাই আমার কৃষ্ণারাধনা নহে—এটাই শুদ্ধ ভাগবতের বিচার। এইরূপ বিচারেই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল নিহিত।

মঙ্গলাচরণ

ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি আচার্য্যবর্য্য রূপে জগজ্জীবকে স্বীয় আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন এবং স্বরূপদামোদর শ্রীরায় রামানন্দের সহযোগেই আস্বাদন-প্রণালী শিক্ষা-মাধুর্য্য অন্তর্মুখরূপে প্রকাশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতই অমল শব্দ-প্রমাণ, কৃষ্ণ-প্রেমাই পরম-পুরুষার্থ এবং ব্রজবধূগণ যে-ভাবে কৃষ্ণকে উপাসনা করিয়াছিলেন সেই উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন, "শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণে জানিবে আমি।" সুতরাং ভাগবত সর্ব্বপ্রধান নিবন্ধি-গোস্বামি-কৃপানুভূতি শক্তিসঞ্চারকারী গৌর-

পার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-বিরচিত গৌরসুন্দরের তত্ত্ব-নির্দেশক

'অবতত্ব চৈতন্যাকৃতিরতিবিরক্তাপরাভরা-
ভূরৌদার্য্যাৎ বহুৎ ব্রজপতিভূর্মাক্ষ
রসনিধিঃ।
বিতন্বন্ যো গোপীপরিবৃঢ়-পীযূষ-লহরীং
প্রণয়াভূত চাতক্যাঃ পরমপ্রবীণপ্রকটঃ॥'

—এই শ্লোকটির মহানন্দে বর্ণনা করিয়া শ্রীমদ্বিপ্রশ্রেণীর আনুগত্যে শ্রীমহাপ্রভুর কলাতত্ত্ব বহুত্বাভিত্ব ভক্তগণের পরাৎপর বিচারের দ্বারা আবিষ্কারে সুকৃতি নয় পুরস্ত। তোমরা বারিভূত্বা যথা বিলসতো ব্রজবিপ্রগোষ্ঠ্যা যাহা যেন সদা নিমজ্জয়তঃ প্রভূঃ সঙ্গীতং—এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকের আলোচনা দ্বারা আমরা ইহার প্রমাণ পাইতেছি:

"যাহা হইতে কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহা উৎপন্ন বস্তুর কারণ এবং উৎপন্ন বস্তু কারণের কার্য বলিয়া অভিহিত হয়। পরিদৃশ্যমান বিশ্বের কারণ পরমেশ্বর; বিশ্ব তাঁহার কার্য্য। মৃত্তিকা ও স্বর্ণ, ঘট ও কুণ্ডলরূপ কার্য্যদ্বয়ের কারণ। ঘট ও কুণ্ডলের পরিচয় প্রকাশে বহির্দ্দর্শনে প্রাপ্ত না হইলেও ঐ দুটির অনুস্যূতরূপে মৃত্তিকা ও স্বর্ণ বর্ত্তমান। কিন্তু উভয়ঃ মৃত্তিকা ও স্বর্ণরূপ কারণ হইতে পৃথক্‌রূপ লাভ করিয়া কার্য্যরূপে বর্ত্তমান। কার্য্যের পরিচয় হইতে কারণের পরিচয় ভিন্ন জাতীয়: বাক্যের সংকলনে আকাশ-পুষ্পের ধারণা অদৃঢ় নহে, কিন্তু পুষ্প আকাশে আধার রহিত হইয়া থাকিতে পারে না। পুষ্প আকাশে থাকিবার ধারণার কোন বাধা নাই, কিন্তু এরূপ অবাস্তবতার আধাৰ্য্যে অসম্ভাব্যতা আছে জানা যায়। অনুস্যূতরূপে জগতে পরমেশ্বর কারণরূপে অবস্থিত হইলেও জগতের বাহ্যপ্রতীতিতে বাস্তবিকরূপে তাহার প্রতিবদ্ধকস্বরূপ জগতের কারণরূপে কিঞ্চিৎ অবস্থিত। জগতের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে আমরা অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে দর্শন করি। বিশ্বের জন্ম স্থিতি-বিনাশ যাঁহার অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ভাবে হইতে ঘটে, সেই পরমেশ্বরই বিশ্বের মূল। বিশ্বের মূল গঠন ও তদনুবর্ত্তিনী সূক্ষ্মতার কারণ পরমেশ্বর হইলেও কার্য্যরূপ বিশ্বে তাঁহার অনুভূতি এবং কারণরূপ পরমেশ্বরে কার্য্য-কোন অন্বয় প্রতীত ব্যাপ্তি আছে। 'যতো বা ইমানি' প্রভৃতি এবং 'যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, যাবতীয় উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যাঁহা হইতে হয়, সেই বস্তুই কারণ; তাহা হইলে এস্থলে জগতের কারণরূপে ব্রহ্মকের ধ্যান অভিপ্রেত হইয়াছে কি না তাহাই বিচার্য। সেই কারণ বস্তু অভিজ্ঞ কিন্তু প্রধানের ন্যায় অনভিজ্ঞতার কথা

শ্রুতি বলেন না সুতরাং পরমেশ্বরই কারণ। 'স ঐক্ষত' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য ও ঈক্ষতের্নাশব্দম্' সূত্রে পরমেশ্বরের অভিজ্ঞতার কথা পাইতেছি। আবার জগতের কারণরূপে জীবের ধ্যান অভিপ্রেত হইলে থাকিলে সেই কারণ বস্তু বলিয়া অভিহিত হইত না। জগৎ-কারণ পরমেশ্বর স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানময়, জীবও তদ্রূপই শক্তি বলিয়া পরমেশ্বরাধীন। জগতের কারণরূপে প্রধান ও জীব নির্দ্দিষ্ট না হইলে ব্রহ্মাই জগতের কারণরূপে বোধ হইবার প্রতিবন্ধক কি? ব্রহ্মা জগতের কারণরূপে 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে' প্রভৃতি সমর্থিত হইলেও তাঁহার মূলকারণ-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অন্যের নিকট ব্রহ্মার বেদোপদেশের কথার প্রসিদ্ধি নাই, অতএব পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ব্রহ্মার অন্তর্য্যামিরূপে তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরই ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। এতদ্দ্বারা গায়ত্রীর অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ মনে করিতে পারেন, ব্রহ্মা স্বয়ং বেদজ্ঞ; কিন্তু সেই ব্রহ্ম নিরাকারের নিকট 'মুহ্যন্তি সূরয়ঃ' বেদে মোহপ্রাপ্ত হন'—এই কথার উল্লেখ। ব্রহ্মার জ্ঞান পরাধীন, পরমেশ্বরই স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট ও জগতের কারণ।

তেজ, জল ও মৃত্তিকার মধ্যে কোন একটিতে সেই বস্তুর সংস্থানের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুর আরোপ হয় অর্থাৎ সত্যের ভাব প্রতীত হয়; যেমন মরীচিকায় জল-গঠিত আরোপ ভূম্যর্থ, ক্রোধাদি হরিত-সর্গ এবং সম্বন্ধ সেবারোপে যে সত্য-অধিষ্ঠানে অসত্য-জ্ঞানও সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, সেই পরমেশ্বরই 'সত্যবস্তু'। মরীচিকাস্থিত তেজে জল এবং মৃত্তিকা বা কাচাদিতে জলবুদ্ধি ইহার উদাহরণ। বস্তুর যথার্থ-জ্ঞানের বিনিময়ে অপর বস্তু-সম্বন্ধী জ্ঞানের অনুভূতিজনিত সত্যতার অধিষ্ঠান। বস্তুতে সত্য এবং সত্যবৎ-প্রতীতিকারিণী সত্তার অধিষ্ঠান আছে। বাস্তব সত্য ব্যতীত সত্যবৎ প্রতীতিকে অসত্য বলা হয়, উহাই 'ঔপাধিক সত্য' নামে কথিত। প্রতীতির তাৎকালিক-ভাবে নিত্য সত্য বলা যায় না, সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালে অক্ষুণ্ণরূপে যে সত্য পাওয়া যায়, তাহাই অবিনশ্বর সত্য। সত্যের অধিষ্ঠান-জন্য সত্যের দ্বারা প্রতীত বিশ্ব নশ্বরতা সিদ্ধ হয়। নশ্বর সত্য, সত্যের ভাব না তাৎকালিক প্রতীতিগত ত্রৈকালিকতাকে কেহ কেহ 'মিথ্যা-সংজ্ঞা' প্রদান করেন। সত্যবস্তু পরমেশ্বরে কপটতা নাই। মুহ্যবস্তু জীব আলোকাভাবে কপটতারূপ অন্ধকার নিরস্ত হয়। পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণে সত্য অবস্থিত, তটস্থলক্ষণে বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-বিনাশাদি এবং অপ্রাকৃতিক

অভিজ্ঞতা, স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানবত্তা, আধিকবিধ অপ্রার্থাদিবহুল্যে তত্ত্বপ্রকাশকারিতা ও পরমেশ্বরের অনুকম্পা ব্যতীত পণ্ডিতগণের তত্ত্বজ্ঞানে স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা সংশ্লিষ্ট আছে। আমরা পরমেশ্বর সত্যের ধ্যান করি, এরূপ কথিত হওয়ায় সৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ব্রহ্ম-চতুর্মুখ স্বয়ং বেদব্যাস এবং তাঁহার অনুগত শিষ্যমণ্ডলী সকলকেই অনুগত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে সর্ব্ব লিখিত হইয়াছে। গায়ত্রীর অর্থাবধারণা করিবার উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের বহুনির্দ্দেশমূলে এই আদিম শ্লোকই মঙ্গলাচরণ।" (ভাঃ ১।১।১ গৌড়ীয়ভাষ্য)

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

[৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের ৩ পৃষ্ঠাই নিম্নলিখিত অংশ পাঠ্য। ভ্রমবশতঃ ৭০ সংখ্যায় প্রকাশ্য অংশ ৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠক্রম বিচার করিয়া লইবেন। সঃ প্রঃ সঃ]

ভক্ত-ভট্টের মুখে তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া তত্ত্ববক্তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভট্টকে অনেক প্রশংসা করিলেন এবং বিশেষ—বেদজ্ঞ অভক্ত ব্রাহ্মণের অপেক্ষা নীচবংশজাত হরিভক্ত যে পূজ্য, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা বলিতে লাগিলেন ;—

"ভক্তিহীন ব্যক্তি বৃথাজন্মা। সুতরাং সজ্জন্মে অলঙ্কারাদি ধারণের ন্যায় ভক্তিহীনের সদাচার, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।"

ভক্তবৎসল প্রভু, আড়াইল গ্রামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ভট্টের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিতেছে না। আজ প্রভুকে নিজঘরে লইবার জন্য স্বয়ং প্রভুকে নৌকায় চড়াইলেন।

যমুনাবক্ষে তরণী তোমরা দুলিয়া তরঙ্গতলে চাপিতে লাগিল। ওহে তরণী, আজ তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। আজ সর্ব্বলোক জগন্নাথের শ্রীচরণ-ধূলি, আবার শুধু প্রভু নয়, প্রভুর নিজবর্গেরও চরণধূলি পাইয়া তুমি ধন্যা হইলে। তোমার ভাগ্যদর্শনে তোমাকে সামান্য কাষ্ঠতরণী বলিতে অপরাধের ভয় হইতেছে। তুমি কত কত জন্মে সাধনা করিয়া এই সেবাযোগ্য অবস্থা লাভ করিয়াছ, তাহা কে বলিতে পারে?

আর ওহে পূর্ণ্যতরঙ্গা যমুনে! তোমার বাঁধিয়া বক্ষ বেগেও বর্ণন করিতে অক্ষম, তখন মনুষ্য জড়জিহ্বার কা কথা! তুমি অতিস্নিগ্ধ-প্রভু, প্রভু তাঁহার অঙ্গ তোমাতেই বিলাইয়া দিয়াছেন। দেখ আজ তোমার প্রভু কি ভাবে তোমার নিকটে আসিয়াছেন। আজ বাহিরে কৃষ্ণ না হইলেও কৃষ্ণাকর্ষিণী, কৃষ্ণসোহিনীর বেশে পড়িয়া তাঁহারই ভাব ও অঙ্গকান্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নৌকা চলিতেছে, যমুনাও বহিতেছে, হঠাৎ মহাপ্রভুর ভাবান্তর হইল। অনন্তভাবের অনন্তপ্রভু আজ যমুনা-দর্শনে স্বভাবে প্রমত্ত হইলেন। সর্ব্বান্তর্যামীর অন্তরে না জানি কত কি কথা উঠিল। গূঢ়কথা বাহিরে প্রকাশ না করিলেও ভাবাবলী, অঙ্গভাব জানাইয়া দিল। প্রভু হুঙ্কার করিয়া নৌকা হইতে লাফ দিয়া যমুনায় পড়িলেন। যমুনাও সৌভাগ্য পাইয়া মনের সাধে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

এ দিকে ভট্ট প্রভৃতির অন্তরে ভীষণ সন্তাপ হইল। আকস্মিক বিপদে সকলে কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে তখন প্রভুকে যমুনা হইতে নৌকায় উঠাইলেন। কিন্তু উঠাইলে কি হয়? ভাবের অন্ত নাই। ভাববিকারিত গৌরসুন্দর নৌকায় নাচিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিনের পর প্রভুস্পর্শ লাভ করিয়া যমুনা ধন্যা হইয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ প্রভুর নৃত্যে অন্তরে অধীরা হইয়া পড়িলেন। অন্তর্যামী যমুনার এই অন্তর-কথা বুঝিয়াই বুঝি প্রভু নৃত্য করিতেছেন। আর যমুনাও সেই সুযোগে বলকে বলকে নৌকায় উঠিয়া প্রভুপদ ধৌত করিতে লাগিলেন।

ভট্ট এত বড়লোক এত উচ্চভাবের ভক্ত ছিলেন না, আর দেখিতে অনেকটা প্রেমশূন্য। সুতরাং প্রভু, উচ্চপ্রেমে মত্ত হইলেও দেখের ও ভট্টের অধিকার বিচার করিয়া অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌকা আড়াইলের ঘাটে উপস্থিত হইল। ভট্ট প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই রহিলেন, কেননা নৌকার ঘটনা তিনি তখনও ভোলেন নাই। যমুনায় স্নানাদিকার্য্য শেষ করিয়া স্বগৃহে সসম্ভ্রমে প্রভুকে লইয়া গেলেন।

সর্ব্বারাধ্য সজীব মহাপ্রভুকে স্বগৃহে পাইয়া ভট্ট আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি স্বয়ং সিংহাসন আনিয়া প্রভুকে তদুপরি বসাইলেন এবং স্বহস্তে প্রভুর পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন। যে প্রভুর পাদোদকের এককণা পতিতপাবনী গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিতেছেন, যে প্রভুর পদধূল ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ, আজ প্রভুর কৃপায় সেই প্রভুপদোদক ভট্ট পাইয়া মাথায় ভট্ট সবংশে সপরিবারে মস্তকে ধারণ করিলেন।

পাদপ্রক্ষালনের পর সঙ্গে সঙ্গে নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস আনিয়া প্রভুকে পরাইলেন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপের দ্বারা মহাপ্রভুর মহাপূজা সমাপন করিলেন।

প্রভুদেবী বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে ভট্ট বিনয় বচনে পাকের জন্য অনুরোধ করিলেন। পাকান্তে ভট্ট দেহ ও মনের প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। বিশ্বস্বর মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া ভট্ট আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

প্রভুর শেষ ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীকে প্রদান করিলেন এবং অবশেষে অনুকূল কৃপাদান লাভ করিলেন।

ভোজনান্তে ভট্ট প্রভুকে মুখবাস অর্পণ করিলেন। বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করায় নিজে পাদ-সম্বাহন সেবাটী মাগিয়া লইলেন। ভক্তবৎসল প্রভু, ভক্তের সেবা স্বীকার করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ভট্টকে ভোজন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভট্ট মহাশয় ভোজনের জন্য গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

বহির্ম্মুখতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী)

আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া, কৃষ্ণেতর বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ ধারণ করত এই সংসারে পতিত হইয়াছি, ইহাই বহির্ম্মুখতার স্বরূপ লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস আছে, অথচ স্বকীয় নিজেদের বিচারে পাছে সংসার-সুখ বিনষ্ট হয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় বিমুখ, ইহা বহির্ম্মুখতার ভটস্থ লক্ষণ।

উক্ত দ্বিবিধ অবস্থার মধ্যে প্রথমোক্ত অবস্থায় প্রায় সকলেই পতিত; শেষোক্ত অবস্থায় অল্প-সংখ্যক ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত অবস্থা অর্থাৎ ভটস্থ লক্ষণ হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক হইয়া থাকে। তবে বহু বহু জন্মের ভাগ্য-ফলে যদি যুক্ত পুরুষদিগের শ্রীপাদরেণু মাথা মস্তক অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে সন্দেহের নাই।

প্রথমোক্ত অবস্থা হইতেই আমরা মায়িক দেশ, কাল, পাত্রে মমতা করিয়া থাকি। অবিদ্যা বশতঃ নিরবধি শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার চরম-প্রাপ্তি। অহং-মমতে আমি-বুদ্ধি, দেহ-সম্পর্কিত মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্রাদি, গৃহ ঘট-পটাদি, গ্রাম দেশাদিতে আমার বুদ্ধি—হরি-বিমুখতার প্রথম কথা; এ অবস্থা জীবনের। কারণ ইহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার লোকের অভাব নাই, সুতরাং বহির্ম্মুখতার

ভক্তিধর্ম্মের প্রচার

ঢাকায় পুষ্পদোলোৎসব

ঢাকার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজীউর পুষ্পদোল উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১১শে যে অমল উড়িষ্যা বেলার আলিপুর [illegible] দুর্গাবাটীতে একটি বিরাট সভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অধিকারী শ্রী গৌড়ীয় মঠের পরমহংস স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ গোস্বামী মহারাজের কথামত [illegible] শ্রীঅভিরাম গোস্বামী [illegible] মহাপ্রভুর শিক্ষা" বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন। [illegible] শ্রবণ করিয়াছিলেন। [illegible] তাহার [illegible] দিয়াছিলেন যে [illegible] বাণীর [illegible] শ্রীগুরু-পরম্পরার এই জগতে অবতরণ করে। [illegible] শ্রীধাম [illegible] পারিতে পারেন।

[illegible] আমাদিগের উৎসাহ [illegible] পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এতপ্রকার [illegible] কোন [illegible] চিন্তিত [illegible] সুযোগ [illegible] নিজে আমাদের [illegible] সকলের উপদেশ [illegible] আমার উপদেশ [illegible] প্রবোধের [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible]

এই [illegible] কোন [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] গৌড়ীয় [illegible] জীবের [illegible] উপস্থিত [illegible] করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
[illegible]-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] বাঁধাই
[illegible]। চতুর্থ সংস্করণ! [illegible] সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

[illegible] বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু [illegible] বিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা ১৷৹ দেড়টাকা

[illegible] শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও আবশ্যক সাধন করা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি [illegible] শাস্ত্রবাক্য দ্বারা [illegible] প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার [illegible] কর্ম, [illegible] ইত্যাদি বিষয় [illegible] সুন্দরভাবে [illegible] আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-[illegible]: এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে [illegible] লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—[illegible] বিষয় বিশেষভাবে [illegible] ছন্দে বর্ণিত। [illegible] প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম [illegible] এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা [illegible] আনা।

শ্রীভজনরহস্য

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশ [illegible] যে সকল কথা [illegible] করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট [illegible] ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে; তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাবের আবেদনী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— ৵৹,
অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা এজন্য পুনঃ পুনঃ ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ: এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি [illegible] নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

[illegible]—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৬। [illegible] বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গদেশের অধিক প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৵৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹
৫। ভজনরহস্য ৸৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য [illegible]
৯। বৃহদ্ভাগবতামৃত [illegible] (মূল) [illegible]
১০। বেদান্তসূত্রের [illegible] (রামানুজীয়) ৸৹
১১। বৈষ্ণব [illegible]
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) [illegible]
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার [illegible]
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵৹
১৫। দীপ-নির্দ্দেশন ৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৵৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৵৹
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৸৵৹
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৸৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। দশিমণী সাহেবান [illegible] ৷৹
৩২। গৌড়কোষ [illegible] ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

নানা খবর

নাইডু ধরসনায় গ্রেপ্তার

৩০০ স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

৪০০ সৈন্য ধরসনায় পাহারা

সংবাদিক [illegible] ২২শে মে ধরসনায় লবণ-গোলা আক্রমণ ব্যাপারে পুলিশ [illegible] সাহেব, মনিলাল গান্ধী, পিয়ারিলাল ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। পুলিশের আক্রমণে প্রায় ৩০০ শত স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছে। ৪০০ সৈন্য ধরসনাতে প্রেরিত হইয়াছে। মিঃ প্যাটেল ধরসনাতে উপস্থিত আছেন, [illegible] সৈন্য প্রেরণ [illegible] অনুমান হয় যে অবস্থা সুবিধাজনক নহে।

বন্ধে ৭ দিন হরতাল

কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিঃ [illegible]কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। [illegible] ৭ দিন হরতাল হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। [illegible] সৈনিকদের হস্তে অর্পিত হওয়ায় সৈন্যগণ ঐ স্থানে [illegible] ভার লইয়াছে। কোনও হাঙ্গামা হওয়া প্রকাশ নাই তবে সৈন্যের দ্বারা [illegible] কি প্রয়োজন হইল তাহা বোঝা যাইতেছে না।

মহেন্দ্র মাইতির কারাদণ্ড

মেদিনীপুর জেলা [illegible] মহকুমার কংগ্রেস সমিতির সভাপতি [illegible] বি. এল. মহেন্দ্রনাথ মাইতি ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড [illegible] এবং [illegible] কারখানা বিনাশ [illegible] দণ্ডিত হইয়াছেন।

কয়লার খাদে বাপু মৃত্যু

দুর্গাপুরের কয়লার [illegible] বহুলোক [illegible] হইয়াছে। [illegible] সঠিক বিবরণ বা কি কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটিল তাহা জানা যায় নাই।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে পিকেটিং

বিদেশী বস্ত্র চুরি করিয়া বন্ধ

দোকান হইতে বিলাতী মাল চুরি করিয়া লইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয় ১৬ই মে লাহোরে ৯ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে কিন্তু পুনরায় সেই দোকানে পিকেটিং চালাইতেছিল। [illegible] বিদেশী মাল আমদানি না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও দোকানদার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বিদেশী মাল আমদানি করায় এই গোলমালের সৃষ্টি হয়। [illegible] দোকানদার [illegible] মাল [illegible] পণের [illegible] অর্পণ করায় পিকেটিং বন্ধ হইয়াছে।

ইউরোপীয়দের বদের গাড়ী বন্ধ

গত ১৮ই মে ময়মনসিংহের ইউরোপীয়গণের [illegible] স্টেশন হইতে গাড়ী করিয়া ৮ বাক্স মদ ও সিগারেট [illegible] সময় বহুলোক একত্র হইয়া গাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং গাড়ী ও মালপত্র সমস্ত পুড়াইয়া দিয়াছে। পুলিশ [illegible] হইতে কয়েক গজ এবং স্টেশনের নিকট হইতে অর্দ্ধ ১০০ গজ দূরে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। পুলিশ উপস্থিত হইবার পূর্বেই আক্রমণকারীরা পালাইয়া যায়। সংবাদপত্রে [illegible] প্রেস ৩৩—৮৫

শোলাপুরে সামরিক আইনে বিচার

১৫ বৎসরের বালকগণকে বেত্রাঘাত

শোলাপুরে সামরিক আদালতের বিচারে ২৩ জন দিন্দুরদণ্ড হইয়াছে। রাম বালশ্রাম (বয়স ১৫) ১৬ বা বেত্রাঘাত, বিঠল্ল [illegible] (বয়স ১৫) ও বিশ্বনাথ রামকৃষ্ণ (বয়স ১৫) ১৫ বা বেত্রাঘাত, (ম্যাটেল বাগ), বল্লুকৃষ্ণ (১৫ বৎসর) ১০ বা বেত্রাঘাত (ঐ), ভেঙ্কটারামণের (বয়স ২২) কংগ্রেস সম্পাদক তুলসী দাস পুবান বয়স (২৫) এবং কংগ্রেসের সভাপতি রামকৃষ্ণ গণেশরাম [illegible] (বয়স ৩৪) যথাক্রমে ৫, ৭, ও ৭, বৎসর সশ্রম কারাবাস এবং যথাক্রমে ২০০২০ ৩০০ ও ২০০০, টাকা জরিমানার আদেশ করা হয় আদালত কর্তৃক বাহাল আছে। অন্যান্য আসামী যাহাদের অধিকাংশের বয়স ২২ হইতে ৩০ বৎসর তাহাদের কাহারও কাহারও ২১ বৎসর জেলে ও কাহারও কাহারও জরিমানা হইয়াছে। শোলাপুরে সামরিক আইন যে কখন রহিত হইবে তাহা জানা যায় নাই। গত ১৮ই মে সকালে সামরিক পুলিশ [illegible] নামক গ্রাম ঘেরাও করিয়া ১০ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

দিল্লির দুর্ঘটনায় তদন্ত রিপোর্ট

দিল্লির [illegible] গত ৬ই মে তারিখে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট [illegible] করিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্টে [illegible] আইন অমান্য করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহাদের উপর কোনও দোষারোপ করা হয় নাই। 'পাইওনিয়ার' লেখেন যে, তাঁহাদের এক তরফা তদন্ত করা ঠিক হয় নাই। [illegible] উকিলগণ তাঁহাদের রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবেন এবং রিপোর্টের এক এক খণ্ড নকল সমস্ত দেশ হইতে লোকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

কংগ্রেস কার্য্যকারী সমিতির মন্তব্য অনুসারে কোনও জামিন তলব না হওয়া সত্ত্বেও "বন্দে মাতরম্" ও 'মিলাপ' নামক দুইটী দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়া বন্ধ হইয়াছে। অন্যান্য জাতীয় সংবাদপত্র আগামী কল্য হইতে বন্ধ থাকিবে।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যতা ত্যাগ

বাবু নারায়ণ প্রসাদ নিগাম ও বাবু গঙ্গাপ্রসাদ রায় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাদের পদত্যাগ মঞ্জুর করিয়াছেন।

কংগ্রেসে বুলেটিনে ডিক্লেরেশন তলব

পাটনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কংগ্রেস সভার নিকট বুলেটিন প্রকাশ [illegible] প্রেস আইন মতে [illegible] ডিক্লারেশন চাহিয়াছেন।

স্মরণ চিহ্ন উৎপাটন

গত ২৩শে এপ্রিল পেশোয়ারের কিস্সাখানা বাজারের হাঙ্গামায় গুলি বর্ষণের ফলে মৃত ব্যক্তিগণের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ যে স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা পেশোয়ার গভর্ণমেন্ট ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিলেন এই সময় আলাক [illegible] নামক একজন কনষ্টেবল [illegible] উক্ত স্তম্ভ অন্যায়ভাবে স্থাপিত হওয়া স্বীকার করিয়া তাহার নক্সা [illegible] ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। উক্ত স্থানে পুনঃ স্থাপিত না হয় তজ্জন্য [illegible] হইয়াছে।

রেজেষ্টারিকৃত

মদন মঞ্জরী

[illegible]

"সপুংসকাশ্বারিষ্ট"

[illegible] টাকা।

"ব্রহ্মণ্যবলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী।

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] তৈল

[illegible]

আমরা [illegible] তৈল [illegible] J. B. Datta & Co. [illegible] দেখিয়া খরিদ করিবেন। [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে

জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible] কুইনিন, [illegible]

[illegible] একটী বা দুইটী [illegible] সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া [illegible] বাহারী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার [illegible] নষ্ট করিয়া [illegible] মূল্য ২, ডাক বাই ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২০১ [illegible] লেন, কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র দূরদেশ হইতে আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, বাতব্যাধি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, অজীর্ণ, পরিপাক-শক্তির হ্রাস, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, মেহ ও রক্তপ্রদর, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] পোঃ, কলিকাতা।

[illegible]

প্রথমেও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রণীত (লাহোর)

[illegible] কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible] পরিচয়সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ স্থিপিতে ২, দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত

বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটাগঞ্জের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে সদ্যুক্তি ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪, টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩, টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, শ্বাসরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অগ্নির পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত জরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধজল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের সব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির দ্বারা উক্ত কোম্পানী অল্প খরচে পানীয় জলের (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, [illegible] প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১, একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের যাবতীয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এম্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

ভোলআমের দাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 154

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদী

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৭১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ শনিবার ২৮শে মে ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে জাল পুলিশ

মেহেরপুরে গ্রেপ্তার ও টিপসহি

কৃষ্ণনগরে প্রায়োপবেশন

ইউনিয়ান বোর্ডের সংশ্রব ত্যাগ

ভারতসরকারের ঋণ গ্রহণ

ভারতের সহিত সন্ধি একান্ত প্রয়োজন

শ্রীযুক্ত নারম্যান গ্রেপ্তার

মোজলিয় বিল নাকোচে পদত্যাগ

গান্ধীর সন্ধির ৩টী সর্ত্ত

নাউপদার লবণগোলা আক্রমণ

আদালতে অগ্নি প্রদান

৪০,০০০ টাকার কোকেন উদ্ধার

ডাকাতদের অত্যাচার

১৪৪ ধারা অমান্যে উর্ম্মিলা দেবী

সংবাদ

জাল-পুলিশ

কৃষ্ণনগর থানার এলাকাধীন [illegible] গ্রামে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার [illegible] নামক এক ব্যক্তি আপনাকে গোয়েন্দা পুলিশ-বিভাগের কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দেয় এবং প্রকাশ করে যে ডাকাতি প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য সে স্থানে আগমন করিয়াছে। কৃষ্ণনগর থানার দারোগা হরিদাস বাবু উহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে মোকর্দ্দমা রুজু করেন। কৃষ্ণনগর ফৌজদারী কোর্টে বিচার হইয়া আসামীর উপর চারি সপ্তাহের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে হরতাল

গত শুক্রবারে কৃষ্ণনগরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু গ্রেপ্তার উপলক্ষে বিরাট হরতালের অনুষ্ঠান হয়। গোয়াড়ীর কোন দোকানই খুলে নাই এবং যতদূর দেখা গেল কোন দোকানদারকেই দোকান বন্ধ করিতে অনুরোধ করিতে হয় নাই সকলেই স্বেচ্ছায় দোকান বন্ধ করিয়াছেন। প্রাতঃকালে কয়েকটী ঘোড়ার গাড়ী চলিতে দেখা গেল। রাস্তার ধারে মজুরেরা মিউনিসিপ্যালিটির খোয়া ভাঙ্গিতেছিল এবং মেথরেরাও নিজ কার্য্য করিতেছিল। দুই চারিজন উকিলও আদালতে গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর জেলে প্রায়োপবেশন

কৃষ্ণনগর জেলে কৃষ্ণনগরের পাঁচজন এবং মেহেরপুরের সাতজন স্বেচ্ছাসেবক বন্দী প্রায়োপবেশন করিয়াছেন।

মেহেরপুরে গ্রেপ্তার ও টিপসহি

গত ২০শে মে তারিখে মেহেরপুরে পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। ২২শে মে তারিখেও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের টিপসহি লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে এবং তাহাদিগকে হাজির হইতে বলিয়াছে।

মুড়াগাছার প্রেসিডেন্ট ইউনিয়নবোর্ড সংশ্রব ত্যাগ

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুড়াগাছার প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন মহাশয় এবং পঞ্চায়েতের [illegible] শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পদত্যাগ করিয়াছেন।

নাকাশীপাড়ায় ১৪৪ ধারা জারি

নাকাশীপাড়া থানার এলেকাধীন [illegible] সমূহে ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমজারি করা হইয়াছে।

নদীয়ার আবহাওয়া

কয়েকদিন হইতে নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে বৃষ্টিপাত হইতেছে। ২১শে তারিখে রাণাঘাটে এবং ২২শে তারিখে কৃষ্ণনগরে বৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] খুব প্রবল বৃষ্টিপাত হইবার সম্ভাবনা।

জাগরণের সম্পাদকের জরিমানা

[illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় [illegible] কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছিলেন, [illegible] তাহার বিরুদ্ধে আপীল হয়। [illegible] তাঁহার প্রতি ৮০ টাকা জরিমানার আদেশ হয়। জরিমানা না দিতে পারিলে একমাস বিনাশ্রম কারাবাস করিতে হইবে।

বিবিধ সংবাদ

[illegible]লব্যের জাতীয় সমস্যা সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ

সর্ব্বদল সভার অধিবেশনে জাতীয় [illegible] মীমাংসা [illegible] কমিটি গঠিত হইয়াছিল [illegible] পণ্ডিত মাল[illegible] [illegible] সভা [illegible] হইয়াছিল [illegible] গত ২০শে [illegible] [illegible] গ্রেপ্তারবলনকে [illegible] তাহার পর প্রাপ্ত হইয়া [illegible] সমিতির সভা [illegible] [illegible] ইইয়াছেন। [illegible] এই সমস্ত [illegible] আলোচনা সুবিধার নহে। সুতরাং [illegible] উক্ত সমিতির সভা হইতে বাধ্য [illegible] এবং তিনি সভা শ্রেণী হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া লইলেন।

আমিয়াদে প্যাটেল

কার্য্যের জন্য ৩০০ স্বেচ্ছাসেবক

গত ২০শে মে সকালে মিঃ প্যাটেল [illegible] পৌঁছিয়াছেন বহু লোক [illegible] [illegible] স্টেশন হইতে [illegible] [illegible] লইয়া [illegible]। সমস্ত রাস্তা [illegible] তাহার সম্মানার্থে [illegible] হইয়াছিল ২০শে মে বৈকালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সভা হইয়াছিল। [illegible] [illegible] যোগদান [illegible] ২০শে মে ৩০০ [illegible] স্বেচ্ছাসেবক [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] ১৭২ জন [illegible] হইবে।

জনকয় অসাদে [illegible] ক্রোক

[illegible] ১৯শে মে [illegible] প্রায় দশ [illegible] ১১টার সময় [illegible] শহরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাস্তা বন্ধ করা হইয়াছে [illegible] সমস্ত দোকান বন্ধ আছে।

[illegible] বাড়ী হইতে প্রায় ৪০ জন লোককে [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই তাহাদের [illegible] করিতে ব্যস্ত আছেন।

নদীয়ার স্মরণীয় দিন

কৃষ্ণনগরে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার

গ[illegible] [illegible] কৃষ্ণনগরে বিরাট শোভাযাত্রার ব্যাপার অবগত আছেন। উকিলগণ [illegible] করিয়, তাহাদিগকে অনুপস্থিত [illegible] [illegible] বটে, তবে তাঁহারা সেদিনের সমস্ত [illegible] কংগ্রেসকে দান করিয়াছেন।

অপরাহ্নে গোয়াড়ীর হাইষ্ট্রীট দিয়া এক বিরাট মিছিল টাউন হল পর্য্যন্ত আসিল। এত মিছিলে অন্ততঃ বার হাজার লোক ছিল। বোধ হয়, মহাপ্রভুর কালীয়দমনের পর আর এরূপ প্রকাণ্ড মিছিল নদীয়ার কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় নাই। এই শোভাযাত্রায় শত শত মহিলা অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

এই মিছিল বাহির করিবার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল (১) শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর গ্রেপ্তারে সাধারণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন (২) কৃষ্ণনগরে প্রচারিত ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা মতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ অমান্য।

বেলা তিনটা হইতে দলে দলে লোক গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীটে সমবেত আরম্ভ করিল। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে তাহারা দর্শকমাত্র, কিন্তু যখনই মিছিল তাহাদিগের নিকট দিয়া আসিতে লাগিল তখনই তাহারা যোগদান করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে এরূপ অবস্থা হইল যে রাস্তায় মিছিল মাত্রই রহিল; দর্শক কেহ রহিল না।

আবাল বৃদ্ধ-[illegible] সকলের মুখেই দৃঢ়তার চিহ্ন দৃঢ় [illegible] এবং সকলেই উচ্চৈঃস্বরে "বন্দে মাতরম্" "স্বাধীন ভারতকী জয়" এবং "সরোজিনী নাইডুকী জয়" প্রভৃতি ধ্বনিতে দিগন্ত বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

এই দিনের শোভাযাত্রায় কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই। সকলেই শান্ত, ধীর, এবং অহিংসভাব অবলম্বন করিয়াছিল।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও আধ আধ কথায় "স্বাধীন ভারতকী জয়" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল।

টাউনহলের সম্মুখস্থ ময়দানে সকলে সমবেত হইলেন। সেখানে কোনরূপ সভার অধিবেশন হয় নাই। কেবলমাত্র ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য হইয়াই সেদিনের কার্য্য শেষ হইল।

খদ্দরের উন্নতির জন্য ১০,০০০৲ দান

রাজসাহী জেলায় অন্তর্গত [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ রাজসাহী জেলাতে খদ্দরের উন্নতির জন্য ১০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

জার্মানীতে বৃটিশ দূতের প্রতি আক্রমণ

নবদ্বীপের পোঃ মাষ্টার

তার প্রেরণে বিলম্ব

শ্রীধাম মায়াপুরের দৈনিক সংবাদ পত্র নদীয়া প্রকাশের সংবাদ দিবার নবদ্বীপে যে সমস্ত টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়, তাহার কোনটীর চার ঘণ্টার কম বিলম্ব করিয়া বিলি হইতেছে না—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। লোকে সত্বর সংবাদের আশাতেই টেলিগ্রাম করিয়া থাকে কিন্তু তাহা যদি বিলি হইতে এত অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়, তাহা হইলে টেলিগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং ব্যয়ও বৃথা। আরও বিশেষতঃ দৈনিক পত্রিকার পক্ষে টেলিগ্রামের সংবাদ অপরিহার্য্য ও এতদূর প্রয়োজনীয় যে, সাধারণ টেলিগ্রাম অপেক্ষা তাহার জন্য একটু বেশী যত্ন লওয়া দরকার এবং সময় মত বিলি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সময়ে সময়ে আমরা দেখিয়াছি টেলিগ্রাম একদিন বাদেও বিলি হইয়াছে। অথচ নবদ্বীপ টেলিগ্রাম অফিস হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয় মাত্র দুই মাইল ব্যবধান। আমরা পুনঃ পুনঃ বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াও কোন ফল পাই নাই। এজন্য আমরা এবিষয়ে সত্বর সুব্যবস্থার জন্য বঙ্গদেশীয় পোষ্টমাষ্টার জেনারেল মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১৪৪ ধারা অমান্যে ঊর্ম্মিলাদেবী

কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের ১৪৪ ধারা অনুসারে আদেশ অমান্য করিয়া শ্রীমতী ঊর্ম্মিলাদেবীর সভাপতিত্বে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মহিলাদিগের একটী সভা করিয়া বিসেস নাইডু, শ্রীমতী কমলাদেবী এবং শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈয়ের কারাদণ্ডের প্রতিবাদ করা হয়। মহিলাগণ যাহাতে পার্কে প্রবেশ করিতে না পারেন তজ্জন্য সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু মহিলাগণ রেলিংএর উপর দিয়া পার হইয়া পার্কে প্রবেশ করিয়া সভা করেন এবং সভা অন্তে তাঁহারা মিছিল করিয়া কয়েকটী রাস্তা দিয়া ঘুরিয়াছিলেন। পুলিশ তাহাদের উপর হস্তক্ষেপ করে নাই।

স্যার পুরুষোত্তমদাসের পদত্যাগ

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী, ধনী স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস ভারতীয় ব্যবসায়ী পরিষদের অগ্রাহ্যতা হইয়া ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন

ডাকাতদলের অত্যাচার

মোহান্তের গায়ে আগুন

হুগলি জেলার চুঁচুড়াতে একটী ডাকাতি-সম্পর্কে রঘুনাথ সুর্ক্কিঃক ও অপর ৭ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাওড়া হইতে তারকেশ্বরের মধ্যে উহারা নাকি বিশকুড়িটা ডাকাতি করিয়াছে।

গত মার্চমাসে বালী উত্তরপাড়ার মঠে ডাকাতি নাকি ইহারাই করে। ঐ সময়ে ডাকাতগণ মঠে প্রবেশ করিয়া মোহান্ত ভাগবত রামজীর গায়ে কেরোসিন লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। পরে চীৎকার শুনিয়া অন্য লোক আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠায়।

ভারত সরকারের কর্জ্জ গ্রহণ

রেলওয়ে বাবদ ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ভারত সরকার ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ধার করিতেছেন। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন জন্য বহু ইউরোপীয় তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া জন্য সরকার বাহাদুরকে লণ্ডন হইতে কর্জ্জ লইতে হইতেছে।

সামরিক আইনের বিচার

হাজার হাজার টাকা জরিমানা

শোলাপুরের সংবাদপত্রের সম্পাদক সামরিক আদালতের বিচারে ৭ বৎসর সশ্রম কারাবাসের ও ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার জরিমানায় আদেশ হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ সরদারের ২ বৎসর জেল ও ৫০০০ টাকা জরিমানা এবং আর একজন ধাকনারা ব্যক্তির ৩ বৎসর জেল ও ৫০০০৲ টাকা জরিমানা এবং ৪ জনের প্রত্যেকের ১ বৎসর জেল ও ২০০০ টাকা জরিমানা এবং ১ জনের ১ বৎসর জেল ১০০০৲ টাকা জরিমানা এবং ১ জনের ১ বৎসর জেল ৩০০৲ টাকা ও আর একজনের ৩ মাস জেল ১৫০০ টাকা জরিমানা এবং ১০ জনের ২০৲ হইতে ৪০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

ওয়াডালার আইন ভঙ্গের বিচার

ওয়াডালা লবণগোলা লুটের ২৩জন আসামী বিচারার্থ নীত হইলে বিচারক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, টি, জবদেওয়ালা প্রকাশ করেন যে এই সমস্ত লোক চোর ডাকাতের শ্রেণীর লোক। আসামীদের মধ্যে জুনার বাজার বন্দী কারা যৌবন দাসও ছিলেন। প্রত্যেক কেই লবণ আইনের ৩৭নি, ধারার অপরাধে অভিযুক্ত করেন কেবল যৌবন দাস লবণ আইনের ৩৭নি ও দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৭ ধারার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। বিচারক মহাশয় যৌবন দাসকে ৫০০৲ টাকার এবং বাকী আসামীগণকে প্রত্যেককে ৫০৲ টাকার জামিনে খালাস দিয়া ২৮শে মে মোকদ্দমার দিন ধার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১০ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

অতীন্দ্রিয়বাণী—তত্ত্বেঙ্গিত

শ্রীঋষভদেব কথা

পুরুষোত্তম মঠে মহোৎসব-প্রসঙ্গ

ভাগবত মাহাত্ম্য

সাময়িক প্রসঙ্গ

অদ্য অপরা একাদশীর উপবাস। একাদশী-ব্রতে কৃষ্ণেতর কথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের জন্যই বিষয় হইতে বিনিমুক্ত হইবার পরামর্শ। হরিবিমুখ সংসারে হরিবাসরের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হরিনাম, হরিগুণ, হরিরূপ, হরিপরিকরবৈশিষ্ট্য ও হরিলীলা শ্রীনামাশ্রিত জনগণেরই অনর্থ-নিবৃত্তিমুখে নিরন্তর সেব্য। সাধারণ বিষয়ী জন হরিবৈমুখ্যক্রমে হরিসেবার অলৌকিক মহিমা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু হরিজনগণ প্রাকৃত-জনগণকে তাহাদের মঙ্গলের বিবিধ উপায়ে দয়া করিয়া থাকেন।

মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান্ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গকে ঐ জেলার যাবতীয় ইন্‌স্পেক্সন্ বাংলোগুলিতে অবস্থান করিবার অনুমতি দিয়াছেন। মেদিনীপুরে ৩৯টি ইন্‌স্পেক্সন্ বাংলা আছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর্গ ইন্‌স্পেক্টর কদাচ বিভাগের অন্য লোকের বাধা না দিয়া এখানে থাকিতে পারিবেন। প্রত্যেক জেলাবোর্ডের কর্তৃপক্ষগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর্গকে এইরূপভাবে আশ্রয় দিয়া জনহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবেন।

সম্প্রতি সংবাদে যশোহর জেলার শ্রীযুত [illegible] বাউলের দল একটি আখড়া [illegible] অবৈধভাবে ব্যস্ত আছে। এই আখড়ার বিষয়ে লিখিত আছে যে, তাহাদের মঠ ১৩১৩ সালে স্থাপিত [illegible] প্রতিষ্ঠিত। কতকগুলি কার্য্যাবলীর নিমিত্ত তাহারা জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় নামে অভিহিত করিতেছে। কিন্তু তাহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত কিরূপভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহা সাধারণের জানা আবশ্যক।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া অজ্ঞলোকে যে কত রকম দল পাকাইয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। মহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত বিষয় কি, সিদ্ধ ও বিশুদ্ধ ও মহাভাগবতগণের কথায় যে মহাপ্রভুর আদৌ সন্তোষ হয় না—এ সকল চিন্তার দিক্ দিয়াও যাইবে না, কেবল সাধু বলিয়া বাহাদুরী লইবার জন্যই কতকগুলি লোক বড় ব্যস্ত।

ভোগীসম্প্রদায়ের ধারণা, অবাধ সুখ বলিয়া তাহারা যে সুখ-ভোগে সর্ব্বদা প্রমত্ত থাকে, তাহা কাহারও স্থূলভাবে একটু কিছু ত্যাগ করিতে দেখিলে তাহাদের ধারণায় সে ব্যক্তি একজন বড় সাধু বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সেই সাধুর দ্বারা তাহাদের স্থূল ভোগবৃদ্ধির কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিলেই তাহার প্রশংসায় তাহারা পঞ্চমুখ হয়। সাধু মহাশয়ও ভোগীর ভোগেচ্ছা যে পাকা বড় সাধুর বোঝা বহনপূর্ব্বক মনে মনে কতই না গর্ব্ব অনুভব করেন। ইহারই নাম সূক্ষ্ম ভোগ। ইহা স্থূল-ভোগ অপেক্ষা আরও ভীষণ, জীবকে অত্যন্ত কপট করিয়া তুলে। দুর্ভাগা জীব ভেকী! নিকট প্রশংসা পাইবার জন্য তত্ত্বপর হয় এবং গোপনে স্থূল ভোগেও অত্যন্ত রত হইয়া পড়ে। অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতে জীবের বাসনাময় লিঙ্গদেহ এবং সেই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য স্থূলদেহ। সুতরাং সমূল অবিদ্যা বিনষ্ট না হইলে লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহের ভোগপ্রবৃত্তি কিছুতেই দূর হইবার নহে। সদ্গুরু-পাদাশ্রয় পূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানলাভের জন্য যত্ন না করিলে মানুষ নিজ নিজ রুচি অনুসারে চালাক প্রাকৃত সহজিয়া, বাউল, সখিভেকী, গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের আশ্রিত হইয়া পড়ে।

বিভিন্নপ্রকার রুচির লোকের বিভিন্ন প্রকার কামপ্রবৃত্তির সহায়তা করিয়া লোকের নিকট 'সাধু' বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ এক কথা আর কৃষ্ণকে তোষণ করিয়া কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণের নিকট অপ্রাকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ অন্য আর একটী কথা। লোকের দেহমনের উপকার ও আত্মার উপকার এক নহে, লোকের দেহমনের তোষামোদ করিলে লোকের নিকট একটু বাহবা পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন পক্ষেরই নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। স্বয়ং আচরণ অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তন-পরায়ণ হওয়া আত্মার নিত্যপ্রভু সর্ব্বাত্মার কৃষ্ণকার্ষ্ণ-গুণ-কীর্ত্তনই আত্মকল্যাণের একমাত্র উপায়। স্বয়ং আচরণে না করিয়াই গুরুত্বের দাবী করিলে অনধিকারচর্চ্চা হইয়া পড়ে। তাহাতে উন্নতিলাভের পথ একেবারেই কণ্টকাকীর্ণ হয়।

কৃষ্ণকার্ষ্ণের নিকট অপ্রাকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে আত্মসুখবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাপর হইতে হয়, মহাজনগণ যেরূপ ভজনক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের আনুগত্যে সেইরূপ ভজনক্রম অনুসরণ করিতে হয়, সদ্গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার নিষ্কপটে শ্রবণ করিতে হয়, গুরুদেবের সেবা করিতে হয়। গুরুদেব আমাদের সেবা-বৃত্তি দেখিয়া আমাদের কায়, মনের ও উন্নতিলাভের বিচার করেন। আমরা নিজে নিজেই উন্নতিলাভকারী হইয়াছি বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলে আমাদের

অতীন্দ্রিয়বাণী

তত্ত্বেঙ্গিত

নিত্যসিদ্ধ শুদ্ধ বৈষ্ণব বা মহাভাগবতের নিকট দীক্ষিত হইলে [illegible] দীক্ষা প্রদানের সময় [illegible] অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হয়, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ৪।১৯২, ১৯৩):—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

প্রাকৃত দেহের উক্ত প্রকার অপ্রাকৃতরূপে পরিণতি অজ্ঞ মানবগণের অজ্ঞাতে সিদ্ধ হয়। অপ্রাকৃত দেহ কাহাকে বলে তাহা না জানা হেতু এবং প্রাকৃত দেহের কোন্ সময় অপ্রাকৃতরূপে পরিণতি সিদ্ধ হয় তাহা বুঝিতে না পারায়, অজ্ঞ প্রাকৃতসহজিয়া মনে করেন যে, দীক্ষার পরবর্ত্তীকালেও শিষ্যের এই পুরাতন প্রাকৃতদেহই বর্ত্তমান থাকে। সঙ্কীর্ণ বা অসৎ কোনও দর্শন-প্রণালীতে তাঁহারা ঐরূপ মনে করিতে বাধ্য হন। যাবৎ না সেই সকল ব্যক্তি নিরপেক্ষতা অবলম্বনপূর্ব্বক সরল ও উদার ভাবে সৎ শাস্ত্রে নিষ্ঠা স্থাপন করিবেন এবং দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইতে সমর্থ হইবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা দীক্ষিত সাধকগণের দেহকে সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন না।

সাধনসিদ্ধ [illegible] মানবগণ বাহ্যদৃষ্টির দ্বারা মানবদেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ লক্ষ্য করেন। তাঁহাদিগের [illegible] দর্শনের ধারণা

উহা ও উহাদের কথা, অবধারিত সত্য হইয়া থাকে।

[illegible] ভক্তিযোগবাণী [illegible] না করিয়া, সাধু-[illegible] প্রাণ, [illegible] — এই প্রকার সঙ্গ না করিয়া, [illegible] হইয়া না কেন [illegible] সাধু [illegible] করিতে হইবে, [illegible] প্রস্তুত হইতে হইবে।

নাস্তিকতাবাদ-প্রচারে-দীন মায়াবাদ [illegible] পুষ্ট হইয়া প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং তাহারা এতৎ দেশের সকল [illegible] বশত [illegible] বিশ্বাস-স্থাপনে অসমর্থ হইয়া প্রমাণের [illegible] বিরোধ আরম্ভ [illegible] হয় তাহা বুঝিতে পারা গেল।

৪। যে সমুদয় অজ্ঞ মনুষ্য [illegible] পাশ্চাত্য [illegible] সুখের [illegible] নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণে [illegible] দেহকে প্রাকৃত দেহ বলিয়া বুঝিয়াছে, [illegible] হইয়া [illegible] হইয়া থাকে। যে সকল অপ্রাকৃত-দর্শন-[illegible] ব্যক্তিগণের দেহগুলি [illegible] স্বার্থী ও পরম উজ্জ্বল [illegible] পঞ্চ পরিপূর্ণ সুখের আশায় নিজ নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে [illegible] নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের দেহগুলি পূর্বোক্ত প্রকার অজ্ঞ ও [illegible] ব্যক্তিগণের দেহগুলি [illegible] বিপরীত ভাবের [illegible] হয় এবং সেই হেতু [illegible] দেহগুলিকে অপ্রাকৃত (অর্থাৎ প্রকৃত ভাবাপন্ন নহে) বলিয়া বুঝিতে [illegible] যুক্তিযুক্ত। [illegible] তাহারা [illegible] করিতে [illegible] নিকট মহিত, [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] প্রকার প্রাকৃত দেহ বলিবার [illegible] যাঁহারা প্রকাশ করেন, তাঁহারাও [illegible] মস্তিষ্ক [illegible] হইবার যোগ্য।

৫। [illegible] আমরা জানিতে পারি যে ভগবান্ নিত্য বস্তু, তাঁহার সেবকগণ নিত্য, তদীয় সেবোপকরণগুলি নিত্য এবং তাঁহার সেবারূপ কার্য্যও নিত্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। এই জন্য মহাভাগবতগণ সমগ্র জগৎ ও কার্য্য পদার্থরূপে নিত্য ব্যতিরেকে কোন প্রকার অনিত্য বস্তু বা [illegible] দর্শন করেন না। যেহেতু [illegible]—[illegible] না দেখে তার যুক্তি। [illegible] প্রকার [illegible] অপ্রাকৃত দেহ দর্শনের বিষয় [illegible] হইয়াছে। সুতরাং [illegible] সর্বত্র কৃষ্ণের রূপ করে দরশন। [illegible] দেখিবারে পায় যার আঁখি নিরঞ্জন। অনীভূত চক্ষু যার বিষয় খুঁজিতে। কেমনে সে [illegible] পারবে দেখিতে। ইত্যাদি প্রকার মহাজনোক্তি হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে অজ্ঞ [illegible] ব্যক্তিগণ কখনই ভক্তদিগের ভগবদ্-ভজনোপযোগী দেহগুলিকে অপ্রাকৃত দেহ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন না। চোর [illegible] যেমন সকলকেই চোর মনে করে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণও সেইরূপ মনে করে যে ভক্তগণের দেহসমূহ ও তাঁহাদিগের কায়-চারিত্র তাহাদের দেহের ন্যায় [illegible]।

৬। [illegible]কালে [illegible] সময় কোন অসৎ ব্যক্তি আমাকে [illegible] যে [illegible] দেহ [illegible] সেই অসৎ [illegible] দেহকে [illegible] প্রাকৃত বলিয়া [illegible] প্রকাশ [illegible]। [illegible] যদি কোন [illegible] না [illegible] নহে, তবে আমি [illegible] তাহাদিগের [illegible] অপ্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে পারিব। [illegible] দেহসমূহকে [illegible] দেখিতে পারিবে না। অজ্ঞ লোক যাহাকে দেহের [illegible] বলিয়া বুঝে, আমি তাহাকে আবির্ভাব বা [illegible] অপ্রাকৃত বস্তু [illegible] যখন আমার চক্ষুর বহির্ভূত হয়, তাহা আবির্ভাব এবং যখন তিনি আমার চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যান তাহাই তিরোভাব [illegible]। [illegible] অনিত্যভাব স্পর্শ করিতে পারে না। যাহারা তাহা দেখেন তাঁহারা অজ্ঞানান্ধ ও মায়া-আচ্ছন্ন মূর্খ মাত্র।

শ্রীঋষভদেবের কথা

(পূর্বপ্রকাশিত [illegible] পর)

৬। একাগ্রতা [illegible] সাধকের একান্ত করণীয় [illegible]। আমি সর্ব্বে [illegible], এ চিন্তাদির পালন বুঝিতে হইবে।

সাধনচিহ্ন ভক্তিজননী। অতএব সাধুসঙ্গে ভাগবতীর উদ্দেশে উক্ত [illegible] অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নতুবা কেবল শরীর [illegible] নিমিত্ত আহারাদি [illegible] ভগবানে নিত্য [illegible] হইবে না।

৭। মানুষ কর্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু যে কর্মে কর্তা, আমিই কর্মকর্তা এই অহংকারে প্রমত্ত হইয়া [illegible] জন্য কর্ম করেন, তাঁহার ভাগ্যে কর্মফল—বন্ধই লাভ হয়। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ নিজ [illegible] ছাড়িয়া—

৮। আমার (ভগবানের) সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। আমার উদ্দেশে কৃতকর্ম কখনই [illegible] আবদ্ধ হইতে পারে না— তাহাই সেবা।

[illegible] জীবের কর্মবন্ধন-ফলে [illegible] সংসারে বার বার [illegible] লাভ ও [illegible] দুঃখ ভোগ, আর আমার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্মে, জীবের কর্মবন্ধন মোচন এবং আমাতে নিত্য সেবা লাভ।

৯। প্রাকৃত [illegible] লাভ করে কিন্তু বদ্ধজীবগণ যে সকল কথা শ্রবণে নিযুক্ত, [illegible] অসৎ বা [illegible] প্রায় জীবের বন্ধন-দশা বৃদ্ধি করিয়া দিয়েছে। বিষয়ের [illegible] দোষ দিয়া [illegible] এবং [illegible] বিষয় [illegible] কিন্তু [illegible] মধ্যে বহির্মুখ [illegible] জীবের [illegible] উদ্ধার [illegible] আমার সেবায় নিযুক্ত করে।

[illegible] উপায় [illegible] অসম্ভব।

১০। [illegible] অসৎ [illegible] দ্বিবিধ। অনিত্য বস্তুর সঙ্গ জীবের অনিত্যাসক্তি বৃদ্ধি করে, আর নিত্য [illegible] বাড়াইয়া দেয়।

[illegible] জ্ঞানে [illegible] বস্তু [illegible] আর [illegible] বস্তু শ্রীভগবানের সেবা-[illegible] ভগবানের সেবাপরায়ণ [illegible] জীবের একমাত্র ধর্ম। ধ্যান, প্রার্থনা, [illegible] এবং [illegible] ছয়টি সঙ্গের লক্ষণ। এই ছয়টি [illegible] তবে অসাধু এবং সাধুসঙ্গে হইলে সাধুর গুণ সর্বাঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একমাত্র সাধুসঙ্গে নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়। তাই বলিয়া যে [illegible] আর [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] না তাহা নহে। সাধু সঙ্গে নিত্য মঙ্গল লাভ [illegible] দ্বিতীয় বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না থাকায় সাধুগণই তাঁহাদের নিত্যবন্ধু। আর [illegible] নিত্যকালই আমার ভজন প্রয়োজন। কেননা বদ্ধজীবের বিচারে সর্বদাই [illegible] বিড়ম্বনা। কোন্ সময় কোন্ অনর্থ আসিয়া তাহাকে অনর্থসাগরে ডুবাইয়া [illegible] না থাকায় সর্বক্ষণ অনর্থমুক্ত সাধুর সঙ্গ করাই শ্রেয়।

১১। [illegible] যেমন [illegible] শ্রবণের যন্ত্র, বাক্যন্ত্র যেমন [illegible] যন্ত্র। অনিত্য বা বিষয় কথা শ্রবণে জীবের যে দুর্দশা, বিষয়কথা কীর্তনেও সেই দুর্দশা। অত এব [illegible] হইয়া আমার গুণ কীর্তনই শ্রেয়ঃ এ [illegible] একমাত্র কৃত্য।

ভগবানের গুণকীর্তন বলিলে কতক [illegible] কীর্তন বা বাদ্য বাজনা [illegible] কীর্তন বুঝিতে হইবে না। শ্রীভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় বিষয় না থাকায় এবং তাঁহার সেবাই একমাত্র জীবের ধর্ম বলিয়া তাঁহার ভগবানের নিরন্তর প্রীতির সহিত কীর্তন বুঝিতে হইবে। বিষয়কথাকীর্তনে [illegible] বিষয়কেই [illegible] পুড়িয়া মরিতে হয় আর আমার গুণ কীর্তনে [illegible] দুঃখ [illegible] করে।

(ক্রমশঃ)

পুরুষোত্তম মঠে

[illegible]

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত [illegible] যে [illegible] হইতে [illegible] প্রথম দিন হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] শ্রীধাম [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের নীলাচল প্রচার-কেন্দ্র শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহোৎসবের আরম্ভ হইয়াছে এবং তদবধি প্রত্যহ প্রাতে উষা কীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পুরাণাদি ও অপরাহ্নে [illegible] প্রচার [illegible] এবং সন্ধ্যারতির পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা, সঙ্কীর্তন হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত

উৎসবের আরম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ [illegible] মহারাজ [illegible] পূত চরিত্র আলোচনা করেন। তৎপরে [illegible] পুরাণাদির প্রথম হইতেই পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের [illegible] নিদান, [illegible] সর্বমঙ্গলময় [illegible] সমুদ্র-সেতু। এই গ্রন্থের [illegible]— এই [illegible] শ্লোকে যে [illegible] অর্থ বর্ণিত হইয়াছে এবং সমুদয় গ্রন্থে বিপুল রূপে বিবৃত সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি, আশ্রয়—এই দশটি বিষয়ও যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহা ভক্তগণের নিকট [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

ভাগবত-মাহাত্ম্য

চতুর্বর্ণের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ' শ্রেষ্ঠ। বেদ-অধ্যয়ন ব্রাহ্মণগণের নিত্যধর্ম; যাঁহাদের বেদাধ্যয়ন হয় নাই, তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' নামের অযোগ্য। সংস্কারলাভের পর দ্বিজগণ বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হন এবং তাঁহাদের বিদ্যার পরম এবং চরম উৎকর্ষতা লাভ হয়, যখন তাঁহারা ভাগবতজ্ঞ হন; তাই 'বিদ্যা ভাগবতাবধি'—এই জনশ্রুতি বিদ্বৎ সমাজে প্রচলিত। সুতরাং এই জনশ্রুতিটী হইতে আমরা অবগত হইতে পারি যে বেদশাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থনির্দ্ধারক শাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীমদ্ভাগবতের সেবাফলে জীবের পঞ্চমপুরুষার্থ [illegible] হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-সেবা অপেক্ষা আর উচ্চ কিছু নাই; [illegible] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও

মহাভাগবত নিত্যসিদ্ধ [illegible] শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা, শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ব্যাখ্যা ও টীকা, নিত্যসিদ্ধ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতোক্ত ব্যাখ্যা, তদনুগ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনীতে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা এবং বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত শ্রীভাগবত অর্কমরীচিমালা ও [illegible] ব্যাখ্যা আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত [illegible] যে [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] হইয়াছে, তাহা আমরা [illegible] অবগত হইয়াছি। [illegible] আলোচিত হইয়াছে। অত্র প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা করিব। দ্বিতীয় শ্লোকে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রেষ্ঠতা ও প্রামাণ্য বিষয় নিরূপণ এবং তৃতীয় শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপে নিখিল-শাস্ত্রের পাঠক অধিকারী [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের নৈষ্ঠিক নিত্য-পরম্পরায় কীর্ত্তন-শ্রবণ-ধারায় [illegible] শ্রবণ এবং অনর্থ-নিবৃত্তির নিমিত্ত যে এই গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ একমাত্র কর্ত্তব্য এবং এই গ্রন্থ যে শুকমুখের অমৃতদ্রব আলোচ্য প্রভৃতি বিষয় বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্লোকত্রয় যথার্থ ভাগবত-মাহাত্ম্য নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীমৎকবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষিগোপালের পুত্তলা কাহিনী ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মহাপ্রভু ভুবনেশ্বরে [illegible] বিগ্রহ

পরতত্ত্বতা বুঝিবেন। মুণ্ডক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, ঋক্, সাম, অথর্ব, ও যজুঃ—এই চারিবেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ইতিহাস ও পুরাণাদি অপরা বিদ্যার অন্তর্গত; যদ্দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মবস্তুর বিষয়ে অনুশীলন হয়, তাহাই পরা-বিদ্যা। সুতরাং ভগবানের স্বরূপশক্তিরূপা ভক্তিবিদ্যাই পরবিদ্যা এবং এই পরবিদ্যা-বধূর [illegible]।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদশাস্ত্রের চূড়ামণি। বেদশাস্ত্রের তিনটী শাখা—একটী [illegible] অসীম ও [illegible] অসীম ও [illegible] নির্দ্দেশ [illegible] উপাদেয়, [illegible]

[illegible] অর্থাৎ [illegible] অজ্ঞান-সম্ভূত। একটু [illegible] করিলে দেখা যায়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] প্রধান [illegible] এবং [illegible] সুতরাং এই অপূর্ব্ব কৈতব [illegible] কিছুই নহে। [illegible] প্রথম [illegible] অর্থাৎ [illegible] সংস্থাপক [illegible] রূপে কৈতব [illegible] হয়। তাহাতে নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে [illegible] উপস্থিত হইয়াছে; এই সমুদয় [illegible] শ্রীভগবান্ বেদব্যাস [illegible] স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাত্বতী শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] সমুদিত হইবার [illegible] চিরতরে দূরীভূত হয়। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতই [illegible] নির্ম্মাণ, শ্রীমদ্ভাগবত-

ও শ্রীকৃষ্ণ [illegible] প্রসঙ্গ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। [illegible] শ্রীপাদ বৈষ্ণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা [illegible] সনাতন গোস্বামী প্রভুর [illegible] সহিত নীলাচলে মিলন প্রসঙ্গ [illegible] সমস্ত [illegible] ও [illegible] সকলেই যে [illegible] নহে, তাহা বিশদরূপে বর্ণন করেন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণই যে [illegible] এবং [illegible] যে তাঁহার অংশ। এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] ও [illegible] হইয়াও [illegible] অবস্থান করিয়াছেন, তাহাও শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিয়াছেন।

বস্তুই বেদ-কল্পতরুর [illegible] ফল। এই গ্রন্থে কর্ম্ম ও জ্ঞান-রূপ বেদের অংশ কৈতব আলোচনা হয় নাই।

যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই রিপুষট্‌কের বশীভূত, যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামনায় ব্যস্ত, যাঁহারা [illegible] উপাসনায় নিযুক্ত, যাঁহারা [illegible] অনুসন্ধানে ব্যস্ত, যাঁহারা [illegible] নিরীশ্বর বা, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] অনধিকারী। [illegible]

[illegible] নাই, যাঁহারা [illegible] যাঁহারা [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] হইয়াছেন। [illegible] জ্ঞান, বৈরাগ্য ও [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] শ্রবণ করেন, [illegible] প্রাপ্ত হয়েন। [illegible] তাঁহার অন্তরে [illegible] হন।

[illegible] বিচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ [illegible] সেই [illegible] কৃষ্ণপ্রেমফলের [illegible] তাহার [illegible] লাভ করেন এবং [illegible] বিনয়ের সহিত [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] বলিয়া প্রচারিত হয়, [illegible] নহে। শ্রীমদ্ভাগবতই [illegible] শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস [illegible] বুঝাইবার জন্য [illegible] গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন [illegible] অর্থ [illegible] অজ্ঞান [illegible] মায়াবাদ [illegible] অর্থ [illegible] ভাগবত [illegible] করিয়াছেন, [illegible] শারীরক-ভাষ্য [illegible] শ্রবণ [illegible] অভিমানবাদ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ভাষ্য [illegible]

তাঁর। [illegible] স্বরূপ। [illegible] তৃতীয় ও চতুর্থ উৎসব, [illegible] মন্ত্র অধ্যায়, [illegible] এবং [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র [illegible] লীলা [illegible] পুণ্যাত্মা, [illegible] সর্ব্বপ্রথম [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible]

ভারতের সংবাদ

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible] সমস্ত [illegible] করিয়াছেন। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] পূর্ণ [illegible] প্রমাণ করিয়াছেন।

পুরুষোত্তম মঠ

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

[illegible] এবং [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] শ্রীগুরু [illegible] করিতে আসিয়াছেন। [illegible] অতীব [illegible] হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর বিরচিত
৩ খণ্ড গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালায় এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা ১৸০ দেড়টাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-[illegible]। এই নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য [illegible] বিষয় বিশেষভাবে [illegible]। [illegible] প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকৃষ্ট [illegible] কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক [illegible] কিরূপ ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৶০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে [illegible] হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ ॥
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেদনী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে অকপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে বিবিধ প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০
অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্ক বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৸০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। [illegible] পদাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধামের ও শ্রীমন্দিরের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। [illegible] শ্লোক ও [illegible] ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৴০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৴০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। উহাই বঙ্গদেশের আবশ্যক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬৲
৩। গৌড়ীয় গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
  „ „ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
  গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
৯। [illegible] (বাঁধা) ১৲
১০। [illegible] (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গোদ্রুম-কল্পতরু ১৲
১৪। প্রেমপ্রদীপ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। দীপ-প্রদর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
২৩। [illegible] ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ২৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩০। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী [illegible] ।০
৩২। গৌড়ীয়কণ্ঠহার ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

নানা খবর

গান্ধীর সন্ধির তিনটী সর্ত

...ণ্ডনের 'ডেলিহেরাল্ড' নামক পত্রিকার একজন প্রতি-নিধি যারবেদা জেলে শ্রীযুত গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ... সর্ত্তে তিনি কংগ্রেসের বর্ত্তমান আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন তাহা তিনি বিলাতে ... হাকে জানাইয়াছেন। সর্ত্ত গুলি এই—

(১) গোল বৈঠককে এরূপ ক্ষমতা দিতে হইবে যে ... যত একটা স্বাধীন শাসন প্রণালীর 'কাটামো' করিতে পারেন।

(২) লবণ শুল্ক ও মাদক দ্রব্য বর্জ্জন এবং বৈদেশিক ...বস্ত্রের দাবী পূরণ করিতে হইবে।

(৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি

...এপর বড়লাট সাহেবের নিকট পত্রে শ্রীযুত গান্ধীর ...ড অর্থ ও মূল্য সর্ব্বের আলোচনা করিলে চলিবে। ...লাতে যেরূপ ভুল হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট হাত ... প্রত্যাব করিতে পারেন।

মোজলির বিল নাকোচে সদস্যপদত্যাগ

...লাতের বেকার সমস্যা দূর করণোদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ডের নিকট স্যার অসোয়াল্ড মোজলি যে ...স্কীম পেশ করেন উহা মন্ত্রী সভা নাকচ করিয়াছেন ... উক্ত মোজলি সাহেব তাঁহার চ্যান্সেলারের পদত্যাগ ...ছেন। কিন্তু তাঁহার মত কার্য্যক্ষম একজন মন্ত্রীকে রাখিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টা করিতে-... মোট কথা, প্রথিক ... মধ্যে অস্বচ্ছন্দ ভবিষ্যতে ... কারণ বুঝিয়া মনে হয় না।

ভোলা আদালতে অগ্নি-প্রদান
মদের দোকান লুট

বরিশাল জেলার ভোলামহকুমায় আদালত গৃহে কোন ... লোক অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছিল। শীঘ্রই নির্ব্বাপিত করায় বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে নাই। সেই একটা মদের দোকান লুঠ হয়। তাহাতে প্রায় ২০০ ...র মত ক্ষতি হইয়াছে।

মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট রাত্রে ৮ টার পরে কাচারীর আশে-পাশে সাধারণের যাতায়াত নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

১০,০০০৲ টাকা প্রাথমিক শিক্ষার দান

কোন একব্যক্তি বাবালাবেশের পল্লীতে প্রাথমিক ...র প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ১০,০০০৲ দান করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য একটী কমিটী গঠিত ...ছে। সেই কমিটীর প্রস্তাবানুসারে ৩০০০৲ "...নাইটী অফ ব্যাক ওয়ার্ড ক্লাসেস্‌, বেঙ্গল এণ্ড আসাম" ...কে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

মাউপরায় লবণখোলা আক্রমণ

বহরমপুরের সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ যে সাঁতার ...র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মাউপরায় লবণখোলা লুণ্ঠন ...ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এইখানে প্রচুর পরি-... লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোম্বাইয়ে গোলমাল

শ্রীযুক্ত নরিম্যান গ্রেপ্তার

গত ২১শে তারিখ সকালে বোম্বাই সহরের কংগ্রেস আফিসটিকে প্রায় ৩০০ কনেষ্টবল এবং ৪০ জন উচ্চ কর্ম্মচারী ঘেরাও করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কে, এফ, নরিম্যান এবং আরো ৬ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গ্রেপ্তারের কারণ তাঁহারা ১৩৪ ধারা অমান্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার সময়ে রাস্তায় অসংখ্য লোকে তাঁহাদের গাড়ীর চারিদিকে সমবেত হয়। পুলিশ ভিড় হটাইতে গিয়া লাঠি চালাইতে থাকে, তাহার ফলে কেহ কেহ আহত হয়। পুনরায় কতকগুলি লোক তাঁহাদের পিছনে আসিলে পুলিশ আবার লাঠি চালাইয়া আরও কতকগুলি লোককে আহত করে। একদল জনতা নাকি দুইজন গোয়েন্দা পুলিশকে আক্রমণ করে এবং তাহারা সামান্যরকম একটু আঘাতও নাকি পাইয়াছেন। ইহার পরে বোম্বাইয়ের সহরে 'হরতাল' হয়।

মোট ৬০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে ৬ জন হাঁসপাতালেই আছে।

বোম্বাইয়ের এই গোলমাল সম্পর্কে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু বলিয়াছেন যে ইহা একান্ত বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নহে।

বড়লাটের সময় বৃদ্ধি

ষ্টেটস্‌ম্যানের সংবাদদাতা লণ্ডন হইতে ২১শে তারিখে জানাইতেছেন যে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইনের কার্য্য-কাল শেষ হইয়া আসিলেও তাঁহাকে পুনরায় বহাল করা হইবে এবং তিনিও আর কিছুদিন এদেশে কার্য্যব্যাপদেশে থাকিবেন।

বেনারসে ১৯ জন গ্রেপ্তার

গত ১৮ই যে সন্ধ্যার সময় বেণীনগর হইতে ওয়াইল দূরে কালাগ্রামে বেনারসের কংগ্রেস সভার একটী বৈঠক হইয়াছিল পুলিশ আসিয়া এই সভাকে বেআইনী জনতা বলিয়া প্রচার করে কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগণ চলিয়া যাইতে স্বীকার করে নাই সভ্য নেতাগণকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তার কার্য্য চলিবারকালে পুলিশের উপর ঢিল ছোড়া আরম্ভ হয়। বিনা রক্তপাতে বন্দীগণকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব মনে হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ মত গুলিবর্ষণ আরম্ভ হয়। কোনও লোক জখম হওয়ার সংবাদ এখনও পাওয়া যায় না; কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক সমেত সর্ব্বশুদ্ধ ১৯জনকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় রাখা হইয়াছে।

আয়কর বৃদ্ধি

ভারতীয় আয়কর বিভাগের ১৯২৮—২৯ সালের আয় ১৭ কোটী টাকার উপর হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা প্রায় দেড় কোটী টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

৪০,০০০ টাকার কোকেন উদ্ধার

মাসুদমিঞা এবং মহম্মদ খাঁ নামক দুইজন ব্যক্তিকে কাষ্টম অফিসের লোকেরা হুগলী নদীতে ছুইমাইল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া ধরিয়া ফেলে। উহাদের নিকট হইতে ৪০০০০৲ টাকা মূল্যের কোকেন পাওয়া গিয়াছে। গত ২১শে তারিখে কলিকাতা চিফ্‌ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহাদের এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বৈদ্যশাস্ত্রীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজুনিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ... শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্ব ... সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ শক্তি ... স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১৩ বটী ১৲ এক টাকা।

...বৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ভোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সমাদৃত পরিচিত ও ... প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা ... কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করে।

... জে, বি, দত্ত

ফেব্রাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, ... কুইনিন, ... আছে।

... একটী ... ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ... ম্যালেরিয়ার ... প্রতি ... বোতল ... টাকা ... প্রস্তুত। ২৯১ ... লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শন-বাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাস্থ্য, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাস সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুলসহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কম্বেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) রয়েল বাঁধা ১৸০ ডিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, নামসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগে মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও রক্তজ সম্পূর্ণ সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যৌনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে না... (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ... ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি স... ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরী... জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখু...

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা তুষ্ট হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন তবে আপনিও তুষ্ট হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ মস্তুরের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪-২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমায়াপুর নবীন প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

[illegible]ered N 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] হার
[illegible]

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] . সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৭২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর··১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সোমবার ২৬শে মে ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে ধরপাকড়

রায় সাহেব সামন্তের রায়

বিনাশ্রমে ৬মাস দণ্ড, আসামীগণ সমাজের উপকারী

জলকর বন্ধে মালক্রোক

মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে জাতীয় পতাকা

অবৈতনিক হাইস্কুল

মেহেরপুর ও কুষ্ঠিয়ায় ৯জন হিসাবে গ্রেপ্তার

ভূমিকম্পে ২০০০ মৃতদেহ

খুলনা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম

মিসেস্ গান্ধী আহত

রিম্যানের জেল, উগাডিতে সৈন্য, পার্লামেণ্ট বদল

স্বেচ্ছাসেবকের আহার বন্ধ

শান্তিপুরে ৯জন গ্রেপ্তার, কংগ্রেস সভা বেআইনি

করাচিতে ডিনামাইট চুরি

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে ধর পাকড়

শুক্রবার ভারতে কৃষ্ণনগরে ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া শোভাযাত্রাদি হয় বটে, কিন্তু সেদিন কোনও পুলিশ দৃষ্টি গোচর হয় নাই এবং কোনরূপ শান্তি ভঙ্গ হয় নাই।

পরদিন শনিবার প্রাতঃ কালেই শোভাযাত্রী কৃষ্ণনগরে আর এক শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহাতে পুলিশও ছিল, ধরপাকড়ও ছিল, আবার, "বন্দে মাতরম্" প্রভৃতি ধ্বনিও ছিল।

এ শোভাযাত্রার আয়োজন করিতে হয় নাই। পুলিশে যখন নদীয়া জেলার কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অতীন্দ্র নাথ চাকদার, শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]ভূষণ পরামানিক, শ্রীমান মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান্ তারাপদ গড়াই, শ্রীমান্ বিভূতি মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীমান্ [illegible] মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল এবং নদীয়া জেলার সুপ্রসিদ্ধ উকিল, কৃষ্ণনগর বার লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট, জাতি বৃদ্ধ, সর্ব্বজন সম্মানিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিল তখন দলে দলে লোক আসিয়া রাস্তায় জমা হইয়া এক বিরাট শোভা যাত্রার আকার ধারণ করিল।

সামন্ত সাহেবের রায়
আসামী সমাজের উপকারী

পাঠকগণ অবগত আছেন যে কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত বাবু তারক দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ পদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু তারাদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ মহাদেব সরকার এই কয়েকজনের বিরুদ্ধে গত ১১ই এপ্রিল তারিখের শোভাযাত্রা ব্যাপারে রাজদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র মামলা আনীত হয়। গত শনিবারে সদর সব ডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের আদালতে বিচারে তাঁহাদের উপর কেবল কয়েদ রাজদ্রোহ অপরাধের অভিযোগে [illegible]

মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। [illegible] সমস্ত অভিযোগ হইতে মুক্ত করা [illegible] হয়। তাহাদিগকে বিশেষ [illegible] বন্দী বলিয়া গণ্য করিবার আদেশ দেওয়া হয়।

সব ডিভিসনাল অফিসার সাহেব কম দণ্ড দিয়াছেন কারণ পুলিশ সাহেবের সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে আসামীগণ ভাল লোক ও সমাজের উপকারী।

আসামীদের পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] এডভোকেট প্রভৃতি আইনজ্ঞগণ মোকর্দ্দমা চালান।

গত জগদ্ধাত্রী পূজার সময় পুলিশ সাহেবের হাতে যখনই পুলিশ না থাকায় এই সমস্ত ভদ্রলোকই শান্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং রাত্রি জাগিয়া [illegible] পরিশ্রম করিয়া শান্তি রক্ষা করেন।

জলকর আইন ভঙ্গে মাল ক্রোক

[illegible] জলকর [illegible] আইন [illegible] ব্যাপারে [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছিল। [illegible] হইয়াছে। [illegible] করিতেছে। [illegible] ক্রোক করিয়াছে। [illegible] চলিতেছে। [illegible]

মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে জাতীয় পতাকা

[illegible] স্থানীয় অধিবাসিগণ [illegible] মিউনিসিপ্যাল আপিসের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালিন

[illegible] পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক মাত্রেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। [illegible]

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

[illegible] তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। [illegible] যদি আপনার [illegible] মারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না! মূল্য প্রতি শিশি [illegible] [illegible] আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্‌স্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ [illegible] বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible] গোলাপ, চামেলী, [illegible], চন্দন, [illegible], বেলা, [illegible] [illegible] পবিত্র ত্রিগুণ তৈল [illegible] [illegible] মাথাঘোরা, [illegible] অনিদ্রা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] যথার্থ মহৌষধ। বলা বাহুল্য, [illegible] তৈল যে, [illegible] যে কোন স্থানে তৈল [illegible] যুগল মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল [illegible] করিয়া আপনাকে [illegible] টকাইতে পারিলেই [illegible] নয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড্‌স্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি [illegible]

[illegible] সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১২ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার-১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে আচার্য্যবর্য্য শ্রীল রামানুজ সম্প্রদায়ের মঠগুলির মধ্যে রাজগোপাল মঠ আর অর্দ্ধ শতাব্দী বা ততোধিক কাল হইতে সর্ব্বপ্রধান স্থাপন করিয়াছেন। এবার মঠের অধ্যক্ষ মহাশয়গণ পুরীর সকল জনাতঙ্কর কার্য্যে অগ্রণী এবং পারমার্থিক সকল বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পারমার্থিক সেবকগণের দিক হইতে দেখিতে গেলে এবার মঠের মহান্ত মহারাজ প্রধান সেবক। শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরের উপাসকগণ শ্রীসম্প্রদায়ের তিলকের শোভা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

বর্দ্ধমান মহারাজ মহারাজ শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে কএকদিন পূর্ব্বে নিখিল-বৈদ্য সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করিয়াছেন। শ্রীমাধব কথিত বর্ণাশ্রমাচারবিধি-পালনপর প্রাকৃত দেহের স্থূল-বিধান-জাত যে সকল কৃত্য, তাহাও তাঁহার অনুকূল ক্রিয়াবিশেষ। মহারাজ মহারাজ শ্রীকাঞ্চন ভক্তগণের সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার চরিত্রানুকূল নির্ব্বিশেষবাদপর বৈধাচারের প্রতি অনুকূলবর্ত্তন আছে। তিনি [illegible] মন্দিরের সংস্কার কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন।

এবার মঠের বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজের প্রধান উত্তরাধিকারী শিষ্য স্বামী মহান্ত [illegible] আচার্য-প্রকৃতি ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন হইতে [illegible] একপ্রকার [illegible] ছিলেন। তিনি সম্প্রতি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিরহজ ক্লেশে মর্ম্মাহত আছি। তাঁহার সৌজন্য ও ভক্তচরিত্রে প্রবল চেষ্টা দেখিয়া আমাদের আশাতরু উন্মেষিত হইত, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যের অভাবহেতু তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] দুইটি মঠ ঢাকা সহরে আছে, আর একটী [illegible] শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ। ঢাকা সহরের প্রান্তে [illegible] পল্লীতে শ্রীগোপালজিউ মঠ [illegible] নির্ম্মিত হইতে চলিল। ঐ কার্য্যে [illegible] শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর অধিকারী মহাশয়, শ্রীযুক্ত [illegible] দে ও

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বোধন

ছাতানাই গ্রামে বিরাট সভ

সময়

শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ অনুষ্ঠান সেবা করিতেছেন। পূর্ব্ব ভক্তগণের প্রতিষ্ঠিত [illegible] শ্রীনারায়ণ সেবা-প্রদর্শন [illegible] একটি নূতন কথা হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের বিলাসভবন-রূপে ঠাকুরবাড়ী ও [illegible], সম্পূর্ণ পূর্ব্ব [illegible]। [illegible] যে [illegible] উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলের অশেষ কল্যাণ বিহিত হইয়াছে।

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে সেখানকার গ্রামবাসিগণ [illegible] সময় পীড়িত থাকেন [illegible] অনেকেই দেহত্যাগ ও [illegible] করিয়াছেন। সম্প্রতি [illegible] অধিকারী শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় প্রাচীন পল্লী [illegible] নিবাসে [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের সেবোদ্দেশে একটি জলকূপ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলীতে যে নব-নির্ম্মাণ কার্য্য হইতেছে, তাহারই অতি সন্নিকট প্রদেশে নলকূপটির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠিত কার্য্য সাধারণ পরোপকার-ব্রত সমাজ দর্শন করিয়া চরিত্র [illegible] কার্য্যের [illegible] বুঝিতে পারিবেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বোধন

যেদিকে সমস্ত [illegible]-প্রবাহের বর্ত্তমান [illegible] দেখা যাইতেছে, সেই [illegible] আর যেন একটা কুল-প্লাবন [illegible] প্রবৃত্তি সকল সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার কুল-প্লাবন [illegible] যখন আমাদের ঐ প্রবৃত্তিকে আরও [illegible] বাড়াইয়া তোলে, তখন আবার [illegible] ঐরূপ প্রবৃত্তিতে দেশ চালিত হওয়া যায়। যাঁহারা স্বাধীনতার পূর্ণভাব লাভ করিতে [illegible] অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই দুঃখময় অবস্থার মধ্যে বিজড়িত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতার প্রধান—[illegible]; কারণ, কেহই সেই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারেন না। কিন্তু স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষীর [illegible] এই প্রকার দুর্দশা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আচার্য্য আমাদিগকে [illegible] স্বাধীনতা-লাভের একান্ত-প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করাইয়া জনগণের বুদ্ধি ও [illegible] দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেন। তখন আচার্য্য বলেন,—যত বিপদই আসুক না কেন, স্বাধীনতা যখন আমাদের প্রয়োজন, তখন তাহা লাভ করিতেই হইবে। বিপদ যতই ঘনাইয়া আসিবে, ততই আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিবে। বস্তুতঃ, [illegible] না থাকে, [illegible] স্বপক্ষে প্রচার [illegible] বিপৎপাতে পতিত হইতেছে, সেই সকল [illegible] বলিয়া থাকে না, [illegible] জীবনাশঙ্কা থাকে বলিয়া [illegible] প্রকাশ করেন না। যাহা হউক, [illegible] আমাদের বড় লোক সমস্ত [illegible]

আপনার আশ্রয় করিয়া [illegible] আকাশ পাতাল আলোড়ন [illegible] করিতে পারে। তবে [illegible] কেনই বা না [illegible] উৎসাহ ও প্রচার দিয়া কোটি কোটি [illegible], [illegible] বিশ্ব-বিনাশন [illegible], [illegible], সর্ব্বদা [illegible] ধারণা [illegible] না করা যাবে? স্বাধীনতার সংগ্রাম [illegible] আমরা—

"[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]"

* * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]—

"[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]"

[illegible] কথা আজ হতে অনেকেই [illegible], [illegible] এই যে, তাঁহার আচরণ ও বাণীর [illegible] চেতনের [illegible] প্রচার করিয়া যেন, সম্মুখে একটী [illegible] পাপ [illegible] মুহূর্ত্তমধ্যে ধ্বংস করিয়া দেয়। আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্য-দেবের [illegible] একটী প্রতিষ্ঠান, [illegible] পারিপার্শ্বিক [illegible] আচার্য্যের [illegible] হইবে। [illegible] স্বাধীনতার [illegible] আচার্য্যের [illegible] সংকীর্ত্তনে [illegible] পাইয়া স্বাধীনতার [illegible] উপনীত হইতে পারে।

বঙ্গসাহিত্যবিদ্‌গণের বাণী

[illegible] শ্রীমদ্‌[illegible] বলেন—"[illegible]," [illegible] 'আত্মা' ও 'ব্রহ্ম' [illegible] অর্থ আপনারা [illegible], আচার্য্য [illegible] আমাদিগকে [illegible] অর্থ জানাইয়াছেন। [illegible] এই আচার্য্য [illegible] উপাসক হউন। এই জন—

সচ্চিদানন্দ ভক্তির উৎস শ্রীনবদ্বীপ; নিখিল সত্তা তাঁহা হইতেই সম্ভূত। তাঁহার উপাসনাই সর্বজীবের একমাত্র পথ। সমসাময়িক জগৎ, আচার্য্যদেবের নিকট হইতে এই চেতনবাণীসমূহ নির্বিচারে গ্রহণ করুন, যেদিকে পারে আচার্য্যেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছে।

ছাতানাই গ্রামে বিরাট্ সভা

(প্রাপ্ত)

বিগত ২৮শে রবিবার হইতে ৩০শে মঙ্গলবার পর্যন্ত উক্ত গ্রামে [illegible] জাতীয় সভার একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। আমাদের কেন্দ্রস্থল জেলা রংপুরের অন্তর্গত ছাতানাই গ্রামে নির্দিষ্ট হওয়ায় তথায় আদর্শ গ্রাম সংগঠনের ব্যাপক [illegible] হয়। সভায় বহুদূর দেশ হইতে পণ্ডিত, গুণী ধনী, [illegible] ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আমি ভাবিলাম এত অধিক লোক এতদূর হইতে [illegible] আগমন স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অথচ কতকগুলি নামে কথা আলোচনা হইবে। যে কথা আলোচনা করলে [illegible] আমাদের মঙ্গল, যেমন কোন কথার আলোচনা হওয়ার সম্ভব দেখা যায় না। ইহাতে অনেকের মত হইল [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রগোপাল দে [illegible] আনয়ন করা। আবার [illegible] অনেকে মত দিলেন, গৌড়ীয়মঠের পণ্ডিত কোন বৈষ্ণব [illegible] বর্ণের কথা [illegible]। যাহা উক্ত [illegible] পণ্ডিত মহাশয়কেও আহ্বান করা হউক, আর আমাদের সার্বজনীন মহিলা কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible] প্রভৃতিও আহ্বান করা হইল।

৩০শে সোমবার পূর্বাহ্ণে ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত আমাদের বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হয়। [illegible] গোস্বামী প্রভু তাঁহার [illegible] কেন্দ্রে পূজার পূর্বে অধিবেশন স্থলে উপস্থিত হইয়া সকলকে আশীর্বাদ করেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমাদের জাতীয় সভা, আপনি কি ভাবে বলিবেন? তিনি উত্তর দিলেন, এ সভার সভাপতি শ্রীল [illegible] গোস্বামী ঠাকুর হউন, তিনি যাহা বলিবেন তাহা সকলে মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন। এইই আমাদের কথা শুনা হইতে আমরা সভাপতি নির্বাচন [illegible] করিলাম

বিশ্বাস এবং গায়ত্রীর আশ্রয় হইতে যে ভক্তিবিধানী পরিস্থিতি আসিবে, তিনি আবার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কোন প্রকার অভক্তির কথা বলিয়া আমাদিগকে অপরাধী করেন ইহাও একটি প্রধান ভাবনা ছিল। কিন্তু আমাদিগের পরম সৌভাগ্য উক্ত পণ্ডিত মহাশয় কোন কারণে আগমন করিতে পারিলেন না। গোস্বামী প্রভু তৎক্ষণাৎ একান্তভাবে আবেদন করিলেন যে, সভার প্রারম্ভ হইতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি ব্যক্তিকেও সভাপতির প্রয়োজন—এ কথাটী ভাবিবার অবকাশ হয় নাই। তাহাতে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম যে বর্ত্তমানেই এ সভার সভাপতি গুরু চাঁদ শ্রীল প্রভুপাদ। ৭-৩০ মিনিট সময় গোস্বামী প্রভু সংস্কৃত শ্লোকের মধ্য দিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। বক্তৃতার পর "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য" এই শ্লোক পুনরাবৃত্তি দ্বারা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে সম্ভ্রম আত্মনিবেদন ও শুদ্ধভক্তের লক্ষণ কীর্তন করেন। তৎপর 'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে' শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় কীর্তনকারী ব্যক্তির সেবার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, কীর্তনকারী গুণগান, অথবা ভাষণ, শুদ্ধভক্ত সদাচারে বর্জন না করিলে তিনি ভাগবত-পাঠ ও সংকীর্তন এবং হরিকথা আলোচনা করিয়াও সাক্ষাৎ নামের সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারায় [illegible] সংকীর্তন [illegible]। অতঃপর [illegible] আমার সভার উদ্দেশ্য দ্বারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। আধুনিক বর্ণাশ্রম অপ্রয়োজনীয়তা ও দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে [illegible] প্রয়োজনীয় এবং যেরূপ দৈববর্ণাশ্রমের সৃষ্টি, বর্ত্তমানে লোকসমাজে [illegible] ও শৌক্র ব্রাহ্মণ্যাভিমানী বিকৃত হইয়া আসুর বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

অতঃপর [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ এই সম্বন্ধে আবির্ভূত হইয়া দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন কি প্রকারে করিতেছেন তাহা ব্যাখ্যা করেন। উপসংহারে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জাতীয় উচ্চ ও নীচের ভিত্তি বাঁধিবার জন্য বৃথা চেষ্টা, সমাজে সমান হেয়, তাহাদের প্রাণে শ্রীনাম-রূপের প্রার্থনা যাহাই সমাজে লাভ হয় ইহাদিগের সকল [illegible] কি নীচ জাতীয় বালকেরও [illegible] হইতে পারে, পাঠার্থী বালকদিগকে বুঝাইবার জন্য প্রাঞ্জলভাবে প্রতি দুই ঘণ্টাকাল বুঝাইতে চেষ্টা করেন। সভার উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী এমন কি বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। আমরা সকলেই শ্রদ্ধা সহকারে

কহিলাম, বক্তা নিজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটী কথাও বলেন নাই। প্রত্যেকটি কথাই তাঁহার প্রভুপাদের কথা, শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী, বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর যে পাণ্ডিত্য অভিমানভরে আগমন করেন নাই, তিনি যে ভক্ত বা সাধু বলিয়া অভিমান করেন তাহারই বিপরীত, এই বিপরীত ভাবটাই তাঁহার সিদ্ধান্তকথনের বৈশিষ্ট্য, একথাটিও সকলকে বুঝাইয়া অসৎসঙ্গিগণকে 'অসৎ' সঙ্গ হইতে অসৎসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ করিলেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনিসহকারে সভাভঙ্গ হয়। নিবেদন ইতি। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সন।

বিনীত—
শ্রীযুক্ত শ্রী শ্রীকান্ত দাস
পোঃ [illegible]
ভায়া হলদিবাড়ী
কুচবিহার

[ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত দাস মহাশয় সত্য সত্য লোককে গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ অমঙ্গলকারী প্রবন্ধের অবকাশ দিয়া যে ভাবে সভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের বিচারে ধন্যবাদের পাত্র। সমস্ত সভার উদ্দেশ্য যাঁহাদের জন্য সভাপতি সংযুক্ত হইলে সে সভার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। জাতি-বিচার বেদলোকের অন্তর্গত। শুদ্ধভক্তির আলোচনায় সেরূপ বিচার নাই। যাঁহাদেরই ভক্তিপথে যে মাত্রা আছে, তাহা জানিয়া সম্ভবপর আয়ুমধ্যে ভক্তিপথে প্রবৃত্ত হইলেই আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে। সঃ প্রঃ সঃ]

সময়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বি, এ)

শ্রীগুরুদেবের কৃপালব্ধ অধিকারানুযায়ী মন্ত্র দিয়া আত্মোন্নতির পর সাধক যাহা লাভ করিবার পর গুরু শিষ্যকে কতকগুলি নিয়ম গ্রহণ করাইবেন। এই নিয়মগুলি দৃঢ়রূপে পালিত হইলেই আমাদের বহির্মুখতা ধীরে ধীরে অপসারিত হওয়ায় সর্ব্বদেবতা বিষ্ণু হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন। এতদ্বিষয়ে ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান বিষ্ণুর ও এই সকল দেবতাদেরকৃত-কর্ত্তব্য। যাবতীয় বিধিনিষেধ এই তাঁহাদের অনুকূল ও প্রতিকূল মাত্র। অতএব শিষ্যাধিকারে অবস্থিত জনগণের এই সময় অর্থাৎ নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। তবে বৃথা উদ্দেশ্য বুঝিয়া

যেমন বিষয়ের প্রতি অন্তর আন্তরিক আসক্তি। আমাদের মাতৃভূমি হইতে বঙ্গের যাবতীয় দোষ ও দোষিত বাসনাসম্পন্ন সাধারণ সেই সমূহ একমাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব দ্বারাই নিরাকৃত হয় বলিয়া বিধিরূপ প্রকার প্রণীত নিয়ম ও নিষেধরূপ প্রকার বর্জনীয় বিধি বিষ্ণুভক্তাদির শাস্ত্রসমূহে কথিত হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরে শিষ্যের যথাযথ ভজনপালন একান্ত আবশ্যক বিধায় পাঠকগণের সর্বদা স্মৃতিপথে রাখিবার জন্য ঐ সময়গুলি উদ্ধৃত হইল। প্রত্যেক গুরুদেব শিষ্যগণকে এই সময় অর্থাৎ একান্ত কর্ত্তব্য নিয়মগুলি পালন করিতে আদেশ করিয়া থাকেন।

বিহিত

(১) নিশান্তের ৪ দণ্ড বা শেষ যামার্দ্ধের নাম ব্রাহ্মমুহূর্ত, এতৎকাল মধ্যে নিদ্রাত্যাগপূর্ব্বক শয্যা ত্যাগ করিতে হইবে এবং মলমূত্রত্যাগ শৌচ বিধি পর বিশুদ্ধবস্ত্রযুগল পরিধান করিবে। (২) মহাপ্রভুকে জাগরিত করণ, (৩) সাধারণ মাঙ্গলিক দ্রব্য সংযোগে তদীয় নীরাজন, (৪) যথাবিধি প্রাতঃস্নান, (৫) বিশুদ্ধ অঙ্গীয় ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান, (৬) ভগবৎ মন্দির মার্জন, (৭) প্রাতঃকালীন পূজা, (৮) ভগবৎ ও শ্রীবৈষ্ণব মূর্ত্তি দর্শন, শঙ্খ চক্র, গদা, পদ্ম ও সমস্ত নামাদির চিহ্নধারণ, (৯) বিষ্ণুচরণ মূর্ত্তি সেবন, (১০) তুলসী ও দেবমাল্যাদি ধারণ, (১১) বিষ্ণু নির্ম্মাল্য গ্রহণ, (১২) বিষ্ণু প্রসাদ চরণামৃত পানের নিয়ম, (১৩) পঞ্চরাত্র বা অহর্নিশ প্রতিমাতে নিত্যই দেবের পূজন, (১৪) নিত্যশালা-তুলসীর অর্চন, (১৫) বৈষ্ণবপাদ প্রক্ষালন, (১৬) শ্রীগুরু-সেবন নিত্যমে আহ্নিকী পূজা, (১৭) ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ, (১৮) বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা শিরঃসিক্ত অর্চন, (১৯) শক্তি থাকিলে তুলসীকাননাদিতে শ্রীহরির পূজন, (২০) তাহার অনুকূল নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য বিধি অনুষ্ঠান, (২১) যথাসাধ্য ভক্তগণকে ভোজনাদি সম্পাদন; (২২) নূতন ফলপুষ্প নিবেদনে তাম্বুল সংকারে সমর্পণ, (২৩) প্রত্যহ তুলসীপূজা, (২৪) নিত্য শ্রীভাগবত অর্চন, (২৫) প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে বিষ্ণুপূজা, (২৬) প্রত্যহ শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র পুরাণ শ্রবণ, (২৭) বিষ্ণুকে নিবেদিত বস্তু অপাদান বুদ্ধিতে গ্রহণ, (২৮) ভগবানের আহ্নিক, শ্রী-বৈষ্ণব দ্বারা নিবেদিত দ্রব্য, অমৃত অভ্যন্তরে ধ্যান তাহা নিত্য গৃহস্থাদির অর্পণ, (ক্রমশঃ)

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বহু লক্ষ রোড, খুলনা।

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,

ননিবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত প্রেমরঞ্জন রায়—৭৮।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন্ ডি মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়াকিন দি কল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ রত্ন—বরপাঁড়া, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশশধর সরকার বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এল, বারাসাত

ওড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ উপায়ে ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৯৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵৩
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৯
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা।৵০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোপালকুঠী, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকাশিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ই,আই, রে

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিরাগপাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯-নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাকুড়ার পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোনা, চিৎকুণ্ডা পোঃ, বাঁকুড়া।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ লছমান রোড্ নিউদিল্লী

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

বঙ্গ-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

অলঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আমাদের দেশের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অনেকেরই ঘটিয়া উঠে না। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

বহিঃপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাংসারিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, সদাচার ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপসম্বলিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে রচিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্লোক-এ কালীতে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ভজনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৷৹

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য ও ক্লেশকর—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র ভগবান্ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। স্বতন্ত্র সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

অর্চ্চনকৌশিক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ কত অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া 'সুদুঃসুখকে' যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং মায়ার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গীতে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি জনে জনে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয়বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীগ্রন্থের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গাক্ষরে সর্বাঙ্গ প্রয়োজনীয় অনুবাদ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্লোক সূচী, বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ড খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৷৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৹

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয় গৌরব ৷৹

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹

৫। ভজনরহস্য ৷৹

৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১

" " আবাঁধা ৸৹

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা, ১৷৹

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹

গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷৹

৯। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ভাগবতার্কমরীচিমালা (যন্ত্রস্থ)

১০। বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য (যন্ত্রস্থ) ৷৹

১১। প্রেমবিবর্ত ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵

১৫। দীপ-নির্দেশন ৵৹

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹

১৭। আচার ও আচার্য ৷৵৹

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵৹

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চনকৌশিক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵৹

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চনকৌশিক ৵৹

২৬। সাধককণ্ঠমালা ৸৵৹

২৭। সংস্কার-দীপিকা ৷৹

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। ভক্তিসন্দর্ভ ৷৹

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹

৩১। মণিমঞ্জরী মাধুর্য ৷৹

৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

নানা খবর

মেহেরপুরে ৯জন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে এ পর্যন্ত ৯ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের উপর ভয়ানক [illegible] করিয়া বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় পিকেটিং

কুষ্টিয়ায় পুলিশ কোম্পানী এবং রেলওয়ে কর্মচারিগণের [illegible] পিকেটিং চলিতেছে। সাতজন পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

আবগারী দোকানদারের খাদ্য বন্ধ

বর্দ্ধমান জেলার [illegible] আবগারী দোকানদারকে সামাজিকভাবে বর্জন করা হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা কেবলমাত্র ঐ সকল দোকানদারের শিশু-[illegible] জন্য দুগ্ধ সরবরাহ করিতেছেন। ঐ দোকানদারের [illegible] অন্যান্য লোকে কোনও প্রকার খাদ্যসংগ্রহ করিতে পারিতেছে না।

খুলনায় ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম

খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] অধীন কর্মচারিবর্গকে আদেশ করিয়াছেন [illegible] বাড়ীর লোকজনকে এবং পুত্রগণকে বর্ত্তমান [illegible] আন্দোলনে যোগদান করিতে না দেন। যদি তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন কেহ আন্দোলনে যোগদান করে তাহা হইলে কর্মচারিদিগকেই তাহার জন্য [illegible] করিতে হইবে।

বরিশালের জেল

মিঃ [illegible] সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] তাঁহার ৬ মাস [illegible] কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

উল্টাডিঙ্গিতে সৈন্য

[illegible] আজাদ [illegible] উল্টাডিঙ্গি ক্যাম্প [illegible] অধিকৃত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্টে বদল

পার্লিয়ামেণ্টে [illegible] বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট [illegible] করিয়া দিতে পারেন বলিয়া জনা যাইতেছে। [illegible] অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্টে [illegible] সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা আগামী সোমবার হইবে।

কলিকাতা মহিলাদের ১৪৪ ধারা অমান্য

গত ২৩শে মে কলিকাতার মহিলাগণ [illegible] সভা করিয়া ও মিছিল বাহির করিয়া ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়াছেন।

মিসেস্ গান্ধী আহত

[illegible] মিসেস গান্ধী ও ৬০ জন সত্যাগ্রহী আহত হইয়াছে। ১১৮ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের আহার বন্ধ

[illegible] নিকট যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক ছিল তাহাদের পান আহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুলিশ তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা আক্রমণ করিয়া উল্টাডিঙ্গি পর্য্যন্ত [illegible] আনিয়াছে। উল্টাডিঙ্গি [illegible] এ পর্য্যন্ত ২৯০ জন [illegible] চিকিৎসিত হইয়াছে।

শান্তিপুরে ৯জন গ্রেপ্তার
মহিলাগণসহ বিরাট শোভাযাত্রা

গত শনিবার শান্তিপুরে স্বেচ্ছাসেবকগণ আবগারি দোকানে পিকেটিং করার ফলে বেলা আন্দাজ ১০টার সময় তাহাদের মধ্যে ৯জন গ্রেপ্তার হন। তাহাদিগকে গেপ্তার করার দরুণ শান্তিপুরে একটা বিরাট সাড়া পড়িয়া যায়। বৈকালেই তথায় অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। তাহাতে বহু বহু ভদ্র মহিলাগণও যোগদান করিয়াছিলেন।

অবৈতনিক হাইস্কুল

আমরা অবগত হইলাম কলিকাতার [illegible] চন্দ্রমোহন দত্ত নামক [illegible] নিকট [illegible] একটী অবৈতনিক হাইস্কুল স্থাপন করিয়াছেন। দরিদ্র এবং মেধাবী ছেলেদের একটী প্রবেশিকা পরীক্ষা করিয়া দেখা [illegible] স্কুল করিয়া হয়।

উল্টাডিঙ্গি ক্যাম্প ধ্বংস

পুলিশ ও সৈন্যগণ উল্টাডিঙ্গি ক্যাম্প অধিকার করিয়া তাহা ধ্বংস করিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণকে উক্ত ক্যাম্প পরিত্যাগ জন্য ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হইয়াছিল যাহারা ক্যাম্প ত্যাগ করে নাই তাহাদিগকে লাঠি মারিয়া বাহির করা হইয়াছে এবং কোনও কোনও লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

করাচিতে ডিনামাইট চুরী

করাচি ষ্টেশনে একটী মালগাড়ী হইতে বহু সংখ্যক ডিনামাইট অপহৃত হইয়াছে। উহার কোনও সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

ভূমিকম্পে ২০০০ মৃতদেহ

পারশিয়ার ভূমিকম্পে যে সমস্ত লোক [illegible] চাপা পড়িয়াছে তন্মধ্যে ২১শে মে পর্য্যন্ত ২০০০ মৃতদেহ ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।

কংগ্রেস সভা বেআইনি

[illegible] কংগ্রেস সভা গুলিকে বেআইনি প্রচার করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে।

গোলটেবিল ভাল নহে

[illegible] গোলটেবিল বৈঠকে [illegible]
[illegible] এই [illegible]
[illegible] গোল টেবিল বৈঠক [illegible] বিরোধিতা করিবেন।

কলিকাতায় গাড়োয়ান-সত্যাগ্রহ

গত [illegible] কলিকাতার গাড়োয়ানদের [illegible] পুলিশের [illegible] সত্যাগ্রহ [illegible] করিতেছেন [illegible]

ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রতি সতর্কবাণী

[illegible] 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' [illegible] মুদ্রাকর ও প্রকাশক [illegible] প্রকাশ করিবার [illegible] সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

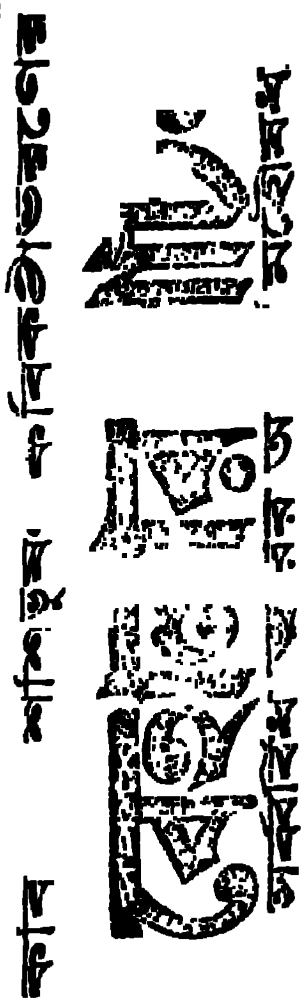

মদন মঞ্জরী

[illegible] মূল্য ৬০ বড়ি ১, এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] টাকা।

[illegible] মূল্য ১০ বড়ি ১, এক টাকা।

[illegible] চক্রবর্ত্তী

[illegible] কলিকাতা।

[illegible]পন

[illegible]!! [illegible]!!!

[illegible] তৈল

[illegible]

[illegible] *J. B. Datta & Co.* [illegible]

[illegible]

ফেরাস কুইনিন

[illegible] ম্যালেরিয়ার [illegible]

[illegible]

[illegible] ক্লিনিক্যাল [illegible]

[illegible] হলুদ [illegible] কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইহোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। ইত্যবসরে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্‌দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবন্মৃত জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

জগৎপুর, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্‌, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, নামসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমত নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধজল ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রসাহায্যে উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পকতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী এম্‌, এস্‌, এস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1514

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

অগ্রিম দেয়:
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ১৹

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৭৬ সংখ্যা

শ্রীশ্রী চন্দ্র মঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ২৭শে মে ১৯৩০

কুষ্ঠিয়ায় ৫৮জন গ্রেপ্তার

পদত্যাগ, অতীন্দ্র বাবুর বিচারের দিন

শোভাযাত্রায় বাধা

ভারতের মহিলাচাঞ্চল্য, গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহার

ইউনিয়ান বোর্ড অফিস দগ্ধ

বড়লাট ও মিঃ সাইমন, সামরিক রীতি রহিত

কনেষ্টবল খুন

ভারত সচিবের বেতন নাকচ

বিবিধ সংবাদ

কুষ্টিয়া

২৬শে মে তারিখের কংগ্রেস বুলেটিনে প্রকাশ যে ঐ দিন পর্য্যন্ত কুষ্টিয়ায় মোট ৫৮ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে আট জনকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

পদত্যাগ

নদীয়ার কয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য সমস্ত সভ্যগণ একযোগে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন।

অতীন্দ্র বাবুর বিচারের দিন

অতীন্দ্র বাবু প্রভৃতি যে কংগ্রেস কর্মীকে পুলিশ গত শনিবারে গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহাদের মোকদ্দমার দিন ২৮শে মে তারিখে পড়িয়াছে।

ভারত সচিবের বেতন নাকচ

ভারতের রাজনৈতিক বন্দীদিগের প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত মিঃ ব্রকওয়ে প্রভৃতি কতিপয় পার্লামেণ্টের সদস্য ভারত সচিবের বেতন হ্রাসের একটী প্রস্তাব বিলাতের পার্লামেণ্ট সভায় আনয়ন করিবেন বলিয়া রয়টার প্রকাশ করিয়াছেন।

কনেষ্টবল খুন

আগ্রার একদল ট্রেণের কনেষ্টবলের কতকগুলি ডাকাইতের সহিত সংঘর্ষ হয় উহার ফলে সংকুদ্দিন নামক একজন কনেষ্টবল বন্দুকের গুলিতে নিহত হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

(এ, পি, আই)

এজেণ্ট চাই

নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, চাকদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, কুমারখালি ও বীরনগরে স্থানীয় সংবাদ-সংগ্রহের জন্য এজেণ্ট চাই। এজেণ্টগণের নিয়মাবলী জানিতে হইলে, "নদীয়া প্রকাশ" কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করুন।

এজেণ্টদিগের অতি প্রয়োজনীয়-সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য তারযোগে সংবাদ পাঠাইতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহার

[illegible]

ভারতের মহিলা চাঞ্চল্য

[illegible]

বিঠলভাই পেটেল

[illegible]

আটলাণ্টিক পার

[illegible]

নানা খবর

স্যার জন সাইমন সম্বর্দ্ধনা

[illegible]

সাইমন রিপোর্ট

[illegible]

পার্লামেণ্টে শ্রমিক সভা

[illegible]

মেদিনীপুরে নারীদের প্রতিবাদ

[illegible]

ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে অগ্নিকাণ্ড

[illegible]

গ্রেপ্তার

অমৃতসরে সর্দার মঙ্গল সিং, সর্দার উধম সিং, কাপ্তেন আমীর খাঁ, সর্দার অমর সিং ঝাবাল আহা-রুফিন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কয়াচিতে লোকনাথ আচার্য্য, প্রতাপ ভারতী এবং স্বামী মধুশাস গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং বিহার প্রদেশের জব্বলপুর প্রায় ১৩ জন কংগ্রেসের সেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মাদারিপুরে টিকটি উকিল সমিতির সভাপতি বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সেনাবাসে পিকেটিং

[illegible] একটি সভা করিয়া [illegible] হইতে প্রদর্শনাদি [illegible]। [illegible] দোকানে পিকেটিং [illegible] হইয়াছে। [illegible] স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। [illegible] স্বেচ্ছাসেবক প্রতিদিন বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং [illegible] হইতেছে।

বোম্বাইয়ে বিরাট শোভাযাত্রায় বাধা

[illegible] ২৮টী [illegible] সম্পর্কে বাধা [illegible] পর ২৩শে [illegible] বোম্বাই সহরে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। এক [illegible] প্রায় দুই লক্ষ লোক যোগ দিয়াছিল। তাহারা [illegible] আরম্ভ করিয়া সহরের [illegible] প্রধান রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া [illegible] পৌঁছিলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ [illegible] এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত [illegible] হইয়া রাস্তা অবরোধ করিয়াছিল। [illegible] পুলিশ ও সশস্ত্র পুলিশ [illegible]। প্রায় ৪০০ শত পুলিশ [illegible] এবং ৫০ জন সশস্ত্র পুলিশ [illegible] বাধা দিবার জন্য [illegible] করা হয়। [illegible] ঐ স্থানে [illegible] যাইতে সংকল্প করিয়া [illegible] বসিয়া পড়িয়াছে এবং জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে থাকে। [illegible] বন্ধ করা হইয়াছে। এখনও [illegible] প্রকাশ হয় নাই।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও হাসপাতাল

[illegible] জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] [illegible] করেন যে [illegible] কোনদিন সন্মান পাইবে। [illegible] এই কথা ও [illegible] বলিয়া [illegible] করা সম্ভব নহে জানান। [illegible] নিকট [illegible] জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারা আর [illegible] আমদানি করিবে কি না। [illegible] বলেন যে [illegible] যাহাতে [illegible] পারিবে এরূপ স্বেচ্ছাসেবকগণকে তিনি ঐ স্থানে [illegible] চাহেন। উত্তরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলেন [illegible] হইবে। এবং [illegible] করেন যে তাহারা [illegible] করিতেছে। [illegible] বলেন যে [illegible] সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে তবে [illegible] এই ব্যাপারটিকে [illegible] আন্দোলন করিতেছেন তখন [illegible] কি করা [illegible] ।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার মত ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] অকালে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"এপুং সকালানি ঘৃত"

[illegible] করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"প্রমদাবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] অব্যর্থ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] কেশরঞ্জী

[illegible] কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোকা শিশি বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের জাল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible]—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এক কেরার্স-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৮য় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ টাকা [illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। [illegible] কলিকাতা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের নূতন মন্দিরের কার্য্য প্রচুর পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। মন্দিরের সংলগ্ন মঠবাসিগণের থাকিবার স্থান প্রায় সম্পূর্ণ হইতে চলিল। সদর দরজার কার্য্য সমাধা হইয়াছে। নাটমন্দিরের লৌহ-সকল সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় কার্য্য লৌহের অপ্রাপ্তিতে কয়েক দিবস বন্ধ ছিল। প্রধান তোরণের ও ঠাকুরের গৃহের এক তলা পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। পাক গৃহের ভিত্তি খনিত হইতেছে। শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় পূর্ণোদ্যমে মঠের-সেবা-কার্য্য করাইতেছেন। শ্রাবণ মাসের ২০শে তারিখের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য সমাধা হইবে। এবার সেখানে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-মহা-সম্মেলন ও তত্ত্ব-প্রদর্শনীর [illegible] তৎকালে নিযুক্ত হইবে।

মঠমন্দিরসমূহে ও মঠাদিতে চৌকিদারি ট্যাক্স নাই। স্থানে স্থানে পঞ্চায়েতগণের আলোচনায় মঠ-মন্দিরাদিতে যে করস্থাপন-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কার্য্যকারকগণের ঈর্ষা ও অবিবেচনার পরিচায়ক। সেইরূপ অবস্থা কর নির্দিষ্ট হইলে তাহার প্রতীকারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে একটি মাত্র দিন নির্দিষ্ট থাকে। যে মঠাধিকারী ঐ সকল অবিবেচনার কথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা যথাসময়ে [illegible] আলোচনা করিয়া লয়েন, তাহা হইলে তাহার প্রতীকার হওয়া আবশ্যক।

[illegible] এইরূপ একটি [illegible] কথা শুনা যাইতেছে। [illegible] মধ্যে এরূপ [illegible] প্রবিষ্ট করা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ম [illegible] আটিসারা গ্রামের জমিদার। তিনি সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি পাদপীঠ স্থাপনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গৌড়ীয়মঠের প্রচারসমূহে পাদপীঠ স্থাপনে যাঁহারা যত্ন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রবাবু তাঁহাদের একজন প্রধান সহায়। ভগবদিচ্ছা-ক্রমে সম্প্রতি তাঁহার শরীর বিশেষ অসুস্থ হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহার শরীর নিরাময় করিয়া শুদ্ধভক্তিপ্রচারকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। বারুইপুর গ্রামের এক প্রান্তে 'কাটা ঘাটে' শ্রীমন্মহাপ্রভু একটি সেবা আছেন। এই স্থানকে কেহ কেহ প্রাচীন 'আটিসারা' বলেন অপর কেহ কেহ গ্রামের নিকটবর্ত্তী 'আটঘরা' গ্রামকে আটিসারা নামে অভিহিত করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার-১৩৩[illegible]

গৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দিরের কার্য্য অনেক অগ্রসর

শ্রেষ্ঠ্যার্য্য জগবন্ধুর অপূর্ব্ব সেবোত্তম

মঠমন্দিরে করস্থাপন-ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ

আটিসারায় শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ

শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ সম্পূর্ণ

দশমস্কন্ধের ৭০ অধ্যায় ছাপা শেষ

একাদশ স্কন্ধের মুদ্রণারম্ভ

প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রীদামবিনোদবিহলের সকল চেষ্টা ব্যর্থ

বিষ্ণুস্মৃতির অনাদরফলেই বিষ্ণুবিস্মৃতি

কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই যুক্তবৈরাগ্য

ফল্গুবৈরাগ্যে ভক্তির গন্ধমাত্র নাই

শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল, বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল

সখরচাঁদ বাউলের গল্প

কৃষ্ণসুখের পরিবর্ত্তে আত্মসুখান্বেষণই সংসার কথা,

তাহা কেবল দুঃখময়ী

সংসারাসক্তি ছেদনই ভগবানের কৃপা

কৃষ্ণেতর চিন্তা ও কৃষ্ণচিন্তা যুগপৎ অসম্ভব

সাধুসঙ্গে বাস ভগবদ্ভজনের কুল

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামই সংসার জয়ের উপায়

[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] মঠসেবকগণ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রচারবিষয়ে বিপুলতার [illegible] করিতে তাঁহারা অসমর্থ হইবেন। ইহা [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্করণ [illegible] নহে। [illegible] হইবেন [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] দশমস্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ নবমস্কন্ধ [illegible] ২৭০৯ পৃষ্ঠা এবং দশমস্কন্ধ ১৮ পৃষ্ঠা [illegible] পৃষ্ঠা কাউন কোয়ার্টো আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। দশমস্কন্ধের ৭০ম অধ্যায়ের ২০শ অধ্যায় এবং একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ মাত্র মুদ্রণ অবশিষ্ট আছে।

[illegible]

শ্রীহরিকথামৃত [illegible] দীপিকা প্রভৃতি [illegible] হইতে চলিল। [illegible] গ্রহণ করেন না। [illegible] সর্বজনাদরণীয়া [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible]

'[illegible] বিষ্ণুস্মৃতি [illegible]।'

[illegible]

[illegible] আধুনিক বিজ্ঞান, [illegible]

প্রকার কিছু আনুষ্ঠানিক জনগণই গুরু-ভক্তির প্রতি আক্রমণ-মানসে এই প্রকার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়া অনভিজ্ঞ জনগণকে ভোগে প্রবৃত্ত করায় এবং তাদৃশী ভোগ-প্রবৃত্তি নিরাকরণ সম্প্রদায়কে বাধা দিয়া সংসার-দুঃখ বৃদ্ধি করায়। উচ্চৃঙ্খল জনগণ এইরূপ বহু বৈরাগ্যের পক্ষপাতী নহেন।

হরিনামের সংকীর্তন বাহিরের দল যে প্রণালীতে প্রচার করিতেছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্, এস্ সি, বিপিন্ মোক্তার প্রভৃতি অনেক আছেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের" যে সকল উদ্দেশ্য, তাহার কোনটির প্রতিই তাদের সাহায্য-প্রার্থনা-সূত্রে যে ভিক্ষাসংগ্রহ-চেষ্টা, তাহার মিল নাই। একারণ সংবাদ সাহায্য-প্রার্থনার কারণ মধ্যে লিখিত আছে যে, প্রতি রবিবার রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত লীলা-কীর্তন-ভক্তিশাস্ত্র ব্যক্তিগণকে সকল আলোচনা-সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা সুযোগ মত ইঁহাদের উক্ত প্রকার আলোচনার আলোচনা করিব।

অতীন্দ্রিয়-বাণী

তত্ত্বোক্ত

ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রাণিমাত্রই আহার, নিদ্রা ও মৈথুনাদি দ্বারে সুখাবেষী। এবম্প্রকার সুখান্বেষণে রত প্রাণিসমূহ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, ধন, ভোগ্যবস্তু ও মর্যাদা সংগ্রহপূর্বক যে সুখস্বপ্ন পালন করিতে থাকেন, তাহাকে সংসারধর্ম্ম কহে। সংসারধর্ম্মাশ্রিত প্রাণিগণ সংসারী নামে খ্যাত এবং তাহারা সংসারের অর্থাৎ পুত্রাদির উন্নতিকল্পে ব্যস্ত। যাঁহারা সংসারের উন্নতি করিতে বিশেষরূপে সমর্থ হন, সংসারী প্রাণিসমূহ তাঁহাদিগকে ভাগ্যবান্ জীব বলিয়া ঘোষণা করেন।

সংসার অনিত্য। অন্ধকূপের ন্যায় দেখিতে দেখিতে নাশ প্রাপ্ত হয়। সংসারী জীবগণ প্রতিনিয়ত সংসারের নশ্বরতার ছবি দেখিয়াও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। ভগবানের মায়াশক্তির ইহাই এক প্রকার চমৎকারিতা। প্রকৃতপক্ষে মায়াশক্তির আর এক প্রকার চমৎকারিতা আছে, যাহার প্রভাবে সকল পুত্রাদির সংহার, দর্শন ও শ্রবণ করিয়াও নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবে না, সংসারাসক্ত প্রাণিসমূহ পুনঃপুনঃ সংসারপঙ্কের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

ভগবান্ সকল প্রাণীর একমাত্র চিরসুহৃৎ। সুহৃৎ বিনা ভিন্ন কোন প্রাণীর চিরকাল দুঃখপ্রদ ও নশ্বরতাপূর্ণ সংসারে আসক্ত থাকিতে দেন না। যাহারা ভগবদ্ভক্তির ভাগ্যবানরূপ কৌশল প্রভাবে একদিন না একদিন সংসারাসক্ত জীবসমূহ সংসারের হেয়তা অনুভব করিতে ও ভগবদ্ভজনের চিত্তাকর্ষণ প্রভাবে সাধুসঙ্গ মুখে ভগবৎসেবার উপাদেয়তা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

যে সময় সংসারী জীব স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, কেবলমাত্র ভগবৎসেবা-দ্বারে দুঃখময়-পরিপূর্ণ বিষম সংসারবন্ধন নিত্যকাল আর মন করা যাইতে পারে, সে সময় হইতে তিনি সংসারের ভয়-ভঙ্গুরাদি বাসনাটিকে অদৃশ্য করিতে চিরতরে বিদায় দিয়া থাকেন। পুরাতন পত্রগণের বহির্গত কিছুদিন তাঁহাকে সংসারাসক্তের আশ্রয় করিতে দেখা যায়, তথাপি তাহা বৃক্ষ হইতে যেমন বৃক্ষের অঙ্কুর উদয় হয় না, তদ্রূপ তাঁহার মধ্যে সংসার আর পূর্বের ন্যায় আসক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ হয় না। হস্তী যেরূপ মত্ত সময়ে রাজপথ দিয়া চলিয়া যায় ও সারমেয়গণ চীৎকার করিতে থাকিলে হস্তী যেরূপ তাহা শুনিয়াও শুনে না, ভগবৎ-সেবাতে আসক্তচিত্ত সজ্জনগণও সেই প্রকার সংসারের বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা বিচলিত না হইয়া ধীরে ধীরে নিজ নিজ গন্তব্যপথে বিচরণ করিতে থাকেন। যেরূপ নদী পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে যেমন প্রবলবেগে সমুদ্রের অভিমুখে গমন করিতে থাকে, সজ্জনগণের গতিও সেইরূপ ভগবৎসেবা-রূপ পথে উত্তরোত্তর প্রবলবেগে বর্দ্ধিত থাকে। অবশেষে যখন সংসার-দশার স্বাভাবিক নিবৃত্তির কাল সমাগত হয়, তখন বৈকুণ্ঠাভিমুখে গতিশীল সজ্জনগণ জাগতিক বিচারকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া পশ্চাৎ ভক্তির অন্তর্গত দাসাভিমানরূপ অস্ত্রদ্বারা বান্ধব করিবার জন্য উদ্যত হন। ভগবদ্-ধামে বাস-কালে ভগবৎসেবার পরিবর্তে বিষয় ও ভগবদিতর বস্তুর সেবা করিবার সুযোগ থাকে না। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব সাধক শ্রেষ্ঠই ধামবাসের জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। যে সকল ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিবার পরে সংসারের কিছুমাত্রও উন্নতির আশা গোপনে হৃদয়ে পোষণ করেন এবং অবিলম্বে ধামবাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন না, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা কপট। কপটরা ভোগ-বুদ্ধির পূজারী, সুতরাং তাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভোগী। ভোগীগণ মায়ার দাস। সুতরাং মায়াকর্তৃক তাঁহারা অদৃষ্ট

সময়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২ সংখ্যার পর)

(২৯) গুরুর আদেশ গ্রহণ, (৩০) তৎকথিত বাক্যে বিশ্বাস, (৩১) নিজ মত ও দেবতানুসারে মুহূর্ত্তবন্ধন, (৩২) সর্ব্বজিহ্বীত, (৩৩) ভক্তির সহিত নৃত্যাদি, (৩৪) শ্রীহরির উদ্দেশে সর্ব্বাদির সমর্পণ, (৩৫) শ্রীহরির লীলাস্মরণ, (৩৬) যথাসাধ্য নিত্যভোগ, (৩৭) নিত্য হরিপ্রিয় নৈবেদ্যার্পণ, (৩৮) সাধুগণের স্বাগত ও পূজা, (৩৯) শেষ নৈবেদ্য ভক্ষণ, (৪০) তাম্বূল বিশিষ্ট গ্রহণ, (৪১) বৈষ্ণব সহবাস, (৪২) ভগবদ্ভক্তের জিজ্ঞাসা, (৪৩) দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী দিনত্রয়ে বিহিত ব্রত নিয়ম যথাবিধানে স্বাচ্ছন্দ্যকারে দৈবধারণ, (৪৪) যে কোন অবস্থায় থাকিয়াও সর্ব্বদা সন্তোষ অবলম্বন, (৪৫) জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব ও দেবালয়াদি গমন প্রতিপাদন, (৪৬) যথাবিধানে উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, ও পাপনাশিনী নাম্নী অষ্ট মহাদ্বাদশীর পালন, (৪৭) সকল ঋতুতে যথাকালজাত পুষ্পফলাদি দ্বারা মহারাজোপচারে বিষ্ণুর পরিচর্য্যা, দোল ঝুলনযাত্রাদি উৎসব, (৪৮) বিবিধ বৈষ্ণবব্রতের প্রতিপালন, (৪৯) গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, (৫০) তুলসীসংগ্রহ, (৫১) সংকীর্ত্তন ও পাদসেবনাদি (৫২) শয়ন কালে শ্রীরামাদির চিন্তন। এই দ্বিপঞ্চাশৎ বিধি একান্তভাবে যথাশক্তি পালনের প্রয়াস করিতে হইবে।

নিষিদ্ধ

(১) প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকালে শয়ন, (২) মৃত্তিকা ব্যতীত শৌচকরণ, (৩) দণ্ডায়মান হইয়া আচমন, (৪) গুরুদেবের আসনে উপবেশন, (৫) গুরুসম্মুখে পাদবিস্তার, (৬) অতীব চাতুর্য্যব্যঞ্জন, (৭) শক্তি থাকিতে স্নান ক্রিয়ায় হানি, (৮) অর্চ্চনলোপ, (৯) দেবতা ও গুরুজনাদির অপ্রিয়ভাষণাদি, (১০) গুরুদেবের সম্মুখে পাণ্ডিত্য প্রকাশ, (১১) ঊর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন, (১২) অযত্নে তিলকরচনা বা আচমন, (১৩) নীলবস্ত্র-পরিধান, (১৪) অবিধিযুক্ত সহিত মিত্রতা, (১৫) অসৎ-শাস্ত্রশ্রবণ, (১৬) মূঢ়লোকের ও নীচলোকে আসক্তি, (১৭) মত্তমার্গ-সেবন, (১৮) রাজসেবাদি সেবন, (১৯) মদ্য ও মাংসাদি ভোজন, (২০) নিষিদ্ধশাকভক্ষণ, (২১) মূলী, কন্দ ও মৎস্যাদি ভক্ষণ, (২২) অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ, (২৩) বিষ্ণুব্রতব্যতীত অন্য দেবদেবীর ব্রত, (২৪) বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত অন্যমন্ত্র জপ, (২৫) আভিচারিক ক্রিয়া, (২৬) শক্তিবিদ্যমানে দুর্গোপচারে সেবন, (২৭) শোকাদির অধীনতা, (২৮) দশমীবিদ্ধ একাদশীব্রত, (২৯) শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষের একাদশীতে ভেদ, (৩০) ব্রতনাশপূর্ব্বক অন্নগ্রহণ, (৩১) শক্তিবিদ্যমানে ব্রতদিবসে কদাচিৎ ভক্ষণ, (৩২) একাদশীতে শ্রাদ্ধ, (৩৩) দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন ও ক্রিয়া, (৩৪) দশমীর দিবাভাগে নিদ্রা, (৩৫) দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন, (৩৬) দ্বাদশীতে বিষ্ণুর দিবাশয়ন, (৩৭) শ্রীহরির অনিবেদিত অন্নে শ্রাদ্ধ, (৩৮) অবৈষ্ণবশ্রাদ্ধ, (৩৯) চরণামৃতপানান্তে তদর্থ অন্য জলে আচমন, (৪০) কার্ত্তিকে উপদেশক পুস্তক ব্যবহার, (৪১) বর্জনকালে অসদালাপ, (৪২) শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ আকন্দাদি পুষ্পে অর্চ্চন, (৪৩) লৌহনির্ম্মিত ধূপপাত্রাদিদ্বারা, (৪৪) প্রসাদগণের বিশিষ্ট দুর্গন্ধ ধারণ, (৪৫) অন্য দ্রব্যে ও চক্রাঙ্কিতে অর্চ্চন, (৪৬) একহস্তদ্বারা প্রণাম ও একবারমাত্র প্রদক্ষিণ, (৪৭) অকালে ভগবদর্শন, (৪৮) পর্য্যুষিতাদি দ্রব্যে নিবেদন, (৪৯) সংখ্যাব্যতীত স্মরণ, (৫০) মন্ত্র প্রকাশ, (৫১) শক্তি বর্ত্তমানেও মুখ্যকালের লোপ করিয়া গৌণ কালগ্রহণ, (৫২) বিষ্ণুর প্রসাদগ্রহণে অস্বীকার। এই দ্বিপঞ্চাশৎ নিষেধাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস না করিলে ভজনমার্গে অন্তরায় উপস্থিত হইবে। প্রবর্ত্তক অর্থাৎ ভক্তিপথে প্রাথমিক বিচারেচ্ছুর উভয়প্রকারে এই চতুঃশতাধিক প্রতিপালনে বাধ্য আবশ্যক। যাঁহারা এতাদৃশ শরণাগত হইয়া সর্ব্বদা ভজনোন্নত, তাঁহাদের বিধিবাধ্য অপেক্ষা অনুরাগই মুখ্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহাদের পক্ষে এই প্রকার নিয়মাগ্রহের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। কেবল কোমলশ্রদ্ধ প্রবর্ত্তক ও সাধকগণের এতাদৃশ বিবিধ নিয়মাদি ব্যতীত অন্যোপায় নাই।

ভবিষ্যতে অভিন্ন জীবনগণে বঞ্চিত হইবেন। যাবৎ না তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অভিন্ন জীবনরূপে বঞ্চিত হন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা সরলভাবে ভগবৎসেবার্থে বদ্ধ-পরিকর হইতে পারিবেন না।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৮৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় দল রোড, খুলনা;

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা;

৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মণ্ডল জি বেড়াচাপা, ২৪ পরগণা

শ্রীবৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, বালেশ্বর

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্, কলিকাতা

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটক পর্ব্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—দুর্গাভিটা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মালদহ।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ওয়ার্ম্যান রোড্, নিউদিল্লি

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকল প্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

পৈত্রিক সম্পত্তি-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর বিরচিত

জৈব-ধর্ম [illegible]।

উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] অক্ষরে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। [illegible] সূচীসহ

জৈবধর্ম [illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] ভাগবত, উপনিষদ্, গীতা, শ্রীমদ্ [illegible] গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর আছে [illegible]। অনেকের সোভাগ্য না থাকায় [illegible] করিতে পারেন না। শ্রীল [illegible] এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু [illegible] ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১॥০ দেড়টাকা

[illegible] দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও [illegible] কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? [illegible] কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] আলোচিত হইয়াছে যে, [illegible] আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া [illegible] যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-[illegible]। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—[illegible] কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে [illegible] প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে [illegible] কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] ও [illegible] অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

[illegible] মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্চ্চনপদ্ধতি—/০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা [illegible] কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা প্রকৃত কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের আকর, যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

[illegible] ১। [illegible] ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসম্পাদিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০. চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গদেশের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি ৭০ [illegible] ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামি সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ
ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
২। ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
৯। [illegible] সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶
১৫। দীপ-নিদর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীল [illegible] মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনপদ্ধতি ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপদ্ধতি ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৸৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ৷০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত, (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] নদীয়া [illegible]।

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ভাল হয়।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে পশ্চাৎ হইয়া পড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং আমার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৮০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও খাঁটি

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্যক উপাদানে খাঁটি কাচা ... তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, ... বেলা, ... মূল্যবান্ মহামূল্যক দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ... ইহার অনুপম গুণ ... উপলব্ধি হইয়া থাকে। ... পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার ... ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, ... বাধক, ... মূর্চ্ছা, মাথাধরা, ... আমকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ... নানা প্রকার ব্যাধির ... অব্যর্থ ...।

বলা বাহুল্য, ইহা ... তৈল ... ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ... উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল ... মার্কা ... দেখিয়া লইবেন ... দোকানদার ... তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠক ... ঠকাইতে পারিলেই ...।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আবাস ও ... বিনা বেতনে বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা ... ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উপাধি-পরীক্ষা ... আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—... পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-... তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ... শাস্ত্রী, ভূষণবাচস্পতি।

... শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন উপায় ... হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ ... অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে ... হইয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ... স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্ন, পক্ষাঘাত ... পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, ... শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ... জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটেল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।**

... পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

পুনঃ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২।০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যথাযথ ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ ... -সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত ... উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-wells*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অজ্ঞাত আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, বি, এর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৶৹

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৭৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বুধবার ২৮শে মে ১৯৩০

রেঙ্গুণে ভীষণ হাঙ্গামা

উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে হাঙ্গামা

লক্ষ্ণৌ মিছিল

এলাহাবাদে রেললাইন চ্যুত

গুপ্ত খুন

গবর্ণমেন্টের শুল্ক বিভাগে ৭৷৷৹ লক্ষ টাকা চুরী

দিল্লীতে মহিলা গ্রেপ্তার

ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা

বিলাতে মহিলা পুলিশ

নবদ্বীপে আবার তুমুল ব্যাপার

প্রতিবাদ

সংবাদদাতৃগণের প্রতি নিবেদন

কালীবাড়ীর নিকট বোমা

স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার জের

নদীয়ার আবহাওয়া

পরলোকে শ্রীমান্ গোকুলেন্দু

বিবিধ সংবাদ

রেঙ্গুণে ভীষণ হাঙ্গামা

২৬শে মে, বর্ম্মাকুলিতে ও অন্য কুলিতে বিরোধের ফলে অনেক লোক হত এবং ৮০জন আহত। অনেক বাড়ীতে ঢিল নিক্ষেপ, বহু মোটরযান ও রিক্স গাড়ী চূর্ণবিচূর্ণ, সহরের বহু দোকান বন্ধ। দোভাষীগণ ষ্টিভেডর মাদ্রাজী কুলিগণকে তাহাদের দাবীমত মজুরী দিতে স্বীকৃত হইলে কুলিগণ কাজে যাইতেছিল। পথিমধ্যে বর্ম্মাকুলিরা তাহাদিগকে বাধা দেয়। ফলে এই হাঙ্গামা হয়। সাধারণ ও সামরিক পুলিশ পাহারা দিতেছে। দুইজন সার্জেণ্ট আহত বলিয়া প্রকাশ।

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হাঙ্গামা

ষ্টেটসম্যানের সংবাদদাতা সিমলা হইতে জানাইতেছেন যে, পেশোয়ার পুলিশের সহকারী কমিশনার মিঃ মার্ফি ২৫শে তারিখে পেশোয়ার জেলার মরদান তহশীলে তখতবাহী গ্রামের নিকটে এক হাঙ্গামায় নিহত হইয়াছেন। আর কোন বিশেষ খবর এখনও জানা যায় নাই।

লক্ষ্ণৌ মিছিলে

লক্ষ্ণৌ হইতে ষ্টেটসম্যানের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে গত ২৫ তারিখে স্থানীয় সত্যাগ্রহীরা মহিলাগণের নেতৃত্বে একটী মিছিল বাহির করেন। একটী চোকের নিকট পুলিশ তাহাদিগকে বে-আইনী জনতা বলিয়া বাধা দিয়া মহিলাগণকে সরাইয়া দেয় এবং পুরুষলোকদিগের উপর লাঠি চালাইয়া ভিড় হটাইয়া দেওয়া হয়।

এলাহাবাদে রেললাইন চ্যুত

এলাহাবাদের নিকট ভাউপুর ষ্টেশনের দুই মাইল দূরে কতকগুলি লোকে রেল লাইন তুলিয়া ফেলিয়া দেয় তাহার ফলে গত ২৭শে তারিখ প্রত্যুষে পার্শেল এক্সপ্রেস ট্রেণ খানি ভীষণভাবে উল্টাইয়া পড়িয়া যায়। ক্ষতির পরিমাণ সামান্যই। চক্রান্তকারীদের কেহ সন্ধান করিয়া দিতে পারিলে রেলকর্ত্তৃপক্ষ ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

নদীয়া আবহাওয়া

কয়েক দিন হইতে নদীয়া জেলায় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, ফলে একদিন এক অংশে, দ্বিতীয় দিন অপর অংশে, এইরূপ ভাবে হইতেছে। গরম খুবই পড়িয়াছিল এবং এখনও কিছু কম নয়। জমীর চাষ কতক আরম্ভ হইয়াছে।

গুপ্তখুন

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার অধীন খোলাপোতা গ্রামের বিজয়লাল নন্দী নামক এক ব্যক্তি সেদিন বসিরহাটের নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় খোলাপোতার রাস্তার নিকট খুন হইয়াছেন। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

গবর্ণমেন্টের শুল্ক বিভাগে ৭৷৷৹ লক্ষ টাকা চুরি

একাউণ্টেণ্ট জেনারেল [illegible] ১৯২৮-২৯ সালের বাজেট সম্বন্ধীয় রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে [illegible] একটী কাষ্টম হাউসে [illegible] পর ২০০টি [illegible] সংশ্লিষ্ট সাড়ে সাত লক্ষ টাকার উপর চুরি হইয়া গিয়াছে। [illegible] কমিশনারের নিকট একটী [illegible] সম্বন্ধ হইয়া প্রকাশ [illegible] ১৯২৯ সন [illegible] হইতে [illegible] জন উক্ত সংবাদ কর্ম্মচারী গণের সহযোগিতায় এই চুরির অনুষ্ঠান করিয়াছে। ভবিষ্যতে এরূপ চুরি না হয় তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

নানা খবর

[illegible]

[illegible] নবদ্বীপে [illegible] পুলিশের [illegible] প্রকাশ করায় [illegible] প্রতিবাদ করেন, ঐ [illegible] নদীয়া প্রকাশ [illegible] করা হইয়াছিল। তিনি [illegible] করিয়া আমাদিগকে [illegible]।

[illegible] ভূমধ্যের প্রতি নিবেদন

নদীয়া [illegible] প্রতি নিবেদন [illegible] যে তাঁহারা [illegible] প্রবেশ করিবার পূর্বে সংবাদের [illegible] অনুসন্ধান করিয়া [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible] স্থানীয় লোকের [illegible] বিশেষতঃ নদীয়া-প্রকাশ [illegible] মিথ্যা সংবাদ [illegible] প্রকাশ করিয়া নদীয়া প্রকাশের [illegible] করিবেন না। [illegible]

স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার কেস

[illegible] আছেন যে নদীয়া [illegible] উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধি [illegible] নোটিশ হইয়াছে। [illegible] মোকর্দ্দমা [illegible] আসামী [illegible] শুনানীর দিন ধার্য্য ছিল।

[illegible] হাজির হন নাই, [illegible] গ্রেপ্তারী [illegible] হইয়াছে। [illegible] টাকার [illegible] আছেন। [illegible] হইতে হইবে।

[illegible] জামিন [illegible] দাখিল করিয়াছেন।

পরলোকে শ্রীমান্ গোকুলেন্দু

শ্রী[illegible] শ্রীমান্ গোকুলেন্দু দাস গত ২২শে [illegible] প্রাপ্ত করিয়াছেন। তিনি সাধারণ [illegible] সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং [illegible] গৌড়ীয় মঠ শ্রীবৃন্দাবনের [illegible] অনেক প্রকার সেবাকার্য্য করিতেন। [illegible] আমাদের প্রার্থনা।

দিল্লীতে মহিলা গ্রেপ্তার

[illegible] সংবাদে [illegible] হইতে জানাইতে-ছেন যে দিল্লীর মহিলা [illegible] শ্রীমতী [illegible] ১০৮ [illegible] পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া-ছেন। [illegible] তিনি দিল্লীতে ১৪৪ ধারা আইন অমান্য করিয়া সহরের মধ্যে [illegible] মহিলাবৃন্দের [illegible] গত ২০শে তারিখে [illegible] ঐ স্থানে ৫০০০ [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] উপস্থিত হয়।

নবদ্বীপে আবার তুমুল ব্যাপার

দাঙ্গার মোকর্দ্দমায় চালান

নবদ্বীপে ব্যাপার ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সেখানে ১৪৪ ধারা আইন অমান্য করিয়া প্রায় চারিশত লোক একত্রিত হইয়া এক [illegible] মিছিল বাহির করে; [illegible] বলা সত্ত্বেও তাহারা কোন কথা শুনে নাই; [illegible] পুলিশের সহিত জনতার ভীষণ সংঘর্ষ হয়। কয়েকজন ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। পুলিশ [illegible] বিরুদ্ধ ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারা মতে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া তাহাদিগকে সদর সাবডিভি-সনাল অফিসার বাহাদুরের নিকট চালান দিয়াছে। বর্ত্ত-মানে মোকর্দ্দমা বিচারাধীন।

নদীয়ার সদর সাবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় ময়মনসিংহে বদলী হইয়া-[illegible], পাঠকগণ অবগত আছেন। গত [illegible] তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বসু মহাশয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে ঐ কুষ্টিয়ার সদর সাবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন।

বিলাতে মহিলা পুলিশ

মিস্ [illegible] নাম্নী একটী মহিলা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মহিলা পুলিশদিগের অধ্যক্ষ বা অধিনায়িকা হইয়া মহিলা পুলিশগণ বিলাতে কি কি কার্য্য করিতেছেন [illegible] দেখিয়া লইতেছেন।

ঢাকায় হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা

(তারের সংবাদ)

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে ঢাকায় হিন্দু মুসলমানে জাতীয় ব্যাপার লইয়া ভীষণ বিবাদ চলি-তেছে। তথাকার [illegible] দোকান ঘর বাড়ী সমস্ত লুট হইয়াছে। অন্যভাবে [illegible] ছোরাছোরা [illegible] করিতেছে। এমন কি রাস্তায় চিঠি পত্র বিলি হইবার উপায় নাই। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বড়লাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ঢাকায় অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তথাকার অধিবাসীরা দিবারাত্র দ্বারের দরজা বন্ধ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে।

কালীবাড়ীর নিকট বোমা

গত ১০ই মে অমৃতসরের কালীবাড়ীর নিকট বোমা নিক্ষেপ হওয়ায় তথাকার বালক বালিকা প্রভৃতি সমেত ৩০ জন আহত হইয়াছে। পুলিশ উক্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছে।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
প্লানের ফুলদার রেলিং [illegible]
গুড়োরো কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজীকরণ, হীনশক্তি [illegible] অকালে [illegible], ধ্বজভঙ্গ, মাথাধরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি যে যে [illegible] দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৪ তোলা ১৲ টাকা।

"প্রমেহবিনাশিনী বটিকা"

[illegible] স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আশ্রাফুপজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ছোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কম্পানীর কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরাস্-কুইনিন্ দ্বারা ইন্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং শরীর হইতে বারটী ইন্-জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ টাকা।

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২৬।১ দুর্গাচরণ লেন, কলিকাতা।

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—১৩৩৭

গৃহব্রতকে কৃষ্ণব্রত করার জন্যই নদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয় ও হারমণিষ্টের আবির্ভাব

জীবকে শ্রেয়োবিমুখ করিয়া প্রেয়োন্মুখ করাই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার জাগতিক কর্ত্তব্য

শুদ্ধভক্তিমঠস্থাপন কর্ম্মাঙ্গ নহে

জীবগণের স্বরূপোদ্বোধনে সহায়তাই যথার্থ পরোপকার

ভুক্তিমুক্তিরূপা পিশাচীদ্বয়কে বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণই আত্মার নিত্যবৃত্তি

বাউল সহজিয়ার প্রাকৃত রস ও ভাগবতোক্ত অপ্রাকৃত রস কখনই এক-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে

যাজপুরে, সিংহাচলে ও ছত্রভোগে শ্রীগৌরপাদপীঠ

ভক্তগণে 'আত্মার প্রধান'-সজ্জই ভক্তি-বর্দ্ধক

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমেরিকান্ পর্য্যটক

শ্রীধাম মায়াপুর প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র

প্রসঙ্গ

কেহ কেহ বলেন,—শুদ্ধভক্তিগণের ইংরেজী সাময়িক পত্র হারমণিষ্ট, সপ্তাহব্যাপী বিবরকার্য্যে রত পাঠকগণের অবসরকালে পাঠ্য সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, বিরতিহীন নিত্যপাঠ্য নদীয়া-প্রকাশ—এই তিনখানি পত্রই বংসরে চারিভাগ বা 'তার আগাই ভগবতা' অর্থাৎ শ্রেয়োপন্থার প্রতিকূল ভগবদিচ্ছাক্রমে প্রকটিত হইয়াছে। সাময়িকপত্রগুলি যেরূপ অক্ষজ-ভোগোন্মত্ত বিবদীয় ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশ্যে, এইগুলি তাহা নহে। সুতরাং ইহা কোন গৃহব্রতগণের পাঠ্য নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই। গৃহব্রতগণকে কৃষ্ণব্রত করিবার চেষ্টা হইতেই এই তিন খানি সাময়িকপত্র শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রাপঞ্চিক সমাজ নিত্যধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ। তাহাদিগকে উন্মুখ করিবার জন্য সংবাদপত্রের সংকীর্ত্তন। যেমন, মৃদঙ্গ কীর্ত্তন-ধ্বনির সহায়, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যের বাণী—ভাগবতবাণী তাহার সাহায্যে ক্রমে ক্রমে বিষয়রত পাঠকগণের ভগবৎকথায় রুচি উৎপাদন করিবে বলিয়াই এই তিনের প্রকাশ। মাসিকপত্র, সাপ্তাহিকপত্র ও দৈনিক সাময়িকপত্রসমূহ যেরূপ বিবিধ-গণের বোধিবনস্ক বর্দ্ধনের সহায়, এই পত্রত্রয় সেরূপ অভিলাষী, মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু-গণের ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার [illegible] হইতে অবসর লাভ করিবার সহায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা বিশ্ববৈষ্ণবরাজ শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্মে বাহার আবরণ অপসারিত করাইয়া জীবকুলকে শ্রীভাগবতস্বরূপের নিকটে আহ্বান করিতেছেন। মৃতক অধ্যাপনায় ভাগবত পাঠের সহিত সত্যশীলাশ্রমিত ভাগবত পাঠকের ও শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য-প্রদর্শন সভার একটী আনুষ্ঠানিক কৃত্যের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে।

অন্ন-চিকিৎসকের অন্ন, শিক্ষকের [illegible], কৃষকের পাচনবাড়ি, উপাদাতার অভাব কটু-তিক্ত-কষায় সেবনীয় ঔষধসমূহ বড় অপ্রীতিকর; কিন্তু শ্রেয়কামী তাহার উপকারিতা বুঝিতে পারেন। তিনি আপাতঃ ইন্দ্রিয়তর্পণে বাস্ত হওয়া অপেক্ষা তাহার চিরন্তন নিত্য স্বাধীনতার সহায় অতিমর্ত্ত্যের উপাসনা না করিয়া, ভোগী না হইয়া ভগবৎসেবার মহিমা উপলব্ধি করেন।

শ্রীমতী সত্যগণের যারা বৈষ্ণবাচার গ্রহণ পূর্ব্বক বীরাচার, পশ্বাচার, কৌলাচার প্রভৃতির আদর করিতে পারেন না। সত্য বোধিসত্ত্বের বিষম-মত প্রণালীর সাধক হইতে অসমর্থ। তাই বলিয়া তিনি পাপী, তাপী, অন্ধ, খঞ্জ, নির্ব্বোধ সমাজের উপকার করিতে বিরত হইবেন—এরূপ নহে। যেখানে পরমার্থের অর্থকরণ প্রণালী, সেই সকল অনুকূল বিষয়ে সজ্জনগণের কায়মনোবাক্যে চেষ্টা। কিন্তু অনভিজ্ঞ জনগণ শ্রেয়ঃপন্থা অবলম্বন করায় সম্প্রতি উহার আদর করিতে পারেন না।

ভক্তিমঠস্থাপন যে কর্ম্মাঙ্গ—এরূপ বোধ ফাজিল সমাজে আদর লাভ করে। তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই যে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ চিকিৎসালয়ে প্রকৃত চলিয়াছে, উহার প্রথম-প্রবৃত্তি দুর্ভাগা জনগণের নাই। কিন্তু পরোপকারী শ্রীচৈতন্যাশ্রিত সমাজ সর্ব্বতোভাবে সকল জীবেরই মঙ্গল কামনা করিতেছেন, সকল জীবেই 'কাম-ক্রোধাদি বন্ধন হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে প্রয়াস করিতেছেন'।

ভাগবত বলেন—মহাবৈষ্ণবীর করুন হইতে মুমুক্ষুকে উদ্ধার করাই তাহার ধর্ম্ম। কর্ম্মী বলেন, সমাজের নিরাশ্রয় কাতর আপেক্ষিক সত্যগণের যারা তাৎকালিক অভাব সংরক্ষণ করা কর্ত্তব্য। উহাতে কিছু ভগবৎসেবা আছে। সুতরাং ঐরূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিই জীবের উপযোগী। কিন্তু ভক্ত বলেন,—নিজেন্দ্রিয়-সংগ্রহে যে বিপুল চেষ্টা আবশ্য থাকিলে, সেই চেষ্টা যদি ভগবৎ-প্রীতির জন্য হয়, তাহা হইলে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির সাধন হইল এবং কর্ত্তার কর্ম্মফল-ভোগ সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইলে শুদ্ধভক্তি সিদ্ধ হয়। সেখানে আর মুক্তিপিশাচী রমণীর স্থান অধিকার করে না। মুমুক্ষার পরিবর্ত্তে ভক্তাধ্যক্ষকুল অনুশীলন ভোগ-প্রবৃত্তি যেখানে পরাহত হইল না হয়, তৎকালাবধি জীবের স্বভাব সোনার অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণরত হইয়া থাকে। উহা ভক্তির বৃত্তি নহে, আত্মার বৃত্তি নহে, মনঃস্বার চাঞ্চল্য মাত্র।

বাউল-সহজিয়া ও ভণ্ড তাহা কর্ত্তৃক 'ভাগবত' বলিয়া স্বরূপিত হইয়াছে। এই রস প্রাকৃত হইতে পারে না। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা চেষ্টা করিয়া বিষয়ীগণ ও যোগিক কুসিদ্ধ বা অপ্রাকৃত-সেবানন্দের রস পান করিয়া থাকে। যেখানে মায়িক কথিত অবস্থায় রসের জন্য মত্ত হন যদি প্রাকৃত শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের নাম এই প্রকার করেন, তাহা হইলে ঐ বলিবার পর প্রাকৃত সহজিয়া বাউলদিগের মধ্যে বলা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত রস ও তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং শ্রীরূপানুগগণ তাহা হইতে সততই দূরে অবস্থান করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত ভক্তগণ বিচরণ ও প্রভুর পাদপদ্ম স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেবাপূজার ব্যবস্থা করিতেছেন। [illegible] কার্য্য দ্রুত সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীগৌরপাদপীঠে সেবাপূজা যথাবিধান চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইবেন।

যাজপুরে ও সিংহাচলে শ্রীগৌরপাদপীঠের মন্দির শীঘ্র নির্ম্মিত হইবে। আমরা শুনিতে পাইলাম, বাসিন্দাদের মধ্যে বাবু রাইমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের ভক্তিমতী সাধ্বী পত্নীর অর্থানুকূল্যে যাজপুরে গৌরপাদপীঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইবে। মহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দে যাজপুরে আসিয়াছিলেন। প্রাদেশিক কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট রায় বাহাদুর [illegible] মহাশয় এবং উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মী [illegible] সিংহাচলে পাদপীঠ স্থাপনের জন্য আনুকূল্য প্রদান করিতেছেন।

কাহারও পুণ্যকামী হইয়া বা নাম পুণ্য প্রতিষ্ঠা হয় আশায় দান বা অন্যকে সুখ সাধনা প্রদান করিলেও পরমার্থের কোন সুযোগ সুবিধা দিতে পারে না। অন্য প্রকার সঙ্গের মধ্যে দান এক প্রকার সঙ্গ। এই দান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভক্তগণের 'সঙ্গ' [illegible] শুদ্ধ-নামের অভাব থাকে, যা কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির সঙ্গে [illegible] নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ লাভ হয়। ভক্তের আশ্রয়ে একমাত্র কৃষ্ণ-সেবা [illegible] তাহা কিছু শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য হয়, তাহা ভগবৎ-সম্বন্ধেই দান হইয়া থাকে। ভক্তগণ তাঁহার কৃপায় অনুকূল বাৎসল্য রস পান করিতে [illegible] মহাপ্রসাদ-দানে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ প্রেম

অর্জিত হইবে, তবেই মায়া-জড়ের পরাভব। অতুল জয়, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য এবং রূপাদি গর্ব্বিত হওয়া জড়-মদে আত্ম-প্রতারণাদি দম্ভ না রাখিলে অতঃপর পড়িয়া আত্মবঞ্চনাই লাভ করিতে হয়।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, পরম-ভাগবত রাজর্ষি রাজা দেব কুমার [illegible] বিন্দু নারায়ণ রায় [illegible] মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী [illegible] শ্রীম [illegible] নাথের [illegible] জন্য [illegible] করিয়া [illegible] প্রকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, [illegible] কালে [illegible] নীলাচলে [illegible] যাইবার [illegible] ছত্রভোগ [illegible] নিকট [illegible] গঙ্গা [illegible] এবং [illegible] নামক এক পরম ভাগবতের গৃহকে কৃপা করিয়া তথা হইতে নৌকায় গঙ্গার তীর দিয়া ছত্রভোগে গমন করেন। এই ছত্রভোগে গঙ্গা তখন শতমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন। মহাপ্রভু তথায় এক জলময় শিবলিঙ্গ দর্শন করেন, তাঁহার নাম 'অম্বুলিঙ্গ শিব'। ছত্রভোগের যেখানে অম্বুলিঙ্গ মহাদেব ছিলেন, তাহার নাম তৎকালে অম্বুলিঙ্গঘাট নামে কথিত হইত। সেই গ্রামের অধিকারী রামচন্দ্র খান বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব ছিল। মহাপ্রভু রামচন্দ্রের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে এ স্থল পথ মহাপ্রভুকে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করাইয়া নৌকা যোগে উৎকলদেশে পৌঁছাইয়া দেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন —নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ রবিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃ ৭॥০ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে গৌরসুন্দরের ছত্রভোগে পাদপীঠ স্থাপনের স্থান নির্দ্ধারণের জন্য গমন করেন। শিয়ালদহ হইতে লক্ষ্মীকান্তপুর যাইবার ট্রেনে মথুরাপুর রোড পর্য্যন্ত গিয়া ঐ ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূর গেলেই ছত্রভোগে যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে মোটরেও যাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ এবং কতিপয় ভক্ত মোটরে [illegible] গিয়াছিলেন এবং অপর কয়েকজন ভক্ত ট্রেনযোগে মথুরাপুর রোড পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে পদব্রজে গিয়াছিলেন। ট্রেন ষ্টেশনের ভাড়া (যাওয়ার) ৷৵০ আনা মাত্র। বর্ত্তমান ছত্রভোগ গ্রাম হইতে প্রায় ১॥০ মাইল দূরে বড়াশী গ্রামে অম্বুলিঙ্গ শিবালয়। এই দুইটী গ্রাম পূর্ব্বে একই ছিল। ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরীর একটী সেবা আছে, স্থানীয় পূজারী ঐ সেবাটির বহু প্রাচীনত্ব নিরূপিত করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অংশ যোগমায়া-রূপিণী ত্রিপুরাসুন্দরীকে প্রণাম করিলে সকলেই প্রভুপাদের সিদ্ধান্তপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করেন। অতঃপর অম্বুলিঙ্গ দর্শনার্থ সকলে বড়াশীস্থিত স্থানে গমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্ট-অনুসারে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ছত্রভোগ প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর শুভবিজয়ের কথা ও অম্বুলিঙ্গ শিবের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ পাদপীঠার্থ স্থানের স্থান নিরূপণ করিয়া মহাপ্রেমাবেশে অপরাহ্ণ সেই দিনই গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুগত ছত্রভোগের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু ভক্ত আসিয়া সপার্ষদ প্রভুপাদের অনেক সেবা করিয়াছেন। পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাসাধি-কারী, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী প্রমুখ সজ্জনগণ ছত্রভোগে যাহাতে মহাপ্রভুর পাদপীঠার্চ্চা প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে আমেরিকার পর্য্যটক

গত ২১শে মে, ১৯৩০ বুধবার বেলা ১০টার সময় মিঃ ফ্রেডারিক [illegible] গোটার নামক আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের সুশিক্ষিত পর্য্যটক ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণব-দর্শনের কথা শুনিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত দুইঘণ্টারও অধিককাল শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্য বাণী শ্রবণ করেন। এক ঘণ্টাকাল শ্রবণের পর তিনি বলিয়া উঠেন—তিনি জীবনে আর কখনও কাহারও নিকট বাস্তব সত্যের এরূপ অদ্বিতীয় অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন নাই। হরিকথা শ্রবণের পর মিঃ গোটার শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে থাকেন। মিঃ গোটার এই প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণবদর্শনের কথা আরও বিশদরূপে শুনিবার জন্য তাঁহার বিশেষ কৌতূহল দেখা গেল। তাঁহার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। আমাদের দেশের কোন ধীমান্ ও বিদ্বদ্গণের অপেক্ষা বিদ্যাচর্চ্চা তাঁহার কোন অংশেই কম দেখা গেল না। মিঃ গোটার ভারতের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দর্শনীয় বস্তুসমূহ পরিদর্শন করিতেছেন। তিনি শিরস্ত্রাণ ও পদত্রাণ উন্মুক্ত করিয়া দূর হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর মুখে নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দিরের কথা শ্রবণ করিয়া তদ্দর্শনার্থ কৌতূহলী হইলে তাঁহাকে বাগবাজারে গৌড়ীয় মঠে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি শ্রেষ্ঠার্য্য জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের অপূর্ব্ব সেবোৎকর্ষের ফলস্বরূপ নির্ম্মীয়মাণ মঠমন্দিরের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন—ভারতবর্ষে এরূপ মন্দির অতি বিরল। মিঃ গোটার বিদায় গ্রহণের সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ ও মঠমন্দিরাদি দর্শন-জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আমরা মিঃ গোটারের গৌরব দর্শনে বিশেষ প্রীত হইলাম।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী

শ্রীধাম-মায়াপুর

প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র

আমি কোন দলসম্প্রদায়ভুক্ত বা বৈষ্ণব নহি। আজ বাত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ সরকারি পুলিশ বিভাগে কার্য্য করিতেছি। বিশেষতঃ গত বাইশ বৎসর যাবৎ বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য বাপদেশে সমগ্র বাঙ্গালায় ভ্রমণ করত অনেক সাধু মহাজন ও অপর শত সাধু মহাজনের সঙ্গ করার সুযোগও যথেষ্ট মিলিয়াছে।

প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমি ও আমার স্ত্রী নদীয়া জেলার সদর নবদ্বীপ বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ সর্ব্বত্র পূজ্যপাদাম্বুজ "শ্রীমায়াপুর" দেখার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। আমরা তৎক্ষণাৎ রওনা হইয়া গিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীযোগ-পীঠ, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, কাজির সমাধি ইত্যাদি দেখিয়া এবং এক অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভ করিয়া ইহাই যে প্রকৃত ধাম—এই অনুভূতি নজর [illegible] যাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন ও প্রচার করিতেছেন তাঁহাদের দর্শন ও সঙ্গ করার বাসনা প্রবল হয়। তাই এই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং তাঁহার শিষ্যগণের প্রচুর দর্শন করার সুযোগ পাইয়াছি। এবং এই তিন বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব দর্শন করার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। প্রথম প্রথম মনে হইয়াছিল যে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ একজন অগাধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, সুতরাং তিনি কঠিন নিয়ম ও আচার সম্পন্ন, কিন্তু নির্দ্দয়-ভাবে অন্যান্য তথাকথিত বৈষ্ণবগণের অযথা নিন্দা করেন। কিন্তু কিছুকাল সঙ্গ করিলেই বুঝিলাম যে তিনি কিরূপ করুণ-হৃদয় পরদুঃখে দুঃখী, মহাউদার, প্রেমিক ও সমগ্র বিশ্ববাসীর বাস্তবিক কল্যাণেচ্ছু এবং সমস্ত নিজ প্রভাবকে আদিয়ার করিতে সর্ব্বদাই তিনি মুক্তহস্ত। আমি ঠাকুর দিয়া দ'খানা-ই গৌড় দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, গৌড়ীয় প্রভৃতি তাঁহাদের পত্রিকায় যে সমস্ত কথা লিখিত হয়, তাহার অনেক বিষয়ে আমি তিরস্কার পোষণ করি। পুলিশ বিভাগে কার্য্যোপলক্ষে অপরের বাড়া বাড়া পাপী ও দস্যুদিগের সঙ্গলাভ করিয়া অনেকটা তাহাদের প্রকৃতি সংরক্ষণ করিয়াছি। অতএব আমার মত নিঃসম্বলীর এবং দোষানুসন্ধিৎসুকেও যখন তিনি আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছেন, তখন আমি বলিতে পারি যে তিনি মানুষ নহেন। আর এখন বুঝিতেছি যে, অন্যান্য তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে যে তিনি নিন্দা করেন তাহা ত' অযথা বা অবৈধকথা নহেই, বরং বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যে সকল অধর্ম্ম অজ্ঞতা ও অনাচার চলিতেছে তাহাকে দূরীভূত করত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম, যেহেতু সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উহা অত্যাবশ্যক। তিনি যেরূপ বাস্তবিক নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধ চেতনের প্রেমের ধর্ম্ম শ্রীনাম ও শ্রীধাম প্রচার করার জন্য দেহ, মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্প্রদায় যেরূপ দিন দিন পুষ্ট হইতে পুষ্টতর হইয়া উঠিতেছে ও প্রচারের কার্য্য যেরূপ দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"— শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা সাধিত হইবে। এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া লোকের কোন্ নিরপেক্ষ ব্যক্তির প্রাণ আনন্দে না নাচিয়া উঠে? তবে লীলা পুষ্টির জন্য কটিলা কুটিলার আবশ্যক, সুতরাং এক্ষেত্রেও আছে। তাহাতে কিছুই আসে যায় না, বরং পরোক্ষভাবে যথেষ্ট সাহায্যই করে। বাস্তবিক পক্ষে যে কোন নিরপেক্ষ সজ্জন লোককে আমি আমার নিজবাড়ীতে আহ্বান করিতেছি যে তিনি স্বার্থান্বেষী কোন দলের লোকের কথায় না ভুলিয়া যদি একবার শ্রীধাম-মায়াপুরে গিয়া যে কোনদিন রাত্রি ১টা ২টার সময়ে ঐ শ্রীযোগপীঠে মহাপ্রভুর বাড়ীতে অথবা শ্রীবাস-অঙ্গনে নির্জ্জনে আসিয়া বসিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি নিজেই যে অলৌকিক অনুভূতি লাভ করিবেন তাহাতেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্টই বুঝিবেন শ্রীধাম সম্বন্ধে কোন সন্দেহ কাহারও থাকিতে পারে কি না। সে অনুভূতির কথা আমি বলিতে চাহি না, পাঠকেরা পরীক্ষা করুন। তাহা হইলেই শ্রীধাম-বিরোধী নীচ স্বার্থপরগণের অসদ্ অভিসন্ধি এবং বৃথা প্রলাপ বুঝিতে পারিবেন। এই সকল কথাটি সকলেই বুঝিতে পারেন যে, দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া প্রদর্শনী খুলিয়া করি-বার সময় আমি মাত্র ২।৩ মাস পূর্ব্বেই অবগত ছিলাম। আর এই দৌড় মাস পর্য্যন্ত কাহারও সংগ্রহিত টাকা ব্যয় করিয়া এই বিরাট প্রদর্শনী ও উৎসব অনুষ্ঠানের এত টাকা কোথা হইতে কে যোগাইল, আর ঐ রকমে পত্রের কাগজে Appeal লিখিয়া তাঁহারা যাহা "একটা সামান্য প্রচার" উৎসবের জন্য মাত্র ২০০ টাকা সংগ্রহ হইল না, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই ইহার কারণ অনুমান করিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রথম খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অষ্টচত্বারিংশ একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে.

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

ল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বড় দল ক্রে রোড, খুলনা;

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—হেমায়েৎপুর, জলপাইগুড়ি কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—১৩২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।

৪। মিঃ এন্ জি, ব্যানার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোরী গোস্বামী বস—কৃষ্ণনগর, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রীবিনোদবিহারী দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশশিভূষণ সরকার, বেগমগঞ্জ টাঙ্গাইল, ২৪ পরগণা

শ্রীপঞ্চানন [illegible] এম, এন, ধুবগাছি

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৶১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোপালকুটী, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ. সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ ক্যানিং রোড, নিউদিল্লি

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় ঢাকাতে সকল প্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] সংকলিত

[illegible] গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আমাদের বাঙ্গালায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা ১৷০ দেড়টাকা

বুদ্ধিপূর্ব [illegible] মানবের নিত্য [illegible] নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] আত্মার [illegible] বিষয় [illegible] আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম [illegible] আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাস্থান নবদ্বীপ-[illegible]। [illegible] প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—[illegible] উহাতে বিষয় বিশেষভাবে [illegible] পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশাবলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের স্বরূপ ও [illegible] বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা [illegible]—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয়, এবং শ্রীভগবানে সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — /০, নবদ্বীপশতক — /০

অর্থপঞ্চক — /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১০

আমরা [illegible] ও [illegible] পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া বরণ করি এবং আমার নিকট কল্যাণ-[illegible] করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্‌ পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু। [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সারসংগ্রহকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। [illegible] ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবগণ-[illegible] শ্রীমন্দির ও শ্রীমঠের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৷৶০, ২য় খণ্ড ৷৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতিসহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷/০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷০
৫। ভজনরহস্য ৸০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
ঐ ঐ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। ঐ (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-পাঠ ৷০
৯। মুণ্ডমালিকা [illegible] (বাংলা) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সারার্থ (সারার্থদর্শী) ৷০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶
১৫। দীপ-নির্দ্দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, .. নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী মাহাত্ম্য ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফ্লীন

টনিক ও সালসা পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। যে ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একবে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে ঔষধ খেয়ে সত্যাগত হইয়া পড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং আনায় পারফ্লীনই একটি জ্বর রোগের পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর ছাড়ে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য ১০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেন্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা তিল তৈলে বুগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা বস্তুতেই সমভাবে ইহার অতুলনীয় গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের অস্বাভাবিক বাতুর দূষিত রক্ত, মর্দ্দন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিশূল, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কঠিন ধ্বংসকারী পরম মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ প্রতিক্রিয়াকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল লইবার সময় শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল দিয়া বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। গ্রাহকদের বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেন্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, ষড়দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃদয়, পাকস্থলাক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভূগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েয়া, পার্কসার্কাস পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রণীত (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১০০ পৃষ্ঠায় বিলিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটাগঙের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুমূল্য ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ যা শান্তি দিবেন।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৭৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ২৯শে মে ১৯৩০

বিবিধ সংবাদ

লক্ষ্ণৌ হাঙ্গামা

লক্ষ্ণৌতে গত রবিবারে সত্যাগ্রহীদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষের ফলে কয়েকজন সত্যাগ্রহী আহত হয়। সৈন্যগণ সহরে পাহারা দিতে থাকে এবং সাঁজোয়া গাড়ী সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইবার ব্যবস্থা হয়। গত ২৭শে তারিখে জাতীয় পতাকা ফেলিয়া দিতে হুকুম হয়। পরে একজন ডেপুটী কমিশনারকে আক্রমণ করে। এবং চৌকির নিকট একটি ঘর পুড়াইয়া দিয়া চৌকি আক্রমণ করিতে আসিলে পুলিশ হাঙ্গামাকারীদের উপর গুলি চালায়। একজন লোক নিহত হওয়ায় অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করে। তন্মধ্যে কয়েকজন আহত লোককে রাস্তায় পাওয়া যায়। প্রায় ১০।১২ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারত সম্রাট্ অসুস্থ

বিলাত হইতে ২৭ তারিখে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, ভারত সম্রাট কয়েক দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ জঙ্ঘায় বাত-বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন তবে অসুখ কিছুই গুরুতর নহে।

শ্রীমতী সত্যবতীর কারাদণ্ড

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নাতনী শ্রীমতী সত্যবতী ফৌজদারি আইনের ১০৮ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পুলের বিচারে ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি "এ" শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য হইবেন। (এ, পি, আই)

রেলগাড়ী ধ্বংস

শ্রীমতী সত্যবতীর কারাদণ্ড

লক্ষ্ণৌ হাঙ্গামা

রংপুরে ভীষণ বাত্যা, ঢাকায় হাঙ্গামা

ধরসনা স্বেচ্ছাসেবক

মহিষবাথানে পুলিশের আক্রমণ

পুরুষোত্তম মঠে মহোৎসব

যাজপুরে শ্রীগৌরপাদপীঠ

সাইমন রিপোর্ট

রাঙ্গা ভাতখাওয়ায় মহাপ্রভুর কথা

বোম্বাইয়ে দাঙ্গা

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

রেলগাড়ী ধ্বংস

গত ২৬শে তারিখে বি, এন্ রেলের ট্রাফিক ম্যানেজার সংবাদ দিয়াছেন যে গত ২৬শে রাত্রে সাহেবপুর কামাল হইতে সাম্‌সিয়া যে প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসিতেছিল হঠাৎ [illegible] ঐ গাড়ী উল্টাইয়া পড়িয়া যায় এবং সামনের দুইখানি গাড়ী ইঞ্জিনের উপর দিয়া একেবারে পড়িয়া যায়। একজন যাত্রী ও একজন খালাসী নিহত হয়। ৬ জন যাত্রী এবং ইঞ্জিন ড্রাইভার গুরুতর রূপে আহত। গত ২৭শে তারিখ হইতে লাইন ঠিক করিয়া পুনরায় ট্রেন চলাচল হইবার কথা ছিল।

রংপুরে ভীষণ বাত্যা

রংপুর জেলার [illegible] প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামে একটি ভীষণ ঘূর্ণী-বাত্যার ফলে ৫৭ জন লোক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঐ সব গ্রামের ঘর বাড়ী গাছ পালা সমূলে ভাঙ্গিয়া [illegible] উড়িয়া [illegible] ফেলিয়া দিয়াছে। [illegible] আকাশে [illegible] হইয়াছে। [illegible] কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ বিপন্নদিগের সাহায্য করিতেছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১০০০৲ টাকা সাহায্যার্থ দান করিয়াছেন।

ধারসেনা স্বেচ্ছাসেবক

[illegible] ১২২ জন স্বেচ্ছাসেবক [illegible] পুলিশ [illegible] তাহাদিগকে [illegible] নাই। [illegible] আনিয়া [illegible] করিয়াছে। (ফ্রী প্রেস)

মহিষবাথানে পুলিশের আক্রমণ

[illegible] পুলিশ ২০ জন স্বেচ্ছাসেবককে লবণ আইন অনুযায়ী [illegible] করিয়াছে। (ফ্রী প্রেস)

নানা খবর

পুরুষোত্তম মঠে মহোৎসব

([illegible])

পুরী, ২৬-৫-৩০

[illegible] মহোদয় তাঁর [illegible] কৃষ্ণাষ্টমী দিবসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের [illegible] মাসের আবির্ভাব মহোৎসব [illegible] হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] ভক্তগণের ভূমিকায় [illegible] সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ [illegible] কীর্ত্তন করা [illegible] বিচিত্র মহাপ্রসাদ [illegible] ছিলেন। [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহোদয় উৎসবের বহু ব্যয় বহন করিয়াছিলেন।

যাজপুরে শ্রীগৌরপাদপীঠ

যাজপুর, ২৯।৫।৩০

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সরকারী [illegible] যাজপুরে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীবরাহদেবের মন্দির [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীশ্রীগৌরপাদপীঠ [illegible] প্রদান করিয়াছেন। মন্দিরে [illegible] শ্রীগৌরপাদপীঠের মন্দিরের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] আশা করা যায়। [illegible] মহারাজ [illegible] সময়ে [illegible]।

যাজপুর [illegible]

[illegible]

পুরী ২৭।৫।৩০

[illegible] শ্রীগৌরপাদপীঠ মন্দির [illegible] হইয়াছে। [illegible] মহাপ্রভুর [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীশ্রীগৌর [illegible] পুরী মঠে আগমন করিয়াছেন।

[illegible] মহাপ্রভুর কথা

২৯।৫।৩০

[illegible] মহোদয় [illegible] করিয়াছেন—কলি-[illegible] প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible]

[illegible] মহোদয়ের [illegible] তাঁহার উপযুক্ত [illegible]

একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সমবেত কাউন্সিলারগণ [illegible] স্বামিজী মহারাজের গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে অত্যন্ত মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। স্বামিজী ২।৩ দিনের মধ্যেই কুচবিহারের অন্তর্গত মাথাভাঙ্গা সাবডিভিসনে যাইবেন।

ঢাকার হাঙ্গামা

ঢাকার হাঙ্গামার ৩০ শে তারিখ পর্য্যন্ত সংবাদে প্রকাশ যে হিন্দু ১০ জন এবং মুসলমান ৪ জন মোট ১৪ জন মারা গিয়াছে এবং ৮০ জন আহত হইয়াছে।

সহরের সকলে ভয়ে সন্ত্রস্ত, রাস্তায় কচিৎ লোকজন যাতায়াত করে। আফিস আদালতাদি ২৫শে ২৬শে তুদিন যাবৎ বন্ধ আছে। চিঠি পত্রাদি বিলি ও ডাকের কার্য্যাদিও একপ্রকার স্থগিত। গত সোমবার পর্য্যন্ত ৬০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। [illegible] সশস্ত্র পুলিশ এবং একদল সৈন্য পৌঁছিয়াছে। গত মঙ্গলবারে পুলিশ বন্দুক, ছোরা, সড়কী প্রভৃতি অনেক অস্ত্রাদি ধরিয়া ফেলিয়াছে।

গত মঙ্গলবারে জেনারেল পোষ্টাফিসের নিকট একটী লোককে ছোরা মারিয়াছে। নবাবপুর হইতে ওয়ারির পথের অনেক দোকান পোড়াইয়া দিয়াছে। অপর আগ্রাসর বন্দরের গুদাম পোড়াইয়া দিয়াছে। সোমবারে মীরপুর বাজার লুট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। [illegible] একটী পুকুরে একটী যুবকের মৃতদেহ [illegible] সহরে অর্থাৎ টেলিগ্রাম স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছে।

গোয়াইয়ে দাঙ্গা

গোয়াইয়ের মুসলমান পল্লী [illegible] বাজারে একটী কুকুরকে ঢিল ছোঁড়া লইয়া গত ২৬শে রাত্রে এবং ২৭শে সকালে গোয়াইয়ে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়াছে। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে মুসলমানেরা আক্রমণ করে, ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] স্থান ত্যাগ করে এবং কতকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারী [illegible] সাহায্যের জন্য তথায় পাঠান হয়। প্রায় ৫০০০ উন্মত্ত মুসলমান ও দাঙ্গাকারীরা পুলিশদিগকে আক্রমণ করায় পুলিশ গুলি চালায়, কিন্তু [illegible] [illegible] সৈন্যদলকে আনান হয়। [illegible] এবং ১০ জন আহত হয়। ১৪।১৫ জন পুলিশ কর্ম্মচারী ও একজন ডেপুটী কমিশনার আহত হইয়াছেন।

দাঙ্গাকারীরা একটি পুলিশ [illegible] পোড়াইয়া দিয়াছে। [illegible] নামক একজন [illegible] আক্রমণ করিয়া [illegible] গাড়ী পোড়াইয়া দেয়। [illegible] তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

লাহোর হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ গত ২৬ তারিখ বেলা ২টার সময়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং তাঁহার সঙ্গিগণ [illegible] ষ্টেশনে পুলিশ কর্ত্তৃক সীমান্ত প্রাদেশিক আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়া [illegible] নীত হন। তথায় তাঁহাদিগকে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে [illegible] পেশোয়ারে গমন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি পেশোয়ারে প্রবেশ করিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করিবেন। এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

সাইমন রিপোর্ট

ভারত সচিব শ্রীযুক্ত বেন বলিয়াছেন যে সাইমন রিপোর্ট প্রতি সপ্তাহ [illegible] দিয়ে দাম হইবে; ভারত গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এবিষয়ে আরও বিবেচনা করিতে [illegible]।

সাইমন রিপোর্ট খবর আগামী ১১ই এবং ২৪শে জুন [illegible] প্রচার করা হইবে।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] শাস্ত্রী [illegible], [illegible]

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতায় [illegible]

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, [illegible] তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা [illegible] প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার বম [illegible] ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রো [illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এক ফেরাস্-কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেকসন [illegible] একটী বা দুইটী ইন্‌জেকসনেই সকলপ্রকার [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] হইতে বাসী [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible]

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২৯১ [illegible], কলিকাতা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঐকান্তিকগণের ধারণা,—তাঁহারা নির্বিশেষ চিন্মাত্র বস্তুর উপাসক। সবিশেষ ভাবের দ্বারা ঐকান্তিকতা আবৃত হইলে অন্য দেবতার অধিষ্ঠান-ধারণা উপস্থিত হয়। সুতরাং তাঁহারা অন্যভাবে ভগবানের আশ্রিত, তাঁহাদের বিচারে সকলগুলিই একমাত্র মালিক ভগবান্। তাঁহার অংশের অংশের ও মানবের প্রাপ্য। নির্বিশেষবাদীর এরূপ বিচার নাই। তাঁহারা বলেন,—কেবলাভক্তি বিষ্ণুকেই ভজিতে হবে—এরূপ নয়।

বিষ্ণুর চরণ সাবিত্রীপূজায় অর্পিবে—ইহা ঐকান্তিক সজ্জনের অনভিপ্রেত, ইহা কেবলাভক্তির বিপরীত, তবে বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারা সাবিত্রীর সম্মান হইতে পারে। সাধারণ একথা বুঝিতে পারেন না। ভক্তিতে নির্গুণ-স্বরূপের ভাব বুঝা যায়। ভক্তিবিলাস-বৃত্তি ও ভক্তাধীনা বৃত্তির মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান, তাহা যদি আমরা অবলোকন করি, তাহা হইলে আমাদের কেবলা ও মিশ্রার মধ্যে যে অত্যন্ত পার্থক্য বর্তমান, তাহা বুঝিতে পারিব না।

ভবার্ণবে পতিত জীব বিষয়সিন্ধুতে ডুবিয়া যাইতেছে। কর্ণধার গুরুদেবের আশ্রয় ব্যতীত যেরূপ অধিকারী পুনরুত্থানের হইতে পারে না, তদ্রূপ আমরা মনোধর্ম-জীবী হইয়া উত্তরোত্তর বিচরণ করিতে গিয়া সংসারে ডুবিয়া যাই। বিষ্ণু বৈষ্ণব যদি অন্য কার্যে বা অন্য দেবোদ্দেশে প্রযুক্ত হয়, আমাদের অপরাধ সিদ্ধি করে, তাহা হইলে ঐ সকল বস্তুর অপব্যবহার হইল, জানিতে হইবে। ঈশোপনিষদ্ বলেন, জাগতিক সকলই ভগবদ্ভোগ্য।

লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন এবং এই বিভিন্ন রুচি অধোক্ষজের অভাব হইতেই উৎপত্তি লাভ করে। কেহ বা ভগবদুপাসনা করে, কেহ বা ভগবানকে ভোগ্য জানে তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া নিজভোগ সাধন করে।

মানব যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তদ্দ্বারাই সে লোকের সহিত ব্যবহার করে এবং তাহার ঐরূপ ব্যবহারে অনেক বিপত্তি উপস্থিত হয়।

কিন্তু বিষয়-জ্ঞান লাভ করিলে সে তাহার পূর্ব অবিবেচনার কথা বুঝিতে পারে।

অজ্ঞানতাই ক্রোধের কারণ। বাস্তব বিষয়ের প্রকাশ থাকিলে ক্রোধ থাকিতে পারে না। তৎকালে সত্যপ্রতীতি সকল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব

এক কৃষ্ণপূজাতেই সকলের পূজা সম্পাদিত হয়

কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে দেবতান্তরের পূজা কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেতর কামৈকনিষ্ঠ বিজ্ঞাপক

কৃষ্ণপ্রসাদদ্বারা কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যে কৃষ্ণাভিন্ন দেবতান্তরের অর্পণ হইতে পারে

বিষ্ণুনৈবেদ্য বিষ্ণুসুখব্যতীত স্বসুখকামনায় দেবান্তরে অর্পিত হইলে তাঁহার অসম্মানই করা হয়

জাগতিক সমস্ত বস্তুই ভগবদ্ভোগ্য

ভগবদ্ভোগ্যবস্তুতে ভোগবুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে

অধোক্ষজ-অভাব-হেতু মানবের বিভিন্ন ভোগপরা রুচির প্রাবল্য

বাস্তব বিষয়ের অনভিজ্ঞতাই ক্রোধের কারণ

ভগবদ্ভক্তের অভাব নাই, অভাব-রুচি অভক্ত সম্প্রদায়ই ইতর রুচি-বশে নানা অশান্তির সৃষ্টি করে

শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণ বস্তু বলিয়া তদারাধনাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি

স্বরূপ বিভ্রান্তিই মানবকে নানা দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করে

আত্মবিৎএর চরণাশ্রয়ে আত্মমঙ্গল লাভই শ্রেয়ঃ

কোন সঙ্কীর্ণ মতবাদ শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম নহে

বাউল সখরচাঁদ কি বিদ্ধভাবাপন্ন ধর্ম্মকেই শুদ্ধ বলিতে চাহেন ?

অপ্রাকৃতরস-বিচার মনোধর্ম্মের অন্তর্গত নহে

'শ্রীধাম মায়াপুর রোড্' ষ্টেসনের জন্য ই, বি, রেল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

শ্রীধাম-মায়াপুর প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত ২য় সংস্করণের মধ্যলীলার প্রথম খণ্ড বাহির হইল

গৌরকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে সোপানাবলী

অমঙ্গলকে নাশ করে। বিষ্ণুভক্তের কোন অভাব না থাকায় তিনি নিষ্কপটে ভগবানের সেবা করিতে পারেন। অভাব-বিশিষ্ট ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায় নিজ নিজ রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার প্রদর্শন করেন। এই বৈষম্যই জাগতিক অমঙ্গলের হেতু। অমঙ্গল সমূহের সমষ্টি কখনই মঙ্গল প্রসব করিতে পারে না। কিন্তু অমঙ্গল পরিত্যাগ করিলেই পূর্ণ মঙ্গল লাভ করা যায়।

বৈষ্ণবগণ বলেন,—ভগবদারাধনা দ্বারাই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, তখন আর আর উপাসনা করিতে হয় [illegible] অন্য প্রকার পঞ্চোপাসনা অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত দর্শন মাত্র। তাহা না বুঝিয়া যদি আমরা বাস্তবের সহিত ঐরূপ কল্পনা করিয়া অপর অমঙ্গল বিচারের প্রশ্রয় দিই, তাহা হইলে সত্য হইতে বিপথগামী হইয়া কাপট্য প্রদর্শন করি।

জাগতিক প্রতিষ্ঠাশী হইলে আমরা সত্য অর্পণ করিতে পারি না। অনর্থ দুর্দম প্রভু [illegible] হইয়া যখন অমঙ্গল চক্ষে দেখি। এরূপ দর্শনে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কোন ক্ষতি হয় না, পরন্তু অচৈতন্য বিচার প্রবল হইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর এই আমাদিগকে নানাপ্রকার যোগ্যতা করাইবার জন্য উত্তেজিত করে।

বালকোচিত চাঞ্চল্য কোন সময় আমাদিগকে অপরাধের দিকে টানিয়া লয়। এ সুযোগ গ্রহণ করিলে অন্যান্যগণ [illegible] উত্তেজিত হয় এবং [illegible] অপরাধ করিয়া [illegible]। সকলপ্রকারই মানবকে এরূপ [illegible] নাই—যাহাতে প্রতিষ্ঠিত না করায়। [illegible] আত্মমঙ্গলের জন্য অবহিত [illegible] থাকুন।

[illegible] যে বৈষ্ণবধর্ম (?) প্রচার [illegible], তাহা কি [illegible], [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] মত বাস্তব প্রচার করেন আমরা জানিতে চাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের [illegible] মধ্যে সাধক বিচারের প্রাধান্য নাই। কিন্তু যদি কোন ধর্ম-প্রচারক সে কথা অমান্য করিয়া অপরকে ধর্ম-নামে প্রচার পুস্তক প্রকাশ করেন আপত্তি করেন, তাহা হইলে সনাতন-ভক্তিসম্প্রদায়ের উপর কি নব আপত্তি হয়। "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"—এ বিচার পরিত্যাগ করিয়া কোন মত যে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে না।

ভগবৎশ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত রসবিদের ভাবনাচতুর রসিক ভক্তগণের নিকট [illegible] শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই অনুভব-[illegible] অপ্রাকৃত রসবিচার [illegible] মধ্যে বিচারপূর্ব্বক রসকল্পতরুভূমির সাহিত্য বলিয়াই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে—"অপ্রাকৃত অচিন্ত্যভাবেষু-ব্যাপারে যোগ্য ভক্তদের যে ভাবনা তাহা কামিক-ভাবে উদিত হয়, তাহাকে অতিক্রম করিয়া চমৎকারিতাপূর্ণ হৃদয়গত হয়। উহা শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে আত্মার স্বাভাবিক গুণ নির্মল-সেবা দ্বারা আস্বাদনের বিষয় হয়, উত্তরোত্তর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে।"

অনুভবের 'চন্দ্রোদয়' [illegible] যোগ, [illegible] যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। [illegible] দুই ভাবেই বর্ণিত রহিয়াছে, আর ভাগবতের স্বরূপ যে ইন্দ্রিয়ের বর্ণ বিভু-মাত্র। এই উভয় ধারণা হইলে নিবৃত্তি [illegible] কারণ [illegible]-রূপসুধ তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট [illegible] অপ্রাকৃত রসের কোন মর্য্যাদা থাকে না। প্রেম বা প্রীতি [illegible] রসবশ পর্ব্বত শুধু [illegible]

স্থিত থাকে, তখনও পর্য্যন্ত উহাকে শুদ্ধ ভক্তপ্রেম বা ভক্তনীতি বলা যায় না। আত্মার সকল সকল স্বভাব প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হওয়া [illegible] দূর হওয়া [illegible] অনেক [illegible] [illegible] অনেক [illegible] থাকে। [illegible] অভিজ্ঞ [illegible] [illegible] [illegible]

সুখ-দুঃখ [illegible] সেই [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] আর [illegible] পৃথক বিবাদ প্রসঙ্গে গোলোক [illegible] করিয়া এমন কি পরলোকেরও উদ্ধ [illegible] নিত্যধাম গোলোক বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবাধে [illegible] সেই [illegible]-কৃষ্ণস্বরূপ বৈষ্ণবগণের কার্য্যগণের অপ্রাকৃত রসাস্বাদ। অথচ জনগণ উল্লেখ করিয়া অনভিজ্ঞ লোকসমাজে [illegible] নিপুণ গুরুতর তাঁহাকে প্রাকৃত-রসচরিত বলিবার পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত-রসচরিত বলিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। সংস্কৃত পাঠাগারে শ্রীচৈতন্যের চেতনার্থ বা তাঁহারা নিজের মনোমত চাহিয়া অনেকেই আপনাদিগকে চৈতন্য স্বগত বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, শ্রীচৈতন্য স্বগণগণ তাদৃশ স্বেচ্ছাচারিদিগকে কখনই চৈতন্য-স্বগত বলিয়া চৈতন্য দেব-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে কলঙ্কারোপ করিতে চাহেন না। মনোধর্ম্মী, অনাদিকাল-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত জনগণের বিপরীত ধারণাকে তাঁহারা কখনই প্রশ্রয় দিতে পারেন না। অবসর ক্রমেই এ সকল বিষয়ে আরও আলোচনা করিব।

‘শ্রীধাম-মায়াপুর রোড’ ষ্টেসনের জন্য

ই. বি. রেলকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-স্থলী গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত তীর্থ-শিরোমণি শ্রীধাম-মায়াপুরের পবিত্র নাম সকলেই [illegible] বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের [illegible] আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের [illegible] এবং [illegible] প্রদেশেরও অনেক তীর্থযাত্রী প্রতি বৎসর উক্তযোগের অধিকতর সংখ্যায় এখানে আসিয়া থাকেন। পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম এবং আসামের লোক ই. বি. রেলেই যাতায়াত করেন। তাঁহারা সকলে জানেন—শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত, সুতরাং তাঁহারা ই. বি. রেলের ষ্টেসন নবদ্বীপ ঘাটেই টিকেট গ্রহণ করেন। কিন্তু নবদ্বীপঘাট ষ্টেসন অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী মহেশগঞ্জ ষ্টেসন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর অতি নিকটবর্ত্তী এবং নদীপথে ও যাতায়াতের পক্ষেও সুবিধা—একথা সাধারণে অবগত না থাকায় বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক এবং জিনিষপত্রাদি লইয়া নবদ্বীপঘাট হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিতে তাঁহারা অনেক অসুবিধা ভোগ করেন। এ বিষয়ে আমরা স্থানীয় লোক নিকট হইতে প্রতিবৎসর বহু অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, অথচ নিকটবর্ত্তী ষ্টেসনটীর নাম মহেশগঞ্জ থাকায় কেহ বুঝিতে পারেন না যে শ্রীধাম-মায়াপুরের সহিত উহার কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে বা থাকিতে পারে।

এ কারণ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সম্পাদক মহাশয় ই. বি. রেলের এজেন্ট বাহাদুরের নিকট এই মহেশগঞ্জ ষ্টেসনটীর নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ‘শ্রীধাম মায়াপুর রোড’ করিবার নিমিত্ত একটী দরখাস্ত করেন। উহা এখনও এজেন্ট বাহাদুরের বিবেচনাধীন আছে, শুনিলাম। আমরা আশা করি, সুযোগ্য এজেন্ট বাহাদুর ঐ নাম পরিবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন। এ বিষয়ে আমরা রেল-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী

শ্রীধাম মায়াপুর

প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪ সংখ্যার পর)

গত ১১ই মার্চ্চ বেলা আন্দাজ ১২টার সময় আমি, আমার স্ত্রী, শ্যালিকা, এক কন্যা, ভাগিনেয় [illegible] পুত্র কন্যা ও তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ীকে লইয়া মহেশগঞ্জ ষ্টেসনে পৌঁছি, মায়াপুর যাত্রার যাত্রিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক ট্রেনের সময়েই মঠের সেবকগণ উপস্থিত থাকেন, আমাদের দেখিবামাত্র একজন ব্রহ্মচারী আমাদের সঙ্গেই চলিলেন। আমাদের থাকার জন্য শ্রীধাম যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলীর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড কোঠা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল।

শ্রীশ্রীনিমাইয়ের জন্মস্থানে নিম্ববৃক্ষের পার্শ্বে এক মন্দিরে শিশু নিমাই, শচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের মূর্ত্তি, এক মন্দিরে পঞ্চতত্ত্ব, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি স্থাপিত। দক্ষিণদিকে গৌরকুণ্ড নামীয় সুবৃহৎ পুষ্করিণী ও তাহার তিনপাশে উহার ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাদের কর্তৃক সংস্থাপিত ধর্ম্মশালায় (যাত্রীদের থাকার জন্য) পরিপূর্ণ। কিছুদূর উত্তরে শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গনে দুইটী মন্দিরে পঞ্চতত্ত্ব ও নিতাই গৌরের মূর্ত্তি স্থাপিত। অতি নিকটে উত্তরদিকে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন। এবং কিছু দূরে পূর্ব্বদিকে প্রাচীন গঙ্গা খড়িয়ার তীর প্রদেশে শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্থাপিত। তথায় মধ্যে পাথরে বাঁধা, ২৯ চূড়ার একটী মন্দিরে জয়পুরের মন্দিরের মূর্ত্তির মত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, রুক্মিণী বেশে গান্ধর্ব্বিকা এবং অপর চারিটী মন্দিরে বৈষ্ণবগণের চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের মূর্ত্তি। সম্মুখে প্রকাণ্ড নাট্যমন্দির, পার্শ্বে শ্রীমায়াপুর পোষ্টাফিস এবং অপরদিকে সেবকগণের থাকিবার দালান, সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, ভাণ্ডার, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-কার্য্যালয় ও ছাপাখানা এবং রাধাকুণ্ড নামীয় একটী রমণীয় পুষ্করিণী। শ্রীযোগপীঠ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী, তৎসমস্ত প্রদেশও শ্রীচৈতন্যমঠের অধীন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে অর্দ্ধ ষ্টেশন মধ্যে বল্লালদীঘি ও শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি এবং তথা হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে শ্রীধরের অঙ্গন অবস্থিত।

উক্ত ১১ই মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় প্রদর্শনী ক্ষেত্র দর্শনে গেলাম। শ্রীচৈতন্যমঠের দক্ষিণে খড়িয়া বাঁকের একাংশে বিস্তীর্ণ ময়দানে কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনীর মত বৃহৎ প্রাচীরে বেষ্টিত বিস্তৃত প্রদর্শনী-ক্ষেত্র অবস্থিত ও উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। গেটখানি বেশী কেসানের এক অপূর্ব্ব রচনা। উপরিভাগে ঘূর্ণায়মান সুদর্শন চক্র এবং প্রদর্শনীর মধ্যস্থলে ‘ওঁ’ অঙ্কিত বৃহৎ পতাকা। গেটের ভিতর দিয়া প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই প্রথমেই পড়িবে—বিদেশগামী কমিটি এবং এনকোয়ারী অফিস, ডাক্তারি অফিস এবং এরোপ্লেনের আফিস। প্রবেশের জন্য কোন ফী নাই। যে কোন সময়ের সংবাদ কিম্বা প্রদর্শনী দেখাইবার গাইড আবশ্যক হইলেই তথায় পাওয়া যাইবে। একজন বিদেশী আগন্তুক ব্যক্তি প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রবেশ করামাত্র উক্ত অফিস হইতে তাঁহার কি কি আবশ্যক এবং তিনি তথায় কতক্ষণ থাকিতে পারিবেন ইত্যাদি সংবাদ অতি তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিতে পারিবেন। মনে করুন তাঁহারা জানিতে পারেন যে তিন ঘণ্টা পরে উহার একটার ট্রেন ধরিতে হইবে তখনই উপযুক্ত একজন গাইড প্রদর্শনী দেখানর জন্য সঙ্গে দিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের নিকট এবং তাহার দ্বারে সংবাদ দিবেন। পরে ঠিক তাঁহাকে সমস্ত দেখাইয়া শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের নিকট লইয়া যাইবেন। অথবা সুযোগ থাকিলে স্বয়ং প্রভুপাদ তাঁহার সঙ্গে প্রদর্শনীক্ষেত্রে আসিয়া দেখা করিবেন এবং তাঁহার হাতে যে সময় টুকু থাকিবে ততক্ষণ তিনি প্রভুপাদের মুখে হরিকথা শুনিবার সুযোগ পান। ইতোমধ্যে তাঁহার জন্য প্রসাদ প্রস্তুত থাকে। তাঁহার উদ্ধারার্থ প্রসাদ পাইয়া রওনা হইলেই প্রদর্শনীর গেটে দেখিবেন মটর, টাঙ্গা বা বাস্ এবং একজন লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। লোকটী তাঁহার সঙ্গে মটরে চলিয়া ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া ফের ফেরৎ আসিবেন। যদি কেহ তথায় এক কি একাধিক রাত্রি বাস করিতে চান, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপযুক্ত বাসস্থান এবং প্রসাদের ব্যবস্থা হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২য় সংস্করণ

কয়েকটী অনিবার্য্য কারণ বশতঃ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের শেষাংশ প্রকাশে বিলম্ব হইল। আমাদের বিলম্বের জন্য [illegible] গ্রাহকগণ [illegible] ক্ষমা করিবেন। [illegible] অত্যাগ্রহের জন্য [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইল। [illegible] প্রকাশিত হয়, [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রাহকগণ উক্ত খণ্ড গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে প্রার্থনা করিতে পারেন।

শ্রীগৌরকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে সোপানাবলী

আমরা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম যে, পরম ভাগবত শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থিতি শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্ব উহাদের সোপানাবলী দ্বারা বাঁধাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি উহার কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমিসিদ্ধান্ত-যুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বৃহৎ চতুর্থসংস্করণের প্রচার-বিষয়ে আনুকূল্য করিয়া এবং শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিবিজয় ভবন নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। ভক্তিবিজয়-ভবনের কার্য্য কিছু বাকী আছে বলিয়া তাহাও সমাধা করিবার জন্য ভক্তিবিজয়প্রভু বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] ভাবনা, —ইহা ভক্তিবিজয় প্রভু ও তাঁহার [illegible] সজ্জনগণ তাঁহাদের আদর্শ দ্বারা প্রচার করিতেছেন। কনককে মাধবের সেবায় ব্যয় না করিলেই কনকে কলির অধিষ্ঠান অনিবার্য্য হইয়া পড়ে—এই শিক্ষা নিজ নিজ আদর্শ দ্বারা প্রচার করিয়া তাঁহারা [illegible] জগতের অশেষ মঙ্গল বিধান করিতেছেন এবং শ্রীভগবানের সেবা-সৌষ্ঠব বিধান করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণেরও অশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্‌

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।./০ সাধারণ পক্ষে ২০৸./০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

সম্পূর্ণ গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম গ্রাহকগণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়সমাপ্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্‌ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—বহু দল কে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্‌ ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিঃ রত্ন—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার বেজোটাপা, ২৪ পরগণা
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, বাসবাড়

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পথে উপাদেয় তত্ত্ব-কথা জানিবার জন্য সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের মূল ও উড়িয়া অনুবাদের টীকা ও অলঙ্কারস্থ আছে।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
সাধন পথ (শ্রীমদ্ভক্তি প্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।/০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্‌, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকাশিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং নগজীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—২০নং নবাবপুর রোড্‌, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], মালদহ।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১ হনুমান্‌ রোড্‌, নিউদিল্লি

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ব্রজ-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিষয়ের সূচীসহ

শ্রীজৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, প্রভৃতি বহু সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সকল গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা - ১॥০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্ত সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম, সমাজ, ... বিষয় সকল এরূপ সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিলে তৃপ্তি হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ও লীলাস্থলী নবদ্বীপ-ধামের ও নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ - প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য বাঙ্গালায় কিং উহাতে বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রয়েল কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্নপ্রথম্

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে সংগৃহীত হইয়াছে।

গোড়ার-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবে আবেদনী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে অকপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তত্তাবৎ বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ষড়বিধ সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০, নবদ্বীপশতক — ৴০

অর্চ্চনপদ্ধতি — ৴০।

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছি যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার বিরুদ্ধ কল্যাণ ত যাহা করি, তাহা যে নিত্য বা সত্য কল্যাণ নহে, অথচ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, সব প্রত্যেকে নিত্যপাঠ্য আছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তগণের ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পরিচয়, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্য শ্রীমাধ্ব ও শ্রীনিম্বার্কের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৪৲ (যে খণ্ড ছাপা)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৬০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—অন্বয়-সূচী, বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয় গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাধুক্তা ।০

৫। উৎকলতত্ত্ব ॥০

৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

„ „ আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্য), বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০

গীতার কোন মাহাত্ম্য ॥০

৯। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র ভগবানের সাত্বত (মধ্য) ২৲

১০। বেদান্ত-সূত্রের সাত্বত (প্রামাণ্য) ॥০

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০

১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ।৶০

১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণকল্পতরু, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনপদ্ধতি ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপদ্ধতি ৶০

২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৶০

২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲

২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০

৩১। মাধ্যমাচার্য্য সাত্বত ।০

৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও সালসা পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলের পরিচায়ক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ১০ আনায় সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা / সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

দাম ৩ আনা / শিশি ৮০ আনা, ডজন ৮৻ / ভিঃ পিঃ ও মোড়ক পাঠান খরচ।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন

এমন মহোপকারী তৈল আর না

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

ঋষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা তিল তৈলে পুষ্পাদি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, কাগজ, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহামসাদি দ্রব্য পরিমিতরূপে প্রস্তুত হেতু মস্তকেই সমভাবে ইহার অনুলেপন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের অনমিত্র ধাতুর দূষিত অম্ল, কঠিন জ্বরাদি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটকোষ, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কাঁটানু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী আশ্চর্য্য তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার কর্ত্তৃক নকল তৈল বিক্রয় করায় আপনি ঠকিবেন। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে তাঁহারাই খুব লাভ করে।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ বাতুরোগ, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, মুত্রদোষ, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, শ্বাস এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কাঁচকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে কৃত্রিম জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখবেন।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত ভূমি সম্বলিত

বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টাইপ্‌ পত্রের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রশক্তিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সঞ্চার করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা সুখে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন সুখে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বাস্তাবক

[৫ম খণ্ড] সম্পাদক- প্রভাবজ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৭৬ সংখ্যা]

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি লাইন ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷৹

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

[illegible]

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸৹

মাসিক ১৲

গোলমালায় ভীষণ সঙ্ঘর্ষ

কলিকাতা কর্পোরেশনের ৫০০০০ টাকা দান

১৫০০০০ টাকার জহরত চুরি

উদয়পুরের মহারাজা ও লর্ড ডেভিড সন পরলোকে

পার্লামেন্টে ভারত প্রসঙ্গ

কৃষ্ণনগরে জলের কল, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সুহৃদ্ চট্টোপাধ্যায়ের মুক্তি

ধরসনা, মুলতান এবং দিল্লীতে হাঙ্গামা

হজযাত্রীর জাহাজ দগ্ধ

সম্রাটের স্বাস্থ্য, গবর্ণমেন্টের ঘোষণা

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে জলের কল

[illegible]

সুহৃদ্ চট্টোপাধ্যায়ের মুক্তি

কৃষ্ণনগর [illegible] উকীল [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে [illegible] মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে একটী মোকদ্দমা রুজু হইয়াছিল। গতকল্য ২৯শে মে ঐ মোকদ্দমার শুনানীর দিন ছিল। [illegible] সুহৃদ [illegible] মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

মৌলানার প্রস্তাব

[illegible] মৌলানা [illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] হিন্দুদের প্রতিনিধি এবং [illegible] মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—এ বিষয়ে যখন কোন মতদ্বৈধ নাই, তখন বর্ত্তমান [illegible] ব্যবস্থা করিতে হইলে [illegible] সহিত বড়লাটের মন্ত্রণা [illegible]

সম্রাটের স্বাস্থ্য

সম্রাটের স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হইয়াছে। তিনি [illegible] আগন্তুকদের [illegible] করিয়াছেন।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুত [illegible] দারোগার [illegible] ২৮শে মে তারিখে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ৩২৩ ধারা অনুসারে একটী অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। পুলিশ বিভাগের ডিপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া ১৩।৬।৩০ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট করিবার আদেশ হইয়াছে।

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ

গত ২৭শে তারিখে [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] শেষ বক্তৃতা সমাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন [illegible] একটা [illegible] তিনি [illegible] অনুভব [illegible] সকল [illegible] একটা [illegible] করেন এবং [illegible] প্রাপ্তি হয়।

পরলোকে উদয়পুরের মহারাজা

উদয়পুরের মহারাজা স্যার ফতেসিংজী ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এক বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন [illegible] রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] চিতোর হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত রেল লাইন হই-

[illegible]

পার্লামেন্টে ভারত প্রসঙ্গ

[illegible]

ডাকাতির ভাবাতি

[illegible]

কলিকাতা কর্পোরেশনের ৫০০০০৲ দান

কলিকাতা কর্পোরেশন [illegible] কলিকাতা [illegible] উদ্ধার [illegible] ৫০০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নানা খবর

[illegible]
(নিজস্ব সংবাদ)

আফগানিস্তান নামক যে সংবাদপত্র [illegible] হইতে [illegible] আক্রমণ [illegible] ২০০ [illegible] লাভ [illegible] হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। [illegible] উপর [illegible] অনেক লোকের মাথার খুলি [illegible] আঘাত হইয়াছিল। [illegible] উপর দিয়া [illegible] তাহারা [illegible] সমর্থ হয় [illegible] দল [illegible] অনুসরণ করিলেন। [illegible] লোক পলায়ন করিয়া [illegible] বাড়ীতে [illegible] ঢুকিয়া [illegible] অনেকেই [illegible]।

আর একটি [illegible] যাত্রী পলায়নের জন্য [illegible] করিয়া [illegible] বলিয়া [illegible] বিষয় [illegible] পাইয়াছেন। [illegible] কিন্তু তাঁহারা [illegible] আসামীদের [illegible] করেন এবং অবশ্য বিচারে [illegible] নিকট [illegible]।

সাইমন রিপোর্ট দ্বিতীয় খণ্ড

গত ২৬ শে [illegible] সাইমন রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ড কমিশনের সকল সদস্যের [illegible] কথা ছিল। এই খণ্ড শেষ [illegible] এবং [illegible] নূতন শাসন পদ্ধতি কি কি প্রণালী [illegible] থাকিবে।

এই [illegible] তৃতীয় আইন [illegible] প্রতিনিধিগণের ([illegible]) সহিত আলোচনা ও [illegible] করিবেন। তাহা হইলে [illegible] প্রকাশের সংবাদ অমূলক।

সীমান্ত গবর্ণমেন্টের ঘোষণা

[illegible] কংগ্রেস কমিটি এবং নৌজোয়ান সভা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং জেলাসমূহে [illegible] মাসের জন্য কোন প্রকার সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। (ফ্রী প্রেস)

নৌজোয়ান সভার একজন সভ্য নাকি গত ২৬শে [illegible] বোমা [illegible] ঐ বোমা ফাটিয়া মারা গিয়াছে। (এ, পি, আই)

শ্রীযুক্ত প্রেন্টিস

বাঙ্গালা সরকারের [illegible] স্থায়ী সেক্রেটারী [illegible] সি, আই, ই [illegible] সি এস [illegible] হইতে [illegible] যাইতেছেন বলিয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

দিল্লীতে হাঙ্গামা

দিল্লীর [illegible] দিল্লীর [illegible] গত [illegible] বাজে [illegible] আহত হইয়াছে। অন্যূন ১২ জনকে [illegible] হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। [illegible] পুলিশ [illegible] দেয়।

করাচী মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য স্থগিত

করাচী মিউনিসিপ্যালিটিতে কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার জন্য ডেপুটি সেক্রেটারী [illegible] মিউনিসিপ্যালিটীর বিরুদ্ধে জুডিসিয়াল কমিশনারের কোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এইরূপ রাজনৈতিক ব্যাপারে [illegible] মিউনিসিপাল আইনের বিরুদ্ধ। এই বিচার-কালে মিউনিসিপ্যালিটীর মিটিং বন্ধ রাখিবার হুকুম পাস হইয়াছে। [illegible] মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে এরূপ মামলা ভারতবর্ষে এই নূতন।

মুগড়াতে হাঙ্গামা

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, মুগড়াতে একটী [illegible] পুলিশের সহিত সংঘর্ষ [illegible] এবং [illegible] পুলিশের [illegible] আহত হয়। একটী [illegible] লোক [illegible] মারা গিয়াছে। [illegible]

সাইকেলে ভূপ্রদক্ষিণ

শ্রীযুক্ত [illegible] নামক [illegible] বাঙ্গালী যুবক [illegible] বৎসর [illegible] সাইকেলে ভূপ্রদক্ষিণ করিবার মানসে বাঙ্গলা হইতে রওনা হইয়াছিলেন। তাঁহারা ৩৭০০০ মাইল রাস্তা প্রায় [illegible] অতিক্রম করিয়া গত ২৬শে তারিখে তাঁহারা পুনায় পৌঁছাইয়াছেন।

উত্তাপি

গত ২৬শে তারিখে একদল পুলিশ উত্তাপির স্বেচ্ছা-সেবকদলের [illegible] কাড়িয়া লইয়াছে। [illegible] স্বেচ্ছা-সেবকেরা চলিয়া গেলে অবশিষ্ট ২৩ জন [illegible] অস্বীকার করায় তাহাদিগকে পুলিশ ধরিয়া [illegible] এবং তাহাদের থাকিবার ঘর [illegible] ফেলে। শ্রীযুত [illegible] সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

২৫০০০০ টাকার জহরত চুরি

হায়দ্রাবাদের নবাব [illegible] বাহাদুরের [illegible] লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের [illegible] গহনা গত ১৯২৩ সালে চুরি যায়। দীর্ঘ ৭ বৎসর অনুসন্ধানের পরে পুলিশ [illegible] টাকার গহনা উদ্ধার করিয়াছে এবং আসামী পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ওয়াডালার বিষম সংঘর্ষ

বোম্বাই হইতে ষ্টেটস্‌ম্যানের সংবাদে প্রকাশ গত ২৫শে তারিখে ওয়াডালা লবণ গোলা আক্রমণের ফলে যে সংঘর্ষ হয় তাহাতে [illegible] স্বেচ্ছাসেবক, [illegible] পুলিশ সার্জেন্ট এবং অনেক ভলি[illegible] আহত হইয়াছে এবং ১৫৮ জন স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। একজন সার্জেন্টের অবস্থা নাকি খুব আশঙ্কাজনক। স্বেচ্ছাসেবকেরা অনেকটা লবণ লুট করিয়াছিল। [illegible] তাহারা [illegible] মধ্যে লোকেরা [illegible] করিয়াছে বলিয়া সরকারী সংবাদে প্রকাশ। [illegible] সাধারণ লোককে লবণ লুটের সময়ে নিকটে থাকিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ধারসেনা

ধারসেনার নেতা ডাঃ [illegible] এবং ডাঃ [illegible] পুলিশে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। [illegible] স্বেচ্ছা-সেবক ধারসেনায় আসিতেছিল তাহাদিগকে [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] মস্তিষ্ক [illegible] প্রভৃতি [illegible] নিশ্চয় আরোগ্য হয়। [illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। [illegible] ১৲ এক টাকা।

“[illegible] ঘৃত”

[illegible] ব্যবহারে [illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] ১৲ টাকা।

“[illegible] বটিকা”

[illegible] ১৲ এক টাকা।

[illegible] কবিরাজ [illegible]
[illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী / B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible]—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আসেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরার্স-কুইনিন দ্বারা ইন্‌জেকসন করিলে, একটী বা দুইটী ইন্‌জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য [illegible] টাকা

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল [illegible]
[illegible], ২৯।১ [illegible] লেন, [illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ

কেহ কেহ বলেন,—'নদীয়াপ্রকাশ' কেবলমাত্র পারমার্থিক পত্র; তাহাতে বর্ত্তমান জাগতিক সংবাদ কেন প্রকাশিত হইতেছে? ইহার উত্তর এই যে, নদীয়া-প্রকাশের পারমার্থিক কথার প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে পারমার্থিক কথার প্রচার হইবে, তাঁহারা ইহজগতের লোক হওয়ায়, তাঁহারা বর্ত্তমান কথাগুলি ন্যূনাধিক না জানিলে অনেকে তাঁহাদিগকে সভ্য জগতের বহির্ভূত আদিমকালের লোক মনে করিয়া আক্রমণ করিতে পারেন। বিশেষতঃ প্রত্যেক পারমার্থিকের ব্যবহারিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কিয়ৎপরিমাণে লৌকিক সাহায্যের আবশ্যক আছে; সুতরাং তাদৃশ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে নিবিড়ারণ্যবাসী বৌদ্ধ-জৈন-যোগিগণের ন্যায় তাঁহার আত্মার ক্লেশদান মাত্র ফল লাভ ঘটিবে। তাদৃশ ফল্গুবৈরাগ্য পরিহার করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যে অবস্থিতিই পারমার্থিকের একমাত্র ধর্ম্ম। পারমার্থিক লেখাপড়া নকল বা আসুরিক নহে। প্রপঞ্চে অতিরিক্ত আসক্ত বা অতিরিক্ত বিরক্ত হইলে তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগের সম্ভাবনা নাই। যথাবৎ ভগবৎসেবানুকূল অভ্যাস-বশে 'যাবৎ স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ' বিচার থাকা আবশ্যক, নতুবা পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন,—'যাঁহাদের পারমার্থিক জীবন, তাঁহাদের হিমালয়-গহ্বরে গিয়া আত্মহত্যা করা কর্ত্তব্য।' যাঁহারা কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মভোগ হইতে বিরত হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহারা ধর্ম্মাদি বা যম, জপ, তপঃ ও সমাধি লোকে বাস করিয়া শান্তি লাভ করিবেন।

জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ বলেন,—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান করিতে গেলে কর্ম্মভোগ হইতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য এবং কর্ম্ম-সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য ন্যূনাধিক গ্রহণ করিয়া একত্ব-জ্ঞান গ্রহণ করিতে গিয়া সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদের সহিত কায়মন-ভাবে পৃথক্ থাকাই কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন,—পারমার্থিক সন্ন্যাসীদিগকেও কর্ম্মসন্ন্যাস ও জ্ঞানসন্ন্যাসের অনুকরণে চলিতে হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—তাহা কখনই নহে। লোক ফল্গুবৈরাগ্য সমস্ত পরিহার করিতে হইবে এবং যুক্তবৈরাগ্য সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণেতরা-ভিলাষ ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধযুক্ত সমস্ত বস্তু ও সমস্ত ব্যবহারের আবাহন করিলেই পরমার্থ সুসাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৭

ফল্গুবৈরাগ্য বিষয়ক প্রশ্নের সদুত্তর

উহার অলৌকিকতা ও নিষিদ্ধতা

যুক্তবৈরাগ্যের আবশ্যকতা

তাহাই পরমার্থের অনুকূল

বাস্তবসত্যে দোষদর্শন দ্রষ্টারই দৃষ্টিদোষ-জ্ঞাপক

বাস্তবসত্যোপাসক শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নকল অনুকরণে বদ্ধজীবের বিষমদোষ।

শ্রীচৈতন্যমঠ বা গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ জড়ভোগবিলাসী নহেন

সেবকসূত্রে তাঁহারা জগতের সকল উপাদেয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবায় নির্ব্বন্ধ করেন

বাউল সখরচাঁদ রাগানুগা ভক্তি কাহাকে বলেন?

জড়রতি থাকিতে কি কৃষ্ণরতি সম্ভব হয়?

'রাগ' কি মানসিক বিকারমাত্র, না আত্মার স্বাভাবিকী রতি?

স্বরূপ-রূপানুগত রাগানুগগণই রাগোপদেষ্টা, অন্যে নহেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ প্রাপঞ্চিক অমঙ্গলের দ্বারা জড়িত হইতে পারেন না। [illegible] বৈষ্ণবের ব্যবহার [illegible] নিশ্চয়ই জানিও সে পরমানন্দ [illegible] ভগবদ্ভক্তগণ ব্যবহারিক লোকে [illegible] ভাবে জীবন-যাপন করেন. প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় [illegible] ভক্তগণ তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে দোষের আরোপ করিয়া নিজ-নিজ অমঙ্গলই বরণ করেন। বিষ্ণুবৈষ্ণবের [illegible] না [illegible] এরূপ অবিবেচনামূলক অমঙ্গলের [illegible] বিধৃত হয়

[illegible] উদাসীন [illegible] গুলিকে [illegible] বিষ্ণুলোক ও [illegible] আলোচনা করেন, তাঁহাদের [illegible] [illegible] অনভিজ্ঞ [illegible] [illegible] নিযুক্ত হন। [illegible] করে, তাহা হইলে [illegible] বিষয় [illegible] অবস্থিত [illegible] বিচার-বিমূঢ় [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible]

নিবেদক

[illegible] [illegible] অনুকরণ করিতে [illegible] করিতে পারে না। [illegible] কর্ম্মী ও [illegible] [illegible] পরিত্যক্ত [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিলাসি [illegible] [illegible] [illegible] নায়িকা ও [illegible] [illegible] বিলাসি- [illegible] তাহারা [illegible] গ্রহণ করেন না। আবার কেহ, জ্ঞানী ও [illegible] [illegible] ভগবৎপ্রসাদাদি গ্রহণে ভগবদ্ভক্তগণ পরাঙ্মুখ হন না।

ভক্তিবাদের [illegible] বিলাসিগণের [illegible] প্রদর্শন করেন, আবার [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদিগকে ভোগিগণের ন্যায় [illegible] মনে করিয়া নিজেদের অমঙ্গল বরণ করে।

বাউল সখরচাঁদের [illegible] প্রচারিত [illegible] আছে যে, [illegible] [illegible] [illegible] রাগানুগা [illegible] [illegible] [illegible]

"ভাগবতধর্ম্ম ভক্তি" বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে না।

[illegible]

অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ সঙ্কোচিত থাকে, ... বৈষ্ণবের কৃপায় সেই সঙ্কোচ-ভাব অপসারিত হইয়া শুদ্ধ প্রাণের উদয় হয়। প্রাণ উদয় হইলেই বুঝিতে হইবে ... সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসের প্রশ্রয় দিয়া ... অধিকারী হইতে পারা যায়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপদামোদর ... বা শ্রীল রামানন্দরায় কোন প্রকার কথাই মহাপ্রভুর নিকট উপস্থাপিত করিতে কাহারও অধিকার ছিল নাই। স্বরূপ-রূপানুগ মহাজনগণের উপদেশ —

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুই জীবের ভক্তি-উপদেষ্টা হইতে পারেন এবং তাঁহার উপদেশই জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

আমার বিশুদ্ধ রীত বা রাগে ভেদ-মতবাদের সম্বন্ধ নাই। ভাগবতগণ কেবল-চৈতন্য-ভক্তিপর। জগতের কোন শিক্ষাই তাঁহাদিগকে উদ্বেলিত করিতে পারে না। তাঁহাদের এ জগতের মানসিকতাকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য হয় নাই, তাঁহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে লোকপ্রিয়তার অনুরোধে সমর্থন করিতে সাহসী হন না, ... নিজেদের প্রশংসা বা অপ্রশংসা নানা ভাবে ... ব্যক্তিগণের একটিও ... অপগত হয় নাই, সুতরাং শুদ্ধনামের কৃপায় তাঁহারা উদাসীন, জগতের লোকের বহি-র্ম্মুখ চিত্তবৃত্তির অনুসরণে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাশা—যাহা অনাদি হইবার বাসনা তাঁহাদের স্বভাব প্রবল, সুতরাং কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পুষ্ট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিবার মত সাহস তাহাদের আদৌ নাই, পাছে লোকে কি মনে করে এইরূপ লোকাপেক্ষার ধারণা তাহাদের প্রবল, তাঁহারা কোন্ সাহসে ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ করিবার স্পর্দ্ধা করেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। লোকের সংশয়-সঙ্কীর্ণতায় কি একেবারেই অভাব হইয়া পড়িয়াছে? লোক কি ভেদাভেদ-বাদী পুরুষগণের ... হইবার জন্য একটু প্রস্তুত? ... করিল কি ভীষণ

শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী

শ্রীধাম মায়াপুর

প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭ম সংখ্যার পর)

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ভক্তিপথ ও কর্ম্মপথ উভয়ই দেখান হইয়াছে। সাধারণ প্রদর্শনীতে যাহা যাহা দেখার এবং তথাকথিত আনন্দ উপভোগের জিনিষ থাকে, তাহা এখানেও সবই আছে, পরন্তু পারমার্থিক বিভাগে যাহা আছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কোন প্রদর্শনীতে কোনদিন দেখান হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। চতুর্দ্দশ ভুবন, বিরজানদী, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম, বৈকুণ্ঠ এবং গোলোক বৃন্দাবনের অবস্থান দেখাইয়া কিরূপ অধিকারের জীবের কিরূপ স্থানে স্থিতি, ভক্তির অবলম্বন দ্বারা কিরূপে উপরে উঠিতে হয়, এবং কোন্ স্থানের কি "বিষয়" এবং "আশ্রয়" পরিষ্কাররূপে দেখান হইয়াছে। দশাবতার, অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি, মহাপ্রভুর বিবিধলীলা, গুণ্ডিচা মার্জ্জন, অঘাসুর বকাসুর বধ, গোপবালকগণের বিরোধ ... বহু মূর্ত্তি সুযোগ্য কুম্ভকারগণের কারিকর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া প্রত্যেকের তাৎপর্য্য ও শিক্ষণীয় বিষয় কি, তাহা বিশদরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। এবং কতকগুলি মূর্ত্তিদ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গ্লানি—যথা ভেট দিয়া ঠাকুর দর্শন ও ভাগবত পাঠ, ধর্ম্মের নামে কপটগণের ভণ্ডামি, বিবিধ অপসম্প্রদায়ের অনাচার ইত্যাদির ছবিও দেখাইয়াছেন। আর মিউজিয়মের ভিতর সহস্র সহস্র পুরাতন বৈষ্ণব গ্রন্থ ও পুঁথি, পুরাতন মুদ্রা, পুরাতন ..., তাহাদের সমস্ত জীবের চিত্র, কলা, প্রমাণ ও ... প্রভৃতি এবং তাহাদের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত বহু পুস্তকাদি এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য কৌতূহল-প্রদ ও শিক্ষাপ্রদ জিনিষ বিরাজিত। প্রদর্শনীর পারমার্থিক বিভাগ বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ভগবদ্‌বিমুখ জনকে ভগবানে শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদান এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে প্রচলিত গ্লানিসমূহ দূর করাই প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার মত নরাধম যাহার এই ৩২ বৎসর কাল জগতে যত কিছু অসৎ অর্থাৎ চোর, ডাকাত, দস্যু, খুনি, প্রবঞ্চক, জালিয়াত প্রভৃতির বিষয় চিন্তাতেই কাটিয়া গিয়াছে, তাহারই যখন এই অনুভূতি হইয়াছে এবং সেও যখন পরমানন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, তখন প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র টাকা ব্যয় যে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনীটী খোলা হইয়াছে এবং ১৭ই মার্চ্চ শেষ হইয়াছে। বিজ্ঞানাচার্য্য দেশমান্য স্যর পি, সি, রায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ইতোমধ্যে নয় দিনে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা এবং তৎপর শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শুনিয়াছি যে, যাঁহারা পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যাও তিন হাজারের উপর হইয়াছিল। তাঁহারা এবং বিদেশাগত প্রদর্শনীর সহস্র সহস্র দর্শক সকলেই মঠে প্রসাদ পাইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেবকগণ অক্লান্তভাবে যাত্রীদের সেবা করিয়াছেন, তাহার উপর কত যাত্রী তাঁহাদের উপর কত অসঙ্গত হুকুম জারি করিয়া বসেন, কিন্তু কিছুতেই সেবকগণকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না। কি করিয়া মানুষকে সেবা করিতে হয়, ইহাদের নিকট শিখিতে হয়। ইহাদের আচার দেখিয়া মনে হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে ইহারাই প্রতিপালন করিতেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত আমার শালিকা ও কন্যার শাশুড়ী এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাকে বারংবার বলিয়াছেন যে বৈষ্ণব যদি দেখিতে হয়, বৈষ্ণবতা যদি শিখিতে হয়, তবে সে এখানেই আছে।

আমার ৩৮/৩৯ বৎসর বয়স্ক একটী জামাতা এম এ পাশ করিয়া কলিকাতায় চাকরী করেন। আমি শ্রীধাম মায়াপুর থাকা কালে তিনি একদিনের জন্য তথায় গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ঐ স্থান ও মঠের লোকগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া, আমি তথা হইতে চলিয়া আসার পরও দুই দিন তথায় থাকেন। তৎপর কলিকাতা গিয়াই আমাকে লিখিয়াছেন:—

[পত্রখানি ইংরাজীতে আছে, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম। নঃ প্রঃ সঃ]

"আমরা মায়াপুরে যে সময়ে অবস্থান করিয়াছিলাম, সে সময়টা বড়ই মনোরম ছিল। স্থানটী আমাদের নিকট অতীব সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। স্থানটীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্তে বেশ পবিত্রতা আনয়ন করে। সেখানে আমরা যে আনন্দ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তথাকার প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক পত্র আমাদের মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। শ্রীমায়াপুরের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আবহাওয়ার মধ্যে থাকিলে বাস্তবিকই চিত্ত যেন আপনা হইতেই এই মলিনতা-পরিপূর্ণ হিংসা দ্বন্দ্ব-কোলাহলময় নশ্বর জগৎ হইতে বহু ঊর্দ্ধে এক অভিনব নূতন জগতে নীত হইতে থাকে। আমরা শ্রীমায়াপুরে যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা আর জীবনে কখনও ভুলিব না।"

(স্বাঃ) শ্রীঅক্ষয় কুমার গুহ
রঘুনাথ আশ্রম, বরিশাল
১৯-৪-৩০

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৩৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম গ্রাহকের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ [illegible] এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আখ্যায়িকা

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।৷০ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ নম্ব রোড, [illegible]

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—[illegible] কলিবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—১৯।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।

৪। মিঃ এন কে মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়াকিল বি এল, কানপু

৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী [illegible]—[illegible], নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible]. ২৪ পরগণা

শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, বানবাড়

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

[illegible]

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	৷০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	২৲
সাধন পথ (শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible]) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠ-সমূহে প্রাপ্তব্য:—

শ্রীচৈতন্য মঠ,—[illegible] (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীমোদদ্রুম আসন,—[illegible], নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কলিকাতা।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, [illegible], কটক।

৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible]।

৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible]

৯। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible]।

১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible]

১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible]।

১২। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible] ঢাকা।

১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible]।

১৪। [illegible]

১৫। [illegible]

১৬। [illegible]

১৭। শ্রী[illegible]

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় [illegible] [illegible]
বৈদ্যুতিক [illegible] [illegible]
বিশুদ্ধ [illegible] [illegible]

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

[illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] গ্রন্থাবলী

[illegible]

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

[illegible]

শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা [illegible]

[illegible] সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ১৲ [illegible] টাকা

আবাঁধা ৷৷৹ [illegible]

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶৹

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] ভিক্ষা [illegible] আনা।

[illegible]

৷৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে অভিনব গ্রন্থ !!

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদের [illegible]-গ্রন্থাবলী :—

[illegible]গীতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

[illegible] শ্রীভগবানের [illegible] প্রার্থনা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

[illegible]— /৹, [illegible]— /৹

[illegible]—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল [illegible] টীকা ও শ্রীল ঠাকুর [illegible] প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। [illegible] ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। [illegible] বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি ([illegible])

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় [illegible] পাইবেন। [illegible]

[illegible]

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। [illegible],—[illegible] সাধারণ পক্ষে ৷৶৹ গৌড়ীয় বা [illegible] গ্রাহক পক্ষে ৵৹
২। [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ([illegible] সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয় গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৹
৫। [illegible] ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৷৷৹
৭। [illegible] (বাঁধা) ২৲ আবাঁধা ১৷৹
৮। [illegible] (বাঁধা) ২৲ আবাঁধা ১৷৹ [illegible] ৷৹
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ৷৹
১১। [illegible] ২৲
১২। [illegible] ৷৷৹
১৩। [illegible] ২৲
১৪। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
১৫। [illegible] ৵৹
১৬। [illegible] ৷৵৹
১৭। [illegible] ৷৶৹
১৮। [illegible] ৷৷৹
১৯। [illegible] ৵৹
২০। [illegible] মাহাত্ম্য ৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। [illegible] ৷৹
২৩। [illegible] ৷৹
২৪। [illegible], সাধনকণা, [illegible], নবদ্বীপশতক, [illegible] মোট ৷৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible] ৵৹
২৬। [illegible] ৷৵৹
২৭। [illegible] ৷৹
২৮। [illegible] ৭৲
২৯। [illegible] ৷৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৷৷৹
৩১। [illegible] ৷৹
৩২। [illegible] ৷৷৹
৩৩। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। ...কলের পরিচায়ক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ থাকা উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং আনিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প’ড়ে পরে অনুতাপ করেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না! মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেন্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

ঋষি চরক প্রণীত বৈদ্যক উপাদানে খাঁটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় গুণ ও গন্ধে সমভাবে ইহার অনুরূপ গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই আয়ুর্ব্বেদসম্মত পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

প্রস্তুত সম্বন্ধে ঃ শ্রী শ্রী গুরু ... বাবুর স্থাপিত ..., ... ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, ... মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ ... তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেন্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় লোভী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেন্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] বিভিন্ন শিক্ষার [illegible] করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্র [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible], সাহিত্য [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত [illegible] গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] (নদীয়া)

মরা বাঁচাইবার উপায়

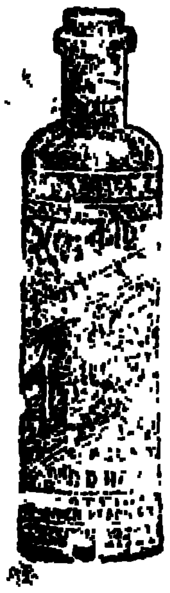

যদি [illegible] বাঁচাইবার কোন [illegible] তাঁহারা অবশ্য [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible] অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

[illegible] কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible] পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীকা সহ কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২।০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়

অধ্যক্ষ

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] প্রস্তুত।

[illegible] মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা [illegible] সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible] পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা ভবে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন তবে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ [illegible] ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রী শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— প্রকাশ নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৭৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ শনিবার ৩১শে মে ১৯

মিঃ বলডুইন বলেন—বিলাত ও ভারতে সহযোগ আবশ্যক

লিবারেলদলের উপদেশ

নটীর অঙ্গে ১৫লক্ষ টাকার অলঙ্কার

পার্লামেণ্টে ভারতীয় দর্শক

ঢাকার অবস্থা পূর্ব্ববৎ

বোম্বাইয়ে মুসলমান সভা

বোম্বাই ও রেঙ্গুণে দাঙ্গা হাঙ্গামা

নবাবিষ্কৃত গ্রহের নাম হইল প্লুটো বা যম

উড্ডয়নে দেড়লক্ষ টাকা পুরস্কার

বাঙ্গালায় লোকসংখ্যা হ্রাস

শিশুমৃত্যুর হার ক্রমেই বৃদ্ধি

কাঞ্চন জঙ্ঘারোহণ

বলডুইনের উপদেশ

বিলাত ও ভারতে মিলিত সহযোগ প্রয়োজন

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত বলডুইন ল্যাঙ্কাশায়ারে একটী সভায় সকলকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলেন কারণ সময় আসিলে আবার ভারতে আবার বৃটিশ বাণিজ্য চলিবে। তিনি বলেন যে আমাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল অংশের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে এবং ভারতবর্ষকেও একটী অংশ মনে করিতে হইবে। ভারত যেরূপ অধিকার পাইবে তাহাকে তদনুযায়ী কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। কর্ত্তব্য হচ্ছে বিলাত ও ভারতের একত্র মিলিত হইয়া অগ্রে চলা।

ভারতীয় লিবারেল দলের উপদেশ

লিবারেল ফিডারেশনের প্রেসিডেণ্ট স্যার ফিরোজ সেট্‌না বলিয়াছেন যে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইবে যদি কংগ্রেস নেতারা তাহাতে যোগদান না করেন। মিঃ বেন ভারতশাসনে যদি ভারতীয় পরামর্শ প্রয়োজন বোধ করেন তবে শ্রীযুক্ত গান্ধী যে প্রস্তাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু মিঃ বেন্‌ যদি সে প্রস্তাব না লেন তবে ভারতীয়দের পক্ষে কোন দোষ আর থাকিবে না।

পার্লামেণ্টে ভারতীয় দর্শক

গত সোমবারে যখন বিলাতের পার্লামেণ্টে ভারত সংক্রান্ত আলোচনা হইতেছিল তখন শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং স্যার অতুলচন্দ্র চাটার্জ্জী দর্শকভাবে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

কাঞ্চন জঙ্ঘারোহণ

হিমালয়ের উচ্চতম চূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণ উদ্দেশ্যে কতিপয় জার্ম্মাণ বীর রওনা হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন ২১০০০ফুট উচ্চে একটী ঠাঁই বুকে আস্তানা করিয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ একটা বরফের প্রকাণ্ড পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহাদের একজন [illegible] বরফের পথ এতদিন যে কষ্ট করিয়া [illegible] বহুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] পুনঃ উদ্যম অবিরত [illegible] এবং শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবেন [illegible] করিয়াছেন।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার

বাঙ্গালায় লোকসংখ্যা হ্রাস

বাঙ্গালা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টার শ্রীযুত বেণ্টলি [illegible] [illegible] টী প্রকাশ করিয়া লোক-সংখ্যা [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রদেশের নাম	১৯২৯ সালের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার
পঞ্জাব	২১.৬
যুক্ত প্রদেশ	১৪.১
[illegible] দেশ	১৩.২
[illegible]	১২.৮
	১১.০
	১০.৯
	৯.১
	৪.৬
[illegible] দেশ	৪.১

[illegible] ভারতবর্ষের মধ্যে [illegible] বৃদ্ধির হার সর্ব্বাপেক্ষা কম।

নটীর অঙ্গে ১৫ লক্ষ টাকার অলঙ্কার

[illegible] যে [illegible] তাহাতে [illegible] সর্ব্বাঙ্গ [illegible] লক্ষ [illegible] করিয়াছি [illegible] কাশ্মীর [illegible] ঐ নৃত্য [illegible] মহারাজের [illegible] দৃশ্য [illegible] আবি- [illegible] [illegible] ধরিয়া [illegible] কি প্রকারে [illegible] [illegible]?

নানা খবর

ঢাকার হাঙ্গামা

ঢাকার অবস্থার কোন পরিবর্তন এখনও দেখা যাইতেছে না। [illegible] তাহারা সহরে পাহারা দিতেছে। অদ্য দুইটি [illegible] এবং ছুরিমারা প্রভৃতি [illegible] বলিয়া খবর পাওয়া [illegible]। ২৭শে রাত্রে একজন হিন্দু ও ২জন মুসলমানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। [illegible] ভাবে খুন করিয়া মারা হইয়াছে। [illegible] গোয়ালিয়া আক্রমণ করিয়াছিল [illegible] পলাইয়া যায়। [illegible] একটী হিন্দুর বাড়ীতে [illegible] হইয়াছে। আজি বাজার [illegible] খুলিয়াছে বটে, তথাপি [illegible] হিন্দু দোকান [illegible] হইয়াছে। [illegible] পুলিশ ও আর্ম্মড [illegible] যাইতেছে। [illegible] ঢাকার লোকের খাদ্য দ্রব্যের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। সকলে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সহর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে। রাস্তায় [illegible] লোকজন দেখা যায় না।

উত্তরাধি সত্যাগ্রহ আশ্রম

গত ২৭শে [illegible] উত্তরাধি আশ্রম পুলিশ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় যে ২৭ জন স্বেচ্ছাসেবক [illegible] করিয়াছিল, পুলিশ চলিয়া যাইবার পর তাহারা পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে। পুলিশ তাহাদের মধ্যে ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফুলটী স্টেশনে লইয়া যায়।

বোম্বাইয়ের দাঙ্গা

গত ২৬ তারিখে বোম্বাইয়ে যে ৩৬ জন আহত হয় তন্মধ্যে ১২জন পুলিশের লোক। [illegible] কর্ম্মচারী আহত হইয়া মারা গিয়াছে। [illegible] একখানি মোটর গাড়ী পুড়াইয়া [illegible] আক্রমণ করে। তখন [illegible] নিহত ও ১২জন আহত হয়। [illegible] গুলী চালানোর ফলে একজন নিহত [illegible] হয়। মোট ৩৭জন আহত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে মুসলমান সভা

বোম্বাই [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] মুসলমানগণ যে সভা করেন তাহাতে [illegible] সরকারকে [illegible] আশ্রমের [illegible] এবং [illegible] মুসলমানগণকে [illegible] হইতে [illegible] করা হয় এবং [illegible] মাথায় আঘাত [illegible] করিয়াছে, [illegible] দেওয়া হয়।

লর্ড ডেভিডসন্ পরলোকে

[illegible] ক্যান্টারবেরির [illegible] আর্চ বিশপ লর্ড ডেভিডসন্ ([illegible]) ১৯০৩ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। গত ২৫শে [illegible] মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন, [illegible] বৎসর হইয়াছিল।

নূতন হাঙ্গামা

গত ২৮শে [illegible] পুনরায় দাঙ্গা [illegible] হইয়াছে। [illegible] পুলিশকে

আক্রমণ করিয়া ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করায় পুলিশ গুলি চালায়, ফলে দুইজন স্বেচ্ছাসেবী নিহত হয় এবং কতকগুলি আহত হয়।

পুনরায় একদল বন্দী অফিসের আক্রমণ করে কিন্তু পুলিশের [illegible] পলায় ও বাধা হয়। বন্দীরা [illegible] দলের [illegible] লুট করিয়া তাহাদের অনেকগুলি [illegible] করে। [illegible] পুনরায় [illegible] বাড়ী [illegible] তাহার প্রতিরোধ নয়। আবার [illegible] বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া [illegible] এবং যে ব্যক্তি বাড়ী হইতে পলায়ন করিতে যায় তাহাকে হত্যা করে। দমকল [illegible] আগুন নিবারণ [illegible]। [illegible] এখনও [illegible]।

২৩শে [illegible] হতাহতের সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্ব [illegible] সরকারি হিসাবে প্রকাশ যে [illegible] অধিক লোক আহত হইয়াছে এবং ৫২ জন নিহত হইয়াছে।

উভয় দলের [illegible] একটা সভা করিয়া মিটমাটের [illegible] আছেন মনে হয়। [illegible] ২৩শে [illegible]।

উড্ডয়নে দেড়লক্ষ টাকা পুরস্কার

মিস [illegible] ইংরাজ বালিকা লণ্ডন হইতে অষ্ট্রেলিয়া [illegible] আকাশযানে গমন করিয়াছেন তিনি [illegible] তাহাকে [illegible] করিবেন। লণ্ডনের ডেলি মেল তাহাকে ১০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

শিশু মৃত্যু

১৯২০-৫টি শিশু গত বৎসর মারা গিয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর ২২২০৭৮ জন শিশু মারা যায়। শিশু মৃত্যুর [illegible] ১২ শতকরা [illegible] এবং [illegible] মারা গিয়াছে তাহার মধ্যে পাঁচ ভাগের একভাগই শিশু। ইহার অর্দ্ধেকের বেশী একমাসের কম বয়সেই মারা গিয়াছে।

নূতন গ্রহের নাম

[illegible] আবিষ্কৃত [illegible] নূতন গ্রহটীকে "প্লুটো" অর্থাৎ 'যম' এই নাম দেওয়া [illegible] পুরাণোক্ত [illegible] নাম দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য [illegible] এইরূপ করিয়াছেন। [illegible] ততে [illegible] বিষ্ণুভক্তের [illegible] নিকট তিনি [illegible] দক্ষিণ-বঙ্গের [illegible] পলায়নের পথ নাই।

শোলাপুর সংবাদ

শোলাপুরে এখনও শান্তভাব দেখা যাইতেছে। গত ২৬শে তারিখ হইতে লোকের [illegible] ও আবগারি [illegible] খুলিয়াছে এবং [illegible] হইয়াছে।

কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন সম্পর্কে ৩ জনের জেল হইয়াছিল। সরকার বাহাদুর এখনও ঐ পতাকা [illegible] রাখিয়াছেন। মহারাষ্ট্র কংগ্রেস কমিটি [illegible] পতাকা নিষেধের [illegible] শোলাপুরে আসা [illegible] করিয়াছেন।

শোলাপুরে [illegible] আইন চলিতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের
বেহালার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।
অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মেডিকেল
মদন মঞ্জরী
বটিকার বল ও বাহ্যিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] রোগ, বহুমূত্র, [illegible] প্রভৃতি, অতিরিক্ত [illegible] নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।
"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"
[illegible] ব্যবহারে [illegible] করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।
"সুবর্ণ বসন্তমালিনী বটিকা"
[illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।
রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন
সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।
আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ এক্ষণে কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।
বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আয়রন এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।
এই ফেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইন্জেক্শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬টা হইতে বারটী ইন্জেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।
৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ।০ চারি আনা।
বাস্ত কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২৯১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহামহোপাধ্যায়, রাজাবাহাদুর, রায়-বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, সামসুল-উলেমা, সদুপাধ্যায় চক্রবর্ত্তিগণ নিজেদের জড়োপাধি-গুলিকে প্রতিষ্ঠাশা-মূলক অহঙ্কার-সূচক জ্ঞান করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণববর্গের প্রদত্ত ভক্তিসূচক নামগুলিকেও তদ্রূপ মনে করেন। হিতবাদী প্রভৃতি ব্যবসায়ার বুদ্ধিজীবিজনগণ জয়দেব ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি গ্রন্থ ছাপিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারেই সহায়তা করিতেছেন; কিন্তু উহাতে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য নমূলে উৎপাটিত হইতেছে, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। মঠবাসিগণ তাঁহাদের ন্যায় গ্রন্থাদি ছাপিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থে নিজ স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য স্বর্ণ-রজত-বস্ত্র, মাংসাদি, মোটরগাড়ী ও সুগন্ধ দ্রব্য সংগ্রহ ও প্রাসাদ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর কোন কার্য্যে সময়-ক্ষেপ করেন না। তাঁহারা উদয়াস্তকাল হরি-কীর্ত্তনমুখে গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় মাধুকরী-লব্ধ ও বৈষ্ণব-প্রদত্ত দ্রব্যাদি বিষ্ণুর আশ্রয় ও বিষ্ণুর প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া ভগবৎসেবনেরই আদর্শ প্রদর্শন করেন। তাড়াতাড়ি বক্তার ন্যায় তাঁহারা ভণিতার বক্তৃতা করিয়া, টাটানগরে কৃষকের কার্য্য করিয়া বা মিছা ভক্তিপত্রিকার প্রচার-ছলনায় গান গাহিয়া নিজেদের চাঁদ-চিকুরকেশের রূপ দেখাইয়া তাম্বূল-বীটিকায় ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া পরনারী-মোহন-কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন না।

পাশ্চাত্য সভ্যদেশে সদ্ধর্ম্মের উপ-যোগিতা দেখিয়া ভোগী মানবগণ যেরূপ নিজেদের অর্জ্জিত বিত্তের কতকাংশ নিষ্কপট সমাজের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারার্থ দান করাইয়া সামাজিক মঙ্গলবিধান করেন, আমাদের দেশে বংশগতধর্ম্মে দীক্ষিত জনগণ ধর্ম্মের নামে বা ধর্ম্মধ্বজীর আব-রণে বিষয়ভোগ ব্যতীত সেরূপ অন্য কোন প্রকার অহৈতুক উদ্দেশ্যের সাধন করিতে প্রস্তুত নহেন। মঠসেবকগণের ধর্ম্ম প্রচারের আদর্শের নকল গ্রহণ করিয়া কৃত্রিম ব্যব-সায়ী মঠজীবী আচার্য্যের শৌক্রাবস্তুনগণ যেরূপ বংশমর্য্যাদার দোহাই দেন, যেরূপ আভিজাত্যের অহঙ্কারে স্ফীত থাকেন, যেরূপ পাণ্ডিত্যের গরিমায় মূর্খতার আবাহন করেন, ভক্তিমঠবাসিগণ সেরূপ প্রতিষ্ঠাশাকে মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিয়া উহাদের দুর্গন্ধে আদৌ পুলকিত হন না। তবে দুষ্টবাক্য ও দর্শনের দোষে তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ-প্রয়াস এই কলিযুগের দুষ্কৃতগণের মধ্যেই সম্ভবপর।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৭

কৃষ্ণদাস্য-সূচক সংস্কৃত নাম ও জড়ভোগসূচক উপাধি এক নহে

গৌড়ীয়মঠসেবকগণের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি থাকায় তাঁহারা অপস্বার্থপর কর্ম্মী বা মিছাভক্ত বণিক্ নহেন

গৌড়ীয়মঠসেবকগণের নিকট জড়প্রতিষ্ঠাশা মলমূত্রবৎ ত্যাজ্য

মিছাভক্তগণের দ্বারা গৌড়ীয়মঠের সেবাচেষ্টার নকল অনুকরণ

গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি ও মিছাভক্তগণের মিছাভক্তি এক নহে

বেদবেদান্ত-বিরুদ্ধ সাংখ্যবাদীর মূর্খতা

ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায় একটী মাত্র, তাহা মহাজনানুগত্যে ভক্তি

ভক্তি মনোধর্ম্ম নহে; স্বৈরাচার ভক্তির নামে চলিতে পারে না

কামবাসনা ভক্তির নামে চালাইতে গিয়াই বাউল সহজিয়ার সৃষ্টি

বাউল সম্প্রদায়ের সদাচার ও অনাচার-বিবেক সম্ভ্রম-ভীতিপুষ্ট কি না?

সাধুসঙ্গে হরিভজনই জীবমাত্রের নিত্য কৃত্য

শৌক্রপন্থায় কৃষ্ণবৈমুখ্য আর শ্রৌতপন্থায় কৃষ্ণ-উন্মুখ্য লাভ হয়

বৈষ্ণবের সেবা করিতে গিয়া কেহ কেহ যখন তাঁহাকে ডোরকৌপীন ভিক্ষা দিতেছেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য কেহ কেহ যখন ভগবদ্গৃহ ও ভক্তনিবাস স্থাপন করিতেছেন, প্রচার-কার্য্যের সহায়তায় অন্য কেহ কেহ যখন বৈষ্ণবের সেবা করিতে উদ্যত হইতেছেন, তখন অনেক কপট প্রবঞ্চক ব্যক্তি তাঁহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া পাপপ্রবণ দুঃস্বভাবযুক্ত জনগণের বা ধর্ম্মধ্বজীর নামে নানাবিধ অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বিপুল আয়োজন করেন এবং তাহাকেই ভক্তের আনুকরণিক অনুষ্ঠান বলিয়া স্থির হইয়া "নিজের উদরে ভোগ সংগ্রহ" করেন।

শুদ্ধভক্তগণের কখনই স্বতঃ পরতঃ বৈষ্ণবসেবা প্রবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। তাহা-দের গৃহ—ভোগের স্থান, কিন্তু বৈষ্ণব-গণের সেবা কৃষ্ণ সম্বন্ধেই ভোক্তা। যাঁহারা এই দুইটীকে এক করিয়া ফেলে, তাহারাও বঞ্চিত এবং যাহারা এক করিবার পরামর্শ দেয়, তাহারাই বঞ্চক। "অচ্যো বিষ্ণৌ" পদ্মপুরাণোক্ত এই শ্লোকটি যাহারা আলোচনা করে না, তাহাদের ভক্তিপথের সহিত কপটজনগণের সম্বন্ধাকাঙ্ক্ষা প্রবল।

অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধে বিষয়সমূহের সংযোগই শুদ্ধজন এবং প্রাপঞ্চিক-বিষয়-জ্ঞানে নিত্য কৃষ্ণভজন হয় না। তাহাদের পরামর্শ বেদবেদান্তবিরোধী সাংখ্যবাদিগণকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। সেইরূপ নিরীশ্বর প্রাকৃত সাংখ্য-বিচার-ধারা প্রবর্ত্তিত-গণকে বেদবেদান্ত পারিপার্শ্বিক, বেদান্ত-পথের বিরোধী সাংখ্য জীব করিয়া তুলে। তাহারা তাহাদের তাহাদের বঞ্চনার অভাব হয়

বর্ত্তমানে সা নিষ্কিঞ্চন-ভক্তির মধ্যে মহান্ জ্ঞানশাস্ত্রের অভাব লক্ষিত হয়। প্রাকৃত-সহজিয়া ও সাধারণ ইন্দ্রিয়তর্পণের সেবায় ব্যস্ত হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করেন। ফলতঃ ভক্ত এইরূপ অসৎ সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালী গ্রহণ করেন না। শ্রেয়োলাভ ও শ্রেয়োলাভগণের পরস্পরের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ও বঞ্চনাতে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। শ্রেয়োলাভগণ আর্ষের সম্যক্ পাণ্ডিত্যের নামে "শ্রেয়োলাভগণের" লোককে শৌক্র-পন্থা সাধাইবার জন্য কখনই না মিথ্যা প্রচার করেন। কিন্তু শ্রেয়োলাভ পণ্ডিত-গণ তাহাদের কপটতা আজ সহজেই ধরিয়া ফেলেন।

ভগবদুপাসনাই যদি আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই নিজ নিজ সাধন মনের খেয়াল চালাইয়া দিতে না পারিয়া অনন্য-চিত্ত মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ স্বীকার করি। 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' বলিয়া একটী কথা প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির বিভিন্ন উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, তাহা কোন আমাদের মনের বিলাস বাসনা হইতে দূরে মহাজনগণের স্বীকার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহা অনেক ক্ষেত্রে স্বৈরাচারে পরিণত হয়, আর আমাদের স্বৈরাচারকেই ভগবদনুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিই। দুর্ব্বলচিত্ত কামবাসনাকে দমন করিতে না পারিয়া লোকে যখন দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়ে, তখন সেই দুর্নীতিকেই ধর্ম্মের নাম দিয়া চালাইতে চায়, বলে উহাও একটা ধর্ম্ম-মত। এইরূপেই বাউল সহজিয়াদের সৃষ্টি।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও আচার্য্যের মহাজনগণের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীভাগবতধর্ম্মই যে জীবের পক্ষে একমাত্র উপায়, তাহা নিজের আচার দ্বারা প্রচার করিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাচারি-সম্প্রদায় সেই মহাজনমার্গের অবমাননা করিয়া স্বমত প্রচারের দোহাই দিয়া না করিতেছে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই। মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামিগণ এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী মহাজনগণ আমা-দিগকে যে ভজনকথা উপদেশ করিলেন, আমরা তাহা সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া নিজ নিজ খেয়াল মত নানারূপ মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছি, এবং বাউলগণ কামনাকে শাস্ত্র বলিয়া মনে করিতেছি, কেহ বা বৈরাগী হইয়াও

শ্রীমঙ্গাবণ করিতে চাহিতেছি না, কেহ যে লোকের নিকট বাহাদুরী পাইবার জন্য কর্ম্মী হইতেছি এবং সেই পাঞ্চরিপাল মনের খেয়ালকে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছি।

পাঞ্চরাত্রিক ব্যবস্থায় অনেক [illegible] বৈদিক পাঞ্চরাত্রিক [illegible] লোক [illegible] না বলিয়া ইহারা ঐ সঙ্গে কিছু কারিগরী, কিছু [illegible] পাঞ্চরিপালী [illegible] লোকের [illegible] ইঁহাদের ব্যবস্থা করিয়া [illegible] না। মহাপ্রভুর [illegible] থাকিতে [illegible] বৈদিক [illegible] চাদর, কমণ্ডলু [illegible] ইত্যাদি [illegible] নিয়ে এই পাঞ্চরাত্রিক দলের নামে চালা-ইবার জন্য এবং [illegible] না-জানা, [illegible] সংকীর্ত্তন [illegible] প্রচারের মহাপ্রভুর [illegible] লইতেছেন। এখন আর [illegible] আমরা [illegible] যাইতেছি। কোথায় লোকের মন রক্ষা, আর কোথায় [illegible] আচারের ও প্রচারের নিঃস্বার্থ শাস্ত্র-সম্মত আদর্শ-পথ। মহাপ্রভুর শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তের কোন খবর না রাখিয়া মাধাবণ্যা ভক্তি, সদাচার নিজের [illegible] [illegible] কথা বলিবার [illegible] না লোকের কেমন করিয়া হয়, তাহা বুঝি না।

বাউল সম্প্রদায়ের অষ্টম ব্যবস্থায় লিখিত আছে যে, অনাচারীকে সদাচারী করিবার চেষ্টা তাঁহাদের কার্য্যাবলীর অন্তর্গত বলিয়া তাঁহারা সাহায্যপ্রার্থী। এই বাউল সম্প্রদায় গুরিবাউল সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইলেও ইঁহাদের সদাচার ও অনাচার-বিবেক সম্প্রদায়ের [illegible] কিনা, তাহাই আলোচ্য। 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।' এই কথা কি গুরিবাউল সম্প্রদায় বা বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সদাচারের মুকুট' বলিয়া গৃহীত হয়, না অনভিজ্ঞ লোকের নিকট আচার বিষয়ে কথাটা চাপা দেওয়া হয়?

শৌক্র ও শ্রৌতধারা

এই জগৎ বদ্ধ-ভূমিকা। এই বদ্ধ-ভূমিকায় অবস্থান করিয়া আমরা শৌক্র-ধারাকেই সকল অধিকারলাভের একমাত্র মাপকাঠি এবং দৈব-সম্বন্ধিত বিধান বলিয়া স্থির করিয়াছি। এই ব্যবস্থার কোন বিপরীত কথা অসাধুর-কর্ণরন্ধ্রে গেলে, আমাদের চিত্তাবসন্তের মর্ম্ম স্পর্শ করে।

কোন সংসারের সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁহার [illegible] মস্তানই সাধারণতঃ সাম্রাজ্যের অধিকারী হন, ধনীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণই পিতার বিষয়ের মালিক হন, কেননা, ইহা দৈব-নির্দ্দিষ্ট বিধান। যদি অন্যকোন সর্ব্বতো-ভাবে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি ও সম্রাটের সাম্রাজ্য-অধিকার বা ধনীর ধনের উত্তরা-ধিকার দাবী করেন, তাহা হইলে [illegible] বিপ্লব উপস্থিত হয়।

শৌক্রধারার প্রভাব বদ্ধ-ভূমিকায় এত [illegible] যে, উহা জগতে [illegible] করিতে পারে। কিন্তু ইহা আর্থিক রাজ্যের কথা, পরমার্থ-রাজ্যের কথা নহে। পরমার্থ রাজ্যের সহিত আর্থিক রাজ্যের আকারগত সাম্য থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তুগত ঐক্য নাই, —ইহাই ভেদ।

আমরা আচার্য্য-প্রচারিত চৈতন্য-বাণী অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারি, আর্থিক জগতে শৌক্রধারা শৌক্র অধিকার লাভের পরিমাপক হইলেও পারমার্থিক জগতে তাহা নহে। যাঁহারা অর্থ ও পরমার্থকে, জড় ও চেতনকে একাকার করিয়া ফেলেন, তাঁহারাই আর্থিক অধি-কার লাভের মাপক একে পারমার্থিক অধিকার লাভের পরিমাপক যন্ত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রৌত ধারাই পারমার্থিক অধিকার লাভের মাপক যন্ত্র। শ্রৌত-ধারায় বা শ্রৌতবংশে যে জন্ম, তাহাই দিব্য জন্ম, তাহাই 'দীক্ষা', তাহাই প্রকৃত স্বধাম লাভের উপায়।

"তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"

—এই সনাতনী-বাণী যখন জগদ্গুরু আচার্য্যদেব কলি-হত-পতিত জগতে প্রচার করিয়া শ্রৌতধারার স্বরূপ খুলিয়া দিলেন, তখন গতানুগতিক সমাজে এক 'মহাবিপ্লব' উপস্থিত হইল। কিন্তু যাঁহারা শৌক্রধারার প্রবাহে না ভাসিয়া আশ্রয় লইয়া আচার্য্যের এই একমাত্র সত্য বাণী বিচার করিলেন, তাঁহারা উহাতে আচার্য্যের মহাবদান্যতা দেখিতে পাইয়া চমৎকৃত হইলেন। এই ভাগ্যবান্ জনগণ আচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক আচার্য্যদেবের অনুগমনে জগদ্বাসীকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

সাধুসঙ্গে হরিভজনই জীবমাত্রের নিত্য কৃত্য

ভগবদ্ভজনহীন গৃহ পশুনিবাস মাত্র

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও নিত্যা-নন্দবংশ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে হাওড়া জেলার অন্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সরদার মহাশয়ের নিষ্কপটাহ্বানে প্রচারার্থ গমন করিয়া-ছিলেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ সভায় স্বামিজী 'শ্রীহরি-ভজনের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে এক হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতায় বলিয়াছেন—সতত মৃত্যু-বহুল দুঃখ-ভয়-শোক-পরিপূরিত সাময়িক পৃথিবীতে অপকাল স্থিতি-বিনষ্ট জীবের কোনও আশ্রয় আছে কি? আত্মীয়-বিহীন, আপাতমরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান জীব সুখের লোভায় প্রমত্ত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে জড়বিষয়ের ভোগায় ভুলিয়া প্রধাবিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার অশান্তিই লাভ হইতেছে। সুতরাং নিত্য বস্তু শ্রীহরিভজন ব্যতীত বদ্ধ জীবের দ্বিতীয় কৃত্য নাই।

বক্তৃতাশেষে গোস্বামিপ্রভু ছায়াচিত্র-যোগে নিত্যারাধ্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং গুরুপরম্পরায় মহাজনগণের শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করান। শ্রীহরিকথার দুর্ভিক্ষের রাজত্বে হরিবিমুখ সমাজে যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীহরিকথা-সুধাধুনী প্রবাহিত করাইতেছেন, পরদুঃখদুঃখী পতিতপাবন জগদ্গুরু সেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জয় হউক।

৭ই জ্যৈষ্ঠ সভায় পুনরায় স্বামিজী শ্রীহরিভজনের উপায় সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বিবিধ শাস্ত্রযুক্তবলে বক্তৃতা করেন। বিষবৃক্ষ যেমন বিষময়ই হইবার সুযোগ প্রদান করে, বিজ্ঞবর সাধুসঙ্গ যেমনই বিষয়াসক্তি অপসারিত করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে। 'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' "সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধু-সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাবু সর্ব্ববিষয়ে প্রচা-রকগণের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিয়া প্রকৃত গৃহস্থের ন্যায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। গৃহে থাকিয়া গৃহব্রতধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার বা উত্তরোত্তর গৃহাসক্তির পঙ্কে যাইবার সাধারণ সকল গৃহস্থই করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবান্‌কে গৃহের মালিক জানিয়া তাঁহার গৃহে তাঁহারই সেবাপর হইয়া বাস করিবার এবং করাইবার মত সদ্গৃহস্থ বড়ই দুর্লভ। 'যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়'। নতুবা সে গৃহ বিষ্টাভোজী শৃগাল কুক্কুরের বাসস্থলী মাত্র।

সম্বন্ধ-জ্ঞান

অনেক দিনের কথা, যাত্রি-নিবাসের নিকটে এক পাগল বাস করিত। তাঁহার কাজ ছিল—যাত্রিগণের পরিত্যক্ত পথিপার্শ্বে পুঞ্জীকৃত ইষ্টকগুলি পথের এক দিক্ হইতে মাথায় করিয়া অন্যদিকে লইয়া যাওয়া আবার সেই গুলিকে বিপরীত দিকে ফিরাইয়া লইয়া আসা। সমস্ত দিন এই যাওয়া-আসা ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। প্রাতের প্রথম সময়ে তাহার সকাল দণ্ডিত হইয়া উঠিত, পরিশ্রমে সে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িত, কিন্তু তাহার কাজের বিরাম ছিল না। পাগল মাঝে মাঝে পথিমধ্যে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া 'উঃ! কি পরিশ্রম!' বলিয়া আক্ষেপ করিত।

আপাতদৃষ্টিতে এই পাগলের, আর একজন বুদ্ধিমান্ শ্রমিকের শ্রম প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কিছুমাত্র পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু পাগলের মস্তিষ্কের সহিত দেহের সম্বন্ধ বিকৃত হওয়ায় আজ তাহার সকল পরিশ্রমই বিফল হইয়া পড়িতেছে। ঠিক সেইরূপ এই সংসারে ভগবৎ-সম্বন্ধ-বিচ্যুত মানব-জীবনের কোন চেষ্টা ও কোন পরিশ্রমই চরম ও পরম কল্যাণপ্রদ হয় না। জীবজগৎ ও শ্রীভগবানের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তখন আর জীবনের কোন চেষ্টাই বিফল হইতে পারে না।

সদ্গুরুই এ সংসারে একমাত্র সম্বন্ধ-জ্ঞান-দাতা। তাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সুনিপুণ অলোকিক-অনুভূতি-সম্পন্ন, সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত বদ্ধজীবের কল্যাণের গতি আর কি হইতে পারে?

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে.

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৬ষ্ঠ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বহু নম্বর রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, জলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭৷২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ রত্ন—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিজয়মোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেজোচাপা, ২৪ পরগণা
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, বাসবাড়ী

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট সুযোগ। শ্রীচৈতন্যদেবের পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, সংস্করণ	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸
সাধন পথ (শ্রীমদ্ভাগবত সম্পাদক) প্রণীত	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রণীত	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রণীত	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রণীত	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, —গোড়াবাটী, পুরী।
৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাখনা, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—নং জগন্নাথ বলভদ্র, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাতিকরা, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ. পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি :
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, —বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—পুরুলিয়া, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ রোড, নিউদিল্লি

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
[illegible]-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

ভারত বর্ষের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা ১৷৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ সাধনা দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] ভাষায় [illegible] ও [illegible]। দেহের, মনের ও আত্মার [illegible] বর্ণন, [illegible] প্রভৃতি বিষয় [illegible] সুন্দরভাবে [illegible] আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত [illegible] যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵৹

ঐ [illegible] ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। [illegible] বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য [illegible] বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে [illegible] প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ্ [illegible] কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক [illegible] কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের [illegible] বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য [illegible]—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিকটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹
অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

[illegible] ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি [illegible] যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের [illegible], ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীগ্রন্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় বাক্যমূলে ব্যবহার্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের গ্রন্থ। ইহাতে বঙ্গানুবাদের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭৩ ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৯৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷৹
গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷৹
৯। [illegible] ভাগবতোক্ত সাম্প্রদায় (মাধ্ব) ২৲
১০। [illegible] সাম্প্রদায় (রামানুজীয়) ৷৹
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৵৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶৹
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৵৹
২৭। সংস্কার দীপিকা ৷৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। মণিমঞ্জরী সাম্প্রদায় ৷৹
৩২। গোপালতাপনী [illegible] ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেন পরিচারকে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ত্যাগ হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের ঔষধ খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত কৈবল্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, বকুল, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অনুভোগ্য গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের কর্ণনেত্রাদি শারীর দূষিত রূপ, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কণ্ঠরুদ্ধ, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু নাশকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট ... পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল দিয়া ... বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মানসিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাঃতকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সঞ্জিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩১০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (বাঁ:) মরোক্কো বাঁধা ১।০ তিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

এত প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন, প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "অশ্বিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্বতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইলেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এম্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা - "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৭৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সোমবার ২রা জুন ১৯৩০

স্থানীয় সংবাদ

গোয়াড়ীর হাইষ্ট্রিটের উপর বাঁধা ইট খোয়া প্রভৃতি এত খাড় করা হইয়াছে যে রাস্তার উপর দিয়া ভাড়াটিয়া গাড়ী যাতায়াত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব রাস্তা মেরামতের কার্য্য শেষ করা আবশ্যক। আশা করা যায় যে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে মনোযোগ করিবেন।

কৃষ্ণনগর সিটী ষ্টেশনের বাহিরে যে ঠিকাগাড়ীর আড্ডা আছে তাহার অবস্থার উন্নতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহার অবস্থা এত খারাপ যে সেখানে প্যাসেঞ্জার গাড়ীর ঘোড়া ভয় পাইয়া ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারে। রেল-কর্তৃপক্ষ শীঘ্র এ সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে যে নূতন শেড্‌টা প্লাটফরমে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা লাইট রেলওয়ের গাড়ী যেখানে দাঁড়ায় সে স্থান পর্য্যন্ত বিস্তার না করিলে আগামী বর্ষাকালে যাত্রিগণের পক্ষে বিশেষতঃ স্ত্রীলোক অল্পবয়স্ক শিশু এবং বহু জিনিষপত্র লইয়া যাহারা যান তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা ও কষ্টের কারণ হইবে।

নদীয়ার স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইতেছে। বাবনপুকুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বহুদিন পরে গত শুক্রবারে রাত্রি হইতে আবশ্যকানুযায়ী বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে। কৃষকগণ খুব আনন্দ-কোলাহল করিয়াছে।

লিলুয়ায় গুলি

বিলাতে ভারত কথা

রেলগাড়ী ঝড়ে আক্রান্ত

অতিরিক্ত পুলিশ ব্যবস্থা

রাজপুত্রের অপমৃত্যু

আইরিশ এবং ফরাসী নাবিকে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ

ঢাকায় ভীষণ কাণ্ড

লণ্ডনে সুড়ঙ্গ রেলপথের জন্য সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য্য

মোটর দুর্ঘটনা

বিলাতের কমন্স সভায় সাইমন রিপোর্ট

রেঙ্গুনে দাঙ্গার জের

সম্রাটের স্বাস্থ্য

হালের ঘাট হইতে নবদ্বীপ ঘাট এবং স্বরূপগঞ্জ ঘাটের ফেরি আছে। কিন্তু হালের ঘাটে পারাপারে যাইবার যাত্রীগণের রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোনরূপ চালা বা অন্য প্রকার আশ্রয় নাই। এবিষয়ে ফেরিবোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

লিলুয়ায় গুলী

লিলুয়ার রেলওয়ে কারখানার কুলিদের বেতনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া গোলমালের সৃষ্টি করে ও পুলিশকে আক্রমণ করায় পুলিশ জনতার উপর গুলি চালায়। কয়েকজন আহত হইয়াছে।

রেলগাড়ী ঝড়ে আক্রান্ত

বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের শাহেব-পুর কামাল এবং [illegible] এই দুই ষ্টেশনের মধ্যে যখন ৮নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাইতেছিল সেই সময় এক ভীষণ ঝড় উঠে। ফলে [illegible] লাইন চ্যুত হইয়া [illegible] উল্টাইয়া নীচে পড়িয়া যায়। একজন যাত্রী এবং একজন ট্রেন খালাসী মারা যায়। [illegible] গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। আহত ব্যক্তিগণকে [illegible] চিকিৎসার্থ পাঠান হয়।

রাজ-পুত্রের অপমৃত্যু

[illegible] মোটর গাড়ী চালাইতেছিলেন। [illegible] পাহাড়ী রাস্তার [illegible] এবং তাঁহার [illegible]।

নানা খবর

বিলাতে ভারত কথা

বিলাতের লর্ড সভায় [illegible] বলেন যে [illegible] করিবার চেষ্টা বৃথা, তবে কংগ্রেস কমিটি [illegible] আবশ্যক, এই [illegible] আবশ্যক।

[illegible] অপমান করেন। [illegible] সাহায্য করা এবং [illegible] একান্ত কর্ত্তব্য।

[illegible] ইংরাজ [illegible] আবশ্যক, [illegible] হইয়াছিল। [illegible] গ্রহণ করিবেন না।

মোটর দুর্ঘটনা

[illegible] একটী [illegible] ভাঙ্গিয়া [illegible] এবং [illegible] গুরুতর আঘাত পাইয়াছে।

অতিরিক্ত পুলিশ ব্যবস্থা

[illegible] হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], এবং [illegible] অতিরিক্ত [illegible] বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] এবং [illegible] রক্ষা করিবে।

কমন্সসভায় সাইমন রিপোর্ট

[illegible] আলোচনা [illegible] দেখা দিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার শাসন পদ্ধতি পরিবর্ত্তন চেষ্টা

[illegible] প্রস্তাব চালাইতেছে। [illegible] লোকের মত [illegible] চেষ্টা হইতেছে।

[illegible] সেনাপতি [illegible] প্রবেশ করিল। [illegible] করেন নাই। [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] ১০০ লোক [illegible] করিতে [illegible]। [illegible] বাধা দেয় এবং [illegible]।

সম্রাটের স্বাস্থ্য

[illegible] সম্রাটের অবস্থা [illegible] বাধা করিয়াছে। [illegible] উপরে [illegible] গুহ যাইবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনে গোলমাল

[illegible] কর্পোরেশনের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণের [illegible] উপক্রম হয়। [illegible] ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নাকি [illegible] এজন্য [illegible] সভার দিন স্থির হইয়াছে।

লণ্ডনে সুড়ঙ্গ রেল পথের জন্য সাড়েসাত কোটি টাকা ব্যয় বার্ষ্য

[illegible] মাটির নীচে রেল প্রস্তুত হইবে। এই সুড়ঙ্গের জন্য ৫৩৫০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

ঢাকার ভীষণ কাণ্ড

ঢাকায় [illegible] আবার ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] অপেক্ষাকৃত ভাল।

ঢাকার [illegible] একটী গ্রামে দাঙ্গা হইতেছে [illegible] পাইয়া ঢাকার পুলিশসুপারিন্টেণ্ডেন্ট [illegible] সাহেব [illegible] সঙ্গে লইয়া অকুস্থলে গমন করেন। [illegible] কোম্পানীর দুইজন সাহেব [illegible] গমন করেন। [illegible]

[illegible] লোকদিগকে [illegible] সাহেব তাঁহার [illegible] নিকট হইতে দূরে [illegible] তাঁহার নিকট [illegible] তাঁহাকে [illegible] মারিতে থাকে। পরে [illegible] কোম্পানীর [illegible] সাহেবকে আক্রমণ করে এবং [illegible] সাহেব [illegible]। [illegible] আরম্ভ করায় ১ জন [illegible] ও [illegible] যায়। খবর পাইয়া সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া শান্তি স্থাপন করে।

[illegible] হইতে ৪ মাইল দূরে [illegible] নামক স্থানে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। [illegible] হিন্দুর বাড়ী পোড়ান [illegible] এবং [illegible] মুসলমান খুন হইয়াছে, [illegible] গৃহ পুড়াইয়া দিয়াছে, নদীর অপর পারে [illegible] কয়েকটী গৃহ [illegible] দিয়াছে এবং লুটপাট চালাইতেছে।

রেঙ্গুনে দাঙ্গার জের

রেঙ্গুনের দাঙ্গায় [illegible] জন হত হইয়াছে। [illegible] ২০ জন বর্ম্মী বাকী [illegible]। [illegible] জন হিন্দু আহত হইয়াছে। রেঙ্গুনের অবস্থা [illegible], [illegible] হিন্দুরা তিন জন বর্ম্মীকে হত্যা করার সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে।

[illegible] হিন্দু [illegible] ছিল। [illegible]

আইরিশ এবং ফরাসী নাবিকে ভীষণ সংঘর্ষ

[illegible] হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে [illegible] নিকট [illegible] আইরিশ এবং ফরাসী নাবিকদিগের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

বিলাতের পার্লামেণ্ট সভা

গত মঙ্গলবার দিন সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া পার্লামেণ্টের [illegible] কোন [illegible] নাই। [illegible] কনসারভেটিভ দলের তীব্র [illegible] পর ঐ বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। ৩১২ জন বিলের পক্ষে এবং ৭২ জন উহার বিরুদ্ধে। অন্যান্য কয়েকটী প্রস্তাবের পরে পরদিন বুধবার সকালে ৮টার সময় পার্লামেণ্টের সভা [illegible]।

বিমানপোত চালনে ভারতীয় মহিলা

[illegible] উর্ম্মিলা [illegible] বিমান পোত চালাইবার [illegible] পাইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম পাইলেন।

টন মঞ্জরী

[illegible] ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস, [illegible], [illegible] বিশেষ আরোগ্য হয়। [illegible] অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"এপুং সর্ব্বজ্বরারি ঘৃত"

[illegible] আরোগ্য [illegible] মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নকামবিনাশিনী বটিকা"

[illegible] স্থায়ী ও দৃঢ় করিতে [illegible]। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] কেমিষ্ট

[illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

[illegible] এবং [illegible] সমধিক পরিচিত [illegible]।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল [illegible] শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible]—জে, বি, দত্ত

কেরার্ন কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, [illegible] কুইনিন, আসেনিক এবং [illegible] আছে।

এই কেরার্ন-কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন [illegible] বন্ধ করে এবং [illegible] হইতে বাহাদী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]।

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৪৲ ও ৬৲ টাকা।

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। [illegible] লেন, কলিকাতা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত জীবের নিত্য আশ্রয়স্থল কিছুই নাই। কৃষ্ণচরণাশ্রয়-বিহীন জীবই নিরাশ্রয় নিঃসহায়। পর-দুঃখদুঃখী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব সেই সকল জীবের দুঃখে কাতর হন। জীব মোহ-বশতঃ কৃষ্ণচরণ আশ্রয় করিবার পরিবর্ত্তে জড়দেহ এবং মনের সুখবাঞ্ছা অনুসন্ধান করিতে গিয়া কষ্ট পাইতেছে, সুতরাং তাহাদিগের সেই জড়সুখভোগের সহায়তা করাই গুরুদেবের পরদুঃখকাতরতা নহে। জীব যে অবিদ্যাপীড়ায় পীড়িত হইয়া জন্ম-জন্ম ধরিয়া দুঃখ পাইয়া আসিতেছে, তাহাদের সেই অবিদ্যাপীড়া দূর করিয়া পর-বিদ্যা প্রদানই গুরুদেবের নিষ্কপট করুণা। পরবিদ্যারূপিণী বধূর জীবন কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, গুরুদেব জীবকে সেই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত করিয়াই জীবে দয়া করেন। সুতরাং গুরুদেবই নিঃসহায় জীবের একমাত্র সহায় —একমাত্র বান্ধব।

বিকারগ্রস্ত রোগী কুপথ্য করিতে চাহিলে সদ্বৈদ্য তাহা না দিয়া আপাততঃ নিষ্ঠুরতা করেন বটে, কিন্তু তাহাই তাঁহার অত্যন্ত দয়ার পরিচয়। রোগ নির্ম্মুক্ত হইলেই রোগী সুচিকিৎসকের করুণা উপলব্ধি করে এবং তাহার বিকারগ্রস্ত অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া লজ্জিত হয়। আমরা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-বশতঃ ভবরোগী হইয়া নানাপ্রকার কুপথ্য করিয়া করিয়া এমন রোগ আরও কঠিন করিয়া তুলিয়াছি, তজ্জন্য বিকার উপস্থিত হইয়াছে, যে বিষয় ভোগের জন্য রোগ বাড়িতেছে, দুঃখ দারিদ্র্য শোক তাপ প্রভৃতিতে কত যন্ত্রণা পাইতেছি, সেই বিষয়-ভোগ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি; যার যেনী বিষয়ভোগ করিবার পরিণাম দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব, দৈবদুর্ব্বিপাক প্রভৃতি দ্বারা শত শত প্রকারে প্রত্যক্ষ করাইলেও আমরা পুনরায় তাহাই চাহি দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী সনাতন প্রভুপাদ আমাদিগের প্রোজ্জ্বল রোগ-প্রবৃত্তিকে একটু সংযত করিয়া কৃষ্ণভজনের উপদেশ করেন। আমরা প্রথমে তাঁহাকে আমাদের সুখের ব্যাঘাতকারক মনে করিয়া তিনি আশ্রয় দিতে আসিলেও আপনাদিগকে নিরাশ্রয় মনে করি বটে, কিন্তু পরে বুঝিতে পারি, তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়—পরম মঙ্গল বিধাতা, তিনিই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার অভাব অভিযোগ নিরাকরণের জন্য নিযুক্ত করিয়া পরম শান্তি প্রদান করিতে পারেন, তাঁহার কৃপালব্ধ জীব আগন্তুক দুঃখকষ্টে আর অভিভূত হন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০১

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার—১৩৩৭

কৃষ্ণপাদপদ্মই জীবের নিত্য আশ্রয় স্থল; তদাশ্রয়-হীন জীবই নিরাশ্রয়—নিঃসহায়

কৃষ্ণপাদাশ্রয় প্রদানই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের জীব-প্রতি নিষ্কপট করুণা

জীবের জড়েন্দ্রিয় তর্পণে সাহায্য—প্রকৃত জীবে দয়া নহে

কর্ম্মীর জীবেদয়া ও ভক্তের জীবেদয়া এক নহে

কর্ম্মীর দয়ার নামে নিষ্ঠুরতা, কিন্তু ভক্তের নিষ্ঠুরতার নামে পরম করুণা

মায়াশ্রিতের অত্যন্ত কর্ম্মে রুচি বাস্তবকর্ত্তৃত্বতার পরিচয় নহে

জড়সহায়হীন নরনারীগণের পরমার্থোপদেশেই নিত্যমঙ্গল বিহিত হয়

বাউল সম্প্রদায়ের নিঃসহায়ের সহায় হইবার যোগ্যতা কোন্ শ্রেণীর?

শ্রীধাম মায়াপুর বাসের লাভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন

গঙ্গাস্নান-মাহাত্ম্য

আলালনাথ মন্দির সংস্কার

ব্রজগৌড়ীয়মঠে সেবকগণ

পুরীতে বন মহারাজ

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

জীবগণের শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে যাত্রাই সুবাসনা

কর্ম্মিগণ জীবের তাৎকালিক দুঃখ-দূরীকরণকেই জীবে দয়া বলেন, বস্তুতঃ মহাপ্রভু এবং তাঁহার অনুগত জনগণ কেহই সেরূপ অর্ব্বাচীনতার পক্ষপাতী নহেন এবং তাহার প্রশ্রয় দিতেও প্রস্তুত নহেন। যাহাতে জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়, জীবের আর ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে না হয়, তজ্জন্য জীবকে হরিনাম মহৌষধি প্রদান করিয়া মহাপ্রভু সকল নিঃসহায় নরনারীগণের পরম সহায় হইয়াছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদেশ মত কেবল নাম ভজনেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়—এই বিশ্বাস করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। অনেকে মুখে বলিয়া থাকি নাম বিনা জীবের আর গত্যন্তর নাই, অথচ কার্য্যে অনুরূপ করিয়া বসি, যাহা কিন্তু আদৌ মহাপ্রভুর আনুগত্য বা কৃপালাভের পন্থা নহে; ভক্তগণের কথা কি, নামাভাস মাত্রেই আমাদের নিখিল সন্তাপ দূর করিয়া দেন। তাই বলিয়া অন্তর্দুঃখ দূর করিয়া জড়ীয় শান্তিলাভের জন্য শ্রীনাম-গ্রহণ মহাপ্রভুর ভক্তাঙ্গ-তাৎপর্য্য নহে। শ্রীনাম আমাদের সকল কল্যাণ বিতরণ করিতে পারেন—এ বিশ্বাস না করিতে পারিলে জীবের কিছুতেই মঙ্গল হইবে না।

বড়ই দুঃখের বিষয় মহাপ্রভুর অনুগত মায়াশ্রিত ভক্ত পরিচয়ের অনেকে নামকে সকল কাজ বার বুদ্ধিতে নামাপরাধ

বিগ্রহস্থাপন করিতে না পারিয়া সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে সবার দর্শন বিচিত্র করেন; যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—'কলিযুগে বৈষ্ণব... [illegible] অর্থাৎ কৃষ্ণে ভক্তি হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, সাধকগণ একথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া কামনা দ্বারা হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের জন্য সেই সেই ক্ষুদ্র ফলদাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগণ অবহারূপে [illegible] না; যেহেতু তাহারা তাহাদের রজঃ তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতিসম্পন্ন [illegible] সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করত তদনুরূপ দেবতাগণের উপাসনা করে। মহাপ্রভুর আশ্রিত পরিচয়কারী [illegible] নামাপরাধ করিয়া সকল কৃষ্ণ... ভজনেই... [illegible] নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবের পরিচয় নহে। সদ্গুরু-সকাশে নামমাহাত্ম্য শ্রবণে পাপের অভাবেই ঐরূপ দুর্বুদ্ধি উদয় হয়।

বাউল সম্প্রদায়ের নিবেদনপত্রে প্রথম প্রস্তাবে 'নিঃসহায় নরনারীগণের সাহায্য দান' বলিয়া কথা লিখিত আছে। কথাটী সংকল্পপত্রের পক্ষের নিকট বড়ই লোভনীয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের বাউলসম্প্রদায় ও আর্গি বাউলসম্প্রদায়ের মধ্যে এই নিঃসহায় নরনারীগণকে তাহারা কিরূপে সাহায্য করিতে পারে—বিচার করিতে গেলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জড়সহায়-হীন নরনারীগণকে পরমার্থের উপদেশ দিয়া যে মঙ্গলবিধান করেন, তাহাতে নরনারীগণের আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার চৈতন্যছু-হারিগণের দান এবং তাহাদের দ্বারা কার্য্য করান' সাধারণজনগণের কতদূর কর্ত্তব্য ও উপযোগী তাহারাই বিবেচনা ও বিচার করিবেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর বাসের লাভ

শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া বাস হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাঁচটী ভজনাঙ্গ অতি সহজে প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা অধিক সম্ভাবনা, যেহেতু (১) শ্রীধাম মায়াপুর গৌরহরির আবির্ভাব ও লীলাক্ষেত্র, সুতরাং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবেরও সাধনক্ষেত্র, (২) দ্বিতীয়তঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর অর্চ্চন করিবার সহায়তা বিষয়ে সুযোগ লাভ হইবে, (৩) বৈষ্ণবগণের শ্রীধাম-মায়াপুরে বাস হইলে (৪) অনুক্ষণ ভাগবতানুশীলনের সুযোগ এবং (৫) শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনকারী ভাগবত-

মুখে চিন্ময়ী নাম-নবধা হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তন-প্রভাবে তত্ত্বনাম কীর্ত্তনের সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। তবে প্রথম প্রথম কিছু অপরাধ থাকিলেও ক্রমশঃ তাহা দূর হইয়া নামাভাস কাটিয়া শুদ্ধ নামোদয়ের সম্ভাবনা। যেহেতু সাধুসঙ্গ ভূমিকা বা আধার চিন্ময়, সেখানে অপরাধ ক্রিয়াকলাপও উহার ধ্বংস কৃষ্ণসেবানুকূলময়, তাহাই পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভের একমাত্র উপায়।

গঙ্গাস্নান

আগামী ৬ই জুন, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার দশহরা। পরদিন শনিবারে পাণ্ডবা নির্জ্জলা একাদশীর উপবাস। তদুপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে বহু লোক সমাগম হইতেছে। পাপমোচন বা পুণ্যার্জ্জন মাত্র গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্য না হইয়া শ্রীগঙ্গা মাতা বা ভাগবতের নিকট বিষ্ণুপ্রীতি-কামনাই একমাত্র উচিত বিষয় হওয়া উচিত। ক্ষীণ পুণ্য মহাপাপীর বিনাশ এই স্থানে লোক আর্ত্তি অনেকেই করেন, কিন্তু তাহার যথার্থ স্বরূপ জানেন কয় জন মহাজনেরাই বলেন। পাপনাশনাদির মূল যে অবিদ্যা তাহা না গেলে গঙ্গাস্নান হইলেও বৃথা হইয়া যায়; হস্তী যত স্নান করিয়া স্নান করুক না কেন, স্নানান্তে উঠিয়াই পুনরায় ধূলা মাখে, তদ্রূপ গঙ্গাস্নান করিয়া জীব যতবারই পাপমুক্ত হউক না কেন, পাপবাসনা থাকিতে পুনরায় পাপে রত হইয়া পড়ে। পাপবাসনা অবিদ্যা হইতেই উদ্ভূত হয়। অবিদ্যা নাশের একমাত্র উপায় সুতরাং জীবের আত্যন্তিক অমঙ্গল দূর করিতে কৃষ্ণোন্মুখতা লাভের অনুকূল না হইলে সমস্তই বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

গঙ্গা দেবীকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে পূজা প্রাকৃত সহজিয়াগণের কার্য্য নহে। কারণ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া জলরূপে ... বুদ্ধি করিলে নামাপরাধ অর্জ্জন করেন। গঙ্গাদেবীকে বিষ্ণুপাদ স্থান জ্ঞানে কেবল বিষ্ণুপ্রীতি কামনা হইয়া সেবা করিলেই বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়, অন্যথা ইন্দ্রিয়তর্পণ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ও দুঃখ-লাভেরই অবকাশ ঘটে। শ্রীগঙ্গাদেবীকে বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী জ্ঞানে সেবা করিলেই গঙ্গাদেবীর প্রকৃত সেবা হয় এবং তাঁহার কৃপায় সাক্ষাৎ স্বরূপে বিষ্ণুভক্তি লাভ করা যায়।

শ্রীআলালনাথ-মন্দির সংস্কার

পুরী ২৯।৫।৩০

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীআলালনাথের মূল মন্দিরের বহির্ভাগের সংস্কার কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন ইহার প্রাচীরটি নির্ম্মিত হইতেছে। চারিদিকের প্রাচীরের মধ্যে উত্তরপার্শ্বের প্রাচীরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে।

যশোহর জেলার বিনোদনগর নিবাসী জেলাবোর্ড প্রাপ্ত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সমাদ্দার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা শচীদেবী দেবীর অর্থ সাহায্যে পূর্ব্বদিকের প্রাচীর এখন (সিংহদ্বারের উত্তরাংশ) নির্ম্মিত হইতেছে।

শ্রীমন্দিরের ভিতরভাগে মেঝেতে পাথর বিলাতী লোহার রেলগাড়ী ও সিমেন্ট দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। সত্বরই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ

আলালনাথের শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকের শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের নির্ম্মাণকার্য্য আংশিক সম্পন্ন হইয়াছে, বর্ত্তমানে ছাদের কার্য্য চলিতেছে।

আলালনাথ যাইবার রাস্তা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু অনবসরকালে জগন্নাথের দর্শন না পাইয়া বিরহে আলালনাথে গমন করিতেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীআলালনাথজীর দর্শনের নিমিত্ত, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত পূতভূমির দর্শন মানসে সর্ব্বদাই তথায় গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু রাস্তাটি দুর্গম বলিয়া বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ইচ্ছায় সত্বর ইহার মেরামতকার্য্য আরম্ভ হইতেছে।

পুরীতে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ বনমহারাজ

পুরী অধিবাসী ও প্রবাসীবৃন্দের আতপত্র সৌভাগ্যের ফলে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ বন মহারাজ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ইচ্ছানুসারে বিদ্যার্ণব শ্রীপাদ হয়গ্রীব দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ দেবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর সমভিব্যাহারে বালপুরের বরাহদেবের মন্দিরের ভিতর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গত পরশ্ব দিবসে যে মহনীয় বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুরীস্থিত পুরুষোত্তম মঠে শুভ বিজয় করিয়াছেন। স্বামিজী দিবারাত্র অনর্গল হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহে স্বামিজী শহর কোনও প্রসিদ্ধ সাধারণ স্থানে প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। কীর্ত্তনসম্রাট পণ্ডিত শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে স্বীয় স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠে বৈষ্ণবমহাজনী কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

(তারের সংবাদ)

মালাজাতা, ৩১-৫-৩০

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বক্সী মহাশয় তার করিতেছেন,—গত ৩০শে মে তারিখে মালাজাতা ঠাকুর বাড়ীতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মুখুজী সাবডিভিশনাল অফিসার মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত একটী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীনামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রায় দুই শত শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই একটী ধারণা লাভ করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান অপ্রাকৃত লোকের নিত্য বস্তু, উঁহা শ্রীভগবানের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ দিয়া বাক্যসম্বন্ধনিবিষ্ট অকপট সেবাকামী ভক্তের নিকট অবতীর্ণ কৃপা করিয়া অবতরণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে আত্মসমর্পণ করিলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় নামকৃপা লাভ হইয়া থাকে।

অতীন্দ্রিয়বাণী

(অবেক্ষিত)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে যথা,—"কৃষ্ণ ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।" এই উক্তি হইতে জানা যায় যে জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় ভগবানকে শ্রীকৃষ্ণ রূপেই অবগত হওয়া যায়।

যিনি স্বীয় অসাধারণ রূপমাধুর্য্যের দ্বারা অখিল জীবের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। আকর্ষণ প্রভাবে জীবমাত্রেরই চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারে না। জীবগণের শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে যে যাত্রা তাহাই কৃষ্ণান্বেষণরূপা সুবাসনা। যে সকল জীব প্রকৃতিগত এবম্প্রকার সুবাসনাকে অন্তরে বহন করতঃ কৃষ্ণান্বেষণের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও সাক্ষাৎ সেবা লাভ করতঃ নিজ সেবানন্দ জন্য নিত্যকাল সর্ব্ব প্রকারে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন।

অজ্ঞ মানবগণ বিষয়ভাবে লিপ্ত থাকিতে অক্ষম। তজ্জন্য তাঁহারা নিজ নিজ হৃদয়স্থ পূর্ব্বোক্ত প্রকার কৃষ্ণান্বেষণ রূপা সুবাসনাকে সম্যক্ রূপে বুঝিতে অপারগ হন। অন্ধকার রাত্রে চক্ষু যেরূপ পতিত নয়নে নিক্ষিপ্ত বস্তুকে সর্ব্বরূপে দর্শন করে, অজ্ঞ জীবগণও সেই প্রকার কৃষ্ণান্বেষণরূপা সুবাসনাকে বাহ্য জড়পদার্থের অন্বেষণ রূপা মলিন বাসনা আকারে বুঝিয়া থাকেন।

যে সকল ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তি কৃষ্ণান্বেষণমূলা সুবাসনাকে নশ্বর জড় পদার্থের অন্বেষণ-মূলক মলিন বাসনা রূপে বুঝেন, তাঁহারা এবম্প্রকার ভ্রান্তি হেতু অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হন এবং পুনঃ পুনঃ দুঃখ-সঙ্কুল সংসারে যাতায়াত করিতে থাকেন। যতদিন না তাঁহারা সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের দ্বারা দিব্য জ্ঞান লাভে সমর্থ হন, ততকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ বাসনাকে তাঁহারা কৃষ্ণান্বেষণ-মূলক সুবাসনা বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন না।

কাকে কর্ণ লইয়া গিয়াছে কথাটী শ্রবণ করিবার পর কাকের পশ্চাৎ না ছুটিয়া কর্ণে হস্ত দিলে যেমন অকারণ ছুটাছুটির হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, হৃদয়স্থ বাসনা সম্বন্ধে সেই প্রকার স্থিরভাবে সদ্গুরুর সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমরা সকলেই বুঝিতে পারি যে উহা কৃষ্ণেরই আকর্ষণ হইতে জাত কৃষ্ণান্বেষণ-পরা পরম শুদ্ধা সুবাসনা, নশ্বর পদার্থান্বেষণ পরা দুঃখপ্রদা মলিন বাসনা নহে। যদি এখনও কেহ উক্ত সুবাসনার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম থাকেন তাঁহার উচিৎ আচার্য্যে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ঐ রহস্যকে উদ্ঘাটন করা। যিনি তাহা করিবেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু বলিয়া নিশ্চয়রূপে বুঝিতে সমর্থ হইবেন এবং জীবনকে কেবলমাত্র সেই প্রিয়বস্তুর অন্বেষণে নিযুক্ত রাখিয়া মেয়াদে শ্রীকৃষ্ণের সহ নিত্যধামে বাস ও তাঁহার নিত্যকাল সাক্ষাৎভাবে সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবালাভ করিতে পারিলেই বাসনা চরিতার্থ হয়। কৃষ্ণেতর বিষয়ের প্রতি ধাবমান জীবের বাসনা কখনই চরিতার্থ হয় না এবং বাসনার অতৃপ্তি-জনিত দুঃখ আসিয়া তাহাদিগের হৃদয়কে ছাইয়া ফেলে। সেইজন্য কৃষ্ণেতর বিষয়ের অন্বেষণকারী ব্যক্তিগণ পুনঃপুনঃ বিতাপে দগ্ধ হইয়া থাকেন।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রথম নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত বনমালী ঘোষ—বসু লজ কে রোড, খুলনা;

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, চলাবিবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭০২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা;

৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপু

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার বেতোচাপা, ২৪ পরগণা

শ্রীসনাতন চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, বানপাড়

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত কম।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, সংস্করণ	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালা

ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবড়াকুলী, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বালুঘাটপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ডা, কাশী, ইউ, পি

। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, মানকর পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমুরকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান্ রোড, নিউদিল্লি

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্বল্পতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২০।২ নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
কতিপয় গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বর্ণানুক্রমিক সূচীসহ

জৈবধর্ম
বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাধারণ লোকের পক্ষে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এবং জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১।০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? সংসার, ন্যায়, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় এরূপ সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডল। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান কাগজে সুন্দর ছাপা—শ্রী নবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

[illegible]
।৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের সুবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত বিচার অতি সুন্দরভাবে সংগ্রহ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি
পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ／০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেদনরূপী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ／০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ／০, নবদ্বীপশতক— ／০
অর্থপঞ্চক—／০

কল্যাণকল্পতরু
পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ／১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল তত্ত্ব সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিষ্কপটে আদরে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সম্বন্ধজ্ঞানকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষ্ণু বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৪৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। প্রত্যেক বাঙ্গালীর আবশ্যক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রায় ২৩ ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৬৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ
ভিক্ষা ／০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয় গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৷০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ভক্তিশাস্ত্র সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। প্রেমবিবর্ত্ত সানুবাদ (বঙ্গানুবাদ) ।০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-নির্দ্দেশন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৷০
৩১। হরিনামচিন্তামণি সানুবাদ ।০
৩২। গোস্বামীবচন ৷০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফাঙ্গেন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। "কলেন পরিটাগত"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া পড়ে পরে হয়রাণ হবেন কেন? সুতরাং ।০ পানায় সারফাঙ্গিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রকৃত উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৪।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বাত পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ডিঃ পিঃ ও মোকদ্দমা খরচ স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা।

মহর্ষি চরক প্রণোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহ বস্তুতেই সমভাবে উহার অনুলোমন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্ত সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দুর্ব্বলতা, শুক্র, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিবেদনা, বাধক, বহুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, শিরঃপীড়া এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কার্য্যকরী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ অত্যাশ্চর্য্য হিতকারী তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতারকগণের নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। অল্প দামে ঐ জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানারূপ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হাঁপানি, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটোন সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৬৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী সম্বলিত

গোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টাইপ, গড়ের কাগজে ছাপা।

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সবুজের গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা ভূপে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন ভূপে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১. টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের ও ঠিকানা - শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৭৯ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর · ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ৩রা জুন ১৯৩০

স্থানীয় সংবাদ

হুলোর ঘাট হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পর্য্যন্ত একটী নির্দ্দিষ্ট বোর্ডের রাস্তা প্রস্তুত জন্য ভূমি গ্রহণের আদেশ হইয়াছে এবং ভূমি গ্রহণ আইনের ৬ ধারা অনুসারে গেজেট হইয়াছে। এ রাস্তা শীঘ্র তৈয়ারী আরম্ভ হয় তাহার জন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি করা আবশ্যক। নচেৎ আগামী বৎসরও শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থী যাত্রীর অত্যন্ত অসুবিধা ও কষ্ট হইবে।

শান্তিপুর-সমাচার

এখানে পিকেটিং চলিতেছে। বিলাতী বস্ত্র ও সিগারেটের দোকানদার স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। সমস্ত দোকানদারকে [illegible] চলিতেছে।

৩।৪ দিন গত হইল এখানে ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া বহুলোকের ক্ষতি হইয়াছে।

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে [illegible] পুরাতন [illegible] হাটে জনৈক গোপ-মহিলাকে কে বা কাহারা হত্যা করিয়া ঘরের দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। পুলিশ মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠাইয়াছেন। উক্ত মহিলা দুধ বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। তাহার স্বামী পুত্র কেহই ছিল না। উহার মৃতদেহ দেখিবার জন্য বহু লোক সমবেত হইয়াছিল।

স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের পদ কিছুদিন শূন্য ছিল পরে ৩।৪ দিন হইতে উক্ত পদের কার্য্য চলিতেছে।

কংগ্রেস সম্পাদক গ্রেপ্তার

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি

বড়লাটের অর্ডিনান্স আইন

ঢাকার দাঙ্গার সূচনা, লিলুয়ায় আবার গুলি

পূর্ণচন্দ্র দাস গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌএর কংগ্রেসনেত্রী গ্রেপ্তার

বাংলার নূতন লাট

এক হাজার টাকা জরিমানা ও সশ্রম কারাদণ্ড

শান্তিপুর সমাচার

স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজ্

নূতন [illegible] নিকট ও [illegible] বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে রোগ প্রশমিত হইবে আশা করা যায়। রামনগর পল্লীতেও কোন কোন বাড়ীতে বসন্ত দেখা দিয়াছে, ২।৩টী মারাও গিয়াছে।

এক হাজার টাকা জরিমানা ও সশ্রম কারাদণ্ড

পূর্ব্ব প্রকাশ [illegible] কংগ্রেস নেতার [illegible] হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক সহস্র টাকা জরিমানা হইয়াছে; জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জন্য অতিরিক্ত সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস গ্রেপ্তার

[illegible] কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস তাঁহার [illegible] সমিতির [illegible] স্বেচ্ছাসেবকগণকে [illegible] অপরাধে পুলিশ কর্তৃক গত শুক্রবারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। জামিন দিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। আগামী ১০ই জুন তাঁহার বিচারের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

কংগ্রেস সম্পাদক গ্রেপ্তার

বাঙ্গালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত [illegible] চক্রবর্ত্তী গত শনিবারে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বাঙ্গালার নূতন লাট

বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান লাট সাহেব আগামী ১৫ই জুন হইতে ছুটিতে যাইবেন। তাঁহার স্থানে স্যার হিউ ষ্টিফেন্‌সন বাঙ্গালার লাট পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

লিলুয়া কারখানা

গত [illegible] লিলুয়ার [illegible] কারখানায় [illegible]। যে সকল মজুর কাজ করিতে [illegible] আন্দোলনকারীরা তাহাদিগকে [illegible], পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং তাঁহার লোকজনের জীবন বিপন্ন হওয়ায় তাঁহারা আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালাইতে বাধ্য হন।

নানা খবর

ঢাকার একখানি পত্র

(নিজস্ব সংবাদ)

ঢাকা, ২৭শে ৩০

আজ [illegible] সম্পূর্ণ অশান্তি যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের [illegible] দোকান, বাজার, [illegible] খুলিতেছে না। মুসলমানেরা [illegible] করিতেছে, বাড়ীঘর, বহু লোক [illegible] করিয়া দিতেছে এবং সমস্ত লুট করিতেছে। [illegible] মুসলমানদের তরফ অত্যাচার [illegible]। প্রথম একটী হিন্দু বালক এবং একটী মুসলমান বালক, উভয়ে লাটু খেলা করিতে করিতে কিছু মারামারি করে। তৎকালে মুসলমান বালকটী একটু জখম হয়। তারপর কয়েকজন মুসলমান ঐ হিন্দু বালকটিকে মারিতে আসে। তাহা শুনিয়া বালকটির আত্মীয়গণ তথায় উপস্থিত হয় এবং ভীষণ মারামারি হয়; এই হইল সূত্রপাত। অবিলম্বে চারিদিক হইতে মারামারি, লুটতরাজ, ভদ্রলোকেরা উপস্থিত হন। থানায় টেলিফোন করা হলে পুলিশ সাহেব কয়েকজন পুলিশ [illegible] উপস্থিত হন [illegible] হইয়াছে [illegible] অবশেষে বহুকষ্টে শান্তিরক্ষা করেন। এ ঘটনাটী ৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার বৈকালে হয়। তারপর, [illegible] রাত্রে পল্টন মাঠে একজন মুসলমান, হিন্দু অথবা মুসলমান কর্তৃক [illegible] হয়। পর দিবস অর্থাৎ ৯ই জ্যৈষ্ঠ বেলা [illegible] ঐ মুসলমানটিকে লইয়া কয়েকজন মুসলমান "আল্লা হো আকবর" এই শব্দ করিতে করিতে সহরে প্রবেশ করে। কিছু সময় পরেই মার মার শব্দ উঠিল, চারিদিকে [illegible]। পরে মুসলমানেরা ঐ [illegible]। সে দিন ঢাকায় [illegible] মুসলমানেরা হিন্দুদের বা [illegible] দোকানে আগুন দিতে এবং লুট [illegible]। হিন্দুগণ মুসলমানদের [illegible] করিতে লাগিল। এবার পুলিশ সাহেব [illegible] শান্তি [illegible] পারিলেন না। সমস্ত রাত্রি সহরের চারিদিকে হৈ হৈ মার মার, হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। ছাদের উপর উঠিলে দেখা যায় চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে, বহু ভদ্রলোক প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছেন। [illegible]—গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের ভীষণ মারামারি [illegible] হয়। ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা হইতে ২৫০ জন গুর্খা সৈন্য আসিয়া কিছু শান্তিরক্ষা করে। ১২ই জ্যৈষ্ঠ কিছু মারামারি [illegible]। আজ ১৫০ জন পুলিশ কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। এই হিন্দু, মুসলমান [illegible] হইয়াছে। তথাপিও শান্তি রক্ষা হইতেছে না। [illegible] চাহিয়াছেন এবং তাঁহার [illegible] প্রদান করা হইতেছে। অনেক ভদ্রলোকও [illegible] হইয়াছেন। সকলেই শ্রীশ্রী রক্ষা করিতেছেন। [illegible] সময় পাহারা দিতেছে। গোইন্দা তবে [illegible] আসে না। পরন্তু হিন্দু-[illegible] হিন্দু মুসলমান হত হইতেছে। [illegible]। এবম্বিধ দুর্দ্দিনা আমরা [illegible] দৈহিক [illegible] ক্ষতি [illegible]। ইতি।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি

শ্রীযুক্ত প্যাটেলের স্থানে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতির পদে সহকারী সভাপতি মৌলভী মহম্মদ ইয়াকুব কার্য্য করিবেন এরূপ শুনা যাইতেছে। এবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, সাইমন রিপোর্ট, গোল টেবিল বৈঠক [illegible] গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইবে আশা করা যায়।

স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজ

মিঃ জে. এইচ. লিণ্ডসে আই সি এস্ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে যে প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার বিদ্যালয়টী (স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজ) আছে তাহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ স্কুলে [illegible] প্রাচ্যদেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে সভাপতি অফিসার এবং ইউরোপীয় কোন স্বাধীন জাতির কর্ম্মচারী বা যুবকগণ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক আসেন, তাহারা প্রায়ই ঐ স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করিয়া এ দেশীয় ভাষাদি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করেন।

বড়লাটের অর্ডিন্যান্স আইন

বড়লাট বাহাদুর এবার যে দুইটী অর্ডিন্যান্স আইন পাশ করিলেন তাহা এখানে বোম্বাইয়ে প্রচলিত হইলেও ন কোন প্রদেশে চালান যাইতে পারিবে।

প্রথম আইনটীতে যার গবর্ণমেণ্টের অর্থ কর আদায় বন্ধ করিলে কি উপায়ে তাহা আদায় করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এবং দ্বিতীয় আইনটীতে 'পিকেটিং' লোককে অযথা ভীতি প্রদর্শন ও অত্যাচার করিলে এবং সরকারী কর্ম্মচারীগণকে বয়কট প্রভৃতি দ্বারা নির্য্যাতিত করিলে তাহার প্রতিবিধান স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে।

বোম্বাই ঢাকা [illegible] সম্বন্ধ [illegible] একটী বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, [illegible] বন্ধ করিবার কোন প্রস্তাব [illegible] ঐ সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা বা কোন প্রকার রিপোর্ট ছাপাইলে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইতে হইবে। এরূপ কোন অপরাধের ফলে কোন সংবাদ পত্র বা পুস্তকাদি গবর্ণমেণ্ট [illegible] কোন সময়ে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

[illegible] অর্ডিন্যান্স বলে [illegible] সাধারণের [illegible] গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার সতর্কতা [illegible] হইবেন না।

লক্ষ্ণৌ হাঙ্গামা

নৈনীতাল হইতে যুক্ত প্রদেশের লাট সাহেবের একটী বক্তৃতা প্রকাশ, গত ২৫শে ও ২৬শে রবি ও সোমবার লক্ষ্ণৌতে যে হাঙ্গামা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার একটা সাধারণ তদন্তের জন্য লক্ষ্ণৌয়ের সেসন জজ মিঃ [illegible] আই সি এস, নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত জজ সাহেবের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে কেহ কোন রূপ কথা [illegible] করিলে সেজন্য তাঁহাকে কোন প্রকারে দায়ী হইতে [illegible] হইতে হইবে না।

স্থানীয় কংগ্রেস-নেত্রী শ্রীযুক্তা [illegible] রবিবারে গ্রেপ্তার হইয়া গত শনিবারে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইনি ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় [illegible] পুলিশ আইন [illegible] ছয় মাস [illegible] উর্ম্মিলা দেবী [illegible] চট্টোপাধ্যায়। ঐ সঙ্গে শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী ও শ্রীমতী [illegible] দেবীও [illegible] হইয়াছিলেন।

১ বৈষজ্যিক

মদন মঞ্জরী

[illegible] ও [illegible], ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস, [illegible] বহুমূত্র, [illegible] প্রভৃতি সকল সত্বর বিদূরিত [illegible]। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

[illegible] রোগে [illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] ও বুদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নারায়ণজী, কেশবজী,
১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের গোল শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সকলের পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ নকলের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাসর্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেরাসর্-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে সাবধান হইবে। [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible] ও [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৪ৎ ৩৲ [illegible] বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যায়। ২নং [illegible] লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৭

শুদ্ধভক্তিই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার্য্য বিষয়

কর্ম্মের আবাহন শ্রীচৈতন্যানুগত্য নহে

সদ্গুরু লোকের বহির্ম্মুখ রুচির প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের অমঙ্গল করেন না

আপাত সুখের জন্য পরিণাম দুঃখময় করা মূর্খতার পরিচয় মাত্র

জগন্মঙ্গলবিধানের যোগ্যতা লইয়াই গুরুত্বগ্রহণে কর্ত্তব্য

অযোগ্য ব্যক্তি গুরুত্বের দাবী করিলে জগজ্জাল উপস্থিত হয়

বাউল সম্প্রদায়ের কর্ম্মপন্থাবলম্বন গৌরানুগত্য নহে

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে

রামকেলি উৎসবে গৌড়ীয়মঠ

রামচন্দ্রপুর ক্যাবড়ার মাঠের রহস্যোদ্ঘাটন

বুলন্দসার, শিমলা, অম্বালা ও মুশুরীতে গৌরকথা

জড়বিষয়াসক্তি পরিহারপূর্ব্বক হরিভজন সহজে

হরিকথারক্ষে পাঞ্জাই নির্জ্জনবাস

শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামীর আবির্ভাব ভূমি

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া, গাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের আসন লইবার স্পর্দ্ধা করিয়া, হরিকথায়-দুরাকাঙ্খা রাখিয়া, শ্রীনাম-প্রিয় হইয়া আবার কর্ম্মের আবাহন—এ কিরূপ চৈতন্যানুগত্য তাহা আমরা বুঝি না। শ্রীচৈতন্যানুগ শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রূপ জ্ঞান ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি ফলভোগানুসন্ধান-রূপ কর্ম্ম এবং বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদি শূন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনকে 'উত্তমা-ভক্তি' বলিয়াছেন। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-মিশ্র ভক্তিকে 'অনুকূল অনুশীলন' বলেন নাই। শ্রীরূপানুগত্য ব্যতীত মহাপ্রভুর আনুগত্য সিদ্ধ নহে, সুতরাং মহাপ্রভুর অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী কেহ আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত প্রাতিকূল্য আর আদর করিতে পারেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সদ্গুরু-পাদাশ্রয় ও বাস্তব সত্যানুসন্ধান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জীবের রুচি বিভিন্নমুখিনী থাকে, তজ্জন্য গুরু-নির্ব্বাচন ও শ্রবণ জীবের সেই বিভিন্ন রুচি-অনুযায়ী চলিবার অবকাশ তাঁহার আদৌ নাই। তিনি জীবের বহির্ম্মুখিনী রুচিকে প্রশ্রয় দিয়া অর্থ, বল, পূজা প্রতিষ্ঠাদির অভিলাষ করিতে চাহেন না। তিনি জীবের একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া যাহাতে তাহার নিত্য মঙ্গল হয়, সেইরূপ পন্থাই অবলম্বন করেন, লোকের সন্তোষ অসন্তোষের কোন অপেক্ষা রাখিয়া লোকের সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হন না। আপাত সুখলাভের জন্য পরিণাম দুঃখময় করা নিতান্ত মূর্খতার পরিচয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার্য্যবিষয়ে অভিজ্ঞ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া পরে তাহা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেই আর জগৎ-জঞ্জাল উপস্থিত হয় না। নতুবা নিজের অনভিজ্ঞতার জন্য বহুলোকের ইহপরকাল নষ্ট হয়। জগতের বাস্তব কল্যাণ বিতরণের যোগ্যতা লইয়াই গুরুত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু স্ব স্ব অপস্বার্থ-সাধন-জন্য গুরুগিরি করার মত মহাপাপ আর নাই। ঐরূপ মহাপাপী গুরু অন্যাভিলাষের জন্য শিষ্য সংগ্রহ করিয়া মহাপাপকে নিমন্ত্রিত হইয়া দুর্ল্লভ মানবজন্মের অপব্যবহার করে। সুতরাং গুরু ও শিষ্য উভয়েরই বিশেষ সাবধানে কর্ত্তব্য বিচার করা উচিত।

বাউল সম্প্রদায়ের কথা বিবেচন করিলে যে সমস্ত সম্প্রদায়কে বাদ্য ও ধারাকী

প্রদান করিবেন' বলিয়া দ্বিতীয় প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা সৎকর্ম্মিগণেরই কৃত্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয়গণের যদি এইরূপ কৃত্য প্রবল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পতিত ও স্ব স্ব জীবগণের আত্মার কল্যাণ কিরূপে সাধিত হইবে, বুঝা যায় না। যাঁহারা সমাজের উপকারসাধন করেন, তাঁহাদের চেষ্টা প্রাকৃত বিচারপর, অপ্রাকৃত বিচারে পরমার্থদ্বারাই সমাজের নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়।

পরলোকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলার সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৩শে মে শুক্রবার রাত্রি ১২টার সময়ে মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে কলিকাতা কাশী মিত্র ঘাটের বাসায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ভারত-গবর্ণমেন্টের পুরাতত্ত্ববিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন এবং ঐ সময়ে সিন্ধুপ্রদেশ মহেঞ্জোদারোতে ভূগর্ভ হইতে অত্যন্ত পুরাকালের প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক এক বিশাল নগর আবিষ্কারের সহায়তা করিয়া সমগ্র জগৎকে বিস্ময়ান্বিত করেন। বর্ত্তমানে কএক বৎসর ধরিয়া এই সকল খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে ভূগর্ভ মধ্যে তিনি এক প্রকাণ্ড মন্দির আবিষ্কারের আয়োজন করেন। ঐ স্থান খনন করিয়া ১১০০ বর্গফুট পরিমিত ভিত্তির উপরে এক বৃহৎ মন্দির বাহির হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস এবং অন্যান্য পুস্তকও তাঁহার যথেষ্ট কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে। সম্প্রতি তিনি বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গত ১৯২০ সালে প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতির সন্ধান করিতে আসিয়া বহুপ্রকার প্রমাণাদি পাইয়া সুবর্ণবিহারের উত্তরে খড়িয়া নদীর উত্তরদিকে মহাভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী শ্রীধাম মায়াপুর ও তৎসংলগ্ন পল্লীসমূহেই যে প্রাচীন এবং মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ—এই অভিমত তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এসম্বন্ধে বিস্তৃত পুস্তক লিখিবার বাসনা তাঁহার ছিল। বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল সহর নবদ্বীপের উত্তরে রামচন্দ্রপুরে যে কোনও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত জনৈক ব্রাহ্মণের অভিপ্রায়ানুযায়ী 'বসাম-সামগ্রী' স্বরূপ একটী ঠাকুরবাড়ী ও বসতবাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিলেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ ও দলিল গবর্ণমেন্ট অনেক রেকর্ডাদি রাখাল বাবুই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কতকগুলি অজ্ঞ লোক অভিসন্ধিমূলে কিম্বদন্তী অবলম্বনে রামচন্দ্রপুরকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া চালাইয়া দিয়া সাধারণ লোককে বিপথগামী করিবার মানসে বিবিধ কপটতা ও মৎসরতা-পরবশ হইয়া ভীষণ বাদাপরাধ সঞ্চয় করিতেছে। কোন বুদ্ধিমান ভদ্রলোকেরই এইরূপ অন্যায় চেষ্টায় সহানুভূতি থাকিতে পারে না। কিছুকাল হইল, এই রামচন্দ্রপুরওয়ালা একজন উকীল, রাখাল বাবুর নিকট তাহাদের এই অসদভিপ্রায়ের প্রস্তাব করিবা-মাত্রই তিরস্কৃত এবং তাঁহার গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কএকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধকারিগণের ও বর্ত্তমান নবদ্বীপের আবহাওয়াবাসী কেহ কেহ'র পক্ষের কোন আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়া স্পষ্ট মতামতের পরিচয় দেন। উক্ত সমস্ত প্রমাণাবলী আমরা যথাসময়ে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দুর্বৃত্তগণের দুষ্টামী ও অজ্ঞতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিব।

রামকেলি-সমাচার

আমরা শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম যে, রামকেলি-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামী মহাশয় রামকেলির আগামী বাৎসরিক উৎসবে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভবিজয়ের জন্য পত্র লিখিয়াছেন। তিনি আরও বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন, উক্ত উৎসবকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোন প্রচারক যাহাতে তথায় উপস্থিত হইয়া বিশেষ অধিবেশনের দিনে বক্তৃতাদি করেন। গোস্বামী মহাশয়

পথের পত্রে প্রকাশ—আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ইংরাজী ১৫ই জুন হইতে রামকেলির বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে। বিনয়-ভূষণবিশিষ্ট মাননীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ রায় এম-এল-সি মহারাজ বাহাদুর উৎসব-কালীন সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকেলি গ্রামে সমাগত যাত্রিসাধারণের একটী স্থায়ি বাসস্থানের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

আমরা শুনিলাম, শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভু রামকেলির উৎসবে সমাগত যাত্রিসাধারণের নিকট শ্রীরূপ-সনাতনের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিবার জন্য কোন বিশেষ প্রচারককে যথাসময়ে প্রেরণ করিবেন। সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কপূত ক্ষেত্রে উপযুক্ত আচার্য্যবিদ্ প্রচারক দ্বারা শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচারিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

রামকেলিযাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

রামকেলিতে যাইতে হইলে মালদহ রেলষ্টেশনে নামিয়া সহর হইতে ৮॥ মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচীন গৌড়ের সন্নিকট শ্রীরামকেলিতীর্থে মোটরযোগে, শকটযানে ও অন্যান্য উপায়ে গৌড়রাস্তা দিয়া পিয়াসবাড়ী ডাকবাঙ্গালার পশ্চিমদিক দিয়া যাইতে হইবে। তীর্থক্ষেত্রে একটী সদকূপের বাঁধা আছে ও জলাশয়ের সংস্কার করা হইয়াছে, সুতরাং যাত্রিগণের বিশেষ জলকষ্ট হইবে না।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ মালদহ ষ্টেশনে সভাপতি মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা হইবে, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে শ্রীমদনমোহন জীউর মন্দিরে সংকীর্ত্তন, সেবাপূজা, উৎসবাদি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপসনাতনের মিলনস্থল কেলিকদম্বমূলে সংকীর্ত্তন, রামকেলি পরিক্রমা ও বৈকাল ৫-৩০ মিঃ বিরাট সভার অধিবেশন হইবে।

জনসাধারণ উক্ত উৎসব ও সভায় যোগদান করিবার জন্য রামকেলিসংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহোদয়-কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছেন।

আনন্দের সংবাদ

সর্ব্বত্র গৌরনাম প্রচার

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সদয় গিরি মহারাজ উত্তর পশ্চিম ভারতে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। আমরা ডেরাদুন হইতে গত ৩০-৫-৩০ তারিখের একখানি ইংরাজী পত্রে তাঁহার একটী সংক্ষিপ্ত প্রচার-বিবরণ পাইলাম। যাঁহারা পূর্ব্বে মহাপ্রভুর নাম পর্য্যন্ত শুনিবার অবকাশ পান নাই, তাঁহাদের মধ্যেও আজ কিরূপ উৎসাহের সহিত মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হইতেছে, তাহা শুনিয়া নির্ম্মৎসর সজ্জন-সমাজ নিশ্চয়ই আনন্দানুভব করিবেন, ভাবিয়া আমরা পত্রখানির একটী অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

স্বামিজী মহারাজ বৃন্দাবনে ইংরাজী ও হিন্দীতে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছেন। সেন মন্দির ও রাধারমণের মন্দিরে বক্তৃতা এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বাবু দুর্গাচরণ ও গভর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবু যোগেশনারায়ণ মহোদয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্লীডার মহোদয় নিউ দিল্লীর শ্রীগৌড়ীয় মঠের কিছু সেবাভার গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

স্বামিজী বৃন্দাবনে গত ২১।৫।৩০ তারিখে পৃথ্বীনাথ ধর্ম্মশালায় 'সার্ব্বজনীন সেবা' সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সহরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগানাথ শর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত মধু দত্ত শর্ম্মা প্রমুখ মহোদয়গণ প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

স্বামিজী তথা হইতে সিমলা বিজয় করেন। সেখানে সনাতন-ধর্ম্মসভায় কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-দ্বয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

অম্বালাতেও স্বামিজী মহারাজ ডাঃ এইচ, বসু মহোদয়ের গৃহে গীতা সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনিও প্রচার-কার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

অতঃপর স্বামিজী অবাগড়ের রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদের অতিথি হন এবং তাঁহার প্রাসাদে হরিকথা কীর্ত্তন করেন ও স্থানীয় সনাতনধর্ম্মসভায় 'মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে হিন্দীতে একটী বক্তৃতাও প্রদান করেন। রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের কিছু সেবাভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমরা সিমলায় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়ের নিমিত্ত শান্তিভবন—যেখানে শ্রীযুক্ত গান্ধীজী এবং পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য সিমলায় অবস্থান-কালে ছিলেন, বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীল আচার্য্যত্রিক প্রভুর পত্রে জানিতে পাইলাম, এবৎসর শ্রীল প্রভুপাদ দক্ষিণ ভারতে বিজয় করিবেন বলিয়া আসিতে পারিবেন না। যাহা হউক, শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় সিমলার বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহোদয়গণ মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশবাসী অধিকাংশ লোকই স্বরাজ-আন্দোলনে এতই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের নিকট ভগবদারাধনার যে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা বলিবারই অবকাশ পাওয়া দুষ্কর। তথাপি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ এবং বৈষ্ণবগণের কৃপায় আমরা মহাপ্রভুর কথা প্রচারে অভাবনীয় রূপ কৃতকার্য্য হইয়াছি। আগামী কল্য আমরা মুরী অভিমুখে যাত্রা করিব এবং সেখানে কিছু দিন মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিব।

মোট কথা এতদ্দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেই মহাপ্রভুর কথা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। করিবেনই বা না কেন, মহাপ্রভুই স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" জার্ম্মাণ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকাবাসী অনেক সজ্জনও মহাপ্রভুর কথা শুনিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদসমীপে আগমন করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা আমাদের একটী বড়ই আনন্দের সংবাদ বলিতে হইবে।

নির্জ্জনবাস

জনসঙ্গ, ভজনে অন্তরায় এবং নির্জ্জনবাস ভজনানুকূল বলিয়া সাধুশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা অনেকে নির্জ্জনবাসের যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কল্পত্যাগী হইয়া যাই।

আমরা অনেকে বিবেচনা করি যে, লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জন বনে বা পর্ব্বতগুহায় অবস্থান করাই নির্জ্জনবাস। কিন্তু শাস্ত্র ও সাধুবাক্য প্রমাণশিষ্ট হইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি বিষয়গ্রহণরূপকর্ম্মে সর্ব্বদাই নিযুক্ত। তাহাদিগকে বাহিরে সংযম করিলেও তাহারা স্ব-স্ব স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। যদিও সাময়িক কখনও কখনও শান্তভাব ধারণ করে কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ অশান্ত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়-রাজ মন, ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা বাহিরে পূর্ণভাবে বিষয়গ্রহণে উদাসীনতা দেখাইলেও মনে মনে বিষয়গ্রহণ হইতে কখন উপরতি লাভ করে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন, যাহারা বিষয় হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করিয়া মনে মনে বিষয়ের স্মৃতি মিথ্যাচার মাত্র। মিথ্যাচারী ও ইন্দ্রিয়ারামদিগের সঙ্গ পরিত্যাগই জীবের মঙ্গলের কারণ। অদূর বনবাসে নির্জ্জনবাসেই আত্মার শান্তিভূমি নয়, কিন্তু এই সকল কথা নিতান্ত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র; কেন না শ্রীভগবৎসেবা ব্যতীত মনশ্চঞ্চলতাবৃত্তি-রহিত হইয়া চিত্তকে শান্তির বৃত্তিতে অবস্থিতি কোন বস্তুই প্রদান করে না; একমাত্র সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত সম্যোবস্তু সাধুজন-মুখোচ্চারিত হরি-কথাতে সর্ব্বতোভাবে নিজাকাম ঐ সকল সদ্গুণ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের সেবা-বিস্মৃতি হইতে বিভিন্নাভিনিবেশের উৎপত্তি। আবার উক্ত অভিনিবেশের বহু রাজস ও তামস গুণবিশিষ্ট। ভক্তযোগের সাত্ত্বিক বিচারে তৎকালে অবস্থিত বলিয়া জীবের নিষ্কিঞ্চনাবেশ ভজন-সম্ভাবনা নাই। অতিব্রত সাধুগণ ভগবান্ শ্রীহরির নিজজন-সমূহ সর্ব্বদা গান করেন। তাঁহাদের সঙ্গ-বল প্রকৃতি সকল-মঙ্গলের আকর। সুতরাং কল্পিতাধিকারে আগন্তুক বিষয়ের অনুত্তম জ্ঞান করিয়া হরিভজনের পথ বর্জ্জন পূর্ব্বক যাঁহারা নির্জ্জনে বাস করেন, তাঁহাদের কোনদিনই মঙ্গল হয় না। যথার্থ নির্জ্জনবাসে বিষয়সঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক প্রবলভাবে হরিপ্রসঙ্গই হইয়া থাকে।

হরি-পদ ছাড়ি নির্জ্জনতা বাড়ি
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামীর আবির্ভাব ভূমি

যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত তালখড়ী গ্রামে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়জন শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের পারমার্থিকী দীক্ষাগুরু শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। গত ২০শে মে বুধবার প্রাতে শ্রীমায়াপুরের পণ্ডিত শ্রীপাদ বনমালী ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীল লোকনাথ প্রভুর জীবনী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কীর্ত্তনান্তে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুত ভাবেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত শিবনাথ ভাদুড়ী, ধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ স্থানটী প্রকট বিষয়ে তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আকার হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৩৬শ খণ্ড এক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।./০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম আগামীদের পক্ষে ৮,।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকায় এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।।০ টাক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন ঘোষ—বহু লব কে রোড, খুলনা;

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,

হলদিবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামচরণ রায়—৭৬নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা;

৪। মিঃ এস্ ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ রত্ন—কৃষ্ণনগর, নদীয়া;

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২৪ পরগণা

শ্রীনবকিশোর চট্টোপাধ্যায় এ, এস্, এম্, বারাসাত

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাপ্তব্য	৷৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৭

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুঁচুড়াকোলা, চিরকুন্তী পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ রসমান রোড, মিউটিয়া

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

নানা ভাষায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১।০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডল। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন-১৬ পেজীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

।৵০

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেদনপূর্ণ প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্চ্চনপদ্ধতি—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িকাভিধান

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোকক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি-খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা
আবাঁধা ১৷
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১।০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
৯। যুক্তিবহিকা ভগবৎসত্তা সাব্যস্ত (মূল) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সাব্যস্ত (মায়াবাদীর) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-নির্দ্দেশন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।৵০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা বর্ণন ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনপদ্ধতি ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ।৵০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। প্রমেয়রত্নাবলী ৷০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সম্প্রদায় ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩৲

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম—

সারফলিন

টনিক ও সালসা

পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। "ফলেন পরিচীয়তে"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে ফুলপাতি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেল, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অনুলেপন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত শুক্র, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিশূল, বাধক, বহুবিধ জ্বর, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন যাহে ১৪নং বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিবে না।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

আর্দ্ধসের ও অর্দ্ধি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও মোশুলের খরচ স্বতন্ত্র।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ৬। ৭ই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পক্ষাঘাত, সংক্রামক পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১১০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রণীত (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিঃপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সবলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টাইপ পত্রের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ..

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুমূল্য ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যাশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ যা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত ফ্লাসাভিয়ার উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন তবে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১. টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রোপ্রাইটার্স :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা – "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সংবাদের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৮০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বুধবার ৪ঠা জুন ১৯৩০

সত্যাগ্রহের জন্য আত্মহত্যা

সোলাপুরে পুলিশ সার্জ্জেণ্টের বন্দুক, ২০০ শত টোটা ইত্যাদিতে অগ্নি প্রদান

বিমান যানের পুরস্কার

বোম্বাই দাঙ্গায় সার্জ্জেণ্ট কর্ম্মচ্যুত

বিলাতে পার্লামেণ্ট

ধরসনায় ১০৬ আহত, ওয়াদালা অভিযানে উদ্যোগ

ঢাকা ও রেঙ্গুণ সংবাদ

পেশোয়ারে বিমানপোত সাহায্যে আক্রমণের ফল

ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার ফল

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম আকাশযান

বিবিধ সংবাদ

সত্যাগ্রহের জন্য আত্মহত্যা

ফ্রী প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে গত ৩০শে মে কানপুরের [illegible] নামক অষ্টাদশ বর্ষীয় একটী যুবক পিতামাতার চেষ্টায় সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদলে ভর্ত্তি হইতে না পাইয়া রেলগাড়ীর নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

সোলাপুর সংবাদ

গত ২১শে মে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট [illegible] রাত্রে পাহারার পর বাড়ীতে আসিয়া দেখেন যে কোনও এক বা একাধিক লোক তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বিছানা জামা পোষাক বন্দুক ও ২০০ শত টোটা ইত্যাদি তাঁহার সমস্ত জিনিষ এক জায়গাতে গাদা করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

বিমানযানের পুরস্কার

ভারতবর্ষ হইতে কেপটাউন পর্য্যন্ত সমপ্রথমে ৩ সপ্তাহ বা তদপেক্ষা কম সময়ে যে ভারতবাসী যাইতে পারিবেন তাঁহাকে [illegible] ৫০০ পাউণ্ড বা ৭০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বিলাতে পার্লামেণ্ট

বিলাতের পার্লামেণ্ট কমন্স সভার পূর্ব্বে ৬৭০ জন সদস্য থাকিত। ১৯১৮ সালের আইন অনুসারে ৭০৭ জন হয়। পুনরায় ১৯২২ সালে আয়ার্লণ্ডে ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় (উত্তর উত্তরাংশের আলষ্টারগণের জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে ১৩টী মাত্র সদস্য পদ আছে) বর্ত্তমানে ৬১৫ জন সভ্য আছেন।

গত বৎসরের পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনের সময়ে মোট ১৭৩০জন সভাপদপ্রার্থী ছিলেন। তাঁহাদের মোট নির্ব্বাচন ব্যাপারের খরচ গবর্ণমেণ্টের হিসাব অনুযায়ী ১২৯৩৫০৭ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কোটী টাকা।

বোম্বাই দাঙ্গায় সার্জ্জেণ্ট কর্ম্মচ্যুত

গত ৩১ তারিখ বোম্বাই হইতে টাইম্স অফ ইণ্ডিয়া জানাইয়াছেন তাঁহারা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে তেজী বাজারের গত দাঙ্গাসম্পর্কে সার্জ্জেণ্ট [illegible] একজন লোকের সহিত আইন অনুসারে ব্যবস্থা না করিয়া তাহাকে প্রহারের অপরাধে

এবং [illegible] হইতে [illegible] পুলিশ বিভাগ হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষার এবং [illegible] (আই, এস্ সি) পরীক্ষার ফল [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মোট ১৬৬২৯ জন উপস্থিত হয় তন্মধ্যে ১০২৯৫ জন পাশ করিয়াছে। ৪১২৬ জন ১ম বিভাগে, [illegible] জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১২৫৯ জন ৩য় বিভাগে পাশ হইয়াছে। মোট শতকরা ৬২ জন পাশ করিয়াছে।

আই, এস্ সি পরীক্ষায় মোট শতকরা ৪১ জন পরীক্ষার্থী পাশ করিয়াছে। মোটের উপর ফল মন্দ নয়।

নদীয়া জেলায়

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে ২৭জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোট ২৭জন পাশ করিয়াছে; এ, ভি স্কুলের ২৭ জনের মধ্যে মাত্র ৭জন পাশ হইয়াছে [illegible] এম, এম, স্কুলের ২৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। কলেজিয়েট স্কুলের শ্রীমান [illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] অধিকার করিয়াছে।

শান্তিপুরে [illegible] ১০জনের মধ্যে [illegible] পাশ করিয়াছে [illegible] স্কুলের ১৯জনের মধ্যে ১৪জন, [illegible] ১৯জনের মধ্যে [illegible] পাশ করিয়াছে।

নানা খবর

[illegible] সংবাদ

[illegible] আহত

[illegible] বিশেষ [illegible] ঘটনা [illegible] ২০০০ [illegible] বাহিরের বিভিন্ন [illegible] গ্রামবাসীর বিশেষ [illegible] ও পুলিশ [illegible] আশা করা যায় [illegible]

ঢাকার সংবাদ

[illegible] ঢাকা [illegible] মুসলমান [illegible] পুলিশ [illegible]

[illegible] বাড়ী [illegible] হিন্দুদের [illegible]

[illegible] চাটুজ্যে [illegible] মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি [illegible]

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম আকাশযান

[illegible] আকাশযানটী প্রস্তুত হইয়াছে [illegible] মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার এক একটী [illegible] অশ্বশক্তির ইঞ্জিন [illegible] আরোহী [illegible] পরিচালকের [illegible]

সম্রাটের জন্মদিন

গত মঙ্গলবার ৩রা জুন। সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ সম্রাটের দীর্ঘজীবন এবং রাজ্যে শান্তি কামনা করিয়াছেন।

পেশোয়ারের অবস্থা
বিমানপোত সাহায্যে আক্রমণের ফল

সীমান্ত প্রদেশে [illegible] শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে [illegible] চেষ্টা করিতেছে। [illegible] উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] তাঁহারা [illegible] সেখানে বিমান-পোত [illegible] আক্রমণ চালাইতেছে। প্রকাশ যে তাঁহা-[illegible] তাহাদের আশ্রয়স্থল হইতে [illegible] এমন কথাও [illegible] বলিয়া শুনা যায়।

বরসনায় ১০৬জন আহত
ওয়াদালা অভিযানের উদ্যোগ

গত ৩০শে মে ১১১জন স্বেচ্ছাসেবক ওয়াদালা লবণ গোলা [illegible] চেষ্টা করিলে পুলিশ [illegible] তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। পরে আরও ৪১জন স্বেচ্ছাসেবক ঐ কার্য্যে যোগদান করিলে পুলিশ তাহাদিগকেও লাঠি মারিয়া সরাইয়া দেয়। সমস্তশুদ্ধ ১০৬ জন স্বেচ্ছাসেবক আহত হয়। [illegible] হইয়াছে। আগামী কল্য ২০০০ হাজার স্বেচ্ছা-সেবক [illegible] আক্রমণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। ইহার মধ্যে ২০০জন মুসলমান ও ১২জন পাঠান আছেন। [illegible] পারিবে কেবল সেই সব স্বেচ্ছাসেবকগণকেই এই আক্রমণে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

আবহাওয়া

গত সপ্তাহে বাঙ্গালাদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই কিছু কিছু বৃষ্টি পাত হইয়া গ্রীষ্মের [illegible] একটু প্রশমিত হইয়াছে কিন্তু তাপ [illegible] বিশেষ [illegible] দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গালার পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে বৃষ্টি একটু অধিক হইয়াছে এবং আসামের উত্তর-[illegible] অধিক বৃষ্টি পাত হইয়াছে। [illegible] সমস্ত [illegible] মৌসুমী [illegible] বর্ষাকাল [illegible] হইতে একরূপ [illegible] দেখা যাইতেছে। আগামী [illegible] বাঙ্গালা এবং আসাম [illegible] বিহার ও উড়িষ্যাতে অধিকতর বৃষ্টি পাত হইবে।

গত শনিবারের তাপ সব দূরে কিছু কয়েকটি স্থানের তাপের পরিমাণ দেওয়া হইল :—

	সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপ	সর্ব্বাপেক্ষা কম তাপ
কলিকাতা	৯৬ ডিগ্রী	৭৭ ডিগ্রী
বহরমপুর	৯৯	৭৫
বর্দ্ধমান	৯৮	৭৪
চট্টগ্রাম	৮৯	৭৯
কটক	১০৭	৮২
ময়মনসিংহ	৯১	৭৬
ঢাকা	৯৪	৭৭
পুরী	৮৮	৮৫
শিলং	৭৭	৬১
দার্জিলিং	৬৮	[illegible]

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

[illegible] ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible] প্রমেহ, [illegible] প্রভৃতি সকল রোগ নির্দ্দোষ [illegible] বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় [illegible]। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মপুংসকারি ঘৃত"

[illegible] ব্যবহারে [illegible] মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"দন্তকবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] কেশবজী
[illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম [illegible] দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible] জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible] উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, [illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইন্‌জেক্‌সান করিলে একটী বা ৬টী ইন্‌জেক্‌সানেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] হইতে [illegible] সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] টাকা [illegible] এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রাপ্তব্য। [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০১

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার—১৩৩৭

আগামী ২০শে শ্রাবণ হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের নূতন মন্দিরে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ

বিরাট্ বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মেলন, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব—আত্মকল্যাণোৎসব ; বৃথা আমোদ—আহ্লাদ মাত্র নহে

অশান্তির অনল নির্ব্বাপণের একমাত্র সহজ উপায়—ভগবদুন্মুখতা

বাঁচিবার নিশ্চয়তা না থাকায় আগে বাঁচিব পরে ভগবানের নাম করিব—এবুদ্ধি ঠিক নহে

দশহরার স্নান-যোগে নবদ্বীপের নৈতিক সমাজের কর্ত্তব্য

পুরী পুরুষোত্তম মঠে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ শ্রবণার্থ বহু শিক্ষিতের সমাবেশ

গৌড়ীয়ে 'গৌড়ীয় দর্শন'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বৈষ্ণব গুরুপদ-বাচ্য নহেন

বাউল সম্বর্চাষ শ্রীচৈতন্যের দয়াবিচারে কি চমৎকারিতা পাইলেন ?

গৌড়ীয়ের উকিলেরও বাউলে বিচার

ছাত্র ও অধ্যাপকের গ্রীষ্মাবকাশ-কর্ত্তনের উত্তম উপায়

বেদান্তদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ; প্রচার প্রসঙ্গ

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগামী ২০শে শ্রাবণ হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে। এবারকার উৎসব শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরেই অনুষ্ঠিত হইবার কথা হইয়াছে। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ মহোদয় শ্রীমন্দির কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছেন। গুরুসেবায় তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্যম দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন, এমন লোক কেহই নাই। গত ২১শে যে আমেরিকান পর্য্যটক মিঃ এস্, পি, সে উহার সাহেব নির্ম্মীয়মাণ মন্দির ও মঠের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিয়াছেন—ভারতবর্ষে এরূপ মন্দির অতি বিরল।

আগামী গৌড়ীয় মঠের উৎসব-কালে একটী বিরাট্ বিশ্ববৈষ্ণব-সম্মেলন হইবে। জনগণকে একটী পরম শিক্ষা-প্রদায়িনী নিত্যকল্যাণ-বিতরণী ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যদেব প্রভু এখন হইতেই জগতের সর্ব্বত্র আহ্বান-পত্র প্রেরণ করিতেছেন। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই এই উৎসবে যোগদান করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যের শ্রীমুখে নিরপেক্ষ-দুরূহ বাস্তব সত্যের কথা শ্রবণ করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারেন। উৎসব আরম্ভ হইবার প্রথম মুখেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর অধিষ্ঠান, ভাগবত-কীর্ত্তনোৎসব এবং উৎসব-সমাপ্তির তিন দিবস সাধারণ বিরাট্ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব আমাদিগের অন্যান্য উৎসবের ন্যায় দিনকতকের জন্য হৈচৈ আমোদ প্রমোদ মাত্র নহে, এই উৎসব আত্মকল্যাণোৎসব। অমন্দোদয়-দয়া-বারিধি মহাবদান্যলীল শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর জগৎকে কি মহতী করুণা বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই বদ্ধ-মহাবদান্য পরদুঃখদুঃখী সনাতন প্রভুপাদ আজ অত্যন্ত কারুণ্য বশতঃ বিশ্ববাসীকে শ্রবণ করাইবার জন্য নানা বিশ্বকল্যাণী এই বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তনমহামহোৎসব—বিশ্বহিত-প্রদর্শনী—শ্রীমদ্ভাগবতপ্রদর্শনী—বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মিলনীর বিরাট্ আয়োজন করিতেছেন।

সমগ্র জগতে আজ যে এক মহা অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, যাহার লেলিহান জিহ্বা আজ লক্ষ লক্ষ নর নারীকে গ্রাস করিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না, সেই অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত কেমন করিয়া হইবে, তাহা কি একবার পরিচ্ছিন্ন বিশ্ব-মানব সমাজের চিন্তার বিষয় হইবে না ? কুপ্রবৃত্তি মানব বিশ্বে শান্তি আনয়নের কতটুকু সামর্থ্য রাখেন ? আর সেই অশান্তির মূলীভূত কারণই বা কি ? ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই সকল অশান্তির কারণ মানব ভগবদুন্মুখ হইলেই আবার তাহার সকল শান্তি ফিরিয়া আসে, সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায়, এই সকল কথা উত্তমরূপে আলোচনা করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য আজ বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীভগবদারাধনাকে মানব-সমাজ বড়ই গৌণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, বড়ই আগে বাঁচিয়া শেষে পিত্রার নাম করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিবেন, তবেই তাঁহাদের মঙ্গল আরও সুদূর পরাহত হইবে। তাঁহারা পদে পদে নিদর্শন পাইয়াও স্ব স্ব বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়াও এখনও কেন পিত্রার নাম—ভগবানের নাম করিয়া বাঁচিবার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারি না। ধর্ম্মই ভারতের গৌরব, সেই ধর্ম্ম রক্ষা হইলেই সব রক্ষা হইবে। ভবিষ্যৎ দুনিয়াবাসীর অগ্র হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়, কেন তোমরা মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছ, একবার চিন্তা করিবে না কি ? ইহাই কি বিংশ শতাব্দীর উন্নত সভ্য সুশিক্ষিত মানবের সদাচারের পরিচয় ? একের দুঃখে অপরে কেন সুখী হইয়া মাৎসর্য্যানলে ভস্মীভূত হইতে চাও। একবার ভগবদুন্মুখ হও, তোমাদের সকল কলহের নিবৃত্তি হইবে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আগামী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার দশহরা-স্নানোপলক্ষে সমস্ত নবদ্বীপের নৈতিকসমাজ গঙ্গাস্নান-কালে যাহাতে স্নানার্থিগণের মধ্যে মদ খাওয়া, অশ্লীল গান গাওয়া প্রভৃতি কোন প্রকার দুর্নীতির প্রশ্রয় না পাইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইবেন। সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই গঙ্গাস্নানে অধিক বলিয়া দশহরার সময় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সংখ্যা অধিক হয়। যাহাতে দুশ্চরিত্র পুরুষগণ ঐ সময় তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কোন সুযোগ না পায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা নৈতিকগণের কর্ত্তব্য।

বর্দ্ধমানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানিনী রঞ্জন সেন মহোদয় পুরী পুরুষোত্তম মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক বন মহারাজের শ্রীমুখে বিশেষ মনোযোগের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। ডেপুটিরেভিনিউ অফিসার, এবং প্রফেসার প্রভৃতি যোগেন ত্রিদণ্ডিস্বামীর শ্রীমুখে বাস্তব সত্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান কৌতূহলের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন। গত চন্দন-যাত্রা হইতে পুরুষোত্তম মঠে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, উল্টারথ পর্য্যন্ত উৎসব চলিবে। প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তন হইতেছে।

গত বৎসর গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১ সপ্তাহ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'গৌড়ীয় গৌরব' ও 'গৌড়ীয় সাহিত্য' নামক দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতা দুইটী গ্রন্থাকারে পাইবার আশা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। 'গৌড়ীয়-দর্শনের' বক্তা স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ। গত ২৬শে শ্রাবণ ১৩৩৬ ইং ১১ই আগষ্ট ১৯২৯ রবিবার এই বক্তৃতাটী প্রদত্ত হয়। গৌড়ীয় ৮ম খণ্ডের ৯ম সংখ্যা হইতে ১১শ সংখ্যা পর্য্যন্ত ঐ বক্তৃতাটী বাহির হইয়া তৎপর বহু দিন পরিয়া নানাকারণবশতঃ সম্পাদক মহোদয় উহা বাহির করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমরা গৌড়ীয়ের ৪১ সংখ্যা হইতে আবার ঐ বক্তৃতাটী বাহির হইতে দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। আশা করি, 'গৌড়ীয় দর্শন'ও শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকটিত হইয়া জগদ্বাসীর সমধিক উপকার করিবেন।

সংস্কৃত-সাহিত্যে মহাপ্রভু-প্রচারিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনা না করিয়াই মহাপ্রভুর অনুগত পণ্ডিতের এক একজন এক একপ্রকার মনের খেয়াল প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া দেন, ইহাতে জগতের সাধারণ লোক বৈষ্ণবদের যে কত আজগুবি ধারণা করিয়া বসে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সাধারণ সভ্য অপেক্ষা অনুকরণ-প্রিয় অনেক কনক, কামিনী, পূজা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের সহজ হইয়া পড়ে ভাবিয়া অনেক ভণ্ড দলের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। যাহারা বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধীয় কোন কথার আলোচনা করে না, তাহাদের নিকট কতকটা কর্ম, কতকটা জ্ঞান, কতকটা যোগ, কতকটা ভক্তি—এরূপ খিচুড়িশালী ভাবের আলোচনা করিয়া ঐ সকল ভণ্ডদের দল পুষ্ট সাধার জমাইয়া লইতেছে। উহাদের আচারের সহিত বাস্তব সত্যের বিচারের পার্থক্য দেখাইলেই উহারা বাস্তব সত্য কীর্তনকারিগণকে পরনিন্দক, পরচর্চক ইত্যাদি বলিয়া নিজেদের মাৎসর্য্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে! কিন্তু তাহা কি আর সম্ভব হয়? শ্রীভগবদিচ্ছাতেই শ্রীভগবানের নিজজনগণ আসিয়া ভক্তদের সকল তত্ত্বাদি প্রচার করিয়া দেন।

বাউল সম্প্রদায়ের দল তাঁহাদের তৃতীয় প্রস্তাবে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার মধ্যে অতিথির ও অভ্যাগত-বর্গের বৈদিক অতিথি ভোজন করাইবার জন্য তাঁহাদের প্রার্থনা আছে। এই সকল কার্য্য সৎকর্ম-পরায়ণ নরনারীগণ আপনা হইতেই করিয়া থাকেন। মাড়োয়ার দেশের অধিবাসী ও বাঙ্গলা কলিকাতাবাসিগণ অতিথি সৎকারে পরাঙ্মুখ এরূপ কথা বলিয়া বাউল সম্প্রদায় জগতের কি মঙ্গল করিবেন, আমরা বুঝিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের কথা কি তাঁহারা একটুও আলোচনা করিবেন না? পুনঃ কেদার ঘোষালের উকিল বাবুর ঠিক এই দলে না থাকিলেও ইহাদের উভয়ের বিচার একই প্রকার।

কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ও ময়মনসিংহ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ-বি-এল মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-শ্রবণে তাঁহাদের গ্রীষ্মাবকাশকাল যাপন করিতেছেন। স্কুল, কলেজের ছুটী হইলে ছাত্র ও শিক্ষক নানাভাবে নানাপ্রকার জড়ীয় কর্ম্ম আরম্ভ উপভোগের আয়োজন করেন, কিন্তু এই মহাপ্রতিভাবান অধ্যাপকদ্বয় সদ্গুরু-পাদপদ্মে ভগবৎকথালাপে ভগবৎসেবাকার্য্যে সময় অতিবাহিত করাই পরম শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছেন। আমরা গ্রীষ্মাবকাশ প্রাপ্ত সকল ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দকে ঐ দুই মহাত্মার পন্থা অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করি। আর একজন সজ্জন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস এম-এ মহাশয়ও ঐভাবে তাঁহার গ্রীষ্মাবকাশ কর্তন করিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছেন, তিনি সপরিবারে কিছুদিন শ্রীধাম মায়াপুরে থাকিয়া বর্তমানে পুরী পুরুষোত্তম মঠে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। শিক্ষকগণ ভগবৎপরায়ণ হইলেই ছাত্রগণও তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার সুযোগ পায়।

বেদান্তদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি)

দর্শন শাস্ত্র মুখ্যতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; বাদ, বিবাদ, তর্ক ও যুক্তির উপর স্থাপিত। দর্শন শাস্ত্র দ্বারাই দুই বিষয়ক প্রমাজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যাহা অদৃষ্ট অথচ দর্শনযোগ্য বা যুক্তির দ্বারা অধিগম্য এবং যাহা অনুমানরূপ প্রমাণ-প্রসূত দৃষ্ট, দর্শন শাস্ত্র তাহাই দেখাইয়া দেয়। যাহা এরূপ দর্শনযোগ্য নহে বা বুদ্ধি-জ্ঞানের ক্ষেত্র নহে, তাহা দর্শন দেখাইতে পারে না। অবশ্য নাস্তিক দর্শনের কথা স্বতন্ত্র। কারণ, দেখা যায় যে, কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের এবং তন্মূলক যুক্তি তর্কের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নাস্তিক দর্শন কি প্রকার বিপন্ন হইয়াছে! তাহারা অপ্রাকৃত বা অলৌকিক রাজ্যে যাইতে পারে নাই, তাহাতে প্রবেশের পথ পায় নাই। আবার অপর দিকে আস্তিক দর্শন বেদকে প্রামাণ্য ধরিয়া লইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারাও প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ অনুমান প্রমাণাবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

অবশ্য বেদান্ত দর্শনের কথা স্বতন্ত্র; তাহা সবিশেষভাবে পরে বলা হইতেছে। বৈশেষিক ও ন্যায়-দর্শন যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া দ্রব্যগুণ কর্ম্মাদির সাধর্ম্য বৈধর্ম্য-বিচার এবং প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি তত্ত্ব বিচার দ্বারা অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে নাই, কেবল যাহা প্রমেয় বিষয় বা যাহাকে মূল পদার্থ বলা হয়, মাত্র তাহাকে আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য করিয়া দিয়াছেন।

বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনে আত্মতত্ত্ব প্রমেয় হইলেও তাহাতে যে আত্মতত্ত্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অনুভবপ্রাপ্ত অহংপ্রত্যয় আর সামান্য আত্মজ্ঞান মাত্র। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ তাহাতে প্রদর্শিত হয় নাই।

সাংখ্য-দর্শন অনুমানমূলক, প্রধানতঃ সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমানমূলক। প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণ দ্বারা সাংখ্যের যাবতীয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। অনুমান প্রমাণকে সম্বল করিয়া যুক্তিতর্কের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি যতদূর অগ্রসর হইতে পারে সাংখ্য-দর্শনের গতি ততটুকু, যেখানে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ প্রবেশ করিতে পারে নাই সেখানে সাংখ্য-দর্শন আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পাতঞ্জল-দর্শন ও সাংখ্যের আনুগত্যে, কিরূপে যোগবলে পুরুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ জানিয়া স্বস্বরূপে প্রকৃতি-মুক্তভাবে অবস্থান করিতে পারে, তাহাই দেখাইয়াছেন।

ঈশ্বর আছেন কি না, পরকাল আছে কি না, বা প্রকৃতির অধিকারের অতীত অপ্রাকৃত কোন রাজ্য আছে কি না বা তাহার স্বরূপ কি, জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, সাংখ্য-দর্শন তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ" অর্থাৎ প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ, ইহা বলিয়াই সাংখ্য-দর্শন নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্যাণ্ট সাহেব তাঁহার কোন গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আমাদের প্রকৃত জিজ্ঞাসার মীমাংসা হয় না, পরতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

বাস্তবিকই দেখা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানমূলক যে সকল দর্শনশাস্ত্র এই সকল অপ্রমেয় তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সেরূপ চেষ্টা প্রায় সকল স্থলেই ব্যর্থ হইয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে অপ্রাকৃততত্ত্ব জানিবার উপায় কি? উত্তরে বলা যায় শাস্ত্রে এবং শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সিদ্ধান্তবিদ্ গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলে তবে এই অপ্রাকৃততত্ত্বের জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।'
'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।'

যে শ্রদ্ধাবান্ নহে, যাহার সংশয় দূর হয় নাই, সে কখনই পরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

অতএব যদি অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। অপ্রমেয় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সংবাদ জানিতে হইলে এবং সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শব্দ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বশিরোমণি বেদান্ত-দর্শনের শরণ লইতে হয়। এই পরবিদ্যা লাভ করিতে হইলে যে উপনিষদ্ ও গীতা প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতে হয় তাহা আমরা বেদান্ত-দর্শনের 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' "অপি চ স্মর্য্যতে" প্রভৃতি সূত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাই। বেদান্ত-দর্শনই সেই শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের কোন স্বাধীনতা নাই, তবে যেখানে তাহারা শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, কেবল তত্তৎস্থলেই তাহাদের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করা হইয়াছে মাত্র। স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্য্যাদা ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই।

অতএব প্রমাণিত হইল যে অপরাপর দর্শন-শাস্ত্রসমূহ প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এবং দৈবজ্ঞানে অন্তর্ভূত প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিতে ভ্রম প্রমাদাদির অবকাশ আছে, কিন্তু বেদান্ত-দর্শন সম্পূর্ণরূপে শব্দ প্রমাণের উপর স্থাপিত বলিয়া উহাকে ঐরূপ কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহাই বেদান্ত-দর্শনের বিশেষত্ব। সুতরাং সদ্গুরুর পাদপদ্মে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহ উপস্থিত হইয়া বেদান্ত-দর্শনের অনুশীলন করিলে সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে বাস্তব-সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৪ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ হাবড়া জেলার অন্তর্গত পানপাড়া এম, ই স্কুলে "বিদ্যা" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী মহারাজ শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে যুক্তি এবং বিচারপূর্ণ এমন কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন যে, উপস্থিত শিক্ষক ও ছাত্র মহোদয়গণ অতীব নিষ্ঠার সহিত শ্রবণ করিয়া শিক্ষা বিভাগের এক গূঢ় রহস্য অবগত হইয়াছেন।

বরুণাতে শ্রীনিত্যানন্দ দাস পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ও কৃপাসিন্ধু মহোদয় জীবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। সকলেই তাঁহার নিকট হইতে এক নূতন আলোক পাইয়াছেন।

সভায় স্বামিজী মহারাজ অবস্থানের অধিবাস রায় সাহেব সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবনে "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে স্বামিজী তথায় এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

সম্পূর্ণ স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দশম খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সত্বায় আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিবরণ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯৩নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষরপাঠে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার পরম সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, —পোঃ চাকুণ্ডী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং [illegible], কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমুরকোন্দা, চিনকুড়া পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ওয়ুমান রোড, নিউদিল্লী।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ স্ট্রেন্ড রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—শ্রীরাধানগর,
চাঁদবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামবরণ রায়—৭৯/২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, ই, এস, দি মল, কানপুর;
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভৌমিক সপ—নবগঞ্জ, নদীয়া,
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেতাচি, পোঃ, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীগজানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এস, ধানবাদ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রাকর ধামবাস।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফ্লিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার বশে হয়। 'কলেন পরিচীরক্তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে পথ্যাপথ্য হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷০ আনায় সারফ্লিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রকৃত উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ১০ আনা, ডজন ৬/
ডিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে রক্তচন্দন, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অনুপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্ত সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত অগ্নি, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কণ্ঠরোগ, বাধক, অগ্নিবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আমরক্তপানী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ অতিব হিতকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। যাহা রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

"গৌড়ীয়" কার্য্যালয় প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

শাস্ত্র গ্রন্থমালা।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই

স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এত সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাববোধ দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা ১৸০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি টীকা সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সদাচার, সমাজ, নীতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

...দ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনরহস্য

৸০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাঞ্জল টীকার সহ সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুষঙ্গিক সত্ত্বা—জীব যখন কোন খুঁজিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যাবস্থ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ লাভে...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রীমঠের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০. চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। ... ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ... পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইবে।

শ্রী...গোস্বামী সম্পাদিত

সদাচার স্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০

২। অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য ৷০

৫। ... ৷০

৬। ...চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (...) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০

৯। ...সিদ্ধান্ত সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲

১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমপ্রদীপ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০

১৫। দীপ-নির্দ্দেশন ৵০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৵০ ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

২৩। শ্রী...পরিক্রমা দর্পণ ৷০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকল, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি প্রত্যেকটি ৷৵০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও ... ৶০

২৬। সাধককণ্ঠমালা ৶০

২৭। সংস্কৃত দীপিকা

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। ... ৷০

৩০। ... শিক্ষা

৩১। ... সানুবাদ

৩২। ... [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ), নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু শতশত রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগী দিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ বৈকারী, জেলা বাঁকুড়া।

নদীয়া জেলায় নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, [illegible] ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ শুক্রদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি [illegible] শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible]-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা: শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত গোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতীব পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কোটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গৌরাঙ্গগোবিন্দের ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৹

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৮১ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর - ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ৫ই জুন ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে অগ্নিকাণ্ড

কৃষ্ণনগর হইতে ১৪৪ ধারা আইন উঠিল

রেল দুর্ঘটনা

কংগ্রেস সম্পাদকের জেল

পলাশীপাড়ায় ধরপাকড়

বোম্বায়ে মুসলমান মিছিল

কুষ্ঠিয়ায় গ্রেপ্তার

মহিলা স্বেচ্ছাসেবকের জেল

শিশুর বক্তৃতা

আগার আক্রমণ, শিলংএর আইন

মাদ্রাজে শান্তি

স্থানীয় সংবাদ

কৃষ্ণনগর ৩৷৬৷৩০

অগ্নিকাণ্ড

গত রাত্রে কাঠালপোতার অনুমান ১০ ঘটিকার সময় কৃষ্ণ [illegible] দাসীর বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল। সদর পাড়া প্রতিবাসী ও পার্শ্ববর্ত্তী থানার পুলীশ কর্ম্মচারীগণ তাড়াতাড়ি ঐ স্থানে সমবেত হইয়া আগুন নির্বাপিত করিয়াছে।

কৃষ্ণনগর হইতে ১৪৪ ধারা উঠিল

অদ্য সকাল বেলা ঢোল সহরত দ্বারা কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী হইতে ১৪৪ ধারা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানগণের মহরম উৎসব অতি নিকটবর্ত্তী, এ সময় মিউনিসিপ্যালিটিতে এ আইন বলবৎ থাকিলে সহরবাসী মুসলমানগণের এই ধর্ম্ম উৎসবে বড়ই অসুবিধা হইত।

রেল দুর্ঘটনা

গত রবিবার গোয়াড়ী সহরের পার্শ্বস্থ বুনোপাড়ায় মুর্শিদাবাদ লাইনের ৮-৪১ টাউন গাড়ী যাইবার সময় একটী ১০ বৎসর বয়স্ক বালককে রেল ভীষণ ভাবে আঘাত করে। ফলে বালকটী মারা যায়। বালকটী নাকি কালা ছিল, তাই রেলের হুইসেল শুনিতে পারে নাই।

পলাশীপাড়ায় ধরপাকড়

গতকল্য পলাশীপাড়া কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কমলা কান্ত সিংহ রায় ও ৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া কৃষ্ণনগর আনা হইয়াছিল। আজ সম্পাদককে ১০০৲ টাকার ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ২০৲ পার্সোনাল রিকগনিজেন্সে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কুষ্ঠিয়ায় গ্রেপ্তার

৩৷৬৷৩০

অদ্য সকাল বেলায় ১৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে ১৪৪ ধারা আইন অমান্য করার অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া কৃষ্ণনগর পাঠান হইয়াছে।

কংগ্রেস সম্পাদকের জেল

কলিকাতা বড়বাজার কংগ্রেসের সম্পাদক জীবন লাল পাণ্ডের পাকাপুর বা ছাপাখানার নাম না দিয়া একটী ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রচারের অপরাধে প্রত্যেক অপরাধে ৩ মাস করিয়া জেল হইয়াছে।

[illegible] সত্যাগ্রহ [illegible]

[illegible]

বোম্বায়ে মুসলমান মিছিল

[illegible] ৩০০০ মুসলমান [illegible] [illegible] মিছিল [illegible]

[illegible] মহিলা স্বেচ্ছাসেবকের জেল

[illegible]

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোয়েকার সভ

[illegible]

নানা খবর

[illegible] আইন

[illegible] তাহার পরে কর্তৃপক্ষ [illegible] নোটিশ দিয়া সে [illegible] কোন লোক [illegible] আন্দোলন [illegible] তাহাকে [illegible] এক [illegible]

[illegible]

[illegible]

আবার আক্রমণ

[illegible] গত [illegible] বাজার [illegible] গোলযোগ আরম্ভ করেন। [illegible] কিছু [illegible] এবং বালক, বালিকা, যুবা, বৃদ্ধ [illegible] করিয়া [illegible] পুলিশ [illegible] জন [illegible] হইতে [illegible] মধ্যে উহারা যুবতী, [illegible]

মাদ্রাজে শান্তি

মাদ্রাজে আবার [illegible] আন্দোলন করিয়া গিয়াছে। [illegible] মধ্যে [illegible] আদালত [illegible] করিতেছেন। [illegible] এখনও [illegible] তাঁহারা [illegible] একটি [illegible] আক্রমণ এবং [illegible] না থাকায় পুলিশ [illegible] হইয়াছেন। [illegible] পুলিশের [illegible]

[illegible]পুরে [illegible]

[illegible] যে সেখানে [illegible] করিয়াছেন [illegible] করেন [illegible] উপর

স্থানীয় টেক্স আদায় বন্ধ করা হয় তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। উকিলেরা বন্দর পরিয়া আদালতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট, হত্যা প্রভৃতি জন্য বিশেষ কিছু ঘটিতেছে না। [illegible] পাওয়া যাইতেছে।

মোটর সংবাদ

পৃথিবীতে বর্তমানে মোট ১৪,৮৯৭,৩২৩ মোটর গাড়ী আছে। এই সংখ্যার মধ্যে মোট যাত্রী গাড়ী, বাস, এবং মালগাড়ী সমস্তই ধরা হইয়াছে।

ইহার মধ্যে শুধু আমেরিকায় ২,৮৬,১২ ১৩৬ মোটর গাড়ী আছে। অর্থাৎ পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশে যত মোটর গাড়ী আছে তাহার আড়াই গুণ [illegible] গাড়ী শুধু আমেরিকাতেই আছে। আমেরিকার যে লোক সংখ্যা স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সমেত সকলেই একযোগে একই সময়ে ঐ মোটর গাড়ীগুলিতে উঠিয়া চলিতে পারে।

বিলাতে মোট ১৩,৭০,৭১১ খানি মোটর গাড়ী আছে। [illegible] কানাডা এবং [illegible] স্থান। ভারতবর্ষের স্থান অনেক নিম্নে। এখানে মোট ১,২৪,৩৭৪ খানি মোটর গাড়ী আছে।

[illegible] বৎসরের মধ্যে সর্বত্র মোটর গাড়ী খুব অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে।

লিলুয়াতে শ্রমিকগণের কাণ্ড

কলিকাতার নিকট লিলুয়াতে রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া কার্য্যে যোগদান না করিয়া যাহারা কার্য্য করিতেছিল তাহাদিগকে বিরত করিবার চেষ্টা করা উপলক্ষে রেল কর্মচারীগণের সহিত তাহাদের বিবাদ বাধে। একজন ইউরোপীয় ইন্সপেক্টার একজন হেড কনেষ্টবল, একজন সার্জ্জেন্ট ৫০ জন সাঁইত্রিশ কনেষ্টবল [illegible] আসিয়া উহাদিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে শ্রমিকগণ ঢিল, লৌহখণ্ড, ইত্যাদি ছুড়িতে থাকে। তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা নিরস্ত না হওয়ায় ইন্সপেক্টার [illegible] চালান। এই দাঙ্গার ফলে শ্রমিকগণ [illegible] জন আহত হয় এবং ১২জন কনেষ্টবল ও ২জন রেল কর্মচারি আহত হইয়াছেন। ২খানি গাড়ী ও একটী কোম্পানীর গাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছে। শ্রমিকগণ প্রায় ৪০০০০ চল্লিশ হাজার টাকার ক্ষতি করিয়াছে।

প্রতিবাদ

আমরা কৃষ্ণনগরের কতিপয় ভদ্রলোকের নিকট "কৃষ্ণনগর প্রোয়েসন" সংক্রান্ত ঘটনা সম্বন্ধে মতভেদের কথা শুনিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম যে কারা গৃহের বন্দী স্বেচ্ছাসেবকগণের অনাহার ব্রত অনুষ্ঠানের উক্তি ঠিক নহে।

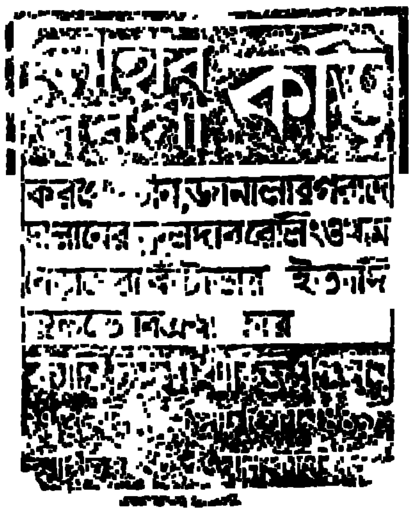

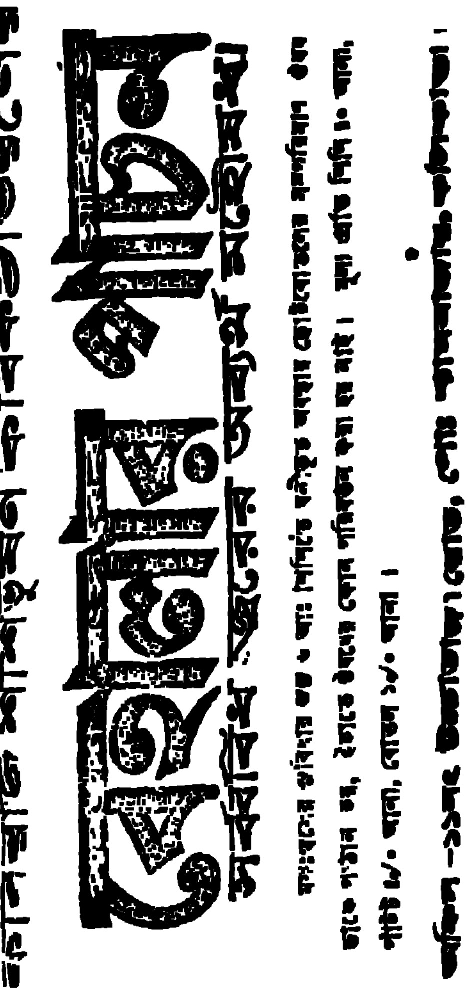

মোহিনীর
মদন মঞ্জরী

কটিবাত বল ও ধাতুবিকার, [illegible] হ্রাস, এবং যে সকল, অম্বল, [illegible] অনিদ্রা [illegible] নিবৃত্তি [illegible] বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible] কলিকা"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি. দত্তের তোকাপিশ বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutt & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা প্রতারকগণ কর্তৃক কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাম্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইপোফসফাইট কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাম্-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ [illegible]
[illegible] ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২৩।১ [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

মঠমন্দিরাদির বাহ্য সৌধ নির্ম্মাণের সহিত গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবত-রূপ সৌধ রচিত হইলেই হরিভজনের কথা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে

ঠাকুর-বাড়ীকে বণিগ্‌ভবন করা বা ভোগের আড্ডা গড়িয়া তোলা কর্ত্তব্য নহে

ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহ না উঠাইয়া তৎসমুদায়ে যাহাতে ব্যভিচার প্রশ্রয় না পায়, তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য

বাউল সহরচাঁদের ধর্ষিতা ও অপ্রহৃতা রমণীর অনুসন্ধানে শ্রীচৈতন্যদেবের আনুগত্য একেবারেই নাই ; উহা কর্ম্মীরগণেরই প্রয়োজনীয় বিষয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিকটই বরাহনগর শ্রীশ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর শ্রীপাট

নবনির্ম্মীয়মাণ গৌড়ীয়মঠের স্থান গৌরপদাঙ্কপূত মহাতীর্থক্ষেত্র

ভগবান্ বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট জীবসমীপে স্বীয় অসামান্য শক্তিপ্রভাবে যুগপৎ বহুবিধরূপে প্রতীয়মান হন

শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনাই জীবমাত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য

আসামে বৃন্দাবনীয়া গোঁসাইর কীর্ত্তি

ধর্ম্ম ব্যবসায়ী কখনও জগদ্গুরুপদবাচ্য নহে

পুরীতে বন মহারাজ ও মিঃ থাওানি, রেভারেণ্ড এইচ, কলিন্স এবং প্রফেসার রসেন্

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মন্দির দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—যেমন বাহ্যে গৌড়ীয় মঠের বিপুল সৌধ-নির্ম্মিত হইল, তেমন আনুগত্যে হরিভজনের কথা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত রূপ সৌধ রচিত হওয়া আবশ্যক; গ্রন্থ-সৌধ ও আদর্শজীবন নির্ম্মিত হইলেই জগতে ভগবদ্‌-ভক্তির কথা স্থায়ী হইবে। একজনের সমস্ত জীবনের অর্থ দ্বারা ভগবৎকথা প্রচারের চর্ম্মস্থ নিত হইল বটে, কিন্তু এই চর্ম্ম থাকিয়া কলি-কোলাহল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ভগবৎ-কথা প্রচার করিতে হইবে।

মঠমন্দিরাদিকে ভগবদ্‌ভক্তির অনুশীলনের কেন্দ্র না করিয়া নিজ নিজ দেহ-মনের সুখভোগের আড্ডা করিয়া লইলে ধর্ম্ম্ গ্লানির বিষয় হয়। ঠাকুর-বাড়ীকে ব্যবসায়ের আড্ডা করিলে তাহা আর ঠাকুর-বাড়ী থাকে না, বণিগ্‌ভবন হইয়া যায়। ভগবৎসেবক, ভগবন্মন্দির, ভগবন্নাম মন্ত্র ও ভগবৎ-পাঠাদিকে প্রাকৃত অর্থ গ্রহের পন্থা করিয়া লইলে তাহা ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই থাকিতে পারে না। যেখানে ব্যবসাবুদ্ধি প্রবল, সেখানে 'ভক্তি' বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। এ সকল কথা জানিয়া সকলেরই সাবধান হওয়া আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম্ম্-ধ্বজীগণের পাপাচার অসম্প্রদায় ও প্রচুর ...ক্যঃসঙ্গের আনুগত্য করিতে বলেন নাই। ঐতিহাসিক-সম্প্রদায় মঠমন্দিরাদিতে কদাচার দেখিলে ঐ সকল ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকেই একেবারে উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী হন, কিন্তু আমাদের মতে তাহা না করিয়া মঠাদিতে যাহাতে কোন প্রকার ব্যভিচারাদি প্রশ্রয় পাইতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। উপযুক্ত আচার্য্যের প্রতিই মঠমন্দিরাদির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার থাকা উচিত। যাঁহাদের যে কার্য্য নহে, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলে অনর্থোদয়ের সম্ভাবনাই অধিক হয়।

হরিদ্বারকুম্ভমেলার বঙ্গের চতুর্থ প্রস্তাব—"ধর্ষিতা রমণীগণের অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং সমাজের অগ্রহণীয়াগণকে গ্রহণ।" ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রিকা 'সঞ্জীবনী' এবিষয়ে প্রচুর পরিমাণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। বাউল সহরচাঁদ ও ...জীবনীর সম্পাদকের সাহায্য করিলে নহীর সমাজ সেবাধিকারই আছেন্ নয়। কিন্তু ঐ প্রকার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকলে চিত্তচাঞ্চল্য ও ধর্ম্মের আঘাত ঘটে। আলোচনা-প্রভাবে সঙ্গের উৎপত্তি। ধর্ষিতাগণের অনুসন্ধান কর্ম্মবীরগণেরই প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত জনগণের ঐরূপ প্রয়াস—বৃথা কালক্ষেপণ মাত্র। হরিবোল-নিবাসী শ্রীযুত বসন্ত কুমার মণ্ডল মহাশয় এই ব্যাপি-বাউলদলকে একেবারে বাকত না করিয়া ১০ টাকা দিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে বরাহনগর-পালিপাড়া নামক স্থান। এই স্থানে শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভুর পাটবাড়ী। ইঁহার 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' বলিয়া একখানি গ্রন্থ আছে। মহাপ্রভু ইঁহার ভাগবতপাঠে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ইঁহার নাম 'ভাগবতাচার্য্য' রাখিয়াছিলেন। ভাগবতাচার্য্য প্রভু মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু এই ভাগবতাচার্য্য প্রভুর শ্রীপাটে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং এস্থান গৌরপদাঙ্কপূত। আমাদের নবনির্ম্মীয়মাণ গৌড়ীয় মঠ হইতে এস্থান অধিক দূরে নহে।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৭) শনিবার শ্রীল প্রভুপাদ বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠে বসিয়া অপ্রাকৃত ভাবাবিষ্ট চিত্তে বলিয়াছিলেন—"মনে হয়, বরাহনগর হইতে কুমারহট্ট যাইবার পথে মহাপ্রভু এই স্থান দিয়া গিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীরে এই স্থানে যেখানে আমাদের মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেখানে ভক্তগণসহ কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু বলিয়া উঠিলেন—এই জন্যই বোধ হয় এতদিন এস্থানটী খালি পড়িয়াছিল, নতুবা কলিকাতার এত স্থান থাকিতে এই স্থানেই বা আমাদের মঠ নির্ম্মিত হইবে কেন? কুতার্কিক মৎসর সম্প্রদায় যাহাই মনে করুন, ভক্তগণ এই স্থান যে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজজনগণের পদাঙ্কপূত, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা অবিশ্বাসের কারণ দেখেন না। শ্রোতাগণ শ্রীপ্রভুপাদ ও ভক্তিসারঙ্গ মহাশয়ের অপূর্ব্ব সেবাপ্রবৃত্তি দেখিলে এইরূপ দৈব সমাচারই কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন আচার্য্য পীঠস্থান তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভক্তেরিত

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ব এবং অখিল ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য গুণের আকর। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রুচি-বিশিষ্ট জীবের নিকট তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তি-প্রভাবে বহুবিধরূপে যুগপৎ প্রতীয়মান হইতে পারেন, যথা—

(ক) ভোগীর নিকট প্রিয় ভোগ্য বস্তু রূপে।

(খ) কর্ম্মীর নিকট ফল বা দেবতা রূপে।

(গ) যোগী-সাধক নিকট "পরমাত্মা" রূপে।

(ঘ) জ্ঞানের নিকট নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম রূপে।

(ঙ) শূন্যবাদীর নিকট শূন্য পদার্থ রূপে।

(চ) জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম রূপে।

(ছ) আস্তিকের নিকট শ্রীবাসুদেব-তত্ত্ব, লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রামসীতা বা শ্রীরাধা-কৃষ্ণ রূপে।

উপরিউক্ত ক হইতে চ চিহ্ন-নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ অন্তিমঃ নাস্তিক। অজ্ঞানের দ্বারা তাহারা এতদূর আচ্ছন্ন যে, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের কথঞ্চিৎমাত্র পরিচয় পাইলেও কিন্তু চ চিহ্ন-নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ মুখে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু সেই পরমেশ্বরকে নিরাকার রূপে অর্থাৎ জীবরূপে অনুভব করা হেতু

তাঁহারা প্রকৃত নাস্তিক মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

যে সকল ব্যক্তি পরব্রহ্মকে শক্তিমান বলিয়া বুঝেন, তাঁহারাই কেবল আস্তিক পদবাচ্য। আস্তিকতার উন্মেষের তারতম্যানুসারে কেহ শ্রীবাসুদেব-স্বরূপে, কেহ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণরূপে, কেহ শ্রীরাম-সীতারূপে ও কেহ শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে পরতত্ত্বের পরিচয় লাভে সমর্থ হন। পরতত্ত্ব সম্বন্ধে পরিচয়ের তারতম্য থাকিলেও ইঁহারা সকলেই আস্তিক এবং সেই জন্য উপরিউক্ত '২' সংখ্যক দলকে আস্তিক মধ্যে গণ্য করা হইতেছে।

পরব্রহ্মে অসীম শক্তি আছে এবং সেই শক্তি-দ্বারে তিনি জগদতীত স্থানে থাকিয়া সর্ব্বদা আনন্দ সম্ভোগ করেন ও ইহজগতের সৃষ্টি ও পালনক্রিয়া করিয়া থাকেন বলিয়া শ্রীভগবানকে পরব্রহ্মকে ক্লীব না বলিয়া পুরুষোত্তম বলা হয়। শ্রীমান মুসলমান ও এরূপ সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগণ এইপ্রকার পরতত্ত্বের উপাসক। শাক্ত বা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে এবম্প্রকার ঈশ্বরের ভগবত্তত্ত্বের সর্ব্বশক্তিমত্তার দ্যোতক এবং শ্রীবাসুদেব-রূপেই প্রকাশিত হয়।

পরতত্ত্বকে ক্লীব বলিয়া না বুঝিয়া পুরুষতত্ত্ব বলিয়া বুঝিলে যদি সেই পুরুষে তাঁহার স্ত্রীরূপে শক্তিকে না দেখা যায় তাহা হইলে শক্তির পরিচয় বিশেষরূপে পাওয়া যায় না। শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া হইবে এবং ক্রিয়া দেখিলেই শক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায়। সুতরাং শক্তিরূপা লক্ষ্মী বা শ্রীরূপা শক্তিসহ পরতত্ত্বের দর্শন একক পুরুষোত্তমস্বরূপ পরতত্ত্বের দর্শন অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট দর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এইজন্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনাকে পুরুষোত্তমরূপ শ্রীবাসুদেবতত্ত্বের উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যাঁহারা লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা-রত, তাঁহারা লক্ষ্মীদেবীকে আদর্শ করিয়া নিজ নিজ সেবোন্মুখতা উত্তরোত্তর বাড়াইতে সমর্থ। শ্রীনারায়ণের উপাসকগণ আদর্শ দেখিবার অভাবে সেবোন্মুখতাকে বাড়াইবার কোন বিশেষ উপায় দেখিতে না পাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে অক্ষম।

শ্রীনারায়ণ স্বয়ং ঐশ্বর্য্যভাবাপন্ন। ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে একমাত্র লক্ষ্মীদেবীই তাঁহার পদসেবা করিতে সাহসী হন। শ্রীনারায়ণের অন্যান্য উপাসকগণ ভয়ে ভীত হইয়া ঐ লক্ষ্মীদেবীর আনুগত্যে দূর হইতে সেবা করিতে বাধ্য হইয়া সকল উপাসনার বিধিত করিয়া ভগবান যখন ... পদে সেবা করেন, তখন সাধক শ্রীনারায়ণ দর্শনের ভয় হতে ভীত হন না। কিন্তু এবম্প্রকার শ্রীরাম-রূপী ভগবান্‌ স্বয়ং যেহেতু একপত্নী-ব্রত-ধৃক, সেজন্য সীতাদেবী কোন সাধককে শ্রীরামচন্দ্রের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে সেবার্থে যাইতে দেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভয় না থাকিলেও শ্রীরামচন্দ্রের পদসেবা সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার সেবকগণ লাভ করিতে পারেন না।

ব্রজপুরবাসী শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া। শ্রীমতী রাধিকা অনেক সময় তাঁহার সখী বা মঞ্জরীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সেবার্থে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে পাঠাইয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সাগ্রহে ইঁহাদিগের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীরামসীতার উপাসনা অপেক্ষাও শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠতর। কৃষ্ণনামের অর্থ হইতে জানা যায় যে যিনি সকলের চিত্তকে সেবার্থে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা জীব মাত্রের স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এটী শিখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ ধরিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং
ভব-মহা-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং
বিদ্যা-বধূ জীবনং।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

ব্যবসাদার গুরু

(প্রশ্ন পত্র)

পরম ভাগবত

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মাধিকারী

মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

প্রভো,

• • বৃন্দাবনীয়া গোঁসাই শ্রীযুক্ত যুগলচরণ বাবাজী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে আমাদের নিকট অনেক কথা বলেন। তিনি প্রত্যেক শিষ্যের নিকট হইতে মন্ত্র দানের জন্য ২৲ টাকা, কৌপীন দানের জন্য ১৫৲ টাকা, ও তাঁহার পাঠ্যীষদের জন্য ৫৲ টাকা গ্রহণ করেন। এই অর্থ না দিলে তিনি কাহাকেও মন্ত্র প্রদান করেন না। মন্ত্র গ্রহণ করিয়া এই অর্থ দিতে না পারিলে তিনি তাহাকে পতিত রাখেন। দয়া করিয়া জানাইবেন ইহা শাস্ত্রসম্মত আচার কিনা।

• • • •

নিবেদন ইতি।

টিহ, আসাম সেবক

২৩শে মে, ৩০ শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস

উত্তর

শাস্ত্রসিদ্ধান্তে জ্ঞানপূর্ণ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নদীয়া প্রকাশের মারফতে এ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে বহু আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহা আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সুতরাং এসম্বন্ধে আমার কিছু না বলিলেও চলে। তবুও আপনাদের সেবা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন পাঠন, শ্রীনাম-মন্ত্রের যজন-যাজন ও শ্রীবিগ্রহের সেবা করা ও করান গুরুমাত্রেরই কার্য্য। কিন্তু অর্থাদির বিনিময়ে এই সমস্ত পারমার্থিক কার্য্যের অনুষ্ঠান গুরুর পক্ষে পরম অশোভনীয়। গুরু কখনও অর্থ লইয়া ভাগবত পাঠ, অর্থ লইয়া মন্ত্রদান, ভেট লইয়া ঠাকুর সেবার কার্য্যগুলি করিবেন না। বর্ত্তমানে বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে এই গর্হিতাচারগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত স্থানের গুরুগণকে এক একটা দোকানদার বলিলেই হয়। অর্থের দায়ে ব্যবসায়—যেনতেনপ্রকারেণ বিষয়ভোগ করিয়া অভিমত হইলেও শাস্ত্রের অভিমত নহে;

আমাদের আসামের বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গুলিতেও এই ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছে। বলিতে বড় দুঃখ হয় এই সমস্ত লোভী মন্ত্রব্যবসায়িগণ হিন্দু-সমাজকে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনুন্নত দুর্ব্বল জনসাধারণের উপর এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের কবল হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করাও একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে।

আজ আমাদের বড় সৌভাগ্যের কথা কলির ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিজ জনগণ পুনরায় এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যদৃচ্ছ এই ব্যভিচার-স্রোতকে প্রতিরোধ করিবার মানসে নানাস্থানে মঠ ও স্থাপন পূর্ব্বক প্রকৃত বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন; কিন্তু পন্থা পারতন্ত্রের দিক, এই সমস্ত গুরুগণ, পাছে তাঁহাদের অর্থ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে বাধা উপস্থিত হয়, এই ভয়ে তাঁহাদের শিষ্যগণকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট হরিকথা শ্রবণেও অনুমতি দিতে পারিতেছেন না। মূর্খ শিষ্যগণ পাছে গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করিয়া নরক গমন করেন, এই ভয়ে তাঁহাদের এই অনুশাসন-বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গুরুর সঙ্গে নরকের পথের পথিক হইতেছেন। কেবল ইহাই নহে, এইসমস্ত ব্যবসাদার গুরুগণ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রচারকার্য্যে নানাপ্রকারে বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টাও যথেষ্ট করিতেছেন। এই সমস্ত ঘটনা আপনারা অবশ্যই দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন।

মন্ত্র ও ভাগবত-ব্যবসায় শাস্ত্র-বিগর্হিত আচার বলিয়াই সর্ব্বত্র অত্যন্ত সম পরিদৃষ্ট হয়। আমরা ভাগবতের একটী শ্লোকের মহাজনোপদেশিত ব্যাখ্যা হইতেই এইরূপ চিন্তা-স্রোতের অলৌকিকতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস করিব। ভাগবত বলেন—

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।

ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥

ভাঃ ৭।১৩।৮

—প্রলোভন দেখাইয়া কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না। জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়-স্বরূপে শাস্ত্র ও মন্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিবে না। বহু গ্রন্থ পাঠ ও আড়ম্বরাদির উদ্যম পরিত্যাগ করিবে।

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণও এইরূপ প্রথার আদর করেন নাই। তাঁহারা কেহই অর্থের বিনিময়ে মন্ত্রাদিদানের কার্য্য করেন নাই এবং তাঁহারা তাঁহাদিগকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিবার অবসর শিষ্যদিগকে কখনও প্রদান করেন নাই। অবশ্য সৎ শিষ্য গুরুকে কায়, বাক্য, মন, অর্থ প্রভৃতি দ্বারা সেবা করিবেন, তাহাতে দোষের কথা কিছুই নাই। কিন্তু লোভপরতন্ত্র হইয়া অর্থের বিনিময়ে মন্ত্রাদি দান করিলে পাতিত্য-দোষ গুরুকে স্পর্শ করে। পতিত গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণে শিষ্যেরও পাতিত্য ঘটে। সুতরাং বুদ্ধিমান ভক্তগণ এই সমস্ত অবৈষ্ণব হইতে মন্ত্রাদি গ্রহণ করিবেন না।

অবৈষ্ণব কাছে মন্ত্র করিলে গ্রহণ।
হরিভক্তি বৃদ্ধি নাহি হয় কদাচন॥
অতএব সঙ্গে যত্ন করে আলাপন।
বুদ্ধি ছাড়ি শুদ্ধভাবে করিবে গ্রহণ॥

এই সমস্ত বিষয় আপনারা আমা হইতে অধিক জ্ঞাত আছেন, সুতরাং এই বিষয় আপনাদিগকে কিছু বলিতে যাওয়া নিজের ধৃষ্টতা প্রকাশ ছাড়া আর অন্য কিছুই নহে। ক্ষমা করিবেন। প্রণাম। ইতি।

বন মহারাজ ও মিঃ গান্ধি

(তারের সংবাদ)

পুরী, ৩০।৬।৩০

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক 'ভক্তিশাস্ত্রী' শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীধাম পুরীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন্‌, পি, গাঙ্গুলীর সহিত মহাত্মা গান্ধীর সহিত ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে বহুক্ষণ ধরিয়া স্বাধীনভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তের আলোচনা করেন। মিঃ গান্ধি বলেন যে জগতে সকলই ঈশ্বরের এবং সকলই সৎ; স্বামীজি তাঁহার ঐ উক্তির উত্তরে বলেন যে মিঃ গান্ধি কি বলিতে চাহেন যে সতী স্ত্রীলোক ও বেশ্যা এক সমপর্য্যায়ভুক্ত? স্বামীজি তাঁহাকে যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে ঈশ্বরের জ্ঞান অপ্রাকৃত ও মায়িক বস্তু হইতে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ও অতীত। মিঃ গান্ধি আগামী ৮ই জুন শ্রীপুরুষোত্তম মঠ দর্শনার্থে আসিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

নিলাম ইস্তাহার

মোঃ কৃষ্ণনগরের

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ৯ই জুন ১৯৩০

(১)

৩৫৬, খাজানী ৩০ দাবি ৭৬২৶০

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার মোঃ কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ জেলা নদীয়া

দেঃ ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভিং মোঃ দামুরহুদা পোঃ ও থানা ঐ জেলা ঐ

১। জেলা নদীয়া থানা দৌলতপুরের সামিল ৮৯নং মৌজা শিকারপুর গ্রামে আও মুখার্জি সেরেস্তার ৮৯ ও তায়দাদ খং ৬৪-২৫ দাঃ জমি ৯৶০ পাই মৌরসী মোকররি জমা মূল্য ২০৲

২। ঐ মৌজায় ৬৩৮ ও তায়দাদ খং ৬০ ৪১ দাঃ মৌরসী মকররি জমা ৬৸৶০ দাইকের ৶৩ – অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

৩। ঐ মৌজায় ৩২৫ খং ৬-৭১ দাঃ মৌরসী মকররি জমা ৶৩ – নিজাংশে ২৷৶০ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ মৌজায় ৭ ও তায়দাদ খং ৫২-৬৩ দাঃ জমি মৌরসী মকররি জমা নিজ ঐ অংশে ৬৸৩ মূল্য আঃ ২০৲

৫। ঐ মৌজায় ২৩৮ ও তায়দাদ খং ৬২-৫৭ দাঃ জমি মৌরসী মকররি জমায় দাইকের ঐ অংশে ৮/০ মূল্য আঃ ৩০৲

৬। ঐ থানায় তালসপুর মৌজায় ৩৮ ও তায়দাদ খং ১৮।০ মৌরসী মকররি জমা দাইকের ঐ অংশে জমি ১৬-১৬ মূল্য আঃ ৩০৲

৭। ঐ মৌজায় ১২৭৬ ও তায়দাদ খং ১১৲ মৌরসী মকররি জমা ঐ অংশে মূল্য আঃ ১০৲

৮। ঐ মৌজায় ২০২।২২২ খং ৬৶৯ × ১১।৶৮ পাই জমায় মৌরসী মকররি জমা ঐ অংশে মূল্য আঃ ২৫৲

৯। ঐ থানায় শিকারপুর গ্রামে ৫০০ ৫৯৫ খংভুক্ত ও শীতলাই চণ্ডীপুরের ২৩ ও তায়দাদ খংভুক্ত ৫২৷৶৬ পাই জমা দাঃ ঐ অংশে মূল্য আঃ ৩০৲

১০। ঐ গ্রামে ৫৯৫ ও তায়দাদ খং ১৫৸৶০ টাকার মৌরসী মকররি জমায় দাঃ ঐ অংশে মূল্য আঃ ৫০৲

১১। ঐ মৌজায় ৫৫৫ খং ১৬৸৶৮ মৌরসী মকররি জমা দাঃ ঐ অংশে জমি ৩০-৭৫ দাঃ মূল্য আঃ ৩০৲

১২। ঐ মৌজায় ২৯০ খং ১৬৶১ মৌরসী মকররি জমা ঐ অংশে জমি ১২-১০ মূল্য আঃ ২০৲

১৩। ঐ মৌজায় ৮১৬ খং ২১৷৶ মৌরসী মকররি জমা ঐ অংশে জমি ৫৬-৭০ মূল্য আঃ ৩০৲

১৪। ঐ মৌজায় ৫৫০ ও তায়দাদ খংভুক্ত ৫৶৬ মৌরসী মকররি জমা ঐ অংশে জমি ৫ ২৮ দাঃ মূল্য আঃ ১০৲

১৫। থানা দৌলতপুর হাসনপুর মৌজায় ২৮৬ খংভুক্ত ১৮৸৶৮ মৌরসী মোকররি জমা ৶৩ – অংশ মূল্য ৫০৲

১৬। থানা গাংনীর সামিল গাড়াডোব মৌজায় ১৫৮ খংভুক্ত হরসুন্দরী কোর্ফা জোত জমি ১৪-১৭ দাইকের ৷৶০ অংশ মূল্য ৪৫৲

১৭। ঐ মৌজায় ১৮৭ খংভুক্ত এনায়েত মৌজায় ৪৩৫ খংভুক্ত চাঁদপুর মৌজায় ১০৷৶৪ মৌরসী মকররি জমা দাইকের ৷৶ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

১৮। ঐ মৌজায় ১৯৭ খংভুক্ত মৌরসী মকররি জোত এনায়েত গ্রামে ৪৪১ খং মোট জমা ৯৷৶ জমি ৪-১০ দাইকগণের ৷৶০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

১৯। ঐ মৌজায় ২৯৫ খংভুক্ত ৩০৸৶ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররি জমা ৯১ ৪১ দাঃ জমি দাইকের ৷৶ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

২০। নদীয়া কালেক্টরীর তৌজীর ২১৬নং মহাল গোপালপুরের ১নং দাইকের ৫৷০ অংশ সদর খাজনা ৬৭৸৶৫ মূল্য ২০৲

২১। থানা দৌলতপুর শঙ্করপুর মৌজায় ১৭৬ খংভুক্ত মৌরসী মোকররী জমা ৩০৷৬ জমী ১১-৫৫দাঃ দাইকের ৷৶ অংশ মূল্য ২০৲

(২)

৬৪১ খাজানী ৩০ দাবী ৩১৬৸৶৬

ডিঃ সৈয়দ বিবি ভিং সাং কৃষ্ণনগর চৌধুরী পাড়া [illegible]

দেঃ [illegible] কাজী সাং উম্মরপুর থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর সামীল উমরপুর গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার ৮৮৷৶ বিঘা জমী ৬৭৶ টাকার যে জমা তাহার জমী বাকী পড়া দরুণ ওজুদ মূল্য আঃ ২০০৲

(৩)

১৩২৮ খাজানী ২৯ দাবী ৪৷৶৩

ডিঃ শ্রীগুণপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকলাভিপাড়া থানা মাঝদিয়া জিঃ নদীয়া

দেঃ নফিজানেছা বিবি ভিং সাং [illegible] থানা কালীগঞ্জ জিঃ ঐ

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের সামীল [illegible] গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার ১৫১ খংভুক্ত ৩০দাঃ জমী ৶১৷ মধ্যে ৷৶৩ জমা অপর সরিকানের ৷৶১৮৷ বাদবাকি উচিত্মত জমা যায় আতর আলায় মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

১৭৮ খাজানী ৩০ দাবী ১০৷৶

ডিঃ সত্যেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী সাং চকলাভিপাড়া থানা মাঝদিয়া

দেঃ কাবিলী দাদী সাং শিবপুর থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের সামীল [illegible] গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তার ৬৫৮ খংভুক্ত ৩৫দাঃ জমী ১৶১৫ জমা যায় আতর আলায় মূল্য আঃ ৫৲

পুরীতে প্রচার

স্বামী বনের ওজস্বিনী বাণী

পুরী ১।৬।৩০

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ২৭শে মে শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী কীর্ত্তন সম্রাট্ প্রভু, বিদ্যার্ণব শ্রীপাদ [illegible] দাস ব্রজবাসী ভক্তিশাস্ত্রী (বি,এ) প্রভু, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভু সহ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শুভাগমন করিয়া সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রাতে বিদ্যার্ণব প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। দুই বেলাই শ্রীপাদ কীর্ত্তন-সম্রাট্ প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত স্বরে পাঠের পূর্ব্বে এবং পরে ঠাকুর নরোত্তম ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রমুখ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বহু উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠ কীর্ত্তনে নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া থাকেন।

গত ২৮শে মে বুধবার [illegible] এবং শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক মিঃ [illegible] বি, এ (অক্সফোর্ড) মহোদয়দ্বয় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন করিয়া স্বামী শ্রী শ্রী ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃত বৈষ্ণব দর্শনের বিচার-সমূহ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে সাধনহীন বৈষ্ণব-দর্শন এবং খৃষ্টধর্ম্মের বিচারের মধ্যে যে যে স্থলে পার্থক্য রহিয়াছে এবং যে যে কারণে বৈষ্ণব মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যেক জীবের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া সার্ব্বজনীন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। উভয় উক্ত মহোদয়দ্বয় আমাদের সকলের স্বামীজীকে এবং [illegible] সকলকেই যুক্তকরে অভিবাদন করিয়াছেন এবং যাইবার সময়ও পুনরায় ঐ প্রকার ভাবে অভিবাদনান্তর পুনরায় স্থানের নিমিত্ত আসিবার ইচ্ছা বিজ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইয়াছেন।

গত কল্য ৩১শে মে [illegible] ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বক্তৃতান্তে [illegible] উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কামিনী [illegible] সেন মহোদয়ের আগ্রহে পুরীর [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের—

"কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য
ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥"

—এই প্রথম শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করেন। স্বামিজীর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাশ্রবণে উপস্থিত [illegible] সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পাঠের পূর্ব্বে এবং পরে কীর্ত্তন-সম্রাট্ প্রভুর সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

বামনপুকুরের [illegible]

নবদ্বীপ থানার অধীন বামনপুকুরের নিকট [illegible] উন্নত করিবার জন্য [illegible] করিয়া দিয়াছেন। [illegible] ও [illegible] তৈয়ারী হইলেই [illegible] প্রাপ্তির পর পুনরায় এই বিষয় আলোচনা হইবে।

জেলাবোর্ডের সাহায্য

[illegible] থানার [illegible] বাবু [illegible] কুমার চক্রবর্ত্তী আমেরিকার উষ্টার পলিটেকনিক ইন্‌ষ্টিটিউটে পূর্ত্ত কার্য্য বিষয়ক উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার কারণ [illegible] সাহায্যের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য জেলাবোর্ডের নিকট চাহিয়াছিলেন। তিনি [illegible] জন্য সম্মত ও জেলাবোর্ড [illegible] লইবেন এবং [illegible] জেলাবোর্ডের [illegible] টাকা পরিশোধ করিবেন এই সর্ত্তে জেলাবোর্ড তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের সাহায্য

জেলাবোর্ড ১৯৩০-৩১ সাল জন্য নিম্নলিখিত বিদ্যালয়ে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট টাকা সাহায্য পুনরায় মঞ্জুর করিলেন, যথা চাঁচড়া [illegible] মাসিক ৩৫৲, [illegible] মাসিক ২০৲, [illegible] মাসিক ২০৲, [illegible] মাসিক ১৮৲, [illegible] মাসিক ১৮৲, কৃষ্ণনগর মাসিক ২০৲, [illegible] মাসিক ১৮৲, [illegible] মাসিক ২২৲, [illegible] মাসিক ২০৲, [illegible] মাসিক ২০৲, [illegible] মাসিক ৩০৲, [illegible] মাসিক ২০৲

কূপখনন

[illegible] কূপ নির্ম্মাণ জন্য [illegible] জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে। শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য [illegible] রোগী [illegible] জানিবার জন্য এক [illegible] উকীল [illegible]

[illegible] নদীয়া। অথবা [illegible] নদীয়া।

[illegible] আমার [illegible] কঠিন [illegible] ঢাকার [illegible] মহাশয়গণ [illegible] মহাশয়ের [illegible] আরোগ্য লাভ করিয়াছি।

[illegible] চৌধুরী

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

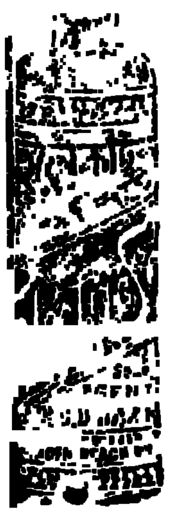

[illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] ব্যবহার করিয়া [illegible] এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ [illegible] উপদংশ [illegible] রক্তদুষ্টি [illegible] হইয়াছেন, তাঁহার আমে [illegible] ঢাকার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার [illegible] প্রমাণ [illegible] হইয়াছে। যাঁহারা [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] টাকা মাত্র।

[illegible]—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা।

[illegible], কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া [illegible]

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রায় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্. এ প্রাজ (লাহোর ;

[illegible] কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

শত খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible] পরিচয় [illegible]

উৎকৃষ্ট (ইঃ) [illegible] ২৲ দুই টাকা মাত্র

[illegible] প্রকাশ [illegible] হইয়াছে।

[illegible]

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি [illegible] সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা ; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি [illegible] ও খণ্ডের কথাসার; শব্দসূচী, [illegible]সূচী, পাঠসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে [illegible] পত্রের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—[illegible] টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা [illegible] টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible], পারদ ও আমলাসার গন্ধক [illegible] প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় [illegible] মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল ! ভয় নাই ! বিশুদ্ধ জল !!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত [illegible] বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের [illegible], গোর্ভমেণ্ট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান, [illegible], জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। [illegible] বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র [illegible]। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৌরীপুর নদীয়া প্রকাশ [illegible] হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হই

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়াকস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩॥৶০ সাধারণ পক্ষে ১১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ [illegible] এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চকদীঘা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্তকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ. পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোণা, [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রজগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্যালয় ১০।১ হনুমান রোড্, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বসু লক্ষ্মী রোড, খুলনা;
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, জনাদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি [illegible]
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম. ই, [illegible]
১০। [illegible]
১১। শ্রীপ্রাণ [illegible] অধিকারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালেন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেজ পরিচালিত'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ॥০ আনার পারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক প্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাচা তিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহার্ঘ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অতুলোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সকলপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় বায়ুর দূষিত জন্য, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিবেদনা, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সকলপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতারক দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা – "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রান্তবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের জন্য অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ০৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৮২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ শুক্রবার ১৩ই জুন ১৯৩০

স্থানীয় সংবাদ

আবহাওয়া

গত কল্য কৃষ্ণনগর ইত্যাদি স্থানে বৈকাল বেলায় খুব মেঘ করিয়াছিল। মেঘ ভাব দেখিয়া অনেকে প্রচুর বৃষ্টি হইবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সামান্য মাত্র বৃষ্টি হইয়াই ক্ষান্ত হইয়া গেল। বৃষ্টি অভাবে এই সমস্ত স্থানে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে।

পুষ্করিণী খনন ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য সরকার বাহাদুরকে লিখিবার জন্য জেলা বোর্ড জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিবেন।

কৃষ্ণনগর টেকনিক্যাল স্কুলের ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন হইয়া নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভ্য নিযুক্ত হইলেন। ১। মিঃ এস পি এন চৌধুরী ২। মিঃ এ পাল চৌধুরী ৩। মিঃ আর পাল চৌধুরী ৪। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড চেয়ারম্যান ৫। জেলাবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান—সেক্রেটারী ৬। বাবু যোগেন্দ্র নাথ সরকার ৭। রায় সতীশ চন্দ্র চাটার্জ্জী ৮। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান বা তাহার কোনও প্রতিনিধি ৯। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর।

সারওয়ার্দ্দির অভিমত

ডঃ এ, সারওয়ার্দ্দি বলেন যে যদি কংগ্রেসপক্ষ গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন করেন, তাহা হইলে গোলটেবিল বৈঠক না বসাইয়া কংগ্রেসপক্ষকে বর্জ্জন করিয়া একটী নূতন পার্লিয়ামেণ্টারি কমিটী বসান হউক। হায়দ্রাবাদের নিজামও হিন্দুদিগকে সহযোগ করিতে বলেন।

কৃষ্ণনগর-সংবাদ ; নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধ জননী সভার উপাধি পরীক্ষার ফল

ট্রামবাস ধাক্কা

মেহেরপুরে ১৪৪ ধারার হুকুম প্রত্যাহার

সম্রাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাধি বিতরণ

রেল সমিতি

কলিকাতার মহরমে পুলিশ কমিশনারের আদেশ

ঢাকা এবং রেঙ্গুণ দাঙ্গার জের

বোম্বায়ে সার্জ্জেণ্ট কর্ম্মচ্যুত

কংগ্রেস সম্বন্ধে সারওয়ার্দ্দির অভিমত

লাহোর বোমা

নায়াগ্রা জল-প্রপাত উত্তীর্ণ

অনুতাপে আত্মহত্যা

কংগ্রেস সেক্রেটারীর দণ্ড ; লবণ শুল্ক

ইউনিয়নবোর্ডের সভাপতি

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সুপারিস অনুসারে বানপুর মাটিয়ারী ইউনিয়নবোর্ডে বাবু দুর্গাকান্ত চৌধুরী সভাপতি নিযুক্ত হইলেন।

সার্জ্জেণ্ট কর্ম্মচ্যুত

বোম্বাই অঞ্চলের একজন সার্জ্জেণ্ট দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকায় এবং উৎকোচগ্রহণ করার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে।

লাহোরে বোমা

লাহোরের [illegible] কয়েকজন [illegible] করিয়াছেন। [illegible] তাঁহাদের বাসায় একটী [illegible] [illegible] বোমা পাওয়া গিয়াছে। [illegible] [illegible] কিছু [illegible] যায়।

১৪৪ ধারার হুকুম প্রত্যাহার

[illegible] পত্রিকা বলিতেছেন যে মেহেরপুরে ১৪৪ ধারা মতে যে হুকুম [illegible] [illegible] [illegible] মেহেরপুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

নানা খবর

[illegible]

[illegible] একজন মুসলমান [illegible] হইয়াছে। একজন [illegible] হইয়াছে। পুলিশ [illegible] জন লোককে [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে। [illegible] হিন্দু ব্যবসায়ীরা মুসলমান [illegible] করিতে অস্বীকার করে। [illegible] আরম্ভ হয় এবং হিন্দু [illegible] করে।

রেল-সমিতি

[illegible] অক্টোবর তারিখে সিমলায় [illegible] এসোসিয়েশনের বার্ষিক [illegible] হইবে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের [illegible] সম্পর্ক, অটোমেটিক, ট্রেনের উপর [illegible] আলোচনা করিবে। ইঞ্জিনিয়ারিং, [illegible] এবং সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ হইতে যে [illegible] পাওয়া গিয়াছে সে সমস্ত সম্বন্ধে বিবেচনা হইবে।

লবণ গোলা আক্রমণ

[illegible] হাজার লোক [illegible] লবণ গোলা [illegible]। [illegible] পুলিশ এবং হাঙ্গামাকারী [illegible]।

ঢাকার দাঙ্গা

ঢাকার অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক। সেখানে মুসলমানেরা আইন ভঙ্গ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। তাহারা [illegible] পুড়াইয়া দিতেছে এবং লুণ্ঠন করিতেছে। ঢাকা শহরে [illegible] একজনকে বেআইনী ভাবে আক্রমণ [illegible] কোন প্রকার যোগাযোগ নাই, তবে সাধারণ অবস্থা [illegible] কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। [illegible] এবং দোকানপাট বন্ধ। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট [illegible] সংবাদদাতাকে বলেন [illegible] মুসলমান বেআইনী ভাবে দলবদ্ধ হইয়া [illegible] সমস্ত দোকান লুট করিয়াছে। [illegible] সমস্ত দিন ধরিয়া লুট পাট চলে এবং [illegible] লুণ্ঠিত হয়। [illegible] হিন্দুদিগের [illegible] এবং সমস্ত টাকা কড়ি লুট করিয়া লয়। স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকারা ভীত হইয়া [illegible] এবং মুসলমানেরা [illegible] তাহাদের [illegible] পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট [illegible] জন কনষ্টেবল [illegible] গ্রেপ্তার করেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন চৌকিদার ছিল। [illegible] প্রায় [illegible] লক্ষ [illegible] লুণ্ঠিত হইয়াছে।

[illegible] একজন [illegible] টাকার সরকারি [illegible] লুট করে। [illegible] ঐ [illegible] করিতে যান। উক্ত [illegible] এবং তাঁহার [illegible] টাকা আছে [illegible] যে

বাবোগা বাবুর নিকট টাকা পয়সা নাই, তখন তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

এই সমস্ত ব্যাপারের পর হইতে কড়া পুলিশ পাহারা চলিতেছে [illegible] লুট করিতে আসে; কিন্তু [illegible] পুলিশ দেখিয়া পলায়ন করে।

কলিকাতায় মহরম

মহরমের সময় কলিকাতার কোন অংশে হাসপাতাল, চার্চ, মন্দির কিম্বা অন্য কোন সাধারণের পূজার স্থানে পূজার সময় বাদ্য ধ্বনি বন্ধ করিতে হইবে। মিছিলের কোন লোক তরবারি, [illegible] অথবা অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে [illegible] পারিবে না কিম্বা কোন প্রকার বাদ্যি [illegible] পারিবে না, কোন [illegible] ১০ ফুটের অধিক উচ্চ হইবে না—[illegible] কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের আদেশ।

উপাধি

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ সহরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস [illegible] উপলক্ষে [illegible] উপাধিতে ভূষিত হইলেন। [illegible] সাহেব বি, সি, এস, আই হইলেন।

শ্রীহট্ট

একটী এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদ পত্র দুঃখ করিতেছেন যে [illegible] বিরাজ করিলেও শ্রীহট্ট বাংলাদেশের নিকটবর্ত্তী বলিয়া ছাত্রদের মধ্যে অশান্ত প্রকৃতির বালকগণ "মহাত্মা গান্ধি কি জয়" বলিয়া একত্র জড় হয় ও গোলমাল করে। এই সমস্ত গোলমালে ছেলেদের পড়াশুনার অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। তবে [illegible] লোককে ঠাট্টা তামাসা করিয়াই কাজ হয়, অন্য কোন প্রকার ক্ষতি করে না

ট্রাম-বাস-দুর্ঘটনা

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মিঃ সি, সি, ঘোষ এবং মিঃ [illegible] আদালতে [illegible] নামক একজন ট্রাম কণ্ডাকটারের আপীল চলিতেছে। নালিশের বর্ণিত ঘটনা এই যে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে একখানা [illegible] বাস [illegible] দিয়া উত্তর দিকে যাইতে ছিল। [illegible] বাসটী [illegible] গেটের নিকট থামে। [illegible] ট্রাম লাইনের উপরেই দাঁড়াইয়া [illegible] ট্রাম, বাসের পশ্চাতে আসিতেছিল। সঙ্কেত এবং চীৎকার অগ্রাহ্য করিয়া [illegible] বাসের উপর ট্রাম ধাক্কা মারে, ফলে বাসের অনেকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং অনেক আরোহী আহত হয়; একজন আরোহী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। আসামী পক্ষ বলিতেছেন যে বাস [illegible] ট্রামকে পিছনে ফেলিয়া যাইতে চেষ্টা করে, এমন সময় অপর দিক হইতে অপর একটী ট্রাম আসিয়া পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আসামী জামিনে খালাস আছে।

রেঙ্গুন দাঙ্গার জের

[illegible] ফলে যে তাদের মেথরেরা কাজে যোগ দিতেছে না। তাহারা বলে যে তাহাদিগের সহিত [illegible] উপস্থিত থাকিলে তবে তাহারা কাজ করিতে পারিবে। [illegible] ৩০০ চর ও ১০০০ আহত হয়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, প্যাকেট ৮/০ আনা, বোতল ১৮/০ আনা।

অফিস—১১নং [illegible] রোড, পোঃ [illegible], কলিকাতা।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, [illegible] বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকারি স্বত"

পুরুষত্বহানি রোগে [illegible] ব্যবহার করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"প্রমদা-বিলাসিনী বটিকা"

[illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কয়েকের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই ফেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয় [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৩৲, ৫৲ টাকা

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২৪১ [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০৪

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৭

যাত্রিগণ, গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করুন

ধামবাসী শুদ্ধভক্তবৃন্দের নিকট গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গাস্নানের যথার্থ ফল লাভ করুন

গঙ্গাদেবী যাঁহার প্রেমপ্রার্থিনী, তাঁহার প্রেম-প্রার্থনা-মুখে গঙ্গাপূজাই যথার্থ গঙ্গাপূজা

কৃষ্ণ কার্য্যের প্রীতিবিধানেই কৃষ্ণপাদ-সম্ভূতা গঙ্গাদেবীর প্রীতি

শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাপেক্ষা ব্যতীত কোটি কল্প গঙ্গাস্নানেও গঙ্গার সাক্ষাৎ কৃপা-স্বরূপা কৃষ্ণভক্তি লাভ সম্ভব হইবে না

পাপমুক্তি ও ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যকামনা গঙ্গাস্নানের সাক্ষাৎ ফল নহে

কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে গঙ্গাপূজা নামাপরাধ

বৈষ্ণবই জলে তীর্থ বা তীর্থে জল-বুদ্ধিরূপ নিরয়-প্রাপিকা বুদ্ধি হইতে উদ্ধার করেন

গঙ্গার পশ্চিমে যমুনা, মধ্যে সরস্বতী ও পূর্ব্বে গঙ্গা প্রবাহিতা

রস-বিচার

ভাবনাবর্ত্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় ভূমিকাই অপ্রাকৃত রসের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র

সাময়িক প্রসঙ্গ

অদ্য দশমী. শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব-তিথি—দশহরা: আগামী কল্য পাণ্ডবা নির্জ্জলৈকাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রীগৌর-গঙ্গা দর্শনের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপ ও তাহার নিকটবর্ত্তী এবং দূরবর্ত্তী বহু স্থান হইতে আজ বহু যাত্রিসমাগম হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কোলদ্বীপ (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) আজ লোকে লোকারণ্য। শ্রীধামে এইরূপ লোক-সমাগম দেখিয়া আজ মনে হয় সেই চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের কথা, যখন মহাপ্রভুকে এই শ্রীধাম মায়াপুরে দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইত। মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলার পর যখন একবার কোলদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তখন গৌর-গতপ্রাণ লক্ষ লক্ষ নদীয়াবাসী কিরূপ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গঙ্গার পূর্ব্বপার হইতে পশ্চিমে ছুটিয়াছিলেন, সেই কালের কুলিয়-পল্লীতে সে কেহ সে সব কথা আর এখন কিছুই আলোচনার বিষয় নাই! তখন গঙ্গার পূর্ব্বপারে মহাপ্রভুর নিজঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট প্রভৃতি ঘাটে ও গঙ্গার পশ্চিমপারে কুলিয়ার (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের) ঘাটসমূহে লক্ষ লক্ষ লোক কিরূপ আনন্দে কৃষ্ণকোলাহল করিতে করিতে গঙ্গাস্নান করিতেন, এখন হইয়াছে তাহা যেন একটী গল্পের কথা!

আমরা ক্রমেই এই বিষয়ে একটু অভিনিবিষ্ট হইয়া লক্ষ্য করিতেছি যে, আজ প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবাবেশে এই নদীয়ায় কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া এখানে একটা সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছিলেন, যে নদীয়াবাসীর গৌর প্রাণ, গৌর মন, গৌরই যথা-সর্ব্বস্ব ছিলেন, যে নদীয়াবাসী গৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্রের অধিবাসী বলিয়া কতই না গৌরব অনুভব করিতেন, 'আমাদের গৌরাঙ্গ' বলিতে যে নদীয়াবাসী আনন্দে আত্মহারা হইতেন, আর আজ সেই নদীয়ায় নাই গৌর-কথা—এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়!

কোথায়-সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া গৌরেন্দ্রিয়-তর্পণ আর কোথায় গৌরেন্দ্রিয় দিয়া নিজেন্দ্রিয়-তোষণ! হা হতভাগ্য নদীয়াবাসি, তোমাদের হইল কি আজ তোমাদের গৌর-প্রীতি? যে নদীয়ার ঘরে ঘরে আজ হরি-কোলাহল উঠিয়াছে, আজ সেই জাহ্নবী বহিয়া গিয়াছে, যে নদীয়া মহাপ্রভুর আদর্শনে প্রাণ রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, আর আজ সেই নদীয়ায় নাই

মহাপ্রভুর কথা। যাঁহারা আছে তাহাতে কথা মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ্টাও প্রীতিব ছড়াইতেছে?

নদীয়ায় মহাপ্রভুর নিত্যলীলা বর্ত্তমান। অদ্যাপি মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ-পার্ষদ-সঙ্গে সেই অমার্জিত নাম-প্রেম-বিতরণ লীলা করিতেছেন, অদ্যাপি অভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ পুরী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শচী মাতা তাঁহার নিমাইকে আদর করিয়া নিমাই বলিয়া ডাকিতেছেন, মাতা স্তন্যদান করিয়া খাওয়াইতেছেন, অদ্যাপি মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণসহ অভিন্ন-ব্রজধামী শ্রীবাসঅঙ্গনে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন, অদ্যাপি অদ্বৈতের টোলগৃহে আসিয়া মহাপ্রভু ভক্তিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, অদ্যাপি আজও শ্রীগোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডাদি উপবন শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যভবনে মহাপ্রভু সপার্ষদে ব্রজলীলাভিনয় করিতেছেন, অদ্যাপি মহাপ্রভু সগণে সর্ব্ব নবদ্বীপে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার যে নিত্যলীলার বিরাম নাই, কেবল বিষয় ধূলিতে আবৃত চক্ষু আমাদের, তাই আমরা নবদ্বীপে আসিয়া গৌরলীলা দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিতেছি না

আজ নবদ্বীপে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী উভয় পক্ষেরই লোকাভাব হইয়া পড়িয়াছে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতে গেলে অপস্বার্থপর ধর্মব্যবসায়ী বণিকের দল কীর্ত্তন বন্ধ করিবার জন্য ছুটিয়া আসে, বলে শুদ্ধভক্তিকথার দরকার নাই, ভক্তির নামে কপটতাই আমরা চালাইব, নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরও সর্ব্বনাশ সাধন করিব। হা গৌরসুন্দর, হা নিত্যানন্দ, হা অদ্বৈতাচার্য্য, হা গদাধর, হা শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ! আজ তোমাদের সেবার নাম করিয়া, তোমাদের নামাশ্রয় কীর্ত্তনের নাম করিয়া নদীয়ায় কতই না উৎপাতের সৃষ্টি হইতেছে! হে মহাপ্রভো! তুমিই আজ কলিহত জীব আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি দূর করিয়া সদ্বুদ্ধি দাও, আমাদের সমস্ত নামাপরাধ ও সেবাপরাধ দূর করিয়া তদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর পাদপদ্মে আমাদের অহৈতুকী রতি বিধান কর।

মায়াপরাধিগণ তাহাদের ব্যভিচার-ক্ষেত্রকে 'শ্রীধাম' বলিয়া কতই না ঘোষণা করিতেছে, হে প্রভো, তুমিই ইহার প্রতিবিধান কর। বেশ্যালয়—ব্যভিচারিতর্পণ্য-বাস—অচিদ্বিলাস-ভূমিকাকে 'শ্রীধাম' বলিয়া বাস্তব ধাম-বিরোধ যে কি ভীষণ পাষণ্ডতা, মহামূর্খতা, কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা, তাহা তুমিই তোমার নিজজন দ্বারা জগতে প্রচার করিয়া দাও, জগতের লোককে আত্মবঞ্চনা ও আত্মবিনাশ হইতে রক্ষা কর। হে প্রভো! তোমার এবং তোমার নিজজন-গণের শ্রীপাদ-পদ্ম আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে উদিত করাইয়া আমাদিগকে আজ বাস্তব শ্রীধাম-দর্শনের সুযোগ প্রদান কর।

পাপ-মুক্ত হইয়া পুণ্য-প্রাপ্তির আশায় আজ লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নানের যাত্রী। তাঁহারা যদি পুনঃসংসার প্রাপক ক্ষয়িষ্ণু-পুণ্যকামী না হইয়া কৃষ্ণ-ভক্ত্যুদ্দেশে শুদ্ধভক্তিলাভোদ্দেশে পতিতপাবনী বিষ্ণু-শক্তি গঙ্গার শরণাপন্ন হন, তাহা হইলেই তাঁহারা গঙ্গাস্নানের বাস্তব ফললাভে সমর্থ হন। গঙ্গাদেবী সর্ব্বক্ষণ গৌরসুন্দরের পরমপ্রীতি-প্রদাত্রী, চিৎসলিলস্বরূপা; তিনি জীবের নিখিলাবিদ্যানাশিনী, কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী। কেবল পাপনাশ ও কাম-কামী হইয়া গঙ্গাস্নান করিলে গঙ্গাদেবীর সাক্ষাৎ কৃপা লাভ হয় না। অবিদ্যা হইতে জীবের পাপ-বাসনার উদয় হয় এবং সেই পাপবাসনা হইতেই পাপকর্ম্মে রুচি হয়। গঙ্গাস্নানে পাপসমূহ তাৎকালিকভাবে অপগত হইলেও অবিদ্যা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের পুনরায় পাপ-প্রবৃত্তি আসে, ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যকামনায় ও পুণ্যের অপচয়ে পুনরায় পাপাসক্তির উদয় হয়, সুতরাং পাপপুণ্য উভয় বাসনা ছাড়িয়া বিষ্ণুভক্তির জন্য বিষ্ণুপাদোদ্ভবা জ্ঞানে বিষ্ণুনির্ম্মাল্য-দ্বারা গঙ্গাপূজার বিধেয়। গঙ্গাদেবীকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানে পূজা-দ্বারা জীবকে আত্মবঞ্চনাই লাভ করিতে হয়। আপাতঃ সুখের জন্য কর্ম্মীর ফলভোগানুসন্ধানরূপ ত্রিবর্গ বা ধর্মার্থকাম ও জ্ঞানীর নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ চতুর্বর্গ বা মোক্ষ-কামনা দ্বারা বাধিত হওয়া অপেক্ষা পরমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-প্রার্থী হওয়াই যথার্থ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। গঙ্গাদেবী যাঁহার প্রেম-প্রার্থিনী, তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষাই গঙ্গাদেবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুখবিধান। যাত্রিগণ এই সকল বিষয়ের বিচার সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া গঙ্গা পূজায় রত হইলেই যথার্থ লাভবান্ হইতে পারিবেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরী

শ্রীধাম-মায়াপুরের ভক্তভিক্ষিত ব্যবিৎ মহাজনগণ নিত্যমঙ্গলপ্রার্থী শ্রীধামবাসিগণকে এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন।

তর্পনাদি-পার্বের আড়ম্বরে গঙ্গায় কতকগুলি ডুব দিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইলেই শ্রীধামে আসিবার সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। ধামবাসী ভক্তগণের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীগঙ্গার দর্শনাদি লাভ হয় না। ধামবাসী ভক্তের শ্রীমুখনিঃসৃত অনর্থনাশিনী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে চিত্ত শুদ্ধ করাই ধামে আসার উদ্দেশ্য। হরিকথা শ্রবণ না করিয়া ধর্মব্যবসায়ী বণিক্ সম্প্রদায়ের উদরপূর্তির সহায়তা করিয়া গেলে কি লাভ হইবে?

ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতেই গঙ্গার প্রকাশ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জলজমপি বারিজং কদাপি ন বারি-
জমুদ্ভবম্।
মুরভিদি তদিদমুভয়ং পাদাম্ভোজাদ্দহা-
নদী জাতা॥

অর্থাৎ জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে কখনও জলের জন্ম হয় না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণে ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাঁহার পাদপদ্ম হইতেই মহানদী গঙ্গা জন্মলাভ করিয়াছেন।

গঙ্গার পশ্চিমে যমুনা ও পূর্ব্বে গঙ্গাধারা প্রবাহিতা হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রেমাবেশে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞান-শূন্য হইয়া বৃন্দাবন চলিলেন। মহাপ্রভুর পাছে পাছে নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ—এই তিন জন। প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমে মত্ত মহাপ্রভুকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে লইয়া যাইবার যুক্তি করিয়া আচার্য্যরত্নকে অদ্বৈতভবনে পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন- তিনি যেন গঙ্গাতীরে নৌকা লইয়া থাকেন, তারপর তুমি মায়াপুরে গিয়া শ্রীশচীমাতা ও ভক্তবৃন্দকে লইয়া আসিও। আচার্য্যরত্নকে পাঠাইয়া দিয়া নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া নিজ পরিচয় দিতে মহাপ্রেমাবেশে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীপাদ, তুমি কোথায় যাইবে? নিত্যানন্দ বলিলেন, এই তোমার সহিত বৃন্দাবন যাইব, ঐ সম্মুখে যমুনা দর্শন কর। নিত্যানন্দ গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া দিলে, মহাপ্রভু আনন্দে তাঁহা, যমুনার দর্শন পাইলাম বলিয়া যমুনার স্তব করিতে লাগিলেন—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥

—চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, ব্রহ্মস্বরূপিণী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গলকারিণী, সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন। এই বলিয়া নৃত্য করিয়া গঙ্গার পশ্চিমধারে স্নান করিলেন। এমন সময় অদ্বৈতাচার্য্য কৌপীন বহির্বাস লইয়া নৌকারোহণে আসিয়া উপস্থিত। আচার্য্য নমস্কার করিলেন, তখন মহাপ্রভুর বাহ্য হইল, মহাপ্রভু বলিলেন, তুমি ত অদ্বৈতাচার্য্য, তুমি এখানে কেন? অর্থাৎ আমি বৃন্দাবনে আসিলাম, তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে? আচার্য্য বলিলেন—প্রভো, তুমি আমারই ভাগ্যে গঙ্গাতীরে আসিয়াছ। মহাপ্রভু বলিলেন, নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে, গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া দিয়াছে। তখন অদ্বৈত বলিলেন প্রভো, শ্রীপাদ সত্যই বলিয়াছেন, কেননা—

'গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥
পশ্চিমধারে যমুনা বহে তাঁহা কৈলে স্নান।

অর্থাৎ মহাপ্রভুই তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীমুখ দিয়া গঙ্গা ও যমুনার অভেদত্ব কীর্ত্তন করিয়া উভয়কেই কৃষ্ণের পরম প্রেমপাত্রী বলিয়াছেন। গঙ্গাতে পূর্ব্বে গঙ্গা, পশ্চিমে যমুনা এবং মধ্যে সরস্বতী এই ত্রিধারা মিলিতা।

গঙ্গাদেবী সর্ব্বক্ষণ কলকল-নিনাদে গৌরকৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন করেন, শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার নিজজনের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিবার জন্য গঙ্গা সতত উন্মুখিনী। গৌরকৃষ্ণ এবং তাঁহার নিজজনে নিষ্কপট প্রীতিবিশিষ্ট হইলেই গঙ্গাদেবীর উল্লাস। গঙ্গাদেবী কার্ষ্ণ্য ভক্ত দেখিলেই তাঁহার আনন্দ, বহির্ম্মুখ লোকসকলকে স্নানাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধভক্তের বাঞ্ছা করেন। সুতরাং গঙ্গাপূজার একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণপ্রীতি হইলেই যথার্থ গঙ্গার পূজা অর্থাৎ গঙ্গার সম্বর্দ্ধন হয়। স্নানার্থিগণ গঙ্গাপূজার এই নিগূঢ় রহস্য অবগত না হইয়া কেবল পাপপুণ্য বিচারের বশবর্ত্তী হইলে কখনই নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না। আমরা কৃষ্ণপাদোদ্ভবা গঙ্গার পবিত্র বারি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃষ্ণকার্ষ্ণ্যে ভক্তি প্রার্থনা করিয়া আজ গঙ্গাপূজা সমাধা করিতেছি।

শ্রীধামবাসী শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদোদকে কোটিতীর্থ বিরাজিত, তাঁহার পদরজে আনন্দিত হইতে পারিলেই কোটিতীর্থে কোটিস্নান করিয়া কোটিতীর্থস্নান ফলের চরম ফল লাভ হয়। সুতরাং স্নানাদি ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে বৈষ্ণবের পদধূলি, বৈষ্ণবের সম্বন্ধ এবং বৈষ্ণবের কৃপাকণার আশ্রয় একমাত্র আশ্রয়ের বস্তু হউন। বৈষ্ণবের পাদোদক লাভ করিয়াও যাঁহারা তীর্থস্নানের জন্য ব্যাকুল হন, তাঁহারা বৈষ্ণবকে জলাদিমাত্র বুদ্ধি করিয়া নিরয়গামী হন। গঙ্গাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুপাদোদ্ভবা রূপে দর্শন করিবার শক্তি যিনি দিতে পারেন তাঁহার পাদাশ্রয় ব্যতীত গঙ্গাজলের সম্মান করিলে কোন ফল হইবে না, প্রাকৃতে অপ্রাকৃতত্বের আরোপ বা জলে তীর্থ-বুদ্ধিরূপ আত্মবিনাশই বরণ করিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় করিয়া গুরুদেবের আনুগত্যে তীর্থভ্রমণ ও তীর্থস্নানাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনে প্রবৃত্ত হওয়াই নিত্যমঙ্গলের পথ, অন্যথা সবই ভস্মে ঘৃতাহুতি, ইহা উত্তমরূপে উপলব্ধির বিষয়।

রস

(ভাঃ ১।১।৩ শ্লোকের বিবৃতি হইতে গৃহীত)

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তি বদ্ধজীবগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অবলম্বন করিয়া জড়ভোগকে রস জ্ঞান করেন; বস্তুতঃ রসবস্তু অক্ষেন্দ্রিয়ভোগসম্বন্ধী নশ্বর ভাবমাত্র নহে। রসের স্বরূপ নির্ণয়ে শ্রীল রূপগোস্বামী স্বকীয় অমৃতময় 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভার-
ভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স
রসো মতঃ॥"

প্রাকৃত অক্ষেন্দ্রিয়ের ভোগাকাঙ্ক্ষামতে যে ভাবনা ভাবকাঙ্গক ভাবে উদিত হয়, তাহা অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারাতিশয্যের আধার-স্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল-হৃদয়ে আস্বাদিত হয় তাহাই 'রস'-সংজ্ঞায় অভিহিত। এই রস আবৃত্তি নিপুণ-সেবাদ্বারা যত অধিক আস্বাদিত হয়, ততই ইহার উৎকর্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং রসিক ভক্তগণই এই রসের মালিক।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রসিকচূড়ামণি। তাঁহার পরিকরগণও রসিক; এই রসিকগণ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকারে কৃষ্ণবিষয় রস আস্বাদনে সমর্থ। মধুররসের আশ্রয়জাতীয় শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-প্রমুখ যূথেশ্বরীবর্গ ও তদনুগা অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্ম সখীগণ, বাৎসল্যরসের নন্দযশোদাদি পিতামাতৃগুরুগণ, সখ্যরসের শ্রীল সুবল দাম বসুদামাদি সখাগণ, দাস্যরসের চিত্রক পত্রকাদি দাসগণ এবং শান্ত রসে গো বেত্র বিষাণবেণু প্রভৃতি নিত্যপরিকরগণ আশ্রয়সমূহ— এই পঞ্চবিধ মুখ্য রসিকগণ রসস্বরূপ নিত্য চিদানন্দে অবস্থিত। যে সকল সাধনসিদ্ধ ভক্ত এই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের একান্ত আনুগত্য করিয়া সাধন দ্বারা বর্দ্ধিতভাব আদর্শ হইয়াছেন, তাঁহারাও রসিকানুগত রসিক। এই রসিকভক্তগণের প্রকৃত সেবক-সম্প্রদায়ও শুদ্ধভক্তগণ 'রসিক' শব্দে সমাদৃত। শুদ্ধ জীবাত্মার স্বভাবে আবরণ অভিমান না থাকিলে তিনি কখনও প্রাকৃত রসাদির ন্যায় জড় ভোগময় বৈরস্যকে রস বলিয়া ভ্রম করিতে পারেন না। শুদ্ধ রসিকগণের মন নব নব রসের আলয় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রমণ করিয়া থাকে, তাই প্রাকৃত, হেয়, তুচ্ছ বৈরস্যের কথা তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইলে তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণা-কুঞ্চিত মুখে থুৎকার করিয়া থাকেন, যথা—

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারী-সঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিভাগ ৫।৩৯)

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচ প্রকার অঙ্গের বিশেষ আছে। সেই পাঁচ প্রকার বিশেষ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নাম-ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহ সঙ্গ নিপিষ্ট হইয়া সাধুগণ সাধনভজনে অগ্রসর হন সেই ভাবের আবির্ভাব হয়। তখন তাঁহারা সাধনপথ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধির পথে ভাব লাভ করেন। এই ভাব ঘনীভূত হইয়া প্রেমভক্তি-রসে পর্য্যবসিত হয়। ভাবরতি যাঁহার উদয় হইবে তাঁহারাই অধিকারী, তাহাতে নিষ্ঠার পূর্ব্বাবস্থায় কোন অংশ স্ফুরিত হয় না। সেই ভাবুকগণ স্থায়ী ভাব হইতে সামগ্রী চতুষ্টয়ের যোগে রসে নিমগ্ন হন।

দ্রষ্টব্য

দশহরা উপলক্ষ্যে অত্র প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী কল্য শনিবারে নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

বিবিধ সংবাদ

নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধ-জননী সভার উপাধি পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

নব্য ন্যায় (ক)

দ্বিতীয় বিভাগ—

২৪। শ্রীসর্ব্বানন্দকুমার গোস্বামী   গৌরীপুর টোল

ন্যায় (খ)

২৫। শ্রীগিরীশ্বর ভট্টাচার্য্য   নবদ্বীপ

বেদান্ত

দ্বিতীয় বিভাগ—

২৬। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য   নবদ্বীপ

সাংখ্য

দ্বিতীয় বিভাগ—

২৭। শ্রীহরিনাথ চক্রবর্ত্তী   ভাটপাড়া

২৮। শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী   ঐ

পুরাণ

দ্বিতীয় বিভাগ—

২৯। শ্রীনীলমণি দাস মহান্ত   নবদ্বীপ

৩০। শ্রীনন্দলাল অধিকারী   ঐ

সাধারণ দর্শন

দ্বিতীয় বিভাগ—

৩১। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণ সাংখ্য পুরাণতীর্থ, তোটালাল

স্মৃতি

দ্বিতীয় বিভাগ—

২০। শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ অধিকারী, বর্দ্ধমান, বিজয় চতুষ্পাঠী

২১। শ্রীগণেশকুমার ভট্টাচার্য্য   গৌরীপুর

২২। শ্রীকুঞ্জবিহারী কাব্যব্যাকরণ বিদ্যারত্ন,   নবদ্বীপ

২৩। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন শর্ম্মা পণ্ডিত, আঠারবাড়ী কাদম্বা চতুষ্পাঠী

কাব্য

দ্বিতীয় বিভাগ—

১১। শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী   সিয়ারসোল

১২। শ্রীনিত্যানন্দ দাস   নবদ্বীপ

১৪। শ্রীসুরেশকুমার গোস্বামী   নূতনগঞ্জ বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র নাথ   পিলজঙ্গ খুলনা

১৮। শ্রীশশধরদেব ভট্টাচার্য্য   নবদ্বীপ

১৫। শ্রীকৈলাসনাথ ভট্টাচার্য্য   নূতনগঞ্জ বর্দ্ধমান

ব্যাকরণ

দ্বিতীয় বিভাগ—

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ মজুমদার   রামপুরহাট

শ্রীশৈলজানন্দ খাঁ   নবদ্বীপ

শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী   সিয়ারসোল

শ্রীঅনন্ত দাস   নবদ্বীপ

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী   ঐ

শ্রীহরিদেব শর্ম্মা   ঐ

শ্রীশিবকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য   কীর্ণাহার

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার শর্ম্মা   নবদ্বীপ

শ্রীশ্যামাপদ মিশ্র   কাঁকোড়া

শ্রীবিশেশ্বর মিশ্র   নবদ্বীপ

নায়াগ্রার জলপ্রপাত উত্তীর্ণ

টরন্টোর হিল নামক এক ব্যক্তি নায়াগারা জলপ্রপাত পার হইয়াছেন। সেখানে জলের বেগ এত বেশী যে ঐ স্থান পড়িবামাত্র ভীষণ বেগে কঠিন প্রস্তরের উপর ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। হিল সাহেব আপনার দেহ একটী লৌহ পাত্রে প্রবিষ্ট করাইয়া জলপ্রপাতের নীচে ঘূর্ণী জলের ভিতর পতিত হন এবং বিদ্যুৎবেগে বহু ক্রোশ বাহিত হইয়া অনাহত অবস্থায় তীরে উঠেন।

ব্যবসায়ের সন্ধি

বুখারেষ্ট সহরে রুমানিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে ব্যবসায় সংক্রান্ত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ইংলণ্ডের পক্ষে মিঃ মাইকেল পেলেটেট এবং রুমানিয়ার পক্ষে টিলিয় সন্ধির কথা বার্ত্তা করিতেছেন।

দীপশলাকার উপর অতিরিক্ত কর.

সুইডেনের দিয়াশলাইয়ের উপর আতিরিক্ত কর বসানর জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যে ব্যবসায় চালান বড় অসুবিধাজনক হইয়াছে। এই জন্য তাহারা বিলাতে ব্রায়ান্ট কোম্পানী নামক একটী কোম্পানীর সৃষ্টি করিয়াছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অষ্ট্রেলিয়াতে দুইটী কারখানা খুলিয়েছে।

চীন এবং জাপানের মধ্যে নানকিং সহরে ব্যবসায়ের সন্ধি স্বাক্ষর হইয়াছে।

অনুতাপে আত্মহত্যা

মেক্সিকোর রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জায় একটী বাক্স আছে। তাহাতে দর্শকগণ টাকা কড়ি দিয়া থাকে। সেই টাকা দরিদ্রগণকে দান করা হয়। এক ব্যক্তি ঐ টাকা চুরি করিয়া ধরা পড়ে। তাহার এরূপ ভয়ানক অনুতাপ উপস্থিত হয় যে, সে অনুতাপে আত্মহত্যা করে। কারাগারে তাহার মৃত দেহ দোদুল্যমান অবস্থায় পাওয়া যায়।

ঘোড়গাছির খুন

পাঠক অবগত আছেন যে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ঘোড়গাছি গ্রামের বিজয় লাল নন্দী নামক একব্যক্তি খুন হইয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ সৎলোক ছিলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া অনেকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। তিনি বিষয় সম্পত্তি দেখা শুনা করিতেন, এজন্য অনেক লোকের সহিত তাঁহার মামলা, মোকর্দ্দমা বিবাদ বিসম্বাদ হয়। তিনি কখনও মোকর্দ্দমায় পরাজিত হন নাই। অনেকেরই তাঁহার উপর আক্রোশ ছিল। তিনি প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বেলগড়িয়া গ্রামে একজন ডাক্তারের বাড়ীতে আড্ডা দিতে যাইতেন। ঘোড়গাছিতে একটী সখের যাত্রার দল আছে। বেলগড়িয়া গ্রামের ভদ্রলোকেরা অনেকেই প্রতি সন্ধ্যায় যাত্রার দলের আখড়ায় আসেন। একদিন রাত্রিতে প্রায় এগারটার সময় তাঁহারা বাড়ী যাইবার সময় রাস্তার উপর বিজয় বাবুর লাস দেখিতে পান, তাঁহার মাথা কোমর এবং বুকে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং গলা কাটা অবস্থায় দেখা যায়। পুলিশ সন্দেহক্রমে একজন মুসলমানকে ধরিয়াছে।

সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণের সভা

সমস্ত সাম্রাজ্যের সংবাদ পত্র সমূহের প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে বৈঠক করিতেছেন। বিগত কুড়িবৎসরের মধ্যে এরূপ ধরণের সভা হয় নাই। প্রতিনিধিগণ গত মঙ্গলবারে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে এক ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন।

লবণ শুল্ক

অনেকের ধারণা এই যে লবণের উপর শুল্ক কোন দেশে নাই এবং এই শুল্ক কোন দেশে ছিল না এমন কি ভারতেও ছিল না। তাঁহাদের ধারণা এই ইংরেজেরাই লবণের উপর শুল্ক বসাইয়াছে।

এই ধারণা অমূলক। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২২—১৮৫ অব্দে মৌর্য্যরাজগণের সময় লবণের উপর শুল্ক ছিল। অর্থশাস্ত্রে লবণ রাজ্যের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। দাক্ষিণাত্যের শতবাহন রাজগণ এবং গুপ্তরাজগণের সময়ে এবং দুর্ভাগ্যে লবণ রাজগণের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। আইনীআকবরিতে লিখিত আছে যে আকবরের সময়ে লবণের উপর শুল্ক ছিল পরবর্ত্তী মোগলদিগের সময় লবণের উপর শুল্ক আদায় হইত।

গাড়োয়ান ধর্ম্মঘটের জের

পাঠক অবগত আছেন যে কলিকাতার গাড়োয়ান ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বাবু মদন মোহন বর্ম্মণ মহাশয়ের উপর একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল চলিতেছে। হাইকোর্ট মদনবাবুকে জামীনে খালাস দিয়াছেন। [illegible] হাজার টাকার পুলিশের জামীন এবং [illegible] করিয়া দুইটী জামীন দিতে হইয়াছে। মদন বাবু লিখিত স্বীকারোক্তি করিয়াছেন যে বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন না এবং গাড়োয়ান বা অন্য কোন শ্রমজীবীর নিকট এমন কোন কথা বলিবেন না যাহাতে ধর্ম্মঘটের অনুষ্ঠান হইতে পারে। মহামান্য হাইকোর্ট আদেশ দিয়াছেন যে যদি মদন বাবু স্বীকারোক্তি অনুসারে কাজ না করেন, তাহা হইলে জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। মদন বাবু কর্পোরেশনের সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন বটে, তবে যদি তাঁহার বক্তৃতার এমন কিছু থাকে যাহাতে ধর্ম্মঘট বাধিতে পারে, কিম্বা সাম্প্রদায়িক অথবা অন্য প্রকারের দাঙ্গা প্রভৃতি ঘটে, তাহা হইলেও তাঁহার জামীন নাকচ হইবে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হয় যে মদন বাবুকে জামীনে খালাস দিলে আবার ধর্ম্মঘট অথবা অন্য প্রকার গোলযোগের আশঙ্কা হইবে। যাহা হউক, জামীন মঞ্জুর হইয়াছে।

কংগ্রেস সেক্রেটারির দণ্ড

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের আদালতে বঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কিরণশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তিনি মুদ্রাকর অথবা প্রকাশকের নাম না দিয়া "[illegible]" শীর্ষক একখানি পত্রিকা বাহির করেন। বিচারে তাঁহার উপর তিন মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ছাত্রের সংবাদ

[illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible] এম এ পি টি এবং [illegible] কলিকাতার শ্রীগৌরাঙ্গ মঠে আসিয়াছিলেন। [illegible] বাবুর্চি এবং [illegible] পুরুষগণের আলোচনা বিষয় তাহা তাঁহাদিগকে [illegible] হইয়াছিল। ঐ সময় উৎসবাদি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত ও [illegible] হইয়াছিল তাহাও তাঁহাদিগকে অবগত করান হইয়াছিল।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পাঁচদিনে দম্ম বা কফ কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র লোক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগী দিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

শ্রীযুক্ত .... মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত .... পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার .... কঠিন .... রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের .... ১০ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, ... ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃদয়, পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক অজিজন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েপুর, পাতেনারিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

গ্রাহকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, পদসূচী, অধ্যায়সূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী ও বলিত বোল্ড টাইপে ডবল ক্রাউন, আঠারপেজী আকারে চিঠা-পত্রের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা ২৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বর্ণলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, শ্বাসরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অকালবার্দ্ধক্য সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধজল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর: ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে .... প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ... ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, ... মহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষ্ণনগর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এম্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৭৭ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭।৶৹ সাধারণ পক্ষে ২১।৶৹। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/৹।

সম্পূর্ণ গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম গ্রাহকগণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত [illegible] খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥৹ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৶৹ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶৹
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷৹
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/৹
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুসুমকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১১ হনুমান রোড্, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা;
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭৩২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, নবদ্বীপ
১০। শ্রীপাদ ধনঞ্জয় ভক্তিশাস্ত্রী রাণাঘাট।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফ্লেন

টনিক ও সালসা   পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। 'কলের পরিচারক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ পাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফ্লেনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন সপ্তাহ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর থাকিলে সেবন করুন। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।/০ আনা, ডজন ৪।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

দাম ৫ আনা
শিশি ৮০ আনা, ডজন ৮
ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক প্রোক্ত বৈদ্যক উপাদানে খাটি কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাশক্তি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে উহার অনুতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণের দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্ত সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত ক্ষত, কঠিন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিশূল, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কঠিন ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, এরূপ মস্তক স্নিগ্ধকারী মাত্র তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতারক দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৮৩ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩[illegible] সোমবার ৯ই জুন ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে মহিলা পিকেটিং

গত ৭ই জুন তারিখে কৃষ্ণনগরে আবকারী দোকানে কয় মহিলাগণ পিকেটিং করিয়া দেশবাসীকে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পিকেটিং এ দণ্ড

কলিকাতা বৌবাজার ষ্ট্রীটের ফুটপাথের উপর শয়ন করিয়া খদ্দরের কাপড় বিক্রয়ে পিকেটিং করিবার জন্য কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ১৫ জনের প্রত্যেকের ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে ২ মাস বিনা শ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

জঙ্গলসম্বন্ধীয় আইনভঙ্গের অভিযান

বেরার "ওয়ার কাউন্সিল" জঙ্গল-সম্বন্ধীয় আইনভঙ্গ জন্য সত্যাগ্রহ অভিযান চালাইবার কথা স্থির করিয়াছেন এবং [illegible]কে প্রধানকেন্দ্ররূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস

লক্ষ্ণৌয়ের কংগ্রেস সমিতির কার্য্য কয়েকদিন স্থগিত ছিল কিন্তু তাহারা পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মিঃ জে, কে, বান্দাজির নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করায় সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিমানবিহারীর মৃত্যু

থ্যাডবাথা আকাশ 'ব' পোত চালক পল প্যাটেন বড়ের সময় অবতরণ করিবার কালে প্রবলবেগে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহার বিমানপোতটী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন

কৃষ্ণনগরে মহিলা পিকেটিং

বিলাতে ভারত কথা, গাড়োয়ান ধর্ম্মঘটের জের

পিকেটিং এ দণ্ড

নদীয়ার শবদাহে মাশুল, ইংরাজ ধর্ম্মযাজক নিহত

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস

জঙ্গল সম্বন্ধীয় আইনভঙ্গের অভিযান

উরলি বউলের হাঙ্গামা

আফ্রিদিগণের আক্রমণ, সীমান্তে যুদ্ধ

জাহাজে বিপত্তি

কণ্টাই মহকুমায় লবণ তৈয়ার

২জন খুন ও ৭জন আহত

উরলি বউলের হাঙ্গামা

[illegible] উরলি বউলে [illegible] জন আহত হয়, তাহা[illegible] অবস্থা খারাপ। [illegible] প্রতিবাদস্বরূপ [illegible] করায় এবং [illegible] এই হাঙ্গামা ঘটে।

ডাক্তারি ডিগ্রী সমস্যা

বিলাতের মেডিক্যাল কাউন্সিল [illegible] ডাক্তারি ডিগ্রী সমন্ধে [illegible] অস্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে [illegible] গভর্ণমেণ্ট একটী [illegible] করিতেছেন। [illegible] করিবেন।

[illegible]

গাড়োয়ান ধর্ম্মঘটের জের

[illegible] করিতে পারিবে।

ইংরাজ ধর্ম্মযাজক নিহত

[illegible]

নানা খবর

নদীয়ায় [illegible]

[illegible]

নিয়োগ ও বদলি

[illegible]

[illegible] কুমার নামক [illegible]

২ জন খুন ও ৭ জন আহত

[illegible]

[illegible] ও নবীন [illegible]

[illegible]

সামরিক বিচার

[illegible] সৈন্যদল [illegible] যুদ্ধ [illegible] কাজ করার [illegible] করিয়াছে। [illegible] দৈনিক পুরুষ [illegible] ও [illegible] সময় আদেশ [illegible] নামক [illegible] কাপ্তেন [illegible] নামক সামরিক কর্মচারী [illegible] সৈন্যকে [illegible] করিতে [illegible] করে। [illegible] সৈন্য [illegible] বর্ষ [illegible] কয়েকজন [illegible] করিতে বাধ্য [illegible] করিয়াছে।

বিলাতে ভারত কথা

বিলাতের [illegible] ভারত [illegible] প্রকাশ করেন [illegible] হইতে [illegible] আছে। [illegible] জন এবং [illegible] ৮ জন [illegible] ত্যাগ করিয়াছে। বাংলা [illegible] জন [illegible] হইয়াছে।

আফ্রিদিগণের আক্রমণ

ভারত সীমান্তে আফ্রিদি জাতীয় লোক বাস করে। তাহাদের সাহস ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পেশওয়ার হইতে "ষ্টেট্সম্যান" সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে দলে দলে [illegible] জাতীয় লোক সহরের দক্ষিণে এবং ক্যান্টনমেন্টের [illegible] আক্রমণ চালাইয়াছে। তাহারা [illegible] করিতে [illegible] কিন্তু [illegible] করিতে অস্বীকার করায় তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই।

সীমান্তে যুদ্ধ

দলে দলে আফ্রিদি জাতীয় লোক পশ্চিম দিক দিয়া [illegible] সেই সময় [illegible] নামক [illegible] আক্রান্ত হয়। [illegible] পেশওয়ার হইতে [illegible] আফ্রিদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বাধ্য করে। [illegible] এবং [illegible] মধ্যে দুই পক্ষে যুদ্ধ হয়। [illegible] সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। পেশওয়ার [illegible] অবস্থা যেরূপ, তাহাতে সীমান্ত জাতীয় লোকদিগকে সেখান হইতে দূরীভূত করা কঠিন। [illegible] মধ্যে কয়েকজন [illegible] হইয়াছে। [illegible] লোক [illegible] হইয়াছে তাহার সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

[illegible] ব্যবসায়ীদের মন্তব্য

[illegible]

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকায় [illegible] ও [illegible], [illegible] আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] ফেশবজী, ১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতার [illegible] পাশ্চাত্য ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা [illegible] কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible]—জে, বি, দত্ত

ফেরাম্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই ফেরাম্-কুইনিন দ্বারা ইনজেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন [illegible] বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডুং ৭৲ টাকা

[illegible] এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে পাওয়া যায়। ২নং [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ঃঃ —

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

[illegible] বলিয়াছেন— [illegible] গ্রহণ না করে, [illegible] চেষ্টা [illegible] এই সকল ব্যাপারে বিপুলভাবে চেষ্টা [illegible]। [illegible] এই সকল [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] বিনি আর একটী [illegible] সম্প্রদায় [illegible] কথা [illegible] করিতেছে। [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের মৌলিক চেষ্টা [illegible] চেষ্টা নাই।

রসিকরাজচূড়ামণিত্ব ও সাধারণ কর্ম্মবীরত্বে প্রভেদ কি ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বপ্রচার ও বাউল সহজিয়ার পদাবলেহন এক নহে

যাজপুরে বনমহারাজ

কৃপাদেশ

দ্বিতীয় লীলাবতার শ্রীকৃষ্ণদেবের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপীঠ [illegible] শ্রীমন্দির [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রকাশ [illegible]। শ্রী[illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] শ্রীপাদপীঠ [illegible]।

[illegible] আমাদের [illegible] শ্রীল [illegible] কৃপাদেশ [illegible] কৃপাদেশ [illegible] শ্রী[illegible] শ্রীবরাহদেবের [illegible] শ্রীপাদপীঠ [illegible] হইবেন, [illegible] আমাদিগকে যাজপুরে যাইতে হইবে। চতুর্দ্দশ [illegible] শ্রীবরাহ-দেবের স্থানে শ্রীপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিবার শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা বুঝিয়া আমরা কটক হইতে যাজপুরে রওনা হইলাম।

যাজপুর-পথে

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। নিদাঘের প্রবল [illegible] যেন বিশ্বজগৎকে দগ্ধীভূত করিবার জন্য [illegible] করিতেছে। [illegible] শ্রীগোর [illegible] চক্ষু [illegible]।

যাজপুরে শ্রীবরাহমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ

ভাগবত-কথা

[illegible] জগতে এ আর কতটুকু গর্ব্ব। [illegible]! এই উত্তাপ আবার আমাদের প্রাপ্য [illegible] আমাদের [illegible] হইতে পারে, কিন্তু চিত্তবৃত্তি[illegible] চিত্তে যেই [illegible] শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম উদয় করাইবার জন্য [illegible] প্রভুপাদের কৃপাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া [illegible] পথে চলিয়াছি। [illegible] কি [illegible] এক প্রবল থাকিবে? [illegible] কি [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাজপুরে [illegible] কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে আলোচনা করিতে [illegible]। [illegible] যাজপুর রোড ষ্টেশনে আসিয়া [illegible] আমরাও [illegible]।

যাজপুর রোড ষ্টেশন কটক ও [illegible] অবস্থিত। [illegible] ষ্টেশন হইতে [illegible] দূরে। [illegible] নদী [illegible] হইতে একখানা মোটর বাস [illegible] ষ্টেশন [illegible] হইতে [illegible] মোটরে [illegible] ভাড়া লাগে।

আমাদের [illegible] টাকা [illegible] যাজপুর সহরে উপস্থিত হইয়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরের [illegible] [illegible] স্থান গ্রহণ করিলাম।

যাজপুরে

কটক জেলার অন্তর্গত যাজপুর একটী [illegible]। [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] কোন [illegible] নাই। [illegible]।

[illegible] যাজপুর একটী প্রসিদ্ধ স্থান না হইলেও [illegible] যাজপুর একটী [illegible] যাজপুরের চতুর্দ্দিকে বহু [illegible] বিদ্যমান।

'যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান।
লক্ষ বৎসরেও [illegible]।
দেবালয় [illegible]।
কেবল [illegible]।'

(চৈঃ ভাঃ)

যাজপুরে মহাপ্রভু

শ্রীমন্মহাপ্রভু যাজপুরে [illegible] বিজয় করিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীনীলাচলের পথে—

'[illegible] আইলা [illegible]
[illegible]।
[illegible]
যাজপুরে [illegible]।'

(চৈঃ ভাঃ)

দ্বিতীয়বার নীলাচল হইতে বাঙ্গালা-দেশ হইয়া বৃন্দাবনে যাইবার সময়—

'দুই ব্রাহ্মণ সেই প্রভু-সঙ্গে যায়।
'যাজপুর' আসি প্রভু তারে বিদায় দিলা॥'

(চৈঃ চঃ ম ১৬।১৫০)

সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] যাজপুরে [illegible] অবস্থান করিয়া মহা-আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং [illegible] ভক্তগণকে [illegible] একরাত্রি [illegible] সকল [illegible] দিয়া-ছিলেন।

[illegible] যাজপুর।
[illegible] ঠাকুর॥
[illegible] ধরিলেক মনে।
[illegible] আপনে॥
[illegible] বিকল।
[illegible] সকল॥
না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ।
[illegible] হইলেন ভক্তগণ॥
[illegible]।
জানিলাম [illegible]।
[illegible] যাজপুর গ্রাম।
[illegible] স্থান।
[illegible] কার এক ঠাঁই।
[illegible] প্রভু পাইব এথাই॥
[illegible] ভক্তগণ।
[illegible] ভোজন॥
[illegible] যায়।
[illegible] যাজপুর [illegible]॥
[illegible] বসিয়া।
[illegible] মিলিলা আসিয়া॥
[illegible] ভক্তগণ [illegible]।
[illegible] হইয়া কৃতকৃত্য।
[illegible] যাজপুর [illegible]।
[illegible] শ্রীচৈতন্য॥

চৈঃ ভাঃ অ ২।২৯৯-৩০৪

[illegible] সন্ধ্যার [illegible] পৌঁছিলাম, [illegible] শ্রীল [illegible] গমন করিয়া [illegible] দর্শন করিলাম।

বৈতরণী

[illegible] বৈতরণী নদী যাজপুরের [illegible] করিয়া [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] বিরাজ [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] প্রদেশে [illegible] যাজপুরীক [illegible] [illegible] [illegible]

অবগাহন সংলোপযোগী জল থাকায় আমরা কথা হইতে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে স্নান করিলাম। বৈতরণী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে—

মহা-তীর্থ বহে যথা নদী বৈতরণী।
যার দরশনে পাপ পলায় আপনি॥
জন্তু মাত্র যে নদীর হইলেন পার।
দেব-রূপে দেখে চতুর্ভুজের আকার॥

দশাশ্বমেধ

বৈতরণীতে স্নান করতঃ প্রায় একশত গজ বালুকাময় চড়া পারে হইয়া যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নান করিয়াছিলেন, সেই দশাশ্বমেধঘাটের জল মস্তকে ধারণ করিলাম।

"প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে ন্যাসীমণি।
স্নান করিলেন ভক্ত সংহতি আপনি॥"
(চৈঃ ভাঃ অ ২।২২১)

দশাশ্বমেধ ঘাট বৈতরণীর সন্নিকটবর্তী স্থলে শ্রীবরাহদেবের মন্দিরের সম্মুখস্থিত ঘাট। ঘাটটী প্রস্তরে বাঁধান। এই ঘাটে ব্রহ্মা প্রথমে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। বর্তমানে প্রতি বৎসর শ্রীবরাহদেবের উৎসবোপলক্ষে এখানে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। কর্ম্মিগণ এখানেও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন।

শ্রীবরাহ মন্দির

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে প্রধান প্রবেশ-দ্বারপথে শ্রীবরাহদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম প্রাঙ্গণের চতুর্দিক ছোট ছোট মন্দিরবেষ্টিত এবং মধ্যস্থিত সুপ্রাচীন শ্রীবরাহদেবের বৃহৎ মন্দিরচূড়া গগন-স্পর্শ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। প্রবেশদ্বারে দণ্ডবৎ প্রণামান্তে প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নীলাচলে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত শ্রীগরুড় স্তম্ভের ন্যায় তথায়ও একটী স্তম্ভ রহিয়াছে। ক্রমশঃ দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পূজারিগণদ্বারা নীত হইলাম। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখীন হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর তথায় আগমন ও নৃত্য-গীতাদির কথা মনে হইতে লাগিল।

"দেখি আদি বরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যার দরশনে হয় সর্ব্ব বন্ধনাশ॥
প্রেমে প্রভু গেলা আদি-বরাহ সম্মুখে।
বিস্তর করিলা নৃত্য-গীত-প্রেম-সুখে॥"
(চৈঃ ভাঃ অ ২।২২২)

দেখিলাম, সিংহাসনোপরি দক্ষিণে 'শ্বেতবরাহ' মধ্যে 'যজ্ঞ-বরাহ' ও তাঁহার বামে 'লক্ষ্মীদেবী' এবং অগ্রভাগে শ্রীজগন্নাথ [illegible] বিরাজিতেছেন। শ্রীবিগ্রহ দিব্যবেশ-ভূষণে ভূষিত। প্রধান সিংহাসনের সম্মুখে আর একটী সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দ, গোপাল, বরাহ-লক্ষ্মী ও শালগ্রাম বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহ সকলকে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ করিলে মন্দিরের অর্চক আমাদিগকে মাল্যচন্দনাদি প্রদান করিলেন। আমরা তাহা শিরোধারণ করিয়া মন্দির-প্রকোষ্ঠের আসিয়া শ্রীবরাহমন্দিরের সম্মুখস্থিত পূর্বদিকে আর একটী সুন্দর মন্দির দেখিলাম। এই মন্দিরে "গদাধর" "সুদর্শন চক্র" ও "নৃসিংহদেব" প্রপূজিত হন। তথায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীবরাহ-মন্দির-দক্ষিণে "বলি ও বামনদেব"-মন্দির দর্শন করিবার সৌভাগ্য হলো। ঐ "বলি-বামন"-মন্দির সম্মুখে "গরুড়" আছেন। 'বলি-বামন'-মন্দিরের আরও দক্ষিণে "ক্ষেত্রপালিনী" দেবীর শ্রীমন্দির সুশোভিত; শ্রীবরাহদেবের প্রধান মন্দিরের পশ্চিমে "শ্বেত-বরাহ", "যজ্ঞ-বরাহ", "ভগবতী-বরাহ" ও 'লক্ষ্মী'— এই ৪ প্রকার শ্রীমূর্ত্তির মন্দির অবস্থিত। এবং শ্রীবরাহ-মন্দিরের উত্তরে শ্রীবিগ্রহের রন্ধনশালা বর্তমান রহিয়াছে।

এই ভাবে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে উঠিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধানদ্বারদেশের দক্ষিণে "কাশী-বিশ্বনাথের" মন্দির ও তৎপশ্চাতে "মুক্তিনাথের" একটী ছোট মন্দির দেখিলাম।

তথায় যাবতীয় মন্দিরাদি দর্শনান্তে আমরা স্থানীয় প্রধান প্রধান পূজারিগণকে আহ্বান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপীঠ স্থাপনের জন্য "কাশীবিশ্বনাথ" মন্দিরের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ প্রধান প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করিয়াই বামদিকে স্থান নির্দেশ করিলাম। পাণ্ডা ও পূজারিগণ সকলেই তাহাতে উৎফুল্লতার সহিত স্বীকৃত হইলেন। মন্দির-কমিটীর প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে অনুমোদন-বাক্য লিখাইয়া লইলাম।

যাজপুরে শ্রীবরাহদেবের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার বর্তমানে একটী কমিটীর হস্তে ন্যস্ত আছে। চারি জন ব্যক্তি এই কমিটীর সভ্য, তবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বাবুই তাঁহাদের মধ্যে প্রধান।

শ্রীমন্দিরের পূজক তিন জন—শ্রীযুক্ত ভাগবত দীক্ষিত, শ্রীযুক্ত বৈষ্ণব দীক্ষিত ও শ্রীযুক্ত পাহু দীক্ষিত।

শ্রীবিগ্রহের ভোগরন্ধন করিবার ভার দুই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত আছে। তাঁহাদের নাম শ্রীনিধি পাণ্ডা ও শ্রীদুঃশাসন পাণ্ডা। এই পাণ্ডাদ্বয় শ্রীমন্দিরের উত্তর দিকে প্রাচীর-অভ্যন্তরেই বাস করেন।

[illegible] বন্ধু ও নিধি বন্ধু ভক্তিমান্ পুরুষদ্বয় প্রত্যহ শ্রীলক্ষ্মী-বরাহ, শ্রীরাধা-গোবিন্দ, গোপাল, নৃসিংহ ও শালগ্রামের চন্দন-সেবা করেন। এই ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন সেবা-ভার অর্পিত আছে।

পৌষমাসের শুক্ল দ্বাদশীতে শ্রীবরাহদেবের জন্মোৎসব হয়। এই সময় সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন। একাদশীতে, চন্দন-যাত্রায়, দোলযাত্রায় ও ঝোলনযাত্রায় বহু সমারোহে উৎসব হইয়া থাকে। বারুণী-যোগে লক্ষ লক্ষ নরনারী এখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপদস্পৃষ্ট দশাশ্বমেধ ঘাটের পূতসলিল জল মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বৈতরণীর জল বর্ষা ব্যতীত অন্য সময় থাকে না। দোল-পূর্ণিমার সময় সেই বৈতরণীর বালুকাময় বিশালবক্ষে যাজপুরের বহু দেবালয়ের যাবতীয় দেবদেবীগণ আগমন করিয়া শ্রীবরাহদেবের উৎসব করেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। নদীর বক্ষে দেব-দেবীগণ লইয়া পাণ্ডাগণ উপস্থিত হইলে মহাসমারোহে এক বিরাট উৎসব ও মেলা হয়। যাজপুরের এই মেলা দেশ-প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিকমাসে রাসপঞ্চক উৎসবও হইয়া থাকে।

বিরজা মন্দির

এই শ্রীবরাহ মন্দির ব্যতীত যাজপুরে শ্রীবিরজা-মন্দিরও বিশেষ বিখ্যাত।

"নাভি গয়া বিরজাদেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র দশ যোজন প্রমাণ॥"
(চৈঃ ভাঃ অ ২।২৮৮)

এই বিরজামন্দির সম্মুখেই কর্ম্মিগণ পিণ্ডাদির প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীবরাহদেবের মন্দির দর্শন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্দেশ ও তাঁহাদিগের মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ করিবার যাবতীয় ব্যবস্থা করিবার পর কলিকাতা হইতে পরমপূজ্যপাদ কুঞ্জদা'র সংবাদ পাইয়া সেই দিনই আমরা পুরী যাত্রা করিলাম। বিরজার মন্দির আর দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।

ভাগবত কথামৃত

উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ, তদীয় উপাসনা এবং তদীয় উপাসক অপ্রাকৃত বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে এই অপ্রাকৃত বস্তুসমূহই বর্ণিত হইয়াছে। প্রাকৃত জনগণ প্রাকৃত ভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রাকৃত বিচার দ্বারা এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে বস্তুর বাহ্যরূপ দর্শন বা অন্যান্য প্রতীতি মাত্র ঘটে কিন্তু বাস্তব বস্তুর স্বরূপ দর্শন ঘটে না। শরণাগত শিষ্য দিব্য গুরুমুখ হইতে অধোক্ষজ জ্ঞান লাভ করেন, তাহাতে হৃদয় নির্মল হয়। এই নির্মল হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্ব বাসুদেবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই নির্মল হৃদয়েই জীবাত্মার স্বরূপের লীলাকথা স্ফুরিত হয়।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ভক্তিহীন অনুসন্ধানের চেষ্টার নাম অন্যচেষ্টা অথবা অভক্তি পথ। সেই জ্ঞান লাভের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্মে অবস্থানপূর্বক সাধুমুখে উচ্চারিত শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্তনাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম না করিলেও তাঁহাদের দ্বারাই অজিত ভগবান্ জিত অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি বর্তমান, ধর্ম, জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি অভিজাত্য-কুল-জ্ঞান-যোগ-ব্রত বা গুণযুক্ত, সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই, সে মনোরথ দ্বারা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত, সুতরাং তাহাতে মহদ্গুণগ্রামের সম্ভাবনা নাই।

পরিদৃশ্যমান জগতে ভোগ্যবস্তুদর্শনে ভোক্তৃত্ব বা কামনার উদয় হয়। সেই কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভেচ্ছু জনগণই তত্ত্বকামী। ঈশ্বর বস্তুসমূহের উচ্চাবচ কল্পনায় যে ভুক্তিমুক্তির বিচার আছে তাহা ঐহিকালিক ও ভাবীয় বিচার মাত্র। যে সময়ে জীবের ভোগ-ই মুখ্যরূপ বস্তুভাব প্রবল, সেই সময়ে জীব বস্তু ভক্তির আদর্শ ভোগ্যবস্তুর উচ্চাবচ নিরূপণ মাত্র। তাদৃশ বুদ্ধি মায়িক। উহাতে বৈকুণ্ঠের অধোক্ষজের দাবী নাই, তাই কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন—

'দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥'

যাঁহারা নিত্যানিত্যলীলাকে নিজের ভোগ্য বস্তুসমূহের ন্যায় প্রতীতি সমাধান করেন, তাঁহাদের চিত্ত কখনই শুদ্ধ হয় না। কীর্ত্তন চেষ্টাদের যে মনোনিগ্রহ-প্রয়াস, তাহার ক্রিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের উপর, সুতরাং প্রাকৃত। এই প্রাকৃত দাস্য হইতে মুক্ত না হইলে প্রকৃত ভক্তরূপ হয় না।

অথ কৃষ্ণেতর বৈষ্ণব একমাত্র কামনা অপ্রাকৃত ভাবদেবের শ্রীচরণ, যাঁহাতে প্রাকৃত কামনা স্থান পায় না, তাই তিনি বস্তুতঃ তত্ত্বকাম। এই তত্ত্বকাম কাহারও মাতা পাঞ্চপাবনী সুরধুনী হইলেও থাকে, কারণ সুরধুনীতে অবগাহন করিলে পর অপবিত্র ব্যক্তি পবিত্র হয়, কিন্তু কার্য্যের বা বৈষ্ণবের স্পর্শমাত্র যে পবিত্র হইয়া থাকে তাই বৈষ্ণবঠাকুর সম্বন্ধে আপনার মহাভাগবত ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম গাহিয়াছেন—

'গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥'

বৈদিক শব্দ-গ্রন্থ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্ত গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

[illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

[illegible]

প্রকাশিত হইয়াছে

সাধারণ বাঙ্গালায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার বাসনা অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমাবৃত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোল-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীজৈবধর্ম্ম (?)

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের স্বরূপ ও ভাবগত বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴৹, নবদ্বীপশতক— ৴৹

অর্থপঞ্চক—৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১৹

আমরা অজ্ঞতা বশতঃ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলি। যাহা চাই এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাঙ্গালার কল্যাণের কল্পতরু; যাঁহারা [illegible] প্রাপ্তে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব-অভিধান)

[illegible] ১। [illegible] চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের [illegible], ৩। [illegible] শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। [illegible] ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। [illegible] [illegible] আকরস্থলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৸৹, ৪ খণ্ড একত্রে ৩৲ (যেমত এবং)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের [illegible] ছয়টি সন্দর্ভের অন্যতম প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন [illegible] পুস্তক আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible]
[illegible] ৫০
২। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৹
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৹
৫। [illegible] ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রী[illegible] [illegible] ১
[illegible]
৭। [illegible] ৷৹
৮। [illegible] ৷৹
[illegible] ৷৹
৯। [illegible] ১৲
১০। [illegible] ৷৹
১১। [illegible] ১৲
১২। [illegible] ৷৹
১৩। [illegible] ১৲
১৪। [illegible] ৷৵৹
১৫। [illegible] ৷৹
১৬। [illegible] ৷৹
১৭। [illegible] ৷৹
[illegible] ৷৹
[illegible] ৷৹
[illegible] নবদ্বীপ [illegible] ৷৹
২০। [illegible] ৷৹
২১। [illegible] ৷৹
২২। [illegible] ৷৹
২৩। [illegible] ৷৹
২৪। [illegible]
[illegible] ৷৹
[illegible] ৷৹
২৫। [illegible] ৷৹
২৬। [illegible] ৷৹
২৭। [illegible] ৷৹
২৮। [illegible] ২৲
২৯। [illegible] ৷৹
৩০। [illegible] ৷৹
৩১। [illegible] ৷৹
৩২। [illegible] ৷৹
৩৩। [illegible] ([illegible]) ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] ব্রজকিশোরচন্দ্র উকীল [illegible]

[illegible] অনুসন্ধান করিতে পারেন –

[illegible] নদীয়া। অথবা শ্রীযুত [illegible] জেলা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

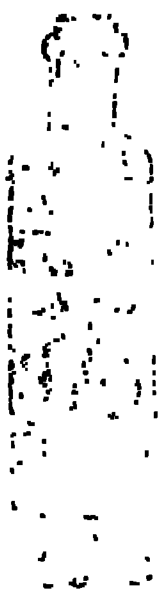

[illegible]

[illegible]—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible]

[illegible] পড়ে পাওয়া দুর্লভ

চিত্রে নবদ্বীপ

[illegible] এম্, এ প্রাজ (লাহোর)

[illegible] চিত্র [illegible]

[illegible] ২, দুই টাকা মাত্র।

[illegible]

[illegible]

[illegible] নিত্যানন্দ

[illegible]

[illegible] গোস্বামী প্রভু

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রেস-সাধু)

আয়ুর্বেদীয় [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪, টাকা

[illegible] প্রস্তুত।

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩, টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

[illegible] ইহা অব্যর্থ [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধজল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible]

[illegible]

অশ্বগন্ধার সুপরিচিত

[illegible] সুপরিচিত [illegible]

১। [illegible]—মহৌষধ, [illegible] শুক্রতারল্য প্রভৃতি নিবারিত [illegible] মূল্য ১, একটাকা।

২। [illegible]—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। [illegible] ইহার ব্যবহারকারীরা [illegible] ব্যবহার করুন [illegible] প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

[illegible] আবিষ্কৃত—

[illegible] জন্য কাৰ্ড লিখুন :—

[illegible] স্ট্রীট,

[illegible]

[illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

১৭শ খণ্ড গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৲॥৶০ সাধারণ পক্ষে ১১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴০।

দশমস্কন্ধ ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ কার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উদার ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, —চটক পর্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ. সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটী, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রণগ্রাম পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিরুলিয়া পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বসু দাস এণ্ড রোড, খুলনা;
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
মল্লিকপাড়া কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৭।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর.
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরজামোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible]
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় [illegible]
১০। শ্রী[illegible] [illegible]
শ্রী[illegible] ঐ

দৈনিক শর্মা-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফাইন

টনিক ও সালসা — পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। "কলেজ পরিচালকে"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এখন সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ৪০ আনায় পারফাইনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন পরম উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্স্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

মূল্য ৬ আনা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

ঋষি চরক প্রণীত উপাদানে খাঁটী কাঁচা তিল তৈলে তুলসী, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, কেশর, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহামূল্য দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা সদ্য সমভাবে ইহার অনুমোদন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী ও পুরুষের স্নায়বিক বাতুজ দূষিত রক্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অর্শ, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা, মস্তিষ্ক এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নানা প্রকার ব্যাধির প্রশমনকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এক মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল কিনিবার সময় লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় অনেক দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইয়া অধিক লাভের আশায় জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুসী হন।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা - "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১,
প্রতি কলম ৬,
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২,
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সংবাদের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৮৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১০ই জুন ১৯৩০

ভারতই বিলাতের সর্ব্বস্ব

শ্রীসদস্যের কর্ম্মত্যাগ, ম্যানিবেসেন্টের মত

সতীনসেনের প্রায়োপবেশন

ধরসনা সত্যাগ্রহে ৯০০ আহত, ভাগলপুরে বিষম কাণ্ড

পিকেটিংএ ৭২জন গ্রেপ্তার

স্বেচ্ছাসেবক ও সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড

কংগ্রেস আক্রমণ

মেদিনীপুর জেলায় পুলিশ কর্ত্তৃক গুলি বর্ষণ

১৭জন আহত

বাঁকুড়ায় উকিল গ্রেপ্তার

কর্পোরেশনেও গবর্ণমেণ্ট, বরিশালে ২৩জন মুক্ত

বিবিধ সংবাদ

ভারতই বিলাতের সর্ব্বস্ব

লর্ড লয়েড [illegible] বলেন, বিলাতের প্রত্যেক পুরুষের এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোকের [illegible] এক পঞ্চমাংশ ভারত হইতে আইসে। ভারতের উপর বিলাতের [illegible] বেশী নির্ভর করিতে হয়। ভারতে বিলাতের স্বার্থ মোটেই বিপন্ন করিতে পারা যায় না—এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়। ভারতই বিলাতের সর্ব্বস্ব।" (ডেলি মেল ফ্রি প্রেস)

শ্রী সদস্যের কর্ম্মত্যাগ

সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদ কল্পে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার প্রথমা স্ত্রী সভ্য, শ্রীমতী [illegible] [illegible] পদত্যাগ করিয়াছেন।

সতীন সেনের প্রায়োপবেশন

সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে গত [illegible] হইতে বাবু [illegible] বাবু সতীশ নাথ সেন প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। তবে এই বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

মিসেস্ এ্যানি বেসেন্টের মত

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের প্রতিনিধি সাক্ষাতে মিসেস এ্যানি বেসেন্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে এখনই স্বরাজ না দিলে শান্তি হইবে না। ভারতবাসীকে তাহাদের নিজেদের আইন তৈয়ার করিবার ও [illegible] করিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে।

অগ্নিকাণ্ড

[illegible] পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসটী আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। কিরূপে যে আগুন লাগিল তাহা এখনও জানা যায় নাই।

ভাগলপুরে বিষম কাণ্ড

ভাগলপুরের অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে কংগ্রেস [illegible] পুলিশ [illegible] করার জন্য ১৫০ জন চৌকীদার [illegible] নিযুক্ত এবং ২জন দফাদার কার্য্যত্যাগ করিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিষেধ করেন।

পুলিশ [illegible] আক্রমণে যে [illegible] [illegible] বলিয়া দখল করিয়া লইয়াছে।

নয় শত আহত

ধরসনা সত্যাগ্রহে মোট আহতের [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ১১১ জন [illegible] [illegible] ৯০০ [illegible] [illegible] [illegible] হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছেন।

২৩জন মুক্ত

বরিশালে [illegible] [illegible] ৩০ জন [illegible]। [illegible] ২৩জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কংগ্রেস কমিটী

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই

করপোরেশনেও গবর্ণমেণ্ট

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন।

৭২জন গ্রেপ্তার

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দণ্ডিত হইয়াছে।

নানা খবর

মেদিনীপুর জেলায় পুলিশ কর্তৃক গুলি বর্ষণ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ট্রেনের সহিত গাড়ীর ধাক্কা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কংগ্রেস আক্রমণ

[illegible]

স্বেচ্ছাসেবক ও সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড

[illegible]

দিল্লীর ব্যাঙ্কে অগ্নিকাণ্ড

১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি

দিল্লীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ [illegible] ... সর্বশুদ্ধ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

[illegible]

বোস্টিকৃত

মদন মঞ্জরী

[illegible]

"[illegible]"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১, এক টাকা।

[illegible]

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, [illegible] J. B. Datta & Co. নাম [illegible]

[illegible] —জে. বি. দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জর

[illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

[illegible] মূল্য ২, [illegible]

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী প্রস্তুত। [illegible] কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ২৭শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতার বলের এক প্রস্তাব—"হিন্দুস্থানকেই বাদ্য ও বোলাকি বিদ্য গোল বাদ্য ও সংস্কৃত শিক্ষা দান করেন।" ভজনের অর্থ-প্রার্থনা আবশ্যক। কথাটি ভাল, কিন্তু লীলা-কীর্ত্তন কে করিবেন এবং কে লীলা-কীর্ত্তন শুনিবেন? শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায় এইরূপ অবৈধভাবে লীলা-কীর্ত্তন শিক্ষা দিবার প্রথা নাই। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ঐ প্রকার অবৈধ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করায় গৌড়দেশে যে অনর্থ আসিয়াছে তাহা দূর করিতে প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাশ্রিত জনের কর্ত্তব্য নহে? সঙ্গীত পরিষদের ও সংস্কৃত বোর্ডের এর কার্য্য-ভার গ্রহণ [illegible] কেন গ্রহণ করিতে যাইবেন?

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—
শ্রীমদ্ বৃন্দাবন কর্ত্তা ও ভিক্ষাদি [illegible] ।
ন কীর্ত্তন [illegible] বিগ্রহঃ [illegible]
[illegible] ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ 'কীর্ত্তন' শব্দের [illegible] এইরূপ অর্থ করিয়াছেন অর্থাৎ [illegible] গীত [illegible] নৃত্যাদি করিবেন, কিন্তু কদাচ নিজ নিজ জীবিকার্থ নিযুক্ত করিবেন না। জীবিকার্থ নৃত্যগীতাদি করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সুতরাং [illegible] ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত যে তাহা লৌকিক ব্যসন বলিয়া পরিগণিত।

যে বিদ্যাবধূর জীবন কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, সেই বিদ্যার পরিবিদ্যা, মদ্গুরুপাদাশ্রয়ে তাহারই অনুশীলন সর্ব্বক্ষণ বিধেয়। সংস্কৃত শিক্ষা প্রাকৃত পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের জন্য হইলে তাহার কোন মূল্য পারমার্থিকগণ স্বীকার করেন না, বিদ্যা ভাগবতার্থ না হইলে সে শিক্ষা অবিদ্যারই পর্য্যায়। অবিদ্যার পারিবারিক [illegible] পরবিদ্যা শিক্ষা দিতে চাহেন, তাঁহাকে পরবিদ্যা-বিষয়ে সম্পূর্ণ পারঙ্গত হইতে হইবে। নতুবা তিনি পরবিদ্যার নাম করিয়া অবিদ্যা দান করিয়া বসিবেন, তাহাতে শিক্ষার্থীর উপকার না হইয়া অপকারই হইবে। নিজে বঞ্চিত হইয়া পরকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি লইয়া লোক-রঞ্জন অনেক হইতে পারে, লৌকিক অর্থ ও প্রতিষ্ঠার অভাব থাকে না, কিন্তু নিজের মঙ্গল করিয়া লোকের মঙ্গল করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য। [illegible] কারণ আমাদের [illegible] সহিত [illegible] সম্বন্ধ [illegible] আলোচনা না করা পর্য্যন্ত [illegible] পারিতেছি।

বাউল সহজিয়াদলের গীত, বাদ্য ও নৃত্য-শিক্ষা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলা না হওয়ায় তাহা অনর্থপ্রাপিকা

সাক্ষীগোপালে উড়িয়া বালকের রাসলীলাভিনয়

পুরুষোত্তমমঠে পুরীর সিভিল সার্জ্জন ও কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক

রংপুরের ধর্ম্মসভায় কোচবিহার মহারাজের 'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাণী' সম্বন্ধে বক্তৃতা

আসামে অভিবাড়ী

(ক) গুরুর উপর গুরুগিরি করাই অভিবাড়ী বা অতিবাড়ী

(খ) শাস্ত্রপ্রামাণিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা নিজের [illegible] উপর নির্ভর করাই অভিবাড়ী ধর্মেচ্ছা

(গ) [illegible] অভিবাড়ী ব্রহ্মচারীর উপদেশ

(ঘ) কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব্ব প্রতিরূপ নিতান্ত না পারিয়া অপরূপ বস্তুকেও প্রতিরূপ জানে তাহাই অভিবাড়ীর প্রতিবাদিতা

(ঙ) ভক্তের মুক্তবৈরাগ্য ও অভক্তের ফল্গুবৈরাগ্য এক নহে

(চ) ভক্তের দৈববর্ণাশ্রম ও অভক্তের আসুর বর্ণাশ্রম-বিচার এক নহে

(ছ) 'যত মত তত পথ' কথাটী লোকরঞ্জক কথামাত্র, বাস্তব সত্যের পথ এক এবং তাহা ভক্তি

সাক্ষীগোপালে উড়িয়া বালকের রাসলীলাভিনয়

[illegible] পুরুষোত্তম [illegible] দিবস হইতে সাক্ষীগোপাল [illegible] [illegible] লোকের [illegible] দুর্লভ [illegible] চারী [illegible] প্রয়োজন [illegible] গোপাল [illegible] প্রায় [illegible] কতিপয় একটি [illegible] স্থান [illegible] শ্রী [illegible] দর্শন করেন। [illegible]

[illegible]

আমাদের বিশ্বাস [illegible]

[illegible]

পুরুষোত্তমমঠে পুরীর সিভিল সার্জ্জন

[illegible]

হইয়াছে উহার সার্থকতা। তিনি চতুর্দ্দিক বিচার করিয়া সত্যস্বরূপ ধর্ম্ম গুরুগোবিন্দের ভগবান, তাঁহারই মুখ শান্ত-বিগ্রহ।

———

এক কথা সত্যের সহিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] পাই ও কীর্ত্তন [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] একটী [illegible] অধিষ্ঠান হইয়াছিল। [illegible] 'ব্রহ্মচারী' [illegible] শ্রীশ্রী [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] ছিলেন। [illegible] তাঁহারা সমাজের [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] শ্রী [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] প্রচার-কার্য্য [illegible] করিয়াছেন।

———

আসামে অতিবাড়ী

(শ্রী [illegible] বি, এস, সি, টি)

অতিবাড়ী কাহাকে বলে—[illegible] উপর যাহারা [illegible] করিতে বলেন, তাঁহারাই অতিবাড়ী নামে অভিহিত হন। [illegible] উহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে, [illegible] [illegible] [illegible] হয়। যে [illegible] বিচার-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্যক [illegible] [illegible] করে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

[illegible] ব্রহ্মচারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] [illegible]

তাহাদের বিষয় এই যে, [illegible] [illegible] সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের উপর [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible] ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকিয়া [illegible]। [illegible] ব্রহ্মচারী। [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] হয়।

আসামে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ও [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] আমরা [illegible] ব্রহ্মচারীর [illegible] কিছু [illegible] পাঠকগণকে [illegible] দিব।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিচিত। [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত হয়েন। [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেন যে, (ক) আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারি [illegible], তখন [illegible] [illegible] বলিবার আমার অধিকার কোথায়? (খ) আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (গ) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতি।

এইগুলি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছুই নহে। এই সমস্ত উক্তির প্রতিবাদ করিতে গেলে [illegible] এক প্রকারে [illegible] [illegible] হয়। প্রতিবাদ না করিলে [illegible] [illegible] [illegible] এই কথাগুলির [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন।

(ক) ভক্তের চাতুরী—

[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] বৈরাগ্যং [illegible]
[illegible]॥
[illegible] সিন্ধু
[illegible]—[illegible] [illegible]।

'[illegible]' বলিয়া [illegible] [illegible]।

যদি '[illegible]' [illegible] অনুকূল হয়, তাহা হইলে উহা পরিত্যাগ করিয়া বৃথা বৈরাগ্যের অভ্যাস করিতে হইবে কেন?

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
ভঃ রঃ সিন্ধু।
আসক্তি রহিত [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।

অনাসক্তভাবে বিষয় গ্রহণ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন, [illegible] অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ বৈরাগ্য লাভ করেন। [illegible] [illegible] বৈরাগ্যে [illegible] কোথায়? আবার [illegible] [illegible] বৈরাগ্য ও [illegible] [illegible] বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

(খ) ভক্তের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—বর্ণ [illegible] [illegible], আসুরিক ও দৈব। আসুরিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসুরিক বর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] (শ্রীমদ্ভাগবত)

[illegible] দৈববর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে না। [illegible] [illegible] দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
—শ্রীচৈতন্য [illegible]।

এই সমস্ত উক্তিতে যে বিচার চলিয়াছে উহা সত্যযুগে যেমন সত্য, কলিযুগেও তেমনিই সত্য। [illegible] [illegible] বর্ণ [illegible], কিন্তু বর্ণাশ্রমের [illegible] [illegible] নহে। কলিতে 'নাম' পরম-ধর্ম্ম। সুতরাং নাম ব্যতীত [illegible] বর্ণাশ্রমধর্ম্ম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদ্দেশ্য, না তাহারা নাম [illegible] দৈববর্ণাশ্রম গ্রহণ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

(গ) মতের সংস্কার—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কোনও মতের [illegible] কথা উঠিতে পারে না। [illegible] যদি তাহা সত্য না হয়, তাহা হইলে একটির সত্যতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] মতের সংস্কারের কথা উঠিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা হউক—

আসামে [illegible] প্রচারক [illegible] [illegible] বলেন যে, ঈশ্বর নিরাকার, [illegible] তাহার [illegible] করিতে পারে না [illegible] [illegible] [illegible] চিন্তা করেন। [illegible] [illegible] প্রচারক [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—যে ঈশ্বর নিত্য সাকার; তিনি ভক্তের [illegible] আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এখন যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব [illegible] [illegible], সেখানে সংস্কারের কথা উঠে কি প্রকারে? যেখানে [illegible] নাই সেখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়?

তাদের ব্রহ্মচারী মহাশয় কি সমস্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] নয়। তিনি [illegible] বলেন—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
—চৈতন্যচরিতামৃত

উপসংহার—উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হইলেও [illegible] [illegible] উহা [illegible] [illegible], তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত না থাকিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] নাই না [illegible] পারেন না, তাহা তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] তিনি [illegible] [illegible] কোন কথা বলিয়া জীব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চান, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বলি—

চৈতন্যের [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলি

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু [illegible] ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা ১॥০ দেড়টাকা

[illegible] শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? মানব, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্লোক ও কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০ তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্ব ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible] চেষ্টা অনিত্যাবস্থা মাত্র—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে একপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০
অষ্টপদক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৷১০

[illegible] বদ্ধজীবকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করে এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করে, তিনি যে কিরূপ ভাবে কল্যাণ প্রদান করেন এবং কোন পথ অবলম্বন করিলে কল্যাণতরু এবং কিভাবে আমরা এই কল্যাণতরুতে [illegible] এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৸০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক-কোষগ্রন্থ)

[illegible]—১। [illegible] ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের তালিকা, ৩। [illegible] শ্রীমন্মধ্ব ও শ্রীগৌরের বিবরণ, ৪। বেদশাস্ত্র ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বর্ণনাদি তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৲ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। হরিভক্তিতত্ত্বের সার্থক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৫৩ ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমৎ সম্পাদক সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত—[illegible] [illegible] প্রভৃতিসহ [illegible] ভিক্ষা, [illegible] গ্রাহকগণের পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা সজ্জনতোষণী গ্রাহক পক্ষে ৵০

২। [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গীতা ৵০

৪। [illegible] ৷০

৫। [illegible] ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপ-[illegible] বাঁধাই) ১৲

[illegible] ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ বাঁধা ৩৲ আবাঁধা ২৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০

গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০

৯। [illegible] ২৲

১০। [illegible] ৷০

১১। [illegible] ৬৲

১২। শ্রীগোবিন্দভাষ্য [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০

১৫। [illegible] ৵০

১৬। [illegible] (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

১৭। শ্রী গোস্বামী রঘুনাথ দাস অর্থাৎ ৷৵০

ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। [illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০

২২। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷০

২৩। শ্রী [illegible] ৷০

২৪। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও [illegible] ৵০

২৫। [illegible] [illegible] ৷০

২৬। সাধনপথ ৷৵০

২৭। [illegible] ০

২৮। [illegible] (প্রথম [illegible])

২৯। [illegible]

৩০। [illegible]

৩১। [illegible]

৩২। [illegible]

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

মন্দার ভাণ্ডার হইবেন না।

[illegible]

মতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

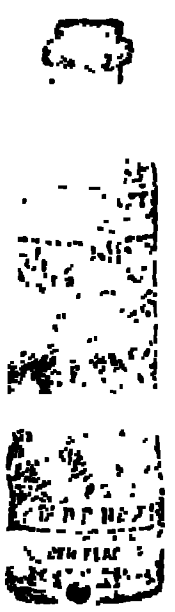

[illegible]

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি. ডি. কাজরা।

চিত্রে নবদ্বীপ

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

৮৭ খানি সম্পূর্ণ চিত্র সম্বলিত।

উৎকৃষ্ট ইং) বোর্ডে বাঁধা ১॥০ ভিপিতে ২, দুই টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, কতি প্রসঙ্গের ও অংশের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড, অক্ষরে উৎকৃষ্ট ক্রাউন, অষ্টপেজী আকারে চিত্র-প্রের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮, টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩, টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]

মূল্য ১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৭, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible]

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের জ্বালা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১, এক টাকা।

২। "কেশরঞ্জন" ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১, টাকা।

অন্যান্য আফিস

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান ঃ- আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২০৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস, এম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

গোড়পত্র, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] ১৪০ চারিশত টাকা।

১৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৪০ [illegible] গ্রাহক [illegible] পক্ষে [illegible] নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৪০

[illegible] ১২০, [illegible] পর্যন্ত [illegible]

[illegible] খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

[illegible] চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible] সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ১২০ টাকা [illegible] তৃতীয় সংস্করণ [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছিল। [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ১০ [illegible] টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রী[illegible] ঠাকুর বিরচিত

[illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য [illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

[illegible] তুলসী মালিকার [illegible] অপূর্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

[illegible] ছাপার জন্য বিখ্যাত [illegible] কাজ চলিতেছে [illegible] হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

[illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর [illegible] জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্ [illegible] উপস্থিত। কটক [illegible] মঠ হইতে [illegible] অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে: বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	।০
[illegible]	৵
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) [illegible]	।০
[illegible]	।০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৶০
[illegible]	।০
গীতাবলী [illegible]	৵১০
[illegible]	৶১০
শরণাগতি—[illegible]	৴০
[illegible]	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ মঠ,—[illegible] পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible],—[illegible] পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible]।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়[illegible] ১০১১ [illegible] রোড, [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible],
[illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি. [illegible]—এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রী[illegible] দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible]নাথ [illegible]
৯। শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, [illegible]
১০। শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible]।
১১। শ্রীপাদ [illegible] ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা — পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয়

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যাহা আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ... পালায় পারফালিনের একটি ... উপকারী ... সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ... মূল্য ... ছোট ... আনা, ডাক ... আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও জাল

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা ... তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ... সমভাবে ... অনুলেপন ... ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ... নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

... প্রকার স্ত্রী বা পুরুষের ... মাথাঘোরা, ... নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার ... নানা প্রকার ব্যাধির ... মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ... তৈল যে, ... যে কোন ... উপর ... আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট ... দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় ... দোকানদার ... নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। ... ঠকাইতে পারিলেই ... হয়।

:—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কালকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা
"শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৮৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ১৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বুধবার ১১ই জুন ১৯৩০

সত্যাগ্রহী সমিতির মতলব

বোম্বাইয়ের ইউরোপীয় দোকানে পিকেটিং

করাচিতে সত্যাগ্রহী

মিঃ বি চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে ডিক্রী

নবদ্বীপে পিকেটিং

কংগ্রেস মন্তব্য বনাম গবর্ণমেণ্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট সাসপেণ্ড

ঢাকার দাঙ্গায় বহু হিন্দু গ্রেপ্তার

পুলিশ হত্যায় ৪জনের ফাঁসি

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিসেস্ বেসেণ্টের আপীল

সামরিক আদালত

ইংরাজ মহিলা উকিল, গঙ্গায় হঠাৎ জলবৃদ্ধি

বিবিধ সংবাদ

নবদ্বীপে পিকেটিং

গত ২৫শে দিন নবদ্বীপ নিস্তব্ধ থাকার পর গত কল্য বৈকাল হইতে হঠাৎ মদের দোকানের সামনে কয়েকজন পুলিশসহ [illegible] স্বেচ্ছাসেবকগণের নাম লিখিয়া লন ও তাহাদের [illegible] থানায় লইয়া গিয়া তাহার নাম ধাম লিখিয়া লইয়া ছাড়িয়া দেন।

সত্যাগ্রহী সমিতির মতলব

মহরম উৎসবের পরে এলাহাবাদের সত্যাগ্রহ সমিতি মদের দোকানে পিকেটিং চালাইবেন। এলাহাবাদের অধিকাংশ দোকানদার বিদেশী বস্ত্র দোকান হইতে স্থানান্তরিত করায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণকে আর বিশেষ পিকেটিং করিতে হইতেছে না। কেবল তিন জন দোকানদার ২ জন মুসলমান ও একজন হিন্দু এখনও দোকানে বিদেশী বস্ত্র রাখিয়াছে।

বোম্বাইয়ের ইউরোপীয় দোকানে পিকেটিং

বোম্বাই যুদ্ধ সমিতির মতানুসারে [illegible] দোকানে ৬ই জুন প্রাতঃকাল হইতে পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] রোড ও এস্প্লানেড রোডের উপরিস্থিত প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও ভারতীয় দোকানের প্রবেশ দ্বারে ১০-৩০ মিনিট হইতে দুই জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক দাঁড় হইয়াছে। তাহারা ইউরোপীয় খরিদ্দারকে কিছু বলিতেছেন না কেবল ভারতবাসীকে দোকানে প্রবেশ না করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

কলিয়ারি ইঞ্জিনীয়ারের মৃত্যু

আসনসোল এলেকার [illegible] নিকট টাটা কোম্পানীর মালিকেরা [illegible]

[illegible] ২১০০০০ [illegible] চারশত [illegible] লইয়া [illegible]

কংগ্রেস মন্তব্য বনাম গবর্ণমেণ্ট

কংগ্রেস [illegible] পিকেটিং করিয়া পিকেটিং [illegible] বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সরকার [illegible] বলিয়া প্রকাশ। [illegible] সভাকে [illegible] বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে। গত ৮ই জুন কংগ্রেস কার্য্যকারী সভা [illegible] বৈঠক করিয়া মদের দোকানে ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে [illegible] পিকেটিং [illegible] করিয়াছেন।

করাচিতে সত্যাগ্রহী

[illegible] ৮ই জুন [illegible] তাহাদিগকে [illegible]

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অশান্তি বৃদ্ধি

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে [illegible] পাইতেছে। [illegible] করিয়াছিল। [illegible] বিতাড়িত করিতে [illegible] হইয়াছে।

করাচীর [illegible] সমাজবাদ [illegible] মিঃ বুদ [illegible] পাঞ্জাব [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পুড়িয়া গিয়াছে।

পুনরায় ধরসানার লবণ গোলা আক্রমণ

গত ৬ই জুন প্রাতে ১৬৭ জন স্বেচ্ছাসেবক ধরসানার লবণ গোলা লুণ্ঠন [illegible]

[illegible] পুলিশ [illegible] বলিয়া পড়ে। [illegible] পুলিশ লাঠি [illegible] টানিয়া [illegible] হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

মিঃ বি চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে ডিক্রী

[illegible] মহম্মদ আলি [illegible]

নানা খবর

ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত

[illegible] ঝড় বৃষ্টি [illegible] অনেক [illegible]

[illegible] একটী [illegible] একটি [illegible] আহত হয় নাই।

সামরিক আদালত

[illegible]

[illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] অভিযোগ [illegible] স্বীকার করে। কিন্তু তাহারা সামরিক কর্তৃপক্ষকে [illegible] অনেক [illegible]

কিন্তু তাহারা [illegible] করে নাই। তাহাদের [illegible]

[illegible] অনেক [illegible] করিয়াছে এবং [illegible]

[illegible]

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিসেস বেসান্টের আপীল

[illegible] যদি শীঘ্র [illegible] না দেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে শাসনের মধ্যে রাখা শক্ত হবে।

ইংরাজ মহিলা উকিল

[illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছেন। [illegible]

গঙ্গায় হঠাৎ জল বৃদ্ধি

[illegible] হইয়াছে। [illegible]

ঢাকার ডাকা

বহু হিন্দু গ্রেপ্তার

[illegible] হিন্দু [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছে। [illegible] লোক-চলাচল [illegible] করিয়া হয়।

মেদিনীপুরে অশান্তি

[illegible] মেদিনীপুরে যে অশান্তি ঘটিয়াছিল, তাহা বৃদ্ধি পাইবার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ১০০ জন সশস্ত্র কনেষ্টবল সহ তথায় পৌঁছিয়াছেন। [illegible] ১৫ জন [illegible] ১০৯ ধারা মতে মুচলিকা ও জামিন দিবার আদেশ হয় কিন্তু তাহারা জামিন না দেওয়ায় [illegible] করিয়া জেল হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাসপেণ্ড

[illegible] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সাসপেণ্ড হইয়াছেন। মকদ্দমা চলিতেছে।

সীমান্তে ইংরাজের জয়

[illegible] বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে।

সাহেব ও মেম খুন

[illegible]

পুলিশ হত্যায় ৪ জনের ফাঁসি

[illegible] হইয়াছে।

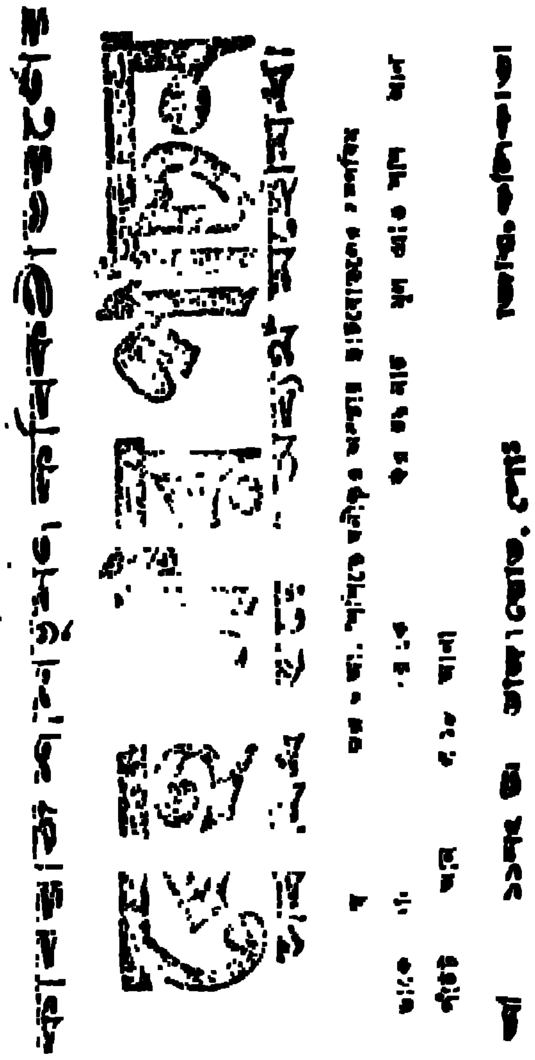

মদন মঞ্জরী

[illegible] এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] এক টাকা।

[illegible] কেশরঞ্জন [illegible] কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible]

আমরা [illegible] বাদাম তৈল [illegible] ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম [illegible] দেখিয়া খরিদ করিবেন। [illegible]

[illegible]—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

[illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয় [illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ফিনিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং [illegible] প্রস্তত। [illegible] লেন, কলিকাতা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আজকালকার মাস্তিষ্ক বাবুভায়া ও তাঁদের অনুগত হিন্দু-সমাজাবলম্বীর বিচারে গৃহব্রতগণকে মঠবাসিগণের সহিত সমপর্যায়ে পারণ করিবার উৎকট চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু মঠবাসী গৃহস্থ ও সংসারাসক্ত গৃহব্রত কখনই সমশীল ও এক-জাতীয় হইতে পারেন না। যে সকল গৃহস্থ স্বাভাবিক ভগবৎপ্রীত্যর্থে আবদ্ধ হইয়া পারমহংস্যাচারে মঠে বাস করেন, তাঁহারা তুর্য্যাশ্রমস্থ বৈষ্ণব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মঠবাসিগণের মধ্যে কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই সকল প্রবীণ [illegible] স্ব-স্ব দৈন্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক মঠে বাস করেন এবং ব্রহ্মচারিভক্তগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৈন্য জ্ঞাপনার্থ উচ্চ অধিকারের স্পৃহা না করিয়া সহজ-পথে ব্রহ্মচারীর জীবনে পরিচিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীস্বরূপ, শ্রীজগদানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিনামে পরিচিত ছিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বৈষ্ণবগণ 'গোস্বামী' অভিধানের পরিবর্ত্তে 'ঠাকুর' অভিধানে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বিধি-পথে আশ্রমাচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য অনেক সময়ে স্পৃহান্বিত হয়েন না। এজন্য মূর্খগণ তাঁহাদের অবস্থান বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে গৃহব্রতাপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসিত।

অনভিজ্ঞ ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তগণ পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া ভাগবত বৈষ্ণবগণের বিরোধ করে [illegible] আপনাদিগকে অদৈব-বর্ণাশ্রমীদিগের অন্তর্ভুক্ত মনে করে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গের [illegible] ও তথাকথিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়দিগের [illegible] কলুষিত করিয়াছিল। [illegible] পাঁচালী, রামপ্রসাদের গীত, কালীকৈবল্য-বিলাস, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বেহুলার গান এবং যোগীপালের ও মহীপালের গীতগুলি বৈষ্ণবদিগের [illegible] প্রতিভার নিকট ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গের স্থানে স্থানে শাক্ত-বৈষ্ণবের বিবাদ, মঠবৈরাগী [illegible] ও গৃহস্থ [illegible] বিবাদ অত্যন্ত প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব হইতে কতিপয় [illegible] ব্যক্তি [illegible] অর্থ [illegible] কতকগুলি [illegible] বলিয়া [illegible] তান্ত্রিক [illegible] বৈদিক [illegible] অভিনয় করিয়াছেন [illegible] অদৈববর্ণাশ্রম শ্রেষ্ঠ যে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ॥ —

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর -২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৭

মঠবাসী গৃহস্থ ও সংসারাসক্ত গৃহব্রত কখনই এক নহে

কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস যতিগণ স্ব স্ব দৈন্য-জ্ঞাপনার্থ মঠবাসী

ব্রহ্মচারি ভক্তগণ অধিক দৈন্য জ্ঞাপনার্থ উচ্চাধিকারের স্পৃহা না করিয়া সহজ-পথে ব্রহ্মচারী-জীবনে পরিচিত

মহাপ্রভুর সময়ে দৈন্য-বশতঃ ব্রহ্মচারিগণ 'পণ্ডিত' এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'গোস্বামী' নামের পরিবর্ত্তে 'ঠাকুর' নামে পরিচিত হইতেন

বৈষ্ণবগণ বিধি-পথে আশ্রম-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য স্পৃহান্বিত না হওয়ায় অজ্ঞকুল তাঁহাদিগকে গৃহব্রতাপেক্ষা হীনজ্ঞানে বৈষ্ণবাপরাধী হন

স্মার্ত্তগণ ভাগবত বৈষ্ণব-বিরোধ করেই অদৈব বর্ণাশ্রমী

সংসাহিত্যের প্রচারে অসৎ সাহিত্য ক্ষীণপ্রভ

অদৈব বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্র-সম্মত নহে

শূদ্রের গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্যাশ্রমে অবস্থিতি নাই

তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কখনই বৈদিক অভিধান পাইতে পারে না

তান্ত্রিক শাক্তাচারী বাউল-কর্ত্তাভজা-বাদে বৈদিক শাস্ত্রানুশাসন নাই

আর্য্যমিশন ও অদ্বৈতবাদীর সঙ্গফলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবুর শঙ্করবেদান্তানুরাগ ও শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম বিরোধাভিযান

অসৎসঙ্গ ফলেই বিষ্ণু বৈষ্ণব বিরোধ-প্রবৃত্তি

'শঙ্কর ও রামানুজ' গ্রন্থে রামানুজের ছিদ্রানুসন্ধান প্রবৃত্তি গ্রন্থকারের লেখনীকে কলঙ্কিত করিয়াছে

শূদ্র-ধর্ম্ম-পালনপর হইয়া দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিন্দা বড়ই হাস্যোদ্দীপক

জগন্নাথপুরীতে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবিচার গ্রহণে শূদ্রাভিমানী রাজেন্দ্র বাবুর বিপত্তি

ত্রিদণ্ডিযতিগণকে একদণ্ডী বলিয়া নিন্দাসন প্রদান মাৎসর্য্যেরই পরিচায়ক

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-গ্রন্থকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে যাওয়া বিক্ষিপ্ত মস্তিষ্কেরই কার্য্য

অদৈব বর্ণাশ্রমীর চিত্ত পঞ্চোপাসনা দ্বারা প্রক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত, তাই শূদ্রাভিমানে বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব শাস্ত্রনিন্দা সম্ভব হয়

সহজিয়া বাউলের আচার মহাজনানুগত না হওয়ায় তাঁহার আচার্য্যত্বও মহাজনানুমোদিত নহে

সদাচারের নামে স্বেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তন জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করে

৫। (ক) সকল জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে ভগবানের অবস্থিতি

(খ) অজ্ঞজীবগণ পরমাত্মায় প্রীতিবিশিষ্ট না হইয়া মর্ত্ত্যদেহে প্রীতিবিশিষ্ট হন

(গ) ভগবান্ বা ভগবৎপার্ষদগণের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া বিষ্ণুবিদ্বেষ এবং দেহে আত্মানুবর্ত্তিতা

(ঘ) অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে পরমাত্মবস্তুতে জ্ঞানই শ্রেয়ঃপন্থা

নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের সেবা-সৌষ্ঠব

[illegible] হইয়াছে এবং শূদ্রের গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্যাশ্রমে অবস্থিতি নাই, ইহা [illegible] স্বীকার করেন না। [illegible] বলিয়া [illegible] সহিত অদ্বৈতবাদের [illegible] বলিয়া জ্ঞান করেন। আবার তান্ত্রিকগণ শঙ্করের [illegible] আলোচনা থাকায় তান্ত্রিক সন্ন্যাসী [illegible] প্রাচীন 'গিরি' 'পুরী' 'ভারতী' সম্প্রদায়ের [illegible] বলিয়া আপনাদিগকে [illegible] করেন।

বাউল ও কর্ত্তাভজাদিগের অন্তর্ভুক্ত সমাজ-নিন্দিত ব্যক্তিগণ তান্ত্রিক শাক্তাচারের [illegible] বৈষ্ণবসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে [illegible] আপনাদিগের [illegible] তান্ত্রিকতা [illegible] করিতেছেন।

[illegible] বর্ষ পূর্ব্বে [illegible] হরিবোল [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] আগমন [illegible] করিতে [illegible] শুভকাৰ্য্য [illegible] করিবার জন্য [illegible] যাত্রা [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু [illegible] প্রতি [illegible] হইয়াছিলেন।

[illegible] সাহিত্যের প্রতি [illegible] বাউল [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] রচনায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

[illegible] অদ্বৈত [illegible] প্রকাশ [illegible] তিনি নিজে [illegible] ও [illegible] অন্তর্ভুক্ত [illegible]

তান্ত্রিক পুরুষদের প্রভাবে থাকিয়া তত্ত্ব-বিরোধ-বাদের কোন প্রকার কোনরূপ প্রতি-কূল বা অনুকূল্যাদিও দেখেন নাই। এতদ্ভিন্ন 'শঙ্কর ও রামানুজ' নামক গ্রন্থ খানি প্রণয়নে বহু বিশৃঙ্খলিত কথা-ভেদে অনুগমনে অনেক নানা স্থানে তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত হইয়াছে দেখা যায়। তিনি কেবল [illegible] ব্যাপৃত হইয়া আছেন [illegible] পরন্তু [illegible] নানাবিধ চেষ্টায় [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবুর পুস্তকখানি উক্ত কারণে বৃন্দাবনে শ্রীবিশ্বনাথের বিচার লক্ষ্য করিবার পক্ষে অদ্ভুত বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত আছে যে, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের চতুষ্পাঠী ভাবে তিনি শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের গুণগণের বিচারে অবাস্তব বাদা একটু জোর দেখাইয়াছিলেন এবং সংস্করণে তাঁহার "শঙ্কর ও রামানুজ" গ্রন্থে তাঁহার শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ-কামনা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এ কথা বোধ হয় গৌড়ীয়গণের মনোজ্ঞ বাবু পরীক্ষা উপলব্ধি করিয়া থাকিতে পারেন। যদিও রাজেন্দ্র বাবুর বিশ্বাস যে, তিনি রামানুজকে লোকলোচনে কলঙ্কিত করেন নাই, তথাপি তিনি যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণকে একদম্ভী বলিয়া নির্বাসন প্রদানের জন্য উদ্গ্রীব, তা উহা তাঁহার মাৎসর্য্যের পরিচায়ক, তাহা বেশ বুঝা যায়। এমন কি, তিনি রামানুজকে 'শ্রীরামানুজাচার্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিতেও কষ্ট বোধ করেন। তাঁহার গোস্বামি দিগ মাত্র লাভ করিয়া তাঁহার আচারে [illegible] দেখিলে স্বভাব থাকিলে স্বীয় লেখনীর মধ্যে পরিচয় করিতেন যদিও রামানুজের [illegible] তাঁহার নিকট [illegible] হয়।

— —

বর্তমান কালে তিনি 'শঙ্কর' 'শঙ্কর' বলিয়া ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গৌড়ীয়বেদান্ত-দীপিকাকেও প্রক্ষিপ্ত বলিবার সুর ধরিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের উদ্ধৃত প্রমাণগুলিকে প্রক্ষিপ্ত, [illegible] 'প্রমেয় রত্নাবলী'কে প্রক্ষিপ্ত, শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর গ্রন্থকে প্রক্ষিপ্ত, মাধবাচার্য্যের মধ্ব-পরম্পরাকে প্রক্ষিপ্ত, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মহান্ত গ্রন্থকে প্রক্ষিপ্ত [illegible] এই ভাবে নির্ধারণে এ কথা ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহাই আমরা দূর হইতে লক্ষ্য করিতেছি।

— —

রাজেন্দ্র বাবু যদিও শঙ্করাচার্য্যের বিচারাদি [illegible], তাহাদেরই মাৎসর্য্যে তাঁহার 'রাজেন্দ্র নাথ' নামটি নামকরণকারীর দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে মনে হয় এবং সেই নামের পশ্চাতে তিনি [illegible] রাজেন্দ্র নাথ নাম [illegible] রাখিয়াছেন ও বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রমকে আশ্রয় করিবার পরিবর্তে পাশ্চাত্যগণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়াছেন। সুতরাং মায়াবাদিগণও তাঁহাকে যদি কৃষ্ণ কোন দিন দর্শন করেন, তাহাতেই তাঁহার নিজের মঙ্গল, নতুবা তাঁহার শিষ্য সহযোগিগণকেও তাঁহার ন্যায় বাম বোধ গোষ্ঠীর বহির্বিদেশে পরিণত করাইবে।

মহীশূর বাউল প্রচারক মহাশয়ের সেবকবৃন্দের সম্প্রতি প্রস্তাব এই যে, 'অর্ধমাত্রায় প্রভুপদের স্থানে স্থানে প্রচার-সমিতির শাখা স্থাপন।' আমরা বলি— যাঁহার আচার নিষ্কলঙ্ক, তাদৃশ আচারবান প্রচারকের দ্বারাই প্রচার-কার্য্যের সুষ্ঠুতা হয়। নিজের আচরণে যদি কোন অপরাধ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ও ভুল প্রচার দ্বারা জগতের অকল্যাণ সাধিত হইবে। অকল্যাণ-কামি জনগণ পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যে দান করেন, তাহা জগতের কতদূর মঙ্গল হয় —ইহাই বিচার্য্য।

অতীন্দ্রিয়বাণী

[illegible]

পরমভাগবতবর শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহোদয় স্বরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত নামক অমূল্য গ্রন্থের আদিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা বর্ণনমুখে লিখিয়াছেন, যথা—

দেখি সে মোহনরূপ সর্ব ভক্তগণ।
স্তম্ভিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥
সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে॥
প্রভু দেখি ভক্তযোগ স্বভাবেই হয়।
নিজ অনুভবে মায়ের চিত্ত নয়॥
প্রভু সে আপন ভক্তের চিত্ত হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে॥
এ লক্ষ্য বিহিত বৈষ্ণব জানয়ে।
পরীক্ষিত জানিলেন শুকদেব হৈতে॥
এক গোপবধূ সবে আছিলা গোকুলে।
নিজ-পদে পুতে পুতে ক্রিয়া করি বৃন্দ॥
অন্য হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজপুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥
যদ্যপি ঈশ্বর বুদ্ধ্যা না জানে কৃষ্ণেরে
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে॥
শুনিয়া বলেন শুন রাজা পরীক্ষিত।
পরম মঙ্গল কথা এ সব বিদিত॥
আত্মা বিনে পুত্র বন্ধু বল্লভ [illegible]।
পুত্র হৈতে বাড়ে করিল তত্ত্বজ্ঞান॥
অতএব পরমাত্মা সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দ-নন্দন॥
এই জন্য পরমাত্মা স্বভাব কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে॥
এ সকলি অন্য কৃষ্ণ, তবে বিশেষ কহে।
পুত্রগণের আগে তাহার কারণে
সহজে লক্ষ্মী সিদ্ধি সর্বজনে জানে।
কেহ কিছু বলে ক্রিয়া-দোষের কারণে
বিদ্যার যে দোষ, পক্ষীর সে দোষ নাই।
অতএব সর্বসিদ্ধ চৈতন্য-গোসাঞি॥
এই নবদ্বীপে দেখিল সর্বজনে।
তথাপি কেহ না জানিল ভক্ত বিনে॥
ভক্তের যে চিত্ত প্রভু হরে সর্বদায়।
বিহরেন নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়॥

এই উক্তি হইতে আমরা বুঝিতেছি যে ভগবান সকল জীবের অন্তরে অন্তর্যামী আত্মা বা প্রাণের প্রাণ স্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি যখন কোন দেহকে পরিত্যাগ করেন, তখন তাহা শবরূপে গণ্য হয় এবং কেহ আর পূর্বের ন্যায় তাহাকে ভালবাসেন না। সুতরাং স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, জগতের যা কিছু স্বরূপ ভগবানের অবস্থান-হেতু এই-গুলি মায়িকগণের নিকট প্রিয়রূপে প্রতিভাত হয়। [illegible] তাঁহারা দ্বন্দ্বদের ন্যায় দেহকে প্রিয় বস্তু বলিয়া বুঝিবার [illegible] জীবের আত্মার স্বরূপ [illegible] প্রিয় বস্তু বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হন [illegible] তাহা ছাড়া আমরা [illegible] রসরাজ পুরুষোত্তম দর্শন হইতে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা এই [illegible], যখন ভগবান বা তদীয় পারিষদবৃন্দ ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সেই বৈকুণ্ঠ বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভের পূর্ব চরিত্র বিশিষ্ট সজ্জনগণ তাঁহার সম্যক্ পরিচয় লাভ না করিয়া ও তাঁহাতে আকৃষ্টচেতন হইয়া থাকেন। যাঁহারা এবংবিধ স্বভাব বিশিষ্ট মানব, কেবল তাঁহারাই ভগবান্ বা ভগবৎপার্ষদ দর্শনে কোন প্রকার আকর্ষণ বুঝিতে পারে না। তাহারা বরং স্পষ্টরূপে পরিদর্শন করিয়া স্বীয় বৈকুণ্ঠ বস্তুসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে যত্নশীল হয়। কিন্তু যেমন রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট যেরূপ সুমিষ্ট শর্করা তিক্ত পদার্থ রূপে অনুভূত হয়, মায়াতাড়িত ভোগ বা ত্যাগ নিষ্ঠ-ব্যক্তিগণের নিকট সেই প্রকার ভগবান্ বা ভগবৎপার্ষদগণ অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

বর্তমানকালে তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্য কতিপয় বৈকুণ্ঠ-দূত গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন! সেখানে পাওয়া যাইতেছে [illegible] ভাগবতীয় [illegible] প্রতি প্রশ্ন বিস্তার করিয়া পরম কারুণিক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়-দয়ার কথা প্রচারের সাহায্য করিতেছেন এবং বহুসংখ্যক ভোগ-লোলুপ মনুষ্য জীব চিত্তরঞ্জন বিলাসিনী তত্ত্বতঃ প্রচারের দ্বারা 'ধর্মের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এ লোকের প্রকৃত ব্যক্তিগণ কি [illegible] শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহোদয়ের পূর্বোক্ত বিবৃতি পাঠ করিয়া নিজ নিজ ভ্রম সংশোধন করত [illegible] পরিত্যাগ করিবার সুযোগ লাভ করিবেন? যাঁহাদিগকে তাঁহারা বর্তমানে সুহৃৎ বলিয়া [illegible], তাঁহাদিগের [illegible] কখনই সুহৃৎপদ বাচ্য নহে। সেই মনুষ্য দেহের মধ্যে যে পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন—তিনিই প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদিগের সুহৃৎ এবং অজ্ঞানতাকে দূর করতঃ তাঁহাকেই কায়মনোবাক্যে জানবা সবার জন্য জীবনের যে কয়েকটি দিন অবশিষ্ট আছে, তাহা ব্যয় করা উচিত। অমুক আত্মীয় ও অমুক পর এবং অমুক শত্রু ও অমুক মিত্র ইত্যাদি প্রকারে যে বৈষম্য তাহা অজ্ঞানতাপ্রসূত। [illegible] এই প্রকার [illegible] সুতরাং [illegible] কোথায় [illegible] তাহার আর কোন [illegible] পাওয়া যায় না এবং তৎস্থলে পরম [illegible] উদিত হইয়া সমস্ত জগৎ দর্শন ও পরমানন্দের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

নৈমিষারণ্য-সংবাদ

আগত [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পাদপীঠ নৈমিষারণ্যে শ্রীচৈতন্যমঠে সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং [illegible] একটী নূতন সেবকগৃহ [illegible] দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। উহা দেখিতে সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে। শ্রীমঠের উন্নতিসাধন দর্শনে সজ্জন ব্যক্তিগণের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

ঢাকার সংবাদ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ গত ৩রা জুন পাটুয়াটুলী (?) মিউনিসিপ্যাল হলের বিরাট সভায় [illegible] ধর্মবিষয়ে সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] রায় মহাশয় এই সভায় সভাপতি ছিলেন। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক নানাস্থান হইতে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন এবং সকলেই স্বামিজীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার ও ডাক্তার [illegible] সর্বান্তঃকরণে সকল বিষয়ে স্বামিজীর সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাধারণ লোকেরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর পায় না বলিয়া বঞ্চিত থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমস্ত বাঁধাই - ২৲ দুইটাকা

আধবাঁধা—১॥০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-হ্ কাগজে উত্তম কালিতে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা অজ্ঞান বশতঃ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি অকাতরে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১॥০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বজনীন কোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের সার বা স্থূল বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূল ইত্যাদি তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ছয়টি সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীনবদ্বীপপঞ্জিকা, [illegible] ... প্রাপ্তিস্থান ... প্রকাশিত ... গ্রাহক পক্ষে ৷০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬
৩। গৌড়ীয় গৌরব ৵০
৪। গৌড়ীয়-সাধক ০
৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ-শতক (বাঁধা) ০ ঐ ঐ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ, বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা সহ, বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০ গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০
৯। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা [illegible] (মূল) ৲
১০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (সাধারণ) ৷০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। দীপ-নির্ব্বাপন ৷০
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷০
১৭। শ্রীস্বামী রঘুনাথ দাস [illegible] ৷০ ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৷০
২২। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ০
২৩। শ্রীগৌরাঙ্গ-[illegible] ০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ [illegible] ৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু [illegible] ও [illegible] ৷০
২৬। [illegible] ৷০
২৭। [illegible] ০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা [illegible] (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। [illegible] শিক্ষা ৷০
৩১। [illegible] ৷০
৩২। গৌড়ীয়কণ্ঠহার ৷০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট [illegible] সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

জৈব-প্রাশ একমাত্র মহৌষধ, [illegible] যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ [illegible] হইবে। [illegible] মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। ([illegible]) বিস্তারিত জানিবার জন্য [illegible] টিকেট সহ [illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র [illegible] দৈকতী, জেলা বাঁকুড়া।

[illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] জেলা নদীয়া।

প্রশংসা-পত্র

[illegible] জানাইতেছি যে আমার [illegible] আমাদের [illegible] এবং কলিকাতার [illegible] জীবনের আশা [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) শ্রীঅজিতকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible] ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, [illegible] হস্তমৈথুন, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible] শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে [illegible] নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

[illegible] ও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাইবেন [illegible]

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্রে সামন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

[illegible]) রয়েল বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

[illegible] হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible] ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, নামসূচী, পাঠসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটা-গড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২।০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা [illegible] হয়। চিঠি [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] প্রস্তুত।

[illegible] মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] আমলকী, [illegible] উপাদানে [illegible] প্রস্তুত। কফ, কাশি, [illegible] হৃদরোগ, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সেবনে [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] পাওয়া যায়। [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে [illegible] (*Tube-well*) নির্মাণ করা হয়। [illegible] প্রভৃতি [illegible] এই কোম্পানীর কাজ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] মূল্য দিতে হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব অল্প। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। অদ্য নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "বণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

[illegible] ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :- [illegible] ঔষধালয়, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] [illegible] [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগোস্বামিপাদ কর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

১৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১॥৴০ সাধারণ পক্ষে ১।৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশমস্কন্ধ ১২্, অগ্রিম গ্রাহকগণের পক্ষে ৮্।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ ভিক্ষার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকল প্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক যোগে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী বাংলা অক্ষরে পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা আস্বাদনের স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি — প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৴৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—তিলকগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯-নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীসপ্তাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিঙ্কা পোঃ, মাদ্রাজ।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১০১১ কুতুব রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা।

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর —দেওয়ানগঞ্জ, জলপাইগুড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম রায়—৭৮।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি এম, এম, ষ্ট্রেশন ডি এস, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস—কৃষ্ণনগর, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭। শ্রীবিরজামোহন দে— ৯নং শ লেন, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাঠক— চ্যা. ২৪ পরগণা

৯। শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, বালুরঘাট

১০। শ্রীপাদ সতীপ্রসাদ ভক্তিভূষণ দাসাধিকারী।

১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ.

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা, লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেন পরিচারকে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং আনিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনায় পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর ছাড়িলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

মূল্য ৩ আনা
ডিঃ পিঃ ৮০ আনা, ডজন ২৻
ডিঃ পিঃ ৩ বোতলের মাশুল লাগে না।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাটী কাঁচা তিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, বকুল, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহামূল্য দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা সুগন্ধেই সমভাবে ইহার অনুলেপন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় শক্তির দূষিত অবস্থা, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অর্শ, বাধক, বস্তিবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী যথার্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একরূপ শক্তি বৃদ্ধিকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় স্বার্থপর দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। যাহা রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা "শ্রীগৌরাঙ্গ" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নাবতালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্র [৮৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ১২ই জুন ১৯৩০

প্রকাশিত সাইমন রিপোর্ট

প্রথম খণ্ড সাত অধ্যায়ে ৪০৯ পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়ে শাসন সমস্যা গুলির অবস্থা

২য় অধ্যায়ে প্রচলিত শাসন-পদ্ধতি, ৩য়ে শাসন-পদ্ধতির পরিচালনা

৪র্থে শাসন-তন্ত্র, ৫মে রাজস্ববিষয়ক, ৬ষ্ঠে শিক্ষা প্রসার, ৭মে ভারতের মতামত

কৃষ্ণনগরে বজ্রাঘাত, নদীয়া জেলায় মহরম, পঙ্গপালের উৎপাত, নবদ্বীপে আবার গ্রেপ্তার

সাইমন রিপোর্ট

গত সোমবার সাইমন রিপোর্টের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এক পক্ষ কাল পরে দ্বিতীয় খণ্ডে শাসন সংস্কারের নূতন পদ্ধতির বিবৃতি বাহির হইবে।

কমিশনের মেম্বরগণ বলিতেছেন উক্ত খণ্ডেরই সমস্ত মৌলিক বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।

প্রথম খণ্ডে ৪০৯ পৃষ্ঠায় ৭টী বিভিন্ন অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে শাসন বিষয়ক সমস্ত সমস্যাগুলির অবস্থা বিবৃত হইয়াছে; ২য় অধ্যায়ে বর্ত্তমান প্রচলিত শাসন পদ্ধতি গুলির বিবরণ, ৩য় অধ্যায়ে বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির কার্য্যতঃ প্রচলন বিষয়ের বিচার; ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ত্তমান শাসন তন্ত্রের আলোচনা; ৫ম অধ্যায়ে রাজস্ব বিষয়ক বিবরণ; ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শিক্ষার প্রসারের আলোচনা এবং ৭ম অধ্যায়ে ভারতের জনসাধারণের মতামত বিষয়ে কমিশন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভূমিকায় ভারত শাসনের চরম লক্ষ্যের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুত মণ্টেগু প্রবর্ত্তিত ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের ঘোষণাটি সাইমন কমিশন গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন সমস্ত আলোচনাতেই সরলতা এবং সৌম্যভাব অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ভারতের পরিমাণ, লোক সংখ্যা, ভাষা প্রভৃতি আলোচনা করিতে গিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবেই বর্ত্তমানে জাতীয় দল পৃথিবীতে ভারতের অন্য অন্যান্য দেশের সহিত সমান স্থান দাবী করিতেছেন। তবে সাধারণ লোকের এই সব আন্দোলনে কোন সংবাদ না থাকিলেও সমগ্র ভারতময় একটা আত্ম সম্মান বোধের সাড়া পড়িয়াছে। তাহা হইলেও পল্লীবাসী প্রায় অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহাদের পুরুষানুক্রম দৈনন্দিন কার্য্য কলাপ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক জাগরণ অতি অল্পই কার্য্যকরী হইবে। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা সহরবাসী হইতেছে এবং সেখানে তাহাদের অবস্থা ভালই। শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং চিন্তাধারা বদ্ধমূল হইলেও সাধারণ লোকের সহিত তাহাদের একটা একতার ভাবের অভাব নাই। অর্থশালী লোকেদের ভারতে প্রভাব খুব বেশী।

হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে হিন্দু ও মুসলমানে বৈষম্য খুব গভীর এবং সকল বিষয়ে উভয় পক্ষের ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উভয় দলের সংঘর্ষের বিবাদ লাগিয়াই আছে, ইহাই ভারতের উন্নতির একটী প্রধান অন্তরায়। এজন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে যাহাতে প্রত্যেক প্রদেশে উভয় দলের ক্ষমতা হইতে পারে সেরূপ বিধি প্রচলিত করা আবশ্যক।

হিন্দু মুসলমানে পরস্পরে শাসন বিষয়ক প্রভূত ক্ষমতা লইয়া ধর্ম্মের ধুয়া পাইলেই বিবাদ বাধাইয়া বসে। তবে বর্ত্তমান প্রচলিত শাসন বিধির উভয় দলের পৃথক নির্ব্বাচন পদ্ধতি এই বিবাদের কোন কারণই নহে। কিন্তু অনেকের ধারণা যে উভয় পক্ষের সম্মিলিত নির্ব্বাচন প্রণালী প্রচলিত হইতে পারে এরূপ দিন আসন্ন।

ভারতের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাদির অভাব থাকিলেও তাহাদের শাসন পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে তাহাদের বাদ দেওয়া চলে না!

ভারতের সৈন্যদল গঠন ও পরিচালন বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর হইলেও চাপা দিলে চলিবে না। সীমান্ত প্রদেশে সর্ব্বদাই আশঙ্কা। স্বদেশীয় সৈন্য দ্বারা ভারতে জাতীয় সৈন্যদল গঠন করিতে গেলে অনেক বিপদ আছে। লেজিস্‌লেটিভ কমিটি এ বিষয়ের মীমাংসা টা আবশ্যক। তবে বর্ত্তমান সৈন্য গঠন পদ্ধতি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

জনসাধারণকে শাসন কার্য্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট অধিকার দেওয়া বিপজ্জনক। ধর্ম্মবিষয়ের দল ছাড়া বর্ত্তমানে যে সকল দল আছে তন্মধ্যে স্বরাজ্য দল ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিন্তু সম্প্রতি মুসলমানগণ ঐ দল ত্যাগ করায় তাহারা এক পক্ষীয় হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতিতে মন্ত্রীদের অবস্থা গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ লোকের যুগপৎ দুইটী দিকের কার্য্যের চাপে বড়ই শোচনীয় হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদে সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ প্রবণতার ভাবই দেখা গিয়াছে। এত অধিক পরিমাণে স্থান লইয়া একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হয় যে প্রতিনিধি এতগুলি ভোটারের খবর রাখিতে পারেন না এবং নির্ব্বাচনের পরে তিনি তাঁহার নির্ব্বাচন স্থানের বা তত্রত্য লোকের ইচ্ছার সহিত কোন সম্পর্কই রাখেন না। তিনি সংবাদ পত্রের মতামতের দিকেই বেশী লক্ষ্য করেন। ব্যবস্থাপকগণ অনেকগুলি গঠনমূলক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিলেও তাঁহাদের নির্ব্বাচন ক্ষেত্র প্রায় প্রায়ই কোন দায়িত্ব জ্ঞান রাখেন না কিন্তু অপর পক্ষে শাসক (এক্সিকিউটিভগণ) ব্যবস্থাপকগণের উপদেশের প্রতি অবহিত থাকেন।

শাসনকার্য্যে জেলা কর্ত্তৃপক্ষগণ খুব সরলতা ও সুবিচারের পরিচয় দিয়াছেন। তবে স্বায়ত্তশাসনের প্রথা গুলির পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ লোকে বুঝিতে পারে নাই।

শিক্ষাবিষয়ে হার্টগ কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হইয়াছে। কমিশন বলিয়াছেন শিক্ষাবিষয়ে খুব পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এবং সকলেই শিক্ষার প্রসার আকাঙ্ক্ষা করেন। ডাইরেক্টরগণ শাসন বিষয়ে উদাসীন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনেক পরিবর্ত্তন আবশ্যক কিন্তু সেগুলি প্রাদেশিকগণের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

নানা খবর

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

কৃষ্ণনগর এগ্রিকালচার অফিসের নিকট গত ২৪ জুন একটী শিশু গাছের উপর বজ্রপাত হওয়ায় গাছটী দুই খণ্ড হইয়া জ্বলিয়া গিয়াছে। নিকটে তিনটী বালক ছিল। বজ্রাঘাতে উত্তাপে দগ্ধ হইয়া একটী মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। অপর দুটি বালক কিছু দূরে থাকায় মাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল এবং এখন কিছু ভাল আছে।

নবদ্বীপে আবার গ্রেপ্তার

গত ২৪ জুন আবার নবদ্বীপ সহরে গাঁজা আফিমের দোকানে পিকেটিং করার জন্য দুইজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে পিকেটিং

কৃষ্ণনগরে গাঁজা ও মদের দোকানে বালক বালিকারা পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছে।

নদীয়া জেলায় মহরম

নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মহা সমারোহে মহরম সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু কোনও স্থানে কোনও প্রকার গোলমাল বা অশান্তি হয় নাই।

ঝড় বৃষ্টি

গত ২৪ জুন নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত শ্রীরাম-মায়াপুর প্রভৃতি স্থানে খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি অপেক্ষা ঝড় ও মেঘ গর্জ্জন শব্দ অনেকটা বেশী।

রেল চাপায় মৃত্যু

গত মঙ্গলবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যখন ডাউন ট্রেন ঘাট প্যাসেঞ্জার পলাশী ষ্টেশনের প্লাটফর্মের নিকট পৌঁছিয়াছিল সেই সময় একজন লোক রেল লাইন পার হইতে চেষ্টা করে, সেই সময় তাহার শরীরে ইঞ্জিনের ধাক্কা লাগিয়া সে পড়িয়া যায়, তাহার বাম পদ ভাঙ্গিয়া পশ্চাদিকে চলিয়া যায় এবং কপাল ভাঙ্গিয়া যায়। সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

দেওয়ান চমনলালের প্রত্যাগমন

দেওয়ান চমনলাল শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফেরৎ আসিবেন এবং মিঃ ভি, জে প্যাটেলের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

ধরমজাতে আবার গ্রেপ্তার

কুমপুর কো-অপারেটিভ কাউন্সিলের মেম্বর মিঃ মাহমুদ মুরাদ কতকগুলি স্বেচ্ছাসেবকসহ পীচমারী হইতে ধরমজা আসিয়াছিলেন। গত ৩০ জুন মিঃ মাহমুদ মুরাদকে ফৌজদারি আইনের ১০৭ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করার অপরাধে উক্ত ত্রিবেণী গ্রামের একজন প্রধান লোককে ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ৮ অধ্যায়ের ১১০ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উক্ত বিভাগের ভাবপ্রাপ্ত সাহেব, কালেক্টর সাহেব, পুলিশ সাহেব ও ডেপুটি ইন্স্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ৩০ জুন ধরমজা পরিদর্শন করিয়াছেন। ডি, এস, পি ষ্টেশনে এক এলাকা পিশ সৈন্য স্থাপিত করা হইয়াছিল তাহারাও চলিয়া গিয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

সংবাদ পাওয়া যায় যে, নাগপুর হইতে ধরমজা অভিমুখে যে ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবক যাত্রা করিয়াছিল তাহাদিগকে ৩০ জুন কুমারখালি গ্রামে বিনা গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সঠিক বিস্তারিত সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

ওয়াধালা বন্দিগণের কারাবাস

ওয়াধালার লবণগোলা আক্রমণ ব্যাপারে যে সকল লোক বন্দী হইয়াছে তন্মধ্যে ৯ জুন ১০৩ জনের ফৌজদারি আইনের ১৪৩ ধারা মতে দণ্ড হইয়াছে। ৮৫ জনের জরিমানা করিয়া ছেড়ে এবং বালক আসামীগণের ১ দিন করিয়া জেল হইয়াছে।

মিস্ ইভা ডিক্সনের পদত্যাগ ও সম্মান প্রত্যাখ্যান

মিস্ ইভা ডিকসন বৃটিশ সরকার বাহাদুরের দমন নীতির প্রতিবাদ স্বরূপ বোম্বাই বাণিজ্য সভার সদস্য পদ এবং বোম্বাই একজন অধিনায়ক সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্মদিনের সম্মানার্থে তাঁহাকে যে কাইজার ই হিন্দ মেডেল দেওয়া হইয়াছিল তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

পঙ্গপালের উৎপাত

নানা স্থানে পঙ্গপালে তুলার চাষের ক্ষতি করিতেছে, উহা নিবারণ করিবার উপযুক্ত চেষ্টা চলিতেছে। সিন্ধু প্রদেশেও পঙ্গপালের উৎপাত দেখা দিয়াছে তবে ফসলের কোনও ক্ষতি হওয়া এখনও প্রকাশ নাই। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কোহাট জেলার কুরাম নামক স্থানে পঙ্গপাল গিয়াছে তবে বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই।

গুলির আঘাতে মন্ত্রী হত্যা

জাপানের নিপ্পন হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে জাপানের মন্ত্রী কোইনিগ সুগার্ণ নামক জাহাজ ত্যাগ করিবার সময় কোনও এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহাকে রিভলভার দ্বারা গুলি করে এবং সেই আঘাতের ফলে তাঁহার কিছুক্ষণ পরে মৃত্যু হয়।

মান্দ্রাজে ১৪৪ ধারা জারী

মান্দ্রাজে ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য জন্য ৭জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ চেম্বারের তার

ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ চেম্বার ভাইসরয়কে তার যোগে এমবার জ্ঞাপন করিয়া জানাইয়াছেন যে একণে তাঁহারা আর গবর্ণমেণ্টের তাঁহাদের উক্তি লইয়া বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা বলেন যে ১০ই মে তারিখের পরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আর্থিক ব্যাপারের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। এই সমিতি সরকার বাহাদুরকে পুনরায় বর্ত্তমান নীতি সংশোধন করে যাহাতে দেশব্যাপী অসন্তোষ নিবারণ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

লোহার কারবার

করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম ভেড়ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

জ্বরাশনীর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ জন্য ৩ আঃ শিশিতে বন্দীকৃত অবস্থায় ডাকযোগে সর্ব্বত্র ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৸০ আনা।

অফিস—১১নং শ্রীকান্তাজা রোড, পোঃ আজম কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও বাধুর্য্যোর, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অম্বল, অজীর্ণ, অজীর্ণ বমন, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহুপ্রয়োগে ১.৪ আরোগ্য করিয়া পরিক্ষেপন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"মন্মথবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যবর্দ্ধক ও স্মরণশক্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন.

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ছোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কর্ত্তৃক কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত.

কেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর

উহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই কেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার-ক্রনিক ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয় ও রক্তপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২ ৩৲ টাকা

নাইড-কেমিক্যাল এণ্ড ফ্রিমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস। ২৩১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জাগতিক সংবাদপত্রসমূহ একটু পুরাতন হইয়া গেলে তাহার আর আদর থাকে না, এমন কি তাহাকে একেবারেই দূরে নিক্ষেপ হইয়া গেলেই তাহা 'বাজে কাগজে'র মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু পারমার্থিক সংবাদপত্র সম্বন্ধে বর্ত্তে—যুগযুগান্তরেও পুরাতন হইলেও তাহা নিত্য নূতন আদরের বস্তু। শ্রীভগবান্ এবং শ্রীভগবৎকথা অভিন্ন-বস্তু। শ্রীভগবান্ নিত্য নূতন প্রাচীন পুরাণ পুরাতন সনাতন বস্তু, তাঁহার কথাও সুতরাং তাহাই। ভগবৎ কথা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বা অনুশীলন করিলেও তাহার নূতনত্ব বিগত হইবার নহে, বরং যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাহাতে আনন্দের সমুদ্র নিত্য বর্দ্ধমান হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয় ও ভাগবত-নিষ্ঠ সাধক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পারমার্থিক পত্রের পাঠকের নিকট পুরাতন হইবার বস্তু নহে, এমন কি তাহা নিত্যকাল সাদরে সংরক্ষণীয়। বর্ত্তমানে অভিজ্ঞাভিজ্ঞোপরত্ত জনগণ তাঁহাদের কথার নিগূঢ় উপলব্ধি না হইলেও এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা তাঁহাদের কথা আস্বাদনের জন্য একান্ত লালায়িত হইব।

আমরা "সাধু ও মহতের বাক্যের মর্য্যাদা না বুঝিবার ভাব" বর্ত্তমানে অতিমর্ত্ত্য যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের বাণীর মূল্য বুঝিতে না পারিয়া তাহা সংরক্ষণের জন্য সেরূপ যত্ন করিতেছি না, কিন্তু পরিণামে আমাদের তজ্জন্য যথেষ্ট অনুশোচনা ভোগ করিতে হইবে। এই কোটি কণ্টকাকীর্ণ ভক্তিপথে চলিবার সময় মহাপুরুষের বাণী আমাদিগকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়বেগে বশীভূত হইয়া আমরা ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার কোন প্রয়োজন না বুঝিয়া 'যত মত তত পথ' প্রভৃতি বলিয়া মনকে সান্ত্বনা প্রদান করি বটে, কিন্তু একদিন আমাদের এই বিষম ভুলটি ভাঙ্গিবে, একদিন আমরা জানিব যে একমাত্র ভক্তিপথানুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যখনই সেই পথ-প্রদর্শক, সুতরাং তাঁহার বাণীর মূল্য তখনই উপলব্ধির বিষয় হইবে। বুদ্ধিমান জনগণ পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রাদিতে মহাজনোপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহা যতই আলোচনা করা যায়, ততই চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকে এবং ভগবদ্ভজনের জন্য আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০১

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ·২৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ গ্রাম্য বার্ত্তাবহের ন্যায় অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যাজ্য নহে

বৈকুণ্ঠবার্ত্তা অতি পুরাতন হইলেও নিত্য নূতন, তাহা ভক্তগণেরই আস্বাদ্য বিষয়

মহাপুরুষের বাণী গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রে অতি যত্নে সংরক্ষণীয়, তাহাই শ্রেয়ঃপন্থীর নিত্যালোচ্য বিষয় ভগবদারাধনাই জীবের চেতনের পরিচয়; তদ্ব্যতীত জীব—জীবন্মৃত বা জীবন্মৃত

যদি টাম পাউলের মত মহাজনানুমোদিত না হইলে তিনি তাহা প্রচারের অধিকারী নহেন

সদ্গুরু-কৃপালব্ধ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচারবান্ পুরুষই গুর্ব্বাদিষ্ট হইয়া প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইবেন, নতুবা জগদ্বিনাশ অবশ্যম্ভাবী

কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত জড়েন্দ্রিয়তর্পণারামী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও প্রাকৃত সহজিয়ার ভাগবত পাঠাধিকার নাই

শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যভক্ত বা শুদ্ধ-চিদ্বৃত্তির অনুশীলনকারীর আনুগত্যে তন্মুখ-নিঃসৃত ভাগবত-শ্রবণ-ফলে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-জ্ঞান লাভ, তাহাই বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের ফল

ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ পণ্ডিত ব্যতীত কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণনে আর কেহই সমর্থ নহেন

মহাত্মা তোতা-কথিত ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের সঙ্গ শ্রেয়োলাভার্থীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়

সাধকের অনর্থযুক্ত অবস্থায় রাগমার্গে প্রবেশাধিকার নাই

সদ্গুরু-কৃপায় প্রাকৃতকাম-কথায় পরিশূন্য মুক্তাদর্শের গোপীভাবে কৃষ্ণানুশীলনের লোভ শুদ্ধচিত্তে স্বতঃপ্রকাশিত হয়

নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সহজভাবের অনুধরে কৃত্রিমভাবে তদ্ভাব-ভাবিতের ন্যায় চেষ্টা প্রদর্শনকারীই কপট প্রাকৃত সহজিয়া

নড়াইল মহকুমায় শুদ্ধভক্তি প্রচার-প্রসঙ্গ

নড়াইল—শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনীর ভগীরথ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদাঙ্কপূত (১৮৭৮-১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ) বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ সজ্জনতোষণীর প্রথম প্রচার-ক্ষেত্র, সুতরাং এই স্থান ভক্তগণের বিচারে মহাতীর্থ-স্বরূপ

জীবের স্থূল ও লিঙ্গসত্তার জ্ঞান চিজ্জগতের সংবাদ-সংগ্রহে উপযুক্ত নহে, স্বরূপসত্তার জ্ঞান বা আত্মজ্ঞানই তাহাতে উপযুক্ত

বর্ত্তমানে অধিকাংশ বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণের চিত্তে এ একটী ভগবদ্বহির্ম্মুখী বাসনা অত্যন্ত প্রবলা হইয়া উঠিয়াছে যে, 'আগে বাঁচ' ! পরে ভগবানের নাম ইহার যে কি অর্থ তাহা আমরা বুঝি না। ভগবদ্বিমুখ হইয়া বাঁচিয়া থাকায় কি সার্থকতা আছে? পশুত্ব হইতে মানবত্বে কি কিছুমাত্র পার্থক্য থাকিবে না? ভগবদারাধনাই জীব মাত্রের চেতনতার পরিচয়, তাহা না থাকিলে জীব 'ত' জীবন্মৃত বা জীবন্মৃত। ভগবদ্-বিমুখভাবে প্রচার করিয়া জগজ্জীবের কি মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

কুমিল্লাউন ও ডাক্তার বাউনদের সম্প্রদায়—"নবীন সেবকগণকে বক্তৃতা শিক্ষার উপদেশ দিয়া দেশ দেশে প্রচারার্থ প্রেরণ।" সর্ব্বাগ্রে নবদীক্ষিত সেবকগণেই কিরূপ অলৌকিক আছেন, তাহা জগৎকে না জানাইয়া সেই নবদীক্ষিত সেবকগণকে বক্তৃতা শিক্ষা দিয়া দেশে দেশে প্রচার করাইয়া কিরূপ ফল হইবে, বুঝা যায় না। কুমিল্লাউন-সম্প্রদায় বক্তৃতা শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের সেবকগণকে ভক্তির পরিকূল আচরণ শিখাইয়াছেন, সেইরূপ শিক্ষাদান সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়।

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়॥" ইহাই মহাপ্রভুর উপদেশ। এক্ষণে, দেখিতে হইবে, আমি নিজে যাহা আচরণ করি, তাহা আদৌ মহাপ্রভুর অনুমোদিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত কিনা, যদি হয়, তাহা হইলে তাহার প্রচারে জগন্মঙ্গল সাধিত হইতে পারে; কিন্তু যদি তাহা মহাজনানুমোদিত না হয়, পরন্তু তাহা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রচার সর্ব্বতোভাবে বন্ধ করাই বাঞ্ছনীয়। কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঁধা গদ মুখস্থ করাইয়া দিলেই যদি বক্তা হওয়া যাইত, তাহা হইলে আর কথা ছিল না। বক্তার আদর্শ চরিত্রময় জীবন চাই, বক্তার কথা এবং কার্য্য পৃথক্ হইলে চলিবে না, বক্তা স্বয়ং নিষ্কপট হইলে তিনি মনুষ্যমাত্র ত্রাণ হইলে তিনি বহুলোকের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া বসিবেন। বক্তাকে সদ্গুরু-পদাশ্রিত হইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত হইতে হইবে এবং শ্রীগুরুদেবের আদেশ-ক্রমে বক্তৃতায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে; নতুবা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার্জ্জনের পন্থা-স্বরূপ হইলে, তাহা নরকগমনের সহজ উপায় হইল। আদৌ শুরু-মুখ নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া পশ্চাতে সেই শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তনই বিধেয়। কে সদ্গুরু, কে সৎশিষ্য, কে শ্রৌতপথানুসরণে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনে রত হইয়াছেন, তাহা বিচার না করিয়া আমরা যে সে লোককে বক্তা সাজাইতে প্রস্তুত নহি। শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যস্থ হউন, বক্তার ব্যাখ্যা বিচার হউক, বক্তা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত শ্রীগুরুর আনুগত্যে কীর্ত্তন করেন কিনা দেখা হউক, পরে তাঁহাকে মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তনে অধিকার দেওয়া হইবে।

সহজিয়ার ভাগবত পাঠ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ বি, টি,)

আসাম প্রদেশের ঠিক কাছে স্থানে অবস্থিত "বৃন্দাবনীয়া ধর্ম্ম সভা" নামে পরিচিত একজন সহজিয়া সম্প্রদায়ের সামান্য কিছু লোক সংস্পৃষ্ট এই পরিকার স্বাক্ষর করা হইয়াছে; অদ্য অসমর্থ হয় আরও কিছু করা হইতেছে। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যবর্গের চরণে

আমাদের এই নিবেদন, তাঁহারা যেন অসত্যের পক্ষপাতী হইয়া আমাদের এই লেখাকে উপেক্ষা না করেন।

[illegible] বাবাজির [illegible] ভাগবত-পাঠ [illegible] [illegible] বৈষ্ণব বলিয়াছেন। [illegible] বলিয়াছি। [illegible] পাঠে কোন [illegible] নিবেদনা [illegible] পাঠ প্রবণে [illegible] নাই। অধিকার [illegible] ভাগবতের পাঠ যে বক্তা ও [illegible] নরকের পথের যাত্রী [illegible] তাঁহারা তাঁহাকে [illegible] পারিবেন। ইহাতে অদ্বয়-জ্ঞানী বাবাজি মহাশয়ের তাঁহাদের উপর আক্রোশ ছিল এবং তাহা তিনি আমার নিকট অতি অসংযত ভাষায় প্রকাশও করিয়াছিলেন।

ভাগবত পাঠের অধিকার নির্ণয় সম্বন্ধে শাস্ত্র [illegible] কি বলিয়াছেন, তাহার অতি সামান্য মাত্র আমরা আজ এখানে আলোচনা করিব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্মল॥"

উপরিউক্ত বাক্যাবলী প্রমাণিত হইতেছে যে ভাগবত প্রধানতঃ বৈষ্ণবের স্থানে শ্রবণ করিতে হইবে, শ্রবণের পর [illegible] নিরন্তর কীর্তন করিতে হইবে। এই চৈতন্যদেবের একান্ত আশ্রয় না হইলে এই শ্রবণ কার্যটি হয় না। অন্যাভিলাষ [illegible] প্রবল থাকে। কামিনী কাঞ্চন প্রভৃতি কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি যে প্রীতি এই অন্যাভিলাষ রোগের কারণ। [illegible] কৃষ্ণের চিন্ময়ী কৃপা [illegible] বুদ্ধিতে যে কৃষ্ণের কীর্তন, উহা [illegible] কীর্তন। অতএব কীর্তন দ্বারা বক্তা ও শ্রোতার উভয়ের অহংকারেরই উত্তেজনা হইয়া থাকে। এই অহংকার জীবকে স্থূল ও লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রান্ত হয়। একমাত্র [illegible] আত্মার অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোকে বসতি স্থাপনে থাকিতে পারে না। অতএব তখনও [illegible] ভোগ্য জগতের লালসায় উত্তেজিত করে; [illegible] ভোক্তা সাজিয়া, অন্ত ইন্দ্রিয়তর্পণ—এই পার্থিব মর্ত্য-চতুষ্টয়ে আবদ্ধ থাকিয়া [illegible] অনির্দিষ্ট করে, আবার কখনও তাহাকে আত্ম [illegible] দুঃখনিবৃত্তিরূপ ব্রহ্মভূত-ভোগ-লালসা চরিতার্থের জন্য নির্বিশেষবাদ আলোচনায় নিয়োজিত করে। এই দুই শ্রেণীর কেহই ভাগবত পাঠের অধিকারী নহেন। উহারা সকলেই অবৈষ্ণব।

কৃষ্ণমন্ত্রগ্রহণকারী ব্যক্তি মাত্রেই বৈষ্ণব বলা যাইবে না। তিনি অনর্থ-নিবৃত্ত হওয়া মাত্র বৈষ্ণব হইতে পারিবেন [illegible] মন্ত্রগ্রহণ পূর্বক হরির সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যাইবে। [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] ভক্তি বহুকাল হইতে আছে। [illegible] যখন বৈষ্ণব-সমাজে [illegible] লাভ করিয়া বিমল বৈষ্ণবধর্মের গৌরব বিনষ্ট করিতেছিল, তখন ভক্ত-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীল গোস্বামী নামে একজন বৈষ্ণবাচার্য বঙ্গে আবির্ভূত হন। [illegible] প্রায় [illegible] বৎসরের কথা। তিনি [illegible] সম্প্রদায়ে বিভক্ত দেখিয়া বৈষ্ণবগণকে উহাদের সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিতে আজ্ঞা করেন, যথা,—

আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া,
দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-
গোসাঞি
অতিবাড়ী চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে, এ তেরর সঙ্গ নাহি

শ্রীচৈতন্য-প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চিহ্ন এই জগতে আছে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজ, বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ বাবাজি মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, বর্তমান যুগাচার্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সকলেই এই সমস্ত অপসম্প্রদায়ের কুৎসিৎ মতকে খণ্ডন করিয়াছেন।

এই সমস্ত অপ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজিয়া সম্প্রদায়টি বঙ্গ ও আসামের কোন কোন স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বাবাজি মহাশয় এই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁহার চিত্ত-প্রণালীও ঐ প্রকার। সহজিয়ারা স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করেন বলিয়া অভিমান করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দেহে, আমি পুরুষ, সে স্ত্রী, ইত্যাকার বুদ্ধি বর্তমান থাকা কালে কাহারও পরমার্থে প্রবেশাধিকার ঘটে না। কেবল 'পরমার্থ' 'পরমার্থ' বলিয়া চীৎকার করিলে জীব অনর্থনির্মুক্ত হয় না। তাই প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

গোপী ভাব যদি, চিত্তে আচরি
শ্রীহরি পাইবে সেই।
স্ত্রী পুং ব্যবহার, মানিক যাহার
চিত্তে গোপিনী সেই॥

উহার তাৎপর্য এই যে তাহার যে জড়জগতে প্রাকৃত-লিঙ্গ অভিমান প্রবল, বিকার-পর্যায়ে গণ্য করিয়া উহার অত্যন্ত নিবৃত্তি না হইলে সাধক নিজের চিত্তকে বাসনা হইতে দূরে রাখিতে পারিবেন। অনর্থ-নিবৃত্তির সহিত জীবের সমস্ত প্রকার প্রাকৃত বাসনার নিবৃত্তি হইলে সে স্বরূপে কৃষ্ণানুশীলনের যোগ্যতা স্বতঃ প্রকাশিত হয়।

শুদ্ধভক্তি প্রচার

গত ২২শে মে হইতে ৩০শে মে পর্যন্ত ত্রিদণ্ডি স্বামি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বিনোদনগর, [illegible], কুচবিহার, [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি স্থানে কীর্তন-মুখে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া গত ৩০শে মে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার [illegible] উকীল শ্রীযুক্ত বিধু ভূষণ ভৌমিক মহাশয়ের বাসায় শুভাগমন করেন। সেই দিন ও তৎপর দিবস (১লা জুন) আশ্রয় কলেজ হলে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সব-ডিভিসনাল অফিসার-প্রমুখ বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য লোক সভাতে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় স্বামিজী উহার কৃপালু প্রভু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পাদপদ্ম, এই স্থানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই স্থান তীর্থ-স্বরূপ। কারণ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৭৮ ১৮৮ সাল পর্যন্ত [illegible] সজ্জনতোষণী নামে একটি মাসিক বৈষ্ণব-পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎকালে বৈষ্ণব-জগতে তাহাই একমাত্র [illegible] পত্রিকা ছিল। বর্তমানে [illegible] প্রায় জগতের সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই সেই শুদ্ধভক্তি ধর্মের [illegible] স্বামিজী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এইরূপ অনেক অলৌকিক লীলার কথা উল্লেখ করিয়া [illegible] প্রচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রচার করেন। পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত বৃন্দাবনী ও নবদ্বীপী অনেক উপদেশ প্রদানে শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করেন। সকলেই অতিশয় চিত্তে প্রত্যহ তিন ঘণ্টাকাল স্বামিজীর গম্ভীর গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করেন। পরে কীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ও ২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার স্থানীয় [illegible] অফিসার শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আমন্ত্রণে তদীয় সেরেস্তায় দুই দিন সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভাতে সব্‌-ডিভিসন্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible] ও তাঁহার ব্যাসেবার, [illegible] প্রভৃতি বহু উচ্চ-শিক্ষিত গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামিজীর মুখে নির্মৎসর সাধুগণের পরম নিধি অমল পুরাণ পরমহংস-বিজ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব অদ্ভুত ব্যাখ্যা শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়াছেন। শ্রোতৃবর্গ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি দুর্বোধ্য সত্যের সমস্ত কথা [illegible] করিয়াছিলেন; অপর দিকে [illegible] পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ব্যাখ্যা করিয়া সমাজের কত অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাও সভার সভ্যবৃন্দ সকলেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। এবং [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচারবান প্রচারকগণের মুখে এইরূপ [illegible] কথা শুনিবার সৌভাগ্য পান, তজ্জন্য স্বামিজীর নিকট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। পর দিবস মঠের [illegible] স্বামিজী সদলবলে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

তত্ত্ব কথা

(শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

মানবের বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে দুই প্রকার অবস্থা। বদ্ধ জীব সত্ত্বরজস্তমো-গুণ ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত বিকারের অধীন। এই অবস্থায় জীবের স্বরূপ, লিঙ্গরূপ ও স্থূলরূপ-বিশেষে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ সত্তা থাকে।

চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয় সংস্পর্শে যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তাহার নাম স্থূল জ্ঞান। এই স্থূল জ্ঞান মানবের স্থূল সত্তার আবদ্ধ থাকে।

স্থূল জ্ঞান যখন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোযোগে মনে নীত হয় ও কল্পনা বিভাবনা প্রভৃতি বিবিধ মানস-বৃত্তিতে নূতন একটী জ্ঞানের অবস্থায় পরিণত হয়, তখন সেই জ্ঞানকে লিঙ্গসত্তার জ্ঞান বলে।

যোগসিদ্ধ পুরুষগণ যে লিঙ্গ জগতের সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করেন, তাহাও জীবের লিঙ্গ সত্তার জ্ঞান মাত্র। স্থূল ও লিঙ্গরূপাত্মক মায়াতীত জ্ঞান প্রাকৃত চিদ্ধর্ম জ্ঞান নহে, সুতরাং চিদ্গতের সংবাদ সংগ্রহে সম্পূর্ণ অক্ষম।

জীবের স্বরূপ-সত্তার যে জ্ঞান আছে এবং উদিত হয়, তাহাই চিদ্গত মায়াতীত জ্ঞান। উহাই শুদ্ধ অপ্রাকৃত জ্ঞান। অষ্টাঙ্গ যোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি মানবের যোগবাদ আশ্রয়ে জ্ঞানের কোন উপকার হয় না।

গৌড়ীয় মঠ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

কাব্য-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার সাহেব ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা

আধবাঁধা—১॥০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও নৈতিক সামাজিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? ধর্ম, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোয়্যাল কার্টিজ উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

ঐ ।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄০, নবদ্বীপশতক— ⁄০

অর্থপঞ্চক—⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় ৯২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজের বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

[illegible]—১। ভাগবতের বাহ্য ও [illegible], ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের [illegible], ৩। [illegible] ও শ্রীমধ্বের ও শ্রী [illegible] বিবরণ, ৪। [illegible] ও প্রবন্ধ-সমূহের [illegible] ও বিবরণ, ৫। [illegible] [illegible] তথ্য। [illegible] হইয়াছে। [illegible] খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গানুবাদের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] খণ্ড [illegible] ৬ সংখ্যায় ৯৬ পৃষ্ঠা [illegible] হইয়াছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ আনা

১। শ্রীমদ্ভাগবত—[illegible] ৫০
[illegible] গৌড়ীয় বা [illegible] গ্রাহক পক্ষে ⁄০
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫
৩। গৌড়ীয় গৌরব ৫০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ০
৫। [illegible] ৷০
৬। [illegible] ও শ্রী[illegible] (টীকা) ১
[illegible] ৷০
৭। [illegible] ৷৵০
৮। [illegible] ১৸০
[illegible] ৷০
৯। [illegible] (খাতা) ২৲
১০। [illegible] (প্রচারার্থ) ৷০
১১। [illegible] ২
১২। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸১
১৩। গৌড়ীয়-[illegible] ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। [illegible] ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৶০
১৭। [illegible] ৷০
ঐ ঐ [illegible] ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
১৯। [illegible] ([illegible]) ৶০
২০। [illegible] ৫০
২১। নবদ্বীপ [illegible] ৫০
২২। [illegible] ০
২৩। [illegible] ০
২৪। [illegible] ৫০, [illegible]
২৫। কল্যাণকল্পতরু ([illegible]) ৷০
২৬। [illegible] ৷৵০
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (প্রথম [illegible])
২৯। [illegible]
৩০। [illegible] ৸০
৩১। [illegible] ৷০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু লোক যে শ্রী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীগণকে বিনা মূল্যে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করা হয়) বিস্তারিত জানিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible], জেলা [illegible]।

নদীয়া জেলার ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible], জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত [illegible] এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ তাঁহার আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র [illegible] ব্যবহারে কাশী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, জিলা ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

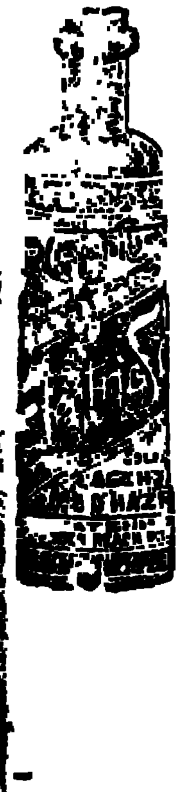

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ স্নায়ুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, স্বপ্ন এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হাড়কা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷৹ ডাকমাশুলে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে ঠিক ব্যবস্থামতে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুপুরুষ ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আয়ুর্ব্বেদের গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, হাঁপানি, ক্ষয়রোগ, প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যন্ত পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রসাহায্যে উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কাজ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। “আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা”—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। “মণিতৈল”—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপুর [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— ডাঃ [illegible] ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রথ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০।৵০ সাধারণ পক্ষে ১১।৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যদাতার পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস-আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সর্ব্বপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে নিয়মমত কাজ চলিতেছে বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ উপদেশ ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে:—

বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৶১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া—প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোড়াকুটী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, মানকর পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭নং দক্ষ লেন রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী—রেঙ্গুনগঞ্জ, চন্দননগর ফুলবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, কুলাঙ্কি—এম, এস, অফিস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী বন্দ্য—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিধুভূষণ দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এস্, বালেশ্বর
১০। শ্রীপাদ খড়্গজিৎ ভক্তিপ্রভাকর বালেশ্বর।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও সালসা পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার বসে হয়। "কলের পরিচায়ক"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও মোড়কের মাশুল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাচা রুকতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, কামস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অনুলেপন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের ধমনীজ্বির ধাতুর দূষিত গুণ, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটীশূল, বাধক, বহুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু নাশকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ শক্তি হিতকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন বাজে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় ঠকিয়া দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— প্রকাশক / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৮৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ শুক্রবার ১৩ই জুন ১৯৩০

বিবিধ সংবাদ

সাইমন কমিশন হইতে গৃহীত বিলাতী সংবাদপত্রসমূহের মত

টাইমস বলেন—সাইমন রিপোর্টে প্রকাশ যে (১) ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী এত লোকের বাস যে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্ট স্থাপন বা তদ্বারা সমগ্র ইউরোপ পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া সেই সমস্ত প্রতিনিধির উপর স্থাপিত একটী শাসন-তন্ত্রের দ্বারা ভারতবর্ষ পরিচালিত করা যায় না, (২) ভারতবাসীরা তাহাদের অসন্তোষ ও সুহবিধার জন্য তাহাদের নেতৃগণকে দাবী করিতে না শিখিলে তাহাদের শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ হইবে না।

ডেলি-হেরাল্ড সাইমন রিপোর্ট পাঠ করিয়া বলেন যে—ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা দরকার নাই। বৃটেন স্বরাজ দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তবে বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করিবার জন্য বৃটেন ভারতবর্ষের নেতৃগণের সহযোগিতা পাইবার দাবী করিতে পারেন।

মর্ণিং পোষ্ট বলেন যে—সাইমন রিপোর্টে ভারতবর্ষের পর্য্যবেক্ষণ এত সাবধানে বর্ণন করা হইয়াছে এবং ইহা এত বিজ্ঞতার সহিত স্পষ্ট করা হইয়াছে যে ইহা হইতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে গিয়া যদি ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়েরই ক্ষতি হয় তাহা হইলে সেটা ভাল নয়।

'ডেলি নিউজ' ও 'ক্রনিকাল' বলেন—

সাইমন কমিশন হইতে গৃহীত বিভিন্ন মত

সাহায্য সমিতি; ভাগলপুরে হৈ চৈ; বিচার ও দণ্ড, অনেক দোকান দগ্ধ; অদ্ভুত সাহেব চুরি; ওয়ালাজায় বন্দীগণের জেল; হোম মেম্বরের সহিত বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের পরামর্শ

ভাইসরয়ের অভিমত

এই রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, ভারতবাসীদের কল্পনা ত্যাগ করিয়া বাস্তবের জন্য পরিশ্রম করা আবশ্যক। ১৯১৯ সালের ব্যবস্থাপন সম্পূর্ণরূপে কার্য্য না করিলেও তাহা কার্য্যকারী হইয়াছে সুতরাং ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ত একথা বলা নিষ্ফল।

ডেলি টেলিগ্রাফ জানিয়াছেন—এই রিপোর্টে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষে অবিলম্বে সম্পূর্ণ স্বরাজ দেওয়া সম্ভব না হইলেও ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের মতামতের উপর ও তাঁহাদের স্ব স্ব স্বার্থের উপর বিশেষ ভাবে সহানুভূতি করা উচিৎ এবং তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রধান ব্যক্তিগণের ও লোকদের পরিবর্তন হইবে।

ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান বলেন যে রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ভারতবর্ষ স্বাধীনভাবে স্বরাজ পাইবার অনুপযুক্ত নহে এবং ইংরাজ শাসন সম্পূর্ণভাবে সরাইয়া লইবার এখনও সময় হয় নাই।

কংগ্রেস দলের সম্পাদক মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকারের সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে অভিমত

মিঃ সরকার বলেন যে 'সাইমন কমিশন রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাহা বিচার্য্য বিষয় তৎসম্বন্ধে কোনও কথাই নাই। বরং উক্তি ও সিদ্ধান্ত সকল আমাদের যে মীমাংসা আবশ্যক তাহার সাহায্য না করিয়া প্রতিবন্ধক হইবে। যদি ইংলণ্ড-পার্লিয়ামেন্টের ভারতবর্ষে স্বরাজ দিবার সম্বন্ধে কি কি বাধা আছে তাহা একত্রীভূত করিবার ইচ্ছা ছিল তাহা হইলে স্যার জন সাইমন সে বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। স্যার জন সাইমন ও তাঁহার সহকারিগণ এই বিষয় সরল ভাবে আলোচনা করিলে তাঁহারা স্বরাজ দিবার প্রতিবন্ধক স্বরূপ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে সব স্বরাজ স্থাপনের পর আলোচনা হইলে ইহার ব্যর্থতা লক্ষ্য করিতে পারিবেন, কতকগুলি অবৈতনিক প্রচারকারী ও সাইমন রিপোর্টের বেসরকারি ক্ষমাপ্রার্থী ভিন্ন ভারতবর্ষে কোনও লোকই অদ্যকার প্রকাশিত সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে উৎসাহশীল হইতে পারিবেন না।

সাইমন কমিশন সম্বন্ধে বিপিন চন্দ্র পালের মত

মিঃ বিপিন পাল বলেন যে প্রাথমিক পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমান হয় যে সাইমন কমিশনের সুপারিস ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার যাহা আবশ্যক তাহা পূরণ করিবার পক্ষে পোষকতা করিবে না।

সাইমন কমিশন সম্বন্ধে উদারনীতি অবলম্বিগণের মত

লিবারেল ফেডারেশনের সভাপতি স্যার ফিরোজ সেটনা বলেন যে সাইমন কমিশনের সাত জন মধ্যে সকলেই বা কেহ কেহ যেরূপ ভাবেই হউন না, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষকে যত কম দিতে পারা যায় এবং ইংলণ্ডের আধিপত্য যত বেশী দিন রক্ষা করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে এক মত। এই রিপোর্ট ভাল করিয়া আলোচনা করিলে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপরিউক্ত মত হইবে তাহা বেশ বুঝা যায়। স্যার চিমনলাল সেটালভাড় বলেন যে প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর আবরণ এত পাতলা যে সাইমন কমিশনের সুপারিস যে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায় তাঁহাদের সুপারিস ভারতবাসিগণের জাতীয় উচ্চাশা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইবে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কলের মালিকগণের সমিতির সভাপতি মিঃ এইচ পি মোদি বলেন যে সাইমন কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনুমান করিবার জন্য প্রাথমিক রিপোর্ট বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। তবে একথা নিশ্চয় যে, ভারতবর্ষে অতি সামান্যমাত্র আশা পাইতে হইলেও তাঁহাদের সুপারিস আরও অনেক উদার হওয়া আবশ্যক।

নানা খবর

অদ্ভুত সাহেব চুরি

পাঠক অবগত আছেন যে চন্দন নগর হইতে কোয়েটা যাইবার রাস্তায় কাপ্তেন ও বিবি ক্রেয়ার এবং মেজর স্পার্ক সীব কেহ কতিপয় অজ্ঞাত লোকের দ্বারা অপহৃত হন। স্পার্ক সাহেবের মোটর চালক এই অপহরণের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে। একদিন মেজর স্পার্ক চমন হইতে কোয়েটা যাইবার রাস্তার উপর মোটর চালাইয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল যে রাস্তায় বড় বড় পাথর রহিয়াছে, সে সমস্ত এমন ভাবে সাজান যে অগ্রসর হবার উপায় নাই। মোটর থামাইবা মাত্র বারজন বিকটাকার লোক গাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা সাহেব এবং মোটরচালককে গাড়ীতে বসিল এবং মোটরের চাবী লইলে বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং সাহেব ও মোটর চালককে বাঁধিয়া রাখিল। এমন সময় কাপ্তেন এবং বিবি ক্রেয়ারের মোটর আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্বৃত্তরা তাঁহাদিগকেও বাঁধিয়া ফেলিল। তাহারা ড্রাইভারকে মোটর পাথর নদমায় ফেলিতে বলে কিন্তু তাহারা নিজ অসামর্থ্য জানাইল।

অবশেষে তাহারা সাহেবদ্বয় এবং মেমকে নিজেদের দেশের দিকে লইয়া চলিল। মেম সাহেব পথে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সাহেবদের একজন আক্রমণকারীরা একটী উট সংগ্রহ করে। তাহার উপর সাহেবদ্বয় এবং মেম সাহেব চড়িয়া যান।

যখন তাহারা দেশে পৌঁছিল, তখন তাহারা প্রকাশ করিল যে তাহাদের দেশীয় কয়েকজন লোককে ইংরাজেরা বন্দী করায় তাহারা এই কার্য্য করিয়াছে। তাহারা সাহেবদের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা চায়। সাহেবেরা অস্বীকার করিলে, তাঁহাদের মুক্তির মূল্য পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে একজন সাহেব কর্জপত্র লিখিয়া দেন। সাহেবদিগের নিকট হইতে ১০২ টাকা কাড়িয়া লইয়াছে, একটী ঘড়ি এবং মেমদের ও কাড়িয়া লয়, তবে ঘড়িটি ফেরৎ দিয়াছে।

স্ত্রীলোকের মুখবন্ধ

মেদিনীপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে স্থানীয় কংগ্রেস-সেবী শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর উপর ফৌজদারি কার্য্য বিধি আইনের ১৪৪ ধারা মতে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

রায় সাহেবের দুঃখ

বাহাদিপুর কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি রায় সাহেব গিরীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী মহোদয় গ্রেপ্তার হইয়া ফরিদপুরে আনীত হন। যাহা হউক, তিনি মুক্ত হইয়াছেন, তবে তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি পত্র দিতে হইয়াছে "আমি গিরীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, ফরিদপুর জেলার বাহাদিপুরের মোক্তার, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ ধারায় অপরাধে আসামী। আইন অমান্য সম্পর্কীয় বর্ত্তমান আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছি তাহার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আমি বলিতেছি যে বর্ত্তমান আন্দোলন যতদিন চলিবে কিম্বা সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধে অন্য যে কোন বেআইনী আন্দোলন হইবে তাহাতে আমি যোগদান করিব না। দোহাই বাবার সবার। (অনু বাই অবার)

শিবির দখল

পুলিশ তমলুক শিবির দখল করিয়া সেখান হইতে অনাদি বাবুকে নিবৃত্তি ও গ্রেপ্তার করিয়াছে

কৈফিয়ত দাও

শান্তিপুরের মোক্তার, শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দিগের উপর নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে গত বৎসর যে তারিখে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু গ্রেপ্তারের দিনে হরতাল উপলক্ষে তাঁহারা মক্কেলদের কাজ করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হন নাই বলিয়া কেন লিগাল প্র্যাকটিশনার্স এক্ট অনুসারে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে।

ওয়াডালার বন্দিগণের জেল

১৮ই জুন ওয়াডালা লবণ গোলা আক্রমণ জন্য বন্দীদের মধ্যে আর একদলের ১০১ জনের বিচার হইয়া ৭৮ জনের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে তন্মধ্যে ৪১ জনের ৩ মাস করিয়া এবং ৩৬ জন বালক বিধায় তাহাদের ১ দিন করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। বাকী আসামীগণ দণ্ড মাত্র থাকায় উক্তি করায় খালাস পাইয়াছেন।

হোম মেম্বারের সহিত বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের পরামর্শ

ভাইসরয়ের অভিমত

ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের হোম মেম্বার মিঃ এইচ. জি, হেগ বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের হোম মেম্বর মিঃ হটসনের সহিত বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সর্দ্দার সুলেমান কাসিম মিটা, মিঃ বিকাভাই প্রেমচাঁদ, স্যার চুনীলাল মেটা এবং মিঃ এইচ, পি, মুডির সহিত সাক্ষাৎ করেন। ব্যবসায়ীগণ সরকার বাহাদুরকে বাংলার সাধারণের সহিত সরকার বাহাদুরের মিল হয় তজ্জন্য সরকার বাহাদুরকে যত্নবান হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ভাইসরয়ের নিকটও এই বিষয়ে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স পক্ষ হইতে আবেদন করা হইয়াছিল তাহার উত্তরে ভাইসরয় জানাইয়াছেন যে বর্ত্তমানে যে পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে ইহাই বস্তুতঃ মিলনস্থা এবং ইহা পরিবর্ত্তন করিবার কোনও কারণ নাই।

সাহায্য-সমিতি

ঢাকার দাঙ্গায় যাহারা বিপন্ন ও দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের সাহায্য-কল্পে কলিকাতায় একটী সাহায্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে। রাজা শ্রীজানকীনাথ রায় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভাগলপুরে হৈ চৈ

ভাগলপুরের বিহপুর নামক স্থানের শান্তি-আশ্রম পুলিশ দখল করিয়া লয়—ইহা পাঠক অবগত আছেন। এক আট স্বেচ্ছাসেবক উক্ত আশ্রম পুনর্দখল করিবার জন্য সত্যাগ্রহ করেন। পুলিশ ঐ স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁহাদের সহিত যে মিছিল আসিতেছিল, সেই মিছিলের লোকদিগকে লাঠির দ্বারা আক্রমণ করে। নূতন কংগ্রেস আফিসের নিকটে বাজারে যে সমস্ত লোক অধিষ্ঠিত ছিল পুলিশ তাহাদিগকেও আক্রমণ করে। লাঠির আঘাতে অনেক লোক আহত হয়। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং বলদেব সহায় গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন।

ভাগলপুর কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি এবং সম্পাদক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে ভাগলপুর সহরে পূর্ণ হরতাল হয় এবং বাজারহাট বন্ধ থাকে।

(এ, পি)

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভূষণের

হেলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। ... প্রতি শিশি ... আনা। বড় ৮/ আনা বোতল ... আনা।

১১নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোড

মদন মঞ্জরী

বটিকার ধ্বজ ও বাতুলিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে ভগ্নাঙ্গ, মনোবল, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সম্ভাবনাদি ঘৃত"

পুরুষত্বাদি যে যে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"কামিনীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য সাতাপ্রসাদ, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোলা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ অনায়াসে কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেম্রার্গ কুইনিন.

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনিন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেমার্গ-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়

৩ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ মাত্র

বাইওকেমিক্যাল এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিজ কর্ত্তৃক প্রস্তুত। —২২।১, মহেন্দ্রলাল লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ০ —

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৭

স্বেচ্ছাচার সন্ন্যাসী-দলের কোন প্রস্তাবই সাধু-শাস্ত্রানুমোদিত নহে

হিন্দুমাত্রকে পূজাধিকার দিবার অধিকার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যের, অন্যের পক্ষে তাহা অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র

ভগবৎপূজা করাইতে গিয়া জড়েন্দ্রিয়ের পূজা শিক্ষা দিলে শ্রীচৈতন্য-মন্দিরের পরিবর্ত্তে অচৈতন্য-মন্দিরই স্থাপিত হইবে

নিজে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত পূজা করিতে শিখিয়া অন্যকে তাহা শিখাইলেই যথার্থ পূজা হইয়া জগন্মঙ্গল বিহিত হয়

নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং-ওয়ার্কসে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধের মুদ্রণারম্ভ

আগামী ২০শে শ্রাবণ হইতে বাগবাজারস্থ নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মেলন, ভক্তিপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন এবং কোটি নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী সম্বন্ধে ডাঃ মোরেণোর পত্র

দাস্যভাবের শ্রেষ্ঠতা

কৃষ্ণদাসাভিমানোত্থ আনন্দ কোটি ব্রহ্মানন্দকেও ধিক্কার করে

প্রাকৃত সহজিয়ার রাগমার্গে কৃষ্ণভজনাভিনয় পরস্ত্রী-সম্ভোগের একটী ছল মাত্র

মহাপ্রভু প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগীর মুখদর্শন করেন না

জীবন্মুক্ত বাবাজীর দল সেবাদাসের পরিবর্ত্তে সেবাদাসীর পক্ষপাতী হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করাকে পরকীয় রসাস্বাদনের নামে চালাইবার দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হয়

অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবাচার; কৃষ্ণাভক্ত, স্ত্রীসঙ্গী, এমন কি তাহার সঙ্গীর সঙ্গ পর্য্যন্তও পরিত্যাজ্য উহারা সকলেই অসৎ

অসৎসঙ্গ লোলুপ অবৈষ্ণব যতই না কেন বৈষ্ণবতা প্রদর্শন করুক, তাহাদের নিকট মন্ত্রাদি গ্রহণ, হরিকথা শ্রবণাদি বিষবৎ পরিত্যাজ্য

অবৈষ্ণবের মুখ হইতে কখনই ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী নির্গত হইতে পারেন না

অবৈষ্ণব বা অসদ্গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরু গ্রহণই জীবের প্রকৃত মঙ্গলের পন্থা

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বেচ্ছাচার সন্ন্যাসী মহাশয়ের দলের নব প্রস্তাব—হিন্দুমাত্রকে পূজাধিকার দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মন্দির-স্থাপন। শ্রীচৈতন্যমন্দির-স্থাপন কে করিবেন? অবৈধভাবে পূজাধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য কি না? পূজা করিতে গিয়া ভোগের আবাহন শিক্ষা দিলে শ্রীচৈতন্য-মন্দির স্থাপিত হইবার পরিবর্ত্তে জড় ভোগ-মন্দির হইয়া যাইবে। অচৈতন্য জড়বিলাসের তাণ্ডব নৃত্য সেখানে দেখা যাইবে। সাধারণ ব্যক্তিগণ অবশ্যই এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া "অসিদ্ধান্তচ্ছলবাদি"র দলের লোকের সহিত মিশিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গৌড়ীয় প্রিন্টিং-ওয়ার্কসে প্রথম হইতে নবমস্কন্ধ পর্য্যন্ত ৭টী খণ্ড ৩৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়া দশমস্কন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধে ৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। দশমস্কন্ধে ৯০ অধ্যায়। যত সত্বর সম্ভব কার্য্য সমাধা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

আগামী ২০শে শ্রাবণ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাগবাজারস্থ নবনির্ম্মিত বিরাট মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অধিষ্ঠান ও মঠ-প্রবেশ-মহোৎসব হইবে। ঐ দিবস হইতেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ। এবারকার উৎসবের বিশেষত্ব এই যে—শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্টানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মেলন ও ভক্তি-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন এবং কোটি নাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। তদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠ-রক্ষক শ্রীল আচার্য্যদেব প্রভু বিশেষ সমুদায় বৈষ্ণবাচার্য্য এবং নিরপেক্ষ বাস্তবসত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণকে অতি বিনীত ভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আহ্বান করিতেছেন। শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে শ্রীমন্দিরের কার্য্য সম্পন্ন করাইবার যত্ন করিতেছেন। গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির দর্শনের জন্য এখন হইতেই বহু দেশ-বিদেশের লোক-সমাগম হইতেছে।

'সেঞ্চুরি রিভিউ' নামক ইংরেজী পত্রিকার জনসম্প্রতিষ্ঠ সম্পাদক ডাঃ এইচ, ডব্লিউ, বি, মোরেনো পি, এইচ, ডি, এম, এস, সি মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া গত ২৫শে মে (১৯৩০) তারিখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল। ঐ পত্রখানা অবিকল 'হারমনিষ্ট' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

টেলিফোন্—কলিঃ ২৭৬১
২নং ওয়েলেসলি স্কোয়ার,
কলিকাতা ২৫শে মে ১৯৩০

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সমীপেষু—

পাবনবিগ্রহেষু কিছুদিন পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী সম্পর্কে অপর বহু ব্যক্তির মধ্যে আমিও একজন আপনাকে আমার আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করিতে পারি কি? ভারত হইতে পারমার্থিকতা যে এখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই এবং বর্ত্তমানেও লোক যে এইরূপ প্রদর্শনীতে যোগদান করিতে আগ্রহবান—শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শাস্ত্র-শিক্ষা-দ্বারা আমাদের 'ব্রহ্মাণ্ড' জগদ্বিখ্যাত সত্তাকে সজীব করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ সুযোগ ও অনুষ্ঠান আমাদের প্রয়োজন। এইরূপ প্রদর্শনী যাহাতে সময়ে সময়ে অন্ততঃ দুই বৎসরে একবার এবং পরে সম্ভবপর হইলে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি কি? এরূপ হইলে প্রদর্শনী বৎসরের পর বৎসর লোকের নিকট খুব প্রিয় হইয়া উঠিবে।

আপনার বিনীত প্রণতিকীর্ত্তনকারি-গণের অন্তরঙ্গরূপে আমি এখন নিঃস্বার্থপর কার্য্যাবলী বিশেষতঃ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাস্তব-সত্য-প্রচারের জন্য বিশেষভাবে আপনার সহিত কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আপনার যে সদনুষ্ঠান, তাহা জয়যুক্ত হউক—তজ্জন্য অন্তরের সহিত অভিনন্দন করি।

আপনার ও আমার উভয়ের স্বদেশ ভারতভূমির কল্যাণার্থ আপনার সাধন অনুষ্ঠান ও আমার প্রতি আপনার নিত্য আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, এই ভিক্ষা করিতেছি। ইতি

আপনার একান্ত সুহৃৎ—
(স্বাক্ষর) এইচ, ডব্লিউ. বি, মোরেনো

অতীন্দ্রিয়বাণী

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ড সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর উক্তি যথা,—

"মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করহ দুর্গতি॥
সবাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্য ভাব।
আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু পাপ॥
প্রাণ ধন দেহ মন সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দাও ঠাকুরালি তোর॥
হেন কর প্রভু মোরে দাস্য ভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥"

২। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার অর্থাৎ ঈশ্বর বস্তু। দাস্যভাবের শ্রেষ্ঠতা যে কথা করিবার জন্যই তিনি নিজ অভিন্ন-বস্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি উক্ত প্রকার প্রার্থনার অভিনয় করিয়াছিলেন। ভগবদ্দাস্য বা ভগবদ্দাসের পদবী যে কত উচ্চ তাহা নিম্নলিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তিসমূহ হইতে স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়।

"অল্প করি না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্ত তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
অতি শিক্ষিত প্রণয় করিতে পারে যাঁর।
চৈতন্যদাসের বহি বড় নাহি আর॥
(মধ্য সপ্তম)

দাস নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার॥
(মধ্য একাদশ)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিজ দাস ভাবে।
সবে হুঁ দাস যাঁর হেন দাস্য মাগে॥
(মধ্য অষ্টবিংশ)

সর্ব্বভাবে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
তাঁহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধিজ্ঞান শিক্ষা॥

যাঁর প্রাপ্ত লাগি সেব অজ ভব রমা।
সাহিত্য ও বিলাপ করেন কামনা॥

(অন্যা তৃতীয়)

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনি আইসে।
তথাপিহ না চাহ না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শন চক্রে রাখে মোর দাস।
মহা প্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করি মুঞি পোষণ পালন॥
সেবকের দাস মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সেই সে মোহার প্রিয় বড়॥
অল্প ধন প্রভু তুমি বুঝি মোর দাস।
কিবা জীউ এই বড় মোর আশ॥

(অন্যা পঞ্চম)

৩। ঈশ্বর ভাগবত বস্তুর সঙ্গ হইতে জাত দৈবধিক সুখ অনন্তকালে ও দুঃখের অভাবকারী। এই দৈবধিক সুখ অপেক্ষা দুঃখের উচ্ছেদকারী ক্ষীণাকারে আত্মারামা ও দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তানন্দ গুণ ব্রহ্মানন্দ কোটী গুণ শ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধ-তেজঃ সম্পন্ন শান্তামস্বরূপ ব্রহ্মানন্দকে ধিক্কার করিতে পারে যে ভগবদাস্বাদের সেবানন্দ সুখ এবং যাঁহার উদয়ে ব্রহ্মানন্দ খাটো হওয়ায়, তাহা যে ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ইহা নিঃসন্দিগ্ধ মহাজন-বাক্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ঃ—

প্রভুদাস আস্বাদনে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥

সহজিয়ার ভাগবত পাঠ

(পূর্বপ্রকাশিত ৮৮ সংখ্যার পর)

প্রাকৃত প্রভাবে সহজিয়ারা তথাকথিত রামদাসাদির কৃষ্ণভজন করেন না; গোপীর আনুগত্যে কৃষ্ণভজনের সন্ধান অবগত না হইয়া তাঁহারা নিজেই কৃষ্ণ সাজিয়া একটি প্রকৃতি নারীর সহিত প্রাকৃত রসাস্বাদনে ব্যস্ত হন। রসাস্বাদনের মালিক কেবলমাত্র কৃষ্ণ, জীব নহে। আবার কৌপীনের বাসনা রাখিয়া এ প্রভেদ অনুভব করিতে পারে না। এই আশ্রমীর বৌদ্ধ কৌপীনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে এবং কৌপীনধারীকে 'বাবাজী' অভিধায় আখ্যাত হইবার যোগ্যতা বিধান করে। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া যদি স্ত্রী গ্রহণ করিলে বৈরাগী বাবাজী হয়, যাঁহার ঐরূপ প্রবৃত্তি থাকে, তিনি কৌপীন বস্ত্রের ধারণের অধিকারী নহেন। তিনি সংসারে থাকিয়াই কৃষ্ণ ভজন করিবেন।

কৌপীনের সহিত এইরূপ উভয়-সমর্থনের ব্যবস্থা আছে বলিয়াই আজ এক সম্প্রদায়ী ভিক্ষু-সমাজের নীচ শ্রেণীর অনাচারের ভিতরে ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে।

বাবাজি মহাশয় বলেন যে, তিনি তাঁহার বৈরাগিণীর সহিত নির্বিকার ভাবে থাকেন। প্রথম, তিনি কৌপীনধারী, অতএব তাঁহার দাস দাসীর কোনই প্রয়োজন নাই। যদি প্রয়োজনই হয়, তাহা হইলে তিনি একটী বৈরাগিণীকে সেবাদাসী রূপে না রাখিয়া, একটী বৈরাগীকেও ত সেবাদাসরূপে রাখিতে পারেন? তাঁহার সেবাদাসীর উপর এইরূপ পক্ষপাতিত্ব কেন? আমরা কৌতুলোক, তিনি আমাদের নিকট কেনই বা সেবাদাসীর সহিত ঐরূপ নির্বিকারে থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন? তাহা হইলে ত আমরাও বলিতে পারি যে আমাদেরও নির্বিকার ভাবে থাকিবার জন্য একটি সেবাদাসীর প্রয়োজন। ফলে হইয়াছেও তাহাই। আজ এই পতিত ও পতিতাগণের ব্যভিচার-স্রোত যেরূপ ভাবে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন ধামকে কলুষিত করিয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে।

অবৈষ্ণবের মুখে ভাগবত-শ্রবণ নিষিদ্ধ। যথা,—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণকে সাপের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।

অসৎসঙ্গ ত্যাগই—বৈষ্ণবাচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
অসৎ সঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥

চৈতন্যচরিতামৃত

স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ, এমন কি তাহার সঙ্গীর সঙ্গ পর্যন্ত ত্যাগ করিবে। তাহারা সকলেই অসাধু। তাহাদের আশ্রয়ে হরিকথার শ্রবণ হইতে পারে না।

সাধারণতঃ লোকে বলে যে বক্তার মনোভাব যেরূপই থাকুক না কেন, শ্রোতার যদি ভক্তি থাকে এবং কৃষ্ণকথা যদি সে ভক্তিভাবেই শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ভজনে অগ্রসর হইতে পারিবে। এইরূপ ধারণা সিদ্ধান্ত মূর্খতা হইতেই জন্মলাভ করে এবং মূর্খতাতেই প্রবর্দ্ধিত হয়। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবারই উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধুগণও বলেন। বাবাজি মহাশয় ভক্তিসিদ্ধান্তে দেখিতে পাইবেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

অর্থাৎ উপদিষ্ট অবৈষ্ণব হইতে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিলে নরক-গমন হয়। সুতরাং যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র গ্রহণও না, আর তাহার মুখে ভাগবত-শ্রবণও না। কারণ চিত্তে সামান্য ভক্তি থাকিলেও উহা অবৈষ্ণব সঙ্গে নাশ প্রাপ্ত হয়। অবৈষ্ণবের কৃষ্ণগুণ ও ভাগবত ব্যাখ্যা মুখের অনুভব। সুতরাং তাহার প্রসঙ্গ শ্রোতার চিত্তে কৃষ্ণভক্তি পরিবর্তে বিষয়বুদ্ধিই উদ্দীপন করিবে। এই জন্য ভক্তিকামিগণ ঐ প্রকার মুখে কৃষ্ণকথাশ্রবণের লালসা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ভক্তিলাভের অধিকারী হইবেন।

ভাগবত শাস্ত্র একখানি ভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রন্থ। যে বক্তা ভক্তিসিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ না কপটচারী, ভাগবতের যে সিদ্ধান্ত তাঁহার আচারকে সমর্থন না করে, তিনি তাহার ব্যাখ্যা শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতরে কিরূপে করিবেন? দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাউক—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং
বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্
যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-
ক্রীড়ামৃগেষু চ॥

ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪

ইহার মর্মার্থ—স্ত্রীসঙ্গে রত ব্যক্তিগণ শোচনীয়, অশান্ত ও অসাধু। উহাদের সঙ্গ করিলে লোকের সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, যশঃ, সহিষ্ণুতা, শম, দম ও উন্নতি সমস্ত নাশ হয়। (ক্রমশঃ

নিসর্গের প্রভাব

বিলাতের টমাস সাহেব অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন। উক্ত বিষয়ে তিনি অনেক অর্থব্যয় করিতেন। একদা আফ্রিকার গহন অরণ্যে তিনি শিকার করিতে যান। জঙ্গলের গভীরতম প্রদেশে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে কতকগুলি শাবকসহ ক্রীড়ানিরত এক ভাল্লুককে লক্ষ্য করেন। অব্যর্থ সন্ধানে ভাল্লুকের উক্ত দলের সকল গুলোর অবসান সাধন করিয়া তিনি সুকৌশলে শাবকগুলিকে হস্তগত করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই ভাল্লুক-শাবকদলে মানব-শিশুর মত আকৃতি-বিশিষ্ট এবং সর্বাঙ্গ লোমে ঢাকা পশু-প্রকৃতি-সম্পন্ন এক অপূর্ব জীবকে পাওয়া যায়। তাহার গায় কতকটা লোমাবৃত, চলাফেরা, শোয়াবসা, খাওয়া দাওয়া সকল বিষয়ে তাহার ভাল্লুকের ন্যায় প্রকৃতি। টমাস সাহেব এই অপূর্ব জীবটিকে মনুষ্য-সমাজে আনিয়া তাহার পশুজীবনকে মনুষ্য-পদবীতে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্পষ্টই মনে হয়, কোন মানব-শিশু দৈব-দুর্বিপাকে এই ভাল্লুকের সংসারে আসিয়া পড়িয়াছিল। বাৎসল্য আকর্ষণে ভল্লুকী তাহাকে নিজ শাবক জ্ঞানে লালন পালন করিয়া আসিতেছিল। অল্প বয়সের মধ্যে সঙ্গ-প্রভাবে মানব-শিশু ভাল্লুক-স্বভাবে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। নিসর্গের কি অপূর্ব প্রভাব! অভ্যাস-বলে প্রকৃতির কি অদ্ভুত পরিবর্তন! অনুষ্ঠের সঙ্গাকর্ষণ! হে মানব! আজ তোমার অবস্থা কি? তুমি অনাদি বহির্মুখ! তুমি নিজ স্বরূপ পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃতির কবলে মায়া-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তুমি তোমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চির-প্রবাসী সাজিয়া বসিয়া আছ, তুমি অনাদি কাল হইতেই মায়ার অধীনতা স্বীকার করিয়াছ। তোমার কৃষ্ণদাসস্বরূপ ধর্ম আজ তোমার নিকট স্বপ্নের মত অদ্ভুত হইতেছে। প্রকৃতিসঙ্গের নিসর্গ যাহা কত বড় প্রভাব তোমার উপর বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তোমার কি উদ্ধারের আশা নাই? অবশ্যই আছে। নিত্য সত্য সনাতন ভাগবতের পুনরাশ্রয়ই তোমার উদ্ধারের একমাত্র উপায়।

পুরী কুষ্ঠাশ্রমে ভাগবত কথা

পুরী ২-৬-৩০

অদ্য প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ সমভিব্যাহারে কীর্তন-সম্রাট্ শ্রীপাদ ভবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ অধিকারী বি. এ এবং ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্. এম্. এফ্. সহ লোকনাথ মন্দিরের সন্নিকটস্থ গবর্ণমেন্ট কুষ্ঠাশ্রমের কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত রামাইলাল মিত্র মহাশয়ের বাসায় গমন করিয়া বঙ্গ-কবি লোচনদাসকৃত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল মধ্যখণ্ড অষ্টম অধ্যায়োক্ত শ্রীবাসপণ্ডিত কর্তৃক সংসারের কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত বিপ্রকে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া তাহাকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মোচন, তিন্তেরে তাহার কুষ্ঠব্যাধির নিবৃত্তিকরণ এবং তাঁহাকে দিব্যদেহ ও প্রেম প্রদান লীলাটী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পূর্বে ও পরে কীর্তন-সম্রাট্ প্রভুর পদাবলী কীর্তন হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ব্যতীত অনেক কুষ্ঠরোগীও পাঠ-কীর্তন শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অবগত হইয়াছেন যে, অস্ত্র-চিকিৎসা বিদ্যা রোগের উৎপত্তির কারণ যাহাই নির্ণয় করুন না কেন, ইহজন্ম বা পূর্বজন্মের বৈষ্ণব অপরাধ অথবা কোনও জীব অপরাধ-ফলেই কুষ্ঠব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং এই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এবং অন্যান্য উৎকট রোগ এমন কি ভবরোগ পর্যন্ত চিরতরে নির্মুক্ত হইতে পারে যদি কেহ সত্য সত্যই সদ্গুরুর পাদাশ্রয় পূর্বক অকৈতবভাবে করিয়া নিরপরাধে নিরন্তর হরিকীর্তন করেন। যাঁহার প্রচুর ভগবানের এই মনোবৃত্তি প্রকট হইয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী এবং সকলেই মহাপ্রভুর উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাধারণ বাঙ্গালায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর শক্তি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য. এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও দৈনিক সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাপ্রণালীর এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাস্থলি নবটি দ্বীপ-সমষ্টি। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে সরোকছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ইহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা আমাদের স্কুল শরীর ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক [illegible])

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের তালিকা, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবগণের [illegible] শ্রীমাধব ও শ্রীগ্রন্থের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষে বহু শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহৃত তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০. চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গানুবাদের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ পেজি সুন্দর আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ॥৴০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৴০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ০

৫। ভজনরহস্য ।০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲

" " আবাঁধা ৷০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা, ২৲ আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপনিষৎ সাত্ত্বতাম্ (বাঁধা) ২৲

১০। প্রেমবিবর্ত্ত [illegible] (বাঙ্গালার) ৷০

১১। বৈষ্ণব [illegible] ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৴০

১৫। দীপ-নির্দ্দেশন ৶০

১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৶০

১৭। শ্রী স্বামী [illegible] ৷৶০

ঐ ঐ বাঁধা ।০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ০

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা [illegible] ০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি প্রত্যেক ৵০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ও অর্চনপদ্ধতি ৵০

২৬। সাধনকণ্ঠমালা ৶০

২৭। সংস্কৃত-দীপিকা ০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। [illegible] ।০

৩০। [illegible] ৸০

৩১। [illegible] ।০

৩২। [illegible] ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-ঔষধ একমাত্র [illegible], [illegible] যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] (গরীব রোগীদিগকে [illegible] চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য [illegible] অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র [illegible]

[illegible] করিতে পারেন—

[illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible], কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] আনাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন [illegible] এবং কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র [illegible] মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible], ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও [illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ [illegible] অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া আছে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, [illegible], স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, [illegible], [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], [illegible] ইত্যাদি প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাস সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক অলিউমল ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্, এ প্রণীত (লাহোর)

[illegible]

২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible] পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) [illegible] বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

[illegible] প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, [illegible]সূচী, পাদসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, [illegible]সূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] অক্ষরে ডবল ক্রাউন, [illegible] আকারে টীট-পত্রের কাগজে ছাপা

ভিক্ষা—২৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ [illegible] ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible] পাণ ও [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] আমলকী, [illegible] যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাস, [illegible], যক্ষ্মা, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], [illegible], [illegible], প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপাৰ্থিব [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (*Tube-well*) [illegible] করা হয়। [illegible], প্রাইভেট সেক্রেটারী, [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, [illegible] প্রভৃতি [illegible] এই কোম্পানীর কাজ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। [illegible] লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—[illegible] আবিষ্কৃত—

[illegible] কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—[illegible] ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] শ্রীযুক্ত কালিদাস হালদার এম্, এস্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭৸/০ সাধারণ পক্ষে ২১৸/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/১।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষ ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত ছাপা খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

ভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্বল্পতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে নিত্যমাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থ-নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৫নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমুদকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৩৩, লয় কে রোড, খুলনা;
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেবীগঞ্জনগর, বলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, অ্যাকাউন্ট দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—বড়গাছ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিধুভূষণ দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীভবানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, বানপুর
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিশাস্ত্রের দানবাদ।
১১। শ্রীপাদ মনোহর ব্রহ্মচারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলিন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে যায়। "কমেন পরিচালকে"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একনে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের বল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ১০ আনায় পারফলিনই একটী জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই! সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা তিলের তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, কাবাব, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহামূল্যবতি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় হয় বস্তুতেই সমভাবে ইহার অনুলেপন গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ চিন্তা দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের অমনোজ্ঞ বায়ুর দূষিত অঙ্গ, অজীর্ণ আদি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিবাত, বাবত, বাতবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাঘোরা, মাথাধরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ শক্তি বিস্তারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাকিলে জানা যায়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। পাল মহাশয়ের নামে বিশেষ বিজ্ঞাপন ঠিকানায় পাঠাইলেই সুখ লাভ হয়

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

গ্রাহকদিগের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ১৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৮৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ শনিবার ১৪ই জুন ১৯৩০

বিবিধ সংবাদ

সাইমন কমিশন সম্বন্ধে মতামত

গত ১১ই ও ১২ই তারিখের কাগজে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও তৎসম্বন্ধে মতামত কতক প্রকাশিত হইয়াছে। উপস্থিত এই বিষয়ে নূতন যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাই প্রকাশ করা হইল। আজিমগঞ্জের রাজা বি, এস, দুধোরিয়া বলেন যে এই রিপোর্টে ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী সম্বন্ধীয় অবস্থা বেশ নিরপেক্ষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্বরাজিষ্ট পক্ষ হইতে কলিকাতার ডিপুটী মেয়র মিঃ সন্তোষ কুমার বোস বলেন যে এই রিপোর্ট শাসন প্রণালী লইয়া যাহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের পক্ষে আশাপ্রদ নহে। যেখানে ভারতবর্ষের উন্নত রাজনৈতিক মত স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে সেইখানেই কমিশনার-গণের সিদ্ধান্ত উন্নতি প্রতিরোধক হইয়াছে। রিপোর্টে দেশবাসী বিশেষতঃ গ্রামবাসীর রাজনৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে বর্ত্তমান আইন অমান্য নীতির আন্দোলনের পর সে সমস্ত উক্তির আর কোনও সার্থকতা নাই। যাহা হউক এই রিপোর্টে একটী উপকার হইয়াছে। যখন এই কমিশন গঠিত হয় এবং ভারতবর্ষে উহা বাধা পায় তখন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে যে একতা ছিল এই রিপোর্ট দ্বারা পুনরায় সেই একতা সাধিত হইয়াছে।" বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস সভার কার্য্যকারক সভাপতি মিঃ নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র বলেন যে এই রিপোর্ট সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করাই তাঁহার মনের ভাব। কলিকাতার ভূত-

সাইমন কমিশনে মতামত

স্বেচ্ছাসেবকের শাস্তি ; জেল ও জরিমানা

য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানের কীর্ত্তি

ভেলোরের নিকট দাঙ্গার জের, মদের দোকান দগ্ধ

পুলিশের উপর আক্রমণ

ঢাকায় আবার দাঙ্গা ; বিচার ও দণ্ড

দাঙ্গায় ৪০০জন আহত

জাহাজ সংঘর্ষে ৪৮জন দগ্ধ

পূর্ব্ব মেয়র মিঃ বি, কে, বসু বলেন এ রিপোর্টে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতির বিষয় যেরূপ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় ভারতবাসী যে আকাঙ্ক্ষা প্রতি মন্তাগুর্ত্ত বিষয়ে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের সহিত উহার তুলনা হয় না। মিঃ বোস বলেন যে পূর্ণ স্বরাজ ভিন্ন কমিশনের অন্য কোনও সুপারিশ কেহই গ্রাহ্য করিবে না। এই দেশের লোকের গোল টেবিল বৈঠকের ফলাফল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য নাই।

মুসলমানদের কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র বলেন যে এই রিপোর্টে সমস্ত রাজনৈতিক অবস্থা প্রকৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ভূতপূর্ব্ব ডীন মিঃ এন. সি. সেন বলেন যে এই রিপোর্ট ভারতবর্ষের জটিল অবস্থা সমূহের আলোচনা করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয় হইলেও তাহা-দের মতামত ঠিক বলা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হলে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত বিরোধ দূর হইবে না বলিয়া রিপোর্টে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা ভুল। জাতীয় সংরক্ষণ বিষয়ে সেনেদের মত সম্বন্ধে রিপোর্টের মন্তব্য ঠিক হয় নাই। লর্ড লেমিংটন বলেন যে এই রিপোর্ট ভারতবর্ষে বাহির শাসন বা কোনও প্রকার সংস্কার বিস্তার অনুকূল নহে। মিঃ এস সত্যমূর্ত্তি বলেন এই কমিশন কোনও কোনও অংশে ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বিষয়ে কমিশনের উক্তি ঠিক নহে। মিঃ ডি রাজারাম পাণ্ডে বলেন যে এই কমিশন সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে কাজ দেখাইয়াছেন কিন্তু রিপোর্ট ঠিক হয় নাই এবং তাহা নিরপেক্ষ নহে। পুনায় সাইমন কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আংশিক হরতাল হইয়াছে।

ভেলোরের নিকট দাঙ্গার জের

গত রবিবার ভেলোরের নিকট যে হাঙ্গামা হয় তাহার ফলে হিন্দু মুসলমান উভয়ের দোকান পসারি সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত কারবার বন্ধ আছে। সোমবার বেলা ১টার সময় হিন্দুরা একজন মুসলমান স্ত্রীলোককে আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া রব উঠায় মুসলমানগণ একটি পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। হিন্দুদের বাড়ীতেও আক্রমণ করিয়াছে। ভেলোর উপকণ্ঠে হিন্দুদের বাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছে।

সীমান্তে যুদ্ধ

পেশোয়ারের নিকট আফ্রিদিরা ব্রিটিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করেন ; কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের উড়োজাহাজ আক্রমণকারীদিগকে পুনরাক্রমণ করায় তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অনেকে হাতিয়ার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নানা খবর

স্বেচ্ছাসেবকের শাস্তি

বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবক আনন্দী ভারনী কাপড়ের দোকানে পিকেট করে এবং জেড্ কনষ্টেবলের নিকট হইতে এক পাতি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে—এই অভিযোগে কলিকাতা কোর্টবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর আসামীকে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করেন। জরিমানার টাকা না দিলে তাহাকে আরও দিন বিনা শ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

পুলিশের উপর আক্রমণ

০ সংবাদ আসিয়াছে ১৭ মাইল দূরে পাঠলা নামক গ্রামে মুসলমানেরা মসজিদ লুণ্ঠন করিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ তদন্ত করিতে যায়। উচ্চপদস্থ পুলিশের লোকদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলে। প্রধান কর্ম্মচারী আত্মরক্ষার্থ গুলি চালনার আদেশ করেন। একটী গুলিতে একজন মুসলমান মারা যায়, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার পথে সে প্রাণত্যাগ করে।

সমস্ত পুলিশ দলের আওয়াজ করে, তাহাদের অনেকে জখম হইয়া পড়ে।

কাঁকপাড়া গ্রামে একটী লুণ্ঠনের অপরাধে আসামী গ্রেপ্তার করিবার জন্য একজন পুলিশ কর্ম্মচারী দুইজন সিপাহী লইয়া গমন করেন। একদল মুসলমান লাঠি, সোঁটা এবং বর্শা লইয়া পুলিশকে আক্রমণ করে। আসামীকে মুক্ত করিবার জন্য মুসলমানেরা পলাইয়া যায়। পুলিশের লোকেরা স্থানীয় গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বাটীতে আশ্রয় লয়। এই সংবাদ পাইয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সশস্ত্র পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। যখন তাঁহারা তদন্ত করিতেছিলেন, সেই সময় একজন বালক ও আসামী একজন সিপাহীকে আক্রমণ করে। পুলিশকে বাধা দেওয়া ইত্যাদি অপরাধে এবং আরও দুইজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আবার ঢাকায় দাঙ্গা

ঢাকায় একটী মোটর দুর্ঘটনা লইয়া দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আর একদফা দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

একটী মুসলমান যুবক আহত হয় কিন্তু কোন ক্ষতি হইবার পূর্ব্বেই আরোগ্য হয়। কিন্তু পরেই রটনা হয় যে অনেক মুসলমান জড় হইয়া বাসাবাড়ীর হিন্দুদিগের গৃহ ইত্যাদি লুটিতে থাকে। হিন্দুরাও প্রতিরোধ করে। এইরূপে দাঙ্গা বাধিয়া যায়। পুলিশ যথাসময়ে আসিয়া পড়ায় এই দাঙ্গা বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

এই দাঙ্গার জন্য অধিক লোক আহত হইতে সাহস করে নাই।

২জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহারা জামিনে খালাস আছে।

মদের দোকান বন্ধ

মেদিনীপুর হইতে সংবাদ এই যে গতবৎসর থানার রামপুরে মদের দোকান কে বা কাহারা পুড়াইয়া দিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

হ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের কীর্ত্তি

জেম্‌স্ ঘোষ নামক একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নাগপুরের বাজার হইতে টাকা মূল্যের জহরৎ আত্মসাৎ করার অপরাধে কলিকাতায় ২ বৎসর জেল হয়। তাহার খালাসের পর অবৈধভাবে আফিং চালান দেওয়ার অপরাধে নাগপুরে ১ বৎসর জেল হয়। তাহার জেল খাটিবার কালে অপর একজন ব্যবসায়ীর তাহার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উপস্থিত করে এবং তাহাকে বিচারার্থ যে সময় নাগপুর কোর্টে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল সেই সময় সে পলায়ন করিয়াছিল। গত মঙ্গলবার কলিকাতার সি আই ডি পুলিশ তাহাকে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের উপর পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছে।

জেল ও জরিমানা

আইন অমান্য সমিতির সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র দাসের ১৪৭ ধারা মতে জেল হইল অনাদায় জন তাড়া করা স্বেচ্ছাসেবকগণকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। বাগেরহাটের নিধুভূষণ বোসের ৫ মাস জেল ও ২০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে লবণ আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ ছিল। ফরিদপুরে পিকেটিং জন্য ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের জেল হইয়াছে। রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস সভার সম্পাদক অশ্বিনীকুমার গঙ্গুলীর আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ১ বৎসর জেল ও ৩০০ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

৫৮জন দগ্ধ

আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ফোর্ট জেকস্ নামক একটী জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিয়া একটী তৈলের জাহাজ এবং তাহার আরোহী ৪০ জন লোক এবং জেটার জেটের ১৮ জন লোক পুড়িয়া মারা যায়। অনেকে পরে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়ে, কিন্তু সেখানে জ্বলন্ত তৈলতরঙ্গে আসিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ ও নিমজ্জিত করিয়া দেয়।

দাঙ্গায় ৪০০ আহত

বরোদা সহরে এবং কাটাহড় গ্রামে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সেখানে মুসলমানদিগের তাবুতে অজ্ঞাত কে বা কাহারা প্রস্তর নিক্ষেপ করায় মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে। তাহারা পুলিশকেও আঘাত করিতে থাকে। বরোদা সহরের পুলিশ কমিশনার আরও পুলিশ লইয়া শান্তি স্থাপন করিতে আসেন, কিন্তু তাঁহারাও আক্রান্ত হন। গোলাবারুদ লোকদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু দলে দলে মুসলমান হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতে থাকে। ২০ জন হিন্দু গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। ছয়টী হিন্দুগৃহ পুড়াইয়া দিয়াছে। সশস্ত্র পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দিতেছে। এ পর্য্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বরোদা সহরের নিকট কাটাহড় নামক গ্রামে ঐরূপ আর একটী দাঙ্গা হয়। তাহাতেও ৪০০ লোক আহত হয়।

বিচার ও দণ্ড

বোম্বাই হইতে সংবাদ এই যে, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ৬৬জন ধরাশালার লবণ সত্যাগ্রহীর বিচার হইয়া গিয়াছে। আসামীদিগের মধ্যে ৩জনের তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ জনের দুইমাস সশ্রম কারাদণ্ড, বাকী সকলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বলিয়া একদিন করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
[illegible] পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আং শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের মধ্যস্থিত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।
অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মদন মঞ্জরী

রতিশক্তির হ্রাস ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকাশানি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি যে যে কারণেই হউক আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ ক্ষমতা ও বোধশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের ছোট শিশি বাদাম তৈল
খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদামের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্‌জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।
৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৵০, টাক মাই ও-কোরসান এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ প্রস্তুত। ২৯।১, হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৭

(১)
নিত্যবস্তু পরমেশ্বরই চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থের
একমাত্র আশ্রয়-স্থল
স্ত্রীপুত্রাদি অনিত্যবস্তু নিত্যকালের জন্য আশ্রয় দানে অসমর্থ
(২)
শ্রীশ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই ভবমহাদাবাগ্নি
নির্ব্বাপণের একমাত্র সুস্নিগ্ধ বারি
(৩)
কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্যই শান্তির পরমোপায়
যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ অবিদ্যা বা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা
(৪)
মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসভোজী, মৎস্যাদি অমেধ্যবস্তু তমোগুণ প্রধান
লোকের খাদ্য, নির্গুণ কৃষ্ণভজনের পক্ষপাতী জনগণের পক্ষে
উহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়
জিহ্বোদরোপস্থবেগজয়ী, পরাপেক্ষা-শূন্য ও মধুকর-ব্রতী হইয়া
সর্ব্বদা নাম-সংকীর্ত্তনই বৈরাগীর কৃত্য
বৈরাগ্যের ভাণ লইয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণাভিলাষী মর্কট বৈরাগী
আচার-ভ্রষ্ট গুরু শিষ্যকে কখনও সদাচার শিক্ষা দিতে পারেন না
আসান-বরপেটার টাকা প্রাপ্তে সহজিয়া ভাগবত পাঠকের
নাম বৈচিত্র্যের অদ্ভুত ব্যাখ্যা
ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞানহীন মূর্খের নিকট ভাগবত শ্রবণ মহা-মূর্খতার পরিচয়
সশিষ্য বৃন্দাবনীয়া গোঁসাইর স্ব-পর-বঞ্চনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক
সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ই শ্রেয়ঃপন্থা, নতুবা নরক অনিবার্য্য
(৫)
বৈষ্ণবতা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে, পরন্তু জীবমাত্রেরই
নিত্য-সত্য-সনাতন আত্মধর্ম্ম

আশ্রয়-বিচার

এই সুবিশাল পৃথিবী-বক্ষে মানব একা বাস করিতে পারে না। সেইজন্য কেহ স্ত্রীপুত্রাদিকে এবং কেহ বা পরমেশ্বর বস্তুকে আশ্রয় করিবার জন্য ধাবিত হন।

স্ত্রীপুত্রাদির জীবনের স্থিরতা নাই; সুতরাং তাহারা নিত্যকালের জন্য আশ্রয় দিতে অসমর্থ। ইহা ব্যতীত, আমরা যে কারণে তাহাদিগকে আশ্রয় করি, তাহারাও সেই নিমিত্ত আমাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং তাহারা বস্তুতঃ আশ্রয়-লিপ্সু অর্থাৎ আশ্রয়-জাতীয় বস্তুরূপে পরিগণিত হইবার অযোগ্য।

শাস্ত্র বলিতেছেন যে পরমেশ্বর নিত্য-বস্তু এবং চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থের একমাত্র আশ্রয়স্থল। অতএব যে সকল ব্যক্তি নিত্য আশ্রয় জাতীয় বস্তুরূপী পরমেশ্বর তত্ত্বকে অবলম্বন না করিয়া নশ্বর স্ত্রীপুত্রাদিকে আশ্রয়রূপে গণ্য করিয়া তাহাদিগের সেবা-ব্যাপারে সুখে বাস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, তাহারা ভ্রান্ত। ভ্রান্ত জীবগণ কল্পিত আশ্রয় বস্তুর নাশে মর্ম্মান্তিক বিরহ বেদনার অধীন হন, কিন্তু যে সকল বিজ্ঞ মানবগণ বাস্তবিক আশ্রয় জাতীয় বস্তুরূপী পরমেশ্বর তত্ত্বকে আশ্রয় পদে বরণ করেন, তাঁহারা মর্ম্মান্তিক বিরহ বেদনার পরিবর্ত্তে অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যকাল পরমানন্দপূর্ণ ভগবৎসেবা-জনিত বিমল রস আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সংসার-দাবানল

মহতী অরণ্যানীসমূহে কোন কোন সময় বৃক্ষসমূহের পরস্পর ঘর্ষণফলে বিদ্যুত প্রকাশিত হইয়া ভীষণ অগ্নির সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই অগ্নিকে দাবাগ্নি বলে। দাবাগ্নি প্রজ্জলিত হইলে বন ভস্মীভূত হইয়া শ্মশানে পরিণত হয়। পাদপগণ নিশ্চল বলিয়া স্বস্থানে দণ্ডায়মান হইয়াই অগ্নির লেলিহান জিহ্বায় নীরবে আত্ম-বিসর্জ্জন করে, শ্বাপদসকল প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়, কিন্তু অগ্নি যখন সমগ্র বনপ্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন কাহারও নিস্তার নাই—স্থাবর জঙ্গম সকলেই তখন অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই—এই সংসারও একটী দাবানল। এখানে কেহ মদনানলে, কেহ বা শোকানলে দগ্ধীভূত। মৎসরতা ও শোক—এই দুইটী সংসার-দাবাগ্নির দুইটী বৃহতী শিখা। এতদ্ব্যতীত এই দাবানলের আর একটী বৃহতী শিখা আছে, তাহাকে ত্রিতাপ বলা যাইতে পারে। তাহা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপের সমষ্টি। এই শিখাটীর হস্ত হইতে সংসারাবদ্ধ কোনও ব্যক্তির নিস্তার নাই। উক্ত তিন প্রধান শিখা ব্যতীত কামানল, ক্রোধানল, লোভানল, মোহানল এবং মদানলেও সংসারের জীব দগ্ধ হইতেছে।

শ্রীগুরুদেব করুণাবতার। তিনি সংসার-দাবানলে দহ্যমান দুর্ভাগ্য জীবকুলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে চিরতরে উহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জগতে আগমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-রূপ স্নিগ্ধবারিই সংসার-দাবানল-নির্ব্বাপণে একমাত্র সমর্থ, কিন্তু এ বারি যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। একমাত্র সদ্গুরুদেবের শ্রীমুখ-বারিধিতে ঐ বারির ঊর্ম্মিমালা অনুক্ষণ নৃত্য করিতে থাকে। তিনি ঐ হরিনাম-স্নিগ্ধধারা জীবের হৃদয়ে প্রজ্জলিত ভবমহাদাবানল নির্ব্বাপণ করিতে সমর্থ এবং করিয়া থাকেন। তাই আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় গাহিয়াছেন—

> 'সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
> ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
> প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
> বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥'

শান্তির উপায়

বর্ত্তমানে ৫০৩১ কল্যব্দ চলিতেছে। কলি যুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ সৌর বর্ষ। সুতরাং আয়ুর তুলনায় তিনি এখন কচি শিশু মাত্র। কিন্তু এই শৈশব বিস্থাতেই তিনি যে প্রকার বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে জীবনের পরবর্ত্তী সময়ে আমরা তাঁহার কি প্রকার রূপ দর্শন করিব, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

কলি-শব্দের অর্থ বিবাদ। কলিযুগ শব্দে বিবাদের যুগ। এই যুগে ত্রিচতুর্থাংশ ধর্ম্মের লোপ প্রাপ্তি হইয়াছে, মাত্র এক পাদ ধর্ম্ম অবশিষ্ট আছে। তাই সর্ব্বত্রই বিবাদ চলিতেছে—রাজায় রাজায় বিবাদ, রাজায় প্রজায় বিবাদ, প্রজায় প্রজায় বিবাদ, প্রতিবাসীদের মধ্যে বিবাদ, ঘরে ঘরে বিবাদ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ, এমন কি পিতায় পুত্রে বিবাদ। তদুপরি কলির প্রাণিগণ অল্পায়ুঃ ও নানাবিধ-ব্যাধিতে প্রপীড়িত। দুর্ভিক্ষ, মহামারী অরাজকতা প্রভৃতির তাণ্ডব-নৃত্যও জগতের চতুর্দ্দিকে দেখা চলিতেছে। সুতরাং কলির জীবকুল কি ভাবে জীবন-যাপন করিতেছেন, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

পৃথিবীর অশান্তির কারণগুলি নিরাকরণের নিমিত্ত কত চেষ্টা চলিতেছে। উদ্ভব-মস্তিষ্ক চিকিৎসকগণ ব্যাধিসমূহ সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমদ্বারা কত গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু ফলে দেখা যাইতেছে যে রোগ-সমূহের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নূতন নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সমাজহিতকারীগণ সমাজের সর্ব্ববিধ হিতসাধনের নিমিত্ত জন্ম আগ্রহের সহিত নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, কিন্তু চতুর্দ্দিকে প্রজ্জলিত অশান্তি-অনল হ্রাস পাইতেছে না, কোথায়ও আপাতদৃষ্টিতে অগ্নির একটু অবসান দৃষ্ট হইলেও অপরদিকে উহার লেলিহান জিহ্বা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—জগতে শান্তি-স্থাপনের যাবতীয় প্রয়াস 'ভস্মে ঘি ঢালা'র ন্যায় নিষ্ফল হইতেছে। ইহার কারণ কি? তবে কি জগদ্বাসি-জনগণের ভাগ্যে শান্তি নাই? তাহারা কি অনন্ত কালই অশান্তির অনলে পুড়িয়া মরিবে?

রোগীর রোগ-নির্ণয় না করিয়া অজ্ঞ হাতুড়ে চিকিৎসকগণ যে প্রকার স্বেচ্ছায় নানাবিধ অনুপযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা রোগের মাত্রা অনেক সময় বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, আমাদের সংসারে শান্তি-স্থাপন-প্রয়াসও অশান্তির প্রকৃত কারণ অব-ধারণের অসামর্থ্য-প্রযুক্ত ঠিক বিপরীত ফল প্রসব করে। বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর রোগ ও তাহার উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিয়া রোগীর শারীরিক অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তাহার উপযুক্ত ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন। তাহাতে অচিরেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। রোগের রোগ নির্ণয় হইলেও রোগী সহ্য করিতে পারেন এই প্রকার ঔষধ

ও শান্তির ব্যবস্থা না হইলে তাঁহার অনিষ্ট সাধিত হয়

সাধু ও শাস্ত্র বলেন জগতের যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই মায়া। সংসারবদ্ধ জীব-গণ চিত্তমুকুর মলাবৃত্ত, অন্তরে গগন স্পর্শী এবং ভোগলোলুপ হয় বলিয়া বৈরাগ্য—এই দেবতার কোন না কোনও একটী ধারা অবলম্বন করে। তাহাদের চিত্তদর্পণে তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিফলিত হইতেছে না। চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইলে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ দেখিতে পান—কৃষ্ণ-নৈষ্কর্ম্যই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ, তখন তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা কৃষ্ণসেবায় প্রযুক্ত হয়, অচিরেই সংসার-বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয় এবং তিনি অপ্রাকৃত প্রেমানন্দ আস্বাদন করেন। সুতরাং তাঁহার নিকট আর অশান্তির স্থান কোথায়? সূর্য্য উদিত হইলে যেরূপ যাবতীয় অন্ধকার আপনা হইতেই পলায়ন করিতে বাধ্য হয়, সেই প্রকার জীবের শুদ্ধ চিত্ত-গগনে কৃষ্ণ-চৈতন্য-স্বরূপ সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় অশান্তির উপদ্রব সম্পূর্ণ কাটিয়া যায়।

কলিযুগের জীবের চিত্ত দর্পণ মার্জ্জনের একমাত্র উপায় শ্রীনাম-কীর্ত্তন। কলির অল্পায়ুঃ প্রাণিগণের অবিদ্যা-রোগ নিরাকরণের শ্রীনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোনও ঔষধ নাই—অবিদ্যা একমাত্র মহৌষধ। তাই বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন—

"হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—

এত সব ছাড়ি আর না মানে সবে তাঁর নাম।
সে না মানে সেই পাপে হয় তাঁর নাশ॥

কলিহত-জীব প্রাণিগণের চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জনে চৈতন্য-দেব অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়াও লোকের অনুকরণপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন না করিয়া স্বরূপ উদ্বোধন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে স্বয়ং আচরণে প্রকটিত হইয়া স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি ভক্ত পার্ষদগণের সহিত শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন ও অবশেষে দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি দ্বারা আদর্শ পূর্ব্বক জগৎবাসীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি স্বীয় আচরণ দ্বারা শিষ্যগণকে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। সঙ্কীর্ত্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা উদ্বুদ্ধ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমরসে শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত দেহে রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রুপ্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার উদ্গত হয়। আমাদের পরমগুরু শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত তৎকালে তাহা বর্ণন করিয়াছেন—

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্যগীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সহজিয়ার ভাগবত পাঠ

(পূর্বপ্রকাশিত ৮৭ সংখ্যার পর)

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

মনুসংহিতা ৫।১৫

উহার সরলার্থ—মৎস্য ভোজনে সর্ব্বমাংস ভোজন করা হয়। ইহা অত্যন্ত অপবিত্র এবং তামসিক প্রকৃতির লোকের খাদ্য। সুতরাং নির্গুণ কৃষ্ণভজনের পক্ষপাতী জনগণ মৎস্যাহার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন।

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধ নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
জিহ্বার লালসে সেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

ইহার সরলার্থ—বৈরাগী দাস যাচীর অপেক্ষা করিলে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইবেন। নিজ ও উদরপরায়ণ বৈরাগী কেবল কামিনী ও কাঞ্চন সংগ্রহে নিরত থাকে; সুতরাং তাহারা মর্কট। কাঠের স্ত্রী-মূর্ত্তিও মুনিজনের চিত্তে চাঞ্চল্য উৎপাদন করে। সুতরাং বৈরাগ্য করিয়া যাহারা স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহাদের সহিত প্রমাদেও আলাপ করিবে না।

এক্ষণে বাবাজি মহাশয়কে যদি এই কয়টি শিক্ষার ব্যাখ্যা করিতে বলা হয়, তাহা হইলে তিনি কি ইহা ঠিক্ ঠিক্ ব্যাখ্যা করিবেন? পাছে শিষ্যের চটে বলা পড়েন, এই ভয়ে কি তিনি এই সময় স্থানের অপব্যাখ্যা করিবেন না? আচার-ভ্রষ্ট গুরু কি কখনও শিষ্যকে সদাচার শিক্ষা দিতে পারেন? তিনি নিজ মুখেই আমাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি যে সমস্ত কথা বলিলেন, তাহা অতি উচ্চদরের। এই সমস্ত লোক কি ইহা ধরিতে পারিবে? আমি আস্তে আস্তে, বোঝাইয়া বোঝাইয়া ইহাদিগকে ঐ পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহাতেও তাহারা পারিয়া উঠিতেছে না; আর ত আপনার কথায় চলা।" বৈরাগ্যে সুপণ্ডিত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদগণের উপদিষ্ট পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কামপ্রদমন-কল্পে যে বৈরাগ্যপূর্ণ শাস্ত্রিক ব্যাখ্যার বিষয়োৎপাদন করিয়াছেন, আজ কি তিনি তাঁহার সেবকগণে উহা ভোগমুখে ব্যাখ্যা করিয়া ভোগিকুলের ইন্দ্রিয়তর্পণ সহায়তা করিবেন? তিনি কি ইহা দ্বারা গুরু-উপদেশরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইবেন না? যদি তাঁহার ভোগের কীর্ত্তনই অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তিনি বঙ্কিম বাবুর 'বিষবৃক্ষ' পাঠে অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না কি?

এইরূপ ভাগবত-পাঠের নমুনা আমরা অনেক দেখিয়াছি ও অনেক শুনিয়াছি। এইখানে বাবাজি মহাশয়ের প্রতিভার অন্য একটির উল্লেখ করা গেল।

আমার বাসস্থানের সন্নিকটে 'টাঙ্গা' নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে আজ প্রায় তিন বৎসর হইল বলেটা সাধন কুটি ও অধিকারী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনা গেল। সেখানকার প্রায় সকলেই তাঁহার শিষ্য। তিনি 'কীর্ত্তন ঘরে' ভাগবত পাঠ করেন। পাঠকালীন দান-বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, দান তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক দান, যাহা না চাহিতে দিয়া আপনিই অনুগ্রহ করিয়া দিয়া দেয়; রাজসিক দান, যাহা গুরু আসিলে সকলে মিলিয়া এক জায়গায় কুলাকুলি করিয়া দেয়; আর তামসিক দান, যাহা শিষ্যের বাড়ী বাড়ী গিয়া গুরুকে আনিতে হয়।

আমরা এই ব্যাখ্যার কথা শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের কেহ কেহ সে দানে না খুব ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। গুরুর দান সংগ্রহই উদ্দেশ্য ছিল, তাই তাঁহাকে নিজ কার্য্য উদ্ধারের জন্য ভাগবতের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল।

যাঁহারা ভাগবত পাঠ দ্বারা কামিনী কাঞ্চনের সেবা করিতে চান, এইরূপ ভাগবত ব্যবসায়ীর মুখে 'কোন্ মূর্খ বা কৃষ্ণ-কথা শুনিতে অগ্রসর হইবেন? যদি কেহ এইরূপ মূর্খতা প্রদর্শন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি তিনি বাবাজি মহাশয়ের বিচারে দণ্ডনীয় হইবেন? যদি কেহ ডাক্তারের কথামত কোন সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তিনি কি কিছু দোষের কার্য্য করিলেন?

উপসংহারে তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা—তিনি আর অধিক কাল এই আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনারূপ মহাপাপ-কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গ করুন। তাঁহার শিষ্যগণের প্রতিও আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন ভদ্রভাবে জীবন যাপনের জন্য সৎশিক্ষা লাভ করিতে প্রয়াসী হন। অসতের সাহায্য দ্বারা দৌরব অর্জন কিছু গৌরবের কথা নহে।

"বৈষ্ণবতা" সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে

বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের এক শ্রেণীর মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল দেখা যায়। তাঁহারা কলিযুগ পাবন সর্ব্ব-প্রতিভা শুদ্ধাভক্ত চিত্রিত দ্বারা অতুলনীয় বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধীয় বিচার বিশ্লেষণ করিবার সৌভাগ্য জীবনে অর্জ্জন করিতে চাহেন না। তাঁহারা স্ব স্ব কপোল-কল্পিত ধারণা-বশে মনে করেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষানুসরণকারী বৈষ্ণবগণ সাধারণ শৈব শাক্ত জৈন খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়িগণের সমপর্য্যায়ভুক্ত অন্য একটি সম্প্রদায় মাত্র; কিন্তু শ্রীমন্মহা-প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবতা—বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক মতবাদ নহে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রণালীর অনু-সরণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সকল পদার্থেরই একটা স্বরূপ আছে। জড় বস্তু স্বরূপ জড়ময় আর চেতনবস্তু-স্বরূপ চেতনময়। জীব মাত্রেই চেতন পদার্থ; কিন্তু জড় শরীর বিশিষ্ট হওয়ায় জীবের চেতনময় স্বরূপ জড়ময় স্থূলদেহের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়ে। বদ্ধজীবনে চেতনময় সত্তা সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহরূপ আবরণ দ্বারা আবৃত। এই অবস্থায় প্রকৃত বিস্মৃতিশীল জীব যখন আত্মস্বরূপের ধারণাবিশিষ্ট-হেতুঃ শরীর ও মানস-স্রোতের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার দেহধর্ম্ম অথবা মনোধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ মাত্র নাই। দেহ ও মনোধর্ম্মরূপ আবরণ বিরহিত হইয়া আত্মস্বরূপে জীবের নিত্য সত্য সনাতন ধর্ম্ম। ইহারই নাম আত্মধর্ম্ম ও বিশুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
[illegible]-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম
বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আমরা [illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

[illegible] শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-[illegible]। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] ও [illegible] বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি
পকেট সাইজ
[illegible] সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা [illegible] [illegible] বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে [illegible] হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০
অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু
পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করে এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা সমস্ত কল্যাণ সাধনে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। [illegible] [illegible] কল্যাণের [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী [illegible] [illegible] বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত ৮৫০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি
([illegible])

[illegible] ১। [illegible] ২। [illegible] সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের জীবনী, ৩। [illegible] শ্রীমন্দির ও [illegible] বিবরণ, ৪। [illegible] [illegible] [illegible] ও বিবরণ, ৬। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ
—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ
ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত—[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০
২। [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। [illegible] ১০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ৷৵
 " " আবাঁধা ৷৷০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্য) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
 [illegible] ।০
৯। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৷৵
১০। [illegible] (শ্রামাণ্ড) ১০
১১। [illegible] ৪৲
১২। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা (চতুর্থ সংস্করণ) ৷১০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। দীপ-[illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস [illegible] ৷৵০
 ঐ ঐ [illegible] ১০
১৮। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড ৷০
২২। শ্রী [illegible] ।০
২৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ[illegible] ।০
২৪। [illegible], [illegible], [illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও [illegible] ৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৵০
২৬। [illegible] ৷৵০
২৭। [illegible] ।০
২৮। [illegible] (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ১০
৩০। শ্রী[illegible] ৷০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৷১০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (পোঃ নবদ্বীপ), নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সপ্তদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু শত রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীগণকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ দৈকাটী, জেলা বাখরগঞ্জ।

* নদীয়া জেলায় নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের মালিক শ্রীযুত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল চন্দ্র এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…… …… আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার কবিরাজগণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, খলিশা, ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শুক্র নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, অজীর্ণ, উদরাময়, পাকস্থলীর পীড়া, মেদ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিস্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য যাবতীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রণীত (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (বাঁ:) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
১ম প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, পাঠসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত ডবল ক্রাউন, ষোড়শ অক্ষরে আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা
ভিক্ষা—২।০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, শ্বাস, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধজল ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, উকিল, ডাক্তার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি নিবৃত্তি করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—
প্রাপ্তিস্থান :- আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

১৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৯/
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোরাবাটী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ওয়ুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লঙ্গ ক্রে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—বৈষ্ণবানন্দ, বলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৩২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরজামোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গণপতি বেড়াচাঁপা. ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, মানভূম
১০। শ্রী শ্রী ব ন্দা অ্যাশ্রম ভক্তিসুধাকর মন্দির।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাস বিবাজী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও লাজসা পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেন পরিচীরবে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিবের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ৩ আনি
শিশি ৷০ আনা, ডজন ২৲
ভিঃ পিঃ ও মোবেলের পাঠেন স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাটী কাঁচা তিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় হয় বস্তুতেই সমভাবে উহার অনুরোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্ত সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় বায়ুর দূষিত গুণ, কঠিন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিশূল, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ শক্তি বিস্তারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গাত্রের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। যখন রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সংবাদের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৮
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৮৯ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১লা আষাঢ় ১৩৩৭ সোমবার ১৬ই জুন ১৯৩০

সাইমন কমিশনের জের

মোটরচালকের বিচার; ডিক্রীজারিতে বিপত্তি

কোকনদে অগ্নিকাণ্ড

জামায়েত উল উলেমার যুদ্ধ-সমিতি

দিল্লীর পিকেটীং

পিকেটীং অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে উক্তি

বোম্বাইয়ে পুলিশের লাঠি

গোলটেবিল বৈঠকের নিমন্ত্রণে মিসেস্ বেসেণ্টের উক্তি

মেদিনীপুরে আবার গুলি

বিবিধ সংবাদ

সাইমন কমিশন সম্বন্ধে মতামতের জের

বিলাতী সংবাদ পত্র সমূহের এবং ভারতবর্ষের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির মতামত পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকেরই অনুমান যে সাইমন কমিশন রিপোর্ট ভারত বর্ষে সন্তোষ বিধায়ক হইবে না। পাঞ্জাব হিন্দুগণের তরফ পাঞ্জাব লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার লালা কেশোরাম ও মুকুন্দলাল পুরী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সাইমন রিপোর্ট পাঠে বোধ হয় যে স্বরাজ বলিতে যাহা বোঝা যায় সেরূপ স্বরাজ ভারতবর্ষে দেওয়া হইবে না এবং সেই জন্যই রিপোর্টে 'স্বরাজ' কথা ব্যবহৃত না হইয়া "দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র" এই কথা ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু এই প্রকারের দায়িত্ব পূর্ণ গভর্ণমেণ্ট কোনও শ্রেণীর রাজনৈতিকগণেরই গ্রহণীয় হইবে না।" ইঁহারা আরও বলেন যে পৃথক নির্ব্বাচন পদ্ধতি জাতীয় বিরোধের কারণ নহে বলিয়া যে রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আদৌ ঠিক নহে। কিন্তু মুসলমানে প্রতি পদেই বিরোধ বলিয়া যে মন্তব্য কমিশন প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ইঁহারা তীব্র প্রতিবাদ করেন। ক্যাপটেন মালিক মাযতাজ মহম্মদ খাঁ (সাহাপুরের একজন প্রধান জমিদার) সাইমন রিপোর্টের প্রশংসা করিয়া বলেন যে ভারতবর্ষে স্বাধীন নিবাস কথা স্পষ্ট করিয়া উহাতে লিখিত হয় নাই। এই বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি থাকিলে সকল সন্দেহ নিরসন হইত। বোম্বাই ক্রনিক্যাল নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন যে

এই রিপোর্টের [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] ভারতবাসীদের [illegible] করিয়াছে।

মটর চালকের বিচার

অতি দ্রুত বেগে অসাবধানতার সহিত মোটর চালাইয়া একটী ৮ বৎসরের বালককে চাপা দেওয়ায় বালকটির মৃত্যু হয় [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] অভিযোগের বিচারান্তে [illegible] হইয়াছে।

ডিক্রীজারিতে বিপত্তি

[illegible] এক মুসলমানের বাড়ীতে ডিক্রীজারির মাল ক্রোক করা হইয়াছে। [illegible] তাহার প্রতিবেশীগণ পদাতিককে [illegible] ছিনাইয়া লয় [illegible] উদ্ধার করে। অতিরিক্ত [illegible] পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারে তাহার ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

কোকনদে অগ্নিকাণ্ড

কোকনদের [illegible] একটী [illegible] আগুন লাগিয়া প্রায় ৬০০ ঘর পুড়িয়া গিয়াছে।

সোনাপুরে নাগরিক ও ট্রাম কণ্ডাক্টারদের প্রস্তাব

[illegible]

ভাগলপুর জেলায় বিপুরে পুলিশের লাঠির আক্রমণ

[illegible]

নানা খবর

বিলাতী বস্ত্র পিকেটিং

কংগ্রেস বনাম ব্যবসায়ী

বিলাতী [illegible] পিকেটিং সম্বন্ধে [illegible] পরামর্শ [illegible] আলোচনা হইয়া [illegible] নির্দিষ্ট সময় [illegible] বিক্রয় করিয়া ফেলিতে এবং [illegible] বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় করিবে না বলিয়া [illegible] এই নির্দিষ্ট কাল [illegible]। কংগ্রেসের লোক এবং ব্যবসায়ী [illegible] স্থির করিবে। এবং কোনও [illegible] ব্যবসায়ী [illegible] সভার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবে কোন [illegible] এই ব্যবস্থা করা হইল।

জমায়েৎ উলেমার যুদ্ধ সমিতি

জমায়েৎ উল উলেমার [illegible] সমিতি [illegible]। ১৬ [illegible] সমিতিতে [illegible]। ইহারা প্রকাশ্যভাবে বিদেশী বস্ত্র [illegible] দোকানে পিকেটিং করিবেন। ইহারা [illegible] করিয়া [illegible] দিয়া [illegible] তখন [illegible] জাতীয় সঙ্গীত [illegible] করিয়াছেন।

পিকেটিং অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদকের উক্তি

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক মিঃ পি [illegible] নূতন অর্ডিন্যান্স [illegible] পিকেটিং নিবারণ [illegible] জানা যাবে। [illegible] পিকেটিং [illegible] তাহার [illegible] এবং [illegible] বিলাতী [illegible] বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার [illegible] অবলম্বন করিতে অধিকারী।

বোম্বাইয়ে অর্ডিন্যান্স

পিকেটিং [illegible] যে দুইটি [illegible] হইয়াছে তাহা [illegible] যে আই [illegible]। উপস্থিত তাহা [illegible], বোম্বাই সহরে এবং বোম্বাই সহরের উপকণ্ঠে বলবৎ করা হইবে এবং আবশ্যক হইলে [illegible] জারি করা হইবে।

বোম্বাইয়ে মিছিল—পুলিশের লাঠি

শোলাপুর ঘটনার সম্পর্কে [illegible] সহরে কয়েকটী মিছিল বাহির হয়। কোনও কোনও স্থানে পুলিশ লাঠি চালাইয়া মিছিল ছত্রভঙ্গ করিয়াছে। কংগ্রেস হাসপাতালে [illegible] জন আহত চিকিৎসিত হইতেছে।

গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্ত্রণ

মিসেস বেসাণ্টের উক্তি

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে [illegible] শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিসেস এনি বেসাণ্ট ও মিঃ এন এম যোশী গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই এখন লণ্ডনে রহিয়াছেন। মিসেস বেসাণ্ট বলেন যে [illegible] যখন নিমন্ত্রণ করা হয় তখন [illegible] জানিতে পারিয়াছেন যে এই বৈঠকে তিনি ভারতবর্ষের অবিলম্বে পূর্ণ স্বরাজ দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবেন। মিসেস বেসাণ্ট আরও বলেন যে এই বৈঠকে ক্রমে ক্রমে স্বরাজ দিবার বিষয় আলোচিত হইবে এবং এই বৈঠকে কেবল সাইমন রিপোর্ট আলোচিত হইবে [illegible] ইহাতে যে গমন করা কেবল সময় নষ্ট করা হইবে।

জমায়েৎ উল উলেমার উক্তি

জমায়েৎ উল উলেমা সমিতির সম্পাদক মৌলানা আহমেদ সৈয়দ গত ১২ই জুন প্রকাশ করিয়াছেন যে আমাদের উদ্দেশ্যের [illegible] আমাদের কংগ্রেসের সহিত মিত্রতা স্থাপন। [illegible] হিন্দুদের নিকট আমাদের অধিকার [illegible] করিব।

(ষ্টেটসম্যান)

মেদিনীপুর জেলায় আবার গুলিবর্ষণ

গত ১১ই জুন মেদিনীপুর জেলার [illegible] গ্রামে পুনরায় একটী হাঙ্গামা বাধিয়াছিল এবং পুলিশ জনতার উপর গুলি চালাইয়াছিল। আহতের সংখ্যা [illegible] এই হাঙ্গামার কারণ এখনও সঠিক জানা যায় নাই। দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশ যে গুলিতে ১০।১১ জন হত এবং ২০।২৫ জন আহত হইয়াছে। [illegible] বাড়ীতে [illegible] করিতে পুলিশকে [illegible] গ্রামবাসীগণকে [illegible] বলে কিন্তু [illegible] তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। [illegible] সময়ে [illegible] বাবুর স্ত্রী ও একটী ৪ বৎসরের ছেলে [illegible] বাড়ীতে ছিল।

মেদিনীপুর জেলায় চিচুরা হাটের হাঙ্গামার বিস্তারিত বিবরণ

উত্তেজিত জনতা প্রথমে দারোগা [illegible] হত্যা করে এবং দ্বিতীয় দারোগাকে [illegible] অবস্থায় [illegible] দিয়া [illegible] যায়। অনুমান যে [illegible] এখনও বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রামবাসীরা কেহ কোনও সংবাদ দিতেছে না।

এই হাঙ্গামায় আহত ১৫জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং আরও [illegible] লোকের নামগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু এখন তাহাদিগকে পাওয়া যায় নাই। সরকারি কর্মচারীগণের বিশ্বাস যে প্রায় ৬০০ খানি গ্রামের লোক এই আক্রমণে যোগদান করিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত ৪০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বন্দীগণের মধ্যে একজন প্রকাশ করিয়াছে যে প্রত্যেক গ্রাম হইতে ২ জন করিয়া লোক এই [illegible] স্থির হয় [illegible] সকলে [illegible] দণ্ড [illegible]।

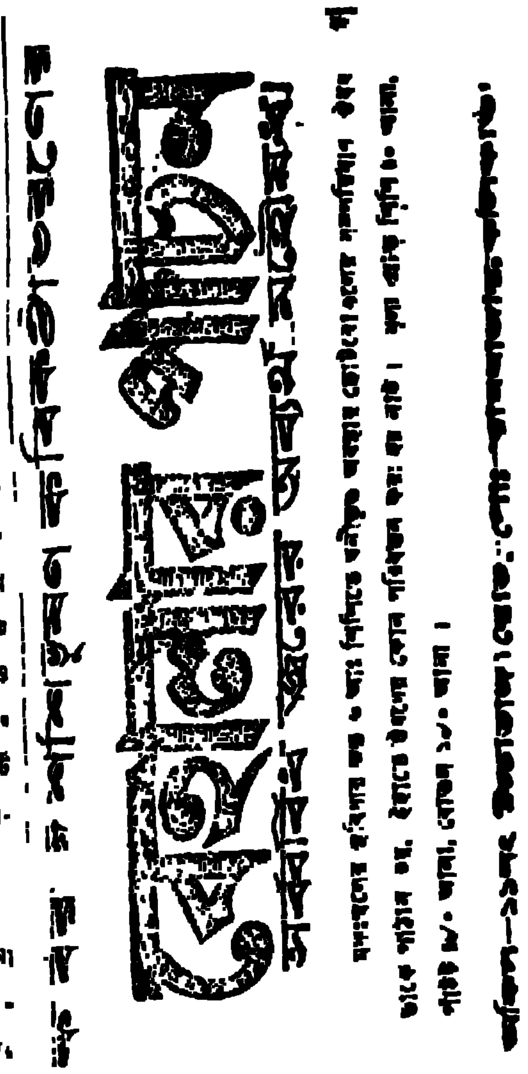

আয়ুর্ব্বেদীয়

মদন মঞ্জরী

[illegible] ধাতুবিকার, [illegible] অজীর্ণ, অম্লরোগ, [illegible] সকল প্রকার রোগ [illegible] আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য [illegible], কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস্-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ [illegible] কেমিক্যাল [illegible] ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। [illegible], কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১লা আষাঢ় সোমবার ১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্র গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতকে অমলপ্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া জীবমাত্রকেই তাহার অনুশীলন করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। মহাপ্রভু নিজ-পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদরকে উপদেশ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরণ একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুর নিকট সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ ভাগবত শ্রবণ করিতে হইবে, শ্রীচৈতন্যভক্তগণের নিকট গমন করিতে হইবে, তবেই ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধি হইবে। নিজে নিজে পড়িয়া বা অন্যের বিমর্দ্দিত পণ্ডিত অথবা প্রাকৃত সহজিয়ার নিকট ভাগবত শুনিয়া ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য কিছু মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

মন্দচিত্ত ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝে যে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ ভবে অজ্ঞা ইথে বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ—ভক্তিসার॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১)

নিখিল-বেদ-বেদান্তেতিহাস-পুরাণাদির সার-নির্য্যাস স্বরূপ মহাপুরাণশ্রীমদ্ভাগবত একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেই নিখিল ভক্তিশাস্ত্রের সার মর্ম্ম উপলব্ধ হয়। সুতরাং যাহাকে তাহাকে সেই ভাগবতের অধ্যাপক রূপে বরণ করিলেই সর্ব্বনাশ, ইহা বিশেষরূপে জানিয়া রাখা আবশ্যক। যাঁহারা মায়াবাদী, কর্ম্মবাদী, অসদাচারী, বুভুক্ষা-প্রপীড়িত হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, অস্বৈবর্য্য-রূপ পাণ্ডিত্য মদোন্মত্ত, তাঁহারা ভাগবতের মর্ম্মানভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহাদের নিকট ভাগবত শ্রবণে কোন বাস্তব ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ভজনবিজ্ঞ মহাপুরুষ বলেন—ভাগবতের দশম স্কন্ধে তাঁহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় কৃষ্ণলীলার কথা—স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বেচ্ছাচারিতার কথা বিবৃত রহিয়াছে। ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্রীব্যাসদেব পূর্ব্ববর্ত্তী নয়টী স্কন্ধে সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, স্ত্রীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয় বিচার প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত পারকীয় বিলাসের কথা দশম স্কন্ধে গোপীগীতা প্রভৃতি স্থানে স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা রূপানুগবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য বা উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়া বা বাবাজী দলের ভাগবতপাঠ রূপানুগগণের বা চৈতন্যভক্তগণের নিকট [illegible] তাঁহাদের পাঠ মঙ্গলপ্রদ কখনই হইতে পারে না।

কৃষ্ণ-কাহিনি [illegible] প্রভুপাদ বলিয়াছেন—[illegible] একটী

(১)

অমলপ্রমাণ-শিরোমণি, নিখিল ভক্তিশাস্ত্রের তাৎপর্য্য-গ্রন্থরাজ,
সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত জীবমাত্রেরই সদ্গুরু-
পাদাশ্রয়ে মূর্ত্তরূপে শ্রবণ, পঠন ও বিচারে কর্ত্তব্য
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেই নিখিল ভক্তিশাস্ত্রের সারমর্ম্ম উপলব্ধ হয়
নবমস্কন্ধে সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, স্ত্রীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয় বিচার-
প্রদর্শনান্তে দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত পারকীয়বিলাসের
কথা প্রদর্শিত
শ্রীচৈতন্যভক্ত-পাদাশ্রয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনা-মুখেই
শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদনীয়
কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য লোলুপ ভক্তের আস্বাদনীয় বিচারে
করুণাবারিধি শ্রীল প্রভুপাদের দশম স্কন্ধের রূপানুগ
গৌড়ীয় বিবৃতি প্রকাশের আশ্বাস-বাণী
প্রাকৃত সহজিয়া ও অস্বৈর্য্যপ্রমত্ত শ্রীমদগর্ব্বিত ভক্তব্রুবগণ ভাগবত-
বিচারে সম্পূর্ণ অসমর্থ
প্রতিকূল বিচার খণ্ডন করিয়া অনুকূল গ্রহণে আবদ্ধ থাকিলেই
হইবে না, কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইবে
দশমস্কন্ধের রাস পঞ্চাধ্যায়, ভ্রমরগীতা, গোপীগীতা প্রভৃতির
প্রকৃত বিচার প্রদর্শন করিতে হইবে
শ্রীরূপানুগ ভজন-প্রণালী ও ভজন-ক্রম নির্দ্দেশ
কৃষ্ণেতর-পঞ্চোপাসনা ছাড়িয়া কৃষ্ণের পঞ্চোপাসনা করিতে হইবে
মহাবদান্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের উন্নতোজ্জ্বলরসের অধিকারী হইতে হইবে
মহা-মহা-মহাবদান্য শ্রীগৌড়ীয়ের অমূল্য দান গ্রহণের জন্য প্রবৃত্ত
হওয়াই জগজ্জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা

(২)

অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসেবাপর কার্ষ্ণ প্রতীতি ব্যতীত তদ্ভিন্ন
মায়িক-প্রতীতি-বিশিষ্ট অবাস্তব বস্তুই দ্বৈতজ্ঞান
'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ,'—এই সব 'ভ্রম'॥
কৃষ্ণ—'আমার' এবং 'আমি'—কৃষ্ণের—ইহাই বাস্তব 'অহং মম'
জ্ঞান, এই জ্ঞানলাভ ব্যতীত জীবের জড়াভিমানোত্থ ভেদ-বিচার
দূরীভূত হইবার নহে
অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবের ভদ্রাভদ্র বিচারের পরিবর্ত্তে সকল
পদার্থকে পরমোপাদেয় বস্তু বলিয়া ধারণা হইবে
সাধুসঙ্গই দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জন্য দ্বৈত-প্রতীতি দূরীকরণে একমাত্র সমর্থ

(৩)

একমাত্র ভগবদ্দাস্যেই জীবের নিত্যানন্দ বর্ত্তমান; জীব শ্রীভগবানের
আনন্দদায়িনী শক্তি পরিণত হওয়ায় তাঁহার আনন্দ বিধান
ব্যতীত জীবের দ্বিতীয় কৃত্য কিছুই নাই

(৪)

শুদ্ধভক্তিপ্রচারে পর্ব্বতমহারাজ

বিবৃতি হওয়া আবশ্যক, ইহা প্রাকৃত পাণ্ডিত্যাভিমানী বা [illegible]-দলের বাক্যাড়ম্বরের প্রদর্শনী মাত্র নহে। ইহা হৃদয়ের প্রকৃত অর্থ। গৌরকৃষ্ণাভিলাষায় উন্নত রস, যেন সকল গৌরানুগ সাধকেরই সর্ব্বদা নিত্য পাঠ্য হইবে। শুদ্ধভক্ত গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজ পরম করুণ শ্রীল প্রভুপাদের এই করুণাময়ী বাণী শ্রবণে অতীব আশান্বিত ও উল্লসিত হইবেন, সন্দেহ নাই। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দকে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত পাঠ করাইয়া, বর্ত্তমানে দশম স্কন্ধের ১১ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠের প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন এবং অতঃপর দশম ৯০ অধ্যায়ের একটী 'বিবৃতি লেখাইয়া' ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধির অবকাশ ও সৌভাগ্য প্রদান করিবার ভরসা দিতেছেন। বৈষ্ণবাপরাধী পরমহংসকুলচূড়ামণি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ ভাগবতগণ, অনর্থযুক্ত ও অনর্থকল্পনাশী ব্যক্তিগণ ভাগবত কীর্ত্তন করিতে গিয়া জগতে নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—দশম স্কন্ধ খুব ভাল করিয়া আলোচনা করিতে হইবে। কতকগুলি যে নিতান্তই প্রাকৃত সহজিয়া তুচ্ছ পাঠের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নহে। রাসপঞ্চাধ্যায়, ভ্রমরগীতা, গোপীগীতা প্রভৃতির রূপানুগ গৌড়ীয় বিবৃতি নির্মাণ করা চাই। সহজিয়াগণ যে উহা লইয়া নিজেদের খেয়াল মিটাইতে চায়, তাহাদের ভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চায়, সেই সকল [illegible] নিরস্ত করিয়া ভাগবতের যথার্থ বিবৃতি [illegible] করিতে হইবে, অতএব [illegible] বিমর্দ্দিত বিচার-সংকুল [illegible] সহজিয়াদের অনেক বাহির [illegible] ভাগবতের প্রকৃত অর্থ [illegible] হইতেছে মাত্র।

[illegible] প্রতিকূল বা অনুকূল গ্রহণেই [illegible] কথার [illegible] পারিব না। অতএব প্রাকৃত বিষয় ছাড়িয়া অনুকূল বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক 'কৃষ্ণানুশীলন' করিতে হইবে। অনুকূল [illegible] গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণানুশীলন না করিলে আমাদের পক্ষে [illegible] হইলে [illegible] অনেক [illegible]। প্রাকৃত সহজিয়া-[illegible] গোপীগীতার পাঠ [illegible] সাধন না করাইতে কাজ হইবে না, উহাদের সঙ্গে যথার্থ [illegible] করিতে হবে। ইহার [illegible] বলিতে সঙ্গে সঙ্গে 'হরি হর'

"হরি হরি" বলাও দরকার। কেবল অনু-[illegible] করিয়া [illegible] হইবে না, [illegible] দৈনন্দিন-লীলায় [illegible] [illegible]

—

আমাদের [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] করিয়া [illegible] হইবে। [illegible] করিয়া [illegible] অনুশীলন করিতে হইবে। [illegible] এইরূপ ভজন-প্রণালী ও ভজন-স্থানের ব্যবস্থা দিয়াছেন—

[illegible]

[illegible] শ্রীভগবানের [illegible]

অতীন্দ্রিয়বাণী

[illegible]

করেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের [illegible] [illegible]

[illegible]

ভগবদ্দাসত্বেই আনন্দ

[illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর [illegible] অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এবং [illegible] শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার [illegible] সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা - ১৷৹ দেড়টাকা

[illegible] মানবের [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে যে, প্রথম [illegible] আরম্ভ করিলে শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৸৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] সম্পাদিত। এই [illegible] প্রাচীন বিবরণ [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—[illegible] মাহাত্ম্য [illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে ছাপা। [illegible] তাহা এই গ্রন্থে [illegible]। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৸৹

[illegible] সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা [illegible], তাহা এই গ্রন্থে [illegible] বিবৃত হইয়াছে। [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

[illegible]

পকেট সাইজ

[illegible]

ভিক্ষা ৴৹ [illegible]

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴৹, নবদ্বীপশতক— ৴৹

অমৃতপ্রবাহ— ৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১৹

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। [illegible] বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা [illegible] ২ টাকা। [illegible] গ্রাহকগণকে ১৷৹

[illegible]

[illegible]

শ্রী[illegible]—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা [illegible]

[illegible]

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] পারিয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে [illegible] বিস্তারিত জানিবার জন্য [illegible] করুন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র [illegible] [illegible]

[illegible] করিতে পারেন—

[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা [illegible] নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] আমার [illegible] এবং [illegible] প্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] [illegible] আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible] ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] তথাপি [illegible] নানাবিধ [illegible] নষ্ট করিয়া [illegible] প্রকার মেহ, প্রমেহ [illegible], বহুমূত্র, [illegible] বালক, [illegible] শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] ডাক্তার [illegible] সাহেবের [illegible] ইর্লো ফ্রুক অলিভিয়ন ব্যবহার করিয়া [illegible] প্রমাণ [illegible] ব্যবহার [illegible] তাঁহারা একবার এই [illegible] এক মাসের ব্যবহারোপ- [illegible] টাকা মাত্র।

[illegible]—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible]

[illegible] সুযোগ! পরে পাওয়া দুষ্কর

চিত্রে নবদ্বীপ

[illegible] রায় এম. এ প্রণীত (লাহোর)

[illegible]

[illegible] চিত্র সম্বলিত।

[illegible]

[illegible] ভিপিতে ২, দুই টাকা মাত্র।

[illegible] হইয়াছে।

[illegible]

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-
পাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ,
[illegible] প্রসঙ্গের ও গ্রন্থের কথাসার, শব্দসূচী,
[illegible]সূচী, [illegible], প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা,
পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত
বোল্ড, অক্ষরে ডবল ক্রাউন,
আটপেজী আকারে টীকা-
[illegible] কাগজে ছাপা
[illegible] টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] পাওয়া যায়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

([illegible] ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪, টাকা

[illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
[illegible] মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩, টাকা

[illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

[illegible] শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, [illegible] ও [illegible] জরায়ুদোষ ও [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য- ১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] রাসায়নিক পরীক্ষায় [illegible] লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অত্যন্ত কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১, একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা ভাগে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন ভাগে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১, টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

[illegible] জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রতিষ্ঠান: আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৭ম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দশম খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷/০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোপালকুটী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোনা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ হিউম্যান রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বয় নল কে রোড, খুলনা;
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—দেওয়ানগঞ্জ, রুনীবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৯২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ জি, মুখার্জি এম, এম, ওয়াকীন বি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরজামোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা. ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ. এম্, এম্, মালদহ
১০। শ্রীগিরিধারী ভক্তিভূষণ মালদহ।
১১। শ্রীপাদ নরহরি দাস অধিকারী, ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার নরম হয়। কলেম পরিচারক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ৷৹ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হবে না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৪।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও ভাল
মূল্য ৬০ আনা, ডাকমাশুল ৵
ডিঃ পিঃ ও কেমেক্যাল পাটেন্ট খরচ।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্যক উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে যূথজাতি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, কেয়া, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ সুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় চর অভুক্ত সমভাবে ইহার অনুরোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্ত সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত অণু, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কর্ণরোগ, বাধক, বহুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার শিরঃরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী সুগন্ধ তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা - শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিক (?) [illegible]
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৯০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ২রা আষাঢ় ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১৭ই জুন ১৯৩০

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে আইন অমান্যে

উকিলের জরিমানা

জেলা নদীয়ার সদর মহকুমা কৃষ্ণনগরে ১৬৪ ধারার আদেশ জারি হওয়া সত্ত্বেও মিছিল বাহির করিবার জন্য ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য অপরাধে কৃষ্ণনগর বারের উকিল ইন্দুভূষণ চক্রবর্তীর ৭৫৲ টাকা এবং গিরীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জীর ৩৫৲ এবং অনীন্দ্র [illegible] প্রভৃতি ক্রমের প্রত্যেকের ১০৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। মিঃ এ মুখার্জি ব্যারিষ্টার এই মোকদ্দমায় আসামীগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

ভেলোরে হিন্দু মন্দির ধ্বংস

১২ই জুন, আমাদের সংবাদে প্রকাশ ভেলোরে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই। মুসলমান জনতা [illegible] একটী হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দুগণও প্রতিশোধে মুসলমানপাড়া আক্রমণ করিয়া ২টী বাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছে।

ঢাকাতে বিগ্রহ লুণ্ঠন ও দেবালয়ে অগ্নিপ্রদান

মুন্সীগঞ্জ হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে [illegible] টাকালিবাড়ীর ধনী ব্যবসায়ী [illegible] বণিক্যের বাড়ী হইতে রাত্রে মুসলমানগণ তাঁহার গৃহ-দেবতা ও মূল্যবান অলঙ্কার লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং যাইবার পথে ঐ গ্রামের [illegible] পালের দেবালয়ে অগ্নি প্রদান করিয়া উক্ত মন্দির ও তন্মধ্যস্থ শ্রীবিগ্রহটী সম্পূর্ণ রূপে পোড়াইয়া দিয়াছে।

কৃষ্ণনগরে আইন অমান্যে উকিলের জরিমানা

মুসলমানদের কাণ্ড

মন্দির ধ্বংস ও বিগ্রহ লুণ্ঠন

ই, বি, আর রেল-কোম্পানীর প্রতি আবেদন

মুসলমানসাজে ৮৮জন হিন্দু

বিদ্রোহীর দণ্ড, ট্রেণের বিপত্তি, সুরাটে অর্ডিনেন্স, মেদিনীপুরে গুরুতর ব্যাপার

ই, বি, আর রেল

নদীয়া-প্রকাশের মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমরা কৃষ্ণনগর [illegible] কলেজ স্কুলের ছাত্রগণ ১৯২৯ সালের মার্চ্চ মাস হইতে [illegible] কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন [illegible] আসিতেছি। আবেদনের [illegible] আমাদের ১১৫০২ আপ [illegible] সিটি লোকাল ট্রেণ [illegible] ১৯২৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১০ [illegible] পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন [illegible] ১লা সেপ্টেম্বর [illegible] সকাল ১০-৪৪ মিনিট (কলিকাতা [illegible]) কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌঁছায়। কিন্তু ১০ মিনিট সময় থাকায় আমাদের পক্ষে কোনই অসুবিধার কারণ ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক অসুবিধা [illegible] এই মাসের [illegible] ট্রেণ [illegible] রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ [illegible] কৃষ্ণনগর সিটি স্টেশনে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] ১০ টা [illegible] পৌঁছায় [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] ট্রেন [illegible] কলেজ [illegible] আমাদের [illegible] কৃষ্ণনগরে [illegible] [illegible] ট্রেণ [illegible] [illegible] সিটি ষ্টেশনে [illegible] [illegible] আমাদের উক্ত অসুবিধা দূর করিবেন। ইতি

কৃষ্ণনগরের আমরা [illegible] কলেজ স্কুলের ছাত্রগণ।

শিক্ষা বিভাগের ইস্তাহার

মুসলমান সাজে ৮৮ জন হিন্দু

[illegible]

আদালতে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ

৮টী হিন্দু গৃহে অগ্নিপ্রদান

[illegible]

অর্ডিনেন্স [illegible] কারাদণ্ড

[illegible] ২৫৲ জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস [illegible] কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

নানা খবর

[illegible]

[illegible]

[illegible] অন্তর্বিবাহ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কটক ও [illegible] অগ্নিকাণ্ড

[illegible]

১৪৪ ধারা [illegible] লক্ষ্ণৌ

[illegible] কংগ্রেস কর্তৃক [illegible] এবং পুলিশও [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে। [illegible] ([illegible]) এবং [illegible]

মেদিনীপুরে [illegible] কাণ্ড

১২জন আহত

[illegible] মেদিনীপুর [illegible] পুলিশ এবং [illegible] মধ্যে [illegible] হইয়াছে। [illegible] মেদিনীপুর [illegible]

[illegible] পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট [illegible] কংগ্রেস-কর্মীর বিরুদ্ধে [illegible] পুলিশ [illegible]

[illegible] পুলিশ [illegible] পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট [illegible] পুলিশ [illegible]

পুলিশ আর লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সাহসী হয় [illegible]

মিঃ জিন্নার [illegible] ত্যাগ

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible]
মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল

স্বাদ ও গন্ধে এবং উপকারিতায় [illegible] পাইবেন ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল ক্রয়ের কালে [illegible] শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নচেৎ জুয়াচোরগণ [illegible] কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাম্‌ কুইনিন্‌

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং স্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাম্‌-কুইনিন্‌ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ [illegible]

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। [illegible] লেন, কলিকাতা।

শ্রীস্নানযাত্রা মহোৎসব

গত ১১ই জুন ১৯৭০ বুধবার শ্রীধাম পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহের সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ এবং শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ প্রায় ৭০।৮০ জন ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীধাম পুরী পুরুষোত্তম মঠ হইতে এক বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বিপুল জয়-ধ্বনিসহ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে ৯টার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া তথায় ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন অতঃপর বড় রাস্তার মধ্যে শ্রীবিগ্রহের ঠিক সম্মুখভাগে ১১টা পর্য্যন্ত নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া মহোৎসব সমাধা হইবার পর ভক্তগণ সকলে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয় ধ্বনি সহ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

"কুবুদ্ধি"

বিষয়ানন্দ-মগ্ন প্রত্যেকেই আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু যিনি নিখিল নিত্য লোকের লোক, যিনি স্বয়ংভগবান্ রূপে ইহলোকে অবতীর্ণ হন, তিনি মানুষকে বিচার, বুদ্ধি প্রভৃতি দান করিয়া বুদ্ধিমানের বুদ্ধি প্রদান করেন।

যে কারণে কোন রোগের উৎপত্তি হয়, রোগী যদি সেই রোগের মূল উৎপাটিত করিবার প্রযত্ন না করিয়া কালবৃদ্ধির ব্যবস্থা করে, তবে তাহার ফলে রোগ নিরাময় হয় কি ?

ভগবদ্বহির্ম্মুখতার ফলে নিত্য ভগবানের দাস ভুলিয়া জীবের জগতে আগমন সুতরাং আধ্যাত্মিক রোগাক্রান্ত জীবকে জগতে কর্ম্মফলেই স্থান প্রদান করে। জীব যে সুখের জন্য সংসারে আসিয়াছে, যে সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, সে সুখ যে সুখ নহে, তাহা দেখিয়া, শুনিয়া ও বুঝিয়াও যদি পুনরায় তাহারই অনুসন্ধান করে তবে কি তাহার বুদ্ধি 'কুবুদ্ধি' নহে ?

যিনি নিজের মঙ্গল স্থাপন করিয়া লইতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। অথচ সংসারিক সুবিধা করিবার জন্য সকলেই যুগ যুগ কাটাইয়াছেন, কাটাইতেছেন ও কাটাইবেন সত্য, কিন্তু সে যত্নের ফলে সুবিধা পান নাই, পাইতেছেন না বা পাইবেনও না।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৭৭

(১)

পুরী স্নানযাত্রা মহোৎসবে পুরুষোত্তম মঠ

(২)

ভগবদ্বৈমুখ্যই কুবুদ্ধি, তাহা ছাড়িয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তনই সদ্বুদ্ধি

(৩)

অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ প্রতীতিতে দ্বৈতত্বের আশঙ্কা নিরাস

(৪)

নবনির্ম্মীয়মাণ গৌড়ীয়মঠ-দর্শনে জোড়হাট টেক্নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকাশ বাবু ও সশিষ্য শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ

ইহলোকে যে দিন পরলোকের বার্ত্তা আগমন করেন, সেই দিনই শুভদিন। পরলোক হইতে পরলোক বা বৈকুণ্ঠ বার্ত্তাবহ বৈকুণ্ঠপ্রিয় জনগণ বৈকুণ্ঠসেবা-বিমুখদিগকে উন্মুখ করিবার জন্য শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হন। জীবের বন্ধুতা বৃদ্ধি করিবার বন্ধুর অভাব বিশ্বে নাই, কিন্তু বন্ধুতার বিমূর্তি করিতে সেই একমাত্র আশ্রয়, সত্য এবং সকল বৈকুণ্ঠগণ।

নিজ প্রিয় মহৎগণকে নিস্তারের দিবার জন্য প্রভুপ্রিয়জনগণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও অনেকে আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের পদনখের জ্যোতি-দর্শনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হই। আবার কেহ কেহ তাঁহাদিগের কৃপাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াও কুবুদ্ধি বশে কৃপাগ্রহণে বিমুখ হই।

সংসারে আমাদিগের অভিভাবকগণ সাংসারিক উন্নতির জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন। কখনও বা আদর, কখনও বা শাসনের দ্বারা আমাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন তাহা সকলেই আমরা জানি, কিন্তু আমাদিগের তায় মুখমধ্যে কৃপাভিক্ষাদিগকে নিত্যমঙ্গলের নিমিত্ত প্রবৃত্ত করাইবার জন্য বৈষ্ণবগণের অকৃত্রিমভাবে যা চেষ্টা করিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি কি ? বহুপূর্বে, কাম-ক্রোধাদির পীড়নে প্রপীড়িত অথচ সেই পীড়নের বহুমানন করিয়া পুনরায় তাহাদের সেবা-নিরত বিপুলভাবে হইতে মুক্ত করিয়া উন্মুখ করিতে হইলে কিরূপ কি করিতে হয়, তা আমাদের চিন্তার ধারণার বিষয় নহে।

পরমদয়াল বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমাদিগের দুঃখে দুঃখী হইয়া সকরুণ আমাদিগকে নিকটে রাখিয়া শ্রীভাগবতামৃত পান করাইতেছেন আর মনের বিক্ষিপ্তি বিদূরিত করিবার জন্য মৃতসঞ্জীবনী হরিকথা-মধুর ক্ষমিতাগুণাবলী শ্রবণ করাইতেছেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ সকরুণ ও সেবানিযুক্ত। আমার ন্যায় মায়া-মত্ত মূঢ় ব্যক্তিকে কপটতাবে না প্রবৃত্ত করিয়া হরিসেবানিষ্ঠা উদ্বোধনের সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আমার বুদ্ধি, সুবুদ্ধি নহে—কুবুদ্ধি। বাহিরে লোক-দেখান বা বাগাড়ম্বর হরিসেবাকৃতি করিলেও অন্তরে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা। সুচতুর গুরুপাদ বা বৈষ্ণবগণ আবার আমা বিশেষভাবে জানেন। কিন্তু বেশী চাপিলে পাছে আমার বেধান ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া যাই এবং আমাকে কৌশলে রাখিয়াছেন। আবার আমার বাহ্যপূজার পরিমাণ বেশী দেখিলে আমার উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহারা আমাকে শাসন করিতে উদ্যত হন। কিন্তু হায়! হায়! যাঁহারা আমাকে আপন বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগকে আমি আপন বলিয়া না করায় সে শাসন—শাসন নয়, আমার পরম মঙ্গলবিধান, আমার নিকট অশনি স্বরূপ হয়। মন, তোমার দাসত্বে কত জীবন না সমর্পণ করিয়াছি। তোমার কথায় কামক্রোধাদির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তাহাদিগের প্রভুত্ব হইতে শত সহস্রবার লাঞ্ছিত, অপমানিত হইয়াও সেই দাসত্ব করিতে পরম সুখ বোধ করি। আর যাঁহারা আমার নিত্যকালের আপনজন তাঁহাদের শাসন আমার জীবন ও পরমপ্রীতির পরিচয় সে শাসন গ্রহণে বিমুখতা, বরং তাহা দেখিয়া বড়ই ক্রোধ হইয়াছে।

হে প্রভো, হে প্রভুগণ! আপনারা পতিতপাবন, পরদুঃখদুঃখী! আপনাদের নিকট না মানিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ অনেক অপরাধ করিয়াছি। রোগ-মগ্ন ব্যক্তি রোগযন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া রোগনাশকারী বৈদ্যের প্রতি অনেক কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ ভবরোগ-যন্ত্রণায় অসংখ্য রোগযন্ত্রণার আকুল হইয়া তাঁহার আপনাদিগকে কত না কটুবাক্য বলিয়াছি, কত প্রতিবন্ধকতা দিয়াছি। যদি আপনারা আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া যদি আমার প্রতি বিমুখ হইয়া যান, তবে আর ত আমার কেহ নাই, উপায় নাই। আমার সমস্ত অপরাধ আপনারা কৃপা করিয়া ক্ষমা করিয়া আশ্রয় প্রদান করুন। আপনাদের অহৈতুকী [illegible] পাদপদ্মাশ্রয়ে অবস্থিত ... করুন। আর আপনাদের ... ...

... ... শ্রবণ কীর্ত্তন।
... পাদে মম কৃপাপ্রার্থন॥

অদ্বয় জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাবির্ভাবে দ্বৈতত্বের আশঙ্কা নিরাস

(পণ্ডিত শ্রী... বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্ত...)

অদ্বয়জ্ঞান ... শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ... শ্রীকৃষ্ণ ... সম্বন্ধে ... সম্বন্ধে ... প্রকাশ ... সম্বন্ধে ... প্রকাশ ...

লোকের নিকট বিবিধ প্রকাশ, উহা উক্ত ব্যক্তিগণের অধিকারানুসারে হইয়া থাকে। যেমন প্রথম ব্যক্তির অনুভব অসম্পূর্ণ, তাহা অপেক্ষা দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুভূতি পূর্ণতর এবং তৃতীয় ব্যক্তির অনুভব সম্পূর্ণ। যে প্রকার কোন স্থলে সঙ্গীত আলাপ হইতে থাকিলে ত্রিবিধ অধিকারী সেই সঙ্গীতকে তিন প্রকারে অনুভব করিয়া থাকেন, একজন সাধারণ ব্যক্তি কতকগুলি শব্দ উচ্চারিত হইতেছে বুঝিতে পারেন, অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি সেই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন এবং সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তি সেই সঙ্গীতের শব্দ ও শব্দের অর্থকে অতিক্রম করিয়া রাগরাগিণীর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন—ইহাই পরিপূর্ণ দর্শন, তদ্রূপ জ্ঞানের স্তরানুসারেও সেই অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ অধিকারীর নিকট ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন. যেমন ভক্তের নিকট যে প্রকাশ তাহাই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের পরিপূর্ণতম প্রকাশ বুঝিতে হইবে। যেমন সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তি সঙ্গীতের শব্দের বা রাগিণীর মূর্ত্তির অনুভূতি ও সঙ্গীতের অর্থ ও শব্দতত্ত্বের পরিচয় পান, যিনি শ্রীভগবানকে জানেন, তিনি পরমাত্মা ও ব্রহ্মকে জানেন। কিন্তু সঙ্গীতের শব্দ ও অর্থের পরিচয় যাঁহারা মাত্র পাইয়াছেন, তাঁহারা যে প্রকার সঙ্গীতের মূর্ত্তির পরিচয় পান না, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণও শ্রীভগবদ্রূপের সন্ধান পাইবেন না।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

তদ্রূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বক ভগবান্ নিজের কোটি কোটি অংশের মধ্যে তাঁহার অঙ্গকান্তি দ্বারা ব্রহ্মকে প্রকাশ করেন, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তাঁহাকে অংশ মাত্র; তিনি তাঁহার পরিপূর্ণ প্রকাশ।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম নির্গুণ বস্তু অপর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র। সুতরাং এ প্রকার সাধারণ দৃষ্টিতে যাঁহারা জ্যোতির্ময়রূপেই তুষ্ট হয়েন, মূর্ত্তরূপে তুষ্ট হয়েন না, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীর নিকট সেই জ্যোতিরূপেই তুষ্ট হয়েন, মূর্ত্তরূপে তুষ্ট হয়েন না; সুতরাং জ্ঞানীর পরব্রহ্ম সম্বন্ধে যে দর্শন তাহা পরিপূর্ণ দর্শন নহে, পরন্তু অসম্পূর্ণ দর্শন।

'যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অর্থাৎ যাঁহার কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি বিভূতি ভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম যে প্রভুর অঙ্গকান্তি, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারও আত্মা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥'

এই কৃষ্ণকে আত্মার আত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি জগতের হিতার্থ যোগমায়া দ্বারা দেহধারী জীবের ন্যায় প্রকাশ হয়েন।

গীতায়ও শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন তোমার অধিক জানিবার আবশ্যক কি, আমি একাংশ দ্বারা অর্থাৎ আমার একাংশরূপ পরমাত্মা দ্বারা আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে জ্ঞান ও যোগাধিকারী ব্যক্তিগণের অধিকারানুসারে শ্রীভগবানের বিশেষ বিশেষ শক্তিসমন্বিত অপূর্ণ বা আংশিক আবির্ভাবের অনুভব হয়, কিন্তু একমাত্র আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তিদ্বারাই সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের পরিপূর্ণ সকলশক্তিসমন্বিত স্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে এবং সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই সকলশক্তিসমন্বিত পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

তবে এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কৃষ্ণের ন্যায় রাম, নৃসিংহ, বামন, বরাহাদি প্রভৃতিও 'ভগবান্' শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদিগকেও 'ভগবান্' বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তবে শ্রীকৃষ্ণের কি প্রকার বৈশিষ্ট্য হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যায় যে এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্তরূপে প্রকাশ পাইলেও তাঁহার মূর্ত্তিভেদ স্বীকৃত হয় না, কারণ তাঁহার একই মূর্ত্তিতে ভক্তের যোগ্যতানুসারে অনন্তমূর্ত্তির প্রকাশ স্বীকৃত হইয়া থাকে। তিনি অনন্ত প্রকারে অনন্ত মূর্ত্তি হয়েন না, পরন্তু তাঁহার একই মূর্ত্তি অনন্ত মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয়েন। তাঁহার একই মূর্ত্তিতে বিবিধ আকার, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ অঙ্গ, বিবিধ বেশ ও বিবিধ ভাবাদি এবং বিবিধ নাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নৃসিংহ, রাম, প্রভৃতি যে ভাবে ও রূপে ভক্তের যোগ্যতানুসারে অনুভূত বা দৃষ্ট হউন তাঁহার স্বরূপবৈশিষ্ট্য তাঁহার অদ্বয়ত্বের বাধক নহে, পরন্তু সমস্তই একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বেরই অন্তর্গত ব্যাপার আর স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনে

[দ্বিতীয় বার]

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী)

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ মত শ্রীধাম পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উৎসবে যাইবার পথে গত ২৩শে চৈত্র শনিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হই। কোন কার্য্য-গতিকে দুই দিবস বিলম্ব হওয়ায়, ২৫শে চৈত্র রবিবারে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ মত আমরা কয়েক জন বাগবাজারে নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনার্থী হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করি। শ্রীপাদ কুঞ্জ দাদা, ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভাগবতশাস্ত্রী প্রফেসার কটক রেভেন্স কলেজ, শ্রীপাদ ব্রজ মোহন গোস্বামী প্রভু, শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র দত্ত কোচবিহার টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউসনের প্রিন্সিপাল-প্রমুখ সকলেই দর্শনার্থী। আমিও তাঁহাদের অনুগামী একজন।

শ্রীমঠের সমস্ত স্থান ভ্রমণ

শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীপাদ কুঞ্জ দাদার অনুগত্যে সকলে নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির ও চতুস্পার্শ্বস্থ গৃহাদি ও নবরত্ন স্থানের কারুকার্য্য-সমন্বিত স্তম্ভ চারি প্রভৃতি দর্শন করিতে থাকিলাম। বিগত তিন মাস পূর্ব্বে যাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, বর্ত্তমানে শ্রীমঠের কার্য্য তাহা অপেক্ষা বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিলাম যাহা কল্পনারও অতীত। প্রিন্সিপাল মহাশয় বিশেষ মনোযোগের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীপাদ কুঞ্জদাদার শ্রীমুখে সমস্ত তথ্য অবগত হইতে থাকিলেন। যেখানে যেখানে শ্রীবিগ্রহের সিংহাসন হইবে সেই সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনি-সহ শ্রীগৌরসুন্দরের জয়ধ্বনি করিতে থাকিলেন। যেন সকলেই এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসে নিমজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর বিজয় ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মন্দির দেখাইয়া বলিলেন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে এমন একটী নাটমন্দির হইবে যেন যাত্রীর ভিড় উত্তীর্ণ হওয়ার সময় রেল-যাত্রিগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শন ও স্মরণ করিবার সুযোগ পান।

ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের আগমন—

কিছুক্ষণ পরে মঠনির্ম্মাণকারী আদর্শ সেবক শ্রেষ্ঠী শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় আগমন করিলেন ও শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ ও আমরা সকলে বিশ্রামার্থী হইয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখের বারান্দায় উপবিষ্ট হইলাম। প্রিন্সিপাল বাবু সমস্ত মঠের শিল্প-কলার বিচিত্রতা দর্শন করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তিনি পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, "এই প্রকার মজবুত এবং শিল্পকলার নৈপুণ্য আধুনিক জগতে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। কোন ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার অধীত-বিদ্যা-বলে এরূপ বিবিধ প্রকার শিল্প-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না; যাহা এই আদর্শ-সেবক জগবন্ধু বাবু করিলেন। হৃদয়ে প্রেম নিহিত হয়, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য আবাস-মন্দিরটী যাহা আছে, তাহাকেই আদর্শ জগজ্জীবের কল্যাণার্থে তিনি বাহিরে প্রকাশিত করিলেন। এই মঠটী ভারতের একটী মহাতীর্থ-স্বরূপ। শুধু ভারতবাসী কেন, বিশ্ববাসী সকলে এই মহাতীর্থে আগমন করিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিবেন।

জগবন্ধু বাবু বাঙ্গালী জাতির গৌরব রক্ষার্থে এই অতুলনীয় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনা করিলেন। কারণ এই কলিকাতা সহরে, কলিকাতা কেন ভারতের আর কোথাও বাঙ্গালী জাতির গৌরব ঘোষণা করিতে পারে এমন কোন অদ্ভুত দেব মন্দির নাই যাহা তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠ রূপে প্রকাশ করিলেন।" প্রিন্সিপাল বাবুর ঐসকল বাক্যে ভক্তিরঞ্জন মহোদয় যেন আত্মহারা লজ্জিত হইয়া বলিলেন—এই মঠ মন্দির যাহা কিছু কার্য্য দেখিতেছেন, ইহাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কার্য্য তাঁহারাই করাইয়া লইতেছেন। আমি একটী উপলক্ষ্য মাত্র! আমি মঠ মন্দির করিয়া দিতেছি ইহা নহে, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একটী নগণ্য ক্রীতদাস আমি, তাঁহাদের কিছু সেবাধিকার পাইয়া জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি মাত্র। এই মঠ মন্দিরাদি যাবতীয় বিষয়, ইহা সমস্তই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চিদ্-বৈভব, ইহা দ্বারা প্রভুর মনোভীষ্ট সম্পাদিত হইলেই আমি ধন্য হই। আমার জীবন যেন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে করিতে অতিবাহিত হয়, আপনারা এই আশীর্ব্বাদ করিবেন। শ্রোতাগণ ভক্তিরঞ্জনের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রিন্সিপাল বাবু খুবই আনন্দ লাভ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ প্রসূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আজন্ম বহুশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা- ১॥০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-আবিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উত্তম রোজ-এর কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের তরঙ্গ হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শিক্ষাষ্টক

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কারণে আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। নবম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄০, নবদ্বীপশতক— ⁄০

অষ্টপদক—⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১০

আমরা অজ্ঞান বুঝব করাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যাঁর প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাক্ষোত্তরকোষগ্রন্থ)

প্রথম— ১। ভক্তগণের বাবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। ভক্তি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বৈকুণ্ঠ-বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবত ও প্রমাণসহ বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তৃগণের পরিচয় ও বিবরণ, ৫। বিভিন্ন দেশের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আবশ্যক বিবরণ তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ২৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টগোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে	৷৵০
গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	⁄০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩। গৌড়ীয় গৌরব	৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য	০
৫। ভজনরহস্য	৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ ঐ আবাঁধা	৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ), বাঁধা	২৲
আবাঁধা	১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা	২৲
আবাঁধা	১৷০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য	৷০
৯। দুঃসঙ্গত্যাগ উপদেশঃ সারার্থ (মাধ্ব)	৭৲
১০। বেদান্তসূত্রের সারার্থ (রামানুজীয়)	৷০
১১। জৈবধর্ম্ম	২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	১৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৵০
১৫। দীন-দর্প্পণ	৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা	৷৵০
ঐ ঐ বাঁধা	৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
২৩। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু, দর্পণ	০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট	৸০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও আত্মনিক্ষেপ	৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা	৸৵০
২৭। সংস্কার দীপিকা	০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৷০
৩১। মণিমঞ্জরী সম্বন্ধে	৷০
৩২। গোবিন্দভাষ্যঃ	৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রক্ষায় হতাশ হইবেন না

[illegible]

[illegible] অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] আমার [illegible] কিন্তু [illegible] দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ [illegible] কিন্তু [illegible] নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ [illegible] ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে [illegible] প্রদর [illegible] ইঁহারা [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] ব্যবহার করিয়া [illegible] প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন [illegible] তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

[illegible]—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible]

[illegible] দাম! পড়ে পাওয়া [illegible]

।৵ শ্রী নবদ্বীপ

[illegible] রায় এম, এ প্রণীত (লাহোর)

[illegible]

এব খানি [illegible] চিত্র সম্বলিত।

[illegible] পরিচয় সহ

[illegible] ১৷০ [illegible] ২৲ দুই টাকা মাত্র।

[illegible] হইয়াছে।

[illegible]

শ্রী [illegible] ঠাকুর কৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible] ও গণের কথাসার, শব্দসূচী, [illegible] পাদসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, [illegible] প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীকা-[illegible] কাগজে ছাপা

[illegible] ২॥০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] পাঠান হয়। [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible] প্রস্তুত।

[illegible] মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] হৃদরোগ [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible] নাশিয়া যায়। [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube-well) [illegible] জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। [illegible] লিখুন

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অত্যন্ত কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "রমণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্বতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কার

[illegible] কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলি[illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রায় নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশমস্কন্ধ সম্পূর্ণ ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিনরাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং [illegible] পুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় তত্ত্ব-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পো চটকপর্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিরুকুটা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ রেঙ্গুন রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ —বড় বাজার রোড, খুলনা;
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—মেহেরবানগঞ্জ, মলিকবাজী মুদিখানা।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় —১৭২নং শ্রীগোপাল দাস লেন, কালনা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি এম, এস, ওয়াইস নিবাস, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী,—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে —মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাড়ুই বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীনন্দনন্দন চট্টোপাধ্যায় এ, বি, এম, [illegible]
১০। শ্রী [illegible]
১১। শ্রী [illegible]

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফাইন

টনিক ও সালসা   পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। "কলেন পরিচারকে"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৹ আনায় ম্যারফাইনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴৹ আনা, ডবল ৷৷৹ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸৹ আনা, ডবল ১৲
ভিঃ পিঃ ও প্যাকেজের পাৰ্সেল খরচ।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, পদ্ম, বেনা, প্রভৃতি মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমূল্য গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুজ দূষিত রক্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, শুক্রক্ষয়, বাধক, গর্ভবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় বড় অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কালকাতা।

প্রেরিতাপনের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৯১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা আষাঢ় ১৩৩৭ বুধবার ১৮ই জুন ১৯৩০

বোম্বাইয়ে লোমহর্ষণ কাণ্ড

আলিপুর বোমার মামলার রায়

মেদিনীপুরে ভীষণ ব্যাপার

সাইমন কমিশনে গোলটেবিল বৈঠকের আধিপত্য

খয়রায় গুলবর্ষণের জের

জেল জরিমানা গ্রেপ্তার ; প্রফেসারের শাস্তি

বাঙ্গালী রমণীর বীর

ফুটবল পরিত্যাগ ; ভীষণ ব্যাপার

কলিকাতায় হুলস্থুল

বিবিধ সংবাদ

বোম্বাইয়ে লোমহর্ষণ কাণ্ড

বোম্বাইয়ের ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে পিকেটিং বন্ধ করিবার জন্য সেকেন্দ্রাবাদ হইতে ৫০০ শত সৈন্য আনীত হইয়াছে। আরও অন্যান্য স্থান হইতে বহু সৈন্য আমদানী হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার রেজিমেন্ট নামক সৈন্যদলকেও সেকেন্দ্রাবাদ হইতে বোম্বাই পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সৈন্যদল শীঘ্রই প্রেরিত হইবে।

বোম্বাইয়ের লাট সাহেব এবং হোম মেম্বার মহোদয়ের সহিত কলওয়ালাদের সমিতির কয়েকজন সদস্য এবং ব্যবসায়ী-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহোদয় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে পিকেটিং সম্বন্ধীয় অর্ডিনান্স কার্য্যকরী করা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। ফল এখনও জানা যায় নাই।

মেদিনীপুরে ভীষণ ব্যাপার

পাঠকগণ মেদিনীপুরের ভীষণ ব্যাপারের বিষয় কতক অবগত আছেন। চিচুরা ঘাটে একজন দারোগা গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে না। এই বিষয় তদন্ত করিবার জন্য অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এডিসনাল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এবং পুলিশের ডেপুটী ইন্স্পেক্টার জেনারেল বাহাদুর এখনও ঘটনা স্থলে উপস্থিত আছেন।

প্রকাশ যে ভোলানাথ ঘোষ নামক দাসপুর থানার দারোগা মহাশয় খুন হইয়াছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে একটী নালিশ চলিতেছে এবং অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোন কোন বন্দী পুলিশের নিকট এজাহার করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ১২ জন পুলিশের গুলিতে আহত।

গুলিতে আহত পাঁচজনকে মেদিনীপুরে আনা হইয়াছিল। প্রকাশ যে তাহারা পরবার দাদায় পুলিশের গুঁতোতে আহত। একজনকে সরকারি হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে সে গ্রেপ্তার হইয়াছে। অপর চারিজনকে রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা পরিচালিত সেবাশ্রমে পাঠান হয়।

পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় [illegible] ৭ইজন হত হয়। শুধন [illegible] হওয়াতে, সেই [illegible] পরীক্ষা এত সহজে সম্ভব নহে। হয় নাই সম্ভব. দুর্বল [illegible]।

আলিপুর বোমার মামলার রায়

আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবিউনালে অবৈধ উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক প্রস্তুত করিবার ষড়যন্ত্র করার জন্য যে সকল আসামীর বিচার চলিতেছিল তন্মধ্যে ১৭ জন আসামীর ৩০ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ৮ জনকে খালাস দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সেশন, অডিনেন্স অনুসারে তাহাদের মধ্যে ৪ জনকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নি [illegible] সেন [illegible] আদালত দলপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ফুটবল পরিত্যাগ

মেদিনীপুর সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে মেদিনীপুর এবং খড়্গপুরের ফুটবল খেলোয়াড়গণ অতঃপর ফুটবল খেলিবে না, তাহারা অসহযোগ আন্দোলনের অনুসরণে ফুটবল খেলা পরিত্যাগ করিয়াছে।

বাঙ্গালী রমণীর বীরত্ব

দিন [illegible] জেলার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে [illegible] ভট্টাচার্য্যের [illegible] জন অজ্ঞাত ডাকাত [illegible] প্রাচীরের দরজা ভাঙ্গিয়া [illegible] উঠানে প্রবেশ করে। উঠান [illegible] মধ্যে বল দ্বারা ডাকাতেরা প্রবেশ করিবার সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী বড় একখানা দা লইয়া প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকাতগণকে কাটিতে থাকে। [illegible] গ্রামের লোক একত্র হইয়া ডাকাতগণকে তাড়াইয়া দেয়। [illegible] জন ডাকাত [illegible] দুই জন একজন মুসলমান [illegible] বাড়ী হানা দিয়াছিল। [illegible] প্রবেশ করিয়াছিল। নিজীব [illegible] এখনও এই সব রমণীর [illegible] হিন্দু জাতির অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।

নানা খবর

পিকেটিং-এর ঠেলা

[illegible] চলিতেছে। [illegible] সেখানে [illegible] [illegible] নবাব [illegible] করে নাই। [illegible] দিন, চরস, সিদ্ধি গাঁজা বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কচুরীপানার আক্রমণ

ফরিদপুর জেলার [illegible] নদী এক সময়ে লোকের [illegible] মিটাইয়া কৃষি গ্রাম সমূহকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু কচুরীপানার আক্রমণে নৌকা চলাচল বন্ধ হওয়া লোকের দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। নদীর অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ খারাপ হইয়া যায় তাহা হইলে [illegible] প্রধান সমস্যা। গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দিলে সুফল [illegible] হয়। আশা করা যায় কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এ বিষয়ে উত্তম ব্যবস্থা করিবেন।

চিত্তিভেনামে আবার গুলি বর্ষণ

চিত্তিভেনামে (কুম্ভকোনম) ২ জন লোক সত্যাগ্রহীর দল ও জনতার [illegible] লাঠি পাথর ইত্যাদির দ্বারা পুলিশকে আক্রমণ করে। তাহাতে পুলিশ তাহাদের উপর গুলি চালায়। আর এক দল লোক জেলা কংগ্রেস আপীস ভাঙ্গিয়া অনেক দলিল পত্র নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

কলিকাতায় হুলস্থুল কাণ্ড

গত রবিবারে কলিকাতা বেশ সাদাসিধে ছিল। আবার ১২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ভোর ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতায় পুলিশ ঐ কার্য্যই করিয়াছে। মধ্য এবং উত্তর কলিকাতার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক, আইন অমান্য সমিতির স্বেচ্ছাসেবক, সাইক্লোষ্টাইল মেশিন, ঝাণ্ডা, টুপি, ডাইরেক্টর, টাইপ করিবার কল, বাজেয়াপ্ত পুস্তক এবং উত্তেজক সাহিত্য পুস্তক প্রভৃতি সজীব ও নির্জীব পদার্থ কেহই বাদ যায় নাই, সকলকেই পুলিশ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

অনেক পুলিসের লোক, যথা ইন্‌স্পেক্টার, ইউরোপীয় সার্জেন্ট, কনষ্টেবল এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া তল্লাস এবং গ্রেপ্তারের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

নিম্নলিখিত স্থান সমূহ খানাতল্লাস হয়:—(১) বহুবাজারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কার্য্যালয়।

(২) কলেজ স্কোয়ারে আইন অমান্য সমিতির কার্য্যালয়।

(৩) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের নিকট অস্থায়ী আশ্রম।

(৪) মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে বড় বাজার কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যালয়।

(৫) হ্যারিসন রোডে আইন অমান্য কমিটীর অফিস।

খড়গপুরে গুলিবর্ষণের জের

মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর নামক গ্রামে জনতার উপর যে স্থানে গুলি বর্ষণ হইয়াছিল তাহাতে আহতগণের মধ্যে ৫ জনকে মেদিনীপুর হাসপাতালে আনা হইয়াছিল এবং পরে তাহাদিগকে মেদিনীপুর জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

সাইমন কমিশনের উপর
গোলটেবিল বৈঠকের আধিপত্য

ভোগ মেয়ার মিঃ বেন সিমলা ত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ জিন্না বড়লাটের সহিত দেড় ঘণ্টা কথাবার্ত্তার পর বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। এই সময় বৈঠকের দ্বারা স্থির হইয়াছে যে গোলটেবিল বৈঠকে কি আলোচনা হইবে তাহার প্রস্তাব কেবলই গ্রহণ করা যায় না। গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্য সাইমন রিপোর্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না। সাইমন কমিশন কেবল তথ্য সংগ্রহের জন্য গঠিত হইয়াছিল। গোলটেবিল বৈঠকে সাইমন রিপোর্ট সংশোধিত ও প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে। এই বৈঠকের আলোচনা সাইমন রিপোর্ট প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে প্রকাশিত হইবে। এই গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যগণের কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া সমস্ত বিষয় উদারভাবে আলোচনা করা উচিৎ, সুতরাং কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বৈঠকের আলোচনা সীমাবদ্ধ করিলে তাহা এই বৈঠকের প্রতিকূল হইবে। [illegible] যে উক্তি করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে স্বরাজ দেওয়াই ইংরাজ নীতির স্বাভাবিক গতি এই উক্তিকে মূল করিয়া এই বৈঠক তাহার সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন। রাজনৈতিক অপরাধীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে মিঃ বেজউড বেন বলেন যে আইন অমান্য নীতির আন্দোলন বন্ধ করিলে সরকার গান্ধিজির দরুণ ব্যবস্থা ত্যাগ করিবেন এবং উভয় পক্ষে সদ্ভাব স্থাপন জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিবেন নচেৎ যে সমস্ত নেতৃগণকে গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে তাহারা পুনরায় বর্ত্তমান আন্দোলনের সাহায্য করিবেন এবং আবার তাঁহাদিগকে জেলে আবদ্ধ করা আবশ্যক হইবে।

জেল জরিমানা গ্রেপ্তার

কলিকাতা রাধাবাজারের মদের দোকানে পিকেটিং করার অপরাধে শিবনারায়ণ সিংহের ৫০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

জলন্ধরের প্রধান কংগ্রেস কার্য্যকারক পণ্ডিত মূলরাজের জামিন না দেওয়া জন্য ১ বৎসর জেল হইয়াছে।

তারের সংবাদ

সামরিক বিচারে ১৭ গাড়োয়ালী সৈন্যগণের গুরুতর দণ্ড হইয়াছে।

৩৬ জন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য স্পেশাল সেসন জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

ছাত্ররা যাহাতে কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে না পারে তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশ হইবে।

লোহার বরগা কড়ি

জানালার গরাদে

দালানের ফুলদার রেলিং থাম

বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি

সুলভে বিক্রয় করি

কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স

[illegible]

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে ধাতুপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার মেহরোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপূর্ব্ব অশ্বগন্ধাদি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে দ্রুত আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণীবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত।

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম!

[illegible] উপাদান মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিক্‌নিন আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা ২টী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বারটী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২ ৬৲ টাকা। বাই-ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী দ্বারা প্রস্তুত। ২৯১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভগবান্ ভক্তের অপরাধ লন না

শ্রীচৈতন্যভাগবতের [illegible] অধ্যায়ের [illegible] —
"জীব-অপরাধ ভক্তের না লয় ভগবান। [illegible]
[illegible] প্রমাণ।"

শ্রীল বৃন্দাবন [illegible] শিশু নামক [illegible] বিপ্র [illegible] বর্ণন করিয়াছেন, যথা,—
"[illegible]
[illegible]
[illegible]
শ্রীধর [illegible]"

অর্থাৎ [illegible] প্রবেশ [illegible] ইহাই [illegible] অপরাধ [illegible] করেন না। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] অপরাধ [illegible] করেন। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] তাঁহার [illegible] করিয়া [illegible] পরিষ্কার করেন।

পুরুষোত্তমে রাজর্ষি

শরদিন্দু নারায়ণ

আমা [illegible] রাজর্ষি [illegible] শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম এ [illegible] শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছেন। তিনি [illegible] নিয়মিত ভাবে প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি [illegible] তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহার [illegible] কাইয়োশর্ণ শ্রী [illegible] সত্যতা [illegible] এবং বৈষ্ণব-সেবায় আন্তরিক অনুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। বিদ্যায় যেরূপ তিনি উন্নত হইয়াও শুদ্ধভক্তগণের চরণে প্রণত হইয়া আত্ম উহাদের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। [illegible] মহাজনগণ বলিয়া থাকেন—

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"
"[illegible] না মানে।
বিদ্যা, কুল, ধন মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

'দীন' অর্থে বিদ্যা-ধনাদির [illegible] অহঙ্কার ছাড়িয়া, 'বৈষ্ণব [illegible] উচ্চ।' জানিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের পাদাশ্রয়ে [illegible]। আমরা রাজর্ষি মহোদয়ে তাদৃশ দীনতা দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছি। শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দর তাঁহাকে [illegible] উত্তরোত্তর [illegible] করুন, তাঁহার দ্বারা জগতে [illegible] প্রচারিত হউক, ইহাই মহাপ্রভুর পাদ-পদ্মে আমাদের [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible]

(১)

ভগবান্ ভক্তের অপরাধ লন না

(২)

পুরুষোত্তমে রাজর্ষি শরদিন্দু নারায়ণ

(৩)

(ক) [illegible] বৈরাগ্য, [illegible] বিদ্যা এবং [illegible] মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈরাগ্যের [illegible] নিরস্ত [illegible]

(খ) বিষয়সমূহ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] ভাবে কৃষ্ণ-কৃপা জ্ঞানে থাকা [illegible] যুক্ত বৈরাগ্য [illegible] মহাপ্রভুর শিক্ষা।

(গ) হরিসম্বন্ধি বস্তুকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করার নামই ফল্গুবৈরাগ্য; ইহা নির্বিশেষবাদিগণে [illegible]

(ঘ) শুদ্ধভাবোদয়ে কৃষ্ণেতর বিষয়-বিরাগ [illegible]

(ঙ) বেশ [illegible] জীবন [illegible] কৃষ্ণানুশীলনপরায়ণ [illegible]

(চ) অপ্রাকৃত উন্নতোজ্জ্বল শৃঙ্গাররসই মহাপ্রভুর [illegible], এই রসোপদেশই মহাপ্রভুর [illegible]।

(৪)

ভগবদ্রূপাদিই জীবের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের আকর্ষক

(৫)

ব্রহ্মের স্বরূপ এবং জীব ও জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি ?

(৬)

হাওড়া জেলার শিবপুরে ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর কথা-প্রচার

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

নিখিল চেতনের [illegible] সুহৃদ্ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর [illegible]

[illegible] জগতে [illegible] শিক্ষকের [illegible] না। শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] পূর্বক শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] ছিলেন, [illegible] ও বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের [illegible] প্রভুকে [illegible] তাঁহাকে বেদান্ত শিক্ষা [illegible]। লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] বৈদ্যের [illegible] পূর্বক [illegible] সার্বভৌমের নিকট [illegible] শ্রবণের লীলাভিনয় করিলেন। [illegible] যখন [illegible]

[illegible] করিলেন, [illegible] গোপীনাথ [illegible] সার্বভৌম [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] বলিলেন,—

[illegible] বলিলেন, তিনি [illegible] তিনি [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুকে [illegible] বেদান্ত [illegible] হইয়া [illegible] তাঁহাকে [illegible] উপদেশ [illegible] করিলেন [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] বলিলেন। তাঁহার [illegible] কথা [illegible]

বিপ্রলম্ভময় কৃষ্ণভজনের আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিতে গিয়া স্বভাবতঃ কৃষ্ণের বিষয়-বৈরাগ্যের কথা জানাইয়াছেন। তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বৈরাগ্যের অপর নাম বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুসন্ধান, কৃষ্ণকে পূর্ণ ভাবে পাইবার অতৃপ্তিতে যে কৃষ্ণেতর ভোগ্যবস্তুতে অনাসক্তি তাহাকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য বা যুক্ত বৈরাগ্য বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। অপরাপরের বৈরাগ্য শুষ্ক-বৈরাগ্য, তাহাতে কৃষ্ণভজনের আদর্শ নাই বলিয়া সেগুলি যুক্ত বৈরাগ্য। শুধু তাহাই নহে, কেন, অষ্টাঙ্গযোগী, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, নিষ্কামক ও প্রাকৃত সহজিয়াগণের বৈরাগ্যও ফল্গু। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নোক্ত শ্লোকে যুক্ত-বৈরাগ্যের কথা জানাইয়াছেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

রাগ-রূপা ভক্তি স্বাভাবিকভাবে উদিতা হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়-বিরাগ স্বতঃই আসিয়া পড়ে। কৃষ্ণবিমুখ অনর্থযুক্ত জীব যেমন কৃষ্ণবিমুখতা-নিবন্ধন ভোগ্যবস্তুতে শয়নে, স্বপনে, অশনে, ভ্রমণে, সর্বক্ষণ ভোগানুসন্ধান করেন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তগণের সম্ভোগ-লিপ্সা কৃষ্ণের সেবায় পরিপূর্ণ উদ্দীপনা উদিত হইলে শয়নে, স্বপনে, অশনে, ভ্রমণে সর্বক্ষণই কৃষ্ণকে ভোগ করাইবার জন্য লোভ হয় ও স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য আসিয়া পড়ে। কৃষ্ণানুরাগই আরাধনার মূর্তবিগ্রহ কৃষ্ণের আরাধিকার মহাভাব-চিন্তামণি শ্রীমতী বার্ষভানবীর চরিত্রেই এই বিপ্রলম্ভ যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ দেখিতে পাই। শ্রীস্বরূপাদি এবং রূপানুগ গণ। দামোদর, রঘুনাথ, সনাতন, প্রবোধানন্দাদি সদ্ভক্ত পার্ষদগণের চরিত্রে ঐ প্রকার যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ দেখিতে পাই। তদ্ভিন্ন আত্মশ্লাঘা ব্যতীত যাঁহারা বৈরাগ্যের ভাণ দেখাইতে চান, তাঁহাদের বৈরাগ্য ফল্গু বৈরাগ্য। শাস্ত্র বলেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে॥

তিনি সর্ববিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ হইয়াও জগজ্জীবের বিশুদ্ধভাবে বিদ্যাচর্চার চেষ্টা প্রবর্তিত করিয়া পরবিদ্যা বা আত্মতত্ত্ববিদ্যা অনুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের নাম বিদ্যা, তাই তিনি বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাই আর।

ভগবদ্-রূপাদিই জীবের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের আকর্ষক

ভগবান্ ভুবনমোহনরূপধৃক্। তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শে জীবের যাবতীয় অন্তর-গ্লানি নিমেষেই দূর হইয়া যায়। তিনি যে বেণু বাদ্য করেন, তাহার ধ্বনি শ্রবণমাত্রে চেতন ও অচেতন উভয়বিধ পদার্থ তদভিমুখে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে বাধ্য হয়। তদীয় অঙ্গ-সৌরভ মনঃপ্রাণ মুনিগণেরও ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ। তাঁহার ভুক্তাবশেষ মহাপ্রসাদ নামে খ্যাত এবং এতাদৃশ প্রসাদ ও তদীয় নাম ভাগ্যবশতঃ উচ্চার করা মাত্র প্রবণকারী ব্যক্তি নিত্যকাল পরমানন্দে বাস করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং ভগবত্তত্ত্বগত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দই পরম সুন্দর ও রমণীয় বিষয় এবং সেই সকলই আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে নিত্যকাল আকর্ষণ করিতেছেন। যথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—"সৌন্দর্যামৃতসিন্ধুভঙ্গ ললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ, কর্ণানন্দি সনর্মরম্য বচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ। সৌরভ্যামৃত সংপ্লাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে।"

২। ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত ভগবদ্রূপ-রসাদির আকর্ষণীকে বুঝিতে অক্ষম হইয়া বহির্মুখ সর্বস্বের ন্যায় মনে করে যে উহা নশ্বর ও তুচ্ছ বস্তুর রূপগুণাদির আকর্ষ। এবং এইরূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্যপদার্থের প্রতি ধাবিত করাইয়া নিত্যানন্দপ্রদ ভগবৎসৌন্দর্যাদির পরিবর্তে ক্ষণিকসুখ ও দীর্ঘকালব্যাপী দুঃখপ্রদ বাহ্য বিষয়-গত রূপরসাদি সংগ্রহে নিযুক্ত হয়। সদ্গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত তাহাদিগের এই মোহ কাটিবার নহে।

ব্রহ্মের স্বরূপ
এবং
জীব ও জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
বেদান্ত বাচস্পতি)

আমরা শ্রুতি আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে এই জানিতে পারি যে, তিনি চিদানন্দস্বরূপ, সর্বশক্তিমান্, অদ্বিতীয়, স্বতন্ত্র। তাঁহার আনন্দ-স্বরূপের কথা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্লীতে উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা;—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" তাঁহার চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপের কথাও উক্ত তৈত্তিরীয়ের ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রারম্ভেই কীর্তিত হইয়াছে; যথা:—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" তাঁহার সর্বশক্তিমত্তাও "বহুঃ বহু স্যাম্।" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে প্রমাণিত হয়। জগৎ ব্রহ্মেরই স্বরূপগত আনন্দশক্তির পরিণতি এবং জীবও তাঁহার স্বরূপগত চিদংশের পরিণতি অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের আনন্দশক্তিরই প্রকাশ-ভেদ এবং জীবও তাঁহার চিচ্ছক্তির প্রকাশ-ভেদ, সুতরাং জীব ও জগৎ এতদুভয়ই ব্রহ্মের নিত্য অংশ।

ব্রহ্ম যেমন চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, জীবও তদ্রূপ জ্ঞানস্বরূপ, বেদান্তদর্শনের ২য় অঃ ৩য় পাদে ১৮ সূত্রে তাহা কথিত হইয়াছে যথা:—

"জ্ঞোঽত এব।" অবশ্য এস্থানে পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই 'জ্ঞ' স্বরূপ হইলে শ্রুতিতে যে তাঁহাদের অংশাংশী সম্বন্ধ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়। এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, যথা:—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা" অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপে তিনি "জ্ঞ" অর্থাৎ সর্বজ্ঞ স্বভাব আর তাঁহার যে শক্তি জীব রূপে প্রকটিত, তিনি 'অজ্ঞ' অপূর্ণজ্ঞানস্বরূপ।

অর্থাৎ ব্রহ্মেরই শক্তি পরিণতি যে জীব-রূপ অংশ এবং স্বয়ং ব্রহ্ম এই উভয় রূপই তাঁহার নিত্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর একটি প্রকাশ আছে, উহা ব্রহ্মের মায়া-শক্তির পরিণতি জীব-রূপ অংশের ভোগ-সাধক এই জগৎ। ইহাও নিত্য, কিন্তু পরিবর্তনশীল। ব্রহ্মের যে চিচ্ছক্তি তাহার—দ্বিবিধ ভেদ আছে। পূর্ণজ্ঞ ও অপূর্ণজ্ঞ। পূর্ণ চিচ্ছক্তি-সমন্বিত বৃহৎ বস্তুই ব্রহ্ম, তিনি সর্বজ্ঞ। অপর চিচ্ছক্তি পরিণতি অর্থাৎ ব্রহ্মের অপূর্ণ অংশ জীব-রূপে তিনি অল্পজ্ঞ। তবে অল্পজ্ঞত্ব বলায় জ্ঞান-রহিত বুঝিতে হইবে না, পরন্তু যুগপৎ সর্ববিষয়ের জ্ঞানাভাব বুঝিতে হইবে অর্থাৎ জীব কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তুর জ্ঞাতা সুতরাং বেদান্ত-দর্শনে এবং শ্রুতিতে যে জীবকে জ্ঞাতা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে জীব নিয়তই বিশেষজ্ঞ, সর্বজ্ঞ নহে, ইহা অণু হয় মাত্র। যেমন কোন ঘরে একটি উজ্জ্বল আলোক দিলে সেই ঘরের সমস্ত বস্তুই দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা একটী প্রদীপ জ্বালিলে সেই প্রদীপটি কোন বিশেষ বস্তুর নিকটে লইয়া যাইলে তবে সেই বস্তুটি দৃষ্টি-পথে আইসে, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জীব উভয়েই চেতন হওয়ায় 'জ্ঞ' স্বরূপ হইলেও চেতনের অংশাংশতে জীবের জ্ঞান সীমাবিশিষ্ট, কিন্তু স্বয়ং-ব্রহ্মের জ্ঞান সীমা-বিশিষ্ট নহে কাজেই তিনি সর্বজ্ঞ স্বয়ং শ্রুতি ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে এই পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন এবং উভয়কেই নিত্য বলিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে বিরুদ্ধানুমানের স্থান হইতে পারে না।

মুক্তাবস্থাতেও জীবের ব্রহ্মের ন্যায় সর্বজ্ঞতা লাভ হয় না, অবশ্য শ্রুতি কোন কোন স্থলে জীবকে সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার অর্থ এই যে জীব ধ্যানমাত্র যে কোন বিশেষ বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন;—"সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" অর্থাৎ ইচ্ছা মাত্রই তিনি যে কোন বিশেষ লোকে যাইতে পারেন; অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় তিনি সর্বগ নহেন; পরন্তু ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকে যাইতে পারেন। যথা:—

"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ
সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো
মহীয়তে"
[ছাঃ উঃ]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মুক্তাবস্থাতেও জীবের স্বরূপগত বিশেষজ্ঞত্বের পরিবর্তন হয় না। জীবের স্বরূপগত বিশেষজ্ঞত্ব হেতুই তাহার অবস্থা পরিবর্তনের অর্থাৎ প্রপঞ্চে বদ্ধদশা হইতে নিগুণ মুক্তি-দশা লাভের সম্ভাবনা হয়। বদ্ধাবস্থায় জীব কেবল অবিদ্যাত বস্তু বিশেষই স্বীয় জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারেন, কিন্তু সদ্গুরু-কৃপা-বলে জ্ঞানস্বরূপ জীব যখন নিজ-স্বরূপগত চিত্ত পর এবং বিকারশূন্যতার অন্তর্গত আশ্রয়-স্থানীয় মূল উপাদান ব্রহ্ম স্বরূপেরও দর্শন করেন, তখনই তাঁহার মুক্তাবস্থা এবং কেবল এই মুক্তাবস্থাতেই ধ্যানমাত্র তিনি যে কোন বিশেষ লোকে গমন করিতে বা কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং এই কারণেই জীবকে 'জ্ঞ' বলা হইয়াছে। সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের নিত্য অংশ হওয়ায় ব্রহ্ম নিত্য ঈশ্বর, জীব ও জগদ্রূপে বর্তমান আছেন। আনন্দ ও চিচ্ছক্তির পরিণতিরূপ ভগবদ্যোগ্য শক্তি ও চিচ্ছক্তি পরিণত হইয়া জগৎ ও জীব রূপে প্রকটিত হওয়ায় জগৎ ও জীব কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ১৩ই এবং ১৪ই পৌষ নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব স্বামী ভক্তশাস্ত্রী মহোদয় হাওড়া জেলার শ্যামপুর গ্রামে ছায়ানটে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা, আচার প্রচার প্রভৃতি বক্তৃতামুখে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রোতৃবর্গ ভাগবতী কথা শ্রবণে ও শ্রবণে পারমার্থিকতাকেও সম্যক সন্ধান পাইয়াছেন।

কলিকালে ধর্মবিহীন যুগে ধর্মকথার দুর্ভিক্ষ হইলেও বহু ধর্মব্যবসায়ী ধার্মিকের বেশে সরল গৃহস্থগণকে বঞ্চনা করিতে বিরত নহে। কেহ কেহ আকুমার ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হইয়া সর্বদা যুবতীগণের সঙ্গে বসবাস করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম ও বেদাদি শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিবার লীলা করিতেছে। শ্রীগুরু সেবা না করিলে, বৈষ্ণব সঙ্গ না করিলে, বেশভূষা না করিয়া দিলে সদা-সর্বদা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মনোরঞ্জন লাভ হয় না।

শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু দুই দিবস ধরিয়া উক্ত শাস্ত্র-বিরুদ্ধাচারকে সদ্যুক্তি প্রমাণমূলে খণ্ডন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-আচরিত ও প্রচারিত ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, উজ্জ্বলতা প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে অচৈতন্যের দিকে প্রধাবিত গ্রামবাসিগণ বহু সৌভাগ্যফলে বাধা পাইয়া চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সমস্ত শাস্ত্রের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যথাযথ ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-ব্যাপিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান্স কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible]

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১৹

আমরা সংসারে দুঃখ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাঙ্গালীর কল্যাণের আকর; ইনি অনেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িকোষগ্রন্থ)

বিষয়: ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীগ্রন্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ৫। বিষয় নির্দেশ, গৌড়ীয় ও শাস্ত্রীয় অনুকূলে ব্যবহারের জন্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৸৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। উহা ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৬৩ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌,—শ্লোক [illegible] বঙ্গানুবাদ সহিত [illegible] প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /৹

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲

৩। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵৹

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৹

৫। তত্ত্বসূত্র ৷৹

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্‌ (বাঁধা) ১৲

" " আবাঁধা ৸৹

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹

গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷৹

৯। শ্রীকৃষ্ণ কথা [illegible] (বাঁধা) ২৲

১০। শ্রেয়ঃ [illegible] (সংস্কৃত) ৷৹

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵৹

১৫। দীপ-নির্দ্দেশন ৷৵৹

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৵৹

ঐ ঐ বাঁধা ৷৹

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷৵৹

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵৹

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৷৵৹

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹

২৩। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] দর্পণ ৷৹

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ৷৵৹

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপদ্ধতি ৷৵৹

২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৵৹

২৭। সংস্কৃত [illegible]

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। [illegible] ৷৹

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹

৩১। [illegible] ৷৹

৩২। [illegible] ৸৹

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

লজ্জায় হতাশ হইবেন না

[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য [illegible] ঔষধাদি [illegible]

[illegible] — ডাঃ নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

[illegible] বাঁচাইবার উপায়

[illegible] — ডাঃ ডি. ভি. ডাক্তার।

[illegible] কলিকাতা।

পদ্মে পাণ্ডুয়া দুর্গা

চিত্রে নবদ্বীপ

[illegible] এম. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

[illegible] দুই টাকা মাত্র।

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু
পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; [illegible] অন্বয়, বঙ্গানুবাদ,
[illegible] সার, শব্দসূচী,
স্থানসূচী, পাত্রসূচী, [illegible]-তালিকা,
পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত
বোর্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন,
আটপেজী আকারে টীকা-
সমেত বাঁধাই ছাপা
ভিক্ষা—১।০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রোফেসার)

[illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও ষড়্গুণবলিজারিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]
মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube well) [illegible]

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অত্যন্ত কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" -অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের জ্বালা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

— অন্যান্য আবিষ্কৃত —

[illegible] লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান : [illegible] ২১৪নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

চত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

প্রতি খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০৷৷৵০ সাধারণ পক্ষে ১১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম, স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৮, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, কার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পবিত্র উপদেশ ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৵
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুয়রকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বস্তু লজ কে রোড, খুলনা;
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—রে গোপালপথ, কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্ জি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়াকিন্‌ দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—মদনপাড়া, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পঙ্গাপতি বেতাচাপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, ৭ নবান
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিসুধাকর মাধব দ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবিহারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেন পাইরেটিয়ন্ত'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না।

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিবেচনা খেয়ে শয্যাগত হইয়া পড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনায় সাতদিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর থাকিলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ১৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা / সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

দাম ৩০ আনা / শিশি ৮০ আনা, ডজন ৭৸০ / ভিঃ পিঃ ও মোড়কের মাশুল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কুমারিকা তৈলে বৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, কাপুর, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা বস্তুতেই সমভাবে ইহার অনুলোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় বায়ুর কুপিত গুণ, কঠিন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অর্শ্বরজঃ, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন কালে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং : ৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

[illegible]

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৯২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই আষাঢ় ১৩৩৭ [illegible]

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে বিরাট জনসভা
কারামুক্ত মৌঃ আবছরুদ্দিনের বক্তৃতা

গত সোমবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউনহলের সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। নদীয়া কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণের উদ্যোগে এ সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় মুসলমান মৌলবী বক্তৃতা করিবেন বলিয়া প্রচারিত হওয়ায় বহুলোক দলে দলে সভাস্থলে উপস্থিত হয়। সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হইল। এই সভায় মৌলবী আ.ছহরুদ্দিন সাহেব হিন্দু মুসলমানের একতা, বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করতঃ স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা মাধুর্য্য ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশে সকলে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের বিবাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে মুসলমানগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহাদিগকে মসজিদে বাজনা বাজাইতে নিষেধ করিয়াছে কিন্তু তদ্দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন মসজিদের সম্মুখস্থ সদর রাস্তা দিয়া অপর কেহ বাজনা বাজাইয়া যাইতে পারিবে না। কোরআণে কথা কোথাও নির্দ্দেশ আছে বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। গরু, ছাগ, দুম্বা প্রভৃতি পশু মুসলমানগণ কোরবাণী করিয়া আহার করিতে পারে। এবিষয়ে হিন্দুগণের [illegible] করা উচিত নহে। হিন্দু অধিবাসীরা মুসলমানের হোটেলে অনেকে খাইয়া থাকি[illegible]

কৃষ্ণনগরে বিরাট জনসভা

মল্টায় ভীষণ গোলযোগ

পুলিশকে ফাঁকি

প্রফেসারের শাস্তি; সীমান্তে যুদ্ধ

২৮টী শিশু দগ্ধ

পারস্য এবং হেজাজে সন্ধি

ঢাকায় আবার দাঙ্গা

তিনজন খুন; শেষ বেশ

মুসলমান প্রথা গো-কোরবাণী [illegible] আবার মস্তক চূর্ণ করা [illegible] গণ [illegible] গো-কোরবাণী [illegible] হিন্দু প্রতিবেশীর মান [illegible] তবে সে অবশ্যই [illegible] কোরবাণী করিবে।

বিদেশী দ্রব্য গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে এই বিষয়টী সকলেই [illegible] নিকট শিক্ষা করিতে পারেন। কোন সাহেবের খানসামা আট আনা [illegible] ভাবের একজন গোয়ালা [illegible] আনিলে সাহেব তখন উহা [illegible] ঐরূপ একটি ১৲ টাকা মূল্য হইলেও ইংলণ্ডের প্রস্তুত দেখিয়া খরিদ করিবেন। কোন মুসলমান যেন মনে না করেন দেশী কাপড় কিনিলে ঐ টাকাটা হিন্দুরা পাইবে। পশ্চিম দেশে মুসলমানদের কাপড়ের মিল আছে। কুমিল্লা প্রভৃতি

এ সকল দেশে [illegible] অধিকাংশ [illegible] করিয়া থাকে।

মাদক দ্রব্য [illegible] সাহেব বলেন যে মুসলমান [illegible] মদ, গাঁজা, আফিং, [illegible] সকল দ্রব্য যাহা নেশা করে তাহা হারাম সুতরাং মুসলমানের পরিত্যাজ্য। যদি তামাকেও মাদকতা থাকে তবে তাহাও হারাম। যদি কোন মুসলমান কে পান, হিন্দুস্থান, [illegible] দ্রব্য ব্যবহার করিত না। [illegible] বহু মৌলানা দেশের কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। হিন্দুদের [illegible] প্রভৃতি খাওয়ার বিষয় [illegible] মুসলমানগণ মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন না। আর হিন্দুদের আমার [illegible]

[illegible]

[illegible] মুসলমান- [illegible] হিন্দু [illegible] মুসলমানগণ [illegible] করেন না।

নানা খবর

তিন জন খুন

[illegible] পুলিশ [illegible] একজন [illegible] আত্মহত্যা [illegible] করেন [illegible] তাহাতে এক [illegible]

পুলিশের [illegible]

[illegible]

১৮টী শিশু দগ্ধ

[illegible] ১৮টি শিশু জীয়ন্ত দগ্ধ [illegible]

[illegible] গোলযোগ

[illegible] প্রদান করা হইবে।

সন্ধি

[illegible] উভয় [illegible] অবশেষে [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] যুদ্ধ

[illegible] চেষ্টায় আছেন। [illegible] করিয়া [illegible] নিকট আসিতেছে। [illegible] নিকট হইতে অনেক [illegible]

—

মন্ত্রীর কারখানা ও

কারখানার মন্ত্রী

[illegible] একটী [illegible] প্রকাশ পায় [illegible] একটী উৎকৃষ্ট [illegible] কারখানা [illegible] প্রধান মন্ত্রীর পদ [illegible] মন্ত্রীদের [illegible]

দেশ দেশ

[illegible] সম্পাদকের [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

[illegible] হইয়াছেন। [illegible]

ঢাকার সংবাদ

ঢাকা, ২১.২.৩৭

ঢাকার [illegible] আনন্দ [illegible] শ্রীযুক্ত আনন্দ হরি বাবুর [illegible] গ্রেপ্তার করেন। [illegible] শ্রীযুক্ত রমানাথ দাস মহাশয়ের নিকট, [illegible] কুমার রায় (উকিল) মহাশয়ের নিকট এবং [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার [illegible] মহাশয়ের নিকট হইতে [illegible] কিন্তু ঐ পুলিশ কর্মচারী কোন [illegible] তাঁহারা [illegible] হইতে তিনি চলিয়া যান! [illegible] দোকান পাট পূর্ব্বের [illegible] বন্ধ। [illegible] ইসলামপুর, বি, সি, [illegible] ঢাকা হইতে [illegible] হিন্দু [illegible] মুসলমান [illegible] অনেক দিন [illegible] মুসলমানেরা [illegible] প্রাণ ভয়ে পলাইয়াছে। এবং [illegible] মোট ১৮টী মুসলমান [illegible] গিয়াছে। বহু লোক [illegible] মুসলমানের [illegible] আত্ম রক্ষা করিতেছেন।

প্রফেসারের শাস্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিক্সের [illegible] প্রফেসর ডাঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা লাইসেন্সে তাঁহার [illegible] নং বেচু চাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে বাড়ীতে রেডিও ব্যবহার করার অপরাধে কলিকাতার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর এন্ আমেদ্ সাহেব তাঁহার ৫০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

—

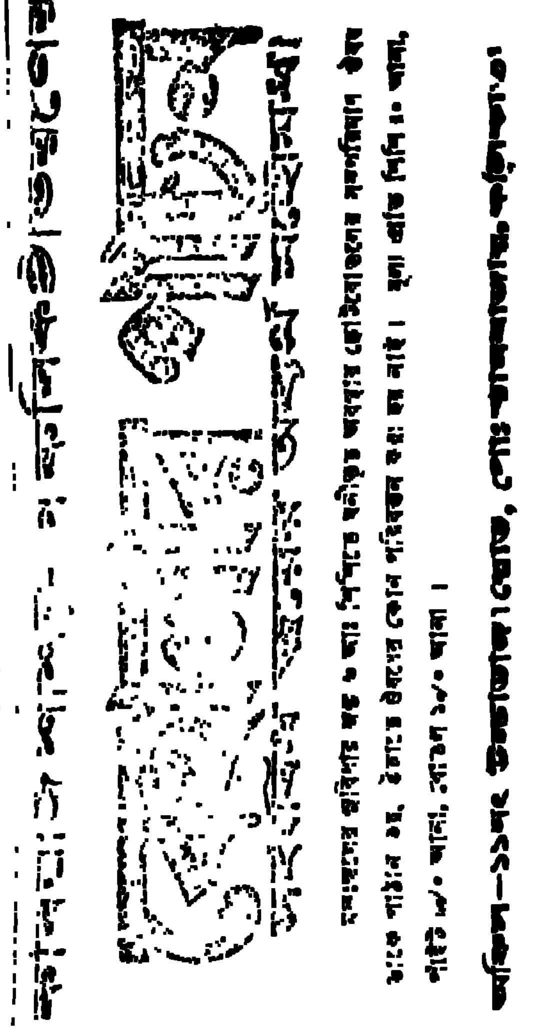

যোগজীবন

মদন মঞ্জরী

[illegible] ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible] নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। [illegible] অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] আরোগ্য [illegible] ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible], কোম্পানী

[illegible], কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল [illegible] শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক [illegible] তৈল [illegible] হইবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার বড় [illegible] উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, [illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সর্ব্বপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য [illegible], [illegible] বাট [illegible] এন্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। [illegible], কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

(১)

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে স্নানযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীমঠে ভক্ত-সম্মেলন

অনবসর-কালে মহাপ্রভুর আলালনাথ-গমন এবং ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকবৃন্দের পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-প্রচার

(২)

ল্যাণ্ডুরে গিরিমহারাজের মহাপ্রভুর কথা প্রচার

(৩)

ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলা

(৪)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে অধ্যক্ষ প্রকাশ বাবু ও সশিষ্য শ্রীল প্রভুপাদ

(৫)

শুদ্ধভক্তিপ্রচারে সাগর মহারাজ

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং গৌরপ্রিয় শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথি ছিল। এতদুপলক্ষে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-পরিক্রমা ও শ্রীস্নানোৎসব দর্শন করিয়া অপরাহ্নে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বিশেষ অধিবেশন ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সমবেত হইয়াছেন।

———

স্নানযাত্রার পর অনবসরকাল। অনবসর-সময়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীআলালনাথে প্রতি বৎসর গমন করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সেই লীলাস্মৃতি শ্রীল প্রভুপাদ পুনরুদ্দীপ্ত করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভবিগ্রহকে আলালনাথ-গোষ্ঠী-দ্বারা সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত আলালনাথে লইয়া গিয়া থাকেন। এই সময় তথায় গৌরগোষ্ঠী শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে অনবসরকালের একপক্ষকাল পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

———

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ উক্তানুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। বর্ত্তমানে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ রামানন্দ দাস গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্ণব বি, এ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীপাদ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী প্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের অভীষ্টানুসারে নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের অষ্টকালীয় কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা প্রচার করিতেছেন।

———

আমরা নিজস্ব-সংবাদ-দাতার তারের সংবাদে অবগত হইলাম যে, মেদিনীপুরে প্রচারকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বালেশ্বর হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপনীত হইয়াছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে যোগদান করিয়াছেন।

———

ল্যাণ্ডুর হইতে সমাজসংবাদদাতার সম্পাদক প্রভুপাদজী তারের দ্বারে জানাইয়াছেন যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী গিরি মহারাজ গত ৪ঠা জুন মিউনিসিপ্যাল টাউনহলে রায়সাহেব ডাঃ রামনারায়ণ লালজীর সভাপতিত্বে একটী বিশেষ চিত্তাকর্ষিণী দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট করিয়াছেন।

ক্ষেত্রমণ্ডলে মহাপ্রভুর নিত্যলীলা

কলিযুগপাবনাবতারী অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যলীলা দ্বিবিধ। অখণ্ড দেশ-কালাতীত শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীমায়াপুর-পুরন্দরের লীলা এবং শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা একই বিষয়-বিগ্রহের হইলেও উভয় লীলাই নিত্য।

গৌরমণ্ডলে শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টচত্বারিংশৎ বৎসর প্রকট থাকিয়া প্রথম চতুর্বিংশ বর্ষ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে এবং শেষ অষ্টাদশ বৎসর শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে লীলাবিলাস করিয়াছিলেন। মধ্যবর্ত্তী ছয় বর্ষ তাঁহাকে বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমন হইয়াছিল।

ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীনীলাচলে মহাপ্রভুর দৈনন্দিন লীলা অষ্টযামে বিভক্ত। ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ অষ্টকালীয় লীলা নিত্য, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরুষোত্তমে অষ্টকালীয় লীলা নিত্য। তদ্ব্যতীত গৌরলীলার প্রকটকালে সাময়িকী লীলাও প্রকাশ করিয়াছেন।

অদ্য এই প্রবন্ধে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণান্তে পুরুষোত্তমের সেই নিত্যলীলা কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণন-প্রয়াস-মুখে এই দীন অকিঞ্চনের অস্ফুট বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপনার্থ দুরন্ত চেষ্টা মাত্র। ইহাতে স্বীয় চিত্ত-সংশোধনই উদ্দেশ্য। আমি জানি, মুক্তিধারা অতল অকূল বারিধি যাদৃশ যেরূপ, মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের এই প্রয়াসও তদ্রূপ। বৃন্দাবন হইতে ব্রজেন্দ্রনন্দন মথুরা গমন করিলে ব্রজললনাগণশিরোমণি বৃষভানুনন্দিনীর বিরহ-গাথার এবং কুরুক্ষেত্রে অমন্দ-পদকে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে ব্রজগোপীবৃন্দের উক্ত সম্ভোগে-বিপ্রলম্ভ ও বিপ্রলম্ভে-সম্ভোগরূপ মহাভাবের পুনঃ-প্রকটনকারী শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি এই দীন অকিঞ্চনের বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করিবেন?

নীলাচলে দিবা-রাত্র—

"এইমত মহাপ্রভু রৈলে নীলাচলে।
রজনী দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলে॥"
"এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে॥"
"স্বরূপ, রামানন্দ—এই দুই জন সনে।
রাত্রি দিনে রস-গীত-শ্লোক আস্বাদনে॥"
"উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥"
"এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥"
"রাত্রি-দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস।
সাক্ষাদনুভবে, যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ॥"
"এই মত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে॥"
"এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে-দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে॥"
"তিন দশায় মহাপ্রভু রহেন সর্ব্বকাল।
'অন্তর্দশা' 'বাহ্যদশা', 'অর্দ্ধবাহ্য' আর॥"
"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং
মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো
মৃত্যুর্দশা দশ॥"
এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি-দিনে।
কভু কোন্ দশা উঠে, স্থির নহে মনে॥"

সুতরাং নীলাচলে মহাপ্রভু অষ্টপ্রহরই বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ। স্বীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ রায়রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদর-সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কৃষ্ণানুসন্ধানকারিণী লীলা বর্ত্তমানা।

বিজ্ঞপ্তি

—যে মহাপ্রভু নীলাচলে সর্ব্বক্ষণ রাধাভাবাবেশে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসমান এবং যিনি স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে রস-গীত-শ্লোক আস্বাদনপরায়ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কি এই দীন অকিঞ্চনের স্বরূপ স্বভাবের অভাব জ্ঞাপক করত স্বরূপ-দামোদরের আনুগত্যে স্বীয় প্রীতিভাজনরূপ শ্রীগুরুপাদে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় সেবাধিকার প্রদান করিবেন?

নিশান্ত লীলা—প্রথম যাম

"স্বরূপ-রামানন্দ গায়,প্রভু নাচে,সুখ পায়,
এই মতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দরায়, করি নানা উপায়
মহাপ্রভুর বাহ্য স্ফুর্ত্তি কৈল॥"

ব্রজলীলায় শ্রীরাধাগোবিন্দের নিশান্ত লীলা-সম্পর্ক মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায় প্রথম যাম।

রাত্রি শেষ হয় যত অষ্টকালীয় লীলায় প্রথম যাম, মহাপ্রভু নীলাচলে স্বরূপসঙ্গে এই সময় নিত্য—

নিশান্তে কীর্ত্তনে সুখভঙ্গ করে যায়।
ক্রমে ক্রমে চিত্ত লাগে রসের বিলাস॥

স্বাস্থ্য। [illegible] চৈতন্যদেব-
[illegible] শৌর্য কীর্ত্তনাদি
গৌরাঙ্গ [illegible] [illegible]
[illegible]।
[illegible] [illegible]
[illegible]
ত্যাগ। [illegible]
[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

—[illegible] দিন কি এক দীন অকিঞ্চনের হইবে, [illegible] দিন [illegible] [illegible] বসিয়া [illegible] [illegible]—

"[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible] সর্ব্বদা।
[illegible] অভিষিক্ত।
[illegible]
[illegible]
[illegible]॥"

[illegible] শ্রীগৌর[illegible] [illegible] [illegible] প্রীতি-বিধান করিতে [illegible]?

প্রাতঃকালীন-লীলা—দ্বিতীয় যাম

প্রাতে [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাতঃকালীন [illegible]

"[illegible] [illegible], [illegible]।
[illegible] [illegible]॥"

প্রাতঃ[illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

"[illegible] [illegible] সমাপন।
এই [illegible]।
[illegible]॥"
[illegible]।
[illegible] [illegible]॥

নিরন্তর কৃষ্ণ স্মরণ-লীলা-প্রদর্শনকারী মহাপ্রভু [illegible] কার্য্য করিয়াও প্রাতঃকালীন লীলায় [illegible] [illegible] কৃপাবেশ করেন।

"[illegible], [illegible], [illegible]
[illegible]॥"

বিজ্ঞপ্তি

এমন দিন কি এই দীন অকিঞ্চনের হইবে, যে দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই গোবিন্দাদুগণের [illegible] ও [illegible] [illegible] জল প্রদান করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] গমন করিব এবং তীর হইতে শ্রীর অভীষ্টদেবের [illegible] দর্শন করত আনন্দে অধীর হইয়া অধীর শ্রীচরণ-স্পৃষ্ট অতল কৃষ্ণপ্রেমবারিধির একবিন্দু শিরে ধারণ করিয়া উদ্ধার হইব?

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ সংখ্যার পর)

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন [illegible])

শ্রীল তীর্থ মহারাজ ও [illegible] ভক্তিরঞ্জন মহোদয়

[illegible] [illegible],—"আপনি জগতের [illegible] [illegible] [illegible] এই কলি-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] না করিলেন, [illegible] এই সেবা জগতে অতুলনীয়। জগতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনেক [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] কীর্ত্তন দলের [illegible] থাকেন। কিন্তু [illegible] [illegible] গৌড়ীয়-বৈষ্ণব [illegible] জন্য আজ আপনি [illegible] কার্য্য করিলেন, তাহাতে জীবমাত্র নিরামক নিত্য থাকায় আপনার যশঃ-কীর্ত্তি [illegible] জগতে চিরকাল বিঘোষিত থাকিবে।" মহারাজের এই কথা শ্রবণে শ্রীযুক্ত ভক্তিরঞ্জন মহোদয় বলিলেন,—"আপনাদের কৃপাতেই আজ আমার যে কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরই পরিত্যাগ করিতাম। [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্য-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার [illegible] [illegible] নির্ম্মাণ না করিয়া [illegible] পূর্ব্বক ধনের অপব্যবহার [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible]। এই মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে [illegible] [illegible] হয় নাই। শ্রীভগবৎ [illegible] [illegible] [illegible] এক দিন [illegible] করিয়াছিলাম। সম্প্রতি শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার নিজ জনগণের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবে আজ এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য পাইলাম।"

শ্রীল আচার্য্যত্রিক প্রভুর আশীর্ব্বাদ

[illegible] মহোদয়ের মুখে এবম্বিধ [illegible] বাণী শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয়-[illegible] শ্রীল আচার্য্যত্রিক প্রভু [illegible] [illegible] বলিলেন,—"আপনি এই [illegible] বহুদ সেবা-কার্য্যে উৎসাহিত [illegible] সেবার [illegible] হইয়াছেন, [illegible] হৃদয়ে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়া জগৎকে ধন্য করিতেছেন। আমরা আশা করি, আপনার সেবোৎসাহ এই প্রকারে উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনার জীবন সেবাদর্শ দ্বারা জগতের [illegible] ও [illegible] সম্প্রদায়ের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা একেবারেই অন্তর্হিত হউক।"

ভজন-গুহা-দর্শনে

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও [illegible] [illegible] কলেজের অধ্যক্ষ [illegible] প্রকাশ বাবু শ্রীমন্দিরের উপদেশে যে ভজন-গুহা বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা একটী আলোকের সাহায্যে দর্শন করিলেন। উপরে উঠিয়া প্রিন্সিপাল বাবু [illegible] মহোদয়কে [illegible] করিয়া বলিলেন —"আপনি এই শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে কোন ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ না লইয়া খুব ভালই করিয়াছেন, কারণ ইঞ্জিনিয়ারগণ বাহ্যকুণ্ঠবলয়ে আপনার প্রিয় পাত্র হইবার আশায় এত সুন্দর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আপনি আপনার সেবা-প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক অক্লান্ত পরিশ্রমের যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়।"

[illegible] [illegible] কৃপাপাত্র ভক্তিরঞ্জন প্রভু বলিলেন,—"আমার যাবজ্জীব ধনজন আমার ভক্তিভজন [illegible] না হইয়া সমস্ত বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত হউক, তাঁহাদের সুখলাভ হউক, তাহাতে যেন আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ না থাকে, আপনারা সকলেই আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে যা দিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণকার্য্যে সেবাতেই ব্যয় হউক, ইহাতে আর আমার কৃতিত্ব কি আছে? কার্য্য বা কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত না করিয়া স্বসুখ-সম্ভোগে নিযুক্ত করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য। ভক্তভাগবতগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি [illegible] প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু হইয়া আমি [illegible] [illegible] সাজিয়া বসি না, আমি যেন নিত্য বৈষ্ণবের কৃপা-ভিক্ষু হইয়া নিখিল কাল তাঁহাদের সেবাতেই নিযুক্ত থাকিতে পারি।" এই বলিয়া শ্রোতা মহোদয় সাষ্টাঙ্গে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুব্রজ্যা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে তাঁহার একটী আদর্শ সেবক দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার অনুগমনে [illegible] উৎসাহিত হইয়া কল্যাণ [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রোতা ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের মুখে বহু শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে হইল, সেবাপ্রাণ ও সেবা-সজীব রাখিবার বাসনা থাকিলে এই আদর্শ সেবকের মুখ-বিনিঃসৃত চেতন-বাণী প্রাপ্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। আমরা অনেকেই মুখ বাক্যবাগীশ কার্য্যের বেলায় তাবের ঘরে যতটুকু চুরি করিতে পারি, ততটুকু করিতে প্রাণপণ চেষ্টায় নিযুক্ত আছি। আর ইনি নিয়ত সেবা-চেষ্টারত থাকিয়া তাঁহার প্রত্যেকটী বাণীকে সজীব রাখিয়া সেবা-বৃত্তি দানে কার্য্যকারী করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারে সাগর মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ শ্রীপাদ অতুল কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও ভক্ত নিতাইদাসের সমভিব্যাহারে মেদিনী-পুর জেলার অন্তর্গত নানাস্থানে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন

গত ৪-৬-৩০ তারিখে তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া বি, এন, রেলওয়ের বাগনান ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গ্রামে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ৬-৬-৩০ তারিখে কোলাঘাট আসেন, তথায় ২দিন প্রচার করিয়া ৮-৬-৩০ তারিখে পাঁচকুড়া গ্রামে, তথা হইতে মুগাপুর গ্রামে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কানাইলাল মাইতি মহাশয়ের গৃহে গমন করিয়া সেই গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। গত ১২-৬-৩০ তারিখে স্বামিজী 'বগড়বাড়' নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মাঝা মহোদয়ের ভবনে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বৈদিক বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ করেন প্রায় ২।৩ মাইল দূর হইতে অনেক পণ্ডিত সজ্জন শ্রোতা আসিয়াছিলেন। সকলেই স্বামিজীর সুগভীর ভাবপূর্ণ পাঠ-শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে ভক্তিশাস্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা তাঁহারা আর কখনও শুনিতে পান নাই। পাঠের পর শ্রীনামসংকীর্ত্তন হয়, তৎপর সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্বামিজীর শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কার্য্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মাঝা ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ঘোড়া মহাশয় প্রমুখ সজ্জনগণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। স্বামিজী এস্থান হইতে শীঘ্রই ঠাকুরাণি চকে প্রচারার্থ বিজয় করিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিষয়বিধ সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা
আবাঁধা -১৷৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া স্থির থাকা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাস্থান নবটী দ্বীপ-বিবরণ। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল শ্লোক ও কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible]

৷৵০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষাচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে বিষয়ক প্রার্থনা ও প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অমৃতপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি দেখিবা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণের সন্ধান পাইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই [illegible] বাস্তবিক কল্যাণের [illegible], তিনি [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সম্পূর্ণ [illegible])

[illegible]—১। [illegible], ২। চারি সম্প্রদায়ের [illegible], ৩। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] বিবরণ, ৪। [illegible] ও প্রাচ্য-সম্প্রদায়ের [illegible] বিবরণ, ৫। বিষয় [illegible] সম্বন্ধীয় [illegible] ব্যবহার্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০. চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের গ্রন্থ [illegible]। [illegible] অধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। [illegible] ভুবন [illegible] আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] শ্রী [illegible] ভিক্ষা [illegible] গৌড়ীয় [illegible] ৵০
২। [illegible] (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৪। [illegible] ৷০
৫। [illegible] ৷০
৬। [illegible] ১৲
[illegible] ৷০
৭। [illegible] ২৲
[illegible] ৷০
৮। শ্রী [illegible] ১৲
[illegible] ১৷০
[illegible] ৷০
৯। [illegible] (৩য় খণ্ড) ২৲
১০। [illegible] ৷০
১১। [illegible] ৫৲
১২। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৩। [illegible] ২৲
১৪। [illegible] ৷৷৵০
১৫। [illegible] ৷০
১৬। [illegible] (৩য় সংস্করণ) ৷০
১৭। [illegible] ৷০
[illegible] ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। [illegible] ৷০
২০। [illegible] ৷৵০
২১। [illegible] ৷৵০
২২। [illegible] ৷০
২৩। [illegible] ৷০
২৪। [illegible] ৷০
২৫। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ৬ [illegible] ৷০
২৬। [illegible] ৷৵০
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (প্রথম খণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। [illegible] ৷০
৩১। [illegible] ৷০
৩২। [illegible] ৷০
৩৩। [illegible] (বিরাট, দ্বিতীয় খণ্ড।) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে শুধু খরচ মাত্র লইয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাটী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, বালিয়া ফরিদপুর।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, শ্বাসরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক আশ্চর্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি বাঁহারা নানাবিধ অনিয়মের ফলে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, হাঁপানি, পারদ-দোষ পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটোল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক অর্জিটসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বত্র খ্যাত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কোটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ ও মূল্যের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত ৩০৩ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাক্ত (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর ... প্রেস হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

১৭শ খণ্ড শেষ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২১॥৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৭১ খণ্ড পর্যন্ত দশম স্কন্ধের দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ কার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

কৃষ্ণলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৯৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার) প্রতিখণ্ড	।১
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।১
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶১
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১১
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি খণ্ড	৴১
লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান— সচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্তকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিপাড়া, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, —৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কৃষ্ণকোলা, টিকরা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার, হুগলী;
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভাণ্ডার—[illegible]
কান্দাহাড়ী কুষ্টিয়া
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] শ্রীগোপাল [illegible], কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি — [illegible]
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ [illegible] — [illegible], নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, [illegible]।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ [illegible]
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, [illegible]
১০। শ্রীপাদ অনাদি [illegible]
১১। শ্রীপাদ [illegible]

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেন পরিচারকে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না।

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ না লওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও তাজা
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৴
ভিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অতুলোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত গুণ, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিশূলঃ, বাধক, স্বরবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আবকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৯৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই আষাঢ় ১৩৩৭ শুক্রবার ২০শে জুন ১৯৩০

বিবিধ সংবাদ

শ্রীমন্মথনাথ হাজরার কারাবরণ

গত ১৭ই জুন তারিখে কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ হাজরা নামক এক ব্যক্তির ১৮৮ ধারা অনুসারে জেল হইয়াছে। এই ব্যক্তি জাতিতে হাড়ী। পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ মদ্যপায়ী ছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণের নিকট মদ্য পানের অপকারিতা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মদ বর্জ্জন করে এবং সর্ব্বসাধারণকে মদ পান করিতে নিষেধ করে। গত ১৮ই জুন তারিখে তাহার কারাবরণে নদীয়া কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দের উদ্যোগে অপরাহ্নে এক বিরাট মিছিল বাহির হইয়া সমগ্র সহর পরিভ্রমণ করে।

সর্প দংশন

গত ১৭ই জুন তারিখে দেপাড়া গ্রামে জোবাহান বিশ্বাসের বাড়ীতে জনৈক স্ত্রীলোককে গোখুরা সাপে দংশন করায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী উনুনের পাশে বসিয়া সকাল বেলায় কাজ করিতেছিল। হঠাৎ পিছন দিক দিয়া সাপ তাহাকে দংশন করে।

কারামুক্তের প্রতি সম্মান

গত ১৭ই জুন তারিখে তৃতীয়বার ৩৫ জন স্বেচ্ছাসেবক কারামুক্ত হইলে কৃষ্ণনগরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ও নদীয়া জিলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহাদিগকে অতি সমাদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছেন।

নেহেরুর ডাক

বোম্বাই হইতে সংবাদ এই যে সেখানে নেতৃত্ব করিবার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে ডাকা হইয়াছে।

যোগেনবাবু ও স্বেচ্ছাসেবক

মন্মথনাথের কারাবরণ; নেহেরুর ডাক

ঢাকায় আবার গোলমাল

অমানুষিক অত্যাচার; ভোজনে সেনাপতি খুন

দিল্লীতে গুলি চালান

ভাগলপুরে খুনজখমীর ব্যবস্থা

বোম্বাইয়ে আবার গ্রেপ্তার

মেছুয়াবাজারে বোমার মামলার রায়

ঢাকায় আবার গোলমাল

গত শনিবার রাত্রিতে ঢাকায় কয়াসপট্টিতে একটী বোমা ফাটে, কিন্তু কেহ আহত হয় নাই এবং কোন সম্পত্তি নষ্ট হয় নাই।

সেই রাত্রিতেই মদন মোহন বসাক রোডে শ্রীযুক্ত বাবু ললিত প্রধান সর্দ্দারের বাটীর নিকটে অপর একটী বোমা ফাটে। পুলিশ ললিত বাবুকে ধরিয়া লইয়া যায়, কিন্তু জামীনে ছাড়িয়া দেয়।

নবাবপুর রোডে জুম্মিতের নিকট একটী মুসলমানকে কে ছোরায় আঘাত করিয়াছে। ওয়ারির গোরস্থানের নিকট একজন হিন্দুকে কে বা কাহারা ছোরায় আঘাত করে।

রাস্তায় লোকজন নাই। দোকান সমস্ত আজও বন্ধ।

হিন্দুরা সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।

দিল্লীতে গুলি চালান

দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস্' অফিসের ভিতর হইতে গুলি চালানর শব্দ পাইয়া কয়েকজন বাহির হইয়া দেখেন যে কাহারও গুলির আঘাতে দরজার কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অন্য কোন ক্ষতি হয় নাই। পরে আরও একটী আওয়াজ শুনা যায়। তখন তাঁহারা বাহির হইয়া দেখেন যে একজন পুলিশ সার্জেন্ট পিস্তল হাতে করিয়া আছে এবং নিকটে একটা কুকুর মরিয়া পড়িয়া আছে। পুলিশ ডাকা হয়। পেগস্ নামক একজন দেশওয়ের পুলিশ সার্জেন্ট বলেন যে তিনি একবার মাত্র আওয়াজ করেন এবং তাহাতে একটি পাগলা কুকুর মারেন। অনুসন্ধান চলিতেছে। মৃত কুকুরটীকে পরীক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছে।

ভাগলপুরে খুন জখমীর ব্যবস্থা

[illegible] ভাগলপুরে [illegible] করিতেছেন। [illegible] দাম দিতেন বলিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মে পুনরানয়ন

[illegible] হইয়াছে।

বোমার মামলার রায়

[illegible] প্রভৃতি [illegible] হইয়াছে।

[illegible] বিচারার্থ সোপর্দ্দ করা হইবে।

নানা খবর

বোম্বাইয়ে আবার গ্রেপ্তার

বোম্বাইয়ে আন্দোলন [illegible] চালাইতে [illegible] পিকেটারকে গ্রেপ্তার [illegible]।

চীনে যুদ্ধ

[illegible] কমিউ-নিষ্ট [illegible] সৈন্যদিগকে [illegible] দখল করিয়া লইয়াছে। [illegible] নামক বন্দরটীর [illegible] একটী জাপানী [illegible]। জাপানী প্রবাসীগণ [illegible] আশঙ্কা করিতেছে, [illegible] জাপানী জাহাজের উপর গোলা [illegible] হইতে গোলা আসিয়া আক্রমণ [illegible] করিয়াছেন।

আনন্দে আত্মহারা

[illegible] সাইমন কমিশনের [illegible] ভাবে অনুভব করিতেছেন [illegible] ভারতের লোকেরা আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন।

সিংহলে ভারতীয় সমস্যা

সিংহলে ভারতবাসীদিগের অধিকার খর্ব করিবার [illegible] অনুসারে যে সমস্ত ভারতবাসী সিংহলে [illegible] অধিকার পাইবে তাহারা ভারত গবর্ণ-মেন্টের [illegible] কোন সাহায্য প্রার্থনা করিতে [illegible] এরূপ ব্যবস্থা হইবার কথা থাকে। কিন্তু [illegible] অনুমতির কার্য্য হইতে দেন নাই।

ভারতবাসিগণের যে আপত্তি ছিল তাহা বর্জিত [illegible] প্রস্তাব নাকচ করিতে [illegible]।

[illegible] বিশেষ অধিকার সমূহও [illegible]।

যুক্ত প্রদেশ

ছাত্রো (?) জেলের কারখানা!!

[illegible] কর্তৃপক্ষের [illegible] করিয়াছে। আন্দোলনে ছাত্রদিগের [illegible] দিতে হইবে একথা [illegible]।

[illegible] যেখানে স্কুল ইন্সপেক্টার [illegible]। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর [illegible] হইয়াছেন। [illegible] বানাইয়া কি করিয়া তাহাদিগকে [illegible] জন্য [illegible] আলোচনাই [illegible]। [illegible] যে [illegible] তাহাদিগের [illegible]। আর কারাগার জেলে ভালো হ'লো কি!

[illegible] সেনাপতি খুন

[illegible] সেনাপতি নিউ [illegible]। তিনি নিজের ঘরে খানা খাইতে ছিলেন, এমন সময় তাহার নিজেরই একজন অর্দালি রক্ষক সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার পিঠে গুলি করে। সেনাপতিকে [illegible] লইয়া যাইবার সময় তিনি মারা যান। হত্যা লোকটী ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হয়, কিন্তু পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। সে স্বীকার করে যে [illegible] কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদিগের সেনাপতি [illegible] টাকার [illegible] এবং কর্ণেলের পদের প্রলোভন দেখাইয়া এই দুষ্কর্ম করাইয়াছে।

অমানুষিক অত্যাচার

[illegible] মাচেক এবং অন্যান্য ২৩ জন কোমিটাদ্দার [illegible] বিচার শেষ হইল। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, তাঁহারা প্রধান প্রধান [illegible] কর্মচারি-গণকে খুন করিয়া এবং দেশময় আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া [illegible] কর্তৃত্ব [illegible] প্রয়াস করেন।

বন্দীদিগের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য তাঁহাদিগের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়, তাঁহাদিগের নখের ভিতর দিয়া সূচ বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, ছাদ হইতে দড়ি দিয়া পা বাঁধিয়া পা উপরে এবং মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া, ভীষণ প্রহার করা হয়। এই সমস্ত ব্যাপার বিচারের সময় বিবৃত হয়।

মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া যাইবার পর জনসাধারণ অত্যন্ত অধিক উত্তেজনা প্রকাশ করে। [illegible] দিগের সহিত আসামীদিগের গালাগালি এবং মুষ্টিযুদ্ধ চলে।

কোকেনের কাহিনী

সিমলার স্বাস্থ্য [illegible] সম্পর্কে ভারতের কোকেন চালান সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। কোকেন [illegible] এমন সুন্দর ভাবে কার্য্য করিতেছে যে, গবর্ণমেন্ট বাধিত হইয়া ভারতীয় পুলিশ বিভাগের [illegible] সাহেবকে এই ব্যবসায় দমন করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতায় এই ব্যবসায়ের প্রধান আড্ডা, কিন্তু এ [illegible]।

[illegible] সাহেব [illegible] জাপান এবং চীন [illegible] কোকেন আমদানি হয়, [illegible] চীনে কোকেন [illegible] হয় না, [illegible] আবশ্যক [illegible] টাকা খরচ হইবে। [illegible] কোকেন কোন পথ [illegible] পারিল, এই [illegible] উদ্ভাবিত [illegible] পারে।

১৭ জন হত

[illegible] বাজার [illegible] আছেন। [illegible] পুলিশকে বলে যে তাহারা [illegible] ছাড়িয়া দেয়। পুলিশ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। জনতা [illegible] অস্বীকার করিলে পুলিশ গুলি চালায়। তাহাতে সেখানেই [illegible] জন মারা যায়। আহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছয় জন মারা গিয়াছে।

সার্ক্লিকিউলার (?) অফিসার বহু পুলিশ ফৌজ লইয়া [illegible] গিয়াছেন। সেখানে [illegible] সম্পর্কে [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিক ভরণেস্ক (?)

বেহালার (?) পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইকারি [illegible] আনা, [illegible]

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বার্দ্ধক্যের, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] অজীর্ণ, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

[illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] নারায়ণজী, কেশবজী

১৭০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা লাগা (?) বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতায় সকলের পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর [illegible] উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আয়রন (?) এবং [illegible] আছে।

এই ফেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইন্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] ৩৲ টাকা

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রাপ্তব্য। [illegible] লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ::: —

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর- ৩ই আষাঢ় শুক্রবার - ১৩৩৭

নাম, ধাম ও কাম

জড় জগতে নাম, ধাম ও কামের মধ্যে মায়ার ব্যবধান আছে। নাম কিছু ধাম নয় বা কাম নয়, ধাম কিছু কাম নয় বা নাম নয়, কিন্তু চিজ্জগতে নাম, ধাম ও কামের মধ্যে কোন মায়ার ব্যবধান নাই, যেই নাম, সেই ধাম, সেই কাম। সকলই গুণাতীত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সচ্চিদানন্দ বস্তু।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অভিন্ন-চৈতন্য— জীবের অজ্ঞানতম নাশ করিবার জন্য জগতে উদিত হইয়াছেন। কলিতে অধিকারীর [illegible] অর্চ্চাবতার [illegible] কৃষ্ণ অবতীর্ণ। জীবগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়াই কৃষ্ণের এই দ্বিবিধ অভিপ্রায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুগত ভক্তগণ ভাগবতমার্গে নামভজনেরই অধিকতর পক্ষপাতী।

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকাম জীবের শুদ্ধ সত্ত্বার সেবাভূমিকায় উদিত বস্তু। নিত্য মায়ার ভোগভূমিকায় জীব জড় নাম, জড় ধাম (তখন ধাম-নাম থাকে না) ও জড় কামের পরিচয়ে পরিচিত থাকে। [illegible] ভাগ্যবান্ জীব গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ— শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাই সাধু-শাস্ত্র-গুরু বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যই "[illegible]" শ্রদ্ধাবান্ জীব এই নাম-কীর্ত্তন সাধুসঙ্গে করিয়া থাকেন। [illegible] শ্রবণ-কীর্ত্তন বিশেষ। উহাই ভজন। তখনে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। নিরন্তর নামভজনকারী নামে নিষ্ঠা ও নৈরন্তর্য লাভ করেন। [illegible] রুচি [illegible] আসক্তি [illegible] নামভজনে [illegible] ভাব বা [illegible] ঐ শ্রীঠাকুরই ক্রমশঃ দ্রবীভূত হইলে প্রেম নাম ধারণ করেন।

যতদিন জীবের অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা ও অনর্থ-মেঘ থাকে, ততদিন শুদ্ধনাম হয় না। জীবের স্বরূপ-ভ্রম বা স্বরূপ-ভ্রম অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা এবং অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও অপরাধই অনর্থ-মেঘ। সদ্গুরুকৃপায় যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা ও অনর্থ-মেঘ থাকে। নামাশ্রিতজন তখন যে নামে উচ্চারণ করেন, তাহা শুদ্ধনাম নহে, ছায়া-নামাভাস মাত্র; কিন্তু ধূর্ত্ততা বা মায়াবাদ অর্থাৎ (ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছারূপে কপটতা) আশ্রিত হৃদয়ভূমিতে যে নামের আবাহন, তাহা ছায়া-নামাভাস নহে, তাহা প্রতিবিম্ব নামাভাস। উহা জীবের নিত্য-মঙ্গলের পথে জীবন কণ্টক-স্বরূপ। সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

(ক) জড়ীয় নাম, ধাম ও কামে মায়ার ব্যবধান, পরন্তু কৃষ্ণনাম, ধাম ও কাম মায়াগন্ধ-শূন্য বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সচ্চিদানন্দবস্তু, তাঁহারা জীবের শুদ্ধ সেবাময় সত্ত্বায় উদিত হন

(খ) জীব-কল্যাণ-সাধন জন্য অর্চ্চা ও নামরূপে কৃষ্ণের দ্বিবিধ অভিপ্রায়

(গ) ভাগ্যবান্ জীব গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ—শ্রদ্ধা লাভ করেন; শ্রদ্ধা অর্থে সাধুশাস্ত্রগুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস; শ্রদ্ধাবান্ জীব সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার নামে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি জন্মে, তাহা হইতে ভাব ও প্রেমের অভ্যুদয় হয়

(ঘ) স্বরূপভ্রমরূপ অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা এবং অসত্তৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য ও অপরাধরূপ অনর্থ-মেঘ থাকিতে জীবের শুদ্ধনামোদয় সম্ভব নহে, কখনও নামাভাস, সর্ব্বদাই নামাপরাধ হইয়া থাকে; সদ্গুরু-কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে কুজ্ঝটিকা ও মেঘ-মুক্ত হইলেই শুদ্ধনামোদয়ের সম্ভব হয়

(ঙ) শুদ্ধনামাশ্রিতজনের শুদ্ধচিত্তই নামাভিন্ন নামী কামদেবের বিলাস-ক্ষেত্র ধাম; কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কাম চরিতার্থ করা ব্যতীত শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত নামাশ্রিতজনের অন্য কাম নাই

(চ) সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক দিব্যজ্ঞানের অভাবই কৃষ্ণনাম, ধাম ও কামানুশীলনের প্রতিবন্ধক; কৃষ্ণনাম, ধাম ও কাম আদৌ মায়া-বশ যোগ্য নহে, কিন্তু বদ্ধজীবই অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া তদনুশীলনে বঞ্চিত

(ছ) কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীব মায়াকর্ত্তৃক অবিদ্যা, অস্মিতা, মিথ্যাভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষ - এই পঞ্চবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়

(জ) শ্রীভগবান্ গৌরকিশোর-বাণী-বিনোদরূপে অবতীর্ণ হইয়া শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার-প্রদর্শন-দ্বারা জীবোদ্ধারে রত

(২)

(ক) প্রাকৃতাপ্রাকৃত যাবতীয় বস্তু শ্রীভগবান্ হইতে উদ্ভূত হইয়া তদধীনে ক্রিয়াশীল—এই রহস্য জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবদনুশীলন-তৎপরতাই যথার্থ পাণ্ডিত্য

(খ) জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে ভগবৎসেবা, সুতরাং নিত্যানন্দ লাভ; অসদ্ব্যবহারে ভোগাসক্তি বর্দ্ধনহেতু নিরানন্দই লভ্য

(গ) জগদতীত অপ্রাকৃত জ্ঞানে অভিজ্ঞ মহাভাগবত-সমীপে নিত্য-ধামের সংবাদ শ্রবণ ব্যতীত জীবের প্রকৃত পাণ্ডিত্য সম্ভব নহে

(ঘ) জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবদধীন তত্ত্ব, সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভজনই জীবের শাশ্বত স্বাধীনতা

(৩)

(ক) শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপে সেব্যতত্ত্ব এবং স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব রূপে সেবক তত্ত্ব

(খ) বলদেব-কৃপা ব্যতীত জীব কৃষ্ণসেবাধিকারে বঞ্চিত

(গ) শ্রীচৈতন্য-লীলায় বলরামই নিত্যানন্দ

(ঘ) কলিহত জীবের নিত্যানন্দই পতিতপাবক

সম্বন্ধ-জ্ঞানে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের কৃপায় নামাশ্রিত-জনের হৃদয়ে সেবোন্মুখতার বিমল অন্তঃকরণে সম্বন্ধজ্ঞান-প্রভাবে যখন শুদ্ধনামের উদয় হয়, তখনই [illegible] অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যায়। নামাশ্রিতজনের শুদ্ধচিত্ত তখন নামাভিন্ন নামীর বিলাস-ক্ষেত্র ধাম-স্বরূপে পরিণত হয়। তখন তাঁহার [illegible] অপ্রাকৃত নবীন মদন কাম-দেবের বিলাস ক্ষেত্র। কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত নামাশ্রিত জনের অন্য কামনা বা অন্য কৃত্য থাকে না।

এই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক দিব্য জ্ঞানালোকের অভাবেই জীবের অজ্ঞানতম ও অনর্থমেঘ আসিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবোন্মুখ চেতনের উপরে ছায়া বা প্রতিবিম্বরূপে পতিত হয়। [illegible]

[illegible] না আলোকের সম্মুখে দৃষ্ট বস্তুর [illegible] আলোকের [illegible] অন্ধকারে [illegible] হয় না। [illegible] উদয়ে আলোর [illegible] উপর [illegible] অন্ধকার বিদূরিত হইয়া বস্তু দর্শনে সামর্থ্য লাভ হয়। [illegible] কৃষ্ণনাম জগতে উদিত হইয়া [illegible] নাশ করেন। বদ্ধজীবের [illegible] অনর্থ [illegible] মায়ামেঘের [illegible] চারিদিক অন্ধকার করে; কিন্তু [illegible] সূর্য্য [illegible] বৃহৎ [illegible] মেঘ [illegible] ঢাকিতে পারে না। ঢাকিয়া থাকে, [illegible] অর্থাৎ [illegible] ছায়া বা কুজ্ঝটিকা [illegible] দর্শন হয় না [illegible] অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা [illegible] তাহার [illegible] জীবের [illegible] কৃষ্ণনাম [illegible] কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, [illegible] রাগ ও দ্বেষ — এই পঞ্চ-[illegible] সম্বন্ধ [illegible] অভিধেয় বা প্রয়োজন। এই [illegible] জীবের [illegible] আত্মবুদ্ধি [illegible] এইরূপ [illegible] লাভ করেন।

গোষর ব্যক্তি মায়াবাদী। কখন কখন তাহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-মূলে পাষণ্ডপথ প্রচারকারী।

নাম, ধাম, কাম ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছারূপ মায়াবাদদংশে প্রতিবিম্বিত হইলেই জীবের স্বরূপ বিস্মৃতি আসে। স্বরূপ-প্রাপ্ত জীব নিত্যসিদ্ধ স্বীয় চিন্ময় নাম, স্বীয় চিন্ময় ধাম ও স্বীয় চিন্ময় কৃষ্ণ-কাম খুঁজিতে না পারিয়া অবিদ্যাজনিত মায়িক নাম,গ্রাম ও জড়কামে ব্যস্ত হইয়া কখনও ভোগী,কখনও ত্যাগী,কখনও যোগী, কখনও স্বেচ্ছাচারী, নীতিরহিত নিরীশ্বর নাস্তিক বা নির্বিশেষবাদী হইয়া ষড়রস দুর্গাবলম্বী হয়।

জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম,
জগতে আসিয়া মধুর-নাম।
অবিদ্যাতিমির-তপনরূপে,
(জীবের) হৃদ্গগনে বিরাজে।

তাই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌর-সুন্দর কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্য কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীনাম-ভজন-শ্রীনাম-মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-প্রেমময়রস তদীয় মনো-ভীষ্ট-প্রচারক আচার্য্যবর্য্য নিজশক্তি গৌরকিশোরবাণী-বিনোদরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভজনাখ্য, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়া জীবের লক্ষ লক্ষ জন্মের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত করিতে-ছেন এবং স্বপ্রকাশ নামসূর্য্যের অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে স্বরূপোদ্বুদ্ধ প্রচারক-বর্গদ্বারা বিশ্বময়দেশে প্রচার করিতেছেন। হে বিশ্ববাসি ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা সকলে এই নামপ্রেম প্রচার-কার্য্যে যোগদান করিয়া বিশ্বৈকতানিকতার আনন্দ বর্দ্ধন করুন। তাহা হইলেই আপনাদের মানব-জীবন ধন্য হইবে।

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভক্তেমিত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে অর্জ্জুন-প্রতি ভগবদ্বাক্য যথা,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং
প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা
ভাবসমন্বিতাঃ॥

এই শাস্ত্রোক্তি হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, ভগবানই যাবতীয় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুর উৎপত্তিস্থান, ভগবান্ হইতে উৎপত্তি লাভ করা হেতু প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুসমূহ তাঁহারই অধীনে থাকিয়া প্রবৃত্তিমান অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে এবং যে সকল ব্যক্তি এই তত্ত্ব অবগত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে ভগবৎ সেবার্থে কায়, মন ও বাক্যকে সদা নিযুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া সজ্জন সমাজে গণ্য হইবার যোগ্য।

জীবের সত্তায় স্বাধীনতা নামক একটী ধর্ম্ম ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহিত রহিয়াছে। এই স্বাধীনতা রূপ ধর্ম্মের সদ্ব্যবহার দ্বারা আমরা ভগবৎপ্রীতি-বর্দ্ধক কার্য্য করিতে পারি এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণও করিতে পারি। যদি আমরা ভগবৎপ্রীতি বর্দ্ধক কার্য্যের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করি, তাহা হইলে আমরা নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হইতে পারি এবং যদি আমরা বিরুদ্ধ আচরণ করি,তাহা হইলে দণ্ডমুণ্ডের আশায় থাকিত হইয়া অনন্ত দুঃখকে আবাহন করিয়া ফেলি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীনতার অসৎ ব্যবহার হইতেই দুঃখ উপস্থিত হয়।

পরিদৃশ্যমান জগতে নশ্বর পদার্থ-সমূহ অবস্থান করে। যে সকল মনুষ্য এবম্বিধ নশ্বর পার্থিব পদার্থদ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে সচেষ্ট, তাঁহারা এই নশ্বর জগতের অতীত নিত্য ধাম সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা লাভ করিতে অসমর্থ। সুতরাং তাঁহাদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার অপূর্ণ ও অতীব সংকীর্ণ এবং তজ্জন্য তাঁহারা সজ্জনগণ কর্ত্তৃক মূর্খ নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। যাবৎ না তাঁহারা জগদতীত অভিজ্ঞ কোন মহাভাগবতের নিকট হইতে নিত্যধামের কথা শ্রবণ করত অপূর্ণ ও ক্ষুদ্র জ্ঞানভাণ্ডারকে বর্দ্ধিতাকারে করিতে সমর্থ হইবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি-সম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন না।

নশ্বর জাগতিক পদার্থের জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে,তাহা তাঁহারা অবগত নহেন এবং না জানা হেতু স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারের কোন এক প্রকার ভেদকে সদ্ব্যবহার বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হন। মরীচিকার প্রতি জল বুদ্ধিতে ছুটিলে যেমন দুঃখই লাভ হইয়া থাকে, স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার কোন এক প্রকার ভেদকে সেইরূপ সদ্ব্যবহার বলিয়া বুঝিলে মুহুর্মুহুঃ দুঃখ রূপ আবর্ত্তেই পড়িতে হয়।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, জাগতিক জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের একাংশমাত্র ও অতীব সংকীর্ণ এবং তাহা স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারের প্রবর্ত্তক ও অনন্ত দুঃখের জনক। আরও বুঝা গেল যে, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত জগদতীত জ্ঞান লাভ করা যায় না এবং তাহা না করিতে পারিলে স্বাধীনতার প্রকৃত সদ্ব্যবহার ও তদ্দ্বারে পরমানন্দের প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। যেহেতু মনুষ্য-জীবন নশ্বর ও অবহেলা করিলে যেহেতু সাধারণ নিয়মে চৌরাশী লক্ষ-যোনি ভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী, তজ্জন্য কাল-বিলম্ব না করিয়া সাধুসঙ্গ-মুখে শিক্ষা লাভ করত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য যত্নশীল হওয়া মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিলে আমা-দিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণতালাভ বর্দ্ধিত হইবে এবং তখন আমরা উপরিউক্ত ভগ-বদ্বাক্যের সত্যতা অনুভব করিতে হইবে। আমাদিগকে যেরূপ স্বাধীনতা ভগবৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার অধীনতারই নামান্তর মাত্র। যদি স্বাধীনতার অপব্যবহার-মুখে আমা-দিগকে দুঃখে না পতিত হইতে হইত এবং দুঃখ যাতে পিষ্ট হইয়া নিষ্ক্রিয় জনের সাধুসঙ্গ হইতে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে না হইত, তাহা হইলে স্বীকার করা যাইত যে, আমরা বাস্তবিকই স্বাধীন। স্বাধীনতার অসদ্ ব্যবহার করিলেই যখন দুঃখ অনিবার্য্য-রূপে উপস্থিত হয়, তখন স্পষ্ট বুঝা যাই-তেছে যে জীব নিশ্চয়ই ভগবানের অধীন। তবে যে, জীব কিয়ৎকালের জন্য ভগবৎসেবার পরিবর্ত্তে তথা-কথিত স্বাধীনতার অসদ্ ব্যবহার দ্বারা জগদ্বস্তুর সেবা করিতে সমর্থ হয়, তাহা কেবল ভগবদ্ অধীনতা রূপ ভাবের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে ভগবান্ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হবে। দুঃখ না থাকিলে সুখের আদর যেমন হইত না, কিছু দিনের জন্য ভগবৎসেবা-পরিত্যাগের যোগ্যতা না দিলে জীবও সেইরূপ ভগবদ্দাসত্বের মহত্তা অনুভবে সমর্থ হইত না।

শ্রীকৃষ্ণ সেব্য-তত্ত্ব ও

বলরামরূপে সেবকতত্ত্ব

মূর্ত্তি ভেদে আপনি হয়েন প্রভু দাস।
যে সব লক্ষণ অবস্থারেই প্রকাশ॥

বলরামে প্রীতিরহিত ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি লাভে বঞ্চিত।

ভাগবত শুনি যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পথে সে জন বঞ্চিত॥

বলরাম দশ বিধ রূপে কৃষ্ণের সাক্ষ সেবা করেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে অন্য কেহ ভগবৎ সেবার অধিকার লাভে সমর্থ হয়

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে, পায় সেই জনে॥

অনন্ত রূপ ধরিয়া বলরাম সহস্র মুখে কৃষ্ণের যশো গান করিয়া থাকেন।

সহস্র বদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র মুখে কৃষ্ণ যশোধাম॥
মহারত্ন থুইলেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্তবদনে॥

চৈতন্যলীলায় বলরামই নিত্যানন্দ

দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ।
এই মত নিত্যানন্দ, অনন্ত, বলদেব॥

কলিহত জীবের এহেন নিত্যানন্দই [illegible]।

সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্তপয়ারসমূহ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে শ্রীমন্ নিত্যানন্দই সেবকরূপ এবং তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত ভবসমুদ্র পার হইয়া পরমানন্দপূর্ণ ভক্তিরস-সাগরে নিমজ্জন অসম্ভব। বর্ত্তমান কালে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের অপ্রকট-লীলায় সহায়তা করিতেছেন। এহেন দুঃসময়ে আমরা মাত্র তাঁহার অভিন্ন-তনুরূপী কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব বা মহাভাগ-বতের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক দুস্পার ভবসমুদ্রকে অবহেলে অতিক্রম করিতে পারি। যদি আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণব বা মহাভাগবতের চরণাশ্রয় করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিরুদ্ধ চরণে রত হই, তাহা হইলে দেহান্তে মহারৌরব নামক ভীষণ নরক আমাদিগের চির আবাস রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

শুদ্ধভক্তি প্রচার

(প্রাপ্ত) ১০-৬-৩০

শ্রীধাম মায়াপুরের আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীপুরোষোত্তমস্থিত শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ,পুরী জেলাস্থিত দেলাং, উদয়পুর, সাক্ষীগোপাল সেপাটনা নামক স্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সনাতন ধর্ম্মের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, শ্রীগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা-মুখে প্রচার করিতেছেন। শ্রীভুবনেশ্বরে ও বিন্দুসরো-বরের তটে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রেসিডেন্সির শ্রীযুক্ত বাবু নবীভূষণ চন্দ্র মহোদয়ের বাসা-বাটীতে শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্য-খণ্ড ২০ এ স্থাপিত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ স্বগুরু অপ্রাকৃত কার্য্যবাস নামক আখ্যা পাঠ করেন। স্বামীজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সুললিত পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হন এবং শ্রীধাম-বাসগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করত প্রার্থনা করেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুগত জনগণকে প্রেরণ করত হরিকথার ভিক্ষা মোচন করুন। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র পট্টনায়ক, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সাহা মহোদয়দ্বয় সেবা-সহায়তা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

মৌলিক আলোচনা-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই - ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা - ১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাংসারিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেট-রূ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

।৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ শিক্ষাভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আমত্যাগ লইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাবায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০ অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞান প্রভৃতি অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এক কথায় বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, তাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য [illegible]
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ২৲
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ) ২য় সং ২৲
আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূলশ্লোক ।০
৯। [illegible] সাত্বত (মাধ্ব) ২৲
১০। [illegible] সাম্প্রদায় (সাধারণীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (৩য় সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। দীপ নির্ব্বাণ ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৶০
১৭। শ্রী স্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।০
ঐ ঐ বাঁধা ॥০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
২৩। [illegible] ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি সেট ৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।৶০
২৭। [illegible] ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] একমাত্র মহৌষধ, [illegible] যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু [illegible] মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। ([illegible]) বিস্তারিত জানিবার জন্য [illegible] [illegible] করুন। [illegible] উকীল পোঃ [illegible]

[illegible] অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ, [illegible] পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] সহকারে জানাইতেছি যে আমার [illegible] এবং কলিকাতার [illegible] ডাক্তার [illegible] [illegible] কারয়াছিলেন, কিন্তু বাবু [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া [illegible] আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) সতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

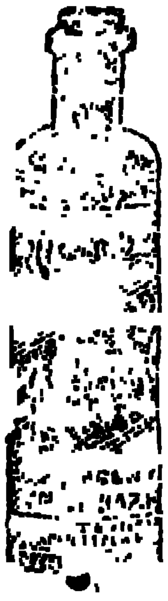

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ [illegible] নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] উপায়ে [illegible] নষ্ট করিয়া মরার মত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ [illegible], বহুমূত্র, [illegible] পীড়া, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রকৃত রোগে জীবন্মৃত জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মজিজন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ [illegible] পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
[illegible], [illegible] পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি [illegible] ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, [illegible], পদ্যসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী সম্বলিত [illegible] ক্রাউন. অ্যাণ্টিক আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

[illegible] গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

[illegible] ক

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রোফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমত [illegible] ব্যবস্থানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible] ও [illegible] দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
[illegible] মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় [illegible]। কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, হৃদরোগ, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] পুষ্টিকর [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible], শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible], বাধক [illegible] ও [illegible] রোগের মহৌষধ
মূল্য- ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের ব্যবস্থায় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও [illegible] কম। ৫০ বৎসরের [illegible] তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, [illegible] পায়ের [illegible], স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শান্তিশালী করিয়া দেয়। স্বাস্থ্য মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

২। "[illegible]"—[illegible] সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের [illegible] নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শান্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—————— অন্যান্য আবিষ্কৃত ——————

[illegible] ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান ঃ- [illegible] ঔষধালয়, ২১৪নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ ! পরে পাওয়া দুর্ল্লভ

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।
৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
গ্রন্থ শেষাংশ অতি সামান্যই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর [illegible] প্রিন্টিং [illegible] হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রথ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১॥৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৶১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোপালচটক, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাপিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, [illegible], বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], বীরভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, [illegible]
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত [illegible]গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]
২। শ্রীযুক্ত [illegible]
৩। শ্রীযুক্ত [illegible]
৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জি [illegible]
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস [illegible]
৭ শ্রীবিরাজমোহন [illegible]
৮। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ [illegible]
৯। শ্রী[illegible]
১০। শ্রী[illegible]
১১। শ্রী[illegible]

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেস পরিচালক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মুর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মুর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহ কতুতেই সমভাবে ইহার অনুলেপনে গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত ওপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিবাত, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ স্নিগ্ধ হিতকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা· "শ্রীগ্রাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম মূল্য।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১০

বৰ্ত্তমান-বাৰ্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৯৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই আষাঢ় ১৩৩৭ শনিবার ২১শে জুন ১৯৩০

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে জেল

পুলিশদিগকে চাকুরি ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রলোভন ইত্যাদি দেখান জন্য বসন্ত কুমার রায়ের ১৯২২ সালের ২২ আইনের ৩ ধারা মতে ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে।

রাজনৈতিক ব্যাপারে শাস্তি

থানায় বেআইনি জনতা পূর্ব্বক অনধিকার প্রবেশ-জন্য বসন্ত রায়, ধীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও রাধাগোবিন্দ দাস কাপালির দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারা অনুসারে প্রত্যেকের ২০৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

মদ ভাঙ্গিয়া কাণ্ড করার জন্য কালিদাস ব্যানার্জী ও সন্তোষ কাপালির ৪২৬ ধারা মতে ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য ও অজিত মল্লিকের আদালত ত্যাগ না করা তক বিনাপরিশ্রম জেলের আদেশ হইয়াছে।

ঢাকার দাঙ্গার জের

সরকার বাহাদুরের ইস্তাহার

গত ১৭ই জুন তারিখে বেলা বেলটায় সময় কমিশনার সাহেবের আফিসে সরকারি তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল। অনেক হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। নবাব এষ্টেটের ম্যানেজার গ্রিফিথস্ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণনগরে জেল

ঢাকার দাঙ্গার জের, ম্যাজিষ্ট্রেটের ইস্তাহার

রাজনৈতিক ব্যাপারে শাস্তি

বোম্বায়ে ভীষণ অবস্থা, আবার গ্রেপ্তার

কলিকাতায় গ্রেপ্তার

১৫হাজার লোকের সভায় পণ্ডিত মালব্যের উক্তি

বাঁকুড়া জেলায় কারাদণ্ড

দাঙ্গা বুঝি থামিল না, জেল জরিমানা গ্রেপ্তার

সমিতির সংযোগ পরেই পীপল্‌স্ এসোসিয়েশন নামক সভার প্রতিনিধিগণের আহ্বান করেন, কিন্তু ... অন্য পক্ষ পাবলিক এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, ... সাব-ডিভিসনাল অফিসার মিঃ এস, এন চ্যাটার্জ্জি; ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ মিঃ ... এবং শ্রীযুক্ত বেনী লাল সেন সাব জজ এবং ... এখানকার গোপনে লওয়া হয়।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এখানকার দপ্তর শেষ হইলে পীপল্‌স্ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদন্ত সমিতির সদস্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত করেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিজ্ঞাপন অনুসারে এই তদন্ত সম্বন্ধে যে কোন লোক নালিশ করিতে পারিবে

অথবা গবর্ণমেণ্ট যে কোন নালিশ করিবার জন্য অনুমতি দিতে পারিবেন এই কারণে ... এই তদন্ত সমিতি বর্জ্জন করিয়াছে ... কংগ্রেস নিয়োজিত তদন্ত সমিতিকে ... সম্বন্ধে কিছু সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ঐ দিনই কংগ্রেসের তদন্ত সমিতি ... আরম্ভ করেন। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিম্নলিখিত মত একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

এই ঢাকা সহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণ ও শান্তি সংস্থাপনের জন্য বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ইদানীং পুলিশ প্রহরীগণ গোরাই বন্দুক সঙ্গে লইয়া দলে দলে সহরের বিভিন্ন রাস্তায় ও গলিতে ... পার হইয়া পাহারা দিবে ও পর্য্যবেক্ষণ করিবে। যদি কোন ব্যক্তি বা জনতা

কাহাকেও ছোরা মারে বা অন্য কোন অস্ত্র বা লাঠী দ্বারা আঘাত করে কিংবা ইট পাটকেল ছোড়ে বা কোন দল বা দোকান লুটে অগ্নি সংযোগ বা লুট তরাজ করে বা এই প্রকারের কোন কার্য্যের চেষ্টা বা উদ্যোগ করে বা করিয়া পলায়নের চেষ্টা করে তবে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরীগণ তখনই ঐ সকল ব্যক্তি বা জনতাকে বন্দুক দ্বারা গুলি করিয়া মারিবে এবং খুন করিবার চেষ্টা করিবে। সকলের কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস যে শান্তিপ্রিয় আইনমান্যকারী ব্যক্তি বা সাধারণ ... নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিবার জন্য ... থাকিলে কোন সম্প্রদায়েই ... প্রকারের দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে না। কাজেই কোন সম্প্রদায় এরূপ কোন ... ...

... ... করিয়া লওয়া হইল।

... ...
ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা
১৯শে জুন ১৯৩০

শোলাপুরের গভর্ণর

... গভর্ণর ... যাত্রা করিয়াছেন। ... শোলাপুরের প্রধান প্রধান লোকদের ... আহ্বান করিবেন এবং ... সামরিক আইন রহিত সম্বন্ধে স্থির করিবেন।

নানা খবর

বাঁকুড়া জেলায় কারাদণ্ড

বাঁকুড়া [illegible] সম্পাদক বাবু দুর্গাপদ ভট্টাচার্যের [illegible] সশ্রম জেল হইয়াছে।

তারের সংবাদ

[illegible] নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন না হওয়া জন্য ঢাকার অধিবাসীগণ [illegible] বর্জন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার [illegible] প্রভৃতি গ্রামে গ্রামবাসিগণের [illegible] পুলিশ নিযুক্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible] পুরী [illegible] করিয়াছেন।

পাবনা জেলার [illegible] দলে [illegible] জনসাধারণ [illegible] নাগরিক [illegible] রামানন্দ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] কলিকাতা [illegible] মাঠের একজন সুযোগ্য ধর্মপ্রচারক বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। বহু [illegible] ও শিক্ষিত ভদ্রলোক এই [illegible] দলে দলে আসিয়া যোগ দিয়াছেন। স্বামীজী প্রথম দিন [illegible] সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং উপস্থিত সকলেই তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনের সভাতে 'প্রেম ও [illegible]' হইয়াছিল। দরিদ্রের সেবা ও বাস্তব ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজী সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন এখানে জনসাধারণ [illegible] প্রভুর পাদপীঠ স্থাপনের সাহায্য কল্পে ৩০০ টাকা দিয়াছেন। ১২শে জুন স্বামীজী সদলবলে [illegible] যাত্রা করিবেন এবং পথে রাস্তার [illegible] অবস্থান করিবেন।

জেল জরিমানা গ্রেপ্তার

কলিকাতা [illegible] রোড দোকানের সামনে পিকেটিং [illegible] পথে বাধা সৃষ্টি করার [illegible] ৭৫৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

[illegible] ও [illegible] মিছিল করা জন্য মিঃ [illegible] মিঃ [illegible] ও মিঃ [illegible] মিঃ [illegible] ১৮৮ ধারা [illegible] মাস করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

১৭০০০ লোকের সভা—পণ্ডিত মালব্যের উক্তি

[illegible] যখন লোকের বাসনা প্রকাশ [illegible] বৈঠকে যদি মিঃ গান্ধীকে না [illegible] আন্দোলন দ্বারা উক্ত বৈঠককে [illegible] মিঃ মালব্য [illegible] যে [illegible] প্রদেশের অধিবাসিগণ মিঃ গান্ধীর মতানুবর্তী [illegible] কোনও কাজ না করে [illegible]। তিনি পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকা সকলেরই [illegible] লাভ করিবার জন্য [illegible] সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বিলাতের সংবাদ

[illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে প্রধান মন্ত্রী [illegible] কাজে যোগ দিয়াছেন।

আবার গ্রেপ্তার

[illegible] জেলা অঞ্চলে পিকেটিং করার জন্য ১৩ জনকে [illegible] করা হইয়াছে। ২২জন পিকেটারের প্রধান [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ও কংগ্রেস

ঢাকার যেমন একটী সরকারী তদন্তসমিতি দাঙ্গার সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন, সেইরূপ কংগ্রেস হইতেও একটী তদন্ত সমিতি নিযুক্ত হইয়াছে। এই সমিতিতে শ্রীযুক্ত বাবু অখিল চন্দ্র দত্ত, মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার, মিঃ কুমার শঙ্কর রায়, মিঃ [illegible] এবং মিঃ [illegible] আছেন। গত ১৭ই তারিখে [illegible] এই সমিতি [illegible] বিলিং এ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

গত ১৫ই জুন তারিখে ঢাকার [illegible] একটি সভা আহ্বান [illegible] স্থির হয় যে সরকারি তদন্ত সমিতি বর্জন করা হইবে।

[illegible]

প্রকাশ যে [illegible] মুসলমানেরা একটী হিন্দুর [illegible] অগ্নি প্রদান করে, তবে বিশেষ ক্ষতি হওয়ার পূর্ব্বেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। [illegible] একজন হিন্দু আক্রান্ত হয়।

কলিকাতায় গ্রেপ্তার

কলিকাতার বড়বাজারে পিকেটিং করার জন্য আবার [illegible] জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকের দণ্ড

কলিকাতার চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, কে, দে বাহাদুরের আদালতে [illegible] সত্যাগ্রহের স্বেচ্ছাসেবকের দণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁহারা বেতন লইয়া বে-আইনী জনতা করিয়া আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহারা লবণ, কংগ্রেসের প্রচারিত সংবাদপত্র বিক্রয় করেন এবং সাধারণের যাতায়াতের পথে বাধা প্রদান করেন। মহামান্য রায়ের দণ্ড হয় যে তাঁহাকে আদালতের উঠা পর্য্যন্ত আদালতে আটক থাকিতে হইবে। [illegible] বিনাশ্রমে কারাদণ্ড এবং বাকী সকলের [illegible] কারাদণ্ড হয়।

বোম্বাইয়ের ভীষণ অবস্থা

বোম্বাইয়ে পিকেটারদিগকে ধরিবার পরই পারসীকেরা ভয়ানক গোলযোগ করে। বোম্বাইট [illegible] দোকানের সম্মুখেই গোলযোগ বেশী হয়।

খবর রটে যে একজন পিকেটার আক্রান্ত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ভীষণ জনতা আরম্ভ হয়। পুলিশ জনতাকে হটাইতে চেষ্টা করায় দুইজন পারসীক আহত হয়। তাহার পরই বহু পারসীক একত্রীভূত হইয়া পুলিশকে উৎপাত করিতে থাকে। পুলিশ লাঠির দ্বারা জনতাকে আক্রমণ করে, তাহাতে দশজন পারসীক এবং একজন মুসলমান আহত হয়।

[illegible] সময় পুলিশ একটী গলিতে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহাতেও জনতা নিরস্ত হয় নাই; সুতরাং পুলিশ আবার লাঠি চালান আরম্ভ করে এবং তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া সশস্ত্র পুলিশ ডাকে, তখন পুলিশ নবাগত পুলিশের সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করে এবং জনতাও অদৃশ্য হয়। সহরের উত্তরাংশে [illegible] মদের দোকানে পিকেটিং হইতেছে।

নূতন দল

মাদ্রাজের তিন জন [illegible] এবং তাঁহাদের সহকারিগণ একটী দল গঠন করিয়াছেন। এই দলের নাম "জাতীয় দল" হইবে। এই সমস্ত লোক সাধারণ নির্ব্বাচনের সময়ে নির্ব্বাচন-প্রার্থী থাকিবেন।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

ধাতুর ক্ষয় ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] অকালে [illegible] অজীর্ণতা প্রভৃতি [illegible] সত্বর নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব সঞ্চারিণী ঘৃত"

[illegible] বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"প্রমদবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডার, কেশবতী।

'১৭৭নং' হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম।

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আয়রন এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রাপ্তব্য। ২৯।১ [illegible] লেন, কলিকাতা

জীব পরমেশ্বরাধীন

শ্রীযুক্ত পঞ্চম জর্জ্জ বাহাদুর আমাদিগের রাজা। যাহাতে আমরা পরস্পর লড়াই ঝগড়া না করিয়া নিরুপদ্রবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, তজ্জন্য তিনি শাসন-বিধি গঠিত করিয়াছেন। রাজগঠিত এই শাসন বিধিকে পালন বা অগ্রাহ্য করিবার স্বতন্ত্রতা আমাদিগের আছে। যদি আমরা স্বতন্ত্রেচ্ছার অসদ্ব্যবহার-মুখে রাজগঠিত শাসন-বিধিকে লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে রাজকর্ম্মচারিগণ দণ্ডবিধি অনুসারে আমাদিগকে দণ্ডিত করিবেন এবং যদি আমরা স্বতন্ত্রেচ্ছার সদ্ব্যবহারমুখে রাজকীয় শাসন-বিধির পালনে তৎপর থাকি, তাহা হইলে আমরা রাজার ও তদীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের অনুগ্রহে সংসারে নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারিব।

ইহ নশ্বর জগৎ বৈকুণ্ঠ-নামক পরব্যোমের নিত্য জগতের হেয় প্রতিফলন বিধায় বৈকুণ্ঠের ভাবের কথঞ্চিৎ গৌণাবৃত আকৃষ্ট বিরূপে ইহ জগতে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং উপরিউক্ত সাংসারিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে জনকয় বৈকুণ্ঠ-বিষয় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে বিবেচনায় কথিত হইতেছে যে, পরমেশ্বর নিত্যাবিনাশী উভয়বিধ জগতের নিত্য একচ্ছত্রী সম্রাট্ এবং প্রাণীমাত্রই তাঁহার অধীনস্থ পদার্থ। জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নশ্বর রাজার প্রজাবর্গ যেরূপ স্বতন্ত্রেচ্ছা সম্পন্ন, পরমেশ্বরাধীন প্রাণিবর্গও সেই প্রকার স্বতন্ত্রেচ্ছাবিশিষ্ট। অধীনস্থ প্রাণিবর্গের পরমেশ্বরের আজ্ঞা-পালনই কর্ত্তব্য এবং তাহা করিলে পরমানন্দে নিরাপদে সুখে থাকা সম্ভবপর। যে সমুদয় প্রাণী পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে নারাজ অথবা মুখে স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ অপর নশ্বর পদার্থের আজ্ঞা পালনে রত, তাহারা পরমেশ্বরের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা-শক্তির দ্বারা উত্তরোত্তর নিদারুণ ত্রিতাপ-অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকেন। নাস্তিক ও তথাকথিত আস্তিকগণের বুঝা উচিৎ যে তাঁহারা একমাত্র পরমেশ্বরের অধীন বস্তু এবং স্বতন্ত্রেচ্ছার সদ্ব্যবহার-মুখে সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই আজ্ঞা পালন করা তাঁহাদের উচিৎ, কারণ তাহা না করিলে তদীয় মায়াশক্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। অতএব পার্থিব রাজার দৃষ্টান্তসাহায্যে প্রত্যেক প্রাণীরই বুঝিয়া লওয়া উচিৎ যে, পরমেশ্বরই তাঁহাদিগের নিত্য প্রভু। সৎশাস্ত্রে সেই নিত্য প্রভুর আজ্ঞা লিপিবদ্ধ আছে। সেই সমুদয় আজ্ঞার পালনে পরমানন্দের উদয় অবশ্য হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই আষাঢ় শনিবার—১৩৩৭

(১)

(ক) সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরাধীন থাকিয়া তাঁহার সেবাই জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্ম

(খ) ভগবানের অধীনতা ছাড়িয়া ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই জীবের যাবতীয় দুঃখোৎপত্তির মূলকারণ

(২)

কৃষ্ণনাম, রূপ ও গুণত্রয় পরস্পর একাত্মক হইয়াও ভিন্নবৎ পরিদৃষ্ট হয়, সেই নাম-রূপ-গুণাসক্তির যুগপৎ উদয়ই কৃষ্ণাহ্লাদদায়িনী কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির হৃদ্গত অভিলাষ

(৩)

(ক) ভক্ত ও ভগবানে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ

(খ) সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকাই—অনর্থ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়

(গ) অচিৎ-বিষয়ের ধ্যান হইতে অসৎসঙ্গের স্পৃহা বলবতী হয় এবং সেই অসৎসঙ্গ হইতে কামক্রোধাদির ক্রমাভ্যুদয়ে মানুষের চরম অশান্তি লাভ হয়

(ঘ) অসৎসঙ্গ প্রভাবে মানুষ অনিত্যে নিত্য বা অনাত্মীয়ে আত্মীয় ভ্রম করিয়া নানারূপ অসুবিধা বরণ করিতেছে—কেবল সাধুসঙ্গেই সেই ভ্রান্তি দূর হওয়া সম্ভব

(ঙ) মহাজনানুমোদিত ভক্তিশাস্ত্র, মহাজনানুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেই মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা

(৪)

দুর্গৌরীতে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার

(৫)

কৃষ্ণনগর শ্রীগোপালজীউমঠের সংবাদ

(৬)

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে সেবানুকূল্য

(৭)

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষার ফল

শ্রীধাম মায়াপুর পর-বিদ্যাপীঠের গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষার ফল

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ হইতে পরবিদ্যাধীতি পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, উপদেশক, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় এবার কাব্যের মধ্য এবং সাংখ্যের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব শর্ম্মা, শ্রীমান্ নিকুঞ্জবিহারী দাস ও শ্রীমান্ বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের আদ্য এবং শ্রীগোপীনাথ পণ্ড কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিদগ্ধ মাধব নাটকে শ্রীমতী বার্ষভানবীর উক্তি

যথা,—

"একস্য শ্রবণেন লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি
নামাক্ষরং সান্দ্রোন্মাদ-
পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে
লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে
রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥"

অর্থাৎ কোন এক পুরুষের কৃষ্ণনামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার মতি (স্ত্রীমনোচিত পাতিব্রত্য বুদ্ধি) লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর কোন পুরুষের বংশীধ্বনি শুনিয়া আমার ঘনীভূত উন্মাদ-দশা (নিভৃষণ শারীরিক চেষ্টা) উদয় হইয়াছে। আবার পুরুষান্তরের স্নিগ্ধ ঘনদ্যুতি পটে দর্শন করিয়া হৃদয়ে লাগিয়া (একীভূত হইয়া) রহিয়াছে। হা ধিক, আমার কি তিন জন পৃথক্ পুরুষে এরূপ রতি হইল? আমার মরণই ভাল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আলয় এবং জীব-মাত্রেরই প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ প্রাণের প্রাণ বা আত্মার আত্মা। তিনি স্বেচ্ছাময় ও লীলাবিহারী। যখন তিনি কোন ব্যক্তির নিকট নিজস্বরূপ গোপন রাখিবার ইচ্ছা করেন, তখন সেই ব্যক্তি তাঁহার পরিচয়াভাবে নাস্তিক সাজিয়া নশ্বর বাহ্য পদার্থকে প্রিয় বস্তু বা প্রাণের প্রাণরূপে বরণ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর যে সময় ভগবান্ সেই নাস্তিক ভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত হইবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনামাক্ষর বা শব্দব্রহ্মরূপে কর্ণকুহর দিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং অমনি হৃদয়ে আসক্তিহীন অসৎ মতি বা পাতিব্রত্য বুদ্ধিকে নাশ করিতে থাকেন। তদনন্তর ভগবান্ উদয় বিকশিত হইয়া নিজগুণ-লীলার গান করিলে সেই ব্যক্তি নামীর অর্থাৎ কৃষ্ণের গুণ-লীলার আস্বাদ লাভ করে, যাহার ফলে কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য এরূপ বিবেকরূপ সংবিৎ স্ব অনুভূত হয় এবং তৎক্ষণাৎ বিষয়ের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের উদ্দেশে যথনীয় কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি উদয় হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় নিজ বান্ধবগণের প্রতি লক্ষ্য না থাকায় বৈদিক নিষ্ঠুরভাব লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। অতঃপর যখন ভগবান্ স্বীয় রূপমাধুর্য্য ঐ ব্যক্তির চিত্তপটে প্রকাশ করেন, তিনি আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন না এবং সুখ-দুঃখ ভুলিয়া সেই নিঃস্বার্থ মাধুরী আস্বাদন করিতে থাকেন। ভগবানের নাম, রূপ ও গুণ পরস্পর একাত্মক হইয়াও ভিন্নবৎ পরিদৃষ্ট

হয়, তাই শ্রীমতী [illegible] তিন পুরুষে আসক্ত হইয়াছেন বলিয়া [illegible] করিয়াছেন।

শ্রীঋষভদেব-কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

শ্রীঋষভদেব বলিলেন—জীবের [illegible] ভূমিকার বিষে [illegible] অনিত্য বিষয়ের আলোচনা [illegible]। বিষয়ের আলোচনা হইতে সঙ্গ অর্থাৎ বিষয়-গ্রহণের স্পৃহার উদয় হয় এবং সঙ্গ হইতে [illegible] পর পর সকল অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব মদ্-বিষয়িণী কথাই একমাত্র আলোচ্য। বিষয়-কথা জীবকে যেমন বিনাশিত করে, আমার কথা তেমনি জীবকে নিত্য আমাতেই অনুরক্ত করে।

সঙ্গই উত্থান পতনের কারণ। আবার সঙ্গাশ্রয় মানব সঙ্গ ব্যতীত থাকিতে পারে না। কিন্তু জীব যদি অসতের সঙ্গ করে, তবে তাহার দুর্গতির অবধি থাকে না। কেবলমাত্র আমার ভক্তগণের সঙ্গই জীবকে মৃত্যু-সংসারসাগর হইতে উত্তোলন করিতে পারে। আমার ভক্তগণের সঙ্গ—আমারই সঙ্গ, কেননা আমি ভক্তগণের হৃদয়। আমাকে ছাড়িয়া তাহারা থাকিতে পারে না। আমিও তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না।

ভক্ত-সঙ্গ বলিলে [illegible] বা [illegible] সঙ্গ বুঝায়। [illegible] সাধুসঙ্গ করিলাম, পুনরায় অসৎসঙ্গ করিলাম—ইহা [illegible] হইবে না। কেননা অসৎ বিষয়, [illegible] জীবকে সর্ব্বক্ষণই কোথা নিয়া [illegible] পথে লইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এমতাবস্থায় নিত্য-ভক্তসঙ্গ না করিলে কোন প্রকারেই সুবিধার লক্ষণ নাই। আর সাধুসঙ্গ লাভে কৃতার্থ জনগণের সাধুসঙ্গই জীবনের নিত্য কৃত্য। কেননা [illegible], হরিজনসেবা ছাড়া [illegible] তাহারা [illegible] আস্বাদন করিতে পারে না; বিষয়-যুক্ত জনগণ যেমন বিষয়েই নিমগ্ন, হরি ও হরিজন-যুক্ত ব্যক্তিগণ তেমনি হরি ও হরিজন-সঙ্গেই নিত্য অবস্থিত।

ভক্তগণের স্বভাবই অনুক্ষণ ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন [illegible] যেমন বিষয়গুণ [illegible] ব্যতীত আর কিছুই করে না, [illegible] তেমনি শ্রীভগবানের গুণ-কীর্ত্তন [illegible] দেখিতে পায় না।

[illegible] ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনীয়া, [illegible] নিত্য হইতে বিমুক্তি [illegible] করিতে প্রয়াসী হয়েন শ্রীভগবানের গুণাদিকীর্ত্তনই শ্রবণ করিবে। [illegible]-

[illegible] বলিলে মানুষের নিকটে দুঃখ [illegible]। [illegible] বৎসর বিষয়-ভোগ প্রবণ [illegible] শ্রীহরিগুণানুকীর্ত্তনের ফাঁকে জীবন [illegible] উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

বিষয় দর্শনই বৈতন্য [illegible]। সম্বন্ধ-জ্ঞান শ্রীভগবজ্জ্ঞান হইতে দূরে পড়ি। জীবের বিষয় দর্শন হয়। যেকালে সাধুসঙ্গে যে জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হয়, সেই কালেই সেই জীব [illegible]। সাধনাবস্থায় এই [illegible] দেখিতে পায় [illegible] আমার কথায় স্বভাবের উপরে [illegible] হইয়া উঠে।

জীবের ভোগ [illegible] অনুকূলতা-[illegible] জীবের [illegible] এবং [illegible] চরণকালি [illegible]। ভোগপ্রবৃত্তি থাকাকাল পর্য্যন্ত জীবের পরম্পরের সহিত শত্রু ও মিত্র ভাবের [illegible]। কিন্তু যেকালে জীবের সেবাপ্রবৃত্তি জাগরূক হইবে [illegible] বৈষম্যাবস্থান সম্ভব।

[illegible] এবং [illegible] বৎসর [illegible]। কোন [illegible] বুদ্ধি [illegible]। [illegible] করিবে।

নিত্য বস্তুকে [illegible] নিত্যবস্তু [illegible] সত্যবস্তু [illegible] নিত্যবুদ্ধি-[illegible]। [illegible] দর্শন [illegible]।" [illegible] নিত্যবুদ্ধি জীবের অধ্যাস [illegible]। [illegible] গেলে, গেলে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাত্ম ও অনুষ্ঠানদাতা ভগবদ্ভক্তগণে [illegible] কৃত্য।

[illegible] জীবকে দায় করে। [illegible] শাস্ত্রে কর্ম্ম বা [illegible] এবং [illegible] বা মোক্ষপ্রবৃত্তি বুদ্ধি করে, যে শাস্ত্র প্রচার করিলে জীবের নিত্যধর্ম্ম জাগরণের কোনও সম্ভাবনা নাই। অতএব যে শাস্ত্র বৈষ্ণব বা নিত্য ভগবৎসেবাবুদ্ধির উদয়ের সহায়তা করে, সেই অধ্যাত্মশাস্ত্রের অভ্যাস প্রয়োজন।

মুশৌরিতে মহাপ্রভুর কথা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ সম্প্রতি মুশৌরিতে মহাপ্রভুর ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। তিনি প্রথমে [illegible] সজ্জন শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মোহন সরকার মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পরে টাউনহল এবং [illegible] বক্তৃতা হয়, তৎসম্বন্ধে গত ঘুন শুক্রবারের "দি মুশৌরি টাইম্‌স" নামক ইংরাজী সংবাদপত্রে [illegible] করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা দিতে প্রবৃত্ত হইল।

মুশৌরিতে গৌড়ীয় মঠের প্রচারক

শুক্রবার, [illegible]

কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠের

দার্শনিক এবং বর্ত্তমান যুগের [illegible] হংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত অন্যতম শিষ্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ অধুনা এই সহরের বিভিন্ন স্থানে (ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে) অতিসুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

স্বামিজী গত রবিবারে [illegible] একটী বৃহতী সভায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার [illegible] সম্বন্ধে ইংরাজীতে এক বক্তৃতা দেন এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত এন, এম, সরকার মহো-দয়ের গৃহে বাঙ্গালায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত [illegible] জুন বুধবার স্বামিজী মিউনিসিপাল হলে রায় সাহেব ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাম নারায়ণ লাল মহোদয়ের সভা-পতিত্বে একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডলী-[illegible] সভায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় '[illegible]' সম্বন্ধে একটী গভীর গবেষণা ও উদ্দেশ্য-পূর্ণ [illegible] প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় এবং [illegible] সকলেই ঐ বিষয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শ্রবণে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে স্বামিজীকে পুনঃ আরও বলিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। অতঃপর ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সভাভঙ্গ হয়।

'মুশৌরী [illegible]' নামক ইংরাজী সংবাদপত্রও স্বামিজীর বক্তৃতার [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। মুশৌরিতে ঐ দুটী পত্রই বিখ্যাত।

স্বামিজী আরও অনেক স্থানে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দিতেছেন শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ কীর্ত্তন করিতেছেন। গত সোমবারে স্থানীয় সেন্ট [illegible] কলেজের প্রফেসার মিঃ [illegible] গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সমবেত প্রফেসার এবং স্থানীয় জমিদার মহোদয়-প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ স্বামিজীর পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

রায় সাহেব ডাঃ রামনারায়ণ লাল ও শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন সরকার মহোদয় স্বামিজীর মুশৌরী অঞ্চলে শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গচরণে প্রার্থনা করি যে, তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর আরও উদ্দীপ্ত হউক এবং তাঁহারা শুদ্ধগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হউন।

স্বামিজী লিখিয়াছেন, অসহযোগ, [illegible] অমান্য, বিদেশীবর্জ্জন প্রভৃতি আন্দোলনের সময়ে এতদ্দেশের প্রায় সকলেরই চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল থাকিলেও মহাপ্রভুর এবং তাঁহার নিজ জনের কৃপাবলে তিনি যেখানেই যাইতেছেন, সেখানেই সকলে না হইলেও বহু ভাগ্যবান্ শিক্ষিত সজ্জন তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাস্তবসত্যবাণী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেছেন। নিষ্কপটক বাস্তবসত্যের বাণী চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের সংবাদ কি থাকিতে পারে ?

কমলাপুর সংবাদ

শ্রীভগবানের অপার করুণা-বলে ঢাকার পার্শ্বে [illegible] কমলাপুর গ্রামে অদ্যাপি কোন [illegible] হয় নাই। তথাকার হিন্দু মুসলমানগণ দুঃখ কলহের সৃষ্টি করিয়া সাম্প্রদায়িক [illegible] নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে নাই। কমলাপুরে ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের একটী শাখা মঠ আছে। মঠটীর নাম গোপাল গৌড়ীয় মঠ। আমরা শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম যে, গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ [illegible] স্নানযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগোপাল [illegible] উৎসব [illegible] নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। মঠের বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী মহোদয় সমবেত সজ্জনগণকে হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবনের অবসর দিয়া সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

কমলাপুর মঠের উৎসবাদির কার্য্য কোনভাবে সেরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কৃষ্ণবিমুখ জীবগণের ভাগ্য-লীলা আর কতদিনে যে প্রশমিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে সেবানুকূল্য

এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের সেবক [illegible] এলাহাবাদ সহরে ও অন্যত্র এই [illegible] গ্রামে যাতায়াতে অত্যন্ত কষ্ট হয় অনুভব করিয়া এলাহাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামধন ঘোষ মহাশয় একখানি নূতন গাড়ী ক্রয় করিয়া মঠে প্রদান করিয়াছেন। ঐ গাড়ীর [illegible] বাবদ খরচও তিনি নির্ব্বাহ করিবেন। শ্রীযুক্ত রামধন বাবু শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নানা সেবা-কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া এলাহাবাদ-অঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য-কল্পে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা প্রার্থনা করি, মহাপ্রভু তাঁহাকে বাস্তব কল্যাণ প্রদান করুন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সরল বঙ্গভাষায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্ত এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর তাহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৷৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্ডের বাঁধাই উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৶০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যতার লইয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিজকে কি প্রকারে শরণাপন্ন করিতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক- -/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞাত নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা [illegible] গানে নিবদ্ধ। এই গীতগ্রন্থ মানবকে কল্যাণের কল্পতরু, তাঁর সংসারকে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারদের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট বস্ত্রে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

([illegible] প্রকাশিত)

বিষয়:—১। [illegible] সদাচারের অর্থ, ২। [illegible] বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিদ্বদ্বৈষ্ণবগণের [illegible] ৪। [illegible] ও প্রবন্ধসমূহের [illegible] ও বিবরণ, ৫। [illegible] শ্লোক ও [illegible] তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ ([illegible])।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় প্রত্যেক খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে সাধকগণের অনেক প্রয়োজনীয় কথা। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর [illegible] আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—[illegible] ৸০ [illegible] গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০

২। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৫০

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible] ও [illegible] ১

৭। [illegible] ২৲

৮। [illegible] ২৲

[illegible] ১০

[illegible] ২৲

[illegible] ১০

[illegible] ২৲

[illegible] ৸০

[illegible] ২

১৪। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০

১৫। [illegible]

১৬। [illegible] (২য় সংস্করণ)

১৭। [illegible]

১৮।

[illegible] ৫০

[illegible] (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, গলদেশে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র লোক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সামান্য খরচে যত্ন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাঠী, জেলা বাখরগঞ্জ।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, অজীর্ণ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক রজিউসম ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১||০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

অভয়পুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড, অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২||০ টাকা

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরভক্তিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ.

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "......তৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) বোর্ডে বাঁধা ১০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং প্রেস হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে,

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

১৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৷৴০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৯
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোড়াকুটী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাশয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লাল রে রোড, খুলনা:
২। শ্রীযুক্ত মাধবচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—মেখলীগঞ্জ,
জলপাইগুড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৩২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপু।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কোতড় বণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া:
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিজয়মোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা.
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পড়্গাচ বেড়াচাঁপা. ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, ধ.নর্য
১০। শ্রী ॥দ অধৌদ্ধর ভক্তিস্থাকর ম।নব.৫।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয়

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ পাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৹ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵৹ আনা, ডজন ৫৷৹ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা কর্পূর তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অনুভোগম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিরজঃ, বাধক, বস্তিবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী যথার্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই আষাঢ় ১৩৩৭ সোমবার ২৩শে জুন ১৯৩০

অভূতপূর্ব্ব বজ্রপাত

লক্ষ্ণৌতে ৪০০০ হাজার লোকের ধর্ম্মঘট

ঢাকার তদন্ত

পাঞ্জাবের নানাস্থানে বোমা বিস্ফোরণ

গান্ধীর সহিত রফা

গান্ধী ব্যতীত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ

মাদ্রাজে অগ্নিকাণ্ড

বিলাতের বেকার সমস্যা, লণ্ডনে ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত

বিবিধ সংবাদ

অভূতপূর্ব্ব বজ্রপাত

গত শুক্রবার প্রায় একই সময় পর পর কয়েকটী বজ্রপাতে বহু স্থানে বহুলোক ও গরু মহিষ প্রভৃতি হত ও আহত হইয়াছে। এরূপ বজ্রপাতের সংবাদ আমরা বহু বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাই নাই ও শুনিতেও পাই নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরেও একটী বজ্রপাতে একটী লোক মারা যায় এবং আরও ২জন লোক আহত হয় এ সংবাদ নদীয়া-প্রকাশ পাঠকগণ অবগত আছেন।

উক্ত দিবসে বেলা প্রায় ১১টার সময় পর পর ৩টী বজ্রপাত হইয়াছে। তাহাতে কুলিয়া অর্থাৎ সহর নবদ্বীপে ৩জন লোক আহত হওয়ায় তাহাদিগকে স্থানীয় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। নবদ্বীপ-থানার অন্তর্গত শ্রীনাথপুর নামক গ্রামে বেলপুকুর নিবাসী একটী ১৪।১৫ বৎসরের বালক মাঠে গরু চরাইবার সময় তাহার ও একটী গরুর মৃত্যু হয়। নবদ্বীপ খেয়া ঘাটের নিকট হলোরপারে একটী মহিষ মারা যায় তাহার নিকটবর্ত্তি একটী বালকের দক্ষিণ হস্তের কিয়দংশ পুড়িয়া যায় বামনপুকুর গ্রামে একটী গাছ মাঝখান দিয়া দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। কোতয়ালী থানার অধীন ভিটকীপোতা গ্রামে ২০।২২ বৎসরের একটি যুবক জমি নিরাইবার সময় মারা যায় এবং তাহার সঙ্গে আরও ২জন আহত হয়। বালাছুংপুরেও একটী মহিষ মারা যায়। বর্দ্ধমান জেলার অধীন ভাগ্যবাটী মাজদিয়া গ্রামে একটি লোক মারা গিয়াছে। এবং কৃষ্ণনগর এবারও বার বার নাই রোড্ ষ্টেসনের নিকট আরও একটি গোয়ালা মারা গিয়াছে।

এ বৎসর এত বজ্রাঘাতের কারণ আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

ঢাকা তদন্ত

ঢাকা, ১৮ই জুন।

আজ গবর্ণমেণ্ট-তদন্ত-সভার একটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং ছয় জন হিন্দুর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল।

প্রথমে মিঃ বঙ্ক বিহারী পাল মহাশয় বলেন যে তাঁর চকের দিকের দোকান মুসলমান গুণ্ডাদিগের দ্বারা লুট এবং দগ্ধ হইয়াছিল এবং তিনি নিজেও মার খাইয়াছিলেন। তাঁহার দোকান প্রথমে সকালে এবং পরে বৈকালের দিকে গুণ্ডাদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল। গুণ্ডারা লুণ্ঠনের পরে পরিত্যক্ত দ্রব্য সমূহে অগ্নিসংযোগ করে। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় যখন পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল তখন পাল মহাশয় পুলিশদিগকে গুণ্ডাদের ধরিতে বলেন। কিন্তু পুলিশ কোন ধরপাকড় করে নাই। পুলিশের সঙ্গে বন্দুক ছিল। পাল মহাশয় বহু বৎসর ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। পাল মহাশয়ের তাগাদে জনৈক খেয়াল কম্চারিকে জমিদারের আক্রমণ নিরোধ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলেন যে পুলিশের সংখ্যা খুব কম সেইজন্য তিনি কিছু করিতে পারিবেন না। ৮। জন মুসলমান দোকানটি রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু গুণ্ডাদিগকে রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

ইহার উত্তরে পুলিশ সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট বলেন যে যখন এই দুর্ঘটনা হয় তখন একজন বাংলাবাসী একজন লোককে খুন করে এবং পুলিস ইহাকে ব্যস্ত ছিল বলিয়া তাহারা ধরপাকড় করিতে পারে নাই।

পুলিশ বিভাগের অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারী রায় সাহেব জ্ঞানেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় সাক্ষ্য প্রদান কালে বলেন যে ঢাকার বর্ত্তমান গোলযোগ ও লুট আরম্ভ হয়

ঐ পাড়ায় তিনি [illegible] দেখিতে পান। [illegible] ঐ স্থানে তিনি [illegible] সাহেবকে দেখিতে পান। ইতিপূর্ব্বে ১৯২৬ সালে যে দাঙ্গা হয় তাহার সহিত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রতি কোন বিবাদের কারণ ছিল না। এই দাঙ্গার সময়ে তিনি স্পেশাল কনেষ্টবলের কাজ করিতেছিলেন।

কৌশল অফ ষ্টেট, [illegible] সুরেন্দ্রচন্দ্র পাকড়াশী সাক্ষ্য দেন যে তিনি আরমানীটোলায় বাস করেন [illegible] দাঙ্গা কারিদের বোমা পুলিশকে টেলিফোন করেন। কারণ তখন পুলিশ [illegible] করিলে [illegible] থাকিত। কিন্তু তখন কোন পুলিশ ছিল না। [illegible] তিনি বড়লাট সাহেবের [illegible] করেন। [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইয়াছে।

পুলিশের [illegible] সাক্ষ্য দেন। তিনি [illegible]

[illegible]

গান্ধী ব্যতীত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ

[illegible]

নানা খবর

ঢাকা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] পুনঃপ্রতিষ্ঠা

[illegible]

পাঞ্জাবের নানা স্থানে বোমা বিস্ফোরণ

গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে লাহোর, [illegible], রাওয়ালপিণ্ডি, শেখুপুরা এবং [illegible] এই কয়টী সহরে একই সময় বোমা বিস্ফোরিত হয়। এইরূপ জানা গিয়াছে যে প্রত্যেক সহরেই একজন অচেনা লোক একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহার ভিতর বোমা রাখিয়াছিল এবং ঐ দিন বৃহস্পতিবার সকালে ফাটে। আরও [illegible] সংবাদ জানার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপ [illegible] একজন পুলিশ কনষ্টেবল [illegible] ভীষণ ভাবে আহত হইয়াছিল। রাওয়ালপিণ্ডিতে [illegible] ক্যান্টনমেন্টের নিকটবর্ত্তী একটি বাড়ী [illegible] ফাটে এবং অমৃতসরে রেলওয়ে ষ্টেশনের [illegible] বোমা ফাটে। [illegible] একজন [illegible] পরিত্যক্ত বাড়ীতে [illegible] ফাটে। (এ, পি, আই,)

লণ্ডনে ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত

[illegible] ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয়। ছয় জন লোক [illegible] প্রাণ হারাইয়াছেন। [illegible] আহত হইয়াছেন। লণ্ডনের রাস্তার [illegible] চলাচল প্রায় সকলই বন্ধ ছিল। লণ্ডনে এরূপ [illegible] ব্যাপার কখনও দেখা যায় নাই। টেলিফোনের [illegible] অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক বাড়ীতে [illegible] জল হইয়াছে। [illegible] বাড়ীর ছাদ নষ্ট হইয়াছে।

বিলাতের বেকার সমস্যা

বেকারের ব্যবস্থার জন্য যে ক্যাবিনেট [illegible] প্রধান মন্ত্রী [illegible] কার্য্য করিতে রাজী আছেন কিন্তু এই বেকার সমস্যার মূল সমাধানের জন্য উহার মূল অনুসন্ধান করা দরকার। এজন্য মিঃ [illegible] তাঁহার [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন।

কমলাপুর [illegible] মঠ

[illegible] মন্দিরাদির [illegible] কার্য্যের [illegible] ও [illegible] বিভাগ [illegible] স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঠাকুরের [illegible] করিয়া [illegible] সম্ভব নহে। [illegible] বিশেষ চেষ্টা করিয়া [illegible] সম্পন্ন করা আবশ্যক। [illegible] স্থানীয় [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মাদ্রাজে অগ্নিকাণ্ড

[illegible] কোম্পানীর [illegible] গুদামে আগুন লাগিয়া এরূপ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে যেমন ভীষণ ব্যাপার অনেক বৎসরের মধ্যে মাদ্রাজে দেখা যায় নাই। [illegible] অর্থাৎ ২৭০০০ মণ উহতেই [illegible] ছিল। [illegible] টাকার ক্ষতি হইয়াছে [illegible] সমস্ত [illegible] বীমা করা ছিল। [illegible] কাজে [illegible] অবশেষে [illegible] সকালে নির্ব্বাপিত করা সম্ভব হইয়াছে। (এ, পি, আই)

[illegible]

মদন মঞ্জরী

ধ্বজভঙ্গ ও স্নায়ুবিকার, [illegible] হস্তমৈথুনজনিত [illegible], [illegible] [illegible] বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] মূল্য [illegible] ১ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] নারায়ণজী, কেশবজী

[illegible], কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের ঢাকা [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতায় [illegible]

[illegible]

[illegible] বাদাম তৈল [illegible] গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নচেৎ জোয়াচোরগণ কর্ত্তৃক [illegible] তৈলে [illegible] হইবেন।

[illegible]—জে, বি, দত্ত

ফেরাম কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য [illegible] মাত্রায় আইরন, [illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

[illegible] ইন্জেকসন করিলে [illegible] সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়ার [illegible] এবং [illegible] ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয় [illegible] বাক্স—মূল্য ২৲, ৩৲ টাকা।

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটোরীতে পাওয়া যায়। [illegible], কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাত্বত ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্লোক-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০ অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযুক্ত প্রায় ৬২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাধকে ... প্রধান বিষয়: ... ১। ... অবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ... শ্রীমাধব ও শ্রী...দের বিবরণ, ৫। ... প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। ... শ্লোকক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বাংলায় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ প্রতি খণ্ড প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৷০
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল ... ৷০
৯। শ্রীকৃষ্ণ ... সংবাদ (দ্বিতীয়) ১৲
১০। প্রেম ... মাহাত্ম্য (সাধারণ) ৸০
১১। বৈ... ২৲
১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীপ-নির্দ্দেশন ৶০
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অন্য ... ৷৶০
" ঐ ... ৸০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। পরিক্রমা (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। ... ৷০
২৪। ... শ্রীনবদ্বীপশতক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি একত্রে ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অষ্টদশক ৶০
২৬। সাধকবন্ধু ... ৷৶০
২৭। ... ৷০
২৮। ... (প্রথম ...) ১৲
২৯। ... ৸০
৩০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা ৸০
৩১। ... ৷০
৩২। ... ৸০
৩। ... (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

[illegible]য় হতাশ হইবেন

[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য [illegible] পাইয়াছেন। [illegible] রোগীদিগকে [illegible] জানিবার জন্য [illegible] অনুসন্ধান করুন: শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible], জেলা [illegible]।

[illegible] অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ [illegible], তথাপি যাঁহারা [illegible] মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার রোগ, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি রোগে জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] পেটাণ সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক [illegible] ব্যবহার করিয়া [illegible] প্রধান প্রমাণ বৎসরেই [illegible] ঔষধ ব্যবহার [illegible] আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই [illegible] ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] এবং ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

[illegible]—ডাঃ ডি, ভি, হাজরা।

[illegible], [illegible], কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

[illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের [illegible] কথাসার, [illegible], স্থানসূচী, পাত্রসূচী, [illegible] প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] আটপেজী আকারে টীকা- [illegible] ছাপা [illegible] টাকা

[illegible]

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

[illegible] মাত্রেরই [illegible] প্রয়োজনীয়

[illegible] ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে [illegible]

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

[illegible]—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "[illegible]"—[illegible] সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে [illegible] মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের [illegible]-পকতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা [illegible] শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

[illegible] আবিষ্কৃত

ঔষধ [illegible] টাকার জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সংকলিত।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) বয়েকো বাঁধা ১৷০ স্থিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

এর প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] প্রেস হইতে ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর- ৮ই আষাঢ় সোমবার-১৩৩৭

"জটিয়া বাবা"র পরিচয়

কেশব বাবুর সহিত তাঁহার মতভেদ

গোস্বামি মহাশয়ের স্বতন্ত্র মত

শ্রেয়ঃপথে নিত্যকল্যাণ, আর প্রেয়ঃপথে সর্ব্বনাশ

বহু গৃহস্থকে গোস্বামি-মহাশয়ের নৈতিক পথে আনয়ন

গোস্বামি-মহাশয়ের অনুগতজনের নিত্যভক্তিতে রুচি

তাহাদের পরস্পর মতভেদ ও মনোমালিন্য

শ্রীধাম মায়াপুর-বিরোধিগণের মৎসর স্বভাব

মাৎসর্য্যপ্রভাবে ষড়্‌রিপুর বাস

গোস্বামি মহাশয়কে অযথা শ্রীধামবিরোধী বলিয়া উক্তি

নদীয়ার পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গুহ সাহেবের চিত্তবৃত্তি

কুলিয়ায় অযথা অনুরাগ, না শ্রীধাম-মায়াপুরবিরোধ ?

শ্রীসজ্জনতোষণীর বিরোধী কেন ?

শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী হইলে পরিণাম কিরূপ ?

নিমাই পণ্ডিতের পরনিন্দা ভক্তি-প্রচার

তাঁহার প্রতি আমাদের নিবেদন

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর পার্শ্বে "জটিয়া বাবার মঠ"। সেখানে তাঁহার সমাধি আছে। উৎকলদেশের অধিবাসিগণ শান্তিপুরের পরলোকগত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয়কে "জটিয়া বাবা" বলিয়া ডাকিতেন। উক্ত গোস্বামি-মহাশয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে সময়ে বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের আনুগত্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাৎকালিক বঙ্গীয়-সমাজে শিষ্টাচার প্রবর্ত্তন করেন, তৎকালে গোস্বামি-মহাশয় তাঁহার সহায় হন। কেশব বাবু কেবলাদ্বৈতপন্থী ছিলেন না।

গোস্বামি-মহাশয় ঢাকায় অনেকদিন বাস করিয়া সমাজ সংস্কার ও সাধারণ নৈতিক-জীবনের উপাদেয়তা প্রচার করিয়াছিলেন। আজও ঢাকার গেণ্ডারিয়াতে তাঁহার শিষ্য-সেবক-সম্প্রদায়ের অনেকেই বাস করেন। কর্ণেল অল্‌কট্, ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কি প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ যে সময়ে স্পিরিচুয়েলিজ্‌ম্ ও থিওসফির আলোচনা ও প্রচারে মনোনিবেশ করেন, তৎকালে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাদের কতকটা অনুশীলনও করিয়াছিলেন। বঙ্গ-বাসী গোস্বামিমহাশয়ের [illegible] আশ্রয়-গ্রহণ-কার্য্যে কেশব বাবুর অনুমোদন ছিল না।

গোস্বামিমহাশয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া [illegible] কিন্তু [illegible]—একথা চরিতামৃত পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন। গোস্বামি মহাশয় তাঁহার [illegible] যাহা ভাল বুঝিয়াছিলেন, তাহাই [illegible] সংগ্রহে [illegible] লেন।

[illegible] দুইটি পথের উল্লেখ করিয়াছেন—'শ্রেয়ঃপথ' ও 'প্রেয়ঃপথ'। আমাদের যাহা ভাল লাগে, তাহাকে 'প্রেয়ঃ পথ' বলা হয়। আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাকে 'শ্রেয়ঃপথ' বলা হয়।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় মানবের যাহা ভাল লাগে, তাহা গ্রহণ করার নাম 'স্বেচ্ছাচারিতা'। শ্রেয়ঃপথে সকল সময় বিচরণ করিতে গিয়া স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের মঙ্গল আনয়ন করে না। অনর্থযুক্ত পুরুষের নিকট হইতে শ্রেয়োবিষয়ক গ্রহণ করিয়া নিজের মঙ্গল-লাভের চেষ্টা করাকে শ্রেয়ঃপ্রার্থিগণ সকল সময় অনু-

রামকেলি-সমাচার

[illegible] সাধন করেন না এবং অনেক সময় শ্রেয়ঃ-প্রার্থিগণের বিচার-প্রণালী প্রেয়ঃপন্থিগণের প্রতিকূল বোধ হয়।

কেশববাবুর বিচার-প্রণালী হইতে উক্ত বিচার-প্রণালী অন্যরূপ আছে, বিচার করিয়া গোস্বামি-মহাশয় শিক্ষাকি-মতের অনুগামী হইয়াছিলেন। তবে শাস্ত্রের উক্ত, শুদ্ধ ও অটাদ [illegible] করাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনও বোধ করিয়াছিলেন। গোস্বামি-মহাশয় গৃহস্থ থাকিয়া বহু গৃহস্থকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথে আনয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীচরিতামৃতপাঠের প্রতি তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়ের নৈরাশ্য নাই। গোস্বামি-মতের অনুকূলে শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত জনগণ যেরূপ শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট, গোস্বামি-মহাশয়ের অনুগত জনগণ তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে প্রণয়ের পরিচয় দেন না। তাঁহারা বলেন যে, কেবলাদ্বৈতবাদ ও যে পথের প্রতিকূলে শ্রীগৌরসুন্দর [illegible]

[illegible] পোষণ করেন বলিয়া তাঁহাদের সহিত অপরের মতদ্বৈধ আছে।

কিন্তু তাহা তাঁহার অনুগত জনগণ ভাল বলিয়া অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন কিনা, আমরা জানি না। এই গোস্বামি-মহাশয়ের অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা-বিধ মতদ্বৈধ এবং পরস্পর মনোমালিন্য দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] যে সকল গোস্বামি মহাশয়ের অনুগত জন বাস করেন, তাঁহাদের [illegible] একাদশীর মহত্ত্বের প্রতি [illegible] যায়।

গোস্বামি মহাশয়ের অনুগত জনগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অষ্টসাত্ত্বিক দেখা যায়, কাহাকেও কাহাকেও [illegible] অবস্থান করিয়া চাতুরিতে [illegible] করিতেও দেখা যায়। অষ্টাদশী [illegible] সম্প্রদায় যোগ করিয়া [illegible] ষড়্‌রিপুর আনুগত্যে যদি [illegible] প্রদর্শন করেন না, আর গৃহস্থগণ সংসারের উন্নতির জন্য সময়ে সময়ে [illegible]

আদর করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত জনগণ সর্ব্বজীবে দয়া-দর্শন বলিয়া মাৎসর্য্যকে অধিক আদর করিতে না পারিয়া নির্ম্মৎসরগণের শ্রীচরণাশ্রিত থাকেন।

মাৎসর্য্য-প্রভাবে শ্রীচৈতন্যের অধিষ্ঠান-ভূমী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্যের উপদেশসমূহ-পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ে যেমন পরিবর্ত্তন আনয়ন করা হয়, তাহা মাৎসর্য্যেরই [illegible] প্রাচীন ভক্তিবিরোধী মিথ্যাচারগণ প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, অচ্যুতমতিগণ বিরোধী বৈদ্য-সম্প্রদায় বিষ্ণুভক্তের [illegible] করিতে না পারিয়া [illegible] শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅদ্বৈত নিত্যজনগণের বিরোধী। যথা, [illegible] শ্রীচৈতন্যের নিত্যজনগণ মনোবিলাসী [illegible] নিকট হইতে বহুদূরে বাস করেন।

[illegible] শ্রীচৈতন্য-মায়াপুরের [illegible] প্রভৃতি বিরোধ দেখা যায়। [illegible] মায়াপুরের বিরোধকর শান্তিপুর-[illegible] 'গোস্বামি মহাশয়ের শ্রীগৌরসুন্দরে আস্থা ছিল না' বলিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু গোস্বামি মহাশয়ের অনুগত নিত্যজনগণ একেবারে উক্ত প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন, —গোস্বামি মহাশয় শ্রীমায়াপুরেই এই নিত্যজনগণের আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা [illegible] 'গোস্বামি মহাশয়ের এই [illegible] শ্রীমায়াপুরে আস্থা ছিল না'—এই অসত্য [illegible] হইয়াছে। [illegible] করিবার [illegible]

[illegible] সুযোগ্য [illegible] কতকগুলি [illegible] মহাশয়ের প্রতি ও তাঁহার [illegible] আস্থা ছিল না [illegible] করিয়াছেন, [illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট [illegible] বিরোধ [illegible] বিশেষ [illegible] [illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট [illegible] নদীয়ায় থাকিতে শ্রীচৈতন্যের [illegible] সম্প্রদায়-

পুরের বিরুদ্ধে কেহই কোন প্রমাণ প্রয়োগ-দ্বারা সত্য স্থাপন করিতে পারিলেন না। প্রাচীন নবদ্বীপের লুপ্ত গৌরবের পুনঃপ্রকাশকারী [illegible] যাবতীয় সাধু [illegible] সাহেবের কার্য [illegible] গুলি তাঁহাকে [illegible] শ্রীমায়াপুরবিরোধী করিয়াছে, [illegible]। কেহ কেহ বলেন,—কুলিয়া[illegible] [illegible] অবহিত হইয়া শ্রীমায়াপুরবিরোধি দল [illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে [illegible] দিয়াছেন। [illegible] তাঁহারা বলেন যে, [illegible] সাহেব [illegible] পত্রিকায় [illegible] সংবাদ-[illegible] প্রমাণ [illegible] [illegible] পত্রিকার [illegible] করিয়া উহা আর কখনো পাঠ করেন না। তিনি শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন, কিন্তু [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible]

—

শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় [illegible] আকবের [illegible] অনেক [illegible]। এ তিন হইতে ইংরেজী, [illegible] ভাষাতেও তাঁহার দখল আছে। সুতরাং শ্রীরূপগোস্বামিকৃত ‘পদ্যাবলী’ নামক গ্রন্থের একটি শ্লোক পড়িয়া অবশ্যই ওঁহ সাহেব বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা [illegible]-স্বরূপে কামাদি ষড়্‌রিপুর [illegible]। [illegible] কুশল [illegible] অর্থ বিচারের [illegible] এস্থানে উহা উদ্ধৃত [illegible]—

“[illegible] [illegible]
পালিতা [illegible]
[illegible] যদি [illegible]
[illegible]।
উৎকণ্ঠা[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]॥”

অর্থাৎ হে ভগবন্, আমি কামাদি ষড়্‌রিপু[illegible] প্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, [illegible] আমার প্রতি তাহাদের [illegible] না; [illegible] ও উপস্থিত হয় না। [illegible] আমি বিবেক [illegible] [illegible] পরিত্যাগ পূর্বক তোমার অভয়পদে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে নিজ দাস্যে [illegible]।

শ্রী[illegible]দের আদিম শ্লোকের টীকা পাঠ করিলে [illegible] কাম, ক্রোধ, লোভ, [illegible]—এই পাঁচটি একত্র হইয়া শ্রী[illegible] হইতে মানব-গণকে বঞ্চিত করিয়া পরমার্থে অসহনশীল বা মৎসরতার প্রবেশ করায়। শ্রীমৎভাগবতই [illegible] নিষ্কপটজনগণের অর্থাৎ ঐকান্তিক [illegible] অবশ্য পাঠ্য ও সর্বতোভাবে অনুসরণীয়।

—

মৎসর-দর্শযুক্ত জনগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে রুচি প্রদর্শন করেন না বলিয়াই তাঁহারা শ্রীচৈতন্যভক্তগণের বিরোধী। তাঁহারা মনে করেন যে, [illegible] মায়াবাদী বৌদ্ধ, জৈন ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকলেই শ্রীচৈতন্যভক্তগণের বিরোধী।

শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] আগমন করিয়া [illegible] [illegible] উদ্ধার করিবার বাসনায় [illegible] স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা [illegible] [illegible] গৃহে আবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ [illegible] শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈত[illegible] স্থানে অবস্থিত ছিল। [illegible] [illegible] বহিরঙ্গ [illegible] ষড়্‌রিপুর [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] না হইতে পারে, তাহার প্রতিষেধ [illegible] [illegible] আবাহন-কল্পে [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিয়াছিল। সেই [illegible] [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-প্রণালী, [illegible] [illegible] উদ্ভাবন[illegible] মহাপ্রভু [illegible]-প্রচার-মহিমা-সম্বন্ধে [illegible] শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

“[illegible]-
[illegible]
[illegible]
[illegible]।
[illegible]-
[illegible]-
[illegible]
[illegible]”

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র [illegible] আবিষ্কার করিলে, [illegible] কথা, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর জগতে [illegible] [illegible]।

—

[illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব [illegible] [illegible] কখনই [illegible] হইতে পারেন না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ [illegible] পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকেও শ্রীধাম-মায়াপুরের অর্থাৎ প্রাচীন নবদ্বীপ-ধামের গৌরব প্রচারের প্রধান বিরোধি স্বরূপে বাধ্যতে নির্দেশ করিতে না হয়—আমরা [illegible] [illegible] সাহেবকে [illegible] মিনতি করিতে আরম্ভ করিব। তিনি কৃপা করিয়া সকল কথা [illegible] করিয়া বুঝিয়া কোন একটি পক্ষ-বিশেষ অবলম্বন করা যে দোষের বিষয় ও নিরপেক্ষতার পরিচয় নহে—তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীধাম-মায়াপুরে নদীয়ার প্রাচীন গৌরবের পুনরুজ্জীবন-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—আজ ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর যাবৎ। শ্রীগৌরসুন্দরের অমায়ায় কৃপা-প্রাপ্ত [illegible] মৎসর-সমাজের আদর করিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে একান্তভাবে শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত চরণাৰ্চ্চন আরম্ভ করিয়াছেন।

—

নিখিলদেশবাসীর মধ্যে [illegible] সকল অবিবেচনার কথা ভগবদ্বিরোধী মানব-সমাজের বিস্তারিতভাবে কুযুক্তির মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের বাধাতলা-[illegible] এবং আবদ্ধার সহিত [illegible] [illegible] ভাবেতা প্রদর্শনকল্পে [illegible] [illegible] মনীষী চেষ্টা করিতে-

ভগবৎ[illegible] [illegible] [illegible] মৎসরতাদের অকপটতা আস্তিক কুযুক্তির অবসর, অন্তর্যামীর স্বরূপ এবং অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের ভেদ অথবা আত্মভেদের বিচার-প্রণালী না বুঝিয়া ধৃষ্টত্বসমাজ, [illegible] [illegible]-সমাজ, [illegible]-বিবিধ [illegible] [illegible]-সমাজ, [illegible] সমাজ এবং কৌপীনধারী [illegible] [illegible] সমাজের বহুমানন করিতে পারেন, সত্য, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা প্রকাশিত হইলে ঐগুলি জগতে [illegible] করিতে পারে না। [illegible] [illegible] ঐকান্তিক ধর্ম আসিয়া উপস্থিত হয়—যে ঐকান্তিক ধর্মের আশ্রিত ব্যক্তি-গণ অনায়াসে ভারতের বলিতে পারেন যে, [illegible] [illegible] বহুব্যক্তির [illegible] প্রতীতি ঈশ্বরবিশ্বাস-রহিত দলের [illegible]-[illegible] মাত্র।

সত্য এক ও অদ্বিতীয়; তাহা কখনই বহু নহে। এমত জীব-[illegible]-

কাজী [illegible] [illegible] বৈকুণ্ঠদূতগণ বহুকালের [illegible] দর্শন করিয়া শ্রীগৌর-বিগ্রহ-[illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশের আলোক দ্বারা [illegible] [illegible] অধিবাসীদের সেবার প্রতিবন্ধকতা নিবারণ করিতে যত্ন করিতেছেন। এক্ষণে আমরা দন্তে তৃণ ধরিয়া দুটি পায়ে পড়িয়া শত শত [illegible] মৎসর-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, শ্রীনামাশ্রিতগণের প্রতিবন্ধক না হইয়া তাঁহারা যেন পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট [illegible] [illegible] মহাশয়কে কোন প্রকার [illegible] না [illegible]।

—

রামকেলি-সমাচার

[illegible] হইতে শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামি-মহাশয় [illegible] [illegible] যে, রামকেলি [illegible]-সমিতির উদ্যোগে দশ ম [illegible] থাকিবার স্থান নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টকে ঐ স্থান প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

—

দিনাজপুরের মহারাজা এই উৎসবে যোগদান করিতে না পারায় কলিকাতার পরলোকগত কাশীনাথ মল্লিকের পুত্রের জনৈক পণ্ডিত ও বৈষ্ণবসিংহ [illegible] চক্রবর্ত্তী মহাশয় তথায় গিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছেন। মা জিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব প্রায়ই তথায় উপস্থিত থাকিয়া যাত্রিগণকে পানীয়জলসরবরাহ, আলোকদান ও গমনাগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—

তারের সংবাদ

কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ২৪পরগণা জেলার [illegible] প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম ধর্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার বাগ্মিতা ও ভাব উদ্দীপনের ক্ষমতা অতুলনীয়। হিন্দু ও মুসলমান একাগ্রচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

—

[illegible]
করগেট টিন, জানালা-দরজাদি
দালানের ফুলদার গ্রেটিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রতি নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশমস্কন্ধ সম্পূর্ণ ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের [illegible] পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই ইহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আখ্যাবিশিষ্ট

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে চাইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং, নয়াবাজার, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা আস্বাদনের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸৹
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাকে) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ই, আই, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ই, আই, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, [illegible], ই আই পি
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]।
১২। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নং [illegible] রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], [illegible] পোঃ, [illegible]।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible]।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], পোঃ, [illegible]।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০, [illegible]

তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, [illegible]
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible]—[illegible],
[illegible]
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible]
৪। মিঃ এল্, ডি, মুখার্জ্জি - এম, এস, [illegible]
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস [illegible]
৭। শ্রীবিনোদমোহন [illegible]
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ [illegible]
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় [illegible]
১০। শ্রী[illegible]
১১। শ্রীপাদ [illegible]

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালিন

টনিক ও সালসা পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। ‘কলেন পরিচারকে’

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনায় ম্যারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৬৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল সত্বর

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা তিলের তৈলে বুগন্ধি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় হয় বস্তুতেই সমভাবে ইহার অনুপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সকল প্রকার স্ত্রী বা পুরুষের মনঃপীড়া বায়ুর কুপিত জন্য, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কণ্ঠরোগ, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অম্লশূল, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ শক্তিক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

কার্য্যালয়ের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা /৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৯১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই আষাঢ় ১৩৩৭ মঙ্গলবার ২৪শে জুন ১৯৩০

ফোর্টের মধ্যে পিকেটিং

পুলিশের নিকট কংগ্রেস সভাপতির শরণাপত্তি

মুঙ্গেরে ২৫০০ লোক বেকার

কলিকাতায় আরও কারাদণ্ড

বরিশালে বোমা

মৎস্য লুণ্ঠনে ২০জন মুসলমান গ্রেপ্তার

জেল জরিমানা গ্রেপ্তার

ই, বি, রেলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন

সীমান্তে পুলিশ বৃদ্ধি

জাল টাকা প্রস্তুতের অপরাধে অভিযুক্ত

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় আরও কারাদণ্ড

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আরও ২০জন স্বেচ্ছাসেবকের ৩ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাহাদিগকে ২৫০৲ টাকা হিসাবে মুচলেকা দিবার আদেশ হইয়াছিল। তাহারা মুচলেকা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তাহাদের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়। আসামীগণ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির আফিসে ধৃত হয়। উক্ত ২০জন ছাড়া আরও কয়েক জন আসামী প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অনুসারে মুচলেকা দিতে রাজি হওয়ায় তাহাদিগকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই।

পুলিশের নিকট কংগ্রেস সভাপতির আত্মসমর্পণ

বি, জি, কাপাড়িয়া বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে বর্ত্তমান আন্দোলনের নেতা বিধায় কয়েক দিন পূর্ব্বেই তাহার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাকে ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট বাহির করেন। কাপাড়িয়া মহাশয় উক্ত ওয়ারেণ্টে এতদিন ধরিয়া কাহাকেও ধরা দেন নাই। গত ১৮ই জুন তিনি মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে এলাহাবাদ হইতে বোম্বাই সহরে পৌঁছিয়া পুলিশকে ধরা দেন।

মুঙ্গেরে ২৫০০ লোক বেকার

মুঙ্গেরের অন্তর্গত বাসুদেবপুর নামক স্থানে একটী "তামাক কোম্পানী"তে ৪৫০০ হাজার ভারতবাসী কর্ম্ম করিত। বর্ত্তমান আন্দোলনের দরুণ তামাক কোম্পানীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সেইস্থানে নং সিগারেট তৈয়ারী হইয়া তাহাকে বিভিন্নস্থানে চালান হইত। উক্ত সিগারেট নাকি ভারতের জমির উৎপন্ন তামাক হইতেই প্রস্তুত হইত এবং ভারতবাসী শ্রমিকগণই উক্ত কোম্পানীতে কার্য্য করিত। বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলনের ফলে ৪৫০০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে বর্ত্তমানে মাত্র ২০০০ হাজার লোক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। বাকী ২৫০০ লোক সমস্তই বেকার বসিয়া আছে।

কোর্টের মধ্যে পিকেটিং

বহু লোক ধৃত ও দণ্ডিত

বোম্বাই সহরে পিকেটিং এর [illegible] ঘোর দেখা দিয়াছে। [illegible] স্বেচ্ছাসেবকগণ পিকেট [illegible] করিতেছে না। [illegible] সমস্ত কাপড়ের দোকান [illegible] স্থানেই তাহারা বিদেশী কাপড় বাহাতে দোকানদারগণ আমদানি না করিতে পারে ও খরিদ্দারগণও [illegible] তাহা ক্রয় করিতে না পারে [illegible] কোর্টের পিকেটিং করে। গত [illegible] [illegible] এত্দশা সংবাদ ছিল।

[illegible] উক্ত [illegible] স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে [illegible] পরোয়ানা [illegible] আদেশ হইয়াছে।

[illegible] পিকেটিং করার জন্য [illegible] ধৃত হয় এবং বিচারে প্রত্যেকেই [illegible] কারাদণ্ড হয়।

পেশোয়ার বালকের কারাদণ্ড

পেশোয়ারের ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] বস্ত্র বিক্রেতা বালককে [illegible] দিন [illegible] জুন কারাদণ্ডের আদেশ [illegible]।

সরকারি বিদ্যালয় বয়কট

[illegible] কলেজ [illegible] ছাত্রগণ [illegible] ছাত্রদিগকে [illegible] সরকারের [illegible] করা হবে না। [illegible] সমিতি এই বিষয় [illegible] করিয়াছেন [illegible] আদেশের [illegible] আহ্বান করা হইত [illegible] পাঠাইবে।

নানা খবর

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ১০৭ নং বনগাঁ কৃষ্ণনগর সিটী লোকাল [illegible] ১০-২৪ মিনিটে কৃষ্ণনগর পৌঁছিয়া থাকে। ঐ ট্রেনে বনগাঁ বাগদা বীরনগর বাদকুল্লা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু যাত্রী কৃষ্ণনগর আসিয়া পৌঁছে। তাহাদের অনেকেই কৃষ্ণনগরের আফিস আদালত কলেজ স্কুলের [illegible]। এই [illegible] কর্ম্মস্থানে ঠিক সময় পৌঁছাইয়া [illegible] প্রধান উদ্দেশ্য। রেলওয়ে ১০-২৪ মিনিটে [illegible] কলিকাতার সময় প্রায় ১১টায় ট্রেণটী কৃষ্ণনগরে আসে। [illegible] আদালত, স্কুল কলেজ, কিছুই ১০টার মধ্যে বসিতে বাকী থাকে না। ঐ গাড়ী ট্রেণে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়েন তাঁহারা উদ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে ষ্টেশন হইতে আফিস আদালত কলেজাদির ব্যবধান দীর্ঘ ২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যে যোগদান করিতে প্রায় ১২টা বাজিয়া যায়। যদি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ ট্রেণটী কৃষ্ণনগর পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে উক্ত অসুবিধা অনেক পরিমাণে লাঘব হইতে পারে।

ইতি

নিবেদক

কৃষ্ণনগর কলেজ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ

২০।৬।৩০

বরিশালে বোমা

গত ২০শে জুন শুক্রবার বেলা ২ ঘটিকার সময় বরিশাল জেলার অন্তর্গত নলচিটি নামক স্থানে একটি মদের দোকানে একটী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে যে লোকটী মদ বিক্রয় করিত সে ঐ দোকানের সম্মুখের ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় বোমা [illegible] এবং মদের দোকানের [illegible] আহত হইয়াছে। সাধারণ লোকের অনুমান যে উক্ত বোমা বাড়ীতেই তৈয়ারী হইয়া ঐরূপ কার্য্যে [illegible]।

উক্ত [illegible] কংগ্রেস পক্ষ হইতে পিকেটিং চলিতেছিল [illegible] পিকেটারদের মধ্যে [illegible] জন ধৃত হইয়াছেন।

জাল টাকা

[illegible] অপরাধে [illegible] সিদ্দিক, [illegible] মুসলমান [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রমাণের উপলক্ষ পাওয়া গিয়াছে। [illegible] একজন অপরাধ স্বীকার করায় [illegible] পাঠাইবার আদেশ হইয়াছে এবং [illegible] এই ব্যক্তিকে রাজসাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছে।

ঋণ পরিশোধ

জাপান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে জাপান [illegible] নিকট যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ যাহা বাকি [illegible] ছিল তাহা জাপান পরিশোধ করিয়াছে। [illegible] জাপানকে আটমিলিয়ন [illegible] হইয়াছে।

[illegible] আর্থিক অবস্থা [illegible] টাকার প্রয়োজন।

সংঘবদ্ধ লুণ্ঠনে ২০জন মুসলমান গ্রেপ্তার

পাঠকগণ অবগত আছেন যে হাওড়ার নিকট ফকির পাড়া, পাকালা গ্রামে মুসলমানগণ জোর পূর্ব্বক সংঘবদ্ধ লুণ্ঠন করিয়া তদারক পুলিশ তদন্ত জন্য গিয়াছিল কিন্তু বহু সংখ্যক মুসলমান দলবদ্ধ হইয়া পুলিশকে আক্রমণ করিয়াছিল এই ব্যাপারে উপস্থিত নাদির, চম্পা বিবি, রাইবিবি প্রভৃতি ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত লোককে এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের সহ আজ পর্য্যন্ত ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইল।

সীমান্তে পুলিশ বৃদ্ধি

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পুলিশ সংখ্যা বৃদ্ধি জন্য উপস্থিত ২ জন ইন্‌স্পেক্টর ২১ জন দারোগা, ৮৫ জন হেডকনষ্টেবল ও ১০১৪ জন কনেষ্টবল অতিরিক্ত নিযুক্ত থাকিবে। পোষাক ইত্যাদি জন্য ২১০০০৲ টাকা এবং মাসিক ব্যয় ৩১০০০৲ টাকা স্থির হইয়াছে। উপস্থিত ৬ মাস জন্য এই নিয়োগ মঞ্জুর করিয়া ভারত সরকার ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটীর মতের জন্য পেশ হইয়াছে।

জেল জরিমানা গ্রেপ্তার

লাহোরে মদের দোকানে পিকেটিং করা জন্য আবার ১৬ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৬১জন গ্রেপ্তার হইল।

কলিকাতার কংগ্রেস আপীসে ও আইন অমান্য সমিতির আপীসে যে সমস্ত লোক গত রবিবার গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ২০জন সচ্চরিত্রে থাকিবার জন্য জামিন মুচলিকা না দেওয়ায় তাহাদের প্রত্যেকের ছমাস করিয়া জেল হইয়াছে।

শিশির কুমার চৌধুরী, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বিনোদ চক্রবর্ত্তীর পুলিশ আইন ভঙ্গ জন্য ১০ জনের অধিক লোককে সাহায্য করার জন্য এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কলিকাতার কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা জন্য ৮জনের প্রত্যেকের ৭৫৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

কলিকাতা ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও পগেয়াপটির কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা জন্য ৩৬জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

পাঞ্জাব যুব সমিতির সভাপতি সর্দ্দার [illegible] সিংহ কাফিসাকে ১বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে পিকেটিং জন্য দুর্গ এলেকায় ৬জন এবং [illegible] রোডে ১৭জন সেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। মোট ২৩জন গ্রেপ্তার তন্মধ্যে ১৮ জনের ছমাস করিয়া জেল হইয়াছে।

বিলাতের বলাবলি

মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ বর্ত্তমান শ্রমিক মন্ত্রিগণকে বলিয়াছেন যে যদি বেকার সমস্যা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তার জন্য একটী বিশেষ বৈঠক ডাকা হয় তাহা হইলে তিনি তাঁহার পরিচালিত লিবারেল দলের দ্বারা শ্রমিক মন্ত্রিদলকে সাহায্য করিবেন।

চৌর্য্য বন্ধের অভিযান

মেদিনীপুরে গড়বেতার নিকটবর্ত্তী কয়েক স্থানে বেআইনী চৌর্য্য বন্ধ করিবার চেষ্টা কিছুদিন হইতে চলিতেছে। কতকগুলি লোককে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং অপর কতকগুলির জামিন মুচলেকা লওয়া হইতেছে। সরকারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর গত ২ দিন কাল ঐ স্থানেই আছেন। (এ, পি, আই)

[illegible]

প্রসিদ্ধ

মদন মঞ্জরী

স্বীকার্য্য ধাতু ও বাতুলিতাদি, হিষ্টিরিয়াদি রোগ, [illegible] অনিয়মে [illegible], মাথাধোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুত্রকস্য পুত্রপ্রাপ্তি স্বপ্ত"

পুরুষত্বহানি রোগে [illegible] আরোগ্য করিয়া পরিতৃপ্ত করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"ব্রজবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্তৃক কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনাইন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই ফেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌শনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয় [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ দ্বারা প্রস্তুত। ২৯।১ [illegible] লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৭

শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি

শুদ্ধযুক্তি আত্মার সহজজ্ঞানজাত হওয়ায় তাহা নির্দ্দোষ ও কৃষ্ণানুসন্ধান-প্রদায়িনী
মিশ্রযুক্তি জীবের জড়বদ্ধ ধারণোত্থ কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্র ভাবোৎপন্ন হওয়ায় তাহা নানাবিধ দোষযুক্ত ও কৃষ্ণবৈমুখ্যবিধায়িনী
সাধুসঙ্গে শুদ্ধযুক্তির উদয়ে মিশ্রযুক্তির দাসত্ব ত্যাগ ও ভগবদানুগত্য লাভ

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন

শুদ্ধভক্তি-প্রচারে পর্ব্বত মহারাজ

অতীন্দ্রিয়বাণী

তত্ত্বজিত

যুক্তি দুইপ্রকার, যথা শুদ্ধ ও মিশ্র। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা বৃত্তিকে শুদ্ধ যুক্তি বলে। এই শুদ্ধ যুক্তিই নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। জড়-বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিক বৃত্তির জড়ভাব-মিশ্র বিকারই মিশ্রযুক্তি নামে অভিহিত।

আত্মা নিত্য বস্তু। তাহার শুদ্ধ চিৎস্বরূপে আনন্দ আছে এবং সেই আনন্দের একটী মূলাশ্রয় আছেন। উক্ত মূলাশ্রয় রূপ বস্তুটী অতীব সুন্দর ও নিত্য। তাঁহাকে অবলম্বন করা আত্মার স্বভাব ও আত্মা তাঁহার নিত্য অনুগত। আত্মাতে এরূপ শক্তি নাই, যদ্দ্বারা সে সেই মূলাশ্রয়কে চিরতরে ত্যাগ করিতে পারে। যাহার জড়-দেহে আত্মাভিমান উদয় হয়, তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এহেন শোচনীয় অবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় মূলাশ্রয়ের অনুশীলন করাই উচিৎ। এ জগত জীবের নিত্য বাসস্থান নয় ও জগতের উন্নতিতে জীবের নিত্য উন্নতি নাই। এবম্প্রকার যে সমুদয় যুক্তি তাহা আত্মার সহজজ্ঞান-জাত; অতএব শুদ্ধ ও নির্দ্দোষ।

মিশ্রযুক্তি জড় হইতে জাত। আদৌ জড়বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে জড়ীয় ছবি প্রাপ্ত হন, তাহা মানবীয় প্রণালী দ্বারা বাঁধিতে নীত হয়। তথায় বুদ্ধিশক্তি-দ্বারা সংরক্ষিত হইলে মিশ্রযুক্তি সেই সকল ছবির উপর কার্য্য করিতে থাকে। তাহাতে অনেক কল্পনা ও বিভাবনা উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত ভাবকে সংগ্রহীত করিয়া তাহাতে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে "বিজ্ঞান" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। অনুলোম ও প্রতিলোম প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল ছবি হইতে অজ্ঞাত সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হয়। তাহাকে মহাবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যুক্তি নামে অভিহিত করেন। বদ্ধজীবগণ-কথিত জড়-জাত যুক্তিসমূহ প্রকৃতপক্ষে মিশ্রযুক্তি পদ-বাচ্য। যেহেতু মিশ্রযুক্তিতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব নামক দোষ-চতুষ্টয় লক্ষিত হয়, তজ্জন্য উহা সদোষ, অপরাধের পোষক ও নিন্দনীয়। বেদ-শাস্ত্রের ভাষায় উহাকে তর্ক বলা যাইতে পারে।

মিশ্র-যুক্তির দুইটী বিভাগ, যথা জ্ঞানমিশ্র ও কর্ম্মমিশ্র। আদৌ জ্ঞান-মিশ্র যুক্তি জ্ঞান-মিশ্র ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে ও পরে কর্ম্ম-মিশ্র ভাবে ঐ সকল অর্থের সম্পাদন করিয়া থাকে। বেদ-বোধ্য ব্যাপারটি যখন কোন জড়ীয় পাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তখন তাহার যুক্তি জ্ঞান-মিশ্র। যখন উহা কার্য্যে পরিণত হইল তখন যুক্তি কর্ম্ম-মিশ্র হইয়া শিল্প-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। শিল্পাদি কর্ম্মেই মিশ্র যুক্তির সকল বিক্রম; জড়াতীত বস্তু তাহার বিষয় হয় না। জড়াতীত তত্ত্বে জড়াতীত বা শুদ্ধ যুক্তিই কার্য্য করিতে সমর্থ। অতএব, জড়বাদ, জড়শক্তিবাদ, জড়নির্ব্বাণবাদ, মায়াবাদ, সন্দেহবাদ, কর্ম্মাধীন ঈশ্বরবাদ, দেবতাবাদ, নৈতিক-ঈশ্বরবাদ, বহ্বীশ্বরবাদ, দেহাত্মবাদ ইত্যাদি প্রকার নানাবিধ মত-মিশ্রযুক্তি-সাহায্যে জগতে প্রচারিত হইয়াছে। এই সমস্ত মিশ্রযুক্তি-পুষ্ট অন্যান্য মতবাদিগণ পরস্পর বিবদমান ও যাহারা এবম্প্রকার অসৎ মতবাদ অনুসারে কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের বহুতাপ ফলস্বরূপে লব্ধ হয়।

অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ও স্বরাট্ শ্রীভগবান্ একমাত্র পরতত্ত্ব; তদিতর পদার্থ মাত্রই তাঁহার মায়াধীন। সবিকার ও নির্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্বিশেষ ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও অচিন্ত্য শক্তির নিকট সকলই যুগপৎ অবস্থিত হইয়া পরস্পর অবিরোধী। মানব-বুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট অতএব অচিন্ত্য শক্তিকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্য কি অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকৃত হইবে? না, কখনই হইতে পারে না। শুদ্ধযুক্তি যখন আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, তখন হইতে আর আমরা মিশ্র যুক্তির দাসত্ব করিব না এবং অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরের সেবক পরিচয় পাইয়া তাঁহার আনুগত্য করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি আনন্দে কাটাইয়া দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন

সাত্বত-ধর্ম্মাবলম্বীমাত্রই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের দারুময়ী অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের বিষয় কিঞ্চিদধিক অবগত আছেন। ভক্তরাজ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ এই অর্চ্চাবিগ্রহরূপে জগতে স্বীয় ধাম সহ বিরাজিত।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগে সূর্য্যবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি ব্রহ্মার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। মালবদেশে অবন্তীনগরে ইঁহার রাজধানী ছিল।

একদা মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন অনৈক পরিব্রাজকের নিকট নীলাচলস্থ কল্পবটমূলে নীলেন্দ্র মণিময়বিগ্রহ নীলমাধবের স্থিতি সংবাদ অবগত হইয়া দর্শনার্থ স্বীয় পুরোহিত-ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে সত্বর তথায় প্রেরণ করেন। তিনি বাহুনায়ক এক শবর-দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার যত্ন ও কৌশলে নীলমাধবদর্শনান্তে প্রত্যাগত হইলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবর্ষি নারদের আনুগত্যে স্বীয় পরিবার স্বজন-বান্ধব-অমাত্য-প্রজা সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে চিরজীবন শ্রীপুরুষোত্তমধামে বাসের নিমিত্ত যাত্রা করেন। তাঁহারা এক আম্রকাননে [illegible] ও কপোতেশ্বর শিবদর্শনান্তে বিল্বেশ্বর শিবের নিকট শিবির স্থাপন করেন। এই সময় মহারাজের বামাঙ্গ স্পন্দিত হওয়ায় তিনি কোন অশুভ আশঙ্কা করিয়া দেবর্ষি নারদকে স্পন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবর্ষি বলিলেন—মহারাজ, যে দিন বিদ্যাপতি নীলমাধব দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করেন, সেই দিবস প্রবল ঝটিকায় সমুদ্রতটের বালুকারাশি নীলাচল আবৃত হয় এবং নীলমাধব পাতালে প্রবেশ করেন; সুতরাং আপনি তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অকস্মাৎ বজ্রপাতে মহারাজ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় বিবশ হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইলেন। দেবর্ষি অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে মহারাজ, আপনি শ্রীনীলমাধবের শ্রীবিগ্রহদর্শনে বঞ্চিত হইলেও ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার দারুময়-মূর্ত্তিতে আপনাকে দর্শন দিবেন। এক্ষণে আপনি সেই [illegible] তীর্থে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন। যজ্ঞেশ্বর আপনার বাসনা পূর্ণ করিবেন।

দেবর্ষি নারদের আশ্বাসবাণীতে মহারাজের হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল, তিনি দেবর্ষির সহিত মধ্যে 'নীলকণ্ঠ'-দর্শনান্তর তৎসন্নিহিত সরক্ষেত্রে যজ্ঞের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। অতঃপর মহর্ষি দেববলে সকলে নীল পর্ব্বতে অবরোহণ পূর্ব্বক নৃসিংহদেব ও শ্রীশ্রীজগদীশের পূজা অবস্থান স্থল দর্শনান্তর ভক্তি-বিগলিতচিত্তে পুনঃ পুনঃ স্তব ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। মহারাজের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ আকাশ-বাণীদ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন—"হে ইন্দ্রদ্যুম্ন, তুমি চিন্তিত হইও না, দেবর্ষি আদেশানুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান কর, আমি যথা সময়ে তোমাকে দর্শন দিব।"

দৈববাণী শ্রবণে বিপুল উৎসাহান্বিত হইয়া মহারাজ দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের সাহায্যে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞসমাপনান্তে একদা রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্নাবেশে দেখিতে লাগিলেন, ক্ষীর-সমুদ্র-মধ্যে স্ফটিক-নির্ম্মিত শ্বেতদ্বীপে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চিহ্নিত বহু সংখ্যক জনপুঞ্জ, ও সিংহাসনোপরি অনন্ত-বিষ্ণু এবং তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী ও বামদিকে বিষ্ণুর সম্মুখে পিতামহ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। তখন মহারাজ স্বপ্নাবস্থাতেই তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। নিদ্রাবসানে তিনি প্রাতঃকালে প্রফুল্লান্তঃকরণে দেবর্ষির সমীপে তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। দেবর্ষি বলিলেন, "হে মহারাজ' আপনি [illegible] এই প্রকার স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন। দশ দিবসের মধ্যেই

অতঃপর এক দিবস কয়েকজন লোক মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট আগমন করিয়া নিবেদন করিল যে, সমুদ্রের ও দেশ স্থান গৃহের সন্নিকটে একটি অদ্ভুত দারুব্রহ্ম স্বপ্ন-দেশ দেখা যাইতেছে, তাহার অংশবিশেষ সমুদ্রজলে ভাসিতেছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ কৌতূহলী হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। তাঁহার দেহে পুলকিত আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে চতুর্দিক আনন্দিত হইল। এই আশ্চর্যজনক কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—এই বৃক্ষের অংশবিশেষ ভগবানের দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়া আগমন করিয়াছেন। এই বৃক্ষের দ্বারা ভগবান আপনার স্বপ্ন-দৃষ্ট অচিন্ত্য প্রকাশিত হইয়া আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন। অতঃপর মহারাজ দারুব্রহ্মকে নানা উৎসবে সমুদ্রতীর হইতে গ্রহণ করিয়া কয়েকজন শিল্পীকে আহ্বান করিলেন—কিন্তু তাঁহারা সকলেই দারুব্রহ্মের উপর অস্ত্র স্থাপন করিলেন এবং কি প্রকারে শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ হইবে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় দৈববাণী হইল—"জগন্নাথদেব এক পক্ষকাল আবৃত করিয়া রাখ, একজন বৃদ্ধ-শিল্পী স্বয়ং আসিতেছেন, তাঁহাকে দেউল মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখ। শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ বিগ্রহ এই অদ্ভুত দেবীতে আবির্ভূত হইবেন। এই এক পক্ষকাল বাহিরে নানাপ্রকার বাদ্য নিরন্তর বাদ্য করা যেন বাহির হইতে ভিতরের কোন শব্দ শ্রুত না হয়, কারণ ঐ শব্দ শ্রুত হইলে তোমাদের অনিষ্ট হইবে।"

দৈববাণী অনুসারে কার্য্য হইতে লাগিল, নারায়ণ বৃদ্ধ পুরুষের বেশে আসিয়া দারু-মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ করা হইল এবং বাহিরে নানাপ্রকার বাদ্য হইতে লাগিল। এই প্রকারে কিছুদিবস অতিবাহিত হইলে বাহির হইতে এক অপূর্ব্ব দিব্য গন্ধ অনুভূত হইল, দেবগণ আসিয়া মন্দির সম্মুখে শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন এবং পুষ্পবৃষ্টি দিব্য সঙ্গীত হইতে লাগিল।

পক্ষান্তে দ্বারোদ্ঘাটিত হইলে দেখা গেল, রত্নবেদীর উপর শ্রীজগন্নাথ বলরাম, তাঁহাদের মধ্যে সুভদ্রাদেবী এবং জগদীশের বামপার্শ্বে সুদর্শন বিরাজিত। তখন তাঁহাদের অঙ্গরাগ এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা অপূর্ব্ব শৃঙ্গার করা হইল।

অতঃপর নীলাদ্রির শিখরদেশে অক্ষয়বটের পশ্চিমভাগে বিস্তৃত ভূখণ্ডে সহস্র সহস্র শিল্পীরা সহস্র হস্ত উচ্চ ও সহস্র হস্ত আয়তন বিশিষ্ট একটী সুরম্য মন্দিরের নির্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইল। এই মন্দিরের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবর্ষির আদেশ অনুসারে অবশিষ্ট কার্য্যের ভার অমাত্যবর্গের উপর ন্যস্ত করিয়া শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মাকে আনয়নের নিমিত্ত দেবর্ষির সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম নারদ তাঁর পিতৃদেব ব্রহ্মার চরণ বন্দনা করিলেন এবং তৎপর তাঁহার অনুমতি অনুসারে মহারাজকে ব্রহ্মার চরণপ্রান্তে উপনীত করাইলেন। সেই সময় তথায় কীর্ত্তন হইতেছিল। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার চরণে প্রণাম করিলেন এবং করপুটে স্তবাদি করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে ব্রহ্মা মহারাজের অভীষ্ট অবগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তিনি যে অল্প কাল ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছেন এই সময়ের মধ্যে মনুষ্যলোকের শত শত বৎসর। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটিয়াছে এবং তাহাতে মহারাজের বংশধর, আত্মীয় স্বজন সকলেরই প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে, কেবলমাত্র শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ রহিয়াছেন। অতঃপর ব্রহ্মা মহারাজকে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উপকরণাদি সংগ্রহের নিমিত্ত ভূলোকে পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত মন্দিরটি মহাপ্রলয়ের বালুকারাশি দ্বারা আবৃত এবং নীলাচল বৃক্ষলতাদি পরিপূর্ণ এক বিশাল অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছিল। গালমাধব এক রাজা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় কোনও স্থানে তাঁহার অশ্বের পদ এমন ভাবে প্রবিষ্ট হইল যে, সে প্রাণপণ চেষ্টাতেও উহা উত্তোলন করিতে পারিল না। রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অনুচর দ্বারা মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দিরের উপরিস্থিত লৌহনির্ম্মিত চক্রটি দেখিতে পাইলেন। তাহাতে তিনি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া অনুচরবর্গদ্বারা বালুকা অপসারণ করিতে লাগিলেন, তৎফলে মন্দিরটী দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গালমাধব বহুসংখ্যক লোকদ্বারা মন্দির উদ্ধার করিলেন কিন্তু অভ্যন্তরে কোনও বিগ্রহ না থাকায় এবং বহু অনুসন্ধানেও ইহার কোনও প্রকার তথ্য অবগত হইতে না পারিয়া মন্দিরে নীলমাধব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবগণের সহিত প্রতিষ্ঠার দ্রব্যাদি সহ প্রত্যাগমন করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে নীলমাধব মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ইহার কারণ অবধারণে অসমর্থ হইয়া তিনি অক্ষয়বটের মূলে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে শ্রীনীলমাধবকে স্থাপন করিলেন। এদিকে বনে গালমাধব ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্য পুনর্ব্বার নীলপর্ব্বতে আগমন করিলেন কিন্তু মন্দির সংক্রান্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার লোকজনের সহিত আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রতিষ্ঠার আয়োজনাদি সম্পূর্ণ হইলে এবং দেবতাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলে ব্রহ্মা স্বীয় হংসরথে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ সময় শ্রীবিগ্রহ চতুষ্টয় গুণ্ডিচামন্দিরে ছিলেন ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের অঙ্গরাগ শৃঙ্গার করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীমন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য রথে আরোহণ করাইলেন। শ্রীজগন্নাথের রথ গরুড়ধ্বজ দ্বারা বলরামের রথ তালধ্বজ দ্বারা এবং সুভদ্রার রথ পদ্মধ্বজ দ্বারা চিহ্নিত হইল। তৎপর শ্রীবিগ্রহগণ স্ব স্ব রথে শ্রীমন্দিরে আগমন করিলেন। তথায় ব্রহ্মা মন্ত্রদ্বারা তাঁহাদের অভিষেক করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শুদ্ধভক্তি প্রচারে

পর্ব্বত মহারাজ

(প্রাপ্তপত্র)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব পর্ব্বত মহারাজ তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া থানার বিভিন্ন গ্রামে প্রচার করিয়া তমলুক থানার গাড়ুপোতা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সামন্তের আগ্রহাতিশয্যে গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার ভবনে শুভাগমন করেন। স্বামিজী প্রথমদিবস তথাকথিত বৈষ্ণবের দল কলিহতকের স্থান বহুমানন পূর্ব্বক অজ্ঞব্যক্তিগণের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাতি লইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করে এবং তৎসঙ্গে অপরেরও সর্ব্বনাশের আয়োজন করিয়া দেয়, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া নরকগতি লাভ করে ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন-মুখে জানাইয়াছেন এবং কপটতা ছাড়িয়া সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তৎপর দিবস স্বামিজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৃহস্থ ও গৃহব্রতের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বলেন, গৃহস্থ ভগবানকে গৃহের মালিক জানিয়া ভগবদ্ ভজন-পর হইয়া ভগবদ্ গৃহবাসী, আর গৃহব্রত ভোগাগার গৃহে 'আমি কর্ত্তা' অভিমানে বাস করিয়া ভোগবর্দ্ধন করেন মাত্র। বহু শ্রোতৃমণ্ডলী মহারাজের গবেষণাপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হন।

দুই দিন যাবৎ স্বামীজী মহারাজের উপদেশ শ্রবণে স্থানীয় কংগ্রেস-সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র মাইতির উদ্যোগে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার দিবস প্রায় ৩০খানি গ্রামকে নিমন্ত্রণ করিয়া এই গাড়ুপোতা গ্রামের হরিমন্দির-প্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় স্বামীজী মহারাজ আউল, বাউল ইত্যাদি ১৩ শ্রেণী অপসম্প্রদায়ের অসম্ভব শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা নিরাস করিয়া মহাপ্রভুর উপদেশবাণ জানাইয়া দিয়া সদ্গুরুর চরণাশ্রয় লইবার জন্য উপদেশ দেন। ঐ সভায় বহু ব্যক্তি গোস্বামী ও বাউলের দলপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় চারি পাঁচশ ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রেসিডেণ্ট মহাশয় আগ্রহ দিয়া কল্যাণ লাভের জন্য মহারাজের কৃপা ভিক্ষা করেন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতা শ্যামবাজার বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের ছাত্র কালাগেছা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরহরি অধিকারী মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে এই কালাগেছা গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের দান সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, ও অধিবাসিবৃন্দ প্রায় ২শত ব্যক্তি নিবিষ্ট চিত্তে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

এখান হইতে শ্রীমৎ পর্ব্বত মহারাজ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ভারিণ পাঁচবেড়ে নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মাইতি মহোদয়ের ভবনে শুভাবিজয় করেন। এখানে ৩ দিন যাবৎ অবস্থান করিয়া প্রথম দিবসে 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' ২য় দিবস ও ৩য় দিবস অজামিল উপাখ্যান পাঠ করেন। এই জমিদার বাবুর আত্মীয় কয়েকজন উকিল ও ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং এতদঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ প্রায় প্রত্যহ ৩।৪ শত ধর্ম্মপ্রাণ শ্রোতা উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহারা স্বামীজী মহারাজের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আরও দিন কতক থাকিয়া হরিকথা-প্রচার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিলেও পুরুষোত্তম মঠের উৎসবে যোগদানের বিশেষ আবশ্যক থাকায় মহারাজ পুরী যাত্রা করেন।

১লা আষাঢ় ১৩৩৭ সাল } বৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস শ্রীকানাইলাল মাইতি
সাং ধুলাপুর, পোঃ প্রতাপপুর
মেদিনীপুর।

গৌড়ীয় সাধনপ্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাতজন্ম বপশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, অন্যাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০
ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৸৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশগ্রন্থে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০
অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজ বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণপ্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৬২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি ২০ ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, [illegible] প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৬০
৪। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি [illegible]
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১
ঐ আবাঁধা ৸০
৭। শ্রীগীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। শ্রীগীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
[illegible] ৷০
৯। [illegible] সামাজ্য (ধার্য) ২৲
১০। [illegible] (প্রথম খণ্ড) ৷০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-প্রদর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৵০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ [illegible]) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপ ধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রী [illegible] দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি ১৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৵০
২৬। সাধকবন্ধনী ৷৵০
২৭। [illegible] ৷০
২৮। [illegible] (প্রথম খণ্ড) ১৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ৷০
৩২। [illegible] ৸০
শ্রীমদ্ভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সেবনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী [illegible] পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন [illegible] চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ [illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ সৈকাটী, জেলা [illegible]।

নদীয়া জেলায় [illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] প্রেসের ম্যানেজার [illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন যক্ষ্মা রোগে [illegible] হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ [illegible] মহাশয়গণ জীবনের আশা [illegible] ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible], [illegible] ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত [illegible] করিয়া আজ মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, [illegible], [illegible], অজীর্ণ, [illegible], [illegible] পীড়া, স্ত্রী এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মূত্রকৃচ্ছ্র, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রবন্ধের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ-[illegible]-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড [illegible] ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটাগড়ের কাগজে ছাপা। [illegible] ৷০ টাকা

[illegible] গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পারমার্থিক মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিদ্ধব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ · শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ, নদীয়া

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশ

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বজন বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

——অন্যান্য আবিষ্কৃত——

[illegible] সমুদয় [illegible] চাহিলেই কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রণীত (লাহোর)

[illegible] সঙ্কলিত।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

[illegible] প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

[illegible] হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

১৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাহায্যদাতার পক্ষে ৮,।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অষ্টম খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৯,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোপালপুর, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—২নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—হিপিংগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ. সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুসুমকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০.১ হনুমান্ রোড্ নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত বনমালি ঘোষ—বড় লাল রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—মহেশ্বরানগর,
হরিদাসবাটী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৯২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী প্রামাণিক বস—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা. ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, শালবনি
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রকাশ নবদ্বীপ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেজ পরিচালিত'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ত্যাগ হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ নিয়ের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ৷৹ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৸৴
ভিঃ পিঃ ও প্যাকেজের খরচ স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় হয় ঋতুতেই সমভাবে তৈার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত স্রাব, কঠিন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কর্ণরোগ, বাধক, বর্ণবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন যাহে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

বেদিকাদের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৯৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৪ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই আষাঢ় ১৩৩৭ বুধবার ২৫শে জুন ১৯৩০

ভাইসরয়ের সহিত সম্পাদকগণের সাক্ষাৎ

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

পণ্ডিত নেহেরু এবং কলওয়ালাগণ

ই, আই, রেল ধর্ম্মঘট

পুলিশ সার্জ্জেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ঢাকা দাঙ্গার অনুসন্ধান

মাদ্রাজে স্বেচ্ছাসেবকের শাস্তি

প্রেস আইনে কারাদণ্ড

চাকরাণীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার

কংগ্রেস অফিস আক্রমণ

নদীয়ার আবহাওয়া

বিবিধ সংবাদ

ই, আই, রেল দুর্ঘটনা

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলকোম্পানীর লক্ষ্ণৌ চারবাগের কারখানায় ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

সাপুড়িয়ার অদ্ভুত মৃত্যু

এক সাপুড়িয়া এক বৃহৎ জনতার সম্মুখে খুব উৎসাহের সঙ্গে নিজের বিদ্যার কৃতীত্ব দেখাইতেছিল। খেলা দেখাইতে দেখাইতে সে এইরূপ মোহিত এবং উত্তেজিত হইয়া গিয়াছিল যে সে একটী বিষধর সর্পের গাত্রে প্রহার করে সর্পটীও তৎক্ষণাৎ সাপুড়িয়াকে এরূপভাবে দংশন করে যে তখনই তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে লইয়া যাইতে হয় এবং কিছু সময় পরে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহেরু এবং কলওয়ালাগণ

গত ২০শে জুন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বোম্বায়ের কলওয়ালাদের সঙ্গে বিদেশী দ্রব্য বয়কট সম্বন্ধীয় আলোচনায় খুব ব্যস্ত ছিলেন। এই কলওয়ালাদের মধ্যে মিঃ মতির সঙ্গে প্যাক্ট সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। গত শনিবারে তিনি আমেদাবাদের কলওয়ালাদের সঙ্গে এই মর্ম্মে আলোচনা করিবার জন্য আমেদাবাদ রওনা হইয়াছেন।

রেল দুর্ঘটনা

৮জন হত এবং ৫জন আহত

গত ১৯শে জুন পুনামীতে একখানি ব্যালাষ্ট ট্রেণ কতকগুলি বস্ত মহিষের সঙ্গে সংঘর্ষ হইয়া লাইন চ্যুত হইয়া পড়ে তাহাতে ৮জন কুলি হত হইয়াছে এবং কয়েকজন কুলি আহত হইয়াছে।

ভাইসরয়ের সঙ্গে সম্পাদকগণের সাক্ষাৎ

গত ২০শে জুন তারিখে সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণের মধ্যে পরস্পর খুব আলোচনা হয় ইহাদের মধ্যে হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক; মিঃ এ, রঙ্গস্বামী, আয়ঙ্গার লিডারের সম্পাদক সি, ওয়াই, চিন্তামণি, অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক টি, কে, ঘোষ; আপার ইণ্ডিয়া সংবাদ পত্র সমিতির মেম্বর দুর্গাদাস, আজ ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। প্রেস অর্ডিন্যান্স এবং তাহার কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় দুই ঘণ্টা যাবত হইয়াছিল এবং খুব খোলাখুলি ভাবে হইয়াছিল। হোম মেম্বর মিঃ হেগ এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

জজের কর্ম্মত্যাগ

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় একটী অতি নূতন আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ঘটিয়াছে। মিঃ জষ্টিস্ কলড্ষ্ট্রীম এবং মিঃ আগা হাইদার, [illegible] হাইকোর্টের জজ, আসামীদের পক্ষ সমর্থন করায় মামলা হইতে পরিত্যাগ করেন এবং দীর্ঘ ছুটী লইয়াছেন।

[illegible] স্থলে মিঃ জে, কে, টেপ এবং আবদুল কাদির নিযুক্ত হইয়াছেন। গত ২৩শে তারিখ হইতে বিচার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য মিঃ জষ্টিস্ হিলটন প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য বাদী পক্ষের মামলা বিষয়ক আপত্তি বিনষ্ট হওয়ায় আসামীরা সোমবার হইতে আদালতে উপস্থিতির জন্য মনস্থ করিয়াছে।

পুলিশ সার্জ্জেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

[illegible] মিঃ [illegible] [illegible] [illegible] কংগ্রেস আফিসে, এলাহাবাদের [illegible] সার্জ্জেণ্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। [illegible] তাহাকে জামীনে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] তাহার কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন না। এই চাকরাণীটি [illegible] [illegible] ছিলেন এবং তাহার [illegible] [illegible] তাহার [illegible] [illegible] পুলিশ সার্জ্জেণ্টকে [illegible] হয়। সেই স্থানে [illegible] [illegible] কার্য্য করিয়াছেন।

নানা খবর

[illegible] হাওয়া

[illegible] । সকলেই চাষবাস [illegible] । [illegible] জানে [illegible] অনেকের আউস ধান [illegible] হইয়া কিছু [illegible]

[illegible] ।

[illegible] সেক্রেটারীর শাস্তি

[illegible] সম্পাদক [illegible] ভেক্যাসেনকুন্দ [illegible] সেক্রেটারীকে [illegible] এবং যে [illegible] কারণে [illegible] এগারে [illegible] জীবন [illegible] ।

[illegible] নিজের [illegible] পরে [illegible] করিয়া [illegible] সাক্ষ্যের [illegible] তাহাকে [illegible] ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট [illegible] ।

[illegible] অনুসন্ধান
সার্জেন্টের বাড়ীতে গোয়েন্দা

[illegible] বাসায় [illegible] নিকট শ্রীযুত [illegible] জানাইয়াছেন যে তাহার বাড়ী [illegible] । মুসলমানগণ তাহার বাড়ী আক্রমণ করে । [illegible] একজন ঐ জনতার উপর [illegible] নিহত না হইয়া আহত [illegible] তাহার বাড়ী লুট [illegible] জনতা আসিয়া তাহাকে [illegible] এবং তাহার [illegible] যায় ।

[illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] মুসলমান [illegible] চিনিতে পারিয়াছেন এবং [illegible] পুলিশকে জানাইয়াছেন । এবং [illegible] সার্জেন্টকেও তিনি [illegible] দেখিয়াছেন ।

[illegible] বলিয়াছেন যে একটী [illegible] তাহার বাড়ীর [illegible]

[illegible] বলিয়াছেন যে তিনি একজন [illegible] । তাহার বাড়ী [illegible] । তিনি পুলিশকে [illegible] বাড়ীর [illegible] রক্ষা [illegible] বলিয়া [illegible] পুলিশ তাহাকে কোনও সাহায্য করে নাই । [illegible] অনুরোধ করায় তাহারা বলে [illegible] তাহার পরিবারবর্গকে রক্ষা [illegible] ।

[illegible] বন্দীর পলায়ন

[illegible] এবং [illegible] পোষ্ট অফিসে [illegible] অপরাধে দুইজন মুসলমান যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় । আসামীরা কাস্টডি জেল হইতে পালাইয়া গিয়াছে এইরূপ জানা গিয়াছে ।

আরও জানা যায় যে আসামীদের যোগের ১ জন লোক জেল খানার ছাদে উঠিয়া তথাকার ছাদের ইট খুলিয়া ফেলে । তৎপরে সে এক গাছাদড়ি সেই স্থান হইতে জেলের মধ্যে ফেলিয়া দেয় এবং আসামীরা উক্ত দড়ির সাহায্যে উপরে উঠিয়া পলাইয়া গিয়াছে । এপর্য্যন্ত তাহাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই ।

প্রেস আইনে কারাদণ্ড

কলিকাতা বড়বাজার আইন অমান্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত রামচন্দ্র ভাড়াটিয়া কংগ্রেস বুলেটিন্ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন ডিক্লারেশন না দিয়া প্রকাশ করার অপরাধে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রেস আইন অনুসারে অভিযুক্ত হওয়ায় তাহার তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয় ।

চাকরাণীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারে স্ত্রীলোকের কারাদণ্ড

হাওড়া জেলার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, বাগচীর এজলাসে মি, ডি, মতিয়ার, আর আর মতিয়ার, এবং মিসেস্ বনিকা রায়ের বিরুদ্ধে "বঙ্গীয় বালক বালিকা আইনের" ৪০ ধারা অনুসারে একটি বালিকা নেপালী চাকরাণীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করায় অভিযোগ আনা হয় । মিসেস্ রায়ের বিরুদ্ধে ৩২৮ ধারায় (আই, পি, সি) অভিযোগ আনা হয় ।

মিঃ বাগচী তাঁহার বিচারে বলিয়াছেন যদিও আসামী স্ত্রীলোক তথাপি তাহার এরূপ অপরাধ অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং হৃদয়হীনতামূলক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিরতিশয় নিষ্ঠুরভাবে মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে । সুতরাং তাহার শাস্তি এরূপ হওয়া উচিত যাহা অন্য সকলের পক্ষে শিক্ষণীয় হয় ।

মিসেস্ [illegible] নেপালী বালিকা চাকরাণী কাজিকে একটি টেকচী না মাজিবার দরুণ তাহাকে আগুনে পোড়ান [illegible] লোহাখানা তাহার গায়ে সেকা দিয়া পোড়াইয়া দিয়াছিল । ঐ বালিকাটিকে [illegible] দার্জ্জিলিং হইতে আনিয়াছিল । সেই উহাদের বাড়ীর একমাত্র চাকরাণী ছিল সেই সমস্ত কার্য্য করিত ।

মিঃ বাগচী বি, ডি, মতিয়ারকে ৬ মাস ও মিসেস্ [illegible]কে ৬ সপ্তাহ ৪০ ধারা অনুসারে সশ্রম কারাদণ্ডের ও মিসেস [illegible]কে ৩২৪ ধারা অনুসারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন । আর আরকে ৫০্ টাকার এক বণ্ড লইয়া খালাস দিয়াছে ।

লোহার বরগা কড়ি
করগেটটীন, জানালার গরাদে
[illegible] ফুলদার রেলিং ওয়াম
[illegible] কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভক্তশেখর
[illegible] পাঁচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
[illegible] বলীকৃত অবস্থায় [illegible] উৎকৃষ্ট
ডাকে পাঠান [illegible] ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই । [illegible] শিশি ।০ আনা,
পাইন্ট ৷৵০ আনা, [illegible] ।
[illegible] কার্ত্তিক

রেজেষ্টারীকৃত
মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দোষ আরোগ্য হয় । বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক । মূল্য ৩০ বটী ১্ এক টাকা ।

"অপুংসকারাতি মৃত"

পুংসত্বহানি যে যে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে । মূল্য ২ ভোলা ১্ টাকা ।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত রেতঃপাত বন্ধ ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য । মূল্য ১০ বটী ১্ এক টাকা ।

কবিরাজ নারায়ণজী, কেশবজী
১৭০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ।

বিজ্ঞাপন

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত ।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন । নতুবা জুয়াচোরগণ কর্দ্দমের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে ।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাম্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে ।

এই ফেরাম্-কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্‌জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২্, ১২ ৩্ টাকা

বায়ো-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত । ২৯।১ হরলাল মিত্র লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর--১০ই আষাঢ় বুধবার—১৩৩৭

(১)

ক) শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের ষোড়শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবে আহ্বান

(খ) অনবসরকালে মহাপ্রভুর পুরী হইতে আলালনাথে যাত্রা ;
আলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে যাত্রা মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান

(গ) ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের সপার্ষদে পুরী ও
আলালনাথে শুভবিজয়

(ঘ) ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজ ও মিঃ টি, অষ্টিন্ আই, সি, এস কালেক্টার

(ঙ) পুরী টোটাগোপীনাথের মন্দিরে ভেটপ্রথার প্রতিবাদ আবশ্যক

(২)

(ক) বিষ্ণুভক্তিপ্রতিকূলাচরণকারী বৈষ্ণববেষিগণই, পাষণ্ডী শব্দ-বাচ্য

(খ) পাষণ্ডী অপেক্ষা অপাষণ্ডী সংখ্যায় অল্প হওয়ায় জনমতগ্রহণ দ্বারা
সত্য বিচার করিতে গেলে পাষণ্ডীর মতই প্রচার হইয়া পড়ে

(গ) পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি মঙ্গল-প্রদ নহে

(ঘ) শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান মধ্যে অচ্যুতানন্দের মতই গৃহীত আর সকল মত
অসার জ্ঞানে পরিত্যক্ত

(ঙ) অধীতবিদ্য বৈষ্ণববিদ্বেষীই "পাষণ্ডী পড়ুয়া"

(চ) পাষণ্ডী অপেক্ষা সৎকর্ম্মী, তদপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী, তদপেক্ষা প্রেম-
নিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তগণের সংখ্যা কম হইলেও
পাষণ্ডী হিন্দুরা তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে

(ছ) শ্রীচৈতন্যসেবক পরিচয় দিয়াও ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ায়
বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-বশতঃ 'পাষণ্ডী হিন্দু' আখ্যা

(৩)

(ক) পুরীতে গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গপ্রভু ও ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা

(খ) আচার ও আচার্য্য-গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রচার-কার্য্যে
ধাধ.ব গ্রাহকের সহৃদয়তা

(৪)

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-বাসরে ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি

(৫)

পুরীতে গৌরাঙ্গ লীলা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আগামী কল্য (১১ই আষাঢ় বৃহস্পতি-বার, ১৩৩৭) বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমদ্রূপানুগ-বর গৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষোড়শ বার্ষিক বিরহ তিথি-পালন-দিবস। এতদুপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের যাবতীয় শাখা-মঠে বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভলীলাপ্রকটন-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে এবং শ্রীল ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীগোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে বিশেষভাবে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। ঐ দিনই আবার মহাপ্রভুর নিজশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরেরও তিরোভাব তিথি। সুতরাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পক্ষে উহা একটী বিশেষ স্মরণীয় দিবস। ভারতের বহু ভক্তিমান্ সজ্জনগণ অদ্য হইতেই শ্রীপুরুষোত্তমমঠে এবং শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-তিথি পালনজন্য যোগদান করিতেছেন। শ্রীগ্রন্থ-পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে উৎসব সুসম্পন্ন হইবে। আমরা শুদ্ধভক্তি-পিপাসু সজ্জন-সাধারণকে এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

—

পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয় জানাইয়াছেন,—"আগামী ৮ই আষাঢ় বাসন্তী তিথিতে শ্রীগৌরবিজয়-বিগ্রহকে বিশেষ সমারোহের সহিত আলালনাথে লইয়া যাওয়া হইবে। শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে মধ্যাহ্নকালে বহির্গত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথে পৌঁছিবেন। সপ্ত-সম্প্রদায়-সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী পতাকা, ছত্র, বীজন-ব্যজন-চামরাদি দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা করিতে করিতে মহাপ্রভুকে উৎকৃষ্ট বিমানে স্থাপন করিয়া আলালনাথে লইয়া যাইবেন। পুরী হইতে বহুশত লোক এই সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিবেন। আলালনাথে পৌঁছিলে সেই-দিন সন্ধ্যাকালে স্থানীয় আরও তিন চারি-শত লোক নানাপ্রকার জীবন জীবন মূর্ত্তি সাজিয়া (অর্থাৎ কেহ তাণ্ডব-নৃত্য-কারী হর, কেহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, কেহ নারদার্জ্জুন প্রভৃতি সাজিয়া) শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশ্চাতে মিলিত হইয়া ব্রহ্মগিরির চতুষ্পার্শ্বে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবেন। তদনন্তর রাত্রিতে তথায় উচিত-বাসা হইবে। আলালনাথের মন্দির-সংস্কার-কার্য্য ও ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের কার্য্য অগ্রসর হইতেছে।"

—

গত ৭ই আষাঢ়, ১৩৩৭ শনিবার সন্ধ্যায় পুরী এক্সপ্রেসে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধামে বিজয় করিয়া তথা হইতে গত সোমবারে মহাপ্রভুর বিরহ বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র আলালনাথে শুভবিজয় করিয়াছেন। পুরী ষ্টেশনে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনার জন্য বিরাট্ আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য প্রত্যহ বহু লোকের সমাবেশ হইতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের গত ৯।৬।৩০ তারিখের পত্রে জানা গেল, তাঁহারা পুরী জেলায় বংশম পুরে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া মাণ্ডালা ও পাবলাপেরিতি হইয়া জাজপুরে যাত্রা করিতেছেন। তত্রত্য বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণ মহাপ্রভুর কথা শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন।

মিঃ টি, অষ্টিন আই, সি, এস্ কলেক্টর মহোদয় শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তিনি আমাদের যাবতীয় ইংরাজী গ্রন্থগুলির গ্রাহক হইয়াছেন এবং বন মহারাজের নিকট একঘণ্টার উপরও হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। কলেক্টার সাহেব বড়ই সরল প্রকৃতির এবং ধার্ম্মিক লোক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীটোটা গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে এক গোস্বামিকব সমরনবীশের ন্যায় ভেটপ্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভলীলা-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম ধাম হইতে এইরূপ অবৈধ প্রথা যাহাতে আদৌ প্রশ্রয় না পাইতে পারে, তজ্জন্য ধার্ম্মিক মাত্রেরই যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক।

পাষণ্ড হিন্দুমত

শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, যাহারা নৈতিক বিষ্ণুভক্তির প্রতিকূলে চেষ্টা করিয়া আপনাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডী, বহুদেববাদী প্রভৃতি অভিধান পূর্ব্বক অবৈষ্ণব বলিয়া বিচার করে এবং বৈষ্ণবের সহিত কায়মনোবাক্যে বিদ্বেষ করাই যাহাদের ধর্ম্ম, তাহারা 'পাষণ্ডী' শব্দবাচ্য। এইরূপ শ্রেণীর বহু ব্যক্তি হিন্দুসমাজের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছে। তাহাদের সংখ্যা অধিক। যদি কোন স্থানে নির্ব্বোধ ও বুদ্ধিমানের সংখ্যা সুমারি করা হয়, তাহা হইলে দুই জন, নির্ব্বোধের সংখ্যাই বেশী। এই দুই সম্প্রদায়ের সুমারীর মধ্যে অপাষণ্ডী হিন্দু ও পাষণ্ডী হিন্দুরও ভেদ আছে। অপাষণ্ডীর সংখ্যা পাষণ্ডী হিন্দু অপেক্ষা কম। সুতরাং এখানে যদি জনমতও গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বিচারগণ বিপন্ন হইয়া পড়েন। অশিক্ষিত সমাজকে হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যে পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই ভক্তির মধ্যে বহু আবর্জ্জনা আছে। শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সন্তানদিগকে 'হিন্দু' বলিয়া গণনা করিয়া পরে তাঁহাদের মধ্যেও পরস্পর বৈষম্য সংসূচিত হইয়াছে। কলির প্রাবল্যে পাষণ্ডীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিও তাঁহাদের আক্রমণের কথা শুনা যায়। 'পাষণ্ডী-পড়ুয়া' শব্দে অধীতবিদ্য বৈষ্ণব বিদ্বেষীকে বুঝায়। ভক্তির অবান্তর-স্থানে অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত-সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে 'অদ্বৈত সন্তান', 'নিত্যানন্দ-সম্প্রদায়ের আশ্রম' এবং 'কুকর্ম নাই' বলিতে দিয়া 'সংস্কৃত' অভিমান করেন। যাহারা দুঃখের "কারণ" লোক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন

যে, গায়ত্রী অপেক্ষা মন্ত্রের বিন্দু-উপাসক অধিকতর পবিত্র। তদপেক্ষা জ্ঞানী নির্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধিৎসু, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত। সুতরাং গায়ত্রী সম্বন্ধ হইলে অর্থাৎ ভগবদ্-বৈমুখ্যক্রমে তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া ঐকান্তিক ভাগবতগণের সংখ্যায় অল্পতা-নিবন্ধন গায়ত্রী বিন্দুদিগকে ঐকান্তিক বিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে হইবে—এরূপ কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। গায়ত্রী বিন্দুগণ শ্রীচৈতন্যের সেবক বলিয়া পরিচয় দিয়াও ভেদ প্রকার অপস্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত জনগণকে শত্রু জ্ঞান করেন।

পুরীতে গোস্বামী অপ্রাকৃত প্রভু

ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা

পুরী ১৮।৪।৩০

পুরীবাসী, অধিবাসিবৃন্দের বিশেষ সৌভাগ্যের ফলে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক গোস্বামী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি সারঙ্গ প্রভু গত প্রাতে পুরীতে শুভ বিজয় করিয়া বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্মের স্বরূপ অতি সহজে সকলের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত গত হইতেই পুরীর বিভিন্ন স্থানে ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতাদি করিতেছেন। পাঠকবর্গ অবগত আছেন, তিনি ইতঃপূর্বে বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঐ প্রকার বক্তৃতা দ্বারা অসংখ্যলোকের বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্মসম্বন্ধে বিকৃত ধারণা সংশোধিত করায় তাহাদের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। রথযাত্রা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পুরীতে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সুতরাং গোস্বামী প্রভুর এই বক্তৃতায় তাঁহাদের যে যথেষ্ট মঙ্গল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পুরীতে রাজর্ষি প্রাজ্ঞ

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার সম্পাদক রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহোদয় কয়েক দিবস পূর্বে পুরীতে শুভ বিজয় করিয়াছেন। তিনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের পার্শ্ববর্তী বাটীতে অবস্থান করিয়া সপরিবারে শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দের সহিত পরমার্থ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। তিনি "আচার ও আচার্য্য" পাঠ করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচারে এতদূর উৎসাহান্বিত হইয়াছেন যে তিনি ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ-মুদ্রাঙ্কণের যাবতীয় ব্যয়-ভার গ্রহণেচ্ছু হইয়া সজ্জন-মণ্ডলীর বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। জনসাধারণ সকলেই তাঁহার মানব জাতির মাঙ্গলিক কার্য্যে দানশীলতার বিষয় অবগত আছেন। তিনি তাঁহার ধনাঢ্য পূজ্যপাদ পরলোকগত গোপীমোহন সিংহ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে হাওড়াজেলায় বাগনান পোষ্টাফিসের অন্তর্গত খালোর গ্রামে এক সংস্থাবিক মূল্যবান্‌ গোপীমোহন হাইস্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

ভক্তিকৃপায়

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষোড়শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষ্যে—

'ভক্তিগীতি কুসুমাঞ্জলি'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিসম্বন্ধ ভক্তিশাস্ত্রী)

জয় জয় জয় ভকতি বিনোদ
গৌর-পারিষদ-বর।
আবির্ভূত হয়ে শিখালেন প্রভু
প্রেমভক্তি-রস পর ॥ ১
তোমার তুলনা তুমিই তো প্রভো
অসমোর্দ্ধ-গুণাকর।
সর্ব্বগুণগণ তব গুণ-গানে
বিরাজিত নিরন্তর ॥ ২
হিম শৈল হ'তে কুমারিকাবধি
উঠি শুদ্ধভক্তি-গান।
সকল জীবের দ্বারে দ্বারে
হয় তব জয় গান ॥ ৩
হ'য়ে অপ্রকট নিজ জন দিয়া
বিতরিলে রস-ধারে।
করিছ প্রচার শুদ্ধভক্তি-রস
অপার করুণা ক'রে ॥ ৪
(তুমি) গৌর-নিজজন গৌর-প্রিয়জন
গৌর-প্রেষ্ঠ প্রচারক।
কৃপানুগবর নিত্যানন্দবর
শুদ্ধভক্তি-মূলপ্রবর্ত্তক ॥ ৫
সঙ্গিতের সার কৃষ্ণনামে জানী
গৌর-ভকতি-বিনোদ।
সঙ্গিনীর সার বিষয়ে বিরক্ত
সচ্চিদানন্দ-আমোদ ॥ ৬
শতাধিক গ্রন্থ করিলা প্রকাশ
পত্রিকা প্রচার আদি।
জীবন্মুক্তি-ভয়ো করিছ বিনাশ
নাশিছ ভবের ব্যাধি ॥ ৭
বেদ-অগোচর শুদ্ধভক্তি মহে
কেহই না জানিত আগে।
জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম কভু ভক্তি নহে,
মহে তোগে আর ত্যাগে ॥ ৮
কভু আর যুক্ত কভু আর যুক্ত
আকাশ পাতাল ভেদ।
কেহ না জানিত তব কৃপা বিনা
ভাবিত সব অভেদ ॥ ৯
লুপ্ত তীর্থ কত থাকিত পড়িয়া
যদি না দেখাতে তুমি।
গৌর-জন্মস্থলী কেহ না জানিত
অপ্রাকৃত চিদ্‌ভূমি ॥ ১০
গৌরবন ধাম ব্রজে এখন
অভেদ মহিমা তত্ত্ব।
মায়াপুর ধাম মাধুর মণ্ডল
অভিন্ন বলয় নিত্য ॥ ১১
এ গূঢ় রহস্য করি উদ্ঘাটিত
কত কৃপা প্রকাশিলা।
নহিলে মোদের কি দশা ঘটিত
কত না হইত জ্বালা ॥ ১২
তব গুণ-গাথা পশে যার কাণে
আন কথা সে না শোনে।
ভকতি-সিদ্ধান্ত- বিহীন বারতা
(তাঁর) শেলসম বাজে কাণে ॥ ১৩
তব পদ-নখ- সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য
যাঁর ভাগ্যে হৃদে জাগে।
জগতের যত অনিত্য সৌন্দর্য্য
মতত্ত্বে সকল ত্যাগে ॥ ১৪
তোমার সেবক তব গ্রন্থ পাঠে
সোণার অক্ষর ভনে।
তাঁরা যোগ আনা দীপ কৃষ্ণ-পদে
বিশ্ব-মাঝে অবহেলে ॥ ১৫
শিক্ষিত সমাজ বৈষ্ণব বলিতে
করিত কতই ঘৃণা।
বৈষ্ণব বলিয়া জানিত কেবল
মূর্খ লম্পট জনা ॥ ১৬
ধিক্ ধিক্ ধিক্ যেন মরণ
না যায় এদের কাছে।
মান খুঁজিয়া মনে-বনে-কোণে
ধ্যানে মত্ত হব পাছে ॥ ১৭
এদের ঘুচিলে তুমিত ঠাকুর
মান-চক্রে কাতুরায়।
পরিচয়ে তুমি ক'রে পরিচিত
যেখানে মহিমা-সার ॥ ১৮
কৃপাবশে শিক্ষা আপনি আচরি
শিক্ষিত সমাজ-মাঝে।
বৈষ্ণব—বৈষ্ণব- ধর্ম্ম সনাতন
যেখানে বিশ্ব-সমাজে ॥ ১৯
মহাবিষ্ণু বলি নিত পরিচয়
যুগল কৃষ্ণ এক যোগী।
তুমিত ঠাকুর সে যেন পারবে
মলেছ জীবের লাগি ॥ ২০
কণ্টক নামক মহা-বৃত্তিজীবী
জীবেরে হিংসিত হবে।
কুপথ ছাড়িয়া সুপথে আইল
তোমার করুণা লাভে ॥ ২১
(তব) দৈববর্ণ খানি সকল গোস্বামী-
প্রবের সিদ্ধান্ত-সার।
ভজন-রহস্য রসামৃত-পান
যায় পর নাহি আর ॥ ২২
আমার হৃদয় ভবদুঃখ আদি
দেহ-মুকুর বিমল।
মহাপ্রভু-শিক্ষা গৌরকথামৃত
জগতে বিতরণ ॥ ২৩
শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা অমৃত-বারিধি
তুলনা নাহিক যার।
অত্যন্ত নাস্তিক (যে'ও) পড়ে মন দিয়া
বহিবে ভকতি-ধার ॥ ২৪
সজ্জন-তোষণী তোষিছে সজ্জনে
দুর্জ্জনে দলিছে নিত্য।
তুমিই তো প্রভো! প্রচার 'আচরি'
নিরত-কুহক সত্য ॥ ২৫
কুলীন কয়ালী কল আবেষ্টিয়া
চীন প্রশিয়া জাপান।
তিব্বত তাতার সব বিশ্ববাসী
তোমার মহিমা গান ॥ ২৬
শ্রীশচীনন্দন জয় ব'লে তারা
গৌর কীর্ত্তনে নাচে।
দুবাহু পসারি ভক্ত-সঙ্গে মিলে
প্রেম-আলিঙ্গন যাচে ॥ ২৭
(কেবল) মোদের পামর, কিছু না বুঝিয়া
রয়েছে অনেক দূরে।
তুমিত ঠাকুর দয়ার সাগর
বিতর' করুণা তা'রে ॥ ২৮

পুরীতে গৌরাঙ্গ-লীলা

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা

(শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী ১৯।৬।৩০)

মহোদার্য্যময়বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলাভিনয় করিয়া শ্রীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেন। সন্ন্যাসের প্রথম ৬ বৎসর তিনি সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জীবোদ্ধারলীলার অভিনয় এবং শেষ অষ্টাদশ বর্ষ পুরীতে অবস্থান পূর্ব্বক নিরবধি তাঁহার অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের সহিত অপ্রাকৃত-রসাস্বাদন লীলাভিনয় করিতেন। এই মহাতীর্থেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্‌গুরু রূপে অবতীর্ণ হইয়া "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে তদনুগৃহীত নিত্যানন্দাত্মজ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত কল্য ১৮ই জুন, বুধবার সন্ধ্যার পর এহেন পবিত্র ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ছায়াচিত্র-যোগে সৎ-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চতুষ্টয়, আচার-পরম্পরা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের বাহ্য কারণ সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শত শত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমহোদয় এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বক্তৃতা ও পাঠান্তে সকলকেই আকণ্ঠ পুরিয়া মহাপ্রসাদ সেবন করান হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

বিজ্ঞাপিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও অনিত্য মানবিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমান্বয়ে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-কথিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

দীপ [illegible]

উজ্জ্বল-রেখা-য় কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিবৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেদনী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বাত্মকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০ অর্চ্চনপদ্ধতি—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের আকর; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible]টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৷৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৷৷০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাত্র-[illegible] ৷০
৯। মুক্তিফলটীকা ভগবন্নামকৌমুদী সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (বাঁধাই) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵০
ঐ ঐ বাঁধা ৷৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৷৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনপদ্ধতি ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৵০
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৷৷০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সপ্তাহের মধ্যে যক্ষ্মা কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ মৈকাঠি, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

আনন্দ প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

......................আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে [illegible] এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র [illegible] ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, কালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, [illegible], পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটীল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক এলিক্‌সির ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াতেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], পাতিপুকুর পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে [illegible] কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্বতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ। পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) বয়েজো বাঁধা ১৷৹ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং প্রেস হইতে শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস্-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত [illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রথ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২১৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশমস্কন্ধ, সমগ্রের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্থলতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় তত্ত্ব-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸৹
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পো চাকুলী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৩০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, পানবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোনা, চিনকুড়া পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ রসুল রোড, মিটিয়া

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, কলিকাতা কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬,২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন চি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী নাটকু বর—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার নেতাপাড়া, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীগজানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, খানাকুল
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রভাকর বাদশাহ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন গুণকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ১০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাশক্তি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অনুলোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত গুণ, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কণ্ঠরুদ্ধ, বাধক, গর্ভবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী যথার্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন যাহারা জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

রেজিষ্ট্রারের রাখ ও ট্রিপল্ — শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৯৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই আষাঢ় ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ২৬শে জুন ১৯৩০

সরকারী স্কুলে পিকেটিং

বাজী পোড়াইতে বিপদ ; আবার ধরপাকড়

কংগ্রেস ও পুলিশ

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল একাডেমী

সুরাটে হুলস্থূল

বরিশালে সতিন সেন

প্রকাশিত সাইমন রিপোর্ট

মাদ্রাজে আইন-অমান্য

ঢাকায় গুপ্তহত্যা

অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী

দেশবন্ধুপার্কে বিরাট সভা

বিবিধ সংবাদ

বাজী পোড়াইতে বিপদ

গত ২৩শে জুন তারিখে গোয়াড়ী চাষাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল মহাশয়ের বাড়ীতে অন্য বাড়ীর দুইটী ছোট ছোট ছেলে হাতে করিয়া বাজীতে আগুন ধরাইতেছিল। হঠাৎ বাজীটি তাহের উপর ফুটিয়া বালকটির হাত জখম হইয়াছে এবং তাহার পার্শ্বস্থিত ছেলেটিরও মুখে আঘাত লাগিয়াছে। হঠাৎ বাজীর এরূপ ভীষণ শব্দ শুনিয়া পাড়ার লোক বোমা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল।

আবার ধরপাকড়

গত ২৩শে জুন তারিখে কোতোয়ালী থানার পুলিশ ৪টি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যুবকগণের নাকি গত ২২শে জুন তারিখে কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউনহলে যে সভা হয় তাহাতে পুলিশ-কর্ম্মচারীগণের সঙ্গে বচসা হয়, তাহাতে যুবকগণ নাকি পুলিশ কর্ম্মচারীকে অযথা গালাগালি করিয়াছে।

সরকারী স্কুলে পিকেটিং

গত সোমবার হইতে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট ও এ, ভি, স্কুল গ্রীষ্মাবকাশের ছুটির পর খোলা হইয়াছে। ১ম, ২য়, ও ৩য় শ্রেণীতে ছাত্রগণ যাইতেছে না। মাত্র ঐ সকল শ্রেণীর ২|০ জন ছাত্র অভিভাবকগণের আদেশে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। জোর পিকেটিংও চলিতেছে।

কুষ্টিয়ার মিউনিসিপ্যাল একাডেমী

(ক) সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মিউনিসিপ্যাল একাডেমীর ছাত্রগণ যে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়াছে।

কুষ্টিয়ার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

(খ) উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এখনও ধর্ম্মঘট করিয়া স্থির ভাবেই আছে। কবে যে উহার শেষ হইবে আবাও তাহার কিনারা পাওয়া যাইতেছে না।

জামুই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের জীবন আক্রমণ

পাটনার অন্তর্গত জামুই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের জীবন আক্রান্ত হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যে তিনটী ছাত্র, একটী শিক্ষক ও অন্য একটী কংগ্রেস কর্ম্মী ছিল। হেড মাষ্টার মহাশয় নাকি উক্ত ছাত্রটিকে গান্ধীটুপি মাথায় দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস ও পুলিশ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে পিকেটিংএর অপরাধে গাড়োয়ালি সৈন্য দলের কয়েকজনের উপর কঠোর শাস্তি বিধান করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য বোম্বাইয়ে খুব বিরাট সভার অধিবেশন এবং মিছিল বাহির হবার কথা থাকে।

বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার [illegible] সাহেব বাহাদুর বোম্বাইয়ের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য দেশ-সেবী সম্পাদকগণ দ্বারা তাই গাড়োয়ালীর সৈন্য শ্রীমতী পেলিলের উপর আদেশ দিয়াছেন যে শাস্তি প্রাপ্ত গাড়োয়ালী সৈন্য দিগের প্রতি সহানুভূতি সূচক শোভাযাত্রা বাহির করিলে সহরের শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে। সুতরাং তিনি যেন এরূপ শোভাযাত্রা বাহির না করেন।

বোম্বাইএ কথিত দুটি হুকুমের পর [illegible] হয় নাই। ঐ দিন কোন শোভাযাত্রা হইবে না [illegible] পুলিশ কর্ম্মচারী [illegible] সহর [illegible] বাহির [illegible] বাধ্য [illegible] রাস্তায় লোক [illegible] না [illegible] হাজার লক্ষ লোক [illegible] কিন্তু যখন আর [illegible] শোভাযাত্রা বাহির হইবে না তখন কংগ্রেসের [illegible] পুলিশ স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

সুরাটে হুলস্থূল কাণ্ড

সুরাট [illegible] [illegible] [illegible] আয়োজন করেন। [illegible] অবস্থায় চাল দালান [illegible] কথা [illegible] চলিতে

[illegible] আছে বরং।

[illegible] আছে হয়।

নানা খবর

প্রকাশিত সাইমন রিপোর্ট

[illegible] রিপোর্টের অপর খণ্ড [illegible] ৩১৬ পৃষ্ঠায় ২ ভাগে [illegible] অনেক বিষয়ের আইন- [illegible] প্রদেশকে ভারত [illegible] সৈন্য-বিভাগ বড়লাটের [illegible] তাদের বিভিন্ন প্রদেশকে [illegible] স্বায়ত্ত্বশাসনের যথোপযুক্ত [illegible] হইতেছে এবং গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগই মন্ত্রিগণের উপর অর্পিত হইয়াছে। ভারতীয় শাসন ও ব্যবস্থা- [illegible] এবং সিভিল সার্ভিস সমস্তই পূর্ববৎ থাকিবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আগামী কল্য প্রকাশিত হইবে।

ঢাকায় গুণ্ডামি

গত ২৩শে তারিখের সংবাদে জানা যাইতেছে যে গত কয়েকদিন যাবৎ ঢাকার [illegible] আবার ছুরি মারামারি চলিতেছে। গত ২০শে তারিখে দক্ষিণ মৈশুন্ডি [illegible] একজন হিন্দু মিস্ত্রী ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হইয়াছে। ২১শে তারিখেও ১ জন মুসলমানকে ছোরা মারা হইয়াছিল। বাজার হাট দোকানপাট সকলই বন্ধ। [illegible] অভাবে লোকজনের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। গত ২২শে তারিখে [illegible] হিন্দু মুসলমানের একটি সভা হইয়াছিল কিন্তু নিষ্পত্তির কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যায় নাই।

ঢাকায় সরকারি অনুসন্ধান চলিতেছে। ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী [illegible] তার সাক্ষ্য প্রদানে বলিয়াছেন যে তাঁহার কলেজ রক্ষা করিবার জন্য পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও কোন পুলিশ পান নাই এবং তিনি একজন পুলিশকে একদল দাঙ্গাকারীকে হটাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে পুলিশ বলেন যে তাঁহার প্রতি উপরের কোন হুকুম নাই। [illegible] ষ্টীমার ষ্টেশনের এজেন্ট মিঃ [illegible] পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও পুলিশ পান নাই এ কথা সাক্ষ্যে বলিয়াছে।

দেশবন্ধুপার্কে বিরাট সভা

দেশবন্ধু পার্কে এক সভার অধিবেশন হয়। উর্মিলা দেবী সভা-নেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। পুলিশে [illegible] সভা ভঙ্গ করিয়া দিবার [illegible] কিছু [illegible] স্বেচ্ছাসেবকদের চেষ্টায় পুলিশদিগের গায়ে কোন আঘাত লাগিতে পারে নাই।

শুভক্ষণে বিপত্তি

গত সোমবার বড়বাজার পুলিশ কোর্টে এক মজার কেস উঠিয়াছিল। পুলিশ কুমারটুলি এবং আহিরীটোলা ঘাট হইতে প্রায় ৭০।৮০ জন স্নানার্থীকে এবং স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ফৌজদারি আইনের কোন ধারা অনুসারেই [illegible] প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, [illegible] বাহাদুর কয়েকজনকে জরিমানা করেন এবং কয়েকজনকে ছাড়িয়া দেন। আসামিদের মধ্যে অনেকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে তাহারা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া কখনও এরূপ অপরাধ আর করিবে না।

মাদ্রাজে মুক্তির অবস্থা

মাদ্রাজের আইন অমান্য [illegible] কংগ্রেস কমিটির কার্য্য-কলাপ বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হুকুম জারি করিয়াছেন। অনেক জেলাতেই সভা সমিতি প্রসেসন জাতীয় পতাকা প্রভৃতি বন্ধ রাখিবার হুকুম হইয়াছে এবং কতকগুলি জেলা কংগ্রেস কমিটি বে-আইনি ঘোষিত হইয়াছে।

বন্দুক কাড়িয়া লওয়া

প্রকাশ যে হুগলীর অন্তর্গত [illegible] মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ [illegible] লোকের বন্দুক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ এখনও জানা যায় নাই।

আবার দেশের ডাক

এবার হাইকোর্টে দেশের ডাক। নীগান বিবেন রাজার বাহাদুরের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে জানান হয় যে বাঁকুড়া জেলার কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী দাস মহাশয় রাজবিদ্রোহ প্রচার উপলক্ষে বীরভূম জেলার বহরাসোল গ্রামে ১০০ শত লোকের সম্মুখে আদালত বিরোধী 'দেশের ডাক' নামক পুস্তক সম্বন্ধে ছায়াচিত্র প্রদর্শন এবং বক্তৃতা করেন। বীরভূমের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নিকট ২০০ শত টাকার মুচলেকা এবং ২০০ টাকার করিয়া ২টি জামিন লইয়া তাঁহাকে ভালভাবে থাকিবার জন্য ১বৎসরের জন্য আদেশ করেন। বীরভূমের জজ বাহাদুর ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের আদেশ নাকচ করিয়া দেন। লিগেল রিমেমব্রেন্সের পক্ষ হইতে হাইকোর্ট শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী দাস মহাশয়ের উপর রুল জারি করিবার প্রার্থনা করেন।

অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি

বে-আইনী

গেজেটের একটী বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ যে মাদ্রাজের প্রাদেশিক শাসনকর্তা অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ানুসারে বে-আইনী ঘোষণা করেন।

বরিশালে সতীনসেন

গত ২০শে জুন তারিখে সতিনবাবু খুলনা এক্সপ্রেস্ করিয়া বরিশালে পৌঁছেন। ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করা হয়। প্রায় দুইঘণ্টা কাল তিনি কংগ্রেস অফিসে থাকেন। সেই সময় দলে দলে লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। তাঁহার মস্তকে তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। তাঁহাকে খুব দুর্ব্বল দেখায়। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি পটুয়াখালী গিয়াছেন।

কলিকাতায় ভীষণ বৃষ্টি

গত সোমবার অপরাহ্নে কলিকাতায় ভীষণ বৃষ্টি ও শিলাপাত হয়। ট্রাম বন্ধ হইয়া যায়। ঠনঠনিয়ার নিকট সারিবন্দ ট্রাম গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকে। জলের ভিতর দিয়া মোটর গাড়ী সকল ষ্টীমারের ন্যায় জল উদ্বেলিত করিতে করিতে যাইতেছিল। ভবানীপুর ট্রাম ডিপোর নিকট ও রাস্তায় জল জমিয়াছিল।

সরকারী কাইজার-ই-হিন্দ প্রত্যাখ্যান

ডাঃ যোশী আমেরিকার একজন খ্যাতনামা ডাক্তার। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে কাইজার-ই-হিন্দ্ স্বর্ণ প্রদান করিয়া সম্মান দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি উক্ত সম্মান গ্রহণ না করিয়া জোর গলায় বলিয়াছেন যে তিনি উক্ত স্বর্ণ বর্ত্তমান দেশের অবস্থায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না।

অব্যর্থ

মদন মঞ্জরি

বটিকায় ধ্বজ ও অন্ডবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রপাত, মধুমেহ, যাতনোগ্য, বুক ধড়-ফড়ানি, অজীর্ণ প্রভৃতি সকল রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বড়ি ১, এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঙ্কোচিনী ঘৃত"

পুরুষহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ করা আবশ্যক। মূল্য ১ কৌটা ১, টাকা।

"ভ্রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যতারল্য বশত স্তম্ভনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বড়ি ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কেদারনাথ।

১৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরেরা নকল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কে রা র্ স কুই নি ন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর তাড়াতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইপোফস্ফাইট কুইনাইন, আয়রণ এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

[illegible] ইঞ্জেকসন একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকল প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] রক্তের ম্যালেরিয়ার সমস্ত [illegible] নষ্ট করিয়া [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] মূল্য ২, [illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল [illegible]

[illegible]

"শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

আজ মহাপ্রভুর নিজজন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব-তিথি। তাঁহার অনুগত ভক্তগণ আজ তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার ভগবদ্দী কীর্ত্তন-মুখে বিরহ-মহোৎসব করিতেছেন। নবধা ভক্তাঙ্গ-স্বরূপ নব-দ্বীপের অন্তর্গত কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ঠাকুরের সমাধিমন্দিরে এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আজ মহামহোৎসব। শ্রীচৈতন্য মঠ এবং তদনুগত যাবতীয় মঠেও মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে।

ভক্ত বা ভগবদ্ বিরহ বা বিপ্রলম্ভই ভক্তি-পথারূঢ় ব্যক্তির ভগবদ্ ভজন। বিরহেই প্রেমের পরিচয়, মমতার আধিক্য প্রমাণিত হয়। যিনি বিরহে কাতর নহেন, তাঁহার প্রেম নাই, তিনি নীরস, নিষ্ঠুর, অনুরাগ-হীন। মহাপ্রভু রায়রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?" রায় বলিলেন, "কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥" এই দুঃখ জাগতিক নশ্বর বস্তুর উপকার-জন্য দুঃখের ন্যায় শোক-মোহ-ভয়প্রদ নহে, পরন্তু ঐ দুঃখ নব-নব উদ্দীপন রসের ধাম স্বরূপ, উহা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই ভক্তহৃদয়ে আনন্দের সমুদ্র উদ্বেলিত হইতে থাকে, ভক্ত অষ্টসাত্ত্বিক বিকার-গ্রস্ত হইয়া উন্মাদবৎ কখনও হাস্য, কখনও নৃত্য, কখনও রোদন, কখনও বা উচ্চ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা মহোৎসব যাপন করিতে থাকেন। তাহাতে জাগতিক শোক, দুঃখ, প্রতিষ্ঠাশার গন্ধ লেশ মাত্র নাই। জাগতিক ভোগ বা ত্যাগ-বাধা-জনিত বিরহ ছাড়িয়া এইরূপ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরহ-ব্যথায় যিনি যত মগ্ন হইতে পারিয়াছেন, তিনি ততই সৌভাগ্যবান্, ভজনরাজ্যে তত অগ্রসর।

কোন বস্তুর প্রতি সেরূপ প্রীতি বা আকর্ষণ না থাকিলে তাহার বিরহ-জন্য কাতর হওয়া স্বাভাবিক হয় না, তবে লোক দেখান' কাতরতা একটু আসে যায়, তাহা কপটতা। সুতরাং 'বিরহ-বেদনাটী' কৃত্রিম প্রয়াস দ্বারা প্রকাশিত হইবার নহে, প্রগাঢ় প্রীতি অন্তরে আপনা হইতেই বিরহ আনিয়া দেয়, ভক্তকে উন্মাদ করিয়া দেয়।

অখিল-ব্রহ্মাণ্ড শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বিরহ-বিগ্রহ হইয়াও "আত্মবের [illegible]

(১)

(ক) শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের ষোড়শবার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

(খ) ভক্ত বা ভগবদ্ বিরহই ভগবদ্-ভজন

(গ) কৃষ্ণ-কার্ষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতি হইতে স্বভাবতঃই বিরহের উদ্ভব

(ঘ) মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রসে সম্ভোগারোপকারী 'গৌরনাগরী'র গৌরকৃষ্ণ প্রীতির একান্ত অভাব

(ঙ) কৃষ্ণবিরহ-বিধুরতাই বৈরাগ্য; নশ্বর বস্তুর অভাব জন্য শোক ও কৃষ্ণ-বিরহোত্থ বৈরাগ্য এক নহে; যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্যে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান, ফল্গুবৈরাগি-জ্ঞানিগণ কৃষ্ণকার্ষ্ণে-প্রীতি-রাহিত্য-হেতু বিরহ-তিথি-পালনের মর্ম্মানভিজ্ঞ

(চ) ফলভোগকামী কর্ম্মীও কৃষ্ণকার্ষ্ণে নিষ্কপট প্রীতি-বিশিষ্ট না হওয়ায় বিরহ শূন্য

(ছ) কৃষ্ণকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেবা করিয়াও যে অতৃপ্তি, তাহাই বিপ্রলম্ভ

(জ) ভক্ত, ভগবানের প্রকটাপ্রকট উভয় লীলায় বিরহ-সন্তপ্ত; অপ্রকট লীলায় দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভ; মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের বিপ্রলম্ভ ভাবাবেশ

(ঝ) শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির ভক্তিবিনোদ-দয়ার মূর্ত্ত-বিগ্রহ, তাঁহার বিরহ-তিথি-পালনেই গৌরকৃষ্ণে ভক্তিলাভ

(২)

একমাত্র ভগবদ্দাস্যই জীবের প্রার্থনার সর্ব্বোচ্চ বিষয়

(৩)

(ক) পুঁড়ায় (২৪ পরগণা) ভারতী মহারাজের 'সনাতন ধর্ম্ম' বিষয়ে বক্তৃতা

(খ) হিন্দু ও মুসলমানের একাসনে বসিয়া ভগবৎকথা শ্রবণ

প্রতি প্রণয়-মাধুর্য্য কিরূপ, স্বাং-বিরহের অদ্ভুত মধুরিমা [illegible] আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং এই বিরহ-মধুরিমার অনুভূতি হইতে আত্মহেতু বা কি সুখের উদয় হয়"—এই তিনটি বিষয়ে লোভাবিষ্ট হইয়া আনন্দের ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শচীগর্ভ-সিন্ধু-মাঝে প্রকটিত হইয়াছেন। আত্মের ভাবে নিভাবিত বিরহ-বিগ্রহ মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদগণের ও জীবগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবশতঃ স্বয়ং বিপ্রলম্ভ [illegible] কৃষ্ণভজন শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভুর [illegible] মর্ম বুঝিতে না পারিয়া [illegible] মহাপ্রভুর লীলা [illegible] [illegible] আস্বাদন [illegible] [illegible] লাভ, [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] অধিকার [illegible] [illegible] [illegible] বুদ্ধিমান্ [illegible] মহাপ্রভু [illegible] [illegible] [illegible] জীবকুলের [illegible]

[illegible] কর্ত্তৃত্বাভিমানী [illegible] তাৎপর্য্য অধিকৃত হইয়া [illegible] বাহির হইয়া মহাপ্রভু [illegible] পূর্ব্বক প্রদান করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বরূপ-রামানন্দাদি গৌর-পার্ষদগণ [illegible] জীবকুলের [illegible] 'বিপ্রলম্ভ রস' বলিয়া স্বীকার করেন না। [illegible] অধিকার [illegible] নাই; [illegible] কৃষ্ণ-কার্ষ্ণে [illegible] [illegible] একমাত্র প্রার্থনা [illegible] কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরহে [illegible] [illegible] অনুভূত হওয়া উচিত।

[illegible] কৃষ্ণবিরহ-[illegible] নশ্বর-বস্তুর [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণ-বিরহোত্থ বৈরাগ্য [illegible] [illegible] কৃষ্ণ-বিরহে [illegible] বৈরাগ্যের [illegible] [illegible] মহাপ্রভু স্বয়ং [illegible] বৈরাগ্য-বিধি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন; তাঁহার [illegible]

[illegible]

মর্ম বুঝিতে চান না, নিজেরা 'ভগবান' সাজিয়া ভগবদ্ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন, ভগবান ভগবদ্ভক্তের [illegible] তাঁহাকে বলে [illegible] পারেন না অথবা [illegible]।

[illegible] কোন [illegible] তিনি সর্বদাই [illegible]। কৃষ্ণ যখন তাঁহার [illegible] কৃষ্ণে তাঁহার [illegible] আর ভক্তির [illegible] না। যেখানে প্রীতি [illegible] অপ্রাকৃতকামময়ী, সেখানে কাহার নাম কাম। সেই কাম একরূপ, প্রেম নিরুপম অমৃত সমান। গোপরামাগণের কামই কৃষ্ণপ্রীতির [illegible] উৎকৃষ্ট নিদর্শন। [illegible] সন্তুষ্টা [illegible] গণকে [illegible] কৃষ্ণবিষয়ের আদর্শ প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণানুরাগভর-পরিপূর্ণ [illegible] লীলা [illegible] একটী কুণ্ডকে [illegible] কোটী [illegible] বাসনা [illegible] করিলেন। [illegible] অনুষ্ঠ হইয়া [illegible] পরিচয় দিলেন, [illegible] কৃষ্ণানুশীলন করিয়াও কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইলেন। [illegible] কৃষ্ণবিরহ [illegible] অনুরক্তির প্রচুর নিদর্শন। যিনি কৃষ্ণভজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চান, তাঁহার কৃষ্ণে প্রীতির অভাব [illegible] তাহা আদৌ [illegible] না

[illegible] প্রকটাপ্রকট উভয় লীলায় [illegible] নিত্যলীলাসমূহ [illegible] দর্শন [illegible] ভগবদ্বিরহে কাতর হন। তাঁহার অপ্রকটলীলায় ভক্তের বিরহ [illegible] থাকে। অপ্রাকৃত [illegible] উপলব্ধি [illegible]; কিন্তু অন্তরঙ্গ [illegible] নিরন্তর [illegible] করেন; অদ্যাপি নবদ্বীপে গৌরসুন্দর তাঁহার [illegible] প্রকাশিকী লীলা করিতেছেন, অদ্যাপি বিপ্রলম্ভভাবে জগন্নাথ নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, আবার রথযাত্রার পর অনবসরকালে জগন্নাথের অদর্শনে মর্মাহত হইবার লীলাভিনয় করিয়া বিরহিত বিপ্রলম্ভের ক্ষেত্র আলালনাথে অবস্থান করিতেছেন, আবার সেখান হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া রথকে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া [illegible] কুরুক্ষেত্রে [illegible] লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। [illegible] কৃষ্ণকে দেখিয়াও, [illegible] অতৃপ্তি— [illegible] প্রাকৃত জগতের [illegible]

পথ অতিক্রম করিয়া যাঁহারের কোন এক চমৎকারিতা-পরিপূর্ণ অপ্রাকৃত ভূমিকায় [illegible] লাভ করিয়াছে, তাঁহারাই এই বিপ্রলম্ভভাব বুঝিতে সমর্থ। শ্রীমতী রাধিকা [illegible] সর্বক্ষণ হরিকে সঙ্গে পাইয়াও হরিকে [illegible] বিলাপকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন, শ্রীরাধিকার সেই অনুচর সেবকগণ [illegible] চেষ্টার অনুসরণে তাঁহারই একান্ত অনুগত [illegible] গৌড়ীয়গণ আজ [illegible] নিযুক্ত।

সে গৌড়ীয়গণের [illegible] ঠাকুরের কৃপায় আজ [illegible] জগতে শ্রীগৌরকৃষ্ণের [illegible] সেবা প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহার কৃপায় বহু [illegible] জীব গৌরকৃষ্ণকে ভোগ করিবার দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভক্তিবিনোদন-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন, যিনি মহাপ্রভুর শিক্ষা যে কেবল একটী সম্প্রদায়-বিশেষের মাত্র অনুসরণীয় নহে, পরন্তু জীব মাত্রেরই অনুসরণীয় বিষয় বলিয়া বৈষ্ণবধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার আবাহন [illegible] [illegible] মত-বিচার-ধারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়াছেন এবং সকলকেই কৃষ্ণানুশীলনের জন্য আহ্বান করিয়া মহা-মহা-বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি শ্রীনাম, শ্রীধাম ও কামের যথার্থ-স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া জীবকুলকে ভ্রান্ত পথ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, যাঁহার কৃপায় বহু লুপ্ত তীর্থের সেবা পুনঃ প্রকাশিত হওয়া জগতের নাস্তিকতাকে প্রবলভাবে বাধা প্রদান করিতেছে, যাঁহার [illegible] [illegible] কৃষ্ণবহির্মুখ জগতের অভক্তিবিনোদ-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে তিরস্কৃত ও নিকৃষ্ট হইয়াছে,—যাহার ফলে আজ [illegible] অপসম্প্রদায় 'আমরা মহাপ্রভুর অনুগত' বলিয়া মূর্খ লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা পাইলেও বিজ্ঞগণের সম্মুখে সর্বদাই অধোবদন হইতেছে, তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্র, অতিমর্ত্য আচরণ ও শিক্ষা কীর্তন-মুখে আলোচনা ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই। মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসের প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া তাঁহারই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সেবা-সৌভাগ্য যাচ্ঞা করিয়া যাহাতে আমরা নিষ্কপটে তাঁহার বিরহ-বিধি সম্মান করিতে পারি, তজ্জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি। অজ্ঞ বিষয়াসক্ত আমরা ঠাকুরের অনুগত পরিচয় দিয়াও ঠাকুরের পাদপদ্মে আমাদের বিন্দুমাত্রও প্রীতি নাই, সুতরাং তাঁহার বিরহ কি করিয়া উপলব্ধি করিব? তবে যদি তিনি নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদের অজ্ঞ বিষয়াসক্তি ছাড়াইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ পূর্বক আমাদিগকে ভক্তবিনোদনের সৌভাগ্য প্রদান করেন, তবেই তাঁহার অহৈতুকী কৃপা-বলে তাঁহার পাদপদ্মে অনুরক্ত হইয়া আমরা আজ সত্যসত্যই তাঁহার বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতে পারিব এবং "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর॥" বলিয়া কি দিয়া আকুল হইব, শ্রীচৈতন্যবাণী [illegible] হয়ার প্রবলে ভাসিয়া বেড়াইব, মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরহ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিবে। হায়! তেমন সৌভাগ্য কি আর এ জীবনে পাইব?

একমাত্র ভগবদ্দাস্যই জীবের প্রার্থনার সর্ব্বোচ্চ বিষয়

স্থূল ও সূক্ষ্ম নশ্বর দেহে আত্ম-বুদ্ধি হইতে ভোগ বা ত্যাগপর বাসনা সমূহের উদয় হয়। যে সময় কোন ভাগ্যবান জীব জন্ম-জন্মার্জিত সুকৃতির ফলে সদ্গুরুর কৃপায় বুঝিতে পারেন যে তিনি নশ্বর স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের অতীত নিত্য আত্মস্বরূপ বস্তু, সে সময় তিনি আপনাকে নিজ প্রভু ভগবানের চিৎকণ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হন এবং নিত্যকাল অহৈতুকীভাবে ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্তে অন্য কোন নশ্বর বিষয়ের সেবা করিবার দুর্বাসনাকে আর পূর্বের ন্যায় তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে স্থান দিতে চাহেন না। ভগবৎ সেবা হইতে যে প্রকার দুঃখগন্ধশূন্য বিমল সেবা-সুখ নিত্যকাল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা ভোগ বা ত্যাগজনিত গভীর দুঃখ-বহুল-কারী, ক্ষীণ ক্ষণস্থায়ী সুখ অপেক্ষা কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত সংসারী জীব অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক কমলনাথ [illegible] আশা-গর্ত [illegible] পারিতে প্রত্যেক জীব ব্যক্তির উচিৎ ভগবানের নিকট অতি দৈন্যসহকারে প্রার্থনা করা যাহাতে তিনি অচিরে তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিজ পদ-সরোজে ধূলীর ন্যায় মনে করেন ও নিজ আচার্য-মূর্তিরূপ শ্রীগুরুদেবের নিকট রাখিয়া সর্বদা তাহাকে নিজ প্রীতি-প্রদ কার্যে নিযুক্ত রাখেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে:—

"ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্য ভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান॥
তোমা নিত্য দাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়া বদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥
প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

প্রচার-প্রসঙ্গ

আচার্য ও প্রচার-শিরোমণি জগদ্গুরু শ্রীশ্রীচৈতন্য-সরস্বতী বিশ্বে সর্বত্র শ্রী গৌর-বিহিত কীর্তন প্রচার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-প্রচারকবর চৈতন্য-বিমুখ জনগণকে চৈতন্য-সেবোন্মুখ করিবার জন্য নিত্যকাল উদ্গ্রীব।

শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট শ্রীগুরুদেবের অনুগত ভক্তগণও তদানুগত্যে গুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত। অন্যান্য ইষ্টদেব-সেবা ব্যতীত ভক্তগণের দ্বিতীয় কৃত্য আছে কি? সেবাবুদ্ধিসেবকের জীবাত্ম, সেবা ছাড়িয়া অবস্থিত অথবা সেব্যের সেবার নামে নিজ ভোগ 'সেবক' নামে কলঙ্ক আনয়ন করে। তাই সেব্য ভগবানের সেবক ভগবদ্বিগ্রহ, নিজ সেবকগণকে স্বীয় সেবাদর্শে সেবাকার্যে নিযুক্ত রাখেন।

শ্রীগুরুদেবের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ চব্বিশ পরগণার পুঁড়াগ্রামে শ্রীহরিকথা প্রচার উদ্দেশে গমন করেন। গত ৩০শে ও ৩১শে জ্যৈষ্ঠ দুই দিবস 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে স্বীয় স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভায় হিন্দু ও মুসলমান বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজী মহারাজ শাস্ত্র-যুক্তি-মূলে বিবিধ জ্ঞান-পূর্ণ উদাহরণের দ্বারা জীবের সনাতনধর্মের কথা বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় দিবসে প্রায় ৩৪ শত মুসলমান এবং তদ্ধিক সংখ্যক হিন্দু নীরব নিস্পন্দ ভাবে নিবিষ্ট মনে কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। যে দেশে জাতীয় বিদ্বেষের এত বড় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, আজ সেই দেশে হিন্দু-মুসলমান সকলে একাসনে 'সনাতন ধর্ম'কথা শুনিয়াছেন!

সনাতন ধর্ম, বদ্ধ অবস্থায় যে কালে মায়িক আবরণের দেহ ও মনকে জীব বলিয়া বিচার করেন এবং সেই মায়ার বিষম দর্শন [illegible] থাকিয়া জাতীয় দ্বেষ উঠাইয়া সমন্বয় করিবার প্রয়াস করেন, সে কালে উক্ত বিষম দর্শনই তাঁহাকে সম-দর্শন হইতে বহু দূরে সরাইয়া দেয় এবং সমন্বয়ের পরিবর্তে বিষম অসমন্বয় আনয়ন করে। আত্মদর্শন অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আত্মধর্ম সনাতনধর্ম জগতে সমন্বয় স্থাপন করিতে পারিবেন না।

শ্রীগুরুদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্মই সেই আত্মধর্ম। সুতরাং চৈতন্যচরণ-চারণগণের আশ্রয় ব্যতীত কভু জগতে বৈষ্ণবধর্মাভিমানে কখনও কেহ আত্মানু-ভূতির অনুসন্ধান পাইবেন না।

গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু মহাশয়ের ভবনে স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথায়ও বহু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান একত্রিত হইয়া ভাগবত-কথা শ্রবণ করিয়াছেন। নিরপেক্ষ জাতীয় স্বার্থ-বিহীন বক্তা মুক্ত সার্বকালিক সার্বজনীন শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণে সকলেই নিত্য মঙ্গলের কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন পাইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ যাহাতে মধ্যে মধ্যে তথায় শ্রীহরিকথা প্রচার করিবার জন্য আগমন করেন, তজ্জন্য সকলেই বারবার অনুরোধ করিয়াছেন।

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা [illegible] ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-[illegible]। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে [illegible] লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-[illegible]—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে [illegible] রূপে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদয় হয় তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা [illegible] আনা।

প্রেম-প্রদীপ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible] গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট [illegible] উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আন্তরিক আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০, অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা এতদিন ভ্রম অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচি প্রভৃতি সহ প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৩২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাঙ্কেতিক-কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈকুণ্ঠ-সম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৩২ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বর্ণ-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪ সংস্করণ) ৫

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।

৫। ভজনরহস্য [illegible]

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১

ঐ ঐ আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ) বাঁধা ২, আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২, আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মূল [illegible] ।০

৯। [illegible] (মাধ্ব) ২,

১০। [illegible] (রামানুজীয়) ।০

১১। [illegible] ২,

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০

১৫। দীপ-প্রদর্শন? ৶০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৶০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আদর্শ? ।৶০

ঐ ঐ [illegible] ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা, দর্পণ? ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা?, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও [illegible] ৫০

২৫। কল্যাণকল্পতরু ([illegible] সংস্করণ) ও [illegible] ৶০

২৬। [illegible] ৶০

২৭। সংস্কার দীপিকা ।

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩,

২৯। [illegible] ।০

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০

৩১। [illegible] ।০

৩২। [illegible] ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট [illegible] সংস্করণ) ৩,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, [illegible] যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু [illegible] পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে [illegible] করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট [illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible]।

[illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন যক্ষ্মা রোগে [illegible] এবং কলিকাতার বড় প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহোদয়গণ [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] উকিল মহাশয়ের ঔষধ [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ), যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

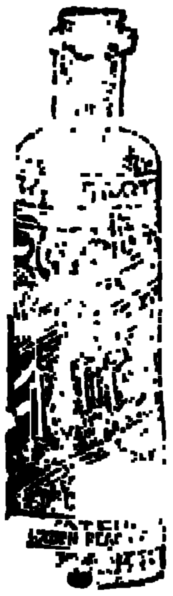

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে [illegible] নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া বাঁচিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible], স্বপ্নদোষ, [illegible] পীড়া, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে জীবন্মৃত ভাবে দিনপাত করিতেছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ঔষধ ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

[illegible] করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের [illegible], বঙ্গানুবাদ, প্রতি [illegible] কথাসার, [illegible], স্থানসূচী, পাত্রসূচী, [illegible], পদ্যসংখ্যা প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] আকারে টিটাগড়ের [illegible] কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

[illegible] প্রয়োজনীয়

[illegible] ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

[illegible] ঘরে ঘরে বিরাজিত [illegible]

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীমায়াপুর পোঃ, নদীয়া

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যন্ত পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের জ্বালা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

২। "[illegible]"—ইহা [illegible] সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা [illegible] শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন ও হইতেছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—— অন্যান্য আবিষ্কৃত ——

[illegible] কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান : [illegible], ২১৪নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

[illegible]

২৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।

[illegible] পরিচয় [illegible]

উৎকৃষ্ট (ইঃ) [illegible] বাঁধা ১৷৹ [illegible] ২৲ দুই টাকা মাত্র।

[illegible] প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর [illegible] হইতে ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রথম নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২১।৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব বাঙ্গালায় সকলে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে নিজস্ব কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী বঙ্গ ভাষা অক্ষরে পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাঙ্গলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৮০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, মাধবাধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমুরকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ রহমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ—বসু পাড়া রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
কোচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামচরণ রায়—১৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়াকস্ দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ রত্ন—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরজামোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার বেতাচাপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, বাগবাজার
১০। শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিপ্রভাকর বাগবাজার।
১১। শ্রীপাদ মনোহর দাসাধিকারী ঐ

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালৈন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার দমন হয়। "ফলেন পরিচীয়তে"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হবেন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর না

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা তিলের তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, কেয়া, চন্দন, কমল, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ সদ্গন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা বস্তুতেই সমভাবে ইহার অনুলোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত ভাব, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অর্শ, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আঙ্কপানী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল কাকাতীত শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

-টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা- "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [৯৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই আষাঢ় ১৩৩৭ শুক্রবার ২৭শে জুন ১৯৩০

দ্বিতীয় খণ্ড সাইমনরিপোর্ট

ভোটদাতার নির্দ্ধারণ

দ্বৈতশাসন উচ্ছেদ

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট

প্রকাশিত স্বায়ত্ত শাসন

ভারত-রক্ষা

বাউণ্ডারী কমিসন

রাজস্ব-বিভাগ

কারাদণ্ড

অন্তর্বিপ্লব

সাইমন রিপোর্ট

(অন্য খণ্ড)

প্রথম ভাগ

রিপোর্টের অন্য খণ্ডে কমিশনারগণ লিখিয়াছেন যে, গত কয়েক মাস ভারতবর্ষে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ আমরা করি নাই। আমাদের মূল-সিদ্ধান্তগুলি এই সব ঘটনার পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পরে আমরা এক লাইনও পরিবর্ত্তন করি নাই। আমরা যে শাসন-পদ্ধতির প্রস্তাবনা করিয়াছি, তাহার অংশ-বিশেষ সমগ্রটী হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে চলিবে না।

দ্বৈত-শাসন উচ্ছেদ

এই খণ্ডে প্রথমভাগ ১০টী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মূলনীতির নিবৃত্তির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বায়ত্ত শাসন-সম্বলিত বিভিন্ন প্রদেশগুলি লইয়া সমগ্র ভারতীয় একটী রাজ্য-সমবায় গঠনের চেষ্টা। বড়লাট সাহেব সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে সৈন্যবিভাগ এবং ভারতীয় করদ রাজ্যগুলির অভিভাবকত্ব করিবেন।

প্রত্যেক প্রদেশগুলি প্রাদেশিক লাটের অধীনে থাকিয়া সরকারি সমস্ত বিভাগগুলির উপরে মন্ত্রিগণ থাকিবেন। মন্ত্রিগণ ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যগণের ভোটে নির্ব্বাচিত হইতেও পারেন অথবা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের রক্ষা এবং দেশের শান্তি রক্ষা কল্পে প্রাদেশিক লাটগণ তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া মন্ত্রী মনোনীত বা নিয়োগ করিতেও পারিবেন।

ভোটদাতার নির্দ্ধারণ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদেশগুলির সীমা নির্দ্দেশের জন্য আবার আর একটী

"বাউণ্ডারি কমিশন" বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ভোটদাতাগণের বর্ত্তমান সংখ্যার তিন গুণ করিবার জন্য ও পুনরায় আর একটী "ফ্রানচাইজ কমিশন" বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। বর্ত্তমানে যেরূপ মুসলমান অমুসলমানগণের পৃথক্ পৃথক্ ভোটের নিয়ম আছে উহাই থাকিবে।

ভোটদাতাগণের সংখ্যাও যখন বাড়িবে তখন কাউন্সিলের সভ্য-সংখ্যাও বাড়িবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সীমান্ত-প্রদেশে ব্যবস্থা-পরিষদের প্রস্তাব এবং শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় চিফ কমিশনারের হাতে থাকিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যে সমস্ত স্থান বিশেষ রকমের অনগ্রসর বলিয়া গণ্য, সেগুলি বড়লাটের অধীন থাকিবে।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট

চতুর্থ অধ্যায়ে বড়লাটের অধীন উপরিস্থ ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে ২৮০জন সভ্যের একটী সমবায় পরিষদ গঠনের প্রস্তাব আছে। ঐ পরিষদের সভ্যগণ প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যগণ দ্বারা নিয়মিতভাবে সমস্ত প্রদেশ হইতেই নির্ব্বাচিত হইবেন। কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটের সভ্যগণও ঐ ভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন। ভারতীয় শাসন [illegible] (এক্‌জি-কিউটিভ্) শাসন-পরিষদ [illegible] এবং কাউন্সিল [illegible] বড়লাটের অনুগত থাকিবে।

ভারত রক্ষা

পঞ্চম অধ্যায়ে ভারত-রক্ষার বিষয়ে প্রস্তাব হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ এবং বিলাতের মধ্যে একটি চুক্তি থাকিবে এবং ভারত-রক্ষার সৈন্যগণ বড়লাটের অধীনে থাকিবে এবং সমস্ত বিলাতের গভর্ণমেণ্টকে সরাসরি নিজেই টাকা দেওয়া হইবে। ভারত সেনাপতি বড়লাটের অধীনে থাকিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ করিয়া দিবার [illegible] হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে ভারতীয় [illegible] সহিত সমস্ত [illegible] প্রস্তাব [illegible], বৃটিশভারত এবং করদ-রাজ্যগুলির মধ্যে সাধারণ [illegible] একটী [illegible]।

রাজস্ব বিভাগ

অষ্টম অধ্যায়ে প্রস্তাব হইয়াছে যে, [illegible] গভর্ণমেণ্ট লোকসংখ্যার [illegible] ভারতীয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে পুনঃ [illegible] করিয়া [illegible]।

নবম অধ্যায়ে [illegible] ভারতীয় পুলিশ [illegible]।

দশম অধ্যায়ে [illegible] প্রধান [illegible]।

[illegible] গভর্ণমেণ্টের [illegible] থাকিবে, [illegible] এবং বর্ত্তমানে [illegible] তাহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট

উপরে অন্যান্য মতবাদগুলি সন্নিবেশিত আছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অত্যধিকভাবে বর্দ্ধিত হওয়াতে যত দিন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরীক্ষা শেষ হইবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত না হয়। শাসন-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যাহাতে বদলাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাসন-পদ্ধতির কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আইন নির্দ্দেশ দেওয়া অনিষ্টকর। কারণ তাহাতে আইনঘটিত গোলযোগের কারণ হয় এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে সম্ভাবনার একটা সন্দেহ থাকে। এই কারণে বিশেষ মণ্টেগুচেমস্ফোর্ড পদ্ধতি ব্যর্থ হইয়াছে। কমিশন কোন কাল নির্দ্দেশের পক্ষপাতী নহে। বিভিন্ন প্রদেশে স্বাভাবিক ভাবে শাসন পদ্ধতি যাহাতে ক্রমোন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কারণে ভবিষ্যতে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে বুঝিতে না পারিয়া আমরা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আইন করিতে অক্ষম।

করদ রাজ্য

১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্টের পার্লামেণ্টের ঘোষণা অনুযায়ী ভবিষ্যতে যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য স্বায়ত্ত জাতিগুলির সহিত সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া শাসননীতি প্রস্তাবিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে একটী সমষ্টি হইতে হইবে ভিতরে পার্থক্য যতই থাকুক না কেন। ভিতরে শান্তির জন্য প্রথমেই করদ রাজ্যগুলির সহিত একতা স্থাপন প্রয়োজনীয়। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে সার্ব্বজনীন করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক একতার জন্য কিছু কিছু বাণিজ্যকরের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশরক্ষা, যাতায়াত এবং সামাজিক বিষয়গুলি পরস্পরের মধ্যে স্থির হইয়া গেলে আইন প্রবর্ত্তিত করা যাইবে। বৃটিশ ভারতে বা করদ রাজ্যে বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ লাভ করিতে হইলে সকলের সম্মিলিত একটা সমবায়-প্রথা স্থাপন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে করদ রাজ্যগুলিকে কোন বিষয়ে বাধ্য করা যাইবে না, তবে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে তাঁহারা স্বেচ্ছায় ও সহজভাবে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। আগামী গোল টেবিলে এবিষয়টা স্থির হইলে ভাল হয়।

বিভিন্ন সমবায় শক্তি হইতে একটী কেন্দ্রীয় শক্তির উদ্ভবই স্বাভাবিক কিন্তু ভারতের পক্ষে দুরূহ ব্যবস্থা। কারণ ভারতবর্ষ স্বাতন্ত্র্য প্রথা হইতে সমবায়ের দিকে চলিয়াছে। সাড়ে চারি শত মহকুমার সহিত ২৫ কোটী অধিবাসী একই প্রথায় শাসিত হইতে পারে না। উপযুক্ত স্থান বিশেষে সকল দিক বিবেচনা করিয়া স্বতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত করিলেই ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষে স্বতন্ত্র সমবায়-প্রথা সম্ভবপর হইবে। প্রতিনিধি-মূলক শাসনের সফলতা লাভ করিতে হইলে ভোটদাতাগণের সহিত প্রতিনিধিগণের একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়া দরকার।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন

প্রধানতঃ তিনটী কারণে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রয়োজনীয়। (১) দিল্লী অনেক দূরে অবস্থিত, (২) প্রাদেশিক কৌন্সিলে পূর্ণ অধিকার সকলেই দাবী করিতেছেন এবং (৩) কোন কোন অসন্তোষ দল স্ব স্ব স্থানে অধিক পরিমাণে আছেন তাঁহারা সেই সব স্থানে অধিকারের সুবিধা দাবী করিতেছেন। অতএব প্রাদেশিক স্বাধীনতা প্রদান করিলে ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সংহতি শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হইবে। এখন সমস্ত প্রদেশের সীমার পুনর্নির্দ্ধারণ হওয়া আবশ্যক এবং ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে।

করদরাজ্যগুলিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আস্তে আস্তে করদরাজ্যের সহিত গণতন্ত্র শাসন মূলক প্রদেশগুলির একতা না হইলে ভারতের সমষ্টির স্বাধীনতা আসিবে না। প্রতি অংশ ঠিক হইলে সমষ্টির স্বাধীনতা আপনি আসে। আমরা জানি উৎকৃষ্ট শাসনপদ্ধতি স্বায়ত্তশাসনের অভাব পূরণ করিতে পারে না কিন্তু তাই বলিয়া শাসনের সারবত্তা অস্বীকার করাও ঠিক নহে। বহিঃ শত্রুর হাত হইতে রক্ষার জন্য খুব সুবন্দোবস্ত প্রয়োজন। নতুবা ভিতরের অংশগুলির স্বাধীনতা গড়িয়া তুলিবার পক্ষে প্রবল অন্তরায় হইবে।

অন্তর্বিপ্লব

ভারতের ন্যায় এত ঘন ঘন অন্তর্বিপ্লব আর কোথাও হয় না এজন্য এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট শাসন একান্ত প্রয়োজন। এ কারণ প্রাদেশিক লাটের হাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষমতা সংরক্ষিত হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় ভাগ

সাইমন রিপোর্টের অন্তাংশের দ্বিতীয় ভাগ বা শেষ অংশে প্রাদেশিক লাট এবং প্রদেশ-বিভাগাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং শাসন-পদ্ধতিগুলির প্রস্তাব প্রদত্ত হইয়াছে।

বাউণ্ডারী কমিশন

সিন্ধুদেশ এবং উড়িষ্যা প্রদেশ পৃথক্ প্রদেশ বলিয়া গণ্য করা হউক। নূতন শাসন পদ্ধতি প্রচলনের পূর্ব্বেই একটী "বাউণ্ডারী কমিশন" বসাইয়া সমস্ত প্রদেশগুলির বিভাগ ও সীমানির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক প্রদেশেই একটা পরিবর্ত্তন চাহিতেছে। কিন্তু দুটী প্রদেশের দাবীর মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই।

দ্বৈত শাসন

শাসন পদ্ধতির উন্নতির পথে লক্ষ প্রদান করিয়া আমাদের সাহায্যে স্বাভাবিক ভাবে শাসিকটা উন্নত করা অপেক্ষা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলির ধীরে ধীরে উন্নত হইয়া একটী এমন যোগ হওয়া প্রয়োজন যেখানে সকল অংশগুলিই (ফিট্ করে) ঠিকভাবে লাগিতে পারে।

শাসন কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা দ্বৈত শাসন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় অনেকে বুঝিয়াছে; কিন্তু দ্বৈত শাসন উন্নতির পথের অত্যন্ত পরিপন্থী। অতএব ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যগণের প্রতিই সমস্ত বিভাগের শাসন কার্য্যের সমস্ত ভারই অর্পিত হইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে শাসন পরিষদের সভ্যগণ লাট সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। প্রদেশ বিশেষে কোথায় সমস্ত গুলি অথবা কতকগুলি বিভাগ নির্ব্বাচিত মন্ত্রীগণের হাতে থাকিবে অথবা লাট সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত বাহিরের কোন লোকের হাতে দেওয়া হইবে সে সমস্তই লাট সাহেবের বিবেচনাধীন থাকিবে।

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রকম বিদোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“অপুৎসকাশাদি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি যে যে কারণে হয় তাহা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

“রূপবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা পিপি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য টেবলেটে উপযুক্ত মাত্রায় কাইনন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেকসনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং প্লীহা হইতে বাকী ইন্‌জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৵ ডাক

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী
২৪।১ হরলাল লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—— ৪০ঃ ——

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

(ক) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভাবাবেশ

(খ) অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর বিভিন্ন কামনা-সহ জগন্নাথ-দর্শন, কিন্তু ভক্তের দর্শন চেষ্টায় নিজসুখ-কামনার লেশমাত্র নাই

(গ) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নীলাচল হইতে সুন্দরাচল যাত্রাই আশ্রয়ভাব-বিভাবিত মহাপ্রভুর কুরুক্ষেত্র হইতে কৃষ্ণকে লইয়া বৃন্দাবন-যাত্রা-লীলা

(ঘ) গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-রহস্য

(ঙ) সদ্গুরু-পাদাশ্রয় ব্যতীত বিপ্রলম্ভ ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-লীলার তাৎপর্য্য-বোধে অসামর্থ্য

(২)

গুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাসই ভগবৎপ্রসাদ লাভের উপায়

(৩)

জীবের কৃষ্ণবৈমুখ্যজন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি লাভ, তাহা তাঁহার ব্যাধি স্বরূপ

(৪)

অনবসরে আলালনাথ যাত্রা

(৫)

পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদ

রথযাত্রা

আগামী ১৩ই আষাঢ় শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। ভারতের বহু-স্থানের বহু-সম্প্রদায়ের বহু-লোক আসিয়াছেন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে, শ্রীপুরুষোত্তমধাম আজ লোকে লোকারণ্য। কর্ম্মী চাহিতেছেন স্বর্গভোগ, জ্ঞানী চাহিতেছেন নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান বা ব্রহ্মসাযুজ্য, যোগী চাহিতেছেন পরমাত্মসাযুজ্য বা কৈবল্য মুক্তি, অন্যাভিলাষী চাহিতেছেন কেবল বিষয়সঙ্গ, আবার কেহবা বলিতেছেন—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" 'সুতরাং আমরা পুনর্জন্ম চাই না' ইত্যাদি এক একজন এক একটী কামনা লইয়া আজ শ্রীজগন্নাথের দর্শন-প্রার্থী, কিন্তু ভক্ত কৈ? তাঁহাদের জগন্নাথ দর্শন-জন্য আনন্দের তারতম্য বিচারে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-কামনায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শন জন্য আনন্দ যে তাঁহাদের তাহাতেও নাই; কেবল জগন্নাথের সুখবিধানের জন্য জগন্নাথ দর্শন ব্যতীত বৈষ্ণবগণের স্থান কোথায়?

কোথায় সেই জগন্নাথ-দর্শন-জন্য নিষ্কপট উৎকট আর্ত্তি যাহা শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার পার্ষদগণ একদিন প্রকট করিয়াছিলেন। প্রত্যহ রথযাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া গৌরদর্শন-সমুৎসুক গৌড়-মণ্ডল গৌড়দেশবাসিগণ তাঁহাদের প্রাণপ্রভু গৌরদর্শন-মানসে কত না বিঘ্ন-সঙ্কুল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কিরূপ বিপ্রলম্ভ-আবেশে 'হা গৌরসুন্দর' 'হা গৌরসুন্দর' করিতে করিতে গৌরপাদপদ্মে উপস্থিত হইতেন, গৌরসুন্দরও বা তাঁহার বহু দিনের বিরহসন্তপ্ত প্রিয়জনগণকে আলিঙ্গন করিয়া কতই না সুখ পাইতেন। আর কোথায় সে অবস্থা! কোথায় বা সে সময়ে পবিত্র শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর কুরুক্ষেত্রলীলার পুনঃপ্রকটন করিয়া তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে 'সেই ত পরাণ-নাথ পাইনু, যাঁহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু' বলিতে বলিতে অভিন্ন-কুরুক্ষেত্র শ্রীনীলাচল হইতে অভিন্ন বৃন্দাবন শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ততা! কোথায়ই বা সে রথযাত্রার পূর্ব্বদিবসে আর্ত্তিপূর্ণ বিপ্রলম্ভ-ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর সপার্ষদে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জন-লীলা! হায়! আজ সে নীরব পুরী!

মহাপ্রভু বলিলেন—ভক্তিভাবরূপ আমাদের হৃদয়-বৃন্দাবনের সিংহাসনে কৃষ্ণ বসিবেন, সুতরাং তাহা হইতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি প্রভৃতি রূপ ধূলি কঙ্কর বেশ ভাল করিয়া অপসারিত না করিতে পারিলে কৃষ্ণের বসিবার উপযুক্ত আসন রচনা হইবে না। মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ দেখাইলেন, ভক্তগণও 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর সহিত মহামহোৎসবে মাতোয়ারা হইয়া মন্দির-মার্জ্জন-লীলা সম্পাদন-পূর্ব্বক ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানান্তে গৃহে ফিরিলেন। ইহার পরদিন মহাপ্রভুর জগন্নাথদেবকে লইয়া বৃন্দাবন যাইবার উদ্যোগ।

আহা! গৌরপার্ষদগণের কি আনন্দ! সে আনন্দের তুলনা নাই! মহাপ্রভু আগে চলিলে জগন্নাথ স্থির হইতেছেন, আবার জগন্নাথ চলিলে মহাপ্রভু জগন্নাথের শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন, উভয়ের মধ্যে কি অপূর্ব্ব ভাবাবেশ! তাই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

গৌর যদি আগে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে।
শ্যাম যদি আগে চলে, গৌর রহ স্থিরে।

শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত গৌরসুন্দরের নিকট আজ জগন্নাথদেবের কপট ঐশ্বর্য্য ভাব লুক্কায়িত। শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু বলিতেছেন, যদিও সেই তুমি ও সেই আমিই আছি, তথাপি বৃন্দাবিপিনে গিয়া তোমার পাদপদ্ম উদয় না করাইলে, সেই যমুনা-সৈকত না হইলে এবং তথায় তুমি গোপালবেশী নবকিশোর নটবর বংশীবাদনপর না হইলে আমরা নিঃসঙ্কোচে তোমার সহিত মিলিতে পারিতেছি না, অতএব তুমি এসকল হস্তী অশ্ব, রথ, রাজবেশ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-ভাব ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চল।"

মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দ অদ্বৈত ও স্বরূপ-রামানন্দাদি পার্ষদগণ সকলেই মহাপ্রভুর অন্তর-বেত্তা, তাই তাঁহারাও মহাপ্রভুর আনুগত্যে তাঁহার ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমাবেশে কখনও পলকহীন নেত্রে জগন্নাথের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন, কখনও উচ্চ হাস্য, কখনও রোদন, কখনও উচ্চ কীর্ত্তন, কখনও বা উদ্দণ্ড-নৃত্যাদি প্রেমচেষ্টা প্রকাশ করিতে করিতে মহাপ্রভুর আনুগত্যে নীলাচল হইতে সুন্দরাচল চলিয়াছেন। সগণ মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিবার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত বহু ভাগ্যবান্ দর্শক মুহুর্মুহুঃ 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি করিতেছেন। সে আনন্দের আর অবধি নাই। আজ সগোষ্ঠী শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর আনুগত্যে সেই লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। আর বহু ভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহার অনুগমনে আজ সত্য সত্যই জগন্নাথ দর্শন-জন্য আনন্দাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

প্রভুপাদ শিক্ষা দিতেছেন—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-ভাবে জগন্নাথ-দর্শনের বিমল আনন্দ নাই, আনন্দ আছে একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-ভাবে বা বিপ্রলম্ভ ভাবে। "কৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন করুন বা আত্মসাৎ করুন অথবা অদর্শন-জন্য মর্ম্মাহত করুন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন, তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহেন। তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাকে অনুমোদন আমার একমাত্র ধর্ম্ম, তাঁহার সুখই আমার একমাত্র বাঞ্ছনীয়"—ইহাই শুদ্ধ বিপ্রলম্ভ। যে ভাগ্যবান্ সগণ মহাপ্রভুর আনুগত্যে এরূপ বিপ্রলম্ভ-ভাবাবেশে অবস্থান করেন, তিনিই নিত্যসুন্দর কৃষ্ণকে গোপীপ্রেমাকৃষ্ট হইয়া নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমনপর দর্শন করিয়াছেন। অন্যথা জগন্নাথদেবকে আমাদের প্রাকৃত ভোগ্য বা মোক্ষোন্মুখ ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয়ীভূত করিলে তাঁহার দর্শনে আমাদের কিছুমাত্র আনন্দ উপলব্ধ হইবে না।

মহাপ্রভুর নিজজন সদ্গুরুপাদাশ্রয় করিয়া তাঁহারই একান্ত আনুগত্য-ফলে জগন্নাথদর্শন সফল হয়। তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী, মানদ গুণবিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনপর জনই জগন্নাথের যথার্থ স্বরূপ-দর্শনের আনন্দ লাভ করিতে পারেন। নতুবা তাঁহার নিকট হইতে ভুক্তি মুক্তি বা আপাত ফল-লাভ করাইয়াই গৃহে ফিরিতে হয়।

যাঁহারা নূতন নূতন দেশ-দর্শন-ভাব-বিশিষ্ট হইয়া প্রাকৃত দেহ মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে তৎপর, অর্চ্চ্য শ্রীবিগ্রহে শিলাদি বুদ্ধি-সম্পন্ন, শ্রীনামে প্রাকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট, শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্তগণের কার্য্যকলাপে হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্য-বিশিষ্ট, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী, সাধুনিন্দা, ভক্তনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা প্রভৃতি দশ নামাপরাধী, তাঁহারা কখনও শ্রীজগন্নাথ দর্শনের আনন্দ লাভ করিতে পারেন না।

জগন্নাথের সেবা পূজা সুষ্ঠুরূপে হয় না বলিয়াই জগজ্জীবের ভাগ্যদোষে শান্তি হয় না, যাহার জন্য সংসারী জীবকে নানা প্রকারে নিষ্পীড়িত হইতে হয়।

হইতে হয়। জগন্নাথের অহৈতুকী কৃপাই আমাদিগের সর্বমঙ্গল-বিধানে একমাত্র সমর্থ, সুতরাং তুচ্ছ ভোগ বা ত্যাগ-ফলের জন্য লালায়িত না হইয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় হউক। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে শুদ্ধভক্ত-পথায় ভজন করিতে করিতে জগন্নাথে আমাদের মমতা যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, ততই আমরা জগন্নাথ-দর্শন-জন্য নিত্যানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠা-মদের মোহে পড়িয়া অনন্ত দুঃখ-সমুদ্রে ভাসমান হইতে যাইব না।

শুদ্ধবৈষ্ণবে বিশ্বাসই ভগবৎপ্রসাদলাভের উপায়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যথা,—

"সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁ'র উপর মহাকৃপা কৈলা॥
সর্বজ্ঞশিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥"

—এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শুদ্ধ বৈষ্ণবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে ভগবৎপ্রসাদ লাভ করা যায় না। অতএব দুর্লভ ভগবৎপ্রসাদ-লাভেচ্ছু সজ্জনগণের উচিৎ অতি যত্ন সহকারে শুদ্ধবৈষ্ণবে অটল বিশ্বাস স্থাপন করা।

২। বর্ত্তমান কালে অনেক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের বেশ ধারণ পূর্ব্বক সরলমতি ব্যক্তিদিগকে অজ্ঞাতসারে অসৎপথে ধাবিত করাইতেছে। এই শ্রেণীর কপট বৈষ্ণবদিগের সঙ্গকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে অচিরে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ভগবান শ্রীরাম বনবাসে সাধু-বেশধারী রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ-রূপ লীলার অভিনয় দেখাইয়া জগদ্বাসীকে কপট-বৈষ্ণবের সঙ্গ পরিহারের আবশ্যকতা বুঝিবার সুযোগ দিয়াছেন।

৩। কপট বৈষ্ণব-সঙ্গীর হৃদয়ে শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি প্রায়ই উদয় হয় না। যদি কোন উদ্দেশ্যবশতঃ পূর্ব্ব কপট বৈষ্ণব-সঙ্গকে বজায় রাখিয়া কেহ শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ করেন, তাহা হইলে দুই নৌকায় পদস্থাপনের ন্যায় তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখে দুর্লভ বৈকুণ্ঠ বাণীর মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ হইয়া সেই বৈষ্ণবকে বৈকুণ্ঠ দূত বলিয়া বুঝিতে ও তাঁহাতে নিশ্চলা বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন না এবং অপরাধ '[illegible]' অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বেগে পূর্ব্ব-পরিচিত কপট বৈষ্ণব গুরুর সঙ্গ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতে থাকিবেন।

৪। সাধারণ জীবের চিত্ত ভোগ বা ত্যাগ-জনিত আপাত-মনোরম সুখের আশায় সদা লালায়িত থাকে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ সর্বসিদ্ধান্তবাণীরূপ শরমুখী দ্বারা ভোগ বা ত্যাগাশা-বিশিষ্ট জীবের চিত্তস্থ অভদ্র-রাশিকে দূরীভূত করিবার কালে যাঁহারা সরলপ্রকৃতি-বিশিষ্ট তাঁহারা শরমুখীর আঘাত সহ্য করিয়া ভগবদ্ভক্ত ও ধন্য হন এবং যাঁহারা কপটতা-দোষ-দুষ্ট, তাঁহারা শরমুখীর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হন ও পুনরায় কপট বৈষ্ণবের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিন্দা ও নিন্দাচরণ করিতে করিতে মহা-রৌরবাভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হন।

৫। যদি কোন সুকৃতি-ফলে কাহারও শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে, তাঁহার উচিৎ নিজকে পরীক্ষা করা ও কাপট্য থাকিলে উহাকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া। কপটতার লেশমাত্র থাকিলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

উপাধিই ব্যাধি

(শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

নিত্যবদ্ধ জীবের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, আমি অনাদি কাল হইতে বদ্ধ কেন? অমৃতের সন্তান আমি কেন আজ এই গরলাবর্ত্তে নিপতিত? কেন আমি কর্ম্মফলরূপ স্বধর্ম্ম-বিচ্যুত ও মায়াভিনিবেশজনিত ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জ্জরিত? আমার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে স্বরূপ-বিস্মৃতিই এই বন্ধনের কারণ। ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ব্যতীত চিৎকণের জড়বন্ধ স্বীকারের অন্য কোন কারণ বা সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক আমি যে বদ্ধ—ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জ্জরিত, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপসমূহ আমার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজ আমি বা নিযুক্ত।

আমি জড় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চিদ্-বস্তু বিভু চিৎ ভগবানের নিত্য সেবক। আজ ভগবদ্বৈমুখ্যের ফলে মায়ার কবলে কবলিত। মায়া আমার চিৎ স্বরূপের উপর একটী সূক্ষ্ম আবরণ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। মায়িক মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারই সেই সূক্ষ্ম আবরণ। এই সূক্ষ্মাবরণ-প্রসূত আমিত্বরূপ অহঙ্কার আমার প্রথম জড়োপাধি। কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি এই উপাধি-কাণ্ডের শাখা প্রশাখা স্বরূপ। পাপপুণ্যাত্মক সুখদুঃখময় ভোগমূলক বাসনা-সমূহ তাহার পত্র ও পুষ্পনিচয়, আর আধ্যাত্মিক ব্যাধি-জনিত সন্তাপই এই উপাধির ফল।

আধ্যাত্মিক ব্যাধি মানব-জীবনে আবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপদ্বয়ের ভোগ-ক্ষেত্রের অভাব থাকিয়া যায়। তাই মায়া সপ্তধাতু-বিনির্ম্মিত জন্ম-স্থিতিভঙ্গুর স্থূল দেহ রূপ আবরণ-স্বরূপ দ্বিতীয় উপাধিতে আমাকে বিভূষিত করিয়াছে।

এই জড়াহঙ্কারময় উপাধিদ্বয়ের মধ্যে আমার শুদ্ধ চিৎসত্তা লুপ্তপ্রায়। সূক্ষ্মদেহ রূপ প্রথম উপাধি-সম্ভূত ভোগমূলক বাসনা ও স্বরূপ-বিস্মৃতিকে মনোধর্ম্ম বলে, আর স্থূল দেহ-জাত দ্বিতীয় উপাধিযোগে দেহধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। সুতরাং এই দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একমাত্র আত্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ বিনা জড়োপাধি-সম্ভূত ব্যাধি-মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

অনবসরে আলালনাথ যাত্রা

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

পুরী ২৩।৬।৩০

গত ২৩।৬।৩০ তারিখে ডাঃ কে, ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তম হইতে তার করিয়াছেন যে, গত ২২শে জুন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীমঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ভক্ত অশ্ব পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত এক বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া পুরী ষ্টেশনে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া ঐরূপ শোভাযাত্রা-সহ শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীমঠে উপনীত হন। আলালনাথের ভক্তগণও গতকল্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ-বিধুর আলালনাথে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য পুরুষোত্তম মঠে আসিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে ত্রিদণ্ডি-স্বামিগণ মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে আলালনাথের ভক্তগণ-সহ বহু ভক্ত প্রভৃতি সমস্ত এক বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া মহাপ্রভুকে পুষ্পমালা-পতাকাদি দ্বারা অতি মনোরম রূপে সুসজ্জিত একটি চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করান এবং শ্রীপুরুষোত্তম ধাম ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির পরিক্রমা করিয়া আলালনাথ যাত্রা করেন। গৌড়ীয়-ভক্ত ও উড়িয়া ভক্তগণ সুমধুর [illegible] কীর্ত্তনের সুমধুর খোলকরতালের উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনে গগন পবন মুখরিত করিয়া যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া আলালনাথে বিজয় করিতেছিলেন, তখনকার সে দৃশ্য অতীব মনোরম হইয়াছিল। এই সমস্ত কার্য্যই ত্রিদণ্ডিস্বামী গোস্বামী শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত-ভক্তিসার প্রভু এবং আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর একান্ত উদ্যম ও যত্নে অতি সুচারুরূপে সুশৃঙ্খল-ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সত্বরই আলালনাথে মহামহোৎসব হইবে।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রভুপাদ

(পরবর্ত্তী পত্র)

পুরী ২৩।৬।৩০

গত ৬ই আষাঢ় ১৩৩৭, ২১শে জুন (১৯৩০) শনিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দশ জন ভক্ত সমভিব্যাহারে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় পুরী এক্সপ্রেসে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাত্রা করেন। প্রত্যূষে কটক ষ্টেশনে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবক-বৃন্দ এবং কটকবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বহু গৃহস্থ ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনার্থ পুষ্প মাল্যাদি উপায়ন হস্তে উপনীত হন এবং শ্রীল প্রভুপাদের বন্দনা করেন। বেলা প্রায় ৭॥০ ঘটিকার সময় ট্রেন পুরী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বিরাট জনতা ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সকলের দৃষ্টিপথ আকর্ষণ করে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উত্তর পার্শ্বে মহারাজ মহোদয় তাঁহার ভ্রাতা ও সুহৃৎ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত মোটর যান, পুরীর সিভিল সার্জ্জেন মিঃ কে, ডি, পাল মহাশয়েরও আর একটী মোটর যান এবং পুরীর রাজা বাহাদুরের দেওয়ান দুইটী সুসজ্জিত সুন্দর গাড়ী প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র দেশ-বিখ্যাত শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা কটকের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ উকিল রায় বাহাদুর জানকী নাথ বসু, বিনোদপুরের রাজকুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহাশয়, পুরীর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, এতদ্ব্যতীত কলেজের অধ্যাপকগণ, স্কুলের প্রধান অধ্যাপক ও পুরীর বহু গণ্যমান্য লোক নানাপ্রকার পুষ্প মাল্য চন্দন প্রভৃতি দ্বারা প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপনীত হন। আসিবার সময় শ্রীল প্রভুপাদের সহিত রাজকুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহাশয় বহু শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে করিতে আসেন। প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপনীত হইয়াও অবিশ্রান্তভাবে তত্র সমবেত ভক্তমহোদয়গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আগামী কল্য শ্রীমন্দির পরিক্রমা হইবে ও তৎপরে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুকে লইয়া আলালনাথ যাত্রা করিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই

স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

প্রাক্তন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রঙ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণিঃ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞতাবশতঃ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয় অভিধানগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈকুণ্ঠের সেবা-সম্পর্কিত শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭০ ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, [বঙ্গানুবাদ] প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ০

৫। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲

" " আবাঁধা ৷০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মাত্র-শ্লোক ৷০

৯। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ([illegible]) ২৲

১০। [illegible] ([illegible]) ৷০

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০

১৫। দ্বীপ-নির্ণয় ৷০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷০

ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০

১৯। ভক্তিভবন [illegible]

(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য। প্রমাণখণ্ড ৵০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০

২৩। শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, [illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও [illegible] ৫০

২৫। কল্যাণকল্পতরু ([illegible]) ও [illegible] ৷০

২৬। [illegible] ৷০

২৭। [illegible] ০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। [illegible] ৷০

৩০। শ্রী[illegible] ৷০

৩১। [illegible] ৷০

৩২। [illegible] ৷০

৩৩। [illegible] (বিয়াই, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

হইবে। বহু ... মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীগণকে ... চিকিৎসা করা হয়) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকিট ... অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ...

... নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

... শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা ... এম. এ. কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ... কঠিন ... হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ ... ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ... ঔষধ ... সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, ...

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ... পাকস্থলীর পীড়া, ... এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, ... শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মজিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

... পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত ... অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ... কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

---

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

পর্ব্বব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. এফ. সি. এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। ... নামক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ... সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত ... রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কার—

ঔষধ সম্বন্ধে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ আজ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ ... হইতে ডাঃ ... কুঞ্জবিহারী ... এম, এ, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশমস্কন্ধ। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সত্বরই আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাকবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ রসা রোড, কলিকাতা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ এর রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, জলপাইগুড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জোয়ার্দ্দার—কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার বেতাচাপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীগজানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস্, এম্, ধানবাদ
১০। শ্রীপাদ যতীন্দ্র কর্ম্মাধিকারী, ঐ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক বড়ীতেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। 'কলের পরিচালক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন ফলকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের ঔষধ খেয়ে পয়সাগুলি নষ্ট করিয়া পড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও ভাল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈদ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে বুগন্ধাদি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় হয় বস্তুতেই সবভাব ভাবে অনুলোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সুগন্ধসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় সাতুর বর্ণিত রক্ত, কঠিন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অজীর্ণ, বাধক, বর্ষবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী যথার্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ শক্তিশালী হিতকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় বড় অক্ষরে আসল 'যুগল মূর্ত্তি' মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। আমরা প্রতিযোগিতা নিমিত্ত বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "প্রকাশ" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড]. সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১০০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই আষাঢ় ১৩৩৭ শনিবার ২৮শে জুন ১৯৩০

দ্বিতীয় খণ্ড সাইমন রিপোর্ট

মন্ত্রিমণ্ডল ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ; পুলিশ ; ব্যবস্থাপরিষদ ; সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ; নিয়ম পরিবর্ত্তন ; ভোটদাতা ; কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সৈন্য ; ব্রহ্মদেশ ;

সাইমন রিপোর্ট

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯৯ সংখ্যার পর)

মন্ত্রিমণ্ডল

মন্ত্রীদের 'বেতন ব্যবস্থা'-পরিষদের ভোটে উঠান বা বন্ধ করা যাইবে না এবং মন্ত্রীদের কার্য্যের প্রতি নিন্দার প্রস্তাব করিতে হইলে 'মন্ত্রিমণ্ডলের সকলেরই বিরুদ্ধে একত্রে ঐ প্রস্তাব করিতে হইবে। অল্প সংখ্যক দলগুলির মধ্য হইতে কয়েকজন নিম্ন মন্ত্রী বা "পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী" করা উচিত কি না বিবেচনা সাপেক্ষ। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে মন্ত্রী মণ্ডলের সম্মিলিত বৈঠকে বিবেচনা দ্বারা কার্য্য-পদ্ধতি স্থির হইবে ; অন্যান্য বিষয়ের মন্ত্রীগণ স্ব স্ব বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। (১) দেশে শান্তি রক্ষার জন্য (২) বিভিন্ন জাতির বা বিভিন্ন ধর্ম্মীগণের মধ্যে বিবাদে; (৩) রাজস্ব বিষয়ের সাবধানতা অবলম্বনে এবং বিশেষ বিশেষ আইন সম্বন্ধে প্রাদেশিক লাটসাহেব তাঁহার মন্ত্রীদের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াও প্রয়োজন মত বিশেষ বিশেষ আইন প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন (১) খরচ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব থাকিলে, (২) উপনিবেশ ভারত গবর্ণমেণ্টের অথবা বিলাতের ভারত সচিবের কোন হুকুম তামিল করা, এবং (৩) সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য প্রদেশগুলির প্রতি লাটসাহেবের উপর কোন কর্ত্তব্য প্রতিপালন বিষয়ে প্রাদেশিক লাটসাহেব মন্ত্রিগণের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াও যেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন।

মন্ত্রীমণ্ডলের সভায় লাটসাহেব সভাপতিত্ব করিবেন এবং প্রয়োজন মত তাঁহার অনুপস্থিতিতেও কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যবস্থা থাকিবে। মন্ত্রিসভার একজন সিভিলিয়ান সেক্রেটারী থাকিবেন, তিনি প্রয়োজন মত লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। অধিক সংখ্যক ভোটে ব্যবস্থা পরিষদ কোন বিষয় পাশ করিলেও লাটসাহেব প্রয়োজনানুরূপ তাহা রদ বা পরিবর্ত্তনাদি করিতে পারিবেন। এই শাসন পদ্ধতি অধিক দিন চালাইতে খুব জনবল, বিচার পরায়ণ, সাহসী ও সমর্থ লাটসাহেবের পদের উপযুক্ত অনেক লোকের দরকার হইবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়

কোন কোন প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়দিগের মধ্য হইতে মন্ত্রী গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। একজন প্রধান মন্ত্রী স্থির করিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া লাটসাহেব অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করিবেন।

পুলিশ

দ্বৈতশাসন একেবারে উচ্ছেদ করিতে হইলে পুলিশদিগকেও প্রাদেশিক মন্ত্রীগণের অধীন করিতে হইবে। অন্যান্য বিভাগ মন্ত্রীগণ চালাইতে পারিলে পুলিশ বিভাগও চালাইতে পারিবেন ; পরন্তু পুলিশ বিভাগ গবর্ণমেণ্টের হাতে রাখিলে কল খারাপই হইবে। তবে গোয়েন্দা বিভাগ বড়লাটের অধীন থাকিবে।

কোন কারণে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন অসম্ভব হইলে অথবা দেশের লোকে নূতন শাসন-পদ্ধতি চালাইতে স্বীকৃত না হইলে লাটসাহেবের প্রতি এরূপ ক্ষমতা দেওয়া থাকিবে যাহাতে তিনি নিজের ইচ্ছানুরূপ সদস্যাদি নির্ব্বাচন করিয়া শাসন কার্য্য চালাইতে পারেন। তবে পার্লামেণ্টের বিনানুমতিতে এক বৎসরের অধিককাল লাটসাহেব এরূপভাবে শাসন কার্য্য চালাইতে পারিবেন না।

ব্যবস্থা পরিষদ

প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ ৫০ বৎসরের জন্য স্থায়ী হইবে। প্রদেশগুলি আবশ্যকমত ছোট করিয়া সংখ্যার বাড়াইতে হইবে তবে মোটের উপর প্রত্যেক প্রদেশে ২০০ হইতে ২৫০ জন সদস্য থাকিলে চলিবে।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন

বর্ত্তমানে সমস্ত নির্ব্বাচন ব্যাপারে মুসলমান ও অমুসলমান বিভাগে যেরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে মুসলমানগণের ঘোর আপত্তি এবং এই কমিটি সেকেণ্ড রিপোর্ট লইয়া গণ্ডগোল হয়। কিন্তু এবিষয়ে উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া একটা মিটমাট যতদিন না হয় ততদিন বর্ত্তমান প্রচলিত উভয় সম্প্রদায়ের [illegible] নির্ব্বাচন প্রথা চলিবে। [illegible] যতদিন কমিশনের [illegible] স্থির করিয়াছেন তাহা অধিকাংশ [illegible] গণের মতে পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

পাঞ্জাবে শিখেরা বর্ত্তমানে যেরূপ সতন্ত্র ভোটাধিকারে প্রতিনিধির অধিকার পাইতেছেন তাহা অন্যায়, উহাতে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা হয়। মাদ্রাজে অব্রাহ্মণদিগের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত রাখিবার প্রয়োজন আর তবে দেখাইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত রাখা দরকার। কিন্তু অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত রাখা উচিত নয় উহাতে তাহাদের সামাজিক অবস্থা কোন দিনই ভাল হইবে না। তবে কিছু পৃথক বন্দোবস্ত বর্ত্তমানে রাখা প্রয়োজন। তবে [illegible] প্রতিনিধি হইতে পারেন [illegible] লাটসাহেব স্থির করিয়া দিবেন।

ইউরোপীয়গণের জন্য পৃথক ভোটাধিকার তাহাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। এংলোইণ্ডিয়ান বা [illegible] জন্য পৃথক প্রতিনিধি লাটসাহেব মনোনীত করিবেন। ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পৃথক ভোটাধিকার তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

মুসলমানগণ এ বিষয়ে বর্ত্তমানে ৬টী প্রদেশে তাঁহারা যেরূপ প্রভুত্ব করিতেছেন তাহা অন্যায়। [illegible] যদি তাঁহারা পৃথক [illegible] পৃথক প্রতিনিধি [illegible] তাহা হইলে [illegible] বিশেষ অধিকার দেওয়া যাইতে [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রদায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া [illegible] স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে [illegible] নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা [illegible] প্রাদেশে [illegible] করিবেন। এখন মুসলমান [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] স্বীকৃত হইয়া একবার [illegible] নির্ব্বাচন-প্রথায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন কি না।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় বাণিজ্য বাণিজ্যকারী সম্প্রদায়ের পৃথক প্রতিনিধি থাকিবে। [illegible] প্রত্যেক সম্প্রদায়ের [illegible] প্রতিনিধি পাওয়া যায় [illegible] কাউন্সিলের [illegible] দেখিয়া তাহাদের [illegible] পারিবে। তবে যেখানে [illegible] বাঙ্গলা [illegible] সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচন [illegible]।

[illegible] পৃথক প্রতিনিধি থাকিবার প্রয়োজন [illegible] নির্দ্ধারিত হইতে না পারিলে লাটসাহেব [illegible] বিবেচনা করিবেন। [illegible] পৃথক প্রতিনিধি [illegible] না হইলে লাটসাহেব [illegible] পূরণ করিবেন।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

[illegible] থাকিবে [illegible] প্রদেশের সীমা ও প্রাদেশিক [illegible] নির্বাচন প্রথার পরিবর্ত্তন অথবা (৩) পৃথক [illegible] সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি [illegible] পরিবর্ত্তন [illegible] নিজেরা [illegible] পাশ করিয়া [illegible] বর্ত্তমান নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কোন [illegible] বড়লাট ও প্রাদেশিক [illegible] বর্ত্তমানের অনুযায়ী থাকিবে। [illegible] ব্যবস্থাপরিষদের ক্ষমতা থাকিবে।

ভোটদাতা

দেশে [illegible] শাসন প্রবর্ত্তন করিতে হইলে ভোটদাতার সংখ্যা বাড়ান [illegible]। এ বিষয়ে [illegible] রিপোর্টের [illegible] প্রাপ্ত ব্যক্তি [illegible] ভোটে অধিকার প্রদানের প্রস্তাব [illegible] কথা হইলেও বর্ত্তমানে অসম্ভব। এজন্য একটী কমিটী গঠন করিয়া শতকরা [illegible] ভোটের অধিকার [illegible] প্রস্তাব তাহাদের হাতে [illegible]। ইহাতে বর্ত্তমান সংখ্যার [illegible] শতকরা প্রায় [illegible] পুনরায় ১৫ বৎসরের পরে [illegible] অধিকার বাড়ান উচিত কি না সে বিষয় [illegible] হইবে।

[illegible] অনুরূপ দৈত শাসন থাকিবে [illegible] কোনরূপ [illegible]।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট

[illegible] বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদ বা এসেম্ব্রি [illegible] (ফেডারেল এসেম্ব্রি) হইবে; [illegible] প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণের [illegible] লোক সংখ্যার অনুপাতে এই [illegible] মনোনীত বা নিযুক্ত হইবেন। তাহারা ৫ [illegible] হইবেন। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা [illegible] থাকিবে। পরে [illegible] করিলে সদস্য সংখ্যা ৩০০ হইতে [illegible]। বড়লাটের এক্সিকিউটিভ মেম্বরগণ, ১২ [illegible] বিভাগীয় প্রতিনিধি এবং ১১জন [illegible] বড়লাট সাহেব উক্ত [illegible] শতকরা নির্দ্দিষ্ট ভাবে সদস্য হইবেন — [illegible] ৫০ জন, মুসলমান ২৮ জন, ইউরোপীয় ১০ জন, [illegible] ৮ জন, শিখ ২ জন [illegible] করিবে।

বর্ত্তমানের ন্যায় কাউন্সিল অব ষ্টেট্ থাকিবে; তাহারা ৭ বৎসর কাল স্থায়ী হইবেন।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সামরিক প্রভৃতি বিষয়ের আইন পাশ করিয়া সমস্ত প্রদেশের উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন। লোক সংখ্যার হারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রয়োজন মত অর্থ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট লইবেন। প্রয়োজন মত তাঁহারা পৃথক কর ধার্য্য করিয়া আদায় করিতে পারিবেন। সদস্যগণ পরিষদে কোন প্রস্তাব নামঞ্জুর করিলে তাহা বড়লাট নাকচ করিতে পারিবেন না।

বড়লাট সাহেব তাঁহার এক্সিকিউটিভ্ বা শাসন পরিষদের সদস্য নিজেই মনোনীত করিবেন। কাহারা এক্সিকিউটিভ্ মেম্বর হইতে পারিবে তাহা পার্লামেণ্ট হইতে পাশ করিয়া লইতে হইবে। ভারতের সেনাপতি এক্সিকিউটিভ্ মেম্বর থাকিতে পারিবেন না। দেশ রক্ষার বিষয় সংবাদ পরিষদের 'লীডার' বা প্রধান ব্যক্তির উপর অর্পিত হইবে। হাইকোর্ট গুলিও বড়লাটের অধীন থাকিবে।

বর্ত্তমানে ভারতীয় এজেন্সি সংবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টের [illegible] করেন এবং বিনা সংবাদ প্রচার করেন। [illegible]। কেন্দ্র গবর্ণমেণ্টের সংবাদ প্রচারের রীতিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সৈন্য

সৈন্য দলের মধ্যে বর্ত্তমানে যেরূপ ব্রিটীশ সৈন্য বা নায়ক (অফিসার) গণ আছেন তাহা রাখিতে হইবে। এবং ভারতীয় সৈন্যদের আধিনায়কত্ব বৃটিশের হাতে থাকিবে। ক্রমে ভারতীয় সৈন্য ও অফিসার গঠনের চেষ্টা থাকিবে। এবিভাগে পার্লামেণ্টের হাতে ভার থাকিবে। নতুবা বহিঃ শত্রু প্রভৃতি অনেক বিপদ আছে। সৈন্য বিভাগে ভারতীয় অধিনায়ক নিযুক্ত করিতে হইলে তাহাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতালাভের জন্য অনেক বৎসর সময় আবশ্যক। অতএব সৈন্য বিভাগের [illegible] বিটিশ সৈন্যগণ নিরপেক্ষ থাকিবেন। শান্তি রক্ষার ভার যদিও [illegible] থাকিলেও সর্ব্বত্র শান্তিরক্ষার জন্য মূলতঃ পার্লামেণ্টই দায়ী।

ভারতের সীমান্ত প্রদেশে বহিঃ শত্রু হইতে দেশ রক্ষা করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরই দায়িত্ব থাকে। সৈন্যগণ তাহাদের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এবিষয়ে বিলাত এবং ভারতের মধ্যে একটা চুক্তি হওয়া আবশ্যক। বিলাতের প্রতিনিধি রূপে বড়লাট এ সৈন্যবিভাগের অধিপত্য করিবেন। উপযুক্ত অংশ খরচা ভারতগবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে। এত সৈন্যগণের দ্বারা আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের [illegible] আভাবিক ভাবে করাইয়া লওয়া না হয় তাহার ব্যবস্থা থাকিবে।

সৈন্যবিষয়ে একটী কমিটী থাকিবে তাহাতে কেন্দ্র [illegible] প্রতিনিধিগণও থাকিবেন।

ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মবাসিগণ ভারত হইতে পৃথক হইতে একান্ত [illegible] এবং ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে [illegible] অসুবিধাজনক এবং অনেক সময়ে ব্রহ্মদেশের স্বার্থ ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়। এমতাবস্থায় ভারতীয় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শাসন করিবেন এ প্রস্তাব ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত শাসন প্রদান নীতির প্রতিকূল। অতএব ব্রহ্মদেশের পৃথক হওয়াই ভাল। তবে ভারতীয় সৈন্যদলের [illegible] ব্রহ্মদেশে [illegible]। বাণিজ্য [illegible] বিষয়ে উভয় দেশের একটা সাময়িক চুক্তি থাকিবে।

মেসার্স
মঁদন মঞ্জরী

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে অবসাদ, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অশ্বগন্ধাদি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি যে যে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া অক্ষিণ্য করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"প্রমোদবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য শাস্ত্রাম্বলজী, কেশবজী

[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা বিখ্যাত বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কয়েকটা কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর চতাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েথেন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং দেহ হইতে বাকী ইনফেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ৵ টাকা

বাংলা কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী

২৯।১ হেদুয়ান লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০:

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১২ই আষাঢ় শনিবার - ১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

'গৌড়ীয়' ৪০ সংখ্যায় "শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও গৃহব্রত-ধর্ম" শীর্ষক একটি অতিমূল্য বিচার-প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধ-লেখকের পাদপদ্মে কোটি কোটিবার প্রণত হইয়াও তৃপ্ত হইতেছি না। প্রবন্ধটী পরমার্থ-পিপাসু মাত্রেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচ্য, বিশেষতঃ যাঁহারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের অনুমোদনীয় স্মৃত্যনুমোদিত গৃহব্রতধর্ম এবং ভাগবতানুমোদিত গার্হস্থ্য ধর্মের পার্থক্য বিচারে অসমর্থ হইয়া ভোগামক্তিকে শাস্ত্রানুমোদিত পন্থা বলিয়া চালাইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রবন্ধটী বিশেষ রূপে আলোচ্য। অচিরেই যাহাতে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য আমরা সম্পাদক মহোদয়ের চরণে আবেদন জানাইতেছি।

প্রবন্ধটী—'কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-চিন্তাস্রোত,' 'প্রকৃতভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের আনুগত্যে বিচার্য্য,' 'নৈমিত্তিক নীতি-শাস্ত্রোপদেশের অধিকারী ও তাৎপর্য্য,' 'নীতিশাস্ত্রসমূহের চরম উদ্দেশ্য ও উপদেশ,' 'অকৈতব বাস্তব সত্য-প্রচারক শ্রীমদ্ভাগবত', 'ভাগবতে গার্হস্থ্য ধর্ম,' 'বর্ণাশ্রম ধর্ম বা গৃহধর্ম নিত্য নহে,' 'শ্রীভাগবতে অপ্রাকৃত সত্য,' 'ব্যবহারিক ও পারমার্থিক শাস্ত্রের উপদেশ', 'শুদ্ধসেবা শাস্ত্রতাৎপর্য্যোপলব্ধির বাধক,' 'শ্রীমদ্ভাগবতে গৃহব্রত-ধর্মনিন্দার তাৎপর্য্য', 'আত্মচ্যুতি,' 'হরিসেবা-বিহীন যমব্রত ধর্মের মূল্য নাই,' 'হরি-ভজনানুকূল গৃহস্থাশ্রম', 'গৃহস্থাশ্রম নিত্য নহে', 'কর্ম্মক্ষয়ের ভোগেই পরমার্থ-প্রাপ্তি,' 'স্মার্ত্ত, প্রাকৃত সহজিয়া ও নিষ্কপট সাধক,' 'গৃহব্রত ও গৃহস্থ,' 'অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারই পরমার্থীর আশ্রম-নির্ণয়ের নিয়ামক,' 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি,' 'সাধক গৃহস্থের সংসারত্যাগে বা সংসারে বাস অনিবার্য্য,' 'মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষা,' 'অন্তরঙ্গ ঐকান্তিক ভজনই সকল আশ্রমের উদ্দেশ্য,' 'মাতা পিতা নিসর্গতঃই সকল জন্মে লভ্য,' 'সদ্গুরু একমাত্র সৎসঙ্গেই লভ্য,' 'সকলকে কীর্ত্তন-প্রচারক করাই প্রভুর উদ্দেশ্য,' 'সকলকে নিষ্কিঞ্চন করিবেন কাহার মহাপ্রভুর অভীষ্ট,' 'মহাপ্রভুর ভক্তগণের আচরণে গৃহস্থের ভক্তবৈষ্ণব-সন্ন্যাসের একান্ত কর্ত্তব্যতা-শিক্ষা' এবং 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষা'—এই উপশীর্ষক বিভাগে সজ্জিত করা হইয়াছে।

প্রবন্ধটী পাঠে কর্ম্মজড়-চিন্তাস্রোতে ভাসমান গৃহব্রতগণ স্ব স্ব ভোগানুকূল

(ক) গৌড়ীয়ের ৪০ সংখ্যার "শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও গৃহব্রত-ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠের আবশ্যকতা বিচার

(খ) বৈষ্ণবের বিচার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-দ্যোতক নহে

(গ) শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রোক্ষিত-কৈতব বাস্তব-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কর্ম্ম-জ্ঞান যোগ-পথারূঢ় ব্যক্তিগণের অপ্রীতি ভাজন হইলেও তাঁহারা উঁহাদের সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

(ঘ) নিরপেক্ষ নির্ম্মৎসর বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসু মাত্রেই মহাপ্রভুর অঙ্গীকৃত ভাগবত-বিচারে সন্তুষ্ট, পরন্তু মৎসরগণ সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট

(ঙ) মৎসরগণ গৃহব্রত ও গৃহস্থ এবং কর্ম্মজড়-স্মৃতি ও বৈষ্ণবস্মৃতির পার্থক্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া মহাপ্রভুর ভাগবত বিচারের উপর সঙ্কীর্ণতা আরোপণে ব্যস্ত

(চ) বিষ্ণু-সম্বন্ধে জীবমাত্রই বৈষ্ণব, বিষ্ণুসেবাই বৈষ্ণবতা, সুতরাং বৈষ্ণবতা একটী সাম্প্রদায়িক মত-বিশেষ মাত্র নহে

(ছ) যেখানে সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বিচারিত, সেখানে সঙ্কীর্ণতার স্থান কোথায়? বরং সেই উপায় স্বীকার না করাই সঙ্কীর্ণতার পরিচয়

(জ) শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রীচৈতন্যভক্তানুগত্যে বিচার করিলেই তাহার চমৎকারিতা উপলব্ধির বিষয় হইবে; কিন্তু বিচার না করিয়াই মতামত-প্রকাশ মাৎসর্য্যের পরিচায়ক

(ঝ) চৈতন্যানুগ বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে চৈতন্যের আচার বিচার গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা চৈতন্যানুগত্য স্বীকৃত হইবে না

(ঞ) বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপ্রীতির উৎকর্ষ দেখাইতে গিয়া কর্ম্মজ্ঞানাদি-পন্থার আদর না করিলেও তত্তদধিকারীর পক্ষে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া তাহাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত নহেন

(ট) ভাগবতের অননুমোদিত পন্থায় দাস্য সত্যানুসন্ধিৎসার বা সরলতার পরিচয় নহে

(ঠ) ভাগবতানুমোদিত, সুতরাং গৌরবিহিত ভজন ব্যতীত অন্য কোন ভজন ভগবৎপ্রাপক নহে

(ড) বিষয় ভোগ ও ঈশ্বরারাধনা যুগপৎ সম্ভব নহে

(ঢ) শ্রেয়ঃপন্থিগণ প্রেয়ঃ-পন্থিগণের বিচারের কখনই সমর্থক নহেন, পরন্তু পরিপন্থী

(ণ) মহাপ্রভুর আনুগত্য ব্যতীত শুদ্ধভক্তিযাজন কখনই সম্ভব নহে

(ত) নিরপেক্ষভাবে সত্যানুসন্ধিৎসা-মূলেই গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ আলোচ্য

খুঁজে না পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই, [illegible] বিচারকের [illegible] নিরপেক্ষতার [illegible] করিয়া 'সব ভাল' 'সব ভাল' [illegible] কপটতা দেখাইয়াও [illegible] না হইয়া পারিবেন না, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধ [illegible] বাস্তব সত্য কখনও অপ্রকাশিত থাকিবার নহেন। [illegible] [illegible] যাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর্ম্মজড়-স্মৃতি হইতে বৈষ্ণব-স্মৃতির বৈশিষ্ট্য [illegible] উপদেশ দেখাইয়ার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিবেন। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] থাকেন, তিনি [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] তাহার বাস্তব সত্যের কথা [illegible] 'গৌড়ীয়-[illegible]' [illegible] ধর্ম, অর্থ, কাম ও [illegible] কর্ম্ম ও জ্ঞান [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] তাঁহার [illegible] কর্ম্ম-জ্ঞান- [illegible] [illegible]

পুরুষ একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতকেই অমল প্রমাণ রূপে গ্রহণ [illegible] উপদেশ করিয়াছেন, [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারি। [illegible] [illegible] [illegible] নিকট নহে" [illegible] [illegible] প্রথমেই [illegible] [illegible] কুমারধারা করিয়া কি উহার নিত্যোপকার দাবি করিলেন? না, কখনই নহে। পক্ষ-প্রমাণ-বিচার আ- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে কোন প্রকারের বঞ্চনা করেন নাই। [illegible] জীবি হইয়া যাহারা প্রাকৃতিক [illegible] [illegible] আমাদিগকে অচৈতন্য সত্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। অসত্যের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অসত্যের সহিত [illegible] 'সমন্বয়' করাইতে গেলে [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] বা অসমন্বয়-চালে [illegible] কঠোরতা অবলম্বন না করিলে অসত্য জগতেই আমাদিগের চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিবে।

বিবেক [illegible] [illegible] গৌড়ীয়ের [illegible] [illegible] করিয়া যে বলেন যে, [illegible] [illegible] বিচারের সহিত [illegible] ও উহার পার্থক্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে সমস্ত আশ্রমের উচ্চ [illegible], বর্ণ এবং আশ্রম-বিভাগ [illegible] বিচার [illegible] আবদ্ধ থাকিয়া জীবন-যাত্রা [illegible] নহে, পরন্তু সর্বে- [illegible] [illegible] কৃষ্ণসুখানুসন্ধানই [illegible] [illegible] উদ্দেশ্য, [illegible] [illegible] কোন বিষয় [illegible] [illegible] অপ্রতীত নহে, যে পুরুষ একমাত্র স্বামী শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ-[illegible] [illegible] পুরুষ একমাত্র অধিকৃত, কৃষ্ণপ্রীতিই যে পুরুষ একমাত্র প্রয়োজন, সেই পুরুষই [illegible] [illegible] পুরুষ, তাহাকে [illegible] [illegible] যথার্থ পুরুষ, পরন্তু যে পুরুষ [illegible]-[illegible] ব্যতীত [illegible] [illegible] চেষ্টা বর্তমান, [illegible] [illegible] ও [illegible] স্বরূপ-[illegible] [illegible]-[illegible] পরি- বর্ত্তে [illegible] [illegible] [illegible]

সম্প্রদায় থাকিবে বটে, তাহা তত্ত্বজ্ঞ নহে, 'আদ্য পুরাণ' [illegible] পুরুষতী [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একমাত্র প্রয়ো- জন, [illegible] সাধু সঙ্গ সেই [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীভগবানের [illegible],—অবশ্যম্ভাবী শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে [illegible] [illegible] [illegible] জীবন প্রবর্তন করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া- ছেন।

সর্বদা শ্রীভগবানের [illegible] করিতে হইবে এবং [illegible] [illegible] একেবারেই [illegible] হইতে হইবে না, ইহাই নিখিল শাস্ত্র স্মৃতির [illegible]। যে স্মৃতি অধ- কারের জন্য বিষ্ণু-বিস্মৃতি আনয়ন করিবার পক্ষ সমর্থন করে, তাহা ফল- ভোগবাদী কর্মিগণের আদরণীয় হইতে পারে। কর্মিগণ কাম-বাসনা-দ্বারা [illegible]-জ্ঞান হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনার আশায় দেবতাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং পুনরায় কর্মের আবাহন করে। নশ্বর ব্যবহারিক সম্বন্ধে নিত্যজ্ঞানে [illegible] বা কেবল এই জগতেই সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইবার জন্য ব্যস্ত হন, অজ্ঞানের [illegible] মনগুদ্ধি করিয়া 'জ্ঞানমার্গ' সাধিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনও নিরপেক্ষ হইয়া পরতত্ত্বানুশীলনে রত হইতে পারেন না। যেহ মনোধর্মী বিভিন্ন শ্রেণীর বঞ্চিতের বিভিন্ন প্রকার যত্নে [illegible] [illegible] গিয়া যে কর্মিত্ব হইতে পারেনেই ভগবৎবিদ্বেষ করিয়া সম্ভবপর নহে।

যথাবিধি ধর্মশাস্ত্র মানবের উচ্চ অধ প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া নিবৃত্তিমার্গে আনয়নের জন্য যে সকল লৌকিক নীতির প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার সার্বজনীন, সার্বলৌকিক বা সার্বকালিক জ্ঞানে যথাসম্ভব মনে করিয়া তুষ্ট হইতে হইবে না, পরন্তু ঐ সকল নৈমিত্তিক নীতির চরম এবং পরম উদ্দেশ্য যে কৃষ্ণ-নিত্যদাস্য [illegible] [illegible] সিদ্ধান্ত, তৎপ্রতিই লক্ষ্য আবাহন করিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তরে শ্রীরায় রামানন্দ সর্বপ্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্মরূপ সাধন- সাধ্য ধর্মের উল্লেখ করিয়া কর্মার্পণ, যে স্বধর্ম-শূন্য কর্ম, পরে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও অবশেষে জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তির কথা বলিলে মহাপ্রভু সেগুলিকে বাহ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে ভক্তি- পথের আরও উচ্চ অধিকার বর্ণন করিতে বলিলে রায় ক্রমশঃ শুদ্ধভক্তির প্রথা প্রেমভক্তি, পরে দাস্যপ্রেম, পরে সখ্য- প্রেম, পরে বাৎসল্য-প্রেম এবং অবশেষে কান্তাভাবগত প্রেমকে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণন করিলেন। মহাপ্রভু সেই কান্ত- প্রেমকেই সাধ্যাবধি বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। সুতরাং কেবল 'বর্ণাশ্রম' 'বর্ণাশ্রম' বলিয়া পাগল হইয়া স্বধর্মাদির প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করিলেই ধর্ম হইবে না, আশ্রয় বর্ণাশ্রম-বিধান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া দৈববর্ণাশ্রমধর্ম স্বীকার পূর্বক অনন্যভক্ত মহাজনোপদিষ্ট ক্রম- পন্থানুসারে ক্রম-ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্যাসদেব আমাদিগকে হঠাৎ এমন কোন একটী বিধান দিয়া যান নাই, যাহা অবলম্বন করা অসম্ভব হইতে পারে। তিনি আমাদের অধি- কারানুযায়ী ক্রমোন্নতির বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগ- বতকেই একমাত্র অমল-প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া তাঁহারই নিত্য শ্রবণ, পঠন ও বিচারের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহা- প্রভু-কথিত ভাগবত-ধর্মে জীব মাত্রেই নিত্যমঙ্গল সুনিহিত থাকায় তাহা আদৌ কোন সম্প্রদায়বিশেষ মাত্র নহে, পরন্তু তাহাই একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম-মত। মহাপ্রভু- কথিত নিত্যমঙ্গল পন্থা বা প্রেমপন্থাকে যদি কেহ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বলিয়া বর্জিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার বিচার-সঙ্কীর্ণতার জন্য দুঃখিত হওয়া ব্যতীত এবং মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার সুমতির জন্য প্রার্থনা করা ব্যতীত আর কি করিতে পারি।

বিষ্ণু-মন্ত্রীয় দত্ত মাত্রেই বৈষ্ণব। যাঁহারা বিষ্ণু-মন্ত্র অঙ্গীকার করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন, তাঁহারাই 'অবৈষ্ণব' নামে অভিহিত হন। জীব মাত্রই বিষ্ণুর অংশ বিধায় সকলেই বৈষ্ণব, নিজেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা ছাড়িয়া বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণই বৈষ্ণবের নিত্য কৃত্য; সেই বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যাপারে অভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি কৈতবশূন্য হইয়া নিষ্ঠাপূর্বক শুদ্ধভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু আমাদিগকে তাহাই উপদেশ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা-বিষয়ে মহাপ্রভুর নিজজনসমীপে আলোচনা না করিয়াই যাঁহারা তথাকথিত বৈষ্ণবক্রব- গণের অবৈধ আচারবিচারাদি দর্শনে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত মত পোষণ করেন এবং মহাপ্রভুকে কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহারা কলিযুগপাবনা- বতারী শ্রীভগবানের অযাচিত করুণা হইতে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন, বলিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব অন্যের মতগুলিকে খণ্ডন করিয়া নিজেদের মতটীকে বড় করিতে চাহেন, কিন্তু নিষ্- পেক্ষভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত এবং প্রচারিত সত্যের কথা বিচার করিলে অন্যান্য মতাবলম্বিগণের তাদৃশ সন্দেহ নিশ্চয়ই দূর হইবে। তবে যদি সাধ্য-মত- বাদিগণ বেদাদি-শাস্ত্রের অকৃত্রিম তাৎপর্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং তদনুগত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিচারাপেক্ষা না রাখিয়াই স্ব স্ব মতকে বড় বলিবার জন্য শুষ্ক তর্কপন্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু শব্দপ্রমাণানুগত হইয়া নিরপেক্ষ-ভাবে সত্যানুসন্ধানমূলে সাধ্য-সাধন-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব ভাগবত-ধর্মকেই অবি- সংবাদিত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে

লোকের মন-রক্ষা, নিজের দেহ রক্ষার ও ভোগ-সুখ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মহাপ্রভুর বিচারে সত্যমত প্রকাশ করিতে গেলে তাহা অবশ্যই নানা মতের মধ্যে একটী একদেশী সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতবাদ মাত্রে পর্যবসিত হইবে; কিন্তু উহাতে সার উদারতা বা সত্যানুসন্ধিৎসা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপে সত্য বিচার করিয়াছেন, ঠিক সেই- রূপে সত্যকে বিচার করিতে হইবে অর্থাৎ আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতেরই আনুগত্য করিতে হইবে; অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী ও যে কেহ মন রাখিতে গেলে ভাগবতার্থ বোধ-গম্য হইবে না। আবার সেই গ্রন্থভাগবত ভক্তভাগবতের নিকট গিয়াই অধ্যয়ন করিতে হইবে। ব্রহ্মি- বেদ অধ্যয়নের বাহ্য বেশধারী কখনও ভাগবতার্থ অবগত নহেন। প্রকৃত ভাগবতের কাছে গিয়া ভাগবত পাঠ করিতে সংকীর্তনযজ্ঞে ভগবান্ মহাপ্রভুর আরাধনা করিতে হইবে"—এই ভাগবত- তত্ত্ব উপদেশ করিয়া আমাদিগকে যথার্থ বুদ্ধিমান্ করেন।

মহাপ্রভুর অনুগত জনগণ শ্রীমদ্ভাগবত- কথিত বাস্তব সত্যের আদর করিতে গিয়া অন্য কোন ধর্মমতকে স্বীকার না করায় তাঁহারা তৎপ্রতি কোন প্রকার ঘৃণা প্রকাশ করেন না, অথবা বাস্তব সত্যের সহিত সেই সকল ধর্মমতের ঐক্য স্থাপনেরও প্রয়াসী নহেন; পরন্তু অধিকার বিচারে অন্যান্য ধর্ম-মতের প্রয়োজনীয়তা তত্তদধিকারীর পক্ষে থাকিতে পারে, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করেন না। ঔবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার গীতাবলী গ্রন্থে গাহিয়াছেন—

"কেন আর কর দ্বেষ বিদেশি-জন-ভজনে।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানাদেশে নানাজনে॥

কেহ মুণ্ডিয়েছে ভবে,কেহ হাঁটু
গাড়ি' পূজে।
কেহ বা নয়ন মুদি' থাকে ব্রহ্ম আরাধনে॥
কেহ যোগাসনে পূজে কেহ সঙ্কীর্তনে মজে।
সকলে ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে॥
অতএব ভ্রাতৃভাবে, থাক সবে সুসদ্ভাবে।
হরিভক্তি সাধ সদা, এ জীবনে বা মরণে॥"

বৈষ্ণবগণ কাহারও ধর্মমতে আঘাত করিবার বিচার-বিশিষ্ট না হইয়া কৃষ্ণপ্রীতি-তারতম্য-বিচারে সাধ্যনির্ণয় করেন। তাঁহারা শ্রীরায় রামানন্দের বিচারানুগত্যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও বাহ্য বলিয়া জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানে আদর করেন এবং পর পর রসের উৎকর্ষ বিচারে কান্তভাব-গত প্রেমকে সাধ্যসার বিচার করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের জগতের প্রতি অত্যন্ত করুণাই প্রকাশ পায়। কৃষ্ণকে কেমন করিয়া সর্বতোভাবে সর্বেন্দ্রিয়ে ভালবাসা যাইতে পারে, এই বিষয়টি বিচার করিয়া যাঁহারা আমাদিগকে সদুপদেশ করেন, তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণ বলিতে যাওয়া কি নিতান্ত সংকীর্ণতার পরিচয় নহে? কর্ম, জ্ঞানাদি পন্থা দ্বারা কৃষ্ণের সম্যক্ প্রীতি উৎপাদন করা যায় না, শুদ্ধভক্তি-যোগ দ্বারাই কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে প্রীত হন,—ইহা বলিলে কি বৈষ্ণবের নির্মৎসরতা ব্যতীত কোন প্রকার মৎসরতার পরিচয় পাওয়া যাইবে?

মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ হইয়াও ভক্তভাবাঙ্গীকার পূর্বক বিপ্রলম্ভ-ভাবাবেশে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রদর্শন করিয়া জীবের প্রতি যে অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই তাঁহার দয়ার চমৎকারিতা উপলব্ধি হইবে, মহাপ্রভুর পাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয় হইবে, তাঁহাকে একটী মত-বিশেষের প্রচারক বলিবার কুবুদ্ধি অপগত হইবে।

অনেকে আবার 'মহাপ্রভুর অনুগত' বলিয়া পরিচয় দিয়াও মহাপ্রভুর আচার বিচার হইতে স্বতন্ত্র এক একটী মনগড়া মতবাদের আবাহন করিয়া বসেন, তাহাতে মহাপ্রভুর আনুগত্যের কি পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বলিয়াছেন—

'তোমার আমি' 'তোমার আমি' মুখে
বলিলে নাহি চলে।
'তোমার আচার', 'তোমার বিচার' লইলে
ফল ফলে॥

সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহারই অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার-কল্পে স্বয়ং ভক্ত-ভাগবতের লীলা আচরণ করিয়া ভাগবত কথা প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অনুগত জনগণও সকলেই ভাগবতকেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থ জানিয়া শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। সেই ভাগবতের আনুগত্য করিবার নামে কি আর ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিচারের আনুগত্য চলে?

যাঁহাদের ভজন শ্রীমদ্ভাগবতানুগত নহে, সুতরাং মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে, তাঁহারা কখনও শুদ্ধভক্তিবাদী হইতে পারেন না এবং তাহা না হইয়া 'নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের অনুশীলন করিতেছি,' ইহা বলিতে পারেন না। ভাগবতোক্ত ভক্তি-সিদ্ধান্ত ব্যতীত যে কোন মনগড়া মতবাদকে শুদ্ধভক্তসমাজ শুদ্ধভক্ত্যনুকূল বিচারের অন্তর্ভুক্ত করেন না। বিরুদ্ধ-সমাজ শুদ্ধভক্তসমাজের সহিত একমত হইতে না পারিয়া যে নিরপেক্ষতার ভাণ করেন এবং উদারত্ব-মতবাদী হইয়া জনপ্রিয় হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন মঙ্গল হয় না এবং নিজেদের ভ্রান্তি আরও পুষ্ট হইতে থাকে মাত্র। সুদুর্লভ মনুষ্য-জীবনকে একটী খেয়ালের বশবর্তী হইয়া কাটাইয়া দেওয়া উচিত নহে। কোন আরাধনাই ভগবৎপ্রীতিদায়ক হইতে পারে না, যদি তাহা ভগবৎপার্ষদ মহাজনানুমোদিত না হয়। মহাজনগণ সাধু ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন মনগড়া খেয়াল প্রচার করেন না। নানামুনির নানা মত হইতে পারে, কিন্তু মহাজনের একমত—একপন্থা এবং তাহা শুদ্ধভক্তিযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমাদের চিত্ত যখন অত্যন্ত ঘর-পাগলা থাকে, তখন আমরা সেইরূপ চিত্তবৃত্তিটিকে যেমন তেমন করিয়া একটু সাধুশাস্ত্র-বাদে সমর্থিত করিবার জন্য চেষ্টাপরায়ণ হই। যে সাধু শাস্ত্র আমাদিগের সেই ভোগাসক্তি সমর্থন করিয়া আমাদের বিষয়-ভোগ অথচ ঈশ্বরারাধনা (?) দুই দিক্ বজায় রাখিতে পারেন, আমরা তাঁহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই; কিন্তু যে সাধুশাস্ত্র একমাত্র নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের অনুরোধে আমাদিগকে বাস্তবকল্যাণের পথ প্রদর্শনকল্পে আমাদিগের বিষয়াসক্তি বর্জনের পরামর্শ দিতে আসেন, বিষয়-প্রীতি ছাড়াইয়া সর্বতোভাবে কৃষ্ণানুরক্তির কথা বলিতে আসেন, তাঁহার কথা আমাদের প্রীতিপ্রদ হয় না, আমরা তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ মতবাদী বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি, নিজেদের কূপমণ্ডূকত্বকেই উদারত্ব বলিয়া গৌরবানুভব করি। তাই আমার ন্যায় অত্যন্ত ভোগপ্রবণচিত্ত ব্যক্তি "শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও শুদ্ধভক্তধর্ম"-প্রবন্ধের মূল্য বুঝিবে না, শ্রীল প্রবন্ধকারাদি লোকগুরু দর্শন-হারা কূপমণ্ডূকের সমুদ্রের ধারণা-দানের ন্যায় তাহাতে নানা সঙ্কীর্ণতার আরোপ করিয়া বসিবে, পরন্তু কূপমণ্ডূকের ন্যায় পাণ্ডিত্য লইয়া যে শুদ্ধভক্তের জীব-কল্যাণ-চেষ্টা উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহা কিছুতেই বুঝিতে চাহিবে না।

মহাপ্রভু তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তরাশিকে জগতে উদিত করাইয়া জগজ্জীবের যে বিপুল কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন, প্রত্যেক কল্যাণেচ্ছু জীবের তাঁহার সেই পরম-মঙ্গলময়ী বাণীর অমন্দোদয়দয়ার কথা বিচার করা আবশ্যক। কোন সত্যানুসন্ধিৎসামূলে বিচার করিলে মহাপ্রভুর কৃপায় নিশ্চয়ই তাহাতে চমৎকারিতার উপলব্ধি হইবে, নিজ নিজ সম্প্রদায়িক মত মনোধর্মোত্থ এক একটী অপার্থিব [illegible] জন-বিগর্হিত সাময়িক উত্তেজনাকে [illegible] পক্ষে যথাসম্ভব [illegible] করিবার প্রবৃত্তি আসিবে না। মহাপ্রভুর কথা বিচারের সহিষ্ণুতা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা মহাপ্রভুর প্রচারিত বিষয়কে একমাত্র অনুসরণীয় জ্ঞানের পরিবর্তে তাহাকে সাধারণ একটী মতবাদ মাত্র মনে করিয়া বঞ্চিত হইবেন এবং তাহা ছাড়া আরও অনেক মত ও পথের কল্পনামূলে প্রকৃত মত ও পথ হইতে বহু দূরে নীত হইবেন। ইহা মৎসরতার কথা নহে, কোন দলতুষ্ট কথা নহে, সম্পূর্ণ খাঁটি সত্য কথা।

যাঁহারা সৎসম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া 'নিজ নিজ মনগড়া মতের অনুবর্তন করেন, তাঁহাদের সাধন ভজন সকলই বৃথা, যেহেতু শাস্ত্র বলেন—"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা ব্যতীত, ভগবান যে সে পথের লভ্য বিষয় হন না। পথ বা মত অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু সকল পথের গম্য এক [illegible] নহে, তৎপ্রাপ্তির একমাত্র পথ শুদ্ধভক্তি। তাহা একমাত্র মহাপ্রভুর আশ্রয়ে [illegible] নহে। অন্য উপায়ে লাভ হইতে পারে, তবে [illegible] করিয়া যাঁহারা বাস্তবতার আশ্রয় মহাপ্রভুর পাদাশ্রয় গ্রহণে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা শুদ্ধভক্তিরস-সিদ্ধান্ত-দানে বঞ্চিত হইয়া মধুপূর্ণ স্বচ্ছ কাচভাণ্ডের উপরিষ্ট মধুমক্ষিকার মধুপান-বাসনার ন্যায় শুদ্ধভক্তিলাভের আশয় মাত্রই সার করিবেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্ধ্ব বাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥
চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

আচার্য্যের অখিল চেষ্টা

অচৈতন্য বিশ্বকে চৈতন্য-দীক্ষায় দীক্ষিত করা—অচৈতন্যবাদের বিষাক্ত বাষ্প নিরূপিত করিয়া সকল অবকাশ চেতনতায় ভরপুর করা। এক কথা—বাক্যে, চিন্তায়, কর্মে, ধ্যানে, জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, আকাঙ্ক্ষায়, সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, অর্থার্জনে, সংগ্রহে, সঞ্চয়ে, ভ্রমণে, পর্যটনে, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, সর্বস্থানে, সর্বকালে, সর্বপাত্রে অচৈতন্যবিশ্বে চৈতন্যসঞ্চার, ইহাই আচার্যের অখণ্ড কার্য হইয়াছে। সমগ্র জগতে 'চৈতন্য' শব্দ অবতীর্ণ করাইবার জন্য তিনি সাময়িক পত্র, গ্রন্থ, [illegible], কীর্তন, সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, উপদেশ, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন পূর্বক শ্রীচৈতন্য-বাণীমূলক [illegible] ও প্রদর্শনাদির দ্বারা [illegible] বিস্তৃতি প্রচার করিতেছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থান গৌড়পুরের আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে পরবিদ্যাপীঠ এবং চৈতন্য-সাহিত্যাগার, চৈতন্য-শিক্ষায়তন, সম্প্রদায়-বৈভবাগার, ভক্তিগ্রন্থাগার, প্রকাশালয়, [illegible] সম্পাদন করিয়া চৈতন্য-সমাজের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করাইতেছেন। বিভিন্ন দেশের রাজধানী, গ্রাম, নগর, তীর্থাদিতে মঠস্থাপন করিয়া জনসমষ্টিকে চৈতন্যের সঙ্গলাভের সুযোগ দিতেছেন, এদেশ বিদেশের সাধু সুধী পণ্ডিত-ব্যক্তিগণের হৃদয়েও বেদান্তদর্শনের চরম-ফল চৈতন্য-জিজ্ঞাসার উদয় করাইবার জন্য [illegible] সম্পাদন করিতেছেন, অচৈতন্য বিশ্বকে সর্বক্ষণ চৈতন্য-চিন্তায়, চৈতন্য-কার্যে, চৈতন্যালোচনায় নিযুক্ত রাখিবার জন্য বিভিন্ন মঠে বিশেষ সময়ে কীর্তনময় উৎসবসমূহ প্রবর্তন করিয়াছেন, অচৈতন্য বিশ্বের যাবতীয় প্রয়াস চৈতন্যের করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-প্রদর্শনীসমূহে বিচিত্র ভগবৎ-সেবার প্রকার-ভেদ আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়ানুসন্ধানের সর্বপ্রকার [illegible] চৈতন্যানুসন্ধানে দিবার জন্য লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করিতেছেন। এই সকল চৈতন্যানুশীলনের একটী প্রকার আবার [illegible] নব নিত্য নব-নবায়মান পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। অচৈতন্যের চৈতন্যানুশীলন বা পরমার্থচর্যা [illegible] চৈতন্য-কীর্তনভূমি, চৈতন্য-প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ এবং [illegible] দিব্য ভাবে আনুকূল্যরূপ চৈতন্য-সেবা শিক্ষা চৈতন্য-গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের সেবক অনুরূপ বিভিন্ন [illegible] [illegible] নিত্য আদর্শ সাধুব্যবহার [illegible] করিয়াছেন, গ্রামে-গ্রামে আদর্শ-চরিত্র সাধুগণকে প্রেরণ করিয়া চৈতন্যকীর্তন প্রচার করাইতেছেন।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত এ ঔষধ সেবনে, দশ দিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু যক্ষ্মা রোগী মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীগণকে অমনি বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ বৈকারী, জেলা নদীয়া।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

শ্রীযুক্ত ... কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত হাতেখোলা ... এম, এ, ... জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনাইতেছি যে আমার ... কঠিন যক্ষ্মা রোগ ... এবং কবিরাজের ... ডাক্তার মহাশয়গণ ... ছিলেন, কিন্তু ... আপনার ঔষধ ... সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

স্বাঃ যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

...

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

... মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ... এবং ... ভাবে মরা চেহারা ... এবং নানা প্রকার রোগ, প্রমেহ, ... অম্লশূল, ... দুর্বলতা, ... স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারা বাধক, ... ও রক্তপ্রদর, ... রোগে ... ভুগিতেছেন, তাঁহারা আমাদের ... আরোগ্য হইবে। ... ব্যবহার করিয়া ... আরোগ্য হইতে পারেন না, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক ... বাতরোগ- ... মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

... পোষ্ট, কলিকাতা।

...

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

... শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা: শ্লোকের অর্থ, ... প্রবন্ধের ও বহু ... পদসূচী, ... গ্রন্থকার ... সূচী সম্বলিত ... আকারে ... টাকা

... সহিত

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

... উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত ...

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—... নবদ্বীপ ... মায়াপুর পোঃ নদীয়া।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে ... প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ... ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

... রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

... সর্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

... যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় ... কাশ, ... যক্ষ্মা, ... রোগের মহৌষধ। ... পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ... অজীর্ণ ... সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ...

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত ... রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বজন বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, ... প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "... তৈল"—... সমস্ত গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ... শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কৃত

... উত্তর ...

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত ... রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব চিত্র সমন্বিত।

... পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) ... বাঁধা ... ২৲ দুই টাকা মাত্র।

... প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর ... হইতে— ডাঃ শ্রীযুক্তকান্তি ব্রহ্মচারী ... কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

— সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

ঠ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

[illegible]

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং যশোদাবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভূমরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় দল ক্রে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, চলধিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬২নং শ্রীগোপাল নায়ক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—শক্তিনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গাপাড় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, মালদহ
১০। শ্রীপাদ যতীন্দ্র ভক্তিসুধাকর সম্পাদক।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবাসী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমিয়া হয়। 'কলের পরিচায়কে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।০ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি ব্রাণ্ডে বোতল ২ বিষের দুই বল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও খাঁটি

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটি কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, কমল, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা বস্তুতেই সমভাবে ইহার অনুলোমিক গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত অংশ, কঠিন ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কণ্ঠরোগ, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আমকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। পরন্তু তাহাদের বাহ্যে জিনিস বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered N. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

বৰ্ত্তমান-বাৰ্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১০১ সংখ্যা ।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই আষাঢ় ১৩৩৭ সোমবার ৩০শে জুন ১৯৩০

মিঃ গান্ধীর কারামুক্তি

কলিকাতা স্বেচ্ছাসেবকগণের জেল

সর্দ্দার পেটেলের সম্বর্দ্ধনা

বন্দী স্বেচ্ছাসেবকের দেহত্যাগ

কৃষ্ণনগরে রথযাত্রা

কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের ২ বৎসর জেল

সিভিল সার্ভিস্

সাইমন কমিশনের জের

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে রথযাত্রা

এবার কৃষ্ণনগরে ও গোয়াড়ী বাকী বাবাজীর মঠে রথোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সকাল বেলায় অনুমান ১০ ঘটিকার সময় রথ টানা হয়। অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগরে ও গোয়াড়ী গোবিন্দসড়কে মেলা বসে। [illegible] হইয়াছিল এবং নানাবিধ দোকান বসিয়াছিল।

বন্দী স্বেচ্ছাসেবকের দেহত্যাগ

গত ২৬শে জুন তারিখে কুষ্টিয়া কংগ্রেস কমিটীর সহকারী স্বেচ্ছাসেবক বৃদ্ধ শিবকালী মণ্ডল ম্যালেরিয়া রোগে কারাগারে দেহত্যাগ করিয়াছে। কৃষ্ণনগর জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহার মৃতদেহ বেলা ১০ ঘটিকার সময় সৎকারের নিমিত্ত বাহির করিয়া দিলে কৃষ্ণনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সহস্র লোক জেলখানার ফটকে মৃতদেহের সম্মানার্থ সমবেত হয়। পরে মৃতদেহটিকে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া একটী বিরাট শোভাযাত্রা কৃষ্ণনগর সহরটী পরিভ্রমণ করে। মহিলাগণ উভয় কূলে শোক-গীতি গাহিতে গাহিতে শোভাযাত্রার অনুগমন করে। সকলেই এই বন্দীবীরের প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন্য ও তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের আত্ম শান্তির জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতে থাকে। অবশেষে মৃতদেহ বারোয়ারীতলার ঘাটে [illegible] যোগে প্রেরণ করা হয় এবং তথা হইতে কুষ্টিয়া লইয়া যায়।

কলিকাতা স্বেচ্ছাসেবকগণের জেল

আইন ভঙ্গ করিবার জন্য নিযুক্ত হওয়ার অপরাধে কালিচরণ পাল ও আরও ১০ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে বিশ্বনাথের একদিন এবং বাকী আসামীগণের ৬ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের ২ বৎসর জেল

কলিকাতা বড়বাজার আইন অমান্য সমিতির সভাপতি রামচরণ পাটোদিয়ার রাজদ্রোহ অপরাধে ২ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। প্রকাশ যে যত কংগ্রেস বুলেটিন বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে তাঁহার প্রকাশিত বুলেটিন সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ।

গান্ধীর কারামুক্তি

জনৈক জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে আগামী ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের সহিত প্রজাগণের আরো তুমুল বিবাদ চলিবে। অনন্তর গভর্ণমেন্ট নীতি পরিবর্ত্তন করিবে। আগামী ১২ই হইতে ২৫শে জুলাইয়ের মধ্যে মহাত্মাগান্ধী সসম্মানে কারামুক্ত হইবেন এবং ৩০শে আগষ্ট মহাত্মাজী নিশ্চয়ই নেতারাও কারামুক্ত হইবেন।

আর একজন ধ্যানতত্ত্ববিদ গণক বলিয়াছেন যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্ত হইবেন, শেষ অভিযান উঁহারা চালাবেন, মহাত্মাজী আর মুক্ত হইবেন এবং তাহাতে ভারতের স্বরাজ লাভের পথ প্রশস্ত হবে। তাহার মতে গান্ধীর মুক্তি হইতে আগষ্ট মাসের শেষ অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথম এবং আগামী গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী পূর্ণ যোগদান করিবেন।

সর্দ্দার পেটেল

আহমদাবাদ হইতে এসো সিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে গত ২৬শে অপরাহ্ণে সর্দ্দার পেটেলের কারামুক্তির জন্য একশতাইলেরও অধিক দীর্ঘ একটি [illegible]

প্রদর্শন করিয়া [illegible] প্রদর্শন করা হয়।

[illegible] পুলিশ [illegible] করিয়া [illegible] কাপড় [illegible] করে। অতঃপর [illegible] সহিত [illegible] পুলিশ সাহেব [illegible] আলোচনা করার পর স্থির হইয়াছে যে [illegible] পিকেটারগণ [illegible] তাহাদের [illegible]।

বাউণ্ডারী কমিশন

সাইমন রিপোর্ট বলিয়াছেন যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সীমা [illegible] প্রদেশ বিভাগের জন্য একটী "বাউণ্ডারী কমিশন" বসান প্রয়োজন। [illegible] গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে [illegible] নূতন শাসন পদ্ধতি প্রচলিত [illegible] অনুমান [illegible]।

কলিকাতা কর্পোরেশন

[illegible] কর্পোরেশনের [illegible] কমিশনার [illegible] কর্পোরেশনের [illegible]।

পরলোকে কুঞ্জদাস

[illegible]

সাইমন রিপোর্ট

(পূর্বপ্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

করবরাদ্দ

[illegible] পরিষদের ভারতীয় সদস্যের [illegible] সেবিষয়ে [illegible] একটী কনফারেন্স [illegible] স্থির করা আবশ্যক। এবিষয়ে [illegible] ইচ্ছা আছে। [illegible] "[illegible] কাউন্সিল" [illegible] প্রেসিডেন্ট থাকিবেন। ঐ [illegible] সকলের পক্ষে সাধারণ বিষয় [illegible] আলোচনা হইবা [illegible] একতার সুযোগ হইবে।

রাজস্ব

[illegible] আয় [illegible] বাড়াইতে হইবে, [illegible] আর মিথ্যা এই [illegible] নূতন কর ধার্য্য করিতে হইবে।

[illegible] কিছু অধিক [illegible] করিবে না। [illegible] কোটী টাকা রাজস্ব [illegible] পারে।

সিভিল সার্ভিস

[illegible] সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে [illegible] সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে লোক [illegible] প্রাদেশিক [illegible] নিকট চাকরী [illegible] রিপোর্ট অনুযায়ী [illegible] প্রথা [illegible] অধিকার গ্রহণ করিতে হইবে। [illegible] ভারতের প্রকৃত উন্নতি [illegible] হইবে। চিকিৎসা বিভাগ পূর্ব্ববৎ থাকিবা

ভারত সচিব

[illegible] পূর্ব্বের ন্যায় [illegible] থাকিবে। তবে [illegible] পার্লামেন্টের [illegible] করিতে হইবে [illegible] এবং অনেকটা [illegible]

উপসংহার

[illegible] প্রভৃতির [illegible] সমস্ত আসিবার, [illegible] ভারতের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] শাসন-কর্তৃত্ব [illegible]।

সাইমন রিপোর্টে উদারমতাবলম্বিগণ

স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার বলেন যে সাইমন রিপোর্টের [illegible] এই রিপোর্ট [illegible] ভারত-[illegible] শাসন [illegible] জনগণের [illegible] শাসনের পক্ষপাতী নহেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে রিপোর্টের অভিমত প্রকৃত স্বায়ত্বশাসন-প্রণালীকে বিদ্রূপ করিয়াছে মাত্র। সাইমন রিপোর্টে [illegible] অধিকৃত হইবার কিছুই নাই, কারণ ইহা অপেক্ষা কোনও ভাল ফল সাইমন কমিশন হইতে আশা করা যায় নাই। এই রিপোর্টের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। স্যার ফিরোজ সা মেটা বলেন যে কেন্দ্রিক শাসনপদ্ধতির উন্নতি [illegible] ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হইবে না। [illegible] নূতন শক্তির নিকট প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন-প্রণালী [illegible]। স্যার চীমনলাল সেটালভাদ বলেন [illegible] এই রিপোর্টের দ্বারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হইয়া আরও মন্দ হইয়াছে। যদি বৃটিশরাজ [illegible] মধ্যে [illegible] এই রিপোর্ট [illegible] পরিচালিত না হই-বার নিয়ম প্রচার করেন তাহা হইলে গোলটেবিল বৈঠকে [illegible] কথা আলোচনা হইবে একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না।

ঢাকা ইউনিভারসিটীর ফেকাল্টী অফ [illegible] ভূতপূর্ব্ব ডীন ডাঃ এস, সি, সেনগুপ্ত এম.এল.সি. বলেন যে স্বায়ত্বশাসনের যে নমুনা রিপোর্টে দেখান হইয়াছে তাহা প্রকৃত স্বায়ত্বশাসন নহে। [illegible] সম্বন্ধে মন্তব্য একেবারেই [illegible]। সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় [illegible] এই [illegible] সাইমন রিপোর্ট অপেক্ষা অনেক উদার ও [illegible] বলিয়া [illegible] যায়। বোম্বাই লোকেল গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর [illegible] বলেন যে গোল টেবিল বৈঠকে [illegible] দেওয়া হইবে [illegible] কিরূপে তাহা দেওয়া হইবে, তাহা আলোচনা হইবে, এই কথা প্রচারিত না হইলে বর্ত্তমান আন্দোলন বন্ধ হইবে [illegible]। সম্পাদক কুমার সুরেন্দ্রনাথ ল বলেন যে সাম্প্রদায়িক পৃথক [illegible] নির্বাচনের নিয়ম রক্ষা করা এবং [illegible] বিপরীতে [illegible] উপর আইনের [illegible] প্রস্তাব করা আদৌ উচিৎ হয় নাই। মিঃ জি, জে, প্যাটেল বলেন যে সাইমন রিপোর্টের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। দেওয়ান বাহাদুর বি মুনি-স্বামী নাইডু বলেন যে সাইমন কমিশনের মন্তব্য অত্যন্ত অসন্তোষজনক এবং ইহা দ্বারা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হইয়া আরও জটিল হইয়াছে। [illegible] যদি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করেন তাহাতে [illegible] হইবার কিছুই নাই। গোলটেবিল বৈঠকে স্বরাজের [illegible] প্রস্তুত হইবে এবং সেখানে সাইমন রিপোর্ট গৃহীত হইবে না এই কথা প্রচার করা দরকার [illegible]।

সাইমন রিপোর্ট ডাঃ এ, সুহ্রাবর্দ্দী প্রমুখ [illegible] মুসলমানগণের [illegible] মুসলমানদের গৌরব ক্ষুণ্ণ করার [illegible] অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। [illegible] সভাপতি নদীপুরের [illegible] বাহাদুর এই রিপোর্টের [illegible] নিন্দা করিয়াছেন। ঐ সভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ [illegible] এবং শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ ঠাকুর বলিয়াছেন [illegible] দ্বৈতশাসনই [illegible] করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং মন্ত্রী নিয়োগাদি ব্যাপারে [illegible] নীতির বিপরীত হইয়াছে। [illegible] প্রতিনিধি একেবারে লোপ করায় তাঁহারা [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] কমিশনকে [illegible] অত্যন্ত [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] বাংলার [illegible] শ্রীযুক্ত এ, [illegible] রিপোর্ট [illegible] প্রকাশ হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] মঞ্জরী

[illegible] প্রভৃতি [illegible] মূল্য ১০ [illegible] এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] মূল্য ১ টাকা।

"[illegible]"

[illegible] মূল্য ১০ [illegible] এক টাকা।

[illegible] ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ভোকা নিশি আলাম [illegible] বাৰ্দ্ধক্য এবং [illegible] পারদিষ্ট ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, যাহারা তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর [illegible] উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, [illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন [illegible] একটী বা [illegible] সকলপ্রকার [illegible] ম্যালেরিয়া [illegible] বন্ধ করে এবং [illegible] বাহির করিয়া দেয় [illegible] মূল্য [illegible]

[illegible] কোম্পানী [illegible] ২৯১ [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১০ই আষাঢ় সোমবার -১৩৩৭

(১)

ক) ভাবগ্রাহী ভগবান্ ভক্তের প্রেমমিশ্র ভাবই আস্বাদন করিয়া থাকেন, প্রেম ব্যতীত তাঁহার আস্বাদনীয় কিছুই নাই

(খ) ভগবান্ সকল সৌন্দর্য্যের আকর এবং সকল জীবের একমাত্র আকর্ষক

(গ) কৃষ্ণাকর্ষণই প্রেম' নামে প্রসিদ্ধ

(ঘ) প্রেমই মধুরগুণযুক্ত আকর্ষণের রজ্জু এবং তাহা ভগবানেরই শক্তি, অন্যের নহে

(২)

(ক) শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে, শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহামহোৎসব

(খ) শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঠাকুরের বিরহোপলক্ষে আলোচিত বিষয়ের সারাংশ—

(১) বিরহের সময় আবার উৎসব কেন ?

(২) জাগতিক বস্তুর ভোগবাধা জন্য বিরহ ও অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা-জন্য বিরহে সম্পূর্ণ ভেদ বর্ত্তমান

(৩) বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই, সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র বলা যায়

(৪) গৌরাবির্ভাবস্থলীর অনতিদূরেই ঠাকুরের আবির্ভাব-স্থলী

(৫) কৃষ্ণবহির্ম্মুখ লোকসকলের উদ্ধারজন্যই মহাপ্রভুর এবং তৎপার্ষদবৃন্দের আবির্ভাব

(৬) শুদ্ধবৈষ্ণবের ২৬টী গুণ-নির্দ্দেশ

(৭) বদ্ধজীবের দয়া মন্দের উপর করে কিন্তু গৌরকৃষ্ণের নিজ-শক্তি ঠাকুরের দয়া অমন্দোদয়া

(৮) ঠাকুরের জৈবধর্ম, চৈতন্যশিক্ষামৃত, মহাপ্রভুর শিক্ষা, অমৃত-প্রবাহভাষ্য, আম্নায়সূত্র তত্ত্বসূত্র, কৃষ্ণসংহিতা, হরিনামচিন্তামণি,ভাগবতার্কমরীচিমালা, শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিদ্বদ্রঞ্জন ভাষ্য, নবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীসজ্জনতোষণী, শিক্ষাষ্টক ও উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা, ভজনরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থাবলী এবং তদুপরি ঠাকুরের শুদ্ধভক্তির আচার-প্রচারময় আদর্শ-জীবন—জীবে দয়ার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

(৩)

চাটিগাঁয়ে মহাপ্রভুর কথা প্রচার

ভাবগ্রাহী ভগবান্

ভাবদীর ৮ম সর্গে কথিত আছে, যথা—"প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধাবুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে। স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি॥" অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কর্দ্দমাদিযুক্ত মালা গাঁথিয়া বিপক্ষ সমক্ষে কোন সমুন্নতপয়োধরা রমণীর গলে পরাইয়া দিলে সেই রমণী ঐ মালাকে পঙ্কিল বলিয়া পরিত্যাগ করেন না, কেননা বস্তুতে গুণসকল থাকে না—প্রেমেতেই থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ভক্তবর শ্রীল রাঘব পণ্ডিত প্রভু বঙ্গদেশ হইতে অতিযত্নপূর্ব্বক ঝালি ও ভক্ষ্য (অর্থাৎ তৎকাল তিক্ত শাক পাক) শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার্থে পুরীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু অতিতুষ্ট ঐ বস্তুগুলি আস্বাদন করিয়া যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পয়ারচ্ছন্দে গ্রথিত করিয়াছেন যথা—'ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়। ভক্তাপাতার ঝালিতেই মহাসুখ পায়॥' পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তটির সাহায্যে অল্প জীব সহজে শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গসুন্দরের ভাবগ্রাহিতার বিষয় বুঝিতে সমর্থ হইবে, বিবেচনায় উহা স্থলে কথিত হইয়াছে।

কৃষ্ণাবতারে কপট দুর্য্যোধনের বহুমূল্য ভোজ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেন নাই এবং ভক্তবর শ্রীবিদুর মহাশয়ের গৃহে তিনি কদলীফল-ত্বক সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটিও ভগবানের ভাবগ্রাহিতার জাজ্বল্যরূপ দৃষ্টান্ত।

ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর এবং সকল জীবের একমাত্র আকর্ষক। তাঁহার আকর্ষণই প্রেম নামে প্রসিদ্ধ। বস্তুতে সর্ব্ব না হয় তাই আমরা অজ্ঞানান্ধ হইয়া মনে করি যে, বাহ্য নশ্বর বস্তুর সৌন্দর্য্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। বাহ্যবস্তুতে কোন গুণ নাই, তাহা পূর্ব্বোক্ত ভাবদীর শ্লোক প্রমাণ করিতেছে। অতএব প্রেমই মধুর গুণযুক্ত আকর্ষণ-রজ্জু এবং তাহা ভগবানেরই শক্তি—অন্যের নহে। ইহা যিনি বুঝেন তিনি নিষ্কপটে ভগবান্‌কে সেবা করিতে থাকেন এবং ভগবান্‌ও তাঁহার ঐরূপ নিষ্কপট সেবাকে বহুমানন করেন।

—

বিরহ-মহোৎসব

শ্রীগোদ্রুমে

গত ১১ই আষাঢ় শুক্লপঞ্চমীর অমাবস্যা তিথিতে গৌরপার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবের দিন ছিল। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের যাবতীয় শাখা মঠে উক্ত বিরহ-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবার জন্য তাঁহার কৃপাদেশবাণী পূর্ব্ব হইতেই ঘোষণা করিয়া দেন। তদনুসারে শ্রীগোদ্রুমে শ্রীল ঠাকুরের সমাধি-কুঞ্জে বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠানের জন্য শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর শ্রীভক্তিভবনমঠ এবং সাউড়ী প্রপন্নাশ্রম, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ঢাকা, বরিশাল, আসাম, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, মেদিনীপুর, কটক, বালেশ্বর, হাওড়া প্রভৃতি নানা স্থানের বহু ভক্ত এবং শ্রীধাম মায়াপুর সারস্বত বিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দ সমবেত হন। গত ১০ই আষাঢ় বুধবার শ্রীগৌরগদাধরের সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অধিবাস-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব হয়। পর দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীগৌরগদাধরের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরু-পরম্পরা ও ভক্তস্তোত্র পাঠ হয়। তৎপরে সাউড়ী প্রপন্নাশ্রমের শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহোদয়ের পুত্রপ্রমুখ ভক্তসম্প্রদায় বিবিধ সুর-তান লয়-মানের সহিত সঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রভুর নাম কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ব্রহ্মচারী সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রভৃতি মধুর স্বরে পাঠ কীর্ত্তন করিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীর অন্তরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ স্মৃতি উদ্দীপন করিয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমবেত ভক্তমণ্ডলী ও স্থানীয় বহুলোক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল আনন্দ-সুখে মহাপ্রসাদ সেবন করেন।

উৎসবে সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূমাধিকারী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, বি, এল, কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস বি, এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কিশোরী চন্দ্র ঠাকুর এবং সাউড়ী প্রপন্নাশ্রমের শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল দাস মহাশয়-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

—

শ্রীচৈতন্যমঠে

ঐ দিনই সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠে ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতি-উদ্দীপক ভজনগীতাবলী কীর্ত্তন এবং দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের ৮৭ বর্ষ ৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীল ঠাকুরসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পঠিত ও পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ "ঐ আমার প্রাণনাথ প্রভু, কেন প্রভু মোরে ছাড়ি গেলে" প্রভৃতি বিপ্রলম্ভময় কীর্ত্তন-মুখে বিরহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

(শ্রীযুক্ত শ্রীপাদ বাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী)

গত ১০ই আষাঢ় বুধবার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ভক্তগণ মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল]

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

অদ্য শ্রীশ্রীমদ্ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব। বিরহের সময় উৎসব আবার কিরূপে হইতে পারে, সাধারণ লোক মনে করিতে পারেন। প্রাকৃত জগতে কোন লোক মারা গেলে আমরা তাহাদের জন্য দুঃখ শোক প্রকাশ করি, সে শোকের তাৎপর্য্য এই যে, অমুক ব্যক্তি

আমার এই এই স্বার্থ পোষণ করিবেন, তাঁহার বিনাশে আমার কখন স্বার্থে বিঘ ঘটিল। পিতার মৃত্যুতে পুত্র সংসারের ভার নিজস্কন্ধে পতিত দেখিয়া ক্রন্দন বি তারা পিতার শোক প্রকাশ করে; আবার ভুলিয়া পরে পাত্রকাশক্ত মুখে নিজ কর্তব্য পালন করিতে থাকে অথবা পিতা নিঃস্ব হলে সংসারের পোষণ ভারগ্রস্ত হয়। পিতার চিন্তা করিতে ব কুণ্ঠিত হয় না। পিতার স্মৃতিস্বৃতি ক্রমেই তাহার স্মৃতিপথ হইতে দূর—অতি দূরে সরিয়া যাইতে যাইতে একেবারে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। পৃথিবীর লোকলোচনে দুই একটির তাঁর বৈষ্ণবের জন্ম এবং পৃথিবীর অনুগমনের তার বৈষ্ণবের মৃত্যু না। প্রাকৃত গতির তার জড়স্বার্থ সমস্ত বৈষ্ণবের সঙ্গে না থাকায় সেইরূপ কোন ভাবে বৈষ্ণবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে বৈষ্ণব বিরহে আমরা উৎসব করিতে পারি। সমস্ত বহু ব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া বৈষ্ণবের লীলামৃত আলোচনা করিতে পারি। যেহেতু বৈষ্ণবের নাম-স্মরণ-ফলে দুর্দৈবগ্রস্ত আমাদের বহুবিধ মঙ্গল ঘটিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি
বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

ঠাকুরের আবির্ভাব-স্থান

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে দেশে যে প্রদেশে, যে বিভাগে আবির্ভূত হইয়া ভাগ্যবান্ জনগণের সৌভাগ্যের বিধান করিয়াছিলেন, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও সেই ভারতে, সেই গৌড়ে সেই নদীয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় গোপ-পল্লীরূপে নিজ প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ বীর নগর জন্ম ঠাকুরমহাশয়ের প্রকটভূমি-রূপে অদ্যাপি ঠাকুরের স্মৃতি বহন করিতেছে।

ঠাকুরের আবির্ভাব কারণ

কলিকালের প্রথমসন্ধ্যায় যখন শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়গগনে উদিত হইয়াছিলেন, তৎকালে সংসারের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতে এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—

যদ্য দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণ-নাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্মকর্ম লোকসব এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোনজন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

যখন এইরূপে সকলেই কৃষ্ণানুকূল-মুক্তাবস্থায় ব্যবহার-রসে দুর্লভ মনুষ্য-জীবন অতিবাহিত করিতেছিল, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জগতকে যত কাঁদাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাবে শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট প্রচার কার্য ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলে, শ্রীচৈতন্যের অনুগত গৌরবিরহক-কীর্তন প্রায় অন্তর্হিত হইল। লোকসকল আবার পূর্বের নামকীর্তন পরিত্যাগ করিয়া অন্যকীর্তনে প্রমত্ত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্তীকাল মধ্যেই জগৎ গৌরসুন্দরের অবদানের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। এমন কি, গৌর-সুন্দর নিজ পাদপদ্মে যে সকল স্থান সুপবিত্র ও ধন্য করিয়াছিলেন, তত্রত্য জনগণ গৌরসুন্দরের সেই অপার্থিব লীলার কথা মনে করা দূরে থাকুক, তাঁহার নাম পর্যন্ত স্মৃতিপথ হইতে বিলোপ করিবার চেষ্টা করিতেছিল অথবা কেহ কেহ তাঁহার লীলা-কাহিনীগুলিকে বিকৃত ও অপসিদ্ধান্তমূলক করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এমনি সময়ে গৌরমনোহভীষ্ট-প্রচারক-বর ঠাকুর মহাশয় গৌরসুন্দরের স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্ত ইহ প্রপঞ্চে নিজ প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। ঠাকুরের প্রকটকালের অব্যবহিত পূর্বেও সংসারের এরূপ অবস্থা পুনর্বার প্রকাশিত হইয়াছিল—

যেবা সব বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তাঁ সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
না বাখানে 'যুগধর্ম' কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥
গীতা-ভাগবত যে-যে-জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
সংসার এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত দেখিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহাদের উদ্ধারের চিন্তা করিয়াছিলেন,
কেমনে এই জীব-সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥

ঠাকুরের স্বাভাবিক গুণাবলী

আমরা ঠাকুরের জন্মলীলার জীবনে বৈষ্ণবের নিম্নলিখিত ২৬টী গুণই পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই;—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তীদেবীর উক্তি হইতে জানিতে পারা যায়,—যাহারা জন্মৈশ্বর্য-শ্রুত-শ্রীতে মদান্বিত, তাহারা কোন দিনই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে না। কিন্তু কেবল অকিঞ্চন জনের গোচরীভূত হইয়া থাকেন। এই চারিটী বস্তু প্রাকৃত জনে থাকিলে তাহাদের দুর্ভাগ্যদশার ঘটাইয়া থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তে সেইগুলিই আবার অন্যরূপে শোভিত হইয়া থাকে। প্রকাশ, এই, যাহা কি অতীব প্রাকৃত মহাভাগবতে ঐ সকল গুণ একেবারে দমিয়াই থাকিয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ধন করিয়াছিল। পরন্তু ঐ সকল মধ্যে তাঁহাদের অভিমানের অণুও ছিল না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ ভাবে গুণী ছিলেন। তথাপি তাঁহার বাহ্যাবলীতে নিষ্কিঞ্চনতা পরিপূর্ণরূপে দৃষ্ট হইত।

ঠাকুরের অমন্দোদয়া দয়া

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জগতের জন্য কলিহত মানুষগণের ন্যায় রোগ, শোক, অর্থ ও অন্যান্যভোগবাসনারূপ ক্ষণস্থায়ী দয়ার চেষ্টা না করিয়া যাহাতে জীবের আত্যন্তিক [illegible] প্রণয়ন, আচার, প্রচার প্রভৃতির দ্বারা জীবগণের মনুষ্যজীবনের প্রকৃষ্টফল ও পারমার্থিক সনাতন ধর্মের কথা প্রখ্যাপন করিয়াছেন। তিনি 'বৈষ্ণবে' জীবগণের একমাত্র সনাতন ধর্মের কথা পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত উপন্যাসাকারে প্রথিত করিয়াছেন, অধুনা দুনিয়ার সর্বজন-সমক্ষে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাবলী 'শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত' গ্রন্থে স্থাপন করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তত্ত্বসূত্র, আম্নায়সূত্র, কৃষ্ণসংহিতা প্রভৃতি চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থসমূহ সুন্দরভাবে তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। এমন কি, অতি অল্প-বুদ্ধি বিশ্বনাথ ব্যক্তিও যাহাতে সহজবোধ্য আলোচনা ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্য ঠাকুর মহাশয় গীতাবলী, কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতমালা, গীতাবলী প্রভৃতি গীতি-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ঠাকুর মহাশয়ের এতাদৃশী অমন্দোদয়া দয়ার কথা একদিনে একবক্তার দ্বারা আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার কিছুই জানিব না, পরন্তু আজীবন কেবল তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্র ও পরদুঃখ মোচনেচ্ছার অমানুষিক চেষ্টা-সমূহ আলোচনা করিলে—কেবল তাঁহার নাম কীর্তন করিলে কেবল তাঁহারই চরণে আর্তিসহকারে শরণাগত হইলে গৌরসুন্দরের মহাবদান্য লীলার প্রবেশ অধিকার লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব।

অতো ভক্তিবিনোদাখ্য সচ্চিদানন্দ নামিনে
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

তারের সংবাদ

২৬।৬।৩০

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ২৫।৬।৩০ তারিখে টাটানগরে গৌড়ীয় বন্যাকার্য সেবক ক্লাব হাউসে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দান সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। বহু উকিল মোক্তার ডাক্তার প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার বাক্যাবলীর পরে সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। স্বামীজী প্রতি দ্বারে দ্বারে কীর্তন-প্রসঙ্গে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণ ও শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর সুললিত কণ্ঠে নগর সংকীর্তনে আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক তাহাতে যোগদান করিতেছে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২৩শে জুন মধ্যাহ্নে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয় বিগ্রহ লইয়া বিরাট সংকীর্তন শোভাযাত্রা-সহ আঠারনালা যাত্রা করিয়াছেন। শত শত লোক বিগ্রহের সঙ্গে কীর্তন করিতে করিতে শোভাযাত্রায় সন্ধ্যাকালে আঠারনালায় পৌঁছিয়াছেন। পর দিন প্রাতে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার পরিকরগণের ভক্তিধর্ম প্রচার সম্বন্ধে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া আলাপ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোককে কাগিকা প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা মহা-প্রসাদ ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করিয়াছিল। গত ২৮শে জুন রথযাত্রা এই শোভাযাত্রা পুরীতে ফিরে আসিয়াছে ২৯শে জুন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব-মহোৎসব সম্বন্ধে যথাবিহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে অবগত করা হইবে।

গত ১১ই আষাঢ় বৃন্দাবিপিনের কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ষোড়শ বার্ষিক তিরোভাব মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সংকীর্তন, হরিকথা ও মহাপ্রসাদ প্রদানে স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি বিশেষ সুখী হইয়াছেন এবং সকলেই মঠ উৎসবের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে মঠ সমাগতের সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান করান হইয়াছিল এবং উৎসবের যাবতীয় অর্চন শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারীর তত্ত্বাবধানে অতি সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় প্রচার-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বয়নে বাঁধাই
স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আজন্ম বহুশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্লেজ-ড্ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—জীব যখন ইহা বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেদনী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উক্ত সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹
অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ সুখের প্রভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে রচিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যদি অকপটে নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ে গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক অভিধান)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৸৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭৫০ ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৩৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৵৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
„ „ আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ, বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ, বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷৹
৯। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রণীত শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী (দর্শন) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য (রামানুজীয়) ৷৹
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵৹
১৫। দীপ-নির্ঘণ্ট ৸৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৵৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড, ৵৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ... ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি প্রত্যেক ৵৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্থপঞ্চক ৵৹
২৬। সাধকজীবনী ৵৹
২৭। সংস্কৃত-দীপিকা ৷৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। প্রবন্ধ ... ৷৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। গোস্বামী সংবাদ ৷৹
৩২। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, [illegible] যক্ষ্মা না হয় [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু [illegible] পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে [illegible]) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকিট [illegible] অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible]।

[illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন যক্ষ্মা [illegible] এবং কলিকাতার বড় [illegible] ডাক্তার মহাশয়গণ [illegible] কিন্তু [illegible] ঔষধ মাত্র [illegible] লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) শ্রীশ্রীকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

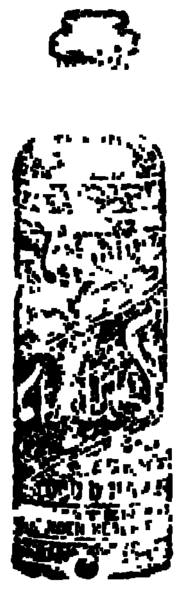

[illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] নানাবিধ [illegible] নষ্ট করিয়া আজে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, [illegible], বহুমূত্র, [illegible], পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে [illegible] বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক অক্সিজেন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, [illegible] শত শত প্রমাণ [illegible] পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড [illegible] ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—১৷০ টাকা

৪৪৯ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত [illegible]

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, শ্বাসরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্ব প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত চিররোগা রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম. এ প্রাজ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ [illegible] হইতে ডাঃ শ্রীকৃষ্ণধাম [illegible] এম. এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক চারি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৮৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে

সমগ্র গ্রন্থ ৬্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লই	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীসারস্বতগৌড়ীয় মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান্ রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৪ নং লঙ্গ রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—প্রেমানন্দ, কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায়—৭৩২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি—এম, এস, পয়াকিস্ ডি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জোতিভূষণ - কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীসদানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ, এম্,
১০। শ্রীপাদ
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাস

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম—

পারফলিন

টনিক ও সালসা   পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। 'ক্রমেন পরিচারকে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না।

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৹ দামের পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

প্রাপ্তি ও মূল্য
১ শিশি ১, টাকা।
ভিঃ পিঃ ও পোষ্টেজ পৃথক লাগে।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় উহা ঋতুতেই সমভাবে উহার অনুলোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুজ দূষিত ক্ষত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কটিশূল, বাধক, বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীপ্রাণ" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১০২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই আষাঢ় ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১লা জুলাই ১৯৩০

ঢাকা তদন্ত সমিতি

সাইমন রিপোর্টে সরকার বাহাদুর

পণ্ডিত নেহেরুর সর্ত্ত

কলের মালিকগণের সহিত মিঃ নেহেরুর চুক্তি

স্বরাজ সম্বন্ধে মিঃ মুডি

ইংরাজ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লওয়া

জাহাজে বজ্রাঘাত

মাদ্রাজে মহিলা দণ্ড, বানরিপাড়ায় গ্রেপ্তার

এলোরে পুলিশের গুলি

কংগ্রেস সভাপতির জেল—গয়াতে গ্রেপ্তার

বিবিধ সংবাদ

ঢাকার অবস্থা

রাস্তায় এখন লোকচলাচল নাই। ২।৪টি দোকান যাহা ২৮শে জুন সকালে খুলিয়াছিল তাহা দুপুরবেলাতেই বন্ধ হইয়াছিল। স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটী বর্দ্ধিত হইয়াছে। কলেজ এই সপ্তাহে খুলিবে কিন্তু ছাত্রের নূতন ভর্ত্তি হইবার খুব সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে। উকীল মোক্তার কাছারী যাইতেছেন কিন্তু মক্কেলের দেখা নাই।

ঢাকা তদন্ত সমিতি

গত ২৮শে জুন তদন্তকালে বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ উকিল বলেন যে প্রফুল্ল ঘোষ ও কানাইলাল ঘোষ গাড়ী করিয়া সোয়ারিঘাট যাইবার কালে মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া প্রফুল্ল ঘোষকে হত্যা ও কানাইলাল ঘোষকে গুরুতর জখম করে।

বৈকুণ্ঠ নাথ রায় বলেন যে মুসলমানেরা তাঁহার বাড়ী লুট ও আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। উকিল রাধিকামোহন চক্রবর্ত্তী বলেন যে তিনি হিন্দু ও মুসলমান বালকগণের ঝগড়া শুনেন এবং তাহার একটু পরেই মারামারি আরম্ভ হয়। ইহার অল্পক্ষণ পরেই সার্জ্জেণ্ট ও পুলিশ আসিয়া হিন্দুগণকে তাড়াইয়া দেয় এবং মুসলমানগণ ফিরিয়া বাড়ী লুট আরম্ভ করে। পুলিশ তাহাদিগকে কোনও বাধা দেয় নাই। ২২শে জুন ৩টী বাড়ী লুট হয় ও পোড়াইয়া দেয়। [illegible]শে জুন এক সাকীর বাড়ী পোড়াইয়া দেয়। লুণ্ঠনকারিগণ চলিয়া যাওয়ার পর ঢাকার নবাব সেই স্থানে আসিয়াছিলেন। [illegible] বলেন যে তাঁহার ডাক্তারখানা ও কয়েকখানি বাড়ী মুসলমানেরা পোড়াইয়া দিয়াছে ও লুট করিয়াছে। অমৃত লাল বসাক বলেন যে তিনি ৫০০ মুসলমানকে নবাবপুরের হিন্দু বাসিন্দাগণকে আক্রমণ করিতে দেখিয়াছেন।

সাইমন রিপোর্টে সরকার বাহাদুর

ষ্টেটসম্যানের সংবাদদাতা [illegible] করেন যে সাইমন রিপোর্টের বিরুদ্ধে ভারতীয় সকলের অত্যন্ত তীব্র আলোচনা কথায় সরকার বাহাদুর মন্তব্যক কিছু উন্নতি করিতে পারেন। এই বিষয় আলোচনা করিবার পর [illegible] তৃতীয় সপ্তাহে [illegible] সময় [illegible] গভর্ণমেণ্টের একটী মন্তব্যলিপি হইবে এবং তাহারা আপত্তিজনক [illegible] মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। ভারত সরকার তাঁহাদের মন্তব্য পাইলে তাহা বিবেচনা করিয়া গোলটেবিল সভার মাঝামাঝি এই বিষয়ে নিজের মন্তব্য বিলাতে পার্লামেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

স্যার ফেরজ সেঠনার উক্তি

লিবারেল ফেডারেশনের সভাপতি স্যার ফেরজ সেঠনা বলেন যে [illegible] সভা গোলটেবিল বৈঠকে সাইমন কমিশনের কোন কোন মন্তব্য আলোচনার জন্য উপস্থিত করিতে পারেন এবং তাহা [illegible] করা যাইতে পারে [illegible] গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে সাইমন কমিশনের যে উক্তি তাহা একেবারেই মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সর্ত্ত

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সাইমন রিপোর্টের সম্বন্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন [illegible] ২৮শে জুন তারিখে এলাহাবাদের প্রকাশ্য সভায় তিনি বলিয়াছেন যে যদি [illegible] ভারতের শাসনপ্রণালী গঠনসম্বন্ধে [illegible] এই প্রণালীর পরস্পর [illegible] স্থাপনের জন্য আবশ্যক [illegible] এই বৈঠকে আলোচিত হয় [illegible] সভাগণ এই [illegible] যোগ দিতেও পারেন।

কাউন্সিলে অধিপুত্র

[illegible] আসাম প্রদেশের [illegible] বিনা [illegible] আসামের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। [illegible] নাই।

কলের মালিকগণের সহিত মিঃ নেহেরুর চুক্তি

মিঃ [illegible] নেহেরুর সহিত [illegible] কলের মালিকগণের [illegible] হইয়াছিল [illegible] কলের মালিকগণ [illegible] করিবেন না। [illegible] একটী করিয়া [illegible] হইয়াছে এবং কখন [illegible] হইবে [illegible] হইয়াছে।

নানা খবর

...মহিলা ...

[illegible] ... জন মহিলা ... [illegible] হইয়াছেন।

হেডমাষ্টার গ্রেপ্তার

[illegible] প্রধান শিক্ষক ... [illegible] ... হইয়াছেন ... [illegible]

বাঁশরিয়া পাড়ায় গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্র নাথ ... ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত মনীন্দ্র নাথ গুহ ঠাকুরতা গত ২৩শে জুন ... ১৯৩০ সালের অর্ডিন্যান্স আইনে ধৃত হইয়াছেন। মণীন্দ্র নাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমান আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। সংশ্লিষ্ট বন্দীদের অন্তর্গত বাঁশরিয়া পাড়া গ্রামে পিকেটিং করার জন্য ধৃত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে সেখানে আরো দুইজন ভলণ্টিয়ার ধৃত হইয়াছেন।

জাহাজে বজ্রাঘাত

"...." নামক কোম্পানির ষ্টীমার ... নদীতে ... বজ্রাঘাতে ষ্টিমারের মধ্যস্থিত ... আগুন লাগিয়া ... জন নাবিক ... হইয়া ... অবশিষ্ট ... আহত হইয়াছে।

নর্মিন্‌ডিয়ায় বিদ্রোহ

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ... রাজ্যের সৈন্যগণ পুলিশের অত্যাচারে ... বিদ্রোহী হইয়া বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করিয়াছে। ... অন্য কাহাকেও ... প্রবেশ করিতে দিতেছে না। প্রেসিডেণ্ট ... নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। (রয়টার)

ঢাকার গোলমালের নিবৃত্তি নাই

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নোটিশ জারির পর প্রকাশ্য উৎপাত কিছু কম হইলেও গুপ্ত হত্যা পুনরায় চলিতেছে। গত ২১শে জুন ... ছোরার আঘাত করে ... একজনের মৃত্যু ... হাসপাতালে আছে। ... করা হইয়াছে। ... গোলমাল ... আগুন লাগাইয়া দেয়। ... বাড়ীর অধিকাংশ বন্ধ। ... ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, ... অত্যাচারে ... শান্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সাইমন রিপোর্ট বর্জ্জন

সিলেট জিলা মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য ... একটী ... সাইমন রিপোর্ট ... বর্জ্জন করিয়াছে।

এলোরে পুলিশের গুলি

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এলোরে কয়েকজন প্রধান সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তারের পর প্রায় ৭০০০ হাজার লোক সমবেত হইয়া লাঠি লইয়া পুলিশের দিকে ছুটিয়া যায়। উহাতে পুলিশ তাহাদের উপর গুলি ... ১৮ জন লোক আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সংবাদপত্রের জামিন মুচলিখা

'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকাদ্বয়ের প্রকাশকের নিকট ২০০০ হাজার টাকা করিয়া এবং নবজীবন ছাপাখানার নিকট ১০০০ হাজার টাকার জামিন মুচলিকা তলব করিয়াছে।

স্বরাজ সম্বন্ধে মিঃ মুডি

বোম্বাইয়ের বণিক অধিকারিগণের সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ ... মুডি বলেন ভারতবর্ষের এই অশান্তির ফলে ভয়ানক আর্থিক ক্ষতি হইতেছে এবং সাইমন রিপোর্টের দ্বারা ভারতবাসিগণের সরকার বাহাদুরের উপর অবিশ্বাস বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ স্বরাজ স্থাপনই যে গ্রেটব্রিটেনের উদ্দেশ্য এবং গোলটেবিল বৈঠকে কি ভাবে স্বরাজ স্থাপিত হইবে তাহাই যে আলোচ্য বিষয় এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তির সময় আসিয়াছে।

ইংরাজ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লওয়া

বোম্বাইয়ে ভুলাভাই দেশাইয়ের সভাপতিত্বে বৈঠকে সমস্ত ব্যবসায়িগণকে ইংরাজ-ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইবার জন্য এবং ভবিষ্যতে ইংরাজ-ব্যাঙ্ক-সহিত কারবার বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

কংগ্রেস সভাপতির জেল—পরক্ষণে গ্রেপ্তার

... কংগ্রেস ... মিঃ ... ছুই বৎসর ... কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ... গ্রেপ্তার হয়েছেন।

ঢাকা তদন্ত সমিতি

গত ২৬শে জুন ৬ জন সাক্ষীর এজাহার হইয়াছে। বাবু বীরেন্দ্রনাথ সিংহ বলেন যে মুসলমান জনতাকে ভয় দেখাইয়া হটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তিনি ফাঁকা আওয়াজ করেন কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন ইউরোপীয় পুলিশ কর্মচারি ও ... আসিয়া তাঁহার বন্দুকটী কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল। ... একজন হিন্দু বাসিন্দা বলেন যে তাঁহার বাড়ী লুণ্ঠনকারিগণের মধ্যে তিনি কয়েকজনকে চিনেন। তিনি কয়েকজন পুলিশের লোককেও দাঙ্গাকারিগণের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। একখণ্ড ইঁট দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ... বলেন যে ... তাঁর বাড়ী লুট হয়। একজন ... তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে ... থানায় ... রাখা হয়।

মানহানির মামলা

... সম্পাদকের বিরুদ্ধে কলিকাতার ... মানহানির মামলা আনয়ন করিয়াছিলেন ... সম্পাদক ... প্রকাশ করায় এবং আর এরূপ কার্য্য করিবেন না প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁহারা মামলা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

—

[illegible]

দেশবিখ্যাত

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্ল, ... বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী দ্রব্য"

... আরোগ্য করিয়া ... করে। মূল্য ২ কৌটা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণ ... বটিকা"

... ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা ... বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

একমাত্র—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর ... উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, ... কুইনিন, ... এবং ... আছে।

এই কেয়ার্স-কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ... হইতে বাহির হইয়া ... ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ... প্রস্তুত ... মূল্য ২৲, ... ৬৲ টাকা

... কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী

২৯।১ ... লেন, কলিকাতা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১২ই আষাঢ় শুক্রবারে শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে এবং ১৩ই আষাঢ় শনিবার রথযাত্রা-দিনে শ্রীঅদ্বৈতভবনে শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণ মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলা ও রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন-মহোৎসব-লীলা পাঠ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই রথযাত্রা দিনই মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ শ্রীশ্রীগদাধর স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট তিথি। ভক্তগণ তাঁহাদের চরিতামৃত আস্বাদন-মুখে বিরহ-তিথির সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে পূর্বোত্তরে একক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। রথযাত্রা-কালে জগন্নাথ এখানে সপ্তাহের জন্য গমন করেন, পরে পুনরায় রথারোহণে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জনশ্রুতিমুখে জানা যায়, জগন্নাথ ইন্দ্রদ্যুম্নের মহিষীর নাম গুণ্ডিচা ছিল। শাস্ত্রে গুণ্ডিচামন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দির-প্রাঙ্গণটী দৈর্ঘ্যে ২৮৮ হাত ও প্রস্থে ২১৫ হাত, মূলমন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ৩৬ হাত ও প্রস্থে ৩০ হাত এবং নাট-মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ৩২ হাত ও প্রস্থে ৩০ হাত। গুণ্ডিচার মূলমন্দিরের মধ্যে বার হাত দীর্ঘ ও দুই হাত উচ্চ একটী প্রস্তরবেদী আছে,—ইহাই সিংহাসন। মূলমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী মন্দিরটী ৩২ হাত দীর্ঘ, তাহার নাম জগমোহন। ভোগমন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ৪০ হাত এবং প্রস্থে ১৭ হাত। এই গুণ্ডিচাবাড়ীর সন্নিকটে একটী সুন্দর ও বহু পুরাতন নৃসিংহ-মন্দির আছেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ রথযাত্রার পূর্ব্বে অগ্রে গুণ্ডিচা-মন্দির এবং পরে নৃসিংহমন্দির মার্জ্জনলীলা করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানলীলা করিতেন।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলা করিয়া মহাপ্রভু জগজ্জীবকে ইহাই শিক্ষা প্রদান করিতেছেন যে, যখন শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে যদি কেহ তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সেই সিংহাসনকে উত্তমরূপে পরিমার্জ্জিত করিয়া নির্ম্মল, শান্ত ও উজ্জ্বল করিতে হইবে। অন্যাভিলাষ (কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা), কর্ম্ম (ফলভোগাকাঙ্ক্ষা-প্রবৃত্ত), জ্ঞান (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান), যোগ (ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রার্থনা) প্রভৃতিই তৃণ, ধূলি, কঙ্করাদি সদৃশ বড় বড় ময়লা। অন্যাভিলাষ কণ্টকময় তৃণের ন্যায় জীবের শুদ্ধভক্তিবৃত্তিকে বিদ্ধ করিতে থাকে। কর্মচেষ্টা ধূলি-সদৃশ। কর্ম্মাবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান বাসনা-ধূলিরাশি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ১০২ —

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর· ১৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৭

(১)

(ক) শ্রীধাম মায়াপুরে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন ও রথযাত্রা মহোৎসব পালন

(খ) গুণ্ডিচা-মন্দিরের অবস্থান এবং গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-রহস্য

(গ) রথযাত্রা-মহোৎসবের গূঢ়-রহস্য

(২)

(ক) ব্রজমণ্ডল কৃষ্ণের, গৌড়মণ্ডল মহাপ্রভুর এবং ক্ষেত্রমণ্ডল জগন্নাথের স্মৃতি উদ্দীপক

(খ) কৃষ্ণৈকপ্রাণ ভক্ত জগন্নাথের সৌন্দর্য্যাকৃষ্ট হইয়া কোটি-নেত্রে তাহা পান করিবার জন্য সতৃষ্ণ; পলক-যুক্ত নেত্রদ্বয়ের প্রতি ভক্তের ধিক্কার প্রদান

(গ) শ্রেয়ঃপন্থি খণ্ডানন্দোন্মত্ত জীবের শ্রেয়ঃপন্থীর নিত্য-পরমানন্দ বুঝিতে অক্ষমতা

(ঘ) ভক্তের কৃষ্ণ-কামের অতৃপ্তি-জন্য ক্রোধ ও অভক্তের জড়কামের অতৃপ্তি-জন্য ক্রোধ এক নহে

(ঙ) জ্ঞান-যোগাদি আরোহপন্থায় কৃষ্ণ প্রাপ্য নহেন, অবরোহ-পন্থায় ভক্তিযোগেই কৃষ্ণ প্রাপ্য হন

(চ) অভক্তই কামাদি ষড়্‌রিপু কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হয়, কিন্তু ভক্তের প্রতি ঐ রিপুবর্গের কোন বিক্রম নাই; ভক্ত নির্ম্মৎসর হইয়া কাম ক্রোধ লোভ মোহ ও মদকে কৃষ্ণ সুখ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট করেন

(ছ) কৃষ্ণভক্ত কোন সুখ-শান্তির আকাঙ্ক্ষা না করিলেও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিত্য সুখ-শান্তি প্রদান করেন

(জ) জড় কাম—অন্ধতম, কৃষ্ণপ্রেম—নির্ম্মলভাস্কর-সদৃশ

(৩)

টাটানগরে মহাপ্রভুর কথা

উথিত হইয়া জীবের শুদ্ধাত্মদর্পণকে আবৃত করে। ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর সাযুজ্য-বাদিগণ প্রথমে কিছু সাধন ভজন স্বীকার করিলেও শেষে মুক্তাভিমানী হইয়া স্বয়ং ঈশ্বর সাজিয়া বসেন, তাঁহাতে ভগবানের অঙ্গে শেলই বিদ্ধ করা হয়, তাই তাহা যেন তীক্ষ্ণ কঙ্করের মত। আবার এই সকল তৃণ মল দূর করিলেও কুটিনাটী, প্রতিষ্ঠাশা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, লাভ, পূজা প্রভৃতি রূপ সূক্ষ্ম আবর্জ্জনা হৃদয়ে থাকিয়া গেলে তাহা কৃষ্ণ বসিবার যোগ্য হইবে না, এমন সিংহাসন সম্বন্ধে সমাজ্ঞা নী, পরে জল দ্বারা [illegible] করার পর আবর্জ্জনার লেশমাত্র না থাকে, এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মার্জ্জন-দর্শন-প্রকট করিলেন।

'কুটিনাটি' শব্দের অর্থ কপটতা; 'প্রতিষ্ঠাশা' শব্দে আপনাকে বড় বৈষ্ণব বা বিশুদ্ধভক্ত, পাঠক, কীর্ত্তনীয়া, পণ্ডিত ইত্যাদি বলিয়া প্রখ্যাপন-চেষ্টা, সাধুগণকে পরিহার পূর্ব্বক নিজজনমণ্ডলের নামে অসৎসঙ্গ; 'জীবহিংসা'-শব্দে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারে পরাঙ্মুখতা; 'নিষিদ্ধাচার' অর্থে স্ত্রীসঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ; 'লাভ' শব্দে ধন-মান-বিষয়-ভোগাকাঙ্ক্ষী হওয়া ও 'পূজা' অর্থে অপরের নিকট পূজিত হইবার আশা করা— এই গুলি শুদ্ধভক্তির বাধক, ইহারা হৃদয়ে [illegible]

সিংহাসনের সূক্ষ্ম আবর্জ্জনা। মহাপ্রভু স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ আবর্জ্জনা হৃদয়সিংহাসন হইতে দূর করিবার শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক সেই শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়-সিংহাসনে কৃষ্ণকে বসাইবার জন্য গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন-লীলাতে নীলাচল (শ্রীমন্দির) হইতে সুন্দরাচলে (শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে) কৃষ্ণানয়নের লীলা প্রকট করিলেন। যাঁহারা সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলা-কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাপ্রভুর কৃষ্ণানয়ন-লীলা-রহস্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

পুনরায় স্বয়ং রথযাত্রা-মহোৎসবের অভিপ্রায় রহস্য মহাপ্রভুই কৃপা করিয়া জগজ্জীবের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার প্রিয়পার্ষদ ব্যতীত তাঁহার লীলা-রহস্য আর কেহ কি বর্ণন করিতে সমর্থ? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই রহস্য লিপিবদ্ধ [illegible] করিয়াছেন, যথা—

পু [illegible] কৃষ্ণ [illegible] গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া আনন্দিত মন॥
[illegible] পদ্ম [illegible] উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল॥

[illegible] মহাপ্রভুর হৃদ্গত [illegible] স্বরূপ গোসাঞি [illegible]

[illegible] পাইনু!
[illegible] মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥"

[illegible] এই গান গাহিতেছেন, আর [illegible] মহাপ্রভু [illegible] করিতেছেন।

[illegible] নর্ত্তন, তাই

[illegible]

[illegible]

[illegible] কৃষ্ণকে

[illegible] নিজ মনোভাব

[illegible]

[illegible] করিলেন।

[illegible]

[illegible] বৃন্দাবন।

[illegible]

[illegible]

[illegible] জানি॥

[illegible]

[illegible] বাহন॥

[illegible] আস্বাদন॥

[illegible] এক কণ॥

[illegible] বৃন্দাবনে॥

[illegible] পুরাবে॥"

[illegible]

[illegible] আনি [illegible]

[illegible] বৃন্দাবন

[illegible]

চৈতন্যচরিতামৃতে যথা [illegible] পরিচ্ছেদে এই প্রধান লীলার বিষয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু সাধারণে বর্ণন করিয়াছেন। [illegible] পারম্পর্য্য ব্যতীত সেই সকল [illegible] —শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী [illegible] বিরহ সহে।

আমরা অনেকেই [illegible] ছেন, কথামৃতের অনেক [illegible] করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভু [illegible] ব্যতীত সেই ভগবানকে [illegible] বিপ্রলম্ভ-রসের [illegible] কে দর্শন করাইতে পারেন এবং কেই বা সমগ্র মহাপ্রভুর প্রকটিত সেই নিত্যানন্দ-কীর্ত্তনলীলা-বিলাস দর্শন করাইবেন? [illegible] মহাপ্রভুর সেই লীলা বর্ত্তমান, মহাপ্রভু তাঁহার নিজজনগণকে [illegible] হইতে কৃষ্ণকে লইয়া বৃন্দাবন যাইতেছেন, তথাপি গৌরসেবীর সেই উচ্চ সংকীর্ত্তন, অদ্ভুত ভাব-বিলাস বর্ত্তমান, সবই যেমন তেমনই আছে, কেবল [illegible] বিষয়াভিনিবেশ-বশতই আমরা সে সকল লীলার কিছুই দেখিতে না পাইয়া [illegible] হইতেছি মাত্র।

ভগবানকে আমরা সামান্য [illegible] করি বলিয়া আমরা ভজন-রাজ্যের কোন কথাই বুঝিতে পারি না। কৃষ্ণই স্বয়ং তাঁহার ভজন-শিক্ষা দিবার জন্য, [illegible] প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দেওয়ার জন্য [illegible] রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা এমন কথা মুখে বলিলেও [illegible] সমান বা [illegible] একটু [illegible] মাত্র জ্ঞান করিয়া [illegible] প্রশ্ন নাই, তাই [illegible] দূরের কথা, ক্রমে কৃষ্ণকেই [illegible] বসিতেছি—কৃষ্ণ-ভজনের মূল [illegible] ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। [illegible] আমরা অপরাধের [illegible] যোগদান কিরূপে করিব? কিরূপেই বা সেই অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের [illegible] পারিব! কৃষ্ণে প্রীতি থাকিলেই ত কৃষ্ণের জন্য [illegible], কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য [illegible] কৃষ্ণানুসন্ধান-তৎপরতা আসিবে? কিন্তু কৃষ্ণে যে বিশুদ্ধ প্রীতি নাই [illegible] আমার একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া ত' সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সুতরাং নিষ্কপটে তাঁহা[illegible] আমার [illegible] গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের [illegible]

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রূপ

ব্রজমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডল শুদ্ধ-পারমার্থিক-মধুব্রতগণের মায়াবাদ-[illegible] বর্জ্জিতগণের পরম প্রিয় স্থান। ব্রজমণ্ডলের শুদ্ধ সত্ত্ব-পটে উদিত ভবনে যে প্রকার ব্রজগোপীগণের জীবন-সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের লীলামূর্ত্তি ও ব্রজবাসিগণের মাধুর্য্যময়ী সেবা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে সেই শুদ্ধ-নির্ম্মল-চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত হয়, গৌড়মণ্ডলের [illegible] শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর [illegible] অঙ্গীকার পূর্ব্বক [illegible] লীলার আনুগত্য [illegible] আবার লীলার ও [illegible] আবির্ভাবের গূঢ় কারণ [illegible] করে, সেই প্রকার ক্ষেত্রমণ্ডলে [illegible] রাধাগোবিন্দৈকপ্রাণ [illegible] নীলাচলচন্দ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-মাধুরী-মকরন্দ-পানের নিমিত্ত অশেষ আকুলিত চিত্ত হন। গৌড়ীয়গণ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম দেবের সৌন্দর্য্য [illegible] না হইলেও মহা-[illegible] শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপ্রাকৃত [illegible] নয়নে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে [illegible] যতই দর্শন করেন, [illegible] দর্শন-পিপাসা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তখন বিধি তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদর্শনের [illegible] অসংখ্য নেত্র প্রদান করেন নাই বলিয়া তাঁহারা বিধিকে নিন্দা করিয়া বলিতে থাকেন, 'কোটী নেত্র নাহি দিলে, সবে দিলে দুই তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ [illegible]'

[illegible] বিধি তুমি কি বুঝিতে পার না [illegible] শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী সন্দর্শনের [illegible] কত নেত্রের প্রয়োজন? [illegible] কি তোমার নাই? যদি থাকে, তাহা হইলে মাত্র দুইটি নেত্র প্রদান করিলে কেন? যদিও বা মাত্র [illegible] প্রদান করিলে, তাহাতে আবার নিমেষ কেন?—এই চক্ষুর পলক কৃষ্ণদর্শনে বাধা প্রদান করিতেছে। সুতরাং আমি আর কৃষ্ণকে কি দর্শন করিব?

অপ্রাকৃত ভূমিকায় দাঁড়াইয়া শ্রীচৈতন্য-প্রাণ ভক্ত উপর্যুক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত-পিপাসায় [illegible] শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপ্রাকৃত রূপ দর্শনে কি প্রকার সুখ, কি প্রকার শান্তি-লাভ করেন, তাহা প্রাকৃত, মায়িক জড়-ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া আমরা কি প্রকারে উপলব্ধি করিব? মায়াবদ্ধ অবস্থায় আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর [illegible] সুখ ও শান্তির একমাত্র উপায় বলিয়া জানি। ইহা অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়ে অধিক সুখ ও শান্তি থাকিতে পারে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত।

জড়ভূমিকায় দাঁড়াইয়া আমরা দেখিতে পাই—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই রিপু ষট্ক আমাদের প্রভু সাজিয়া আমাদের ভোগে বাধা প্রদান পূর্ব্বক সুখ-শান্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কামের অতৃপ্তিতে আমরা ক্রোধান্ধ হইয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া বসি, তাহার ফলে হয় ত' সারাজীবন দুঃখে অতিবাহিত হয়। এতদ্দর্শনে যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়ের ভোগটা পূর্ণমাত্রায় পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যোগাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং এই কার্য্যে সফলকাম হইলে তাঁহারাই আমাদের নিকট প্রকৃত শান্তিপ্রাপ্ত সাধু বলিয়া মনে হয়।

মহাভাগবতের উপরি-উক্ত ভাবে কৃষ্ণ-দর্শনে অতৃপ্ত অবস্থায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিধিকে নিন্দার কথা শুনিয়া আমরা মনে করি, তাঁহারাও যদি কাম ক্রোধের কবলে পতিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা কি প্রকার সাধু আর তাঁহাদের শান্তিই বা কোথায়? তাঁহারা বিধিকে নিন্দা করেন, সুতরাং বিধি কি তাঁহাদিগকে শান্তি প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? আর এই সব সাধুই আবার আমাদিগকে বলিয়া থাকেন 'আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বাদ দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হও, তাহাতে শান্তি পাইবে।' তাঁহারা যে কৃষ্ণকে এত প্রকারভাবে দর্শন করিতেছেন ইহাতে কি তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হইতেছে না? সুতরাং ইহাঁদের কথামতেও ইহাঁরা কি প্রকারে শান্তির অধিকারী হন?

হে [illegible], আমরা আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির বলে, তর্কের বলে উপরিউক্ত প্রশ্ন দুইটীর মীমাংসা করিতে পারিব না। আমরা জড়, জড় ভূমিকায় দণ্ডায়মান, সুতরাং আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি এই ভূমিকার অতীত কোন বিষয় ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমরা আমাদের এই বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা যোগাবলম্বন প্রভৃতি জড় বিষয়-সমূহের অধিকারী হইতে পারি, কিন্তু তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত জগতের কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না—তাহা আমরা ঠাকুর [illegible] শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রেমোন্মাদী এবং অন্যান্য অনেক প্রবন্ধে লক্ষ্য করিয়াছি। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তগণের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবানুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাইব, প্রকৃত সাধুগণ ইন্দ্রিয়াদি নিরোধে ব্যস্ত হন না, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবার ফলে ঐ সকল ইন্দ্রিয় আপনা হইতেই স্বভাবপ্রবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তখন সাধুগণ ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণসেবার অনুকূলে নিযুক্ত করেন; তখন কাম কৃষ্ণ-সেবায়, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষিগণের বিরুদ্ধে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথায়, মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ গানে নিযুক্ত হয়। সুতরাং সাধুগণের কাম-ক্রোধাদিতে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। বিষধর-ভুজঙ্গগণ সাপুড়িয়ার নিকট যে-ভাবে অবস্থান করে, এই ইন্দ্রিয়গণও সেই ভাবেই সাধুগণের আশ্রয়ে অবস্থিত থাকে। সুতরাং এই সকল ইন্দ্রিয়গণ সাধুগণের শান্তি-ভঙ্গের কারণ হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্তের উপরে বিধির বিধি নিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ তাঁহারা বিধির বিধির অপারে অবস্থিত। বিধি কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণদর্শন-সেবায় সহায়তা করিতে পারিতেছেন না বলিয়া লজ্জিত। কৃষ্ণভক্তগণ কখনও সুখ শান্তি চান না, তাঁহারা চাহেন শুধু কৃষ্ণ-সেবা, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ। কৃষ্ণ পরানন্দময়; তাঁহার শ্রীচরণ হইতে পরম-শান্তি-নির্ঝর নিঃসৃত হইয়া থাকে; সুতরাং ভক্তগণ সুখ শান্তি না চাহিলেও শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবার ফলে কৃষ্ণেচ্ছায় পরানন্দ আপনিই আসিয়া তাঁহাদিগকে প্লাবিত করে। যখন আত্মেন্দ্রিয়ের কৃষ্ণ-সেবার কোনরূপে বাধা উপস্থিত হয়, তখন এই আনন্দাধিক্যের জন্য নিজদিগকে ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন। ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের যোগ্যতা উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সীমা থাকে না। এই অবস্থায় ভক্ত কৃষ্ণকে দেখিয়া যে আনন্দ পান, কৃষ্ণ ভক্তকে দেখিয়া তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্তই মহাভাগবত কোটি চক্ষু [illegible] নিমেষ ভেদে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ইচ্ছা করিয়া থাকেন; আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতির জন্য নহে। ভক্তের জীবন অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণ-কাম-সেবাময়; সুতরাং তাঁহাতে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ দুষ্ট-গন্ধময় কামের স্থান নাই।

টাটানগরে মহাপ্রভুর-কথা

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ টাটানগরে বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। গত ২৬শে জুন স্বামিজী [illegible] ক্লাবে সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং গত ২৭শে জুন তত্রত্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। সতীশ বাবু [illegible] সম্পাদক। বহু ভদ্রলোক স্বামিজীর বক্তৃতা ও পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন। সতীশ বাবু স্বামিজীর প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

গৌড়ীয় [illegible]-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাত্বত ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া—জীব যখন জানিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন জাতীয় আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উত্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্চ্চনপদ্ধতি—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১০

আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যদি অন্যান্যকে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক-কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অর্থ বা ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বহুসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৩০ ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৭৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, [illegible] গৌড়ীয় ভাষ্য ও [illegible] প্রকাশিত হইতেছে, [illegible] ৶০
গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
২। [illegible] সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয় গীতা ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible]
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ [illegible] আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ৷৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷০
[illegible] ৷০
৯। [illegible] সাত্বতাচার (বাঁধা) ২৲
১০। [illegible] সাঙ্খ্যবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸/০
১৫। দীপ-নিবর্ত্তন ৷০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৶০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস [illegible] ৸/০
ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। [illegible] ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনপদ্ধতি ও সদাচারস্মৃতি, [illegible] ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶০
২৬। [illegible] ৶০
২৭। [illegible]
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম [illegible]) ৩৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। [illegible] শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ৷০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] একমাত্র মহৌষধ, [illegible] যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র লোক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে [illegible] চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীকিরণচন্দ্র [illegible] পোঃ [illegible], জেলা [illegible]।

নদীয়া জেলার এই নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার [illegible] ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করাইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, বাতুলোরগ্রতা, [illegible], পক্ষাঘাত, [illegible] মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, [illegible], মৃতবৎসা, [illegible] প্রভৃতি রোগে [illegible] জীবন্মৃত হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার [illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রায় প্রত্যহই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগীকে শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] পারদ ও [illegible] দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাস, [illegible], যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] ব্যক্তির পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপূর্ব্ব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক [illegible] ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অত্যধিক কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের জ্বালা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অগ্রাণে আবিষ্কৃত

ঔষধ সম্বন্ধে বড় ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং [illegible] কলিকাতা।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে চিটাগঙ্গের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—১॥০ টাকা

[illegible] গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ, নদীয়া।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত :

[illegible] খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible] পরিচয়

উৎকৃষ্ট [illegible] বাঁধা ১।০ [illegible] ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই সংস্করণ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] হইতে ডাঃ ই. [illegible] চক্রবর্ত্তী [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম গ্রাহকের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। মোট ১০৲ কার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ পাইবেন না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে নিয়মমাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী ৯৬

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্ত-কথা জানিবার অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের অপেক্ষা উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রকাশিত	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমৎ পুরী মহারাজ) প্রকাশিত	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রকাশিত	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রকাশিত	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি— প্রকাশিত	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমানন্দ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটক পর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিন্তাপুর, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগন্নাথ বাড়ী, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—রাধাকুণ্ড, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, পানাগড় পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—দেওকুণ্ডা, ডিব্রুগড় পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, পুরী।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—মহারাজগঞ্জ,
পোঃ ৷ কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—১৬২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়াকিন্স দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ— কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীগঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, খানবাগ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রকাশ মহারাজ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

দৈনিক পত্রিকা-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফিন

টনিক ও সালসা   পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার বশে হয়। 'কলেন পরিচায়কে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয়

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। যে ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।৹ আনার পারফিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৵৹ আনা, ডজন ৪।৹ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

বর্ষায়   একমাত্র   স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিন্সিয়াল ও এলবার্ট

টানছাড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং,   ২নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীপ্রকাশ" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের ভার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১০৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই আষাঢ় ১৩৩৭ বুধবার ২রা জুলাই ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে জনসভা

শ্রীগোপীনাথ জিউর রথে বালিকা আহত

১০৮জন পিকেটার গ্রেপ্তার

কাকমারিতে কন্যা হত্যা

চাটগাঁয়ের হাঙ্গামার ফল

বল্লবভাই প্যাটেলের গুজরাট যাত্রা

রেঙ্গুন জেলের হাঙ্গামা

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিলাতের ভাইকাউন্টের মত

ঢাকার তদন্ত

সাইমন কমিশন সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে জন সভা

গত ২৯।৬।৩০ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরের স্বেচ্ছাসেবকগণের উদ্যোগে গোয়াড়ী সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় ৫০০ নরনারী শ্রীমতী জোতির্ম্ময়ী দেবী, শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী প্রভৃতির নায়কত্বে একটি শোভা যাত্রা বাহির করিয়া বন্দিনী বীরাঙ্গনাগণের জয়ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া সমগ্র সহরটী পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে তাঁহারা রামগোপাল টাউনহলে আসিয়া একটী সভায় যোগদান করেন। সভায় নদীয়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। তাঁহারা স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে এই রাজনৈতিক দুর্দ্দিনে স্কুল কলেজ বয়কট করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। সভায় কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রী কংগ্রেসের নির্দ্দেশানুযায়ী স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শ্রীগোপীনাথ জিউর রথে বালিকা আহত

গত ১৩ই আষাঢ় কৃষ্ণনগর নূতন বাজার রথতলায় যখন রথ টানা হইতেছিল, তখন কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাল চৌধুরী মহাশয়ের ১টী ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালিকা রথের চাকায় পড়িয়া পায়ে গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। তাহার পায়ে আঘাত দেখিয়া তাহার জীবন বিপন্ন বলিয়া অনেকের অনুমান।

বিহার উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভা

১লা জুলাই হইতে ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত বিহার উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার রাঁচিতে অধিবেশন হইবে।

কাকমারিতে কন্যা হত্যা

পুনা হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী পাটান নামক গ্রামের আর, ভি, শাদাপ্পি নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্ম্মচারি বন্দুক লইয়া কাক মারিতেছিলেন নিকটে একটি গাছে কাক দেখিয়া তিনি গুলি চালান। সেই গাছে তাঁহার ১০ বৎসর বয়স্কা কন্যা চড়িয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। গুলির কয়েকটি ছটরা কন্যার মস্তকে লাগে এবং সে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায় এবং ১৫ মিনিট পরেই মারা যায়। মৃতদেহটি পরীক্ষার্থে প্রেরিত হইয়াছে।

চাটগাঁয়ের হাঙ্গামার পরিণাম

চাটগাঁয়ের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ব্যাপারের নেতা শ্রীযুক্ত [illegible] সেন নামক একটি লোক সেদিন বিকালে কলিকাতা লালবাজার থানায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই লোক মটর গাড়ীতে করিয়া [illegible] আসিয়া কার্ড পাঠায় এবং বলে যে চাটগাঁর হাঙ্গামাতে লিপ্ত থাকা বলিয়া যে সমস্ত লোক ধৃত হইয়াছে, তাহারা নিরপরাধ। নিরপরাধ লোকের উপর জুলুম হইতেছে দেখিয়া তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। এই লোকের বাড়ী চাটগাঁও বলিয়া প্রকাশ।

রেঙ্গুন জেলের হাঙ্গামা

রেঙ্গুন জেলের [illegible] হাঙ্গামায় [illegible] করিয়াছিল তাহাতে [illegible] হইয়াছিল। উহার মধ্যে আরও ৩৬ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিলাতের ভাইকাউন্ট গ্রে সাহেবের মত

ভাইকাউন্ট গ্রে বলেন যে কোন কোন লোকের মতে প্রথমাবধি ভারতবর্ষের [illegible] বন্ধ করা [illegible] অবলম্বন না করা অন্যায় হইয়াছে, কিন্তু [illegible] [illegible]

ঢাকা তদন্ত সমিতি

[illegible] বলেন পুলিশ মুসলমান হাঙ্গামাকারিদের দলে মিশিয়া তাঁহার বাড়ী লুট করিয়াছে এবং [illegible] বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছে। [illegible] আঘাত করিয়া [illegible] [illegible] বলেন তাঁহার বাড়ী লুট [illegible] পুলিশ তাঁহার বন্দুকটী কাড়িয়া [illegible]। মিঃ [illegible] বলেন, [illegible] মুসলমানেরা তাঁহার বাড়ী [illegible] করিয়াছিল। মিঃ [illegible] বলেন [illegible] একদিন [illegible] কনেষ্টবল তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া [illegible] তাঁহার বন্দুক কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার বাড়ীতে যুবক যাহারা ছিল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

নানা খবর

মুসলমানগণপক্ষে সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে সার আবদুর রহিমের ঘোষণা

[illegible] ভারতবর্ষের [illegible] দিক দিয়া বিচার [illegible] [illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] বাড়িতে গেলে ব্রিটেনের [illegible] মধ্যে কুক্ষিগত অসার সুপারিশ [illegible] করিবে। কিন্তু লর্ড [illegible] ও [illegible] উচিত যে ভারতবাসী কিরূপ [illegible] কষ্ট না অগ্রবিশ্বাস হউক না কেন [illegible] সম্বন্ধে বিলাতী জিনিষ [illegible] হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর চরকা ও [illegible] প্রচার দুরে ইহাদের শিক্ষা করা উচিত। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] না। [illegible] মতে [illegible] না থাকিলে এবং ইংরাজ [illegible] না [illegible] অরাজকতা উপস্থিত হইবে [illegible] কাটাকাটি করিবে এবং [illegible] করিবে। [illegible] এই ধারণা ঠিক [illegible] ভারতবর্ষের শাসনৈতিক [illegible] অভাব [illegible] [illegible] ভিত্তি উপর [illegible] সমস্যা, [illegible] সমস্যা এবং হিন্দু মুসলমান সমস্যার উপর স্থাপিত। [illegible] ভারতীয় [illegible] গঠন করিয়া ভারতবর্ষ [illegible] উপর [illegible] করিতে পারেন। নির্দিষ্ট সময় মধ্যে [illegible] গঠিত হইতে পারে না বলিয়া যে [illegible] স্বীকার করা যায় না। চিরদিনই [illegible] বৃটেনের মুখাপেক্ষী থাকা ঠিক নহে। [illegible] বিশেষ আপত্তির কারণ নাই। [illegible] ও পেশোয়ার অধিবাসী [illegible] ছিল না।

[illegible] কমিশনের কমিশনারগণ বলেন যে [illegible] সুতরাং ফেডারেল এসেম্বলির প্রতিনিধিগণ [illegible] না করিতেছে তাহা জনসাধারণ জানিতে [illegible] আমরা কি মনে করিব যে [illegible] ইহা হইতে নিকট অবস্থিত?

কমিশনারগণ [illegible] উপর এই ফেডারেল এসেম্বলীর ক্ষমতা একেবারেই [illegible], [illegible] এবং উহা হইতে [illegible] যে এই এসেম্বলীর বর্তমান ক্ষমতার উপর কমি-[illegible]।

কমিশনারগণ [illegible] প্রণালী উঠাইয়া দিয়া সমস্ত [illegible] দ্বারা পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, [illegible] আলোচনা না করিলেই দেখা যায় যে কমিশনারগণ [illegible] কোনও ক্ষমতা না রাখিয়া গভর্ণর বাহাদুরকেই [illegible] করিয়াছেন। মিনিষ্টারকে শাসনতন্ত্রের অধীন [illegible] তাঁহাদের ব্যক্তিগত বা দলগত [illegible] বাহাদুর কর্তৃক পরিবর্তনযোগ্য [illegible]। কমিশনারগণ প্রতি পদে হিন্দুমুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে [illegible] দিবার প্রতিরক্ষকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সকলেই স্বরাজ-প্রার্থী, কমিশনারগণ যাহাকে হিন্দু মুসলমান মধ্যে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা বলেন তাহাকে যে কমিশনারগণ স্বরাজ দিবার বাধারূপে উপস্থিত করিবেন, তাহা কোনও মুসলমান মনে করে নাই।

সাইমনকমিশন সম্বন্ধে বিশপের মত

মাদ্রাজের বিশপ ওয়ালার বলেন যে সাইমন রিপোর্টের পুনর্গঠন দ্বারা ভারতবর্ষ রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষের নরনারীই ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবেন।

সাইমন কমিশন রিপোর্ট সম্বন্ধে সীমান্তপ্রদেশ

পেশোয়ারের খ্যাতনামা এডভোকেট কাজি মহম্মদ আসলাম ও মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁ বলিয়াছেন যে সাইমন রিপোর্টে সীমান্তপ্রদেশ সম্বন্ধে উক্তি অপমানজনক হই-য়াছে। চীফ কমিশনারের সভাপতিত্বে ব্যবস্থাপক সভা সীমান্ত প্রদেশকে বর্তমান অবস্থা হইতে উন্নত করা দূরে থাকুক কয়েক দশ বৎসর পশ্চাতে পিছাইয়া দিবে।

সাইমন কমিশনের মত গৃহীত হইলে সীমান্তপ্রদেশের অবস্থা আরও খারাপ হইবে। দেশের শান্তিরক্ষার্থে সরকার বাহাদুরের অবিলম্বে প্রচার করা উচিত যে সাইমন রিপোর্ট গৃহীত হইবে না ও রাজনৈতিক অপরাধিগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হবে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মোকদ্দমা মুলতুবী আছে তাহা তুলিয়া লওয়া হইবে।

ভারতবর্ষে বণিক সম্প্রদায়ের অভিমত

"ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স" সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করা হইবে না এবং মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত কোনও নিষ্পত্তি করা হইবে না।

জেল জরিমানা গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌয়ে ১৪৪ ধারার মেয়াদ গত হইলে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর নেতৃত্বে একটী মিছিল বাহির হয়। ঐ মিছিল চারবাগের গেটের নিকট উপস্থিত হইলে সিটি ম্যাজি-ষ্ট্রেট মিছিল ছত্রভঙ্গ হইবার আদেশ দেন। ৮জন সত্যা-গ্রহী ব্যতীত সকলে চলিয়া যাওয়ায় পুলিস এই ৮জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং হজরতগঞ্জের মধ্য দিয়া যাইবার সময় আরও ৫জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

[illegible] যুবসমিতির সম্পাদক মালিক জীউয়ান লাল কাপুর গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বেনারসের পুলিস হেফাজতে ১১জন কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবক এবং সেইখানা গ্রামের সত্যাগ্রহ শিবিরে এক জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

গুজরাটে ১০৮ জন পিকেটার গ্রেপ্তার

গুজরাট কলেজে পিকেটিং উপলক্ষে ১০৮ জন পিকে-টার গ্রেপ্তার হইয়া থানায় নীত হইয়াছে। বেলা ২টার সময় মিঃ প্যাটেল সেখানে উপস্থিত হইয়া কলেজের কর্তৃ-পক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী মিটমাট করিয়া দিয়াছেন এবং পুলিশ যাহাতে ঐস্থানে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বল্লভভাই প্যাটেলের গুজরাট যাত্রা

গুজরাট প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে মিঃ প্যাটেলের সহিত পরামর্শ জন্য লোক আসিয়াছিল। মিঃ প্যাটেল বোধ হয় শীঘ্রই গুজরাট কেন্দ্র পরিদর্শন জন্য যাত্রা করিবেন

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] অম্বল, মাথাঘোরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অর্শ প্রভৃতি সকল দোষ নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি যে যে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বাবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, কেশবজী

১১৭।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ ক্ষমতের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স. কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রোক্লোর, কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৩য় হইতে বাকী ইন-জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২টা ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯।১ হেয়ারিসন লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০১

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই আষাঢ় বুধবার—১৩৩৭

(১)

(ক) চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থের স্রষ্টা পরমেশ্বর-বস্তুই সম্পূর্ণ চেতন, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সম্পূর্ণ আনন্দময় বস্তু; ঈশ্বর-সৃষ্ট জীবের চেতনতা, স্বাধীনতা ও আনন্দময়তা ঈশ্বরেরই অধীন

(খ) নিজে ভোক্তা হইবার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবাতেই জীবের জীবত্ব রক্ষা পায়

(গ) পূর্ণবস্তুর সঙ্গ ছাড়িয়া অপূর্ণ বস্তুর সঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে জীব ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন এবং তৎফলে তাঁহাকে নানাবিধ অনর্থে প্রপীড়িত হইতে হয়

(ঘ) ভগবান্ এবং ভগবৎসঙ্গী বা পার্ষদগণের সঙ্গ প্রভাবেই জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতা-সংরক্ষণে সমর্থ, নতুবা তিনি মুখে 'স্বাধীন' বলিলেও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে ইতরাধীন হইয়া পড়েন

(২)

জীবেশ্বরের অন্বয়-ব্যতিরেক ভাব নিত্য ও অচিন্ত্য

(৩)

মুর্শীদাবাদে গিরিমহারাজ

(৪)

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

অতীন্দ্রিয়বাণী

অপেক্ষিত

অন্যের মুখাপেক্ষা ব্যতিরেকে যাহারা কার্য্য করিতে সমর্থ, তাহারা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। ক্রিয়াশীল হইতে হইলে যে সমুদয় পদার্থ অন্যের মুখাপেক্ষা করে, তাহারা পরতন্ত্র বা পরাধীন।

পৃথিবীতে চেতন ও অচেতন নামক দুই প্রকার বস্তু বিদ্যমান। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অচেতন পদার্থগুলি চেতন পদার্থের সাহায্যে ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং অচেতন পদার্থগুলি পরাধীন। চেতন-পদার্থগুলি স্বতঃক্রিয়াশীল হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য তাহারা স্বাধীন পদার্থ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

উপরিউক্ত চেতনাচেতন উভয়বিধ পদার্থের স্রষ্টাই পরমেশ্বর-তত্ত্ব। সেই স্রষ্টৃরূপী পরমেশ্বর বস্তুই একমাত্র পূর্ণ চেতন, স্বতন্ত্র ও আনন্দময়-তত্ত্ব। সূর্য্যের কিরণ বা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সদৃশ অপরাপর চেতন-পদার্থগুলি স্বতন্ত্র ও পূর্ণচেতন-বস্তুরূপী পরমেশ্বরের আংশিক প্রকাশ মাত্র। এই আংশিক প্রকাশরূপ অপরাপর চেতন-পদার্থগুলি স্বতন্ত্রতা-নিবন্ধন অচেতন-পদার্থগুলিকে উপভোগ করিতে পারেন অথবা তাহাদিগকে পরমেশ্বরের সেবার্থে উৎসর্গ করিতেও পারেন।

যে কালে স্বাধীন চেতনবস্তুগুলি পরাধীন অচেতন বস্তুগুলিকে উপভোগ করিতে উদ্যত হন, সে সময় পরাধীনতা-হেতু অচেতনবস্তুগণ স্বাধীন চেতনবস্তুগুলিকে বাধা দিতে অক্ষম হয়। বাধা না পাইলেও অচেতনবস্তুর সঙ্গপ্রভাবে চেতনবস্তুগুলির স্বাধীনতারূপ ধর্ম্ম পরাধীনতারূপ ধর্ম্মের সংস্পর্শে কথঞ্চিৎ কলুষিত হইয়া যায়, যাহার ফলে স্বাধীন চেতনবস্তুগুলি ধীরে ধীরে অচেতনবস্তুর বশ্যতা স্বীকার করিতে ও দুর্ব্বিষহ দুঃখের পরিবর্ত্তে ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে বাধ্য হয়। স্বাধীন যে পরাধীন হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

অচেতনবস্তুগুলিকে নিজভুক্তির উদ্দেশে না লাগাইয়া যদি তাহাদিগকে পরমেশ্বর বস্তুর তুষ্টি-বিধানের জন্য লাগান যায়, তাহা হইলে তাহারা কোন চেতনপদার্থকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না। এমত অবস্থায় সেব্য, সেবক ও সেবোপকরণাত্মক এক মহৎ অদ্বয়-জ্ঞানের উদয় হওয়ায়, সকলেই পূর্ণচেতন বা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উপনীত এবং নিত্যকাল বিমল স্বাধীনতা-বিবর্জিত উজ্জ্বল আনন্দ আস্বাদনের পাত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। মানব-জীবনের ইহাই চরম প্রাপ্য অবস্থা।

যাহা দেখা না দেখিয়া যে সকল মনুষ্য অচেতন-পদার্থগুলিকে ভোগ করিতে উদ্যত, তাহারা নিজ স্বাধীনতা সংরক্ষণে অসমর্থ হয় ও ত্রিতাপ-জ্বালাকে আবাহন করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা যখন নিজ অকর্ম্মণ্যতাকে আহ্বান করে, তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার অপব্যবহারকারী বলাই যুক্তিসঙ্গত। এই-রূপ ভোগপ্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ "স্বাধীনতা", "স্বাধীনতা" বলিয়া যে চীৎকার করে, তাহাকে বাতুলতা বলিয়া সুধী বুদ্ধি-মানগণের ধারণা। অচেতনবস্তুগুলিকে পরমেশ্বরের সেবায় নিয়োগ করণই যে স্বাধীনতা সংরক্ষণের একমাত্র পন্থা, যত দিন না তাহারা বুঝিবেন, ততদিন দেশে অশান্তি ও অশান্তি উত্থিত হইতে থাকিবে।

জীবেশ্বরের অন্বয়-ব্যতিরেকভাব

নিত্য ও অচিন্ত্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় লেখায় [illegible])

ঈশ্বর এবং জীবে চেতনাংশে অভেদ পাওয়া যায়। জীবসমূহ স্বভাবতঃ [illegible]-পরমাণু ভুমা-[illegible], সুতরাং [illegible] ও অণু এই বৈষম্য-ভাবই [illegible] জীবের নিত্য বর্ত্তমান। [illegible] সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বাভাবিকী অচিন্ত্য শক্তি জীবেশ্বরের তাদৃশ বৈষম্যের [illegible] বিরোধ পরিহার করিয়া থাকেন।

জীব ও ব্রহ্ম চেতন [illegible] এবং এই চেতনাংশে সাদৃশ্যই উভয়ের একত্ব নিত্য, কিন্তু এই চেতনের [illegible] উভয়ের এক প্রকার নহে। [illegible] নিত্য, সর্ব্বনিয়ন্তা [illegible]

চৈতন্য সর্ব্বনিয়ন্তা নহে, অতএব জীব-চৈতন্য এককালে একই বস্তু [illegible] করিতে পারে না। ব্রহ্ম-চৈতন্য বৃহৎ, সর্ব্বজ্ঞ, স্বাধীন এবং সর্ব্বশক্তিমান, আবার জীব-চৈতন্য অণু, অল্পজ্ঞ, পরতন্ত্র ও অল্পশক্তিমান। এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের বহু অংশে [illegible] পরিলক্ষিত হয় [illegible] অভেদ-প্রতিপাদক [illegible] সমন্বয়-কল্পে [illegible] [illegible] ভেদাংশ [illegible] স্বীকার করিতে হইবে। কারণ এমন 'পশ্যঃ' [illegible] [illegible] তাহাই [illegible] দ্বারা 'পশ্যঃ [illegible]' [illegible] বাক্যের [illegible] জীব-ব্রহ্মের অভেদ [illegible] জীবের অণুত্ব, অল্পজ্ঞত্ব, [illegible] প্রভৃতি [illegible] ভেদ [illegible] থাকায় [illegible]-বিরোধ [illegible] বাক্যের [illegible] জীবের [illegible] একত্ব অর্থাৎ তাহা চেতনাংশের সাদৃশ্য লক্ষণা বুঝিতে হইবে।

জীব পূর্ব্বে ছিল না, পরে উৎপত্তি [illegible], তাহা নহে, জীবের জীবত্ব নিত্য ও সনাতন। যেমন সূর্য্য চিরদিন আছে, সূর্য্যের কিরণও চিরদিন আছে এবং যেমন সূর্য্য নিজের স্বাভাবিক শক্তি [illegible] [illegible] প্রকাশ করেন, [illegible] স্বাভাবিক [illegible] চৈতন্য-[illegible] প্রকাশ করেন।

[illegible]

[illegible]

সংসারী হয়, পরে কখনও জ্ঞান লাভ করিলে দেহ-সম্বন্ধ হইতে নির্মুক্ত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং যখন জীব ব্রহ্ম হইতে কিরূপে পরিণামী হইয়া অজ্ঞানরূপে উচ্ছিন্ন হয় এবং সেই উপচরিত অংশ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই 'তত্ত্বমসি' বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে। 'তত্ত্বমসি' বাক্য বাস্তব অভেদ-বাচক নহে। কারণ শ্রুতি ব্রহ্মকে 'জ্যোতিঃস্বরূপ' বলিয়াছেন। 'জ্যোতিঃ' বলিলেই কিরণযুক্ত বুঝিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম-কিরণকণসমূহ বা অণুচৈতন্য জীবসমূহ চেতনত্বে অপব্যবহার-ক্রমে মায়া-সম্বন্ধ-বশতঃ বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে এবং সাধু-কৃপায় চেতনতার সদ্ব্যবহার-ফলে মায়ামুক্ত হইয়া ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিলে এই উভয়াবস্থাতেই তিনি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকেন তবে বদ্ধাবস্থায় তাঁহার ভেদের অজ্ঞান প্রস্ফুট এবং মুক্তাবস্থায় তাঁহার ভেদের বাহ্য প্রতীতিতে অপ্রস্ফুট—এইমাত্র পার্থক্য এবং উভয়াবস্থাতেই ব্রহ্মাদি বা অন্যান্য যুক্তিতে অভেদের উপচরিত হইয়া থাকে।

অবশ্য এ স্থলে পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, 'আন্দো ব্রহ্মলোকাৎ উচ্চ লোকে প্রতিষ্ঠিতম্।' এই শ্রুতিতে যে 'ব্রহ্ম' পদ আছে তাহা 'জীব'-পর জানিতে হইবে; সুতরাং জীবের ব্রহ্ম শ্রুতিতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কারণ অন্যান্য শ্রুতিতেও জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে—'ব্রহ্মৈব বেদিতব্যো পরব্রহ্ম...।' (মৈত্রেয়ী উ) পূর্ণপক্ষবাদী উক্ত শ্রুতিবলে জীব-ব্রহ্মের একত্ব পক্ষ স্থাপিত করিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে অন্যান্য শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, কারণ শ্রুতি 'বালাগ্রশতভাগস্য' এবং বেদান্তদর্শনের 'অবস্থিতেঃ' প্রভৃতি বাক্যের সামঞ্জস্য হয় না, 'বালাগ্রঃ আখ্যে বলা হইয়াছে যে, 'বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি'; কিন্তু জীবাত্মা সম্বন্ধে এরূপ কোন স্বরূপ-নির্দেশক বাক্য নাই। জীব স্বরূপতঃ অণু হইলে তাঁহাকে শ্রুতিতে কেন 'ব্রহ্ম' বলা হইল? ইহার উত্তরে এই বলিতে পারা যায়, ব্রহ্মও চেতনরূপ এবং জীবও চেতনরূপ, অতএব ব্রহ্মের গুণসামান্য পরিভাষা কেবল চৈতন্যাংশ গ্রহণে জীবের প্রতি 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, যেমন অনেক স্থলে 'আত্মা' শব্দে জীবকে বলা হইয়া থাকে। আচার্য শ্রীমধ্বপাদ স্বীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন—'ইতরেষামপ্যেষ উপচারো বিষ্ণোঃ।' অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য স্থলে 'আত্মা' শব্দের উপচার—মুখ্যবৃত্তি নাই। তদ্রূপ মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মের পরমাণু-তুল্য অণুচেতন জীবসমূহে ব্রহ্মের সাধর্ম্যবশতঃ তাঁহার অভেদের উপচরিত হয়; সুতরাং অমর ও ব্যতিরেকভাবে জীবেশ্বরের ভেদাভেদ এক অচিন্ত্য দুর্ঘটঘটনপটীয়সী শক্তি-কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

মুশৌরীতে তীর্থ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল গিরি মহারাজ মুশৌরীতে মহাপ্রভুর ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন, মুশৌরীর গত ২৫।৬।৩০ তারিখের নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ,—গত সপ্তাহে বাঙ্গালীদের ভদ্রমণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে স্থানীয় উইন্ডস্ কলেজের প্রফেসর এবং অন্যান্য বিদ্বজ্জনমণ্ডিত একটী সুসজ্জিত সভায় স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবতের দৃষ্টান্ত সহ 'আত্ম-নিবেদন' সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় একটী অতি সুন্দর চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বলিদেব, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জে, এম দে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃপা রাম জি, ডাঃ জে, কে, দত্ত, পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প-জ-নী প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। গত মঙ্গলবারে স্বামিজী লক্ষ্ণৌ বিভাগের পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পি, এন, গ-জ্ঞি মহাশয়ের ভবনে হরিকথা কীর্তন করেন এবং তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে স্বামিজী পরদিবসও গোধূলিতে হিন্দীতে একটী বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর আরও প্রবণেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্বামিজী মহারাজের অন্যত্র বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকায়, তিনি তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। গত বৃহস্পতিবারে স্বামিজী পুনরায় বেঙ্গল ষ্টেটের প্রাইভেট সেক্রেটারী পণ্ডিত বজমচারজীর বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদের ওরিয়েণ্ট (?) ক্যাম্পে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামিজীর ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম সন্তোষ লাভ করেন। গত ২৩শে জুন তারিখে স্বামিজী স্থানীয় পোষ্ট অফিসের অফিসারগণের নিকট বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় 'দি মুশৌরী টাইমস্' এবং 'দি মুশৌরী হেরাল্ড' নামক দুইখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে স্বামিজীর প্রচার-প্রসঙ্গ বাহির হইতেছে। [গত ৬ই জুন মুশৌরী টাইমসে যে প্রচার-প্রসঙ্গটী বাহির হইয়াছিল, আমরা নদীয়া-প্রকাশের গত ৯৩ সংখ্যায় তাহার অনুবাদ প্রদান করিয়াছি। অদ্য দ্বিতীয় অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

ধর্ম-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা

[দি মুশৌরী টাইমস্ ২০।৬।৩০ সংখ্যা হইতে অনূদিত]

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ গত সোমবার বার্লোগঞ্জে একটী বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন ভদ্রলোকের বিশেষ অনুরোধে স্বামিজী উপনিষদ্ ও হিন্দীতে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবারও স্বামিজীর পাঠ কীর্তন শ্রবণ-কল্পে বহু শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামিজীর ভাগবত-ব্যাখ্যার পূর্বে ও পরে ব্রহ্মচারী গৌরকৃষ্ণজীর সুমধুর কীর্তন শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছিল এবং সকলেই সেই কীর্তনের গম্ভীর ভাব উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

'দি মুশৌরী হেরাল্ড'এ তাঁহার ১১ই জুন বুধবার সংখ্যায় স্বামিজীর গত ৪ঠা জুন তারিখে রায় সাহেব ডাঃ শ্রীযুক্ত রাম নারায়ণ লাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে মুশৌরী মিউনিসিপাল হলে প্রদত্ত বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বিরহ-মহোৎসব

গৌরগদাধরমঠে

চাঁপাহাটী ২৭।৬।৩০

গত ২৬শে জুন ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস, বর্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের মূল পুরুষ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট তিথি উপলক্ষে অত্র শ্রীশ্রীগৌরগদাধরমঠে ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীভাগবত পাঠ, শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক জীবনী ভক্তিমূলী ভাষায় সর্বসাধারণের নিকট পাঠ ও বক্তৃতা করা হয়।

সর্বপ্রথমে শ্রীপাদ নরগোপাল প্রভু সুললিত স্বরে শ্রীভক্তিকুসুম.... জোড় কীর্তন করেন, অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস... মহারাজ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্য চরিত্র-কথা কীর্তন করেন, কীর্তনান্তে উৎকৃষ্ট চতুর্বিধ রস-সমন্বিত শ্রীভগবন্নৈবেদ্য সর্বসাধারণকে বিতরণ করা হয়। প্রায় শতাধিক নরনারী উচ্চৈঃস্বরে শ্রী গুরু-গৌরাঙ্গের জয়গান করতঃ শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন। স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীগোপালচরণ দাস ও শ্রীল শরদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনন্দলাল চক্রবর্তী, শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ মিত্র প্রভৃতি গ্রামস্থ সজ্জনমণ্ডলী এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করেন। শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজের আনুগত্যে শ্রীনরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র দাসাধিকারী ও শ্রীগদাধর দাসাধিকারীর অক্লান্ত-সেবা-চেষ্টায় মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

খানবাদে

খানবাদ ২৭-৬-৩০

খানবাদ-প্রবাসী ভক্তবৃন্দ গত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীপাদ ভগবৎসখীর দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসাগৃহে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষোড়শবার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, বিরহগীত্যাদি কীর্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণাদি দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ উৎসবে স্থানীয় বহু উকীল, রেলওয়ে ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারিগণ যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে

প্রয়াগ ২৭।৬।৩০

গত ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার গৌরপদাঙ্কপূত তীর্থরাজ শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষোড়শবার্ষিক বিরহ মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ হরিদাসজী এবং কেশবজীর সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী প্রভৃতি বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। ব্রহ্মচারীদ্বয় গুর্বষ্টক ও ভক্তিবিনোদদশকম্ কীর্তন ও শ্রীগ্রন্থপাঠাদিমুখে শ্রীল ঠাকুরের গুণকীর্তন দ্বারা সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দবিধান করিয়াছিলেন। সকলকেই অন্তে বিবিধ বিচিত্রতা-পরিপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

লোহার দরজা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
কাস্তি চন্দ্র ... এণ্ড সন্স

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাত্বত শাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সর্ব্বাগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেট-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া—জীব যখন তাহা বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴৹, নবদ্বীপশতক— ৴৹
অর্থপঞ্চক—৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করেন

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ে গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সংক্ষেপে [illegible])

বিষয়:—১। [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্যগণের [illegible], ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। [illegible] শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের [illegible] ও শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵৹, ২য় খণ্ড ৷৵৹, ৩য় খণ্ড ৷৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
৪। গৌড়ীয়-[illegible] [illegible]
৫। [illegible] ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
[illegible] আবাঁধা ৷৷৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷৹
[illegible] ৷৹
৯। [illegible] মাহাত্ম্য (বাংলা) ২৲
১০। [illegible] মাহাত্ম্য (রামানুজীয়) ৷৹
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
১৫। দীপ-নিদর্শন ৷৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৵৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। নবদ্বীপ-[illegible] ৷৷৹
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ [illegible]) ৷৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড) ৷৵৹
২২। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা [illegible] ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও [illegible] ৷৵৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু [illegible] সংস্করণ [illegible] ৷৵৹
২৬ [illegible] ৷৵৹
২৭। [illegible] ৷৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা [illegible] (প্রথম [illegible]) ৩৲
২৯ [illegible] ৷৹
৩০ [illegible] শিক্ষা ৷৷৹
৩১ [illegible] ৷৹
৩২। [illegible] ৷৷৹
৩৩ শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] পারিয়াছেন। [illegible] রোগী মরণকে [illegible])বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট [illegible] করুন। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র উকীল পোঃ দৈকাটি, [illegible]।

[illegible] অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল [illegible], কৃষ্ণনগর [illegible], জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন যক্ষ্মা [illegible] এবং [illegible] ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র উকীল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৪ দিন ব্যবহার করিয়া [illegible] লাভ করিয়াছে।

[illegible] মহারাজকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible] ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি পর্য্যন্ত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা [illegible] অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া বাঁচিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, উদরাময়, [illegible] শীঘ্র, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বপ্নদোষ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুর্ব্বিষহ জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক [illegible] ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

[illegible]

প্রকাশিত

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি [illegible] সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ [illegible], পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত গোল্ড, [illegible] ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

[illegible] গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

[illegible] একাদশী প্রভৃতি [illegible]

[illegible] ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

[illegible] ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রোফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সব প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশুফল পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "অদিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সম্বন্ধে [illegible] টাকার জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ। পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রণীত (লালগোলা)

[illegible] কর্ত্তৃক [illegible]।

৮৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible]

উৎকৃষ্ট [illegible]) [illegible] বাঁধা ১৫০ [illegible] ২৲ দুই টাকা মাত্র

[illegible] প্রায় [illegible] হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং [illegible] শ্রীযুক্ত কান্তি চক্রবর্ত্তী [illegible] মুদ্রিত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লই	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সোতাকুঞ্জী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ. সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়ুরকোন্দা, চেকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড্ নিউ দিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ—বহু লঙ্গ রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—বেণ্ডানগর,
কলাগাছী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭৮২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এস ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, গ্রাইন্ড দি এন, কান।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জোয়ারদার—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চৌধুরী, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীসদানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, মানভূম
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিভূষণ মানভূম।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলিন

টনিক ও সালসা   পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেজ পরিচালকের'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে ঔষধ ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া পড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

আসল ও আদি
শিশি ৮০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল স্বতন্ত্র।

বর্ষায়   একমাত্র   স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, গ্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং,   ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা — "প্রকাশ" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গৌরাঙ্গের জন্মভূমি নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১০৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১৮ই আষাঢ় ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ৩রা জুলাই ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে হরতাল

বোম্বায়ে গ্রেপ্তার, নবদ্বীপে গ্রেপ্তার

পণ্ডিত নেহেরু গ্রেপ্তার

রাজসাহীতে মদের দোকান আক্রমণ

কুষ্টিয়াতে বিরাট সভা

সাইমন কমিশন, গোলটেবিল বৈঠক

রেঙ্গুনে জেল বিদ্রোহ

বিলাতে পার্লামেণ্ট ; জার্ম্মাণীর বেকার সমস্যা

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে হরতাল

গত ১লা জুলাই শ্রীযুত মতিলাল নেহেরু ও শ্রীযুত মদনমোহন মালব্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবকগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণনগরে বিঘোষিত হইয়াছে। ফলে সহরের সকল দোকান পাট বন্ধ হইয়া যায়। স্কুল আদালতে ও বাকের ছুটির দিন ছিল। মধ্যাহ্নে কাল হইতে সহরটি নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। রাস্তায় কোন লোকজন দৃষ্ট হয় নাই। অপরাহ্নে কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত হরতালের সময় অতীত হইলে আস্তে আস্তে ২।১ খানা করিয়া দোকান পাট খোলা হইয়াছিল।

শিকার পুরে গ্রেপ্তার

জাতীয়-ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে বলার জন্য শিকারপুরে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবকের প্রত্যেকে ২ মাস জেল এবং ১৫৲ করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার—নবদ্বীপে গ্রেপ্তার

মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য বোম্বাইয়ে ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। নদীয়া জেলার নবদ্বীপ সহরে ৩ জন সত্যাগ্রহীকে ৩৯২ ধারার অপরাধে (ডাকাতী) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কুষ্টিয়ার স্বেচ্ছাসেবকগণ আক্রান্ত

জানা যায় যে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ায় তিন জন মজুর শ্রেণীর লোক যে স স্বেচ্ছাসেবক মদের দোকানে পিকেটিং করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজনকে মারপিট করিয়াছে। এক জনকে তলপেটে বোতলের দ্বারা আঘাত করায় তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে।

দিনাজপুরে পিকেটিং

দিনাজপুরের ১২ জন রাজনৈতিক বন্দী মধ্যে ১১ জনকে স্থানীয় জেলখানা হইতে দমদম জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। গাঁজা ও মদের দোকানে খুব জোরের সহিত পিকেটিং চলিতেছে। আন্দোলন পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

কুষ্টিয়াতে বিরাট সভা

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কবিনারায়ণপুর গ্রামে কংগ্রেস-কমিটীর একটী বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস-সম্পাদক মৌলবী আফসারুদ্দিন আহমেদ এবং মহম্মদ ওয়াজেদ আলি চৌধুরী এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কয়েক হাজার লোক সভায় উপস্থিত ছিল। শ্রোতৃগণ সকলেই বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন ও মাদক দ্রব্য সেবন পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছেন।

ময়মনসিংহে গ্রেপ্তার

কংগ্রেস-কর্ম্মী বিনয়কৃষ্ণ ... কে ২ মাস মধ্যে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করিবার ১৪৪ ধারার আদেশ ছিল। একটী সভায় তিনি বক্তৃতা দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে সভাপতি তাঁহাকে বলেন যে তিনি নিজের দায়িত্বে বক্তৃতা দিতে পারেন। সভাপতির এই উক্তি সত্বেও তিনি বক্তৃতা দেওয়ায় পুলিশ ১৮৮ ধারার অপরাধে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বরিশাল সত্যাগ্রহীর মুক্তি

... অস্থায়ী জেলখানাতে যে ১৮ জন সত্যাগ্রহী আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা ২৮শে জুন তারিখে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জনতার সহিত কংগ্রেস-আফিসে লইয়া যাওয়া হয় এবং মাল্যাদি প্রদান করা হয়। ইঁহারা সকলেই বরিশাল সদর থানা অঞ্চল হইতে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

রাজসাহিতে মদের দোকান আক্রমণ

রাজসাহি জেলার ... একদল লোক মদের দোকান আক্রমণ করিয়াছিল এবং ১২০ বোতল মদ নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

ভাগলপুরে মাড়োয়ারি মহিলাগণের সভা

শ্রীমতী লক্ষ্মী ... মাড়োয়ারি মহিলাগণের একটী বিরাট সভা হইয়াছিল। শ্রীমতী শীলা সিং ও শ্রীমতী ... বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

লবণ আইন ভঙ্গে কারাদণ্ড

... সংবাদে প্রকাশ ... বিশ্বনাথ দাস লবণ আইন ভঙ্গ অপরাধে ... কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গ্রেপ্তার

... পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ... তাঁহার বিরুদ্ধে ... করিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। ... পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ... কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির ... বে-আইনী ... ১১৭ ধারা ... গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কিন্তু তিনি ... সহায়তা করিয়াছেন ... প্রকাশ নাই।

নানা খবর

রেঙ্গুন জেল বিদ্রোহ

গবর্ণমেণ্টের প্রকাশ যে গত ২৮ তারিখের রেঙ্গুন জেলের নিয়মিত প্যারেডে জেল ম্যাজিষ্ট্রেট অনুপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ণ ৩-১৫ মিঃ সময়ে একখানি লরি গাড়ী বাহির হইবার জন্য পশ্চিম দিকের গেট খোলা হইয়াছিল তখন ৫০ জন কয়েদী ছুটিয়া গিয়া সেপাহীর নিকট হইতে চাবিটী ছিনাইয়া লইয়া উহাকে গাড়ীকে পরাস্ত করিয়া একটী চৌকী দখল করে। অতঃপর তাহারা বাহিরের গেট দিয়া পালাইবার চেষ্টা করে। "এলার্ম" (পাগলা ঘণ্টার) আওয়াজে পুলিশ ও জেলের ওয়ার্ডারগণ আসিয়া পড়ে। অতঃপর সমস্ত কয়েদীগণ দুর্দ্দমনীয় হওয়ায় পুলিশ গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে। তাহাতে কয়েদীগণের মধ্যে জন এবং জন আহত। ঐ আহতগণের মধ্য হইতে আবার জন মারা গিয়াছে। একজন পাহারাদার ছুরিকাঘাতে মারা গিয়াছে এবং জন পাহারাদার ও জন পুলিশ আহত হইয়াছে। সিপাহী পুলিশ ২জন মারা গিয়াছে এবং একটা ঘর ভাঙ্গিয়াছে।

সাইমন কমিশন গোলটেবিল বৈঠক

ষ্টেটস্‌ম্যানের বিশেষ সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন যে ভারত সরকার বা ভারতেশ্বরের সদস্য গোল টেবিল বৈঠকে সাইমন রিপোর্টের উপর কেবল নির্ভর করিবেন না একথা প্রধান প্রধান ভারতের রাজনৈতিক নেতাগণকে জানান হইয়াছে। সাইমন রিপোর্টের পক্ষপাতী দলেরা যাহাতে সাইমন কমিশন রিপোর্ট মঞ্জুর হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন ও উহাকে অবকাশ দেয় নি। তাঁহাদের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। সেক্রেটারিয়েট দলে অনারেবল মিঃ বেগের লেফ্টেন্যান্ট মিঃ নিউইস এবং মিঃ ফিট্‌জ্‌ সরকার পক্ষ সমর্থন জন্য গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। স্যার জিওফ্রি কর্বেট মিঃ ডি এম বাজপাই এবং মিঃ দত্ত গোলটেবিল বৈঠকের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। সাইমন রিপোর্ট আলোচনা জন্য ভাইসরয়ের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের কয়েকটি অধিবেশন হইবে। মিঃ এম সি রাজা বলেন এই সাইমন রিপোর্ট ভারতবর্ষের জটিল সমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। মিঃ এম কে আচার্য্য বলেন যে সাইমন রিপোর্ট কেবলমাত্র আমাদিগকে আর বেশ রাজনৈতিক পরাধীনতা ও দলাদলির বিষয় মনে পড়াইবার জন্য হইয়াছে। ইহাতে আমাদের স্বরাজ পাইবার আশা উচ্চভাবে সূচিত হয় নাই। ১৯২০ সালের মণ্টফোর্ড রিফর্ম রিপোর্ট অপেক্ষাও ইহা অসম্পূর্ণ। বড়ই দুঃখের বিষয় যে কমিশনারগণ ভারতবর্ষ গত ৯ বৎসর মধ্যে যে কতদূর উন্নত হইয়াছে তাহা আদৌ লক্ষ্য করেন নাই।

সাইমন রিপোর্টে মর্ণিং পোষ্ট

সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে বিলাতের 'মর্ণিং পোষ্ট' নামক পত্রিকার সংবাদদাতা বলিয়াছেন লিবারেল এবং সোসালিষ্ট পার্টির কয়েকজন লোক ভারতে যেরূপ টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে যেরূপ লেখা আছে শোনা যায়—আগামী লণ্ডন কনফারেন্সে শুধু সাইমন রিপোর্টেরই আলোচনা হইবে তাহা নহে; আর যদি ঐ কনফারেন্স পার্লামেণ্টের সকল দলের নেতারা একমত হয়েন তাহা হইলে সেই সমস্ত কার্য্যে পরিণত করা হইবে। ইভনিংষ্ট্যাণ্ডার্ডের সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে উক্ত টেলিগ্রাম পাঠাইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টকে দেখান হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোন আপত্তি করেন নাই।

বলিভিয়ার বিদ্রোহ

নিউইয়র্ক হইতে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে বিদ্রোহীগণ সমগ্র বলিভিয়া রাজ্য দখল করিয়া ফেলিয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র একরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তবে নামক স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হইতেছিল বলিয়া শুনা যায়।

জার্ম্মানির বেকার সমস্যা

জার্ম্মানিতে ১৯ লক্ষ বেকারের সংস্থানের জন্য নূতন টেক্স (কর) স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইতেছে তন্মধ্যে অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের খরচ কম বিধায় তাহাদের উপর যে টেক্স ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে মোট ১১ কোটী মার্ক উঠিবে স্থির হইয়াছে।

বিলাতের পার্লামেণ্ট

বিলাতের পার্লামেণ্টের সদস্যগণের নির্ব্বাচন এইবার শরৎ কালেই হইবে, কথা ছিল। কারণ প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে এবার কতকগুলি 'বিল' পাশ করিবার জন্য শরৎকাল পর্য্যন্ত সময় দরকার হইবে। মোটের উপর বুঝা যাইতেছে শরৎকালে সদস্য নির্ব্বাচন হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান লেবার (শ্রমিক) গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের কার্য্যকাল আগামী বৎসরের শরৎঋতু পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে।

মৈমনসিংহ ও দিনাজপুরে পিকেটীং অর্ডিনেন্স

পিকেটীং ও বয়কট নিবারণার্থে যে অর্ডিনেন্স ১৯৩০ সালে জারি করা হইয়াছে তাহা দিনাজপুর জেলাতে এবং ময়মনসিংহ জেলাতে বলবৎ করা হইল। এই অর্ডিনেন্স অনুসারে দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারার অপরাধ ও কোনও প্রকার অপরাধ-জনক ভয় প্রদর্শনের অপরাধ পুলিশ গ্রাহ্য করা হইল এবং পুলিশকে বিনা ওয়ারেণ্টে এই সমস্ত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল।

মিঃ নরিমান নেহেরু গ্রেপ্তারে মিঃ প্যাটেল

গত কল্য মিঃ মতিলাল নেহেরুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার স্থলে মিঃ প্যাটেল কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

কলিকাতা ভবানীপুরে গ্রেপ্তার

কলিকাতা ভবানীপুরে মদের দোকানে পিকেটীং করার জন্য সোমবার দিন ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

নালতায় ৬ জন গ্রেপ্তার

হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অন্তর্গত নালতা গ্রামে ডাঃ অদ্ভুত লাল হাজরা ও অপর ৫ জন দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩ ধারা (বেআইনি জনতা) এবং ৫০৬ ধারা (অপরাধজনক ভয়-প্রদর্শন) অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদার ও চৌকিদারগণকে চাকরি ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন।

মেডিকেল

মদন মঞ্জরী

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও বাতব্যাধি, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে অম্লপিত্ত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অক্ষাশ্বিনী ঘৃত"

পুরুষহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"প্রমদাবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের জাল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২ ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে
২৯।১ হরীতকী লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০:

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

(১)
(ক) ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে ভগবান্ সর্ব্বদা অবস্থা করেন
(খ) ভগবান্ তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা-বলে কখনও গুপ্ত, কখনও ব্যক্ত
(গ) ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন, ইহাতে সন্দেহ করিলে নিস্তার নাই
(ঘ) কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধহীন ব্যক্তির নাশ অনিবার্য্য
(২)
পুরুষোত্তমে 'গোয়াপাখল' মহোৎসব ও নেত্রোৎসব
(৩)
সাধুসঙ্গে দশদিন
(৪)
মেদিনীপুরে সাগর মহারাজ
(৫)
পৃথিবীতে শুদ্ধভক্তের অভাব নাই, তাঁহাদের শরণাগত হওয়াই উচিত
(৬)
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ বিরহ-মহোৎসব

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-গন্ধহীন ব্যক্তি নাশ পায়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ৫ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যথা,—"ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান। কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্। সর্ব্বত্র ব্যাপক কভু সদা সর্ব্বত্র বাস। ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়। ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়।"

এই উক্তি হইতে আমরা জানিতেছি যে, ভগবান্ স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছাময়। তিনি যেকালে কোন ব্যক্তির অগোচর-ভাবে অবস্থান করিবার ইচ্ছা করেন, সে সময় সেই ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না। ভগবদ্দর্শনের অভাবে তখন সেই ব্যক্তি নাস্তিক সাজে, না হয় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য বিশেষরূপে যত্নশীল হইয়া থাকে। ভগবান্কে দেখিতে না পাওয়া বস্তুতঃ অপরাধজনিত যে-সকল মনুষ্য নাস্তিকভাবে আচরণ করে, তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার উদ্দেশে বলা হয় যে, ভগবান্ স্বতন্ত্র এবং তিনি কখনও গুপ্ত, কখন ব্যক্তভাবে থাকেন। যখন ভগবান্ কোন নাস্তিকের নিকট ব্যক্ত হইবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ধীরে ধীরে তাহার নিকট প্রথমে গুরুরূপে, শ্রীআচার্য্যরূপে, শ্রীনামরূপে, শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র-রূপে, শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহরূপে এবং অপরাপর বহুবিধ জীবচিত্ত-কলুষ-ধ্বংসকারিরূপে প্রকট হইয়া তাহাকে ভজনে রত করেন এবং ভজনের উত্তরোত্তর পর-পরভাবে তাহাকে ব্যাপক চিন্মাত্র-জ্যোতিঃ বা ব্রহ্ম-রূপে, পুরুষোত্তম শ্রীবাসুদেবরূপে, ঐশ্বর্য্য-প্রধান শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণরূপে, নীতিপরায়ণ একপত্নীব্রত ধনুর্দ্ধারী শ্রীরাম-রূপে ও মাধুর্য্যপ্রধান বহু রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের দর্শন-যোগ্যতা দিয়া থাকেন। ভক্তদর্শনে ভগবানের স্মৃতি স্ফুটিয়া উঠে, কারণ ভক্তের হৃদয়ে ভগবৎচিন্তা ব্যতীত নশ্বর স্ত্রীপুত্রাদির চিন্তা লক্ষ্য করা যায় না এবং মঠে বা গৃহে ভক্ত আপনাকে মঠ বা গৃহবাসী বুঝিবার পরিবর্ত্তে ভগবান্কে মঠ বা গৃহবাসী বুঝিয়া ভক্তার্থ বা পরিবারবর্গসহ সদা ভগবৎসেবায় ব্যস্ত থাকেন। ভগবান্কে গৃহবাসী বা মঠবাসিরূপে বুঝিবার পর ভগবৎজ্ঞান আরও প্রসারিত হইলে তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপে বুঝা যায় এবং ভজনবল বর্দ্ধিত হইলে ব্রহ্মরূপকে ভগবানের অঙ্গকান্তিরূপে বুঝিতে পারা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্য্যামী মূর্ত্তি ভগবানের অবস্থান প্রত্যেক পদার্থের ভিতর ও বাহিরে অনুভব করিবার সুযোগ লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণরূপই ভগবৎজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ভূমিকা। যিনি কৃষ্ণদর্শনের ভাগ্য লাভ করেন, তাঁহার চিত্ত স্ত্রী-পুত্রগত অনুরাগ বা ব্রহ্মানন্দকে অতি তুচ্ছ বিষয় বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হয়। সুতরাং মনুষ্যজীবনের ইহাই সর্ব্বোচ্চ ভূমিকা। যাঁহারা এই উচ্চ ভূমিকার সন্ধান না পান, তাঁহারা নাস্তিক থাকিয়া পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যু-দুঃখ ভোগ করিতে থাকেন।

পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

গত ২১শে জুন প্রাতে শ্রীনীলাচল-ক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনানুযায়ী মহাসমারোহে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-সেবা সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে শ্রীমন্দিরের বাহিরে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জনলীলা পাঠ কীর্ত্তন করিয়া পরে শ্রীমন্দিরের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক যথাস্থানে শ্রীমন্দিরের সমস্ত মার্জ্জন শোধন করেন এবং তদনন্তর নৃসিংহমন্দির সান্নিধ্যে ভক্তগণ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উৎকল ভাষায় এই গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জন-লীলাকে 'গোয়াপাখলা' বলে।

—

গত ২৩শে জুন শ্রীজগন্নাথদেবের নেত্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। স্নানের সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের বর্ণ ধৌত হওয়ায় 'অনবসর' কালে শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের 'অঙ্গরাগ' হয়। একপক্ষকাল এই জন্য জগন্নাথের দর্শন পাওয়া যায় না। আমাদের ভাব-বিভাবিত মহাপ্রভু বিষয়-বিগ্রহের অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া লীলাবিস্তার পূর্ব্বক এই সময় দ্বিভুজ বিপ্রলম্ভের আলালনাথে গমন করেন। ইঁহাদের প্রভুর নিজজন শ্রীল প্রভুপাদও এই সময় প্রত্যহ মহাপ্রভুর বিরহ-বিগ্রহকে শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে আলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে লইয়া গিয়া তথায় মহোৎসব করেন। এবারও এই উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নেত্রোৎসবকে 'নবযৌবন'ও বলা হয় অর্থাৎ এই দিন প্রাতে শ্রীবিগ্রহের চক্ষুর অঙ্গরাগ হয়। পক্ষপক্ষ দিনের বিরহের মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসাসিক্ত ভক্তগণ এই দিন জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়ান।

সাধুসঙ্গে দশদিন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ন্যায়বিভাগী সাহিত্যভূষণ পুরাণরত্ন)

বিষয়কার্য্যে অথবা স্বার্থকল্পচিন্তায় বহুচিত্ত মনুষ্যজন্মের অবশিষ্ট দিনগুলি কোনরূপে কাটাইয়া দিতেছি— সংসার-পাথারের অকিঞ্চন করিয়াও বাধাপ্রাপ্ত—বাধাপ্রাপ্ত তথা সেবাপদাম হইতে বিচ্যুত হইতে পারিতেছি না—সুতরাং মায়ার পাপসাগরে অবাধে ডুবিতে ডুবিতে অত্যন্ত নাকানি চোবানি খাইতেছি। দেখিয়া দয়ার সাগর ঠাকুর-ঠাকুর আমার মত বদ্ধ নিরুপায় পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য রূপারজ্জু পাঠাইয়া দেন; কিন্তু আমি এমনই অভাগা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত পুঞ্জীভূত দুষ্কৃতির ফলে এমনই দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্ত—এমনই আত্ম-পরায়ণ—এমনই আত্মঘাতি বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত—নিজের মঙ্গলোপায় নিজেই নিষ্ফল করিতে প্রবৃত্তশীল হইয়া আছি। সব-প্রেরিত সাক্ষাৎ রূপারজ্জু হইতে দূরতর নিকটে থাকিবার কল্পনা করিয়াও এখনও তাহা হইতে শতকোটি যোজন দূরে দূরে অবস্থান করিতেছি। সেই রজ্জুটিই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য একমাত্র অবলম্বনীয়—সর্ব্বতোভাবে করণীয় অনুষ্ঠান—এই চিন্তা আমার অন্যান্য চঞ্চল মনে স্থান পাইয়াও পাইতেছে না। জানিয়াছি, 'দশবার সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।'—কিন্তু আমি দশবার—এমন কি শতবার কেন, একাদিক্রমে দশ-দশটি দিবারাত্রি—কোন কোন সময়ে তদপেক্ষাও অধিককাল সাধুসঙ্গের অভিনয় করিয়াও বিশেষ কোন ফললাভ—পাষাণ হইতেও কঠিন আমার চিত্তফলকের উপর বিশেষ কোন গভীর রেখাপাত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে পারি নাই—এবং যথা পূর্ব্বং তথা পরং—যে তিমিরে পড়িয়াছিলাম, সেই তিমিরেই পড়িয়া আছি। তবে, সেই দুর্ভাগ্যের কাহিনীই যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া আপনার পাঠকের ধৈর্য্য হইব।

১৯শে [illegible] ১৩৩৭।

প্রাতে [illegible], আমার গুরুভ্রাতা [illegible] সমভিব্যাহারে শ্রীগৌড়ীয় [illegible] প্রাণ-[illegible] শ্রীচৈতন্যচরণ-চারণ 'গৌড়ীয়'[illegible] পূজ্যপাদ শ্রীমদ্[illegible] অন্যান্য [illegible] প্রচারকগণ [illegible]। পুনরায় [illegible] পাদ শ্রীমদ্[illegible] শ্রীমূর্ত্তি-[illegible] শ্রীপাদ [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible] কীর্ত্তন-[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীপাদ [illegible] আমাকে [illegible] নিত্য

পুলিস বাবুও আমাকে দেখিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শুনিলাম তাঁহারা চিকন্দিয়া আশ্রমে শ্রীনামানন্দ মঠের বার্ষিক উৎসব সমাধান করিয়া চাঁদপুর, অমর্দি ও নানাস্থানে [illegible] ও মুর্শিদাবাদ অনেক স্থানে হরিনাম প্রচার করিয়া এক্ষণে আগমন করিয়াছেন। বিশ্রাম [illegible] পর মহাপ্রসাদ সম্মানকালে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট [illegible] পাইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিলাম।

মুসল্‌মানদের মধ্যে ভাগ অতি বহুতর একারণই অবর্ণনীয়। বেলা দশ ঘণ্টার পর পুলের বাকি চড়া চড়িয়া। সেখানে শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারকগণের আক্ষেপ নাই—'আলো উঠ—অল অল—পাখী পাখী' প্রভৃতি চীৎকার নাই—বিশ্রামের অবকাশ [illegible] দেখাশুনিতেও নাই— [illegible] কৃষ্ণকথা আর [illegible] উৎসবে শিরবেদনাদি নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল ইহাঁরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামত 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মহাবাক্যের এক একটি জীবন্ত বিগ্রহ।

অপরাহ্নে সহযাত্রী প্রধান শ্রীনামাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার দে'র সাদর আহ্বানে প্রচারকগণ নরপুর হইতে ২ মাইল দক্ষিণে শিমূল নামক গ্রামে তদীয় ভবনে গমন করিলেন। আমরাও অনুগমন করিলাম। সান্ধ্যদীপ প্রজ্জ্বলিত হইবার পর কতিপয় লোক ও গ্রামবাসী একত্র হইলে শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক মধুর গম্ভীর স্বরে কীর্ত্তন ধরিলেন। 'হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু'—কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অবলা মহারাজ হরিভজনকারীর চাতুর্য্য বিষয়ে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল গম্ভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তৎপরে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় অনুমান ১ ঘণ্টা যাবৎ চমৎকার বাগ্মিতা প্রকাশ করিলেন। পুনরায় কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হইল।

(ক্রমশঃ)

মেদিনীপুরে সাগর মহারাজ

দুর্গাপুর, ২৭।৬।৩০

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর (পোঃ প্রতাপপুর)-নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত কাশীরাম মাইতি মহাশয় জানাইয়াছেন যে, "পরমারাধ্য পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের ন্যায় বিষয়-মদমত্ত কুবিষয়-লিপ্ত জনগণের দ্বারে দ্বারে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধানুগ্রী করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছেন, তাহা যিনি একবার একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতেছেন, তিনি তাঁহার অহৈতুকী করুণার কথা শত মুখে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। শ্রীল প্রভুপাদ এই মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গের দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই বহুল প্রচার করিলেও বর্ত্তমান বর্ষে যেন আরও বিশেষ ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া দিতেছেন। আমাদের এখানে গত বৈশাখ মাস হইতে শ্রীল প্রভুপাদের মহারাজ হরিকথা প্রচার করিয়া পুরুষোত্তম মঠের উৎসবে চলিয়া যাইতে না যাইতেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ২৭শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার হইতে পাঁশকুড়া থানার দুর্গাপুর, কমলপুর, চাঁচরাকুড়া প্রভৃতি গ্রামে প্রচার করিয়া পুরী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সন্নিহিত মঠের শাখা মঠ স্থানীয় সজ্জনের আবেদনে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মাইতি মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার বসতবাটীতে ৫ দিন ধরিয়া ২, ৩, ৪, আর ৫ শুদ্ধভাগবতধর্ম প্রচার করেন। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ স্বামিজীর শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এখান হইতে গোরাঙ্গপুর গ্রামে জমিদার বাবু গোপাল চন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মাইতির বাটীতে পরে ব্রাহ্মণপাড়ার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ কর বৃদ্ধব্রাহ্মণ মহাশয়ের এবং অন্যান্য বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি গ্রন্থ পাঠ ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য স্বামিজী ১০ই আষাঢ় শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা হুগলী জেলার ব্রাহ্মণপাড়া অভিমুখে শুভ বিজয় করিয়াছেন। স্বামিজীর মুখে অনেক আপ্তবিশিষ্ট শ্রোতাদিগের ও কথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গেল। আশা করি, সন্ন্যাসী মহারাজগণ মধ্যে মধ্যে এদেশে আসিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রচার প্রবিষ্ট করিবেন।

পৃথিবীতে শুদ্ধভক্তের অভাব নাই

সূর্য্য সদা প্রকাশমান। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে আমাদিগের চক্ষু সূর্য্য দর্শনে অক্ষম হয় বলিয়া যদি কেহ মনে করে যে তৎকালে সূর্য্যের অস্তিত্ব থাকে না, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক-গণ তাহাকে মূর্খ বলিয়া উপহাস করিবেন। সূর্য্য যাহাকে আশ্রয় করিয়া সদা প্রকাশ-স্বভাব লাভ করিয়াছেন, তিনি সূর্য্যের ও নিখিল চরাচর পদার্থের প্রাণরূপী নিত্য স্বয়ং-প্রকাশ ভগবান্। ভোগ বা ত্যাগ-মূলক নশ্বর বা নানারূপ ঘন মেঘ কর্তৃক আমাদিগের হৃদয়রূপ অন্তরাকাশ আচ্ছন্ন হইলে আমাদিগের জ্ঞান চক্ষু সূর্য্যাদির প্রাণরূপী নিত্য স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানের অস্তিত্ব বুঝিতে অক্ষম হয় বলিয়া যে সকল ব্যক্তি মনে করে যে, ভগবানের অস্তিত্ব নষ্ট হইয়াছে, তাহারা মেঘাবৃত চক্ষুর দ্বারা সূর্য্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন ব্যক্তিগণের ন্যায় মূর্খ পর্য্যায়ভুক্ত।

২। ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বৃহৎ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিতে পারে না। উহা আমাদিগের অতি ক্ষুদ্র চর্ম্ম-চক্ষুকে আবৃত করিয়া আমাদিগের নিকট সূর্য্য-দর্শনের ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। কৃষ্ণনগরের আকাশে পরিদৃষ্ট মেঘ মাত্র সেই নগরের অধিবাসিবৃন্দের চক্ষুকে সূর্য্যদর্শনে বঞ্চিত করে। যে সময় অনেক ঢাকার কৃষ্ণনগরবাসিগণ সূর্য্য-দর্শনে বঞ্চিত হয়, সে কালে যদি কলিকাতার আকাশোপরি মেঘ না থাকে তাহা হইলে ১১ লক্ষ ব্যক্তি যাহারা কলিকাতায় উপস্থিত, তাহারা সূর্য্য দর্শনে বঞ্চিত হন না। এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে ভোগ বা ত্যাগ-বুদ্ধি মূলক দুর্ব্বাসনারূপ মেঘ-খণ্ড অখণ্ড ভগবৎস্বরূপ সুবৃহৎ চিৎ-সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিতে পারে না ও তাহা জীবের অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ জ্ঞান-চক্ষুকে ঢাকিয়া থাকে। দুষ্কৃতিশালী জীবের হৃদয়াকাশে ভোগ বা ত্যাগ-মূলক দুর্ব্বাসনা রূপ মেঘ উদয় হইলেও সুকৃতিশালী জীবের হৃদয়গগনে ঐ প্রকার মেঘ উদিত হয় না এবং তজ্জন্য তাঁহারা স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানের নিত্য অবস্থান ও তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের দাস্যপর সম্বন্ধ অনুভব করিতে ও নিত্যকাল একান্তভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে সমর্থ হন।

৩। অভক্তিলাষরূপ মেঘমুক্ত সজ্জনগণ ভগবৎসেবা-সুখে বিমল নিত্যানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া অভক্তিলাষ যুক্ত অজ্ঞদিগের হৃদয়াকাশ হইতে ভোগ বা ত্যাগ-মূলক দুর্ব্বাসনা-সমূহকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদিগকে নিত্যানন্দে মগ্ন করাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন। যে সমুদয় অজ্ঞব্যক্তি সমাদরে উঁহাদিগের কথা শ্রবণ করত ভগবদ্ভজনে রত হন তাঁহারা নিজ মঙ্গলের পথ সাবধানে ও শ্রেয়ঃপন্থী এবং যাঁহারা তাহা না করিয়া উঁহাদিগকে তাঁহাদিগেরই ন্যায় দুর্ব্বাসনারূপ মেঘাচ্ছন্ন মনে করেন এবং উঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণে রত হন তাঁহারা দুর্মতি, মৎসরতার অপরাধ-পঙ্কে ও নরকের যাত্রী। আমি অন্ধ বলিয়া সকলকে অন্ধ মনে করা অন্ধের পক্ষেই শোভা পায়। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কখন সকল ব্যক্তিকে অন্ধ দেখেন না। অতএব কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের উচিৎ অভক্তিলাষরূপ মেঘমুক্ত সজ্জনবান্ মুক্ত ভগবদ্ভক্তগণের অচিরে শরণাগত হওয়া। জীবনের স্থিরতা নাই, কালবিলম্বে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

বিরহ-মহোৎসব

মাধবগৌড়ীয় মঠে

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

তাং ১২।৩।৩৭

গত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরূপানুগবর গৌর-নিজ-জন শক্তি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষোড়শ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপায়, ইদানীন্তন জগৎ বহির্মুখ অশুভকুলের তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে ও সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আকণ্ঠ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনে পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমঠের সেবকগণ বেলা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত অকাতরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই প্রচুর মহাপ্রসাদ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীভগবান্ বিগ্রহ দর্শন পাঠকীর্ত্তনাদি শ্রবণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগদান করাইয়া বহুব্যক্তি ভগবদুন্মুখ সুকৃতি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শ্রীপাদ মাধবপ্রভুর অক্লান্ত পরিশ্রমফলে এরূপ সুবৃহৎ কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার অর্চন, শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার, সেবা পারিপাট্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীগোপাল জীউ মঠে

কমলাপুর, ঢাকা, ২৭।৬।৩০

গত ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার নিত্য লীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব শ্রীশ্রীগোপাল জিউমঠে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ লোকনাথজী প্রায়ই সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে সন্ধ্যার সময় শ্রীগ্রন্থ পাঠ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং সমাগত আবাল বৃদ্ধ নরনারীকে খেচরান্ন ও মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন।

গৌড়ীয় মঠ-গ্রন্থ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
গ্রন্থ-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাধারণ বাঙ্গালার বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও দৈনিক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-বর্ণিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান্‌-ব্র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

হরিনাম চিন্তামণি

৷৵৹
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে
ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹
অর্চ্চনপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ কৃষ্ণ বলাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ দানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারদ্বয়ের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সম্পাদক-কর্ত্তৃক [illegible])

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণু-বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। [illegible] বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৸৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (যে খণ্ড হয়)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেবাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹
৫। [illegible] ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷৹
শ্রীহরিকেবল মূল-পাঠ ৷৹
৯। সুকম্বলকা [illegible] সানুবাদ (সার্থ) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীগোবর্দ্ধনচরিত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
১৫। দীপ-নির্ণয় ৶৹
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ [illegible]) ৶৹
২০। [illegible] ৶৹
২১। [illegible] ৶৹
২২। [illegible] ৷৹
২৩। [illegible] ৷৹
২৪। [illegible], শিক্ষাবলী, [illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, [illegible], অর্চ্চনপঞ্চক [illegible] ৷৶৹
২৫। [illegible] ৵৹
২৬। [illegible] ৶৹
২৭। সংস্কৃত-[illegible] ৷৹
২৮। [illegible] (প্রথম [illegible] খণ্ড)
২৯। [illegible]
৩০। [illegible]
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible] (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা না কম কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র লোক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ সৈকাটী, জেলা বর্দ্ধমান।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

নদীয়া-প্রকাশ প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

....আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবন্মৃত জীবনে দিনপাত করিতেছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সল্যুসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত পোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটা-গড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—১।৹ টাকা

---

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বৈষ্ণবব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. এফ. সি. এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কোটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ — পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১।৹ ভিঃপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

১ম প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১॥৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার
ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে নিখুঁতভাবে কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸৹
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।৹
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৫নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—দুর্গাকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
মাথাভাঙ্গা কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি- এম, এস, ওয়াকিস ডি এস, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ রত্ন—কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরজামোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গড়গাড় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, বালবাম
১০। শ্রীপাদ যতীন্দ্র ভক্তিশঙ্কর বালবাম।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

দৈনিক-বসুমতী-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলের পরিচায়ক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া পঁচে পরে প্রাণ হারান কেন? সুতরাং ।০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ড্স্ লেন, কালকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও খাঁটি

শিশি ১০ আনা, ডজন ৵

ভিঃ পিঃ ও মেলএজেন্ট পাইবেন জন্য।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, ডিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা —"শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১০৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে আষাঢ় ১৩৩৭ শুক্রবার ৪ঠা জুলাই ১৯৩০

বিবিধ সংবাদ

ভারতনেতার ছয় মাস

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং ডাঃ সৈয়দ মামুদ ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন। এলাহাবাদে বিচার হয়। নৈনীর সেণ্ট্রাল জেলেই আদালতের অধিবেশন করা হয়।

এলাহাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর উভয় আসামীকেই সেডিসনী সঙ্ঘের সদস্য বলিয়া স্থির করেন এবং তাঁহারা ১১৯ ধারা মতেও দোষী সাব্যস্ত হন।

আসামীরা কোন জবাব দেন নাই এবং কোনরূপ বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন নাই।

পণ্ডিতজী বিচার-শেষে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন যে তিনি কোন অনুরোধ করিতে চাহেন না, তবে তিনি দেখিলেন যে এলাহাবাদের রাজনৈতিক বন্দীদিগকে কোন ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা দেওয়া হয় না।

ভারতনেতার ছয় মাস

রঙ্গপুরে পুলিশের লাঠি

ঘন ঘন হরতাল

কলিকাতা বড়বাজারে গ্রেপ্তার

ভীষণ ভূমিকম্প

বরিশালে মহিলা সভা

বহরমপুরে জেল

চাটগাঁয়ের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জের

পাবনাতে গ্রেপ্তার

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গ্রেপ্তার

রঙ্গপুরে পুলিশের লাঠি

রঙ্গপুরে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার জন্য ১৯ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই সময় যে জনতা হইয়াছিল তাহাদিগকে হটাইয়া দিবার জন্য পুলিশ তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা আক্রমণ করায় ১৫ জন জখম হইয়াছে। ধৃত স্বেচ্ছাসেবকগণ মধ্যে ৪ জন খালাস পাইয়াছে বাকী সকলের ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ঘন ঘন হরতাল

পণ্ডিত মতিলালের গ্রেপ্তারের জন্য কলিকাতায় আবার হরতাল হইল। দোকানপাট আপনা হইতেই বন্ধ হইল। অনেক রাস্তা জন-শূন্য হইয়া উঠিল এবং চারিদিকে শান্ত গাম্ভীর্য্যের স্রোত প্রবাহিত হইল! আজকাল হরতাল এত সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে যে, বিশেষ বর্ণনা করা অনাবশ্যক হরতালের পুনরুল্লেখ মাত্র। তবে, যতদূর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে অনুমান করা যায় যে কাহাকেও হরতাল করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে হয় না। অধিকাংশ লোকই যেন নিজ কার্য্য ক্ষতি করিয়া হরতালে যোগদান করিতে সদাই প্রস্তুত।

কলিকাতা বড় বাজারে গ্রেপ্তার

কলিকাতা বড়বাজারে কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা জন্য চন্দ্রী দেবী এবং আরও ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস আপীল খানাতল্লাস হইয়াছে এবং নির্ম্মল কুমার ঘোষ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বহরমপুরে জেল

দৈনিক 'আশা'র সম্পাদক শশীভূষণ রায়ের দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩ ও ১০৭ ধারা মতে ১ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মৈমনসিংহে জেল ও গ্রেপ্তার

ঔরাবাদ সাবাকে রেল স্টেশন হইতে ডাকবাক্স বাহির সময় আটক করা অপরাধে ১০ জনের ৩ মাস হইতে ১৮ মাস [illegible] হইয়াছে। [illegible] মাসে সকলেই [illegible] বয়সের সন্তান।

[illegible] মুন্সীগঞ্জ কংগ্রেস আপীস ও স্বেচ্ছাসেবকগণের শিবির খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কাগজ ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া গিয়াছে এবং ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ভীষণ ভূমিকম্প

গত ১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৭ [illegible] প্রায় [illegible] ঘটিকা [illegible] নদীয়া [illegible] প্রায় ৬৫ মিঃ [illegible] ভূমিকম্প হইয়াছিল। এরূপ [illegible] কম্পন [illegible] অনুভব করা যায় নাই। [illegible] ভূমিকম্পন [illegible] আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। কোথায়ও কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না এ সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

দাঁতভাঙ্গার মামলা

[illegible] একব্যক্তি [illegible] একজনের [illegible] দাঁত [illegible] অভিযোগে [illegible] পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, [illegible] এক [illegible] এবং [illegible] টাকা [illegible] প্রাপ্ত হয়। যদি অভিযোগ [illegible] টাকা না দিতে পারে তাহা হইলে [illegible] দিন মাস [illegible] করিতে হইবে। [illegible] আদায় হইলে [illegible] এক বৎসর [illegible] ক্ষতিপূরণ [illegible] হইবে।

নানা খবর

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গত ৯ই আষাঢ় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পশাইটী গ্রামে খুব বৃষ্টি এবং মেঘ-গর্জ্জন হয়। ঐ দিন ১ জন লোক বজ্রাঘাতে ১ ঘণ্টা পরিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীতে বিবাদ

গত ১০ই আষাঢ় বেলা ৮ ঘটিকার সময় নৈহাটীর চটকলে বাঙ্গালী ও মেড়ুয়া দুই দলে মারামারি হয়। কেহই থামাইতে না পারায় উর্দ্ধ্বশ্বাসে মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট সংবাদ দেওয়া হয়। সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া হাঙ্গামা থামাইয়া দেয়। এই হাঙ্গামায় ৩০।৪০ জন লোক আহত হইয়াছে।

লাক্ষ্ণৌয়ে মুসলমান সভা

সালেমপুরের রাজা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মুসলমানগণ রাজবাটীতে একটী সভা করিয়াছিলেন। সভার মন্তব্য এখনও প্রকাশ হয় নাই তবে সভায় অনেকেই সাইমন রিপোর্ট পছন্দ করেন নাই। গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা মেমোরিয়েল হলে মুসলমানগণের আর একটী সভা হয়। শেখ মুন্সির হুসেন কিদোয়াই সভাপতি ছিলেন। সভার প্রথম প্রস্তাবে সাইমন কমিশনকে নিন্দা করা হইয়াছে এবং উহা মুসলমান জাতির পক্ষে ও দেশের পক্ষে অহিতকর বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে স্বরাজ সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর স্পষ্ট উক্তি না করা পর্য্যন্ত মুসলমান নেতাগণকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই সভাতে জাতীয় সমস্যা আপোষে মীমাংসা জন্য হিন্দুগণের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং সরকার বাহাদুরের দমননীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

বরিশালে মহিলা সভা

বরিশালে অশ্বিনীকুমার টাউন হলে মহিলাগণের একটী সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী চারুলতা দেবী, শ্রীমতী সোহাগবালা বসু প্রভৃতি মহিলাগণ সভাতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি উহার গবেষণা শেষ করিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই।

প্রকাশ যে, উক্ত গবেষণায় সাইমন রিপোর্ট স্থানলাভ করে নাই।

এসোসিয়েটেড প্রেস্ বলিতেছেন যে সম্ভবতঃ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি পূর্ব্ব কার্য্য পদ্ধতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিবেন না এবং কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হইবেন না। যে সমস্ত কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহা স্থগিদ থাকিবে না।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সিমলা হইতে প্রকাশ করিতেছেন যে—

যুক্ত প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ ভারত সরকারের সহিত বিশেষ ভাবে পরামর্শ করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতিকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬ ধারা মতে বে-আইনী সঙ্ঘ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কংগ্রেস যতদিন কাল যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে এরূপ করা ভিন্ন উপায় ছিল না। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির উদ্দেশ্যই এই যে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইয়া সরকারকে কংগ্রেসের সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য করিবে অথবা গবর্ণমেণ্টের শাসন যন্ত্র অচল করিয়া তুলিবে।

পিকেটিং বন্ধ

সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদ হইতে সংবাদ এই যে সুকুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর পিকেটিং বন্ধ করিবার আদেশ দান করিয়াছেন।

বলিভিয়ায় বিপ্লব

বলিভিয়ার বিপ্লবে দুই শত লোক হত হইয়াছে: জর্ম্মাণ সেনাপতি হত হন নাই বটে, তবে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন।

দাঙ্গা ও ম্যাজিষ্ট্রেট

ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর স্থানীয় বার লাইব্রেরীর সভায় উপস্থিত থাকিয়া বলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে গুজব রটিয়াছে যে তিনি হিন্দুর বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইবার জন্যই তাঁহাকে এখানে পাঠান হইয়াছে। তিনি বলেন যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধান সরকারের উদ্দেশ্য নহে। তাহারা দুইশ্রেণীর লোককে জানেন (১) যাহারা আইন মানে এবং (২) যাহারা আইন মানে না। স্থানীয় মুসলমান নেতারা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে এখানে দাঙ্গা বাধিবে না।

বোম্বাইয়ের মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীগণ

বোম্বাইয়ের মাড়োয়ারি চেম্বার-অফ কমার্সের প্রস্তাব যে পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অবিলম্বে তুলিয়া দেওয়া উচিত। এই অর্ডিন্যান্স দ্বারা জন সাধারণের আবশ্যক ও প্রধান অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন।

পাবনাতে গ্রেপ্তার

আবগারি দোকানে পিকেটিং করা জন্য পাবনাতে ১০জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

চাটগাঁয়ের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জের

অনন্ত সিংহ নামক ব্যক্তিকে ধৃত করিবার জন্য ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। উক্ত ব্যক্তি নিজেই সি, আই, ডি, পুলিশের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ২রা জুলাই এই মোকদ্দমার ধার্য্য দিন। স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল দ্বারা এই মোকদ্দমার বিচার হইবে। বর্ত্তমানে ৩০জন আসামী এই মকদ্দমাতে বিচারাধীন আছে। অন্যান্য যে সমস্ত অপরাধিগণের বিরুদ্ধে ঘোষণা হইয়াছে তাহাদের এখনও কোনও সন্ধান নাই। এখনও সশস্ত্র পাহারাগাড়ী প্রধান প্রধান রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ১৪৪ ধারার হুকুমও এখনও বহাল আছে।

পাটনার জেলার ব্যাপার

এক পাটনার জেলাতে অন্ততঃ ৫০৪ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। উপস্থিত গ্রামের ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি শ্রীযুত বিধানন্দ দাসের ১বৎসর জেল হইয়াছে।

বীরভূমে গ্রেপ্তার

বীরভূম জেলার জেলা কংগ্রেস সমিতি এবং ঐ জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শাখা কংগ্রেস সমিতি-গৃহ সকল খানাতল্লাস হইয়াছে। বোলপুর, রামপুর, বাহিরি এবং রাজনগরের শাখা কংগ্রেস সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারিগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গ্রেপ্তার

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্য মৌলবী আবুল কালাম আজাদ মহাশয়কে কলিকাতা আসিবার পথে পাটনাতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মঙ্গলবার রবিবার ৩৩ ৭ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় হোমিওপ্যাথের মাদারটিঙ্কচার ঔষধ ভাবে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইণ্ট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ

মদন মঞ্জরী

ধাতুর বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে জ্বালা, হস্তপদ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গাগ্নি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ কাল সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৭১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে. বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯।১ হরলাল সেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

"শ্রীধাম মায়াপুর" স্থায়ী সাব্ পোষ্টঅফিস

(২)

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ

(৩)

শ্রীগুরুদেবই ব্যথার প্রকৃত ব্যথী

(৪)

জড়দেহ-মনোধর্ম্মের সহিত আত্মধর্ম্মের সমন্বয়-চেষ্টা বাতুলতা মাত্র, আত্মধর্ম্মে আত্মধর্ম্মেই সমন্বয় সম্ভব

(৫)

মেদিনীপুর সারদায় শুদ্ধভক্তি-প্রচার

(৬)

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর স্থায়ী সাব্ পোষ্টাফিস

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে গত ১লা জুন (১৯২৯) হইতে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস খোলা হয়। গত ১লা ডিসেম্বর (১৯২৯) হইতে 'শ্রীধাম-মায়াপুর'-ডাকঘর স্থায়ী ডাকঘর রূপে পরিণত হয় (নদীয়া প্রকাশ ৪র্থ বর্ষ ২২৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং গত ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩০) হইতে 'শ্রীমায়াপুর' ব্রাঞ্চ পোষ্টঅফিস সাব্ পোষ্ট অফিসে পরিণত হয় (নদীয়াপ্রকাশ ৪র্থ বর্ষ ২৮৪ ও ২৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। মাননীয় পোষ্ট মাষ্টার জেনারল বাহাদুর ছয় মাস কাল উক্ত পোষ্টাফিসের আয় বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া গত ১লা জুলাই (১৯৩০) উহাকে স্থায়ী সাব্ পোষ্টাফিসরূপে পরিণত হইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরের অধিবাসী এবং তৎপার্শ্বস্থিত বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসিগণের সকলেরই 'শ্রীধাম মায়াপুর' ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ভিঃ পিঃ, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি প্রেরণ ও প্রাপ্তিতে যথেষ্ট সুবিধা হইতেছে। তাঁহারা 'সেভিংস্ ব্যাঙ্ক'ও খুলিয়া ভবিষ্যতের জন্য অর্থসঞ্চয়ের সুবিধা লাভ করিতেছেন। বিশেষতঃ নদীয়া জেলার দৈনিক মুখপত্র বাঙ্গলা "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" ও ইংরাজী মাসিক "হারমোনিষ্ট বা সজ্জনতোষণী" নামক দুই খানি সাময়িক সংবাদ পত্র ও তৎসংক্রান্ত চিঠি পত্র, অর্থাদি গ্রহণ প্রেরণ এবং নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি-সম্পর্কিত কার্য্যের জন্য একটী সাব্ পোষ্টাফিসের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। দৈনিক ও মাসিক সাময়িক পত্র, পরবিদ্যাপীঠ এবং পার্শ্বস্থিত গ্রামে বহু ভদ্র লোকের বাস থাকায় অনেকেই শ্রীমায়াপুর সাব্ পোষ্টাফিসের সংলগ্ন একটী টেলিগ্রাফ অফিস যাহাতে অচিরেই খোলা হইতে পারে, তাহারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন। আমরা আশা করি, এবিষয়ে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে মহোৎসব

গত ১৭ই আষাঢ় ২রা জুলাই বুধবার হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ২২শে আষাঢ় ৭ই জুলাই সোমবার দিবস উক্ত মঠে সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীহরি-কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং নিত্যানন্দান্বয় গোস্বামী শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর মহোদয় সজ্জন সাধারণকে উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

ব্যথার প্রকৃত ব্যথী

জগতের চতুর্দ্দিকে কত পরিচিত, কত অপরিচিত মুখচ্ছবি দেখিতে পাই—সকলেই আমার দিকে তাকাইয়া যায়। আমার অন্তরের তীব্রবেদনার প্রতিচ্ছবি-প্রতিফলিত মুখখানি দেখিয়া কেহই আমার বেদনার ভাগী বা ব্যথার ব্যথী হয় না। কেহ মুখের দু'টি ভালমানুষী কথা বলিয়া কেবল কৃত্রিমতা রক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, কেহ বা আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। আমার অন্তর অনন্তকাল হইতে যে ব্যথায় জর্জ্জরিত, সেই ব্যথার কথা আমাকে ত' কেহই জিজ্ঞাসা করে না। আমি যদি আর কাঁদি, তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না, বরং আমি কাঁদিলেই সকলের হাততালি বাজাইবার সুযোগ হয়। কিন্তু এরূপ অপস্বার্থপর, অনাত্মীয়, বা কৃত্রিম-আত্মীয়-বেষ্টিত জগতে একজন কে আমার মলিন মুখ দেখিতে পাইয়া অন্তর্যামি-রূপে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের অনাবিষ্কারের দুঃখ-কাহিনী জানিতে পারিয়া আমাকে যাচিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তোমার মুখ মলিন কেন? তোমার ভাবনা নাই—আমি তোমার সব অভাব পূরণ করিব।" শুনিয়া ভাবি এত লোক, আমার অভাবের সময় কেহই কিছু দান করিতে আসে না, একজন মাত্র আমার ব্যথার ব্যথী হইয়া যাচিয়া আমার অভাব পূরণ করিতে আসিয়াছেন। ইহা স্বপ্নের কথা নয়, ইহা গল্পের কথাও নয়, ইহা প্রত্যক্ষীকৃত প্রাণের কথা। তিনিই পরদুঃখদুঃখী জগদ্গুরু আচার্য্যদেব। ইনি জগতের প্রতি দ্বারে যাচিয়া যাচিয়া সকলের অভাব মিটাইবার চিরব্রত করিয়াছেন। যে সময় কৃত্রিম আত্মীয় স্বজন সকলে পলাইয়া যাইতেছে, সেই অসময়ে অথবা সেই অতি শুভসময়ে তিনিই একমাত্র তাঁহার অকৃত্রিম সহচর-সঙ্গে আমার অভাব চিরতরে দূরীভূত করিবার জন্য আমার দ্বারে শুভ পদার্পণ করেন। শুধু আমার দ্বারে নয়, জগতের কোন্ কোণায় কোন্ অভাবগ্রস্ত দুঃখী পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তিনি দুনিয়ার দ্বারে দ্বারে অমূল্য ধনের পসরা লইয়া হাঁকিতেছেন—

"এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥"

ধর্ম্মসমন্বয়

(শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম প্রভাতে আমরা যখন সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত মানসে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য করি, তখন আমরা পরস্পর বিবদমান, পার্থক্য-প্রধান ও ইতরস্পর্দ্ধী ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আলাপে বিরোধী দর্শনে চলে নিজেরে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ি। ধর্ম্ম-জীবনে ক্রমশঃ নীরস হইয়া উঠি। ফলে অজ্ঞাতভাবে নাস্তিকতা আসিয়া আমাদের হৃদয়-দেশ অধিকার করিয়া বসে। মানবের স্বাভাবিক আস্তিক্যভাব নিসর্গ ও বিতর্ক-প্রভাবে এইরূপে লুপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সমাজকে অধঃপতনের পথে প্রধাবিত করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মের নামে জগতে যত কিছু বড় মনীষী

ও সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, অন্য কোন কারণে তাহা হয় নাই। সুতরাং মনে প্রশ্ন উঠে সত্যের সাধিত ধর্মের [illegible] এত বিবাদ বিসম্বাদ মতবাদ অশান্তি ও অবিচার কেন? সকল মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, তাঁহারা ২০০ [illegible] অমর ও অব্যয় এবং অন্যান্য উপায়ভাবে মানবের কল্যাণ-কামনায় অভিলাষে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া মানব-শোণিতে ধরিত্রীর বক্ষ রঞ্জিত করিয়া গৌরব অনুভব করেন। তাই বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবন-পরিধির মধ্যেই আবেষ্টন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ফলে ধর্ম একটী অকপোল-কল্পিত কাল্পনিক ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান ধর্মজগতের অবস্থা পর্যালোচনা-কালে আমরা দেখিতে পাই, দেশ কাল পাত্র ভেদে মানবের আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ আহার বিহার প্রভৃতি পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মানবের মুখ্য প্রকৃতি এক হইলেও গৌণ প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেহ অথবা মনঃসম্বন্ধ-জাত ধর্মমতগুলি যে পরস্পর পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই বরং উহাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে পরস্পরের বিবাদের কারণ নাই। মুখ্য তত্ত্ব-বিষয়ের ঐক্য থাকিলেই গৌণ ব্যাপারে আপাত-বিরোধের মূল কারণ শিথিল হইয়া পড়ে। কোন কোন ধর্ম-প্রচারক গৌণধর্ম-সম্বন্ধীয় মতবাদের উদারতা দেখাইয়া গৌণধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করিতে গিয়াছেন। অনেকে এখনও সেই মতের পোষকতা করেন। কিন্তু মানবের মুখ্যধর্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া গৌণধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

কাল্পনিকতার বলে অনেক মনোধর্মী ভাবুক সম্প্রদায় বিশ্বমানব-ধর্মের কল্পনা করিয়া বিশ্বধর্ম-সমন্বয়ের বৃথা প্রয়াসে আরও কতকগুলি নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিয়া ধর্মজগতের জঞ্জাল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

জগতের সমস্ত ধর্মমতবাদের বিস্তা-- সমস্ত শ্রেণিগত বৈষম্য-বিচারে তাহাদিগকে দেহধর্ম, মনোধর্ম ও আত্মধর্ম রূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। দেহধর্ম ও মনোধর্মই মানবের গৌণধর্ম আর আত্মধর্মই মুখ্যধর্ম। আত্মধর্মে মানবের দেহ ও মনোবৃত্তি-সম্বন্ধ ব্যাপার-সমূহ আত্মবৃত্তির অনুগত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদের গৌণত্বের বিশিষ্টতা আর থাকে না। কিন্তু যেখানে দেহধর্ম ও মনোধর্ম প্রবল, সেখানে গৌণত্বের বিশিষ্টতা-হেতু সমন্বয়ের সম্ভাবনা লোপ পায়। দেহ ও মনোধর্ম জড়ধর্ম মাত্র এবং জড়ধর্মের বিশেষত্বই বৈষম্য, সুতরাং বৈষম্যে সাম্যভাব রূপ সমন্বয়-চেষ্টা কবির কল্পনা মাত্র।

একমাত্র বিশুদ্ধ নিত্য সত্য সনাতন আত্মধর্ম রূপ বিশ্বমানবের মহামিলন-ক্ষেত্রে বিশ্বধর্মের মহাসমন্বয় সম্ভব।

যে দিন বর্তমান শিক্ষিত-সমাজ ভোগ ও ত্যাগ-পরায়ণ মনোধর্মের অধিকার অতিক্রম পূর্ব্বক ভগবৎসেবা রূপ আত্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, সেই দিনই জগতে মানব-ধর্মের মহাসমন্বয় উপস্থিত হইবে।

সাধুসঙ্গে দশদিন

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০৪ সংখ্যার পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরী মোহন দাসাধিকারী সাহিত্যভূষণ পুরাণরত্ন)

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণে চৈতন্যমঠের প্রচারকগণ নারমা গ্রামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দসেবক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয়ের ভবনে পদার্পণ করিলেন। নারমাবাসীর পরম সৌভাগ্য-বশে শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণ এই সপ্তমবার নারমা গ্রামটীকে পাদ-স্পর্শে পবিত্র করিলেন। সেইদিন এবং তৎপরদিবস সন্ধ্যায় আহূত জনসভায় শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ হরিভজনই জীবের একমাত্র কর্তব্য বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আরম্ভে শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী প্রভু মহাজন-পদাবলী কীর্তন করিয়া প্রতিজীবহৃদয়ে অন্তর্মুখী বৃত্তির সঞ্চার করাইয়া দেন। এই গ্রামের প্রজ্ঞাবান অধিবাসী লোকমান্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ ভাগবতরত্ন মহাশয় দুই দিবস কাল সাধুসঙ্গে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আলোচনায় পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। জনৈক যোগীশ্রেষ্ঠ শিক্ষাভিমানী তরুণ যুবক আই এ. পরীক্ষা প্রদানান্তে অবসরক্রমে জিজ্ঞাসু হইয়া কর্ম, জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তির তারতম্য বিচার শ্রবণ করিলেন। সৌভাগ্যোদয় হইলে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুচরণাশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা এই তরুণের হৃদয়ে জাগ্রত হইতে পারে। এইরূপে সাধুগণ তিনদিন তিন রাত্রি নারমাগ্রামে অবস্থান করিয়া অবিশ্রান্ত হরিকথারসে নারমাবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিলেন।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার অপরাহ্ণে এক অদ্ভুতপূর্ব প্রাকৃতিক ঘটনা প্রত্যক্ষীভূত হইল। বেলা তখন ৪। ঘটিকা হইবে। সমস্ত আকাশ লঘুমেঘে আবৃত। নিবাত নিষ্কম্প। শ্রীরাধিকাবন্দ তাঁহাদের অনুভূত হইতেছে। তরুণগণ কেহ শ্রীরাধিকা মঠে সংখ্যাপূর্ব্বক নাম জপ করিতেছেন, কেহ পাঠচারণ করিতে করিতে ইষ্ট-গোষ্ঠীতে মগ্ন আছেন, ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভু যোগীশ্রেষ্ঠ শিক্ষাভিমানী তরুণ যুবকটির কল্যাণোদয় করাইবার জন্য বহুবিধ সারোপদেশ প্রদান করিতেছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদরণ্য মহারাজ তাহাতে মধ্যে মধ্যে যোগদান করিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল সহসা সমগ্র পশ্চিম দিক্‌চক্রবাল হইতে বায়ুতাড়িত অনন্যোত্থিত ধূম্ররাশির ন্যায় অবিবর্ণ বাষ্পরাশি উদ্গত হইতে হইতে মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ক্রমে ক্রমে অধিকতর ঘনকৃষ্ণ গৈরিক ধূম্রাবরণে ধরণী অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সন্ধ্যাপূর্বে বায়ু স্তব্ধ। ক্রমশঃ শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। দেখিতে দেখিতে বাষ্পাবরণ এরূপ গাঢ়তর হইতে লাগিল যে, ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন হইল। পার্শ্বস্থিত কোনও বস্তু বা মনুষ্য আর গোচরীভূত হইল না। মনে হইতে লাগিল, জীবজগৎ অচিরাৎ বুঝিবা প্রলয়াম্বুভাবে নিমগ্ন হয়। বৈষ্ণবগণ উচ্চৈঃস্বরে তারক-ব্রহ্মনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। দশ বার মিনিটকাল এইরূপ ভাবে কাটিবার পর ধীরে ধীরে বাষ্পাবরণ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। অবশেষে সামান্য বৃষ্টিপতন হওয়ায় এইদিন সন্ধ্যায় আর সভাধিবেশন হইল না। অধিকার প্রাকৃতিক অদ্ভুতপূর্ব বিপর্যয়ে সকলেই জড়জগতের নশ্বরতা —সৃষ্টিস্থিতিলয়বিধাতা পরমেশ্বরের অপার করুণা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রালোচনামুখে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্তিত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয় পরদিন প্রাতেও আগমন করিয়া দীর্ঘকাল হরিকথা শ্রবণ করিলেন। অপরাহ্ণে বৈকুণ্ঠবাবু জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ রাধাশ্যাম প্রচারকগণের আলোকচিত্র গ্রহণ করিলেন। ভক্তবর্গের প্রতি বৈকুণ্ঠবাবুর প্রশংসনীয় সেবাগ্রহে প্রীত হইয়া প্রচারকগণ শ্রীকোলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিরহ-মহোৎসব

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

(লেখক শ্রীপাদ দিগম্বরব্রহ্মদাসাধিকারী)

কটক, ২৯/৬/৩০

গত ২৬শে জুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের ষোড়শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীমঠে একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ডেপুটী শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক, উকীল শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উকীল শ্রীযুক্ত রাধালচন্দ্র দাস, বালেশ্বরের প্রসিদ্ধ জমিদার মিঃ সাবত, একাউন্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত মন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর শ্রীপাদ গদাধর ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত শান্তিপদ মুখোপাধ্যায় শ্রীল ঠাকুর-কৃত কএকটী পদাবলী সংকীর্তন করেন। শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী গৌড়ীয় হইতে সুবেশ-তিথি বিষয়ক প্রবন্ধটী তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় পাঠ করেন। তাঁহার পাঠান্তে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তের অপ্রকট-তিথি-মহোৎসবাদি যে, সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে যে শোকসভাদির অধিবেশন হয়, তদ্রূপ নহে, তাহা বর্ণনা-মুখে বলেন, সাধারণ কর্মফল বাধ্য জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। মৃত্যু-দিনই সেই জীবের শেষ বিচারের দিন। জীবিতাবস্থায় জীব যে সকল সুকর্ম, কুকর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম করে, সেই সকল কার্য্যের শেষ বিচারের দিন মৃত্যু-দিবস, সুতরাং সেই দিন তাহাদের পক্ষে অতীব শোচনীয়, কিন্তু, বৈষ্ণবদিগের নিকট তাহা নহে। তাঁহারা কর্মফল-বাধ্য জীব নহেন। তাঁহাদিগের যাবতীয় চেষ্টা কর্ম-প্রায় দেখাইলেও সেগুলি সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবা। তাহেই তাঁহারা নির্ভীক। তাঁহাদের প্রকট অপ্রকট ভগবদ্ ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়া থাকে।

তৎপরে শ্রীল ঠাকুরের নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলি বিশেষভাবে কীর্তন করেন।

(১) নিঃস্ব বা প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন ভজন কি?

(২) ধর্ম কি এক না বহু?

(৩) বৈষ্ণবতা কি শৌক্র-পরম্পরা-গত?

(৪) রুক্মনামাদি কি কোশীর পর্য্যায়?

(৫) প্রচারকের যোগ্য কাহারা?

(৬) কলির সেবক কাহারা?

(৭) কেবল শাস্ত্র পড়িয়া কি শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা লাভ হয়?

প্রবন্ধ-বিস্তৃতি-ভয়ে সেগুলি সবিস্তার বর্ণনে বিরত রহিলাম।

শ্রীঠাকুর-কৃত শরণাগতি ও কল্যাণ-কল্পতরু গ্রন্থ হইতে কএকটি পদাবলী সংকীর্তনের পর রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সমাগত ভক্তমণ্ডলী মহাপ্রসাদ গ্রহণের পর রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মহানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

২। মূল্য বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন-৮ কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণিঃ

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুবে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য নইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞান কুজন স্বভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৬২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারস্বতকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
৯। যুক্তিসংহিতা ভগবৎসন্দর্ভঃ সানুবাদ (যন্ত্রস্থ) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৶০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷৴
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধকাব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অতিরিক্ত ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৶০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ৷০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু শত লোক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীগণকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ গৈলাকী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলার এ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত নবানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বড় প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস.(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, হাঁপা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মাদি উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃৎকম্প, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাভাবিক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২।০ টাকা

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

৪৪২ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

৭/৮ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধামমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত-দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ কার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে প্রাপ্তব্য

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,— ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীমধ্বাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ভগবান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লাল কে রোড, খুলনা;

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, জলপাইগুড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ রায়—৭৯।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন কে, মুখার্জ্জি—এম, এস, এয়াকস দি মল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা

৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, মানবাজ

১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিসুধাকর মানবাজ।

১১ শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভর সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম—

সারফলিন

টনিক ও সালসা পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলেন পরিচারকে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

"একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ১৫ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ দিনের উপর খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হবেন কেন? সুতরাং ॥৹ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৶৹ আনা, ডজন ৫।৹ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আফিম ও অগ্নি শিশি ৸৹ আনা, ডজন ৮৲ ভিঃ পিঃ ও মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, ডি-সিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গেটেগ্রামের নাম ও ঠিকানা — শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সংবাদপত্রের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১০৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে আষাঢ় ১৩৩৭ শনিবার ৫ই জুলাই ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে বিরাট সভা

কলিকাতায় থানাতে মারামারি

পণ্ডিত মালব্যের তেজস্বিতা

জেল খালাসের দুই ঘণ্টা পরেই আবার চুরি

পিকেটীংএ গ্রেপ্তার

গোল টেবিলে সাইমন রিপোর্ট

ভারত ও বিলাতী ব্যবসায়

সাহেব মিশনারি ও আইন অমান্য

বাক্সের মধ্যে মৃতদেহ

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে বিরাট্ শোভাযাত্রা

গত ১লা জুলাই তারিখে অনুমান ৬।০ ঘটিকার সময় নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মীবৃন্দের উদ্যোগে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিংকমিটীকে সরকার বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া সম্পাদক ও প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে গ্রেপ্তার করায় একটী বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রায় বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ প্রায় সহস্রাধিক লোক যোগদান করিয়াছিল। শোভাযাত্রা কংগ্রেস আফিস হইতে বাহির হইয়া মালোপাড়ার রাস্তার গোলাপটী হইয়া হাইষ্ট্রীটে গমনাগমন করে। অবশেষে রামগোপাল টাউনহলে আসিয়া একটী জনসভা করে। ২০জন কনষ্টেবল আসিয়া ৫।০ ঘটিকার সময় হইতে পোষ্টাফিসের প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল। পুলিশগণ দূর হইতে সভার কার্য্য দর্শন করিতেছিল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় উকীল লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী, কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল চট্টোপাধ্যায়, উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন।

কলিকাতায় থানাতে মারামারি

গত মঙ্গলবার আমেরিকার নাবিক জে, ট্রুং এবং ভূতপূর্ব্ব সার্জেন্ট জি, উয়েব কলিকাতার একটী থানাতে প্রবেশ করিয়া দুইজন সার্জেন্টকে আঘাত করে এবং একজন কনেষ্টবলের মাথাতে গুরুতর আঘাত করে। উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লালবাজার থানার হাজতে রাখা হইয়াছিল। পরে বিচারে ইহাদের প্রত্যেকের ২০৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

পণ্ডিত মালব্যের তেজস্বিতা

কারাদণ্ড-প্রাপ্ত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গত ২রা জুলাই তারিখে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এলাহাবাদে পৌঁছেন। ভারতীয় কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি সর্দ্দার বল্লভ ভাই পেটেলের নিকট তার যোগে পাঃ মালব্যজী জানাইয়াছেন যে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির পক্ষে কোনরূপ কাজ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন।

বৈঠক ও রিপোর্ট

বিলাতে অনুষ্ঠীয়মান গোলটেবিল বৈঠক সাইমন কমিশনের সমর্থন করিতে বাধ্য থাকিবেন না। উক্ত বৈঠক স্বাধীনভাবে গবেষণা করিবেন। সাইমন কমিশন এবং সেণ্ট্রাল কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে বৈঠকে কথাবার্ত্তা চলিলেও চলিতে পারে। বৈঠকের সভ্যগণ অপর কোন প্রস্তাব করিলেও করিতে পারেন। সাইমন রিপোর্ট একখানি রিপোর্ট মাত্র উহা গবর্ণমেণ্ট অথবা পার্লামেণ্টের কোন সিদ্ধান্ত স্বরূপ ধরিবা নহে।

সরকারের পক্ষ হইতে বৈঠকের নিকট কোনরূপ প্রস্তাব স্থাপিত হইবে না।

[illegible]

কাগজ বলেন যে পার্লামেন্ট [illegible] স্থাপিত হইবে [illegible] মধ্যে [illegible] এবং [illegible] রিপোর্টের মন্তব্য [illegible] বিশেষ [illegible]।

জেল খালাসের ২ ঘণ্টা পরেই আবার চুরি

[illegible] এক ব্যক্তি জেলখানা হইতে বাহির হইয়া তাহার দুই ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় নিউ মার্কেটে [illegible] হইতে টাকাকড়ি সহ [illegible] ছিনাইয়া লইয়া পলাইতেছিল [illegible] ধরা পড়িয়াছে।

[illegible] ভূমিকম্প

গত ২রা জুলাই [illegible] রাত্রি প্রায় [illegible] কলিকাতা, [illegible] জেলায় [illegible] হইয়াছে [illegible] হইয়াছিল [illegible]। এপর্য্যন্ত [illegible] পাওয়া যায় [illegible] ছিল এবং [illegible] বহু লোক বিশেষতঃ [illegible] সমস্ত রাত্রি [illegible] কাটাইয়াছিল।

মদের দোকানে পিকেটীংএ গ্রেপ্তার

[illegible]

[illegible] মদের [illegible] স্বেচ্ছাসেবক [illegible] হয়। [illegible]

নানা খবর

[illegible] গোলযোগ

[illegible] কংগ্রেস [illegible] জাতীয় [illegible] গোলমাল [illegible]। [illegible] আঘাতে [illegible] আহত হয়।

বিলাতে দুশ্চিন্তা

[illegible] প্রকাশ [illegible]। কিন্তু বিলাতে [illegible] দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছেন। [illegible] রাখিবেন।

আবার স্বাধীন

পাঠক অবগত আছেন যে ফরাসী [illegible] জার্মানির [illegible] ছিল। [illegible] আবার তাহারা পূর্ব স্বাধীনতা [illegible] আস্ফালন করিতে লাগিল। [illegible] দেশের পূর্ব স্বাধীনতা ঘোষিত হইল। পাহাড়ে পাহাড়ে [illegible] আনন্দ প্রকাশ করিল এবং রাস্তায় রাস্তায় [illegible] এবং আনন্দ কোলাহল হইতে লাগিল।

[illegible] এবং [illegible] পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া আপ্যায়িত করিল।

অনেককাল ধরিয়া [illegible] আশা করিতেছিল।

সাহেব মিশনারি ও আইন অমান্য

[illegible] আমেরিকান পাদরী। তিনি [illegible] কলেজের প্রিন্সিপাল। [illegible] যে সমস্ত ব্যক্তি আইন অমান্য [illegible] সহানুভূতি প্রকাশ করেন, [illegible] গভর্নমেন্ট তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে [illegible] একটা গুজব রটে। বর্তমানে প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি স্বদেশে ফিরিতেছেন বটে, তবে সে কেবল [illegible] শিক্ষা করিবার জন্য। ছয় বৎসর পরে, তাঁহার শিক্ষা কার্য শেষ হইলে তিনি পুনরায় ভারতে [illegible] আসিবেন।

তুরস্কে যুদ্ধ

আবার বুঝি [illegible] হয়! [illegible] হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে [illegible] কুর্দজাতীয় লোক যুদ্ধ [illegible] করিতেছে। [illegible] হইতে তুরস্কে আসিয়া [illegible] এবং তুরস্করাজ্যের প্রজাদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতেছে। [illegible] সৈন্য এবং বিমানপোত [illegible] আক্রমণকারীদিগকে [illegible] পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে। একদল কুর্দ [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সৈন্যগণ [illegible] সীমার উভয়দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছে।

তুরস্ক গভর্নমেন্ট এবিষয়ে [illegible] গভর্নমেন্টের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। শেষ সংবাদ এখনও জানা যায় নাই।

ইরাক স্বাধীন

ইরাক আবার স্বাধীন হইল। ইংরাজের সহিত সন্ধি হইয়া গেল, ইরাক জাতিসংঘে স্থান পাইল। ইরাকের পক্ষে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী এবং ইংরাজের পক্ষে হাই-কমিশনার [illegible] সন্ধিপত্রে সহি করিলেন। ইংরাজগণ পাঁচ বৎসরের মধ্যে [illegible] এবং [illegible] হইতে সমস্ত সৈন্য উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর ইংরাজেরা [illegible] বিমান আড্ডার স্থান [illegible] করিয়া লইবেন। আভ্যন্তরীণ রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষার ভার ইরাকের নিজের হইল।

আবার কমিশন

[illegible] পার্লামেন্টে সেক্রেটারী মিঃ টি, [illegible] সভায় প্রকাশ করিয়াছেন যে সরকার [illegible] একটী অর্থনৈতিক কমিশন পাঠান মনস্থ করিয়াছেন।

ভারত ও বিলাতী ব্যবসায়

বৃটিশ ট্রেড কমিশনারগণ ভারতের বর্তমান অবস্থার [illegible] লিখিয়াছেন এবং ভারতে বিলাতী ব্যবসায় প্রসারের জন্য সমস্ত রকম সামরিক উপায় অবলম্বন করিতেছেন। [illegible] বলেন যে ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলন করা আবশ্যক।

পাতিয়ালার ব্যাপার

পাঠক অবগত আছেন যে পাতিয়ালা রাজ্যের সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটী কমিটী বসিবে। সম্প্রতি ভারত সচিব প্রকাশ করিয়াছেন যে এই তদন্ত গোপনে হওয়াই বিধেয়।

প্রকাশ যে সাইমন রিপোর্টের একটী সাধারণ সংস্করণ বাহির হইবে।

বাক্সের মধ্যে মৃতদেহ

[illegible] একটী পুকুরে একটি বাক্স ভাসিতে দেখিয়া গ্রামবাসিগণ তাহা টানিয়া তুলে। উক্ত বাক্স খুলিয়া দেখা যায় যে তাহাতে একটী পশ্চিম দেশীয় লোকের মৃতদেহ রহিয়াছে। কেহ তাহার গলা টিপিয়া মারিয়াছে বলিয়া জানা যায়। উপস্থিত অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে উক্ত মৃত লোকটী কলিকাতা ক্যানিং ষ্ট্রীটের [illegible] কোম্পানীর দারোয়ান [illegible]। এই ব্যক্তি [illegible] সন্ধ্যার সময় বাড়ী যাইবার জন্য আপিস হইতে চলিয়া আসে এবং তার পর তাহার আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। আপিস হইতে যাবার কালে তাহার নিকট টাকা কড়ি কিছুই ছিল না। কি জন্য বা কাহার দ্বারা এই হত্যাকার্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহা এতক্ষণ কিছুই জানা যায় নাই।

ভ্রম সংশোধন

পণ্ডিত মালব্য এবং মৌলানা আবুল কালাম গ্রেপ্তার বিষয়ে যে সংবাদ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভুল বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। অতএব কলিকাতার দিনে গ্রেপ্তার ইত্যাদি বিষয়ে সকল সময় সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। সুতরাং একরূপ ভুল মার্জনীয়। দেশের যে সকল গ্রেপ্তার ও জেল বিষয়ে সংবাদ পাই [illegible] তাহাদের [illegible] সত্য বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। যখন যেরূপ সংবাদ পাওয়া যায় সেই রূপই প্রকাশ করা হয় এবং যথাসাধ্য সঠিক সংবাদই প্রকাশ করিবার চেষ্টা হয়।

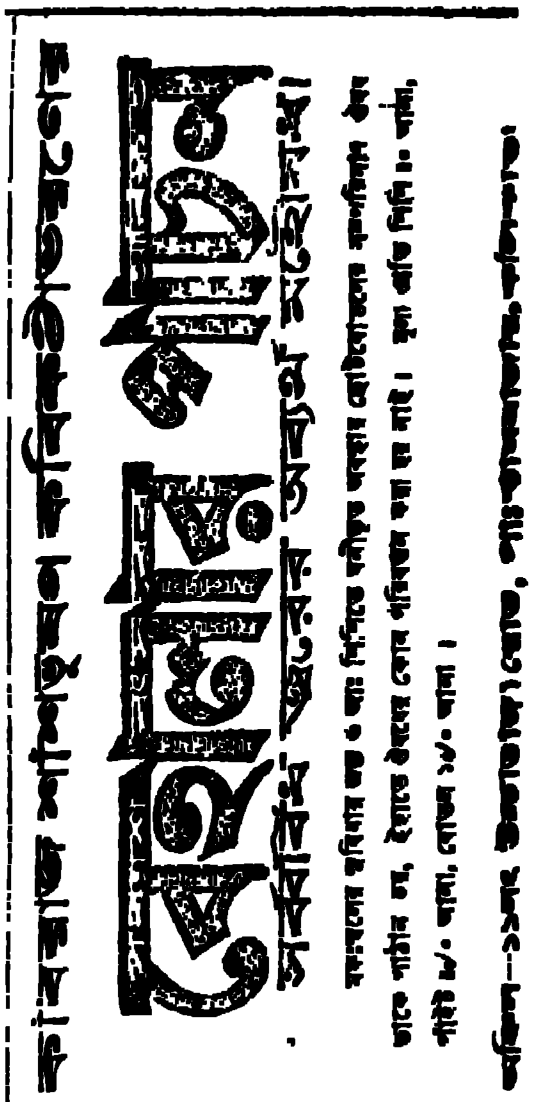

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব সর্বজ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আশ্চর্য্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারামজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ অন্যদের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

স্বত্বাধিকারী—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর তাড়াতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস্-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ
২৯।১ হসুরীমল লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে আষাঢ় শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বধামপ্রাপ্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রধান অনুগ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় গতবৎসর পীড়িত হইয়া জীবিতোত্তরকালে অগ্নিসংস্কার ব্যতীত তাঁহার শরীরের সমাধি দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অনুগগণ তাঁহার পরলোকগমনে শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বেই তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রে সমাহিত করিয়াছেন।

উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শিক্ষিত অনুগ শ্রীযুক্ত অচলানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বহু সদ্গুণে অলঙ্কৃত। তাঁহার বিনয় নম্র ব্যবহার ও সৌজন্য বিদ্বৎসমাজে বড়ই আদরের বিষয়। ব্রহ্মচারী মহাশয় নানাস্থানের প্রয়োগবিধানে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গুরুদেবের শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ড-বিহিত লৌকিক-পন্থায় অনুষ্ঠান করিবার শাস্ত্রপ্রমাণ পান নাই। বিভিন্ন জাতি-সমাজের বিচার-মতে সাধারণ অগ্নিসংস্কৃত দেহবিশেষের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে গুরুবর্গের বিধানানুসারে যে কোন দিবসে মহোৎসবাদি করিবার বিচার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুক্তপুরুষের গৃহস্থ শিষ্যগণের গুরুদেবের দেহত্যাগে কোন অশৌচ গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে কি না,—জিজ্ঞাসা করিবার মানসে শ্রীযুক্ত অচলানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় গত ১৩ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে সমাগত হইয়া প্রশ্ন করেন। প্রেতকৃত্য বিচারে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তিগণের যেরূপ অগ্নিসংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে, তদ্রূপ কার্য্য পুনরায় জন্মপরিগ্রহকারীর পক্ষেই বিহিত হয়। ত্যক্তসংস্কার জনগণের ঐরূপ ব্যবস্থা—স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত নহে। পরমার্থিগণও সেইরূপ বিচার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সৌজন্য ও বিচার প্রশংসনীয়।

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো প্রবর্ত্তিত হওয়ায় প্রাচীন পদ্ধতির আদরকারিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এতৎ সম্পর্কে শ্রীমন্দিরের অধ্যক্ষ রাজাসাহেবের এবং শ্রীমূর্ত্তির সেবায়েৎ পণ্ডাগণের মধ্যে মতদ্বৈধতা উপস্থিত হইয়াছে। শুনা যায়, কর্ত্তৃপক্ষের নামে অনেক বাধিত পণ্ডা রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন। এরূপ মতভেদ মিটিয়া যাওয়াই সঙ্গত, কিন্তু বর্ত্তমান রাজ-সেক্রেটারী মিটাইবার পক্ষপাতী নহেন বলিয়াই শুনা যায়। শ্রীমন্দির-সংক্রান্ত

(১)

(ক) ব্রহ্মচারী অচলানন্দের শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন এবং তথায় তদীয় স্বধাম-প্রাপ্ত গুরুদেব শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ বিষয়ে মুকুন্দের বিচার-শ্রবণ

(খ) প্রেতকৃত্যবিচারে পুনরায় জন্মপরিগ্রহকারীর পক্ষে যেরূপ অগ্নি-সংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি বিহিত হইয়া থাকে, ত্যক্তসংস্কার জনগণের পক্ষে তাদৃশ বিধান স্মৃতি-শাস্ত্র সম্মত নহে

(গ) শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো-প্রবর্ত্তনে প্রাচীন-পদ্ধতি-অনুমোদনকারিগণের অসন্তোষ

(ঘ) শ্রীমন্দিরের অধ্যক্ষ ও পণ্ডাগণের মধ্যে বিবাদ

(ঙ) শ্রীমন্দির-সংক্রান্ত ব্যক্তিগণের সদাচার-সংরক্ষণ একটী প্রধান কার্য্য

(চ) উৎকলের অশিক্ষিত জনসমাজে প্রাকৃত সহজিয়াবাদকে 'ধর্ম্মরাজ' বলিয়া ভ্রান্তি শুদ্ধভক্তগণের সেই ভ্রান্তি অপনোদন-চেষ্টা

(ছ) ছত্রানন্দগণকে মহাজন ও ব্যক্তিবিশেষকে 'গৌরনিত্যানন্দের যোগজতনু' প্রভৃতি বিচার এবং শ্রীচৈতন্যের আদর্শ সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট এবং সমাজের সমূহ অহিতকারক

(২)

(ক) আসামে আসুরিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব

(খ) দৈব এবং আসুর বর্ণাশ্রম-বিচার

(গ) চতুর্ব্বর্ণেরই হরিভজন কর্ত্তব্য

(ঘ) আসামীয় শঙ্করদেবের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমত

(ঙ) শৌক্রপন্থায় ব্রাহ্মণতা-বিচার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও শৌক্র-ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে নিজেরা শুদ্ধ-ব্রাহ্মণ-সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অসদাচারীকে সংশোধন করা কর্ত্তব্য

(চ) শঙ্কর প্রবর্ত্তিত বিদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার-বিচার-বিভ্রাটের প্রতিবিধান আবশ্যক

(ছ) কৃষ্ণের দাসত্বই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, তাহার অবমাননাকারীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী

(জ) ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র

(ঝ) চৈতন্যবিরোধে অচৈতন্যেরই আহ্বান হইয়া থাকে; মাৎসর্য্য-প্রপীড়িত হৃদয়ই শ্রীচৈতন্য প্রচারিত সত্যের সার্ব্বজনীনতা বিচারে অসমর্থ

(ঞ) নিজে শোকমোহভয়াদি-উপক্রান্ত অপসূত হইয়া অন্যকে ত্রাণ করিবার প্রয়াস নিতান্তই হাস্যাস্পদ

(ট) উপসংহারে ব্রহ্মচারী হরিপ্রসাদকে অসত্যের পক্ষপাতিত্ব বর্জ্জন-পূর্ব্বক সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ

ব্যক্তিগণের সকল সময়ে সদাচার সংরক্ষণ করা একটী প্রধান কার্য্য। রাজাসাহেবের পক্ষ হইতে নিরপেক্ষ সদাচারের [illegible] পণ্ডাগণ সকলেই আচার-বিচার পালন করেন। রাজপ্রিয় অমাত্যগণের অত্যাচার হইতে রাজাকে সতর্ক হইবার জন্য এবং লোকানুকূলে কার্য্য করিবার উপদেশ দেওয়া উচিত।

উৎকল দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রাকৃতসহজিয়াবাদকে 'ধর্ম্মরাজ' বলিয়া ধারণার সুযোগ পাইয়াছেন। উহারা যাহাতে শাস্ত্রবিহিত সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশাস্ত্রীয় বিধানকে বিদায় দিতে পারেন, শুদ্ধ গুরুভক্তগণ সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন। ইঁহাদের কৃপা সকল-সময়ে প্রাপ্ত উহারা করিলে—এরূপ কোন [illegible] পাওয়া যায় না। ছত্রানন্দ-গণের দ্বারা যাহা বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়, তাহা কখনই ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে না। তবে দীনেশ বাবুর ন্যায় বহু ভক্তগণ সর্ব্বদেশী সম্প্রদায়ের আদর্শ বৃদ্ধি করিবার সুযোগ না দেন, ইহাই ভক্তগণের অভিলাষ।

ব্যক্তিবিশেষকে গৌর নিত্যানন্দের যোগজতনু বলিয়া প্রচার করায় জগতে যে অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, ছত্রানন্দকে মহাজন ও তাঁহার বাক্যকে কীর্ত্তন [illegible] করায় যে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা [illegible] মন বুঝিয়া উঠিতে পারে না। উক্ত [illegible] সজ্জনের ইহার প্রতিবিধান প্রচার করিলে সমাজের নৈতিক চরিত্র উন্নত হইলে চরিত্রদোষদুষ্ট ছত্রানন্দের ও তাঁহাদের বিষময় ফল সমাজের অনেকেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

আসামে আসুরিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এস, বি, টি)

প্রতিষ্ঠাতা

আমরা পূর্ব্বে এই পত্রিকায় আসামের এক ব্রহ্মচারীর কিছু সেবা করিয়াছি। অদ্য আর এক ব্রহ্মচারীর সামান্য কিছু সেবা করিতে অগ্রসর হইলাম। তাঁহাদের শ্রীচরণে মস্তক অবনত করিয়া পুনঃ পুনঃ এই নিবেদন যে তাঁহারা যেন আমাদের এই দৈন্য-সেবা চেষ্টাকে নিন্দা বলিয়া গ্রহণ না করেন।

ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী বি, এ [illegible] বিবাহিত। পূর্ব্বে সরকারী চাকুরী করিতেন, কিন্তু গান্ধীর আন্দোলনে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কারাবরণ করেন। কারামোচনের পর সাধু সাজিয়া বর্ণাশ্রম স্থাপনে নিযুক্ত হন। ইঁনি ব্রাহ্মণের শত্রু এবং কায়স্থের [illegible]

করেন। তাঁহার শিষ্যগণ এই সমস্ত অশাস্ত্রীয় প্রাকৃত কার্য্য সম্পাদন করাইয়া থাকেন। ইঁহারা দৈব-বিচারের পক্ষপাতী নহেন, এবং প্রকাশ্যে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছেন, যদিও শঙ্করদেবের প্রতি ইঁহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত প্রণালীতে জীবন কাটাইয়া থাকেন।

বিবিধ বর্ণাশ্রম

দৈব ও আসুর বিভাগে বর্ণাশ্রম দ্বিবিধ। যথা,—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব
আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

বিষ্ণুভক্তগণ দৈববর্ণাশ্রম স্বীকার করিয়া কৃষ্ণভজন করেন আর হরিবিমুখ জনগণ আসুরিক বর্ণাশ্রম স্বীকার করায় ক্রমে অমঙ্গল প্রাপ্ত হন।

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্
ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"
(ভাঃ ১।৫।১৭)

তাহার পর বলিতেছেন যে, হরিভক্তের অপকার ত [illegible] মঙ্গল; কিন্তু হরিবিমুখ বর্ণাশ্রমীর স্বধর্ম্ম পালনে কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না।

বৃন্দাবনলীলায় মাথুর ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে তাঁহাদের কৃষ্ণবিমুখ কার্য্যপ্রণালীকে ধিক্কার করিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে বর্ণ বৃথা অহঙ্কার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব।

"ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং
ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে
ত্বধোক্ষজে॥"
(ভাঃ ১০।২৩।৪০)

তাঁহারা বলিতেছেন যে, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনগণের ত্রিবৃৎজন্ম, বিদ্যা, ব্রত, বহুজ্ঞতা ও ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)

বর্ণাশ্রম স্বীকার করিয়া যদি হরিভজনই না করিলাম, তবে আর করিলাম কি?

চতুর্ব্বর্ণেরই হরিভজন কর্ত্তব্য

কৃষ্ণভজনের যাহাতে বাধক [illegible] হয়, [illegible] কোন প্রকারে [illegible]
[illegible]
[illegible] চতুর্ব্বর্ণ [illegible]।
(মধ্য ২২।২০)

[illegible] দৈবিক [illegible], তাহাতে ত দৈবিক [illegible] বিরুদ্ধ [illegible] প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব হইতে অধিকার লাভ করিতে হইবে।

এইরূপ বিচার কোথায় পাওয়া যায়?

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের তিন জন্মের কথা লিখিত আছে। যথা,—

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-
চোদনাৎ॥"
(মনু ২।১৬৯)

প্রথম শৌক্রজন্ম, দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম ও তৃতীয় দৈক্ষজন্ম। শৌক্র জন্মে সকলেই শূদ্র। দ্বিতীয় জন্মে উপনয়নসংস্কার গ্রহণ [illegible] হইবে, তৃতীয় [illegible] যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিতে হইবে। কলিকালে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু শ্রীনামযজ্ঞের দ্বারাই উপাস্য হন। সুতরাং কোন দ্বিজ বালক যদি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত না হন, তাহা হইলে তাঁহার বেদপাঠে নিষেধ হয় এবং তিনি তখন বেদপাঠে অনধিকারী শূদ্র বালক হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইবেন না। ভাগবত বলিতেছেন

[illegible] ব্রাহ্মণ পদে
যদি।
[illegible]॥
(ভাঃ ১১।১১।১৮)

ইহার অনুবাদে শঙ্কর দেবও বলিতেছেন,—

শ্বপচ অধম, পার বৈষ্ণব হিয়া
কৃষ্ণক ভকতি নাই।
হাড় মাস প্রায়, প্রাণে মাত্র ফল
যেন চামে বান্ধা গাই॥

তাহা হইলেই দেখা গেল যে হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত কাহারও ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইবার উপায় নাই। এই হরিভজনে সকলেরই সমানাধিকার।

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।

হরিভজনকারী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সব এক, সবই বৈষ্ণব, সবই দৈব-বর্ণাশ্রমানুগ ব্রাহ্মণ।

শঙ্কর দেবের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

শঙ্করদেব যদি বৈষ্ণব হন তবে তিনি দৈববর্ণাশ্রমী হইবেন। তিনি মাধবদেবকে বলিয়াছেন,—

"কর্ম্ম করি বিপ্রে শ্রেষ্ঠকাম্যক করয়।
শ্রেষ্ঠ বহু মানে সময়ে আনয়॥
মিছা কর্ম্ম বিপ্রর নির্ম্মিছা ভাবে জানি।
ভোগ করে শ্রেষ্ঠ উর্দ্ধগামী আনি॥
এতেকে আপুনি মিছা পরম দুর্গতি।
ইহ পরলোকে তার নাহি নাহি গতি॥
তাতে সে তোমাত কৈলা ই-সব আমার
হরি ভজন শরণ নাহি কর॥"
(গুরুচরিত)

এখানে যে কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণ হইবার ব্রহ্মচারী মহাশয়ের এত সখ, সেই ব্রাহ্মণের শ্রীনাম গ্রহণেরই অধিকার নাই বলা হইল।

ক্ষত্রিয় বর্ণত থাকি নৃপবর।
কত্রিয়াছা বধ অহ বহুতর॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন ভক্তি করি আশ্রয়।
তপ করি তুমি মিছা পাপ করা ক্ষয়॥
(কীর্ত্তন ঘোষা)

এখানে মুচুকুন্দকে হরিভজন করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম-জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে বলা হইল।

সুতরাং শুধু পৈতা ঝুলাইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইবার প্রয়াস কেন? আবার শঙ্করদেব জাতিতে শূদ্র ছিলেন বলিয়া যদি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্তির অনুসন্ধান করিতে বাধ্য করা হয়, তবে তাঁহার শিষ্যাভিমানীর পক্ষে একটা অমার্জ্জনীয় দোষ হইয়া পড়ে।

শৌক্রব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ

তাঁহার এক শিষ্যের সঙ্গে সবচেয়ে আমাদের তিন ঘণ্টাকাল আলাপ হয়। আলাপেতে প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতিকে ব্রাহ্মণাধিকার দিতে চাহেন না এবং নিজেদেরও যথা হিসাবে অধিকার নিষ্ঠুর হয়, ইহাই তাঁহাদিগকে এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে।

শৌক্রব্রাহ্মণতার নির্দ্দেশ যে শাস্ত্রসঙ্গত তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই কিন্তু কতকগুলি লোক সংকীর্ণতার অসদ্ব্যবহার করিয়াছে বলিয়াই যে আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে, ইহা ন্যায়ানুমোদিত নহে।

শঙ্করদেব 'বামনাই' শাস্ত্রের বিগর্হিত আচরণকে উচ্ছেদ করিয়া ভাগবতী আচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার অধস্তন শিষ্য সেবকেরা 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি কায়স্থ', অভিমানীর বুদ্ধি-বশেই হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে আবার 'বামনাই' শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন সুতরাং শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বর্ত্তমানে যে আচার-বিভ্রাট প্রবিষ্ট হইয়াছে, উহার প্রতিবিধানের চেষ্টা না করিয়া, তাঁহারা সেরূপ পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন, ইহাতে আচার-বিভ্রাট আরও জটিলতর হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনকে একেবারে বিনষ্ট করত নরকের পরিষ্কার করিবে। কাহারও ব্যবসাকে নিন্দা করা সম্পাদকের পক্ষে শোভনীয় নহে। শৌক্রব্রাহ্মণেরা যাহা করে, তাহাই যদি আমরাও করি, তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদের পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব না।

জীবের স্বরূপ

জীব মাত্রেই কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণের দাস্যেই জীবের পূর্ণ অভিব্যক্তি। কৃষ্ণের দাস্য না করিয়াই জীবের পতন এবং মর্ত্ত্যজীবন পর্য্যন্ত এই দাস্য লাভের চেষ্টা তাহাতে পরিলক্ষিত না হইলে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহার উত্থানের আশাও নাই। জীবের প্রকৃত লাভের সংযোগ প্রাপ্তিই কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে। কৃষ্ণদাস হইতে হইলে বেদের পরাধীনতা আসিয়া পড়ে—এইরূপ যুক্তি বালকেরই মুখে শোভা পায়। ধর্ম্মকে নির্ব্বাসন করিয়া বেদকে স্বাধীন করিতে হইবে—এইরূপ ধারণা নিতান্ত অবিবেকিগণই করিয়া থাকিবেন। "কৃষ্ণ বিমুখ শঙ্করে ভণে।"—প্রত্যেক পদের এইরূপ ভণিতা সংবলিত করিয়া শঙ্করদেব কৃষ্ণের বৈভবই নিরন্তর গাহন করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহারই সেবক-সূত্রে কৃষ্ণের দাসত্ব করিতে লজ্জা বোধ করিতে গেলে শঙ্কর বধেরই অভিনয় করা হইবে। এইরূপ গুরুবধরূপ মহাপাপ হইতে শিষ্যের দূরে অবস্থান করাই শ্রেয়ঃ।

চৈতন্য-বিরোধ

চৈতন্যের সহিত বিরোধ করিতে গেলে জীবের অচৈতন্যই আসিয়া পড়ে। ধর্ম্ম চেতনের বৃত্তি। ইহা যেখানেই প্রকাশিত হউক না কেন, সেখানেই ইহার উপাদেয়তা স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের এক ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণের এক ধর্ম্ম—চণ্ডালের আর এক ধর্ম্ম, অতীতের এক ধর্ম্ম, বর্ত্তমানের আর এক ধর্ম্ম, এইরূপ দেশ, কাল, পাত্রের বিচার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উপস্থাপিত হইতে পারে না। যে সমস্ত ব্যক্তির হৃদয় এইরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় ভারাক্রান্ত, তাঁহারা কখনও সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হবেন না।

"ঈশ্বর শঙ্করে, পার ভাবি বিশাক, বসিছে ব্রহ্মাণ্ড দেখি।"—তাহা হইলে শঙ্করদেবের সমষ্টিকেই কেবলমাত্র আসামের ধর্ম্ম বলিয়া পবিত্র সীমার গণ্ডিতে চলিবে না। আসাম ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র অংশ। সেইরূপ অল্প ধর্ম্মও আসামে প্রচারিত হইবার যোগ্যতা রাখে। সত্য সার্ব্বভৌমিক না হইলে তাহার প্রচার কিরূপে চলে?

আবার চৈতন্য-সম্প্রদায়ের লোকও আসামে কিছু কম নহে। দুঃখের বিষয় আজ তাঁহারা জাতীয়তার পূর্ব্ব আবরণে চৈতন্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন।

ইঁহাদিগকে কি আসাম ছাড়িতে হইবে?

পরন্তু যে চৈতন্যকে শঙ্করদেব নিজ-রচিত পদ্মপুরাণে (পাতালখণ্ডে) পালক বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সম্মান করিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহাকে আজও চারিধামের একধাম বলিয়া মহাপুরুষীয়গণ সম্মান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার বিরোধিতা নিতান্ত মূঢ়েরই কার্য্য হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মচারীর ব্রাহ্মণতা

ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাদিগকে ব্রাহ্মণ করিতে আসিয়াছেন। বেশ ভাল কথা। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, তিনি ত জাতিতে শূদ্র, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কে স্বীকার করিল? "জুতা মারা"র ভাব প্রাকৃত জগতে সম্ভবপর হইলেও কি উহা ধর্ম্মজগতেও সম্ভবপর হয়? প্রতিষ্ঠার লোভে তিনি যদি একটা অতিরিক্ত আচার প্রবর্ত্তন করেন, তাহা কি, আমাদিগকে সমর্থন করিতে হইবে? সত্যের অপলাপ করিবারই কি শিক্ষা তিনি আমাদিগকে প্রদান করিবেন?

তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন অতি শীঘ্র অসত্যের পক্ষপাতিত্ব বর্জ্জন করিয়া সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণে সচেষ্ট হন। সাধুবেশী রাবণের ব্যবসায়কে গর্হণ করাই সাধুতা। পাপের প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্ত গর্হিত।

গৌড়ীয় প্রচারিত-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলি

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আজকাল বঙ্গভাষায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার প্রবৃত্তি অল্প মানবের হইয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমপত্রম্ [illegible]

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই —২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় কথোপকথনে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-বু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীজৈবধর্ম্ম [illegible]

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুবে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ হইয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তদ্বিষয় বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ, এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা এই গানে লিপিত। এই গীতগ্রন্থ যথার্থ কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট রেক্সিন বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত তীর্থস্থান ও শ্রীমূর্ত্তির বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অর্থসমূহের ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড [illegible], ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারি খণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—প্রথম স্কন্ধ, (বঙ্গানুবাদ সূচী প্রভৃতি সহ ৭৫০ পৃষ্ঠা প্রকাশিত) ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।।/০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫০
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ ঐ আবাঁধা ।৶০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল—[illegible] ।০
৯। [illegible] (সামগ্র) ২৲
১০। [illegible] (প্রামাণ্যগ্রন্থ) ।০
১১। [illegible] ৫৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৫৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। দীপ-নির্ব্বাপণ ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৴০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অধ্যা. ৴০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপপঞ্জ-[illegible] ।০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি একত্রে ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶০
২৬। [illegible] ।৵০
২৭। [illegible]-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারি খণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible]
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible]
৩১। [illegible]
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট [illegible] সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, ... কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র ... পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া ...) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ ... র অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ

জেলা ...

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

... প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ... ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত ... গোপাল দত্ত এম, এ, ... পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

... সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে ... হইয়াছিল এবং কলিকাতার ... প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, ... ফরিদপুর

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

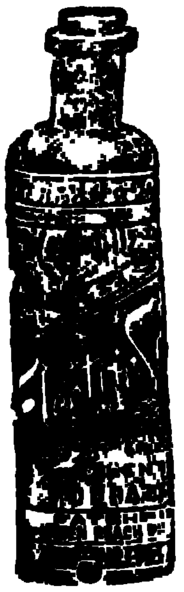

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাতকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক ... ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।**

... পুর, ... পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটা-গড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২।০ টাকা

---

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, ... প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ... অপরিসীম আ-... প্রমাণ।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌-চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সম্বন্ধে ... ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত ... নারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকাশ ... মাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, ... কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রথম নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২১।৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৯৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার
ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উদারের ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১১
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴১
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	১০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিন্তাহাটি, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—রাধাবাগ, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ১নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, পাঁচড়া পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—মানভূম।
১৬। শ্রীব্রজগৌড়ীয় মঠ,— পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—দেওয়ানগঞ্জ, জলপাইগুড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ মুখার্জ্জি—এম. এ. উকীল, বর্দ্ধমান
৫। শ্রীযুক্ত দাস—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ
৭। শ্রীব্রজমোহন
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৯। শ্রীনন্দন চট্টোপাধ্যায় বি, এ, এম্, বাঁকুড়া
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রভাকর দেওঘর।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি. প্রিসিস্থান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভর সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলেন পরিচায়ক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

"একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে অজ্ঞান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনকিস্তস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি পাওয়া

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর না

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা —"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম মূল্য। বার্ষিক ৯, ষাণ্মাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ৩, মাসিক ১, নগদ প্রতি সংখ্যা [illegible]

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১০৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে আষাঢ় ১৩৩৭ সোমবার ৭ই জুলাই ১৯৩০

শান্তিপুর সমাচার

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে অভিনব আপত্তি

দিল্লী বাজারে বোম

আইন অমান্য অপরাধে ৩২০২ জনের কারাবাস

সত্যাগ্রহীর মেসিনগান

পণ্ডিত নেহেরুর দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল

মিঃ কে, সি, রায়ের উক্তি

মিঃ মতিলালের গ্রেপ্তারে, মিঃ পেটেলের উক্তি

কুমিল্লাতে পুলিশের লা

বিবিধ সংবাদ

শান্তিপুর সমাচার

গত ২রা জুলাই রাত্রি [illegible] সময় এখানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে অনেক ঘর বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে মাত্র।

এখানে পিকেটিং চলিতেছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর গ্রেপ্তারের জন্য ২রা জুলাই এখানে পূর্ণ হরতাল হইয়াছিল।

কয়েকদিন হইতে বেশ বাদলা সুরু হইয়াছে।

গ্রীষ্মাবকাশের পর স্থানীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয় গুলি খুলিয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটীর হেল্থ অফিসার মহাশয় এপর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। পায়খানার বন্দোবস্ত বড়ই খারাপ। অনেক বাড়ীতে মেথর ৭।৮ দিন অন্তর ময়লা লইয়া থাকে। ইহার আর প্রতিকার হইল না।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে অভিনব আপত্তি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে গভর্ণরের অর্ডিন্যান্সমতে লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলার বিচার সাধারণ আদালতে না হইয়া স্পেশাল ট্রিবিউন্যালে হইতেছে। অধুনা হাইকোর্টের উকিল সমিতি হইতে এই সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এই বিচার প্রণালীর বৈধতা স্থির করিবার জন্য উকিল সমিতি হইতে একটী শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই শাখা সমিতি একমত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে এইরূপ বিচার বেআইনী সেইজন্য হাইকোর্টের উকিল সমিতির নির্বাচিত ছয় জন প্রতিনিধি অর্থাৎ স্যার মতিসাগর, মেসার্স জগন্নাথ আগরওয়ালা, এম, মিম, বরকত আলি মালিক, ডাঃ গোকুলচাঁদ নারাঙ্গ এম, এল, সি, এবং মিঃ মেহেরচাঁদ মহাজনের স্বাক্ষরিত একটী দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে এবং যাহাতে এই মোকদ্দমার স্পেশাল ট্রিবিউন্যালে বিচার না হয় তৎসম্বন্ধে আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে। হাইকোর্টের মাননীয় মিঃ জাষ্টিস্ হাইসের নিকট এই দরখাস্ত পেশ হওয়ায় তিনি উকিল সমিতির প্রতিনিধির এক বক্তৃতা শুনিয়া এই ব্যাপারের গুরুত্ব বোধে এক বিষয় ২ বা ততোধিক জজ দ্বারা শুনানি হইবার জন্য ইহা চীফ জাষ্টিসের নিকট পেশ হইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং আগামী সোমবার তারিখে হাজির হইয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য সরকার বাহাদুরের পক্ষের এডভোকেটের উপর নোটিশ জারির আদেশ দিয়াছেন।

দিল্লী বাজারে বোমা

গত ৪ঠা জুলাই দিল্লীর বাজারে একটী বোমা ফাটিয়া একটী পথিককে আহত করিয়াছিল। পুলিশ বিশিষ্ট দ্রব্যগুলি পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে বোমাটি সাংঘাতিক ছিল।

পণ্ডিত নেহেরুর দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং মিঃ সৈয়দ মহম্মদের দণ্ডের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে। [illegible]

[illegible] করা হইয়াছে এবং সেখানে বিশেষ আইন অনুযায়ী বিচার না করিবার আবেদন উক্তি প্রভৃতি গ্রহণ করা হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে যে [illegible] আইন জারি হইবার পূর্বে [illegible] কার্য সম্পাদিত হইয়াছে সুতরাং আসামীগণকে দণ্ডী করা যায় না। হাইকোর্ট আপীল গ্রহণ করিয়া [illegible] করিয়াছেন এবং রুল জারি করিয়াছেন।

সত্যাগ্রহীর মেসিন গান

সেতার সার্জেন্টের ভয়ে [illegible]

"[illegible]" লিখিয়াছেন, [illegible] পিকেটিং করার সময় [illegible] সার্জেন্ট [illegible] [illegible] জিজ্ঞাসা করে [illegible] মেসিন গানের কথা শুনিয়া [illegible] [illegible] বাহির করিয়া বলিল এই দেখ [illegible] আমার মেসিন গান। [illegible] গান দেখিয়া [illegible] পারে নাই।

আইন অমান্য অপরাধে

৩২০২ জনের কারাবাস

[illegible] আইন অমান্য আন্দোলন [illegible] মাস হইতে [illegible] ৩২০২ জন লোক কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রভৃতি নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০॥৵০ সাধারণ পক্ষে ১১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় তত্ত্ব-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রানীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—সেণ্ডানগর, কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিপিনমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীনন্দনন্দন চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, বানপুর
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রভাকর থানবাদ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবিহারী ঐ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ১৫৭ —

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ২২শে আষাঢ় সোমবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরলোকগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থের কনিষ্ঠ লাতা শ্রীযুত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমুলেমৌড়ি হইতে 'ভক্তি' বলিয়া একখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন। উহার আষাঢ়-সংখ্যায় ক্যাঁকড়ার মাঠের লেখধারী একটি অলীক বিচার লিখিয়াছেন। লেখধারী বলেন, যখন ১৮৮৬ সালের ডাকঘরের ফিল্ড ডাইরেক্টারীতে তাৎকালিক প্রচলিত অশিক্ষিতগণের উচ্চারিত শ্রীধাম-মায়াপুরের নাম বিকৃতভাবে লিখিত হইয়াছে, তখন কেনই বা সেইরূপ বিকার এবং অনভিজ্ঞতা চিরদিন চলিবে না? লেখধারীর যুক্তির বহরটা সাধারণের বিবেচ্য।

অপস্বার্থপরতা যেখানে প্রবল, তথায় আর সাধারণ বিচার-জ্ঞান ও নিরপেক্ষতা বলিয়া কোন কথাই আদর থাকিতে পারে না। ফারসি, আরবী ও উর্দ্দু ভাষার অর্থ ও খরোষ্ঠি আকরের ভাষায় যুক্ত স্বরবর্ণের ঠিক প্রয়োগের ব্যবস্থা অল্প থাকায় ব্রাহ্মী ভাষা-সমূহের শব্দগুলি শব্দাকৃতিত হইয়া যায়। বিশেষতঃ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ 'শ্রীবৃন্দাবন' নামকে 'বিন্দ্রাবন' বলিয়া থাকেন বলিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কিছু শ্রীবৃন্দাবনকে 'বিন্দ্রাবন' বলেন না।

—

ক্যাঁকড়া-মাঠের লেখধারী যদি বৃন্দাবনকে 'গোবিন্দাবাদ' বা 'বিন্দ্রাবন' বলিয়া চালাইতে চান অথবা নিজে খরোষ্ঠি ভাষা-সমূহে অনুরাগ বশতঃ ব্রাহ্মী ভাষাগুলির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা কখনই শ্রীধাম মহাশয়ের পক্ষসমর্থ হইবে না। কিন্তু দীনেশ বাবু কোন্ মতলবে এই ক্যাঁকড়া মাঠের লেখধারীর কথায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিলেন?

ক্যাঁকড়ামাঠের লেখধারী পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গুহ সাহেবকে যেরূপভাবে শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় যে, তিনি ক্যাঁকড়ামাঠের পক্ষই অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকারে ডাকঘরের নাম ব্রাহ্মী ভাষার পরিবর্তে খরোষ্ঠি ভাষায় প্রচলিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

—

নদীয়া-দক্ষিণ-বিভাগের পোষ্টাল ইন্সপেক্টার ন্যূনাধিক ক্যাঁকড়া-মাঠের লেখধারীর পথ অবলম্বন করিয়াছেন কিনা তাহার প্রমাণ আমরা অনুসন্ধান করিতেছি। পাইলেই তাঁহাকে সঠিক

(ক) দীনেশবাবুর 'ভক্তি' পত্রিকায় অভক্তিবাদের স্থান বড়ই ঘৃণার কথা

(খ) ১৮৮৬ সালের শ্রীধাম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার ফল চিরকালই সংরক্ষিত হইতে থাকিলে, এরূপ কোন ভাষাশাসন দেখা যায় না

(গ) খরোষ্ঠি ভাষায় স্বরবর্ণের সুষ্ঠু প্রয়োগাভাবে ব্রাহ্মীভাষায় শব্দগুলির উচ্চারণ-দোষ ঘটে বলিয়া তাহাকেই শুদ্ধ উচ্চারণ জ্ঞান করা মাৎসর্য্যের পরিচায়ক

(ঘ) খরোষ্ঠি ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃ ব্রাহ্মীভাষার প্রতি বিদ্বেষ সত্যের অপলাপই করিয়া থাকে

(ঙ) বৃন্দাবনকে অশিক্ষিতের দল 'বিন্দ্রাবন' বলিলেই বা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ 'গোবিন্দাবাদ' বলিতে চাহিলেই তাহা উক্ত নামে নামান্তরিত হইবার নহে

(চ) ক্যাঁকড়ামাঠের লেখধারীর অসৎচেষ্টাকে সমর্থন করাকে কখনই সত্যানুরাগ বলা যায় না

(ছ) নদীয়া জেলার পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও নদীয়া-দক্ষিণবিভাগের পোষ্টাল ইন্সপেক্টর মহোদয়দ্বয় গৌড়ীয়সাহিত্যের কল্যাণকামনায় খরোষ্ঠি ভাষার পরিবর্তে ব্রাহ্মীভাষায় আদরপূর্ব্বক নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিবেন, ইহাই প্রার্থনা

(জ) শ্রীধাম মায়াপুরের নাম লইয়া ক্যাঁকড়া-মেটোপলের স্বার্থান্ধতামূলে মায়াপুরানামরী যে অবৈধ চেষ্টা তাহা কোন মতেই সজ্জন সমাদৃত হইতে পারে না

(২)

ইন্দ্রিয়গণের যাবতীয় বিষয় চেষ্টাকে ইন্দ্রিয়-পতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত না করাই কৃপণতা;
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই উদারতা

(৩)

(ক) মেদিনীপুর জেলার সাঁকোয়া ও বালপুরে শুদ্ধভক্তি-প্রচার

(খ) সাঁকোয়ার জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষপ্রতিষ্ঠিত সেবার উজ্জ্বল্য প্রার্থনা

(গ) কেবল ব্রাহ্মণদ্বারা সেবা-পূজা-নির্ব্বাহ সাত্বত শাস্ত্রানুমোদিত নহে

(ঘ) লবমাত্র সাধু-সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, অথচ বহুবর্ষ ব্যাপিয়া সাধুসঙ্গেও কোন ফলোদয় হয় না, ইহার কারণ কি?

সকল কথা বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাইব। ইন্সপেক্টার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গুহ সাহেবের শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে, প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সে বিষয়ে তাঁহার তাদৃশ সমর্থনের প্রমাণ চাই।

—

পোষ্টাল ইন্সপেক্টার মহাশয়ের বিশ্বাস যে, শ্রীধাম মায়াপুরের পরবিদ্যাপীঠ কেবল ব্রাহ্মী ভাষাগুলির পক্ষপাত করিয়া থাকেন, খরোষ্ঠি ভাষাগুলির আদর করেন না। আমরাও বলি,— পোষ্টাল ইন্সপেক্টার মহাশয় একটু বিচারের সাথে প্রবেশ করিয়া [illegible] করেন তাহা হইলে ভাষার [illegible] করিবার নিরপেক্ষতা দর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি কোন প্রকারে ক্যাঁকড়া-মাঠের লেখধারীর "মনের কথা"কে মানিয়া ব্যতীত অন্য কিছু বুঝিতে পারিবেন না।

নদীয়া-দক্ষিণ-বিভাগের পোষ্টাল ইন্সপেক্টার নদীয়া জেলারই অধিবাসী; তিনি খরোষ্ঠিভাষা লিখনে [illegible] উচ্চারণ-প্রণালীর [illegible] পারেন, কিন্তু [illegible] ভাষা [illegible] হইয়াছে। [illegible] খরোষ্ঠি [illegible] প্রবেশ না করে, [illegible] সাহিত্যের [illegible] আমাদের [illegible]।

—

[illegible] পোষ্টাল কর্ত্তৃপক্ষগণের এরূপ [illegible] কখনও [illegible] করিতে পারেন। [illegible] সাধারণ [illegible] তাঁহাদের [illegible] খরোষ্ঠি [illegible] নিরপেক্ষতার [illegible]

—

[illegible] তাহারা [illegible] করিতে [illegible] কথা। পোষ্টাল [illegible] মহাশয় [illegible] আমাদের [illegible] হইয়াছে, [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরের [illegible] পারে না।

—

ক্যাঁকড়ামাঠের লেখধারী কোন [illegible] পুরুষের [illegible] আমরা [illegible] ছিল। [illegible] লেখধারী [illegible]

[illegible]

[illegible] ক্যাঁকড়া [illegible] মনে [illegible] অপস্বার্থ [illegible] এবার [illegible] সম্পাদক [illegible] যথার্থ [illegible]

'বিন্দ্রাবন' শব্দটি দেখিয়া বৃন্দাবন-নামের পরিবর্তে 'গোবিন্দাবাদ' শব্দ পছন্দ করিবার অনুমতি করিবেন।

—

শত চেষ্টা করিয়াও প্রায় ২৫০ বৎসর হইল, শ্রীধাম বৃন্দাবনের নাম পরিবর্তন করিয়া 'গোবিন্দাবাদ' নাম দিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীধাম মায়াপুরের নাম লইয়া স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ যাবনীয়ার ও বিরুদ্ধ পক্ষাদের বিষয় সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করিবার জন্য যে কুপথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা কখনই প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ও ঐতিহাসিকগণ আদর করিবেন না। কই, বৃন্দাবনের নাম পরিবর্তিত হইয়া ত' 'গোবিন্দাবাদ' হইল না? তাহা হইলে শ্রীমায়াপুরের নামটি পরিবর্তিত হইয়া গেলেই তাহার শব্দও ত' প্রচলিত হইত?

কৃপণতা

বায়কুণ্ঠতাই কৃপণতা। আবার বায়কুণ্ঠতা শব্দে মিতব্যয়িতা ও অমিতব্যয়িতার নিপুণতা বুঝাইয়া কেবলমাত্র ধনসঞ্চয়কেই লক্ষ্য করে। মিতব্যয় যেমন ধনপতিকে ধনবান করে, অমিতব্যয় তেমনি ধনবানকে ধনহীন করে। কিন্তু বায়কুণ্ঠতা কৃপণতা ধনবানের ধনবৃদ্ধি করিলেও ধনীকে ধনের সাহায্যে নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ বা পরোপকার করিতে দেয় না। সুতরাং কৃপণতা ধনবানকে ঐহিক-পারত্রিকসুখে বঞ্চিত করিয়া কেবলমাত্র ধনরক্ষক সাজাইয়া রাখে।

ভোগবাঞ্ছা ধনই ভোগের জনক। সুতরাং ধন ব্যতীত ভোগাগার নিখে ভোগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ভোগ যেমন ভোগীকে ভোগা দিয়া আপাত-সুখকর দ্রব্যে আসক্ত করিয়া পরিণামে দুঃখের পশ্চাৎ দুঃখ প্রদান করে, ভোগের জনক ধনও তেমনি ধনসংগ্রহকারীকে উপার্জনে, সংরক্ষণে, উৎকর্ষে এবং ব্যয় বা ভোগে আয়াস, ত্রাস ও চিন্তাদি দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে।

অত্যধিক অর্থাসক্তি হইতে কৃপণতার উৎপত্তি। বদ্ধ জীব ভগবদ্-বিমুখতারূপ অজ্ঞানের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একে অন্য দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া আত্মতত্ত্ব বিমুখ হইয়াছে; তাহাতে আবার অজ্ঞতার গড্ডলিকাপ্রবাহে ধমনক হইয়া পড়ে। ধন প্রয়োজন-সাধক দ্রব্য। অন্ধকারময় সংসারে আমরা নিজ নিজ প্রয়োজন—আহারাদি—দেহগেহাদি জন্য অর্থোপার্জনের জন্য উপার্জন করি। কিন্তু যে ভোগায়তন দেহে 'আমি' বুদ্ধিতে আমরা সর্বপ্রকার অর্থাপব্যয় হইয়াছে, সাধুসঙ্গে যদি সেই দেহ অপনোদিত হয়, তখন আমি ধর্মশাস্ত্র-লক্ষ্য দেহে অবস্থান করিয়াও সেব্যস্বরূপ কৃপালু শ্রীভগবানের সেবা লাভ করিতে পারি। আবার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ অর্থের দ্বারা অর্থকে সংমার্জনাদির অনুকূল ব্যবহার করিতে পারি।

অত্যধিক অর্থাসক্তির ন্যায় অত্যধিক ইন্দ্রিয়াসক্তিও কৃপণতা। যেকালে আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ সংগ্রহে সংযুক্ত হই, সেকালে ঐ বিষয়াসক্তি বা ইন্দ্রিয়লাম্পট্য আমাদিগকে অধিকতর বদ্ধ করে, কিন্তু উদার-হৃদয় সাধুসঙ্গে যখন আমরা বিষয়সমূহের একমাত্র ভোক্তা ও মালিক ভগবান্ হৃষীকেশের সেবায় ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করিতে পারি, তখন আমরা কৃপণতা ছাড়িয়া উদারতা গুণ লাভ করি।

সমস্ত বস্তুরই সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার আছে। আবার তাহা ছাড়া ব্যবহারে কার্পণ্য বলিয়া একটী দোষ বর্তমান। দ্রব্যের অব্যবহারে আমরা যেমন অভাবগ্রস্ত বা বিপন্ন হই, আবার ব্যবহারকালেও দ্রব্য থাকিতেও অসুবিধায় পতিত হই। সুতরাং দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহারই একমাত্র আমাদিগকে সকল অসুবিধার হাত হইতে উদ্ধার করে।

অর্থকে প্রাকৃত গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া ইন্দ্রিয়বর্গ এবং মানবদেহকে উদাহরণ স্বরূপ লইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, বায়কুণ্ঠ-স্বভাব ইন্দ্রিয়বর্গের দাসত্ব এবং ভোগায়তন দেহভারে কেবলমাত্র জড়ভোগ 'কৃপণতা' শব্দবাচ্য।

—

সাধুসঙ্গে দশদিন

(পূর্বপ্রকাশিত ১০৫ সংখ্যার পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরী মোহন দাসাধিকারী সাহিত্যভূষণ পুরাণরত্ন)

মায়াপুর হইতে মহাভাগবত সাধুসঙ্গে বর্দ্ধমান থানার অন্তর্গত সাঁকোয়া গ্রামে জমিদার বাবু মহেশ্বর রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে শুভবিজয় করিলেন। মায়াপুর আশ্রমের ২।৩ জন ভক্তসহ আমাকেও প্রভুপাদ কৃপা করিয়া সঙ্গে লইলেন। মায়াপুর ও সাঁকোয়ার একই রায়বংশ বহু প্রাচীন বংশধারী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন জমিদার। বর্তমানে ইহাদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে ম্লান হইলেও বিশুদ্ধভাবে ইহাদের শ্রদ্ধা অপার। সাঁকোয়ার জমিদারগণ বিশেষতঃ ধর্মপ্রাণা ভক্তিমতী বর্ষীয়সী মহিলা শ্রীমতী রাসেশ্বরী চৌধুরাণী এবং তাঁহাদের এষ্টেটের ম্যানেজার ও আত্মীয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ পাল মহাশয় সাধুগণের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও আচার্য্য বিষয়ে যথাযোগ্য সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন। জমিদারবাবুগণের আগ্রহাতিশয্যে আচার্য্যগণ চারি দিবস কাল সাঁকোয়া গ্রামে অবস্থান করিয়া পাঠ কীর্তন ও বক্তৃতাদি দ্বারা হরিকথা কীর্তনমুখে বহু সুকৃতিমানজনের কল্যাণোদয় করাইয়াছেন। এই গ্রামের জনগণের মধ্যে প্রাচীন ধর্মব্যবসায়ী ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ দাস মহাশয়ের বিশুদ্ধভাবে শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সাঁকোয়ার জমিদার বংশের কোনও পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রাণ শ্রীশ্রীকিশোরকিশোরী জীউ ও শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর সুপ্রাচীন সেবা বিদ্যমান। বিগ্রহগণের সেবার্থ প্রত্যহ দুই বারে প্রায় ২৮ সের চাউলের অন্নভোগ প্রদত্ত হয়। তদুপযোগী কিঞ্চিৎ দেবোত্তর সম্পত্তিও আছে, কিন্তু তাহার আয়ে বর্তমান দুর্মূল্যতার যুগে সেবার সমুচ্চ ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। যাহা হউক গতানুগতিক ভাবে কোনও রকমে প্রাচীন প্রথা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সেবা কার্য্যে অসংখ্য ত্রুটী পরিলক্ষিত হইল। বর্তমানে যে সেবক ব্রাহ্মণটির উপর সেবাভার ন্যস্ত আছে, শোনা গেল উপবীতধারী সে পুরুষটি জন্মাবধি মূক ও বধির। সুতরাং ঐ ব্যক্তি শৌক্রবিপ্রকুলে উদ্ভূত হইলেও যথাবিধি সংস্কারাভাবে তাহার যে বিপ্রত্ব সিদ্ধ হয় নাই এবং গায়ত্রী ও মন্ত্রার্থ শ্রবণ-গোচর হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এরূপ তাহাদিগকে ব্যক্তির দ্বারা ভগবানের অর্চন নির্বাহ হইতে দেখিয়া বৈষ্ণবগণ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সেবাইতগণকে কলিকালের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের যথাবিধি অর্চনের সুব্যবস্থাবিধানের জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দ্বারা মাধুর্য্য অভিমুখে প্রদান করিলেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার একাদশী তিথি, মহেশপুর গ্রামে দীনহেতু কর্মী ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র নাগের কল্যাণোদয় করাইবার জন্য পরদুঃখদুঃখী ভক্তগণ তাঁহার বাটীতে হরিকথা কীর্তনে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস পুণ্যধামী বাঁজীপাড়ীতে আরোহণ করিয়া বাদেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা পুনরায় সাঁকোয়া হইয়া শ্রীমৎগণে ফিরিয়া আসিলাম।

এইরূপে দশদিন সাধুসঙ্গ হইল। অনেক শুদ্ধভক্তিসম্মত পরম বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিলাম। তথাপি আমার চিত্তের উপর বিশেষ কোন ক্রিয়া—বিশেষ কিছু পরিবর্তন সাধিত হইতে দেখিলাম না। তাহা কেন? তবে কি আমার সাধুসঙ্গ হয় নাই? শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রবণ করিয়াছি— 'সাধুদিগের শ্রীমুখ হইতে ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধ ভক্তকর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ ভগবানে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি, অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।' কিন্তু আমার হৃদয় ও কর্ণ শুদ্ধহরিকথা শ্রবণ ও ধারণ করিবার উপযোগী বিশুদ্ধ হইয়াছে কি?—অথবা প্রীতির সহিত—ব্যাকুলতার সহিত হরিকথা আলোচনার জন্য অকৃত্রিম লৌল্য জন্মিয়াছে কি? সত্যকথা বলিতে গেলে গ্রাম্যকথা আলোচনায় গ্রাম সাহিত্যচর্চ্চায় আমার যতখানি প্রীতি, যতখানি আগ্রহ উদ্যম পরিলক্ষিত হয়, সকলতত্ত্ব হরিকথা আলোচনায়—অপ্রাকৃত সাহিত্যচর্চ্চায় ততখানি প্রীতি—তদ্রূপ উদ্যম একবারও আসে না উঃ! তবে আমার উপায় কি? শুনিয়াছি, হরিকথার অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ হইবারই কথা। কারণ— হরিনাম পরমাপদের নিখিলরসের খনি। তবে তাহা ছাড়িয়া কুরস—বিরস—গ্রাম্যরসে মজিয়া থাকি কেন? পাণ্ডুরোগী যেমন প্রকৃত বর্ণ-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতে পারে না—পিত্তোপতপ্ত রসনা যেমন মিছরির মধুরত্ব আস্বাদন করিতে পারে না—আমার ভোগোন্মুখী চিত্তবৃত্তিও অনাদি বহির্মুখতাবশতঃ সাধুসঙ্গে—হরিকথায় প্রীতির পরিচয়ই—কেবলানন্দের অনুভব তাহার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় না। পিত্তরোগী যেমন প্রথমমুখে ভাল লাগে না বলিয়া পিত্তনাশক মিছরি খণ্ড দূরে নিক্ষেপ করে, অবিদ্যারোগগ্রস্ত অনর্থযুক্ত আমার চিত্তও পরম মঙ্গল অবিদ্যানাশক হরিকথা—কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগত্যাগের কথা—মহাপ্রসাদসেবনের দ্বারা দেহরক্ষা ও চিত্তের প্রসন্নতাবিধানের সহিত প্রণোদিত হইবার কথা তেমন ভাল লাগে না বলিয়া আপাত-রমণীয় পশ্চাৎ-বিষম-প্রাপক বিষকুম্ভ-পয়োমুখ প্রেয়ঃ গ্রাম্যরসেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া বেড়ায়। সুতরাং আমার এই সাধুসঙ্গ— সাধুর চরণে প্রণিপাত—সাধুর সমীপে অভিগমন করিয়া পরিপ্রশ্ন—সাধুর অভিপ্রায় উচিত বুঝিয়া কায়মনোবাক্যে সাধুর সেবা দ্বারা আত্মমঙ্গলবিধানের জন্য নহে, সাধুর নিকট হইতে কোন ভোগাশ্রয়— প্রতিষ্ঠা অথবা আমার ভোগের পথের বাধাগুলি অপসারিত করিবার মত কোন সুবিধাজনক উপায় আদায় করিয়া লইতে পারি কিনা, তাহাই আমার কাম্য হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় আমার ভাগ্যে দশদিন কেন দশ সেকেণ্ডও সাধু-প্রসঙ্গ হইয়াছে কি?

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আজকাল বঙ্গভাষায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷॰ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও আনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵॰

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶॰

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রং কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵॰ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /॰ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন্ ভাবায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /॰ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /॰, নবদ্বীপশতক— /॰
অর্থপঞ্চক—/॰

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১॰

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২. দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷॰

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷॰, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷॰

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বহু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৵॰, ৩য় খণ্ড ৸॰, ৪র্থ খণ্ড ৸৴॰, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷॰ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৩৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /॰ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —অন্বয়-সূচী, (বঙ্গ-সূচী প্রভৃতিসহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল), প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵॰ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵॰
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶॰
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।॰
৫। ভজনরহস্য ॥॰
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸॰
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷॰
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷॰
গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ॥॰
৯। মুক্তমালিকা ও গোবিন্দ ভাষ্যের সানুবাদ (সার) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (গোবিন্দভাষ্য) ॥॰
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸॰
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵॰
১৫। দীপ-নির্ণয়ন ৵॰
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৵॰
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৵॰
ঐ ঐ বাঁধা ॥॰
১৮। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ৸॰
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵॰
২০। শ্রীল নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶॰
২১। নবদ্বীপ মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶॰
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।॰
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।॰
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৶॰
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্থপঞ্চক ৵॰
২৬ সাধনকণিকা ৷৵॰
২৭। সারার্থদর্শিনী ।॰
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥॰
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸॰
৩১ সংস্কৃত সাহিত্য ।॰
৩২ পারমার্থিকী ৸॰
৩৩ শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] রোগীদিগকে [illegible] জানিবার জন্য [illegible] ডাক্তার [illegible]

[illegible] করিতে পারেন—

[illegible] নদীয়া। অথবা [illegible] নদীয়া।

[illegible]

[illegible] আমার [illegible] এবং [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে

[illegible] যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

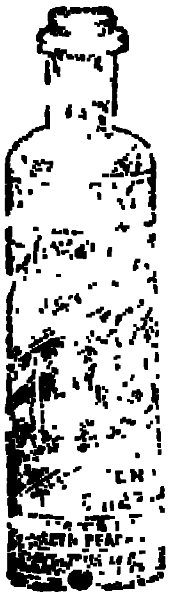

[illegible]

[illegible]—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible]

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অর্থ, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণপঞ্জ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] ক্রাউন আটপেজী আকারে [illegible] কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

[illegible]

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

[illegible] একান্ত প্রয়োজনীয়

[illegible] তালিকা সম্বলিত

[illegible]

[illegible] পুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible] নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। [illegible] রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] প্রস্তুত।

[illegible] সর্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] আমলকী, [illegible] প্রস্তুত। কফ, কাসি, হাঁপ, যক্ষ্মা, [illegible] রোগের মহৌষধ [illegible] আহার্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য- ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্বাস্থ্য মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মধুতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

——অন্যান্য আবিষ্কৃত——

[illegible] ক্যাটালগের জন্য [illegible] লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :— আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব সুযোগ — পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]নারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

[illegible] সম্বলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র

[illegible] প্রকাশ হওয়ামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গেল

[illegible]— ডাঃ [illegible]কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এক [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নানা খবর

বোম্বাইয়ের ছাত্রদের বিত্যালয় পরিত্যাগ

গত ১লা জুলাই ফ্রি প্রেসের সংবাদে প্রকাশ বোম্বাইয়ে ছাত্র সম্মিলনিতে ছাত্রদিগের বিত্যালয় ত্যাগ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উপস্থিত হয় তাহার সম্বন্ধে ৪৪০ জন স্বেচ্ছায় বিত্যালয় ত্যাগের পক্ষে, ২৫০ জন জোর করিয়া বিত্যালয় ত্যাগ করিবার পক্ষে এবং মাত্র ৮৬ জন বিত্যালয় পরিত্যাগের বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন। অতঃপর সমস্ত ছাত্র সমাজের নিকট নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া স্কুল ও কলেজ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার প্রস্তাব পাশ হইয়াছে।

কংগ্রেস প্রেস বন্ধ

দিল্লীর কংগ্রেস প্রেসের নিকট ২০০৲ টাকা জামিন তলব করায় কর্তৃপক্ষগণ প্রেসটি বন্ধ করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।

কুমিল্লাতে পুলিসের লাঠি

কুমিল্লাতে যে সমস্ত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ পিকেটীং করিতেছিল পুলিশ তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা আক্রমণ করিয়া ছত্র ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। ২০ জন জখম হইয়াছে। একজন উকিল সহ ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সংবাদ পত্র সম্বন্ধে নূতন অর্ডিনেন্স

অননুমত সংবাদ পত্র বা সংবাদ সম্বলিত কাগজের বিরুদ্ধে নূতন একটি অর্ডিনেন্স জারি করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে ও পুলিশকে ব্যবস্থা বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বুলেটিন ইত্যাদি বন্ধ করিবার জন্য এই অর্ডিনেন্স জারি করা হইল।

বিলাতের সংবাদ

মিঃ ফেনার ব্রেকওয়ের মত

গত ১লা জুলাই ফ্রেণ্ডস্ মিটিং হাউসে মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে গভর্ণমেণ্টের দমন নীতির নিন্দা করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক বন্দিগণের মুক্তি চাহিয়াছেন। তিনি বলেন এই বন্দিগণের মুক্তি না হইলে কোনও মীমাংসা হইতে পারে না। তিনি জানাইয়াছেন যে বামপার্শ্বের লেবার মেম্বারগণ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভোট দিবে।

লণ্ডনে মিঃ কে, সি, রায়ের উক্তি

ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সের ডেলিগেট মিঃ কে, সি, রায় বলেন যে সাইমন রিপোর্টের দৈন্য ও রাজস্ব সচিবের মন্তব্য গত শরৎকালের ভাইসরয়ের উক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

জেল-জরিমানা—গ্রেপ্তার

কলিকাতা ভবানিপুর এলেকায় মদের দোকানে পিকেটীং করায় আরও ১১ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গত ১লা জুলাই আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে কলিকাতার চৌরঙ্গী প্রভৃতি স্থানের মদের দোকানে পিকেটিং করা অপরাধে ৩ জনের ৬ মাস এবং ১০ জন স্বেচ্ছাসেবকের ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

লাহোরে লাহোরীর মনমোহন ভারত সভার সম্পাদক গণপত রায়ের ৯ মাস সশ্রম কারাবাস ও ২০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

বুড়িগ্রামে আদালত স্কুলের নিকট পিকেটিং করায় জন্য বুড়ি গ্রামের সম্পাদক সুবোধচন্দ্র সরকার ও অতুল গোবিন্দের ৫৭ জন স্কুলের ছাত্র ও কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকসহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ভাগলপুর জেলায় সাবুরের বাঁধ মাঝ হতে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মিঃ মতিলালের গ্রেপ্তারে

মিঃ প্যাটেলের উক্তি

গত ১লা জুলাই এলাহাবাদে একটি সভাতে মিঃ পেটেল বলিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্ট মিঃ নেহেরুকে গ্রেপ্তার করিয়া সরকার বাহাদুর মীমাংসা করিবেন বলিয়া যাহারা ধারণা করিয়াছিলেন তাহাদের সে ধারণা ভাঙ্গিয়া দিলেন। বৃটিশ রাজ সরকার কংগ্রেস বন্ধ করা করিয়াছেন এবং ভারত সরকার তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন।

বরিশালে আবকারী দোকানে বোমা

বরিশালের সন্নিকটবর্তী ভাটিখানা গ্রামের একটী আবকারি দোকানে গত ৩০শে জুন রাত্রে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় দেওয়া স্থান ফাটিয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাবের সভাসমিতির মজুত তহবিল আটক

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে পাঞ্জাবের নওজোয়ান সভা, কংগ্রেস কমিটি প্রভৃতি ৯টি সভাসমিতি বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। তদনুসারে লাহোরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমস্ত ব্যাঙ্কের প্রতি নোটিশ দিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে ঐ সমস্ত সভাসমিতির নামে অথবা তাহার কোন সভ্যাদির নামে 'ব্যাঙ্কে' যে সকল টাকাকড়ি গচ্ছিত আছে দুই মাসের জন্য তাহা হইতে কোন টাকাকড়ি কাহাকেও ব্যাঙ্ক প্রদান করিতে পারিবেন না।

কলিকাতায় পাঠ ত্যাগ

ষ্টুডেণ্ট কনফেরেন্সের সভাতে যে পাঠ ত্যাগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার ফলে রিপন কলেজের পরীক্ষা পরীক্ষার্থীর অভাবে পিছাইয়া দিতে হইয়াছে এবং কয়েকটী হাই স্কুল কলেজ তাড়াতাড়ি পূজার ছুটি পুনরায় ১ সপ্তাহের জন্য বন্ধ হইয়াছে। কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজের, ছাত্রগণ পূর্ব্বের মত কলেজে আসা যাওয়া করিতেছে।

গাঁজার দোকানে জনতা—পুলিশের আক্রমণ

ডায়মণ্ড হারবার এলেকায় মথুরাপুর গ্রামের একজন আবগারি দোকানদার পুলিশে সংবাদ দেয় যে তাহাকে মারধোর করিয়া তাহার দোকান হইতে গাঁজা লইয়া গিয়াছে। পরে হাটের দিনে গোলমাল হইবে সংবাদ পাওয়ায় সশস্ত্র হাতে ৪০ জন পুলিশ মোতাইন হয় এবং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব তাহাদের সহিত যান। কিন্তু হাটের অনেক লোক ঐ দোকানে যাইয়া উক্ত দোকানদারকে তাহাদের বিদায় চায়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জনতাকে চলিয়া যাইতে বলেন কিন্তু তাহারা সেকথা না শুনায় তিনি পুলিশকে লাঠি মারিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। আহতের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার ধ্বজ ও বাতুর্ব্বলতা, বীর্য্যতারল্য স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সন্ধ্যাস্বাস্থ্য ঘৃত"

পুরাতন সর্ব্বপ্রকার বাত আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নদোষ বিনাশিনী বটিকা"

মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের জবাকুসুম বাদাম তৈল

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কদর্য্যের তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বশীভূত— জে, বি, দত্ত

কেরাস' কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে কুইনাইন আছে, ... কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ...

এই কেরাস কুইনাইন ... সেবন করিলে একটী বা দুইটী ... সর্ব্বপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া ... হইতে বাহির হইয়া ... উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়

... ২৲, ৩৲ টাকা

... ল্যাবরেটারীতে

... কলিকাতা

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিসিয়াণ ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভর সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফাইন

টনিক ও সালসা   পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। করেন পরিচারকে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

"একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৹ আনার সারফাইনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং [illegible] লেন, কলিকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ৩ আনি
শিশি ৷৹ আনা, ডজন ৮
ভিঃ পিঃ ও [illegible] পাঠাইয়া থাকি।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১০৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে আষাঢ় ১৩৩৭ মঙ্গলবার ৮ই জুলাই ১৯৩০

• বিবিধ সংবাদ

বোম্বাইয়ে মিঃ প্যাটেলের বক্তৃতা

বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিসেস্ পেরিনের গ্রেপ্তার উপলক্ষে যে বিরাট সভা হইয়াছিল তাহাতে মিঃ প্যাটেল বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "পিছু হটিওনা, এই যুদ্ধ যে শীঘ্র শেষ হইবে তাহা মনে করিওনা যে ভাবে কার্য্য করিতেছ সেই ভাবেই কার্য্য কর। শান্তি স্থাপনের আলোচনায় প্রলুব্ধ হইওনা। শেষ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চালাইতে হইবে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু শান্তির ইঙ্গিত করিয়া পুরস্কার স্বরূপ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্য স্থানে যাহার কর্ত্তৃত্ব গুজরাটে যতক্ষণ একজন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে ততক্ষণ সে এই যুদ্ধ চালাইবে। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে সামরিক আইন জারী হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন কারণ তাহা হইলেই লোকের ভয় দূর হইবে এবং তাহারা স্ব স্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করিবে।" পরিশেষে তিনি ছাত্রগণকে পাঠ ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

সীমান্তে আবার হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে আফ্রিদিগণের ফকির এবং অন্যান্য বিদ্রোহীগণ উৎমান খেলের মধ্যে আবার হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু এখন কৃতকার্য্য হয় নাই। বিদ্রোহী দোয়ার পুনরায় দখল বা সরকার বাহাদুরের সৈন্য শিবির আক্রমণ জন্য এখনও আর একদল লস্কর গঠিত হইবার চেষ্টা হইতেছে।

মিঃ প্যাটেলের বক্তৃতা

সৈন্যদলের বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা

মেদিনীপুরে আবার গুলি

সীমান্তে আবার হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা

গ্রেপ্তার, জেল, জরিমানা

মিসেস ক্যাপটেনের কারাদণ্ড

দিল্লীতে পিকেটিং দুর্ঘটনা

ভারত-শাসনতন্ত্রই বে-আইনী

ফকির আমীরের দাবি শীতের আফ্রিদিদের নামীতে আহ্বান করিলেও কেনও ইংরাজসরকারের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য মোহমান্দগণকে আহ্বান করিতেছেন।

আফ্রিদিগণের যে জিরগা হইয়াছিল তাহাতে একদল বিদ্রোহী মোর্চা ও সুরক্ষণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পুনরায় লস্কর গঠন করা স্থির করিয়াছেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে সংঘর্ষ ঘটায় এখন পর্য্যন্ত কোনও শান্তি [illegible] স্থাপিত হয় নাই।

কাবায় সীমান্তে ইংরাজ সৈন্য শিবিরের উপর গত সপ্তাহের মধ্যে নানা গুলি বর্ষিত হইয়াছিল।

মিসেস ক্যাপ্‌টেনের কারাদণ্ড

আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপারে বোম্বাই কংগ্রেস সামরিক প্রেসিডেণ্ট মিঃ দাদাভাই নাওরোজির নাতনী মিসেস ক্যাপ্‌টেনের এবং মিসেস কুমারী [illegible] কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

সৈমন সিংহে গ্রেপ্তার

সৈমন সিংহ কংগ্রেস সম্পাদক মহাশয় [illegible] চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং সহকারী সম্পাদক [illegible] চন্দ্র [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছেন। [illegible] কংগ্রেস আফিস খানাতল্লাসী। কংগ্রেস [illegible] পুলিশ [illegible] ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া গিয়াছে। [illegible] প্রভৃতি স্থানে [illegible] কংগ্রেস আফিসেও খানাতল্লাসী হইয়াছে।

চুঁচুড়াতে স্পেশাল ট্রাইবিউনেল

মেদিনীপুর জেলার কাথিতে যে দাঙ্গা [illegible] দারোগা [illegible] হয় তাহার বিচার [illegible] আরম্ভ হয়েন। এই মামলায় [illegible] আসামী ও অন্যান্য স্থানে ঐ সমস্ত আসামী ধৃত হইয়াছে তাহাদের বিচার জন্য হুগলি জেলার চুঁচুড়াতে একটী স্পেশাল ট্রাইবিউনেল বসিবে। [illegible] জেলা জজ এই ট্রাইবিউনেলের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুলিশের জুলুমে কমন্স সভা

কমন্স সভাতে মিঃ [illegible] জিজ্ঞাসা করেন যে বোম্বাইয়ে অধুনা [illegible] এবং [illegible] নগরবাসীর উপর বিশেষতঃ বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদের উপর পুলিশ অত্যাচার করিয়াছে [illegible] কথিত [illegible] হইয়াছে [illegible] হইয়াছে [illegible] মিঃ বেন [illegible] করিয়াছেন। ইহার উত্তরে মিঃ বেন বলেন এই বিষয় তিনি ভারত-সরকারের নিকট হইতে খবর পাইয়া জানিয়াছেন যে বোম্বাইয়ের পুলিশ কঠিন কর্ত্তব্য [illegible] প্রশংসা লাভের যোগ্য হইয়াছেন।

রংপুরে ভূমিকম্পে ভীষণ ক্ষতি

রংপুরে ভূমিকম্পে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী। প্রায় [illegible] [illegible] মোবারক [illegible] ও কয়েকটী [illegible] হইয়াছে। [illegible] আফিস [illegible] হইতেছে [illegible] ক্ষতি [illegible] হইয়াছে। বহু লোক

নানা খবর

[illegible] শান্তির চেষ্টা

[illegible] পূর্ব নিষ্কাশন [illegible] বিচার চলিতেছে। [illegible] সভার পর [illegible] ছাত্রদের সময় [illegible] সৈন্যগণকে বিদ্রোহী [illegible] পাওয়া যায়। তিন [illegible] তারিখে [illegible]।

বালিকাগণ ও রাজনীতি

[illegible] ইউনিভার্সিটির [illegible] বালিকা-[illegible] আন্দোলনে যোগদান [illegible] করিবে [illegible] তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। [illegible] ছাত্রী [illegible] করিয়াছিল।

কন্যার প্রাণহত্যা

[illegible] হইতে [illegible] সংবাদ [illegible] প্রকাশ [illegible] কন্যাকে [illegible] হত্যা করিয়াছে। কন্যাটী [illegible] গোপনে [illegible]। [illegible] অনুসন্ধানের পর ঐ কন্যার কাটা [illegible] কিন্তু [illegible] হত্যা করিয়াছে। এবিষয়ে পুলিশ [illegible] অনুসন্ধান [illegible]

টেলিগ্রাফের তার ছেদন

[illegible] ফিরোজপুর [illegible] টেলিগ্রাফের তার [illegible] দেখা যায়; [illegible] অনেক ঘটনা [illegible] একটী [illegible] হইয়াছে।

মেদিনীপুরে পুনরায় গুলিবর্ষণ

বালেশ্বর জেলার সীমান্তে মেদিনীপুর জেলার [illegible] গ্রামে কিছু দিন হইতে চৌকীদারী ট্যাক্স না দিবার আন্দোলন চলিতেছিল। একজন সাবডেপুটী ছুইজন দারোগা ও কয়েকজন কনেষ্টবলসহ ট্যাক্স আদায় করিতে গেলে গ্রামবাসীগণ তাঁহাদিগকে ঘেরাও করে। পুলিশ [illegible] গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া আসে। তারপর ঐ [illegible] সশস্ত্রপুলিশ লইয়া পুনরায় ট্যাক্স আদায় জন্য গ্রামে গিয়াছেন। বহুলোক তাঁহাদের চারিদিকে জড় হইয়া [illegible]। পুলিশ এক-[illegible] করিয়া [illegible] করিলে [illegible] এবং তাহাদিগকে [illegible] সাবডেপুটী [illegible] পুলিশ [illegible] করিয়া দেয়। গুলির [illegible] হইয়াছে। হতাহতের বিস্তারিত [illegible] নাই। কয়েকজন পুলিশ [illegible] হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

ক্রোধে নরহত্যা

কলিকাতা [illegible] রোড নিবাসী কালীপদ [illegible] নামক জনৈক ব্যক্তি [illegible] আর এক ব্যক্তির

[illegible] কালী-[illegible] আক্রমণ করিয়াছে। [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে।

দিল্লীতে পিকেটিং দুর্ঘটনা

দিল্লীর [illegible] একটী মদের দোকানে পিকেটিং করিবার সময় [illegible]

দুইজন স্বেচ্ছাসেবক [illegible] নিযুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাহাদের অনুরোধ [illegible] এক বোতল মদ লইয়া চাহিয়া [illegible] সময় স্বেচ্ছাসেবকগণ [illegible] পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে পাশের গলি হইতে একজন মুসলমান [illegible] স্বেচ্ছাসেবকগণকে লোহশলাকা আঘাত করে। স্বেচ্ছাসেবক দুইজন গুরুতর জখম হইয়া [illegible] অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। তাহাদিগকে স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। একজনের অবস্থা খুব খারাপ। পরে যখন ঐ স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া বাড়িতে আসে সেই সময় [illegible] উক্ত ঘটনাস্থলে উত্তেজিত [illegible] করিয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল কিন্তু অবিলম্বে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত [illegible] সব ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

ভারত-শাসনতন্ত্রই বে-আইনি

পণ্ডিত মালব্য [illegible] একটী বিরাট সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ভারত-শাসনতন্ত্রই বেআইনী নহে। পণ্ডিত মালব্য ভারত সরকার কি ভাবে দমননীতি প্রয়োগ করিতেছেন তাহা [illegible] সমালোচনা করেন এবং নানা [illegible] হওয়া সত্ত্বেও কি ভাবে বর্তমান আন্দোলন প্রতিদিন বর্দ্ধিত ও শক্তিপুষ্ট হইতেছে তাহা দেখাইয়া বলেন যে এই জন্যই কার্য্যকরী সমিতি বেআইনি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সভাতে পণ্ডিত মালব্য জিজ্ঞাসা করেন যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর গ্রেপ্তারের জন্য কি এই আন্দোলন বন্ধ হইবে এবং কার্য্যকরী সমিতি কি লোপ পাইবে তাহাতে শ্রোতাগণ সকলে 'না না' শব্দে চীৎকার করিয়া জবাব দেন। পণ্ডিত মালব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে যতক্ষণ এই দেশে একজনও লোক থাকিবে ততক্ষণ কার্য্যকরী সমিতি চলিতে থাকিবে। সরকার [illegible] যদি মনে করিয়া থাকেন যে এইভাবে তিনি আন্দোলন বন্ধ করিবেন তাহা হইলে তিনি ভুল করিয়াছেন। নেতাগণ গ্রেপ্তার হইলেই আন্দোলন বন্ধ হইবার দিন গত হইয়াছে [illegible] পণ্ডিত মালব্য পরিশেষে জনসাধারণকে শান্তভাবে সমস্ত কষ্ট সহ্য করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং সকলকে কংগ্রেস সভায় ও কার্য্যকরী সভায় যোগদিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

গ্রেপ্তার—জেল জরিমানা

দিল্লী হইতে ২০ মাইল দূরে নারেলা গ্রামে ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

জেকোবাবাদের জেলার কংগ্রেস সমিতির নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মিঃ সি, পি, [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছেন। যে সমস্ত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তাহাদের ৩ হইতে ৮ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকায় [illegible] ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] প্রভৃতি সকল রকম [illegible] আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

[illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

[illegible] ও [illegible] এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল [illegible] করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসান করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং তখ হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয় ও সম্পূর্ণ [illegible] যায়—মূল্য ২৲, ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯১ [illegible] লেন, কলিকাতা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রামকেলির উৎসবে এবার ডাক্তার রসিকবাবু বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু বক্তৃতা-মুখে বলেন যে, 'মানব-হিতকর কার্য্যে মালদহের দশজন যুবকও কি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবেন না? চাই অন্ততঃ দশজন ত্যাগী সন্ন্যাসী।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'আপনি আচরি' ধর্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান' না যায়॥"—এই কথা রসিক বাবু পাঠ করিয়া বোধ করি অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বক্তা যেন নিজে সন্ন্যাসী হইয়া মালদহ হইতে দশজন সন্ন্যাসী সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিতেছেন!

গুরুর কার্য্য করিতে গিয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণের অনেকে গুরুত্বগর্বে নিপুণও লাভ করিয়া বহু কপট ভেকধারী শিষ্য করিয়া বসেন।

সম্প্রতি রামকেলির বক্তা ডাক্তার বাবু তথায় কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিতে গিয়া কথায় কথায় 'দশজন ত্যাগী সন্ন্যাসী চাই, ওয়ান্টেড্' বলিয়া হুঙ্কার পাড়িয়াছেন। কিন্তু তিনি কবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ঠিকুজী কোষ্ঠী আমাদের এখনও হস্তগত হয় নাই।

অশিক্ষিত ভূম্যধিকারীরা যেরূপ বি, এ, এম্, এ, পাশকরা প্রাইভেট টিউটরের বিজ্ঞাপন দেন, রসিকবাবুও সেইরূপ চেষ্টা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের অমর্য্যাদা করে। পরোপদেশে পাণ্ডিত্য দেখাইয়া নিজের আচরণ অন্যরূপ করিলে লোকে সেই ব্যক্তির অন্তরের সার ধরিয়া ফেলেন। যাত্রার দলের অভিনয়ে সন্ন্যাসীর বাক্যগুলি তাৎকালিক আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু ঐ গুলি ভাবাবাজীর ন্যায় অস্থায়ী মাত্র।

কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তার বাবু যখন আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন একটা নোটিশে আমরা পাঠ করিয়াছিলাম যে, ঠাকুর নরোত্তমের ন্যায় ১০০০ ব্রহ্মচারী পাওয়া গেলে প্রত্যেককে ১০০০৲ টাকা দিয়া আশ্রম খুলিয়া দিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচার ভাল হইতে পারে। সেই ডাক্তার বাবু এখন কোন কোন সেবা-সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণকে দেখিয়া অথবা চক্রের গাজনদলের সন্ন্যাসী সংখ্যার প্রাচুর্য্য দেখিয়া হাজার নরোত্তমের প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দশজনের জন্যই চাহিয়াছেন। আমরা বলি, এক নরোত্তমের পাদপদ্ম স্মরণ হইলে এই শ্রেণীর হাজার হাজার সম্পাদক ও বক্তা হরিভক্তির নিদর্শন লাভ করিতে পারেন। একজন সন্ন্যাসী হইলেই এই প্রকার সহস্র বক্তাকে নিষ্কপট বাক্যে প্রণতি করাইতে পারেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর- ২০শে আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৫

(১)

(ক) মালদহে ডাঃ রসিকবাবুর সন্ন্যাসী সৃষ্টির চেষ্টা নিরর্থক, যেহেতু আচার-বিহীন প্রচারের কোন মূল্য নাই

(খ) পরোপদেশে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন দ্বারা আত্মশ্লাঘনাই লক্ষ্য হয়

(গ) ঠাকুর নরোত্তমের দাসগণের জনে জনে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিবার শক্তি ধারণ করেন, সুতরাং রসিকবাবুর হাজার নরোত্তমের ন্যায় ব্রহ্মচারী পাওয়া ও তাঁহাদিগকে হাজার টাকা করিয়া দিয়া তাঁহার অনুগৃহীত করিয়া লওয়ার বিজ্ঞাপন অত্যন্ত দাম্ভিকতারই পরিচায়ক

(ঘ) ঠাকুর নরোত্তমের আনুগত্যে নিজে নিষ্কপটে নরোত্তম সন্ন্যাস গ্রহণের আদর্শপ্রদর্শনব্যতীত অন্যকে সন্ন্যাসী সাজাইবার চেষ্টা হাস্যাস্পদ

(ঙ) বয়সে প্রবীণ সাজিলেই বিচারে প্রবীণ হওয়া যায় না, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর কৃপাব্যতীত কাহারও ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকার লাভ হয় না

(২)

(ক) আসামে হনুমানের অবতারত্ব খণ্ডন

(খ) সাত্বত সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র নিষ্ফল

(গ) শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী সৎসম্প্রদায়

(ঘ) সৎসম্প্রদায় স্বীকার ব্যতীত স্বকপোল-কল্পিত সাধন-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন প্রয়াস দাম্ভিকতা মাত্র

(ঙ) আসামীয় শঙ্করদেবকে বিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের যাজক বলিবার পরিবর্ত্তে শ্রীচৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে ভাগবত-ধর্ম্ম যাজক বলিতে গিয়াই যত বিপত্তি

(চ) সাকারে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ভক্তি ও নিরাকারে ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ নির্ব্বাণ মুক্তির প্রাপ্তিই আসামদেশীয় শঙ্কর মত; সুতরাং তাহার সহিত ভাগবত-মতের কোন সংস্রব নাই

(ছ) মহাজন-পথ অস্বীকারেই নানা উৎপাতের সৃষ্টি

ডাক্তার মহাশয়ের ৮৩ বৎসরের বার্দ্ধক্যের কথা সাময়িক-সম্বাদে প্রচারিত হইয়াছে। সত্যই কি তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ, না বহু জন্ম কতিপয় বর্ষমাত্র বাঁচিয়া? শাস্ত্রাদিতে ভগবদ্-প্রভাবে অশীতিবর্ষ জীবন লাভ [illegible] করিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বয়সাপেক্ষা অধিক দিবস [illegible] জানিবার আমাদের ঠাকুর কোষ্ঠী ঠিকুজী এই বয়স নিরূপণ করিবার আবশ্যক হইতেছে।

আসামে হনুমানের অবতার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি, এস্‌, সি, [illegible])

শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্র [illegible] ব্রহ্মচারী মহাশয় [illegible] গোয়ালপাড়া [illegible] বিষ্ণুপুর নামক স্থানে [illegible] আসিয়াছিলেন [illegible]

অপেক্ষা তাঁহার অর্থ-সংগ্রহই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তথাকার [illegible] লোক তাঁহার সহিত [illegible] আলাপাদি করেন, তাহা আমার নিকট বর্ণনা প্রকাশ করেন। [illegible] চৌধুরী মহাশয়ের [illegible]

[illegible] জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি [illegible] কীর্ত্তন করেন; কিন্তু [illegible] অস্বীকার করিয়া [illegible] বিহীন মন্ত্র গ্রহণ করেন, [illegible] নাই [illegible] নাই, [illegible]"

[illegible]

[illegible] কি [illegible] জিজ্ঞাসা করেন। [illegible] বলিলেন, [illegible] আপনারা [illegible] করিবেন?

কিছু দিন পরে তিনি এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আপনার কি [illegible] হইয়াছে? উত্তরে সেই ব্যক্তি বলেন, [illegible] গুরুপাদ-[illegible] তিনি [illegible]

[illegible] গুরুদেব [illegible] হিন্দু-সমাজ-[illegible] ভাবিয়া [illegible] করিলুম! [illegible]

[illegible] এই সকল উক্তিতে [illegible] আছে কিনা।

তত্ত্ব শুন ঠিক। [illegible] শঙ্করদেবের [illegible] সাধন-[illegible] কহিলে হয়, যে [illegible] স্বীকার করেন, [illegible] শুক-[illegible] হইয়াছে [illegible] কে? শ্রী, [illegible] না সনক, না [illegible] প্রবাহ [illegible] কিন্তু [illegible] শুদ্ধ [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন

তার পর যদি শঙ্করদেব হনুমানেরই অবতার হন, তাহা হইলে তিনি মায়াবাদকে শুরু করিতে গেলেন কেন? তিনি নিজকে নিত্য চিন্ময় বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলেন। আবার মায়াবাদেরই বা কেমন? তিনি শঙ্কর নামের নাম করায় পুরুষ ... বলিয়া ... করিয়াছেন। "অদ্বৈত বেদান্তে আর বিভাগী"—এই ... কি পরিশ্রম অবলম্বন করিলেন?

আবার চৌধুরী মহাশয় কবে ভক্ত হইয়াছেন কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা কেন করেন? তিনি যদি হনুমান হইয়া থাকেন, আজও ত তাহা হইতে পারেন? অন্ততঃ যদি এখন পর্যন্তও কেহ তাহা না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকিতে দোষ কি? চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় তিনি অল্প কালের মধ্যেই আপনাতে হনুমানের প্রকাশ দেখিতে পাইবেন।

কাহাকেও ডাকিতে হইলে যেমন তাহার নাম জানা দরকার, তদ্রূপ ভগবান্‌কে ডাকিতে হইলেও তাঁহার নাম জানা দরকার। ভগবানের সাক্ষী তাঁহার ভক্ত বা তাঁহার আর কেহ হইতে পারে না। ভগবান্ তাঁহার ভক্তের নিকটেই নিজনাম প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহারই তাঁহার মন্ত্র। ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী ও সনক এই কয়েকজন তাঁহার নিত্য পার্ষদ। ইঁহারা তাঁহার নাম জানেন, এই চারিজন হইতেই চারিটি সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি। এই সম্প্রদায়চতুষ্টয়ে যে মন্ত্রের প্রচলন আছে, তাহা ব্যতীত অন্য মন্ত্র মানবের মনঃকল্পিত অতএব তুচ্ছ। সেই মন্ত্রের আহ্বানে ভগবান্ সাড়া দিবেন না।

সুলক্ষণ পঞ্চতত্ত্ব ভজন লক্ষণ।
আছে জানি ভক্তিযোগ তাক বিদ্যমান॥

এখানে শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রকে সুসিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিব, না তাঁহার মন্ত্র সুসিদ্ধ কিনা বলিয়া সন্দেহ করিব? এই সন্দেহ শঙ্করদেবই নিরাস করিবেন, যেহেতু তিনি গুরু।

(ভক্তি) কৃষ্ণ-কৃপা-তৎকৃপা আস্বাদ-প্রভাবাচ। ভক্তি কৃষ্ণ হইতেও পাওয়া যায় এবং গুরু হইতেও পাওয়া যায়, ইহা ঠিক। কিন্তু আমি কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি যে, তিনি কৃষ্ণ হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন, না কোন ভূত হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। আমাকে তাঁহার তথা-কথিত ভক্তিকে শাস্ত্ররূপ কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে উহা কৃষ্ণভক্তি না ভূতের মন্ত্র।

শাস্ত্র বিচার, ন জানে ভকতি,
পরমার্থ অতি দূর।
চরিবরা হলে কর্ণেতে ভুঞ্জয়
করব করিয়া দূর
(নাম-সুধা)

শাস্ত্রের বিচারে কিন্তু দেখা যায় যে, শঙ্করদেব যে নামকীর্তন আসামে প্রবর্তন করেন, উহা শাস্ত্রে নাই। সুতরাং তাঁহার মন্ত্র সুসিদ্ধ নহে, ইহা তুচ্ছ।

শঙ্করদেবকে ভাগবত-ধর্মের সাধক বলিয়া প্রচার করিলে এই বিড়ম্বনা আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহাকে যদি মিশ্র বৈষ্ণব-ধর্মের সাধক বলা হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিড়ম্বনার আর সম্ভাবনা থাকে না। সাকারে চিত্তশুদ্ধির জন্য চর্চা ও নিরাকারে ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ নির্বাণমুক্তির প্রাপ্তিই তিনি আসামে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আচার্যগণও বরাবর এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ইহা একটা মনঃকল্পিত বাদমাত্র।

এতাবত মূর্তিপূজা, কেবলমে চিত্তিবাহ।
নাম বুলি শুদ্ধ করা মন॥
(নামঘোষা)

এইরূপে নাম নামের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সকলেরই ব্রহ্মরূপে অবস্থান ঘটিবে।

তকত কৃপালু, কৃষ্ণে এই বুলি
ভচালা সবালো মাথা।
নিজ ব্রহ্মরূপ, পরিল প্রকাশ
সবালো লুকাইল কায়া॥
(কীর্তনঘোষা)

ব্রহ্মরূপে কৃষ্ণের কোন নাম থাকিতে পারে না। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্য কৃষ্ণ, কালী, শিব, গণেশ, তাহা বা একটা কিছু বল, তার পর চিত্তশুদ্ধিক্রমে সকলেই সেই নাম-রূপ-বিবর্জিত ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবে।

যেখানে কৃষ্ণেরই নিত্যত্ব নাই, সেখানে তাঁহার নামের নিত্যত্ব লইয়া মারামারি করিবার কি প্রয়োজন? শঙ্করদেব যে মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু যত গণ্ডগোল হইয়াছে, তাঁহাকে চৈতন্যের প্রতিবিম্বরূপে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া।

আপনে পণ্ডিত ছুতি মহন্তক
লোপাসিলে কদাচিত।
তথা পিতো শুক, বোলাওয়ে কৃষ্ণ
মায়াবে হয়া মোহিত॥
(নামঘোষা)

নিজে পণ্ডিত হইলে গুরু করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। তিনি সাকার উপাসনার স্তরে থাকিয়া গুরুকরণ না করিয়াও নিরাকার-স্তরে ব্রহ্মানুসন্ধান করিতে পারেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহাশয়ও বলিয়াছেন যে, শঙ্করদেব যে স্তরে উঠিয়াছেন, এখনও কোন বৈষ্ণব সেই স্তরে যাইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে আর হনুমান বানাইবার প্রয়োজন কি?

হনুমান রামরূপী ভগবানের নিত্য পার্ষদ এবং তিনি বৈকুণ্ঠের ভক্ত। রাবণ সংহারের জন্যই তিনি রামের আজ্ঞায় ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ভক্তিই তাঁহার স্বরূপা বৃত্তি। তিনি মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী নহেন। পশুকুলে জাত হইয়াও তিনি ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

আবার লোকচক্ষে পশুরূপে প্রতীয়মান হইয়া হনুমান গুরুর অনুসন্ধান না করিলেও মানব রূপে প্রতীয়মান চৌধুরী মহাশয় কেন সদ্গুরুর অন্বেষণ করিবেন না? তিনি যদি শঙ্কর-প্রস্তাবেই বৈষ্ণবমতের গ্রাহক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শঙ্কর অকারণে তাঁহার মহদপরাধরূপ মহাপাপ হইয়া থাকিবে নিশ্চয়।

পূর্ব মহাজন-পথে চলে অনায়াসে।
নব পথে উৎপাত আসিয়া জীবে নাশে॥

তিনি আর কতকাল এই উৎপাতের পক্ষপাতী থাকিবেন?

বিরহ-মহোৎসব

নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে

নিমসার, ২৭।৬।৩০

গত ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষোড়শবার্ষিক মহোৎসব শ্রীল ঠাকুরের গুণাবলী পাঠ কীর্তন-দ্বারা আলোচনা ও বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দজী এবং শ্রীপাদ সনকদানন্দজীর সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহাদের বিনয়নম্র ব্যবহারে ও সৌজন্যে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

গদাইগৌরাঙ্গমঠে

বালিয়াটী, ঢাকা, ১৩।৭।৩০

গত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস বালিয়াটীতে শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব যথাবিধি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী মতিলাল ও প্রাণগৌর সকাল হইতে বেলা তিন ঘটিকা পর্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্তন ও ঠাকুরের গুণাবলী আলোচনা মুখে সমবেত সজ্জনগণের আনন্দ বর্ধন করেন। শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের পূজায় সর্বজনমানসাকর্ষী হইয়াছিল। স্থানীয় জমিদার ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগিনী মোহন বাবু, সত্যমোহন বাবু, রবি বাবু, রামেন্দ্র বাবু, সুধন্য বাবু, মুরারি বাবু এবং রমণী বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সমস্ত সুশৃঙ্খলভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণাদি কার্যের পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ শত হইয়াছিল। তন্মধ্যে স্থানীয় জমিদার রায় বাহাদুর হেমেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী মহাশয় এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসাহ বর্ধন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পুরী হইতে কটক যাত্রা

(তারের সংবাদ)

পুরী, ৩।৭।৩০

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহোৎসব সম্পাদন জন্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২রা জুলাই প্রাতে রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি,এ, গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সর্বানন্দ দাসাধিকারী বি, এ, প্রমুখ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার পুরী প্যাসেঞ্জারে পুরী হইতে কটক যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কটকে শুভবিজয়

কটক, ৩।৭।৩০

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২রা জুলাই সপার্ষদে কটকে শুভ বিজয় করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত রাজর্ষি কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহোদয়ও আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্ধনা করিয়া আনিবার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কটকের শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে পৌঁছিলে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের স্বরচিত গীতি দ্বারা কটকের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ ও র‍্যাভেন্‌শা কলেজ পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণের নিমিত্ত কটক সহরের বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সজ্জনগণ সমবেত হইয়াছিলেন। প্রভুপাদ হরিকথা বলিয়া তাঁহাদের সকলেরই ভক্ত্যুন্মুখ সুকৃতি বিধান করিয়াছেন। বার্ষিক উৎসব কার্য মহাসমারোহে আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাত্বত ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও ধারণা সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ॥
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
ষষ্ঠ সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দানন্দ শক্ত। ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র ভগবান শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মায় আত্মসমর্পণ প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞান নূতন স্বভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণু-বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৩২ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতিসহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ ঐ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
৯। [illegible] (মাধ্ব) ২৲
১০। [illegible] (রামানুজীয়) ।০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৫। দীপ-নিদর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।৶০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপদ্ধতি ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।৶০
২৭। [illegible] ৷০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩০। [illegible] ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৷০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য [illegible] (অতীব রোগ্‌দিগকে [illegible] জানিবার জন্য এক [illegible] করুন। শ্রীগিরীশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible]

[illegible] ঔষধ গ্রহণ করিতে পারেন—

[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা [illegible] জেলা নদীয়া।

[illegible]

[illegible] জানিতেছি যে আমার [illegible] কবিরাজ [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু [illegible] আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

[illegible] মহীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] বাঁচাইবার কোন [illegible] ইলেক্ট্রিক [illegible] এক মাসের ব্যবহারোপ- [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।

[illegible] পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু- [illegible] সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি [illegible] ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, [illegible] পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটা- গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

[illegible] গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

[illegible] একান্ত প্রয়োজনীয়

[illegible] ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

[illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ [illegible] শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। [illegible] রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

[illegible] সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] কাস, [illegible] ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য···১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্বাস্থ্য মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কার

[illegible] ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

[illegible] সম্বলিত।

[illegible] চিত্র সমন্বিত।

[illegible] পরিচয় সহ

[illegible] ডিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

[illegible]

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ [illegible] হইতে— ডাঃ [illegible] কৃষ্ণকান্তি [illegible] প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন প্রচারক হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴০।

দশমস্কন্ধ। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৯৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, সংস্করণ	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটক পর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চন্দ্রশিখা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ডাপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজপাড় পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঝুমুরকোল্লা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লাল ক্রে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি কল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, ইম্, এম্, বাগবাজার
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিভূষণাকর থানবাদ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

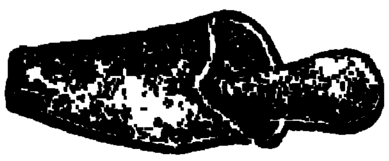

চটি, স্লিপিংস ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভর সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলেরা পরিচায়ক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।৹ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা, ডজন ৫।৹ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸৹ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও ডেমরেজ স্বতন্ত্র।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ৩৷০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১০৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে আষাঢ় ১৩৩৭ বুধবার ৯ই জুলাই ১৯৩০

শ্রীধাম মায়াপুর সংবাদ

ভারতবর্ষীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অভিমত

নৈমিষারণ্য-সংবাদ

বর্দ্ধমান ও হাওড়া জেলায় অর্ডিনেন্স

আরামবাগে পুলিশ ফৌজ

সভাতে তামাসা; বোম্বায়ের বয়কট

পিকেটীংএ নূতনত্ব

ইয়র্কসায়ারে ভীষণ বিস্ফোরণ ৩০০ বাড়ী ভূমিসাৎ

জেল, জরিমানা, গ্রেপ্তার

শ্রীধাম মায়াপুর সংবাদ

আবহাওয়া

কয়েকদিন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর ও তৎপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে কিছু কিছু সামান্য বৃষ্টি হইতেছে। গ্রীষ্মের প্রকোপ একরূপ নাই বলিলেও চলে।

শ্রীধাম মায়াপুরের পোষ্টআফিসটী স্থায়ী ভাবে সাব আফীসে পরিণত হইয়াছে এবং বেলপুকুর গ্রামের সাবপোষ্টাফিসটী শ্রীধাম মায়াপুরের সাবপোষ্টাফিসের অধীন ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস হইয়াছে। বেলপুকুরের সাবপোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দাস ভট্টাচার্য্য গত রবিবার ওই জুলাই হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের সাবপোষ্টমাষ্টারের চার্য্য লইয়াছেন। পোষ্টাফিস ও তাঁহার বাসের নিমিত্ত যে গৃহ বর্ত্তমানে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুরের ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সান্যাল মহাশয় সদরে বদলি হইলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীঅদ্বৈত ভবনের নিকট শ্রীযুক্ত সীতাপতি দাসাধিকারী একটী কলার আড়ত খোলায় চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসিগণের অভাব দূর হইয়াছে। তিনি অতি শীঘ্র ঐ স্থানে একটী নানাবিধ দ্রব্যের দোকান খুলিবেন এবং সুবিধা দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবেন। স্থানীয় অধিবাসিগণকে তাঁহাদের সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য আর নবদ্বীপ সহরে বা কৃষ্ণনগরে ছুটাছুটি করিতে হইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় অনেকেই শ্রীধাম মায়াপুরে জায়গা লইয়াছেন ও লইতেছেন এবং বাস-গৃহাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমরা আশা করি অচিরাৎ এই শ্রীধাম মায়াপুর মহানগরীকে পরিণত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থানের গৌরব ঘোষণা করিবে।

বর্দ্ধমান ও হাওড়া জেলায় অর্ডিনেন্স

কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ যে হাওড়া এবং বর্দ্ধমান জেলাতেও বয়কট ও পিকেটিং অর্ডিনেন্স জারি করা হইল।

ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়ের অভিমত

[illegible] জুলাই কলিকাতায় [illegible] বঙ্গীয় খ্রীষ্টানদের একটী সভা হইয়া [illegible] হইয়াছে 'ভারতসরকার যে দমন-নীতি চালাইতেছেন [illegible] জেলায় [illegible] খ্রীষ্টানদের সম্প্রদায়ের কোন [illegible] বৈধিক [illegible] আন্দোলন [illegible] করিতেছেন।

আরামবাগে পুলিশ ফৌজ

চুঁচুড়া হইতে ২০জন [illegible] ৫০ জন সাধারণ কনেষ্টবল আরামবাগ মহকুমায় প্রেরিত হইয়াছে। [illegible]

বন্দর, বড়চন্দন প্রভৃতি [illegible] পুলিশ [illegible] প্রভৃতি [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। [illegible] করা হইয়াছে।

লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী [illegible] বিচার বাহাতে হাইকোর্টে হয় [illegible] 'ডিফেন্স কমিটি' [illegible] আসামী-গণকে হাইকোর্ট সমক্ষে উপস্থিত করিবার প্রার্থনা [illegible] আসামীগণ হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিসের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছেন। [illegible] নূতন অর্ডিনেন্সের [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] হইয়াছে।

পিকেটিংএ নূতনত্ব

অধুনা [illegible] পিকেটিং [illegible] হইয়াছে। [illegible] বিদেশী বস্ত্র [illegible] পিকেটারগণ [illegible] এই ভাবে পিকেটিং চলিতেছে।

মান্দ্রাজের জাষ্টিস্ পার্টি

মান্দ্রাজে [illegible] হইয়াছে [illegible] বলেন [illegible] করিবেন, [illegible] সহিত সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবেন।

নানা খবর

সাবধান!

... কখন ও মুহুর্ত থাকে, ... । ... প্রকোপ পূর্ব্বাপেক্ষা

স্বদেশী আন্দোলন

আইন অমান্য, বয়কট, পিকেটিং ইত্যাদি আন্দোলন খুব জোরের চলিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড়ও চলিতেছে।

নৈমিষারণ্য সংবাদ

আবহাওয়া—সীতাপুর মিশ্রিক, নিমসার প্রভৃতি স্থানে এখন বর্ষাকাল ... । আষাঢ় মাস শেষ হইতে চলিল কিন্তু বৃষ্টির নাম গন্ধ নাই।

কলেরা—সীতাপুর সহরে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিদিন ২৫ জন লোক এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

ডাক্তার বাবুর সদ্ব্যবহার—মিশ্রিকের সব চিকিৎসার ডাক্তার বাবু ... । তিনি মঠের সেবকদের বিশেষ যত্ন ও সেবা করেন। কাহারও কোনও অসুখ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। প্রতিদিন মঠে আসিয়া সমস্ত খবরাখবর লয়েন।

বোম্বাইয়ের বয়কট

বোম্বাইয়ে বয়কট পূর্ণবেগে চলিতেছে। ৩০০ স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং ... গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ... অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন। ... কলেজে পিকেটিং আরম্ভ করায় এলফিনষ্টোন কলেজ ও সিডেনহাম কলেজ কিছু দিন বন্ধ হইয়াছে। এই দুই কলেজের উপস্থিত ছাত্র-সংখ্যা খুব কম। ... বন্ধ করিয়াছে।

সংবাদপত্র সম্বন্ধে অর্ডিনেন্স জারী

... সংবাদপত্র প্রচার বন্ধ জন্য যে নূতন অর্ডিন্যান্স জারি হইয়াছে, তাহা অমান্য করিবার জন্য সমগ্র ... সহরে সাইক্লোষ্টাইল দ্বারা মুদ্রিত পত্রিকা বিলি করা হইতেছে। এই সমস্ত পত্রিকাতে মুদ্রাকরদের নাম মুদ্রিত থাকে।

সভাতে তামাসা

... সীতাপুর জেলার অন্তর্গত বিসোয়ানে ... নামক স্থানে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ... একটি সভা ... । ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এবং ডেপুটী ... সাহেব বাহাদুরও সভায় উপস্থিত ছিলেন। ... এবং প্রতি গৃহ হইতে ১ জন করিয়া লোক সভায় আহূত হইয়াছিলেন। ইংরাজ রাজত্বে পরম সুখে থাকা এবং এইরূপ শান্তিপূর্ণ রাজ্য আর নাই ... প্রচার নিমিত্ত যাহাতে এই সভা করা ... উপস্থিত ব্যক্তিগণের একটা ফটো লইবারও ... কিন্তু যখন ফটো লইবার জন্য সামনে ক্যামেরা ... হইয়াছিল, তখন ঐ ক্যামেরা দেখাইয়া কে বা ... "বোম" বলিয়া চীৎকার ... হইতেও অধিকাংশ লোক ঐ ... । ফলে সভার উদ্যোক্তৃগণ যে যে ... দিন এবং সভাতে প্রস্তাবিত বা কোনও কার্য্য হইবার ... নাই।

জেল—জরিমানা—গ্রেপ্তার—বিচার

বেহার কংগ্রেসের নেতা এবং কার্য্যকরী সমিতির সভ্য মিঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কংগ্রেস সভার অনেষ্ট সেক্রেটারি মহমটজি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত ... বাবুর পুনরায় ফুটবল খেলোয়াড়দের নিকট আবেদন প্রচার অপরাধে ২ বৎসর জেল হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইনি কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

বেঙ্গল আইন অমান্য সমিতির সভাপতি ডাঃ ইন্দুনারায়ণ সেন গুপ্ত মেদিনীপুরে ধৃত হইয়াছেন। কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহার বিচার চলিতেছে।

ডাঃ অমূল্য নাথ চাকী এবং আরও ৫ জন ডাক্তার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ১৪৩ ধারার অপরাধে ও ৫০৬ ধারার অপরাধে যথাক্রমে ৬ মাস এবং ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। কুলগ্রামের দফাদার ও চৌকীদারকে কার্য্য ত্যাগ করিতে বলার জন্য তাঁহাদের এই শাস্তি।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক যুব সমিতির একজন সদস্য মুনশীরাম গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং পাঞ্জাবে মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য ৯ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ৩রা জুলাই যে ১১ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের ৩ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ইয়র্কসায়ারে ভীষণ বিস্ফোরণ

৫০০ বাড়ী ভূমিসাৎ

গত ৩রা জুলাই মধ্যাহ্নে ইয়র্ক সায়ার অন্তর্গত ... কোর্টস লেবার্স কিংস্টন এণ্ড পার্টনারের ... কারখানায় আগুন লাগিবার একটু পরেই একটি ভীষণ বিস্ফোরণ হয়। ভূমিকম্পের ন্যায় সমস্ত ... কম্পিত হইয়াছিল। ১২ জন শ্রমিক মৃত হইয়াছে এবং ২০জন গুরুতর আহত হইয়া হাঁসপাতালে নীত হইয়াছে। ৮ একর ব্যাপী কারখানা একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং তৎসংলগ্ন পার্শ্বস্থ ৩০০ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। ৫০০ শত লোক গৃহহীন হইয়া পথে দাঁড়াইয়াছে। ওজনে ৩০ টন ভারী একটী বেষ্টনকারী কড়িকাঠ আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া একটি তেতলা গৃহের ছাদের উপর পতিত হইয়া নীচেতলা পর্য্যন্ত ছাদ ভাঙ্গিয়া নিয়ে পতিত হইয়াছে। ৭ মাইল দূর পর্য্যন্ত এই বিস্ফোরণের ধাক্কা উপলব্ধি হইয়াছিল। একটী স্কুল গৃহের ছাদ একেবারে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের আশঙ্কায় সমস্ত নগরবাসী কয়েক ঘণ্টা ভয়ে আকুল ছিল। সহরের বহু গৃহের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। কোনও জানালা বা দরজায় কাচ যোড়া নাই। কাচের টুকরা ছুটিয়া আসিয়া রাস্তার বহু লোককে আহত করিয়াছে।

রংপুরে অর্ডিনেন্স জারি

কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ যে রংপুর জেলাতে বয়কট ও পিকেটিং অর্ডিনেন্স জারি করা হইয়াছে।

অমোঘীষধ

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বার্দ্ধক্যে, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, ... স্বপ্নদোষ, প্রমেহ প্রভৃতি সকল দুরূহ রোগের ... আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বত"

পুরাতন বাত রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যবর্দ্ধক ... স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৯৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের খারাপ তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক—জে. বি. দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর টিকাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই 'কেরার্স-কুইনিন্' দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে ... ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ ... ।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ... ।

... কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরীজ

২৩১ ... রোড, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০১

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর- ২৮শে আষাঢ় বুধবার—১৩৩৭

(১)

(ক) গুর্ব্ববজ্ঞা। দ্বিতীয় নামাপরাধ

(খ) গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, গুরুর উপর গুরুত্ব বা প্রভুত্ব-প্রকাশ, গুর্ব্বাদেশ লঙ্ঘন প্রভৃতিই গুর্ব্ববজ্ঞা

(গ) গুর্ব্ববজ্ঞারূপ ভীষণ অপরাধের ফল ভক্তিহীনতা

(ঘ) অপরাধী শিষ্যের কর্ত্তব্য কপটতা পরিহারপূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মে ক্ষমাপ্রার্থনা ও নিষ্কপটে গুরুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা

(২)

(ক) অভক্তের ভক্ত ও ভগবানের প্রতি নিন্দা-সূচক বাক্য দ্বারা শুদ্ধা সরস্বতীর ভক্ত ও ভগবৎস্তুতি

(খ) নিন্দকগণের বাক্য-শ্রবণে ভক্তগণ বিচলিত হন না, যেহেতু তাঁহারা প্রত্যেক শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি-প্রভাবে নিন্দা-বাক্যের মধ্যে সরস্বতীদেবীর উক্তিই সর্ব্বদা গ্রহণে সমর্থ

(গ) শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তি-চালিত নিন্দকগণের চিত্ত ভক্ত ও ভগবানের নিন্দা করিয়া সর্ব্বদা অশান্তিপূর্ণ; সতত-শান্তচিত্ত ভক্তগণ দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি অর্থ বুঝাইয়া দিয়া সেই অশান্তি দূরীকরণে সমর্থ

(ঘ) সাধু-নিন্দা প্রথম নামাপরাধ

(৩)

নৈমিষারণ্যের কথা

(৪)

ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহাত্মবুদ্ধি

গুর্ব্ববজ্ঞার ফল

একদা বৈষ্ণব-কুল-মুকুটমণি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীমহারাজ ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীরামচন্দ্রপুরী নামক একজন শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মকে স্মরণ করুন; রোদন করা আপনার পক্ষে উচিত নহে।" এই প্রকার অপ্রিয়-বাক্য শুনিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী মহারাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া শিষ্যপ্রতিম শ্রীরামচন্দ্রপুরীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শ্রীরামচন্দ্রপুরী গুর্ব্ববজ্ঞারূপ ভীষণ অপরাধের ফলে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমশঃ বৈষ্ণব ম'হ্নেই ও অবশেষে ভগবানের পর্য্যন্ত ছিদ্রান্বেষণ মুখে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ৮ম অধ্যায়ে :—

"তুহো গুণ শত আছে না করে গ্রহণ।
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করেন সদায়॥
পুরীর স্বভাব,—যথেষ্ট আহার করাঞা।
যে না খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করয়ে নিন্দন।
এত অন্ন খাও, তোমার আছে কত ধন॥
প্রভু শুরু-বুদ্ধ্যে করে সম্রম সম্মান।
পিঁপিড়ো ছিদ্র চাহি বুলে এই তার কাম॥
যত নিন্দা করে তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে গভীর সম্রমে॥
প্রভুর ঘরেতে শুণ ম্যাপনে নারিলে।
ছিদ্র চাহি বুলে কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥
ঐ দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর॥"

(শ্রীরামচন্দ্রপুরী বাক্য) "রাত্রে এথায় ছিলে ঐক্ষবরস গুড় ছিল, সেই কারণে পিপীলিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অহো, বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালসা?"

"প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন।
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়॥
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥
যদ্যপি গুরু-বুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফল-দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল॥"

উপরিউক্ত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীগুরুদেবের উপর গুরুগিরি করিতে যাওয়া অপরাধজনক যাহাতে গুর্ব্ববজ্ঞারূপ ভীষণ অপরাধ না ঘটে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা গুরুদাসগণের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবের আদেশ অবনত মস্তকে যিনি পালন করিবেন, কেবল তিনিই উক্ত গুর্ব্ববজ্ঞা-রূপ অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর শ্রীরামচন্দ্রপুরীকে গুরুবুদ্ধ্যে সম্রম সম্মান দেখাইয়াছিলেন। যদি কোন গুরুদেব অপরাধী শিষ্যের প্রতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক বাহ্যতঃ সম্মান দেখান, তাহাতে বুঝিতে হইবে না যে, তিনি শিষ্যের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কপট ভক্তের প্রতি ভগবান্ কপট ব্যবহার করেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই শাস্ত্রোক্তি উহার প্রমাণ। অতএব অপরাধী শিষ্যের উচিত কপটতা পরিহার পূর্ব্বক সরলভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া। নচেৎ উপায়ান্তর নাই।

অভক্ত যে বাক্য দ্বারা ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা করে, সেই বাক্য দ্বারা সরস্বতী স্তব করিয়া থাকেন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ৫ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যথা,—তুমি কৈছে কৈছে কহ না জানিয়া রীতি। সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি॥ জগন্নাথ হয়ে কৃষ্ণ পুরুষ অধম। তোমার মতে না বুঝিয়া বাছি বকুলেন॥ যাহা কৈছে অঙ্গ পুরুষ সকল অধম। সেই সব পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন॥ যাতে সদয়ে পাছে অথিলা বন্ধু হয়। অভিধানাদেক শব্দে কয়॥ এই মত শিবপান করিল নিন্দন। সেই বাক্যে সরস্বতী করিল স্তবন॥

সরস্বতী বাগ্‌দেবী। তিনি ভগবদ্দাসী। ভগবানের গুণগান করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য, সুতরাং মানবগণের জিহ্বাগ্রে বীণা যন্ত্রের সাহায্যে তিনি যে কোন বাক্য উচ্চারণ করুন্ না কেন তাহার দ্বারা কেবল মাত্র ভগবানের গুণগান করা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন বিষয় অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

যে সকল ব্যক্তির শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা অর্থ নির্ণয় করেন, তাঁহারা সরস্বতী দেবীর উক্তিই সর্ব্বদা বুঝিতে সমর্থ। কোন একটি বস্তু দর্শন করিলে মানব তাহার অনুশীলন করিয়া থাকে। সেই প্রকার সরস্বতী দেবীর উক্তিই মানব নিজ নিজ রুচি অনুসারে বাক্যাবলীর অর্থ গ্রহণ করে। যত দুষ্কৃতি-শালী ব্যক্তি নিজ নিজ অনুভূতির বিষয় ব্যক্ত করে।

ভক্তগণ যাঁহারা শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা অর্থ নির্ণয় করেন, যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানের নিন্দা করিতে দেখা যায়, ভক্তগণ ঐ নিন্দাকারীর বাক্যে বিচলিত হন না, কারণ তাঁহারা শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি-প্রভাবে নিন্দাবাক্যের মধ্যে সরস্বতী দেবীর উক্তিই সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তি বলিতে নিন্দক-গণ ভক্ত-নিন্দার ফলে নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করে, নিন্দকগণের মানসিক অশান্তি দূর করিবার জন্য শান্তচিত্ত ভক্তগণ দয়া-পরবশ হইয়া তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিবার প্রয়াসী হন। নিন্দকগণের মধ্যে যাঁহারা ভক্তগণের উপদেশ গ্রহণ করেন তাঁহারা ভক্তগণের নিকট কৃতজ্ঞ হয়েন ও তাঁহাদের মঙ্গল উপদেশ বুঝিয়া তাঁহাদের অনুগত হইয়া পড়েন। কেহ কেহ আবার ঐ সকল নিন্দক নিন্দার পরিবর্ত্তে। অসম্ভব যে, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ ও যন্ত্রণাদির ভাগী। ... তাহাদের প্রাপ্য।

নৈমিষারণ্য

ভৌগোলিক পরিচয়

যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত সীতাপুর জেলায় বালামৌ-সীতাপুর লাইনের প্রায় মধ্যস্থলে "নিমসার" নামক একটি ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশনটী বালামৌ হইতে ১৬ মাইল এবং সীতাপুর ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল দূরে স্থিত। নিমসার ষ্টেশনটী ... এক প্রাচীন তীর্থ অবস্থিত। নৈমিষারণ্যকে স্থানীয় লোকেরা "নিমসার" নামে অভিহিত করেন।

বৃক্ষ

নৈমিষারণ্যের বৃক্ষ অতীব মনোরম। অশ্বত্থ, শিরীষাদি, পুণ্যসলিলা গোমতী এই পূতত্তম তীর্থরাজের পাদদেশ বিধৌত করিয়া স্বীয় পতিত-পাবনী শক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন। নানাবিধ শ্যামবর্ণ বৃক্ষরাজি ইহার স্থল বেষ্টন করিয়া প্রাকৃতিক প্রাচীর রূপে বিদ্যমান; মধ্যে মধ্যে শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রসমূহ অবস্থান করিয়া দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কয়েকটী মনোমুগ্ধকর নির্ঝরিণী ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। স্থাপত্য-সমূহ কয়েকটি সৌধও বর্ত্তমানেও রহিয়াছে।

স্বাস্থ্য

নৈমিষারণ্য অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান। এস্থানের জল অতিস্বচ্ছ। শাক সব্জী দুগ্ধ প্রভৃতি অতিশয় সুলভ ও সস্তা। এই স্থানের সুপক্ব চিঁড়া জগদ্বিখ্যাত।

দ্রষ্টব্য ও অবস্থানের স্থান

সত্য সমাজে নৈমিষারণ্য সাধুগণ ঋষি-বর্গদিগের পূততম তীর্থস্থান বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। এই স্থানে ব্যাস-গদি, সূত-গদি, ব্রহ্মকুণ্ড চক্রতীর্থ, পাণ্ডবটিলা, ললিতাদেবীর মন্দির, হনুমানজীর মন্দির প্রভৃতি পবিত্রতম অধিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান। পাণ্ডবটিলায় পাণ্ডবগণ বনবাস-কালে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে সহস্র সহস্র যাত্রী পুণ্যার্জ্জনের নিমিত্ত নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া থাকেন। এই যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কিয়দ্দূর পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালা ব্যতীত তিনটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তথায় ব্যাসদেবের আনুগত্যে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। তথায় বহু বহু যাত্রী তীর্থযাত্রার চরম ফল পরম নির্ম্মৎসর সাধুগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভাগবত-কথামৃত আস্বাদন করিতে পান এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মহাপ্রসাদ সম্মানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। এই নৈমিষারণ্যের চতুর্ব্বর্গ-শিরোমণি পঞ্চমপুরুষার্থপ্রদানার্থ বেদ বিভাগ-কৈতব, কামক্রোধলোভকারী, আত্মাবুদ্ধি-বর্দ্ধক একমাত্র বাস্তব সত্য শ্রীমদ্ভাগবত-রূপে বিকাশ হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেই পরমহংস শ্রীল শুকগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বাস্তব সত্য শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাই এই মহাগৌরবান্বিত স্থানের পূর্ব্ব গৌরব রক্ষার নিমিত্ত শ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানে একটী শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠশালা স্থাপিত করিয়া ভাগবত-শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নামোৎপত্তির কারণ

'নৈমিষ' শব্দের আকর নির্ণয় বায়ু-পুরাণ বলেন, ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি অর্থাৎ চক্র পরিধি যে দেশে কুণ্ঠিত হয়, সেই মুনি-পূজিত পবিত্র তপোময় বনভূমিই নৈমিষ। মানবের অকৃত জ্ঞান যে স্থলে গমন করিয়া প্রাকৃত-জ্ঞান-সীমার অবধি লাভ করে, তৎপরিস্থিত অধোক্ষজের সেবা-ভূমিতে মনশ্চক্র বা প্রাকৃত জ্ঞান স্তব্ধ হয় সেই স্থানেই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বাস্তব বেদ্য চিন্ময়ভূমির বিশিষ্টকের দর্শন হয় বেদবেদাদির স্তবনের 'নেমি' কুণ্ঠিত এবং তাহাই নৈমিষ।

নেমি শব্দের একটী অর্থ তিনিশ বৃক্ষ। তিনিশ বৃক্ষপূর্ণ বনকেও সাধারণ লোকে নৈমিষারণ্য বলিয়া থাকে।

'নৈমিষ' শব্দে মূর্দ্ধণ্য 'ষ' কার গ্রহণ করিলে বরাহপুরাণ-লিখিত গৌরমুখ ঋষির প্রতি ভগবানের বাক্য আকর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ভগবান্ নিমেষ-কাল-মধ্যে এই অরণ্যে দানব-বল নিহত করেন বলিয়া এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য হইয়াছে। বিশ্বপ্রকাশ বলেন, নিমিষ—অনিমেষাক্ষ, সেই স্থলের অবস্থায়ী নৈমিষ রূপে নামে খ্যাত। 'নিমিষ' নামক ঋষির তপো ভূমি বলিয়াও ইহা নৈমিষারণ্য বলিয়া কথিত।

মানবগণের কাম-ক্রোধাদি রিপুবৃত্তি হই দানব। অহৈতুকী শুদ্ধভক্তিপ্রদায়িনী-যুক্ত সৌভাগ্যবান্ জনগণের হরিকথালোচনায় এই দানবগণ নিহত হয়। যে স্থলে সর্ব্বদা হরিকথার শ্রবণ কীর্ত্তন হয়, তাহাই নৈমিষারণ্য।

ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহাত্মবুদ্ধি

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি,এস্,বি,টি)

আমরা ইতঃপূর্ব্বে "আসামে হনুমানের অবতার" প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সামান্য সেবা করিতে যত্ন করিয়াছি। অদ্য বিষ্ণুপুরে প্রকৃত তাঁহার আর একটি প্রশ্নোত্তরকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার বৎ সামান্য সেবা করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

প্রশ্ন। আপনিও চৈতন্যের পন্থায় সঙ্গ করেন, নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ও তাই। আপনাতে ও তাঁহাতে পার্থক্য কোথায়?

উঃ। তাঁহার সঙ্গে আমার সামান্য পার্থক্য আছে। তিনি যে ভাবের কথা বলেন তাহা ঠিক্ হইলেও লোকে গ্রহণ করিতে পারে না। আবার সকলে বলেন, তিনি জাতি স্বীকার করেন না। কৈবর্ত্তের পাচিত অন্ন তিনি কৃষ্ণ-ভোগে লাগান এবং তাহা গ্রহণ করেন।

প্রঃ। আপনি কি করেন?

উঃ। আমি নিজে অন্ন পাক করিয়া ভোগে লাগাই এবং পরে সকলের সঙ্গে গ্রহণ করি।

চৌধুরী মহাশয় কৌপীনধারী। বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী এবং অনেককে ব্রাহ্মণ করিয়াও আসিতেছেন! সম্প্রতি এক ডাক্তার সাহেবকে ত্রিসূত্রে দীক্ষিত করিয়া, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, তিনি ঐ দুইজন ব্রাহ্মণের হাতে খান নাই, ইহা সহজে অনুমান করা যায়। তাহা হইলে ইহা সুনিশ্চিত যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, অপরকে যে তাহা ত দূরের কথা। কেননা, যে জ্ঞান দুর্জ্জাতিকদোষ ধ্বংস করিতে পারে না, তাহা ব্রহ্মপ্রাপক কি প্রকারে হইতে পারে? যিনি এইরূপ জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান বলেন, তিনি কি প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা, এই দুইটি মহাপাপের অনুষ্ঠান করেন না?

আমাদের বিশ্বাস তিনি শুদ্ধি আন্দোলনের পক্ষপাতী। উহা একটা সাময়িক নৈতিক আন্দোলন। পরমার্থ-অনুসন্ধানকারী বৈষ্ণবগণ এইরূপ আন্দোলনের পারমার্থিক কোন মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। চৌধুরী মহাশয় অর্থাগমের আর অন্য কোন সরল পথ না দেখিয়া এই যজ্ঞ-ব্যবসায়কেই একটা পন্থারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, দেখিতে পাই। তিনি যেরূপে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভগবানও তেমনিই সকলের পাপের ভার তাঁহারই স্কন্ধে চাপাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি এখন হইতে সাবধান হউন।

তারপর তিনি চৈতন্যের নামে এইরূপ অচৈতন্যের ব্যবসা না করিলেও পারিতেন। চৈতন্য যাহা করিতে বলেন নাই, তিনি তাহা কেন করেন এবং তিনি যাহা বলিতে বলেন নাই তাহা তিনি কেন বলেন? হয় তিনি চৈতন্যের সেবা করুন না হয় তিনি জড়ের সেবা করুন, কিন্তু দুইটিই সেব যুগপৎ চলিতে পারে না। তিনি খাইতে পারা যাবে না বলিয়া উহাতে কিছু বাদ বিধান করিয়া লইতে হবে ইহা চৈতন্যের বিচার নহে। ইহা তাঁহার নিজের। চৈতন্যের কথা চৈতন্যেরই মত বলিতে হইবে। লোকে তাহা গ্রহণ করিবে কি না করিবে, সে বিচারের ভার আমাদের কাছে নাই।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

—হরিভক্তিবিলাস

রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কাঁসা যেরূপ স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বৈষ্ণবী দীক্ষাও নরমাত্রেই দ্বিজত্ব লাভ করে। ইহাই চৈতন্যদেবের মত দীক্ষা লইবার পর গুরু দিয়াছে জাতিনামগুণবুদ্ধিতে দেখিতে পারেন না। দীক্ষার অনুপযুক্ত হইলে দীক্ষা দিবেন না, কিন্তু দীক্ষা দানের পর সে অমুক জাতীয় বৈষ্ণব, এইরূপ বিচার সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। দেহে আত্মবুদ্ধি হইলেই এই বিচার প্রবল হয়।

চৈতন্যদেব বলেন—

যেবা জন বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধমযোনিতে সে পড়ি মরে॥

শঙ্করদেবও বলেন—

চণ্ডালের মুখ ভাল দৈব হাত পাতি।
যেহেতু মুদ্রা যোগ করিলা ভকতি॥

জাতিতে ব্যাসও কৈবর্ত্ত ছিলেন, গুহক চণ্ডাল ছিলেন, নৈমিষারণ্যের ভাগবত-পাঠক সূত গোস্বামীও নীচকুল ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেবকসূত্রে আজ আমরা কিরূপে নিজের কুলের বড়াই করিতে পারি। আমার গুরু যদি বলেন অমুক কৈবর্ত্ত নয়, বৈষ্ণব, তখন আর আমি কি করিব? আমি ত' গুরুর উপর গুরু-গিরি করিতে পারি না।

আমরা গুরুর দাস। তাঁহার বিচারেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি মাত্র।" ভোগ-রাগ অর্পণ করিবার শক্তি আমাদের নাই। তিনি বলেন দেও, তাই দেই। এক্ষণে কৃষ্ণ গ্রহণ করেন কি না, তিনি জানেন। আমার হাতে কৃষ্ণ খাবেন কি, অন্য হাতে খাবেন—এইরূপ বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই।

হিরণ্যকশিপু যেরূপ প্রহ্লাদের বিশ্বাসেই স্ফটিকস্তম্ভে কৃষ্ণের অবস্থান জানিয়া মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন, আমরাও গুরু' গুরুবাক্যে বিশ্বাসবশতঃ এই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি।

ব্রহ্মচারী মহাশয় গুরুকে জাত দিলেন না, সূত দিলেন না, সমাজ দিলেন না, তবে দিলেন কি? তিনি লোকও ভজিবেন আর গোরাও ভজিবেন, ইহা কি সম্ভব-পর?

দুই নৌকায় পা দিয়ে সোজা চলা যায়,
দুই কভু একসাথে না হবে এক ঠাঁই॥

অতে বলিলেও এ কথা শোভা পায়। তিনি কাঁধ বাঁচাইয়া এই কথা বলিতে যান কেন? তাঁহার বৈরাগ্য দেখিয়া আমাদের একটি গান মনে পড়ে—

এও ত এক কলির চেলা।
মাথা নেড়া, কপ্নিপরা, তিলক নাকে
গলায় মালা।
দেখ্‌তে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত
কাজের বেলা।
কৃষ্ণদাসের কথাই শুনে মহাজনকে
দিচ্ছেন শলা।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলা

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আমরা সর্ব্বদাই বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর পাই না বা মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-ব্যাপিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা?

৶০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের স্বরূপ ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া ; তাহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞান পুরুষ স্বভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজে বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ, এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাঙ্গালীর কল্যাণের কারক, যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ে গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সারভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বহু বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ২০০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০
গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ৩৲
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্য-সহ; বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
৯। মুক্তফলটীকা কল্পতরুঃ সাত্ত্বত (সাজ) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সাত্ত্বত (প্রমাণভাগ) ।০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-নিরূপণ ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৴০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵০
ঐ ঐ বাঁধা ।০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু পরিক্রমা খণ্ড ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ্, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ সেট ৬০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অষ্টকত্রয় ৵০
২৬। সাধনকণ্ঠমালা ৴০
২৭। [illegible]
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ।০
৩০। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৸০
শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত এক্ষায় মহৌষধ, [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সংখ্যক [illegible] পারিয়াছেন। (গরীব রোগীগণকে [illegible]) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকিট সহ [illegible] অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ মৈকাটি, [illegible]।

[illegible] অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন [illegible] এবং কলিকাতার ৭৩ প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা [illegible] ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, [illegible] ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

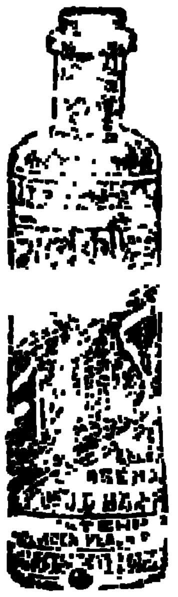

[illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়া মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, [illegible], পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, প্রদর, [illegible], মেহ ও রক্তপ্রদর, [illegible] রোগে [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটন সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেকট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২৷০ টাকা

---

৪৪৮ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুদর্শিতা সহ ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক প্রদান।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান : আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ — পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সংকলিত

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র
গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে

মুদ্রক [illegible] নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— [illegible] শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴৹০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুয়রকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ পরমানন্দ রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—৭নং লক্ষ রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু—দেওয়ানগঞ্জ,
ভবানীপুর কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, পরাকিম দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস আচার্য্য, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভেতাগাছা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ, এম,০ এস, ধানবাদ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রদীপ ধানবাদ।
১১। শ্রীপাদ মনোমোহন লীলাবিহারী ঐ

দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ

বর্ষায় — একমাত্র — স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, [illegible] ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, [illegible] নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভর সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

—জ্বরের সাক্ষাৎ যম—

পারফিলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

'একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ পাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের [illegible] খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে [illegible] হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার পারফিলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদ
শিশি ৸০ [illegible]
ডিঃ পিঃ ও রেল [illegible]

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

[illegible] — শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বাগ্র বঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১১০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে আষাঢ় ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ১০ই জুলাই ১৯৩০

কুষ্টিয়ায় বিরাট্ সভা

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার ও পিকেটিং

২৩বৎসরে পত্র প্রাপ্তি

ভারতবর্ষের প্রকৃত অভিপ্রায় ; কাশীতে ভূমিকম্প

লাটসাহেব কলিকাতায়

পুনার শোভাযাত্রা ; আফ্রিদির কারাদণ্ড

দিল্লীতে আশ্চর্য্য ডাকাতি

ভূমিকম্পে আসামের রেল-লাইনের অবস্থা

বিলাতে ও ইরাকে সন্ধি

বিবিধ সংবাদ

পিকেটিং

কৃষ্ণনগর মদ, গাঁজা ও আফিং প্রভৃতি আবগারী দোকানে যুবকগণ ও মহিলাগণ পিকেটিং করিতেছে।

স্কুল কলেজ

কৃষ্ণনগরের স্কুল সমূহের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র বর্ত্তমান আন্দোলনে স্কুলে যাইতেছে না। মাত্র সরকারী আমলা কর্ম্মচারীদের সন্তানগণ স্কুলে যায়। কলেজের অবস্থাও তদ্রূপ। গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে কলেজে ধর্ম্মঘট হওয়ায় ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ পরীক্ষা দিতে পারে নাই। সম্প্রতি তাহাদের পরীক্ষা হয় কিন্তু অল্প কয়েকটি ছাত্র পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় সভা

কুষ্টিয়ায় কংগ্রেস কমিটীর চেষ্টায় এবং মৌলবী আফসার উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে কুষ্টিয়ার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পাঁচ হাজার লোক সভায় সমবেত হন। প্রায় পাঁচ শত ভদ্রমহিলা সভায় যোগদান করেন। এই সভায় বিশেষত্ব এই যে অনেক পর্দ্দানশীন মুসলমান মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুরের মৌলানা আবু তাহের কাছিম প্রধান বক্তা ছিলেন। কোরাণ শরিফ হইতে মৌলানা সাহেব প্রমাণ করেন যে, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় কখনই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে চক্ষু নিমীলিত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। 'হিন্দু স্বরাজ' শব্দ অর্থহীন। ইহা স্বার্থান্ধ লোকদিগের তীব্র উত্তেজনা মাত্র।

মৌলবি রৌসন আলি খাঁ চৌধুরী হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। কুমারী শ্রীমতী মৃণাল দেবী বিদেশী বর্জ্জন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীমান্ [illegible] [illegible] রায় ছাত্রদিগকে আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

কংগ্রেস কমিটীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কয়েকজন মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক-প্রতিকৃতি উঠিবার পর তুমুল "বন্দে মাতরম্" শব্দে সভা মুখরিত হয়। রাত্রি দশটায় সভা ভঙ্গ হয়।

গ্রেপ্তার

গত [illegible] [illegible] সি, [illegible] ব্যানার্জ্জীর নেটি [illegible] মদের বোতল ছিনাইয়া লইবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিলাতে ত্রিপুরেশ্বরের সম্মান

বিলাতের "[illegible] [illegible]" [illegible] সোসাইটি" ত্রিপুরার মহারাজ [illegible] বাহাদুর এবং মহারাজের চীফ সেক্রেটারী মাননীয় রায় [illegible] [illegible] সভার "ফেলো" বা সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

২৩ বৎসরে পত্র প্রাপ্তি

বিহারের অন্তর্গত [illegible] প্রবাসী কোন ব্যক্তি তাঁহার নামের একখানি পত্র কলিকাতা হইতে ডাকে ফেলিবার ২৩ বৎসর পরে উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা পোষ্টাফিসের সিল্ বা মোহরের তারিখ ৭ই মে ১৯০৮ সাল এবং মধুপুর ডাকঘরের মোহরের তারিখ দেখা গেল ৩রা মার্চ্চ ১৯৩১ সাল।

ঐ পোষ্টকার্ড খানি মিঃ [illegible] নামে লেখা হইয়াছিল এবং ২১নং [illegible] টোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রেরিত হয়। বর্ত্তমানে ঐ পোষ্টকার্ডখানি [illegible] [illegible] ষ্ট্রীট (কলিকাতা) শ্রীমতী [illegible] নিকট রক্ষিত আছে।

দিল্লীতে আশ্চর্য্য ডাকাতি

[illegible] [illegible] দোকানে একজন যুবক প্রবেশ করিয়া কোষাধ্যক্ষকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চাবী লইয়া সিন্দুক খুলিয়া [illegible] টাকা লইয়া মোটরে চড়িয়া চম্পট দিয়াছে।

চাতুর্ম্মাস্যব্রতারম্ভ

অদ্য (১০.৭.৩০) হইতে [illegible] চাতুর্ম্মাস্যব্রত [illegible] [illegible]। পুনরায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পর্য্যন্ত ব্রত [illegible] [illegible] [illegible]। এই ব্রত সম্বন্ধে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] সেবকগণ শ্রীগুরুদেবের [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নানা খবর

কাশীতে ভূমিকম্প

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে কাশীতে নাকি ভূমিকম্প হয়। ... কোন প্রকারে তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে। এখানেও কাশীতে ১ মিনিটকাল যাবৎ ভূমিকম্প হইয়াছিল কিন্তু বিশেষ কোনও ক্ষতি কোথাও হয় নাই।

ভারতবর্ষের প্রকৃত অভিপ্রায়

'...' নামক পত্রিকার সার ফ্রান্সিস ইয়ং 'হাংগামা'-পত্র দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ ইংরেজ তাহার সম্বন্ধ পাড়াইতে চায়। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সার জগদীশ বোস এবং কে, এম, পানিক্কর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের কাথা বলিতেছেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকা না থাকা ভারতের ইচ্ছাধীন হওয়া ব্রিটেন তাহাতে যোগ দিতে পারেন। সার ফ্রান্সিস বলেন যে 'গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া'র ভূমিকা হইতে সাম্রাজ্যের অধঃ অংশ ... ইম্পিরিয়াল পার্ট অফ দি এমপায়ার' এই কথাগুলি তুলিয়া দেওয়া উচিত এবং ভারতবর্ষের রাজাগণকে ও জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তাঁহারা ভারতে ... শাসনতন্ত্র স্থাপিত হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিতে চান কি-না। ভারতে যে দারিদ্র্য আছে তাহা ... স্বীকার করেন কিন্তু তিনি বলেন ... না লইলে ভারতবর্ষে কোনও কার্য্য হইবে না এবং যাহা উচিত তাহাই ব্রিটেনকে করিতে হইবে।

পুনার শোভাযাত্রা

গত ৮ই জুলাই মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার উপলক্ষে পুনাতে ... একটী মিছিল পুনঃ হইতে ... অভিমুখে যাত্রা করে। প্রায় তিন হাজার লোক এই মিছিলে যোগ দিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই মিছিল ইয়ারবেদা অভিমুখে অগ্রসর হইলে একদল পুলিশ তাহাদিগকে বাধা দেয় এবং তাহারা সেইখানে বসিয়া পড়ে। ক্রমশঃ মিছিলকারীগণ দলে দলে পুষ্ট হইতে থাকে এবং পুলিশও তাহাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। ইহার শেষ কি হয় পরে প্রকাশিত হইবে।

আফ্রিদির কারাদণ্ড

আহমদ ... নামক একজন আফ্রিদিকে পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্টের নিকট গড় কোর্ট রোডের উপর ধৃত করা হয় এবং তাহার নিকট একটি রাইফেল বন্দুক, ৮৮টি টোটা একটী ছোরা এবং কতকগুলি ডিনামাইট পাওয়া যায়। তাহাকে আমুদ (অ্যাক্ট) অনুসারে ফৌজদারী আদালতে ... করিলে সে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। বিচারে ... সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

লাটসাহেব কলিকাতায়

... তারিখে বাংলাদেশের লাট-দম্পতি দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বিলাতের সহিত ইরাকের সন্ধি

গতকল্য মুনেব সংকোচ সংবাদে প্রকাশ যে বিলাতের সহিত ইরাকের যে সন্ধিপত্রের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ইরাকের পূর্ণস্বাধীনতা রক্ষিত হইয়াছে।

রেল চলাচল পূর্ব্ববৎ

গত বুধবার বোম্বাই এবং ভূমিকম্পে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের আমাদ অঞ্চলে স্থানে স্থানে রেললাইন নষ্ট হওয়ায় গোলকগঞ্জ, আমিনগাঁও এবং ধুবড়ী অঞ্চলে সমস্ত রেলগাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। ... হইতে সংবাদে প্রকাশ যে গত রবিবার হইতে পুনরায় নিয়মমত রেল চলাচল করিতেছে।

মেদিনীপুর ও নদীয়ার ২ ডিক্টেটর প্রভাত বাবু জেলে

গত ৬ই জুলাই সকালে রাস্তায় বসিয়া কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট কলিকাতার সম্পাদক সমিতির সম্পাদক মেদিনীপুর সভার ... সমিতির প্রতিনিধি এবং নদীয়ার বুটিশ... জমিদার শ্রীযুক্ত ... ডিক্টেটর প্রতিনিধি শ্রীমান্ প্রভাত চন্দ্র বসু মহাশয়কে রাত্রি ৩টার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে মুখপ্রক্ষালন করিবার পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হয় নাই; ঘুম হইতে তুলিয়াই মোটর যোগে চালান দিয়া জেলের ভিতর আদালত বসাইয়া পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে ছয় মাসের জেল দেওয়া হয়—অবশ্য সশ্রম।

কোর্টের বাহিরে ভীষণ জনতা হয় এবং উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষিত হয়। অবশেষে একদল কনষ্টেবল আসিয়া রেগুলেশন লাঠি সহ অবতীর্ণ হয়।

এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করিবার জন্য বাড়িয়া এবং দানবাবে সম্পূর্ণ হরতালের অনুষ্ঠান হয়।

গাঁজার দোকানে হাঙ্গামা

ময়মনসিংহে গাঁজার দোকানে পিকেটিং সম্পর্কে ২৫ জনেরও অধিক স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সচরাচর যেমন হয়, সেইরূপ ভাবেই স্বেচ্ছাসেবকগণ গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিতেছিল। কয়েকজন লোক গাঁজার দোকানে শুভাগমন করেন, স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাদিগের অবরোধ করার ফলে তীব্র ভাবে আক্রান্ত হয়। দুইজন স্বেচ্ছাসেবক তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা যায়। তাহাদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালে সরান হয় অপর স্বেচ্ছাসেবকের অবস্থা এরূপ খারাপ হয় যে তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইতে যাইলে রাস্তায় মারা যাইবে, এইভয়ে একজন স্থানীয় লোকের বাড়ীতেই রাখা হয়।

তাহার পরে আবার দুইজন লোক গাঁজার দোকানে আসে। স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদিগকে গাঁজা কিনিতে নিষেধ করিবা মাত্র তাহারা স্বেচ্ছাসেবকগণকে ভীষণ প্রহার করে। একজন স্বেচ্ছাসেবকের অবস্থা খারাপ, পুলিশ অনেককেই ধরিয়াছে।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
চন্দ্রমণি ...

আয়ুর্ব্বেদীয়
মদন মঞ্জরী
বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে অম্লদোষ, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিকার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।
"নপুংসকারি ঘৃত"
পুরুষহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া পরিতৃপ্ত করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।
"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত সন্তোষ শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।
বৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন
সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল
স্নিগ্ধ ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।
আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ বহুবর্ণের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।
বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আয়রণ এবং ইউরিয়া আছে।
এই ফেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ...
৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাক ৵৹ টাকা
বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে
২৯।১ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভবেজিত

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বর্ত্তমানকালে অনেকেই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ধন ও সম্পত্ত্যাদিকে যে প্রকারে দেখিতে ও তাহাদিগের সঙ্গ-প্রভাবে সুখ ভোগ করিতে পাওয়া যায়, সেরূপ ভাবে পরমেশ্বর বস্তুর সাক্ষাৎকার ও সঙ্গ-সুখ লাভের সম্ভাবনা না থাকায় পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী ব্যক্তিসকল পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না এবং তজ্জন্য তাহা করিতেও চাহেন না।

২। পরমেশ্বরের অস্তিত্বকে উড়াইয়া দিলেও পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী নাস্তিকগণ তাঁহার অধীনতা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। যে অনাদির দ্বারা তাঁহারা যে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হন, সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য যদি যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, কোন এক শক্তি যেন অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের উপর আধিপত্য করিতেছেন এবং সুখের প্রলোভনে তাঁহাদিগকে নিদারুণ দুঃখে বারম্বার ডুবাইতেছেন। দুঃখ কেহই চায় না। কিন্তু যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে কোন এক শ্রেষ্ঠ শক্তি যেন বলপূর্ব্বক নশ্বর বস্তুতে সুখ দিবার নাস্তিকভাবাপন্ন জীবের হৃদয়ে দুঃখকে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

৩। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে নাস্তিকভাবাপন্ন জীবের হৃদয়ে দুঃখকে প্রেরণ করেন যে শ্রেষ্ঠ শক্তি উনি কে? উত্তরে শাস্ত্রপ্রমাণবলে আমরা বলিব যে উনি পরমেশ্বরের মায়ানাম্নী শক্তি। এই মায়ানাম্নী শক্তির কার্য্যই নাস্তিকভাবাপন্ন ব্যক্তিসমূহকে দুঃখদ্বারে সংশোধন করা ও সংশোধন পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বীয় প্রভু পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিবার সুযোগ দেওয়া।

৪। যে কালে নাস্তিকভাবাপন্ন মানবসমূহ মায়া-শক্তিকর্ত্তৃক পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিবার সুযোগ লাভ করেন, সে সময় হইতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে একমাত্র পরমেশ্বরের সেবাসুখে দুঃখকে চিরকালের জন্য তিরস্কার পূর্ব্বক বিমল সেবানন্দসুখ নিত্যকাল আস্বাদন করা যাইতে পারে এবং এই প্রকার নিত্যানন্দ লাভই মানব জীবনের সর্ব্বোচ্চ প্রাপ্য ফল। পূর্ব্বে নাস্তিকতা হইতে যে প্রকার দুঃখ উপভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে সকল কথা যদি এক্ষণে তাঁহাদিগের স্মৃতি-পথে সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন ও বলিতে থাকেন যে, তৎকালে দুর্বুদ্ধির দ্বারা বঞ্চিত হইয়া কিরূপ ভয়ানক ভাবে তাঁহারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

নাস্তিকতার পরিবর্ত্তে আস্তিকতাকে বরণকারী ব্যক্তিগণ ভক্ত-নামে অভিহিত। ভক্তগণ পরমেশ্বরের দিব্য সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহের অবস্থান জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অনুভব করিতে সমর্থ। পরমেশ্বরের অনুভূতি-ফলে তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন যে পরমেশ্বরই একমাত্র নিত্যপ্রিয় বস্তু; তাঁহার মত সৌন্দর্য্যবান্ দ্বিতীয় বস্তু নাই; তিনি রূপের সাগর ও গুণের খনি স্বরূপ; সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহাকেই বিশ্বাস করে; যেহেতু তিনি স্বরূপ সুখ বস্তুকে সেবোন্মুখ নিত্যানন্দে বিভোর রাখিতে পারেন। তাঁহারই গুণে আকৃষ্ট হইয়া জীব [illegible] সকল সম্পদকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে; তিনি প্রকট থাকিলে দুঃখ চিরতরে বিদায় লইতে বাধ্য হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে নূতন আনন্দ নব নব আকারে ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত না হইয়া থাকিতে পারে না এবং তিনি একাধারে পিতা, মাতৃ, পুত্র, সখা ও প্রভু রূপে দূর হইতে ও অন্তরে সম্বন্ধভাব-জনিত পরম উৎকর্ষ প্রিয়তাবোধক নিত্যকাল [illegible] কাড়িতে সমর্থ। এহেন সর্ব্বশক্তিমান্ একমাত্র বরেণ্য, প্রিয় ও সেব্য পরমেশ্বরকে [illegible] না তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস [illegible] যে সকল নাস্তিক বা নাস্তিকভাবাপন্ন অতীব মন্দভাগ্যশালী। দুর্লভ মানব জীবনকে তাহারা বৃথায় কাটাইয়া দিতেছে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ এই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

---

(১)

(ক) জাগতিক নশ্বর পদার্থের ন্যায় পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু না হওয়ায় প্রত্যক্ষবাদি ভোগিকুলের নাস্তিকতা প্রসার-প্রাপ্ত

(খ) নাস্তিক দুঃখ না চাহিলেও করুণাময় শ্রীভগবানের মায়ানাম্নী শক্তি তাহাদিগকে দুঃখদ্বারা সংশোধনপূর্ব্বক স্বীয় প্রভু পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করান

(গ) আস্তিক হইলে মানব নাস্তিক্য জন্য দুঃখের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের সেবা-জনিত পরমানন্দ লাভে সমর্থ হন

(ঘ) নিত্যানন্দ লাভই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ প্রাপ্য ফল

(ঙ) আস্তিকগণ ভগবৎসেবা-রত হইয়া 'ভক্ত' নামে অভিহিত হন

(চ) ভক্তগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা শ্রীভগবানের নিত্যনামরূপাদি চিদ্বৈশিষ্ট্য অনুভব করেন

(ছ) নাস্তিকগণ নশ্বর বস্তুর প্রভু সাজিতে গিয়া সর্ব্বদা তাহাদের অধীনতা-জন্য দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন

(জ) আস্তিকগণ সমস্ত জগৎ ঈশাবাস্য দর্শনপূর্ব্বক তাহার সেবায় পরমানন্দ লাভ করেন

(২)

জগৎ কি স্বরূপতঃ মিথ্যা?

(৩)

(ক) 'বৈষ্ণব' বিষ্ণু সম্বন্ধীয় বস্তু, সুতরাং তিনি মায়াতীত রাজ্যের বস্তু

(খ) বদ্ধজীবোদ্ধারের নিমিত্ত কৃষ্ণেচ্ছায় বৈষ্ণবের প্রপঞ্চে আবির্ভাব হইলেও মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না

(গ) প্রপঞ্চাগত বৈষ্ণব বদ্ধজীবের হিতার্থ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন. উহার আলোচনা যতই বর্দ্ধিত করা হইবে, ভক্তি ততই সমৃদ্ধা হইবেন

(ঘ) আচার্য্য-পাদপদ্মে উপলব্ধ বৈষ্ণবের পুনরনুশীলনে অপ্রাকৃত জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধি

জগৎ কি স্বরূপতঃ মিথ্যা?

(পণ্ডিত শ্রীপ[illegible]পাধ্যায় বেদান্তাচার্য্য)

যে কোন বস্তু উৎপত্তি লাভ করে, তাহা কোন পূর্ব্ববর্ত্তী উপাদান অবলম্বনেই উৎপন্ন হয়, শূন্য হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না এবং সংসারেও সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টান্তাভাব। সুতরাং জগৎ পূর্ব্বে একেবারে অসৎ অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনুমান দ্বারাও সিদ্ধ হয় না।

শ্রুতি স্পষ্টভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন —

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-
দ্বিতীয়ম্"

[ছাঃ উঃ]

পূর্ব্বপক্ষবাদীর কল্পনা উল্লেখ করিয়া পুনরায় বলিতেছেন; —"তদ্ধৈক আহু-রসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।" (ছাঃ উঃ)

অর্থাৎ হে সোম্য! উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক 'সৎ' পদার্থ ছিল এবং দ্বিতীয় কিছুই ছিল না। কেহ বলেন, (কল্পনা-প্রিয়-পূর্ব্বপক্ষবাদী) যে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ 'অসৎ' ছিল, অপর কিছু ছিল না, সেই 'অসৎ' হইতেই এই 'সৎ' জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

"[illegible] কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" — ছাঃ উঃ)

অর্থাৎ হে সোম্য! কি প্রকারে এরূপ হইতে পারে? একবার 'অসৎ' হইতে 'সৎ' কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে [illegible]? ইহার কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব নিশ্চয়ই এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ছিল।

সেই সদ্বস্তুই যে ব্রহ্ম, তাহা নির্ণয় শ্রুতি তারস্বরে কীর্ত্তন [illegible] যথা:—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। এইরূপে শ্রুতি এ কথা বলিয়াছেন, [illegible] ইদমেব অগ্র আসীৎ, [illegible] নান্যৎ কিঞ্চ-নামিষৎ।" [illegible] বলা হইতেছে যে ব্রহ্ম [illegible] উপাদান এবং নিমিত্ত [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] ভক্তগণ [illegible] আছে যে, কৃষ্ণ তাঁহার নিজ

বরুণের নিকট বলিলেন—"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন।" তদুত্তরে তাঁহার পিতা বলিলেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।'

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় সময়ে যাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করে, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকেই শ্রবণাদি সাধন দ্বারা বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর।

প্রথমে শ্রুত্যনুসারে ভৃগু প্রথমে অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, পরে প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং তৎপরে মন ও বিজ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন প্রশ্নের পূর্ণতা লাভ হয়, তখনই যথার্থ সত্য জানিতে পারিয়া ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জানিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

অর্থাৎ আনন্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, আনন্দের দ্বারাই সকলে জীবিত থাকে এবং আনন্দেতেই অবশেষে প্রবেশ করে, সেই আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং বিভিন্ন শ্রুতিসমূহের দ্বারা ইহাই স্বীকৃত হইতেছে যে আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ ব্রহ্মই জগতের মূল উপাদান। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম শ্লোক এবং বেদান্ত-দর্শনের ২য় সূত্রে ইহাই বলা হইয়াছে—'জন্মাদ্যস্য যতঃ।'

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্......নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

[ভাঃ ১।১।১]

কারণ-স্বরূপ উপাদান বস্তু হইতে যাহা গঠিত হয়, তাহা কারণ হইতে পৃথক্ হইতে পারে না, পরন্তু তাহা মূল উপাদান বস্তুরই রূপান্তর মাত্র। কার্য্য-স্থানীয় বস্তু কারণ-স্থানীয় বস্তুরই রূপান্তর বা অবস্থান্তর হওয়ায়, কারণস্বরূপ ও গুণ সকলের জ্ঞান লাভ করিলেই কার্য্যস্থানীয় সমস্ত বস্তুরই জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, সেইজন্যই শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন;—"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" (ছাঃ উঃ)

কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্ন বস্তু হইত তাহা হইলে শ্রুতি কখনই কারণের জ্ঞান লাভে কার্য্যের জ্ঞান লাভ হয়, একথা বলিতেন না অর্থাৎ একবিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিতেন না। অতএব কার্য্যস্থানীয় বস্তু তাহার কারণবস্তু হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন। [illegible] কার্য্য ও কারণের দ্বৈত উপলব্ধি বিষয় হয়, বস্তুতঃ কার্য্য ও কারণ একই অবস্থানের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ভগবান্ বেদ-ব্যাস [illegible] ২য় অঃ ১ম পাদের ১৪ সূত্রে বলিয়াছেন; যথা:—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।"

(তৎ, তস্মাৎ কারণাৎ, কার্য্যস্য কারণাৎ অনন্যত্বমবিশেষঃ; আরম্ভণশব্দাদি [illegible]) অর্থাৎ কার্য্য-স্থানীয় জগৎ কারণস্থানীয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহাই তাৎপর্য্য। উক্ত সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যে এইরূপই অর্থ করিয়াও বলিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ঘটশরাবাদি বিকার-স্থানীয় বস্তু একেবারে অসৎ, কারণ শ্রুতি একমাত্র মৃত্তিকাকেই সত্য বলিয়াছেন।" ইহা যে সম্পূর্ণই অসিদ্ধ [illegible] তাহা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রমাণীকৃত হয়, কারণ তাহাতে "সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" এই বাক্যে শ্রুতি জগৎকে সৎ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং জগৎ 'সৎ' হওয়াতে তাহা যে 'অসৎ' হইতে উদ্ভূত নহে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করের মত স্বীকার করিলে অর্থাৎ কার্য্যস্থানীয় ঘট-শরাবাদির একেবারে মিথ্যা হইলে, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রুতির মূলপ্রতিজ্ঞা (এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা) কোন প্রকারে প্রমাণিত হয় না। সুতরাং কার্য্যস্থানীয় জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্ম যখন সত্য, তখন সেই জগৎকে কি প্রকারে মিথ্যা বলা যাইতে পারে? অতএব জগৎ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও একান্ত মিথ্যা নহে, পরন্তু সত্য। তবে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও জগৎ হইতে ব্যাপক বস্তু; আর জগৎ তাঁহার অংশস্থানীয়। জগতের সহিত ব্রহ্মের অংশাংশী সম্বন্ধ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে :—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"

বস্তুতঃ বেদান্ত-দর্শনের প্রারম্ভেই ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে ব্রহ্মই এই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ; সুতরাং ব্রহ্ম ব্যাপকবস্তু আর জগৎ ব্যাপ্য, অতএব অংশমাত্র, যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা ব্যাপক বস্তু, ঘট মৃত্তিকার ব্যাপ্য; সুতরাং অংশ মাত্র। অতএব প্রমাণীকৃত হইল যে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হওয়ায় এবং জগৎ তাঁহারই কার্য্য হওয়ায়, জগতের সহিত ব্রহ্মের অংশাংশী সম্বন্ধ নিত্য এবং জগৎ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও বস্তুতঃ সত্য।

উপহার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিভূষণ)

বৈষ্ণব ইহ জগতের লোক নহেন। তিনি মায়াতীত-রাজ্য বৈকুণ্ঠের সর্ব্বোপরি ধাম শ্রীগোলোকে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন। বহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীবগণকে কৃপা করিবার জন্য তিনি তাঁহার প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ইহলোকে অবতরণ করেন, কিন্তু তাই বলিয়া মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহা হইতে শত যোজন দূরে থাকিতে বাধ্য হয়, সুতরাং তিনি যেখানে অবস্থান করেন, সেই পুণ্যময় স্থানও বৈকুণ্ঠ।

ইহজগতে আসিয়া বৈষ্ণবঠাকুর নানা উপায়ে মায়াবদ্ধ জীবগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অনেক সময় তিনি তাঁহাদের হিতার্থে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া যান। ঐ সকল গ্রন্থ সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী-বিগ্রহ। সুতরাং শ্রদ্ধাযুক্ত, পবিত্র ও সেবা-সহকারে আমরা ঐ সকল গ্রন্থের যতই আলোচনা করিব, ততই আমরা অনর্থ-নিবারিণী, পরানন্দদায়িনী পরবিদ্যার অধিকতর অধিকারী হইতে পারিব।

শ্রীচৈতন্য-বাণী-বিগ্রহ শ্রীগৌড়ীয়ের সম্পাদক অপ্রাকৃত কবি শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ [illegible]-বিদ্যাবিনোদ প্রভু কলিকাতা বাগ-বাজারস্থ বাণী-বিনোদ কুঞ্জ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পঞ্চ-পঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজাকালে আচার্য্যদেবের আরতির সময় অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতিশয় নিপুণতার সহিত যে কয়েকটী বাণী-বিলাস-কুসুম-স্তবক রচনা করিয়া জগদ্গুরু শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, আমরা শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ স্বরূপে উহা শিরে ধারণ করিয়া উহার যতই আলোচনা-রূপ সেবা করিব, আমাদের অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার ততই বিস্তার লাভ করিয়া উজ্জ্বলতর হইবে। তাই নদীয়াপ্রকাশের সহৃদয় পাঠকবর্গকে আমরা এই বাণী-বিলাস বা অপ্রাকৃত-শব্দ-বিজ্ঞান উপহার প্রদান করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

কটক বক্সীবাজারে ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা

(স্থানীয় সংবাদ)

শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা কটকের শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে গত ৫ই জুলাই সন্ধ্যা বেলায় কটকের বক্সীবাজার দুর্গামণ্ডপে জনাকীর্ণ সভা মধ্যে কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসার গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক আলোকচিত্র সাহায্যে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের বেদবিহিত সেবা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আলোকচিত্র-সাহায্যে বক্তৃতা দ্বারা বৈদিক সংহিতার অতীব বৈশিষ্ট্য বুঝান হওয়ায় জনসাধারণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক পরিষ্কার হইয়াছে। নাস্তিকতা সম্বন্ধীয় ও মায়াবাদ সম্বন্ধীয় বহু উপন্যাস চিত্রের সহিত প্রতিকূল ভাবে তুলনা করিয়া উপস্থিত উক্ত প্রসঙ্গ পরিষ্কার এবং সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছিল।

কটক টাউন-হলে বক্তৃতা বার্ষিক উৎসব সমাপ্ত

(তারের সংবাদ)

কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গত ৬ই জুলাই সন্ধ্যাকালে কটক টাউন হলে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু মানবের ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী অপূর্ব্ব আদর্শ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের বিশুদ্ধ সেবকগণের মুখে হরি-সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার এবং এই সভার সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্মান্তর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা শুনিবার দুর্লভ সুযোগ কটকের অধিবাসিগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সভায় বিরাট জনতা হইয়াছিল। রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রমুখ, প্রফেসার নিশিকান্ত সান্যাল, প্রফেসার এস, কে, গাঙ্গুলী, ডাঃ বি, সি, চাটার্জ্জী, মিঃ কে, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজে বনমহারাজ

(তারের সংবাদ)

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচার কার্য্য করিতেছেন। [illegible] পৌঁছিলে হাইকোর্টের [illegible] তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া রাজ অতিথি স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible] ধর্ম্মপ্রাণ রাজা সাহেব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার কল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। রাজা সাহেবের ন্যায় মহৎ ও উদার ব্যক্তি বাস্তবিকই ধন্যবাদের পাত্র। তিনি নিজেই তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিবেন। [illegible] কালেক্টার সাহেব [illegible] বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন এবং তিনিও জগতের সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

গৌড়ীয়ের নব-গ্রন্থ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বয়লে বাঁধাই
স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সাধারণ লোকের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা
আবাঁধা—১।০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অবশ্য সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতিপাদ্য সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৮/০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—শাস্ত্রপ্রমাণ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রোউন কার্টিজে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই-গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীসাধনপথঃ

।৶০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া— ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র সত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাবে আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তিনটী সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞতা বশতঃ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা স্বভাব কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের ভাণ্ডার; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ে গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৮০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ভাগবতের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ আনা

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০

৫। ভজনরহস্য ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৷০

ঐ ঐ আবাঁধা ।৶০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ৩৲
আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মূল-পাঠ ৷০

৯। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোঃ শিক্ষাষ্টকম্ (মূল) ৭৲

১০। বেদান্তসূত্রের সাদৃশ্য (সারমঞ্জরী) ৷০

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমামৃত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০

১৫। দীপ-নিদর্শন ৶০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ।৶০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৩। শ্রীগোদ্রুমবনপরিক্রমা দর্পণ ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতির মোট ।৶০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অষ্টকপঞ্চক ৶০

২৬। সাধককণ্ঠমণি ।৶০

২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। প্রমেয়রত্নাবলী ৷০

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০

৩১। নামকৌমুদী সাদৃশ্য ।০

৩২। প্রেমবিবর্ত্ত ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] একমাত্র মহৌষধ, [illegible] না কর কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে। [illegible] (গরীব রোগীদিগকে [illegible]) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ [illegible] অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible]

[illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] মানেজার [illegible] একাদশী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা [illegible], কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন যক্ষ্মা [illegible] এবং কলিকাতার বড় [illegible] ডাক্তার মহাশয়গণ [illegible] কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের [illegible] দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, [illegible] ফরিদপুর

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ডায়বেটিস, [illegible] পীড়া, মদ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা [illegible], বন্ধ্যা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] রোগে দুর্বিষহ জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক অজিজেন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], পার্কসার্কাস পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

ঠিকানা—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৸০ স্থিলিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে ...

শ্রীশ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন ভাবাকার হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম গ্রাহকগণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে নিয়মমাত্র কাজ চলিতেছে বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১০
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়াডাঙ্গা, চিকুরা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১১ চন্দ্রনান রোড্, দিল্লী

তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বহু লক্ষ রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ রায়—১৩৮২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস হি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী ভক্তিভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিপ্রমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... ১১ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এস, বানগাঁ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রাকৃত বানবাহ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

[illegible]

বর্ষায় — একমাত্র — স্বদেশী

রবারের জুতা

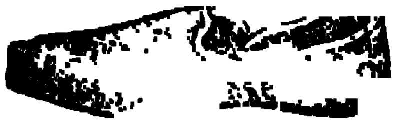

টি, টি, সিলিপার

চটি, ক্লিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভর সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালিন

টনিক ও সালসা — পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার ম্যারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ৸৹ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল খরচা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

চেকিংয়ারের নাবরিকানা ও — শ্রীধাম / নবদ্বীপ।

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১১১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে আষাঢ় ১৩৩৭ শুক্রবার ১১ই জুলাই ১৯৩০

ঢাকা তদন্ত সমিতি

মহাত্মা গান্ধীর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত

নায়াগারা প্রপাতে মৃত্যু

রাণীগঞ্জ দেবমন্দিরে পিকেটিং, বন-আইন অমান্য

ঢাকাতে বয়কট

সাইমন রিপোর্ট ও গোলটেবিল বৈঠক

সিলেটে বজ্রাঘাতে মৃত্যু

কলিকাতা বড়বাজারে হাঙ্গামা, দার্জ্জিলিংএ বৃষ্টি

মহাত্মা গান্ধী

কলিকাতায় প্রাথমিক আইন বন্ধ

বিবিধ সংবাদ

ঢাকা তদন্ত সমিতি

মিঃ হবিবর রহমান হুরপুর থানার দারোগা বলেন যে তিনি ২৪শে মে হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের সাক্ষাৎ নিবারণ করেন কিন্তু পর দিন হুরপুরের কয়েকটি হিন্দুর বাড়ী মুসলমানেরা পোড়াইয়া দেয়, তিনি ২৪শে মে তারিখে ১২ জন ইউরোপীয় ও মুসলমান স্পেশাল কনেষ্টবল সহ কলতা বাজারের জমিদারের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। নবাবও তাহাদের সঙ্গে ছিলেন, স্পেশাল কনেষ্টবলগণ দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তথায় ২০ মিনিট থাকে এবং কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করে এবং ২টী বন্দুক লইয়া আসে।

মহাত্মা গান্ধীর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত

নবজীবন ছাপাখানার নিকট জামিন তলব করা সত্ত্বেও জামিন না দিয়া 'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা মুদ্রিত হইতেছিল। সরকার বাহাদুর এই জন্য উক্ত ছাপখানা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। এই ছাপাখানার মূল্য ৪০০০০৲ টাকা। মহাত্মা গান্ধী ছাপাখানাটি সাধারণের হিতার্থে দান করিয়া 'নেসান' ব্যবস্থাই প্যাটেল, জয়রামদাস বাবাজ ও মহাদেব দেশাইকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাণীগঞ্জ দেবমন্দিরে পিকেটিং

রাণীগঞ্জের লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ ও গোপাল মন্দিরে কয়েকজন মাড়োয়ারী বালিকা শ্রীযুক্ত কিশোরীদেবীর নেতৃত্বে পিকেটিং করিতেছে। প্রত্যহ বহু মহিলা ঐ মন্দিরে যান। পিকেটারগণ বিদেশী বস্ত্র-পরিহিতা কোনও মহিলাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন না।

ঢাকাতে বয়কট

ঢাকাতে কয়েকদিন কোনও হাঙ্গামা না থাকিলেও লোকের আতঙ্ক কমে নাই। হিন্দুগণ ৩টী নূতন বাজার বসাইয়াছেন এবং মুসলমানগণকে সেখানে কোনও জিনিষ বিক্রয় করা হয় না। মুসলমান চালকের গাড়ী কেহ ভাড়া করে না। কোনও মুসলমান মিস্ত্রী কোনও হিন্দু নিযুক্ত করে না। ঢাকাতে হিন্দুগণই ধনী লোক সুতরাং এই বয়কটে মুসলমানদের বিশেষ মুস্কিল হইয়াছে। পিস্ কমিটীকে এই বিষয় বলা হইয়াছিল, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের কোনও হাত নাই তাঁহারা বলিয়াছেন।

বন আইন অমান্য

মহারাষ্ট্র সভার দুইপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত এনাম নেতৃত্বে ৮০০০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বন আইন অমান্য করিবার জন্য পুনায় যাত্রা করিয়াছে। ১০ই জুলাই তথায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হবে। তাহাদের নিকট কুঠার সঙ্গে আছে এবং চিকিৎসক, আবুলাল বাব, স্ট্রেচার,বাজেট প্রভৃতিও সঙ্গে লওয়া হইয়াছে।

পর্দ্দা আইনে প্রথম দণ্ড

ফরিদপুর নিবাসী [illegible] একজন মুসলমানের পর্দ্দা আইন ভঙ্গ করা অপরাধে ৭ দিন জেল হইয়াছে।

আসাম অঞ্চলে ভূমিকম্পের শেষ নাই

আসাম অঞ্চলে পর্য্যন্ত ১২ বার ভূমিকম্প হইয়াছে। ধুবড়ির বাজারে অনেকস্থান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একটী মসজিদ ও [illegible] ভূমিসাৎ হইয়াছে। বহুমন্দিরেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। ধুবড়ি হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ধুবড়ি সহর হইতে ৫০ মাইল দূরে [illegible] পাহাড়ের নিকট একটী গ্রাম জমিদের দল নিয়া একেবারে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। [illegible] সংবাদ এখনও [illegible] নাই। শোনা যাইতেছে [illegible] নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই ভূমিকম্প সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয়। গোয়ালপাড়া [illegible] ভূমিকম্প হইতেছে।

পীরের গান

শ্রীধাম মায়াপুরে মুসলমান-[illegible] ও [illegible] [illegible] গান করিতেছে। [illegible]

সাইমন রিপোর্ট

[illegible] উহার তীব্র ভাষায় নিন্দা [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] করা হইয়াছে

নানা খবর

সাইমন রিপোর্ট ও গোলটেবিল বৈঠক

অমৃতবাজার [illegible] বলেন যে তাহারা শাস্তিবাদীদের [illegible] তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল [illegible] প্রায় পতিত হইয়াছে। পণ্ডিত [illegible] পণ্ডিত মতিলালের [illegible] পরিবর্তনে [illegible] বিবাহ [illegible] কিন্তু ভারত সরকার তাঁহাকে [illegible] যে পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। [illegible] সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন কিন্তু তিনি [illegible] কিছু বুঝিয়াছেন কিনা সন্দেহ। [illegible] বিষয়ে চিন্তা করা বৃথা। পণ্ডিত মতিলালের গ্রেপ্তার হইতেই ভারত সরকারের মনোভাব বেশ বোঝা যায়। বম্বে [illegible] বলেন যে [illegible] নিজ অভিপ্রেত শাসনতন্ত্র [illegible] করিবার ক্ষমতা থাকে তাহারা যদি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কয়েকটী বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ। প্রথম কথা হইতেছে তাঁহাদের দেখা উচিৎ যে ঐ বৈঠক ভারতবর্ষকে বস্তুতঃ স্বাধীনতা দিবার এবং তাহাকে নিজের দেশে কর্তৃত্ব করিতে দিবার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র গঠন করিবে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ তাহার আত্ম-বিচার করিবার উপযুক্ত নয় এসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ ঐ বৈঠকে গৃহীত হইবে না এবং কোনও বক্তৃতা শোনা হইবে না। ভারত [illegible] হইবার উপযুক্ত কিনা এসম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন [illegible] দিয়া ভারতবাসীর আত্মসম্মান জগতের নিকট খর্ব করিতে দেওয়া হইবে না। তৃতীয়তঃ [illegible] হইবার পূর্বে [illegible] স্বাধীনতা দেওয়া হইবে তাহা [illegible] মহাত্মাজী বলেন যে সাইমন রিপোর্ট বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দেওয়ার উপযুক্ত। রিপোর্ট প্রতিক্রিয়া [illegible] এবং একেবারেই অকর্মণ্য। এই রিপোর্ট [illegible] না হইলে কোনও শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ভারতবাসী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারেন না।

পেশোয়ারী মিছিলের উপসংহার

[illegible] উপলক্ষে যে বৈপ্লবিক শোভা-[illegible] সাক্ষাৎ করিয়া বাহেরা [illegible] অগ্রসর হইয়াছিল এবং অবশেষে পুলিশ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে উপবেশন করিয়াছিল এই সংবাদ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু ইহার শেষ ফল [illegible] [illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ঐ [illegible] পুলিশ কর্তৃক [illegible] অবরুদ্ধ হইয়া [illegible] পরে [illegible] পুলিশের অবরোধ [illegible] অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে। ইহাতে পুলিশ লাঠিবারা তাহাদিগকে [illegible] ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। আহতের সংখ্যা [illegible] যায় নাই।

কলিকাতা বড়বাজারে হাঙ্গামা

[illegible] বৈকালে [illegible] যে এক জন ইংরাজ [illegible] পিকেটারকে [illegible] বাহিরে ফেলিয়াছে। এই কথা [illegible] সমস্ত দোকান বন্ধ হইয়া যায়। বহুসংখ্যক [illegible] জনতা ঐ স্থানে জড় হয়। পুলিশ একজনকে [illegible] করিতে না করিতে আর এক স্থানে আবার এক-

[illegible] সমাবেশ হইতে থাকেন সরকার পক্ষ হইতে এই উক্তি মিথ্যা বলিয়া প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও কেহ তাহা বিশ্বাস করিতেছে না। [illegible] ৫ দিন হরতাল করিয়াছে। [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং [illegible] কংগ্রেস [illegible] খানাতল্লাস করিয়াছে এবং সেখানেও কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। রাত্রি ৯টার সময় ট্রামের বৈদ্যুতিক তার কাটিয়া দেওয়ায় ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। ট্রামগাড়ী পোড়াইয়া ফেলিবে আশঙ্কা করিয়া দমকল প্রভৃতি আনিত করা হইয়াছিল। কয়েকখানি বিলাতী কাপড় পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। লালবাজার হইতে ইউরোপীয়ান সার্জেন্টগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের আসার কিছুক্ষণ পরে জনতা অপসারিত হয়। ট্রামের তারও মেরামত করা হয় এবং সমস্ত শান্তভাব ধারণ করে। পুলিশ সমস্ত রাত্রি [illegible] পাহারা দিয়াছিল।

নায়েগ্রার জলপ্রপাতে গ্রীকের মৃত্যু

একটী [illegible] কাঠের পিপা প্রস্তুত করিয়া এবং তাহার চারিদিকে [illegible] পাত দিয়া বাঁধাইয়া একজন গ্রীক ঐ পিপার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নায়েগ্রার [illegible] নামক জলপ্রপাত দিয়া অবতরণ করিবার চেষ্টা করে। পিপাটী স্রোতের বেগে ভাসিয়া জলপ্রপাতের [illegible] হয় তারপর হঠাৎ আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া জলের মধ্যে ঐ গ্রীক সহ ডুবিয়া যায়। ১৯২০ সালের একরূপ চেষ্টাতে [illegible] নামক এক ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছিল।

জুব্বলপুরওয়ালা কংগ্রেস বে-আইনী

লাহোরের [illegible] কংগ্রেস সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পুলিশ কংগ্রেস আফিস খানা-তল্লাস করিয়া সমস্ত লইয়া গিয়াছে।

হরতাল, সভা ও ভূমিকম্প

আজ কাল খবরের কাগজ মাত্রই হরতাল, সভা ও ভূমিকম্পের সংবাদে পরিপূর্ণ।

এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলালের গ্রেপ্তার ও বিচারের জন্য পূর্ণ হরতাল হয়। ছোট ছোট বালকেরা শাদা [illegible] পরিধান করিয়া সহরময় এই দুঃসংবাদ প্রচার করিল। অনেক বিলাতী কাপড় এবং টুপি [illegible] হইল। [illegible] সমিতির অধিবেশনও [illegible] হইল।

ইহার পূর্বেই [illegible] মাতালদিগকে মদ্য পান করিতে এবং মদ্য বিক্রেতাদিগকে মদ্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করে।

চাটগাঁয়ে সভাসমিতি বন্ধ

গত ৫ই মে হইতে চাটগাঁয়ে বিনা অনুমতিতে সভা সমিতি করা ও মিছিল বাহির করা ২মাস কাল বন্ধ করা হইয়াছিল। উপস্থিত ঐ আদেশ আরও দুইমাস কাল বলবৎ করা হইল অর্থাৎ ৫ই জুলাই হইতে ২মাস কাল পর্যন্ত কোনও মিছিল বা সভাসমিতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ সাহেবের অনুমতি ব্যতীত হইতে পারিবে না।

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য ভাল আছে। তাঁহার ওজনও পূর্ববৎ আছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অধিকাংশ সময় চরকা কাটিয়া অতিবাহিত করেন।

শিলেটে বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গত ৫ই জুলাই [illegible] ছাত্র স্কুল হইতে [illegible] বাড়ী যাইবার কালে বজ্রাঘাতে মৃত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বার্দ্ধক্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বাদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া অভিনন্দন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত শক্তিবৃদ্ধি ও তুষ্টি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য শাস্ত্রাধ্যায়ী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কয়লের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম।

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ইউরিয়া আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার বীজ একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ,
২৯।১ বহুবাজার লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

(ক) 'জীব স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস' ইহার বিস্মৃতিফলেই জীবের মায়াভিনিবেশ

(খ) আচার্য্য-রূপী ভগবচ্চরণে প্রপত্তিই মায়াজয়ের একমাত্র উপায়

(২)

(ক) শব্দবিজ্ঞানই সর্ব্ববিজ্ঞানের আকর, শব্দই সর্ব্বপ্রমাণের শিরোমণি

(খ) অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মই আরাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধ্য

(গ) শব্দব্রহ্মই যুগপৎ সাধন ও সাধ্য

(৩)

(ক) হরিভজনে রুচি হয় না কেন ?

(খ) পরোপকার কাহাকে বলে ?

(৪)

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব-সমাপ্তি

(৫)

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ মহোৎসব

অতীন্দ্রিয়বাণী

ভবেজিত

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।।"

সাধারণ পয়ার ছন্দে ও সরল বঙ্গভাষায় লিখিত এই শ্লোকটীর মধ্যে কি গভীর তত্ত্বজ্ঞান নিহিত আছে, আলোচনা ব্যতীত তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। তোতাপাখীর মতন শ্লোকটীকে আওড়ান এক কথা এবং বিচার পূর্ব্বক উহার গূঢ় অর্থ অনুভব করা আর এক কথা।

২। অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া এক ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে, তিনি বঙ্গবাসী, কায়স্থ-কুলোদ্ভূত, অমুকের পুত্র বা পিতা, ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করাই তাঁহার মুখ্য প্রয়োজনীয় বিষয় ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সকল আধি ইন্দ্রিয়বর্গের সাহায্যে অক্ষজ-জ্ঞান উদ্ভূত হয়, সেই ইন্দ্রিয়সমূহের অস্তিত্ব যখন নিত্য নয় অর্থাৎ আশ্রয়-রূপী দেহের ধ্বংসে তাহারাও যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন তাহাদের দ্বারা উদ্ভূত অক্ষজ-জ্ঞানের নিত্যকাল স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেমন করিয়া আশা করা যাইতে পারে। মৃত্যুর পর যদি উক্ত ব্যক্তি ইংলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনের যাবতীয় অক্ষজজ্ঞানোত্থ ধারণাসমূহ অন্যর আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। শুধু দেহান্তে কেন, এক দেহে থাকা কালেও অনেকের অনেক প্রকার অক্ষজ-জ্ঞান-পুষ্ট অভিমানের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণের পর হিন্দু যে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন না, ইহা কে না জানে ?

৩। "আমি ভোগী", "আমি ত্যাগী", "আমি যোদ্ধা", "আমি তপস্বী", "আমি কর্ম্মবীর" ইত্যাদি প্রকার পরিচয়গুলিও অক্ষজজ্ঞান-পুষ্ট এবং তদ্ধেতু নশ্বরধর্ম্ম-যুক্ত। এতপ্রকার ও পূর্ব্বোক্ত প্রকার নশ্বর অক্ষজজ্ঞান ব্যতীত আর এক প্রকার অবিনশ্বর ভাবের পরিচয় জীবমাত্রের সত্তার গুপ্তভাবে আছে, যাহা অধোক্ষজজ্ঞানগম্য। শ্রৌতপন্থায় মহাভাগবতগণের মুখ হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-দ্বারে সেই গুপ্ত অধোক্ষজ-জ্ঞানগম্য পরিচয় জানিয়া লইতে হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুঞ্জীভূত সুকৃতি-ফলে সেই গুপ্ত অধোক্ষজ-জ্ঞানগম্য পরিচয় লাভে সমর্থ হন, তিনি বুঝিতে পারেন যে তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং অহৈতুকভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকাল সেবা করা ব্যতীত তাঁহার আর অপর কোনপ্রকার কৃত্য নাই। সেইজন্য পরম-কারুণিক ও মহাভাগবতোত্তম শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, পাপী ও তাপী নির্বিচারে, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য স্বরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক অমূল্য গ্রন্থের উপরিউক্ত শ্লোকে সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক জীবের স্বরূপ-গত গুপ্ত ও নিত্য অধোক্ষজ-জ্ঞান-গম্য পরিচয়ের উল্লেখ-মুখে বুঝাইবার যত্ন করিয়াছেন যে, অক্ষজজ্ঞান-পুষ্ট হইয়া বদ্ধ জীব নিজেকে যাহা কিছু মনে করেন, তিনি তাহা নহেন, কিন্তু তিনি নিত্যকালই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস। নিত্যকাল যিনি ভগবানের দাস, তাঁহার পক্ষে ভগবৎসেবা স্থগিত পূর্ব্বক অন্য কাহারও দাসত্ব করিবার জন্য বিন্দুমাত্র কালেরও অবসর গ্রহণ করা অনুচিত। যদি ভগবৎসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতর পদার্থের দাসত্ব করা জীবের পক্ষে অনুচিত, তথাপি কি হেতু বহু জীবকে ভগবদিতর বস্তুর সেবায় নিযুক্ত থাকিতে দেখা যাইতেছে ?—এই প্রশ্নের উত্তর-স্থলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' পদটীর পর 'তাহা ভুলি গেল' বাক্য-প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং 'তাহা ভুলি গেল' রূপ বাক্যের প্রয়োগ হওয়াতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, জীবের স্বাতন্ত্র্য আছে এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহার দ্বারা জীব যদি ভগবদ্দাসস্বরূপ পরিচয়কে জাগ্রত রাখিবার জন্য যত্ন করেন, তাহা হইলে তিনি আর তাহা ভুলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। যে সমুদয় জীব কথিত প্রকারের যত্ন না করেন, তাঁহারা স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারশীল এবং যত্নের শৈথিল্য-নিবন্ধন কালে তাঁহারা ভগবদ্দাসস্বরূপ পরিচয়কে বিস্মৃত হইয়া যান। যেইমাত্র জীব ভগবদ্দাসস্বরূপ পরিচয় ভুলিয়া যান, তৎক্ষণাৎ ভগবদ্দাসীরূপ মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি তাঁহাদিগের হৃদয়ে [illegible] বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে 'অক্ষজ জ্ঞানী' করিয়া তুলেন। স্বতন্ত্রতার জীব যে অক্ষজজ্ঞানের পক্ষপাতী হন, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উক্ত শ্লোকটীর দ্বিতীয় চরণ অর্থাৎ 'এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল' বাক্যাবলী সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

৪। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, অক্ষজজ্ঞান-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ মায়ার অধীন। এই মায়া-নাম্নী শক্তি অতীব প্রবলা। আচার্য্য-রূপী ভগবানের শ্রীচরণে প্রণতি ব্যতিরেকে [illegible] অধোক্ষজ জ্ঞানকে জাগাইবার ও মায়ার অতীন্দ্রিয়-পুষ্ট অক্ষজজ্ঞানকে তাড়াইবার উপায় নাই। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়গুলিকে গ্রহণের জন্য যে [illegible] অর্থাৎ উহা আমারই ভোগ্য এই অভিমানই ভগবদ্দাসস্বরূপ নিত্য পরিচয়ের বিস্মৃতি-জনক [illegible] এবং অন্যত্র [illegible]। ইহার উপর আমার পুত্র, আমার স্ত্রী ইত্যাদি প্রকার যে মমতাভিমান উহাই [illegible]। ভগবদ্দাসস্বরূপ পরিচয়ের উদয়ে অহংতা ও সর্ব্বপ্রকার মমতা-ভাব নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বদ্ধজীব মাত্রেরই উচিত, স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার দ্বারা [illegible] অধোক্ষজ জ্ঞানকে জাগ্রত করা এবং আনুষঙ্গিক ফলে অহংতা ও মমতা-[illegible] অক্ষজজ্ঞানকে [illegible] নিত্যকল্যাণ লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। উপরি-উক্ত শ্লোকের ইহাই গূঢ় রহস্য।

শব্দ-বিজ্ঞান

বাণী বা শব্দ সমগ্র বিশ্বকে চালিত করিতেছে। শব্দ বন্ধ হইলে বিশ্বচক্র বন্ধ হইয়া যায়। শব্দ-বিজ্ঞান [illegible] ঋষিগণের [illegible] হয়। আমরা বাইবেল গ্রন্থের জেনেসিস্ একাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, বেবেল বাসিগণ স্বর্গা-রোহণের অভিপ্রায়ে একটী [illegible] নির্ম্মাণ করিলে ঈশ্বর তাহাদের [illegible] শক্তি লোপের নিমিত্ত তাহাদের ভাষা-বিভ্রাট [illegible], তাহাতে তাহারা [illegible] বিপদিত হইয়াছিল।

শব্দবিজ্ঞানের [illegible] জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, [illegible], সাহিত্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজ, [illegible] রহিয়াছে। শব্দ [illegible] হইতে মনুষ্য-জগৎকে পৃথক্ [illegible], শব্দ বন্ধ হইলে মানুষ মূক, [illegible] বন্ধ হইলে মানুষের সহিত পশু বা

অচেতনের কোনও পার্থক্য নাই। অনন্ত সঙ্কুচিত চেতন হইতে যতই ক্রম বিকচিত বা পূর্ণ বিকচিত চেতন ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই শব্দ বা ভাষা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শব্দ-শক্তি-তত্ত্ব তাঁহাদের যত প্রচুর, ইহাদের অপেক্ষা তত অধিক নিহিত ও সর্বাধিক বলিয়া আদরণীয়। শব্দ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের দুর্দর্শন করাইতে পারে; শব্দ নাসা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর বার্তা বহন করিয়া আনিতে পারে; শব্দ দূরের ঘটনা চিত্রিত করিতে পারে; শব্দ দূরের দূরত্ব দূর করিয়া দিতে পারে; শব্দ শর অপেক্ষা তীব্রতর হইয়া মর্ম্মে বিদ্ধ হয়। শব্দ তড়িৎ অপেক্ষা দ্রুততরবেগে শক্তি সঞ্চার করে; শব্দ চিন্ত্য শত্রুকে মুগ্ধ করে, বাধিতকে শান্ত করে, দুর্ব্বলকে সবল করে। শব্দ বিশ্বকে বিজয় করিতে পারে। শব্দই—বল, শব্দই—শক্তি, শব্দই —শক্তিমান্ এবং আচার্য্য বা ব্যাস— শব্দেরই প্রচারক; মন্ত্র—শব্দময়, দীক্ষা—শব্দময়ী। শব্দই বেদ, ভাগবত, পুরাণ; শব্দই প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শব্দই —আরাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধ্য। শব্দই সাধন, শব্দই—সাধ্য। শব্দবিজ্ঞানই সর্ব্ববিজ্ঞানের আকর। সৃষ্টির আদি হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, শব্দবিজ্ঞানই সকল সময়ে জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

হরিকথায় রুচি হয়না কেন এবং

পরোপকার কাহাকে বলে?

(নিজস্বসংবাদদাতার পত্র)

জামসেদপুর, ১.৭।৩০

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত কল্য টাটানগরের সাব্ পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। বহু গভর্ণমেণ্ট অফিসার, টাটানগর ষ্টেশনের কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং জামসেদপুর টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানির জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পার্সোনাল এসিষ্টাণ্ট মিষ্টার সতীশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সভার সকলেই সংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। এখানে বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোকের বাস, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া প্রচারে খুবই আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে কয়েকটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'আমাদের হরিকথায় রুচি হয় না কেন?' প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি "নৈষামতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন—যেমন পিত্তোপহত রসনাতে মিছরীও আবার মিষ্ট লাগে না, তদ্রূপ এই শ্লোক অনুসারে—এই এবংবিধ দ্বারা আর্ত্ত, কামাতুর মনের হরিকথায় রুচি হয় না।

অতঃপর স্বামিজী মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি উত্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, জীবগণ স্বকর্ম্মহেতু ভবৈতরণীতে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণমালায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের তাদৃশ অবস্থা অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়—ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন। তৎপ্রসঙ্গে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি—

> নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয় বৈতরণ্যা-
> স্ত্বদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
> শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
> মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥
>
> (ভাঃ ৭।৯।৪৩)

প্রহ্লাদ মহারাজ স্বয়ং ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনফলে কৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত এবং মায়ার সুতীব্র শাসনে তীব্রভাবে উৎপীড়িত ও বাধিত হইতেছে, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিমূঢ়জনগণের জন্যই তাঁহার চিন্তা বা দুঃখ। এতদ্বারা প্রহ্লাদের সার্ব্বজনীন মঙ্গলের চেষ্টা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রহ্লাদের ন্যায় সাধুগণের দয়া কিরূপ, তাহাই পরবর্তী শ্লোকে বিশেষরূপে স্পষ্টীভূত হইয়াছে,—

> প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
> মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
> নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
> নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥
>
> (ভাঃ ৭।৯।৪৪)

এই উক্তির দ্বারা প্রহ্লাদের পরোপকারচিকীর্ষা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রায়ই লোকে নিজমুক্তির নিমিত্ত মৌনভাবে নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পরার্থনিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রহ্লাদের ইচ্ছা, তিনি নিজে শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় মুক্ত হইয়াছেন, পরন্তু যাহারা কৃপণ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ না হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণতা-হেতু জন্ম-কর্ম্ম-প্রবাহ-পরবশ দীন, নিজ মঙ্গলার্থ তাহাদের চেষ্টা না থাকিলেও প্রহ্লাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে নৃসিংহদেব যদি তাহাদের মঙ্গল না করেন, তবে তিনিও স্বয়ং বিমুক্তি প্রার্থনা করেন না।

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে যে পরোপকারের কথা লিখিত হইয়াছে এবং তাহা যে সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নহে, সার্ব্বজনীন, সার্ব্বদেশিক ও সার্ব্বকালিক, সর্ব্বশাস্ত্রের অনুসরণীয় ও আচরণীয়, তাহা স্বামিজী আরও বহু যুক্তি সহিত বুঝাইয়া দেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের

মহোৎসব সমাপ্ত

(তারের সংবাদ)

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং মুষলধারে বারিবর্ষণের আশঙ্কা-জনক থাকা-সত্ত্বেও কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব মহা আড়ম্বরের সহিত গত ৭ই জুলাই সোমবার শেষ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অক্লান্ত সেবকগণ এবং শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক মহাপ্রসাদ বিতরণের সুবন্দোবস্ত এবং স্থানীয় লোকের সহানুভূতি লাভে শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর অকৃত্রিম চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন দাস প্রভুর অক্লান্ত এবং নিপুণ চেষ্টা যত্নে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে তিন দিন জনতার সম্মুখে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজ অনেক আলোকচিত্র সাহায্যে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ভাষায় 'বাস্তব সত্য যে কি', তাহা সরল ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এই প্রসঙ্গে বক্তৃতা হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই উৎফুল্ল চিত্তে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। জগতের একমাত্র আচার্য্যদেবের সত্য উপদেশ হইতে বিচ্যুত নিখিল প্রচারকগণ কর্ত্তৃক সত্যানুসন্ধিৎসুগণ কিরূপে ভ্রম-পথে নীত হন এবং তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বিপদ রহিয়াছে, তাহা অতি সুন্দরভাবে স্বামিজী সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কটকের শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বসু মহোদয় এবং আরও অনেক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শ্রেষ্ঠ লোক এবং বাজার হাজার পুরুষ ও স্ত্রী উৎসবে যোগদান করিয়া আগ্রহের সহিত স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই পরমসমাদরে মহাপ্রসাদ সম্মান করান হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী জিউ অতি মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়া দর্শকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয় এবং মঠের অক্লান্ত সেবকগণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের আশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের যত্ন ও চেষ্টা সত্য সত্যই সকলের উপযুক্ত। শ্রীবাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারীর আন্তরিক এবং আগ্রহপূর্ণ সেবা-যত্নে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই স্থানের এবং সর্ব্বস্থানের উৎসব নিত্যানন্দদাস পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভুর অতুলনীয় কার্য্যদক্ষতা, নিপুণতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য অতি সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয় এবং তিনি সকলেরই বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র।

বিরহ-মহোৎসব

শ্রীব্যাসগৌড়ীয়-মঠে

কুরুক্ষেত্র ২৭।৬।৩০

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে গত ২৬।৬।৩০ তারিখে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষোড়শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় ভক্তবৃন্দকে লইয়া ঠাকুরের বিরহস্মৃতি-উদ্দীপক পাঠ কীর্ত্তনাদি করা হইয়াছে এবং স্থানীয় বহু পণ্ডা ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। মঠরক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সুদর্শনজীর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উৎসাহ ও উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে

বৃন্দাবন, ২৭।৬।৩০

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৬শ বার্ষিক মহোৎসব মঠরক্ষক শ্রীপাদ গণপতিজীর সেবা-চেষ্টায় পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বহু লোক প্রসাদ পাইয়াছেন।

শ্রীভাগবতজনানন্দ-মঠে

চিরুলিয়া, ২৭।৬।৩০

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিরুলিয়া (বাসুদেবপুর পোঃ) ভাগবতজনানন্দ-মঠে গত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আদর্শ-সেবক শ্রীপাদ ভগবান্ দাস ব্রজবাসী মহোদয় শ্রীচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা মুখে ঠাকুরের গুণ কীর্ত্তন দ্বারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে বিরহ স্মৃতি উদ্দীপনা করিয়াছিলেন। অতঃপর চিরুলিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রায় চারি পাঁচ শত ভদ্রলোক মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। মঠবাসী শ্রীপাদ বৈকুণ্ঠ প্রভু এবং গ্রামবাসিভক্তগণের সেবা-কার্য্যে উৎসাহ ও উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

গৌড়ীয় পত্রিকা-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বাঁধাই স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

চৈতন্য শিক্ষামৃত

২৲ বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

আমাদের দেশে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুইটাকা

আবাঁধা—১৸০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেট-ব্র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

।৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থা লইয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্চ্চপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও অসুবিধার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধকোষকোষ সহ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গদেশের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০

২। ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০

৫। অনুভাষ্য ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৷০

" " আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মূল-অন্বয় ৷০

৯। [illegible] (মূল) ২৲

১০। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য (রামানুজীয়) ।০

১১। বৈষ্ণবদর্শন ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০

১৫। দীপ-নির্দ্দেশন ৵০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস জীবনী ।৶০

ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

২১। ঐ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৩। শ্রীগোদ্রুম ভজনপরিক্রমা দর্পণ ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চ্চপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি একত্রে ৵০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৵০

২৬। [illegible] ।৶০

২৭। সংস্কার দীপিকা ০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। [illegible] ।০

৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০

৩১। [illegible] সম্প্রদায় ।০

৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু মহত্র [illegible] (গরীব রোগীগণকে [illegible]) [illegible] আনিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ [illegible] উকীল পোঃ [illegible]

[illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] নদীয়া। অথবা [illegible] জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] জানাইতেছি যে আমার [illegible] এবং কলিকাতার বড় প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] মহাশয়ের [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible], ফরিদপুর

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া [illegible] মরা [illegible] এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible], পায়খানার পীড়া, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সজিভগন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।৵০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড বাঁধা, [illegible] ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

গৌরাব্দেশ্চ

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

[illegible] একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

[illegible] ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান : আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের [illegible] সহ

উৎকৃষ্ট (ই:) মরোক্কো বাঁধা ১।০ গিল্টিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে

শ্রীধাম নবদ্বীপ নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০৸৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আগ্রাহকের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৭৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে নিয়মমত কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোড়াকুলী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমশার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ কুতুব রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় দহ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—মে গুমানগঞ্জ,
কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি—এম, এম, ওয়াকস্ দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কোঙর বস—কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীব্রজবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ে বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এস্, বাঁশবেড়িয়া
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর মহাশয়।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী

দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ।

বর্ষার একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভর সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলেজ পরিচালিতে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না।

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন গুণকারী ঔষধ আর নাই। ১।০ দাম ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে ঔষধ ২ বিবের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার ম্যারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি

[illegible]

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

কোলগ্রামের নাথরিকানা ও — "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সংবাদপত্রের মূল্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১১২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে আষাঢ় ১৩৩৭ শনিবার ১২ই জুলাই ১৯৩০

বিবিধ সংবাদ

জনতার উপর গুলি বর্ষণ

খাদনা হইতে ১০ জন কনেষ্টবল হাজা উপলক্ষে মন্ত্রেশ্বর থানা যাইতেছিল। পথিমধ্যে প্রায় ৩০০ শত লোক তাহাদিগকে ঘেরাও করে। তিনজন কনেষ্টবল পলাইয়া থানা হইতে বন্দুক লইয়া পুনরায় সেখানে যায় এবং জনতার উপর গুলি চালায়। একজন কনেষ্টবলকে আটক করিয়া কংগ্রেস নেতার আদেশ মত চাকরি ছাড়িয়া দিবার অঙ্গীকার পত্র লেখাইয়া লওয়া হইয়াছে। উপস্থিত ২জন গ্রামবাসী আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বে-আইনি পত্রিকা

গতকল্য কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ হইয়াছে যে "দেশী সৈনিক আউর পুলিশ কো বিষয় মে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতিকা প্রস্তাব" নামক হিন্দি মুদ্রা পত্রিকা বেআইনি ঘোষিত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই পত্রিকা প্রচার করিতেছিলেন। এই পত্রিকাদ্বারা ভারত সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছিল।

লণ্ডনে ১৮৯০০০০ লোক বেকার

লণ্ডনে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ৩০শে জুন তারিখে ১৮৯০০০০ জন বেকার থাকা প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহা ঐ দিনের পূর্ব্ব সপ্তাহের অপেক্ষা ৭৫০০০ বেশী।

অভিনেত্রী বিবাহের পরিণাম

লণ্ডনের একজন ২২ বৎসর বয়স্ক অভিনেত্রী মারগারি লরেন্সের সহিত গত জুলাই মাসে ইয়াঙ্গে কটারিল নামক এক ব্যক্তির বিবাহ হয়। ইয়াঙ্গে কটারিল আফ্রিকার একটী গ্রামোফোন কোম্পানির এজিনিয়ার। বিবাহের পর মিঃ কটারিল তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া নিজ কর্মস্থানে আসেন। প্রায় ২ মাস পূর্ব্বে মিসেস কটারিল লণ্ডনে ফেরৎ আসিয়া প্রকাশ করেন যে তাঁহার স্বামী যে দেশে গিয়াছেন সে দেশে থাকা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে। পরে একদিন হঠাৎ মিঃ কটারিল লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া মিসেস কটারিলের পিতৃগৃহে তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করেন। মিসেস কটারিলের মস্তকে তিনটী গুলি এবং মিঃ কটারিলের মস্তকে একটী গুলি ছিল।

জনতার উপর গুলিবর্ষণ

হিন্দী পত্রিকা বে-আইনী ঘোষণা

লণ্ডনে ১৮,৯০০০০ বেকার

কলিকাতায় বর্ষার প্রকোপ

বিজাতি বিদ্বেষ

গ্রেপ্তার—বিচার—জেল—জরিমানা

আইন-পরীক্ষা স্থগিত

ষ্টীমারযাত্রীর দুরবস্থা

গোলটেবিল বৈঠক

লাহোরে মদ্য বিক্রয়ে বিশেষ আইন জারি

গ্রেপ্তার—বিচার—জেল—জরিমানা

টাঙ্গাইল কংগ্রেস আফিস পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া পূর্ব্বে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং সমস্ত কাগজ পত্র লইয়া গিয়াছে।

ছয় মাস মধ্যে বক্তৃতা করিতে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বক্তৃতা দেওয়ায় বাবু [illegible] কুমার আয়েন, মৈমনসিংহের সদর মহকুমা অফিসার দ্বারা ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

দাদুকা তালুক সভার সভাপতিরূপে বক্তৃতা দেওয়া জন্য গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক মিঃ জীবনলাল দেওয়ান গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ঢাকা জেলার মাধু নামক গ্রামে নূতন অর্ডিন্যান্স অনুসারে ৩১ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তন্মধ্যে ২ জনকে খালাস দেওয়া হইয়াছে এবং বাকি ২৯ জনকে বিচারার্থে চালান দেওয়া হইয়াছে।

গত ৮ই জুলাই লাহোরে মদের দোকানে পিকেটিং করা জন্য যে ৩১ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, এই বাকিদের বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের তিন মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] দোকানে পিকেটিং করার জন্য [illegible] ৬ মাস জেল হইয়াছে [illegible] পিকেটিং জন্য [illegible] ৬ মাস জেল হইয়াছে।

কলিকাতা বড়বাজারে [illegible] মদের দোকানে পিকেটিং করার অপরাধে ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবকের ৬ মাস করিয়া জেল হইয়াছে।

[illegible] অনুসারে ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] প্রসন্ন [illegible] ৩ মাস, [illegible] ৬ মাস [illegible] জেল হইয়াছে।

বিজাতি বিদ্বেষ

[illegible] প্রকাশ [illegible] অন্তর্গত [illegible] বিচারে [illegible] পরে [illegible] জীবন [illegible] হইয়াছে [illegible] ...

নানা খবর

স্বেচ্ছাসেবিকার জেল জরিমানা

[illegible] পুলিশ [illegible] [illegible] ও অমরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি [illegible] আলিপুরের পুলিশ [illegible] বিচারে [illegible] কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ [illegible] কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

[illegible] স্বেচ্ছাসেবক থাকা অপরাধে [illegible] আরও ১৪ জনের কলিকাতা সরকারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে [illegible] সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। এই অপরাধের জন্য [illegible] বালকের আদালত [illegible] আদেশ হইয়াছে। কংগ্রেস [illegible] সরকারী [illegible] স্বেচ্ছাসেবকদলের [illegible] উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বে-আইনি জনতা [illegible] অপরাধে [illegible] হইয়াছে এবং প্রত্যেকের [illegible] সশ্রম কারা[illegible] আদেশ হইয়াছে।

কংগ্রেস [illegible] ছাপা জন্য প্রেস আইন অনুসারে [illegible] চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে মধুসূদন [illegible] সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] নামক একজন কংগ্রেস নেতা [illegible] সশ্রম জেল হইয়াছে।

চট্টগ্রামে [illegible] মিছিল বাহির করার জন্য মিঃ জে, এম, সেন [illegible] মিঃ [illegible] মোহন সেন [illegible] ১৪জনের [illegible] জেল ও ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

কলিকাতা [illegible] রোডের [illegible] পিকেটিং করার জন্য ১১জন স্বেচ্ছাসেবকের প্রত্যেকের [illegible] সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

তীর্থযাত্রীর দুরবস্থা

শ্রীযুক্ত নদীয়া প্রকাশের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ [illegible] কোম্পানীর [illegible] আর, এস্, এন, কোম্পানীর ষ্টীমার খুলনা হইতে [illegible] [illegible] ধরকুমার যাতায়াত করে। ঐ ষ্টীমার লাইনে [illegible] একটা ষ্টেশন আছে। এখান হইতে [illegible] প্রায় ৩০।৪০ জন যাত্রী যাতায়াত করে। কিন্তু ঐ [illegible] মধ্যে [illegible] প্রায় [illegible] আর [illegible] যাত্রী [illegible] নিকটস্থ নদীর অপরপারে [illegible] পুর নামক স্থানে [illegible] আসিয়া থাকে। ঐ পারে [illegible]পুরের নিকটবর্তী [illegible] পার আছে এবং [illegible] হইতে [illegible] [illegible] কার্য্য উপলক্ষে [illegible] ইহার [illegible] প্রয়োজন হয়। নিকটবর্তী [illegible], [illegible] ঘোষ, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], নারকেলডাঙ্গা, কালিয়া প্রভৃতি বহু গ্রামের লোককে [illegible] হইতে খেয়া পার হইয়া ষ্টীমার ধরিতে হয়। [illegible] নিয়মিত সময়ে ষ্টীমার [illegible] [illegible] জানেন। [illegible] [illegible] আর, এস্, এন্, কোম্পানীর নিকট আবেদন করিয়াছেন [illegible] [illegible]পুরে একটা নূতন ষ্টেশন খোলা হয়। [illegible] হইতে নড়াইলে যাইবার সুবিধা রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। এখানে ষ্টেশন হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ছাড়া নড়াইল যাত্রী বহু লোক ষ্টীমারে যাতায়াত করিবে এবং [illegible] [illegible] প্রবেশ করিবেন। এজন্য আমাদের প্রার্থনা আর, এস্, এন কোম্পানীর [illegible] এজেন্ট [illegible] [illegible] প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া [illegible] লোকের অসুবিধা দূর করিবেন এবং [illegible] করিবেন।

নিঃ [illegible] শিকদার

আইন পরীক্ষা এতক স্থগিত

[illegible] গত ৮ই জুলাই [illegible] আইন পরীক্ষা বন্ধ রাখা হইয়াছে। [illegible] স্বেচ্ছাসেবক [illegible] চতুর্দিকে [illegible] কোনও পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্রগণকে [illegible] করাইবার চেষ্টা হয় নাই। দুই একজন [illegible] কলেজে উপস্থিত হইয়াছিল।

বৈদ্যনাথ গাঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

"সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট [illegible] অনু-রোধ" এবং "স্বদেশের ডাক—মহাত্মা গান্ধীর আদেশ—বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দেওয়া পাপ" শীর্ষক উর্দ্দু ও [illegible] বিজ্ঞাপন সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গোলটেবিল বৈঠকের আলোচ্য

গোলটেবিল বৈঠকের আলোচ্য বিষয় স্থির করিবার [illegible] মিঃ [illegible] বেন এবং সিমলাতে [illegible] [illegible] [illegible] অভিমত প্রকাশ করিবেন। [illegible] উল্লেখ [illegible] গোলটেবিল বৈঠকে [illegible] সকল [illegible] প্রতিনিধি থাকিবে এবং আলোচ্য [illegible] বলা যায়। গোলটেবিল বৈঠকে স্বাধীন আলোচনার ফলে [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে তাহা [illegible] অস্বীকার হইয়াছে। [illegible] মিঃ [illegible] বৈঠকে আলোচনা হওয়ার দাবী করেন। মিঃ [illegible] ও [illegible] [illegible] বৈঠকের আলোচ্য বিষয় জানিতে চাহেন। মিঃ বেন ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত [illegible]

কলিকাতায় বর্ষার প্রকোপ

গত [illegible] কলিকাতার অধিকাংশ বাড়ীতেই [illegible] [illegible] ৮ই জুলাই রাত্রি ৯-২০ মিনিট হইতে ৯ই জুলাই ২-১৫টা পর্য্যন্ত প্রায় অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে। সাড়ে [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম অল্প অল্প করিয়া বৃষ্টি হয় পরে রাত্রি [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি ও [illegible] হয়। তারপর একটু কমে আবার বেলা ১০টা হইতে প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। অনেককেই বাড়ী ছাড়িয়া অন্যের বাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। রাস্তা ছাড়া অন্যান্য স্থানে ১ ফুট হইতে ৩ ফুট পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইয়া ছিল। মোট ১৭ ঘণ্টা এইরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল।

লাহোরে মদ্য বিক্রয় নিষেধে আইন জারি

লাহোর মিউনিসিপ্যালিটী লোক্যাল অপসন আইন অনুসারে সমস্ত মদ্যবিক্রেতাগণকে ১৫ বৎসর বয়সের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে মদ্য বিক্রয় নিষেধ করিয়া নিয়ম জারি করিয়াছেন।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] তকপাত, [illegible], মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, [illegible] প্রভৃতি সকল রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible]"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যবর্দ্ধক [illegible] শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর

উহাতে উপযুক্ত মাত্রায় [illegible], [illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] ৩৲ টাকা

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে

২৯।১ [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ::০:: —

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে আষাঢ় শনিবার—১৩৩৭

জীবমাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনের আবশ্যকতা ও তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি নির্দ্দেশ

(২)

অচৈতন্য-বাণী-বিলাস রঙ্গমঞ্চ বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণীবিলাসেরই একান্ত প্রয়োজনীয়তা

(৩)

জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা মহোৎসব সমাপ্তি

(৪)

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

(৫)

টাটানগরে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার

চাতুর্ম্মাস্য

আষাঢ়-শুক্লপক্ষে শয়ন-একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক-শুক্লপক্ষে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস চতুষ্টয়, অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস চতুষ্টয়, অথবা শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সৌরমাসচতুষ্টয়-কাল চাতুর্ম্মাস্য-বর্ষাকাল। এই চারিমাস-কালব্যাপি ব্রত—চারি আশ্রমের সকলেরই পাল্য; উদ্দেশ্য কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ করিয়া অহর্নিশ শুদ্ধভক্তসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন। স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু সপার্ষদে এই ব্রত আচরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা হইবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় অসংযতেন্দ্রিয় বদ্ধজীবগণকে ব্রতনিয়মাদির বশবর্ত্তী করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গে লইয়া নিশ্চিন্তে নিষ্কিঞ্চনে নিষ্কপটে কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত করাই শ্রীভগবান্ এবং অখিল ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের চেষ্টা।

অন্যকামী হইয়া ব্রতাদি পালনের কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকাম-কামী হইয়া কৃষ্ণব্রত পালনের বিশেষ আবশ্যকতা জীবমাত্রেরই আছে। মহাভাগবতগণের কৃষ্ণসুখসম্পাদনে নৈরন্তর্য্য এবং স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি বা অনুরাগ থাকায়, তাঁহাদের পৃথক্ করিয়া ব্রতাদি-পালন-তৎপরতা প্রদর্শন করিতে হয় না, যেহেতু তাঁহাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-চেষ্টা কৃষ্ণার্থে পর্য্যবসিত হওয়ায় ব্রতপালনের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সম্পাদন করিতেছেন। কিন্তু অনর্থযুক্ত জীব পাছে তাঁহাদের ন্যায় অবস্থা হইয়াছে কল্পনা করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া বসে, এইজন্য স্বয়ংভগবান্ মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণ সকলেই জীব-শিক্ষার নিমিত্ত নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপালনে পরাঙ্মুখতা কোন প্রকারেই মার্জ্জনীয় নহে।

বিষ্ণুসম্বন্ধ-স্বীকার-কারী জীবমাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতপালনের আবশ্যকতা শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণ বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিম্বা জপ্য ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করে, সে মূর্খ জীবন্মৃত। চাতুর্ম্মাস্যের অন্যথা করিলে জীবের নানা দুঃখ, শোক এবং রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।"

স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে উক্ত আছে—চাতুর্ম্মাস্য-কালে শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনমাসে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকমাসে আমিষ ত্যাগ করিবে। (এস্থলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন নিবৃত্তি-ধর্ম্ম-নিরতগণ স্বভাবতঃই আমিষ ত্যাগী বলিয়া 'আমিষ' স্থানে মাংস ভিন্ন [illegible] ত্যাগ বুঝিতে হইবে।) শ্রীহরির শয়ন-কালে চারিমাসের মধ্যে নিষ্পাব (শিম্বি বিশেষ), রাজমাষ (বরবটিকলাই), কলিঙ্গ (বৃক্ষবিশেষ), পটোল, বৃন্তাক (বার্ত্তাকু বা বেগুণ) এবং সন্ধান—এই সকল ভোজন নিষিদ্ধ। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন, চাতুর্ম্মাস্য-জাত ফল মূলাদির মধ্যে নিজ রুচিকর ফল মূলাদি কিছু ত্যাগ করিবে। একাহারী, শাক, নিরামিষাশী, দৃঢ়ব্রত ও ভূমিশায়ী হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবন্নামাদির অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রীভগবৎসমীপে যাহাতে দশ দিশিতে স্থাপিত হয়, ভগবৎপাদপদ্মে [illegible] প্রার্থনা হয়, তজ্জন্য নিষ্কপট প্রার্থনা-মূলক আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে হইবে।

শাস্ত্রকারগণ নিকট চাতুর্ম্মাস্য নিয়মপালনের বিভিন্ন ফলশ্রুতি পাইয়াও তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্তিময় জীবন যাপনের উপদেশ করিয়াছেন। লবণ, তৈল, গুড়যোগ, কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার ও কষায়মিশ্র রস সকল, মধু, দধি, দুগ্ধ ইক্ষু, কাংস্যপাত্রে ভোজন, অশ্মিপক্ব ভোজন, দিবানিদ্রা, সুন্দর শয্যা, নব গোমাদির লোকাকার্য, সুন্দর ভোজন পাত্র, কুক্ষেত্র বিষয়াসঙ্গ-জন্য আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি বর্জ্জনের নানা ফল শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মূল উদ্দেশ্য জানিতে হইবে যে,—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা ছাড়িয়া কেবল কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-চেষ্টা-জন্যই এতাদৃশ ব্রতধারীর পক্ষে শাস্ত্রের বিধান; পত্রে ভোজন, দিবায় ভোজন, অযাচিত অন্নে ভোজন, পঞ্চগব্য ভোজন, [illegible] প্রাশন, নিত্যসঙ্কীর্ত্তন নামাদি, বিষ্ণু [illegible] শাস্ত্রপাঠ, বিষ্ণুর বন্দন প্রদক্ষিণ, মহাপ্রসাদ ও চরণামৃত সেবন, তীর্থক্ষেত্রে ভক্তসমীপে বাস ইত্যাদি বহু বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল নিয়ম পালনের উদ্দেশ্য আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন না হইলে উহা কেবল বৈধপন্থায় পর্য্যবসিত হয়।

মহাপ্রভু যেমন স্নানযাত্রার পর জগন্নাথ-দর্শন না পাইয়া বিরহে আলালনাথ গমন করেন, শ্রীহরিশয়নকালে ভক্তগণও সেইরূপ তাঁহার অদর্শন-জন্য বিরহ-ব্যথায় আকুল হইয়া বিপ্রলম্ভ-ভাবাবিষ্ট হন। কৃষ্ণ-বিরহবিধুরতা-রূপ বৈরাগ্যাবস্থাই প্রকৃত চাতুর্ম্মাস্যপালনের শিক্ষা। [illegible] কৃষ্ণানুশীলন দিন দিন উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতেছে, তাঁহারাই সত্য সত্য চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-পালনের সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছেন। শ্রীহরির শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত উৎকট বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণদর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতাই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত। যাঁহারা এই প্রকার তাৎপর্য্য উপলব্ধি পূর্ব্বক সদ্গুরু-পাদপদ্মে থাকিয়া শুদ্ধ বৈরাগ্যাবলম্বনে এই ব্রত উদ্যাপন করিবেন, তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইবেন। নতুবা [illegible] যুক্ত হইয়া আহারবিহারাদি-সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিলেও এতাদৃশের গৌণ ফল ভোগসুখাদি লাভ হইলেও মুখ্য ফল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হইবে না। সুতরাং সকলেই যাহাতে চাতুর্ম্মাস্যপালনদ্বারা আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টান্বিত হওয়া আবশ্যক।

চৈতন্যবাণী বিলাসের প্রয়োজনীয়তা

জগৎ কি অন্য-বাণী বিলাসের রঙ্গভূমি! [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া যে সরস্বতী-বিনোদন লীলা করিয়াছেন বা কুমারসম্ভব শকুন্তলাদি প্রভৃতি যে বাণী-বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অচৈতন্যবাণী-বিলাস মাত্র। আধুনিক যুগেও কথা-সাহিত্য জনগণের সর্ব্বাধিক আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথা-সাহিত্য—শুধু তরুণ কেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, সকলেরই চিত্তহারী। আবার ভাগবতীয় চৈতন্যবাণীর বিকৃত অনুকরণে কত কথা-কাহিনীও আধুনিক জগতে বহুল প্রচারিত হইয়া কত জীবের যে সুকুমার বৃত্তিসমূহ নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহা বলিবার নহে। অসৎকথা-সাহিত্য যেরূপ মানুষকে অচিদ্বিলাসের রঙ্গভূমিতে টানিয়া আনিয়া [illegible] লালসার যূপকাষ্ঠে বলি দিতেছে, সৎকথার দুর্গম

অসৎ-কথা—শাস্ত্র-কথা-কোলাহল চড়াইতেছে, আর এক সম্প্রদায় কথা-সাহিত্য-প্রচার বন্ধ করিয়া দূর বা নির্জ্জনভজনানন্দীর প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু শ্রীবেদ, ভাগবত, ভারত এবং শ্রীনারদ, ব্যাস, শুক প্রভৃতি সকলেই চৈতন্যকথা-সাহিত্য-প্রচারই জীবের নিত্য মঙ্গলের একমাত্র নিদান বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ জীবন চৈতন্যকথা-[illegible] ভুলে চৈতন্য-বাণী-

[illegible]সম্পাদনের একান্ত প্রয়োজন। চৈতন্য-[illegible] যে [illegible] চৈতন্য-চন্দ্র-[illegible] ব্যতীত মহামারীর কোনো [illegible] ত্রাণ পাইবে না। [illegible] বিশ্বাস করুন, [illegible] এই মহামারীর [illegible] সাম্যবাদীতা [illegible] [illegible], যাহা হইতে চৈতন্য-বাণী-[illegible] পরিত্রাণ পুরুষ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর শ্রীচরণ-সমাশ্রয় ব্যতীত শ্রীচৈতন্য-বাণী-বিলাস সম্প্রদান প্রকট হইল। এই চৈতন্য-বাণী বিলাসই সমসাময়িক জগতে শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বিশেষ দান। অনুক্ষণ চৈতন্য-কথা-কীর্ত্তনে তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। তিনি 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—এই শ্রীচৈতন্য বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ। সমসাময়িক জগৎ যাহা মৈত্রী-স্বাধীনতা লাভের নানাবিধ বিবদমান প্রয়াস করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিতে পারেন, কিন্তু এই শ্রীচৈতন্যসরস্বতী [illegible] বিশ্বে চৈতন্য-কথা-প্রচারই প্রকৃত সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী বা জগতের সর্ব্বাঙ্গ সমস্যা সমাধানের একমাত্র সহজ সরল, প্রকৃষ্ট রাজকীয় পথ বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা

(সংবাদদাতার পত্র)

পুরী ৭।৭।৩০

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলদেব এবং সুভদ্রা দেবী গত কল্য সুন্দরাচল (গুণ্ডিচা বাড়ী), হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বেলা প্রায় একটার সময় সুদর্শনচক্র শ্রীজগন্নাথদেবের আগমনবার্ত্তা বিঘোষণার্থ সর্ব্বপ্রথম যোড়শ চক্রযুক্ত গরুড়ধ্বজ-চিহ্নিত জগন্নাথের রথারোহণ করেন। তৎপর বলদেব, বলদেবের পর সুভদ্রাদেবী যথাক্রমে চতুর্দ্দশ ও দ্বাদশ চক্রযুক্ত স্বীয় স্বীয় রথে অধিরোহণ করেন। বলরাম তালধ্বজ-চিহ্নিত স্বীয় রথে এবং সুভদ্রা দেবী পদ্মধ্বজ-চিহ্নিত নিজ রথে সমাসীন হইলে সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র জগদীশ ও মদনমোহন রথে আরোহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনির প্রেমবন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগদীশকে মথুরায় (নীলাচলে) ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছেন—তাই আজ মথুরাবাসী (উড়িয়া) গণের আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তনাদি সহকারে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। আর বৃন্দাবনবাসী [illegible] শ্রীশ্রীজগদীশ বৃন্দাবন (সুন্দরাচল, গুণ্ডিচা বাড়ী) হইতে মথুরায় (নীলাচলে) চলিয়া যাইতেছেন—তাই কৃপালু গৌড়ীয়গণের আজ বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত। এই বিপ্রলম্ভভাব [illegible] অব্যক্ত। যে সকল ভাগ্যবান্ শুদ্ধভক্তের অনুগত হইয়া গুণ্ডিচা-লীলার পূজক শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবের লীলা-প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই শুধু এই ভাবসাগরে ডুব দেবার অধিকারী, সুতরাং কেবল তাঁহারাই অন্তরঙ্গ সুহৃদ্গণ এই ভাব অনুভবে সমর্থ।

জগদীশের কৃপার সীমা নাই, শেষ নাই। নরোত্তম ঠাকুর বলদেবাদি যাত্রিগণকে ছায়া প্রদান করিতেছেন, সুতরাং যাত্রিগণ অতিশয় আনন্দে রশি ধরিয়া রথ টানিতেছেন। বেলা প্রায় ৫ ঘটিকার সময় রথ সিংহদ্বারে সন্নিকটবর্ত্তী হয়। এই সময় পুরীর প্রসিদ্ধ এমার মঠের বড়বাবাজী মহাশয়ের [illegible] প্রাঙ্গণ হইতে দেখা গেল 'সংহার' হইতে জগন্নাথ মন্দির পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য।

[illegible] অধিকাংশই গত পর্যন্ত [illegible] নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়াছেন, কেহ কেহ বা জগন্নাথদর্শনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

লক্ষ্মীদেবীর রত্নপুরে প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং জগদীশ সুন্দরাচলে গমনের সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান নাই, এমন কি যাইবার সময় কোন সংবাদও দেন নাই। তাই লক্ষ্মীদেবীর অভিমান হইয়াছে। জগন্নাথের রথ সিংহদ্বারে পৌঁছিলে তিনি অভিমানে দরজা বন্ধ করান, জগন্নাথ দুই দিবস রথেই অতিবাহিত করেন। অদ্য জগন্নাথদেবের রাজবেশ হইবে। তৎপর রাত্রি আট ঘটিকার পর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবেন।

বিরহ-মহোৎসব

[মানভূম হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে লিখিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রদীপের প্রেরিত পত্র]

মানভূম, ২৭।৬।৩০

গতকল্য আমরা সকলে এইখানেই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথির সম্মান করিয়াছি। উকীল, দেশের কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সরকারী অফিসের বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। যথাসাধ্য শ্রীমহাপ্রসাদ সকলকে দেওয়া হইয়াছে। ভুবনকুলায় মঠে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখানকার সকল ভক্তগণের ছুটীর সুবিধা হইল না বলিয়া এবৎসর এখানেই উৎসব করা হইল। শ্রীপাদ রমানাথ প্রভু একাই ভুবনকুলায় সেবা চালাইতেছেন এবং তিনিও উৎসব করিলেন অনিবার্য্যতায় আপনার আদেশ হইলে ও কোন সেবক ভুবনকুলায় আসিলে তিনি মঠে থাকিয়া আপনার আদেশানুসারে বৎসরের মধ্যে ৯ মাস যাবৎ সেবা-কার্য্যে পূর্ণ প্রতিজ্ঞার মত প্রস্তুত আছেন। যেরূপ আদেশ হয়, উহাকে ও আমাকে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন।

দেশে খুব বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আপনার কৃপায় উৎসবের দিন শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ, পা। অর্থাৎ রাত্রি ১১টার সময় শেষ হইয়াছিল। রাত্রিকালে বিরহ [illegible] [illegible] যোগে [illegible] হইয়াছিলাম, সে সময় আমার মনে হইল শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া আমা সবের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও মনে হইল যে তিনি যেন উপস্থিত আছেন, তখন আপনি, শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ এবং সপার্ষদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌর নিত্যানন্দ উপস্থিত আছেন। শরীর কণ্টকিত হইল ও অনতিবিলম্বে ঐ স্মৃতি সরিয়া গেল।

ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠে

(ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মঃ ভূ, হাবড়া)

২৭।৬।৩০

গত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৬শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ এবং শ্রীপাদ নবকিশোর ব্রহ্মচারী মহোদয়ের উদ্যোগে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী অতুলকৃষ্ণ এবং শ্রীক নিত্যানন্দাগের সেবোদ্যম বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাঁশকুড়া নামক স্থানে প্রচার-কার্য্য সারিয়া বিরহ-তিথির পূর্ব্বদিনে মঠে আসিয়া অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব করেন, পরদিন স্বামিজী অপূর্ব্ব ভাবাবেশে উষঃকাল হইতেই খোল-করতাল-সাহায্যে তুমুল হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করেন এবং কীর্ত্তনের মধ্যে মধ্যে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে হরিকথা উপদেশ করিতে থাকেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর ব্রাহ্মণপাড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী মাকু প্রভৃতি গ্রাম হইতে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এবং স্কুলের ছাত্রগণ প্রসাদ সম্মান করেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ প্রসাদ-বিতরণ চলে। সন্ধ্যার পর একটী বিশেষ অধিবেশনে স্বামিজী সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বক্তৃতা-মুখে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের জগতে আবির্ভাবের কারণ, বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব রহস্য, বদ্ধজীবের আত্মীয় স্বজন-বিয়োগ জন্য বিরহ ও বৈষ্ণবের অপ্রকট-জন্য বিরহের মধ্যে পার্থক্য প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা করেন। বক্তৃতার আরম্ভে ও অন্তে কীর্ত্তন হইয়াছিল। বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন ও হরিকথা শ্রবণ দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

ভক্তবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সরকার মহাশয়ের আন্তরিকতাবে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। আমরা ভগবচ্চরণে তাঁহার সেবা-বৃত্তির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ কামনা করি।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

১০৯ মার্কেট রোড, নিউদিল্লী

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ই, জি, সি, আর এর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট), শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অডিট ডিপার্টমেণ্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট), শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন (পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের হেড্ ক্লার্ক) উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ৭।০ টায় শ্রীমঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ স্বানন্দানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীগুরুবন্দনার পর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্বন্ধীয় একটী কবিতা পাঠ করেন, পরে শ্রীপাদ অনন্ত বিগ্রহ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষা পাঠ করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী পাঠ শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পাঠ, কীর্ত্তনান্তে সকলকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

টাটানগরে প্রচার

জামসেদপুর, ৫।৭।৩০

গত ২রা জুলাই বুধবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ টাটানগর জুগসালাইর প্রধান ব্যবসায়ী বাবু কানাইলাল কথিরাম মাড়োয়ারীর শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে নিখিল-যোগেন্দ্র-সংবাদ কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হিন্দী ও বঙ্গভাষায় কীর্ত্তন করেন। বহু ব্যক্তি মন্ত্রমুগ্ধ ভাব নিশ্চল ভাবে স্বামিজীর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন।

জুগসালাই গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটীর হেড ক্লার্ক মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত পন্থাদের কথা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া জুগসালাইএ প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাবটা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা ১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
ভিক্ষা ৷৶৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-এর কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৷৶৹
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভজনপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে যুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি
পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য [illegible]—[illegible] বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের শ্রীচরণ তাঁহার কোন আশ্রয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴৹, নবদ্বীপশতক— ৴৹
অর্থপঞ্চক— ৴৹

কল্যাণকল্পতরু
পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১৹

আমরা প্রত্যহ [illegible] কল্যাণ [illegible] কল্যাণ কামনা করি। কিন্তু যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ [illegible] এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণ [illegible] এই গ্রন্থে [illegible] বাস্তবিক কল্যাণের [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের [illegible] সূচি নির্ঘণ্ট প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযুক্ত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি
([illegible])

[illegible] ভক্তিশাস্ত্রে [illegible] শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধীয় শ্রীধামের ও শ্রীমন্দিরের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের [illegible] শাস্ত্রীয় [illegible] তথ্য। [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৶৹, ২য় খণ্ড ৷৶৹, ৩য় খণ্ড ৷৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ
—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে বহু [illegible] প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় [illegible] [illegible] পৃষ্ঠা [illegible] মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ
ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

... সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ... রোগীদিগকে ... জানিবার জন্য এক ... শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ...

ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

... নদীয়া। অথবা ... জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

... জানাইতেছি যে আমার ... কঠিন ... কলিকাতার ... ডাক্তার মহোদয়গণ ... মহাশয়ের ... সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌ

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

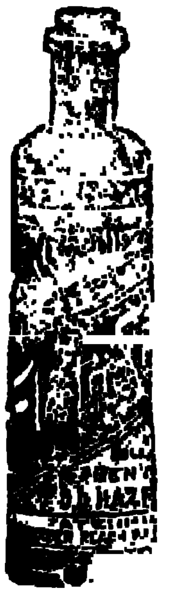

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে আপনাদের ধাতু নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্বাভাবিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ, পাক-স্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা

স্ত্রীরোগ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক রিজিউমর ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

কড়েয়া, পার্কসার্কাস পোঃ, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণপঞ্জী-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটা-গড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

৪৪৭ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

সাম্বৎসরিক সকলেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, হাঁপানী, ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মারোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন বিদিত। তন্মধ্যে, নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্-চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্বতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোকো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২১।৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶৹। দশমস্কন্ধ স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৭৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী বঙ্গ বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৭০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাল, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ভিটিপাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপ্রেমকুঞ্জ মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাঁকাই পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ময়মনসিংহ, পোঃ, মালদহ।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০৩ কুমান রোড নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লম্ব রোড, খুলনা।
শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু—দেবানন্দপুর, হুগলী জেলা কৃষ্ণনগর।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি বি এন, রানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভক্তিভৃঙ্গ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দেওয়ানগঞ্জ
শ্রীগঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ, ডেপু, এস, বানারি
শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভাগবত ভূষণ বাবাজী।
শ্রীপাদ নরোত্তম দাস বিহারী

দৈনিক বঙ্গীয়া প্রকাশ

বর্ষায় — একমাত্র — স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, স্লিপিয়াশ ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা- -টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড, রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভর সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলের পরিচায়ক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিনের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও মোড়কের মাশুল স্বতন্ত্র।

টেলিগ্রামের নামঠিকানা ও — "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১১৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে আষাঢ় ১৩৩৭ সোমবার ১৪ই জুলাই ১৯৩০

নানা কথা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরে ডাকঘরের প্রতি ইন্স্পেক্টর প্রভৃতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণের অধিক মনোযোগ নাই। তাঁহারা বাঙ্গলা দেশের ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষের আদেশমত ১লা জুলাই শ্রীধাম মায়াপুরে স্থায়ী ডাকঘর করিয়াছেন। কিন্তু স্থায়ী ডাকঘরটীকে এখনও পর্য্যন্ত বিসিভিং অফিসএর স্তরে রাখিয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই ডাকঘরের অধীনে কএকটি গ্রামের পত্রবিলির কার্য্যের ব্যবস্থা হইবে।

আপাততঃ শ্রীধাম মায়াপুর-গ্রাম, বল্লালদীঘি-মৌজা, মোল্লাপাড়া, বামনপাড়া, কয়পাড়া, সিদ্ধা, ভারুইডাঙ্গা, শ্রীনাথপুর ও কুলোপাড়া—এই কয়টি গ্রাম শ্রীমায়াপুরের মধ্যে থাকিতে পারে এবং এতদ্ভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল ডাকঘর বামুনপুকুরের মধ্যে কাঠালিপোতা, গঙ্গাডাঙ্গা, এক্রাকপুর, শরডাঙ্গা, গোয়াস প্রভৃতি ডাকবিলির অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে।

শ্রীধাম মায়াপুরের ডাক বন্ধ হইবার সময়—ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের ৫টায় করা উচিত। নবদ্বীপের ৭-৬ মিঃ ডাকের গাড়ি কৃষ্ণনগরাভিমুখে যায়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৫টার পূর্ব্বে ডাক বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না। নবদ্বীপ হইতে গ্রামের ডাক ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৮ টার মধ্যেই বিলি করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে।

১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত অফিসের বিভিন্ন কার্য্য হইলে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হয়। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত মণিঅর্ডার, সেভিংস্ব্যাঙ্ক, ইন্সিওর প্রভৃতি রিসিভিং ও ডেলিভারি চলিতে পারিবে। পোষ্টেজ বিক্রয়ের প্রাতে ৭টা হইতে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হইতে পারে। এই সকল বিষয় দক্ষিণ-নদীয়া-বিভাগের ইন্স্পেক্টার মহাশয়ের দৃষ্টি অচিরেই আকর্ষণ করিবে, আশা করা যায়।

স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সংবাদ

কৃষ্ণনগর—নদীয়া

কৃষ্ণনগরে মদ ও গাঁজার দোকানে মহিলাগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ নিয়মিত পিকেটিং করিতেছেন। বিক্রয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিদেশী বস্ত্রেরও বিক্রয় প্রায় নাই বলিলেই হয়।

কুষ্টিয়া—নদীয়া

কুষ্টিয়াতে ছাত্রগণ স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। ১২৫ জন ছাত্র স্কুলে যাইতেছিল, কিন্তু পিকেটিং বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ মোতাইন হইতে দেখিয়া তাহাতে প্রতিবাদ করিবার জন্য আর স্কুলে যায় নাই।

কাঁচড়াপাড়া

নদীয়া জেলার কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি গত ৯ই জুলাই কাঁচড়াপাড়ায় একটি সভাতে বক্তৃতা দিয়াছেন। ঐ স্থানে একটি কংগ্রেস সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত মদন সিং সভাপতি হইয়াছেন। মদের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। আবকারি দোকানে পিকেটিং করা জন্য ৭জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল কিন্তু পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গত রবিবার একটী সভা হইবার উদ্যোগ হইতেছিল, কিন্তু পুলিশ এই সভা বন্ধ করিবার জন্য শ্রীমতী আশালতা দাস এবং শ্রীমতী গিরিবালা রায়কে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সমস্ত স্থানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

মেহেরপুর

স্থানীয় স্কুলে পিকেটিং চলিতেছে, দারোগার ছেলেকে আক্রমণ করা অপরাধে একজন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছে। দুই জন মোক্তার হরতাল দিবসে আদালতে না যাওয়া জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে লিগেল প্র্যাক্টিসনার্স য্যাক্ট অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। মদ ও গাঁজার দোকানে পূর্ব্ববৎ পিকেটিং চলিতেছে।

নৈহাটী—২৪পরগণা

স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ মদ ও গাঁজার দোকানে ক্রমাগত পিকেটিং করায় আবগারি দোকানের দ্রব্যাদি বিক্রয় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। তাড়ির দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাঁজার দোকানে পিকেটিং জন্য শ্রীযুত শান্তিপ্রসাদ চাটার্জি গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং তাঁহাকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া হাত কড়ি দিয়া ব্যারাকপুর লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বহু লোক বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া তাঁহার পিছু পিছু গিয়াছেন কিন্তু পুলিশ লাঠি দ্বারা আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। পুলিশ ২২জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন কিন্তু শেষে ১০ জনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নবীন গাঙ্গুলী নামক একজন স্বেচ্ছাসেবকের ১ মাস জেল হইয়াছে। ষ্টেশন প্লাটফর্মে বিজ্ঞাপন বিলি করার জন্য রসিকলাল ব্যানার্জি নামক স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মেদিনীপুরে ভূমিকম্প

গত ১১ই আষাঢ় বুধবার রাত্রি ৪॥০ ঘটিকার সময়ে এখানকার সামান্যভাবে ভূমিকম্পন অনুভূত হইয়াছিল। বিশেষ কোন ক্ষতির কথা শোনা যায় নাই।

ভাগলপুরে বিরাট সভা

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ ভাগলপুরে পৌঁছিবামাত্র সহরের দোকান পাট সব বন্ধ হইয়া যায়। রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদের সভাপতিত্বে লাজপত পার্কে এক বিরাট সভা হয়। বাবু দীপনারায়ণ সিং, জমিদার একটী সুন্দর বক্তৃতা দিয়া দেশবাসীকে তাঁহাদের এ সময়ে কি কি কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা বুঝাইয়া দেন।

মেদিনীপুরে আবার অর্ডিন্যান্স

চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জেলায় বিশেষভাবে নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্স বলে যে কেহ প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে ... অথবা অপর কাহাকেও চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে নিষেধ, বাধা ... করিবে, তাহাকে ছয় মাস ... অথবা অর্থদণ্ড ... দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। তাহা ছাড়া ... শাস্তি প্রদান করা হইবে বলিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার ইস্তাহার গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হইয়াছে। কোন কোন গ্রামে বলে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন দিয়া ... এই ট্যাক্স জোর করিয়া আদায় করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ

ডাঃ আনসারীর উক্তি গোলটেবিল

[illegible] অফ [illegible] সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি হিন্দু মুসলমানের বোঝাপড়া সম্বন্ধে এবং [illegible] সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষের [illegible] বিষয়ে [illegible]। তিনি বলিয়াছেন যে, গোলটেবিল [illegible] স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের সকল সমস্যা [illegible] করিতে পারিবেন এবং এই বৈঠকের মধ্যেই মুসলমানদের [illegible] ভিত্তি হইবে। ডাক্তার আরও বলেন যে তিনি আশা করেন সকল শ্রেণীর ভারতবাসীগণ এই নির্মাণকার্য্যে যোগ দিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে [illegible] উক্তির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, ভারতসরকার যদি সাইমন রিপোর্ট আলোচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ [illegible] না করেন তাহা হইলে [illegible] কর্ত্তব্যে ক্রটী হইবে, বর্ত্তমান আইন অমান্য আন্দোলন বর্দ্ধিত করা। অধুনা—উহা সম্প্রদায়কে জোর করিয়া বাধা করাইয়া দেই যায়; এই [illegible] একবার প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষে যে শাসনতন্ত্র স্থাপন করিবার জন্য আজ [illegible] হইয়াছে সেই শাসনতন্ত্রের এই বিষ [illegible]।

লর্ড বার্কেন হেডের আতঙ্ক

ডাইরেক্ট আগার একটী নূতন [illegible] কমিশন অনিয়া লর্ড বার্কেন হেড [illegible] হইয়াছেন। তিনি বলেন যে সাইমন কমিশন রিপোর্ট সম্বন্ধে এই ঘোষণা হইবে কিন্তু এক্ষণে এই সাইমন রিপোর্টের কোনও অর্থনাশ বা পরিবর্ত্তন [illegible]। তাঁহার মতে ভাইসরয়ের এই ঘোষণা [illegible] হইবে না। সাইমন রিপোর্ট অথবা [illegible] বিষয়ে [illegible] ভুল করিবেন। রাজনৈতিক অপরাধীদের মুক্তি দেওয়া লর্ড বার্কেন হেডের মতে দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।

সীমান্তে পুনরায় হাঙ্গামা

[illegible] হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে [illegible] উপর পুনর্ব্বার [illegible] হইয়াছিল। আফ্রিদিদের মাসুদগণও পুনরায় উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। গত [illegible] জুলাই একদল [illegible] আক্রমণ করিয়াছিল এবং [illegible] একটী [illegible] করিয়াছে। [illegible] জুলাই প্রাতঃকালে [illegible] লোক [illegible] আক্রমণ করিয়াছিল এবং [illegible] ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। [illegible] হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, [illegible] হাঙ্গামা করিয়া [illegible] আক্রান্ত হইয়াছে।

পেশোয়ারে বোমা

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর [illegible] বাড়ী ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে এক বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়া [illegible] ক্ষতি করিয়াছে। [illegible] ভিন্ন অন্য কোনও ক্ষতি হয় নাই।

কাইরো হাঙ্গামা

কাইরোতে জনসাধারণের সহিত পুলিশ ও সৈন্যগণের সহিত সংঘর্ষে ৬ জন হত এবং ৪১ জন আহত হইয়াছে।

রাজসাহী উকীলগণের কৈফিয়ৎ তলব

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার উপলক্ষে রাজসাহীতে হরতাল দিবসে উকিলগণ আদালতে না আসায় ৩৩ জন উকিলের কৈফিয়ৎ তলব হইয়াছে এবং কেন তাঁহারা আদালতে আসেন নাই তাহার কারণ দর্শাইবার আদেশ হইয়াছে। উহার মধ্যে ৫ জন উকিল কারাগারে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সর্দা আইন ভঙ্গকারীর মুক্তি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বিবাহ সম্বন্ধীয় সর্দা আইন ভঙ্গ করিয়াছিলেন [illegible] ১৫ দিন জেল হইয়াছিল। পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট এই সংবাদ পাইবামাত্র [illegible] ডেপুটী ক [illegible] জানান যে [illegible] অপরাধীর শাস্তি মার্জ্জনা করিয়াছেন [illegible]। পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট [illegible] দিয়া মুক্তি দেওয়াই উচিত ছিল।

কলিকাতায় ট্রাম ডিপো আক্রমণ

[illegible] কর্ত্তৃক কালিঘাটের ট্রামের আড্ডা আক্রান্ত হইয়াছিল। একটী গো-শকট চালকের সহিত ট্রাম চালকের [illegible] এই ব্যাপারের সূত্রপাত হয়। [illegible] শকট চালকের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ট্রাম ডিপো আক্রমণ করে এবং ইট ছুড়িতে থাকে। [illegible] থানার সংবাদ দিলে সেখানে [illegible] সার্জ্জেন্ট ও পুলিশ আসিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

বোম্বাই সরকার ব্যবহারে মার্চেন্টস্ চেম্বারের উক্তি

বোম্বাইয়ের মার্চেন্টস্ চেম্বার অব কমার্স সরকার বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন:—"গত ৩০শে জুন ১৯৩০ তারিখে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণকে বম্বাইয়ে [illegible] চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে যে হুকুম জারি করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে এবং এই নিষেধাজ্ঞাদ্বারা সাধারণের [illegible] উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে আমার সমিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। এইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারের যে কারণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে। সামরিক কর্ম্মচারী দ্বারা পরিচালিত শিক্ষিত পদাতিক সৈন্যগণের দ্বারা সাধারণের [illegible] উত্তেজিত [illegible] কর্ত্তব্য নহে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এই সমিতিকে অনুমতি দেওয়া হউক। এক্ষণে দেশের ঘটনার এবং [illegible] প্রকাশের আবশ্যকতার যে কারণ সরকার বাহাদুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে এই সমিতি সন্তুষ্ট নহেন। এই সমিতি প্রস্তাব করেন যে সরকার বাহাদুর এসম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করুন এবং [illegible] এই ব্যাপারে [illegible] প্রকাশ [illegible] তাহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত [illegible] অবলম্বন করুন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আইন ও শান্তিরক্ষার দোহাই দিয়া এইরূপ কাপুরুষের ন্যায় অত্যাচার না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। এইরূপ বে-আইনি অত্যাচারে মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইবে।

সরকারে সাধারণের অপ্রতিহত ব্যবহারের পুনঃস্থাপন জন্য এই সমিতি সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ করেন।

আয়ুর্ব্বেদীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সবক নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটি ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকারান্বিত ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত রমণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য শ্যামাচরণজী, কেশবজী,

১১৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর উহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইড্রোক্লোরেট কুইনাইন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই কেরাস্-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে [illegible] সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর ২৪ ঘণ্টা এবং [illegible] হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible]

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯১ [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ২৯শে আষাঢ় সোমবার—১৩৩৭

(১)

অজ্ঞরূঢ়ি ও সাধারণরূঢ়ি-প্লাবিত যুগে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি-প্রচারই আচার্য্যের বিশেষ দান

(২)

শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা বদ্ধজীবের হৃদ্রোগবিধ্বংসী

(৩)

অবরজ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তিই শ্রীশ্রীভগবদ্‌গীতার মুখ্য তাৎপর্য্য

(৪)

দেরাদুনে গিরি মহারাজের শুদ্ধভক্তি প্রচার

(৫)

ময়মনসিংহে শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠ প্রচার-কেন্দ্র-নির্দ্দেশ

আচার্য্যের বিশেষ দান

('আচার্য্য-আবৃত্তি' হইতে সংগৃহীত)

জগৎ শব্দময়, জগতের আদান-প্রদান, হৃদয়ের ভাব-বিনিময়-কার্য্য—সকলই শব্দকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই শব্দময় জগতের সর্ব্বত্রই শব্দের সাধারণ প্রসিদ্ধার্থ ও অজ্ঞজনগণের কল্পিত প্রসিদ্ধার্থ-সমূহ প্রচলিত আছে। শব্দের প্রকৃত-বাস্তব চরম অর্থ যাহা, তাহা প্রচলিত নাই। 'ইন্দ্র'-শব্দ উচ্চারণ করিলে শতকরা প্রায় শত জন ব্যক্তিই স্বর্গাধিপতি দেবতাকে ইন্দ্র বুঝিয়া থাকেন; যাঁহাদের জ্ঞান এই সাধারণের জ্ঞান অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ, সেই সকল বালকোপম অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইন্দ্র-শব্দে তাঁহাদের গ্রাম বা গৃহের পার্শ্বস্থ কোনও নিঃস্ব ব্যক্তিবিশেষকে স্মরণ করেন। কিন্তু 'ইন্দ্র' বলিতে অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার, সেই উপনিষদুক্ত "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য পরাৎপর পরমেশ্বরকে খুব কম লোকই স্মরণ করেন। জগৎ সাধারণ-বহুল, অসাধারণ-বহুল নহে; কাজেই সাধারণের প্রভাবই সর্ব্বত্র বিস্তারিত। সংখ্যার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রভাব। সংখ্যার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া মানুষ অমানুষিক কার্য্য করিতে সাহসী হয়। একটী ক্ষুদ্র অধীন প্রজা প্রকাশ্যে কোনও প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, একটী মানুষ অপর মানুষকে সহজে হত্যা করিতে পারে না; কিন্তু যখন বহুসংখ্যক লোক কোন রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করে বা সময়ক্ষেত্রে যখন বহুসংখ্যক মনুষ্য কোন প্রবল সম্প্রদায়-বিশেষকে আক্রমণ করে, তখন সেই ক্ষুদ্র অধীন প্রজাও সংখ্যার সাহসে সাহসান্বিত হইয়া প্রকাশ্যে প্রবল-পরাক্রান্ত প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যাহার হৃদয় এককালে ভয়ে কম্পিত হইত, সেই ব্যক্তিই সংখ্যার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অম্লানবদনে বহুলোকের উপরে অসি-সঞ্চালনে সাহসী হয়। এমন কি, প্রবলতম রাজ-শক্তিও সংখ্যার প্রভাবকে ভয় করেন। জগতে শব্দ-সংখ্যার প্রভাব অপরিমিত বলিয়া জগতের কর্ম্ম-ক্ষেত্রের আদান-প্রদান, ভাব-বিনিময়ের একমাত্র অস্ত্র শব্দ-রাশিও সাধারণ-সংখ্যার প্রভাব বা ইঙ্গিতেই সঞ্চালিত হয়, কাজেই 'ধর্ম্ম', 'কর্ম্ম,' 'সেবা', 'জ্ঞান', 'বিজ্ঞান', 'বিরাগ', 'স্বাধীনতা,' 'স্বভাব,' 'সাম্য', 'মৈত্রী,' 'দয়া,' 'প্রেম,' 'ভক্তি,' 'ঈশ্বর,' 'ভগবান্,' 'জীব,' 'মায়া' প্রভৃতি যে কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়, সেই শব্দের সাধারণ প্রসিদ্ধ অর্থ বা অজ্ঞজনের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় ও ব্যবহারে কার্য্য হইয়া থাকে। শাব্দিক বা দার্শনিক অর্থ-বিভ্রাটে যে কিরূপ "বুদ্ধির ভুল" উপস্থিত হয়, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। এই ভীষণ সমস্যাময় কঠিন যুগে অর্থাৎ শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি ও সাধারণরূঢ়ি প্লাবিত যুগে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বা প্রকৃত তাৎপর্য্য দ্বারা বিশ্ব প্লাবিত করিবার জন্যই আচার্য্যের আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ ও তদ্ভক্তগণ একদিন যে বৈকুণ্ঠ-শব্দরাশিতে জগৎ ভাসাইয়াছিলেন, তাহাও বর্ত্তমানে অজ্ঞরূঢ়ি ও সাধারণরূঢ়িতে বুঝিতে গিয়া জগৎ তাঁহাদের দানের অপব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই আচার্য্যের প্রধান কার্য্য পড়িয়া গিয়াছে—বিদ্বদ্রূঢ়ি কুঞ্চিকাদ্বারা নিখিল শব্দভাণ্ডারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা। শ্রীচৈতন্যসরস্বতী স্বয়ং এবং তাঁহার শত সহস্র বিলাস-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া জগতের শব্দরাশির বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রচার করিতেছেন। উপদেশ, বক্তৃতা, কথা, ইষ্টগোষ্ঠী, পরি-আলোচনা, সাময়িক পত্রিকা, গ্রন্থ এবং সর্ব্বোপরি বহু আদর্শ-জীবনদ্বারা শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন-সম্বন্ধী অচৈতন্য আভাসাঙ্ক অন্ধকারময় জগতে চৈতন্যকথার বৈচিত্রিক আলোকমালা প্রকাশ করিয়াছেন—অজ্ঞ-সাধারণরূঢ়ির যবনিকাসমূহ অপসারিত করিয়া শব্দের বাস্তব ব্যাপক অর্থ প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে অজ্ঞরূঢ়ি ও সাধারণরূঢ়ি-প্লাবিত যুগে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি-প্রচারই আচার্য্যের বিশেষ দান। এই দান শুধু শব্দবিজ্ঞানে যুগ-প্রবর্ত্তক নহে, পরন্তু শব্দময় বিশ্বে এক মহাযুগান্তর।

শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা বদ্ধজীবের হৃদ্রোগবিধ্বংসী

কোন সময়ে একজন যুবক কোন এক যুবতীকে তাহার [illegible] করিত এবং যুবতীর সম্বন্ধ ধরিয়া যুবতীর আত্মীয়গণকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। কিছুকাল পরে সাধুসঙ্গ প্রভাবে সেই যুবক যখন বুঝিতে পারিল যে, জীব-হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ভগবানই সকলের একমাত্র প্রিয় বস্তু, তখন হইতে সে প্রিয় ভগবানের সম্বন্ধ ধরিয়া যুবতী ও যুবতীর আত্মীয়গণকে স্বতন্ত্র প্রীতি-চক্ষে দেখিবার পরিবর্ত্তে নিখিল চরাচর বস্তুকে সমভাবে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। এখন ভগবৎ-প্রেমের উচ্চ ভূমিকায় উপস্থিত হইয়া যুবক বুঝিয়াছিল যে, কৃষ্ণই সপরিকর ও সবিশেষ সমস্তসমূহ কৃষ্ণের সুখে সুখী হইবার নিমিত্ত তাঁহার সেবায় উৎফুল্লচিত্তে চির-নিযুক্ত এবং দ্বিতীয় সেবা বস্তুর অভাবে সকলেই অপূর্ব্ব তৎপরতার সহিত সেবা-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ও উত্তরোত্তর আনন্দাধিক্য হেতু, অধিকতর সেবা-নিবিষ্ট হইতেছেন। ভৌতিক ব্যাপারে বহু সেব্য বস্তুর ধারণা থাকায় হিংসা, দ্বেষ, কলহ, পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতার ভাব ফুটিয়া উঠে, কিন্তু অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-ব্যাপারে কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু বলিয়া তাঁহার সেবাকার্য্যের সময় উক্ত প্রাকৃত ভাবের পরিবর্ত্তে পরম উদারের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য-বর্দ্ধক বিশুদ্ধ প্রেমের মধুরিমা ফুটিয়া সেবকগণের হৃদয়ে আনন্দধারা বর্দ্ধিত থাকে।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের পূর্ব্বে প্রাকৃত কাম বদ্ধজীবের হৃদয়ে ভাবনা [illegible] করিতে থাকে এবং সরল ভাবে সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ের পর শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয় বস্তু বলিয়া জানা হইলে তাঁহার হৃদ্রোগ-বিধ্বংসী রাসাদি লীলার শ্রবণ আলোচনা হইতে থাকে যাহার প্রভাবে বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-গত প্রেমের আস্বাদনের যুগে উপস্থিত হয়। প্রাকৃত কামদুষ্ট হৃদয়ে রাসাদিলীলার আলোচনা-ফলে প্রাকৃত কাম বৃদ্ধি পায় ও জীবকে মহা রৌরবের দিকে লইয়া যায়। তাই শ্রীল গোস্বামিগণ বিশ্বাস পূর্ব্বক অর্থাৎ প্রাকৃত বুদ্ধি নিরসনের জন্য [illegible] আলোচনা করিতে আদেশ করিয়াছেন, যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য পঞ্চম অধ্যায়ে—

"ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
[illegible] নহে, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥"

বৈকুণ্ঠে সকলই ধাম সেবক, তথায় [illegible] কোন দর্শনকারীর অভাব। বৈকুণ্ঠ [illegible] তাহা, সুতরাং সেখানে থাকিয়া [illegible] রাসাদি লীলার দেখবার জন্য পৃথক কোন বদ্ধজীব-কর্তৃক আলোচিত হইতে পারে।

গীতার কথা

([illegible] পত্র)

জামসেদপুর, ২-৭

অত্র [illegible] কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র [illegible] শ্রীগীতার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার [illegible] নিম্নে প্রকাশিত হইল।]

[illegible]—মহাভারতোক্ত ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত, পরন্তু তাহা একটী স্বতন্ত্র পুস্তক নহেন, অতএব গীতা শ্রীভাগবতের

আত্মগণের পুষ্ট হইবে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভারতের অর্থ [illegible] করিয়াছে। যথা

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-
বিনির্ণয়ঃ।"

[illegible] নিত্যের [illegible] নির্ভর করিয়া উঠিয়াছে। [illegible] কেহ [illegible] কেহ বা তাঁহাকে [illegible] বলা, কেহ [illegible] বলা আবার [illegible] তাঁহাকে [illegible] কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] এই [illegible] অবগত আছেন।

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-
বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ-পদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা।
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-
নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং
গীতামৃতং মহৎ।

সর্ব-উপনিষৎ-স্বরূপা গাভী হইতে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বক এই গীতামৃত দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন, ঐ দুগ্ধ কেবল সুধীগণের জন্য। অর্থাৎ পরম করুণাময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তি জীবগণের বহির্মুখতা উপলব্ধি করিয়া, সর্ব-উপনিষদের সারস্বরূপ এই গীতা অর্জুনের মোহ-বিনাশ-ছলে সাধারণের বহির্মুখতা মোচনার্থ উপদেশ করিয়াছেন। অতএব এই পদ্মনাভ-মুখারবিন্দ-বিনিঃসৃত [illegible] তথা, অন্য বিস্তর গ্রন্থ আলোচনার আবশ্যক নাই।

[illegible] নির্দেশ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই কর্তব্য বলিয়া নির্দেশকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "বেদবাদরতাঃ পার্থ", "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ", "অন্তবত্তু ফলং তেষাং" প্রভৃতি শ্লোকের উপদেশ করিয়াছেন। অন্য দেবগণকে 'ঈশ্বর' বলিয়া তাঁহাদের পূজা—[illegible] পতিত [illegible] কখনই ঈশ্বর পূজার ফল লাভ করিতে পারে না, [illegible] তাহা অবিধি যায়।

অহংকারজনন, অহংমমতা-জনন, কুতর্ক-বিতর্ক-জনন প্রভৃতি বুদ্ধি মায়াযুক্ত জীবেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাহ্যম্—দৈবী অর্থাৎ অপ্রাকৃতিকী-শক্তিসম্পন্না। [illegible] নানাবিধরূপে প্রকট হইয়া থাকে। মায়াবদ্ধজীব কেবল [illegible] ফল-প্রদ অন্য দেবতা উপাসনাতে প্রমত্ত হইয়া মুক্ত হইতে অসমর্থ হয়। পরন্তু [illegible] নহে। এই দৈবীমায়া হইতে

[illegible] গ্রহণ করিল। বিশ্বাসের [illegible] তিনি বিশেষ অসৎ পথে [illegible] করিয়াছেন, [illegible] [illegible] —"[illegible] যে [illegible]" শ্লোকের অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে [illegible]—উহার সাধারণ কেহ নহেন। [illegible] নহেন, [illegible] শ্রী [illegible] সার্বজনীন [illegible]।

দেরাদুনে
গিরি মহারাজ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

দেরাদুন [illegible]

পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] গিরি মহারাজ মুসৌরীতে [illegible] তাঁহার পুনরায় [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রোতাদের মধ্যে [illegible], প্রফেসার [illegible] সাহেব এবং [illegible] বহু ভদ্রলোক শ্রোতা ছিলেন। তাঁহারা [illegible] স্বামীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। গতদিন (২৯.৬.৩০ তারিখে) স্বামীজী মুসৌরী হইতে দেরাদুনে আগমন করেন। ১লা জুলাই হইতে তথাকার বাঙ্গালী-মহিলা-সমাজে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন হইতেছে। তত্রত্য বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ যত্ন-সহকারে স্বামীজীর পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। স্বামীজী মুসৌরী অবস্থানকালে মুসৌরীপ্রবাসী [illegible] সরকার এবং সেন্ট [illegible] কলেজের ডাঃ [illegible] মহোদয় উভয়ে [illegible] প্রচার-কার্যে স্বামীজীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীভগবান তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করুন, ইহাই আমাদের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

ময়মনসিংহে

শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠ
প্রচারকেন্দ্র-নির্দেশ

(প্রাপ্ত পত্র)

গত ১লা আষাঢ় শনিবার দিবস, ময়মনসিংহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী মহোদয়ের একান্ত চেষ্টায় ও সেবায় গৌড়ে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভু-পাদের আদেশানুযায়ী ময়মনসিংহের শুভ-[illegible] শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ প্রচার-কেন্দ্র [illegible] করিয়া এক মহা-মহোৎসব [illegible] সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ [illegible] দাস অধিকারী প্রভুর [illegible] মধুর কীর্তনে ও শ্রীপাদ মধুসূদন দাস [illegible] মহোদয়ের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী পরম আপ্যায়িত হইয়া সকলে শ্রীহরিকীর্তন-মুখে একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ময়মনসিংহে [illegible] স্থাপিত হইলে আমরা [illegible] সুযোগ পাইব ও সকলেই [illegible] অগ্রসর হইতে পারিব। [illegible] স্থাপিত হয়, তজ্জন্য সকলেই ভক্তদিগকে বার বার অনুরোধ করিয়াছেন। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন দাস ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ বি, এল্, শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী, শ্রীপাদ উরুক্রম দাস অধিকারী, শ্রীপাদ উত্তমঃশ্লোক দাস অধিকারী, শ্রীপাদ জগদানন্দ দাস অধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস অধিকারী, শ্রীপাদ হরিবোধ দাস অধিকারী, শ্রীপাদ বনমালী দাস অধিকারী, শ্রীপাদ নরসিংহ দাস অধিকারী, শ্রীপাদ রাধা[illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দে হেডমাষ্টার মহাশয়, শ্রীযুক্ত [illegible] পাল [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী মোক্তার, স্থানীয় [illegible] বাবু শ্রীযুক্ত [illegible] দাস, শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র মুন্সী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দত্ত, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র পাল, [illegible] আরও বহু সজ্জন ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হইয়া সকলেই এক বাক্যে শ্রীমঠ-স্থাপনের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিবস শ্রীপাদ উরুক্রম প্রভুর বাসাতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ-আরতি কীর্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান হইয়াছিল এবং শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী প্রভুর বাসাতে ঐ দিন সকাল হইতে [illegible] নিম্নলিখিত মত উৎসব সমাপ্ত হইয়াছে; যথা—

১। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বন্দনা, ২। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বন্দনা, ৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বন্দনা, ৪। শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বন্দনা, ৫। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বন্দনা, ৬। মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা, ৭। শ্রীশ্রীগুরু পাদপদ্ম বন্দনা, ৮। শ্রীশ্রীগুরু[illegible] কীর্তন, ৯। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পার্ষদগণের বন্দনা, ১০। পঞ্চতত্ত্বের শ্রীনামকীর্তন, ১১। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ-আরতি কীর্তন ও মহাপ্রসাদ সম্মান, ১২। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার ১২শ অধ্যায় হইতে গুণ্ডিচা-মার্জন ও ১৩শ অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রথাগ্রনর্তন-লীলা পাঠ, সন্ধ্যায় পাঠান্তে কীর্তন, ১৩। রাত্রে শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা, ১৪। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি ও বিরহ-গীত, অতঃপর ১৫। সপার্ষদ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মনিবেদন-স্তোত্রপাঠ, ১৬। শ্রীনাম-কীর্তন ও নিতাই-[illegible] কীর্তন, ১৭। মধ্যরাত্রে মহামন্ত্র শ্রীহরিনাম-কীর্তন, ১৮। জোরে শ্রীগুরু-বর্গের জয়ধ্বনি; ১৯। শ্রীমহা-মহোৎসব সমাপ্ত; ২০। শ্রীমঠ-স্থাপনের স্থান নির্দেশ, ২১। ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের জন্য শুভদিন নির্দেশ ২২। উৎসবান্তে পরম ভাগবত শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী প্রভু উচ্চৈঃস্বরে বলেন যে, ময়মনসিংহে অনেক দিন হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম স্থাপনের জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার [illegible] দৈবদুর্বিপাকে এত দিন আমি কিছুই করিতে পারি নাই। আজ অন্তর্যামিরূপ এক [illegible] মহাপুরুষের প্রেরণায় শুদ্ধভক্তি-প্রচার-আনুকূল্যে ময়মনসিংহে গৌর-বাণী-বিনোদাসন স্থাপনের ইচ্ছা আমার হৃদয়ে বলবতী হয়। কিন্তু "একাকী আমার নাহি পায় বল, হরিনাম-সংকীর্তনে।" আপনারা ময়মনসিংহের স্থানীয় ভক্ত; আমাকে কৃপা পূর্বক বল দিন, যাহাতে আমি আমার পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুযায়ী শ্রীশ্রীগৌরবাণীবিনোদাসনের প্রতিষ্ঠা-কার্যে সহায়তা করিতে পারি। আপনাদের কৃপা ও সহানুভূতি ব্যতীত আমার কিছুই করার সামর্থ্য নাই। তবে আমি ময়মনসিংহের সেবার্থ বাসা ছাড়িয়া দিতেছি, যে পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে শ্রীমঠ শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত এখানেই শ্রীআসন স্থাপন করিয়া আপনারা ভজন করুন, আমার এই মাত্র প্রার্থনা। ইহাতে শ্রীপাদ মধুসূদন প্রভু ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সম্মতি প্রদান করিয়া বলেন যে, আপনার এই শুভ কথা আমরা সর্বান্তঃকরণে শ্রবণ করিলাম এবং আমরা যথাসাধ্যমতে আপনার সংকল্পিত শুভকার্যে যোগদান করিতে ত্রুটি করিব না।

বর্তমানে শ্রীপাদ মধুসূদন দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রী-[illegible] প্রভু সেবায়েত থাকিবেন। পরে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ রাধারমণ প্রভুই সেবার ভার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

ভিক্ষা [illegible] ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইল

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পড়িবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অতএব যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এ অভাব দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
বসন্ত বাঁধাই -২৲ দুই টাকা
(আর্দ্ধা—১৷০ দেড়টাকা)

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অন্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থে প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণাশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান্ট কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনরহস্য

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুরে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অতিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা যদি ভগবদ্ধ সহিত [illegible] উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিভগবদ্ধ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেদনমূলক প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তদ্বিষয়ে [illegible] প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উচ্চার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০
অধপঞ্চক —৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ মঙ্গল অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ [illegible] কল্পপাদপে কল্যাণ বৃক্ষ গ্রহণ করি এবং [illegible] কল্যাণ কামনা করি। তিনি যে [illegible] কল্যাণ পদার্থে সমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের [illegible] কল্যাণের [illegible] আমরা সেই কল্যাণকল্পতরু [illegible] এই সকল কথা [illegible]। এই [illegible] বাস্তবিক কল্যাণের [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বলদেব [illegible] টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি ১০ পরিশিষ্ট [illegible] প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট [illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা। সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক [illegible])

বিষয়:— ১। [illegible] শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। [illegible] ও শ্রী[illegible] ৪। [illegible] প্রবন্ধের ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের [illegible] শাস্ত্রীয় [illegible] তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বহুদর্শকের অধিক প্রয়োজনীয় হবে। প্রায় ৭৩ ডবল ক্রাউন ৮ পেজীতে ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত,— [illegible] প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶ [illegible] ৷৷৷০ [illegible] ৶
২। [illegible] (২য় সংস্করণ) ২৲
৩। গৌড়ীয় গৌরব [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible] ৷৷০
৬। [illegible] ১৲
৭। [illegible] ১৲ ৷৷০
৮। [illegible] ২৲ ১৷৷০ ৷৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ৷৷০
১১। [illegible] ২৲
১২। [illegible] ৷৷০
১৩। [illegible] ২৲
১৪। প্রেম[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। [illegible] ৶০
১৬। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। [illegible] ৶০
[illegible] ৷৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। [illegible]
[illegible] ৶০
২০। [illegible] ৶০
২১। [illegible] ৷০
২২। [illegible] ৷০
২৩। [illegible] শ্রীগ্রন্থাবলী, [illegible]
[illegible] ৶০
২৪। [illegible]
[illegible] ৷০
২৫। [illegible] ৷৶০
২৬। [illegible] ৷
২৭। [illegible]
[illegible] ৬৲
২৮। [illegible] ৷০
২৯। [illegible] ৷০
৩০। [illegible] ৷০
৩১। [illegible] ৷০
৩২। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, দশদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ দৈকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৪ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্প ঋতু, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

[সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রেরিত পত্র)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগে মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশ্চর্য পুষ্টি মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, মেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিহার্য্য আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি যাবতীয় গর্ভাশয়দোষ ও যোনিগত স্ত্রীরোগ সকলের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অত্যন্ত কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও ফলবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি নিবারণ করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইলেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান ঃ- আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ডিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকাশ বহুদিন আর নিঃশেষিত হইবে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এম, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে.

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

ন্যায় নিজ-কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় কথা জানিবার পরম সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৵
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—দুধুরকোলা, চিরকুন্দা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ কুমার রোড, 'নটাকাজি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—বেহারানগর, তালুকদারী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, সরাফিস ইন চার্জ, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—শান্তিপুর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বেতাবাগ, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় এ. এম্, এম্, বাদবাড়
১০। শ্রীপাদ যতীন্দ্র ভক্তিপ্রভাকর বামবাবু।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবাসী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিসিপ্পান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভর সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

"একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

আসল ও খাঁটি
শিশি ।০ আনা, ডজন ২৸
ভিঃ পিঃ ও মাশুল স্বতন্ত্র।

পুর্ব্বিজনাদের জাগরিকাজা ও —"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার		অগ্রিম মূল্যের হার
প্রতিবারে		অগ্রিম দেয়।
প্রতি ইঞ্চি ১৲		বার্ষিক ৯৲
প্রতি কলম ৬৲		ষাণ্মাসিক ৫৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০		ত্রৈমাসিক ২৸০
সিকি কলম ২৲		মাসিক ১৲
চুক্তির হার		নগদ
স্বতন্ত্র।		প্রতি সংখ্যা ৵৹

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গভর্ণমেন্ট সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১১৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে আষাঢ় ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১৫ই জুলাই ১৯৩০

নেলোর কংগ্রেস বেআইনী

বামনপুকুরে সূতাকাটা প্রতিযোগিতা

সিলেটে পিকেটীং

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যালের উক্তি

গান্ধী টুপি ব্যবহার নিষেধ

স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানের প্রতি মুসলমানের আক্রমণ

পদত্যাগ

পণ্ডিত মতিলালের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল প্রত্যাহার

বোমা আবিষ্কার

বোম্বায়ে খানাতল্লাস, স্ত্রীলোক প্রতারক

নানা কথা

নদীয়া জেলা—বামনপুকুর

গত ১৩ই জুলাই নদীয়া জেলার থানা নবদ্বীপের অন্তর্গত বামনপুকুর গ্রামে সূতা-কাটার প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। মোল্লা আবদুল কাদির এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন। নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ৩০ মিনিটে ৫৫ গজ, সেখ রফির বক্স ৩০ মিনিটে ৪৮৸০ গজ, মোল্লা আবদুল বারি আধ ঘণ্টায় ৪৪ গজ এবং হেমচন্দ্র প্রামাণিক আধঘণ্টায় ৪৩ গজ সূতা কাটিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপালের উক্তি

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল গত ১১ই জুলাই ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। তিনি বলেন যে ইউরোপের মহাসমরকালে তিনি বিলাতে ছিলেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটির ছাত্রেরা পড়া শুনা ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ উন্নতি উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধে যোগদান করিয়া-ছিল। তিনি আরও বলেন যে যাহারা দেশের সেবা করিবে না তাহারা স্কুলে আসিতে পারে।

(অ্যাডভান্স, ১৩ই জুলাই)

বর্দ্ধমান-সংবাদ

বর্দ্ধমানের বস্ত্রব্যবসায়িগণ বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিবে না বলিয়া স্বীকারোক্তি দিয়াছে। মদের দোকানে সমানভাবে পিকেটীং চলিতেছে এবং বিক্রয় খুব কমিয়া গিয়াছে। ৯ই জুলাই তক বর্দ্ধমানে ১৪৫ জন ধৃত হইয়াছে।

কাটোয়া-বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমান জেলায় ৪ঠা জুলাই পিকেটিং অডিন্যান্স জারি হইয়াছে এবং ৬ই জুলাই ২জন ও ৭ই জুলাই ৬জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছে। ৮ই জুলাই কালিদাস ঘোষ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ২জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইঁহাদের নিকট সঙ্গতিপত্র থাকিবার জন্য জামিন তলব করা হইয়াছে। স্বামিজী [illegible] সরস্বতী কাটোয়ার কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার সহিত ৩০০ স্বেচ্ছাসেবক থানাটি হইতে আসিয়াছিল। স্বামীজীর এবং বাবু কালিদাস ঘোষের গ্রেপ্তার উপলক্ষে [illegible] হইতে ৭টা পর্য্যন্ত হরতাল হইয়াছিল। বৈকালে মিটিং শোভাযাত্রা হইয়াছিল।

উপাধি ত্যাগ

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর ! বাহাদুর জানকীনাথ বসু সরকার বাহাদুরের দমননীতির প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার 'রায় বাহাদুর' উপাধি ত্যাগ করিয়া কটকের কালেক্টার সাহেব বাহাদুরের নিকট পত্র দিয়াছেন।

কলিকাতা কলেজের অবস্থা

কলিকাতার অধিকাংশ কলেজেই পিকেটিং চলিতেছে। স্কটিশ চার্চ ও সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজে উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা খুব কম। স্কটিশ চার্চের কয়েকজন ছাত্র পিকেটারগণের উপর দিয়া হাঁটিয়া কলেজে প্রবেশকালে একজন পিকেটার আহত হওয়ায় চিত্তরঞ্জন চিকিৎসার্থ হাসপাতালে নীত হইয়াছেন।

সিলেটে পিকেটীং

কয়েকদিন যাবৎ এম, সি কলেজে পিকেটীং চলিতেছে। সমাজ মণ্ডলীগণও আজ কদিন যাবৎ এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। বালিকা ছাত্রীগণ সকলেই স্কুল বন্ধ করিয়াছে। মুরারীচাঁদ কলেজের অনেক ছাত্র গ্রেপ্তার হইয়াছে। এম-সি কলেজের [illegible] পুলিশ কর্ত্তৃক লাঠিচার্জ্জ হওয়ায় অনেক ছাত্র আহত হইয়াছে।

নেলোর কংগ্রেস বে-আইনী

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট গত ১০ই জুলাই নেলোর কংগ্রেস কমিটিকে বে-আইনী সমিতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী আহুত হইবেন না

[illegible]

বিবিধ সংবাদ

বোম্বাইয়ে খানাতল্লাস

সংবাদ পত্র ... ... অনুসারে পুলিশ পুনরায় ... ... ৯ই জুলাই তারিখে ... ও এবং ঐ ... কংগ্রেস বুলে-টিন ... করিয়াছেন।

স্ত্রীলোক প্রতারক

ঢাকার ... ... কয়েকজন স্ত্রীলোক প্রতারক ... ঐ ... লিপ্ত হইয়াছে এবং ... পোদ্দারী শিখাইবে ইত্যাদি নানা ... লোককে ঠকাইয়া টাকা সংগ্রহ করিতেছে। গত শনিবার ঢাকা মুন্সীগঞ্জে ঐরূপ একজন প্রতারক ধৃত হইয়াছে।

পদত্যাগ

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চাটার্জি, মৌলবী আব্দুল গৌফ সাহা চৌধুরী তাঁহাদের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

মাদুর ঘাটের সমস্ত ইউনিয়ান বোর্ডের অনেক সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন এবং অনেক সভ্য ক্রমান্বয়ে ৬টী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। ইউনিয়ান বোর্ডের কার্য্য একরূপ অচল হইয়াছে।

মাদুরঘাট ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত ... চন্দ্র ... একজন বিখ্যাত উকিল এবং স্থানীয় কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক। তিনি মুসলমানের একতা বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং মোকদ্দমা বিচারাধীন।

মদের দোকান বন্ধ

বামবাড় মজুমদার মদের দোকানের ... ... না হওয়ায় পরোয়ানা জারি হইয়াছে এবং কিছুদিন উক্ত দোকান বন্ধ থাকায় মালিকগণকে কেন ফৌজদারি সোপর্দ করা হইবে না তৎসম্বন্ধে কারণ দর্শাইবার নোটিশ জারি হইয়াছে।

বোমা আবিষ্কার

বরিশাল এক্সপ্রেস ... পৌঁছিলে দুইজন যুবক ... ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামেন। পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের জিনিষপত্র খানা তল্লাস করিয়া তাঁহাদের একটী বাক্স মধ্যে একটী বোমা পাইয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলালের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল প্রত্যাহার

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যে আপীল দাখিল হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। মিঃ ... আগরওয়ালা বলিয়াছেন যে তিনি নিজের দায়িত্বে ঐ দরখাস্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল বা তাঁহার বন্ধুদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই উক্ত দরখাস্ত করা হইয়াছিল।

হাওড়ায় বোমা নিক্ষেপ

হাওড়ার ডিটেকটিভ পুলিশ ইন্সপেক্টার এইচ, এন, ... বাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যে ঘরে বোমাটী পড়িয়াছিল সে ঘরে একজন বাসিন্দা (ঝি) মাত্র ছিল। কোনও লোক আহত হয় নাই এবং বাড়ীরও কোনও ক্ষতি হয় নাই।

কলিকাতায় আইন পরীক্ষা এখনও বন্ধ

পিকেটিং জন্য আইন পরীক্ষা একবার বন্ধ আছে। সর্বশুদ্ধ তিন দিন এই কারণে আইন পরীক্ষা স্থগিত আছে।

মদের বোতল চুরিতে থানায়

... সরকার নামক এক ব্যক্তি নালিশ করিয়াছিলেন যে তিনি এক বোতল মদ লইয়া বাড়ী আসিবার সময় বোতলটী স্বেচ্ছাসেবক ছিনিয়া লয়। ও আরও দুইজন ছিনাইয়া লইয়াছে। আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পি, সি, ঘোষের বিচারে আসামীগণ খালাস পাইয়াছেন।

বিহার কংগ্রেস

মিঃ হোসেন ইমামের সভাপতিত্বে একটী সভায় বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের স্থলে বিহার কংগ্রেস সমিতির নব-নির্বাচিত সভাপতি ও আইন অমান্য সমিতির উপদেশক সত্যমূর্ত্তি ও ছাত্রবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, বিনা পিকেটিংয়েই তাঁহাদের স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দেশের সেবায় যোগদান করা উচিত। পিকেটিং করিয়া বালকদিগকে স্কুল কলেজ ছাড়াইতে হইবে তাহাদের বাল দেশের বা কংগ্রেসের কোনও সাহায্য হইবে না।

মহিলার কারাদণ্ড

বোম্বাই বাই ... কর্মী শ্রীযুক্তা কমলা দেবী কিশোর দাসের, মদের দোকানে পিকেটিং করা জন্য ৪ মাস জেল এবং ১০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নবসিংহ শর্মার স্ত্রী শ্রীমতী ... বিবাদকারীর সংশোধিত দণ্ডবিধি আইন অনুসারে ৪ মাস জেল হইয়াছে। উঁহার স্বামী এবং ভ্রাতা উৎকৃষ্ট কারাদণ্ড হইয়াছেন।

আইন পরীক্ষা বন্ধ

গত বৃহস্পতিবার আইন পরীক্ষার শেষ দিন ছিল; কিন্তু সে দিনেও পরীক্ষার্থীর অভাবে কোনও পরীক্ষা হয় নাই।

গৌহাটী কলেজ

গৌহাটী কলেজের ছাত্রেরা সভা করিয়া স্থির করিয়াছে যে কংগ্রেস কমিটীর আদেশ হইলেই তাহারা সকলে কলেজ পরিত্যাগ করিবে।

বৌবাজারে মহিলা পিকেটার

কলিকাতা বৌবাজারে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত ৪০ জন মহিলা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিয়াছিলেন।

গান্ধী টুপি ব্যবহার নিষেধ

...বাদের কালেক্টার সরকারি কর্মচারিগণকে গান্ধি টুপী ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানের প্রতি মুসলমানের আক্রমণ

দিনাজপুরের মৌলবী সামসুদ্দীন আহাম্মদকে ফরিদপুরের সভায় যোগদান করিতে দিবে না বলিয়া তাঁহাদের উপর ১৪৪ ধারার আদেশ জারি করা হয় কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফরিদপুর যাত্রা করিলে শিবরামপুরে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রথমতঃ পুলিশ সাহেব এবং পরে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকা হেতুতে তাঁহাদিগকে সভায় যাইতে নিষেধ করা হয়। অপরাহ্ণ ৪ টার সময় তাঁহারা মুক্ত পাইয়া ফরিদপুর যাত্রা করেন। তাঁহারা টাউন হলের সম্মুখ স্থানে পৌঁছিলে লাঠি হস্তে ৩০০ মুসলমান গুণ্ডা উপস্থিত দলকে আক্রমণ করে। উক্ত হাঙ্গামাতে মৌলবী কাশি, মৌলবী সামসুদ্দিন এবং জেলালুদ্দিন খানে ম এবং চৌধুরী মোঃ ... প্রতি জখমের গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা যাইতেছে। সংবাদ পাইবামাত্র পুলিশ সা. ... এবং সদর মহকুমা অফিসার ২০ জন কনেষ্টবল সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় গুণ্ডাগণ পলায়ন করিয়াছিল।

কাবরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে বদ্ধ করিয়া আমার হোষ্টোবোতলের ... ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং ... রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বীর্য্যবিকার, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য প্রভৃতি রোগে তৎক্ষণাৎ, অম্লরোগ, বাতাদোষ, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি অনেক দুরহ ব্যাধি আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"সপুষ্প সঞ্জীবনী ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ... দ্বারা আরোগ্য করিয়া ... করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

দৌর্ব্বল্য ... শক্তি ... ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আর্দ্র ও অপ্রকৃত এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, যাহারা তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ অসমরে ভুলি তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাম্স্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন্, আয়রন এবং ইষ্টারিয়ন আছে।

এই কেরাম্স্-কুইনিন্ দ্বারা উপকার ... একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার জ্বর ম্যালেরিয়া বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে ম্যালেরিয়া ... সম্পূর্ণ উপশম হয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ...

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী

২৯।১ ... লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৭

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে,—"সাধনা" বলিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা সহজ-সম্প্রদায়ের ও প্রেসের সহ সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ, কএকবৎসর হইল, তাঁহার মতবাদিগণের সহিত বিবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই 'সাধনা' পত্রিকায় নাথ মহাশয় যে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে হাজতে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। কলিকাতার চতুর্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে তিনি তাঁহার আন্তরিক বন্ধুর অবৈধ মাৎসর্য্যের নিরস্ত হওয়ার সহ প্রকাশ করায় ঐ মোকদ্দমা হইতে বিশেষ কষ্ট পাইয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

কৃষ্ণবিস্মৃতি-বশতঃ জীবের অতএবস্থ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মঙ্গল, নিত্যার্থ লাভ করে না—এ কথা নাথ মহাশয়ের ভাগবতের উপায় শ্লোক পাঠকালে জানা থাকিলেও পরনিন্দা-কামের প্রভাবে ভুলিয়া গিয়া সাক্ষীর লেখকের বুদ্ধিহীনপথ প্রকাশ করিতে গিয়া ভক্তিপ্রবণ আত্মভাব ভুলিয়া গিয়াছেন। মায়াবদ্ধজীবের বিতীর্থাভিনিবেশ বশ সর্ব্বদাই এইরূপ ভ্রমপূর্ণ বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। রাধাগোবিন্দ বাবু দিন দিন বর্ষীয়ান্ হইতেছেন। তথাপি অপস্বার্থপর লেখকের কথায় কেন স্থির থাকিতে পারেন না, বুঝিতে পারি না।

পোষ্টাল ডিরেক্টরীতে যে রোমানাইজ্‌ড্ বানান লিখনপ্রণালী ও গ্রামের নাম লিখিত আছে, উহাতে অনুনাসিক বর্ণের অনুষ্ঠান নাই, কিন্তু তাহার বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া 'ঞ' সমাবেশ করিয়া লেখক কি নিজ্বন্দ্বতার পরিচয় দিয়াছেন? বিশেষতঃ নাথ মহাশয় পণ্ডিত, ঠিক সাক্ষীর লেখকের ন্যায় অশুদ্ধবাদিতার বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিতমাত্রেরই প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না।

১৮৮৬ সালে বর্ত্তমান ভাষায় অনুগত সম্প্রদায়ের ব্যতিক্রমে যদি গ্রাম্য লিখনপ্রণালী অধিকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে পরবর্ত্তিকালে উহা সংশোধিত হইবে না,—এরূপ বিচারের যে কতদূর সঙ্গতি, তাহাই আলোচ্য। লেখকের যুক্তিতে সংস্কৃতভাষা বা বাঙ্গালাভাষার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান লিখন-প্রণালী কেন অনুসৃত হইবে না?—ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'বিন্দ্রাবন' শব্দ অশিক্ষিত সমাজে বর্ত্তমান-ভাষাভাষিগণ উর্দ্দুর অনুকরণে ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া

(ক) 'সাধনা'র মাৎসর্য্যে সহানুভূতি-প্রকাশ সরলতার পরিচায়ক নহে

(খ) কৃষ্ণবিস্মৃতি-বশতঃই জীব তাঁহার ভক্তিপ্রবণ আত্মভাব বিস্মৃত হইয়া অসত্যকে প্রশ্রয় দেন

(গ) পোষ্টাল ডিরেক্টরীতে লিখিত গ্রামের নামের মধ্যে অনুনাসিক বর্ণের নাম-গন্ধ না থাকা সত্ত্বেও তাহাতে 'ঞ'র সমাবেশ লেখকদের মৎসর চরিত্রটীকে বেশ প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছে

(ঘ) ১৮৮৬ সালের বর্ত্তমানভাষার অনুগত সম্প্রদায়ের গ্রাম্যভাষার উচ্চারণ-বিপর্য্যয় গ্রাম্যভাষাবিদ্গণ কখনই বহুমানন করিতে পারেন না

(ঙ) নদীয়ার ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কেহই গ্রাম্যভাষার বিরোধী না হওয়ায় তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের উচ্ছেদ-সাধন-করে লেখকদের আনুগত্য-লাভে কৃতসঙ্কল্প হইবেন না বলিয়াই বিশ্বাস

(চ) সত্য সংরক্ষণের 'জেদ' ও অসত্যকে প্রশ্রয় দিবার 'জেদ' এক নহে, ইহা মিঃ গুহ সাহেবের বিচার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য

(ছ) মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া সত্যের অপলাপ-চেষ্টা কখনও কোন ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না

(জ) মৎসর-স্বভাব-ব্যক্তিগণ শ্রীযুত গুহ সাহেবকে মধ্যস্থ করিয়া তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করিতে পারে, ইহাই আমাদের প্রার্থনা

(ঝ) পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সান্যাল মহাশয় গত এপ্রিল মাসের ৪ দিন অনুপস্থিত থাকিবার সম্বন্ধীয় মিথ্যা রিপোর্টের সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি?

(ঞ) শ্রীধাম-মায়াপুর 'কম্বাইন্‌ড্ অফিস' হইলে তারের ও ডাকঘরের উভয় কার্য্যই সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় উপযুক্ত ব্যক্তি

(ট) খাঁ বাহাদুর মৌলবি আজিজুল হক্ এম্. এস্. সি ও তাঁহার ভ্রাতা মহাশয় উভয়েই নিরপেক্ষভাবে শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করেন; তাঁহারা কখনও প্রাচীন নদীয়ার জীর্ণোদ্ধার ও প্রাচীনের মহিমা প্রচারের বিরোধী হইতে পারেন না

(ঠ) শ্রীধাম মায়াপুরে 'কম্বাইন্‌ড্ অফিস' হইলে সহর নবদ্বীপের অপস্বার্থের ক্ষতি হইবে বা মৎসর-দলের জেদ বজায় থাকিবে না, এইরূপ অবিবেচনার পক্ষ ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে পারেন না

(২)

প্রেম-প্রদীপ এবং আচার ও আচার্য্য-গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ-কার্য্যে রাজর্ষি প্রাজ্ঞের বদান্যতা

উহাকে 'শ্রীবৃন্দাবন' কেহই বলিতে পারিবে না এবং ডাকঘরের মোহরে উহা বৃন্দাবন-শব্দ হইতে পারিবে না—এইরূপ যুক্তির সার্থকতা যে, শাস্ত্রে নাই, তাহা বুঝিয়াও নাথ মহাশয় লেখকের সুনামিক পোষণ সাহায্য করিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ কিছু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ নহে, যে ৮৬ অব্দের ভ্রম ৪৩ বৎসর পরেও শোধিত হইবে না।

লিখনপ্রণালীতে শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকরণে যে অনুনাসিকের অপব্যয় সিদ্ধ হইয়াছে, উহা কুমিল্লার ভাষাবিদ্গণের প্রণীত কিনা, আমরা বুঝিতে পারি না। ১৮৮৬ সালের ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে সাক্ষীর লেখকগণ নগ্ন শিশু ছিলেন। সুতরাং তাহার নগ্নাবস্থার পরে কৌপিনের বস্ত্রপরিধানরূপ সাধার অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে 'নগ্নশিশু' বলা যুক্তিযুক্ত কিনা—ইহা নাথ মহাশয়ের বিবেচ্য। অপর কএকদিন পূর্ব্বে গলিত বস্ত্র ব্যবহার করিতে গিয়া লেখকের যে পরিচয় হইয়াছে, তাহা নাগাদিগের বিচার-প্রণালীর অনুগত নহে, কিন্তু তাহাকেও 'নগ্ন' বলিয়া অভিহিত করা সঙ্গত বোধ হইতেছে না।

লেখকগণ যদি সাময়িক পত্রের সাহায্যে অপস্বার্থপরতার প্রশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া অভিযোগ করেন, তাহা হইলে পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় তৎকর্ত্তৃক কথিত প্রভুর নাম-সাহায্যে তাঁহাদের হাতে আর একটি ডাকঘর খোলাইবার কখনই সাহস করিবেন না। লেখকদের এবং তদ্রূপ পক্ষে ১৮৮৬ সালের পুরাতন লিখনপ্রণালীকে পুনরায় কায়েম করিলে আত্মশ্লাঘী পণ্ডিতদের প্রশ্রয় হইতে পারে, কিন্তু ১৩০০ সালের পর বহু শতকোটি ব্যক্তি ঐ গ্রাম উচ্চারণে শব্দের উচ্চারণ-দোষ বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন তাহার পর সংস্কার দূর। অপস্বার্থ পুনরায় সেগুলিকে কেন কলুষিত করিবে?

মুরশিদ কর্ত্তৃক অনুকরণ বা অনুসরণে, আমাদের বিশ্বাস, সহিষ্ণু-নদীয়া-বিভাগের পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর কখনই মৎসর সম্প্রদায়কে অনুমোদন করিবেন না। নিরপেক্ষতাই সাধু মানবের স্বভাব। সাম্প্রদায়িকতাই অপস্বার্থপরের ধর্ম্ম। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে, নদীয়া জেলার স্থানীয় ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ বর্ত্তমানভাষায় আপনাদিগকে "সাধারণ ও মধ্য" বলিবার সহিত ও "বুদ্ধিজীবি" বলিয়া পরিচয় দিবার লোভে গৌরববিশিষ্ট হইবেন না।

সেদিন প্রতিষ্ঠিত [illegible] আছে। ভেলায় [illegible] এই সাহেব "[illegible]" [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

[illegible] হইতে [illegible] কলেক্টারের অনুমোদিত হইয়া শ্রীশ্রী [illegible] নাম [illegible] মায়াপুরের পরিবর্ত্তে [illegible] ক্ষতিয়ার আরই হইবার সম্ভব অনুমান। এর সহ উল্লিখিত [illegible], ইহা সম্ভাবিত [illegible] ও শ্রীধাম বিনষ্ট। এ প্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ [illegible] নাম করা শুভ সাহেবের কর্ত্তব্য নহে।

[illegible] পোষ্টাল ইন্স্পেক্টার সে সকল কথা আবরণ করিলে শুভ সাহেবের শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি সহানুভূতি আছে এবং তাহা [illegible] করিবার প্রমাণ নাই [illegible] বাক্যসমূহ উল্লেখ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-[illegible] ইন্স্পেক্টার প্রত্যোতাহণ [illegible] নবদ্বীপের ভাগী পরিবর্ত্তন [illegible] করেন এবং শুভ সাহেব [illegible] নবদ্বীপের ডাকঘর পরিবর্ত্তনাপলক্ষে [illegible] করিয়াছেন, তাহার একটা পরিষ্কার পোষ্ট মাষ্টার [illegible] গ্রহণ করিলে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।

কেনই বা পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শুভ সাহেব কৃষ্ণনগর হেডপোষ্ট মাষ্টার [illegible] অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরের [illegible] লেখন করিয়াছিলেন? কেনই বা তিনি [illegible] সাহেব ও বিলম্ব কাল শ্রীধাম মায়াপুরের ডাকঘরে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মায়াপুর অবস্থান করিয়া যে ডাকঘরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন;—এই কথার [illegible] পাঠাইয়াছিলেন?— এর [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় [illegible] করিলেই জানিতে পারিবেন যে শুভ সাহেবের উপস্থিত ডাকবিভাগের [illegible] আদেশ পালন করিবার অধিক [illegible] ছিল না। এরূপ কথায় শুভ সাহেব কি অভিযুক্ত নহেন?

শ্রীযুক্ত শুভ সাহেবকে কোন্ কর্ম্মচারী উক্তরূপ [illegible] দিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধানের জন্য ডাকবিভাগের [illegible] এইরূপ আদেশ প্রার্থনা করি। কেনই বা [illegible] [illegible] সাহেব [illegible]

[illegible] প্রয়োজন নাই [illegible] ছিলেন? কেনই বা তিনি [illegible] নাই মায়াপুরের সাব্ আফিস [illegible] প্রয়োজনীয় [illegible] করিয়াছিলেন? এবং সেই উপলক্ষে [illegible] অনুমান [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর সব-পোষ্ট আফিস হইবার সম্বন্ধে [illegible] পাইয়াছেন?

সকল [illegible] কেনই বা শ্রীযুক্ত শুভ সাহেবকে [illegible] শ্রীধাম [illegible] [illegible] কেনই বা শ্রীযুক্ত [illegible] করিয়া [illegible] ছিলেন— এই সকল কথা পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অধিক জানা আছে। [illegible] হইলেই আমরা এই সকল কথার সঠিক সন্ধান পাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত [illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উক্তরূপ তথ্যপূর্ণ বিবরণ পত্র দিয়া শ্রীধাম মায়াপুরের সাব্ অফিসের উপযোগিতা জানাইয়া ছিলেন, তাহা পরিবর্ত্তন করিবার বিচারে কাহার কি হেতু ছিল, তাহা জানিবার জন্য স্বাভাবিক কৌতূহল অনিবার্য্য।

বামনপুকুর [illegible] একটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের [illegible]। নিবেদক ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহেবের [illegible] সেখানকার অফিসকে পুনরায় এখানে রাখিয়া তাহাদের [illegible] শ্রীধাম-বিরোধ-কল্পে [illegible] অবলম্বন পূর্ব্বক [illegible] সাহেবের রিপোর্ট না [illegible] শ্রীযুক্ত শুভ সাহেব প্রস্তাবকালীন সাব অফিসকে সাধারণের সুযোগ লাভে বঞ্চিত করাইয়া কেবলমাত্র [illegible] স্থাপন করিবার পরামর্শ পাইয়াছিলেন?

শুভ মহাশয় কি বলিতে চান যে একটি সুবিধা [illegible] দিলেই সাধারণকে সাবধান [illegible] অক্ষম এর সুযোগ দিতে না পারিলেই উহার উপযুক্তা অধিক উপলব্ধি হইবে? শ্রীযুক্ত শুভ মহাশয় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ। স্বধর্ম সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালী তাঁহাকে বিরপেক্ষতা হইতে কখনই বিচলিত করিতে পারে না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কাহারও নাইকে কোন্ কারণে পক্ষপাতী হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধ করা [illegible] সম্ভব হইতেছে বুঝা যায় না।

[illegible] মহাশয় [illegible] অধিক কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে কথাই ও অফিস হইলে তাঁহাকে শ্রীধাম মায়াপুরের সাব অপিস করিলে তাঁহাদের কার্য্য [illegible] কার্য্য সুগম [illegible] হইবে এবং জনসাধারণের উপকার ও ডাকবিভাগের আয়-সঞ্চয় উভয় কার্য্যই হইতে পারিবে।

খাঁ বাহাদুর মৌলভি [illegible] এম এল্ সি শ্রীধাম মায়াপুরে কখনই অফিস হইলে কখনই বামনপুকুরবাসী [illegible] বঞ্চিত করাইয়া বামনপুকুরের [illegible] অফিস লইবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। খাঁ বাহাদুর অবশ্যই হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সুখ সুবিধার পক্ষপাতী।

একটি সাব্ অফিসের কার্য্য আর একটি এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত ব্রাঞ্চ অফিসকে [illegible] করাইয়া [illegible] সাব্ অফিসের [illegible] করাইয়া কার্য্যকরী [illegible] করিবেন [illegible] আমাদের সুবুদ্ধি হয়। তিনি [illegible] ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ক [illegible] সংবাদে [illegible] [illegible] প্রাচীন [illegible] জীবন [illegible] যদি শ্রীধাম [illegible] [illegible] থাকেন, তাহা হইলে [illegible] পরিমাণে [illegible] হইবে

খাঁ বাহাদুরের পুরুষানুক্রম মহাশয় একজন এমন আমার [illegible] প্রসিদ্ধ। [illegible] এবং [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরই যে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থল, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তাঁহাদের বিরোধী [illegible] অবিবেচক [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] অপলাপ-বাসনায় এবং [illegible] বিপর্য্যয়-কল্পে [illegible] বাধা [illegible] চালাইবার অশুভিত্ত উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া তাঁহারা প্রাচীন [illegible] জীর্ণোদ্ধার ও প্রাচীনের মহিমা প্রচারের বিরোধী হইতে পারেন না।

সমগ্র গৌড়দেশবাসীর ঐকান্তিক ইচ্ছাক্রমে শ্রীপাদপ্রচারিণীসভা প্রাচীন [illegible] পুনরুজ্জীবন-কল্পে যে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে একটি 'কলাইও অফিস' তথা [illegible] অপরিবেক। যদি এই কার্য্যে ডাকবিভাগের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ গৌণ ভাবে বাধা দিতে গিয়া আধুনিক অপ-[illegible] বিচারসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক সত্য [illegible] হইবে মনে করিবার অবিবেচকগণের পক্ষ সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বুদ্ধির অধিক প্রশংসা আমরা করিতে পারি না। বঙ্গদেশবাসী গৌড়দেশবাসী, দ্রাবিড়দেশবাসী, কেহই এরূপ [illegible] অনুমোদন করেন না।

তারের সংবাদ

পুরী, ১২-৭-৩০

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক দিনাজপুরের [illegible] রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রাক্তনেরাম শিক্ষা-বিষয়ে এবং [illegible] সম্বন্ধে তাঁহার [illegible] ও আনুকূল্য জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত। [illegible] তিনি প্রেমপ্রদীপ এবং আচার ও আচার্য্য নামক গ্রন্থাদি প্রচার পুনর্মুদ্রণ করিবার সমুদায় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উৎসব উপলক্ষে রথযাত্রা-উৎসবসময় অপেক্ষা লোক-সমাগম অনেক বেশী হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ হইতে নামিয়া গত কল্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। আবহাওয়া ভাল ছিল।

কটক, ১২-৭-৩০

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ গত ৯ই জুলাই পুরী গিয়া তথায় পুরুষোত্তম মঠে ১০ই জুলাই সন্ধ্যাকালে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বহু ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত এবং জেলার পুলিশ সাহেব মহাশয়গণও মঠে উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। দক্ষিণ [illegible] মঠের মহান্ত মহারাজ আলালনাথ মন্দির সংস্কারে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। রাধাদাস মঠের মহান্ত তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু ১১ই জুলাই প্রাতে আলালনাথ রওনা হইয়াছেন। স্বামিজী সম্ভবতঃ আগামী কল্য তথায় উপস্থিত হইবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা ১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও আনুষঙ্গিক সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৸০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৷৵০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য সম্বন্ধ হওয়া ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ছাড়া তাহার কোন আশ্রয় আবেশময়ী প্রার্থনা ও [illegible] শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উৎকৃষ্ট সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং শান্তির নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণের সন্ধান পাইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু হরি প্রত্যেককে [illegible]।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব অভিধান)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। [illegible] শ্রীমধ্ব ও শ্রীবল্লভের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৫। বৈষ্ণব নিবেদের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অর্থ ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ের গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গানুবাদের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭০ ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —শ্লোক সূচী, ১ [illegible] প্রভৃতি সহ [illegible] প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ [illegible] গৌড়ীয়-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
২। [illegible] (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয় গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। [illegible] ।০
৬। [illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ-[illegible] ২৲।০
[illegible] আবাঁধা ৸০
৭। [illegible] বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। শ্রী[illegible]চক্রবর্ত্তি-টীকা সহ বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
[illegible] ।০
৯। [illegible] (বাঁধা) ২৲
১০। [illegible] ।০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸/০
১৫। [illegible] ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৴০
১৭। [illegible] রঘুনাথ দাস [illegible] ৴০
ঐ ঐ বাঁধা ।০
১৮। [illegible] ৸০
১৯। [illegible] ৶০
২০। [illegible] ৶০
২১। [illegible] ৶০
২২। [illegible] ০
২৩। [illegible] ০
২৪। [illegible], গীতাবলী, [illegible], [illegible], [illegible] ৫০
২৫। [illegible] ৶০
২৬। [illegible] ৴০
২৭। [illegible] ০
২৮। [illegible] (প্রথম [illegible]) ৩৲
২৯। [illegible] ।০
৩০। [illegible] ।০
৩১। [illegible] ০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, ... সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ ... অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাটী, ...

... ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

... শ্রীযুক্ত ... কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা ... বন্দ্যোপাধ্যায় ... কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

... সাধারণকে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন ... এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহোদয়গণ ... ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ... ঔষধ সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শুক্র নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

...পুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, নামসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টাইটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২।০ টাকা

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিক মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্‌এ, এফ্‌সিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক আশ্চর্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারনীয় আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বজন বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্ করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ — পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রণীত (লাহোর)

...

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

...সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) ... বাঁধা ১॥০ স্থলিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবার পূর্বে ... হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন প্রেস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রথম নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১॥৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৵০।

সম্পূর্ণ গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় ঢাকাতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা আলোচনার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৲
আমার পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে তিনখণ্ড লইলে	০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে তিনখণ্ড লইলে	৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটকপর্ব্বত(?), পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং অগস্ত্যকুণ্ড(?), কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা(?), চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বন্ধু দত্ত লেন রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধারমণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—রেওয়ানগর,
চন্দ্রঘণ্টা(?) কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায়—৭৩।২নং নীলগোপাল মল্লিক লেন, কালীঘাট
৪। মিঃ এস ডি, মুখার্জি—এম, এস, প্রফেসর দি কলেজ(?), কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—গঙ্গাপার(?), নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বড়চাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, বালেশ্বর(?)
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রদীপ(?) ব্রহ্মচারী
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

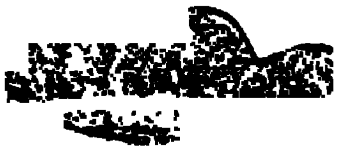

চটি, ক্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চাকচিক্যবান, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড, রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে যায়। কলেন পরিচায়কে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

"একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২।৩ বৎসর জ্বর খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার পারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর ছাড়লে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না! মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

পল্লিগ্রামের সাময়িকী ও "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার.
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ১৸০
মাসিক
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১১৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে আষাঢ় ১৩৩৭ বুধবার ১৬ই জুলাই ১৯৩০

মন্ত্রীর পদত্যাগ

নৈমিষারণ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার

মদের দোকানে পিকেটিং

কাঁচড়া পাড়ায় মহিলা গ্রেপ্তার ও অব্যাহতি

বন সত্যাগ্রহ

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস বাটী খানাতল্লাস

চাটগাঁয়ে ১৪৪ ধারা অমান্য

ইউনিয়নবোর্ডের সদস্যের পদত্যাগ

গ্রেপ্তার—বিচার—জেল—জরিমানা

নানা কথা

কাঁচড়া পাড়া—২৪পরগণা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে সভা-সমিতি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ শ্রীযুক্তা অশোকলতা দেবী ও গিরিবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। ব্যারাক-পুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ইঁহারা অব্যা-হতি লাভ করিয়াছেন। পিকেটিং জন্য যে ৩জন গ্রেপ্তার হইয়াছিল তাহাদিগকেও এই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাঁচ দুর খালাস দিয়াছেন।

বন সত্যাগ্রহ

পুনাতে বন সত্যাগ্রহ করিবার জন্য বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক যাত্রা করিতেছে। উপস্থিত সংবাদ পাওয়া যায় যে ডাঃ মুণাৰ্জ্জি খালাস পাইয়াই আবার বন আইন ভঙ্গ জন্য ২০০০ স্বেচ্ছাসেবক সহ অগ্রসর হন। তাঁহাকে ৩৭৯ ধারা মতে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার এবং অপর স্বেচ্ছাসেবকগণের ১০৲ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় গ্রেপ্তার

বাঁকুড়াতে কেরাণীবাজার গাঁজার দোকানের সম্মুখে ১৯ জন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুরুলিয়াতে নিমহেন্দু দাস গুপ্ত দুস্ত হইয়াছেন।

চাটগাঁয়ে ১৪৪ধারা অমান্যে জেল

চাটগাঁয়ের সত্যাগ্রহ সমিতির সম্পা-দক শ্রীযুক্ত মহানন্দ চৌধুরী উকিল, মণী-ভূষণ সেনগুপ্ত, বঙ্কিম দত্ত ও অপূর্ব্ব সরকার ১৪৪ধারা অমান্য জন্য ১মাস জেল এবং ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

সিলেটে গ্রেপ্তার

সুনামগঞ্জের (সিলেট) আইন অমান্য সমিতির সভাপতি বাবু রাধাকান্ত দত্ত ও সদস্য বাবু দেবকীনন্দন দাস বি-এল মহাশয় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। রমেশ চন্দ্র দে ফৌজদারী ১০৮ধারা মতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সত্যাগ্রহ সমিতির নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাস দণ্ড হইয়াছেন। মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য বীরেন্দ্র কুমার নন্দী এবং কৃপাসিন্ধু চৌধুরী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মজাফরপুরে জেল

মজাফরপুরে পুলিশকে অস্ত্র দেখান অপরাধে বাবু দেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও অপর দশজনের প্রত্যেকের একমাস করিয়া জেল হইয়াছে।

ইউনিয়ানবোর্ড সদস্যের পদত্যাগ

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে আউটশাহী ইউনিয়ান বোর্ডের ২জন, রাধাবাড়ী ইউনিয়ান বোর্ডের ৪জন, কাটাখোলা ইউনিয়ান বোর্ডের ১জন, কমলা ইউনিয়ান বোর্ডের ১জন, ইচ্ছাপুর ইউনিয়ান বোর্ডের ২জন, বীরতারা ইউনিয়ন বোর্ডের ৫জন এবং মাধ্যপাড়া ইউনিয়নবোর্ডের ২জন সদস্য তাঁহাদের পদত্যাগ করিয়াছেন। মালখানগর ইউনিয়নবোর্ডের ইসমাইল চৌকীদার এবং ইছাপুর ইউনিয়ানবোর্ডের যোগিনী দে চৌকীদারও কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে।

মন্ত্রীর পদত্যাগ

সেন্ট্রাল প্রভিন্সের কৃষিবিভাগের মন্ত্রী দি অনারেবল্ মিঃ আর, এম, দেশমুখ তাঁহার পদত্যাগ করিয়াছেন।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেসবাটী খানাতল্লাস

[illegible] বেঙ্গল প্রভিন্-সিয়াল কংগ্রেস গৃহ খানাতল্লাস হইয়াছে। প্রকাশ যে পুলিশ কতকগুলি কংগ্রেস বুলেটীন পাইয়াছে। যিনি ঐ গৃহের নিম্নতলে ছিলেন তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গাঁজা ব্যবসায়ী দণ্ডিত
৬মাস জেল

[illegible] দুই জন [illegible] টাকা [illegible] নিকট হইতে [illegible] অপরাধে [illegible] জেল [illegible] দণ্ডিত হইয়াছে। [illegible]

মদের দোকানে পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

[illegible] নিকট [illegible] বুদ্ধেশ নাথ [illegible] মদের দোকানে পিকেটিং করায় [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] গ্রেপ্তার [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] হইয়াছেন [illegible] গ্রেপ্তার [illegible]

নৈমিষারণ্যে পাণ্ডার দৌরাত্ম্য

[illegible] একটী [illegible] একটী [illegible] হইয়াছে। [illegible] এই প্রকার [illegible] বন্ধ করা আবশ্যক।

নানা খবর

গ্রেপ্তার -[illegible] জেল—জরিমানা

[illegible] অন্ততঃ [illegible] বেতা সম্বন্ধে [illegible] গিয়াছে [illegible]

[illegible] র দোকানে পিকেটিং করার জন্য [illegible] ও আর একজন ছাত্রের [illegible] কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] পুলিশকোর্টের বিচারে বিদেশী [illegible] দোকানে পিকেটিং করার জন্য ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ৮ জনের ৬ মাস সশ্রম এবং ৭ জনের বিনাশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] জেলার নালী গ্রামের মদের দোকানে পিকেটিং এর জন্য ৮ জনের ৩ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] মদের দোকানে পিকেটিং এর জন্য ৮জন স্বেচ্ছাসেবকের ছমাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible]পুরে মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য ২জন স্বেচ্ছাসেবকের দোম জেল হইয়াছে।

[illegible] চিত্তরঞ্জন দাসের লেনের মেস [illegible] পুলিশ বীরেন্দ্র নাথ সরকারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

[illegible] বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্র পিকেটিং উপলক্ষে ৮জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। নারী সত্যাগ্রহ সমিতির মহিলাগণ এবং কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এইস্থানে পিকেটিং [illegible]।

[illegible] আবকারি দোকানে পিকেটিং করার জন্য ৪ জন [illegible] হইয়াছে।

[illegible] শ্রীযুত কিরীটচন্দ্র চৌধুরীকে পুনরায় [illegible] আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে [illegible] তাঁহার কয়েকবার জেল হইয়াছিল।

[illegible] শ্রীযুক্ত অভিভূষণ রায়, গতিকৃষ্ণ রায় ও [illegible] গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার জন্য [illegible] কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

[illegible] কংগ্রেস কার্য্যকারি সমিতির [illegible] চক্রবর্ত্তী এবং একজন সভ্য এবং [illegible] মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। [illegible] দোকানে পুনরায় পিকেটিং চলিতেছে।

কলিকাতা বৌবাজার রোডে মদের দোকানে যে ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং করিতেছিল তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত [illegible] এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ [illegible] গ্রেপ্তার [illegible]। শ্রীযুক্ত অনাথ মুখার্জি, শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র [illegible] গুপ্ত এবং কালিপদ ঘোষের ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের এবং শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র ও কালিপদ দাসের [illegible] সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত [illegible] চক্রবর্ত্তী এবং আইন অমান্য সমিতির সভাপতি [illegible] ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৪১ এবং ১৪৩ ধারামতে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ঐ অপরাধে আরও ২জনের ছমাস এবং আর ৪ জনের ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

নৈনিতালে স্বেচ্ছাসেবকগণ জাতীয় পতাকা লইয়া দলে দলে বাহির হওয়ায় ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির অফিসে প্রাপ্ত বীরেন্দ্র কুমার চাটার্জি ও মুরারি লাল পালের বিনা অনুমতিতে কংগ্রেস বুলেটিন ছাপা ও প্রচার জন্য ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি গৃহে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী এবং অপর ১৬জন বাঙালা বুধবার গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের দণ্ডবিধি আইনের ১৪৮ ধারা অনুসারে ৬মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

শ্রীযুত শৈলেশ নাথ মুখার্জি এবং ২জন মহিলা সহ আরও ৯জন স্বেচ্ছাসেবককে দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩ ধারা মতে গ্রেপ্তার করিয়া আলিপুরে বিচারার্থে প্রেরণ করা হইয়াছে। আসামীগণ প্রত্যেকে ১০০ টাকা জামিনে মুক্ত আছেন।

উত্তর পাড়াতে মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখার্জি, বিশ্বেশ্বর নাথ দাস, অমর কৃষ্ণ ব্যানার্জি, [illegible] মুখার্জি, গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ চাটার্জির ছমাস জেল হইয়াছে।

নন্দীগ্রামে ১২জন স্বেচ্ছাসেবক এবং বাবু বৈদ্য নাথ দেব নামক স্থানীয় পাটের মহাজন মদের দোকানে পিকেটিং করা জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শশীমোহন রায় বি এল এবং শ্রীপ্রাণানন্দ কর বি এল, গত ১০ই জুলাই গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পাণ্ডুয়ে একজন ছাত্রের ছমাস জেল হইয়াছে এবং [illegible]কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লাহোরের গোয়াল মণ্ডিতে ৪ জন এবং [illegible] ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য ধৃত হইয়াছে।

পেশোয়ারে জেলা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের [illegible] পিকেটিংয়ের বন্দোবস্ত করা জন্য জেল হইয়াছে।

গয়াতে মিঃ [illegible] নারায়ণ সিংহের অতিরিক্ত [illegible] ধারা মতে ছমাস সশ্রম কারা দণ্ড হইয়াছে।

আমেদাবাদে ১৩জন স্বেচ্ছাসেবকের মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য এক হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

টাঙ্গাইল জেলে স্থানাভাব জন্য ১৬ জন বন্দী পিকেটারকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ২৩ জনকে মৈমনসিংহ জেলে পাঠান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ উকিল মহাশয় [illegible] হইয়াছেন।

নড়াইলে ৫ জন পিকেটারের ৬ মাস জেল হইয়াছে এবং তাড়ি বিক্রেতার অভিযোগে ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছেন এবং পুলিশের হুকুম অমান্য করা জন্য ৭ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কলিকাতা বৌবাজার রোডে মদের দোকানে পিকেটিং করা জন্য কিশোরী মোহন ঘোষ, পঞ্চানন রায় চৌধুরী, [illegible] ঘোষ ও [illegible] ৪ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত অমিয় ভূষণ বাগ [illegible] এবং একজন [illegible] লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ঐ স্থানের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে মহিলাগণ পিকেটিং করিতেছেন।

কবিরাজ শ্যামভূষণ কবিরত্ন ভিষগ্রত্নের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে বটিকৃত অবস্থায় ফোটাবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইন্ট ৮/০ আনা, বোতল ১৮/০ আনা।

অফিস—১১নং [illegible] রোড, শাঁখারীবাজার, কলিকাতা।

মেডেলপ্রাপ্ত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও শুক্রবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে আরোগ্য করিয়া পরিতৃপ্ত করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদ ও সর্ব্বাপেক্ষা এবং উপকারিতার সকলের পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তেল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই ফেরাস্-কুইনিন দ্বারা ইন্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বাকী ইন্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২ ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯১ বহুবাজার লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ৩১শে আষাঢ় বুধবার—১৩৩৭

(১)

(ক) মূলদার্শনিক-সম্প্রদায় কর্ম্ম হইতে ভক্তির বৈশিষ্ট্য-বিচারে অসমর্থ হইয়া ভক্তিকে কর্ম্মাঙ্গ বা কর্ম্মের অনুকরণ বা অনুসরণ-প্রয়াস-জ্ঞানে বিবর্ত্তগ্রস্ত হন

(খ) ভক্তি অন্যাপেক্ষী হওয়ায় তাঁহাকে কোন কর্ম্মীর আশ্রিতা হইয়া নিজত্ব রক্ষা করিতে হয় না; অহঙ্কার-বিমূঢ় বুভুক্ষু কর্ম্মী ইহা না বুঝিতে পারিয়া ভক্তি, ভক্ত ও ভগবচ্চরণে অপরাধী হন

(গ) কর্ম্মীর গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য ভক্তি লালায়িতা নহেন, পরন্তু কর্ম্মজ্ঞানাদিই ভক্তির দাসত্ব করিবার জন্য মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সময় প্রতীক্ষা করেন

(ঘ) গৌড়ীয়মঠের কোন ভক্তই মহাজনের অনুসরণ ব্যতীত অনুকরণের আদৌ পক্ষপাতী নহেন, আনুকরণিক সম্প্রদায়কে তাঁহারা সহস্র যোজন দূরে রাখেন

(ঙ) শ্রীধাম-মায়াপুরের শুদ্ধভক্তি-প্রদর্শনী কোন ভক্তব্রুব আনুকরণিকের অনুকরণে ভোগিসম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সংস্থাপিত হয় নাই, পরন্তু উহা বর্ত্তমান যুগের সমস্ত আনুকরণিক দলের যাবতীয় ভক্তি-বিরোধিনী কুচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া শুদ্ধভক্তি-মাহাত্ম্য-প্রচার-কল্পেই মহাজনানুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ইহা বেহুড়ের ব্রহ্মচারী মহাশয় নিরপেক্ষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভ্রমাক্রান্ত হইতেন না

(২)

ভগবদ্‌বেষণকারীর যাবতীয় কৃষ্ণেতর বিষয়ানুসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার অনুসরণই একমাত্র কর্ত্তব্য-কর্ম্ম

(৩)

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ প্রচারের জন্য সাহায্য

(৪)

মাদ্রাজে শুদ্ধভক্তি প্রচার-কার্য্যে সমস্ত স্বামিজী 'বন'

সাময়িক-প্রসঙ্গ

'ভক্তিপ্রভা'-নাম্নী মাসিক পত্রিকার ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় পানিহাটির অন্তর্বর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবন রায় ভট্ট মহাশয়ের স্তাবক বেহুড়গ্রামনিবাসী শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী "পানিহাটির গৌরাঙ্গ-প্রদর্শনী" শীর্ষক প্রবন্ধে কতকটি অযথা বাক্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও শ্রীমধুসূদন ভক্তিভূষণ-সম্পাদিত ও প্রকাশিত "ভক্তিপ্রভা" পত্রিকায় তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

"ভক্তিপ্রভা"—ধর্ম্ম ও সমাজনীতি-প্রচারিণী মাসিক পত্রিকা। সুতরাং অন্তর্বর্ত্তী রায় ভট্ট মহাশয়ের স্তাবকস্থলে ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় যে রায় ভট্ট মহাশয়ের আদর্শ চিত্র কল্পনা-প্রভাবে ফুটাইবার যত্ন করিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মচারিমহাশয়ের কল্পনার কথাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; কিন্তু গৌরভক্তগণ তাঁহার পথে চলিতে পারেন নাই।

শ্রীযুত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী বেহুড় স্কুলের শিক্ষক ও পরলোকগত সাহিত্যিক অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর পুত্র; এই ব্রহ্মচারী মহাশয় কেশবভারতীর বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আউলিয়া গ্রামের ভারতীগণও ইঁহাদের বিচার খণ্ডন করিয়া ভারতীবংশের অভ্রান্ত বলিয়া আপনাদিগকে প্রতিপাদন করেন। আমরা এই সকল বিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ না করিলেও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বর্ণনে যে বিতর্ক আশ্রয় করিয়াছে, তাহাই আলোচনা করিতেছি।

তিনি বলেন—রায়ভট্ট মহাশয়ের "অনুকরণে ও অনুসরণে" গৌড়ীয়মঠের ভক্তগণ শ্রীধাম-মায়াপুরে একটি বিরাট্ বৈষ্ণব-প্রদর্শনী সংস্থাপন করিয়া "রায়ভট্ট মহাশয়েরই গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন"। রায়ভট্ট মহাশয়ের স্তাবকস্থলে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের স্তুতিবাক্যের কতদূর তারতম্য আছে, তাহা প্রত্যেক সুধীব্যক্তি বিচার করিবেন।

গৌড়ীয়মঠের কোন ভক্তই কোনদিন অনুসরণ-ধর্ম্ম ব্যতীত অনুকরণ-ধর্ম্মের আদর করেন না। তাঁহারা মহাজনের অনুসরণ ব্যতীত আনুকরণিকগণকে সহস্র যোজন দূরে রাখেন। গৌড়ীয় মঠের সাহিত্যসমূহে প্রবেশ না থাকিলে কর্ম্মি-জগতে এইরূপ ভ্রান্তি হইলেও হইতে পারে। অনুকরণকারী, শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তপর্য্যায়ে বা বৈষ্ণবের দাস বলিয়া কখনই আপনাকে স্থাপন করিতে পারেন না। তাঁহাদের বিচার-মতে অনুকরণিক গণিকা বা বিকৃত-মস্তিষ্ক প্রাণীর অনুকরণ-ধর্ম্ম। উহা কাল্পনিক কৃত্রিমতা-ময়। কৃত্রিমতা-প্রভাবে যেরূপে চিন্ময় বাস্তব ও তাহাতে অনৈসর্গিক বিকারের সঞ্চার, সেইসকল পিচ্ছিলচক্ষু ভাবাভাসগ্রস্ত-গণকে ভক্তগণ আনুকরণিক বলিয়া তাহাদের ধর্ম্ম আলোচনা প্রভৃতি সকল কার্য্য হইতে নিত্যকাল বিরত আছেন। তাঁহাদিগকে ভক্তপর্য্যায়ে গণনা করা দূরে থাকুক, সরল অভক্তপর্য্যায়ে পর্য্যন্ত গণনা করেন না। ভক্তের প্রচ্ছন্ন শত্রুগণ প্রকাশ্য শত্রুগণ অপেক্ষা অধিকতর বঞ্চনীয়। সেইদলের অনুকরণে শ্রীধাম-মায়াপুরে কোন বিরাট্ প্রদর্শনী অদ্যাবধি হয় নাই।

বিবর্ত্তবাদীর অনুকরণের বিচার যে সম্পূর্ণরূপে অপরাধ-জনক, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে ভক্তির স্বরূপ-প্রদর্শন। [illegible], [illegible], [illegible] প্রতিকূল আচরণ করে, তাহা প্রদর্শনের জন্য রায় ভট্ট প্রভৃতি [illegible] সমাজের প্রদর্শনীর অপযোগিতা ও [illegible] প্রদর্শনী, উহা ভক্তের অনুকরণকারী দলের কার্য্যের সদৃশ হইয়াছিল।

কণ্টকী ও অনুকরণ-মুগ্ধ [illegible] সাহজিকগণ যে [illegible] করেন এবং [illegible] করেন, [illegible] মঠের প্রদর্শনীতে [illegible] পথ, [illegible] সমাজের আলোচনা প্রদর্শিত হইয়াছিল। [illegible] সার্থকতা-বর্দ্ধন [illegible] করিয়াছে, বুঝিতে পারা গেল না।

গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী বিশদ ভাবে যখন তাঁহারা বর্ণন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহাদের এবম্প্রকার বিড়ম্বনা ও প্রাকৃত সাহজিক সমাজের সহিত সমাজ্ঞান সহানুভূতি হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

গৌড়ীয় মঠ আলোচক বস্তুর নিত্য-লোক [illegible] গৌড়ীয়-ব্রজ-সমাজ [illegible] বৈষ্ণবের সহিত [illegible] হইল যে সকল বিচার করেন, তাহা গৌড়ীয়গণ কোন দিনই স্বীকার করিতে পারেন না, কেননা উহা গৌরাঙ্গ-বিরোধ মাত্র।

মায়াবাদী, কর্ত্তাভজা, [illegible] উপ-সম্প্রদায়ী গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ কখনই গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়ভক্তের সহিত পার্থক্য নিরূপণ করিতে পারেন না। তাহার ফলেই 'অনুকরণ'-শব্দের অর্থ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের [illegible] অগ্রসর হবার পথে বিমূঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছে।

রায়ভট্ট মহাশয়ের প্রদর্শনী [illegible] উদ্যোগিতা। [illegible] এই প্রদর্শনীর দর্শকগণের [illegible] আমোদন-ক্ষেত্র ও [illegible] হইতে ভুলিয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণগোবর্দ্ধন-[illegible] যে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশটি অনাদর করিবার জন্য যে

চতুর্দশ ভুবন, বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ এবং গোলোক-বৃন্দাবনের বিষয় ও ভক্তগণের কথা যে [illegible] বর্ণিত হইয়াছে, [illegible] [illegible] বিশিষ্ট [illegible] অর্থাৎ

[illegible] শ্রীমন্ত [illegible]

[illegible] শ্রীভ [illegible]

সুতরাং সম্প্রতি [illegible] গৌড়ীয় মঠের [illegible] আনুকরণিক [illegible] নাই। যাহ [illegible] অনুকরণ যে বিকৃত বিচার [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আনুকরণিক সমাজ শ্রীমূর্তি লাভ অধিকারী [illegible] বিশেষ আশ্রয় করিয়াছেন।

গোস্বামিসম্প্রদায়ের ইতিহাস [illegible] যাহা [illegible] পাঠনীয় [illegible]; আর গৌড়ীয়-সম্প্রদায় শিক্ষক শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগমন ও মহাজনগণের পথের প্রচার-উদ্দেশ্যই শ্রীপাদ মহাপ্রভুর প্রদর্শনী; সুতরাং উভয়ের উদ্দেশ্য এক নহে, [illegible] ভিন্ন পর্য্যায়ে অবস্থিত।

ভগবদন্বেষণার্থ বহির্গমন

[illegible] অনুসারে জীব নিত্য [illegible]। সুতরাং ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সেবা করা [illegible] জগদ্বাসীর উচিত নহে।

[illegible] লৌকিক ব্যাপারে যে ভাব যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহা যদি তিনি অবাধে পালন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি [illegible] এবং যদি তিনি কোন দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা [illegible] তাহা হইলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকেন। জাগতিক [illegible] সম্বন্ধ কর্তব্যের [illegible] [illegible] তাহা শুদ্ধ ভগবৎ [illegible] [illegible] মাত্র। অতএব জাগতিক ব্যাপার-সম্বন্ধীয় [illegible] বিকৃত প্রতিফলনরূপ কর্তব্য পালন যখন [illegible] লাভ করা যাইতে পারে, তখন [illegible] শুদ্ধ কর্তব্য পালন হইতে যে কত কোটিগুণ অধিক [illegible] লাভ করা যায়, তাহা ভাষায় [illegible] [illegible]।

জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় কর্তব্য-পালন [illegible] যদি জীব ও ভগবানের [illegible] শুদ্ধকর্তব্যপালন-মুখে [illegible] ও নিত্যানন্দ লাভ করা যায় বিষয় প্রত্যেক বিচার-নিপুণ ব্যক্তির কর্তব্য, অবশ্যই, [illegible] ব্যাপার-

সম্বন্ধীয় কর্তব্য কাহারও দূরে ফেলিয়া [illegible] ভগবৎসম্বন্ধ কর্তব্য-কর্ম্ম পালনের [illegible] হইয়া থাকে।

আমরা বর্তমান সময়ে দর্শন [illegible]। [illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] করিতে অসমর্থ। এতদ্ অবস্থায় আমাদের উচিত [illegible] আচার্য্যগণের আনুগত্যে যে সেবা করা। অচার্য্যগণের সম্পাদিত ও [illegible] পালনরূপ কার্য্যই [illegible]। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীব-নিস্তারের জন্য [illegible] যে [illegible] করিয়া [illegible] তাহা ভগবানের [illegible] অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের আচরণীয়। [illegible] শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু [illegible] যে প্রকারে [illegible] ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্য-খণ্ডে আমরা পাঠ করি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাবে নির্জ্জিত হইয়া। [illegible] শ্রী [illegible] এমন [illegible] হৃদয়ে [illegible]। অতএব পিতা [illegible] শ্রীচৈতন্যের [illegible] চৈতন্য প্রভুর [illegible] পারে।

[illegible] সর্বকালীন শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান আবশ্যক। [illegible] সময়-[illegible] মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ প্রচারের জন্য সাহায্য

রাজর্ষি কুমার [illegible] এম এ প্রেম [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ প্রচারের জন্য ২৫০ আড়াইশত টাকা অর্থসাহায্য অর্পণ করিয়াছেন। রাজর্ষি [illegible] এই মহৎকার্যে [illegible] দান করিতে দেখিয়া তাঁহার [illegible] পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি উত্তরোত্তর [illegible] উপযুক্ত [illegible] আমরা তাঁহার [illegible] দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ-স্বরূপ। শ্রীপদ্মপুরাণে বালদেব [illegible] —শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] অবতার, অপার সংসার-সমুদ্র পার হইবার একমাত্র সেতু-স্বরূপ। শ্রীভগবানের এক প্রকাশরূপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ তাঁহার

শ্রীপাদপদ্ম, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ তাঁহার উরুদ্বয়, পঞ্চম—নাভিদেশ, ষষ্ঠ—বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম—ভুজদ্বয়, নবম—কণ্ঠপ্রদেশ, দশম স্কন্ধ তাঁহার [illegible], একাদশ—ললাট দশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ তাঁহার [illegible] [illegible] শ্রীভগবান [illegible] [illegible] জগতে [illegible] জগজ্জীবকে [illegible] বিতরণ করেন। এই দুই ভাগবতের নিকটই সেবাদ্বারাই জীবের কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার [illegible] বলিয়াছেন, যাহারা এই শ্রীমদ্ভাগবতকে সেবা শ্রীভগবদ্বিগ্রহ [illegible] সেবা করার পরিবর্তে [illegible] কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য [illegible] বক্তা বা শ্রোতা হন, তাঁহারা শ্রীভগবানের চরণে অপরাধবশতঃ [illegible] শ্রীভগবদ্গুণগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে [illegible] হন, অতএব তাঁহাদিগকে [illegible] ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? সুতরাং যে ভাগ্যবান্ জীব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-ছবিস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা জগতে বহুলরূপে প্রচারিত হইবার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার [illegible] কথা সামান্য লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব সর্ব্বদা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মান্দ্রাজে শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কার্য্যে সসজ্ঘ স্বামিজী 'বন'

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

ভক্তিজ্ঞান বন মহারাজ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] বি, এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী-প্রমুখ [illegible] [illegible] কটক ও বহরমপুর অঞ্চলে নানা স্থানে [illegible] সহিত [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া পুরী যাত্রা করেন, তথায় [illegible] ভাবে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া গত ১৩ই জুন, ১৯৩০ সালে [illegible] [illegible] বহরমপুর যাত্রা করেন, তথায় [illegible] পাঠ ও কীর্ত্তনাদি-মুখে হরিকথা প্রচারান্তে [illegible] তথা হইতে [illegible], [illegible], [illegible] ও পালকোণ্ডি প্রভৃতি স্থানে ভাগবত-কথা প্রচার করিয়া চিকাকোল ষ্টেসনে উপনীত হন। সেখান হইতে কুপকেলে যাওয়া যায়। তদ্দলে [illegible] স্বামিজী ওয়ালটেয়ার গমন করেন, তথা হইতে

সিংহাচলম্ বা সীমাচলম্ যাত্রা করেন। এই সিংহাচলম্ পর্ব্বতের উপরিভাগে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপনের কথা হইয়াছে। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে ক্রমাগত ১২০০ সিঁড়ি আরোহণ করিলে তবে এই মন্দিরে উপনীত হওয়া যায়। শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে উঠিতে সিঁড়ির দক্ষিণ দিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম স্থাপনের জন্য শ্রীমাধ্বগৌড়াচার্য্যবর্য্যের [illegible] শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে স্থাপন করিয়াছেন। সিংহাচলম্ হইতে ওয়ালটেয়ারে কিছুদিন থাকিয়া তথা হইতে স্বামিজী কোকনদ যাত্রা করেন। তথায় ১১ দিন অবস্থান পূর্ব্বক [illegible] হল, টাউন হল, [illegible]-মন্দির, লাইব্রেরী প্রভৃতি [illegible] বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্বামিজী গত ৮।৭।৩০ তারিখে গোদাবরী তটে রাজমহেন্দ্রি নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ৯।৭।৩০ ও ১০।৭।৩০ তারিখে স্থানীয় হিন্দু-সমাজে এক বিরাট্ সভায় [illegible] বক্তৃতা দেন, পর-দিন কলেজে ও তৎপর দিন টাউনহলে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি চলিয়াছে।

[illegible] শ্রীমুখে তাঁহার সহজ সরল [illegible] ও [illegible] দার্শনিক তত্ত্ব-সমূহের ব্যাখ্যা বক্তৃতা শ্রবণে তত্রত্য শিক্ষিত অধিবাসিবৃন্দ বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছেন। স্বামিজীর কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা কি হিন্দী—সকল ভাষাতেই বক্তৃতা প্রদানের অলৌকিকী শক্তি দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইতেছেন। শুধু ভাষাভিজ্ঞতা বাগ্মিতা বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা নহে, স্বামিজী তাঁহার আচারের আদর্শ-জীবন-দ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] প্রচার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার [illegible] সমাজ্ঞবাসী সজ্জনগণের [illegible] আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। [illegible] এক একজন আদর্শ [illegible]। স্বামিজী মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচার-কার্য্য [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে আসিয়া যোগদান করিবেন। আগামী ২০শে শ্রাবণ হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব নবনির্মিত গৌড়ীয় মঠে হইবার প্রস্তাব চলিতেছে।

লোহার কারবার
করোগেটটিন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম্ ঢেউতোলা কাটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

গৌড়ীয় মঠ-প্রকাশন

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই--২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রসারে, এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-ধামবর্ত্তী। এক নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল শ্লোক-স্ত্র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উল্লাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা অজ্ঞান বশে অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ, এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, তিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধকোপযোগী গ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈকুণ্ঠবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীনামের ও শ্রীগ্রন্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ⅟৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। টীকাই ষটসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—শ্লোক সূচী, বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৹
৫। [illegible] ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ-শতক (বাঁধা) ৸৹
" " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেমন মাহাত্ম্য ৷৹
৯। দুর্গমসঙ্গমনী (সানুবাদ) ২৲
১০। [illegible] সানুবাদ (বাঙ্গালা) ৷৹
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶৹
১৫। দীপ-নিদর্শন ৶৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৶৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৶৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। নবদ্বীপ [illegible] ৸৹
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
২৪। কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, শরণাগতি, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ প্রত্যেক /৹
২৫। [illegible] ৶৹
২৬। [illegible] ৶৹
২৭। [illegible]
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ৷৹
৩০। [illegible] ৷৹
৩১। [illegible] ৷৹
৩২। [illegible] ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ দৈকায়ী, জেলা [illegible]।

[illegible] এবং নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…………………… আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বড় প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, খাসদা ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

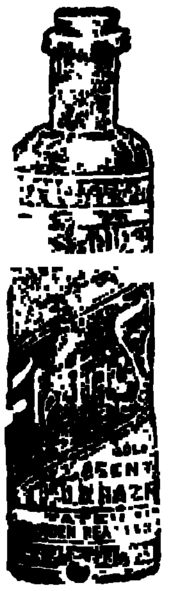

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপারাধস্ত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, হৃৎকম্প, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, মূর্চ্ছা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবন্মৃত ভাবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।
[illegible], গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

---

৪৫৫ গৌরাব্দের
সচিত্র
শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক
ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা
অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)
(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশুফল পুষ্টিকর মহৌষধ না খাইয়া দেখিবেন।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও বহুমূত্র সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র সিদ্ধ। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—
ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—
প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ — পরে পাওয়া দুর্ঘট
চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত
৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।
বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ
উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র
এই প্রকাশ [illegible] প্রাপ্ত [illegible] হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০।৵০ সাধারণ পক্ষে ২১।৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৭৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ঢাকাতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাঙ্গলা অক্ষর [illegible] পারেন না, তাঁহাদের [illegible] প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা [illegible] সুযোগ [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে [illegible] অক্ষরে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা গ্রন্থের তুলনায় ইহার গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অনেক [illegible]।

গ্রন্থের নাম	[illegible]
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	[illegible]
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	[illegible]
সাধন পথ (শ্রীমদ্ভাগবত [illegible]) প্রাপ্তব্য	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	[illegible]
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	[illegible]
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	[illegible]
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	[illegible]
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	[illegible]
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ই, আই, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible]।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, [illegible]।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, [illegible]।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, ১০নং নারিন্দা রোড, ঢাকা
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, মাদ্রাজ।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ [illegible] রোড, [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, পুরী।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—[illegible],
[illegible]।
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—[illegible]
৪। মিঃ এন জি, মুখার্জ্জি—এম, এম, [illegible]
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—[illegible]
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ [illegible]
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, [illegible]
১০। শ্রীপাদ [illegible] বানরাজ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, পিসিয়ান ও এলবার্ট

চাকচিক্যশালী, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম—

সারফালেন

[illegible] পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলেন পরিচয়ে [illegible]

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

[illegible] এক দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন [illegible] আর নাই। [illegible] যদি আপনার জ্বর একেবারে [illegible] বাজে বোতল ২ বিশেষ [illegible] পালায় সারফালেন একটি এর বোতল পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী ঔষধ [illegible] নাই। সকালে জ্বর বন্ধে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৮/০ আনা, ডজন ৪।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং [illegible] লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

চৌদিগ্রামের নামটিকানা ও —"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ৩৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১১৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১লা শ্রাবণ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ১৭ই জুলাই ১৯৩০

নানা কথা

গান্ধীজীর স্বাস্থ্য

গান্ধীজীর নিকট হইতে এই সপ্তাহে আরও পত্র পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া বোধ হয়। সেলাই সূতাকাটা ও সূতাবাছনে তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। সূতাকাটাই তাঁহার শারীরিক শক্তি পরিচালনের কেন্দ্রস্থল বলা যায়, যেমন একমাত্র গীতাপাঠেই তাঁহার মানসিক শক্তিসমূহ নিয়োজিত ও কেন্দ্রীভূত। বর্ত্তমান সময়ে প্রফেসার কেলকার তাঁহার সহিত থাকায় তিনি মারহাটী ভাষা অধ্যয়নে কিছু কিছু মনোনিবেশ করিয়াছেন।

পাঞ্জাব কংগ্রেস সেক্রেটারী গ্রেপ্তার

পাঞ্জাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস সভার সভাপতি দণ্ডবিধির ১১৭ ধারা মতে ১৩ই জুলাই তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তিনি 'সার্ভ্যান্ট অব দি পিপল সোসাইটী'র একজন সভ্য।

খোজা গোলাম মহম্মদ ও ২৭জন স্বেচ্ছাসেবক মদবিক্রয়ে বাধা দেওয়ায় গ্রেপ্তার হয়।

১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৪২৭জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটীং করার দরুণ কারা নিক্ষিপ্ত হয়।

সীমান্ত সংবাদ

বোমবাণ হইতে আক্রমণের ফলে সারাগোগার নিকটবর্ত্তী মামুদগণ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। যে উৎমনগেল জাতির [illegible] হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহা আবার সোয়াত নদীর দক্ষিণে সমাবেশ হইয়াছে।

গান্ধীজীর স্বাস্থ্য

ছাত্রগণের প্রতি বি, পি, এস এর প্রার্থনা

স্কুলগৃহ দগ্ধ

পাঞ্জাব কংগ্রেস-সেক্রেটারী গ্রেপ্তার

যুদ্ধসমিতির মহিলা নেতা

দিল্লীতে কর না দেওয়ার অনুষ্ঠানে ৯জন গ্রেপ্তার

সীমান্ত সংবাদ

পিকেটীংএর জন্য নেতৃবর্গের পুলিসে গ্রেপ্তার

লণ্ডন সভা ও মহম্মদ আলি

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রতি বি, পি. এস, এর প্রার্থনা

গত ১৩ই জুলাই তারিখে বি, পি, এস, এর কার্য্যকারী সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করা হয়।

১। বি, পি, এস এর কার্য্যকারিণী সভা ইহার অস্থায়ী সভাপতি কিরণচন্দ্র দাস মহাশয়কে কেন্দ্রীয় কারা গৃহে কারাদণ্ড প্রাপ্তির জন্য সনন্দিত করেন।

২। তাঁহার স্থলে কুমুদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বি, পি, এস এর অস্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন তাহাই এই সভার প্রস্তাবের বিষয়।

৩। দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার উদ্দেশ্যে এই সভা মনে করে যে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ অবিলম্বে দেশের কার্য্যের জন্য তাহাদের পাঠে ইস্তফা দিউক।

এম, এ পরীক্ষা স্থগিতকরণের সম্ভাবনা নাই

পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডিজ এর কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী ১৫ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত যে, এ পরীক্ষা স্থগিত থাকা এক প্রকার অসম্ভব। এরূপ প্রকাশ হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা উক্ত সভার প্রস্তাব খণ্ডন করিতে অসমর্থ। তাঁহারা এ সম্বন্ধে কেবল মত প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা বাদ দিয়ে এ সম্বন্ধে চূড়ান্তরূপে মীমাংসা করিতে আর কেহ পারিবে না।

এরূপ বুঝা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সভায় সিণ্ডিকেট এ [illegible] সভা পরীক্ষা স্থগিত করিবার [illegible] প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে [illegible] স্থগিত করণের বিরুদ্ধে অতি তীব্র মত প্রকাশ করেন।

এরূপ আর শুনা যায় যে তাঁহারা [illegible] উক্ত বিষয়ে এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে এটা আগষ্টের মধ্যে সিণ্ডিকেটের কোন সভার অধিবেশন হইবে না যে হেতু উক্ত তারিখে এ পরীক্ষার তারিখ স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সিনেট [illegible] পুনরালোচনার সুবিধা পাইবেন না এবং [illegible] আলোচনা করিলে [illegible] আগষ্ট হইতে এম, এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

যুদ্ধ সমিতির মহিলা-নেতা

[illegible] নেত্রী [illegible] কলিকাতা [illegible] মিঃ [illegible] সভাপতির [illegible] মনোনীত হইয়াছেন। [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

স্কুল গৃহ দগ্ধ

[illegible]

মৌলবী এম.এ.আমানের নিকট

[illegible]

নানা খবর

গ্রেপ্তার

[illegible] শিকেটিং করিবার জন্য এবং [illegible] স্বাধীনতার [illegible] হয়েছে। তাঁহাকে '৩' [illegible]

[illegible] জেলার [illegible] দোকানে পিকেটিং করার জন্য [illegible] চৌধুরী ও [illegible] সপ্তাহ বিনাশ্রম জেল হইয়াছে এবং ঐ স্থানে [illegible] দোকানে পিকেটিং জন্য [illegible] চৌধুরীর ১৫৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

[illegible] দোকানে পিকেটিং করা জন্য [illegible] কলাবের ৬ মাস [illegible] জেল হইয়াছে। [illegible] কুমার [illegible] দোকানে পিকেটিং জন্য [illegible] ধারা অনুসারে ৬ মাস সশ্রম জেল হইয়াছে। [illegible] ধারা মতে ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

[illegible] মোহন [illegible], [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] চৌধুরী [illegible] ও [illegible] মজুমদার [illegible] দিন বিনিক্ষ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] বন্দু [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

[illegible] পিকেটিং [illegible] অনুসারে [illegible] স্বেচ্ছাসেবক [illegible] সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। [illegible] সভার সম্পাদক [illegible] বৎসর [illegible] মাস সশ্রম জেল হইয়াছে। [illegible] এই [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মদের দোকানে পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

[illegible] জন স্বেচ্ছাসেবক মদের দোকানে পিকেটিং করা অপরাধে দণ্ড হইয়াছেন।

[illegible] মদের দোকানে পিকেটিং করা জন্য শ্রীযুক্ত নিরঞ্জ [illegible], [illegible] এবং [illegible] বানার্জী [illegible]।

[illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছেন এই উপলক্ষে [illegible] বন্ধ করিয়াছিল।

পিকেটিং করুণ [illegible] পুলিশে গ্রেপ্তার

[illegible] স্বেচ্ছাসেবকদের [illegible], চক্রবর্ত্তী মামলা [illegible] মামলা [illegible] রাজনৈতিক [illegible] মতিলাল [illegible] গ্রেপ্তার

লণ্ডন সভা সম্বন্ধে [illegible]

[illegible] তাঁহার গোল টেবিলে বলেন, [illegible] আমার [illegible] জোলগৌর হইতে তিনি কংগ্রেসের পূর্ণ [illegible] ও [illegible]

শান্তি স্থাপনে তীব্র চেষ্টার জন্য অতীব আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতেছেন।

দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করত তিনি বলেন যে তিনি [illegible] প্রতিনিধি ও [illegible] গান্ধীকে বলেন যে সম্প্রতি [illegible] প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট পরিবর্তন প্রকাশ করা হইয়াছে এবং সমাজের পূর্ণ পরিস্কার পূর্ব্বক [illegible] ও [illegible] শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করার জন্য এসময়ের ইহাই উপযুক্ত সময়

ব্রিটিশ জনসাধারণের সহিত স্বাধীন [illegible] যোগদান করিতে উদ্বুদ্ধ এবং আমি আশা করি যে আমাদের [illegible] ভারতবর্ষকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে আন্তরিক ইচ্ছুক। আমরা [illegible] তর্ক হইতে বিরত না হই এবং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রকটিত যেন এমন সুযোগ না হারাই। আমাদের [illegible] একে [illegible] যে আমরা [illegible] হইতে পারি না। ভারতীয় রাজন্যবর্গ, মুসলমানেরা, অপরাপর [illegible] ও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ [illegible] তাহাদের [illegible] বিরোধ মীমাংসা করুন এবং একটি সম্মিলিত ব্যাপাররূপে ইংরাজ জনসাধারণের সাক্ষাৎ করিবার ও একটা [illegible] সম্মিলিত দাবির জন্য তাহাদের [illegible] জন্য তাহারা নিজেদের [illegible] গোলটেবিল সভায় যোগদান করুন। ব্রিটিশ [illegible] পরিবর্তিত অবস্থা সমুহ স্বীকার করিবেন এবং এমন একটি সমাধান প্রদান করিবেন যদ্দ্বারা শান্তি [illegible] ও দেশের স্বাধীনতা প্রতিপাদিত হইবে।

নজরুল গ্রেপ্তার

[illegible] কর না দিবার জন্য অনুষ্ঠান

[illegible] স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয় এবং কর না দেওয়ার অনুষ্ঠান [illegible] সম্বন্ধে [illegible]। তাহাদের [illegible] সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় তাহারা [illegible] সংক্রান্ত [illegible] যোগদান করিতে [illegible]।

[illegible] সহিত কংগ্রেস এর নিষ্পত্তি

[illegible] কংগ্রেস কমিটির সহিত একটি নিষ্পত্তিতে আসিয়াছেন। [illegible] কংগ্রেস-কর্মী তাহাদের দোকান হইতে পিকেটিং প্রত্যাহার করিতে সম্মত হইয়াছেন এইরূপ প্রকাশ করার [illegible] তাহাদিগের মত এখনও উদ্ঘাটিত হয় নাই।

জলকর বিলি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে নদীয়া রাজ এষ্টেটের [illegible] আগামী [illegible] ১৩৩৭ সাল হইতে [illegible] শ্রাবণ ১৩৪০ সাল তিন সন মিয়াদে জলকর জমা [illegible]। [illegible] উক্ত জলকর বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছা করেন, উহারা আগামী [illegible] তারিখে বেলা [illegible] ঘটিকার সময় [illegible] অফিসে [illegible] হইয়া ডাক করিবেন।

স্বাক্ষর— বি, এন রায়
ম্যানেজার নদীয়া রাজ এষ্টেট
এষ্টেট কৃষ্ণনগর।

মদন মঞ্জরী

[illegible] ও [illegible], ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible], মাথাঘোরা, বুক [illegible] নষ্ট [illegible] আরোগ্য হয়। [illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতারি ঘৃত"

[illegible] করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা দিদি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক [illegible] প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনিন, [illegible], আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই [illegible] দ্বারা [illegible] করিলে [illegible] সপ্তাহের [illegible] ম্যালেরিয়া [illegible] সম্পূর্ণ উপশম [illegible] করিয়া [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য— মূল্য ২৲, [illegible]

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড [illegible] ল্যাবরেটরীতে [illegible] কলিকাতা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশীয় মদনগোপাল গোস্বামীর কথা অনেকেই জানেন। তিনি প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ করিতেন এবং ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তাচার প্রচারের কতকটা পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারই কতিপয় ছাত্র ও শিষ্য গৌড়ীয়-জাতিগোস্বামিগণের ন্যূনাধিক গুরুসদৃশ হইয়াছেন।

'জাতিগোস্বামিবাদ' বলিতে 'জাতি-বৈষ্ণব-বাদে'রই শাখাবিশেষ বলিয়া বুঝা যায়। জাতিগোস্বামি-বাদ বা জাতিবৈষ্ণব-বাদ সামাজিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। ইহাতে পরমার্থ-কথা অধিক নাই। স্মার্ত্তগণের চরিত্র বিনিন্দিত, অদ্বৈতসামাজিকগণ স্মার্ত্তের বিধি অনুসরণ করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদূষণ ও অসামাজিক বলা হয়।

জাতিগোস্বামি-বাদের ভিত্তি—স্মার্ত্ত-শাসনের অনুবর্ত্তী। জাতিবৈষ্ণব-বাদ অনেকক্ষেত্রে স্মার্ত্তের বিচার সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করে না। কিন্তু উভয়েই প্রাপঞ্চিক সামাজিকতার আবদ্ধ থাকায় পরমার্থকে ন্যূনাধিক বিপন্ন করিয়াছে।

'গোস্বামী' শব্দটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-পর বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে গৃহস্থগণের মধ্যেও গুরুর কার্য্য পরিচালনা করিবার কালে উহা ব্যবহৃত হওয়ায় অজিতেন্দ্রিয় পর্য্যায়ে ঐ শব্দের অপব্যবহার চলিতেছে।

বিষ্ণুভক্ত পারমহংস্যাচারে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাকে গোস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ স্বীকার করিলেও সাধারণে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা মুণ্ডিত-শির সন্ন্যাস বেশ জানিয়া ত্রিদণ্ডী ও গোস্বামীর সহিত গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্যের এবং গৃহব্রত বৈষ্ণবব্রুব দুরাচারীর সামঞ্জস্য প্রার্থনা করেন।

আমরা বলি,—গৃহস্থ ও গৃহব্রত সম-পর্য্যায়ে পরিগণিত হইতে পারে না। যেহেতু গৃহস্থমাত্রেই বিষ্ণুভক্ত এবং গৃহব্রত মাত্রেই ভক্তিবিরোধী। অনেকক্ষেত্রে গৃহব্রতগণ গৃহস্থের সদৃশী লীলা অভিনয় করিয়া আপনাদের বৈষ্ণব প্রকাশের জন্য 'গৃহস্থ' বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; কিন্তু তাই বলিয়া অনভিজ্ঞ সমাজ তাঁহাদের গৌরবাস্পদ বৈষ্ণবতা প্রতিষ্ঠা-স্থাপনে বদ্ধ করিলে সত্যের অপলাপ হইয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর- ১লা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

(১)

(ক) জাতিগোস্বামী বা জাতিবৈষ্ণবপাদ উভয়ই সামাজিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট; জাতিগোস্বামী স্মার্ত্তানুগ, জাতিবৈষ্ণব অনেক স্থলে স্মার্ত্তানুগ না হইলেও পারমার্থিকের সহিত উহাদের কোন সংস্রব নাই

(খ) 'গোস্বামী' শব্দ জিতেন্দ্রিয়-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস পর্য্যায়ে ব্যবহৃত, অজিতেন্দ্রিয় অবৈষ্ণব গৃহব্রতগণ বৈষ্ণবাভিমানে উহার অপব্যবহার করেন

(গ) গৃহস্থ ও গৃহব্রত এক নহে; প্রথম বিষ্ণুভক্ত, দ্বিতীয় ভক্তিবিরোধী

(ঘ) কালনার গ্রাম্যবার্ত্তাবহ-প্রকাশক পরলোকগত শশীবাবু ও শান্তিপুরের মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের জাতি-গোস্বামিবাদের প্রশ্রয়দাতৃত্বরে যতিনাথ জানা সত্ত্বেও তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া নিরীশ্বর-সাংখ্যতীর্থ জড়কাব্যতীর্থ শ্রীমান্ গোপেন্দুর ওবিষয়ে অজ্ঞতা লক্ষিত হইবার কারণ কি?

(ঙ) 'ধর্ম্মের ষাঁড়' নামধৃক্ 'নবদ্বীপে'র প্রবন্ধকৃৎ সত্যকথা সত্যই বুঝিয়া থাকিলে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত অতীন্দ্রিয়, অধোক্ষজ প্রভৃতি কথাগুলির অর্থলোপে দারিদ্র্য প্রকাশ করিতেন না; 'অচ্ছেদ্য বিচ্ছো শিলাধীঃ' শ্লোকার্থও বুঝিতে পারিতেন

(চ) কলির চেলাগণ নিজেরা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লোলুপ হওয়ায় 'ঐ চোর' ন্যায়াবলম্বনে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া নিজেরাই ধরা পড়িয়া যান

(ছ) গৌরপদাশ্রিত নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণের চেষ্টা ও কপট ভক্তব্রুব কলির সেবাদাসগণের চেষ্টা পরস্পর বিপরীত দিগভিমুখিনী, ফলের দ্বারাই কারণ অনুমিত হয়

(জ) নটীগণের ন্যায় নরনারীর ইন্দ্রিয়তর্পণ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠাদির উদ্দেশ্য নহে

(২)

(ক) আসামে ধর্ম্ম-বিপ্লব

(খ) লৌল্য বা নানামতগ্রহণ-চাপল্য ভগবদ্-ভক্তির সম্পূর্ণ অন্তরায়

(গ) ভগবদ্-ভজন বদ্ধজীবের ব্যক্তিগত রুচির বিষয়ীভূত নহে, মহাজনের রুচির অনুগত হইতে হইবে

(ঘ) সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন জীবের তারতম্য বিচার—সমস্তই মনোধর্ম্ম

(ঙ) অজ্ঞরুচি চালিত লোকের মনরক্ষা ও বাস্তব সত্যানুসন্ধান যুগপৎ সম্ভবপর নহে

(চ) কপটতা পরিহার করিয়া সত্যের সেবায় আত্মোৎসর্গই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক

জাতিগোস্বামিগণ [illegible] বুঝিতে পারেন না, [illegible] লোকনাথের [illegible] ছিলেন। [illegible] গৃহস্থ [illegible] না।

[illegible] হই। [illegible] অসমর্থ হইয়া [illegible] প্রদান করেন।

[illegible]

[illegible] ছিলেন। [illegible] সে [illegible] গোপেন্দু [illegible] জানিতেন না। [illegible] তাঁহাকে [illegible] হইল। [illegible] তিনি পূর্ব্ব-স্মৃতি [illegible] পারেন নাই।

[illegible] তিনি বুঝিতে পারেন না, [illegible] হইয়া [illegible] প্রবেশ হয় নাই।

জাতিগোস্বামিগণের [illegible] মদনগোপাল অথবা [illegible] না—[illegible] বিচার [illegible] গোস্বামি [illegible] নিকট হইতে [illegible] শিক্ষা [illegible] জীবন [illegible] ঠাকুরের [illegible] বিচার [illegible] মুখে [illegible]

'আজো বিকৌ শিলাবীঃ' গোস্বামী-মহাশয়ের জানা ছিল না এবং তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী কাপনা হইতে পূর্ব প্রদর্শন করিয়া কোপীনে কষিয়া কুঁচিতে বাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার 'নবদ্বীপ' কাগজে 'ধর্মের ষাঁড়' প্রবন্ধ ফাঁদ পিতাদের আবাহন করিয়াছে। তাহাতে কতৈক বিজ্ঞবর নদীয়াপ্রকাশ-পত্রে কিছু না ভরাট দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, এই উত্তর দ্বারাই যদি তাঁহার কিছু শিক্ষা-প্রান্তরের দিক অপসৃত হইবার সুযোগ হয়—এরূপ সদভিপ্রায়েই তিনি পোষণ করেন বলিয়া তাঁহার মতান্তর ভিন্ন, জাতিগোস্বামি-গণের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

"ধর্মের ষাঁড়" প্রবন্ধ-লেখক যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যকথা কিছু বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীমদ্-ভাগবত-কথিত অতীন্দ্রিয়, আপাতকত, শিবদংশ, চৌর, বৈদ, বৈষ্ণব, নবদ্বীপ ইত্যাদি কথাগুলির মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা প্রকাশ পাইত না।

ঐ ব্রত সম্প্রদায় নিতেছেন উদর-ভরণের জন্য লক্ষপতি ধনপতিগণের পাদুকা আনয়ন করেন সত্য, কিন্তু সেই-রূপ দীক্ষার দীক্ষিত জনগণ টাটাসগার বা পয়সা লো পয়সায় জন্য ভাগবত বিক্রয় এবং কামিনী-কাঞ্চনের পক্ষে ভক্ত সংরক্ষণের বিচার প্রবর্তিত করিয়া যে অমনোজ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তবু তা তাঁহার জীবিকানির্বাহের ব্যাপার হইয়াছিল কেন?

লক্ষপতির পাচকাবলেতনে জীবিকা-নির্বাহের চেষ্টা তাঁহাকে কামিনী-কাঞ্চনের পক্ষ গ্রহণ করিবার জন্য কেন উৎসাহিত করিয়াছিল? সুতরাং পানঃ স্ত্রিয়ঃ সূনা এবং অবৈধভাবে ধনোপার্জন পূর্বক বীর উদর-পূজা—কলিদেবের নিবাস-গ্রহণ, সুতরাং সত্যের অপলাপ কলির চেলাতেই পেয়ে থাকে। তাদৃশ বলি-দানা করিতে গিয়া দ্যূত, পান, স্ত্রী ও মৎস্যাদি শিকার এবং অর্থসংগ্রহে শিকার-চেষ্টা প্রভৃতি কলিশিষ্যের লক্ষণ তাঁহার জানা থাকা সত্ত্বেও কলির চেলা কাহাকে বলে, তাহা উল্লেখ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান কি স্বীকার করিয়া ফেলিতে পারেন না?

কলিযুগমধ্যে বিদেশে সেবা করিতে গিয়া সামরিক-পত্র কাগজওয়ালা সাঁতা আজকালকার একটা বিষম রোগ হইয়া পড়িয়াছে, আর সেই কাগজ বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে লেখক কোন নামে যে জীবন অত্যাচার ও অর্থসংগ্রহ-পিপাসা দ্বারা জীবিকানির্বাহ, দৈনিক কেবল দুর্নীতিকেন্দ্র যে আমাদের বিষম তাহা আপনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

ধর্মের আবরণে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সর্বজীবগণের ভার সন্ন্যাসীর কর্তব্যসাধন কালিয়াদহ ভাগবতপাঠে শ্রীভাগবতের উক্তিই বিষম ধ্বংস করাই উদরভরণের যন্ত্ররূপে স্থাপিত হওয়া যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের বিচারের সহিত বৈষ্ণবদিগগণের এবং শ্রীগৌরপদাশ্রিত ভক্তবৃন্দগণের বাক্য ও ঐন্দ্রীবিকের ন্যায় ভেদপ্রতিপাদ্য।

আসামে ধর্ম-স্বৈরিণী

(শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এস্, বি, টি)

আমরা ইতঃপূর্বে দুইটি প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ওরফে ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীর কিছু সেবা করিয়াছি। অদ্য নিজগুরু-প্রচার-প্রসঙ্গে উঁহার প্রশ্ন প্রশ্নোত্তরে নিহিত সিদ্ধান্তের আলোচনা দ্বারা তাঁহার আর একটু সেবা করিতে প্রয়াস করিব।

প্রশ্ন।—আপনি চৈতন্য-সম্প্রদায়ের লোকগুলিকে সভা হইতে উঠাইয়া মহা-পুরুষীয়া লোকদিগকে লইয়া পৃথক কি উপদেশ করেন? আমরা কিন্তু যাহাই মত ঠিক, তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

উঃ।—তাঁহাদিগকে বাধা বলিব, তাহাতে আপনারা উপকৃত হইবেন না।

প্রশ্ন।—আপনি গোপরাখাদি নিশ্চয় করেন চৈতন্যমতে; কিন্তু প্রচার-কার্য করেন শঙ্কর মতে—ইহার কারণ কি?

উঃ—আমি যেখানে যাহা ভাল দেখিয়াছি, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। আচার চৈতন্যেরই ভাল।

আচার বিচারপুষ্ট হওয়া চাই; শুধু উভয় কর্ম-বাহিরে পর্যবসিত হয়। কর্মকোলাহলের আবাহন দ্বারা জীব নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

বাজারে দুইটি ঔষধের কাটতি দেখা যায়। একটী সুধাসমুদ্র আর একটি চিরেতা পাচন। সুধাসমুদ্র ব্যবহার করিলে রোগী টিকে থাকিতে পারিবে না, কিন্তু চিরতা পাচন ব্যবহার করিলে রোগীকে ঔষধি খাওয়াইতেই হইবে। দুইটি ঔষধেরই প্রস্তুত প্রণালী বিভিন্ন বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই জন্য তাহাদের ব্যবহারেও বিভিন্ন আচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধর্ম সম্বন্ধে কিন্তু এইরূপ বিভিন্ন বিচার-সম্বলিত দুইটী মত নাই। দুইটী দেখা গেলে উহাদের একটিকে সত্য, আর একটিকে কল্পিত বলিতেই হইবে। যেইটি মহাজনের আচার ও বিচার-পুষ্ট, তাহাই সত্য, অন্যটি কল্পিত, অতএব মিথ্যা।

ঔষধ সম্বন্ধে রোগীর রুচির দাবী স্বীকৃত হইলেও, ধর্মনির্বাচনে ভবরোগীর রুচিমূলে কোন দাবীকেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। বদ্ধ জীব ধর্ম নির্বাচন করিতে গেলে অধর্মকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করত অস্বাভাবী হইবে। রুচিমূলে চিরতা পাচনের আচার সুধাসমুদ্রের বিচার প্রণালীতে সংযোজিত করিলে উক্ত ঔষধ ব্যবহারের দ্বারা রোগমুক্তির সম্ভাবনা ত নাই-ই, অধিকন্তু রোগবৃদ্ধিরই যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

যাঁহারা মহাজনের চিরাচরণ ত্যাগ পরিত্যাগ পূর্বক পাঁচ জনকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া পাঁচ মিশালে ধর্মের যাজন করেন, তাঁহারা ধর্ম-ধ্বজী। যাঁহারা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিয়া অভাবের তাড়নায় কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কুৎসিত বস্তু সংগ্রহে ব্যস্ত, তাঁহারাই কৃষ্ণকে সেবা করিবার পরিবর্তে কৃষ্ণ দ্বারাই নিজের সেবা করাইয়া লইবার দুর্বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করেন এবং স্বৈরিণীর মত লোক-সংগ্রহে ব্যস্ত হন।

তাঁহারা এটা ভাল করিয়া বুঝেন যে, লোক সন্তুষ্ট না হইলে তাঁহাদের অভীষ্ট লাভের আশা নাই। তাঁহারা লোককে ধর্ম দিতে চান না, চান তাঁহাদের অর্থ। যেখানে অর্থই একমাত্র প্রয়োজন, সেখানে নিরপেক্ষ সত্য কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কাজেই যেখানে যা বলিলে কার্য হাসিল হয়, সেখানে তাহাই বলিতে হয়। তোমরা কে?—আমরা মহাপুরুষীয়। বেশ বেশ তোমাদের মতটি অতি সুন্দর। "সাকার লীলাবিগ্রহধারী কৃষ্ণের উপাসনার দ্বারা নিরাকার পরব্রহ্মপ্রাপ্তিই" জীবের এক-মাত্র উদ্দেশ্য। তাই সুখে নাম বলা হরে সত্য কথা। এতেকে মুকুতি পাইবা কহিলো স্বরূপ।" ভক্তি হইতে মুক্তিই বড়।

তোমরা কে? আমরা চৈতন্য-পন্থীয়া বেশ বেশ তোমাদের মতটী অতি সুন্দর। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥" জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস এবং ভক্তিই তাহার ধর্ম। "ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥" যতদিন পর্যন্ত মানবের হৃদয়ে ভোগের কামনা বা মুক্তির কামনা থাকিবে ততদিন পর্যন্ত এই ভক্তি প্রকাশিত হইবে না।

কখনও ব্রহ্মচারী মহাশয় কৃত্রিম সভায় কোন জাতিবিশেষকে কৃত্রিম হইতে অনুরোধ করেন এবং কৃত্রিমও করেন। কখনও ব্রাহ্মণেতর জাতির সভায় ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিয়া সকলকে সন্তোষ দান করিয়া ভ্রমণ করেন, কখনও স্বদেশী-সভায় বক্তৃতা দ্বারা দেশবাসীর হৃদয়ে এটা আমার দেশ, ওটা অন্য দেশ ইত্যাকার ভেদবুদ্ধি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কখনও বৈষ্ণব-সভায় অত্যন্ত ভাবগ্রাহী সাজিয়া বলেন—

"সংসার অনিত্য, সুতরাং ইহাতে আসক্ত না থাকিয়া গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকার করাই মানবের একমাত্র কৃত্য। কার দেশ, কার ঘর, কার দেহ? সব অনিত্য, কিছুই কাহারও নয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বলিয়া অহঙ্কার করিয়াই বা কি লাভ? কৃষ্ণ ভজন করিলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। আর কৃষ্ণ ভজন না করিলে ব্রাহ্মণও চণ্ডালাধম হয়। অভিমানে জাতি কাহাকেও রক্ষা করিবে না।"

এইরূপে ব্রহ্মচারী মহাশয়কে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান যেন মকরধ্বজ বটিকা, অনুপানভেদে সর্বত্র প্রযোজ্য। তিনি মনে রাখিবেন যে, তাঁহার ঈশা সঙ্গতা নহে, কপটতা। তিনি যে সাধুগিরি দেখাইতেছেন উহাকে বৈষ্ণবগণ বেশ্যাগিরি বলিয়াই অভিহিত করিবেন। রাবণ কপট সাধুবেশে সীতার যেরূপ অনিষ্ট-সাধন-চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনিও কপট বেশে সমাজের সেই পরিমাণে অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। সত্যাশ্রয়ী বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রবর্তিত এই অসত্যের নিন্দা দ্বারা সমাজে সত্যের মর্যাদা স্থাপন করিতে সক্ষম হবেই। আমাদের তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা, তিনি অচিরেই এই সমস্ত কপটতা পরিহার করিয়া সত্যের সেবায় আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভজন-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, প্রভৃতি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ভজন ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুরা উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিবৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ত্রিতয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা

সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারসংগ্রহকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৷৶৹, ২য় খণ্ড ৷৶৹, ৩য় খণ্ড ৷৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶৹

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹

৫। ভজনরহস্য ৷৹

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲

" " আবাঁধা ৸৹

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹

গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷৹

৯। মুক্তাফলটীকা (শ্রীমদ্ভাগবতসার) ২৲

১০। বেদান্তসূত্রের সারার্থ (রামানুজীয়) ৷৹

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶৹

১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৶৹

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶৹

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৶৹

ঐ ঐ বাঁধা ৷৹

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷৹

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৶৹

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপদ্ধতি ৶৹

২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৶৹

২৭। সংস্কার দীপিকা ৷৹

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯ ব্রহ্মসংহিতা ৷৹

৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹

৩১ মনঃশিক্ষা সানুবাদ ৷৹

৩২ গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না।

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, দশদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঠৈকাঠী, জেলা বরিশাল।

[illegible] নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] গোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

………………… আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অসময়েই শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, বাতুদৌর্ব্বল্য, মানসিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, জ্বর, পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মিক্সচার ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কম্বেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটাগঙ্গের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্বতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত-

ঔষধ সমূহের বড় ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৸৹ স্থলিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবার প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এম্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্তৃক ৪৭টি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্‌

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে.

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২৷৶০। প্রতিখণ্ড, সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

সম্পূর্ণ স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৭১ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত দ্বাদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্‌ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে!

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

ভক্ত সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷/০ মাত্র

মনে।

পুরুষ বাজারের মুদ্রণে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

[illegible]

শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]

ভজন পথ [illegible]

[illegible]

কল্যাণ কল্পতরু [illegible]

[illegible]

শ্রীভাগবত [illegible]

[illegible]

শরণাগতি—[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী[illegible] মঠ, কটক এবং শ্রী[illegible] মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রী চৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, [illegible]

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১, [illegible] [illegible]

৩। [illegible] আসন,— [illegible]

৪ শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], কলিকাতা

শ্রী [illegible] মঠ,—[illegible], পুরী

৬। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible]

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], [illegible]

৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible]

৯। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible]

১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible]

১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible]

১২। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible]

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—[illegible], ঢাকা।

১৪। শ্রী[illegible],—[illegible]

১৫। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible]

১৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible]

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্যালয় [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] —[illegible]

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible]

[illegible]

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] —[illegible]

৪। [illegible]

৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible]

৬। শ্রী[illegible] [illegible]

৭ শ্রী[illegible]—[illegible]

৮। শ্রী[illegible]

৯। [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]

১০। শ্রীপাদ [illegible]

১১। শ্রীপাদ [illegible] ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

টেকি, শ্রীসম্পন্ন ও প্রজবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড, রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফ্যান্

টাকে ও মাহাম্য। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার নাশ হয়। কলেন পরিচারকে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে নাশ হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একবার পরীক্ষা করুন এবং ফল লক্ষ্য করুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বোতল জল খেয়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ৷৹ আনায় পারফ্যানের একটি বড় বোতল পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ৷৹ আনা, ডজন ৫৲
ডিঃ পিঃ ও মোশুল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

পল্লীগ্রামের সাময়িকাধার ও "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড　　সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী　　[১১৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা শ্রাবণ ১৩৩৭ শুক্রবার ১৮ই জুলাই ১৯৩০

কৃষ্ণনগরে স্বদেশীসঙ্কট

মেহেরপুর, মৌলবী বাজার, মাণিকগঞ্জ, জামসেদপুর, বেনারস ও বহরমপুর সংবাদ

আমেরিকায় ৬০ জন মৃত

বরিশালে ট্রাষ্টিগণের গ্রেপ্তার প্রকাশ

পুলিশ খুনের মামলা

ঢাকা, নদীয়া ও ২৪ পরগণায় ভীতিপ্রদর্শক আইন

নেহি মিলেগা

করাচিতে ব্যবসায় বন্ধ

বিলাত ও ভারত

বিভিন্ন স্থানের সংবাদ

কৃষ্ণনগরে স্বদেশী সঙ্কট

কৃষ্ণনগরের ছেলেরা কলেজ যাওয়া একপ্রকার বন্ধ করিয়াছেন। হষ্টেলের ছাত্রেরা হষ্টেল ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প। হোষ্টেলস্থলে ছাত্রদিগের অভিভাবকগণ এক সভা করেন। সকলে এক মত না হইলেও অধিকাংশ অভিভাবকই ছাত্রদিগের পড়া বন্ধ করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু অতীন্দ্র নাথ হালদার ওকালতি বন্ধ করিলেন।

কুষ্টিয়ার ব্যাপার

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল একাডেমির ছাত্রগণ চরকার প্রচলন জন্য একটী সভা করেন। যাহাতে চরকার প্রচলন হয় তাহার জন্য বন্দোবস্ত করার বিষয়ে মীমাংসা হয়।

মেহেরপুর-নদীয়া

স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পিকেটিং করার জন্য আবার একজন স্বেচ্ছাসেবক সুধীরকুমার ঘোষ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মেহেরপুর যে দারোগাবাবুর পুত্রকে আক্রমণ জন্য ফৌজদারী মোকদ্দমা হইয়াছে, সেই দারোগাবাবুরই উপর এই স্বেচ্ছাসেবকটিকে গ্রেপ্তার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। যে সমস্ত ছাত্র বা জনসাধারণ এই বন্দী স্বেচ্ছাসেবকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল তাহাদিগকে ইনি গালাগালি-মারি করিয়াছিলেন। ছাত্রগণকে স্কুলে যোগ দিতে প্রবৃত্ত করিবার জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ একটী চরকা ক্লাস খুলিয়াছেন এবং স্থানীয় জমিদার মহেন্দ্রনাথ রায় এই জন্য ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। দোকানীগণ-বিরুদ্ধে এম পি আইন অনুসারে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা রহিত করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। আবকারি দোকানে পূর্ব্ববৎ পিকেটিং চলিতেছে এবং এক পয়সারও গাঁজা বা মদ বিক্রী হয় না।

মৌলবী বাজার

লাখছোলা চা-বাগানের বাবুগণকে বহুবার ত্যাগ করিতে বলায় সকলেই কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন।

মাণিকগঞ্জ

এই এলেকায় উপর্য্যুপরি ২টি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। উকিল নলিনীমোহন সিংহর বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া প্রায় ৫০০৲ টাকার মাল লইয়া যায়। একজন চৌকিদার গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং কতক মাল পাওয়া গিয়াছে। দেবির কৃষ্ণলাল চন্দ্রের বাড়ীতে ডাকাতগণ লাঠি আদি দ্বারা পুরবাসিগণকে আক্রমণ করে এবং গহনা আদিসহ বহু সহস্র টাকার মাল লইয়া পলায়ন করিয়াছে। কৃষ্ণলাল বাবু ও তাঁহার কন্যা গুরুতর জখম হইয়াছেন।

জামসেদপুর

জামসেদপুরের বালিকাস্কুলের ছাত্রীগণ সকলেই স্কুল বন্ধ করিয়াছে।

বেনারস

বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করায় তাহার প্রতিবাদে বহু ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

বহরমপুর

ছাত্রগণ পিকেটিং করায় ফলে বহরমপুর কলেজের কোনও ছাত্র কলেজে যায় না। হোষ্টেলের অনেকেই স্থানত্যাগ করিয়াছে।

বীরভূম

বহু ছাত্র পিকেটিং অর্ডিন্যান্স বীরভূম জেলায়ও জারি হইল।

বরিশাল

বরিশালের কংগ্রেস সভা গঠিত হইবার পর হইতেই শ্রী কামিনী কুমার দত্ত কংগ্রেস সভা গৃহ [illegible] বাবহৃত হইয়া আসিতেছে। কেবল বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির [illegible] ঐ হলের ট্রাষ্টিগণের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ে উপর এক নোটিস জারি করিয়া ঐ হলের ট্রাষ্টি [illegible] চাহিয়া [illegible] কংগ্রেস [illegible] লোককে [illegible] দেওয়া হয় এবং [illegible] ঐ প্রকারের [illegible] ট্রাষ্টিগণকে [illegible] ১৫০ এবং [illegible] অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইবে [illegible] ট্রাষ্টী [illegible] অনেক আইনের উল্লেখ [illegible] [illegible] ২২ জন ট্রাষ্টি আছেন

নানা খবর

৬০ জন মৃত

দক্ষিণ আ[illegible] নদ[illegible] একটী সাঁকোর উপর দিয়া [illegible] ট্রেন গাড়ী যাইতেছিল। হঠাৎ [illegible] পড়িয়া যাওয়ায় ৬০ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে। তিন জন [illegible] উপর চড়িয়া যাইতেছিল। তাহারা [illegible]।

পুলিশ খুনের মামলা

[illegible] পুলিশের লোককে নিহত করার জন্য [illegible] মৃত্যু দণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয়।

বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং মিঃ জষ্টিস্ মাদ্‌গাওকার আপীলের ভিন্ন ভিন্ন রায় প্রকাশ করেন।

প্রধান বিচারক তিন জনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। মিঃ জষ্টিস্ মাদ্‌গাওকার সাহেব ঐ আসামীদিগকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। অপর একজন জজ পুনরায় এ বিষয়ে বিচার করিবেন।

চতুর্থ আসামীকে উভয় জজই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

সোলাপুরের প্রসিদ্ধ দাঙ্গা সম্পর্কে এই মোকদ্দমা চলিতেছে।

ভীতি প্রদর্শক আইন

ঢাকা-নদীয়া ৩২৪ পদ্মপার বিজ্ঞপ্তি

১৪ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত কলিকাতা গেজেট এক্সট্রাঅর্ডিনারী ঘোষণা করিতেছে যে ১৯৩০ সালের ভীতি প্রদর্শক বিধির প্রতিরোধের ২৪ ধারা অনুসারে লাট বাহাদুর [illegible] হুকুম জারি করেন যে উক্ত [illegible] প্রদর্শন নিবারণী বিধির ১ম ও ২য় [illegible]। ৩২৪ পরগণায় কার্য্যকারী হইবে।

[illegible] যে ভারতীয় দণ্ডবিধির [illegible] অপরাধী বা ফৌজদারী বিধি [illegible] উপবিষ্ট [illegible] কৃত হইলে [illegible] অপরাধ মধ্যে গণ্য ও জামিন অযোগ্য হইবে।

[illegible] উপবিষ্ট [illegible] সভা হইতে ঘোষণা করেন উপবিষ্ট [illegible] উক্ত [illegible] ঘোষিত [illegible] আরও [illegible] যে বঙ্গদেশের প্রায় সারস্ত শাসন বিধির [illegible] ঘোষিত হুকুম সমূহে যে সব কড়া চাপান হইয়াছে ও [illegible] বিজ্ঞাপিত [illegible] মধ্যে গণ্য হইবে।

বিক্রমপুরবাসীদের প্রস্তাব

বিক্রমপুর [illegible] সমিতির অনুরোধে মালখানগর, [illegible] বৈলসর এবং [illegible]পুরে প্রকাশ্য সভার অধিবেশন [illegible] সকলে চৌকিদারী কর বর্দ্ধিত করায় [illegible] চালাইবার প্রস্তাব সর্ব্বজন কর্তৃক [illegible] হয়। রাষ্ট্রীয় সমিতির সেক্রেটারী [illegible] উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের ফলে [illegible] বর্ণনা করেন। কিন্তু [illegible] সকলের সমতি ও [illegible] জ্ঞাপন করে।

পিকেট

কলিকাতার গত ১৫ই জুলাই তারিখে স্কটিশ চার্চ্চেস স্কুলের সম্মুখে পিকেট করার জন্য ছাত্রেরা সকলে স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

সোহি মিলেগা

কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন আর ছলনা। সে যে সাগরের মণি আকাশের চাঁদ, অ মি ত' তাহারে পাব না॥—দ্বিজেন্দ্রলাল

মিঃ চার্চ্চিল ওয়েলথাম এবিতে বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে বিন্দুমাত্র দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও বলিতে পারেন না যে আগামী গোলটেবিল বৈঠক ভারতকে ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী দান করিতে সমর্থ অথবা কোনও জীবিত মনুষ্যের জীবনকালে ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন পাইবার সম্ভাবনা মাত্র আছে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে মিথ্যা আশার উদ্দীপনায় লাভ কি? ইহার একমাত্র ফল এই হয় যে ভারতবাসীর ইংরাজের কথায় উপর বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায়। ইহাতে ভারতবাসীর ক্রোধ এবং নৈরাশ্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পায় যে, কথা সকলের ভারতে এক অর্থ এবং বিলাতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন যে ভারতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে তাহাতে ঔপনিবেশিক শাসনদানের কিছুমাত্র সুবিধা হইবে না।

ব্যবসায় বন্ধ

করাচী হইতে সংবাদ এই যে সহের বাজার এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে বড় বড় মহাজন টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। অনেকে দেউলিয়া হইতেছেন। সিন্ধুপ্রদেশের কমিশনার সাহেব মহাজনদিগকে ডাকাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই, কারণ তাঁহাদের মতে বরং বর্ত্তমানে লোকসান দেওয়া ভাল, তথাপি অর্ডিনেন্স জারি করা ভাল নয়, পিকেটীং অর্ডিনেন্স জারি করিলে অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়াইবে।

বিলাত ও ভারত

বিলাতের ভীষণ দলাদলি আছে বটে, তবে ভারত সম্বন্ধে আপাততঃ সমস্ত দলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। সার জন সাইমন বলেন যে যদি সত্য ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয় তাহা হইলে এই সন্ধি রক্ষা হইবে না।

অনেকের মত এই যে গোলটেবিল বৈঠকে ইংলণ্ডের সকল দলের লোকই থাকিবে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষীয় লোকদিগকেই বাছাই চেষ্টা করিতেছেন।

জলকর বিলি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে নদীয়া রাজএষ্টেটের রাজবাটী-সংলগ্ন জলকর আগামী ১৩৩৭ সাল ১লা ভাদ্র হইতে ১৩৪০ সালের ৩১ শ্রাবণ পর্য্যন্ত তিন সন মিয়াদে ইজারা বিলি হইবে। যাঁহারা উক্ত জলকর বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২১।৭।৩০ তারিখ বেলা ৩ ঘটিকার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে হাজির হইয়া ডাক করিবেন।

স্বাক্ষর— বি, এল রায়

ম্যানেজার নদীয়া রাজ ওয়ার্ডস

এষ্টেট [illegible]।

[illegible]

সেবনীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধর ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ অম্বলশূল, অরুচি, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ নিশ্চিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মপুং সক্তাস্থারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"প্রমথবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ কাল সংরোধশক্তি বৃদ্ধি ও পুষ্ট করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭ক হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকাজম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাস্‌ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, কুইনাইন হাইড্রোক্লোর, স্ট্রীকনিন, আর্সেনিক এবং হেক্সামিন আছে।

এক কেরাস্-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে কেবল [illegible] ইনজেকসনের সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে বারটী দিনে [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ টাকা

বাই ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২রা শ্রাবণ শুক্রবার - ১৩৩৭

(১)

(ক) জড়ৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী-মদোন্মত্ত ব্যক্তি হিতাহিত-বিবেকশূন্য হইয়া শুদ্ধনামাশ্রিত ভক্তবৃন্দের চরণে অপরাধ করিয়া বসে

(খ) যাজ্ঞিক বিপ্রগণ অধোক্ষজবিমুখের ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, শাস্ত্রজ্ঞান, কুল এবং কর্ম্মনৈপুণ্যকে ধিক্কার প্রদান করিয়া উপনয়নসংস্কার, গুরুগৃহবাস, তপস্যা, আত্মবিচার, শৌচ, সন্ধ্যাবন্দনাদিশূন্য ভগবদ্ভক্তেরই অধিক প্রশংসা করিয়াছেন

(গ) গুরুপাদপদ্মে ভক্তিই ব্রাহ্মণের স্বরূপ লক্ষণ, অপর একাদশটী তটস্থ লক্ষণ, ভক্তিহীনের ব্রাহ্মণতা স্বীকার্য্য নহে

(ঘ) ব্রহ্মজ্ঞতা ব্যতীত ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় শুক্রশোণিতজাত নশ্বর দেহমাত্রে লভ্য নহে

(ঙ) ব্রহ্মজ্ঞতা ভগবজ্জ্ঞানের আংশিক পরিচয়, পরন্তু ভক্তিমত্তাই ভগবজ্জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের পক্ষে কখনও ভক্তনিন্দা সম্ভব হইতে পারে না

(চ) জাতিকুলবিচারে ভক্তি আবদ্ধ নহে, একান্ত নারকীই বিষ্ণুভক্তে জাতিবুদ্ধি করিতে সাহসী হন; ব্যবহার যাহাতে পরমার্থের বিঘ্নকারী না হয়, তৎপ্রতি শ্রেয়স্কামী মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য

(২)

(ক) আমাদের কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ-সম্প্রদায়ের অনুগত পরিচয়ে কেবলাদ্বৈতবাদী স্মার্ত্তের বিচার অবলম্বনে এক অত্যদ্ভুত নূতনমত প্রচার; তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপে পণ্ডিত বিনোদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এজি, বি, টি, মহোদয়ের সাম্প্রদায়িক চিহ্নধারণ, কৌপীন ধারণ, আত্মদের লক্ষণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ও বৈষ্ণবদ্রোহী কেবলাদ্বৈতী আসামীয় শঙ্করের বিচারভেদ, ভক্তের 'বিষয়' কি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-বিচার প্রভৃতি বিচার উপস্থাপন

(খ) নানামতগ্রহণ-চাপল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যমঙ্গলের অনুসন্ধানই জীবের কর্ত্তব্য

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কুল, ধন, বিদ্যা ও রূপ—এই চারিটী মদে মত্ত হইয়াই আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, আমরা কৃষ্ণকৃপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া ভীষণ নরকাবর্ত্তে চিরবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া বসি। অসৎপানোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন গুরু লঘু, পূজ্যাপূজ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রভৃতির কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তাহার ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়া বসে, উক্ত মদচতুষ্টয়-পানে মত্ত আমরাও সেইরূপ হিতাহিত-বিচার-শূন্য হইয়া পড়ি, পরিণামের দিকে বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি রাখি না। প্রাকৃত শুক্র-শোণিত-জাত দেহকে ব্রাহ্মণাভিমান করিয়া আমরা বৈষ্ণবকে কতই না ঘৃণার চক্ষে দর্শন করি!

আমরা তপশ্চরণ করিব না, সর্ব্বদা নিজেন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকিব, অমেধ্যাদি ভক্ষণ করিব, তাহাতে কোন দোষ নাই; কিন্তু যদি বর্ণাশ্রমোদ্ভূত কোন ব্যক্তি প্রাকৃত দেহাভিমান ছাড়িয়া সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া শ্রীগুরু-কৃপায় অপ্রাকৃত দেহস্মৃতি লাভ করিয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণভজন-রত হন, তাহা হইলেই আমাদের যত আক্রোশ পড়িবে, সেই তৃণাপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষসম সহিষ্ণু, অমানী, মানদ শুদ্ধনামাশ্রিত ভক্তের উপর! আমাদের ন্যায় ব্রাহ্মণাপসদ ব্রহ্মবন্ধু ব্রহ্মরাক্ষস অপেক্ষা লোকে সেই নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণভক্তকে অধিক সম্মান দিবে, ইহা মনে করিলেও যেন আমাদের গাত্র কণ্টকিত হইয়া উঠে, বক্ষে শত শত শেল বিদ্ধ হইতে থাকে, তাহাকে পথে চিবিয়া মারিতে ইচ্ছা করে! অহো! এতাদৃশ মৎসরতার নামই নাকি ব্রাহ্মণতা! ধিক্ আমাদের এতাদৃশ শ্রেষ্ঠবর্ণাভিমানে!

যাজ্ঞিক বিপ্রগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ পত্নীগণের অলৌকিকী ভক্তি অথচ নিজেদের ভক্তিহীনতা দর্শনে অনুতপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

"হায়, আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, সুতরাং আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য এবং দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, শাস্ত্রজ্ঞান, কুল এবং কর্ম্মনৈপুণ্য সমস্তেই ধিক্! ভগবানের মায়া যোগিগণেরও মোহ উৎপাদন করিয়া থাকেন; যেহেতু আমরা মনুষ্যলোকে শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বকীয় কর্ত্তব্য-বিষয়ে মূঢ় হইয়াছি। যে ভাব থাকিলে [illegible] মানব মৃত্যুপাশ ছিন্ন হইয়া যায়, অহো, নারীগণেরও সর্ব্বজগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশী ভক্তি হইয়াছে! ইঁহাদের উপনয়ন-সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, তপস্যা, আত্মবিচার, শৌচ এবং মঙ্গলজনক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কিছুই নাই, তথাপি ইঁহাদের উত্তমঃশ্লোক মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়া-ভক্তি জন্মিয়াছে; পরন্তু আমরা উপনয়নাদি সংস্কার-যুক্ত হইলেও আমাদের সেই ভক্তির উদয় হইল না; আমরা নিরন্তর গৃহচেষ্টায় আসক্ত থাকিয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত। কৃষ্ণ গোপ-বালক-দ্বারা অন্ন-প্রার্থনা-মুখে আমাদিগকে পরমার্থ স্মরণ করাইলেও আমরা তাহা গ্রাহ্য করি নাই।" ইত্যাদি।

যাঁহার অকৃষ্ণকামনাশূন্য অহৈতুকী ভক্তি আছে, তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য এবং শ্রী সবই আছে, আর যাঁহার তাহা নাই, তাঁহার সে সকল থাকিয়াও মৃতদেহে অলঙ্কার-সমূহ নিরর্থক মাত্র। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মভক্তি ও সত্য—এই কয়টী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ। তন্মধ্যে ভক্তিই স্বরূপ লক্ষণ, অন্যগুলি তাহার আনুষঙ্গিক তটস্থ লক্ষণ। ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডালাধম, পরন্তু ভক্তিমান্ শ্বপচ ব্রাহ্মণোত্তম। যে ব্রহ্মজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ, তাহার অন্যথা হইলে সে একটী [illegible]-ঘটক নশ্বর দেহকে ব্রাহ্মণ বলিতে হয়? ব্রহ্মজ্ঞতা ভগবজ্জ্ঞানের আংশিক পরিচয় মাত্র; ভক্তিমত্তাই ভগবজ্জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কোন কালেই ভগবদ্ভক্তের নিন্দা করিতে পারেন না। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাই [illegible] কৃষ্ণভক্তগণের কতই না প্রশংসা করিয়াছেন। ভক্তের [illegible] ক্রিয়া-নৈপুণ্য, সৎকুলে জন্ম, পাণ্ডিত্যাদি কোন অপেক্ষা নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ [illegible] জাতিকুলাদির অপেক্ষা যুক্ত করিতে [illegible], তাহারা ভক্তি, ভক্ত ও ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া অনন্তকালের জন্য মহারৌরব প্রাপ্ত হন।

[illegible] কোন [illegible] হইলে সে যেমন সেই [illegible] অবশ্যই আশ্রয় করিয়া থাকে, জাতিকুলাদি বিচার করিয়া দেখে না, সেইরূপ [illegible] এরূপ প্রার্থনীয় বিষয় হইলে আমাদিগকে অবশ্যই অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা যে কোন কুলে উদ্ভূত হউন না কেন, তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য নহে, হইলে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি [illegible] নারকী সং—এই শাস্ত্রোক্ত বচনানুসারে নরকগতি লাভ করিতে হইবে, কৃষ্ণভক্তি লাভ করা দূরের কথা, সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যাইবে। "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"—এই মহাজন-বাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা শুক্রশোণিতের দাস হইতে চান, কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাঁহাদের নিকট সুদূর-পরাহত। কৃষ্ণভক্ত যে কোন কুলোদ্ভূত হউন না কেন, তিনি কখনও লঘু হইতে পারেন না।

[illegible] শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার চরণে যে অপরাধ [illegible], [illegible] এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে অসম্মান [illegible] এবং তৎফলে তাহার [illegible], তাহা কে না জানে? [illegible] ভাবে [illegible] বৈষ্ণব-গণের মর্য্যাদা অবগীতকে [illegible] বুদ্ধি করিয়া যে জাল [illegible] লাভ করিয়াছিল, তাহার [illegible] নাই। [illegible] বৈষ্ণবাপরাধের ভয়াবহ পরিণাম [illegible]। [illegible] বিচার [illegible] নিরর্থক। [illegible] প্রয়োজনীয়তা [illegible] হউক, কিন্তু [illegible] কোন প্রকারে [illegible] সম্বন্ধ নহে [illegible] করা।

ব্রহ্মচারীর প্রলাপ

(লিখক শ্রীপাদ নিমানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এস্, সি,)

কিছুদিন হইল কয়েকটি প্রশ্নে শ্রীযুক্ত ... চৌধুরী ওরফে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সামান্য সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিষ্ণুপুরের কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা সম্প্রতি আমাদের নিকট প্রকাশ করায় আমরা আমাদের মঙ্গলের জন্য উহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিত্য সেবা করিতে মনস্থ করিয়াছি।

প্রশ্ন।—আপনার সম্প্রদায় কি?

উত্তর।—রামানুজ সম্প্রদায়।

প্রঃ। আপনি বৈষ্ণব; আপনি তুলসীর মালা ও তিলক কেন ধারণ করেন না?

উঃ। পরমাবস্থায় এইগুলির প্রয়োজন থাকিলেও ব্রহ্মচারী অবস্থায় ঐ গুলির কোন প্রয়োজন নাই।

প্রঃ। গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণ কিন্তু এই সমস্ত চিহ্ন ধারণ করেন দেখিতে পাই।

উঃ। সত্য। কিন্তু এত কাল ধর্ম্মালোচনা করিয়াও তাঁহারা কেন এখনও এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বর ছাড়িতে পারেন নাই, ইহা বুঝিতে পারি না।

প্রঃ। কিন্তু আপনি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন দেখিয়েছি।

উঃ। হাঁ, উহাতে আমার প্রয়োজন আছে।

প্রঃ। আপনার গুরু কোথায়?

উঃ। তিনি বৃন্দাবনে আছেন।

শিষ্য গুরুর সঙ্গে বিধানের জন্যই সর্ব কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, শুনি। আপনার অভিমত কি?

উঃ। আজ ৫ বৎসর গুরু ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছি। বর্ত্তমানে আমার ঐ স্থানে আমার আর গুরুর দরকার নাই।

প্রঃ। আচ্ছা গুরু আপনি কাহাকে বলেন?

উঃ। (চোখের কোণে অঙ্গুলি দিয়া) চোখে যখন জ্যোতির দর্শন হয়, জীব তখন ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ক্রিয়া বুঝিতে পারে এবং ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া "ত্রিবেণী" সঙ্গমে স্নান করিয়া জ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করে।

প্রঃ। তখন গুরু কিরূপ সম্মান পান?

উঃ। গুরু তখন ব্যবহারিক সম্মান পাইবেন।

প্রঃ। আপনি একরূপ বলেন ও গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণ অন্য একরূপ বলেন।

উঃ। গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিপাদগণ বিদ্বান। আমার বিদ্যা নাই। আমার কথায় নিজেদের বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন।

প্রঃ। আপনি কাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন?

উঃ। সকলকে। আমার অনেক ব্রাহ্মণও শিষ্য আছেন।

প্রঃ। ব্রাহ্মণ ত' ব্রহ্মজ্ঞানী। আপনি তাঁহাকে কি শিক্ষা দিবেন?

উঃ। তাঁহারা যোগকার্য্য কিছু অনুষ্ঠান করিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

প্রঃ। আপনি কি আপনার শিষ্যগণের হাতে খান?

উঃ। আমি আমার ব্রাহ্মণ শিষ্যের হাতেও খাই না। স্বধর্ম্মে থাকাই ভাল। বিবাহিতের হাতেও খাই না।

প্রঃ। আপনার শিষ্যবর্গ আপনার পাতের অন্ন গ্রহণ করেন কি?

উঃ। হঁ, নিশ্চয়।

প্রঃ। আপনি কেন উহাদিগকে আপনার অন্ন খাওয়াইয়া স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিলেন?

উঃ। গুরুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণই শিষ্যের কর্ত্তব্য।

বহু কথা বলিবার আছে। উহা শিষ্য ব্যতীত অন্যকে বলা যায় না। আপনি যদি সমাধি গ্রহণ করিতে চান, তবে বলুন। অল্পকালে আপনার অভীষ্ট লাভ হইবে। নিমানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলে কি ফল লাভ করিবেন? তবে আমার শিষ্য হইলে সর্ব্বদা মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, দেশের জন্য খাটা দরকার। এবার এদিকে গেলে আমিই ফিরিব কি না সন্দেহ।

প্রঃ। আপনার কি পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে এ যাবৎ কোন আলাপ হইয়াছে?

উঃ। না ইচ্ছা আছে, ঘটিয়া উঠিতেছে না।

প্রঃ। কেন, আপনি যখন ত্যাগী, তখন অনায়াসেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারেন। আপনাদের বিরোধের সামঞ্জস্য হইলে আমরাও নিশ্চিন্ত হই।

উঃ। সত্য, ত্যাগী হইয়াও আমরা নানা কার্য্যে ব্যস্ত।

মন্তব্য

কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আমাদের কোন আক্রোশ নাই। আমাদের যত আক্রোশ অসৎ-পন্থার প্রতি। অসত্যের প্রচার যখন সমাজকে বিপদাপন্ন করিবার চেষ্টা করে, তখন সকলকেই বাধ্য হইয়া অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। যাঁহারা সত্যের সেবা করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের সহিত সত্যানুরাগীর কোন প্রকার বিরোধ সম্ভব নহে। কিন্তু যাহারা তত্ত্ব গ্রহণে অসত্যের সেবায় বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের সহিত মিলন সম্ভবপর নহে।

সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ—ব্যবহার কার্য্য সাধন করিলেই হইল। তথাপি তাঁহাদের ইষ্টানুরূপ পরিয়া সেই ক.বাটি করিতে হয়। এরূপ বিধিমার্গে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ করিবারই ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। যথা—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরৈকান্তিহেতবঃ॥

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ এই পাঁচটি সংস্কার পরম ঐকান্তিকত্ব লাভের উপায়। গোপীচন্দন দ্বারা দ্বাদশ তিলক ধারণের ব্যবস্থা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিহিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীরও কৌপীন ধারণের সহিত তিলকাদি দণ্ড-সংস্কার গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিহিত আছে। যথা—

মুণ্ডনং প্রথমং কুর্য্যাৎ ক্ষৌরস্নানং দ্বিতীয়কং।
তৃতীয়ং তর্পণং চৈব তিলকং ভাল-দেশতঃ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি

রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া চরিত্রগঠন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্র বাবু কোন রামানুজীয় বৈষ্ণবের এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। তিনি নিজেই সাধু সাজিয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ঐরূপ আবল-তাবল বকিতেছেন।

কৌপীন ধারণ—ভবেন্দ্র বাবু তাঁহার সাধুগিরি জাহির করিবার জন্য যে কৌপীন গ্রহণ করিয়াছেন, উহার গ্রহণে কিরূপ অধিকারের কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, একবার তাহা অনুধাবন করা যাউক।

"বিজিত-ষড়্‌গুণো যশ্চ দম্ভ-ভিন্নাদি বর্জ্জিতঃ। বৈর কার্পণ্য-দৈন্যশ্চ বিগতেচ্ছো জিতেন্দ্রিয়ঃ। গুরৌ চ-বিষ্ণুভক্তো বিষ্ণু-ভক্ত্যাদি-সাধকঃ। ভবেৎ ... গ্রহণে যাচিতে সতি সাধুভিঃ।"

—যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—এই ষড়্‌গুণ জয় করিয়াছেন, দম্ভ ও অহঙ্কারশূন্য হইয়াছেন, বৈর ও কার্পণ্য শূন্য হইয়াছেন, নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় এবং ভগবদ্দীক্ষা পাইয়াছেন এবং ভগবদ্ভক্তিসাধনে তৎপর, তিনি কৌপীন গ্রহণে অধিকারী।

যেনতেনপ্রকারে অন্ধ এতে দীক্ষিত ভবেন্দ্র বাবু নিশ্চয় দম্ভ ও অহঙ্কারশূন্য নহেন এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-সম্পন্ন হওয়ায় তিনি বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। নিশ্চয় হরিসেবা ছাড়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহেই তিনি ব্যস্ত। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমের বেষ কৌপীন ধারণ করিয়া উহার মর্য্যাদাই লঙ্ঘন করিয়াছেন।

আত্মজ্ঞের লক্ষণ—আত্মজ্ঞের লক্ষণ তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা নহে। আত্মজ্ঞ হইলে চিদ্বৈচিত্র্যেরই দর্শন হয়। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে কৃষ্ণসেবায় নিত্য নিযুক্ত দেখিতে পান। চিদ্বৈচিত্র্য অপ্রকাশী শঙ্করসেবী সম্প্রদায়ে গুরু 'উপকারী গুরু' বলিয়াই সম্মান পান সত্য; কিন্তু রামানুজীয় বা অন্য কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার তাহা নহে।

নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।

গুরুরূপী নিতাই সত্য এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে জীবগণ কৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহারাও সত্য। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি এই তিনটিই সত্যরূপে বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠিত। জীব কিছু গুরুতত্ত্ব হইতে পারে না। ব্রহ্মচারীর এই গুরুত্যাগের প্রধান নিদান নির্বিশেষবাদ আলোচনা হইতেই জাত। তিনি মায়াবাদী, নির্বিশেষবাদী; রামানুজের সেবকত্বের অভিমান করিবার অধিকার তাঁহার নাই।

'ষট্‌চক্র' হইতেই তিনি 'ত্রিবেণী' সঙ্গমে স্নান করিবার ব্যবস্থা পাইয়া থাকিবেন। যথা—

"শরীরে ... ইড়া পিঙ্গলা এই দুই নাড়ী মনের সহিতে বাম কর্ণে জপ করিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করি। * * * পুরুষ আত্মাতে সব গুরুক দেখিব।"

বৈষ্ণবগণ এতে চিন্তারোপ করেন না। যোগীগণ পরমাত্মা নামে ভগবানের স্বরূপ কল্পনা করিলেও বৈষ্ণবগণ করেন না। ইড়া পিঙ্গলা'দি অঙ্গ বস্তুর নিরূপণে চিদ্দর্শন লাভ হয় না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের ভগবান্ চিৎ ও অচিৎ এই দুইটি বিশেষণে বিশেষিত হইয়া নিত্য প্রকাশিত রহিয়াছেন। তিনি চিৎ বলিতে জীব ও অচিৎ বলিতে জড় বুঝেন। রামানুজকে যোগী সাজাইয়া তাঁহার চরণে অপরাধ-জন্য নরকগমনের ব্যবস্থা না করাই ভাল।

গুরুত্বের বিষয়—গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণ বিষয় দ্বারা কৃষ্ণ ভজন করেন, বিষয়ী নহেন। বিষয়ের দ্বারা কিরূপে কৃষ্ণভজন করিতে হয়, তাহা আমরা তাঁহাদেরই নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারি। ব্রহ্মচারী মহাশয় কৌপীন ধারণ করিলেও গৃহাসক্ত। তিনি আশ্রমাদি স্থাপনের নামে অর্থ সংগ্রহ করিয়া যেরূপে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এইরূপ ব্যবহারকে ইহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গু-বৈরাগ্যের তারতম্য বুঝিতে পারিলে তিনি গৌড়ীয়ের গৌরব বুঝিতে পারিবেন।

বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি—ব্রাহ্মণের পাতিত্য অন্ন কুলে অর্পিত হইতে পারে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই ব্রাহ্মণ। দীক্ষা-প্রভাবে অন্যান্য ব্যক্তিরও ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হয়। যথা,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-
বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে
নৃণাম্॥

পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা রামানুজের সম্প্রদায়েও প্রচলিত আছে। তিনি যদি শিষ্যকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হস্তে অর্পিত অন্ন তাঁহাকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তিনি না করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার নিজেরই দীক্ষা লাভ হয় নাই আর শিষ্যকে দান করিবেন কি! দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে অন্যকে তাহা দেওয়া যায় না। মূল কথা, তিনি দীক্ষা ব্যাপারটি কি তাহা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং বহু পূর্ব্বে তিনি এইরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবেন।

উপসংহারে আমাদের নিবেদন, তিনি অধিক কাল আর এইরূপ বাচালতা না করিয়া বৈষ্ণব-সঙ্গ-লাভ দ্বারা নিত্যমঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করুন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সাধন, সম্বন্ধ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-অন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান্স কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশ্রী ... (দ্বিতীয় সংস্করণ)

৷৶৹

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আর্ত্তীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উজ্জ্বল সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১৹

আমরা অজ্ঞান বুদ্ধির অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶৹

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹

৫। ভজনরহস্য ৷৹

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৷৹

" " আবাঁধা ৸৹

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹

গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷৹

৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ভাগবতম্ সানুবাদ (মাধ্ব) ১৲

১০। বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶৹

১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৶৹

১৬। সৎসঙ্গ (৩য় সংস্করণ) ৶৹

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অকৃপা ৷৶৹

ঐ ঐ বাঁধা ৷৹

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনক্রম, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি একত্রে ৶৹

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্থপঞ্চক ৶৹

২৬। সাধককণ্ঠমালা ৶৹

২৭। সংস্কার-দীপিকা

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। [illegible] ৷৹

৩০। [illegible] শিক্ষা ৸৹

৩১। [illegible] সানুবাদ ৷৹

৩২। [illegible] ৸৹

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে মাত্র খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible]কাঠী, জেলা [illegible]।

নদীয়া [illegible] নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] মালেকার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম. এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন [illegible] রোগে [illegible] হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ [illegible]নের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible]পুর, [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

---

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

সর্ব্বধর্ম্মব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে, পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাস, হাঁপ, যক্ষ্মা, স্বররোগ, হৃদ্রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অশেষ পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত:

[illegible] সম্বন্ধে ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান: আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ল্লভ

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ [illegible] প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৭৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

[illegible]

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৫৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া [illegible]

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাব

সাধক কণ্ঠমালা

ভক্ত সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

[illegible]

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্থলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২০নং [illegible], ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর [illegible] জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত পথে উপদেশ [illegible] বুঝিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এই শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নবাগত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, সচিত্র	১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	[illegible]
সাধন পথ (শ্রীমদ্ভাগবত [illegible]) সচিত্র	১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	[illegible]
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	[illegible]
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	[illegible]
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক পর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৮।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, [illegible], কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—[illegible], নদীয়া,
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, [illegible], ঢাকা
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ [illegible], [illegible]
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, [illegible], মালদহ
১০। শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিপ্রকাশ [illegible]
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

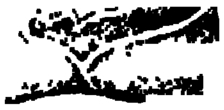

টি, টি, সিলিপার

চটি, ডিপিয়াম ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী -এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা:- টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম—

পারফান

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার হ্রাস হয়। কলেন পরিচালক'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনায় সার্ব্বজনীন একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বর্মাকিঙ্গস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গৌরিগ্রামের দ্বারিকানাথ ও — শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার।
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১১৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা শ্রাবণ ১৩৩৭ শনিবার ১২শে জুলাই ১৯৩০

নানা কথা

নদীয়া জেলার সংবাদ

অবস্থা

অনেক স্থলেই বৃষ্টি হইতেছে। কোনও কোনও স্থানে বৃষ্টির অভাবে ফসলের খুব ক্ষতি হইতেছে। শ্রীযের প্রকোপ নাই বলিলেও চলে।

পিকেটীং

কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ সহর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে মদের দোকানে ও আবকারি দোকানে রীতিমতভাবে পিকেটিং চলায় মদ গাঁজা প্রভৃতি মাদক-দ্রব্যের বিক্রয় খুব কমিয়া গিয়াছে। বিদেশী বস্ত্রের দোকানেও বেশ পিকেটীং চলিতেছে, তবে অনেকে আপনা হইতেই বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন।

কুষ্টিয়া—জেলা নদীয়া

কুষ্টিয়ায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ সাহার উপর ১৪৪ ধারার আদেশ জারি করিয়া তাঁহাকে সভাতে যোগদান করিতে এবং বক্তৃতাদি দিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

কলিকাতায় মহিলা পিকেটার

কলিকাতায় বড়বাজারে ৩০ জন, বহুবাজারে ২০ জন মহিলা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত পিকেটীং করিতেছেন।

টাঙ্গাইলের অবস্থা

টাঙ্গাইলে ১ সপ্তাহে ৩৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে ২৪৪ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ৭২ জনের জেল হইয়াছে এবং ৫৯ জন এখনও বিচারাধীন হইয়া হাজতে আছে।

মিঃ প্যাটেলের উক্তি

বোম্বাইয়ে কারাদণ্ডের সংখ্যা

কলেজে হুলস্থূল

টাঙ্গাইলে এক সপ্তাহে ৩৭৫ জন গ্রেপ্তার

মোক্তার সাস্পেণ্ড

বোম্বাই কাউন্সিলের জের

কমন্স সভায় গান্ধীটুপী

জেল—জরিমানা—গ্রেপ্তার

প্রচারকের মুখবন্ধ

খানাতল্লাসের শেষ নাই

লেজিস্লেটিভ ইউ, পি, কাউন্সিল

ইউ, পি কাউন্সিলের বৈঠকে রাও কৃষ্ণপাল সিংহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে আইন অমান্য আন্দোলন নিবারণ জন্য বলপ্রকাশ উচিত নয় না। সরকারি কর্মচারিগণের ঠিক আইনমত কার্য্য করা উচিত। কোনও স্থানে অযথা অত্যাচারের কথা প্রকাশ পাইলেই সে বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া আবশ্যক এবং যে রাজকর্মচারী সেই অত্যাচার জন্য দায়ী থাকা সাব্যস্ত হইবেন তাঁহার দণ্ড হওয়া উচিত। কেবল আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যাঁহাদের কারাদণ্ড হইয়াছে তাঁহাদিগকে 'এ' শ্রেণীভুক্ত করা উচিত। সমস্ত বেসরকারি সভাগণ এই প্রস্তাবে পোষকতা করিয়াছিলেন। মিঃ চিন্তামণি সভা শেষে বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে সরকারবাহাদুর দমন নীতির পরিবর্তে অন্য ব্যবস্থা করুন। তিনি বলেন যে ভারত সরকার প্রথমে এই বিষয়ে বেশী হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং এই পন্থা যদি গবর্ণমেণ্ট বজায় রাখিতেন তাহা হইলে বোধ হয় এই আন্দোলন এত শীঘ্র এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। সরকার বাহাদুর এই আন্দোলন বন্ধ করিতে গিয়া যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ক্রমেই কংগ্রেসের প্রতি লোকের সহানুভূতি বেশী হইতেছে এবং অনেকেই কংগ্রেসের পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। প্রতিদিনই লোক ভারত-সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেছে। যদি গবর্ণমেণ্ট এই আন্দোলন বন্ধ করিতে চান তাহা হইলে তাঁহার দমননীতি পরিত্যাগ করা উচিত।

বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তারের সংখ্যা

সরকারি রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে বোম্বাই সহরে ১৪৪৫ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মোক্তার সাসপেণ্ড

ফরিদপুরের জজ সাহেব মাদারিপুরের মোক্তার রায়সাহেব গিরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে সাসপেণ্ড করিয়াছেন এবং তাঁহাকে স্থায়ীভাবে মোক্তারি হইতে খারিজ জন্য হাইকোর্টে লিখিয়াছেন। মোক্তার মহাশয়ের অপরাধ যে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন পোষণ করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

কংগ্রেস আফিস খানাতল্লাস

বারাসত (২৪পরগণা) কংগ্রেস গৃহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ একটী জাতীয় পতাকা, কতকগুলি কাগজ ও বিজ্ঞাপন, একটী টাকা আদায় করিবার রসিদ, কয়েকটী চাপরাস প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে। ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর কংগ্রেসগৃহও খানাতল্লাস হইয়াছে কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

মেদিনীপুরে বালক গ্রেপ্তার

মেদিনীপুর সহর দোকানে পিকেটীং করায় পুলিশ ১১ বৎসর বয়স্ক একটী বালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নানা খবর

গ্রেপ্তার—জেল জরিমানা

[illegible] পিকেটিং করার জন্য জেলগুলি [illegible] স্থান সংকুলান হইতেছে না [illegible] ভাবে জেলখানাগুলিতে [illegible] দৈনিক গ্রেপ্তার হইতেছেন। অন্ততঃ এখানে [illegible] লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পাটনা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে [illegible] জুলাই পর্য্যন্ত ভাগলপুরে [illegible] জন সারণে ৩৪ জন পাটনাতে ৮১ [illegible] জন চম্পারণে ৭০ জন গয়াতে ৫৭ জন মুঙ্গেরে ৫৯, মজঃফরপুরে ৪০ পূর্ণিয়াতে ২৯ দ্বারভাঙ্গায় ১৮ মানভূমে ১৪ সিংভূমে ১২ হাজারিবাগে ৭, রাঁচিতে ৩ জন এই মোট ৮০৪ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বীরপুরের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। প্রতিদিন মার্চ্চ করিতেছে এবং গ্রেপ্তার হইতেছে।

চম্পারণে [illegible] চলিতেছে শোনা যায়।

বুলন্দসহরে [illegible] সমিতির [illegible] পরুষোত্তম [illegible] পিকেটিং [illegible] অপরাধে [illegible] কারাদণ্ড ও ২০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

কলিকাতায় কলেজে পিকেটিং [illegible] জন স্বেচ্ছাসেবকের ৬ মাস সশ্রম কারাবাস এবং ১০০ টাকা জরিমানা এবং অপর ১৬ জনের ৬ মাস বিনা পরিশ্রম কারাবাস এবং ১০০৲ টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

হাওড়া ষ্টেশনে চা [illegible] কালে একজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় কিছুক্ষণ আটক রাখিয়া [illegible] হইয়াছে।

কলিকাতা [illegible] ৩ জন লোক এবং ৩ জন মহিলা পিকেটিং [illegible] নিযুক্ত ছিলেন তন্মধ্যে একজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা [illegible]। এই স্থানে পিকেটিং [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তন্মধ্যে একজন পশ্চিমার [illegible] এবং একজন বাঙ্গালীর ১৫৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। উক্ত অপরাধে জিতেন্দ্র সিংহের ৮ মাস জেল হইয়াছে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্ম্মী [illegible] জোগেনের [illegible] মাস জেল হইয়াছে। কলিকাতা [illegible] দোকানে পিকেটিং [illegible] স্বেচ্ছাসেবকের ৩ মাস করিয়া জেল হইয়াছে। [illegible] পিকেটিং করা [illegible] উমাকান্ত [illegible] মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। এবং অরুণ ঘোষ ও [illegible] দাস যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কংগ্রেস হাউস খানাতল্লাস

[illegible] প্রাদেশিক কংগ্রেস হাউস খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ [illegible] প্রাপ্ত কর্ম্মী মিঃ আমীর আলীকে [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছেন। [illegible] কর্ম্মী নিযুক্ত করা হইল।

[illegible] কংগ্রেস আপিস খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ একটি [illegible] পতাকা এবং কতকগুলি কাগজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

[illegible] পার্কের স্বেচ্ছাসেবক-শিবির খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া গিয়াছেন

কলিকাতা কলেজে পিকেটিং

প্রেসিডেন্সি কলেজে যাহাতে পিকেটিং না হইতে পারে তাহার জন্য মঙ্গলবার সকাল ৭-৩০ হইতে কলেজের চারিদিকে সার্জ্জেন্ট এবং দলে দলে কনেষ্টবল মোতাইন হইয়াছে। গেটে এবং ভিতরের দরজাতেও পাহারা বন্দোবস্ত হইয়াছে। এত সতর্কতা সত্ত্বেও কয়েকজন পিকেট ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং পিকেটিং চালাইবার সময়ে ৬জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। যাহারা ভিতরে গিয়াছিল তাহারাও অনেকে ক্লাসে যায় নাই। বেলা ২টার সময় কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক কলেজ-গেটের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তারপর আবার ৩ জন আসে এবং তাহারাও ধৃত হয়। তারপর আবার দুই দল আসে এবং তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৯জন ধৃত হইয়াছে।

স্কটীশ চার্চ্চ কলেজেও খুব পিকেটিং চলিতেছে এবং খুব কম ছাত্রই কলেজে উপস্থিত হইয়েছে।

সিটী কলেজ, সেণ্টপল কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ, রিপন কলেজ এবং বিদ্যাসাগর কলেজেও খুব পিকেটিং চলিতেছে এবং পড়াশুনা একরূপ স্থগিত আছে। কয়েকটি কলেজ বন্ধ হইয়াছে, বাকী কলেজ সত্বর কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইবে। আশুতোষ কলেজে একটী বালিকা ও কয়েকজন পিকেটার গেটে উপস্থিত থাকায় কেহ কলেজে যাইতে পারে নাই। স্কুলেও বেশ পিকেটিং চলিয়েছে।

ভাইসরয়ের উক্তি সম্বন্ধে মিঃ প্যাটেলের মত

মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল বলেন যে ভাইসরয়ের উক্তিতে এমন কিছুই নাই, যে জন্য কংগ্রেস তাঁহার কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। মিঃ প্যাটেল বলেন যে যাঁহারা লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে যাইবেন তাঁহারা সকলেই সময়ে মায়ামুক্ত হইবেন।

কমন্স সভায় গান্ধি টুপী

কমন্স সভাতে মিঃ এক্‌গয়ে মিঃ বেনকে জিজ্ঞাসা করেন যে গান্ধী টুপী ব্যবহার কেন নিষেধ করা হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে গান্ধী টুপী পরিধানের দ্বারা কি ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে? এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটী গান্ধীটুপী বাহির করেন। ইহাতে কয়েকজন ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে ঐ টুপী পরিতে বলেন। মিঃ ব্রকওয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঐ টুপী মস্তকে পরিধান করেন। মিঃ বেন গান্ধিটুপী ব্যবহারের নিষেধ বিধি প্রত্যাহার জন্য বলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তি সম্বন্ধে মিঃ বাড়ি [illegible] যে প্রশ্ন করেন তাহারও কোনও স্পষ্ট উত্তর দেওয়া হয় নাই।

বোম্বাই কাউন্সিলের জের

বোম্বাই কাউন্সিলে বন্দীদের মুক্তি বিষয় আলোচনা হইতেছে। মুসলমানগণ এই বিষয়ে কোন দিকে ভোট না দিয়া নিরপেক্ষ থাকিবেন স্থির করিয়াছেন। মিঃ মুন্সী বলেন যে এই বিষয়ে কোন কিছু স্থির করিতে হইলে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা দরকার। মিঃ [illegible] বলেন যে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিতে হইলে তাঁহাকে মুক্ত দিবার দরকার। স্যার [illegible] বলেন যে মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার নীতির কোনও পরিবর্ত্তন করিবেন না বলিয়া প্রকাশ্য সুতরাং ঐরূপ কোনও প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া তাঁহার পক্ষে অপমানজনক। তারপর এই প্রস্তাব ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় [illegible] ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৸০ আনা, বোতল ১৸০ আনা।

অফিস—১১নং [illegible] রোড, [illegible], কলিকাতা।

সেবনীয়

মদন মঞ্জরী

[illegible] ও [illegible], ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] প্রভৃতি [illegible] নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ২০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সকামারি ঘৃত"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী, ১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ডোকা শিশি বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কম্বরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীজ—জে, বি, দত্ত

কেরাসর্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনাইন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই কেরাসর-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] টাকা

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ

২৯১ [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা শ্রাবণ শনিবার ১৩৩৭

(১)

(ক) জীবের স্বরূপগত-স্বভাব কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবা-পর হইলেও "পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়। মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥"

(খ) মায়াগ্রস্ত জীব হিতাহিত-বিবেকশূন্য হইয়া ভোগ বা ত্যাগ-বুদ্ধির আশ্রয়ে ভক্তিমার্গের বিরুদ্ধাচরণে রত হয়, শ্রৌত-পন্থা ছাড়িয়া তর্কপন্থা অবলম্বন করে, ভক্তগণকে তাহাদের অনিষ্টকারী মনে করে; কিন্তু তথাপি ভক্ত তাহাদের হিতচিন্তা করেন

(গ) শুদ্ধভক্ত মুখে হরিকথা-শ্রবণ-ফলে বদ্ধজীবের তর্কনিষ্ঠ স্বভাব দূর হইয়া শ্রৌতপন্থায় রুচি হয় এবং ক্রমশঃ সে ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকে

(২)

জড়ীয়-স্বার্থগন্ধহীন বিশুদ্ধ-ভগবৎপ্রেমের লক্ষণ—কেবল কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছা ব্যতীত আত্মসুখের লেশমাত্র বাঞ্ছা-শূন্যতা

(৩)

মৎস্যলোভী হরেকৃষ্ণ ওঝার সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ; তাহা হইতে আমাদের এই কয়েকটী শিক্ষার বিষয়, যথা—(১) আত্মেন্দ্রিয়তোষণার্থে পরপীড়ন কর্ত্তব্য নহে, (২) গুরুপাদাশ্রয় স্বীকারপূর্ব্বক সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ না করিয়া 'হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি নামাক্ষর উচ্চারণ দ্বারা নামাভাসেরও ফল-লাভ হয় না, (৩) শৌক্র-পারম্পর্য্য-লব্ধ উপাধি মাত্র থাকিলেই হইবে না, সেই উপাধির লক্ষ্যীভূত গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক, (৪) অন্ধবিশ্বাস হইতে বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী

(৪)

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব বিচার

জীব নির্দ্দোষ, তর্কনিষ্ঠ স্বভাবই দোষাই

ভূত-গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন স্বাধীনভাবে ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে অক্ষম এবং ভূতের বশীভূত হইয়া অন্যায় আচরণে রত হয়, মায়াগ্রস্ত বদ্ধ ব্যক্তিগণ সেইপ্রকার নিজ আত্মস্বরূপগত কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবাপর ভক্তিমার্গে বিচরণ করিতে অক্ষম এবং অজ্ঞতার দ্বারা চালিত হইয়া ভোগ বা ত্যাগমার্গ আশ্রয় করত কখন গৌণ এবং কখন সাক্ষাদ্ভাবে ভক্তিমার্গের বিরুদ্ধাচরণ করিতে রুচিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তিপথের বিরুদ্ধাচরণশীল ব্যক্তিগণ নিজ বদ্ধ স্বভাব-হেতু ভক্তদিগকে তাঁহাদের অনিষ্টকারী মনে করিলেও ভক্তগণ তাহাদিগকে শত্রুচক্ষে দেখিবার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের আত্মাকে ভগবদ্দাস-জ্ঞানে অতি প্রীতির চক্ষে দেখেন এবং যাহাতে তাহারা মায়ার আক্রমণোত্থ আগন্তুক বদ্ধ স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক চেতন-মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে অশেষ প্রকার যত্ন করিয়া থাকেন। মায়া-বিরচিত অজ্ঞানরূপ জালে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধির আশ্রয়ে তর্কনিষ্ঠ আগন্তুক স্বভাবযুক্ত হয়। এই তর্কনিষ্ঠ-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রৌতপন্থানিষ্ঠ হইয়া ভক্তিপথে সহসা রুচিবিশিষ্ট হয় না। সে যদি দৈব-সংস্কারে শুদ্ধভক্তগণের মুখনিঃসৃত ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিতে থাকে, তবে ধীরে ধীরে তাহার তর্কনিষ্ঠ স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রৌতপন্থায় নিষ্ঠাবান্ ও ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে, নচেৎ সম্ভবপর নহে। শ্রৌতপন্থায় প্রবেশ লাভ করিলে ভক্তগণের 'জীবে দয়া'-প্রণোদিত চিত্তের পরিচয় অন্তরে হৃদয়মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় এবং তখন ভক্ত-কুল-মুকুট-মণি শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহোদয়ের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারা যায়,—

"তোমা সবার দোষ নাই, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৩।২০৩)

স্বার্থ-গন্ধহীন বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভোগ বা ত্যাগ-বুদ্ধিকে চিরৎকালের জন্য বর্জন করত কেবলমাত্র সেবাবৃত্তি-সহকারে কেহ যদি উদ্ধৃত বর্ণনাটিকে প্রফুল্লচিত্তে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে শব্দ-শক্তির বিশুদ্ধি বৃত্তি-প্রভাবে তিনি নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণ অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। সাবধান করিবার জন্য কথিত হইতেছে যে, উদ্ধৃত বর্ণনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট পুরুষ ও নারী শব্দের অক্ষরদৃষ্টিবৃত্তি-লব্ধ অর্থ-প্রভাবে অতি অশ্লীল বা হেয়-প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার স্মৃতি যেন হৃদয়-ক্ষেত্রে ফুটিয়া না উঠে। ভগবান্ কৃষ্ণই যখন দ্বিতীয় রাধিকারূপ ধরিয়া নিজ সেবা নিজেই করিয়া থাকেন, তখন প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকা-গত হেয়-ভাব শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামধ্যে কখনই প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। প্রাকৃত-জনক-জননীর কার্য্যে যখন আমরা দোষারোপ করি না, তখন সমগ্র পদার্থের অপ্রাকৃত জননী-জনক-রূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের কার্য্যাবলীতে আবদ্ধ সন্তান ব্যতীত কোন শিষ্ট-হৃদয়-বান্ সজ্জনই হেয় ভাবের সমাবেশ কল্পনা করিতে সাহসী হন না :—

শ্রীরাধিকার উক্তি

আমি কৃষ্ণপদ-দাসী,
তেঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেয় দরশন,
না জানে মোর তনু মন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে,
কিবা দুঃখ দেয় মোরে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয়।
ছাড়ি অন্য নারীগণ,
মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া;
তা সবারে দেয় পীড়া,
আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তিঁহো লম্পট,
শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণে করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া,
মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তিঁহো—মোর প্রাণনাথ।
না গণি আপন দুঃখ,
সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ,
তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য।
যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ,
তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি,
লঞা যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী।
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ,
কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান,
কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প সাধনে॥
সেই নারী জিয়ে কেনে,
কৃষ্ণমর্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজসুখে মানে কাজ,
পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে,
কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা,
তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস॥
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥
মোর সুখ—সেবনে, কৃষ্ণের সুখ—সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি,
কহে মোরে প্রাণেশ্বরী,
মোর হয় দাসী অভিমান॥
কান্ত-সেবা-সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নারায়ণ-হৃদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে 'দাসী' অভিমানী।

'মাছের লোভে সাপের কোপে। মরতে হ'ল ওঝার পো-কে।"

[illegible]

[illegible] ([illegible], [illegible])

[illegible] নিত্যানন্দ, [illegible] [illegible] অদ্ভুতপূর্ব্ব [illegible] ঘটনাটী [illegible] এবং এক [illegible] [illegible] শিক্ষনীয় [illegible] কিছু [illegible] [illegible] সম্মুখে ঘটনাটি [illegible] উপস্থাপিত করছি।

সংবাদের বিবরণটী এই :— হরেকৃষ্ণ ওঝা নামক এক মাহিষ্য জাতীয় কৃষক যুবক মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত [illegible] আমের পার্শ্ববর্ত্তী বিলীবাট নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিত। গত ১৩ই আষাঢ় শনিবার সন্ধ্যার দিন [illegible] সম্মুখের [illegible] মূল করিবার পূর্ব্বেই [illegible] [illegible] ছিদ্র বাহির করিবার [illegible] [illegible] করিবার জন্য আত্মভোলা হরেকৃষ্ণ [illegible] গৃহ ছাড়িয়া [illegible] দ্বারা [illegible] করিয়াছিল [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] লোভী মানব নিরীহ [illegible] [illegible] অসতর্ক কৌশলোপযুক্ত প্রয়োগ প্রয়োগ করিয়া আপনাদের উদরের ক্ষুধা-নিবারণের ইন্ধন সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িত, ছিল, হরেকৃষ্ণ ওঝা ছিল তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ভগবান্ চক্রধর বক্র—অসতের শাসক। দুর্ব্বল আশ্রিতের প্রতি [illegible] দণ্ডের হাতে, অমোঘ নখর [illegible] অন্তরে অলৌকিক জীবহিংসাকারিত [illegible] সমস্তই যে [illegible] জন্য [illegible] এমন কোন কথা নাই। তাই তিনি মানুষ মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আদর্শ দৃষ্টি প্রদান দ্বারা সমধিক উদ্ভ্রান্ত-কারী [illegible] সতর্ক করিয়া তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] মানব এই সব ঘটনার মধ্য [illegible] ভগবানের স্পষ্টই ইঙ্গিত—[illegible] [illegible] করিয়া [illegible] হয় নাই॥

সেদিন হরেকৃষ্ণ তাহার বাসগৃহের [illegible] একটী ছোট ডোবার কোণের নিকটে গিয়া [illegible] উদ্দেশ্যে কয়েকটি [illegible] সন্ধান পাইয়াই মূল ধরিবার উদ্দেশ্যে [illegible] উপর 'চাঁড়ি' জাতীয় চাপিয়া ধরিয়া কোথা [illegible] বাহির [illegible] পারে আসিয়া [illegible] করে। [illegible] যুবক [illegible] মাছের অভিপ্রিয়ে আক্রমণ [illegible] [illegible] চিহ্নে আরও [illegible] চুষ চালিয়াছে [illegible] সংবাদ [illegible] [illegible] বোধ করিতেই ঝাঁকা ফিরিয়া আসিল। ক্রমশঃ অবসন্নতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকজনাজানি হইয়া [illegible] সর্পবিষ-দংশন-সম্বন্ধে সাপের ডম ও [illegible] না ডাকিলেই তাহার মৃত্যু ঘটে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কবিরাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর্ত্তব্যতা করিয়া যে ব্যক্তিকে [illegible] সংবাদ দিতে পাইয়াছিল, তাহা দ্বারা তাহার নিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলই না, [illegible] তাহাকে [illegible] মূল এই দুর্ব্বল [illegible] [illegible] বিসর্জ্জন দিতে হইল।

এই ঘটনাটিতে আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে [illegible] মৃত ব্যক্তির মাতাপিতা বড় সাধ করিয়া—[illegible] করিয়া পুত্রের নাম 'হরে-কৃষ্ণ' রাখিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, ভগবানের পুত্রকে ডাকিতে ডাকিতে 'হরেকৃষ্ণ' নামের কলন্ত হইবে। আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শী সকলেই হরেকৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] আবদ্ধ হইয়া [illegible]। পুত্রের হরেকৃষ্ণ নাম [illegible] [illegible] হইবে। এমন [illegible] 'হরেকৃষ্ণ'! [illegible] পরলোকের পথ [illegible] করিয়া দিবে। সৎস্বরূপ বা সৎজ্ঞান-রহিত অবস্থায় এইরূপ নামাক্ষর উচ্চারণের ফলে পর-লোকে পারমার্থিক কল্যাণ লাভ হউক বা না হউক, আপাততঃ নিজের স্বকৃত কিছু [illegible] অস্বাভাবিক অপঘাত মৃত্যু বরণ করিতে হইল।

(২) মৃত ব্যক্তিটী লৌকিক-পারম্পর্য্য-ক্রমে ওঝা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ঐ নামে সাধারণে পরিচিত ছিল; কিন্তু প্রকৃত গুণের অধিকারী হয় নাই। হয়ত এই বংশের মূল কোন পূর্ব্বপুরুষ খ্যাতনামা সর্প-বৈদ্য ছিল। যাহা হউক, যখন এই ওঝা সন্তানকে সর্প [illegible] বিষধর সর্পে দংশন করিল, তখন তাহার বংশোদ্ভুতত্ব ওঝা নাম বহনের নিরর্থকতা শোচনীয় ভাবে প্রতিপন্ন হইল। এইরূপে আমরা যখন বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী, ব্রহ্মচারী, সেনাপতি, [illegible], [illegible], আচার্য্য প্রভৃতি উপাধি আবৃত হইয়া [illegible] অধিকারী না হইয়াই তদনুরূপ [illegible] দাবি করিয়া বসি, সেকালে আমাদের এরূপ চেষ্টা অনুরূপ করুণ হইয়া উঠে না কি?

(৩) অভিনিবেশ আবশ্যক। হরেকৃষ্ণ ভাবিয়াছিল [illegible] তাহা কে কোথায় দিয়াছে। এই বিষয়ের [illegible] কিছুমাত্র মাত্র না হইলা আবেগ মধ্যে অজস্র আবার দুই চারিটী পুকুরের পাড়ে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, এমতাবস্থায় তাহার দেহে বিষক্রিয়া হইবার পক্ষে ত' কোন বাধা ঘটে নাই। দংশনের দুই ঘণ্টার মধ্যেই বিষের প্রভাবে ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং এই ঘটনায় অতি [illegible] অভিনব প্রথার সম্বন্ধে রচিত কাল্পনিক গল্পগুলির অসারত্ব প্রত্যক্ষ রূপে প্রতিপন্ন হইল।

সগুণ ও নিগুর্ণ বিচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি)

অনেকে এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম সগুণ অথবা নির্গুণ? অবশ্য শ্রুতির দ্বারা দ্বারা সগুণ-নির্গুণ-বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইবেন; কিন্তু অপ্রাকৃত গুণ লইয়া উক্ত বিচার উত্থাপন করিলে ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত হইয়াও সগুণ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইবেন।

শ্রুতিতে দেখা যায়, ব্রহ্মকে কোথাও নির্গুণ আবার কোথাও সগুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু উহা দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সগুণ নির্গুণ ভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ, ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। কারণ, ব্রহ্ম শব্দের অর্থ, যিনি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ নিরতিশয় বৃহৎ; একান্ত গুণ-রহিত ব্রহ্ম অসিদ্ধ কল্পনা মাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সগুণ হইলেও তাঁহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই প্রাকৃত গুণত্রয় স্বীকৃত হয় না, কারণ তিনি প্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট নহেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—ব্রহ্ম স্বাভাবিকী বা স্বরূপানুবন্ধিনী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া শক্তি স্বীকৃত হইলেও সত্ত্বাদি শক্তি তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত নহেন, যথা :—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।"

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপসর্ব্বাশ্রয় তোমাতে, তোমার একই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী এই ত্রিবিধ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি তোমার স্বরূপে অবস্থান করেন না,—কিন্তু তোমার শক্তিবিশেষরূপ জীবের আশ্রয়েই অবস্থান করেন।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট বিধায় সগুণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, নির্গুণ শ্রুতিসকলের সমন্বয় কি? তদুত্তরে বলা যায় যে, নির্গুণ শ্রুতিসকল কোথাও নিষেধ এবং কোথাও বা মায়াবাদিকল্পনা বাধ্য সগুণ শব্দের অর্থ উদ্দেশ করিয়া সার্থক হইবে। "অস্থূল-মনণু" প্রভৃতি শ্রুতিসকল নিষেধ-বাচ্য এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যসকল মায়াবাদিকল্পনা দ্বারা সেই নিখিল-কল্যাণ-গুণাকর পরব্রহ্মের উদ্দেশ করিয়া সার্থক হইবে। বস্তুতঃ নির্গুণ শ্রুতিসকলের গুণ নিষেধেই তাৎপর্য্য, যে সকল শ্রুতিকে আপাততঃ গুণের নিষেধকারিণী বলিয়া মনে হয়, বিচার করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের গুণের নিষেধ-প্রবৃত্তি নাই, পরন্তু প্রাকৃত গুণ-নিষেধ দ্বারা অপ্রাকৃত গুণের বিধান করিতেছেন।

যেমন অনুদরা কন্যা বলিলে, কন্যার উদরের নিষেধ করা হয় না পরন্তু বৃহৎ উদরের নিষেধ দ্বারা অল্প উদরের বিধান করা হয়, তদ্রূপ "অপাণিপাদঃ" প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্মের প্রাকৃত পাণিপাদের নিষেধ দ্বারা অপ্রাকৃত বিধানই করিয়া থাকেন।

শ্রুতির নিষেধ-বাচক 'নঞ্'-অর্থ বিচার করিলে, ইহাই বুঝা যায়, কারণ শ্রুতি-সকলে প্রায়ই মুখ্যার্থে নঞের প্রয়োগ হয় নাই, শ্রুতির 'নঞ্' সকল সমাসে গুণী-ভূত হইয়াছে, সুতরাং "অস্থূলমনণু" প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ অস্থূলত্বাদি গুণবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে।

শ্রুতি ব্রহ্মের দুইটি লক্ষণের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন;—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বরূপ —এই তিনটীই স্বরূপ বা মুখ্য লক্ষণ অর্থাৎ যে লক্ষণ দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই বস্তু-জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই সেই বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ এবং বস্তুর কার্য্য-রূপ লক্ষণ দ্বারা সেই বস্তু সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই তটস্থ বা গৌণ-লক্ষণ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—আর "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" শ্রুতিতে ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মায়াবাদী মায়াবাদী বলেন, ঐ শ্রুতি দুইটীই সগুণ বা সবিশেষ ব্রহ্মের লক্ষণ। নির্গুণ বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম অলক্ষ্য অনির্দ্দেশ্য; উঁহারা আরও বলেন অলক্ষণ অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মই স্বয়ং কুটস্থ থাকিয়াই উপাধি পরিচ্ছিন্ন হইয়া নির্দ্দেশার্হ সগুণ বা সবিশেষ ব্রহ্ম হয়েন; কিন্তু শ্রুতি সকলের পূর্ব্বাপর তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে মায়াবাদীর কল্পনা নিতান্ত ভ্রান্তি-যুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম পরস্পর পৃথক্ তত্ত্ব ইহা কখনই শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে, অধিকন্তু একান্ত নির্গুণ বা নির্বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণাভাব।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণই নির্গুণ নির্বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বে প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ মাত্রই সবিশেষ-বস্তু বিষয়ক হইবেই সুতরাং মায়াবাদী ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যে কিছু বলিতে যাইবেন তাহাই সবিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহারা নির্গুণ নির্বিশেষ প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্মের পরিচয় পান তাহা সবিশেষ ব্রহ্মেরই পরিচয়।

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

শ্রীতত্ত্বসূত্রম্ বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাস্থান নবটী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রঙ্গ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চার আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৵০ তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ／০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ／০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ／০, নবদ্বীপশতক— ／০ অর্থপঞ্চক—／০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ／১০

আমরা অজ্ঞতা বশতঃ অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবগণের ও শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গদেশের অবশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ／০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০

২। ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৵০

৪। গৌড়ীয়-চিন্তা ।০

৫। ভজনরহস্য ।০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲

" " আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০

৯। মুক্তিমঞ্জুষা ভগবদ্গীতা সানুবাদ (বাঁধা) ২৲

১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০

১১। জৈবধর্ম ৩৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০

১৫। দীপ-নির্দ্দশন ৵০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৵০

ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকল্প, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ৵০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও ভজনরহস্য ৵০

২৬ সাধককণ্ঠমণি ৷৵০

২৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ।০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০

৩১ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ।০

৩২ শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয়

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সপ্তদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীগণকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় [illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৪ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, পালিশা ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ বাতুলোষদ্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাস সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক অলিভঅয়েল ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটা-পত্রের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

---

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

নিত্যব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, শ্বাসরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর রসায়ন বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও আনুষঙ্গিক সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম স্বাস্থ্যপ্রদ রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত চিররোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বত্র খ্যাত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কোটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :- আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবার প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এম্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক পর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ,
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপপাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—দুগ্ধকোলা, তিরুপতি পোঃ, মাং
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী,
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১১ চন্দ্রমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বহু লজ রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—সেক্সানগর, কলিযাত্রী কুচবিহার
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—৭৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলি
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, বানবাজ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিভূষণের বানবার।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী . ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার নরম হয়। কলের পরিচায়কে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার মারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

চৈতন্যমঠের সাবরিকাশ ও —শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১১৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই শ্রাবণ ১৩৩৭ সোমবার ২১শে জুলাই ১৯৩০

ষোড়শী হত্যা

মুসলমান লীগের মন্তব্য

গান্ধীটুপী ও পুলিশ

গোলটেবিলে কন্সার্ভেটীব

ট্যাক্স বন্ধ

গাঁজা ও তাড়ির দোকানে লাইসেন্স বন্ধ

কলেজে পুলিশ

গুরুতর মোটর দুর্ঘটনা

ঢাকায় গ্রেপ্তার

বাঁকুড়ায় দুই সপ্তাহে ৪০০ শত লোকের কারাদণ্ড

নানা কথা

ধর্ম্মদহ—জেলা নদীয়া

নদীয়া জেলার ধর্ম্মদহের সুধীরচন্দ্র বোস ও গৌর হালদার এবং আরও ৬ জনের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। ২১শে জুলাই বিচারের দিন। ধর্ম্মদহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে মদের দোকানে পিকেটিং চলিতেছে। ধর্ম্মদহের তাড়ির দোকানের এবং বেতাই-ভবানীর গাঁজার দোকানের লাইসেন্স রহিত হইয়াছে।

ধর্ম্মদহ ও বহিরগাছিতে মহিলাগণের একটী সভা হইয়াছিল, শ্রীযুক্তা মৃণাল দেবী ঐ দুই সভায় বক্তৃতা দিয়া বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকদের কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

ষোড়শী হত্যার জের

পাঠকগণ অবগত আছেন যে মহেশগঞ্জের জমীদার শ্রীযুত গোবিন্দ পালচৌধুরী মহাশয়ের জামাতা নবীন শ্রীযুত সুধীরকুমার ঘোষের ২য় পুত্র শ্রীমণিলাল ঘোষ নবদ্বীপের ষোড়শী নাম্নী জনৈকা গণিকাকে হত্যা করার অভিযোগে ধৃত হইয়াছিল। গত ১৭ই জুন উক্ত মোকর্দ্দমার বিচার শেষ হইয়াছে। নদীয়া জেলার সুবিচারক সেসন জজ শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ আই, সি, এস, মহোদয়ের বিচারে আসামীর ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

গান্ধীটুপীতে পুলিশ

বনগাঁয়ের আদালতে ২ জন কংগ্রেস কর্ম্মীর বিচারদর্শন জন্য আগত কয়েকজন লোকের মাথায় গান্ধীটুপী থাকায় পুলিশ তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং মারপিট করিয়া টুপী কাড়িয়া লয়। চাতরার প্রধান জমীদার নীলমাধব মিত্র মহাশয়কে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আসিতেছিলেন। তাঁহার মাথাতেও একটী গান্ধীটুপী থাকায় তাঁহাকে যথেষ্ট অপমান করিয়া টুপীটি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার বন্ধুদের কামিজও ছাড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় উকিলগণ পুলিশ সাহেবকে এই বিষয় জানাইয়া কোনও ফল না পাইয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দুইটী নালিশ রুজু করিয়াছেন।

বাঁকুড়া জেলায় ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত ইন্দাস ও পাত্রসায়ের গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী ১৪ই জুলাই হইতে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। সমস্ত বিষ্ণুপুর মহকুমা ১লা আগষ্ট হইতে এই অভিযানে যোগ দিবেন বলিয়া প্রকাশ।

মতিহারী সংবাদ

মতিহারিতে চম্পারণ কংগ্রেস সমিতির সভার পণ্ডিত বিভূতি মিশ্র এবং সম্পাদক পণ্ডিত বিভূতিদেব দুবে বি এল, ও উকিল আইনের ১১৭ ধারা মতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ১২ই জুলাই তক ৪৭৫ জন সত্যাগ্রহী ধৃত হইয়াছে। উপস্থিত সাহেব ১৩ জন সত্যাগ্রহীকে মুক্ত হইয়াছে।

ঢাকায় গ্রেপ্তার

ঢাকার হাঙ্গামা উপলক্ষে কয়েকজন উকিল ও স্থানীয় লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন যথা—আনন্দ নন্দী উকিল, রামচাঁদ বসাক, তাঁহার ১ পুত্র এবং ২ পৌত্র।

দেবদাসী প্রথা রহিত

মহীশূরের মহারাণী রাজাদের প্রজার দ্বারা সরকার কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পরিচালিত দেবমন্দিরে দেবদাসী রাখা প্রথা রহিত করিয়াছেন।

গোলটেবিলে কনসারভেটিব

বিলাতের কনসারভেটিবগণ সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে গোলটেবিল বৈঠকে পার্লামেন্টের সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থাকিবে এবং সাইমন রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা হইবে। পাইওনিয়ারের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে সরকার রাজস্ব সচিব হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ ... সম্মতি দিবেন। ভারতবর্ষ হইতে স্যার চিমনলাল শেতলবাদ বলেন যে গত বৎসর ... গোলটেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণের সহিত কেবল পরামর্শ করার বাবস্থারই আলোচনা হইবার প্রস্তাব ছিল; এক্ষণে ... বিলাতের সকলদলের প্রতিনিধি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ ... হয় তাহা হইলে তাহারা গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন কিনা স্থির করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

নানা খবর

মৈমনসিং কিশোরগঞ্জ মহকুমায় হিন্দুমুসলমান সংঘর্ষের জের

বিশেষ [illegible] খুন জখম হাঙ্গামার অনুষ্ঠান বিরাম নাই। [illegible] জন হিন্দু পুরুষ হত হইয়াছে। একজন স্ত্রীলোক গুরুতর জখম হওয়ায় মৃত হইয়াছে। গত ১৪ই জুলাই আবার একজন [illegible] মারাত্মক জখম হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ [illegible] গত ১৭ই জু[illegible] কোদালিয়া, আওটিয়া [illegible] আক্রমণকারীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য গুলি চালাইবার আদেশ দেন তাহাতে একজন হত এবং ২ জন আহত হইয়াছে। তারপর আস্তুটিয়াতে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। ডিপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল [illegible] পুলিশ একদল সশস্ত্র পুলিশ সহ [illegible] আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবার জন্য গুলি [illegible] আদেশ দেওয়ায় ২ জন হত এবং একজন আহত হইয়াছে। সরকারী পুলিশ সাহেব আর একদল সশস্ত্র পুলিশ [illegible] পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু সেখানেও [illegible] নাই। অদ্যাবধি ৫০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। আর্থিক ব্যাপার লইয়া এই হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় কিন্তু অধিকাংশ প্রজা মুসলমান থাকায় ইহা জাতীয় সংঘর্ষে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মহাজনদের উপরেই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। মুন্সীহাটে একজন নাপিতের এবং আর একজন মহাজনের বাড়ী লুট হইয়াছে। কাদিরা চাপড়ার বাজারের নিকট সার্কেল অফিসারকে ধরিয়া একটী গোলাপ গাছের খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া তাঁহাকে মারপিট [illegible] [illegible] শেষে একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে রক্ষা করে। অনতিবিলম্বে সরকারী পুলিশ সাহেব সেখানে সশস্ত্র পুলিশ সহ উপস্থিত হইলে দাঙ্গাকারিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণকে [illegible] মজুমদারের বাটীতে আশ্রয় [illegible] জন সশস্ত্র পুলিশ বন্দোবস্ত করিয়া [illegible] কিশোরগঞ্জ ফেরত গিয়াছেন। [illegible] বাবু [illegible] বাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছে। সেখানে [illegible] দেখা গিয়াছিল। বাটীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাজার লুট হইয়াছে। [illegible] [illegible], নিকলিপুর, [illegible] [illegible] বাজিতপুর প্রভৃতি গ্রামে বহু হিন্দু [illegible]

[illegible] জেলায় দুই সপ্তাহে ৪০০ শত লোকের কারাদণ্ড

[illegible] জেলা [illegible] দুই সপ্তাহ মধ্যে ৩০০ [illegible] বিষ্ণুপুর মহকুমার [illegible] জন স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত হইয়াছেন।

আমেদাবাদে পুনরায় পিকেটীং

মিঃ প্যাটেল বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতাগণের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিবার যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা ১৫ই জুলাই গত হওয়ায় ১৬ই জুলাই হইতে ঐ স্থানে পুনরায় পিকেটীং আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকটী খ্যাতনামা মিল এজেন্টগণের বাড়ীর মহিলাগণও এই পিকেটীং কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। পাঁচকুয়া ও মানেকচক বাজারের মহাজনগণ কিছু দিনের জন্য বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ রাখিতে স্বীকার করিয়াছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান লীগের মন্তব্য

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় মুসলমান লীগের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

১। বঙ্গীয় মস্লিমলীগ সাইমন রিপোর্ট আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে ইহা ভারতবর্ষের প্রার্থনা বিষয়ে অত্যন্ত অবজ্ঞা এবং পশ্চাদ্গামী।

২। সেণ্ট্রাল ও স্থানীয় কাউন্সিলে এই রিপোর্টের সুপারিশ মুসলমান জাতির সর্ব্বনাশ সাধক।

৩। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস সমিতি গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান না করিলে মুসলমানগণের তাহাতে যোগদান করা বৃথা এবং নিষ্ফল।

মৌলবী আবদুল করিম, খাঁবাহাদুর আসাদুজ্জামান মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, মৌলবী মজিবর রহমান, মৌলবী, মহম্মদ আক্রাম খাঁ প্রভৃতি অনেকেই এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

গুরুতর মোটর দুর্ঘটনা

হাওড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র অপূর্ব্বকৃষ্ণ দৈন তাহার ছোট ভ্রাতাকে মোটর চালনা শিক্ষা দিতেছিলেন। পশ্চাতের সীটে একটী চাকর তাহার আর একটী ৫ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতাকে লইয়া বসিয়াছিল। এই ছেলেটী গাড়ির উপর শুইয়াছিল। শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের নিকট গাড়ীটি রাস্তা ছাড়িয়া নদীগর্ভে প্রবেশ করে এবং সকলেই গাড়ী সহ ডুবিয়া যান। অল্পক্ষণ পরেই ঐ ৫ বৎসরের বালকটি ব্যতীত সকলেই তীরে উঠেন। অপূর্ব্ব বাবু বালকটিকে না দেখিয়া পুনরায় ১৭ ফুট জলে ডুবিয়া মোটর গাড়ীর মধ্য হইতে বালকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করেন। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা হওয়ায় বালকটী সুস্থ হইয়াছে। গাড়ীখানিকেও বহু মায়াসে উত্তোলন করা হইয়াছে।

কলেজে পিকেটীং

কলিকাতা [illegible] কলেজে পিকেটিং বন্ধ করিবার জন্য [illegible] পুলিশ ও সার্জ্জেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] পিকেটার [illegible] [illegible] পুলিশ [illegible] তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে [illegible] এবং কতক কতক গ্রেপ্তার করিতেছে। রাস্তায় [illegible] পুলিশের [illegible] [illegible] হইতেছে এবং [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছে।

স্কটিশচার্চ্চে ও পিকেটীং চলিতেছে। [illegible] কলেজে ছাত্র সমাগম নাই বলিলেও চলে। বিদ্যাসাগর কলেজের পাঠ বন্ধ আছে। কলিকাতা ইনষ্টিটিউটে পিকেটীং করিতে গেলে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সম্বন্ধে আলোচনা জন্য তাহাদিগকে ভিতরে লইয়া যান এবং পরে পুলিশ দ্বারা ৬ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করাইয়া দেন।

সোনাচূর্ণ

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, দুর্বলতা প্রভৃতি সকল দোষ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সকামাগ্নি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া পরিতৃপ্ত করে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"ব্রহ্মণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত স্তম্ভনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, কেশবজী

১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোকা পিপ বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নকল জুয়াচোরগণ কয়েকের ক্রুতিম হুবহু দিয়া প্রতারণা করিবে।

—জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, আর্সেনিক এবং টার্টারেট আছে।

[illegible] [illegible] দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং দেহ হইতে বারবার ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২, ডাঃ ৩, টাকা

নাইওকেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাকোন ল্যাবরেটরিজ

২৯১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

শিষ্টাচার-শিক্ষা

ভাষা-বোধ-রহিত প্রাকৃত সহজিয়া অনেক সময় শ্রীমদ্ভাগবতকে ও শুদ্ধভক্তগণকে বিষনিন্দক বলিয়া ধারণা করেন। শব্দসিদ্ধি ও ভাবাবগতির দুর্ভিক্ষই এইরূপ ভ্রান্তির কারণ। পল্লীগ্রামে বাস করিলেই যে অনভিজ্ঞ হইতে হইবে এবং সহরের অধিবাসিগণ বিদ্বৎপ্রতিভা-সংগ্রহে অধিকতর পটু হইবেন,—একথা বলা যায় না। আবার সহরের অধিবাসী হইলেই যে দুষ্প্রবৃত্তিযুক্ত ও চতুর এবং পল্লীবাসী হইলেই শৌচ, তপস্যা, তিতিক্ষা, মৌন, স্বাধ্যায়, আর্জ্জব, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, অদ্বয়াভিজ্ঞ ও সমতা-গুণ-সম্পন্ন হইতেই হইবে, এরূপ নহে।

বর্দ্ধমান জেলায় কাল্না মহকুমায় 'পল্লীবাসী' বলিয়া একখানি কাগজ আছে, কেহ কেহ বলেন,—'পল্লীবাসী'র সম্পাদক চট্ট প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন,—উহা গুপ্তের সন্নিবিষ্ট [illegible] হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বের 'পল্লীবাসী'র সৌষ্ঠব [illegible] তর্কিত বুঝিতে পারি নাই। কেননা, সে প্রত্যাবর্ত্তিতে ঐ সকল মনুষ্যের দ্বারা [illegible] মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইতেছিল ও হয়।

পল্লীবাসিগণকেই [illegible] এবং সহরবাসিগণকেই যে [illegible],—এরূপ পরিভাষা-চালিত হইয়া বাক্যাদি ব্যবহার করিলে শ্রেণীবিশেষের প্রতি অবৈধ ভাবে আক্রমণ করা হয়। "নবদ্বীপ" নামক সাপ্তাহিক [illegible] এই দিন আক্রান্ত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌর ক [illegible], "নবদ্বীপ" পত্র চট্ট [illegible] হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার [illegible] হইয়াছিল। আবার দেখ [illegible] এই পত্রটি পরনিন্দা-বাক্যে [illegible] পাঠকগণকে বিপথগামী করিতেছে।

'নবদ্বীপে'র বর্ত্তমান লেখক পরনিন্দা-পটু এবং ভাষাভিজ্ঞতার দুর্ভিক্ষে পীড়িত। তিনি "পরীবাদ" কাহাকে বলে এবং "নিন্দা" কাহাকে বলে, তাহাদের শব্দগত বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারেন না। ২৲ দুই টাকা দিয়া একখানি 'শব্দসার' অভিধান ক্রয় করিলে তাঁহার শব্দার্থ-বোধ জন্মিতে পারে।

'নবদ্বীপে'র লেখক 'ধর্ম্মের ষাঁড়' হইতে চান এবং জগতের সকলকে 'ধর্ম্মের ষাঁড়' করিতে চান। [illegible] তাঁহার অনভিজ্ঞতা হইতেছে [illegible] চতুষ্পাদ বলিয়া কথিত। [illegible] শ্রী ও বুদ্ধি-সম্পত্তিতে [illegible] চতুর্বিধ [illegible]। তাহার সহিত সমষ্টি [illegible] 'অক্ষরণ' [illegible] আবাহন করে।

চতুষ্পাদ-ধর্ম্ম চতুর্বিধ [illegible] কালে [illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুগণের বিগর্হণ বাসনা করে। নবদ্বীপ কাগজটী [illegible] প্রকাশিত হয় [illegible] [illegible]।

সহরবাসী নবদ্বীপ বা পল্লীবাসী উভয়েই যদি [illegible] আদর করিতে পারিতেন, [illegible] পল্লীবাসী বা সহরবাসী [illegible] [illegible]।

'পল্লীবাসী' বা 'সহরবাসী' [illegible] উভয়ই ধারাবাহিক [illegible] পারমার্থিক বিচারে সংস্কার করাই [illegible] বৈকুণ্ঠের [illegible] [illegible]।

[illegible] বাধা-বাক্যের [illegible] [illegible] বিপথগামী করিয়া ফেলে।

সেদিন [illegible] আমরা [illegible] কাগজে [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] পারমার্থিক কথা শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] হইয়া [illegible] তর্কপন্থী হৈতুকবিচারক [illegible] আমাদিগের [illegible] উপস্থিত হইয়া [illegible] আসন গ্রহণ করেন। [illegible] "আমার দুঃখ মন, মোর মন বৃন্দাবন, [illegible] বাঁশি"—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ৭ই শ্রাবণ সোমবার ১৩৩৭

(ক) প্রাকৃত-সহজিয়াগণ গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্তভাগবতের মঙ্গলময়ী ভাষা না বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপের অবতারণা করেন

(খ) পল্লীবাসী হইলেই যে অনভিজ্ঞ আর সহরবাসী হইলেই যে অভিজ্ঞ হইতে হইবে আবার সহরবাসী হইলেই যে দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ ও চতুর আর পল্লীবাসী হইলেই যে শৌচ, সরলতাদি গুণ-সম্পন্ন হইতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই; ভগবদ্ভক্তই সর্ব্ব-সদ্গুণাধার, আর সকলই অসৎ

(গ) গ্রাম্যবার্ত্তাবহ ও সহরবার্ত্তাবহের সহিত বৈকুণ্ঠদূত পারমার্থিক-বার্ত্তাবহ একমত হইতে পারেন না বলিয়া 'পল্লীবাসী' বা সহরবাসী 'নবদ্বীপে'র তাঁহার প্রতি অসূয়া-প্রকাশ অত্যন্ত হীনতার পরিচায়ক

(ঘ) 'নবদ্বীপে'র বর্ত্তমান লেখক পরনিন্দা-পটু ও ভাষাবোধ-রহিত; 'পরীবাদ' ও 'নিন্দা'র অর্থ বোধে অসমর্থ; অবিদ্যমান দোষাভিধানকে—'নিন্দা' এবং বিদ্যমান দোষাভিধানকেই 'পরীবাদ' বলে, তাহা তাঁহার জানিয়া রাখা আবশ্যক

(ঙ) 'নবদ্বীপে'র লেখক 'ধর্ম্মের ষাঁড়' হইয়া জগতের সকলকে "ধর্ম্মের ষাঁড়" করিতে চাহেন, কিন্তু চতুষ্পাদ-ধর্ম্ম চতুর্বিধ কলিস্থান বা অধর্ম্ম-দ্বারা আক্রান্ত হইলে ধর্ম্মষণ্ড পদহীন হইয়া শ্রৌতপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুগণের বিগর্হণ বাসনা করে

(চ) তর্কপন্থী হৈতুকবিচারপর পল্লীবাসী-সম্পাদক চন্দ্র-তনয়ের আমলাসদরপুরে অধোক্ষজ সেবকগণের সমক্ষে যে বিপৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল, তৎফলেই তিনি 'বক' ও 'চৌর্য্যো'পাধিক অধোক্ষজসেবকের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া সজ্জন-সমাজে অত্যন্ত শোচ্য

(ছ) অভাব [illegible] দুর্ভাগা জীবের বৃন্দাবনকে 'জঙ্গল' বাঁশঝাড়' ও ভাগবতকে 'ভাগবত' গ্রন্থ রূপে দর্শন হয়, 'অধোক্ষজ' শব্দের অর্থ বোধে দুর্বলতা আসে, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠি, পালি ও গুরুমুখাদি ভাষা-বোধে দারিদ্র্য লক্ষিত হয়

(জ) খলের স্বভাব সজ্জনের দোষানুসন্ধান, সত্যকে বিকৃত করণ ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার

(ঝ) ব্রাহ্মীভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার উচ্চারণ-দ্বারা বিকৃত করিবার চেষ্টা অত্যন্ত খলতার পরিচায়ক

(ঞ) ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়াম জোন্‌স‌ের সংস্কৃত শব্দের রোমানাইজ করা অনুবাদসমূহে 'ময়' শব্দ '*mayi*' বলিয়া লিপিবদ্ধ হওয়ায় 'ময়'কে 'মেয়া' পড়িতে হয় না

(ট) শ্রীধাম মায়াপুরের উচ্চারণ বিরোধে, বৈষ্ণবের ঐশ্বর্য্যাক্রান্তির অভাব-দর্শনে, শ্রেষ্ঠ বর্ণাভিমানে, পাণ্ডিত্য-প্রখ্যাপনে কেবল কপটতা শঠতা, ধৃষ্টতা, দাম্ভিকতা ও মৎসরতাই লক্ষিত হয়

(২)

সদ্গুরু পাদাশ্রিত হইয়া অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শনে ভ্রান্তি অনিবার্য্য; সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শনই দর্শন শুদ্ধতা

(৩)

বঙ্গদেশে কট্টর সংস্কৃত-কলেজে অদ্বিতীয় বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ বন-মহারাজের সংস্কৃতভাষায় বিচার, অদ্বৈতমতবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক-অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-স্থাপনে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য-প্রকাশ

এই চরিতামৃত-সূত্রের নাম-ধামী অতির জানিয়া চিদানন্দ-বর্গের ভগবৎ-প্রসঙ্গ যখন সংস্থাপন-কথা লইয়া [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন গ্রাম্য-বার্তাবহের বা [illegible] অধিবাসি-গণের আখড়া [illegible] জীবিকাদের বিষয়-বি[illegible] হইয়াছিল। তখনকার সাম্প্রদায়িক বিচারপর হইয়া সেই সকল হৈ-চৈ-পাকামি অনেকের বিরুদ্ধে যে কুৎসা রটনা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা সর্বসাধারণের অবগতির সন্দেহ নাই। সেই [illegible] মঠবাসী [illegible] যে বিবাদ করিয়া নিজ বিচার-ভাষার-বিকৃতির আবাহন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই শোচ্য।

তিনি শ্রীবৃন্দাবনকে যখন বৈষ্ণবের সমদর্শনরূপ কৈতব বিস্তার করিতেছেন, বৃক্ষের আত্মতুল্য উহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই বৃক্ষটী কাগজকে 'ড্রাগন' বলিয়া অসত্যে সত্যভ্রম করেন এবং রূপবর্ণের সত্য লক্ষ্য করিবার পরিবর্তে কোনও ভাষার 'বাবি পাকাইয়া' পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মঠবাসী নবদ্বীপের সারবি ভাষায় বা পুস্তকাদি ভাষায় কুশলতা নাই। অথচ, তিনি জীর্ণ শিক্ষা-কার্যে হস্তক্ষেপ। এ অধিকারী পণ্ডিতাভিমানে পাণ্ডিত্য করেন, মনে করেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত [illegible] কোন দিনই সম্ভাবনা নাই। গৌড়ীয় পত্রে তাঁহার চিত্ত-বিক্ষেপের [illegible] হইয়াছিল, একথা সহৃদয় পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন। তিনি আত্মশ্লাঘী হইয়া 'দৈনিক' [illegible] লেখককে মূর্খ সাজাইয়া 'অবেশক' শব্দের অর্থের অনভিজ্ঞতার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নিজের ওজন বুঝিতে [illegible] অশ্লীলতা ও পরনিন্দা যে কোন-বিপুর পরিচয় ও অন্তর্গত তাহা বুঝিতে পারেন [illegible] আমরা এই কোন-বিপুর ও [illegible] নবদ্বীপ শহরের অধিবাসী বাঙ্গালা [illegible] ভাষার বিশুদ্ধি পরীক্ষার জন্য [illegible] বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করি।

অধিকার ধোবাখানাকেই 'শিক্ষা' বলে আর বিদ্যমান ধোবাখানাকেই 'পাঠশালা' বলে। [illegible] কিঞ্চিৎ [illegible] কিছু প্রবেশ [illegible] শিক্ষার্থী-জীবী বা [illegible] 'ভাষা' ধারিয়া অপমানিত হয়।

পরোক্ষ ভাষার স্থানে সূত্রে সংস্কৃত ইংরেজী ও আর্য্যাদি ভাষার বিয়োগ-বশে, পরোক্ষলিপির সাহায্যে শ্রীধাম মায়াপুরের উচ্চারণ-বিরোধটি পরোক্ষ ভাষার অনুরাগ-পরিচায়ক মাত্র। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্যর উইলিয়ম্ মেকেন্টাইনের সংস্কৃত শব্দের রোমানাইজ্ করা অনুবাদ-সমূহে "মায়" শব্দ "*maya*" শব্দ শব্দ দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভদ্রপ "মায়"-শব্দের রোমান ইংরেজী লিপি "*maya*" দেখিয়া মায়াকে "মেয়া" পড়িতে হইবে না।

— — —

পরোক্ষ ভাষার শব্দকে কখনও 'ফাল্-পার' বলার পক্ষপাতী আমরা নহি। পাঠক অবাঙ্গালীর ভাষার জ্ঞান-পরিবেশন হইতে পারে; কিন্তু পরোক্ষ ভাষার আকর গ্রন্থই ভাষার প্রতিষ্ঠা নহে।

বাঙ্গালার অধিবাসী গ্রাম্যরচনা-কুশল সাহিত্যকারাদিগের শব্দতত্ত্ব নিকটে না থাকায় এবং পরোক্ষের ধার না ধারিতে দিয়া সহজ সহজ শিষ্টাচার হইতে পৃথক্ হইয়া এ পথের ভাবের অনুগমন করেন, তাহা তাঁহাদের বুদ্ধি-বৈপরীত্য মাত্র।

যখন প্রাকৃত অহঙ্কারের মধ্যে বিলীন হয় এবং মহত্ত্ব নিরীশ্বর সাংখ্য বিচারের প্রবলতা লাভ করে, তখন অতি-নিষ্ঠতা প্রবল হইয়া অহঙ্কারকে, পাঞ্চভৌতিক স্থূলকায়কে, বুদ্ধিকে, আত্মা দেবতাকে সত্ত্বগুণে লীন হইতে দেয় না। সুতরাং ভক্তিবিরোধ সকল ও পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে দেখা গেলে উহাকে পাপ না বলিয়া অপরাধ বলা যাইবে।

পারমার্থিকগণ পল্লীবাসীর উৎকট বিষয় হইতে পৃথক্ থাকিয়া আত্ম-মঙ্গল ও সম্প্রদায়ভিত্তি জনগণের মঙ্গল কামনা করিতে গিয়া বৃদ্ধত্ব ও যুবত্বের পৈশাচিক নৃত্যগুলিক স্বতঃ পরতঃ আদর করিতে পারেন না। উহা নিন্দা নহে, পক্ষ বৃদ্ধ ও যুবকের 'বাতরাই'। গৌড়ীয়-চাসপাতালের পাউট্‌ডোর রোগিগণকে দেখার উদ্দেশ মাত্র। উহা নিন্দা বা পরীবাদ-মাত্রের বৈচিত্র্য মাত্র নহে। একটু চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলে গ্রাম্যবার্তাবাহিরূপ প্রাণিবিশেষের দর্শনান্ধতায় চক্ষুর কৃপা-চক্ষুগণ আদর করিতে পারেন না, বুঝিতে পারিবেন।

যোগাযোগ অভাবে শিক্ষার দক্ষিণাও যথেষ্ট চন্দনকে "আনপাজেন্টারি" বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

দর্শনে ভুল

১। কোন বস্তুর দর্শন কেবল চক্ষুর দ্বারা সিদ্ধ হয় না। চক্ষুর ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলেই দর্শনকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, নচেৎ নহে। সুষুপ্তি-দশায় জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া স্তব্ধ থাকা হেতু সে সময় উন্মীলিত চক্ষুর দ্বারা যখন সম্মুখস্থ বস্তুর দর্শন সিদ্ধ হইতে দেখা যায় না, তখন প্রমাণিত হইতেছে যে একমাত্র চক্ষুর দ্বারা বস্তুর দর্শন সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব।

২। চক্ষু জড় বস্তু। তাহাতে যে অচেতন দৃক্-শক্তি আছে, তাহার দ্বারা স্বজাতীয়ত্ব-নিবন্ধন পার্থিব বস্তুসমূহের জড় বাহ্য-রূপই গ্রহণ-যোগ্য। জ্ঞান-শক্তি জীবের শুদ্ধ চিৎকণ আত্মরূপে অবস্থিত থাকায় তাহার দ্বারা পূর্ণচেতন বস্তুরূপী শ্রীভগবান্ ও তাঁহার চেতনের প্রকাশরূপ যাবতীয় চরাচর পদার্থের শুদ্ধ-চেতন-স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে পার্থিব বস্তুর দর্শনকালে জড় চক্ষু বাহ্য জড়রূপ গ্রহণ করে এবং আত্মার জ্ঞান-শক্তি দ্বারা ভগবান্ বা তদীয় চেতনের প্রকাশরূপ অপরাপর পদার্থের শুদ্ধচেতন আত্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ ও সম্বন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে।

৩। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে কেন সাধারণ জীবসমূহ বিবেচনা করে যে, পার্থিব বস্তুর দর্শনকালে তাহারা মাত্র পার্থিব জড়-রূপই দর্শন করিতে বাধ্য হয় এবং শ্রীভগবান বা তদীয় স্বরূপে অপরাপর বস্তুসমূহকে দর্শন করিতে অপারগ হয়? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে বিষয়-ভোগমুখ জড় সূক্ষ্মস্বরূপী মন নামক বস্তুটি মধ্যবর্তী স্থানে আসিয়া ভগবদ্বিমুখ জীবের আত্মার জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিতে দেয় না বলিয়াই তাহারা পূর্ণ চিদ্বস্তুর দর্শন ও তাঁহার সহিত অপরাপর চরাচর বস্তু-সম্বন্ধ নিরীক্ষণ করিতে অক্ষম হয় এবং পার্থিব বস্তুসমূহকে চেতন-সম্বন্ধহীন শুদ্ধ জড়াকারে দর্শন করিয়া থাকে। যাবৎ না তাহারা সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্বক মন-রূপ শত্রুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা মহাভাগবতের পদবীতে উপনীত হইয়া সর্বত্র ভগবান্ ও তদীয় বস্তু দর্শনরূপ অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হইতে ও তাঁহার প্রীতি হইয়া বিমল নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিবে না।

সংস্কৃত ভাষায় বিচার

ভারতীয় দাক্ষিণাত্য বিহারস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রামানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ, কাব্যতীর্থ প্রভুর গত ১০ই জুন কটক সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ও অপর দুইজন অধ্যাপকের সহিত সংস্কৃত ভাষায় মায়া ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিচার হয়। প্রধান অধ্যক্ষ মহোদয় প্রথমে অনেক কূট তর্ক উত্থাপন করিয়া বক্তৃতায় অগ্রসর হন। কিন্তু শ্রীগুরু-কৃপায় বলীয়ান প্রচারকদ্বয়ের অপূর্ব শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদে সমুখে তাঁহার বাক্যরোধ হইয়া গেল। স্বামিজী ও সিদ্ধান্ত প্রভু অনর্গল বিশেষ বক্তৃতার সহিত সহজ স্বাভাবিক সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল ভাবে অদ্বৈত মতবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদ স্থাপন করেন। পণ্ডিত-বর্গ সেই বিচারের অপূর্বতা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

কটক সংস্কৃত-কলেজ একটী প্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্র। লক্ষাধিক টাকা এই বিদ্যালয়ের জন্য দান হয়। অধ্যাপকগণ সকলেই অদ্বৈতবাদের বিশেষ দক্ষ।

দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত পণ্ডিতবর্গের নিকট সংস্কৃত ভাষায় স্থাপন করিলে, তাঁহারা উল্লাসভরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রচারকগণ বর্তমানে ঐ কলেজেই অবস্থান করিতেছেন।

জামসেদপুরে দৈনিক মহোৎসব
(আদের সংবাদ)

শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় গত ১২ই জুলাই সংবাদ হইতে জ্ঞাত করিতেছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ স্থানীয় শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে গীতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। জামসেদপুরের বহু উকিল মুন্সেফ, ডাক্তার এবং ম্যাজিষ্ট্রেট-প্রমুখ বহু বর্ণবিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। গীতা সম্বন্ধে স্বামিজীর নিকট হইতে তাঁহারা একটি নূতন আলোক পাইয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছেন। জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের পার্সোনাল অ্যাসিষ্টান্ট শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বামিজীর প্রচার কার্য্যে নানা ভাবে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার এইরূপ সহৃদয়তা বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্য মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৬।৭।৩০ তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ—স্বামিজী গত ১৫ই জুলাই বাবু এস্ এন্ ব্যানার্জ্জীর গৃহে আহূত সভাতে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা কর্মপথের চিন্তা ও কার্য্য-প্রণালীর সহিত ভক্তিপথের পার্থক্য বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা অবিচ্ছেদ্য বচন সংঘটনকারি কর্মবাদকে শ্রীমদ্ভাগবত যে কেন গর্হণ করিয়াছেন, তাহা স্বামিজী দৃঢ় যুক্তির দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বামিজীর বক্তৃতায় সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম — বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আধবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাস্থান নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাবপূর্ণ অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি — পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ⁄০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄০, নবদ্বীপশতক— ⁄০

অর্থপঞ্চক—⁄০

কল্যাণকল্পতরু — পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ⁄১০

আমরা অজ্ঞান দুষ্ট স্বভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৬২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবসম্পাদিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের প্রধান প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ⁄০
২। অনু-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ⁄০
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আধবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আধবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আধবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। বৃহদ্ভাগবতামৃত উপদেশ সাহিত্য (মধ্য) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৶০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও আচারকল্প ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমালা ৷৶০
২৭। সংস্কার দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। প্রমেয়রত্নাবলী ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] সানুবাদ ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সংখ্যক [illegible] (নবীন রোগীগণকে [illegible]) বিস্তারিত জানিবার জন্য [illegible] শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র [illegible] পোঃ [illegible]

[illegible] জন্য জ্ঞান করিতে পারেন—

[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] কঠিন [illegible] ডাক্তার মহাশয়গণ [illegible] ডাক্তার মহাশয়ের [illegible]

(শ্রীঃ যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

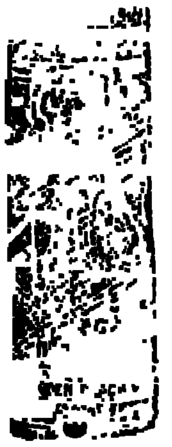

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] নানাবিধ [illegible] নষ্ট করিয়া [illegible] নানা প্রকার [illegible] ইলেক্ট্রিক [illegible] এক মাসের [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা ;

[illegible] কলিকাতা

[illegible]

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটাগঙের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, শ্বাসরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

——— অন্যান্য আবিষ্কৃত ———

[illegible] ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান : আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রণীত (লাহোর)

[illegible]

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ডিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং [illegible] হইতে ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২১॥৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸৹
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	╱১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

“শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ [illegible], পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—[illegible], কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকিদা, [illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible]।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, [illegible]
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, [illegible] পোঃ বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible]।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible], উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] রোড, [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ লক্ষ্মী রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—[illegible], জলপাইগুড়ি কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] লেন, কালিঘাট
৪। মিঃ এস, ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস জামকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেশ্বরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible]
৯ শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, [illegible]
১০ শ্রীপাদ [illegible]।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

ভক্ত সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনো

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯নং নবাবপুর, ঢাকা।

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিন্সিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী - এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা:- টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা   পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলের পরিচায়কে

একদাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে কষ্টগ্রস্ত হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেন্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

প্রেসিডেন্সির নায়েবিকাণা ও —"শ্রীপাট" নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১২০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই শ্রাবণ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ২২শে জুলাই ১৯৩০

নানা কথা

শান্তিপুরের ছাত্রবৃন্দ

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর স্কুলের ছাত্রসমিতির একটী বৈঠক হইয়া অনবেসলাই ডেন্টস্ কনফেরেন্সের সহযোগ ঘোষণা করিয়াছেন। তিনটী উচ্চ ইংরাজী স্কুলেই রীতিমত পিকেটীং চলিতেছে। প্রথম চারি শ্রেণীর ছাত্রগণ স্কুলে যায় না।

যশোহরে পিকেটীং বিফল

যশোহর স্কুলে পিকেটীংয়ের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ১৭ই জুলাই কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবক সম্মিলনী বিদ্যালয়ে পিকেটীং করিতে গিয়াছিল কিন্তু ৪০০ ছাত্র মধ্যে মাত্র ৩৯ জন তাহাদের ডাক শুনিয়াছে। তারপর তাহারা জিলা স্কুল এবং বালিকা স্কুলে পিকেটীং করিবার চেষ্টা করে কিন্তু একটী ছাত্র বা ছাত্রীও স্কুল পরিত্যাগ করে নাই। অমন পিকেটারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মুখ বন্ধ

নাটোরের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র উকিল শৈলেশ চন্দ্র রায় মোক্তার, সুরেন্দ্র নাথ কবিরাজ, শ্রীশচন্দ্র সরকার ও গিরিজা কান্ত গোস্বামীর (স্থানীয় কংগ্রেসের সভাপতি) উপর ১৪৪ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি করিয়া সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া বা মিছিলে যোগদান করা নিষেধ করা হইয়াছে।

অনশন ব্রত

শ্রীযুক্ত অমরপতি রায় এবং অপর ২৫ জন যাঁহাদের জেল হইয়াছে তাঁহারা খারাপ খাদ্য জন্য প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

শান্তিপুরে ছাত্রবৈঠক

কলেজ পিকেটীংএ মহিলা গ্রেপ্তার

মিসেস লাখমনি

বন্দীর অনশন ব্রত

মহিলার কারাদণ্ড

কিশোরগঞ্জের দাঙ্গায় পুলিশ

মিসেস কমলা

গ্রেপ্তার জেল খানাতল্লাস

মুখবন্ধ

পাটেল ও চৌকীদারের পদত্যাগ

যশোহরে পিকেটীং

মিসেস্ লাখমনি

লাহোর মহকুমার ডায়েরজীর ৬৫ বৎসর বয়স্কা কন্যার পিকেটীং অর্ডিন্যান্স অনুসারে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল বলিয়া পাঠকগণ অবগত আছেন উপস্থিত প্রকাশ যে গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিল দয়াপরবশ হইয়া সশ্রম কারাবাস পরিবর্তে বিনা পরিশ্রম কারাবাসের আদেশ করিয়াছেন।

কিশোরগঞ্জের অবস্থা

পুলিশ দাঙ্গাকারীগণকে কতকটা কাবু করিয়াছেন। প্রকাশ গুরুতর ৰাড় করিয়াছে। ১৫ই জুলাই রাত্রে নাকোরা, অমটীরা, বেতুলিয়া এবং নিলাসি গ্রামের হিন্দু মহাজনের বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে। কয়েকটা বাড়ী আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট একজন ইন্সপেক্টর ও একদল সশস্ত্র পুলিশ সহ দাঙ্গাকারীগণকে তাড়া করেন। এবং তাহারা লুট করিবার কালেই তাহাদের উপর গুলি বর্ষণের আদেশ দেন তাহাতে ১ জন হত হইয়াছে। তিনি ১০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন এবং তাহাদের নিকট লুটের মাল পাওয়া গিয়াছে। ঐ রাত্রেই বাজিতপুর থানার পি ও দক্ষিণ দত্ত বাজারে কয়েকজন হিন্দুর বাড়ী লুট হইয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং দাঙ্গাকারীকে ছত্র ভঙ্গ করাইয়াছেন এবং ১ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। পুলিশসাহেব পাকুন্দিয়া থানার নারান্দি মাঠখোলা এবং জামালপুরে ৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন সর্বশুদ্ধ মহকুমায় ৯২ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে অবশ্য অনেক ডাল উদ্ধার হইয়াছে। লোকের আতঙ্ক ক্রমশঃ কমিতেছে। ১৬ই জুলাই হইতে ১৫টী প্রধান এক্কেলা থানায় বন্ধ হইয়াছে।

মিসেস কমলা

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভাপতি মি. প্যাটেল কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর স্থলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সহধর্মিনী মিসেস কমলাকে মনোনীত করিয়াছেন।

সভাসমিতি বন্ধ

১৪৪ ধারার আদেশ জারি করিয়া সভাসমিতি মিছিলাদি বন্ধ করা

মহিলার কারাদণ্ড

১৪৪ ধারা অমান্য করা অপরাধে ... দেবীর ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

নানা খবর

গ্রেপ্তার জেল—জরিমানা

১৬ই ... বঙ্গীয় প্রাদেশিক আর্থিক খানা তল্লাস হইয়াছে এবং ... মিথ্যা গ্রেপ্তার হইয়াছে। ... তাঁহার স্থলে ভার-প্রাপ্ত কর্মী ... হইয়াছেন।

কলিকাতা বড়বাজারে বিলাতী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার জন্য পুলিশ ৫২ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার করিয়াছেন। উত্তিপুরে ... পিকেটিং করার জন্য যাঁহারা ধৃত হইয়াছিলেন তাঁহাদের ... অধিকারী ও অপর ৭ জনের ... দণ্ড হইয়াছে। ঐখানে পিকেটিং জন্য একজন ... ৩ মাস জেল হইয়াছে।

শিবপুরে মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য ২ জন স্বেচ্ছাসেবকের ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। এইরূপ অপরাধে জন্য শচীন্দ্রনাথ ঘোষ ও অপর ২ জনের ৬ মাস এবং ... ও অন্য দুই জনের ৫ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে বালিতে মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য ... চাটার্জী ও অপর ৫ জনের ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে জানা যায় যে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মদ বা গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার জন্য পুনরায় ১১ জন স্বেচ্ছাসেবকের ৬ মাস করিয়া জেল হইয়াছে।

... ১৫ই জুলাই বাবু ... মিত্র ... এবং লালা ... নামক তিনজন স্বেচ্ছাসেবকের ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। অদ্যবধি এইখানে ৫৪৯ জন মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য ধৃত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় আইন-অমান্য সভার সভাপতি ডাঃ ... সেনের ... ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। প্রেস আইনের ১৫ ধারা অনুসারে যে অভিযোগ প্রথমে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা এই হুকুমের পর তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন ডাঃ সেনের পদে স্থাপিত হইলেন।

কলিকাতা বড়বাজারে পিকেটিং জন্য ১৭ই জুলাই ১০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কলিকাতা শ্যামপুকুরের একটী বাড়ীতে কতকগুলি রাজদ্রোহ-মূলক পত্রিকা সহ ... নাথ বসুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছেন। মোকদ্দমা বিচারাধীন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ব্যাপারে ... ইংরাজী স্কুলের ছাত্র ... এবং ... একটী বালক ১৫ই জুলাই গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গাইবান্ধার মোক্তার এস, এম ... আলি মিঞার এবং ... মিঞার ও নরেশ চন্দ্র চৌধুরীর ... আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

... এলেকার রামপাল গ্রামের বাবলাহার প্রজাতন্ত্র ... অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং স্কুলের ছাত্র ... ১০৮ ধারা অনুসারে ধৃত হইয়াছে।

... জেলা কংগ্রেস সমিতির উপদেশক এম ... গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তিনি এম চাষার ... করিয়া গিয়াছেন।

সিলেটে ... চৌধুরী গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং ... ৬ মাস জেল হইয়াছে।

লাহোরে আবার ৫ জন মদের দোকানে পিকেটিং জন্য গ্রেপ্তার হওয়ায় মোট ৫৫১ জন গ্রেপ্তারের সংখ্যা হইল এবং বোম্বাইয়ে লবণ সত্যাগ্রহ জন্য ৭৪৩ জন এবং পিকেটিং জন্য ৬১৮ জন মোট ১৩৬১ জন অদ্যবধি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

খানাতল্লাস এবং তৎসহ গ্রেপ্তার

পূর্বের ন্যায় আবার ১৭ই জুলাই বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস গৃহ খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি কংগ্রেস বুলেটিন পাইয়াছেন। তার প্রাপ্ত কর্মী বঙ্গের ভূতপূর্ব মন্ত্রী নবাব ... হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র মৌলবী ... এবং আরও ২৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মধ্য কলিকাতার কংগ্রেস গৃহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কতকগুলি কাগজ পত্র সহ ঐ কংগ্রেস সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র গাঙ্গুলীকে এবং তথায় উপস্থিত আসানসোল কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক কালাচাঁদ ব্যানার্জিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

২৪ পরগণার জেলা কংগ্রেস আফীস গত ১৭ই জুলাই খানাতল্লাস হওয়া কতকগুলি কাগজ সংগৃহীত হইয়াছে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র সরকার ও ... গোপাল চাটার্জিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এই সঙ্গে একই সময়ে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চাটার্জির, সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ ব্যানার্জির ... কংগ্রেস সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশ চাটার্জির ও শ্রীযুক্ত জানকী নাথ চাটার্জির বাড়ী খানাতল্লাস করা হইয়াছে এবং তিন জন কংগ্রেস কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং জাতীয় পতাকা ধৃত হইয়াছে।

বারুইপুর জেলা কংগ্রেস গৃহ গত ১৬ই জুলাই খানাতল্লাস করা হইয়াছে। ১৭ই জুলাই জেলা কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ পালের গৃহে খানাতল্লাস হইয়াছিল এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে দোকান পাট বন্ধ হইয়াছিল এবং শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল।

কলেজে পিকেটিং—মহিলা গ্রেপ্তার

১৩ জন ... মহিলা ১৫ই জুলাই মেদিনীপুর কলেজে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করেন। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইয়া একজন দারোগা ও ১২ জন কনেষ্টবল সহ ... হইয়া মহিলাগণকে ঘেরাও করেন। ছাত্রদের ... সময়ের পূর্বেই উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মহিলাগণকে গ্রেপ্তার করিয়া একটী মটরবাসে চড়াইয়া দারোগা ও কনেষ্টবলের জিম্মায় স্থানান্তরিত করেন। তাঁহাদিগকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে না জানিলে তাঁহারা মটরে চড়িবেন না বলায় তাঁহাদের উপর জুলুম করে। পরে জানা গেল যে উক্ত মহিলাগণকে সহর হইতে ৮ মাইল দূরে একটী জঙ্গলে নামাইয়া দিয়া মটর চালক ও পুলিশ জোরে গাড়ী চালাইয়া ফেরৎ আসিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া ট্যাক্সি বা বাসে করিয়া তাঁহাদিগকে ফেরৎ আনিবার চেষ্টা হয় কিন্তু ট্যাক্সি ও বাস চালকগণকে লাইসেন্স বাতিলের ভয় দেখান হওয়ায় তাহারা কেহই রাজী হয় নাই। শেষে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তাঁহাদিগকে ফেরৎ আনা হইয়াছে।

চৌকীদারের পদত্যাগ

মেদিনীপুর জেলার সাবাঙ থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহ ২৩ জন চৌকীদার কর্ম ত্যাগ করিয়াছে।

গ্রাম্য পাটেলের পদত্যাগ

নাসিক অন্তর্গত বাগলান এলেকার ৮০ জন গ্রাম্য পাটেল ও মুকার কর্ম ত্যাগ করিয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

হেলার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, ... কলিকাতা

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস, অকালে ভঙ্গপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ নির্দোষে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত শতাধিক বলী ও তুষ্টি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের খারাপ তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইন্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ৬ হইতে বারটী ইন্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ...

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ৷৵ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীজ
২৪।১ চন্দ্রনাথ লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৭

(১)

ভগবৎসেবাদ্বারে নিত্যানন্দ অযাচিতভাবে প্রাপ্তব্য

(২)

মদ্রপ্রদেশে মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তনে সমস্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজের বহরমপুর, ছত্রপুর ও পারাকোট প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার

(৩)

"তোমার কনক　　　ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

অর্থাৎ কনককে মাধব-সেবায় নিযুক্ত না করিলে তাহা কলির আবাসস্থলী হইয়া জীবকে নানা অনর্থে প্রপীড়িত করে

(৪)

চাটীগ্রামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজের গীতার ভাগবতানুগা ব্যাখ্যাদ্বারা কর্ম্মবাদ, রাজনৈতিকবাদ, স্বাধীনতা-বাদাদি বিভিন্ন ব্যাখ্যাবাদ নিরসন পূর্ব্বক ভক্তিবাদ স্থাপন

(৫)

দেরাদুনে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

ভগবৎসেবা-দ্বারে নিত্যানন্দ অযাচিত ভাবে প্রাপ্তব্য।

১। ভোগী বা ত্যাগী উভয়েই আত্ম-সুখকামী। ভোগী বাহ্যবস্তুর ভোগসুখে এবং ত্যাগী বাহ্যবস্তুর ত্যাগ-দ্বারে নিজ সুখ-সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে।

২। স্বসুখোদ্দেশক ভোগ বা ত্যাগ-পন্থায় অবশ্য দুঃখ উপস্থিত হয় এবং সুখের ন্যায় যাহা কিছু কখন কখন অল্পকালের জন্য আস্বাদনের বিষয় হয়, তাহা পরবর্ত্তি-কালে দুঃখকে আবাহন করে বলিয়া প্রকৃত পক্ষে দুঃখেরই বীজ বা প্রকারভেদ মাত্র। অতএব সূক্ষ্ম বুদ্ধির অভাবে বিচারে অপটু যে সকল ব্যক্তি, তাহারাই এই হেয় ভোগ বা ত্যাগ-পথে বিচরণ করিতে রুচি-বিশিষ্ট হয়। যাহারা মেধাবী ও বিচার-পটু, তাঁহারা স্বসুখ-সাধনপর ভোগ বা ত্যাগ-পন্থার পরিবর্ত্তে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের সুখ বাড়াইতে হয়, তদ্বিষয়ক কার্য্যে সদা নিযুক্ত থাকেন। এই জন্য তাঁহারা নিষ্কাম বা ভগবৎ-সুখ-কামী ভক্ত অর্থাৎ ভক্তি-পথের পথিক বলিয়া খ্যাত। সৎশাস্ত্র ও ভক্তভক্তগণের ইঙ্গিত অনুসারে ভক্তগণ সেবা-কার্য্যে চিররত। সুখ না চাহিলেও স্বয়ং ভগবান্ ভক্তগণের হৃদয়ে বিমল ও প্রচুর সেবানন্দ-সুখের প্রস্রবণ খুলিয়া দেন, যাহার প্রভাবে ভক্তগণের হৃদয় আনন্দ-সলিলে সদা মগ্ন থাকে। ভোগী ও ত্যাগিগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অতি-কষ্টে ভোগ ও ত্যাগ-দ্বারে যে ক্ষণিক যে সুখপ্রায় ভাব আস্বাদনে সমর্থ হয়, তাহা অপেক্ষা কোটীগুণ উপাদেয় ও অনন্তকাল-ব্যাপী নব নব আকারে দেদীপ্যমান বিমল আনন্দ অযাচিতভাবে ভক্তগণ-কর্ত্তৃক আস্বাদিত হয়।

৩। ভক্তগণ যে কি প্রকার আত্ম-সুখ-স্পৃহা-হীন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত বিবৃতি-পাঠে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে :—

"গোবিন্দ কহে আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটী অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহা সুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥

মদ্রপ্রদেশে মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ)

রাজপুরে শ্রীবরাহদেব-মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাসের হস্তে শ্রীমন্দির-নির্মাণ-ভার অর্পণান্তে আমরা শ্রীনাথপুরীতে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-রঙ্গে অতিবাহিত করি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক ভক্তিসার মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস দেবশর্ম্মা বিদ্যার্ণব ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ, শ্রীপাদ হয়গ্রীব দেবশর্ম্মা ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ হরিপদ দেবশর্ম্মা।

দক্ষিণ যাত্রার আদেশ

পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীপাদ রামানন্দ দাস ও শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয়ের সঙ্গে একদিন শ্রীআলালনাথ জিউ দর্শনার্থ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে আমাদের যাওয়ার এক মহা সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে আমাদের সেই সৌভাগ্যের কথা অন্যত্র লিখিবার আশা রহিল। আলালনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ আদেশ-বাণী পাইলাম, আমাদের দক্ষিণ-ভারতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে হইবে। আশীর্ব্বাদীয় পত্রখানি একবার দুইবার, তিনবার পড়িলাম—পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে এক অভাবনীয় উৎসাহ, প্রাণে এক নব আশার সঞ্চার হইল। যে প্রদেশে একে একে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীশঙ্কর স্বামী, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞাদি আচার্য্যবর্গ প্রকট লাভ করিয়া বিশ্বজগতে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে শ্রীভগবদ্বাণী প্রচার করিয়াছিলেন এবং যে প্রদেশে স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পদার্পণ করিয়া দেশবাসিগণকে শ্রীনাম-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতঃ কৃষ্ণপ্রেম প্রদানে মহাসৌভাগ্যবান্ করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে আজ আমার শ্রীচৈতন্য-চরণ-চারণগণের চিরভৃত্য-সূত্রে শ্রীগুরুমুখ-বিগলিত শ্রৌতবাণী প্রচারার্থে গমনের আদেশ পাইয়া আমাদের হৃদয়ে পুনঃ আনন্দোদয় হইল। দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের দলে ভক্ত স্থানীয় সেবাকার্য্যের ভার ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল তীর্থ মহারাজকে বুঝাইয়া দিয়া আমরা দক্ষিণ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

বহরমপুরের পথে

১৩ই জুন শুক্রবার অপরাহ্ণ ৭ঘটিকায় আমরা শ্রীল তীর্থ মহারাজের আদেশ লইয়া শ্রীগৌরবিনোদমাধব শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ বন্দনা করিয়া একখানি "শকটে" আমাদের প্রচারের দ্রব্যাদি দিয়া সত্বরে পুরী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, শ্রীমৎ পুরী গোস্বামী মহারাজ আমাদের প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত কৃপাপূর্ব্বক তদীয় শুভ-সঙ্গ দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার ব্রহ্মচারী ও পরমানন্দপ্রভু পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বংশীর বাদের উচ্চরবকে যেন স্তব্ধ করিয়া আমরা "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়"-ধ্বনি করিতে করিতে, গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

খুর্দা ষ্টেশনে ট্রেনখানি পৌছিতেই মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের দ্রব্যাদি-সহ তথায় নামিয়া পড়িলাম। রাত্রি ২ ঘটিকায় মাদ্রাজ-মেইল ধরিতে হইবে। সকলেই বলিলেন যে, এত দ্রব্যাদি লইয়া ষ্টেশনে আর নিদ্রা হইবে না। আমি কিন্তু নাছোড় বান্দা! রাত্রিতে নিয়মিত নিদ্রা হইলেই ভাল। তাই প্লাটফরমের উপরেই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিলাম আর তাহার চতুস্পার্শে সকলের শীর্ণাসন হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ-বিজয়ের কথা আলোচনা করিতে করিতে আন্দাজ রাত্রি ১০॥ ঘটিকায় সকলেই স্নিগ্ধ বায়ুর সুকোমল হস্ত স্পর্শে নিদ্রার ক্রোড়ে শায়িত হইয়া পড়িলাম। শুনিলাম যে যখন আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন দেখি মাদ্রাজ-মেল ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে আসিয়া হাঁফ ছাড়িতেছে। আমরাও তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়ীতে স্থান গ্রহণ করিলাম। প্রথম মুখে বসিবার একটু স্থানাভাব হইলেও ভক্তিসার মহারাজের দিব্য মূর্ত্তি দর্শন-সৌভাগ্যে অনেকেই আমাদিগকে "উপ-বেশনের" কা কথা?—শয়নের স্থান পর্য্যন্ত করিয়া দিলেন। ধ্যা'এর অব-শিষ্টাংশটুকু নানা প্রকারের প্রশ্ন-প্রশ্ন অতি-বাহিত হইল। ভোর ৫ ঘটিকায় আমরা বহরমপুর পৌঁছিলাম।

বহরমপুরে

ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, এ.এ আমরা স্থান গ্রহণ করিলাম। ১৪ই জুন শনিবার সার [illegible] এ, এস, পণ্ডানেকের আর, আই, সি, এস মহোদয়ের সহিত আমাদের একঘণ্টা কাল কথোপকথন ও

ভগবদ্ভজন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মিঃ আযার মধ্যপ্রদেশের একজন খ্যাতনামা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি ইউরোপের সমগ্র ভারত ও পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। আজ [illegible] প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] করিয়া তিনি বিশেষ প্রীতি-প্রকাশ করিলেন।

ছত্রপুরে

পরদিবস প্রাতে আমাকে ছত্রপুর রাজ বাহাদুর [illegible] বেঙ্কটকৃষ্ণ পাণ্ডুরঙ্গ, [illegible] এবং কালেক্টর সাহেব মিঃ পি, অস্টিন আই, সি, এস মহোদয়-দ্বয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য প্রাতঃকালের ট্রেনে বহরমপুর হইতে ছত্রপুর যাইতে হয়। তথায় উভয়েই বর্ত্তমান জগতের সমগ্র মিশনের কার্য্যাবলী একদিকে এবং শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার-প্রণালী অন্যদিকে পরিচালনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্যের মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তদবধি মিঃ অস্টিন আমাদিগকে কয়েক-বার নিজেই শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের আগ্রহ জ্ঞাপন করিয়াছেন। সময় হইলে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার সহিত পুনঃ দেখা করিবার আমাদের ইচ্ছা আছে। গঞ্জাম জিলার জমিদার বর্গের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য মিঃ অস্টিন আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বেলা ১১ ঘটিকায় বহরমপুরে ফিরিলাম।

খাল্লিকোট রাজপ্রাসাদে

দ্বিতীয় দিনে সঙ্গেই শ্রীযুক্ত বনওয়ারী লাল মিশ্র, উকিল মহাশয়ের মোটরে ভক্তিসার মহারাজ, বিশ্বাধিপ প্রভু, শ্রীযুক্ত সর্ব্বভূষণ পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত খাল্লিকোট রওনা হইলাম। খাল্লিকোট রাজ-প্রাসাদ বহরমপুর হইতে ৩৩ মাইল দূরে পর্ব্বতমালার মধ্যে লুক্কায়িত। আমাদের মোটরখানি দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। [illegible] মধ্য দিয়া চলিলাম। পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, [illegible], আবার পর্ব্বত,—যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই অদ্ভুত পর্ব্বতস্তূপ, গগনস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতস্তূপের বিশেষত্ব এই যে, উপত্যকায় উপস্থিত হইলে চতুর্দিকেই চক্রাকারে পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। আবার এক উপত্যকা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেও পুনরায় সেইরূপ একই রকমের দৃশ্য। [illegible] আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম, কি একটি উপত্যকামধ্যে পুনরায় [illegible], পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন নাই, [illegible]। [illegible] রাজপ্রাসাদের উপস্থিত হইলাম। পাদদেশ পাহাড়শ্রেণী ও [illegible] চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব

অপ্রাকৃত ধামের চিন্ময়চিত্তাপ্লোতঃ প্রবাহিত করিয়াছিল।

রাজাসাহেব সহর্ষেই সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্ম কি প্রকারে বিপুলভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজাসাহেবের সহিত আলাপ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর পুনরায় মোটরযোগে পর্ব্বতপথে চলিয়া রাত্রি ৯ ঘটিকায় বহরমপুর ফিরিলাম। রাজাসাহেবের সেবায় সকলে উৎসাহিত হয়েন। গঞ্জাম জিলার সেই দুর্গম পর্ব্বতসমূহের মধ্য দিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ও পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন।

—(ক্রমশঃ)

কনক স্তোত্র

(পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপ বেদশাস্ত্রী কবিভূষণ)

তুমি হে কনক, লোকের জনক
তোমার চরণে প্রণতি মোর।
এ ভব-ভবনে জনম লভিয়া
তোমার সেবায় হইনু ভোর॥
কাঞ্চন-কণ্ঠ- শ্রী-সম্পদ যত
তোমা হ'তে নহি প্রভেদ নয়।
তুমি ত কনক অমৃত-পায়ক
নিয়োগি তোমার সহচর॥
কলিযুগে প্রভু রাজা পরীক্ষিৎ
নির্ণয়ে যার অমল গান।
তোমারই আশ্রয়ে বাঁধিল কলিরে
অবহু স্মরণ করিয়া দান॥
তব মধ্যে মিথ্যা- মদ-কাম-বিরোধ
অধর্ম্ম চারিটী একত্রে রয়।
অধিকন্তু আর পঞ্চম অনর্থ
শত্রুতা তোমাতে সর্ব্বদা বয়॥
অহো হে কনক, মহিমা তোমার
বাখানিতে বল কে পারে ভবে।
কি আশ্চর্য্য তব, মায়ামায়া হেতু
(কনক) ধুতুরা মাতায় জগৎ জীবে॥
তোমার মননে প্রমত্ত যে নর
তোমার সেবায় ঢালিল প্রাণ।
জীবনে মরণে দিবস রজনী
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ ধ্যান॥
হে কনক তব নানা অবতার
বিভিন্ন মূরতি ধরেছে হেথা।
ভিন্ন ভিন্ন তব সেবক সকলে
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চরণ চায়॥
ভাগবত পড়ে, তোমারই লাগিয়া
সেবন করিছে দেবতা পূজা।
ব্রহ্মার সন্তান, ব্রাহ্মণ সাজিয়া
দক্ষিণার তরে ধরেছে ধ্বজা॥
মহাগুরু বেশ, পুরোহিত সাজে
তোমা'রই চরণ-দর্শন-আশ।
তপস্বীর বেশ, কেহ যোগী যতি
প্রাণে বনে কভু সলিলে বাস॥
তোমারই ভাবেতে বিভোর ভকত
দেবতার ধরে মুদেছে আঁখি।
তোমা লাগি কেহ দেবতার কাছে
মানত মাগিছে আশায় থাকি॥
তোমার সেবক হিরণ্যনয়ন
সর্ব্বত্র খুঁজিতে ভাসিতে যায়।
হিরণ্যকশিপু তোমারে অরিপু
বাসিল—সারাটী জীবন তায়॥
তার বংশকুলে, বহু দাস তব
মরতে বয়তী তোমারই লাগি।
কেন ধর্ম্ম নাই, না করিতে যাহা
তামার লাগিয়া সকল ত্যাগী॥
[illegible] তব, অরূপ রয়েতে
রাজিয়াছে সারা জীবন যায়।
কোথায় স্বরূপ লভিতে সে জন
তোমা লাগি পুনঃ জনম তায়॥
তোমারই বলেতে কত না জগতে
অসাধ্য সাধন করিছে লোক।
আকাশে বাতাসে, সলিলে হুতাশে
তুমিই জীবের ঘুচাও শোক॥
হে কনক তব এই এক রূপ
এ'মর মরতে তোদের হেতু।
অপর স্বরূপে, অলৌকি মূরতি
সেবক বাঁধিছে সেবার সেতু॥
কনকের ধারে মাধব-সেবন
মাধব-সেবক-সেবন-সার।
যে জানে সেজন সেবা-নিরত
সেবার সৌন্দর্য্য প্রচার তার॥
সেবকের চিত্ত বিনাশিয়া তুমি
তোমা-ধর্মস্তে করহ বশ।
ভজন-প্রচারে সহায় হইয়া
জগতে ছড়াও ভজন-রস॥
তব অনুকূলে, দুর্ল্লভ ভজন-
গ্রন্থ সুলভে সকলে পায়।
তব অনুকূলে ভজন-বারতা
দ্বারে দ্বারে নিত্য প্রচার তায়॥
মঠ মন্দিরাদি ভজন-আলয়
তব অনুকূলে স্থাপন হয়।
কৃষ্ণার্থে অখিল- সচেষ্ট ভকত
যথাযোগ্য তোমা করেন ব্যয়॥
বাহারা মাধব- সেবনে কনক
যোগ্য ব্যবহার না জানে কভু।
কলির কবল- কবলে পতিত
হইয়া আপনে ভাবয়ে প্রভু॥
সেবা পালপ্রায়ে, বন্ধনে জাগিয়া
অবোধ যেমন তাড়না পায়।
মাধব-সেবন, ভুলাইবি তেম
তোমার সঙ্গের শক্তি তায়॥
হে কনক তুমি, করুণা করিয়া
সেবক মূরতি দেখাও এবে।
দূর হ'ক মদ, ভজন-বিঘ্ন
মগ্ন হ'য়ে রই মাধব সেবে॥

টাটানগরে গভস্তি নেমি মহারাজ

(ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্)

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ পক্ষাধিক-কাল জামসেদপুরের বিশিষ্ট স্থানসমূহে শুদ্ধা ভক্তি প্রচার করিতেছেন। তৎকালে জামসেদপুরনিবাসী শিক্ষিত জনসমাজ উত্তরোত্তর গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইতেছেন। অনেকেই গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে যোগদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানবিশেষ হইতে গীতার স্বাধীনতাবাদ ও কর্ম্মবাদপর অপব্যাখ্যা, সরলধর্ম্মপিপাসু হিন্দুগণকে গীতার দোহাই দিয়া বিপথে চালিত করিতেছে দেখিয়া স্বামিজি এখানে স্থানে স্থানে গীতার ভাগবতানুগা ব্যাখ্যাদ্বারা কর্ম্মবাদ, রাজনৈতিকবাদ, স্বাধীনতাবাদাদি বিভিন্ন কল্পিত ব্যাখ্যাবাদ নিরসনপূর্ব্বক, ভক্তিই যে গীতার একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয় তাহা যুক্তি ও শাস্ত্রবিচারমূলে প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের ভ্রমান্ধকার অপনোদন করিয়াছেন। 'ভাবার্থ বিনির্ণয়' শ্রীমদ্ভাগবতের শুদ্ধা ভক্তির বিচারানুগত্যে যে গীতার ব্যাখ্যা করিতে হইবে ও বুঝিতে হইবে এবং তাহা হইলে ভক্তিবিরোধী কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ, রাজনীতিপ্রমুখ মতমত কল্পিতবাদ স্বতঃই নিরস্ত হইয়া পড়ে তাহা স্বামিজি অতি সরল বিচারে তাঁহা সকলের পূর্ব্বসঞ্চিত ভ্রমধারণা অপনোদন করিয়াছেন। অনেকে স্বামিজির আবাসস্থানে শ্রবণপিপাসু হইয়া আগমন ও শ্রবণ করিয়া ভ্রমাপনোদন জন্য সশ্রদ্ধভাবে পুনঃ পুনঃ আগমন ও শ্রবণ করিতেছেন। বহুস্থান হইতে ভক্তিমানগণ গীতার ভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য স্বামিজিকে সমাদরে লইয়া যাইতেছেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারে ভিত্তিম-নাদে বিভিন্নবাদ-ব্যাখ্যাতৃগণ নিজ নিজ বিবরে দুবকায় করিতেছেন। জনসমাজও গীতার কর্ম্মবাদাদিবাদপর ব্যাখ্যার গর্হণপর আলোচনা করিতেছেন।

দেরাদুনে গিরি মহারাজ

দেহলীলাইব্রেরী, ১৪।৭।৩০

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ দেরাদুনে দেহলী লাইব্রেরী হলে কয়েকদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। অদ্য (১৪।৭।৩০) স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ হইয়াছে। গত ১১ই জুলাই শুক্রবারেও তাঁহার গৃহে গীতা পাঠ হইয়াছিল। বহু বাঙ্গালী ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামিজীর পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণে আনন্দ লাভ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপাত্র নৈমিষারণ্যের শ্রীযুক্ত ঠাকুর সাহেব টিকমসিংজী মহোদয়ও অদ্য অপরাহ্ণে এখানে আগমন পূর্ব্বক স্বামিজী মহারাজের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়াছেন। স্বামিজী এখান হইতে শীঘ্রই দিল্লী গৌড়ীয়মঠে যাত্রা করিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত? — শ্রীভক্তিধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, আদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৴৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ২৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্লোক-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ্য ৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উত্তম সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা অজ্ঞান মূঢ়তা অভাব ও কামনার বশঃবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় বাক্যমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹
গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৴৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয় গৌরব ৵৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
"   " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷৹
৯। মুক্তাচরিত্র ও দানকেলিকৌমুদী? মাহাত্ম্য (মূল) ২৲
১০। বেদান্তরত্নমালা সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
১১। ভৈবভব? ৬৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চনা? ৵৹
২৬। নামকণ্ঠমালা ৷৵৹
২৭। সংস্কার দীপিকা ৷৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রাহ্মণ? ৷৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। উপদেশামৃত? সানুবাদ ৷৹
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনর দিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ সৈকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

আনন্দ প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, পাং দিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ বাতুলোন্মাদ, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, উদরাময়, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হাঁপানি, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা; ভিক্ষা—২॥০ টাকা

৪৫৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অত্যন্ত পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌-চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—— অন্যান্য আবিষ্কৃত ——

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রোফে (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এম, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭খ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

৫ শ্লোক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটক পর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঙ্গালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়ারকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ বর্দ্ধমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ, কে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানপাড়া, কান্দিপাড়া কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।৭নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস ই আই আর, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া,
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরজামোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীগজানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, মানভূম
১০। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসুধাকর মানভূম।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

বর্ষার

একমাত্র

স্বদেশী

রবারের জুতা

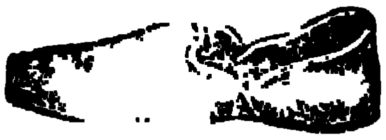

টি, টি, সিলিপার

চটি, গ্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদার দিনের উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা:- -টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলেরা পরিচারকে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ দিনের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন আশ্চর্য উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

শ্রীধামের সার্বজনীন ও —"শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১২১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই শ্রাবণ ১৩৩৭ বুধবার ২৩শে জুলাই ১৯৩০

নানা কথা

কলেজে পিকেটীং

কলিকাতার অধিকাংশ কলেজেই পিকেটীং চলিতেছে। গত ১৮ই জুলাই বেথুন কলেজে মহিলাগণ দ্বিতীয়বার ভাবে পিকেটীং করিতেছিলেন। পুলিশ আসিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করে এবং একদল মহিলা-পিকেটারকে গ্রেপ্তার করার ভান করিয়া বাসে তুলিয়া মানিকতলাতে রাখিয়া আসে এবং অপর এক দলকে বাসে করিয়া নারিকেলডাঙ্গার ঐদিকে রাখিয়া আসে। তাঁহারা মোটরে চড়িয়া পুনরায় ফেরৎ আসিয়া আবার পিকেটীং করিতে থাকেন। পুলিশের এই অন্যায় অত্যাচার জন্য বেথুন কলেজের ও কলেজিয়েট স্কুলের সমস্ত ছাত্রী কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজেও পিকেটিং চলিতেছে। মহিলাগণও এখানে পিকেটিং করিতেছেন। প্রথমে যে ৫ জন পিকেটার এইস্থানে আসিয়াছিল তাহারা পুলিশের প্রহারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায় এবং সেই অবস্থায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসে করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। মাত্র ৩০ জন ছাত্র কলেজে ছিল। এ, বি, এস, এর অনুরোধে যে বাধা হইতে দেরী হইত সে বাধা পুলিশের অত্যাচারের ফলে সহজেই সম্পাদিত হইতেছে।

স্কটিশ-চার্চ্চে মাত্র ৪ জন ছাত্র ভিন্ন কোন ছাত্রই উপস্থিত নাই সেন্টপল ও রিপন কলেজ বন্ধ। সিটিকলেজে পিকেটীং সত্ত্বেও পিকেটারের শরীরের উপর দিয়া কয়েকজন ছাত্র মাত্র কলেজে গিয়াছিল।

স্কটিশচার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুল বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুল, মিত্র ইনিষ্টিটিউসান, রিপন কলেজিয়েট স্কুল, কলিন্স্ ইন্‌ষ্টিটিউট, মেট্রোপলিটান ইনিষ্টিটিউট, শ্যামবাজার এ, ভি স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী এবং টেকনিক্যাল ইনিষ্টিটিউটের ১ম নাং ৩র্থ শ্রেণীর ছাত্রেরা স্কুল বন্ধ করিয়াছে।

বেথুন কলেজে পিকেটীং

গাণ্টুরে গান্ধীটুপি ব্যবহার নিষিদ্ধ

ডাঃ মুনজীর মুক্তি

তাড়ির দোকানে পিকেটীংএ গুলিবর্ষণ

কিশোরগঞ্জে তাণ্ডবনৃত্য

বিদেশী-বস্ত্র-ব্যবসায়ের অবস্থা

মহিলার কারাদণ্ড

খানাতল্লাস ও তৎসহ গ্রেপ্তার

ব্যারিষ্টারের কর্ম্মত্যাগ

যুক্ত আশানন্দের জেল

প্রেস অর্ডিন্যান্স

ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ এস, সি মিত্রর প্রশ্নের জবাবে বেথান হইয়াছে যে ১৩১টী পত্রিকার নিকট হইতে প্রেস অর্ডিন্যান্স অনুসারে জামিন তলব হইয়াছে তন্মধ্যে ৬১টী পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশে জামিন দিতে না পারিয়া ৯টী পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিয়াছেন।

ডাঃ মুনজীর মুক্তি

ডাঃ মুনজী মুক্তি পাইয়াছেন। জেলে বসেব মিউনিসিপাল কমিটীর সম্পাদক তিনি ১৮ই জুলাই ঐ স্থানে জাতীয়-পতাকা উড্ডীন করিবেন।

বোম্বাইয়ে ১৮ই জুলাই বন আইনভঙ্গ ব্যাপারে ২৯ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ছাত্র সমিতি

বগুড়া জেলার বনগ্রামপুরের স্কুলের কর্তৃপক্ষ মহাত্মা গান্ধীর জেলার উপলক্ষে স্কুলে অনুপস্থিতির জন্য ২ জন ছাত্রকে দোষী অনুমান করিয়া তাহাদিগকে স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য করায় ১৭ই জুলাই হইতে স্কুলের সমস্ত ছাত্র স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়াছে এবং এবি এস, এর আনুকূল্যে তথায় একটী ছাত্র সংঘ স্থাপিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার ছাত্রবৃন্দ ১৫ই জুলাই বর্দ্ধমান টাউনহলে সভা করিয়া সকলের স্কুল পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের সেবায় যোগদান করা স্থির করিয়াছেন।

বরিশালের বি, এম কলেজে মহিলাগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ রীতিমত পিকেটীং চালাইতেছেন। ১০১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৯ জন পরীক্ষা দিয়েছে। ৬ জন ছাত্রকে এই পিকেটিংয়ের নেতা অনুমানে রাষ্টিকেট করা হইয়াছে।

গাণ্টুরে গান্ধীটুপী নিবারিত

গান্ধীটুপী পরিধান দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলন সংযুক্ত আকার হয় এবং জনতা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এই আশঙ্কায় গাণ্টুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক ডিক্লেয়ারেশন দ্বারা গাণ্টুর মিউনিসিপালিটীর সীমানার মধ্যে গান্ধীটুপী ব্যবহার নিষেধ করিয়া ৩৪ ধারার হুকুম জারি করিয়াছেন। এই হুকুম প্রচারের জন্য যে ঢেঁড়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে।

পিকেটীংয়ে গুলিবর্ষণ

মথুরা এলেকার মান্নান গ্রামের তাড়ির দোকানে পিকেটীং কালে পুলিশ [illegible] জনতাকে আক্রমণ করে ও পরে গুলি চালায়। ফলে [illegible] আহত হইয়াছে। পুলিশ [illegible] নিকটবর্ত্তী গ্রামের [illegible] জনকে এবং [illegible] জনকে

বিবিধ সংবাদ

কিশোরগঞ্জে ডাকাত লুণ্ঠনের পূর্ববিবরণ

কিশোরগঞ্জ পুনঃ সময় সংবাদানিতে আক্রমণকারীদের গুলি মহাজনদের উপর। ১৪ই জুলাই সরকারী পুলিশ সংবাদে পাকুন্দিয়া, টেকা, এবং মাঠখোলার মহাজনদিগের উপর গুলি চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই। ঐ দিন সকালে ইন্স্পেক্টর ও মাঠখোলার একদল লোককে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য গুলি চালাইতে বাধ্য হন কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল না হওয়ায় একজনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যেতে আসিয়াছিলেন। একজন সরকারী দারোগার হাত ও পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল এবং তিন জন কনেষ্টবলকে জখম করিয়াছিল। সরকারী পুলিশ সাহেব নিয়ামতী ও পাটুয়া তাঁহার দাঙ্গাকারিগণকে তাড়াইবার জন্য আবার একবার গুলি চালাইবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং কেবল এক জনকে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের অপর পারেও লুট আরম্ভ হইয়াছিল। সাকোয়াগ, আমতিয়া, টেঙ্গুরিয়া ও শিলাসি গ্রামে বহু হিন্দু মুসলমানেরা লুট করিয়াছে ও আগুন দিয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট একজন ইন্স্পেক্টার ও সশস্ত্র পুলিশসহ তাহাদিগকে তাড়া করেন এবং তাহাদের উপর গুলিবর্ষণের আদেশ দেন। একজন হত হইয়াছে এবং ১০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং কিছু মাল পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। বাগলা ও বানারগাঁও অঞ্চলেও অনেক গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে। উপস্থিত দাঙ্গা অনেক সময় লাভ করিয়াছে।

বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ের অবস্থা

চারিদিক হইতে পিকেটিং হইতে থাকায় বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায় প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং জন্য গ্রেপ্তার হইতেছেন, জেল যাইতেছেন কিন্তু তাঁহাদের উদ্যম কমিতেছে না। রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে বিদেশী মাল সরবরাহ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তখনও পিকেটারগণ উপস্থিত হইয়া স চেষ্টা বিফল করিতেছে। বিক্রয় এত কম যে বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ মূল্য দিতে পারিতেছে না এবং মাল গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। তাঁহারা জাহাজে মাল চালান দিতেছেন তাঁহারা সময় বৃদ্ধি না করিলে অনেক অসুবিধা হইবে। কেহ কেহ কোনও রূপে চুক্তি রদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উপায় স্থির করিবার জন্য সভা সমিতি হইতেছে কিন্তু বয়কট বন্ধ না হইলে যে কোনও উপায় হইবে তাহা মনে হয় না এবং বয়কট বন্ধ হইবারও কোনও চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।

মহিলার কারাদণ্ড

কোয়েম্বাটোরে একজন মহিলার রাজদ্রোহ অপরাধে ৬ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

খানাতল্লাস ও তৎসহ গ্রেপ্তার

বাটোরের কংগ্রেস সমিতি ১৩ই জুলাই খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কতকগুলি কাগজ লইয়া গিয়াছে।

গত ১৮ই জুলাই পুনরায় কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস গৃহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কয়েকখানি কংগ্রেস বুলেটিন পাইয়াছেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মী আবদুল রসিদ মিঞাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

খাকুড়পুর কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক ডাঃ তুলসীদাস পাল গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

১৭ দিন কলিকাতা বড়বাজারের আইন অমান্য সমিতি গৃহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কতকগুলি কংগ্রেস বুলেটিন এবং ১৩০০ খান হিন্দী নবজীবন পত্রিকা হস্তগত করিয়াছেন এবং একজন সত্যাগ্রহীকেও আর একজন লোককে (যাহার সহিত আপীসের কোনও সম্বন্ধ নাই) গ্রেপ্তার করিয়াছে, যাইবার সময় পুলিশ জাতীয় পতাকাটি এবং একজন সত্যাগ্রহীর একখানা কাপড়ও লইয়া গিয়াছে।

২৪ পরগণা জেলার বরানগর কংগ্রেস গৃহ ১৮ই জুলাই তারিখ ২বার খানাতল্লাস করিল পুলিশ প্রথমবারে কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করে এবং অনিলকুমার দত্তকে গ্রেপ্তার করে এবং দ্বিতীয়বারে গণাইচন্দ্র মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করে।

২৪পরগণার জেলা কংগ্রেস আপীস খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কয়েকখানা কাগজ সংগ্রহ করিয়াছে এবং কর্মী কালিপদ মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কলিকাতার হিন্দুসভা ১৮ই জুলাই পুনরায় তল্লাস হইয়াছে। প্রকাশ যে একটা সাইক্লোষ্টাইল মেসিন খুঁজিবার জন্য এই তল্লাস কিন্তু অপরাধ জ্ঞাপক কিছুই পুলিশ পায় নাই।

দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া পুলিশ নক্সা, বিজ্ঞাপন, ছবি ক্ষুদ্র পুস্তিকা খাতাপত্র কাগজাদি যাহা কিছু গৃহ মধ্যে ছিল সমস্ত লইয়া গিয়াছে। লরিতে করিয়া এই সমস্ত জিনিষ বহিতে হইয়াছিল।

ব্যারিষ্টারের কর্মত্যাগ

সরকার বাহাদুরের দমননীতির প্রতিবাদ স্বরূপ মিঃ এম ডি এস মালকোনা ব্যারিষ্টার তাহার ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি ১৫ বৎসর প্র্যাকটীস করিতেছেন এবং ইদানীং রাজনৈতিক মামলাতে আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন।

শ্রীযুক্ত আশানন্দের জেল

শ্রীযুক্ত আশানন্দ নাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পিকেটিং সময়ে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং পুলিশ তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলায় তিনি ছাতা দ্বারা সার্জেন্টকে আঘাত করিয়াছিলেন। মিঃ নাগ বলেন যে তিনি পুলিশকে আঘাত করেন নাই। তিনি একটী পুস্তকের দোকানে যাইতেছিলেন তাহাতে পুলিশ নিষেধ করে। তিনি সেদিকে যাওয়া যাইবে না এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। বিচারে ৪র্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এটচকে যে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ৬মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ঐ কলেজে পিকেটিং উপলক্ষে রঞ্জিত দত্তর ৬ মাস সশ্রম কারাবাস এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের বিনা পরিশ্রম ৬ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদ

১৭ই জুলাই তারিখে বোম্বাই কর্পোরেশন বৈঠক করিয়া ওয়াডালা ব্যাপারে, এসপ্লানেড ময়দানে এবং ভয়নবি রোডে পুলিশের অযথা অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গত ১৭শে ও ২১শে যে তারিখে জেভি বাজারে পুলিশ যে অন্যায় জুলুম করিয়াছিল তৎপ্রতি এই কর্পোরেশন অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয় মন্তব্যে কর্পোরেশনের সদস্যে সমস্ত বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্স লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বোম্বাই মিউনিসিপাল আইন সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভূষণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের শুকলবিধান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ-শ্যামবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্বেদীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাত ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অল্প বয়সে অজীর্ণ, অম্বল, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সর্ব্ব বিকার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব সন্ধ্যাক্ষারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন যে কেহ ব্যবহারে অবশ্য আরোগ্য হইয়া পুরুষত্ব লাভ করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ কার্য সন্তোষজনক স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৩১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সকলের পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিথেন আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং চার হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ...

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ৵ স্বতন্ত্র

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটারিতে

৫৯।১ হরিতকী লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর-৭ই শ্রাবণ বুধবার-১৩৩৭

(১)

মান্দ্রাজপ্রদেশে বহরমপুর, আস্কাসা ও পার্লাকিমেডি রাজপ্রসাদ, ওয়াল্টেয়ার প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভুর কথা প্রচার ও সিংহাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা

(২)

(ক) কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হওয়ার পরিণাম

(খ) মৎসর ব্যক্তিগণ স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দুর্নীতিকেও ধর্ম্মের আবরণে চালাইয়া নানা অপ ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি করে

(গ) বিজ্ঞজন সমাজও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ সকল তথা-কথিত ধর্ম্মমতকে সমর্থন পূর্ব্বক সত্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হয়

(৩)

ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বে পূর্ব্বপক্ষ নিরসন

মন্দ্রপ্রদেশে মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২০ সংখ্যার পর)

বহরমপুরে বক্তৃতা

কবিরাজ মধুসূদন শর্ম্মা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আগ্রহে ১৬ই জুন স্থানীয় অন্ধ্র-ভাষা-বিবর্দ্ধিনী-সভা-গৃহে এক বিরাট্ সভা আহূত হয়। সহরের যাবতীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয় ও হার্মণিষ্ট পত্রিকাত্রয়ের দ্বারা আমাদের মিশনের কথা পূর্ব্ব হইতেই সহরে পরিচিত ছিল। সুতরাং গৌড়ীয় মঠের স্বামিজীগণ বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া অসংখ্য লোকের সমাগম হইল। উড়িষ্যার মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। নিত্যার্ণব প্রভু গৌড়ীয় মঠের পরিচয় দিলেন। দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতার পর সভাপতি স্বামিজী তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। পর দিবস প্রশ্নোত্তরময়ী ইষ্টগোষ্ঠী হইল। উহাতেও সহরের সজ্জনগণের নিকট আমরা বিশেষভাবে পরিচিত হইলাম। সহরের প্রায় সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার সেবানুকূল্য করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিলেন। অনেকে হার্মণিষ্টের গ্রাহক হইলেন।

আস্কাসা রাজপ্রাসাদে

২০শে জুন প্রাতঃকালে কালেক্টর সাহেব শ্রীযুক্ত ক্লিন প্রচারকগণকে বিহিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য আস্কাসার রাজাসাহেবকে তারযোগে জানাইলেন। আমরা মাদ্রাজ মেলে রওনা হইয়া বেলা ২ ঘটিকায় আস্কাসা ষ্টেসনে পৌঁছিয়া দেখি যে, রাজাসাহেবের ষ্টেট্ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভি, আর, রাও পূর্ব্ব হইতেই মোটর গাড়ী লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মিঃ রাও আমেরিকা হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া বর্ত্তমানে 'পরিষ্-জ্যোতিষের' আলোচনা করিতেছেন। স্বামিজী ও মিঃ রাও মোটরে উঠিলেন এবং আমরাও অপর দুইখানি রাজ-গাড়ীতে উঠিলাম। ষ্টেশন হইতে রাজপ্রাসাদ তিন মাইল দূরে পর্ব্বত পাদমূলে অবস্থিত। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে আমরা রাজার উদ্যান-বাটিকায় স্থান পাইলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিবিধ ফল মিষ্টান্নাদি বহু বিচিত্র-প্রসাদ এবং মধুর সুবাসিত পানীয় সংগৃহীত হইল। মিঃ রাও সর্ব্বক্ষণ আমাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রহিলেন।

সন্ধ্যার সময় রাজাসাহেব স্বয়ং স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে অভিবাদন করত অতি বিনীত ভাষায় বলিলেন যে, স্বামিজীর ন্যায় মহাজনের আগমনে তিনি অত্যন্ত ধন্য হইয়াছেন, আরও বলিলেন যে, স্বামিজী যদি কৃপা পূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে পদধূলি দান করেন, তবে তাঁহার প্রাসাদ পরম পবিত্র হইবে। তাঁহার বিনয়-নম্র বচনে প্রীত হইয়া স্বামিজী স্বীকৃত হইলেন। দুইখানি মোটরে আমরা সকলে রাজ-প্রাসাদে যাইয়া বিশ্রামগৃহে আসন গ্রহণ করিলাম। রাজাসাহেব, মিঃ রাও ও আমাদের সহিত রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। অতঃপর মিঃ রাও তাঁহার [illegible] প্রতিকূলভাবে প্রথমে সমর্থন করেন ও স্বামিজী মহাশয়ের অলৌকিক যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে তিনি স্তম্ভিত হইয়া স্বীয় [illegible] দিতে লাগিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুনরায় বহু বিষয়ের আলোচনা হইল। রাত্রিতে থাকিবার জন্য রাজাসাহেব পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পার্লাকিমেডি রাজার নিকট পূর্ব্ব হইতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সেই দিবসই অপরাহ্নের গাড়ীতে পার্লাকিমেডি রওনা হইতে হইল। রাজাসাহেবের আতিথেয়তায়, সৌজন্যে, হরিসেবার প্রীতি ও আন্তরিকতায় আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম।

পার্লাকিমেডি রাজপুরীতে

মিঃ ক্লিন সাহেবের পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে পর দিবস প্রাতঃকালে পার্লাকিমেডি রাজার অতিথিরূপে আমরা গৃহীত হইলাম। প্রাসাদে অল্প সময় হরিকথা আলোচনা হইল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে রাজাসাহেব বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়ায় [illegible] সেইদিনই বাহিরে [illegible] হইবে। রাজাসাহেব আমাদিগকে বিশেষ সময় দিতে অসমর্থ হওয়ায় নিজেকে যেন অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়া পুনরায় তাঁহার রাজ্যে আসার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী মহারাজ তাঁহার মঙ্গল কামনা করিলেন।

শ্রীকূর্ম্মের পথে বিঘ্ন

পরদিবস স্বামীজীর আদেশে স্থির মনে করিলাম যে, সিংহাচল শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে শ্রীপাদপীঠের নিমিত্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথে শ্রীকূর্ম্মদেবকে দর্শন প্রণতি করিয়া যাইব। সেই উদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে নওপাদা ষ্টেশনে মাদ্রাজ মেইল ধরিয়া বেলা ৯ ঘটিকায় 'চিকাকোল রোড্' ষ্টেশনে নামিয়া শ্রীকূর্ম্ম যাইবার জন্য মোটর বাসে উঠিলাম। কিন্তু [illegible] মোটরখানি চলিবার অযোগ্য হওয়ায় গেল উপায়ান্তর না দেখিয়া ষ্টেশনেই [illegible] করিলাম।

সিংহাচলে শ্রীনৃসিংহদেব-মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা

অনন্তর গাড়ীতে চাপিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকায় আমরা ওয়াল্টেয়ার পৌঁছিলাম। [illegible] কালেক্টর সাহেবের [illegible] পাইলাম। অপরাহ্নে [illegible] ও শ্রীপাদ হরগৌর ব্রহ্মচারী [illegible] সিংহাচল রওনা হইলাম। [illegible] ওয়াল্টেয়ারে রহিলেন। সিংহাচল ষ্টেশন হইতে সিংহাচল পাহাড় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা যখন তথায় পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে। উপরে উঠিবার আর সময় ছিল না। শ্রীমন্দিরের [illegible]। [illegible] আমাদের [illegible] ব্যবস্থা করিলেন। [illegible] দর্শন করিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে ১২০০ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আমরা পাহাড়োপরি উঠিয়া শ্রীমন্দির পরিদর্শন, শ্রীনৃসিংহদেবের চন্দন আবরণ-দর্শনাদি করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপীঠ-স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে [illegible] পরিচালকগণ [illegible] আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের সহিত [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] দিলাম।

কুসংস্কার

[illegible] ১২ [illegible] সম্প্রতি [illegible] হইল [illegible] প্রচারের [illegible] না পারিয়া [illegible] নিযুক্ত করা

একদিন দুপুর বেলায় আনন্দ গ্রামবাসী পরমানন্দ মল্লিকের বিদাদির পাড়ায় হঠাৎ আগুন লাগিল। আগুন দেখিয়া গ্রামবাসী সকলে ছুটিয়া আসিয়া কোনরকমে আগুন নিভাইয়া দিল। পরদিন সকালে নিধি মল্লিকের স্ত্রী,— ... মল্লিকের গৃহিণী,—সকলের নিকট প্রকাশ করিল যে, সে রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছে, স্থানীয় বাগদী ঠাকুরাণী পরমানন্দ মল্লিকের ... পাড়াটি ... ইচ্ছা করিয়াছেন ... বাস করিতে ... উহা বাঁচিতে ... করিয়াছিলেন কিন্তু গ্রামবাসী তাঁহার এই অধিকারে বাধা দিয়াছে, যদি তাঁহার এই পাড়া তাঁহাকে নিবেদন করিয়া না দেওয়া হয় তাহা হইলে এই অপরাধে সমস্ত গ্রাম মহামারীতে তিনি উজাড় করিয়া দিবেন।

এই কথাটা প্রকাশ হইবামাত্র সবে ভীত হইয়া দলে দলে গ্রামবাসী খোল করতাল সহ একত্রিত হইল এবং সেই বিদাদির পাড়াটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিল। ... একজন ব্রাহ্মণকে ডাকা হইল এবং ধূপ দীপাদির দ্বারা বিধিমতে সেই বিদাদির পাড়ায় বাগদীদেবীর পাতাইর পূজা এবং নিবেদন-কার্য্য সম্পন্ন হইল। একটা হোমকুণ্ড করিয়া তথায় ঘৃতাহুতি দিয়া হোম হইল এবং হোমাগ্নি সেই বিদাদির পাড়ায় দেওয়া গেল। যতক্ষণ সেই বিদাদির পাড়াটী পুড়িতে লাগিল ততক্ষণ গ্রামবাসী সকলে একত্রিত হইয়া সেই প্রজ্বলিত বিদাদির পাড়াকে প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্তন করিতে লাগিল এবং আগুন নিবিয়া গেলে সকলে সেই ছাই-গুলিকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া কপালে ঐ ছাইয়ের ... লইয়া ঘরে ফিরিল।

নিধি মল্লিক ও পরমানন্দ মল্লিক দুই সহোদর এই আনন্দপুর গ্রামের অধিবাসী। কিছুদিন হইতে পরস্পর গৃহবিবাদ চলিতেছিল। এই গৃহবিবাদে উভয়ের বাটীর মেয়েরা দুইজন মাঝে অনুবিস্তর কলহ করিত। এই সব কারণে নিধি মল্লিকের স্ত্রী এই একটী নূতন পরিকল্পনা মনের মধ্যে স্থির করিল যে, পরমানন্দের ... বাড়ীগুলি যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায় তবে উহাকে বেশ জব্দ করা যাইবে। সোমাভিনী প্রথম দিন আগুন দিয়া ... উহার সহিত ... মূলে ... একখানি ... প্রত্যক্ষ-রূপ আশ্রয় প্রসিদ্ধ ... মিথ্যা গল্প একটী যোগ করিয়া দেয়। দেবীর স্বপ্ন বলিয়া, উহা কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিল না অতএব ... মল্লিকের স্ত্রী তার মনোভিলাষটী ধর্ম্মের নামে বেশ ... সহিত সাধন করিয়া লইল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসী এরূপ একটী লজ্জাজনক ক্রিয়ার অবতারণা করিল।

কোনও ব্যক্তিবিশেষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মের দোহাই দিতে চেষ্টা করে এবং সত্য মিথ্যা ২।৪টী গল্পের সৃষ্টি করিয়া এক একটী উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া বসে। বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে আউল বাউল প্রভৃতি কতকগুলি উপধর্ম্ম ও ...ভাবে সৃষ্ট হইয়া বেশ ও প্রাণ সমাজের বুকের উপরে নৃত্য করিতেছে। স্ত্রীলোকের সহিত অবাধে মেলামেশা করিবার সুযোগ করিয়া লইবার জন্য বর্ত্তমানে পুরুষলোকে স্ত্রী সাজিয়া সখীভেকী বলিয়া একটী উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের লোক-সকল এরূপ অন্ধ যে, ইহার কোনরূপ কারণ অনুসন্ধান না করিয়া অবাধে এই সকল দুর্নীতিকে ধর্ম্মের নামে চালাইয়া দিবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন। সমাজের অনেক নিকৃষ্ট নাম মাত্র বাকি ... এইরূপ দুর্নীতিমূলক পথ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাদের এই ব্যক্তিগত ভোগ-প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইয়া দিতেছেন।

ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বে পূর্ব্বপক্ষ নিরাস

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্ত-বাচস্পতি)

বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্রেই ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন, যথা:—“জন্মাদ্যস্য যতঃ।” এবং বেদান্ত দর্শনের একমাত্র অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সেই কথা সমর্থিত হইয়াছে, যথা:—“জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্……সত্যং পরং ধীমহি” তৈত্তিরীয়কেও ইহাই সমর্থিত হইয়াছে, যথা: ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে……।

কিন্তু ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী আপত্তি উত্থাপন করিয়েছেন যে, ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে যে, “তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাং” “তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম” অর্থাৎ সেই তেজ সঙ্কল্প করিলেন আমি বহু হইব। বৃহদারণ্যকেও এইরূপ বাদিতার্থক বাক্যাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, যথা:—“তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ।”……ইত্যাদি। কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে তেজ ও প্রাণ ইহারা জড় বস্তু, সুতরাং জড় বস্তুর সৃষ্টি-সামর্থ্য স্বীকার করিলে বন্ধ্যা-পুত্র প্রমাণের বিষয় হইতে পারিবে। এরূপ একদেশ প্রামাণ্য দ্বারা অন্যের অপ্রামাণ্য-বশতঃ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব অপ্রমাণিত হইল। তার্কিকের এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সঙ্গতির সমাধানার্থ বলা যায় যে, ছান্দোগ্যের ঐ ‘তেজঃ’ শব্দে এবং বৃহদারণ্যকের ‘প্রাণ’ শব্দে জড় তেজ বা প্রাণ প্রভৃতি বাচ্যবিষ্ট হয় নাই। ওখানে ‘তেজঃ’ ‘প্রাণ’ প্রভৃতি শব্দে তদভিমানী দেবতা বুঝিতে হইবে।

ঐতরেয় শ্রুতিতে স্পষ্ট দেখা যায় যে ‘অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলেন’। এখানে যেমন বাগাদির অভিমানে অগ্ন্যাদির অনুপ্রবেশ উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রস্তাবিত স্থলেও ঐরূপটী বুঝিতে হইবে। বেদ বা শব্দপ্রমাণই একমাত্র আপ্ত প্রমাণ, শ্রুতির কোথাও অনাপ্তর নাই এবং শ্রুতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মই বিশ্বোৎপত্তির একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তাহার কোন ব্যতিরেক নাই।

পূর্ব্বপক্ষবাদী শ্রুতি-সমন্বয় জানায় শ্রুতি-মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ‘তেজঃ’ ‘প্রাণ’ প্রভৃতি শব্দের অভিধাবৃত্তি-গত অর্থাবলম্বনে যে ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত শব্দের উক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে ‘যতো বা ইমানি ভূতানি’ প্রভৃতি শ্রুতির প্রতিজ্ঞার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় সুতরাং শ্রুতির সর্ব্বাঙ্গ পর্য্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ট যে ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ ইহা সিদ্ধান্ত হয়।

প্রকৃতিবাদী সাংখ্য-সম্প্রদায় তর্কাশ্রয়ে পরব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব অপেক্ষা করতঃ পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বে যথেষ্ট সন্দেহ বর্ত্তমান আছে। কারণ জগৎ ও ব্রহ্ম এতদুভয়েরই বৈরূপ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ব্রহ্ম বিশুদ্ধ সুখ-স্বরূপ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ আর জগৎ অনীশ্বর, তমঃস্বভাব, সর্ব্বথা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন সুতরাং পরস্পরের স্বভাব ও গুণ হইতেই পরস্পরের বৈরূপ্য সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় যে উপাদেয়ে উপাদানের স্বভাব ও গুণ বর্ত্তমান থাকে। যেমন স্বর্ণ বলয়ের উপাদান, মৃত্তিকা ঘটের উপাদান ইত্যাদি স্থলে উপাদেয় বলয় ও ঘটাদিতে স্বর্ণ ও মৃত্তিকার স্বরূপ ও গুণ বর্ত্তমান; কিন্তু উপাদেয় জগৎ ও উপাদান ব্রহ্মে তাদৃশ কোন স্বজাতীয় স্বভাব বা গুণের বিদ্যমানতা দেখা যায় না; সুতরাং ব্রহ্ম বৈরূপ্যবশতঃ জগৎ ব্রহ্মের উপাদেয় অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারেন না। অতএব ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের অন্য কোন উপাদানের অন্বেষণ আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে এবং ঐ অন্বেষণের ফল-স্বরূপে প্রধানকেই সেই উপাদানরূপে পাওয়া যাইতেছে এবং তাহাতে উপাদান ও উপাদেয়ের সারূপ্য বর্ত্তমান আছে, কারণ প্রধানও জগতেরই ন্যায় সুখদুঃখ ও মোহযুক্ত সুতরাং প্রধানই জগতের উপাদান। পূর্ব্বপক্ষবাদী সাংখ্য-সম্প্রদায়ের এই প্রকার আপত্তির খণ্ডনার্থ বলা যায় যে পূর্ব্বপক্ষবাদীর এ প্রকার কাল্পনিক মতবাদ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু প্রাকৃত জগতের সর্ব্বত্র বৈরূপ্যবিশিষ্ট বস্তু সকলের উপাদানোপাদেয়ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষ্য বিশেষণের উপাদান হইলেও বিশেষ্য ও বিশেষণে বৈরূপ্য বর্ত্তমান। মধু হইতে কীটের উৎপত্তি, পৃথিবীতে ওষধি সকল সম্ভূত হয়; যেমন যদি বেদমাতা প্রসব করে, তদ্রূপ সেই অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেই এই বৈরূপ্যবিশিষ্ট জগতের আবির্ভাব হইয়াছে।

আরও প্রকৃতিবাদী ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেই একই দোষ প্রকৃতিকারণবাদ স্বীকার করিলেও তাহাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যেহেতু, প্রকৃতিবাদী বলেন যে প্রধান শব্দাদিশূন্য অথচ তাঁহারাই আবার বলিতেছেন যে শব্দাদিশূন্য প্রধান হইতেই শব্দবিশিষ্ট জগৎ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সে যাহা হউক পুনরায় এক পূর্ব্বপক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা বলিতেছেন এই জগৎ চিজ্জড়াত্মক এবং নানাবিধ বিকারের আধার; ব্রহ্মকে যদি ইহার উপাদান বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়—তাহা হইলে প্রলয়ে অর্থাৎ যখন এই জগৎ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইবে, তখন উপাদেয় জগতের অপুরুষার্থ বা বিকারসমূহ ব্রহ্মে সংক্রামিত হইতে পারে। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তখন ব্রহ্মের সহিত জগতের একত্ব হইয়া থাকে, অথচ অন্য শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম সর্ব্বথা বিশুদ্ধস্বরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রৌতবাক্য-সমূহ এইরূপ অসামঞ্জস্য-বিশিষ্ট অতএব শ্রুতিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পরিহারার্থে বলা যায় যে, শ্রুতিবাক্যে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য বা দোষ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত পরস্পর বিরোধ-পর বাক্যের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, পরন্তু পরম সাম্য বর্ত্তমান। কারণ উপাদেয় জগৎ সম্বন্ধে উপাদান ব্রহ্মের তদ্ভাবাপত্তি-বিষয়ক দৃষ্টান্ত প্রাকৃত জগতেও লক্ষিত হইয়া থাকে, যেমন কোন চিত্রিত বস্ত্রে নীল পীতাদি বর্ণসমস্ত স্ব স্ব প্রদেশে অবস্থিতি করে, কোনরূপেই তাহাতে মিশ্রিত হয় না, আরও যেমন বালা যৌবনাদি দেহধর্ম্মসমূহ দেহেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, আত্মায় নহে, তদ্রূপ বিকারাদি যাহা কিছু জগদাদির ধর্ম্ম, তাহা শক্তিগত হইয়াই থাকে, শুদ্ধস্বরূপব্রহ্ম কখন সংক্রামিত হইতে পারে না। সুতরাং কোন প্রকার পূর্ব্বপক্ষই ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বে প্রতিবন্ধী হইতে পারে না। অতএব একমাত্র শুদ্ধস্বরূপ পরব্রহ্মই এই বৈরূপ্যধর্ম্মবিশিষ্ট জগতের উপাদান কারণ, তাহাতে আর সংশয় নাই।

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

ভিঃ বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, ইত্যাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য বিচারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রঙ্ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ধর্মকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১৹

আমরা অজ্ঞান মূঢ় অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষ গ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের [illegible] ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের [illegible] গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে যন্ত্রস্থ হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶৹

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹

৫। ভজনরহস্য ৷৹

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ২৷৹

„ „ আবাঁধা ৸৹

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹

গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹

৯। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] সানুবাদ (বাঁধা) ২৲

১০। বেদান্ত[illegible] সানুবাদ (গ্রামাঞ্চল) ৷৹

১১। [illegible] ৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমামৃত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹

১৫। দীপ-[illegible] ৶৹

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶৹

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৶৹

ঐ ঐ বাঁধা ৷৹

১৮। নবদ্বীপধাম-[illegible] ৸৹

১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹

২৩। শ্রী[illegible] দর্পণ ৷৹

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ্ঠ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ প্রতি ৶৹

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶৹

২৬। [illegible] ৷৶৹

২৭। [illegible] ৹

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম [illegible]) ৲

২৯। [illegible] ৷৹

৩০। [illegible] ৸৹

৩১। [illegible] ৷৹

৩২। [illegible] ৸৹

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদী

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা কয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু লোক [illegible] পারিয়াছেন। (গরীব রোগী দিগকে ঔষধ খরচ বলে [illegible] চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ [illegible] অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র [illegible] পোঃ [illegible], জেলা [illegible]।

[illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] ম্যানেজার শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…………… [illegible] জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে [illegible] এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র [illegible] মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, [illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও [illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত [illegible] নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, [illegible], [illegible], পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবন্মৃত ভাবে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রত্যহ বহুস্থানেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], পাতিপুকুর পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, আদিসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২।০ টাকা

---

৪৫০ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিসকল মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, শ্বাস, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগে মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "আণ্টেল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইলেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—— অজ্ঞাত আবিষ্কৃত ——

ঔষধ [illegible] ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান : আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রণীত (লাহোর)

মনোহর বহুচিত্র সম্বলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) বরোক্কো বাঁধা ১।০ জিলিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এক প্রকাশ [illegible] প্রাপ্ত [illegible] হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এ, এম, বি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন ভারত হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১॥৶০। প্রতিখণ্ড, সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৯৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে", বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক পর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীগোপীনাথ,—আমলাযোড়া, মানকর পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কৃষ্ণকোনা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ বর্দ্ধমান রোড্ দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বহু দম ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—প্রেমধামনগর,
জলাদিয়ারী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৩২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, গুয়াকিন দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গোস্বামী—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার ভেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, বর্দ্ধমান
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রভাকর বানরদ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী • ঐ

বর্ষায়। একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিন্সিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা- টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টালিগঞ্জ, রোড ভবানীপুর, কলিকা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালীন

টনিক ও মালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলের পরিচায়ক।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প’ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার মারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

দেশিগ্রামের নাগরিকাদা ও — নবদ্বীপ — Regist[illegible] 44

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে — প্রতি লাইন ১৲ — প্রতি কলম ৬৲ — অৰ্দ্ধ কলম ৩।০ — সিকি কলম ২৲ — চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের হার অগ্রিম দেয়। — বার্ষিক ৯৲ — ষাণ্মাসিক ৫৲ — ত্রৈমাসিক ২৸০ — মাসিক ১৲ — নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১২২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর · ৮ই শ্রাবণ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ২৪শে জুলাই ১৯৩০

নূতন ভাইস্রয়

বন আইন ভঙ্গ অভিযান

বোমার মামলা

বিলাতে শ্রমিক সভার মত

শিমলাতে বাগ্‌যুদ্ধ

শিক্ষা বিভাগ ও কংগ্রেস পতাকা

আমেরিকার মত

সীমান্ত সংবাদ

দস্যুর সাহস

গ্রেপ্তার—জেল—জরিমানা

নানা কথা

শিবপুর বোমার মামলা

শিবপুর বোমার মামলার বিচার আলিপুরের স্পেশাল ট্রিবিউনালে আরম্ভ হইয়াছে। শিবপুরের দারোগা কবীন্দ্র মোহন দাস গুপ্তের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করার জন্য অমরেন্দ্র ব্যানার্জি ও মনমোহন অধিকারী অভিযুক্ত হইয়াছেন। রায় বাহাদুর এন, এন, ব্যানার্জি মকোদ্দমার সংক্ষেপ বিবরণে প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্যামানন্দ পুলিশের নিকট বোমা প্রস্তুতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া এবং মনমোহন বোমা নিক্ষেপ করা স্বীকার করিয়াছিল। কবীন্দ্র মোহন দাস গুপ্তের এবং ইনস্পেক্টার এস, সি, সেনের এজাহার গৃহীত হইয়াছে। কবীন্দ্র বাবু বলেন যে ঘটনার পর তিনি সেই কুঠারিতে কাগজ ও কাপড়ের টুকরা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বারুদের গন্ধ পাইয়াছিলেন কিন্তু ইনস্পেক্টার বলেন যে তদন্ত কালে তিনি ঐ ঘরে লৌহ গোলক ইত্যাদিও দেখিয়াছিলেন।

শিক্ষা বিভাগ ও কংগ্রেস পতাকা

কানপুরের জেলা বোর্ড এডুকেশন কমিটি পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক প্রাথমিক ও মধ্য স্কুলে কংগ্রেস পতাকা উড্ডীন করা হইবে এবং স্কুলের প্রকাশ্য স্থানে মহাত্মা গান্ধীর ছবি রাখা হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করা নিষেধ করিয়াছেন। সেইজন্য ১৯ জুলাই পুনরায় বোর্ডের বৈঠকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উক্ত কার্য্যের নিন্দা করা হইয়াছে।

সীমান্ত সংবাদ

সীমান্তের মোহমন্দ বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে। বার বার বোম্বান দাগায়ে আক্রমণের ফলে উৎমন খেলের লোকেরা সোয়াট নদীর উত্তর দিকে চলিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। [illegible] প্রামের মালিক পলিটিক্যাল এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎ জন্য মালাকান্দ যাত্রা করিয়াছেন। কাকাখাই ও মামুগানখাই জিরগা করিয়াছে সদাচারণ জন্য জামিন দিয়াছে। নাথিখেলের জিরগা সরকার বাহাদুরের সহিত নিষ্পত্তি করিবার জন্য মালাকান্দে উপস্থিত হইয়াছে।

আমেরিকার মত

আমেরিকার সিনেট [illegible] —সিনের সিনেটার এন [illegible] করিয়াছেন যে কেবল [illegible] সংকল্পে মুক্ত [illegible] স্তবক [illegible] করিয়াছি। টেড্ স্টেটসের সেনেট [illegible] উপদেশ দেন যে [illegible] যাহা জাতীয় স্বাধীনতা [illegible] হইবার চেষ্টা করিয়াছে [illegible] অধিকার কোনরূপে [illegible] যাহাতে ভারতবর্ষের এই [illegible] নিষ্পত্তি হয় তৎসম্বন্ধে [illegible] উপায় অবলম্বন করুন।

বিলাতে শ্রমিক সভার মত

[illegible] প্রকাশ যে ব্রিটিশ শ্রমিক সভার শাসন সমিতি ২৩শে ও ২৪শে আগষ্ট ভারতবর্ষের [illegible] ঘটনা সম্বন্ধে বহু [illegible] উপদেশ দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে আগামী শরৎকালে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বুঝাইবার জন্য সমস্ত শ্রমিক সমিতির প্রতিনিধিগণ বৈঠক করিতে পরামর্শ করিবেন।

বন-আইন ভঙ্গ অভিযান

[illegible] প্রাদেশিক যুদ্ধ-সমিতি উপস্থিত [illegible] বন আইন অমান্য অভিযান [illegible] রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

দস্যুর সাহস

[illegible] চাষীর [illegible] দুইবার্ত্তী চুনাল [illegible] মিল স্থাপিত [illegible] অপহরণ করিয়াছে। উপস্থিত চাষীর [illegible] তাহারা পর [illegible] ১২০০ টাকার গাইও [illegible] জেলা হইয়াছে।

নূতন ভাইস্রয়

[illegible] প্রকাশ যে [illegible] অবসর লইলে [illegible] ভাইসরয় [illegible] আসিবেন।

বাংলা সংবাদ

গ্রেপ্তার—জেল—জরিমানা

চন্দননগরে যোগ দান করিয়া ৫০৫ জন স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত হইয়াছেন। দোকানে পিকেটিং না দেওয়ার জন্য মর্জিপাতে এই ১৯ তারিখের মধ্যে ২০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মুন্সীগঞ্জে পিকেটিং ... বাজারে ১ জন এবং বিলাতী দ্রব্যের দোকানের নিকট ২ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছে। ... বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের ৬ মাস করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে। গ্রেপ্তারকালে হাজার হাজার লোক চলিতেছে।

• মৌলভীবাজারে এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনারের পুত্র উপেন্দ্রনাথ নাথিম এবং ডেপুটির পুত্র গিরীন্দ্রনাথ চৌধুরী সিগারেটের দোকানে পিকেটিং করার জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিচার চলিতেছে। আসামীগণ জবাব দিতে অস্বীকার করিয়াছে।

সিলেটে জমিদার পুত্র প্রমথ নাথ দাস এবং আরও দুইজন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বাঁকুড়াতে ১৮ই জুলাই সদানন্দ গোস্বামী ও নিত্যানন্দ মুখার্জী লোকপুর মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছে। বিচারে সদানন্দের ৬ মাস সশ্রম কারাবাস এবং নিত্যানন্দের ১৫৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

কলিকাতা বড়বাজারে রীতিমত পিকেটিং চলিতেছে। ১৮ই জুলাই পুলিশ ২৫ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল কিন্তু ১৬ জনকে ছাড়িয়া দিয়া মাত্র ৯ জনকে আটক রাখিয়াছে।

কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে প্রায় ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং করিতেছেন। প্রায় ৩০ জনকে পুলিশ ১৮ই জুলাই তারিখে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ২ জন স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ রীতিমত প্রহার করে এবং গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায় কিন্তু পরে তাহাদিগকে অকস্মাৎ অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

১৪৪ ধারার আদেশের বিরুদ্ধে ডালহৌসি স্কোয়ারে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গুজরাট হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে ... নামক যে ছাত্র গ্রেপ্তার হইয়াছিল বিচারে তাহার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

১৮ই জুলাই মীরাটে আরও ১১ জন পিকেটারের জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছে। মিঃ বিষ্ণুলাল সিংহের লবণ আইন অনুসারে ৬ মাস সশ্রম কারাবাস হইয়াছে। ... মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য যে ১১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকের ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

... পিকেটিং ব্যাপারে ৭০ জন স্বেচ্ছাসেবককে ... গ্রেপ্তার করিয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ... স্কুলের ২০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

দিনাজপুরের উকীল শ্রীযুক্ত ... চক্রবর্ত্তী পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

. এই পর্যন্ত ... ১৮ই জুলাই পর্যন্ত ৯২ জন গ্রেপ্তার এবং দণ্ডিত হইয়াছেন।

সিমলা বৈঠকে বাগ্‌যুদ্ধ

সিমলার "মল" নামক স্থানে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক থাকায় তাঁহাদের মধ্যে ২ জন পুলিশ কর্তৃক সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে। এই লইয়া বৈঠক বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব হয় কিন্তু সভাপতি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু বাগ্‌যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। পুলিশের অত্যাচার ও আহত স্বেচ্ছাসেবকগণের অবস্থা সম্বন্ধে যে ... হোম মেম্বার মিঃ হেগ পুলিশকে সমর্থন করিয়া তাহার জবাব দিয়াছিলেন। ১৭ই জুলাইয়ের বৈঠকে আবার ঐ কথার অবতারণা হইলে মিঃ ... এবং মিঃ গয়াপ্রসাদ সিংহ হোম মেম্বারকে ... প্রশ্ন করেন। উত্তরে মিঃ হেগ বলেন যে স্বেচ্ছাসেবকগণের "মলে" আসিতে নিষেধ নাই তবে পুলিশ রাস্তা পরিষ্কার রাখিবার জন্য পুলিশ আইন মত বাধা দিয়াছিল মাত্র। মিঃ হেগ বলেন যে ডাক্তার যখন আহত স্বেচ্ছাসেবকগণকে পরীক্ষা করিয়াছিল তখন তাহাদের নাড়ীর গতি স্বাভাবিক ছিল এবং তাহাদের আঘাত গুরুতর নহে। মিঃ হেগের এই কথায় মিঃ গয়াপ্রসাদ সিংহ জিজ্ঞাসা করেন যে কোন ডাক্তার তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিল। উত্তরে মিঃ হেগ ডাঃ মুকুন্দলালের নাম করিলে মিঃ গয়াপ্রসাদ সিংহ বলেন যে তাঁহার নিকট ডাঃ মুকুন্দলালের সার্টিফিকেট রহিয়াছে এবং ডাঃ মুকুন্দলাল আহতদিগকে অচেতন অবস্থায় দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের নাড়ীর গতি এত দ্রুত ছিল যে তিনি তাহা গণনা করিতে পারেন নাই। তাহাতে মিঃ হেগ বলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা তদন্ত সম্বন্ধে বোধ হয় তাহারা আলোচনা করিয়াছিল (হাস্য) পরে মিঃ হেগ যখন বুঝিলেন যে প্রত্যক্ষদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইতেছে তখন তিনি বলেন যে তাঁহারা জেলার কর্তৃপক্ষগণের নিকট এই বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন। এই কথায় মিঃ কে সি নিয়োগী বলেন যে গুরুতর প্রশ্নের এই প্রকার জবাব কি লজ্জাজনক নহে। মিঃ এ এইচ গজনবি বলেন যে, "কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ কি নিজেরা তাহার বলে নাই যে, "ম্যাজিষ্ট্রেটের কে কথা বলিবে? পেটোয়া কথা বলিবে" ইহাতে বাবু গয়াপ্রসাদকে বলিতে শোনা যায় "এই বর্ণনা কি মেম্বারগণের উপর ঠিক প্রযোজ্য নহে?" সভাপতি মহাশয় এই কথায় বলেন যে অনারেবল মেম্বার এই মন্তব্য প্রত্যাহার করুন। মিঃ গজনবি তাঁহাকে এই কথা সভাপতি বলিতেছেন মনে করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি আমার উক্তি প্রত্যাহার করিলাম" (প্রচুর হাস্য) তার পর প্রেসিডেন্ট মিঃ গয়াপ্রসাদ সিংহকে তাঁহার ঐ মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বলিলে মিঃ গয়াপ্রসাদ বলেন যে "যদি সভাপতি মনে করেন যে স্বেচ্ছাসেবকগণের ঐ উক্তি তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে তাহা হইলে তিনি তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিতে পারেন, ইহাতে সভাপতি বলেন যে তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিতে হইবে। এই কথায় মিঃ গয়াপ্রসাদ বলেন যে স্বেচ্ছাসেবকগণের বর্ণনা প্রযোজ্য ছিল এবং তিনি তাহা প্রত্যাহার না করিয়া নিজেই বৈঠক হইতে চলিয়া যাইতেছেন। এই বলিয়া মিঃ গয়াপ্রসাদ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

———

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

জ্বোলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ... শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ... পাঠান ... ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা পাইট ৶ আনা, বোতল ১৷৹ আনা

কলিকাতা

সেবনীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধব ও বায়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ... বহুমূত্র, বাধাবেদনা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

... স্তম্ভন শক্তি ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বত্র পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ্ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এক কেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে বাকী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ

২৭১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর -৮ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার -১৩৩৭

(১)

(ক) অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ভাবেই জীব সর্ব্বদাই কৃষ্ণাকৃষ্ট হইতেছে ; ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি নানা বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়া জীবকে তাহার অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণাভিমুখী করিতেছে, অন্বয়ভাবে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি যোগমায়া জীবকে সদ্গুরুপাদাশ্রয় লাভের সুযোগ দিয়া তাহার জ্ঞাতসারেই কৃষ্ণোন্মুখী করাইতেছেন।

(খ) কৃষ্ণদর্শনজ আনন্দই সম্ভোগরস, কিন্তু দর্শনেও অতৃপ্তি-হেতু অদর্শন-বোধই উন্নতোজ্জ্বল বিপ্রলম্ভরস, ইহাই কৃষ্ণাকৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ পরিচয় ; কৃষ্ণ স্বয়ং এই রস আস্বাদন করিয়া সকলকে আস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদানের জন্য গৌররূপে অবতীর্ণ।

(২)

মান্দ্রাজপ্রদেশে সমস্ত ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের ওয়ালটেয়ার, কোকনদ, পিঠাপুর রাজপ্রাসাদ, রাজমহেন্দ্রি কটীর সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার

(৩)

(ক) আসামে বাউলিয়া বিশ্বাস-প্রচারে বাধাপ্রদান

(খ) বাউলগণের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কদর্য্য-ভক্ষণ, পরস্ত্রী-লোলুপতা প্রভৃতি ঘৃণিত আচার বিচার গর্হণ-মুখে আসামীয় নিরীহ জনসাধারণের মঙ্গল-চেষ্টা

(৪)

মান্দ্রাজ ও টিটাগড়ের তারের সংবাদ

কৃষ্ণান্বেষণই প্রেমবন্যা

মানব-চিত্তের গতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, চিত্ত স্বতঃই উন্নতবস্তু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, কৃষ্ণই পুরুষোত্তম বা সর্ব্বোত্তম বস্তু ; সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মানবমাত্রেরই চিত্ত সুর্ব্বচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণ বা পুরুষোত্তম কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া কখনও অজ্ঞাতসারে, কখনও বা জ্ঞাতসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের ভিতর দিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানেই রত থাকে।

যাঁহারা কৃষ্ণকে মানেন না, কৃষ্ণের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গাশক্তি তাঁহাদিগকে অজ্ঞাতসারে নানাপ্রকার বাদ প্রতিবাদের ভিতর দিয়া কৃষ্ণাভিমুখেই লইয়া যান। এই প্রকার অজ্ঞাতসারে অভিগমন, কৃষ্ণান্বেষণের ব্যতিরেকমুখী গতি-মাত্র [illegible]। ব্যতিরেকমুখী গতির অবসান-কালে মায়ানাম্নী বহিরঙ্গাশক্তি যোগমায়ারূপে জীবের চিত্তকে জ্ঞাতসারে কৃষ্ণান্বেষণের সুযোগ দেন এবং সেই [illegible] জীবচিত্ত শ্রীআচার্য্যপাদের আনুগত্যে থাকিয়া অন্বয়মুখে কৃষ্ণান্বেষণে রত হয়।

কৃষ্ণের দর্শনে যে আনন্দের উদয় হয় তাহা সম্ভোগরস নামে খ্যাত এবং তাহা জাগতিক আনন্দের কা কথা, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও কোটীগুণ সুমধুর। যে সকল ভক্তের চিত্ত দুইটী চক্ষুর দ্বারা কৃষ্ণরূপ-দর্শনে তৃপ্ত হন না এবং কোটি কোটি চক্ষুর দ্বারা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাঁহারা দর্শনে অদর্শন-বোধ-হেতু সম্ভোগরস অপেক্ষা উজ্জ্বলতর সুমধুর বিপ্রলম্ভ রসের আস্বাদন-লোলুপ। এবম্প্রকার সুমধুর বিপ্রলম্ভ রস কৃষ্ণান্বেষণ-মূলক এবং তাহা মানব-জীবনে সর্ব্বোচ্চ প্রাপ্য বিষয়। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ ও লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত এই বিপ্রলম্ভ রসোন্মাদী ভগবৎ-প্রেম পূর্ব্বে লাভ করিতে পারেন নাই। এমনকি পূর্ণানন্দময় কৃষ্ণও এই প্রেমগত উচ্ছ্বাস আস্বাদনের জন্য লোলুপ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ ধারণ করত তাহা স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং বহুরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ ও লক্ষ্মীদেবীকে এবং অধঃকালে বর্ত্তমান বাসভীর [illegible] দিকে আস্বাদন করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্প রহে তার নাহিক নিস্তার॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ প্রেম লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণ-নাম লঞা নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ, প্রহ্লাদ আদি মনুষ্যপ্রকাশে॥

লক্ষ্মী আদি করি কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নামপ্রেম আস্বাদিল মনুষ্য জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন
অবতরি করে নাম-প্রেম-আস্বাদন॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইহাতে কি বিস্ময়।
সাধু-কৃপা, নাম বিনা প্রেম না জন্মায়॥
চৈতন্যগোসাঞির লীলার এইত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব॥
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥

মদ্রদেশে মহাপ্রভুর মহিমা-কীর্ত্তন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২১ সংখ্যার পর)

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের পত্র)

ওয়ালটেয়ারে

রাজা বিক্রমদেব বর্ম্মার গৃহে, ভিজিয়ানাগ্রাম মহারাজ বাহাদুরের সমুদ্রোপকূলের প্রাসাদে, মুর্শিদাবাদের জমিদারগৃহে ও কালেক্টর সাহেবের বাংলোতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিক মহোৎসব দিবসের [illegible] হইলাম।

কোকনদে

এখানে আমরা ১০দিন ছিলাম। কোকনদের শিক্ষিত সমাজ বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছেন। স্থানীয় [illegible] বর্ণাশ্রমী, সত্যানন্দ-মিশন [illegible] এ সকল [illegible] কথা-কীর্ত্তন-[illegible] করিয়াছিল। সহরের অনেক স্থানে পাঠ বক্তৃতা আলোচনা [illegible] হইয়াছিল। মিসনারীদের সঙ্গে, টাউন হলে ব্রাহ্ম মন্দিরে ও বেদনিয়া হলে চারিটী পাবলিক বক্তৃতা হইয়াছিল।

কালেক্টর সাহেব

মিঃ জে, সি, ব্রাউন কালেক্টর একজন সজ্জন ব্যক্তি। তিনি চারি দিন তাঁহার বাংলোতে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া আন্তরিকভাবে ভারতের আস্তিক্য-দর্শন সম্বন্ধে বহু কথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং প্রচারকার্য্যে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন।

সোড্স্ সাহেব

মিঃ সি, ডি, টি, সোড্স্ ইংলণ্ডবাসী একজন খ্যাতনামা মিশনারী। তাঁহার গৃহে শ্রীনাম-ব্রহ্ম সম্বন্ধে ২ ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। লোকটী বেশ ভাবুক। সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন শ্রীনামব্রহ্ম সম্বন্ধে এই তিনি প্রথম শ্রবণ করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ বাণী জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলেন।

কমণ্ড সাহেব

কোকনদের কমণ্ড সাহেবটিই মিশনের প্রধান পাদ্রি। তিনি ক্যানাডাদেশবাসী। ইঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হয়। সাধারণ মিশনারীদের ন্যায় তিনি হিন্দু সম্বন্ধে তাঁহার অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ে ভগবদ্বিজ্ঞান-বিষয়ক শ্রেষ্ঠতা জানাইয়া দিই। মিঃ কমণ্ড বলেন যে তাঁহাদের প্রচারফলেই বর্ত্তমান ভারতীয় ধর্ম্মের উন্নতির সম্ভাবনা। তদুত্তরে আমরা বলি যে, বাস্তবসত্যের আকরভূমি ভারতীয় মনীষা, সুতরাং যাহার নিকট মাতৃগর্ভের মত কথা শিশুর স্বভাব। [illegible] একবারও বহু একটী বাক্য বন্ধ করিয়া [illegible] নীচ [illegible] পুনর্ব্বার-প্রতীতি না থাকায় [illegible] বৃথা [illegible] করিয়া সমাধির [illegible] ইত্যাদি বিষয়ে [illegible] হয়। [illegible] প্রাণের আক্ষেপ না [illegible] তাঁহাকে [illegible] আরও [illegible] হয়।

ডাক্তার

ডাঃ আর, [illegible], এম, এ, পি, এইচ, ডি, [illegible] ত্রিদণ্ডিপাদ মহোদয় [illegible] সকল বক্তৃতাতেই উপস্থিত [illegible]। তাঁহার [illegible] সম্বন্ধে [illegible] হয়। [illegible] শ্রীগৌর করেন। ধর্ম-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পৌরোহিত্য, ও ব্রাহ্মণগণের কাল্পনিক বিচারের [illegible]

ধামের [illegible] আশ্রম [illegible] বৈষ্ণবধর্মের [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] মহারাজের [illegible] মাধবচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করিয়া আমাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবার জন্য জানান। আমরা [illegible] [illegible] ষ্টেশনে [illegible], [illegible] প্রভৃতি স্বামিজী মহারাজকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। আমরা রাজ-অতিথিরূপে গৃহীত হই। মহারাজ বাহাদুর সর্বদাই নিজে আমাদের [illegible] মহারাজের [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি মহোদয়গণ সহিত [illegible] কথা আলোচনা হয়। পর দিবস [illegible] প্রত্যাবর্তন করি।

রাজমহেন্দ্রি

৮ই জুলাই আমরা শ্রীগোদাবরীতটে [illegible] রাজধানী রাজমহেন্দ্রিতে প্রচারার্থ আগমন করিয়া পর দিবস স্থানীয় [illegible] সমাজ-হলে বক্তৃতা হয়। অপর [illegible] [illegible] বক্তৃতা হয়। রাজমহেন্দ্রির ইতিহাস সম্বন্ধে প্রোফেসার [illegible] প্রভৃতি আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। রাজমহেন্দ্রির পরপারে গোদাবরীর পশ্চিমতীরে "কভুর" অতি প্রাচীন স্থান। [illegible] গৃহীতেশ প্রস্তর-ফলকে "কভুরে"র নাম পাওয়া যায়। এখা হইতে তিন মাইল দূরে বিজয়নগরের [illegible] [illegible]। কভুরে অতি প্রাচীনকালের অতি সুপ্রসিদ্ধ পবিত্র স্নানের ঘাট এখনও গোষ্পদক্ষেত্র নামে অভিহিত। এখনও প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রী স্নানার্থ আগমন করেন। শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মিলন স্থান কোথায়, শ্রীল প্রভুপাদ স্থির করিয়া দিবেন।

[illegible]

কভুর সংস্কৃত কলেজে [illegible] ও সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছে। এখান হইতে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী লইয়া "[illegible]" [illegible] হইতে [illegible]

[illegible] [illegible] শ্রীমন্মহা-প্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদেশ পাইলে শ্রী[illegible] [illegible] স্থানের পাদপীঠ-[illegible]। এখানে [illegible] [illegible]।

আসামে বাউলিয়া বিশ্বাস

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি, এস্, বি, টি)

শ্রীযুক্ত অন্বনাথ [illegible] 'নবরী ক্ষত্রিয়' নাম গ্রহণ করিয়া [illegible] বাউলিয়া বিশ্বাস প্রচার করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি স্থান। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] [illegible] নাম করিতে [illegible] হইয়াছেন। [illegible] ২।৩ মন [illegible] দিয়া পরিশেষে [illegible] গ্রহণ করেন।

বাউলিয়ার সাধন

[illegible] [illegible] [illegible] করা [illegible] হয়। তাহাকে [illegible] '[illegible]' বলেন। পরস্পরের মধ্যে [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] বিষয়ক অস্পৃশ্য [illegible] উহা [illegible] [illegible] করিবেন

প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃত কি

বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইবেন সম্প্রতি আমাদের সহিত বিচারপ্রসঙ্গে তাহার অনেক [illegible], আমাদিগকে একটি ছড়ার অর্থ অনুধাবন করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন ছড়াটি এই—

"রাগভক্তি [illegible] [illegible] স্বরূপ।
স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ দুই রূপ॥
রাগাত্মিকা প্রেমে স্বয়ং ভগবান্ পায়।
বিধিভক্তো পার্ষদেতে বৈকুণ্ঠেতে যায়॥
[illegible] [illegible] [illegible] সাথে।
[illegible] [illegible] বৃন্দাবন যাবে॥
[illegible] প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত করি,
[illegible] [illegible] কৃষ্ণ [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] পারে করিতে।
[illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible]॥"

বাঁশবনে মহাপ্রভু

মহাপ্রভুকেও এই পন্থার উপদেষ্টা বলিয়া অনুমান করেন। আমরা কিন্তু মহাপ্রভুর কোন [illegible] এইরূপ অদ্ভুত [illegible] এখনও আবিষ্কার করিতে পারি নাই। শ্রীগুরুদেব প্রাকৃত কামকে উপাদেয় অপ্রাকৃত রস বলিবার অজ্ঞতা মহাপ্রভু বা তাঁহার কোন [illegible] এই পর্যন্ত প্রদর্শন করেন নাই। মহাপ্রভুর মতের এইরূপ ভুল ব্যাখ্যায় ঠিক শ্রীমতী বৃন্দাবনীয়া গোঁসাই খাড়া করিলেও বৈষ্ণবগণ উহাকে মিথ্যাই করিতে থাকিবেন। তাঁহারা বলেন—

[illegible] গমন, [illegible], সেবন-
বুদ্ধি মনে থাকে যা'র।
[illegible] [illegible], জানিবে নিশ্চয়
নাহি তা'র অধিকার॥

"অপ্রাকৃত নহে কভু প্রাকৃত গোচর।" [illegible] গোপন [illegible] পরস্ত্রীর সহিত [illegible] রত থাকিয়া প্রাকৃত [illegible] অপ্রাকৃত [illegible], তাঁহারা [illegible] মহাপ্রভুর অনুসন্ধান করেন। [illegible] মহাপ্রভু [illegible] বৃন্দাবনেই থাকেন।

বাউলিয়ার গোপীসম্ভোগ

কৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] জীব ভোগ্য। জীব [illegible] [illegible] কৃষ্ণের [illegible] করেন। গোপীভাবে কৃষ্ণসেবা সাধনের চরম হইলেও অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব উহার সাধনে অধিকারী হয় না। উহাকে যাঁহারা সাধা [illegible] জীবের প্রাকৃত [illegible] মনে করেন, তাঁহারা বহেন [illegible] [illegible] না।

[illegible] সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
[illegible]-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

ইহা সপ্রকাশ বস্তু। অতএব সাধনার [illegible] জীবের শুদ্ধ চিত্তে অনর্থ-নিবৃত্তি-[illegible] উহা একদিন প্রকাশ পাইবে।

আবার যাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] ব্যস্ত, তাঁহারা ত কৃষ্ণই সাজিয়া বসিলেন; তাঁহাদের আবার [illegible] [illegible]? গোপীভাবে কৃষ্ণভজন অপেক্ষা কৃষ্ণভাবে গোপীসম্ভোগই তাঁহারা [illegible] করিয়া থাকেন। হায়! [illegible]-[illegible] অভিজ্ঞোদের [illegible] তাঁহারা শেষ নিজকেই কৃষ্ণরূপে অধিষ্ঠিত দেখিলেন!

বাউলিয়ার পাষণ্ডতা

তিনি নিশ্চয় তাঁহার গুরুর আদেশে লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব ও [illegible] গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে লেখক নিজের [illegible] [illegible] অপরের [illegible] [illegible] করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া পাষণ্ডতারই পরিচয় দিয়াছেন। হায়! আজ ধর্মের কি দুরবস্থা। সাম্প্রদায়িক উদার অতীত মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া তিনি ধর্মের বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। হে শ্রীগৌরাঙ্গ, তুমি আবার অবতীর্ণ হইয়া এই সমস্ত দুষ্টের দমন-দ্বারা পূর্ণাবতারের পরিচয় প্রদান কর।"

সেই শাস্ত্র, কৃষ্ণভক্ত কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়।

ভোগানুসন্ধানে রত ব্যভিচারী জীবের কাণে কৃষ্ণকথা ভাল না লাগিবারই কথা। শাস্ত্রে ভোগের বিরুদ্ধ কথা শুনিতে নারাজ হইয়া তাঁহারা কল্পিত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করত ব্যভিচারের আবাহন করেন। "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।"—এই নীতির অনুসরণে তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রকে নিন্দা করিবেন উহাতে আর আশ্চর্য কি? বরং কল্পিত পাষণ্ড শাস্ত্রের আশ্রয়ে যাঁহারা মহাপ্রভুর আচার ও বিচারকে বিপর্যস্ত করিবার প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা মহাপ্রভু বহু পূর্বেই করিয়াছেন। আজ তাঁহার কোন [illegible] জন আসিয়া সমস্ত তারকে পাষণ্ডদলন কার্য করিতেছেন। আমাদের ইহা নিশ্চয় দুর্ভাগ্য, যদি আমরা তাঁহাকে হরিকথা বলিবার সুযোগ না দিয়া কেবল দমন-কার্যেই নিযুক্ত রাখি।

এস ভাই, আর কেন? ঐ শোন তিনি হাতেরে বলিতেছেন—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

এস, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একবার শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শুনিবার মত [illegible] কর, মহাপ্রভু নিশ্চয় তোমাকে দয়া করিবেন।

তারের সংবাদ

মাদ্রাজে বনমহারাজ

রাজমহেন্দ্রীর টাউন হলে বেলা [illegible] সাহেব মিঃ [illegible] বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটী বিরাট্ সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ একটী গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছেন। গোদাবরী-নদীর পশ্চিম পারে কভুরের জনসাধারণ ঐ স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন জন্য ১০০০০ টাকার ইষ্টক ভিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই প্রার্থনা যে ঐ স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী শাখামঠ স্থাপিত হয় এবং তজ্জন্য তাঁহারা ৫০০০০ ইষ্টক, চূণ, বালি এবং অর্থ ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন।

টাটানগরে পুরী ও বোধি মহারাজ

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ২১।৭।৩০ তারিখে সাকচী হইতে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীপুরীমহারাজ ও শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ টাটানগরে আসিয়াছেন। গত ১৯শে জুলাই রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বোসের উদ্যোগে তাঁহার জামসেদপুরের বাটীতে এক বিরাট্ সভার আয়োজন হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ এই সভাতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "বৈষ্ণব অপরাধ" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এবং স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। স্বামিজী রায় সাহেবের বিশেষ আগ্রহে ঐ বিষয়ে ২০শে এবং ২১শে জুলাই তারিখেও বক্তৃতা দিয়াছিলেন। জুলাই মাসের শেষে স্বামিজী চাইবাসা পৌঁছিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

ভজনরহস্য

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এবং বঙ্গ শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সম্পূর্ণ বাঁধাই- ২৲ দুই টাকা

আধবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—যাথার্থ্য কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোল-ড কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ভ্রমণকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৸০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া — জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যসঙ্গ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ইহারা কেবল প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা - /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল পদে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সম্প্রদায়কোষ-সহ)

বিষয়:—১। ভাগবতের বাক্যে সম্প্রদায়ের অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবতত্ত্ব কত শ্রীমাধব ও শ্রীগৌরের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ষট্‌সন্দর্ভের চতুর্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতিসহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৵০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০

৫। ভজনরহস্য ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲০

" " আধবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲

আধবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲

আধবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০

৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত [illegible] সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲

১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০

১১। জৈবধর্ম্ম ৪৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০

১৫। দ্বীপ-নির্ণয় [illegible] ৵০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আধবাঁধা ।৵০

ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণ ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) [illegible]

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড ৵০

২২। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ।০

২৩। শ্রী[illegible] দর্পণ ।০

২৪ [illegible], গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৵০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible] ৵০

২৬ [illegible] ৵০

২৭। [illegible] ।০

২৮। [illegible] (প্রথম খণ্ড) ৪৲

২৯। [illegible] ৷০

৩০ [illegible] ৷০

৩১ [illegible] ।০

৩২ [illegible] ৸০

৩৩ [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৪৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

বৈদ্য-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, [illegible] যক্ষ্মা না [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র [illegible] পাইয়াছেন। ([illegible]) বিস্তারিত জানিবার জন্য [illegible] অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র [illegible]

[illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত [illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল [illegible], কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

. . . . [illegible] জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন যক্ষ্মা [illegible] হইয়াছিল এবং কলিকাতার [illegible] জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] ঔষধ মাত্র [illegible] দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] উপায়ে [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া [illegible] মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible], স্বপ্নদোষ, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সালিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রত্যহ [illegible] পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অজ্ঞাত [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও [illegible] দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

ধর্ম্মাভিলাষী মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রণীত (লাহোর)

[illegible] কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৮ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) [illegible] বাঁধা ১৷৹ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র

[illegible] প্রকাশ [illegible] প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸/০ সাধারণ পক্ষে, ২১৸/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্বল্পতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক') প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	/১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোপাকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ বর্দ্ধমান রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লাল ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
[illegible]
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৯।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়াটস্ দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া.
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে— মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম্, বালবাড়
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিসুধাকর বালবাড়।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

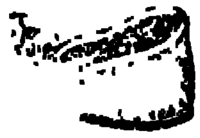

টি, টি, সিলিপার

[illegible] ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, খাস বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি. টি. সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালীন

টনিক ও সালসা পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলেরা পারিটাইফয়েড

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, ১০ দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং কিনিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৹ আনার পারফালীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴০ আনা, ডবল ৷৹ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গৌরিগ্রামের মায়াপুরকান্দা ও —শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১২৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই শ্রাবণ ১৩৩৭ শুক্রবার ২৫শে জুলাই ১৯৩০

নানা কথা

কুষ্টিয়ার সংবাদ

কুষ্টিয়ার—গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার জন্য পুলিশ ৮ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া থানার হাজতে আবদ্ধ রাখে কারণ জেল হাজতে আর স্থান নাই। পরদিন তাঁহাদের বিচারে ৪ জনের ৬ মাস ও ৪ মাস জেল হইয়াছে এবং বাকী ৪ জনের ১৬ বৎসরের কম বয়স থাকায় তাহারা খালাস পাইয়াছে। এই শেষোক্ত ৪ জন খালাস পাইয়াই অপরাপর স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত মিলিয়া আবার পিকেটিং আরম্ভ করায় পুলিশ লাঠি মারিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। কুষ্টিয়া মহকুমার খোকসাতে আবগারি দোকানে পিকেটীং করা কালে অভিযোগ অনুসারে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে ১ জনের ৬ মাস জেল হয় এবং বাকী ২ জনের বয়স ৮ বৎসর থাকায় ১ সপ্তাহ করিয়া জেলের আদেশ হইয়াছে। কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত অমিয় মজুমদারের উপর পুর্ব্বেই ১৪৪ ধারা হুকুম জারি ছিল। এক্ষণে ১৪৪ ধারা অমান্য জন্য তাঁহাকে ১৮৮ ধারা অনুসারে তলব করা হইয়াছে।

পিকেটীংএ গুলিবর্ষণ

জব্বলপুরের মাদকদ্রব্যের নিকট পুলিশের সহিত জনতার বিষম সংঘর্ষ হইয়াছে। পুলিশ পক্ষে ১২ জন আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২ জনের আঘাত গুরুতর। লাঠি দ্বারা আক্রমণে সুবিধা না হওয়ায় পুলিশ গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে, জনতার পক্ষে ১৫ জন লাঠি দ্বারা এবং ২ জন গুলি দ্বারা আহত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে জনতা পক্ষে ৬০ জন জখম

ভীষণ নারীহত্যা

গাঁজার দোকানে পিকেটীংএ গ্রেপ্তার

বন্দীর অনশন ব্রত

বালেশ্বর জেলায় ট্যাক্স আদায়ে হাঙ্গামা

পিকেটীংএ গুলিবর্ষণ

করাচিতে পিকেটার ও পুলিশে সংঘর্ষ

ব্রায়াণ্ট হত্যার বিচার

মাদ্রাজে পিকেটারের উপর ৩ দফা গুলি চালান

উড়োজাহাজে বিপত্তি

প্রাদেশিক গভর্ণরগণের বৈঠক

হইয়াছে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক পরিচারগণকে জখম হইতে বহু লইয়া যাওয়া নিবারণ করিবার জন্য জনতাদের মধ্যকার গুটিয়া পড়ায় এই হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।

ভীষণ নারী হত্যা

গত শুক্রবার রাত্রি ৮।০ টার সময় ঢাকুরিয়ার নরেন্দ্র নাথ সেনের বাড়ীতে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কয়েকজন গুণ্ডা প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে আক্রমণ করে। তাঁহার কন্যা পার্শ্বের কুঠারি হইতে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে দস্যুগণ পলায়ন করে। প্রতিবাসীগণ প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে [illegible] মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। তাঁহার শরীর হইতে মস্তক [illegible] অবস্থায় হইয়াছিল। নরেন্দ্র বাবু কার্য্যোপলক্ষে হাসানাবাদে গিয়াছিলেন।

ট্যাক্স আদায়ে হাঙ্গামা

বালেশ্বর জেলার [illegible] নামক গ্রামে ট্যাক্স বন্ধ করিবার আন্দোলন চলিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া থানার [illegible] একজন হেডকনেষ্টবল ও ৬ জন কনেষ্টবল সহ ঐ বিষয় তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন। দারোগা বাবু গ্রামবাসীগণকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কোনও স্পষ্ট [illegible] দেয় নাই কিন্তু তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে তাহারা ট্যাক্স আদায় দিবে। তিনি সেই রাত্রে সেখানে ছিলেন কিন্তু কেহ তাঁহাকে খাবার দেয় নাই। পর দিন তিনি ফিরিয়া আসিয়া আবার তৎপরদিন বলাসোর, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত, ২ জন চৌকীদার একজন হেডকনেষ্টবল ও ৬ জন কনেষ্টবল সহ পুনরায় ঐ গ্রামে ট্যাক্স আদায় করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু কেহই ট্যাক্স দিতে আসে নাই। এই আন্দোলনের দায়ী এবং অভিযোগ অনুসারে অভিযুক্ত কয়েকজনকে [illegible] দারোগা বাবু তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া গ্রামে লইয়া আসেন। এই সময় চারিদিক হইতে শঙ্খধ্বনি হয় এবং [illegible] লোক ইট পাথর লাঠি [illegible] আক্রমণ করে। পুলিশের দলের সকলেই জখম হয় [illegible] জনের জখম গুরুতর হইয়াছে। [illegible] পাটনামার জেলা [illegible] সাহেব সশস্ত্র পুলিশ সহ [illegible] উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে [illegible]

বন্দীর অনশন ব্রত

[illegible] পাওয়া গিয়াছে মেদিনীপুর জেলের ১৬ জন রাজনৈতিক বন্দী [illegible] প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছে। [illegible]

পুনায় স্বদেশী নেতার কারাদণ্ড

[illegible] সংঘর্ষ হয় [illegible] উপস্থিত [illegible] সেনাপতি মি, ডি, [illegible] বর্ষা এবং আই [illegible] ৩ মাস [illegible] এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

[illegible] জেলা নদীয়া

[illegible] । ইহিরা মুসলমান [illegible] পুলিশের জুলুম সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশ [illegible]।

[illegible] দোকানে পিকেটিং করিয়াছিল [illegible] তাহাদের [illegible]

আড়ুয়াতে পুলিশ দর্শন

[illegible] গোবিন্দপুর এবং ইসলামপাড়া নামক স্থানে [illegible] দোকানে পিকেটিং করা কালে পুলিশ [illegible] যাইয়াছে। অনেক লোক ঐ স্থানে সমবেত হইয়াছিল। পুলিশ সকলকে চলিয়া যাইতে বলে কিন্তু [illegible] জনতা এবং কেহ কেহ পাথর ছুড়িয়া মারায় পুলিশ লাঠি লইয়া জনতাকে আক্রমণ করে কিন্তু সমাগত জনতা তাহাতেও [illegible] না হওয়ায় পুলিশ [illegible] গুলি বর্ষণ করিয়াছে। ৮ জন লোক জখম হইয়াছে [illegible]। একটী বালক এবং আর [illegible] লোক জখম হইয়াছে। পুলিশ [illegible] মিঃ [illegible] আকালকে এবং কাপ্টেন [illegible] এবং আরও [illegible] জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পিকেটিং অভিযান

গত ১৯শে জুলাই [illegible] আলমগঞ্জ বাজার ষ্ট্রীট বেরাও করিয়া পুলিশ [illegible] মুসলমান স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছিল [illegible] পিকেটিং করিবার জন্য [illegible] বিযুক্ত করিবার [illegible] পেশ হইয়াছে।

পুরীর আবহাওয়া

পুরীর আকাশ বর্তমানে [illegible]। এই বারিপূর্ণ মেঘমালা [illegible] কখনও সূর্যরশ্মি [illegible] ধারণ করিয়া [illegible] বারিবিন্দু [illegible] কখন কখনও বা [illegible] হইতেছে। প্রায় [illegible] প্রবাহিত হইতেছে। গত [illegible] জুলাই [illegible] আকাশ নিবিড় [illegible] এবং [illegible] আরম্ভ হইয়াছে, [illegible] 'গুড়ুম', 'গুড়ুম' শব্দে চতুর্দিক মুখরিত [illegible]।

পিকেটার ও পুলিশ সংঘর্ষ

[illegible] মদের দোকানে পিকেটিং [illegible] পুলিশের সহিত পিকেটারগণের ঝগড়া হওয়ায় পুলিশ [illegible] [illegible]। [illegible] পিকেটার জখম হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছে।

সোহাগপুরের বয়কট আন্দোলন

[illegible] সোহাগপুরের বয়কট [illegible] সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। [illegible] তাঁহাকে বয়কট অঙ্গীকার [illegible] তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। [illegible] দোকানের ৪৫ টাকার [illegible] [illegible] ১০টি বড় বড় [illegible] তাঁহাদের মধ্যে মাত্র [illegible] বয়কটের সহিত উক্ত [illegible] করা হয় নাই। ১৫ দিনের মধ্যে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করা হইবে এবং তাঁহাদিগকে বয়কট অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করান হইবে। যদি তাঁহারা সম্মত না হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে [illegible] মাস [illegible] অনুরোধ করা হইবে এবং তাহাতেও তাঁহারা রাজী না হইলে তাঁহাদের দোকানে নিয়মিতভাবে পিকেটিং করা হইবে। এই বয়কট সমিতি তাহাতে মাল আমদানি ও রপ্তানি বিভাগ, [illegible] বিভাগ, [illegible] প্রভৃতি ১৬টী বিভিন্ন বিভাগে [illegible] নীতি চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আগামী সপ্তাহ হইতে মাল আমদানী বিভাগে [illegible] হইবে। ব্যবসায়ীদের খাতা পরিদর্শন জন্য [illegible] বন্দোবস্ত করা হইবে এবং যাহাতে কোনও ব্যবসায়ী বিদেশী মাল বিশেষতঃ বিলাতী মাল আমদানী করিতে না পারেন সে বিষয়ে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

লোয়ান্ট হত্যার বিচার

পেশোয়ার বাজারের সময় মিঃ লোয়ান্টকে হত্যা করার অভিযোগে আবদুল রহমান ও আলাউদ্দিন খাঁ নামক দুই ব্যক্তি [illegible] আইনের ৩০২ এবং ১৪৮ ধারা অনুসারে [illegible] কর্তৃক দায়রা সোপর্দ হইয়াছে।

'স্বরাজ' কথা লইয়া গণ্ডগোল

'স্বরাজ' এই কথাটী লইয়াই যত গণ্ডগোল হইয়াছে। [illegible] রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে স্বরাজ বিষয় প্রতিবাদ করিতেছেন এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিজ্ঞগণ যে স্বরাজ [illegible] দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। [illegible] উক্তি হইতে প্রকাশ যে ভারতবর্ষের নেতারা 'স্বরাজ' কথা ব্যবহার করিলেও ইহারা যাহা চান তাহা 'ধারীত্ব-পূর্ণ শাসন-তন্ত্র মাত্র।' কথাটি না বুঝিয়া কেবল তাহার উপর জোর দিতে গিয়া যত গণ্ডগোল বাধিয়াছে।

উড়োজাহাজে বিপত্তি

[illegible] এবং [illegible] হইতে [illegible] যাইবার জন্য একখানি উড়ো জাহাজে চড়িয়া যাত্রা করেন। তাঁহারা আরেবার পার হইবার পর [illegible] [illegible] আরাকান ইয়োমা পর্বতশ্রেণীর নিকট [illegible]। তাঁহাদের অনুসন্ধানকালে মিঃ [illegible] একদিন একটি গ্রামে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের [illegible] কথা জ্ঞাপন করেন এবং মিঃ হক এখনও জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া আছেন বলিয়া প্রকাশ করেন। মিঃ হকের অনুসন্ধান চলিতেছে। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে মিঃ হক ও বারমার একটী গ্রামে পীড়িত অবস্থায় পড়িয়া আছেন কিন্তু ইহা একক বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

সত্যাগ্রহ আফিস খানাতল্লাস

পুলিশ সাহেব কয়েকজন দারোগা এবং একদল সশস্ত্র পুলিশ [illegible] পাটোরি এলেকার 'চন্দ্রমণ্ডপ' সত্যাগ্রহ আপীস গত ২০শে জুলাই খানাতল্লাস করিয়াছে। অপরাধজ্ঞাপক কিছু না পাইয়া পুলিশ কয়েকখানি সত্যাগ্রহের অঙ্গীকার পত্র এবং কয়েকখানি জাতীয় পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছে।

প্রাদেশিক গভর্নরগণের বৈঠক

[illegible] সহিত আলোচনা করিবার জন্য প্রাদেশিক গভর্নরগণ সিমলাতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দুই জন গভর্নর [illegible] সহিত [illegible]। [illegible] আছেন এবং বাকী সকলে [illegible] আহ্বান করিয়াছেন। ২১শে জুলাই হইতে পরামর্শ জন্য বৈঠক আরম্ভ হইবে।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] ও [illegible], ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] প্রভৃতি সকল প্রকার [illegible] আরোগ্য হয়। বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] ও [illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible], [illegible]

[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

[illegible] ও [illegible] এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এক ফেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং দেহ হইতে বারবার [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৯৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ

২৯।১ [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর- ৯ই শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

(ক) বদ্ধজীবের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর ভিন্ন ভিন্ন কুরুচিকে বহির্ম্মুখ-সমাজের অনুমোদন ক্রমে অবাধে চালাইবার জন্য তাহাকে সত্যের আবরণে আবৃত করি। নতন প্রচার-চেষ্টায় পল্লীবাসী, নবদ্বীপ-প্রমুখ সাময়িক পত্রাদির অবতারণা করাইলেও কুক্ষোন্মুখগণ ঐ সকল কুরুচিপূর্ণ বহির্ম্মুখ পত্রপ্রচারকের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া ফেলিয়া বলেন—

"বাছাধনেরা, থাম'"

(খ) স্ব স্ব ভোগতাৎপর্য্যমূলক স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে মানবের সমস্ত সদ্গুণ তিরোহিত হইয়া যায়. মানব সত্যের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে তাহার হৃদয়খানি কাম-ক্রোধাদি মায়াদূতগণের বীভৎসরঙ্গ-মঞ্চ হইয়া পড়ে

(গ) অনধিকারচর্চ্চা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাজনানুমোদিত শ্রৌত-পন্থানুসরণই জীবের একমাত্র মঙ্গলোপায়

(২)

(ক) ভক্তই শ্রীভগবান্ বা তদভিন্ন আচার্য্যদেবের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে সমর্থ

(খ) বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু অভক্তগণের মর্ত্ত্যবুদ্ধি-প্রাবল্য হেতু শ্রীভগবান্ ও আচার্য্যদেবের কোন লীলাকে তাহারা 'অতিমর্ত্ত্য' বলিয়া বিশ্বাস করে না

(৩)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে জনৈক ভক্তের উক্তি

(৪)

পুরীতে ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু এবং হাওড়ায় সাগর মহারাজের শুদ্ধভক্তি-প্রচার

বাছাধনেরা, থাম' !!

পাশ্চাত্য কবি পোপ বলেন,—'আমাদের পিতৃপিতামহগণ অশিক্ষিত, আমরা আমাদের অভিভাবকদের বাপ দাদা অপেক্ষা বেশী বুঝি, সুতরাং আমাদের এই বাপকাঠিকে আমাদের কোলের বাচ্চারা আরও বেশী বুঝদার হইবে।' কোলের বাচ্চারা অনেক রকম নাচ'কে বা কবিতা [illegible] বাপ [illegible] বোকা [illegible]। যে সময় আচার্য্য শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর [illegible] প্রচার করিলেন, শ্রীগৌর-হরির ভজনের মহিমা [illegible] গেলেন, তখনই বহুজন লোভে বেশী নিজেকে [illegible] মনে করিয়া মহাপ্রভুর দিকে ছুটিলেন। [illegible] সেই [illegible] দিগন্ত পরিপূরিত হইল। সুতরাং প্রাকৃত সহজিয়ার [illegible], আর হাট-বাজারে দেখা গেল বহু নেড়ানেড়ী। 'বহুদিন [illegible], সবাই বোল [illegible], কাজে ভেজে [illegible]।'

—

সাময়িক-পত্রিকাদের স্রুবা যখন বাঙ্গালাদেশকে [illegible] করিতে আরম্ভ করিল, সম্পাদকদের উদ্যোগিতা যখন সম্প্রদায়ে সহায়তা করিল, [illegible] বৈষ্ণব [illegible] যখন [illegible] [illegible] চেষ্টায় লোক দেখাইয়া সেইপথে [illegible] আরম্ভ করিল, তখন বাঙ্গালার [illegible] দুই একখানা [illegible] উঁকি ঝুঁকি মারিতে দেখা গেল। [illegible] সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। [illegible] প্রভৃতি গ্রামের [illegible] [illegible] শ্রীপাদ-মহাপ্রভু [illegible] স্থান অধিকার করিল। [illegible] টম', [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] অবতারণা করাইল। সুতরাং সেই যুগে ভোগিসমাজের স্ব স্ব কুলের মঙ্গলের জন্য বিশৃঙ্খল যথেচ্ছাচারীদিগের ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার আবর্ত্তন আমাদের পিতা [illegible] কুণ্ডের অধিবাসী [illegible], রাধাকুণ্ডের অধিবাসী শ্রীল [illegible] দাস ও বলরাম দাস প্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের পিতৃপিতামহগণ তাঁহাদের পালা [illegible] উপকার-মানসে উদ্ধবের নিকট [illegible] নীতি এবং পরীক্ষিতের নিকট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বহু করিতে লাগিলেন। নেড়ানেড়ীর দল ও তাহাদের [illegible] আচার-পালনপ্রথা [illegible] করিয়া নাচা কোঁদা আরম্ভ করিয়া দিল। জাত-গোসাইর দল এক [illegible] করিয়া তাহাদের [illegible]-সূত্রে [illegible] [illegible] দিতে লাগিল। আর নেড়ানেড়ীর দল বঙ্কিম [illegible]

[illegible] চরিতের পাত্রকে [illegible] আচার্য্য প্রভুর [illegible] পাঠ [illegible] [illegible] [illegible] করিতে লাগিল। [illegible] [illegible] [illegible] সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইল। চুঁচুড়ার [illegible] ও একটি [illegible] [illegible] [illegible] নিকট '[illegible]' বাহির হইয়া পড়িল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'হরেকৃষ্ণ' [illegible] [illegible] চির সাময়িক উপকার সাধন করিল। তাহাতে লোকে বুঝিল যে, [illegible] [illegible] যে [illegible] অনুকরণ-প্রবৃত্তি সাধিত হইয়াছে, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'বোধনী' নামে একটি খোসামোদ পাখা উপেন্দ্র সাহেবের চেষ্টার মত অভিনিবেশ করিয়া জমাইয়া গেল

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহাতে [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারি না, [illegible] [illegible]—এই [illegible] [illegible] কোথায় করেন, তাহাতে [illegible] নিজেকে [illegible] [illegible]। থামিয়া সাধনা করেন [illegible] পল্লীবাসী প্রাদেশিক [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] করিল। উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] [illegible] এ আত্মার [illegible] [illegible] [illegible] তাহা বুঝিল না। [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible]

উহার পাইয়াও কপটতা [illegible] করিয়া নিজেদের [illegible] [illegible] হইতে লাগিল। অতএব আমরা [illegible] [illegible] চেষ্টায় প্রচারিত [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারি নাই। সেই [illegible] [illegible], আমি [illegible] বিসর্জ্জন করে। আবার [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপলব্ধি করিতে না পারিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটু [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদয় না হয়।

ভক্তই ভগবান্ বা আচার্য্যদেবের ঐশ্বর্য্য দেখিতে পায়

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] করিলে [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] হইয়া রহে, আপনার [illegible]

দিগকে উদ্ধৃত করিয়া এই পৃথিবীর [illegible] বাহার [illegible] জীবপূর্ণ হইবে। [illegible] গৌরাঙ্গসুন্দর [illegible] ঠাকুর [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] আবির্ভাব [illegible] হইতে [illegible] আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। [illegible] নিজ ঐশ্বর্য্যকে [illegible] করিলে [illegible] লক্ষ্য [illegible]; কিন্তু [illegible] হইয়া [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] অমৃত [illegible], —ঐশ্বর্য্য [illegible] ঐশ্বর্য্য [illegible] মাধুর্য্যের [illegible] বুকাইবে [illegible]।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ভগবৎ [illegible] এবং [illegible] ভক্ত [illegible] মিলিত [illegible] দেখাদিখি করিয়া [illegible] গোপের সঙ্কোচ-ভয়-গন্ধ ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করাইবার [illegible] শ্রীমান্ ঐশ্বর্য্যের [illegible] অনুভব [illegible] প্রকাশ করিতে [illegible]। [illegible] আচার্য্য লীলার মহিমার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাতীত [illegible] কোন প্রকার ঘটনা না দেখিয়া [illegible] তাহার বর্ণনে [illegible] বা [illegible] ভক্তিশালী [illegible] ব্যক্তিসমূহ [illegible] সামান্য [illegible] করিয়া শ্রীকৃষ্ণ [illegible] হইলেও ভগবৎসেবাকারী ভক্তিশালী [illegible] তাঁহাকে [illegible] ও সমগ্র ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের আধার বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হন এবং প্রতিনিয়ত তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের [illegible] দর্শন করিয়া থাকেন। প্রজ্ঞাবিহীন [illegible] আলোক দেখে যেমন দেখে না, শ্রীআচার্য্যদেবের অদ্ভুত দৈবিক ঘটনাবলী ও সেই প্রকার [illegible] [illegible] না ভক্তি-বঞ্চিত দৃষ্ট হয় না।

৩। শ্রীশ্রীমদ্গৌরকিশোরের প্রকট-[illegible] পৃথিবী [illegible] জীব কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়াছে, আমরা তাহাদিগেরই [illegible]। [illegible] উদ্ধারার্থ ভগবান বর্ত্তমানে [illegible] অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নামক আচার্য্য রূপে প্রকট আছেন। আমাদের উচিত তাঁহার [illegible] হইয়া [illegible] তাঁহার কৃপালাভ [illegible] ভবসিন্ধু অতিক্রম পূর্ব্বক মানবজন্মকে সার্থক করা; যে ব্যক্তি তাহা করিবেন না, তাঁহাকে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

আমার শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন

আমার [illegible] শ্রীমদ্বৈষ্ণব [illegible] জীবদিগকে উদ্ধার করিবার [illegible] [illegible] জীবন [illegible] [illegible] শ্রীগুরুদেবের [illegible] শ্রীরামানুজ [illegible] [illegible] করিয়াছিলাম। [illegible] আমার [illegible] [illegible] কৃপায় [illegible] [illegible] শ্রীমন্ত [illegible] করিতে পারি না, কেবল [illegible] উপর [illegible]।

[illegible] দৈবতত্ত্ব [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible] শ্রীগৌড়ীয় [illegible] ছিলাম। তাহাদেরই শ্রীমদ্বৈষ্ণব [illegible] কৃপায় কিঞ্চিৎ [illegible] অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই বর্ণনাদ্বারা আস্বাদন করিবার প্রয়াস পাইব। শ্রীমন্দির, গোশালা, দেবালয় ও নবনাথাদি প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীমন্দিরের ভিতরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দর্শনে আশ্চর্য্য হইলাম। আমার [illegible] হইতে লাগিল, যেন অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধাম [illegible] মধ্যে অসংখ্য শ্বেত [illegible] [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] করিলাম। [illegible], [illegible] এবং চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অক্ষরে শ্রীগৌড়ীয় [illegible] [illegible] দর্শকগণকে [illegible] [illegible] যে, ইহা সাধারণ মঠ নহে—ইহা কেবল [illegible] গৌড়ীয়দের [illegible] অধিষ্ঠিত স্থান এবং ইহা হইতে [illegible] আছে যে অনাদি প্রাপ্ত সকল প্রচার হইবে [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible] জীবগণের [illegible] অন্ধকার দূরীভূত হইতে থাকিবে।

আর দেখিলাম আশ্চর্য্য [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাবলে ও সেবার শ্রীশ্রীগুরুগোস্বামীজী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারই অলৌকিক [illegible] বদ্ধজীবের কল্যাণার্থ তিনি বাহিরে প্রকাশ করিলেন। ইহা দ্বারা তিনি [illegible] কিরূপ [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] করিবার জন্য [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছেন, [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] করিয়া [illegible] করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীপাদপদ্ম [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারিব? তিনি [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] থাকিতাম। আর আমার [illegible] সম্পূর্ণ তাঁহার অপার অসীম কীর্ত্তি কণামাত্র প্রকাশ করিতে পারে, এরূপ ভাষা ও যে [illegible] কিছুই নাই, তবে শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম মাত্র। তাঁহার এই অতুলনীয় কীর্ত্তি অনন্তকাল ধরিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের [illegible] হইয়া থাকিবে। [illegible] তিনি এবং [illegible] আমাদের [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব, যাঁহার একমাত্র করুণায় এবং শ্রীশ্রীপাদপদ্ম-পরাগ-[illegible] শত শত অভিমানী কুতার্কিক কুসিদ্ধান্তবাদী-প্রবরে পরাভব স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণপূর্ব্বক ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছে। জগতের স্থানে স্থানে কত মঠ ও শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাব করাইয়া নিষ্কপট শ্রীগুরুপাদপদ্মভক্তি আচার এবং প্রচার করিয়া ও করাইয়া বিশ্বের যে [illegible] সাধন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশেষে এই অধম দীনহীনের এই নিবেদন, যেন নিত্যকাল শ্রীগুরুদেব তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীশ্রীপাদপদ্মের ধূলি ও উচ্ছিষ্টের কুক্কুর করিয়া আমাকে কৃপা করেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী সপারিষদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীশ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া শেষ করিলাম। জয় জয় শ্রীপরমহংস গুরু মহারাজকি জয়। জয় স্বামী [illegible]কি জয়—জয় অনন্তকোটি ভক্তবৃন্দকি জয়। ইতি—শ্রীবটকৃষ্ণ দাস
১৮ গোয়াবাগানলেন, কলিকাতা।

হাওড়ায় সাগর মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ [illegible] দাস সমভিব্যাহারে [illegible] পাড়া [illegible] মঠকে কেন্দ্র [illegible] চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। গত [illegible] আষাঢ় শনিবার স্বামিজী বেলিয়া নামক গ্রাম [illegible] পাড়ায় [illegible] করেন। ঐ পাড়া [illegible] শ্রীমদনগোপাল মন্দির আছেন। স্বামিজী সেই শ্রীমন্দিরে প্রায় দুই [illegible] লোকের সমক্ষে চাঁদকাজি প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-বিবাদী হইয়া পরে কিরূপে মহাপ্রভুর [illegible] হইয়াছিলেন, আর [illegible] কৃষ্ণনামই [illegible] নিত্য কৃত্য, কৃষ্ণভজনহীনের [illegible] কোথায় [illegible] লোকের [illegible] বক্তৃতাশ্রবণে বিশেষ লাভবান হইয়াছেন।

পুরীতে গোস্বামিভক্তিসারঙ্গপ্রভু

([illegible] সংবাদ)

পুরী, ২০।৭।৩০

গত [illegible] অপরাহ্নে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাত্মজ গৌড়ীয়-[illegible] শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভু পুরীতে শুভাগমন করেন। অদ্য প্রাতে [illegible] [illegible] নাথ মল্লিক মহোদয়ের [illegible] বারিষ্টার মিঃ এস, এন ব্যানার্জ্জী মহোদয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তদীয় ভবনে প্রায় দুইঘণ্টাকাল ভক্তির প্রাধান্য সম্বন্ধে গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষদ, বেদ প্রভৃতি নানাগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক স্বীয় স্বভাব-সুলভ ললিত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিচারে ব্যারিষ্টার মহোদয় অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিয়াছেন, তিনি গোস্বামী মহোদয়ের নিকট অনেক [illegible] অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় শুনিয়া প্রচুর লাভবান হইয়াছেন। প্রত্যহ অনেক [illegible] ব্যক্তি শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমনপূর্ব্বক গোস্বামীজীর নিকট হরিকথামৃতপানে ব্রত হইতেছেন।

গৌড়ীয় [illegible]-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বয়নে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵৹
ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চার আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট নিষ্ঠা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য [illegible] [illegible] বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন কাতর আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵৹, নবদ্বীপশতক— ৵৹
অর্থপঞ্চক—৵৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১৹

আমরা প্রত্যহ নানা প্রকার ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন পথ [illegible] আমরা সেই কল্যাণের [illegible] হইব, এই সকল কথা সরল গানে নিবদ্ধ। এই গ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি ([illegible])

বিষয়:—১। [illegible] ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। [illegible] শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম ও বিবরণ, ৫। [illegible] ভাষায় অকারাদিক্রমে সাজান হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵৹, ২য় খণ্ড ৷৷৹, ৩য় খণ্ড ৷৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, ৫ম খণ্ড একত্রে ৩৲ (৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রী-জীব গোস্বামীপাদের [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীমদ্গোপালভট্টগোস্বামী [illegible]

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵৹

২। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵৹
৪। [illegible] ৷৹
৫। [illegible] ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপ-[illegible]
আবাঁধা ৷৷৹
৭। গীতা (শ্রী [illegible]) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷৹
[illegible] ৷৹
৯। [illegible] সাহায্য ([illegible]) ৪৲
১০। [illegible] সাহায্য ([illegible]) ৷৹
১১। [illegible] ৲
১২। [illegible] ([illegible]) ৷৷৹
১৩। গৌড়ীয়-[illegible] ২৲
১৪। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
১৫। [illegible] ৵৹
১৬। [illegible] (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। গোস্বামী [illegible] আবাঁধা ৷৵৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। [illegible] ৷৷৹
১৯। [illegible] ৵৹
২০। [illegible] মাহাত্ম্য ৷৹
২১। [illegible] ৵৹
২২। [illegible] ৷৹
[illegible]
৷৵৹
সংস্করণ)
৵৹
৷৵৹
৲
৷৹
৷৷৹
[illegible] দ্বিতীয়
[illegible] ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] একমাত্র মহৌষধ, [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র [illegible] পাইয়াছেন। ([illegible] রোগীগণকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া [illegible] করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট [illegible] অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ বৈকাঠী, [illegible]

[illegible] উক্ত ঠিকানায় ঔষধ প্রাপ্ত হইতে পারেন —

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন [illegible] এবং কলিকাতার [illegible] আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] উকিল মহাশয়ের ঔষধমাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] উপায়ে [illegible] মরা হইয়া বাঁচিয়া আছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, [illegible], [illegible], পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে [illegible] নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ [illegible] পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড, একত্রে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে এন্টিক কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২৷০ টাকা

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

[illegible] একান্ত প্রয়োজনীয়

বিধুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি সমস্ত উপাদানে খাঁটি মধুর যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, হাঁপ, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক ও [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক [illegible]।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও স্ত্রীলোকের [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

——— অন্যান্য আবিষ্কৃত ———

[illegible] ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান : [illegible] ঔষধালয়, [illegible] বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সং

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোকো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকার [illegible] প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী এল্‌, এম্‌, এফ্‌ কর্তৃক মুদ্রিত, ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৭৭শ খণ্ড পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৭৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় কাজ-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রথমখণ্ড	।০
একত্রে ২ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধন, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ইমলিতলা, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, লিঙ্গরাজ পোঃ, পুরী।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ গুমান রোড, মাদ্রাজ

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ লক্ষ্মী প্রেস, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—রেঙ্গুন

[illegible] কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ রায়—৭৮নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, [illegible]
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ রত্ন—[illegible]
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদমোহন [illegible] মনোমোহন প্রেস, [illegible], ঢাকা
৮। শ্রীনগেন্দ্রনাথ [illegible] [illegible]
৯। শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় এ, এম, [illegible]
১০। শ্রী [illegible]
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবাসী ঐ

বর্ষার একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, ডি-সিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলেন পারিচায়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং আনিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া পড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ৷৷০ আনার সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

শ্রীধামের মায়াপুর ও — "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲ প্রতি কলম ৬৲ অর্দ্ধ কলম ৩৷৹ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়। বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸৹ মাসিক ১৲ নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [১২৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই শ্রাবণ ১৩৩৭ শনিবার ২৬শে জুলাই ১৯৩০

কৃষ্ণনগর কলেজে পিকেটীং

সার তেজবাহাদুর ও মিঃ এম্, আর, জয়াকরের গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

রাজনৈতিকবন্দীরকারামুক্তি

শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর প্রায়োপবেশন

মারকুইসের মৃত্যু

এড্ভান্স ও লিবার্টি অফিসে খানাতল্লাস

মিঃ প্যাটেলের আবেদন

জেল—জরিমানা—গ্রেপ্তার

বিরাট সাধু সভা

আমেদাবাদ, রাজসাহী ও সিলেটের সংবাদ

নানা কথা

কৃষ্ণনগর কলেজে পিকেটীং

কৃষ্ণনগর কলেজে পিকেটীং সমান ভাবে চলিতেছে। ছাত্র সমাগম প্রায় নাই বলিলেও চলে। গত ২৩শে জুলাই-এর পিকেটীং ব্যাপারে ৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধির সহিত সাক্ষাৎ

সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ২১শে জুলাই প্রাতে কলিকাতা হইতে বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং মিঃ এম, আর, জয়াকার সহ যারাভা গান্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুনা যাত্রা করিবেন। গত রবিবার মিঃ জয়াকারের একটী জামাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বন্দীর প্রায়োপবেশন

কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে সি, ক্লাস করায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বন্দিগণ অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

রাজনৈতিক বন্দীর কারামুক্তি

পিকেটীং অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিভিন্ন কালের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত বন্দিগণ মধ্যে ৫০ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী কলেজ পিকেটারগণ ৮ দিন পরে মুক্তি লাভ করিলেন।

শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর প্রায়োপবেশন

পাঠকগণ অবগত আছেন যে শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর ৬ মাস জেল হইয়াছে। উপস্থিত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে তাঁহাকে স্বহস্তে রান্না করিয়া খাইতে দেওয়া না হওয়ায় তিনি মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রায়োপবেশন করিয়াছেন।

মারকুইসের মৃত্যু

গত ২১শে জুলাই বিলাত হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ওয়ালকট এয়ার লাইনার ভূপাতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাওয়ায় ডাফারিনের মারকুইস্, এডনামের ভাইকাউন্টেস্, সার এডোয়ার্ড সাইমন্স্ ওয়ার্ড এবং বিমানের উড়োজাহাজ চালক লেফটেনেন্ট কলোনেল, জর্জ লকহার্ট, বেঞ্জামিন এবং অপর ২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই বিমানপোতখানি টোকেট হইতে ক্রইডন যাত্রা কালে মধ্য পথে মেওফোর্ডের নিকটে ভূপতিত হয়।

মিঃ প্যাটেলের আবেদন

বোম্বাই এস্প্লানেড ময়দানের বিরাট সভায় মিঃ প্যাটেল বলিয়াছেন যে ইংরাজ বা ইংলণ্ডের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই। ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা ইংলণ্ড দিতে স্বীকার হইলেই সমস্ত মীমাংসা হইয়া যায়। শাইমনের উক্তির তিনি প্রশংসা করেন কিন্তু [illegible] সর্ব্বের যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মীমাংসার কোনও আশা নাই।" পরিশেষে তিনি শ্রোতৃগণকে উভয়ের সংকট বর্ত্তমান আন্দোলন চালাইবার উপদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতার পিকেটীংয়ের বহর

গত রবিবার ও সোমবার নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সেবিকাগণ কলিকাতায় মনোহরদাস কাটরা, খেংরাপটি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, সন্নাগলি, পগেয়াপটি সদাসুক কাটরা, পগেয়াকুঠি, কটন ষ্ট্রীট, চীনাবাজার, ষ্ট্রাণ্ড রোড ও ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কাপড়ের দোকানে পিকেটীং করিয়াছেন। প্রকাশ যে বিদেশী বস্ত্র সমূহ, সমিতির সিলমোহর দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছে। ইটালি বাজারে ও মল্লিক বাজারে, স্বেচ্ছাসেবকগণ ও মহিলাগণ পিকেটীং করিতেছেন। ভবানীপুর ও বালিগঞ্জের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে এবং মদের দোকানেও পিকেটীং চলিতেছে।

এড্ভান্স ও লিবার্টি অফিসে খানাতল্লাস

কলিকাতার ছাত্রদেরকে আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত বাসন্তী দেবী যে প্রবন্ধ প্রচার করেন তৎসম্পর্কে কলিকাতায় এড্ভান্স আফিস ও লিবার্টি অফিস গত ২১ জুলাই পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া বাহির [illegible] পাণ্ডুলিপির ফাইল [illegible] করিয়া খোঁজা হইয়াছে কিন্তু তাহা পাওয়া [illegible] ... আফিস হইতে [illegible] বাসন্তী দেবীর [illegible] সংবাদের পাণ্ডু[illegible] তারিখের ৩১ খানা [illegible] এবং উক্ত কাগজের গ্রাহকের [illegible] এবং লিবার্টি [illegible] ২০শে জুলাই [illegible] পত্রিকা পুলিশ লইয়া [illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত যুগল [illegible] পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

গ্রেপ্তার — জেল জরিমানা

আলিপুরের পোঁঃ প্রেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য নিত্যরঞ্জন মণ্ডলের ৩মাস এবং ৬ ঘণ্টা শ্রীনন্দকুমার জেন ৩ মাস এবং কুঞ্জকুমার চক্রবর্তীর ৪ মাস এবং অন্যান্য ৮ জনের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কাঁথিতে ৯৩ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার মুক্তি পাইবার জন্য ২,৫০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। অনুমান ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

দিল্লীতে চাঁদনীচক অবরোধ ব্যাপারে ২৪ জন স্বেচ্ছাসেবকের ৬ মাস করিয়া জেল হইয়াছে।

লাহোরে যুদ্ধ সমিতির একজন সভ্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

হাওড়ার বাঁধাঘাট, ঘুসুড়ি ও শালকিয়ার মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কলিকাতা বড়বাজারে কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করার জন্য একজন স্কুলের ও একজন কলেজের ছাত্রের ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

কলিকাতায় মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ২ জন কর্মচারীর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে এবং আর ২ জনের ৬ মাস সশ্রম এবং অপর ২ জনের বিনা পরিশ্রমে কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

কলিকাতা বড়বাজারে বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার জন্য বিভূতিভূষণ দাস ও অপর ৫ জনের মধ্যে ২ জনের ৬ মাস সশ্রম এবং বাকী ৪ জনের ৬ মাস বিনা পরিশ্রমে কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

বালিতে মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য শৈলেন্দ্রনাথ চাটার্জি ও ভোলানাথ দৈব গত শনিবার গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সিমলায় 'মদ' নামক স্থানের মটর কোম্পানী, ট্রামওয়ে কোম্পানী, মাদ্রাজের ভোলানাথ এণ্ড সন্স প্রভৃতি ১৪-১৫টি দোকানে পিকেটিং চলিতেছে। এখনও ৫৬ টনের আর একজন তাহাদের স্বাধিকার করিতেছে। ১লা জুলাই হইতে ১৫ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

নাগপুর হিন্দুস্থানী ট্রেনিং বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং একজন কংগ্রেস-কর্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সাধুগণের বিরাট সভা

গত ২০শে জুলাই লাহোরে সাধু সন্ন্যাসীগণ এবং ভিক্ষুগণ বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া বন্দেমাতরম হইতে যাত্রা করিয়া টাউনহলে উপনীত হইয়া তথায় একটী সভা করিয়াছিলেন। ৫০০ শত সাধু সন্ন্যাসী লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় কিন্তু পরিষদে অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী পণ্ডিত ও জনসাধারণ সভায় যোগ দেওয়ায় প্রায় ৩০০০ লোক টাউনহলে সমবেত হইয়াছিলেন। মহিলা কর্মী পরিষদ হইতে শ্রীমতী কুমুদ দেবী সহকারী সভাপতি এবং অন্যান্য মহিলা কর্মী, সন্ন্যাসী, শৈব, উপদেশক, কাশী সন্ন্যাসী সমিতির, লাহোরের সম্পাদকগণ, বাঙ্গালী টোলার সভাপতি সমিতির সকল এবং সহরের অন্যান্য প্রধান প্রধান লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। গুরুকুল মঠের স্বামী অরুণানন্দ সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। অনেকগুলি

বক্তা জাতীয় ও ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় সাধুগণের কি কর্তব্য তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কংগ্রেসের বয়কট আন্দোলনের পোষকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে যে সকলের জাতীয় উন্নতি জন্য শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিবেন। সাধু সন্ন্যাসীগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল।

বিভিন্ন স্থানের সংবাদ

মুঙ্গের জেলার বাড়বিঘা গ্রামে ১৫ই ও ১৬ই জুলাই মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য ৪ জন এবং ঐ স্থানে দোকানে পিকেটিং করার জন্য ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ঐ জেলার জামালপুরে ৬৫ জন মুসলমানের দল লাঠি লইয়া মারামারি করে। পিকেটারগণকে গালাগালি করে কিন্তু ঐ পিকেটারগণ তাহা আনন্দের সহিত সহ্য করিয়াছে। ঐ জেলার অভয়পুরে একটি বিরাট সভা হইয়াছিল। উকিল নিরাপদ মুখার্জি বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন এবং সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিবার জন্য সকলকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন।

আমেদাবাদে

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে এবং বিলাতী মদের দোকানে পিকেটিং চলিতেছে। মহিলাগণও পিকেটিংএ যোগ দিয়েছেন। আরও অনেক বস্ত্র ব্যবসায়ী বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ রাখিতে অস্বীকার করায় তাহাদের দোকানে আর পিকেটিং করা হয় নাই। উপস্থিত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

রাজসাহী

রাজসাহী কলেজের ছাত্রগণ প্রায়ই অনুপস্থিত। কেবল কয়েকজন মুসলমান ছাত্র ও ২।৩ জন হিন্দুছাত্র কলেজে ছিল। সম্প্রতি কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব বলিয়াছেন যে যাহারা কলেজে অনুপস্থিত হইবে তাহাদের প্রতি ঘণ্টায় চারি আনা করিয়া জরিমানা করা হইবে। ইহার ফলে যে কয়জন ছাত্র কলেজে ছিল তাহারাও কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। নাটোরে ১১ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ঐস্থানে ঢেড়া দিয়া ১৪৪ ধারার আদেশ জারি করা হইয়াছে।

শ্রীহট্ট

চাঁদা বন্ধ আন্দোলন ব্যাপারে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র উকিল এবং শ্রীশচন্দ্র দত্ত (কংগ্রেস কর্মী) গ্রেপ্তার হইয়াছেন। উকিল শ্রীযুক্ত সতীভূষণ রায়ের এবং প্রবোধানন্দ দত্তের পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে ৩ মাস করিয়া জেল হইয়াছে। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক কংগ্রেস বুলেটিন বিক্রয় করা অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

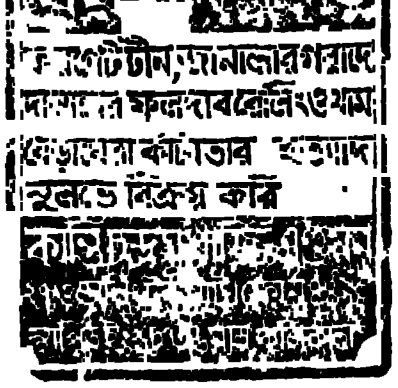

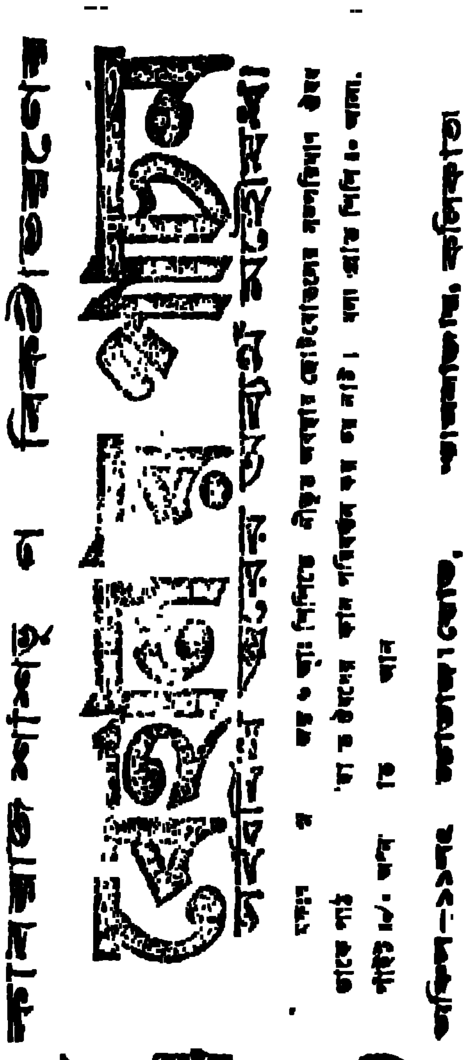

যোগেন্দ্র
মদন মঞ্জরী
ধাতুর দৌর্ব্বল্য ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাধিক শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবন প্রভৃতি নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নদোষবিনাশিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ জন্য স্বপ্নদোষ হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

মহৌষধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, কেশবচন্দ্র
১৭৭নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল
আদর ও সমাদর এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নচেৎ জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন্, আর্সেনিক এবং স্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইন্জেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্জেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ...

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ৷৷০ স্বতন্ত্র।
বাংলা-কেমিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী
২৩।১ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা

'দে পাল্লা দে'

শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা বাংলা চতুর্দ্দশ-শত-শতাব্দীর আবির্ভাবেই, প্রকটিত হন। জাতিগোস্বামিবাদিগণ তখন 'দে পাল্লা'!

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকট লাভ করেন। পরে 'দে পাল্লা'-দলের হাতে পড়িয়া সেই সভাটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সাময়িক 'দে-পাল্লা-দল' অনেক কপিলতা প্রচার করিয়া স্বধর্ম্ম-প্রচারেরই সুবিধা করিয়া লন। এই 'দে পাল্লা' দলের কপিলতা হইতে শুদ্ধভক্তির বাধক নহে কথাই একমাত্র আবশ্যক হইয়াছিল।

—

আমলাজুরনপুরের 'দে পাল্লা'-দল বৈষ্ণব-পাদবের [illegible] করিয়াছিলেন। বেথাল-কপিলতা [illegible] অনুগামী। রাণাঘাটের ও শান্তিপুরের কতিপয় পাঠকপালক 'মাতাম' উপাধি পাইয়া [illegible] করিয়াছিলেন, তাহাতে যেরূপভাবে বৈষ্ণব-বিদ্বানের 'দে পাল্লা'-দলের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা সাধারণ সম্প্রদায়-শ্রীবৈষ্ণবগণই জানেন, 'হঠাৎ বৈষ্ণব হওয়া'র দল সে সকল কথা জানেন না। [illegible]

—

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অনুকরণে কাশিমবাজারে 'দে পাল্লা'-দল যে অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহার বিষময় ফল বহুস্থলে ন্যূনাধিক পাপ্ত হইয়াছেন। উঁহারা স্মার্ত্ত-সমাজের অনুকরণেই যে, সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নহে, তবে স্মার্ত্ত ভক্তের অনুগমনে ন্যূনাধিক কপটতা করিয়া বৈষ্ণবের অনুকরণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

জাতিগোস্বামিবাদ-সংরক্ষণ মানসে এবং নেড়ানেড়ীদিগের জাবকালি ও কপটতা বর্দ্ধনের জন্য কাশিমবাজার-সম্মিলনীর যে চেষ্টা, তাহা প্রত্যেক সুধী নিরপেক্ষ-ব্যক্তি অবলোকন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন; কিন্তু বঞ্চিত সমাজ ও বঞ্চকের দালালসমূহ উহা দেখিয়াও নিজ নিজ স্বার্থে তোলা সংগ্রহের জন্য 'দেপ ম.' নীতি সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহা বঞ্চিত দল, তার বঞ্চক দল, তোমরা কেন সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের বিরোধ করিবার জন্য দৌড়াইতেছ?

—

নিরীহ বেজিটি চাকিমের কাছে একজন চিরজীবনটা কাটাইলেন, বিষধর বিষদন্তযুক্ত বেজিটি করিতে যাহার শিক্ষা এইদিন বর্দ্ধমান হইতেছিল, তাদৃশ নিরীহ-প্রকৃতি লোককে বঞ্চনা করা সহজ। 'দে পাল্লা'-দল, তোমরা এইরূপ একটি নিরীহ জীবকে কেবল যে বঞ্চনা করিয়াছ, তাহা নহে, তাঁহাকে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৩৭

(ক) নকল আসলের সহিত পাল্লা দিতে গিয়া কখনও আসলের প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে সমর্থ হয় না, বরং আসল তাহার সকল চাতুরী প্রকাশ করিয়া দেয়

(খ) সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সৎসিদ্ধান্তশ্রবণ-পরাঙ্মুখ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-তৎপর লোকসকলের দ্বারা জগতে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-নিবৃত্তি কখনই সম্ভবপর নহে

(গ) ভজনহীন ব্যক্তিসকল ভক্তধর্ম্মাক্রান্ত-শ্রী মঠে মধ্যস্থিত হইয়া যতই না কেন ধর্ম্মধ্বজী সাজুক, কাগজের সম্পাদক হউক, তাহাদের দ্বারা ধর্ম্মজগতের কোনও মঙ্গল হইতে পারে না

(ঘ) রাম, রামাতাম ও শ্যামাপরাম বিচারানভিজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্যগণ ভক্তিকে কখনই কর্ম্ম জ্ঞানাদি নিরপেক্ষা বলিয়া ধারণা করিতে পারে না, সুতরাং ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরোধ করিয়া নরকের পথে প্রধাবিত হয়

(ঙ) অবৈষ্ণব বিচারকে 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া চালাইতে গেলে পরবিদ্যাপীঠের বিরোধী হইয়া কলি-নিবাস-ভূমিকায় স্থান পাইতে হয়, বাস্তব-ধর্ম্মানুষ্ঠানে, স্ব এবং পর মঙ্গল-বিধানে আর যোগদানের সৌভাগ্য ঘটে না, সুতরাং এমন বহুমূল্য মানবজীবনটিই নিরর্থক হইয়া যায়

(চ) 'নবদ্বীপ' কাগজ ও তিত্রবাদির অধিকারিগণ মাৎসর্য্য বশে 'দে পাল্লা'-নীতি অবলম্বনে সত্যের বিরোধ করিয়া কখনও কোন প্রকারে লাভবান্ হইবেন না

(২)

হাওড়া সদর লোকালবোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান, জোড়হাট ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল মহোদয়ের শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপোপলব্ধি-বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি পত্র

তোমাদের দলে ঢুকাইয়া লইয়া নিজ দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দৌড়িয়েছ। তোমাদের আধ্যাত্মিক বিদ্যা নিরীহ বেজিটি [illegible] বুক ফুলাইয়া বেড়াইবার জন্য [illegible], কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবতা এখনও পাব [illegible]—তাঁহার যে ধর্ম্ম-পরিচয় হয় নাই। বেজিটি [illegible] কি করিবে এবং বলিল [illegible] হলে কি না, ইহার মীমাংসা করিতেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাটিয়াছে, হরিভজন ও সামাজিক স্বার্থ, যাহাকে বুদ্ধিমান পণ্ডিতেরা [illegible] বলেন, [illegible] পটু হইয়া [illegible] অতিবাহিত করিয়াছেন, [illegible] যাহার একটুও [illegible] হয় না, সেই

সকল লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা-নিবৃত্তি [illegible] হইবে? যে সকল লোক [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ [illegible] পরিবেশে পুনঃ পুনঃ [illegible] অবলম্বন করে, সেই সকল [illegible] নিষ্কিঞ্চন পরমার্থের কোন [illegible] হইবে? [illegible] বঞ্চিত হইয়া থাকে। [illegible] উপনয়ন-বিধির জাতিগোস্বামী [illegible] দাবী করিতে বাসনা করেন, [illegible] নিকট হইতে কি কোন দিন [illegible] মঙ্গল পাওয়া যাইতে পারে? [illegible] বিচার না করিয়া [illegible] আচরণ করে, তাহাদের অনুগমনে জীব-

[illegible] কি কোন শিক্ষা [illegible] সেই সকল [illegible] মায়াপুর [illegible] করেন [illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] কিন্তু [illegible] সেই [illegible] করিতে পারিবে না। [illegible] বৈষ্ণবগণের [illegible] উপকার হইবে না। [illegible] উপকারের নিমিত্ত [illegible] সুতরাং [illegible]

—

[illegible]

বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃ[illegible] করিবার ভাষা আমা[illegible] [illegible]নিবেদন [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার ইচ্ছা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] নাই। আমার [illegible] পুস্তক ইহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শিবানন্দ দাস

[illegible] মাসিকেট, মোহরাটি-উইলিয়ম গোল্ড [illegible], ঢাকা; সদর দোকান [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible], ঢাকা
[illegible]

রাজগঞ্জে আচার্য্যত্রিক প্রভুর জীবোদ্ধার-লীলা

মাননীয় "নদীয়া-প্রকাশ"-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু —

আমি, আপনার নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত না হইলেও একেবারে অপরিচিতও নহি এবং আপনাদের মঠের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও একেবারে নিঃসম্পর্কীয় নহি। এই পত্র [illegible] জন্য অবতীর্ণ হ'য়ে আচার্য্যত্রিক প্রভু যে আমার ন্যায় পতিত অপরাধীকেও [illegible] নিস্কিঞ্চন কীটকে পর্যন্ত তাঁহার অহৈতুকী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা দিবার জন্য আমার এই [illegible] অবতারণা। আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য [illegible] পূর্বক [illegible] আপনার নদীয়া-প্রকাশে স্থান দিলে বাধিত হইব।

[illegible] শিক্ষিত, [illegible] [illegible], গোস্বামী, সহজিয়া, [illegible] বাকি আমি একজন। সে আজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] আপনাদের কোন [illegible] নাম [illegible] [illegible] নাই; হঠাৎ একদিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌরাঙ্গ [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণব আমার বাড়ীতে আসিয়া [illegible] পরিচয় দিয়া আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমায় [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিলেও [illegible] [illegible] [illegible] না পারিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible], কীর্ত্তন [illegible]

কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিরর্থক বোধ হইলেও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিষ্কিঞ্চন [illegible] [illegible] পারিবারের [illegible] [illegible] কেন?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণব-[illegible] তাঁহাদের [illegible] আমা[illegible] [illegible] নাই। তাঁহারা আমাকে "তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের কথায় আমি কর্ণপাত করি নাই। পাছে [illegible] [illegible] শান্তি বা আনন্দ নাই, [illegible] [illegible] ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি [illegible] লাভ করিবার কেহ কোনদিন [illegible] [illegible] লাভ করিতে পারে না, শান্তি ও আনন্দের আশায় সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন উপায় নাই, কৃষ্ণপ্রেমই যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণপ্রেম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মন বড়ই চঞ্চল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] পাই। বিষয়ে আসক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হওয়া [illegible] [illegible] [illegible] না করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবচরণে [illegible] [illegible] [illegible] কর্ত্তব্য—এবম্প্রকার [illegible] উপদেশের দ্বারা আমার চিত্তকে [illegible] আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেও [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত উপদেশ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে [illegible] নাই। আমার ধারণা—"সাধুরা ত নিষ্কিঞ্চন, তাঁহাদের ত কোনও জিনিষ কিছু নাই, তাঁরা লোকের আশ্রয় কিছুই পান নাই, অতএব তাঁহার কথা শুনলে আমার কোনও [illegible] [illegible]।" তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিলেন যে, "[illegible] একমাত্র [illegible], এবং আর [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জিনিষ এবং আমি [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিশ্চিন্ত

বলে [illegible] [illegible] বুঝিতে [illegible] [illegible]।" তা [illegible] [illegible] আমার মনের [illegible] বৈষ্ণবগণ [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাইতাম।

কি জানি, যেন ঐ আমার পোড়ানীর অবস্থার কথা বলনাম [illegible] [illegible] নিকট [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিল। অহৈতুকী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার জন্য এবং দর্শনদানে পবিত্র করিবার জন্য আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাতেও কিন্তু এ পাষাণহৃদয় গলিল না ও আমার চৈতন্য হইল না। হায়! হায়! অন্ধ আমি! [illegible] [illegible] [illegible] ও তাহার [illegible] [illegible] [illegible] অহৈতুকী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন। অতএব [illegible] সন্মানপূর্ব্বক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বৈষ্ণবের দয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না? [illegible] তিনি আমাকে কৃপা করিবার জন্য একটী [illegible] [illegible] করিলেন। আমার [illegible] বৈষ্ণব[illegible] [illegible] আমার বাড়ীতে পাঠাইলেন। [illegible] [illegible] কথা আর কি বলিব, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আনন্দের খনি, তাঁকে দেখিলেই যেন [illegible] [illegible] স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আমি কিছু পাপ কাটিবার [illegible] (ঢাকার শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] পাল) মায়াপুরে পাঠাইয়া দিলাম। কারণ বাড়ীতেই যখন [illegible] [illegible] [illegible] না, তখন [illegible]

এখানে আমার [illegible] [illegible] কিন্তু আপনাদের প্রচারে প্রথম [illegible] আরম্ভ হইয়া প্রতিবৎসর মায়াপুর উৎসবে যাইতে লাগিলেন। এক সময় [illegible] [illegible] ঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গেলেন।

[illegible] [illegible] সেখানে গিয়া আপনাদের কীর্ত্তনাদি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাড়ীতে ফিরিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আচার্য্যত্রিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমর্থ হইয়াছি।

শ্রীধামে উপবিষ্টকে প্রচার দুইটী কার্য্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে, তাহা পূর্ব্বে [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার প্রতি অহৈতুকী [illegible] [illegible] দিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] আমার যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!" [illegible]।

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!"
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?"

—[illegible] বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-বাক্য স্মরণ [illegible] আচার্য্যত্রিক-প্রভু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অহৈতুকী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবচরণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আজ "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!" [illegible] [illegible] [illegible] উপলব্ধি হইতেছে। আমার [illegible] কৌপীন-আদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ না করিলেন, [illegible] [illegible] আমার ন্যায় বৈষ্ণবাপরাধী পতিত জীবের উদ্ধারের আর কোন সুযোগ ঘটিত না এবং প্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিয়া যাইত। বৈষ্ণবাপরাধিযুক্ত [illegible] [illegible] উদ্ধার অপেক্ষা বৈষ্ণবাপরাধী [illegible] [illegible] পতিত জীবের উদ্ধার [illegible] প্রভুর পতিত-পাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া দিয়াছে। তাই আজ মহাজনের ভাষায় বলিতে সাধ হইতেছে—

এমন নির্গুণ দোষে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত ভিতরে॥

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভজন-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এক [illegible] দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

মুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি তত্ত্ব সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রোউন কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণিঃ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /০ আনা

যে পর্য্যন্ত মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ থাকে— ততদিন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আন্তরিক আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয় ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১০

আমরা সংসারে নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেকের নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাময়িক সংকলিত গ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীগ্রামের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাটি ষট্‌সন্দর্ভের অতীব প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতিসহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা গৌড়ীয়-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা [illegible] আবাঁধা ৸০
গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতা কেবল মূল-শ্লোক ৷০
৯। [illegible] মাহাত্ম্য (যন্ত্রস্থ)
১০। [illegible] মাহাত্ম্য ([illegible]) ৷০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
১৫। দীপ-নিবন্ধন ৵০
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। [illegible] স্বামী [illegible] আবাঁধা ৷৶০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ [illegible] ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ [illegible]) ৶০
২০ [illegible] ৫০
২১। নবদ্বীপ [illegible] প্রমাণখণ্ড) ৬০
২ [illegible] ০
৩। শ্রী[illegible] ০
৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনপথ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, [illegible] ৫০
২। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ)
[illegible] ৩৲
[illegible] ৶০
[illegible] ৸০
[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

বন্ধ্যায় হতাশ হইবেন না

...সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ... (পরীব রোগীদিগকে ... করা হয়) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার ... অনুসন্ধান করুন। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য...

...নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

...জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

...জানাইতেছি যে আমার ... ঔষধ মাত্র ১২ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে

(স্বাঃ) শ্রীরাজকিশোর রায় চৌধুরী

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

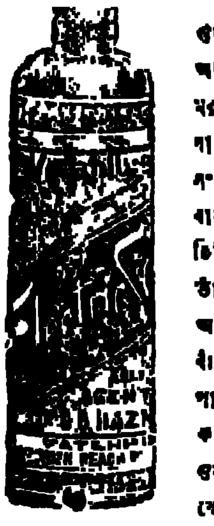

...মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই ... তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। ... টাকা মাত্র

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।

...কলিকাতা।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

---

৪৮৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

...একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

...ঘরে ঘরে বিরাজিত ...

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী... শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

...ঔষধ ... প্রস্তুত হয়। ... রোগের বিবরণ জানাইলে ... ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ... সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

...প্রস্তুত।

...প্রয়োজনীয় ... রসায়ন

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

...প্রস্তুত। কফ, কাশি, ... ক্ষয়রোগ, ... রোগের মহৌষধ। ...

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

...সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ... রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

...রোগের মহৌষধ

মূল্য- ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অৰ্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সন্তোষ বিধিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" -অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের জ্বালা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি নিবৃত্তি করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মধুতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

...ক্যাটালগের জন্য ... লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :- ...ঔষধালয়, ... স্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ প্রাজ (লাহোর)

...কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

...

উৎকৃষ্ট (ই.) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

...নিঃশেষিত হইয়াছে।

...প্রাপ্তিস্থান ... ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ...

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আবেদনকারীর পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ … টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় কৃষ্ণ-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোণা, চিরকুটা পোঃ, ময়মনসিংহ।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১৩ চন্দ্রমান রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বঙ্গ দক্ষ রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,

জামালপুর, ময়মনসিংহ।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস বি এল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মোক্তার—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরজামোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বেতাগা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীনন্দকানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, … …
১০। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসুধাকর ব্রহ্মচারী।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ষায় — একমাত্র — স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকা

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলের পারিটারকে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বোতল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের ঠিকানা ও —শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১২৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই শ্রাবণ ১৩৩৭ সোমবার ২৮শে জুলাই ১৯৩০

কৃষ্ণনগর কলেজ

মেদিনীপুর, বরিশাল, মৈমনসিংহ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি কলেজে পিকেটীং

চৌকীদারের পদত্যাগ

ভেকধারীর গাঁজা হরণ

সতীন সেন গ্রেপ্তার

ঢাকায় পুলিশের আঘাতে পিকেটারের মৃত্যু

২২ জন মহিলা গ্রেপ্তার

সাইমন রিপোর্টে মুসলেম সম্মিলনীর অসন্তোষ

মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ

কিশোর গঞ্জের অবস্থা—শিমলায় হরতাল

নানা কথা

কৃষ্ণনগর কলেজ—নদীয়া

কৃষ্ণনগর কলেজে রীতিমত পিকেটীং চলিতেছে। সে স্থানে পুলিশের কড়া পাহারা সত্ত্বেও পিকেটারগণ পশ্চাৎপদ নহে। হোষ্টেলের ছাত্রদিগকে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজে যোগ দিতে [illegible] করিয়াছেন।

চুয়াডাঙ্গা—নদীয়া

আলমডাঙ্গার মদের দোকানে পিকেটীং জন্য ২০শে জুলাই শ্রীযুক্ত রণজিৎ রায় ও আরও ৬ জন ধৃত হইয়াছিলেন। [illegible] তাহাদের প্রত্যেকের ২ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত প্রায় ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক চুয়াডাঙ্গা মহকুমাতে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কুষ্টিয়া—নদীয়া

আবকারী দোকানে পিকেটীং করার জন্য পুলিশ ২২শে জুলাই ৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সতীন সেন গ্রেপ্তার

গত ২২শে জুলাই অপরাহ্নে মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট বি, পি, এস, এ খানাতল্লাস হয়। পুলিশ কতকগুলি কাগজ এবং ঐস্থানে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের ভিন্নিষ পত্র [illegible] করিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন তৎকালে ঐ স্থানে থাকায় তাহাকে ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ৫৪ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নানা স্থানে কলেজ পিকেটিং—মেদিনীপুর

মেদিনীপুর স্কুল ও কলেজে অনেক মহিলা পিকেটীং করায়, ছাত্র সংখ্যা খুব কম।

বর্দ্ধমানের সংবাদ

গত ২০শে জুলাই রাজ কলেজের ছাত্র ক্ষেত্র নাথ মান্নাকে এবং সূর্য্য কুমার নাথকে পিকেটীং অর্ডিনেন্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ২১শে জুলাই ঐ জন্য অক্ষয় পালিত, রামরতি চৌধুরী, গোপীনাথ সিংহ, নব-কুমার কুমার, শঙ্কর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য মল্লিক এবং রামশুদ্ধীব সেন গুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকেরা বর্দ্ধমান রাজ কলেজের সম্মুখে শুইয়া পড়িয়া পিকেটীং করিতেছে ফলে মাত্র ১০জন কলেজে উপস্থিত হয়। [illegible] পারিয়াছে। [illegible] স্কুলের [illegible] হইয়াছে। তাহাকে [illegible] বাহারা স্কুলে [illegible] আসে [illegible] দিয়া স্কুলের সামনে পিকেটীং আরম্ভ করে। [illegible]

নদীয়া জেলায় [illegible]

এ [illegible] সত্যাগ্রহী [illegible] বিশ [illegible]

বরিশাল

বরিশাল কলেজের ৭ জন ছাত্রের [illegible] সংবাদ [illegible] হইতে [illegible] ১৩০ জন ছাত্র [illegible] করিয়া ২২শে জুলাই [illegible] করিয়াছে। [illegible] দেখা যাইতেছে যে ছাত্রেরা যেন [illegible] রাখিয়া দেশের রাজ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সাহায্য করিতে থাকে।

পিকেটীং জন্য স্কুল ও কলেজে খুব কম ছাত্র যাইতেছে। কোনও কোনও স্কুল [illegible] খালি। জিলা স্কুলের সামনে পুলিশ পাহারা স্থাপিত হইয়াছে।

চাঁদপুর

পিকেটীং জন্য চাঁদপুরে এচ, ই, হাই স্কুল, [illegible] হাই স্কুল, পুরান বাজার হাই স্কুল [illegible] হাই স্কুলে ছাত্র [illegible] কম [illegible]।

ভেকধারীর গাঁজা হরণ

[illegible] ভেকধারীর [illegible] স্বেচ্ছাসেবকগণ গাঁজা [illegible] বলিয়া ৪ জন স্বেচ্ছা-সেবকের ২ মাস করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

চৌকীদারের পদত্যাগ

[illegible] পদত্যাগ [illegible]

[illegible] বৈকুণ্ঠ-[illegible] বেরা [illegible] বিবী) [illegible] (ম-[illegible]) [illegible] (উমনপুর) [illegible] পুর)।

/

বিবিধ সংবাদ

২১ জন মহিলা গ্রেপ্তার

[illegible] গত ২১শে জুলাই [illegible] পুলিশ এক কাগজ [illegible] পাবলিক [illegible] বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিতে থাকেন এবং দোকানদারগণকে বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় না করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। বৈকালে পুলিশ আসিয়া মহিলাদিগকে চলিয়া যাইতে বলে কিন্তু তাঁহারা সম্মত না হওয়ায় পুলিশ তাঁহাদিগকে দলে দলে গ্রেপ্তার করিয়া লালবাজারে চালান দেয়। পুলিশ [illegible] প্রভৃতি স্থানের মহিলাগণকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। লালবাজারে অনুসন্ধানে জানা যায় যে এই প্রকারে ২২ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। পুলিশের এই কার্য্যে বড়বাজার অঞ্চলের সমস্ত দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার দুইপার্শ্বের লোক সকলেই এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছে। পরে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ [illegible] ৫ জন বাকীর নাম সকলকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গিগণকে ছাড়িয়া [illegible] অসম্মত হয়েন। শেষে [illegible] রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।

ঢাকাতে পিকেটিং—পুলিশের আঘাতে পিকেটারের মৃত্যু

গত ২১শে জুলাই ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পিকেটিং সম্বন্ধে গুরুতর কাণ্ড হইয়াছে। ঐ দিন সকাল হইতে ছাত্র এবং ছাত্রীগণ পিকেটিং আরম্ভ করে। দুপুরবেলায় একদল সশস্ত্র আরমানী পাঠান সিপাহী উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদের মধ্যে ২ জনকে আটক রাখে। বাকি লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গ্রেপ্তারের [illegible] পিকেটারগণকে সেই স্থান হইতে সরাইয়া [illegible]। পুলিশের লাঠিতে কয়েকজন ছাত্রই আহত হয়। তন্মধ্যে ৩ জন ছাত্রের আঘাত খুব গুরুতর। একজনের আঘাত অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়াছিল। কংগ্রেস হইতে প্রথমে তাহার চিকিৎসার চেষ্টা হয় কিন্তু তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক বোধ হয় এবং তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার চেষ্টা হয় কিন্তু ছাত্রটির পথিমধ্যেই মৃত্যু হইয়াছে। এই ছাত্রটির নাম অজিত ভট্টাচার্য।

সাইমন রিপোর্টে যুক্তপ্রদেশ সম্মিলনীর অসন্তোষ

[illegible] প্রাদেশিক মুসলিম সম্মিলনীর যে সাব কমিটির উপর সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পরীক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহারা সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া জানাইয়াছেন যে উহা অসন্তোষজনক, অগ্রাহ্য এবং অকর্মণ্য। এই সাব কমিটি মনে করেন যে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকদের [illegible] তাহা সম্পূর্ণ আবরণে পূর্ণ রহিয়াছে।

কলিকাতায় খানাতল্লাস

গত ২৩শে জুলাই বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের অফিসে [illegible] পুলিশ আক্রমণ করিয়া খানাতল্লাসের সময় কতকগুলি কাগজ ও বিজ্ঞাপন সহ ১৫ জন কর্মীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ দিন বঙ্গীয় কংগ্রেস অফিসে খানাতল্লাস করিয়া সেখান হইতে শ্রীযুত চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও ১০ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ দিন রাত্রে মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে কংগ্রেস অফিসে দ্বিতীয়বার খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ বহু কাগজ পত্র লইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার কলেজে পিকেটিং

গত [illegible] উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজ, বেথুন কলেজ, সিটি কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজ বন্ধ থাকায় এই সমস্ত কলেজে খানাতল্লাস বন্ধ আছে। স্কটিশ চার্চ্চে কয়েকজন ছাত্র কলেজে গিয়াছিল। পিকেটারগণ প্রাচীর টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং দরজা খুলিয়া দিলে অনেকেই 'বন্দে মাতরম্' বলে কলেজের ভিতর যায় এবং যে দুটী ক্লাসে অধ্যাপনা চলিতেছিল তাহাও বন্ধ হইয়া যায়।

কিশোরগঞ্জের অবস্থা

কিশোরগঞ্জের অবস্থা ক্রমেই শান্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে কিন্তু এখনও লোকের ভয় যায় নাই। রাস্তায় হোকো যাওয়া এখনও নিরাপদ বিবেচিত হইতেছে না। শতাধিক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। লুটের মামলা তদন্ত জন্য অন্যান্য স্থান হইতে দীঘই ৮ জন দারোগাকে এখানে আনা হইবে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ বাবেক এখনও গোলযোগের স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ

সার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুত জয়াকার মহাত্মা [illegible] গান্ধীর সঙ্গে গিয়াছিলেন। [illegible] মহাত্মা গান্ধীর সহিত কথাবার্তা করিয়াছেন। ২৭শে জুলাই পুনরায় কথাবার্তার পর তাঁহাদের বোম্বাই যাত্রা করিবার কথা।

সিমলায় হরতাল

গত ২১শে জুলাই কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন. এন বর্ম্মা ও ২০ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হওয়ায় সিমলায় ২২শে জুলাই হরতাল হইয়াছে।

গোলটেবিল বৈঠকের স্থান

সরকারি ঘোষণায় প্রকাশ যে, যে স্থানে নৌবল সংক্রান্ত বৈঠক বসিয়াছিল সেই সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদেই গোলটেবিল বৈঠক বসিবে।

বোম্বাইয়ের তাড়ির দোকান

গত ২২শে জুলাই তারিখেও বোম্বাইয়ের তাড়ির দোকান বন্দোবস্ত লইবার লোক উপস্থিত হয় নাই। অদ্য আর পিকেটিং হয় নাই। যাহারা বন্দোবস্ত জন্য ডাক করিতে পারিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের স্ত্রীগণের গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় বিবেচনাই ইচ্ছা পূর্ব্বক ডাক দেন নাই।

জাতীয় মুসলমান সমিতির অভিমত

গত ২০শে জুলাই লাক্ষ্ণৌয়ে মোসলেম [illegible] কনফারেন্স উপলক্ষে বহু মুসলমান তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। ডাঃ এম, এ, আনসারি সভাপতি ছিলেন। এই সভাতে স্থির হইয়াছে যে সাইমন রিপোর্ট আদৌ কার্য্যকারী নহে এবং উহার দ্বারা সকল ভারতবর্ষের উন্নতির প্রতিবন্ধক-সূচক। সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন ভারতের উন্নতি হইবে না। কংগ্রেস যোগদান না করিলে কোনও মিটমাটের প্রস্তাব গৃহীত হইবে না।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও বার্দ্ধক্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অল্পেতে [illegible], স্বপ্নদোষ, [illegible] প্রভৃতি [illegible] দূর করিয়া [illegible] অধিক টিকে। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।

"[illegible] সহকারাখ্য ঘৃত"

পুরুষহানি রোগে [illegible] ও [illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible]বিলাসিনী বটিকা"

[illegible] অত্যন্ত [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible], কেশবর্জী

১৭৭ [illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, বাইহাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইষ্টারিকেন আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন দ্বারা ইন্জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে বাকী ইন্জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ টাকা

বাই ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯১ [illegible] লেন, কলিকাতা

স্থিতপ্রজ্ঞ

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, অভীষ্ট বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাহার স্পৃহা হয় না এবং যিনি প্রকৃত কার্য্যে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই স্থিতধীঃ মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ।

যাঁহারা ভক্তি মার্গ অবলম্বন করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের এই শ্লোকটির উপর সর্ব্বদা [illegible] দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্থিতপ্রজ্ঞ না হইলে কখনই অনন্যমনা হওয়া যায় না, অনন্যমনা না হইলে কখনও [illegible] সমর্পণ করা যায় না। অতএব [illegible] বিক্ষিপ্ত থাকিলে কখনই [illegible] হওয়া যায় না।

'ভক্তিযোগে' (গীতা ১২শ অঃ) ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ আমাতে [illegible] মনকে স্থির রাখিয়া আমার স্মরণ কর—তোমার [illegible] বুদ্ধিকে [illegible] নিযুক্ত কর [illegible] অর্পিত কর, [illegible] নিঃসন্দেহে [illegible] করিবে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের চিত্ত অনন্য [illegible] না থাকিলে অর্থাৎ উপাস্য [illegible] ব্যতীত অন্য [illegible] ভগবানের প্রীতি করিবে না। [illegible] জগতে—[illegible] দিকে আকৃষ্ট [illegible] শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

বিষয় আহরণে [illegible] বিমু-ক্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি [illegible] বলিতেছেন, যেমন [illegible] অভিগমনকারী পথিক চলিতে চলিতে কোনদিকেই পুনর্ব্বার আসিতে পারে না, [illegible] বিষয়ে আসক্তি [illegible] নিকট গমন করিতে পারে না। এইজন্যই ভগবান্ গীতার মধ্যে পুনরায় [illegible] বলিয়াছেন, 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো' (গীঃ ১৮।৬৫) অর্থাৎ আমাতে মন সমর্পণ পূর্ব্বক আমার ভক্ত হও, আমি বলিতেছি না, [illegible] চাই না, কেবল মন চাই, যদি তাহা করিতে পার, তবে নিশ্চয় আমাকে লাভ করিতে পারিবে, একথা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই শ্রাবণ সোমবার—১৩৩৭

(১)

(ক) জড়বিষয় দ্বারা চিত্তকে বিক্ষুব্ধ হইতে না দিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণবিষয়ে সংলগ্ন রাখাই স্থিতপ্রজ্ঞা. তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও নিশ্চিন্তমনে কৃষ্ণপ্রীতি-লাভের সম্ভাবনা নাই

(খ) জড়াসক্তি এবং কৃষ্ণাসক্তি যুগপৎ সম্ভব নহে

(গ) চিত্তকে বিষয়াভিনিবিষ্ট রাখিয়া যে গুরুকৃষ্ণের সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন, তাহা আদৌ 'সেবা' নহে; যে সেবা গুরুদেবের অনুমোদিত নহে, তাহা সেবার ন্যায় দৃষ্ট হইলেও আত্মেন্দ্রিয়-সুখেষণা মাত্র

(ক) মায়া-কৃত নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও যে ভক্ত সদ্গুরুপাদপদ্মে অচলা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তিনিই ধন্য

(খ) [illegible] সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণে যত্নশীল, তিনিই ধন্য

(গ) দুষ্কৃতি বশে সেবক গুরুকৃষ্ণের সেবা ত্যাগ করিয়া বিপথগামী হইলে পরদুঃখদুঃখী গুরুদেব তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া স্বপদে আনয়নপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন

(ঘ) অন্তরে যাঁহার বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসার কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ত্তমান, তিনি ইচ্ছা করিয়াও সেই বাস্তবসত্যের লোভ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সদ্গুরুসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন না

(ঙ) সরলমতি ভক্ত দুর্বিপাকেও রক্ষা পাইয়া থাকেন

(৩)

(ক) যোষিৎসঙ্গ এমন কি তাহার সঙ্গীর-সঙ্গ পর্য্যন্তও দুর্ণীতি, উহা হইতে জীবের যাবতীয় সদ্গুণ তিরোহিত হইয়া যায়, জ্ঞান হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া অত্যন্ত ঘৃণ্যকর্ম্ম করিতেও পশ্চাৎপদ হন না

(খ) মহাপ্রভু যোষিৎসঙ্গকে বিষভক্ষণ হইতেও অধিকতর বলিয়াছেন

(গ) সজীব প্রকৃতির কা কথা, নির্জীব দারু-প্রকৃতিও আমাদের মন হরণ করে, সুতরাং যোষিৎসঙ্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে দূরে থাকিয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন করা কর্ত্তব্য

(৪)

ভগবৎকৃপায়ই জীবের সদ্গুরু-পাদাশ্রয় গ্রহণে রুচি [illegible] এবং সেই রুচি হইতে গুরু-কৃপা [illegible] ক্রমে ভগবৎ [illegible]

(৫)

[illegible] মহাপ্রভুর সহিত কীর্ত্তনে [illegible]

(৬)

টাটানগরে সেদি মহারাজ

[illegible] প্রকাশ করে [illegible]

সরলভক্ত দুর্বিপাকেও রক্ষা পান

[illegible]

প্রায় ব্যক্তিকে উদ্‌ভ্রান্ত সংশোধন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে [illegible] আনাইয়া দেবার [illegible] করেন না।

বৈষ্ণবের [illegible] কোন গুরুমর্য্যাদি সম্প্রদায়[illegible] সদ্‌গুরুদেবের সঙ্গ [illegible] হইতে চলিয়া যান, তাহা হইলে সদ্‌গুরুদেব অচিরে তাঁহাকে আকর্ষণ করত নিজদেবের পুনর্নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুদেব [illegible] সম্বন্ধ আচ্ছাদন কর্ম্মবিপাক। অসৎসঙ্গ জীবগণের [illegible] সদ্‌গুরু-সুহৃদের [illegible] জন্য বাস্তব সত্যবস্তু বা ভগবান কখন কখন নিজ প্রিয় ভক্তগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিদিগকে দুর্বিপাকে ফেলিবার ও তাহা হইতে উদ্ধার করিবার অভিনয় করিয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ সদ্‌গুরু-ভক্তগণের দুর্বিপাক-গ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ভগবল্লীলার অন্তর্গত। অসম্যগ্‌দর্শী কপট ভক্ত ব্যক্তিগণ যদি উহাদের ভগবল্লীলার অন্তর্ভুক্ত সর্ব্বজ্ঞ ভক্তগণের দুর্বিপাকগ্রস্ত হওয়ারূপ ঘটনাকে তাঁহাদের নিজেদের দুর্বিপাকগ্রস্ত হওয়া রূপ ঘটনার সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভগবচ্চরণে অধিকতর অপরাধ সঞ্চয় করিবেন।

যোষিৎসঙ্গী

যোষিৎসঙ্গের যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা শ্রীভগবান্ কপিলদেব এইরূপে বলিয়াছেন,—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎ-
সঙ্গিসঙ্গতঃ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

যোষিৎসঙ্গে জীবের যেরূপ মোহ এবং বন্ধাবস্থা লাভ হয়, আর কুত্রাপি তাহা হয় না। যোষিৎসঙ্গ দূরের কথা, তাহার সঙ্গীর সঙ্গ করাও দোষ-জনক। তাহার অন্তর্নিহিত [illegible] জন্য পুনরায় তাঃ [illegible] বলিয়াছেন,—

প্রজাপতি নিজ দুহিতার রূপ-মুগ্ধ হইয়া নির্লজ্জভাবে মৃগরূপে [illegible] ধাবিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট মরীচি প্রভৃতি, তাঁহাদের সৃষ্ট কশ্যপাদি এবং কশ্যপাদির সৃষ্ট দেব-মনুষ্য প্রভৃতি কে [illegible] সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী মায়ারূপ স্ত্রীতে [illegible] হইয়া থাকিতে পারে? [illegible]

দের নিকট গমন করিয়া ক্রমে তাহার বল, বুদ্ধি, লজ্জা হিতাহিত বিবেক পর্য্যন্ত অপহরণ পূর্ব্বক তাহাকে নিজ নষ্ট করিয়া ফেলে, সেবার পরিবর্ত্তে নিজেরই সেবক করিয়া লয়। ভগবদ্বিমুখ জনের নিকট গমনশীল নারী যেরূপ তাহার অভ্যন্তরস্থ রূপের বিষয় অবগত না হইয়া [illegible] নিজের হইয়াছে রূপ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তদ্রূপ যোষিৎরূপা মায়াকে ভোগ করিবার অভিলাষে ভোক্তৃ-অভিমানে নিজ অন্য অধস্তনের দুঃখের বিষয় চিন্তা না করিয়া অহংসেবনাভিলাষে প্রমত্ত হইয়া কেবল নরকের পথই প্রশস্ত করিয়া থাকে।

সেই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব যোগাভ্যাসকারী সাধকের সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

ভগবান্ গৌরসুন্দরের উক্তিমধ্যেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।"

অর্থাৎ কাষ্ঠ-প্রকৃতি [illegible] মায়ামোহিত চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিয়াছে; প্রকৃতির [illegible] মুনিগণের পর্য্যন্ত মন অপহৃত হইয়া থাকে।

ভগবদনুভূতি

বদ্ধজীবসমূহ অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিমুখতার দরুণ উপনীত হইয়া নানা-প্রকার উচ্চনীচ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে এবং কর্ম্মফলে যখন যে প্রকার বাসনার প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আমিত্বের আরোপ করত স্বতন্ত্র দেহের সুখ-সাধনে নিযুক্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে। বহির্ম্মুখ বুদ্ধির প্রবল বেগে অনুশীলন হইতে থাকায় বদ্ধজীবগণ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা আদৌ বুঝিতে পারে না। বরং শুদ্ধ ভক্তগণের সঙ্গ বর্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় নিজ চেষ্টায় দৈহিক সুখসাধনে অসমর্থ হইলে বদ্ধজীবগণ কখন কখন পুরুষ-তুল্য কপট হিতৈষী বা স্বজনাভাসগণ, রাবণ-তুল্য সীতাহরণকারী কপট সাধু ও ভণ্ডাচার্য্য তুল্য কপট গুরুর সাহায্য গ্রহণ করিতে উদ্যত হয় এবং অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় বহির্ম্মুখস্রোতকে খরতর-বেগে চালাইতে থাকে।

২। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকল জীবের একমাত্র বান্ধব বন্ধু। তিনি জীবমাত্রেরই হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে অবস্থান করেন। যদি তিনি কোন বদ্ধজীবকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার শক্তি প্রভাবে সেই বদ্ধজীব শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ লাভ করিবার জন্য রুচি-বিশিষ্ট হন এবং শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ লাভ করত আচার্য্যরূপী ভগবানের নিকট হইতে ভগবন্নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তৎকীর্ত্তনে রত হইয়া থাকেন।

৩। শব্দব্রহ্মরূপী ভগবানের মূর্ত্তিমান্ ভগবন্নাম শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে ভগবান্ বদ্ধজীবের হৃদয়-মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করেন। তখন বদ্ধজীব নাস্তিক স্বভাববশতঃ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। পরে যখন ভগবৎকৃপা-বলে আচার্য্যরূপী ভগবানের সঙ্গ হয়, তখন ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন এবং ভগবন্নাম-গ্রহণ-কালে উহার আলোকে অন্ধকার নাশের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অপবিত্রতর বাসনার ক্ষয় হইতেছে বুঝিতে পারেন। অতঃপর যখন ভগবন্নাম নিজ শ্রীমূর্ত্তি (অর্থাৎ শ্যামসুন্দররূপ), গুণ ও লীলা সেই নাম-গ্রহণকারীর হৃদয়ে প্রকট করেন, তখন সেই ব্যক্তি মত্ত হন ও পরমানন্দে চিরতরে মগ্ন হন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভগবৎকৃপাই ভগবদ্দর্শনের মূলীভূত কারণ।

মাদ্রাজে মহাপ্রভুর মহিমা-কীর্ত্তনে 'বন' মহারাজ

অখিল ভারতীয় [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ, শ্রীপাদ হয়গ্রীব [illegible] ব্রহ্মচারিদ্বয়-সমভিব্যাহারে মাদ্রাজে মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। বেজওয়াড়া [illegible] ২০-৭-৩০ তারিখের পত্রে আমরা অবগত হইলাম— শ্রীপাদ বন মহারাজ রাজমহেন্দ্রির অপর পারে অর্থাৎ গোদাবরীর পশ্চিম তীরে 'কভুর' নামক স্থান হইতে গত ১৭ই (?) জুলাই [illegible] নামক স্থানে আসিয়াছেন। স্থানীয় [illegible] শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। তাঁহার সহিত শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রায় ছয়-ঘণ্টাকাল শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবার সহিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রচারিত বালগোপাল-উপাসনার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছিল। পঞ্চ প্রকারে সেবার তারতম্য শ্রবণে মাধ্ব মহাশয় বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তিনি শ্রীপাদ বন মহারাজকে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনী ও প্রচারিত [illegible] তাহার [illegible] একখানি গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন। গত ১৯শে জুলাই তারিখে স্বামিজী সদলে [illegible] জেলায় মঙ্গলগিরি নামক স্থানে শুভ বিজয় করিয়াছেন। পর্ব্বতোপরি শ্রীপানা-নৃসিংহদেবের মন্দিরের নিকটে শ্রীপাদপীঠের মন্দির নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। গত ২০শে জুলাই তারিখে শ্রীমন্দিরের ট্রাষ্টিগণকে লইয়া স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলেই মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ করা হইবে এইরূপ কথা ছিল। এদেশে তেলেগু ভাষা না জানা থাকিলে খুবই অসুবিধা হয়। ইংরাজী অনেকেই জানেন না। শ্রীপাদ বন মহারাজ এখানকার শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভুকে রাখিয়া সদলে বেজওয়াড়া হইয়া কভুর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তথায় একটি স্থায়ী মঠের ব্যবস্থা চলিতেছে। দাক্ষিণাত্যে শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রায় সকল বক্তৃতার কথাই দৈনিক 'হিন্দু' কাগজে উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যবাসিগণ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত দেশে মহাপ্রভুর নিজজনগণ দ্বারা তাঁহারই কথা প্রচারিত হইতেছে, ইহা আমাদের একটী বড়ই গৌরবের কথা।

টাটানগরে নেমি মহারাজ

(তারের সংবাদ)

২৩-৭-৩০

শ্রীযুক্ত যোগেশ নাথ মুখোপাধ্যায় সাক্‌চি হইতে তার করিতেছেন, গত ২২শে জুলাই [illegible] বৈষ্ণবী রোডে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত একটী বিরাট সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে নামসংকীর্ত্তন সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষক-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিতা ছিলেন। সকলেই বক্তৃতা শ্রবণে আনন্দ লাভ করিয়াছেন। স্বামিজী টাটানগর হইতে সদলবলে চাইবাসা এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ পুরী মহারাজ শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভুর সহিত চাণ্ডিল [illegible] যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ১২৩ সংখ্যা নদীয়াপ্রকাশের ৪র্থ পৃষ্ঠার ৪র্থ স্তম্ভে 'পুরীতে গোস্বামি-ভক্তিশাস্ত্র প্রভু' শীর্ষক তারের সংবাদের ৪র্থ পংক্তিতে 'রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক' স্থলে 'স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়' হইবে। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

গৌড়ীয় মঠ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
[illegible]-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১।০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাধারণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতিপাদ্য বিষয় সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

।√০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী, এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজন ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন কাতর আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে অকপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উভয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অষ্টপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ কত অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ সাধনে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাষায় লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অর্থ-প্রসঙ্গে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸/০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের [illegible] গ্রন্থ। ইহাতে বঙ্গানুবাদের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।√০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে √০
২। ভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১।০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
৯। [illegible] (মূল) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের [illegible] (রামানুজীয়) ।০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।√০
১৫। দীপ-নির্দ্দশন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৴
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।√০
ঐ ঐ বাঁধা ৸০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রী[illegible] ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপঞ্চক ও [illegible] মাত্র ।√০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible] ৶০
[illegible] ।√০
[illegible] ।০
[illegible] ৲
[illegible] ।০
[illegible] শিক্ষা ৸০
[illegible] ।০
[illegible] ৸০
[illegible] বিরাট, দ্বিতীয় [illegible] ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] পারিয়াছেন। ([illegible]) [illegible] জানিবার জন্ম এক আনার টিকেট সহ [illegible] অনুসন্ধান করুন। শ্রীকিশোরীলাল [illegible] উকীল পোঃ [illegible]

[illegible] অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] যে আমার [illegible] কঠিন যক্ষারোগ [illegible] এবং কলিকাতার [illegible] জীবনের আশা [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু [illegible] ঔষধ মাত্র ১২ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) শ্রীব্রজকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই [illegible] নানাবিধ [illegible] করিয়া আছে মরা করিয়া রাখিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, [illegible] বাতবেদনা, [illegible] অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, [illegible] বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible] শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে [illegible] ভাবে নিরাশ হইয়াছেন,

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের [illegible], বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড, অক্ষরে [illegible] ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

[illegible] একান্ত প্রয়োজনীয়

[illegible] ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

[illegible] বিরাজিত [illegible]

ভিক্ষা ৴৫ আনা মাত্র

[illegible]—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] বিনামূল্যে [illegible] ৬টি [illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] প্রস্তুত।

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, [illegible] অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible] অসাধারণ [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক [illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। [illegible]

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের [illegible] মূল্যও অতীব কম। [illegible] প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই [illegible] ও সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত [illegible] উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" [illegible] হাত পায়ের জ্বালা, অম্লরোগ, [illegible] করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও [illegible] মজবুত [illegible] ইহা অদ্বিতীয়। [illegible] প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "[illegible]"—ইহা [illegible] সেরা। [illegible] চিক্কণ করিতে ও চুলের [illegible] করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারের [illegible] প্রশংসায় করিয়া থাকে। [illegible] মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। [illegible] আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। [illegible] মূল্য ১ টাকা।

সমস্ত [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান :— [illegible] কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পড়ে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্. এ প্রণীত (লাহোর)

[illegible]

এই খানি [illegible]

[illegible]

উৎকৃষ্ট (ইং) [illegible] ২৲ দুই টাকা মাত্র

[illegible]

—[illegible] প্রিন্টিং [illegible] হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ভট্টাচার্য্য [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

দশমস্কন্ধ সম্পূর্ণের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখিকার

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্র খণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চাটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাসদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিংড়িপোতা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, - আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ ওল্ডহাম রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ ঘোষ—বড় লাল ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দে ওয়ানপাড়া, ফালাকাটা কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—৭৭।২নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম. এস. সি, ইন্ দি মঠ, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—গোপালনগর, নদীয়া.
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিপিনমোহন দে - মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পড়গাড় বেড়াচাঁপা, ২৪ প. প
৯। শ্রীসনাতন চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, মানভূম
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিসুধাকর বানবান।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

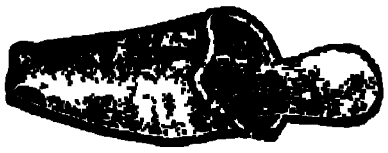

চটি, স্লিপার ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী— এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা:- টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলের পরিচায়ক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ॥০ আনায় সাবধানতার একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৪॥০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও খাঁটি শিশি ৸০ আনা, ডজন ... ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১২৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই শ্রাবণ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ২৯শে জুলাই ১৯৩০

মহাত্মা গান্ধীর পত্র

মিসেস্ হাসান ইমামের কৈফিয়ৎ তলব

ট্যাক্স বন্ধ

গান্ধীটুপি ব্যবহারের দণ্ডাজ্ঞা রহিত

নবদ্বীপে পাবলিক মিটীং

কলিকাতায় আইন অমান্য পরিষদ

ভীষণ চুরী

পিকেটারের উপর পুলিশের অত্যাচারে শ্রমিক দল

৪৯ দফা কারাবাস

পিকেটীংএ মহিলার কারাদণ্ড

নানা কথা

মহাত্মা গান্ধীর পত্র

পাঠকগণ অবগত আছেন যে সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও মিঃ এম এইচ জয়াকার মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত দুই দিন অনেক ক্ষণ ধরিয়া মহাত্মা গান্ধীর কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। গত [illegible] জুলাই মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের হস্তে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে পত্র দিয়াছেন। মিঃ জয়াকার ও সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু সেই পত্র লইয়া গত ২৫শে জুলাই এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন।

নবদ্বীপ—জেলা নদীয়া

নবদ্বীপে হঠাৎ অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ায় কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের আবগারী দোকানে পিকেটীং করা জন্য গত ২৪শে জুলাই তারিখে ৬ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ঐদিন এই কারণে বৈকালে মিছিল হইয়া পাবলিক [illegible] হইয়াছিল।

মিসেস হাসান ইমামের কৈফিয়ৎ তলব

পাটনা হইতে ২৩শে জুলাই তারিখের সংবাদে জানা যায়, বিনা অনুমতিতে মিছিল বাহির করার জন্য মিসেস হাসান ইমাম এবং তাঁহার কন্যা মিসেস সামির আদালত হইতে কৈফিয়ৎ তলব হইয়াছে এবং কারণ দর্শাইবার জন্য তাঁহাদের উপর সমন জারি হইয়াছে।

নাটোর

গত রবিবার নাটোরে আবগারি দোকানে পিকেটীং করার জন্য ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তন্মধ্যে ২৩ জনের ছয়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে, বাকী ৮ জনের বয়স খুব কম বলিয়া খালাস পাইয়াছে। গত শুক্রবারে যে ১১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছিল তন্মধ্যে ৮ জনের ১মাস করিয়া জেল হইয়াছে, বাকি ৩ জন কম বয়স বলিয়া খালাস পাইয়াছে।

৪৯ দফা কারাবাস

সেখ ইসমাইল নামক এক ব্যক্তি চৌরঙ্গী রোডে সন্দিগ্ধ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারার্থে আনীত হইলে জানা যায় যে ইতঃপূর্ব্বেই তাহার ৪৮ বার জেল হইয়াছে। বিচারক তাহাকে ৩ মাস কারাবাসের আদেশ দিয়া প্রকাশ করেন যে এই লোক জেলে যাইবার উৎসুক।

নাগপুরে গ্রেপ্তার

১০৮ ধারা অনুসারে [illegible] বাজেয়াপ্ত করিয়াছে তাহা বিক্রয়ের সম্বন্ধে সি, পি, মারাঠি যুদ্ধ সমিতির সম্পাদক [illegible] পুনাম চাঁদ রাঙ্কা, ঐ [illegible] এল, বি, খারে, মিঃ নীলকণ্ঠ রাও, মিঃ দেশমুখ, এবং মিঃ ধর্ম্মাধিকারীকে তাঁহাদের বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ট্যাক্স বন্ধ

বিহার প্রদেশের বেতিয়া ও পাইলাপার জন চৌকিদারি ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। [illegible] থানার ৫ জন চৌকিদার পদত্যাগ করিয়াছে। সুনামগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং গিয়া চেষ্টা করিয়াও কাহাকেও চৌকিদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। পাইলাপার ৫ জন [illegible] পদত্যাগ করায় তাঁহাদের ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে।

ভাগলপুরে বিরাট শোভাযাত্রা

গত সোমবার রাত্রি ১২ টার শ্রীমতী [illegible] যান। [illegible] বাড়ীর [illegible] এবং [illegible] দেখা যায়!

[illegible] শোভাযাত্রা [illegible] লোক [illegible] পুষ্প ও গোলাপ [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

[illegible] মিলেদের [illegible]

[illegible] হইয়া [illegible] মাসের [illegible] জন লোক [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] মরপাকড়

[illegible] জন কংগ্রেস কর্মী [illegible] এবং [illegible] দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য [illegible] কংগ্রেস কর্মী [illegible] হইয়াছেন এবং [illegible] অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

লায়েলপুর উপদেশকের জেল

জেলা কংগ্রেস সমিতির [illegible] ৩ মাস [illegible] ও ১০০০ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। [illegible] পিকেটিং [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কলিকাতার আইন অমান্য পরিষদ

[illegible] হ্যারিসন রোডের আইন অমান্য পরিষদ আবার বৃহস্পতিবারে খানাতল্লাস [illegible] এবং কতকগুলি [illegible] পুলিশের [illegible] পুলিশ খানাতল্লাসের পর দরজায় চাবী দিয়া [illegible] কনেষ্টবল মোতায়েন করিয়াছেন। ঐ স্থানে [illegible] জন লোক ছিল পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গত বুধবারে খানাতল্লাস কালে যে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে শ্রীযুত [illegible] ঘোষ ভিন্ন বাকী সকলকে পুলিশ ছাড়িয়া দিয়াছে।

ভীষণ চুরী

[illegible]-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] বাটীতে সম্প্রতি এক ভীষণ চুরী হইয়া গিয়াছে। [illegible] রাত্রে কয়েকজন চোর সিঁধ কাটিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া নগদ ও গহনায় প্রায় ৮০০ টাকা চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে।

ঐ বাজারের এক [illegible] দোকানেও চুরী [illegible] চোর ঘরে প্রবেশ করিয়া শুধু [illegible] [illegible] গিয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডে মহিলা দগ্ধ

গত রবিবার দিন [illegible] প্রদেশের শিকারপুর এলেকায় মদ্য-বিক্রেতৃগণকে মদ্য সরবরাহ করিবার কালে সত্যাগ্রহীগণ বাধা দেওয়ায় পুলিশ লাঠিদ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করে। এই সংবাদ পাইয়া বহু সংখ্যক লোক সেই স্থানে সমবেত হইয়া মদের পিপাগুলিতে আগুন লাগাইয়া দেয়। [illegible] অগ্নিকাণ্ডে [illegible] বাড়ি ও দোকান আগুনে পোড়াইয়া দিয়াছে। [illegible] [illegible] পুড়িয়া গিয়াছেন।

পিকেটিংয়ে ঢোল মহরৎ

গত ২৮শে জুলাই পিকেটারগণ ঢোল বাজাইয়া [illegible] পিকেটিং করিতেছিলেন, [illegible] জন স্বেচ্ছাসেবক এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রেপ্তারের পর ছাত্রগণ সকলে [illegible] ও কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

পুলিশ বনাম শ্রমিক

গত বৃহস্পতিবার [illegible] মধ্যে [illegible] একটি মদের দোকানে পিকেটিং কালে পুলিশ [illegible] পিকেটারদিগকে [illegible] করিয়া দিয়াছিল। [illegible] পথে যাইতেছিল। [illegible] পিকেটারগণের উপর [illegible] ব্যবহার দেখিয়া [illegible] দোকানে প্রবেশ করে এবং [illegible] অনেক মদের বোতল ভাঙ্গিয়া দেয় এবং [illegible] আগুন লাগাইয়া দেয়। কাহার [illegible] নির্বাপিত করে। আরও পুলিশ আসিয়া জনতাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের মধ্যে [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পিকেটিংয়ে মহিলার কারাদণ্ড

[illegible] সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা [illegible] দাস, [illegible] দেবী, [illegible] কুমারী, শ্রীমতী [illegible] দেবী, [illegible] পাঞ্জাবী, [illegible] এবং চামেলি দেবীকে গত বুধবার কলিকাতার বড়বাজারে পিকেটিং করা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ২৮শে জুলাই তাহাদের বিচার হইয়া প্রথম [illegible] এবং চামেলী দেবীর [illegible] কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। [illegible] পর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল।

মিসেস চারুপ্রভার গ্রেপ্তার

[illegible] মহিলা সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিসেস চারু-[illegible] গত ২৩শে জুলাই ১৯২২ সালের আইনের ২২ [illegible] ৩ ক্লজ অনুসারে পুলিশকে কর্ত্তব্যে [illegible] করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বাঁকুড়াতে কলেজ ত্যাগ

[illegible] জেলা কংগ্রেস সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা [illegible] ঘোষের সভাপতিত্বে বাঁকুড়া [illegible] কলেজের ছাত্রগণের যে সভা হইয়াছিল তাহাতে ছাত্রগণ [illegible] পাঠাভ্যাস বন্ধ রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কলেজ হোষ্টেলের [illegible] হোষ্টেল ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বাড়ী [illegible] সেখানে তাঁহারা দেশের কার্য্য করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিদেশী বস্ত্র বন্ধ

[illegible] বস্ত্র [illegible] অধিবেশন হয়। [illegible] তাহাতে [illegible] দিন ধরিয়া বাদানুবাদের পর স্থির হইয়াছে যে তাঁহারা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হরতাল পালন করিবেন এবং কোনও বিদেশী বস্ত্র আমদানি করিবেন না। যে পর্য্যন্ত না সমস্ত [illegible] করিয়া সরকার বাহাদুর ভারতবর্ষের জাতীয় প্রার্থনা মঞ্জুর না করেন ততদিন এই হরতাল চলিবে। এই সমিতি বোম্বাই সহরের প্রধান বস্ত্র ব্যবসায় পরিচালনা করেন এবং বার্ষিক ৩০ কোটী টাকার বিদেশী বস্ত্র আমদানী হইত।

বঙ্গীয় প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস সমিতি

গত বৃহস্পতিবারে পুলিশ কলিকাতার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি পুনরায় খানাতল্লাস করিয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রীযুক্ত [illegible] দাস সহ ৪৮ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

লাহোর এলেকায় [illegible] পাশ হইতে [illegible] যাইবার পথে ২৪শে জুলাই তারিখে ৩ জন ইউরোপীয়ের এবং ৬ জন ভারতবর্ষীয়ের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

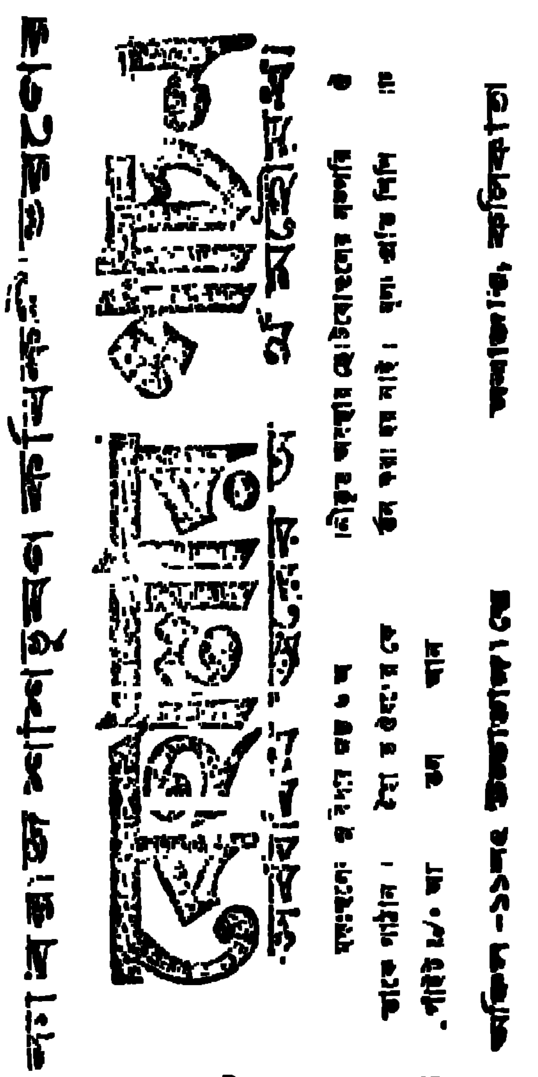

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধবজ ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] শুক্রশাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, [illegible] নিদ্রার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] সঞ্জীবনী ঘৃত"

[illegible] আরোগ্য [illegible] ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নদোষ-বিনাশিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নচেৎ জোয়াচোরগণ বাজারের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং স্ট্রিকনিন আছে।

এই কেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বারটী ইন-জেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটারীজ [illegible] কলিকাতা

অন্যাভিলাষ

কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি ব্যতীত ইতর অভিলাষকে অন্যাভিলাষ বলে। অন্যাভিলাষিতা-শূন্য ভক্তিই শুদ্ধভক্তি। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে এই কথা লিখিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শুদ্ধভক্তিসাধনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে এই উপদেশটী কণ্ঠমালার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠে ধারণ করা কর্ত্তব্য। আমরা পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট অনুক্ষণ এই কথাটী শুনিতে পাই যে, এই সংসার-সমুদ্রে ভাসমান নরদেহরূপ নৌকা-দ্বারাই সংসার-সাগর পার হওয়া যায়, কিন্তু যদি উহাতে একটুকু ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, তবে অমনি অপার জলরাশি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে জলমগ্ন করিয়া দিবে অর্থাৎ অন্তরে বিন্দুমাত্র অন্যাভিলাষ প্রবেশ করিলে কুটিনাটী সমস্ত আর ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে না দিয়া ক্রমে বাসনা বৃদ্ধি করাইয়া সংসারে পুনঃ প্রবেশ করাইয়া ফেলিবে। ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥

আমাদের চিত্তই আমাদের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। উহা বিষয়ে রত হইলে সংসারে আবদ্ধ করে, আবার সেই চিত্তই যখন ভগবানে নিযুক্ত হয়, তাহাই মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, চিত্তই আমাদিগের পরম শত্রু, আবার উহাই আমাদিগের একমাত্র মিত্র। সুতরাং যাহাতে আমরা উহাকে চিরমিত্র করিতে পারি, তজ্জন্যই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বিষয়সকলের ধ্যান দ্বারা চিত্তে 'কাম' জন্মে। কাম কিছু প্রেম নহে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা—'কাম' আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির নাম—প্রেম। অতএব আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কখনই কৃষ্ণে অমলা ভক্তি লাভ করিতে পারা যাইবে না।

অনেক স্থলে আমাদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা না থাকিলেও অন্যের ইন্দ্রিয় প্রীতির নিমিত্ত আমরা অনেক সময় চেষ্টা করিয়া থাকি। উহাও অন্যাভিলাষ। যেহেতু আমরা শ্রীগুরু পাদপদ্মে এইটুকু জানিয়াছি যে, আমাদের নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্য নাই। প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৭

(১)

(ক) কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ বর্ত্তমান থাকিতে জীবের শুদ্ধভাবে কৃষ্ণসেবা হওয়া অসম্ভব

(খ) চিত্তকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অন্তর্নিবিষ্ট না করা পর্য্যন্ত চিত্তের চাঞ্চল্য দূরীভূত হয় না

(গ) নিজসুখ-চেষ্টার নাম কাম এবং কৃষ্ণসুখ-চেষ্টার নাম প্রেম, কাম বর্ত্তমানে প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা নাই

(ঘ) পরোপদেশে পণ্ডিত হইবার পূর্ব্বে অগ্রে নিজে নিষ্কপটে সদ্গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গুরুদেবের উপদেশাবলীর অনুসরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য

(২)

শ্রীশ্রীআলালনাথ-মন্দির-সংস্কারে সাহায্য-প্রদান

(৩)

(ক) কৃষ্ণদাসানুদাসত্বই জীবের স্বরূপ-পরিচয়, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা

(খ) কৃষ্ণদাসাভিমান অপেক্ষা কৃষ্ণদাসানুদাসাভিমানেই জীবের স্বরূপেতরাভিমান দূর হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি সম্ভব হয়

(গ) 'আমি বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে হরিভজনোপযোগী "তৃণাপেক্ষা দীন, বৃক্ষসম সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ"—এই গুণচতুষ্টয়-বর্জ্জিত হইয়া দাম্ভিক হইয়া পড়িতে হয়; দাম্ভিক অভিষ্টস্বরূপে ভক্ত্যঙ্গ যাজনাভিনয় করিলেও তদ্দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতি সাধিত হয় না

(৪)

(ক) সহজপ্রেমিক ভগবদ্ভক্ত আত্মপ্রশংসায় সর্ব্বদাই উদাসীন ও নিন্দায় আনন্দ লাভ করেন

(খ) সোপাধিক ও নিরুপাধিক প্রেম—(১) আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলা কৃষ্ণপ্রীতিচেষ্টাই সোপাধিক ও (২) কেবলা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমুখা কৃষ্ণপ্রীতিবিধানচেষ্টাই নিরুপাধিক প্রেম, নিরুপাধিক প্রেম কৃষ্ণপ্রতি শুদ্ধ-আত্মার সহজ সরল স্বাভাবিক আকৃষ্টি, উপাধিক প্রেম জীবের বদ্ধাবস্থার ফল ও স্থূল্য উপাধিদ্বয়ের সম্বন্ধ-বিজড়িত

(গ) নিরুপাধিক প্রেম নিত্যবস্তু, পরন্তু সোপাধিক প্রেম অনিত্য। সোপাধিক প্রেমে কৃত্রিমতা বর্ত্তমান বলিয়া সেই প্রেমের পাত্র প্রশংসায় তুষ্ট ও নিন্দায় রুষ্ট হন, পরন্তু নিরুপাধিক প্রেমের পাত্র নিন্দা ও স্তুতিতে অবিচলিতচিত্ত

(৫)

ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠে সাগরমহারাজ

প্রাপ্ত ব্যক্তি কৌমারাবস্থা হইতেই ভাগবতধর্ম্মের আচরণ করিবেন। যেহেতু এই মনুষ্য জন্ম [illegible] । [illegible] কেননা [illegible] [illegible] করিবার পর [illegible] লাভ হইয়াছে [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষার্থ [illegible] [illegible] [illegible], তাহার কোন [illegible] [illegible] অর্থ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চেষ্টা না করিয়া [illegible], [illegible] [illegible] নিযুক্ত করাই [illegible]।

[illegible] একটী [illegible] পরিত্যাগ করিয়া ভাগবতধর্ম্ম আচরণের আমার সময় নাই। আমার [illegible] স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন আছেন, তাঁহাদের [illegible] [illegible]। [illegible] প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—

কুটুম্ব[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]॥

[illegible] কুটুম্বপোষণে [illegible] ব্যক্তি স্ত্রী-[illegible] সেবায় [illegible] নিজ [illegible] পুরুষার্থ বিস্মৃত হ[illegible] [illegible] না—অথবা [illegible] বুঝিতেও পারে না, ([illegible]) [illegible] [illegible] স্ত্রী-পুত্রাদির সেবা [illegible] প্রীতি-প্রদর্শন [illegible] আনন্দিত [illegible] [illegible] থাকিলেও [illegible]।

[illegible] একটুকু [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] নিমিত্ত এক[illegible]

শ্রীআলালনাথ মন্দির-সংস্কারে সাহায্য-প্রদান

আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত জানিতেছি যে, শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির-সংস্কার-কল্পে [illegible] ২৫০ আড়াইশত টাকা, [illegible] আড়াইশত টাকা এবং জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ মহাশয় ১০০ একশত টাকা প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য লোকে অনেক প্রকারে অর্থের অপব্যয় করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে পরমার্থ-[illegible] অর্থের সদ্ব্যবহারই তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার। অন্যান্য নিজের অথবা কাহারও দেহ মনের সুখসম্পদ-সম্পাদন অপেক্ষা কৃষ্ণসুখ-সম্পাদন-দ্বারা চিদানন্দ লাভই সুবর্ণ সুবিধার পরিচয়। আমরা উপর্যুক্ত সজ্জনগণের বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি এবং অভিনন্দন জানাইতেছি, তাঁহাদের অপর সেবাচেষ্টা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হউক, তাঁহারা পোষণে সমৃদ্ধ হউন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম ত্রিদণ্ডি আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর আন্তরিক সেবা-চেষ্টায় উক্ত মন্দির-সংস্কার-কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

জন শ্রেষ্ঠ বক্তা বা গায়ক অথবা মহাভাগবত প্রভৃতি মনে করি; কিন্তু যখন শ্রীমদ্ গুরুদেবের উপদেশ আমার চিত্তবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখি, তখন দেখি অন্ধকার। হায় হায়, এ কি করিলাম? আমি কি বুঝিলাম? শ্রীগুরুপাদপদ্মে কতটুকু আশ্রয় লইলাম? শ্রীগুরুদেবের উপদেশবাণী কতটুকু গ্রহণ করিতে পারিলাম? "[illegible] ঘোড়ায় চড়ে" এই বলিয়া যদি আমি অনন্তকাল চীৎকার করিতে থাকি, তবে কি আমারও [illegible] ঘোড়ায় চড়ার কার্য্য হইয়া যাবে? তাহা যেরূপ অসম্ভব, তদ্রূপ যে দিন পর্য্যন্ত আমার অনর্থনিবৃত্তি না হইবে, সেদিন কেবল বুলি আওড়াইলে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিতে পারিব না। এই জন্যই আমরা যদি যথার্থই আত্মমঙ্গল বাঞ্ছা করি, তবে শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট [illegible]—শ্রীগুরুদেবের উপদেশাবলীর [illegible] অনুসরণ করিয়া—[illegible] অক্ষরে অক্ষরে [illegible] করিয়া মানবের অমূল্য জন্ম [illegible] কর্তব্য।

ভগবদ্দাসদাসত্বই শ্রেয়ঃ-পন্থা

শ্রীশ্রীমদ্ গৌরাঙ্গসুন্দরই অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন অর্থাৎ পরমেশ্বর বস্তু। যেহেতু তিনি জীব জগতে ধরাধামে প্রকট হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি আপনাকে গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাস বলিলেন। পাছে কোন জীব বস্তু-জ্ঞানের অভাব বশতঃ আপনাকে কৃষ্ণ বা পরমেশ্বর বলিয়া [illegible] পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভাবে [illegible] হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে বিপদে পড়ে, সেইজন্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজেকে পরমেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন না এবং কাহাকেও তাহা বলিতে দিলেন না।

২। শ্রীকৃষ্ণ যে সময় ধরাধামে প্রকট ছিলেন, সে কালে শ্রীদাম সুদামাদি ভক্তগণ কর্তৃক তিনি সেবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং গোপীভর্ত্তা যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দাস [illegible] শ্রীরূপানুগাদি ভক্তগণ আছেন। বর্ত্তমানকালে শ্রীকৃষ্ণ সেই গোষ্ঠলীলা আর প্রকাশ করেন না। এক্ষণে আমরা সেই অপ্রকট গোষ্ঠলীলার কথা আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে কৃষ্ণদাসগণের দাসগণের মুখকমল হইতে শ্রবণ করিতে পারি। যদি আমরা কৃষ্ণদাসগণের দাসানুদাস সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলেই অপ্রকট গোষ্ঠলীলার কথা শ্রবণ করিতে সমর্থ হই ও অন্য বিষয়ের কীর্ত্তন-প্রভাবে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া অপ্রকট-লীলাকে আমাদিগের হৃদয়ে প্রকট করিতে ও তদ্দ্বারা বিমল নিত্যানন্দে মগ্ন হইবারও [illegible] করিতে পারি।

৩। যেমন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের "ডাইলিউসন" অধিক হইলে শক্তির আধিক্য হয়, সেই প্রকার জীবোদ্ধার-কার্য্যে ভগবান অপেক্ষা তাঁহার দাসের শক্তি অধিকতর এবং সেই দাসাপেক্ষা তাঁহার দাসের শক্তি অধিকতর। সাক্ষাৎ-স্বরূপ ভগবান বা তদীয় দাসগণ যখন দর্শন দান বা উপদেশ বর্ষণ করেন না তখন ভগবদ্দাসগণের দাসানুদাস যখন দর্শন দান ও উপদেশ বর্ষণ করিয়া থাকেন, আমাদিগের ন্যায় কলিহত জীবের পক্ষে ভগবদ্দাস-দাসগণই বিশেষ উপকার।

৪। দুর্ব্বাসনা-বশতঃ যে সকল জীব ভগবদ্দাসগণের দাসত্ব করিবার জন্য লালায়িত হইবার পূর্ব্বেই ভগবান বা ঈশ্বর ভগবানের সেবা করিবার জন্য বুদ্ধি-বিশিষ্ট হন, তাঁহারা ধার্ম্মিক ও ভগবৎ-কৃপালাভে সমর্থ হন না। মায়াদেবী ভগবদ্ভক্তি-বিমুখ তাঁহাদিগের হৃদয়ে ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি প্রদান করত তাঁহাদিগকে সংশোধন করিবার উদ্দেশে অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। যাবৎ না তাঁহারা ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইয়া "হা হতোস্মি" করিতে করিতে ভগবদ্দাসগণের শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইয়া বিনীতভাবে সদুপদেশ প্রার্থনা করিবেন ও সদুপদেশ প্রদাতার তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে চলিতে সমর্থ হইবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা মায়ার ছলনা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না।

৫। 'আমি বৈষ্ণব'—এ বুদ্ধি হইলে অমানী হওয়া যায় না। যাঁহারা অমানী হইতে পারেন না, তাঁহারা দাম্ভিক। দাম্ভিকগণ মায়ার দাস। একমাত্র ভগবদ্দাস-দাসগণের দাসগণই অমানী। যাঁহারা অমানী, তাঁহারা আপনাদিগকে দীন ও হীন বলিয়া বুঝেন। যে সমুদয় ব্যক্তি আপনাদিগকে দীন ও হীন বলিয়া বুঝেন, তাঁহারা ভগবদ্দাসগণের দাসের আজ্ঞা পালনে তৎপর। মাত্র দাম্ভিকগণ আজ্ঞা পালেন না। ভোগবুদ্ধিই দাম্ভিকতার লক্ষণ। পাছে ভোগে বাধা হয়, তজ্জন্য মায়াবাদিরূপ জীবসমূহ দাম্ভিক থাকিতে থাকে ও সজ্জনগণের অপ্রাপ্যতে বিরক্ত হইয়া থাকে। এখন দাম্ভিকগণ যে ভগবদুপাসনার ভান দেখান, তাহা কপটতাপূর্ণ ও লোকবঞ্চনামূলক। রৌরব নামক নরক তাঁহাদিগের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা ভগবদ্দাসগণের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করেন। জগতে সমস্ত অনর্থ তাঁহাদিগের কর্তৃকই আনীত হয়। যে সকল অজ্ঞলোক তাঁহাদিগের চাটুবাক্যে ভুলিয়া যায়, তাহারাও অবশেষে দাম্ভিক সাজিয়া ভগবদ্দাসগণকে বিদ্বেষ করিতে শিখে। যাবৎ না ভগবদ্দাসগণের বিদ্বেষকারী দাম্ভিকগণের বুদ্ধি সংশোধিত হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শাশ্বতশান্তি মনুষ্যসমাজে পরিলক্ষিত হইবে না। অতএব লোকের কর্তব্য শীঘ্র শীঘ্র দাম্ভিক মনুষ্যগণের বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করা এবং তজ্জন্যে সাধ্য [illegible]

ভগবদ্ভক্ত প্রশংসায় উদাসীন ও নিন্দায় আনন্দ পান

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের [illegible] কথা,—"[illegible] ছিদ্রেষু [illegible] নিন্দাদি [illegible] পরিমাণ [illegible]। দোষেণ [illegible] [illegible] কোনোপাদানবতী [illegible] [illegible] চিত্তং [illegible] প্রক্রিয়া" অর্থাৎ স্বাভাবিক বা স্বাভাবিক প্রেমের প্রক্রিয়া এইরূপ জগতে খেলা করে যে, যাঁর স্তুতি শ্রবণ করিলে উদাসীনতা দেখাইয়া বাধা বিঘ্নের ধারণ করে ও নিন্দা শুনিলে পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করে এবং প্রেমের পাত্রের কোন দোষ দেখিলে প্রেমের হ্রাস ও কোন গুণ দেখিলে প্রেমের বৃদ্ধি হয় না।

২। প্রেম দ্বিবিধ, যথা—সোপাধিক ও নিরুপাধিক। ভগবান্ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ও জীবসমূহ তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট বিধায় উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক বা স্বাভাবিক প্রীতিময় সম্বন্ধ ও পরস্পর আকর্ষণ নিত্য বর্ত্তমান, তাহা নিরুপাধিক প্রেম নামে প্রসিদ্ধ। জীব যখন নিজ শুদ্ধ-আত্মস্বরূপগত নিত্য ভগবদ্দাস্যপর অহৈতুক সম্বন্ধ ভুলিয়া প্রাকৃত দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করত নশ্বর স্ত্রীপুত্রাদির দেহ মনের সেবায় জীব দেহ মনের সুখার্থে নিযুক্ত হয় তখন সে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত আগন্তুক প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই আগন্তুক প্রণয়ই সোপাধিক 'প্রেম' শব্দবাচ্য। তরল-স্বভাব জল শৈত্য-সংযোগে বরফাকার ধারণ করিলে যেমন কঠিনাকারত্বরূপ একটি আগন্তুক ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, জীবের ভগবৎপ্রেম-পূর্ণ স্বভাবের উপর তদ্রূপ নশ্বর আগন্তুক সোপাধিক প্রেমের আবির্ভাব সিদ্ধ হয়। যেহেতু আগন্তুক সোপাধিক প্রেম কালে উৎপন্ন হয়, তন্নিমিত্ত উহা কালে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৩। নিরুপাধিক প্রেম নিত্যবস্তু। তন্নিমিত্ত তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। কাজেই প্রেমিক প্রশংসায় উৎফুল্ল বা নিন্দায় ব্যথিত হন না বরং প্রশংসাসূচক বাক্য শুনিলে তিনি নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করিবার [illegible] নিন্দা-তিক্ত হন এবং নিন্দাসূচক [illegible] শ্রবণ করিতেছে ভাবিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সোপাধিক প্রেম কৃত্রিম উপায়ে উৎপত্তি লাভ করে বলিয়া তাহার পাত্র প্রশংসায় তুষ্ট ও নিন্দায় রুষ্ট হয়। হাতী যেমন [illegible] মন্থর গমনে চলিয়া যায় ও শত শত কুকুরের চীৎকারের প্রতি কর্ণপাত করে না, নিরুপাধিক প্রেমের পাত্রগণ সেই প্রকার ভগবৎ প্রেম সাধনে স্তুতি-নিন্দায় অটল থাকেন। সোপাধিক প্রেমের পাত্রগণ যখন স্তুতি নিন্দায় কর্ণপাত করে ও বিচলিত হয়, তখন তাহাদের প্রেম কালে ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। যদি জীবিত কালে না হয়, মৃত্যুতে অবশ্যই হইবে।

—

ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠে

সাগর মহারাজ

পোঃ মাজু, জিলা হাওড়া
১১।৭।৩০

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ হাওড়া জিলার অন্তর্গত (আমতা লাইনের নিকটবর্ত্তী) মাজু ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণপাড়ার বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাস; শ্রীমঠে প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তন হইতেছে। বহু শ্রোতা পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে আসিতেছেন। জল-বৃষ্টির মধ্যেও তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণে আন্তরিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে। স্বামিজী লোক বাড়ী বাড়ী গিয়া কীর্ত্তন-মুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গৌড়ীয় সাহিত্য-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থমালা।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৷০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও আনুষঙ্গিক সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্ত সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৸০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রঙ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্ ।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য অবশ্য হইয়া জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উত্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ কত অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং দাতার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ পথ আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধারণেরজ্ঞানকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। [illegible] শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিশেষ বিশেষের লোকক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহৃত কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের [illegible] ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে [illegible]।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০

২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-গীতিকা ।০

৫। ভজনরহস্য ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲

" " আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০

৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত [illegible] ২৲

১০। বেদান্তসূত্র [illegible] (গোবিন্দভাষ্য) ৷০

১১। [illegible]

১২। শ্রীভাবনাসারসংগ্রহ (চতুর্থ সংস্করণ) ..

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০

১৫। দীপ-প্রদর্শন ৶০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵০ ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড ৶০

২২। [illegible] ।০

২৩। [illegible]

২৪। [illegible], গীতাবলী, [illegible], [illegible], নবদ্বীপশতক, [illegible] ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৵০

২৬ [illegible] ৷৵০

২৭। [illegible]

২৮ [illegible] (প্রথম চারিখণ্ড) [illegible]

২৯। [illegible] ।০

৩০। [illegible] ৳০

৩১ [illegible]

৩২ [illegible]

৩৩ [illegible] (দ্বিতীয়, তৃতীয় [illegible]) [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

[illegible] একমাত্র মহৌষধ, [illegible] কয় মাস সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] হইয়াছেন। [illegible] [illegible] অনুসন্ধান আবিষ্কার জন্য এবং [illegible] করুন। [illegible] [illegible]

[illegible] করিতে পারেন—

[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা [illegible] নদীয়া।

[illegible]

[illegible] আমার [illegible] কবিরাজ [illegible] মহাশয়গণ [illegible] [illegible] আরোগ্য লাভ করিয়াছি।

([illegible]) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible], নদীয়া [illegible]।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই [illegible] যাহারা নানা [illegible] অকালে [illegible] করিয়া [illegible] মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, [illegible] ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, [illegible], [illegible] সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা [illegible], বন্ধ্যা, [illegible], [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ [illegible] শাস্ত্রোক্ত [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] [illegible] বিনামূল্যে [illegible] হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] আমাদের [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

[illegible] সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] আমলকী, [illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, [illegible], যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] অপরিসীম [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, [illegible] প্রভৃতি [illegible] স্ত্রীরোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" -অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিডেন"--ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—— অন্যান্য আবিষ্কৃত ——

ঔষধ সম্বন্ধে [illegible] ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, [illegible] বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[illegible] বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

[illegible] গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

[illegible] একান্ত প্রয়োজনীয়

[illegible] ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

[illegible] ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ ! [illegible] পাওয়া পর্য্যন্ত

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্‌. এ প্রাজ (লাহোর)

[illegible]

[illegible] অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।

[illegible]

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র

[illegible] প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী এম্‌, বি, এর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

সম্পূর্ণ স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম গ্রাহকগণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্ত-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অপেক্ষাকৃত কম।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাক্তবং	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।৵
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাকৃত	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
শ্রীগীতাবলী প্রাকৃত	৲০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রাকৃত	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ, কলিকাতা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগঞ্জ, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব

২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৩নং নন্দলাল বসাক লেন, ঢাকা।

৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।

৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রণগ্রাম পোঃ, বর্দ্ধমান।

৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুষ্ঠিয়া, পোঃ, বীরভূম।

৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ বৃন্দাবন রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বস্ত্র ব্যবসায়ী, কালী, পুরী

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভাগবতভূষণ বর্দ্ধমান,

জামিদার কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামচরণ রায় —মেদিনীপুর, কাল নাথ

৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এ, প্রফেসর বি এল, কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস বৃন্দাবন, নদীয়া।

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস ব্রহ্মচারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিনোদমোহন দে নন্দলাল, দক্ষিণপাড়া, ঢাকা

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২১ পরগণা

৯। শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, বাগবাজার

১০। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিপ্রদীপ বাবা

১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবাসী

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

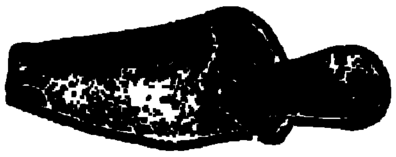

চটি, প্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম—

পারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলেন পরিচায়কে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বলফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

শ্রীচৈতন্যমঠের মাসিকপত্রিকা ও —"শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 44

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারপ্রাপ্ত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম দেয়। বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০ মাসিক ১৲ নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১২৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই শ্রাবণ ১৩৩৭ বুধবার ৩০শে জুলাই ১৯৩০

২৫০০ টাকা অপহৃত

শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের কারাদণ্ড

কংগ্রেস সম্পাদক

কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকের তিনমাস কারাদণ্ড

শিখ গ্রেপ্তার

গাঁজার দোকানে পিকেটীং

ভূমিকম্পে ২৫৭৩ মৃত

পিকেটীংএ স্কুল কলেজের অবস্থা

কলিকাতায় আবার দাঙ্গা

[illegible] বোমা, কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাস

নানা কথা

শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের কারাদণ্ড

শনিবার শিয়ালদহ পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, দাশগুপ্তের বিচারে ১৪৩ ধারার অভিযোগে নারী সত্যাগ্রহ সংঘের সম্পাদিকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের চারি মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। প্রকাশ—তিনি ২৫শে জুলাই ৭০ জন মহিলা লইয়া পুলিশ আদেশ অমান্য করিয়া গড়পার রোডে এক মিছিলে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

পুলিশ কমিশনারের আদেশের পরও তিনি সরিয়া যান নাই—মিঃ গর্ডন ও মিঃ এস, ব্যানার্জ্জী ৩৪ জন করিয়া মহিলাকে দলে দলে যাইতে দিতে চাহিয়াছিলেন: আসামী তাহাতে সম্মতা হন ও মিছিল ভাঙ্গিতে দেন নাই।

আসামী সত্যাগ্রহী বলিয়া আদালতে কিছু বলেন নাই বা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

আদালতে বহু মহিলা কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা আসামীকে জেল-গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই কারাদণ্ডের সংবাদ বড়বাজারে পৌছিলে তথাকার সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়।

কংগ্রেস সম্পাদক গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জের কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক বাবু বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস তিস্তু [illegible] কমিটির কতিপয় বন্দীগণ উপদ্রুত অঞ্চলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন, কিশোরগঞ্জের পুলিশ ইন্সপেক্টর তাঁহাকে মির্জ্জাপুর যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ভীষণ ডাকাতি ২৫০০ টাকা অপহৃত

গত ৪ঠা শ্রাবণ রাত্রে পাবনা [illegible] গ্রামের বনাঢ্য মুকুন্দ লাল সাহার বাটীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মশাল হস্তে ডাকাতগণ মধ্য রাত্রে দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে এবং গৃহবাসীদিগকে প্রহারে বিধ্বস্ত করিয়া জবাসকল [illegible] করিতে থাকে। ইতোমধ্যে [illegible] জাগরিত হইয়া উক্ত গ্রাম সংলগ্ন [illegible] গ্রামের প্রসিদ্ধ রায় পরিবারের লোকেরা বন্দুক লইয়া অগ্রসর হওয়া ভান করিতে থাকায় দুর্বৃত্তগণ সরিয়া পড়ে। প্রকাশ, দেড় হাজার টাকার অলঙ্কার ও নগদ একহাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে [illegible] বিষয় ডাকাইতগণ কতৃক [illegible] নাই।

অধ্যাপক গ্রেপ্তার

ব্যারাকপুর কংগ্রেস কমিটির [illegible] ও [illegible] অধ্যাপক সত্যপ্রসন্ন [illegible] [illegible] গ্রেপ্তার করা [illegible] ব্যারাকপুরে [illegible] হইয়াছে। তিনি ২৬ পরগণার [illegible] প্রধান কর্ম্মী।

চম্পারণ কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদকের তিনমাস কারাদণ্ড

চম্পারণ জেলা কংগ্রেস [illegible]

[illegible] সভাপতি [illegible] এবং [illegible] [illegible] ১২৭ [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। উহাদের প্রত্যেকের ৩ মাস সশ্রম [illegible] হইয়াছে।

গাঁজার দোকানে পিকেটীং

[illegible] শ্রীহরিপদ [illegible], কুমুদ [illegible] এবং ৪ জন [illegible] গাঁজার দোকানে [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছিল। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে [illegible] সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

[illegible] সমস্যার প্রতিকল্প

[illegible] শ্রমিক [illegible] সমস্যার কথা আলো[illegible] [illegible] প্রাপ্ত [illegible] [illegible] [illegible] লাভ করিতে [illegible] এবং অধিক [illegible] ইচ্ছা করে [illegible] একই [illegible] সকল [illegible] সমান আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেন যে, [illegible] এখন [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ছিল।

বিবিধ সংবাদ

[illegible]

[illegible] চলিতেছে। [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] লোকেরা পিকেটিং [illegible] [illegible]

আবার কলিকাতায় দাঙ্গা

গত [illegible] কলিকাতায় [illegible] এবং [illegible] নিকট [illegible] দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

[illegible] চলিয়াছিল। [illegible] উপর [illegible] করিয়াছিল। [illegible] তাহা এখনও জানা যায় নাই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দাঙ্গা চলিয়াছে।

দক্ষিণ কলিকাতায় পিকেটিং

রসা রোড এবং [illegible] রোডে [illegible] দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য [illegible] জন স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমতী [illegible] দেবীর নেতৃত্বে গমন করিয়াছেন।

দিনাজপুরে স্বেচ্ছাসেবকগণ দণ্ডিত

পিকেটিং [illegible] অশ্বিনীচরণ সেন এবং আরও ২ জন অভিযুক্ত হয়। প্রকাশ আসামিগণ [illegible] পিকেটিং করিতেছিল। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত [illegible] এজলাসে তাহাদের বিচার হয়। [illegible] প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করে। অবশিষ্ট [illegible] সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] বলিয়া [illegible] তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, পরে তাঁহার [illegible]।

কংগ্রেস আফিস খানাতল্লাস

গত শুক্রবার সকালে [illegible] কংগ্রেস কমিটির অফিস [illegible] করিয়া গিয়াছে। [illegible] কংগ্রেস কমিটির [illegible] কুমার [illegible] এবং [illegible] পুলিশ খানা দিয়াছিল। [illegible] কাগজপত্র পুলিশ লইয়া গিয়াছে।

[illegible] পিকেটারগণ [illegible] পিকেটিং সত্ত্বেও [illegible]

[illegible] পিকেটিং চলিতেছে। পিকেটারদের উপর [illegible] অত্যাচার চলিতেছে।

লাহোরে বোমা বিস্ফোরণ

লাহোর [illegible] নামক একটি স্থানে এক [illegible] বোমা ফাটিয়াছিল।

বোমা [illegible] দেখা যায়। ঐ সময় [illegible] পিছনে ধাওয়া করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। তাহাদের মধ্যে ১ জন শিখ।

শিখ গ্রেপ্তার

[illegible] নামক একজন শিখকে তরবারীর দ্বারা খুন করিবার [illegible] এবং চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। [illegible] হইতে ওয়ারেন্ট না আসা পর্য্যন্ত আসামিকে হাজতে রাখা হইবে।

কাতরায় পিকেটারের কারাদণ্ড

[illegible] পিকেটিং করার অপরাধে ২জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনা হয়। [illegible] তাহাদের বিচার হয়। বিচারে তাহারা [illegible] গ্রহণ করে নাই। তাহাদের ৮ জনের ৬ মাস এবং বাকি [illegible] জনের ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। কাতরা সাগর [illegible] প্রায় ৫০০ শত লোক আসিয়া কারাদণ্ডিত স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মানার্থ জেলের দরজায় সমবেত হইয়াছিল।

রোমে পঁচিশখানি গ্রাম ধ্বংস

জানা গিয়াছে যে রোমে পঁচিশখানি গ্রাম বিধ্বংস হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৯ খানি গ্রাম এভেলিনো প্রদেশে অবস্থিত। বিধ্বস্ত গ্রামসমূহ খুব বেশী মূল্যবান নহে বলিয়া প্রকাশ।

স্কুল কলেজ

[illegible] স্কুল কলেজে পুনরায় ছাত্র পিকেটিং [illegible]। [illegible] কলেজে ছাত্র সংখ্যা খুবই কম হইতেছে। তবে মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা একটু অধিক হইতেছে।

গত শনিবার সকালে জাতীয় বিদ্যালয়ে একটী ছাত্রসভার অনুষ্ঠান হয়। প্রায় ৫০০ শত ছাত্র এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ সেন সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরে একটী শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া সেনট্রাল জেলের দিকে যাইতে থাকে। তাহারা ব্যাড্ অতিক্রম করিবার সময় কতিপয় সার্জ্জেন্ট বহু সংখ্যক পুলিশ কনেষ্টবল সহ তাহাদের আক্রমণ করে। বহু সংখ্যক ছাত্র আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নাসিন মিত্র এবং সুশীল দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

ছাত্রগণ পুনরায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হয় এবং জেল দরজার দিকে অগ্রসর হয় সেই সময় পুলিশ আসিয়া তাহাদের উপর লাঠি চালায়।

প্রেসিডেন্সী কলেজ

প্রেসিডেন্সী কলেজের দরজায় পুলিশ প্রহরী মোতায়েন ছিল। গত শনিবার ১১ ঘটিকার সময় ছাত্রগণ পিকেটিং করিতে আসিলে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং থানায় লইয়া যায়। থানায় লইবার সময় পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর মারপিট করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ

ভূমিকম্পে ২০৭৩ জনের মৃত্যু

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ভূমিকম্পের ফলে শুধু এক এভেলিনো প্রদেশে ২০৭৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ১৭৬৫ জন আহত হইয়াছে।

কবিরাজ শ[illegible] ভূষণ কবিকণ্ঠ [illegible]

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় [illegible] ঔষধ [illegible] পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ।৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস ১১নং [illegible] কলিকাতা

আয়ুর্বেদীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও বাতুদিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible]বিলাসিনী বটিকা"

[illegible] ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

স্বাদ ও গন্ধে এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কম্মরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

[illegible] ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ [illegible] টাকা

বাই ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ

২১১ বলরাম [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১৯ই শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৭

(১)

(ক) বহু বহু যোনি ভ্রমণান্তের পর কি জানি কোন্ সুকৃতিবলে সদ্গুরু-পাদাশ্রয়পূর্ব্বক ভগবদ্ভজন-রত হইবার সৌভাগ্য পাইলেও মায়াকৃত ভীষণ দুর্দ্দৈব আবার আমাদিগকে সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করে

(খ) ভজনাপরাধই আমাদের দুর্দ্দৈব, নিখিল চিদ্ধামার গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত এই দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার শক্তি আর কাহারও নাই

(২)

ব্রহ্ম শব্দবাচ্য ; শব্দ ও ব্রহ্মের অদ্বয়-হেতু শব্দবাচ্যত্ব ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের বাধক নহে

(৩)

(ক) বেদ, দেবতা, স্বর্গাদিলোক, যজ্ঞাদিকর্ম্ম, যোগাঙ্গ, তপঃ, জ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই নিত্যকাল নারায়ণপর, কিন্তু নারায়ণ কখনও তত্তৎপর নহেন ; সুতরাং কর্ম্মাদি শ্রৌতপন্থা নহে

(খ) বৈষ্ণবাচার্য্য শম্ভুর প্রজাপতি দক্ষ-প্রতি ব্যবহারেই কর্ম্মপন্থার অশ্রৌতত্ব সপ্রমাণিত

(গ) কর্ম্মিগণ অত্যন্ত কর্ম্মাসক্তিবশতঃ বৈষ্ণবাচার-নিন্দন-ফলে ভীষণতম নিরয়াবর্ত্ত বরণ করিয়া থাকে

(ঘ) ভক্তিপন্থাই শ্রৌতপন্থা, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম-জ্ঞানাদিপন্থা অবলম্বন করিলেই জীবের যাবতীয় অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয়

আমার দুর্দ্দৈব

আমি একজন নগণ্য বদ্ধজীব, বহু কাল ধরিয়া এই সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে কত যে ঘুরপাক খাইয়া আসিতেছি, তাহার সংখ্যা নাই। কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া পশু পক্ষী কীটপতঙ্গরূপে মায়ার বিরাট-ভিত্তে অভিবাহিত করিয়া আসিয়াছি, কত বার দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি, তথাপি ঐরূপ মনুষ্য-জন্মের দুর্ল্লভত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু জানি না, কোন্ ভাগ্যফলে হঠাৎ একদিন বৈকুণ্ঠদূতের সাক্ষাৎ পাইলাম। সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতেছিলাম, ত্রিতাপজ্বালায় [illegible] হইয়া পুনঃ পুনঃ যমলোকে যাতায়াত ও বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে আর্ত্তনাদ করিয়া [illegible] আকুলস্বরে প্রাণাকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম, তখন এক বৈকুণ্ঠের দূত আমার কর্ণে অমৃত-সাহায্যের বাণী উচ্চারিলেন—মাভৈঃ ; বৎস, অজ্ঞান তুমি পথ না জানিয়া বিপথে চলিতে চলিতে এত কাল যে দুঃখ ভোগ করিয়াছ, [illegible] হইয়াছে ; আর দুঃখ করিও না। এস, নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্রসুশীতল [illegible] আশ্রয় গ্রহণ কর, [illegible], আমি তোমাকে দুঃখরহিত নিত্যানন্দ-ধামে লইয়া যাইতেছি।

* * * *

পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু পতিতের [illegible] অহৈতুকী কৃপার্দ্র হইয়া [illegible] রহিয়াছেন ; সেই পতিতের বন্ধু নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় 'আমি কে?' বুঝিলাম, 'আমার কর্ত্তব্য কি' জানিলাম, মনুষ্য-জন্মের পরমার্থ উপলব্ধি করিলাম, "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো" শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলাম এবং আমারই ন্যায় পতিতগণের দুঃখে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকেও মাদৃশ সৌভাগ্যবান করিতে যত্নবান হইলাম—সকলের নিকটই অহৈতুক-কৃপাময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণার কথা ভাবে, ভাষায়, রচনায় নানাপ্রকারে গাহিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, আমার ন্যায় ভাগ্যবান আর কেহই নাই। কিন্তু আজ আবার হঠাৎ একি হইল! আজ আর আমার [illegible] বৈকুণ্ঠদূতের সুধামধুর বাণীতে মুগ্ধ হয় না, আজ আর শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় চিত্ত দ্রব হয় না—পতিতপাবন নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভয়বাণীতে আর তেমন আস্থা নাই—দীর্ঘপ্রসুপ্ত কামাদিরিপুগণ আজ আবার জাগিয়াছে—নিদারুণ কশাঘাতে আমার কোমলপ্রাণ চিত্তকে পুনর্ব্বার তাহাদের দাসে নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এখন আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কণ্ঠোত্থিত [illegible] হইতে দুটি পাইবার [illegible] ছাড়িয়া দিয়াছি। নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে, বৈষ্ণবাপরাধ-মত্তহস্তী আমার ভক্তিলতার মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছে।

হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব, কৃপা করুন, আমার আপনার [illegible]। আপনি [illegible]—আবার কেমন করিয়া [illegible] দুর্দ্দৈব [illegible] সাধন করুন।

—

ব্রহ্ম কি শব্দের অবাচ্য ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible])

তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে :— এক্ষ বাক্য ও মনের অগোচর, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" কেনোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে, যথা :— "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" অর্থাৎ যিনি বাক্য-দ্বারা প্রকাশ্য নহেন, পরন্তু যিনি বাক্যের প্রকাশক। সুতরাং এই সকল শ্রুতি-বাক্য-দ্বারা এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম কি শব্দবাচ্য নহেন? উভয়বিধ শ্রুতি-বাক্যে সামঞ্জস্য [illegible], ব্রহ্ম কখনই শব্দবাচ্য নহেন। ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা অঙ্গীকার করিলে [illegible] তাঁহাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন, [illegible] অসঙ্গতি হয়। শ্রুতিতেও উক্ত [illegible], 'বাক্য ও মনের অগোচর [illegible] অঙ্গীকার করি।' এই [illegible] প্রতিপক্ষে আমরা বলি [illegible] অবাচ্য নহেন [illegible] পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি, [illegible] পুরুষেরই উপনিষদ্ [illegible] সমস্তবেদ যাঁহাকে প্রকাশ করে, [illegible] উক্তিহেতু ব্রহ্মের শব্দবাচ্যতা প্রমাণিত হয়; যেহেতু। তবে 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ এই যে, শব্দ বা বেদ-সকল স্বাধীনভাবে ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে পারে না। যেমন সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া [illegible] সমুদ্র দর্শন করিলেও যেমন সাকল্যে সমুদ্রকে [illegible], তদ্রূপ বেদ বা শব্দ ব্রহ্মকে [illegible] সাকল্যে প্রকাশ করিতে [illegible] শ্রুতিতে [illegible] উক্ত হইয়াছে। [illegible] না পাইয়া [illegible] আইসে [illegible] তিনি বাক্য-মনের সম্যক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়েন না ; কিন্তু [illegible] হয়, বুঝিতে [illegible] পূর্ণপ্রকাশী ব্রহ্ম, [illegible] শব্দ বা বেদবাচ্যত্ব স্বীকার করিলে [illegible] যে [illegible] স্বপ্রকাশ বলিয়া [illegible] করিয়াছেন, তাহার সঙ্গতি কি প্রকারে হয়? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, বেদ ব্রহ্ম ই [illegible], সুতরাং [illegible] ব্রহ্মের প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মের শব্দ-বাচ্যত্বে তাঁহার স্বপ্রকাশত্বের বাধা হইতেছে না, অতএব ব্রহ্মের শব্দ-বাচ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষকারী পুনরায় ব্রহ্মের শব্দবাচ্যতার [illegible] বলিতেছেন যে, [illegible] অতীত বলিয়াছেন [illegible] অর্থ-[illegible] বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু [illegible] বিরুদ্ধ ; অতএব [illegible] কি প্রকারে হইবে? [illegible] বলি যে, ব্রহ্ম বেদের বাচ্য [illegible] না সগুণ নহেন। [illegible] শব্দ দ্বারা [illegible] শ্রুতিপুরাণেষু [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] অর্থাৎ [illegible]]

[illegible] যে, শ্রুতির [illegible] শব্দেই [illegible] হইয়াছে। ঐ 'আত্মা' শব্দের [illegible] বেদান্ত-সূত্রের [illegible] উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] ব্রহ্মজ্ঞান-[illegible] অর্থাৎ [illegible] পূর্ণ [illegible] স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] শব্দবাচ্য হইতে [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] তাহা হইতে প্রকৃত-[illegible] প্রাকৃত [illegible] না। অতএব [illegible] ব্রহ্ম [illegible] তাহা হইতে

তিনি গুণাধীন বা সগুণ নহেন। অপ্রাকৃত ব্রহ্ম সগুণ হইলে, প্রাকৃত বেদাদাদের বাচ্য হইত। যথা:— [illegible] বেদোপ-বেদাৎ॥" [illegible] অপ্রাকৃত সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশ [illegible] নহেন [illegible] নির্দেশক [illegible] প্রাকৃত সম্বন্ধে [illegible] তখন তিনি [illegible] শ্রুতি-বাক্য [illegible] প্রাকৃতগুণ [illegible] প্রাকৃত [illegible] অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত [illegible] পরাহত হইয়াছে। সাক্ষাৎ যোগ্য হইলে বদ্ধজীব যোগ্যো-পযোগ্য হইত না। শ্রুতিতে সেই পর-মাত্মাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, যথা— হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।"

এখানে কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ উত্থা-পিত করেন যে, ব্রহ্মের দ্বিবিধ প্রকাশ— সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ব্রহ্মই সত্যাশাদি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও জগৎকারণ এবং নির্গুণব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ। সগুণ ব্রহ্মের শব্দবাচ্য স্বীকার করা যাইলেও নির্গুণ ব্রহ্ম কখনই শব্দপ্রকাশ্য নহেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা যায় যে, সমগ্র বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মকে একরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সগুণ নির্গুণ ভেদ কল্পনামাত্র। অধুনা শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে, সর্ব্বদা একস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই শব্দবাচ্য যথা—একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্ব-ভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলোনির্গুণ-শ্চেতি। এই শ্রুতিবাক্যে দেখা যায় কেবল সাক্ষীস্বরূপ চিৎস্বরূপ এবং নির্গুণ ব্রহ্মের কথাই উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম শব্দবাচ্য; অবাচ্য বস্তু কখন শ্রুতির বিষয় হইতে পারে না। অতএব প্রমা-[illegible] যে [illegible] এবং স্বরূপভূত অপ্রাকৃত গুণগণবিশিষ্ট নির্গুণ পরব্রহ্মকেই বেদসকল কীর্ত্তন করিয়াছেন সুতরাং ব্রহ্ম শব্দবাচ্য [illegible] অবস্থা-বিশেষ শব্দবাচ্যের [illegible] বের বাচক নহে।

শ্রৌতপন্থা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নারায়ণপরো বেদো দেবা নারায়ণপরাঃ স্মৃতাঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥

(ভাঃ ২।৫।১৫, ১৬)

বেদসমূহ নারায়ণের, অঙ্গ [illegible] বেদতাসমূহ নারায়ণ হইতে [illegible], পর্য্যন্ত [illegible]

[illegible] ব্যাখ্যাকারগণ [illegible] পরমার্থ [illegible] দান-মানক হইতে [illegible] প্রকাশাদি [illegible] প্রণিধান উদ্দেশ্য করে। [illegible] লক্ষ্য করে এবং [illegible] সমূহেরই প্রধান শ্রীনারায়ণ, [illegible] নারায়ণ, কিন্তু নারায়ণ [illegible] নহেন।

[illegible] ইহাই ঘোষণা করে যে, নারায়ণ কর্ম্মপর নহেন; পরন্তু কর্ম্মই নিত্যকাল নারায়ণপর। প্রাচীন পৌরাণিকী গাথা [illegible] নারায়ণের কর্ম্ম-পরত্ব অলৌকিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা আচার্য্যগণ নিজ আচরণ দ্বারা উদাহৃত [illegible]।

[illegible] কর্ম্ম-নৈপুণ্য-[illegible] দক্ষ [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] দক্ষ [illegible] [illegible] এক বিশাল যজ্ঞ [illegible] সমবেত দেবমুনিগণ-শোভিত সেই যজ্ঞ-সভায় সমাগত হইলেন। দেবমুনিগণ সকলেই অভ্যুত্থানাদি দ্বারা প্রজাপতির অভ্যর্থনা করিলেন। কেবল শম্ভু ও ব্রহ্মা স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া প্রজা-পতিকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। কর্ম্মবুদ্ধি-প্রধান দক্ষ নিজ জামাতা শ্রীরুদ্রদেব শম্ভু-কর্ত্তৃক প্রণামাদির দ্বারা অভ্যর্চিত না হওয়ায় ক্রোধ-পরবশ [illegible] আত্মারাম পরমহংস বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুকে দাম্ভিক বলিয়া বিবিধ আদি দেবমুনিগণ-সমক্ষে [illegible] বিদ্বেষ [illegible] ও অভিশপ্ত [illegible] [illegible] এক বিশাল [illegible] আবাহন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব নিন্দায় অসহিষ্ণু হইয়া [illegible] শিবানুচর নন্দীশ্বর শিবনিন্দক দক্ষ এবং শিবনিন্দা-অনুমোদনকারী ভৃগ্বাদি বিপ্রগণকে এই দারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন যে, "[illegible] বুদ্ধি, [illegible]-কর্ম্ম-দক্ষ, [illegible] [illegible] প্রবৃত্ত [illegible] হইতে [illegible] ও পরমার্থ [illegible] হউক। [illegible] বুদ্ধি বেদ [illegible] অর্থ [illegible] অর্থ-বাদের দ্বারা বিমূঢ় হউক। তাহারা শ্রী-সম্পদ [illegible] হইয়া নিত্য-কাল মধুপুষ্পিত কর্ম্মের বিস্তার করুক। কর্ম্মপরায় বিপ্রগণ [illegible]-বিচার-শূন্য হউক, তাহাদের বিদ্যা-তপ ব্রত [illegible]

কেবলমাত্র জীবিকার্থেই উদ্দিষ্ট হউক এবং তাহারা যাচমান স্বভাব হইয়া জগতে বিচরণ করুক।"

শুক্রাচার্য্যাদিকর্ম্মকাণ্ড-তৎপর বেদবাদ-রত স্বার্থান্বেষক কর্ম্মজড়বিপ্রাদি অশ্রৌতবাদী বেদজ্ঞ অভিমানিগণের মহত্ত্বজ্ঞান [illegible] উদ্ভূত হওয়ায় অদ্যাপি [illegible] নাই।

ঋষিগণের কর্ম্মবুদ্ধা বেদবাদরতা সূক্ষ্ম-বুদ্ধির দ্বারা শ্রৌতপন্থিগণের বিচার নিরাকৃত হইবে না। পরন্তু পারমহংস্য অমল বিচার দ্বারা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা ঋষিগণের অভি-মিশ্র মূলবিচার নিরস্ত হইবে। ঋষিগণ কর্ম্মোন্মাদে তাণ্ডবনৃত্য করুক, মধুপুষ্পিত বেদার্থবাদ পঞ্চমুখে পঞ্চানন হইয়া কীর্ত্তন করুক, শ্রীমদ্ভাগবত সে তাণ্ডব-নৃত্য—সে পঞ্চানন-কাহিনী অভিশপ্ত বলিয়া নিত্যকাল বাধিত করিয়া বিরাজিত থাকিবেন। অতএব বেদবিদ্বৎ শ্রৌত-পন্থিগণ অশ্রৌতপন্থিবিচার বেদবাদ বিপন্নধীঃ পঞ্চাননগণের নগণ্য সসীম বিচারপদ্ধতিকে ধর্ম্ম [illegible] আত্মসম্মান জ্ঞান করেন না। কেননা অভিশপ্ত অতএব বিকৃতবুদ্ধি অপরাধিগণ যাহাই বলেন, যাহাই ব্যাখ্যা করেন, তত্ত্বস্বরূপতই বাস্তবকারগণের অশ্রদ্ধার বিষয় হয়। অতএব ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত সুতরাং অশ্রৌত।

বেদাধ্যয়ন্ত্রি বেদবাদ বিপন্নধীঃ শুক-শোণিত-[illegible]-গর্ভদেহী, জাতীয়-[illegible] [illegible] অশ্রৌত বিচারে সম্মানিত [illegible] অভিধানে অভিহিত হইলেও [illegible] পঞ্চাননগামী শ্রৌতপন্থিগণের শ্রৌতবিচার তাদৃশ শ্রদ্ধা-সুখদ-বর্ণগণের চরণে পদ্মাসন বিধান করিয়াছেন এবং অন্যত্র আর্যবর্ণাশ্রমী চাণ্ডাল-স্বভাব-পরায়ণ পণ্ডিতম্মন্যাভিমানিগণের (শ্রীমদ্ভাগবত-স্কন্ধ—ভাঃ ৪।২।২০) খাদ্য-শব্দ ও জটা-বিভূষণাদি পরিধান বিধান করিয়াছেন। অশ্রৌতপন্থিগণের এই শোচন-পরিণামই শ্রৌতপন্থা-বিহিত।

পরন্তু বিষ্ণু-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র [illegible] অশিব ও অশৌচ। [illegible] বুদ্ধি সম্পন্ন, উহারাই অভিশপ্ত হইয়াছেন যে, যাহারা তাদৃশ [illegible] ও যাহারা [illegible] মহাজনা সজ্জন-পরিচ্ছদী ও পাষণ্ডী হইয়া জগতে বিচরণ করুক, তাহারা অপবিত্র, [illegible], জটাভস্মধারী ও আসব-মদ্যপানকারী হইবে। অতএব বিষ্ণু-সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন [illegible] নিত্য-কাল অভিশপ্ত এবং অভিসম্পাত-বশে সজ্জনপরিচ্ছদী ও পাষণ্ড অতএব অশ্রৌত-পন্থী, সুতরাং অপ্রামাণিক। তাদৃশ অশ্রৌতপন্থিগণের বিচারপন্থা শ্রৌতপন্থা নহে।

সজ্জন-পরিচ্ছদী অকপিত-বেদার্থ অপারমার্থিক কর্ম্মফলপ্রার্থী ঋত্বিকগণ তত্ত্বজ্ঞানাভাবে সম্বন্ধজ্ঞান-বিহীনতা-হেতু শ্রৌতপন্থিগণের অপার-চিন্তাস্রোত উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া, মূলবুদ্ধিতা-নিবন্ধন ভক্তগণের বিমল তত্ত্ব তাঁহাদের চক্ষুতে প্রতিভাত হয় না। অতএব কর্ম্মাধি-কারিগণ, ধর্ম্মাধিকারিগণ ভক্তিতত্ত্ব-[illegible] শ্রৌতপন্থানুগমন অনবদ্য হইলেও তাঁহার নিন্দাবাদ-বাদে ক্রোধান্ধ অতএব [illegible] হইয়া যাবজ্জীবিবাকর পাষণ্ডোপজীবী ও বৈষ্ণবনিন্দক রূপে জগতে বিচরণ করেন।

এইরূপ বেদবাদ-বিপন্নধীঃ নিন্দাবাদি-গণের কলকণ্ঠ-ধ্বনিবাদিনী অসতী রসনা ছিন্ন করিয়া দেওয়াই শ্রৌতপন্থা। পারমহংস্যসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥

(ভাঃ ৪।৪।১৭)

ধর্ম্মসংরক্ষক জীবনিস্তার্থ অখিলচেষ্টাময় অমিতশক্তি বস্তুবৈভবের আচার্য্যনিন্দা শ্রবণ করিলে নিন্দক-জিহ্বা বল-পূর্ব্বক ছেদন করিয়া দেওয়াই আচার্য্যানুগমনকারী দাসের কর্ত্তব্য। 'ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য' এই বিধি-লিঙ্ প্রয়োগ দ্বারা অবশ্যে প্রত্যবায় জ্ঞাপিত হইয়াছে। 'কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ' অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার্য্য-নিন্দা শ্রবণ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করত সে স্থান হইতে নির্গত হইবে। এই স্থান-ত্যাগ-বিধান কেবলমাত্র অসমর্থ-পক্ষে বিহিত হইয়াছে। সমর্থ-পক্ষে নিন্দক-জিহ্বা ছেদন করাই বিহিত। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলেন, "ততো [illegible] এব। সমর্থেন তু নিন্দক-জিহ্বা ছেত্তব্যা"।

(ক্রমশঃ)

[illegible]
করগেট টীন, [illegible] নালা রগরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
ঘেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
[illegible]
স্থাপিত [illegible]

গৌড়ীয় [illegible]-প্রকাশন

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১॥০ দেড়টাকা

[illegible] শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান্স কালীতে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্‌ শিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু জানিয়া ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন আন্তরিক আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তদ্বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১০

[illegible] পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজে বা অপরে কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, [illegible] নিত্যকল্যাণ লাভে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, [illegible] গ্রাহকগণকে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতিঃ

[illegible]

বিষয়:- ১। [illegible] ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। [illegible] শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। [illegible] জ্ঞাতব্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের [illegible] ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে [illegible]

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক [illegible], বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত [illegible] প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ [illegible] বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০

২। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয় গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০

৫। [illegible] ।০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲

" আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০

৯। [illegible] সানুবাদ (মূল) ২৲

১০। [illegible] সানুবাদ ([illegible]) ।০

১১। জৈবধর্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০

১৫। শ্রীপ-বিশ্বদর্শন ৶০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵০

ঐ ঐ বাঁধা ।০

১৮। [illegible] ৵০

১৯। [illegible]

[illegible] ৶০

২০। [illegible] ৶০

২১। [illegible] (প্রমাণখণ্ড) ৶০

২২। [illegible] ।০

২৩। [illegible] ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৶০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible] ৵০

২৬। [illegible] ৶০

[illegible]

[illegible]

([illegible])

২৮। [illegible] ।০

২৯। [illegible]

৩০। [illegible]

[illegible] (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ)

বন্ধ্যায় হতাশ হইবেন না

[illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] পাইয়াছেন। [illegible] শ্রীকিশোরীমোহন [illegible] পোঃ নৈহাটী, [illegible]

[illegible]

[illegible] নদীয়া। [illegible]

[illegible]

(স্বাঃ) শ্রীযতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] অসংখ্য [illegible] মরা [illegible] প্রকার [illegible] বাত, [illegible] স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা [illegible] বাধক, বন্ধ্যা, [illegible] প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মসিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা [illegible] আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই [illegible] ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের [illegible] ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।

[illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

[illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] প্রস্তুত। [illegible] রোগের [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। [illegible] টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অত্যন্ত কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি নির্মূলিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "[illegible]"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের [illegible] করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার [illegible] মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—— অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কৃত ——

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, [illegible] বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ[illegible]-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটাগাঙের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

[illegible] গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

[illegible] প্রয়োজনীয় বিষয় [illegible] তালিকা সম্বলিত [illegible]

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

[illegible]—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (নাটোর)

[illegible]

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

[illegible]

উৎকৃষ্ট (ইঃ) বরোজো বাঁধা ১॥০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

[illegible]

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, বি, এস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্ত-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা, [illegible] পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ওয়ান রোড্, [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ [illegible], খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—[illegible]
[illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—[illegible], কাশিপুর
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—[illegible], কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible] [illegible], নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস [illegible], নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিধুমোহন [illegible] প্রেস, [illegible], ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ [illegible] বেগুনচাপা, [illegible]
৯। শ্রীগজানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, [illegible] বালিগঞ্জ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্র ভক্তিভূষণ [illegible] নবদ্বীপ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবাসী ঐ,

দেশিক পত্রিকা-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিন্সিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। ফলেন পরিচায়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২।৪বের জল খেয়ে পর পর পড়িয়া পড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার পারফালীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের ঠিকানা ও —"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1044

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

[illegible] হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১২৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই শ্রাবণ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ৩১শে জুলাই ১৯৩০

নাকখত ! কানমলা !

মদের দোকানে অগ্নিপ্রদানে দাঙ্গা

পুলিশের বীরত্ব

মিঃ প্যাটেলের শকর

রাসায়নিক গৃহ দগ্ধ

ডাঃ বি, এল, সরকারের কার্য্যে ইস্তাফা

পুলিশের লাঠি

কলিকাতার মেয়র পদ

অদল বদল

শিক্ষয়িত্রীর বিপদ, বয়কটের ফল

নানা কথা

কলিকাতার মেয়র পদ

কলিকাতা করপোরেশনের নিয়ম এই যে সভার প্রথম অধিবেশনের তিন মাসের মধ্যে যদি কোন মেয়র বা অলডারম্যান শপথ গ্রহণ না করেন, তবে [illegible] পদত্যাগ করিতে হইবে। মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত জেলে থাকায় এই আইনানুসারে কাজ করিতে না পারায় তাঁহাকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল।

কংগ্রেস মিউনিসিপাল এসোসিয়েশন সুভাষ বাবুকে তাঁহার স্থানে দাঁড় করাইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বরাজ কিসে ?

অনারেবল কুমার শ্রীশিবশেখরেশ্বর রায় বঙ্গের মন্ত্রী একটী বৈজ্ঞানিক সভার বক্তৃতায় বলেন যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভবে ভারতে স্বরাজ হইবে না। মাতৃভূমির আর্থিক স্বাধীনতাই [illegible]। যিনি স্বাধীনতার সপক্ষে [illegible] সাহায্য করেন তিনিই স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রকৃত দেশহিতৈষী সৈনিক।

দেশের ইতিহাসের একটী সমস্যাপূর্ণ অধ্যায় আসিয়া পড়িয়াছে। শিল্প এবং ব্যবসায়-জগতের আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। আইন অমান্যই আজকালকার আইন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে দেশবাসী দোকানদার এবং সকলের মুখেই একটা বিরাট বৈরাগ্যের ভাব। ব্যবসায় বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ।

বালকেরা পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়েছে, এ অবস্থায় কিরূপে আশা করা যায় যে তাহারা এই সভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিবে ?

অগ্নিকাণ্ড

কলিকাতার ২নং সুকিয়া লেনে অনেক রাসায়নিক মসলা মজুত ছিল। তাহাতে আগুন লাগিয়া বিষাক্ত বাষ্প নিঃসৃত হইতে থাকে। ফায়ারব্রিগেড আসিয়া পড়ে, কিন্তু বিষাক্ত বাষ্পের নিকটে যাইতে পারে নাই। অবশেষে বিষপ্রতিষেধক মুখোস পরিয়া তাহারা আগুন নিভাইতে আরম্ভ করে। এক ঘণ্টা ধস্তা ধস্তির পর আগুন নির্ব্বাপিত হয়।

মদের দোকানে দাঙ্গা

ইহা প্রকাশ [illegible] সন্ধ্যার প্রাক্কালে সময় মদের দোকানে অগ্নিপ্রদান করিয়া সব [illegible] পিকেটারদের [illegible] লোক [illegible] যোগ দেয়। [illegible] মধ্যে [illegible] জনকে ছাড়িয়া [illegible] তিন জন [illegible] বোধ হয় তাহাদের [illegible]।

মিঃ প্যাটেলের শকর

নিখিল ভারত [illegible] প্রেসিডেন্ট দশ দিনের [illegible] প্রদেশের কুড়িটী সহরে [illegible] করিয়াছেন।

নাক খত ! কানমলা ! !

[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন যে [illegible] মার্চ্চ হইতে [illegible] আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়া [illegible] পোলাক [illegible] আর [illegible] আইন অমান্য ব্যাপারে যোগদান করিবে না। সরকার পক্ষ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ডাঃ বি, এল, সরকারের কার্য্যে ইস্তফা

প্রকাশ—নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটির [illegible] ডাঃ বি, এল, সরকার এম, বি, ডি, পি, এইচ মহাশয় [illegible] কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহার [illegible] নবদ্বীপ [illegible] নাই [illegible] বিশেষ [illegible] এই পদ [illegible] কর্তৃক অনুসন্ধান করিলে [illegible]।

[illegible]

[illegible] ২৯ [illegible]

পুলিশের বীরত্ব

[illegible]

বিবিধ সংবাদ

ই [illegible] নের মন্দার

[illegible] কাগজে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে [illegible] একটি [illegible] বাহির হইয়াছে [illegible] প্রকাশিত হইতে [illegible] হইতে [illegible] মাইল [illegible] এই অঞ্চল [illegible] হইতে [illegible] অদ্ভুত বাহির করে।

এই মন্দিরের [illegible] মহাদেবী নামে এক পুষ্করিণী আছে। বহু পুরাণে লিখিত আছে [illegible] পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন সেখানে [illegible] যে ফল হয়, এই পুষ্করিণীতে স্নান করিলেও সেই পুণ্যলাভ হয়।

পৃথিবীর কিছু উপরে প্রায় [illegible] লিপি আছে। [illegible] আলোক [illegible] পরে সে ভূমি [illegible] করিবে। [illegible] নক্ষত্র [illegible] এবং একটি [illegible] আছে। কিন্তু উপরে উঠিলে [illegible] নামক একটি [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়

পুলিশের লাঠি

গত সোমবারে কলিকাতার কলেজ স্কোয়ার, বড়বাজার, ডালহাউসি স্কোয়ার, [illegible] প্রভৃতি স্থানে পুলিশ কড়া পাহারা দিয়াছে। [illegible] লোক দাঁড়াইবার উপায় নাই। [illegible] পুলিশের লাঠি মাথার উপর পড়ে। [illegible] অভিযুক্ত চালান যায়। [illegible] জীবন নিরাপদ নয়।

বয়কটের ফল

বোম্বাইয়ে বয়কটের ফল এক মজার ব্যাপার ঘটিয়াছে। [illegible] বাজারে [illegible] দোকানে [illegible] [illegible] কারণ [illegible] এ মাসের কাটতি নাই।

অদ্ভুত এক

আমেরিকার [illegible] সন্তান প্রসব করেন। [illegible] একটি মাথা [illegible] চিকিৎসকগণের [illegible] দিয়া আর [illegible] করিতেছেন না।

[illegible] একটি [illegible] দুইটি শিশুর [illegible] করিলেন। তিনি [illegible] তিনি স্বীয় সন্তান [illegible]

[illegible] এ কারাদণ্ড

[illegible] নাম এবং [illegible] জে. কে. বিবাহের বিচারে [illegible] করিয়া [illegible] দণ্ড দণ্ডিত হইয়াছে।

নোটীশ

বোর্ড অফ রেভিনিউ, বেঙ্গল

[illegible] বাংলা [illegible] সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত [illegible] হইতে সদস্য পদ প্রার্থিগণের নির্বাচন পত্র ১৯৭০ সালের ১লা আগষ্ট হইবে [illegible] নির্বাচন [illegible] রেভিনিউ [illegible] সম্পাদক [illegible] কর্তৃক গৃহীত হইবে। [illegible] জেলার [illegible] নির্বাচন [illegible] সেই সময়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটও দাখিল করা যাইতে পারিবে। পরীক্ষা :— ঐ অফিসার [illegible] তাঁহার অফিস [illegible] ১৯৭০ ১১ই আগষ্ট বেলা ১১টা হইতে [illegible] মধ্যে নির্বাচন পত্র পরীক্ষিত হইবে।

[illegible] বোর্ড [illegible] বেঙ্গল রেভিনিউ [illegible] নির্বাচন পত্র পাওয়া যাইতে পারে।

([illegible]) [illegible] সেক্রেটারী,

বোর্ড অফ রেভিনিউ, বেঙ্গল

পশ্চিমবাংলা কাউন্সিল অফ ষ্টেটের নির্বাচন মুসলমান ও অমুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচকসমূহ

[illegible] সাধারণকে অবগত করা যায় যে কাউন্সিল অফ ষ্টেটের হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচনার্থ নিম্নলিখিত দিন স্থির হইয়াছে।

১। সমস্ত নির্বাচন এবং রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচন পত্র দাখিলের তারিখ [illegible] ১৯৭০।

২। নির্বাচন পত্র পরীক্ষার তারিখ [illegible] আগষ্ট ১৯৭০।

৩। রিটার্নিং অফিসারের নিকট [illegible] পাঠাইবার শেষ দিন [illegible] আগষ্ট, ১৯৭০

৪। [illegible] নিকট [illegible] ভোট [illegible] শেষ তারিখ [illegible] সেপ্টেম্বর, ১৯৭০।

বর্তমান নির্বাচন তালিকা অনুসারে নির্বাচন হইবে।

([illegible]) [illegible]

রিটার্নিং অফিসার

ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন

প্রেসিডেন্সী বিভাগের অমুসলমান প্রতিনিধি এবং বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচন জন্য নিম্নলিখিত দিন স্থির হইয়াছে।

১। সমস্ত নির্বাচন ও রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচন পত্র দাখিল, ৭ই আগষ্ট ১৯৭০

নির্বাচনপত্র পরীক্ষা—১১ই আগষ্ট।

([illegible]) [illegible]

রিটার্নিং অফিসার

শিক্ষয়িত্রীর বিপদ

বিলাতের [illegible] বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদিগের [illegible] যথেষ্ট [illegible] না লওয়ায় একটি ছাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এই অভিযোগের বিচার চলিতেছে।

একজন সাক্ষী বলেন যে, যে সময়ে তিনি ঐ স্কুলে কর্ম গ্রহণ করেন, তখন ছাত্রীর [illegible] অবস্থা ছিল, তাহাকে [illegible]

যে ছাত্রীটি মরে, সে এক সপ্তাহ হাসে ভুগিবার পর তাহাকে ডাক্তার দেখান হয়

[illegible]

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার দ্বারা [illegible] বাতুবিকার, [illegible] [illegible] যাবতীয় [illegible] ইহা সেবনে [illegible] মূল্য [illegible] ১১ এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] মূল্য [illegible] ১১ টাকা।

"[illegible]"

[illegible] মূল্য [illegible] ১১ এক টাকা।

[illegible] কবিরাজ [illegible]

[illegible] কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতায় [illegible] পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কর্ত্তৃক [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, [illegible] কুইনিন, আসেনিক এবং [illegible] আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন [illegible] ইনজেকশন করিলে [illegible] ইনজেকশনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বারবার [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible] মূল্য ২, [illegible] ৩, টাকা

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড [illegible] ল্যাবরেটারীজ

[illegible] লেন, কলিকাতা

পণ্ডিত কাহাকে বলে ?

শ্রীভগবান্ গীতায় 'পণ্ডিতে'র সংজ্ঞা-নির্দ্দেশকল্পে নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
১০।৮

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি
পণ্ডিতাঃ।
২।১১

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং
বুধাঃ॥
৪।১৯

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ
সমদর্শিনঃ॥
৫।১৮

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সম্বন্ধ বস্তুর ঈশিত্ববিজ্ঞান বলিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক যাঁহারা ভক্তিসহকারে আমার ভজন করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত।

পণ্ডিতগণ কি মৃত, কি জীবিত—কাহারও জন্য শোক করেন না অর্থাৎ তাঁহারা দেহাত্মবাদী নহেন; দেহ মাত্রেই ষড়্‌ভাব বিকার যুক্ত; আত্মা তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম কামসঙ্কল্পশূন্য ভাবে আবদ্ধ হয় অর্থাৎ কোন প্রকার কামনা না করিয়া যিনি কর্ম্মাচরণ করেন, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা তিনিই পণ্ডিত বলিয়া উক্ত হন।

অপ্রাকৃত গুণযুক্ত জ্ঞানীসকল প্রাকৃত গুণকৃত উত্তম, মধ্যম, অধমরূপ ভেদসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল—সকলের প্রতি সমদর্শন-প্রযুক্ত (অর্থাৎ সকলেতে পরমাত্মদর্শন-হেতু) 'পণ্ডিত' সংজ্ঞা লাভ করেন। অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়;—

পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্র-
চিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স
পণ্ডিতঃ॥

যাঁহারা পাঠ করেন, যাঁহারা অধ্যাপনা করেন অথবা যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রচিন্তা করেন, তাঁহারা যদি ক্রিয়াবান্ না হন, তবে তাঁহারা সকলেই ব্যসনযুক্ত এবং মূর্খ তাঁহাদিগকে 'পণ্ডিত' আখ্যা দেওয়া যায় না, কিন্তু যিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন এবং ক্রিয়াশীল, তিনিই পণ্ডিত। এবম্বিধ ব্যক্তিকে 'আচার্য্য'-সংজ্ঞাও প্রদত্ত হইয়া থাকে। উক্ত অধ্যয়ন বিষয়ে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

(১)

কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি, রসতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জীবের সংসার, জীবের নিস্তার, অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার—এই সম্বন্ধজ্ঞান-সপ্তক, কৃষ্ণভক্তিরূপ অভিধেয়তত্ত্ব ও কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন-তত্ত্ববিৎ হইয়া গুরু-পাদাশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলনপর ব্যক্তিই যথার্থ পণ্ডিত, সম্বন্ধাভিধেয় তত্ত্বজ্ঞান-শূন্য ভজন-রহিত ব্যক্তির পাণ্ডিত্য আদৌ স্বীকার্য্য নহে

(২)

(ক) বিষয়-ধ্যান হইতে বিষয়-স্পৃহার উদয়, তাহা হইতে ক্রমান্বয়ে কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিবিভ্রম ও বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতেই সংসার-প্রাপ্তি-রূপ সর্ব্বনাশ

(খ) দেহান্তকালে বিষয়ধ্যান হইতে বিষয়-প্রাপ্তি এবং বিষ্ণুধ্যান হইতে বিষ্ণুপ্রাপ্তি

(গ) আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের নামে চালাইতে গেলে লোকবঞ্চনা চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে আত্মবঞ্চনাই লভ্য হয়

(ঘ) যাবতীয় বিষয় কৃষ্ণভোগ্য জানিয়া অনন্যভাবে 'কৃষ্ণধ্যান না করিতে পারিলে কখনই কৃষ্ণ-কৃপা লাভ হয় না

(৩)

(ক) বেদে কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিসমূহ থাকিলেও কর্ম্মমার্গ শ্রৌতপন্থা নহে

(খ) অবৈষ্ণবস্মৃতিসমূহ কর্ম্মের প্রাধান্য দেখাইতে গেলেও বৈষ্ণব-স্মৃতি-সমূহ তাহা নিষেধ করেন; হরিবিস্মৃত অনিয়ন্ত্রিত জীবগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই কর্ম্মকাণ্ডপর স্মার্ত্তবিধি, নিরন্তর হরিস্মরণকারিগণের পক্ষে তাদৃশ স্মার্ত্তবিধি কখনই প্রয়োজ্য নহে; এতৎসম্বন্ধে অজামিলোপাখ্যানে যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণুদূতগণের ব্যবহার আলোচ্য

(গ) স্মার্ত্তপঞ্চাননগণের শুষ্ক তর্কপন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রৌতপন্থা-বলম্বনই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা

(৪)

(ক) শ্রীকৃষ্ণনামে শ্রীযশোদানন্দনার্থই নিরূঢ়বৃত্তি নিষ্পন্ন

(খ) শব্দের অজরূঢ়ি-বৃত্তিচালিত ভাগ্যহীনজনগণ কৃষ্ণনামের বহু অর্থ কল্পনা করিতে গিয়া মায়াবাদী হইয়া পড়ে

(গ) মায়াবাদিগণ-কল্পিত কৃষ্ণনামের অর্থবিপর্য্যয়সমূহ শুদ্ধভক্তগণের আদৌ শ্রোতব্য নহে

মায়াবাদী—কৃষ্ণ পাদপদ্মে অপরাধী

(ঘ) মায়ামুগ্ধ জীবগণ কৃষ্ণের নিত্যধাম গোলোক-গত শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে অসমর্থ হওয়ায় কৃষ্ণ স্বীয়ধাম ও পরিজনবর্গসহ এই প্রপঞ্চে গোকুলাখ্য স্থানে প্রকটিত হইলে সরলমতি আবাল-বৃদ্ধ বনিতা তদ্দর্শন ও সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, পরন্তু কপট-হৃদয় কংস প্রমুখ অসুরগণ কৃষ্ণদর্শন ও সেবালাভে বঞ্চিত

(৫)

সিংহদুয়ারে নেমি মহারাজ

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-
সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ
ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদুক্তিতেও দেখিতে পাওয়া যায় "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ" অর্থাৎ যিনি জীবের বন্ধ ও মোক্ষবিষয়ে অবগত আছেন, কিরূপে জীব অজ্ঞানাবদ্ধ হইয়া এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে এবং কি প্রকারেই বা তাহাদের মুক্তিলাভ হয়, ইহা যিনি বাস্তবিক জানিয়াছেন, তিনিই পণ্ডিত, অন্যথা অপণ্ডিত।

বিষয়ধ্যান ও বিষ্ণুধ্যান

অজ্ঞান জীব দুর্ভাগ্য বশতঃ কতকাল ধরিয়া যে এই প্রপঞ্চে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালে জীবের যে যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তাহা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ভুলিয়া যায় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় কেবল আহার-নিদ্রা-মৈথুনাদি কার্য্যেই নিযুক্ত থাকে, কেবল বিষয়ের ধ্যান করিয়াই সময় অতিবাহিত করিতে থাকে। বিষয় ধ্যানের ভীষণ পরিণাম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূ-
পজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽ-
ভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ
স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ
প্রণশ্যতি॥

বিষয়সকলের ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে স্পৃহা জন্মে; তাহা হইতে কাম এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, তদ্দ্বারা বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সংসার-প্রাপ্তিরূপ সর্ব্বনাশ আসিয়া উপস্থিত হয়।

গীতায় (অন্যত্র) দেখিতে পাওয়া যায়,—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-
ভাবিতঃ॥

অন্তকালে যিনি যে ভাব স্মরণপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকেই লাভ করেন অর্থাৎ যিনি বিষয়ের ধ্যান করেন, তিনি বিষয় প্রাপ্ত হন, যিনি বিষ্ণুধ্যান করেন, তিনি বিষ্ণুকেই লাভ করেন। তজ্জন্য ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ অনুক্ষণ তাঁহাকেই স্মরণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন, যেহেতু অন্যান্য বস্তুর স্থিরতা নাই, সুতরাং কিছুদিন বিষয় ভোগ করিয়া [illegible] [illegible] বাস্তবিক [illegible] না করা যায় না।

[illegible] ।ভাবেন, সংসারে যে [illegible] সেবা করিতেছি, [illegible] সেবা। কৃষ্ণ যখন আমার [illegible] অনুমোদনমার্গের প্রদান করিয়াছেন, তখন ইহাদের [illegible] পোষণ [illegible] করিলেই কৃষ্ণ আমার [illegible] হইবেন। কিন্তু এরূপ কপটতা ভগবান্ ধরিয়া ফেলেন এবং ভোগাকাঙ্ক্ষী জীবকে ভোগ প্রদান না করিয়া তাহাদিগকে কেবল দুঃখই প্রদান করিতে থাকেন, যদি তাহাদের ঐরূপ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে কোনদিন বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়া সদ্বুদ্ধির উদয় করায়।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—স্ত্রী-পুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত জীব আমাকে আরাধনা না করিয়া কেবল কুটুম্বাসক্তমনা হইয়া অবিরত দুঃখার্ত থাকে। স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণচিন্তায় নিযুক্ত দুরিতকর্ম করিয়া অন্তকালের সন্ধান করিতে করিতে যমলোকে নীত হয় এবং তথায় যমদূতগণের দ্বারা বিবিধ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। পরে পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া কৃমির দংশনাদি বিবিধ দুঃখ পাইতে পাইতে যখন তাহার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের কথা স্মরণ হয়, তখন সে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অনুতাপ করিতে থাকে।

অনুতপ্ত জীব মাতৃগর্ভে থাকিয়া এইভাবে কৃষ্ণের নিকট নিবেদন করে—

মিথ্যা ধনপুত্রমে [illegible] জনম।
না ভাবিলাম তোমার দুই অমূল্য চরণ॥
যে পুত্র করিলাম পোষণ অশেষ বিধমে।
কোথা বা সে সব গেল মোর নিজ কর্মে॥
এখন এ দুঃখে মোর কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার॥
তুমি কেন [illegible] চাড়িয়া।
[illegible]
উচিত [illegible]
[illegible]

* * *

[illegible]
কৃষ্ণ না [illegible]
[illegible]—

[illegible]
[illegible]
[illegible] না করিলে [illegible] করা যায় না। [illegible] নিকট [illegible]।

শ্রৌতপন্থা

(পূর্বপ্রকাশিত ১২৭ সংখ্যার পর)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ লিখিত

বেদের কর্ম কাণ্ডীয় [illegible] ও কর্মই [illegible] উদ্দেশ্য নহে। কর্মমার্গই শ্রৌতপন্থা নহে। শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মরণ-জনিত [illegible] বহির্মুখতা-হেতু অনিত্যস্থিতাবস্থা-প্রাপ্ত কৃষ্ণদাস্য-রহিত পতিত-স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ দুর্বল জীবের বৈরাচারের কথঞ্চিৎ নিয়মনের জন্যই কর্মকাণ্ডীয় [illegible] বিধান। [illegible] কর্ম [illegible] উদ্দেশ্য নহে [illegible] হইত, তবে নিগমের একদেশ-নিবদ্ধ [illegible], দেশাত্মবোধিক [illegible] বাধিত হইত না। অতএব কর্ম-মার্গে প্রেরণই [illegible] না হওয়ায় কর্মমার্গ শ্রৌতপন্থা নহে, পরন্তু কর্ম-[illegible] হইয়া [illegible] শ্রৌতপন্থা।

[illegible]। নিত্যমুক্ত জীবের [illegible] অবিদ্যা [illegible] অনিরস্থিত জীবকে আপাততঃ নিবৃত্ত করিবার জন্য শাস্ত্র-বিধিকলি প্রযোজ্য। যাঁহারা কীর্তনাদি দ্বারা নিরন্তর হরিস্মরণ করিতেছেন ও করাইতেছেন, স্মরণ বা পুরাণাদির বিধিগুলি তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হইলে 'বন্দন-মনোরথ' এবং প্রতিহত ও নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হইবে। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত অজামিলোপাখ্যানে শাস্ত্র ও পারমার্থিক সংবাদ-প্রসঙ্গে যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের বিচার-প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া সুস্পষ্ট জনগণের চক্ষে অঙ্গুলি-নির্দেশ-[illegible] দিয়াছেন যে, পূর্বকালে [illegible] নিয়মনকারী যমের [illegible] সহিত [illegible] বিষ্ণুপার্ষদগণের অজামিল নামক কোন [illegible] ব্রাহ্মণকে লইয়া এক বড় বিচার হইয়াছিল। [illegible] নিয়মনশাস্ত্র-[illegible] [illegible] [illegible] অভিজ্ঞ-[illegible] প্রথম স্বয়ং [illegible] হইয়াছিল, 'কুত্রাপরাধে শাস্মিনো [illegible] জন্মনাবে যমং [illegible] হইয়া [illegible] করেছি [illegible] করিয়াছিলেন এবং নিজ [illegible] [illegible] ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা :-

"[illegible] পুরুষঃ পুরাণো নারায়ণঃ স্বকৃতৈর্যদমং কৃতং নঃ।
[illegible] ন বিদ্মহে বচিতাঞ্জলীনাং কাশিণ্ডীয়সি নমঃ পুরুষায় তুভ্যম॥"

এবং নিজ কর্মচারী যমদূতগণকে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ্য, [illegible]-প্রমুখ কর্ম ও [illegible]-[illegible] [illegible] যদি [illegible] তাঁহারা [illegible] মহাজন-মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না। তাঁহারা মায়া-প্রকোপে [illegible] কৌশল রূপ শ্রৌতপন্থা হইতে [illegible] হইয়া [illegible] রূপে মহাজনাভিমানী হইয়াছেন মাত্র। এই বলিয়া [illegible] তাঁহাদের [illegible] শ্রৌতপন্থা নির্ধারণ হেতু শেষ করিয়াছিলেন।

হে [illegible] পণ্ডিত! [illegible] তোমার যে জন্ম উৎপাটিত হইয়াছিল, তাহা কি পুনরুদ্গমন-[illegible] হইয়াছে? যে [illegible] প্রায় লক্ষ্য-বিহীন! জীব-লোকে নীরে মোহিত হইও না আর বৈষ্ণবের নিকট [illegible] না, এবার গেলে যে [illegible] আছে, তাহাও উৎপাটিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণনামে শ্রীযশোদা-নন্দনার্থই বিদ্বদ্রূঢ়ি-নিষ্পন্ন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ৭ম অধ্যায়ে শ্রীবল্লভ-ভট্ট ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি যথা, "ভট্ট কহে কৃষ্ণনামের অর্থব্যাখ্যানে। বিস্তার করিয়াছি তাহা কর [illegible] প্রভু কহে কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি। শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন—এই মাত্র জানি॥"

২। কৃষ্ণশব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা যে কেবলমাত্র শ্রীযশোদার স্তন্যপায়ী শ্যামল শিশুই লক্ষিত হয়, তাহা সকল শাস্ত্রে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। যে সকল [illegible] ব্যক্তি কৃষ্ণশব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা শ্রীযশোদানন্দন রূপ অর্থ বুঝিতে অক্ষম, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মায়ানাম্নী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] ভোগের জন্য মহারৌরব নামক [illegible] নরকাভিমুখে [illegible] করিতে থাকে। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ কদর্থ ঘোষণাকারী ব্যক্তিগণকে পাষণ্ড ও মায়াবাদী নামে অভিহিত করেন এবং অসম্ভাষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

৩। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য শ্রীমূর্তি স্বীকার করিলে পাছে তাঁহার সেবা করিতে হয়, এই আশঙ্কায় মায়াবাদিগণ অজ্ঞ স্বার্থপর ভোগী ও ত্যাগিকুল তাঁহার ভুবন-মোহন শ্রীমূর্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে নিরাকার [illegible] করাইবার জন্য কৃষ্ণশব্দের নানাপ্রকার কদর্থের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। সুতরাং মায়াবাদিগণ-প্রচারিত কৃষ্ণনামের কদর্থসমূহ সজ্জনভক্তি [illegible] শ্রবণ করা আদৌ উচিত নহে। উহা জন-সাধারণকে বুঝাইবার জন্যই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবল্লভ ভট্টজীকে লক্ষ্য করিয়া উপরিউক্ত শিক্ষা প্রদানের লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন।

৪। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকাখ্য বৈকুণ্ঠ ধামে নিত্য বিরাজমান। পৃথিবীতে অবস্থিত মায়া-মুগ্ধ অজ্ঞ জীবসমূহ [illegible] তাঁহার গোলোকস্থ শ্রীমূর্তি দর্শনে অক্ষম এবং সেহেতু তাঁহাকে নিরাকার মনে করিতে বাধ্য হয়। দর্শন ও প্রাণে সেবার সুযোগ দিয়া বদ্ধজীবসমূহকে স্বধামে লইয়া পরমানন্দে মগ্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়ধাম ও পরিকরবর্গসহ ইহজগতের গোকুলাখ্য-স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভুবনমোহন শ্রীমূর্তি দেখিয়া গোকুল ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের সজ্জনভক্তি অপরাপর নর ও নারী (কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, পশু ও পক্ষী, বৃক্ষ ও লতা, [illegible] নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রাদি অপেক্ষা তাঁহার দর্শন ও তাঁহার সেবা করিবার জন্য উদ্গ্রীব থাকিতেন এবং দর্শন ও সেবার সুযোগ পাইলে পরমানন্দে মগ্ন হইতেন ও তদভাবে পুনরায় সুযোগ পাইবার আশায় একাধারে হর্ষ বিষাদযুক্ত ভাবে দিন যাপন করিতেন। কেবল কপটহৃদয় কংসাদি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে ভয়ে ভীত

অতএব কংসাদির ন্যায় স্বভাব পরিত্যাগ পূর্বক যশোদানন্দনে প্রীতি-যুক্ত হওয়াই কর্তব্য।

সিংভূমে নেমিমহারাজ

(তারের সংবাদ)

সাকচী, ২৮-৭-৩০

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার করিয়াছেন যে, গত ২৬শে জুলাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি-মহারাজ চাইবাসায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য কালীবেলা নামক স্থানে শুদ্ধ ও বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় দুইশত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজী গত ২৭শে জুলাই জামসেদপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং দ্বারে দ্বারে মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার ফলের আস্বাদ মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১।০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সামায়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার ভিক্ষা চার আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক

নূতন সংস্করণ

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুগত্যশূন্য হইয়া যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের পদে তাঁহার কোন কাতর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। তাহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ এমন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজে বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ লাভে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সংক্ষেপে-কোষগ্রন্থ)

বিষয়:— ১। [illegible] ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। [illegible] শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরস্থলে ব্যবহার্য্য কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের [illegible] ইহাই বহুসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৩৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইবে। [illegible]

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,— শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ ৩২শ খণ্ডে প্রকাশিত [illegible] প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶০
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। [illegible] ।০
৬। [illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) [illegible]
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্য সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১।০
গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
৯। [illegible] উপদেশামৃত সারার্থ (বাঁধা)
১০। বেদান্তসূত্রের সারার্থ (প্রাকৃতীয়) ।০
১১। [illegible] ৫৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা (৮ম সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৶
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ।৶০
ঐ ঐ বাঁধা ।০
১৮। নবদ্বীপ-[illegible] ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। [illegible] ।০
২৩। [illegible] ।০
২৪। [illegible], গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি একত্রে ৶০
২৫। [illegible] সংস্করণ) [illegible] ৶০
২৬। [illegible] ।৶০
২৭। [illegible] দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ।০
৩০। [illegible] ৸০
৩১। [illegible] [illegible]
৩২। [illegible] ৸০
শ্রীচৈতন্য [illegible] (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ)

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] রোগীগণকে [illegible] জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ [illegible] করুন। শ্রীহরিশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible]

[illegible] পারেন—

[illegible] নদীয়া। অথবা শ্রী[illegible] নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] রোগে [illegible] জীবনের [illegible]

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

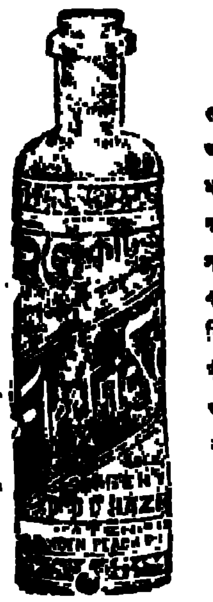

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ [illegible] অপারিক [illegible] মরা [illegible] এবং নানা প্রকার [illegible] স্ত্রীলোকদিগের [illegible] ভিটিরিয়া প্রভৃতি রোগে [illegible] আমেরিকার [illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মজিউসন [illegible] বাঁচিতে পারেন, তাহার [illegible] প্রমাণ [illegible] পাওয়া যাইতেছে। [illegible] ঔষধ [illegible] আরোগ্য [illegible] ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "স্বর্ণতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া [illegible]। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন [illegible]। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ডে অক্ষরে স্বর্ণ ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পাঞ্জিকা

[illegible] একান্ত প্রয়োজনীয়

[illegible] ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

[illegible] ঘরে ঘরে বিরাজিত [illegible]

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

[illegible]—শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রোফ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷৹ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা অবলম্বনে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রথম নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১॥৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশমস্কন্ধের সম্পূর্ণ মূল্য ১২৲, অগ্রিম আগ্রাহকগণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্ত-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	৩০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১২
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৹২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] কাশী, ই, আই, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible] মথুরা, ই, আই, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible]
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটী, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible] বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible]
১৬। শ্রীনন্দগৌড়ীয় মঠ,—[illegible]
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ — [illegible]
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible]
[illegible]
৩। শ্রীযুক্ত [illegible]
৪। [illegible]
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]
৬। শ্রী[illegible] নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible]
৮। শ্রী[illegible]
৯। শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]
১০। শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবাসী

বর্ষার একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

, টি, সিলিপার

টি. টি. সিলিপার ও এলবার্ট

টানছাড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। ফলেন পরিচয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের ঠিকানা ও — "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১২৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই শ্রাবণ ১৩৩৭ শুক্রবার ১লা আগষ্ট ১৯৩০

নবদ্বীপে হরতাল

পরলোকে খাঁ সাহেব মোল্লা খোদাদাদ

ট্রেণ দুর্ঘটনা

কিশোর গঞ্জের দাঙ্গার জের

৬০ জন জমাদার জেলে

বহু মহিলার শাস্তি—আদালতে হৈচৈ

বন্যার তাণ্ডব লীলা

কানপুর কলেজে জাতীয় পতাকার ফেসাদ

সার্জ্জেণ্টের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত

নৈমিষারণ্যে পাণ্ডার অত্যাচার

নানা কথা

পরলোকে খাঁ সাহেব মোল্লা খোদাদাদ

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বাবুলপুকুরের দেশহিতৈষী, দানবীর, বদান্য, ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান জমিদার খাঁ সাহেব মৌলবী মোল্লা খোদাদাদ সাহেব গত ১৪ই শ্রাবণ বুধবার প্রাতঃ আন্দাজ ৬ ঘটিকার সময় স্থানীয় অধিবাসী এবং আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া ৮৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবা-মাত্র দলে দলে লোকসমাগম হইতে থাকে এবং তাঁহার সম্মানার্থ স্থানীয় বাজার, স্কুল, পাঠাগার সমস্তই অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। মোল্লাসাহেব তাঁহার নিজগুণে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্যের প্রতি তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মুসলমান হইয়াও হিন্দুগণের সুখ সুবিধার দিকে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন, তজ্জন্য তাঁহার মৃত্যুতে শুধু মুসলমান নয়, আমরা হিন্দুগণও মর্ম্মাহত। তিনি বঙ্গদেশের মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বলে রাখেও তাঁহাদের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। [illegible] বৎসর যাবৎ তাঁহার নিজের স্কুল ও [illegible] ছিল। ইংরাজী শিক্ষারও তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি [illegible] স্বাভাবিক নিরাভিমান বর্জ্জিত না থাকিয়া অধীনস্থ প্রজা-সাধারণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অর্থে ও চেষ্টায় [illegible] ও সমাজাতে তাঁহার দান ও উদার-প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের [illegible] করিয়া আসিতেছেন এবং 'জ্ঞানপ্রকাশ' নামে একখানি [illegible] পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্মানুসারে তাঁহার দেহের প্রত্যেক অনুষ্ঠান যথাযথ পালন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের দুঃখে গভীর সমবেদনা প্রকাশ ও তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গলকামনা করিতেছি। তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদির [illegible] উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। [illegible] করি, তাঁহারা [illegible] সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া [illegible] গৌরব রক্ষা [illegible] করিবেন।

নবদ্বীপে হরতাল

নবদ্বীপ [illegible] এখানকার [illegible] হরতাল হইয়া গিয়াছে।

গত ২রা [illegible] জন [illegible] দোকান পাট [illegible] বন্ধ হইয়াছে। [illegible] নবদ্বীপে আবার হরতাল [illegible] দোকান পাট সব বন্ধ ছিল।

খাজানা বন্ধ

৬০ জন জমাদার জেলে

[illegible] খাজানা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় জন্য [illegible] জমাদার ধৃত হইয়াছে। এই [illegible] একটা বিরাট [illegible] করিয়া দিয়াছে। এই স্থানের পাটচাষীদিগকে সাধারণে বয়কট করায় [illegible] বাধ্য হইয়াছে।

দাঙ্গার জের

কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার [illegible] বিশেষভাবে অবগত আছেন। সম্প্রতি [illegible] একটী উপাখ্যান [illegible] করিয়াছেন। [illegible] অনুরোধ [illegible] মৌলবী [illegible] নিকট [illegible] প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইয়া [illegible] সরকার বাহাদুর [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] পথ দেখে আছে।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

[illegible] ট্রেণটী [illegible]

বিবিধ সংবাদ

বন্দে মাতরম [illegible]। আদালতে হৈ চৈ

[illegible] এবং [illegible]

[illegible] (উত্তর

[illegible] বাবু সুরেশ

[illegible] এবং [illegible] বাবু [illegible]

[illegible] শ্রীমতী [illegible]

[illegible]

[illegible], শ্রীমতী [illegible], [illegible] শ্রীমতী [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] কলিকাতা বড়বাজারে পিকেটিং করার জন্য পুলিশে ধরিয়াছিল। ইঁহারা [illegible]।

[illegible] প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] ইঁহাদিগকে [illegible]।

মহাত্মাজী করার জন্য এই সময় [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] করেন নাই। এই [illegible] সোমবার বেলা দশটা হইতে [illegible] আদালত-প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে আরম্ভ করেন। আসামীদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে নিকটেই স্থান দেওয়া হইয়াছিল। সহসা [illegible] উচ্চৈঃস্বরে "বন্দে মাতরম" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করেন। [illegible] প্রধান [illegible] হইতে "বন্দে মাতরম" চীৎকার শুনা গেল।

এই সমস্ত চীৎকারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব [illegible] হইয়া বলিলেন [illegible] চীৎকার বন্ধ না হয় তাহা হইলে তিনি [illegible] করিবেন তাহা [illegible] বন্ধ করিবেন।

যখন বন্দিনীদিগকে গাড়ী করিয়া আদালত হইতে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন সকলে [illegible] গাড়ীটি পুষ্পমাল্যে ঢাকিয়া ফেলেন।

গত রবিবারে বিলাতী কাপড় পিকেটিং করার জন্য ২২জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বন্যার তাণ্ডব লীলা

[illegible] এবং [illegible] কোর্টের মধ্যে [illegible] বন্ধ হইয়া গিয়াছে। [illegible] বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, [illegible] নাই।

[illegible] দুই হাত গভীর জল [illegible] গিয়াছে, [illegible] ভাসিয়া গিয়াছে এবং নৌকার [illegible] চেষ্টা চলিতেছে।

[illegible] ভাসিয়া [illegible] লোকের [illegible] হইয়াছে।

[illegible] যে [illegible] এবং

এবং কোনও

[illegible] আক্রান্ত-

[illegible] বন্ধ হইয়াছে।

[illegible]

সাহেবের সামনে হাত তোলা

কলিকাতার বড়বাজারে একজন লোক [illegible] নামক একজন সার্জ্জেন্টের [illegible] ছুরিকাঘাত করিয়া [illegible] মধ্যে [illegible] মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে [illegible]। তাঁহার অবস্থা শোচনীয় [illegible] কি বলিতে পারা যায় না। আক্রমণকারী [illegible] পাগড়ী, কোট এবং [illegible] ছিল। তাহাকে পাঞ্জাবী বলিয়া অনুমান হয়।

[illegible] বড়বাজারে [illegible] একজন যুবককে গলা টিপিয়া [illegible]। সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়া দেয়।

সার্জ্জেন্ট সাহেব [illegible] রোডের উপর পাহারা দিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার উপর আক্রমণ হয়। তিনি [illegible] নামক একজন সার্জ্জেন্টের [illegible] ডাকিবার [illegible] হন। [illegible] সার্জ্জেন্ট [illegible] মোটরযোগে আসিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যান। [illegible] সার্জ্জেন্টের [illegible] ছিল। দোকানদারেরা পলাতক আসামী কে তাহা বলিতে পারে নাই।

[illegible] নামক একজন [illegible] বৎসর বয়স্ক বালক বলিয়াছে যে, সে বাস্তবিকই দেখিয়াছে [illegible] সময় সার্জ্জেন্ট একজন যুবকের গলা টিপিয়া ধরে।

বড় লোকের বড় কথা

বিলাতের [illegible] আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এই জন্য [illegible] পরীক্ষায় [illegible]। [illegible] বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী [illegible] বলেন যে [illegible] ভাল করিয়া [illegible] হইবে।

[illegible] প্রধান মন্ত্রী [illegible] মাসের মধ্যেই বর্ত্তমান [illegible] গঠন হইবে।

জাতীয় পতাকার কেলাদ

কানপুরের [illegible] কলেজে জাতীয় পতাকা উড়াইবার অপরাধে [illegible] ছাত্রকে [illegible] দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত ছাত্র এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা [illegible] আদালতে আসিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে তবে তাহাদিগকে পুনরায় কলেজে ভর্ত্তি করা হইবে।

স্কটিশ চার্চ কলেজ

কলিকাতার [illegible] কলেজ এবং জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউশন মিলিত হইয়া স্কটিশ চার্চেস কলেজ হয়।

বর্ত্তমানে স্কটল্যাণ্ডের দুই ধর্ম্মসম্প্রদায় মিলিত হইয়া এক হইয়া যাওয়ায় এই কলেজের নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ হইল।

পাণ্ডার অত্যাচার

বৈদ্যবাটী, সীতাপুর

কয়েক দিবস গত হইল বৈদ্যবাটীতে একটী পাণ্ডা, একটী স্ত্রীকে নিজ বাসায় লইয়া গিয়া, তাহার জিনিষ পত্র সমস্ত লুট করিয়া লয়। সেই স্ত্রীলোকটী সীতাপুর থানায় গিয়া রিপোর্ট করে। তারপর দারোগা সাহেব তদন্তার্থে আসেন। এখনও তদন্ত চলিতেছে।

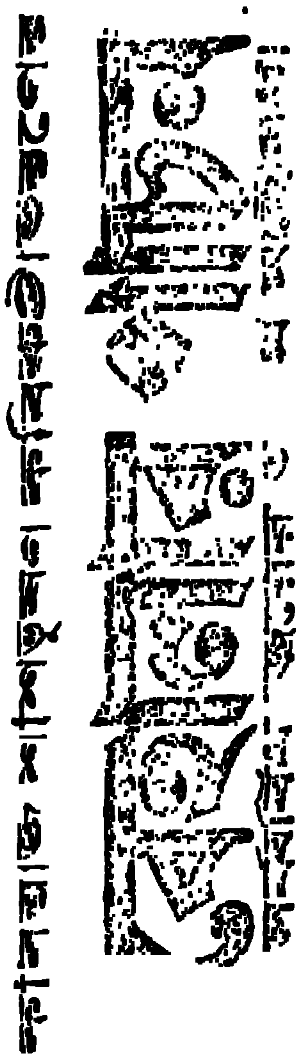

[illegible]

বিখ্যাত

মদন মঞ্জরী

[illegible] ও বাতুলিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] বহুমূত্র, [illegible], বুক ধড়ফড়ানি, [illegible] বিশেষ উপকার হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

"অপুত্রসন্তানোৎপাদন ঘৃত"

[illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] এক টাকা। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] বাদাম তৈল

[illegible] এবং উপকারিতায় সকলের পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের জাল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাম কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, [illegible], কুইনিন, [illegible] এবং [illegible] আছে।

এক [illegible] ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর [illegible] এবং [illegible] ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]। [illegible] মূল্য ২৲, [illegible]

[illegible] ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীজ

২৯১ [illegible] লেন, কলিকাতা

অভক্ত ভক্ত চিনিতে অক্ষম

ভোগ বা ত্যাগ বুদ্ধির মাপ-কাঠিতে শুদ্ধভক্তদিগকে মাপিতে গেলে পিন পড়িতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব ঐরূপ মাপ-কাঠির দ্বারা শুদ্ধভক্তদিগকে মাপিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

২। শুদ্ধভক্তগণের যথার্থ পরিচয় কেবলমাত্র তাঁহাদিগের আনুগত্য-মুখে স্বতঃ হৃদয়ে স্ফুটিয়া উঠে। যিনি যে পরিমাণে আনুগত্য করিবেন, তিনি সেই মাত্রায় তাঁহাদিগের যথার্থ পরিচয় স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন। অতএব সুস্পষ্টভাবে যথার্থ পরিচয়-লাভেচ্ছুগণের সর্ব্বকাল ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগের আনুগত্য করা কর্ত্তব্য।

৩। আবার বাগানীর আন্তরের খবর লওয়া যেরূপ অনধিকারচর্চ্চামূলক, স্ত্রীপুত্রাদি-চিন্তারত দেহী বা শুষ্ক-জ্ঞান-রূপ নির্ব্বিশেষবাদী-জ্ঞানী বা ত্যাগীর পক্ষে শুদ্ধভক্তগণের পরিচয় লাভ করিতে যাওয়াও সেই প্রকার অনধিকার-চর্চ্চা-ঘটিত ব্যাপার মাত্র। আবার, গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি বা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস যেমন হাস্য-জনক, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বান্তঃকরণে শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ পরিমাণে ও কিয়ৎকাল মাত্র আনুগত্য করিয়াই যদি কেহ মনে করেন যে তিনি তাঁহাদিগের সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাহাও সেই প্রকার হাস্যজনক।

৪। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যখন নিজ শুদ্ধভক্তগণের প্রেম-বিকার দেখিয়া চমৎকৃত হন ও সেই প্রেম-বিকারের মধুরিমা সম্যগ্‌রূপে জানিতে না পারিয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাহা জানিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন তাঁর মনুষ্য ভক্তভাব স্বীকার না করিলে কোন কালেই তাহা জানিতে পারে না, যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ১৮শ অধ্যায়ে;—

ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত কেবা ছার আর॥
ভক্ত-প্রেমের যে দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে॥

ভগবান্ ভক্তকে আত্মঘাত হইতে রক্ষা করেন

শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের দর্শন-জন্য প্রবল উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া অতীব প্রিয় ভক্ত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

(ক) বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু অভক্ত কখনও ভক্ত চিনিতে পারে না; শুদ্ধভক্তের আনুগত্য মুখেই তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় লভ্য

(খ) শ্রীভগবান্ স্বয়ং পর্য্যন্ত ভক্ত-প্রেমের মাধুর্য্য জানিবার জন্য ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন

(২)

ভগবান্ ভক্তকে আত্মঘাত হইতে রক্ষা করেন

(৩)

ভক্তরাজ গুণরাজখানের জীবনী সংগ্রহ

(৪)

শ্রৌতসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

(৫)

চিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু এক সময় শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঝারিখণ্ডের পথ দিয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। পথে জলের দোষে ও উপবাসের ফলে তাঁহার গাত্রে কণ্ডু রসা হইয়াছিল। খাজুয়া হইতে রস পড়িতে থাকে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন এবং সেবার্থে বহু ভক্ত ও সেবক সর্ব্বদা পরিক্রমায় যাতায়াত করেন এবং তাঁহার অঙ্গ হইতে নির্গত রস-ক্লেদ তাঁহাদিগের অঙ্গে যদি লাগে, তাহা হইলে তিনি সেবাপরাধের ভাগী হইতে পারেন। অতএব স্থির করিলেন যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের দর্শন যখন অতিবিলম্বজনক হইল, তখন তিনি রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের চাকার তলে যাইয়া নিজ দুষ্ট দেহকে পরিত্যাগ করিবেন। ইষ্টদেবের দর্শনে বঞ্চিত অবস্থায় ভক্তগণ দেহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি ব্রজগোপীগণের উক্তি,—"সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্। নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥" অর্থাৎ হে প্রিয়, তোমার হাস্যাবলোক দর্শন ও কলগীত শ্রবণে আমাদের যে কামাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমার অধরামৃত দ্বারা তুমি সেচন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ কর। তাহা না করিলে আমরা তোমার বিরহ অগ্নি-দগ্ধ দেহ-সহ তোমার ধ্যানের দ্বারা, হে সখে, তোমার চরণের পদবী লাভ করিব। সুতরাং শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর দেহত্যাগের সঙ্কল্প-শাস্ত্র-সম্মতই হইয়াছিল।

২। অতএব অনেকের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত-মুখে অনেক সময় দেহ ত্যাগের সঙ্কল্প করে। কেহ অগ্নি মধ্যে, কেহ রজ্জু-বন্ধনে ও কেহ বা প্রায়োপবেশন দ্বারে দেহত্যাগ করিয়া থাকে। আজকাল স্বদেশী আন্দোলন প্রভাবে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগের ঘটনা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে দেহত্যাগ করিলে আত্মঘাতক পাপের জন্য যমালয়ে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। সুতরাং অতএব আত্মঘাত [illegible] নরকের ভাগী। ভক্তগণ আত্মঘাতের ইচ্ছা করেন, কিন্তু ভগবান্ তাঁহাদিগকে আত্মঘাত হইতে রক্ষা করেন বলিয়া তাঁহারা যমালয়ে দণ্ড-ভোগাদি [illegible] শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্য [illegible],—"[illegible] ভক্ত বিয়োগে চাহে ছাড়িতে। এবে কৃষ্ণ বিনে কেহ পারে রাখিতে॥" এবং সুতরাং শ্রীল সনাতন [illegible] আলিঙ্গন-মুখে মহাপ্রভু আত্মঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি [illegible] ভগবদ্ ইচ্ছায় দেহত্যাগের [illegible] করেন।

গুণরাজ খান

(ডাঃ শ্রীপাদ [illegible] কুসুম [illegible])

সাধারণ পরিচয়

বৈষ্ণবগ্রন্থ মাত্রেই [illegible] পান তন্মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের [illegible] বঙ্গদেশীয় কবিগণের [illegible] চিত্ত। যে বঙ্গীয় কবি গুণরাজখানের নাম শ্রবণ করেন নাই, [illegible] নদীয় [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় [illegible] সন্দেহ নাই। কারণ এই মহাপুরুষই সর্ব্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণ-লীলা [illegible] বাঙ্গালা ভাষায় যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাই বঙ্গভাষার আদি কাব্য। [illegible] ১৩৯৫ শকাব্দায় [illegible] গ্রন্থরচনা-কার্য্য আরম্ভ করিয়া [illegible] শকাব্দায় সমাপ্ত করেন। ইঁহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের ব্রজবুলি ভাষায় অনেক গীত রচনা করিয়াছেন; কিন্তু কোনও কাব্য প্রণয়ন করেন নাই।

আবির্ভাব-ভূমি

হাওড়া-বর্দ্ধমান—[illegible] লাইনে 'জৌগ্রাম' নামক একটী ষ্টেশন বিদ্যমান। এই ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশের মধ্যে 'কুলীনগ্রাম' নামক একটী পবিত্র স্থান বিরাজিত। এই পুণ্য ভূমিতেই বৈষ্ণবস্থর গুণরাজ শ্রীগুণরাজখান মহাশয় আবির্ভূত হন। ঠাকুরের আবির্ভাব-ভূমি কুলীনগ্রামের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে আচার্য্য-লীলা-[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি—

"প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।৮২-৮৩)

বংশ-পরিচয়

ঐতিহাসিক বিচারে গুণরাজখান [illegible] কায়স্থকুলের [illegible] বসুর [illegible]। গৌড়দেশের [illegible] সেই সময় বঙ্গে [illegible] সম্রাট [illegible] আদিশূর [illegible] আহ্বান করেন। [illegible] মকরন্দ ঘোষ [illegible] বসু [illegible] তৎপুত্র [illegible] পুত্র—(১) [illegible] (২) [illegible] (৩) [illegible] শ্রীনাথ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] (১) [illegible] প্রধান [illegible] কুলীনগ্রাম বসু। বংশের [illegible]

[illegible]— (১) [illegible], (২) কায়েস্থ, [illegible] ও (৬) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইহার প্রকৃত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৬।

সামাজিক বিচক্ষণতা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভিজ্ঞ [illegible] [illegible] ছিলেন, তাহার একটী [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] 'কৌলীন্য-প্রথাকে সারহীন জানিয়া শ্রীপুরুষোত্তম [illegible] [illegible] সমাজের বহু মহাশয়গণ তাহা স্বীকার করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের সমসাময়িক ঘোষ, বসু ও মিত্র-বংশীয় মহাশয়গণ ঐ প্রথাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রখর-ধীসম্পন্ন মালাধর বসু মহাশয় বঙ্গালী কৌলীন্য-প্রথার ভাবী অমঙ্গলজনক ফল লক্ষ্য করিয়া স্বীয় কুটুম্ব পুরন্দর খানের অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম-দত্ত-বংশীয় ত্রয়োদশ পর্য্যায় শ্রীপতি দত্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন। এতদ্দ্বারা তিনি বঙ্গালী ও গৌড়দেশীয় শাখা অপেক্ষা কাকুড়ষ হইতে সমাগত বংশীয় কায়স্থের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান কায়স্থ-সমাজের পর্য্যালোচনাকারিগণ শ্রীমালাধর বসুর বুদ্ধির বিচক্ষণতা লক্ষ্য করিতেছেন।

চরিত্র

কবিগণের কাব্যে তাঁহাদের চরিত্র পরিস্ফুট হইয়া থাকে। বঙ্গের আদি-কাব্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়-প্রণেতা গুণরাজ বসু মহাশয়ের অতিমহৎ চরিত্র স্বীয় [illegible] অমূল্য প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। এই কাব্যখানের এক স্থানে লেখা আছে,—

"নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"

অর্থাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তিনি ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়ার [illegible] [illegible] করিয়া বিরজা ব্রহ্মলোক [illegible] [illegible] পরব্যোমের উপরিস্থ গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের সেবা [illegible], [illegible] নাই। সুতরাং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণন করা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] [illegible] এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থাদের ভাষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণ-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তির উহা অধ্যয়নে সমর্থ। বৈষ্ণবপ্রবর গুণরাজ খানের শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া [illegible] খানের মাহাত্ম্যবর্ণনপ্রসঙ্গে অভিন্ন-[illegible] শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

"[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
কুলীনগ্রামবাসীর কথা কহিল—
তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥"

—সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীগুণরাজ খানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিবাসী, এমন কি কুক্কুর পর্য্যন্ত ভগবানের অতিপ্রিয়পাত্র।

— —

শ্রৌতসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

পণ্ডিত শ্রীপাদ যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না। কার্য্য, কারণ ও [illegible] [illegible] কিছু, সমস্তই তিনি। কাল [illegible] দৈব এবং [illegible] ভগবানের স্বরূপ-মায়ার প্রকাশ।

কারণ-রূপ মায়ার পরমেশ্বরের জীব-মায়ার প্রকাশ; কাল ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ এবং গুণত্রয়ের অতীত জীবসকল তাঁহার প্রকাশ্য প্রকাশ-সামর্থ্যরূপা চৈতন্যাংশ।

স্বরূপ-বিশিষ্ট ভগবানের প্রকাশ-সামর্থ্যরূপা অন্তরঙ্গা শক্তি। ব্রহ্ম [illegible] [illegible] বিশিষ্ট শ্রীভগবানের [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ, আর পরমাত্মা তাঁহার সবিশেষ-প্রকাশাংশ। পরমেশ্বরের সত্ত্ব-বৰ্জ্জিত পরমাণু স্থানীয় জীবসকলের অন্তরাল-বর্ত্তিনী ছায়ারূপা মায়া তাঁহার আবরণ-সামর্থ্য বা স্বরূপ-প্রকাশ-সামর্থ্য। কেহই ভগবান্ হইতে অতিরিক্ত নাই ভগবান হইতে কেহই অতিরিক্ত নহেন বলিয়াই এই বহু প্রকাশে তাঁহার অদ্বয় [illegible]-প্রাপ্ত হয় না। এই বহু প্রকাশ যদি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত হইত, তাহা হইলে দ্বৈতের কল্পনা করা যাইতে পারিত, কিন্তু এক অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বই এই বহু বহু প্রকাশের নিমিত্ত-উপাদান-কারণ হওয়ায় এই বহু-প্রকাশ একই অদ্বয়-তত্ত্ব-সম্বন্ধ।

এই পরিদৃশ্যমান জগতও তিনি। প্রলয়ে যাহা অবশেষ থাকে, তাহাও ভগবান; কারণ একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—এই উভয় দেশ ব্যাপিয়া ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার দেশতঃ কোন পরিচ্ছেদ নাই, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়ের পর এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়কাল বা অনন্তকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, সুতরাং তাঁহার কালতঃ কোন পরিচ্ছেদ নাই। মায়াদি শক্তিসকল, চিৎ ও অচিৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তাঁহার [illegible]-বিশেষ। তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] সর্ব্ব-[illegible] [illegible] [illegible] স্বরূপ। তাঁহার [illegible] [illegible], দেবলীলা ও নরলীলার নিত্য পরিবারকৃত।

অদ্বয়-জ্ঞান ব্যতীত অর্থাৎ অদ্বয়-জ্ঞান হইতে ভিন্ন ভাবে মায়ার প্রতীতি, অথচ তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে মায়ার প্রকাশ নাই এবং যাহা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাই শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার লক্ষণ। স্বরূপজ্ঞান-প্রকাশে অপ্রকাশ-স্বভাব সত্ত্ব-বর্জ্জিত পরমাণু স্থানীয় অদ্বয়-জ্ঞান হয় বিবেকরহিত দ্বৈত প্রতীতি-যুক্ত জীবের আশ্রয়ে যাহার প্রতীত অথচ অদ্বয়জ্ঞানের ভিন্ন যাহার স্বতঃ-প্রকাশ সম্ভবে নাই, তাদৃশ লক্ষণান্বিত বস্তুকে ছায়ারূপা মায়া বলা যায়—এই মায়ার দুইটি প্রকাশ—একটি আবরণ রূপা অবিদ্যা, অপরটি বিক্ষেপরূপা গুণ মায়া। এই [illegible] মায়া হইতে মুক্ত হইলেই জীব [illegible] [illegible] সাক্ষাৎকার লাভ করেন [illegible] তিনি স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীঃ ৭।১৩,১৪)

মায়া-মুক্ত হইবার আর কোন দ্বিতীয় পন্থা বা উপায় নাই।

চিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি)

১। পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীব মূলতঃ ব্রহ্ম, কিন্তু জগৎ ও জীবমাত্রেই তাঁহার সত্তা পর্য্যাপ্ত নহে, এতদুভয়ের অতীত-রূপেও তাঁহার সত্তা বর্ত্তমান। সুতরাং জগৎ ও জীব ব্রহ্মের অংশ। অংশ সম্পূর্ণরূপেই অংশীর অন্তর্ভুক্ত বিধায় অংশী হইতে অভিন্ন, কিন্তু অংশীর সত্তা অংশকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান থাকায় অংশী অংশ হইতে উন্নত বটেন।

২। জগৎ গুণাত্মক আর ব্রহ্ম গুণী। গুণী হইতে গুণ স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট না হইলেও গুণিবস্তু গুণ হইতে অতীতও বটে, সুতরাং ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। এতদুভয়ই নিত্য। মায়াবাদী যেমন সগুণ ভাবকে অনিত্য এবং নির্গুণভাবকে নিত্য বলেন, তদ্রূপ নহে। গুণ ও গুণী ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, গুণী বলিলেই স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গুণযুক্ত।

৩। ব্রহ্ম চিদানন্দস্বরূপ অদ্বৈত সৎ-পদার্থ। ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দ বহুরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা আছে এবং চিচ্ছক্তিও বহুভাবে প্রসারিত হইয়া ঐ আনন্দকে অনন্তভাবে আস্বাদ করিবার যোগ্যতা আছে।

যেমন মনুষ্য অন্তঃকরণ দ্বারা বহুবিধ মূর্ত্তি কল্পনা করত তাহা মনন করিতে পারে এবং কল্পিত মূর্ত্তিগুলি যেমন চিত্ত হইতে কোন বাহ্য বস্তু নহে, পরন্তু চিত্তেরই অংশ, কিন্তু উহাতে যেমন মনুষ্যের চিত্তের একত্বের হানি হয় না, পরন্তু মনুষ্য তাঁহার চিত্তকে বহুরূপে দর্শন করিতে পারেন, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দের বহুরূপে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা আছে এবং ব্রহ্ম ঐ আনন্দকে বিভিন্নরূপে ঈক্ষণ করিতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহার অদ্বয়ত্বের হানি হয় না।

৪। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। জীবের স্বভাবতঃ সর্ব্বশক্তিমত্তা হয় না। জীব স্বভাবতঃ ব্রহ্মের অংশ। সেজন্যই অংশ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; কিন্তু এই অংশত্ব নিত্য হওয়ায় অংশাংশিভাবে ভিন্নও বটে। মুক্ত জীব অংশই থাকে। কারণ কোন বস্তুর স্বরূপের ঐকান্তিক নাশ হয় না। জীব মুক্ত হইয়া পূর্ণব্রহ্ম, সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বশক্তিমত্ত লাভ করিতে পারে না। জীবের জীবত্ব নিত্য। তবে এই জীবত্ব ব্রহ্মেরই অন্তর্ভুক্ত।

৫। সূর্য্য যেমন আপনার স্বরূপ হইতে অভিন্ন সূক্ষ্ম কিরণ বিস্তার করিয়া আপনার আলোকিত অ কাশস্থ বস্তুসকলের সর্ব্বাংশ স্পর্শ এবং প্রকাশিত করে, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপগত চিদংশ অনন্ত সূক্ষ্ম চিদাত্মভাবে আপনাকে বিভক্ত করিয়া অনন্তরূপে তাঁহার স্বরূপগত আনন্দকে অনুভব ও প্রকাশ করেন। এই সকল সূক্ষ্ম চিদংশই জীব নামে কথিত।

৬। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ব্রহ্মের অণুচিদংশ বিধায় তিনি পূর্ণব্রহ্ম নহেন, সুতরাং জীবকে ব্রহ্মের ন্যায় বিভু স্বভাব বলা যাইতে পারে না। জীব বিভু-স্বভাব হইলে জীবত্ব কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না—উপাধিরূপ আবরণ দ্বারা জীবত্ব সিদ্ধ হইবে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না, কারণ যিনি স্বরূপতঃ বিভু, পরিচ্ছিন্ন উপাধি তাঁহাকে আবৃত করিতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছাতেই জীব ও জগৎ প্রকটিত হইয়াছে—তাঁহার এই ইচ্ছা নিত্য ও স্বরূপগত হওয়াতে জীবের জীবত্ব নিত্য বলিয়া অবধারিত হইতেছে। তবে মুক্ত ও বদ্ধ জীবের ভেদ এই যে, বদ্ধাবস্থায় জীব জগতের ও নিজের ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিতে পারেন না—অর্থাৎ ব্রহ্মই যে জগৎ ও জীবের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু মুক্তাবস্থায় তিনি দৃষ্ট জগৎ ও আপনার সহিত ব্রহ্মের অভিন্নত্ব বুদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ জগৎ ও তাঁহার স্বরূপে ব্রহ্মেতর কোন উপাদান নাই বুঝিতে পারেন।

[illegible]-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চরাত্র, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই -২৲ দুই টাকা

আঁবাধা—১।০ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও তদনুগত সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৸০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ⁄০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডল। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্ড-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৸০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ⁄০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা সমস্তই অনিত্য—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন ভক্তির আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄০, নবদ্বীপ [illegible]— ⁄০

অর্থপঞ্চক—⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ⁄১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, চান প্রত্যেক নিত্যকল্যাণ প্রার্থী।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ [illegible] টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারগ্রাহী কোষ গ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ভক্তি বৈষ্ণবদের অধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদানন্দাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—শ্লোক-সূচী, টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ⁄০

২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০

৫। [illegible] ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

" " আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মূল-অনুবাদ ৷০

৯। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য [illegible] (ভাষ্য) ২৲

১০। বেদান্তদর্শনের [illegible] (গোবিন্দভাষ্য) ৷০

১১। [illegible] ৫৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেম প্রদীপ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০

১৫। [illegible] ৶০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।৶০

ঐ ঐ বাঁধা ।০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২১। নবদ্বীপ [illegible]-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ⁄০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৩। [illegible] ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ [illegible] ।৶০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶০

২৬। [illegible]মালা ।৶০

২৭। [illegible]-দীপিকা

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। [illegible] ।০

৩০। শ্রী[illegible] শিক্ষা ৸০

৩১। [illegible] ।০

৩২। [illegible] ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ)

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

বৈদ্য-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, দশদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগী দশকে সমস্ত খরচ বহন করিলে [illegible] করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ [illegible] অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ মৈকাটী, জেলা [illegible]।

[illegible] নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল [illegible], কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…………… আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible], পালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, অজীর্ণ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কাঁকলা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুর্বিসহ জীবনে নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েয়া, পার্কসার্কাস পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible] প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, গ্রামসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা; ভিক্ষা—২।০ টাকা

---

৪৫২ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিক মতেও একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেস্যার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য সেবনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

—— অন্যান্য আবিষ্কৃত ——

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এক প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী এম, এস, এর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷/০।

সম্পূর্ণ স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷/০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটকপর্ব্বত, পুরী

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—তিলগাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কৃষ্ণকোনা, চিরুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ চরমান রোড, নিউটাউন

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু নন্দ লেন রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেবগ্রাম,

[illegible]

৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—[illegible] কলিকাতা

৪। মিঃ এস ডি, মুখার্জ্জি—[illegible]

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস [illegible], নদীয়া।

৭ শ্রীবিরজামোহন [illegible] ঢাকা

৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible]

৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, [illegible]

১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিস্বরূপ নবীন।

১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি. ডি.সিপ্পান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম. জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে, বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার বসে যায়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং আনিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৮৴
ভিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গৌরধামের মাসচিকানা ও — শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৩০ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই শ্রাবণ ১৩৩৭ শনিবার ২রা আগষ্ট ১৯৩০

নানা কথা

অনাদি রঞ্জন বসু

আগামী ৩রা আগষ্ট নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, সি, রায় তিন সপ্তাহের জন্য অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার স্থানে সুযোগ্য সদর এস, ডি, ও শ্রীযুক্ত বাবু অনাদি রঞ্জন বসু, মহাশয় অস্থায়ী ভাবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

মুন্সেফ বদলী

কৃষ্ণনগরের দ্বিতীয় মুন্সেফ, শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কুষ্টিয়ায় বদলী হইলেন, তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু পলাশ চন্দ্র পাল আসিতেছেন। মুন্সেফ, বাবু বিদ্যোৎসাহী, জনপ্রিয়, দয়াহৃদয়ী এবং অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক। তাঁহার বিচার-নৈপুণ্যও বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা ভগবৎস্থানে তাঁহার সপরিবার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

৩৪ দিন উপবাসে

বরিশাল, ২৯শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় ও কেদারেশ্বর সমাদ্দারের প্রায়োপবেশনের আজ ৩৩তম দিবস। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তাঁহারা খুব দুর্ব্বল ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের শরীরের ওজন কমিয়া ৯৮ পাউণ্ড হইয়াছে।

কোয়েটায় বন্যা

শিকারপুর ও জেকবাবাদের মধ্যে বন্যার জন্য রেলপথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কোয়েটা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থা কিছু বেশী সময় যাবৎ থাকিতে পারে।

কালা ও ধলা

নদীয়ার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট অনাদি বাবু ও মুন্সেফ বদলি

৩৪ দিন উপবাসে

জহরলাল ও মতিলালের স্বাস্থ্য

পুলিশের পদত্যাগ

মিঃ জয়াকরের সিমলা যাত্রা

মহাত্মা ও নেহেরুজী

নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলার

বন্দুক জমা

কংগ্রেসের গুপ্তমিলন, প্রায়োপবেশন বন্ধ

কালা ও ধলা

বিলাতে বৃটেন চ্যানেলের উপর যে সমস্ত বন্দর আছে তাহাতে বহু বিদেশী কৃষ্ণাঙ্গ নাবিক আছে। তাহারা থাকায় শ্বেতাঙ্গ নাবিকদিগের কাজ পাওয়া কিছু অসুবিধা হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গগণ স্বার্থরক্ষার জন্য এমন আইন করিতেছেন যাহাতে কৃষ্ণাঙ্গগণ কাজ না পায়। এই ব্যাপার লইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনা আছে; সেই জন্য এই অঞ্চলে পুলিশের আমদানি হইতেছে।

মহাত্মা ও নেহেরুজী

স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন—মিঃ জয়াকর ও আমি যারবেদা জেলে মহাত্মা গান্ধী এবং নাইনী জেলে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি, সে সম্বন্ধে লণ্ডনে পার্লামেণ্টে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। আমি কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে, পণ্ডিত মতিলাল ও জহর-

লাল নেহেরু কারাকে মহাত্মা গান্ধী অথবা অন্যান্য যাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে পারেন, সেরূপ অনুমতি দিবার জন্য আমরা ইতোমধ্যেই রাজ-প্রতিনিধির নিকট আবেদন করিয়াছি। জেলে অবস্থিত নেতাদের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা এখনও চলিতেছে। এ অবস্থায় বর্ত্তমানে আমরা যে ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না, এ কথা সকলেই বুঝিবেন।

কলকারখানা বুঝি বন্ধ হয়

আমেদাবাদের কলকারখানাওয়ালাদিগের সমিতির সাম্বৎসরিক অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট শেঠ চমন লাল পরেখ বলেন, "আজ কাল সময় বড় খারাপ—বড়ই চিন্তার বিষয়। জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অবস্থা চলিয়া গিয়াছে। যদি এ দেশে এই অবস্থা আর কিছুদিন চলে, তাহা হইলে দেশের আর্থিক সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এ সময়ে সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তির সহিত রক্ষা করিয়া কেনাই একমাত্র উপায়।

বোম্বাইয়ের কলকারখানা অঞ্চলে অবস্থা অতি শোচনীয়। কোন কোন কল বন্ধ করা হইয়াছে এবং অনেক কলে কাজের সময় কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। [illegible] অসুবিধা এই যে সারা [illegible] সময় আরম্ভ হইয়াছে তাহার [illegible] ভোগ করিতে [illegible] কোন সংবাদ [illegible] টেক্সটাইল [illegible] কিন্তু সুবিধা [illegible] সুবিধা হয় [illegible]

[illegible] প্রসিদ্ধ বাগ্মী [illegible] রাজনৈতিক [illegible] বলিয়া [illegible] প্রদর্শন করেন —

বিবিধ সংবাদ

প্রায়োপবেশন বন্ধ

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সুভাষ বাবু প্রভৃতি ৮০ জন রাজনৈতিক বন্দী প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায়োপবেশন বন্ধ করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব মালসী গ্রেপ্তার

রংপুরের টাউন এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য মৌলবী ... টাকা তহবিল তছরূপের জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন। একটী ওয়াকফ্ এষ্টেটের হিসাব সম্পর্কে এই ব্যাপার। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে তাঁহার উপর ১৬৪ ধারার নোটিশ দিয়া প্রকাশ্য বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা রহিত করিয়া দেওয়া হয়।

মিঃ জয়াকরের সিমলা যাত্রা

মিঃ জয়াকর আজ প্রাতে এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহিত তাঁহাদের কিরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা তিনি কিছুই বলিতে চাহেন না। ৩০শে জুলাই সন্ধ্যাকালে তাঁহার পুনা যাত্রা করিবার কথা ছিল। এখন গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের পর তিনি সিমলা যাত্রা করিবেন।

জহরলাল ও মতিলালের স্বাস্থ্য

যদিও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে "এ" শ্রেণীর কয়েদীরূপে রাখা হইয়াছে, তথাপি এই দুই জন দেশপ্রসিদ্ধ কয়েদীর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। পণ্ডিত জহরলালের শরীরের ওজন ১০ পাউণ্ডের অধিক কমিয়া গিয়াছে। আর, পণ্ডিত মতিলালের পুরাতন হাঁপানী ও অনিদ্রা রোগ আবার দেখা দিয়াছে।

পিকেটিংএ আইন পরীক্ষা স্থগিত

গত বুধবার প্রাতে কলিকাতা টাউন হলের সম্মুখে পিকেটারগণ দলে দলে সমবেত হয়। প্রকাশ, তাঁহাদের কয়েকজন টাউন হলের সম্মুখে শুইয়া শয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে পদদলিত করিয়া টাউন হলে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য পরীক্ষার্থীদিগকে বলেন। ফলে বহু পরীক্ষার্থী উক্ত স্থান পরিত্যাগ করেন। প্রকাশ, ২৮ জন পরীক্ষার্থী টাউন হলে প্রবেশ করেন, কিন্তু পিকেটারদিগের আবেদনে তাঁহারা বাহিরে আসেন।

যাহাদিগকে বিজ্ঞান কলেজে উক্তরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রবল পিকেটিংয়ের ফলে সেথায় কোনও ছাত্রই পরীক্ষা-গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

তদন্তের ফলে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, উক্ত পরীক্ষা পুনরায় স্থগিত আছে।

৭ জন ছাত্র গ্রেপ্তার

গৌহাটি ২৯শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, কটন কলেজিয়েট স্কুল ও সোনারাম সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ইনষ্টিটিউশনের ৭ জন ছাত্র কটন কলেজিয়েট স্কুলে পিকেটিংএর জন্য সন্ধ্যাকালে গ্রেপ্তার হইয়াছে। প্রকাশ, সকলেই জামীন দিতে অস্বীকার করিয়াছে।

১১ জন ছাত্র দণ্ডিত

দিনাজপুর, ২৯শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ— জেলা স্কুলের গেটের ধারে পিকেটিংএর অপরাধে ১৪ জন বালককে কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে ১২জন ছাত্র ... তাহাদের হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছে।

মহারাজা গার্লস স্কুল ... বিদ্যালয় এখনও বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ছুটির পর ছাত্রগণ পিকেটিং করিতেছেন। ফলে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল।

কর বন্ধের আন্দোলন

পাটনা, ৩০শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ যে, ভাগলপুরের "থানার" একজন কনষ্টেবল ও কতিপয় চৌকিদার লইয়া গ্রামবাসী টাক্স আদায় ব্যপদেশে মালকোনিয়া গ্রামে উপস্থিত হয়। কয়েকজন গ্রামবাসী কর দিল কিন্তু অন্যান্য সকলে করদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করিল। সুতরাং তাহাদের মালক্রোক করা হইল। ভাগলপুরের সদরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে এমন সময় এক দল গ্রামবাসী লাঠী লইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করতঃ চৌকিদারদের পোষাক, কাগজপত্র ও ক্রোকী মাল কাড়িয়া লইয়াছে।

এই ঘটনার পরে ঐ গ্রামে এক দল সশস্ত্র পুলিশ অবতীর্ণ হইয়া ১৭ জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে। গ্রামের অবস্থা এক্ষণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

হিন্দুদের আত্মরক্ষায় বাধা

যদিও ময়মনসিংহ জেলায় সম্প্রতি মুসলমানগুণ্ডাদের দ্বারা অত্যাচার, অনাচার আপাততঃ দমিত হইয়াছে, তাহা হইলেও উক্ত জেলার সকল হিন্দুগণ সংখ্যায় নিতান্ত অল্প বলিয়া এখন পর্য্যন্ত আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছেন না। এই কারণে তথাকার হিন্দুগণ আত্মরক্ষার জন্য এক নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা জেলার প্রধান প্রধান স্থানে আপনাদিগের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য রক্ষিদল গঠন করিয়াছেন।

কিন্তু শুনা যাইতেছে যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ হিন্দুদিগের আত্মরক্ষার এই চেষ্টার অনুমোদন করিতেছেন না। এইরূপ প্রকাশ, ঈশ্বরগঞ্জ থানার পুলিশ-কর্তৃপক্ষ ঈশ্বরগঞ্জ সহরের এবং বড়হাটি ও পুটেল গ্রামের হিন্দুদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন ঐরূপ রক্ষিদলের গঠন না করেন। পুলিশ-কর্তৃপক্ষের অভিমত এই যে, হিন্দুদের ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা মুসলমানদিগের মন উত্তেজিত হইতে পারে।

সরকারী সাহায্য প্রত্যাহৃত

রাজশাহী, ২৯শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ— সরকার লোকনাথ হাইস্কুলে মাসিক যে ১২০ টাকা হিসাবে সাহায্য করিতেন, সরকারের প্রস্তাব মত ম্যানেজিং কমিটীর সভাসংখ্যা ২ জন কমাইতে কমিটী অসম্মত হওয়ায় ও ... অভিযোগে সরকার ঐ সাহায্য প্রত্যাহার করিয়াছেন।

পুলিশের পদত্যাগ

কুলতলা, ২৯শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, পুলিশের আচরণের প্রতিবাদকল্পে একজন কনষ্টেবল পদত্যাগ করিয়াছে।

নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার

এসোসিয়েটেড প্রেস অবগত হইয়াছেন, আগষ্ট মাসের প্রথমে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ ডব্লিউ, এস, আরকুহার্টের কার্য্যকাল শেষ হইলে লেফটেনান্ট কর্ণেল হাসান সুরাওয়ার্দী নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইবেন।

কংগ্রেসের গুপ্ত মিলন

আজকাল পুলিশ ক্রমাগত কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাস করায় কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন একটী গুপ্ত স্থানে সভা করিয়া সুভাষ বাবুকে কলিকাতায় অস্থায়ীমান পদের উমেদারির জন্য মনোনীত করিয়াছেন।

বন্দুক জমা

চট্টগ্রাম হইতে ২৯শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, যাঁহাদের বন্দুক আছে, এমন অনেক লোকের উপর বন্দুক জমা দিবার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। ফলে অনেক বন্দুক জমা দেওয়া হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ ... কৃত

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ নং ... ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কে... পাইট ৮/০ আনা বোতল ... না

বর্দ্ধিত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ বর্দ্ধন করা হয় নাই। মূল্য আট শিশি ৪০ আনা.

অফিস ১১নং ... রোড, পাঃ ... কলিকাতা

রেজেষ্টার্ড.

মদন মঞ্জরী

রতিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে স্তম্ভাভাব, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, মেহ, শুক্র তরলতা, ইত্যাদি অতিপ্রিয় প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব লক্ষাধিক ঘৃত"

পুরুষত্বাদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য শ্যামাচরণজী, কেশবজী

৩১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ভোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ষ্টৃকনিন আছে।

এই কেরার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইন্জেক্শন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেক্শনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্জেক্শনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ...

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯১ বহুবাজার লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ১৭ই শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি একটী গণ্ডগ্রাম। সেই গণ্ডগ্রামে কতিপয় ভূম্যধিকারীর বাস। ভূম্যধিকারিগণ সাধারণ বিচারে ভূমির কর গ্রহণ করিয়া প্রত্যেন্দ্রিয়-বাসনা পরিতৃপ্তি করেন। কিন্তু এই গ্রামের ভূম্যধিকারীর মধ্যে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরীর ও মহামহত রেবতীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়গণ এবং তাঁহাদের সম্পর্কিত অনেকেই কেবল মাটিয়া বিচারে আবদ্ধ না হইয়া পরমার্থের জন্যও যত্ন করিয়াছেন। তৎকলে তথায় "শ্রীগদাইগোরাঙ্গ মঠ" নামক একটী প্রতিষ্ঠান আছে।

—

দেউলিয়াদিগের বা মাটিয়া-বুদ্ধি প্রবলতা লাভ করিয়া জীবের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটাইতে ত্রুটি করে না। কতিপয় অন্নবিচার-পরায়ণ ব্যক্তি মাটিয়া-বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অমাটিয়া-বাদোর যাবতীয় অধিষ্ঠানের প্রতি আক্রমণ করেন। ইহারা বণিগ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য ব্যাকুল। মাটিয়া-বুদ্ধির বিচারকগণ অত্যন্তক্ষোভী। কিন্তু তাঁহাদের একবারও এইপ্রকার মাটিয়া জ্ঞান ছাড়িয়া যাইতে হইবে—এই বিচার মনোমধ্যে উদিত হয় না, তাঁহারা কেবল মানব-জাতির অমঙ্গল সাধনের জন্য চেষ্টিত হইয়া নিজেদের অপস্বার্থ পোষণ করেন।

—

ভারতের বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য-মাটিয়া-বিচার ভোগিবর্গের প্রচুর পরিমাণে ইন্ধন যোগাড় করিতে উদ্যত হইয়াছে। পৃথিবীতে সুষ্ঠুভাবে বাস করিতে হইলে কেবল পরমার্থ-বঞ্চিত হওয়ার উপদেশ আদৌ অভিপ্রেত নহে। দেশহিতাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা গান্ধি মহারাজও গীতা পাঠ করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের আদর করেন। তিনি ও তাঁহার অনুগতগণ পরদ্রোহ করিবার কোনপ্রকার অনুমোদন করেন না। অহিংসা—তাঁহাদেরও মূল মন্ত্র। হিংসাবারা বাস্তবিক দেশহিতৈষিতা হইতে পারে না, একথা ম্যাটিরিয়ালিষ্ট্ বা নাস্তিক-সম্প্রদায় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

বালিয়াটি গ্রামে যেরূপ পারমার্থিক বিচারযুক্ত ভূম্যধিকারিগণের বাস, তদ্রূপ অন্যভোগপরায়ণ মাটি-লইয়া-ব্যস্ত লোকেরও অভাব নাই। কিন্তু যাঁহার কপালে মাটি বা পৃথিবী রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ-বিশিষ্ট হইয়াছে, সেই মূল আকর-বস্তু বিষ্ণু ও অমাটিয়া-বিচার-যুক্ত বৈষ্ণবের বিদ্রোহ করিয়া মেটে বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ মঙ্গল সাধন করিতে পারেন না। নব্য কর্ম্ম-পদ্ধতি

(১)

(ক) জীব দুর্ভাগ্যক্রমে মাটিয়া-বিচারে আবদ্ধ হইয়া অতিমূল্য অপস্বার্থ-সাধন-মানসে পরমার্থ-বিদ্বেষী হয়, উহাই জীবের আত্মবিনাশের হেতু; ঢাকা জেলার বালিয়াটি গ্রামে ঐরূপ মাটিয়া-বিচার-বিশিষ্ট দলের তাণ্ডব-নৃত্য অতীব নিন্দনীয়

(খ) স্বদেশহিতৈষণার নামে যদি জীবের ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষাদি-বহুল পার্থিব-বিচার প্রবল হইয়া জীব ভগবদ্-বৈমুখ্য ত' দূরের কথা, সাধারণ নৈতিক বিচারকে পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহা কখনই তাহার দেশহিতাকাঙ্ক্ষা বলা যাইবে না; ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তিতে আদর না করিয়া দেশ-সেবার পরিবর্ত্তে দেশের সর্ব্বনাশই সাধন করা হয়

(গ) ভগবদ্বিমুখ বুভুক্ষু কর্ম্মী ও আত্মবিনাশকামী কর্ম্মত্যাগাভিমানী মুমুক্ষু জ্ঞানী তাহাদের কর্ম্ম ও জ্ঞানাহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া যে ভগবদ্ভক্তের ভক্ত্যুন্মুখী চেষ্টায় বাধা প্রদান করিতে যায়, তাহা তাহাদের নিতান্ত অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত

(ঘ) প্রাকৃত অহঙ্কার-প্রমত্ত শূদ্রকল্প বণিগ্‌বৃত্ত জীবগণ বিরহক্কার বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের বৃত্তি না জানিয়া তাঁহাদিগকে তাহাদেরই সমশ্রেণীভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহাতে তাহারা বৈষ্ণবর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া পাষণ্ডাচার প্রবর্ত্তন করে

(ঙ) ভক্তের ভগবৎসেবাচরণে বাধা প্রদান করা কখনও কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং কংগ্রেসকর্ম্মী-পরিচয়ে যাহারা তাদৃশ কুকর্ম্মে লিপ্ত, কংগ্রেসের কর্ত্তব্য তাহাদিগকে অচিরেই অবসর প্রদান করিয়া কংগ্রেসের সদুদ্দেশ্য বজায় রাখা

(২)

(ক) অহঙ্কারই চিত্ত, তাহা হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—ত্রিবিধ অহঙ্কার; চিত্তে অহঙ্কারোদয়ের নামই হৃদ্রোগ—কাম

(খ) ভগবদ্ বিহার কথা চিত্তে উদিত হইলেই হৃদ্রোগ সত্বরত অপগত হয়

ও সর্ব্বনাশময়ী ত্যাগ-পদ্ধতি প্রাকৃত অহঙ্কারেরই বিচার-মূলে প্রতিষ্ঠিত। করেন নাই, ইহাতেই তাঁহার বিশেষ শিক্ষা হওয়া উচিত।

বালিয়াটির কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে কোনো যদি কেবল মেটেবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া ভগবদ্‌বিষ্ণু-বিদ্বেষ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কোনদিনই মঙ্গল-বিশিষ্ট হইতে পারিবেন না বা অহিংসা-নীতির মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবেন না। বালিয়াটি-কংগ্রেসের জনৈক ক্ষুদ্র কর্ম্মী নিরীহ বৈষ্ণব প্রজাগণের নিকটে উদ্ধত মানবনীতি আক্রমণ করিবার জন্য কদর্য্যরূপ হইয়া যে কুৎসিত কার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নেতা মহাশয়ও অনুমোদন

বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষ-বশে যে অপস্বার্থময় ইন্দ্রিয়তাড়না, তাহা কখনই সুফল উৎপাদন করিতে পারে না। শুনা যায়, বালিয়াটীর কংগ্রেসের অসদ্বুদ্ধি পরমার্থবিদ্বেষী উক্ত কর্ম্মী চেলা পরমার্থিগণের কোন দ্রব্য না বাধায় আত্মমর্য্যাদিত হইয়া একটা দুর্ব্যবহার কার্য্যের ধারণা করিয়াছেন। শুনা যায়, তিনি স্বগৃহ হইতে [illegible] করিয়া নিজের অপস্বার্থ-সাধন ও তাহার স্বধা-তাহা-সংযুক্ত ব্যক্তিগণের পুষ্টিসাধনের জন্য ভগবদ্ভক্তগণকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সুমতি হইলে ভাল।

—

একটু শিক্ষিত হইলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত সম্প্রদায় কোন দিন প্রাণ অপস্বার্থপোষণ-চেষ্টা-শীলতার কথা কখনই আত্মনিয়োগ করেন নাই। সব সম্প্রদায়ের আলোচনা-ক্রমে তাঁহাদের যে মাটিয়া বুদ্ধি আত্মোন্নতির বাধা করিতেছে, তাহা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে দুরাধিক ব্যাধি মত্ত্বিত্ত অভিভূত করিয়াছে।

এই ভব-ব্যাধি চিকিৎসার জন্য কেবল বালিয়াটি গ্রাম নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভক্তিমঠ স্থাপিত হইতেছে। যাহাতে জগতের মেটে বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায় এবং পরদ্রোহ ও অপস্বার্থ বিগত হইয়া মানব-জাতির প্রত্যেকেই সদাচার-সম্পন্ন নৈতিক রূপে স্থাপিত হইতে পারেন, তজ্জন্যই ভব-ব্যাধি-চিকিৎসাগার—এই মঠরূপ হাসপাতাল।

অহঙ্কার-রোগের ঔষধই ভিক্ষা-বৃত্তি, উহা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের কৃত্য। তাহাতে অপস্বার্থপর বণিকের অধিকার নাই। কিন্তু অপস্বার্থপর বণিক্ যদি উহাদেরই নামে পারমার্থিকের ঝোলা কাড়িয়া লইয়া নিজ-অপস্বার্থবৃদ্ধির জন্য উদ্যুক্ত করিবার যত্ন করে, তাহা হইলে উহা কখনই উচ্চ-নৈতিকের অনুমোদন লাভ করিবে না।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন সাহা মহাশয়ের অধীন ও অনুগ পরিচয়ে পরিচিত অবৈষ্ণব-বিচার-পর কংগ্রেসের জনৈক কর্ম্মী সেদিন নাকি একজন পারমার্থিক ব্রহ্মচারীর ভগবদ্ভোগ্য নৈবেদ্য কাড়িয়া লইয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, ঐ মেটে-বুদ্ধি বিচারক অবৈষ্ণব বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের ভগবৎসেবার চিন্তা বদলে অভিপ্রায়েতে তাঁহার আর ভোগিকুলের ভোগ্য বস্তু জ্ঞান করিয়াছেন। আমরা তাই বলি,—সেই অবৈষ্ণব কর্ম্মী যদি দিনকতক কংগ্রেসের অর্থশাস্ত্র ও পারমার্থিক সাত্ত্বত বিচার-প্রণালী-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার আন্তরিক ভ্রান্তি দূরীভূত হইয়া পরমার্থ [illegible] উদিত হইবে।

এই জীবনের বাকী দিন কয়েকটি মেটেবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যদি তিনি আত্মমঙ্গলকামনার জন্য নিয়োগ করেন, তাহা হইলে ইহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে

হয় না। তাঁহার রাজস ও তামস অহঙ্কার জড়জগতের প্রতি ধাবমান হওয়ায় সাত্ত্বিক বিচার আক্রমণের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সাত্ত্বিকম্মন্য ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য পরমার্থিগণ কি দয়া করিবেন না?

অপ্রাকৃতগণের কিঞ্চিৎ কৃপা-কটাক্ষ হইলেই এইরূপ পরমার্থ-বিরোধী ও পরমার্থি-বিরোধি ব্যক্তিগণের ব্যাধি নির্মূলিত হইতে পারে। একদিন নদীয়া নগরে মাধাই নামক ব্রাহ্মণ-পরিচিত ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, তাঁহার অনুগত জনগণের সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে গিয়াছিল। আজ অপরার্থ-পরতাকে বহুমানন করিতে গিয়া কিছুই যে স্বার্থের গতি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্মচারীর নিকেতনের কাড়িয়া লইবার বস্তুকে ব্যাধি-গ্রস্তের অবৈধ চেষ্টা বলিয়া জানিলাম।

বলি, বালিয়াটি কংগ্রেসের ঐ চেয়ার-মহাশয় যে বণিগ্‌বৃত্তিকে বহুমানন করিয়া বাণিজ্যের সমৃদ্ধি করিবেন, সেই বাণিজ্য রজস্তমোগুণদ্বয়ে আবদ্ধ হওয়া কখনও সাত্ত্বিকঅহঙ্কারপুষ্ট মানবজাতির অনুমোদন লাভ করিবে না। একটু গীতা পাঠ করিলেও তিনি জানিতে পারিবেন যে, এই প্রকার বৃত্তি অসাম্যধর্মে রাজস ও তামস অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত।

ভক্তিমঠবাসি ব্রহ্মচারিগণের কৃত্যাকৃত্যে অজ্ঞ হইলে জীবের যে দুর্গতিলাভ ঘটে, সেই দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটু বর্ণপরিচয়ের আবশ্যকতা আছে। সুতরাং নিরক্ষর কুশিক্ষা-পাণ্ডিত্যে অবিচারের মধ্যে আত্মনিক্ষেপ করিয়া আত্মাকে অনাত্ম-বোধমূলে দেহ-মনোদর্পে অবহিত হওয়া সংশিক্ষার অভাব মাত্র। ব্যক্তি-বিশেষের রোগী হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে, উহা মানবগণের নীতিবিরুদ্ধ। অন্যায় কার্যের জন্য মাধাইর ন্যায় অনুতাপ না-আসা-কাল-পর্যন্ত জগতে অন্যায়-অবিচার-দৌরাত্ম্যকারীর কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এই লজ্জাকর ব্যাপারে অনুতাপ না আসা-পর্যন্ত আমরা উক্ত কংগ্রেসের কুকর্মী মহাশয়কে কংগ্রেসের পবিত্র বিবাদ দৌরাত্ম্য হইতে অবসর লইবার জন্য প্রার্থনা করি। অশিক্ষিতগণের মধ্যে ইহা অনুমোদন লাভ করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সদাচার ও শিষ্টাচার শিক্ষা-লাভ করাই বাঞ্ছনীয়।

চিত্ত কি, হৃদ্রোগ কাহাকে বলে, রাসলীলা শ্রবণের যোগ্য কে?

মহত্তত্ত্বই চিত্ত, উহাতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কারের জন্ম প্রাপ্ত হয়। ঐ মহত্তত্ত্ব হৃদয় বিচারে অবস্থিত। নিরীশ্বর সাংখ্য বলেন, প্রকৃতি হইতে মহান্, তাহা হইতে অহঙ্কার। প্রাকৃত নিবেদক চৈতন্যবিচারে জীবাধিষ্ঠানকেই 'চিত্ত' বলে। সেই চিত্তে অহঙ্কারের উদয়ের নামই হৃদ্রোগ। যেকালে চিত্ত অহঙ্কারাক্রান্ত হয়, তখনই তাহার বৃন্দাবন-প্রতীতি ও ভগবদ্বিচার-ক্ষেত্রের উপলব্ধি অপ্রকটিত হয়। ভগবানের বিহারের কথা চিত্তে উদিত হইলে জীব ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে অবসর পান এবং সেই কালে কৃষ্ণ বীর বংশী-ধ্বনি-দ্বারা সংরক্ষিত গোপিকাকে রাসস্থলীতে আকর্ষণ করেন। সুতরাং জড়ের ত্রিবিধ অহঙ্কার তাঁহাকে কর্ণপথে শ্রবণ করাইয়া কর্তৃত্বারোপ করিতে পারে না।

যতদিন পর্যন্ত জীব শ্রীভগবানের স্বরাট্ পুরুষোত্তমত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে সর্বস্বতন্ত্র, বেদ্যাদ্য, একমাত্র ভোক্তৃস্বরূপে দর্শন-যোগ্যতা লাভ না করেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি বিবাহাদি-দ্বারা বৈধ-সম্বন্ধ-স্থাপন ব্যতীত কৃষ্ণের পরদার-আলিঙ্গনাদি ব্যাপারকে অবৈধজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-বিলাসে শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারেন না। জীবের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছার লেশ মাত্র বিদ্যমান থাকিতে রাসতত্ত্ব আদৌ উপলব্ধির বিষয় হয় না, স্বতন্ত্রলীলাময় পুরুষকে আমাদের আধ্যক্ষিক বিচার-পরতন্ত্র করিতে গিয়া আমরা কখনও তাঁহাকে বৈধপত্নীকরূপে, কখনও বা একপত্নী-পুরুষোত্তম রূপে দর্শন করিতে চাহি, কখনও আবার তাঁহাতেও মায়াবাদ উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার নির্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চাহি। জীব যতদিন পর্যন্ত না নিজে গুরু হইয়া সাজিবার প্রবৃত্তি ছাড়িয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণকার্ষ্ণ-পরতন্ত্র হইতে পারিয়াছেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ স্বাধীন তত্ত্ব জানিয়া তাঁহার স্বেচ্ছাময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ জীববুদ্ধির গম্য জ্ঞানে তাঁহাতে বৈধাবৈধ বিচার আরোপ করিবার দুষ্টতা ছাড়িতে অসমর্থ হইবেন।

নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভোক্তৃতত্ত্ব কৃষ্ণ সকলকেই নিজ ইচ্ছামত ভোগ করিতে পারেন, তাঁহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী ক্ষুদ্র জীবসকল মায়াবাদাক্রান্ত হইয়া তাঁহার মাধুর্য-বিলাসে চিরবঞ্চনা লাভ করে। শ্রীভগবানের রাসলীলায় সন্দেহ-নিরাকরণার্থ মহাভাগবতবর পরমহংসকুলমুকুটমণি শ্রীল শুকদেব বলিতেছেন—"যদি সর্বভুক্ হইয়াও যেমন দোষভাক্ নহেন, সমর্থবান্ তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন ও দ্বী সমর্থনাদি দুষ্ট হইলেও তাহা দূষণীয় নহে। ঈশ্বর ব্যতীত এতাদৃশ আচরণ কেহ মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর-লীলার অনুকরণ করে, তবে তাহাকেও বিনষ্ট হইতে হইবে।" সুতরাং কৃষ্ণকে সাধারণ জীব-সাম্যে দর্শন করিয়া তাঁহাকে জীব-কল্পিত নীতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা কখনই কৃষ্ণ-প্রীতির লক্ষণ নহে।

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার নিত্যধাম গোলোকগত যে রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য-দেহধারী প্রাণী মাত্রেই ভগবৎ সেবাপর হইবে,"—শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর এই কথা শ্রবণ পূর্বক রাসপঞ্চাধ্যায় শ্রবণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সকলেরই তাহার পূর্ববর্তি শ্লোকোক্ত রুদ্রের বিষপান-বিপত্তি বিচার দ্বারা "মনের দ্বারাও কেহ কখনও কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিবেন না" এইরূপ নিষেধবাক্য আলোচ্য হওয়া আবশ্যক। রাসলীলা-শ্রবণ রূপ অভিধেয়ের প্রয়োজন, সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব-বিষয়বিগ্রহ-কৃষ্ণের কামতোষণ হওয়ার পরিবর্তে আত্মকাম-তোষণ হইলে তদ্দ্বারা রুদ্রের বিষপান-বিপত্তি অর্থাৎ আত্মবিনাশই লভ্য হইবে। শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভু তাঁহার ক্রমসন্দর্ভটীকায় লীলা-শ্রবণের অধিকার প্রথমেই দেন নাই, তিনি বলিয়াছেন, প্রথমে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে গুরুমুখ-নিঃসৃত হরিনাম-শ্রবণ-দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞানাদি মলিনতা নির্মুক্ত হইলে সেই শুদ্ধান্তঃকরণে ক্রমান্বয়ে রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও পরিশেষে লীলার স্ফূর্তি সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধ শ্রবণ করাইবার জন্যই পূর্ববর্তী নব স্কন্ধের আলোচনা। ভজন-ক্রম উল্লঙ্ঘন পূর্বক প্রাকৃতকাম-কলুষিত হৃদয়ে কৃষ্ণকাম কথা শ্রবণ পূর্বক তদনুকরণে নিজ-কাম বর্ধন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলে কিরূপ রাসলীলার উপলব্ধি হয়, তাহা সুধী পাঠকগণই বিচার করিতে পারিবেন। নিজের ভোগেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিগত হইয়া কেবল কৃষ্ণকে ভোগ করাইবার ইচ্ছা প্রবল হইলেই কৃষ্ণের রাসাদিলীলা-শ্রবণাধিকার শুকদেব আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। গুর্বানুগত্য ব্যতীত নিজেকে উত্তমাধিকারী বিবেচনায় উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে অচিরেই তার বিপত্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"
—ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

—উপরিউক্ত শ্লোকে শ্রীল শুকদেব বলিতেছেন—"ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণ রাসক্রীড়া যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে শ্রবণ পূর্বক অনুক্ষণ কীর্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্রোগ কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।" এস্থলে 'শ্রদ্ধান্বিত হইয়া', 'গুরুমুখে শ্রবণ পূর্বক অনুক্ষণ কীর্তন', 'শ্রবণ মাত্রে প্রেমোদয়, প্রেমোদয়মাত্রে হৃদ্রোগের অপসারে বিশুদ্ধ গোস্বামিত্ব লাভ' প্রভৃতি বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচ্য হওয়া আবশ্যক। রাসলীলা-শ্রবণই শ্রবণের প্রয়োজন' বিচার হইলে, সেই প্রয়োজনলাভের জন্য শ্রবণের অভিধেয় সাধনভক্তি অবলম্বন আবশ্যক। সাধন ব্যতীত একেবারেই শ্রবণকে সিদ্ধের ভূমিকায় আরোপণ করাইয়া রসরাজ শৃঙ্গাররসমাধুর্য আস্বাদনে প্রবৃত্ত করাইলে হিতে বিপরীত ফল ঘটিবে। মহাপ্রভু এরূপ অনধিকার-চর্চার আদর্শ কখনও স্থাপন করেন নাই। তাঁহার শ্রীবাসঅঙ্গনে দ্বারবন্ধ করিয়া কীর্তন, অন্তরঙ্গ-সনে প্রেম-আস্বাদন, বহিরঙ্গ-সনে নামসংকীর্তন, বহিরঙ্গলোক দর্শনে ভাব সংবরণ প্রভৃতি লীলা হইতে অনধিকার-প্রবেশের স্পষ্ট নিষেধই লক্ষ্য করা যায়।

মায়াপিশাচিনীর অচিদ্বিলাস-বাসনামুক্ত হইলেই জীব কৃষ্ণের চিদ্বিলাস-মাধুর্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণের রাসাদি চিদ্বিলাসই ভক্তজীবের নিত্য আস্বাদ্য। বদ্ধজীব জড়াহঙ্কার-গ্রস্ত হৃদয়ে তাহা আস্বাদন করিতে গিয়া বিবর্তাশ্রয় করেন বলিয়া অর্থাৎ অচিদ্ব্যাপারে চিদারোপ বা চিদ্ব্যাপারে অচিদারোপ করিয়া বসেন বলিয়া তাঁহাকে রাসাদির আলোচনা-বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে। রাসলীলা শ্রবণ করাইবার জন্যই শুকদেব তাঁহাকে প্রথমে নাম শ্রবণ করাইয়াছেন, পরে তাঁহার শুদ্ধান্তঃকরণ দেখিয়া রূপগুণাদি শ্রবণের যোগ্যতা অনুমোদন করিয়াছেন, সুতরাং লীলা-শ্রবণাধিকার-বিষয়ে শুকদেবের অনুমোদন একান্ত আবশ্যক।

শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

ঐ ঐ বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, আদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৷৹ দেড়টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অবশ্য সামাজিক কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? সাধন, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ⁄৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিলাস ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-বর্ণিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রোন-১৬ পেজীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীস্বরূপ-পথ ৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিবৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যময় জানিয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আন্তরিক আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄৹, নবদ্বীপশতক— ⁄৹

অর্গলস্তব—⁄৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১৹

আমরা অনেক সময় অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের আকর; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিশুদ্ধবৈষ্ণবসেবিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গানুবাদের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹
গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৬৲
" " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷৹
৯। মুক্তিমার্গ তত্ত্বসারস্য সাম্রাজ্য (মাধ্ব) ৫৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সাহিত্য (রামানুজীয়) ৷৹
১১। জৈবধর্ম ৩৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
১৫। দীপ-বিস্ফুরণ ৶৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ও বন্দনা ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্গলস্তব ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৬৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অজ্ঞানকথন ৶৹
২৬। [illegible] ৷৵৹
২৭। [illegible]-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ৷৹
৩০। শ্রীরূপানুগ শিক্ষা ৸৹
৩১। [illegible] ৷৹
৩২। [illegible] ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ)

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঝালকাঠী, জেলা বাখরগঞ্জ।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহোদয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উদরাময়, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হ্রস্ব রক্ত, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক রজিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রত্যহ বহুলভাবে পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কস্তেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কোটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক্ করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম. এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোকো বাঁধা ১৷০ ডিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারি ব্রহ্মচারী এম, এ, এর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶৹ সাধারণ পক্ষে ২১।৶৹। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।⁄৹।

দশমস্কন্ধ। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

i০ পুরী

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶৹ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোচাকুটী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ.—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগৎজীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিপাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোনা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কীর্ত্তানর ১০।১ ওয়ুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বর্দ্ধ দত্ত রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, রাজবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, প্যাকিং হি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—বড়গাছা, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস আড়কাঠী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে —মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেঙ্কটপুরা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীসদানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ, এস, ডি, খানবাদ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রাজ্ঞ ধানবাদ
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাস বিহারী ঐ

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিন্সিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা- -টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও পাচক। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

দৈনিকপত্রের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীগৌর" নবদ্বীপ

Registered No C 1844

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে প্রতি লাইন ১৲ প্রতি কলম ৬৲ অর্দ্ধ কলম ৩॥০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার অগ্রিম দেয়। বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০ মাসিক ১৲ নগদ প্রতি সংখ্যা ১৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী ১৩১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১১শে শ্রাবণ ১৩৩৭ সোমবার ৩রা আগষ্ট ১৯৩[illegible]

ত্রিশ লক্ষ বেকার

চীনের সহিত যুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট পরাজিত

লাট-জমীদার সংবাদ

আবার নদীয়ায় ধরপাকড়

পুলিশ পেটা

মেডিকেল কলেজের কেলেঙ্কারি

আবার পুলিশের গুলি

ভারতে পিকেটিং ও বিলাতে বিভ্রাট

বিক্রমপুরে উত্তেজনা

বঙ্গের বন্দী, বয়কট ও ইংরাজের ব্যবসায়

নানা কথা

আবার নদীয়ায় ধরপাকড়

গত ২৮শে জুলাই [illegible] মেহেরপুরে অনেক জায়গায় খানাতল্লাস হয়। মেহেরপুরের পুলিশ [illegible] কৃষ্ণনগর হইতে পুলিশ আমদানি করিতে হইয়াছিল। ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামীদিগকে [illegible] সময় জনসাধারণ প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে।

পুলিশ মোকদ্দমার জন্য প্রস্তুত না থাকায় মোকদ্দমার দিন পড়ে, এবং আসামীদিগকে হাজতে রাখা হয়।

তরুণ পিকেটারকে ধরা হয়, তাহাদের মধ্যে একজন অল্পবয়স্ক থাকায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অপর ছই জনের [illegible] মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

ধর পাকড়ের কথা প্রচার হওয়ামাত্র বাজারে কেনা বেচা বন্ধ হয় এবং সম্পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়।

লাট-জমীদার সংবাদ

কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের দ্বারা গঠিত নিখিল ভারত জমীদার সমিতির প্রতিনিধিগণ বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বারঙ্গের মহারাজ বাহাদুর তাহাদের নেতা হইয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহারা লাটসাহেবকে অবগত করেন যে, জমীদারেরা সাইমন কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন করিতে পারেন নাই; তাঁহারা [illegible] নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারিবেন। তাঁহাদের [illegible] যে কাউন্সিলে [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে—এ মীমাংসা তাঁহারা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন।

পুলিশ-প্রশস্তি

বোম্বাইএর পুলিশ কমিশনার মিঃ [illegible] কোন সাহেব রায় [illegible] প্রশংসা অর্থাৎ আত্ম এবং আত্মীয় প্রশংসা করিয়া পুলিশ দলের [illegible] হইয়াছেন।

বৃটিশ প্রতিনিধি

বৈদেশিক সেক্রেটারী মিঃ [illegible] [illegible] বোর্ড-অব্-ট্রেডের [illegible] মিঃ উইলিয়াম গ্রেহাম, [illegible] প্রধান মন্ত্রী মিঃ [illegible] হইতে প্রতিনিধি স্বরূপে জেনেভার [illegible] সংঘের অধিবেশনে যোগদান করিবেন।

ত্রিশ লক্ষ বেকার

[illegible] বেকার [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] লোক [illegible] লোক কর্ম্ম [illegible] হইবে, [illegible] নাই। [illegible] করিয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] আইনের [illegible] হইয়াছে।

চীনে যুদ্ধ
গবর্ণমেণ্ট পরাজিত

চীন [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] হইয়াছে। উভয় যুদ্ধেই গবর্ণমেণ্ট সৈন্য পরাজিত হইয়াছে। কমিউনিষ্টরা চাংসা দখল করিয়াছে। ইংরাজ, জাপানী এবং মার্কিন জাহাজ [illegible] চড়িয়া [illegible]

বন্যার [illegible]

[illegible] বন্যার [illegible] করিয়াছেন। [illegible] কোটি টাকার [illegible] হইয়াছে। [illegible] পিকেটের [illegible] শক্তি [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] প্রতিনিধি [illegible] দুরীয়া [illegible] বন্যার [illegible] করিয়া [illegible]

পুলিশ পেটা

[illegible] করিতেছিলেন [illegible] আসামী [illegible] হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতার কাপড়ের বাজার

ভারতে পিকেটিং ও বিলাতে বিভ্রাট

গত ছ [illegible] কলিকাতার কাপড়ের আমদানি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এক রেভোলিউশন মহাশয় বলিয়াছেন, কলিকাতার কাপড়ের বাজার পক্ষকাল [illegible], কীরূপ আপাতত কমিতে পারে [illegible] দিন [illegible]। যুক্তির বাজার আবার [illegible]। বিলাতের প্রধান অন্তরায় পিকেটিং। কয়েকজন ভলান্টিয়ার পিকেটিং করার জন্য [illegible] মুসলমানদিগের এবং হিন্দুদের এবং দোকানদারদের [illegible] সময় বাজার বন্ধ ছিল; এই সমস্ত স্ত্রীলোককে ধরিয়া [illegible] লইয়া শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং [illegible] স্বাভাবিক।

পিকেটার উপস্থিত থাকার জন্য মাল খোলাখুলিভাবে দেওয়া অসম্ভব। যদি কোন উপায় [illegible] দিগকে সরাইয়া দেওয়া হয়, তবেই বিলাতী কাপড়ের কাটতি হওয়া সম্ভব নচেৎ বিলাতী কাপড়ের [illegible] অনুমান।

মাড়োয়ারি চেম্বার-অব-কমার্স এবং কংগ্রেসের মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছে, তবে শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই।

যাহারা বিলাতী কোম্পানীর সহিত কাপড় কেনার চুক্তি করিয়াছেন, তাঁহারা চুক্তিমত কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন, তবে বিলাতী কাপড় বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইতেছেন। ইহা দিল্লী বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি এবং ম্যাঞ্চেষ্টার ব্যবসায়ী সমিতির পত্রাদি হইতে বুঝা যায়। ম্যাঞ্চেষ্টারের কলকারখানা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিলাতে এই সমস্ত ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়া একটী অস্থায়ী সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার সভা ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রধান বস্ত্রব্যবসায়িগণের মধ্যে গত ৬ই জুলাই তারিখে দেখা হয়। বিলাতে হোম-সেক্রেটারি মিঃ ক্লাইনস প্রতিনিধিগণকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট বিলাতের প্রধান রপ্তানির ব্যবসায়, কাপড়ের কারবারকে পূর্ণ অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

কলিকাতার গত বৎসর ছয় মাসে যে কাপড় আমদানি হইয়াছিল বর্তমান বৎসরের ছয় মাসে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা কম কাপড় আমদানি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের শুল্ক আদায় বিভাগে একমাত্র কলিকাতাতেই এককোটী টাকার উপর ক্ষতি হইয়াছে।

বম্বের বন্দী

বোম্বাই হইতে ১০৩ জন সত্যাগ্রহী বন্দীকে [illegible] পল্লীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহারা 'বিলাতী বর্জন কর' বলিতে বলিতে সানন্দে রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বাসে চড়িয়া কারাগারের দিকে চলিলেন।

মুসলমান নেতা

ময়মনসিংহের নেতা মোলবি আবদুল্লাহ সাহিবকে [illegible] [illegible] ধারা এবং [illegible] এর অভিযোগের ধারায় অনুসারে তাঁহার নিজের দোকানে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কুমিল্লার নেতা কাজী [illegible]কে পুলিশ লাঠির-আঘাত করিয়াছে। তিনি গুরুতর জখম আছেন।

আবার-পুলিশের লাঠি

গত ২৯শে জুলাই কুমিল্লা সহরে ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিবার জন্য বেলা একটার সময় একটী শোভাযাত্রা বাহির হয়। ঐ দলে প্রায় ৮০জন স্বেচ্ছাসেবক জাতীয়-পতাকা বহন করেন এবং গান্ধি টুপি পরিধান করিয়া যাত্রা করেন। পুলিশ সাহেব মিঃ [illegible] ও তাঁহার অধীন কয়েকজন কর্মচারীর অধীন সশস্ত্র পুলিশ রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছাসেবকগণকে আটক করে। সহস্র সহস্র লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতে থাকে। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হইয়া উঠে। পুলিশ ও অশ্বারোহীর দল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে লাঠি প্রহার করিতে থাকে। ৬০ জন আহত হয়, তাহাদের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ত্রিপুরা [illegible] এসোসিয়েশন এবং বাহির হইতে [illegible] চিকিৎসার ব্যবস্থা স্থাপিত করিতে হইয়াছে।

[illegible] কলেজের কেলেঙ্কারি

কলিকাতার [illegible] বক্তৃতা করিবার সময় পাদরি [illegible] সাহেব কলিকাতার [illegible] কলেজের কেলেঙ্কারি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে মেডিকেল কলেজে একটী বালক ৩০ ঘণ্টা কাল মেডিকেল কলেজের [illegible] পড়িয়া থাকে; কিন্তু কেহই তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থার চেষ্টা করে নাই। বালকের মাতা এবং ভগিনী সমস্তক্ষণ ধরিয়া দোরাদুরি করিয়াও কোন ফল পাইলেন না। তাঁহারা [illegible] সাহেবকে টেলিফোন করিয়া খবর দেন। তাঁহাদের আশা ছিল সাহেবের প্রভাবে কিছু ফল হইবে।

সাহেব আসিয়া দেখেন যে, তিন ঘণ্টা ধরিয়া ডাক্তাররা আহত বালকটিকে [illegible] মারিতেছে এবং প্রশ্ন করিতেছে। ইতিমধ্যে আরও কেহ [illegible] হইল। অবশেষে সাহেব স্বয়ং [illegible]কে এই বিষয় জানাইবার জন্য দেখান, তখন বালকের ভর্তি হইবার ব্যবস্থা হল।

একদিনে সাড়ে এগার কোটী টাকা

কণ্ট্রোলার-অব-কারেন্সি একটী বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট-অব-ইণ্ডিয়া টাকা ধার বাবদ ২৮শে জুলাই তারিখে প্রায় ১১কোটী টাকা পাইয়াছেন। ৬ই আগষ্ট পর্যন্ত টাকা ধার চলিবে।

বয়কট ও ইংরাজের ব্যবসায়

ভারতে বিলাতী বর্জনের ফলে বিলাতের ব্যবসায় শতকরা তিনভাগ কমিয়া গিয়াছে। বিলাতের মন্ত্রিসভা [illegible] বলিয়াছেন, "ইহা কেহ এ সময় দুর্দশার শেষ হইল তাহা নহে। এখন যাহা চালান যাইতেছে তাহা নবেম্বরের অর্ডারের মাল। এবং আন্দোলনের পর হইতে যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে তাহা সেপ্টেম্বরের পূর্বে জানা যাইবে না। বিলাতী বর্জনের ফলে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল সমূহে অনেক লোক কর্মচ্যুত হইয়াছে।"

বিক্রমপুরে উত্তেজনা

জমীদার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত [illegible] প্রমুখ কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করায় বিক্রমপুরে জন সাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশ সাহেব বহু পাঠান সৈন্য লইয়া তালতলাঘাটে নৌকার উপর ছিলেন। যখন পুলিশ কংগ্রেস নেতাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, তখন জনস্রোত তাঁহাদিগকে অনুসরণ করে এবং বহু কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উঠে।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

বটিকার দ্বারা ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, এমন যে অজীর্ণ, বহুমূত্র, রক্তামাশয়, মূত্রকৃচ্ছ ইত্যাদি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিকারের আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি প্রত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহার দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্যধারণ করে সহবাসের স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য [illegible], কেশবজী

[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোলা [illegible] বাদাম তৈল

স্বাদ ও গন্ধে এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস´ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রীকনিন আছে।

এক ফেরাস´-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২ ৩৲ টাকা

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটারিজ

২।১ [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ১৯শে শ্রাবণ সোমবার—১৩৩৭

(১)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি সহ শাস্ত্রাভ্যাস ও নবধা ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন করিতে করিতেই জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি-ক্রমে ভজনোন্নতি লাভ হয়

(২)

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ মায়া ও মায়ার কার্য্য হইতে ভিন্ন

(৩)

(ক) অপ্রাকৃত-রসসিদ্ধান্তবিৎ শ্রীগুরুদেবই তৎপাদপদ্মে শরণাগত জীবকে শ্রীকৃষ্ণের রাসরসাস্বাদনে যোগ্যতা প্রদান করেন, নতুবা রসতত্ত্ব বদ্ধজীবের অক্ষজজ্ঞান-গম্য নহে

(খ) শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে সিদ্ধি বা গোস্বামিত্ব লাভ, ভোগলালসার বৃদ্ধি লাভ কখনও রসতত্ত্ব শ্রবণের ফল নহে

(৪)

শ্রৌতসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

(৫)

দেরাদুনে ও দিল্লীতে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে গিরি মহারাজ

শাস্ত্রজ্ঞানলাভের উপায়

১। মন্দ বালকেরা স্কুলের পড়াটির পুনঃ পুনঃ পাঠ অভ্যাস না করিয়া সন্ধ্যায় বাড়ীর মাষ্টারের নিকট তাড়াতাড়ি অর্থটি শুনিয়া লয় এবং স্কুলে গিয়াই কোনরূপে অর্থটি বলিয়া আসে, কিন্তু পরদিন তাহা তাহাদিগের মনে থাকে না। ভাল ছেলেরা তাহা করে না। তাহারা সর্ব্বাগ্রে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির অভ্যাস করিয়া পাঠটি প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া লয় ও পরে বাড়ীর মাষ্টারের নিকট একটিবার মাত্র অর্থ শুনিয়াই উত্তমরূপে বুঝিতে পারে, স্কুলে গিয়াও উত্তমরূপ অর্থ বলিতে পারে এবং সে অর্থ তাহাদিগের বহুদিন স্মরণ থাকে। তাই পুরাকালে আমাদিগের দেশে শাস্ত্র গ্রন্থাদি কণ্ঠস্থ করিবার রীতি ছিল।

২। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"। উহার অর্থ এই যে, শাস্ত্রের শুধু বোধ অপেক্ষা আবৃত্তি শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্য এই যে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির অভ্যাস না করিয়া অগ্রেই যে শুধু অর্থ বোধ, সে বোধ, কোন কার্য্যের হয় না এবং দীর্ঘকালস্থায়ীও হয় না। সেই ভাসা-ভাসা-বোধ অপেক্ষা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির অভ্যাস হইতে শেষে যে অর্থবোধ, হওয়া যায়, তাহাই কার্য্যকারী ও দীর্ঘকালস্থায়ী, সংস্কার-গত হইয়া থাকে।

৩। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা অর্থবোধ যে ক্রমশঃ স্ফুটতর ও সংস্কার-গত হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবৃতি হইতে সহজে অনুমেয়। এবম্প্রকার ফল লাভ হয় বলিয়া 'বেদো নিত্যং অধীয়তাম্' এই আজ্ঞা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় এবং ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ নবধা ভক্তির যাজন করিয়া থাকেন। যে সকল মনুষ্য কথিত-প্রকার শাস্ত্রোক্তি ও সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক আচরিত পন্থাকে উপেক্ষা করিয়া দুই একবার মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন ও নবধা ভক্তির যাজন করত বিবেচনা করেন যে, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ও সিদ্ধিদশা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও মূঢ়মতি।

৪। নিত্য-শাস্ত্র-অধ্যয়ন-শীল ও নবধা ভক্তির অনুশীলনকারি ব্যক্তিগণ যদি দিব্যজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত মহাভাগবতের নিকট হইতে শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য যত্ন না করেন এবং শাস্ত্রের স্বকপোল-কল্পিত অর্থকে বা অন্য কোন অতাত্ত্বিক ব্যক্তির অর্থকে আশ্রয় করত শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হইবেন না। এই প্রকার স্বমতি ব্যক্তিদিগকে সতর্ক করিবার জন্য বিজয়রথী শ্রীঅর্জ্জুন-[illegible]কে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শাস্ত্রীয় উক্তির ও নবধা ভক্ত্যঙ্গের আবৃত্তি ও অনুশীলন পুনঃ পুনঃ করিবার যেরূপ প্রয়োজন, তদ্রূপ মহাভাগবতের নিকট অভিগমন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা-সৎকারে শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়া লইবারও অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা আছে, নতুবা সম্যক্‌রূপে শাস্ত্রোপদেশ বুদ্ধি-সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভগবদ্‌বিগ্রহ—মায়া ও মায়ার কার্য্য হইতে ভিন্ন

ভগবদ্বিগ্রহ—মায়া ও মায়ার কার্য্য হইতে ভিন্ন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২৫শ অধ্যায়ে,—"এই সব শব্দে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক। মায়া-কার্য্য মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক।" ভগবান্ ব্রহ্মাজীকে [illegible] উদ্দেশ্যে নিকট প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছিলেন,—"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥" অর্থাৎ ভগবন্মূর্ত্তি ব্যতীত যাহা কিছু অনুভূত হয় বা দেখা যায়, তাহা মায়া বা মায়ার কার্য্য-বিশেষ।

২। পূর্ব্বোক্ত বিষয়টীকে দৃষ্টান্ত-সাহায্যে পরিস্ফুট করণোদ্দেশে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২৫শ অধ্যায়ে পুনরায় বর্ণন করিয়াছেন, যথা—"যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস। সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ॥" যেমন সূর্য্যের মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া রশ্মি বা আলোক প্রকাশিত এবং আলোক সূর্য্যের মূর্ত্তি হইতে ভিন্ন অথচ তাহাকে আশ্রয় না করিয়া উহার স্বতন্ত্র প্রকাশ সিদ্ধ হয় না, সেই প্রকার ভগবন্মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া মায়া ও মায়ার কার্য্য প্রকাশিত এবং তাহারা ভগবান্ হইতে ভিন্ন অথচ ভগবন্মূর্ত্তিকে আশ্রয় না করিয়া তাহারা স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করিতে অক্ষম। [illegible] ব্যক্তিগণ যেমন [illegible] বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়, মায়া-বদ্ধ মানবগণও সেইরূপ মায়া ও মায়ার কার্য্যকে ভগবান্ বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। আলোকরশ্মি ভেদ না করিলে যেমন সূর্য্যের মূর্ত্তি দর্শন-যোগ্য হয় না, মায়া ও তাহার কার্য্যরূপ দৃশ্যবর্গের চিন্তা সম্যক্‌ভাবে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে বৈকুণ্ঠ ভগবন্মূর্ত্তির অনুভূতি লাভ সম্ভবপর নহে। এইজন্য অনেক অজ্ঞলোক ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চাবতার [illegible] হইতে বা আলোকে [illegible] বলিয়া ভ্রম করিতে দেখা যায়।

৩। ভগবানের শ্রীঅর্চ্চা মূর্ত্তি দর্শনকালে [illegible] যদি হৃদয়ে স্ফুটিয়া উঠে এবং সেই শ্রীবিগ্রহকে [illegible] জগতের যাবতীয় বস্তুর আশ্রয়, পূর্ণচেতন, পরম স্বতন্ত্র ও একমাত্র অনন্যভাবে সেব্য নিত্য বস্তু বলিয়া বুঝিবার পরিবর্ত্তে অচেতন পদার্থ [illegible] বুঝা যায়, তাহা হইলে [illegible] আস্বাদিত হইবে না। কাষ্ঠ-পাষাণ-বুদ্ধি স্থির রাখিয়া যাহারা মনে করে যে, ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মায়া ও তাহার কার্য্যকে দেখিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহারা মায়াকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইতে থাকিবে।

রসতত্ত্ব অক্ষজজ্ঞানগম্য নহে

নিম্নপ্রাইমারী স্কুলের বালক এম, এ ক্লাসের পাঠ্য শ্রবণের ইচ্ছা জানাইলেও অধ্যাপক মহোদয় যেমন বালকের তাহা শুনিবার প্রার্থনা তৎকালে অনুমোদন করেন না, কিন্তু বলেন যে, এ পাঠ করিলে তাহার [illegible] উত্তীর্ণ হইয়া এম,এ পড়িবার অধিকার হয়, তদ্রূপ সিদ্ধের আচরণ লাভ করিতে হইলে গুরুদেব শিষ্যকে সাধন-ভূমিকা উত্তীর্ণ হইতে বলেন। আবার এম, এ ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া লইলেই এখন যেমন এম, এ পাশ করা সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে দেওয়া হয়, তদ্রূপ গুরুদেব কৃপায় রসালোচনার অধিকার দিলেও "অনুরোগ [illegible] দূর করিতে সমর্থ হন" [illegible] প্রথম কিছু [illegible] থাকিলেও গুরুকৃপা বলে [illegible] দূর হইয়া [illegible] লাভ হয় [illegible], রসালোচনার [illegible] অধিকার। [illegible] গুরু[illegible] [illegible] ন্যায় [illegible]।

[illegible]

[illegible] প্রাকৃত [illegible]

সেই অপ্রাকৃতরস-ভূমিকায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধক জীবের কৃষ্ণভজনই আরম্ভ হয় না, রাসরসাস্বাদনের 'র' কথাই নাই। প্রাকৃত জগতের ত্রিগুণ ও অতিক্রম পূর্ব্বক বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমের উপাসনা প্রদেশে শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল-ভূমিকায় উঠিতে পারিলে তখন না রাসস্থলীর কথা শুনিবার অধিকার হইবে! নতুবা পূর্ব্বেই যদি শ্রীরাধা কৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলা-বিলাসকে আমার জড়েন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিয়া লইতে চাই, তাহা হইলে তাহা আমারই কামাগ্নির ইন্ধন-স্বরূপ হইবে মাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্তভাবে আশ্রিত হইয়া নিষ্কপটে তাঁহার সেবোন্মুখতা-ফলেই কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা-রস আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ হয়। আলোকোদয়ে যেমন অচিরেই অন্ধকার অপগত হয়, প্রেমোদয়েও সেইরূপ অচিরেই হৃদ্রোগ কাম দূরীভূত হইয়া থাকে।

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা বা রাগানুগা ভক্তিবান্‌ই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে সিদ্ধি বা গোস্বামিত্ব লাভ করিতে পারেন। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেইজন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥
যে শুনে, যে পড়ে, তাঁর ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহর্নিশি॥"

প্রাকৃত সহজিয়াগণ পাছে তাহাদের ভোগবুদ্ধি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে অন্তকাম বিনষ্ট হইবে—এইরূপ মনে করে, সেইজন্য "বিশ্বাস" শব্দ দ্বারা তাহাদের ভুক্তিমুক্তি নিরস্ত করা হইয়াছে। ভুক্তি ও মুক্তি স্পৃহা পিশাচী-দ্বয়ের বর্ত্তমান নিবাস-সংকালে লীলা-শ্রবণাদি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রৌতসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি)

মায়াবাদিগণের মতে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া পরমার্থভূত কোন বস্তুর সত্তা নাই। উপাধি-সংশ্লিষ্ট সগুণ উপাসকের জন্য ব্রহ্মে 'শ্রীকৃষ্ণ'রূপের আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু উহা মায়াবাদিগণের অজ্ঞতা ও ধূর্ত্তবুদ্ধির অন্যতম 'ভ্রম' ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ রূপগুণ-বিশিষ্ট বস্তুতেই আরোপ কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু অনন্ত রূপগুণ-বিশিষ্ট বস্তুতে তদ্রূপ আরোপ হইতে পারে না। 'রজ্জুটী যেন সর্প' এ স্থলে রজ্জুটী সাকার ও সসীম বলিয়া তাহাতে সর্পের আরোপ করা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু যে বস্তুতে সর্পত্বের আরোপ করা হইয়াছে ঐ বস্তুটী যদি সাকার ও সীমাবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে তাহাতে সর্পত্বের আরোপ কখনই সম্ভবপর হইত না। যে বস্তুর গুণ কর্ম্মাদি দেশ কালের বিষয়ীভূত, সেই বস্তুর গুণ কার্য্য সাদৃশ্য সম্ভাবনা থাকে আর সেইজন্য উহাতে অপর বস্তুর গুণ কর্ম্মের আরোপ সম্ভবপর হইতে পারে। নির্বিশেষ নিরাকার বস্তু কখন দেশ-কালের বিষয়ীভূত হইতে পারে না এবং তাহা অপর কোন বস্তুর সদৃশ থাকিতে পারে না। এই জন্য তাহাতে আরোপণ সম্ভব হয় না। সর্পের আকারের সহিত রজ্জুর আকারের কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়াই 'রজ্জুটী যেন সর্প' এরূপ রজ্জুতে সর্পের আরোপ সম্ভব হইয়াছে; কিন্তু যদি রজ্জু সদৃশ অন্য কোন বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে সর্পের আরোপও সম্ভব হইত না। সুতরাং মায়াবাদী যে ব্রহ্মে 'শ্রীকৃষ্ণ' রূপের আরোপ করিয়াছেন বলেন, তাহা নিরাকার নির্বিশেষ, কারণ তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন, ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও অসীম। অসীম বস্তুতে কখন সসীম বস্তুর আরোপ চলিতে পারে না। অতএব পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভু হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি-বলেই দ্বিভুজ-পরিমিত বিগ্রহে লোক-গোচর হয়েন। অধোক্ষজবস্তুকে অক্ষজ দর্শনের বিষয়ীভূত করিবার দুষ্টা বুদ্ধিতে যাহারা মায়াবাদি সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অপরাধ নিবন্ধন, তদীয় অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় না পাইয়া নিরুপাধিক শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে উপাধির আরোপ করেন।

পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। জীব তাঁহার অণুচিদংশ, অতএব জীব অসর্ব্বজ্ঞ ও অল্পশক্তি। সৎ, চিৎ, ও আনন্দ শক্তি তাঁহার স্বরূপের সহিত একাত্মসংশ্লিষ্ট, সেই সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের অণ্বংশ জীব অণুস্বরূপে তাঁহা হইতে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বরূপতঃ বিভিন্ন। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতির্ম্মণ্ডলগত পরমাণুসমূহ যেমন মহান্ সূর্য্য হইতে স্বরূপতঃ বিভিন্নাংশ, জীবও তদ্রূপ পরমেশ্বরের স্বরূপতঃ বিভিন্নাংশ। পরমাণুসমূহ বিভিন্নাংশ হইলেও তাহাতে যেমন সূর্য্যের প্রকাশাদি গুণ থাকিয়া যায়, তদ্রূপ জীবেও ঈশ্বরের ঐশ্বরিক জ্ঞানাদি থাকিয়া যায়। পরমেশ্বর মায়াধীশ বলিয়া তদীয় জ্ঞানানন্দাদি স্বরূপ-শক্তিপুষ্ট থাকে, কিন্তু জীব মায়াধীন বলিয়া তাহার জ্ঞানানন্দাদি স্বরূপ-ভাবাপন্ন থাকে না। মায়ার পরিণামে তদীয় জ্ঞানানন্দ পরিণাম প্রাপ্ত বা বিকৃত হওয়া সম্ভব।

সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন রশ্মিপরমাণুর প্রকাশাদি-ধর্ম্ম যেমন সময়ে সময়ে অবলুপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীবের জ্ঞানানন্দও সময়ে সময়ে সমাবৃত হইয়া থাকে; কিন্তু এই প্রকার সাময়িক আচরণে তদীয় স্বরূপগত জ্ঞানানন্দের আত্যন্তিক বিলোপ ঘটে না, কারণ, নিত্যবস্তুর আত্যন্তিক বিলোপ হইতে পারে না। জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানানন্দ নিত্য, অতএব উহার আত্যন্তিক বিলোপ অসম্ভব। উহা অভিব্যক্তি ভাবে প্রকাশিত না থাকিলেও অন্তর্ভাবে অপ্রকাশাবস্থায় স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। মায়া-কর্ত্তৃক জীবের স্বরূপগত জ্ঞান ও আনন্দ আবৃত হয়, সুতরাং মায়াই জীবের বন্ধনের হেতু। যে বস্তু যদ্দ্বারা আবৃত হয়, সেই বস্তু তদবস্থায় তদনুরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের জ্ঞানানন্দাদি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া প্রাকৃতিক জড়তাব প্রাপ্ত হয়। জীবের জ্ঞান ও আনন্দ মায়াদ্বারা আবৃত হইলেই অজ্ঞান ও কামাকারে প্রকাশিত হয়। অজ্ঞান বা অবিদ্যা জীবের স্বরূপজ্ঞানাবরণ পূর্ব্বক তাহাকে সেবকের পরিবর্ত্তে ভোক্তা বলিয়া অভিমান করায় এবং তাহার স্বরূপগত আনন্দ-বৃত্তি কামাকারে বিকৃতি লাভ করিয়া ভোগ্য বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে। জীবকে এই মায়াবন্ধাবস্থা হইতে মুক্তি দিবার জন্য পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ এই শুদ্ধ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরু-রূপে আবির্ভূত হয়েন। সৌভাগ্যবান্ জীব যখন সেই সদ্গুরুপাদপদ্মে কায়-মনো-বাক্যে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তখনই তিনি দুরত্যয়া দৈবী মায়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে তখন বুঝিতে পারেন যে, তিনি ভোক্তা নহেন; পরন্তু তিনি ভোগ্য বা সেবক; সুতরাং কাম-উপভোগ কখন তাঁহার স্বধর্ম্ম হইতে পারে না। তাঁহার স্বরূপ-গত আনন্দ-বৃত্তি গুরুকৃপা-বলে মায়াবরণ মুক্ত হইলে বুঝিতে পারেন যে, সেই স্বরূপ-গত আনন্দ-বৃত্তি-দ্বারা আনন্দময়ের সেবা-সুখ-বিধানই তাঁহার স্বরূপের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারে গিরি মহারাজ

পাঠকগণ অবগত আছেন, (গত ১২০ সংখ্যা নদীয়া প্রকাশ দ্রষ্টব্য) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি-মহারাজ দেরাদুনে স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ২ দিন গীতা পাঠ করিয়াছিলেন, দেরাদুনের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক সকলেই স্বামীজীর সেই পাঠ শ্রবণে অতীব আনন্দ লাভ করেন। স্থানীয় ভদ্রলোকগণের আগ্রহাতিশয্যে স্বামীজীকে এবার পক্ষেরও অধিককাল দেরাদুনে অবস্থান করিতে হয়। দেরাদুনের ডি. এ. ভি কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ রায়, রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট জজ রায় শ্রীযুক্ত গোপালদাস মুখোপাধ্যায়, ফরেষ্ট অফিসের শ্রীযুক্ত নিরদ রঞ্জন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক স্বামীজীর পাঠ বা বক্তৃতা-কালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছেন।

গত ১৫ই জুলাই স্বামীজী কালীবাড়ীতে 'জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম' সম্বন্ধে হিন্দীতে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৭ই জুলাই মেধাবান বাহাদুর বিশ্বেশ্বরনাথজী সি, আই, ই মহোদয়ের গৃহে ইংরাজী ভাষায় গীতা ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় কতিপয় উচ্চ-শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ২০শে জুলাই তারিখে দেরাদুনের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী জমীদার শেঠ বাবুকিশোরজীর ভবনে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শেঠজী স্বামীজীর ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম সন্তোষ লাভ করেন এবং দেরাদুনে শুদ্ধভক্তি প্রচার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই তাঁহার মোটর চালাইয়া সন্ধ্যায় স্বামীজীকে ষ্টেশনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর প্রতি নানাভাবে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন করেন। জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ও স্বামীজীর প্রচার-কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে এই সকল মহাত্মার নিত্যকল্যাণ সতত প্রার্থনা করিতেছি। নিজের বা অপরের দেহ মনের সুখ আকাঙ্ক্ষা বিলাসের জন্য জগতের লোক অনেকেই অনেক বদান্যতার পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা জগৎকে কৃষ্ণনিত্যদাস জীবাত্মার নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ কীর্ত্তনের সুযোগ প্রদান করেন, তাঁহাদের ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই, তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভগবানের প্রিয় পাত্র।

স্বামীজী দেরাদুন হইতে ফিরিবার পথে গত ২৬শে জুলাই বুধবার রাত্রে দিল্লী গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন, এখানেও হরিকথা প্রচার হইতেছে। বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার দিবসত্রয় স্বামীজী এড্ওয়ার্ড হোটেলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, গত ২৮শে জুলাই টেলিগ্রাফ্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন বসু মহাশয়ের বাসাবাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। গীতা-ক্লাসেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। স্বামীজীর পাঠারম্ভের পূর্ব্বে ও পাঠান্তে ব্রহ্মচারী দীনকৃষ্ণজীর সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী অতীব মুগ্ধ হইতেছেন ও পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আগ্রহ জানাইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রবেশ

বিশেষ অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ আগামী ২০শে শ্রাবণ 'মঠ-প্রবেশ' মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না। মঠ-প্রবেশের নির্দ্দিষ্ট তারিখ পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত করা হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভজন-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বরণে বাঁধাই

স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর আজ কাল মানবের ঘটিয়া উঠে না। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১।০ দেড়টাকা

মনুষ্যগণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণিঃ

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উজ্জ্বল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অষ্টপদক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ টাকা ২৲ সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ে গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সম্পাদকীয় [illegible]

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। [illegible] শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৩৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত [illegible]।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০

২। অমৃত-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৵০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০

৫। ভজনরহস্য ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲

" " আবাঁধা ৷৷০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৷০

গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০

৯। মুক্তাফলটীকা ও দুর্গমসঙ্গমনী সানুবাদ (যন্ত্রস্থ) ২৲

১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০

১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০

১৫। দীন-হিন্দুদর্শন ৵০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।৵০

ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। শ্রীভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৵০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অষ্টকদ্বয় ৵০

২৬। [illegible] ।৵০

২৭। [illegible]

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। [illegible] ।০

৩০। [illegible] ৸০

৩১। [illegible] ।০

৩২। [illegible] ৸০

শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ)

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা না হয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ বৈকারী, জেলা বাঁকুড়া।

নদীয়া জেলার নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সদানন্দ অধিকারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পঋতু, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা।

মতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—১॥০ টাকা

৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৃহস্থদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে স্বয়ং তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, হাঁপ, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশ্চর্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত.

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

——— অন্যান্য আবিষ্কৃত ———

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাক্তন (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এক প্রকার নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫ll৶০ সাধারণ পক্ষে ২১l৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। অতএব শীঘ্র গ্রহণ করুন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যা [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪lll০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

শ্লোক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী 'ভক্ত বাংলা' অক্ষর [illegible] জানেন না, তাঁহাদের সুবিধার জন্য শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি কথা আলোচনার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা [illegible] অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	
একত্রে [illegible]	
সাধন পথ (শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] সম্পাদক) [illegible]	
একত্রে [illegible]	।৹
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
একত্রে [illegible]	।০
গীতাবলী [illegible]	৴১০
একত্রে [illegible]	৶১৷
শরণাগতি—[illegible]	
একত্রে [illegible]	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,— [illegible], বৃন্দাবন, মথুরা,
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—[illegible] পোঃ, [illegible]
১১। শ্রীগদাইগৌড়ীয় মঠ,—[illegible]
১২। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible]
১৩। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, [illegible] বর্দ্ধমান
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible]
১৬। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ, [illegible] পোঃ, [illegible]
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] —[illegible]
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible]
[illegible]
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] —[illegible]
৪। [illegible]—[illegible]
৫। শ্রীযুক্ত [illegible] —[illegible]
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস [illegible], নবদ্বীপ।
৭। শ্রীমনোমোহন দে মনোমোহন প্রেস, [illegible], ঢাকা
৮। [illegible]
৯। শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এম, [illegible]
১০। শ্রীপাদ [illegible] ভক্তি[illegible] [illegible]
১১। শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

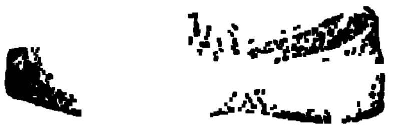

টি, টি, সিলিপার

চটি, সিলিপার ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, যাহে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা- টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা।—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার নরম হয়। কলেন পরিচায়কে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন ফলকারী ঔষধ আর নাই। ২।৯ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে বন্ধ হয়, সেই প্রকার ঔষধ না থাকা উচিত নয় কি? একেবারে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর কিছুদিন বাকী রাখিলে জ্বর পুরাতন হইয়া পড়িলে পরে অনুতাপ করিবেন কেন? সুতরাং আনাদের সারফালীন একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৴০ আনা, ডজন ৫০ আনা

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও জাল

চিনিয়া লইবেন। ডজন ১৷০ আনা।

ক্ষুদ্র শিশি ও বোতলের গায়ে পাইবেন যুগল-মূর্ত্তি মার্কা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

'Registered No. C. 44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

[illegible] সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৩২ সংখ্যা

চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে শ্রাবণ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ৫ই আগষ্ট ১৯৩০

নানা কথা

কলিকাতা কর্পোরেশনে হট্টগোল

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের পদ লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি চলিতেছে। মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত সর্ব্ববাদী সম্মতি অনুসারে কর্পোরেশনের মেয়র পদে বহাল হইয়াছিলেন কিন্তু আজ আবার তাই লইয়া দুই দলে বিষম গণ্ডগোল বাধিয়াছে। মিঃ সেনগুপ্তের অপরাধ যে তিনি স্বদেশ আন্দোলন সংক্রান্তে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জেলে আবদ্ধ থাকায় মেয়রের কার্য্য করিতে পারেন নাই। একদল লোক মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসুকে মেয়র পদে নির্ব্বাচিত করিতে চান এবং অপর দল প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদ করিয়া মিঃ সেনগুপ্তকেই উক্ত পদে স্থাপিত রাখিতে চান। উপস্থিত জে,এন, মৈত্র ও তাঁহার সঙ্গী অপর ১৩জন কাউন্সিলার, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে গত মেয়র নির্ব্বাচনে তাঁহারা সকলে একমত হইয়া ৩ বৎসরের জন্য শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচন করেন কিন্তু তিনি কারাগারে থাকায় এক দল লোক মিঃ বসুকে মেয়র নির্ব্বাচিত করিতে চান। ডাক্তার মৈত্র প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই অবস্থা ঘটিলে তাঁহারা এসোসিয়েশনের সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন।

জোড়া খুন

ফিরোজপুরের এক্সট্রা সহকারী কমিশনার সর্দ্দার অর্জ্জুন সিংহ এবং তাঁহার ভৃত্যের মৃতদেহ তাঁহারই বাংলার একটী কুঠারির মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। অন্য একজন ভৃত্যের এরূপ কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঘটনা সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত।

মালব্য গ্রেপ্তার

বোম্বাইয়ে বিরাট্ মিছিল

মিঃ প্যাটেল গ্রেপ্তার

কলিকাতা কর্পোরেশনে হট্টগোল

জোড়া খুন

ভাগলপুরে কয়েদীর মুক্তিদান

চালান বন্ধ

বজবজে দাঙ্গা—আটজন গ্রেপ্তার

পলাতক ধৃত

নীলার দাঙ্গা, পুলিশ খুনের জের

ভাগলপুরে কয়েদীদের মুক্তি দান

গত রবিবারে স্থানীয় সেণ্ট্রাল জেল হইতে ২৫৫ জন সাধারণ কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে, সেণ্ট্রাল জেলে রাজবন্দীদের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে কর্তৃপক্ষগণ সাধারণ কয়েদীগণকে মুক্তি [illegible] আর অন্য কোন উপায় দেখেন নাই। [illegible] যে কয়েদীগণ মুক্ত হইয়া একটু [illegible] হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে ৭ জন কংগ্রেসে যোগ দিয়া [illegible] ভলাণ্টিয়ারের কার্য্য করিতেছে। শুনা যায় যে, মুক্ত কয়েদীদের মধ্যে অনেকে বলিয়াছে যে আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিয়া তাহারাও কংগ্রেসে যোগ দিবে, কেননা প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীই তাহাদের মুক্তিদান করিয়াছেন।

পণ্ডিত মালব্য ও বল্লভ ভাই প্যাটেল গ্রেপ্তার

গত ১লা আগষ্ট লোকমান্য তিলকের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে বোম্বাইয়ে বিরাট শোভাযাত্রা হইয়াছিল। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যজীও মিছিলে যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময়ে মিছিল এক্সপ্ল্যানেডের নিষিদ্ধ সীমা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে পুলিশ কমিশনার কতিপয় সার্জ্জেণ্ট পুলিশ ও ২০০ পুলিশ সহ মিছিলে বাধা দিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রাস্তা অবরোধ করিয়া দাঁড়ান। মিছিলকারিগণও রাস্তায় বসিয়া পড়েন এবং সমস্ত রাত্রি বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় বসিয়া থাকেন। পরদিন অর্থাৎ ২রা আগষ্ট [illegible] সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং নেতাগণকে [illegible] জন্য সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। তারপর ৪ জন নেতাকে অর্থাৎ পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যজী, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, ডাঃ হার্ডিকার মিঃ শেরওয়ানি, শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলতরাম এবং [illegible] বোম্বাই [illegible] আদেশ অমান্য জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উপরোক্ত গ্রেপ্তারের পরেও যাহারা স্থান ত্যাগ করে নাই তাহাদিগকে পুলিশ [illegible] [illegible] ২৫০ জন [illegible] প্রকাশ। নেতা- [illegible] প্রচারিত হইয়াছে [illegible] ও মুসলমানগণ [illegible] সমস্ত [illegible] সমস্ত [illegible] আসন্ন [illegible] মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে কংগ্রেসের সভাপতি [illegible]

বিবিধ সংবাদ

মজঃফরপুরে দাঙ্গা

মজঃফরপুর কংগ্রেসের ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছিল, এমন সময় প্রায় [illegible] লোক পুলিশকে বলে যে [illegible] স্বেচ্ছাসেবকদিগকে হাজতে লইয়া যাইবে। [illegible] জনতা [illegible] ঢিল মারিতে আরম্ভ করে। [illegible] সাহায্যে পুলিশ জনতাকে [illegible] করিতে সমর্থ হয়।

ঘটনার পর আরও ছয় জনকে দাঙ্গা করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়।

সভার কারাদণ্ড

কলিকাতার ডালহাউসি স্কোয়ারে ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক বক্তৃতা করিতেছিল। অনেক [illegible]

বিচারকালে একজন সাক্ষী [illegible] যে তাহারা ডালহাউসি স্কোয়ারে নিষিদ্ধ [illegible] করিয়াছিল এবং সমাগত জনতাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা [illegible]।

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] বিচারে আসামীদিগের প্রত্যেকের [illegible] কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ঝড় জল

ব্রহ্মদেশের পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টির পরিমাণ [illegible] প্রবল। উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশের পূর্বাংশ এবং দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ভাগে ও মন্দ নয়।

বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন বঙ্গ এবং আসামে বৃষ্টি হইবে; আসাম, বঙ্গদেশ, [illegible] প্রদেশে বৃষ্টি বৃদ্ধি হইবে।

বঙ্গের উপকূল, উত্তর মাদ্রাজ এবং [illegible] ভীষণ বৃষ্টি চলিতে থাকিবে।

পলাতক ধৃত

[illegible] জেল [illegible] জেমস্ চার্লস নামক একজন বন্দী [illegible] পলায়ন করে। [illegible] দিনের পর তাহাকে দেরাদুন হাইকোর্টের [illegible] একটী বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হয়। একদিন সন্ধ্যা সাতটার পর একটী ট্যাক্সি ক্যাবে চড়িয়া দোন জন গোয়েন্দা [illegible] নিকট পৌঁছে। তাহারা বাড়ীটি ঘেরাও করে এবং তিনজন দরজায় দণ্ডায়মান থাকে। তৎপর পুলিশ দেখে যে [illegible] বসিয়া বই পড়িতেছে। সে জানালা দিয়া লাফাইয়া [illegible] ফুট নীচে পড়ে এবং আহত হইয়াও পলায়নের চেষ্টা করে; ঠিক সেই সময়ে গোয়েন্দা পুলিশেরা তাহাকে ধরিয়া ফেলে। দুই জন স্ত্রীলোকের মধ্যে একখানি কাগজ চালাচালি হয় তাহাতে লিখিত ঠিকানা হইতেই গোয়েন্দা সন্ধান পায়।

বন্যা নিবারণ

কোচিন দেশে [illegible] এবং কুরুমানি নামক দুইটী নদীর জলপ্লাবনে দেশ বারংবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যাহাতে আর এরূপ ক্ষতি না হইতে পারে সেইজন্য [illegible] একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

কোচীন গবর্ণমেণ্ট বলেন যে বিশেষজ্ঞের মত গ্রহণ না করিয়া এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা করা যায় না; তথাপি ব্যাপার অতি গুরুতর বলিয়া প্রধান ইঞ্জিনিয়ার যে নক্সা দিয়াছেন সেই অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

চালান বন্ধ

"বিদেশী বস্ত্র বর্জনের আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসানুগগণ কর্ত্তৃক বোম্বাই হইতে উত্তর ভারতবর্ষে কাপড় চালান বন্ধ করিবার প্রয়াস করিতেছেন। এই জন্য চুক্তি-বদ্ধ মালিকেরাও কাপড় পাঠান নিরাপদ বোধ করিতেছেন না।

এলাহাবাদ [illegible] অনুসারে পনর জন স্বেচ্ছাসেবককে [illegible] বাধা দেওয়ার অভিযোগে কোম্পানির গোপন করা হইয়াছে।

গত [illegible] শিলার কোম্পানী চুক্তি অনুসারে [illegible] গাড়ী মাল কাপড় পাঠাইতেছিলেন। যখন গাড়ী [illegible] বন্দরে [illegible] স্টেশনের মালগুদামের নিকট আসিল, তখন স্বেচ্ছাসেবকেরা পাহারা দিয়া দেখে। সে মাল স্বদেশী নহে, অমনি তাহারা গাড়ীর সম্মুখে শয়ন করিল, যেন গাড়ী আর অগ্রসর হইতে না পারে। সরকার ও বোস নামক দুইজন ডেপুটী কমিশনার পুলিশের দল লইয়া আসিলেন এবং পনর জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া গাড়ীগুলি যাহাতে মালগুদামে প্রবেশ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে যথাবিধ জল খাবার, মুকোশায় এবং তামাকেরা বন্দোবস্ত করিয়াছে।

খাজনা রেহাই

বেলজিয়ম একটী স্বাধীন দেশ। সেখানে খাজনা সংক্রান্ত আইনটা পৃথক্ রকম—উহাতে খাজনা বাড়ে না—কমে। এখানে যে খাজনা বিভাগের সংস্কার আইন পাশ হইবে, তাহাতে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে বার্ষিক এক কোটি পাউণ্ড করিয়া খাজনা কম আদায় হইবে। বেলজিয়ম অতি ক্ষুদ্র দেশ, লোক সংখ্যাও অতি অল্প, সুতরাং এরূপ ভাবে রাজস্ব কমাইয়া রাজত্ব চালান খুব বেশী বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার কাজ।

নীলার দাঙ্গা

আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে নীলার দাঙ্গার বিচার চলিতেছে। মোট ষোল জন আসামী আছে।

সরকার পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, গত এপ্রিল মাসে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। নীলা লবণ প্রস্তুতের স্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সরকার পক্ষ হইতে আদেশ এ বাহির হয় যে ঐ স্থানে কোন সভাসমিতির অধিবেশন হইতে পারিবে না।

গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে একটী সভার অধিবেশন হয় [illegible] সময়ে পুলিশের আগমন হয়। অমনি ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশের উপর প্রস্তরাদি বর্ষণ আরম্ভ করিল পুলিশের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর গুলি ছুড়িবার আদেশ প্রদান করেন। দুইজন আহত হয়।

সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর, বি, ব্যানার্জ্জি সাক্ষ্যদান করেন।

পুলিশ খুনের জের

মিঃ এস্ এল, সারদা, মিঃ জে, বি, সিংহ এবং মিঃ এ, আর, কোরবান হোসেন, এই তিনজনের বিরুদ্ধে শোলাপুরে দুইজন পুলিশ খুনের মোকর্দ্দমা আনয়ন করা হয়। এই তিনজন এবং মোল্লা পা [illegible] উপর পুনার জেলা ও দায়রা জজ বাহাদুর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টে বিচার হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ বাধ [illegible] আদালতে আপীলের শুনানি হয়। এই দুইজন বিভিন্ন মত প্রকাশ করায় বিচারপতি মিঃ বেকারের আদালতে শেষ শুনানি হয়। মিঃ জষ্টিস বেকার বলেন যে, আপত্তিজনক প্রমাণ দাখিল দেওয়া হইয়াছে এবং এই মোকদ্দমার সমস্ত দিক বিবেচনা করাও হইয়াছে। বাকী যে প্রমাণ রহিয়াছে তাহা উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরতেরে

বেঙ্গলের পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা পাঁইট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৷৵৹ আনা।

অফিস—৬১নং ঠঁনঠনিয়া রোড, পাঃ [illegible] কলিকাতা।

সেবনীয়
মদন মঞ্জরী

বটিকায় বহু ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে অরুচি, অম্বল, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্বাঙ্গিক ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ ক্ষমতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী।
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের তোকা পিষ্ট বাদাম তৈল
খাদ্য ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা লেখা থাকায় [illegible] করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কখনই [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

স্বত্বাধিকারী—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইসাইট্রেট কুইনাইন, আর্সেনিক এবং ক্যাপ্সিকেন আছে।

এই ফেরার্স কুইনাইন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে বারটী ইঞ্জেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রত্যেক বাক্স—দাম ২৲, ৪৲ টাকা

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ
২৯১ অপার চিৎপুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৭

(১)
কৃষ্ণশক্তি বিনা কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন ও কৃষ্ণপ্রেম প্রদান অসম্ভব
(২)
ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পরিহারপূর্ব্বক অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানলাভে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য
(৩)
নিরপেক্ষতার অভাবেই জীবের পতন হইয়া থাকে
(৪)
নাস্তিক্যবাদ পরিহারপূর্ব্বক শ্রৌতপন্থাবলম্বনই শ্রেয়ঃলাভের উপায়
(৫)
চেতন দাম্পত্যেই জীবের নিত্য-মঙ্গলের কথা নিহিত
(৬)
মেদিনীপুরে তীর্থ মহারাজ

কৃষ্ণশক্তি বিনা কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রদান অসম্ভব

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ৭ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যথা,—

কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
প্রেম প্রকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্র প্রমাণে॥

২। এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ভুবন-মঙ্গল শ্রীনামের উচ্চ কীর্ত্তনই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে জীবের পরমায়ু অনেক অধিক ছিল। উহা ছাড়া ধর্ম্মের প্রভাব কলিযুগের ন্যায় এক পাদ-বিশিষ্ট না থাকায় তত্তৎ যুগে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইত, কলিযুগে অধর্ম্মের প্রভাব প্রবল থাকা হেতু অন্যান্য যুগ-নিষ্ঠ ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি ধর্ম্মাঙ্গ সমূহ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। তাই কলিযুগে অবহিত বদ্ধ জীব সমূহের উদ্ধারার্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'হরে কৃষ্ণাদি' নাম সংকীর্ত্তনরূপ যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন জন্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধরিয়া ধরাধামে প্রকট হইয়াছিলেন ও নিজ শক্তি দ্বারা আপামর সর্ব্ব জীবকে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসাইয়া ছিলেন।

৩। বর্ত্তমানকালে শ্রীগৌরসুন্দর লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া সেই নাম-প্রবর্ত্তন ও প্রেমদানলীলা পূর্ব্ববৎ আচরণ করিতেছেন। কোন কোন ভাগ্যবান্ জীব তাহা অনুভব করিতে ও তৎকালে কৃষ্ণ প্রেমে আপ্লুত হইয়া মানব জীবনকে সার্থক করিবার সুযোগ পাইতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রকটকালে যেখানে স্বয়ং যাইতেন না, সেখানে নিজ প্রিয় পার্ষদগণে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দ্বারা নাম-প্রচার ও প্রেম-প্রকাশ-কার্য্য সমাধান করিতেন। তাঁহার অপ্রকটকালে স্বয়ং সাক্ষাদ্ভাবে ঐ দুই কার্য্য না করিয়া নিজ প্রিয় পার্ষদগণকে ধরাধামে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারা গৌণভাবে সাধন করিতেছেন। যদি কেহ শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রেরিত ভক্তের নিজ জনের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক হরিসংকীর্ত্তনে নিযুক্ত হন তাহা হইলে তিনি অচিরে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে ও অনন্যভাবে হরিনাম আশ্রয় সমর্থ হইবেন, নচেৎ নহে।

৪। যিনি নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তি যাজন করেন ও লোককে শিক্ষা দেন, যাঁহার শিক্ষাধীনে জীব অনর্থমুক্ত, হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হন এবং যিনি কায়-মন-বাক্য দ্বারা কৃষ্ণকথায় কালাতিপাত করেন, তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রেরিত মহা-ভাগবত বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। তিনিই কৃষ্ণ শক্তিবিশিষ্ট। ভোগাসক্ত, [illegible], আচারহীন-প্রচারকারী, কৃষ্ণ-নিষ্ঠাহীন কপট গীতাভিনয়কারী [illegible] সাধুবেশধারী গুরুব্রুবগণকে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেরিত মহাভাগবত বলিয়া বুঝিলে কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসিবার পরিবর্ত্তে জড়-কামের [illegible] বঞ্চিত করা হয় মাত্র। জড়-কাম-বর্দ্ধনকারী জীবগণ মহারৌরব নামক নরকের যাত্রী। অনন্ত নিদারুণ দণ্ডই তাহাদিগের প্রাপ্য। অতএব বিচার পূর্ব্বক কপট গুরুব্রুবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মহাভাগবতের অনুসন্ধান ও তাঁহার চরণ আশ্রয় করা নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য।—

অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানলাভে যত্নশীলতা

করণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের) অপটুতাকে করণাপাটব বলে। শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মানবগণের স্থূল দেহে চক্ষুকর্ণাদি যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তৎসমুদয়ই করণাপাটব নামক দোষে দূষিত। সাধারণ শ্রেণীর অজ্ঞ মানব-সমূহ ইন্দ্রিয়-বর্গের অপটুতাবশতঃ বহু ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াও দৃঢ় নিশ্চয় করিতে পারেন না যে (১) করণাপাটব নামক দোষে তাহাদিগের ইন্দ্রিয়গণ দূষিত এবং (২) এবম্বিধ দোষদুষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারা [illegible] জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে সত্য ও একমাত্র সেব্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে না এবং বিপথগামী হইয়া অনন্ত ত্রিতাপ জ্বালা সহ্য করিবে এবং পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

২। অনেক কীটাণু বায়ুমণ্ডলে ভাসিতেছে। অতি সূক্ষ্ম বিধায় মানব চক্ষু তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। যেহেতু চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না তজ্জন্য যদি বিশ্বাস করা হয় যে, বায়ুমণ্ডলে বিসূচিকার কীটাণু নাই এবং এই অতিবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যদি বিসূচিকা কীটাণু পরিপূর্ণ বায়ু যে স্থানে বর্ত্তমান সেইস্থানে কেহ গমন করেন, তাহা হইলে বিসূচিকা ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া কঠোর যন্ত্রণার হাত হইতে তিনি কখনও পরিত্রাণ পাইবেন না। অন্ধকার রজনীতে চক্ষুর দ্বারা রজ্জুতে সর্প দর্শন ও [illegible] দর্শন এবং প্রখর দিবালোকে মরীচিকায় জল দর্শনের কথা অনেকেই অবগত আছেন। রজ্জুতে সর্পদর্শন বা [illegible] দর্শন ফলে যে ভীতি ও মানসিক অশান্তির উদয় হয় এবং মরুভূমিতে জল দর্শন পূর্ব্বক জলপানের আশায় ছুটিলে তৃষ্ণা শান্তির পরিবর্ত্তে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান-নির্ভর-শীল কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না।

৩। যে ব্যক্তি পুত্রকে দেখিয়া কতই না আনন্দ উপভোগ করেন, সেই পিতারই পুত্রের প্রাণ বিয়োগ হইলে তিনি পুত্রের দেহদর্শনে আর পূর্ব্ববৎ আনন্দ লাভ করেন না, বরং তদ্দর্শনে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে প্রাণ বিয়োগের পূর্ব্বে পুত্রের যে দেহ ছিল পরবর্ত্তীকালেও সেই দেহ রহিয়াছে, অথচ প্রাণবিয়োগের পর আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দের উদয় কি প্রকারে সম্ভব হইতেছে। অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন মহাভাগবতের নিকট শ্রবণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে (১) দেহের অভ্যন্তরে প্রিয় বস্তু ও ভগবদংশ, (২) [illegible] দেহ হইতে নির্গমন সংঘটিত হয় এবং (৩) মানবচক্ষু দেহের [illegible] পূর্ব্বক আত্মদর্শনে [illegible] পূর্ব্বক দেহে আত্ম-বুদ্ধি স্থাপনের [illegible] করে, যাহার ফলে অজ্ঞ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ দেহের [illegible] দুঃখ প্রকাশ করিতে বাধ্য হন।

৪। এক্ষণে আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের হেয়তা ও অতীন্দ্রিয়জ্ঞানের উপাদেয়তার কথঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। অতএব আমাদের উচিত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভরশীলতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্গুরুর নিকট হইতে অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানলাভের জন্য যত্নশীল হওয়া। শাস্ত্রে অতীন্দ্রিয় বস্তু কথা এমন ভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে তাহার বস্তু নিজ চেষ্টায় উদ্ঘাটিত হইবার নহে। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্যে থাকিয়া তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রের রহস্য অবগত হইতে হয়। এই জন্য কোন মহাজন বলিয়াছেন :—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবেত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥

—

নিরপেক্ষতার অভাবে জীবের পতন

১। [illegible] বস্তু [illegible] পূজা [illegible]। সুতরাং আমি যে দিকে তাকাই না কেন সর্ব্বত্র আমার পূজ্য বস্তু নানা আকারে বিরাজমান আছেন বলিয়া বুঝিলে যে আমি সেবা [illegible] হইতে পারি।

২। [illegible] অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না বা আকার করি না, [illegible] বস্তু [illegible] হইয়া থাকি। [illegible] কোন বা [illegible] হইয়াছে [illegible]।

[illegible] নিরপেক্ষ [illegible], শ্রীচৈতন্য [illegible]

পুরাতার স্থাপনে সমর্থ। সুতরাং ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধিকে খর্ব করিতে হইলে আমাকে সর্বদা শ্রীগুরুপূর্বক ভগবন্নামাদির সঙ্গ করিতে হইবে। এই সঙ্গ নিরপেক্ষতার সহিত হওয়া কর্তব্য; কারণ নিরপেক্ষতার অভাব হইলে সাধনকালে ভোগ বা ত্যাগ বুদ্ধি প্রশ্রয় পাইয়া মস্তক উত্তোলন করিবে এবং ধীরে ধীরে সাধককে সাধনচ্যুত করিয়া পুনরায় ভোগী বা ত্যাগী সাজাইয়া নরকের পথিক করিয়া তুলিবে। নিরপেক্ষতার অভাব দেখিয়া যদি কোন বৈষ্ণব সতর্ক করিবার জন্য বাক্য-দণ্ড প্রয়োগ করেন, তাহা সহ্য করিয়া সেই বাক্যের সার গ্রহণ করিলে পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। সাধুমুখনিঃসৃত বাক্যরূপ-দণ্ডকে অবনত-মস্তকে সহ্য করা উচিত। ইহা বুঝিবার জন্য কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীমদ্‌গৌরসুন্দর নিজ প্রিয় ভক্ত শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যদণ্ড-সহনের যে লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা ভক্ত-প্রবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য, তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন যথা,—

"পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর
রাণ্ডী-ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর ॥
এত বলি' দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা ॥
ইঁহারে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় রক্ষণে ॥
আমা হইতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা কয় ॥
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥
প্রভুগণে যারে দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন
বাক্য দণ্ড করি' করে মর্য্যাদা স্থাপন ॥
এই যে কহি দামোদরের বাক্য-দণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড ॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটী সমুদ্র হৈতে।
কি লাগি' কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে ॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥

নাস্তিক্যবাদ-পরিহার ও শ্রৌতপথাবলম্বন

ভগবৎ-বিমুখ ও মায়াতাড়িত জীবগণ প্রায়ই নাস্তিক। নাস্তিক্যবাদ প্রকারভেদে যথা,—

(১) জড়-বাদ—ইহাতে ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোকের স্বীকার নাই এবং স্বভাব হইতে জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যাবৎ জীবিত থাকা যায়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত দেহ ও মনের সুখ অনুসন্ধান করাই জড়বাদীর মুখ্য অভিপ্রায়। এক প্রকার জড়বাদী ঋণ করিয়া ঘৃত-ভোজনের অর্থাৎ অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও নিজ সুখসাধনে যত্নশীল। অপর এক প্রকার জড়-বাদী সাধারণের দেহ মনের সুখবিধানের দ্বারা আপনার দেহ-মনের সুখ সাধনের কৌশলকে ধর্ম মনে করেন ও তিনি জনহিতকর পার্থিব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কথঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগের অভিনয় করিয়া থাকেন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক কোন না কোন প্রকার জড়বাদেরই পৃষ্ঠপোষক।

(২) শূন্যবাদ—এই মতে শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। জড়বাদের ন্যায় ইহাতেও ঈশ্বর আত্মা ও পরলোকের স্বীকার নাই। দেহ-মনের সুখের আশায় বাধিত হইলে যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা শূন্যবাদিগণ বুঝিতে পারেন এবং তজ্জন্য তাহারা আপনাদিগকে জড়বাদিগণ অপেক্ষা অধিক বিচারনিপুণ মনে করেন। শূন্যবাদিগণ বিবেচনা করেন যে, মনুষ্যের ভিতর যে চেতন গুণ আছে, তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলে সুখ ও দুঃখের অনুভূতি-রাহিত্যরূপ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারা যায় এবং সেই জন্য সিদ্ধান্ত করেন যে, দুঃখের নিরোধক নির্ব্বাণই মনুষ্যের চরম গতি হওয়া উচিত।

(৩) ভাববাদ—ইহাতে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। এই মতে মানসিক ভাব ভিন্ন আর কিছুই নাই সুতরাং ভাববাদিগণ বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে চিন্তাপথে সুখভাবের আস্বাদনের পক্ষপাতী। জড় বস্তু দ্বারা সুখসাধনে তৎপর জড়-বাদীদিগকে দুঃখ আক্রমণ করে দেখিয়া ভাববাদিগণ জড়-সত্তার অস্তিত্ব মানিতে নারাজ চিন্তাপথে সুখ-সাধনে রুচিবিশিষ্ট

শূন্যবাদিগণ নির্ব্বাণদশায় এবং তৎপূর্ব্বে সুখ আস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন মনে করিয়া ভাববাদিগণ তাহাদিগকে বুদ্ধিহীন বলিয়া ঘোষণা করেন।

(৪) সন্দেহবাদ—এই মতে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করি, আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকিলে আমরা সেই সমুদয় জ্ঞানকে অন্য রকমে বুঝিতাম। অতএব সন্দেহবাদিগণ বলেন যে, বর্তমানে মানব যে সিদ্ধান্তই করুন না কেন, তাহা অসম্পূর্ণ অতএব সন্দেহজনক। ইহারা জড়বিষয়ে আস্থাহীন হইলেও জড়াতীত বিষয়ের জ্ঞান লাভে বঞ্চিত।

(৫) সোঽহংবাদ—ইহাতে সকল পদার্থই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃরূপ ত্রিপুটীরহিত চিন্মাত্ররূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সন্দেহবাদী যে "জড়াতীত বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সোঽহংবাদিগণ সেই পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে নির্বিশেষরূপে চিন্তার দ্বারা সেই জড়াতীত বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐরূপ প্রণালীতে জড় শূন্য পদার্থকে জড়াতীত বস্তু বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য সোঽহংবাদই প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদনামে সজ্জনগণ কর্তৃক উক্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত জড়বাদ, শূন্যবাদ, ভাববাদ, সন্দেহবাদ ও সোঽহংবাদ রূপ মতবাদগুলি পুরাতন নাস্তিক্যবাদ মধ্যে গণ্য। এইগুলি ব্যতীত অন্য বহু প্রকার নাস্তিক্যবাদ জগতে প্রচারিত হইয়াছে, সে সকল প্রকারবাদই ইহাদিগের অন্তর্গত। শ্রৌতপন্থা স্বীকার না করিলে মানবমাত্রই উপরি উক্ত কোন না কোন প্রকার নাস্তিক্যবাদের কবলে পতিত হইবেই। নাস্তিক্যবাদ আশ্রয়ে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ সম্ভবপর নহে। অতএব যাহারা নিত্যসুখের প্রয়াসী তাঁহাদিগের উচিত কাল-বিলম্ব না করিয়া সত্বর শ্রৌতপথাবলম্বনকারী কোন শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করতঃ পরানন্দের জন্য যত্নশীল হন।

চেতন-দাম্পত্যেই মঙ্গলের কথা নিহিত

আমাদিগের অভিভাবকগণ আমাদিগকে বাল্যকালে অর্থকরী বিদ্যার্জনে নিযুক্ত করেন এবং যৌবনে অর্থোপার্জনের জন্য চাকরী বা ব্যবসায়াদিতে ব্রতী করিয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহারা জড়-দেহের ধ্বংসে জীবের ধ্বংস হয় বিবেচনা করেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা, আমাদিগের জড়-দেহের উৎপত্তি হইতে ধ্বংস পর্য্যন্ত যে পৃথিবীতে অবস্থান, মাত্র সেই পরিমিত কালের ভিতর আমাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এবং যাহাতে আমরা দেহের বা জড়ের দাম্পত্যে মত্ত থাকিয়া, সুখে দেহপাত করিতে পারি তজ্জন্য আমাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দেন

জীবের আত্মা নিত্য বস্তু। স্থূল দেহের ধ্বংসে আত্মার ধ্বংস হয় না। কাজেই বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ধীর ব্যক্তিগণ স্থূলদেহের ধ্বংসের পরও জীবের আত্মার অস্তিত্ব অনন্তকাল থাকে বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হন এবং তজ্জন্য তাঁহারা নশ্বর দৈহিক সুখের পক্ষপাতী না হইয়া যাহাতে তাঁহাদিগের আত্মা নিত্য কাল সুখে মগ্ন থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন।

৩। এইবার আমরা বুঝিলাম যে আমাদিগের অভিভাবকগণ পৃথিবীতে অবস্থিত আমাদিগের জড়-দেহ টুকুর অস্তিত্ব মাত্র দেখেন। সুতরাং তাঁহাদিগের বিচার জড়-দেহের আয়ুষ্কালরূপ গণ্ডি ছাড়িয়া আর বেশী অধিক উচ্চে উঠিতে পারে না। ধীর বিবেকিগণ কিন্তু আমাদিগের অভিভাবকগণের ন্যায় দেহাত্মবাদী নহেন। তাঁহারা আত্মাকে দেহের অতীত ও নিত্যকালস্থায়ী চেতনবস্তুরূপে বুঝেন। সেই জন্য তাঁহাদিগের বিচারের গণ্ডি আমাদিগের অভিভাবকগণের ন্যায় তত ক্ষুদ্র নহে।

৪। শ্রীভগবান্ কপিলাবতারে দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন, তোমার এই "স্ত্রী"রূপা আমার মায়া দর্শন কর। "স্ত্রী" রূপিণী মায়াশক্তির ভ্রূবিক্ষেপে বড় বড় দিগ্বিজয়ী বীরগণ ও তাহাদের সমস্ত শক্তি জলাঞ্জলি দিয়া স্ত্রীর পদসেবনে আসক্ত হয়। যোষিৎ-রূপা মায়াকে ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে ভোগী পুরুষ নিজ বন্ধ জন্মান্তরের দুঃখের বিষয় চিন্তা না করিয়া সংসেবনাভিলাষে প্রমত্ত হইয়া কেবল নরকের পথই প্রশস্ত করিয়া থাকে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে জড়-দাম্পত্য অমঙ্গলের আবাহন করে এবং আমাদিগের অভিভাবকগণ তাঁহাদিগের অজ্ঞতাবশতঃ আমাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া আমাদিগের মঙ্গলের পথ কোটী-কণ্টকরুদ্ধ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় যদি আমরা যোষিৎসঙ্গহীন-কোন নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় পূর্বক শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পন্থায় চেতনদাম্পত্য ভাবাপন্ন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে নশ্বর দেহকে পাত করিতে পারি তবেই নিত্য কল্যাণ ও নিত্য সুখলাভের সম্ভাবনা আছে নচেৎ নহে।

আমাদিগের আত্মা চেতন। যদি আমরা আত্মার চেতন বৃত্তিকে জড়দেহের চিন্তায় নিযুক্ত রাখি, তাহা হইলে জড়-দুঃখ বিস্মরণ শোক, ভয় ও মোহ এবং দৈন্য নিদারুণ দুঃখ আমাদিগের অনুভূতির বিষয় হইবে। সাধুসঙ্গপ্রভাবে যদি আমরা পূর্ণ চেতন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা শুনিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা অশোক, অভয় ও নিত্যানন্দময় হইয়া নিত্যকাল পরমানন্দে মগ্ন থাকিতে পারিব।

মেদিনীপুরে তীর্থমহারাজ

ত্রিদণ্ডাগ্রণী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ তথায় প্রথমদিন স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যা-মন্দিরে, দ্বিতীয় দিন মদনমোহন মন্দিরে, তৃতীয় দিন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মহান্তি মহাশয়ের ভবনে এবং চতুর্থ দিন শ্রীযুক্ত সদাব্রত মহান্তি মহাশয়ের মন্দিরে ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর আচার এবং প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া গত ২৩শে জুলাই বুধবার মেদিনীপুর গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়ে আগমন করিয়াছেন। মহারাজ বর্ত্তমানে এখানে অবস্থান করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বয়েলে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন বর্ণাশ্রম বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য স্কুলবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

।৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অবিদ্যাবশ্য সকল—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেদনই প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিবৃতি-সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৹

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹

৫। ভজনরহস্য ॥৹

৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

„ „ আবাঁধা ৸৹

৭। গীতাবলী ।৹

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৸৹

গীতার কেবল মাত্র-কাব্য ॥৹

৯। মুক্তিফলটীকা জগদ্গুরুঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲

১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥৹

১১। জৈবধর্ম্ম

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶৹

ঐ বাঁধা ৸৹

১৫। দীপ-বিদর্শন ৶৹

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶৹

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।৶৹

ঐ ঐ বাঁধা ॥৹

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹

২০। গীতমালা /১৹

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনপথ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶৹

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চনপদ্ধতি ৶৹

২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ।৶৹

বাঁধা ॥৹

২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। [illegible] ॥৹

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲

আবাঁধা ৸৹

৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹

৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

৩৩। [illegible] ভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ২৲

৩৪। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ [illegible]

৩৫। [illegible] শিক্ষামৃতমূলম্ [illegible]

৩৬। শ্রী[illegible] ভাগবতী [illegible] [illegible]

৩৭। ভক্তকৃপাবাণী বা মায়াবাদশতদূষণী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মার হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনর দিনে যক্ষ্মা বা কয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাটী, জেলা বাঁকুড়া।

নদীয়া জেলায় নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল চক্র এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.............আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বড় প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে স্থিত তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক আশ্চর্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত স্ত্রীরোগের প্রতিষেধক

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি নিবৃত্তি করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কোটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্-চিক্ করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব সুযোগ পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত।

৪৭ খানি অপূর্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এর প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মোশনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৴১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ওয়ান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
জোড়বাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত বামরঞ্জন রায়—৭৬,২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়াকস্ ইন মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিধুমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পত্তনায়ক বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এস, বালেশ্বর
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রকাশ মহোদয়।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, ফ্যাসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলেজ পরিচায়কে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৩৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে শ্রাবণ ১৩৩৭ বুধবার ৬ই আগষ্ট ১৯৩০

নবদ্বীপে ৪ দিন হরতাল

মুক্তাগাছার জমীদারের মৃত্যু

সম্পাদকের ১০০০৲ জরিমানা

শিশু পিকেটারের কারাদণ্ড

আবার বোমা

বরিশাল জেলে অনশন—কালাভাই গ্রেপ্তার

বিক্রমপুরে নেতার জেল

মেয়র নির্ব্বাচনে বন্দিগণের উক্তি

লাহোরে আকালি মিছিল

জেল—জরিমানা—গ্রেপ্তার

নানা কথা

নবদ্বীপে ২ সপ্তাহে ৪ দিন হরতাল

গত সপ্তাহে ২৫শে জুলাই কংগ্রেস সম্পাদক ও ৩০শে জুলাই কয়েকজন স্বেচ্ছা-সেবক গ্রেপ্তার হওয়ায় ঐ দুই দিন হরতাল হইয়া গিয়াছে।

গত ২রা আগষ্ট বসন্ত রায় গ্রেপ্তার হওয়ায় ঐদিন হরতাল হইয়া গিয়াছে।

মিঃ প্যাটেল ও পণ্ডিত মালব্য গ্রেপ্তার হওয়ায় গত ৫ই আগষ্ট হরতাল হইয়া গিয়াছে। দোকান পাট সব বন্ধ ছিল।

কুষ্টিয়া—জেলা নদীয়া

গত ৩১শে জুলাইয়ের সংবাদে জানা যায় যে কুষ্টিয়ায় স্থানীয় হাই স্কুলে ছাত্রগণ ও মহিলাগণ পিকেটিং করিতেছেন। গত ২রা তারিখের পিকেটিং কালে হেডমাষ্টার মহাশয়ের নালিশ মত কুমুদ নাথ রায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিচারে তাঁহার ৬ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

জমীদারের মৃত্যু

মুক্তাগাছা বাড়ীর সময় মোটর খারাপ হইয়া যাওয়ায় রাজা জগৎকিশোর সিংহের ভ্রাতার একমাত্র পৌত্র বৈমনসিংহের একজন জমীদার বাবু সুবোধ চন্দ্র সান্যাল, তাঁহার মোটরগাড়ীটি মেরামত করা দিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া মেরামতকার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন। এই সময়ে একটী মোটর বাস তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে এবং তাঁহাকে গুরুতর জখম করে। দুই দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

শিশুর কারাবাস

দিনাজপুরে গত ৩১শে জুলাই ১১ বৎসরের শিশুর স্কুলে পিকেটিং করার অপরাধে ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আবার বোমা

লাহোর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পুলিশ ভাওয়ালপুর রোড বোমা কেস্ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে করিতে লাহোরে কয়েকটী ঘর খানাতল্লাস করে। তাহারা বারটী তাজা বোমা এবং বারটী তরবারী পাইয়াছে।

মধ্যরাত্রির কিছু পরে খানাতল্লাস আরম্ভ হয় এবং ভোরের কিছু পরে শেষ হয়। চারিজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে দুইজন স্থানীয় কলেজের ছাত্র।

এই অনুসন্ধান হইতে জানিতে পারা গিয়াছে সারা দেশে সরকারের বিরুদ্ধে একটী বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তবে ষড়যন্ত্রকারিগণ কলেজের বালক মাত্র।

এই মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে দুইটী রিভলভার বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

গত ২৫শে জুলাই তারিখে পুলিশ শাহ্‌দি পত্রিকার সেক্রেটারী ... সম্পর্কে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের মধ্যে একজন পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করে: সেই উক্তি অবলম্বন করিয়া এই খানাতল্লাস হয়।

সম্পাদকের দণ্ড

ন্যাশনাল পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্ল নাথ গুপ্ত এবং লিবার্টির সম্পাদক শ্রীযুত যুগলকিশোর ধরের ১০০০ হাজার টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

লাট-জমীদার সংবাদ

পাঠক অবগত আছেন যে জমীদারদিগের প্রতিনিধিগণ বড়লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কতকগুলি প্রার্থনা জানান।

যে সকল প্রার্থনা জানান হইয়াছে ... তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য কৃষি-জাত দ্রব্যের উপর আয় কর সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। ভাবী আয়কর আইনে কৃষি-জাত দ্রব্যের উপর আয়কর বসাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

এই প্রস্তাবে কেবলমাত্র যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, তাহা নহে, অধিকন্তু কর বসাইবার সমস্ত সুবিবেচনা-প্রসূত প্রণালীর উপর আক্রমণ হইয়াছে।

জমীদারদিগের অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করায় জমীদারগণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছেন। যে সমস্ত প্রদেশে [illegible] অথবা [illegible] প্রচলিত আছে, সে সমস্ত [illegible] লোকে জানে যে গবর্ণমেন্ট তাহাদের অধিকার [illegible] করিয়াছিল। সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সম্ভাবনায় জমীদারগণের [illegible] আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে।

[illegible] স্বাধীনতা স্থাপিত হইলেই [illegible] প্রতিনিধিগণ [illegible] প্রতিশ্রুতি স্থাপিত করিবেন। জমীদারেরা আশা করেন যে [illegible] হইবে এবং [illegible] প্রবর্ত্তিত হইবে।

'দৈনিক বসুমতী প্রকাশ'

বিবিধ সংবাদ

জেল জরিমানা গ্রেপ্তার

৫ আইনে গত ৩১ জুলাই ২৭ জন স্বেচ্ছাসেবক গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার জন্য দণ্ডিত হইয়াছেন। আদালত এই সপ্তাহে ১১১৪ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ঢাকা নবাবগঞ্জ ও কলাকোপাতে ১২ জন স্বেচ্ছাসেবককে পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে দণ্ড করা হইয়াছে।

বাঁকুড়ার অহীন্দ্র নাথ ঘোষ উকিলের ৯ মাস জেল হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহাকে এ-ক্লাস বন্দী করা হইয়াছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত অমিয় কান্ত চাটার্জ্জিকে পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

খুলনাতে আবগারি দোকানে পিকেটিং করার জন্য শ্রীযুত আনন্দলাল দাস, গোবিন্দ শেখর দাস গুপ্ত, যোগেন্দ্র নাথ রায় ও অমীয় কুমার ঘোষালের ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে এবং খুলনা জিলাস্কুলে পিকেটিং করার জন্য শ্রীযুত সুরদাস চক্রবর্ত্তী ও কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

দিনাজপুর জেলার পার্ব্বতীপুর আবগারি দোকানে পিকেটিং করার জন্য ৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

রাজশাহীতে পুলিশ আইন অমান্য সমিতি ধানাতল্লাস করিয়া মধুসূদন দে নামক একটী বালককে এবং সমিতির সম্পাদক হেমন্ত নাগ ও অপূর্ব্ব দাসগুপ্তকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

হুগলিতে ১৪৮ ধারার অপরাধে শ্রীযুত বিশ্বনাথ সান্যাল ও যুগলকিশোর কুণ্ডু ৬ সপ্তাহ করিয়া জেল হইয়াছে এবং টাকা বন্ধ আন্দোলন চালাইবার অপরাধে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, নৃপেন্দ্র গাঙ্গুলী, প্রফুল্লচন্দ্র দাস, যোগেন্দ্র কুমার, নিরঞ্জন গাঙ্গুলী, বরদা প্রসন্ন মুখার্জ্জি, কালিদাস সেনগুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের ৩ মাস করিয়া জেল হইয়াছে।

পুরীতে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবকের পুলিশ আইনের ৩২ ধারা মতে ২ মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ। হইয়াছে।

বরিশাল জেলে অনশন—কালাচাঁদ গ্রেপ্তার

গত ১লা আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে বরিশালের স্থানীয় জেলের রাজনৈতিক বন্দিগণ ৩১শে জুলাই আগষ্ট পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মুক্তির জন্য উপবাস করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুভব যে বরিশাল বুদ্ধের সময়ের জেলে মারা গিয়াছে।

বীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী ওরফে কালাচাঁদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র। ... আদেশ অনুসারে পুলিশ ১৪৮ ধারা অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

লাহোরে আকালি মিছিল

১৫০ জন আকালি লাঠী হাতে লইয়া অভিমুখে রওনা হইয়াছে। পুলিশ তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে; কিন্তু এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

রাজনৈতিক বন্দিগণের স্থান সংকুলান

রাজনৈতিক বন্দিদের মাহাতে জেলখানায় স্থান এত কম হইতেছে যে অন্যান্য অপরাধিগণকে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। উপায় না দেখিয়া সরকার ২০০টী এবং সেখানে ৪০০ কি ৫০০ জন এবং মোটকে ৪০ জন বন্দীকে এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিক্রমপুর নেতার জেল

বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত দীনেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর চৌকীদারী ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করার জন্য ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মেয়র নির্ব্বাচনে বন্দিগণের উক্তি

কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের স্থলে শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসুকে মেয়র নির্ব্বাচিত করা সম্বন্ধে যে নূতন আন্দোলন চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে কলিকাতার বন্দী কংগ্রেসসম্পাদকগণের উক্তি—"আমরা কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসপক্ষীয় প্রতিনিধিগণকে বিশেষতঃ কংগ্রেস সদস্যগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন শ্রীযুত জে, এম, সেন গুপ্তের কর্পোরেশনে যোগদান বিষয়ে অনিচ্ছুক সম্পাদকের সুযোগ না দেন। বর্ত্তমান জাতীয় সংগ্রামের ... সেনগুপ্তকে পদচ্যুত করা হইলে তাহা সমগ্র জাতির দুর্দ্দিনে নিকট হীন করিবে। আমরা কারাগার হইতে কাউন্সিলারগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন স্বার্থপর ও স্বজনবাদ লোকদের চেষ্টা বিফল করিতে যত্নবান হন। যদি সুভাষ বাবু কর্পোরেশনে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে কোনও কংগ্রেস কাউন্সিলার বা অল্ডারম্যান পদত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য স্থান করিয়া দিতে পারেন।

স্বাক্ষর:
হেমন্ত কুমার বোস
উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক
মধুসূদন দাস বর্ম্মণ
বড়বাজার কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক
বিনয় কৃষ্ণ বোস
সেন্ট্রাল কলিকাতা কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক
পরিমল ... বন্দ্যোপাধ্যায়
দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক

পিকেটিং চোকে

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতার কয়েকখানি দোকানে দেখা গেল যে পরিষ্কার মোটা হরফে লেখা; দোকানে কংগ্রেসের নাম পাগড়ীওয়ালা বৈদেশিক সিগারেট। "অ্যাডভান্স" সংবাদদাতা একজন পান পাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে এত পাহারা কেন বাপু?" পাহারাওয়ালা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "পিকেটিং রোকে।" সংবাদদাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন গেপ্তার হ'ল?" পাহারাওয়ালা সাহেব বলিলেন, "গ্রেপ্তার হয় নাই। খালি পুছি লিয়া রোকে," জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে সেখানে স্ত্রী পিকেটার আসেন নাই; ছোট ছোট বালকেরা আসিয়া ঐ কার্য্য করিতেছে এবং পাহারাওয়ালা তাহাদিগকে ধীরে ধীরে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিতেছে।

শেখর

কারগেট টীন, জানালা দরজাদি দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম লোহার গেট ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের
বেহালার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
... শিশিতে ... কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা
পাইট ।৮০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।
অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড পোঃ ... কলিকাতা

কোম্পানীর
মদন মঞ্জরী
বটিকার বল ও ধাতুবিকার, চিত্তবিকৃতি হ্রাস, অজীর্ণ, অম্ল, অনিদ্রা, বাহাদোষ, বুক ধড়ফড়ানি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি সকল রকম বিকার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১, এক টাকা।
"অপূর্ব্ব সংজ্ঞাবারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি যে যে কারণেই হউক আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চয় করে। মূল্য ৫ তোলা ১, টাকা।
"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"
... মূল্য ১০ বটী ১, এক টাকা।
রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কেশরঞ্জন
নং ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন
সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল
খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।
আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।
শ্রীজ—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, বাইসালফেট কুইনিন, আয়রণ এবং ... আছে।
এই কেরার্স-কুইনিন দ্বারা চিকিৎসা করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া দূর হয় এবং ... ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া
৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২, ... টাকা
বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে
২৪।১ চন্দ্রনাথ লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
—:০:—
দৈনিক নদীয়া প্রকাশ
নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ
শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৭

(১)
অণুচেতন জীব অচেতন বস্তুসমূহের পরিচালক হইতে গিয়া অধীন হইয়া পড়ে এবং তৎফলে দুঃখ-শোক-ভয়-মোহাচ্ছন্ন হয়; কিন্তু আপনাকে ও অন্যান্য যাবতীয় পদার্থকে পূর্ণ চেতনের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে জীব পরমানন্দলাভে সমর্থ হন

(২)
(ক) বিষয় কৃষ্ণভজনের অনুকূল হইলে তাহা কৃষ্ণসেবোপকরণ-জ্ঞানে কৃষ্ণসেবার্থে স্বীকার দোষাবহ নহে, কিন্তু প্রতিকূল হইলে তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয়

(খ) জীব পাছে স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি ভালবাসারূপ মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভুলিয়া যায়, এই জন্য কৃষ্ণ নানাভাবে জীবকে সেই ভালবাসার কপটতা নির্দ্দেশ করিয়া দেন; ভাগ্যবান্ জীবই কৃষ্ণের সে ইঙ্গিত বুঝিয়া সাবধান হন

(গ) চরম মঙ্গলের পথে কণ্টক-স্বরূপ 'সুসন্তান' অপেক্ষা কুসন্তান বরং ভাল, যেহেতু তাহার অশান্তিপ্রদ ব্যবহারে মাতাপিতার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা

(৩)
শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের চরিতামৃত

ভগবৎসেবাই চেতনবস্তুর ধর্ম্ম

আকাশ-কুসুম অসৎ। সুতরাং তাহার সত্তা নাই। যাহার অস্তিত্ব আছে তাহা বস্তু। বস্তুমাত্রেরই একটী বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব আছে। সেই বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব বস্তুর অস্তিত্বের সহিত ব্যক্ত। অস্তিত্বের সহিত জন্মেবলিয়া বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবকে বস্তুর সহজ ধর্ম্ম কহে।

২। বস্তু দ্বিবিধ, যথা—চেতন ও অচেতন। চেতন বস্তুতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য বা শক্তি বিদ্যমান। সুতরাং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির পরিচালনরূপ স্বভাবকে চেতনবস্তুর সহজ ধর্ম্ম কহে। অচেতনবস্তুতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি না থাকায় তাহা ইচ্ছা প্রকাশ করিতে বা কিছু বুঝিতে অক্ষম। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক কোন কার্য্যও সিদ্ধ হইতে পারে না। অচেতন পদার্থের দ্বারা যে সমুদয় কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা চেতনবস্তুর প্রেরণামূলক। অতএব চেতনবস্তুর দ্বারা চালিত হওয়া রূপ স্বভাবই অচেতন বস্তুর সহজ ধর্ম্ম।

৩। অচেতন বস্তুগুলিতে ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির অভাবহেতু তাহারা চেতনবস্তুগুলিকে তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহারে বাধা দিতে পারে না। এই জন্য চেতনবস্তুগুলি অচেতনবস্তুগুলিকে ভোগবারে নিজপ্রসাদনে নিযুক্ত করিতে পারেন অথবা তাহাদিগকে চেতনাচেতন উভয়বিধ পদার্থের স্রষ্টা ও সেব্যস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে পরিচালন করিতে পারেন। শ্রীভগবানই একমাত্র পূর্ণানন্দময় ও পূর্ণ চেতন এবং নিত্যাস্থ। তদ্ব্যতীত অপরাপর চেতনবস্তুগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অণুপরিমাণ চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট। এই অণুপরিমাণচেতনধর্ম্মবিশিষ্ট চেতনবস্তুগুলি যদি এইরূপী পূর্ণচেতন বস্তু শ্রীভগবানের তুষ্টির উদ্দেশে অচেতনবস্তুগুলিকে বিনিয়োগ করিতে থাকেন, তাহা হইলে ভগবানের অনুগ্রহভাবে তাঁহাদিগের অণু পরিমাণ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিকে তাঁহারা অনবরত বর্দ্ধিত করিতে ও বৃদ্ধিমুখে অনুক্ষণ বর্দ্ধনশীল নির্ম্মল সেবানন্দরস আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হন। এবম্প্রকার দুঃখভাব পরিশূন্য উজ্জ্বল সেবানন্দ-রসের আস্বাদনই মানব-জীবনের চরমপ্রাপ্য বিষয়। যে সমুদয় চেতনপদার্থ অচেতনবস্তুগুলিকে নিজ নিজ সুখসাধনে নিযুক্ত করিতে অগ্রসর, তাহারা ভগবদ্বস্তুর সংশে বঞ্চিত ও অচেতনবস্তুর অনুগকারী। পূর্ণচেতনবস্তু শ্রীভগবানের স্বরূপভাবে চেতনাংশ সকল অণুপরিমাণ চেতনত্ব বর্দ্ধনশীল হয় না এবং অচেতনবস্তুর সংস্রবহেতু জড়ভাবাপন্ন হইয়া চেতনবস্তুগুলি আপনাদিগকে চেতনবস্তুর পরিচালক বুঝিবার পরিবর্ত্তে, তাহাদিগের অধীন বা বশ্যতাস্বরূপে বুঝিতে বাধ্য হয়। যে সকল ব্যক্তি মদ্য পান করে, তাহারা যে মদের বশীভূত হয়, ইহা মদ্যপায়ী বা মাতাল সকলেই বুঝেন। মদের নেশা ছুটিয়া গেলে বেশ এই উপস্থিত হয়। অচেতন বস্তুর্ধেরই অধীনতায় কোন না কোন প্রকার দুঃখ উপস্থিত হইয়াই থাকে। চেতন বস্তু যদি অচেতন বস্তুর অধীন না হয়, তাহা হইলেই তাহার স্বাধীনতা বজায় থাকে এবং যিনি স্বাধীন তিনি দুঃখকে তাড়াইয়া নিরাকাম সুখে থাকিবার জন্য যত্নশীল হইতে পারেন। অচেতন পদার্থগুলি আমাকে বাধা দিতে যখন পারে না, তখন আমাকেই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, উহাদিগকে ভোগ করিতে গেলে আমি উহাদিগের বশীভূত হইয়া দুঃখগ্রস্ত হইব এবং আমি উহাদিগকে ভগবৎ সেবায় নিয়োগ করিতে পারিলে আমার দুঃখকে চিরদিনের মত নিরাকরণ পরমোজ্জ্বল সেবানন্দরস আস্বাদনের ভাগী হইবে। সমর্থ হইব যিনি এইপ্রকারে বিচার করিতে সমর্থ এবং বিচারপূর্ব্বক অচেতন বস্তুগুলিকে ভগবৎপ্রীত্যর্থে নিবেদন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন, তিনিই নিজ শুদ্ধ আত্মস্বরূপগত সহজ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। যে সকল ব্যক্তি এবম্প্রকার সহজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত, তিনি অচেতন পদার্থে 'আমি' ও "আমার" বুদ্ধিবিশিষ্ট দেহাত্মবাদী। দেহাত্মবাদিগণ যাহাকে সহজ ধর্ম্ম বলেন, তাহা প্রকৃত সহজ ধর্ম্মের বিকৃতি। অচেতন পদার্থের অধীনতাকালে যেরূপ ধর্ম্মের পরিচয় সংজ্ঞা লাভ করা যায়, তাহাকে অপরিণামদর্শী দেহাত্মবাদিগণ সহজধর্ম্ম সংজ্ঞা দিয়া থাকে। এই প্রকার ধর্ম্মের জ্ঞান স্বাধীন চেতনবস্তুর হৃদয়ে উদিত হয় না। অচেতন পদার্থের মোহে মুগ্ধ দেহাত্মবাদিগণেরই ঐ প্রকার ধর্ম্মের জ্ঞান অনায়াস-লভ্য।

কুসন্তান

(শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

যদি কোন ব্যক্তির পুত্র ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন দুর্ব্বল বা অসৎ হয়, যাহার নিমিত্ত গৃহ ক্লেশ-দায়ক হইয়া উঠে, সর্ব্বদা লোকলজ্জা ও মনস্তাপ সহ্য করিতে হয়, তাহাকে কুপুত্র বলে।

কুসন্তান হইতে মনুষ্যাদিগের অশান্তি ও যথান্ অধর্ম হয়, অনেকের মুক্তির বিরোধ ঘটে এবং অনেক প্রকার মনঃপীড়ার কারণ উৎপন্ন হয়। সুতরাং সেই প্রাণিপীড়া-নিরত কুসন্তান পুত্রকে তাড়ন ভর্ৎসনাদি নানাবিধ উপায়ে শাসন করিতে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে বাস করে এবং সংসারের সমস্ত সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া কোন শান্তির স্থান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সংসারে তাহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। পুত্র হইতে সুখ-লাভের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য ব্যতিরেক ভাবে কুসন্তানই বরং শুভদায়ক ও হিতকারী।

নির্ব্বিশেষ বিশুদ্ধকর্ম্মা পুণ্যশ্লোক ধ্রুবের বংশে সর্ব্বসদ্গুণের আকরস্বরূপ সাধু রাজা অঙ্গ নামক মহাত্মা অবতীর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহজন্মে তাঁহার উৎপন্ন পাপ ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত একটী পাপের ফলে তিনি ধার্ম্মিক হইয়াও অপুত্রক ছিলেন।

তিনি অপত্য কামনায় সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করেন। যে ব্যক্তি যে ভাবে ভগবানের আরাধনা করেন, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাঁহাকে তাহাই দান করিয়া থাকেন। যথাকালে সেই অঙ্গরাজের একটী পুত্র জন্মিল, তাহার নাম বেণ। কিন্তু সেই রাজপুত্র বেণ বাল্যকাল হইতেই অসৎ সংসর্গে হওয়ায় সে অত্যন্ত অধার্ম্মিক হইয়া উঠিল। সেই দুষ্ট বালক মৃগয়ামুখে হইয়া বনগমন করিত এবং শরাঘাতে বহু-সংখ্যা মৃগকুলকে বিনাশ করিত।

সে এত নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ছিল যে ক্রীড়াভূমিতে সমবয়স্ক বালকগণকে ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মারিয়া ফেলিত। রাজা অঙ্গ সেই পুত্রকে তিরস্কার, [illegible] উপদেশাদি দ্বারা শাসন করিতে একেবারেই অসমর্থ হয়েন।

সংসারাসক্ত হরিসেবা-বিমুখ অপুত্রক গৃহমেধী ব্যক্তি পুত্রের অভাবে নানা দেবতার পূজা করিয়া থাকে, কখনও বা শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, কিন্তু পরে কুপুত্র হইলে সে কি অসহ্য দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয় তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারে না। শত মূর্খ পুত্র অপেক্ষা এক গুণী পুত্র ভাল ... কোটরে একটী শুষ্ক বৃক্ষ থাকিলে যেমন সমস্ত বন দগ্ধ হয়, সেইরূপ কোন বংশে একটী কুপুত্র জন্মিলে সেই কুলকে ...

[illegible] এক রাজপুত্র ... [illegible] ... ছিলেন। পুত্রের উদ্দেশ্য কুলদায়া ... যাহাদের নাশ, অনেক সংসারে নিজের ...

উপস্থিত হইল। তাহাতে তাঁহার নিদ্রা হইল না, তিনি অর্দ্ধরাত্রে শয্যা হইতে উত্থান করিলেন এবং লোকের অজ্ঞাতসারে সেই বহু বাঁধ সমৃদ্ধিশালী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং সংসারের অভিনিবেশ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহপ্রতিষ্ঠিত শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

কোন ব্যক্তি কখনও কুপুত্র কামনা করে না। পুত্রমেধী ব্যক্তি পিতৃসেবাপরায়ণ পুত্রের স্নেহে সংসারে আবদ্ধ হইয়া পুত্রের জন্য বিষয়-রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়া হরিসেবা-বিমুখ হয়। যাহাতে জীবের নিত্য চরম কল্যাণলাভ করিবার বিঘ্ন হয় তাদৃশ পুত্র কামনা করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভাল বলিয়া মনে করেন না। চরম মঙ্গলের পথে কণ্টক স্বরূপ সুসন্তান অপেক্ষা কুসন্তান বরং শুভদায়ক, কারণ ঐরূপ কুসন্তান হইতে গৃহ দুঃখপ্রদ, অতএব তাদৃশ মানবগণের গৃহব্রত ধর্ম্মের প্রতি বিরক্তি ঘটিয়া থাকে।

কদপত্যং বরং মন্যে সদপত্যাচ্ছুচাং পদাৎ।
নির্বিদ্যেত গৃহান্মর্ত্ত্যো যৎক্লেশনিবহা গৃহাঃ॥

ভাঃ ৪।১৩।৪৬

সুতরাং গৃহাসক্তব্যক্তির সৎপুত্র অপেক্ষা কুপুত্রই চরিত্রের বিশেষ অনুকূল দেখা যায়।

ঠাকুর বৃন্দাবনদাস

(ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম লিখিত)

যাঁহারা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শুদ্ধ, সাধুজ-বর্ণাশ্রম-বাধির শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তির পীঠস্থান শ্রীশ্রীনবদ্বীপমণ্ডলীর নবটী দ্বীপের অন্তর্গত দাস্য-ভক্তি-ক্ষেত্র শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন—এই মোদদ্রুমদ্বীপই গৌড়ের নৈমিষ এবং এই অভিনব নৈমিষ-ক্ষেত্রই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব এবং বাল্য-বিচরণ ভূমি।

মোদদ্রুমদ্বীপ চলিত ভাষায় মামগাছী নামে অভিহিত। প্রাপঞ্চিক বিচারে ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলী থানায় অবস্থিত। ইহার প্রান্তভাগে পতিতপাবনী সুরধুনী সুমধুর, কুল-কুল-নিনাদে গৌর-গুণ-গাথা গাহিতে গাহিতে প্রবাহিতা। নৈমিষ-কাননের ন্যায় এখানেও বৃক্ষবল্লরী বিদ্যমান। সুবৃহৎ সুরম্য অট্টালিকা সমূহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি তথায় বিরাজিত থাকিয়া 'মামগাছী' জনপদের প্রাচীন সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই গ্রামে এখন পর্যন্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠিত সেবা শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিত্য পূজা সাধিত হইতেছেন এবং বর্ত্তমান সময়ের শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ-মুকুটমণি ও বিশ্বপাবন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ঠাকুর-মহাশয়ের স্মৃতিপূজার্থ তদীয় আবির্ভাব-ভূমিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ-ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী দেবীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া ঠাকুর মহাশয় নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নারায়ণীদেবী শ্রীমহাপ্রভুর অধরামৃত প্রাপ্ত হইয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচল যাত্রা করেন, তখন নারায়ণীদেবীর বয়স মাত্র চারি বৎসর ছিল। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী মালিনীদেবীর পিত্রালয় মামগাছী গ্রামে ছিল—তাঁহার পিতৃবংশের জনৈক ব্যক্তির সহিত নারায়ণীদেবীর বিবাহ হয়।

বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠা-সম্পন্ন, তাঁহারা কখনও স্বীয় অবৈষ্ণব-পরিচয় প্রদান করেন না; বস্তুতঃ পক্ষে বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের কোন সম্পর্ক নাই। ঠাকুর বৃন্দাবনের পিতৃদেব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন; তাই তিনি পিতৃদেবের পরিচয় প্রদান না করিয়া মাতৃবংশের পরিচয়ে পরিচিত হইয়াছেন। শৌক্রবংশ-পরিচয়ে ঠাকুর মহাশয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতৃবংশের পরিত্যক্ত অধিকাংশ সম্পত্তি মন্তেশ্বর থানার অধীন 'দেনুড়' গ্রামের নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে ছিল বলিয়া তিনি অনেক সময় দেনুড়েই অবস্থান করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের সংসার পরিগ্রহের কোনও কথা শুনা যায় না। তাঁহার চারিজন শিষ্য ছিল, তাঁহাদের মধ্যে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভূত রামহরি নামক শিষ্যকে স্বীয় সঞ্চিত সম্পত্তিসমূহের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তাঁহার বংশধরগণই বর্ত্তমানে শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের দেনুড়পাট-বাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক সেবা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। রামহরি স্বং সংস্কারসম্পন্ন হইয়া দীক্ষিত হইলেও 'কালপ্রভাবে অবৈষ্ণব স্মার্ত্তসমাজের আনুগত্যে তদীয় অধস্তনগণ কয়েক পুরুষ হইতে স্মার্ত্ত-শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া সামাজিক সদাচার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে দেনুড়ের ব্রহ্মচারি-বংশ কিছুকাল পূর্ব্বে এই রামহরির বংশের শাখা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন।

উচ্চ শৌক্র বংশ, ঐশ্বর্য্য, জড়বিদ্যা এবং শারীরিক সৌন্দর্য্য—এই চারিটীর অভিমান বদ্ধজীবকে পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইতে প্রবল বাধা প্রদান করে। এই নশ্বর জগতের এই নশ্বর অভিমান যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং উহা পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ যে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা আমরা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের চরিত্রে দেখিতে পাই। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐ চারিটীর কোনটীর অভাব ছিল না। বংশমর্য্যাদায় তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ধন-মর্য্যাদায় অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক এবং বিদ্যায় বুধমণ্ডিতকুল্য ছিলেন—তথাপি তিনি কখনও ঐ সকলের পরিচয় প্রদান করিতেন না। তিনি শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও শৌক্রবর্ণগর্ব্বকে হীনচক্ষে দেখিতেন এবং শাস্ত্রোক্ত দৈববর্ণাশ্রম সংরক্ষণে সতত সচেষ্ট ছিলেন। তাই শৌক্রবর্ণাভিমান-সর্ব্বস্ব অবৈধ স্মার্ত্ত-সমাজ তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, এমন কি অনেক ব্রাহ্মণব্রুব এবং স্মার্ত্তপদানুলেহী বৈষ্ণবব্রুব, ঠাকুর মহাশয়ের অমল চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা-লেপনের প্রয়াসী হইয়া স্ব স্ব হীন স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ পরম-করুণাময়; তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়-সর্ব্বস্ব শ্রীভগবান্‌কে জগদ্বাসীকে প্রদান করিতে ব্যস্ত। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা-সঙ্গোপনের পর শ্রীবেদব্যাস অভিন্ন-ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত জগদ্বাসীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাপঞ্চিকলীলা অপ্রাকট্যের পর শব্দময় সাত্ত্বিক অবতার শ্রীচৈতন্যভাগবত বদ্ধজীবের উদ্ধার-সাধনের নিমিত্ত জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা নিরস্ত-কুহক-সত্যের সেবক তাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ শ্রীচৈতন্যভাগবতপাঠ করিয়া সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন যে এই গ্রন্থরাজে ভক্তিসিদ্ধান্তের অপূর্ব্ব সামাজিক মীমাংসা স্বর্ণাক্ষরে খচিত রহিয়াছে। ভগবানের একনিষ্ঠ সেবক ব্যতীত অন্য কাহারও লেখনীতে ভক্তিসিদ্ধান্ত এই প্রকার সুচারুরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

ঠাকুর মহাশয়ের স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রতি অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সুতরাং বলা বাহুল্য যে দেবগণ সমস্ত গুণসহ তাঁহাতে অবস্থিত। যাঁহাদের নিরস্তকুহক সত্যের প্রতি আদর নাই, তাঁহাদের মন সর্ব্বদাই অসদ্দিকে ধাবমান, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে মহদ্গুণ কখনও থাকিতে পারে না—এই প্রকার চঞ্চলমতি-নাস্তিকগণ ঠাকুরমহাশয়কে জড়ীয় জ্ঞানে বিচার করিতে যাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঐতিহ্যগ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থে আদর না করিতে পারিলেও সত্য সকল সময়ই সত্যই থাকিবে, তাঁহাদের হীনচেষ্টায় গ্রন্থরাজের প্রতিভাজ্যোতিঃ কখনও মলিন হইবে না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল ছিল, লোচনদাসের রচিত চৈতন্যমঙ্গল নামক একখানি গ্রন্থ থাকায় পরে ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া চৈতন্যভাগবত নাম দেওয়া হয়। কবিরাজ গোস্বামী তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যভাগবতকে চৈতন্যমঙ্গল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আসুন, পাঠকবর্গ, আমরা আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শ্রীচৈতন্যভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস গোস্বামীর শ্রীচরণাম্বুজে প্রণত হইয়া আত্মশোধন করি—

ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন, ইহা জানি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তিঁহো তারিলা সংসার॥

গৌড়ীয় পত্রিকা-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের মাহাত্ম্য, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে সপ্রমাণ রূপে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান্ অক্ষরে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথঃ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা আমিত্বাবদ্ধ হইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যাবদ্ধ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ দুষ্ট অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু: ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ছয়টি সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী সম্বলিত সত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০

২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷০'০
৪। গৌড়ীয়-সাপ্তাহিক
৫। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸০
৭। গী উপদেশ ৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
৯। ভক্তিমঞ্জরিকা অথগৌরবঃ সম্বন্ধে (মাঘ) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ বাঁধা ৸০
১৫। জীব-নিত্য-দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৵০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। গীতমালা /১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চনকল্প ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অঙ্কলক্ষণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৵০
বাঁধা ৷০
২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲
৩৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৩৫। সটীক শিক্ষাদশকমূলম্ ৷০
৩৬। শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয় ৷০
৩৭। শুদ্ধভক্তি বা শ্রীমায়াবাদশতদূষণী ৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনর দিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ বৈকারী, জেলা যশোহর।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

প্রকাশ প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

...................আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বড় প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, প্রদর, মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে সকল কথাযথাবে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। ক্ষয়, কাশি, হাঁপ, যক্ষ্মা, কাসরোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশুফলপ্রদ পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও প্রাণনাশক স্ত্রীরোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কোটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিক সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ল্লভ

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রণীত (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত

এক শতাধিক অপূর্ব্ব চিত্রে সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ স্থলিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকাশ হওয়ামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের ৫৲ টাকার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর চউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

৫ স্তোক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় প্রথমে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

২০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, পদ্যগ্রন্থ	৷০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	২৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৷৹০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৫খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সাতাসন, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঙ্কালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—রাধিকামুণ্ড, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, বাঘনাথ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—তুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১১ হনুমান রোড্, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বনু লক্ষ্মী রোড, খুলনা
শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিসার—মেখলীগঞ্জ,
জলপাইগুড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—১৩২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এল্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া.
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেলঘাটা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম্, মানবাজার
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রকাশ বানবার।
১১। শ্রীপাদ জ্যোতিষ দাসাধিকারী ঐ

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

বর্ষায় — একমাত্র — স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, গ্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদার বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা- -টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে যায়। কমের পরিচায়ক

এ ক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এখন সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৹ আনায় ম্যারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵৹ আনা, ডজন ৫৷৹ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ১০ আনা ডাক ৵
ভিঃ পিঃ

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

মাসিকের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

গভর্মেণ্টের সংবাদপত্র বাহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৩৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে শ্রাবণ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ৭ই আগষ্ট ১৯৩০

নানা কথা

পুলিশের মুখোপরি অগ্নি-নিক্ষেপ

আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এ, সি, চ্যাটার্জ্জির আদালতে তরুসিং এবং অপর পাঁচজন শিখের বিচার চলিতেছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তাহারা ভবানীপুরে ১৫ই এপ্রিল তারিখের দাঙ্গার সময় পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল।

প্রকাশ যে আসামীরা অজ্ঞাত লোকের সহিত ভিড় করিয়া পুলিশের উপর পাথর ছুড়িতেছিল। পুলিশ তাহাদিগকে তাড়া করায় তাহারা একটী দোতলা বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং পুলিশের মুখের উপর জলন্ত উনান ফেলিয়া দেয়। পুলিশ কমিশনার সাহেবের ভাগ্য ভাল যে তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন।

আসামীপক্ষ বলে যে তাহারা নির্দ্দোষ, তাহারা দাঙ্গায় যোগদান করে নাই।

আসামিদিগকে সাক্ষীরা সনাক্ত করিতে পারে নাই।

বন্যায় ডাকাতি

শিকারপুর বন্যায় যাহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চলিতেছে। সহস্র সহস্র লোক সহর ছাড়িয়া সক্কুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

যখন খাঁপুর সহর জলময় হইয়া যায় সেই সময় স্থানীয় লোক প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে থাকে। এই সুযোগে তিন শত দস্যু সহর লুণ্ঠন করিয়া প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার দ্রব্য লইয়া যায়।

শিকারপুরের কোন কোন স্থানে পনর ফুট গভীর জল জমিয়াছে। রেল লাইন ভাসাইয়া কোয়েটা সহর হইতে যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কারাগারে ছুরিকাঘাত

শিকারপুরে বন্যায় ডাকাতি

পুলিশের মুখে অগ্নি-নিক্ষেপ

বিলাতের গোলটেবিল বৈঠক

চেয়ারম্যানের কাজে জবাব

বন্যায় প্রপীড়িত নোয়াখালি

ট্যাক্স আদায়ে দাঙ্গা

শোলাপুর খুনের আপীল

কাউন্সিল বয়কট

উড়িষ্যাতে মহিলা গ্রেপ্তার

লুণ্ঠন বন্ধ করিবার জন্য সৈন্য আনয়ন করা হইয়াছে। ডাকাতেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলায়ক দলের স্ত্রীলোকদিগের গায়ের গহনাপত্র সহজেই হস্তগত করিয়া নৌকা যোগে পলায়ন করিতেছে। সিন্ধুনদীর দুই মাইল বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্রতি সেকেণ্ডে আশিহাজার ঘন ফুট জল সহর ও জনপদসকল ধ্বংস করিবার জন্য বেগেধাবিত হইতেছে।

ছয় শত বন্দীকে শিকারপুর হইতে হায়দ্রাবাদে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

সভা ভঙ্গ

মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদ হইতে বোম্বাই যাত্রা করিবার পূর্ব্বে জৈন সাধুদিগের বিষয়ে একটী বক্তৃতা দান করেন। তাহার ফলে গোঁড়া জৈন দিগের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

এই বক্তৃতার প্রতিবাদ করিবার জন্য গোঁড়া জৈনগণ আমেদাবাদের জৈন বিদ্যালয়ে একটী সভার অধিবেশন করেন। সেখানে তালকাদাসানি জৈনগণ বক্তাকে গালাগালি দিতে থাকায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কয়েকজন আহত হওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়।

গোল টেবিল বৈঠক

গোলটেবিল বৈঠক সাইমন রিপোর্ট উত্থাপন গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। লর্ড সভায় আর্ল কাউণ্ট বার্ণ-হামের প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় লর্ড প্যাসফিল্ড বলেন যে, এ কথা সত্য যে, সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে বিচার করা গোলটেবিল বৈঠকের সভ্যদের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ, তবে সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে তাঁহারা প্রধানতঃ বিচার করিবেন কিনা অথবা অন্য কোন প্রস্তাব প্রধান স্থান অধিকার করিবে, প্রকৃত ব্যাপার কি দাঁড়াইবে তাহা এখন বলা যায় না। লর্ড সভায় কনসারভেটিভ ও লিবারেল দল প্রধান মন্ত্রীর উক্তি সমর্থন করেন, কিন্তু লর্ড রীডিং এবং লর্ড সল্সবেরি প্রমুখ বক্তারা বলেন যে সাইমন কমিশনের কোন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগদান করিতে পারিবেন না।

বিলাতের তিনটী দলই এই বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। অনেকে বলেন কনফারেন্সের মীমাংসার যে মূল্য হউক, সমস্ত দল থাকায় উহার মূল্য তদপেক্ষা বেশী হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

কারাগারে ছুরিকাঘাত

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] নামক এক ব্যক্তির ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন। [illegible] প্রেসিডেন্সী জেলে ছিল, সে সেখানে [illegible] নামক এক জন বন্দীকে ছোরা মারে। [illegible] বলে যে আসামী তাহাকে [illegible] করিতে বলায় সে, অধীর হইয়া [illegible] আসামী উত্তেজিত হইয়া [illegible] করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

মিঃ ... শান্তি স্থাপন না করিয়া ছাড়িবেন না। ... একবার ... সহিত, একবার সপ্তাপ্ত সাহেবের ... দেখা করিতেছেন। একবার ... একবার ... জেল এবং একবার সিমলা ভ্রমণ করিয়া বার বার ... তাঁহার ... পড়িয়াছে, ... হইয়াছে; ... তিনি ... ছুটাছুটি করিতেছেন। তিনি ... করিয়াছেন। তিনি বলেন যে তাঁহার শারীরিক ... জন্য তিনি শান্তির চেষ্টায় বিরত হইবেন না।

এই কারণে তাঁহাকে ... যে তিনি ... সম্প্রতি পুনর্নির্বাচিত ... করিতে পারিবেন না।

কাগজের কাহিনী

... গবর্ণমেণ্ট কাগজ ... ছিলেন। কাগজ ... যে আমরা ... কাগজ। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে কাগজ ... ঠিক ... গবর্ণমেণ্ট কাগজ ... উঠাইয়া দিলেন। ভারতের ... ঐ রকমের ব্যবস্থা ছিল।

পিকেটিং সম্বন্ধে

মিঃ ... বালক এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিকেটিং করিতেছে। গত ... আর্টস্ এবং ... কলেজ—উভয় বিদ্যালয়ই বন্ধ হইয়াছিল। ... অধ্যাপক, ছাত্র, কেরাণি, এমন কি চাকরদিগকেও ... দেয় নাই।

কাজে জবাব

... গবর্ণমেণ্ট যে ... দাবি করিয়াছেন তাহার ফলে ... কাউন্সিলের মেম্বারগণ কাজে জবাব দিয়াছেন। কাউন্সিল ঐ কথার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাল ছেলে

বর্দ্ধমান রাজ কলেজের ... ছাত্র এবং অধ্যাপক মিলিত হইয়া একটা সভায় স্থির করিয়াছেন যে যতই বাধা হউক না কেন, তাঁহারা বিদ্যালয়ে হাজির হইবেন। তাঁহারা কলেজ বয়কটের বিরুদ্ধে; তাঁহারা বর্দ্ধমান জেলার ছাত্রদল এবং ... বলিয়াছেন যে বর্দ্ধমান রাজ কলেজ ... পিকেটারদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যান।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নহে

... কিছুই লোক ... একজন মুসলমান বালকের ঝগড়া হয় ... দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। ... আহত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলেন যে উহা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নহে।

খুনের আপীল

... খুন সম্পর্কে মামলা ... আপীল গ্রাহ্য হয় নাই। ... যে তিনি ... আপীল করিবেন। ... গবর্ণমেণ্টকে শাস্তি কমাইবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

ইক্ষু চাষ

আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশে ইক্ষুচাষের উন্নতির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ... লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আবার জোয়াখালি

জোয়াখালি ... বুঝি বা রক্ষা পায় না। পাঠক অবগত আছেন যে, ... হইতে চলিয়াছে। ... রক্ষা করিবার জন্য ... বাঁধ দেওয়া হয়। বাঁধের ... দিক ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির ... একটী সভায় প্রস্তাব করেন যে বাঁধ ... টাকা ... মিউনিসিপ্যালিটিকে অনুরোধ করা হউক।

টেক্সে দাঙ্গা

... গাঁয়ের লোক চৌকীদারী টেক্স দিতে অস্বীকার করায় ... কয়েকজন চৌকীদার ও কনেষ্টবল লইয়া টেক্স আদায় করিতে যান। যখন তাঁহারা মাল ক্রোক করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন তখন গাঁয়ের লোক তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া কাগজপত্র কাড়িয়া লয় এবং চৌকীদারের পোষাক খুলিয়া লয়। ক্রোকীমালও তাহারা ছিনাইয়া লয়।

তাহার পরে সেখানে সশস্ত্র পুলিশ যাইয়া ... জন লোককে ধরিয়া লইয়া যায়।

কাউন্সিল বয়কট

বোম্বাইয়ের কার্য্যকারী কংগ্রেস কমিটী স্থির করিয়াছেন যে, কোন লোক যেন কাউন্সিলের সদস্যপদপ্রার্থী হইয়া না দাঁড়ান।

... লোকে এসেম্ব্লি বয়কট করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভোটারের তালিকায় অনেক দোষ আছে। অনেক বড় বড় লোকের নাম বাদ আছে এবং মৃতলোকের নাম আছে। কংগ্রেস হইতে কেহই পদপ্রার্থী হইবেন না, দুইজন লোক পদপ্রার্থী আছেন, তাঁহারা রাজনৈতিক জগতে অজ্ঞাতনামা। কোন মুসলমান দাঁড়াইবেন না বোধ হয়।

লাহোরে অনশন

গত ... তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দিগণ আজ পঞ্চম দিন অনশনী। বন্দী ... অবস্থা শোচনীয়। ... সকল কথা অস্বীকার করিয়াছে এবং ... অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ... সেণ্ট্রাল জেলে রহিয়াছে।

মহিলা সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড

গত শুক্রবার বড় বাজারে পিকেটিং করা অপরাধে শ্রীযুক্তা ... রায়, শ্রীযুক্তা ... দত্ত, শ্রীযুক্তা সরোজিনী সেন এবং শ্রীযুক্তা সুবর্ণা সেন গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। গত ... কলিকাতা জোড়াবাগান পুলিশ আদালতের ... তাঁহাদের প্রত্যেকের ছমাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

উড়িষ্যাতে মহিলার জেল

উড়িষ্যার প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহী শ্রীমতী ... লবণ আইন অমান্য করিয়া বক্তৃতা দেওয়ায় তাঁহার ... টাকা জরিমানা এবং জরিমানা না দিলে ... দিন জেলের আদেশ হয়। শ্রীমতী ... জরিমানা আদায় না দেওয়ায় তাঁহার জেল হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শুদ্ধ পথ্য

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

... সুবিধার জন্য ... শিশিতে ... অবস্থায় ... সর্ব্বপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ... আনা, পাইণ্ট ... আনা, বোতল ... আনা।

অফিস - ১১৬নং ... রোড, পোঃ ... কলিকাতা।

মদন মঞ্জরী

... ও বাতুলিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ... আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ... বটী ১, এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

... আরোগ্য করিয়া ... করে। মূল্য ... তোলা ১, টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

... বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১১৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা ... জুয়াচোরগণ ... কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক—জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, ... কুইনিন, আয়রণ ... এবং ... আছে।

এই কেরাস কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই ... ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ... ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত ... নষ্ট করিয়া ... প্রতি বাক্স—মূল্য ২,, ... টাকা

... কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটোরিজ

... লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ২২শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার - ১৩৩৭

(১)

(ক) ভগবান্‌ তাঁহার প্রিয়ভক্তকে পরীক্ষার নিমিত্ত বিপদ আপদ দিয়া আবার তাহা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন বলিয়া ভক্ত বিপদ আসিলেও উদ্বিগ্ন হন না আবার বিপন্মুক্ত হইলেও তাহাকেই তাঁহার ভগবদ্ভজনের মুখ্যফল বলিয়া বিবেচনা করেন না

(খ) কৃষ্ণভজনের মুখ্যফল প্রেম বা কেবল কৃষ্ণসুখানুসন্ধান, নিজসুখানুসন্ধান ভজনই নহে

(গ) সুখ কিম্বা দুঃখ—উভয়াবস্থাকেই ভক্ত সমভাবে কৃষ্ণকৃপা-জ্ঞানে নিরুদ্বিগ্নে অবস্থান করেন

(ঘ) কৃষ্ণ বা ভক্তিভাজন সাধুগুরু অপেক্ষা স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ের প্রতি প্রীতিবর্দ্ধন কখনও কৃষ্ণপ্রীতির পরিচায়ক নহে

(ঙ) অত্যন্তবিষয়াসক্তি-নিবন্ধন দুর্ভাগ্য মানব সাধুগুরুর মঙ্গলময়ী চেষ্টার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়

(চ) সর্ব্বজীবাকর্ষক কৃষ্ণাকর্ষণকে স্ত্রী-পুত্রাদির আকর্ষণ-ভ্রমে জীব কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যান্য কর্ত্তব্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে; কৃষ্ণৈকপ্রাণ সাধুগুরুই কৃপা-পূর্ব্বক জীবের সে ভ্রান্তি দূরীকরণে একমাত্র সমর্থ

(২)

(ক) জীবজ্ঞান কৃষ্ণজ্ঞানাশ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত তদ্রূপ বিচার দ্বারা অমরত্ব ও নিত্যানন্দলাভের আশা নিরর্থক মাত্র

(খ) কৃষ্ণেতরবিষয়াভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পরিহার-পূর্ব্বক নিষ্কপটে কৃষ্ণ-কাষ্ণ চরণাশ্রিত হইলেই জীব অমরত্ব ও নিত্যানন্দলাভে সমর্থ হন

(৩)

(ক) অল্পায়ুঃ, পরমার্থচিন্তায় অলস, অল্পবুদ্ধি, ভক্ত্যুত্থ বিঘ্নভক্তিশূন্য, কলি-প্রপীড়িত জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায়—শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন

(খ) স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দরই এই সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক

(গ) শ্রীনামসংকীর্ত্তন জীবের (১) চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জনকারী, (২) সংসার-দাবানল নির্ব্বাপণকারী, (৩) পরমমঙ্গলবিতরণকারী, (৪) পরবিদ্যারূপিণী বধূর জীবন-স্বরূপ, (৫) আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, (৬) পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ, এবং (৭) সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী

(৪)

শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় শক্তিত্রয়-বিজ্ঞান

(৫)

টাটানগরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমিমহারাজের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার

ফলাভাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য-৯ম অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমদ্‌ গৌরাঙ্গসুন্দরের প্রতি (১) ভক্ত-প্রবর শ্রীল কাশীনাথ মিশ্র মহোদয়ের উক্তি, যথা,—"সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কা-সনে সম্বন্ধ। ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান-অন্ধ॥ তোমার ভজন-ফল তোমাতে প্রেমধন। বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মূর্খজন॥" এবং (২) ভক্ত-প্রবর শ্রীল ভবানন্দ রায় মহোদয়ের উক্তি, যথা, "চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল। চরণ স্মরণ প্রভাবে এই ফল পাইল॥ লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া। প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাইয়া॥ কিন্তু তোমা স্মরণে নহে এই মুখ্য ফল। ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল॥"

উপরিউক্ত মহাভাগবতদ্বয়ের উক্তি হইতে ইহাই পরিষ্কার হইতেছে যে যাহারা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা বা মুক্তির আশায় ভগবদ্ভজনে রত হয় বা গুরুসঙ্গের ভান করিয়া থাকে তাহারা মূর্খ ও অজ্ঞানান্ধ। ভগবদ্ভজন ও গুরুভক্তসঙ্গ হইতে ভগবানে প্রেম-রূপ যে ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক উজ্জ্বল নির্ম্মলানন্দ-প্রদায়ক নিত্য ধন লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই ঐ কার্য্যের মুখ্য ফল এবং কনকাদিরূপ যে নশ্বর আপাত মনোরম বিষয়ের প্রাপ্তি তাহা উক্ত কার্য্যের গৌণ অবান্তর ফল মাত্র! যেহেতু কনকাদি বিষয়সমূহ নশ্বর অর্থাৎ কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও আশ্রয়কারীকে মনোহর চঞ্চল বিষয়-সাগরে ভাসাইয়া দেয়, তজ্জন্য তৎপ্রাপ্ত সুখকে অবান্তর-ফলকে ভগবদ্ভজন ও গুরুভক্তসঙ্গ-জনিত মুখ্যফলের ছায়া বা ফলাভাস বলাই যুক্তি-সঙ্গত।

ভগবান্‌ মঙ্গলের আলয় এবং তদীয় নিষ্কিঞ্চন গুরুভক্তগণ সেই মঙ্গলময়ের অংশ-স্বরূপ, সুতরাং মঙ্গলময় ভগবান্‌ ও তদীয় নিষ্কিঞ্চন গুরুভক্তগণের সেবা-মুখে তাঁহাদিগের রুচির বিরুদ্ধে অনিত্য নশ্বর কামনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা ভস্মেই ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। অতএব সাধু-সমাজ তাঁহাদিগকে অতীব মূর্খ মনে করিয়া তাঁহাদিগের দুর্ম্মতি দূর করিবার জন্য যত্নশীল হন, কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" ন্যায়াবলম্বন করত তাঁহারা গুরু-ভক্তগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হন ও বদ্ধবৈর হইয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং যাহাতে গুরুভক্তগণ মঙ্গল-বাণী-প্রচারে অসমর্থ হন, তদ্বিষয়ে নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে থাকে মহাবৈষ্ণব নামক নরকের পথ পরিষ্কার করিতে থাকেন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, ভগবান্‌ কৃষ্ণও সেইরূপ জীবসমূহকে নিত্যানন্দ-রস আস্বাদন করাইবার জন্য নিজের প্রতি সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ যাহারা এই ভগবদাকর্ষণকে স্ত্রী-পুত্রাদির আকর্ষণ বলিয়া বুঝে, তাহারা ভ্রান্ত এবং তাহাদিগের উচিত সাধুসঙ্গ হইতে ঐ ভ্রমকে দূর করিয়া ভগবৎ-প্রেমের প্রার্থী হওয়া। সাধুসঙ্গ করিবার ইহাই উদ্দেশ্য এবং তাহারাই ধন্য যাহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

বিচারের মাপ-কাঠি

অনেকের ধারণা ঔষধ সেবনে ব্যাধি-মুক্ত হওয়া যায়। এরূপ ধারণা কেমন করিয়া মানব-হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, অনেক মনুষ্যকে ঔষধ সেবনের পর ব্যাধি মুক্ত হইতে দেখিয়া বিচারে অনিপুণ ব্যক্তিগণ অনুমান করে যে, ঔষধের গুণেই বুঝি বা ঐরূপ ঘটে এবং পরস্পর পরস্পরের ধারণা সমর্থন করিতে করিতে তাহারা ভ্রমকারাবদ্ধ হইয়া পড়ে। বিচার অনিপুণ ব্যক্তিগণ ঔষধ সেবনের পর অনেক মনুষ্যকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও দেখিয়া থাকেন; কিন্তু ঔষধ সেবনে ব্যাধি-মুক্ত হওয়া যায় যখন বলেন, তখন তাঁহারা এই ঘটনা গুলির পরিদর্শন করেন না। যদি তাঁহারা ঔষধ সেবনের পর ব্যাধিমুক্ত হওয়া-রূপ ঘটনা-গুলির সহিত ঔষধ সেবনের পর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া-রূপ ঘটনাগুলিকে একযোগে স্মরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ঔষধের উপর অযথা মুক্তি শক্তির আরোপ করিতে হইত না। এস্থলে তাঁহাদের বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা [illegible] অবস্থার সাক্ষী হইবে না; [illegible] ইচ্ছাই আত্মার মূল নিদান এবং যে সময় কোন জীবের কল্যাণার্থ অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের অনুগত সাধক বর্ত্তমান দেহ হইতে মোক্ষ দিবার ইচ্ছা করেন, সেখানে ঔষধ সেবনের পর সেই জীবন দেহের ঘটিয়া থাকে। অতএব [illegible] যে যাঁহারা ঔষধের দ্বারা ব্যাধি-মুক্ত হওয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে এক-দেশ-দর্শী বলে। একদেশদর্শীদিগের বুদ্ধির এতই ছোট যে তাহাদিগের বিচারের মাপক [illegible]।

২। ছোট ছেলেদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা খেলার সময় অতিবাহিত করিতে ভাল বাসে। খেলার [illegible] সেই [illegible] বালকগণ বিদ্যালয়ে [illegible] যৌবনে বিদ্যার [illegible] অতি [illegible] প্রতি [illegible] তাহাদের বিচারের মাপকাঠি ক্রীড়ারত বালকগণের ক্ষুদ্র মাপকাঠি অপেক্ষা অনেক বড়, যেহেতু তাহারা বাল্য ও যৌবন উভয় অবস্থার কথা একত্রে আলোচনা করিতে সমর্থ।

৩। কেহ মরিতে চাহে না এবং সকলেই অমর হইতে চাহে। [illegible] এমন [illegible] যায় না, এই উক্তি [illegible] জীবনের মাত্র আলোচনাকারী [illegible] সেইরূপ বালজীবন ও যৌবন উভয় জীবনের আলোচনাশীল [illegible] প্রাপ্য অমরত্ব ও নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হন না। [illegible] ইহা [illegible] করে। [illegible] তৌমী: [illegible]

মায়াবাদী শক্তি কর্ত্তৃক ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে থাকে। সুতরাং ভোগ বুদ্ধি থাকা কালে নিত্যানন্দ লাভের আদৌ সম্ভাবনা নাই। [illegible] বলিয়া বেদানুবর্ত্তিগণ সম্বন্ধে লাভের লক্ষিত। [illegible] চিত্ত [illegible] বিনাশ [illegible] আত্ম-স্বরূপ [illegible] সাধুসঙ্গ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহার ফলে সেবা-বুদ্ধি স্ফুরিত হয় এবং সেবাবুদ্ধি-সহকারে সর্ব্বক্ষণ-সেবা শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে, জীব অমরত্ব ও নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হয়। অতএব নিরাকৃত হইতেছে যে ক্ষুদ্র মাপকাঠির বিচারের দ্বারা অমরত্ব ও নিত্যানন্দ লাভের আশা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টার ন্যায় হাস্যজনক চেষ্টা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন

(শ্রীপাদ ভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি, এ)

শ্রীশুকদেব গোস্বামী, মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন যে রাজন! কলিযুগ দোষের সাগর হইলেও ইহার এমন একটী গুণ আছে, যাহার জন্য এই যুগকে অন্য যুগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিযুগে ভগবান বাসুদেবের গুণ কীর্ত্তন করিলেই জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরম পদে গমন করে, সন্দেহ নাই।

যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ
তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
ভাঃ ১২।৩।৪৪

সত্য যুগে প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে ভগবানকে ধ্যান করিয়া যে ফল লাভ হইত ত্রেতাযুগে ভূরি আয়োজনে, বহুকাল ও আয়াসসাধ্য যজ্ঞের সম্পাদনে যে ফল লাভ হইত এবং দ্বাপরে বিবিধ আয়োজনে অর্চ্চনের দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ করা যাইত, কলিযুগে কেবল শ্রীহরির সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহা নিঃসন্দেহ।

তাই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি আমাদের ন্যায় ঘোর বিষয়াসক্ত, মায়ামুগ্ধ, ত্রিতাপদগ্ধ জীবকুলের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া এবং আমাদের আয়ু কম দেখিয়া আমাদের চরম কল্যাণ সাধন মানসে শ্রীমুখপদ্ম হইতে তাঁহাদের নির্য্যাস স্বরূপ [illegible] উপদেশ উক্ত শ্লোক দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন:—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহা-
দাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥

অনন্ত প্রকার সাধন ভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে নববিধ ভক্ত্যঙ্গের বর্ণন আছে, তন্মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম সংকীর্ত্তনকেই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের মার্জ্জনকারী। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হওয়ার ফলে জীবজগৎ অনাদিকাল, ফল ভোগ ও ফলত্যাগ প্রভৃতি আবিলতায় পরিপূর্ণ। জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ সকল আবিলতা পরিষ্কার করিতে শ্রীনামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান। কৃষ্ণের সম্যক্ প্রভাবে সংসারাসক্ত জীব ত্রিতাপ জ্বালার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন পরম মঙ্গল-জ্যোৎস্না বিতরণ করেন ও জীবের পরম মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই বিদ্যাবধূর জীবন। ইহার প্রভাবে জীব [illegible] অবিদ্যার কবল হইতে মুক্ত [illegible] কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান' লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জীবের চরম মঙ্গল প্রদান করিয়া অপ্রাকৃত আনন্দ-সাগর বর্দ্ধন করেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করান। অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অপূর্ণতা বা অভাব নাই। মায়াবদ্ধ জীব স্থূল সূক্ষ্ম উপাধি-গ্রস্ত হওয়ায় তজ্জন্য যে সকল আবিলতাক্লিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা অশেষবিধ অসুবিধা ও অভাব মধ্যে পড়িয়া নির্য্যাতিত হইতেছেন, সে সমস্তই একমাত্র কীর্ত্তন-প্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। তখন জড়াভিনিবেশের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া [illegible] কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও তা শক্তিত্রয়বিজ্ঞান

(শ্রীপাদ অভীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি)

মায়াবাদি সম্প্রদায় অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বকে নিঃশক্তিক প্রমাণ করিবার জন্য শ্রুতি-বাক্যের যেখানে বিরূঢ়ি বা লক্ষণা বৃত্তিদ্বারা অর্থগ্রহণ করিতে হইবে, সেখানে সাধারণ রূঢ়ি এবং যেখানে সাধারণ রূঢ়ি অঙ্গীকার করিতে হইবে, সেইখানে লক্ষণা বৃত্তি কল্পনা করত নির্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্ম বস্তু স্থাপনের বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' 'যতো বা ইমানি ভূতানি' প্রভৃতি শ্রুতি সম্বন্ধে বলেন ইহা উপাধির সহিত সম্পর্কিত সবল ব্রহ্ম বিষয়ে বুঝিতে হইবে, ইহা উপাধিশূন্য পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কথিত হয় নাই। 'বিদ্যাবিদ্যাবিষয়-ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতা, দর্শয়ন্তি বাক্যানি'—বস্তুতঃ আত্মা সকলভূতস্থ স্থাবর জঙ্গমেষু গূঢ়ঃ, তথাপি চিত্তোপাধিবিশেষ-তারতম্যাৎ আত্মনঃ কূটস্থ নিত্যস্যৈকরূপস্যাপ্যুত্তরোত্তরমাবিষ্কৃতস্য তারতম্যৈশ্বর্য্যশক্তিবিশেষৈঃ শ্রূয়তে।" [শঃ ভাষ্য] অর্থাৎ বিদ্যাবিদ্যাবিষয় ভেদে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা কল্পিত হয়। * * * যদিও একই আত্মা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় ভূতে প্রচ্ছন্ন, তথাপি, আত্মা কূটস্থ, নিত্য, একরূপ হইলেও চিত্তোপাধিবিশেষের তারতম্য বশতঃ উত্তরোত্তর আবিষ্কৃত হওয়ায় তিনি শ্রুতিতে তারতম্য-যুক্ত নানা ঐশ্বর্য্য ও শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছেন।" শ্রুতি বাক্যের অর্থ বলিতে যাইয়া মায়াবাদীর স্বকপোল-কল্পিত এবম্বিধ মতবাদের অযৌক্তিকতা "ব্রহ্মস্বরূপের পরিচয়" নামীয় প্রবন্ধে সবিস্তারে বিশেষ ভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে যাহাতে উক্ত শ্রুতিবাক্য যে শক্তির প্রতিপাদ্য উপাধি পরব্রহ্ম সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, পরন্তু অবিদ্যার বিষয় ভেদে ব্রহ্মে ঐশ্বর্য্য বা শক্তি কল্পিত হয় নাই তাহাও সুষ্ঠুভাবে বিচার-মুখে স্থাপিত হইয়াছে। 'চতুষ্কোণ গোলক' যে প্রকার, পদার্থ, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক ব্রহ্মও তদ্রূপ বস্তু! পাশ্চাত্য দেশের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার দার্শনিক জীবনের প্রথমাবস্থায় মায়াবাদীর মায়াজালাবৃত হইয়া 'চতুষ্কোণ গোলক' এর ন্যায় ব্রহ্মকে, নির্গুণ নির্বিশেষ নিঃশক্তিক বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু পরিশেষে নির্গুণ ব্রহ্মের কোনই পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না বলিয়া সগুণ ব্রহ্ম বা (সাব্‌লিং ডাইভার পার্সনালিটি) স্বীকার করিয়াছেন।

যাহা হউক মায়াবাদীর মত দূরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতঃপর আমাদের সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত, সকলকল্যাণগুণাকর অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব পরব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং তদভিন্ন তদীয় শক্তিবর্গের পরিচয় পাইবার জন্য গুরুপাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপ পূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান যোগ্যতায় পরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে কোন অনুভবই হইতে পারে না, কারণ কৃষ্ণ এবং তদভিন্ন তদীয় চিদ্বিলাস সমস্তই শক্তিবর্গ অধোক্ষজ বস্তু। প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি জ্ঞান শব্দ-বাচ্য, সুতরাং অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বস্তুর কোন ধারণাই বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতীন্দ্রিয় বস্তুকে বদ্ধানুভূতিতে ধারণা করিতে যাইয়া আর্ত ও প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন। বদ্ধাবস্থায় ধ্যান বা ধারণা বলিয়া যে কিছু শব্দ শুনা যায়, তাহা পৌত্তলিকতা মাত্র। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বপ্রকাশ সূর্য্য-সদৃশ। স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে কেহ যদি রাত্রিকালে সহস্র সহস্র উজ্জ্বল আলোক সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার সেই চেষ্টা যেমন ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু সূর্য্য-দর্শন-বিষয়ে অভিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির কথায় আমরা যদি শ্রদ্ধান্বিত হই এবং তিনি যে প্রকার উপদেশ দেন, তদ্রূপ অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলেই সূর্য্য-দর্শন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ আমরা যদি সেই অধোক্ষজ-রাজ্য হইতে গুরু-পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ শ্রৌতবাণী শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি, এবং তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে আচারময় জীবন গঠন করিতে পারি, তাহা হইলেই চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যময় বৈকুণ্ঠলোক বিষয় ও আশ্রয়গণের অর্থাৎ শক্তিমান ও শক্তির অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় শক্তিত্রয়ের বিজ্ঞান যাহা শ্রৌতপারম্পর্য্য শ্রীগুরুদেবে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম হইতে অনাশ্রিত সৌভাগ্যবান সুধীবৃন্দ-কর্ত্তৃক আস্বাদিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট যথাযথ-প্রমাণ পরিবেশন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছি, এই পরিবেশন-কার্য্যে পরিবেশনকারীর অযোগ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া যথাযথ-প্রমাণাংশমাত্রে সেবা করিলেই সেবককারী কৃতার্থ হইবেন এবং অযোগ্য হইলেও পরিবেশকসূত্রে পরিবেশনকারীর শ্রমের সফলতা হইবে। (ক্রমশঃ)

টাটানগরে নেমিমহারাজ

গত ১ মাস হইতে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সুযোগ্য প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ জামসেদপুর "এস টাউন", "ডি টাউন" নর্দার্ণ টাউন, তুলসীলাই ষ্টেসন সাইড প্রভৃতি বহু বহু স্থানে নগর-সংকীর্ত্তন শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ বক্তৃতাদি দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন।

গত ৩১ শে জুলাই স্থানীয় 'টাটা আয়রণ ফাউণ্ড্রির অধিকারী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ আগরওয়ালা মহোদয় স্বামিজীর প্রচারে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া পরম সমাদরে স্বামিজীকে নিজ মোটরযানে লইয়া গিয়া বন্ধুবর্গ-সহ তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ ভাগবতের অপূর্ব ব্যাখ্যা পরম শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হয়েন এবং অদ্যই বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হওয়ায় স্বামিজীর মুখে এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত অধিকতর শ্রবণে বঞ্চিত হইতেছি বলিয়া অনুতাপ প্রকাশ করেন। বাগ্মিবরের বাগ্মিতা দ্বারা বিনাশী ধনের দ্বারা কৃষ্ণসেবার সার্থকতা, মানবী চেষ্টার চঞ্চলতা, ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও ভক্তাধীনতা, ভক্তের সর্ব্বোত্তমতা ও ভগবৎবশীকারিণীশক্তির মনোহারিতা শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত আগরওয়ালা অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। সমাগত সজ্জনগণ সকলেই পরম মোহিত হইয়াছিলেন।

বিনীত—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ঠাকুর-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন শব্দশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য স্বরূপ ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধামমাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রঙ্ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রী হরিনামচিন্তামণি

।৶০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অতিরিক্ত গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবদ্ধ মাত্র—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উঁচিতা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞান দৃঢ় অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সংকলনে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত

১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৫। অনুভাষ্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸০
৭। ৭। ঋগ্বেদ ।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। মুক্তাফল গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ সাহ্বাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ বাঁধা ৸০
১৫। দ্বীপ-নির্ণয় ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।৵০
ঐ ঐ বাঁধা ।০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। গীতমালা /১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চনকণ ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ।৵০
বাঁধা ৸০
২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲
৩৪। সানুবাদ নিকাইকম ৶০
৩৫। শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৩৬। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বীপ নির্ণয় ।০
৩৭। তত্ত্বমুক্তাবলী ও মায়াবাদশতদূষণী ।০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু শত রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…………………আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহোদয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, [illegible] ত্রিপুরা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে স্বয়ং তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

বিশুদ্ধ স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা প্রস্তুত। সর্ব্ব প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় শাস্ত্রমতে প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শুক্র নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, মানসিক দুর্ব্বলতা, অর্শ, ভগন্দর, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবন্মৃত ভাবে দিনপাত করিতেছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

[illegible] উক্ত ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও [illegible] কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা: শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিক মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত

৫৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (হাঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকার সংবাদাদি প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

পূর্ণ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭॥৴০ সাধারণ পক্ষে ২১॥৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৯৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যায়

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

৫ স্তোক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষরপাঠে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—জ্ঞানগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, করনাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ রুস্তম রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লক্ষ্মী রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, জলপাইগুড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৩,২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন, ডি, মুখার্জ্জি —এম, এস, ওয়াকিন্স দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীসদানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম, মালদহ
১০ শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রকাশ বাবাজী।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবাসী ঐ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিন্সিয়াম ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালিন

টনিক ও সালসা   পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই।   এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়।   কলের পরিচারকে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প’ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনায় মারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর ছাড়লে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি ...
বিক্রেতা পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা —"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲ প্রতি কলম ৬৲ অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

[illegible] বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৩৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে শ্রাবণ ১৩৩৭ শুক্রবার ৮ই আগষ্ট ১৯৩০

পণ্ডিত মালব্যের বক্তৃতা
লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা
৪০০ খৃষ্টানের মদ্যত্যাগ
সিন্ধুপ্রদেশে কংগ্রেস মিছিলে ভীষণ দাঙ্গা
বোমার মামলার জের
পুলিশের গোলায় ৫ জন হত ও ১৬ জন আহত
হাইকোর্টে গান্ধিটুপি
ডাক্তার চুণিলাল বসুর মহাপ্রয়াণ
বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার
কলিকাতায় কলেজসমূহে পিকেটিং
ছোরার আঘাতে মৃত্যু

নানা কথা

পণ্ডিত মালব্যের বক্তৃতা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে বোম্বাইয়ে [illegible] উৎসব উপলক্ষে মিছিল সংক্রান্ত পণ্ডিত মালব্য ও মিঃ প্যাটেল প্রভৃতি ৫ জন নেতা ধৃত হইয়াছেন এবং চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহাদের বিচার চলিতেছে। পণ্ডিত মালব্যজী ভিন্ন অন্য আসামীগণ বিচার-কার্য্যে যোগদান করেন নাই। সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইলে পণ্ডিত মালব্যজী সওয়াল জবাব করিয়াছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শ্রীমতী কমলাদেবী মেটাকে যে অনুরোধ পত্র পুলিশ কমিশনার দিয়াছিলেন তাহা আদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এবং তাহা অমান্য করায় কোনও অপরাধ হয় নাই। পুলিশ কমিশনার তাঁহাকে এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যে মিছিল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলেন তাহাও আইন সঙ্গত হয় নাই, কারণ তাঁহারা এই মিছিলের কর্ত্তা ছিলেন না এবং তাঁহাদের এই মিছিল ভাঙ্গিয়া দিবার কোনও ক্ষমতা ছিল না এবং মৌখিক আদেশও আইন সঙ্গত আদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অতঃপর পণ্ডিত মালব্যজী বলেন যে মিসেস মেটার উপর আদেশ দিলে সঙ্গত হইত [illegible] এবং মিছিলকে [illegible] রোডে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল কিন্তু এই মিছিল যখন [illegible] রোডে প্রবেশ করে নাই তখন কোনও আদেশই অমান্য করা হয় নাই এবং পুলিশের লাঠি দ্বারা আক্রমণই বেআইনী হইয়াছে। পুলিশ কমিশনার নিজেই স্বীকার করেন যে ঐ সময়ে লোক চলাচল পূর্ণ

কম ছিল [illegible] তিনি এই মিছিল আটকাইয়া অন্যায় করিয়াছেন। এই মিছিল ২ বা ৪ জন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেলে লোক চলাচল থাকিলেও তাহার কোনও ব্যাঘাত হইত না। একটী লোককেও কোনও কিছু না বলিয়া মিছিল কারিগণ রাস্তায় বসিয়াছিল এবং লোক চলাচলেরও কোনও ক্ষতি হয় নাই অথচ [illegible] উপর পুলিশ [illegible] নরনারীর উপর [illegible] করিয়াছিল। [illegible]

[illegible] অথবা [illegible] পরিধান [illegible] আটক করা হইয়াছিল। [illegible] আইন সঙ্গত হইবে কিনা [illegible] দরকার। এই উদ্দেশ্যে [illegible] করা হাইকোর্টে [illegible] আইনই বিচার শেষ হইয়াছে; [illegible] হয় নাই।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

[illegible]

১৪ দিন যাবৎ অনশন [illegible] করিয়াছে। ইহারা কারাগারের [illegible] জন্য করিয়াছে [illegible] আহার্য্য গ্রহণের সম্মতি দেখা [illegible] করিতে [illegible] হইয়াছে না।

৪০০ খৃষ্টানের মদ্যত্যাগ

[illegible] গান্ধী [illegible] ৪০০ খৃষ্টান [illegible] করিয়াছেন যে তাঁহারা আর মদ খাইবেন না।

[illegible]

[illegible]

কংগ্রেস মিছিলে ভীষণ দাঙ্গা

[illegible]

[illegible]

সদর [illegible]

[illegible]

বিবিধ সংবাদ

মহাবীর দলের প্রসেশনে গোলযোগ

মাইমেনসিংহে পুলিশের গোলায় একজন হত ও ১৬ জন আহত

তারের সংবাদ প্রকাশ যে ৩রা আগষ্ট নাইনিতালে ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া মহাবীর দল মসজিদের সম্মুখে এক বিরাট প্রসেশন বাহির করিয়াছিল। প্রায় ১৫০০০ লোক এই প্রসেশনে যোগদান করিয়াছিল। কয়েকজন মুসলমান ক্রুদ্ধভাবে লাঠী সোটা লইয়া মসজিদের সম্মুখে বিপুল জনতাকে রোধ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। অতঃপরে পুলিশ জনতার উপরে অনবরত গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তখন জনতা ছত্রভঙ্গ হইল। ফলে ১ জন হত ও ১৬ জন আহত হয়। পরে আর কোন গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বোমার মামলার জের

গত রবিবারে বড়বাজার মহর্ষিনারায়ণ ষ্ট্রীট পুলিশ শিয়ালদহ বম্ব কেস উপলক্ষে সুখন লাল নামে এক ব্যক্তির গৃহ খানাতল্লাস করে। বোমাবিস্ফোরণ আইন অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

ছোরার আঘাতে মৃত্যু

গত রবিবার চিৎপুরে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একজন গুণ্ডা পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রিটে কোন এক স্ত্রীলোকের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া উধাও হইবার চেষ্টা করে। তখন ঐ নারী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করায় পার্শ্বস্থিত বাটী হইতে লোকজন আসিয়া তাহার গৃহের সম্মুখে জমা হয়। যেমনি চোর গৃহ হইতে বাহির হইল অমনই তাহাকে ধরিবার উপক্রম করে। সে একখানা বৃহৎ ছোরা বাহির করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে। চিৎপুররোডে আসিবা মাত্র পিছন দিক হইতে একজন লোক তাহাকে ধরিয়া ফেলে। চোর তাহার বক্ষঃস্থলে ছোরার আঘাত করিবামাত্র সে পড়িয়া যায়। তারপর জনতা আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হাতে অর্পণ করিয়া দেয়। অবশেষে পুলিশ তাহাকে স্থানীয় থানায় লইয়া যায়। এদিকে আঘাতপ্রাপ্ত লোকটী হাসপাতালে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেন।

সিটি কলেজ

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীর গ্রেপ্তারে তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য সিটী কলেজে সম্পূর্ণ হরতাল হয়। কোন পিকেটারকে কলেজ-সম্মুখে দেখা যায় নাই।

স্কটিসচার্চে পিকেটীং

গত সোমবারে স্কটীশ চার্চ্চের গেটে কোনরূপ পুলিশের কর্তৃত্ব না থাকায় ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা একরূপ মন্দ হয় নাই। প্রায় ৩৫ জন ছাত্র ক্লাসে যোগদান করিয়াছিল।

তৈলের কারবার

মেক্সিকোর গবর্ণমেণ্ট বৃটীশ ঈগল অয়েল কোম্পানী নামক ইংরাজ ব্যবসায়-সঙ্ঘকে টেকোকাম নামক স্থান হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত ২৫০ মাইল লম্বা তৈল আনিবার নল পাতিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তিন মাসের মধ্যে নল পাতা আরম্ভ হইবে। মেক্সিকো সহরেও একটী তৈল পরিষ্কার করিবার কারখানা স্থাপিত হইবে।

ডাক্তার চুণিলাল বসুর মহাপ্রয়াণ

গত শনিবার রাত্রে বিখ্যাত ডাঃ চুণিলাল বসু পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায় ও অবশেষে তিনি প্রাণবায়ু ত্যাগ করেন।

তিনি একজন বাংলার কৃতি সন্তান ছিলেন। ১৮৮৬ সালে ডাঃ বসু এসিসট্যাণ্ট সার্জ্জন পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালে তিনি রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন, তাহার পরে সহকারী উচ্চ পদ গ্রহণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১০ হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গসরকারের প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ডাঃ বসু প্রথম নিখিল ভারত চিকিৎসাসংঘের সহকারী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি কলিকাতা সেরিফ ছিলেন এবং বিলাতের রাসায়নিক সংঘের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধরচন্দ্র মুখার্জ্জির নামে যে বক্তার আসন গঠন হইয়াছিল, তাহার বক্তার পদে আমাদের চুনি বাবুই প্রথম নিযুক্ত হন। তিনি কর্পোরেশনের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। বাংলার শিক্ষিত সমাজ তাঁহার ন্যায় কর্মীর অভাব অনুভব করিবে।

হাইকোর্টে গান্ধি টুপি

ক্যানিংষ্ট্রীটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ব্যাপার লইয়া যে মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হয় মাদ্রাজ হাইকোর্টে তাহার বিচার চলিতেছে।

উক্ত সহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দেন যে সহরে এবং সহরের নিকটে আইনের মধ্যে কেহ গান্ধি টুপি পরিধান করিতে পারিবে না। গান্ধীর ইউনিয়ন সম্প্রদায় এই আদেশের বিরুদ্ধে গান্ধির সাব ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন।

দরখাস্তকারীর পক্ষে মিঃ রুদ্রাচারিয়ার বলেন যে, এই হুকুম ১৪৪ ধারায় লিখিত আইনের বিরুদ্ধ। ১৪৪ ধারা অনুসারে এরূপ হুকুম হইতে পারে না। এডভোকেট জেনারেল সরকারপক্ষে বক্তৃতা করেন। হুকুম বাহির হয় নাই।

বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইল কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীকে গত ১লা আগষ্ট তারিখে মধ্যরাত্রিতে পুলিশ বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করে।

বিড়াল সাবান

রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, মরা কুকুর বা বিড়াল নষ্ট করা উচিত নহে। উহা হইতে উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হয়। একটী বিড়াল হইতে ৫ আউন্স চর্বি পাওয়া যায়। পচা ইঁদুর প্রভৃতি হইতে সুগন্ধি সাবান প্রস্তুত হয়।

বৈজ্ঞানিক কুকুর মারা

রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট এক নূতন রকমের হুকুম জারি করিয়াছেন। সেখানে কুকুর প্রসব করিলে লোকে ছানা মারিয়া ফেলে। তাহারা শাবকগুলিকে জলে ডুবাইয়া দেয়। বর্ত্তমান উক্তাজ্ঞার অনুসারে কুকুরশাবকগুলিকে কেহ ডুবাইয়া মারিতে পারিবে না। তাহাদিগকে এক বৎসর লালন পালন করিয়া মাথায় লাঠি মারিয়া বধ করিতে হইবে এবং তাহার লোম 'নিধন করিয়া লোমসিণ্ডিকেট' নামক সভার জমা দিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ

সোমবার প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখে নিয়মিত ভাবে পুলিশ প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল। দুপুরবেলা তিনজন পিকেটার পিকেটীং করিবার জন্য গেটের সম্মুখে আসিবামাত্র পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া যোড়াসাঁকো থানায় লইয়া যায়।

পাকস্থলের ক্রিয়ার দোষ ও ক্ষুধা ...

ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে উহাদের কোন পরিবর্তন হয় না।

শিশি ৮/০ আনা, তোলা ১/০ আনা।

প্রেমজীবন

মদন মঞ্জরী

ধাতুর দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ ফলপ্রদ। অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২০ বটি ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু"

পুরাতন ব্যাধি রোগে ব্যবহার দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত শক্তি প্রদান ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৩১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের খোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ অপরের জাল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই কেরাস-কুইনিন দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২টি ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯১ বহুবাজার লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

(ক) মহাজনানুগত্যে শাস্ত্রানুশীলন ব্যতীত শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বোধগম্য হইবার নহে

(খ) মহাজন-কৃপায়ই রস, রসাভাস ও রসাপরাধ বিচার-পারঙ্গত হইয়া জীব "রসো বৈ সঃ" কৃষ্ণপাদপদ্মে শুদ্ধপ্রেমভক্তিরস লাভে সমর্থ হন, কাম ও প্রেমের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন, শাস্ত্রের ভারবাহী না হইয়া সারগ্রাহী হইবার সৌভাগ্য বরণ করেন

(গ) প্রাকৃত কবির কামতাৎপর্য্যমূলক কবিত্ব ও অপ্রাকৃত কবির বিশুদ্ধ প্রেম-তাৎপর্য্যমূলক কবিত্বের সৌন্দর্য্য তুল্যজ্ঞানে বিচার্য্য নহে; কামুকগণ প্রেমিকের ভাব ও ভাষা অনুকরণ করে বলিয়া কামুককে কখনও প্রেমিক বলিতে হইবে না

(২)

(ক) আত্মসম্ভাবিতমতি জীবকে প্রতিষ্ঠাকামী করে এবং প্রতিষ্ঠার আশায় জীব বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্বেষী হয়

(খ) জীব বিষ্ণু-বৈষ্ণবের শরণাগত হইলেই দীনতা লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র হইতে ব্যতিরেক-মুখে অনর্থ-নিরসনকারী শিক্ষা ও অন্বয়-মুখে প্রেমামৃতরসাস্বাদনরূপ শিক্ষা লাভ পূর্ব্বক ধন্য হন

(৩)

কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা; সুতরাং যাবতীয় বিষয় তাঁহারই ভোগ্যজ্ঞানে তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার কৃপাপ্রার্থী না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের বহির্ম্মুখতা অপগত হইবে না

(৪)

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শক্তিত্রয়-বিজ্ঞান

শাস্ত্রানুশীলন

মহাজনের আনুগত্যে শাস্ত্রানুশীলন না করিলে নানা বিপত্তি ঘটে। আমরা যদি মনে করি, "অর্থ আছে, শাস্ত্র কিনিয়া পড়িব ও তাহার মানে বুঝিব—অভিমানে শাস্ত্র-তাৎপর্য্যজ্ঞানশূন্য লোকের নিকট আমাদের পাণ্ডিত্য প্রচার করিব, অনভিজ্ঞ লোকে আমাদিগকে শাস্ত্রাভিজ্ঞ শাস্ত্রী বলিবে, তাহাতে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির সুবিধা হইবে", তাহা হইলে আমরাও বঞ্চিত হইব, আর লোককেও বঞ্চনা করিব, শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ হইতে বহুদূরে নীত হইয়া সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথাকে সিদ্ধান্ত ও রসাভাস বা রসাপরাধকে 'রস' জ্ঞানে ধন্যম্মন্য এবং ভক্তিশূন্য গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত-চরণে চিরাপরাধী হইব। একণে স্বেচ্ছায় নিজ সম্মান গ্রহণ না করিয়া সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে শাস্ত্রানুশীলন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই আর শাস্ত্রের কদর্থন হয় না।

শাস্ত্রভারবাহিগণ প্রাকৃত কবির কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অন্যেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক কাম-সিদ্ধান্তকে মহাজনোপদিষ্ট প্রেম-সিদ্ধান্তের সহিত সমজ্ঞান করিবার দুর্ব্বুদ্ধিবশীভূত হন। কামুকগণ তাঁহাদের কামকে যতই না কেন নিঃস্বার্থ প্রতিপন্ন করিতে চান, তাঁহারা কখনও স্বার্থশূন্য প্রেমিক হইতে পারেন না, স্থূলভাবে স্বার্থচেষ্টা দৃষ্ট না হইলেও সূক্ষ্মভাবে তাঁহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। কেবল-কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-তৎপর ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণপ্রীতিই বা কোথায়, আর প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষ-সেবনে আত্মসুখসম্পন্ন বুভুক্ষুগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসাই বা কোথায়? তুচ্ছ কবিগণ অপ্রাকৃত কবিগণের অনুকরণে যতই না কেন তাঁহাদের কাম-চিত্রকে 'প্রেম' বলিয়া চিত্রিত করিতে চেষ্টা করুন, তথাপি কাম ও প্রেমের মধ্যে অসীম সমুদ্র ব্যবধান। দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত দিগ্‌দর্শী সমস্ত কখনও একত্র মিলন সম্ভাবনা নাই। একটী প্রাপঞ্চিক দেহমনে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন বদ্ধজীবের প্রাকৃত প্রীতি ও অপরটী প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দঘন বস্তুর প্রতি প্রীতি; এতদুভয়ের মধ্যে বহিঃসাদৃশ্য থাকিলেও, তাহাকে এক বুঝিতে হইবে না।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমের দিগ্‌দর্শনও নিধুবাবুর টপ্পা বা কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়ার, শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রাকৃত কবিগণের কবিত্বসৌন্দর্য্য-বর্ণনদ্বারা হইবার নহে। প্রাকৃত কবিত্বের সহিত অপ্রাকৃত কবিত্বকে তুলনা-মূলে পাশাপাশি বসাইতে দেখিলে ভক্তগণ বড়ই ব্যথিত হন। অবশ্য প্রপঞ্চগত জীব আমরা, আমাদের প্রপঞ্চের ধারণা প্রবল বলিয়া প্রপঞ্চাতীত রস সম্বন্ধে শাস্ত্র [illegible] হইবার জন্য আমাদের নিকট গোলোকগত রসের বিকৃত প্রতিফলন প্রপঞ্চগত রসকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ করা হয় সত্য, কিন্তু তাহা খুব সাবধানে সতর্করূপে। রসোপদেষ্টা গুরুদেব ব্যবহার করিয়া জীবকে সতর্ক করিয়া দেন, যেন সে কাম ও প্রেমকে এক না ভাবিয়া বসে। সুতরাং শাস্ত্রিগণের ইহা বিশেষরূপে বিচার থাকা কর্ত্তব্য যে, যেন তাঁহারা অতত্ত্বরসিক নিধুবাবু-প্রমুখ কবির কবিত্বকে অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণের কবিত্বের সহিত 'এক' দর্শন না করিয়া ফেলেন। প্রাকৃত কবির কবিত্বকে প্রশংসা করিতে গিয়া তাঁহার আদর্শ-গ্রহণে প্রবৃত্তি আসিয়া গেলে আর অপ্রাকৃত কবির কবিত্ব আস্বাদিত হইবে না। সারগ্রাহী হইতে গিয়া ভারবাহী হইয়া না পড়িতে হয়, ইহাই বিচার থাকা আবশ্যক

কেবল শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া, মহাজনের বাক্যের বোঝাই দিয়া লোকের নিকট পণ্ডিত সাজিলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না। "শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে। গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥" শাস্ত্রাদিষ্ট উপদেশানুযায়ী নিজে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ আচারবান্ হইয়া কৃষ্ণকথা-প্রচারপর হইলেই তাঁহার আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক অন্য লোকে যথার্থ পণ্ডিত হইতে পারে। নতুবা নিজে হরিভজন না করিয়া, প্রেমিক না হইয়া অন্যকে প্রেমোপদেশ করিতে গেলে সে উপদেশের কোন মূল্য থাকে না; ভজন-পথে লোকে চায় আদর্শ, যাহার সেই আদর্শ-জীবন—আদর্শ-ভজন আছে, তিনিই জগতের সার্থক শিক্ষক, ভজনোপদেষ্টা। কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত হইয়া কোন লাভ নাই।

প্রেমভক্তির পরতত্ত্বসীমা শুদ্ধভক্তের নিকট শাস্ত্রালাপের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজ আধ্যক্ষিক জ্ঞানবলে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে চিজ্জড়সমন্বয়বাদী মায়াবাদী হইয়া পড়িতে হয়। জড়কে অজড়ের পর্য্যায়ে বা অজড়কে জড়ের পর্য্যায়ে দর্শন মায়াবাদীর বিচার। উহা-দ্বারা জগতের কোন প্রকার মঙ্গল হইবে না। কথাসাহিত্যগণ অনেক বড় বড় কথা বলিতে পারে, অনেক শাস্ত্রবচন আওড়াইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের কথাগুলিকে ভক্তের কথার অনুমোদন করিলে তদ্দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবল শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া যুক্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রেমের কথা প্রবন্ধাকারে লিখিলেই শাস্ত্রজ্ঞ বা শাস্ত্রী হওয়া যায় না, তাই গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া শুদ্ধভাবে কৃষ্ণভজন। [illegible] শুদ্ধভক্তের ভজনোক্তিরই শাস্ত্রের মূল্য আছে, শাস্ত্রপাঠ-কীর্ত্তনে প্রাণ থাকে, তাঁহাদের উদ্দেশে তাহাতে বস্তুতঃ শিখিবার জানিবার বিষয় অনেক আছে। জীবাদর্শের শাস্ত্র-পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, প্রবন্ধ-রচনা শাস্ত্রীয় যদি সুন্দর হইলেও তাহার কোন মূল্য নাই, তাহাতে শিখিবার থাকিলেও সেই শিক্ষার অনুসরণের বিষয় কিছুই নাই, তাহা লোকের কোন উপকারই সাধন হয় না। তাই মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিয়াছেন—

আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু সর্ব্বজগতের আর্য্য॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদির [illegible] ব্যক্তির হরিকথা কীর্ত্তনে সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস দোষ আসিয়াই পড়ে। সুতরাং সৌভাগ্যবান্ শ্রীস্বরূপ দামোদর তাদৃশ ভাগবত পাঠ অনুমোদন করেন না। [illegible] ও তাঁহার নিজজনগণের অনুগত নহে, তাহা দ্বারা কাহারও কোন মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। [illegible] শ্রীভগবানের সেবায় লাগাইতে পারিলেই তাহার মূল্য আছে, নতুবা তাহার গৌরব কেবল গৌরব মাত্র। [illegible] মহাপ্রভু তাঁহাদের মুখদর্শনও করেন না। ইহার অনুমোদন করিতে হইবে, তিনিই যদি প্রীত না হইলেন, তাহা হইলে আর [illegible] কিসের হইল? আমরা [illegible] করিতেছি [illegible] হইবে না, মহাজনই [illegible] করিতেছেন কিনা। [illegible] সর্ব্বপ্রকারে মহাজন-পাদাশ্রয়ই [illegible] ও বৈষ্ণবসেবা-[illegible] একমাত্র [illegible]।

আত্মসম্ভাবিতমতির হেয়তা

শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যম-খণ্ড [illegible] বাহিরেক-মুখে অন্তর্মুখকারী শিক্ষা ও অন্তর-মুখ প্রেমভক্তের আস্বাদনরূপ বিবিধ ফল লাভ হয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের পাঠ হইতে দুই প্রকার বাহিরেক-মুখে অন্তর্মুখ উদ্দেশকারী শিক্ষা ও অন্তর-মুখ প্রেমভক্তদের আস্বাদনরূপ দুই রকম ফল লাভ করা যায়। সম্ভোগ-রস বিস্তারকারী শ্রীকৃষ্ণ, সম্ভোগরসাপেক্ষা উজ্জ্বলতর বিপ্রলম্ভরস বিস্তার করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ধারণ করত লীলাস্বাদন-পর বিরহ-ভাবপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নিম্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৭ম অধ্যায়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠকবর্গ! আপনারা উক্ত অংশ পাঠ করত একাধারে উভয় হইতে দ্বিবিধ ফল লাভ করিয়া ধন্য হউন ও অন্য জীবকে ধন্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। উহাই চৈতন্যদেবের আদেশ। —

"আপনা জানাইতে আমি করি
অভিমান।
সে গর্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান॥
আমার হিত করেন ইঁহো আমি মানি
দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ॥
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে॥
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥
প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা তাঁহা নাহি গর্ব-পর্বত॥"

আত্ম-সম্ভাবিতমতি [illegible] প্রতিষ্ঠা-কামী করিয়া [illegible] আপনার জীব বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে উদ্যত হয়। সুতরাং ভগবৎ-প্রেমের বাধকরূপ আত্ম-সম্ভাবিতমতি যখন ভগবানের কৃপায় লুপ্ত হয় ও তৎ-পরিবর্তে দীনতার ভাব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, তখন জীব বিষ্ণু-বৈষ্ণবের শরণাগত হন ও তাঁহাদের দয়া বুঝিয়া কৃপাবৈভবলীলা লাভ করেন। উপরিউক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতের উক্তি হইতে এই শিক্ষা বাহিরেক-মুখ [illegible]। অন্তর্মুখে ঐ বাক্যগুলি কৃপা[illegible] এবং বিরহভাবোদ্দীপক। যে শ্রীচৈতন্যদেব অন্য ব্যক্তিকে পণ্ডিত ও মহাভাগবত বলিয়া আকর্ষণ করিতেছেন, হায় কত দিনে তাঁহার দর্শন ও সেবা করিতে পারিব, ইত্যাকার চিন্তা উদ্বোধনে জীবের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে ধন্য। ●

কৃষ্ণসেবা

[শ্রীপাদ অনন্তকৃষ্ণ ভক্তাধিকারী বি এ]

কৃষ্ণসেবনই একমাত্র কামদেব। সেই কামদেবের কামতৃপ্তির জন্য অসংখ্য আশ্রয়-জাতীয় বিভিন্ন [illegible] বিলাস প্রকাশ করিয়াছে। সেবাবুদ্ধি অগ্রগণ্য হইলেই জীবের ভোগবুদ্ধি আসিয়া পড়ে। জীব যখন ভগবান ও আকরে সেবা বিমুখ হয়, তখনই নিখিল বিশ্বে সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে গ্রহণ না করিয়া নিজ ভোক্তা সাজিয়া ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেবাবিমুখ জীবই তখন নিজকে 'কৃষ্ণ' ও প্রাকৃত স্ত্রীগণকে 'গোপী' কল্পনা করিয়া নিজের ভোগের বস্তু মনে করে ও কৃষ্ণের সেবা করিবার পরিবর্তে নিজেই সেব্য সাজিতে যায়। সেবাবিমুখ বিপথগামী জীব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অভিমান পোষণ করিয়া অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। কেহ কেহ বর্ণাশ্রমধর্ম পালনে নিযুক্ত হইয়া পর জন্মাদির অবলম্বন ও মানাম্বেষণ—প্রাণ-ধর্ম এইরূপ বিচার-পরায়ণ হন ও স্বর্গাদির সুখ ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হন। কেহ কেহ স্বর্গ-সুখ কামনা করিয়া তীর্থপর্যটন, দান, ব্রত, তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবার কোনও সেবাবিমুখ জীব নিজকে 'অমুক্ত' অভিমান করিয়া "মুক্ত" হইবার জন্য ধ্যান ধারণায় রত হন। এই প্রকারে অপ্রাকৃত কামদেবের কামতৃপ্তিচেষ্টা হইতে বিচ্যুত হইয়া, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু হইয়া অশেষ-বিধ চেষ্টা করিয়া জীব বঞ্চিত হয়। কখনও আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা-পর হইয়া বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায় হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া 'আমি পরম ভক্ত' এইরূপ প্রচার করিবার জন্য কপট সাজে সজ্জিত হইতে দ্বিধাবোধ করে না।

একমাত্র পরমারাধ্য পরমপতি শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের সেবা-পরায়ণ হইলে এই পঞ্চকৃষ্ণ-সুখ প্রাকৃতলোক স্ত্রী ও পুরুষবুদ্ধি করিয়া সখী সেবী সাজিয়া অ[illegible]কল্পনা ও লোক-বঞ্চনা করিবার দুষ্প্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে। প্রত্যেক নিজ মঙ্গলেচ্ছু জনগণের কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করিয়া, কৃত্রিম ভাবুকতা দেখা-ইবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, শ্রীমতী রাধা-রাণীর সখী ও অনুগত সেবাপ্রবৃত্তি-যুক্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। হরিসেবোন্মুখ হইলেই বুঝিতে পারিবেন, শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু। অতএব যাঁহার যাহা আছে তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া ভক্তের আশ্রয় সর্বতোভাবে করা উচিত। সর্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করা ও অর্পণ করাই যুক্তি ও তাহাতে আপনাই বহুতা বা নির্গুণতা।

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব।
তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥

শ্রীকৃষ্ণ ও তৎ শক্তিত্রয়বিজ্ঞান

(পূর্বপ্রকাশিত ১৩৩ সংখ্যার পর)

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি)

অচিন্ত্যানন্ত-শক্তি-সমন্বিতই পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ। পরমেশ্বরের উক্ত শক্তিকে শাস্ত্রে প্রধানতঃ ভাগবতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। উক্ত ভাগবত যথা:—অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি এবং তটস্থা বা জীবশক্তি। পরমেশ্বর সচ্চিদা-নন্দ স্বরূপ। তিনি সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদরহিত অদ্বয়জ্ঞান বস্তু। তাঁহাতে সজাতীয়াদি ত্রিবিধ ভেদ না থাকিলেও স্বীয় শক্তির অচিন্ত্যতা হেতু তাঁহার স্বরূপ-ভূত সৎ চিৎ আনন্দ পৃথক্ পৃথক্ ভাসমান হইয়া সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনীরূপ স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। অতএব সত্যাদি-বৈশিষ্ট্যই পরতত্ত্বের স্বরূপ লক্ষণ। পূর্বোক্ত অচিন্ত্যশক্তি-সমন্বিতত্ব এবং শেষোক্ত সত্যাদিবৈশিষ্ট্য একই। সৎ, চিৎ ও আনন্দই পরমেশ্বরের শক্তি। ঐ শক্তি এক হইয়াও অনন্ত। একই শক্তির আনন্ত্যে অচিন্ত্যত্বই কারণ। শেষোক্ত স্বরূপলক্ষণে কেবল সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটিই লক্ষিত হইলেও উপলক্ষণে বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিও লক্ষিত হইয়াছেন, কারণ তটস্থাশক্তি স্বরূপশক্তির অনুরূপ অংশ এবং মায়াশক্তি উক্ত স্বরূপশক্তির ছায়ারূপ অংশ; সুতরাং অংশীর লক্ষণে অংশ উপলক্ষণ স্বাভাবিক। অতএব তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তিও গৌণভাবে পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। তথাপি তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তিকে মুখ্যভাবে স্বরূপলক্ষণের অন্তর্নিবিষ্ট না করার কারণ, কেবল উক্ত শক্তিদ্বয়ের গৌণত্ব-সূচন।

সৎ, চিৎ ও আনন্দই পরমেশ্বরের স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত মুখ্যা শক্তি এবং জীব ও মায়া তাঁহার গৌণী শক্তি। যাহা সাক্ষাৎ স্বরূপের পরিচায়ক, তাহাই মুখ্য এবং যাহা পরম্পরায় স্বরূপের পরিচায়ক তাহাই গৌণ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ পরমেশ্বরের স্বরূপের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রদান-দ্বারা মুখ্যা শক্তি এবং জীব ও মায়া তাঁহার স্বরূপের পর-ম্পরায় পরিচয় প্রদান দ্বারা গৌণী শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। মুখ্যাশক্তি পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে অভিন্ন ভাবে তদীয় স্বরূপের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রদান করেন এবং গৌণী শক্তি তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন ভাবে কার্য্য দ্বারা পরম্পরায় তদীয় স্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন। শক্তি শব্দের অর্থ কার্য্যক্ষমত্ব। কার্য্যক্ষমত্ব-রূপা শক্তির দুইটি অবস্থা। একটি কারণা-বস্থা, অপরটি কার্য্যাবস্থা। শক্তির কার্য্যা-বস্থার নাম বৃত্তি। কারণ রূপা শক্তি ও তৎকার্য্যরূপা বৃত্তির সাধারণ নাম বৈভব। পরমেশ্বরের স্বরূপ-শক্তি ও তৎকার্য্যের নাম স্বরূপ-বৈভব, তটস্থাশক্তি ও তৎ-কার্য্যের নাম তটস্থ-বৈভব এবং মায়া শক্তি ও তৎকার্য্যের নাম মায়া-বৈভব।

দেশতঃ কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ রহিত বস্তুই সৎ শব্দবাচ্য। যাহার দেশতঃ পরিচ্ছেদ নাই, তাহা বিভু, যাহা কালতঃ পরিচ্ছেদ রহিত, তাহা নিত্য এবং যাহা বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ-শূন্য তাহা পূর্ণ। অতএব সৎ শব্দের বাচ্য যে বস্তু, তাহা স্বরূপতঃ বিভু, নিত্য ও পূর্ণ।' শ্রুতিশাস্ত্র পরমেশ্বরকেই সৎ বলিয়াছেন সুতরাং তাঁহার বিভুত্ব নিত্যত্ব ও পূর্ণত্ব স্বীকার্য্য।

স্বপ্রকাশ বস্তুকে চিৎ বলা হয়। যাহা স্বয়ংপ্রকাশ—যাহার প্রকাশ অন্যাপেক্ষ তাহা জ্ঞান। অতএব চিৎ শব্দ দ্বারা জ্ঞানই বোধিত হয়েন। পরমেশ্বর চিৎ, অতএব তিনি জ্ঞান। সুখকেই আনন্দ বলা যায়। প্রসাদরূপ জ্ঞান-বিশেষই সুখ, অতএব প্রসাদরূপ জ্ঞান-বিশেষ আনন্দ; পরমেশ্বর আনন্দ, অতএব তিনি প্রসাদরূপ জ্ঞান বিশেষ। জ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞানা-কারে পরিলক্ষিত সাধারণ জ্ঞান এবং জ্ঞান-বিশেষ শব্দের অর্থ সুখাকারে পরিলক্ষিত অসাধারণ জ্ঞান। সুখাকার ধারণ জ্ঞানের উৎকর্ষ বা পরাকাষ্ঠা। জ্ঞান যখন সীমান্ত-প্রাপ্ত হয়েন, তখনই সুখাকারে পরিলক্ষিত হয়েন, অর্থাৎ তখন জ্ঞান সুখাকার ধারণ করেন। অতএব অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সাক্ষাৎ পরিচয়ে তাঁহাকে বিভুস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ, পূর্ণস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং সীমান্ত-প্রাপ্ত জ্ঞান-বিশেষ-স্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ বলা যায়।

পরমেশ্বরের স্বরূপের এই যে পরিচয় অর্থাৎ স্বরূপ-বিজ্ঞান ইহা একমাত্র তদীয় পরাশক্তি বা স্বরূপশক্তি সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী-বিলাস হইতেই জানিতে পারা যায়। শক্তিমান তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনাদির স্বরূপশক্তি তাঁহাতেই বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং সেই স্বরূপ শক্তির সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিদাদি বিভিন্ন প্রকাশে শক্তিমানাভিন্ন-স্বরূপশক্তিতে বৈভ-বের কল্পনা করিতে হইবে না। কৃষ্ণ-সেবা-বিজ্ঞানের চমৎকারিতা হইতেই একই স্বরূপশক্তির বিবিধ প্রকাশ। একই স্বরূপশক্তি যখন স্বীয় আশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্রকে সম্বিদ্বৃত্তি দ্বারা সেবা করেন, তখন তিনি সম্বিৎশক্তি বলিয়া পরিচিতা, যখন সন্ধিনী বৃত্তি দ্বারা সেবা করেন, তখন তিনি সন্ধিনী শক্তি বলিয়া পরিচিতা এবং যখন হ্লাদিনী বৃত্তি দ্বারা সেবা করেন, তখন তিনি হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া পরিচিতা হয়েন; সুতরাং পরমেশ্বরের স্বরূপের বিভুত্ব, নিত্যত্ব, পূর্ণত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব, এবং জ্ঞান-বিশেষ-রূপত্ব এই যে বিভিন্ন পরিচয়, তাহাও পর-স্পর অভিন্ন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই

স্বর্ণাক্ষিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাববোধ দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

* বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা।

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনুষঙ্গিক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডলের নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—সহ [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

ভজনরহস্য

৷৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভজনপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য ও দুঃখপ্রদ—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্তায় আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা অজ্ঞান দুঃখ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৸৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৩৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিবৃতি অনুবাদ সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৹

২। অনুবাদ-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৭৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৶৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতমাধুরী ৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸৹
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷৹
৯। মুক্তিফলটীকা অপ্যসৌধতঃ শাস্ত্রবাক্য (বাংলা) ৭৲
১০। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য (রামানুজীয়) ৷৹
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
ঐ বাঁধা ৸৹
১৫। দীপ-নির্ণয়ন ৶৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৶৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২০। গীতমালা /১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকথা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অবগাহক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকথা ৶৹
২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৶৹
বাঁধা
২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ৷৹
৩০। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸৹
৩১ [illegible] ৷৹
৩২ [illegible] ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩৲
৩৪। সাত্ত্বত [illegible] ৶৹
৩৫। সচিত্র [illegible] ৷৹
৩৬। শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী বিগ্রহ ৷৹
৩৭। উপদেশাবলী বা [illegible] ৷৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সেবনে যক্ষ্মা যা যত কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ সেকাটী, জেলা বাখরগঞ্জ।

নদীয়া জেলায় এ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার সব প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকীল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খ লিয়া ফরিদপুর।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা শাস্ত্রমত প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা.

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যন্ত পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও মানসিক দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, অজীর্ণ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "বধিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চীনাপত্রের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২৷৷০ টাকা

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিশাক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রণীত (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সংকলিত

৯৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকার প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী এম, এস, এর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৭৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

"স্তোক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৶১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সাতাসন, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজপাড় পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা, চন্দ্রকোণা পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ওয়ারিস রোড্, নিউ দিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, কালিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস ডি, মুখার্জ্জি এম, এস, ওয়াকিস লেন, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীনকালন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, মানভূম
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রকাশ ঘাসনবীশ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, ফ্যাসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফ্যালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলেন পরিচায়কে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ১০ আনার ম্যারফ্যালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸৴০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং নবকিষণ্ড লেন, কালকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ত্রৈগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮
ডিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] · সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৩৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে শ্রাবণ ১৩৩৭ শনিবার ৯ই আগষ্ট ১৯৩০

পুলিশকমিশনার আসামী

ধর্ম্মঘটী ও পুলিশে মারামারি—পুলিশকমিশনার আহত

টাঙ্গাইলে স্ত্রীসভা

বস্ত্রব্যবসায় বন্ধ, ট্যাক্স বন্ধ

কর্পোরেশনে গণ্ডগোল

কলিকাতায় খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

দেবমন্দিরে পুরোহিত হত্যা

মহিলার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

প্রেসিডেণ্ট খুন

কনভোকেশনে উপাধি বিতরণ

নানা কথা

পুলিশ কমিশনার আসামী

বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে যে তিনি পণ্ডিত মালব্য, সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন।

বোম্বাই হাইকোর্টে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বেআইনী দোকানের সম্মুখে পিকেট করার জন্য পিকেটারদিগকে অভিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়াই কারণ।

পিকেটিং শান্ত ভাবেই চলিয়াছিল, পিকেটারদিগের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিশ্বাসজনক প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই। তাহারা কোন দোকানদার অথবা ক্রেতাকে বিরক্ত বা অপমানিত করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

প্রার্থনা করা হয় যে এই সমস্ত মোকর্দ্দমার নথি তলব করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হউক।

ধর্ম্মঘটী ও পুলিশ মারামারি

কয়েম্বাটুর কঁর প্রদেশে কাপড়ের কলের মজুরেরা ধর্ম্মঘট করে। ধর্ম্মঘটিয়া লোকদিগকে মারধর করিতে আরম্ভ করে এবং পেন্সনীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে। সৈন্যগণ বন্দুক ধরিলে ধর্ম্মঘটীরা ছত্রভঙ্গ হয়। পুলিশ কমিশনার আহত হন।

টাঙ্গাইলে স্ত্রী-সভা

টাঙ্গাইল হইতে সংবাদ এই যে তিনি দেশের একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে তিন শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় আলোচিত হয়। সকলকেই দেশের মুক্তির জন্য কার্য্য করিতে অনুরোধ করা হয়।

বস্ত্রব্যবসায় বন্ধ

গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে বস্ত্রব্যবসায় আইন-অমান্য দলের বয়কট আন্দোলন হইয়াছিল কিন্তু এখন একটু উন্নতি দেখা যাইতেছে। পেশোয়ারে এখনও বস্ত্র ব্যবসায়ের অবস্থা একই রূপ কিন্তু লোকজন কোনরূপ দুর্ব্যবহার তাহাদের করিতেছে না। বস্ত্র ব্যবসায় বন্ধ হইবার কারণ একমাত্র আইন অমান্য। ইহার প্রভাব সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আইন অমান্যের ফলে বিলাতের ব্যবসায়ের স্থান অধিকারের বাজারে সম্পূর্ণ খালি পড়িয়া রহিয়াছিল। বোম্বে অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন ক্রমেই কাপড়ের কারখানা বন্ধ হইবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বেকার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে ১৮৫ জন [illegible] ধারণ করিয়াছে।

কালা ও ধলা

বোম্বাইবার্ত্তা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে অনেক [illegible] বাঙ্গালা থাকায় [illegible] হইয়াছে; সেই সব [illegible] কর্ম্মচ্যুত করিয়া [illegible] স্থানে নিযুক্ত করা হইবে। ইহাতে বেশী টাকা খরচ পড়িবে, সুতরাং রাজকোষ হইতে কোম্পানীসমূহকে সাহায্য করা হইবে। যে সমস্ত কর্ম্মচারী কর্ম্মচ্যুত হইবে তাহাদিগকে পেন্সন এবং চাকরীতে নিযুক্ত করা হইবে। এইসমস্ত স্থানে মজুরের সংখ্যা কম পড়িয়াছে।

স্ত্রী শোভাযাত্রা

দেশবন্ধুর শ্রীযুক্ত বাসন্তী দেবীর নেতৃত্বে শত স্ত্রীলোক রাস্তায় শোভাযাত্রা করেন পুলিশ তাহাদিগকে এক ঘণ্টাকাল মদের দোকানের নিকট আটক রাখে। পুলিশ চলিয়া গেলে তাঁহারা কালীবাড়ীতে যাইয়া মিলিত হন এবং স্বদেশ প্রেম-উদ্দীপকধ্বনি দিতে দিতে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করেন।

শান্তি সংবাদ

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং জহরলাল নেহেরু গভর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে পুনায় মহাত্মা গান্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। কি ফল হয় বলা যায় না। যাহাতে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হয় সে সম্বন্ধে বেসরকারি ভাবে বলা হইয়াছে।

ট্যাক্স বন্ধ

মেদিনীপুরের [illegible] চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করিয়াছে। [illegible] সংখ্যক চৌকিদার [illegible] জন্য পদত্যাগ পত্র দিয়াছে।

পিউনিটিভ,ট্যাক্সের প্রতিবাদ

মুন্সিগঞ্জ অতিরিক্ত পিউনিটিভ কর আদায়ের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। জনসাধারণ এক [illegible] অধিবেশন করিয়া সরকারের অতিরিক্ত পুলিশ না বসাইবার জন্য [illegible] করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

কর্পোরেশনে গণ্ডগোল

গত ৪ঠা আগষ্ট মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত মহাশয় মাননীয় অল্ডারম্যান নির্বাচিত হইলে কর্পোরেশন মিটিংয়ে তুমুল কাণ্ড হইয়াছে। ডেপুটী মেয়র মিঃ এস, কে, বসু উপবেশন করিবার কালে তাঁহার প্রতি মন্তব্য নিক্ষেপ করায় কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা তাঁহার গায়ে লাগে নাই। সাধারণের প্রবেশ বন্ধ করিবার পূর্বেই বহু লোক গ্যালারী উপকাইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া সদস্যগণের আসনাদি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। কখন বা মিঃ সেন গুপ্তের আবার কখন বা মিঃ সুভাষ বোসের জয়ধ্বনি হইতেছিল। গোলমাল কোনও কার্যই হইতে পারে নাই। অনেকের সর্দার বসুমল্লিক এক পরিচয় মাননীয় মেম্বার জন্য কাউন্সিলে সম্মান প্রদর্শনার্থে সভা স্থগিত হয়। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ করার জন্য চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারকে বিশেষ ভাবে নিন্দা করা হইয়াছিল। মিঃ এস, কে, বোস উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিবার চেষ্টা করায় "সেম", "সেম" চীৎকারে তাঁহাকে থামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দেবমন্দিরে পুরোহিত হত্যা

গত ১লা আগষ্ট বাঁকিপুর জামতাড়া থানার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পুরোহিতকে মন্দিরের সামনেই কে বা কাহারা হত্যা করিয়া গিয়াছে। কুঠারের আঘাতে পুরোহিতের শির বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। এবং মন্দিরের দরজা খুলিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের ২০০০, দুই হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে। বাকি ও পুব দরজা খোলা ছিল। পুরোহিত মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরের বারান্দায় শুইয়াছিল। তাহার কোমরেই মন্দিরের দরজার চাবি ছিল। হত্যাকারী পুরোহিতকে খুনিগণ কুঠারের দ্বারা আঘাত করিয়া চাবি লইয়া গিয়াছে বলিয়াই সকলে অনুমান করে।

কলিকাতায় খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটি খানাতল্লাস করিলে গত ৫ই আগষ্ট পুলিশ কতকগুলি কংগ্রেস বুলেটীন সহ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রেষ্ঠ দত্তকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গত ৫ই আগষ্ট কলেজস্ট্রীটস্থ খদ্দর আশ্রম খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ ঐ আশ্রমের কর্মী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মোহন ভৌমিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঐ দিন আইন অমান্য পরিষদ খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ 'সত্যাগ্রহ সংবাদের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোহন দাস গুপ্তকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

উক্ত ৫ই আগষ্ট পুলিশ বড় বাজার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামলগন সিংহের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত রামলগন সিংহকে ধৃত করিয়াছে।

কলিকাতায় মহিলা গ্রেপ্তার

কলিকাতায় কসাইটি, পগেয়াপট্টি ও অন্যান্য স্থানের বস্ত্র দোকানে পিকেটিং করার অপরাধে শ্রীযুক্তা দম্ব, শ্রীমতী বিমলা ও শ্রীমতী হেমকুমারী দেবী ও আরও ৫ জন মহিলা গত ৫ই আগষ্ট গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত সোমবার দিন প্রভাবতী গুপ্তকে গ্রেপ্তার করিয়া সন্ধ্যার পর লালবাজারে পুলিশ ডেপুটী কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল কিন্তু ডেপুটী কমিশনার সাহেব তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

কানাডায় নির্বাচন

ইংলণ্ডে মাত্র দুইটী রাজনৈতিক দল আছে। কানাডায় সাতটী দল আছে। ইংলণ্ডের ন্যায় কনসারভেটিভ, লিবারেল ও লেবার দল, তিনটী দল ত আছেই, অধিকন্তু ইউনাইটেড ফারমার্স, প্রগ্রেসিভস্, লিবারেল প্রগ্রেসিভস্ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টস্ এই চারিটী দলও আছে।

বর্তমান কনসারভেটিভ দল নির্বাচনে জয় লাভ করায় লিবারেল গবর্ণমেন্ট দল পদচ্যুত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জি কিং পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন।

কলেজ পিকেটিং কলিকাতা

কলেজ পিকেটিং ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। প্রেসিডেন্সী ও সিটি কলেজে প্রায় নিয়মিত রূপে ছাত্র উপস্থিত হইতেছে।

মহিলার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

বাঁকিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এম, ইয়ার্ট শ্রীমতী অপরাজিতা দাস ও গিরিবালা দাসের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১২৩ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তারি পরয়ানা বাহির করিয়াছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট খুন

নেত্রকোনা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট যখন গভীর নিদ্রা যাইতে ছিলেন তখন তাঁহাকে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। কারণ এখনও জানা যায় নাই। বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

ভূমিকম্পে অট্টালিকা ভূমিসাৎ

গত ৪ঠা আগষ্ট বেলুচিস্থানে ভূমিকম্পে কয়েকখানা পাকা বাড়ী পড়িয়া যায়। কম্পনের জোর একেবারে মন্দ নহে। বেলুচিস্থানের বা অন্য স্থানের খবর এখনও সম্যকরূপে জানা যায় নাই। এখনও কোন মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ভূমিকম্পের পর

উড়িষ্যার বহু বিস্তৃত প্রদেশ ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে উহার লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একার লক্ষ টাকা সরকার পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে।

শীঘ্রই গৃহাদির পুনর্নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইবে। উড়িষ্যা সরকার উড়িয়াদের জানাইয়াছেন যে বর্তমান অবস্থায় কাহাকেও খাজনা অথবা ঋণের টাকা দিতে হইবে না।

বিহারের নামক স্থান হইতে নই হইয়া যাওয়ায় প্রজারা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট প্রচার করিয়াছেন যে সেখানকার প্রজাদিগকে ও বর্তমান অবস্থায় খাজনা দিতে হইবে না।

কনভোকেশনে উপাধি বিতরণ

গত মঙ্গলবার দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর আর্কোহার্ট সাহেব ডি, এল্, উপাধিতে ভূষিত হন।

পুনর্নির্বাচন

ঢাকা হইতে সংবাদ এই যে জমীদার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালচৌধুরী কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য পদে পুনর্নির্বাচিত হইবার পথপ্রার্থী আছেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

জ্বরশোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের ... ৬ আঃ শিশিতে নীতুত সময় হোটবোতলে ... ডাক পাঠান ... ইহাতে ... মূল্য প্রতি শিশি ... আনা ... ১৷০ আনা।

অফিস ১১নং ... শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও মধুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে অম্লশূল, অম্লপিত্ত, বাধাবায়ু, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"এপুষ্ট অক্কাম্বাদি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন যে কোন বাতপ্রকোপ দ্বারা আরোগ্য করিয়া সংরক্ষণ করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ শক্তি ও পুষ্টি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান নারায়ণ ঔষধালয়, কেশবভাণ্ডার, ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ছোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ অনেকের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

প্রোঃ—জে, বি, দত্ত

ফেরাম্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আয়রন এবং ইউরিয়েন আছে।

এই ফেরাম্-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং চার হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ... সম্পূর্ণ আরোগ্য—মূল্য ২৲, ডজন ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে ২৯১ ... লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

•:০:

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ২৮শে শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৮

(১)

(ক) জীবের ভগবদ্দাসাতিরিক্ত পরিচয় বাস্তব পরিচয় নহে

(খ) ভগবদ্দাসস্বরূপ স্বরূপ-পরিচয় বিস্মৃতি ফলেই জীব মায়াকৃত স্থূল ও সূক্ষ্মাবরণে অহংমমাভিমান-গ্রস্ত হইয়া নানানর্থ-প্রপীড়িত হন

(গ) সদ্গুরুপাদাশ্রয়ফলেই জীবের অপস্বত্বে 'বস্তু' ভ্রমরূপ নিবর্ত্ত দূর হয়, জীব অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বস্বস্তুর নিত্যসেবা লাভ করিয়া ধন্য হন

(২)

(ক) চিজ্জড়ে সমন্বয়-প্রয়াস মায়াকৃত দুর্ব্বুদ্ধি

(খ) অত্যন্ত ভোগপিপাসা-নিবন্ধন জীব শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ-রুচি অনুসারে অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া প্রচার-দ্বারা নিজ ভোগ-চেষ্টাকে নির্দ্দোষ বলিয়া সমর্থন-কল্পে তথাকথিত সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন

(গ) বস্তুতঃ চেতনে চেতনে বা জড়ে জড়েই সমন্বয় সম্ভব, জড়ে চেতনে সমন্বয় অসম্ভব

(ঘ) সমন্বয় অর্থে যথাস্থানে সন্নিবেশ, সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-মার্গের প্রাপ্তির একত্র সমাবেশ না করিয়া তাহাদিগের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য

স্বয়ংভগবান্ ও তদিতর মনুষ্য ও দেবতাগণকে শ্রুতি-কথিত অধিকারানুসারে যথাস্থানে অধিষ্ঠিত করাই যথার্থ সমন্বয়-জ্ঞানের পরিচয়

(৩)

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শক্তিত্রয়-বিজ্ঞান

(৪)

অবিদ্যাই জীবের ভবরোগের মূলকারণ, সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে জীব সেই রোগ-মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হন

জীবের ভগবদ্দাসাতিরিক্ত পরিচয় বাস্তব পরিচয় নহে

আমাদিগের জ্ঞান-শক্তি আছে। জ্ঞান-শক্তির দ্বারা আমরা নিজের ও অপর বস্তুর অস্তিত্ব ও পরিচয়াদি অবগত হইয়া থাকি। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা অবস্তু। আকাশ-কুসুম অবস্তু। আমরা যখন আকাশ-কুসুমের অবস্থান ও পরিচয়াদি অবগত নহি, তখন স্বীকৃত হইতেছে যে আমাদিগের জ্ঞানশক্তি কর্ত্তৃক, যাহা কিছু বস্তু মধ্যে গণ্য অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহারই অবস্থান ও পরিচয়াদি লভ্য, অবস্তুর অবস্থান ও পরিচয়াদি অলভ্য।

এক্ষণে বিচারিত হইতেছে যে "আমি" শব্দ যাহাকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা বস্তু, না আকাশ কুসুমবৎ অবস্তু। যদি অবস্তু হয়, তবে "আমি যাই", "আমি আছি", "আমার পুত্র", "আমার গৃহ" ইত্যাদি প্রকার উক্তি এবং শত্রু-মিত্রাদিভাব ও নানাপ্রকার পরস্পর ব্যবহার কেমন করিয়া মানব-সমাজে প্রচলন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? আকাশ-কুসুম লইয়া যখন কাহারও কোন প্রকার সম্বন্ধ বা আদান-প্রদান রূপ ব্যবহার দেখা যায় না, তখন "আমি" নিশ্চয়ই বস্তুমধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য, অবস্তু মধ্যে কখনও গণ্য হইতে পারে না।

আমাদিগের "আমি" যখন বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইল, তখন উহা কিরূপবস্তু এবং উহার স্বরূপই বা কি উহারও নিরূপণ করা দরকার। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রকারগণ বলেন যে আমাদিগের 'আমি' চিৎকণ বস্তু এবং নিত্যকাল অহৈতুকী-ভাবে বিভুচিদ্বস্তু শ্রীভগবানের সেবাতে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত থাকাই 'আমি'র একমাত্র কৃত্য। যে কালে আমরা ভগবৎ-সেবা বিস্মৃত হইয়া বিমুখ হই সেই সময় হইতে ভগবন্মায়া আমাদিগের 'আমা'কে স্থূল সূক্ষ্ম দুইটী দেহরূপ জড়পদার্থের আবরণে আবৃত করিয়া আমাদিগকে কখন প্রস্তর, বৃক্ষ-লতাদিরূপ স্থাবর এবং কখন কীট, পক্ষী, পশু, মানব ও দেবতাদি রূপ জঙ্গম সাজাইয়া নানাপ্রকার দুঃখে নিক্ষেপ করেন। যখন যেরূপ দেহে অবস্থান করি, তখন আমরা সেইরূপ পরিচয় দিয়া থাকি। বর্ত্তমানে আমরা 'আমি'র পরিচয় দিতে যাইয়া বলিতেছি যে আমরা মনুষ্য ও অমুকের পুত্র। এসব আমাদিগের 'আমী'র আগন্তুক স্থূলদেহের পরিচয়, স্বস্বরূপ-গত পরিচয় নহে। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ বাহ্য স্থূলদেহের নশ্বরতা দর্শনে 'আমি'র যথার্থ পরিচয় জানিবার জন্য ব্যাকুল-ভাবে যত্ন করেন, অমনি মায়াদেবী তাঁহার জ্ঞানশক্তিকে সূক্ষ্ম শরীরের স্তরে আটকাইয়া দিয়া তাঁহাকে 'আমি—সূক্ষ্ম বস্তু বা আমি ব্রহ্ম' ইত্যাদি প্রকার কাল্পনিক পরিচয়ে পরিচিত করিয়া থাকেন। অতএব দিব্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ ব্যতীত কেহ স্বয়ং বা তদ্ভিন্ন কোন অজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে মায়ারচিত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের স্তর ভেদ করত নিজ ভগবদ্দাসস্বরূপ স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হন না।

—

সমন্বয়বাদ

(শ্রীপাদ [illegible])

আধুনিক জগতের [illegible] সকল বিষয়ে সমন্বয়-প্রয়াসী এবং তাঁহাদের এই মনঃকল্পিত সমন্বয়বাদ স্থাপনের [illegible] [illegible] ও [illegible] হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া [illegible] ব্যাখ্যা করিতেও [illegible] করেন। তাঁহারা শ্রীগীতার '[illegible]' ইত্যাদি [illegible] অবতারণা করিয়া [illegible] তাহাতে [illegible] ও [illegible] উদ্ধার করিয়া নিজ [illegible] সমর্থন করিতে সচেষ্ট [illegible]। এই [illegible] বিচারে [illegible] কেন, তিনি ভগবানকে পাইয়া থাকেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি যে উপায়েই ভগবানকে ভজন করা যাউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। তাঁহারা এই [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদাহরণ প্রদান করেন, যেমন কোন স্থানে যাইতে হইলে [illegible] বিভিন্ন পথ থাকে, তদ্রূপ ভগবানের নিকট [illegible] বিভিন্ন পথ আছে। ভগবান [illegible], শিব, দুর্গা, কালী, [illegible], রাম, [illegible] কোন নামেই ডাকা হউক না কেন, একই কথা; অথবা যেমন কোন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকিলে, তাঁহাকে যেকোন নামে ডাকিলেই তিনি উত্তর প্রদান করেন, ভগবৎসম্বন্ধেও তদ্রূপ। • •

এই সমস্ত কথা মনোধর্ম্মি সম্প্রদায়ের নিকট [illegible] শ্রুতির বিরুদ্ধ হইলেও সাধারণ [illegible] উহা যুক্তিযুক্তপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি [illegible] কামনা করিয়া আধিকারিক দেবতার উপাসনা করেন, [illegible] মায়াশক্তি তাঁহাকে ঐ সকল আধিকারিক দেবতার [illegible] ও [illegible] প্রদান করিয়া তাঁহাকে [illegible] হইতে বঞ্চিত করেন এবং জন্মমরণ-ব্যাধির চক্রে [illegible] কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে [illegible] থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের নিত্যসেবা-প্রার্থী হইবেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে তাঁহার নিত্য সেবা প্রদান করিবেন। সুতরাং যিনি যে ভাবে ভজন করুন না কেন, তিনি [illegible] ফল পাইবেন [illegible] বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, সকল ফল সমান নহে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামীর ফল এবং নিত্য-কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি-প্রার্থীর ফল এক নহে। [illegible] ফল—স্বর্গাদি। [illegible] ফল,—[illegible] [illegible], অহৈতুকী হরি-সেবার ফল নিত্যানন্দময় হরিসেবালাভ বা ভগবৎ-প্রেম। সুতরাং স্বর্গাদিকামকামী ও হরি-সেবকগণের [illegible] আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

[illegible] শ্রী জগজ্জননী মহামায়া ও অন্যান্য আধিকারিক দেবগণ শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গাশক্তি ও [illegible] বৈভব, তাঁহারা [illegible] [illegible] জগৎ-সৃষ্টি-কার্য্যের [illegible] পরিচালনা করিতেছেন। জগৎ-সৃষ্টি-কার্য্যে [illegible] [illegible] কোনও [illegible] নাই। চিজ্জগতে [illegible] সকল [illegible], তাহাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] [illegible] ভগবানের সেবা-[illegible], তাঁহারা যোগমায়ার নিকট [illegible] নিত্য [illegible] কৃপা [illegible]

করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা অদ্বৈতবাদীর অনুসরণ-লালসায় ভক্তি, ধর্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাঁহারা মহামায়া বা দুর্গাদি দেবদেবীর উপাসনার ফলে সকল অভিলাষের প্রাপ্ত হন। [illegible] ব্রহ্মজ্ঞানিগণ [illegible] ভগবানের [illegible] যোগমায়ার আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং নিজেকে অনাদিবদ্ধ জীব কল্পনা করিয়া মহামায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং যে শ্রেণীর লোকেরা সংকীর্ণ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া যোগমায়া ও 'মহামায়া'কে এক করিয়া মায়াবাদ প্রচার করেন, তাঁহারা অজ্ঞ এবং ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধির অভাব-জন্যই এরূপ বিচার প্রচারে তৎপর।

বর্ত্তমান জগতে আরও দেখা যায়, কাল ভেদে, তার নাম কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভগবানের শক্তি সেরূপ নহে। ভগবানের নাম-শক্তিতে ভেদ নাই, ভগবানের কোন নামই নিরর্থক নহে বা ভগবানের বাস্তব সত্তা হইতে ভিন্ন নহে; তবে লীলাগত পার্থক্য আছে। ভগবানকে যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ডাকিলেন, তিনি তাঁহাদের সমাধান করিতে পারিলেন না। সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে ভগবানের পূর্ণ সত্তার উপলব্ধি হয় না, কারণ সৃষ্টি-কার্য্যটী ভগবানের স্বরূপ-শক্তির কার্য্য নহে, উহা তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির পরিচায়ক। 'ব্রহ্ম' বলিলে ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ ভগবানের নির্বিশেষ ভাবই 'ব্রহ্ম' নামে খ্যাত। সুতরাং 'ব্রহ্ম' বলিলে ভগবানের সম্যক্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের উপলব্ধি হয় না। যিনি নারায়ণ ভজন করেন, তিনি কৃষ্ণের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। আবার কৃষ্ণভক্ত এক কৃষ্ণেতেই সম্পূর্ণ ও পরমতত্ত্বপরিচয় বর্ত্তমান দেখিয়া নারায়ণ ভজনে স্পৃহা করেন না। যাঁহারা ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞ সমাজের মত সিদ্ধান্ত-বিরোধ-সূচক মতবাদ-প্রচার-প্রয়াসী নহেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কলির প্রাবল্য-হেতু বাদবিবাদপূর্ণ জনগণ দাম্ভিকতাকে বরণ করিয়া তাহাকেই 'মত-সমন্বয়বাদ' বলিয়া সমাদর করিতে এবং সৎ ও শুদ্ধশিক্ষাকে সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতা নামে অভিহিত করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। অতএব যে সুধী ব্যক্তি সত্যের অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তিনি অসৎসঙ্গ দূরে বর্জ্জন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় শক্তিত্রয়বিজ্ঞান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

(শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible])

সৎ, চিৎ ও আনন্দই এই শক্তিত্রয় যথাক্রমে স্বরূপশক্তি বলিয়া পরিচিতা।

পরমেশ্বর সৎস্বরূপ হইয়াও স্বরূপ-শক্তির যে প্রকাশ দ্বারা সত্তা ধারণ ও প্রদান করেন, তাহাকে সৎ বলে। ঐ শক্তির বিশেষ নাম সন্ধিনী শক্তি। পরমেশ্বর চিৎ স্বরূপ হইয়াও, স্বরূপশক্তির যে বৃত্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ ও দান করেন, তাহাকে চিৎ বলে এবং ঐ শক্তির বিশেষ নাম সংবিৎ শক্তি। পরমেশ্বর আনন্দ স্বরূপ হইয়াও স্বরূপশক্তির যে বৃত্তি বা প্রকাশ-দ্বারা স্বীয় স্বরূপ-গত আনন্দ স্বয়ং অনুভব করেন এবং অপরকে আস্বাদন করান, তাহাই তাঁহার আনন্দ, ঐ আনন্দের বিশেষ নাম হ্লাদিনী শক্তি।

উক্ত শক্তিত্রয়ের সমাবেশ স্থান বা আধারটী শুদ্ধসত্ত্ব নামে খ্যাত। ঐ শুদ্ধসত্ত্বের আবার ত্রিবিধ প্রকাশ—একাংশ প্রধান এবং দুইটি সমপ্রধান। তন্মধ্যে একাংশ-প্রধান প্রকাশটির আবার ত্রিবিধ প্রকার—সন্ধিনী-প্রধান, সংবিৎ-প্রধান ও হ্লাদিনী-প্রধান। সন্ধিনী-প্রধানের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ। সংবিৎ-প্রধানের দ্বারা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের প্রকাশ এবং হ্লাদিনী-প্রধানের দ্বারা গুহ্যতম প্রেম বিশেষের প্রকাশ। সমপ্রধান রূপে পরমেশ্বরের মূর্ত্তির প্রকাশ [illegible] স্বরূপশক্তির [illegible] হইতে এই পর্য্যন্ত আলোচিত হইল, অতঃপর পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি যাহাকে মায়া বা মায়াশক্তি বলা হয়, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কালে মায়াশক্তির স্বরূপ-জ্ঞানাভাব হেতু জীব মায়াশক্তির প্রভাবেই স্বরূপশক্তির [illegible] বলিয়া বিতর্কে পতিত হয়েন এবং তত্ত্বশক্তির জ্ঞানাভাব হেতুই জীব আপনাকে জড়াধার-পরিণত অপূর্ণতা [illegible] বলিয়া বুঝিতে না পারায় শক্তিমান্ হইবার চেষ্টা করিয়া অভিমান করেন। স্বরূপশক্তির সহিত মায়াশক্তির পার্থক্য এই প্রসঙ্গে বলা যায়।

স্বরূপশক্তির ছায়াই মায়াশক্তি। মায়াশক্তির কার্য্য এবং স্বরূপশক্তির কার্য্য ঠিক পরস্পর বিপরীত। ছায়া বা প্রতিবিম্বের স্বভাবই এই। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তি দেখিলেই উহা বেশ বুঝা যায়। বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব একপ্রকার হইলেও তাহাদের স্বরূপে বিশেষ পার্থক্য বর্ত্তমান। বিম্বের ডান দিক, প্রতিবিম্বে তাহা বাম দিক; বিম্ব দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলে প্রতিবিম্ব বাম হস্ত উত্তোলন করিবে। সুতরাং বিম্বের কার্য্য এবং প্রতিবিম্বের কার্য্য এক নহে। স্বরূপশক্তি শ্রীভগবানে [illegible] থাকিয়া বিবিধ লীলা বিধান করিতেছেন আর মায়াশক্তি জীবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিবিধ ভোগবিধান দ্বারা জীবের ভোক্তৃত্বাভিমান জন্মাইয়া তাহার স্বরূপাবরণপূর্ব্বক ভগবদ্বিমুখ করিতেছেন। মায়ার দ্বারা বস্তুসকল ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন হয় তাহার দ্বারা। দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ ভেদে পরিচ্ছেদ ত্রিবিধ। কোন দেশে স্থিতির নাম দেশতঃ পরিচ্ছেদ, কোন কালে স্থিতির নাম কালতঃ পরিচ্ছেদ এবং কোন বস্তুর সহিত সাদৃশ্য বা একীভাবের নাম বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদের কারণ; অতএব মায়াও দেশ, কাল ও বস্তুরূপা। তন্মধ্যে দেশরূপা ও কালরূপা মায়ার নাম জীবমায়া এবং বস্তুরূপা মায়ার নাম গুণমায়া। জীবমায়া কালশক্তি, অতএব বুদ্ধিরূপা। জীব পরমেশ্বরের স্বরূপবৈভব নহেন বা স্বরূপ বৈভবের ছায়ারূপা মায়াও নহেন। জীবের মায়াকৃত পরিচ্ছেদ সম্ভব। মায়া-পরিচ্ছিন্ন জীব স্বরূপ-বৈভবরূপে পরিগণিত হইতে পারেন না, আবার মায়াপরিচ্ছিন্ন জীব যে মায়া নহেন তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তটস্থা শক্তি-পরিণতি অণুচৈতন্যই জীবের স্বরূপ, অতএব জীব শক্তিতত্ত্ব। সেই জন্য তাঁহার স্বরূপে ভোক্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কেবল মায়াসঙ্গ-বশতঃই জীব আপনাকে ভোক্তা বলিয়া মনে করে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে শরণাগতি জন্মিলে জীব এই মায়াবরণ হইতে উন্মুক্ত হইতে পারেন।

"প্রভুর স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥"

রোগ ও তাহার প্রতিকার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী)

রোগ মাত্র একটি। সেই রোগের লক্ষণাদি বহু। কতকগুলি লক্ষণ রোগগ্রস্ত জীবের স্থূলদেহে প্রকাশ পায়। চিকিৎসকগণ রোগের মূলতত্ত্ব না জানায়, প্রত্যেক লক্ষণকে এক একটি রোগ বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন এবং তাহার প্রতিকারকল্পে বিবিধ প্রকার ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। তাহাতে রোগের মূল নষ্ট না হওয়ায়, ঐ সকল লক্ষণ দেহে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়; এমন কি মৃত্যু ঘটিলেও পুনঃ দেহ-প্রাপ্তিতে, সেই দেহে ঐ সকল রোগ-লক্ষণের প্রকাশ হইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে:—কাহারও জ্বর হইল, চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষায় জ্বর তাহা নিরাময় হইল। কিন্তু কিছুদিন পরে ঐ ব্যক্তির পুনরায় কেন জ্বর হয়? দেহত্যাগ হইলে, পুনরায় দেহ-প্রাপ্তিতে পুনশ্চ সেই দেহে জ্বর কেন প্রকাশ পায়? রোগের মূল নষ্ট না হওয়াই কি উহার কারণ নহে? এতদ্দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে ঐ চিকিৎসকগণ মূল রোগতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, সুতরাং চিকিৎসাও জানেন না?

ঐ রোগের কতকগুলি লক্ষণ মনেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ সে সকল লক্ষণকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, শোক, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকেন এবং তাহার প্রশমন-কল্পে উপদেশ, তাড়ন, ভর্ৎসন, মধুর-বাক্য, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি প্রভৃতির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইঁহারাও প্রকৃত রোগতত্ত্ব জ্ঞাত নহেন। তাই, ইঁহাদের চিকিৎসাতেও উপর্য্যুক্ত লক্ষণ-সমূহের পুনঃপ্রকাশ বন্ধ হয় না।

প্রকৃত রোগ আত্মাতেই সূচিত হয়। তাহার নাম ভবরোগ। দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাসমূহ এই ভবরোগের লক্ষণ-বিশেষ। ভোগবুদ্ধিই এই ভবরোগের মূলীভূত বীজ-স্বরূপ। সেই ভোগবুদ্ধি প্রশম হইলে আর ঐ সমস্ত যন্ত্রণা-দায়ক লক্ষণের পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হয় না। ভোগবুদ্ধি হইতে আমরা পাঞ্চভৌতিক স্থূল ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম-দেহ প্রাপ্ত হই এবং সেই দেহদ্বয়ে আত্মবুদ্ধি করত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণসমূহ ভোগে বাধ্য হইয়া, চৌরাশীলক্ষ যোনিতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকি। সুখ, শান্তি ও আশা-প্রাপ্তির নিমিত্ত কত না চেষ্টা করি, কিন্তু ভাগ্যে ভবসিন্ধুতে অসুখ, অশান্তি ও অসাফল্যই লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়,

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন:—ভবরোগগ্রস্ত জীবকুল সুখের নিমিত্তই যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে সুখ-লাভ ঘটে না। সুখ পায় না বলিয়া তাহারা যে চেষ্টা হইতে বিরত হয় না। সুতরাং পুনঃ পুনঃ দুঃখ-লাভই করে, কারণ তাহারা ঐরূপ দুঃখপাকেই রোগী।

তবে কি এই ভবরোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই? আছে বৈ কি—শাস্ত্র বলেন—

জনন-মরণাদি-সংসারানল-সন্তাপিতো দীপ্তশিরা জলরাশিমিব।
উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি॥

অর্থাৎ মস্তক জ্বলিয়া উঠিলে লোক যেমন জলসমীপে গমন করে, সেইরূপ জন্মমরণাদি সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া ভবরোগগ্রস্ত জীব উপহার অর্থাৎ সমিৎ হস্তে বেদবেদান্ত-পারঙ্গত ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্বৈদ্যরূপ শ্রীগুরুর নিকট গমন করিবেন এবং তাঁহার অনুগত হইবেন। তাহা হইলে লক্ষণাদি-সহ ভবরোগ নামক প্রকৃত রোগটি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; সুখ, শান্তি ও আশা ফিরিয়া আসিবে। শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত রোগের মূল কখনই নষ্ট হইবার নহে।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

বাঙ্গলা-গ্রন্থাবলী :

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চরাত্র, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাববোধ দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও দৈনিক সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ॥৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে বাঙ্গালার ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ধামবাসীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (?) / হরিনামপুস্তিকা

৷৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴৹, নবদ্বীপশতক— ৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১৹

আমরা অজ্ঞতা এবং অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই অভিনব সার্ব্বজনিক কল্যাণের গ্রন্থ ; যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ প্রার্থী হ'ন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৶৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৪খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹, গৌড়ীয় বা সজ্জন-তোষণী গ্রাহক পক্ষে ৷৹

২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৪৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৶১
৫। ভজনরহস্য ॥৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ৸৹
আবাঁধা ৸৹
৭। [illegible] ৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸৹
গীতার কেবল মূল-মাত্র ৷৹
৯। দুঃসঙ্গ্রাহিকা [illegible] (মাধ্ব) ২৲
১০। [illegible] (রামানুজীয়) ॥৹
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶৹
ঐ বাঁধা ৸৹
১৫। দীপ-নির্দ্দর্শন ৶৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৶৹
ঐ ঐ বাঁধা ॥৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২০। গীতমালা ৴১৹
২১। নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীল [illegible] ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক অষ্টপত্র ও সদাচারস্মৃতিঃ প্র. ৷৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶৹
২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৶৹
ঐ ॥৹
২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। প্রশ্নোত্তরিকা ॥৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸৹
৩১। মণিমঞ্জরী [illegible] ৷৹
৩২। গোবিন্দভাষ্য ॥৹
৩৩। শ্রীমদ্ভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৪৲
৩৪। [illegible] ৶৹
৩৫। [illegible] ৷৹
৩৬। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা [illegible] ॥৹
৩৭। রত্নমালিকা বা [illegible] ৷৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনর্দ্দিনে পথ্য না করে কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে বিনা খরচে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ দৈকাটী, জেলা [illegible]।

নদীয়া জেলার নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] মাানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রী [illegible] দত্ত বি, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু নামজাদা ডাক্তারগণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু [illegible] ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, [illegible]।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ আনুষঙ্গিক উপায়ে [illegible] মরা হইয়া বাঁচিয়াছেন [illegible] প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, [illegible] শিরঃপীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদের [illegible] বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible] হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুর্গন্ধ জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক মলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
[illegible], [illegible] পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি
শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷০ টাকা

৪৪৮ গৌরাব্দের
সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

পরমার্থিগণের সর্ব্বত্র একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পরিচিত পঞ্জিকা

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় শাস্ত্রমতে প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আকরস্ত পুষ্টিকর খাদ্য। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ
মূল্য— ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনবিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্ব্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন :—
প্রাপ্তিস্থান :- আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত
নব শতাধিক অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।
[illegible]
উৎকৃষ্ট (ইং) বরোজো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র
এই প্রকাশ অবসানে প্রায় [illegible] হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশমস্কন্ধের মূল্য ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ পাইবেন না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

৮ স্তোক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পুরুষ বাজারে ভুবনে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া-অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষরপড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রথম	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রথম	।৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রথম	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রথম	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রথম	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, সোঁতাকুণ্ডী, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়াকোনা, চিরকুন্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ কাবালের ১০।১ কুইনান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বজ্ লজ্ ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জোয়ারদার,—বগুলা, নদীয়া,
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সড়গড় রেডিচালা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় বি, এল, এম, মানভূম
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রকাশ বাসবাদ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

দৈশিক শদীয়া-প্রকাশ

বর্ষায় — একমাত্র — স্বদেশী

. রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রেসিয়াম ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, যাতে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা- -টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১২নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কম হয়। ফলেন পারচায়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি যাকে তাকে ২ শিশির জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে আপসোস করেন কেন? সুতরাং ।৹ আনার মারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৶৹ আনা, ডজন ৫।৹ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

আসল ও খাঁটি
শিশি ৷৹ আনা, ডজন ৴
ভিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1F44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৩৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে শ্রাবণ ১৩৩৭ সোমবার ১১ই আগষ্ট ১৯৩০

নানা কথা

সীতাদেবীর জেল

কলিকাতা বড়বাজারে পিকেটিং জন্য সীতাদেবী ও ৭জন মহিলা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। গত ৭ই আগষ্ট সীতাদেবীর ৪মাস জেল হইয়াছে এই দিন ঐ স্থানে কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করার জন্য আবার ৩জন মহিলা ধৃত হইয়াছেন।

মেয়র বিভ্রাট

মেয়র ও অল্ডারম্যান নির্বাচন লইয়া কলিকাতা করপোরেশনে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। কথা কাটি পর্য্যন্ত ব্যাপার চলিতেছে। উহার শেষ যে কতদূর পর্য্যন্ত গড়াইবে কে জানে। সভার কার্য্য পুনরায় স্থগিদ হইয়াছে। উক্ত নির্ব্বাচন জন্য পুনরায় ২২শে আগষ্ট সভা হইবার দিন স্থির হইয়াছে।

বেকার সমস্যা

লণ্ডনে ২০০০০০০দুই মিলিয়ন শ্রমিক বেকার অবস্থায় বসিয়া আছে। গত সপ্তাহ অপেক্ষা এই সপ্তাহে ৩৯০০০হাজার বেকার বেশী হইয়াছে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল দণ্ডিত হইবার পরেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের কার্য্যকারী সভাপতি রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদিগের সঙ্কট অবস্থা

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদিগের অবস্থা ক্রমশঃই সঙ্গীন হইতেছে। শুকদেব ও অন্যান্য আসামিগণকে জেল হাসপাতালে নীত হয়। তথায় তাহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে জেল কর্ত্তৃপক্ষ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সীতাদেবীর জেল

বোম্বাই মিছিলের মামলা—সমস্ত নেতৃগণ দণ্ডিত

লণ্ডনে ২০০০০০০লক্ষ বেকার

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—কংগ্রেস কার্য্যকরী সভাপতি

মেয়র বিভ্রাট

মহিলা সত্যাগ্রহীর প্রায়োপবেশন

মালব্যজীর অদ্ভুত মুক্তি

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামিগণের সঙ্কটাবস্থা

গাড়োয়াল প্রসেশনে বাধা

মামলায় প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশসাহেব আসামী

পণ্ডিত মালব্যজীর মুক্তি

অজ্ঞাতনামা লোক কর্ত্তৃক জরিমানা প্রদান

প্রকাশ গত ৮ই আগষ্ট গোপালটিতে মিসেস্ নাইডুর নেতৃত্বে একটি মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। হঠাৎ মালব্যজীকে বক্তৃতা-মঞ্চে দেখিয়া শ্রোতৃগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন। এখন সকলেই আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হইতে লাগিল। সকলে মালব্যজীর মুক্তির গূঢ়রহস্য ভাবিবার জন্য ব্যগ্রচিত্তে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন যে কোন এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁহার জরিমানার টাকা সরকার বাহাদুরকে প্রদান করিয়াছে এবং সরকার বাহাদুর সেই সঙ্গে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

মহিলা সত্যাগ্রহীর প্রায়োপবেশন

প্রকাশ যে লাহোরে কোন এক মহিলা পিকেটিং করিতেছেন গ্রেপ্তার হইয়াছেন; তিনি তাঁহার ছেলে মেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে পুলিশ সাহেব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে অপমানিত হইয়া প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিয়াছেন।

বোম্বাই মিছিলের মামলার উপসংহার—সমস্ত নেতৃগণ দণ্ডিত

তিলক স্মৃতি উৎসব মিছিল উপলক্ষে যে সমস্ত নেতা ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দণ্ডিত হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মিস্ মণিবেন প্যাটেল, মিসেস্ নুতন সেন এবং ২ জন শিখ মহিলার ১০০ টাকা করিয়া জরিমানা এবং জরিমানা না দিলে ১৫ দিন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে এবং মিঃ বল্লভ ভাই প্যাটেল ও অন্যান্য আসামিগণের ৩মাস করিয়া জেল হইয়াছে। পণ্ডিত মালব্য ও মহিলাগণ জরিমানা আদায় দিতে অস্বীকার করিয়া জেলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন।

ভারতে নিরক্ষরতা

ভারতের ভাইস চ্যান্সেলার সংঘের পত্নী লেডী চ্যাটার্জ্জি একটি সভার বক্তৃতাকালে প্রকাশ করেন যে, ভারতের দারিদ্র্য একটি মহা সমস্যার বিষয়। ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এ বিষয়ে বেশী মনোযোগ আবশ্যক। গভর্ণমেন্ট শিকারে বেশী খরচ না করিয়া যুবকদিগের শিক্ষায় খরচ বেশী করিলে গভর্ণমেন্ট নিরক্ষরতা নাশ দূর করিতে পারিবেন।

শান্তির চেষ্টা

সার তেজবাহাদুর সপ্রু ও জয়াকর প্রমুখ কংগ্রেস কার্য্যকারী মেম্বারগণের সহিত শান্তির জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। ফলে কিছুই হয় নাই।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন যে এখনও সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনরূপ সন্ধি স্বীকার হইতে পারে না।

বিবিধ সংবাদ

মহিলাগণের বিরাট সভা

প্রকাশ যে [illegible] মহিলাদিগের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বহু সংখ্যক মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে মিসেস্ নাইডু [illegible] একটি [illegible] প্রদান করেন। তিনি [illegible] উচিত এবং [illegible] বলিয়াছেন যে মহিলাগণ [illegible]। [illegible] তাঁহাদের [illegible] সহিত [illegible] হইতে পারে। [illegible] মহিলাগণ [illegible] আন্দোলনের [illegible] অধিকার করিয়াছে। মহিলাগণ [illegible] সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তাহার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। তাহার পর মিসেস্ কমলাদেবী নাইডু বলেন যে শান্তিদূতের চেষ্টা আমাদিগকে কিছুই সুবিধা দিতে পারিবে না। যদিও তাঁহারা [illegible] শান্তির কোনরূপ মতের পরিবর্তন করিতে পারেন, কিন্তু [illegible] নিকট তাঁহাদের শান্তির বার্তা নিষ্ফল হইবে। [illegible] প্রাণপণে চেষ্টা করুন না কেন কিন্তু আমরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না এবং আমাদের কার্য্য উৎসাহের সহিত চালাইতে থাকিব।

কিশোরগঞ্জে একজন হিন্দুর মৃত্যু

গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অনাথবন্ধু নামক কোন এক ভদ্রলোকের গৃহ মুসলমান [illegible] লুণ্ঠিত হয়। তিনি নিঃসহায় হইয়া প্রাণভয়ে নিকটস্থ এক জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় দুর্বৃত্তরা তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করে। ফলে ১ সপ্তাহ কাল শয্যাগত থাকিয়া গত বুধবার [illegible] তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পত্রিকা বন্ধ

গতকল্য মাদ্রাজের চিফ ম্যাজিষ্ট্রেট 'আনন্দ' নামক একখানা পত্রিকার বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করিয়াছেন। প্রেস অর্ডিনান্স আইন অনুসারে আনন্দ পত্রিকার বিরুদ্ধে ২০০০ টাকার দাবী করিয়াছেন। পত্রিকাখানি বর্তমানে বন্ধ আছে।

মিরাদেবীর বিনাশ্রম কারাদণ্ড

চাঁদপুরে [illegible] ভট্টাচার্য্যের কন্যা মিরাদেবীকে সরকার ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। একমাস পূর্বে তিনি আইন ভঙ্গে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন "সি" ক্লাস কয়েদীরূপে পরিগণিত হন।

ট্রেনে ইটপাটকেল নিক্ষেপের দরুণ ৩১ জন গ্রেপ্তার

প্রকাশ যে, ২ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ তাহাদিগকে [illegible] লইয়া যাইতেছিল। কতকগুলি বালক ট্রেনের গাড়ীকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছোড়ে ও পুলিশদিগকে [illegible] করে। এই উপলক্ষে ৩১ জন যুবক ধৃত হন। অভিযোগকারী রেলওয়ের ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য [illegible] প্রার্থনা করেন। তাহাতে রেল-কোম্পানী [illegible] তুলিয়া লন।

সার আবদার রহিম ও মৌলানা সৌকত আলির কলিকাতা সহরে পদার্পণ

নিখিল মুসলমান কনফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট সার আবদার রহিম ও মৌলানা সৌকত আলি গতকল্য ঢাকা মেল যোগে কলিকাতা সহরে আগমন করেন। বহু মুসলমান তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুসলমান যুবক সঙ্ঘ হইতে সার আবদার রহিমকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়।

গাড়োয়ান প্রসেশনে বাধা—ওয়ার কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট গ্রেপ্তার

৮ই আগষ্ট [illegible] গাড়োয়ান [illegible] উপলক্ষে ১৬ জন কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার সহ একটি মিছিল বাহির হয়। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই পুলিশ তাহাদিগকে বাধা দেয় এবং কমিশনারের আদেশ অনুসারে শান্তিপূর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন, আদেশ অমান্য করায় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। সেই সময় মিঃ [illegible] অধিনায়কত্বে ৬০০ শত লোক সমবেত হইয়া তথায় বসিয়া পড়ে। পুলিশের অফিসার তাহাদের [illegible] চালাইতে লাগিল। অতঃপর পুলিশ [illegible] তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। ক্রমে ক্রমে বিপুল জনতা তথায় সমবেত হইল। তাহার ভিতরে ডাঃ মুঞ্জেকে দেখা যাইতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারিগণ অতি তৎপরতার সহিত অবস্থার গুরুত্ব লক্ষ্য করিতেছিলেন।

মজার মামলা

প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব আসামী

বোম্বাইয়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের আদালতে অন্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এবং পুলিশ কমিশনার বাহাদুরের বিরুদ্ধে জি, কে, [illegible] নামক এক ব্যক্তি ফরিয়াদি হইয়া দরখাস্ত করিয়াছে যে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সাহেবকে তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের অঙ্গীকার স্বরূপ মুচলেকা দিবার আজ্ঞা দেওয়া হউক। আবেদনে জানাইয়াছে যে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এবং পুলিশ কমিশনার বাহাদুর ষড়যন্ত্র করিয়াছেন এবং বে-আইনী আদেশ প্রচার দ্বারা বোম্বাইয়ে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছেন। পুলিশ কমিশনার যে সময় [illegible] নগরবাসীর উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেছিলেন এবং নিরীহ লোকদিগকে বিনা কারণে মারধর করিতেছিলেন সেই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে উপস্থিত থাকিয়া ঐ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন এবং উৎসাহ দিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে ফরিয়াদি বলেন যে তিনি হাইকোর্টে মোশন করিবেন।

দেশবন্ধুর প্রতিকৃতি উন্মোচন

গতকল্য ৭ই আগষ্ট শুক্রবার [illegible] কলিকাতার ডেপুটি মেয়র কর্তৃক দেশবন্ধু দাশের প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হয়। বহুগণ্যমান্য লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে বিখ্যাত গায়ক গোপাল চন্দ্র সেন একটী জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর অনেক আনন্দজনক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডেপুটিমেয়র মিঃ সন্তোষ কুমার বসু কলিকাতার মেয়র মিঃ যতীন্দ্র মোহন সেনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, আমি কলিকাতাবাসীর একজন চাকর মাত্র। বর্তমানে মেয়র নির্বাচন লইয়া যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহাতে আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তিনি আরও বলেন যে মিঃ সেনগুপ্তের সহকারীরূপে কার্য্য করিতাম, তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। তাহার পর এডভোকেট [illegible] ঘোষ বলেন যে যখন এক ইনসিওরেন্স কোম্পানির অবস্থা মৃতপ্রায় ছিল তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাহচর্য্যে উহার সমৃদ্ধি প্রসার হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি আমাদের হৃদয়-পটে চিরদিন জাগ্রত থাকিবে। অতঃপর সভার কার্য্য বন্ধ হয়।

কবিরাজ [illegible] কবিকণ্ঠভূষণের

পাচন

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

অফিস ১১নং [illegible] কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

[illegible] ধ্বজভঙ্গ, [illegible] অকালে [illegible] সর্ব্ব [illegible] আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব [illegible] ঘৃত"

[illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য [illegible] ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] চক্রবর্ত্তী

[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আর ও [illegible] এবং [illegible] সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তেল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ অন্যদের [illegible] তেল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেয়ার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং টনিক আছে।

এই [illegible] দ্বারা [illegible] একটী বা দুইটী [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত [illegible] নষ্ট করিয়া [illegible]

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] টাকা

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড [illegible] ল্যাবরেটরীতে

২।১ [illegible] লেন, কলিকাতা।

মনের অধীন ব্যক্তিগণ আত্মবঞ্চক

১। স্ত্রী-পুত্রের সুখে সুখী হয় মন। স্ত্রী-পুত্রের দেহ অনিত্য। সুতরাং যদি হঠাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির দেহান্ত হয়, তাহা হইলে মন আর পূর্ব্ববৎ স্ত্রী-পুত্রাদির সুখে সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় না।

২। শ্রীভগবানের সুখে সুখী হয় জীবাত্মা। ভগবান্ নিত্য বস্তু। সুতরাং জীবাত্মা ভগবানের সুখে নিত্যকাল সুখানুভব করিতে সক্ষম হয়।

৩। উপরিউক্ত দুইটী সূত্রার্থ হইতে ইহাই নির্ণীত হয় যে, মনের বিচারে অদূরদর্শিতা এবং আত্মার বিচারে দূরদর্শিতা বর্ত্তমান; সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নিজ আত্মার দূরদর্শনশীল বুদ্ধির দ্বারা অদূরদর্শী মনের চাঞ্চল্য দমিত করিয়া সদা ভগবানের সুখ সাধনে নিযুক্ত থাকা।

৪। অদূরদর্শিতা-হেতু মন হিতকর বিষয়ে অহিতকর এবং অহিতকর বিষয়ে হিতকর ভাব পোষণ করে। সুতরাং মন যখন উল্টা বিচার করিয়া বসে, তখন উহাকে ঠগ বলিয়া বুঝা উচিত। যাহারা এই ঠগ্ রূপী মনকে মিত্র বলিয়া বুঝে তাহারা আত্মবঞ্চক। আত্মবঞ্চনাকারীর ইহকাল ও পরকাল উভয় কালই মনোদুঃখে অতিবাহিত হয়।

৫। এই অন্ধ মন কিসে সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিবে তাহাই রাত্রি দিন চিন্তা করে। কিসে শ্রীভগবানের সুখ বিধান করিব, ইহা তাহার আদৌ চিন্তার বিষয় নহে। সুতরাং পুরুষেরা মনের অধীন ও আত্মহা ভাবনাবর্ত্মে ভ্রমণপরায়ণ। ভাবনাবর্ত্মের অতীত স্থানে অশোক, অভয় ও অমৃতপ্রদ দিব্য বর্ত্মসমূহ বিরাজমান আছে। পুরুষেরা কদাচ এই পরমানন্দপ্রদ দিব্যবর্ত্মে ভ্রমণ করিবার সুযোগ পায় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—০০—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ২৬শে শ্রাবণ সোমবার—১৩৩৭

(১)

(ক) মন দেহ ও তৎসম্পর্কীয় নশ্বর বস্তুসমূহের সুখে সুখী হইতে চায়, পরে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মা জড়দেহ মনের সুখে সুখী না হইয়া ভগবানের সুখে সুখী হইতে চান, তাই তাঁহার সুখ কখনও নষ্ট হইবার নহে

(খ) সুখাপ্তি-বিচারে মন অদূরদর্শী বলিয়া তাহার অধীন ব্যক্তিগণ আত্মবঞ্চক; দূরদর্শী আত্মবৃত্তির আনুগত্যে মনের চাঞ্চল্য দূর করিয়া নিত্যকাল ভগবৎসেবা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

(২)

(ক) জড়বিষয়-ভোগবুদ্ধিই "এইটী ভাল, এইটী মন্দ"—এইরূপ দ্বন্দ্ব-ভাবের জনক

(খ) শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে সেবাবুদ্ধির উদয়ে অদ্বয়জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি-ক্রমে জীবের এই দ্বন্দ্বভাব ঘুচিয়া গিয়া সকল ভাবকেই কৃষ্ণসম্বন্ধ-হেতু পরমোপাদেয় বলিয়া জ্ঞান হয়

(৩)

(ক) কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের নামই উৎসব, সেইরূপ উৎসবের নামে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টা নিতান্ত গোষরত্বের পরিচায়ক

(খ) ভক্তিহীন ইন্দ্রিয়-লম্পটগণের কোন আচরণই কৃষ্ণপ্রীতিকর না হওয়ায় তাহাদের অনুষ্ঠিত নৃত্যগীতবাদ্যাদি কখনও ভক্ত্যনুকূল নহে

(৪)

(ক) জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার মূলকারণ অবিদ্যা জানিয়া সদ্গুরু-পাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি-সহ শাসিত হওয়ার ব্যবস্থাই শিষ্যের প্রকৃত লক্ষণ

(খ) বুভুক্ষানুযায়ী গুরুবরণেচ্ছা আত্মবঞ্চনা মাত্র

(৫)

যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য-বিচার

'ভোগবুদ্ধি 'এটা ভাল, ওটা মন্দ' ভাবের জনক

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গকারী ব্যক্তিগণের ভোগবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। এবম্প্রকার প্রবল ভোগবুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে বিবাহ-বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং কথিত হইয়াছে যে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গকারিগণ দেহান্তে ভীষণ নরকে যাইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা-ভোগ করিবে ও যাহারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের পরিবর্ত্তে বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গ করিবে, তাহারা দেহান্তে স্বর্গাদি-লোকে যাইয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিবার সুযোগ পাইবে। শাস্ত্রকারগণ যদি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গকারিগণকে নরক-ভয় ও স্বর্গসুখের প্রলোভন না দেখাইতেন, তাহা হইলে প্রবল ভোগবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহারা কাহাকেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিতেন না।

বিবাহিত-স্ত্রীর সঙ্গপ্রভাবে ভোগবুদ্ধির চাঞ্চল্য যখন কিয়ৎপরিমাণে ক্ষীণ হয়, তখন শাস্ত্রকারগণ বিবাহিত ব্যক্তির অবশিষ্ট ভোগ-প্রবণতাকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য বলেন যে, যাহারা জীবিতকালে বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গত্যাগ-দ্বারে ভোগবুদ্ধিকে ধ্বংস করিতে না পারেন, তাঁহারা সংসারে বারবার উচ্চনীচ যোনিতে যাতায়াত ও তৎফলে মুহুর্মুহুঃ ত্রিতাপজ্বালা উপভোগ করিতে বাধ্য হন এবং যাঁহারা বিবাহিত-স্ত্রীর সঙ্গ ও দুঃ-সঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ-মূলে ভোগবুদ্ধিকে ধ্বংস করত সেবা-বুদ্ধি লাভ করিয়া সকল সদ্গুরুর আশ্রয়ে ভগবৎ-সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা দেহান্তে বৈকুণ্ঠে যাইয়া ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ ও সেবাদ্বারে বিমল সেবানন্দ-সুখ নিত্যকাল আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

সেবাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি কেবল মাত্র শ্রীভগবানকে সেব্যরূপে ও অভিন্ন বস্তুকে শ্রীভগবানের প্রিয়-সেবক বলিয়া বুঝেন। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে তদীয় নিকটে সেবার্থে আগত গোপিকা-গণের দর্শনে এবং সেবাকার্য্যে উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপিকাগণের আলিঙ্গন ও তাঁহাদিগের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া তাঁহাদের সহিত নিভৃত স্থানে ক্রীড়াদি-লীলা-অবলোকনে, সেবাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কোনরূপ দ্বন্দ্ব ভাব সংযুক্ত হন না। বরং তাঁহারা গোপিকাগণের অনুরাগ ও অনন্য সেবানিষ্ঠা দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত ভক্তবৎসলতাগুণের নিত্য-দর্শনে নিজদিগকে মহা সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করেন। যোগিগণ অনেক সাধনার দ্বারা ধ্যান করিয়াও যে ভগবানের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্রও মানসনেত্রে অনুভব করিতে সমর্থ হন না এবং জ্ঞানী-সম্প্রদায় বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াও জ্ঞাননেত্রে যে ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ অনুভব করিতে সমর্থ হন সেবাবুদ্ধি-সম্পন্ন ভক্তগণ সেই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন ও প্রেমময় ব্যবহার দর্শনে যে বিমল আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

ভোগিগণ নাস্তিক। তাহারা আত্মসুখকামী এবং অপরদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভোক্তা বলিয়া বুঝে। সুতরাং কোন ভোগী যদি অপর কোন ভোগীর স্ত্রী সঙ্গ করে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ভোগী পারস্পর্য উপস্থিত হয় এবং দ্বিতীয় ভোগী তাহার প্রতি দ্বেষ বশতঃ প্রথমোক্ত ভোগীকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া থাকে। স্ত্রীসমূহ বা পুরুষগণ সকলেই যখন শ্রীকৃষ্ণের সেব্য তখন কি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা কোন স্ত্রীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেবা সাধন করাই কোন দূষণীয় কার্য্য নহে। যদি কোন দিন কোন পুরুষের সেবাবুদ্ধির উদয় হয়, তবে তিনি কোন স্ত্রীর দ্বারা নিজ সেবা করাইয়া লইতে চাহিবেন না এবং তখন তিনি নিজ স্ত্রী বা অপর স্ত্রীগণকে নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া বিচার করিতে দেখিলেও মনো মধ্যে কোন প্রকার দ্বেষ ভাব অনুভব করিতে পারিবেন না।

ক্রমে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে "এটী হেয় এবং ওটী উপাদেয়" এরূপ দ্বন্দ্ব ভাব ভোগ-বুদ্ধি থাকাকালেই অনুভব হয়। সেবাবুদ্ধির উদয়ে অদ্বয়জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় এবং তখন "এটী ভাল এবং ওটী মন্দ" এরূপ দ্বন্দ্ব ভাবের পরিবর্ত্তে সকল ভাবই পরম উপাদেয় এরূপ দর্শন সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে যোগিদুর্লভ "বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ" পত্রের সম্পাদক-গণের লিখিত বাণীর বিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ভোগবুদ্ধি ও বাহ্য-বিচার-চেষ্টা পরিত্যাগ করুন এবং শুদ্ধভক্তগণের আশ্রয়ে থাকিয়া ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানব জীবন সফল করুন।

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

গত ২০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার একাদশী-তিথি হইতে ঝুলন-যাত্রা মহোৎসব আরম্ভ হইয়া গত ২৪শে শ্রাবণ শনিবার দিবস সমাপ্ত হইয়াছে। ঝুলন [illegible]-মহোৎসব। কেবল কৃষ্ণানুশীলনকারী ভাগ্যবান্‌গণই ঝুলনোৎসবে যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আজকাল ঝুলনের নামে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোৎসবই সার হইয়াছে। কৃষ্ণসুখই একমাত্র যাহার উৎসব, তাহা না হইলে আর কিসের উৎসব! ঝুলনের সময় নদীয়া জেলার ঠাকুর বাড়ীকে নানা সাজে সজ্জিত করেন। তাহাতে কৃষ্ণপ্রীত্যনুসন্ধান থাকিলেই উত্তম, কিন্তু নিজেদের বা অন্যলোকের মন মিটাইবার ইচ্ছা থাকিলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

ঝুলনের সময় অনেক বড়লোকের ঠাকুর-বাড়ীতে বারবনিতার নৃত্য-কীর্ত্তন হইতেও শুনা যায়। দর্শনের নামে ইহা অপেক্ষা ঘৃণার লজ্জার পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ইন্দ্রিয়-লম্পটগণের মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা-শ্রবণকে [illegible] বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর বলিয়াছেন। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-লাম্পট্য চরিতার্থ করিবার বিষয় নহে, একমাত্র সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে শরণাগত [illegible] তাঁহার [illegible]-সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়-দ্বারে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। রস লীলার সম্রাট্‌ পুরুষোত্তম কৃষ্ণের [illegible] কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে সমস্ত প্রাণ দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ করেন, তাহা আস্বাদন করিবার ইচ্ছা হইলে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুর আনুগত্য করিতে হয়, গুরুপাদাশ্রয় করিয়া একান্তভাবে গুরুদেবের [illegible] করিতে হয়, গুরুদেব যদি কৃপা করিয়া কোন দিন অধিকার দেন তবেই সেই কৃষ্ণলীলা আস্বাদনের বিষয় হইতে পারে। কোথায় [illegible] আর কোথায় সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুতে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি!

যাহার নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা যা[য়] তাঁহার ব্যক্তিগত আদর্শের দিকে [illegible] সাধন [illegible] বিলাসের [illegible] অপ্রাকৃত কথার [illegible] করিয়া শ্রোতার উন্নতি [illegible] পায়। অনধিকারিগণ এইরূপে কৃষ্ণলীলা-কথা কীর্ত্তন করিতে গিয়া নিজেরা ত' নরকের পথে ছুটিতেছে, পরন্তু শ্রোতৃগণেরও সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। এসকল কথা [illegible] আলোচ্য হইলেই জগৎ হইতে ব্যভিচার-দোষ অনেক কমিয়া যায়।

গত ১১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবারে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ-কীর্ত্তন মুখে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য শ্রীল গুরুদেবের ঐকান্তিকী সেবাই যে শ্রীগৌর-পার্ষদগণের আনুগত্য লাভের একমাত্র উপায় এবং গৌরপার্ষদগণের আনুগত্য হইতেই যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু গৌরকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা-প্রাপ্তি সম্ভব,—এই সকল বিষয় বিশেষ রূপে আলোচনা হয়। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল রূপপাদই মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট ভজন-বস্তু প্রচার করিয়া জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীরূপানুগগণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র ভজন। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আমাদের মঙ্গলের জন্য এইরূপে শ্রীরূপপাদপদ্ম প্রার্থনা করিয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

শিষ্য

শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী
(বিদ্যা[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী)

দিব্য [illegible], অন্তর্‌-প্রদীপ্তিত, কার্য্যাকার্য্য বিচারে অক্ষম ও ধর্ম্মের ধারণায় [illegible] নিজের অক্ষমতা জানিয়া শাসিত হইবার নিমিত্ত [illegible] গুরুদেবের শ্রীচরণ-প্রান্তে—"আমি আপনার শিষ্য হইলাম, আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই নিশ্চয় করিয়া উপদেশ দিউন, আমি আপনার শরণাগত"—এই বলিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা ও [illegible] উপস্থিত হন, তিনিই 'শিষ্য'। যিনি শিষ্য-নামক [illegible] গোস্বামিপাদের শ্রীচরণপ্রান্তে নিজে শাসিত হইবার জন্য [illegible] হন না, তিনি শিষ্য নহেন।

অধুনা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের উপকরণ শিষ্য-নামে শিষ্যব্রুবগণ তথা-কথিত গুর্ব্বভিমানী গোস্বামিগণকেই শাসন করিয়া থাকেন, উহারা নিজে শাসিত হইতে চান না বলিয়া তথাকথিত অসংযতাত্মা, শাসিত হইবার যোগ্য গুরুব্রুবগণকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া মদমত্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর মুখে মনোমত আচার ব্যবহারের কথা না শুনিলে চটিয়া যান বা করদান বন্ধ করেন। সুতরাং ব্যবসায়িক গুরুগণ সেই ভয়ে শিষ্যগণের মন যোগাইতে যাইয়া জগতে অতি বড় পশু-[illegible] উদরোপস্থপরায়ণ শিষ্যগণ-সহ অতলস্পর্শে রসাতলে যাইতে বসিয়াছেন। এরূপ ব্যবসায়িক ব্যাপারটী কখনও পারমার্থিক ব্যাপার নহে।

বর্ত্তমানকালে কলিতে শিষ্যাভাব-নিবন্ধন গুরুব্রুবগণ সুযোগ পাইয়া শিষ্যাভিমানী জনমণ্ডলীর দ্বারা উদরোপস্থেন্দ্রিয়-তোষণের সুবিধা পাইয়াছে। আমরা যতদিন বাস্তব সত্যানুসন্ধানে উদাসীন থাকিয়া শুধু বঞ্চিত হইতে থাকিব, ততদিন আমাদিগের ভাগ্যে কেবল বঞ্চক-গুরুই জুটিবে।

সে দিবস রাণাঘাট ষ্টেশনে দার্জ্জিলিং মেলের অপেক্ষায় প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা বিশ্রামকক্ষে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। ঐ ট্রেনে গমনেচ্ছু জেলা রংপুর-প্রবাসী কোন সরকারি অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। তিনি [illegible] আড়ালে মালিকাধার রাখিয়া জপ করিতেছিলেন দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য ইচ্ছা হইল।

কথা-প্রসঙ্গে শিষ্য-গুরু-সংবাদ অর্থাৎ শিষ্য-গুরু-নির্ব্বাচনবিধি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসানুসারে বহু সময় আলোচনা হইল। প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল আলোচনার ফলে ইহাই জানা গেল, ব্যবহারিক কুলগুরু বা তথাকথিত অবতার-পরিচয়াকাঙ্ক্ষীদিগের অনুগতজন এরূপই বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছেন যে, নিষ্কপট সত্যের কোন ধারণাই তাঁহারা করিতে [illegible] না, কেবল [illegible] ভাল, মিশ্রিত ভাল, ইহাই বুঝিয়া রাখিয়াছেন। ইহার বাহিরে এক কেশাগ্র পরিমাণ তাঁহারা নড়িবেন না, ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন। নিষ্কপট-শুদ্ধ সত্যটী ধারণা করিবার স্থান মস্তিষ্কটি একেবারে নীরস হইয়া গিয়াছে। উহারা সত্য কথা কিছুতেই বুঝিবেন না; বুঝিয়াও বুঝিবেন না, কেবল গোঁজামিল দিবেন।

হায়! আমরা মানবজাতি হইয়া এত দুর্ভাগা থাকিব? প্রাকৃত সহজিয়াবাদ আমাদের দেশের ষোল আনার [illegible] আক্রমণ করিয়াছে! ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। ধর্ম্মবিমূঢ়াবস্থা, অনর্থাবস্থা, কার্য্যাকার্য্য-বিচারবিহীনাবস্থা, সংসার-দাবানলদগ্ধাবস্থা ও উহার মূল কারণ জানিয়া অতি সত্বর শাসিত হওয়ার ব্যবস্থাই শিষ্যদের বাস্তবলক্ষণ।

যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য

(তারের সংবাদ)

সাক্‌চী, ৭।৮।৩০

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ জামসেদপুরে গভর্ণমেণ্ট-প্লীডার-বাংলোতে যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্য সম্বন্ধে একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই যুক্তবৈরাগ্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। স্বামিজী গত ৭।৮।৩০ তারিখে জামসেদপুর হইতে হাজারীবাগ জেলায় প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

[স্বামিজী বলেন—জগতের সমস্ত বিষয়কে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া যথাযোগ্য বিষয় অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রসাদ জ্ঞানে স্বীকারই 'যুক্তবৈরাগ্য', আর কৃষ্ণ-সম্বন্ধি বস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করার নামই 'ফল্গুবৈরাগ্য'। বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণ "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"—শ্লোকের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া পড়েন, তাহাতে উভয়তঃই ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। সর্ব্বতোভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে জগদ্দর্শন করিতে না পারিলে উক্ত উভয় প্রকার দোষেই দোষী হইয়া পড়িতে হয়। অত্যন্ত অধিক ভোগ করিতে করিতে ভোগে বিতৃষ্ণা-জনিত যে ভোগ-ত্যাগের স্পৃহা উদিত হয়, তাহা স্থূলভোগেরই সূক্ষ্মাবস্থা মাত্র, উহাকে বৈরাগ্য বলে না। জগৎকে আমার ভোগেচ্ছা হয় বলিয়া জগৎ কিছু নয়, জগতের কোন আবশ্যক নাই—এরূপ বুদ্ধি বালচাপল্য মাত্র। নিখিল দৃশ্যাদৃশ্য বিষয়ের ভগবান্‌ই একমাত্র ভোক্তৃতত্ত্ব ইহা জানিলে আর কোন বিপৎপাতের আশঙ্কা থাকে না।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বয়েলে বাঁধাই আলঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ... পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি ... মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ... সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ... ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার ... এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু ... শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের ... অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমস্ত বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ... ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত ... হইয়াছে। প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ... ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ... কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ... এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত ... যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ... না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ॥৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-... ইহাতে নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মায়াপুর কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে ... বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

... কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনব-... দর্শনে ভাবুক ভ্রমণকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস ... তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা ... আনা।

সাধনপথ

।৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে ... যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ... অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ... হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ... উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১৹

আমরা অজ্ঞান ... ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ সার্ব্বজনিক কল্যাণের ... ইহা প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ লাভে ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৸৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্‌সন্দর্ভের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/৹

২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶৹
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶৹
৫।	ভজনরহস্য	৷৹
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	„ „ আবাঁধা	৸৹
৭।	৭। ভক্তিগ্রন্থ	।৹
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা	২৲
	আবাঁধা	১৸৹
	গীতার কেবল মূল-ভাষ্য	৷৹
৯।	মুকুন্দমালা ... (মূল)	২৲
১০।	বেদান্তসূত্রের ভাষ্য (রামানুজীয়)	৷৹
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৶৹
	ঐ বাঁধা	৸৹
১৫।	দীপ-নির্দ্দেশ	৶৹
১৬।	সাধনপথ (২য় সংস্করণ)	।৶৹
১৭।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা	।৶৹
	ঐ ঐ বাঁধা	৷৹
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶৹
২০।	গীতমালা	/১৹
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶৹
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।৹
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট	।৶৹
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনপদ্ধতি	৶৹
	সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা	।৶৹
২৭।	সিদ্ধান্তদর্পণ	...
২৮।	বৈষ্ণব... (প্রথম সংস্করণ)	৲
২৯।	...	৷৹
৩০।	শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা	১৲
	আবাঁধা	৸৹
৩১।	...	।৹
৩২।	...	৸৹
৩৩।	শ্রী... (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৲
৩৪	... শিক্ষাষ্টকম্	৶৹
৩৫।	... শিক্ষাদশমূলম্	।৹
৩৬।	শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী ...	
৩৭।	উপদেশাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সপ্তাহের মধ্যে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ দৈকাটী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…… ……………… আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, বালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, মাথাঘোরা, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পতা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক ভাইটেলস ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা; ভিক্ষা—২॥০ টাকা

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে স্বয়ং তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত … প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট তাজা আমলকী, … প্রভৃতি … উপাদানে খাঁটি ঘৃতে যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, ক্ষয়, শ্বাস, রক্তপিত্ত, অম্লরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। … সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক শক্তিশালী পুষ্টিকর রসায়ন বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরাজেয় … রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও … স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বত্র বিদিত তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের জ্বালা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্বতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) বরোজো বাঁধা ১৷০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এর প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রী … ব্রহ্মচারী এম, এস-এর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

দশম খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের স্বল্পসংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া-অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
শ্রীভজনাবলী প্রাপ্তব্য	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, —পোঃ ... পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—নং ... কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—... ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, ... ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—... পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—... নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—... পোঃ, বাঁকুড়া।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০, ... রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—... রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—... ধানপুর,
কালিকাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—... লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ বি, মুখার্জী ... কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত ... কৃষ্ণনগর, নদীয়া.
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন ... মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ... চৌধুরী ... পোঃ
৯। শ্রীনন্দনন্দন চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, বম্বে, বানারস
১০। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিপ্রকাশ ... বাহাদুর।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিন্সিয়াল ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা।

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। জলের পরিবর্ত্তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার মারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বলরাম দে স্ট্রীট লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৩৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে শ্রাবণ ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১২ই আগষ্ট ১৯৩০

নানা কথা

মুসলেম খেলাফত কনফারেন্স প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ সাইমন রিপোর্টের তীব্র নিন্দা

গত ৯ই আগষ্ট শনিবার টাউনহলে মুসলমান কনফারেন্স উপলক্ষে বিপুল জনতার সমাবেশ হইয়াছিল। সর্ব্বত্রোভাবে সকলেরই মুখে খুব উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। প্রেসিডেন্ট সভাস্থলে পৌঁছিবার সময় খুব জয়ধ্বনির সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। যখন তিনি বক্তৃতা মঞ্চে দণ্ডায়মান হন তখন জনবৃন্দ 'আল্লাহোআকবর', ও 'ভারত কি জয়' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করেন। সার আবদার রহিম প্রেসিডেন্টের অভিভাষণে বলেন যে সাইমন রিপোর্ট আমাদের উন্নতির একেবারেই বিরুদ্ধে। সাইমন রিপোর্টে মুসলমানদের বিষয় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা মুসলমানদের পক্ষে অনুপযুক্ত এবং সন্তোষজনক নহে। তিনি বলেন ভারতবর্ষ আমাদের বাড়ী। ইহার সুখদুঃখে আমরা জড়িভূত এবং ভারত যাহাতে জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সঙ্গে সমভাবে চলিতে পারে তাহার জন্য আমাদের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত। সাম্প্রদায়িক গোলমাল বর্জ্জন করিয়া যাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বজাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকের আশু উন্নতি হইতে পারে তাহার জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতার বন্দকাঠ মোচন করিতে হইবে এবং স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া ইংরেজদের সহিত সমান ও বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাই। দেশে যাহাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শান্তির প্রসার হয় তাহার জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা কমিটীর চেয়ারম্যান বলেন যে রাজনীতি আমাদের [illegible] অঙ্গ। যোগ্য তাঁহার অনুসরণকারীদের সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত। স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হিন্দুগণ অপেক্ষা মুসলমানগণের প্রবল ইচ্ছা এবং সমাবেশে তিনি সাইমন রিপোর্টকে নিন্দা করেন ও মুসলমানগণ যাহাতে একযোগে [illegible] হইতে পারে তাহার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

৫০০০ লোকের প্রসেশন

মুসলেম খেলাফত কনফারেন্স প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ

মালব্য ও জয়াকর

জেলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন

নূতন ভাইসচ্যান্সেলার

সুক্কুরে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ, দিবাভাগে ডাকাতি

সৈনিকের প্রায়োপবেশন

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর ৯ মাস কারাদণ্ড

পিকেটীংএ আকালী

পাকারের কংগ্রেসকর্ম্মিগণ গ্রেপ্তার

জেলে প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলার জেল বিভাগের ১৯২৯ সালের শাসন মন্তব্য বাহির হইয়াছে। আলিপুর জেলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবেই হইল। অপর [illegible] কেন্দ্রীয় জেলে শীঘ্রই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। [illegible] জেলের [illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখা [illegible] অপরাধী পাছে বরাবরের জন্য [illegible] তাহাদিগকে সাধু নাগরিক পরিণত করা যায়। যখন ঐ সমস্ত বালক জেল হইতে বাহির হয়, তখন তাহাকে তাহারা বাধা পাইতে পারে তাহার চেষ্টা জন সাধারণে করিলে সমাজের উপকার হয়।

৫০০০ লোকসহ প্রসেশন

গত ৮ই আগষ্ট মায়াপুরে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মহম্মদ উ [illegible] গ্রেপ্তারের প্রতিবাদস্বরূপ এক বিরাট প্রসেশন বাহির হয়। বহু সংখ্যক মহিলা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহার পর অমৃতচরণ দাস গুপ্তের নেতৃত্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

মালব্য এবং জয়াকর

প্রকাশ যে গত শনিবার পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও জয়াকরের ভিতরে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন চলে।

মিথ্যা রটনা

সার [illegible] প্রেসিডেন্ট প্রেসে জানাইয়াছেন যে আমার সঙ্গে ও [illegible] সঙ্গে যে কথোপকথন [illegible] প্রকৃত [illegible] শুধু মহাত্মা গান্ধী [illegible] ও [illegible] হইয়াছে [illegible] তিনি নাই। [illegible]

ভাইসচ্যান্সেলার

[illegible] জানেন [illegible] তিনি [illegible] ভাইস চ্যান্সেলারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

ছাত্রদের ভিতরে গোলযোগ

৮ই আগষ্ট শনিবার বাগেরহাট পিকেটার ও পিকেটীং বিরোধকারিদের ভিতরে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। ফলে ছই দল ছাত্র সংঘর্ষ ব্যাপার ঘটে।

পাকারের কংগ্রেসকর্ম্মিগণ গ্রেপ্তার

কংগ্রেসকমিটীর প্রেসিডেণ্ট বিরজুলাল মজুমদার এবং ১৯ জন ভলাণ্টিয়ার, তন্মধ্যে একজন মহিলা, মদের দোকানে পিকেটীং করার অপরাধে দণ্ড হন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাজার মন্দা

সম্প্রতি বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ব সচিব বলিয়াছেন যে, এক্ষণে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা যে মন্দ হইয়াছে তাহার কারণ কোন এক বিশেষ দেশে নিবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার কারণ বিদ্যমান।

অল্পদিন হইল বৃটিশ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ও ম্যানুফ্যাক্‌চারিং সভা অনেক প্রতিনিধিকে ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন, তিনি সচিবদিগের উল্লিখিত উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বৃটেনের অপেক্ষা মার্কিণ, যুক্তরাজ্য ও জার্ম্মানী, ব্যবসায় মন্দা হওয়ায় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তাহার হিসাবে যুক্তরাজ্যে বেকার লোকের সংখ্যা ৫০ লক্ষ এবং জার্ম্মানীতে ৩০ লক্ষ।

গোলমালের উৎপত্তি

সংবাদে প্রকাশ যে, একটি কংগ্রেস কমিটির শোভাযাত্রা সন্ধ্যা ৭।৩০ মিনিটের সময় পাকাট পাঠশালার নিকট দিয়া যাইতেছিল। তখন একজন মুসলমান গাড়ী-ওয়ালা ক্রতগতিতে গাড়ী চালাইতেছিল শোভাযাত্রাকারিগণ তাহাকে ধীরে গাড়ী চালাইতে অনুরোধ করেন। ইহাতে গাড়ীওয়ালা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শোভাযাত্রার উপর ঢিল ছুড়িতে থাকে এবং এক হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। ক্রমে ক্রমে সহরের চতুর্দ্দিকে পাঠান দল ক্ষিপ্ত হয় এবং যথেচ্ছাক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতে থাকে। পোষ্টাফিসের নিকটবর্ত্তী স্থানে একজন হিন্দু স্বেচ্ছাসেবককে ঘোড়ার পায়ের আঘাতে মারিয়া ফেলে। অতঃপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ২ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

ল্যাম্বেথ বৈঠক

লণ্ডন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ল্যাম্বেথ কন্‌ফারেন্স নামক একটি পাদরীদিগের বৈঠক বসিয়াছে। তাহাতে দক্ষিণ ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়দিগের একীকরণ হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। কলিকাতার লর্ড বিশপ এবং বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব বিশপ পামার সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

· তেলিমেল বলেন যে, এরূপ একীকরণ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে না।

ছাত্র বঃ শিক্ষক

মথুরাপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তিন জন ছাত্রকে হেডমাষ্টার মহাশয় সম্পেণ্ড করায় সমস্ত ছাত্রই ধর্ম্মঘট করিয়া স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়াছে।

পাকুড়ে হরতাল

শ্রীকৃপানাথ পাণ্ডাপ্রমুখ চয়জন স্বেচ্ছাসেবককে ছয় মাস কঠিন বিনাশ্রমে কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করায় পাকুড়ে পূর্ণ হরতাল হয়।

অশান্তিপূর্ণ পিকেটীং

· মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিতেছেন যে, গত সপ্তাহে সাবধান করিয়া দেওয়া এবং গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও নাগপুরে পিকেটীং চলিতেছে এবং জনসাধারণের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করিতেছে। সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট অর্ডিনেন্স জারি করিয়াছেন।

গিরিডিতে গ্রেপ্তার

গিরিডির বিহার কংগ্রেস কর্ম্মী অজিতকুমার নাথ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ যে যখন তিনি কয়েকজন রাজনৈতিক আসামীর বিচার দর্শন করিতে যান তখন পুলিশ তাঁহাকে পুলিশকোর্টের ভিতরে গ্রেপ্তার করে। তাহার চেষ্টায় স্থানীয় মদ ও গাঁজার দোকান বন্ধ করিতে পারা যায়।

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর ৯ মাস কারাদণ্ড

মাধবপুর কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও যোগেন্দ্র সরকার ও মণীন্দ্র সরকার নামে আর দুইজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীকে ১১৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তিনকড়ি বাবুর ৯ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে এবং মণীন্দ্র বাবুর ২০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ২ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। মণীন্দ্রবাবু "এ" ক্লাস কয়েদী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

খুলনায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগ
দিবাভাগে ডাকাতি

জানা গিয়াছে যে, গত ৯ই আগষ্ট শনিবার বেলা ২টার সময় মুসলমান কর্ত্তৃক একজন হিন্দুর গৃহে ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে। আক্রান্তের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বহুসংখ্যক হিন্দু ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে ডাকাত দল পলায়ন করে। প্রকাশ যে পুলিশ হিন্দুজনতার উপর বেয়নেট চালান। ফলে ২ জন হিন্দু মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও অনেকে আহত হয়।

ব্যাঙ্কিং তদন্ত সমিতি

মধ্য প্রদেশে ব্যাঙ্কিং তদন্ত সমিতির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে কৃষক সম্প্রদায়ের ঋণ গ্রহণ এবং তাহাদের আর্থিক অনটনের বিষয় বিশেষভাবে বিবৃত আছে। কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন, দেশীয় প্রথায় ঋণ দানের উপায় উদ্ভাবন, টাকা খাটাইবার অভ্যাসের সমর্থন, স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তন এবং ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ আছে।

প্রাদেশিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কস্থাপন দ্বারা পুরাতন ঋণ পরিশোধের বিষয় দেওয়া আছে। এই প্রণালীনুসারে ফসলের কিয়দংশ সীমার ভার ব্যাঙ্ককে দিতে হইবে। কমিটীর মতে কৃষিজাত দ্রব্য মাপে বিক্রয় না করিয়া ওজনে বিক্রয় করা সমীচীন। কুসীদজীবিগণকে ভবিষ্যতে লাইসেন্স লইতে হইবে। গ্রাম্য সংগঠন সম্বন্ধে বিশদ উপদেশ আছে।

সৈনিকের প্রায়োপবেশন

পাঠক অবগত আছেন যে বিদ্রোহের অভিযোগে কয়েকজন গাড়োয়ালি সৈন্য কারাদণ্ড পাইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে একজন "এ" শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ রাজি না হওয়ায় সে প্রায়োপবেশন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পিকেটীংএ আকালী

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটীংএর জন্য লাহোরে চৌদ্দ জন আকালী স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন

[illegible]

আয়ুর্ব্বেদীয়

মদন মঞ্জরী

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও স্নায়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারজনিত অবসাদ, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিকারের আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"এপূর্ব্ব সর্ব্বরোগারি ঘৃত"

পুরাতন অর্শ রোগ বাতরোগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকের সকল সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারামজী, কেশবজী

২৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

স্বাদ ও গন্ধে এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কয়লের নকল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রীকনিন আছে।

এই ফেরার্স-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং চর হইতে বাকী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ টাকা

বাইওকেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারিজে

২৯৷১ কলুটোলা লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ::: —

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ·২৭শে শ্রাবণ মঙ্গলবার—১৩৩৭

(১)

সাধন-ভক্তিরূপ অভিধেয়-তত্ত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

(২)

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-মহোৎসব

(৩)

পণ্ডিত শ্রীপাদ কবিবৈরি বেদান্ত ভূষণ প্রভুর নির্য্যাণ সংবাদ

(৪)

(ক) দক্ষিণভারতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার

(খ) মঙ্গলগিরিতে শ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠার্চ্চার মন্দির-নির্ম্মাণ

(গ) শ্রীপানা-নৃসিংহদেবের অলৌকিক সরবৎ ভোগ-মাহাত্ম্য

(৫)

কটকে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

সাধনভক্তিরূপ অভিধেয় তত্ত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২৫শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশকাল দশাতে ব্যাপ্তি যার॥
ধর্ম্মাদি বিষয় যৈছে এ চারি বিচার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার॥
সর্ব্বদেশ কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥

মানবগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ তুচ্ছ ফল এবং ভগবৎ-প্রেমরূপ উপাদেয় ফল লাভে সমর্থ। যে প্রকার সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা ভগবৎ-প্রেম-রূপ ফল (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বিষয়) লাভ করা যায়, তাহাকে সেই ফলের প্রাপকরূপ অভিধেয় তত্ত্ব বলে।

ধর্ম বা পুণ্য সঞ্চিত হইলে দেবাদি স্বর্গাদি লোকে গমন করিতে ও তথায় উত্তরোত্তম মহৎ উপভোগ মগ্ন থাকিতে হয়। স্বর্গাদি লোকে গমনের পর যখন তাহাকেও পুণ্যজনক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় না ও সদা ভোগে প্রমত্ত থাকিতে হয়, তখন পুণ্য-ফলের সাধন বা অভিধেয় তত্ত্বের যে নিত্যতা নাই ইহা সহজ-বোধগম্য। অর্থ, কাম ও মোক্ষ-প্রাপক অভিধেয়তত্ত্ব বা সাধনের পক্ষেও এই প্রকার অনিত্যতা, কারণ অর্থ-লাভ, কামনায় তৃপ্তি ও সাযুজ্য-মুক্তি সিদ্ধির পর সাধকদিগের আর সাধনার প্রয়োজন বোধ হয় না এবং সুযোগও ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-প্রাপক সাধন বা অভিধেয় তত্ত্বের নিত্যত্ব বা সার্ব্বকালীন স্থিতি সম্ভবপর নহে।

পৃথিবীতে কেহ ধর্ম লাভের জন্য, কেহ অর্থ-প্রাপ্তির আশায়, কেহ কামনাতৃপ্তির উদ্দেশে ও কেহ বা সাযুজ্য মুক্তির জন্য তত্তৎফল প্রাপক অভিধেয় যাজনে ব্যস্ত। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-প্রাপক অভিধেয় তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন একটী অভিধেয়তত্ত্বের যাজন সকল মনুষ্য-কর্তৃক অবলম্বিত হয় না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত অভিধেয়তত্ত্বের সাধন সর্ব্বজন-কর্তৃক সম্পন্ন হইবার নহে।

বর্ত্তমান অবস্থায় যিনি পুণ্যসঞ্চয়ে নিযুক্ত, পরবর্ত্তী অবস্থায় তিনি হয় ত অর্থ-কামী, কাম-কামী বা মোক্ষকামী হইতে পারেন। এইরূপ ভাবে বর্ত্তমানে যিনি অর্থকামী পরমুহূর্ত্তে তিনি পুণ্যকামী, কাম-কামী বা মোক্ষকামনা-যুক্ত হইয়া তদনুকূল-সাধনে আগ্রহ-বিশিষ্টরূপে পরিচিত হইতে পারেন, অথবা বর্ত্তমানে যিনি কামকামী, অবস্থার পরিবর্ত্তনে তিনি হয়ত পুণ্যকামী, অর্থকামী বা মোক্ষকামী হইয়া তদনুকূল অভিধেয়তত্ত্বের পক্ষপাতী হইতে পারেন। কিম্বা বর্ত্তমানে যিনি মোক্ষকামী, ভবিষ্যতে তিনি পুণ্যকামী, অর্থকামী বা কাম-কামী সাজিয়া তদনুকূল সাধনে অন্যকে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রবল যুক্তিতর্ক দেখাইতে পারেন। ইহা হইতে সুনিশ্চিত হইতেছে যে, ধর্মার্থকাম-মোক্ষ-প্রাপক অভিধেয়-তত্ত্বের সর্ব্বদশায় অবস্থিতি কদাচ সম্ভবপর নহে।

যে দেশের অধিকাংশ লোক কাম-কামী সে দেশে অবস্থানকালে কেহ হয়ত কাম-কামী হইয়া তদনুকূল সাধনে নিযুক্ত হইতে পারেন। পরে তিনি যদি অন্য দেশে বাস করেন ও সেই দেশবাসী অধিক সংখ্যক লোক যদি পুণ্যকামী হন, তাহা হইলে তিনি কাম-কামিত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্য-কামী হইতে পারেন। এইরূপভাবে যে যে দেশের অধিকাংশ লোক অর্থ-কামী ও মোক্ষ-কামী সেই সেই দেশে পর পর ভাবে গমন করিলে সে ব্যক্তি পুনরায় রুচির পরিবর্ত্তন-বশতঃ অর্থ-কামী ও মোক্ষকামী-রূপে পরিচিত হইতে পারেন। কাজেই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে ধর্মার্থকামমোক্ষের মধ্যে কোন একটীরও সর্ব্বদেশে পূর্ণতা বা অভিধেয়ত্ব সম্ভবপর নহে।

ধর্মার্থকাম-মোক্ষকামিগণ যে-কালে সৎসঙ্গ-প্রভাবে বুঝিবেন যে, ধর্মার্থকাম-মোক্ষ-প্রাপক অভিধেয়-তত্ত্বের সর্ব্ব-কালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বদশায় ও সর্ব্বজনে অবস্থান সম্ভবপর নহে, তাহা অতি তুচ্ছ নশ্বর ফলের জনক এবং ভক্তি-সাধনরূপ অভিধেয়ই উপাদেয় ভগবৎ-প্রেমরূপ মহৎ-ফলের আবাহনকারী, তখন হইতে তাঁহারা ভক্তিসাধনরূপ অভিধেয়-তত্ত্বকে বরণ করত নিত্যকাল ভগবৎ-সেবারূপ কার্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য যত্ন করিতে পারেন। ইহ জীবনে তাঁহারা যেমন ভক্তিসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন, দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করত সেই প্রকার ভগবৎ সেবাকার্য্যে চির-নিযুক্ত থাকিবেন। পৃথিবীর যে দেশের লোক যে দশাতে থাকুন না কেন, যদি তাঁহারা ভক্তি-সাধন-রূপ অভিধেয়তত্ত্ব যাজনের সুযোগ-প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর কোন-কালে ইতর অভিধেয়তত্ত্বের সাধন করিতে হইবে না। মনুষ্যজীবনের ইহাই চরম লক্ষ্য ও নিত্যকাল্যাণ পরমানন্দ-প্রাপ্তির ইহাই প্রকৃত পথ। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ইহার সন্ধান লওয়া ও সাধন করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-মহোৎসব

গত ১৩শে শ্রাবণ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটী বিশেষ অধিবেশনে শ্রীবলদেবাবির্ভাব-সম্বন্ধে আলোচনা-মুখে বলা হয়—"শ্রীবলদেব" অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বপ্রকাশ-বিগ্রহ। পূর্ণতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই একই চিচ্ছক্তি সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপা সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানের স্বরূপত্ব, আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপ-তত্ত্বের আনন্দ প্রদায়িনী। ভগবান্ যে শক্তিদ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহাই সকল দেশকাল-দ্রব্যাদি-প্রকাশিকা সন্ধিনী, যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং জানিতে এবং জানাইতে সমর্থ হন, তাহাই সম্বিৎ এবং চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দকে আস্বাদন এবং অপরকে আস্বাদন করাইতে সমর্থ হন, তাহাকে হ্লাদিনী বলিয়া জানিতে হইবে। সন্ধিনীশক্তিময় বিগ্রহরূপ শ্রীবলদেব, সম্বিচ্ছক্তিময় বিগ্রহরূপ স্বয়ং কৃষ্ণ এবং হ্লাদিনীশক্তিময়ী রূপে শ্রীমতী রাধারাণী বিলাস করিতেছেন। একই বিগ্রহ বিলাসার্থ ত্রিবিধরূপ ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং ত্রিতত্ত্বকে লৌকিক ভিন্নরূপে জানিলে চলিবে না, একই অদ্বয়জ্ঞানের ত্রিবিধ চিদ্বিলাস-স্বরূপে জানিতে হইবে।

"শ্রীবলদেব রূপে ভগবান্ তাঁহার সেবা জগতে প্রকট করিয়া নিখিল জীবগণের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত তাঁহার তত্ত্ব আর কেহই জানিতে বা জানাইতে সমর্থ হইবেন, তাই স্বয়ংই স্বয়ংরূপ শ্রীবলদেবরূপে তাঁহার সেবা জগতে প্রকট করিলেন। সুতরাং শ্রীবলদেবের ভগবৎপ্রাকট্যরূপ সেবা, তিনিই কৃষ্ণের ধামরূপে, নামরূপে, কামরূপে—সর্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিধান করিয়া জগৎকে কৃষ্ণসেবানন্দ প্রদান করিয়া অতীব আনন্দ ও ধর্ম্মাধিকারের কেবলানন্দ হইতে উচ্চ প্রাধান্যপূর্ব্বক পরমানন্দ বিধান করিতেছেন।

———

"শ্রীবলদেব লৌকিক তিথি শ্রাবণী পূর্ণিমা-নিত্য-পবিত্রক উৎসবে শ্রীবলদেব আবির্ভূত হইয়া ব্রজে দুন্দুভি বাদ্যঃ ঘোষণা করেন। অদ্য পূর্ণিমায় সেই বলদেবাবির্ভাব তিথি।

আগামী ৩১শে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-দিবস বা জন্মাষ্টমী। শ্রীবসুদেব—শুদ্ধসত্ত্ব। জীবহৃদয়ে সেই শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইলেই তাঁহার কৃপায় জীব তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বিদ্বৃত্তি-কল্পিত আবদ্ধই বসুদেবাবির্ভাব-মহোৎসব। ইহা কেবল অষ্টমীর দিনের জন্য নহে, ইহা নিত্যকালের জন্য। এই উৎসব হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বঞ্চিত হইলে জীব মায়াক্রান্ত হইবার দুর্ভাগ্য বরণ করেন।

"কংস-কর্তৃক বসুদেব-পত্নী দেবকীর ছয়টী সন্তান জন্মে জন্মে নিহত হইলে সপ্তম-গর্ভে ভগবান বলদেবের আবির্ভাব হয়। শ্রীভগবান, দুষ্ট কংসের অত্যাচারে, তাঁহার অনুগত যদুগণ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে জানিয়া স্বীয় যোগমায়াকে আদেশ করিলেন, দেবি! তুমি ব্রজগোকুলে যাও, তথায় বসুদেব-পত্নী রোহিণী বাস করিতেছেন, বসুদেবের অন্যান্য পত্নীও কংসভয়ে ভীতা হইয়া অলক্ষিত স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন, আমারই অংশ শ্রীঅনন্ত দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর।" যোগমায়া চিচ্ছক্তি শ্রীভগবদাদেশ যথাযথ পালন করিলেন। অনন্তর শ্রীরোহিণী হইতে বলদেবের আবির্ভাব হয়।

"শ্রীবলদেব কৃষ্ণের আত্মকায়ব্যূহ বা কায়বিগ্রহ, তিনিই কৃষ্ণলীলার সহায়। তাঁহাকে কৃষ্ণস্বরূপ বলা যায়। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপগত অংশরূপে মহাসংকর্ষণ এবং কলা (অংশাংশ) স্বরূপ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীবলদেব স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসংকর্ষণ ও ত্রিবিধ পুরুষাবতার—এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলাদি কার্য্য করেন। 'শেষ'-সংজ্ঞক 'অনন্ত'-রূপে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন। এই সর্ব্বরূপে সেই বলরাম কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন করেন। সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবাবিগ্রহ-স্বরূপই শ্রীবলদেব। সুতরাং বলদেব-পাদাশ্রয় ব্যতীত কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। রোহিণী-নন্দন বলদেবই শ্রীচৈতন্যলীলায় নিত্যানন্দ এবং সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যদেব।

শ্রীবলদেবকে অনাদর করিয়া বা তাঁহার আনুগত্যের কোন প্রয়োজন না বুঝিয়া যাঁহারা কৃষ্ণারাধনায় প্রবৃত্ত হইতে চান, কৃষ্ণ তাঁহাদিগের [illegible] আনীত তাঁহাদের কোন সেবাই গ্রহণ করেন না। বলদেব যে সেবা অনুমোদন করেন, তাহাই কৃষ্ণ স্বীকার করেন। গুরুদেব শ্রীবলদেবাভিন্ন-তত্ত্ব হওয়ায় গুরুদেবের একান্ত ও নিত্য আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণসেবা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

নির্য্যাণ-সংবাদ

গত ১১শে শ্রাবণ সোমবার পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বেদান্তভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম স্মরণ করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিয়া স্বধামে বিজয় করিয়াছেন। হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। গৌড়ীয়বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁহার লিখিত প্রবন্ধসমূহ হইতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পারমার্থিক সাপ্তাহিকপত্র শ্রীগৌড়ীয় ও বৈদিক পত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ বেদান্তভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে তাঁহার শাস্ত্রকুশলতা এবং শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আন্তরিক নিষ্ঠার নিদর্শন যথেষ্ট পাইয়া থাকিবেন। তিনি বৃদ্ধ হইলেও একাদি-ক্রমে ২৬ বৎসর কাল ব্যাপিয়া গুরুপাদপদ্মে অবস্থান করিয়া সেবাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত উখড়া ডাকঘরের নিকটবর্ত্তী ইচ্ছাপুর গ্রামে একটী সম্ভ্রান্তবংশে ইঁহার আবির্ভাব হয়। আমরা শুনিয়াছি, অতি বাল্যকাল হইতেই ইঁহার ভগবদ্ভজনে আসক্তি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। অল্পবয়স হইতেই স্বাস্থ্যের জন্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে বেশীদিন পড়িতে না পারিলেও ইনি বাড়ী বসিয়া ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার নানা সাহিত্য পাঠ-বলে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। পরে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করিয়া পরবিদ্যা অর্জ্জন পূর্ব্বক [illegible] গুরু-বৈষ্ণবের প্রচুর আনন্দবিধান করিয়াছিলেন। প্রয়াণ-কালে তাঁহার বয়স ৩৮।৩৯ বৎসর হইবে। ভক্তগণ আজ তাঁহার বিরহে বড়ই দুঃখিত। তাঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজন তাঁহার হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাদর্শ অনুসরণ করিয়া শোকাপনোদন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(নিজসংবাদদাতার পত্র)

মঙ্গলগিরি, ১।৮।৩০

শ্রীপাদ বন মহারাজ, সাধু মহারাজ, রামানন্দ প্রভু, হরিজন ব্রহ্মচারী এবং অনেক মারাঠী ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে বিগত ২২শে জুলাই মঙ্গলবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের জন্য শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়া তৎপর্য্যবেক্ষণ-সেবাকার্য্যের ভার এ অঞ্চলের উপর ন্যস্ত করিয়া বেজওয়াদা যাত্রা করেন। তথায় পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের টেলিগ্রামে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে শ্রীগোদাবরী তীরে গোষ্পদক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দের মিলনস্থলে শ্রীপাদপীঠের মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যের ও স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কভুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তথা হইতে শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভক্তিসার মহারাজ শ্রীযুক্ত রামানন্দ বিদ্যার্ণব প্রভুকে এবং শ্রীহরিজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া টাঙ্গুটুর নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতে গিয়াছেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়দিগের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচার-বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিতেছেন।

এখানে পর্ব্বতোপরি ৬০০ শত সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া শ্রীপানা-নৃসিংহদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। পর্ব্বতের নিম্নদেশে কিঞ্চিদধিক ২০০ শত গজ দূরে শ্রীভোগ-নৃসিংহ দেবের মন্দির অবস্থিত। শ্রীভোগ-নৃসিংহদেবের মন্দিরের সুউচ্চ প্রবেশ-তোরণের অগ্রভাগে অবস্থিত স্বর্ণ কলসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হয়। তোরণসমূহের কারুকার্য্য অতি বিচিত্র এবং বহু মূল্যবান। শ্রীপাদ বন মহারাজ উভয় মন্দিরের সেবা-বৈচিত্র্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধে জানাইবেন। কিন্তু পানা-নৃসিংহদেবের অদ্ভুত লীলার বিষয় সংক্ষেপে আপনাকে না জানাইলে ধৈর্য্য ধারণ অসম্ভব হইবে। শ্রীপানা-নৃসিংহদেবের ভোগে একমাত্র সরবৎ প্রদত্ত হয়। এই সরবৎ স্থানীয় ভগবৎসেবক-কর্তৃক প্রস্তুত হয়। ভক্তবৃন্দ অর্থানুকূল্য করিলে তৎপরিমাণে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া অর্চ্চক তাঁহাদের নিকটেই শ্রীনৃসিংহদেবের বদনে সরবৎ ঢালিতে থাকেন, ভক্ত-কর্তৃক দেয় সরবতের ঠিক অর্দ্ধেক পরিমাণ হইলেই ভগবান্ আর গ্রহণ করেন না, তাঁহার বদন ভরিয়া তখন সরবৎ পড়িতে থাকে। সরবতের পরিমাণ অর্দ্ধসেরই হউক, কিম্বা ৮/১০/ মণই হউক শ্রীভগবান্ তাহার যথাযথ অর্দ্ধেক গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্টাংশ প্রসাদরূপে ভক্তগণের নিমিত্ত রাখিয়া দেন। এই শ্রীপানানৃসিংহদেবের দর্শনার্থে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহ বহুযাত্রীর সমাগম হয়। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে একশত কেন সিঁড়ি অতিক্রম করিলে সম্মুখে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ, পশ্চিমে প্রশস্ত বহির্বাটী অন্তরবেদী এবং পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠের শ্রীমন্দির অবস্থিত হইয়াছেন। আজ মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। শ্রীমন্দিরে দুইটী প্রকোষ্ঠ হইয়াছে। প্রথম প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শকবৃন্দ শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিবেন। দক্ষিণ দিকে একটী সুবৃহৎ জানালা করা হইয়াছে। শ্রীমন্দির দৈর্ঘ্যে ২২৷০ ফিট, প্রস্থে ১৩ ফিট এবং উচ্চতায় ৮ ফিট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্মুখের প্রাচীরোপরি (অর্থাৎ ছাদের উপরে সম্মুখভাগে) ৫ ফিট উচ্চ একটি "খার্চ" করা হইয়াছে। তদুপরি বিষ্ণুচক্র স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিবার নিমিত্ত উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকেই ৪। ফিট প্রশস্ত স্থান রাখিয়া [illegible] প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে। দৃশ্যটী অতি মনোরম হইয়াছে।

কটকে ভারতী মহারাজ

গত শনি ও রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কটক [illegible]শালাতে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত, কলিহত জীবকুলের উদ্ধারের একমাত্র আশ্রয়। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ ভাগবত, ভাগবতশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদের মুখে যে ভাগবত-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আলোচনা করিলে [illegible] বিমুখতার সকল অভাব পূরিত হইয়া ভগবদ্ভজনের দৃঢ় বাসনা হৃদয়ে উদিত হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণ বেদকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ভোগবাদী আত্মজীবকুলকে ভ্রান্তি হইতে দূরে না লইয়া অধিকতর ভাবে ভোগবাদী করিয়া দেয়। বিমুখমোহিনী বিষ্ণুমায়া এই সুযোগে মুক্তিকামী ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়কে দৃঢ়ভাবে তোষামোদে বদ্ধ করিতে বিলম্ব করেন না। আর ভাগবতধর্ম্ম আচরণ ত দূরে থাকুক, শ্রবণ, অনুশীলন এবং আবৃত্ত করিলে জীবের সকল অসুবিধা বিদূরিত করিয়া আত্মজ্ঞানলাভরূপ পরমশ্রেয়োদান করেন। বিরূপকে স্বরূপজ্ঞান করিয়া যত দলের কথা জগতে প্রচলিত আছে,—ভাগবতধর্ম্ম সেগুলিকে কপটতাময় জানাইয়া নিজের [illegible] সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সর্ব্বসমক্ষে পরিজ্ঞাত করাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই অলঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা।

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। তথা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ⁄০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি সরস প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄০, নবদ্বীপশতক— ⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ⁄১০

আমরা অজ্ঞতাবশে নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৴০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

৪। গৌড়ীয়-পত্রিকা ৵০

৫। ভজনরহস্য ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

" " " আবাঁধা ৸০

৭। শ্রীউপদেশামৃত ৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৸০

গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০

৯। মুক্তিমঞ্জরিকা ভক্তসন্দর্ভের মাধ্বীয় (মাধ্ব)

১০। বেদান্তরত্নমালার সাত্ত্বত (রামানুজীয়) ৷০

১১। বৈষ্ণবগণ ৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০

ঐ বাঁধা ৸০

১৫। দীপ-প্রদর্শন ৵০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৵০

ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

২০। গীতমালা ⁄১০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও আত্মনিবেদন ৵০

২৬। সাধকসম্পুট আবাঁধা ৷৵০

বাঁধা ৷০

২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। প্রমেয়রত্নাবলী ৷০

৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲

আবাঁধা ৸০

৩১। মণিমঞ্জরী সাত্ত্বত ৷০

৩২। গোবিন্দভাষ্যম্ ৸০

৩৩ শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

৩৪। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম ৵০

৩৫। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০

৩৬। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী বিলাপ ৷০

৩৭। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে 'যক্ষ্মা' বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ দৈকাটী, জেলা বাখরগঞ্জ।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, বালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, বাতুলতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত চটক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক আশ্চর্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অতীব কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ ২ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্নায়ু মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "মণিতৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাক্‌চিক করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

—অন্যান্য আবিষ্কৃত—

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴০।

সম্পূর্ণ দ্বাদশস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	
অক্ষরে ও পদ্যে ছন্দে	
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাকৃত	।০
অক্ষরে ও পদ্যে ছন্দে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	৵০
অক্ষরে ও পদ্যে ছন্দে	
গীতাবলী প্রাকৃত	৴১০
অক্ষরে ও পদ্যে ছন্দে	৵১৫
শরণাগতি—প্রাকৃত	৴০
অক্ষরে ও পদ্যে ছন্দে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং বাঙ্গালীটোলা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিপাড়া, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—সুন্দরকোণা, চিরকুন্দ পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,- আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ [illegible] রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বয়রা [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামধন রায়—১৭২নং [illegible] লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন কে মুখার্জ্জি—এম, এ, [illegible], কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাস[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রী[illegible]
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, [illegible]
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় [illegible]
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

[illegible]

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, ক্রিসিয়াম ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার বসে যায়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন ফলকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং আনিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া পড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা — "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

.Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রত্যবারে ,
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের অখণ্ড মঙ্গল-প্রয়াসী—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৩৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে শ্রাবণ ১৩৩৭ বুধবার ১৩ই আগষ্ট ১৯৩০

হুলার ঘাট মায়াপুর রাস্তা

মালিকগণের স্বেচ্ছায় জমি প্রদান

বৃত্তিপরীক্ষার ছাত্র পারদর্শন

সর্পাঘাতে মৃত্যু

ওঝা ডাকিবার অবসর কোথায়

জেলাবোর্ডের অধিবেশন

১৯৩০-৩১ সালের ব্যয় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা

ধুবুলিয়া মায়াপুর রাস্তা

স্থানীয় সংবাদ

সর্পাঘাতে মৃত্যু

নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত শ্রীনাথপুর গ্রামের কালিপদ বিশ্বাসকে গত সোমবার রাত্র ১২টার সময় শয়নাবস্থায় সর্প দংশন করে। তখনই ওঝা ডাকা হয়। ওঝা আসিয়া পৌছিবামাত্রই তাহার মৃত্যু হয়। ওঝারা বলিল তাহাকে কেউটে সাপে দংশন করিয়াছে। সর্পাঘাতের ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। কালিপদ বিশ্বাস সংপ্রতি বিবাহ করিয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুরের রাস্তা

পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন যে হুলার ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত নদীয়া জেলা বোর্ড একটী রাস্তা তৈয়ারী করিবার মন্তব্য করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন শ্রীযুত ধণজিৎপাল চৌধুরী (এম্. এন্. সি) মহাশয় সাধারণের জন্য রাস্তা নির্ম্মাণে বিশেষ বাধা প্রদান করায় জেলা বোর্ড ঐ রাস্তা নির্ম্মাণ জন্য সরকারী সাহায্যে জমি সংগ্রহ করিবার প্রার্থনা করায় সরকার বাহাদুর জমির মালিক দিগকে নোটীশ করিলে পর তাহাদের উক্ত পাল মহাশয় ও রসরা এষ্টেটের জমিদারগণ আপত্তি দেন।

উক্ত আপত্তির সত্যতা সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান করিবার জন্য কৃষ্ণনগর সদর এস্. ডি, ও, শ্রীযুত তারাপদ গুপ্ত মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর আসেন। তিনি অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে যাহাদের জমির উপর দিয়া রাস্তা যাইতেছে তাহারা কেহই আপত্তি করে নাই, দূরে থাকুক তাহাদের জমি দিয়া না গেলে আর অন্য কোন স্থান দিয়া রাস্তা হইতে পারে না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানীয় সমস্ত প্রজাগণ এই রাস্তার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; এবং আপত্তিকারী জমিদার-[illegible] উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিকে ঘটনাস্থলেই বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া বলেন যে তাহারা যেন প্রজাবর্গের অসুবিধা করিয়া রাস্তায় আপত্তি দিয়া কার্য্যারম্ভে বিলম্ব না করেন।

এই রাস্তাটি তৈয়ারী হইতে বিলম্ব হওয়ায় প্রজাবর্গের এবং শ্রীধামমায়াপুরের ঠাকুর দর্শনার্থী যাত্রীগণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। আমরা এই সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর ও জেলাবোর্ডকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, হুলারঘাট মায়াপুর রাস্তা যাহাতে অবিলম্বে নির্ম্মিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন বান।

ধুবুলিয়া মায়াপুর রাস্তা

ধুবুলিয়া রেল ষ্টেসন হইতে মায়াপুর পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডের একটী ডিষ্ট্রিক্ট রোড আছে। ঐ রাস্তা ৪॥০ মাইল লম্বা। বর্ত্তমান জেলাবোর্ড ঐ রাস্তা মেরামত করার মাত্র ১০০৲ টাকা দিবেন বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। প্রতি মাইলে ২২৲ হিসাবে মেরামতের জন্য সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ লোক নিকট হইতে এই সম্বন্ধে অনেক আবেদন পাইয়াছি যে এই রাস্তা সৃষ্টি হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনও বড় জেলা বোর্ড করেন নাই। বর্ত্তমানেও এই রাস্তাটিকে অগ্রাহ্য করিয়া আসা হইতেছে। কিন্তু এই রাস্তাটির আবশ্যকতা এত বেশী যে তাহা বক্তব্য নয়। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলের লোক শ্রীধাম মায়াপুর ও কুলিয়া সমেত নবদ্বীপ দর্শনার্থী যাত্রী প্রভৃতি সহস্র সহস্র লোক ধুবুলিয়া ষ্টেশনে নামিয়া এই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে। বর্ষাকালে শ্রীশ্রীঝুলন-যাত্রার সময় এই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করা যাত্রীদের যে কত কষ্ট হয় তাহা বলিবার নয়। বিদেশী যাত্রীরা প্রায় সকলেই মাঝে মাঝে এই রাস্তাটির সম্বন্ধে জেলাবোর্ডে তাহাদিগকে অনুরোধ করেন। আমরা যাত্রীদের এত কষ্ট দেখিয়া জেলাবোর্ডকে এই সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। জেলাবোর্ড কি ৪॥ মাইল রাস্তার মেরামত বাবদ ১০০৲ টাকা দিয়া সুবিচার করিয়াছেন? আমরা উক্ত রাস্তার কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন এই রাস্তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উহার যাহাতে উন্নতি হয় সে বিষয়ে যত্ন করেন।

বৃত্তিপরীক্ষার ছাত্র পরিদর্শন

নদীয়া জেলার শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেক্টার শ্রীযুত রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত শনিবার বামনপুকুরমেদাইপাড়া বিদ্যালয়ের বৃত্তিপরীক্ষার্থীর ছাত্র পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠে বসিয়াই ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়াছেন পরদিন শ্রীমঠ সম্বন্ধে তিনি অনেক বিষয় জানিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং বিদ্যালয়ের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন।

জেলা বোর্ডের অধিবেশন

আগামী [illegible] আগষ্ট ১৯৩০ নদীয়া জেলা বোর্ডের সভ্যগণের একটী অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশন জেলা বোর্ডের [illegible] সভা গৃহে হইবে। ঐ অধিবেশনে ১৯৩০-৩১ সালের ব্যয় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

র লাড্ডু

অনেক দিন হইতেই দিল্লীর লাড্ডুর কথা শুনিয়া আসিতেছি এবং আরও শুনিয়াছি যে জগতের লোক সেই লাড্ডু আস্বাদন না করিয়া থাকিতে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই লাড্ডু আস্বাদনের সুবিধা না হয়, ততক্ষণ অনেকেই অনুতাপ করেন যে—"আহা! দিল্লীর লাড্ডু এমন বিস্বাদ জিনিষ কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা আস্বাদন করিবার সুযোগ ঘটিতেছে না, ধিক আমার জীবনে ধিক্!" আবার যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে—"[illegible] কি [illegible] ন খাইয়া কি ম [illegible] করে! আমাকে কে [illegible] বলিলে আমি তাঁহার প্রতি [illegible] কৃতজ্ঞ হই, কিন্তু যাঁহারা লাড্ডু সেবন করিয়া ঠকিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট লাড্ডুর পরিচয় না পাইয়াই যে লাড্ডু সংগ্রহ করিয়া বিশেষ ভাবে ঠকিতে হইল, ইহা অপেক্ষা মূর্খতা আর কি আছে!"

আশ্চর্য্যের বিষয়

এই দুনিয়ার প্রায় অধিকাংশ লোকই উক্ত লাড্ডু ক্রয় করিয়া ঠকিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাই আবার তাঁহাদের বন্ধুগণকে সেই লাড্ডু আস্বাদন করাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন, এমন কি কেহ বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্য [illegible] তাহা আস্বাদন করিতে রাজি না হইলে নানা প্রকার কল কৌশলে তাঁহার সুবুদ্ধি নষ্ট করিয়া লাড্ডু অন্বেষণের প্রবৃত্তি—লাড্ডু আস্বাদন-কামনাটী প্রবল করিয়া দেন। যাঁহারা এরূপে সর্ব্বনাশ করেন, শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে স্বজনাখ্য দস্যু বলে।

স্বজনাখ্য দস্যুর অস্ত্র

স্বজনাখ্য দস্যুগণের কতকগুলি বিষাক্ত অস্ত্র আছে যাহা দেখিতে অস্ত্রের মত নহে, সামান্য বলিয়া মনে হয়, তাহা নিক্ষেপ করিবার সুযোগ দিলে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়া দেয়, তখন ব্যাকুল হইয়া পড়িতে হয় এবং পরিণামে লাড্ডু-সন্ধানস্পৃহা এত প্রবল হয় যে, শ্রীগুরু বৈষ্ণবের নিকট তাহার ভেষজ-কার্য্যে অণুমাত্র ইহলোক বেদনাকে বিন্দুমাত্রও লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় হয় না। তাই বলি, এরূপ ভীষণ অস্ত্রগুলির স্বরূপ জানা থাকিলে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। সেই স্থান এক—স্বজন, তিনকে ভাল করিয়া সাজাইয়া, সুচতুর মনোহারী সাংসারিক বাক্য প্রয়োগ হইলে সাক্ষাতে তাঁর আর অন্তরের মধ্য কর্ত্তব্য দিয়া প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, অভাব পক্ষে মুক্তাহারী, চিত্তহারী তাঁহার মধ্যে মধ্যে পত্রিকা প্রেরণ ইত্যাদি।

লাড্ডুর স্বরূপ

সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিয়া যে লাড্ডুকে একদিন বিষ্ঠাবৎ ঘৃণা করিয়া চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম বা যুক্তিত বিষ্ঠাতুল্য লাড্ডু এ জীবনে আর কখনও অন্বেষণ করিব না, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সমীপে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কৃষ্ণান্বেষণে কায়মনোবাক্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, আজ আমি স্বজনাখ্যদস্যুর তীব্র বিষাক্ত অস্ত্র সাহসে বক্ষে ধারণ করায় পূর্ব্বাবস্থায় অবনতপ্রাপ্ত হইয়াছি—হৃদয়-দৌর্ব্বল্য আসিয়া আমাকে গ্রাস করিয়াছে, তাই এখন আবার 'হা লাড্ডু, হা লাড্ডু' করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। সেই লাড্ডু দুই প্রকার বলা যাইতে পারে। এক প্রকার লাড্ডু শব্দ, স্পর্শ ও রূপবিশিষ্ট এবং গোলাকার। দ্বিতীয় প্রকার লাড্ডুর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পাঁচটীই আছে এবং তাহা চর্ম্ম-মাংসময় পুত্তলি।

লাড্ডু সেবকের দুর্গতি

দুনিয়ার লোক দিবারাত্র কায়-মনো-বাক্যে লাড্ডু-কাড্ডুই প্রমত্ত, তাঁহাদের হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা করিবার ও সৎসঙ্গ লাভের চেষ্টা মোটেই নাই। আমি এখন মনে ভাবিতেছি, তাঁহাদের মত উন্মত্ত না হইয়া অনাসক্তভাবে কখনও যুক্তিতে লাড্ডুর সেবা করিব এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাও বজায় রাখিবই; কিন্তু আমি বুঝিতেছি না যে দুঃসঙ্গ-ফলে যে মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে লাড্ডু-সেবার আবশ্যকতা উদিত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবে যে আসক্তি ছিল, তাহা ছুটিয়া গিয়াছে এবং বাহ্যদর্শনে গুরু-বৈষ্ণবের সমীপে অবস্থান করিবার অভিনয় করিলেও তাঁহাদের পাদপদ্ম হইতে বহু যোজন দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আমি স্বজনাখ্যদস্যুগণের প্রতি এত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, তাঁহারাই আমার এখন আরাধ্য বস্তু হইয়াছেন, তাই আজ তাঁহাদের কপটতাপূর্ণ মলিন মুখ ও চক্ষের জল (যাহা অন্যেশ্বরীর দুঃখে জল দেখাইতেছেন) দেখিয়া আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু শ্রীগুরুদেব ও আচার্য্যবর্গ আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বা বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াও আমার মন-পাষাণ বিন্দুমাত্রও গলে না। এখন দেখা গেল, আমার অনাসক্তভাবে লাড্ডুসেবার যোগ্যতা কতটুকু!

অন্তর্য্যামীর বিচার

যদি এখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিন্দুমাত্রও আমার আসক্তি থাকিত, তাহা হইলে ঐ পাদপদ্ম যে অশোক, অভয় ও অমৃত সে কথা বিস্মৃত হইয়া বিষ্ঠাতুল্য অনিত্য বস্তুতে অন্বেষণ বুদ্ধির উদয় হইত না, স্বজনাখ্য-দস্যুগণের সাংসারিক অভাব অভিযোগ দেখিয়া বা শুনিয়া (আমার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য যাহা অতিরঞ্জিত করিয়া বলেন) লোভে অভিভূত হইয়া পড়িতাম না, সেবক সত্য বা অসত্য কথা শুনিয়াও নিশ্চিন্ত মনে বিপুল উৎসাহের সহিত কায়-মনো-বাক্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাতেই নিযুক্ত থাকিতাম, কারণ "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" ও "তত্তেহনুকম্পাং" শ্লোকের উপলব্ধি থাকায় বুঝিতাম যে, "স্ব স্ব কর্ম্মফলে কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাঁহারা কৃষ্ণবিমুখ জীব তখন তাহা তাঁহারা ভোগ করিতে বাধ্য, হরিভজন ছাড়িয়া আমি দূরের কথা কোন দেবতাও ভগবান্ নিকটে তাঁহাদের তাৎকালিক বিন্দুমাত্রও নিবারণ করিতে পারিবে কেন না তাঁহাদের ও বাহ্য মন্দ ভোগময় বিচারে উহা দুঃখের মত হইলেও উহার শ্রীভগবানের অনুকম্পা। অমঙ্গলময় বস্তু—এই বস্তু আমার না হইলেও তো বাহ্যই তাঁহাদের বিমুখতা দূর হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব আপন আপন কর্ম্মদোষে ইহা অপেক্ষাও শতগুণে অধিক দুঃখ পাইতেছে, তাহাদের দুঃখ দেখিয়া ত আমার প্রাণ কাঁদে নাই। তবে কয়েকটী মাংসপিণ্ডের অবস্থাবিপর্য্যয় দেখিয়া সেই দুঃখ অপনোদনের জন্য প্রয়াস করিয়া মায়ামোহে আবদ্ধ হই কেন? বিশ্বম্ভর ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব ভরণ পোষণ করেন, সুতরাং তাঁহারে নিশ্চয়ই করিবেন এই বিচার ছাড়িয়া অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া নিজেকে পালক রক্ষক অভিমান করিয়া চঞ্চল হইব কেন? ইতিনিশ্চয় বৈষ্ণব-সেবায় আমার উৎসাহ ও দৃঢ়তা কতটুকু! ভঙ্গসঙ্গ-বর্জ্জন-বিষয়ে আমার দৃঢ় কতটুকু! শরণাগতির ও তুমি যাহা কীর্ত্তন কার—অর্থাৎ "মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্য প্রতি তুয়া অধিকার", "তোমার দাস মোর ইচ্ছা দিয়াছ", "পুত্র ইষ্ট ভুলিনু সকল, সেবা-সুখ পেয়ে মো আমি ত তোমার, 'তুমি ত' আমার, কাজ অপর ধনে", "বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি সেদিন তোমার, দুঃখে কাল মন্দ হলে, না মোর দায়", "নিজ কর্ম্ম চেষ্টা প্রতি ছাড়িয়া। তোমার উদ্ধার আছি করিয়া।", "তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল যাতে হয়। পরম যতনে তাহা ত্যাগ নিশ্চয়। তুয়া ভক্ত-বহির্মুখ-সঙ্গ করিব। গৌরাঙ্গ-বিরোধিজন-মুখ দেখিব। ভক্তিবহির্মুখ নিকটে না পরশ"—প্রভৃতি এই সব উপদেশ নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারি যায় কিনা তাহা পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং একেত্রে আমার সোজা পা চালিয়া দিলে চলিবে না, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। (ক্রমশঃ

বেদশাস্ত্রীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও বায়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল রকম বিকার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটি ১, এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গ স্বস্তি ঘৃত"

পুরুষত্বের নিরোগ বর্দ্ধক ও মা আহার্য্য করিয়া গাত্রশক্তি বর্দ্ধন করে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"স্বর্ণঘটিত মহাশিবা বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সর্ব্বোপকারী যাবী ও দুগ্ধ বর্দ্ধক। মূল্য ১৬ বটী ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের লোক প্রিয় বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ নকলের দ্বারা তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

স্বত্বাধিকারী—জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, বাইক্লোরাইড কুইনাইন, আয়রন এবং ইউরিসিন আছে।

এই কেরাস-কুইনিন যাহা ইন্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেকসনেই সকলপ্রকার জ্বর শরীরের রক্ত বৃদ্ধি করে এবং দুই হইতে বারটী ইন্জেকসনে ম্যালেরিয়ার বীজ উপদ্রব নষ্ট করিয়া ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২।, ডাঃ ২ টাকা।

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিজ

২৯১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর · ২৮শে শ্রাবণ বুধবার—১৩৩৭

(১)

অজ্ঞব্যক্তিগণ ভগবানের দর্শন পাইয়া চিনিতে না পারায় অবজ্ঞা করে ও ফলে পুনঃ পুনঃ অসুরকুলে জন্মে

(২)

শুদ্ধ অভিমানের আরোপপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন কর্ত্তব্য

(৩)

প্রবৃত্তি যখন সম্পূর্ণ ভগবদুন্মুখী হয় তখনই গৃহত্যাগে অধিকার জন্মে

(৪)

রোহিণী-নন্দন বলদেবই কলিযুগপাবনাবতার জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ

(৫)

মায়কান্তাকে প্রেমপ্রদানপূর্ব্বক তাহার মন এবং সব অমঙ্গল হরণ করাই হরিনামের মুখ্যতম অর্থ

(৬)

সারগ্রাহিতা

অজ্ঞব্যক্তির দুর্ভাগ্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ও ১৬শ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে শ্রীঅর্জ্জুন-প্রতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের উক্তি যথা,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং
তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু
নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥"

অর্থাৎ মনুষ্য আকারধারী আমার (শ্রীকৃষ্ণের) নিত্য চিন্ময়দেহকে মৃত্যুলোক-সমূহে বদ্ধজীবের নশ্বর অস্থি-মাংসময় জড় দেহের তুল্যাকারের বস্তু বোধ করিয়া অবজ্ঞা করে; কেননা, তাহারা সর্ব্বভূত-মহেশ্বর-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময় স্বভাবকে জানে না। আমার (শ্রীকৃষ্ণের) শ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী-যোনি প্রভৃতি যোনিতে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) মুহুর্মুহুঃ ক্ষেপণ করি।

বদ্ধজীবের আত্মা নিত্য ও চিন্ময় বস্তু। চিন্ময় জীবাত্মার স্বরূপে স্বতন্ত্রতা-রূপ একটী ধর্ম্ম আছে, যাহার অপব্যবহারফলে জীব মায়ার অধীন হইয়া পড়ে ও মায়া-কল্পিত বাহ্যদেহে আবৃত হইয়া ধরাতলে পুনঃ পুনঃ উচ্চ-নীচ-যোনিতে উপনীত হয়। মায়ারচিত বাহ্যদেহের নশ্বরতা ও জীবের আত্মস্বরূপের নিত্যতাহেতু উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। সুতরাং বদ্ধজীবের পক্ষে দেহ দেহী-গত ভেদ অবশ্যম্ভাবী।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের ন্যায় অণু-চেতনগুণ-বিশিষ্ট চিন্ময় বস্তু নহেন। তিনি পূর্ণ চেতনগুণ-বিশিষ্ট চিন্ময়পুরুষ। মায়াশক্তির তিনি অধীশ্বর। সুতরাং মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও অক্ষম এবং এইজন্য জীবোদ্ধারকল্পে ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার কালে তাঁহাকে মায়ার অধীন হইয়া নশ্বর বাহ্যদেহ ধারণ করিয়া উপনীত হইতে হয় না। যেহেতু নশ্বর বাহ্যদেহ লইয়া পৃথিবীতে আসিতে হয় না, তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দেহ-দেহিগত-ভেদ সম্ভবপর নহে। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রত্যেকেই নিত্য ও চিন্ময়। সুতরাং তাঁহারা পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্। সুবর্ণের মাত্রা, মূর্ত্তিকায় বস্তুগত ভেদ স্বীকৃত হইলেও সুবর্ণপিণ্ড এবং তন্নির্ম্মিত বলয়, কুণ্ডল ও কণ্ঠভূষণাদির মধ্যে পরস্পর আকার গত ভেদ সত্ত্বে তাহারা যেমন সুবর্ণ ব্যতীত পদার্থান্তর বলিয়া বিবেচিত হয় না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিন্ময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে সেইরূপ পরস্পর আকার-গত ভেদ সত্ত্বেও বস্তু-তত্ত্ব-গত ভেদের অবস্থান স্বীকৃত হয় না।

যে সকল মনুষ্য-সমাজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া দর্শন করে, তাহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম চিন্ময়মূর্ত্তিকে চিনিতে পারিবে না। অজ্ঞজ্ঞান-প্রভাবে সেই সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে সাধারণ বদ্ধজীবের নশ্বর বাহ্যদেহের তুল্য-জাতীয়-রূপে দর্শন করিতে বাধ্য। নিত্য ভুবন-মোহনমূর্ত্তিকে সামান্য মূর্ত্তিরূপে যাহারা বুঝে, তাহারা মহদপরাধ অর্জ্জন করিয়া থাকে এবং সেই অপরাধে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ভগবদ্বিদ্বেষকারী অসুর-দেহ ধারণ করিতে ও নিদারুণ ত্রিতাপজ্বালা সহ্য করিতে হয়।

শ্রীআচার্য্যরূপী ভগবান্ বা ভগবৎ-প্রেরিত বৈকুণ্ঠপুরুষগণের কথায় বিশ্বাসকারী ব্যক্তিগণ শ্রৌতপন্থার পথিক। তাঁহারা শ্রীআচার্য্যরূপী ভগবান্ বা তদীয় বৈকুণ্ঠ-পুরুষগণের কৃপায় অজ্ঞজ্ঞানের অসারতা বুঝিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হন এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ ভগবান্ বা তদীয় প্রিয় বৈকুণ্ঠ পুরুষগণের শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ ও সেই স্বরূপের ভুবনমোহন অপরূপ দেহকে দেখিতে দেখিতে পরমানন্দসাগরে চিরতরে নিমগ্ন হইবার সুযোগ লাভ করেন। তাই মহাজনগণ বলিয়াছেন, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর"।

ভগবান্ যখন ধরাতলে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি সরল-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে কৃপা করেন, যাহার ফলে তাঁহারা শ্রৌতপন্থা স্বীকার করিতে সমর্থ হন। কপট-স্বভাব ব্যক্তিগণ ভগবান্ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া তর্কপন্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। একটু স্থির-চিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, কেন কংস শ্রীকৃষ্ণকে জীবন সংহারক বুঝিয়াছিলেন এবং বিদুর মহারাজ তাঁহাকে পরমারাধ্য বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কপটীগণ যদি মনে করেন যে, তাঁহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাবশতঃই তাঁহারা মানবদেহ-ধারী শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারা ঐরূপ বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছেন।

সূক্ষ্ম বস্তু যখন ঘনীভূত আকার ধারণ করে, তখনই দৃষ্টিগোচর হয়। যে বস্তু দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহা [illegible] অধিক পরিমাণে থাকিতে পারে না। একটী স্ত্রী পুরুষের মধ্যে [illegible] পরিস্ফুট করিবার জন্য কবিগণ বলিয়াছেন যে, প্রিয়তমা স্ত্রীর অনুপস্থিতিকালে তাহার দেহের সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি মানসচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীর বিরহ-বেদনায় উৎকণ্ঠা-কারী পতি কি ঐ মানস-দেহে দুই স্ত্রীর সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি অপেক্ষা স্থূল দেহ [illegible] চর্ম্মচক্ষে দেখিলে নিশ্চয়ই কোটীগুণ অধিক আনন্দ লাভ করেন না? এই রূপ [illegible] রাজ্যে যাহা সত্য, অপ্রাকৃত রাজ্যে তাহার কোটীগুণ অধিক সম্ভাবনা আছে। ভগবৎ-সেবাকামী ব্যক্তিদিগকে কোটীগুণ অধিক আনন্দ আস্বাদন করাইবার জন্যই ভগবান্ ভক্তদিগের নিকট নিজরূপ প্রকট করেন। ভক্তগণ যত অধিক পরিস্ফুটভাবে ভগবদ্রূপ দর্শনে সমর্থ হন, ততই অধিক পরিমাণে তাঁহারা ভগবৎসেবায় উৎসাহ লাভ করেন। হে কপটীগণ, আপনারা কৃপা পূর্ব্বক কপট ভাবকে চিরতরে বর্জ্জন করুন এবং ভগবান্ ও ভক্তদিগকে চিনিয়া জীবনকে ধন্য করুন। বৃথা কাল হরণ করা মানবদেহ-ধারীর কখনও কর্ত্তব্য নহে।

শুদ্ধ অভিমানের আরোপ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজন কর্ত্তব্য

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র সেব্যতত্ত্ব, জীবসমূহ তাঁহার সেবক-জাতীয়; ভগবৎ-ভাব সহিত সেবা-কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইলে সেবাকার্য্যের বিভাগ ও এক এক বিভাগে কতকগুলি সেবককে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিযুক্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবকে কোন না কোন শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদিগের উপর কোন কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। যে জীবের উপর যে কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ তদনুযায়ী। ইহাই স্বরূপে জীবের শুদ্ধ অভিমান গত।

[illegible] নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি-সকল হন। অজ্ঞানান্ধকারে তাহারা [illegible] শুদ্ধ অভিমান গত স্বরূপের পরিচয় [illegible] এবং বস্তুতঃ সর্ব্বদুঃখ [illegible] শুদ্ধ-অভিমান-গত [illegible] উপর কোন না কোন [illegible] অভিমানের আরোপ করতঃ [illegible] কখন [illegible] কখন [illegible] মনে করিয়া থাকে [illegible] [illegible] আনন্দ [illegible] সেবা ও ভজন [illegible] করিবার জন্য [illegible] হয়।

[illegible] এবং তাঁহাদিগের [illegible] শ্রেণীভুক্ত [illegible] আবশ্যক [illegible] যদি কোন [illegible] শ্রেণীর অন্তর্গত [illegible] ও তাঁহার শ্রীগুরু-নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী [illegible] সুমর্থ হন, তাঁহা

হইলে সেই ব্যক্তি নিজ অপ্রাকৃত-গত জড়-স্বভাবের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া মনোমধ্যে তাঁহাকে আরোপ করতঃ আরোপিত ভগবানে অভিমানে কৃষ্ণান্বেষণে নিযুক্ত হইতে পারিলেন। পরে যখন আনন্দক স্বভাব সম্পূর্ণরূপে জড়ত্ব হইতে সরিয়া যাইবে, সেকালে তিনি নিজ অন্তঃ-স্বাতন্ত্র্য-অপ্রাকৃত-ভগবানের পথ দেখিয়া অবগত হইবেন এবং সেই পথ বিকশিত-স্বভাবের নাম পর্যায়ের রূপ-গুণাদি লীলা প্রাপ্তির আগ্রহাতে করিবেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য ৫ম অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"সেবাবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন॥ স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ॥"

গৃহত্যাগে অধিকার কখন জন্মে?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধবদাস দাসাধিকারী)

মানবের প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, যথা:—বহির্মুখ প্রবৃত্তি ও অন্তর্মুখ প্রবৃত্তি। বৈদিক ভাষায় ইহাদিগকে পরাক ও প্রত্যক বৃত্তি বলে। জড় চিন্ময় আত্মা নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিজদেহে মনকে আত্মা বলিয়া অভিমান করেন এবং ইন্দ্রিয়-দ্বারে জড় বিষয়াদি ভোগে প্রমত্ত হন। ইহার নাম বহির্মুখ প্রবৃত্তি। জড় বিষয় হইতে মনে এবং মন হইতে আত্মার প্রতি যখন প্রবৃত্তিস্রোত পুনরায় বহিতে থাকে, তখন প্রবৃত্তি অন্তর্মুখ হয়। যে পর্যন্ত বহির্মুখ প্রবৃত্তি প্রবল, সে পর্যন্ত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়মাধীনের সহিত চালনা করা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি অল্পকালের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্মুখ হইয়া যায়। প্রবৃত্তি যখন সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগে অধিকার জন্মে। তৎপূর্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। গৃহস্থ অনধিকারী জীবের আত্মতত্ত্ব উদয় করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।

—(জৈবধর্ম ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

আজকাল জগতে স্বসমালোচনা একেবারে নাই বলিলেই হয়। এতদ্ধেতু 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি' জগতে বহু উৎপাতের সৃজন করিয়াছে। এই সকল সহজিয়াগণের সঙ্গ হইতে দূরে অতিদূরে প্রকৃত সাধুসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়, এবং অনাসক্তভাবে সংসারে অবস্থানকরতঃ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হইলে গৃহত্যাগে অধিকার জন্মে।

বলরাম হইল নিতাই

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী)

"বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দ-
মীশ্বরম্
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥

অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্যবিশিষ্ট ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বন্দনা করি, মূর্খ লোকেও তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ।

নিত্যানন্দ-কৃপাবলে নিত্যানন্দ-স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হয়। সঙ্কর্ষণ ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদশায়িগণ এবং শেষের অংশী নিত্যানন্দ বা বলদেব। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ রূপে রোহিণী নন্দ-নন্দন। কলিতে একচাকা-পদ্মাবতী-তনয়রূপে শ্রীনিত্যানন্দ। এই নিত্যানন্দ পাতকপাবন ও জগদ্গুরুরূপে বিশ্ববাসীকে ঔদার্যলীলাময় বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দরকে জানাইয়া দান করিলেন। ইনি, "পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দ রায়।" "অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।" জীবোদ্ধার-কার্য-সাধনার্থে তাঁহার ভ্রমণ। নিতাইর কৃপা-কটাক্ষে জগজ্জীব আকৃষ্ট। তাঁহার প্রেম-বন্যা কি প্রকারে প্রবল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা ভক্ত ও পার্ষদগণের বর্ণনায় জানিতে পাই,—

নিতাই,
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে যায়, সকলে মিঠে চায়,
পদতলে মতি হল মন।
মত্তসিংহ-গতি জিনি, কম্পমান মেদিনী,
পার্ষদগণ শুনিয়া বিকল॥
আমার অপূর্ব করুণার সিন্ধু।

(গৌর)
প্রেমে গর গর মন, করে হরিসংকীর্তন,
পতিতপাবন দীনবন্ধু॥
হুঙ্কার করিয়া চলে, অচল সচল নড়ে,
প্রেমে ভাসে অমর-সমাজে।
সহচরগণ-সঙ্গে, বিবিধ খেলন-রঙ্গে
অলখিতে করে সব কাজে॥
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতারী নারায়ণ,
যাঁর অংশ কলায় গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্তা,
সেই রাম রোহিণী-নন্দন॥
যাঁর লীলা লাবণ্যধাম, আগম নিগমে গান,
যাঁর রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে ঘরে দেশে দেশে,
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥
ব্রজের বৈদগধি সার, যত যত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধ হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ॥ ১॥

অপর,—
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥ ২॥

যেরূপ শ্রীগৌরতত্ত্ব ও শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলে পাওয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপা ভিন্ন শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ও শ্রীগৌরতত্ত্ব (একতত্ত্বই অদ্বয়তত্ত্ব) অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং সর্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই কর্তব্য। তাঁহার কৃপা হইলেই জানা যায় "বলরাম হইল নিতাই"।

হরিশব্দের মুখ্যতম অর্থ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২৪শ অধ্যায়ে 'হরিশব্দের অর্থ বর্ণনমুখে উক্ত হইয়াছে যথা'

হরিশব্দের নানার্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ॥
তবে করে ভক্তিবাধক-কর্ম অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।
হরিশব্দের এত মুখ্য করিল লক্ষণ॥

যদি কেহ সরলভাবে হরিভজনে প্রবৃত্ত হন ও যেমন তেমন করিয়া শ্রীহরির স্মরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীহরির কৃপায় অচিরে সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করিবার ও শুদ্ধভাবে হরিভজনের সুযোগ পাইবেন। শুদ্ধভাবে হরিভজনশীল ব্যক্তিই শ্রীহরির কৃপাবলে অমঙ্গল নাশে ও ভগবৎপ্রেমলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি কপটভাবে হরিভজনের চেষ্টা করেন, তিনি কোন কালেই নিষ্কপটে সদ্গুরুর চরণ লাভে সমর্থ হন না এবং তদ্ধেতু অমঙ্গলনাশের ও ভগবৎপ্রেম লাভের সুযোগ পান না। কপট ভক্তগণ অন্যাভিলাষযুক্ত, পাছে অন্যাভিলাষ-তৃপ্তির ব্যাঘাত হয় তজ্জন্য তাহারা সদ্গুরুর সন্ধান পাইয়াও তাঁহার চরণ আশ্রয় করেন না এবং যদি সেই সদ্গুরুর প্রচার ফলে তাহাদিগের অন্যাভিলাষ-পূর্তির ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে তাহারা সদ্গুরুদেব ও তদীয় আশ্রিত-জনগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হন।

জীবমাত্রই শ্রীহরির দাস এবং হরিভজনের দ্বারা যে বিমল নিত্যানন্দ লাভ করা যায় তাহাই মানবগণের জীবনের চরম প্রাপ্য বিষয়। ইতরবস্তুর ভজনে ক্ষণিক আনন্দ ও মহৎদুঃখ উপস্থিত হয়। সুতরাং হরিদাসগণের ইতরবস্তুর ভজনে কদাচ আসক্ত হওয়া উচিত নহে। যাহারা এই তত্ত্ব অবগত হওয়ার পরও হরিভজনে রুচিসম্পন্ন হন না, তাহারা শ্রীহরির সেবাত্যাগী। শ্রীহরির সেবা-ত্যাগকারিগণ প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরির অমর্যাদা করেন, সুতরাং তাহারা শ্রীহরির বিরুদ্ধাচারণপটু শত্রু। শ্রীহরির মায়ানাম্নী শক্তি তাহাদিগকে দণ্ড দিয়া থাকেন। জীবিতকালে তাহারা মায়াশক্তি কর্তৃক পদে পদে লাঞ্ছিত হন ও জীবিতোত্তরকালে তাহারা মহারৌরব নামক ভীষণ নরকে যাইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। কপটীগণের জীবদ্দশার লাঞ্ছনার কথা এবং জীবিতোত্তরকালের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ গণের উচিত কপটতা-পরিহারের জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া যদি তাহারা প্রাণপণে কপটতা ত্যাগের জন্য যত্ন করেন ও ভক্তবিদ্বেষগণের আশাকে মনোমধ্য হইতে তাড়াইয়া সদ্গুরু চরণাশ্রয় করেন, তবেই তাহারা শ্রীহরির কৃপায় অমঙ্গলনাশে ও ভগবৎপ্রেম লাভে সমর্থ হইয়া মানব-জীবনকে মধুময় করিতে পারিবেন, নচেৎ নহে।

সারগ্রাহিতা

মধুকর যেমন কুসুম হইতে সার গ্রহণ করে, পণ্ডিতগণও সেই প্রকার সকল বিষয় হইতে সার গ্রহণ করেন। পুরুষগণের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিগণ শাস্ত্র হইতে নানাবিধ উপায় নির্ণয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অর্বাচীন ব্যক্তিও যদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্বতন মুনিগণের প্রদর্শিত উপায় সম্যগ্রূপে অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও অনায়াসে পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি শাস্ত্র বিহিত উপায় অনাদর করিয়া স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারী কল্পিত অর্থসমূহ অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সমস্ত কার্য সিদ্ধ হয় না। যতবার আরম্ভ করেন ততবার নিষ্ফল হয়।

শাস্ত্রসমূহের সূক্ষ্মবিচারে জীবের কল্যাণ লাভের উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিষয়-চিন্তারত ব্যক্তিগণের চিত্ত বিষয়াকর্ষণ-প্রভাবে বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে। বিচার-সামর্থ্যরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অপহৃত হইলে স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হয়, স্মৃতিক্ষয়ে জ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে। সোপাধিক জীবের এই জ্ঞাননাশকেই পণ্ডিতগণ আত্মনাশ বলিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গে ভগবদ্ধর্মের অনুশীলন, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, ভগবৎসেবানিষ্ঠার সহিত ভক্তশ্রেষ্ঠগণের পূজা ভগবানের কথা শ্রবণাদির দ্বারা পরব্রহ্মে নৈষ্ঠিকী রতি জন্মে। তৎকালে আত্মারামসেবাপরায়ণ পুরুষ জ্ঞানবৈরাগ্য-প্রভাবে অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী কাপড়ে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরযুক্ত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্যন্তিক আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উক্ত সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রকৃত বস্তুর অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় [illegible] তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা- শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মার ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট-গোস্বামিপাদ সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৴০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতমালা ৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মূল-কাপি ৷০
৯। মুণ্ডকোপনিষদ্ ভগবদ্গীতায়াঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ১৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ বাঁধা ৸০
১৫। দীপ-নির্ণয়-দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। উপদেশমালা ৴১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকল্প ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৵০
বাঁধা ৷০
২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸০
৩১। নামমঞ্জরী [illegible] ৷০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৩৪। সাধনদীপিকা [illegible] ৵০
৩৫। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৩৬। [illegible] দিগ্বিজয় ৷০
৩৭। [illegible] ৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ বৈকাঠী, জেলা বাখরগঞ্জ।

নদীয়া জেলায় এ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল বসু এম. এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

………………… …আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১০ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিশা মাদারীপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনির্ধারিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পক্ষাঘাত, পুরুষত্বহীনতা, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, মেহ ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছে পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য এলোপ্যাথ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ভি, হাজরা।

মহেশপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—১।০ টাকা

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিক মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক আশুফলপ্রদ পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও গর্ভাশয়গত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

অর্দ্ধশতাব্দীর সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধই অকৃত্রিম ও মূল্যও অত্যন্ত কম। ৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক ঔষধই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সর্বত্র বিদিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

১। "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা"—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত পায়ের ব্যথা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া দেয়। স্বাস্থ্য মজবুত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ৩২ বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা।

২। "অশ্বিনী তৈল"—ইহা বাজারের সমুদয় গন্ধ তৈলের সেরা। ইহার গন্ধে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হয়। চুল চাকচিক্য করিতে ও চুলের অকাল-পক্কতা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। ইহা ব্যবহারে শরীরের দুর্বলতা নাশ করিয়া শক্তি-সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইতেছেন ও হইয়াছেন। ব্যবহার করুন গুণে আপনিও মুগ্ধ হইবেনই হইবেন। মূল্য প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা।

অন্যান্য আবিষ্কৃত

ঔষধ সমূহের জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪-২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম. এ প্রোফেসার (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সংকলিত

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সম্বলিত।

সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকার সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে।

ইং ... শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চাল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৭৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১২।৶০ সাধারণ পক্ষে ১১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

সম্পূর্ণ গ্রন্থের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	
একত্রে ৩ খণ্ড হইলে	৶০
সাধন পথ (শ্রীমদ্ভাগবত সংকলক) প্রাকৃত	।০
একত্রে ৩ খণ্ড হইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	
একত্রে ৩খণ্ড হইলে	
গীতাবলী প্রাকৃত	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড হইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রাকৃত	৴০
একত্রে ৩খণ্ড হইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপালজীর মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকুণ্ডা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা, চিবকুটা পাঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ওয়েলিংটন রোড, নিউ দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত সনাতন ঘোষ—বসু লজ রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—হেডমাষ্টার, কলাদবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ রায়—১৭০নং নীলগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন কে, সংঘি - এম, এস, ডব্লু, এস দিল্লী ক্লথ মিল
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিধুমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেহালা, ২৪-পরগণা
৯। শ্রীসুকানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, বালেশ্বর
১০। শ্রীপাদ যতীন্দ্র ভক্তিপ্রকাশ বারবাহেব
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবিহারী ঐ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ষায় — একমাত্র — স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিন্সিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, যাতে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং কা'লমু রাখুন, আর মিক্সচারটি বাজে বোতল ২ সেরের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান করেন কেন? সুতরাং ।০ আনার মারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

মূল্য ১৲ ডাঃ মাঃ

আসল ও খাঁটি
শিশি ৷০ আনা, ডজন ৭৲

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর না

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" / নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

[৫ম খণ্ড]   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [১৪০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে শ্রাবণ ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ১৪ই আগষ্ট ১৯৩০

এলবার্টহলে বিরাট সভা

বঙ্গে রাজবন্দী দিবস পালন

স্ত্রীর দ্বারা স্বামীহত্যা

জনতাকর্ত্তৃক পুলিশ ইনস্পেক্টার তাড়িত

রমণীর নিকট বোমা

মুসলেম কন্‌ফারেন্সে হাঙ্গামার দ্বিতীয়াভিনয়

বজ্রাঘাতে বিমান ধ্বংস

খানাতল্লাস—গ্রেপ্তার—জেল—জরিমানা

অনাহারে ১২ দিন

প্রেসিডেন্সী কলেজে আবার পিকেটীং

নানা কথা

এলবার্টহলে সভা

গত সোমবার দিন এলবার্টহলে [illegible] শিল্পী মিরাবাই নামক একজন [illegible] মহিলা চরকা ও খদ্দর সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি নিজে সর্ব্বাঙ্গে খদ্দর পরিহিত অবস্থায় সভায় আগমন করেন। খুব জোরের সহিত সকলকে খদ্দর পরিধান করিবার জন্য ও চরকা ধরিবার জন্য অনুরোধ করেন।

বঙ্গে রাজবন্দীদিবস পালন

১০ই আগষ্ট কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সহরে রাজবন্দী দিবস উপলক্ষে হরতাল করা হয়। মধ্যাহ্নের পর একটি শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শোভাযাত্রাটি হ্যারিসনরোড, কর্ণওয়ালিস রোড ও অন্যান্য রাজপথ পরিভ্রমণ করে। [illegible]দিগের প্রেসিডেন্ট মিঃ [illegible], পণ্ডিত [illegible] ও [illegible] দলপতিরূপে শোভাযাত্রার অগ্রণী ছিলেন। পূর্ব্বের নিষেধ অন্যথায় দিনে পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করেন নাই। শোভাযাত্রাটি শান্তিতে সম্পন্ন হয়।

খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

গত সোমবার মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের কংগ্রেস অফিসে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া একখানি বই ও কয়েকখানা কাগজ পত্র লইয়া যায়। এই উপলক্ষে বাহাদিগকে অফিসে পাইয়াছিল পুলিশ তাঁহাদিগকেই গ্রেপ্তার করিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৩১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বজ্রাঘাতে বিমান ধ্বংস

চিকাগোর পশ্চিম পার্শ্বে একখানি বিমানে বজ্রপাত হয়, বিমান খানি চূর্ণ হইয়াছে। ইহার ফলে বিমানযাত্রী [illegible] এবং চালকের মৃত্যু হইয়াছে।

১২ দিন অনাহারে

প্রকাশ যে সবরমতি আশ্রমের যোগেশ চন্দ্র [illegible], পেশোয়ারের রাজ কুমার ও কালিবরন লাল জেল কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় ব্যবহারের দরুণ আজ ১২ দিন যাবৎ অনাহার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাদের অভিযোগ হইতেছে যে জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে কঠোর পরিশ্রমের ভার দিয়াছেন। অপরিষ্কৃত খাবার খাওয়া, ভাঙা পেষা ও অতিরিক্ত ভার বহন করিতে হয়! অনুগামীদের মিঃ আয়েঙ্গার তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য উপবাস আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সীকলেজে আবার পিকেটীং

৫ জন সত্যাগ্রহী প্রেসিডেন্সী কলেজের গেটকে পিকেটীং করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। পুলিশ তাহাদিগকে ঘোড়াবাগান থানায় লইয়া যায়, যাইবার সময়ে তাহারা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে যায়।

রাজসাহীস্কুল বন্ধ

জোর পিকেটিংএর দরুণ রাজসাহী কমলা গার্ল্‌স্কুল কয়েক দিন যাবৎ সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়।

শ্যামবাজারে পিকেটীং

গত শনিবার সন্ধ্যাবেলা শ্যামবাজারের [illegible] মাড়োয়ারীর দোকান পিকেটীং করিবার সময় একটি স্বেচ্ছাসেবক জনৈক মাড়োয়ারীর দ্বারা গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হয়। পুলিশ মাড়োয়ারীটীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, সেই সময় পিকেটারগণকে পুলিশ তাড়া করায় একটি বালক দৌড়াইয়া রাস্তার মাঝে আসে তখন একটী বাস বালকটির উপর দিয়া চলিয়া যায়। ফলে বালকটি তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। বালকটী পিকেটার নহে সে ঐখানেরই একটি দোকানদারের ছেলে।

স্ত্রীরদ্বারা স্বামী হত্যা!

কয়েকদিন পূর্ব্বে অমৃতসর সহরে একটী স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। মনোমালিন্যের জন্য এই পরিণাম ঘটে।

জগন্নাথগঞ্জে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার!
রমণীর নিকট বোমা!

কলিকাতা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ৭ই আগষ্ট পুলিশ [illegible] একটী যুবক ও একটী স্ত্রীলোক একটী বারুদপূর্ণ বোমা [illegible] করিবার আবশ্যকীয় [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে।

[illegible] ইন্‌[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেন যে ঐ [illegible] হইতে [illegible] মণিহারী [illegible] পাওয়া গিয়াছে।

[illegible] প্রাদেশিক কনফারেন্স

[illegible] রাজনৈতিক আন্দোলনের [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] হইবে।

বিবিধ সংবাদ

মুসলেম কনফারেন্সে বাঙ্গালার মিউনিসিপ্যালিটির মিঃ ফজলল হকের বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন

গত ১১ই মাঘ তারিখে স্যার আবদার রহিমের নেতৃত্বে মুসলিম কনফারেন্সের স্থায়ী বৈঠক বসিয়াছিল। গোল-মালের অগ্রভাগ এই যে এই সভায় গোলটেবিল-বৈঠককে সমর্থন করা হয় এবং বাংলা হইতে স্যার আবদার রহিম ও ফজলল হককে প্রতিনিধিরূপে এই বৈঠকে প্রেরণ করিবার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

তাহারই পর মিঃ ফজলল হক বলেন যে, এই সময় মুসল-মানদের বড়ই দুঃসময়। হিন্দুরা মুসলমানদের উন্নতির জন্য সম্পূর্ণ উদাসীন। অপর পক্ষে বর্তমানে মুসলমানদের সরল ও অকপট রাজভক্তি গভর্ণমেন্ট উপলব্ধি করিতে অক্ষম। হিন্দুরা যদিও নিজেদের ভিতরে মতভেদ ও বিবাদ রাখে, কিন্তু যখনই মুসলমানদের কোনরূপ উন্নতির কথা হয় তখন তাহারা মিলিত শক্তি দ্বারা তাহার প্রতিবাদ করে।

অতঃপর মিঃ আবদার রহিম গোলটেবিলে প্রতিনিধি পাঠাইবার বিরুদ্ধে বলেন। তিনি বলেন যে, যখন আমাদের সকল আবেদন নিবেদন সাইমন-কমিশনের নিকট নিষ্ফল হইল তখন কোন মুখে আমরা গোলটেবিল-কনফারেন্সে ভিক্ষা করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইবার প্রস্তাব করি। "শ্রোতৃগণ! মিঃ ফজলল হক আপনাদের নিকট অপরিচিত নহেন। এই ফজলল হকই সাইমন কমিশনের নিকট কিরূপ প্রাণপণ আনাগোনা করিয়াছিলেন এবং তিনি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। তাহার ফলে সাইমন রিপোর্টে মুসলমানদের নায্য পাওনা নাই। যদি মুসলমানদের একটুও যথাযথ সম্মান জ্ঞান থাকে তবে তাহারা কিরূপভাবে গোলটেবিলে যোগদান করিতে পারে তাহা আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।" মিঃ রহিম যখন প্রস্তাব নিন্দায় বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন শ্রোতৃগণের ভিতরে গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং বেঙ্গল মুসলমান ও পেশোয়ার মুসলমানদের ভিতরে ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। দুই দলই ন্যূনাধিক আঘাত-প্রাপ্ত হয়। অপর দলের বাহিরে ঘোর মারামারি চলিতে থাকে। মিঃ রহিমের বলপূর্বক বসাইয়া দেওয়া হয়। গোলমালের জন্য সভার অধিবেশন বন্ধ করা হয়।

তাহার পর কয়েকটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

নৈমিষারণ্য ষ্টেসনে অত্যাচার

ই, আই, রেলের বালামউ সীতাপুর লাইনে নিমসার একটী ফ্ল্যাগ ষ্টেসন। এখানে নৈমিষারণ্য তীর্থে বহু দেশ-দেশান্তর হইতে যাত্রী তীর্থ করিতে আসিয়া থাকেন। সম্প্রতি এখানে একটী মুসলমান বুকিং ক্লার্ক আসিয়াছেন। তিনি একটী সাধারণ লোক এবং যাত্রীগণের উপরে অযথা অত্যাচার জুলুম এবং অত্যাচার চালাইতেছেন। ভদ্রলোকদিগকে অশ্রাব্য-জনক কথা বলিয়া থাকেন এবং গালাগালি করেন। যথা সময়ে টিকেট দেন না এবং টিকেট চাহিলে গালি দেন। এই ষ্টেসনে কোনও স্থানে টিকেট নাই,—কোন ব্যক্তি ষ্টেসনে কাহারও ট্রেণ দেখা করিতে গেলে অথবা কোথাও কোন বন্ধুকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে গেলে পুরুষ সাধারণ কেহই সহজে ষ্টেসনে ঢুকিতে দেন না; সাধারণের ধারণা যে ঐ লোকটির খুব মস্তক খারাপ আছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া উহার বিহিত ব্যবস্থা অতি শীঘ্র না করিলে যাত্রীসাধারণ এবং স্থানীয় লোকদের বিশেষ অসুবিধার কারণ হইবে। আমরা এ বিষয়ে ই, আই, রেলের বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জনতাকর্তৃক পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার তাড়িত

গত সোমবার আলিপুর কোর্টে একটী ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। একজন পুলিশ অফিসার একদল যুবক কর্তৃক তাড়িত হন এবং অবশেষে এস্‌ ডি, ওর বাসাতে আশ্রয় লইয়া বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন। যুবকদল একশত গজ দূরে থাকিয়া তাহাকে তাড়া করে।

উক্ত অফিসারটী টালিগঞ্জ থানার বে, এল, সেন চৌধুরী। তিনি কোর্টে আসিবামাত্রই প্রায় ১০০ শত জন যুবক একসঙ্গে 'শেম' 'শেম্‌' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠে। উক্ত অফিসারের উপর যুবকগণের অসন্তোষের কারণ এই যে একটী বালক যখন টালিগঞ্জের একটি মদের দোকানে পিকেটিং চালাইতেছিল তখন তিনি তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেন। এই বালকের যখন বিচার হয় তখন এই যুবকদলকে কোর্টে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় তাহারা তাহার বন্ধুর বিচার দর্শন করিতে না পাওয়ায় অভিশয় অসন্তুষ্ট হয় এবং অফিসারটীর উপর আক্রোশ চটিয়া যায়। যাহা হউক তাহারা সভাবদ্ধ বাহিরে দাঁড়াইয়াই অপেক্ষা করিতেছিল। যে ছয়জন যুবকের বিরুদ্ধে পুলিশ অফিসারটী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাদের বাড়ী চেৎলায়। উহাদের মধ্যে একজন এম, এ, ক্লাসের ছাত্র এবং অপরটী একটী বি, এস্‌ সি।

আসামীরা বলেন যে যখন তাঁহারা ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন তখন দেখেন যে একজন পুলিশ অফিসার ঐ বালকটীকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে। ইহাতে তাঁহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহারাও পিকেটিং করিতে থাকেন। উহার ফলে তাঁহাদিগকেও ধরিয়া ভীষণ ভাবে প্রহার করা হয়।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার সাক্ষ্যদেন যে মদের দোকানে পিকেটিংএ প্রায় ৫০০জন লোক জমায়েৎ হওয়া গোলমালের সৃষ্টি হওয়ায় তিনি তাহাদের সরিয়া যাইতে বলেন, তাহারা সরিয়া না যাওয়ায় তাহাদের ভীড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় তাহাতে দুই একজন আহত হইতে পারে। এক বর্ষ ও ছয়জন আসামীদের প্রত্যেকের ৪ মাসিকের সশ্রম কারা-দণ্ডের আদেশ হয়। সাক্ষ্য দিয়া যে যুবক ইন্‌স্পেক্টার যখন কোর্ট হইতে বাহির হইয়া আসেন অমনি একটী ছেঁড়া জুতার মালা তাহার মস্তকের উপর পড়ে, তিনি লজ্জায় মালাটী ছিঁড়িয়া ফেলেন এবং যখন পুলিশ অফিসের দিকে যাইতে থাকেন তখন তাহার মাথার উপর চারিদিক হইতে ফুল বৃষ্টি হইতে লাগিল তিনি তাড়াতাড়ি ভয়ে নিকটস্থ এস্‌, ডি, ও, র বাসায় ঢুকিয়া পড়েন।

লোহার কড়ি
কড়ি বরগা
করগেটটীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম,
বেড়াকোরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

সর্ব্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
নবরাজ শাশভূ বন কবিকণ্ঠাভরণের
যোগেশ্বর পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
বিন্দা ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার কলিকাতা।

নবজ্বর
বটিকার জ্বর ও বাতশ্লেষ্মিক জ্বর, উচ্চিরগতির জ্বর, জ্বরের সহিত কম্প, প্রদাহ, মাথাধরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অরুচি প্রভৃতি সকল সময় বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব অমৃতবারি সুধা"
পুরাতন ও জীর্ণ রোগে আশ্চর্য্য ফল দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৩ তোলা ১৲ টাকা।

"লুপ্তযৌবনবিলাসিনী বটিকা"
দীর্ঘকাল অত্যধিক ধাতুদৌর্ব্বল্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১৬ বড়ি ১৲ এক টাকা।
রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, কবিকণ্ঠভূষণ
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি, দত্তের ছোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সম্বন্ধে পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ছাপার *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে. বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন্‌

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনিন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং টনিক্‌ আছে।

এক কোর্স-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করাতে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে বারটী ইন-জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া
৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৩৲ টাকা
বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ
২৯১ চন্দ্রনাথ লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর -২৯শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

(১)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাবক্ষেত্র—ব্যাসপীঠ বা গুরুপীঠ শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপের সেবোন্মুখতাই জীবকে শ্রীগৌরকৃষ্ণের জন্মস্থলী যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর-সেবার যোগ্যতা প্রদান করে

(২)

শ্রীনন্দনন্দনত্বই ভগবদ্ আবির্ভাবের পরাকাষ্ঠা

(৩)

শ্রীবিষ্ণুতে অনন্যা ও প্রেমময়তা মমতাই ভক্তি-শব্দের অর্থ

(৪)

বহিন্মুখ-চিকাসম্পন্ন আপাতশ্রীতিকর দ্বিতীয় লাড্ডু-সদৃশ বিষয়াসক্তির ভয়াবহ পরিণাম বুঝিয়া তাহা হইতে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ বা মাউগাছি

মোদদ্রুমদ্বীপ নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত একটী দ্বীপ। ইহাকে অপভ্রংশভাষায় মাউগাছি বলা হইয়া থাকে। এই স্থানটী বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত। ইহার প্রান্তদেশেই ভাগীরথী প্রবহমানা। গ্রামটী যে অতি প্রাচীন, তাহা যে কেহ প্রত্যক্ষ করিলেই বুঝিতে পারেন। একসময়ে মাউগাছি একটী প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। এখনও বহু বহু উচ্চকালের ধ্বংসাবশেষের চর্চ্চিত অবশ্যাদী পরিবেষ্টিত থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই মোদদ্রুমদ্বীপ মাউগাছি, একডালা, মহৎপুর, বাবলাড়ি, দেওয়ানগঞ্জ, গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। এই স্থান শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবতপ্রভু-রচয়িতা ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব ও লীলা-ভূমি। অদ্যাপি সেই ব্যাসপীঠ বৃক্ষলতা-গুল্মাচ্ছাদিত থাকিয়া ভক্ত-হৃদয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যের পবিত্র স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। তাই একস্থানকে গৌড়ের বৈদিশ ক্ষেত্র বলা হয়। এই গ্রামে এখনও ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের সেবা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তির নিত্যপূজা সাধিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণই এই সেবা পরিচালনা করিতেছেন। রামলীলায় ভগবান্ যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এইস্থানে একটী মহাবটবৃক্ষতলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই স্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহাকে 'মোদদ্রুম দ্বীপ' বলেন। এই স্থানেই শ্রীবাসগৃহিণী শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর এই মাউগাছি গ্রামে বিবাহ হয়। ইনিই বাল্যাবস্থার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতৃদেবী।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মভিটার অনতিদূরে চট্টগ্রামবাসী শ্রীল মুকুন্দ ঠাকুরের ভ্রাতা অশেষ সদ্গুণশালী শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। বর্ত্তমানে সেবাটী বড়ই অযত্নে পরিচালিত হইতেছে। এই বাসুদেবদত্ত ঠাকুরের অনুগৃহীত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য, যিনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু। বৈষ্ণবসেবার্থে তাঁহার বাৎসল্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভু যেন নিত্যানন্দকে তাঁহার 'সরখেল' হইয়া ব্যয় সমাধান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এই বাসুদেব দত্ত ঠাকুরই মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

সেই পরদুঃখদুঃখীর আদর্শ ঠাকুরের প্রাণপ্রিয়তম সেবার দুর্দ্দশা না দেখিলে ভক্তগণের চিত্ত বড়ই ব্যথিত হয়। মাউগাছি গ্রামে আর একটী প্রাচীন সেবা বিদ্যমান আছেন—যিনি গৌরপার্ষদ শ্রীল সারঙ্গ ঠাকুর বা সারঙ্গ মুরারি (চৈঃ চঃ আ ১০।১১৩ দ্রষ্টব্য) ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীঠাকুরের একটী মন্দির এক প্রাচীন বকুলবৃক্ষের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু সেবার বন্দোবস্ত আরও ভাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীল সারঙ্গ-মুরারি ঠাকুর এই মোদদ্রুমদ্বীপে বাস করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে ভজন করিতেন। ইনি প্রথমে শিষ্য করিবেন না বলিলেও ভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণাক্রমে শিষ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া স্থির করিলেন—আগামী কল্য প্রাতে যাহার সহিত দেখা হইবে, তাহাকেই তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যুষে ভাগীরথী-স্নানকালে তাঁহার পাদদেশে একটী মৃতদেহ সংলগ্ন হওয়ায় তিনি তাহাকেই পুনর্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে স্বীকার করেন। ইনিই শ্রীঠাকুর মুরারি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার বংশ-পরম্পরা সম্প্রতি সর্ ডাঙ্গা গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাব ও লীলাক্ষেত্র মোদদ্রুম দ্বীপ কেবল বাঙ্গালার নহে, সমস্ত বিশ্বের অধিবাসীর গুরুপীঠ বা ব্যাসপীঠ। এই পীঠস্থান হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিঘোষিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ইহা ঠাকুরের লেখনীতে 'গৌরসুন্দরের ভবিষ্যদ্বাণী'-রূপে স্পষ্টই প্রচারিত হইয়াছে—

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

মহাপ্রভুর নিজজন গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আজ মহাপ্রভুর সে বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারই পরম শ্রম গৌর ও গৌরজনপদাঙ্কপূত বহু লুপ্ততীর্থের সেবার উদ্ধার সাধিত হইতেছে। ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্ম-ভিটা বহুকাল যাবৎ জঙ্গলাচ্ছাদিত হইয়া লোকলোচনের নিকট অপ্রকাশ ছিল, শ্রীল ঠাকুরের গৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহদ্বয়ের এক সময়ে জীবের সেবা বুঝিবার লোভের মধ্যে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আবার সেই মহাতীর্থের লুপ্তসেবার পুনরুদ্ধার হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুরের জন্মভিটার উপরে অধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় একটী শ্রীমন্দির এবং তৎসংলগ্ন নাটমন্দির ও সেবকগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে। শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী যোগপীঠের সেবা অপেক্ষা এই ব্যাসপীঠের সেবা আরও বড়, কেননা, ব্যাসগুরুর সেবা ব্যতীত গৌরজন্মস্থলীতে প্রবেশের অধিকারই হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি, মধ্য এবং অন্ত্য—সর্ব্বত্রই (আদি ৮ম, ১১শ ও ১৩শ, মধ্য ১ম ও ৪র্থ এবং অন্ত্য ২০শ পরিচ্ছেদ) শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনকে শ্রীচৈতন্যলীলার আদ্য ব্যাস বলিয়া গুরুবুদ্ধিতে সম্মান করিয়াছেন, সেই ব্যাস-ক্ষেত্রের সেবোজ্জ্বলতা সাধনের জন্য শ্রীগৌরগণ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী সকলেরই সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

মাউগাছি গ্রামটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর, নির্জ্জন ভজনকারীদের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্থান। ভাগীরথী অতি নিকটেই প্রবহমানা। যে যে তীর্থে গঙ্গা ঘাট, হাট বাজার ও নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা আছে, অনেক বদ্ধজীব ব্যক্তি সেই সেই স্থানে আরামাবাস স্থাপন করিয়া তীর্থবাস করিতেছি মনে করেন; কিন্তু উহা ত তীর্থবাস হয় না, ভক্তদের সহবাসই সেবাই প্রকৃত তীর্থবাস। সুখভোগের সুবিধা মিছা ইন্দ্রিয়তর্পণানুকূল স্থানসমূহের অধীন মনে করিয়া তীর্থ-সেবা-পাত্রতার বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলে আমরা যতই না কেন তীর্থ-সেবার জন্য আস্ফালন করি, তাহা সমস্তই নিরর্থক হয়। তীর্থসেবা ও তীর্থে বসিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ এক নহে। প্রকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ হইবে কেমন করিয়া—তাহার দ্বারা তীর্থ-সেবা হয় না। [illegible] মোদদ্রুমদ্বীপের ন্যায় মহাতীর্থ-সমূহ নিষ্কিঞ্চনগণের অনুকূল হইবে না বলিয়া তাঁহার সেবার বিমুখতা যদি ক্রমশঃ, ক্রমশঃ ও ক্রমশঃ শ্রীতীর্থ [illegible] সমস্ত [illegible] জানিয়া তাঁহাদের [illegible] বিষয়ে সকলেরই [illegible] কর্ত্তব্য।

[illegible] ঠাকুরের জন্মভিটার [illegible] পরিবারের [illegible] ও ব্যবসায়িবৃন্দের [illegible] আবশ্যক। [illegible] অবহেলা [illegible] অপরাধ [illegible]। মহাতীর্থের সেবায় সকলেরই প্রাণপণ যত্ন করা আবশ্যক।

স্থানীয় অধিবাসীর যত্ন দেখিলে সরকার বাহাদুরও এবিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। যদি একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের অবস্থা যাহাতে সম্যক্ উন্নত হয়, তজ্জন্য সকলের দৃঢ় যত্ন। প্রাচীন সেবাকুঞ্জের প্রতি অযত্ন দেখিলে কোন্ ধর্মপ্রাণ হিন্দুর হৃদয় না ব্যথিত হইবে?

শ্রীল ঠাকুরের পাটবাড়ীর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে একটী সংকল্প প্রেরিত করা হইয়াছে। সাথে তাহা দুইটী বড় পুষ্করিণী আছে। গঙ্গাও নিকটে, সুতরাং জলকষ্ট বিশেষ নাই বলিলেও হয়। গ্রামের মধ্যে সেই পানীয় বাঁধাও আছে, কিন্তু তাহার মধ্য সংস্কারাভাবে নষ্টপ্রায় তাহা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়।

আগামী বর্ষিবার মাসাবধি ব্রজবাসী-গণের একটী মেলা বসিবে। সমুদায় শান্ত সহ লোক-সমাগম হইবে। প্রতি বৎসরই ঐ মেলা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পার্ষদ শ্রীধাম গোদ্রুম পরিক্রমার যাত্রিগণ এই স্থান পরিক্রমা করেন। সর্বদাই শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ মধুসূদন ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের পাটবাড়ীর সেবা করিতেছেন। ব্রজবাসী মহোদয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। শ্রীভগবান্ গৌর-নিত্যানন্দের কৃপা-প্রকাশ আমার শ্রীপাটের প্রাঙ্গণ কোলের মধ্যে লোকে তাহাতেই নিত্যানন্দ পুনঃ প্রকটিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আমাদের বিষয় আর কি হইতে পারে।

নন্দ-নন্দনত্বই ভগবদ্ আবির্ভাবের পরাকাষ্ঠা

ভগবান্ ঈশ্বরসমূহের ঈশ্বর এবং দেবতাগণের দেবতা অর্থাৎ পরমেশ্বরেরও পরমেশ্বর। জীবগণের মৃত্যুগণ-সহ যমরাজ তাঁহার ভয়ে সদা ভীত। তাঁহার আজ্ঞাধীনে কাল কলন করে, সূর্য্য তাপ দেন, বায়ু বহিতে থাকে এবং মৃত্যু জীবের প্রাণকে যথা সময়ে হরণ করে। যখন প্রজা-সৃষ্টি-সংহারকারী-ব্রহ্ম-রুদ্রাদি ঈশ্বরগণ, বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র-প্রমুখ দেবতা-বৃন্দ, যমাদি জীবন হন্ত-বায়ুগণ, ও বনবীন বায়বাদি ভয়ব্যস্ত ভগবানের আজ্ঞাধীন, তখন ছার মনুষ্য কি কখন স্বপ্নেও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে? তবে তিনি পরতন্ত্র—ও স্বেচ্ছাময়। তিনি যখন কোন ব্যক্তির নিকট ধরা দিবার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সেই ব্যক্তি নাস্তিকতাকে আশ্রয় করিতে ও বিজ্ঞাপক নৃত্যকুণ্ড হইতে বাধ্য হন। অতঃপর যদি কোন কুণ্ডী কৃপালুর সেই ব্যক্তির নিকট তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ-পূর্বক তাহাকে সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভে আস্বাদন করাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মধ্যে নিজ আচার্য্যরূপ দ্বারা তাহাকে সম্বন্ধ করেন ও তদনন্তর পর পর ভাবে নিজ যুগল-মোহন (১) ধনজ শ্রীবাসুদেব-রূপ, (২) যুগল শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণরূপ, (৩) একপত্নীক শ্রীরামরূপ ও (৪) বহু পত্নীক শ্রীকৃষ্ণরূপ দেখাইয়া তাহাকে চিরতরে নিজ সেবায় একান্তভাবে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। শ্রীবাসুদেব ও শ্রীনারায়ণরূপে ঐশ্বর্য ও ঐশ্বর্যের ভাব প্রকট থাকায় কেবল গৌরবময় গাম্ভীর্য এবং ঐশ্বর্য্য-ভাব প্রকাশিত, নরাকারে প্রতিভাও শ্রীরামরূপে লৌকিকভাব প্রবল থাকায় কথঞ্চিৎ নিকট সখ্য ও বাৎসল্য রস দাস্য সেবকের দ্বারা আস্বাদন-যোগ্য। পূর্ণ বিশুদ্ধ সখ্য ও বাৎসল্যরস এবং সংকোচ মধুর রস একমাত্র ঐশ্বর্য্যভাব লুক্কায়িত নরাকারে প্রকটিত নন্দ-নন্দনাত্মক বহু-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণরূপের সেবা দ্বারাই আস্বাদন করা সম্ভবপর। একপত্নীক শ্রীরামরূপে তিনি সীতাদেবী ব্যতীত অপর কাহারও মধুর কান্তাভাব স্থাপনের সুযোগ দেন না। তিনি ঐ সুযোগ শ্রীকৃষ্ণরূপেই সকলকে দিয়া থাকেন। এই জন্য নরাকার নন্দ-নন্দনাত্মক শ্রীকৃষ্ণরূপই ভগবদাবির্ভাবের পরাকাষ্ঠারূপে সজ্জন-কর্তৃক নিদ্ধারিত হইয়াছে, এই শ্রীকৃষ্ণরূপের সাক্ষাতে যে আনন্দ, তাহা সম্ভোগ রস নামে খ্যাত। সাক্ষাৎ-জনিত সম্ভোগরসের অপেক্ষা অদর্শন-জনিত যে বিপ্রলম্ভ রস, তাহা আরও সুস্বাদু এবং ইহা আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধরিয়া প্রকট হইয়াছিলেন। অতএব যাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিতেছেন না, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আচরিত পথা অনুসরণ করিলে পরাকাষ্ঠারূপী বিপ্রলম্ভরস আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। বিপ্রলম্ভরসের কথঞ্চিৎ আস্বাদনার্থে প্রলাপকারী শ্রীগৌরসুন্দরের একটী প্রসিদ্ধ শ্লোক কথিত হইতেছে, যথা—ক নন্দ-কুল-চন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ ক মন্দ্রমুরলীরবঃ, ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি, জীবরক্ষৌষধিনিধির্মম। ক সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিগ্‌বিধিম্॥

বিষ্ণুতে অনন্যা ও প্রেমসঙ্গতা মমতাই ভক্তি-শব্দের অর্থ

কোন অজ্ঞাতকুলশীল ভক্তব্যক্তির প্রভাবে যদি কেহ প্রাকৃত রাজ্যের পরিণাম হীন অনন্তের প্রতি পিপাসাযুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের পরিণাম রহিত সম্বন্ধ প্রতি শ্রদ্ধা (অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস) যুক্ত হন এবং সেই বিশ্বাস ফলে আচার্য্যরূপী ভগবানের (অর্থাৎ সদ্গুরু-দেবের) অনুসন্ধান লাভ ও তাঁহাতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি স্থাপন করত সরলভাবে তাঁহার নিকট হইতে ভগবদ্ভজন-রীতি শিক্ষা ও সাধন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি ক্রমশঃ অন্যাভিলাষরূপ অনর্থরাশিকে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ হইতে পারেন।

যে কালে অন্যাভিলাষরূপ অনর্থ হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, সে সময় সাধক অবিক্ষেপে অর্থাৎ নিরন্তর ভগবদ্ভজনে রত থাকিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। যখন নিরন্তর ভগবদ্ভজনের সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন সাধকের চিত্ত একাগ্র হইয়াছে বা ভজনে নিষ্ঠালাভ করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিষ্ঠার স্তরে ভজন যাহাতে বাধা প্রাপ্ত না হয় ও নিরন্তর ভজন চলিতে থাকে, তদ্বিষয়ে সাধকের প্রগাঢ় লক্ষ্য থাকে।

নিষ্ঠাপূর্বক ভগবদ্ভজন করিতে করিতে ভজনের গাঢ়তা-হেতু সাধক যখন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ অন্তঃপথে প্রতিষ্ঠিত ও অশোকতাপাপন্ন হইয়া আসিতেছে, তখন হইতে তিনি ভজনে রুচিসম্পন্ন হন।

রুচিকে শাস্ত্রকারগণ বুদ্ধিপূর্বিকা ইচ্ছা কহেন। যখন ভগবদ্ভজন আরও অধিক গাঢ় হইয়া পড়ে, তখন সাধকের চিত্ত ভজনে আসক্তি বা স্বারসিকী রুচি-সম্পন্ন হয়। আসক্তি বা স্বারসিকী রুচির উদয়ে সাধককে আর পূর্ববৎ বুদ্ধির বিচারের দ্বারা চালিত হইয়া ভজনে উৎসাহ লইতে হয় না।

আসক্তি বা স্বারসিকী রুচির গাঢ় ভূমিকায় উহা যখন নির্মল হয়, তখন সাধকের চিত্ত মসৃণ অর্থাৎ রুচির দ্বারা কিছু কিছু আর্দ্র হইতে থাকে। চিত্তের এবম্প্রকার কথঞ্চিৎ আর্দ্রভাব প্রেমের প্রথমাবস্থা বা রতিনামে প্রসিদ্ধ। এই রতিকে ভগবৎপ্রীতির অঙ্কুরও কহে।

রতি যখন গাঢ় হইয়া চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া প্রেমময়ত অত্যন্ত মমতার দ্বারা পরিচিত হয়, তখন উহা প্রেম সংজ্ঞায় ভূষিত হইয়া থাকে। এই প্রেমই শুদ্ধা-ভক্তি পদের লক্ষিত বিষয়, যথা শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে,—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

দিল্লীর লাড্ডু

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০৯ সংখ্যার পর)

শ্রীউপদেশামৃতের "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্মপ্রবর্ত্তনাৎ, সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি" শ্লোকটী, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখ-নির্গলিত "খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥" ইত্যাদি উপদেশামৃতগুলি এখন আমার নিরন্তর আলোচ্য বিষয়। আমি বা অনেকে পর-উপদেশে পণ্ডিত; কিন্তু নিজে আচরণ করা কঠিন—এই কথা বলিয়া ভজনাদিতে অত্যাচার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য প্রভৃতি ভক্তি-বিনাশকারী বৃত্তিগুলিকে হৃদয়ে পরম যত্নে বরণ করিতে ছাড়িব না। একদিন গোষ্পদ-সম সংসার পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক পক্ষ সম্মুখে রাখিয়া সেবাপথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছি, এখন আমার জন্মান্তর পর্যন্ত যাহা দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া যাইব কেন? কারণ সর্ব পথই শ্রীনাম-সাধনে অনবধান-কালে এই লোকের মত উপস্থিত হইয়াছিল—তখন পশ্চাৎ ফিরে চাহিলে দেখিতাম এক দুর্বিষহময় অসহ্য বিষাক্ত কীটবিপূর্ণ অন্ধকূপ সম্মুখে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সেই ঘোর বিপৎকালেও আমার সাথে সম্বল ছিল পতিতপাবন গৌরাঙ্গ-বংশী আচার্য্যবর্য্যের একখানি অমূল্য উপদেশপূর্ণ জীবন্ত কৃপাপত্রী। (যাহা সাধন ব্যক্তিগণের নিত্যানুধ্যানের জন্য এক একে সংখ্যায় গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে), তাই সেই পত্রিকাটী পুনঃ পুনঃ মস্তকে ও হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং শত সহস্র বার আলোচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম গ্রহণ, কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, প্রার্থনা প্রভৃতির উচ্চকীর্তন করিতে করিতে ও "আর সাবে পাপ" বলিতে বলিতে সেই অসহ্য মহাপাপের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। তবে আবার কেন সেই পিছনের দিকে দৃষ্টি করিব? যে লাড্ডু নাড়াচাড়া করিয়া পূর্বেই বিষপূর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, আজ আপন দোষে তাহা পুনরায় কুড়াইয়া খাইয়া কিছুতেই আত্মঘাতী হইব না এবং কাহাকেও কুড়াইয়া খাইতে দেখিলে খাইতে দিব না, তাঁহার চরণে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শত শত বার, সহস্র সহস্র বার, লক্ষ লক্ষ বার, অনন্ত কোটী বার করযোড়ে সংসারিকুলবাসে নিষেধ করিব। তাঁহাকে বলিব, 'হে সজ্জন! আমি দরিদ্র, আমি ভিক্ষুক আপনাকে উপহার দিব এমন কিছু আমার নাই, তাহা হইলেও এই দীনজনের একটী অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে, তাহা আর কিছু নহে—যে লাড্ডু সেবা করিয়া আমি বিশেষরূপে ঠকিয়াছিলাম, সেই বিষপূর্ণ লাড্ডুর বাসে লিপ্ত হইয়া আত্মঘাতী হইবেন না, এমন কি তাহা স্পর্শও করিবেন না। আসুন! আসুন! আসুন! আমরা সকলে মিলিয়া সেই বিষাক্ত লাড্ডুকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া অশোক অভয়ামৃত কোটিচন্দ্রশীতল শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম দৃঢ় করিয়া ধারণ করি এবং নিরন্তর সকলকে বলিতে থাকি—"হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ শ্রীগুরুচরণে কুরুতানুরাগম্।"

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই সুশোভিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

বৈষ্ণবধর্ম্ম শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে সরলভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুবর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিলাভের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ এক এক অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতাকে লাভ করিব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যদি আত্মাকে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত মর্ম্মানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্ক বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০. চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। টীকাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-[illegible]
৪। গৌড়ীয়-[illegible]
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম (বাঁধা) ১৲
” ” আবাঁধা ৸০
৭। [illegible] ।০
৮। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৸০
৯। [illegible] সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। বৈষ্ণব[illegible]
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ বাঁধা ৸০
১৫। দীপ-[illegible] ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপ-[illegible] ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। গীতমালা ৴১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকথা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমণি আবাঁধা ৷৵০
বাঁধা ৷০
২৭। সিদ্ধান্ত[illegible] ৶০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। [illegible] (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৩৪। [illegible] ৶০
৩৫। [illegible] ।০
৩৬। শ্রীশ্রী[illegible] ৷০
৩৭। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন-নবদ্বীপ), নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না।

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সপ্তাহের মধ্যে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ দৈকারী, জেলা বর্দ্ধমান।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

আনন্দ প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…… . …. ……… আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, অজীর্ণ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পরজঃ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুর্বিষহ জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক ভাইটেলস ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কম্বেপুর, গাড়েনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রবন্ধের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২৷৹ টাকা

---

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত; নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, হাঁপ, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ জররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আয়ুর পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও বাধক সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারণীয় আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগের ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ১৲ টাকা। ৭০ মাত্রা ৪৲ টাকা মাত্র

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—এই অবলেহ সেবনে দূষিত-রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। "শিশুসখা বটীকা"—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া "শিশুসখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রকৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, দুধতোলা, সর্দ্দি, ক্রিমি দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—অন্যান্য ঔষধের বিবরণ—

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন:—

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রণীত (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ।

উৎকৃষ্ট (বোর্ড) মরোক্কো বাঁধা ১৷৹ ডিসিডেন্ট ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রতিষ্ঠান হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

প্রতি খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশমস্কন্ধ, স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

শ্লোক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাপ্তব্য	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	]০
কল্যাণ কল্পতরু প্রাপ্তব্য	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাপ্তব্য	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রাপ্তব্য	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং মদনপুরা, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিপগাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।

১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব

১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চন্দ্রকোণা, [illegible] পোঃ, মানভূম।

১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় [illegible] রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—কেশবানগর, জলপাইগুড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামকমল রায়—[illegible]নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

৪। মিঃ এন কি, মুখার্জ্জি—এম, এস, [illegible] কানপুর

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—[illegible], নদীয়া

৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, [illegible]

৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—[illegible], নবাবপুর, ঢাকা

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পড়পাল [illegible]

৯। শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, [illegible]

১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রকাশ বামনাথ।

১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবাসী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

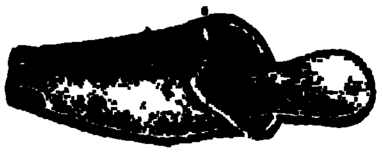

চটি, প্রেসিয়াপ ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমিয়া হয়। কর্ণেল পরিচালিত

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ৩।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এখনে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ॥০ আনার মারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৫৲
ভিঃ পিঃ ও প্যাকেজ খরচ পৃথক।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং রটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— নবদ্বীপ

Registered No. C-1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড]. সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৪১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৭ শুক্রবার ১৫ই আগষ্ট ১৯৩০

বিগ্রহ হইতে সোণা চুরি

গান্ধিটুপি পরিধান আইন বিরুদ্ধ নহে

মান্দ্রাজে গুলি

গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাংলাদেশে ৬০০০ জন বিহারে ৫১৯৩ জন

বি,পি,সি,সির দ্বারে তালাবন্ধ

যারবেদা জেলে পিতাপুত্রে মতিলাল ও জহরলাল

১০বৎসরের বালকের দণ্ড

বড়বাজারে ১২ জন মহিলা ধৃত

জার্ম্মানীতে বেকার বৃদ্ধি

আশ্রয়দানের অপরাধে শাস্তি

নানা কথা

বালুরঘাটে রক্তবৃষ্টি

বহুদিন অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টির পরিবর্ত্তে ভয়ানক রক্তবৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গান্ধিটুপি পরিধান আইন বিরুদ্ধ নহে

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারক মিঃ পেকেণ গান্ধিটুপিসম্বন্ধে রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন পাঁচ্‌রে মাইলের ভিতরে গান্ধিটুপি পরা অন্যায় বলিয়া যে ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সহরে শান্তি আনয়ন করা ম্যাজিষ্ট্রেটের উদ্দেশ্য ছিল। গান্ধিটুপি পরায় অপরাধে যে তিনি লোকদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন তাহা নহে। তাহার পরে তিনি সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য এই আদেশ তুলিয়া লন।

মাদ্রাজে গুলি

আলাপিঝাতে যে মাদ্রাজে পুলিশ [illegible] স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করায় জনসাধারণ দলবদ্ধ হইয়া পুলিশকে ঘেরাও করে এবং ইটপাটকেল ছুড়িতে থাকে পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে বিফল হয়, তাহারপরে অনন্যোপায় হইয়া গুলি চালায়। ফলে এযাবৎ তিন জনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং ৪ জন আহত হইয়াছে।

গ্রেপ্তারের সংখ্যা

১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত গভর্নমেণ্ট গণনায় সমগ্র দেশে মোট ২৩৩১ জন কারাগারে বন্দী আছেন তাঁহাদের মধ্যে বাংলাদেশেই ৬০০০ জন এত অধিক সংখ্যা আর কোন প্রদেশে হয় নাই।

বি, পি, সি, সির দরজায় তালা বন্ধ

গত ১২ই আগষ্ট পুলিশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অফিসে খানাতল্লাস করিয়া কতক গুলি কাগজ পত্র হস্তগত করিয়াছে। তার পর তাহারা কংগ্রেস কমিটীর অফিস ঘরের দরজায় তালা চাবি লাগাইয়া সেখানে পুলিশের কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছে।

পুলিশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অফিস তালা চাবি বন্ধ করিয়াছে, এই সংবাদ চারিদিকে বিস্তার লাভ করিতে না করিতেই কংগ্রেস কমিটীর বাড়ীর সম্মুখে এক বিরাট জনতা হইয়াছিল। প্রকাশ, পুলিশ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া সেখান হইতে সরাইয়া দেয়। এই ব্যাপারে কয়েকজন লোক আহত হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

যারবেদা জেলে সপুত্র নেহেরু

পুণার ১২ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গতরাত্রিতে এলাহাবাদ হইতে কিরকী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। তথায় তাঁহাদিগকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া যারবেদা জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

বিগ্রহ হইতে সোণা চুরি

রংপুর, ১১ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ উলিপুরের হাজরাই [illegible] মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যা করিয়া কে বা কাহারা সোণার টাকা ও সিংহাসন চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত চলিতেছে। কয়েকজন উড়িয়াকে এই সম্বন্ধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সম্প্রতি একদল উড়িয়া দেশে যাইতেছিল। প্রকাশ, তাহাদিগের একজনের নিকট সোণার [illegible] ও সিংহাসন ছিল বলিয়া তাহাকে [illegible] দলস্থ সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। তাহাদিগকে চাকদহ হইতে কৃষ্ণনগরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সেখান হইতে শীঘ্রই বিচারার্থ তাহাদিগকে রংপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

বড়বাজারে ১২ জন মহিলা ধৃত

অল্প দিনের মত এই [illegible] নারী সত্যাগ্রহী কমিটির অনেক মহিলা বড়বাজারের বিদেশী বস্ত্র দোকানে পিকেটিং করিতে [illegible]। তাহারা পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিলে পুলিশ সেখানে [illegible] তাহাদিগকে সেখান হইতে চলিয়া [illegible] কিন্তু তাহারা সে কথায় কর্ণ[illegible] না করায় পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লালবাজারে পাঠাইয়া দেয়। যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদিগের মধ্যে [illegible] কয়েকজনের নাম [illegible]

১। শ্রীযুক্তা [illegible] ২। শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী, ৩। [illegible] দেবী, ৪। [illegible] দেবী, ৫। শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী, ৬। শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী, ৭। শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী।

বিবিধ সংবাদ

খানাতল্লাস গ্রেপ্তার জেল—জরিমানা

গত [illegible] পুলিশ [illegible] কংগ্রেস আফিস [illegible] খানাতল্লাস [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সোমবার [illegible] মঙ্গলবার [illegible] ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

—

[illegible] খানাতল্লাস অঞ্চলে পুলিশ [illegible] সময়ে কয়েকটা [illegible] করে। [illegible] কংগ্রেস [illegible] [illegible] মৌলবী [illegible] কংগ্রেস কমিটির [illegible] মৌলবী [illegible] আবেদুল্লা, [illegible] জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত [illegible] বসু ও অপর [illegible] ব্যক্তির বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাস করে। [illegible] পুলিশ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাসের ও শ্রীযুক্ত [illegible] বসুর বাড়ী হইতে [illegible] পুস্তক লইয়া গিয়াছে।

[illegible] কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস ও [illegible] ধারায় [illegible] গ্রেপ্তার হন। তাঁহারা [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] জেলে পাঠান [illegible]।

বিহারে ৫১৯০ জনের গ্রেপ্তার ও দণ্ড

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি [illegible] সংবাদে প্রকাশ, গত [illegible] যে সকল কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন ও কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মোট সংখ্যা [illegible]। তাঁহাদের বিহার ভিন্ন ভিন্ন জিলা অনুসারে নিম্নে [illegible] হইল। [illegible] ১৪৭, মুঙ্গের ১২২, পাটনা [illegible], [illegible] ৬১, [illegible] ৭৮, গয়া [illegible], মজঃফরপুর [illegible], পূর্ণিয়া ২৫, সাঁওতাল [illegible], মানভূম ১৮, [illegible] পরগণা [illegible], [illegible] সকল। [illegible] এক করিলে [illegible] যে সকল কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,১৯০, এই সপ্তাহে যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাস, [illegible] কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত [illegible] কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ [illegible] মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১০ বৎসরের বালকের দণ্ড

[illegible], [illegible] আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, পিকেটিং [illegible] অনুসারে ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবককে ১ মাস হইতে [illegible] কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। [illegible] বয়স ১০ বৎসরের কম। তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তি লইতে অস্বীকার করে।

পুলিশ গত ১০ই আগষ্ট তারিখে [illegible] স্বেচ্ছাসেবকদের [illegible] খানাতল্লাস করিয়া [illegible] জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে। [illegible] দোকানে পিকেটিং-এর অপরাধে ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হন।

আশ্রয়দানের অপরাধে শাস্তি

ফরিদপুর ১০ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র মণ্ডলকে গত ৯ই আগষ্ট [illegible] গ্রেপ্তার করিয়া এবং আর একজন স্বেচ্ছাসেবককে হাতে হাতকড়া দিয়া ফরিদপুরে লইয়া যাওয়া হয়। প্রকাশ, তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের থাকার জন্য বাড়ী দিয়াছিলেন। তিনি জামীনে মুক্ত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

কারামুক্ত নেতৃবৃন্দের সম্বর্দ্ধনা
বরিশালে বিরাট সভা

বরিশাল ১১ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ বরিশালের নেতৃস্থানীয় কর্মী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত [illegible] সেন ও শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন সম্প্রতি [illegible] জেল হইতে গত ১০ই আগষ্ট মুক্তিলাভ করিয়া বরিশালে ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য গত ১০ই আগষ্ট সন্ধ্যার সময় স্থানীয় অশ্বিনীকুমার হলে এক বিরাট জনসভা করা হইয়াছে। জেলা কংগ্রেস-কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহু [illegible] বক্তৃতা করেন।

মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং

চাঁদপুর ও [illegible] বাজারে মদ ও গাঁজার দোকানে [illegible] পর্যন্ত পিকেটিং চলিতেছে। মদ ও গাঁজা বিক্রী অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে।

গত ১১ই আগষ্ট সোমবার [illegible] মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস ও শ্রীমান [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ১২ই তারিখে তাঁহাদিগকে [illegible] চালান দেওয়া হইয়াছে। গত ১০ই তারিখে যে ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছিল, ১১ই তারিখে [illegible] মকদ্দমা [illegible] তাহাদের মধ্যে ৪ জনের ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। এক জনের বয়স অল্প থাকায় সেই দিনের জন্য [illegible] আটক রাখা হয়। প্রত্যেক ষ্টেশনে তাহাদিগকে জনসাধারণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছে।

পুত্রের জন্য পিতা বিপন্ন

[illegible] ১১ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীমান [illegible] [illegible] আইন অনুসারে ৩ মাসের কারাদণ্ডে ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি জেল হইতে ফিরিয়া আসিলেও তাঁহার জরিমানা আদায় করা হয় নাই; কারণ, তাঁহার পিতা [illegible] শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র [illegible] জীবিত আছেন। অতঃপর কৈলাসবাবুর [illegible] দাখিল করা হয়। তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ [illegible] আবেদনে জানান, তাঁহার পুত্র [illegible] থাকেন। ইহা শুনিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ আদেশ দেন যে, কৈলাসবাবু যদি জরিমানার টাকা দিয়া দেন, তবে তাঁহার লাইসেন্স পুনরায় মঞ্জুর করা যাইতে পারে। কৈলাসবাবু সে প্রস্তাবে সম্মত হন।

কটক-নেতার কারাদণ্ড

কটক, ১১ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী ডাঃ [illegible] বিহারী আচার্য্যকে একপক্ষকাল পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ১০ই আগষ্ট তিনি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—তিনি লোকজনকে সরকারী খাজনা দেওয়া বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন।

[illegible]

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] ও [illegible], [illegible] জন্মাবে [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] সকল [illegible] আরোগ্য হয়। [illegible] মূল্য [illegible] ১ এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] মূল্য [illegible] টাকা।

"[illegible]"

[illegible] মূল্য ১০ বটী ১ এক টাকা।

[illegible]

[illegible] রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের [illegible] তৈল

[illegible] এবং [illegible]

[illegible]।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে [illegible], বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় [illegible] J. B. Datta & Co. নাম [illegible] করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible]—জে. বি. দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে [illegible], [illegible], কুইনিন, আরসেনিক এবং [illegible] আছে।

[illegible] ইনজেকসন [illegible] সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া [illegible]।

[illegible] মূল্য ২৲, [illegible] টাকা

[illegible] ল্যাবরেটরীতে

[illegible] রোড, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে শ্রাবণ শুক্রবার—১৩৩৭

(১)
কব্বূরে গোদাবরী তীরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থান লাভ এবং দক্ষিণভারতে মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারের বিরাট্ আয়োজন

(২)
রাঁচীতে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে নেমিমহারাজ

(৩)
(ক) ভগবান্ বা ভক্তের বিরহে যাঁহার কাতরতা যত অধিক, ভজনরাজ্যে তিনি তত অধিক অগ্রসর
(খ) বিরহ-শূন্য ভক্ত শুদ্ধভক্ত-মধ্যেই পরিগণিত নহেন, ভক্তাভাস মাত্র
(গ) স্ত্রী-পুত্রাদির বিয়োগ-হেতু বা সাংসারিক অভাব-অভিযোগ-হেতু যিনি ভগবদ্ভজনে বিরত হন, তাঁহাকে আদৌ ভক্ত বলা যায় না
(ঘ) মায়াপিশাচীর রচিত প্রাকৃত ধনজনাদির বিরহোত্থ বেদনাকে দিক্কৃত করিয়া দিব্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরহ বা বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনের জন্যই সর্ব্বক্ষণ শুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতিমূলে নিষ্কপট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে হইবে

(৪)
(ক) মৎসর ধর্ম্মধ্বজিগণ সাধুর বেষ ধারণপূর্ব্বক কোমলশ্রদ্ধগণকে বঞ্চনা করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি ভোগের সুবিধা করিয়া লয়, কিন্তু নির্ম্মৎসর সাধু ও সচ্চরণাশ্রিতগণ তাহাদের সমস্ত প্রতারণা ধরিয়া ফেলিয়া তাহা লোকসমক্ষে প্রচার করিয়া দেন
(খ) ইন্দ্র মাৎসর্য্যবশে পৃথুমহারাজের যজ্ঞবিনাশ-করে যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণার্থ যে যে চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক পৃথুতনয়কে বঞ্চনা করিতে চাহিয়াছিল, সেই সেই চিহ্ন পাষণ্ডমতাসক্তদিগের অবলম্বনীয় হইল

(৫)
বেলুড়ের ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পত্র

(৬ ও ৭)
বিজনৌরে গিরিমহারাজ ; আলালনাথ-মন্দিরে গরুড়স্তম্ভ

কব্বূরে শ্রীগৌড়ীয়মঠ

কব্বূর, পশ্চিমগোদাবরী ৭।৮।৩০

(গত ৬ই আগষ্ট, ১৯৩০ বুধবার রাজমহেন্দ্রী-নিবাসী ভক্তপ্রাণ অধিরাজ শ্রীযুত রামচরণ দাস মহোদয় সপুত্র কব্বূরে আসিয়া তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র-স্থাপন-জন্য রাজমহেন্দ্রী নগরের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে শ্রীগোদাবরী-তীরে ১৯ সেণ্ট্স্ (প্রায় এক-পঞ্চমাংশ একার—আনুমানিক নয় শত বর্গগজ) পরিমিত জমি দান করিয়া দলিল-পত্রাদি রেজেষ্টারী কার্য্যও সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন।) কব্বূরে শ্রীমন্দির, আশ্রম ও ছত্র নির্ম্মিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক [illegible] মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ রামানন্দ দাস ভট্টাচার্য্য গোস্বামী বিদ্যার্ণব বি, এ মহোদয়, পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ও [illegible] ব্রহ্মচারী মহোদয়গণের সমভিব্যাহারে এতদঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। উক্ত বুধবার রাত্রি ৮ ঘটিকার ট্রেণে স্বামিজী-পণ্ডিত [illegible] ব্রহ্মচারী মহোদয়কে কব্বূরের কার্য্যের ভার দিয়া [illegible] যাত্রা করিয়াছেন। অচিরেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের মন্দির অচিরেই নির্ম্মিত হইবে। ইতঃপূর্ব্বে মঙ্গলগিরিতেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে আজ চতুঃশতাব্দী পরে আবার একটী মহা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। (গৌর নিজজনগণ গৌরপাদাঙ্কপূত তীর্থস্থানে গৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গৌরবিহিত কীর্ত্তন-প্রচারের বিরাট্ আয়োজন করিতেছেন। আচারবান প্রচারকগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণার্থ সরলপ্রাণ দাক্ষিণাত্য-বাসিগণের প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগত শুদ্ধভক্ত-সমাজ বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছেন। পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুগত যোগ্যপাত্রের উপরই দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভুর বিজয়-যাত্রা ঘোষণা- এবং তদ্‌-প্রচারিত শুদ্ধনাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রচারের ভার অর্পণ করিয়াছেন।)

রাঁচীতে নেমিমহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] নেমি মহারাজ গত [illegible] আগষ্ট [illegible] রাঁচি নগরে শুভ বিজয় করিয়াছেন। [illegible] শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাক্তার শ্রীযুত ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় স্বামিজীকে ষ্টেশনে আসিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন এবং নিজেদের মোটরে করিয়া সহরের একটী বড় বাংলায় তাঁহাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। পরদিবস [illegible] স্থানীয় [illegible] একটী বিরাট্ সভার আয়োজন করেন। স্বামিজী সেই সভায় শ্রীমদ্ ভাগবত ও তাঁহার দার্শনিক বিচার সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কয়েকদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ করেন। স্বামিজী তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

ভগবদ্বিরহানুভূতিই ভজনানন্দ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে বাস করিলেন। ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্র মাসে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উদ্ধার করিলেন এবং বৈশাখ মাসে দক্ষিণ-যাত্রা করিলেন। দক্ষিণ-যাত্রার পূর্ব্বে তিনি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বিদায় লইতে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ যাত্রার প্রস্তাব শুনিয়া মাত্র অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ ধরিয়া নিম্নলিখিত বাক্য বলিয়াছিলেন,—

"বহু জন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৭ম অধ্যায়)

২। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভগবদ্ভক্তি-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভক্তগণ ভগবান্ বা ভক্তের বিরহে অধীর হইয়া উঠেন, তাই শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দক্ষিণ-যাত্রার সংবাদ [illegible] বিরহ-কাতর হইয়াছিলেন। মস্তকোপরি বজ্রাঘাত হইলে যে প্রকার যন্ত্রণা অনুভূত হইতে পারে অথবা প্রাণসম পুত্রের বিয়োগে মানব যে দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করে, এই দুই প্রকার যন্ত্রণা অপেক্ষা ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তবিরহ যে অধিকতর উৎকট যন্ত্রণাদায়ক, তাহা শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত বাক্য-দ্বারা [illegible] প্রতীয়মান হয়। যে ভক্তের হৃদয়ে [illegible] বিরহ-যন্ত্রণার বেগ উদয় হয় না, তিনি ভক্তাভাস মাত্র, শুদ্ধভক্ত নামে পরিগণিত হইবার অযোগ্য।

৩। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তীব্র বিরহ-[illegible] উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন, যথা,—

"পাষাণে কুটিব মাথা, কিবা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভগবদ্বিরহ অনুভব [illegible] জীব স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগজনিত বিলাপ [illegible] করে না। [illegible] বিয়োগদশায় উৎকণ্ঠা-কাতর বলিয়া বুঝে। স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগ, বিয়োগের পরিবর্ত্তে মঙ্গল-সূচক ঘটনা বলিয়া ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। গীতায় এইরূপ [illegible] তিনি [illegible] মায়ার বশ। [illegible] তাঁহাকে [illegible] সজ্জনসমাজে তিনি [illegible] হইবার যোগ্য। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] বিচ্ছেদ [illegible] করেন, তিনি [illegible] ভক্তাভিমানী [illegible] পারেন না। আমার পূর্ব্ব [illegible]

ভূষিত করিয়া দিই, তাহা হইলে সুধী-সমাজ আমাকে অবজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে ত্রুটী করিবেন না।

৪। পুত্রাদির বিয়োগ-গত বিরহ মায়াশক্তির ক্রীড়া এবং ভগবান বা ভক্তের অদর্শন-জনিত বিরহ যোগমায়া বা পরা-শক্তির ক্রীড়ার পরিচায়ক। মায়াশক্তির ক্রীড়া বাহিরে ও ভিতরে নিদারুণ দুঃখের জনক ও যোগমায়ার ক্রীড়া অন্তরে পরমা-নন্দের উদ্বোধক ও বাহিরে দুঃখবৎ অবভাসক। শ্রীশ্রীরাম-সীতার বনবাসের দুঃখ যদি পুত্র তাহা জননীর দুঃখের ন্যায় মায়াশক্তির ব্যাপার হইত, তাহা হইলে কেহই শেষে একবার শ্রবণের পর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহিত না। যখন দেখা যায় যে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীরাম-সীতা যুগলের বনবাস-কাহিনী শুনিতে আগ্রহ-বিশিষ্ট তখন উহার দ্বারা তাঁহারা নিশ্চয়ই অন্তরে পরমানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভক্ত কবির দাস বলিয়াছেন "রাম বিয়োগী না জীবে, জীবে তো বাউরে হোয়"। অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিরহ যাহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তা তিনি শীঘ্র দেহত্যাগ করিয়া নিত্য-ধাম অযোধ্যায় যাইয়া শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবা লাভ করেন, না হয় যদি জীবিত থাকেন, তবে বিয়োগোন্মাদ-দশা-প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার প্রলাপ-চেষ্টা দেখাইতে থাকেন। যাঁহার একপ বিয়োগো-ন্মাদের চেষ্টা দেখা যায়, তাঁহার বাহ্যদেহের স্মৃতি নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগের কথা তাঁহাকে কেহ শুনাইলেও তিনি শুনিতে পান না—ইহাই মনুষ্য-জীবনের চরম উন্নত দশা। হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! আপনার অহৈতুকী কৃপা কতদিনে মায়াপিশাচীর রচিত বিরহ-বেদনার মুখে ছাই দিয়া আমাদিগকে দিব্য অপ্রাকৃত বিরহ-বেদনার অতিমধুর রস আস্বাদনের সুযোগ দিবে এবং কতদিনে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর ন্যায় ভগবদ্-বিরহ-রস আস্বাদন-মুখে আমরা নিজ নিজ মানব-জন্মকে সফল করিতে সমর্থ হইব।

পাষণ্ডবেষ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র বাগাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

পবিত্রকর্ম্মা মহতেরও মহত্তম পৃথুমহা-রাজ মনুর ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তে মহাড়ম্বরপূর্ণ শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞপতি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বী শতক্রতু ইন্দ্র মাৎসর্য্য-বশতঃ পৃথুর এইরূপ অভ্যুদয়সম্পন্ন যজ্ঞকার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র পাষণ্ডবেষের ধর্ম্ম ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্ন বেষে যজ্ঞপশুটী অপহরণ করিলেন। মহারথ পৃথুতনয় অত্রিঋষি-কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া কোপ-ভরে ইন্দ্রের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। কিন্তু ইন্দ্রকে জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত-শরীর দেখিতে পাইয়া তাহাকে মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিলেন। কাজেই তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। অত্রি পৃথুতনয়কে নিবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পুনঃপ্রণোদিত করিয়া কহিলেন, হে বৎস! তোমার পিতার যজ্ঞবিনাশকারী এই দেবাধম ইন্দ্রকে বিনাশ কর। পৃথুতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া পলায়মান ইন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তখন শত্রু প্রকাশমান ইন্দ্র সেই পাষণ্ডবেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞপশুকে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পৃথুতনয় অশ্বকে উদ্ধার করিয়া যজ্ঞস্থলবাসী যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখিয়া দিলেন।

পরাক্রান্ত ইন্দ্র ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া প্রচ্ছন্নবেশে ঐ অশ্বটীকে পুনর্ব্বার অপহরণ করিয়া লইলেন।

এইবার ইন্দ্রের পরিচ্ছদ কপাল ও খট্টাঙ্গ ধারণ। এই পাষণ্ডবেষ ধারণ করিয়া ইন্দ্র আকাশ-পথে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অত্রি ঋষি তাঁহার চতুরো দেখিয়া ভুলেন নাই। পৃথুতনয় পুনর্ব্বার অত্রি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ক্রোধে ইন্দ্রে প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন অভিলষিত রূপ গ্রহণে সমর্থ ইন্দ্র সেই যজ্ঞের অশ্ব ও পাষণ্ড-বেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন: পৃথু-পুত্র অশ্ব গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ পৃথুপুত্রের এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে "বিজিতাশ্ব" এই নাম প্রদান করিলেন।

যাহারা মন্দবুদ্ধি, তাহারাই ইন্দ্রের সেই নিন্দিত ও পরিত্যক্ত কপট রূপ গ্রহণ করিল। পাষণ্ডবেষ—পাপের খণ্ড; খণ্ড শব্দে চিহ্ন, পাষণ্ড-শব্দে পাপচিহ্ন।

পৃথুর যজ্ঞ বিনাশ করিবার বাসনায় ইন্দ্র বারংবার যে যে পাষণ্ড-রূপ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিলেন, সেই সেই রূপে ক্রমে মনুষ্যদিগের বুদ্ধি আসক্ত হইল। দিগম্বর জৈনগণ, রক্তবস্ত্রধারী বৌদ্ধগণ এবং কাপালিকাদি ব্যক্তিগণ সকলেই পাষণ্ড-উপলক্ষিত। ইহাদিগের আপাত-রমণীয় হেতুবাদে প্রায়ই ধর্ম্ম-ভ্রমে মনুষ্যগণের মতি পাষণ্ড-ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

বহু দেবগণের মধ্যে দুই আত্মস্তুক, তাহার দ্বারা যে সমস্ত পাষণ্ডবেষ নিন্দিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ধর্ম্মের বিশেষ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে।

সাধুর প্রতিষ্ঠাকামী দুষ্টজনগণ সাধুর বেশ গ্রহণ করিয়া কোমলমতি জনগণকে প্রতারিত করিয়া কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। কতকগুলি বংশের ব্যক্তি সাধুর বেশ গ্রহণ করিয়া নাম-অপরাধ ও ধাম-অপরাধ কাহাকেই ব্রত করিয়াছে এবং প্রকৃত সাধুর নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির নিকট ধাঁড় পাঁড় ভাব দেখাইয়া বাহ্যে বৈরাগী ও ভিতরে ভোগী সাজিয়া সমাজকে ঠকাইতেছে।

ভণ্ড-কর্ত্তৃক প্রতারিত জন-সমাজ সাধুর বেষের প্রতি অনাস্থা স্থাপন করিয়া প্রকৃত সাধু-সঙ্গে বঞ্চিত হইতেছেন। সেই জন্য মহাজন গাহিয়াছেন—

কোঁটা ফোঁটা মালা ধরি' ধূলি পরে ন্যাড়ানেড়ী
তাই তাতে তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ দেখিয়া তোমার রোষ
পথ-প্রতি ছাড় অনুরাগ॥

যাঁহারা পাষণ্ডবেষে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

মন তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত জনে নহ অনুরক্ত
ধূর্ত্ত জনে আসক্তি প্রবল॥
বুজরুকী জানে যেই তব সাধু জন সেই
তার মত তোমারে নাচায়।
কুবেশ দেখ যার প্রত্যাশায় সে তোমার
ভক্তি করি পড় তার পায়।

কপটাচারী ভণ্ডগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণববেশে
ভ্রমিয়া বুলিছ দ্বারে দ্বারে।
হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।

গর্হিত আচারে রহিলাম মজি
না করিনু সাধু-সঙ্গ।
লয়ে সাধু-বেশ আনে উপদেশি
এ বড় মায়ার রঙ্গ॥

প্রাপ্ত-পত্র

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আপনাদের ১৩৩৭ সালের ৩১শে আষাঢ় তারিখের "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" বার্ত্তাবহে আমার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আমরা মায়াধীন মানব, সুতরাং আমাদের দর্শনে যে বিবর্ত্ত আশ্রয় করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আমরা আমাদের বিষয়-গুলিতে অন্ধ দেখে সর্ব্বপ্রথমে যাহাকে কোন কার্য্য করিতে দেখিলে তাঁহাকেই সেই কার্য্যের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করি। ইহাই আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মহামণ্ডলাধিকারচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় আত্মীয় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী শ্রীপাদ কেশব ভারতীর বংশ্য বলিয়া কখন পরিচয় দিবেন না, ভারতীপ্রভুর আত্মবংশ্য বলিয়া পরিচয় দিবেন। আউড়িয়াগ্রামের ভারতীগণ ইঁহাদের বিচার বাতিল কখনই করেন না, কারণ তাঁহারাও সেবক-ব্রহ্মচারী-বংশেরই অন্তর্গত, সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় একেবারে অবগত নহেন। ভক্তিভাজন শ্রীলসিদ্ধান্ত-সরস্বতী মহাশয়-সম্পাদিত বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি গ্রন্থে তিনি এবিষয় জানিতে পারিবেন। আশা করি, সত্যের খাতিরে সম্পাদক মহাশয় পত্রখানি প্রকাশ করিবেন। নিবেদন ইতি।

দীনহীন
শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী
দেহুড়, গুটুড়ি পোঃ
বর্দ্ধমান

বীজনৌরে গিরিমহারাজ

কোতয়াল, বিজনৌর ১।৮।৩০

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি-মহারাজ বিজনৌরে পরমভাগবত ঠাকুর সাহেব শ্রীযুক্ত টিকমসিংজী মহোদয়ের আশ্রমে অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্বামিজী তথাকার ধর্ম্মপ্রাণ এম, পি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত করম সিংজী এবং ডিষ্ট্রিক্ট জজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসাদজীর ভবনে দুই দিন হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ৩রা আগষ্ট সোমবার স্বামিজী স্থানীয় বড় মন্দিরে 'ভাগবত ধর্ম্ম' সম্বন্ধে ইংরাজী-ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন; ৫ই আগষ্ট তারিখে কোর্ট ইন্স্পেক্টর মহোদয়ের বাড়ীতে গীতা পাঠ করেন। স্বামিজী বর্ত্তমানে স্থানীয় জমিদার বাবু দ্বারকাপ্রসাদজীর গৃহে ও গঙ্গামুখী মন্দিরে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করিতেছেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতা স্বামিজীর ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন। দ্বারকাপ্রসাদ বাবু এবিষয়ে যাহাতে আমাদের একটী প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

আলালনাথ মন্দিরে গরুড় স্তম্ভ

পুরী, ১০।৮।৩০

গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত কাঁটাপাড়ার মহাত্মা শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ দাস মহাশয় শ্রীআলালনাথ মন্দিরের গরুড়-স্তম্ভ নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সাধুচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত'
[illegible]-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই বর্ণানুক্রম। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

'কলেজের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও আবশ্যক সাময়িক কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-সমাবৃত। এক নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জল রোজ-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের স্বরূপ ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজে বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতাকে লাভ করিব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গদর্শনের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৹

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵৹
৫। [illegible] [illegible]
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸৹
৭। [illegible] [illegible]
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸৹
গীতার কেবল মূল-বঙ্গানুবাদ ৷৹
৯। [illegible]
১০। [illegible]
(বাঙ্গালায়) ৷৹
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵৹
ঐ বাঁধা ৸৹
১৫। দীপ-বিপ্রদর্শন ৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২০। গীতমালা /১৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৵৹
২৬। [illegible] আবাঁধা ৷৵৹
বাঁধা ৷৹
২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸৹
৩১। [illegible] ৷৹
৩২। [illegible] ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্‌ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲
৩৪। [illegible] ৵৹
৩৫। [illegible] ৷৹
৩৬। [illegible] ৷৹
৩৭। [illegible] ৷৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ), নদীয়া।

[illegible]

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, ঔষধ সেবনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঝকাঠী, জেলা বাখরগঞ্জ।

নদীয়া জেলার এ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মজিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে চিটা-গড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা।

---

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, অরুচি প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক আর্দ্ধকর পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অন্যান্য সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অসাধারণ আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। "শিশুসখা বটিকা"—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া "শিশুসখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, খুঙ্ড়া, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—অন্যান্য ঔষধের বিবরণ—

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আত্রেয়-সিদ্ধ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট!

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রণীত (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴০।

সমগ্র দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আগ্রাহকদের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ও … টাকায় না পাইয়া অপূর্ণ সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উক্ত ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র … টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর … সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যায়

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবরাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাগ্রাম, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—…নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
… । শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০… নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—…, …, পোঃ, …।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ ভবানীপুর রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু পল্লী রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—পোঃ মহারাজগঞ্জ,
কলাইবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—১৬২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন কি. মুখার্জ্জি —এম, এস, …, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী … কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীব্রজমোহন দে—মনোমোহন … নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় … …
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় … … বালবাট
১০। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভাগবতদাস বাবাজী।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রজবাসী ঐ

দৈনিক পত্রিকাপ্রকাশ

বর্ষায় — একমাত্র — স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

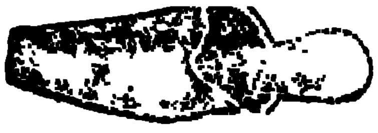

চটি, গ্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলি

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলেজ পরিচারকে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ৮০ আনা, ডজন ৮/
ভিঃ পিঃ ও প্যাকেট খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা: "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

টাকাবোর হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৽
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র অচল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৪২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে শ্রাবণ ১৩৩৭ শনিবার ১৬ই আগষ্ট ১৯৩০

কমিশনার নির্ব্বাচন

কৃষ্ণনগরে সূতাকাটা প্রতিযোগিতা

বাংলায় নূতন জেল প্রস্তুত

জোড়াবাগান কংগ্রেস অফিস তালাবন্ধ

যারবেদা জেলে শান্তিবৈঠক

বেঙ্গল-হিন্দুমন্ত্রী শিবশেখরেশ্বর রায়ের পদত্যাগ

প্রফেসার বরখাস্ত

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পুলিশের নিন্দা

ভোটে গবর্ণমেন্টের জিত

নানা কথা

মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচন

গত ১১ই আগষ্ট তারিখে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচন হওয়ার দিন ছিল। সকালবেলা হইতে ক্যান্ডিডেটগণ ভোটদাতৃগণের দ্বারে দ্বারে মোটর ও গাড়ী ঘোড়া সহ ধন্না দিতে আরম্ভ করে। সহরের অধিকাংশ ভাড়াটিয়া গাড়ীই ভোটপ্রার্থিগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। ফলে যাত্রিগণের ভাড়াটিয়া গাড়ীর অভাবে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। দেবনাথস্কুলে ১নং ওয়ার্ডের ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটারগণকে স্কুল প্রাঙ্গণে অধিক সময় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। অধিক সংখ্যক ভোটারগণকে এক স্থানে ভোট দিতে হয় বলিয়া বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। নিম্নলিখিত মহাশয়গণ এবার কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১নং ওয়ার্ড

১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মৌলিক
২। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ পাত্র
৩। শ্রীযুক্ত জ্যোতিভূষণ চাটার্জ্জী,
৪। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাখালরাজ বিশ্বাস

২নং ওয়ার্ড

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র দত্তগুপ্ত
২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জ্জী
৩। শ্রীযুক্ত রবিরাম রমন (লাহোরী মাষ্টার)

৩নং ওয়ার্ড

১। মিঃ লাহিড়ী (মালোপাড়া)
২। শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন দে

৪ নং ওয়ার্ড

১। শ্রীযুক্ত শীতল মদন সিংহ
২। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সাহা
৩। শ্রীযুক্ত ইব্রাহিম সদাগর

৫নং ওয়ার্ড

১। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সমাদ্দার
২। শ্রীযুক্ত অমিয় গাঙ্গুলী

কৃষ্ণনগরে সূতাকাটা প্রতিযোগিতা

গত শুক্রবার কৃষ্ণনগর টাউনহলে একটী চরকা ও টাকুতে সূতা কাটার প্রতিযোগিতা হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। রায়গোপাল টাউনহলটী প্রতিযোগিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। বহু দর্শকও টাউনহলের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল। সমবেত জনমণ্ডলীর যেরূপ উৎসাহ দেখা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় অচিরে সূতা কাটা একটী [illegible] কুটীর শিল্পরূপে পরিণত হইবে। [illegible] এই প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হইবে।

নূতন জেল প্রস্তুত

মহামান্য মিঃ কে, জি, এম্, ফারকুট বাংলাদেশের নূতন জেল বৃদ্ধি এবং তৈয়ারীর জন্য যে ১,৯১,০০০ টাকার দাবী করিয়াছিলেন তাহা ১৩ই আগষ্ট কাউন্সিল কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে।

সার প্রভাস বলিয়াছেন যে একটী জেল প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং আরও ৩ তিনটী জেল প্রস্তুত করিবার জন্য প্রস্তাব চলিতেছে।

জোড়াবাগান-কংগ্রেস অফিস পুলিশ কর্ত্তৃক তালাবন্ধ

খানাতল্লাসের ওয়ারেণ্ট লইয়া গত বুধবার সকালে ১০টার সময় সশস্ত্র পুলিশ জোড়াবাগানের কংগ্রেস অফিসে উপস্থিত হয়। খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কতকগুলি কাগজ পত্র এবং অন্যান্য জিনিষ লইয়া গিয়াছে।

যাইবার সময় পুলিশ কংগ্রেস অফিসের দ্বার তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যায়।

যারবেদা জেলে ৫ ঘণ্টাব্যাপী শান্তি বৈঠক

প্রকাশ যে গত ১৩ই আগষ্ট তারিখে ৫ ঘণ্টা ধরিয়া শান্তি বৈঠক বসিয়াছিল। নিম্নলিখিত নেতৃগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন মিঃ গান্ধি, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং মিঃ জয়াকর। জানা গিয়াছে ভল্লভভাই পেটেল সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বেলা ১৸০ টার সময় সার তেজবাহাদুর সপ্রু ও জয়াকর যারবেদা জেলে প্রবেশ করেন। বেলা ৬৷০ টার সময় জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জয়কার ও সপ্রুকে মোটরযোগে মহিলা বিভাগে লইয়া যান। সরোজিনী নাইডু সত্যাগ্রহে একখানি শাড়ি পরিহিত অবস্থায় তাঁহাদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া [illegible] পরিবর্ত্তন করেন। ফিরিবার সময় জয়াকর মোটর হইতে অবতরণ করিয়া বলেন যে আগামী কল্য বেলা ৩টার সময় আবার দেখা হইবে।

বিবিধ সংবাদ

বেঙ্গল হিন্দুমন্ত্রী শিশশেখরেশ্বর রায়ের পদত্যাগ
সাম্প্রদায়িকতার জন্য একসঙ্গে কাজকরা অসম্ভব

বঙ্গীয় মি । শিশশেখরেশ্বর রায় বড়লাটের কাছে এই মর্ম্মে চিঠি পাঠাইয়াছেন যে বঙ্গীয় মুসলমান মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার একসঙ্গে কাজকরা অসম্ভব। মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক হিসাবে সমস্ত কার্য্য চালাইতে চাহেন। ইউরোপীয়ান ও সরকারী সদস্যের সাহায্যে সমস্ত হিন্দুদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া একক্রোটি টাকা কর যাহা সম্পর্কীয় সরকারী বিধান হস্তান্তরিত বিভাগে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় আমার পক্ষে মন্ত্রীপদে থাকা অসম্ভব। সেজন্য আমি পদত্যাগ করিলাম।

গভর্ণর তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন যে আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে যখন এডুকেশন বিল বাংলা সরকারের পক্ষে গৃহীত হইয়াছিল, তখন আপনি একজন সরকারের সদস্য ছিলেন। বিল পাশ হইবার ৩০ মিনিটের মধ্যে আপনি সাম্প্রদায়িক যে প্রযোগ অস্তিত্বের বিষয় উত্থাপন করেন। এমন অবস্থায় আমি অতি দুঃখের সহিত আপনার পদত্যাগ গ্রহণ করিলাম।

প্রফেসার বরখাস্ত

শান্তির গ্রেপ্তারের উপলক্ষে শ্রীনিবাসে যে শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহার ফলে আমুর মহারাজ প্রিন্স এর অধ্যক্ষ মিঃ এণ্ডুজ রামস্বামীকে একজন প্রফেসার দে নিযুক্ত করেন। একজন সিনিয়র ইংরাজির প্রফেসরকে বরখাস্ত করেন ও আর একজন জুনিয়র প্রফেসর এবং একজন হোষ্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টকে তাহাদের পদ হইতে বঞ্চিত করেন।

সীমান্তে সাজ সাজ রব

গত ১২ই আগষ্ট যে আফ্রিদির দল মিলিটারী ডিপোর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল ও পরে পলাইয়া গিয়া একটা নিকটস্থ বাগানে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদের উপরে সারারাত্রি গোলাবর্ষণ হইয়াছিল। লাহোরের সহিত পেশোয়ারের যে তার সংযোগ আছে তাহা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। একখানা মালগাড়ী ব্যতীত সমস্ত গাড়ীর চলাচল বন্ধ ছিল ও গাড়োয়ানার ভিতর আফ্রিদিরা গোলা বর্ষণ করিয়া একজন কামার মালিককে মারিয়া ফেলে। পেশোয়ারের দুর্গ হইতে কামানের এক গম্ভীর আওয়াজ শোনা যাইতেছিল। সহরের সমস্ত গেট বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

১৬ জন গ্রেপ্তার

গত ১২ই আগষ্ট ষ্টুডেন্ট এসোসিয়েশন হইতে আর, জি, কর ষ্ট্রীট বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবককে পাঠান হয়। পুলিশ তাহাদের ভিতরে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে।

মহিলা গ্রেপ্তার

গত ১৩ ই আষাঢ় পিকেটিং করার অপরাধে পুলিশ ৬ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেন।

কর্পোরেশনের প্রাইমারিস্কুলের ছাত্র গ্রেপ্তার

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার অপরাধে পুলিশ ২২ জন প্রাইমারিস্কুলের ছাত্রের ভিতরে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে লালবাজার থানায় লইয়া যাওয়া হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পুলিশের নিন্দা
ভোটে গভর্ণমেন্টের জিত

গত ১২ই আগষ্ট স্বরাজ সচীব মিঃ ডব্লিউ, ডি, আর, আইন অমান্য সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নিবারণার্থে পুলিশের অতিরিক্ত ব্যয়ভারের জন্য ব্যবস্থাপক সভার টাকার দাবী করেন। ডব্লিউ ডি, আর, বলেন যে ঐ দেশের উচ্ছৃঙ্খলতা ও আইন অমান্যকারিগণকে দমনার্থ পুলিশের অনেক ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে। কলিকাতার বাহির হইতে অনেক সৈন্য সামন্ত বার করিয়া আনিতে হইয়াছে। তাহার পর চট্টগ্রামের বিপ্লবকারিদিগের কথা উত্থাপনকরিয়া বলেন যে এই বিপ্লব প্রশমন করিবার জন্য পুলিশ কিরূপ চেষ্টা করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন এবং এই উপলক্ষেই গভর্ণমেন্ট কেমন অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। তাহারপর মেদিনীপুরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সেখানে আইন অমান্য করিয়া দেশে কিরূপ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন। তাহারা মুখে অহিংসার কথা বলে কিন্তু কার্য্যতঃ কিরূপ ভীষণ অত্যাচার ঘটাইয়াছিল তাহা আমি একখানা পত্র পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

তাহার পরে বেসরকারি সদস্যগণ পুলিশের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করেন। তাহারা বলেন পুলিশ দেশে শান্তি স্থাপন করা দূরে থাকুক বরং দেশে যাহাতে অরাজকতার সৃষ্টি হয় তাহার ইন্ধন যোগাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। কিশোরগঞ্জ হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে উহা শুধু পুলিশের অমনোযোগিতার জন্যই ঘটিয়াছে। লোকজন যদি তাহাদের দুর্দ্দশার কথা জানাইয়াছে পুলিশ তাহা উপেক্ষা করিয়াছে। তাহার পরে ঢাকা কলেজের ছাত্র অজিত কুমারের কথা বলেন। এই ছাত্রটি কোন হাঙ্গামার ভিতরে লিপ্ত ছিল না তথাপি পুলিশের নির্দ্দয় প্রহারের দরুণ তাহার মৃত্যু হয়। মিঃ এ্যাসগার খুদাবক্স পুলিশের দাবীর বিরুদ্ধে কিছু বলেন। গত কয়েকমাস ধরিয়া পুলিশ যেরূপ দেশে অশান্তির বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছে এরূপ আর কোন সম্প্রদায় করে নাই। পুলিশ দেশে শান্তি আনয়ন করিবে কিন্তু তাহারা বিপরীত ভাবে অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়াছেন। নিরীহ লোকের উপর ও লাঠি চালান। নিরীহ লোকের প্রাণনাশ ও তাহাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার সকলই দুটীশ সাম্রাজ্যে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য ঘটিয়াছিল। তাহার পরে অতিরিক্ত ভোটের দ্বারা গভর্ণমেন্টের জয় হয় ও দাবীর টাকা মঞ্জুর হয়।

প্রেস অর্ডিন্যান্সের হিড়িক

নিম্নলিখিত প্রেসসমূহে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করা হইয়াছে। ১। সাধন প্রেস ২। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ ৩। সরস্বতী প্রেস ৪। বর্দ্ধমান প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ৫। পাঞ্জাব ফাইন আর্ট প্রেস ৬। বাজপুর প্রেস ৭। সুবর্ণ প্রেস ৮। পপুলার প্রেস ৯। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ১০। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল প্রেস ১১। বিশ্বামিত্র প্রেস ১২। জগদীশ প্রেস ১৩। সেন প্রেস ১৪। বিচিত্র প্রেস ১৫। সরলা প্রেস ১৬। বিমলা প্রেস ১৭। আলিপুর প্রেস ১৮। যুগযন্ত্র প্রেস ১৯। বিক্রম প্রেস ২০। ডেইলি হিতবাদী প্রেস।

কটকে শোভাযাত্রা

কটক, ১১ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই নেতাদের দণ্ডে গত ১০ই আগষ্ট এখানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। প্রাতে একটি চাকু শোভাযাত্রা সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করে। সন্ধ্যাকালে স্বরাজ আশ্রমের বাটিতে একটি সভা বসে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের
[illegible] পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
নব ব্যবহার জন্য ৩ আ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতল ও অল্পপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, প্যাক ৵০ আনা, মাশুল ৵০ আনা।
ঠিকানা ১১নং ... কলিকাতা।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী
মদন মঞ্জরী
বটিকার বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে স্বপ্নদোষ, মেহ, বাহ্য দোষ, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, অর্শরোগ প্রভৃতি সকল প্রকার পীড়া নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।
"অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গশান্তি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।
"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত মস্তিষ্কশক্তি দায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।
রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদপঞ্জী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল
খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।
আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের ভেজাল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।
বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।
এই কেরার্স-কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটি বা দুইটি ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বারটি ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৪৲ টাকা
বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে
২৯।১ মসজিদবাড়ী লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

আগামী কল্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-জন্মোপবাস ও মহামহোৎসব। অদ্য অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব। গত ২৫শে শ্রাবণ শনিবার শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি ছিল। অগ্রে বলদেব আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণের চিদ্বৈভব প্রকট করেন, পরে বলদেবেরই আশ্রয়ে কৃষ্ণ আগমন করেন। শ্রীবলদেবেরই কৃষ্ণ-প্রাকট্যরূপ সেবা। সুতরাং যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে সম্যক্‌প্রকারে বলদেবাবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই আজ কৃষ্ণাবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতেছেন। মায়িক গুণ-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ-সত্ত্ব বসুদেবে অর্থাৎ মায়ামুক্ত জীবের শুদ্ধান্তঃকরণে সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মই এই অনুভূতি-লাভের মূল কারণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণাগমনের জন্য আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। এই জন্মাষ্টমী-মহোৎসবে যোগদান করিয়া কেহ বা গুরুকৃষ্ণের নিত্যসেবাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া মানবজীবন সার্থক করিতেছেন, আর কেহ বা গুরুকৃষ্ণের সেবা ত্যাগ করিয়া বিষয়াসক্ত হইয়া পশুপক্ষীর চর্য্যা বরণ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ এবং তাঁহার যাবতীয় শাখামঠে প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও মহাসমারোহে কৃষ্ণজন্মোৎসব পালিত হইতেছে। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টাই উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য্য। যেখানে তাদৃশ তাৎপর্য্য-মূলক মহোৎসবের অনুষ্ঠান নাই, সেখান শ্মশান-সাদৃশ, শকুনী, গৃধিনী, কুক্কুর, শৃগালের আবাসভূমি। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ অদ্য অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব করিয়া আগামীকল্য উপবাস-দিনে সমগ্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ করিবেন। সজ্জন-সাধারণ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া মঠবাসিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে শ্রাবণ শনিবার—১৩৩৭

(১)

(ক) জীবহৃদয়ে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মাবির্ভাবই জীবকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-মহোৎসবে যোগদান করিবার যোগ্যতা প্রদান করে

(খ) শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

(২)

(ক) পার্থিব বিচার প্রবল হইলে পরমার্থ-বিরোধ বা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধ আনুষঙ্গিকভাবেই আসিয়া পড়ে

(খ) অগ্রে দেহ মনের সেবা, পরে ভগবানের সেবা—এইরূপ বিচার-পরায়ণগণ সাধু, শাস্ত্র ও ভগবদ্বিরোধী

(গ) ভক্তগণ বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী দুঃসঙ্গকে দূর হইতে বর্জ্জনপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে ভগবদ্ভজন করেন এবং যাহাতে তাহাদের সুমতি হয়, তজ্জন্য ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করেন

(ঘ) বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধিগণের পাপের ফলেই ভারতে আজ মহা-দুর্দ্দিন উপস্থিত

(ঙ) ভারতবাসী ভগবৎসেবোন্মুখ হইলেই আবার ভারতের সুদিন ফিরিয়া আসে, ভারত মায়া রচিত সকল দুঃখদৈন্যকে ভগবৎ-কৃপা-জ্ঞানে সহ্য করিবার প্রচুর ধৈর্য্যলাভ করে, সুতরাং তাহার আর অশান্তির কোন কারণ থাকে না

(চ) কৃষ্ণভজনে উৎসাহপ্রদানকারি সবন্ধু জগতে বড়ই বিরল, সুতরাং বন্ধুনির্ব্বাচন-বিষয়ে সাবহিত হইয়া সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভজনই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা

(৩)

অধোক্ষজ ভগবানে হেতু-রহিতা, অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রতিবন্ধকশূন্যা শুদ্ধাভক্তিই জীবাত্মার পরম ধর্ম্ম, জড়ীয় দেহ-মনের ধর্ম্ম পরধর্ম্ম হইতে পারে না

(৪)

বালিঘাটি এহেটে ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্র-যোগে মহাপ্রভুর শিক্ষাসম্বন্ধে বক্তৃতা

(৫)

পুরীতে ঝুলনোৎসব

শ্রেয়ঃ পন্থা

পার্থিব বিচারে প্রমত্ত ব্যক্তিকেই 'মায়িক-বুভুক্ষু' বলা হয়। পার্থিব-বিচার প্রবল হইলে পরমার্থ-বিরোধ বা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধ আনুষঙ্গিক ভাবেই আসিয়া পড়ে। বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্ত তাঁহার নিত্য-প্রভু—বিষ্ণুর প্রীতির জন্য যেরূপ নৈবেদ্য অর্পণ করেন, মায়িক-বুভুক্ষু লোকসকল সেই নৈবেদ্যকে বিষ্ণুসেবায় লাগাইবার পূর্ব্বে অগ্রে নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিবার বিচারকে বহুমানন করিয়া বৈষ্ণবের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা বলেন, বৈষ্ণব বিষ্ণুসেবা না করিয়া তাঁহাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাপৃত হউন, তাহাই পরম ধর্ম্ম।

গীতা বলিয়াছেন, পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী শ্রীভগবানের অপরা প্রকৃতি, জীবস্বরূপা প্রকৃতিই পরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি-জাত দেহ-মনের যে ধর্ম্ম, তাহা পরধর্ম্ম নহে, জীবাত্মার ধর্ম্মই পরধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম—অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি। অতএব অগ্রে দেহ-মনঃসম্বন্ধীয় সেবা, পরে ভগবৎসেবা—এইরূপ বিচার-পরায়ণ দল গীতা ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের বিরোধী, সুতরাং ভগবান্ ও ভক্ত-বিরোধী ত' হইবেই, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি!

পার্থিববিচার-প্রবণ লোকসকল যতই না কেন পরমার্থ-বিদ্বেষের মহড়া বাঁধিয়া বসুক ও ভগবদ্ভক্তগণের ভগবৎসেবায় বাধা প্রদান করুক, ভগবদ্ভক্তগণ দূর হইতে তাঁহাদের দুঃসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক মনে মনে ঠাকুর সেবা করিবেন ও নিজ প্রাণে অবস্থান করিবেন। তাই বলিয়া পরমার্থ বিরোধ করিতে গিয়া মায়িক বুদ্ধির প্রতি-বাসিগণকে ঈশ্বর ও জীব-বিদ্বেষ-দ্বারা নরকগমনের সুযোগ প্রদান করা কখনই তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে, তাঁহাদের মায়িক বুদ্ধি দূর হইয়া সেবা-বুদ্ধির উদয় হউক, ইহাই ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ।

পরমার্থ ও পরমার্থিবিরোধিগণের পাপের ফলেই ভারতের আজ এই ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত। তাহারা মনে করিতেছে, তাহারাই ভারত-মাতার সুসন্তান, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারাই যে ভারতের একটী পরমগৌরবের বস্তু—ভারতের প্রাণ-স্বরূপ পরমার্থ-বিধান নষ্ট করিতে বসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। ভগবদারাধনা-দ্বারা মায়ারচিত দুঃখদৈন্য জয় করিবার পরিবর্ত্তে মায়াদেবীর ভগবদ্বিমুখ-গণের সংশোধনার্থ বাহিরেরমুখী চেষ্টাকে বলপূর্ব্বক দমন করিবার প্রবৃত্তি কখনই শুভফলপ্রদ হইতে পারে না। মায়িক বাধা—এই সংসার-রূপ কারাগারে অর্থ, সৌখ্য ও সৌভাগ্যরূপ নিগড়-নিবদ্ধ দুঃখলিপ্ত বদ্ধজীব আমরা, নিজেদের চেষ্টায় সুখ সৃষ্টি করিয়া লইব, এ আশা আমাদের নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। আমরা এ জগতে [illegible] আমাদের সুখ সুবিধা থাকা। [illegible], তাহাই যে আমাদের অধিক [illegible] তাহা আমরা কিছুতেই বুঝি না। অল্পবুদ্ধি জীব আমরা, মায়ারূপা পিশাচী-গ্রস্ত মস্তিষ্ক আমরা আমাদের সুখদুঃখের অধিক বড়াই না করিয়া সকল সময় ঐকান্তিক ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করাই আমাদের একমাত্র শ্রেয়ঃ। ভগবচ্চরণাশ্রয়েই জগজ্জীবের সর্ব্ব সুমঙ্গল নিহিত।

ভারতবাসীর একমাত্র গৌরবের নিধি—ভগবদ্ভক্তি। সেই ভক্তি [illegible] তাহারা যুগে যুগে ভগবৎ [illegible] বরণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে [illegible] নিমজ্জিত হইবার [illegible] হইতেছে। বহির্জগতের [illegible] কাম্য বস্তু নয়, ভারত চায় তাহার প্রাণ-প্রিয়তম প্রভুকে তাহার বুকভরা ভালবাসা দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে, কেননা 'ভক্তের সঙ্গ হয়, অন্তরেতে ফাঁকি ভাল।' ভারতের বেদবেদান্ত [illegible] সহিত তুলনা হইতে পারে, জগতে এমন কোন সম্পদ নাই। সেই সম্পদকে অবহেলা করিয়া বিজাতীয় সম্পদের অনুসন্ধান করিতে গিয়াই ভারতের [illegible] ভারতের [illegible] ঘুচিবে সেইদিন, যেদিন ভারত-বাসী ঘরে ঘরে ভগবদুপাসনা আরম্ভ হইবে, গৃহে গৃহে, শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের রোল

উত্থিত হইয়া গগন পবন মুখরিত করিবে, দেশে দেশে পরিপুষ্ট পুনর্কাষ্ঠখণ্ড শোভা পাইবে, তাঁহারাও নিজ নিজ দেহমনের সুখশান্তির জন্য কালক্ষেপ না করিয়া ভগবদ্বিরহে ব্যাকুল হইবে।

ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-বশতঃ আমরা নিজেদের দুর্দ্দৈব নিজেরাই স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছি। আমাদের স্বকৃত-কর্ম্মের দোষ অন্যের উপর দিয়া আমরা মনে করি, অন্য-লোকেই আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে। জানি না, আমাদের এ মূর্খতা আর কতদিনে অপগম হইবে! আমরা যদি ভগবৎ-পরায়ণ হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে কোন লৌকিক উপায় অবলম্বন করিতে হইত না। লৌকিক উপায় অবলম্বন করিতে গিয়াই অন্যোন্যভাবে তাড়াতাড়ি মারামারি হইতে চলিয়াছে। সুতরাং ঐ গুলি হইতে দূরে থাকিয়া ভগবদুপাসনা করাই শ্রেয়ঃ।

সত্য ত্রেতাদি সকল যুগেই হিরণ্য-কশিপু-তুল্য বিষ্ণুভক্তবিরোধি পাষণ্ডীর অভাব নাই, আবার বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদেরও অভাব নাই। বিষ্ণুভক্তকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধিজীবি আত্মীয়-স্বজন কতই না বাধা দিয়াছে, অত্যাচারপ্রতি করে। প্রহ্লাদ অম্লানবদনে ঐরূপ ক্লেশ সহ্য করেন। ভগবদ্বিমুখতা-জন্য আমাদের প্রতি যে সকল দণ্ড বিহিত হইয়া থাকে, তাহা ভগবৎকৃপা-জ্ঞানে সহ্য করাই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা।

আমাদিগকে ভগবদুন্মুখ করিবার বন্ধু এ জগতে বড়ই বিরল। সুতরাং বন্ধু-নির্ব্বাচন-বিষয়ে সকলেরই অত্যন্ত সাবহিত হওয়া আবশ্যক। আমরা যাহাদিগকে বন্ধু-জ্ঞানে ভালবাসিতে চাই, তাহারা নিজেরা দেহমনোধর্ম্মী হইয়া ভগবদ্বিমুখ বলিয়া আমাদিগকেও তাহাদের সমশীল করিতে চাহে। জগতের রীতিই এইরূপ। মহাজনের পন্থা অনুসন্ধান করিয়া তাহার অনুসরণ করিবার লোক জগতে বড়ই কম। ধর্ম্ম বা জীবনের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে এক একজন এক একটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সেইটিই সত্য বলিয়া প্রচার-দ্বারা লোক সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হন। ব্যাসশুকাদি মহাজন-গণ যাহাকে সার্ব্বজনীন শ্রেয়ঃপন্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের অংশ খর্ব্বিত হইয়া পড়ে, এজন্য আমরা আমাদেরই মনোমত ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে চাই। তজ্জন্যই আজ জগতে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত, রাষ্ট্রবিপ্লবাদিও সুতরাং তাহারই আনুষঙ্গিক হইয়াছে। সুতরাং মহাজন-পন্থা ব্যতীত অন্য শ্রেয়োলাভের আর উপায় কি হইতে পারে?

পরমধর্ম্ম

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তি-ভূঃ, ভক্তিশাস্ত্রী)

অধোক্ষজ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবাই "পরম ধর্ম্ম"। সর্ব্ব-শাস্ত্রের সারাৎসার ভাগবত বা শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্মই (ভাগবতই) "পরমধর্ম্ম"।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সংপ্রসীদতি॥"
ভাঃ ১।২।৬

যাহা হইতে অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাতীত অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা (অন্যাভি-লাষিতাশূন্য) অপ্রতিহতা (জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃতা স্বাভাবিকী) ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, যাহা দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হন, সেই ভক্তিই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শ্রীভগবন্নাম সংকীর্ত্তনাদিই অপ্রতিহতা (সাক্ষাদ্রূপা) ভক্তি। সেই ভক্তি-বলে অনর্থ উন্মোচিত হইয়া আত্মা সম্যক্ রূপে প্রসন্নতা লাভ করেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-দ্বারা ভগবানে যে ভক্তি, তাহাই "পরমধর্ম্ম"।

জড় দেহের ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম যে বস্তুর ধারণা করায়, সেই ধারণা "পর" শব্দ-বাচ্য নহে। আত্মা বা নিজ হইতে যাহা পৃথক্ তাহাই "অপর" অর্থাৎ পর (শ্রেষ্ঠ) নহে যাহা। সেই জন্য গীতায়—৭।৪-৫ শ্লোকে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে
পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে
জগৎ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন আমার অপরা, বা জড়া প্রকৃতি, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই আট ভাগে বিভক্ত, এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে ভোগ্য রূপে গ্রহণ করিয়াছে।

প্রাকৃত ধর্ম্ম মাত্রেই অপর ধর্ম্ম, আর প্রকৃতির অতীত চিন্ময় রাজ্যে পরম বা অপ্রাকৃত ভগবদ্ধর্ম্ম লাভ হয়। দেহমনের ধর্ম্মে নিত্যত্বের অভাব, চিন্ময়তার অভাব ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অভাব। অপর ধর্ম্মে ব্যবধান বা বাধা ও হেতু বর্ত্তমান, পরধর্ম্ম নির্ব্বাধ (বুদ্ধির অতীত) ও নির্হেতুক। পরধর্ম্ম নিত্য প্রসন্নতা, অপর ধর্ম্মে প্রসন্নতা-মুখে সংক্লেশ-মিশ্রণ-রূপে বর্ত্তমান। পরধর্ম্মে আপাত-ইন্দ্রিয়-সুখ-বিরুদ্ধ ভাব লক্ষিত হইলেও তাহা বা নিত্য সুখ বিদ্যমান; অপরধর্ম্মে আপাত-সুখ, ক্ষণিক-প্রসন্নতা, তৎপরেই সংক্লেশ-নিকর মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে।

প্রাকৃত জগৎ আক্রোশ-জনক জনগণ, অক্ষজ বস্তুর অনুশীলনে জ্ঞান-পথ ও কর্ম্ম-পথে বিচরণ করিয়া পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত হন। এই অক্ষজ জ্ঞানানুশীলন-দ্বারা অনাত্ম বস্তু,—সূক্ষ্ম দেহ,—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এবং স্থূলদেহ,—বাত, পিত্ত ও কফাশ্রিত শরীর নানা-ক্লেশ বাধা-প্রাপ্ত হইয়া অনুপাদেয় স্বার্থপরতায় আচ্ছন্ন হয়।

সদ্গুরু-কৃপা-লাভে কায়মনোবাক্যে অনুকূল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া স্বরূপ-জ্ঞানে স্বরূপস্থ হইয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান, অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করত অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে সুনির্ম্মল আত্মার অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবা-প্রবৃত্তি-লাভেই পরমাত্মা ও জীবাত্মা সন্তোষ লাভ করেন। সেই প্রকার ভক্তি বা সেবাকেই সাত্বত শাস্ত্র বা সাধুগণ পরধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম বলিয়া থাকেন।

ভজনীয় বস্তু—কৃষ্ণ, ভজন—কৃষ্ণ-সেবা,—ভজনকারী কার্ষ্ণ বা কৃষ্ণ-সেবক—সকলই অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাতীত বস্তু। এই কথা একমাত্র সর্ব্ববেদসার শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ সাত্বত শাস্ত্র এবং ভক্ত-ভাগবতগণই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে শাস্ত্র বা যে ভক্তগণ সর্ব্বাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব আদরে কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই পরম ধর্ম্মাভিজ্ঞ। আর কোথাও এরূপ শ্রেষ্ঠ বা বৃহৎ কথা শ্রবণ করা যায় না। সুতরাং ইহাই "পরমধর্ম্ম"। এই পরম ধর্ম্মাশ্রয়েই জীব পরম শান্তি বা পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব জীবমাত্রেরই পরম-ধর্ম্মাশ্রয় করা একমাত্র কর্ত্তব্য। সদ্গুরু-পদাশ্রয় ভিন্ন পরমধর্ম্মাশ্রয়-লাভ ঘটে না। সর্ব্বশাস্ত্র-পারঙ্গত কৃষ্ণকৃপ-ভিক্ষু পরমহংস-পদাশ্রয়ই সদ্গুরু-পদাশ্রয় বা পরম ধর্ম্মাশ্রয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

মালিঘাটি এষ্টেট, মেদিনীপুর
১।৮।৩০

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজ ও নিত্যানন্দবংশ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী-সমভিব্যাহারে মেদিনীপুর, কোলাঘাট, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়া গত ৯ই আগষ্ট অপরাহ্ণে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মালিঘাটি এষ্টেটে উপস্থিত হন। স্বামিজী তথায় সন্ধ্যায় একঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার পরই মালিঘাটি এষ্টেটের অধিস্বামিনী শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া-কর্ত্তৃক আহূত একটী বৃহতী সভায় গোস্বামিজী তথ্যাচিত্র-যোগে মহাপ্রভুর শিক্ষা বিষয়ে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই গোস্বামিজীর অলৌকিক বাগ্মিতায় সন্তুষ্ট হন। গোস্বামিপ্রভু গত ১০ই আগষ্ট সন্ধ্যায় তথা হইতে কটক যাত্রা করিয়াছেন। স্বামিজী নাড়াজোল এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে আরও একসপ্তাহ কাল থাকিয়া প্রচার-কার্য্য করিবেন।

পুরীতে ঝুলনোৎসব

(নিজ সংবাদদাতার পত্র)

পুরী, ১৫।৮।৩০

গত ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট মঙ্গলবার পৌর-একাদশী হইতে পুরীতে বিপুল সমারোহের সহিত ঝুলনোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য এই উৎসবকালের শেষ দিন। প্রতি বৎসরই শ্রাবণী শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ হইয়া এক সপ্তাহ কাল অতিশয় জাঁকজমকের সহিত শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ঝুলনোৎসব হইয়া থাকে। রথযাত্রার ন্যায় এই উৎসবে বঙ্গদেশের যাত্রিগণের অধিক সমাবেশ না হইলেও উড়িষ্যার বিভিন্ন-স্থান হইতে অসংখ্য উৎকলবাসী শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীজগদীশের শ্রীমন্দিরে মুক্তিমণ্ডপের সংলগ্নস্থানে, এমার মঠে, উত্তরপার্শ্ব মঠে, দক্ষিণপার্শ্ব মঠে, রাঘবদাস মঠে, জগন্নাথবল্লভে, গঙ্গামাতা মঠে, বড় উড়িয়া মঠে এবং আরও অনেক মঠে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত সাজ-সজ্জার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে মদনগোপালের ঝুলন-মণ্ডপের এবং এমার মঠের শ্রীবিগ্রহের ঝুলনমণ্ডপের কারুকার্য্য দর্শনীয়। ঝুলনোৎসবে সপ্তাহ কাল প্রায় মঠেই কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থাও হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে—

শ্রীজগদীশ-মন্দিরে

শ্রীশ্রীমদনমোহনের ঝুলনাসনের পূর্ব্ব-দিকে রাসলীলা, অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণকে এবং কক্ষে বলরামকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়-মানা শ্রীযশোদামাতা, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে অঙ্কে বলরামকে এবং কক্ষোপরি শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা শ্রীরোহিণীদেবী, নিকটেই দণ্ডায়মান শ্রীনন্দমহারাজ, শিশু কৃষ্ণকে ক্রোড়দেশে ধারণ করিয়া শ্রীবসুদেবের যমুনাপার, শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন, ধ্রুবের কঠোর তপস্যা, বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি অতি-সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিভিন্ন-বর্ণের তড়িতালোকে সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্ত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই সুশোভিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাবটী দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমস্ত বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ভক্তি ও আনুষঙ্গিক সামাজিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৷৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমাহৃত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল শ্লোক-গ্রন্থ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকদিগের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /৹ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা এ জগতে কত অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহাকে নিত্য কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল ভাবে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু। ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িকবিশ্বকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৵৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৹

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵৹

৫। [illegible] ৷৹

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১

" " আবাঁধা ৸৹

৭। বা উপদেশামৃত ৷৹

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸৹

গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹

৯। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা উপদেশামৃত সাধুবাক্য (মাধ্ব) ২৲

১০। বেদান্তসূত্রের মাধ্বভাষ্য (রামানুজীয়) ৷৹

১১। জৈবধর্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹

ঐ বাঁধা ৸৹

১৫। দীপ-নির্ণয় পত্র ৵৹

১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৵৹

১৭। গোস্বামী [illegible] আবাঁধা ৷৵৹

ঐ ঐ বাঁধা ৷৹

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹

২০। গীতমালা /১০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵৹

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷৹

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵৹

২৫। কল্যাণকল্পতরু ([illegible] সংস্করণ) ও অন্তরঙ্গ ৵৹

২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৵৹

বাঁধা ৷৹

২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲ আবাঁধা ৸৹

৩১। নামমঞ্জরী সাধুবাক্য ৷৹

৩২। গোবিন্দভাষ্য ৸৹

৩৩। শ্রী[illegible]ভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩৲

৩৪। [illegible] ৵৹

৩৫। সটীক [illegible] ৷৹

৩৬। শ্রী[illegible] দিগ্বিজয় ৷৹

৩৭। [illegible] ৷৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঝালকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…………………… আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিবার্য্য উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলীর পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রধানগ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস.(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার.)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশুফলপ্রদ পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণতা সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের প্রতিষেধক

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৩০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস

প্রদান করিবে

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—এই অবলেহ সেবনে দূষিতরক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। "শিশুসখা বটীকা"—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া, "শিশুসখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুঙ্‌ড়ী, সর্দ্দি, ক্রিমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

——————অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১॥০ স্থিলে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম্, এস্, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আগ্রাহকগণের পক্ষে

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ও, চতুর্থ না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আচার্য্য

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১৩নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	‍।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধন, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমুরকোণা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ওয়ার্ড রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বহু দল রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—পোঃ প্রধানগর, জলপাইগুড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস ডি. মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস ডি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেজচাপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম এম, বারবাজার
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রদীপ বনবাস।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ।

বর্ষার

একমাত্র

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, গ্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলি

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালৈন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলের পরিচালকে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাম ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এখনে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ দিনের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প’ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনার মারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ៥।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

মূল্য— বড় পাত্র

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৪৩ সংখ্যা

চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা ভাদ্র ১৩৩৭ সোমবার ১৮ই আগষ্ট ১৯৩০

নদীয়ায় শিক্ষাবিস্তার প্রস্তাব

মেদিনীপুরে অর্ডিন্যান্স জারির ফল

চুরির অদ্ভুত প্রয়াস

ইণ্ডো চায়নায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ১২ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ

মোটর সংঘর্ষে মৃত্যু

কারাগারে মহিলার নির্ভিকতা, বরিশালে মোট ৪৯৫ জন ভলান্টিয়ার গ্রেপ্তার

গাইবান্ধা বমকেশ

কর্পোরেশনে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ

কংগ্রেসসেক্রেটারী গ্রেপ্তার

নানা কথা

স্থানীয় সংবাদ

নদীয়া জেলাবোর্ডের অন্তর্গত শিক্ষা বিভাগের মেম্বরগণ একমত হইয়া উক্ত বোর্ডের নিকট স্বভিলাষ তীব্রভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে এখনই নদীয়া জেলার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৭৫০০৲ সাড়ে সাত হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া যে যে স্থানে কোন প্রকার শিক্ষার বিস্তার নাই সেই সেই স্থানে উক্ত টাকা ব্যয়িত হউক।

জেলাবোর্ড উক্ত মন্তব্য সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত কার্য্যাদের অনুষ্ঠান-স্বরূপ সম্প্রতি প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া ইউনিয়নবোর্ড নির্ব্বাচিত হইবে।

মেদিনীপুরে অর্ডিন্যান্স জারির ফল

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন যাহাতে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশাধিকার না পায় তদ্বিষয়ে এক অর্ডিন্যান্স প্রতি গ্রামে প্রচার করিয়াছিলেন। নদীয়া-প্রকাশের নিয়মিত পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এই অর্ডিন্যান্স বলে যে কেহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের সহায়তা করিবে তাহাকে ৬ মাস জেল, অবস্থানুযায়ী জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ডই ভোগ করিতে হইবে। অর্ডিন্যান্স প্রচারের অব্যবহিত পরেই মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশস্থানে চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় দেওয়া সুরু হয় এবং যে সব গ্রাম অগ্রগত ছিল তাহারা এক কোয়ার্টারের অধিক ট্যাক্স প্রদান করে নাই। কেবলমাত্র সবং-পুর, পিংলা থানার এলাকায় ও ভগবানপুর থানার কোন কোন স্থানে জোর করিয়া ট্যাক্স আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে। তারপর চৌকিদারগণের পদত্যাগের পালা সাড়ম্বরভাবে সুরু হইয়াছে এবং আর অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র জেলায় চৌকিদারের অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেহ। চৌকিদার-গণ কেহ রেজিষ্টারী ডাকে কেহ কেহ স্বয়ং পার্সোনে ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে তাহাদের পোষাক ও চাপরাশ পাঠাইয়া দিয়েছে। শোনা যায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেগুলি গ্রহণ না করায় কোন কোন জেলায় কয়েকদিন পোষ্টাফিসে পোষ্টাফিসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জেনারেল পোষ্ট অফিসের গুদাম-জাত হইতেছে। গত ৩রা আগষ্ট তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জেলার অধিকাংশ অধিবাসীকে কানেক্টারীর বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়া জেলার সর্ব্বত্র পিউনিটিভ পুলিশ বসাইবেন বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট, পঞ্চায়েত ও আদায়কারী পঞ্চায়েতগণও কোথাও কোথাও পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। এদিকে গ্রামবাসিগণ পুলিশ কখন কিভাবে আসিয়া পড়িবে এই ভয়ে সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত। কেহ কেহ গৃহের আসবাব এবং স্ত্রীলোক-গণকে স্থানান্তরিত করিয়া পুলিশ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। দারোগা, ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যখন যাহাকে পাইতেছেন তাহার নিকট হইতে চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় করিয়া লইতেছেন। এতদ্ভিন্ন যথেষ্ট অত্যাচার সত্ত্বেও কেহ ট্যাক্স আদায় দিতেছে না।

মোটর সংঘর্ষে মৃত

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে বিসোরা হইতে সীতাপুরে একটী মোটর যাইতেছিল বিসোরা হইতে দেড় মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে হঠাৎ পশ্চাৎভাগ হইতে একটি মোটরকার আসিয়া মোটরবাস হইতে আগে চলিয়া যাইবে বলিয়া চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ যে টমটম নিকটবর্ত্তী আসিয়া পড়ায় প্রাইভেট কারের সহিত সংঘর্ষণ হইয়া যায় ও যে টমটম উল্টাইয়া যায়। মোটর-বাসের ভিতর যে সমস্ত যাত্রী ছিল তাহা-দের মধ্যে একজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, অন্যান্য যাত্রীরা জখম হইয়াছে। কিন্তু মোটরবাসের ড্রাইভার বুদ্ধিমান ছিল, সে তৎক্ষণাৎ মোটর-ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দেয়। পরে দারোগাসাহেব কয়েকজন পুলিশসহ ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। আহত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে জবানবন্দী লন ও তাহাদের হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

যতীনসেনের ৬মাস কারাদণ্ড

জোড়াবাগানের ৪র্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে পিকেটিং অর্ডিন্যান্সে ধৃত শ্রীযুক্ত যতীনসেনের প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটে পিকেটিং করিবার অপরাধে ৬ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কংগ্রেস সেক্রেটারী ও কর্মী গ্রেপ্তার

চিকলি কংগ্রেস কমিটীর এবং আইন অমান্য পরিষদের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী ফরিদপুর কর্মীগণ দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ ধারা মতে ধৃত হইয়াছেন।

টাঙ্গাইলের সংবাদে প্রকাশ মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছেন। আরও জানা যায় যে পুলিশের আক্রমণের ফলে তাহাদের অনেকেই আঘাত প্রাপ্ত হন। পরে অধিক রাত্রিতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কাশিয়াটিতে পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুসারে ৭ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হন। ইহাদের মধ্যে কাশিয়াটী কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কেশবমোহন চক্রবর্ত্তী ছিলেন। পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসে এবং তাহারা বর্ত্তমানে হাজতে আছেন।

প্রকাশ যে তাহার আইন অমান্য পরিষদের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী এবং বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ সমাদ্দার সদরপুরে একটী বৃহৎ সভা করিয়া যখন ফিরিতেছিলেন তখন তাহাদিগকে আইন অমান্য অর্ডিন্যান্সের ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ফরিদপুর আনা হইয়াছে এবং আগামী ২১শে আগষ্ট তাহাদের বিচার হইবে।

করপোরেশনে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ

আজ দীর্ঘ ৫ বৎসর হইতে চলিল সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ হইয়া আসিতেছে। বাংলার নেতা, বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধ জাগাইবার একমাত্র কর্ণধার সুরেন্দ্রনাথ আজ নাই। যখন বাংলার নেতৃবৃন্দের কালনেমির সঞ্চার হইয়াছিল, যখন বাংলার সম্পূর্ণ বিদ্যমান যুগ ছিল, যখন বাঙ্গালী দেশ ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিত তখন ধনবী, পরদুঃখে দুঃখী সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সুখসম্পদ ত্যাগ করিয়া জনসমাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেইদিন তেজস্বী সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার অদ্ভুত বাগ্মিতার দ্বারা সমস্ত দিককে মুখরিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী তাঁহার স্বভাবগত জড়তা ত্যাগ করিয়া বিপুল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সমস্ত জাতি নব জীবনের সাড়া পাইল। প্রবল বাধা বিঘ্ন সুরেন্দ্রনাথকে টলাইতে পারিত না। তাঁহার প্রাণপণচেষ্টায় সমস্ত বিপদ মিঘের ভিতরে অপসারিত হইত। সেইদিন বাংলার ঘরে ঘরে সুরেন্দ্রনাথের অবাধ্য গতি পাইয়াছিলেন। কলিকাতা করপোরেশনের জন্মদাতা সুরেন্দ্রনাথ। এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া তিনি কত সেবা করিয়াছেন তাহা কাহারও আজ অবিদিত নাই। যদিও কালের কঠোর নীতি উপেক্ষা করিতে পারে না তথাপি আমরা বলিব বাঙ্গালীর প্রাণে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি জাগরূক হউক।

গাইবান্ধা বয়কেশ

১১ই আগষ্ট প্রত্যূষে পুলিশ গাইবান্ধা বয়কেশ উপলক্ষে বড়বাজারে ১৯ নং বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। শচীন্দ্রনাথ নামে একটি যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি সেন্ট্রেপিটার্স কলেজে বি, এস-সি এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন। কলিকাতা হইতে তাঁহাকে রংপুরের জেলে চালান করা হয়।

ইংলো চায়না সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ১২ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ

শান্তি হইতে প্রকাশ যে গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উপলক্ষে ১২জন লোকের উপরে প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করিবার অপরাধে সরকার তাহাদের উপরে এই শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১০০ জনের দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং বাকী কয়েকজনকেও শাস্তি দেওয়া হয়।

প্রিভিকাউন্সিলে আপীল

ইণ্ডিয়া ডেলি মেল বিশ্বস্তসূত্রে জানাইতেছেন যে গত সোলাপুর দাঙ্গা উপলক্ষে যাহাদিগের উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে পরিষদ তাহাদিগকে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন।

কারাগারকে ভয় করি না

বাবু চণ্ডীচরণ সেন, নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য, শীতলচন্দ্র মুখার্জ্জী ১২ই আগষ্ট ভোরে রেলযোগে বরিশালে পৌছিয়াছেন। বহুসংখ্যক মহিলা ও স্বেচ্ছাসেবক বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সহিত পুষ্পমাল্যের দ্বারা তাহাদিগকে অভিনন্দন করেন। কারামুক্ত বনীরকুমার বাবুর মাতা বলেন যে আমার বড় ছেলে ৭ বৎসরের জন্য জেল ভোগ করিতেছে ও দ্বিতীয় পুত্র পিকেটিং করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন সুতরাং এখন আমি জেলকে মোটেই ভয় করি না। এ যাবৎ বরিশাল জেলায় ৪৯৫ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

৫ জন মহিলা গ্রেপ্তার

গত ১১ই আগষ্ট বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার অপরাধে পুলিশ ৫ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেন এবং ঐদিনই যে কয়েকজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার

১০ই আগষ্ট সোনাপাড়ায় ৯ জনকে অর্ডিন্যান্স আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার মধ্যে ৩ জনের বিনাশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে, আর ৩ জনকে মুচলেকায় পুনরায় আটক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

চোরের অদ্ভুত কীর্ত্তি

আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে বটুয়া নামক জনৈক চোরের অনধিকার গৃহপ্রবেশের অপরাধে ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, উক্ত আসামী একদিন ফরিয়াদী ঈশ্বর দাসের বাটীতে যায়। ঐ সময় ঈশ্বর দাস টাকা গুণিতেছিলেন। আসামী উঁকি দিয়া দেখিল যে ঈশ্বর টাকাগুলি আবার পকেটে রাখিয়া জামাটি বালিশের তলায় গুঁজিয়া রাখিলেন। সেইদিন মধ্য রাত্রিতে আসামী গোপনে ঐ বাটীতে প্রবেশ করে এবং বালিশের তলা হইতে জামাটি টানিয়া লইতে প্রয়াস পায়। এমন সময়ে ঈশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হয়। ঈশ্বর উঠিয়া বসিতেই আসামী তাহাকে ছুরি দেখায়। ঈশ্বর চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর লোকেরা তখনই ঐ ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়। আসামী বেগতিক দেখিয়া ঘরের এক কোণে যাইয়া উপবেশন করে এবং ছুরি দ্বারা নিজের গলার খানিকটা কাটিয়া ফেলে। সে পুলিশের হাত এড়াইবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ কর্ম করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

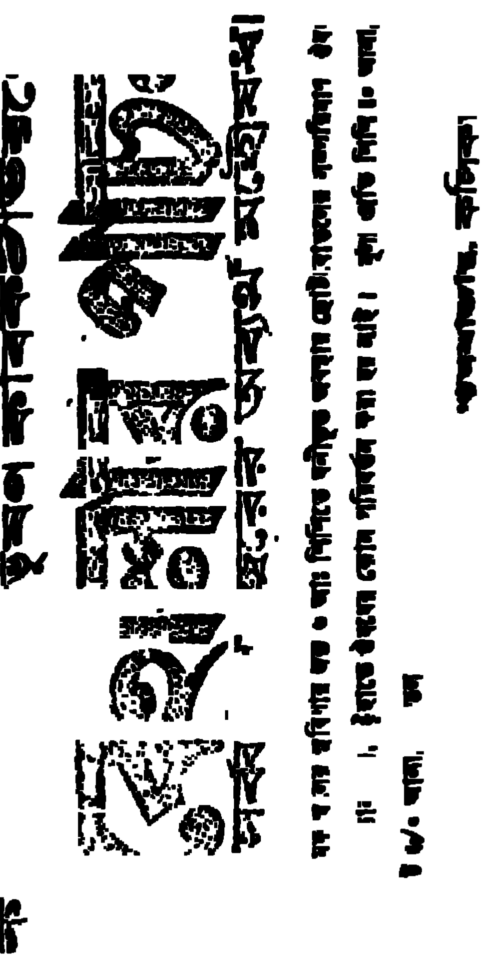

আয়ুর্ব্বেদীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকায় বল ও বাধুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে অনুপান, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার বিকারের আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটি ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সন্তানারিষ্ট ঘৃত"

পুরুষত্বহীন রোগে বাজপ্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ শক্তি স্তোমনাশক স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোলা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বত্র পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের খারাপ তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং দেহ হইতে বারটী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডজন ৭৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯।১ কলুটোলা লেন, কলিকাতা

ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরীক্ষা

"ভক্তিশাস্ত্রী" ও "সম্প্রদায়-বৈষ্ণব আচার্য্য" পরীক্ষার দিন যথাক্রমে আগামী ২০শে আশ্বিন, ১৩৩৭, ইং ৭ই অক্টোবর, ১৯৩০ মঙ্গলবার এবং ২১শে আশ্বিন ৮ই অক্টোবর বুধবার ধার্য্য হইয়াছে। পরীক্ষার স্থান — কলিকাতার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে। পরীক্ষার্থিগণ অনুমতিলাভের জন্য এখনই গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
(ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর,
নদীয়া

পরীক্ষা প্রদানের উপযোগিতা

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা

"ভক্তিশাস্ত্রী"র অর্থাৎ ভক্তিভাবে গৌরবাণী-বিনোদ-সেবার অধিকার বা যোগ্যতা লাভের জন্য যে পরীক্ষা, তাহাই 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা। প্রকৃতজন্য অচেতন-ভোগ-গর্ব্বিত কর্ম্মী জ্ঞান-কামী-প্রতিষ্ঠাদি ভোগপাত্র নিরস্ত করিয়া বাস্তব বস্তুতে শ্রদ্ধা-উৎপাদক এই পরীক্ষা জাগতিক মহাপণ্ডিত ও মহামূর্খ উভয়েরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। সদ্গুরুর ভক্তক বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাই উহার প্রবেশ-মূল্য।

সম্প্রদায়-বৈষ্ণব আচার্য্য পরীক্ষা

যাঁহারা শুদ্ধভক্তি-আচার-প্রচার-বৈচিত্র্যঅভিজ্ঞ হইতে, বিশেষতঃ মঠ-মন্দিরের যেরূপ ভাবে শুদ্ধভক্তি-সূর্য্যের উদয়কাল, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও অস্তগমন-বিষয়ে স্থান, কাল ও পাত্রগত বৈচিত্র্য অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে অভিজ্ঞ করিবার নিমিত্তই এই শুদ্ধভক্তি-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব পরীক্ষার প্রবর্ত্তন। শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সহিত পূর্ব্ব মহাজন এবং তদনুবর্ত্তীর প্রতি নিষ্ঠা—কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণদাস-সেবায় নিষ্ঠাই পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
।০।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—১লা ভাদ্র সোমবার—১৩৩৭

(১)

শ্রীগৌড়ীয় মঠে ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়বৈষ্ণব আচার্য্য-পরীক্ষার সময়-নির্দ্দেশ

(২)

(ক) মহানুভব বৈষ্ণবের চিত্ত কৃষ্ণকার্ষ্ণ-প্রীতির অনুকূল বিষয়-গ্রহণকালে পুষ্প অপেক্ষাও কোমল এবং প্রতিকূল বিষয়-বর্জ্জন-কালে বজ্র অপেক্ষাও কঠোর-ভাবাপন্ন

(খ) শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যবিজয়-কালে তাঁহার বিরহ-কাতর সার্ব্বভৌমকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার লীলা জীবকে মায়াত্যাগে কঠোরতা শিক্ষা প্রদানার্থ

(গ) অনন্ত সার্ব্বভৌম বদ্ধজীবের ন্যায় মহাপ্রভুর কৃষ্ণাবেশ-লীলার বিস্তারক না হইলেও তাঁহার ন্যায় প্রিয়জনকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাপ্রভু কৃষ্ণসেবকের কৃষ্ণসেবার গুরুত্ব-বিচার সম্বন্ধে আদর্শ স্থাপন করিলেন

(৩)

বদ্ধজীবের কৃষ্ণাবেশ-মুখেই বিপ্রলম্ভরসের আস্বাদন সম্ভব হয়, পার্থিববস্তুর বিয়োগ-হেতু তদনুসন্ধান-মুখে যে বিরহ, তাহার সহিত কৃষ্ণাবেশ-মূলক বিরহ কখনও এক করিতে হইবে না

(৪)

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ঝুলনোৎসব; বিরাজবাবুর আদর্শ সেবা

বৈষ্ণবের চিত্ত কোমল ও কঠিন উভয়বিধ স্বভাব-বিশিষ্ট

পণ্ডিতপ্রবর ও আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে সস্নেহ আলিঙ্গন করত গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণ ভজন করিবার উপদেশ দিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দক্ষিণ-দেশাভিমুখে গমন করিলে পর শ্রীল ভট্টাচার্য্য প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রভুর ঐরূপ মূর্চ্ছিত অবস্থা দেখিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মহানুভবের চিত্তের স্বভাব প্রদর্শন-ছলে ক্ষণকালের জন্যও দক্ষিণযাত্রা স্থগিত রাখেন নাই, বরং তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন, যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৭ম অধ্যায়ে,—

অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি' মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥
এত বলি মহাপ্রভু করিল গমন।
মূর্চ্ছিত হৈয়া তাহাঁ পড়িলা সার্ব্বভৌম॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়॥

২। বহু জীবের উদ্ধার-কল্পে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দক্ষিণ দেশে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে যখন তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট আর অধিক কাল থাকা নিষ্প্রয়োজন বিধায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়াও চলিয়া যাইতে পশ্চাৎ-পদ হন নাই। জীবোদ্ধার-পরায়ণ ভগবান্ বা মহাভাগবতগণের চিত্তের গতি সাধারণ-শ্রেণীর অজ্ঞ মানবকুল বুঝিতে অক্ষম। অজ্ঞগণ যদি মনে করেন যে, শ্রীল সার্ব্বভৌম প্রভুকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় ত্যাগ করায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ব্যবহার নিষ্ঠুর ব্যক্তির ন্যায় হইয়াছিল, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের চরণে অপরাধযুক্ত হইবেন। অজ্ঞদিগকে অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অকৃত্রিম নিম্নলিখিত শ্লোকটীকে উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন যে, অলৌকিক পুরুষদিগের চিত্তগুলি বজ্র অপেক্ষা কঠিন, আবার কুসুম অপেক্ষা মৃদু, অতএব তাহা বুঝিবার যোগ্য হয় না:—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি
বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥"

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সাক্ষাৎ ভগবান্। ভগবান্ হইয়াও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহা অলৌকিক। সুতরাং তাঁহার লীলার ভিতর যে সমুদয় শিক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা আমাদিগের পালনীয়। যদি আমরা ঐ সমুদয় শিক্ষাকে অনাদর করি, তাহা হইলে মায়াশক্তি আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধ করিতে থাকিবে। মূর্চ্ছিত অবস্থায় শ্রীল সার্ব্বভৌম প্রভুকে পরিত্যাগ করা-কালে শ্রীমদ্গৌরাঙ্গসুন্দর যেরূপ বজ্রের ন্যায় কঠিনতার ভাব দেখাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে অনায়াসে কৃষ্ণভজনে উত্তরোত্তর লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। সংসারে বাস-কালে মায়া আমাদিগকে নানা প্রকারে ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চাহে। ভক্তিপথের বিরোধী যে সমুদয় অসৎ বৃত্তি আমাদিগের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, তাহারা মায়ার অনুচর। কৃষ্ণ-সেবাই কর্ত্তব্য—এইরূপ বজ্র-কঠোর ভাব দ্বারা মায়িক চাঞ্চল্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়। মায়িক চাঞ্চল্যকে তাড়াইবার কালে যে প্রকার বল প্রয়োগ করিতে হয়, তখনও যদি কেহ সাধককে নিষ্ঠুর বলেন, তাহাতে কর্ণপাত করিতে নাই। যদি কেহ বলেন যে, অসতের আত্মীয় স্বজনকে অসৎ সম্বোধনে পরিত্যাগ করা নিষ্ঠুরতা বা তাঁহাদের কুপরামর্শমত বাক্য পালন না করা নীতিবিরুদ্ধ, তাঁহাকে ঐরূপ বলিতে দেওয়ায় কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহার বাক্যানুসারে বিচলিত না হইয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণের সেবায় অকপটে নিযুক্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি স্বজনাভিমানী আত্মীয়গণের চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবায় ঔদাসীন্য দেখাইতে থাকে, মায়ার অনুচরগণ তাহাদিগকে দুর্গতি দিতে পারেন, কিন্তু

অন্ধ জগদগুরুগণ তাহাদিগকে মায়াবী-বাদে দুষ্ট করিয়া থাকেন। যখন যে প্রকার কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন নিষ্কপটচিত্তে সেবাপরায়ণ হইয়া গুরুর সেবায় যিনি নিযুক্ত হইতে পারেন, তিনি ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় অগ্রসর হইয়া বলীয়ান হইতে থাকেন, তাহা সত্য। ইহাই ভগবদ্‌প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। হে সংকীর্ণ-বুদ্ধিগণ, আপনারা কি মনে করেন শ্রীশ্রীমন্‌ গৌরসুন্দর-প্রদর্শিত ভক্তির শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে তাঁহার লীলায় সুগভীর অর্থ বুঝিয়া জীবনকে ধন্য করিতে সমর্থ হইবেন না??

বদ্ধজীবের কৃষ্ণান্বেষণ-মুখে পরমমধুর বিপ্রলম্ভ-রসের আস্বাদন

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্য-১৪শ অধ্যায়ে ১৪শ সংখ্যক পয়ার যথা, "রাধিকার ভাবে প্রভু সদা অভিমান। সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥" এখানে সদা-অভিমান শব্দের অর্থ সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সেবক অভিমান। সম্ভোগময় কৃষ্ণভাবে অবস্থিত হইলে বিপ্রলম্ভাত্মক সর্ব্বোৎকৃষ্ট-রসের আস্বাদন এ জগতে সর্ব্ব-জীবকে তাহা বিতরণ-রূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাধা হয় বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দর-রূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বদা আপনাকে শ্রীমতী রাধিকা জ্ঞানে কৃষ্ণান্বেষণ-মুখে দিবা-বিরহোন্মাদ-চেষ্টাসকল প্রকট করিলেন। অতএব সম্ভোগ-রস-পিয়াসী বিপ্রলম্ভ-ভাবগত পরম মধুর রস আস্বাদনের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদর্শিত কৃষ্ণান্বেষণের ধারায় অভ্যস্ত হইয়া থাকিতে হইবে, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা ভজনশীল সখীর আনুগত্যে রত থাকিতে হইবে, নচেৎ পরম মধুর বিপ্রলম্ভ-ভাবগত রস আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই।

২। কংসবধার্থে কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে যদিও ব্রজবাসীগণ সকলেই তাঁহার অদর্শনে বিরহব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, তথাপি পূর্ব্বরাগ কৃষ্ণপ্রেম-পরায়ণা গোপিকা-গণ যেরূপ দগ্ধ হৃদয়ে ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে না। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, গোপিকাগণের প্রেম সর্ব্বাধিক গাঢ়। গোপিকাগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্ব-প্রধানা এবং তিনি অধিকতর বিরহ-বেদনানুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার তুল্য কৃষ্ণকে অপর কেহ ভালবাসিতেন না। সুতরাং শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বোৎকর্ষপ্রাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ যেজন্য মথুরা গিয়াছিলেন, সেহেতু শ্রীমতী রাধিকা একদিকে যেমন দুঃখী—আর শ্রীকৃষ্ণের সেবা সুচারুভাবে করিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া অপরদিকে তেমন দুঃখী। একাধারে সুখ ও দুঃখমিশ্রিত বিপ্রলম্ভ রসের পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন শ্রীমতী রাধিকাই করিয়াছিলেন। এমন কি বিপ্রলম্ভরসের চমৎকারিতা এত অধিক যে, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত তাহা আস্বাদনের জন্য লোলায়িত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর রূপ ধারণপূর্ব্বক আপনাকে শ্রীমতী রাধিকা জ্ঞান করতঃ কৃষ্ণ বিরহে তৎপর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৩। শ্রীকৃষ্ণ জীবমাত্রেরই পরম প্রিয়-তম। বদ্ধজীবসমূহ যখন তাঁহার সাক্ষাৎ-কার পাইতেছেন না, তখন তাঁহাদিগের উচিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পথে কান্ত-রূপী শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া। বহু নরনারী স্ত্রী বা পুরুষদেহের অভিমান ও তজ্জন্য দেহাভিমানগত ভোগ বা ত্যাগমূলক চেষ্টা শিথিল করতঃ স্বাভাবিক আত্মস্বরূপগত রাধাদাস্যসূচক ভাবে নিবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ যূথেশ্বরীর আদেশানুসারে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে থাকিলে ক্রমশঃ বিপ্রলম্ভরসের উদয় হইয়া জীবনকে মধুময় করিয়া ফেলিবে। এই মধুরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে গৌরজীবের ধরাতলে আগমন ও শ্রীগৌরসুন্দরলীলার অভিনয় হইয়াছে।

শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

(আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী কৃপায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের নিমিত্ত ভারতের বহুস্থানে প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে কয়েকটী প্রচারকেন্দ্র আছেন, তন্মধ্যে ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠের কথা অনেকেই জানেন।) আজ্ঞাদিত, সঙ্কুচিত ও মুকুলিত চেতনের চকুনি পুনরায় দিবা বিকশিত এবং পূর্ণ-বিকশিত করিয়া দিবার নিমিত্ত অর্থাৎ বদ্ধজীবগণকে নিত্য কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই আচার্য্যঠাকুরের এই অভিসন্ধি। তাই আজ আচার্য্যসেবকগণ তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সমগ্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছাক্রমে বিভিন্ন মঠে বিভিন্ন মহোৎসবাদির অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে। গত ২০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার হইতে ২৪শে শ্রাবণ শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সুসজ্জিত কক্ষে শ্রীবিগ্রহ

বিচিত্রোপরি বিভিন্ন বর্ণের বৃক্ষ, লতিকা ও পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা পরিশোভিত কক্ষে দিব্য সিংহাসনোপরি শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদকান্ত জিউর শ্রীমূর্ত্তি এবং তাঁহার নিম্নদেশীতে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। মঠের ভিতর বাহির সর্ব্বত্রই এবং সুসজ্জিত কক্ষ ও সিংহাসনটী বিরাজ বাবু বিভিন্নবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দ্বারা সজ্জিত করায় তাহার শোভা এক অপূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহার উপর শ্রীপাদ মাধব প্রভু ও পূর্ণানন্দ প্রভু শ্রীমঙ্গল প্রভু ও শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউকে ভাল ভাল বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা সাজাইয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া দর্শকগণ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন এবং ভক্তগণ শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন—"বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান, যে না দেখে সে চাঁদ বদন। সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ সে নয়ন রহে কি কারণ।"

প্রসাদ বিতরণ

এই কয়েক দিনই সন্ধ্যারাত্রিকের সময় হইতে রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সংখ্য সংখ্য দলে দলে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং শ্রীশ্রীমহা-প্রসাদ সেবা করিয়া ও মস্তকে ধারণ করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন।

মঠসেবকগণের আদর্শ সেবা

দুনিয়ার লোক জগতে যত কিছু ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য আছে, বহুপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি আছে তাহা নিজে ভোগ করিবার জন্য এবং স্ত্রীপুত্রাদির ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু এই সমস্ত বস্তুর ভোক্তা যে কৃষ্ণ, তাহা তাঁহারা জানেন না। তাই ব্রজ-মাধব-গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ আচার্য্যের আনুগত্যে থাকিয়া দ্রব্য সামগ্রীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রতি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভ্রমণ করিয়া যাহা কিছু পান, তাহা শ্রীগুরুদেবের শ্রীহস্তে অর্পণ করেন। তিনি আবার তাহা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। উহারা ভোগোন্মুখ জীবকুলের অজ্ঞাত ভক্তমুখী প্রকৃতি সঞ্চিত হইয়া থাকে, যাহার ফলে তাঁহাদের সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং সাধুগণের শ্রীমুখ-বিগলিত নিষ্কপটী কৃষ্ণকথামৃত শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি প্রভৃতি উদিত হইয়া থাকে। এই মহোৎসব উপলক্ষে মঠসেবকগণ সকলেই দিবারাত্র কায়মনোবাক্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মহোৎসবটী সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীপাদ হরি-বিনোদ ব্রহ্মচারী, পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবা-পারিপাট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিরাজ বাবুর সেবাপ্রাণতা

মনোমোহন প্রেসের অধ্যক্ষ পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয় নিয়তই অবস্থান করিয়া শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠকে সর্ব্বক্ষণ মস্তকোপরি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বিশেষ ভাগ্যবান্‌ ব্যতীত এরূপ সুযোগ কাহারও লাভ হয় না। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবার সৌষ্ঠবের জন্য তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত-হস্ত। কখন তিনি স্বর্ণালঙ্কারাদির দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরবিনোদকান্ত জিউকে সজ্জিত করেন, কখন বিবিধ উপচারের দ্বারা পারিপাট্যের সহিত শ্রীভগবানের সেবা করেন, প্রতি বৎসর ২।১ খানি ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ-ভাগবতের সেবা ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য বৈদ্যুতিক আলোক, পাখা প্রভৃতির সমস্ত ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীনামপরিক্রমায় সময় শ্রীনামসেবাও করেন। মোট কথা, হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার জন্য তাঁহার সকল সময়েই বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহার আচার-প্রচারের উৎসাহ উত্তরোত্তর আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীধামযাত্রীর সুবিধা

ভাগীরথী গৌরপ্রেমে উচ্ছলিত হইয়া গৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুরের পাদদেশে কুলু কুলু ধ্বনিতে গৌরগুণগান করিতে করিতে প্রবাহিতা হইতেছেন। গৌর-জন্মভিটা শ্রীধাম মায়াপুরদর্শনার্থিগণ এই সময় অনায়াসে নবদ্বীপ ঘাট হইতে বরাবর নৌকায় আসিয়া গৌরজন্মভূমি শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শন করিতে পারেন। ভাগ্যবান্‌ জনগণ শ্রীধামদর্শনের এমন অপূর্ব্ব সুযোগ হারাইবেন না। বর্ষাকালে শ্রীমতী প্লাবিত হইয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেন। এই মনোমুগ্ধকর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া ভক্তের হৃদয় প্রেমে আপ্লুত হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
বাঙ্গলা-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে অলঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

* * *

চতুর্থ সংস্করণ
সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা
আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন-র কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ভজনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

[illegible]

৷৵০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদ ও প্রাঞ্জল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আর্ত্তির আবেদনভরী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০. চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মার ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০.

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৶০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১
" " আবাঁধা ৸০
৭। [illegible] ৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৷০
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
৯। [illegible] (যন্ত্রস্থ)
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ বাঁধা ৸।
১৫। [illegible] ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵০
বাঁধা ॥০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। গীতমালা /১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, [illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৶০
২৬। সাধনকণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৵০
" " ॥০
২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। অর্থপঞ্চক ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৩৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৵০
৩৫। সটীক শিক্ষাদশকমূলম্ ৷০
৩৬। শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয় ৷০
৩৭। তত্ত্বমুক্তাবলী ও মায়াবাদশতদূষণী ৷০

[?]য় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনর দিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ বকাসী, জেলা বারিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার মাতুলপুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হাতক্ষা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মর্জিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২।০ টাকা

৪৫৩ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুদর্শিতার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক আশ্চর্য পুষ্টিকর মহৌষধ যা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরাজেয় আশ্চর্যকারক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—এই অবলেহ সেবনে দূষিত-রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। "শিশুসখা বটিকা"—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া "শিশুসখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, দুধতোলা, সর্দি, ক্রিমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্যে ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—অন্যান্য ঔষধের বিবরণ—

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আত্তর-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট!

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ (নাটোর)
মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্রে সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

এই প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২১।৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম। স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার ৩য় সংস্করণ ৬, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পুরাণ বাজারে স্থলতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৪০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
শ্রীভাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমধাম মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, —চটক পর্ব্বত, পুরী
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ভিপিপারি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢনুয়াকোণা, চিতকুণ্ডা পোঃ, মাদ্রাজ।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ ওয়ারন রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লক্ষ রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—পোঃ ভবানীগঞ্জ, কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—৭৮।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস ভি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়াকস দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীবৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এস্, থানবাড়
১০। শ্রীপাদ অতুল্যবিধি ভক্তিভূষণের বারবাটী
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মবিহারী ঐ

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

বর্ষার — একমাত্র — স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, গ্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদার বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলের পরিচায়ক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এখনো সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ৷০ আনায় মারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বলফিল্ড্ লেন, কলিকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৫৲
ভিঃ পিঃ ও প্যাকেজ মাশুল স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

জগতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৪৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা ভাদ্র ১৩৩৭ মঙ্গলবার ১৯ই আগষ্ট ১৯৩০

বন্দীর মুক্তি

হাকিমের স্বয়ং জেল-চাপাটী পরীক্ষা ও তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা

নূতন কংগ্রেস হাঁসপাতাল

কলিকাতায় খানাতল্লাস, বর্দ্ধমান জেলে গোলযোগ

নড়াইল থানা আক্রমণ

ভীতি প্রদর্শন আইনে ৩৭৫০ জন ধৃত

তাড়ির দোকানে পিকেটীং

বড়বাজারে হত্যাকাণ্ডের জের—একজন গ্রেপ্তার

কাশীতে ধরপাকড়

উকিল সভায় হরতালের জের

নানা কথা

বন্দীর মুক্তি

চট্টগ্রাম, ১৫ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া শ্রীযুত মহানন্দ চৌধুরী শ্রীযুত ফণীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শ্রীযুত অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্য অদ্য প্রাতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অমান্য করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। জরিমানার টাকা প্রদান না করিয়া তাঁহারা আরও ১ সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করেন।

বর্দ্ধমান জেলে গোলযোগ

বর্দ্ধমান, ১৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, ঐ তারিখ প্রাতঃকালে বর্দ্ধমান জেলে 'সি', শ্রেণীর রাজনৈতিক কয়েদীগণ জেলের নিয়ম ভঙ্গ করায়, জেলের ভিতর গোলযোগের সৃষ্টি হয়। কয়েদীদের নেতাদিগকে সেলে এবং অবশিষ্ট কয়েদীগণকে ব্যারাকে আটক করা হয়। প্রকাশ, কেহ জখম হয় নাই।

হাকিমের জেল-চাপাটি ভক্ষণ

নারায়ণপুর, ১৫ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশ ভারত সভার সভাপতি শ্রীযুত মঙ্গলাল সিংহের মামলার বিচারের সময়ে আসামী জেল খাদ্যের নমুনা স্বরূপ এক খানি চাপাটি ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে প্রদান করেন। ঐ চাপাটির এক অংশ ডাঃ রায়চাঁদকেও দেওয়া হইল। ডাঃ রায়চাঁদ ঐ সময়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও আদালতে অপর কয়েক জন লোক ঐ চাপাটি ভক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে উহা বালি মিশান রহিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং জেলে যাইয়া খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

নড়াইল থানা আক্রমণ

গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে নড়াইল থানার দারোগা দেবেন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তিকে এবং অভিনাশ অস্থায়ী গ্রেপ্তার করেন। ঐ দিন রাত্রিতে ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নড়াইল থানা আক্রমণ করিয়া দেবেন্দ্রের মুক্তি দাবী করে। তাহারা থানার ঘর সমূহে প্রবেশ করিয়া কাগজ ও আসবাব পত্র নষ্ট এবং প্রহরী ও কর্ম্মচারীদিগকে প্রহার করে। তিনটি হাঙ্গামা নিবারিত এবং কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলিতেছে। যশোহরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছেন।

ভীতিপ্রদর্শন অর্ডিন্যান্সে ৩৭৫০ জন

সিমলা, ১৫ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ রাষ্ট্রীয় পরিষদে মাননীয় সার ফিরোজ সেঠনার প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ১৯১০ সালের ফৌজদারি আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্স অনুসারে ১৩৫ জন ধৃত হইয়াছেন এবং ১৯৩০ সালের ভীতিপ্রদর্শননিবারক অর্ডিন্যান্সে ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছেন ৩৭৫০ জন। এই ৩৭৫০ জনের মধ্যে বোম্বাইয়ে ৭০৯, বাঙ্গালায় ৮৮৯, বিহার উড়িষ্যায় ১৭৫৭ ও অবশিষ্ট অন্যান্য প্রদেশে ধৃত হইয়াছেন।

তাড়ির দোকান নীলাম

গত ১৪ই আগষ্ট উল্টাডাঙ্গাতে তাড়ির দোকানের নীলাম আরম্ভ হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সহরের সর্ব্বত্র হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যথাসময়ে নীলাম আরম্ভ হয়। কিন্তু কোন খরিদ্দার উপস্থিত না হওয়ায় নীলাম স্থগিত হইয়া যায়। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর পুনরায় নীলাম হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে।

কলিকাতায় খানাতল্লাস

গত শনিবার সকালে দক্ষিণ কলিকাতা মহিলা সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবীর বাড়ীতে পুলিশ হানা দেয় এবং ২ ঘণ্টাকাল খানাতল্লাস করে। তল্লাসের ফলে আপত্তিকর কোন বস্তু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

নূতন কংগ্রেস হাঁসপাতাল

কলিকাতার বিভিন্ন হাঁসপাতালে আহত স্বেচ্ছাসেবকদিগের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গত শনিবার হইতে মধ্য কলিকাতার ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে একটি হাঁসপাতাল খুলিয়াছেন

বিবিধ সংবাদ

কাশীতে ধরপাকড়

গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে প্রাতঃকালে কাশীতে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির বিনিয়ার চেয়ারম্যান ও প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী মৌলানা আবদুল মজিদকে ঐ তারিখ প্রত্যূষে মদনপুরায় গ্রেপ্তার করা হয়। বহু সংখ্যক মুসলমানের এক শোভাযাত্রা তাঁহাকে বিদায় অভ্যর্থনা প্রদান করে। তাঁহাকে কোন্ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

বেনারস যুব-সঙ্ঘের কর্মী শ্রীযুত ভাস্কর রায় ও নারায়ণ দীক্ষিতকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যুব-সঙ্ঘের সম্পাদক পদ্মনাভ ত্রিপাঠীর বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল; কিন্তু তিনি কাশীতে না থাকায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত যামিনী গাঙ্গুলী অস্ত গঙ্গুরে পিকেটিং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ধৃত হইয়াছেন।

ধৃত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বেনারস কংগ্রেস কমিটী আট দিনের জন্য হরতাল ঘোষণা করেন।

টাউনহলে খানাতল্লাস

চট্টগ্রাম ১৫ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ—স্থানীয় বিদ্যালয়, মদের দোকান ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং চলিতেছে। কিন্তু ভীতি প্রদর্শন অর্ডিন্যান্স অনুসারে কেহ ধৃত হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। কয়েকজন পিকেটকারী ধৃত হন কিন্তু হাজিতে তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

টাউনহলে বহু সংখ্যক পিকেটকারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুলিশ গত ১৫ই তারিখ টাউনহলে খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, তাহারা কতকগুলি কাগজ পেন্সিল ও কার্বন কাগজ লইয়া গিয়াছে। পুলিশ হস্তলিখিত সত্যাগ্রহ বুলেটিনও লইয়া গিয়াছে।

কর দান বন্ধ সম্পর্কে মামলা
আসামীগণ খালাস

হুগলী, ১৫ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ—ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে সভা করিবার এবং গ্রামের চৌকীদারদিগকে পদত্যাগের জন্য প্ররোচনা ও ভীতি প্রদর্শন করিবার অভিযোগে, কামারপুকুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক ও আরামবাগ লোকাল বোর্ডের সদস্য শ্রীযুত প্রমথনাথ দাস, অবনীপতি সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও অপর সাত জন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন না করিলেও সরকার পক্ষ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। অতঃপর ৩২ দিন হাজত বাসের পর অদ্য তাঁহাদিগকে বে-কসুর খালাস দেওয়া হইয়াছে। আদালত তাঁহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনের গাড়ীভাড়া প্রদান করেন নাই।

বহুবাজারের বীভৎস হত্যাকাণ্ড

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে হ্যারিসন রোডে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সম্প্রতি এই সম্পর্কে পুলিশ কাশীনাথ নামক একজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, আসামী প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে।

বসিরহাট (২৪ পরগণা)—গত মার্চ মাস হইতে লবণ আইন অমান্য আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলন ও গাঁজা আফিং ও মদের দোকানে পিকেটিং প্রভৃতি চলিতেছে। পিকেটারদের ধরপাকড় ও পূর্ব্বে চলিতেছে। স্থানীয় যে কয়টি যুবক বা ছাত্র কারাবরণ করিয়াছে তাহার তালিকা—শ্রীতারাপদ রায়, বিনয় ঘোষ, পূর্ণেন্দু কুমার রায়, বিমলকৃষ্ণ গুহ, হেমেন্দ্রনাথ বসু, অমিয়কুমার মিত্র, সুধাংশু মাঝি, সুধীরচন্দ্র পাল।

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস অফিসে ২ জন গ্রেপ্তার

গত ১৬ই আগষ্ট প্রাতঃকালে পুলিশ খানাতল্লাসের পরোয়ানা লইয়া দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর অফিসে খানাতল্লাস করিয়াছে। তাহারা এই স্থান হইতে দুইজন স্বেচ্ছাসেবককেও গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিশ কতগুলি কাগজপত্র সাইনবোর্ড ও অন্যান্য অনেক জিনিষপত্র হস্তগত করিয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগ

বালুরঘাট ১৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, রক্ষিণী নামক এক চৌকীদার থানায় এই মর্ম্মে এজাহার করিয়াছে যে, স্থানীয় আবগারী দোকানে গাঁজা ক্রয় করায়, সে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক কানাই বাগচী প্রভৃতি কর্তৃক প্রহৃত হইয়াছে। যে দমন বর্জ্জন সমিতির জনৈক খাজনাখানা সদস্য এবং বালুরঘাট কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য নির্ব্বাহক সভার একজন সদস্যকে ঐ ব্যাপারে জড়িত করিয়াছে। বালুরঘাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারা অনুযায়ী কানাই বাগচীর বিরুদ্ধে এবং ৫০৬ ধারা অনুযায়ী অজিতকুমার সান্যাল বিরুদ্ধে সমন জারি করিয়াছেন।

বড়বাজারে পিকেটিং

গত শনিবারে বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার অপরাধে ৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য শুক্রবার যে ৯ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, শনিবার আদালত হইতে তাহাদিগের সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সায়েন্স ক্লাসের ছাত্র গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ, ১৫ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সায়েন্স ক্লাসের ছাত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। তাহার প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রকাশ, বিস্ফোরক আইনানুসারে এখানে যে মামলা হইয়াছে তাহাকে সেই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হরতালের জের

১৫ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, ময়মনসিংহ উকিল সভার প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত মহিমচন্দ্র রায় এই যে অল্প-তালের দিন অন্যান্য উকিলরা আদালতে না আসিতে পারেন এইজন্য পিকেটিং করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সংপ্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। জেলা জজ তাহার অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে না পারায় তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

পদত্যাগ

দিল্লী, ১৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ কলেরাট ইউনিয়নবোর্ডের সভাপতি শ্রীযুত কালীমোহন দত্ত সরকারের বর্ত্তমান নীতির প্রতিবাদকল্পে পদত্যাগ করিয়াছেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৷৵৹ আনা।

অফিস—১১নং ঠাকুরদাস পালিত রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ

মদন মঞ্জরী

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সকল প্রকার ধাতুঘটিত রোগের মহৌষধ। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীনে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া পতিত্ব লাভ করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বল্পকালবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্যনাথ আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ছোলা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতার সকলের পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোচ্চোরগণ কমদামের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাম্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম।

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আয়রণ এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই কেরাম্-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেক্সন করিলে একটি বা দুইটি ইনজেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং রক্ত শরীরে বাড়াইয়া দেয় ও ম্যালেরিয়ার সকল উপসর্গ দূর করিয়া দেয়।

এম্পুল প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৩৲ টাকা।

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

২৯।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—২রা ভাদ্র মঙ্গলবার—১৩৩৭

(১)

বহরমপুরের ভাগবতের অনুবাদে মায়াবাদ দোষ-দর্শনে শুদ্ধভক্তগণ বড়ই ব্যথিত

(২)

শ্রীগৌড়ীয় মঠে ভাগবত-মহামহোৎসব

(৩)

কলিযুগপাবনাবতারী সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রই "মৃতসঞ্জীবনী"

(৪)

কাশীমিশ্র গৃহ হইতে শ্রীশ্রীমদ্গৌরসুন্দরের ভাবাবেশে বহির্গমন

(৫)

রাঁচীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজের অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা

(৬)

মৈমনসিংহে শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবতের মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের একটী অনুবাদ আছে। পরলোকগত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়েরও একটী অনুবাদ দেখা যায়। ইদানীন্তন পরলোকগত দীনবন্ধু বেদান্তরত্নের শ্রীমদ্ভাগবতের একটী অনুবাদ দেখা যায়। বঙ্গবাসীর ভাগবতের অনুবাদ অনেকেই পড়িয়া থাকেন। কিন্তু এইসকল অনুবাদকগণ অনেকস্থলেই নিজ নিজ রুচির উপযোগী অর্থ করিয়া ভাগবতপাঠকগণকে বিপথগামী করেন। গৌড়ীয়মঠের ভাগবতের অনুবাদে ঐপ্রকার মায়াবাদ-দুর্গন্ধ নাই।

অনেকে বলেন,—বহরমপুরের ভাগবতের অনুবাদে মায়াবাদ বা অহংগ্রহোপাসনার অবকাশ নাই, কিন্তু পাঠকগণের সেই ধারণা পোষণ করিবার প্রতিকূলে আমাদের দৃষ্টিতে ১১শ স্কন্ধে ৫ম অঃ উপার শ্লোকের অনুবাদে 'তন্ময়'-শব্দের ব্যাখ্যায় বিদ্যাবত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—'প্রভুপাদ-অহংগ্রহোপাসনা উক্ত হইল।'

যাঁহারা গোস্বামি-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন, তাঁহারা এইরূপ অনুবাদের আদর না করিয়া 'তন্ময়'-শব্দে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের অনুসরণে 'তদাবিষ্ট' ব্যাখ্যাই করিয়া থাকেন। কামুক সমগ্র জগতে আপনাকে ভোক্তৃবুদ্ধি করিয়া সর্ব্বত্র কামিনীর দর্শন করেন বলিলেই যে কামুক কামিনী হইয়া যান,—এরূপ ধারণা নহে। সুতরাং 'অহংগ্রহোপাসনা উক্ত' হইবার পরিবর্ত্তে উহা 'নিবৃত্ত হইল' লেখাই বাধ্য-বদ্ধ-লেখকের কর্ত্তব্য ছিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীভাগবত মহামহোৎসব

পাঠকগণ অবগত আছেন, প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া মাসাধিককালব্যাপী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীভাগবত-মহোৎসব হইয়া থাকে। এবৎসর শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাগবাজারস্থ নবনির্ম্মিত মন্দিরে মহোৎসব হইবার কথা হওয়ায় এবং মন্দিরের কার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় আগামী ১৮ই আশ্বিন হইতে ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকাল ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ১৮ই আশ্বিন মহোৎসব রবিবার দিবস বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-মুখে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ এই নবমঠ-প্রবেশ-মহোৎসবের নামকরণ করিয়াছেন—শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনোৎসব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বিতীয় মিলনোৎসব শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-দিবসে অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই উৎসবের নামকরণ করিয়াছেন—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব। শ্রীগৌড়ীয়মঠের তৃতীয় মিলনোৎসব আগামী ১৯শে কার্ত্তিক বুধবার শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমায়। শ্রীল প্রভুপাদ এই উৎসবের নামকরণ করিয়াছেন—শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথোৎসব।

শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীরাধাগোপীনাথ—যথাক্রমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাধিদেবতা। এই তিন ঠাকুরই গৌড়ীয়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন। সম্বন্ধ জ্ঞান-দাতা শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুপাদ, অভিধেয় বিজ্ঞান-দাতা—শ্রীল রূপ গোস্বামি প্রভুপাদ এবং প্রয়োজন-বিজ্ঞান-প্রদাতা — শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামি-প্রভুপাদ। শ্রীশ্রীরূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ প্রভুর চরণার্চ্চিত ও শ্রীশ্রীরাধামদন মোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথের মিলনোৎসব সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ সাধন করিবেন। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিষ্কপটে এই মহাসংকীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগদান করিতে পারিবেন, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্য অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইবেন। জীব যতদিন না গৌড়ীয়ের আনুগত্যে গৌড়ীয় হইতে পারিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি কৃষ্ণভজনের কোন কথাই জানিতে পারিবেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাই বলিয়াছেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

সুতরাং কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আত্মসাৎ হইতে হইলে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীশ্রীসনাতনরূপ-রঘুনাথাদির আচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, আত্মসমর্পণ ব্যতীত পা'বলেও দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না। সেই দিব্যজ্ঞান-প্রভাবেই কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণধামের সেবা লাভ করিয়া ধন্য হওয়া যায়। জীবকে সেই নিত্যকল্যাণের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য—নিত্যকল্যাণকল্পতরুর স্কন্ধ রূপ

মৃতসঞ্জীবনী

মৃতসঞ্জীবনী নাম ভজি দেখ অবিরাম
আঁখি মেলি দেখিবার তরে।
অভিধানে নাম পাই বস্তুর সন্ধান নাই
আকাশ-কুসুম বলি যারে॥
এ মরজগতে ভাই এমন ঔষধ নাই
মৃতজনে বাঁচাইতে পারে।
খুঁজিতে খুঁজিতে তাই ধরণের দিকে চাই
দেবতাও লভিতে না পারে॥
বিধাতা-নির্ম্মিত বন ইহার মধ্যে কখন
অাঙ্কুরেতে মাদনায় করে।
মনে ভাবি কোথা পাই অমর হইয়া যাই
কেবা দিবে আনিয়া আমারে
সাধুর মুখেতে শুনি ...নাম-চিন্তামণি
মৃতসঞ্জীবনী নাম ধরে।
দেবের অমৃত জিনি, নামামৃত সুধা জানি
মরণান্ত নাম শুনি ডরে॥
সন্ন্যাস-সম্বল করি কলিজীবে দয়া করি,
অবতরি নদীয়া-মাঝারে।
পতিত পামরী কত তারিল যে কত শত
সহিয়া সেজাই ধ'রে যারে॥
কীর্ত্তন-বিগ্রহ হরি 'শ্রীচৈতন্য' নাম ধরি
নবধাম বিলায় জীবেরে।
নামসংকীর্ত্তন করি, উদ্ধারিতে নরনারী
শক্তরূপে শিখায় সবারে॥
নামনামী ভিন্ন নয় নামী কৃষ্ণনাম হয়।
সোনামুখে কিশোরীর স্ফুরে।
নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ নাম চিন্ময় রসের ধাম
পান করি ভবে জয় করে॥
শব্দব্রহ্ম এই নাম তাহাতে প্রাকৃত খাদ
নাহি পায় প্রেমের পাথারে।
মৃতসঞ্জীবনী সুধা মিটাইয়া ভবক্ষুধা
অমর করিতে সে পারে॥
জীবন্মৃত যতজন কলি, ইহা আস্বাদন
করিলে তারে তরাইবে।
এস এস এস ভাই এ পান করিয়া যাই।
হরিনাম গাই আনন্দরে॥
(নাম) পানেতে বাসনা যদি থেকনা নরম বুদ্ধি,
কেন তাই মর ঘুরে ঘুরে।
মহাদেবাদি মহাজন করিয়া বহু যতন
মহৌষধি আনিয়াছে যারে॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবাণী ভক্তি-সিদ্ধান্ত জানি,
শুকদেব, পদ সেবা দিবে।
তুমি হে জগদ্গুরু, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু,
কৃপা করি, দেখি' মত মোরে॥
শুনিয়া না শুনে কান, বুঝিয়া না বুঝে প্রাণ
মায়া আসি' মনে মোহ করে।
ভক্তিসিদ্ধান্ত ধন পাও যবে মহাপ্রভু
অপ্রাকৃত ধামে লয়ে যাবে॥

নিত্যকল্যাণই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব জীবের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসা সম্বর্দ্ধনের জন্যই গৌড়ীয়মঠে আজ বিরাট্

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। আত্মকল্যাণ-কামী সকলেই সজ্জনগণ এই উৎসবে প্রতিপাদ্য পবিত্র-সেবা-সুবিধায় যোগদান করিয়া নিজেদের জীবন সার্থক করুন এবং ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

উপরিউক্ত বিবিধ মিলনোৎসব ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে কএকটী বিপ্রলম্ভ-উৎসবের অনুষ্ঠানও নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ২০শে আশ্বিন শ্রীল মুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব, ২৫শে আশ্বিন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব, ২রা কার্ত্তিক শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব, ৫ই কার্ত্তিক শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব, ১২ই কার্ত্তিক শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীল গদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব, ১৩ই কার্ত্তিক ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব, ১৯শে কার্ত্তিক শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব এবং ২০শে কার্ত্তিক শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের বিরহোৎসব কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত উৎসবকালে জগদ্বাসি-মানব-সাধারণের একটী মহাসম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইবে। উহাতে শাস্ত্রীয় আলোচনা, পরিপ্রশ্ন, ইষ্টগোষ্ঠী, হরিকথা, ভগবদ্-বিষয়িণী বক্তৃতা, শাস্ত্রগ্রন্থ-ব্যাখ্যা, সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব এবং নিত্যকল্যাণ লাভের বাস্তব উপায় উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অনুশীলন হইবে।

পারমার্থিক প্রদর্শনী বা ভাগবত-বিজ্ঞান-প্রদর্শনীও উৎসবকালে উদ্ঘাটিত হইবার আয়োজন চলিতেছে। এই প্রদর্শনীতে পরমার্থ-রাজ্যের বৈচিত্র্যসমূহ নানাভাবে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর্গ বিশ্বের সকল শ্রদ্ধাবান্-সজ্জনগণকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। যাঁহারা দূরদেশ হইতে আসিবেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহোদয়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেই তিনি তাঁহাদের মঠে আসিবার এবং হরিকথা শ্রবণ করিবার অনুকূল সমস্ত ব্যবস্থাই করিবেন। বিদেশীয় ব্যক্তিগণ সঙ্গে কেবলমাত্র প্রয়োজন-মত শয্যা আনিবেন। অন্যান্য ব্যবস্থা যথাসাধ্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ সমাধান করিবার যত্ন করিবেন। দৈবাদুর্য্যোগে বা অনিবার্য্য-কারণে উৎসবের নির্দ্দিষ্ট তালিকা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে।

দ্বাররুদ্ধ গৃহ হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভাবাবেশে বহির্গমন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ১৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যথা,—

"গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
অর্দ্ধ-রাত্রিতে প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ বেণু গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাহা করিলা প্রয়াণ॥
তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছেত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥
সিংহদ্বার দক্ষিণে আছে তৈলঙ্গী
গাভীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন॥"

যে প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিশ্রাম করিতেন তাহা গম্ভীরা নামে প্রসিদ্ধ। এই গম্ভীরা নামক প্রকোষ্ঠটী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত ভক্ত শ্রীল কাশীনাথ মিশ্র মহোদয়ের স্থাপিত শ্রীরাধাকান্ত মঠের অন্তর্ভুক্ত। বহির্দ্দেশ হইতে গম্ভীরার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সদর দরজা, মধ্য দরজা ও গম্ভীরার দরজা অর্থাৎ তিনটী দরজার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন রাত্রিকালে গম্ভীরার ভিতর বিশ্রাম করিতে যান, তখন উক্ত তিনটী দরজাই বন্ধ থাকে। সুতরাং কোন জড়দেহধারী ব্যক্তি যদি গম্ভীরার ভিতর হইতে বাহির হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে আসিতে চান তাহা হইলে তাহাকে ঐ তিনটী দরজার কপাট খুলিতে হইবে নচেৎ সম্ভবপর নহে।

উপরোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণন হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ভাবাবেশে গম্ভীরার ভিতর হইতে দ্বার মুক্ত না করিয়াই সিংহদ্বারে গিয়া তৈলঙ্গী গাভীগণের নিকট অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দেহ যদি বদ্ধজীবের অস্থিমাংসাদিবিশিষ্ট স্থূল জড় ধাতুতে গঠিত হইত, তাহা হইলে তিন কপাট-রুদ্ধ না খুলিয়া তিনি কখন বহির্গত হইয়া সিংহদ্বারে পৌঁছিতে পারিতেন না সুতরাং স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দেহটী চিন্ময় (স্পিরিচুয়াল) কদাচ জড় (মেটিরিয়াল) নহে।

স্থূল জড়বস্তু দেশ-কাল নিয়মের অধীন, দেশ-কাল নিয়মের অধীনতাহেতু কপাটরুদ্ধ মানবদেহকে নিজ দেহগুলির ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে বাধা দেয়। সুতরাং কপাটগুলিকে না খুলিলে মানবের স্থূল জড়দেহ বহির্গমন করিতে অক্ষম। জড়-বৈজ্ঞানিকগণ যখন বলেন যে সূক্ষ্ম জড়বস্তু যথা তড়িৎ স্থূল ও কঠিন তাম্রনির্ম্মিত তারের ভিতর দিয়া গতাগতি করিতে পারে, তখন সূক্ষ্ম জড় বস্তু অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম চিন্ময় বস্তু যে স্থূল জড়বস্তুর ভিতর দিয়া গতাগতি করিবে উহাতে কোন প্রকার সন্দেহ উত্থাপিত হইতে পারে না।

স্থূল বা সূক্ষ্ম জড়-বস্তু উভয়ই অচেতন ও ভূতজাতীয় এবং দ্রষ্টৃজাতীয় চিন্ময় বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া তাহারা নিজ নিজ সত্তা ও স্বভাব প্রকাশে সমর্থ হয়। চেতন দ্রষ্টৃজাতীয় বস্তু স্বতন্ত্র। সুতরাং চেতন বা চিন্ময় বস্তু যদি জড়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন প্রকার জড়-বস্তু তাহার প্রতিযোগ করিবার জন্য নিজ সত্তা প্রকাশ ও নিজ স্বভাবের ক্রিয়া দেখাইতে পারে না। সুতরাং চিন্ময় বস্তু প্রতিযোগিতার অভাবে যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পূর্ণমাত্রায় সুযোগ পাইতে পারেন। আমরা যে সময় জড়সঙ্গক্রমে স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করি, সে কালে আমাদিগের বুদ্ধি কলুষিত হয় ও নিজ শুদ্ধ চেতনস্বরূপের পরিচয় ভুলিয়া যাই, তখন ভক্ত ও ভগবানের চিন্ময়-স্বরূপের লীলা বুঝিতে সমর্থ হই না।

রাঁচিনগরে নেমিমহারাজ

(প্রেরিত পত্র)

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-কীর্ত্তনাখ্যিকা শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচারৈকাচার্য্য-প্রবর বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি-গৌরব-ভাজন গৌরাঙ্গ-নিজজন পরমহংসপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সমগ্র বিশ্বে শ্রীগৌরধাম ও নাম-প্রচার কল্পে গৌরজন্মভূমি শ্রীমায়াপুর-স্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগ বহু প্রচারকেন্দ্র শাখামঠ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক নিজাশ্রিত ভক্তবৃন্দকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়া শ্রীনাম-প্রচার-দ্বারা জগজ্জীবের নিখিল কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

তাঁহার চরণাশ্রিত শিষ্যবর্গের মধ্যে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সুযোগ্য প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি-মহারাজ সম্প্রতি টাটানগর হইতে রাঁচি আগমন পূর্ব্বক স্থানীয় হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তনাদি-দ্বারা প্রচার করিতেছেন। স্বামিজীর নিকট অশ্রুতপূর্ব্ব মনোজ্ঞ শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উত্তরোত্তর বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাবৃন্দ উৎসুক হইয়া সভায় যোগদান করিতেছেন এবং সকলেই স্বামিজিকে কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া শ্রীমদ্-ভাগবত শ্রবণ করাইবার নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন। বিভিন্ন স্থানে ভক্তবৃন্দ জনমণ্ডলীর অনুরোধে স্বামিজি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন। শিক্ষিত-মণ্ডলী স্বামিজীর ব্যাখ্যার অপূর্ব্বতা ও মনোহারিতা গুণে উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেছেন এবং একবাক্যে স্বামিজীর বক্তৃতার [illegible] করিতেছেন।

প্রেরিত পত্র

ময়মনসিংহে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা

(১৭ই শ্রাবণ শনিবার দিবস ময়মন-সিংহে শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কেন্দ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠে, ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজে কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীগদাধর প্রভু, শ্রীশ্রীগোপালজীর সহিত শ্রীমঠে আবির্ভূত হইয়াছেন, ঐ দিবস এতদুপলক্ষে সেবাভূষণ শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী প্রভুর ভক্তভক্তির আনুকূল্যে শ্রীমঠে একটী উৎসবও হইয়া গিয়াছে।) পরম ভাগবত শ্রীপাদ মনোভিরাম প্রভু গৌরবিহিত মধুর কীর্ত্তনে ও ভক্তিশাস্ত্রী পরম ভাগবত শ্রীপাদ মধুসূদন দাস অধিকারী এম, এ, বি, এল মহোদয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে আদি লীলার ৫ম পরিচ্ছেদ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমা পাঠ করিয়া অতি প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। তখন উপস্থিত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলী সকলেই পরমাহ্লাদিত হইয়া শ্রীহরিকীর্ত্তন-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের, পূজ্যগুরুবর্গের ও শুদ্ধবৈষ্ণববর্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে অত্র সকলেই গৌরবাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাবস্থলী এই ময়মনসিংহে গৌর-বাণী শ্রীহরিনাম প্রচার করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজের নামানুসারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীমঠ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ মধুসূদন প্রভু মঠরক্ষক ও শ্রীপাদ মনোভিরাম প্রভু সেবার কার্য্য করিতে-ছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, সেবাভূষণ শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী প্রভুর সেবা-সৌকর্য্যে ও একান্ত চেষ্টায় ময়মনসিংহে শুদ্ধভক্তি-শ্রীহরিনাম-প্রচার-কেন্দ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

নিবেদন ইতি
হরিজনকিঙ্কর
শ্রীনৃসিংহ দাসাধিকারী
২৫শে শ্রাবণ ১৩৩৭ সাল

গৌড়ীয়ের সম্ভাব্য-প্রকাশন

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বস্ত্রে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌণে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—প্রমাণসার কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ভ্রমণকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিসাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যাবস্থ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ ভাবের আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উভয় সংস্করণই প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৩২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অর্থমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫৲ স্থলে মাত্র)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷/০

ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০

৫। ভজনরহস্য ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲

আবাঁধা ৸০

৭। গী তত্ত্বসূত্র ৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲

আবাঁধা ১৸০

গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৸০

৯। মুক্তিমন্দির ভগবৎসঙ্গ সাহিত্য (মাধ্ব) ২৲

১০। বেদান্তদর্শনের সাহিত্য (মাধ্বভাষ্য) ৷০

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০

ঐ বাঁধা ৸০

১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৵০

ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

২০। গীতমালা /১০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকথা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনকথা ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৵০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকথা ৵০

২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৵০

বাঁধা ৷০

২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲

আবাঁধা ৸০

৩১। মণিমঞ্জরী সংস্কার ৷০

৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

৩৪। সাহিত্য শিক্ষা টীকার ৵০

৩৫। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০

৩৬। শ্রীসিদ্ধ-ভক্তবর্গ বিবিধ ৷০

৩৭। গুরুকৃপাবলী বা শ্রীরাধাপদদূতী ৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে ঔষধ খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাঠী, জেলা বাখরগঞ্জ।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... .আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতায় বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিস্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাস সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২।০ টাকা

৪৪৪শ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত
বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক
ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক শক্তিবর্দ্ধক পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণতা সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। "শিশুসখা বটিকা"—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া "শিশুসখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, দুধতোলা, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

——অন্যান্য ঔষধের বিবরণ——

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আয়ুর্ব্বেদ-নিকেতন ঔষধালয়, ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট!

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বঙ্গকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১।০ স্থলিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এম, এস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৭৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।।০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে চিঠি লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

[illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত, পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৴৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক পর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ বর্দ্ধমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বহু পথ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—নেপালগঞ্জ,
জলাপাড়া কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস্, ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস. ক্লার্কস্ দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—নবগঙ্গা, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস্, এম্, মালদহ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিন্সিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম—

মারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার আরাম হয়। ক্যাপসুল পারচায়েড

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনার মারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৪।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

আসল ও খাঁটি
শিশি ৷৹ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও মাশুল স্বতন্ত্র।

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— "শ্রীনাথ জ" নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৪৫ সংখ্যা

চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা ভাদ্র ১৩৩৭ বুধবার ২০শে আগষ্ট ১৯৩০

আহ্বান-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা
২৭শ্রীধর, ৪৪৪ গৌরাব্দ
১৮ই আশ্বিন, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর-নিবেদন,—

আপনি অবগত আছেন যে, প্রায় সপাদ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌড়মণ্ডলে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে শ্রীনবদ্বীপধামে মহা-বদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর-মহাপ্রভু সমগ্র জীবজগতের নিত্য-পূর্ণ-কল্যাণ-বিধানোদ্দেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম প্রচার ও বিতরণ করেন। কেবল গৌড়মণ্ডলে নহে, ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীল স্বরূপ-রামানন্দের সহিত স্বয়ং ভজনলীলা প্রদর্শন, মাথুরমণ্ডলে স্বীয় মনোভীষ্ট প্রচারোদ্দেশে নিজজন সেনাপতি শ্রীল রূপসনাতন-গোস্বামী প্রভুদ্বয় এবং শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-প্রমুখ ভক্তবৃন্দগণের দ্বারা 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা' নাম্নী একটী বিদ্বৎসভার প্রকট করিয়াছিলেন। জগতের দুর্ভাগ্য-নিবন্ধন কালক্রমে পরম মুক্তগণের পরিবেষ্টিত সেই সভা-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ লোক-লোচনের অন্তরাল হইয়া যায়।

বহু বর্ষ পরে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের চারিত্রকৃপাক্রমে ভগবদ্বিরোধী পারমার্থিকগণের ইচ্ছায় এবং আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের অহৈতুক দয়াপ্রভাবে কলিকাতা-মহানগরীতে 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভা' পুনঃসংস্থাপিত হয়। তৎকালে এই মহানগরীতে—জীবোদ্ধারিণী চৈতন্যবাণী-

আগামী ১৮ই আশ্বিন হইতে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

বার্ষিক ভাগবত-মহামহোৎসব

এবং

ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য-পরীক্ষা আরম্ভ হইবে

ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য-পরীক্ষা

আগামী ২০শে আশ্বিন (১৩৩৭), ৭ই অক্টোবর (১৯৩০) মঙ্গলবার উত্থানৈকাদশী ব্রতারম্ভ দিবসে লক্ষ্মীপূর্ণিমা তিথিতে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভের প্রবেশাধিকারস্বরূপ 'ভক্তি-শাস্ত্রী'-পরীক্ষা এবং তৎপর দিবস ২১শে আশ্বিন (১৩৩৭), ৮ই অক্টোবর (১৯৩০), বুধবার 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য'-উপাধি পরীক্ষার অধিবেশন হইবে। 'ভক্তিশাস্ত্রী' ও 'সার্ব্বভৌম' পরীক্ষার যোগ্যতা, নিয়মাবলী, পাঠ্য-পুস্তক ও বিষয়ের তালিকা আগামী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

প্রচারের কোন সাধারণ মন্দির স্থাপিত না হওয়ায় ঐ মহাসভার কার্য্যাবলীর স্ফূর্ত্তিবিষয় নানাপ্রকারে ক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু অবশেষে দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের নিরঙ্কুশ-ইচ্ছা-ক্রমে বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠে অভিন্ন আচার্য্যপ্রবরের স্বাভাবিকী অনুকম্পা ও বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু অপ-বার্থত্যাগী সেবকমণ্ডলীর অকৈতব-সেবা-প্রাণতা-ফলে এই মহানগরীতে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অভীপ্সিত বাস্তবসত্য-প্রচার-প্রসারের বৃহত্তম্ ভার মস্তকে বহন করিয়া লইয়াই আজ গৌড়ীয়-মঠ—সমগ্র ভারতপ্রসিদ্ধ প্রচার-প্রতিষ্ঠান—বাস্তবসত্যের বিমলিকৃত সেবা সদন,—অবিদ্যা-পীড়িত জনগণের অমোঘভিষক্-মহা-চিকিৎসালয় অকৃত্রিম-বান্ধব চিকিৎসালয়। গৌড়ীয়মঠের চৈতন্যবাণী আজ সমগ্র বিশ্বের সুসংস্কৃত সজ্জনগণের হৃদয়ে এবং শ্রবণে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত।

শ্রীআচার্য্যের কৃপায় যখন গৌড়ীয়মঠের এই চেতনময়ী বাণী কোন এক মহা-কৃতিমান্ শ্রেষ্ঠিকুলবরের কর্ণে প্রবেশ [illegible] করিল, যখন এই মহাপ্রাণের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তিনি আচার্য্যের কৃপা-ভিক্ষুক হইয়া সেই চৈতন্য-বাণী [illegible] একটি স্থায়ী মন্দির সদনে তাঁহার সারা জীবনের অভিলাষটিকে স্ফূর্ত্তি প্রদান করিলেন।

এই নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে গৌড়ীয়মঠ আগামী ১৮ই আশ্বিন (১৩৩৭), ৫ই অক্টোবর (১৯৩০) রবিবার [illegible] শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সহ বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে প্রবেশ করিবেন। [illegible] হইবে। এতদুপলক্ষে নির্দিষ্ট দিন হইতে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রাঙ্গণে একটী সাময়িক প্রদর্শনী [illegible] এবং একটী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার [illegible] হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের আবির্ভাব-তিরোভাব [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান-তালিকা-সমূহ উপলক্ষে [illegible] উদ্যাপিত হইবে। অদ্যকার নদীয়া-প্রকাশের ৪র্থ পৃষ্ঠায় [illegible] পত্রী প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যবর্গ এই বিরাট ভাগবতোৎসবে ভাগবত-প্রদর্শনীতে এবং ভাগবত-সম্মেলনে বিশ্ববাসী সজ্জনগণকে [illegible] আহ্বান করিতেছেন। [illegible]

[illegible]

বেলেটিনবে যোগদান করিলে সভার সভ্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। ইতি—

শ্রীহরিপদকিঙ্কর

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)

শ্রীবিপিনবিহারী সান্যাল (এম্ এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক)

—শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর্গ

দ্রষ্টব্য :—আগন্তুকগণ কৃপাপূর্ব্বক নিজ নিজ শয্যা, যথাযোগ্য আহার্য্য সঙ্গে আনিলে ভাল হয়।

নিমেদত্তের দল

শ্রীযুক্ত সত্যাযন ... এম, এ, বি, এল)

দীনবন্ধুবাবুর "সধবার একাদশী"র পাঠকগণ এই নিমচাঁদ দত্তের সহিত পরিচিত। নিমচাঁদ মদ্যপান করিয়া একটী গর্হিত কার্য্য করার জন্য একজন ভদ্রলোক তাহাকে লাথি মারেন, তাঁহার গলা টিপিয়া ধরেন এবং তাহাকে কিল ঘুষাও মারেন। তৎপরে এই প্রক্রিয়ার পর যখন তিনি পুনরায় তাহার ঘাড় ধরেন, তখন নিমেদত্ত বলিয়া উঠে, "দ্যাট্ ট্রেন হ্যাজ এ টোটাইম্ ট্রাক টেন" অর্থাৎ ঘাড় ধরা একবার হয়ে গেছে; অনেক বার পালা গল্পের মত [illegible] আর ভাল লাগে না। তাহাতে ভদ্রলোক অধিকতর রাগান্বিত হইয়া তাহাকে পুনরায় লাথি মারিলেন। নিমে দত্ত বলিল, "ভাট্ টু টেম্ এ রিপিটিশন্" অর্থাৎ এটাও একবার হয়ে গেছে, আবার কেন? তখন ভদ্রলোক তাহাকে কিল চড় মারিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিল চড় পূর্ব্বে হইয়া যাওয়ায় নিমেদত্ত রেগে রাগ করিয়া বলিল, "দূর ব্যাটা! তোর একটুও ওরিজিন্যালিটি নাই"; অর্থাৎ নূতন কিছু করার ক্ষমতা নাই।

নিমেদত্তকে মার, গড় আর যাহাই কর, তাহার কোন আপত্তি নাই—চাই কেবল একটা নূতন কিছু। নিমেদত্ত মদ খাইয়া এরূপ বলিত, সুতরাং সে সমাজে ঘৃণ্য; তবে এ কথাও ঠিক যে, সে মদ খাইত বলিয়াই ঘৃণ্য, কিন্তু সে যাহা বলিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ মানসিক হিসাবে বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণের উক্তি।

যেখানেই যাও, সেখানেই দেখিবে—[illegible] অনুসন্ধান, নূতনের বরণ, [illegible] অনাদর। এমন কি, যাঁহারা [illegible] পুরাকালের কথা বলিয়া [illegible], প্রাচীনকালের মাথা তুলিয়া [illegible] প্রাচীন গৌড়-ভূপ [illegible] করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও যখন একটা কিছু প্রকাশিত হয়, ... তাহা আমাদিগের নিকট নূতন। সেই জন্যই তাহার আদর। আবার দুই চারি দিন পরেই তাহার নূতনত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তখন আমরা আবার একটা নূতন ধরণের কিছুর সন্ধানে থাকি। প্রাতঃ-নুবাদাদি সংবাদপত্র একদিনের পুরাতন হইলেই তাহা মুদিখানার মসলা বাঁধিবার উপকরণ স্বরূপে অথবা ছেলেদের উড়াইবার ঘুড়িতে পরিণত হয়।

মানুষের এই প্রবৃত্তির মূলে, একটা বিরাট্ শক্তি কার্য্য করিতেছে। মানুষ চিরদিন নূতনের অনুসন্ধান করে এবং পুরাতনের উপর বিরক্ত হয়। ইহাকেই ডিভাইন্ ডিস্কন্টেন্ট অর্থাৎ স্বর্গীয় অসন্তোষ বলে। যেকলে সাহেব বলেন যে, এই জাতীয় সমস্ত আশা এবং উন্নতির মূল। যদি জগতের সকলেই বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতে উন্নতির চেষ্টা থাকিত না।

এই নূতনের পশ্চাতে ধাবনে বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, কিন্তু এমন একটা কিছু কি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা চিরনূতন? মানুষ স্বরূপতঃ চিরনূতনের দাস, সে স্বরূপ অবস্থায় তাঁহারই সেবা করে; কিন্তু বিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, সেই চিরনূতনকে বিস্মৃত হইলেও তাহার অন্তঃকরণে এমন একটা প্রবল সংস্কার জাগরূক থাকে, যাহা তাহাকে নূতনের পাছু পাছু ছুটাইয়া বেড়ায়। সে এই অচির নূতনের পশ্চাতে ততদিন ছুটিবে যতদিন কেহ তাহাকে এমন একটা কিছুর সন্ধান না দেয় যাহা চিরনূতন, চিরমধুর।

একদিন বিল্বমঙ্গল সেই চিরমধুরের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিয়াছিলেন "মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং। মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥" তিনি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া কেবল বলিলেন "মধুরং মধুরং", আর কোন বাক্য নিঃসৃত হইল না।

মধুর হইতে সুমধুর তাহা হইতে সুমধুর
তাহা হেতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশ দিক্ ব্যাপে যার পূর॥

সেই অপ্রাকৃত রসাস্বাদন বিদগ্ধমাধবে এইরূপে বর্ণিত আছে।

"কৃষ্ণ" এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানিনা; দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্ত-প্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।"

এইরূপে অনর্থরহিত চিচ্ছক্তিবৃত্ত জীব সর্ব্বেন্দ্রিয়ে এই রস আস্বাদন করেন। উহার নূতনত্ব চিরস্থায়ী, তবে আমাদের মত নিমেদত্তের দলের জন্য এ রস নয়। আমরা কেবল রূপ-নিবৃত্তি গ্রাস করি বাই, গর্হিত কাজ করিব, মাথায় কিল চড় খাইব, আর যে মারে তাহাকে বলিব, "এটা পুরাতন হয়ে গেছে, আর ভাল লাগে না।" তবে যদি কখনও সাধুগুরু-কৃপায় আমাদের অনর্থনিবৃত্তি হয় এবং আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রতি হয় তখন আমরা বলিব—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

যেদিন হইতে আমার মন নব নব রসের আকর-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই দিন হইতে নারী-সঙ্গম স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত মুখবিকার এবং নিষ্ঠীবন হইতেছে।

এখানে নারীসঙ্গম অর্থে পার্থিব ভোগ্য বস্তু উপভোগ। উহার নূতনত্ব এবং সুখদায়কত্ব অত্যন্ত অস্থায়ী। উহার হেয়তা, অধমতা, ক্ষণভোগ্যতা এবং অসুখাবহতা প্রসিদ্ধ। কিন্তু অনর্থ-রহিত জীবের রসাস্বাদন সেরূপ নহে:—

মধুর মধুর মেরাকারে মনোজ্ঞসরোরুহে
রূপং রূপং রুচে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে।

কৃষ্ণকর্ণামৃত ৪২ শ্লোক

সেই মধুর তাম্রাধরে মনোহরলোচন-স্বরূপ মুখে আমার চৈত্য-তারুণ্য তৃষ্ণা সর্ব্বদা বৃদ্ধি অবলম্বন করিতেছে।

আমরা নূতনের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছি; কিন্তু বাস্তবিক তাহা রস পদার্থ নহে।

রস কি পদার্থ? উত্তর, আনন্দ। আনন্দময় রসই অক্ষয় পদার্থ। অনাদি ও অনন্ত চিৎবস্তু যেখানে আছে, নিত্য সেইখানেই রস আছে। চিৎস্বরূপ ভগবান্, জীব ও বৈকুণ্ঠ লোক নিত্য, রসও তদ্রূপ নিত্য। এই জন্যই উপনিষৎ বলেন যে সেই পরম বস্তু রস-স্বরূপ। জীব তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দময় হইয়া থাকেন। (ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের শিক্ষামৃত ৭১ হইতে)

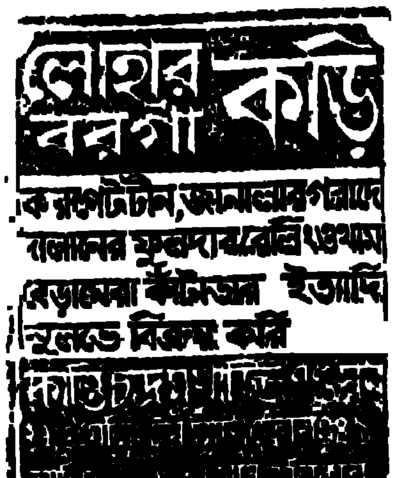

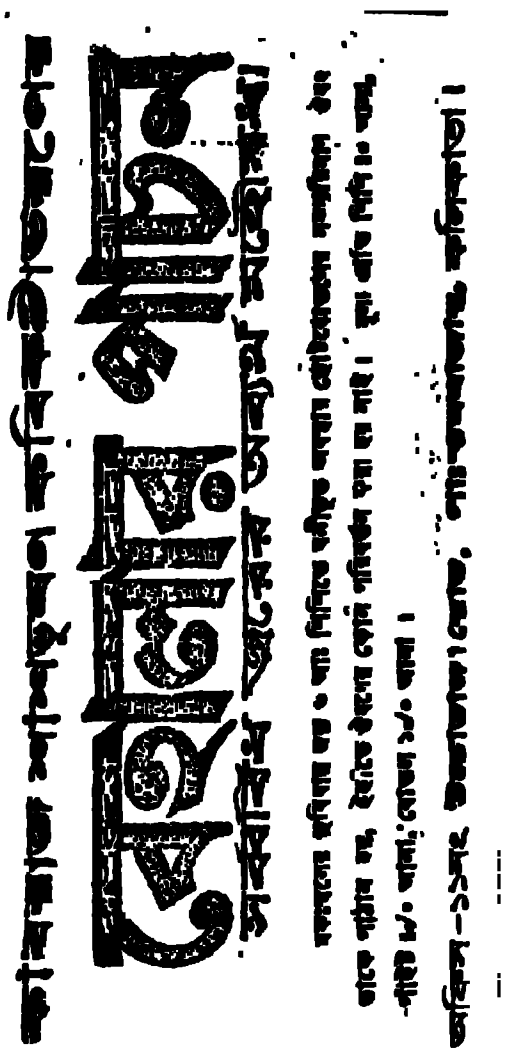

মদন মঞ্জরী

... সর্ব্বপ্রকার ... রোগ ... নির্দোষ আরোগ্য হয়। ... মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব ... ঘৃত"

... আরোগ্য করিয়া ... মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"... বটিকা"

... মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

... ১৭নং ... রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!

জে, বি, দত্তের তোলা শিশি ... তৈল ... এবং ... প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, ... তৈল ... শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া ... করিবেন। ... তৈল কিনিয়া প্রতারিত হইবেন।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেয়ার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর ... কুইনিন্ ...

এই কেয়ার্স-কুইনিন্ ... একটী বা দুইটী ইঞ্জেক্সনেই সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর ... ।

... মূল্য ... বাইও-কেমিক্যাল ... ২৯।১ ... রোড, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা ভাদ্র বুধবার—১৩৩৭

(১)

প্রাকৃত কাম দুঃখপ্রদ সংসার-প্রাপক ও অপ্রাকৃত কাম চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠ-প্রাপক

(২)

পুরুষোত্তমের সেবকাভিমানই জীবের সৌভাগ্য

(৩)

পারমার্থিক সংবাদ পত্র অপ্রাকৃত নামের সংবাদবাহক ও গৌরপাদপদ্মলাভের যোগ্যতা সম্পাদক

(৪)

বাগবাজারস্থিত নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রবেশোৎসবে নিমন্ত্রণ পত্র

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কাম

প্রাকৃত জগতে মানবদিগের পরস্পর আকর্ষী পদার্থটি প্রাকৃত কাম-বস্তু। উহা নশ্বর এবং আপাত-মধুর ও পরিণামে দুঃখ-দ। এইজন্য মুনিগণ উহাকে নিতান্ত হেয় পদার্থ বলিয়া বুঝেন।

ভগবদ্বিমুখ জীবনগণের জ্ঞান-শক্তি বিমুখ-মোহিনী মায়াশক্তি কর্ত্তৃক অভিভূত হওয়ায় তাহারা রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় জড়-দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করেন এবং তজ্জন্য প্রাকৃত কামের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। প্রাকৃত কাম কাল দ্বারা ক্ষুব্ধ হয় অর্থাৎ প্রকাশকালেই উহার লুপ্তবৃত্তি হয় এবং পরক্ষণে মলিন হয়ও থাকে না। মায়ামুগ্ধ [illegible] সকল প্রাকৃত-কামের এরূপ নশ্বর ও হেয় স্বভাবের পরিচয় প্রতি মুহূর্ত্তেই পাইয়া থাকেন, কিন্তু মোহিনীমায়ার এমনই মোহজাল যে তাহারা প্রতারিত হইয়াও পুনঃ পুনঃ প্রাকৃত-কামের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন, কোন মতেই উহাকে পরিহার করিতে সমর্থ হন না।

দর্পণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায় এবং দৃষ্টিকে উঠাইয়া লইলেই প্রতিমূর্ত্তির অবস্থান আর অনুভূতির বিষয় হয় না। সেইজন্য দ্রষ্টার তুলনায় তাহার প্রতিমূর্ত্তিকে দর্পণ-কালমাত্রস্থায়ী বা নশ্বর বলিয়া [illegible] বুদ্ধি-গম্য। ইহা ছাড়া, দর্পণে যা [illegible] থাকিলে প্রতিমূর্ত্তি মলিনাকারে দৃষ্ট হয় এবং দ্রষ্টার দক্ষিণ হস্ত বামহস্ত রূপে অর্থাৎ বিপরীতভাবে অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে দ্রষ্টার সহ দর্পণান্তরস্থ প্রতিমূর্ত্তির কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। এই দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করিয়া কাম বস্তুকে বুঝিবার যত্ন করিলে আমাদিগকে প্রথমে প্রাকৃত কামকে দর্পণান্তরস্থ প্রতিমূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অতঃপর উহার নশ্বরতা ও হেয়তাকে মন মধ্য হইতে তাড়াইতে পারিলে আমরা প্রাকৃত কামের বিপরীত অপ্রাকৃত-কামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্ফুট ধারণা লাভ করিতে পারি।

৪। চিন্ময়ধামরূপ বৈকুণ্ঠের সর্ব্বোচ্চ-স্থানকে বৃন্দাবন কহে। সেই চিন্ময় বৃন্দাবন-ধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত অভিনব মদন-স্বরূপে বিরাজমান। মদনশব্দে সাধারণতঃ জড় কবিগণ যে অর্থ করেন তাহা প্রাকৃত-কামদেব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত কামের বিপরীত অপ্রাকৃত-কাম মদন। অপ্রাকৃত-কাম, প্রাকৃত-কামের ন্যায় মলিন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। উহা নিত্য নবনবায়মান অর্থাৎ সর্ব্বদাই উজ্জ্বল থাকে। জীবের বাহ্যদেহ-গত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহা গ্রহণীয় নহে। উহা জীবের আত্মস্বরূপ-গত চিদিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। তর্ক-পন্থা পরিত্যাগ করতঃ শ্রৌতপন্থায় সদ্গুরুর মুখনিঃসৃত ভগবৎকথা সদাচারের সহিত শুনিতে থাকিলে সেবোন্মুখতাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপী অপ্রাকৃত-মদন যখন স্বয়ং সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে থাকেন, সাধক তখন হইতে ক্রমশঃ পরিস্ফুটভাবে অপ্রাকৃত মদনের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা পরিচয় লাভ ও সেবাসুখে পরমমধুর সেবারস নিত্যকাল আস্বাদনের সুযোগ প্রাপ্ত হন। অপ্রাকৃত মদনের সহিত নিত্য সম্বন্ধ জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থাতে অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থিতি হয় বলিয়া তাহাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় জড়-দেহে আমিত্বের আরোপ করিতে ও প্রাকৃত-কামের অধীন থাকিতে হয় না। সেখানে নিত্যের চিন্ময় কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপী অপ্রাকৃত মদনের উপাসনা হইতে থাকে। অপ্রাকৃত-মদনের উপাসনাতে যে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য প্রাকৃত কামানন্দের কা কথা, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও কোটী গুণ উপাদেয়। প্রাকৃত কাম যে পুরুষকে ভোক্তা সাজাইয়া স্ত্রী লোকের প্রতি ভোগ্য বুদ্ধির আকর্ষণ করে, অপ্রাকৃত কাম সেই পুরুষকে ভোগ্য সাজাইয়া নিত্য ভোক্তৃরূপী শ্রীকৃষ্ণের সেবায় চির-নিযুক্ত করেন। অপ্রাকৃত কামের আকর্ষণ স্ত্রীসমূহ অপর পুরুষের মনোরঞ্জন না করিয়া কেবলমাত্র জগৎ-পতিরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত হয়। মনুষ্যের কা কথা, অপ্রাকৃত কাম পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তরাদি স্থাবর, আচ্ছাদিত বা মুকুলিত চেতন বস্তুসমূহকে পূর্ণ চেতন করতঃ তাহাদিগকেও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিতে দক্ষ। তাই তত্ত্বাগ্রগণ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক সিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যথা,—

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ, যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

আমার সৌভাগ্য

আমি আমি বদ্ধজীব। অনাচারী, মায়াবদ্ধ, ত্রিতাপক্লিষ্ট পাপপরায়ণ আমি। সংসার সমুদ্রে নিপতিত, কামক্রোধাদি কবলিত, দুর্ব্বাসনাশৃঙ্খলিত, নিরাশ্রয় আমি। এরূপ দুর্ভাগার আবার সৌভাগ্য কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে সাধুমুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে মাদৃশ বরাকেরও সৌভাগ্যের কথাই মনে হয়। "ত্রাহি মাং মধুসূদন"।

আমার দুর্দ্দৈবের কথা বিচার করিলে যখন আমি নীরব, নিষ্পন্দ ও জ্ঞানহারা-প্রায় হইয়া দুঃখসমুদ্রে হন্যমান হই, অজ্ঞানতিমিরান্ধ হইয়া হতাশ ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ি, সেই জীবন্মৃত চেতনশূন্য দেহে কে জানি কি সৌভাগ্যের বলে ঠাকুরের গান "কৃষ্ণনাম এ বিশ্বাস করলে ত আর হয় নাই"—এই ধ্বনি, এই বাণী, এই বেদবাণী, এই গৌরবাণী, এই সিদ্ধান্তবাণী কর্ণপটাহ ভেদ করিয়া হৃদয়ে মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দেয়, নয়ন উন্মীলন করিয়া আমার ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাই, নিষ্পন্দ শিরায় শোণিত প্রবাহিত হয়, নিস্তব্ধতা ছাড়িয়া আমি ও ঠাকুরের সুরে সুর মিশাইয়া গান, গাহিবার চেষ্টা করি। গান হয় না সত্য, নাম হয় না সত্য, কৃষ্ণ-নাম এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় না সত্য। তথাপি "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" জপিতে জপিতে এই গান গাহিতে চেষ্টা পাইব। এ যে চৈতন্যের গান।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা মনে জাগে নিরন্তর॥

যে মহান পুরুষ [illegible] প্রসারিত করিয়া মায়াপূর্ণলোচনে আমার চেতনের বৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ঐ গান গাহিতেছেন, আমাকে গান গাওয়াইবার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছেন, আবার মুখে আত্ম নাম শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, আমি কি তাহা দেখিব না, শুনিব না, বুঝিব না! আমি কি তাঁহার অনুগমন করিব না! সে যে চৈতন্যের [illegible] জন। তাঁহার যে প্রতি অঙ্গে প্রতি চেষ্টায়, প্রতি ইঙ্গিতে, প্রতি কথায়, প্রতি গানে, প্রতি সিদ্ধান্তে শ্রীচৈতন্যেরই অধিষ্ঠান। তাঁর যে প্রতিক্রিয়া, প্রতি মুদ্রা আমারই জন্য। আমার চৈতন্য-বিধানের জন্যই ত তাঁহার আগমন। তবে আমি কেন অচৈতন্য থাকিব। নিত্য-দাসের ন্যায় আমিও তাঁহার সেবাচেষ্টার অনুগমন করিব। তাঁহার সিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণ [illegible] অনুপ্রাণিত হইয়া আমিও "দাস অধিকারী"দাসের সার্থকতা সম্পাদন করিব। তাঁহার শিক্ষাপুষ্ট হইয়া আমিও ধন্য হই।

"অহং [illegible]
[illegible]॥"

[illegible] এই [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] আসিয়া পবিত্রী-কৃত করিয়া [illegible] এই আশাবদ্ধ হইয়া [illegible] পতিত-পাবন, [illegible] তাই আমি আবার [illegible] নামে দাস" [illegible] চাহিয়া [illegible] না হই। [illegible] গোবিন্দপদং" এই [illegible] সতর্ক হইব [illegible] সিদ্ধান্ত- [illegible] অনুভব [illegible] করিবে। [illegible] প্রাণপ্রতিমূর্ত্তি করিয়া তুলিবে। [illegible] আমি সংসারগত

হইয়া কল্যাণকল্পতরুর আশ্রয় লইয়া থাকিব।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

আরও অগ্রসর হইয়া আবার গাহিব—'তরিষ্যমহিমাতিমতা ভুবি নিষ্ঠায়ো জটায়ো নিষ্কিঞ্চনাঃ।' আমি নষ্ট হইব। আমার আশার সীমা নাই।

জানি অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি, অনেক প্রলোভন, অনেক দুঃখ আমার পথে আসিয়া উপস্থিত হইবে। অনেক অসুর, অনেক রাক্ষস, অনেক পিশাচী ও অনেক মায়ার সহচর সহচরী আমাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু সর্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমাকে শোধন করিবার জন্য এই অভিনয় করিয়াছেন, ইহা জানিয়া সতর্ক হইব এবং আরও দৃঢ়ভাবে তাঁহার আদেশপালনে যত্ন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব; মহাজনানুগমনে আনন্দসুখে থাকিব।

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদিপ্রকটপথপাতি-
ব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং
মন ইতঃ॥

'হে মন, কাম প্রভৃতি কুপথপ্রাপক বাটপারগণ কর্তৃক আমি গলদেশে অসচ্চেষ্টারূপ ক্লেশদায়ক ভীষণ পাশসমূহ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতেছি; অতএব তুমি বকশত্রু নন্দনন্দনের বর্ত্মরক্ষক শ্রীবৈষ্ণবগণকে এরূপভাবে কাতরস্বরে আহ্বান কর, যাহাতে তাঁহারা তোমাকে উহা হইতে রক্ষা করেন'।

হে নন্দনন্দন, অতঃপর আমি তোমার আজ্ঞাপালনে যত্নবান হইব। তোমার সেবকগণের সেবায় আত্মনিয়োজিত করিব। তোমার দেওয়া দুঃখ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিব। তোমার অনুকূলে করুণা, প্রতিকূলে করুণা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

'আমি কৃষ্ণদাস' শুনিতে শুনিতে স্বরূপোপলব্ধি করিব। 'আমি কৃষ্ণদাস' গাহিতে গাহিতে মায়ামুক্ত হইব। 'আমি কৃষ্ণদাস' ভাবিতে ভাবিতে প্রেমভক্তিযুক্ত হইব।

তুচ্ছাকারং সুলভং চতুর্বর্গং
প্রাপ্তুং স্বয়ং গুরুকর্ণ্যাহম্।
মহাদ্ভুতেন মঙ্গলেনৈব
পুমান্ প্রার্থিতং ন হরেৎ স আত্মা॥

সৌভাগ্যফলেই মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। আমি আত্মহত্যা করিব না। আমি গুরুবর্গের অভয়বাণী শিরে ধারণ করিয়া বামন হইয়াও চাঁদ ধরিবার চেষ্টা ছাড়িব না। কেননা আমার কর্ণধার সর্বশক্তিমান্ অখিলেশ্বর তিনি ধৃত করিয়াছেন। আমি অমৃতের সন্তান।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ
তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ
ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

হে পতিতপাবন, অদোষদর্শিন্ প্রভো, পূর্বাপর বিচার করিয়া যখন আমি আত্মনিবেদনে যত্নবান্ হই, তখন দুর্দৈবাদির মধ্যেও আপনার অহৈতুকী কৃপা লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হই। যোগমায়াবৃত প্রবল আসুরিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন আমার কৃষ্ণভোগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উপযোগী সকল প্রকার সুতীক্ষ্ণ বাণ আপনার তূণীরে বর্তমান দেখিয়া নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিবার আস্পর্দ্ধা রাখি। চক্রের ন্যায় আমার অবশ বুদ্ধিকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করিয়া আমাকে মায়ামুক্ত করিতে—আমাকে রক্ষা করিতে—আপনি সমর্থ। আপনি জয়যুক্ত হউন।

নিতাই চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই পদ সদা কর আশ।

ইহাই আমার আশা। ইহাই আমার সৌভাগ্য।

পারমার্থিক সংবাদ-পত্রিকার আবশ্যকতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী)

আমরা অনেকেই মনে করি, পারমার্থিক সংবাদ আবার পত্রিকা দ্বারা প্রচার করার প্রয়োজনতা কি? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, ঐহিক-জাগতিক সংবাদ পত্রিকা ও গ্রাম্যবার্তাবাহক পত্রিকা প্রভৃতির অপেক্ষা পারমার্থিক সংবাদ পত্রেরই যথেষ্ট প্রচার করার আবশ্যকতা ঢের বেশী আছে।

আজ কাল পাশ্চাত্য সভ্যতার কাল; একালে সমস্ত বিষয়ই বক্তৃতা ও সংবাদ পত্র-সাহায্যে আলোচিত ও প্রচারিত হয়। তাই সত্য জগতের মুকুটমণি ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ এই জগতে সর্বাগ্রে বক্তৃতা ও সংবাদ পত্র দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত সজ্জনতোষণী পারমার্থিক সংবাদপত্রের মূল স্তম্ভ। তৎপূর্বে কোন পারমার্থিক সংবাদ-পত্রিকা এই জগতে প্রকটিত হয় নাই।

যদিও তৎসাময়িক কাল হইতে সজ্জনতোষণীর অনুকরণে, আনুকরণিক সত্যপ্রচার পারমার্থিক সংবাদপত্র নামে পরিচয় দিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম বিশেষ করিয়া জগতের প্রচার সেভাবে জন্ম এযাবৎ কাল পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য জাগেন; তথাপি নিত্য-সংকীর্তন সত্য-প্রচারক সজ্জনতোষণী, গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশ নিত্য বৈকুণ্ঠবাণী কীর্তন করিয়া তথা কথিত পত্রিকাগুলির মায়ার কোলাহল জনিত দোষ অপসারিত করিয়া শুদ্ধ ও দুর্নির্দিষ্ট করিবার জন্য নিয়ত যত্নশীল আছেন।

সজ্জনসেব্যবর্তী সজ্জনানন্দদায়িনী অসজ্জনানন্দনাশিনী সা। গৌড়ীয় গৌরপ্রেমামৃতধারা কৃষ্ণরস, কৃষ্ণদাস কৃষ্ণতত্ত্ব উপদেশক, অগৌড়ীয়গণের গৌরপাদপদ্মাভের যোগ্যতা সম্পাদক। নদীয়াপ্রকাশ, অভিন্নব্রজ-নদীয়া ও অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন নদীয়া-প্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-মহিমা কীর্তন করিয়া অকৈতব জীবকুলকে অনর্থ পীড়ন হইতে রক্ষা করিতেছেন।

যুগাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামী ঠাকুর,—স্বয়ং ও স্বীয় অনুগত শিক্ষিত ভক্তগণ-দ্বারা বক্তৃতা মুখে ভারতের সকল সভ্য জীবের দ্বারে দ্বারে ও সজ্জনতোষণীতে মাসে মাসে, গৌড়ীয়ে প্রতি সপ্তাহে নদীয়া-প্রকাশে প্রত্যহ নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আলোচনা করিতেছেন। এই সকল বক্তৃতা-শ্রবণ ও প্রবন্ধপাঠে সজ্জন-গৌড়ীয়—নদীয়াবিলাসী ভক্তবৃন্দের হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতেছে। বহু নাস্তিক আস্তিক হইলেন; কত কত পাষণ্ড মত পরিবর্তিত হইয়া শুদ্ধভক্তি আশ্রিত হইলেন। অনন্ত ও খণ্ড নিবাসীর হৃদয় ভক্তিভাবে দৃঢ় হইল।

দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের অভাব হইলেও যতটুকু ক্ষতি হইবে না, তদপেক্ষা বহু সহস্র গুণে ক্ষতি এই সকল পারমার্থিক সংবাদ পত্রের অভাবে। সুতরাং একমাত্র পারমার্থিকসংবাদ পত্রেরই আবশ্যকতা আছে। আমরা পরমার্থ অনুসন্ধিৎসু সজ্জনমণ্ডলীর নিকট হইতে এসম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার লোকের অভাব বোধ করি না, বরং এই কর্ম কোলাহল পরিপূর্ণ জগতে আশাতিরিক্ত সহানুভূতি পাওয়া যাইতেছে। এরূপ সহানুভূতি উত্তরোত্তর দিগ্বিদিক দ্বিগুণিতভাবে পরিবর্দ্ধিত হইবে সেইরূপ আভাস এখন হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বাগবাজার—'শ্রীগৌড়ীয়মঠ'
২৭ শ্রীধর ৪৪৪ গৌরাব্দ
১৮ই আশ্বিন ১৩৩৭

বিপুল-সম্মান-সহ বিহিত সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের অপার আশীর্বাদ-মহোৎসবসম্বলিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যসমূহ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বর্তমান বর্ষে ঊর্জ্জব্রতকালে সন্নিহিত শ্রীমন্দিরেই উদ্‌যাপিত হইবে।

আগামী ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর রবিবার হইতে ১০ কেশব, ৩০শে কার্তিক, ১৬ই নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত মাসাধিককাল শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অর্চ্চাবিগ্রহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ঊর্জ্জব্রত-মহোৎসব নবনির্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ সৌধে অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া ঐ সময়ে শ্রীমঠের বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

নিম্নে মহোৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। ইতি

শ্রীভক্তজনকিঙ্কর—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্যত্রিক)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সম্পাদকবর্গ

মিলন মহোৎসব-তালিকা

শ্রীদামোদরব্রতোৎসব (সংকীর্তন-শোভা মুখে মঠ-প্রবেশ) ২৭ পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসব (শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট) ১৫ দামোদর, ৫ই কার্তিক ২২শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীরাধা-গোপীনাথোৎসব (শ্রীরাস-পূর্ণিমা) ২৯ দামোদর, ১৯শে কার্তিক, ৫ই নভেম্বর বুধবার।

বিরহ-মহোৎসব-তালিকা

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের বিরহোৎসব ২৯ পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব ৫ দামোদর, ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসব ১২ দামোদর, ২রা কার্তিক, ১৯শে অক্টোবর রবিবার।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহোৎসব ১৬ দামোদর, ৫ই কার্তিক ২০ অক্টোবর বৃহস্পতি।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগদাধর দাস প্রভুর বিরহোৎসব ২২ দামোদর, ১২ই কার্তিক, ২৯শে অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ২৬ দামোদর, ১৬ই কার্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের বিরহোৎসব ২৯ দামোদর, ১৯ কার্তিক, ৫ই নভেম্বর, বুধবার।

শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের বিরহোৎসব ৩০ দামোদর, ২০ কার্তিক, ৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে একটী বিশ্ববৈষ্ণবসভা সম্মেলন ও ভাগবত-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যবর্গ পরমার্থ-পিপাসুগণকে ঐ সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে যোগদানার্থ আহ্বান করিতেছেন।

গৌড়ীয় সম্পাদক-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সকল গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ে গ্রহণ অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে সপ্রমাণ রূপে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উত্তম বোল্ড-টাইপ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

হরিনাম

৸৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে আকর্ষণের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। গীতিকা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা অজ্ঞান মূঢ়ের মত অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাত্বততোষকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৶০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গানুবাদে অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মার ৩৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৵০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (নব সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৪। গৌড়ীয়-সংহিতা ৵০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১
" " আবাঁধা ৸০
৭। গীতাবলী ৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
৯। মুক্তিমঞ্জুষা অথবা গৌরসুন্দর সাম্রাজ্য (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য (রামানুজীয়) ২৷
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
ঐ বাঁধা ৸০
১৫। দীপ-বিশ্লেষণ ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৶০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। গীতমালা ৵১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অঙ্কন ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৶০
বাঁধা
২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১৲
আবাঁধা
৩১। মণিমঞ্জরী সম্পাদন
৩২। গোবিন্দভাষ্য
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় সংস্করণ)
৩৪ সাধুসঙ্গ শিক্ষা উদয়
৩৫। নৈতিক শিক্ষাস্বরূপম্
। শ্রীসিদ্ধ জগন্নাথ দাস ৷০
৩৭। তত্ত্বসূত্রাবলী বা জৈবধর্ম্মপূর্ব্বী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সেবনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। শত সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে বিনা খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible], জেলা [illegible]।

[illegible] জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ, [illegible] পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

[illegible] আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র [illegible] দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) [illegible] রায় চৌধুরী

জমিদার, [illegible]।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

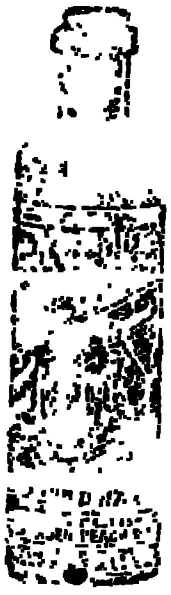

বাস্তব পক্ষে প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্বল্য, স্বপ্নদোষ, [illegible], বহুমূত্র, হৃদয়, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত [illegible] অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে ছিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২॥০ টাকা

৪৪৮ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিক মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, গোরোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আয়ুষ্য পুষ্টিকর মহৌষধ যা [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যে যে জিনিস বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস

প্রদান করিবে

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—এই অবলেহ সেবনে দূষিত-রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। "শিশুসখা বটীকা"—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া "শিশুসখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুঙড়ী, সর্দ্দি, ক্রিমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটীকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

——অন্যান্য ঔষধের বিবরণ——

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—[illegible], ২১৬নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ ! পরে পাওয়া দুর্ঘট!

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ (লাহোর)

মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

শব্দকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

মহাভারত

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২১।৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

ভক্ত সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে নানাপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে নিয়মিতরূপে কাজ চলিতেছে বিশদ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৫ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ ওয়েল্যান্ রোড, দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামচরণ রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, প্রফেসর ডি এ ভি কলেজ, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ রত্ন—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৬। শ্রীপ্রাণবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে,—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার কেরাণীগঞ্জ, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম, বাগবাজার
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভাণ্ডারী বাগবাজার
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

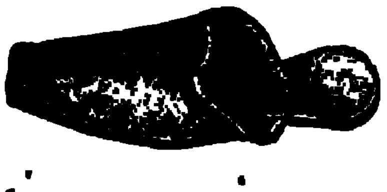

চটি, প্রিন্সিয়ান ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলিন

চালক ও সালসা। পথ্যের বাধাবাধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলেজ পরিচালকে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনায় পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— 'শ্রীধাম' / নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৪৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই ভাদ্র ১৩৩৭ বৃহস্পতিবার ২১শে আগষ্ট ১৯৩০

নৌকাডুবিতে ৫০ জন বিপন্ন

মিঃ সেনগুপ্তের ভ্রাতা গ্রেপ্তার

নলচিটী বোমার মামলা

কুমিল্লায় জেলের ভিতর মামলা.

বস্ত্রব্যবসায়ীর সঙ্কল্প

লাঠির সাহায্যে জনতা বিতাড়িত

শ্রীমতী জুৎসী ধৃতা

উকিলদের খদ্দরের পোষাক

গান্ধীটুপী আতঙ্ক

মহাত্মার মুক্তির কথা

নানাকথা

নৌকা ডুবিতে ৫০ জন লোক বিপন্ন

গত ১৩ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টার সময় হুগলী নদীতে এক ভীষণ নৌকাডুবি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ২৪ পরগণার দিক হইতে অ্যাংলিয়ান ভিক্টোরিয়া ও কোহিনুর পাটের কলের প্রায় ৫০ জন মজুর নৌকাযোগে নদী পার হইতেছিল। হঠাৎ কিছুদূর অগ্রসর হইলে আকাশে ঝড় উঠে। ফলে নদী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, আর দেখিতে না দেখিতে নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়। প্রকাশ, শ্যামনগর পাটের কলের কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল শ্রমিকের সাহায্যার্থে একখানি লঞ্চ ষ্টীমার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহারা ২০ জনের জীবন রক্ষা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বাকী প্রায় ৩২ জনের খবর পাওয়া যাইতেছে না। এই সম্পর্কে তদন্ত হইতেছে।

মিঃ সেনগুপ্তের ভ্রাতা গ্রেপ্তার ও জন সদস্য মুক্ত

চট্টগ্রাম, ১৭ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও আর ১১ জন মিউনিসিপাল গার্লস্ স্কুলের টিচারের নিকট ভয়প্রদর্শন অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইনি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কার্য্যবিধির ১০৪ ধারার আদেশ অমান্যের জন্য ৫ সপ্তাহের কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তিনি গত ১৩ই আগষ্ট মুক্তি পাইয়াছিলেন।

কুমিল্লায় জেলের ভিতর মামলা

গত ১৮ই আগষ্ট স্থানীয় জেলের ভিতর সদর সবডিভিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত এন, সি, সেনের আদালতে মৌলবী মুকুলেশ্বর রহমান, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র দত্ত, বিনেন্দ্রবিজয় রায়, মৌলবী উজাহুর আমেদ এবং মৌলবী বদর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার আরম্ভ হওয়ায় সরকার পক্ষে ৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণের পর মামলা মুলতুবীর আদেশ হইয়াছে। প্রবেশপত্র ভিন্ন কাহাকেও আদালতে যাইতে দেওয়া হয় নাই। সাক্ষীদিগের সকলেই পুলিশ কর্ম্মচারী। আসামীরা কেহই আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

লাঠির সাহায্যে জনতা বিতাড়িত
ছয়জন আহত

বগুড়া ১৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ সম্প্রতি বগুড়া জেল হইতে কয়েকজন মহিলা পিকেটার অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। গত ১৭ই আগষ্ট এই উপলক্ষে হিলীতে এক শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রকাশ এই সম্পর্কে এক বিরাট জনতার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ায় পুলিশ তাহাদিগকে লাঠির সাহায্যে সরাইয়া দেয়। প্রকাশ, ছয়জন লোক নাকি আহত হইয়াছে।

নলচিটী বোমার মামলা

বরিশাল, ১৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ নলচিটী বোমার মামলার সম্পর্কে গত জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিস্ফোরক আইনের ৪ ও ৫ ধারা অনুসারে যে সকল সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র সেন এবং সুরেশ কিরণ পালকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে জেলের ফটকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবিকাগণের পিকেটীং

নাগপুর ১৩ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এম, ভি, অভ্যঙ্করের কন্যা কুমারী বিমলের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবিকাগণ পুনরায় আইন কলেজে পিকেট করেন। পুনরায় ১ দিনের জন্য আইন কলেজ বন্ধ হইয়াছে।

বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের সঙ্কল্প

১৪ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, হায়দ্রাবাদের বস্ত্রব্যবসায়ীরা যাহাতে বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করেন সেই জন্য কংগ্রেসওয়ালা বর্জ্জন কমিটির সেক্রেটারী মিঃ এল, ভগম্‌ঃ বস্ত্রব্যবসায়ী এসোসিয়েশনের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ লালা গিরধারী লাল সেখ… গিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিতেছিলেন তখন অনেক কনষ্টেবল তাঁহাদিগকে থানায় লইয়া যায়, সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা তাঁহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছিল [illegible]

বিবিধ সংবাদ

শ্রীমতী তুলসী দুত্তা

[illegible], ১৭ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ [illegible] [illegible] [illegible] ডিরেক্টর মিসেস আর, এস, দুত্তাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীমতী দুত্তা স্থানীয় "[illegible]" [illegible] অধিনায়িকা। [illegible] আইনের ১০৮ ধারা মতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] আদালতে উহার বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার নিকট [illegible] টাকার জামীন তলব করেন। কিন্তু শ্রীমতী দুত্তা [illegible] দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার প্রতি [illegible] [illegible] হুকুম প্রদত্ত হইয়াছে।

আগামী ২৩শে আগষ্ট তারিখে এই মামলার বিচার আরম্ভ হইবে।

সহরে হরতাল

শ্রীমতী দুত্তার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে ও কংগ্রেস কর্মীদের [illegible] গত ১৯শে আগষ্ট সহরে হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু দোকান সবই বন্ধ ছিল, উপরন্তু অনেক মুসলমানের দোকানও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

লাহোর, ১৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ লাহোর ষড়যন্ত্র [illegible] পুনরায় আরম্ভ হইল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে না। [illegible] [illegible] এই আদেশ [illegible] আসামী [illegible] [illegible] [illegible] আদালতে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবে।

[illegible] জেলের [illegible] জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আদালতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনশন আরম্ভ করিয়াছে। আসামীদিগকে জেলের [illegible] [illegible] আনয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কিছুতেই জেল হইতে বাহির হইতে সম্মত হইল না। অগত্যা তাহাদিগকে পুনরায় [illegible] প্রেরণ করা হয়। আদালত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিনের মত আসামীদিগকে আদালতে উপস্থিত হইতে কোন বাধ্য করিবে না।

অতঃপর আদালতে [illegible] পরীক্ষকের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] প্রয়োজন [illegible] [illegible]।

ছাত্রদিগের প্রতিশ্রুতি

মানিকগঞ্জ [illegible] [illegible] ছাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহারা কিছুতেই [illegible] ব্যবহার করিবে না। [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] কোন বিদেশী দ্রব্য বিক্রয় করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

মহাত্মার মুক্তির কথা

[illegible] [illegible] পত্রিকা '[illegible] [illegible]' জানাইতেছেন, [illegible] [illegible] ও [illegible] মধ্যে যত বিনিময় হওয়ার ফলে [illegible] গান্ধী [illegible] এক পক্ষের মধ্যেই মুক্ত হইবেন।

রাজনৈতিক বন্দীর অবস্থা

গুজরাণওয়ালা ১৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, সমর-পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত নারায়ণ সিং আট ওয়ালা দণ্ডিত হইয়া জেলে আছেন। প্রকাশ, অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া তাঁহার ওজন ৮ পাউণ্ড হ্রাস হইয়াছে।

রাজনৈতিক বন্দীদের স্থান সঙ্কুলান করিবার উদ্দেশে দুই তিন দিন অন্তর ২।৩টি করিয়া সাধারণ কয়েদীকে দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুক্তি দেওয়া হইতেছে।

৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ দণ্ডিত

সক্কর, ১৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ সত্যাগ্রহীদের আশ্রয় দিবার অপরাধে বদ্রীনারায়ণ নামক ৭৫ বৎসরের জনৈক বৃদ্ধ ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

নিখিল ভারত কাটুনী সমিতির স্থানীয় খদ্দর উৎপাদনকেন্দ্রের ম্যানেজার ডেকট কৃষ্ণাইয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ ধারা এবং পুলিশ আইনের ৭৪ ধারা অনুসারে এক মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

উকীলদিগের খদ্দরের পোষাক

মানিকগঞ্জ বার সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অজিত সিংহ রায় ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রিয়ব্রত ঘোষ উকিলদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, তাঁহারা নাকি তাহাদিগকে এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহারা খদ্দরের পোষাক পরিয়া আদালতে যাইবেন।

নবজীবন প্রেসের জমী আটক

আমেদাবাদ, ১৭ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ সরকার নোটিশ দিয়া জানাইয়াছেন ২০শে আগষ্টের মধ্যে ১৭১০ টাকা জরিমানা না দেওয়া হইলে গান্ধীজীর নবজীবন প্রেসের জমী বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

নবজীবন প্রেসের বাটী নির্ম্মাণের অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে সাড়ে ৩ হাজার টাকা দিয়া জমী ক্রয় করা হয়। কিন্তু বাটী নির্ম্মাণের পূর্ব্বেই গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করেন এবং উক্ত জমীর খাজনা দিবার বন্ধ হয়।

গান্ধীটুপী-আতঙ্ক

১৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ রাজমহেন্দ্রী সরকারী আর্টস কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রদের এক নোটিশ দিয়া জানাইয়াছেন যে, তাহারা ক্লাসের ভিতরে বা কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে গান্ধীটুপী ধারণ করিতে পারিবেন না। এই আদেশ অমান্য করিলে তাহাদের স্কুল হইতে বিতাড়িত করা হইবে।

মুঙ্গের কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাস

১৭ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ পুলিশ মুঙ্গের কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যালয়ে ছয় ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস করে। খানাতল্লাস সময় তাহারা বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী রামপ্রসাদ এবং কার্য্যালয়ের বাটীর মালিক রাধাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করে। রাধাপ্রসাদ ৫০০ টাকার জামীনে মুক্ত আছেন।

মানিকগঞ্জ সংবাদ

গত ১১ই আগষ্ট হইতে স্থানীয় স্কুল সমূহ হইতে পিকেটিং উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে কিন্তু এখনও উপস্থিত ছাত্রদিগের সংখ্যা পূর্ব্বের মত হয় নাই। স্থানীয় এইচ, ই, স্কুলের বোর্ডিং হইতে ইতঃপূর্ব্বে একজন ছাত্রকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই কাজের প্রতিবাদে বোর্ডিং হইতে কয়েকজন ছাত্র চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা এখনও প্রত্যাগমন করে নাই। প্রকাশ, তাহাদিগের প্রত্যেকের ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

জ্বরারি পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের [illegible] মহৌষধ

৭ শিশির মূল্য [illegible] আনা.

মফঃস্বলের জন্য

ডাকে পাঠান খরচ,

শিশি ৮/০ আনা.

কেশরঞ্জিত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণে অরুচি, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি অবশ্য সমস্ত বিকার আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকান্তারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"বসন্তবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ কাল সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৮ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এক কেয়ার্স-কুইনিন্ দ্বারা ইন্‌জেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং রক্ত হইতে বাকী ইন্‌জেক্সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া

৬ এম্পূল্‌স প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২ ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ

২৯।১ হরমোহন লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা ভাদ্র বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

প্রশ্নের উত্তর

আমাদের লিখিত ১৩৪ সংখ্যার 'মায়াবাদীগণ' প্রবন্ধে নিধুবাবুর টপ্পা বা কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রাকৃত কবিগণের কবিত্বসৌন্দর্য্য বর্ণন-দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমের দিগ্‌দর্শন হইবার নহে, উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে জনৈক কাব্যশাস্ত্রবিৎ আপত্তি উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, রঘুবংশে ও কুমারসম্ভবে যে-সকল ভগবল্লীলা (?) বর্ণিত আছে, তাহা কি অপ্রাকৃত নহে ?

এই বিষয়ে তাঁহার উত্তর দিতে হইলে বীরভাবে তাঁহাকে এইসকল কথা আলোচনা করিতে বলি। রঘুবংশে যে শ্রীনারায়ণের নৈমিত্তিক অবতার শ্রীরামচন্দ্রের লীলা বর্ণিত আছে, উহা অপ্রাকৃত বর্ণনের অনুকরণে আধ্যক্ষিকের লেখা মাত্র। আধ্যক্ষিকের অনুভূতি যে অপ্রাকৃত, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি।

বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান সর্ব্বদা ভোগ্য বিষয়ের আলোচনা করে। নিজ্জনেরাও আলোচনায় সর্ব্বক্ষণই পরাঙ্মুখ। ব্যক্তিবিশেষের অপ্রাকৃত অনুভূতি প্রাকৃত অনুভূতি হইতে পৃথক্। প্রাকৃত কবিতা কখনও অপ্রাকৃত বস্তু বা তাঁহার লীলার নির্দ্দেশ হইতে পারে না। প্রাকৃত কবিগণ কর্ম্মফলভোগী ও ভগবদ্বস্তুকেও প্রাকৃতভাবে ভোগ্যমাত্র বিচার করেন। সুতরাং রঘুবংশের ভগবল্লীলা-বর্ণনা দ্বারা প্রাকৃত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধেরই ইন্ধন যোগাড় হয় মাত্র।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সর্ব্বথা-কাল পর্য্যন্ত অধোক্ষজ বস্তুর সেবোন্মুখতা অসম্ভব। প্রথম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়েই সেই বিষয়ের মীমাংসা আছে। পার্থিব মানবজাতি ভগবল্লীলার অনভিজ্ঞ ছিল বলিয়া অজ্ঞলোকের নিত্য মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবল্লীলা বর্ণিত হইয়াছে। সেই সাত্বত-সংহিতা শ্রবণ করিলে জীবের শোক-মোহ-ভয়-বিনাশিনী সেবাপ্রবৃত্তির উদয় হয়। তখনই অপ্রাকৃত লীলার অনুভূতি হইতে পারে।

এবিষয়ে যদি কোন সন্দেহ কাহারও উদিত হয়, তাহা হইলে ক্রন্দন করিতে করিতে জীবনের শেষ ভাগ শ্রীগুরুদেবের নিকট কাতরোক্তি জানাইলে তিনি হৃদয়ে এই সকল সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিয়া বহু জীবগণের মঙ্গল বিধান করিবেন।

(১)

(ক) প্রাকৃত কবি অপ্রাকৃত কবি ভাগবতকের অনুকরণে ভগবল্লীলা বর্ণন করিলেও তাঁহাকে ভক্তের সম্মান প্রদান করা বিশুদ্ধ মায়াবাদ

(খ) বাহ্যদর্শনে ভক্ত ও অভক্তের চেষ্টার ঐক্যদর্শনে যাঁহারা ভক্তাভক্ত-সমন্বয়-প্রয়াসী, তাঁহারা ভক্ত ও ভগবচ্চরণে ঘোর অপরাধী

(গ) আধ্যক্ষিকগণ মহাভাগবতের দর্শনের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া প্রাকৃতে অপ্রাকৃতত্ব আরোপ করিতে চান, তাঁহারা পাষোক-' অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ……যস্য বা নারকী সঃ' শ্লোকের মর্ম্মানভিজ্ঞ

(ঘ) মহাভাগবতের দর্শনে স্থাবর বা জঙ্গম দর্শন আদৌ নাই, তিনি প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষের কাম-কেলি-যুগলকে 'প্রেমিক' বলিয়া দর্শন করেন না, তাঁহার দর্শনে কেবল কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-প্রতীতি ব্যতীত আর কিছু নাই, সুতরাং তাঁহার অনুকরণ অপেক্ষা অনুসরণই জীবের মঙ্গলজনক

(ঙ) প্রাকৃত দর্শন অপ্রাকৃত দর্শনের বিকৃত বা হেয় প্রতিফলন-মাত্র, ঐগুলি গুরুকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত দেখিতে পারিলেই জীব মায়াবাদমুক্ত হইয়া অধোক্ষজের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন

(২)

জীবের প্রতি ভগবানের কৃপা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

বদ্ধজীবগণ সেবাবিমুখ হইয়া নিন্দা বৃদ্ধি করে, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করে, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের চরণামৃতে ইতরজল-বুদ্ধি করে, ভগবন্নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য বুদ্ধি করে, বিষ্ণুর সহিত অন্যান্য দেবতার সমজ্ঞান করে। তাহাদের গতি বর্ণনে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরম-মঙ্গলের কথা অর্থাৎ ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া তাহাদের অবশ্য শোকপ্রাপ্তি ঘটে।

প্রাকৃত কবিতা—জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের ব্যাপার, আর অপ্রাকৃত কবিতা কৃষ্ণপ্রেমার আকর। সুতরাং প্রাকৃতত্ব অপসারিত না করিলে অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়ের পরিচালক আমি'—এই বুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে সেই বস্তু আবির্ভূত হন না।

সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্‌ যাহার নিকট প্রকাশিত হন, তিনি তখনই তাঁহাকে দেখিতে পান, তৎপূর্ব্বে শত চেষ্টায়ও তিনি দৃষ্টিগোচর হন না। হিরণ্যকশিপু ভক্ত প্রহ্লাদের সাধনবলেই শ্রীনৃসিংহ-পাদ-পদ্মদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখনই তাঁহার প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল

প্রাকৃত কবিতা কখনও অপ্রাকৃতে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত অন্বয় ও ব্যতিরেক-পদ্ধতি দ্বারা দর্শন করিলেই সেই বিষয়ের জ্ঞানলাভ ঘটে। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত তাঁহার শুদ্ধ উপলব্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ভাগবতের চতুঃশ্লোকের প্রারম্ভে—

'যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥'

—শ্লোকের তাৎপর্য্য অবগত হইলে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবানের ও ভক্তের কৃপা না হইলে আমাদের কবিতায় প্রাকৃত দর্শন যায় না এবং ভক্তের সহিত অভক্তের সমপর্য্যায়ে গণনা করি। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত ভোগময় দর্শনকে সেবা-প্রবৃত্তির সহিত সমদর্শন করি। কিন্তু উহাতে কোন ফলোদয় হয় না।

আবিষ্কৃতজীব বৈষ্ণবগুরুগণ সর্ব্বদাই প্রাকৃত নিরাস করিয়া সেব্যবস্তুকে অপ্রাকৃত দর্শন করিয়া থাকেন। "মত্যাত্মবুদ্ধিঃ" প্রভৃতি শ্লোক, এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষরূপে আলোচ্য। মোটের উপর প্রকৃতিজাত বস্তুগুলি সমস্তই অচিৎ বোধ। তামস অহঙ্কার হইতে শব্দাদির অধিষ্ঠান, রাজস অহঙ্কার হইতে অধিদৈবিক অধিষ্ঠাতৃগণের জ্ঞানচেষ্টা এবং সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তি হইতে মন, আর ও অভিজ্ঞ অতীত অবস্থায় অপ্রাকৃতের নিত্যদর্শন।

ভগবানের অপরা প্রকৃতির অধীন থাকা কালে বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তির বশীভূত থাকিতে হয়। তৎকালেই আমাদের প্রাকৃত দর্শন। আর শরণাগত হইয়া পরমহংস বৈষ্ণবের সঙ্গপ্রভাবে মায়াতীত রাজ্যের কথা সেই আচার্য্য প্রভুর নিকট শ্রবণ করিলে জীবের বহিরিন্দ্রিয় পরিচালনা-দ্বারা ভোগবৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয় না। তখন দিব্যজ্ঞানের উদয়ে ক্রমশঃ অপ্রাকৃত অনুভূতির বাধা কেহই দিতে পারে না।

বিদ্যাপতির লছিমা-দেবী, জয়দেবের পদ্মাবতী, শ্রীরামানন্দের দেবদাসীতে তাঁহাদের কোন প্রাকৃত বুদ্ধির দর্শন নাই। অস্মাদৃশ প্রাকৃত জনগণের নিধুবাবুর টপ্পায় ও কালিদাসাদির বৈচিত্র্যপূর্ণ কাব্যে চিত্ত্রংশ অপ্রাকৃত অধিকার থাকা-কাল পর্য্যন্ত ঐ গুলিই আমাদের শরণে প্রতিভাত হয়। কিন্তু রসিক ভক্তের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করিলে আমাদের নিস্তারলাভ হয়।

যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের তীব্র বাণী সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে অজ্ঞ-রসিকের পাঠ্য গ্রন্থ জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে সংসারে তাঁহার শ্রীগোবিন্দ প্রভু উৎসাহ প্রদান করেন না। হরি-বিলাস-লেখক যাহাদের ঈশ্বর আছে, তাঁহাদের জন্যই শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা; তাহা প্রাকৃত দ্রষ্টা ও শ্রাবক প্রভৃতির ভোগ্য বিষয় মাত্র।

নিধুবাবুর টপ্পার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-দেবের "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকের ভাব-সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই

আমাদের পাঞ্চভৌতিক দেহপ্রতীতি বিনষ্ট হইয়া আত্মবৃত্তি প্রকাশিত হয়। তখন তাহাতে দোষ থাকে না। তবে নিধু বাবুর প্রাকৃত প্রেমটা মনোমধ্যে উদিত হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

প্রাকৃত সম্প্রদায় বা চাঞ্চল্য বর্জ্জন করিবার জন্যই শাস্ত্রের উপদেশ; নতুবা অনধিকারচর্চ্চা করিতে গিয়া "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি" ন্যায়ানুসারে দুর্গতি উপস্থিত হয়। এতাদৃশ দুর্গতি উপস্থিত হইলেই হরিভক্তকে সাধারণ বলিয়া প্রতীত হয় এবং সাধারণকে সর্ব্বদাই অনুগ্রহকারী ভক্তের জ্যেষ্ঠা বলিয়া অভিমান আসিয়া পড়ে। উহা হংসেশ্বরের অধিষ্ঠানবিহীন হয় যায়।

"সকল বাসুদেবময়" বলিতে গিয়া যদি অন্তর্য্যামী বাসুদেব ও অপ্রাকৃত বাসুদেবের অধঃস্তনকিম্ব অবমাননা করিয়া বসি, তাহা হইলে বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দর্শনে কপটতার ভোগাধীন হইতে হয় এবং আমাদের প্রাকৃত শরীর ও প্রাকৃত মন অপ্রাকৃতের কোন নিদর্শনই পাইবে না। যেমন চোবড়া, খোসা বা খোলা লইয়া নারিকেল টানাটানি করিলে শাঁসজলের সহিত দেখা—সাক্ষাৎকার হয় না, তদ্রূপ।

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি
হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথাহরুদ্রোঽব্ধিজং
বিষম্॥"

—এই কথা প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে আলোচিত না হওয়ায় তাঁহারা ভক্তকোটিতে গণিত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়েন।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, উভয়ের সদাবিচারে নির্ব্বিশিষ্ট মায়াবাদ আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। তখন সবিশেষ বিষ্ণুর লীলা-বৈচিত্র্য বীরপূজায় পরিণত হইয়া জৈব-ভোগের পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতে হয়। ইহা শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়িত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাকৃত সর্ব্বজ্ঞানের ভক্তি (?)—চাতুর্দ্দিক্ পঞ্জিকা-স্মৃতির বিচার-প্রণালী—শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী, সুতরাং তাহাদের বেদবিজ্ঞান-বিবর্দ্ধিত কোন সন্ধান না থাকায় তাহারা জগতের অমঙ্গল সৃষ্টি করিতেছে মাত্র। আমাদের সহিত ঐরূপ দলের কোন সম্বন্ধ নাই।

আমেরিকার থিয়সফিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক অন্বেষণের সভা ভক্ত-বিচারে যে প্রচুর পরিমাণে উন্নত—এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ না থাকিলেও অপ্রাকৃত রাজ্যে তাঁহারা কোথায় আছেন, আমরা স্বচ্ছন্দে ভগবদ্ভক্তগণের নিকট উহা জানিতে চাই। ভক্তগণের বিচারে তাঁহারা উন্নতপ্রত্ন বংশের অগ্রভাগে অবস্থিত হইতে পারেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তদ্দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতি সাধিত না হইলে আমাদের জীবন বৃথা জ্ঞান করিব।

"ভিলাস্ এ ভেঞ্চারেস্" বা "মিড্‌সামার নাইট্‌স্ ড্রিম"এর মধ্যে উদ্দীপনশীল-বলির অনুরূপ শ্লোক দর্শন বা শ্রীচরিতামৃতের কবিতায় তাৎপর্য্য-দর্শন-কার্য্যটি সকলের মুখে শুনিতে গেলে আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃতের উপদেশ-লঙ্ঘনরূপ অধিকার-বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়।

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্
নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং
দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

—শ্লোকটি মনে পড়িলে আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই।

ত্রিপাদ বিভূতির অংশাংশ স্বরূপ একপাদ বিভূতির মধ্যে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে—একথা কেহ অস্বীকার করেন না। কিন্তু ঐ বিক্ষিপ্ত ও আবৃত জাতীয় পদার্থের সহিত স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রাহিত্য অভেদ ভাবে সংশ্লিষ্ট, একথা কোন ভক্তই বলিতে পারেন না; উহা মায়াবাদীর মত মাত্র।

দীনের প্রতি ভগবানের দয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গঞ্জাম জেলায় চিকাকোল-রোড নামে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের একটি ষ্টেশন আছে। সেই চিকাকোল-রোড নামক ষ্টেশনের আট মাইল পূর্ব্বে কূর্ম্মাচল বা শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র অবস্থিত। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণযাত্রাকালে কূর্ম্মাচলে আসিয়া শ্রীশ্রীকূর্ম্মদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং জনৈক কূর্ম্ম-নামধারী বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় ভাসাইয়া পরদিন প্রাতে তথা হইতে রওনা হইয়াছিলেন।

শ্রীবাসুদেব বিপ্র নামক এক ব্যক্তি কূর্ম্মাচলের নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি এরূপ জীবে দয়াবিশিষ্ট ছিলেন, যে কুষ্ঠব্যাধির দ্বারা গলিত দেহ হইতে যে সকল কীট খসিয়া ভূমিতে পড়িত, তাহাদিগকে ভূমি হইতে উঠাইয়া পুনরায় নিজদেহের ক্ষতস্থানে রাখিতেন। পাছে অনাহারে কীট মরিয়া যায়, এইজন্য তিনি ঐরূপ আচরণ করিতেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আগমন-বার্ত্তা রাত্রিকালে শুনিয়া ইনি পরদিন প্রাতে উপরিউক্ত শ্রীকূর্ম্ম-নামধারী বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। ইহার উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তথা হইতে রওনা হইয়াছিলেন বলিয়া ইনি তাঁহার দর্শন পান নাই এবং দর্শন হইল না ভাবিয়া দুঃখে ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে চৈতন্য-লাভ করিয়া যখন তিনি আর্ত্তিসহকারে অনেক প্রকার বিলাপ করিতেছিলেন, তখন দীনাশ্রয়ী ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে দেখা দিবার জন্য হঠাৎ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং আলিঙ্গন-প্রভাবে তাঁহার দুঃখ ও ব্যাধি উভয়কে চিরকালের জন্য দূর করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ার পর শ্রীবাসুদেব বিপ্র মহাশয়ের অঙ্গ অতি সুন্দর শোভাযুক্ত হইল এবং তাঁহার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিল। অহৈতুকী কৃপা-দর্শনে তিনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৭ম অধ্যায়ে,—

'বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতে এই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥'

উহা শুনিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যথা,—

প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার।

গলিত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত কেহ মিশিতে চাহে না। সুতরাং বিদ্যা-অর্জ্জন-সুখে বিদ্যামদে, ধন-অর্জ্জন-সুখে ধন-মদে, বিবাহ-দ্বারে সংসার-মদে ও সংকুলে জন্ম-হেতু জাতি-মদে মত্ত হইতে হয় না। দেহ ব্যাধি-বশে বিকৃত হইয়া থাকায় রূপ-মদেও তাহাকে মত্ত হইতে হয় না। ভগবদ্ভজনাদের অন্তরায়-স্বরূপ এই সমুদয় বিভিন্ন প্রকার মদে মত্ত হইবার সুযোগ যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে, যাহাদের সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহাদিগের অপেক্ষা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অধিক ভাগ্যবান অর্থাৎ তাহারা ভগবানের অধিক কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ ভাগ্যবান জনের উচিত শ্রীবাসুদেব বিপ্র মহাশয়ের ন্যায় সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণনামে মত্ত থাকা। যে সকল রূপবান, বিদ্বান, ধনবান ও সৎকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, যদি সদ্গুরুর আশ্রয়ে সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্-ভজনে রত থাকেন, তবেই তাঁহারা কথিত প্রকার মদ ত্যাগ করেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কোন কোন ব্যক্তি সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করেন, অথবা আশ্রয় করিয়াও সরলভাবে ভগবদ্ভজনে রত না থাকেন, তাহা হইলে সেই সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ যে সর্ব্বাধিক নিরভিমান ও ভগবানের অধিক কৃপাপাত্র তাহা সহজ-বোধগম্য।

৫। জড়-জগতে ভোগায়তন দেহ। যাঁহার ভোগায়তন অপটু এবং যাঁহাকে অবিদ্যা-মদমত্ত ব্যক্তিগণ ঘৃণার চক্ষে দেখে, তিনি সেই অপটু ভোগায়তন দ্বারা বিশেষরূপে ভোগচরিতার্থ করিতে অক্ষম। সুতরাং তিনি সহজে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইতে পারেন এবং সেইহেতু তাঁহাকে ভাগ্যবান বা ভগবানের বিশেষ কৃপা-পাত্র বলিয়া বুঝাত দুঃসাধ্য। যাহারা দেহ-প্রাপ্ত হইয়াও বিদ্যাদি, সৎকুলে জন্মগ্রহণ এবং ধন সংগ্রহ করিয়াও যাহারা ভগবদ্ভজনে রত হইতে পারে না, তাহারা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও অধম এবং তাহারা যদি আপনাদিগকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহা তাহাদিগের মনে মনে মনঃকলা খাওয়ার ন্যায় বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। ভক্ত কবীর দাস তাই বলিয়াছেন,
"এ.স লাস্ জগৎ বোড়া ভালা, চুঁই চুঁই পড়ে চাম্। কাকন্ দেহ বান্ এ যা ঘটিয়া বিরাজে রাম্।"

৬। আত্মা—চিৎকণস্বরূপ এবং সেই চিৎকণ স্বরূপে সকলের গোলোকেই নিত্যস্থিতি। যে সকল ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে বঞ্চিত, তাহারা জড়-দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। জড়-দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট অজ্ঞ ব্যক্তিগণ রূপমদ, জাতিমদ, ধনমদ ও বিদ্যামদে মত্ত ও আপনাদিগকে সংসারী মনে করিয়া ভগবৎ-সেবার বিপরীত কার্য্যে পঙ্ক-পতিত হয়। এই সব মদ রহিত না হইলে ভগবদ্ভজনের যোগ্যতা হয় না। কুষ্ঠ রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির অবিদ্যা-মদে মত্ত হইবার কিছুই পুঁজি নাই। অতএব ভগবদ্ভজনে তাঁহারা অনায়াসে রত হইতে পারেন। যদি তাঁহারা ভগবদ্ভজনে তীব্রভাবে রত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল—দুই কালই হারাইবেন এবং ভগবানের যথেষ্ট কৃপা-পাইয়া দুর্লভ ভগবৎ প্রেমলাভে সমর্থ হইবেন না।

গৌড়ীয় [illegible]-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণিঃ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনাত্মবস্তু লইয়া—যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄০, নবদ্বীপশতক— ⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১০

আমরা প্রত্যহ দুর্জয় অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড [illegible] ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।⁄০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ৵০
৫। [illegible] ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸০
৭। [illegible] ।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য [illegible]
৯। সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের [illegible] (রামানুজীয়) ৷০
১১। [illegible] ৫৲
১২। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ [illegible] ৸০
১৫। দীপ-নির্দ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ।৵০
ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। [illegible] ⁄১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। [illegible] ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible] ৵০
২৬। [illegible] আবাঁধা ।৵০
বাঁধা ৷০
২৭। [illegible] ৵০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ২৲
২৯। [illegible] ৷০
৩০। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ১৲
আবাঁধা ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৩৪। [illegible] ৵০
৩৫। [illegible] ।০
৩৬। [illegible] ৷০
৩৭। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ), নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে মস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্ত এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ কাটী, জেলা বর্দ্ধমান।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা বাবু রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.... আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, মধুমেহ, অর্শ, পাকস্থলীর পীড়া, ধব এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হাঁপানী, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোর্ড বাঁধা, একত্রে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টীটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥০ টাকা

---

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুদর্শিতা ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, শ্বাস, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। "শিশুসখা বটিকা"—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া "শিশুসখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, দুধতোলা, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—অন্যান্য ঔষধের বিবরণ—

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আত্রেয়-মিত্র ঔষধালয়, ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ — পরে পাওয়া দুর্ঘট!

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১।০ স্থলিপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র,

এই প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

সম্পূর্ণ স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

এ তোক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় স্থলতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকাশিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমুরকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান্ রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বহু দক্ষ রে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, ফলিমারী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৩২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন জি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়াক্স দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—মদনগঞ্জ, নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পড়গাঁই, বেড়চাপা, ২৪ পরগণা
৯। শ্রীগৌরকিশোর চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এম্, পানবাগ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিরত্নাকর মহোদয়।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

দোলনক শলাকা-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, গ্রেসিয়ান্স ও এলবার্ট

চামড়াহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

চালক ও সালসা। পথ্যের বাধাবাধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। জলের পরিচারক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনায় সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

আসল ৩ আনি
শিশি ৮০ আনা, ডজন ৮৴
ভিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচা স্বতন্ত্র।

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী ১৪৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই ভাদ্র ১৩৩৭ শুক্রবার ২২শে আগষ্ট ১৯৩০

ল ক্লাস অবরুদ্ধ

পুলিশ সার্জ্জেণ্টকে ছোরার আঘাত

ভলাণ্টিয়ার আশ্রয়চ্যুত

ইউরোপীয়ের পক্ষে রেলের তৃতীয় শ্রেণী রিজার্ভ বন্ধ

তাঞ্জোরে মোটর দুর্ঘটনা

প্রায়োপবেশনে শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তী

কুষ্টিয়ায় মহিলা সভা

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটীং

ক্যাপ্টেন গ্রেপ্তার

খানাতল্লাস—গ্রেপ্তার—জেল—জরিমানা

নানাকথা

ল ক্লাস অবরুদ্ধ
মহিলাপিকেটার ব্যূহ

গত ১৯শে আগষ্ট সকালবেলা ল কলেজের দ্বার একদল মহিলা পিকেটারের ব্যূহ দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। সে জন্য একজন ছাত্র বা একজন প্রফেসরও সেই মহিলাব্যূহ ভেদ করিয়া ক্লাসে প্রবেশ করেন নাই; সমস্ত ছাত্রবৃন্দ এবং দর্শকবৃন্দ রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন।

পুলিশসার্জ্জেণ্টকে ছোরার আঘাত

গত সোমবার উত্তর কলিকাতার ডেপুটি পুলিশকমিশনারের এজলাসে হংসরাজ সাইগলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উপস্থিত হয়। অভিযোগ এই যে হংসরাজ সেদিন হ্যারিসন রোড এবং আপার চিতপুর রোডের মোড়ে একজন পুলিশ সার্জ্জেণ্টকে ছোরার আঘাতে হত্যা করিয়াছেন।

প্রকাশ যে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট বড়বাজার হইতে যখন তাহার বাসায় যাইতে ছিল তখন হ্যারিসন রোডের মোড়ে আসিলে তাহার পিছন দিক হইতে আসিয়া কে তাহাকে ছোরার আঘাত করিয়াছে। তখনই তাহাকে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহার পিঠের ভিতর হইতে ছোরা টানিয়া বাহির করা হয়।

পরে যখন আসামীর অনুসন্ধান করা হয় তখন আসামী স্বেচ্ছায় নিজের দোষ স্বীকার করে। ডেপুটিকমিশনার সাহেব তাহাকে বিচারে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

রেলের তৃতীয় শ্রেণী রিসার্ভ বন্ধ

মাদ্রাজ, ১৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে ভারতগবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে ইউরোপীয়দিগকে বা এংলো ইণ্ডিয়ানদিগকে রেলের তৃতীয় শ্রেণী গাড়ী রিজার্ভ করিতে দিবেন না। এম এস্ এম রেলওয়ে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এই আইন কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভলাণ্টিয়ার আশ্রয়চ্যুত

খুলনা ১৭ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, স্থানীয় ধর্ম্মসভার প্রেসিডেণ্ট [illegible] শিশুভূষণ চক্রবর্ত্তী এবং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষের উপর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নোটিশ জারী হইয়াছে যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ভলাণ্টিয়ারদের সরাইয়া দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয় এবং সরাইয়া না দিলে ১৪৪ ধারা অনুসারে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হয়।

খুলনার ভূতপূর্ব্ব উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের বাগান বাড়ী হইতে পুলিশ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তাহারা এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। সহরের এই বর্ত্তমান ভলাণ্টিয়ারদের সংখ্যা প্রায় ২০০ শত হইবে।

তাঞ্জোরে মোটর দুর্ঘটনা
২জন হত ও কয়েকজন আহত

মাদ্রাজ, ১৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে ১৭ই [illegible] তারিখে তাঞ্জোরে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে ২জন [illegible] এবং [illegible] জীবন সংকটাপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকজন সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় বিরাট মহিলা সভা

গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে [illegible] মহিলা সমিতির একটি বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী [illegible] কুমারী [illegible] সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন।

ক্যাপ্টেন গ্রেপ্তার

গত ১৬ই আগষ্ট [illegible] প্রকাশ যে [illegible] পুলিশের [illegible]

জেলা [illegible]

[illegible]

বিবিধ সংবাদ

প্রেসিডেন্সী কলেজে পিকেটিং

প্রেসিডেন্সী কলেজের গেটে পুলিশ পাহারা পূর্ববৎ আছে। পি, সি, এস্ এর ৬ জন স্বদেশী সেবক মঙ্গলবার বেলা ১টার সময় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের গেটে আসিয়া উপস্থিত হয়, পুলিশ তাহাদিগকে বাধা দেয় এবং গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়।

স্কুল পিকেটিং

পি, সি, এস এর ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক মিত্র স্কুলের গেটে [illegible] পিকেটিং করেন, উহাদের সঙ্গে গৌরীদেবী নাম্নী একজন মহিলা পিকেটারও ছিলেন। বেলা ১১টার সময় একজন সার্জেন্ট ও কনষ্টেবল স্কুলের গেটে আসিয়া [illegible] [illegible] ও পথিকদিগকে অকারণ তাড়া করে। [illegible] কম সংখ্যক ছাত্রই স্কুলে উপস্থিত হইয়াছিল।

[illegible] ইনষ্টিটিউশনের স্বেচ্ছাসেবকগণ পিকেটিং করেন, [illegible] প্রথম চারি শ্রেণী বন্ধ ছিল কর্তৃপক্ষ ১২॥০ [illegible] স্কুল বন্ধ করিয়া দেন।

বিদেশী-বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং

পি, সি, এস এর ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও উহাদের [illegible] কলিকাতা [illegible] কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এবং মধ্য কলিকাতা [illegible] কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক একত্রে [illegible] এবং [illegible] মদনগোপাল রামগোপাল কাপড় পিকেটিং করিতে থাকেন, ইহাতে মালিকরা সার্জেন্ট ডাকিয়া আনে এবং [illegible] নামক পি, সি, এস, এর দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশে ধরাইয়া দেন; থানায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আশুতোষ কলেজে পিকেটিং

স্বেচ্ছাসেবকগণ আশুতোষ কলেজের পিকেটিং করেন [illegible] ছাত্র সংখ্যা খুব কম ছিল এবং কর্তৃপক্ষ [illegible] ১২॥০টার সময় কলেজ বন্ধ করিয়া দেন।

চরকা স্কুল

[illegible] ১৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কয়েকজন পুলিশ কনষ্টেবল [illegible] [illegible] স্কুল এবং [illegible] বাবু বিনয় [illegible] বাড়ী এবং [illegible] খানাতল্লাস করেন। বিনয় বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। পরে [illegible] [illegible] এবং [illegible] গ্রেপ্তার করা হয়। [illegible] [illegible] দুই ব্যক্তি জামীনে খালাস পান কিন্তু বাবু বিনয় [illegible] জামীন দিতে রাজি হন না। সন্ধ্যা [illegible] একটি বিরাট জনসভা হয় এবং সমস্ত সহরে হরতাল পালন করা হয়।

বহরমপুরে

নিষিদ্ধ পুস্তক "দেশের ডাক" মুদ্রণে [illegible] সাহায্য [illegible] করিবার অভিযোগে জিলা কংগ্রেস কমিটীর [illegible] সম্পাদক [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] ১০৮ ধারা অনুসারে [illegible] আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। [illegible] এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বারুইপুরে গ্রেপ্তার

[illegible] তারিখে স্থানীয় [illegible] দোকানে পিকেটিং [illegible] জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু [illegible] মুচলেকা দিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

শোভাযাত্রার উপর লাঠি

বোম্বাই ১৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে ভিণ্ডির অবস্থা বড়ই খারাপ; পুলিশ কর্তৃপক্ষ এখানে বহু অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োজিত করিয়াছেন। রেল ষ্টেশন এবং স্কুলসমূহ পুলিশের কড়া পাহারার অধীনে আছে।

গত ১৭ই তারিখ বেলা ১ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী, শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী, শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী এবং শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী মুক্তি প্রাপ্ত হওয়ায়, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক একটী শোভাযাত্রা বাহির হয়। প্রকাশ যে এই শোভাযাত্রা কংগ্রেস আফিসের দিকে আসিবার কালে পুলিশ তাহাদিগকে লাঠির সাহায্যে আক্রমণ করে, তাহাতে অনেকেই বিশেষ রূপে আহত হইয়াছেন, দুইজন খুব বেশী আহত হইয়াছেন। গত ১৮ই আগষ্ট তারিখেও [illegible] রেলওয়ে ষ্টেশনে যখন ৭ জন বন্দী স্বেচ্ছাসেবককে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এই ষ্টেশনে উপস্থিত হয় তখনও পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চালায়।

বড়বাজারে পিকেটিং

১০ জন স্বদেশ-সেবী গ্রেপ্তার

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির কয়েকজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা গত মঙ্গলবার বিকালে বড়বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দোকানে এবং পার্শ্ববর্তী কতক স্থানে পিকেটিং করিতে থাকেন। পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া তথায় সেখানে উপস্থিত হয় এবং মহিলাদের সে স্থান ত্যাগ করিতে বলে কিন্তু তাহারা স্থান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লাল বাজারে লইয়া যাওয়া হয়।

২০জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

অফিসে পুলিশকর্তৃক তালাবন্ধ

গত মঙ্গলবার মিউনিসিপ্যাল পুলিশ ষ্টেশনের [illegible] পুলিশ [illegible] দলের কলিকাতা কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাস করিয়া কয়েকখানা কাগজ পত্র ও ২০জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির থানায় লইয়া যায়।

পুলিশগণ পুনরায় ১১॥০ টার সময় ঐ অফিস খানাতল্লাস করে এবং আরও দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে ধরিয়া লইয়া যায়।

রাজনৈতিক বন্দীর পীড়া

হুগলী, ১৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] জিলার ঠাকুরপাড়ার শ্রীযুক্ত কালিদাস সেনগুপ্ত খানাকুলে (হুগলী) লবণ আইন অমান্য আন্দোলন করায় [illegible] কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া হুগলী জেলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কালাজ্বরে ভুগিতেছেন বলিয়া প্রকাশ, তিনি জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁহার চিকিৎসা ও পথ্যের বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট না হইয়া জেল সমূহের ইন্সপেক্টার জেনারেলের নিকটে নাকি এক আবেদন করিয়াছেন।

দিনাজপুরে

প্রকাশ যে [illegible] অর্ডিনান্স অনুসারে কালিয়াগঞ্জ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] হইয়া এখানে আনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমিয় সেন সম্প্রতি কালেক্টরীর চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সম্মুখ পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন পিকেটিংয়ের ফলে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা বিদেশী বস্ত্রের মোট মফঃস্বলহাটে লইয়া যাইতে পারিতেছেন না।

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] ও ধাতুবিকার, [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি সকল প্রকার [illegible] আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] [illegible] দ্রব্য"

[illegible] [illegible] আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] [illegible] [illegible] অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] সারাবতী, [illegible],

[illegible] ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোকাশিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রক্লোরেট কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্টিকনিন আছে।

এক ফেরার্স-কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিতে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জর বন্ধ করে এবং রক্তের [illegible] ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]

[illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] ৩৲ টাকা

হাইড-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ

[illegible] [illegible] লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর - ৮ই ভাদ্র শুক্রবার—১৩৩৭

(১)

(ক) শ্রীভগবান্ বা তদীয় শুদ্ধভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা অতীব দুর্জ্ঞেয়; বুভুক্ষু, মুমুক্ষু বা কপটভক্ত ধর্ম্মধ্বজিগণ বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া তাহা বুঝিবার চেষ্টা করেন বলিয়া তাঁহাদের কৃপালাভে বঞ্চিত হন

(খ) শ্রীভগবান্ ও ভক্তিজনগণ যে শাপ ও শাস্তি ছলেও জীবকুলের মঙ্গলবিধান করেন, তাহা শ্রী সেন শিবানন্দের ন্যায় শুদ্ধভক্তগণই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, ভক্তরাজ শিবানন্দ তাঁহার প্রতি নিত্যানন্দের ক্রোধলীলাকে অত্যন্ত আত্মীয়তা-প্রসূত বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন

(২)

(ক) প্রাকৃত জগতের অস্মিতা ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠস্থ অস্মিতায়ই জীবের শুদ্ধভক্তি লভ্য হয়

(খ) সদ্গুরু-পাদাশ্রয়পূর্ব্বক গুরূপদিষ্টমত কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেই জীবের জাগতিক অস্মিতা অপগত হইয়া শুদ্ধ-স্বরূপাভিমান প্রবল হয়

(গ) অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি-নির্ম্মুক্তা উত্তমা ভক্তিই সাধনীয়া, কর্ম্ম বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে বৈকুণ্ঠানুভূতি না থাকায় তাহা পরিত্যাজ্যা

(৩)

(ক) সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দানুভূতিতে শ্রীমূর্ত্তি-পূজা পৌত্তলিকতা নহে

(খ) শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদদর্শনপূর্ব্বক পূজাই পৌত্তলিকতা বা মায়াবাদ

(৪)

(ক) শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে কৃষ্ণজন্ম মহোৎসব

(খ) কৃষ্ণজন্মোৎসবে শ্রীচৈতন্য-লীলা পাঠের উদ্দেশ্য

শাপ ও শাস্তি ছলে কৃপা

'শিবানন্দের পত্নী তারে কহেন কান্দিয়া। পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাইয়া॥ শিবানন্দ কহে বাউলি কেনে মরিস্ কান্দিয়া। মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লইয়া॥ এত বলি প্রভু-পাশে গেলা শিবানন্দ। উঠি তারে লাথি মারিল প্রভু নিত্যানন্দ॥ আনন্দিত হৈল শিবাই পাদ-প্রহার পাঞা। শীঘ্র বাসা ঘর কৈল গৌড়-ঘরে গিয়া॥ চরণে ধরিয়া প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা। বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা॥ আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা। যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা॥ শাস্তিছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা। ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা॥ ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু। হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥ আজি মোর সফল হৈল জন্ম কুল কর্ম্ম। আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম॥ শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন। উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥ নিত্যানন্দ প্রভুর সব চরিত্র বিপরীত। ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত॥"

উপরিউক্ত বিবৃতি হইতে ইহাই স্বীকৃত হইতেছে যে, ভগবান্ বা তদীয় শুদ্ধভক্তগণের ক্রিয়া, মুদ্রা অতীব দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা কোন্ ছলে অভিশাপ বা দণ্ড দেন অথবা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণ বা নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীশিবানন্দ সেনের ন্যায় শুদ্ধভক্ত ব্যতীত ভোগ বা ত্যাগ-বুদ্ধি-সম্পন্ন সাধারণ শ্রেণীর মানব অথবা কপটভক্ত বা ধর্ম্মধ্বজিগণ সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তগণ অন্যাভিলাষ-যুক্ত ভোগী, ত্যাগী বা কপটভক্তদিগের কুসংস্কারসমূহকে আক্রমণ করিলে কটূক্তির দ্বারা নানাপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন-মুখে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করেন। যদি শ্রীশিবানন্দ সেনের পথ অনুসরণ করত ভোগী, ত্যাগী, ও কপটভক্তসমূহ শুদ্ধভক্তগণের কটূক্তি বা প্রদর্শিত বিভীষিকায় অটল থাকিয়া উঁহাদিগকে হিতকারী বলিয়া বুঝিতে ও আদরপূর্ব্বক উঁহাদিগের আজ্ঞা পালন করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে তাঁহারা ক্রমশঃ অনর্থমুক্ত হইয়া চরমে ভগবৎ-প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন, অন্যথা নহে।

জীবের বৈকুণ্ঠস্থ অস্মিতায় শুদ্ধভক্তি লভ্য

বদ্ধজীবসমূহ দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন। বাহ্যদেহে আত্মবুদ্ধির উদয় হইলে জীবগণ আপনাদিগকে ভোক্তা বলিয়া বুঝেন ও ভোগ-রাজ্যে সুখী হইবার মানসে ভোগ্য বস্তু সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। ভোগিগণের ভোগ-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় এবং তজ্জন্য তাঁহারা নিজ নিজ ভোগপিপাসাকে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশে পরস্পর পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলিতে পশ্চাৎপদ হন না। সুতরাং কালে তাঁহারা জীবন যথেচ্ছাচারী হইয়া অজ্ঞাতসারে জীবন নরকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহাদিগকে জীবন যথেচ্ছাচারী হইতে না দিবার উদ্দেশে ঋষিগণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রচলন করিয়াছিলেন। যাঁহারা ঋষিগণ-প্রচলিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিধিগুলিকে শুদ্ধরূপে পালন করেন, তাঁহারা ধর্ম্মজীবন লাভ করত নরকগতি হইতে রক্ষা পান। ধর্ম্মজীবন লাভই নৈসর্গিক উৎকর্ষের মূল।

মনুষ্যের জন্ম, সংসর্গ ও শিক্ষা হইতে স্বভাব উদিত হয়। স্বভাব অনুসারে বর্ণ স্বীকার না করিলে জীবনযাত্রার চতুর হইতে পারা যায় না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মূল বিভাগে চারি প্রকার, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আশ্রম চারিটী, যথা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। নিজ নিজ বর্ণ ধর্ম্মে ও অবস্থাক্রমে আশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সুন্দররূপে জীবন-নির্ব্বাহ-দ্বারা মানবের নৈসর্গিক উন্নতি হয়।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলন করিবার সময় ঋষিগণ বদ্ধজীবকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, সুষ্ঠুভাবে বর্ণাশ্রম বিধির পালন দ্বারা বিষ্ণুর প্রীতি বিধান করা হয় এবং বিষ্ণুর প্রীতি বিধান করিতে পারিলে দেবতাদের স্বর্গাদিসুখ লাভ করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বর্ণাশ্রমপালনকারীর অস্মিতায় উপলব্ধি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনে তৎপর ব্যক্তিদিগকে পরবর্ত্তিকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিত্যাগের কথা বলিয়া ভগবানের শরণাগত হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সর্ব্বধর্ম্মত্যাজ সাধকের অনুভূতিতে বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের অনুভূতি না থাকায় তাদৃশ সাধকগণ ভুক্ত-ভোগত্যাজ হইলেও নির্ব্বিশেষত্ব-প্রতিপাদক। এতাদৃশ সাধকের অস্মিতা তৎকালে ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ও বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশে অবস্থিত বিরজানদী অর্থাৎ গুণত্রয়ের অতীত-ব্রহ্মধামে সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু সাধকের উক্ত সাধনপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত, ত্রিবিধ সম্বন্ধত্যাগীদিগকে অতঃপর ব্রহ্মভূত হইবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মভূত অবস্থায়ও সাধকের দৃষ্টি শুদ্ধ বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠেন্দ্রিয় নহে। জড়-নাম রূপ গুণ লীলাদি বা জড়াতিরিক্ত নির্ব্বিশেষ অনুভবপদ্ধতিতে বাস্তবসত্য-বস্তুর স্বরূপ-বিশেষ উপলব্ধি না হওয়ায় বিষ্ণুভক্তি ও নিজ শুদ্ধস্বরূপ অনির্দ্দিষ্ট থাকে। এবম্বিধ ব্রহ্মভূত ব্যক্তিদিগকে, অতঃপর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতিরূপ জ্ঞান চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া সাধুমুখ-বর্ণিত ভগবৎকথা শ্রবণ ও কায়-মনো-বাক্যে সাধুগণের নিকট হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রৌতপন্থা স্বীকার করত সাধুমুখ-নিঃসৃত ভগবৎকথা শ্রবণে ও সাধু-উপদিষ্ট পন্থায় ভগবদ্ভজনে রত, তাঁহাদিগের অস্মিতা বৈকুণ্ঠ-গত বিরাজিত। তাঁহারা আরোহপন্থী বা অন্যাভিলাষ-যুক্ত কর্ম্মী বা জ্ঞানী নহেন [illegible] শুদ্ধভক্তের পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন তাঁহাদিগের নিকট দিব্য-চিন্ময়-বুদ্ধি-বিলাস এবং ভগবদিতর বস্তুসমূহকে তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় নশ্বর ভোগ্য বা ত্যাজ্যরূপে না বুঝিয়া ভগবানের সেবক বা সেবার উপকরণরূপে নিত্য চিন্ময়স্বরূপে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। ক্ষণিক সংসার ভুক্তির যে দেহাত্মবুদ্ধি-রূপ জ্ঞান ও কর্ম্মাদির চেষ্টা সুপ্ত থাকে এবং অনুকূলভাবে কেবলমাত্র [illegible] ভগবৎ সেবা হইতে থাকে, তাহা [illegible] পারমার্থিক [illegible] হইয়াছে :-

[illegible]

[illegible] কথা না [illegible] বৈকুণ্ঠানুভূতি থাকায় তাহা পারমার্থিক।

শ্রীমূর্ত্তি পূজা কি পৌত্তলিকতা ?

(… শ্রীমদ্ বিনোদমোহন
… বি, এল)

সম্প্রতি পাশ্চাত্য-শিক্ষিত জগদ্বহির্মুখ ব্যক্তিগণ শ্রীমূর্ত্তি-পূজার কথা শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। তাঁহাদের ধারণা যে, শ্রীমূর্ত্তি অনুকরণের কোন না কোন শিল্পীর দ্বারা জড় বস্তু হইতে নির্ম্মিত মূর্ত্তি … ঐরূপ মূর্ত্তির পূজা পৌত্তলিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহাদের ধারণায় ঐরূপ শ্রীমূর্ত্তির পূজায় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও কোন উৎপন্ন করে এবং তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব সীমাবদ্ধ ও খর্ব্ব করিয়া দেয়। শ্রীভগবান অসমোর্দ্ধত্ব-বিধায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা কোনের কারণে ক্ষুদ্র যে কোন বস্তু থাকিতে পারে না, আর জ্ঞানীগণের অভাবে ঐ সকল ব্যক্তির জানিবার সুযোগ না হওয়ায় তাঁহারা ঐ প্রকার চিন্তাস্রোতের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

যাঁহারা শ্রীভগবানকে নিরাকার বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রাকৃত কোন শক্তি বা জগৎ সহিত সমান বলিয়া মনে করেন কিন্তু তিনি প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত বিধি নিয়মের অতিরিক্ত অলৌকিক বস্তু এবং তিনিই সে যাবতীয় বিধির বিধি ও তাঁহার ইচ্ছাই যে, বিধিমাত্র পর্য্যবসান, এ সমস্ত বিষয় তাঁহাদের ধারণায় বিষয় হয় না। অতএব অদ্বয়-জ্ঞান শ্রীভগবানের সৃষ্ট বস্তু যথা দেশ, কাল প্রভৃতিতে সর্ব্বশক্তিমত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রভৃতি গুণ আরোপ করিয়া

কহিতে থাকে, তাহা যায়। তাঁহার স্বরূপশক্তির দ্বারা চালিত পরস্পর বহুভাবাপন্ন যে সমস্ত শক্তি ও গুণ তাঁহাতে অন্তর্নিহিত আছে, তাহাই তাঁহার শক্তি ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যেমন দেহদেহীতে ভেদ, … ভেদ, গুণ … ঐরূপ বস্তুতে পরস্পর ভেদ বর্ত্তমান আছে, শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, শক্তি প্রভৃতির … সহিত কোনটীর কোন ভেদ নাই। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন, "সেই নাম, সেই রূপ, তবু … করি"। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি" কিন্তু বৈবজগতে ইহা অন্য প্রকার যথা শ্রীচৈতন্য … দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'। জীবের ধর্ম্ম-নাম দেহ স্বরূপে বিভেদ। 'পূর্ণ অনাদি পুরুষোত্তম-রূপে চিন্ময়ত্বে ও গোলোকে অবস্থানের

ন্যায় তিনি তাঁহার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড ও সর্ব্বত্র একই সময়ে অবস্থান করিতে সমর্থ, যে শক্তি ও গুণ-বৈশিষ্ট্য একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বরে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন নাই, কিন্তু শ্রীমূর্ত্তি পূজা যে পারমার্থিকগণের পরমার্থ-পথের ঈশ্বরের উপায়-স্বরূপ, তাহা তিনি উপদেশ করিয়াছেন। যদ্যপি প্রায় কোন প্রকার সাকার মূর্ত্তি শ্রীভগবানের না থাকিলেও তাঁহার যে সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমস্বরূপ অপ্রাকৃত চিন্ময়ীমূর্ত্তি আছে, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। শ্রীব্যাসাদি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার সেই চিন্ময় মূর্ত্তি তাঁহাদের দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া তাহার বিবরণ বর্ণনা গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে (১।৭।৪)—"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥" অর্থাৎ ভক্তিযোগ-প্রভাবে একীভূত মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হলে ব্যাসদেব বাহ্যি, অংশ ও স্বরূপশক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যক্ত আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন।

জড় বা প্রাকৃত দৃশ্য যদিও প্রাকৃত না … বটে কিন্তু … ঐ সকল … মধ্যে … নিত্য … তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। শুদ্ধভক্তিযোগের দ্বারা দিব্য চিন্ময়-নেত্রে পাওয়া শ্রীভগবানের সেই অপ্রাকৃত চিন্ময়ী মূর্ত্তি যদি তাঁহারা 'শ্রীমূর্ত্তি' রূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেটা কি দোষাবহ? যাঁহারা শ্রীভগবানের প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত কোন রূপই স্বীকার করেন না, অথচ পূজার জন্য একটি কাল্পনিক রূপের আবাহন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পৌত্তলিক। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের আত্মার চিন্ময় নেত্রে শ্রীভগবানের সেই … কারণ … উপলব্ধি যথাসম্ভব মনোরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রবাহিত করিয়া প্রাকৃত চক্ষুর তৃপ্তিসাধন ও পরমার্থের চিন্তাস্রোতের ক্রমবিকাশের জন্য একটী শ্রীমূর্ত্তি গঠন করেন, তাঁহারা আদৌ পৌত্তলিক নহেন। শ্রীমূর্ত্তির বাহ্যাবরণের অন্তরালে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত মূর্ত্তি যিনি দর্শন করেন, তিনিই আস্তিক ভক্ত। যাঁহারা ভ্রমবশতঃ শ্রীমূর্ত্তি-পূজাকে পৌত্তলিকতার সহিত সমান জ্ঞান করিতে চান, তাঁহারা অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির পূজাই শুদ্ধভক্তিমার্গে উন্নতির একমাত্র অবলম্বন। আকৃতি বলে প্রাকৃত জগৎ আমাদিগকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রাকৃত দর্শনের বহির্ভাগে বা অন্তরালে শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের চিন্তাপথে উন্নতির কোন অবকাশ হইবে না। যদি আমরা গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া ভক্তিযোগের … সেবা সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি রূপে পূজা করিয়া 'একমাত্র সর্ব্বকর্ত্তা' জ্ঞানে জীবন-যাপনের যাবতীয় উপাদান-সমূহ তাঁহারই প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তিযোগের দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে থাকি, তাহা হইলে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তিনি আমাদের সরলতা বিচার করিয়া চিদ্‌বিগ্রহ-দ্বারে আমাদিগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সেবা স্বরূপ অনুভবের উদ্দেশ দেখাইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

জগতের সমস্ত প্রকার পূজাই যে শ্রীমূর্ত্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সমস্ত ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে। এই শ্রীমূর্ত্তি পূজাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যথা, আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী কর্ম্মকাণ্ডীগণের মধ্যে যজ্ঞাগ্নি উদ্দেশ্যে, বৌদ্ধধর্ম্মীবলম্বীগণের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপে, শাক্তগণের মধ্যে নিরাকারা শক্তিরূপে বিভিন্ন চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়া বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বীর মত বিচারে খৃষ্টানদিগের "ক্রুশ", হিন্দুদিগের 'সূর্য্যাদিবস্তু', 'শিবলিঙ্গ' প্রভৃতি চিহ্ন সকল যে 'শ্রীমূর্ত্তি'ই অন্য নিদর্শন-স্বরূপ সে বিষয়ে আর দ্বিমত হইতে পারে না। শ্রীভগবানের দয়া 'ভাবনা' প্রকৃতি … তুলিকা দ্বারা চিত্রিত এবং শিল্পীর যন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে, তবে তাঁহার রূপ গুণ, লীলা প্রভৃতি জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য কবিতা বা চিত্রের দ্বারা অঙ্কিত অথবা শিল্পীর যন্ত্রের সাহায্যে ব্যক্ত করা যাইবে না কেন? যদি প্রাকৃত শব্দের সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে, ভক্তি ভাব সমস্ত নিবেদন করিতে পারে, চিত্রকর-দ্বারা যদি উহা অঙ্কিত হইতে পারে, তবে চিত্র, শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহ দ্বারা অন্তর্যোগ-চিন্তা ছাড়িয়া দিলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে উচ্চতর মানসিক ভাব, উপলব্ধি বা অনুভূতি আনয়ন করিবে না কেন?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পৌত্তলিকতা ও শ্রীমূর্ত্তি-পূজা কখনও এক হইতে পারে না। শ্রীমূর্ত্তি-পূজা বা শ্রীবিগ্রহ-পূজা স্বরূপ শ্রীভগবানের পূজা হইতে কোন অংশে ভিন্ন নয়। তাই পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পৃষ্ঠায় জানাইয়াছেন,

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥

জন্মাষ্টমী মহোৎসব .

গত ৩২শে শ্রাবণ রবিবার শুদ্ধভক্তি-প্রচারক শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আকর মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠ ও তাঁহার প্রধান শাখা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং অন্যান্য গৌড়ীয় শাখা মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-মহোৎসব ও নন্দোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব-দিবসে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্য ভাগবত পারায়ণ হইয়াছে এবং একাদিক্রমে … শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধ হইতে কৃষ্ণজন্মলীলা যথাবিধানে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেশবিদেশ হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উৎসবে যোগদান করিয়া হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবনাদির দ্বারা ভক্ত্যুন্মুখি সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ ও সিংহাসন অতি অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ আরম্ভ করেন, তাঁহার দুইঘণ্টা পাঠের পর মঠের অন্যান্য সেবকগণ শ্রীগুরুবর্গের নির্দ্দেশ অনুসারে ক্রম করিয়া পাঠ করেন, অতঃপর সন্ধ্যাকালিক কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও তৎপরে শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ পাঠের সহিত ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর আর্ত্তিক-কাল সমাগত দেখিয়া গুরুবর্গের অনুমোদন-ক্রমে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ … অনন্ত বেদান্তভূষণ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে কৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের যথাবিধি অভিষেক ও পূজা ও ভোগরাগাদির কীর্ত্তনাদির পর সমাগত সজ্জনগণকে শ্রীচরণামৃত ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মঠসেবকগণ আনন্দের দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া নন্দোৎসব-দিবসে পারণ করিয়াছেন। নন্দোৎসব দিবসেও শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাঠ কীর্ত্তন মুখে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমস্ত রাত্রি পাঠ হইয়াছে, … বেলা প্রায় ৫টা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পারায়ণ হইয়াছে। পারায়ণ অর্থে পারে গমন অর্থাৎ একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রারম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ-সমাপ্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট্ গ্রন্থ, তাহাতে মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা সহ পাঠ হওয়ায় পারায়ণে একটু অধিক সময় লাগিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য-লীলা পাঠের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দিনে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি পাঠের হেতু কি, জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইতে পারেন, তজ্জন্য বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জানাইবার জন্যই স্বয়ং জগদ্‌গুরু গৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ, সুতরাং তাঁহার চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবার কোন উপায় নাই। জীব শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় করিয়া নির্ম্মল হৃদয় হইলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত-তনু যে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। তখনই তাঁহার প্রকৃত রাধাগোবিন্দের উপাসনা সম্ভব হইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত গৌর ছাড়িয়া কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণ ছাড়িয়া গৌরনাম করিবার জন্য জীব ব্যস্ত হন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার গৌর কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি থাকা হেতু কাহারও উপাসনা হইতে পারে না। অন্তর্মুখ জীবকে কৃপা করিবার জন্যই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলিতবিগ্রহ গৌরসুন্দররূপে আচার্য্য-লীলা-প্রকটন। সেই, জগদ্‌গুরু শিক্ষকবরের শরণ গ্রহণ করিলেই জীব কৃতার্থ হইতে পারেন, তখন তাঁহারা জীবকে তাঁহাদেরই স্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব স্বরূপ উপলব্ধি করান। সুতরাং জীব মাত্রেরই জগদ্‌গুরু-শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীচরণাশ্রয় করাই একান্ত শ্রেয়ঃ। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণভজন-চেষ্টা নিরর্থক ও বাতুলতা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী :

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

শ্রীতত্ত্বসূত্রম্ বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও মানসিক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বন্ধন, মোক্ষ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ক্রোম-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ ৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুকূল্য [illegible] যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিতান্ত শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মীয় আবেদনকারী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উক্তিরা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রভাত্যহ বুঝি অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ দানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের আকর; ইহা প্রত্যেকে একান্ত আদরণীয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট রেক্সিনে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈকুণ্ঠ-বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিবিধ বিষয়ের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, [illegible] একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ২খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷/০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০

৪। গৌড়ীয়-[illegible] ৵০

৫। ভজনরহস্য ৷০

৬। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲

" " আবাঁধা ৸০

৭। ঐ [illegible] ৷০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০

গীতার কেবল মূল-অন্বয় ৷০

৯। [illegible] (বাংলা) ৩৲

১০। বেদান্তসূত্রের সাম্প্রদায়িক (রামানুজীয়)

১১। জৈবধর্ম্ম

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০

ঐ বাঁধা ৸০

১৫। দীপ-[illegible] ৵০

১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৵০

১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস আবাঁধা ৷৵০

ঐ ঐ বাঁধা ৷০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

২০। শ্রীনামমালা /১০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-[illegible] ৷০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৵০

২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৵০

বাঁধা ৷০

২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

২৮। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲

অ বাঁধা ৸০

৩১। [illegible] ৷০

৩২। [illegible] ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

৩৪। [illegible] ৵০

৩৫। [illegible] ৷০

৩৬। [illegible] ৷০

৩৭। [illegible] ৷০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দেবংশাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা দশ আনা অংশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে অর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ কাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় এ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ অধিকারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

.................আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, কালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপারমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ স্নায়ুদৌর্বল্য, মানসিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, অম্বল, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাস্থ্যহীনা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটিন সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ... প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন. আটপেজী আকারে চিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২।০ টাকা

---

৪৪৫ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিক মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

—অধ্যক্ষ—

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্‌এ, এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, জ্বররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। "শিশুসখা বটিকা"—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া "শিশুসখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—অন্যান্য ঔষধের বিবরণ—

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—আশুতোষ মিত্রের ঔষধালয়, ২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট!

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১।০ ভিঃপিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫॥৶০ সাধারণ পক্ষে ২১।৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

সমগ্র স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশস্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈ[illegible]ামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাক

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১৭
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
৭। গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড্ নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লাল ক্ষেত্র রোড, পুরী
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভাক্তার -দে ত্রবানন্দ,
জোড়াবাড়ী কুচবিহার
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৯২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলি [illegible]
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, রুরাল [illegible] এল, কালি
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া,
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীনিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গড়গড়ি রেড়াচাঁপা, [illegible]
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, ও, [illegible] পানবাগ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রদীপ [illegible]
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ঐ

দৈনিক পদায়া-প্রকাশ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, ক্রিসিয়ান ও এলবার্ট

চাকচিক্যহীন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

চানক ও সালসা। পথ্যের বাধাবাধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলের পরিচায়ক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ।০ আনায় সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রাফের নাম ও ঠিকানা— প্রকাশ / নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৪৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই ভাদ্র ১৩৩৭ শনিবার ২৩শে আগষ্ট ১৯৩০

জেলে ছাত্র নেতার মৃত্যু

আমেদাবাদে নেতৃদ্বয়ের বিরাট সম্বর্দ্ধনা

প্রায়োপবেশনে দুর্ব্বিপাক

মনোহর দাস কাটরায় ১৩ জন গ্রেপ্তার

জগন্নাথগঞ্জে বোমার জের

ট্যাক্স বন্ধের অনুরোধে ঢোলসহরত

ডাকাতিতে ছাত্র গ্রেপ্তার

প্রেসিডেন্সি কলেজে পিকেটিং

কুষ্ঠিয়ায় ধৃত

নানাকথা

কুষ্টিয়ায় ধৃত

প্রকাশ গত ১৯শে আগষ্ট ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং অভিযানে ধৃত হইয়া পুলিসের হাজতে গিয়াছে। স্থানীয় আবগারী দোকানের সম্মুখে বাধা করার অভিযোগে ১৮টি আসামী প্রায় ১২ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহারা জামীনে খালাস পাইয়াছে। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

জেলে ছাত্র নেতার মৃত্যু

শ্রীহট্টের ছাত্র আন্দোলনের নেতা সুধাংশুভূষণ শর্ম্মা বি এ, মুরারিচাঁদ কলেজে পিকেটিংয়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গত ১৯শে আগষ্ট সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীহট্ট জেলে কলেরায় মারা গিয়াছেন। রাত্রে তাঁহার মৃতদেহ সাধারণের প্রতিনিধিদের হস্তে দেওয়া হয়। জনসাধারণ সহরের প্রধান রাস্তা দিয়া মৃতদেহ শোভাযাত্রা করিয়া শ্মশানে লইয়া যায়।

প্রায়োপবেশনে দুর্ব্বিপাক

বরিশাল, ১৯শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ প্রায়োপবেশনকারী শ্রীযুত চিন্তাহরণ গুপ্ত, তারকেশ্বর সেন ও খগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া জানা যাইতেছে।

ডাকাতিতে ছাত্র গ্রেপ্তার

নূতন দিল্লী ২০শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, ছাত্র ইউনিয়নের ২ জন সদস্যকে লালা [illegible], গাড়োদিয়ার বাড়ীতে গত মাসে সংঘটিত সশস্ত্র ডাকাতী সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা
আমেদাবাদে চাঞ্চল্য

বোম্বাই, ২০শে আগষ্টের সংবাদে জানা যায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকারী হাই স্কুলে পুলিশের ব্যবস্থা করায় এবং গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর উপদেশ অনুসারে বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন বন্ধ থাকায় ছাত্রমহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। ছাত্রগণ কংগ্রেস প্রতিনিধি প্রেরণ করায় কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামীকল্য স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইবে। অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ইহাতে সরকারী মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে এবং কিছু গোলযোগ আশা করা যাইতেছে। ইতিমধ্যে সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই সব বিষয় আলোচনা করিবার জন্য অভিভাবকদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন।

ডাকলুঠে ২ জন দণ্ডিত

চাঁদপুর ১৯শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, টাঙ্গাইলের নিকট কোন ডাক হরকরার নিকট হইতে ডাকের থলিয়া ছিনাইয়া লইবার অপরাধে ফৌজদারী [illegible] ও জনৈক মুসলমান যথাক্রমে ১ ও ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ট্যাক্স বন্ধের অনুরোধে ঢোল সহরৎ

মুক্তাগাছা ১৯শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, মুক্তাগাছা কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবক অশ্বিনীকুমার দত্ত ও প্রফুল্লকুমার দত্ত লোকজনকে চৌকীদারী ট্যাক্স না দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ঢোল দিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। [illegible] স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহারা ৩ দফা অভিযোগে ৩ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহাদিগকে 'সি' শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করা হইয়াছে।

জগন্নাথগঞ্জে বোমার জের

ময়মনসিংহ ১৯শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, জগন্নাথগঞ্জ ষ্টেশনে ট্রেনের মোসাফের কামরায় একটি বাক্সের মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যাওয়ার সম্পর্কে শ্রীযুত অনিলকুমার বসু ও সুবিমল সেন বি, এস-সিকে কলিকাতা হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে দুই জন স্ত্রীলোক ও ৫ জন যুবক বর্ত্তমানে স্থানীয় জেলে অবস্থান করিতেছেন।

আমেদাবাদে নেতৃদ্বয়ের বিরাট সংবর্দ্ধনা

আমেদাবাদ ২০শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ পণ্ডিত [illegible] ও শ্রীযুত [illegible] [illegible] হইতে [illegible] আসিয়াছেন। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করা হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

বিদেশী বস্ত্রের দোকান সমূহে পিকেটিংএর ধুম
বহু মহিলা গ্রেপ্তার

গত ২০শে আগষ্ট নারী সত্যাগ্রহ সমিতির কয়েকজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিতে গিয়াছিলেন। প্রকাশ, তাঁহারা এই অঞ্চলের বিদে। বহু মাড়োয়ারীদিগের দোকানে, গিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, বিদেশী বিশেষতঃ বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় না করিতে না করে। যে সকল ক্রেতা কাপড় ক্রয় করিতে আসে, তাহাদিগকেও তাঁহারা নাকি এরূপ বলিয়া বিদেশী বস্ত্রের দোকানে ঢুকিতে দেন না যে, তাহারা কিছুতেই বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিতে পারে না। তাঁহারা এই ভাবে এই অঞ্চলে পিকেটিং করিতেছিলেন, সেই সময় পুলিশ আসিয়া তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলে। কিন্তু তাঁহারা তাহাদিগের কথায় কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পুনরায় পিকেটিং করিতে থাকেন। তারপর পুলিশ তাঁহাদিগকে আর একবার সতর্ক করিয়া দেয়। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই পিকেটিং বন্ধ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ দিন এই ভাবে ৮ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এখনও ২জনের নাম জানা যায় নাই। বাকী ছয় জনের নাম নিম্নে প্রদান করা হইল :—

১। যমুনা দেবী, ২। গোদাবরী দেবী, ৩। লীলাবতী দেবী, ৪। বেণুকুমারী দেবী, ৫। পদ্মাবতী দেবী, ৬। যশোদা দেবী।

মনোহর দাস কাটরায় ১৩ জন গ্রেপ্তার

গত ১৯শে আগষ্ট বড়বাজার মনোহর দাস কাটরায় পিকেটার দিগের সহিত বণিকের একদল লোকের এক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পিকেটারগণ যথানিয়মে বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পিকেটিং করিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ একদল লোক কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের কাজে বাধা দিতে থাকে। ফলে তাহাদের সহিত পিকেটারদিগের বচসা হয়। সেই বচসাই শেষে দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিণত হইয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পুলিশ অকুস্থলে আসিয়া জনতা সরাইয়া দেয় ও ১৩জন লোককে গ্রেপ্তার করে। গত ২০শে আগষ্ট তাহাদিগকে উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের সমক্ষে হাজির করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন বটে, তবে তাহাদিগের প্রত্যেককে মাইজ-বাজারে ১০টি করিয়া টাকা দিতে হইবে বলিয়া তিনি হুকুম করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পিকেটিং

গত ১৯শে আগষ্ট প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখ পিকেটিংএর ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই ঐ কলেজের এক প্রকার চারিদিকেই পুলিশ পাহারা দিতেছিল। সেই সময় ৫ জন পিকেটার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে কলেজের গেটে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগকে সরিয়া যাইতে বলা হয় তাহারা সরিয়া যায় না। সেখানে দাঁড়াইয়া 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে থাকে, অতঃপর তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০শে আগষ্ট তাহাদিগের মধ্যে ৩ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

নদীয়া জেলা-বোর্ডে
'নলকূপ মিস্ত্রীর আবশ্যক'

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে একজন যুবক নলকূপ মিস্ত্রীর প্রয়োজন। মাহিয়ানা যোগ্যতানুসারে ৩০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে।

আবেদনকারিগণের প্রশংসাপত্রসহ সার্টিফিকেট আগামী ২৮শে আগষ্টের ভিতরে নিম্ন ঠিকানায় পৌছান আবশ্যক

(স্বঃ) পি, গোস্বামী
ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, নদীয়া

মোঃ কৃষ্ণনগরের প্রথম মুনসেফী আদালত

৩৭৭ নং মোঃ ১৯৩০

বাদী	প্রতিবাদী
শ্রীশরৎনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং	শ্রীপাচু সেখ দিং
সাং ৩নং চালদারপাড়া রোড	সাং কৃষ্ণনগর পুরাতন
কালিঘাট, কলিকাতা	কলেজের ডাঙ্গা
	থানা কোতোয়ালী।

এতদ্দ্বারা কৃষ্ণনগর পুরাতন কলেজের ডাঙ্গা নিবাসী মুসলমান জন সাধারণকে জানান যায় যে উপরিউক্ত মোকদ্দমায় বাদী কৃষ্ণনগর পুরাতন কলেজের ডাঙ্গা নিবাসী মুসলমান জন-সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১ অর্ডার ৮ রুল অনুসারে শ্রীপাচু সেখ ও তোরাপ সেখের নামে কৃষ্ণনগর মৌজার ১১৬নং খতিয়ান ৬৪১৭ দাগের ০২ একর জমি হইতে উচ্ছেদ পূর্ব্বক খাস দখল ও অন্যান্য প্রতিকারের জন্য নালিশ করিয়াছে। উক্ত মোকদ্দমায় তোরাপ সেখ বা কেহ পক্ষভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে পক্ষভুক্ত হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে। ঐ মোকদ্দমার দিন আগামী ৮।৯.৩০ তারিখে ধার্য্য আছে।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না বসু গ্রেপ্তার

প্রকাশ শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী জ্যোৎস্না বসু বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার কালে অভিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা কমলকুমারী বসু নাম্নী অপর ২ জন মহিলাও গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ইঁহাদিগের সকলকে লালবাজারে চালান দেওয়া হইয়াছে।

ট্রামে ধর্ম্মঘট

দিল্লী, ১৯শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় ট্রামপথে ধর্ম্মঘট উপস্থিত হইয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত কর্ম্মচারিগণ হরতালের দিন কার্য্যারম্ভ করায়, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ঐ দিনের বেতন প্রদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কর্ম্মচারীরা বলেন, হরতালের দিন তাঁহারা কার্য্যে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণের পিকেটিংয়ের ফলে তাঁহারা গাড়ী চালাইতে পারেন নাই।

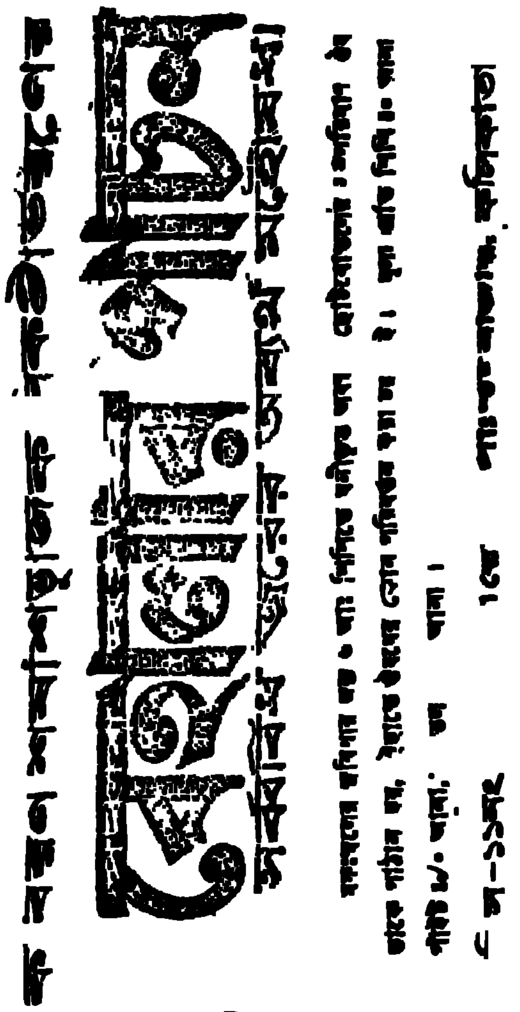

মদন মঞ্জরী

বটিকার ধাত ও বায়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব লক্ষাক্ষারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারামজী, কেশবজী
১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের গোলা শিশি বাদাম তৈল
খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কদর্য্য কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাস' কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরো কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেরাস'-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় সাতটী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ ৵৹ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীজ
২৯।১ অক্রুর দত্ত লেন, কলকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই ভাদ্র শনিবার—১৩৩৭

(১)

(ক) ব্রজবাসীর কৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতি ; তাঁহারা কৃষ্ণকে যে যে ভাবে ভজন করেন, সেই সেই ভাবের কোন একটীতে অকৃত্রিম লোভ আসিলে

সেই লোভই জীবকে রাগমার্গে ভজনাধিকার প্রদান করে

(খ) বৃন্দাবনে নিত্যসিদ্ধ গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজগোপীর একান্ত আনুগত্য ব্যতীত শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ সেবা-প্রাপ্তি অসম্ভব

(গ) অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি প্রাকৃত দেহ-মনের চেষ্টা দ্বারা ত' কৃষ্ণ লভ্যই নহেন, পরন্তু ঐশ্বর্য্যপর বিধিমার্গেও কৃষ্ণস্বরূপ লভ্য নহেন, একমাত্র ঐশ্বর্য্য-গন্ধশূন্য শুদ্ধা বা রাগানুগা ভক্তিতেই কৃষ্ণ-লভ্য

(ঘ) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন-রহস্য শিক্ষা দিবার জন্যই রাধা-গোবিন্দ-মিলিততনু গৌরসুন্দরের আবির্ভাব, সুতরাং অনর্থযুক্ত জীবের গৌর-পাদাশ্রিত শুদ্ধভক্তচরণাশ্রয় ব্যতীত ভজন-তত্ত্ব জানিবার আর অন্য কোন উপায় নাই

(২)

(ক) সদ্গুরুর আনুগত্যে নিষ্কপটে নামগ্রহণকারীর চিত্ত অচিরেই অনর্থগন্ধশূন্য হইয়া তাহাতে নামীর রূপ-গুণাদির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে

(খ) বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা শুদ্ধনামগ্রহণের প্রতিবন্ধক, গুরুপাদপদ্মের অকৃত্রিম সেবা-প্রভাবেই এই দুইটি বিঘ্ন অপসারিত হইয়া শুদ্ধ-নাম-কৃপা লাভ হয়

(৩)

(ক) শ্রীবিগ্রহের দেহ ও দেহীতে ভেদ-বুদ্ধি—ভয়ঙ্কর মায়াবাদ ; ঐরূপ বুদ্ধি হইতে জীবের আত্মবিনাশ লাভ হয়

(খ) কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ এবং কৃষ্ণস্বরূপ—এই তিনটীই চিদানন্দময় বস্তু ; ইঁহাদের পরস্পরে কোন ভেদ নাই

(৫)

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে ঝুলন মহোৎসব

(৬)

(ক) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব

(খ) অজ ভগবানের জন্মলীলা-রহস্য—শ্রীভগবানের 'অজ' ভাবটী ঐশ্বর্য্যপর, সুমধুর বিশ্রম্ভ-ভাবপুষ্ট সেবা-রস প্রদানার্থই তাঁহার স্বেচ্ছায় জন্মলীলা-প্রকটন

ভজনরহস্য

চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভজনরূপ যে সাধন, তাহা বৈধীভক্তি নামে প্রসিদ্ধ। বৈধীভক্তির প্রতি নির্ম্মল শ্রদ্ধা থাকিলেই তাহাতে অধিকার জন্মে। ব্রজজনের কৃষ্ণ-প্রতি যে স্বাভাবিক রাগ, শ্রবণে সেই পথে যাঁহাদের লোভ জন্মে, সেই গোপীভাবানুগ-লোভই রাগানুগমার্গের অধিকার দিয়া থাকে। রাগানুগমার্গ-ভজনে বর্ণাশ্রমাদি বৈদিকধর্ম্মের আসক্তি-ত্যাগ সর্ব্বতো প্রয়োজন।

ব্রজে দাস্যে সখ্যাদি রক্তক পত্রকাদি কৃষ্ণদাস, শ্রীদাম-সুদামাদি কৃষ্ণসখা, নন্দ-যশোদাদি কৃষ্ণের মাতাপিতা এবং গোপীসকল কৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গ। ইঁহারা নিজ নিজ রসভাবে কৃষ্ণকে ভজন করেন। ব্রজরস ভজনে প্রবৃত্ত হইলে উক্ত কোন রসবিশেষে যাঁহার লোভ হয়, তিনি সেইভাব-যোগ্য চিৎস্বরূপ লাভ করিয়া সিদ্ধকালে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। উপনিষৎ শ্রুতিগণই ইহার দৃষ্টান্ত। শ্রুতিগণ যখন দেখিলেন, গোপীগণের আনুগত্য না করিলে ব্রজে কৃষ্ণ-ভজনের অধিকার পাওয়া যায় না, তখন তাঁহারা গোপীর আনুগত্য গ্রহণ করত রাগমার্গে গোপীদেহে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান জড়স্থূলদেহ ও মানসসূক্ষ্মদেহাতিরিক্ত চিন্ময় রাধাকৃষ্ণ-সেবনোপযোগী দেহকে সিদ্ধ দেহ কহে। যেরূপ জড়কর্ম্মফলে জীব জড়-দেহ লাভ করেন, আবার কালে সেই দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থূল ভোগবাসনার পূরণার্থ জড়দেহ প্রাপ্ত হন এবং যেরূপ সূক্ষ্ম জড় ভোগবাসনার মানস দেহ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মনের দ্বারা জড়-বিষয় ভোগ করিয়া পুনরায় তাদৃশ পরিবর্ত্তিত সূক্ষ্ম শরীর লাভ করেন, তদ্রূপ শুদ্ধ-জীবাত্মা কাল-সূক্ষ্ম স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় পরিগ্রহণের পরিবর্ত্তে চিন্ময় গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল চিন্ময় দেহদ্বয় লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণ-রূপ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা করিয়া থাকেন। জড়দেহ জড়াতীত বস্তুর বা নিত্য ভোগাতীত বস্তুর চিন্তা করিতে অক্ষম। ভজনে বিপ্রলম্ভ তত্ত্ব অপ্রাকৃত কৃষ্ণভাবেই হইয়া ভজনোপযোগী নিজ সিদ্ধ দেহে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সাহায্যে অপ্রাকৃত বস্তুর চিন্তা করিয়া অপ্রাকৃত সেবা করিতে করিতে অপ্রাকৃত সখীভাবে অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-চরণ লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান দেহীদিগের পক্ষে যেরূপ সুলভ, আত্মবুদ্ধ-জ্ঞানীদিগের পক্ষে সেরূপ নন। মুনিগণ প্রাণায়াম-দ্বারা নিঃশ্বাস জয় পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ মাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যান-ফলে তদীয় শত্রুসকল যখন ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছে, তখন মুনিগণ-লভ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্যরূপ মুক্তি-ফল যে অতি তুচ্ছ বিষয়, ইহা সহজ-বোধগম্য। ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজন হয় না। ঐশ্বর্য্যপর বুদ্ধিতে ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপর প্রকাশরূপ শ্রীনারায়ণের উপাসনা হইয়া পড়ে। শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থল-স্থিতা লক্ষ্মীঠাকুরাণী ঐশ্বর্য্য-ভাবে অবস্থিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই, তখন চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজনকারী বিধিমার্গাশ্রয়ী কোন সাধকই যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা পাইবেন না, ইহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে? সুতরাং সিদ্ধান্তিত হইল যে, কেবল মাত্র মাধুর্য্যভাবে গোপীর অনুগত হইয়া ভজন করিলেই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান তিরস্কারকারী পূর্ণ-মাধুর্য্য-আলয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ ঘটে।

গোপীর অনুগত হইয়া ভজন করিবার শিক্ষা বিস্তারের জন্য জীবৈক-সুহৃৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে ধরাতলে প্রকট হইয়াছিলেন। গুরুপারম্পর্য্য-ক্রমে সেই শিক্ষা এখনও সুধী-সমাজে প্রচলিত আছে। যদি আমরা গৌরপ্রেষ্ঠ কোন শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত কৃষ্ণভজনের প্রণালী জানিয়া লই এবং তদনুসারে আচরণ করিতে থাকি, তাহা হইলে সেদিন ভজন-প্রভাবে আমরা অন্যাভিলাষ-শূন্য হইতে সমর্থ হইব, সেদিন আমাদিগের স্বরূপসিদ্ধি লাভ হইবে এবং সেইরূপে গোপীদেহ লাভ করত উপনিষৎ শ্রুতিগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ও সেবানন্দরূপ পদ্মোপাদের ও অত্যুজ্জ্বল রস আস্বাদনের সুযোগ পাইব ; সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বকল্পনার দ্বারা যদি আমরা গোপীদেহ চিন্তা করিতে থাকি, তাহা হইলে চিন্ময় সিদ্ধদেহ লাভের পরিবর্ত্তে আমাদিগকে নানাবিধ জড়-দেহ লাভ করত পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে ও নিরন্তর ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে হইবে। অতএব কৃত্রিম উপায়ে সিদ্ধদেহ লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরলভাবে সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিবার ও তাঁহার আনুগত্যে শ্রীনাম-কৃষ্ণ ও গুরু-কৃপা বলে সিদ্ধদেহ লাভের জন্য যত্নশীল হওয়া প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ভক্ত বৃন্দাবন-লীলায় .... গৌরাঙ্গলীলায় .... তাঁহারা কৃষ্ণের .... বাহ এবং তাঁহারা .... সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন না।

শ্রীনাম সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তক ও নিখিল-কল্যাণ প্রকাশক

জড়-সূর্য্য যেরূপ প্রথমে জড়-নেত্রের সম্মুখস্থ অন্ধকার নাশ করে ও পশ্চাৎ সেই নেত্রের নিকট জড়-বস্তুর বাহ্য রূপাদি প্রকাশ করিয়া থাকে, ভগবন্নাম-রূপ চিৎ-সূর্য্যও তদ্রূপ অগ্রে বদ্ধজীবের হৃদয়স্থ অজ্ঞানান্ধকার বা পাপরাশিকে ধ্বংস করেন এবং পরক্ষণে সেই হৃদয়ে ভগবানের চিন্ময় রূপাদির প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অজ্ঞানান্ধের অবস্থায় আমরা জড় দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করত জড় ভোগী সাজিয়া শ্রীগুর্ব্বাদির সেবায় নিদ্রিত-চিত্ত হই, না হয় ভোগে দুঃখ হয়, বিবেচনায় ত্যাগী সাজিয়া শুষ্ক বৈরাগ্য অভ্যাসে বদ্ধ-দীন হইয়া থাকি। সদ্গুরুর আশ্রিত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে ভগবন্নাম গ্রহণ করিতে থাকিলে নাম-সূর্য্যের প্রভাবে যে সময় আমরা নিরন্তর অবাধে নাম-সেবা করিবার জন্য ভোগ বা ত্যাগ-বুদ্ধি-জাত ইতর কর্ত্তব্য পালনে সম্পূর্ণরূপে বিরত হইব, সে কালে বুঝিতে হইবে যে, নাম-সূর্য্যের প্রভাবে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়াছে এবং অচিরে ভগবদ্রূপ উদিত বিকশিত হইয়া নিজরূপাদি আমাদিগের হৃদয়ে প্রকাশ করিবেন।

ভগবন্নামগ্রহণকারী ব্যক্তি যে কালে বুঝিতে পারেন যে, ভগবানই একমাত্র সেব্যবস্তু, অথচ পূর্ব্বাভ্যাস-হেতু এখনও গৃহাসক্তি ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে গৃহকর্ম্ম করিতেছেন, তখন হইতে আর অধিক কাল তাঁহাকে সংসারবন্ধনে থাকিতে হইবে না, কারণ ভগবন্নাম অচিরে তাঁহার হৃদ্-গগনে উদিত হইয়া তাঁহার শেষ অংশটুকু ধ্বংস করিবেন। সংসার করিব এবং ভগবন্নামও গ্রহণ করিব—ইত্যাকার বুদ্ধিবিশিষ্ট কপট জনগণই কেবল ভগবন্নাম আশ্রয় করিয়া শীঘ্র সংসারী পার হইতে পারিবেন না, যথাহি শ্রীপদ্মপুরাণে,—

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্। তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।"

শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং দেহ অভেদ—চিদানন্দময়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলে ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবে দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ অজ্ঞ তুমি, তার এই গতি॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহি ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি ভেদ।
স্বরূপ দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥

এই উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অচল শ্রীমূর্ত্তিসমূহকে কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত এবং সচল শ্রীবিগ্রহাদি মূর্ত্তিকে প্রাকৃত দেহে চিৎকণ-প্রবেশ মনে করা অপরাধজনক। জীবের শুদ্ধ আত্মা নিত্য চিৎকণ পদার্থ এবং তাঁহার বাহ্য নশ্বর দেহ মায়িক বা প্রাকৃত। সুতরাং বদ্ধজীবের পক্ষে দেহ-দেহি-ভেদ থাকা সম্ভবপর। যেহেতু ঈশ্বর মায়াধীশ এবং মায়া বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশে নিবাসিনী, অতিনিন্দ্য মায়াবৃত্তি কিরূপে ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের স্বরূপ মায়িক দেহ দ্বারা আবৃত হয় না এবং সেই হেতু তাঁহাতে দেহ-দেহি-ভেদ কল্পনা করা অপ-সিদ্ধান্ত। ঈশ্বরের দেহ-দেহি-ভেদ কল্পনা করিলে তাঁহাকে জীব পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় অথবা তাঁহার সর্ব্বেশ্বর স্বরূপকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নির্বিশেষরূপে দাঁড় করান হইয়া থাকে। উভয়ই ভক্তিপথের প্রতিবন্ধক। ভগবানের চিৎস্বরূপ ও চিৎদেহে কোন ভেদ নাই। সেই জন্য তাঁহাকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলা হয়। দেহ ও দেহিভাবের উদয়ে দ্বৈতবুদ্ধি ফুটিয়া উঠে; সুতরাং যাঁহারা ঈশ্বরে দেহ-দেহি-ভেদ দেখেন, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞানের বিঘ্ন-উৎপাদনকারী ও অতাত্ত্বিক।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে

ঝুলন-মহোৎসব

গত ২০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার হইতে ২৪শে শ্রাবণ শনিবার পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জীউর হিন্দোল দ্বারা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপপুরী মহারাজ প্রমুখ বহু … সজ্জন ব্যক্তির এবং মহিলাদিগের দর্শনোৎসবের সুবিধার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেককেই শ্রীমহাপ্রসাদ দান করা হইয়াছিল। এই শুভকার্য্যে যাঁহারা বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীভগবানের সেবার জন্য অর্থ ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন; নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম দেওয়া হইল—

১। মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিহারীমোহন দে মহাশয়, ২। তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে মহাশয়, ৩। শ্রীযুক্ত হরিতোষ বসু মহাশয়, (পি, ডব্লিউ, ডি অফিসের একাউণ্টাণ্ট), ৪। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বসু, ৬। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, ৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৯। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস, ১০। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নাথ, ১১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতি। ইঁহারা এই পাঁচ দিন যাবৎ যে ভাবে শ্রীভগবানের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বৈষ্ণবদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব

গত ৩২শে শ্রাবণ রবিবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা ঢাকা-সূত্রাপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব এবং তৎপরদিবস নন্দোৎসব … ও কীর্ত্তন মুখে সম্পন্ন হইয়াছে। সমাগত বহু ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও জনসাধারণকে উভয় দিবসই নানাবিধ শ্রীমহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছিল। সমাগত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নিমতলী নিবাসী জমিদার ও ভক্ত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ মহোদয়, খাসপোল নিবাসী ব্রাহ্মণ ও স্বর্ণপ্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয়, বাদামতলী মণ্ডলীর লোকাল বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, জলকরবাড়ী পটারি ওয়ার্কসের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন কর (সেন গুপ্ত), পিলখানা … ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ সিংহ, কাপ্তানবাজার ষ্টেসনের এসিষ্টেণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ দত্ত, … সপরিবার শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিভাস্কর প্রভু ও ঢাকা-কালেক্টরের একাউণ্ট আফিসের ভক্তিমান্ শ্রীযুক্ত মনমোহন মিত্র মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। এই উৎসব শ্রীপাদ সনাতনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত রমানাথ দাস সেবক প্রভৃতি মঠ-সেবকগণের আন্তরিক সেবাচেষ্টায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে পরিসমাপ্ত … হইয়াছে।

অজ ভগবানের জন্মলীলা-রহস্য

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজন্ম। অজের জন্মাদি লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বিদ্যার প্রভু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুসারে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া সমাগত সকলকেই প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। অজ ব্রজে উপাস্য ঐশ্বর্য্য এবং তাহা হইতে গৌরব সম্ভ্রম পর্য্যন্ত আবাহনযোগ্য। এই গৌরব সম্ভ্রম অপেক্ষা মধুর বিশ্রম্ভভাবপুষ্ট যে সেবানন্দ, তাহা ভক্তদিগকে আস্বাদন করাইতে হইলে ঐশ্বর্য্য ভাবকে শিথিল করিবার প্রয়োজন বোধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তদিগকে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে নিজ শুদ্ধ-সত্ত্বাশ্রিত স্বরূপশক্তি দ্বারা লোকলোচনের নিকট যেরূপ জন্মলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীযশোদার পুত্ররূপে জন্মলীলা প্রকট করিলে পর ব্রজবাসিগণ তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভময় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ তখনও প্রয়োজনানুসারে ঐশ্বর্য্যের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে ব্রজবাসিগণ তদ্দর্শনে প্রীতির অভাবে তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। যে সকল ভাগ্যবান্ জীব বর্ণাশ্রমাদি বৈদিক-ধর্ম্মকে উপেক্ষা করত ব্রজবাসিগণের কোন ভাবে লোলুব্ধ হইয়া গোপী ও রসিকেন্দ্রশিরোমণি সম্বন্ধে আনুগত্যে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগেরই সংশুদ্ধ শুদ্ধ-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রতিভাত হইবে, অন্যের নহে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

নাড়াজোল ১৬-৮-৩০

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ৮ই আগষ্ট তারিখে মাদিনীপুর টি ষ্টেটে উপস্থিত হইয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ এবং ধারাবাহিকরূপে বক্তৃতা প্রদান করিয়া নাড়াজোল যাত্রা করেন। গত ১০ই আগষ্ট তারিখে সন্ধ্যায় স্বামীজী নাড়াজোল উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয়ে ছায়াচিত্র-যোগে একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ১২ই হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত … শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। সেই দুইদিন অবসরেই স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথামৃত শ্রবণে পরম আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। নাড়াজোলের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকও মহারাজের ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা শ্রবণের জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকদিন অনবরত বৃষ্টি হইতে থাকায় রাস্তা ঘাট বড়ই দুর্গম হওয়ায় গ্রামের অনেকেই গমন করিতে পারিতেছেন না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত, অমৃত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যার্থীদের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আবশ্যক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় এরূপ সরলভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—যাথার্থ্য কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জল বোর্ড-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৶৹

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক বিষয় অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আর কিছুই নয়—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১৹

আমরা অজ্ঞতাবশতঃ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণবাভিধানকোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিবিধ বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অর্থ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৶৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের আবশ্যক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ বস্তার ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷/৹

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৶৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸৹
৭। ৭। তত্ত্বসূত্র ৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸৹
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷৹
৯। মুক্তিমহিমা অপসংবাদঃ সাহিত্য (মাঘ) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সাম্প্রদায় (শারীরক) ৷৹
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶৹
ঐ বাঁধা ৸৹
১৫। দীপ-বিশ্লেষণ ৶৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৶৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২০। গীতমালা /১৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনপথ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্থপঞ্চক ৶৹
২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৹
বাঁধা ৷৹
২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸৹
৩১। নামমঞ্জরী সংস্করণ ৷৹
৩২। গোবিন্দভাষ্যম্ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲
৩৪। সাধনাথ নির্ণয়ঃ ৶৹
৩৫। শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৹
৩৬। শ্রীশিক্ষাষ্টক দশমূল নির্য্যাস ৷৹
৩৭। প্রভুপাদের গীতিমাল্যাবলী ৷৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, সপ্তাহদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ ঝালকাঠী, জেলা বরিশাল।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

…… …………… আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি ক্ষয় করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃদরোগ, পাকাশয়ের পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক রেজিউভিনেটর ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পত্রসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা। ভিক্ষা—২॥৹ টাকা

---

৪৪৪ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাংলায় ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৶৹ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে প্রস্তুত তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, হাঁপ, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ ও খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অজীর্ণ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস

প্রদান করিবে

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—এই অবলেহ সেবনে দূষিত-রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। "শিশুসখা বটিকা"—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া "শিশুসখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাশি, খুংড়ী, সর্দ্দি, রুধির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—অন্যান্য ঔষধের বিবরণ—

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—খাত্তর সিংহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট!

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (আরো)

মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত।

৪৭ খানি অপূর্ব্ব-চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয়সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১॥৹ সিলিতে ২৲ দুই টাকা মাত্র,

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এম, এস, এর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৴৹ সাধারণ পক্ষে ২১৷৵৹। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴৹।

দশমস্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৮৩২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৭৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

সাধক কণ্ঠমালা

প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার ন্যায় নিত্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ৷৴৹ মাত্র

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১৫
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴৹
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিংড়িপোতা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিংড়িপোতা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান্ রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস্, ওয়ার্কস্ দি মল, কানপুর
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিঃস্বরূপ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ষড়ঙ্গী বেগুনচাঁপা, ৩৪ পরগণা
৯। শ্রীসদানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ, এম্, এস্, ধানবাদ
১০। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রকাশ ধানবাদ।
১১। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

বর্ষায় একমাত্র স্বদেশী

রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

চটি, প্রিসিয়ান ও এলবার্ট

টাঁকচাইন, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী—এই স্বদেশী জুতা, বাজে বিদেশী জুতার বদলে কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ১নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

—জ্বরের সাক্ষাৎ যম—

পারফিন

চাবুক ও লালসা। পথ্যের বাধাবাধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার কমে হয়। কলের পরিচারক

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৩ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এখনে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ।০ আনায় পারফিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ৩নং বনফিল্ডস্ লেন, কালকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি

শিশি ৸৹ আনা, মাশুল ৵৹

ভিঃ পিঃ ও প্যাকেটের খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

টেলিগ্রামের নাম ও ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৪৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই ভাদ্র ১৩৩৭ সোমবার ২৫শে আগষ্ট ১৯৩০

নানা কথা

দেশীয় রাজ্যে হাঙ্গামা

বাহাওয়ালপুর সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে উক্ত সংবাদ বাহির হইয়াছে।

সদর জিলার উচাগো মহকুমায় ডাকাতি ও লুণ্ঠনের প্রচলন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হুজুরপীরের প্রাপ্ত হইতে প্রধান মন্ত্রী ও পুলিশ-কমিশনার সেইখানে হাজির হন ও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। নবাব সাহেব ও একদল পদাতিক ও অশ্বারোহীর সহিত তথায় উপনীত হন এবং জায়গীরদারদেরও সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে বলেন। মোট কথা উভয় পক্ষের বিশেষ কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হেতু উক্ত লোমহর্ষণ ব্যাপার ঐ স্থানেই অভিনয়ের পরিণত হয়।

—

মুলতান জেলে দাঙ্গা
ডেপুটি জেলার আহত

লাহোর ২২শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ—মুলতান সেণ্ট্রাল জেলের পেশোয়ারী কয়েদীগণ নমাজ করিবার জন্য কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ রাখিতে চাহে। ইহাতে বচসা হেতু যে দাঙ্গা হয় তাহার ফলে ৪০ জন কয়েদী ও ডেপুটী জেলার গুরুতর আহত হন। শান্তি রক্ষার বিশেষ কড়া ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতার সর্ব্বত্র জোর পিকেটিং
আবার স্কুল কলেজে ছাত্রাভাব

কলিকাতা সহর ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র পিকেটিং এর ধারা জোর চলিতেছে। বিলাতী দ্রব্য, বিলাতী বস্ত্র, মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিংএর বিরাম নাই। এ সকল দ্রব্য বিক্রয় নিবারণে সকলেই বদ্ধপরিকর। বিশেষতঃ ছাত্র-সম্প্রদায়ের উৎসাহ আরও অধিক। তাহারা দলে দলে ধৃত হইতেছে তবুও তাহারা ক্ষান্ত হইতেছে না। বড়বাজার, উত্তর কলিকাতা, মল্লিক বাজার প্রভৃতি স্থান পিকেটিংএর কেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মেয়র পদে সুভাষচন্দ্র বসু
নির্ব্বাচন পর্ব্বের অবসান

গত ২২শে আগষ্ট কর্পোরেশনের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের মেয়রপদে নির্ব্বাচন স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। এই পদে পূর্ব্বে যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কারাদণ্ড হেতু নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে শপথ গ্রহণ না করায় তাঁহার পদচ্যুতি ঘটে। বসু মহাশয়ের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মত জ্ঞাপন করেন। এবং শ্রীযুক্ত বি. এন, ব্যানার্জ্জি মহাশয় তাহা সমর্থন করেন। মহম্মদ আলি মহোদয় আনসারুদ্দৌলা উক্ত পদে নির্ব্বাচন করার পক্ষে ছিলেন এবং মহাম্মদ হোসেনও সেইমতে মত দেন। কিন্তু বসু মহাশয়ের পক্ষে ভোটের প্রাবল্য-হেতু উক্ত মহাশয়ই ঐ পদে বৃত হন। বসু মহাশয়ের পক্ষে ৫৫টী ভোট ও আনসারুদ্দৌলার পক্ষে মাত্র ১৫টী ভোট ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার সকল প্রতিবাদ ডেপুটী মেয়র সন্তোষকুমার বসু খণ্ডন করেন। এবং ফলে বসু মহাশয়েরই মেয়রপদ গ্রাহ্য হয়।

নদীয়া জেলা বোর্ডে

নলকূপ মিস্ত্রীর আবশ্যক

নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে একজন সুদক্ষ নলকূপ মিস্ত্রীর প্রয়োজন। মাহিয়ানা যোগ্যতানুসারে ৩০৲ হইতে ৪০৲ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদনকারিগণের প্রশংসা-পত্রসহ সার্টিফিকেট আগামী ১৮শে আগষ্টের ভিতরে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছান আবশ্যক।

(স্বাঃ) বি, গোস্বামী
ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, নদীয়া

নিলাম ইস্তাহার

জেঃ কৃষ্ণনগরের
দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

(১০)

১০৫৪ বাংলাদী ৩০ দাবি ২৭৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কম্বু কালসানা বিং সাং আলফা পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার আলফা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫২৯ খতিয়ানে ৫১৮ এঃ জমী উঠবন্দী জোত মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

১০৩৮ বাংলাদী ৩০ দাবি ৩২৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ অধর মণ্ডল বিং সাং শিকরা পোঃ বাজালবি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৮ খতিয়ানে ৩৭৫ দাঃ জমী উঠবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১০০২ বাংলাদী ৩০ দাবি ৫৫৸৶৯

ডিঃ বংশীনারায়ণ চেৎল বিবি দেঃ গোস্বামী

দেঃ নাটু মণ্ডল সাং শিশিরপোতা পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর শাহবাড়ী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে [illegible] ১০৩০ খতিয়ানে ৩৫-৯৯ এঃ জমী [illegible] মূল্য আঃ ১০০৲

(১৩)

৯৬৯ বাংলাদী ৩০ দাবি ৬৬৸৶৩

ডিঃ কালীকিশোর সিংহ রায় বিং সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ শিবমোহন পাল সাং বুড়িহুদা পোঃ বানপুর

থানা বানপুরের বুড়িহুদা গ্রামে ডিক্রীদার [illegible] ৯৯ নং ও [illegible] গ্রামে ৭১২৭নং ও [illegible] ৭৩৩ ৭২৭নং ৪২-৬১ এঃ জমী মকরারী জমা ৬৸৶০ মূল্য আঃ ১৫০৲

(১৪)

৯৫৭ বাংলাদি ৩০ দাবি ১৯৸৶০

ডিঃ [illegible] মণ্ডল সাং নওপাড়া

দেঃ ইব্রাহিম মণ্ডল বিং সাং ছোট-আন্দুলিয়া পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার নওপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৭২৪ খতিয়ান ১-৭৪ এঃ জমী উঠবন্দী ৸৶০ [illegible] মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

৮৮৩ বাংলাদি ৩০ দাবি ২৯৸৶৯

ডিঃ [illegible] গোস্বামী

দেঃ [illegible] পোঃ [illegible]

[illegible] গ্রামে [illegible] খতিয়ানে ৪-১৩ এঃ [illegible] ১২ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৭৬)

৮৭৪ খাংজারি.৩০ দাবি ১৪০৸৶

ডিঃ ঐ

দেঃ আব্বাছ মণ্ডল দিং সাং পোঃ মাজদিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের খালবোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬০১ খতিয়ানে ২-৫৭ এঃ জমী ৩২/০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৭)

২৫৫ খাংজারি ৩০ দাবি ২৫৲৭

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নওপাড়া

দেঃ নিশুমণ্ডল সাং চারাতলা পোঃ হাটচাপড়া

থানা চাপড়ার লক্ষীপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৮৪ খতিয়ানে ১-৩৬ এঃ জমী ১৵৬ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭৮)

৮৪৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৪৸৯

ডিঃ রাখাল দাস তরফদার সাং হরিরামপুর

দেঃ মেহালদ্দিন সেখ সাং মেচপোতা পোঃ ভেকাটা

থানা নাকাশীপাড়ার মেচপোতা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৭৩ খতিয়ানে ৩-২৩ এঃ জমী ১১/৯ রায়তি স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ২২৲

(৭৯)

৮১২ মণিজারি ৩০ দাবি ২০২৸৶৯

ডিঃ যতীন্দ্র নাথ রায় সাং বেথুয়াডহরি

দেঃ শ্রীপদ ঘোষ দিং সাং পাটুরা ডাঙ্গা পোঃ ভেকাটা

১। থানা নাকাশীপাড়ার বীরপুর গ্রামে অর্দ্ধেন্দু প্রকাশ চাটার্জ্জীর অধীন ৫০৬ খতিয়ানে ১-৬৯ এঃ উটবন্দী জমীর ১১০ নিরিখ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ গ্রামে ৫০৮ খং ২-২ এঃ জমী ঐ হারে জমা মূল্য আঃ ৩৩৲

৩। বেতি গ্রামে হরি সর্দ্দারের অধীন ৩৭১ খং ৮২ শঃ জমী কোর্ফা জমা ৩৯ ইহার ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ গ্রামে অর্দ্ধেন্দু চাটার্জ্জীর অধীন ১৮৭ খং ৩-২৪ এঃ জমী ৮৬৮ জমা ৷০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৫। পাটুরাডাঙ্গা গ্রামে নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর অধীন ৪২১ খং ৮ শঃ জমী ১/০ জমা ৷০ অংশ মূল্য আঃ ৩৲

৬। ঐ গ্রামে ৫৯৭ খং ৭৩ শঃ জমী ১১৶ জমা মূল্য ১২৲

৭। ঐ গ্রামে ৫৯৭ খং ১৭ শঃ জমী ৩৷৷ জমা ৷০ অংশ মূল্য ৫৲

৮। ঐ গ্রামে ২৭৯ খং ২-১৭ এঃ জমী ৷০ নিরিখ ৷০ অংশ মূল্য ৫১৲

৯। ঐ গ্রামে ২৭১ খং ৩৮শঃ জমী ০৶৯ জমা ৷০ অংশ মূল্য ৫৲

(৮০)

৮৮৬ মণিজারি ৩০ দাবি ৫৮৸০

ডিঃ ভোলানাথ কর্মকার সাং মহেশনগর

দেঃ হজরৎ হকাদার সাং ঐ পোঃ বিদ্যাধরপুর

থানা চাপড়ার মহেশনগর গ্রামে শশীভূষণ চক্রবর্ত্তীর অধীন ১৭ খতিয়ানে ১৯-৪৭ এঃ জমী রায়তিস্থিতিবান জমা ১১৲ ৶০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(৮১)

৩৮৮ মণিজারি ৩০ দাবি ১৩৭৷৶

ডিঃ নগেন্দ্র গোপাল গাঙ্গুলী দিং সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ গোলদার সেখ দিং সাং ঐ পোঃ বিদ্যাধরপুর

১। থানা চাপড়ার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৩১ এঃ জমী ৪৸/১০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ গ্রামে ২১২ খতিয়ানে ৩০শঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১০৲

(৮২)

৭৮৬ মণিজারি ৩০ দাবি ২১৭৸৬

ডিঃ মদনচন্দ্র ঘোষ সাং নারায়ণপুর

দেঃ ভুবন চন্দ্র বুনা দিং সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ মুড়াগাছা

১। থানা নাকাশীপাড়ার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় অধীন ১৯২ খং ৬২শঃ জমী রায়তিস্থিতিবান জমা ১৸০ মূল্য ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তার ১৯৩ খং ৫-৯৭ এঃ জমী ১৪৸০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৮৩)

৮০৩ মণিজারি ৩০ দাবি ১৮৩৷৶৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং গীধারাটী

দেঃ প্রফুল্ল কুমারী দেবী সাং ঐ পোঃ শিবনিবাস

থানা কৃষ্ণগঞ্জের শিবনীবাস গ্রামে মথুরমোহনের অধীন ২৮৮ ও অধীন ২৮৯—২৯৩ খং ৩-৬ এঃ জমী সহ ১৭৯ দাগের পাকা ইমারতাদিতে ৶৸/১৯ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৮৪)

৯৬২ মণিজারী ৩০ দাবি ৩২৯৸৶৯

ডিঃ সুশীলা বালা বসু সাং গোয়াড়ী

দেঃ বিহারি মল্লিক দিং সাং এনাজি পোঃ হাটচাপড়া

১। থানা চাপড়ার এনাজি গ্রামে শিবনারায়ণ ঘোষ সেরেস্তার ১১৩ খং জমা ১০৸৶ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তার ২৮২ খতিয়ানের জমা ১৫৷১৷ মূল্য ১০০৲

৩। ঐ গ্রামে ৫৷৮ খং ৫-২১ এঃ জমী সহ বেচুখালী বিল মেয়াদী জমা ১১০৲ মূল্য আঃ ৫০৲

(৮৫)

৯৯৩ মণিজারী ৩০ দাবি ৩৭৩৬৸৶৯

ডিঃ হাবিবদ্দিন মণ্ডল সাং বাগাধম

দেঃ আক্তাবালী খাঁ সাং ঐ পোঃ হাটচাপড়া

থানা চাপড়ার বাগাধম গ্রামে জয়দুর্গাদাসীর অধীন ২২ খতিয়ানে ৩-৫২ এঃ জমী ৯'/১৮৷ জমা সহ গৃহাদি মূল্য আঃ ৫০৲

(৮৬)

১১৩৯ মণিজারি ৩০ দাবি ৪৫৸৷০

ডিঃ কালীপদ বিশ্বাস সাং হরনগর

দেঃ এবাদুল সেখ সাং ঐ পোঃ সোনডাঙ্গা

১। থানা নাকাশীপাড়ার হরনগর গ্রামে নৃসিংহলাল চৌধুরীর অধীন ৯১।৯২ খতিয়ানে ১-২৯ এঃ জমী রায়তি মকররী জমা ১৸/৩ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৩ খতিয়ানে -৯৮ শঃ রায়তি দখলি স্বত্ব জমী মূল্য ১০৲

(৮৭)

১১৫৫ খাংজারি ৩০ দাবি ১৭০৶৩

ডিঃ অশ্বিনী কুমার দত্ত সাং মাজদিয়া

দেঃ অশ্বিনী কুমার পাল সাং পুটীখালী পোঃ মাজদিয়া

১। থানা কৃষ্ণগঞ্জের পুটীখালী গ্রামে দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীন ১৭০ খং -৯৫ শঃ জমী রায়তি স্থিতিবান জমা ৪৶০ ইহার ৸/৮ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তার ১৭৪খং ৫৪ শঃ জমী ১৲ জমা /১৫৷১৪ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ গ্রামে হৃষিকেশ নাথের অধীন ২১৯ খং ও অধীন খতিয়ানে ১৫-৭৮ এঃ জমী ২৫৷৮ জমা ৶১১৫ তিন অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৮খং -১৮ শঃ জমি ৷৶০ জমা ঐ অংশ মূল্য আঃ ৩৲

৫। ঐ গ্রামে ৯০ খতিয়ানে -১৯ শঃ জমী ৩৶২ জমা ঐ অংশ মূল্য ৪৲

(৮৮)

১৩২৮ মণিজারি ৩০ দাবি ৬২২৸০

ডিঃ প্রভাসচন্দ্র নন্দী সাং আনন্দনগর

দেঃ মতাবান মণ্ডল দিং সাং পক্ষে করুণাময় মুখোপাধ্যায় উকীল সাং দক্ষিণপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা হাসখালীর চাদের গোল গ্রামে ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯৮৫।৯৯১ ১২৩৬,৯১২ খতিয়ানে ৪-৮০ এঃ জমী ১২৸৶০ জমা মূল্য ১০০৲

২। ঐ গ্রামে জয়দুর্গাদাসীর অধীন ৮০৬।১২২০ খতিয়ানে ১৫।১৷৷/০ জমী ১১৸০ জমা মূল্য ৭৫৲

(৮৯)

৮১১ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৩৮৩৷৶৯

ডিঃ এমান মালিতা সাং চাপড়া

দেঃ এরাণবিবি সাং জয়পুর পোঃ হাসখালী

থানা হাসখালীর জয়পুর গ্রামে অঘোর শশি দাসীর সেরেস্তার ৫২৭ খতিয়ানে ৩-৯৬ এঃ জমী রায়তি স্থিতিবান জমা ৭৶০ মূল্য আঃ ২০৲

(৯০)

২২১ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৪৯/৬

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ খলিলসেখ সাং বেতুনবাড়িয়া— পোঃ বেথুয়াডহরি

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন বেথুয়াডহরি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৭৬ খতিয়ানে ৬-৫৮ এঃ জমী রায়তি স্থিতিবান জমা ১২৷৶০ মূল্য আঃ ৫৲

(৯১)

৮৮৮ দেঃ জারি ৩০ দাবি ১৫২৸৶৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী দিং সাং শ্রীরামপুর

দেঃ চন্দ্রভূষণ বিশ্বাস দিং সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

থানা চাপড়া মৌজে হাটরা ডিক্রীদার ও রামমোহিনী দাসীর অধীন ৩৩২ খং ও অধিন ৩৩৩—৩৫০ খং ২৫-৪৫ এঃ জমী জমা মোট ২৫'/২ ইহার ৷/৮ অংশ মূল্য ১৫০৲

(৯২)

৫৯১ দেঃজারি ৩০ দাবি ১২৫২৶৩

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ চণ্ডিপদ মুখোপাধ্যায় সাং দর্পদহ পোঃ মুড়াগাছা

১। থানা নাকাশীপাড়ার সাবিল দর্পদহ গ্রামে বিবাদীর দখলীস্বত্ব জমী ৯৸০। বিঘ মূল্য ১৮৲

২। থানা চাপড়ার মহেশনগর গ্রামে বিবাদীর দখলি ৭ পরগণার জমী ২৯৸৪৷০ বিঘা মূল্য আঃ ২৫০৲

৩। থানা চাপড়া মৌজে জয়দীপুর গ্রামে বিবাদীর দখলির জমী ২০৸৯ বিঘা মূল্য ১৪০৲

(৯৩)

১২০০ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৩৪০৸৩

ডিঃ পাঁচু গোপাল প্রামাণিক সাং পিপড়াগাছি

দেঃ শরিফ বিশ্বাস সাং মধুপুর পোঃ বাদকুল্লা

১। থানা চাপড়ার মধুপুর গ্রামে দেবীমাধব পালের অধীন ১৯৭ খতিয়ানে -২৬শঃ জমী ১৷৶০ জমা মূল্য ১০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তার ১২১ খতিয়ানে নিজাংশে ও ৯৮ এঃ জমী ৮৶৩ জমা মূল্য ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ১২০ খতিয়ানে ৫-৮৬এঃ জমী মূল্য ২৫৲

নিলাম ইস্তাহার

মোঃ কৃষ্ণনগরের

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর১৯৩০

(১)

২১৩৩ খাংজারি ২৯ দাবি ২০।৶৯.

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং ঘোয়ালবাবি

দেঃ শিবপদ ঘোষ সাং বাগাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী মৌজে মাধিয়া বনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ১৬৩ খতিয়ানে ২-৫৪ এঃ উটবন্দী স্বত্ব জমী মূল্য আঃ ১৫৲

(২)

২৩৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৫৸/৭

ডিঃ ঐ

দেঃ কটীক বিশ্বাস দিং সাং বাগাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

মাধিয়াবনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার-সরকারে ১০৮।১০৯ খতিয়ানে ৪-২৫ এঃ উটবন্দী স্বত্ব জমীর দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ১২৲

(৩)

১৮৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৫/৬

ডিঃ সৌরশচন্দ্র রায়বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ গোলক সেখ সাং গোয়াড়ী পোঃ ঐ

থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর ডিক্রীদার সরকারে ৫৫৬ খতিয়ানে ১-৩১ এঃ জমী ৮।/১ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

৪১১ খাং জারি ৩০ দাবি ৩৪৸৹

ডিঃ ঐ

দেঃ অতুল কুমার ঘোষ সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর গোবরাপোতা মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৩ খতিয়ানে -৫৫ শঃ জমী ৫৸৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ গ্রামে ৪ খতিয়ানে ৪-৯১ এঃ জমী ৭।৶ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫)

৬০৭ খাংজারি ৫০ দাবি ১৪৩৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ চিন্ত মর্দার সাং তেঘরি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ তেঘরি মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ২০৪ খতিয়ানে ১৬শঃ দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট জমী মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

৬৭৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৮।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আক্কাচ মর্দার সাং তেঘরি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে তেঘরি ডিক্রীদার সরকারে ১২১ খতিয়ানে ১-৬৬শঃ জমী ১০৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৭)

৬৭৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৫৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ অবকদি সেখ সাং তেঘরি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজে তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২১৪ খতিয়ানে ৪১শঃ জমী মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

৬৭৫ খাং জারি ৩০ দাবি ১২৫৸/৬

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং ঘোয়ালবাবি

দেঃ কটীক বিশ্বাস দিং সাং বাগাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে বাগাডাঙ্গা মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ১৬৭ খতিয়ানে ১৪-৩২ এঃ জমী উটবন্দী স্বত্ব দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৩২৲

(৯)

৪৭০ খাং জারি ৩০ দাবি ৭১।৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ উমাদি সেখ সাং চকবেগে পোঃ ও থানা কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে নন্দপাড়ী মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৪৯ খতিয়ানে ৩-৩১ এঃ জমী ১৲ বিঘা জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(১০)

৫৮৬ খাংজারি ৩০ দাবি ২৩৶৬

ডিঃ রামধন মল্লিক দিং সাং অগ্রদ্বীপ থানা কাটোয়া

দেঃ দুর্গাদাসী দাসী সাং দেবগ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা কালীগঞ্জ চন্দবেগে গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২০৫ খতিয়ানে ৩০শঃ জমী ২।৭।। জমা মূল্য আঃ ১০৲

৮২৪ খাং জারি ৩০ দাবি ৩২৸/৩

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী মোঃ বেলপুকুর

দেঃ ধীরেন্দ্রনাথ সরকার সাং নতিপোতা পোঃ বাদকুল্লা

থানা কোতোয়ালীর ঝিটকীপোতা ও চৌগাছা বাগাডাঙ্গা ৩৫ খতিয়ানে ডিক্রীদার সরকারে ১২০৸৶৯ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী দর অধীন প্রজাগত মূল্য আঃ ৫২৫৲

(১২)

৮৪৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৩১/৯

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ সুরেন্দ্র নাথ রায় দিং সাং আড়পাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে আড়পাড়া ৪৩৪ খতিয়ানে ব্রহ্মত্র মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী নিস্কর ৫-০৩ শঃ জমী মূল্য আঃ ২০৲

(১৩)

৯১১ খাংজারি ৩০ দাবি ১৪৯/৭

ডিঃ ঐ

দেঃ মীনানাথ মুচি দিং সাং বৈরমপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে বৈরমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৯ খতিয়ানে ৫-৩৩ এঃ জমী ১৶৬ নিরিখ মূল্য আঃ ৯

(১৪)

৯৫৮ খাংজারি ৩০ দাবি ৬৭।৩

ডিঃ কৈলাশ বাসিনী দেবী সাং দেবগ্রাম

দেঃ এবাদআলী সেখ সাং বাগাকালনপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে সাকাপুর গ্রামে ১।৪ খতিয়ানে মধ্য পুষ্করিণী প্রায় ৫ খতিয়ানে দেঃ অংশ ৫/৭ বিঘা জমী ১৶৭ জমা মূল্য আঃ ১

(১৫)

১০১৮ খাংজারি ৩০ দাবি ৮৬।/৭

ডিঃ পরেশনাথ পালচৌধুরী দিং সাং রাণাঘাট

দেঃ কাঙ্গালী সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী মৌজে দুর্গাপুর গ্রামে উকিলালী মল্লিক সরকারে ৸৹ জমার ২১৪ খতিয়ানে -১০শঃ জমী একখানা ৭ চালা, খড় সমেত মূল্য আঃ ১০.

(১৬)

১০৫৪ খাংজারি ৩০ দাবি ১১৬৭৲

ডিঃ ফণিভূষণ বিশ্বাস সাং কোলা

দেঃ রামদাস রায় দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা থানা করিমপুর

১। থানা করিমপুর মৌজে চাঁদপুর, দক্ষিণ কৃষ্ণপুর, গাঁপুর চকরাধানগর বাঠানিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮৮৲ জমার হরণবন্দী জমার ৸৹ অংশ মূল্য আঃ ৫০০৲

২। থানা [illegible] চৌগাছা, প্রতাপনগর, নাদিয়া [illegible] গ্রামে ৭১৭।৶৯ পত্তনী জমার ।৶৹ অংশ [illegible] আন্দাজ ৫০০

(১৭)

১১৩২ খাংজারি ৩০ দাবি ১৯৬৷৷৩

ডিঃ নন্দগোপাল দত্ত গুপ্ত দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর, নেদেরপাড়া পোঃ ঐ

থানা কোতোয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর নেদেরপাড়া ডিক্রীদার অধীন ৩৩৫৯ খতিয়ানে -১২ শতক জমী ৫৲ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

১১৫৩ খাংজারি ৩০ দাবি [illegible]

ডিঃ সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস সাং [illegible]

দেঃ অতুল চন্দ্র আচার্য্য সাং বিখাইকাপুর থানা তেহট্টপুর

১। থানা [illegible] গ্রামে আনন্দমোহন [illegible] অধীন ৫১৫ খতিয়ানে দেনাদারের অংশে ৩৮-৫৭।৫এঃ জমী ১৪/১।৷৷ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। থানা [illegible] ডাঙ্গা ও [illegible] অধীন [illegible] দেনাদারের ।১৫/১৫ বিঘা অংশে [illegible] দর মোট আনা জমা ১২।১৬৶১৪ মূল্য আঃ ১০০৲

৩। থানা তেহট্টপুর [illegible] ধাইন মনিরামেডের ৭ পাড়ীনা কামিক নামে গড় জমা ২০৮৲ দেনাদারের [illegible] অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৭। থানা ঐ [illegible] গ্রামে মনমোহন [illegible] অধীন ৯৯৮ খতিয়ানে ৯৫-৯৬ এঃ জমী ৫১/৭ জমা দেনাদারের [illegible] অংশ মূল্য আঃ ২১৲

৫। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭১ খতিয়ানে ৯-৫২ এঃ জমী ৫৸৶৮ জমা [illegible] অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ গ্রামে ১৭৩ খতিয়ানে ৪-৬৭ এঃ জমী ৮৲ [illegible] অংশে মূল্য আঃ

৭। ঐ গ্রামে ১৬১ খতিয়ানে ৮-৯৭ এঃ জমী [illegible] জমা [illegible] অংশ মূল্য আঃ ১০

৮ ঐ গ্রামে [illegible] খতিয়ানে ৪১-৯৫ এঃ জমী [illegible] অংশ মূল্য আঃ ২১৲

৯ ঐ গ্রামে [illegible] খতিয়ানে ১-২৮ এঃ জমী [illegible] অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(

১১৭৪ খাংজারি ৩ দাবি ২৭৸/

ডিঃ [illegible] কালিদাস [illegible] সাং [illegible]

দেঃ বিনোদিনী সুন্দরী দাসী [illegible] পোঃ ঐ

১। থানা নবদ্বীপ [illegible] গ্রামে [illegible] খতিয়ানে ডিক্রীদার অধীন -২শঃ বাস্তু ৫০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

ঐ গ্রামে [illegible] খতিয়ানে -১শঃ বসত বাড়ী ৸৹ জমা মূল্য আঃ [illegible]

১১৬২ খাংজারি [illegible]

ডিঃ [illegible]

দেঃ [illegible] সাং

কৃষ্ণনগর [illegible]

থানা কোতোয়ালী মৌজে [illegible] ডিক্রীদার সরকারে [illegible] খতিয়ানে ২২ শঃ জমী ৸৹ জমা দর বাস্তুর মূল্য আঃ [illegible]

২১

১১৮৬ খাংজারি ৩০ দাবি ১২৮০৮

ডিঃ গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী সাং দিং গোয়াড়ী

দেঃ সরোজিনী দেবী দিং মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা ঐ মৌজে কৃষ্ণনগর মদীয়ার সরবরাহ অধীন ৮২২৪ খতেক ২৬-৩৮এঃ জমী ক্ষেত্রপূর্ণ ৫৫৲ অবশিষ্ট সংকারস্থ আছে উক্ত জমীর ।৵ অংশ আঃ ১০০৲

(২২)

১১৮৯ খাংজারি ৩০ দাবি ১০৸৵০

ডিঃ অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ আবদুল রেজাক মোল্লা দিং সাং মীড়া পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জ মৌজে মীড়া ডিক্রীদার সরকারে ২৮৭ খতিয়ানে ৩-৫১ এঃ জমী ১২৸১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৩)

১১৯০ খাংজারি ৩০ দাবি ১২।৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ অমূল্য চন্দ্র পালিত সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম ডিক্রীদার সরকারে ১৯৭ খতিয়ানে ২-৭৪ এঃ জমী ৷৴১২৷ নিরিখে উঠবন্দী জোত মূল্য আঃ ৭৲

(২৪)

১১৯৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৮৶

ডিঃ ঐ

দেঃ কুসুম কামিনী দাসী সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ দেবগ্রাম মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ২৮৮ খতিয়ানে ৬৭নং জমী উঠবন্দী জোত ৷৴১২৷ নিরিখ মূল্য আঃ ৩৲

(২৫)

১১৯৭ খাংজারি ৩০ দাবি ১১৶৭

ডিঃ ঐ

দেঃ অমূল্য চন্দ্র পালিত সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জ দেবগ্রাম মৌজে ডিক্রীদার সরকারে ৭৯১১১৮১ খতিয়ানে ১-৩০ এঃ জমী ৷৹৫ নিরিখে উঠবন্দী জোত মূল্য আঃ ৯৲

১২২৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৯৷৶৩

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেবগ্রাম ১ঃ ৫৩০ নং ডিক্রীদার সরকারে ১১২৪। ১১৯১ খতিয়ানে ১-১৫ এঃ জমী উঠবন্দী জোত ৷ নিরিখ মূল্য আঃ ৬০৲

১২০৮ খাংজারি ৩০ দাবি ১০৶৯

ডিঃ ... চৌধুরী সাং নবদ্বীপ

দেঃ অশ্বিনীকুমার সেনগুপ্ত সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা ও মৌজে নবদ্বীপ ডিক্রীদার সরকারে ৪৭ খতিয়ানে ৩ নং জমী ।৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

১২১৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৪১১৸৶

ডিঃ শরত কুমারী দাসী মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ পাচি বিবি দিং সাং কুলগাছি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর কুলগাছি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১১১ খতিয়ানে ৩৫-০১ এঃ জমী বাবতিছিছিবান জমা ৭০৸৵৬ মূল্য আঃ ১৫০৲

(২৯)

১২২৫ খাংজারি ৩০ দাবি ২৫।৵৬

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী

দেঃ আবদেল মণ্ডল দিং সাং নদরুত পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর নদরুত মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৬২৮ খতিয়ানে ৪ ৩৪ এঃ জমী ৮৸৩ বাবতি ছিছিবান জমা ।৵৵ অংশ মূল্য আঃ ১০

(৩০)

১২৪৪ খাংজারি ৩০ দাবি ১২৭।৶৩

ডিঃ হরিনারায়ণ চেরমাদিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ মানিক ঘোষ নেংড়া সাং নারায়ণপুর পোঃ দেপাড়া

থানা কোতোয়ালী মৌজে কাইপুকুর ডিক্রীদার সরকারে ২২৩ খতিয়ানে ৬-৪৮ এঃ জমী উঠবন্দী জোত মূল্য আঃ ১১৫৲

(৩১)

১২৪৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৪৪/৯

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং থানা নবদ্বীপ

দেঃ বিনয় কুমার রায় দিং সাং ও পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা নবদ্বীপ মৌজে ব্রহ্মনগর ডিক্রীদার সরকারে ৪৬।৩৯৸ জমী ২২৸৵৫ জমা খং নং ৬৮।২২।৪।৫১।৭৭।৫৭।১০৫।২ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩২)

১২৬৭ খাংজারি ৩০ দাবি ১৫।৶৯

ডিঃ মথুরা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কালীধাম

দেঃ বাবরা ডলে সাং ও পোঃ বোয়াডিজা

থানা কোতয়ালীর বোয়াডিজা মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৪৬৮ খতিয়ানে ১২নং জমী বাবতি ছিছিবান জমা ১৲০ মূল্য আঃ

(৩৩)

১২৬৮ খাংজারি ৩০ দাবি ১৭৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আমাই সেখ সাং ও পোঃ বোয়াডিজা

থানা কোতয়ালীর বোয়াডিজা মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৫৬১ খতিয়ানে ৩১নং জমী ১৷০ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৩৪)

১২৬৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৩০।০

ডিঃ সুব্রত নাথ ব্যানার্জী সাং কালীধাম

দেঃ বাদেবর সেখ সাং বিষ্টকীপোতা পোঃ বোয়াডিজা

থানা কোতোয়ালীর বোয়াডিজা মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৫৮৮ খতিয়ানে ৪০নং জমী ১।৴১৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

১২৭০ খাংজারি ৩০ দাবি ১৯৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আবিদ মণ্ডল সাং বিষ্টকীপোতা পোঃ বোয়াডিজা

থানা কোতয়ালীর বিষ্টকীপোতা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫২৯ খতিয়ানে ৬৫নং জমী বাবতি ছিছিবান জমা ১৸৵০ মূল্য আঃ ৫৲

(৩৬)

১২৭১ খাংজারি ৩০ দাবি ২২৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আনছল সেখ সাং ও পোঃ বোয়াডিজা

থানা কোতয়ালীর জাগান থাস মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৬৭৫ খতিয়ানে ১-২৫ এঃ জমী ১৷৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

১২৭২ খাংজারি ৩০ দাবি ৪৩।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বেদেন্দি মণ্ডল সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর জালালখালি মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৫২৭ খতিয়ানে ১-২৭ এঃ জমী ৫৷/১০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৮)

১২৭৩ খাংজারি ৩০ দাবি ২৫।০

ডিঃ ঐ

দেঃ চাঁদম সেখ দিং সাং বিষ্টকীপোতা পোঃ বোয়াডিজা

থানা কোতয়ালীর বোয়াডিজা মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৫০১ খতিয়ানে ৩-২৫ এঃ জমী ৭। জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

১২৭৪ খাংজারি ৩০ দাবি ৩১৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ মানিক সেখ মণ্ডল সাং বিষ্টকী-পোতা পোঃ বোয়াডিজা

থানা কোতয়ালীর বোয়াডিজা মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৫৫৮ খতিয়ানে ১-২০ এঃ জমী ৪।১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

১২৭৫ খাংজারি ৩০ দাবি ৪২৷/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গোপীসেখ সাং বিষ্টকীপোতা পোঃ বোয়াডিজা

থানা কোতয়ালীর বোয়াডিজা মৌজায় ৫৫৮ খতিয়ানে ডিক্রীদার সরকারে ১-৮৭ এঃ জমী ৬/১৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪১)

১২৭৬ খাংজারি ৩০ দাবি ২০৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সতীশ দাস সরকার সাং দর্পদহ পোঃ বুড়াপাড়া

থানা কোতোয়ালীর জালালখালী মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৫২৭ খতিয়ানে ৬৮ নং জমী উঠবন্দী জমা ২।৴ মূল্য আঃ

(৪২)

১২৭৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৩২।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির ঘোষ সাং নাজুরিয়া পোঃ বাদকুল্লা

থানা কোতোয়ালীর জালালখালী মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৫২৭ খতিয়ানে ২-০০৯ এঃ জমী ৭৸৴ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৩)

১৩২২ খাংজারি ৩০ দাবি ৯৯৸৵৩

ডিঃ রাজকুমারী পদ্মমণি দাসী মোঃ দেপুকুর

দেঃ কেদার ঘোষ সাং ইত্রাকপুর পোঃ শ্রীবারাপুর

থানা নবদ্বীপ মৌজে মহেশপুর ডিক্রীদার সরকারে ৩৭ খতিয়ানে ৩-১১ এঃ জমী ১১৷/৬ জমা মূল্য আঃ ৫৫৲

(৪৪)

১৩৪০ খাংজারি ৩০ দাবি ৪২৸

ডিঃ রাধানাথ সেন দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ বদিয়ার সেখ দিং সাং রাইতাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অধীন রাইটাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২০৫ খতিয়ানে ২-৭৩ এঃ জমী ৭৶৯ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৫)

১৩৮১ খাংজারি ৩০ দাবি ১০২৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আনন্দ গোপাল বসু দিং সাং দাইহাট পোঃ কাটোয়া বর্দ্ধমান

থানা কালীগঞ্জের বড় আকন্দ গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২২—২৮ খতিয়ানে ৬-১৪ এঃ জমী ২০।৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৬)

১৩৪৫ খাংজারি ৩০ দাবি২২৸৴

ডিঃ ঐ

দেঃ নলিনী মজুমদার সাং বড় আটাকী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের বড় আটাকী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬।১০২ খতিয়ানে ১।২৷০ জমী জমা ২৸৵৩ মূল্য আঃ ১০৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই ভাদ্র সোমবার—১৩৩৭

(১)

(ক) বাহ্য অর্থাৎ ভোগ বা ত্যাগময় প্রাপঞ্চিক দর্শন রহিত মহাভাগবতাবস্থায়ই সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দর্শন সিদ্ধ হয়

(খ) মহাভাগবত স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তি না দেখিয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভাবই দর্শন করেন

(গ) গুরুপাদাশ্রিত হইয়া একান্তভাবে কৃষ্ণকথানুসন্ধানপর হইলেই গুরু-কৃপা-ক্রমে জীবের ঐরূপ উন্নতাবস্থা লাভ হয়

(২)

(ক) কর্ম্মের দ্বারা কথঞ্চিৎ চিত্ত শুদ্ধ হয় ও তদনন্তর শ্রবণাদি রূপ সাধনে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হইয়া থাকে

(খ) ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ-প্রাপক কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিচার প্রবল থাকা পর্য্যন্ত কৃষ্ণকথা শ্রবণাদিতে রুচি উৎপন্ন হয় না, সুতরাং পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমলাভ সুদূরপরাহত হয়

(৩)

কামিনী-স্তোত্র

"কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥"

(৪)

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটিগ্রামে শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কার্য্যে পুরী মহারাজ

(৫)

ময়মনসিংহ ও বালিয়াটি মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

বাহ্যদর্শন-রহিত মহাভাগবতাবস্থায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দর্শন সিদ্ধ হয়

ভগবৎ-সেবা-বিমুখ অবস্থায় জীবসমূহ ভগবন্মায়ার অধীনতা স্বীকার করেন। মায়াধীন জীবগণের হৃদয়ে মায়ার প্রেরণায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছার পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার ভাব স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। এই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির ভাব বশে জগৎ দর্শনকালে মায়াধীন জীবসমূহ জাগতিক পদার্থনিচয়ের সিদ্ধদেহাবলী দর্শনে সমর্থ হন না। মায়াদেবী-চিত্রিত সিদ্ধ-দেহাবলীর আবরণ-রূপা যে সমুদয় নশ্বর আপাত-মনোরম বাহ্য মূর্ত্তি, তাহাদিগের স্তর ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে না পারায় মায়াধীন জীবগণের দৃষ্টিশক্তি উহাতেই মায়িক কৌশলে অবরুদ্ধ হয় এবং রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় বাহ্য মূর্ত্তিসমূহকে তত্তৎ পদার্থের বাস্তব রূপ বুঝিয়া মায়াধীন জীবগণ তাহাদিগের দ্বারা নিজ সুখ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

জীবসমূহ স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্য দাস। সুতরাং নিত্যকাল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধক কার্য্যে নিযুক্ত থাকাই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য। যদি তাঁহারা আপনাদিগের স্বরূপগত ভগবদ্দাস্য-পর স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মায়ার অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। তাঁহারা ভগবানের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির অধীনতা-প্রভাবে সর্ব্বদা সেবা-বুদ্ধি-সম্পন্ন থাকেন এবং তদ্ধেতু জাগতিক বস্তুসমূহের সিদ্ধদেহাবলীর দর্শনের সুযোগ পান। মায়াবশ জীবের ন্যায় তাঁহাদিগের দৃষ্টিশক্তি বহির্দ্দর্শী হইয়া মায়িক বাহ্য নশ্বর আকৃতিসমূহে অবরুদ্ধ হয় না। মায়িকাবরণাদির স্তর ভেদ করত তাঁহাদিগের দৃষ্টি ভগবদ্বিষয় বস্তুসমূহের সিদ্ধদেহাবলীর দর্শনে সমর্থ হয় বলিয়া তাঁহারা সদা বাহ্যজ্ঞান-শূন্য ভাবে অবস্থান করেন।

৩। ভগবান্ বহুবিধ রূপে ধরাধামে জীবোদ্ধার-কল্পে অবতীর্ণ হন। তিনি কখন কখন তদীয় নিজ পার্ষদদিগকেও জীবোদ্ধারকল্পে ধরাধামে প্রেরণ করিয়া থাকেন। যে সকল জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত আছে, তাঁহারা ভগবৎকৃপা-বলে ভগবান্ বা তদীয় পার্ষদদিগের অপ্রাকৃত স্বরূপ দেহ দর্শনের সুযোগ পান। যাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির অভাব তাঁহারা ভগবান্ বা তদীয় পার্ষদগণের অপ্রাকৃত দেহে প্রাকৃত বুদ্ধি স্থাপন করত নরকের পথ পরিষ্কার করিতে থাকেন। মায়িক বাহ্য দর্শনোত্থ অভিজ্ঞতাকে পুঁজি স্বরূপে গ্রহণ করিলে কোন কালেই অপ্রাকৃত মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতে পারে না। বাহ্য অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচারশীল ব্যক্তির কেবল নরকের পথই পরিষ্কৃত হয়; তদ্দ্বারা মঙ্গললাভের যে আদৌ সম্ভাবনা নাই, তাহা বাহ্য অভিজ্ঞতাবাদিগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্কাম নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক [illegible] শুনিতে ও ঐ বিষয়ের কীর্ত্তন করিতে যাঁহারা রুচিবিশিষ্ট হন, তাঁহারাই অচিরে আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা পরিত্যাগ মুখে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা লাভ করত সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-ভাব আস্বাদনের সুযোগ পান। বাহ্য অভিজ্ঞতাবাদী তার্কিক কপটিগণের কদাচ সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-ভাব দর্শন সম্ভবপর নহে। মহাভাগবতগণের দর্শন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

———

প্রেমলাভের যোগ্য কে?

(কর্ম্মের দ্বারা কথঞ্চিৎ চিত্ত শুদ্ধি হয় ও তদনন্তর শ্রবণাদি রূপ সাধনে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হইয়া থাকে।)

অসৎ কর্ম্ম অপেক্ষা সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাদৃশ সৎ-কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তির উদয় হয় না। শুদ্ধভাব-হীন কর্ম্ম জীবের সুখ-প্রাপ্তির ও প্রত্যবায়-যুক্ত কর্ম্ম দুঃখভোগোৎপত্তির কারণ। জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রাপ্তির ফলে ভক্তি-উদয়ের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য কর্ম্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে পরিদৃষ্ট হয়, চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং গীতোক্ত কর্ম্মার্পণ-দ্বারা চিত্ত কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হয়। চিত্ত কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে সৎ-সঙ্গবলে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধোদয়ে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপা নবধা ভক্তি-যাজনের সুযোগ হইয়া থাকে। পরে, নবধাভক্তির যাজন-প্রভাবে অনর্থ (অর্থাৎ ইতর অভিলাষ) সব নিবৃত্ত হয়, তদনন্তর প্রেমের ক্রমই অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং বর্ণাশ্রমাচার রূপ কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অবিলম্বে ভগবৎ-প্রেম উদিত হইবার সম্ভব সম্ভাবনা নাই; কেবলমাত্র [illegible] অপেক্ষা করে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে চিত্ত শুদ্ধ হওয়ার পর যদি কেহ সৎসঙ্গবলে [illegible] শ্রদ্ধা উদয়ের জন্য যত্ন না করেন, তাহা হইলে ভগবৎ-প্রেম লাভের সুযোগ হয় না এবং সেই জন্য বলা যাইতে পারে যে কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা অবিলম্বে ভগবৎপ্রেম লাভের সম্ভাবনা নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখ বুদ্ধি হয় যে সেবা, তাহাই ভক্তি-পদ-বাচ্য। নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের নিন্দা এবং ত্যাগ সমস্ত শাস্ত্রেই আছে, এমন কি জ্ঞান-শাস্ত্রেও [illegible] আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধান [illegible] নিজ-সুখ-তাৎপর্য্য-মূলক, তখন উহারা নিন্দনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং [illegible] প্রাপককর্ম্মী সাধনাঙ্গ-সমূহের ফল হইতে নিবৃত্তি লাভ করত কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় [illegible] নবধাভক্তি-যাজন-রূপ অহৈতুক পুরুষার্থের পক্ষপাতী হওয়া বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম-মার্গে নির্ব্বেদ উদিত না হয়, অথবা সৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই কাল পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম কৃত হইতে পারে। অতএব নির্ব্বেদের উদয় কিম্বা সৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে সাধকের আর নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের সহিত যুক্ত থাকা উচিত নহে, কারণ যাঁহারা [illegible] সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিতে থাকেন, [illegible] থাকেন।

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ-প্রাপক কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড [illegible] 'আর তাহাকে আসক্ত না থাকিলে শ্রবণাদি রূপা নবধাভক্তিকে যাঁহারা সাধ্য

করেন, তাঁহারা বুদ্ধিমান এবং পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম তাঁহাদিগেরই লভ্য, অন্যের নহে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২৩ অধ্যায়ে,—

শ্রবণকীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ, পুরুষার্থের সীমা॥
কৃষ্ণনিষ্ঠা কৃষ্ণত্যাগ সর্বশাস্ত্রে কহে।
কৃষ্ণ হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে শক্ত নহে॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥

কামিনী-স্তোত্র

(পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদর স্বরূপ কবিভূষণ)

(১)

কে মোহিনি? মোহময়ী মদনমন্দিরে।
মত্ত করি রাখিয়াছ মানব-নিকরে॥
জগৎ-সৃজন-সেতু,
জীবের বন্ধন-হেতু;
নানারূপে ধরিয়াছ সাধাটি ধরণী।
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(২)

এ মহীমণ্ডল-মাঝে মানব-মণ্ডলে।
অয়ি নারি! বাঁধিয়াছ স্নেহের শিকলে॥
তুণগুচ্ছে যথা গাভী,
বাঁধা সেন দিবারাত্রি,
সেই মত স্নেহপাশে তুমি, হে মোহিনি!
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী

(৩)

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব ভোগবাঞ্ছা করে।
ভোগের বিষয়রূপে দেখা দাও তা'রে॥
যোষিৎস্বরূপা তুমি,
ভোগের বিষয়-ভূমি;
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদিরূপিণী।
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(৪)

মনোদর্পরূপে থাক জীবের অন্তরে।
বাহিরে ভুলাও ভোগ নানান্ আকারে॥
স্বভাবীন ঊর্দ্ধ জীব,
অধোগর্ভে যে শিব;
বিভুশক্তি মহামায়া অংশ স্বরূপিণী।
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(৫)

মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির আদিতে।
কলিরে রাখিল নারি! তব আশ্রয়েতে॥
মত্ত'পান হিংসা আর,
দ্যূতক্রীড়া নরক-দ্বার,
লয়ে জীব তব সঙ্গে কে মোহবাহিনি!
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(৬)

সত্য শৌচ দয়া মৌন বুদ্ধি লজ্জা শম
বুদ্ধ্যাদি ঐশ্বর্য্য আর যশঃক্ষয় দম॥
তোমার সঙ্গেতে ক্ষয়,
অসাধু সঙ্গ হয়;
অসাধু জীবেরে তুমি—জীবাত্মঘাতিনী।
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(৭)

তব সঙ্গে যথা মোহ, যেমন বন্ধন।
অপর বিষয়ে জীব না লভে কখন॥
কি কহিব তব বল,
ভ্রূ-ভঙ্গিতে যে কেবল
বিশ্বিজয়ী মুনিবরে—পরাভবকারিণী।
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(৮)

দেবমায়া-বিনির্ম্মিত যোষিৎ মূরতি।
কৃষ্ণকৃপা তৃণাবৃত কূপের আকৃতি॥
অসাধুসঙ্গে স্ত্রী আকৃতি,
মহৎজন-বিজয় শক্তি,
লভে জীব কি দুর্গতি, দুর্গতিদায়িনি!
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(৯)

অতএব প্রাকৃতজনে কদাচিৎ নয়।
সাধুজন কভু না করিবে অনুরাগ॥
নরকের অধিক পায়,
প্রেম-আকাঙ্ক্ষা যায়;
বৈরাগী না সম্ভাষিবে, প্রবোধদায়িনি!
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(১০)

গুরু নহে গুরু নহে, গুরুণী সে গুরু।
এই বুঝি তোমা-কৃষ্ণ বিনা সে গুরু॥
অতিথি উদ্দেশ্য
তা'র সদা নিয়মন,
কৃষ্ণ কভু তার প্রতি না হয় প্রীতি!
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(১১)

অদৈব স্বরূপে তুমি বিষ হলাহল।
দৈবরূপে দৈবজনে কেবল গরল॥
ধর্ম্মপত্নী দৈবরূপে,
স্ত্রী-শবরে কোন রূপে
নিবৃত্তীচ্ছু দৈবজন, তোমা ধর্ম্মপত্নী।
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(১২)

জীবাত্মার শুদ্ধবৃত্তি কৃষ্ণে অনুরাগ।
যেথে 'আমি' জানে আর [illegible]॥
কৃষ্ণ অনুরাগীজন,
কিরূপেতে একক্ষণ;
অনুরাগ তাঁ'রে পারে তোমারে বরিবি!
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(১৩)

গোস্বামী পরমধর্ম্ম বাসাহুতাসন।
তব তোমা সেথ সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ভবে সুখদুঃখ কাম,
কৃষ্ণসুখে প্রেম নাম;
তবু তোমা—কৃষ্ণভোগ্য না হও কামিনি!
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(১৪)

গৃহস্থের অভিমতে পত্নীরূপে তোমা।
কাঁচিৎ স্বীকারে তোমা অচিন্ত্য সে কথা॥
তা' দেখি যে চঞ্চলা,
বৈষ্ণবের আবর্জনা,
শিব সাজি তোমা দিবে শেষে ভাবে প্রাণী।
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(১৫)

কৃষ্ণে কামরূপা ভক্তি সুধা নিরমল।
জড় কামরূপা তুমি বিষ হলাহল॥
তা' না বুঝি' যে কুযোগী,
হয় তোমা অনুরাগী;
মর্কট বৈরাগী সঙ্গে তুমি বৈরাগিণী।
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

(১৬)

আউলে আউলিনী তুমি, বাউলে বাউলিনী
নেড়াদি দরবেশ সাঁইগণের সঙ্গিনী॥
জাতগোসাঞের গোসাঞিনী
গৌরাঙ্গনাগরী যদি (?)
সখিভেকী রূপে তুমি মায়াবিমোহিনী।
নমি তোমা হে কামিনি! কামের জননী॥

বালিয়াটীগ্রামে শুদ্ধভক্তি প্রচারে পুরী মহারাজ

গত ৩০শে শ্রাবণ শুক্রবার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠের প্রচারকগণ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা এবং কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি আলোচনা করিয়াছিলেন।

(ক) মুক্তিকামগণ ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণ নিজে খাদ্য দ্রব্য বহন করিয়া দেন। (খ) শুদ্ধভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন। (গ) কপর্দ্দক-হীন নিষ্কিঞ্চন ভক্তবৃন্দের কৃষ্ণকাম তৃপ্তির অলৌকিক এবং অখিল চেষ্টা ও সেবার অনন্ত আদর্শ। (ঘ) শ্রীবিগ্রহ ভক্তগণের সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করেন এবং আবার তাঁহার শ্রীঅঙ্গস্পর্শে পাত্রগুলি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বা মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। (ঙ) ভবরোগের ঔষধ হরিনাম ও পথ্য মহাপ্রসাদ। (চ) শুদ্ধভক্তগণ বস্তুবিরাগী নহেন, তাঁহারা হরি-সম্বন্ধীয় বস্তুগুলি প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা কৌমধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বৃন্দাবন বাসী হন—অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করেন আবার তাঁহারাই কৃষ্ণের প্রেরণাক্রমে কৃষ্ণসেবার জন্য লাখি লাখি উৎকৃষ্ট উপচার সংগ্রহ করেন, বড় বড় মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন ও শ্রীকৃষ্ণের অতুল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ-সেবন করেন। বাহ্যদর্শনে এই উভয় প্রকার বিপরীত আচরণই তাঁহাদের প্রেমচেষ্টা এবং বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। (ছ) চনিয়ার লোক যখন কৃষ্ণবিমুখ হইয় কৃষ্ণসেবার উপকরণগুলি ভোগ বা ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তখন ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণ-সেবার জন্য তাঁহাদের নিকট প্রাণ অর্থ বাক্য ও বুদ্ধি ভিক্ষা করেন এবং ঐ সকল কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিয়া তাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ দান করেন—যাহার ফলে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সাধুসঙ্গ ও ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। (জ) বৈষ্ণবের ইহাই অবশ্যোদয় দয়া, তাহা দ্বারা আত্মার নিত্য কল্যাণ লাভ হয়, তবে তাহা সু-চিকিৎসকের প্রদত্ত ঔষধ ও পথ্যের ন্যায় আপাত-মধুর দেহমনের তৃপ্তিকর নহে বলিয়া প্রেয়ঃকামীর নিকট ভাল লাগে না, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই এই অবশ্যো-দয় দয়ার কথা বিচার করা কর্ত্তব্য, বিচার করিলেই তাঁহাদের চিত্ত চমৎকৃত হইবে, পরাশান্তি—নিত্য আনন্দ—নিত্য সেবা লাভ হইবে।

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী-মহোৎসব

ঢাকা হইতে অধ্যাপক শ্রীপাদ বঙ্কর দাস ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল মহোদয় জ্ঞাপন করিতেছেন যে,—প্রতিবর্ষ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সহরের বহু বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ভদ্রলোক, অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবহারজীবী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত বিশুদ্ধ-ভক্ত বাস্তব সত্যের আলোচনা ও মধ্যে মধ্যে সৌরবিহিত, সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-দোষ-রহিত কীর্ত্তন শ্রবণ, সুগন্ধি পুষ্পমালা-ও বহুমূল্য বস্ত্রাভরণাদি-দ্বারা সুসজ্জিত অতিঅপূর্ব্ব-দর্শন শ্রীবিগ্রহ ও তাঁহার বিবিধ সেবা-সৌষ্ঠব দর্শন এবং বিবিধ বৈচিত্র্য-পূর্ণ মহাপ্রসাদ সেবন-দ্বারা ভক্ত্যু-ন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত মহাসমারোহে উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। মঠবাসী সজ্জনগণ সকলেই মহমনসিংহে এরূপ অভূতপূর্ব্ব মহোৎসব দর্শনে মহমনসিংহের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন জানে পরম আনন্দলাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেব মহমনসিংহে একটী স্থায়ী শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে, ইহা একটী বড়ই আনন্দের সংবাদ বটে।

গৌড়ীয় মঠ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত,

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

সত্যানুসন্ধিৎসু ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

সমগ্র বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸৹ পৌনে দুই টাকা

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম ধর্ম্ম প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাধারণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? বর্ণাশ্রম, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৶৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-সমাবৃত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-অপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্ড-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৶৹

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য অবস্থ ইহা—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আন্তর আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄৹ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄৹, নবদ্বীপশতক— ⁄৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১৹

আমরা অজ্ঞান পূর্ণ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজে বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-এর টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দার্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। [illegible] বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, [illegible] দেশের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার [illegible] খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷৹ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বঙ্গদর্শনের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৩৩ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄৹ মাত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷⁄৹

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৶৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " আবাঁধা ৸৹
৭। ৭। তত্ত্বসূত্রম ।৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸৹
গীতার কেবল মূল-ভাষ্য— ৷৹
৯। মুক্তাফল টীকা সহ হরিলীলার সাম্প্রদায় (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য (রামানুজীয়) ৷৹
১১। বৈষ্ণবধর্ম ৪৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
ঐ বাঁধা ৸৹
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶৹
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ৷৶৹
ঐ ঐ বাঁধা ৷৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২০। শিক্ষামালা ⁄১৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু [illegible] ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অষ্টক ৶৹
২৬। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ৷৹
বাঁধা ৸৹
২৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ২৲
আবাঁধা ৸৹
৩১। মণিমঞ্জরী সংস্করণ ৲
৩২। গৌড়ীয়কোষ ৸৹
৩৩। শ্রী[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৩৪। [illegible] ৶৹
৩৫। [illegible] ৷৹
৩৬। [illegible] ৷৹
৩৭। [illegible] ৷৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব-প্রাপ্ত একমাত্র মহৌষধ, পনরদিনে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে। বহু সহস্র রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে সমস্ত খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ নৈকাটী, জেলা বাখরগঞ্জ।

নদীয়া জেলায় ও নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

ভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

……………………আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে আমার মাতুলপুত্র কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কলিকাতার বড় প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের ঔষধ মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

(স্বাঃ) যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

জমিদার, খালিয়া ফরিদপুর।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

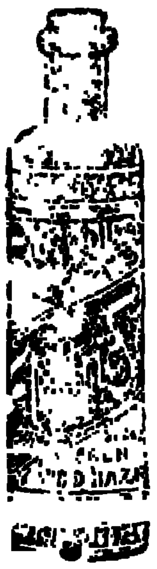

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, বাতুলোপমলা, আমবাত, মস্তক ঘূর্ণন, বহুমূত্র, হৃদরোগ, পাকস্থলীর পীড়া, অশ্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটেন্ট সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মহাকবি

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরকৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা; শ্লোকের অন্বয়, পদ্যানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত লোঙ্ অক্ষরে ডবল ক্রাউন, আটপেজী আকারে চিটাগঙ্গের কাগজে ছাপা ভিক্ষা—২৷০ টাকা

৪৪৯ গৌরাব্দের

সচিত্র

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

পরমার্থিক ও সংসারী একান্ত প্রয়োজনীয়

বিষ্ণুব্রত ও উপবাসাদির তালিকা সম্বলিত

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত হউক

ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস.(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, গোরোচনা প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে গুণ বজায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, শ্বাস, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

৫০ বৎসরের ক্রমোন্নতিই আপনাকে বিশ্বাস প্রদান করিবে

১। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় এবং বৃদ্ধি করে। দেহকে পরিপুষ্ট করতঃ বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্বলতা দূর করতঃ শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপ হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক করে। স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। পুরাতন গ্রহণীরোগে অব্যর্থ। কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

২। "শিশুসখা বটিকা"—শিশুদিগের যাবতীয় পীড়ার একমাত্র আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া "শিশুসখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সেবনে শিশুদিগের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, পুঁয়ে, সর্দ্দি, কৃমির দোষ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। সুস্থ শিশুরা ইহা সেবন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে পারে না এবং তাহাদের দেহ সবল করে। মূল্য ৩০০ বটিকার এক কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ

জানিবার জন্য ক্যাটালগের জন্য কার্ড লিখুন :—

প্রাপ্তিস্থান :—ডাক্তর-নিয়োগী ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ! পরে পাওয়া দুর্ঘট!

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সংকলিত।

৫৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইঃ) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ স্থলে ২৲ দুই টাকা মাত্র,

গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(৪৭)

১০৩৭ খারিজাদি ৩০ দাবি ২০৸৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন বিং সাং পাঁচরাখী

দেঃ কালীপদ ঘোষ সাং কুতুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের কুতুরিয়া মৌজায় তৌজীর সরকারে ১১৩ খতিয়ানে ১৮দাঃ জমী ১৷৹ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৮)

১৩১৮ খারিজাদি ৩০ দাবি ৯৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গিরিজা নাথ চট্টোপাধ্যায় বিং সাং ঐ পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের বাহিনাথপুর মৌজায় তৌজীর সরকারে ১১ খতিয়ানে ৫৩ দাঃ জমী ১৸৵৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৯)

১৪০৪ খারিজাদি ৩০ দাবি ১৪৲

ডিঃ ঐ

দেঃ নগেন্দ্র নাথ ঘোষ সাং কুতুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের কুতুরিয়া গ্রামে তৌজীর সরকারে ১৫৭ খতিয়ানে ৩৪ দাঃ জমী ১৸৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫০)

১৪১২ খারিজাদি ৩০ দাবি ৭৭৶/৩

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ হাবেজদ্দি সেখ বিং সাং আসনসিংড়ি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর আসনসিংড়ি মৌঃ তৌজীর সরকারে ১০৬ খতিয়ানে ৪-৯৬ দাঃ জমী ১১৷৶ রায়তিস্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫১)

১১৫৪ নথিজারী ৩০ দাবি ৫০৸/৩

ডিঃ শিবদাস ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ বামেশ্বর দাস বিং সাং পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপের ষ্টেশনরোডের পূর্ব্ব কঙ্কণ ভূষণ চৌধুরীর অধীন ৭০০০ খং ৵১ জমী ১৲ জমা বাদ পাকা দোকান ঘর ৮ খাড়ার ১টী সমেত দোকান ঘরের মূল্য আঃ ১৫৲

(৫২)

১২৩৫ নথিজারী ৩০ দাবি ৩৩৪৸/৭

ডিঃ দৈবেজ্ঞাদী দেওয়াভলা কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক

দেঃ মতজুল্লা মণ্ডল সাং দেওয়াভলা পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে দেওয়া-ভলা বাগবিহারি মণ্ডলের অধীন ১১০ খং ১১-৮৭ এঃ জমী ১৮৷/৩ জমা ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২। থানা ঐ মন্থপাড়া গ্রামে ঐ সেরেস্তার ১৭০খং ১২-৫৯ এঃ জমী ১৭৸৹ জমা ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

(৫৩)

৬৫৭ নথিজারী ৩০ দাবি ১১০৷৶৬

ডিঃ বটকৃষ্ণ বিশ্বাস সাং সেকুয়া

দেঃ ত্রিবিপদ বিশ্বাস সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সেকুয়া গ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরীর অধীন ৫৭৭ খতিয়ানে ২-৫ এঃ রায়তি মকরবি জমী ২৸৶৮ জমা নারিকেলগাছ ৭টী সহ পুকুরের ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৪)

৮০৪ নথিজারী ৩০ দাবি ৯৫৫৷৵০

ডিঃ যতীন্দ্রনাথ সী সাং নবদ্বীপ

দেঃ রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ও পোঃ ঐ

থানা নবদ্বীপের গঙ্গাপদার পাশে মন্মথপাল চৌধুরীর অধীন ১০৭ খতিয়ানে ১-৩১ এঃ রায়তি স্থিতিবান্ জমী মূল্য আঃ ১২৫৲

(৫৫)

১১৬৯ নথিজারী ৩০ দাবি ৭০৸

ডিঃ অনসারি বিবি বিং সাং সাহেবনগর

দেঃ শেফু সেখ সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালির সাহেবনগর গ্রামে মনরঞ্জন সিংহ অধীন ১৮খং ৩৭ দাঃ জমী ১৷/৯ নিরিখ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার বনগ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ অধীন ৪৮খং ৫-৪৯ এঃ জমী ১৷১০ নিরেখ মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৬)

১২৬৫ নথিজারী ৩০ দাবি ৭৩২৷/৬

ডিঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুখুরিয়া

দেঃ তুলসীনারায়ণ দে বিং সাং ও পোঃ ঐ

১। থানা কোতোয়ালীর বেলপুখুরিয় গ্রামে রাজকুমারী প্রফুল্ল দাসীর অধিন ৩৪৫ খং ৩৪ দাঃ জমী ২৸/৯ জমা ৷৹ অংশ মূল্য ১০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তার ১৬১ খং ৩১৭ দাঃ জমী ১৶৹ জমা৶৫ অংশ মূল্য ৮৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১০ খং নিজাংশে ৩৩ দাঃ জমী ।/০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৪। ঐ গ্রামে নির্ম্মলচন্দ্র সিংহের অধীন ৯৬১ খং ৩৯ দাঃ জমী ১৶০ জমা বাদ কাটালগাছ ৩টী নিমগাছ ১টী বাঁশ ২ ঝাড় মূল্য আঃ ৫০৲

৫। ঐ গ্রামে সুরেশ ভট্টাচার্য্যের অধীন ৯৯৪ খং ১১ দাঃ জমী ।৵ জমা সেঃ ।০ অংশ বাদ পাকা কুঠারি ২ট দালান ১টী রান্নাঘর, প্রাচীর কূপ বৃক্ষাদি মূল্য আঃ ১৭৫৲

৬। ঐ থানা দুর্গাপাদ গ্রামে ৩১৪ খং ১-৩৬ দাঃ জমী ৫৶০ জমা মূল্য ৬০৲

৭। ঐ গ্রামে ৩১৬ খং ৭২ দাঃ জমী ১৸৶ জমা ।০ অংশ মূল্য আঃ ৬৲

৮। ঐ গ্রামে ৩৭৯ খং ২১ দাঃ জমী ৷৵৩ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৫৭)

৫৩১ নথিজারী ৩০ দাবি ১৯৯২।/৬

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ বসু সাং নাগখাচরা

দেঃ ফণিভূষণ বসু সাং আনুইপাড়া পোঃ শান্তিপুর

১। থানা শান্তিপুর মৌজে আনুই-পাড়া ১৪৫—১৪৮ খতিয়ানে ৮০০৮এঃ জমীর ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ১৪৯ খং ১-৩০ এঃ জমীর ৷৹ অংশ মূল্য ১০৲

৩। ঐ গ্রামে ২০৫ খং ও ২১৪—২২০ খং ১৪-১২ একর জমীর ৷৹ অংশ মূল্য ১০০৲

৪। ঐ গ্রামে ২৯০—২৯৪ খং ১২.৩৩ এঃ জমীর ৷৹ অংশ মূল্য ১০০৲

৫। ঐ গ্রামে ২২৫ খং ৩-৫৯ এঃ জমীর ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ গ্রামে ২৯৬ খং ৩-২৮এঃ জমীর ৷৹ অংশ মূল্য ৫৲

৭। ঐ গ্রামে ৩২১ খং ১৯দাঃ জমীর ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৮। ঐ গ্রামে ১৪১ খং ৯৯দাঃ জমীর ৷৹ অংশ মূল্য ৫৲

৯। ঐ গ্রামে ১৭—২০ খং ১৩-৫২এঃ জমীর জমা ১৬৸৹ রবিচন্দ্রপালকে দিতে হয় অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

১০। ঐ গ্রামে ২০৮—২১২ খং ৩.৮৪ এঃ জমীর ৷৹ জমা ৩৸৹ মূল্য ৫৲

১১। ঐ গ্রামে ২১৭ খং ২৩দাঃ জমীর অর্দ্ধেক জমা ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ২

১২। ঐ গ্রামে ২১ খং ২০দাঃ জমীর ।৶০ জমা ৷৹ অংশ মূ ১৲

১৩। ঐ গ্রামে ৮ খং ১-১৫এঃ জমী ১/৯ নিরিখ জমা মূল্য ২৲

১৪। থানা কোতোয়ালীর চৈতন্যালী গ্রামে ১০১।১০২ খং ৮১দাঃ জমীর ৷৹ অংশ মূল্য ২৲

১৫। ঐ থানা কুরনী গ্রামে ১৫৯—১৭০ খং ৫০০৮এঃ জমীর ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৫৮)

১০৫৪ নথিজারি ৩০ দাবি ৭২৸/৯

ডিঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী সাং গোয়াড়ী

দেঃ রামপদ বিশ্বাস বিং সাং মানিকভিটি পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কালীগঞ্জ মৌজে চর মানিকভিটি চন্দ্রভূষণ বিশ্বাস অধীন ৫২।৪ খতিয়ানে ৩-২৭এঃ জমী ১২।৶০ জমা ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ গ্রামে কেদারনাথ ভট্টাচার্য্যের অধীন ৫০০ খতিয়ানে ৩দাঃ জমী ১১ জমা মূল্য আঃ ৩

(৫৯)

১০৮৯ নথিজারি ৩০ দাবি ১০৯৷/৩

ডিঃ মহম্মদ সেখ ওয়ারিস সাং দেবীপুর

দেঃ বেকজানী মণ্ডল সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর দেবগ্রাম মৌজায় মন্মথ পালচৌধুরীর অধীন ১২৬৯ খতিয়ানে ৩-৮২ এঃ জমী জমা ১।৯ নিরিখ মূল্য আঃ ৫০

(৬০)

১২৮৫ দেঃ জারি ৩০ দাবি ২৫৮৸৯

ডিঃ কুমুদিনী দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ মানুল হক রায় বিং সাং নাদনঘাট পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর রাধানগর গ্রামে ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের অধীন ৯ খতিয়ানে ১-৪৩ এঃ জমী ৪৸৯ জমা ৶০ অংশ বাদ ৪ খাড়ার পাকা কুঠারী ১টী ইন্দারা সমেত মূল্য আঃ ৪০৲

(৬১)

১১১২ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৫৭০॥৩

ডিঃ কৃষ্ণনগর ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিঃ

দেঃ পাঁচুগোপাল চক্রবর্ত্তী সাং নেদেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর নেদেরপাড়া চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর বাটীর উত্তর অর্দ্ধ ।৩ কাঠা ও পাকা দ্বিতলবাড়ী উপর ২ কুঠারী ১ দালান নীচে ২ কুঠারী ১ দালান পাকা রান্নাঘর, গোয়ালঘর, পায়খানা, ২টী কূপ ইটের প্রাচীর ৫০ হাত বাদ সমেত মূল্য আঃ ৮০০৲

৮৮৩ দেঃ জারি ৩০ দাবি ১২৮৫৶৩

ডিঃ সুশীলা কুমারী দাসী সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ কুমুদিনী দাসী সাং ও পোঃ ঐ

মৌজে ও থানা নবদ্বীপ কালীদাস নন্দীর অধীন ১৬১৮ খং বাগদিপাড়ায় ৵২৸০ কাঠা জমী ২৲ জমা বাদ পূঃ দ্বারি ১ কুঠারী পঃ দ্বারি টিনের ঘর ১, ছাপার ঘর ১, প্রাচীর পায়খানা সদর দরজা ১টী খিড়কির দরজা ১টী মূল্য আঃ ...৲

(৬২)

১৩৪৯ দেঃ জারি ৩০ দাবি ২...

ডিঃ বিধুভূষণ সাহা সাং দুর্গা

দেঃ মাতঙ্গিনী দাসী সাং ও পোঃ ঐ

থানা কোতোয়ালী দেবী গ্রামে ১নং খাস-মহলে নিকট ২৭ নং জমী বাদ ৩খ কোঠা ঘর ১টী পায়খানা ১টী মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৪)

১১০১ নং জারি ৩০ দাবি ১৪৪১৬/০

শ্রী কৃষ্ণানন্দ পাঠক কোং লিঃ কৃষ্ণনগর

দেঃ নিত্যানন্দ বৈরাগ্য পোঃ কৃষ্ণনগর বঙ্গি ৪১১

থানা কৃষ্ণনগর বড়ীতলা গোবিন্দসড়কে নদীয়ার মহারাজাধীন ৮১৪ খতিয়ানে /২ জমী ১।৭ বিঘা মায় পাকাবাটী ৪ কুঠরী সমেত সিঁড়ি ২টী গোলা দোয়াক সমেত প্রাচীর কুল মূল্যমাঃ ১০০০৲

(৩২)

৪৮ ফেব্রুয়ারি ২৯ দাবী ৯০১১/৬

ডিঃ রাকেশ নাথ কর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ গিরিজা ভূষণ ভট্টাচার্য্য সাং ও পোঃ ঐ

১। থানা নাকাশীপাড়ার ৫৮৪ খণ্ডক কাচকুলী গ্রামে ও ৫৫৩ খণ্ডক চুয়াগরা গ্রামে জমা ৩৪৶৯ মালকী স্বত্ব মূল্য আঃ

২। থানা কুষ্টিয়ার গজনারপুর নং ৮৬ জমা পাটীওয়াড়ীন ২নং লমেড মোট ১১৭/৬ মূল্য আঃ ১০০৲

৩। থানা নাকাশীপাড়ার দহকুলা গ্রামে ৪৯১ না নিষ্কর ১৯৬ নং মায় নিষ্কর ৪৯১।৫২০।৫১৬।৬২২।৫১০।৫১৩ নং সমেত মূল্য ৫০৲

৪। ঐ গ্রামে ৫১৬ নং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি ৮৩ জমা অধিন নং ৫১৭ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ গ্রামে ৫৮৭ নং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি ৩৶০ জমা অধিন ৫১৮ নং সহ মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ গ্রামে নদি কট্টাচার্য্যের অধিন ২৮১ খতিয়ানে ১১৲ জমা মূল্য ৫০৲

(৩৩)

৯০২ ফেব্রুয়ারী ৫০ দাবি ১৫৯৶১০

ডিঃ ভুবনহরি মোদক সাং চরিপুর

দেঃ অশ্বিনী কুমার সরকার দিং সাং ও পোঃ শিবনগর

থানা কোতয়ালীর শিবনগর গ্রামে [illegible] দখলী ৭২০ খতিয়ানে-৬২ জমী নিষ্কর মায় পাকা ইমারত ৬ কুঠরি [illegible] মায় সংশ্লিষ্ট এবং প্রাচীরাদি [illegible] আঃ ১৫০৲

(৩৭)

৩৮১ ফেব্রুয়ারী ২৯ দাবী ১০০৯।৶৩

ডিঃ কমলা বালা দাসী মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ অবনীন্দ্র মোহন ঘোষ দিং মোঃ পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালীর বাবুনপুকুর গ্রামে [illegible] ১২ দাগে ৫৩/৩ জমী [illegible] মায় পাকা কোঠা ঘর ও [illegible] ২টা কুঠরী সমেত দালান [illegible] মূল্য ১০০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

১০১৬ ফাল্গুন ২৯ দাবী ৮৮০৶৬

ডিঃ বলিনাথের চেতনাদিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ ইন্দুবালা দাসী দিং সাং পুঁটিমারী পোঃ মাজদিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে পুঁটিমারী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২১১-২৮৫ খতিয়ানে ৪৪-৯৯২৫ জমী ১৮/৩ জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

(২)

১৭০৮ ফাল্গুন ২৯ দাবী ২৮৮।৶০

ডিঃ রাধা কৃষ্ণ দাস মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ দেলোয়ার মণ্ডল দিং সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ মাজদিয়া

থানা হাসখালী মৌজে হাসখালী মৌজে শিবচন্দ্রপুর ডিক্রীদার সরকারের ৪২ খতিয়ান ৪৩৮২ নং জমী ৭৫৸৶০ বর্গায়ী জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৩)

১৭২৭ ফাল্গুন ২৯ দাবী ১৯১।৶৩

ডিঃ বীণাপাণি দাসী দিং সাং পাটুলী

দেঃ অবনীভূষণ চাটার্জী দিং সাং হাঁসখালী পোঃ বাটিকাপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বীরপুর ও মেদপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১০ ও ৩৭২ খতিয়ান ১৬।/৪ মধ্যস্বত্ব মৌরসী সরকারী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

৩৬২ ফাল্গুন ৩০ দাবী ৩৮৫।৶৬

ডিঃ নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং বেলিয়াপাড়া

দেঃ অন্নপূর্ণা দাসী দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঁটালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

ডিক্রীদার অধীন ৪৯।০ জমার থানা কোতয়ালীর অধীন নলদহ গ্রামে ১০৪৫নং থামারপাড়া ৭১ নং পানসীপাড়া ১৫নং বাসবেড়িয়া এবং কুলগাছি ৬১০নং থানা ও গ্রাম আসাননগর ২৮০নং থানা হাসখালীর বুড়ীপোতা ১০১ ডিঃ ৮নং চাঁদপুর ৩নং ৭ অধীন খতিয়ান সহ বাগবাগান প্রভৃতির সম্পূর্ণ জমী মূল্য আঃ ২০০৲

(৫)

৪২৭ ফাল্গুন ৩০ দাবি ২১৭৸৶৬

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকডাঙ্গাল

দেঃ বিভূতি ভূষণ পাল চৌধুরী দিং সাং চকডাঙ্গাল পোঃ নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৭৫ তৌজির মহল নাকাশীপাড়ার অধীন আনন্দপুর গ্রামে ৫৪৶০ জমা অধিকারী স্বত্ব ৪০ আনা [illegible]

(৬)

৪৫৮ ফাল্গুন ৩০ দাবি ৪০।/৩

ডিঃ নন্দ চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং হাঁসাডাঙ্গা

দেঃ কেদার মোল্লা সাং ভাতগাছি পোঃ চাটচাপড়া থানা চাপড়া অধীন ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫১৪,৮৩০, ৪৬২ খতিয়ানে ১-৫৯ এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২০৲

(৭)

৫৪৯ ফাল্গুন ৩০ দাবি ৫০।/৯

ডিঃ চারুশশী দেবী সাং মদনপুর

দেঃ আসমালী মণ্ডল দিং সাং উদয়পুর পোঃ মাজদিয়া

থানা হাঁসখালীর কোট চুয়াডিঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩০ খতিয়ানে ৭-৩৬ এঃ জমী ১০৲ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৮)

৫৫০ ফাল্গুন ৩০ দাবি ১০৪৶০

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ করিম মণ্ডল দিং সাং বাটপোতা পোঃ চাটচাপড়া

থানা চাপড়ার হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৫৭—১৫৯ খতিয়ানে ১৭ ৫০ এঃ জমী ৫৮'৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

৫৫৯ ফাল্গুন ৩০ দাবি ৮৫।৶৯

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং নাটুদহ

দেঃ পদ্মকুমারী দেব্যা সাং হাতিশালা পোঃ [illegible]

১। [illegible] মৌজে হাতিশালা ডিক্রীদার [illegible] ১৩৯।১৪০৪ খতিয়ানে ১-৪৭ এঃ জমী মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ গ্রামে ৭৪০ খতিয়ানে ১-০৬ এঃ জমী উটবন্দীজোত মূল্য আঃ ১৫৲

(১০)

৫৬২ ফাল্গুন ৩০ দাবি ৯৫।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মহব্বদি সেখ সাং হাতিশালা পোঃ চাটচাপড়া

১। থানা চাপড়ার হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৫১ খতিয়ানে ০২৭এঃ উটবন্দীজোত মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ গ্রামে ৬৫২।১৩৮৯ খতিয়ানে ১-৪৯ এঃ জমী মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

৫৮০ ফাল্গুন ৩০ দাবি ১৮'৶৩

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ কালাইসেখ দিং সাং মাধবপুর, পোঃ চাটচাপড়া

থানা চাপড়ার অধীন মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮৬৩ খতিয়ানে ৪-০৬এঃ জমী ৭৶০ রায়তি বন্দোবস্তি জমা ৸/১৩৶ [illegible]

(১২)

৫৮১ ফাল্গুন ৩০ দাবি ১৬৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা চাপড়ার বাটগড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৬ খতিয়ানে ২-১৮ এঃ জমী ৫।৭ রায়তি বন্দোবস্তি জমা ৸/১৩৶ স্বত্ব মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

৬৬৬ ফাল্গুন ৩০ দাবি ১৪৮৶৩

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ অদিমদ্দি সেখ সাং হাতিশালা পোঃ চাটচাপড়া

১। থানা চাপড়ার হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৭৪।১৩৩৩ খতিয়ানে ২-১৫ এঃ জমী মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ গ্রামে ১৭৩।১৭৭ খতিয়ানে ৩-৪৬ এঃ জমী মূল্য আঃ ৩০৲

(১৪)

৬৬৩ ফাল্গুন ৩০ দাবি ১০১'/৯

ডিঃ অন্নপূর্ণাবালা সাং গোয়ালবাড়ি

দেঃ দীনু মণ্ডল সাং গোপালপুর পোঃ চাটচাপড়া

থানা চাপড়ার গোপালপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১০৫ খতিয়ানে ৮'৬৬ এঃ উটবন্দী স্বত্ব জমী মূল্য আঃ ৫০৲

(১৫)

৬৬৭ ফাল্গুন ৩০ দাবি ১৭৭।/০

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মহেন্দ্র সেখ দিং সাং হাতিশালা পোঃ চাটচাপড়া

১। থানা চাপড়া মৌজে হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪১১।১০৬৩ খতিয়ানে ২-৩১ এঃ জমী মূল্য ২০৲

২। ঐ গ্রামে ৪১৩।৪১৪ খতিয়ানে ২-০২ উটবন্দী জোত জমী মূল্য ২০৲

(১৬)

৬৭৯ ফাল্গুন ৩০ দাবি ৬৩৶৩

ডিঃ অন্নপূর্ণাবালা সাং গোয়ালবাড়ি

দেঃ মাধব ঘোষ সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ চাটচাপড়া

থানা চাপড়ার বাবলাবী মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৯৯ খতিয়ানে ৬-১৬ এঃ জমী উটবন্দী স্বত্ব মূল্য আঃ ৩০৲

(১৭)

৬৮০ ফাল্গুন ৩০ দাবি ৮৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ গোপাল ঘোষ দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ চাটচাপড়া

থানা চাপড়ার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার মধ্যে ৭৭ খতিয়ানে ৫-৩৮ এঃ উটবন্দী স্বত্ব জমী মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

৬৮২ ফাল্গুন ৩০ দাবি ১২৯৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ মফিজুল্লা বিশ্বাস দিং সাং বাবনাজী পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার বাবনাজী মধ্যে বাবাজ-রাম সিংহ অধীন ৩৮০ খতিয়ানে সাবেক রকমের ৩১৮/১ জমার জমী মূল্য আঃ ৮০

(১৯)

৭১৩ বাংলারী ৩০ দাবি ৮৭।৩

ডিঃ হৃষিকেশ নাথা যোঃ গোয়াড়ী

দেঃ সৌরেন্দ্রনাথ সরকার চৌধুরী দিং সাং বেনালী পোঃ হাসখালী

থানা হাঁসখালীর বেনালী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩১৯ খতিয়ানে পারমাডাঙ্গা গ্রামে ১৯৯ খতিয়ানে ১১৩/৩ জমী কাত ৫৯।/১ অংশ জমা সাথ খতিয়ার মূল্য আঃ ৫০

২০)

৭৩১ বাংলারি ৩০ দাবি ৩৯১।/৯

ডিঃ কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং মাটিয়ারী

দেঃ বেপাই মণ্ডল দিং সাং পদ্মমালা পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬২৭।৬৯৪ খতিয়ানভুক্ত ৫০-৯১ এঃ জমী জমা ৬৩/০ মূল্য আঃ ১০০

(২১)

৭৭৯ বাংলারি ৩০ দাবি ১১১।০

ডিঃ বৃন্দি নারায়ণ ঢেকপাদিয়া পোঃ গোয়াড়ী

দেঃ মহেন্দ্র ঘোষ দিং সাং বিষ্ণুপুর পোঃ বালবোয়ালিয়া

থানা কৃষ্ণগঞ্জের বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬ ৩৭ খতিয়ানে ১৮-২৪ এঃ জমী ২১৬/৮ জমা মূল্য আঃ ৯০

(২২)

৭৯২ বাংলারি ৩০ দাবি ২৮।/৮

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং সাং ঐ থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ বক্কু কারিকর সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বিক্রমপুর ডিক্রীদার সরকারে ৬৮৮।৬৮৯ খতিয়ানে ০১৭৭ঃ জমী ২।৫ জমা মূল্য আঃ ১৭

(২৩)

৮১৯ বাংলারি ৩০ দাবি ১২৫।/৯

ডিঃ নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং দেবগ্রাম

দেঃ সোনাউদ্দি মণ্ডল দিং সাং চান্দরা পুর পোঃ ঐ

থানা হাঁসখালীর গয়েশ গ্রামে ১৮৫ নং হলদিপাড়ার ১৯৯ নং ডিক্রীদার সরকারে ১৪-২৫ এঃ জমী ২৮/০ জমা মূল্য আঃ ৫০

(২৪)

৮৩৭ বাংলারী ৩০ দাবি ৬০/৯

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং গোয়ালবাড়ি

দেঃ মদনাল খাঁ সাং পিতাম্বরপুর পোঃ চুটিডাঙ্গা

থানা চাপড়ার পিতাম্বরপুর গ্রামে রাখাল সিংহ অধীন ২৫৫ খতিয়ানে ৪-৯৮ এঃ জমী উটবন্দী সুদ্ধ মূল্য আঃ ২০

(২৫)

৮৪৪ বাংলারি ৩০ দাবি ৬২৬/৯

ডিঃ রাধাচরণ তরফদার সাং বাগিয়াপুর

দেঃ নেয়াজদ্দি সেখ সাং বেচপোতা পোঃ জোলাটী

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন বেচপোতা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৭২ খতিয়ানে ৩-৯৮ এঃ জমী ১০।/৩ বাবত্তিতিবিবান জমীর মূল্য আঃ ১০

২৬)

৮৬২ বাংলারি ৩০ দাবি ১৬৩/

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং ঐ থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ ফটিক সেখ খাঁন সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন শালিগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৫৫২ খতিয়ানে ৭-১৩ এঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১৪০

(২৭)

৮৮৭ বাংলারি ৩০ দাবি ২৭/১

ডিঃ সুশীল রায় দিং সাং দিগম্বরপুর

দেঃ হিরালাল ঘোষ সাং উমাপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা হাঁসখালীর ভাজনঘাটা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১১০ দাগে ৮৬ নং জমী ৩ জমা মূল্য আঃ ১০

(২৮)

৮৯১ বাংলারি ৩০ দাবি ১২৩/৩

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহরায় দিং সাং নাকাশী পাড়া

দেঃ কিতিশ মণ্ডল সাং ধটিরা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার শালি গ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৩১৭—৩২০ খতিয়ানে ১০-৮৪ এঃ জমী ১৮।/১০ জমা মূল্য আঃ ১০০

(২৯)

৮৯৬ বাংলারি ৩০ দাবি ৩৭৶০

ডিঃ কালীপদ রায় চৌধুরী দিং সাং আয়রিয়া জিঃ যশোহর

দেঃ সুশীলা সুন্দরী দাসী ও বোঃ কুমারপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের মাটিয়ারী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৩২ খতিয়ানে উমাপুর গ্রামে ৭১ খতিয়ানে ৪-৫২ এঃ জমী ১২৪/৯ জমা মূল্য আঃ ৩০

(৩০)

৯১০ বাংলারি ৩০ দাবি ১৩৪৪/৯

ডিঃ কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী সাং মাটিয়ারী

দেঃ বক্কু সেখ সাং বেতবাইদ পোঃ গোবরাভরী

১। থানা নাকাশীপাড়ার বেতবাইদ মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ১৫ খতিয়ানে ৩১ নং জমী ১৶০ জমা মূল্য আঃ ৫

২। ঐ গ্রামে ১৬ খতিয়ানে ৪৯নং ও ৬৮ নং ১৩-০৩ এঃ জমী উটবন্দীজোত মূল্য আঃ ১০০

(৩১)

৯২০ বাংলারি ৩০ দাবি ২৪।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আবদুল গফুর বিশ্বাস সাং শিকরা পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৬৩ খতিয়ানে ২৪নং জমী উটবন্দীজোত ২৫/০ জমা মূল্য আঃ ৫

(৩২)

৯২১ বাংলারি ৩০ দাবি ১১।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বদ্যনাথ মুচি সাং শিকরা পোঃ বাজাজবি

১। থানা চাপড়ার অধীন শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৭৮ খতিয়ানে ৭৯ জমী ১।/১৫ জমা মূল্য আঃ ৩

২। ঐ গ্রামে ৪০১ খতিয়ানে ২৭নং জমী ।৶/১৫ জমা মূল্য আঃ ২.

(৩৩)

৯২২ বাংলারি ৩০ দাবি ৩০।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ সীতানাথ মুচি সাং শিকরা পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩১৫ খতিয়ানে ১-৯৮ এঃ জমী উটবন্দী ৩৶/২ জমা মূল্য আঃ ১০

(৩৪)

৯২৩ বাংলারি ৩০ দাবি ২৭৸/০

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকুল মুচি সাং শিকরা পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৩১ নং ৫২নং জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫

(৩৫)

৯২৪ বাংলারি ৩০ দাবি ২৭।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ জোবান মণ্ডল সাং শিকরা পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৪৬নং ১-৮২এঃ জমী ৩৸১০ জমা মূল্য আঃ ১০

(৩৬)

৯২৫ বাংলারী ৩০ দাবি ১১৬/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মুরনেছা বিবি সাং শিকরা পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২০৪৪ দাগে ১।৯ জমী উটবন্দী ১৶/৩ জমা মূল্য আঃ ৪

৩৭

৯২৬ বাংলারী ৩০ দাবি ১১২৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মিতু বিবি সাং পাটিকাবাড়ী পোঃ বেথুয়াডহরি

থানা নাকাশীপাড়ার পাটিকাবাড়ী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৫৩ নং ২-১৯ এঃ ৮২৩ নং ৫-২৪ এঃ ৮৫২ নং ১-৩০ এঃ জমী ১৮৶/৯ জমা মূল্য আঃ ১০০

(৩৮)

৯২৮ বাংলারি ৩০ দাবি ২২৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জমসের সেখ মালিতা সাং শিকরা পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২১৮।২০৯৯,২১৫৫ দাগে ৭/১৶ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫

(৩৯)

৯২৯ বাংলারী ৩০ দাবি ১২৪৶/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ফিরু মল্লিক সাং শিকরা পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৩১ খতিয়ানে ৫-১৯ এঃ জমী ১০।২ জমা মূল্য আঃ ২৫

(৪০)

৯৩০ বাংলারী ৩০ দাবী ৩৪৸/০

ডিঃ ঐ

দেঃ তজু সেখ পাঠান সাং শিকরা পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার শিকরাগ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৭৪ খতিয়ানে ১-৮৭ এঃ জমী উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১০

(৪১)

৯৩১ বাংলারী ৩০ দাবি ২৩৭৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মহেশের মণ্ডল দিং সাং শিকরা পোঃ বাজাজবি

থানা চাপড়ার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১০ খতিয়ানে ১১-৪৪ এঃ জমী উটবন্দী ২৩.৶.০ জমা মূল্য আঃ ১৫০

(৪২)

৯৩২ বাংলারি ৩০ দাবি ১৯৸/৯

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং ঐ থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ অলতাপ সেখ সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়ার শালিগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৩৯২ খতিয়ানে ৭১ নং জমী ৯।০ নিরিখ জমা মূল্য আঃ ১৫

(৪৩)

৯৪৭ বাংলারি ৩০ দাবি ২।৶/৯

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নওপাড়া

দেঃ আরমান সেখ সাং ছোট আন্দুলিয়া পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার বড়আঁদুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার-সরকারে ১০৬ খতিয়ানে ১০৭৩ নং জমি উটবন্দী জমা ৮৵০ নিশ্চিত মূল্য আঃ ৫৲

(৪৮)

৯৮৭ খাজানাদি ৩০ দাবি ১০৸৵৩

ডিঃ শিবনাথ নাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কমলাকান্ত বিশ্বাস গং সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ২২১ খতিয়ানে ৩৬ নং জমী ১৸৵ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৪৯)

৯৬৮ খাজানাদি ৩০ দাবি ২৫৷৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জানকী নাথ দিং সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ২১৭ খতিয়ানে ৭৭ নং জমী ১৵০ নিশ্চিত জমা মূল্য আঃ ১১৲

৯৭২ খাজানাদি ৩০ দাবি ৯৬৸৩

ডিঃ বনবিহারী বেহরাগিরা সোঃ গোয়াড়ী

দেঃ কামাখ্যা চরণ নাগ দিং সাং চন্দন নগর পোঃ শিবনিবাস

থানা কৃষ্ণগঞ্জের চন্দননগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৭৯—৮০ খতিয়ানে ৩-৫৪ এঃ জমী ১২৷৵৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫০)

৯১৪ খাজানাদি ৩০ দাবি ৪০৷৵

ডিঃ ঐ দেঃ ঐ

মৌজে ঐ চন্দননগর ডিক্রীদার সরকারে ৮১।৩৬৭ খতিয়ানে ১ ২৮ এঃ জমী ৫৸৵ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৪৮

৯৭৫ খাজানাদি ৩০ দাবি ৫৭৸৩

ডিঃ ঐ

দেঃ একাদেশ মণ্ডল দিং সাং চন্দননগর পোঃ শিবনিবাস

থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চন্দননগর ডিক্রীদার সরকারে ৪৮।৩২৫।২৩৭।৮২৪।২৫ ২৬৮।৫৬।৭৬৬।৭৬২ ৫৭৮ খতিয়ানে ৮ ৫৭ এঃ জমী ৮৷৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫১ :

৯৭৬ খাজানাদি ৩০ দাবি ৩৫৸৵৯

ডিঃ ঐ দেঃ ঐ

ঐ মৌজে ডিক্রীদার সরকারে ৯ ৬৮।৫৫ খতিয়ানে ৩-৪২ এঃ জমী ৬৮৷৵৯ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫০)

৯৭৭ খাজানাদি ৩০ দাবি ৫৭৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ মৌজে ডিক্রীদার সরকারে ৬৭—৭০ ও ৭৮৮—৭৭০ খতিয়ানে ৭ ৫০ এঃ জমী ৭৮৸৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫১)

৯৭৮ খাজানাদি ৩০ দাবি ২২৮৸৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ তারক নাথ নাগ দিং সাং চন্দননগর পোঃ শিবনিবাস

থানা ঐ চন্দন নগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৩১—১৪৫ ও ১৪৫।১৭২৯।৩২১। ৭২৫।৮০১।৮০২ খতিয়ানে ৩২ ৪৩ এঃ জমী ৪৮৸৵১০ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

(৫২)

৯৭৯ খাজানাদি ৩০ দাবি ১২৪৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ একাদেশ মণ্ডল দিং সাং চন্দননগর পোঃ শিবনিবাস

থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চন্দননগর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৮ খতিয়ানে ৪৬নং জমী ২৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৩)

১০১০ খাজানাদি ৩০ দাবি ৫৪৷৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পঞ্চানন মণ্ডল দিং সাং চন্দননগর পোঃ শিবনিবাস

মৌজে চন্দননগর ডিক্রীদার সরকারে ৭৭৬।২০০।২৮৮।৩৪২ ৭৮৩ ৪২৭ ৩৭৭।৮৬। ৭২৮ খতিয়ানে ৭-৭৭ এঃ জমী ২২৸৵ জমা মূল্য আঃ ৩৫৲

(৫৪)

১০১৯ খাজানাদি ৩০ দাবি ৬০॥০

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ নিশিকান্তচন্দ্র রায় দিং সাং পাটুলী পোঃ বাদকুল্লা

থানা ঐ সদাগরি পাটুলী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮ খতিয়ানে ৫-৭৯ এঃ জমী রায়তি মকররি জমা ৯৷৫ মূল্য আঃ ২০৲

(৫৫)

১০২১ খাজানাদি ৩০ দাবি ২১৮॥৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ মৃণালিনী দাসী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা হাঁসখালীর বগুলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২০১ ও অধিন ২০২—২১৬ খতিয়ানে ২৬-৫৭ এঃ জমী রায়তি মকররি জমা ৭৫।০ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৬)

১০২১ খাজানাদি ৩০ দাবি ২৬৷৵৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আমাদি কারিকর সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫২৩ খতিয়ানে ৭৪ নং জমী উটবন্দী জমা ১৵০ নিশ্চিত মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৭)

১০৩২ খাজানাদি ৩০ দাবি ১৫৸০

ডিঃ দুর্গাবালা দাসী সোঃ গোয়াড়ী

দেঃ ইব্রাহিম বক্সী দিং সোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার কাটগড়া মৌজায় গগনচন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ২৬৭ খতিয়ানে ৬ ৮৭ এঃ জমী ১৪৷৵৮ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৫৮)

১০৪৭ খাজানাদি ৩০ দাবি ৪১৸৵৯

ডিঃ বনবিহারী বেহরাগিরা সোঃ গোয়াড়ী

দেঃ শরাফৎ মণ্ডল সাং বেতনা পোঃ চাঁদখালী

থানা চাঁদখালীর বেতনা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৮৯৫।৮৯৬ খতিয়ানে ৪ এঃ জমি ৪৸০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৯)

১০৪৮ খাজানাদি ৩০ দাবি ২১৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ নাছিরন বিবি সাং বেতনা পোঃ চাঁদখালি থানা হাঁসখালি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৮২ খতিয়ানে ১-৯৪ এঃ জমী ৫৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৬০)

১০৭৯ খাজানাদি ৩০ দাবি ২০৶০

ডিঃ ঐ দেঃ ঐ

ঐ মৌজার ঐ অধীন ৪৮১ খতিয়ানে -২২নং জমি ১৸০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৬১)

১০৮১ খাজানাদি ৩০ দাবি ৫১৵০

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন বাড়ুজ্যে সাং ও থানা শ্রীরামপুর

দেঃ আমজেদ সাং হাটরা পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার হাটরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩২ খতিয়ানে ২-১৪ একর জমী নিজাংশে ৯৷১৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৬২)

১০৯৪ খাজানাদি ৩০ দাবি ৫৩৵০

ডিঃ পঞ্চানন রাহা সাং পাটুলী

দেঃ বিনোদ দেব চৌধুরী দিং সাং টুঙ্গী পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে টুঙ্গী ডিক্রীদার সরকারে ৮৭২ ও অধিন ৮৭—৬৭৮ খতিয়ানে-৯৬ নং জমী ৮৲ জমা মূল্য ১৫৲

(৬৩)

১১৬৮ খাজানাদি ৩০ দাবি ৬০॥৵৬

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নওপাড়া

দেঃ একাদশ মণ্ডল দিং সাং বুড়িহুদা পোঃ কাটচাতরা

থানা চাপড়ার অধীন নওপাড়ার ১৪১ নং ও বুড়িহুদার ৬৪ নং ডিক্রীদার সরকারে ৬-৫৩নং জমী উটবন্দী জমা ১৫৶৩ মূল্য ৫০৲

(৬৪)

১০৯১ খাজানাদি ৩০ দাবি ৭৭॥৵৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন বাড়ুজ্যে সাং ও থানা শ্রীরামপুর

দেঃ রেয়াজদ্দিন সেখ সাং হাটরা পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার সাবিল মৌজে হাটরা ডিক্রীদার সরকারে ২৯৭ খতিয়ানে ৪-১৪ এঃ জমী নিজাংশে জমা ১১৷১০ মূল্য ২৫৲

(৬৫)

১২৬৩ খাজানাদি ৩০ দাবি ৩৫১॥৵৩

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সোঃ গোয়াড়ী

দেঃ আহেদন বিবি দিং সোং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর।

থানা চাপড়ার কৃষ্ণপুর মৌজার ডিক্রীদার সরকারে ৪৫ খতিয়ানে ৩১-৬৯এঃ জমী ৫৬৲ রায়তি স্থিতিবান জমা মূল্য ৪০০৲

(৬৬)

১০৯২ খাজানাদি ৩০ দাবি ৩০৸৵৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন বাড়ুজ্যে সাং শ্রীরামপুর

দেঃ বৃন্দাবন প্রসাদ বিশ্বাস সাং হাটরা পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার হাটরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩০৯ খতিয়ানে নিজ হিঃ ৪-২৩ এঃ জমী ৯৷০ জমা মূল্য ২৫৲

(৬৭)

১২৩১ খাজানাদি ৩০ দাবি ৯৫৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আমজেদ সাং হাটরা পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার হাটরা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৭ খতিয়ানে নিজ হিঃ ১১।৪৷৵১ জমী ৮৸৵০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬৮)

১০৫৬ খাজানাদি ৩০ দাবি ৩৮৷৵৯

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ছকিজন বিবি সাং আলফা পোঃ বড় আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার আলফা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৯।২২৭ খতিয়ানে ৫৯ ৩৪এঃ জমী উটবন্দী মোট মূল্য আঃ ৩০৲

(৬৯)

১০৫৫ খাজানাদি ৩০ দাবি ৪০৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কাঙ্গালি পাড়ুই হাউই মোং গোবিন্দপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা চাপড়ার আলফা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৮২ খতিয়ানে ১-৯১ এঃ জমী উটবন্দী মোট মূল্য আঃ ১০৲

অতঃপর ১ ও ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

রেজিষ্টারের নাম ও ঠিকানা — শ্রীধাম নবদ্বীপ

Registered No. C 1541

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই ভাদ্র ১৩৩৭ মঙ্গলবার ২৬শে আগষ্ট ১৯৩০

নানকথা

নূতন আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নূতন ফৌজদারি আইন পাশ সম্বন্ধীয় সংবাদ নদীয়া প্রকাশের পাঠকবর্গ অবগত আছেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঐ আইন পাশ হইয়া গেল।

এই আইনের বলে সরকারি কর্মচারি বর্গের মধ্যে অনেকেই যাহাকে ইচ্ছা বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করিয়া যখন তখন আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

এই আইন পাঁচ বৎসর কাল যাবৎ কার্য্যকরী থাকিবে।

সংবাদ পত্রের সংবাদ

দিল্লীর প্রধান কমিশনার বাহাদুর 'হিন্দুস্থান টাইমস্' নামক সংবাদ পত্রের গচ্ছিত এক হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়। জজেরা সাব্যস্ত করেন যে কমিশনার বাহাদুরের বিচার ভ্রমপূর্ণ এই সংবাদ পত্রে এমন কোন সংবাদ থাকে নাই যাহার জন্য ইহাকে অর্ডিনান্সের ধারা-বলে দণ্ড করা যায়।

বিপন্ন নাবিকদের ক্ষতিপূরণ

ভারত গবর্ণমেন্ট ইস্তাহার জারি করিয়াছেন যে, যে সমস্ত নাবিক যুদ্ধে ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন তাহারা আগামী বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত করিলে গবর্ণমেন্ট ক্ষতিপূরণ করিবেন।

নূতন আইন

বিপন্ন নাবিকের ক্ষতিপূরণ

পণ্ডিত নেহেরুর স্বাস্থ্য

মুর্শিদাবাদে রেশমের ব্যবসায় মন্দা

বিনা লাইসেন্সে ৯নলা বন্দুক

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে আদালতে অনুপস্থিতিতে

৪ জন উকীল সসপেণ্ড

ঢাকায় কলিকাতার গুণ্ডা

টার্ফক্লাবে ১৮৩০০০৲ চুরি, সাহেব ম্যানেজার গ্রেপ্তার

২০০০০৲ টাকার গহনা চুরি

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা

গত ২১শে আগষ্ট তারিখে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীগণ আদালতে হাজির হন নাই। বাদীপক্ষের প্রায় সমস্ত প্রমাণই দাখিল করা হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহেরুর স্বাস্থ্য

এলাহাবাদ হইতে সংবাদ এই যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর স্বাস্থ্য ভাল নাই।

প্রকাশ যে কলিকাতা হইতে ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার এবং বি, সি রায় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন।

ফরিদপুরের কয়েকজন মদওয়ালা বরিশাল হইতে মদ লইয়া যাইতে আসে। স্বেচ্ছাসেবকেরা বাধাদিতে চেষ্টা করায় প্রহৃত হয়।

মুর্শিদাবাদে রেশমের ব্যবসায় মন্দা

মুর্শিদাবাদে রেশমের ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হইয়াছে। মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশ হইতে মোটেই অর্ডার না আসায় এইরূপ হইয়াছে।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে আদালতে অনুপস্থিত
৪ জন উকীল সসপেণ্ড

মহাত্মাজীর গ্রেপ্তার উপলক্ষে হরতাল দিবসে আদালতে অনুপস্থিত হওয়ার জন্য [illegible] ৪ জন উকীল তিনমাসের জন্য সসপেণ্ড হইয়াছেন।

টার্ফক্লাবে ১৮০০০০ টাকা চুরি
সাহেব ম্যানেজার গ্রেপ্তার

রয়েল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের ১৮০০০০ টাকা চুরি যায়। সেই সম্পর্কে দুইজন সাহেব ম্যানেজার গ্রেপ্তার হন। তাহাদিগকে জামীন দেওয়া হয় নাই। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট জামীন দিতে অস্বীকার করায় আসামী পক্ষে বলা হয় যে হাইকোর্টে জামীনের দরখাস্ত করা হইবে। আসামীর পক্ষ হইতে আরও বলা হয় যে আসামীকে পুলিশের হেফাজতে রাখা অপেক্ষা জেলে রাখা ভাল।

নদীয়া জেলা বোর্ডে

নলকূপ মিস্ত্রীর আবশ্যক

নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে একজন সুদক্ষ নলকূপ মিস্ত্রীর প্রয়োজন। মাহিয়ানা যোগ্যতানুসারে ৩০৲ হইতে ৪০৲ পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে।

আবেদনকারিগণের প্রশংসা-পত্রসহ সার্টিফিকেট আগামী ৮শে আগষ্টের ভিতরে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছান আবশ্যক।

[illegible]
[illegible] ডিঃ বোর্ড, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা

অষ্ট্রেলিয়ার একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী মিঃ ই, জি থিওডোরের নামে প্রতারণার মামলা উপস্থিত হওয়ায় তিনি কাজে ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহার স্থানে মিঃ স্কালিন কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু স্কালিন সাহেব শীঘ্রই বিলাতে ইম্পীরিয়াল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য যাইবেন। এই কারণে অষ্ট্রেলিয়ার সন্মিলিত দলের প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন যে কুইন্সল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট থিওডোর সাহেবের বিচার সম্বন্ধে অন্যায় ভাবে বিলম্ব করার ফলে অষ্ট্রেলিয়া থিওডোর সাহেবের ন্যায় একজন উপযুক্ত লোকের [illegible] হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

ঢাকার দাঙ্গার বিচার

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট এলিসন সাহেব ঢাকার দাঙ্গার বিচারে বসেন। আবদুল হাকিম নামক একজন লোক নরেন্দ্রচন্দ্র গোপ নামক একজনের বিরুদ্ধে নালিশ করে যে নরেন্দ্র তাহাকে ছোরার আঘাত করে।

আবদুল হাকিম এজাহারে বলে যে ফরিয়াদী সিটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস হইতে বেলা পাঁচটার সময় কাগজ চোঙা নিয়া আসিতেছিল, সেখানে একজন হিন্দুর দোকানের সম্মুখে আসামী তাহাকে ছুরিকাঘাত করে। আঘাতের পরই সে আসামীকে দেখিতে পায়। আসামীর সহিত আরও একজন লোক ছিল। সে কাশিমপুরের জমীদার বাটীর দিকে পলাইয়া যায়। আসামী একজন হিন্দুর দোকানে জোরাতী ছুরিখানা দিয়াই পলাইয়া যায়। একজন মুসলমান আসামীকে ধরে কিন্তু আসামী পলায়ন করে। অল্পক্ষণ পরেই ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল আসিয়া পড়েন। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়।

রূপার আয়না চুরি

কলিকাতা ম্যাঙ্গোলেনের এক বাটী হইতে একটী রূপার পাতে মোড়া আয়না চুরি গিয়াছে। তাহার তদন্ত চলিতেছে। একটী লাল বানর নাকি এই আয়নাটী চুরি করিয়াছে। এই বাড়ীর চারিদিকে যে সমস্ত বাড়ী আছে তাহার ছাদে অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

২০০০০ হাজার টাকা চুরি

কলিকাতা হ্যারিসন রোড নিবাসী একজন এটর্নির বাটীতে চুরি হয়। তিন দিনাইয়া ধনেন্দ্রনাথ সেন এবং দেব নন্দন শেঠ নামক দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছে [illegible] তাহারা নির্দ্দোষ।

প্রকাশ যে ২০০০০ টাকার গহনাপত্র চুরি গিয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে ১ নলা বন্দুক

আবদুল জলিল এবং খলিল নামক দুই ব্যক্তি কুটার [illegible] ট্রামের কার্য্য [illegible]। তাহাদের নিকট একটী নল বন্দুক এবং কিছু গুলি বারুদ পাওয়া যায়। তাহাদের নিকট লাইসেন্স ছিল না। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের পত্র

একজন স্থানীয় কলওয়ালা ম্যাঞ্চেষ্টারের গার্ডিয়ানের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে সেখানকার লোকদের ভারতের দাবী সম্বন্ধে পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ভারতের নেতৃবর্গ যাহা চাহিতেছেন তাহাতে নিহিত যে নীতি আছে, বিলাতের লোকে তাহার পূর্ণ সমর্থন করেন। তাহাদের আশা যে গোলটেবিল বৈঠকের ফলে ভারত অনেক সুখ সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। তবে এই সুবিধা লাভ করিতে হইলে ভারত হইতে উপযুক্ত লোক প্রতিনিধি স্বরূপে প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় নেতারা বলেন যে বৈঠকে কোন উপকার হইবে না। তাঁহারা দাবি করেন যে বিনা বিচারে ভারতকে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হউক। তাঁহারা বিলম্ব করিতেও সম্মত নহেন। বিলাতের লোকের ধারণা যে ভারতের মডারেটেরা এরূপ নীতির সমর্থন করেন না।

বিলাতের লোকেরা স্বীকার করেন যে ভারতকে সোম কল দিতে হইবে। অনেক বাধা আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত অতিক্রম করিতে হইবে। বর্জ্জন নীতির দ্বারা সে সমস্ত বাধা দূর হইবে না।

ভারত বিলাতকে বিশ্বাস করুন এবং বিলাত ভারতকে বিশ্বাস করেন। "আমরা ভারতকে সুখী দেখিতে চাই। ভারতের সুবিধার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

সীমান্ত আক্রমণ

পাঠকগণ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণের বিষয় অবগত আছেন।

হাজিসাহেবের দাবি এখনও বোম্বাইবাসে সফর করিতেছেন।

আফ্রিদিদের কবির উট্টামাখেল এবং বর্জ্জেরিদিগকে পুনরায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন।

আফ্রিদিরা আবার জির্গা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ যে, মহামন্দিদের মধ্যে একটী উত্তেজনার লক্ষ্য করিয়া কে বা কাহারা গুলি করিয়াছে

ঢাকার কলিকাতার গুণ্ডা

বাবুলাল নামক একজন গুণ্ডা কলিকাতা গুণ্ডা আইনের বলে বিতাড়িত হইয়া ঢাকায় যায়। সেখানে তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ১০৭ ধারা অনুসারে শান্তিরক্ষার জন্য এক বৎসরের মুচলেকা লওয়া হইয়াছে।

দিনাজপুরে মাড়োয়ারি ও স্বেচ্ছাসেবকে বিবাদ

দিনাজপুরে একটী তদন্ত কমিটী জানিতে পারেন যে, মাড়োয়ারিদিগের মধ্যে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিয়াছে। এই ব্যাপারে সাধারণে এত উত্তেজিত হইয়া উঠে যে ঐ সমস্ত মাড়োয়ারির দোকান বয়কট করে এবং ঐ সমস্ত দোকানে পিকেটিংএর বন্দোবস্ত হয়। তাহার পর ঐ সমস্ত মাড়োয়ারি পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করে এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা পুনরায় প্রহৃত হয়।

সিন্ধুদেশের ভীষণ বন্যা

সিন্ধুদেশে ভীষণ বন্যার ফলে রেল রাস্তা বন্ধ হইয়াছে এই জন্য করাচী হইতে কোয়েটা দিয়া ভারতবর্ষে যেওয়া কল আসিতেছে না।

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় [illegible] ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা,

কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

[illegible] অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সময় বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

[illegible] মালিশে আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যহীন ব্যক্তি সত্বর স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কেশরঞ্জী,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ছোট শিশি খাঁটি [illegible] তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সুজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, যাহারা তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজি J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ অসমর্থ [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য।

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রণ, [illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়েন আছে।

এই কেরাস-কুইনিন্ দ্বারা ইনজেকসন করিতে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া ও [illegible] প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৩৲, ৩৲ টাকা

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—ঃ০ঃ

দৈনিক নদীয়া প্রক

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই ভাদ্র মঙ্গলবার—১৩৩৭

(১)

(ক) পরসুখাসহিষ্ণুতার নাম মাৎসর্য্য ; স্বার্থপরতা বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতেই মাৎসর্য্যের উদয়

(খ) মৎসর স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন ব্যতীত কখনই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-রূপ ভজন সম্ভবপর নহে

(গ) নির্ম্মৎসর সাধুগণই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রোজ্ঝিত-কৈতব বাস্তব-সত্যের সন্ধান লাভ করেন

(২)

"প্রতিষ্ঠা স্তোত্র"

"জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥"

(৩)

শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কার্য্যে বিজনৌরে গিরি মহারাজ ও ফিজিয়ানাগ্রামে বন মহারাজ

(৪)

(ক) ভগবান্ কেন যে জীবের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হন, তাহা একমাত্র ভগবদ্-ভক্তেরই উপলব্ধির বিষয়

(খ) বৈধ-ভক্ত অপেক্ষা প্রেমিকভক্তের আচরণ ভগবানের অধিক প্রীতিপ্রদ ; রসিক ভক্ত প্রেম-বশে ভগবদাজ্ঞাধীনতা রূপ বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে ভগবান্ কোটিগুণ আনন্দ লাভ করেন

(গ) বিরহের পর মিলনেই অত্যধিক আনন্দ

(৫)

ভগবান্ ভক্তনিন্দা সহ্য করেন না

(৬)

প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ এবং বালিয়াটি শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠে জন্মাষ্টমী-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভাগবতোৎসবোপলক্ষে

অপূর্ব্ব-সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!!

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত

বিভিন্ন সূচী, টীকা, অন্বয়, অনুবাদ, বিবৃতি, তথ্য-সম্বলিত বিরাট্ গ্রন্থরাজ ৪০৲ চল্লিশ টাকা স্থলে মাত্র ২০৲ কুড়ি টাকা

ভিক্ষার কেবল উৎসবকালের জন্য পরে আর পাওয়া যাইবে না

এখনই পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি

গ্রন্থাবলী

-ঃ০ঃ-

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
(বিশেষ বিবরণ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৫। ভজন-রহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ (বাঁধা) ১
 " " আবাঁধা ৸০
৭। তত্ত্বসূত্রম ৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। দুর্ব্বিজ্ঞানিক ভাগবতঃ সাত্বত (মার্ধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৫৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
 ঐ বাঁধা ৸০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। গোস্বামী রঘুনাথ দাস অবাঁধা ।৵০
 ঐ ঐ বাঁধা ৷০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীগুরুমালা ৵১০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
(প্রাচীন নবদ্বীপ)
নদীয়া।

২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৫০
২৩। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৪। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৫। শরণাগতি ৵০
২৬। গীতাবলী ৵০
২৭। সাধনকণ ৴০
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
২৯। নবদ্বীপশতক ৴০
৩০। অর্থপঞ্চক ৴০
৩১। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩২। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৶৫০
৩৩। সাধককণ্ঠমালা আবাঁধা ।৴০
বাঁধা ৷০
৩৪। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৩৫। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
৩৬। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বাঁধা ১৲
আবাঁধা ৸০
৩৮। মণিমঞ্জরী ... ।০
৩৯। গৌরকৃষ্ণো... ৸০
৪০। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৪২। সটীক শিক্ষাদশকমূলম্ ।০
৪৩। শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয় ৷০
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৫। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (গৌরাব্দ ৪৪৪) ৶০
৪৬। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত বাঁধা ২৲
 ঐ আবাঁধা ১৸০
৪৭। গৌ... ৴০
৪৮। ঈশোপনিষৎ ... মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ ।০
৪৯। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫০। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) বাঁধা ২৲
আবাঁধা ১৸০

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
প্রাচীন নবদ্বীপ
নদীয়া

মাৎসর্য্য-ত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনই বিধি

পর-সুখ-অসহনশীলতার নাম মাৎসর্য্য। বদ্ধজীবসমূহকে ত্রিতাপে দগ্ধ করিবার নিমিত্তরূপ ষড়্-রিপুর মধ্যে মাৎসর্য্য নামক মানসিক বৃত্তিটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর, কারণ ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে কোন ব্যক্তিই শুদ্ধরূপে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ লাভে সমর্থ হন না।

স্বার্থপরতা হইতে মাৎসর্য্য নামক বৃত্তির উদয় ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যত অধিক স্বার্থপর, তিনি তত অধিক মাৎসর্য্য বৃত্তির অধীনতা স্বীকার করেন। অন্যের সুখ-দর্শনে মৎসর ব্যক্তি মনে করেন যে, ঐ সুখ সেই অন্য ব্যক্তির আস্বাদনযোগ্য না হইয়া যদি উহা তাঁহার আস্বাদনের বিষয়রূপে গৃহীত হইত, তাহা হইলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। সুতরাং পরসুখাসহিষ্ণুতা বা স্বার্থপরতাই যে মাৎসর্য্য বৃত্তির উদয়কারিণী ও পোষ্টা, তাহা সহজ-বোধগম্য।

সেবাদ্বারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধান করাই জীবের শুদ্ধ-আত্মার স্বধর্ম। অনাদি-বহির্ম্মুখতা নিবন্ধন :: সকল বদ্ধজীব স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয়ে আবৃত হইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা নিজ নিজ শুদ্ধআত্ম স্বরূপের পরিচয় ভুলিয়া বিবর্ত্ত-বুদ্ধি দ্বারা আপনাদিগকে আপন দেহের হইতে অপৃথক্‌ত্ব বলিয়া বুঝেন এবং দৈহিক-সর্ব্বস্ব বুদ্ধির উদয়ে, ভগবানের সুখ-বর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে, নিজ নিজ বাহ্য দেহ-মনের সুখ-বিধানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া স্বার্থপরতাকে আবাহন করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্রের অধ্যয়ন-প্রভাবে যদি কোন জীব স্বার্থপরতাকে ক্রমে ক্রমে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি নির্ম্মৎসরতার ভূমিকায় উপনীত হইতে ও কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হইবার সুযোগ পাইতে পারেন, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৯ম অধ্যায়ে,—

"চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধাভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব-বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম॥"

যে সকল ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপরিউক্ত উপদেশ গ্রহণ করত মৎসরতাকে অন্তর হইতে বহিষ্কারের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা [illegible] কপটতা-বুদ্ধিশূন্য [illegible] বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য [illegible] অধিকারানুযায়ী তাঁহারা যশের গন্ধিত [illegible] লাভ পর্য্যন্ত গ্রহ করিয়াও যিনি প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত মহাজনগণের পদ অনুসরণ করিতে থাকিবেন, তিনিই কালে নির্ম্মৎসর হইয়া শুদ্ধভাবে হরিভজন করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন।

কপটী মৎসরগণের হরিভজন করা আন্তরিক উদ্দেশ্য নহে। বাহ্যে হরিভজনের ভাণ দেখাইয়া তাহারা সরলমতি-ব্যক্তিগণের চিত্ত ও বিত্ত উভয়ই হরণ করিয়া থাকে। কোন নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত আচার্য্যদিগের কপটাচরণের কথা যদি জনসমাজে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহারা সেই শুদ্ধভক্তের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিবার পরিবর্ত্তে যখন তাঁহার প্রচারের বাধাদান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া নানাপ্রকার অসৎ চেষ্টার জাল বিস্তার করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহারা মৎসরতাযুক্ত কপট বাহীত কখনই নির্ম্মৎসর সরল ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। কপট ব্যবহার-দ্বারা ইহলোকেও সুখ হয় না। কারণ কপটতার স্থিরতা নাই এবং সেই জন্য উহা ব্যক্ত হইয়া পড়ে ও ব্যক্ত হওয়ার পর কপটীগণকে জনসমাজে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মৎসরতাযুক্ত কপটীগণ শুদ্ধভাবে হরিভজন করিতে সমর্থ হয় না। হরিভজন শুদ্ধভাবে না হইলে চৌরাশিলক্ষ উচ্চনীচ যোনিতে ভ্রমণ অনিবার্য্য। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, মৎসর ব্যক্তিগণ ইহকাল ও পরকাল উভয়-কালেই সুখলাভে বঞ্চিত।

প্রতিষ্ঠা স্তোত্র

(পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদরস্বরূপ
দেবশর্ম্মা কবিভূষণ)

(১)

যে জন প্রতিষ্ঠা চাহে তোর।
বহু দুখ তা'রে প্রণতি মোর॥
তুমি যে প্রতিষ্ঠা, শূকরীর বিষ্ঠা,
কে, বল ত্যজিতে তোমারে পারে॥

(২)

তুমি যে প্রতিষ্ঠা বঞ্চনা-সার।
মায়ার বৈভব কি আছে আর॥
সেবা বিমুখ, বৈষ্ণব যে-জন,
কভু নাহি যান তোমার পার॥

(৩)

বঞ্চক বৈষ্ণব বঞ্চনা করে।
অবৈষ্ণব তাহা বুঝিতে নারে॥
চতুর যে জন, তোমারে না লয়;
তোমারে ছাড়িয়া পলায় দূরে॥

(৪)

প্রতিষ্ঠা-পঙ্কিল অঙ্কুর যে।
তোমা দিয়ে যদি নাচায় সে॥
প্রতিষ্ঠাশা-জয়, অতত্ত্বার্থ-ময়;
বল না এ কথা কে জানে কে॥

(৫)

জড়ের প্রতিষ্ঠা কেবল দুঃখ।
দূর হয় যাতে ভজন সুখ॥
জাতিতে বৈষ্ণব, সেবি' অবৈষ্ণব;
সাধুসঙ্গে নাশে প্রতিষ্ঠাশা-মল॥

(৬)

যে জড় প্রতিষ্ঠা তোমার লাগি'।
নির্জ্জন ব'স বসিয়া সুযোগী॥
ছল করিলায় কৈতবের যায়
সাধুজন তাহে না হয় ভাগী॥

(৭)

প্রতিষ্ঠাশা দুষ্টা স্বপচ রমণী।
নাচে হৃদে যার দিবস রজনী॥
কোথা বা তার পবিত্রতা সার
সাধু প্রেমামৃত পরশমণি॥

(৮)

চেতনজীব সে চৈতন্য-দাস।
চেতন-জীবনে কীর্ত্তন আশ॥
জীবন ধারণ, কীর্ত্তন কারণ;
কীর্ত্তনে প্রতিষ্ঠা না করে বাস॥

(৯)

চেতনের কৃষ্ণ-স্মরণ প্রাণ।
সুষ্ঠু সংকীর্ত্তিত অমল গান॥
প্রাণহীন দেহ, প্রচারে না কেহ;
কীর্ত্তন-বিহীন জীবন জান॥

(১০)

প্রতিষ্ঠার হেতু কীর্ত্তন যার।
কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব কোথায় তার॥
প্রতিষ্ঠাশা-কাঁসি, ছাড়ি সর্ব্ব দাসী;
তবে সংকীর্ত্তন সুখের সার॥

(১১)

মহদ্‌গুরুসেবনে শ্রবণ-সিদ্ধি।
শ্রুত-সংকীর্ত্তনে ভজন বৃদ্ধি॥
কীর্ত্তনে স্মরণ, গোবিন্দ-চরণ;
তাহে তুমি সেবা লভিতে শুদ্ধি॥

(১২)

আপনি আচরি প্রচার যার।
কিরূপে কৈতব রহিবে তার॥
কীর্ত্তন-সৌরভে, প্রতিষ্ঠা-সৌরভে
আমোদিত পূত ধরণী তার॥

(১৩)

সেবোন্মুখ কৃষ্ণ-সেবক জীব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র পায়॥
সে যে মায়ামুক্ত; হরি-সেবাযুক্ত;
হরি-সেবকের গৌরব তার॥

(১৪)

জড়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্যাগ।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সেবনে রাগ॥
সেই সাধু জন; তাহে অনুরক্ত,
তাহে সেবে যার মহান্ ভাগ॥

(১৫)

'অসাধু বলিয়া সাধুর বেশ।
'হে প্রতিষ্ঠা তোমা' লাগিয়া ক্লেশ॥
করে অবৈষ্ণব ভজিতে গৌরব,
বৈষ্ণব-বিদ্বেষে পরম শেষ॥

(১৬)

বাড়িয়েছে দৈব, অন্তর শাক্ত
কপট ভুলিল তোমারই ভক্ত॥
সভায় বৈষ্ণব, মঠ অবৈষ্ণব (?)
প্রকাশে প্রতিষ্ঠা সভার রক্ত॥

বিজনোরে গিরিমহারাজ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিসদয় গিরি মহারাজ বিজনোরে পরমভাগবত ঠাকুর সাহেব শ্রীযুক্ত টিকম্ সিংজী মহোদয়ের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় সহরে অধিবাসী ও অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ্‌ বাবু দ্বারকা প্রসাদজী স্বামিজীর নিকট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণে অতীব প্রীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দ্বারকা বাবু এবং ঠাকুর সাহেব স্বামিজীর প্রচার-কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রতি অনুরাগ ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদের নিত্যকল্যাণ বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা। স্বামিজী মহারাজের সহিত ব্রহ্মচারী নীরকৃষ্ণজীও মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। স্বামিজীর পাঠ ও বক্তৃতা এবং ব্রহ্মচারীজীর সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইতেছেন। স্বামিজী তথায় একটী স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপনের যত্ন করিতেছেন।

পরবর্ত্তি সংবাদ

স্বামিজীর প্রচার-কুশলতায় সহরে বেশ একটু সাড়ার সঞ্চার হইয়াছে। গত ১২শে আগষ্ট তারিখে স্বামিজী ডেপুটী বাবু রামস্বরূপ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে হিন্দী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সেক্রেটারী, মুন্সেফ, কোর্টইন্সপেক্টর, কোতোয়াল সাহেব এবং আরও কতিপয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্বামিজীর ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন। পাঠের পূর্ব্বে এবং পরে সুকণ্ঠ কীর্ত্তনিয়া ব্রহ্মচারী নীরকৃষ্ণজীর সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণেও শ্রোতৃবৃন্দ তৃপ্ত হইয়াছেন। এস্, পি রায়বাহাদুর কমলকিশোর মহোদয় স্বামিজী মহারাজের নিকট সর্ব্বতত্ত্বের সুকোমল বিষয়গুলির সহজ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণে অতীব প্রীত হইয়াছেন। তিনি স্বামিজীর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের জন্য বিশে

আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। গত ২০শে আগষ্ট হইতে ব্রহ্মচারী নীলকণ্ঠজী ঠাকুর সাহেব চিরঞ্জীব সিংজী মহোদয়ের গৃহে নিমীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। ঠাকুর সাহেব এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট। তাঁহাদের সরলতা, সত্যানুরাগিতা ও বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবা-চেষ্টা দেখিলে স্বভাবতই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। বাবু রামকাপ্রসাদজী এবং তাঁহার ভক্তিমতী পত্নীরও বিষ্ণু বৈষ্ণব-সেবায় যথেষ্ট অনুরাগ আছে। বরিহারে বাঙ্গালী [illegible] শুদ্ধভক্তি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট আগ্রহ [illegible] দেখা যাইতেছে। আধুনিক নাম, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির আশা ছাড়িয়া যাঁহারা কায়, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা শুদ্ধভক্তি-প্রচারকার্যে উৎসাহ প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছেন। নির্জনে ভগবদ্ভজন হইতে অন্যকে ভগবদ্ভজন করাইবার জন্য যাঁহারা শুদ্ধভক্তিমঠাদির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন—অন্যকে শুদ্ধভক্তমুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণকীর্তন শ্রবণের সুযোগ দিতেছেন, তাঁহারাই একপক্ষে মনুষ্যজন্ম লাভের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। সুতরাং আমরা রামকাপ্রসাদ বাবু এবং তাঁহার ভক্তিমতী পত্নীর সাধুচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। শ্রীভগবান্ অবশ্যই তদীয় সেবোন্মুখকারিগণের নিত্য মঙ্গল বিধান করিবেন। সামান্য পাপপুণ্যের বিচারনিরত ব্যক্তিগণকে প্রকৃত ভগবদ্ভজন কাহাকে বলে, তাহা জানিবার সুযোগ প্রদানের চেষ্টা বাস্তবিকই পরম মহৎ।

ভিজিয়ানাগ্রামে বন মহারাজ

পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ দক্ষিণ-ভারতে ভিজিয়ানাগ্রামে মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। তিনি তথা হইতে পশ্চিম-গোদাবরী জেলার অন্তর্গত কভূরে বিজয় করিবেন। কভূরে একটী স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিপাদের সহিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ ভক্তিশাস্ত্রী মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীযুত রামানন্দ দাস দেবশর্মা গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি, এ মহোদয়, পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ হরিজন ব্রহ্মচারী আছেন। তাঁহারাও দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-প্রচারার্থ যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী লোকেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথা শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

ভক্তের সুখে দুঃখে ভগবানের সুখ দুঃখ

ভগবান্ আনন্দময় বন্ধু ও আমাদের চিরসুহৃৎ। তাঁহার আনন্দের অভাব না থাকিলেও, সৌহার্দ-নিবন্ধন তিনি আমাদের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করেন। সেই জন্য যে সময় আমরা তাঁহার সেবা ছাড়িয়া আপাত-মনোরম দুঃখপ্রদ নশ্বর জাগতিক বস্তুবর্গের সেবায় রত থাকি, সেকালে তিনি বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা আমাদিগকে সংশোধন করেন ও অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ করত পরানন্দ লাভের যোগ্যতা বিধান করিয়া থাকেন।

ভগবানের সুশীতল চরণ-প্রান্তে উপনীত হইতে হইলে, আমাদিগকে প্রথমে ভগবদ্ আজ্ঞা পালনরূপ বৈধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং অবশেষে অন্যাভিলাষরূপ মল হৃদয় হইতে নির্গত হইলে তাঁহারই প্রেমভক্তির আচরণ দেখাইতে হয়।

পিতার আশ্রয়-ত্যাগী পুত্র নানা কষ্টে পড়িয়া পুনরায় পিতার আশ্রয় গ্রহণ করত তাঁহার আজ্ঞাধীন হইলে সে যেরূপ সুখে থাকে ও তাহার সুখ দর্শনে পিতা যেমন নিজেকে সুখী মনে করেন, ভগবদ্ বিমুখ নশ্বর স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত জীবগণ মায়া-কর্তৃক ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া পুনরায় ভগবান্‌কে একমাত্র চির-সুহৃৎ বিবেচনা করত তাঁহার আজ্ঞাধীন হইলে সেই প্রকার দুঃখ-রহিত বিমল সুখ সাধক-হৃদয়ে অনুভূত হয় ও তদ্দর্শনে চির-সুহৃদ্‌রূপী ভগবান্‌ও নিজেকে সুখী বোধ করিয়া থাকেন। পরে সেই সাধক যখন বৈধভক্তির স্তর অতিক্রম পূর্বক প্রেমভক্তির স্তরে উপনীত হন, সে সময় ভগবান্ সাধকের প্রেমভক্তির আদর্শ দেখিয়া পূর্বাপেক্ষা কোটীগুণ অধিক আনন্দ লাভ করেন ও ভক্তকেও কোটীগুণ অধিক সেবানন্দ-রস আস্বাদন করিবার সুযোগ দেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ১০ম অধ্যায়ে,—"যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে। তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥ অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে। তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গের কারণে॥ রাসে দৈবে যবে যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা। তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি' তাঁর সঙ্গে সে রহিলা॥ আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ। প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটী সুখ পোষ॥"

কেন যে আনন্দময় ভগবান্ ভক্তের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হন, ইহার রহস্য, কোন অভক্তের বুঝিবার উপায় নাই, [illegible] হন, তবেই তিনি উহা বুঝিতে সমর্থ হইতে পারেন। ভগবানের ইহা লীলা। লীলা-রস আস্বাদনই তাঁহার উদ্দেশ্য। বিরহের পর মিলনে যে অত্যধিক সুখ লাভ হয়, উহা রসিক মাত্রই জানেন।

ভগবান্ ভক্তনিন্দা সহ্য করেন না

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ডের ঊনবিংশ অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের প্রতি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর উক্তি, যথা,—

"তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটী দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥
দুই নাহি বলোঁ, এই বেদের বাখান।
সুদক্ষিণ মরণ তাহার প্রমাণ॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু, শিবপূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল॥
কৃত্যা সাক্ষাৎ করিয়া রাজা মরা যায়।
ভক্তি-পথে কৃত্যা হান তাহারে বিধিল॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আপনার সুখে।
দুই ভাই যায়, যার কৃত্যা দেখে দুঃখে॥
বলদেব-নিন্দ্য [illegible] পাইলা [illegible]।
তোমারে লঙ্ঘিলা তার সবংশে মরণ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইলা ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে হৈল সবংশে সংহার॥
শিরচ্ছেদে শির পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ॥
সর্বদেব-মূল তুমি, সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসের ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহারে॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে॥
বেদ বিপ্র যজ্ঞ ধর্ম সর্বমূল তুমি।
যে তোমাকে না ভজে তার পূজা নহি
আমি॥"

উক্ত অধ্যায়ে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি বর্ণিত আছে, যথা,—

"মোর এই সত্য তুমি সবে মন দিয়া।
আমারে পূজে, মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥
আমার দাসের যে সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম-কল্পতরু সংহারে তাহারে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত সব মোর দাস।
এতেকে যে পরহিংসে সেই যায় নাশ॥
তুমি ত' আমার নিজ দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দড়॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায় সর্বধর্ম ঘুচে তারে॥
বাহু তুলি জগতেরে বলে গৌররায়।
অনিন্দক হই সবে বল কৃষ্ণনাম॥
অনিন্দক হইয়ে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিমু হেলে॥"

উপরিউক্ত দুই প্রকার উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, ভগবান বা তাঁহার ভক্তের নিন্দা করা অন্যায়। অতএব যাঁহারা ভক্তগণের নিন্দা করেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের [illegible] হইতে বঞ্চিত হইবেন।

প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব

পরিব্রাজক শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু এবং শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিকোবিদ প্রভু [illegible] কর্তৃক [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত [illegible] প্রচার করিয়া সম্প্রতি প্রয়াগক্ষেত্রস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে আগমন। পূর্বক তথায় শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব ও নন্দোৎসব পাঠ কীর্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত [illegible] ও ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণকথা শ্রবণে তাঁহারা সকলেই অধোক্ষজ-সেবা হইতেই যে পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। অধোক্ষজ-সেবা-বিমুখতাই জীবকে ভগবৎপ্রেমার্থী [illegible] পরিবর্তে [illegible] করিয়া দেয়, জীব তখন পরমানন্দলাভের পরিবর্তে আপাত-মনোরম বিষয় [illegible] চির-দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হন।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব

গত ৩২শে শ্রাবণ রবিবার শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে [illegible] পাঠ ও শ্রীমদ্ভাগ- [illegible]

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্তন [illegible] বহু সজ্জন [illegible] মহোৎসবে [illegible] [illegible]

এখনও অপূর্ব্ব সুযোগ — পরে পাওয়া দুর্ঘট !

চিত্রে নবদ্বীপ

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরসিংহনারায়ণ রায় এম্‌, এ প্রাজ্ঞ (লাহোর)

মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি অপূর্ব্ব চিত্র সমন্বিত।

বিশ্বকোষ-সম্পাদকের পরিচয় সহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০ ডিমাইতে ২৲ দুই টাকা মাত্র

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

১৭২৬ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৭শ খণ্ড প্রকাশ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০৷৷৵০ সাধারণ পক্ষে ১১৷৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আবেদনকারীর পক্ষে ৮৲।

৮৬২ পৃষ্ঠায় ৭৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ড ছাপা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

[illegible] ধক কণ্ঠমালা

[illegible]

[illegible] প্রয়োজনীয় তুলসী মালিকার

[illegible] যোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ

[illegible] মাত্র

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প:

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸৹
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১০
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	।৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত ঠিকানাসমূহে প্রাপ্তব্য

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।

২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)

৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩৭নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ডিম্পিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।

০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি ;

১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব

২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।

৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।

৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—কুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।

৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা

৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ ক্যুইন্স রোড, দিল্লী

৮। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা

৯। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—বেলোনগর, জলপাইগুড়ি।

২০। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

২১। মিঃ এন্‌ ডি, মুখার্জ্জি—এম্‌, এস্‌, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর

২২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গোস্বামী—কৃষ্ণনগর, নদীয়া

২৩। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

২৪। শ্রীবিপিনমোহন দে—মদনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা

২৫। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার বেতাল, ২৪ পরগণা

২৬। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ, এম্‌, এম্‌, মানভূম

২৭। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিস্বরূপ মাথবাথ।

২৮। শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী ঐ

গৌড়ীয় মঠ গ্রন্থ-প্রকাশ

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত, [illegible]-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই [illegible]। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

[illegible]

[illegible] বাঙ্গলা ভাষায় [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] পুরাণ, [illegible] অবলম্বনে [illegible] মানবের [illegible] যোগ্যতা না থাকায় [illegible] হইতে পারেন না। শ্রীল [illegible] ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার [illegible] এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

[illegible] ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু [illegible] ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ে [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

চতুর্থ সংস্করণ

[illegible] বাঁধাই—২৲ দুই টাকা

আবাঁধা—১৸০ পৌনে দুই টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য [illegible] ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার [illegible] কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, [illegible] কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত [illegible] না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড

ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-[illegible]। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—[illegible] কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে [illegible] বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ভ্রমণকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনত্যাবস্থ [illegible]—[illegible] যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন [illegible] আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা [illegible] অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের [illegible]; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্[illegible]াচার্য্য সঙ্কলিত

[illegible]সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

আসাম শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

গত ১২৮ [illegible] তারিখে [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তম [illegible] স্বামী শ্রীমদ্[illegible] কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ [illegible] গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। [illegible] শ্রীপাদ রমানাথ [illegible] মহাশয়ের [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার [illegible] কয়েকদিন অবস্থান [illegible] করিয়াছেন।

ঐ তারিখে মঠে [illegible] শ্রীল [illegible] মহাশয়ের [illegible] পরম ভাগবত [illegible] নাথ [illegible] মহাশয়ের [illegible] সভা আহূত হওয়ায় [illegible] সম্বন্ধে [illegible] কি ভাবে [illegible] আলোচনা, তাহা [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পরম [illegible] করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রমানাথ [illegible] মহাশয়ের [illegible] গৌরাঙ্গ সেবা-চেষ্টা [illegible] প্রশংসনীয়। তিনি প্রার্থনা করেন, [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি [illegible] কথা ও বর্ত্তমানে যে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের মুকুটমণি আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগমন [illegible] কোন কথা [illegible] পারে না, [illegible] হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের [illegible] দূরীভূত হউক।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রী[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

বর্ষায়

একমাত্র
রবারের জুতা

টি, টি, সিলিপার

স্বদেশী

ডটি, প্রিসিয়ান ও এলবাট

টানশুদ্ধাইম, মজবুত, সস্তা, নরম, জল-কাদায় বিশেষ উপযোগী- এই স্বদেশী জুতা, বাতে বিদেশী জুতা কিনিয়া দেশী শিল্পের সহায়তা করুন।

ঠিকানা—টি, টি, সিলিপার এণ্ড কোং, ৩নং টাউনহে

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও [illegible] গন্ধক দ্বারা শাস্ত্রমতে প্রস্তুত [illegible] প্রয়োজনীয় [illegible] মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব প্রকার দুর্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], [illegible], স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

জীবন-প্রাণ একমাত্র মহৌষধ, [illegible] যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (গরীব রোগীদিগকে [illegible] চিকিৎসা করা হয়।) বিস্তারিত জানিবার জন্য এক আনার টিকেট সহ [illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল পোঃ [illegible], জেলা [illegible]।

নদীয়া জেলার [illegible] ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন—

[illegible] প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। অথবা শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ, কৃষ্ণনগর পোঃ, জেলা নদীয়া।

একখানি পত্র

. . . . [illegible] সহকারে জানাইতেছি যে আমার [illegible] কঠিন [illegible] এবং [illegible] প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণ [illegible] ছিলেন, কিন্তু বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয়ের [illegible] হইয়াছে।

[illegible] শ্রীযোগেশকিশোর রায় চৌধুরী

[illegible] বাখিনা [illegible]।

[illegible]

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণের [illegible] শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক বিদেশাগত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। প্রতি বর্ষেই ছাত্রগণ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যার্ণব, [illegible], সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্যাকরণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মনোমোহন প্রেস

পুরু বাজালার [illegible] সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ বাতশোণিত, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, [illegible], পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মজিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

[illegible], [illegible] পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

[illegible] এক মুদ্রিত ও প্রকাশিত